সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান

২য় খণ্ড

। রামকমল বিদ্যালঙ্কার ।

৪। (পত পড়া+[illegible]) [illegible] অণ্ড৴৬। পত্র। [illegible] করা, পালন [illegible] পালন [illegible] ১০। [illegible] কোন শব্দে [illegible] মধ্যে [illegible]

[redacted]

পহুছন (দেশজ) সং, আগমন, উত্তরণ।

পইত্রিশ (পঞ্চত্রিংশৎ শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৩৫।

পচাত্তর (পঞ্চসপ্ততি শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৭৫।

পচানব্বই (পঞ্চনবতি শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৯৫।

পচাশী (পঞ্চাশীতি শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৮৫।

পঁচিশ (পঞ্চবিংশতি শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ২৫।

পয়তাল্লিশ (পঞ্চচত্বারিংশৎ শব্দজ) বিং, সংখ্যাবিশেষ, ৪৫।

পঁয়ষট্টি (পঞ্চষষ্টি শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৬৫।

পক্কণ (পক্ [পচ্ পাক করা+ (ক্বিপ্)—র্ম] পচ্যমান—কণা ধান্যাদির অংশ, ৭মী—হিং। অথবা পচ্ পাক করা+কণ্—ধি। চ স্থানে ক) সং, পুং, চণ্ডালগৃহ। ২। শবরালয়, ব্যাধের বাসস্থান। ৩। পুং, অগ্নি।

পক্তা (পক্তৃ, পচ্ পাক করা+তৃ(তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, পাচক, পাককর্ত্তা। ২। পুং, অগ্নি।

পক্তি (পচ্ পাক করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, রন্ধন, পাক। ২। পাকা।

পক্তিশূল ; সং, ক্লীং, অন্নাদি পাককালে জায়মান শূল রোগবিশেষ।

[illegible] (পচ্ পাককরা+[illegible]) সং, স্ত্রীং, [illegible]

[illegible] ([illegible] +ত্রিমক্—ক) [illegible] গণ।

[redacted]

[illegible] ([illegible]) সং, স্ত্রীং, [illegible]

[illegible] ([illegible]) সং, পুং, [illegible]

পক্বাধান (পক্ব—আধান, [illegible]) [illegible] পাকাশয়।

পক্বান্ন (পক্ব—অন্ন, [illegible]) সং, ক্লীং কৃত-পাক অন্ন। "[illegible]" মূর্চ্ছিতমুচ্যতে।"

পক্বাশয় (পক্ব—আশয়—আধার) সং, পুং, নাভিদেশের অধোভাগ।

পক্ষ (পক্ষ্ পরিগ্রহ করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, পঞ্চদশ দিবারাত্রিকেই সচরাচর লোকে একপক্ষ বলিয়া থাকে। কিন্তু পঞ্চদশ তিথি দ্বারা পরিমিত কালকেই পক্ষ বলা যায়। কিন্তু তন্মধ্যেও বিশেষ আছে। যে পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, তাহা চন্দ্রদ্বারা পরিমিত। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি শুক্লপক্ষের তিথি, এবং প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষের তিথি। ২। পক্ষীর ডানা। "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।" ৩। পিচ্ছ। ৪। বাণের পাখা। ৫। পার্শ্বগৃহ। ৬। ভিত্তি। ৭। পার্শ্ব। ৮। যুগ্ম। ৯। বর্গ। ১০। সহায়। ১১। সখা। ১২। সৈন্য। ১৩। চুল্লীরন্ধ্র। ১৪। মত। ১৫। প্রত্যুত্তর। ১৬। সাধ্য। ১৭। রাজহস্তী। ১৮। দেহার্দ্ধ। ১৯। বিরোধ। শিং—১ "অহমপি তবদর্থে গৃহী-

তপস্যা। ২০। (কেশাদি শব্দের পরে বসিলে) গুচ্ছ, সমূহ; যথা—কেশপক্ষ ইত্যাদি। ২১। অনুমেয় বস্তুর আধার। ২২। বিং, ত্রিং, সাধ্যবিশিষ্ট।

পক্ষক (পক্ষ+কণ্—যোগে) সং, পুং, পক্ষদ্বার, খিড়কীদ্বার। ২। পার্শ্ব। ৩।

[redacted]

পক্ষচর (পক্ষ অর্দ্ধমাস—চর [চর্ গমন করা+অ (অন্)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, চন্দ্র। ২। হস্তী। ৩। পুং—স্ত্রীং, বন্দচর, চক্রবাক। ৪। অনুচর।

পক্ষজ } **পক্ষজন্মা** } (—জন্মন্, পক্ষ অর্দ্ধমাস—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত। ২য় পক্ষে—পক্ষ অর্দ্ধমাস—জন্মন্ জন্ম) সং, পুং, চন্দ্র। ২। ত্রিবিধ মেঘের একপ্রকার; পূর্ব্বে ইন্দ্র পর্ব্বতদিগের যে সমুদয় পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় পক্ষ হইতে ইহাদের জন্ম হয়। পর্ব্বতসংলগ্ন মেঘ দেখিলেই পর্ব্বতের পক্ষ বলিয়া বোধ হয়। ৩। বিং, ত্রিং, পক্ষে জাত।

পক্ষতা (পক্ষ+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, ন্যায়োক্ত অনুমানেচ্ছাভাব সমানাধিকরণে সাধ্যবত্তা; যেমন—ধূম দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান। ২। পক্ষধর্ম্ম।

পক্ষতি (পক্ষ+তি—মূলার্থে) সং, স্ত্রীং, প্রতিপদ্। ২। পক্ষমূল।

পক্ষতীর্থ; সং, ক্লীং, একটী প্রাচীন তীর্থ ক্ষেত্র। মান্দ্রাজ নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণে চিঙ্গলপৎ জেলার মধ্যস্থলে এই পবিত্র তীর্থ অবস্থিত। হিন্দু, বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই এই তীর্থকে পবিত্র মনে করেন। (স্কন্দপুরাণ দেখ।)

পক্ষদ্বার (পক্ষ পার্শ্ব—দ্বার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পার্শ্বদ্বার, খিড়কী দ্বার।

পক্ষধর (পক্ষ অর্দ্ধমাস, ডানা—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন্)—ক] যে ধারণ করে) সং, পুং, চন্দ্র। ২। পক্ষী। ৩। বিং, ত্রিং, পক্ষপাতী।

[redacted] স্নেহ। ৩। আসক্তি। ৪। পরিচয়। ৫। একপক্ষে আসক্তি, একপক্ষে পতন, একদিকে টান। "সত্যং জনা বচ্মিন পক্ষপাতাৎ।" ৬। পক্ষের পতন। ৭। পক্ষিদিগের অঙ্গবিশেষ। শিং—১ "পক্ষপাতঃ পতত্রাণাম্।"

পক্ষপাতিতা (পক্ষপাতিন্+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, অনুকূলবর্ত্তিতা, সাহায্যকরণ। শিং—১ "ন পরং পথি পক্ষপাতিতানবলম্বে কিমু মাদৃশেঽপি সা।" (নৈষধ)। ২। পক্ষ-দ্বারা পতন।

পক্ষপাতী (—পাতিন্, পক্ষ—পত্ পড় ইন্, (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, অনুগ্রাহক আসক্ত। ২। পক্ষপাতকর্ত্তা, যাহার পক্ষপাত আছে। ৩। একপক্ষে পতনশীল। ৪। পক্ষদ্বারা পতনশীল।

পক্ষপালি (পক্ষ পার্শ্ব—পালি প্রান্তভাগ ইত্যাদি) সং, পুং, খিড়কীদ্বার।

পক্ষভাগ (পক্ষ পার্শ্ব—ভাগ অংশ) সং, পুং, হস্তীর পার্শ্বদেশ। ২। পার্শ্বদেশ।

পক্ষবান্ (পক্ষ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পক্ষবিশিষ্ট, যথা—পক্ষবান্ পর্ব্বত।

পক্ষবাহন (পক্ষ ডানা—বাহন যান, ৬ষ্ঠী—হিং, সং, পুং, পক্ষী, পাখী।

পক্ষসন্ধি (পক্ষ—সন্ধি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পর্ব্বসন্ধিকাল।

পক্ষহোম; সং, পুং, পক্ষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য হোম।

পচম্পচা (পচম্ পাচক পদার্থকে—পচ্ পাক করা + অ (অন্)—ক) সং, স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা। [একটি নগরী।

পচম্বা (দেশজ) হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত

পচা (পচ দেখ, ও—আ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পাক। ২ (পাকার্থ পচ্ ধাতুজ) [illegible] বিকৃত, নষ্ট। [illegible]

পচাদি; সং, পুং, ব্যাকরণোক্ত [illegible]

পচি (পচ্ [ইহা দ্বারা] পক্ব [illegible] সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অগ্নি। ২। পাক।

পচেলিম (পচ্ পাক করা + কেলিম্—কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে) বিং, ত্রিং, স্বয়ং পক্ব ২। সং, পুং, সূর্য্য। ৩। অগ্নি। [সং, পুং, পাচক।

পচেলুক (পচ্ পাক করা + এলুক—প্রং)

পচ্ছস্ (পাদ + শস্—প্রং, পাদ = পৎ) অং, পদে পদে, চরণে চরণে।

পচ্য (পচ্ পাক করা + য—কর্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাকার্হ, পাক করিবার যোগ্য।

পজ্জ (পাদ পা—জ [জন্ জন্মান + অ(ড)—ক] জাত, যে ব্রহ্মার পাদ হইতে জাত, স্ত্রী—হিং। পাদ—পৎ) সং, পুং, শূদ্র-জাতি। ২। বিং, ত্রিং, পদজাত।

পজ্ঝটিকা; সং, স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ, যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৬টী লঘু স্বর থাকে, তন্মধ্যে গুরুবর্ণ হইলে দুই স্বর ও লঘুবর্ণ হইলে এক স্বর গণনা করিতে হইবে।

পঞ্চ (পঞ্চন্, পন্চ্ বিস্তৃত হওয়া + অ(অন্)—ক। পারস্য = পঞ্জ। গ্রীক = পেনটি। বাঙ্গালা = পাঁচ) বিং, ত্রিং, বহুং, পাঁচ সংখ্যা, ৫।

পঞ্চক (পঞ্চন্ + কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং, পাঁচ। ২। পঞ্চসমূহ। ৩ বিং, ত্রিং, পঞ্চ-সম্বন্ধীয়। ৪। পঞ্চপরিমিত ৫। পঞ্চজনের ক্রীত।

পঞ্চকপাল (পঞ্চন্ পাঁচ—কপাল ঘটাদির অর্দ্ধাংশ, সং, পুং, যজ্ঞবিশেষ।

পঞ্চকর্ম্ম (পঞ্চকর্ম্মন্, পঞ্চন্ পাঁচ + কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, বমন রেচনাদি পঞ্চ-প্রকার শারীরিক চিকিৎসাবিশেষ। শিং—১ "বমনং রেচনং নস্যং নিরূহশ্চানু-বাসনং। পঞ্চকর্ম্মেদমন্যচ্চ [illegible] শাদিকম্।"

পঞ্চকলা [illegible] সং, [illegible] —এই পঞ্চ। [illegible]

পঞ্চকাম (পঞ্চ—কাম [illegible] কন্দর্প [illegible] এই পাঁচ নামে প্রসিদ্ধ। [illegible]

পঞ্চকোণ (পঞ্চ—কোণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, পঞ্চকোণাত্মক ক্ষেত্রবিশেষ। ২। তন্ত্রে—যন্ত্রবিশেষ। ৩। লগ্নাবধি নবম পঞ্চমাত্মক স্থান।

পঞ্চকোট (দেশীয়) মানভূম জেলার একটি গিরিশ্রেণী। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্ব পাদমূলে একটি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেখানে কয়েকটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়া ছিলেন। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপের গ্রহবিপ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব পঞ্চকোট-রাজের সভা-পণ্ডিত ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন।

পঞ্চকোল (পঞ্চন্ পাঁচ + কোল পিপ্পলী) সং, ক্লীং, চৈ, চিতা, পিপুল, পিপুলের মূল ও শুঁঠ এই পাঁচ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ সমপরিমিত এই পাঁচটী পদার্থের পারিভাষিক নাম "পঞ্চকোল"। ইহা কটুরস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ এবং পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক। গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শূল, ও উদররোগে উপকারক।

পঞ্চকোষ (পঞ্চন্ পাঁচ + কোষ আবরণ) সং, পুং, বহুং, বৈদান্তিকমতে—পঞ্চবিধ কোষ যাহা আত্মাকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে; (১ম) অন্নময়কোষ—অন্ন-বিকার দ্বারা পুষ্ট স্থূল শরীর। (২য়) প্রাণময়কোষ—পঞ্চ (৩য়) মনোময়কোষ—মনের আশ্রিত ইন্দ্রিয়নিচয় সহিত মন।

(৪র্থ) বিজ্ঞানময়কোষ—জ্ঞানের আশ্রিত ইন্দ্রিয়দিগের সহিত জ্ঞান। (৫ম) আনন্দময় কোষ—অহঙ্কার ও অবিদ্যাত্মক।

পঞ্চক্রোশী; সং, স্ত্রীং, দীর্ঘ প্রস্থে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিনী কাশী।

পঞ্চগঙ্গ (অব্যয়) পাঁচগঙ্গা (অর্থাৎ নদীর) সমাহার। কাশীস্থিত তীর্থবিশেষ।

পঞ্চগঙ্গা; সং, স্ত্রীং, পাঁচটী পুণ্যনদী। যথা ভাগীরথী গোমতী চ কৃষ্ণবেণী পিনাকিনী অথত্যা চৈব কাবেরী পঞ্চগঙ্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

পঞ্চগব্য (পঞ্চন্ পাঁচ—গব্য গোসম্বন্ধীয়, সং—স) সং, ক্লীং, দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র গোময়, গোসম্বন্ধীয় এই পাঁচ বস্তু।

পঞ্চগুণ; সং, পুং, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধরূপ পঞ্চ গুণ।

পঞ্চগুপ্ত (পঞ্চন্ পাঁচ [অঙ্গ ইত্যাদি]—গুপ্ত লুক্কায়িত) সং, পুং,—স্ত্রীং, কচ্ছপ। ২। চার্ব্বাকদর্শন।

পঞ্চচামর; সং, সং, ক্লীং, ষোড়শাক্ষর বিশেষ।

পঞ্চচিতিক (পঞ্চ—চিতি প্রস্তর, ৭মী—হিং, সং, পুং, অগ্নিবিশেষ।

পঞ্চচূড়া (পঞ্চন্—চূড়া ঃ সং; স্ত্রীং, অপ্সরো-বিশেষ।

পঞ্চজন (পঞ্চন্ পাঁচ [ভূত]—জন [জন্ জন্মান+অ অন্]—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, পুরুষ। ২। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র, সংহ্লাদের পুত্র, ক্রতুগর্ভ-সম্ভূত। ইনি সমুদ্রগর্ভে শঙ্খরূপে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে গুরুদক্ষিণাদান সময়ে বিনাশ করেন ইহার অস্থিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ হয়। ৩। বিং, ত্রিং, পঞ্চভূতজন্য, (মনুষ্যাদি)। শিং—১ "স পঞ্চধা পঞ্চজনোপপন্নং সংচোদয়ন্ বিশ্বমিদং সিসৃক্ষুঃ।"

পঞ্চজনীন (পঞ্চজন+ঈন—প্রং) সং, পুং, নট, অভিনেতা। ২। যাত্রাদির সং, ভাঁড়। ৩। পঞ্চ মনুষ্যের নায়ক বা প্রভু। ৪। বিং, ত্রিং, পঞ্চব্যক্তি-সম্বন্ধীয়।

পঞ্চজ্ঞান (পঞ্চ পঞ্চ পদার্থ—জ্ঞান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বুদ্ধ।

পঞ্চতত্ত্ব (পঞ্চন্—তত্ত্ব ভূতাদি) সং, ক্লীং, সাংখ্যমতে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। ২। পঞ্চ মকার। শিং—১ "মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ। পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে"। ৩। [illegible]-মতে—গুরুতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দেবতত্ত্ব ধ্যানতত্ত্ব।

পঞ্চতন্ত্র; সং, ক্লীং, নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

পঞ্চতন্মাত্র (পঞ্চন্—তন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূতাদি) সং, ক্লীং, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ২। পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত আকাশাদি।

পঞ্চতপ (পঞ্চন্ পাঁচ—তপ) সং, পুং, চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে সূর্য্যের নিম্নে তপঃসাধন।

পঞ্চতপাঃ (পঞ্চতপস্, পঞ্চন্ পাঁচ—তপস তপস্যা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পঞ্চাগ্নিমধ্যে তপস্বী। শিং,—১ "গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তথা।"

পঞ্চতা—স্ত্রীং, পঞ্চত্ব—ক্লীং, } (পঞ্চন্ পাঁচ+তা, ত্ব—ভাবে) সং, পাঁচে পাঁচে মিশান, মরণ, মৃত্যু। ২। পাঁচের ভাব, পাঁচ অংশে বিভাগ; যথা—"বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ। রচিয়াছে আপনি পরম জ্ঞানবান্।" (অন্নদামঙ্গল)।

পঞ্চতিক্ত; সং, ক্লীং, চক্রদত্তোক্ত—"নিম্বামৃতা বৃষপটোলনিদিগ্ধিকাঃ।" অর্থাৎ নিম, গুলঞ্চ, বাকস, পটোলপত্র, ও কণ্টকারী এই পাঁচটী তিক্ত পদার্থের পারিভাষিক নাম "পঞ্চতিক্ত।" জ্বর, কাস, কুষ্ঠ, বীসর্প, এবং পিত্তজ রোগসমূহে পঞ্চতিক্ত বিশেষ উপকারজনক।

পঞ্চতীর্থী (পঞ্চতীর্থ, ঈপ—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, কাশীস্থ তীর্থপঞ্চক; যথা, জ্ঞানব্যাপী, নন্দিকেশ, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি তীর্থ। [পাঁচের পূরক।

পঞ্চথ (পঞ্চ+থ(থট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং,

পঞ্চদশ (পঞ্চদশন্, পঞ্চন্ পাঁচ—দশন্ দশ,

পঞ্চাধিক দশ, যং—স। কম্যাদলোপ) বিং, ত্রিং, বহুং, পনর সংখ্যা, ১৫। ২। (পঞ্চদশন্ + অ(ডট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, পনর সংখ্যার পূরক।

পঞ্চদশাহিক (পঞ্চদশাহ + ইক(ঠিক)—সাধ্যার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চদশদিনসাধ্য। শিং—১ "তুলাপুরুষ ইত্যেষঃ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ।"

পঞ্চদশী (পঞ্চদশ দেখ, ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, পূর্ণিমা। ২। অমাবস্যা। ৩। বেদান্ত-গ্রন্থবিশেষ।

পঞ্চদেবতা; সং, স্ত্রীং, আদিত্য গণেশ দেবী রুদ্র কেশব এই পঞ্চদেব; কেহ কেহ গণেশাদি পঞ্চ দেবের উল্লেখ করেন। কিন্তু সচরাচর কোন প্রধান দেবতার পূজা পূর্ব্বে সূর্য্যার্ঘ প্রদান ও গণেশের পূজার পর শিবাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করা হয়। শিবাদি পঞ্চ দেবতা যথা;—শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী।

পঞ্চদ্রাবক—গুঞ্জা, টঙ্কন, মধু, ঘৃত ও গুড়।

পঞ্চধা (পঞ্চন্ + ধাচ্—প্রকারার্থে) ত্রিং,—বিং, অং, পাঁচপ্রকার। ২। পাঁচবার।

পঞ্চধুনী (দেশজ) কঠোরাচারী বৈষ্ণব তপস্বী-সম্প্রদায় বিশেষ।

পঞ্চনখ (পঞ্চন্ পাঁচ—নখ) সং, পুং, হস্তী। ২। ব্যাঘ্র। ৩। বিং, ত্রিং, পঞ্চনখযুক্ত—পাঁচ প্রকার পশু। শিং—১ "শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী (গণ্ডার) কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।"

পঞ্চনদ (পঞ্চন্—নদী + অ—প্রং) সং, পুং, শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা—এই পঞ্চ নদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। ২। ক্লীং, কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা—এই পাঁচ নদী যে স্থানে আছে, তীর্থবিশেষ। শিং—১ "অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।"

পঞ্চনিম্ব (পঞ্চ পাঁচ—নিম্ব নিম) সং, ক্লীং, নিম্ববৃক্ষের পত্র, ত্বক্, পুষ্প, ফল ও মূল এই পাঁচ।

পঞ্চনী পঞ্চন্ পাঁচ—নী পাওয়া + ০(ক্বিপ্)—ণ্বি) সং, স্ত্রীং, পাশা ও দাবা খেলিবার ছক্।

পঞ্চনীরাজন (পঞ্চ—নিরাজন আরতি) সং, ক্লীং, প্রদীপ, পদ্ম, বসন, আম্র বা তাম্বূলপত্র এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য দ্বারা আরতির আরতির অনন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

পঞ্চপক্ষী; জ্যোতিষগ্রন্থবিশেষ। পঞ্চপক্ষী দ্বারা অ ই উ এ ও এই পঞ্চ স্বরকে শ্যেন, পেচক, বায়স, তাম্রচূড় ও ময়ূর কল্পনা করিয়া ঐ পঞ্চ স্বরের সাহায্যে বর্ণ, গ্রহ, নক্ষত্র, বার, তিথি, রাশি, দেবতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার প্রশ্নাদি গণনা করিবার উপায় আছে।

পঞ্চপঞ্চনখ (পঞ্চ—পঞ্চনখ পাঁচটি নখবিশিষ্ট জন্তু) সং, পুং, শশক, সজারু, কুম্ভীর, গণ্ডার এবং, কচ্ছপ এই পাঁচ প্রকার জন্তু, ইহাদের মাংসভক্ষণ শাস্ত্রানুমোদিত। শিং—১ "পঞ্চ—পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।"

পঞ্চপত্র (পঞ্চ—পত্র, ৬ষ্ঠী—হিং। যাহার পাঁচ পাঁচটী করিয়া পত্র আছে) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, ছান্দলা গাছ।

পঞ্চপদী (পঞ্চ—পাদ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, ঋগ্‌বিশেষ। ২। কুশদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

পঞ্চপর্ব্ব (—পর্ব্বন্) সং, ক্লীং, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা।

পঞ্চপরিষদ্ (সং, স্ত্রীং, বৌদ্ধদিগের পাঁচ পাঁচ বৎসর অন্তর ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য যে সভা আহূত হইত, তাহার নাম পঞ্চপরিষৎ। হুয়েন্‌সাঙের কান্যকুব্জ অবস্থান কালে একবার এই সভার অধিবেশন হয়।

পঞ্চপল্লব (পঞ্চন্ পাঁচ—পল্লব) সং, ক্লীং, আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ, যজ্ঞডম্বুর—এই পঞ্চপল্লব। ২। তন্ত্রমতে—পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট, বকুল—এই পঞ্চপল্লব।

পঞ্চপাত্র (পঞ্চন্ পাঁচ—পাত্র) সং, ক্লীং, দেবপক্ষত্রয় এবং পিতৃপক্ষত্রয় এই পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ। ১। পাঁচটী পাত্র।

পঞ্চপিতা (—পিতৃ, পঞ্চ—পিতা, বং—স) সং, পুং, জনকশ্চোপনেতা চ যশ্চ কন্যাং প্রযচ্ছতি। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" [মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত।

পঞ্চপিত্ত; সং, ক্লীং, বরাহ, ছাগ, মহিষ,

পঞ্চপ্রদীপ (পঞ্চ—প্রদীপ) সং, পুং, পাঁচপ্রদীপবিশিষ্ট আরাত্রিক ধাতুময় পাত্রবিশেষ। স্ত্রিং—১ "হরেঃ পঞ্চপ্রদীপেন বহুশো ভক্তিতৎপরঃ।" (পুরাণ)।

পঞ্চপ্রাণ; সং, পুং, বহুং, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। [মহাদেব।

পঞ্চবাহু (পঞ্চ—বাহু, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং,

পঞ্চভদ্র (পঞ্চন্ পাঁচ—ভদ্র সৌভাগ্য) সং, পুং, যে অশ্বের হৃদয়ে পৃষ্ঠে মুখে ও পার্শ্বদ্বয়ে আবর্ত্ত আছে; এই প্রকার অশ্ব অতি লক্ষণাক্রান্ত। ২। ক্লীং, পাঁচনবিশেষ।

পঞ্চভুজ (Pentagon, পঞ্চ—ভুজ) যে ক্ষেত্রের পাঁচটী বাহু আছে।

পঞ্চভুত (পঞ্চ—ভুত) সং, ক্লীং, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, বোম—এই পাঁচ। শিং—১ ভুতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভুতানি জজ্ঞিরে।"

পঞ্চম (পঞ্চন্+ম(মট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, পাঁচের পূরণ। ২। সুন্দর। ৩। রুচির, মনোজ্ঞ। ৪। দক্ষ, নিপুণ। ৫। (এই স্বর নাভি হইতে উদ্গত হইয়া বক্ষঃ হৃদয় কণ্ঠ এবং মস্তক এই পাঁচ স্থানে বিচরণ করে বলিয়া পঞ্চম। শিং—১ "বায়ুঃ সমুদ্গতো নাভেরাকুরোহৎ কণ্ঠমূর্দ্ধসু। বিচরন্ পঞ্চমস্থানপ্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে।" সঙ্গীত দামোদরে লিখিত আছে - প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম পঞ্চম; যথা—প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ।") সং, পুং, সপ্তস্বরের পঞ্চমস্বর, কোকিলের রব। ৬। রাগ-বিশেষ। শিং—১ "নাদ্যন্তঃ কলয়ন্ত চূতশিখরে কেলিপিকাঃ পঞ্চমম্।"

পঞ্চমকার (পঞ্চন্—মকার ম অক্ষর। যে পাঁচ শব্দের প্রথমে ম অক্ষর থাকে) সং, ক্লীং, মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন—এই পাঁচ।

পঞ্চমবেদ—মহাভারত; মূলবেদে শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের অধিকার না থাকায় তাহাদের জন্য বেদের ন্যায় সমান ফলবিশিষ্ট এই মহাভারতই পঞ্চমবেদ বলিয়া উক্ত আছে।

পঞ্চমহাপাতক, সং, ক্লীং, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণচৌর্য্য গুরুপত্নীগমন ও এই সমস্ত পাতকীদিগের সংসর্গ—এই পাঁচ। শিং—১ "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।"

পঞ্চমহাযজ্ঞ (পঞ্চন্ পাঁচ—মহৎ বড়—যজ্ঞ যাগ) সং, পুং, বেদাধ্যয়ন অগ্নিহোত্র পিতৃ-তর্পণ ভুতবলি অতিথি-পূজা—এই পাঁচপ্রকার গৃহস্থের কর্ত্তব্যকর্ম্ম; এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থের পঞ্চসুনাদি জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। শিং—১"দেবযজ্ঞো ভুতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ। ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

পঞ্চমার; সং, পুং, বলদেবের পুত্র। পঞ্চবিধ কাম।

পঞ্চমাস্য (পঞ্চম স্বরবিশেষ—আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। ২। (পঞ্চ—মাস+য(ষ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চমাসজাত।

পঞ্চমী (পঞ্চম দেখ, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, দ্রৌপদী। ২। তিথিবিশেষ। ৩। পাশার ছক্। ৪। তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। ৫। রাগিণীবিশেষ।

পঞ্চমুখ (পঞ্চন্ পাঁচ—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব, পঞ্চানন; পঞ্চমুখ যথা—"পশ্চিমে তু মুখে সদ্যো বামদেবস্তথোত্তরে।

পূর্ব্বে তৎপুরুষং বিন্তাদঘোরঞ্চাপি দক্ষিণে। ঈশানঃ পঞ্চমো মধ্যে সর্ব্বব্যাপ্তি পরিস্থিতঃ। এতে পঞ্চমুখা বৎস পাপ্মা গ্রহনাশনাঃ।" শিং—১ "স তু পঞ্চমুখ খ্যাতো লোকসর্ব্বার্থসাধকঃ।" ২। (পেঞ [পনচ্ বিস্তৃত করা + অ (অন্)—ক] বিস্তৃত—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সিংহ।

পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধনী, সম্মুখীকরণী এই পাঁচ।

পঞ্চমূত্র ; সং, ক্লীং, গোরু, ছাগল, মেষ, মহিষ ও গর্দ্দভের মূত্র।

পঞ্চমূল (পঞ্চন্ পাঁচ—মূল) সং, ক্লীং, নী—স্ত্রীং পাচনবিশেষ। পাঁচটী মূলবিশেষের সমষ্টিকে পঞ্চমূল কহে। আয়ুর্ব্বেদে নয় প্রকার পঞ্চমূলের উপদেশ দেখা যায় ; যথা —স্বল্পপঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, তৃণ পঞ্চমূল, শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল, জীবকাদি পঞ্চমূল, বলাদি পঞ্চমূল, গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল, গুড়ূচ্যাদি বা কণ্টক-পঞ্চমূল। তন্মধ্যে (১) শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, এই পাঁচটীর মূলকে স্বল্প-পঞ্চমূল কহে। স্বল্প-পঞ্চমূল তিক্ত-মধুর-রস, লঘু-পাক, অনতি-উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, পুষ্টি-কারক, বাতপিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস, ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক। (২) বেল, সোণা, গাম্ভীর, পারুল, ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূল—বৃহৎ পঞ্চমূল। ইহা তিক্ত-কষায়মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নি-বর্দ্ধক, এবং শ্বাস, কাস, ও কফ-বাতজাত রোগসমূহের উপকারক। (৩) কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলু খড়), অথবা ইহাদের মূলকে তৃণপঞ্চমূল বলে। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, রক্ত, পিত্ত, ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ বিনষ্ট হয়। (৪) শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবন্তী, ক্ষীরকাকলী ও জীবক, এই পাঁচটী মূলের নাম শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল।" ইহা শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলকর, এবং শুক্র ও স্তন্যদুগ্ধের বৃদ্ধিকারক। (৫) জীবক, মেদা, মহামেদা ও জীবন্তী, এই পাঁচটীর মূল জীবকাদি পঞ্চমূল নামে প্রসিদ্ধ। ইহা বায়ুবর্দ্ধক, বলকর, চক্ষুর হিত-কর, শুক্রজনক, এবং দাহ, পিত্ত, জ্বর, ও তৃষ্ণার উপশমকারক। (৬) বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড-মূল, মুগাণী ও মাষাণী, এই ৫টির মূল বলাদি পঞ্চমূল ... বলবর্দ্ধক, জ্বরনাশক, ও শোথনিবারক। (৭) গোক্ষুর, শেয়াকুল, [illegible], কালকাসুন্দা ও সর্ষপ, এই পাঁচটীর মূল গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল। ইহা বাত-শ্লেষ্মার উপকারক। (৮) গুলঞ্চ, মেষশৃঙ্গী, অনন্ত-মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও হরিদ্রা, এই পাঁচটীর মূল গুড়ূচ্যাদি পঞ্চমূল নামে গণিত। ইহা শ্লেষ্মানিবারণে প্রশস্ত। (৯) করঞ্জ, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী, ও কেলেকড়া, এই পাঁচটীর মূলকে কণ্টক পঞ্চমূল কহে। ইহা পক্বাশয়ের শোধক, বাত-কফ-নাশক, এবং রক্তপিত্ত, শোথ, মেহ, ও শুক্রদোষের শান্তিকারক।

পঞ্চযজ্ঞ (পঞ্চন্ পাঁচ—যজ্ঞ যাগ) সং, পুং, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ —এই পাঁচ।

পঞ্চযাম (পঞ্চ—যাম প্রহর, ৬ষ্ঠী—হিং। রাত্রি ত্রিযামা বলিয়া দিবাভাগ উক্ত নামে কথিত হইয়া থাকে) সং, পুং, দিবস। ২। তদভিমানী দেবতাবিশেষ।

পঞ্চরত্ন (পঞ্চন্ পাঁচ—রত্ন মণি) সং, ক্লীং, হীরক মুক্তা নীলকান্ত পদ্মরাগ বিদ্রুম—এই পাঁচ। শিং—১ "নীলকং বজ্রকঞ্চেতি পদ্মরাগশ্চ মৌক্তিকং। প্রবালং চেতি বিজ্ঞেয়ং পঞ্চরত্নং মনীষিভিঃ।" (কেহ কেহ হীরকের পরিবর্ত্তে সুবর্ণকে পঞ্চরত্নের মধ্যে নির্দ্দেশ করেন। শিং—১ "অভাবে সর্ব্ব-রত্নানাং হেম সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।"

পঞ্চরশ্মি (পঞ্চন্—রশ্মি কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সূর্য্য।

পঞ্চরসা (পঞ্চন্—রস আস্বাদন) সং, স্ত্রীং, আমলকী।

পঞ্চরাত্র (পঞ্চন্ পাঁচ—রাত্র+ষ) সং, ক্লীং, পঞ্চজ্ঞানসাধন গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।" ২। পাঁচ রাত্রি।

পঞ্চরাত্রিক (পঞ্চরাত্র+ইক(ষ্ণিক)—সাধনার্থে। পঞ্চরাত্রি উপাসনা করিবার নিয়ম আছে) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।

পঞ্চলক্ষণ (পঞ্চন্ [সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মনুর রাজত্ব এবং তাঁহার পুত্রাদির চরিত্র] পাঁচ—লক্ষণ চিহ্ন; ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, পুরাণশাস্ত্র। শিং—১ "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুবংশচরিতং পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।"

পঞ্চলবণ (পঞ্চন্ পাঁচ—লবণ) সং, ক্লীং, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র, এই পঞ্চবিধ লবণকে পঞ্চলবণ কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলমূত্র বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কিন্তু কফপিত্তবৃদ্ধিকর, বলনাশক, এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মাদি রোগের উপশমকারক।

পঞ্চলোকপাল; সং, পুং, বিনায়কাদি পঞ্চলোকপাল। শিং—১ "বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেবচ। অশ্বিনৌ ক্রমতঃ পঞ্চলোকপালান্ প্রপূজয়েৎ।"

পঞ্চলৌহ, পঞ্চলৌহক (পঞ্চন্ পাঁচ—লৌহ লৌহক) সং, ক্লীং, সুবর্ণ রজত তাম্র রঙ্গ সীসক—এই পঞ্চ ধাতু।

পঞ্চবক্ত্র (পঞ্চন্ পাঁচ—বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পঞ্চানন, শিব। শিং—১ "পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।" ২। রুদ্রাক্ষবিশেষ। ৩। (পঞ্চ (পন্চ্ বিস্তৃত হওয়া+অ(অন্)—ক] বিস্তৃত বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সিংহ।

পঞ্চবটী (পঞ্চন্ পাঁচ—বট বটবৃক্ষ ঈপ্, দ্বিগু—স) সং, স্ত্রীং, অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী এবং, অশোক—এই পাঁচ বৃক্ষ; অশ্বত্থ পূর্ব্বে, বিল্ব উত্তরে, বট পশ্চিমে, ধাত্রী দক্ষিণে অশোক অগ্নিকোণে স্থাপনা করিয়া মধ্যে চতুর্হস্ত পরিমিতা বেদী প্রতিষ্ঠা করিলে পঞ্চবটী হইয়া থাকে। ২। দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ। ৩। তীর্থবিশেষ। শিং—১ "ততো পঞ্চবটীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ সতাং লোকে মহীয়তে।" পঞ্চবটীর বর্ত্তমান নাম 'নাসিক' উহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধীন গোদাবরী-নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থলেই লক্ষ্মণ রাবণভগিনী শূর্পনখার নাসিকা কর্ণ ছেদন করেন। এই তীর্থের বিবরণ "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" নামক পুস্তকে পাঠ করুন।

পঞ্চবর্গ (পঞ্চ—বর্গ প্রহরণ, ৭মী—হিং) সং পুং, পঞ্চপ্রহরণান্বিত যাগবিশেষ।

পঞ্চবর্ণ (পঞ্চ—বর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, পঞ্চবর্ণান্বিত তণ্ডুলচূর্ণ। ২। পঞ্চ বর্ণের গুঁড়ি। শিং—১ "রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থে হি কারয়েৎ।"

পঞ্চবল্কল—ন্যগ্রোধ উডুম্বর অশ্বত্থ প্লক্ষ ও বেতস। এই পাঁচটী বৃক্ষের ছালকে পঞ্চবল্কল কহে। বেতসের পরিবর্ত্তে কেহ পলাশ পিপুল, কেহ বা শিরীষ বৃক্ষও গণনা করিয়া থাকেন। পঞ্চবল্কল কষায় রস, শীতল মলরোধক, রুক্ষ, স্তন্যশোধক, ভগ্নাস্থির সংযোগকারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিসর্প, শোথ, যোনিরোগ, ও মেদোদোষে হানিকারক।

পঞ্চবান, পঞ্চশর (পঞ্চন্ পাঁচ—বাণ, শর, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। ইহাঁর পাঁচ বাণ; যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন। অথবা অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, নীলপদ্ম। শিং—১ "সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ২ "অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা, রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।" ২। ক্লীং, পঞ্চবাণের সমাহার। ৩। বিং, ত্রিং, পঞ্চবাণবিশিষ্ট।

পঞ্চবারি; ক্লীং, কোপ নাদের আন্তরীক্ষ তাড়াগ ও সামুদ্র জল।

পঞ্চবীজ (পঞ্চ মধ্যে বিস্তীর্ণ—বীজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, শশা। ২। কর্কটী। ৩। দাড়িম্ব।

পঞ্চবৃত্তি (পঞ্চ পঞ্চগুণিত—বৃত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান এই বৃত্তিপঞ্চকযুক্ত দেহস্থ বায়ু। ২। প্রাণ। ৩। স্ত্রীং, পঞ্চবিধ মনোবৃত্তি।

পঞ্চশস্য (পঞ্চন্ পাঁচ—শস্য) সং, ক্লীং, ধান্য, মুদ্গ, মাস, যব, তিল কিংবা শ্বেত-সর্ষপ—এই পাঁচ।

পঞ্চশাখ (পঞ্চন্ পাঁচ—শাখা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কর, হস্ত। ২। বিং, ত্রিং, পাঁচ-শাখাযুক্ত।

পঞ্চশিখ (পঞ্চ বিস্তৃত—শিখা চূড়া বা কেশ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সিংহ। ২। মুনিবিশেষ; ইনি ধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে জাত। ৩। বিং, ত্রিং, পাঁচশিখাযুক্ত।

পঞ্চশিখীকরণ; সং, ক্লীং, পাঁচচুলো করা।

পঞ্চশীর্ষ (পঞ্চ পাঁচ শীর্ষ মস্তক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সর্পবিশেষ।

পঞ্চশৈল; সং, পুং, সুমেরুর দক্ষিণস্থ পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "পঞ্চশৈলোঽথ কৈলাসো হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।"

পঞ্চসার-পানক—দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর গাম্ভারী, ফল, মৌল ফল, ও ফল্‌সা ফল, এই পাঁচটী ফলের রসের সহিত চিনি, মরিচ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, যে পানা (সরবৎ) প্রস্তুত হয় তাহাকে পঞ্চসার-পানক কহে। ইহা অম্ল-মধুর-রস, গুরু-পাক, শুক্রাদি ধাতুর বৃদ্ধিকারক, এবং পিত্ত, পিপাসা, দাহ, ও শ্রান্তির উপশমকারক।

পঞ্চসুগন্ধিক (পঞ্চন্ পাঁচ সুগন্ধি গন্ধ দ্রব্য + কণ—যোগ) সং, ক্লীং, কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, গুবাক, জাতীফল—এই পাঁচ সুগন্ধিদ্রব্য।

পঞ্চসূনা (পঞ্চন্—সূনা [সু—উন্ বধ করা + অ (অল্)—ধি] বধস্থান, ষং—স) সং, স্ত্রীং, বহুং, গৃহস্থের গৃহস্থিত ৫টী বধস্থান; —উনন, শিল নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসীপিঁড়ি। শিং—১ "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্কর। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্।"

পঞ্চহোত্র; সং, পুং, বৈবস্বত মনুর পুত্র-বিশেষ।

পঞ্চহ্রদ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

পঞ্চাক্ষর (পঞ্চ—অক্ষর, ৭মী—হিং) বিং, ত্রিং, মন্ত্রবিশেষ। ২। প্রতিষ্ঠাখ্য ছন্দো-বিশেষ।

পঞ্চাগ্নি (পঞ্চন্ পাঁচ—অগ্নি আগুন, ষং—স) সং, পুং, বহুং, অন্বাহার্য্য পচন গার্হপত্য আহবনীয় আবসথ্য এই পাঁচ অগ্নি; গরুড়-পুরাণে শরীরস্থ পঞ্চাগ্নি এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, উদরে গার্হপত্য মধ্যদেশে দক্ষিণ মুখে আহবনীয় ও মস্তকে সভ্য ও পর্ব্বা নামক অগ্নি স্থিতি করে। পঞ্চতপার সম্বন্ধে পঞ্চাগ্নি এইরূপ; যথা—চতুর্দ্দিকে চারি এবং উপরিস্থ সূর্য্য পঞ্চম অগ্নি। ২। পুং, তপস্বীবিশেষ।

পঞ্চাঙ্গ (পঞ্চন্ পাঁচ—অঙ্গ শরীর) সং, পুং, কচ্ছপ। ২। অশ্ববিশেষ। ৩। ক্লীং, পঞ্চ অবয়ব। ৪। সহায়, সাধনোপায়, দেশ-কালবিভাগ, বিপত্তি প্রতীকার, সিদ্ধি—রাজ্যের এই পঞ্চাঙ্গ। ৫। জপ, হোম, তর্পণ, স্নান, ব্রাহ্মণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ। ৬ এক বৃক্ষের মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প ফল—এই পাঁচ। ৭। বাহুদ্বয়, জানু-দ্বয়, মস্তক, বক্ষঃস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনতি এই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। ৮। তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ এই পাঁচ। শিং—১ "তিথির্বারশ্চ নক্ষত্রং যোগঃ করণমেব চ। পঞ্চাঙ্গস্য ফলং শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।"

পঞ্চাঙ্গগুপ্ত (পঞ্চন্ পাঁচ অঙ্গ অবয়ব—গুপ্ত লুক্কায়িত। মস্তক ও চারি পা—এই

পাঁচ অঙ্গ ইহার আচ্ছাদনীর মধ্যে যে লুকাইতে পারে) সং, পুং, কচ্ছপ।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি (পঞ্চাঙ্গ—শুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পঞ্চাঙ্গের শুদ্ধি।

পঞ্চাঙ্গী ; সং, স্ত্রীং, হস্তীর কটিবন্ধন রজ্জু।

পঞ্চাঙ্গুল (পঞ্চন্ পাঁচ—অঙ্গুলি। যাহার পত্রে পাঁচ অঙ্গুলির ন্যায় চিহ্ন আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গাবভেরেণ্ডা গাছ। ২। বিং, ত্রিং, পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত।

পঞ্চাতপা (পঞ্চন্ পাঁচ—আতপ উত্তাপ, দ্বং—স) সং, স্ত্রীং, যোগীর আসনের হস্তপরিমিত দূরে চারিদিকে অগ্নি ও সূর্য্য এই পাঁচপ্রকার আতপ দ্বারা সাধ্য তপস্যাবিশেষ। শিং—১ "হস্তান্তরে চতুর্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেষ্টিনা। তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা।"

পঞ্চাত্মক (পঞ্চ আকাশাদি—আত্মা ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক। শিং—১ "পঞ্চাত্মকং দেহমিদং।" (পুরাণ)।

পঞ্চানন
পঞ্চাস্য } (পঞ্চন্ পাঁচ—আনন, আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা পঞ্চ বিস্তার—আনন পরমায়ুঃ যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়) সং, পুং, অ (অন্)—ক] বিস্তৃত—আনন, আস্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সিংহ। ৩। সিংহরাশি।

পঞ্চানন্দ ; সং, পুং, হিন্দুর উপাস্য গ্রাম্য দেবতা বিশেষ। বাঙ্গালা ও মহীশূর প্রদেশে বাইতি কৈবর্ত্ত জেলিয়া চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই দেবতার উপাসনা অধিক প্রচলিত। তরুতলে মাঠে কিংবা সরোবরতটে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। কোথাও মূর্ত্তি গড়িয়া কোথায়ও ঘট পাতিয়া পূজা হয়। পঞ্চানন্দের গানের পালা আছে।

পঞ্চাপ্সরঃ ; সং, ক্লীং, সরোবরবিশেষ ; এই স্থানে পঞ্চ অপ্সরা সর্ব্বদা ক্রীড়া করে।

পঞ্চাব্জমণ্ডল (পঞ্চ—অব্জ—মণ্ডল) সং, ক্লীং, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের অন্তর্গত পঞ্চপদ্মাত্মক মণ্ডলবিশেষ।

পঞ্চামরা—দূর্ব্বা, বিজয়া (সিদ্ধি), বিল্ব, নিশুণ্ডী ও কালতুলসী।

পঞ্চামৃত (পঞ্চন্ পাঁচ—অমৃত সুধা, দ্বং—স, সং, ক্লীং, দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু চিনি।

পঞ্চামৃতযূষ—কুলথ, মুগ, অরহর, মাষকলায়, ও বর্ব্বটী, এই পঞ্চকলায় একত্র পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পঞ্চামৃত যূষ কহে। ইহা লঘুপাক, পাচক জ্বর, অরুচি, ক্ষয়, কফ, ও অঙ্গবেদনায় উপশমকারক।

পঞ্চামৃতযোগ—গুড়ূচী, গোক্ষুর, মূশলী, মুণ্ডিকা ও শতাবরী এই পঞ্চের সম্মিলন।

পঞ্চাম্নায় (পঞ্চন্ পাঁচ—আম্নায় বেদ) সং, পুং, বহুং, শিবের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত পঞ্চপ্রকার শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অনুসারে তান্ত্রিকেরা পূজাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

পঞ্চাম্র (পঞ্চন্—পাঁচ—আম্র, দ্বিগু—স) সং, ক্লীং, অশ্বত্থ নিম্ব চম্পক বকুল নারিকেল—এই পঞ্চ। ২। তেইশটী বৃক্ষ—১ অশ্বত্থ ১ পিচুমর্দ্দ ২ চম্পক, ৩ কেশর, ৭ তাল, ৯ নারিকেল।

পঞ্চাম্ল (অঞ্চ—অম্ল) সং, ক্লীং, অম্লপঞ্চক ; যথা—কোল, দাড়িম, বৃক্ষাম্ল, অম্লবেতস, মাতুলঙ্গ। ২। বিং, ত্রিং, উত্তম পঞ্চবিধ অম্লযুক্ত।

পঞ্চায়েৎ (পঞ্চতা শব্দজ) কোন সামাজিক বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য উক্ত সমাজভুক্ত পঞ্চলোকের সমবায়।

পঞ্চারী ; সং, স্ত্রীং, পাশার ছক্।

পঞ্চার্চ্চিঃ (পঞ্চার্চ্চিস্, পঞ্চন্ পাঁচ—অর্চ্চিস্ কিরণ) সং, পুং, বুধগ্রহ।

পঞ্চাল (পঞ্চ বিস্তার করা + আল (কালন্) —ক) সং, পুং, দেশ-বিশেষ ; কথিত আছে, মহারাজ হর্য্যশ্বের পঞ্চ পুত্র রাজ্য রক্ষায় যথেষ্ট (পঞ্চ + অলং), সুতরাং দেশটী পঞ্চাল ও পঞ্চপুত্রের বংশীয়েরা

পাঞ্চাল। শিং—১ "পঞ্চলাঃ পঞ্চবিষয়া যন্মধ্যে নবখং পুরম্ ।" ২ "গচ্ছতাদ্যৈব দ্রুপদস্য নিবেশনে।" পঞ্চাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছত্রাবতী নগরী। ছত্রাবতীর বর্ত্তমান নাম অহিচ্ছত্রা, উহা বেরেলী জেলায় অবস্থিত। আর দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্যনগর। উহা কানপুরের পশ্চিম দক্ষিণ ফরুক্কাবাদ জেলার মধ্যে অবস্থিত। ২। বিং, ত্রিং, পঞ্চালদেশীয়। শিং—১ "ক্রিবয় ইতি হ বৈ পুরা পঞ্চালানাচক্ষতে।" লী, লিকা—স্ত্রীং, বস্ত্রদন্তাদিনির্ম্মিত পুত্তলি। ২। গানবিশেষ, পাঁচালী, গীতি। ৩। পাশার ছক্।

পঞ্চাবত্তী (পঞ্চ—অবত্ত খণ্ডন+ইন্—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চধাখণ্ডিত।

পঞ্চাবস্থ (পঞ্চন্ পাঁচ [ভূত]—অবস্থা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শব, মৃতদেহ।

পঞ্চাবী (পঞ্চ পঞ্চগুণিত—অবি যণ্মাসাত্মক কাল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সার্দ্ধদ্বয়বর্ষ-বয়স্কা গবী, আড়াই বৎসরের গোরু।

পঞ্চাশৎ (পঞ্চন্+দশন্—প্রং, আ—আগম) সং, স্ত্রীং, একং, পঞ্চাশ সংখ্যা, ৫০ । ২ । বিং, ত্রিং, তৎসংখ্যক।

পঞ্চাশীতি (পঞ্চ পঞ্চাধিক—অশীতি, রং—স, মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, পঁচাশী, ৮৫।

পঞ্চাস্য (পঞ্চানন দেখ)।

পঞ্চিকা (পঞ্চন্+কণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, পঞ্চকপর্দ্দকঘটিত দ্যূতবিশেষ।

পঞ্চী (পঞ্চিন, পঞ্চ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চপরিমাণযুক্তা।

পঞ্চীকরণ (পঞ্চন পাঁচ—কৃ করা+অন (অনট্)—ভা। মধ্যে, ঈ(চ্বি)+আগম) সং, ক্লীং, স্থূল সৃষ্টি সম্পাদনার্থে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চ-ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধ ব্যতীত অন্য চারি অর্দ্ধে এক এক খণ্ড যোজিত করে।

পঞ্চীকৃত (পঞ্চন পাঁচ—কৃত। মধ্যে, ঈ(চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, যাহার পঞ্চীকরণ করা হইয়াছে। শিং—১ "অপঞ্চীকৃতভূতোৎখং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্।"

পঞ্চেন্দ্রিয় (পঞ্চন পাঁচ—ইন্দ্রিয়) সং, ক্লীং, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

পঞ্চেষু (পঞ্চন্ পাঁচ—ইষু বাণ; ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। ২। (রং—স) পঞ্চশর।

পঞ্জর (পিন্জ্ বাস করা+অর (অরন্)—ধি) সং, পুং, ক্লীং, পিঞ্জর, খাঁচা। ২। (+অরন্—ক) পাঁজরা। ৩। শরীর। ৪। অস্থিমাত্রাকৃতি শরীর। শিং—১ "তে বদ্ধাঃ শরজালেন শকুন্তা ইব পঞ্জরে।"

পঞ্জরশুয়া (পঞ্জর পিঁজরা—শুয়া শুকশব্দের অপভ্রংশ) সং, পুং, পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষী।

পঞ্জরাখেট (পঞ্জর পিঁজরা—আখেট মৃগয়া) সং, পুং, মৎস্যধারণযন্ত্র, পলো প্রভৃতি।

পঞ্জা (পারস্য) অঙ্গুলী সমেত হাতের তালু, কবজী।

পঞ্জাব (দেশীয়) ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দেশবিশেষ। শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী ও বিতস্তা এই পাঁচটী নদী এই প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া ইহার সংস্কৃত নাম "পঞ্চনদ। মহাভারতে বর্ণিত মদ্র বাহ্লিক আরট্ট সৈন্ধব প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া পঞ্জাব দেশ গঠিত।

পঞ্জি, **পঞ্জিকা**, **পঞ্জী** (পিন্জ্ সম্পৃক্ত হওয়া+ই (ইন্)—ক। কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, তিথিনক্ষত্রাদি কালজ্ঞাপক গ্রন্থ, পাঁজি। নবদ্বীপের গ্রহবিপ্রবংশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা দেশে পঞ্জিকার প্রচার হয়। এখনও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এবং পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণ-

ষেণ্ট এবং হাইকোর্টের চিপ্‌জষ্টিস্ নবদ্বীপ হইতেই পঞ্জিকা গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্জিকা গুপ্তপ্রেস নবদ্বীপের পণ্ডিতের গণিত। ২ পাঁইজ। ৩। প্রস্তাবনা। ৪। ব্যাকরণের বৃত্তি গ্রন্থবিশেষ।

পঞ্জীকর (পঞ্জী পাঁজি—কর [কৃ করা+অ(অন্)—ক] যে করে। যে তিথি নক্ষত্রাদি কালজ্ঞাপক গ্রন্থ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কায়স্থ লেখক। শিং—১ "কায়স্থে কৃষকুৎ পঞ্জীকরৌ।"২। বিং, ত্রিং, পঞ্জিকাকারক।

পট (পট্ বেষ্টন করা+অ(অল্)—ণ) সং, পুং, ক্লীং, বস্ত্র। ২। +(অন—ক) পুং, চিত্রপট, ছবি। ৩। পিয়ালবৃক্ষ। ৪। ক্লীং, চাল। ৫। ছাদ। টী—স্ত্রীং, যবনিকা, পর্দ্দা। ২। বস্ত্রবিশেষ।

পটক (পট দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, শিবির, ছাউনি।

পটকা (পটং শব্দজ) অগ্নিখেলার টোটা।

পটকার (পট বস্ত্র—কার [কৃ করা+অ (ঘঞ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, তাঁতি। ২। চিত্রকর, পটুয়া।

পটকুটী (পট বস্ত্র—কুটী গৃহ) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রগৃহ, তাঁবু।

পটচ্চর (পটৎ [পট+অৎ(শতৃ)+ক] অনুকরণশব্দ—চর [চর্ আচরণ করা+অ (অন্)—ক] যে আচরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, চোর। ২। রোমান্তঃপাতী দেশ। এদেশে বহুতর অগ্নিময় পর্ব্বত আছে। এই দেশ সম্প্রতি ইটালী নামে খ্যাত। ৩। (পটং+চরট্—প্রং) ক্লীং, জীর্ণবস্ত্র।

পটতাল—প্রথমে দুইটী দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট যে একটী তাল সৃষ্ট হয় তাহার নাম পটতাল।

পটপটী--শিশুদিগের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডুগডুগী।

পটমণ্ডপ (পট বস্ত্র—মণ্ডপ গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, তাঁবু, বস্ত্রগৃহ।

পটময় (পট বস্ত্র+ময়(ময়ট্)—প্রাচুর্য্যার্থে) বিং, ত্রিং, বস্ত্রনির্ম্মিত। ২। সং, পুং,—ক্লীং, তাঁবু। ৩। শাটী।

পটর (পট—রা দান করা+অ(ক)—ক অথবা পট্+অরন্—প্রং) বিং, ত্রিং, গতিশীল। ২। বস্ত্রদায়ক।

পটল (পট্ গমন করা+অল(কলন্)—ণ) সং, ক্লীং, ছাদ, চাল। ২। তিলক। ৩। পিটক। ৪। পরিচ্ছদ। ৫। পরিবার। ৬। নেত্ররোগ, চকে ছানি পড়া। ৭। ক্লীং, লী—স্ত্রীং, বেদাংশ। ২। তন্ত্রের পরিচ্ছেদ। ৩। পট। ৪। সমূহ। শিং—১ "নীলপটৈরিব জলদপটলৈরাবৃতে।" ৫। সঞ্চয়। ৬। বাক্স। ৭। পেটরা। ৮। (+কলন্—ক) পুং, গ্রন্থবিশেষ।

পটলপ্রান্ত (পটল চাল—প্রান্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চালের প্রান্তভাগ, ছাঁইচ।

পটবাপ (পট বস্ত্র—বাপ যাহা বুনা হইয়াছে) সং, পুং, বস্ত্রগৃহ, তাঁবু।

পটবাস / **পটবাসক** (পট বস্ত্র—বাস গৃহ, বাস+ক—স্বার্থে) সং, পুং, বস্ত্রগৃহ, তাবু। ২। গন্ধচুর্ণ। ৩। পিটালি। ৪ শাটী।

পটবেশ্ম (পটবেশ্মন্) সং, ক্লীং, পটনির্ম্মিত। গৃহ, তাঁবু।

পটহ (পট অনুকরণশব্দ—হা ত্যাগ করা +অ(ড)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, রণঢক্কা। ২। নাগরা। শিং—১ "ভ্রমর কুংসেহত্র পুরে পটহঘোষণাম্।" ৩। (+ড—ধি) পুং, সমারম্ভ, আড়ম্বর। ৪। বধ।

পটাক (পট গমনকরা+আক—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পক্ষিবিশেষ। কা—স্ত্রীং, পতাকা, ধ্বজা।

পটাম্বর (পট—অম্বর) সং, ক্লীং, পট্টবস্ত্র।

পটালুকা (পট গমন করা+আলু—প্রং। কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, জলৌকা, জোঁক।

পটি / **পটিকা** / **পটী** (পট দেখ, ই—প্রং। কণ্—পটিকা) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রবিশেষ। ২। পাড়া, পল্লী।

পটিমা (পটিমন্, পটু+ইমন্—ভাবার্থে) সং, পুং, পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য।

পটিষ্ঠ
পটীয়ান্ } (পটীয়স্, পটু+ইষ্ঠ, ঈয়স্ (ঈয়সু)—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতিপটু, সুচতুর।

পটীর (পট্ গমন করা+ঈর(ঈরন্)—ধি, সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, চন্দন শিং—১ "পরিপীতপটীররসৈরলসঃ।" ২। ক্ষেত্র। ৩। মেঘ। ৪। বংশলোচন। ৫। উদর। ৬। (+ঈরন্—ক) চালনী। ৭। মুলক। ৮। খদির। ৯। পুং, কন্দর্প। ১০। মেঘ। ১১। চন্দনবৃক্ষ। ১২। (+ঈরন্—ভাবে) উচ্চতা।

পটু (পাটি দীপ্তি পাওয়া+উ—ক) বিং, ত্রিং, দক্ষ, নিপুণ, সমর্থ। শিং—১ "তীক্ষ্ণৈঃ পটুদিনকরকরৈস্তাপয়তে জগৎ।" ২। নীরোগ। ৩। চতুর। মধুর। ৫। উষ্ণ। ৬। উজ্জ্বল। তীক্ষ্ণ। ৮। নিষ্ঠুর। ৯। প্রস্ফুটিত। ১০। ধূর্ত্ত। ১১। সং, পুং, পলতা। ১২। পটোল। ১৩। কারবেল্ল। ১৪। চোরক। ১৫। ক্লীং, ছত্রাক। ১৬। লবণ। ১৭। পাংশুলবণ।

পটুক (পটু+কণ্—যোগ) সং, পুং, পটোল।

পটুপর্ণী
পটুপত্রক
পটুপত্রিক } (পটু পটোল—পর্ণ পত্র পত্রিকা—পাতা) সং, পুং, ভৈষজ্য লতাবিশেষ।

পটুরূপ (পটু—রূপ এখানে আতিশয্যার্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় পটু।

পটুশ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

পটোটজ (পট চিত্রবিশিষ্ট পর্দ্দা—উটজ পর্ণকুটীর, কুঁড়েঘর) সং, ক্লীং, তাম্বু, বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ।

পটোল (পটু দেখ, ওল—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, পলতার ফল। ২। পুং, পলতাগাছ। পটোল একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গলায় ইহাকে পটল, হিন্দিতে পরবল, মহারাষ্ট্র দেশে কহিপড়বল, ও কতুপড়োল, কর্ণাটে সোগবল্লী, তেলেগু ভাষায় কোম্মুপোটল, গুজরাট চুরনিহার-কপিলবর্ণী, তামিলীতে কোম্মুপুড়লৈ, এবং কান্যকুব্জে মোরহড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুলক, তিক্তক, পটু, পটুক, কর্কশদল, কুলজ, রাজিমান্, লতাফল, রাজফল, রাজপটোল, বরতিক্ত, অমৃতফল, তিক্তভদ্রক, কটুফল, কটুক, কটু, কর্কশচ্ছদ, প্রতীক, রাজের, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, রাজীফল, জ্যোৎস্নী, কচ্ছুঘ্নী। পটোল কটু-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ, কাশ, ক্রিমি, রক্ত, ও ত্রিদোষের উপকারক। পটোলের পাতাকে চলিত কথায় পলতা কহে, ইহা পিত্ত নাশক; নাল অর্থাৎ ডাঁটা শ্লেষ্মনাশক; এবং ইহার মূল বিরেচক।

পটোলক (পটোল+কণ্—তুল্যার্থে। পটোলের আকৃতি তুল্য বলিয়া) সং, পুং, শুক্তি, ঝিনুক।

পটোলিকা
পটোলী } (পটোল+ক,ঈ—অল্পার্থে) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রপটোল। ২। ঝিঙ্গা পটোলীও একপ্রকার লতাফল। ইহার নামান্তর স্বাদু পটোল, পটোলিকা, জ্যোৎস্নী, জালী, ও জ্যোস্না। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিঙ্গাবিশেষ বলে। ইহা মধুর রস, রুচিকর, পাচক, পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও জ্বরনাশক।

পট্ট (পট্ গমন করা, পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, পেষণার্থ প্রস্তর, চূর্ণ করিবার প্রস্তর। ২। পাটা। ৩। পিঁড়ি। ৪। ঢাল। ৫। রাজকীয় সনন্দ, পাট্টা। শিং—১ "দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা তু কারয়েৎ—পটে (পট্টে)) বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।" ৬। পট। ৭। পাগড়ি। ৮। রাজাসন। ৯। উত্তরীয় বস্ত্র, একপাটা। ১০। পাট, রেশমাদি। ১১। ক্লীং, চৌমাথা। ১২। নগর; গ্রাম।

পট্টজ (পট্ট—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক]

উৎপন্ন, ষ্মী—ষ) সং, ক্লীং, পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়।

পট্টদেবী } (পট্ট শিরোবস্ত্র, পাগড়ী,
পট্টমহিষী } সিংহাসন—দেবী, মহিষী রাজ্ঞী) সং, স্ত্রীং, প্রধান মহিষী, পাটরাণী, সিংহাসনযোগ্যা কৃতাভিষেকা রাজমহিষী।

পট্টন (পট্ গমন করা+তনন্—ধি) সং, ক্লীং, পত্তন, নগর।

পট্টবন্ধোৎসব; সং, পুং, দক্ষিণাপথবাসী রাজগণের রাজ্যাভিষেক কালে এই উৎসব হইয়া থাকে। [মালিতা পাতা।

পট্টশাক; সং, পুং,—ক্লীং, পাটশাক,

পট্টাবাস (পট্ট—আবাস) সং, পুং, তাঁবু।

পট্টিকা (পট্ট+কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, পাট।

পট্টিশ-স (পট্ট দেখ, টিশ, টিস—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অস্ত্রবিশেষ।

পট্টিকার; সং, পুং, জাতিবিশেষ।

পট্টা; সং, স্ত্রীং, ললাটভূষা। ২। অশ্বের তলপেটি, অশ্বের বক্ষঃস্থল বন্ধনরজ্জু

পট্টোলিকা (পট্ট রাজকীয় সনন্দ+ওল—প্রং, কণ্ যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভূমির করগ্রহণের ব্যবস্থাপত্র। ২। পাট্টা।

পঠদ্দশা (পঠৎ [পঠ্ পাঠ করা+অৎ(শতৃ) —ক]—দশা) সং, স্ত্রীং, পাঠের অবস্থা, পড়িবার কাল।

পঠন (পঠ্ পাঠ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পাঠ, অধ্যয়ন।

পঠনীয় (পঠ্ পাঠ করা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাঠ্য, পড়িবার যোগ্য।

পঠি (পঠ্ পাঠ করা+ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, পঠন, অধ্যয়ন।

পঠিত (পঠ্ পাঠ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অধীত, উচ্চারিত।

পঠ্যমান (পঠ্ পাঠ করা+আন(শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা পাঠ করা যাইতেছে।

পড়ন } (পঠনার্থ পঠ্+পতনার্থ পত্
পড়া } ধাতুজ) সং, অধ্যয়ন। ২। পতন।

পড়সী (পোড়াবাসিশব্দজ) সং, প্রতিবাসী।

পণ (পণ্ ক্রয়বিক্রয় করা, স্তুতি করা+অ অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, প্রতিজ্ঞা। ২। বাজিরাখা। ৩। দ্যূত। ৪। বিক্রয় দ্রব্য। ৫। গৃহ। (+অল্—ণ) বেসন। ৬। কুড়ি-গণ্ডা। ৭। কার্ষাপণ। শিং—১ "অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।" ৮। ধন। ৯। মূল্য। ১০। বিষ্ণু। শিং—১ "প্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ।" ১১। (+ল—ভা) ব্যবহার।

পণগ্রন্থি (পণ বিক্রেয় দ্রব্য—গ্রন্থি গাঁইট্) সং, পুং, হাট বাজার প্রভৃতি।

পণন (পণ, দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিক্রয়, বেচা।

পণফর; সং, ক্লীং, লগ্নের দ্বিতীয় পঞ্চম অষ্টম ও একাদশ স্থান।

পণব (পণ্ স্তুতি করা+অব—সংজ্ঞার্থে। অথবা পণ—বা গমনকরা+অ(ড)—ক) সং, পুং, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। ২। দশাক্ষর পরিমিত ছন্দোবিশেষ।

পণবন্ধ (পণ প্রতিজ্ঞা—বন্ধ বন্ধন) সং, পুং, সন্ধি। ২। প্রতিজ্ঞাবন্ধ। ৩। ফলসিদ্ধ।

পণস (পণ্ ক্রয়ক্রিয় ব্যবহার করা+অস—র্ম্ম) সং, পুং, পণ্যদ্রব্য। পণস একপ্রকার বৃহৎ ফল।-বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাল, হিন্দীতে কটহর, মহারাষ্ট্র দেশে ফণস্, কর্ণাটে হলসিন, তামলীতে পিল্লা, এবং উৎকল ভাষায় পণস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পণস কণ্টকিফল, কণ্টাফল, আশয়, সুরজ্ ফল, পলস, ফলস, চম্পকালু, চম্পাকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পানস, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, মূলফলদ, অপুষ্পফলদ, পূতফল, ও অতি বৃহৎফল। পাকা কাঁঠাল মধুররস, শীতল পিচ্ছিল, দুর্জ্জর, রুচিকর, মলরোধক, বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফকারক, পুষ্টিকর, বাতপিত্তনাশক, এবং, দাহ, শ্রম, ও শোষরোগে উপকারক। কাঁচা অর্থাৎ পরিপুষ্ট কাঁটাল

মধুর-কষায় রস, শীতল ও বায়ুবর্দ্ধক। কচি কাঁটাল অর্থাৎ ইচোর মধুর-কষায়-রস, কঠিন, রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, বলকর, দাহজনক, এবং কফ, বায়ু, ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। পাকা কাঁটালের বীজ ঈষৎ কষায়যুক্ত, মধুর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, ত্বগ্‌দোষনাশক, মূত্রবিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক; এবং পাকা-কাঁঠাল ভোজন জনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁটালের মজ্জা ত্রিদোষনাশক, গুল্মের আকারক। মাংসগ্রন্থি-শোথে কাঁটালের ক্বাথ, অণ্ডবৃদ্ধিতে কাঁটালের মজ্জা (ভূতি), এবং চর্ম্মরোগে কাঁটালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক। কাঁটালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধিসেবন জনিত মত্ততা বিনষ্ট হয়।

পণাঙ্গনা (পণ মূল্য—অঙ্গনা স্ত্রী। যে স্ত্রী ব্যবহারার্থে পণ গ্রহণ করে) সং, স্ত্রীং, কুলটা, বেশ্যা।

পণাতীর্থ (সং, স্ত্রীং, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটী পবিত্র তীর্থ। ইহা শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তর্গত লাউড়ে-পরগণার একটী পর্ব্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত। পণ্য একটি প্রস্রবণ। বারুণী যোগে অনেক লোকে এখানে স্নান দান করে। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য মহা প্রভুর জন্ম স্থান লাউড়ে ছিল। পরে তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। অদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক পণাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পণাদি; সং, ক্লীং, বরাটক, কড়ি।

পণায়া (পণ ক্রয়বিক্রয় করা+আয়, আ—ভা) সং, স্ত্রীং, ক্রয়বিক্রয়, কেনাবেচা।

পণায়িত } (পণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম। ২য় পণিত } পক্ষে—পণ আয়, আয়+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তুত, প্রশংসিত। ২। ব্যবহৃত। ৩। বিক্রীত। ৪। ক্রীত। ৫। বর্ণিত।

পণাস্থি (পণ বিক্রয়ের দ্রব্য—অস্থি হাড়) সং, ক্লীং, কপর্দ্দক, কড়ি।

পণিতব্য (পণ দেখ, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিক্রেয়। ২। ব্যবহার্য্য। ৩। স্তোতব্য।

পণিতা (পণ বিক্রয় করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিক্রেতা, বিক্রয়কারক। ২। ক্রেতা।

পণী (পণিন্, পণ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ক্রিয়াদি ব্যবহারযুক্ত। ২। স্তুতিকারক। ৩। সং, পুং, ঋষি বিশেষ।

পণ্ড (পণ্ড্ গমন করা +অ—প্রং অথবা পণ্+ড—র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, নপুংসক। ২। বিং, ত্রিং, নিষ্ফল।

পণ্ডক; সং, পুং, সাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ।

পণ্ডশ্রম (দেশজ) সং, অনর্থক আয়াস, বিফল যত্ন, নিরর্থক শ্রম।

পণ্ডা (পণ্ড্+অ(অন্)—ক, আপ) সং, স্ত্রীং, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ২। শাস্ত্রজ্ঞান। ৩। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

পণ্ডিত (পণ্ডা+ইত—জাতার্থে) সং, পুং, বিদ্বান্, শাস্ত্রজ্ঞ। ২। দক্ষ, নিপুণ; যথা—রণপণ্ডিত। শিং—১ "পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ। সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ।" ৩ সঙ্গীতে—যে ব্যক্তি কেবল ঔপপত্তিক তৌর্য্যত্রিক জানেন, অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্র মাত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্য্যত্রিক অবগত নহেন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যায়।

পণ্ডিতম্মন্য } (পণ্ডিতং পণ্ডিতকে—পণ্ডিতমানী } মন্ বোধ করা+য(খশ্)—ক, পণ্ডিতমানিন্, পণ্ডিত—মন্ বোধ করা+ইন্(ণিন্)—ক, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পণ্ডিতাভিমানী, যে পণ্ডিত না হইয়াও আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে। পণ্ডিতমানী (পণ্ডিত—মানী অভিমানী) বিং, ত্রিং, পণ্ডিতাভিমানযুক্ত। ২। অজ্ঞান। শিং—"মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।"

পণ্ডিতমূর্খ; সং, পুং, যে ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণ করে।

পণ্ডিতায়মান (পণ্ডিত+ক্যঙ্+শান—ক) যে পূর্ব্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে হইয়াছে।

পণ্ডুক সং, পুং, বাতরোগযুক্ত, পঙ্গু।

পণ্য (পণ দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিক্রেয় (দ্রব্য)। ২। ব্যবহার্য্য। শিং—১ "পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বৈশ্যস্যাজীবনং স্মৃতম্।" ৩। স্তোতব্য।

পণ্যপেষিতা; সং স্ত্রীং, বেশ্যা।

পণ্যবিক্রয়শালা (পণ্য—বিক্রয়—শালা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, হাটচালা। ২। হট্টের গৃহ।

পণ্যবীথিকা, পণ্যবীথী (পণ্য—বীথিকা, বীথী শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বিপণি, শ্রেণীবদ্ধ দোকান। শিং—১ "আপণাঃ পণ্যবীথী চ স্বয়ং বীথীতি সংজ্ঞিতম্"

পণ্যশালা (পণ্য বিক্রয় দ্রব্য – শালা গৃহ) সং, স্ত্রীং, হাট বাজার দোকান প্রভৃতি।

পণ্যস্ত্রী (পণ্য—স্ত্রীং, য়ং -স) সং, স্ত্রীং, পণ্যাঙ্গনা, বেশ্যা।

পণ্যাঙ্গনা, **পণাঙ্গনা** (পণ্য পণ—অঙ্গনা স্ত্রী, য়ং—স) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা।

পণ্যাজীব (পণ্য বিক্রয় দ্রব্য—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বণিক্, সওদাগর।

পণ্যাজীবক (পণ্যাজীব+ কণ্—যোগ) ক্লীং, হাট বাজার।

পণ্যান্ধা; এক প্রকার তৃণ। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে পণধে, এবং কর্ণাটে ‹নজেমুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পণধা, কঙ্কুনীপত্রা, ও পণ্যাধা। ইহা তিক্তরস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, সারক, এবং সন্তঃক্ষতের শান্তিকারক। হ্রস্ব দীর্ঘ ও মধ্যভেদে এই তৃণ তিন প্রকার। তন্মধ্যে মধ্যম তৃণ সর্ব্বাপেক্ষা গুণশালী।

পতগ (পত [পৎ গমন করা+অ(অল্)—ণ] পক্ষ—গ [গম্ গমন করা+অ(ড)—ক] যে গমন করে। যে পক্ষ দ্বারা গমন করে, স্না—ষ) সং, পুং, বিহঙ্গ, পক্ষী।

পতঙ্গ, **পতঙ্গম** (পত পক্ষ—গম্ গমন করা+অ(খ)—ক) সং, পুং, শলভ, ফড়িং। শিং—১ "অগ্নি পতঙ্গ লবঙ্গলতালয়ে পিব মধুনি বিধুয় মধুব্রতান্।" ২। পক্ষী। ৩।। সূর্য্য। ৪। অগ্নি। ৫। শর, বাণ। ৬। শালিবিশেষ। ৭। ক্লীং, পারদ। চন্দনবিশেষ। ৯। চিহ্নবিশেষ, '+' এই চিহ্নকে পতঙ্গ-চিহ্ন কহে।

পতঙ্গকবচ (Entromostraca) যে সকল কীটের দেহ পতঙ্গের কবচের ন্যায় দৃঢ় কবচে আবৃত থাকে; যথা—কালিগস্ (Calegus) তৃদলক (Trilobites) নামক জলজ কীট প্রভৃতি।

পতঙ্গবৃত্ত (পতঙ্গ—বৃত্তি আচরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যে পতঙ্গের ন্যায় আচারবিশিষ্ট।

পতঙ্গিকা (পতঙ্গ + কণ্—তুল্যার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, মধুমক্ষিকাবিশেষ।

পতঙ্গিকা; সং, স্ত্রীং, ধনুকের ছিলা।

পতঞ্জলি (পতৎ পতন—অঞ্জলি নিপাতন। কথিত আছে ইনি সর্পাকারে পাণিনি মুনির হস্তে স্বর্গ হইতে পড়িয়াছিলেন) সং, পুং, যোগশাস্ত্রপ্রযোক্তা। ২। পাণিনিভাষ্যকর্ত্তা। ৩। পাতঞ্জলদর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ। শিং—১ "যোগেন চিত্তস্য, পদেন বাচ্যং, মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন, যোঽপাকরোত্তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।"

পতৎ (পত্ গমন করা+অৎ(শতৃ)—ক) সং, পুং, পক্ষী। ২। বিং, ত্রিং, পতনশীল।

পতত্র, **পতত্র** (পত্ গমন করা+অ(অল্)—ভাবে=পত—ত্রৈ ত্রাণ করা+অ(ড)—ক। অথবা পত্—অত্র (অত্রন্)—ণ। ২য় পক্ষে—পতৎ পক্ষী—ত্রৈ+

অ(ভ)—ক, ২য়া—ষ) সং, ক্লীং, পক্ষীর ডানা।

পতত্রি } (পতত্র+ই—প্রং। অথবা পত্
পতত্রী } (অত্রি,অত্রিন্)—ক। ২য় পক্ষে —পতত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পক্ষী।

পতত্রিকেতন (পতত্রী গরুড়—কেতন ধ্বজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু।

পতত্রিরাজ (পতত্রি পক্ষী—রাজ রাজা, শ্রেষ্ঠ, অধিপতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পক্ষিরাজ, গরুড়।

পতদ্গ্রহ (পতৎ [মুখাদি হইতে ক্ষরিত জলাদি] যাহা পড়িয়াছে—গৃহ [গ্রহ্ গ্রহণ করা+অ(অন্)—ক] যে গ্রহণ করে, ২য়া —ষ) সং, পুং, পিকদান, যাহাতে থুথু ফেলা যায়।

পতদ্ভীরু (পতৎ পক্ষী—ভীরু ভয়যুক্ত, ৫মী—হিং) সং, পুং, শ্যেনপক্ষী।

পতন (পৎ অধোগমনকরা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, চলন। ২। স্খলন (৩। ভ্রংশ। ৪। নাশ। ৫। পাপ। শিং—১ "বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি।" ৬। পাতিত্য।

পতনীয় (পত্ গমনকরা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পত্য, পতনার্হ। ২। (পত্ পতিত হওয়া+অনীয়—ণ) সং, ক্লীং, পাপ।

পতম (পত্ পতিত হওয়া+অম—ক। জীব কর্ম্মক্ষয়ে যে স্থান হইতে পতিত হয়) সং, পুং, চন্দ্র। ২। পক্ষী। ৩। পতঙ্গ।

পতয়ালু (পত্ ণিচ্=পতি পড়া+আলু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, পতনশীল।

পতয়িষ্ণু (পত্ গমনকরা+ইষ্ণু—শীলার্থে) বিং, ত্রিং, পতনশীল।

পতর } (পত্ গমন করা+অর(অরন্)
পতরু } অরু—ক ক) বিং, ত্রিং, গমনশীল।

পতস (পৎ গমন করা+অস—স স্বার্থে) সং, পুং, বিহঙ্গ, পক্ষী। ২। চন্দ্র। ৩। পতঙ্গ।

পতাকা (পত্ গমন করা+অক—র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ধ্বজ, নিশান। শিং—১ "যশঃপতাকাং বিপুলাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্। উচ্ছ্রিত্য তে গতঃ পুত্রঃ।" ২। ধ্বজপট। ৩। চিহ্ন। ৪। সৌভাগ্য। ৫। নাটকের অঙ্গবিশেষ।

পতাকাস্থানক; সং, ক্লীং, নাটকাঙ্গবিশেষ।

পতাকিক (পতাকা+কণ্—যুক্তার্থে, ই —আগম) বিং, ত্রিং, পতাকাযুক্ত।

পতাকী (পতাকিন্, পতাকা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পতাকাধারী। ২। সং, পুং, রথ। ৩। শুভাশুভবোধক চক্রবিশেষ; ইহা অঙ্কিত করিতে গেলে, তিনটী ঊর্দ্ধগ রেখাপাত করিয়া তিনটী তির্য্যগ্ রেখা দ্বারা ছিন্ন করিবে, পরে উভয়পার্শ্ব হইতে ছয় ছয়টী হেলিত রেখা দ্বারা চক্র প্রস্তুত করিবে। উহারই নাম পতাকীচক্র। পতাকিনী—স্ত্রীং, সেনা।

পতাপত (পৎ[যঙলুগন্ত] পড়া+অ(অন্)—দ্বিত্ব, পৌনঃপুনং অর্থে) বিং, ত্রিং, বারংবার পতনশীল।

পতি (পা রক্ষাকরা+অতি (ডতি—ক) পুং, ভর্ত্তা। ২। রক্ষক। ৩। প্রভু। ৪। নায়ক। শিং—১ "ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।

পতিংবরা (পতিং পতিকে—বৃ মনোনীত করা+অ(খ)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্বয়ম্বরা, স্বেচ্ছায় পতিগ্রাহিণী ২। কৃষ্ণজীরক।

পতিঘ্ন (পতি—হন্ বধ করা+অ(টক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রভুহন্তা। ঘ্নী—স্ত্রীং, পতিঘাতিনী, পতিহত্যাকারিণী।

পতিত (পৎ পড়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অধোগত। ২। চলিত। ৩। গলিত। ৪। নরক পতনসূচক কর্ম্মকারক, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপী। শিং—১ "স্বধর্ম্মং যঃ সমুচ্ছিদ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ। অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

পতিতজমি; যে জমির আবাদ নাই ও যাহাতে কোন কর ধার্য্য নাই।

পতিতোৎপন্ন (পতিত—উৎপন্ন, ৫মী—ষ) বিং, ত্রিং, পতিত হইতে উৎপন্ন, ধর্ম্ম-ভ্রষ্টজাত।

পতিত্বন; সং, ক্লীং, যৌবন।

পতিদেবতা, পতিপ্রাণা(পতি—দেবতা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সতী, পতিব্রতা।

পতিমতী (পতি—মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, স্বামিযুক্তা (ভূম্যাদি)।

পতিবত্নী (পতি+বতু, ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে, ন্—আগম) সং, স্ত্রীং, সভর্ত্তৃকা, সধবা।

পতিবেদন (পতি—বিদ্ ণিচ্ =বেদি লাভ করান+অন (অনট্) ভাবে) সং, পুং, মহাদেব। শিং—১ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্।"

পতিব্রতা (পতি—ব্রত নিয়ম, ৬ষ্ঠী—হিং বা ৭মী—হিং। যে বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। অথবা পতি—ব্রত, যাহার পতি ব্রতের ন্যায় অর্থাৎ সদা উপাস্য, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, স্ত্রীং, সতী সাধ্বী, পতিপরায়ণা। শিং—১ "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

পতীয়ন্তী (পতি+য (ক্য) -ক=পতীয়—অৎ (শতৃ)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং, ন্—আগম)। সং, স্ত্রীং, স্বাম্যভিলাষিণী, পতিকামা।

পৎকাষী (পাদ্—কষ গমন করা+ইন্ (ণিন্) -ক) বিং, ত্রিং. পাদচারী।

পত্তঙ্গ; সং, ক্লীং, রক্তচন্দন। ২। বকমগাছ।

পত্তন (পৎ গমন করা+তন (তনন্)—ধি। যেখানে বণিকেরা গমন করে। অথবা পৎ গমন—তন বিস্তার, যেখানে গমনের বিস্তার আছে, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, নগর, সহর। ২। মৃদঙ্গ।

পত্তনদার (পারস্য) ভূম্যধিকারীর অধীন ভূসম্পত্তির করদাতা।

পত্তনাধিপতি; সং, পুং, রাজাবিশেষ।

পত্তনি (পত্তন সংস্থাপন) নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিবার নিয়মে সংস্থাপিত ভূম্যাদি।

পত্তনীপ্রভু (পত্তনে জমির ব্যবস্থার প্রভু) বোম্বাই প্রদেশের এক শ্রেণীর কায়স্থ মসীজীবী।

পত্তি (পদ্ গমনকরা+তি—ক। যাহারা পদব্রজে গমন করে) সং, পুং, পদাতিক সৈন্য। শিং—১ "পত্তীনাং দশকোটীষু নিপতিতেষ্বেকো কবন্ধোত্থিতঃ।" ২। বীর। ৩। (+ক্তি) সেনাবিশেষ, এক হস্তী, এক রথ, তিন অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক। শিং—১ "একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ। ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।" ৪। পঞ্চপঞ্চাশদাত্মক নর-সৈন্য। শিং—১ "নরাণাং পঞ্চপঞ্চাশদেষা পত্তির্বিধীয়তে।" ৫। (+ক্তি—ভাবে) গতি।

পত্তিগণক (পত্তি—গণক, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, পদাতির গণনাকারক। [বৃন্দ।

পত্তিসংহতি; সং, স্ত্রীং, পদাতি সৈন্য-

পত্নী (পতি+ঈপ্—জায়ার্থে। ন্—আগম) সং, স্ত্রীং, বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্য্যা।

পত্ন্যাট (পত্নী ভার্য্যা আট [আ—অট্ গমন করা+অ (অন্) —ক] যে গমন করে) সং, পুং, পত্নীর বাসগৃহ।

পত্র (পৎ পড়া, গমন করা+র (রক্)—ক। অথবা পৎ—ত্র ষ্ট্রন্)—ক) সং, ক্লীং, পাতা। ২। বাহন, অশ্ব শকটাদি। ৩। (+ষ্ট্রন্—ণ) পক্ষ, পালক। ৪। বাণের পক্ষ। ৫। পুস্তকাদির পাত। ৬। স্বুবর্ণাদির পাত। ৭। পত্রলতা। ৮। শরপত্র। ৯। চিঠী।

পত্রক (পত্র—কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, পাতা। ২। তেজপাত। ৩। পত্রাবলী রচনা ৪। পুং, শালিঞ্চ শাক।

পত্রকাহলা (পত্র পাতা, পক্ষ ইত্যাদি—কাহল শব্দ) সং, স্ত্রীং, পাতার মড়্মড়ানি শব্দ।

পত্রগুপ্ত (পত্র পাতা—গুপ্ত লুক্কায়িত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, তেকাঁটাসিজের গাছ।

পত্রঙ্গ } (পত্র—অঙ্গ [শরীর] পদার্থ) সং, ক্লীং, রক্তচন্দন।
পত্রাঙ্গ

পত্রণা (পত্র বাণের পক্ষ—নী পাওয়া+অ—প্রং। অথবা পত্র—নম্+ড—ণ) সং, স্ত্রীং, বাণের পক্ষরচনা।

পত্রদারক (পত্র পত্রাকার—দৃ বিদীর্ণ করা অক (ণক)—ক) সং, পুং, করাত।

পত্রনাড়িকা (পত্র পাতা—নাড়ী পাত্র+কণ্—যোগে) সং, স্ত্রীং, পাতার শির।

পত্রপরশু } (পত্র সুবর্ণাদির পাত—পরশু, পশু=কুঠার) সং, পুং, স্বর্ণাদিচ্ছেদক অস্ত্রবিশেষ, ছেনী।
পত্রপশু

পত্রপা; সং, স্ত্রীং, অপত্রপা, লজ্জা।

পত্রপাল (পত্র পাতা—পাল্ রক্ষা করা+অ (অন্)+ক) সং, পুং, বড় ছুরী। লী—স্ত্রীং, কর্ত্তনী, কাঁচি।

পত্রপাশ্যা; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণাদিরচিত ললাট-ভূষণ।

পত্রপিশাচিকা; সং, স্ত্রীং, জলত্রা, টোকা।

পত্রপুষ্প (পত্র পাতা—পুষ্পের ন্যায়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রক্ততুলসী। ষ্পা—স্ত্রীং, তুলসী।

পত্রপুষ্পক (পত্র পাতা—পুষ্প+কণ্—যোগে) সং, পুং ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ।

পত্রবন্ধ (পত্র পাতা—বন্ধ বন্ধন) সং, পুং, পুষ্পাদিরচনা, পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সাজান।

পত্রবাল (পত্র পাতা—বল্ বলিষ্ঠ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, ক্ষেপণী, দাঁড়।

পত্রভঙ্গ (পত্র পাতা—ভন্জ্ ভগ্ন করা+অ—প্রং) সং, পুং, ঙ্গী—স্ত্রীং, স্তন-কপোলাদিতে কস্তুরিকাদি রচিত পত্রলেখা, পত্রাবলী।

পত্রমঞ্জরী; সং, স্ত্রীং, পর্ণের অগ্রভাগ। ২। পত্রাকার মঞ্জরীযুক্ত তিলকবিশেষ।

পত্রমাল (পত্র পত্রাকার—মালা, ৭মী—হিং) সং, পুং, বেতস।

পত্রযৌবন (পত্র—যৌবন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, নবপল্লব, নূতনপত্র। শিং—১ "নবোদ্গতে কিশলয়ং কিশলং পত্রযৌবনম্।"

পত্ররথ (পত্র পক্ষ—রথ গতিসাধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পক্ষী। ২। বাণ।

পত্রল (পৎ গমন করা+রল—প্রং) সং, ক্লীং, পাতলা দই।

পত্রবল্লী } (পত্র—বল্লী লতা) সং, স্ত্রীং, পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি। ২। পাণের গাছ। ৩। রুদ্রজটা। ৪। পলাশী-লতা।
পত্রলতা

পত্রলেখা—স্ত্রীং } (পত্র পাতা—লেখা শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ। পত্র—বিশেষক যে বিশেষ করে) সং, স্তনকপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা। ২। তিলক।
পত্রবিশেষ—ক্লীং

পত্রবাহ (পত্র পালক—বাহ বহন) সং, পুং, বাণ। ২। বিং, ত্রিং, লিপিবাহক।

পত্রবেষ্ট (পত্র—বেষ্ট যে বেষ্টন করে) সং, পুং, তাড়ঙ্ক, ভূষণবিশেষ।

পত্রশ্রেণী (পত্র—শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, দ্রবন্তী লতা। ২। বর্ণসমুদায়ের পংক্তি।

পত্রশ্রেষ্ঠ; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ।

পত্রসুন্দর (পত্র—সুন্দর, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।

পত্রসূচি (পত্র পাতা—সূচি সূঁচ) সং, স্ত্রীং, কণ্টক, কাঁটা।

পত্রহিম; সং, ক্লীং, হিমদুর্দ্দিন।

পত্রাখ্য (পত্র পাতা—আখ্যা নাম, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, তেজপাত। ২। তালীশ-পত্র।

পত্রাঙ্গ; সং, ক্লীং, রক্তচন্দন। ২। রক্তচন্দন সদৃশ কাষ্ঠবিশেষ। ৩। ভূর্জ্জপত্র বৃক্ষ। ৩। পদ্ম।

পত্রাঙ্গুলি (পত্র—অঙ্গুলি [কার্যকারণতা-প্রযুক্ত] অঙ্গুলিব্যাপার, ৭মী—হিং) সং,

স্ত্রীং, চন্দনাদি দ্বারা স্তনকপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা।

পত্রাঞ্জন (পত্র [পুস্তকের] পাতা—অঞ্জন কজ্জল) সং, ক্লীং, মসী, কালী।

পত্রাঢ্য (পত্র—আঢ্য, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বহুপত্রযুক্ত। ২। সং, ক্লীং, পিপ্পলীমূল। ৩। পর্ব্বততৃণ।

পত্রাবলি } (পত্র পাতা—আবলি, আবলী
পত্রাবলী } শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পত্ররচনা, অলকাতিলকা।

পত্রিকা, পত্রী (পত্র+কণ্—স্বার্থে, আপ্ ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পত্র, লিখনাধার, লিপি, চিঠি। শিং—"আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। দীর্ঘমায়ুঃ প্রকুর্বন্তু যস্যেষং জন্মপত্রিকা।

পত্রিকাখ্য; সং, পুং, কর্প্রূরবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, পত্রিকানামক।

পত্রিণী; সং, স্ত্রীং, পল্লব।

পত্রোপস্কর (পত্র—উপস্কর রন্ধনের মসলা) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, কাসমর্দ্দ।

পত্রোর্ণ (পত্র পাতা—ঊর্ণা রেশম) সং, ক্লীং, ধোতকোষেয়, রেশমী বস্ত্র। ২। পুং, বৃক্ষবিশেষ, শ্যোনাকবৃক্ষ।

পত্রোল্লাস (পত্র-উল্লাস যাহা আনন্দিত করে) সং, পুং, মুকুল, বউল ২। কলিকা, কুঁড়ি।

পৎসল (পৎ গমন করা—সর (সরন্)—ণ। [র=ল) সং, পুং, পন্থা, পথ।

পত্রী (পত্রীন্ পত্র পক্ষ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পক্ষী। ২। বাণ। ৩। পর্ব্বত। ৪। শ্যেন। ৫। বৃক্ষ ৬। রথ। ৭। তালবৃক্ষ। ৮। শ্বেতকিণিহী। ৯। গঙ্গাপত্রী। ১০। পাটী। ১১। বিং, ত্রিং, পত্রবিশিষ্ট।

পথ (পথ্ গমন করা+অ (অল্)—ণ) সং, পুং, রাস্তা। ২। উপায়। শিং—১ "তেন বাক্যেন প্রবিষ্টেন শ্রুতেঃ পথম্।"

পথক (পথ+কণ্—কুশলার্থে) বিং, ত্রিং পথকুশল, পথাভিজ্ঞ।

পথিক (পথিন্+কণ্—গমনার্থে) বিং, ত্রিং, ভ্রমণকারী। ২। সং, পুং, পান্থ, বিদেশস্থ।

পথিকশালা (পথিক—শালা আবাসস্থান) সং, স্ত্রীং, পথিকদিগের আবাসস্থান, পান্থগৃহ, সরাই। [-ষ) সং, স্ত্রীং, পথিকসমূহ।

পথিকসংহতি (পথিক—সংহতি, ৬ষ্ঠী

পথিকার (পথিন্ পথ—কৃ করা+অ(ষণ্) —ক) বিং, ত্রিং, মার্গকারক, যে পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। [পথকর।

পথিদেয় (Roadcess) সং, ক্লীং, করবিশেষ,

পথিক্রম; সং, পুং, খদিরবৃক্ষ।

পথিন্ } (পথ্ গমন করা+ইন্, ই—ণ)
পথি } সং, পুং, পথ। ২। উপায়। ৩। স্বভাব। ৪। রীতি। শিং—১ অপস্থানং তু গচ্ছন্তং সোদরোঽপি বিমুঞ্চতি।"

পথিচক্র (সং, ক্লীং,) জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ চক্রবিশেষ। যাহা জানিলে সত্বই যাত্রার শুভাশুভ জানা যায়।

পথিরক্ষাঃ (—রক্ষস্, পথিন্—রক্ষ্ রক্ষা করা +অস্ (অসুন্)—ক) বিং, ত্রিং, মার্গরক্ষক। ২। সং, পুং, রুদ্রবিশেষ।

পথিল (পথ্ গমন করা+ইল (ইলচ্)--ক) সং, পুং, পথিক।

পথিবাহক (পথিন্ পথ—বাহক যে বহন করে) সং, পুং, শাকুনিক, ব্যাধ। ২। নিষ্ঠুর। ৩। ভারবাহক।

পথ্য (পথ্ গমনকরা+য(য্য)—যোগ্যার্থে) বিং, ত্রিং, হিত। শিং—১ "ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যম্।" ২ যোগ্য। ৩। আরোগ্য। ৪। (পথ বৈদ্যোক্তব্যবস্থা—য—র্ম্ম, অনপেতার্থে) রোগীর যোগ্য আহার। ৫। পুং, ঋষিবিশেষ। থ্যা—স্ত্রীং হরীতকী। "শিবাস্যাৎ বনতিক্তঃ স্যাৎ পথ্যঃ সুন্দরমাতৃকৌ।"

পথ্যাশন (পথ্য—অশন ভোজন, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, হিতকর দ্রব্য ভোজন।

পথ্যাশী (পথ্য—অশ্ ভোজন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পথ্যভোজী। শিং —১ ভবানপি পথ্যাশী বর্ত্ততে।"

পদ, পাদ (পদ্ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ণ) সং, পুং, চরণ, পা। ২। কিরণ।

পদ ((পদ্ গমন করা+অ(অল্)—ণ) সং, ক্লীং, চরণ। শিং—১ "শকুনানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে। পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ।" ২। পদচিহ্ন। ২। চিহ্ন। ৩। বাচক শব্দ। ৪। বাক্য। শিং—শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ সুপতিঙন্তমথাপরে পরেঽবান্তর বাক্যঞ্চপদমাহুর্বিশারদাঃ।" ৫। আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য। ৬। বস্তু। ৭। ব্যবসায়। ৮। অবকাশ, স্থান। ৯। লক্ষ্য। ১০। পাদ, চতুর্থাংশ। ১১। ত্রাণ। ১২। ছল। ১৩। পুং, কিরণ।

পদক (পদ+কণ—প্রং,) সং, পুং, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। ২। (দেবপদাদিচিহ্ন হেতু) স্বনাম-খ্যাত কণ্ঠভূষণ। ৩। বিং, ত্রিং, পদবেত্তা।

পদকার (পদ—কার [কৃ করা+অ(ষণ)—ক] যে করে, ২য়া—য) সং, পুং, বেদের মন্ত্রপদবিভাজক গ্রন্থকর্ত্তা। ২। বিং, ত্রিং, বাক্যরচনাকারক।

পদগ, পদ্গ (পদ, পদ্ পা—গ [গম্ গমন করা+অ(ড)—ক] যে গমন করে, ৩য়া—য) সং, পুং, পদাতি, পদচারী সৈন্য। ২। বিং, ত্রিং, পদদ্বারা গমনকারী।

পদন্যাস, পদবিক্ষেপ } পদ—ন্যাস, বিক্ষেপ=নিক্ষেপ, অর্পণ, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, পদার্পণ, পা ফেলা। ২। গোক্ষুর।

পদপাঠ, সং, পুং,—ক্লীং, বেদপদ-বিভাজক গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "উদ্গীথরম্য-পদপাঠবতাঞ্চ সাম্নম্।" (দেবীমাহাত্ম্য)।

পদভঞ্জন (পদ বাক্য—ভঞ্জন ভঙ্গন) সং, ক্লীং, নিরুক্তগ্রন্থ, দুরূহশব্দের পদ-ব্যাখ্যা।

পদভঞ্জিকা (পদ চিহ্ন ইত্যাদি—ভনজ্, ভগ্ন করা+অক(ণক)—ক, ই—আগম। আপ্) সং, স্ত্রীং টীকা, টিপ্পনী। ২। পঞ্জিকা।

পদবি, পদবী } (পদ্—অবি [অব্ রক্ষাকরা+ই—ক] যে রক্ষাকরে, ২য়—য, বিম্বা পদ্+অবি—ণ, অথবা পদ্ পা— বি গমন, ৭মী—হিং) সং, স্ত্রীং, পথ। ২। পদ্ধতি। ৩। উপনাম। ৪। উপাধি। ৫। ব্যবসায়। শিং—১ "নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো বা।" ২ "সিংহস্থামাত্যপদবী প্রদত্তা।"

পদমালা (পদ—মালা, ৬ষ্ঠী—য) সং, স্ত্রীং, পদশ্রেণী। ২। বিদ্যাবিশেষ। শিং—১" পদমালাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাং। যাচয়ামি সুরেশানমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্।"

পদষ্ঠীব (পদ্—অষ্ঠীব, সমাহার দ্বং—স) সং, ক্লীং, যুগপৎ উপস্থিত চরণ ও জানুদ্বয়।

পদাঙ্ক; সং পুং, পদচিহ্ন। শিং—১ "চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতং।" ২। "রতিবলয়পদাঙ্কে।"

পদাঙ্গী; সং, স্ত্রীং, হংসপদী লতা।

পদাজি (পদ—অজ্ গমন করা+ইণ্—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পদাতিক সৈন্য।

পদাত, পদাতি, পদাতিক } (পদ—অৎ গমন করা+ইণ্—ক, ৩য়া—য) বিং ত্রিং, পদদ্বারা গমনকারী, পেয়াদা। শিং—১ "একাদশ চমূনাথঃ রাজা দুর্য্যোধনস্তদা। গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্।" ২। সং, পুং, পদচারী সৈন্য। (অক্ষৌহিণী দেখ।)

পদার (পদ—ঋ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, পদধূলি। ২। নৌকা।

পদারবিন্দ, পদাম্ভোজ } (পদ—অরবিন্দ, অম্ভোজ পদ্ম) সং, ক্লীং, পাদপদ্ম।

পদার্থ (পদ শব্দ, বস্তু—অর্থ বিধেয়, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, শব্দের প্রতিপাদ্য, দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব—এই সপ্ত। ২। বস্তু। ৩। অভিধেয় পদের অর্থ। শিং—১ "দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।" । "জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু সপ্ত পদার্থাঃ।

পদার্থবিদ্যা (Natural Philosophy) সং, স্ত্রীং, বিশ্বান্তর্গত সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা জড় পদার্থ সমুদায়ের গুণ ও গতির বিষয় জানা যায়।

পদাসন (পদ পা—আসন বসিবার স্থান) সং, ক্লীং, পাদপীঠ, পা রাখিবার সিঁড়ি। ২। টুল্। [পুং, পদাতি সৈন্য।

পাদিক (পদ পা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং,

পদ্ধতি-তী (পদ্ পা+হতি (হন্ বধ করা +তি(ক্তি)—র্ম্ম] আঘাত, ৭মী—হিং,) সং, স্ত্রীং, পথ। ২। শ্রেণী। ৩। রেখা। ৪। প্রবাহ। ৫। রীতি। ৫। প্রণালী। ৭। আচারগ্রন্থ। ৮। পদবী, উপাধি।

পদ্ম (পদ্ [জলে] গমন করা+ম—ক) সং, পুং,—ক্লীং, কমল। শিং—, "বভৌবর্ষাসু বিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা।" ২। "পদ্ম-বোধনমুগ্ধস্তং পশ্য সূর্য্যম্।" ৩ "ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ।" ২। নিধিবিশেষ। ৩। সংখ্যাবিশেষ ৪। হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডো-পরি চিত্রিত চিহ্নবিশেষ. ৫। বৃহবিশেষ। ৬। পুং, নাগবিশেষ। ৭ রতিবন্ধবিশেষ। শিং —১ "হস্তাভ্যাঞ্চ সমালিঙ্গ্য নারীপদ্মাসনো-পরি। রমেদ্গাঢ়ং সমাকৃষ্য বন্ধোহয়ং পদ্ম-সংজ্ঞকঃ।" ৮। তন্ত্রোক্ত দেহের চক্র-বিশেষ; দেহস্থিত ষট্পদ্ম; যথা—মূলাধার, স্বাধীনতা, মণিপুর, আহত, বিশুদ্ধ ও অজ্ঞান।

পদ্মক (পদ্ম +কণ্—তুল্যার্থে) সং, ক্লীং, বিন্দুজালক। ২। হস্তী প্রভৃতির গাত্রে রক্ত বর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন। শিং—২ "পদ্মপ্রতিকৃতি রক্তত্বাৎ পদ্মকম্। তারুণ্যে হি হস্তিনো দেহে রক্তবিন্দবঃ স্যুঃ।" ৩। পদ্মকাষ্ঠ। ৪। কুষ্ঠ।

পদ্মকর (পদ্ম—কর হস্ত। এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া) সং, পুং, সূর্য্য।

পদ্মকী (—কিন্, পদ্মক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ভূর্জ্জপত্রের গাছ।

পদ্মকেশর; সং, পুং,—ক্লীং, ভূর্জ্জবৃক্ষ। ২। কিঞ্জল্ক।

পদ্মগন্ধ্য (পদ্ম পদ্মতুল্য—গন্ধ, ৬ষ্ঠী-হিং, মধ্যপদলোপ। য—আগম) বিং, ত্রিং, পদ্মগন্ধযুক্ত।

পদ্মগর্ভ (পদ্ম [বিষ্ণুর নাভিপদ্ম]—গর্ভ উৎ-পাদক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রজা-পতি। ২। পদ্মের মধ্যস্থান।

পদ্মজ (পদ্ম বিষ্ণুর নাভিকমল-জ [জন জন্মান+অ(ড)-ক] যে জন্মায়) সং, পুং, ব্রহ্মা।

পদ্মতন্তু; সং, পুং,—ক্লীং, মৃণাল।

পদ্মনাভ (পদ্ম—নাভি+ড. যাহার নাভিতে পদ্ম আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "পদ্মনাভোঽরবিন্দাক্ষঃ।" ২। "শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চপ্রজাপতিং।" ২। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। ৩। নাগবিশেষ। ৪। ভাবিজিনবিশেষ। ৫। ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন জ্যোতির্ব্বিদ্।

পদ্মনাভদত্ত; সং, পুং, সুপদ্মব্যাকরণ প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা।

পদ্মনাল; সং, ক্লীং, মৃণাল।

পদ্মনেত্র (পদ্ম পদ্মতুল্য—নেত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পদ্মতুল্যনেত্রযুক্ত। ২। সং, পুং, বুদ্ধবিশেষ।

পদ্মপত্র; সং, ক্লীং, কমলদল। ২। পুষ্কর-মূল।

পদ্মপলাশলোচন (পদ্মপত্রসদৃশ লোচন বিশিষ্ট বলিয়া) সং, পুং, বিষ্ণু।

পদ্মপাণি (পদ্ম—পাণি হস্ত। এক হস্তে পদ্ম ধারণ করেন বলিয়া) সং, পুং, ব্রহ্মা। ২। বুদ্ধ। ৩। সূর্য্য। ৪। বিং, ত্রিং, কমল-হস্তক।

পদ্মপুরাণ, সং, ক্লীং, ব্যাস প্রণীত মহাপুরাণ বিশেষ; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ইহা খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী মধ্যে রচিত।

পদ্মপ্রভ (পদ্ম পদ্মতুল্য—প্রভা, ৬ষ্ঠী—হিং)

বিং, ত্রিং, পদ্মতুল্য প্রভাসম্পন্ন। ২। সং, পুং, জৈন অর্হৎবিশেষ।

পদ্মপ্রিয়া (পদ্ম—প্রিয়, পদ্ম যাহার প্রিয়) সং, স্ত্রীং, জরৎকারুমুনিপত্নী, মনসাদেবী।

পদ্মবন্ধ (পদ্ম—বন্ধন) সং, পুং, চিত্রকাব্য বিশেষ।

পদ্মবন্ধু (পদ্ম—বন্ধু মিত্র, ৬ষ্ঠী—ষ। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া সূর্য্য পদ্মের বন্ধু) সং, পুং, সূর্য্য। ২। ভ্রমর। ৩। অর্ক বৃক্ষ।

পদ্মভূ (পদ্ম—ভূ [ভূ হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক] যে হয়, ৫মী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা।

পদ্মমুখ (পদ্ম পদ্মতুল্য—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, কমলতুল্য মুখবিশিষ্ট। খী—স্ত্রীং, দূর্ব্বালতা।

পদ্মমুদ্রা ; সং, ক্লীং, তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ।

পদ্মযোনি | পদ্মোদ্ভব (পদ্ম [বিষ্ণুর নাভিপদ্ম]—যোনি উদ্ভব—উৎপত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং). সং, পুং, ব্রহ্মা। বা—স্ত্রীং, মনসাদেবী।

পদ্মরাগ (পদ্ম—রাগ রং, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, তাম্রবর্ণ মণি, পলা।

পদ্মরেখা (পদ্ম সংখ্যাবিশেষ অথবা পদ্মাকার —রেখা) সং, স্ত্রী, বহুধনসঞ্চয়সূচক করতলস্থ রেখাবিশেষ।

পদ্মলাঞ্ছন (পদ্ম কমল, ছত্রাকৃতি নিধিবিশেষ —লাঞ্ছন চিহ্ন, নাম) সং, পুং, ব্রহ্মা। ২। সূর্য্য। ৩। কুবের। ৪। রাজা। না—স্ত্রীং, লক্ষ্মী। ২। সরস্বতী। ৩। দুর্গা।

পদ্মবাসঃ ; সং, ক্লীং, পদ্মগন্ধ।

পদ্মবাসা (পদ্ম—বাস বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী, কমলা। ২ সরস্বতী।

পদ্মা (পদ্ম+অ—অস্ত্যর্থে, আপ—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। ২। মনসা। ৩। নদী বিশেষ। ৪। বৃহদ্রথরাজকন্যা, কল্কীদেবের ভাবি পত্নী। শিং—১ "পদ্মাং পদ্মবিশালাক্ষীং পদ্মনেত্রায় পদ্মিনীং, পদ্মজাদেশিতঃ পদ্মনাভায়াদাদ্ যথা শ্রিয়ম্।" ৫। পদ্মচারিণী লতা। ৬। মঞ্জিকাবৃক্ষ। ৭। বৃন্তার্হন্মাতা। ৮। কুসুমফুল।

পদ্মাকর (পদ্ম—আকর উৎপত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী —ষ) সং, পুং, সরোবর, পদ্মযুক্ত জলাশয়।

পদ্মাক্ষ (পদ্ম—অক্ষ অক্ষিশব্দজ) সং, ক্লীং, পদ্মবীজ। শিং—১ "পদ্মাক্ষৈর্নির্ম্মিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা।" ২। বিং, ত্রিং, পদ্মতুল্য যাহার চক্ষুঃ।

পদ্মাট (পদ্ম—অট্ গমন করা+অ (অন্) —ক। যে পদ্মের ন্যায় চঞ্চল হয়) সং, পুং, চক্রমর্দ্দন বৃক্ষ, দাদমর্দ্দন।

পদ্মালয়া (পদ্ম—আলয় গৃহ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী, পদ্মা ; যথা—

"পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।"

২। লবঙ্গ।

পদ্মাবতী (পদ্ম+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মনসাদেবী। ২। পদ্মানদী। ৩। জয়দেবের স্ত্রী। ৪। রাজ-মহিষীবিশেষ। ৫। মালবদেশস্থ নগরবিশেষ, উজ্জয়িনী নগরের একটী পুরাতন নাম ; এই নগর সিন্ধু ও মধুমতী নামক দুই নদীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবেশিত আছে। ৬। কর্ণের পত্নী। ৭। মগধরাজ প্রদ্যোতের কন্যা। ৮। নিত্যানন্দজননী।

পদ্মাসন (পদ্ম—আসন, ষং—স) সং, ক্লীং, আসনবন্ধবিশেষ, উপবেশনবিশেষ ; বাম ও দক্ষিণ উরুদ্বয় একত্র করিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ন্যস্ত করণান্তে পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, স্বীয় পশ্চাৎ দিয়া হস্তদ্বয় বিবর্ত্তন পূর্ব্বক ধারণকরতঃ হৃদয়ে চিবুক রক্ষা করিয়া, উভয় চক্ষুর্দ্বারা নাসাগ্র দেখিতে হয়। শিং—১ "সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি ন্যসেত্ততঃ। দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টাদ্বিধানবিৎ। পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু শস্যতে।" ২। কমলাসন। ৩। রতিবন্ধ বিশেষ। ৪। পুং, ব্রহ্মা।

পদ্মিনী (পদ্ম+ইন্, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পদ্মসমূহ, কমলিনী। ২। চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা প্রথমা স্ত্রী। "ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা।" ৩। হস্তিনী। ৪। চিতোরের মহারাণার খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নী।

পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীবল্লভ (পদ্মিনী-কান্ত, বল্লভ স্বামী, প্রিয়, ৬ষ্ঠী—য। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া সূর্য্য পদ্মের কান্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে) সং, পুং, সূর্য্য, কমলিনীনায়ক।

পদ্মী (পদ্মিন্, পদ্ম রংযুক্তচিহ্ন কিম্বা পঙ্কজ +ইন্—অস্ত্যর্থে, সং, পুং, হস্তী। ২। বিং, ত্রিং, পদ্মবিশিষ্ট।

পদ্মেশয় (পদ্মে পঙ্কজে—শয় যে শয়ন করে) সং, পুং, বিষ্ণু।

পদ্মোত্তর (পদ্ম—উত্তর অত্যুত্তম) সং, পুং, কুসুমফুল।

পদ্য (পদ চরণ+য (ষ্য)—যুক্তার্থে) সং, ক্লীং, শ্লোক, ছন্দোযুক্ত চতুষ্পাদ্ বাক্য। শিং—১ "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্।" ২। "পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা " ২। (পদ হইতে জাত বলিয়া) শূদ্র। দ্যা—স্ত্রীং, স্তুতি, স্তব। ২। পথ, রাস্তা।

পনস (পন্ স্তুতি করা+অস (অসচ্)—র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং—স্ত্রীং, বানরবিশেষ। ২। পুং, কাঁটালগাছ। ৩। কণ্টক। ৪। ক্লীং, কাঁটালফল। শিং—১ "পনসস্ত যথা জাতং বৃন্তবদ্ধং মহাফলম্। স তথা লম্বতে তত্র হ্যপপাদো হ্যধঃশিরাঃ।" ৫। স্ত্রীং, রোগবিশেষ।

পনায়িত, পনিত (পন—আয়+ত (ক্ত) —র্ম্ম, ২য় পক্ষে—পন+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তুত। ২। বর্ণিত।

পনীর (পারসী) নবনীত হইতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ (cheese)

পনিষ্টম (পন্ স্তব করা+ইষ্—র্ম্ম, তম-আতিশয্যার্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় স্তুত্যতম।

পনিষ্ঠ (পন পনিতা—ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় স্তাবক।

পনিস্পন্দ (স্পন্দ্ [যঙ্ লুগন্ত] নি—আগম, অভ্যাসার্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় স্পন্দমান।

পন্থক (পন্থ+কণ্—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, পথিমধ্যে জাত।

পন্থাঃ (প্রথমার একবচনান্ত পথিন্ শব্দজ) সং, পুং, পথ। শিং—১ "পন্থাঃ বাতেন শুধ্যতি।" ২ উপায়। শিং—১ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ৩। স্বভাব।

পন্ন (পদ্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পতিত। ২। চ্যুত, গলিত। ৩। অধোমুখ।

পন্নগ (পন্ন [পদ্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক] পতিত—গ [গম্ গমন করা+অ (ড)—ক] যে গমন করে। যে পতিত হইয়া গমন করে। অথবা পদ পা—ন না—গ [গম্ গমন করা+অ (ঢ)—ক) যে গমন করে। যে পাদ দ্বারা গমন করে না) সং, পুং, সর্প। ২। পদ্মকাষ্ঠ। ৩। ক্লীং, সীসক। গী—স্ত্রীং সর্পী। ২। মনসাদেবী।

পন্নগকেশর (সর্পফণার ন্যায় কেশর বলিয়া) সং, পুং, নাগকেশর পুষ্প।

পন্নগাশন, পন্নগারি (পন্নগ—অশন [অশ্ ভোজন করা+অন—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ। পন্নগ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, গরুড়।

পন্নদ্ধা, পন্নদ্ধ্রা (পদ্—নহ্ বন্ধন করা+ত্র—প্রং। নিপাতন) সং, স্ত্রীং, চর্ম্ম-পাদুকা, জুতা।

পন্নাগার ; সং, পুং, প্রাচ্যগোত্রপ্রবর্ত্তক [মুনিবিশেষ।

পন্য (পন্ স্তব করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তুত্য, স্তবার্হ।

পপি, পপা (পা পানকরা+ই—প্রং। পাধাতু দ্বিত্ব) সং, পুং, চন্দ্র। ২। সূর্য্য ৩। বিং, ত্রিং, যে পান করে।

পপু (পপি দেখ, উ—প্রং)• বিং, ত্রিং, পালক। ২। স্ত্রীং, ধাত্রী।

পপুরি (পৃ প্রীণন করা—ই (কি)—প্রং, পৃ ধাতু, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, প্রীণনশীল।

পপ্রি (প্রা পূরণ করা+ই—প্রং, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, পূরণশীল।

পম্পা (পা পানকরা—প—ধি, আপ্, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, মান্দ্রাজদেশীয় নদীবিশেষ; ইহা ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় মিলিত হইয়াছে। ২। সরোবরবিশেষ। শিং—১ "পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ।"

পয়ঃ পয়স (পয়স্, পা পান করা+অস্, অন—র্ম, সংজ্ঞার্থে। যাহা পান করা যায়) সং, ক্লীং, দুগ্ধ। ২। জল।

পয়ঃপ্রণালী ; সং, স্ত্রীং, জলনির্গমপথ, নর্দ্দামা।

পয়ঃফেনী ; সং, স্ত্রীং, দুগ্ধফেনী।

পয়গাম্বর (পারস্য) সং, আচার্য্য। ২। দূত।

পয়জার (পারস্য) চটী জুতা।

পয়দল (পারস্য পয় পা) পদাতি সৈন্য।

পয়দাইস (পারস্য. পয়দ জন্মান) জন্ম। ২। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য।

পয়নালা (পয়ঃপ্রণালী শব্দজ) সং, জলপ্রণালী, নর্দ্দামা। [২। নষ্ট।

পয়মাল (পারস্য পামাল শব্দজ) পদদলিত।

পয়মাশ (পারস্য পয়মুদন অর্থ পরিমাণ করা) ভূম্যাদির মাপ।

পয়সা (দেশজ) সং, তাম্রমুদ্রা।

পয়স্য (পয়স্+য (ষ্য)—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত (ঘৃতদধ্যাদি)। ২। দুগ্ধহিত। ৩। সং, পুং, বিড়াল। স্যা—স্ত্রীং, আমিক্ষা। ২। স্বর্ণক্ষীরিকা। ৩। অর্কপুষ্পিকা। ৪। কুটুম্বিনী ক্ষুপ। ৫ ক্ষীরকাকোলী।

পয়স্বল (পয়স্+বল (বলচ্)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জলযুক্ত। ৪। সং, পুং, ছাগ।

পয়স্বান্ (পয়স্বৎ, পয়স্+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জলবিশিষ্ট।

পয়স্বিনী (পয়স্ দুগ্ধ, জল+বিন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, প্রশস্ত দুগ্ধবতী গো। ২। নদী। ৩। রাত্রি। ৪। ছাগী। ৫। কাকোলী। ৬। ক্ষীরকাকোলী। ৭। দুগ্ধফেনী। ৮। ক্ষীরবিদারী। ৯। জীবন্তী।

পয়ার (দেশজ) সং, চতুর্দ্দশাক্ষরী ভাষা, (কবিতা)।

পয়োগড় (পয়স্) জল—গড় ফোঁটা, ক্ষরণ, ৫মী—হিং) সং, পুং, ঘনোপল, শিল, করকা। ২। দ্বীপ।

পয়োগ্রহ (পয়স্—গ্রহ্ গ্রহণকরা+অ (অল্) —ধি) সং, পুং, যজ্ঞিয় পাত্রবিশেষ।

পয়োঘন (পয়স্ জল—ঘন জমাট) সং, পুং, বর্ষোপল, করকা।

পয়োজ (পয়স্—জ [জন্ জন্মান+অ (ড) —ক] জাত, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, পদ্ম।

পয়োজন্মা (পয়োজন্মন্, পয়স্ জল—জন্মন্ জন্ম ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মেঘ, বারিদ।

পয়োদ (পয়স্—দ [দা দান করা+অ (ড) —ক] যে দেয়) সং, পুং, মেঘ। ২। মুস্তক। ৩। যদুবংশীয় নৃপপুত্র। দা—স্ত্রীং, কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ।

পয়োধর (পয়স্ দুগ্ধ, জল—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, স্ত্রীলোকের স্তন। ২। মেঘ। ৩। ক্লীং, নারিকেল। ৪। কোষকার। ৫। কশেরু।

পয়োধাঃ (পয়োধস্, পয়স্ জল—ধা ধারণ করা+অস্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সমুদ্র। ২। মেঘ।

পয়োধারা (পয়স্—ধারা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, জলধারা। ২। (৭মী—হিং) নদী।

পয়োধি } (পয়স্ জল—ধি যে ধারণ
পয়োনিধি } করে, নিধি আধার, ২য়া

—ষ, ৬ষ্ঠী—ষ। অথবা পয়স্ জল—ধা, নি—ধা ধারণকরা+ই (কি)—ধি) সং, পুং, সমুদ্র, জলধি। শিং—১ "ন গণিতং যদি জন্ম পয়োনিধৌ হরশিরঃস্থিতিভূরপি বিস্মৃতা।"

পয়োমুক্ (পয়োমুচ্, পয়স্—মুচ্, ত্যাগ করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ২য়া—ষ) সং, পুং, জলধর, মেঘ।

পয়োর (পয়স্ জল—রা পাওয়া+অ (ড)—ক) সং, পুং, খদির, খয়ের।

পয়োব্রত (বিষ্ণুকে পয়ঃ দ্বারা স্নাপন ও পয়োমাত্র পানদ্বারা ব্রতপালন নিবন্ধন এই নাম হইয়াছে) সং, পুং, পয়োমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ; ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়। অদিতি কশ্যপের আজ্ঞা ক্রমে এই ব্রতাচারণ করিয়া ভগবান বামনদেবকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শিং—১ "পয়োব্রতস্ত্রিরাত্রং স্যাদেকরাত্রমথাপি বা।"

পয়োষ্ণী; সং, স্ত্রীং, ঋক্ষপর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা এবং বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে স্থিত নদী বিশেষ; অনেকে অনুমান করেন, বর্ত্তমান বেণগঙ্গা ইহার নামান্তর। শিং—১ "পয়োষ্ণী সলিলং রচ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।"

পয়োষ্ণীজাতা (পয়োষ্ণী—জাতা, ৫মী—হিং) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী নদী।

পর (পৃ পূর্ণ করা, পালন করা+অ (অল্)—ণ) বিং, ত্রিং, নিষ্ঠ, আসক্ত। ২। অনন্তর। ৩। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৪। অন্য। শিং—১ যোঽস্মাকং বিস্তায়াঃ পরং পারং তারয়সি।" ৫। ভিন্ন। ৬। সম্যক্। ৭। দূর। ৮। অধিক। ৯। ন্যায়মতে—দ্রব্যগুণ কর্ম্মবৃত্তি সত্তা, ব্যাপকসামান্য; যথা—"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।" ১০। অন্—ক) সং, পুং, পরমাত্মা। ১১। ব্রহ্মার আয়ুঃকাল। শিং—১ "কালসংখ্যাং সমাসেন, পূর্ব্বার্দ্ধদ্বয়কল্পিতাং। স এবং স্যাৎ পরঃ কালস্তদন্তে পরিপূজ্যতে।" ১২। শত্রু। ১৩। অনুবংশজ অঙ্গের পুত্র। ১৪। পৃথুসেনের পুত্র। ১৫। সমরের পুত্র। ১৬। ক্লীং, ব্রহ্ম। শিং—১ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" ১৭। (+অল্—ভা) মুক্তি, মোক্ষ। ১৮। ত্রিং—বিং, কেবল। ১৯। অনন্তর, পশ্চাৎ। ২০। (পারস্য) পক্ষীর পালক, ডানা। [যথা—"গরীব পরওয়ার।"

পরওয়ার (পারস্য পরবরদন) রক্ষক, পালক,

পরওয়ানা (পারস্য) হুকুমনামা, আজ্ঞাপত্র, অনুমতিপত্র। [করা) প্রতিপালন।

পরওয়ারিস (পারস্য পরবরদন্ প্রতিপালন

পরপুমান্ (—পুমস্) সং, পুং, পরমপুরুষ।

পরঃশত (পর অধিক—শত, শত হইতে অধিক, ৫মী—ষ। স্—আগম, রাজদন্তাদি) বিং, ত্রিং, শতাধিক সংখ্যক। ২। সং, ক্লীং, শতাধিক সংখ্যা।

পরঃশ্বঃ (পরশ্বস্, পর অনন্তর—শ্বস্ ভবিষ্যৎ কল্য, ৬ষ্ঠী-ষ, পূর্ব্বে দেখ) ক্রিং—বিং, অং, আগামী দিনের পর দিনে, পরশু। শিং—১ "অদ্যশ্বো বা পরশ্বো বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাম্ ধ্রুবম্।"

পরঃষষ্টি (পর অধিক—ষষ্টি ষাট্, পরঃশত দেখ) বিং, ত্রিং, ষষ্ট্যধিকসংখ্যক। ২। সং, স্ত্রীং, ষষ্ট্যধিক সংখ্যা।

পরঃসহস্র (পর অধিক—সহস্র হাজার, পরঃশত দেখ) বিং, ত্রিং, সহস্রাধিক সংখ্যক ২। সং, ক্লীং, সহস্রাধিক সংখ্যা।

পরকীয় (পর অন্য+ক(কণ্), ঈয় (ণীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, অন্যের সম্বন্ধীয়, অপরের। য়া—স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, তাহা পরোঢ়া ও কন্যকা ভেদে দুই প্রকার। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, পরোঢ়া; আর অবিবাহিতা কামিনী, কন্যকা।

পরক্ষেত্র (পর অন্য—ক্ষেত্র স্ত্রী, ভূমি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পরস্ত্রী। শিং—১ "অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ। ২। অন্যের ক্ষেত্র, পরের ভূমি। শিং—১

"আদদানঃ পরক্ষেত্রাৎ ন দণ্ডং দাতুমর্হতি"। ৩। অন্যের শরীর।

পরখ (পরীক্ষা শব্দজ) সং, পর্য্যালোচনা, বিবেচনা করা।

পরগণা (পারস্য) সং, প্রদেশ, চাকলা।

পরগ্রন্থি (পর—পশ্চাৎ-গ্রন্থি গাঁইট) সং, পুং, অঙ্গুলিপর্ব্ব, আঙুলিপর্ব্ব, পাব।

পরচক্র (পর—চক্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, চক্রান্ত।

পরচ্ছন্দ (পর অন্য—ছন্দ অভিলাষ) বিং, ত্রিং, পরাধীন, পরবশ। ২। সং, পুং, পরের অভিপ্রায়। শিং— "পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিনঃ।"

পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী (পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিন্, পর-চ্ছন্দ—অনুবর্ত্তিন্ অনুগামী) বিং, ত্রিং, পরাধীন।

পরচ্ছিদ্র; সং, ক্লীং, পরদোষ; যথা—নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।"

পরজাত (পর অন্য—জাত উৎপন্ন, ৫মী—ষ) বিং, ত্রিং, অন্যের প্রতিপালিত। ২ অন্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন।

পরজিত (পর অন্য—জিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পরপুষ্ট। ২। শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত।

পরঞ্জ, পরাঞ্জ (পরম্ অন্যকে—জি জয় করা+অ(ড)—ক। পরঞ্জ শব্দও হয়) সং, পুং, তৈলযন্ত্র, ঘানিগাছ। ২। ফেনা। ৩। ছুরীর ধার।

পরঞ্জন (পর অন্য—জি জয় করা, নিপাতন) সং, পুং, বরুণ।

পরঞ্জয় (পর অন্য—জি জয়করা+অ(খ)—প্রং) বিং, ত্রিং, শত্রুজয়কারী। ২। সং, পুং, বরুণ। [করণ।

পরণ (পরিধান শব্দজ) সং, বস্ত্রাদি পরিধান

পরতন্ত্র (পর অন্য—তন্ত্র অধীন, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, পরাধীন, পরবশ।

পরত্র (পর অন্য+ত্র—প্রং। সপ্তমীস্থানে ত্র) অং, পরকালে। শিং—১ "পরত্রফল-ভাগিনঃ।"

পরত্রভীরু (পরত্র পরকাল—ভীরু ভীত) বিং, ত্রিং, ধার্ম্মিক, যাহার পরকালের ভয় আছে।

পরত্ব (পর+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, গুণ-বিশেষ; ইহা দুই প্রকার;—দৈশিক ও কালিক। দৈশিকগুণ, যথা—বহুশত সূর্য্য-সংযোগে জ্ঞানজন্যগুণ কালিকগুণ, যথা—বহুতর কালান্তরিত তত্ত্বজ্ঞানজন্য গুণ।

পরদা (পারস্য) যবনিকা। ২। আবরণ।

পরদাজ (পারস্য পরদাখ্তন সম্পন্ন করা) নিষ্পন্ন, সমাধা; যথা—কারপরদাজ।"

পরদানশিন (পারস্য, পরদা—নশিন বসা। যে পরদার ভিতর বসে) গৃহরমণী, অবরোধবাসিনী রমণী।

পরদারিক (পরদার পরস্ত্রী+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রী-গমনকারী।

পরদেশ; সং, পুং, স্বীয় অধিকৃত দেশের ভিন্ন দেশ।

পরদ্বিট (পরদ্বিষ্, পর—দ্বিষ্ দ্বেষ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, পরদ্বেষ্টা, পরদূষক, খল।

পরদ্বেষী (—দ্বেষিন্, পর—দ্বিষ্ দ্বেষ করা +ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পরদ্বিট্ দেখ।

পরধর্ম্ম; সং, পুং, স্বোচিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম। শিং—১ "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

পরধ্যান; সং, ক্লীং, ধ্যানবিশেষ।

পরন্তপ (পরং শত্রুকে—তপ [তাপি তাপ দেওয়া+অ(খ)—ক) যে তাপ দেয়) বিং, ত্রিং, শত্রুর পীড়াদায়ক, যে শত্রুকে পীড়া দেয়। [৩। অপরঞ্চ। ৪। পরেও।

পরন্তু (পরম্—তু) অং, কিন্তু। ২ অধিকন্তু।

পরপদ (পর শ্রেষ্ঠ—পদ স্থান) সং, ক্লীং, উৎকৃষ্টস্থান। শিং,—১ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ২ শ্রেষ্ঠপদ, মুক্তি।

পরপাকনিবৃত্ত (পরপাক—নিবৃত্ত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, পরোদ্দেশ্যক পাকরহিত পঞ্চযজ্ঞ কর্ত্তা। শিং—১ "গৃহীত্বাগ্নিং সমা-

রোপ্য পঞ্চযজ্ঞান্ননির্বপেৎ। পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

পরপিণ্ডাদ (পর পিণ্ড ভোজনীয় বস্তু—অ'দ [অদ্ ভোজন + অ(অন্)—ক] যে খায়, ৬ষ্ঠী—ষ + ২য়া—ষ) বিং, বিং, পরান্নজীবী, পরান্নদ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

পরপুরুষ (পর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, মনুষ্য) সং, পুং, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিষ্ণু। ২। ভিন্ন ব্যক্তি, উপনায়ক, অন্য পুরুষ। শিং—১ "সোৎকণ্ঠঃ সাপি নিতাং পরপুরুষশতং মারভাবাহ্নৈপেতি।"

পরপুষ্ট (পর অন্য—পুষ্ট পালিত। যে অন্য অর্থাৎ কাক কর্তৃক পালিত, ৩য়া—ষ) সং, পুং, কোকিল। ২। বিং, ত্রিং, অন্য কর্তৃক প্রতিপালিত। ষ্টা—স্ত্রীং, গণিকা, বেশ্যা। ২। পরের প্রতিপালিতা।

পরপুষ্টমহোৎসব (পরপুষ্ট কোকিল—মহা—উৎসব আনন্দ, ৬ষ্ঠী—ষ। স্বপুষ্পোদ্গমদ্বারা কোকিলদিগের মহোৎসবজননত্ব হেতু) সং, আম্র, আম।

পরপূর্ব্বা (পর অন্য [স্বামী]—পূর্ব্ব পূর্ব্বকাল ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রীর অন্য পতি পূর্ব্বে ছিল, যে স্ত্রী পূর্ব্বপতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে। শিং—১ "পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে।"

পরপ্রতিনপ্তা (পরপ্রতিনপ্তৃ, পর পশ্চাদ্গামী—প্রতি পশ্চাৎ—নপ্তৃ পৌত্র), সং, পুং, প্রপৌত্রের পুত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

পরপ্রপৌত্র (পর পশ্চাদ্গামী—প্রপৌত্র পৌত্রের সন্তান) সং, পুং, প্রপৌত্রের পুত্র, বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

পরপ্রেষ্য (পর—প্রেষ্য, ৩য়া—ষ) সং, পুং, দাস। ষ্যা—স্ত্রীং, দাসী।

পরপ্রেষ্যত্ব (পর—প্রেষ্যত্ব দাসত্ব) সং, ক্লীং, দাসত্ব, পরাধীনতা। [ক্রিয়া।

পরব (পর্ব্বন্ শব্দজ) উৎসব, আনন্দজনক

পরবশ (পর—বশ বশীভূত, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, অন্যান্যব্যক্তির বশীভূত, পরায়ত্ত। ২। পরাধীন।

পরবাচ্য (পর—বাচ্য নিন্দনীয়, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অন্য কর্তৃক নিন্দনীয়। ২। সং, ক্লীং, দোষ, নিন্দা, অপবাদ।

পরব্রহ্ম (পরব্রহ্মন্, পর ব্রহ্মন্, সং,—স) সং, ক্লীং, পরপুরুষ, পরমেশ্বর। ২। তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্বিশেষ।

পরভ (পর শ্রেষ্ঠ—ভাগ, সং—স) সং, পুং, উৎকৃষ্ট ভাগ্য। ২। উৎকর্ষ। ৩। গুণোৎকর্ষ। ৪। শ্রেষ্ঠাংশ। ৫। শেষভাগ। পরের ভাগ।

পরভাগ্যোপজীবী (পরভাগ্যোপজীবিন্, পরভাগ্য—উপ—জীব বাঁচা + ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, যে পরের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পরভৃৎ (পর অন্য [কোকিল]—ভৃৎ [ভৃ পোষণ করা + ০(ক্বিপ্) —ক] যে পোষণ করে, ২য়া—ষ, সং, পুং, কাক, বায়স।

পরভৃত (পর অন্য [কাক]—ভৃত পুষ্ট ২য়া—ষ) সং, পুং, কোকিল ২। বিং, ত্রিং, অন্যের প্রতিপালিত। তা—স্ত্রীং, কোকিল। শিং—১ "প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃপরভৃতাঃ (স্ত্রী) খলু পোষয়ন্তি।" ২। "পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতেস্ম বধূজনঃ।"

পরম (পর দেখ, অম্—অং, কেবল। ২। অনন্তর, পশ্চাৎ। ৩। নিশ্চয়। ৪। কিন্তু। শিং—১ "স নো জীবেন্নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।" ২ "তেষাং ত্রয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রপারগাঃ পরং বুদ্ধিরহিতাঃ।

পরম (পর উত্তম—মা পরিমাণ করা + অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, প্রথম, আদ্য প্রণব। ২। শেষ। ৩। প্রকৃত। ৪। উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; যথা পরমপুরুষ। ৪। প্রধান। ৬। অত্যন্ত। ৭। মহৎ।

পরমগতি (পরম শ্রেষ্ঠ + গতি গমন) সং,

স্ত্রীং, উৎকৃষ্ট গতি। ২। মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ। ৩। বিং, ত্রিং, মোক্ষের হেতু। শিং—১ "কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেষ ত্রিজগতাং নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে।" [ক্লীং, উৎকৃষ্টা গাভি।

পরমগব (পরম—গো, য়ং—স) সং, পুং,—

পরমগহন (পরম —গহন নিবিড়) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত নিবিড়। ২। গভীর।

পরমতগ্রহণ (পরমত ভিন্ন মত বা ধর্ম্ম—গ্রহণ অবলম্বন, ৬ষ্ঠা—ষ) সং, ক্লীং, মতান্তর প্রবেশ। ২। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম অবলম্বন, বৈধর্ম্ম্য।

পরমপদ } সং, পুং,—ক্লীং, মুক্তি,
পরমপদার্থ } অপবর্গ। ২। শ্রেষ্ঠস্থান। ৩। পরদেবতার চরণ। শিং—১ "স গন্ধর্ব্ব-শ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদীনদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি।"

পরমপুরুষ—পুং } সং, পরমেশ্বর, পর-
পরমব্রহ্মন্—ক্লীং } ব্রহ্ম। শাস্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির আদিতত্ব—ইহারাই নিত্য আর সকলই অনিত্য। এই পুরুষের মধ্যে যিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, বাসনা প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত বা মায়ায় বদ্ধ নহেন তিনি ঈশ্বর বা পরমপুরুষ।

পরমম্ (পর—মা পরিমাণ করা+ডম্—ক) অং, অনুমতি। ২। সম্মতি।

পরমমুক্তি; সং, স্ত্রীং, বিদেহ কৈবল্য, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান শরীর ধ্বংসান্তর যে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি।

পরমর্ষি (পরম শ্রেষ্ঠ—ঋষি, য়ং—স) সং, পুং, বেদব্যাসাদি ঋষি। শিং—১ "ঋষতে পরমং যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ।"

পরমসৌগত; সং, পুং, যাহারা সুগতকে (বুদ্ধকে) অত্যন্ত ভক্তি করে, বৌদ্ধধর্ম্মে যাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা।

পরমহংস (পরম প্রধান—হংস তপস্বী, য়ং—স) সং, পুং, সন্ন্যাসিবিশেষ, মহাযোগী, যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে ভ্রমণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দান মাত্র পরিগ্রহ করেন, যাঁহার লাভালাভ দুই তুল্যজ্ঞান, যাঁহার আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্য ভূমিই যাঁহার আশ্রয়, যাঁহার কোন বিষয়ে যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনিই পরমহংস পদবাচ্য। "রক্তকৌপীনবসনো হংসঃ পরম এব চ।"

পরমাণু (পরম—অণু কণা, য়ং—স) সং, পুং, যাহার নিজের অবয়ব নাই, কিন্তু পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, পদার্থ নিচয়ভাগ করিতে করিতে যখন এমন ভাগে উপস্থিত হয় যে আর তাহা ভাগ করিতে পারা যায় না, তখন তাহাকে পরমাণু বলে, অদৃষ্টগোচর কণামাত্র। শিং—১ "পৃথিবী নিত্যা পরমাণুরূপা।" ২। "পরমাণুভ্যো বিশ্বমুৎপন্নতে।" ৩। "ধূমোষ্মজলনীহারপরমাণবো গগনগতা নোপলভ্যন্তে।"

পরমাণুসংহতি; সং, স্ত্রীং, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু একত্রিত হইয়া যে স্থূল জড়পদার্থ উৎপন্ন হয়।

পরমাণ্বঙ্গক (পরমাণু—অঙ্গ শরীর, ৬ষ্ঠী—হিং, কণ্—যোগ) সং, পুং, নারায়ণ।

পরমাত্মা (পরমাত্মন্ পরম—আত্মন্ ঈশ্বর, য়ং—স) সং, পুং, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। শিং,—১ "আত্মা দ্বিবিধো জীবাত্মা পরমাত্মা চ।" ২। "পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরঃ। কারণং কারণানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ং।"

পরমাদ্বৈত (পরম—অদ্বৈত ব্রহ্ম) সং, পুং, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। শিং,—১ "নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে জ্ঞানদায়ক।"

পরমানন্দ (পরম—আনন্দ) সং, পুং, পরমাত্মা। শিং—১ "পরমানন্দ মাধবম্।" ২। (পরম শ্রেষ্ঠ—আনন্দ) অত্যন্ত আনন্দ; যথা—কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি।"

পরমান্ন (পরম শ্রেষ্ঠ—অন্ন, ষং—স। ইহা দৈব ও পৈত্রকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন এই নামে অভিহিত হয়) সং, ক্লীং, পায়সান্ন, দুগ্ধ ও শর্করা পক্ক অন্ন।

পরমামুদ্রা; সং, স্ত্রীং, ত্রিপুরাশক্তির পূজাঙ্গ মুদ্রাবিশেষ।

পরমাকৃতি—মূলপ্রকৃতি; সাঙ্খ্যমতে এই মূল সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি বিকৃতি হইয়াই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

পরমায়ুঃ (পরমায়ুস্, পরম—আয়ুস্ জীবন) সং, ক্লীং, শেষাবধিক জীবিতকাল, আয়ুঃ। "শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ। পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ।"

পরমার্থ (পরম—অর্থ বিধেয়, বস্তু, ষং—স) সং, পুং, যাথার্থ্য। ২। শ্রেষ্ঠবস্তু। ৩। ধর্ম্ম। ৪। যথেষ্টধন।

পরমার্থবিদ্ (পরমার্থ—বিদ্ জানা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, যাথার্থ্যবেত্তা, ঈশ্বরতত্বজ্ঞ।

পরমার্থবিন্দ (পরমার্থ—বিন্দ লাভ করা +অ(শ)—ক) বিং, ত্রিং, তত্বজ্ঞানী। ২। প্রচুর ধনলাভকারী।

পরমার্হত (পরম—অর্হৎ) সং, পুং, জৈন রাজর্ষিবিশেষ।

পরমৃত্যু (পর অন্য—মৃত্যু। যাহার অনেক শত্রু আছে) সং, পুং, কাক।

পরমেশ (পরম—ঈশ, ষং—স) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর (পরম—ঈশ্বর, ষং—স) সং, পুং, শিব। ২। বিষ্ণু। ৩। পরব্রহ্ম, জগদীশ্বর। শিং—১ "কথং নাম ন সেব্যাস্তে যত্নতঃ পরমেশ্বরাঃ।" ৪। সম্রাট্। রী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা।

পরমেশ্বরতন্ত্র সং; ক্লীং, তন্ত্রবিশেষ।

পরমেষ্ঠী (পরমেষ্ঠিন্, পরমে স্বর্গের অত্যন্ত উচ্চ স্থানে—ষ্ঠিন্ [স্থা থাকা+ইন্ (ড়িন্) —ক] যে থাকে) সং, পুং, ব্রহ্মা। ২। বিষ্ণু। ৩। শিব। ৪। শালগ্রামমূর্ত্তিবিশেষ; ইনি শুক্লাভ, পদ্মচক্রসমন্বিত, বর্ত্তুল, পীত ও পৃষ্ঠে শুষির। মন্ত্রদাতা গুরু।

পরস্পর (পর, দ্বিত্ব, স্(মুট্)—আগম) বিং, ত্রিং, অনুক্রম, পরপর। ২। সং, পুং, মৃগ বিশেষ। ৩। প্রপৌত্রের পুত্র। ৪। বংশ।

পরম্পরা (পর [মুট্]—পর,আপ্) সং, স্ত্রীং, সন্ততি। ২। ধারা, শ্রেণী, সমূহ। ৩। পরপর, অনুক্রম। ৩। অন্বয়, বংশ।

পরম্পরাক (পরম্পর অনুক্রম—অক গমন, পূজা। অথবা পর অধিক—পর অত্যুত্তম—অক গমন, ব্যবহার। কিম্বা পরম্পরা—আক হিংসন) সং, ক্লীং, যজ্ঞার্থ পশুহনন। 174944

পরম্পরীণ (পরম্পরা+ঈন্ (খীন্)—উপস্থিত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পরম্পরায় আগত, ধারাবাহিক, ক্রমাগত।

পরযুগ; সং, ক্লীং, উত্তরযুগ।

পরলোক (পর অন্য—লোক জগৎ, ষং—ষ) সং, পুং, অন্যলোক, লোকান্তর। ২। ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, তপলোক, জনলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি সপ্ত উর্দ্ধ লোককে পরলোক বলে। মৃত্যুর পর জীবের পুণ্য অনুসারে এই সকল লোক ভোগ হইয়া থাকে। ৩। পরকাল। ৪। মৃত্যু।

পরলোকগম (পর অন্য—লোক জগৎ—[গম গমন) সং, পুং, মৃত্যু।

পরবশ (পর—বশ, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, অন্যের বশীভূত।

পরবাণি (পর অত্যুত্তম—বা গমনকরা+ণি—ক) সং, পুং, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিচারক। ২। বৎসর। ৩। কার্ত্তিকেয়ের বাহন, ময়ূর।

পরবাদ; সং, পুং, পরাপবাদ। ২। উত্তরবাদ।

পরবাদী (—বাদিন, পর—বাদী [বদ্ বলা + ইন্ (ণিন্) = ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, প্রত্যর্থী, উত্তরবাদী।

পরবান্ (পরবৎ, পর + বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, পরাধীন, পরায়ত্ত।

পরবাসী ; সং, পুং, প্রবাসী, অন্যের গৃহবাসী "মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসী।" (বিদ্যাপতি)। [ধৃতরাষ্ট্র।

পরব্রত (পর—ব্রত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং,

পরশ ; সং, ক্লীং, রত্নবিশেষ, পরেশপাথর।

পরশু, পরশ্বধ, পরশ্বধ (পর শত্রু—শৄ হিংসা করা + উ (ডু)—ক, ২য়া—য। পর শত্রু—শ্বন্ কুক্কুর—ধ [ধে পান করা + অ (ড)—ক] যে পান করে। কুক্কুরের ন্যায় শত্রুকে খায়, ২য়া—য। অথবা পর [অন্য] শত্রু—শ্ব [শ্বি পুষ্টি হওয়া + অ (ড) - ক] শত্রুর উন্নতি—ধে পানকরা + অ (ক)—ক। যে শত্রুর শোণিত পান করে অর্থাৎ জীবননাশ করে। সংস্কৃত = পরশু ; গ্রীক = পেলেকুশ) সং, পুং, কুঠার, টাঙ্গি।

পরশুধর (পরশু কুঠার—ধর [ধৃ ধারণকরা + অ (অন্)—ক] যে ধারণ করে। যাহার শরীরে নারায়ণাংশ আছে) সং, পুং, গণেশ। ২। পরশুরাম। ৩। বিং, ত্রিং, পরশুধারী।

পরশুরাম (পরশু—রাম যে মোহিত করে, ৩য়া—য। অথবা পরশুযুক্ত রাম = পরশুরাম) সং, পুং, জমদগ্নির পুত্র, ভার্গব, তিনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন, পিত্রাজ্ঞায় মাতৃহত্যা এবং পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ২। অবতার, দশ অবতারের ষষ্ঠ। শিং—

১ "কোটীসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
তেজোরাশিং দদর্শাথ জামদগ্ন্যং প্রতাপবান্॥
নীলমেঘনিভং প্রাংশুং জটামণ্ডলমণ্ডিতং।
ধনুঃপরশুপাণিঞ্চ সাক্ষাৎ কালমিবান্তকং॥
কার্ত্তবীর্য্যান্তকং রামং দৃপ্তক্ষত্রিয়মর্দ্দনং।



পরশুরাম (অবতার)।

প্রাপ্তং দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুমিবাপরং॥"
২ "ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে।" (জয়দেব)।

পরশ্বঃ (পরশ্বস্, পর—শ্বস্ ভবিষ্যৎ কল্য) অং, আগামী দিনের পরদিনে। শিং—১ "পরশ্বশ্চ মহাভাগ স্নাতুং গঙ্গাহ্রদং পুরা।"

পরসংজ্ঞক (পর অত্যুত্তম—সংজ্ঞা নাম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, আত্মা।

পরস্তাৎ (পর + অস্তাৎ—প্রং, অং, পশ্চাৎ, পরে।

পরস্পর (পর অন্য—দ্বিত্ব, স্(সুট্)—আগম) বিং, ত্রিং, অন্যোন্য, ইতরেতর। শিং—১ "পরস্পরাৎ বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ।"

পরস্পরাম্ (পরস্পর + আম্—প্রং) অং, অন্যোন্য, মিথঃ।

পরস্মৈপদ (পরস্মৈ [পর শব্দের চতুর্থীর এক বচন] পরোদ্দেশ্যার্থে, অন্যের নিমিত্ত—পদ চিহ্ন। ক্রিয়ার ফল অন্যের নিমিত্ত হইলে পচ্ধাতু প্রভৃতির উত্তর তি, তস্ ইত্যাদি প্রত্যয় হয়, এই জন্যে বোধ হয় এই বিভক্তির নাম পরস্মৈপদ) সং, ক্লীং, ধাতুর বিভক্তিবিশেষ।

পরা (পৄ পূর্ণ করা + আ—ক) উৎং, অং, প্রাধান্য। ২। অহঙ্কার। ৩। অতিক্রম।

৪। গমন। ৫। বধ। ৬। ক্ষতি। ৭। আভিমুখ্য। ৮। প্রাতিলোম্য। ৯। বিক্রম। ১০। তিরস্কার। ১১। ধর্ষণ। ১২। বিমোক্ষ। ১৩। অতিশয়। ১৪। প্রাতিকূল্য। ১৫। অনাদর। ১৬। গতি। ১৭। প্রত্যাবৃত্তি। ১৮। ভঙ্গ। শিং—১ "পরাবধগতিদর্শন। বিক্রমাভিমুখভৃশাধীন মোক্ষণ প্রাতিলোম্যেষু।" ১৯। স্ত্রীং, নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ। ২০। পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু উপনষদের নাম পরাবিদ্যা।

পরাক্ (পরাচ্, পরা—অনচ্ গমন করা+(ক্বিপ্)—ক) অং, কুটিল, বক্র। ২। ঊর্দ্ধগামী। ৩। বিমুখ।

পরাক (পর উত্তম—অক্ গমন করা+অ (অল্)—ণ) সং, পুং, দ্বাদশদিনব্যাপী উপবাসব্রত। শিং—১ "যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনম্। পরাকো নাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।" ২। খড়্গ। ৩। রোগবিশেষ। ৪। জন্তুবিশেষ।

পরাকরণ (পরা পূর্ব্বে—কৃ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ঘৃণাকরণ, অবহেলন।

পরাক্রম (পরা প্রাধান্য, অতিক্রম—ক্রম গমন। কিম্বা পরা—ক্রম্ গমন করা+অ (অল্)—ণ) সং, পুং, শক্তি। ২। পুরুষকার।

পরাক্রমবাহু সং,পুং, সিংহলদ্বীপের একজন রাজা। ইনি ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল।

পরাক্রান্ত (পরাক্রম দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাক্রমশালী, শক্তিসম্পন্ন।

পরাগ (পরা—গ [গম্ গমন করা+অ(ড) —ক] যে যায়) সং, পুং, ধূলি; যথা— "চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি ঘন ঘনাকারে।" ২। পুষ্পরেণু। শিং—১"ষৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা ভাগীরথী-শিববিরিঞ্চিমুখান্ পুনাতি।" ৩। স্নানীয় গন্ধচূর্ণ। ৪। রেণু। ৫। চন্দন। পর্ব্বত বিশেষ। ৭। (+ভ—ভা) খ্যাতি। ৮। উপরাগ।

পরাগকেশর (Stamuse) কেশের স্থূল সূত্রগাছি ব্যতীত অবশিষ্ট সূত্র সমুদায়; পরাগকেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে।

পরাগত (পরা—আ গম্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত। ২। যুক্ত। বিকসিত। ৪। (পরা ব্যুৎক্রম—গত প্রত্যাগত)।

পরাঙ্ (পরাঞ্চ্, পরা (ব্যুৎক্রম—অন্চ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, বিমুখ, পরাঙ্মুখ, মুখফিরান।

পরাঙ্গদ (পর অন্য [দুর্গা]—অঙ্গ রূপ—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে। যিনি অর্দ্ধ পুরুষ ও অর্দ্ধ নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা পর রিপু, কামদেব—অঙ্গ দেহ—দ যে দান করে। যিনি ক্রোধে কামদেবকে ভস্ম করিয়া পুনরায় তাঁহার মূর্ত্তি প্রদান করেন) সং, পুং, শিব।

পরাঙ্গব (পর অন্য [নদী]—অঙ্গ [পদার্থ] জল—ব [বা প্রাপ্ত হওয়া+অ(ড)—ক) যে পায়) সং, পুং, সমুদ্র।

পরাঙ্মুখ (পরাঙ্ ব্যুৎক্রমাগত—মুখ, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, মুখফিরান, বিমুখ। ২। প্রতিকূল। ৩। নিবৃত্ত।

পরাচিত (পর অন্য—আ—চিত প্রতিপালিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পরপুষ্ট, অন্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত। ২। সম্যক্ব্যাপ্ত।

পরাচীন (পর'চ্ বিমুখ+ঈন(খীন্)—প্রং) বিং, ত্রিং, পরাঙ্মুখ, বিমুখ। ২। প্রাচীন।

পরাজয় (পরা ব্যতিক্রম—জি জয় করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পরাভব।

পরাজিত (পরাজয় দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাভূত, বিজিত, যে হারিয়া গিয়াছে।

পরাঞ্চ্ (পরা—অনচ্ গমন করা+(বিচ্) —ক) বিং, ত্রিং, বিমুখ, পরাঙ্মুখ।

পরাৎপর (পরাৎ—পর) বিং, ত্রিং, পর হইতেও পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২। সং, পুং, পরমেশ্বর। শিং—১ "ইন্দ্রিয়েভ্যো পরে হ্যর্থা হ্যর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। পরাৎপরং সাম্যমুপৈতি দিব্যম্। ৩। গুরু-বিশেষ।

পরাৎপ্রিয় (পর—অদ্ ভোজন করা+০ (ক্বিপ্)—ভা=পরাৎ পরদ্রব্যভোজন—প্রিয়, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, পরদ্রব্যভোজনে প্রিয়। ২। সং, ক্লীং, উলুখড়।

পরাত্মা (পরাত্মন্, পর শ্রেষ্ঠ—আত্মা, ষং—স) সং, পুং, পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

পরাদন (পরা অতিরিক্ত+অদন ভক্ষণীয়) সং, পুং, পারস্যদেশীয় অশ্ব।

পরাদান (পর—আদান সম্যক্দান ৪র্থী—ষ) সং, ক্লীং, পরোপকারক নিমিত্ত সম্যক-রূপে দরিদ্রকে দান। [অন্যের পীড়া।

পরাধি (পর—আধি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং,

পরাধীন (পর—অধীন, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, পরবশ পরতন্ত্র।

পরানসা (পরান [শক্র] রোগ—সো নাশ করা+অ(অল্)—ণ। নিপাতন) সং, স্ত্রীং, চিকিৎসা।

পরান্তক (পর সংসার—অন্তক নাশক, ষং—স) সং, পুং, (সংহাররূপা বলিয়া) মহাদেব।

পরান্তকাম (পর সংসারোত্তর—অন্তকাম) সং, পুং, মুমুক্ষুগণের দেহান্তকাল। শিং—১ "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।"

পরান্তঃপুষ্ট (Parasita) যাহারা অন্যের দেহ মধ্যে আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; যথা—কৃমি।

পরান্ন (পর অন্য—অন্ন) সং, ক্লীং, পরে অন্ন। ২। অন্যের পক্ক অন্ন। শিং— "পরান্নং পরবাসশ্চ নিত্যং ধর্ম্মরতস্ত্যজেৎ গুরু মাতুল শ্বশুর পিতা ও পুত্রের প অন্ন পরান্ন নহে। শিং—১ "গুর্ব্বা মাতুলান্নং বা শ্বশুরান্নং তথৈবচ। পি পুত্রস্য চৈবান্নং ন পরান্নমিতি স্মৃতিঃ।" ৩ বিং, ত্রিং, পরান্নোপজীবী, পরপিণ্ডভোজী

পরাপতিত (পর—আ—পৎ [গমন কর আগমন করা+ত (ক্ত)+ক) বিং, ত্রি প্রত্যাগত, সমাগত।

পরাভব (পরা—ভূ [হওয়া] পরাজি করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, পরাজয় ২। তিরস্কার। ৩। অতিক্রম। ৪। বিনাশ শিং—১ "সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদ প্রাপ্নোতি মূঢ়ো জনঃ।"

পরাভিক্ষ (পর—আ—ভিক্ষ্ ভিক্ষা কর +অ (অন্)—ক) সং, পুং, বানপ্রস্থাশ্রমী শিং—১ "অশ্মকুট্টাশনাঃ কেচিৎ পরাভিক্ষা স্তথাপরে।"

পরাভূত (পরাভব দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাজিত, পরাস্ত। ২। তিরস্কৃত।

পরামনন (পরা—মন্ [বোধ করা অনুতাপ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, চিন্তন, অনুতাপ।

পরামর্শ (পরা—মৃশ্ বিবেচনা করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, যুক্তি। ২। মন্ত্রণা, বিচার। ৩। স্পর্শ। ৪। বিবেচনা। ৫। ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান। শিং—১ নরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ।" ২ ব্যাপ্যস্য পক্ষধর্ম্মত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে।"

পরামর্ষ (পরা—মৃষ্ ক্ষমা করা, সহা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, সহন।

পরামাণিক (প্রামাণিক শব্দজ) নাপিত।

পরামৃত (পর অত্যুত্তম—অমৃত জল) সং, ক্লীং, বৃষ্টি, বর্ষণ।

পরামৃষ্ট (পরামর্শ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচিত, বিচারিত। ২। স্পৃষ্ট। ৩।

সম্বন্ধযুক্ত। শিং—১ "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশ-ৈয়রপরামৃষ্টঃ।"

পরায়ণ (পর কেবল, [এক বিষয়]—অয়ন গমন। কিংবা অয়ন আসক্তিস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অত্যাসক্ত; যথা—ধর্ম্মপ-রায়ণ। ২। তৎপর। ৩। অনুরক্ত। ৪। অভীষ্ট। ৫। সং, পুং, বিষ্ণু। ৬। ক্লীং, উত্তম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

পরায়তি (পর-অয়্ গমন করা+অতি—প্রং) বিং, ত্রিং, পশ্চাদ্গামী। ২। (পর—আয়তি আয়ত্ততা, ৭মী—হিং) পরা-ধীন। ৩। পর—আয়তি, স্বং—স) সং, স্ত্রীং, অতি বিস্তার। ৪। (পর—আয়তি, ৬ষ্ঠী-হিং) বিং, অতিবিস্তারাকারযুক্ত।

পরায়ত্ত (পর অন্য—আয়ত্ত অধীন) বিং, ত্রিং, পরাধীন, পরবশ।

পরারি (পর [অন্য]গত—অরি পূর্ব্বতর-স্মিন্ বর্ষে) অং, গত বর্ষের পূর্ব্ববর্ষে, তৃতীয়বর্ষ। ২। বিং, ত্রিং, পরশত্রু।

পরার্থ (পর অন্য—অর্থ উদ্দেশ্য, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অন্যোদ্দেশ্যযুক্ত। ২। (পর—অর্থ, ৬ষ্ঠী-ষ) সং, ক্লীং, অন্য প্রয়োজন। শিং—১ "পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎসৃজেৎ।"

পরারু (পৃ পূর্ণ করা, প্রীত করা+আরু প্রং। অথবা পর—ঋ গমন করা+উ (উন্)—ক) সং, পুং, করলা, উচ্ছা।

পরারুক (পরারু+কণ্—তুল্যার্থে) সং, পুং, প্রস্তর, পাথর।

পরার্দ্ধ (পর অতিশয়—অর্দ্ধ [ঋধ বৃদ্ধ হওয়া+অ (অল্)—ক)] প্রবৃদ্ধ) সং, ক্লীং, শেষার্দ্ধ। পার্থিববর্ষ সংখ্যায় এই সংখ্যকবর্ষ ব্রহ্মার জীবনের অর্দ্ধ। ২। অত্যধিক সংখ্যা-বিশেষ, ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। শিং—১ "পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ।" ২ "নিজেন তস্য মানেন চায়ুর্ব্বর্ষশতং স্মৃতং। তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধম'ভধীয়তে।"

পরার্দ্ধ্য (পর অত্যুত্তম—অর্দ্ধ+য (য্য)—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠতম। ২। সং, পুং, স্বর্লোক। ৩। (+ষ্ণ—স্বার্থে) ক্লীং, পরার্দ্ধ।

পরাবৎ (পরা—অব্+অৎ (শতৃ)—প্রং) অং, দূরদেশ। ২। প্রকৃষ্টতম্।

পরাবরা (পর-অবর, দ্বং—স) সং, স্ত্রীং, বিদ্যাবিশেষ। শিং—১ "পরাবরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরি।

পরাবর্ত্ত (পরা—বৃৎ বিদ্যমান থাকা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, পরিবর্ত্ত, বিনিময়। ২। প্রত্যার্ত্তন।

পরাবর্ত্তব্যবহার (Appeal, পরাবর্ত্ত পরিবর্ত্তনীয়—ব্যবহার আইনানুযায়ী কার্য্য) সং, পুং, পুনর্ব্বার বিচারপ্রার্থনা।

পরাবর্ত্তিত (পরা—বৃৎ-ণিচ=বর্ত্তি বিদ্য-মান থাকান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান।

পরাবসু (পরা—বসু ধন, ৫মী—হিং) সং, পুং, অসুরগণের হোতৃবিশেষ।

পরাবহ (পরা—বহ্ বহন করা+অ (অল্)—ক) সং, পুং, উপরি বর্ত্তমান সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ।

পরাবিদ্ধ (পর শত্রু—আবিদ্ধ ভীরু। যে অত্যন্ত ভীরু দেবতা) সং, পুং, কুবের।

পরাবৃত্ত (পরা—বৃৎ বিদ্যমান থাকা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যাবৃত্ত। ২। পলায়িত। ৩। পরিবর্ত্তিত।

পরাবৃত্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রত্যাবর্ত্তন। ২। পরিবর্ত্তন।

পরাশর (পর উত্তম—আ—শৃ সম্পন্ন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, ব্যাসদেবের পিতা, কলি-ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। শিং—১ "জাতঃ পরাশরোদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ।" ২। ইন্দ্র। ৩। চন্দ্র।

পরাশরভট্ট; সং, পুং, ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি বৎসাঙ্কের পুত্র এবং রঙ্গেশ্বরের কুলপুরোহিত। ক্ষমাষোড়শী যমরত্নাকর এবং বেদান্তসার প্রভৃতিগ্রন্থপ্রণেতা।

পরাশরী (পরাশরিন্, পরাশর এই বংশের

আদিপুরুষ ব্যাস কিম্বা তস্ত° পিতৃকৃত বিধান+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু।

পরাশ্রয়া (পর অন্য—আশ্রয় অবলম্বন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বৃক্ষোপরিজাত লতা, পরগাছা।

পরাসন (পর শত্রু—অস ক্ষেপণ করা+ অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হনন। ২ । বধ।

পরাসিসিষু (পরা সম্মুখে—অস্ নিক্ষেপকরা+সন্—ইচ্ছার্থে। উ—প্রং) বিং, ত্রিং, নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক, পাঠাইতে ইচ্ছুক। ২। পরাভব করিতে অভিলাষী।

পরাসু (পর অন্তর, দূরে—অসু প্রাণ, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রি°, মৃত, গতপ্রাণ।

পরাসুতা (পরাসু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, মৃত্যু। ২। নিদ্রাবশতা।

পরাস্কন্দী (পরাস্কন্দিন্, পর পরস্ব —আ—স্কন্দ্ শোষণ করা, চুরি করা+ইন্ (ণিন্) —ক) সং, পুং, তস্কর, চোর। ২ । দস্যু।

পরাস্ত (পরা—অস্ [হওয়া] পরাজিত করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম বিং, ত্রিং, পরাজিত। শিং—১ "হ্রীর্গিরাস্ত বরমস্ত পুনর্ম্মাস্বীকৃতৈব পরাগপরাস্তা।" (নৈষধ)।

পরাহ্ন (পর—অহন্ দিন) সং, পুং, পরদিন। শিং—১ "পূর্ব্বাহ্নে তদ্বিধত্বেহপি পরাহে ত্রিসন্ধ্যব্যাপিত্বে পরাহ এব।"

পরাহত (পরা—হন্ [বধ করা] পরাজিত করা আঘাত করা—ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাভূত। ২। ব্যবহৃত। ৩। আহত। ৪। ব্যাহত। ৫। তিরস্কৃত। ৬। আক্রান্ত।

পরাহ্ণ (পর—অহন্ দিন+ষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অপরাহ্ণ, বিকাল।

পরি (পৃ পূর্ণ করা+ইন্—ক) উপং, অং, সর্ব্বতোভাবে, চারিদিকে, সম্পূর্ণরূপে। ২। অতিশয়। ৩। লক্ষণ। ৪। চিহ্ন। ৫। ইত্থম্ভাব। ৬। ইত্থং ভূতাখ্যান। ৭। ভাগ। ৮। বীপ্সা। ৯। শেষ। ১০। বর্জ্জন। ১১। ত্যাগ। ১২। আলিঙ্গন। ১৩। আখ্যান। ১৪। দোষাখ্যান (দোষকীর্ত্তন)। ১৫। নিরসন। ১৬। নিরাস। ১৭। পূজা। ১৮। শোক। ১৯। ভূষণ। ২০। ব্যাধি। ২১। ব্যাপ্তি। শিং—১ (লক্ষণে এবং ইত্থং ভূতাখ্যানে) "বৃক্ষং পরিবিদ্যোততে বিদ্যুৎ। সাধুর্দ্দেবদত্তো মাতরং পরি।" ২। (ত্যাগে) "যদত্রমাং পরিস্যাৎ। হরিং পর্য্যভবল্লক্ষ্মীঃ।" ৩। (বীপ্সায়াম্) "বৃক্ষং বৃক্ষং পরিসিঞ্চতি।" ৪ "পরিত্রিগর্ত্তেভ্যো বৃষ্টো দেবঃ। পরিপরি বঙ্গেভ্যো বৃষ্টো দেবঃ। "পরিসংবৎসরাৎ।"

পরিকথা (পরি ভূষণ – কথা গল্প) সং, স্ত্রীং, আখ্যায়িকাগ্রন্থ, গল্পের পুস্তক। শিং—১ "অথ বাঙ্ময়ভেদাঃ স্যুশ্চম্পূঃ খণ্ডকথা কথা। আখ্যায়িকা পরিকথা কলাপকবিশেষকৌ।"

পরিকম্প (পরি সর্ব্বতোভাবে—কম্প কম্পন) সং, পুং, কম্পন। ২। ভয়।

পরিকর (পরি—কৃ করা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, পর্য্যঙ্ক, শয্যা। ২। (+ অল্—ক) সহচর। ৩ সহকারী। ৪। পরিবার। ৫। হস্ত্যশ্বাদি। ৬। (+ অল্—র্ম্ম) উপকরণ। ৭। সমূহ। ৮। আরম্ভ। ৯। নিষ্পত্তি। ১০। কটিবন্ধ, কোমরবাঁধা। ১১। গাঢ়। ১২। বিবেক। ১৩। নাট্যে—মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ। ১৪। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। শিং—১ "উক্তিবিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"

পরিকর্ত্তা (পরিকর্তৃ) সং, পুং, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কারক যাজক।

পরিকর্ম্ম (—কর্ম্মন্, পরি ভূষণ—কর্ম্মন্ কর্ম্ম) সং, ক্লীং, প্রসাদন, কুঙ্কুম এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজান, অঙ্গসংস্কার। শিং —১ "প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম্ম তে। ভজস্ব মাম্।" র্ম্মা—পুং, পরিচারক, ভৃত্য।

পরিকর্ম্মী (—কর্ম্মিন্, পরিকর্ম্ম+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং,—স্ত্রীং, পরিচারক, ভৃত্য। ২। প্রসাধক।

পরিকর্ষ (পরি—কৃষ্ কর্ষণ করা—অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সমাকর্ষণ।

পরিকল্পন (পরিকল্পিত দেখ, অন(অনট্)-ভা) সং, ক্লীং, মনন, চিন্তন। ২। রচন॥

পরিকল্পিত (পরি—কৃপ্ পারহওয়া ইত্যাদি +ত(ক্ত)-র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনুষ্ঠিত। ২। সজ্জিত। ৩। নির্দ্দিষ্ট। ৪। স্থিরীকৃত। ৫। রচিত।

পরিকাঙ্ক্ষিত (পরি গত আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ+ইত—অস্ত্যর্থে। যাহার পার্থিব ভোগাভিলাষ নাই) সং, পুং, তপস্বী। ২। বিং ত্রিং, সম্পূর্ণ অভিলাষযুক্ত।

পরিকীর্ণ (পরি সর্ব্বতোভাবে—কীর্ণ বিক্ষিপ্ত) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত। ২। বিস্তৃত। ৩। বিস্তৃত। ৪। সমর্পিত।

পরিকীর্ত্তিত (পরি—কীর্ত্তিত প্রশংসিত) বিং, ত্রিং, প্রশংসিত। ২। উচ্চারিত। ৩। কথিত। ৪। গীত।

পরিকূট; সং, ক্লীং, পুরদ্বারকূটক। ২। নগরদ্বারকূটক। ৩। হস্তিনখ।

পরিকৃশ (পরি সর্ব্বতোভাবে+কৃশ ক্ষীণ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বতোভাবে কৃশ, অতিশয় ক্ষীণ। [কেশের উপরিভাগ।

পরিকেশ (পরি—কেশ, বাং—স) অং,

পরিক্রম (পরি চতুর্দ্দিকে—ক্রম গমন) সং, পুং, গমন। ২। ইতস্ততঃ পাদবিহার, পদদ্বারা গমন। ৩ প্রদক্ষিণীকরণ

পরিক্রমসহ (পরিক্রম ইতস্ততঃ গমন—সহ যে সহ্য করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ছাগল।

পরিক্রয়; সং, পুং, বিক্রিত বস্তুর পুনঃক্রয়।

পরিক্রিয়া (পরি চারিদিকে—ক্রিয়া করণ) সং, স্ত্রীং, পরিখাদিদ্বারা বেষ্টন। ২। সংস্করণ। ৩। একদিনসাধ্য যাগবিশেষ।

পরিক্লিষ্ট (পরি—অতিশয়—ক্লিশ্ ক্লেশ পাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পরিক্লিশিত। ২ অতিক্লিষ্ট। ৩। উত্যক্ত।

পরিক্ষত (পরি—ক্ষত ক্ষয় প্রাপ্ত) বিং ত্রিং, ভ্রষ্ট। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত। ৩। ক্ষত। ৪। আহত। ৫। নষ্ট।

পরিক্ষয় (পরি—ক্ষি ক্ষয় করা+(অল্)—ভা) সং, পুং, ধ্বংস, বিনাশ। ২। পতন।

পরিক্ষিৎ } (পরি—ক্ষি ক্ষীণ হওয়া+০
পরিক্ষিত } (ক্বিপ্) ক। ক্ত—র্ম্ম। কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া বাসুদেব ইহাঁর নাম পরিক্ষিৎ রাখিলেন) সং, পুং, অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র, জনমেজয়ের পিতা।

পরিক্ষিপ্ত (পরি চতুর্দ্দিকে—ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বেষ্টিত, চতুর্দ্দিকে ঘেরা। ২। নিক্ষিপ্ত। নিক্ষিপ্ত। ৩। পরিত্যক্ত।

পরিক্ষীণ (পরি অতিশয়—ক্ষীণ ক্ষয়প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, অতিশয় ক্ষীণ। ২ অতিশয় কমিয়া যাওয়া ৩। ক্ষয়প্রাপ্ত।

পরিক্ষেপ পরিক্ষিপ্ত দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ২। নিক্ষেপ।

পরিক্ষেপক (পরি—ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা+অ(ণক) - ক) বিং, ত্রিং, পরিক্রমশীল।

পরিখা (পরি চতুর্দ্দিকে—খন্ খোড়া+অ(ড)—র্ম্ম, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, রাজধানী প্রভৃতির বেষ্টন খ্যাত গড়খাই. যে সকল স্থান শত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন. তাহার চারিদিকে শত হস্ত প্রশস্ত ও দশ হস্ত গভীর খাত করিবে, এবং প্রবেশপথ সঙ্কেতযুক্ত করিবে, যে সঙ্কেত মিত্র ব্যতীত অন্যে না জানিতে পারে।

পরিখাকৃত (পরিখা—কৃ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, ইচ্(ি)—আগম) বিং, ত্রিং, যে স্থানে পরিখা করা হইয়াছে। শিং—১ "পরিখীকৃতসাগরাম্" (রঘু)।

পরিখেদ (পরি—খিদ্ দুঃখিত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ক্লেশ। ২। পরিশ্রম।

পরিখ্যাত (পরি—খ্যাত কথিত) বিং, ত্রিং, বিখ্যাত, অতিপ্রসিদ্ধ।

পরিগণণ (পরি—গণ্ গণনা করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, সর্ব্বতোভাবে গণনা করা। ২। বিধি নিষেধ শাস্ত্রের বিশেষ রূপে কীর্ত্তন।

পরিগণিত (পরি—গনিত যাহা গণনা করা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, বিধিনিষেধ বিশেষরূপে কথিত। ২। সংখ্যাত, যাহা গণনা করা হইয়াছে।

পরিগত (পরি—গম্ গমন করা] জানা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাত। ২। প্রাপ্ত। ৩। বেষ্টিত। শিং—১ "অথ সবঙ্কহুকুলকুথাদিভিঃ পরিগতোজ্জ্বলহৃদ্ধতবালধিঃ।" (ভট্টি)। ৪। (+ক্ত—ক) গত। ৫। বিস্মৃত। ৬। চেষ্টিত।

পরিগদিত (পরি—গদ্ বলা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, পরিকীর্ত্তন।

পরিগমিত (পরি—গম্-ণিচ=গমি গমন করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অতিবাহিত, যাপিত, কাটান। ২। চালিত।

পরিগহন (পরি—গহ্ প্রবেশ করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, অত্যন্ত গহন।

পরিগূঢ় (পরি—গুহ গোপন করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত গুপ্ত।

পরিগৃহীত (পরিগ্রহ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্বীকৃত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। ২। উপাত্ত।

পরিগৃহ্য (পরি সর্ব্বতোভাবে—গ্রহ্ গ্রহণ করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যোগ্য। হ্যা—স্ত্রীং, নারী।

পরিগ্রহ (পরি—গ্রহ্ [গ্রহণ করা] স্বীকার করা ইত্যাদি+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, পত্নী। শিং—১ "কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা।" (রঘু)। ২। পরিজন, অধীনস্থ ব্যক্তি। ৩। মূল। ৪। শাপ। ৫। শপথ। ৬ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। ৭। (+অল্—ভ) স্বীকার। ৮। গ্রহণ। ৯। অধিষ্ঠান। ১০। মিলন, সঙ্গম। ১১। আয়ত্তীকরণ। ১২। রাহুবক্ত্রস্থভাস্কর।

পরিগ্রাম (পরি—গ্রাম, ব্যং—স) অং, গ্রামের অভিমুখে।

পরিগ্রাহ (পরি চারিদক্—গ্রহ গ্রহণ করা +অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, যজ্ঞবেদিবিশেষ।

পরিগ্রাহক (পরি চতুর্দ্দিকে—গ্রহ—গ্রহণ করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, স্বীকার কর্ত্তা, স্বীকারকারক।

পরিঘ (পরি সর্ব্বতোভাবে—হন্ বধ করা+ অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ; ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত ও ইহার মুখ লৌহময়। এই অস্ত্র ছেদনে প্রযুক্ত হইত না, ইহা মুদ্গরবৎ ব্যবহৃত হইত। ২। অর্গল, হুড়কা। শিং—১ "জ্ঞানমার্গে হ্যহঙ্কারঃ পরিঘো দুরতিক্রমঃ।" ৩। শূল। ৪। বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ। শিং—১ "উৎপত্তিকালে পরিঘো যদি স্যান্নরস্তদা বংশকুঠারকল্পঃ।" (কোষ্ঠী প্রদীপ)। ৫। (+অল্—ভাবে) প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত. ৬। আঘাত। ৭। (+অল্—র্ম্ম) তোরণদ্বার। ৮। জলপাত্র। ৯। শিশি।

পরিঘা (দেশজ) মুঙ্গের ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণাবাসী জাতিবিশেষ। পরের কার্য্য করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পরিঘট্টিত (পরি—ঘট্ট ঘর্ষণ করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ ঘর্ষিত।

পরিঘাত—পুং, } পরি—হন্ বধ করা
পরিঘাতন—ক্লীং, } অথবা হন্-ণিচ—ঘাতি বিনাশ করা+অ(ঘঞ্) অন(অনট্) —ণ) সং, পরিঘ, লৌহমুখ মুদ্গর। ২। অর্গল। ৩। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪। (+ঘঞ্ অনট্—ভাবে) হনন, হত্যা। ৫। আঘাত।

পরিঘোষ (পরি—ঘোষ শব্দ) সং, পুং, শব্দ। ২। মেঘের ধ্বনি। ৩ । অকথ্যকথা।

পরিচক্ষা (পরি—চক্ষ্ বলা+অ(শ)—ভা) সং, স্ত্রীং, নিন্দা। ২। বর্জ্জন।

পরিচক্ষ্য (পরিচক্ষা দেখ, য (ণ্যৎ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্জ্জনীয়।

পরিচতুর্দ্দশ (পরি হীন—চতুর্দ্দশ, ৫মী—হিং) বিং, ত্রিং, পঞ্চদশ সংখ্যান্বিত। শিং—১ "ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরিচতুর্দ্দশ।"

পরিচয় (পরি সর্ব্বতোভাবে—চি একত্র করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, জানা শুনা, আলাপ। ২। অভ্যাস। ৩। প্রণয়।

পরিচর (পরি সর্ব্বতোভাবে, পশ্চাৎ—চর [চর্ গমন করা+অ (অন্)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, রক্ষিসৈন্য, বডিগার্ড। ২। পরিচারক। ৩। অনুচর। ৪। যুদ্ধসময়ে যে যোদ্ধা কোন রথীর রথ, বিপক্ষপক্ষের প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে ও সৈন্যগণের দোষাদির বিচার করিয়া সাময়িক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করে, এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদির ব্যবস্থাপনকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ৫। প্রজা-সামন্ত ব্যবস্থাপক। ৬। রাজার দণ্ড। ৭ নায়ক।

পরিচর্য্যা (পরি—চর্ [গমন করা] সেবা করা+য (ক্যপ্)—ভা, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, সেবা, শুশ্রূষা। ২। উপাসনা; শিং—১ "দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াঃ কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" ৩। পূজা।

পরিচায্য (পরি পূজা ইত্যাদি—চি একত্র করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম নিপাতন) সং, পুং, যজ্ঞাগ্নি। ২। (—ঘ্যণ্—ধি) যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড ৩। বিং, ত্রিং, সেব্য, শুশ্রূষণীয়।

পরিচারক (পরি—চর্ গমন করা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, দাস, ভৃত্য। রিকা—স্ত্রীং, দাসী।

পরিচালকতা (Conductivity) যে গুণ থাকাতে জড়বস্তুসকল এক পরমাণু হইতে পরমাণু অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে তাহাকে পরিচালকতা কহে। যে সকল বস্তু অত্যল্প সময়ের মধ্যে এবং অনায়াসে এক পরমাণু হইতে পরমাণু-অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে তাহাদিগকে প্রবল পরিচালক (Good Conductors) বলে। ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন হইলে দুর্ব্বল পরিচালক (Bad Conductors) বলে।

পরিচিৎ (পরি—চি চয়ন করা+০ (ক্বিপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে স্থাপিত। ২। +০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, পরিচয়কর্ত্তা।

পরিচিত (পরিচয় দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্লৃপ্ত। ২। অভ্যস্ত। ৩। জ্ঞাত, পরিচয়বিশিষ্ট। শিং—১ "ত্যক্তবোয়ং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা।"

পরিচেয় (পরিচয় দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিচয়যোগ্য। ২। অভ্যসনীয়।

পরিচ্যুত (পরি—চ্যুত পতিত) বিং, ত্রিং, ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত।

পরিচ্ছদ্ (পরি—ছদ্ আচ্ছাদন করা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভূষণবিশিষ্ট। শিং—১ "সেনাপরিচ্ছদস্তস্য।" (রঘুবংশ)।

পরিচ্ছদ (পরি সর্ব্বতোভাবে—ছদ্দ আচ্ছাদন করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, বেশ, পোষাক। শিং—১ "পয়ঃফেননিভা শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদা।" (ভাগবত)। ২। পরিজন, অনুচর। ৩। (+অল্—ভাবে) আচ্ছাদন। ৪। আসবাব। ৫। হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ। শিং—১ "পরিচ্ছদে নৃপার্হেঽর্থে পরিবর্হোঽব্যয়াঃ পরে।"

পরিচ্ছন্দ (পরিচ্ছদ দেখ,) সং, পুং, পরিচ্ছদ, পোষাক।

পরিচ্ছন্ন (পরি—ছদ্ আচ্ছাদন করা+ত ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ২। পরিষ্কৃত। ৩। আচ্ছাদিত। ৪। সজ্জিত। ৫। ভূষিত।

পরিচ্ছা (দেশজ) মন্দিরাদির পরিচারক পুরোহিত। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এই নামে অভিহিত।

পরিচ্ছিত্তি (পশ্চাৎ দেখ, ক্তি—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ব্যবধান, আড়াল। ২। অবধারণ। পরিচ্ছিন্ন (পরি—ছিদ্ ছেদন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ইয়ত্তারূপে পরিমিত। ২। নির্ণীত। ৩। সীমাবদ্ধ, অবধিযুক্ত। শিং —১ "পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং, ন বিস্ময়স্তত্ত্বং বরমিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি।" (মহিম্নঃস্তোত্র)। ৪। বিভক্ত।

পরিচ্ছেদ (পরি ক্রমে ক্রমে, বারংবার—ছেদ [ছিদ্ ছেদন করা+অ (অল্)—র্ম্ম] ছেদন) সং, পুং, পুস্তকের ভাগ ২। গ্রন্থবিচ্ছেদ। শিং—১ "সর্গবর্গপরিচ্ছেদোদ্‌ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ। ৩ অংশ, ভাগ। ৪। সীমা। ৫। নিশ্চয়। ৬। (+অল্—ভা) ইয়ত্তারূপে অবধারণ। ৭। নির্ণয়।

পরিচ্ছেদ্য (পরিচ্ছন্ন দেখ, য (ণ্যৎ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। ২। বিভাজ্য।

পরিজন (পরি সম্পূর্ণরূপে—জন [স্বীয়] লোক) সং, পুং, পরিবার, পোষ্যবর্গ। ২। পরিচারক।

পরিজনতা (পরিজন+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অধীনতা, পরায়ত্ততা।

পরিজন্মা (পরিজন্মন্, পরি চতুর্দ্দিকে—জন্ জন্মান+মন্—প্রং। নিপাতন) সং, পুং, চন্দ্র। ২। অগ্নি।

পরিজয্য (পরি—জয্য [পরি—জি জয় করা+য—শক্যার্থে]) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে জয় করিতে শক্য।

পরিজল্পিত (পরি—জল্প্ জল্পনা করা+ত (ক্ত)—ভা) সং, স্ত্রীং, দশাঙ্গচিত্রজল্পান্তর্গত দ্বিতীয় কথনবিশেষ। শিং—১ "প্রভোর্নির্দ্দয়তা শাঠ্যচাপল্যাদ্যুপপাদনাঃ। স্ববিচক্ষণতাব্যক্তিভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং।"

পরিজ্ঞান (পরি সর্ব্বতোভাবে—জ্ঞা জানা অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সর্ব্বতোভাবে জানা।

পরিজ্মা (পরিজ্মন্, পরি অগ্রে—জ্মু বেগে চলা+মন্—প্রং) সং, পুং, ইন্দ্র। ২ অগ্নি।

পরিডীনক (পরি চারিদিকে—ডীনব উড়ন) সং, ক্লীং, পক্ষীর গতিবিশেষ।

পরিণত (পরি—নম্ নম্র হওয়া+ত (ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, পক্ক। ২। অবস্থান্তর প্রাপ্ত। ৩। সর্ব্বতোভাবে নত। ৪। পুং, নদীতীরাদিতে বক্রভাবে দন্তপ্রহারে প্রবৃত্ত হস্ত্যাদি। শিং—১ "তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহারশ্চ গজঃ পরিণতো মতঃ।"

পরিণতি (পরি—নম্ নম্র হওয়া+তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অবনতি, পরিপাক। ২। অবস্থান্তর প্রাপ্তি। ৩। অবসান। ৪। শেষ। ৫। বার্দ্ধক্য।

পরিণদ্ধ (পরি—নহ্ বন্ধন করা+ত (ক্ত) —র্ম্ম বিং, ত্রিং, বদ্ধ। ২। পরিহিত। ৩। প্রবৃদ্ধ। ৪। পরিবদ্ধ, আলিঙ্গিত।

পরিণয়—পুং } (পরি সম্পূর্ণরূপে—
পরিণয়ন—ক্লীং } নী পাওয়া+অ (অল্) অন (অনট্)—ভাবে) সং, পুং, বিবাহ, দারপরিগ্রহ।

পরিণয়সম্বন্ধজাত ; বিং, ত্রিং, ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত।

পরিণাম (পরি—নম্ নম্র হওয়া+অ (ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, পরিপক্কতা। ২। অবস্থান্তর প্রাপ্তি, প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকার; যেমন – কাষ্ঠের বিকার ভস্ম। ৩। শেষ, চরম। ৪। বার্দ্ধক্য। ৫। কাব্যালঙ্কারবিশেষ, আরোপ্যমাণ পদার্থ আরোপের বিষয়ের সহিত অভিন্নরূপে পরিণত হইয়া যদি প্রকৃতার্থের উপযোগী হয়।

পরিণামদর্শী (—দর্শিন্, পরিণাম—দর্শিন্, যে দেখে) বিং, ত্রিং, সূক্ষ্মদর্শী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম করে। ২। যে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা যে অনুভব করিতে পারে।

পরিণামশূল ; সং, পুং, রোগবিশেষ, অজীর্ণ রোগ।

পরিণামী (পরিণামিন্ পরি—নাম+ইন্—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, পরি ামযুক্ত।

পরিণায় } (পরি চারিদিকে—নী লওয়া
পরীণায় } —অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, চারিদিকে পাশার গুটিচালা। ২। বিবাহ।

পরিণায়ক (পরি—নী পাওয়া+অক (ণক) ক) সং, পুং, সেনাপতি। ২। স্বামী।

পরিণাহ } (পরিণদ্ধ দেখ, অ (ঘঞ্)—ণ)
পরীণাহ } সং. পুং, বিশালতা। ২। বিস্তার, ওসার। শিং—১ "ধনুঃ শতং পরীণাহো গ্রামাৎ ক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ।"

পরিণাহবান্ (পরিণাহবৎ, পরিণাহ দেখ, বতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিস্তারযুক্ত।

পরিণাহী (পরিণাহিন্, পরিণদ্ধ দেখ, ইন্—ক) বিং, ত্রিং, বিশাল। ২। বিপুল।

পরিণিংসা (পরি সম্মুখে—নিংস্ চুম্বন করা+অ—প্রং। আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, চুম্বন। ২। ভক্ষণ।

পরিনির্ব্বাণ (ক্লীং) নির্ব্বাণ মুক্তি। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই শব্দটির সমধিক প্রয়োগ দেখা যায়।

পরিণীত (পরিণয় দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবাহিত।

পরিণেতা (পরিণেতৃ, পরিণয় দেখ, তৃ (তৃন্)—ক) সং, পুং, বিবাহকর্ত্তা, পতি।

পরিণেয় (পরি—নী পাওয়া+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে নয়মান। ২। বিবাহযোগ্য।

পরিতঃ (পরিতস, পরি+তস্—প্রং) ক্রিং বিং, অং, চারদিকে। ২। সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। [পরিতাপযুক্ত।

পরিতপ্ত (পরিতাপ দেখ, ক্ত—র্ম্ম) বি, ত্রিং,

পরিতাপ (পরি সম্যক্—তাপ [তপ্ তাপ দেওয়া+ঘঞ্—ভা] উষ্ণতা) সং, পুং, উত্তাপ। ২। (+ঘঞ্—ণ) সন্তাপ, শোক, দুঃখ, মনস্তাপ। ৩। ভয়। ৪। কম্প। ৫। (+ঘঞ্—ধি) নরকবিশেষ।

পরিতুষ্ট (পরি অধিক—তুষ্ট তৃপ্ত) বিং, ত্রিং, সন্তুষ্ট, আনন্দিত। ২। পরিতৃপ্ত।

পরিতোষ (পরি সম্যক্—তোষ তুষ্টি) সং, পুং, সন্তোষ। ২। তৃপ্তি।

পরিত্যক্ত (পরিত্যাগ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

পরিত্যজন (পরি—ত্যজ্ ত্যাগ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পরিত্যাগ।

পরিত্যাগ (পরি সম্পূর্ণরূপে—ত্যজ্ ত্যাগ করা—অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ত্যাগ, বর্জ্জন, বিসর্জ্জন। শিং—১ "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।"

পরিত্যাজ্য (পরিত্যাগ দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যাগ করিবার যোগ্য, বর্জ্জনীয়।

পরিত্রাণ (পরি সম্পূর্ণরূপে—ত্রাণ রক্ষণ) সং, ক্লীং, রক্ষা। শিং—১ "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" ২। উদ্ধার। ৩। বাঁচান।

পরিত্রাতা } (পরিত্রাতৃ, পরি সম্পূর্ণরূপে
পরিত্রায়ক } —ত্রৈ রক্ষা করা+তৃ(তৃন্), অক(ণক)—ক) বিং, বিং, পরিত্রাণকর্ত্তা, রক্ষক।

পরিদংশিত (পরিদংশ+ইত—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, বর্ম্মাচ্ছাদিত।

পরিদর (Sponginess of gums, পরি—দর বিদারণ) সং, পুং, দন্তমাড়ির কোমলতা।

পরিদান (পরি পরিবর্ত্তরূপে—দান) সং, ক্লীং, বিনিময়, বদল।

পরিদায়ী (—দায়িন্, পরি—দা দান করা +ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, যে শাস্ত্রদোষ লঙ্ঘন করিয়া দান করে। ২। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠকে যে কন্যাদান করে।

পরিদেবন } (পরি—দেবি বিলাপকরা
পরিদেবিত } +অন(অনট্), ত ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, শোকনিমিত্ত বিলাপ; খেদোক্তি। ২। অনুতাপ। শিং

—১ "অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।"

পরিদেবী (—দেবিন্, পরিদেবন দেখ, ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিলাপী। ২। অনুতাপী।

পরিধান (পরি চারিদিকে—ধা ধারণ করা + অন (অনট্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পরিধেয় বস্ত্র। ২। (+অনট্—ভা) পরা। ৩। পিধান, আচ্ছাদন।

পরিধাপন (পরি চারিদিকে—ধাপি ধাবন করান +অন(অনট্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পরিধেয় বস্ত্র। ২। (+অনট্—ভা) পরান।

পরিধায় (পরি—ধা ধারণ করা+অ(ঘঞ—র্ম্ম। য—আগম) সং, পুং, পরিচ্ছদ, পোষাক। ২। (+ঘঞ্—ধি) নিতম্ব। ৩। জলস্থান। ৪। (+ঘঞ্—ভা) পরিধান।

পরিধারণ (পরি—ধৃ ধারণ করা+অন (অনট্) —ক) সং, ক্লীং, প্রতিবন্ধক। না—স্ত্রীং, (অনট্—ভা) ধরিয়া রাখা।

পরিধি (পরিধান দেখ, ইকি)—র্ম্ম) সং, পুং, বৃত্তের সমস্তাংরেখা, বেড় (Circumference)। ২। চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডল। ৩। পরিবেষ্টন। শিং—১ "ব্যাসেভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে খবাণসূর্য্যৈঃ পরিধিস্ত সূক্ষ্মঃ।" ৪। যজ্ঞিয় তরুশাখা।

পরিধিস্থ (পরিধি [রাজার] চারিদিকে—স্থ স্থা থাকা+অ (ড)—ক] যে থাকে) সং, পুং, যুদ্ধকালে শত্রু প্রহার হইতে রথরক্ষক। ২ রাজার দণ্ডনায়ক পরিচারক। ৩। মোসাহেব। ৪। বিং, ত্রি, চতুঃপার্শ্বস্থ।

পরিধূপিত (পরি—ধূপিত ধূপদ্বারা সন্তাপিত) বিং, ত্রিং, সুগন্ধীকৃত।

পরিধেয় (পরিধান দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিধানযোগ্য, পরিবার উপযুক্ত।

পরিনন্দন (পরি—নন্দ আনন্দিত হওয়া+অন (অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, সন্তোষকারী। ২। (+অনট্)—ভা) সংন্তোষকরণ

পরিনির্বপণ; সং, ক্লীং, দান।

পরিনির্ব্বিপ্সা (পরি—নির্—বপ+সন্—ইচ্ছার্থে+অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, দানেচ্ছা।

পরিনির্ব্বিপ্সু (উপর দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, দানেচ্ছু।

পরিনিষ্ঠা (পরি—নি—স্থা থাকা+অ(ড)—ভা) সং, স্ত্রীং, পর্য্যবসান।

পরিন্যাস; সং, পুং, বিন্যাস। ২। নাট্যে—মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ।

পরিপক্ক পরি—পক্ক পাকা) বিং, ত্রিং, পরিণত, পাকা। ২। বহুদর্শী।

পরিত্রাণ (পরি—পণ [পণ+অল্—ণ] মূল্য) সং, পুং—ক্লীং, মূলধন। পুঁজি। ২। মূল্য।

পরিপণিত (পরি—পণিত অঙ্গীকৃত) বিং, ত্রিং, ন্যাসীকৃত, নিক্ষিপ্ত।

পরিপতি (পরি—পত্ পতিত হওয়া+ই (ইন্)—ক) সং, পুং, অধিপতি। ২। বিং, ত্রিং, সর্ব্বব্যাপী।

পরিপন্থক, পরিপন্থী (পরিপন্থিন্, পরি দোষকীর্ত্তন—পন্থক, পন্থিন্ যে পথে গমন করে) বিং, ত্রিং, শত্রু, বিপক্ষ। ২। প্রতিকূল। ৩। দস্যু। ৪। প্রতিরোধক।

পরিপাক, পরীপাক (পরি—পচ্ রন্ধন করা+ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পরিণাম। ২। শেষাবস্থা। ৩। নৈপুণ্য। ৪। উত্তম পাক ৫। পক্কতা। ৬ উৎকর্ষ।

পরিপাটি-টী (পরি ক্রমান্বয়ে—ট্-ক্রি—পাটি গমন করান+ইন্—ভা) সং, স্ত্রীং, অনুক্রম। ২ সুশৃঙ্খলা, আনুপূর্ব্বী।

পরিপালিত (পরি—পালিত রক্ষিত) বিং, ত্রিং, প্রতিপালিত, রক্ষিত।

পরিপিষ্টক; সং, ক্লীং, সীসক, সীসা

পরিপূত (পরি—পূত পবিত্র) বিং, ত্রিং, শুদ্ধ পবিত্র ২। কুলার বাতাস দ্বারা তুষ পরিষ্কৃত ধান্যাদি)। শিং—১ "পরিপূতেষু ধান্যেষু শাকমূলফলেষু চ।"

পরিপূর্ণ (পরি সম্যক্—পূর্ পরিপূর্ণ করা +ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সম্পূর্ণ। ২।

পরিতৃপ্ত। ৩। ব্যাপ্ত। শিং—১ "পরিপূর্ণং তদস্ত মে।"

পরিপূর্ণতা (পরি সম্যক্—পূর্ণ+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, সম্পূর্ণতা। পরিতৃপ্তি।

পরিপৃষ্ট (পরি—পৃষ্ট জিজ্ঞাসিত) বিং, ত্রিং, সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসিত।

পরিপ্রেক্ষিত (Perspective, পরি—প্র—ঈক্ষ্ দর্শন করা+ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, বস্তু সকল বাস্তবিক সত্তাকালে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, আলেখ্যে তাহাদিগের তদনুরূপ বিন্যাস নিয়ামক বিদ্যা।

পরিপ্লব (পরি সর্বতোভাবে—প্লু গমন করা—অ(অল্)—ক) বিং, ত্রিং, কম্পমান ২। চঞ্চল, অস্থির। ৩। আকুল। ৪। (+অল্—ভা) প্লাবন। ৫। উপদ্রব।

পরিপ্লুত (পরি সর্বত্র—প্লু লাফিয়া যাওয়া, জলে ভাসিয়া যাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আপ্লুত, সিক্ত। ২। প্লাবিত। শিং—১ "আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা।" ৩। মগ্ন। ৪। চঞ্চল। ৫। কম্পমান। তা—স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য। ২। মৈথুনবেদনযুক্তা যোনি।৩ বিং, জলসিক্তা।

পরিপ্লুতি (পরিপ্লুত দেখ, তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, চাঞ্চল্য। ২। অতিপ্রসক্তি। ৩। ব্যাপ্তি।

পরিবর্হ (পরি সর্বতোভাবে—বর্হ আচ্ছাদন করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, পরিচ্ছদ, পোষাক। ২। রাজযোগ্য পরিচ্ছদ হস্তী অশ্ব বস্ত্র কম্বলাদি। ৩। গৃহ দ্রব্যাদি, উপকরণ, আসবাব। (অন্তঃস্থ বও হয়)।

পরিভব, পরীভব (পরি—ভূ [হওয়া] পরাজয় করা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পরাজয়, পরাভব। ২। অবজ্ঞা। ৩। তিরস্কার। ৪। দর্শন। শিং—১ "প্রায়ো মূর্খঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি।"

পরিভাব, পরীভাব(পরি—ভূ হওয়া পরিভব করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) পরিভব দেখ।

পরিভাবী (পরিভাবিন্, পরিভাব দেখ, ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পরিভবকারী, অতিক্রমকারী। ২। তিরস্কারী। ৩। অবজ্ঞাকারী। ৪। দ্রষ্টা।

পরিভাবক (পরি+ভাষ্+অক(ণক) ক) বিং, ত্রিং, নিন্দক, তিরস্কারক, অপবাদকারী। (দিব্যাবদান দেখ)।

পরিভাষণ (পরি দোষকীর্ত্তন, পরস্পর—ভাষণ কথন) সং, ক্লীং, নিন্দাপূর্ব্বক তিরস্কার। ২। নিন্দাবাক্য। ৩। আলাপ, কথোপকথন। ৪। নিয়ম, লক্ষণ।

পরিভাষা (পরি ব্যাপ্ত—ভাষা কথন (সং, স্ত্রীং, গ্রন্থের সজ্জেপার্থে সঙ্কেতবিশেষ, সংজ্ঞাবিশেষ। "ন খলু প্রতিহন্যতে কুতশ্চিৎ পরিভাষেব গরীয়সী।" ২। পদার্থবিদ্ পণ্ডিতদিগের পরিষ্কৃত ভাষণ, যুক্তিযুক্ত বাক্।

পরিভাষিত (পরি—ভাষ্ বলা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং. পরিভাষাদ্বারা নিরূপিত। ২। কথিত।

পরিভুক্ত (পরি—ভুজ্ ভোজন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উপযুক্ত, যাহা ভোগ করা গিয়াছে।

পরিভূত (পরিভব দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং. তিরস্কৃত। ২। অভিভূত। ৩। অনাদৃত।

পরিভোগ (পরি সম্যক্—ভুজ্ ভোজন করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং. পুং, সম্ভোগ। ২। সম্ভোগচিহ্ন। ৩। ভোগদখল।

পরিভ্রম—পুং } (পরি ভ্রম ভ্রমণ করা
পরিভ্রমণ—ক্লীং } +অ(অল্) অন (অনট্)—ভাবে সং, পুং, সর্ব্বতোভ্রমণ, পর্য্যটন। ২। ভ্রম।

পরিভ্রষ্ট (পরি—ভ্রষ্ট পতিত) বিং, ত্রিং, চ্যুত, পতিত। শিং—১ "তস্মাদ্যোগপরিভ্রষ্টো ভবেং।" ২। নষ্ট।

পরিমণ্ডল (পরি চারি দিকে—মণ্ডল গোল, পরিধি) বিং, ত্রিং, বর্ত্তুল, গোল।

পরিমল (পরি—মল্ ধারণ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, কুঙ্কুম চন্দনাদি মর্দ্দন.

জনিত সুগন্ধ। ২। সুরভিমাল্য গন্ধাদি ধারণে উৎপন্ন মনোহর গন্ধ। ৩। সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধ। শিং—১ "সতাং পরিমলোদ্ভূতবন্ধোৎসবঃ।" ৪। পণ্ডিতসমূহ, সজ্জনসমবায়। ৫। সম্ভোগ।

পরিমর্শ (পরি—মৃশ্ স্পর্শ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সংস্পর্শ, ঘর্ষণ।

পরিমর্ষ (পরি—মৃষ্ সহ্য করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্বেষ।

পরিমাণ) পরি সম্যক্—মা পরিমাণ করা অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপ। ২। ওজন। ৩। সংখ্যাকরণ। ৪। (+অনট্—র্ম্ম) বস্তুর দীর্ঘতাদি।

পরিমাণফল (Area) ভূমির মধ্যগত স্থানের পরিমাণ, ক্ষেত্রফল।

পরিমিত (পরিমাণ দেখ, ত(ক্ত)—ভা) বিং, ত্রিং, পরিচ্ছিন্ন। ২। অল্প। ৩। যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত। শিং—১ "দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।"

পরিমিতি (পরিমাণ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পরিমাণ।

পরিমুক্তসঙ্গ (পরিমুক্ত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত—সঙ্গ বিষয়ভোগ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যাহার বিষয়ভোগের অভিলাষ নাই। ২। বিষয়ভোগনিস্পৃহ।

পরিমৃজ্য (পরি—মৃজ্ মার্জ্জন করা+য (ক্যপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিশোধনীয়, পরিমার্জ্জনযোগ্য।

পরিমৃদিত } পরি সম্মুখে—মৃদ ঘর্ষণ
পরিমৃষ্ট } করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শিং-১ "পরিমৃষ্টকুন্তলা।" ২। আলিঙ্গিত, বিস্তারিত। ৩। আশ্লিষ্ট।

পরিমেয় (পরিমাণ দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিমাণের যোগ্য। ২। পরিমিত।

পরিমোক্ষ (পরি—মোক্ষ্ [ক্ষেপণ করা] মুক্ত হওয়া+অ (অল্—ভাবে) সং, পুং, মোচন, পরিত্রাণ, নির্ব্বাণমোক্ষ। শিং—১ সর্ব্বাশুভানাং পরিমোক্ষকারি সংপূজনং দেববরস্য বিষ্ণোঃ।" (স্মৃতি)। ২। ত্যাগ। ৩। মলত্যাগ। শিং—১ "পায়ুর্বয়স্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ"

পরিমোষী (পরিমোষিন্, পরি সর্ব্বত্র—মুষ্ চুরি করা+ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, অপহরণকারী ২। চোর।

পরিমোহী (পরি—মুহ্ মুগ্ধ করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মুগ্ধকর।

পরিম্লান (পরি—ম্লান মলিন) বিং, ত্রিং, অতিশয় ম্লান, শুষ্ক। শিং—১ "পরিম্লানং পুষ্পম্।" ২। বিশুষ্ক।

পরিরক্ষণ (পরি চারিদিকে—রক্ষ্ রক্ষা করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রক্ষা। ২। উদ্ধার। ৩। অপেক্ষা।

পরিরব্ধ (পরিরম্ভ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আলিঙ্গিত।

পরিরম্ভ—পুং } (পরি—রভ বেগে গমন
পরীরম্ভ—পুং, } করা] আলিঙ্গন করা+
পরিরম্ভণ—ক্লীং } অ(ঘঞ্) অনট্—ভা) সং, আলিঙ্গন।

পরিরাটক (পরি—রট্ রটনা করা+অক (ণক)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে রটনাশীল।

পরিরাটী (রাটিন্, পরি—রট্ রটনা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পরিরাটক দেখ।

পরিল (পরি—লা গ্রহণ করা+অ(ক)—ক) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে গ্রহণশীল।

পরিলিপ্সু } (পরি—লভ্ লাভ করা, রভ্
পরিরিপ্সু } গমন করা+সন—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, আলিঙ্গনেচ্ছু। ২। রমণেচ্ছু।

পরিলেখন (পরি চতুর্দ্দিকে—লিখ্ লেখা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞস্থানে চতুর্দ্দিকে রেখাদিকরণ।

পরিবৎসর (পরি—বৎসর) সং, পুং, সংবৎসর। ২। বৎসরবিশেষ।

পরিবর্জ্জন (পরি—সম্পূর্ণরূপে—বৃজ ত্যাগ

করা+অন(অনট্)—ভ) সং, ক্লীং, পরিত্যাগ। শিং। ১ "গোপ্যো ন দোষো মথুরাঙ্গনানাং ধূর্ত্তস্য কৃষ্ণস্য হি রীতিরেষা। বিপর্য্যয়ো যেন কৃতঃ স্বপিত্রোস্তস্যো পত্নীপরিবর্জ্জনং কিং।"২। হনন, বধ।

পরিবর্ত্ত, পরীবর্ত্ত—পুং, } (পরি—বৃৎ [ব
পরিবর্ত্তন—ক্লীং, } র্ত্তমান থাকা] বদল করা ইত্যাদি+অ(অল্) অন (অনট্) —ভা) সং, বিনিময়, বদল। ২। নিবৃত্তি। ৩ অপবর্ত্তন। ৪। লুণ্ঠন ৫ পাশফেরা। ৬। যুগান্ত। শিং—১ "ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন। প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ।" ৭। কূর্ম্মরাজ। ৮। গ্রন্থবিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তিত (পরি—বৃৎ-ণি=বর্ত্তি [বর্ত্তান] বদল করান ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা বদল করা হইয়াছে।

পরিবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্, পরি—বৃৎ অবস্থান করা+ইন্ (ণিন্—ক) বিং, ত্রিং, পরিবর্ত্তনশীল। শিং—১ "পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে।"

পরিবর্দ্ধক (পরি—বর্দ্ধক) বিং, ত্রিং, প্রবৃদ্ধিকারক। ২। পালক।

পরিবর্দ্ধিত (পরি—বৃধ্ ণি=বর্দ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ান+ত ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা বাড়ান গিয়াছে।

পরিবর্হ (পরি—বর্হ শোভা পাওয়া+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, পরিচ্ছদ। ২। রাজচিহ্ন, চামর ছত্রাদি। ৩। গৃহদ্রব্যাদি।

পরিবসথ (পরি চারিদিকে - বস্ বাসকরা +অথ (অথচ্)—সংজ্ঞার্থে) সং পুং, গ্রাম।

পরিবহ (পরি—বহ বহন করা+অ (অন্) —ক) সং পুং, সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ, সুবহ বায়ুর উপরে স্থিত।

পরিবাদ } (পরি দোষকীর্ত্তন বদ্ বলা
পরীবাদ } +অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অপবাদ। শিং—১ "ধীরাঃ পরস্য পরিবাদগিরঃ সহন্তে। ২। বীণার অঙ্গবিশেষ।

পরিবাদক (পরিবাদ্ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, নিন্দক, অপবাদকারী।

পরিবাদিনী (পরি সম্যক্‌রূপে—বদ্ বলা ইন্ (ণিন্)—ক) সং, স্ত্রীং, সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা।

পরিবাদী (—বাদিন্, পরিবাদ+ইন্(ণিন্) —ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, নিন্দক, অপবাদী। ২। (+ইন্ —অস্ত্যর্থে) পরিবাদবিশিষ্ট।

পরিবাপ পরীবাপ—পুং } (পরি—
পরিবাপন,পরীবাপন—ক্লীং } বপ্ মুণ্ডন করা+অ ঘঞ্) অন, (অনট্—ভা) সং, মুণ্ডন, নেড়া। ২। বপন। ৩। জলস্থান।

পরিবাপিত (পরিবাপ মুণ্ডন+ইত—প্রং। অবরা বপ্-ণি=বাপি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মুণ্ডিত। ২। রোপিত।

পরিবার } পরি—বৃ [বরণ করা] আবরণ
পরীবার } করা+অ ঘঞ্—ণ) সং, পুং, পরিজন। ২। পোষ্য। ৩। আকার। ৪। পরিচ্ছদ। ৫। খড়্গের খাপ্। শিং—১ "শশাঙ্কঃ—গ্রহণ পরিবারঃ।" (মনুষ্য ভিন্ন বুঝাইলে পরীবার)।

পরীবাহ } (পরি সম্যক্‌রূপে—পহ্ বহন
পরীবাহ } করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। ২। (+ঘঞ্—ণ) মোহনা। ৪। জলনির্গম প্রণালী। ৫। (+ঘঞ্—র্ম্ম) রাজোপহার যোগ্য বস্তু।

পরিবিত্ত (পরি—বিদ্ জানা+ক্ত—ক) সং, পুং, কনিষ্ঠের প্রথমে অগ্ন্যাধান ও বিবাহ সংস্কার হইলে অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

পরিবিত্তি } (পরিবেত্তা দেখ, তি(তিক্),
পরিবিন্ন-ন্ন } ত(ক্ত)—ম্ম) সং, পুং, অগ্রে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে অবিবাহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ২। স্ত্রীং, তাদৃশ ভগ্নী।

পরিবিন্দন্ (পরিবিন্দৎ) সং, পুং, পরিবে-

বেদনকর্ত্তা। শিং+১"কুলোটোন্মত্ত চৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দুষ্যতি।"

পরিবিষ্টি; সং, স্ত্রীং, ব্যাপ্তি। ২। পরিচর্য্যা

পরিবীক্ষণ (পরি—বি- ঈক্ষ্ দর্শন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন।

পরিবীত } (পরি—বী[গমনকরা] বৃ [বরণ-
পরিবৃত } করা] আবরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বেষ্টিত। ২। আচ্ছাদিত।

পরিবৃঢ় (পরি সম্পূর্ণরূপে—বৃহ্ সমৃদ্ধ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) সং, পুং, প্রভু, স্বামী।

পরিবৃতি (পরি—বৃ [বরণ করা] আবরণ করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বেষ্টন।২। আচ্ছাদন।

পরিবৃত্তি (পরিবর্ত্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পরিবর্ত্তন, বদল। শিং—১ "ভূতেষু পরিবৃত্তিং চ পুনরাবৃত্তিমেব চ।" ২। অলঙ্কারবিশেষ। যে স্থলে সম, অধিক বা ন্যূন দ্বারা বিনিময় হয়, সেই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ যথা;—দত্ত্বা কটাক্ষমেণাক্ষী জগ্রাহ হৃদয়ং মম। ময়া তু হৃদয়ং দত্ত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ॥

পরিবৃংহিত (পরি—বৃহ্ শব্দ করা, বৃদ্ধি করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সর্ব্বতোভাবে দীপ্তিমান্। ২। সর্ব্বতোভাবে ধ্বনিবিশিষ্ট।

পরিবেত্তা (পরিবেত্তৃ, পরি [দেশাচার] পরিবর্জ্জন—বিদ্ [স্ত্রী] লাভকরা+তৃ (তৃন)—ক) সং, পুং, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে বিবাহকর্ত্তা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শিং—১ "জ্যেষ্ঠেঽনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা পরিকর্ত্তা যাজকঃ তে সর্ব্বে পতিতাঃ।"

পরিবেদন (পরিবেত্তা দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ। শিং—১"ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেঽপি বা। যোগশাস্ত্রাভিযুক্তেচন দোষঃ পরিবেদনে।" ২। ক্লেশ, যন্ত্রণা। ৩। বিচার। ৪। লাভ। ৫। বিদ্যমানতা। ৬। জ্ঞান।

পরিবেদনা (পরি—বেদি জানা+অন (অনট্)—ভা, আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি। ২। বিবেচনা। ৩। সম্যক্ ব্যাখ্যা।

পরিবেদিনী (পরিবেত্তা দেখ, ইন্ (ণিন্)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, পরিবেত্তার স্ত্রী।

পরিবেশ-ষ (পরি—বিশ্ [প্রবেশকরা] বেষ্টন করা+অ (অল্)—ধি। পরি সর্ব্বতোভাবে—বিষ্ ব্যাপা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডল। ২। মণ্ডল, "বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ। মালাভা ব্যোম্নি তনুতে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ৩ পরিবেষণ।

পরিবেষণ (পরি—বিষ্ বর্ষণ করা, ব্যাপা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভক্ষ্য বস্তুর বিভাগপূর্ব্বক অর্পণ। ২। বেষ্টন।

পরিবেষ্টন (পরিবেষ্টিত দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, চারিদিকে ঘেরা, বেষ্টন করা।

পরিবেষ্টিত (পরি চতুর্দ্দিকে বেষ্ট্ বেষ্টন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত।

পরিব্যাধ (পরি—ব্যাধ পীড়া দেওয়া+অ (ণ)—ক, সং, পুং অম্বুবেতস। ২ দ্রুমোৎপল। ৩। বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে বেধনকারণ।

পরিব্রজ্যা (পরি চারিদিকে—ব্রজ্যা ধর্ম্মার্থ ভ্রমণ) সং, স্ত্রীং, সন্ন্যাসধর্ম্ম, তপস্যা।

পরিব্রাজ্ }
পরিব্রাজ } (পরি সর্ব্বতোভাবে—ব্রজ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্),
পরিব্রাজক } নিপাতন, অ(ঘঞ্), অক (ণক)—ক, অ=আ) সং, পুং, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্যং ব্রহ্মমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহ সমতা সর্ব্বজন্তুষু। প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখবিকারিতা। সংবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং সুখদুঃখ-

বিকারিতা। সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যা"-নিত্যতা। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্ধর্ম্ম উচ্যতে।" ২। পর্য্যটক, ভ্রমণকারী। জ্, জা, জিকা—স্ত্রীং, ভিক্ষুকী।

পরিশঙ্কনীয় (পরি সম্পূর্ণরূপে—শন্ক ভীত হওয়া, আশঙ্কা করা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শঙ্কা করিবার যোগ্য, ভয়ের বিষয়।

পরিশিষ্ট (পরি—শিষ্ট অবশিষ্ট) বিং, ত্রিং, অবশিষ্ট। ২। সং, ক্লীং, গ্রন্থ-সমাপ্তির পর যে অবশিষ্ট ভাগ তাহাতে সংযুক্ত করা যায়।

পরিশঙ্কিন্ (পরি—শঙ্ক্+গিন্ (ইন্) বিং, ত্রিং, অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, স্ত্রীং নী। শিং —১ "দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥"

পরিশীলন (পরি—শীল্ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অনুশীলন। ২। অবগাহন। ৩। আলিঙ্গন।

পরিশুদ্ধ (পরি সম্যক্—শুধ্ শুদ্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিষ্কৃত। ২। সংশোধিত। ৩। নিশ্চিত।

পরিশুষ্ক (পরি অধিক—শুষ্ শুষ্ক হওয়া +ত(ক্ত)—ক, ত=ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় শুষ্ক, নীরস। ২। সং, ক্লীং, পরিপক্ক মাংস বিশেষ। শিং—১ "মাংসং বহুঘৃতৈর্ভৃষ্টং সিক্তঞ্চেচ্ছাম্বুনা মুহুঃ। জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে।"

পরিশেষ (পরি—শেষ অন্ত) সং, পুং, অবশেষ, অবসান, উপসংহার। ২। (পরি —শিষ শেষ হওয়া+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, অবশিষ্ট।

পরিশোধ (পরিশুদ্ধ দেখ, অ(অন্)—ভা) সং, পুং, ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন, ধারশোধ। ২। সর্ব্বতোভাবে সংশোধন, শুদ্ধকরা।

পরিশোষ (পরি—শুষ্ শুষ্ক হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং শুষ্কতা, নীরসতা। "মার্ত্তণ্ডে পরিশোষমেতি সলিলম্।"

পরিশ্রম (পরি সম্যক্—শ্রম্ শ্রম করা+ অ(অল্)—ভা) সং, পুং, কর্ম্ম করিতে শ্রান্তি। ২। আয়াস, ক্লেশ।

পরিশ্রমী (—মিন্, পরিশ্রম+ইন্— অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পরিশ্রমকারী।

পরিশ্রয় (পরি—শ্রি সেবা করা, অবলম্বন করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, আশ্রয় অবলম্বন। ২। (+অল্—ধি) সমাজ সভা।

পরিশ্রান্ত (পরিশ্রম দেখ, ত(ক্ত)—ক বিং, ত্রিং, শ্রান্তিযুক্ত, ক্লান্ত।

পরিশ্রুতি (পরি—শ্রু ক্ষরিত হওয়া+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অশ্রুজলবিশেষ।

পরিশ্লেষ (পরি—শ্লেষ আলিঙ্গন) সং, পুং আশ্লেষ, আলিঙ্গন।

পরিষদ্, **পর্ষদ্** (পরি সম্যক্‌রূপে—সদ্ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ধি) সং, স্ত্রীং সভা, সমাজ, বহু জন-সমাগম-স্থান। শিং —১ "একবিংশতি সংখ্যাকৈর্মীমাংসা ন্যায়পারগৈঃ। বেদাঙ্গকুশলৈশ্চৈব পরিষত্বং প্রকল্পয়েৎ। চাতুর্বৈদ্যঃ প্রকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধ ধর্ম্মপাঠকঃ ত্রয়শ্চাশ্রমিণো বৃদ্ধাঃ পরিষৎ স্যাদ্দ-শাবরা।"

পরিষদ (পরিষদ্ দেখ, অ(অন্)—ক) সং, পুং, সভাসদ, সভ্য। ২। অনুচর।

পরিষদ্বল, **পর্ষদ্বল** (পরিষদ্, পর্ষদ্+বল—যোগ্যার্থে) সং, পুং, সভাসদ্।

পরিষীবন (পরি—সিব্ বদ্ধ করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, গ্রন্থীকরণ, গাঁইট দেওয়া।

পরিষূত (পরি+ষূ প্রেরণ করা+তি(ক্তি +ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রেরণ। ২। (+ক্তি —ক) বিং, ত্রিং, প্রেরক।

পরিষ্কন্ন, **পরিষ্কন্ন** (পরিষ্কন্দ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রি, পরিপালিত। ২। পরি-পুষ্ট। ৩। সং, পুং, কোকিল। ৪। ভৃত্য-বিশেষ।

পরিষ্কন্দ }
পরিস্কন্দ }
পরিষ্কন্ন }
পরিস্কন্ন } (পরি সম্যক্, চারিদিকে—স্কন্দ্ গমন করা+অ(অল্), ত(ক্ত)—র্ম্ম। স স্থানে ষ=বিকল্পে) বিং, ত্রিং, পরপুষ্ট, অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত (কোকিল)। ২। সং, পুং, ভৃত্যবিশেষ, অন্তঃপুররক্ষক ভৃত্য। ৩। ক্লীং, ইতস্ততোগমন, সম্যক্‌রূপে গমন।

পরিষ্কর (পরি—কৃ করা+অ (অল্)—ক) সং, পুং, রথের রক্ষাদি। শিং—১ "সপ্তর্ষিমণ্ডলং জ্যেষ্ঠং রথস্যাসীৎ পরিষ্করঃ।"

পরিষ্কার }
পরিস্কার } (পরি—কৃ [করা] শুদ্ধ করা +অ (ঘঞ্)—ভা, স্ (সুম্)—আগম) সং, পুং, স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। ২। শোধন। ৩। ভূষণ, সজ্জা। ৪। শোভা। ৫। সজ্জিতকরণ। ৬। নির্ম্মলীকরণ।

পরিষ্কৃত }
পরিস্কৃত } (পরিষ্কার দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। ২। শোধিত। ৩ শোভিত। ৪। ভূষিত। ৫। সংস্কৃত, মার্জ্জিত। ৬। বেষ্টিত।

পরিষ্টি (পরি—ইষ্ ইচ্ছা করা+তি (ক্তি) —ভাবে) সং, স্ত্রীং, অন্বেষণ।

পরিষ্বঙ্গ (পরি—স্বন্‌জ্ আলিঙ্গন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, আলিঙ্গন।

পরিসংখ্যা (পরি—সঙ্খ্যা গণনা) সং, স্ত্রীং, সঙ্খ্যা। ২। গণনা। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ৪। তাদৃশান্যপ্রতিষেধ, প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা অপ্রশ্ন পূর্ব্বকই হউক কথিত বস্তু যদি তাদৃশ অথবা তদিতরের ব্যবচ্ছেদক হয়।

পরিসভ্য (পরি চারিদিক্—সভ্য সভাসদ্) সং, পুং, সভাসদ্, সভাস্থ ব্যক্তি।

পরিসর (পরি—সৃ গমন করা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, প্রদেশ। ২। পর্য্যন্ত-ভূমি, নদী নগর পর্ব্বতাদির নিকটবর্ত্তী ভূমি। বিস্তার। ৩। মৃত্যু। ৪। বিধি। শিং—১ "মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরৈঃ (স্তনং পরিসরন্তীতি পরিসরাঃ)।"

পরিসরণ (পরি—সৃ গমনকরা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পরাভব। ২। মৃত্যু।

পরিসর্প (পরি—সৃপ্ সঞ্চরণকরা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, সর্ব্বতোভাবে গমন।

পরিসর্য্যা (পরি চারিদিকে—সৃ গমন করা+য—ভা, আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, চারিদিকে গমন, সর্ব্বত্র ভ্রমণ।

পরিসারক (পরি—সৃ গমনকরা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, চতুর্দ্দিকে গমনশীল।

পরিসীমা (পরিসীমন্, পরি - সীমন্ সীমা) সং, স্ত্রীং, ইয়ত্তা, সীমা। ২। পর্য্যন্ত।

পরিস্তোম }
পরিষ্টোম } (পরি চারিদিকে—স্তোম্ প্রশংসা করা+ (অল্)—র্ম্ম অথবা স্তু স্তব করা+ম—প্রং) সং, পুং, হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, ঝুল।

পরিস্পন্দ—পুং }
পরিস্পন্দন—ক্লীং } (পরি চারিদিক্—স্পন্দ্ গমন করা+অ (অল্), অন (অনট্)—ভা) সং, স্পন্দন, কম্পন, নড়াচড়া। শিং—১" কোঽপি পরিস্পন্দনসাধনসাধ্যঃ।" ২। (+অল্—ক) পরিজন। ৩। পত্রাবলীরচনা।

পরিস্ফুরৎ (পরি—স্ফুর+অৎ (শতৃ—ক) বিং, ত্রিং, বিকসৎ। ২। বিচলৎ।

পরিস্রুৎ, পরীস্রুৎ (পরি—স্রু ক্ষরিত হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক, ত—যোগ) সং, স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য। ২। বিং, ত্রিং, ক্ষরণযুক্ত। শিং—১ "অন্নাৎ পরিস্রুতো রসঃ।" ২। (+ ক্বিপ্—ভাবে) ক্ষরণ।

পরিস্রুত (Distilled, পরি—স্রু ফোঁটা ফোটা পড়া, ক্ষরা—ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরিত, চোয়ান। শিং—১ "উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।" তা—স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য।

পরিহরণ (পরি—হৃ লওয়া+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, ক্ষীণতা। ২। হানি।

পরিহরণীয় (পরি—হৃ হরণ করা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যাগ করণের যোগ্য। ২। পরিহার্য্য। ৩। গ্রহণযোগ্য।

পরিহানি (পরি—হানি ক্ষতি) সং, স্ত্রীং, ক্ষীণতা। ২। হানি।

পরিহার, পরীহার (পরি হৃ [হরণ করা] ত্যাগ করা—অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর। ২। পরিত্যাগ এড়ান। ৩। মোচন, ছাড়িয়া দেওয়া। ৪। দোষাপনয়। ৫। উপেক্ষা। ৬। রাজপুত জাতির একটি শাখা। ইহারা সাধারণতঃ অগ্নিকুল নামে খ্যাত।

পরিহারপরিকর ; সং, পুং, প্রান্তদূষণ।

পরিহার্য্য, পরিহর্ত্তব্য (পরিহার দেখ, য, তব্য+র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিহার করিবার যোগ্য, পরিত্যাজ্য। শিং—১ "দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সঃ।"

পরিহাস
পরীহাস (পরি সম্যক্—হস্ হাস্যকরা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, কৌতুক, ঠাট্টা, তামাসা। শিং—১ "অন্যমুখে দুর্ব্বাদো যঃ প্রিয়বদনে স এব পরিহাসঃ।" ২। "পঙ্কজপরিহাসক্ষমে লোচনে।"

পরিহাসপুর ; ক্লীং, স্ত্রীং, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজা ললিতাদিত্য ১২৩ খ্রীঃ ঐ নগর স্থাপন করেন। সিকন্দর কর্ত্তৃক এই নগরের প্রধান মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পরিহিত (পরি—ধা ধারণ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম, ধা স্থানে হি) বিং, ত্রিং, যাহা পরিধান করা গিয়াছে। ২। আচ্ছাদিত। ৩। আমুক্ত।

পরিহীন (পরি—হীন পরিত্যক্ত) বিং, ত্রিং, হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষীণ। ২। পরিত্যক্ত। ৩। বঞ্চিত।

পরিহৃত (পরিহার দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত। বিমুক্ত।

পরীক্ষক (পরি সম্যক্ সামীপ্য—ঈক্ষ্ দেখা+অক (ণক)—ক। অথবা পরি—ঈক্ষ্ [প্রমাণ দ্বারা] অবধারণ করা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পরীক্ষাকারক, গুণদোষ বিবেচক। শিং—১ "বহ্নিনা পরীক্ষকঃ স্বর্ণস্য স্বর্ণকারঃ।"

পরীক্ষণ—ক্লীং,
পরীক্ষা—স্ত্রীং (পরীক্ষক দেখ, অন, আ—ভা) সং, গুণদোষ বিবেচনা, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণ, দোষগুণানুসন্ধান। শিং—১ "নাষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্তপরীক্ষণে।"

পরীক্ষণীয় (পরীক্ষক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরীক্ষা করিবার যোগ্য।

পরীক্ষিৎ
পরীক্ষিত (পরি—ক্ষি ক্ষয় করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ত (ক্ত)—র্ম্ম। মাতৃগর্ভে বিনাশিত হইয়াও ইনি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন) সং, পুং, অর্জ্জুনপৌত্র রাজাবিশেষ, অভিমন্যুর পুত্র। শিং—১ "জাতে কৃষ্ণে চকারাঽথ সোঽভিষেকং পরীক্ষিতঃ।"

পরীক্ষিত (পরীক্ষক দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহার পরীক্ষা হইয়াছে, যাহার দোষগুণ বিবেচিত হইয়াছে।

পরীণায়
পরিণায় (পরি—নী লওয়া। অ (ঘঞ্)—ভা। অ=আ) সং, পুং, পাশাখেলার গুটি চালা।

পরী (পারস্য) দেবযোনিবিশেষ, যাহারা সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

পরীণাহ (পরি—নহ্ [বন্ধন করা] বৃহৎ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিশালতা। ২। বিস্তার। শিং—১ "ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামাৎ ক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ।"

পরীণাহবৎ (পরীণাহ+বৎ (বতু)—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, বিস্তারযুক্ত।

পরীত (পরি চতুর্দ্দিকে-ইত গত) বিং, ত্রিং, পরিবৃত, পরিবেষ্টিত। ২। যুক্ত। ৩। ৩। পরিগত।

পরীতৎ (পরি সর্ব্বতোভাবে—তন্ বিস্তার

করা + ০ (ক্বিপ্)—ক, ৎ—আগম) বিং, ত্রিং, সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত।

পরীপসা (পরি—আপ্—সন্—ইচ্ছার্থে +অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, লাভ করিতে ইচ্ছা।

পরীষ্টি (পরি অধিক—ইষ্টি অভিলাষ) সং, স্ত্রীং, গবেষণা, অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ২। পরিচর্য্যা, সেবা। ৩। ইচ্ছা, অভিলাষ।

পরীসার (পরি সম্মুখে—সৃ গমন করা+ অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

পরুৎ (পর পূর্ব্বস্মিন্ বর্ষে+উৎ—প্রং, নিপাতন) অং, পূর্ব্ববৎসরে, গত বৎসর।

পরুত্ন (পরুৎ গত বৎসর+ত্ন—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, গতবর্ষীয়।

পরুদ্বার ; সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

পরুষ (পৃ পূর্ণ করা+উষন্—ক) সং, ক্লীং, কার্কশ্য, কাঠিন্য। ২। বিং, ত্রিং, ৩। কঠিন। ৪। নিষ্ঠুর। ৫। উদ্ধত। ৬। নানাবর্ণ।

পরুষোক্তি (পরুষ—উক্তি, ষং—স) সং, স্ত্রীং, নিষ্ঠুর কথন। ২। বিং, ত্রিং, কটুবাক্য কথন।

পরু—পুং } (পৃ পূর্ণকরা+উ, উস্
পরুস্—ক্লীং } —ক, সংজ্ঞার্থে) সং, গ্রন্থি। ২। পর্ব্ব।

পরেত (পর অন্য [জগৎ]—ইত [ইন্ গমন করা+ত ক্ত)—ক] গত) বিং, ত্রিং, মৃত, মড়া ২। পুং, ভূতযোনিবিশেষ। ৩। প্রেত।

পরেতর (পর—ইতর) বিং, ত্রিং, আত্মীয়।

পরেতরাট্ (পরেতরাজ্, পরেত প্রেত—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, প্রেতপতি, যম।

পরেদ্যবি, পরেদ্যুস্(পরস্মিন্—অহনি—পরেদ্যবি, পর+এদ্যুস্—দিবসার্থে) ক্রিং, —বিং, অং, পরদিনে, আগামী দিবসে। শিং—১ "পরেদ্যব্যদ্য পূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্।" (ভট্টি)।

পরেশনাথ ; সং, পুং, জৈনদিগের জিনমূর্ত্তি বিশেষ। অনেক পর্ব্বত ও প্রাচীন মন্দিরে এই মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু কালপূর্ব্বে কলিকাতার জৈন মারোয়ারী বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক কলিকাতার উত্তর পূর্ব্বাংশে আপার সর্কিউলার রোডের পূর্ব্ব-পার্শ্বে সুন্দর উদ্যান ও জলাশয় সমন্বিত মন্দিরে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত পরেশনাথের বাগান কলিকাতার অন্যতম দৃশ্য।

পরেষ্টি (পর শ্রেষ্ঠ—ইষ্টি পূজা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা।

পরেষ্টুকা (পর অত্যুত্তম—ইষ্ গমন করা +তু—ক, কণ্—যোগে. আপ্) সং, স্ত্রীং, বহুপ্রসবিনী গবী, যে গাভীর অনেক সন্তান হইয়াছে।

পরৈধিত (পর অন্য—এধিত পালিত) বিং, ত্রিং, অন্য কর্ত্তৃক পালিত। ৩। সং, পুং—স্ত্রীং, কোকিল।

পরোক্ষ (পরস্+অক্ষি, ব্যং—সং, অ—প্রং, অথবা পর—অক্ষ ইন্দ্রিয়, স্—আগম) বিং, ত্রিং, ক্লীং, অং, অসাক্ষাৎ, অপ্রত্যক্ষ। শিং—১ "অক্ষাৎ পরং পরোক্ষমিতি ৫মী—ষ। রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ।" ২। "পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।"

পরোঢ়া (পর—ঊঢ়া, ৩য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা।

পরোপকারক (পর—উপকার, ৬ষ্ঠী—ষ সং, পুং, পরের হিতসাধন ব্যাপার।

পরোপজাপ (পর শত্রু—উপজাপ বিচ্ছেদ) সং, ক্লীং, শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান।

পরোয়া (পারস্য, Care) চিন্তা। ২। ভয়।

পরোয়ানা (পারস্য) আজ্ঞাপত্র, হুকুম নামা।

পরোরজস্ (রজসঃ পরঃ) বিং, ত্রিং, রজোগুণাতীত।

পরোবরীণ (পরঃ—অবর+ঈন্—অস্ত্যর্থে, নিপাতন) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠযুক্ত।

পরোবরীয়ান্ (পরোবরীয়স্, পরঃ—বর+ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠতম।

পরোষ্ণী (পর অত্যুত্তম—উষ্ণ উত্তাপ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

পর্কটি-টী—স্ত্রীং } (পৃচ্ স্পর্শ করা+অটি **পর্কটী**—পুং } —ক। পর্কটিন্, পৃচ্+অটীন্—ক) সং, পাকুড় গাছ।

পর্জ্জন্য (পৃষ জলসেক করা+অন্য—ক, নিপাতন) সং, পুং, ইন্দ্র। ২। শব্দকারী মেঘ। শিং—১ "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।"

পর্ণ (পর্ণ হরিৎবর্ণ হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, পত্র, পাতা। ২। তাম্বুল, পাণ। ৩। পক্ষ শিং—১ "সুপর্ণো গরুড়ো মতঃ।" ৪। পুং, পলাশবৃক্ষ।

পর্ণকার (পর্ণ—কার [কৃ করা+অ(ঘঞ্)ক] যে করে) সং, পুং, পাণবিক্রেতা, বারুই।

পর্ণকুটী; সং, স্ত্রীং, পত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্রগৃহ, পাতার কুঁড়ে।

পর্ণকৃচ্ছ্র (পর্ণ—কৃচ্ছ্র ব্রতবিশেষ) সং, ক্লীং, পত্রভক্ষণরূপ ব্রত। শিং—১ "পর্ণোডুম্বর রাজীববিল্বপত্রকুশোদকৈঃ। প্রত্যেকং প্রত্যাহাভ্যস্তৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ।"

পর্ণখণ্ড; সং, পুং, পুষ্পহীন বনস্পতি। ২। ক্লীং বৃক্ষসমূহ।

পর্ণচীরপট; সং, পুং, মহাদেব।

পর্ণচোরক; সং, পুং, চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

পর্ণনর (পর্ণ পাতা—নর মনুষ্য ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পর্ণনির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি। ২। কোন মনুষ্যের মৃতদেহ না পাইলে তদীয় আত্মীয়জন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করে এবং দাহ করিয়া মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

পর্ণভোজন (পর্ণ পাতা—ভোজন ভোজনীয়) সং, পুং, ছাগল। ২। ক্লীং, পত্রভক্ষণ।

পর্ণমণি; সং, পুং, মণিবিশেষ।

পর্ণময় (পর্ণ+ময়(ময়ট্)—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, পর্ণবিকার। শিং—১ "যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবতি।

পর্ণমুক্ (পর্ণ—মুচ্ মোচন করা+০(ক্বিপ্)—ধি) সং, পুং, বৃক্ষের পত্রমোচনাধার, শিশিরকাল।

পর্ণমৃগ; সং, পুং, বানর, বৃক্ষবিড়াল, বৃক্ষমর্কটিকা।

পর্ণরুহ্ (পর্ণ—রুহ্ আরোহণ করা+০(ক্বিপ্)—ধি) সং, পুং, বসন্তকাল।

পর্ণলতা (পর্ণ পাতা—লতা) সং, স্ত্রীং, আম্বুলীলতা।

পর্ণবল্লী; সং, স্ত্রীং, পলাশীলতা।

পর্ণবীটিকা (পর্ণ—বীটিকা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, স্তবকীকৃত তাম্বুল, পানের বীড়া।

পর্ণশয্যা (পর্ণ পর্ণরচিত—শয্যা, মং—স, মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, পত্ররচিত শয্যা।

পর্ণশবরী; সং, স্ত্রীং, উপদেবীবিশেষ। নেপাল দেশে ইনি আর্য্যপর্ণশবরী তারাদেবী নামে খ্যাত। ইহাঁর নামে ধারণী (কবচ) পরিধান করিলে সকল বাধা বিঘ্ন নাশ হয়।

পর্ণশালা (পর্ণ—শালা গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মুনিদিগের পত্রকুটীর, পাতার ঘর।

পর্ণশালাগ্র; সং, পুং, ভদ্রাশ্ববর্ষস্থ কুলাচলবিশেষ।

পর্ণশুষ্ (পর্ণ—শুষ্ শুষ্ক হওয়া+০ ক্বিপ্)—ধি। যে কালে বৃক্ষের পত্র সকল শুষ্ক হয়) সং, পুং, শীতকাল।

পর্ণাসি (পর্ণ+অসি—পূরণার্থে) সং, পুং, জল মধ্যস্থ গৃহ, জলটুঙ্গী। ২। পদ্ম। ৩। শাক। ৪। আভরণক্রিয়া।

পর্ণাদ (পর্ণ—অদ্ ভোজন করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ব্রতার্থ পত্রভোজী। ২। সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

পর্ণাশন (পর্ণ পত্র—অশন ভোজনীয়) সং, পুং, মেষ। ২। ক্লীং, পত্রভক্ষণ। ৩। বিং, ত্রিং, পত্রভোজী।

পর্ণাস ; সং, পুং, তুলসীবৃক্ষ।

পর্ণী (পর্ণিন্, পর্ণ পত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বৃক্ষ। ২। বিং, ত্রিং, পত্রযুক্ত।

পর্ণোটজ (পর্ণ পর্ণনির্ম্মিত—উটজ, য়ং—স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্লীং, পর্ণশালা।

পর্তুগাল (পর্টুগল্) যুরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি রাজ্য ইহা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর তীরে অবস্থিত।

পর্দ্দন (পর্দ্দ্ অপানবায়ু ত্যাগ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বাতকর্ম্ম।

পর্দ্দা (পারস্য) সং, যবনিকা, ব্যবধান, বেড়া।

পর্প (পৃ প্রীত হওয়া+প—সংজ্ঞার্থে, অথবা পর্প্ গমন করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, নূতন ঘাস। ২। গৃহ। ৩। খঞ্জ বাহ্যশকট।

পর্পট (পর্প গমন করা—অট—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, ক্ষেতপাপড়া গাছ। ২। মিষ্টান্ন-বিশেষ, পাপর।

পর্পরীক (পৃ পালন করা, দ্বিত্ব+ঈক—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সূর্য্য ২। অগ্নি।

পর্পিক (পর্প বাহ্য-শকট ইত্যাদি+ইক—প্রং। যে বাহ্য-শকটাদি দ্বারা গমনাগমন করে) সং, পুং—স্ত্রীং, খঞ্জ, খোঁড়া।

পর্য্যঙ্ক (পরি সম্যক্‌রূপে—অন্‌ক্ গমন করা +অ(অল্)—ধি) সং, পুং, খট্টা, পালঙ্গ। ২। উপবেশনবিশেষ।

পর্য্যঙ্কবন্ধ (পর্য্যঙ্ক—বন্ধ্ বন্ধন) সং, পুং, বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন, ফাঁড়-বাঁধা। বীরাসন,—"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ নিসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈ-বাস্তং বীরাসনমুদাহৃতং।" যথা—"পর্য্যঙ্ক-বন্ধং নিবিড়ং বিভেদ।"

পর্য্যটক (পর্য্যটন দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, পরিব্রাজক, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী।

পর্য্যটন (পরি চতুর্দ্দিকে—অট্ গমন করা +অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ।

পর্য্যনুযোগ (পরি—অনুযোগ জিজ্ঞাসা) সং, পুং, দূষণার্হ প্রশ্ন। শিং—১ "এতে-নাস্যাপি পর্য্যনুযোগস্যানবকাশঃ।"

পর্য্যন্ত (পরি—অন্ত শেষ) সং, পুং, পার্শ্ব। ২। প্রান্ত। ৩। সমীপ, নিকট। ৪। সীমা। ৫। অবসান। ৬। বিং, ত্রিং, শেষসীমা-প্রাপ্ত।

পর্য্যন্তভূ (পর্য্যন্ত সমীপ—ভূ স্থান, য়ং—স) সং, স্ত্রীং, পরিসর। ২। নদী নগর পর্ব্বতাদির নিকট ভূমি।

পর্য্যবসান (পরি অবসান শেষ) সং, ক্লীং, সমাপন।

পর্য্যবসিত (পরি অবসিত শেষিত) বিং, ত্রিং, নিঃশেষিত। ২। সমাপ্ত। পূর্ব্বাপর সমালোচন দ্বারা অবধারিত।

পর্য্যবস্থা—স্ত্রীং } (পরি — অবস্থা,
পর্য্যবস্থান—ক্লীং } অবস্থান থাকা) সং, অবরোধ। ২। বিরোধ।

পর্য্যবস্থাতা (পর্য্যবস্থাতৃ, পরি—অব—স্থা থাকা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল। ২। ব্যাঘাতকারক, অবরোধকারক। শিং—১ "অন্তকঃ পর্য্যবস্থাতা জন্মিনঃ সন্ত-তাপদঃ।" (কিরাত)। ৩। শত্রু।

পর্য্যবস্থিত (পর্য্যবস্থাতা দেখ, ত (ক্ত)—ক) সং, পুং, যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, বিষ্ণু।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation, পরি—অবে-ক্ষণ দর্শন) সং, ক্লীং, নিরীক্ষণ, অভিনি-বেশ পূর্ব্বক অবলোকন। ২। তত্ত্বাবধান।

পর্য্যবেক্ষণিকা (Observatory, পর্য্যবে-ক্ষণ+কণ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার গৃহ।

পর্য্যায় (পরি—অয়্ গমন করা, হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য। ২। শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহারাতিক্রান্ত আচার।

পর্য্যয়ণ (পরি—অয়ন গমন) সং, ক্লীং, অশ্বসজ্জা, ঘোড়ার জিন্।

পর্য্যবষ্টব্ধ (পরি—অবষ্টব্ধ বদ্ধ) বিং, ত্রিং, পরিবৃত।

পর্য্যসন পরি—অস্ ক্ষেপণ করা + অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, অপসারণ, দূরীকরণ, চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ।

পর্য্যস্ত (পরি সর্ব্বতোভাবে—অস্ ক্ষিপ্ত হওয়া + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পতিত। ২। (+ ক্ত—কর্ম্ম বিক্ষিপ্ত। ৩। প্রসারিত। ৪। আহত। ৫। হত। ৬। দূরীকৃত। ৭। উদ্বর্ত্তিত।

পর্য্যস্তিকা (পরি সর্ব্বতোভাবে—অস্ হওয়া + ত (ক্ত)—ধি, কণ—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, শয্যা। ২। খট্বা। ৩। কেদেরা।

পর্য্যাকুল (পরি—আকুল) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল, কাতর। ২। স্খলিতগতি। ৩। ব্যতিব্যস্ত।

পর্য্যাগলৎ (পরি—আ—গল্ গলা + অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, চোতৎ, ক্ষরৎ।

পর্য্যাণ (পরিযাণ, পরি—যা গমন করা + অন (অনট্)—ণ। নিপাতন) সং, ক্লীং, পশুর পৃষ্ঠের আসন, পালান, জিন্ প্রভৃতি।

পর্য্যাপ্ত (পরি—আপ পাওয়া + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রচুর, যথেষ্ট। ২। পরিমিত। ৩। সমর্থ ৪। প্রাপ্ত। ৫। সম্পন্ন। ৬। (+ ক্ত ভাবে) সং, ক্লীং, প্রাচুর্য্য। ৭। সামর্থ্য। ৮। তৃপ্তি। ৯। শক্তি।

পর্য্যাপ্তি (পর্য্যাপ্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রাচুর্য্য। ২। সম্যক্ প্রাপ্তি। ৩ প্রাপ্তি। ৪। পরিমিততা। ৫। সামর্থ্য। ৬। পরিচ্ছেদ। ৭। নিবারণ। ৮। ন্যায়মতে —স্বরূপসম্বন্ধভেদ।

পর্য্যায় (পরি—ই গমন করা + অ (অল্)—ভা) সং, পুং, অনুক্রম, পালা। ২। প্রকার। ৩। সুযোগ। ৪ প্রাচুর্য্য। ৫। নির্ম্মাণ। ৬। দ্রব্যধর্ম্ম। ৭। সম্পর্কবিশেষ, সমানার্থ-বোধক শব্দ। শিং—১ "যেন সহ যৎসম্পর্কঃ সংবন্ধস্তেন সহ তৎপর্য্যায়ঃ। যথা। সমানং কুলভাগঞ্চ দানাদানন্তথৈব চ। তয়োর্বংশ-সমানং হি পর্য্যায়শ্চ প্রচক্ষতে।" ইতি কুলদীপিকা। ৮। অর্থালঙ্কারবিশেষ।

পর্য্যায়শয়ন ; সং, ক্লীং, পর্য্যায়ক্রমে নিদ্রা ও জাগরণ।

পর্য্যায়োক্ত ; সং, ক্লীং, অলঙ্কারবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, যথাক্রমে কথিত।

পর্য্যারিণী (পরি—ঋ গমন করা + ইন্ (ণিন্)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং, ব্যাধিগ্রস্তা গাভী। শিং—১ "তস্য দক্ষিণা কৃষ্ণা গৌঃ পরিপূর্ণী পর্য্যারিণী।"

পর্য্যালোচন—ক্লীং } (পরি—আ—
পর্য্যালোচনা—স্ত্রীং, } লোচি পুনঃপুনঃ অভ্যাস করা + অন্ (অনট্)—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, সর্ব্বতোভাবে আলোচনা, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। ২। বিতর্ক।

পর্য্যাস্ (পরি—অস্ [হওয়া] পরিবর্ত্ত করা ইত্যাদি + অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পরিবর্ত্তন। ২। বিস্তার। ৩। বিনাশ। ৪। পতন।

পর্য্যাহার (পরি—আ—হৃ গ্রহণ করা + অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, একস্থান হইতে অন্য স্থানে নয়ন। ২। ঝোপ। ৩। কলসী। ৪। জোল (Yoke)। ৫। খড়ের গাদি দেওয়া।

পর্য্যুৎসুক (পরি—উৎসুক) বিং, ত্রিং, উৎকণ্ঠিত। ২। অনুরক্ত।

পর্য্যুদঞ্চন (পরি সম্যক্—উৎ ঊর্দ্ধে—অন্চ্ গমন করা + অন (অনট্)—কর্ম্ম। সং, ক্লীং, ঋণ, ধার, কর্জ্জ।

পর্য্যুদস্ত (পরি—উৎ—অস্ [হওয়া] নিবারণ করা + ত (ক্ত)—কর্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিষিদ্ধ, নিবারিত। ২। পরাভূত। ৩। হীন-বল।

পর্য্যুদাস (পর্য্যুদস্ত দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা। অথবা পরি সর্ব্বতোভাবে—উৎ—অস্ নিষেধ করা + অ (ঘঞ্)—ভা) সং,

পুং, নিষেধ, নিবারণ। ২। পরাভব। শিং—১ "প্রাধান্যন্তু বিধের্যত্র প্রতিশেধেঽপ্রধানতা। পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্। অস্যোদাহরণং। অমাবস্যায়াং পিতৃভ্যো দত্ত্বাৎ রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত। অত্র শ্রাদ্ধকরণে রাত্রেঃ পর্য্যুদাসঃ।"

পর্য্যুপ্তি (পরি—বপ্ বপন করা+তি (ক্তি) —ভাবে) সং, স্ত্রীং, চতুর্দ্দিকে বপন।

পর্য্যুসিত (পরি—বস্ বাস করা+ত (ক্ত) +র্ম) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বদিবসীয়, বাসি। শিং—১ "অপর্য্যুষিতৈর্নাশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ। স্বীয়ারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং।

পর্য্যেষণা (পরি—এষণা অন্বেষণ) সং, স্ত্রীং, অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ২। তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্ম্মাদির অন্বেষণ।

পর্ব্ব (পর্ব্বন্, পৃ পূরণকরা+বন্ (ৱনিপ্)— —ক) সং, ক্লীং, গ্রন্থি, গাঁইট। ২। সন্ধি। ৩। দর্শ ও প্রতিপদের সন্ধি। ৪। ভঙ্গী। ৫। পাব্। ৬। অষ্টমী চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি ও সংক্রান্তি—এই পাঁচ পঞ্চ পর্ব্ব। ৭। বিষুব। ৮। সংক্রান্তি-প্রভৃতি কালবিশেষ। ৯। উৎসব, পরব। ১০। অধ্যায়। ১১। প্রস্তাব। ১২। সূক্ষ্মকাল, ক্ষণ। ১৩। বিষুব। ১৪। লক্ষণান্তর। "বিবর্দ্ধমানো বীর্য্যেণ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।"

পর্ব্বক (পর্ব্বন্ গ্রন্থি+ক [কৈ যোগ করা +অ (ক)—ক]) সং, ক্লীং, ঊরুসন্ধি, হাঁটু।

পর্ব্বকারী (পর্ব্বকারিন্, পর্ব্ব—কৃ করা+ ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ধনলোভাদিপ্রযুক্ত অপর্ব্বদিনে পূর্ব্বোক্ত অমাবস্যা ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক। শিং—১ "সূচী মাহিষকশ্চৈব পর্ব্বকারী চ যো দ্বিজঃ।"

পর্ব্বগামী (পর্ব্বগামিন্ পর্ব্ব—গম্ গমন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পর্ব্বকালে স্ত্রীসঙ্গকারক।

পর্ব্বণ, সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ। নী—স্ত্রীং, পৌর্ণমাসী। শিং—১ "চন্দ্রস্যেবোদয়ে প্রাপ্তে পর্ব্বণ্যাং সরিতাং পতিঃ।"

পর্ব্বত (পর্ব্ব্ পূরণ করা+অত—প্রং। অথবা পর্ব্বন্ শব্দজ+ত। যাহার পর্ব্বেতে ভাগ ভাগ আছে) সং, পুং, গিরি, পাহাড়। ২। দেবর্ষিবিশেষ। ৩। মৎস্যবিশেষ, পাবদা। ৪। গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৫। শাকবিশেষ।

পর্ব্বতকাক (পর্ব্বত—কাক) সং, পুং, দাঁড়কাক।

পর্ব্বতজা (পর্ব্বত—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে, আপ্, স্ত্রী—ষ) সং, স্ত্রীং, নদী। ২। পার্ব্বতী, দুর্গা। ৩। বিং, ত্রিং, গিরিভব বস্তু।

পর্ব্বততৃণ; সং, ক্লীং, গিরিতৃণবিশেষ।

পর্ব্বতপতি (পর্ব্বত—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হিমালয়।

পর্ব্বতরাট্, পর্ব্বতরাজ; সং, পুং, পর্ব্বতাধিপতি হিমালয়।

পর্ব্বতবাসী (পর্ব্বতবাসিন্, পর্ব্বত—বস্ বাস করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, যে বাস করে, পাহাড়িয়া।

পর্ব্বতাধারা (পর্ব্বত—আধার অবলম্বন ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

পর্ব্বতারি (পর্ব্বত—অরি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দেবরাজ ইন্দ্র।

পর্ব্বতাশয় (পর্ব্বত—আশয় আশ্রয়) সং, পুং, জলধর, মেঘ।

পর্ব্বতাশ্রয় (পর্ব্বত—আশ্রয় বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পর্ব্বতবাসী, পাহাড়িয়া। ২। সং, পুং, শরভ, অষ্টাপদ মৃগবিশেষ।

পর্ব্বতাসন; সং, ক্লীং, রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ।

পর্ব্বতীয় (পর্ব্বত+ইয় (ণীয়)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। ২। পর্ব্বতবাসী, পাহাড়িয়া।

পর্ব্বধি [পর্ব্বন্ মাসের মধ্যে একদিন ধি যে ধারণ করে) সং, পুং, চন্দ্র।

পর্ব্বপূর্ণতা (পর্ব্ব উৎসব—পূর্ণতা সম্পূর্ণতা) সং, স্ত্রীং, উৎসবের উদ্যোগ। ২। একত্রীকরণ, সম্মিলিত করা। ৩। উৎসবের পরিপূর্ণতা।

পর্ব্বমূলা ; সং, স্ত্রীং, শ্বেত দূর্ব্বা।

পর্ব্বযোনি (পর্ব্বন্ গ্রন্থি—যোনি উৎপত্তি-স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইক্ষু প্রভৃতি।

পর্ব্বরাণ ; সং, ক্লীং, পর্ব্ব, উৎসব। ২ পুং, পর্ণবৃন্তরস। ৩। পর্ণাশরা। ৪। মৃতক। ৫। দ্যূতকম্বল। ৬। পত্রচূর্ণরস।

পর্ব্বরুট্ (পর্ব্বরুহ্, পর্ব্বন্ গ্রন্থি—রুহ্ যে জন্মে) সং, পুং, দাড়িম্ব, দাড়িম।

পর্ব্বসন্ধি (পর্ব্বন্ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—সন্ধি সংযোগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রতিপদ্ ও পঞ্চদশীর মধ্যকাল।

পর্ব্বাস্ফোটক (পর্ব্ব=আস্ফোট, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অঙ্গুলি, পর্ব্বের স্ফোটন।

পর্ব্বাহ (পর্ব্বন্ উৎসব—অহন্ দিবস) সং, পুং, পর্ব্বদিন, উৎসবদিন।

পর্ব্বিত ; সং পুং, পাব্দা মাছ।

পর্ব্বেশ (পর্ব্ব—ঈশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, গ্রহণকালবিশেষের অধিপতিবিশেষ।

পর্শু (পর শত্রু—শৃ হিংসা করা+উ—প্রং, নিপাতন। অথবা স্পৃশ্ স্পর্শ করা +শুন্—ক। স্পৃশ্=পৃ) সং, পুং, পরশু, কুঠার, টাঙ্গি।

পর্শুকা } (পশু—কৈ শব্দ করা+অ(ড)
পর্শূ } —ক, আপ্। ২ পক্ষে—পৃ পূরণ করা+শুন্—ক, সংজ্ঞার্থে, ঙপ্) স্ত্রীং, পার্শ্বাস্থ, পাঁজরা।

পর্শুপাণি (পর্শু কুঠার—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং। একহস্তে পর্শু ধারণ করেন বলিয়া) সং, পুং, গণেশ। ২। পরশুরাম।

পর্শুরাম (পরশুরাম দেখ) সং, পুং, পরশু-রাম, জামদগ্ন্য।

পর্শ্বধ (পরশু দেখ) সং, পুং, কুঠার, পরশু।

পর্ষদ্ (পৃষ্ প্রীত করা+অদ্—ধি, সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, সমাজ, সভা।

পৃর্ষদ্বল (পার্ষদ্+বল—যোগার্থে) সং, পুং, পারিষদ্, সভাস্থ ব্যক্তি।

পল (পল্ গমন করা+অল্—ণ, সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, পরিমাণবিশেষ, তোলকচতুষ্টয়। পরিমাণ। ২। মাংস। ৩। আমিষ। ৪। (+অল্—ভা) প্রতারণ। ৫। চলন। ৬। (+তন্—ক) পুং, সূক্ষ্মকাল। ৬। বিশৃঙ্খল তৃণ, শস্যশূন্য তৃণ, পোয়ালপড়।

পলক (পারস্য) চোকের পাতা।

পলক্যা ; সং, স্ত্রীং, পালম শাক

পলক্ষার (পল (পল মাংস—ক্ষার যে ক্ষরে) সং, পুং, রক্ত।

পলগণ্ড (পল [মাংস] "তদ্রূপম" মসলা—গণ্ড চিহ্ন) বিং, পুং, রাজমিস্ত্রী।

পলঙ্কট (পল মাংস—কট্ গমন করা+অ (অন্)—ক। শঙ্কাহেতু যাহার মাংস সঙ্কুচিত হয়) বিং, ত্রিং, ভীরু, ভয়শীল।

পলঙ্কর (পল মাংস—কর [কৃ করা+অ (অন্)—ক] যে করে) সং, পুং, ধাতুবিশেষ, পিত্তল।

পলঙ্কষ (পল মাংস—কষ [কষ্ হিংসা করা অ(ক)—ক] যে হিংসা করে) সং, পুং, রাক্ষস। ২। কর্ণগুগ্গুলু। ষা—স্ত্রীং, মক্ষিকা। ২। লাক্ষা। ৩। রাস্না। ৪। ক্ষুদ্র গোক্ষুর। ৫। কিংশুক।

পলটন (Battalion শব্দের অপভ্রংশ) সেনাদল

পলপ্রিয় (পল মাংস—প্রিয়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কাক। ২। বিং, ত্রিং, মাংসপ্রিয়।

পলল (পল্ রক্ষা করা—অল(কল)—ক) সং, ক্লীং, মাংস। ২। নদী প্রভৃতির পলি। ৩। পঙ্ক। ৪। তিলচূর্ণ, তিলকুটা। ৫। (পল মাংস—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) পুং, রাক্ষস।

পললজ্বর ; সং, পুং, পিত্ত ধাতু

পলব (পল মাংস, আমিষ—বা পাওয়া+অ (ড)—ণ) সং, পুং, মৎস্যধারণযন্ত্র, মাছধরা পলো।

পললাশয় (পলল মাংস—আশয় আশ্রয়) সং, পুং, ফোড়া, গাঁড়।
পলস্তারা (plaster) লেপনীয় দ্রব্য।
পলা (প্রবাল শব্দজ) সং, রত্নবিশেষ। ২। তৈলাদি গ্রহণার্থ দর্ব্বীবিশেষ।
পলাগ্নি (পল মাংস—অগ্নি আগুন) সং, পুং, ধাতুবিশেষ, পিত্ত।
পলাঙ্গ (পল মাংস—গম্ [গমন করা] পাওয়া +অ—প্রং অথবা পল প্রধান—অঙ্গ) সং, পুং,—স্ত্রীং, শিশুমার, শুশুক।
পলাণ্ডু (পল্ [পীড়া হইতে] রক্ষা করা+ অণ্ডু, নিপাতন) সং, পুং, পেঁয়াজ।
পলাতক (দেশজ) পলায়িত, নিরুদ্দেশ।
পলাদ্, পলাদ পলাদন (পল মাংস=অদ্, অদ অদন [অদ্ ভক্ষণ করা +০ক্বিপ্), (অন্), অন(অনট্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়—ষ) সং, পুং, দা। নী —স্ত্রীং, রাক্ষস, রাক্ষসী, ক্রব্যাদ, ক্রব্যাদী।
পলান্ন (পল মংস—অন্ন। পলে মিশ্রিত অন্ন=পলান্ন, ৩য়া—ষ, মধ্যপদের লোপ) সং, ক্লীং, মাংসপক্ক অন্ন, পলাও।
পলাপ (পল—আপ্ প্রাপ্তহওয়া+অ(ঘঞ্) —ধি। যে স্থানে বহুল মাংস থাকে) সং, পুং, হস্তিকপোল। ২। কণ্ঠপাশ।
পলায়ন (পরা—অয়্ গমন করা+অন (অনট্)—ভা, র=ল) সং, ক্লীং, ভয়াদি হেতু প্রস্থান, পালান।
পলায়মান (পলায়ন দেখ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যে পলায়ন করিতেছে।
পলায়িত (পরা—অয়্ গমন করা+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, স্থানান্তরে প্রস্থিত।
পলাল (পল্ গমন করা আলকোলন)—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং,—ক্লীং,তৃণ, পোয়াল,খড়।
পলালদোহদ(পলাল পোয়াল খড়—দোহদ ইচ্ছা। যাহার কৃষিকর্ম্মে জল খড় প্রভৃতি আবশ্যক করে। যাহার ফল কখন কখন খড় দিয়া পাকায়) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।
পলাশ (পল [পল্ গলন করা+অ(ক)—ক] যে গমন করে—আশ[অশ্ ব্যাপা+অ (অন্)—ক] ব্যাপে। যে বায়ু দ্বারা চলে এবং যে বৃক্ষকে ব্যাপে) সং, ক্লীং, পত্র। ২। (পলাশ+অ—অস্ত্যর্থে। বিস্তৃত অথচ পবিত্র বলিয়া যে প্রসস্তপত্রবিশিষ্ট) পুং, কিংশুক বৃক্ষ। শিং—১ "পলাশ ব্রহ্মরূপ-ধৃক্" ৩। মগধদেশ। ৪। (পলাশ্+অ— ইদমর্থে যে পত্রের ন্যায় রঙ) হরিদ্বর্ণ, শ্যামবর্ণ। ৫। বিং, ত্রিং, শ্যামবর্ণবিসিষ্ট। ৬। নির্দ্দয়। ৭। (পল মাংস—অশ্ ভক্ষণ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, রাক্ষস। ৮। প্রেত।
পলাশক ; সং, পুং, শটী। ২। পলাশবৃক্ষ।
পলাশী (পলাশিন্, পলাশ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ক্ষীরীবৃক্ষ। ২। (পল মাংস+ আশিন্ [অশ্ ভোজন করা+ইন্(ণিন্) —ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) পুং,— স্ত্রীং, রাক্ষস। ৩। স্ত্রীং, লাক্ষা। ৪। লতা-বিশেষ।
পলক্লী (পলিত পক্ককেশ+ঈপ্—স্ত্রীং, ত স্থানে ক্ল) সং, স্ত্রীং, শুক্লকেশা বৃদ্ধা স্ত্রী, প্রাচীনা, বুড়ী ২। বালগর্ভিণী গবী।
পলিঘ (পরি সম্পূর্ণরূপে—হন্ বধ করা+ অ(অল্)—র্ম্ম। হন্=ঘ, র=ল) সং, পুং, ঘট, কলস। ২। প্রাচীর। ৩। পুরদ্বার।
পলিত (পল্ (মৃত্যুর দিকে] গমন করা+ত (ক্ত)—ণ। কিম্বা পলিত+অ—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, বৃদ্ধাবস্থাতে কেশের শুক্লতা। শিং—১ "পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে।" ২। তাপ। ৩। কর্দ্দম। ৪। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধ।
পলিঙ্করণ (পলিতং—কৃ করা+অন(অনট্) —ণ সং, ক্লীং, যাহার পূর্ব্বে পলিত ছিল না তাহার পলিততা সম্পাদন।
পলিতম্ভবিষ্ণু (পলিতং—ভূ হওয়া—ইষ্ণু —ক, অভূততদ্ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, পলিত ভাবযুক্ত।
পশ্কান (দেশজ) বিং, অসার, জীর্ণ।

পল্য (পল্+য—র্ম্ম) বিং, বিং, অত্যন্ত তেজস্কর।

পল্যঙ্ক (পরি—অঙ্ক) সং, পুং, পালঙ্গ, খট্বা। ২। মঞ্চ। ৩। বৃষী। ৪। পর্য্যস্তিকা।

পল্যয়ন (পরি—অয়[গমন করা] উপবেশন করা+অন(অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, অশ্বাদির পৃষ্ঠাসন, ঘোড়ার জিন।

পল্ল (ল্ল্ গমন করা+অ(অল্)-ধি) সং, পুং, শস্যারক্ষণস্থান, পালুই। ২। ডোল।

পল্লব (পং [পং পড়া+০(ক্বিপ্)—ক] পত্র—লব্ অল্প। পত্রের অল্পতাহেতু পল্লব। অথবা পল্—লূ ছেদন করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং—ক্লীং, কিশলয়, নূতনপত্র। ২। ছোট ডাল, ফেঁকড়ি। ৩। আল্তা। ৪। শৃঙ্গার। ৫। বন। ৬। বলয়। ৭। (+ অল্—ভা) বিস্তার। ৮। (লূ ছেদন করা+ +অন্—ক) পুং—স্ত্রীং, ঝিঙ্গা।

পল্লবক (পল্লব প্রেম+কণ—প্রং) সং, পুং, বেশ্যাপতি। মৎস্যবিশেষ।

পল্লবগ্রাহিতা ; সং, স্ত্রীং, নানা বিষয়ের কিঞ্চিৎ পল্লবগ্রাহক অর্থাৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা, খুঁট আঁখুরে।

পল্লবগ্রাহী ; সং, পুং, পল্লব—গ্রহ+ইন্ ক। বহু বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, খুঁট আখুরে।

পল্লবদ্রু (পল্লব—দ্রু বৃক্ষ) সং, পুং, অশোক বৃক্ষ।

পল্লবাঙ্কুর (পল্লব—অঙ্কুর, ৭মী—হিং,) সং, পুং, শাখা।

পল্লবাদ (পল্লব ফেঁকড়ি—অদ্ ভক্ষণ করা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, মৃগ, হরিণ।

পল্লবাধার (পল্লব ফেঁকড়ি—আধার যে ধারণ করে) সং, পুং, বৃক্ষের শাখা, ডাল।

পল্লবাস্ত্র (পল্লব ফেঁকড়ি, মুকুল—অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কামদেব।

পল্লবিক। পল্লব কাম+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, কামুক, লম্পট।

পল্লবিত (পল্লব+ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, পল্লবযুক্ত। ২। বিস্তৃত, বহুলীকৃত। ৩। লাক্ষারক্ত।

পল্লবী (পল্লবিন্, পল্লব ছোট ডাল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং,পুং, বৃক্ষ।

পল্লি, পল্লী (পল্ল দেখ, ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, গ্রামখণ্ড, পাড়া ; যথা—ব্রাহ্মণপল্লী, গোপপল্লী ইত্যাদি। ২। টিকৃটিকী। ৩। কুঠি।

পল্লীকা (পল্লী+কণ্ যোগ) সং, স্ত্রীং, গৃহগোধিকা, টিকৃটিকী।

পল্বল (পল [মহিষাদির] গমন+বল—ক, অস্ত্যর্থে) সং, পুং—ক্লীং, ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। শিং—১ "হ্রস্বং সরঃ পল্বলং স্যাত্তত্র চন্দ্রঃ র্গে রবৌ।" ২। মহিষবরাহাঃ পল্বলনিমগ্নাঃ।"

পব (পূ পবিত্র করা +অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ধান্যাদির নিস্তুষীকরণ। ২। শোধন। ৩। (+অন্—ক) বায়ু। ৪। (+ল্—ণ) ক্লীং, গোময়, গোবর।

পবন (পূ শুদ্ধ করা+অন—ক) সং, পুং, বায়ু। ২। বিং, ত্রিং, পবিত্র, পরিষ্কৃত। ৩। (+অনট্—ভাবে) ক্লীং, ধান্যাদির নিস্তুষীকরণ, সারণ। ৪। শোধন। ৫। (+অনট্—ধি) কুম্ভকারের পোয়ান।

পবননন্দন (পবন—নন্দন তনয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হনুমান্। ২। ভীম।

পবনপথ (পবন—পথ [পথিন্ শব্দজ] রাস্তা) সং, পুং, আকাশ।

পবনব্যাধি (পবন—ব্যাধি রোগ) সং, পুং, উদ্ধব, কৃষ্ণের সখা। ২। রোগবিশেষ, বায়ুরোগ।

পবনাত্মজ, পবনাঙ্গজ (পবন—আত্মজ, অঙ্গজ= পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হনুমান্। ২। ভীম। ৩। বহ্নি। শিং—১ "বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতিঃ।"

পবনাল ; সং, পুং, ধান্যবিশেষ, দেখান।

পবনাশ, পবনাশন (পবন—অশ [অশ্ ভোজন করা+অ(অন্), অন—ক] যে খায়, ২য়া—ষ, অশন ভোজ্য, ৬ষ্ঠী—

হিং) সং, পুং, সর্প। ২। বিং, ত্রিং, বায়ু-ভক্ষক।

পবনাশনাশ (পবনাশন সর্প—অশ [অশ্ ভোজনকরা+অন—ক] যে খায়, ২য়া—ষ) সং, পুং, গরুড়। ময়ূর। শিং—১ "স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু। তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ।"

পবনেশ্বর ; সং, পুং, কাশীস্থ শিবলিঙ্গ-বিশেষ।

পবনেষ্ট ; সং, পুং, মহানিম্ব।

পবমান (পূ শুদ্ধ করা+আন (শান)—ক। ম্—আগম) সং, পুং, পবন, বায়ু ২। গার্হপত্য অগ্নি। ৩। সামবেদোক্ত সূক্ত-বিশেষ। ৪। বিং, ত্রিং, পবিত্রকারক।

পবমানাত্মজ ; সং, পুং, বহ্নিবিশেষ। শিং —১ "পবমানাত্মজো বহ্নি হব্যবাহন উচ্যতে।" (মৎস্যপুরাণ)।

পবাকা (পূ শুদ্ধ করা+আক—প্রং) সং, স্ত্রীং, বাত্যা। ২। চক্রবাত।

পবি (পূ শুদ্ধ করা+ই (ইন্)—ক) সং, পুং, অশনি, ইন্দ্রের বজ্র।

পবিত (পবি দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, পূত, পবিত্র। ২। সং, ক্লীং, সূত্র। ৩। মরীচ।

পবিতা (পবিতৃ, পবি দেখ, তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্রকারক, যে পবিত্র করে। শিং—১ "তনুশ্রিয়া যস্য তৃণং স মন্মথঃ কুলশ্রিয়া যঃ পবিতাম্বদন্বয়ং।"

পবিত্র (পূ পবিত্রকরা+ইত্র—ক) বিং, ত্রিং, পরিশুদ্ধ। ২। পূত। ৩। প্রযত। ৪। (+ইত্র—ণ। মহাভারতে—গরুড় পরম পবিত্র অমৃত কুশাসনে রাখিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি কুশের নাম পবিত্র হইল) সং, ক্লীং, ত্রা—স্ত্রীং, কুশ। ৫। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদির অর্ঘার্থ হোমঘৃত সংস্কারের জন্য প্রাদেশ প্রমাণ সগর্ভসাগ্র কুশ। শিং—১ "অনন্ত-গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ। প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ।" ২। "পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" ৬। ক্লীং, তাম্র। ৭। বর্ষণ। ৮। জল। ৯। অর্ঘপাত্র। ১০। যজ্ঞোপবীত, পৈতা। ১১। ঘৃত। ১২। মধু। ১৩। বেদমন্ত্র। ১৪। পুং, তিলবৃক্ষ। ১৫। পুত্রজীববৃক্ষ। ত্রা—স্ত্রীং, তুলসী। ২। নদীবিশেষ। ৩। হরিদ্রা।

পবিত্রক (পবিত্র বিশুদ্ধ+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, শণসূত্র জাল। ২। ক্ষত্রিয়ের পৈতা। শিং—১ "কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধ ধৃতং ত্রিবৃৎ। শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্য-স্যাবিকসৌত্রিকম্।" (মনু)। ৩। পুং, কুশ। ৪। অশ্বত্থ। ৫। উড়ুম্বর।

পবিত্রধান্য ; সং, ক্লীং, যব।

পবিত্রারোপণ, **পবিত্রারোহণ** (পবিত্র—আরোপণ, আরোহণ ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উপবীত-দানরূপ উৎসব বিশেষ। শিং—১ "শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবৈর্মুদা। কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য পবিত্রারোপণোৎসবঃ।"

পবিত্রিত (পবিত্র+ইত—সংজাতার্থে, অথবা পবিত্র ক্রি=পবিত্রি+ক্ত—র্ম) বিং, ত্রিং, সংশোধিত, পরিষ্কৃত।

পবীনস ; সং, পুং, গর্ভোপদ্রাবক অসুর বিশেষ।

পবীর ; সং, ক্লীং, অস্ত্র বিশেষ।

পবীরব ; সং, পুং, বজ্র।

পব্য (পূ শুদ্ধ করা+য—র্ম) বিং, ত্রিং, শোধ্য, পবিত্রার্হ।

পশম (পারস্য) সং, ঊর্ণা, লোম।

পশমী (পারস্য) বিং, লোমরচিত।

পশব্য (পশু+য(ষ্য)—যোগ্যার্থে) বিং, ত্রিং, পশুর উপযুক্ত। ২। পশুসম্বন্ধীয়।

পশু (পশ্ বন্ধন করা+উ—সংজ্ঞার্থে। অথবা দৃশ্ দেখা+উ(কু)—ক। যে পার্শ্বের হস্তদ্বারা হিতাহিত দেখে) সং, পুং, চতুষ্পদ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু। ২। ছাগ। শিং—১

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।" ৩। মূর্খ। ৪। দেবযোনি। ৫। শিবের অনুচর। ৬। অং, দর্শন।

পশুকল্প; সং, পুং, যজ্ঞাঙ্গ পশুর বিধান।

পশুক্রিয়া (পশু জন্তু—ক্রিয়া কার্য্য) সং, স্ত্রীং, রমণ, মৈথুন।

পশুগায়ত্রী; সং, স্ত্রীং, পশুকর্ণে জপ্যমন্ত্রবিশেষ। শিং—১ "পশুপাশায় বিদ্মহে শিরশ্ছেদায় ধীমহি তন্নঃ পশুঃ প্রচোদয়াৎ।"

পশুচর সং, পুং, পশুগণের চরিবার স্থান।

পশুচর্য্যা (পশু—চর্য্যা আচরণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পশুর ন্যায় আচার।

পশুদ (পশু—দ [দা দান করা+অ,ড,—ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, পশুদাতা।

পশুধর্ম্ম; সং, পুং, পশুবৎ যথেষ্ট মৈথুনরূপ ধর্ম্ম। ২। বিং, ত্রিং, তদাচারবিশিষ্ট।

পশুপতি (পশু—পতি,৬ষ্ঠী—ষ। ভারতে—মহাদেব নিরন্তর পশু পালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শিং—১। "অহং সর্ব্ববিদ্যানাং পতিরাস্তঃ সনাতনঃ। অহং বৈ পতিভাবেন পশুসাধ-ব্যবস্থিতঃ। অতঃ পশুপতির্নাম ত্বং লোকে খ্যাতিমেষ্যসি") সং, পুং, দেবেশ, শিব; এইটী পশুপতির যজমান মূর্ত্তি; যথা—পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।" শিং—১ "ততো দেবৈর্ম্মহাদেবস্তদা পশুপতিঃ কৃতঃ। ঈশ্বরঃ স গবাং মধ্যে বৃষভাঙ্কঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ২ "গ্রাম্যারণ্যানাং ত্বং পতিস্ত্বং পশূনাং খ্যাতো দেবঃ পশুপতিঃ সর্ব্বকর্ম্মা।"

পশুপাল } **পশুপালক** } (পশু—পাল, পালক=যে রক্ষা করে) সং, পুং পশুরক্ষক, রাখাল। শিং—১ "প্রণয়ো মম যৌবনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঙ্কিতে।"

পশুপাশ, সং, পুং, পশুর বন্ধন। শিং—১ "পশুপাশায় বিদ্মহে।"

পশুপাশক; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ। শিং—১ "ঊর্দ্ধাংশেন রমেৎ কামী বন্ধোহয়ং পশুপাশকঃ।"

পশুপ্রেরণ; সং, ক্লীং, গবাদির প্রেরণ।

পশুভাব—পশ্বাচার দেখ।

পশুমারম্; অং, পশুর ন্যায় হিংসা। শিং—১ "পশুমারমমারয়ৎ।"

পশুযাগ; সং, পুং, পশুনামক যজ্ঞ। ২। পশুপ্রয়োজক যজ্ঞ।

পশুরজ্জু; সং, স্ত্রীং, পশুবন্ধন রজ্জু।

পশুরাজ (পশু+রাজ রাজন্ শব্দজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিংহ মৃগেন্দ্র।

পশুহরিতকী; সং, স্ত্রীং, আম্রাতক ফল।

পশ্চ } **পশ্চা** } অং, পরে, পশ্চাৎ। শিং—১ কৈলাসো হিমবাংশ্চৈব দক্ষিণেন মহাচলৌ। পূর্ব্বপশ্চায়তাবেতৌ।" ২ "তস্মাৎ কুমারো জাতঃ পশ্চৈব প্রচরতি।"

পশ্চাৎ (অপর+অস্তাৎ—প্রং) অং, পরে। ২। পশ্চিমে। ৩। পিছে।

পশ্চাত্তাপ (পশ্চাৎ পরে—তাপ দুঃখ) সং, পুং, অনুতাপ, পস্তান।

পশ্চার্দ্ধ (অপর—অর্দ্ধ অপর=পশ্চ। অপর শ্চাসাবর্দ্ধশ্চ=পশ্চার্দ্ধ) সং, পুং অপরার্দ্ধ, পা অবধি নাভি পর্য্যন্ত। শিং—১ "গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপতভি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ।"

পশ্চিম (পশ্চাৎ+ইম ডিম) ভবার্থে। সন্ধ্যাকরণকালে এই দিক পশ্চাৎ থাকে বলিয়া পশ্চিম। মহাভারতে—গরুড় গালবের নিকট পশ্চিম দিকের বৃত্তান্ত কহিতেছেন—এই দিকে ভগবান্ সূর্য্যদেব দিবসের পশ্চাৎ কিরণ সকল বিসর্জ্জন করেন, এই নিমিত্ত ইহা পশ্চিম দিক্ বলিয়া বিখ্যাত) সং, ত্রিং, যে দিকে সূর্য্যাদি অস্ত হয়। ২। চরম, শেষ। ৩। অনন্তর। ৪ ক্লীং, পৃষ্ঠদেশ। মা—স্ত্রীং, প্রতীচী। দিক্ সূর্য্যাদির অস্তগমনদিক্।

পশ্চিমরাত্র; সং, পুং, রাত্রির শেষভাগ।

পশ্চিমোত্তরা; সং, স্ত্রীং, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তিনী দিক্, বায়ুকোণ।

পশ্যতোহর (পশ্যতঃ [পশ্যৎ শব্দের ৫মী অথবা ৬ষ্ঠী—১ব] দর্শনকারী হইতে অথবা দর্শনকারীর—হর যে [অর্থ] হরণ করে) সং, পুং, চৌর, তস্কর (স্বর্ণকার প্রভৃতি)। শিং—১ "যঃ পশ্যতো হরেদর্থং স চৌরঃ পশ্যতোহরঃ।

পশ্যন্ (পশ্যৎ, দৃশ্ দেখা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, দর্শনকারী।

পশ্বয়ন; সং, ক্লীং, যাগবিশেষ।

পশ্বযন্ত্র; সং, পুং, পশু নির্গমনার্থ যন্ত্রবিশেষ।

পশ্বাচার (পশু অধিকারীবিশেষ—আচার শিক্ষিত আচরণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, তান্ত্রিক আচারবিশেষ। ইহার অপর নাম পশুভাব অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুরাদর্শন মাত্র সূর্য্যদর্শন করেন, সুরার আঘ্রাণ পাইলে তিন বার প্রাণায়াম করেন, প্রাণান্তেও মাদকস্পর্শ করেন না বা আমিষ ভক্ষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পশু। এই পশু শব্দ ঘৃণার্থবাচক নয়, প্রত্যুত যিনি এই আচার অনুসারে তান্ত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক তান্ত্রিক। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি পশু তিনি এরূপ শুদ্ধাচার হইয়া থাকেন যে, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল এ সমস্ত পূজার দ্রব্যও স্বয়ংই আহরণ করিয়া থাকেন। কুব্জিকাতন্ত্রে লিখিত আছে, পশুভাবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম। নিরামিষাশী হইয়া পূজা করিতে হয়। ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রীসংসর্গও নিষিদ্ধ এবং রাত্রিতে মন্ত্রমালা স্পর্শ না করিয়া সর্ব্বদা জপ কর্ত্তব্য। শিং—১ "বেদোক্তেন যজেদ্দেবাং কামসঙ্কল্পপূর্ব্বকং স এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচার স উচ্যতে।"

পসারী (প্রসারী শব্দজ কি?) সং, দোকানী, বিক্রয়কারী।

পসুরী (প পঞ্চন্ শব্দজ—সুরী সের শব্দজ) সং, পাঁচসের।

পস্ত্য (অপ—স্ত্যৈ সংহত করা, একত্র নিপাতন) সং, পুং, গৃহ, বাসস্থান।

পস্পশ; সং, পুং, গ্রন্থবিশেষ।

পহ্লব; সং, পুং, শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। শিং—১ "শকা যবনাকাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবা স্তথা।"

পহ্নিকা; সং, স্ত্রীং, বারিপ্রশ্নী।

পহেলাঘর (দেশজ) এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে প্রথম স্ত্রীকে পহেলাঘর কহে।

পা (পা পান করা+০ (ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, পান। ২। রক্ষা। ৩ (+ক্বিপ্—র্ম্ম) পুং, ত্রয়ীনিরুক্ত ধর্ম্ম। ৪। (পাদ শব্দজ) সং, চরণ, পদ।

পাইক (পদাতিক শব্দজ) সং, গ্রামরক্ষক, পেয়াদা। ২। লাঠিয়াল, খ্যালোয়ার, যাহারা লাঠি তলোয়ার খেলিতে পারে।

পাইকস্তা (পারস্য; পাইক পা—কস্তন্ কর্ষণ করা) যে প্রজা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভূমি কর্ষণ করে।

পাইকার (দেশজ) ফেরিওয়ালা।

পাইখানা (পারস্য) মল ত্যাগের স্থান।

পাওন (প্রাপণ শব্দজ) সং, লাভ।

পাওনা (প্রাপণ শব্দজ) বিং, প্রাপ্য।

পাংশন (পন্শ্ বিনাশ করা+অন (অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, দূষক। ২। নাশকারক। শিং—১ "পাপিষ্ঠঃ কুলপাংশনঃ।" (পুরাণ)।

পাংশব (পাংশু ধূলি+অ (ষ্ণ,—প্রং) সং, পুং, লবণবিশেষ, পাঙ্গালুন্। ২। বিং, ত্রিং, ধূলিসম্বন্ধীয়।

পাংশু }
পাংসু } (পন্সি নাশকরা+উ (কু)—ণ, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, রজঃ, ধূলি। ২। পাপ। ৩। কর্পূরবিশেষ। ৪। সার, অনেক দিনের সঞ্চিত গোবর। ৫। স্থাবর সম্পত্তি। ৬। লবণবিশেষ। শিং—১

"ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্‌ ।"

পাংশুকুলী (পাংশু ধূলি—কুল রাশি) সং, স্ত্রীং, রাজমার্গ, রাজপথ ।

পাংশুক্ষার ; সং, ক্লীং, ক্ষারলবণ, পাঙ্গা-লুন ।

পাংশুচত্বর (পাংশু ধূলি—চত্বর চাতাল) সং, পুং, করকা, শিল ।

পাংশুচন্দন (পাংশু রজঃ—চন্দন) সং, পুং, (বিভূতিভূষণ বলিয়া) মহাদেব, শিব ।

পাংশুচামর (পাংশু ধূলি—চামর) সং, পুং, তাঁবু। ২ । দূর্ব্বাতৃণযুক্ত তটভূমি । ৩ । ধূলিসমূহ। ৪। প্রশংসা ।

পাংশুজ (পাংশু ধূলি—জ [জন্‌ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, পাঙ্গাসবর্ণ। ২। পাঙ্গা। ৩। লুন।

পাংশুপত্র ; সং, ক্লীং, বাস্তুক শাক।

পাংশুমর্দ্দন (পাংশু—মৃদ্‌ মর্দ্দন করা—অন (অনট্‌)—ধি) সং, পুং, ক্ষেত্রবিশেষ।

পাংশুর (পাংশু ধূলি—রা পাওয়া+অ—ক) সং, পুং, দংশ, ডাঁশ। খঞ্জ ।

পাংশুরাষ্ট্র ; সং, ক্লীং, পাংশুপ্রধান দেশ।

পাংশুল (পাংশু+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধূলিযুক্ত। ২। পাপিষ্ঠ। ৩। সং, পুং, শিব ৪। কাঁটা করঞ্জ।

পাংশুলা (পাংশু পাপ+ল—অস্ত্যর্থে, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, অসতী স্ত্রী। ২। রজঃস্বলা। ৩। পাংশু ধূলি+ল—অস্ত্যর্থে) পৃথিবী।

পাংসন (পন্‌স্‌ নষ্ট করা+অন (অনট্‌)—ক) বিং, ত্রিং, দূষক। ২। পাপিষ্ঠ।

পাইত, পাতি (পঙ্‌ক্তি শব্দজ) সং, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি ; যেমন—দন্তের পাতি।

পাইশ, পাশ (পাংশু শব্দজ) সং, ভস্ম, ছাই।

পাক (পঙ্ক শব্দজ) সং, কর্দ্দম, কাদা।

পাঁচ (পঞ্চন্‌ শব্দজ) বিং সঙ্খ্যাবিশেষ।

পাঁচড়া (দেশজ) সং, খোস

পাঁচন (দেশজ) সং, ঔষধবিশেষ।

পাঁচনী (প্রাজন শব্দজ) সং, গোতাড়ন দণ্ড।

পাঁচপাঁচি (পঞ্চন্‌ শব্দজ) বিং, সামান্য, পাঁচটার মধ্যে একটা।

পাঁচালী (পঞ্চন্‌ শব্দজ) গীতবিশেষ। ২। পরস্পর মিলিত বাক্যপ্রবন্ধ।

পাঁজরা (পঞ্জর শব্দজ) সং, উদরের পার্শ্ব-ভাগ।

পাঁজা (পারস্য, পাজাওয়া শব্দের অপভ্রংশ) অগ্নি দ্বারা ইষ্টক পক্ব করিবার জন্য সজ্জিত ইষ্টকরাশি। ২। একত্রীভূত তৃণরাশি যাহা দুই হস্তে উত্তোলন করা যায়।

পাঁজী (পঞ্জিকা শব্দজ) সং, বারতিথ্যাদি-জ্ঞাপক পুস্তক।

পাঁঠা (দেশজ) সং, ছাগ।—ঠী,স্ত্রী ছাগী।

পাক (পচ্‌ পাক করা+অ(ঘঞ্‌)—ভা) সং, পুং, রন্ধন। ২। পরিপাক। ৩। বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত কেশের শুক্লতা। ৪। সিদ্ধি। ৫। ভয়। ৬। পরিণতি। ৭। নিষ্পত্তি। ৮। (+ঘঞ্‌—কর্ম্মকর্ত্তৃ) ফল, ধান্য। ৯ (+ঘঞ্‌—ণ) পেচক। ১০। রাক্ষসবিশেষ। ১১। অসুরবিশেষ। ১২। (পারস্য) পবিত্র, নির্ম্মল। ১৩। (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত ; যথা—তোর পাকে আমার এই যন্ত্রণা। ১৪। পাথা; যথা—পাথনাট। ১৫ (পা পানকরা+ক—র্ম্ম) স্তন্যপায়ী শিশু।

পাকজ (পাক—জ [জন্‌ জন্মান—অ(ড)—ক]—জাত)বিং, ত্রিং, পাকোৎপন্ন। ২। সং, ক্লীং, লবণ বিশেষ, কাচলবণ।

পাকদূর্ব্বা ; সং, স্ত্রীং, পরিপক্ব দূর্ব্বা।

পাকপুটি (পাক—পুট রাশ করা+অ (অল্‌)—ধি) সং, স্ত্রীং, কুম্ভকারের পোয়ান।

পাকমৎস্য ; সং, পুং, ব্যঞ্জন বিশেষ।

পাকযজ্ঞ ; সং, পুং, বৃষোৎসর্গ গৃহ প্রতিষ্ঠাদির হোম। ২। চরুহোমাঙ্গ কর্ম্ম।

পাকরঞ্জন (পাক রঞ্জন—রনজ্‌ রং করা+অন(অনট্‌)—ণ) সং, ক্লীং, তেজপাত।

পাকল (পাক পক্বতা+লা পাওয়া+অ(ড)

—ক) সং, পুং, হস্তীর জ্বর। ২। বায়ু। ৩। অগ্নি। ৪। ক্লীং, ঔষধবিশেষ, কুড়। ৫। বিং, ত্রিং, ব্রণাদিপাককারী।

পাকশালা (পাক রন্ধন—শালা গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, রন্ধনালয়।

পাকশাসন (পাক দৈত্যবিশেষ—শাসন (শাস্ শাসন করা+অন—ক] যে শাসন করে, ২য়া—ষ। পাক নামক অসুরের শাসনকর্ত্তা বলিয়া) সং, পুং, ইন্দ্র। শিং—১ "পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈর্মার্গণৈঃ কঙ্কবাসসৈঃ। তত্র নাম বিভুর্লেভে শাসনত্বাচ্ছবৈদ্‌র্‌ঢ়ৈঃ॥ পাকশাসনতাং শক্রঃ সর্ব্বামরপতির্বিভুঃ।"

পাকশাসনি (পাকশাসন+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ইন্দ্র পুত্র জয়ন্ত। ২। অর্জ্জুন। ৩। বালি বানর।

পাকশুক্লা (পাক রন্ধন, দহন—শুক্ল শ্বেত ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, কঠিনী, খড়ী।

পাকসংস্থ (পাক—সংস্থা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পাকসাধ্য (যজ্ঞবিশেষ)।

পাকস্থালী (Stomach) সং, স্ত্রীং, উদরের যে অংশে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হয়। ২। পাক কারবার পাত্র। [সং, ক্লীং, রন্ধনালয়।

পাকস্থান (পাক রন্ধন—স্থান, ৬—ষ)

পাকা (পক্ক শব্দজ) বিং, পারিণতি অবস্থাপন্ন। ২। সং, স্ত্রীং, বালিকা।

পাকাটী (দেশজ) সং, পাটগাছের কাটী।

পাকান (দেশজ) রন্ধন, পরিপাককরণ। ২। পাকদেওন, মোড়ন।

পাকারি (পাক দৈত্যবিশেষ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শ্বেতকাঞ্চন। ২ পাকশাসন ইন্দ্র।

পাকিম (পাক+ইম(ইমন্)—নিষ্পন্নার্থে) বিং, ত্রিং, পাক দ্বারা প্রস্তুত। ২। পাকোন্মুখ।

পাকী (পাকিন্, পাক+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাককর্ত্তা।

পাকু (পচ্ পাক করা+উ(কু)—ক) বিং, ত্রিং, পাচক।

পাকুক (পাকু দেখ, কণ—যোগ) বিং, ত্রিং, সূপকার।

পাকুড় (পর্কটী শব্দজ) সং, বৃক্ষবিশেষ।

পাক্য (পচ্ পাক করা+য(ণ্যৎ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাকের উপযুক্ত। ২। সং, পুং, যবক্ষার। ৩। ক্লীং, বিট্‌লবণ। ৪। পাঙ্গালোণ।

পাক্ষিক (পক্ষ অর্দ্ধমাস ইত্যাদি+ইক(ষ্ণিক) ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পক্ষসম্বন্ধীয়, প্রতিপক্ষে যাহা হয়। ২। পক্ষপাতী। ৩। (পক্ষ পাখা) পক্ষিসম্বন্ধীয়। ৪। (পক্ষিন্ পাখী+ইক—প্রহরণার্থে) সং, পুং, যে পক্ষী মারে। ৫। শাকুনিক। [ব্যজন।

পাখা (পক্ষ শব্দজ) সং, পালক, ডানা। ২।

পাখী (পক্ষি শব্দজ) সং, বিহগ, বিহঙ্গম।

পাখোয়াজ (পারস্য) মৃদঙ্গ।

পাগ, পাগড়ী (হিন্দি) সং, উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টন-বস্ত্র, তাজ, টুপী।

পাগর (পাগল শব্দের অপভ্রংশ) যথা—"রতি মদ পাগর, নাগরী নাগর।"

পাগল (পা [পা পান করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে [সুরা] পান করে—গল্ স্খলিত হওয়া +অন্—ক। যে সুরাপায়ীর ন্যায় স্খলিত হয়) বিং, ত্রিং, উন্মত্ত, বাতুল। শিং—১ "পাগলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ।" (যঃ স্বকন্যাং দদাতি)।

পাঙক্ত (পঙক্তি+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পঙক্তিজাত। ২। সং, পুং, দশাক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

পাঙক্তেয় (পঙক্তি+এয়(ঢেয়)—উপবেশনার্থে) বিং, ত্রিং, এক পঙক্তিতে ভোজনার্হ।

পাচক (পচ্ পাক করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, জীর্ণকারক। ২। পাককার। শিং—১ "পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ। শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে।" ৩। সং, পুং, অগ্নি। ৪। ক্লীং, উদরস্থ রসবিশেষ।

পাচন (পচ্-ণি=পাচি পাককরান+অন—ক) সং, ক্লীং, ঔষধবিশেষ, ক্বাথ। ২। (+

(অনট্)—ণ) প্রায়শ্চিত্ত। ৩। পুং, অগ্নি। ৪। বিং, ত্রিং জীর্ণকারক।

পাচনক (পাচি [ধাতু] পাক করান+অন (অনট্)—প্রং, কণ—যোগ) সং, পুং, টঙ্কন, সোহাগা।

পাচনী (পাচন+ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, হরীতকী

পাচল (পাচন্ দেখ, অল্—প্রং) সং, পুং, অগ্নি। ২। পাচক। ৩। বায়ু। ৪। রন্ধনদ্রব্য।

পাচিকা (পচ্ পাক করা+অক(ণক)—ক আপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, রন্ধনকারিণী, যে স্ত্রীলোক পাক করে।

পাচ্য (পচ্ পাক করা+য(ণ্যং)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবশ্য পচনীয়।

পাছা (পশ্চাৎ শব্দজ) সং, পশ্চাদ্ভাগ

পাছাড় (দেশজ) পিছন হইতে জাপটিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম।

পাছু (পশ্চাৎ শব্দজ) ক্রিং,—বিং, পিছে।

পাছুড়া (প্রচ্ছদ-পট শব্দজ) সং, দোপাট্টা গাত্রবস্ত্রবিশেষ।

পা-জামা (পারস্য) পরিচ্ছদবিশেষ।

পাজি (পজ্জ শব্দজ বিং, অধম, পামর, নীচ।

পাঞ্চকপাল (পঞ্চকপাল+অ(ষ্ণ)--ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চকপাল সম্বন্ধীয়।

পাঞ্চজন্য (পঞ্চজন সমুদ্রবাসি-তিমিরূপ অসুরবিশেষ+য(ষ্ণ্য)—জাতার্থে। পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থিতে নির্ম্মিত বলিয়া) সং, পুং, বিষ্ণুর শঙ্খ। ২। অগ্নি।

পাঞ্চজন্যধর (পাঞ্চজন্য—ধর [ধৃ ধারণ করা+ন অন্)—ক] যে ধারণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

পাঞ্চদশ (পঞ্চদশ+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চদশীতে উৎপন্ন। ২। সং, পুং, অলৌকিক বহ্নি

পাঞ্চপাদিক (পঞ্চপাদ+ইকষ্ণিক)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রি, যাহার পরিমাণ পাঁচফুট।

পাঞ্চভৌতিক (পঞ্চ ভূত+ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে জাত (দেহ)। ২। পঞ্চভূতময়। "ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানা-যোগাৎ।"

পাঞ্চলিকা } **পাঞ্চালিকা** } (পাঞ্চাল+ইক(ষ্ণিক),—আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রাদিনির্ম্মিত পুত্তলি।

পাঞ্চশব্দিক (পঞ্চন্ পাঁচ—শব্দ ধ্বনি+ইক ষ্ণিক)—নিষ্পন্নার্থে) সং, ক্লীং, পঞ্চ-প্রকার বাদ্য শিং—১ "অঙ্গজং চর্ম্মজঞ্চৈব তন্ত্রজং কাংস্যজং তথা ফুংকৃতঞ্চেতি মুনিভিঃ কথিতং পাঞ্চশব্দিকং।"

পাঞ্চাল (পঞ্চাল দেশ বিশেষ+অ (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, দেশবিশেষ, পাঞ্জাব। শিং—১ "রাষ্ট্রং দক্ষিণপাঞ্চালং যাতি শ্রুতধরা-ন্বিতঃ।" তদ্রূপ। ৩। (+(ষ্ণ—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চালদেশোদ্ভব, পঞ্চালদেশীয়। ক্লীং, শাস্ত্র।

পাঞ্চালী (পঞ্চাল+অ (ষ্ণ)—নিবাসার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দ্রৌপদী। ২। কাষ্ঠাদি-পুত্তলি।

পাঞ্চাল্য (পাঞ্চাল+য ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চালদেশীয়

পাঞ্চবর্ষিক (পঞ্চবর্ষ+ইক(ষ্ণিক)--ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পঞ্চবর্ষবয়স্ক।

পাট (দেশজ) স্থান।

পাটক (পট্ গমন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, গ্রামের একদেশ। ২। তীর, তট। ৩। পাশার গুটিকা চালা। ৪। বাদ্য। ৫। মূলধনের ক্ষতি।

পাটচ্চর (পটচ্চর+অ (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, চোর, তস্কর। শিং—১ "নবমালিকা-পরিমলপ্রাগ্ভারপাটচ্চরাঃ (অনিলাঃ)।"

পাটন (পট্-ণিচ্—পাটি গমন করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ছেদন, কর্ত্তন। ২। বিদারণ। শিং—১ "অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাঙ্গূলচ্ছেদনং তথা। পাটনে কর্ণ-শৃঙ্গাণাং মাসার্দ্ধন্তু যবান্ পিবেৎ।" দক্ষিণা পথের প্রাচীন রাজধানী বিশেষ।

পাটনী (দেশজ) পারাবারের নাবিক। ২। গঙ্গা-পুত্র জাতি বিশেষ। [অতিশয় পটু।
পাটপট (পট্+অন্—ক) বিং, ত্রিং,
পাটল (পাটলা পাটলাপুষ্প+অ (ষ্ণ)— তুল্যার্থে। অথবা পট্-ণ্‌ণি+কলচ্—ক) সং, পুং, শ্বেতরক্তবর্ণ, পাট্‌কিলা রঙ। ২। আশুধান্য। ৩। বৃক্ষবিশেষ। ৪। ক্লীং, পুষ্পবিশেষ। ৫। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত। -লা, লি, লী—স্ত্রীং, পারুল গাছ। ক্লীং, স্ত্রীং, তৎপুষ্প।
পাটলদ্রুম ; সং, পুং, পুন্নাগবৃক্ষ।
পাটলা (পাট বিস্তার—লা পাওয়া—অ (ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা। ২। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পারুলগাছ ; মহেশের কোপানলে মদন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়া ধনুঃ ভূমে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। সেই ধনুঃ পঞ্চখণ্ডে ভঙ্গ হইয়া তাহা হইতে চম্পক, বকুল, পাটলাদি পঞ্চ পুষ্প বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ৩। তৎপুষ্প।
পাটলাপুষ্পসন্নিভ ; সং, ক্লীং, পদ্মকাষ্ঠ।
পাটলাবতী ; সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।" ২ নদীবিশেষ। [পাটলাবৃক্ষ। ২। তৎপুষ্প।
পাটালি (পাটলা দেখ, ই—প্রং) সং, স্ত্রীং
পাটালিত (পাটল+ই'ত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাটলবর্ণবিশিষ্ট।
পাটলিপুত্র (পাটলি—পুত্র। বোধ, হয় এখানে পুর শব্দের সমানার্থ পুত্র শব্দ। যেমন—পাটলিপুর, কুসুমপুর, পুষ্পপুর সং, ক্লীং, পাটনানগর।
পাটব (পটু+ষ (ষ্ণ)—ভা) সং, ক্লীং পটুতা, নৈপুণ্য। শিং—১ "পাটবং সংস্কৃতোক্তিষু।" ২। আরোগ্য ৩। (+ষ্ণ—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, পটু।
পাটবিক (পটু—ইক (ষ্ণিক)—স্বার্থে)বিং, ত্রিং, পটু, নিপুণ। ২। ধূর্ত্ত, শঠ।
পাটহিকা (পটহ+ইক—প্রং) সং, স্ত্রীং, গুঞ্জা, কুঁচ।

পাটা (পট্টকশব্দজ) সং, পাট্টা, ভূমিসম্বন্ধীয় ক্রয়পত্র। ২। তক্তা।—পি, সং, গ্রামসম্বন্ধীয় করগ্রাহক।
পাটিকেল (দেশজ) ইষ্টক, ইট।
পাটিত (পট্-ণ্‌ণি=পাটি গমন করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভগ্ন। ২। বিদীর্ণ। ৩। ক্ষত।
পাটী (পট্-ণ্‌ণি=পাটি দীপ্তি পাওয়া+ই —ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পরিপাটী, শৃঙ্খলা। প্রণালী। ৩। একজাতীয় শ্রেণী। [বিদ্যা।
পাটীগণিত (Arithmetic) সং, ক্লীং, অঙ্ক-
পাটীর (পটীর+অ (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, চন্দনবিশেষ। [প্রধানা মহিষী।
পাটেশ্বরী (পাট—ঈশ্বরী) সং, স্ত্রীং,
পাঠ (পঠ্ অধ্যয়ন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, আবৃত্তি। ২। অধ্যয়ন, পড়া। ৩। বেদাধ্যয়ন। ৪। (ঘঞ্—র্ম্ম) পাঠ্য অংশ।
পাঠক (পাঠ দেখ, অক (ণক)+ক) সং, পুং, পাঠকর্ত্তা, যে ব্যক্তি পাঠ করে, অধ্যেতা। ২। ছাত্র। ৩। (পাঠি অধ্যয়ন করান+অক (ণক)—ক) অধ্যাপক। ৪। কোন কোন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কুলোপাধি।
পাঠচ্ছেদ (পাঠ—ছেদ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পাঠের বিচ্ছেদ।
পাঠনা (পাঠি পড়ান+অন (অনট্)—ভা) সং, স্ত্রীং, অধ্যাপনা, পড়ান।
পাঠভূ (পাঠ [বেদ] অধ্যয়ন—ভূ স্থান) সং, স্ত্রীং, ব্রহ্মারণ্য, যেখানে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। [পক্ষিণীবিশেষ,শারি।
পাঠমঞ্জরী, পাঠশালিনী ; সং, স্ত্রীং,
পাঠশালা (পাঠ অধ্যয়ন—শালা গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ, সং,স্ত্রীং, বিদ্যালয়,যেখানে অধ্যয়ন করে।
পাঠা ; সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ।
পাঠান (দেশজ) সং, প্রেরণ, প্রেষণ, চালান। ২। (পশতু ভাষা কি ?) স্বনামখ্যাত মুসলমানজাতিবিশেষ।
পাঠিত (পাঠি পড়ান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অধ্যাপিত, পড়ান।

পাঠী (পাঠিন, পঠ্ অধ্যয়ন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পাঠক। ২। সং, পুং, চিত্রক বৃক্ষ।

পাঠীন } (পাঠী, পাটী ব্রাহ্মণ+ঈন্—
পাটীন } যোগ) সং, পুং, পাঠক। ২। (পাঠী পৃষ্ঠ—নম্ শব্দ করা+অ—প্রং) বোয়ালমাছ। ৩। গুগ্‌গুল বৃক্ষ।

পাঠ্য (পঠ্ অধ্যয়ন করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাঠযোগ্য, পঠনীয় (গ্রন্থাদি)।

পাড় (দেশজ) সং, তট, তীর।

পাড়া (পল্লী দেশজ) সং, নির্দ্দিষ্টবসতি স্থান।

পাণ (পর্ণ শব্দজ) সং, তাম্বূল।

পাণা (বারিপর্ণী শব্দজ) সং, জলোপরি ভাসমান শৈবালবিশেষ।

পাণি (পণ্ ব্যবহার করা+ই (ইণ্)—ণ। অথবা পণ্ ক্রয় বিক্রয় করা+ই—প্রং) সং, পুং, হস্ত, মণিবন্ধাবধি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত। ২। কুলিকবৃক্ষ, কুলেখাড়া। ণি, ণী—স্ত্রীং, (+ধি) দোকান। ২। হট্ট।

পাণিক (পণ্+ইক (ষ্ণিক)—ক্রীতার্থে) বিং, ত্রিং, পণক্রীত। ২। সং, পুং, কুমারানুচরবিশেষ।

পাণিকচ্ছপিকা (পাণি পাণিকৃত—কচ্ছপিকা, য়ৎ—স, মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, কূর্ম্মমুদ্রা। শিং—১ "পাণিকচ্ছপিকাং কুর্য্যাৎ কূর্ম্মমন্ত্রেণ সাধকঃ।

পাণিকর্ম্মা (পাণিকর্ম্মন্, পাণি—কর্ম্ম ৬ষ্ঠী—হিং। হস্ত দ্বারা যিনি বাদনরূপ কর্ম্মে লিপ্ত আছেন) সং, পুং, মহাদেব। ২। বিং, ত্রিং, কর দ্বারা বাদক। [বিশেষ।

পাণিকূর্চ্চা ; সং, স্ত্রীং, কুমারানুচর মাতৃ-

পাণিখাত ; সং, স্ত্রীং, তীর্থবিশেষ।

পাণিগৃহীতী (পাণি—গৃহীত, ঈপ্, ৭মী—হিং) সং, স্ত্রীং, পত্নী, ভার্য্যা, পাণিগ্রহণে কৃতসংস্কারা সবর্ণা স্ত্রী।

পাণিগ্রহ (পাণি—গ্রহ্ গ্রহণ করা+অ (অল্)—ধি) সং,পুং,বিবাহ। শিং—১"হস্তাস্বাতিষু ষষ্ঠতৌলিমিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ।

পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন (পাণি—গ্রহণ, পীড়ন, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, বিবাহ। শিং—১ "পাণিপীড়ন বিধেরনন্তরম্।"

পাণিগ্রহণিক (পাণিগ্রহণ+কণ্—প্রয়োজনার্থে) বিং, ত্রিং, বিবাহের অঙ্গীভূত (মন্ত্র)। শিং—১ "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ নিয়তং দারলক্ষণম্।"

পাণিঘ্ন (পাণি হস্ত—হন্ আঘাত করা+অ (টক্)—ক)। হন্=ঘ্ন) সং, পুং, যে হস্তে মৃদঙ্গের ন্যায় বাদ্য করে বা হস্ত দ্বারা মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজায়, ঢোলী, ঢাকী।

পাণিঘাত (পাণি—হন্ আঘাত করা+অ (ঘণ্)—ক) সং, পুং, হস্তপীড়ক। ২। (+ ঘঞ্—ভাবে) হস্তপীড়ন।

পাণিঘ্ (পাণি—হন্ আঘাত করা+অ (টক্)—ক) বিং, ত্রিং, শিল্পী।

পাণিজ (পাণি হস্ত—জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ (ড)—ক) সং, পুং, নখ, কররুহ।

পাণিতল (পাণি—তল, ৬ষ্ঠী—য) সং, ক্লীং, করতল।

পাণিধর্ম্ম ; সং, পুং, পাণিগ্রহণধর্ম্ম।

পাণিনি (পণ—ইন্=পণিন্—ই (ষ্ণি)—অপত্যার্থে। অথবা পাণিন+ই (ষ্ণি)—তস্য ছাত্রার্থে) সং, পুং, ব্যাকরণসূত্রকর্ত্তা মুনিবিশেষ। ইনি পাটলীপুত্রনিবাসী বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইহাঁর জন্মস্থান গান্ধার-প্রদেশস্থ শালাতুর গ্রাম। পাণিনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের কৃপায় ব্যাকরণবিদ্যায় পারদর্শী হন। ইহাঁর মাতার নাম দাক্ষী। ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়া পাণিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিং—১ "কৃৎস্নং ব্যাকরণং চক্রে তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।"

পাণিনীয় (পাণিনি এই মুনি+ঈয় (ণীয়)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, পাণিনিমুনি কর্ত্তৃক কৃত। ২। পাণিনি-প্রোক্ত। ৩। পাণিনিগ্রন্থপাঠক।

পাণিবন্ধ (পাণি—বন্ধ্ বন্ধন করা+অ(অল্) —ধি) সং, পুং, বিবাহ।

পাণিভুক্ (পাণি—ভুজ্ ভোজন করা+০ (কিপ্)—ক) বিং ত্রিং, কর দ্বারা ভক্ষক। ২। সং, পুং, উড়ুম্বরবৃক্ষ।

পাণিমুক্ত (পাণি হস্ত—মুক্ত পরিত্যক্ত। যাহা হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র।

পাণিমুখ (পাণি বিপ্রপাণি—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পিতৃলোক। শিং—১ "অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ পাণিমুখাঃ পিতরো হি ব্রাহ্মণম্।"

পাণিরুহ্ (পাণি—রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+০ (কিপ্)—ক) সং, পুং, নখ।

পাণিসর্গ্যা (পাণি হস্ত—সৃজ্ গমন করা +য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম। আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, রজ্জু, দড়ী।

পাণিস্বানক (পাণিস্বন্+কণ্—প্রয়োজনার্থে) বিং, ত্রিং, পাণিপাদক, তালদায়ক।

পাণিহোম; সং, পুং, পাত্রব্রাহ্মণহস্তে কর্ত্তব্য হোম।

পাণৌ; অং, হস্তে।

পাণৌকরণ (পাণৌ হস্তহিত—কৃ করা +অন(অনট্—ভা) সং, ক্লীং, বিবাহ।

পাণ্ডর (পণ্ড গমন করা—অর—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পাণ্ডুবর্ণ, পীতশুক্লবর্ণ। ২। শুক্লবর্ণ। ৩। মরুবকবৃক্ষ। ৪। ক্লীং, কুন্দপুষ্প। ৫। গিরিমাটী। ৬। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত।

পাণ্ডরপুষ্পিকা; সং, স্ত্রীং, শীতলাবৃক্ষ।

পাণ্ডব } পাণ্ডবেয় } (পাণ্ডু+অ ষ্ণ), এয় (ঢেয়) —অপত্যার্থে) সং, পুং, পাণ্ডুরাজপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি; অভিশপ্ত পাণ্ডুরাজার আজ্ঞানুসারে কুন্তী ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠিরকে বায়ু হইতে ভীমকে ও ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে পুত্র লাভ করেন এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেবকে প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাণ্ডবাভীল } পাণ্ডবায়ন } (পাণ্ডব—অভী [ভয় নয় সাহস]—ল যে দেয়। পাণ্ডব —অয়ন [সহ] গমন। পাণ্ডুরাজ পুত্রের স্বপক্ষ ও সখা হেতু) সং, পুং, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

পাণ্ডবীয় (পাণ্ডব+ঈয়(ণীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পাণ্ডবসম্বন্ধীয়।

পাণ্ডিত্য (পণ্ডিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম্ম, বিচক্ষণতা। শিং—১ "পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।

পাণ্ডু (পণ্ড্ গমন করা+উ(কু)—ক, সংজ্ঞার্থে) বিং, ত্রিং, শুক্লপীতবর্ণ, গৌরবর্ণ। ২। শ্বেতবর্ণ। ৩। পাকা। ৪। ভারতে—অম্বালিকা ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইল, এই নিমিত্ত ঐ পুত্রের নাম পাণ্ডু হইল) সং, পুং, কুরুবংশীয় নৃপবিশেষ; ইনি কুন্তী ও মাদ্রীকে বিবাহ করেন; একদা ইনি মৃগবোধে মৃগরূপী কোন ঋষিপুত্রকে বধ করিয়াছিলেন। ঐ মৃগ তৎকালে পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিল। তাঁহার শাপে পাণ্ডু স্ত্রী-সহবাসে বঞ্চিত হন। একদা মৃগশাপবৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ৫। নেবারোগ। ৬। দেশবিশেষ। ৭। শ্বেতহস্তী। ৮। নাগবিশেষ। ৯। নদবিশেষ।

পাণ্ডুক (পাণ্ডু+কণ্—যোগ) সং, পুং, পাণ্ডুরোগ। ২। পাণ্ডুরাজা। ৩। পাণ্ডুবর্ণ।

পাণ্ডুকম্বলী (পাণ্ডুকম্বলিন্, পাণ্ডুকম্বল—ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাণ্ডুরকম্বলবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, পাণ্ডুবর্ণকম্বলাবৃত রথ।

পাণ্ডুতরু; সং, পুং, ধববৃক্ষ।

পাণ্ডুতীর্থ; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

পাণ্ডুনাগ; সং, পুং, পুন্নাগবৃক্ষ।

পাণ্ডুপৃষ্ঠ (পাণ্ডু—পৃষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, দুর্লক্ষণরূপ শ্বেতপৃষ্ঠযুক্ত।

পাণ্ডুফল; সং, পুং, পটোল। লা—স্ত্রীং, চির্ভটী, ফুটী।

পাণ্ডুভূম (পাণ্ডু—ভূমি, ৭মী—হিং) বিং, ত্রিং, পাণ্ডুবর্ণ ভূমিযুক্ত।

পাণ্ডুমৃৎ (পাণ্ডু পাণ্ডুবর্ণ—মৃৎ মৃত্তিকা) সং, স্ত্রীং, পাণ্ডুবর্ণ ভূমি। ২। খড়ীমাটী।

পাণ্ডুর (পাণ্ড্ গমন করা+উর—সংজ্ঞার্থে। অথবা পাণ্ডু শুক্লপীতবর্ণ+র—যোগ) সং, পুং, শুক্লপীতবর্ণ। ২। শুক্লবর্ণ। ৩। নেবা-রোগ। ৪। মরুবকবৃক্ষ। ৫। ক্লীং, শ্বিত্র-রোগ। ৬। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণবিশিষ্ট।

পাণ্ডুরঙ্গ; শাকবিশেষ, পাটরাঙ্গা।

পাণ্ডুরদ্রুম; সং, পুং, কুটজবৃক্ষ, কুড়চী।

পাণ্ডুরাগ; সং, পুং, দমনকবৃক্ষ।

পাণ্ডুলেখ্য—ক্লীং } (পাণ্ডু—লেখ্য) পাণ্ডুলিপি—স্ত্রীং } সং, খস্‌ড়া লেখা, মুসাবিদা। শিং—১ "পাণ্ডুলেখেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ। ন্যূনাধিকং তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ।

পাণ্ডুশর্করা (পাণ্ডু—শর্করা চিনি) সং, স্ত্রীং, পাথুরিরোগ।

পাণ্ডুশর্ম্মিলা (পাণ্ডু পাণ্ডুরাজা—শর্ম্মন্ ভাগ্য+ইল—প্রং) সং, স্ত্রীং, দ্রৌপদী।

পাণ্ডুসোপাক; সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ, ডোম।

পাণ্ড্য; সং, পুং দেশবিশেষ; ইহার উত্তরে বয়রুনদী, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র এবং পশ্চিমে মলয়গিরি ও চেররাজ্য। ২। পাণ্ডুদেশের রাজা। শিং—১ "দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি। তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে।"

পাণ্য (পণ্ স্তব করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তুত্য, স্তবনীয়।

পাত (পৎ পড়া—অ ঘঞ্) -ভা) সং, পুং, পতন, পড়া। ২। গমন। ৩। নাশ। ৪। আপাত। ৫। (+অ(ণ)—ক) রাহুগ্রহ। শিং—১ "দক্ষিণোত্তরতোঽপ্যেবং পাতো রাহুঃ স্বরংহসা।" ২। "স্বং ধ্রুবে কুমুদিনী পতিপাতোরাহুরিহ কেঽপি তদেব।" ৬। (পা রক্ষাকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রক্ষিত। ৭। (দেশজ) যাহার উপর আহা রীয় রাখা যায়।

পাতক (পত্-ণ্ি=পাতি [ধর্ম্ম হইতে পড়ান+অক(ণক)—ক) সং, ক্লীং, পতন সাধন, পাপ। শিং—১ "নরো মুচ্যেত পাতকাৎ।"

পাতকী (পাতকিন্, পাতক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, দুষ্কর্ম্মকারী, পাপী। শিং—১ এবং পাতকিনঃ পাপমনুভূয় সু-দুঃখিতাঃ।"

পাতঙ্গ (Insecta) সং, পতঙ্গবর্গ।

পাতঙ্গি (পতঙ্গ সূর্য্য+ই ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, শনৈশ্চর, শনি। ২। যম। ৩। কর্ণ। ৪। বৈবস্বত মনু। ৫। সুগ্রীব।

পাতঞ্জল (পতঞ্জলি+অ(ষ্ণ)—উক্তার্থে) বিং, ত্রিং, পাতঞ্জলিমুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। ইহা চারিপাদে বিভক্ত; যথা—(১) যোগ-পাদ; ইহাতে যোগের লক্ষণাদি; (২) সাধনপাদ; ক্রিয়াযোগাদি সাধন প্রকরণ; (৩) বিভূতিপাদ; ধ্যান ধারণাদি বিভূতি-বিবরণ; (৪) কৈবল্যপাদ; সিদ্ধিপঞ্চকাদি কৈবল্য।

পাতর (প্রস্তর শব্দজ) সং, শিলা, পাষাণ।

পাতন (পত্-ণ্ি=পাতি গমন করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অধঃক্ষেপণ। শিং—১ "ঊর্দ্ধাধস্তির্য্যক্পাতনাদিভীরস্ত্র নানাবিধ শুদ্ধরুক্তা।" (রত্নাবলী। ২। বিস্তারণ। ৩। বিন্যাস। ৪। বিনাশন।

পাতসা (পারস্য) সং, বাদসা।

পাতা (পাতৃ, পা রক্ষা করা, পান করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক। শিং+১ "পাতুঃপাতা পরাৎপরঃ।" ২। পানকর্ত্তা। ৩। বায়ু।

পাতাল (পৎ পড়া+আল(আলঞ্)—খি মহাভারতে—মহর্ষি মাতলির নিকট কহিয়াছেন, পাত শব্দে পতন, ও অলং শব্দে অত্যন্ত, এই স্থানে হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু প্রতিপর্ব্বে বাক্য দ্বারা বেদাধ্যায়ীদিগের

বেদধ্বনি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলে চন্দ্রাদি জলমূর্ত্তি সকল চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া নিপতিত হয়, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল হইয়াছে) সং, ক্লীং, অধোভুবন—তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এই সপ্ত।২। নরক। ৩। বাড়বানল। ৪। গর্ত্তমাত্র। ৫। লগ্নচতুর্থস্থান। শিং—১ "পাতালং হিবুকঞ্চৈব সুহৃদ্বন্ধুশ্চতুর্থকং।

পাতালনিলয়, পাতালনিবাস, পাতালৌকস্ (পাতাল—নিলয় গৃহ, —নিবাস বাসস্থান, ওকস্ স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দৈত্য। ২। সর্প। ৩। বিং, ত্রিং, পাতালবাসী।

পাতি (পা পালনকরা+অতি—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, প্রভু, স্বামী।

পাতিক (পাত কম্পন, পতন+কণ্—প্রয়োজনার্থে) সং, পুং, শিশুমার, শুশুক।

পাতিত (পত্-ণি=পাতি পড়ান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিক্ষেপিত, পাতিত করা। ২। অধঃকৃত। শিং—১ "পাতিতবামজানু স্তুদাসনে উপবিশতি।

পাতিত্য (পতিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, পতিতের ধর্ম্ম, পতিতত্ব।

পাতিলী (পাত পতন+ইল—প্রং, ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, বাগুরা, ফাঁদ। ২। নারী। ৩। মৃত্তিকার পাত্রবিশেষ, পাতিল্।

পাতিব্রত্য (পতিব্রতা+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, পতিব্রতার ধর্ম্ম, সতীত্ব।

পাতী (পাতিন্, পৎ পড়া+ইন্ (ণিন্)—ক, শীলার্থে বিং, ত্রিং, পতনশীল।

পাতুক (পত্ পতিত হওয়া+উক(উকঞ্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, পতনশীল। ২। সং, পুং, পর্ব্বতাদির ক্রমনিম্ন প্রদেশ, ঢালু-অত্যুচ্চস্থান। ৩। জলহস্তী।

পাৎকূয়া (পাৎ+কূয়া—কূপ শব্দজ) সং, কূপ, ইন্দারা।

পাত্যমান (পত্-ণি=পাতি+আন(শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

পাত্র (পা [ক্রিয়া না আদেয়] রক্ষা করা+ত্র—ক। কিম্বা পা পান করা—ত্র—ণ) সং, পুং, ভাজন। ২। ক্লীং, বিষয়। ৩। বর যথা—তোমার কন্যার পাত্র স্থির হইয়াছে ৪। যোগ্য ব্যক্তি; যথা—ইনি এই কার্য্যের পাত্র বটেন। ৫। (—ত্র—ধি) স্রুবাদি যজ্ঞ পাত্র। শিং—১ "বলিহোম ক্রিয়াদীনি বিনাপাত্রৈর্ন সিধ্যতি।" ৬। তীরদ্বয় মধ্য বর্ত্তি জলাধার। ৭। প্রণালী। ৮। মন্ত্রী ৯। নাটকে—অভিনেয় নায়কাদি। ১০ দেহ। ১১। ক্লীং, ত্রী—স্ত্রীং, ভাজন। ১২ স্ত্রীং, কন্যা। ১৩। (পত্র+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) ক্লীং, পত্রসমূহ। ১৪। বিং, ত্রিং পত্রনির্ম্মিত। ১৫। যোগ্য, উপযুক্ত। ১৬ বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন। ১৭। শ্রেষ্ঠ। শিং—১ "ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।" [জীর্ণবস্ত্র।

পাত্রট; বিং ত্রিং, কৃশ, ক্ষীণ। ২। সং, পুং,

পাত্রটীর (পাত্র+টীর—প্রং। অথবা পাত্র—অট্ গমন করা+ঈর(ঈরন্)—ক) সং, পুং, উপযুক্ত মন্ত্রী। ২। লৌহ কাংস্য ও রজতপাত্র। ৩। অগ্নি। ৪। কাক। ৫। কঙ্কপক্ষী। ৬। ধারক।

পাত্রতা (পাত্র+তা ভাবে) সং, স্ত্রীং, উপযুক্ততা। ২। গৌরব।

পাত্রপাল (পাত্র—পাল রক্ষক, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পাত্ররক্ষক। ২। সং, পুং, তুলাধট।

পাত্রসংস্কার (পাত্র—সংস্কার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পাত্রশুদ্ধি। ২। রান্নভাটী।

পাত্রাসাদন (পাত্র যজ্ঞপাত্র—আসাদন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, যজ্ঞপাত্রের যথোক্তক্রমে সংস্থাপন।

পাত্রিক (পাত্র+কণ্—অপহরণার্থে) বিং, ত্রিং, পাত্রাপহারক।

পাত্রীয় (পাত্র+ঈয়(নীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পাত্রসম্বন্ধীয়। ২। সং, ক্লীং, যজ্ঞপাত্র।

পাত্রেসমিত (পাত্রে—সমিত সঙ্গত, ভোজনকালে পাত্রেতেই সঙ্গত, কিন্তু কার্য্যকালে নহে) বিং ত্রিং, যে ব্যক্তি কেবল ভোজনে রত। "স পাত্রে সমিতোঽত্র ভোজনাম্মিলিতো ন যঃ।" ২। পাপবিশেষ। শিং—১ "নিধায় হৃদয়ে পাপং যঃ পরং শংসতি স্বয়ম্। স পাত্রেসমিতোঽথ স্যাৎ।"

পাথ (পা পান করা+থ—ক) সং,পুং, সূর্য্য। ২। অগ্নি। ৩। (+থ—র্ম্ম) ক্লীং, জল।

পাথঃ (পাথস্, পা পান করা+অস—র্ম্ম, থ—আগম) সং, ক্লীং, জল। ২। অন্ন।

পাথিঃ (পাথিস্, পা পান করা+ইস্—সংজ্ঞার্থে। থ্—আগম) সং, পুং, সমুদ্র। ২। চক্ষুঃ। ৩। ক্লীং, জল।

পাথিক (পথিক+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং—স্ত্রীং, পথিকসন্তান।

পাথিক্য (পথিক+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, পথিকভাব, পথিকত্ব।

পাথেয় (পথিন্+এয়(ঞেয়)—প্রয়োজনার্থে) সং, ক্লীং, পথের সম্বল, পথখরচ। শিং—১ "নিঃশেষিতং মে পাথেয়ম্।" ২। কন্যারাশি। শিং—১ "ক্রিয়তাবুরিজি তুমকুলীরলেয় পাথেয় যূককৌর্পাখ্যাঃ।" ২।

পাথোজ (পাথস্ জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] উৎপন্ন, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, পদ্ম।

পাথোদ } **পাথোধর** } (পাথস্—দ [দা দানকরা+অ(ড)—ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) পাথস্—ধর ধৃ ধারণ করা অ (অন—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, মেঘদ, জলদ।

পাথোধি } **পাথোনিধি** } (পাথস্—ধা ধারণ করা+ই(কি)।ধি, ২য়া—ষ। নিধি, আধার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জলনিধি, সমুদ্র।

পাথোরুহ } **পাথোরুহ্** } (পাথস্—রুহ্ জন্মান+অ(ক)—ক, ক্বিপ্) সং, ক্লীং, জলজ, পদ্ম।

পাদ্ (পদ্ ত্রিং=পাদি গমন করা+০ক্বিপ্(—ণ) সং, পুং, চরণ, পা। শিং—১ "সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

পাদ (পদ্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, পা, শিং—১ "ন পদচালনং কুর্য্যাৎ পাদেন বা কদাচন।" ২। রশ্মি। ৩। চতুর্থাংশ। শ্লোকের চতুর্থাংশ। ৫। পর্ব্বতের নিকটস্থ ক্ষুদ্র শিল। ৬। বৃক্ষমূল। ৭। সূর্য্য। ৮ ফিট্।

পাদকটক (পাদ—কটক (বলয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, নূপুর। বাঁকমল।

পাদকৃচ্ছ্র (পাদ চতুর্থাংশ—কৃচ্ছ্র, কষ্ট, প্রায়শ্চিত্ত) সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ, এক বার ভক্ষণ এবং দিবসান্তর উপবাস। "একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ। উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ।"

পাদগণ্ডির (পাদ পা—গণ্ড স্ফীত হওন+ইর—প্রং) সং, পুং, শ্লীপদ, গোদ।

পাদগৃহ্য (পাদ—গৃহ্য, পূর্ব্ব নিপাতন) সং, পুং, ময়ূর।

পাদগ্রন্থি (পাদ—গ্রন্থি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, গুল্ফ, গুড়্মুড়া।

পাদগ্রহণ (পাদ—গ্রহণ, ২য়া—ষ) সং, ক্লীং, অভিবাদন, চরণবন্দন, পদস্পর্শ। শিং—১ "বিপ্রস্য পাদগ্রহণং।"

পাদচতুর (পাদ—চতুর, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, পাদচারণে দক্ষ। ২ সং, পুং, ছাগল। ৩। বালুকা, পিপ্পল। ৪। করঞ্জ। ৫। পাদদোষবক্তা পুরুষ।

পাদচত্বর (পাদ পা—চত্বর চাতাল) সং, পুং, ছাগল। ২। বালুকাময় প্রদেশ। ৩। করকা, শিল। ৪। বিং, ত্রিং, পরনিন্দক।

পাদচাপল্য (পাদ পা ইত্যাদি—চাপল্য অস্থিরতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পাদাস্ফালন, পদাঘাত। ২। পদসঞ্চারণ।

পাদচার (পাদ—চর্ চরা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পাইচালি, পরিক্রমণ। ২। গ্রহাদির আহ্নিক ভোগ।

পাদচারী (পাদচারিন্, পাদ—চর্ গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পাদ দ্বারা গমনকারী। ২। সং, পুং, পদাতিক। ৩। বিং, ত্রিং, গমনশীল।

পাদজ (পাদ [ব্রহ্মার] পা—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] জাত) সং, পুং, শূদ্র। ২। বিং, ত্রিং, পাদজাত।

পাদতল (পাদ+তল নিম্নভাগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, চরণের অধোভাগ, পায়ের চেটো।

পাদত্রাণ (পাদ—ত্রাণ রক্ষণ, ৫মী—হিং) সং, ক্লীং, পাদুকা, জুতা। ২। মোজা।

পাদদেশ; সং, পুং, নিম্নদেশ, তলা।

পাদপ (পাদ মূল—প [পা পান করা+অ (ড)—ক] যে পান করে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ। ২। পাদপীঠ। পা—স্ত্রীং, পাদুকা।

পাদপরিঘট্টন (পাদ—পরিঘট্টন ঘর্ষণ) সং, ক্লীং, পাদাঘাত। ২। মাড়ান।

পাদপাশ (পাদ পা—পাশ রজ্জু) সং, পুং, অশ্বাদির পাদবন্ধন রজ্জু। শী—স্ত্রীং, শৃঙ্খলা, শিকলী। ২। খেড়ুয়া।

পাদপীঠ (পাদ—পীঠ চৌকি) সং, ক্লীং, চরণস্থাপনার্থ আসন, পা রাখা টুল।

পাদপীঠিকা (পাদপীঠ পা রাখা টুল+ই —তুচ্ছার্থে। কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, নাপিতাদির ন্যায় নীচ ব্যবসা। শিং—১ "নাপিতাদিকশিল্পে তু কারিকা পাদপীঠিকা।" ২। শ্বেত প্রস্তর। ৩। পা রাখিবার টুল (foot stool)।

পাদপূরণ (পাদ শ্লোকের চতুর্থাংশ—পূরণ) সং, ক্লীং, উপাক্ষর, বাক্যালঙ্কার, পাদপূরণ শব্দ, যথা—চ বা তু হি ইত্যাদি।

পাদপ্রক্ষালন (পাদ—প্রক্ষালন ধৌতকরণ) সং, ক্লীং, পা ধোওয়া।

পাদপ্রধারণ (পাদ—প্রধারণ রক্ষণ) সং, ক্লীং, পাদুকা, জুতা।

পাদপ্রহার (পাদ—প্রহার) সং, পুং, পাদাঘাত, নাত্তি।

পাদবন্ধন (পাদ—বন্ধন [ছাঁদন দড়ী দ্বারা] বাঁধা। যাহারা চরণাবচ্ছেদে বদ্ধ থাকে। ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গো মহিষাদি ধন। ২। (৬ষ্ঠী—ষ) গবাদির চরণ বন্ধন।

পাদমূল (পাদ—মূল গোড়া) সং, ক্লীং, চরণের অধোভাগ। শিং—১ "পাদমূলং গোহিরং স্যাৎ পার্ষ্ণিস্তু ঘুটয়োরধঃ।"

পাদরক্ষণ (পাদ—রক্ষণ, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, পাদুকা, জুতা।

পাদরজ্জু (পাদ—রজ্জু দড়ি) সং, স্ত্রীং, হস্তীর পাদবন্ধন রজ্জু। ২। চরণবন্ধনরজ্জু মাত্র।

পাদরথ (পাদ পা—রথ যান) সং, পুং, থী—স্ত্রীং, পাদুকা, জুতা।

পাদরোহণ (পাদ-রোহণ [রুহ্ আরোহণ করা+অন (অনট্)—ক] যে উঠে। মূল দ্বারা যে উঠে) সং, পুং, বটবৃক্ষ।

পাদবল্মীক (পাদ পা—বল্মীক ক্ষুদ্রপাহাড়) সং, ক্লীং, শ্লীপদ, গোদ।

পাদবিক (পদবী পথ+ইক (ষ্ণিক)—কুশলার্থে) বিং, ত্রিং, পান্থ, পথিক। ২। ভ্রমণকারী।

পাদবিপক্ষস্থান (Antipode) পৃথিবীস্থ কোন জীবের পায়ের ঠিক বিপরীত দিকে যে জীবের পা থাকে সেই স্থান।

পাদবিরজাঃ (—রজস্, পাদ চরণ—বি না —রজস্ ধূলি) সং, স্ত্রীং, পাদুকা, জুতা। ২। (ধূলিবিহীন পা বলিয়া) দেবতা।

পাদশঃ (পাদশস্ পাদ+শস্ (চশস্)— বীপ্সার্থে) অং, শ্লোকের প্রতিপাদে, পাদে পাদে।

পাদশাখা; সং, স্ত্রীং, পাদাঙ্গুলি।

পাদশৈল (পাদ পা—শৈল পাহাড়) সং, পুং, প্রত্যন্ত পর্ব্বত।

পাদস্ফোট (পাদ—স্ফোট ফোড়া) সং, পুং, চরণের অধোভাগে স্ফোটক, পায়ের তলায় ঘা।

পাদহারক (পাদ—হারক [হৃ হরণকরা+

অক(ণক)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাদ দ্বারা অপসার্য্য।

পাদাঙ্গদ (পাদ চরণ—অঙ্গ সৌন্দর্য্য—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দেয়) সং, ক্লীং, নূপুর।

পাদাৎ (পাদ—অৎ গমন করা+০ (ক্বিপ্) —ক) সং, পুং, পদাতি সৈন্য।

পাদাত (পাদ—অৎ গমন করা+অ—(অন্) —ক। যে পাদ দ্বারা গমন করে, ৬ষ্ঠা—ষ) সং, পুং, পদাতি সৈন্য। ২। (পদাতি+ষ্ণ) ক্লীং, পদাতিসমূহ।

পদাতি } **পদাতিক** } (পাদ—অং গমন করা+ই (ইণ্)—ক। পদাতি+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, পদাতি সৈন্য।

পাদারক (পাদ পা—ঋ গমন করা+অক (ণক)—প্রং) সং, পুং, পোলিন্দ, নৌকার অবয়ববিশেষ।

পাদালিন্দ (পাদ—আলিন্দ) সং, পুং, নৌকা।

পাদাবর্ত্ত (পাদ—আবর্ত্ত ঘূর্ণন, যাহা পাদ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়) সং, পুং, কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, অরঘট্ট।

পাদাবিক (পাদ চরণ—অব্ গমন করা ইত্যাদি+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, পদাতি সৈন্য।

পাদিক (পাদ চতুর্থাংশ+ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) বিং, ত্রিং, চতুর্থাংশ বৃত্তিযুক্ত। ২। চতুর্থাংশ পাদপরিমাণ। চতুর্থ।

পাদী (পাদিন্, পাদ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মকর কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু। শিং—১ "কুম্ভীরকূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ। ঘণ্ডিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ। ২। চতুর্থাংশভাগী। শিং—১ "সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে। তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাস্ত পাদিনঃ।

পাদুক (পাদ দেখ, উক (উকঞ্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, পাদকর্ম্মপটু, গমনশীল। ২। প্রসবকালীন যে সন্তানের পদ অগ্রে নির্গত হইয়াছে।

পাদুকা, পাদূ (পাদ+উক—প্রং। অথবা পদ-ণিচ্=পাদি গমনকরান+উ—ণ। কণ্—যোগ। পদ্ গমন করা+উ—প্রং) সং, স্ত্রীং, উপানৎ, জুতা।

পাদু(দূ)কাকার } **পাদুকাকৃৎ** } (পাদুকা—কার, কৃৎ [কৃ করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, চর্ম্মকার, পাদুকানির্ম্মাতা।

পাদূ (পদ্ ণিচ্=পাদি গমন করান+উ—ণ) সং, স্ত্রীং, পাদুকা।

পাদূকৃৎ (পাদূ—কৃৎ [করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পাদুকানির্ম্মাতা, চর্ম্মকার।

পাদ্য (পাদ+য(ষ্ণ্য)—নিমিত্তার্থে) সং, ত্রিং, পাদপ্রক্ষালনার্থ (জল)।

পান (পা পান করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দ্রবদ্রব্যের গলাধঃকরণ। ২। মদ্যপান। ৩। রক্ষণ। ৪। শাণোল্লেখন। ৫। (+অনট্—ধি) পানপাত্র। ৬। পুং, শৌণ্ডিক। (দেশজ) দিক্।

পানগোষ্ঠী } **পানগোষ্ঠিকা** } (পান—গোষ্ঠী সভা, ৪র্থী—ষ) সং, স্ত্রীং, যে স্থানে অনেকে একত্র হইয়া পান করে, মদ্যপানসভা, ভৈরবীচক্র।

পানপাত্র (পান—পাত্র) সং, ক্লীং চষক, মদ্যপান করিবার পাত্র।২। পানরাখিবার পাত্র।

পানবাণক্ (পানবাণজ্, পান [সুরাদি] পেয়—বণিজ্ ব্যবসায়ী) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

পানা (পান শব্দের অপভ্রংশ) জলমিশ্রিত শর্করাদি। ২। প্রাচীরের পরিসর। ৩। পুষ্করিণ্যাদির জলোপরি ভাসমান শৈবাল বিশেষ।

পানভাজন } **পানিল** } (পান—ভাজন পাত্র। পান+ইল—প্রং) সং, ক্লী, পানপাত্র।

পানশৌণ্ড (পান—শৌণ্ড মত্ত) বিং, ত্রিং, প্রচুর মদ্যপানাসক্ত। ২। পানরত।

পানস (পনস কাঁঠাল+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পনসসম্বন্ধীয়। ২। সং, ক্লীং, পনসোৎপন্ন মদ্য, কাঁঠালের মদ।

পানীয় (পা পান করা+অনীয়—র্ম্ম) সং, ক্লীং, জল। ২। পানার্হদ্রব্যবিশেষ, পানা, শরবৎ। ৩। বিং, ত্রিং, পেয়, পানযোগ্য। ৪। রক্ষণীয়।

পানীকাক }
পানীয়কাক } সং, পুং, পানিকৌড়ি।

পানীয়নকুল (পানীয় জল—নকুল বেঁজী) সং, পুং, জলমার্জ্জার, উদ্বিড়াল।

পানীয়পৃষ্ঠজ (পানীয় জল—পৃষ্ঠ উপরিভাগ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, জলের পানা।

পানীয়ফল ; সং, ক্লীং, শৃঙ্গাটক, শিঙড়া।

পানীয়বর্ণিকা ; সং, স্ত্রীং, বালুকা, বালি।

পানীয়শালিকা (পানীয় জল—শালা স্থান +কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, প্রপা, যে গৃহে জল থাকে, জলচ্ছত্র।

পান্থ (পথিন্ রাস্তা+অ(ষ্ণ) – কুশলার্থে) সং, পুং, পথিক, সর্ব্বদা ভ্রমণকারী।

পান্থনিবাস (Inn) সং, পুং, পথিকদিগের অবস্থিতি করিবার স্থান, যে স্থানে নবাগত ব্যক্তিরা ভাটক প্রদান পূর্ব্বক আপাততঃ অবস্থিতি করে।

পান্থশালা (পান্থ পথিক—শালা গৃহ) সং, স্ত্রীং, পথিক লোক দিগের আহারাদি করিবার গৃহ।

পাপ (পা [ইহা হইতে] রক্ষা করা+প—অপা) সং, ক্লীং, অধর্ম্ম, দুষ্কৃত। ২। অনিষ্ট। ৩। (পাপ+অ(ষ্ণ)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাপিষ্ঠ। ৪ পাপজনক।

পাপকৃৎ (পাপ—কৃৎ [কৃ করা+০(ক্বিপ্) ক] যে করে, ২য়া—ষ। অথবা পাপ—কৃ করা+০(ক্বিপ্)—ক, ভূতকাল) বিং, ত্রিং, পাপিষ্ঠ, পাপকারী।

পাপগ্রহ ; সং, পুং, জ্যোতিষোক্ত গ্রহগণ ; যথা—"অর্দ্ধোনেন্দুঃ কুজো রাহুঃ শনিস্তৈর্যুত ইন্দুজঃ। রবিঃ পাপা ভবন্ত্যেতে শুভাশ্চান্যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

পাপঘ্ন (পাপ—ঘ্ন [হন্ নাশ করা+অ(টক্) —ক] নাশক) বিং, ত্রিং, পাপনাশক। ২। পুং, তিল।

পাপতি (পত [যঙলুগন্ত] পুনঃ পুনঃ পতন +ই(কি)—ক) বিং, ত্রিং, পুনঃ পুনঃ পতনশীল। [উপপতি, জার।

পাপপতি (পাপ অধর্ম্ম—পতি স্বামী) সং,পুং,

পাপপুরুষ (পাপ – পুরুষ মনুষ্য) সং, পুং, মূর্ত্তিমান্ পাপ, পুরুষাকৃতি পাপ।

পাপভাক্ (পাপভাজ্, পাপ—ভাজ্[ভজ্ সেবা করা+০(বিণ)—ক] যে সেবা করে, ২য়া —(ষ) বিং, ত্রিং, পাপী, দুষ্কর্ম্মকারী।

পাপরোগ (পাপ—রোগ পীড়া) সং, পুং, বসন্তরোগ। [মৃগয়া, মৃগবধ।

পাপর্দ্ধি (পাপ—ঋদ্ধি সমৃদ্ধি) সং, স্ত্রীং,

পাপল (পাপ+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাপগ্রাহক, অধর্ম্মবিশিষ্ট। ২। ক্লীং, পরিমাণবিশেষ।

পাপশমন (পাপ দুষ্কৃত—শমন শান্তিকরণ) বিং, ত্রিং,পাপনাশক। ২। সং, ক্লীং, পাপঘ্ন প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

পাপাত্মা }
পাপাশয় } (পাপাত্মন্, পাপ—আত্মন্ আত্মা, আশয়, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অধার্ম্মিক, পাপকারী, পাপিষ্ঠচিত্ত।

পাপিষ্ঠ }
পাপীয়ান্ } (পাপ+ইষ্ঠ—অত্যর্থে। পাপীয়স্, পাপ+ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতি পাপী। [ত্রিং, পাপযুক্ত।

পাপী (পাপিন্, পাপ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং,

পাপোষ (পা—পারস্য পোশিদন্ আবরণকরা) পা ঝাড়িবার জন্য আস্তরণ বিশেষ।

পাপ্মা। (পাপ্মন্, পা [ইহা হইতে]রক্ষা করা +মন্—অপা, প—আগম) সং, পুং, পাপ।

পামন্—ক্লী°, } (পৈ শুষ্কহওয়া + মন্—ক)
পামা—স্ত্রী°, } সং, খোস, পাঁচড়া। ২। চুলকনা।

পামঘ্ন (পামন্ পাঁচড়া—ঘ্ন নাশকারী) সং, পুং, গন্ধক।

পামন (পামন্ খোস + ন—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, খোসোরোগী, কচ্ছুরোগবিশিষ্ট।

পামর (পামন্ খোসরোগ—র [রা গ্রহণকরা + অ(ড)—ক] যে গ্রহণ করে) বিং, ত্রিং, অধম, নীচ, পাপিষ্ঠ। ২। মূর্খ।

পামরোদ্ধরা (পামর [এ স্থলে অর্থ পিত্ত] নীচ—উদ্ধরা [উৎ সম্মুখে—হৃ হরণ করা + অ(অন্)—ভা, র্ম। আপ্—স্ত্রী-লিঙ্গে] নাশকারিণী। যে পিত্ত নাশ করে) সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী।

পায় (পা পান করা + অ—প্রং। য—আগম) সং, ক্লীং, জল।

পায়মাল (পারস্য, পামাল শব্দজ) বিং, পদদলিত। ২। নষ্ট, ধ্বংস।

পায়রা (পারাবত শব্দজ) সং, কপোত।

পায়স (পয়স্ + অ(ষ্ণ)—বিকারার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, দুগ্ধশর্করাপক্ক অন্ন, পরমান্ন। ২। টার্পিন্ তৈল। ৩। চন্দন। ৪। বিং, ত্রিং, পয়ঃসম্বন্ধীয়।

পায়া (পারস্য) পদ। ২। চৌকির পা।

পায়িক (পা রক্ষা করা + অক—প্রং, য, ই—আগম) সং, পুং, পদাতিক সৈন্য।

পায়ু (পা রক্ষা করা + উণ্—ক, অন্নাহার নিঃসরণ দ্বারা যে প্রাণীদিগকে রক্ষা করে) সং, পুং, গুহ্যদেশ, মলদ্বার।

পায্য (পা পানকরা + য(ঘ্যণ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পরিমাণ। ২। পান। ৩। (+ ঘ্যণ্—র্ম) পানীয় জল। ৪। বিং, ত্রিং, নিন্দনীয়।

পার (পার কর্ম্মসমাপ্ত হওয়া + অ—প্রং। অথবা পর + ষ—প্রং) সং, ক্লীং, নদীর পরতীর। ২। উদ্ধার। ৩। (পৃ পূরণকরা, পালন করা + অ(ঘঞ্)—ক) পুং—ক্লীং, প্রান্ত। ৪। পুং, পারদ ধাতু। শিং—১ "পারংপরং বিষ্ণুরপারপারং-পরং পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী। স ব্রহ্মপারঃপরপারভূতঃ স পরাণামপি পারপারঃ।"

পারক পৃ পূর্ণ করা + অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পটু, নিপুণ, সমর্থ। ২। পূর্ত্তিকারক। ৩। পালনকারক। ৪। প্রীতিকারক। ৫। ব্যায়ামকারক।

পারক্য (পর + কণ্—যোগে=পরক + য(ষ্ণ্য)—হিতার্থে) ক্লীং, পরকীয়তা, পরাধীনত্ব। ২। সামর্থ্য। ৩। বিং, ত্রিং, পরলোকসংক্রান্ত। ৪। শত্রুসম্বন্ধীয়। ৫। পরকীয়। ৬। (পারক + য(ষ্ণ্য)—প্রং) ক্লীং, সামর্থ্য। ৬। পরলোকসুখদ আচরণ।

পারগ (পার অন্যতীর—গ [গম্ গমন করা—অ(ড)—ক] যে গমন করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পারগামী। ২। সমর্থ।

পারগত (পার [জগতের] অপর তীর—গত প্রাপ্ত, গিয়াছে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, যে পারে গমন করিয়াছে, পারপ্রাপ্ত। ২। উত্তীর্ণ। ৩। পবিত্র। ৪। সং, পুং, জৈন মুনি।

পারগ্রামিক (পর—গ্রাম + ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, পরনগরাস্কন্দনোচিত। ২। বৈরী।

পারজায়িক (পর অন্য—জায়া স্ত্রী + ইক(ষ্ণিক)—আসক্ত্যর্থে) সং, পুং, পারদারিক, পরস্ত্রীগমনকারী।

পারটীট (পার + টীট—প্রং) সং, পুং, প্রস্তর।

পারণ—ক্লীং } (পার + অনট্—ভাবে।
পারণা—স্ত্রীং } ২য় পক্ষে + অন—ভাবে, আপ্) সং, উপবাসের পর প্রথম ভোজন। রোহিণী ব্রত ব্যতিরেকে সকল ব্রতের পারণ দিবাভাগে কর্ত্তব্য। ২। (পৃ ণ্ণি = পারি পূরণ করা + অনট্, অন—ভাবে) তৃপ্তি। ৩। (+ অন—ক) পুং, মেঘ।

পারত (পার [পৃ পূর্ণ করা] পূর্ণতা—তন্ বিস্তার করা+অ অন্)—ক । অথবা পৃ-ণিচ্+পারি+তন্—ক) সং, পুং, পারদ, পারা ।

পারতন্ত্র্য (পরতন্ত্র অধীন+য(ষ্ণ্য) – ভাবে) সং, ক্লীং, পরতন্ত্রতা, পরাধীনতা । অন্যায়ত্ততা ।

পারতপক্ষে (দেশজ) যতদূর পারা যায় ।

পারত্রিক (পরত্র পরলোক+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধীয় ।

পারদ (পার পূর্ণতা—দ [দা দান করা+অ(ড) – ক] যে দান করে) সং, পুং, ধাতুবিশেষ, পারা । ২ । (পার অন্যতীর+দ) বিং, ত্রিং, পারদায়ী ।

পারদণ্ডক (পার দৃঢ়তর—দণ্ডক দণ্ডকারণ্য) সং, পুং, উড়িষ্যা দেশের এক অংশ ।

পারদর্শী (পারদর্শিন্, পার অপরতীর—দর্শিন্ যে দেখে, য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পরিণামদর্শী । ২ । পর্য্যন্তদর্শী । ৩ । বিজ্ঞ । ৪ । পটু, সমর্থ ।

পারদারিক (পর অন্য—দার স্ত্রীং+ইক (ষ্ণিক) – আসক্তার্থে) সং, পুং, পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রীগামী ।

পারদার্য্য (পর অন্য—দার স্ত্রী+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, পরদারগমন ।

পারদেশ্য (পর অন্য দেশ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, পরদেশগত, প্রবাসী ।

পারদৃশ্বা (দৃশ্বন্, পার—দৃশ্ দেখা+বন্ (ক্বনিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, পারদর্শী দেখ ।

পারমাণবাকর্ষণ (Molecular attraction, পারমাণব [পরমাণু+অ(ষ্ণ)—প্রং] —আকর্ষণ) সং, ক্লীং, পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ ।

পারমার্থিক (পরমার্থ+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পরমার্থসম্বন্ধীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ২ মঙ্গলজনক ।

পারম্পর্য্য (পরম্পরা পরপর+য(ষ্ণ্য) – ভা). সং, ক্লীং, পরম্পরাগতি, অনুক্রম । ৩ । কুলাদি পরম্পরা ।

পারম্পর্য্যোপদেশ (পারম্পর্য্য—উপদেশ) সং, পুং, উপদেশপরম্পরা, ঐতিহ্য ।

পারয় (পৃ তুষ্ট করা+য়—প্রং) বিং, ত্রিং, তৃপ্তিকর, প্রীতিপ্রদ । ২ । নিপুণ ।

পারলৌকিক (পরলোক+ইক(ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পরকালসম্বন্ধীয় । শিং —১ "ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ ।

পারশব (পার—শব) সং, পুং, শূদ্রাতে ব্রাহ্মণজাত । ইহারা নিষাদজাতি । শিং —১ "যো ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতান্ । স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ । ২ "পরং শবাৎ ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রঃ শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ ।" ২ । পরস্ত্রীতনয় । ৩ । (পরশু+অ (ষ্ণ) —সম্বন্ধার্থে) অস্ত্রবিশেষ, লৌহময় অস্ত্র । ৪ । লৌহ । ৫ । বিং, ত্রিং, পরশু- সম্বন্ধীয় ।

পারশীক
পারসিক
পারসীক (পারশ্য, পারস্য+ঈক (ষ্ণীক) —প্রং)সং,পুং,পারস্যদেশজাত অশ্ব । ২ । পারস্যদেশ ; পারস্য রাজা । ৩ । পুং, বহুং, পারস্য দেশীয় লোক । ৪ । বিং, ত্রিং, তদ্দেশীয় । এই জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতির একটি শাখা । পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ আদিম বাসভূমি প্রস্থোকস্ হইতে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করেন । তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া পারস্য দেশে গিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করেন । পরে মুসলমানগণের অত্যাচারে কেহ কেহ ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহারা এখন ভারতবর্ষে নৌসরী ভরোচ্ সুরাট্ বোম্বাই প্রভৃতি নগরে বাস করিতেছেন । উঁহারাই অগ্নির উপাসকপারসীক জাতি । অবশিষ্ট মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ।

পারশ্বধ
পারশ্বধিক (পরশ্বধ "কুঠার+অ(ষ্ণ), ইক (ষ্ণিক) - প্রং) সং,

পুং, পরশু দ্বারা যে যুদ্ধ করে, কুঠার-ধারী।

পারসী ; সং, স্ত্রীং, পারস্য ভাষা। শিং—১ "জ্যেষ্ঠাশ্লেষা মঘা পূর্ব্বা রেবতী ভরণী-দ্বয়ে। বিশাখার্দ্রোত্তরাষাঢ়াশতভে পাপ-বাসরে। লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রে চ পারসীমারবীং পঠেৎ।" ২। পারস্য দেশভবদ্রব্যাদি।

পারস্ত্রৈণেয় (পরস্ত্রী + এয় (ঢেয়)—অপত্যার্থে, ইন্—আগম) সং, পুং, ক্ষেত্রজ-সন্তান, পরস্ত্রীজাতপুত্র।

পারা (পার দেখ—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ, পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা নদী।

পারাপত
পারাবত } (পার [পৃ সমর্থ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ক] বল—আপত [আ—পত্ পড়া + (অন্)—ক] পতিত। যে বল দ্বারা পতিত হয়। ২য়-পক্ষে—পার—অব্ রক্ষাকরা+অৎ (শতৃ)—ক,ষ্ণ) সং, পুং, পায়রা। শিং—১ "ভবনবড়ভৌ সুপ্তপারাবতায়াম্।"

পারাপার, পারাবার (পার এ পার—অপার, অবার অন্য পার) সং, পুং, সমুদ্র। ২। ক্লীং, নদী প্রভৃতির উভয় পার।

পারায়ণ (পার সমাপ্তি—অয়ন গমন সং, ক্লীং. সম্পূর্ণতা,সমাপ্তি। ২। নিয়ম করিয়া সময়মধ্যে কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ। পুরাণগ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠকেও পারায়ণ বলা যায়। ৩। পর—অয়ন+ষ্ণ) অতি উৎকৃষ্ট স্থান।

পারায়ণিক (পরায়ণ+ইক (ষ্ণিক)—অধ্যয়নার্থে) সং, পুং, পারায়ণ-পাঠক।

পারারুক (পার পরতীর—ঋ গমন করা +উক—পং) সং, পুং, প্রস্তর, পাতর।

পারাবত (পারাবতী দেশবিশেষ+অ (ষ্ণ) —ভবার্থে) সং,পায়রা। ২। মর্কট। ৩। তিন্দুক। ৪। গিরি। বতী—স্ত্রীং, নদী বিশেষ।

পারাবারীণ—(পারাবার+ঈন (খন—গচ্ছত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পারগামী।

পারাশর, পারাশর্য্য, পারাশরি (পরাশর+ অ (ষ্ণ), য (ষ্ণ্য), ই (ষ্ণি)—অপত্যার্থে, উক্তার্থে) সং, পুং, পরাশরপুত্র, বেদব্যাস। ২। বিং, ত্রিং, পরাশরপ্রণীত (ধর্ম্মশাস্ত্র)।

পারিকাঙ্ক্ষী (—কাঙ্ক্ষিন্, পরি [জাগতিক ভোগাভিলাষ) ত্যাগ—কাঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষা করা + ইন্—ক। অথবা পারিন্ [পার + ইন্—প্রং] ব্রহ্মজ্ঞান—কাঙ্ক্ষিন্ যে আকাঙ্ক্ষা করে। কিংবা পারি [পর +ই—প্রং] পারমার্থিক সুখ—কাঙ্ক্ষিন্ যে আকাঙ্ক্ষা করে) সং, পুং, তপস্বী, তাপস।

পারিজাত
পারিজাতক } (পরি—জাত যে জন্মিয়াছে, পরিজাত+অ (ষ্ণ) প্রং। অথবা পারিন্ [পার+ইন্—প্রং] সমুদ্র-জাত, ৭মী—ষ) কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত স্বর্গীয় বৃক্ষ, সুরতরু, দেবতরু। ২। সুগন্ধিদ্রব্য-বিশেষ।

পারিণায্য (পরিণয়+য (ষ্ণ্য)—প্রাপ্তার্থে, অথবা পরি চতুর্দ্দিকে—নী পাওয়া+য প্রং) বিং, ত্রিং, পরিণয়লব্ধ (ধন, যৌতুক)।

পারিণাহ্য (পরিণাহ+য (ষ্ণ্য)—অর্হার্থে। সং, ক্লীং, গৃহসামগ্রী, শয্যা। আসন প্রভৃতি। শিং—১ "শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য চেক্ষণে।" (পরিণাহ=শয্যা আসন, কুণ্ড, কটাহাদি)।

পারিতথ্যা (পরি প্রত্যেক প্রকার [জাঁক জমক]—তথা সেখানে+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ললাটের অলঙ্কারবিশেষ, সিঁতি।

পারিতোষিক (পরিতোষ+ইক (ষ্ণিক) দেয়ার্থে) বিং, ত্রিং, পরিতোষদত্ত, পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করা যায়, পুরস্কার।

পারিন্দ্র (পারীন্দ্র দেখ) সং, পুং, সিংহ। ২। অজগর সর্প।

পারিন্ (পার+ইন—প্রং) সং, পুং, সমুদ্র।

পারিপন্থিক (পরি চতুর্দ্দিকে—পথিন্

পথ+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) •সং, পুং, চৌর।

পারিপাট্য (পরিপাটী+য (ষ্ণ্য)—প্রং) সং ক্লীং, পরিপাটী, সুশৃঙ্খলা।

পারিপাত্র, পারিপাত্রক (পরি চতুর্দ্দিকে—পা রক্ষা করা+ত্র—প্রং,ষ্ণ। কণ্‌—যোগ) সং, পুং, পারিযাত্র পর্ব্বত, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিম মালবদেশের সীমাপর্ব্বত।

পারিপার্শ্বিক (পরি প্রায় [কর্ত্তার ইত্যাদি] —পার্শ্ব+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, সূত্রধারের পার্শ্ববর্ত্তী নট। ২। পারিষদ ৩। (Satellites) উপগ্রহ, কোন বৃহৎ গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ; যেমন—পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র। ৪। বিং, ত্রিং, পার্শ্ববর্ত্তী, পার্শ্বচর।

পারিপ্লাব (পারিপ্লাব + অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, চঞ্চল। ২। কম্পমান। ৩। আকুল, কাতর। ৪ পুং, তীর্থবিশেষ। ৫। পঞ্চম মন্বন্তরে প্রকৃতিবিশেষ। ৬। আখ্যান বিশেষ।

পারিভদ্র (পরিভদ্র [পরি—সম্পূর্ণরূপে —ভদ্র সৌভাগ্য—অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, পারিজাত বৃক্ষ।

পারিভদ্রক (পরিভদ্র [পরিভদ্র দেখ, কণ্‌ যোগ]+অ (ষ্ণ) -প্রং) সং, পুং, দেবদারু বৃক্ষ। ২। নিম্ববৃক্ষ।

পারিভাব্য (পরিভূ জামিন্‌+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিভূত্ব, জামিনী। ২। (পরিভব [রোগ] পরাজয়+য(ষ্ণ্য)—প্রং) ঔষধ।

পারিভাষিক (পরিভাষা+ইক (ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পরিভাষাসম্বন্ধীয়।

পারিমাণ্ডল্য (পরিমণ্ডল গোল+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, ন্যায়োক্ত—অসমবায়িকারণশূন্য পরমাণুপরিমাণ।

পারিমুখ্য (পরিমুখ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, অভিমুখতা, সম্মুখতা, বিদ্যমানতা।

পারিমুখিক (পরি চতুর্দ্দিকে—মুখ+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সম্মুখবর্ত্তী।

পারিযাত্র (পরি চতুর্দ্দিকে—যা গমন করা +ত্র, অ(ষ্ণ)—প্রং, অথবা পরিযাত্রা+ষ্ণ) সং, পুং, সপ্তকুলাদ্রির এক কুলপর্ব্বত বিশেষ নৃপবিশেষ।

পারিযানিক (পরি চতুর্দ্দিকে—যান গমন +ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, পথস্থিত রথ গাড়ি প্রভৃতি।

পারিরক্ষক (পারি [পর+ই—প্রং] পারমার্থিক সুখ—রক্ষক যে রক্ষা করে) সং, পুং, তাপস, তপস্বী। [ছত্র চামর সম্বন্ধীয়।

পারিবর্হ (পরিবর্হ+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, রাজচিহ্ন

পারিষদ (পরিষদ্‌+অ (ষ্ণ)—তিষ্ঠত্যর্থে) সং, পুং, সভাসদ্‌, সভ্য। ২। বিং, ত্রিং, সভাসম্বন্ধীয়। [পুং, পরিষদ্‌।

পারিষদ্য (পরিষদ্‌+য(ষ্ণ্য)—তিষ্ঠত্যর্থে) সং,

পারিহার্য (পরিহার+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, করভূষণ, বলয়।

পারিহাস্য (পরিহাস+য(ষ্ণ্য)—ভাব) সং, ক্লীং, পরিহাসের ভাব। ২। পরিহাসদ্বারা কৃত। শিং—১ "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।"

পারী (পৃ পূরণ করা+অ, ঈ—প্রং অথবা পার+ঈপ্‌) সং, স্ত্রীং, দোহনপাত্র, ভাণ্ড। ২। পুষ্পরেণু। ৩। জলরাশি। ৪। পুর। ৫। হস্তীর পাদবন্ধনরজ্জু। ৬। তীর।

পারীক্ষিত (পরীক্ষিৎ+অ(ষ্ণ)+অপত্যার্থে) সং, পুং, পরীক্ষিতের পুত্র, জনমেজয়।

পারীণ (পার+ঈন (খীন)—গমনার্থে) বিং, ত্রিং, পারগ, পারগত।

পারীন্দ্র (পর অন্য [প্রাণী]—ইন্দ্র প্রভু, নিপাতন) সং, পুং, সিংহ। ২। অজগর সর্প।

পারু (পা রক্ষা করা+রু—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সূর্য্য। ২। অগ্নি।

পারুষ্য (পরুষ কর্কশ—য(ষ্ণ্য)—ভা) সং,

ক্লীং, কটুবাক্যের দাবি। ২। অপ্রিয়ভাষণ। শিং—১ "পারুষ্যমনৃতং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্ব্বশঃ। অসংবদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্‌ময়ং (কর্ম্ম) স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্।" ৩। কার্কশ্য। ৪। বিবাদ-বিশেষ। ৫। অগুরুচন্দন। ৬। ইন্দ্রের উপবন। ৭। পুং, বৃহস্পতি।

পারেরক (পার [পর শক্র+অ(ঞ)—প্রং] শক্র—ইর্ ভেদ করা। অক—প্রং.) সং, পুং, খড়্গ।

পার্ঘট (পার [পর অন্য+অ—প্রং]—ঘট্ চেষ্টা করা+অ—প্রং। র=) সং, ক্লীং, পাংশু, ধূলি।

পার্থ (পৃথা কুন্তী+অ ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, পৃথা-পুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। (জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব-ত্রয় পৃথাপুত্র হইলেও অর্জ্জুন এই নামে প্রসিদ্ধ হন)। ২। নির্জ্জিতবর্ম্মার পুত্র। ৩। গন্ধর্ব বিশেষ। ৪। অর্জ্জুনবৃক্ষ।

পার্থক্য (পৃথক্+য(ষ্ণ্য) (—ভা) সং, ক্লীং পৃথকত্ব, বিভিন্নতা।

পার্থব (পৃথু বিশাল+অ(ষ্ণ)—ভাবার্থে) সং, ক্লীং, পৃথুতা, স্থূলতা।

পার্থিব (পৃথিবী+অ(ষ্ণ)—ঈশ্বরার্থে) সং, পুং, পৃথিবীশ্বর, রাজা। বী—স্ত্রীং, পৃথিবী-কন্যা, সীতা। ২। বিং, ত্রিং, পৃথিবী-সম্বন্ধীয়। ৩ ক্লীং, তগরপুষ্প।

পার্প্পর; সং, পুং, যম, কৃতান্ত।

পার্ব্বণ (পর্ব্বন্+অ(ষ্ণ)—কৃত বা দত্তার্থে) সং, পুং, অমাবস্যাদি পর্ব্বে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। ২। মৃগবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, পর্ব্বসম্বন্ধীয়।

পার্ব্বত (পর্ব্বত গিরি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, পুং, ঘোড়া নিমের গাছ। ২। বিং, ত্রিং, সর্ব্বত সম্বন্ধীয়।

পার্ব্বতী (পর্ব্বন্ শব্দজ, কিম্বা পর্ব্বত [হিমালয়] গিরি+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, সং, স্ত্রীং, পর্ব্বতকন্যা, গিরিজা, উমা, দুর্গা। শিং—১ "তিথিভেদে কল্পভেদে পর্ব্ব-ভেদপ্রভেদতঃ। খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা। মহোৎসববিশেষশ্চ পর্ব্বন্নিতি প্রকীর্ত্তিতম্। তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা, সা চ পার্ব্বতী কীর্ত্তিতা। পর্ব্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্ব্বতে। পর্ব্বতাধিষ্ঠাতৃ-দেবী পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা।" ২ নদী-বিশেষ, চর্ম্মণ্বতি বা চম্বলে মিলিতা হইয়াছে। ৩ শল্লকী। ৪। গোপালপুত্রিকা। ৫। দ্রৌপদী। ৬। জীবনী। ৭। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ৮। ক্ষুদ্র পাষাণভেদা। ৯। ধাতকী। ১০। সৈংহলী।

পার্ব্বতীনন্দন (পার্ব্বতী—নন্দন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুমার, কার্ত্তিকেয়।

পার্ব্বতীয় (পর্ব্বত+ইয় (ষ্ণীয়)—ভবার্থে অথবা পর্ব্বতীয়+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, পর্ব্বতজাত, পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। ২। পর্ব্বতবাসী।

পার্শব (পর্শু কুঠার+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, পরশুধারী যোদ্ধা।

পার্শ্ব (পর্শু পার্শ্বাস্থি+অ (ষ্ণ) —প্রং, অথবা স্পৃশ্ স্পর্শকরা+শ্বন্—র্ম্ম) সং, পুং, —ক্লীং, কক্ষের অধোদেশ। ২। একদেশ, পাশ, ধার। ৩। সমীপ, নিকট। ৪। (পর্শু +অ (ষ্ণ)—সমূহার্থে) ক্লীং, পর্শুকাসমূহ।

পার্শ্বক (পার্শ্ব শঠতা+ক—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, প্রতারণাপূর্ব্বক যে ধন অন্বেষণ করে। শিং,— "কুসৃত্যা বিভবান্বেষী পার্শ্বকঃ সন্ধিজীবকঃ।"

পার্শ্বগ, **পার্শ্বচর** (পার্শ্ব—গ, চর [গম্, চর্ গমন করা+অ(অন্) অ ড)—ক) যে গমন করে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, অনুচর। পার্শ্ববর্ত্তী ভৃত্য।

পার্শ্বপরিবর্ত্তন (পার্শ্ব—পরিবর্ত্তন ফেরা), সং, ক্লীং, পাশ ফেরা। ২। ভাদ্রশুক্লএকা-দশীতে হরির পাশ ফেরা হেতু উৎসব-বিশেষ। এই দিনে ভগবান্ বামপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করেন।

পার্শ্বশূল (পার্শ্ব—শূল তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা) সং, পুং, —ক্লীং, শূলরোগবিশেষ।

পার্শ্বাস্থি (পার্শ্ব—অস্থি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পর্শুকা, পাঁজরা।

পার্ষত (পৃষৎ বিরাটনৃপ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ধৃষ্টদ্যুম্ন। ২। বিং, ত্রিং, বিরাট-নৃপ সম্বন্ধীয়। তী—স্ত্রীং, দ্রৌপদী।

পার্ষদ (পর্ষদ্ সভা+অ(ষ্ণ)—তিষ্ঠত্যর্থে) সং, পুং, পারিষদ, সভাসদ্।

পার্ষ্ণি (পৃষ্ সিক্ত করা+নি—র্ম্ম) সং, পুং, —স্ত্রীং, গুল্ফের অধঃ, গোড়ালি। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। ৩। পৃষ্ঠশত্রু। ৪। পৃষ্ঠদেশ। ৫। জিগীষা। শিং—১ সৈন্যপৃষ্ঠে পুমান্ পার্ষ্ণি পশ্চাৎ পদ জগীষয়োঃ।" ৬। স্ত্রীং, কুন্তী। ৭ উন্মত্তা স্ত্রী।

পার্ষ্ণিগ্রাহ (পার্ষ্ণি সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ—গ্রাহ যে গ্রহণ করে, ২য়া-ষ) সং, পুং, পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু রাজা। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবী। ৩। সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী।

পার্ষ্ণিত্র (পার্ষ্ণি সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ—ত্রৈ রক্ষা করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষাকারী সৈন্য।

পাল (পাল, পা-ণ্ডি রক্ষা করা+অ+(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক। ২। প্রতিপালক। ৩। সং, পুং, দল, সমূহ। ৪। পিক্দান।

পালই (দেশজ) সং, ধান্যের স্তূপ, সতৃণ ধান্যের রাশি।

পালক (পাল, পা-ণ্ডি রক্ষা করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক, পালনকর্ত্তা।

পালখ (পক্ষ শব্দজ) সং, পাখা, ডানা, পুচ্ছ।

পালঙ্ক (পাল রক্ষণ—অঙ্ক যে গমন করে, বা যে দান করে) সং, পুং,—স্ত্রীং, পালং-শাক। বাজপক্ষী।

পালন (পাল, পা-ণ্ডি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রক্ষা, পোষণ। ২। ভরণপোষণ। ৩। সদ্যপ্রসূতা গোরুর ক্ষীর। ৪। সংগীতে —"যে গীত দ্বারা কোমলকণ্ঠ স্ত্রীজাতিরা আপন আপন শিশু সন্তান দিগকে আসক্ত করে তাহাকে পালন বলা যায়।"

পালয়িতা (পালয়িতৃ, পাল, দেখ) তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, পালনকর্ত্তা, পালক।

পালা (পল্লব শব্দজ) সং, পুং, পল্লব। ২। বার, পর্য্যায়। ৩। কালনিরূপণ। ৪। কীর্ত্তন কিম্বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের কিয়দংশ। ৩। বিং, রক্ষিত, পোষা।

পালান (পলায়ন শব্দজ) সং, প্রস্থান। ২। গো-স্তন। (পলায়ন শব্দজ) ভারবাহী পশুদিগের পৃষ্ঠের গদি।

পালাশ (পলাশ পত্র বা এই বৃক্ষ+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, হরিতবর্ণ। ২। পলাশ-বৃক্ষসম্বন্ধীয়। ৩। সং, ক্লীং, তেজপাত।

পালাশখণ্ড (পালাশ পলাশ-বৃক্ষসম্বন্ধীয় ইত্যাদি—খণ্ড দেশ। যে দেশে পলাশবৃক্ষ প্রচুর আছে) সং, পুং, মগধ দেশে, বেহার।

পালি } (পাল্ রক্ষা করা+ই—র্ম্ম, ঈপ্
পালী } —বিকল্পে) সং, স্ত্রীং, রাশি। ২। শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। ৩। প্রান্তভাগ। ৪। প্রদেশ। ৫। খড়্গের তীক্ষ্ণধার। ৬। ক্রোড়। ৭। কোণ। ৮। সেতু। ৯। প্রশংসা-বচন। ১০। হাঁড়ী। ১১। পালা। ১২। ছাত্রদিগের বৃত্তি। ১৩। খোঁড়। ১৪। কেশকীট, উকুণ। ১৫। শ্মশ্রুলা স্ত্রী। ১৭। অতি প্রাচীন ভাষাবিশেষ, বুদ্ধদেব পালী ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। এই ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে।

পালিকা (পালী+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার।

পালিত (পাল, পা-ণ্ডি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রক্ষিত। ২। পোষিত। ৩। বর্দ্ধিত।

পালো (দেশজ) সং, ঔষধবিশেষ। ২। গুঁড়ো।

পালোয়ান (পারস্য) বীর।

পালটন (দেশজ) সং, বদল, পরিবর্ত্তন।

পাল্লা (পারস্য) সং, তৌলকরণের পাত্র, তরাজু।

পাবক (পবিত্র করা+অক(ণক)—ক। সহদেব অগ্নিকে স্তুতি করিতেছেন "আপনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন।" এই জন্যে আপনার নাম পাবক হইয়াছে) সং, পুং, অগ্নি। ২। বৈদ্যুতাগ্নি। ৩। সদাচারী

ব্যক্তি। ৪। বহ্নিময়। চিত্রক। ৬। ভল্লাতক। ৭। বিড়ঙ্গ। ৮। রক্তচিত্রক। ৯। কুসুম্ভ। ১০। বিং, ত্রিং, পবিত্রকারক।

পাবকি (পাবক+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, পাবকপুত্র, কার্ত্তিকেয়। শিং—১ "কথং তং কৃত্তিকাপুত্রমুক্তবান্ তং স্বয়ং গুরুং। কথঞ্চ পাবকিরসৌ কথং বা মাতৃনন্দনঃ।"

পাবন (পূ-ণিচ্=পাবি শুদ্ধকরা+অন—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্র। ২। শোধক, পবিত্রকারক। ৩। (+অন—ভাবে) ক্লীং, পবিত্রীকরণ। ৪। (+অন—ণ)জল। ৫। রুদ্রাক্ষ। ৬। গোময়। ৭। প্রায়শ্চিত্ত। ৮। (+অন—ক) পুং, অগ্নি। ৯। ব্যাসদেব। ১০। সিহ্লক। ১১। পীত। ১২। ভৃঙ্গরাজ। ১৩। বিষ্ণু।

পাবনধ্বনি (পাবন—ধ্বনি শব্দ) সং, পুং, শঙ্খ। ২। পবিত্র শব্দ।

পাবনি (পবন+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, পবনপুত্র, হনুমান্।

পাবনী (পাবন—ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা শিং—১ "ক্ষোণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূর্নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু।" ২। হরীতকী। ৩। তুলসী। ৪ গাভী।

পাশ (পাশি বন্ধন করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, রজ্জু, দড়ি। ২। অস্ত্রবিশেষ। ৩। সূত্র। ৪। ফাঁদ। ৫। (কেশবাচক শব্দের পর প্রযুক্ত হইলে) 'গোছা, সমূহ'। ৬। (কর্ণবাচক শব্দের পর বসিলে) 'সুন্দর'। ৭। ছত্র ভিষক্ প্রভৃতি শব্দের পর থাকিলে 'কুৎসিত'। ৮। (পার্শ্বশব্দজ) সং, পার্শ্ব। —শা (পাশক শব্দজ) সং, অক্ষ, চোপাড়। ২। কর্ণভূষণ।

পাশক (পাশি বন্ধন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, পাশা, অক্ষ।

পাশপাণি } **পাশভৃৎ** } (পাশ রজ্জু—পাণি, ৬ষ্ঠী—হিং। পাশ—ভৃৎ [ভৃ পোষণ করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বরুণ।

পাশব (পশু+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, পশুপাল, পশুসমূহ। ২। বিং, ত্রিং, পশু-সম্বন্ধীয়। [ক্লীং, ঘাস, তৃণ।

পাশবপালন (পাশব—পালন পোষণ) সং,

পাশিত (পাশ রজ্জু+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, পাশযুক্ত। ২। বদ্ধ

পাশী (পাশিন্, পাশ রজ্জু+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বরুণ। ২। ব্যাধ। ৩। যম। ৪। অস্ত্রধারী।

পাশীকৃত (পাশ রজ্জু—কৃত। ঈ(চ্বি)-অভূততদ্ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, পাশবদ্ধ, দড়ি দিয়া বাঁধা

পাশুপত (পশুপতি+অ(ষ্ণ)—প্রং)সং, পুং, পশুপতির উপাসক, শৈব। ২। বকপুষ্প। ৩। বিং, ত্রিং, শিবসম্বন্ধীয়। ৭। ক্লীং, শিবের অস্ত্রবিশেষ। ৫। ব্রতবিশেষ; দ্বাদশীতে একাহার, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ব্রত, চতুর্দ্দশীতে নক্ত ব্রত ও তৎপরদিন উপবাস দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

পাশুপতাস্ত্র (পাশুপত—অস্ত্র) সং, ক্লীং, শিবের ত্রিশূল।

পাশুপাল্য (পশুপাল যে গো মহিষাদি পালন করে+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বৈশ্যবৃত্তি, পশুপালন কর্ম্ম।।

পাশ্চাত্য } **পাশ্চাত্ত্য** } (পশ্চাৎ+য(ষ্ণ্য)—তবার্থে। পশ্চাৎ+ত্যণ) বিং, ত্রিং, পশ্চিমদেশীয়। ২। পশ্চিমদিকস্থ। ৩। পশ্চাৎস্থিত। ৪। সং, পুং, যবন।

পাশ্যা (পাশ—য—প্রং) সং, স্ত্রীং, পাশ সমূহ।

পাষক; সং, পুং, পাদাভরণবিশেষ, পাযুলী। শিং—১ "রত্নপাশকষট্‌কৈশ্চ বিরাজিত পদাঙ্গুলৈঃ।"

পষণ্ড } **পাষণ্ডক** } **পষণ্ডী** } (পাপ—সন্ দান করা+ড—ক, নিপাতন। অথবা পা বেদধর্ম্ম—ষণ্ড নিষ্ফল করা

শিং—১ "পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ •পাশব্দেন নিগদ্যতে। ষণ্ডয়ন্তি তু তং যস্মাৎ পাষণ্ড স্তেন কীর্ত্তিতঃ।" ২য় পক্ষে—কণ্—যোগ। ৩য় পক্ষে—পাষণ্ডিন্, পাষণ্ড+ইন্—স্বার্থে অথবা পাপ—সন+ডিন্—ক) সং, পুং, বেদবিরুদ্ধাচারী, বিধর্ম্মী। ২। বৌদ্ধক্ষপণকাদি। ৩। নাস্তিক। ৪। ধর্ম্মবহিষ্কৃত। ৫। সদাচারভ্রষ্ট। ৬। পামর।

পাষাণ (পিষ্ [মসালা] চূর্ণ করা+আন—ধি) সং, পুং, প্রস্তর, শিলা। ণী—স্ত্রীং, ক্ষুদ্রপাষাণ, বাটখারা।

পাষাণদারক, পাষাণদারণ (পাষাণ প্রস্তর—দারক, দারণ [দার্ বিদারণ করা+অনট্—ণ] যে বিদারণ করে) সং, পুং, পাষাণভেদক অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙি। ২। ক্লীং, বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ।

পাসোরা (দেশজ) সং, বিস্মৃতি, ভ্রম।

পাহাড় (দেশজ) সং, পর্ব্বত, গিরি।

পিজরা (পিঞ্জর শব্দজ) সং, খাঁচা।

পিঁপীড়া, পিপীড়া (পিপীলিকা শব্দজ) সং, কীটবিশেষ।

পিঁপুল (পিপ্পলী শব্দজ) সং, ফলবিশেষ।

পিক—পুং, পিকী—স্ত্রীং (পি অনুকরণ শব্দ—কৈ শব্দকরা+ অ(ড)—ক, ঈপ্) সং, কোকিল, কোকিলা। শিং—১ "কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ। বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥"

পিকদান (যবনভাষা) সং, নিষ্ঠীবনপাত্র।

পিকবন্ধু, পিকবল্লভ, পিকরাগ, (পিক কোকিল—বন্ধু, বল্লভ, রাগ) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

পিকাঙ্গা, সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

পিকানন্দ (পিক কোকিল—আনন্দ, ৭মী—হিং) সং, পুং, বসন্তকাল।

পিকী; সং, স্ত্রীং, (পিক দেখ)।

পিকেক্ষণা (পিক—ঈক্ষণ চক্ষুঃ ৬ষ্ঠী—হিং, আপ্—স্ত্রীং) বিং, ত্রিং, কোকিল-চক্ষুর ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্টা।

পিক্ক (পিক্ অনুকরণ শব্দ—কৈ শব্দ করা +অ(ক)—ক) সং, পুং, হস্তিশাবক। ক্কা—স্ত্রীং, মুক্তাপরিমাণভেদ।

পিঙ্গ (পিন্জ্ রংযুক্তহওয়া+অ (ঘঞ্) ণ) সং, পুং, নীলপীতমিশ্রিতবর্ণ। শিং—১ পিঙ্গো দীপশিখাভঃ স্যাৎ পিঙ্গলঃ পদ্মধূলিবৎ"। ২। মুষিক। ৩। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত। ৪। ক্লীং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ ৫। হরিতাল। ৬। শাবক। ঙ্গা—স্ত্রীং, গোরোচনা। ২। হরিদ্রা। ৩। দুর্গা। ৪। হিঙ্গু। ৫। নাড়ী। ৬। বংশলোচন। ঙ্গী—স্ত্রীং, শমীবৃক্ষ।

পিঙ্গকপিশা (পিঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ—কপিশ মেটিয়া বর্ণ) সং, স্ত্রীং, তৈলপায়িকা।

পিঙ্গচক্ষুঃ (—চক্ষুস্) সং, পুং, কুম্ভীর।

পিঙ্গজট (পিঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ—জট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব।

পিঙ্গল (পিঙ্গ দেখ, অল(অলচ্)—ণ, অথবা পিঙ্গ+ল—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল। ২। নাগবিশেষ। শিং—১ "পিশঙ্গো রোচনা পাণ্ডুঃ কদ্রুঃ কনকপিঙ্গলাঃ।" ৩। নিধিবিশেষ। ৪। মুনিবিশষ। ৫। বানর। ৬। অগ্নি। ৭। নেউল। ৮। বিষবিশেষ। ৯। একাদশ রুদ্রের একজন। ১০। সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক। ১১। মঙ্গলগ্রহ। ১২। বৎসরবিশেষ। ১৩। ক্ষুদ্রপেচক ১৪। ছন্দঃশাস্ত্রকার আচার্য্যবিশেষ; ইঁনি পিঙ্গলনাগ নামে বিখ্যাত। ১৫। পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দোগ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "অথ ছন্দঃশাস্ত্রকর্ত্তুঃ পিঙ্গলাচার্য্যস্য স্তুতিরূপং মঙ্গলং নির্ব্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তয়ে গ্রন্থকৃৎ করোতি।" ১৬। বিং, ত্রিং, কপিলবর্ণযুক্ত। ১৭। লা—স্ত্রীং, দক্ষিণদিগ্গজ বামনের পত্নী। ২। নাড়ীবিশেষ। ৩। বেশ্যাবিশেষ; একদা সঙ্কেতস্থানে প্রিয়জন কর্ত্তৃক বঞ্চিতা হইয়া

নিতান্ত দুঃখে শান্তবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভগবানে মানস ন্যস্ত করিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছিল। ৪। শিংশপাবৃক্ষ।

পিঙ্গললোহ; সং, ক্লীং, পিত্তল, পিতল।

পিঙ্গলিকা (পিঙ্গল+ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, বলাকা, বকশ্রেণী।

পিঙ্গসার; সং, পুং, হরিতাল।

পিঙ্গাস্ফটিক; সং, পুং, গোমেদমণি।

পিঙ্গাক্ষ, পিঙ্গেক্ষণ (পিঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ—অক্ষি, ঈক্ষণ—চক্ষুঃ+অ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। ২। ব্যাধবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, কুমারানুচর মাতৃবিশেষ।

পিঙ্গাশ (পিঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ—আশ [অশ্ ভক্ষণকরা+অ—প্রং] মাংস) সং, পুং, পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। ২। পাঙ্গাশমাছ। ৩। ক্লীং, জাত্যস্বর্ণ। **শী**—স্ত্রীং, নীলিকা।

পিচ (দেশজ) সং, বৃক্ষবিশেষ। ২। ফলবিশেষ।

পিচণ্ড, পিচিণ্ড (অপি নিশ্চয়—চম্ ভক্ষণ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, উদর, পেট, ভুঁড়ি ২। পশুর অবয়ব।

পিচণ্ডিল, পিচিণ্ডল (পিচণ্ড, পিচিণ্ড+—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বৃহৎ উদরযুক্ত, ভুঁড়িওয়ালা।

পিচব্য (পিচু কার্পাস+য—প্রং) সং, পুং, কার্পাসবৃক্ষ।

পিচু (পিচ্ [সৌত্র ধাতু] মূছা+উ চুক্) —র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কার্পাসতুলা। ২। পরিমাণবিশেষ। ৩। অসুরবিশেষ। ৪। কুষ্ঠবিশেষ। ৫। ভৈরব। ৬। শস্যবিশেষ।

পিচুক; সং, পুং, মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ।

পিচুতুল; সং, ক্লীং, তুল বিশেষ।

পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ (পিচু কুষ্ঠবিশেষ—মর্দ্দ [মৃদ্ মর্দ্দনকরা+অ(অন্)—ক) যে মর্দ্দন করে. ২য়া—ষ) সং, পুং, নিম্বগাছ।

পিচুটি (পিঞ্জটশব্দজ] সং, নেত্রমল, দূষিকা।

পিচুল (পিচু কার্পাসতূলা—লা গ্রহণকরা +অ(ড)—ক) সং, পুং, ঝাবুক, ঝাউগাছ। ২। কার্পাস। ৩। জলবায়স।

পিচ্চট (পিচ্চ্ ছেদকরা+অট(অটন্)—ক) সং, ক্লীং, সীসক, সীসা। ২। রঙ্গ, রাং। ৩। পুং, নেত্ররোগবিশেষ।

পিচ্ছ (পিছ্ পীড়নকরা+অ(অন্)—ক) ক্লীং, ময়ূরপুচ্ছ। ২। চূড়া। ৩। পুং, লাঙ্গুল।

পিচ্ছল (পিচ্ছ—অল(কলচ্)—ক) বিং, ত্রিং, পিচ্ছিল।

পিচ্ছলদলা (পিচ্ছিল বৃক্ষ—দল পত্র, পিচ্ছিল=পিচ্ছল) সং, স্ত্রীং, কুলগাছ।

পিচ্ছবাণ; সং, পুং, শ্যেনপক্ষী।

পিচ্ছা (পিচ্ছ্ ভাগকরা+অ(অল্)—র্ম্ম, আপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, ভাতের মণ্ড ২। সর্পের লাল। ৩। পুগবৃক্ষ। ৪। পঙ্ক্তি শ্রেণী। ৫। অশ্বের পায়ের ঘা। ৬। কোষ ৭। মোচা। ৮। শিশুগাছ।

পিচ্ছিকা (পিচ্ছ+ইক—প্রং) সং, স্ত্রীং, পিচ্ছসমূহ। ২। চামরবিশেষ। শিং—› পিচ্ছিকাং ভ্রাময়িত্বা বহুবিধং হাস্যং কৃত্বা ইত্যাদি।

পিচ্ছিল (পিচ্ছা ফেণ+ইল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, হড় হড়ে, পিছলা। ২। পিচ্ছযুক্ত। ৩। সরস ব্যঞ্জনাদি। ০। সূপাদি। ৫। স্নিগ্ধ সূপাদি। ৬। মণ্ডযুক্ত ভাত। ৭। জলযুক্ত ব্যঞ্জন। ৮। পুং, শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। লা—স্ত্রীং, পোতিকা। ২। শিংশপাবৃক্ষ। ৩। শিমূলগাছ। ৪। কোকিলাক্ষ। ৫। বৃশ্চিকাক্ষুপ। ৬। শূলীতৃণ। ৭। অতসী ৮। কচ্বী।

পিচ্ছিলক (পিচ্ছিল দেখ, কণ্—যোগ) সং পুং, ধম্বনবৃক্ষ।

পিচ্ছিলচ্ছদা; সং, স্ত্রীং, উপোদকী।

পিচ্ছিলত্বক্; সং, পুং, নাগরঙ্গ বৃক্ষ। ২ ধম্বনবৃক্ষ।

পিচ্ছিলসার; সং, পুং, মোচরস।

পিছন (দেশজ) সং, পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন। ২। নিবর্ত্তন।

পিছুল, পিছল (পিচ্ছিলশব্দজ) বিং, আঠা-হীন, গড়ানিয়া।

পিঞ্জ (পিন্জ্ আঘাতকরা, বধকরা+অ (+অল্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল কাতর। ২। (+অল্—ণ) সং, ক্লীং, বল, শক্তি। ৩। (অল্—ভাবে) পুং, বধ, হত্যা। ৪। কর্পূরভেদ।

পিঞ্জট (পিন্জ্ মিলিতহওয়া+অট(অটন) —ক) সং, পুং, নেত্রমল, পিচুটী। শিং— ১"দূষীকা দূষিকা দূষিঃ পিঞ্জেটপিঞ্জটা-বপি।"

পিঞ্জন (পিন্জ্ স্পর্শকরা+অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, তুলাফোঁড়া ধনুঃ, ধুনাথারা। ২। (+অনট্—ভাবে) তুলা ফোড়া।

পিঞ্জর (পিঞ্জ্ বাসকরা, পিঙ্গলবর্ণ হওয়া+ অর—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পিঁজরা। ২। স্বর্ণ। ৩। পুং, পীতবর্ণ অশ্ববিশেষ। ৪। (+অর —ণ) পিঙ্গলবর্ণ ৫। পীতরক্তবর্ণ।৬। ক্লীং, হরিতাল। ৭। দেহাস্থিপুঞ্জ। ৮। বিং, ত্রিং, পীত বা পিঙ্গলবর্ণ যুক্ত।

পিঞ্জল (পিন্জ্ বধকরা ইত্যাদি+অল (অচ্)—র্ম্ম) সং, পুং, অতিশয় ব্যাকুল সৈন্যাদি। ২। ক্লীং, হরিতাল। ৩। কুশ-পত্র। ৪। বিং, ত্রিং, পিঞ্জরবর্ণবিশিষ্ট। ৫। ব্যাকুল—স্ত্রীং, কুশান্তর বেষ্টিত প্রাদেশ মাত্র সাগ্র কুশপত্রদ্বয়, পবিত্র। যথা—"অন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদ-লমেবচ। প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ। এতদেব হি পিঞ্জল্যা লক্ষণং সমুদাহৃতং।"

পিঞ্জা (পিন্জ্ হিংসাকরা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, তুলা। ২। হরিদ্রা। ৩। হিংসা। ৪। ছড়ী।

পিঞ্জান (পিন্জ্ দীপ্তিপাওয়া+আন(শান) —ক) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। [স্ত্রীং, পাঁইজ।

পিঞ্জিকা (পিঞ্জি তুলা—কণ্—যোগ) সং,

পিঞ্জূল (পিন্জ্ বধকরা+উল—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, শলিতা।

পিঞ্জূষ (পিন্জ্ পিঙ্গলবর্ণহওয়া+উষ—প্রং) সং, পুং, কর্ণমল, কাণের খোল।

পিঞ্জেট ; সং, পুং, নেত্রমল, পিচুটি।

পিঞ্জোলা ; সং, স্ত্রীং, পাতার শব্দ।

পিট, পিটক (পিট্ মিলিতহওয়া+অ(ক) —ধি, কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, পেটারি চূর্ণ পড়ী প্রভৃতি। ২। ধান্যরক্ষার্থ ডোল। ৩। ত্রিং, বিস্ফোট।

পিটঙ্কোকী ; সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রবারুণী।

পিটঙ্কাস ; সং, পুং, পর্ব্বতোর্ম্মি মৎস্য।

পিটন (দেশজ) আঘাতকরণ, প্রহারকরণ, মারণ, তাড়ন।

পিটলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ২। জলযুক্ত পেষিত তণ্ডুল।

পিটাক (পিট্ সংগ্রহকরা+আক—প্রং) সং, পুং, স্বনামপ্রসিদ্ধ মুনি।

পিটুক (পিট্ সংগ্রহকরা+ক—প্রং। ক—যোগ) সং, স্ত্রীং, দন্তমল, দন্তপিটক, দাঁতের ছাতা।

পিটা (পিষ্টক শব্দজ) সং, পূপ। ১। বিং, আঘাতিত।—লী, জলযুক্ত পেষিত তণ্ডুল। ২। বৃক্ষবিশেষ।

পিট্না (দেশজ) সং, মুগুর, পিটিবার কাষ্ঠ-খণ্ড।

পিঠর, পিঠকর—পুং } (পিঠ ক্লেশ—
পিঠরী—স্ত্রীং, } বা গ্রহণ করা
+অর(করন্)—ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, পাত্র, হাঁড়ি। ২। পেটারি। ৩। পুং, মন্থনদণ্ড।

পিড়ক (পিড় রাশিকরা+অক—প্রং) সং, পুং, কা—স্ত্রীং, ব্রণ, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি।

পিড়া, পিড়ী (পিঠকশব্দজ) সং, বেদী। ২। কাষ্ঠাসন।

পিণ্ড (পিণ্ড্ রাশিকরা+অ(অল্)—র্ম্ম) পুং—ক্লীং, গোলাকৃতি ক্ষুদ্ররাশি, গোল-বস্তু ; যথা—লৌহপিণ্ড। ৩। ডেলা। ৪।

অন্নের ডেলা। "ভীমাপবর্জ্জিতং পিণ্ডমাদত্তে গৃহপালবৎ।" ৫। পিতৃলোকে প্রদেয় বর্ত্তুলাকার খাদ্য সামগ্রীর গ্রাস শিং—১ "পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।" ৬। ৭। মাংস। ৮। ভোজনীয় বস্তু। ৯। গ্রাস। ১০। দেহৈকদেশ। ১১। গৃহৈকদেশ। ১২। বল। ১৩ পুঞ্জ। ১৪। সমূহ। ১৫। গজকুম্ভ। ১৬। ক্লীং, যজুর্ব্বেদীয়দিগের পিতৃদেয় বর্ত্তুল ভক্ষ্যবস্তু। ১৭। খাদ্যদ্রব্য। ১৮। জীবিকা। ১৯। লৌহ। ২০। বিং, ত্রিং, সংহত। ২১। সান্দ্র।

পিণ্ডক (পিণ্ড—কণ্—যোগ) সং, পুং, সিহ্লনাম গন্ধদ্রব্য বিশেষ। ২। পিশাচ। ৩। পিণ্ডালু। ৪। ক্লীং, বোল। ৫। পিণ্ডমূল।

পিণ্ডখর্জ্জুর ; সং, পুং, রী—স্ত্রীং, পিণ্ডিখেজুরের গাছ। ২। পিণ্ডখেজুর।

পিণ্ডদ (পিণ্ড—[দা দানকরা+অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, পুং, পিণ্ডদানকর্ত্তা, যে পিণ্ড দেয়। শিং—১ লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্। (স্মৃতি)। ২। অন্নদাতা।

পিণ্ডপদ ; সং, ক্লীং, অঙ্কবিশেষ। শিং— একীকৃতং রসনিশাকরযুগ্মভুক্তশেষং ততো ভবতি পিণ্ডপদং গৃহস্থ।" ২। পিণ্ডস্থান।

পিণ্ডপাদ (পিণ্ড মাংসপিণ্ড—পাদ চরণ) সং, পুং, হস্তী।

পিণ্ডপুষ্প (পিণ্ড—পুষ্প) সং, ক্লীং, অশোকপুষ্প। ২। জবাফুল। ৩। পদ্মপুষ্প। ৪ তগরপুষ্প।

পিণ্ডল (পিণ্ড [মৃত্তিকা ইত্যাদির] রাশি —লা পাওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং সেতু, সাঁকো।

পিণ্ডস (পিণ্ড অন্নের ডেলা ইত্যাদি—সদ্ গমন করা বা পাওয়া+অ—ক) সং, পুং, ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষারী।

পিণ্ডাভ্র (পিণ্ড গোলাকৃতি বস্তু—অভ্র মেঘ) সং, ক্লীং, করকা, শিল।

পিণ্ডায়স (পিণ্ড সংহত—অয়স্ লৌহ) সং, ক্লীং, ইস্পাত।

পিণ্ডার (পিণ্ড রাশি—ঋ গমন করা+অ (ষঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, ক্ষপণক। ২। গোপ। ৩। মহিষীরক্ষক। ৪। বৃক্ষবিশেষ। ৫। নাগবিবিশেষ। ৬। বলরামের কনিষ্ঠ। ৭। তীর্থবিশেষ। ৮। ক্লীং, শাকবিশেষ। শিং —১ "পিণ্ডারং শীতলং বল্যং পিত্তনাশি রুচিপ্রদম্।"

পিণ্ডালু ; সং, পুং, কন্দগুড়ূচী। ২। পেড়ালু চুপড়ি আলু।

পিণ্ডাবেচা (দেশজ) জাতিবিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করে। গয়াতীর্থে ইহারাই পিণ্ডদানের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেয়।

পিণ্ডি
পিণ্ডিকা
পিণ্ডী } (পিণ্ড সংহত হওয়া+ই—র্ম্ম। যেখানে চক্রদণ্ড সহত হয়) সং, স্ত্রীং, রথাদিচক্রের মধ্যমণ্ডল। ২। চক্রের মধ্যভাগ। ৩। কক্ষা বা জানুর অধঃস্থ মাংসল প্রদেশ, পায়ের ডিম, পার গোছ। ৪। অলাবু। ৫। খেজুর গাছ। ৬। ভক্ষ্যপিণ্ড। ৭। শ্বেতাম্বি। ৮। পীঠ।

পিণ্ডিত (পিণ্ড্ রাশি করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গণিত। ২। গুণিত। ৩। ঘন, সান্দ্র। ৪। সংহত। ৫। পিণ্ডাকৃতীভূত। ৬। পুং, তুরস্ক।

পিণ্ডিল (পিণ্ড রাশি ইত্যাদি+ইল—প্রাং) সং, পুং, সেতু, সাঁকো। ২। গণক।

পিণ্ডী ; সং, স্ত্রীং, পিণ্ডিতগর। ২। অলাবু। ৩। খর্জ্জুরবিশেষ। ৪। জ্ঞান নিরূপণার্থক উপন্যাস। ৫। পিণ্ডিকা, পিণ্ড। শিং—১ "নীতায় তুরগায়াশু ভক্তপিণ্ডীং সুগন্ধিনীম্। দদ্যাৎ পুরোহিতস্তত্র সংমন্ত্র্য শান্তিমন্ত্রকৈঃ।" (পিণ্ডিন্)। বিং, ত্রিং, শরীরী। যথা—লিঙ্গং বিনা যথা পিণ্ডী জয়শ্রীস্তাং বিনা তথা।"

পিণ্ডীতক ; সং, পুং, মদনবৃক্ষ। ২। কণিজ্ঝক।

পিণ্ডীতগর ; সং, পুং, তগর বিশেষ।

পিণ্ডীপুষ্প ; সং, পুং, অশোকবৃক্ষ।

পিণ্ডীর (পিণ্ড গোলাকৃতি বস্তু—ঋ [গমন করা] সমতুল্য হওয়া+অ—প্রং, নিপাতন) সং, পুং, দাড়িম্ববৃক্ষ। ২। হিণ্ডীর। ৩। বিং, ত্রিং, নীরস।

পিণ্ডীশূর (পিণ্ডী গৃহ—শূর বীর) সং, পুং, স্ত্রীবং ভীত অথচ আত্মশ্লাঘাকারী, পরদ্বেষী কাপুরুষ। ২। পিণ্ডী ভোজন—শূর বীর, ৭মী—য) কেবল ভক্ষণবিষয়ে বীর, পেটুক।

পিণ্ডোলি ; সং, স্ত্রীং, ভুক্তসমুজ্ঝিত।

পিণ্যাপ (পিষ্ চূর্ণকরা, পেষণকরা+আক (আকন্)—র্ম, নিপাতন) সং, পুং,—ক্লীং, তিলের খলি। ২। কল্ক। ৩। হিঙ্গু, হিং। শিং—১ "পিণ্যাকং ভক্ষয়িত্বা তু যো বৈ মামুপসর্পতি।" ৪। কুঙ্কুম।

পিতল (পিত্তলশব্দজ) সং, মিশ্রিত ধাতুবিশেষ।

পিতা (পিতৃ, পা [অপত্যকে] পালনকরা+তৃ(তৃচ্)—ক। অন্যভাষার সহিত এই শব্দের সৌসাদৃশ্য দেখ। সংস্কৃত=পিতৃ ; পারশী—পদর্, গ্রীক—পাটর্ ; লাটিন=পাটর্ ; জর্ম্মান - ফাতের ; ইংরাজী=ফাদার) সং, পুং, জনক, বাপ। পঞ্চ পিতৃতুল্য গুরু, যথা—অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অন্যত্র সপ্ত পিতৃতুল্য গুরু যথা—"কন্যদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ।" জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ "২। দ্বিং, মাতা পিতা উভয়।৩। বহুং, চন্দ্রলোকবাসী পিতৃলোক, অগ্নিষ্বাত্ত বর্হিষদ্ সুভাস্বর আজ্যপ উপহূত ক্রব্যাদি সুকালিন্—এই সপ্ত পিতৃলোক।

পিতামহ (পিতৃ+আমহ (ডামহ,—পিতার পিতা অর্থে) সং, পুং, পিতার পিতা। ২। ব্রহ্মা।৩। (ভারতে—দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দক্ষরাজা। হী—স্ত্রীং, পিতার মাতা ঠাকুর মা।

পিতৃক (পিতৃ+কণ্—প্রং,) বিং, ত্রিং, পিতৃ সম্বন্ধীয়। ২। পিতা হইতে প্রাপ্ত। শিং—১ "পৈত্রঞ্চ পিতৃকঞ্চাপি পিত্র্যঞ্চ পিতুরাগতম্"।

পিতৃকল্প ; সং, পুং, পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি বিধান। ২। পিতৃলোকের উৎপত্ত্যাদিজ্ঞাপক গ্রন্থবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, পিতৃতুল্য।

পিতৃকানন (পিতৃ পূর্ব্বপুরুষ—কানন বন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং শ্মশান।

পিতৃকার্য্য—ক্লীং,
পিতৃকৃত্য—ক্লীং,
পিতৃক্রিয়া—স্ত্রীং,
} পিতৃ পূর্ব্বপুরুষ—কার্য্যাদি, ৬ষ্ঠী—সং,শ্রাদ্ধ তর্পণাদি।

পিতৃকুল্যা ; সং, স্ত্রীং, তীর্থবিশেষ।

পিতৃগণ ; সং, পুং, অগ্নিষ্বাত্তাদি সাত।

পিতৃতর্পণ ; সং, ক্লীং, পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে জলদান। ২। পিতৃলোকের তৃপ্তি।

পিতৃগৃহ (পিতৃ মৃতপূর্ব্বপুরুষ বা পিতা —গৃহ ঘর) সং, ক্লীং, শ্মশান। ২। পিত্রালয়।

পিতৃতিথি (পিতৃ পূর্ব্বপুরুষ—তিথি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, অমাবস্যা।

পিতৃতীর্থ (পূর্ব্বপুরুষ—তীর্থ ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, গয়াধাম। ২। হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থান। শিং—১ "অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুত্তমম্।

পিতৃদান (পিতৃ পূর্ব্বপুরুষ—দান) সং, ক্লীং, নিবাপ, শ্রাদ্ধতর্পণাদি, মৃত পিতৃউদ্দেশে অন্নবস্ত্রাদি দান।

পিতৃদিন ; সং, ক্লীং, অমাবস্যা।

পিতৃদৈবত (পিতৃ—দৈবত দেবতা) সং, ক্লীং, মঘানক্ষত্র।

পিতৃপতি (পিতৃ পূর্ব্বপুরুষ—পতি, ৬ষ্ঠী ষ—সং, পুং, যম।

পিতৃপিতা; সং, পুং, পিতামহ।

পিতৃপক্ষ (পিতৃ পিতৃপ্রিয়—পক্ষ, ষং—স) সং, পুং, গৌণাশ্বিন, কৃষ্ণপক্ষ, প্রেতপক্ষ। ২। বিং, ত্রিং, পিতৃকুলজাত।

পিতৃপ্রসূ (পিতৃ পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ—প্রসূ মাতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পিতামহী। ২। সন্ধ্যাকাল, সায়ংকাল।

পিতৃবন্ধু (পিতৃ—বন্ধু জ্ঞাতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পিতার যে কোন ভ্রাতা; পিতার পিতৃস্বস্রীয় মাতৃস্বস্রীয় ও মাতুলপুত্র। শিং— "পিতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবন্ধবঃ।

পিতৃভোজন (পিতৃ—ভুজ্ ভোজনকরা+অন (অনট্)—র্ম্ম) সং, পুং, মাষশ্রাদ্ধ। ২। ক্লীং, পিতৃগণের ভোজন।

পিতৃমান্ (পিতৃমৎ, পিতৃ পিতা+মতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যাহার পিতা বিদ্যমান আছে। মতী—স্ত্রীং, যে কন্যার পিতা বিদ্যমান আছে।

পিতৃযজ্ঞ (পিতৃ পিতৃলোক—যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শ্রাদ্ধ। ২। তর্পণ। শিং—১ "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।"

পিতৃযান (পিতৃ—যান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পিতৃগণের চন্দ্রলোক গমনমার্গ।

পিলোক (পিতৃ—লোক জগৎ) সং, পুং, চন্দ্রলোকস্থিত স্থানবিশেষ। ২। বহুং, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ।

পিতৃবন—ক্লীং, **পিতৃবসতি**—স্ত্রীং, (পিতৃ মৃত পূর্ব্বপুরুষ—বন অরণ্য, বসতি বাসস্থান) সং, শ্মশান।

পিতৃবনেচর (পিতৃবনে—চর্—ভ্রমণকরা—অ(ট)—ক) সং, পুং, শ্মশানবাসী শিব।

পিতৃবর্ত্তী (—বর্ত্তিন্) সং, পুং, রাজাবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং পিতার অনুগত।

পিতৃব্য (পিতৃ+ব্য—তদ্ভ্রাতার্থে সংস্কৃত = পিতৃব্য; গ্রীক = পাট্রোল্; লাটিন = পাট্রুবস্) সং, পুং, পিতার ভ্রাতা, খুড়াদি।

পিতৃসদন (পিতৃ পিতৃগণ—সদ্ অবস্থানকরা+অন(অনট্) ধি) সং, ক্লীং, কুশ।

পিতৃষসা (পিতৃষসৃ, পিতা—স্বসৃ ভগিনী। স=ষ) পিতার ভগিনী, পিসি। শিং—১ মাতৃষসা মাতুলানী পিতৃব্য-স্ত্রী পিতৃস্বসা। শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

পিতৃষস্রেয়, **পিতৃষ্বসেয়**, **পিতৃষস্রীয়** (পিতৃষসৃ পিতার ভগিনী+এয় (ঢেয়), ঈয়(ছীয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, পিসীর পুত্র, পিষতুত ভাই।

পিতৃসন্নিভ; বিং, ত্রিং, পিতৃতুল্য।

পিতৃসূ (পিতৃ ভূত—সূত—সূ উৎপন্ন) সং, স্ত্রীং, সন্ধ্যাকাল। ২। পিতামহী।

পিতৃহূ; সং, পুং, দক্ষিণ কর্ণ। শিং—১ "পিতৃহূর্দক্ষিণঃ কর্ণঃ উত্তরো দেবহূঃ স্মৃতঃ"

পিত্ত (অপি নিশ্চয়রূপে—দো ছেদনকরা, কিংবা দে পালন করা+ত(ক্ত)—ক) সং ক্লীং, শরীরস্থ ধাতুবিশেষ। শি—১ "অভিমন্যোস্ততো ঘোরং যুদ্ধমবর্ত্তত। শরীরস্থ যথা রাজন্! বাতপিত্তকফৈঃ স্ত্রীভিঃ।" ২, "পিত্তএব মুকুটেশ্বরী।"

পিত্তঘ্ন (পিত্ত ঘ্ন [হন্ নষ্টকরা+অ(টক্)—ক] যে বিনাশ করে) বিং, ত্রিং পিত্ত নাশক। ২। সং, ক্লীং, ঘৃত।—ঘ্নী—স্ত্রীং, গুড়ূচী।

পিত্তজ্বর; সং, পুং, পিত্তনিমিত্তক জ্বর, পৈত্তিকজ্বর।

পিত্তদ্রাবী (—দ্রাবিন্, পিত্ত—দ্রু ণিচ্ = দ্রাবি দ্রবকরান+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, জম্বীর।

পিত্তরক্ত; সং, ক্লীং, রক্তপিত্তরোগ।

পিত্তাতিসার; সং, পুং, পিত্তজনিত অতিসার রোগবিশেষ।

পিত্তারি; সং, পুং, পর্পট, ক্ষেতপাপড়া। ২। লাক্ষা। ৩। বর্ব্বর।

পিত্তল (পিত্ত—লা [বর্ণ] গ্রহণ করা+অ(ড) —ক) সং, ক্লীং, তাম্রসীসমিশ্রধাতুবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, পিত্তযুক্ত।

পিত্র্য (পিতৃ+য(ণ্য)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং পিতৃসম্বন্ধীয়। শিং—১ "জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।" ২। পিতৃতঃ প্রাপ্ত, পিতা হইতে প্রাপ্ত। ৩। সং, ক্লীং, পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগ। ৪। মধু। ৫। পুং, পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

পিত্র্যা; সং, স্ত্রীং, মঘা নক্ষত্র। ২। পূর্ণিমা।

পিৎসন্ (পিৎসৎ, পিৎসন্ [পৎ পতিত-হওয়া+সন্—ইচ্ছার্থে] পড়িতে ইচ্ছা-করা+অৎ(—ক) সং, পুং, পক্ষী। ২। বিং, ত্রিং, পতনেচ্ছু।

পিৎসল (পৎ গমনকরা+সল—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, বর্ত্ম, পথ।

পিধান (অপি নিশ্চয়রূপে—ধা [প্রচ্ছন্নতা] ধারণকরা+অন (অনট্)—ভা, অ—লোপ) সং, ক্লীং, আচ্ছাদন, আবরণ। ২। ঢাক্‌নি।

পিধানক (পিধান দেখ, কণ্—যোগ) সং, [পুং, খড়্গকোষ।

পিনদ্ধ (অপি—নহ্ বন্ধনকরা+ত(ক্ত) —র্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। ২। পরিহিত। ৩। আবৃত।

পিনাক (পা [জগৎ] রক্ষাকরা+আক —ক, আ=ই, ন—আগম) সং, পুং—ক্লীং, শিবের ধনুঃ ও বাদ্যযন্ত্র। ইহার ধনুকের ন্যায় আকার। একটী স্থিতি-স্থাপক গুণোপেত যষ্টি তাহার দুই সীমা তন্তুদ্বারা অবনত ভাবে আবদ্ধ। ইহা মহাদেব যুদ্ধকালে শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে বাদন জন্য ব্যবহার করিতেন। শিং—১ "জীর্ণঃ পিনাকঃ। ২। ত্রিশূল। ৩। ধূলিবৃষ্টি।

পিনাকধৃক্ (পিনাকধৃশ পিনাক—ধৃশ্+০ (ক্বিপ)—ক) সং, পুং, শিব।

পিনাকী (পিনাকিন্, পিনাক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিব।

পিন্যাস (অপি—ন্যাস্ [নি—অস্ নিক্ষেপ করা] সুস্বাদকারী মসলায় স্থাপিত ব অর্পিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—র্ম) সং, ক্লীং হিঙ্গু, হিং।

পিপতিষৎ, পিপতিষু (পিপতিষ [পৎ পতিত হওয়া+সন্—ইচ্ছার্থে] পড়িতে ইচ্ছাকরা+অৎ(শতৃ), উ—ক) বিং, ত্রিং, পতনেচ্ছু ২। সং, পুং, পক্ষী।

পিপাসা (পা পানকরা+সন্—ইচ্ছার্থে দ্বিত্ব, অ—ভা) সং, স্ত্রীং, পানেচ্ছা- তৃষ্ণা শিং—১ বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসঃ স্মৃতৌ।"

পিপাসিত, পিপাসু (পিপাসা+ইত—জাতার্থে পিপাস [পা পানকরা+সন্—ইচ্ছার্থে] পান করিতে ইচ্ছাকরা+উ—ক) বিং, ত্রিং, পানেচ্ছু, তৃষ্ণার্ত্ত।

পিপীতক (অপি—পীত+কণ্—যোগ) সং, পুং, এক ব্রাহ্মণের নাম। কী—স্ত্রীং, বৈশাখ শুক্লদ্বাদশীতে কর্ত্তব্য ব্রত। ক্লীং, ব্রতবিশেষ।

পিপীল, পিপীলক—পুং পিপীলী, পিপীকা—স্ত্রীং (পীল[খণ্ডলু-গন্ত] স্তব্ধহ-ওয়া+অ(অন্)—ক, অক(ণক) – প্রং, দ্বিত্ব) সং, পিপীড়া। ২। ক্ষুদেপিপীড়া।

পিপুল (পিপ্পলশব্দজ) সং, পিপ্পলী, উষণা।

পিটা; সং, স্ত্রীং, খাদ্যবিশেষ, গুড়, শর্করা।

পিপ্পল (পা রক্ষাকরা+অল (অলচ্)—ক, নিপাতন) সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ। শিং—১ "অশ্বত্থঃ চলদলঃ পিপ্পলঃ। ২। বন্ধনশূন্য পক্ষী। ৩। ক্লীং, জল। ৪। বস্ত্রখণ্ডবিশেষ।

পিপ্পলক (পিপ্পল+কণ—যোগ) সং, ক্লীং, স্তনের বোঁটা। ২। সূত্র।

পিপ্পলাদ; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

পিপ্পলায়ন, সং, পুং, নৃপবিশেষ।

পিপ্পলি, পিপ্পলী (পিপ্পল দেখ, ই, ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, পিঁপুলগাছ।

পিপ্পলীশ্রেণি, সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।
পিপ্পিকা (প্যায়্‌ বৃদ্ধিপাওয়া+ইক—প্রং নিপাতন) সং, স্ত্রীং, দন্তমল, দাঁতের মলা।
পিপ্লু (অপি নিশ্চয়রূপে—প্লুষ্‌ দগ্ধকরা+উ—প্রং) সং পুং, জটুলচিহ্ন, জড়ুর।
পিলসুজ (পারস্য ফতিলসুজ শব্দের অপভ্রংশ। ফতিল অর্থে শলিতা বা বাঁতী—সোক্তন্‌ জলা) দীপাধার।
পিলুক; সং, পুং, পিলুকনামকবৃক্ষ।
পিলুপর্ণী; সং, স্ত্রীং, মোরটা।
পিয়াজ (পারস্য) সং, পলাণ্ডু, প্যাজ।
পিয়াদা (পদাতিশব্দজ) সং, রাজানুচর, দূত।
পিয়ারা (প্রিয়শব্দজ কি ?) সং, ফলবিশেষ।
পিয়াল, পিয়াল (পীয় [সৌত্রধাতু] তৃপ্ত-করা+আল(আলন্‌)—ক) সং, পুং, রাজাদনবৃক্ষ।
পিরান (পারস্য পৈরাহান্‌ শব্দ, সংস্কৃত পরিধান) পরিচ্ছদ বিশেষ, কামিজ জামা।
পিল্ল (ক্লিন্ন আর্দ্র ইত্যাদি—পিল্ল) বিং, ত্রিং, যাহার চক্ষে পিচুটি পড়িয়াছে, ক্লিন্নচক্ষুঃ।
পিপিকা (পিল্লি ক্লিন্নচক্ষুঃ+কণ্‌-প্রং। হস্তীর চক্ষুঃ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে বলিয়া) সং, স্ত্রীং, হস্তিনী।
পিব (পা পান করা+অ(অন্‌)—ক) বিং, ত্রিং, পানকর্ত্তা।
পিশঙ্গ (পিশ্‌ অবয়বীভূত হওয়া+অঙ্গ (অঙ্গচ্‌)—ক) সং, পুং, ঙ্গা, ঙ্গী,—স্ত্রীং, পিঙ্গলবর্ণ। ২। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত। শিং—১ "পিশঙ্গবিগ্রহঃ।"
পিশঙ্গক (পিশঙ্গ—ক(কণ্‌) স্বার্থে) বিং, ত্রিং, পিঙ্গলবর্ণ। ২। পিশঙ্গ—কৈ প্রাপ্ত হওয়া+অ(ক)-বিষ্ণু।
পিশঙ্গারাতি (পিশঙ্গ বহুরূপ—রাতি ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং বহুধনস্বামী।
পিশঙ্গিত (পিশঙ্গ+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট।
পিশঙ্গিলা (পিশঙ্গগলগ্রাসকয়া—অ (থ) —ক, আপ্‌ স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, পিত্তল।

পিশাচ (পিশিতাশ শব্দজ, পিশিত মাংস—অশ [অশ্‌ ভোজন করা+অ(অন্‌)—ক] যে ভোজন করে, সং, পুং, চী—স্ত্রীং, দেবযোনিবিশেষ, ভূত। শিং—১ "যক্ষ-রক্ষ পিশাচাশ্চ হিমবন্তং (রক্ষন্তি)।" ২। "মথিতে (অরণেঃ) পাদজঙ্ঘে চ পিশাচঃ সম্প্রজায়তে।
পিশাচকী (পিশাচকিন্‌, পিশাচ দেবযোনি বিশেষ+ইন্‌—রক্ষিতার্থে, ক—আগম। এই দেবতার ধনাগার পিশাচ ইত্যাদি কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় বলিয়া) সং, পুং, কুবের।
পিশাচমোচন; সং, ক্লীং, স্বনামখ্যাত তীর্থ বিশেষ। বারাণসী অবন্তী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে এই নামক তীর্থ বিদ্যমান।
পিশিত (পিশ্‌ অবয়বীভূত হওয়া+ত(ক্ত) —র্ম্ম) সং, ক্লীং, মাংস।
পিশিতভুক্‌ (পিশিত মাংস—ভুজ্‌ ভোজন করা+০কিপ্‌ (—ক) বিং, ত্রিং, মাংসভোজী (রাক্ষসাদি)।
পিশিতাশন, পিশিতাশী (পিশিত—অশন [অশ্‌ ভোজনকরা+অন—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ। পিশিতাশিন্‌, পিশিত—আশিন্‌ [অশ্‌ ভোজন করা+ইন্‌(গিন্‌)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মাংসভোজী, (রাক্ষসাদি)।
পিপীল (পিশ্‌ অবয়বীভূত হওয়া+ঈল —প্রং) সং, ক্লীং, মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, মাটির সরা।
পিশুন (পিশ্‌ খণ্ড হওয়া+উন(উনন্‌) —ক) বিং, ত্রিং, ক্রূর, খল। শিং—১ "সম্মুখবর্ত্তী পিশুনঃ প্রপততি পাদয়োর্নিয়তম্‌। সঃ পুনরসম্মুখবর্ত্তী রেফৈবাস্য শিরোবর্ত্তী॥" ২। সূচক, জ্ঞাপক। ৩। পরস্পরের ভেদকারক। শিং—১ "পরস্পরং ভেদশীলে পিশুনো দুর্জনঃ খলঃ।" ৪। চর। ৫। সং, পুং, কাক। ৬। নারদ। ৭। ক্লীং, কুঙ্কুম।

পিষ্ট (পিষ্ চূর্ণ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মর্দ্দিত। ২। চূর্ণিত। ৩। সং, ক্লীং, পিটা। "অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।" ৪। সীসক।

পিষ্টক (পিষ্ট চূর্ণিত তণ্ডুলাদি+ক(কণ্)—বিকারার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, পুপ, পিটা রুটি প্রভৃতি। ২ নেত্ররোগবিশেষ। ৩। ক্লীং, তিলচূর্ণ।

পিষ্টপ পিষ্ঠপ (বিশ্ প্রবেশ করা+অপ (টপক্য)=ধি, নিপাতন) সং, পুং—ক্লীং, ভুবন, জগৎ।

পিষ্টপচন (পিষ্ট পিটা ইত্যাদি—পচন রন্ধন) সং, ক্লীং, পিটাভাজা খোলা, রুটিসেকা তাওয়া।

পিষ্টপাককৃৎ (পিষ্ট—পাক—কৃ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, পিষ্টক পাককর্ত্তা। ২। সং, ক্লীং, পিটাভাজা খোলা।

পিষ্টপাকভৃৎ (পিষ্টপাক—ভৃ ধারণ করা +০(ক্বিপ্—ক) সং, ক্লীং, পিষ্টকপাকপাত্র।

পিষ্টবর্ত্তি ; ক্লীং, পুং, মুদ্গ মসুরাদি চূর্ণ।

পিষ্টসৌরভ (পিষ্ট চূর্ণিত—সৌরভ সুগন্ধ) সং, ক্লীং, চন্দন।

পিষ্টাত পিষ্টাতক (পিষ্ট [গন্ধদ্রব্যাদি] চূর্ণিত —অৎ গমন করা+অ(অন্) —ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, গন্ধচূর্ণ, আবীর। ২। পিটালি।

পিষ্টিক (পিষ্ট+ক(কণ্—সংজ্ঞাতার্থে) সং, ক্লীং, তণ্ডুলচূর্ণভব দ্রবাত্মক বস্তু, পিটালি।

পিষ্টোদক ; সং, ক্লীং, তণ্ডুলচূর্ণমিশ্রিত জল।

পিসী (পিতৃস্বসৃ শব্দজ) সং, পিতার ভগিনী।

পিস্তল (পোর্টুগীজ ভাষা) আগ্নেয় অস্ত্র-বিশেষ।

পিহিত (পিধান দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত। ২। অবরুদ্ধ। ৩। তিরোহিত।

পীঠ (পিঠ্ ক্লিষ্ট হওয়া+অ(ক)—ধি, নিপাতন) সং, ক্লিং, বসিবার আসন, পিঁড়ী চৌকি প্রভৃতি। ২। একান্নটী পীঠস্থা[ন] যে যে স্থানে সতীর মৃত অবয়ব পতি[ত] হইয়াছিল (পরপৃষ্ঠায় পীঠস্থানের তালিক[া] দেখ)। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ে[র] মঠকেও পীঠ বলে। [সহায়বিশেষ

পীঠকেলি ; সং, পুং, পীঠমর্দ্দ, নায়কে[র]

পীঠচক্র ; সং, পুং, আধারশক্তি প্রকৃত্যাদি পীঠদেবতা সম্বন্ধীয় প্রণব মন্ত্রের দ্বার[া] ন্যাসবিশেষ।

পীঠভু ; সং, স্ত্রীং, প্রাকার সমীপস্থ ভূভাগ।

পীঠমর্দ্দ (পীঠ আসন—মদ্ মর্দ্দনকরা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, নায়কের সহায় বিশেষ, কুপিত স্ত্রী প্রসাদন প্রভৃতি তাহার কার্য্য।

পীঠসর্পী (পীঠসর্পিন্, পীঠ আসন—সর্পিন্ [সৃপ্ গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, খঞ্জ, খোঁড়া।

পীঠস্থান ; সং, ক্লীং, যেখানে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছে। ২। পুরাতন দেবালয়।

পীঠাধীশ (সং, পুং, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রধান চারি মঠের চারি অধ্যক্ষ পীঠাধীশ নামে খ্যাত।

পীড়ন (পীড়ি ক্লেশদেওয়া+অন(অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, দুঃখদেওয়া। ২। উচ্ছেদ, বিনাশ। ৩। মর্দ্দন। ৪। শিং—১"গর্ভো-২ভিঘাতবিষমাসনপীড়নাদ্যৈঃ পক্বং দ্রুমাদিব ফলং পততি ক্ষণেন।" ৬। নিপীড়ন। ৬। অভিনব। ৭। সাগ্রহগ্রহণ।

পীড়া (পীড়ন দেখ, অ—ভা) সং, স্ত্রীং, যন্ত্রণা, ব্যথা, ক্লেশ। ২। উচ্ছেদ। ৩। রোগ।৪। (যে মস্তক পীড়ন করে) কিরীট।

পীড়ি (পীঠশব্দজ) সং, কাষ্ঠাসন। ২ বেদী।

পীড়িত (পীড়া+ইত—সংজ্ঞাতার্থে, অথবা পীড় পীড়ন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্লিষ্ট, ব্যথিত, দুঃখিত। ২। পীড়াযুক্ত, রুগ্ন। ৩। উচ্ছিন্ন। ৪। মর্দ্দিত। ৫। সং, পুং, তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রবিশেষ। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, পীড়া।

যে যে স্থানে সতীর শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল সেই একান্নটী পীঠস্থানের তালিকা।

পীঠের সংখ্যা।	অঙ্গের নাম।	যে স্থানে পতিত হয়।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।	পীঠের সংখ্যা।	অঙ্গের নাম	যে স্থানে পতিত হয়।	ভৈরবীর নাম।	ভৈরবের নাম।
১	ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গলার বা হিমালয়ে	কেট্টরী	ভীমলোচন	২৭	ডানকণুই	রণখণ্ডে	বহুলাক্ষী	মহাকাল
২	ত্রিনেত্র	সর্করে	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ	২৮	বামবাহু	বাহুলায়	বাহুলা	ভীরুক
৩	নেত্রাংশ-তারা	তারায়	তারিণী	উন্মত্ত	২৯	ডানবাহু	বক্রেশ্বরে	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
৪	বামকর্ণ	করতোয়াতটে	অপর্ণা	বামেশ	৩০	বামস্তন	জালন্ধরে	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৫	ডানকর্ণ	শ্রীপর্ব্বতে	সুন্দরী	সুন্দরানন্দ	৩১	ডানস্তন	রামগিরি	শিবানী	চণ্ড
৬	নাসিকা	সুগন্ধায়	সুনন্দা	ত্র্যম্বক	৩২	পৃষ্ঠ	বৈবস্বতে	ত্রিপুটা	শমনকর্ম্মা
৭	মনঃ	বক্রনাথে	পাপহরা	বক্রনাথ	৩৩	হৃদয়	বৈদ্যনাথে	নবদুর্গা বা জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৮	বাম গণ্ড	গোদাবরী	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ	৩৪	নাভি	উৎকলে	বিজয়া	জয়
৯	ডান গণ্ড	গণ্ডকীতে	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি	৩৫	জঠর	হরিদ্বারে	ভৈরবী	বক্র
১০	উর্দ্ধদন্ত	অনলে	নারায়ণী	সংক্রুর	৩৬	কোঁক	কোঁকে	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
১১	অধোদন্ত	পঞ্চসাগরে	বারাহি	মহাকদ্র	৩৭	কাঁকালি	কাঞ্চীদেশে	বেদগর্ভা	রুরু
১২	জিহ্বা	জ্বালামুখী	অম্বিকা	বটুকেশ্বর বা উন্মত্ত	৩৮	বামনিতম্ব	কালমাধবে	কালী	অসিতাঙ্গ
১৩	কণ্ঠ	কাশ্মীরে	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যা	৩৯	ডাননিতম্ব	নর্ম্মদায়	সোণাক্ষী	ভদ্রসেন
১৪	গ্রীবা	শ্রীহট্টে	মহালক্ষ্মী	সর্ব্বানন্দ	৪০	মহারুদ্রা	কামরূপে	কামাখ্যাদেবী	রাবানন্দ
১৫	ওষ্ঠ	ভৈরব পর্ব্বতে	অবণ্ডী	নম্রকর্ণ	৪১	বামজানু	মলবে	শুভচণ্ডী	তাম্র.
১৬	অধর	প্রভাসে	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড	৪২	ডানজানু	শ্রোতা	চণ্ডীকা	সদানন্দ
১৭	মর্ম্ম	প্রভাসখণ্ডে	সিদ্ধেশ্বরী	সিদ্ধেশ্বর	৪৩	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তা	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
১৮	চিবুক	জনস্থানে	ভ্রমরী	বিকৃতাক্ষ	৪৪	ডানজঙ্ঘা	নেপালে	মহামায়া বা নবদুর্গা	কপালী
১৯	দ্বিহস্তাঙ্গুলি	প্রয়াগে	কমলা বা কল্যাণী	বেণীমাধব	৪৫	বামপদ	তিরোতা	অমরী	অমর
২০	ডানহস্তার্দ্ধ, বামহস্ত	মানস-সরোবরে	দাক্ষায়ণী	হর	৪৬	ডানপদ	ত্রিপুরায়	ত্রিপুরা	নল
২১	ডানহস্তার্দ্ধ	চট্টগ্রামে	ভবানী	চন্দ্রশেখর	৪৭	ডানপদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম	যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড
২২	বামস্কন্ধ	মিথিলায়	মহাদেবী	মহোদর	৪৮	ডানপদাঙ্গুলিচতুষ্টয়	কালীঘাটে	কালিকা	নকুলেশ
২৩	ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী	শিবা	শিব বা কুমাম্ব	৪৯	বামগুলফ	বিভাকে	ভীমরূপা	কাপালী
২৪	বামমণিবন্ধ	মণিবন্ধে	গায়ত্রী	শঙ্কর বা অর্ব্বান	৫০	ডানগুলফ	কুরুক্ষেত্রে	সম্বরী বা বিমলা	সম্বর্ত্ত
২৫	ডানমণিবন্ধ	মণি-বেদে	সাবিত্রী	স্থাণু	৫১	বামপদাঙ্গুলি	বিন্ধ্যশেখরে	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন

পীড্যমান (পীড়ন দেখ, আন (শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহাকে পীড়া দেওয়া যাইতেছে, বাধ্যমান, ক্লিশ্যমান।

পীত (পা) পানকরা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, হরিদ্রাবর্ণ। ২। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত। ৩। যাহা পান করা হইয়াছে। ৪। (+ক্ত—ক) পানকর্ত্তা। শিং—১"বনায় পীতপ্রতি-বদ্ধবৎসাম্।" (রঘু)। ৫। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, পান।

পীতক (পীত+ক (কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং, হরিতাল। ২। কুঙ্কুম। ৩। অগুরু। ৪। পদ্মকাষ্ঠ। ৫। কুসুমফুল। ৬। পিত্তল। ৭। মাক্ষিক। ৮। পীতচন্দন। পুং, নন্দিবৃক্ষ। ৯। পীতশাল। ১০। শ্যোনাকবৃক্ষ। ১১। হরিদ্রাবৃক্ষ। ১২। অশোকবৃক্ষ। ১৩। অব্যক্ত রাশির সংজ্ঞাবিশেষ। ১৪। রাক্ষস-বিশেষ।

পীতকদলী; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণকদলী, চাঁপা-কলা। পীতকন্দ; সং, ক্লীং, গর্জর, গাঁজর।

পীতকাষ্ঠ; সং, ক্লীং, পীতচন্দন।

পীতকাবের (পীত হরিদ্রাবর্ণ—কাবের সামান্য আকৃতি বা বস্ত্র) সং, ক্লীং, কুঙ্কুম। পিত্তল।

পীতচম্পক (পীত হরিদ্রা রং—চম্প চাঁপা ফুল+কণ্—সাদৃশ্যার্থে। চাঁপাফুলের বর্ণের ন্যায় বলিয়া) সং, পুং, প্রদীপ, দীপ। ২। পীতবর্ণ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ।

পীততুণ্ড (পীত—তুণ্ড ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কারণ্ডব পক্ষী।

পীততৈল; সং, স্ত্রীং, জ্যোতিষ্মতী লতা ২। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

পীতদারু (পীত হরিদ্বর্ণ—দারু কাষ্ঠ) সং, ক্লীং, দেবদারু, সরল। ২। পীতবর্ণ চাঁপা-ফুলের গাছ।

পীতদুগ্ধা (পীত যাহা পানকরা হইয়াছে—দুগ্ধ। বৎস কর্তৃক যাহার দুগ্ধপান করা হইয়াছে) সং, স্ত্রীং, ধেনুষ্যা, দোহনার্থ বদ্ধগাভী।

পীতধড়া (পীত পীতবর্ণ—ধড়া ধটী শব্দজ) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রাবর্ণ জীর্ণবস্ত্রখণ্ড।

পীতপর্ণী (পীত হরিদ্রাবর্ণ—পর্ণ পত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং বিছাটীগাছ।

পীতন (পীত হরিদ্রা রং—নী পাওয়া+অ—প্রং) সং, ক্লীং, কুঙ্কুম। ২। হরিতাল। ৩। পুং, আমড়া গাছ। ৪। দারুহরিদ্রা।

পীতপাদা (পীত—হরিদ্রা রং—পদ চরণ) সং, স্ত্রীং, শারিকা পক্ষিণী।

পীতপাণি (পীত—পাণি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, রোগভেদে পীতবর্ণ হস্ত বিশিষ্ট। শিং—১ "মার্জ্জারে নিহতে চৈব পীতবর্ণঃ প্রজায়তে।"

পীতপুষ্প (পীত হরিদ্রাবর্ণ—পুষ্প ফুল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চম্পকবৃক্ষ ২। কর্ণি কারবৃক্ষ।

পীতবালুকা (পীত হরিদ্রাবর্ণ—বালুকা বালি, ধূলি) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা।

পীতবীজা; সং, স্ত্রীং, মেথিকা।

পীতমুদ্গ (পীত হরিদ্বর্ণ—মুদ্গ মুগ) সং, পুং, মুদ্গবিশেষ, সোনামুগ।

পীতমূলক (পীত—মূলক মূলা) সং, ক্লীং, মূলবিশেষ, গার্জ্জর, গাজোর।

পীতযূথী; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণযূথী।

পীতরক্ত; সং, স্ত্রীং, পুষ্পরাগমণি।

পীতরাগ (পীত—রাগ রং) সং, পুং, পীতবর্ণ ২। কিঞ্জল। [পীতবর্ণবিশিষ্ট।

পীতল (পীত+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং,

পীতলক (পীতল হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, পিত্তল, পিতল।

পীতসার (পীত হরিদ্রারং—সার স্থিরাংশ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, চন্দন ২। হরিচন্দন। ৩। গোমেদমণি। ৪। পুং, চন্দনবৃক্ষ।

পীতা (পীত+আ—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা। ২। গোরোচনা। ৩। মহাজ্যোতি-ষ্মতী। ৪। কপিলশিংশপা। ৫। প্রিয়ঙ্গু। ৬। অতিবিষ।

পীতাঙ্গ (পীত—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং,

পীতবর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, শ্যোনাক বৃক্ষ।

পীতাব্ধি (পীত [যৎকর্তৃক] পানকরা হইয়াছে, অব্ধি সমুদ্র। বেত্রাসুরের নিধনে, তদীয় সহচর কালেয়গণ দেবগণের ভয়ে দিবসে সমুদ্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিত। নিশাকালে বহির্গত হইয়া আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়ন করিত। অর্ণববাসনিবন্ধন দেবগণ তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া জলধি শোষণ করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি গণ্ডূষ দ্বারা সমুদ্র পান করিয়াছিলেন বলিয়া, ৩য়া—হিং) সং, পুং, অগস্ত্যমুনি।

পীতাম্বর, পীতবাসাঃ (পীত—অম্বর বস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং। পীতবাসস্, পীত—বাসস্ বস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। শিং—১ "ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং পীতাম্বরং সুন্দরম্।" (কৃষ্ণধ্যান)।

পীতারুণ (পীত—অরুণ, দ্বং—স) সং, পুং, পীত ও অরুণবর্ণ। ২। বিং, ত্রিং, পীত ও অরুণবর্ণযুক্ত।

পীতাশ্মা (পীতাশ্মন্) সং, পুং, পুষ্পরাগমণি।

পীতি (পা পানকরা+তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং পান। ২। (+ক্তি—ধি) শুণ্ডিকালয়। (+তি—ক) পুং, অশ্ব, ঘোটক, ঘোড়া।

পীতিকা ; সং, স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা।

পীতী (পীতিন্, পীত ঘৃতাদিপান+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

পীতু (পা রক্ষাকর+তুন্—ক) সং, পুং, (রশ্মি দ্বারা জলপান করেন বলিয়া) সূর্য্য। অগ্নি। ৩। যূথপতি

পীতুদারু ; সং, পুং, উড়ুম্বর।

পীথ (পা পানকরা+থ (থক্)—সংজ্ঞার্থে। আ=ঈ) সং, পুং, সূর্য্য। ২। অগ্নি। ৩। কাল। ৪। ক্লীং, জল। ঘৃত।

পীথি ; সং, পুং, ঘোটক।

পীন (প্যায় বৃদ্ধিপাওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্থূল, মোটা। ২। প্রবৃদ্ধ। ৩। সম্পন্ন।

পীনস (পীন মোটা—সো নাশকরা+অ—(ড)—ক) সং, পুং, নাসিকারোগবিশেষ, পীনাসরোগ।

পীনসী (পীনসীন্ পীনস্+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, ত্রিং, যাহার পিনাস রোগ আছে।

পীনোঘ্নী (পীন স্থূল—উধস্ গোস্তন, ঈপ্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, স্থূলস্তনী গবী, স্থূলপালানযুক্ত ধেনু। [বিং, ত্রিং, হিংসাশীল।

পীয়ত্নু (পীয় হিংসাকরা+ত্নু—ক, শীলার্থে)

পীয়ু (পী পানকরা+উ (কু)—ক) সং, পুং, কাল। ২। কাক। ৩। সূর্য্য।

পীযূষ (পীয়্ [সৌত্রধাতু] তৃপ্তকরা+ঊষ্—(ঊষন্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, অমৃত, সুধা। ২। পুং, ক্লীং, নবপ্রসূতা গাভীর সপ্তদিন মধ্যে অভিনব দুগ্ধ।

পীযূষমহস, পীযূষরুচি (পীযূষ অমৃত—মহস, রুচি=দীপ্তি। যাঁহার কিরণ অমৃতময়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র।

পীলক (পীল্ রোধকরা+অক—প্রং) সং পুং, পিপীলিকা, পিপীড়া।

পীলা (প্লীহাশব্দজ) সং, রোগবিশেষ।

পীলু (পীলক দেখ, উ—ক) সং, পুং, পুষ্প। ২। পরমাণু। ৩। হস্তী। ৪। কীটবিশেষ। ৫। বৃক্ষবিশেষ ৬। অস্থিখণ্ড। ৭। বাণ। ৮। তালকাণ্ড।

পীবা (পীবন্, প্যায়্ বা পৈ্য বৃদ্ধিপাওয়া +বন্ (কনিপ্)—ক) সং, পুং, বায়ু। ২। বিং, ত্রিং, পীন্ স্থূল। ৩। বলিষ্ঠ। বা—স্ত্রীং, উদক।

পীবর (পীবা দেখ, বর (ষরচ্)—ক) বিং, ত্রিং, স্থূল। ২। বলিষ্ঠ। পুং, তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঋষি বিশেষ।

পীবরস্তনী (পীবর স্থূল—স্তন, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, স্থূলস্তনযুক্তা নারী। ২। পীনোঘ্নী।

পুংপ্রভব (Male progenitor) পিতৃক ও মাতৃক উৎপাদয়িতা ; যথা—পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি, মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি।

পুংযোগ ; সং, পুং, পুরুষ যোগ। শিং—১ "লক্ষ্মীঃ পুংযোগমাশংস্থঃ।"

পুংরাশি ; সং, পুং, মেষ, মিথুন, সিংহাদি বিষমরাশি।

পুংলিঙ্গ (পুং পুম্‌স্‌শব্দজ—লিঙ্গ চিহ্ন, অথবা লিঙ্গ [লিন্‌গ ব্যক্ত করা + অ(অনট্‌) —ক] যে ব্যক্ত করে, ২য়া—ষ, সং, পুং, পুরুষবাচক শব্দ। ২। ক্লীং, পুং-চিহ্ন।

পুংবৃষ (পুম্‌স্‌ পুরুষ—বৃষ ষাঁড়) সং, পুং, গন্ধমূষিক, ছুঁচা। ২। ষাঁড়। ৩। পুংগব।

পুংশ্চলী (পুমস্‌ পুরুষ—চল্‌ গমন করা + অ(অন্‌)-ক, ঈপ্‌) সং, স্ত্রীং, ব্যভিচারিণী, বেশ্যা ; অসতী, ভ্রষ্টা-স্ত্রী। শিং, ১ "অহো কো বেদ ভুবনে দুর্জ্ঞেয়ং পুংশ্চলীমনঃ।"

পুংশ্চিহ্ন (পুম্‌স্‌ পুরুষ—চিহ্ন) সং, ক্লীং, শিশ্ন, পুরুষোপস্থ।

পুংসন্ততি (পুম্‌স্‌—সন্ততি) সং, স্ত্রীং, পুত্র-সন্তান।

পুংসবন (পুম্‌স্‌ পুরুষ—সূ প্রসবকরা + অন (অনট্‌)—ণ) সং, ক্লীং, গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারবিশেষ। ২। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ ; অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্‌ হইতে, স্বামীর আদেশ লইয়া এ ব্রত করিতে হয়।

পুংস্কামা (পুং পুরুষ—কম্‌-ণিঞ = কামি কামনা করা + অ(অন্‌—ক, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, পুরুষসঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী।

পুংস্কোকিল ; সং, পুং, পুরুষ কোকিল। শিং—১ "পুংস্কোকিলরুতেনৈব।"

পুংস্ত্ব (পুম্‌স + ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব। ২। পুংলিঙ্গতা। ৩। শুক্র, বীর্য্য।

পুঁজ (পূয শব্দজ) সং, স্ফোটকাদিনির্গত ক্লেদ, দুষ্টরক্ত।

পুঁজী (দেশজ) মূলধন, সঞ্চয় ২। ঐশ্বর্য্য।

পুঁটলী (দেশজ) সং, গাঁঠ্‌রী, বস্ত্রাবৃতদ্রব্য-সমূহ।

পুঁটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। ২। ছোট বালিকা।

পুকুর (পুষ্করিণীশব্দজ) সং, সরোবর, জলাশয়।

পুক্কশ, **পুক্কষ**, **পুক্কস** (পুক্‌ কুৎসিত—কশ + অন্‌—ক, অথবা পু পুণ্য—কু [কুৎসিত] লুপ্ত—কস্‌ গমন করা + অ(অন্‌) ক, নিপাতন) সং, পুং, চণ্ডাল, চাঁড়াল। শিং—১ "নৃপায়াং শূদ্রসংসর্গাজ্জাতঃ পুক্কশ উচ্যতে।" ২। (+অন্‌—খি) শবরালয়। ৩। বিং, ত্রিং, অধম, নীচ। সী—স্ত্রীং, কণিকা। ২। নালী। ৩। পুক্কশস্ত্রী, চণ্ডালী।

পুঙ্খ (পুম্‌স্‌ - খন্‌ খোঁড়া + অ(ড)—ক) সং, পুং, বাণের পক্ষযুক্তস্থান। ২। মূল।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সবিশেষ বিবেচনা।

পুঙ্গ (পুম্‌স্‌ = গম্‌ গমন করা + অ(ড)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, রাশি, সমূহ।

পুঙ্গল (পুম্‌স্‌—গল্‌ + অ—প্রং) সং, পুং, আত্মা, জীব।

পুঙ্গব (পুম্‌স্‌—গো + অ, ষং—স, সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়। ২। ঋষভৌষধ। (কোন শব্দের পর থাকিলে) শ্রেষ্ঠ ; যথা—মুনিপুঙ্গব।

পুঙ্গবকেতু (পুঙ্গব বৃষ - কেতু ধ্বজা, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, বৃষধ্বজ, শিব।

পুছন (জিজ্ঞাসার্থপ্রচ্ছ্‌ধাতুজ) সং, প্রশ্নকরণ।

পুচ্ছ (পিচ্ছ্‌ পীড়ন করা + অ(ক)—ক) সং, পুং, ক্লীং, লাঙ্গুল, লেজ। ২। পশ্চাদ্ভাগ। [সং,পুং,বৃশ্চিক।

পুচ্ছকণ্টক (পুচ্ছ—কণ্টক, ৬ষ্ঠী - হিং)

পুচ্ছটি (পুচ্ছ দেখ, অটি—প্রং) সং, স্ত্রীং, আঙুল মট্‌কান।

পুচ্ছাঙ্কুর (Veodela) টাইটন্ জীব, ইহারা ঈষৎ পুচ্ছবিশিষ্ট টীকৃটিকীর সদৃশ।

পুচ্ছাঙ্কুরিত (পুচ্ছ + অঙ্কুরিত) বিং, ত্রিং, যে সকল জীবের অল্পমাত্র লাঙ্গুল থাকে।

পুচ্ছী (পুচ্ছিন্, পুচ্ছ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কুক্কুট। ২। অর্কবৃক্ষ। ৩। বিং, ত্রিং, লাঙ্গুলবিশিষ্ট।

পুঞ্জ (পুম্‌স্—জন্ জন্মান+অ(ড)—ক) সং, পুং রাশি, স্তূপ সমূহ। [২। রাশীকৃত।

পুঞ্জিত (পুঞ্জ+ইত) বিং, ত্রিং, রাশীভূত।

পুঞ্জিষ্ঠ (পুঞ্জ রাশি—স্থ [স্থা থাকা+অ (ড)—ক] যে কিম্বা যাহা থাকে) বিং, ত্রিং, রাশীকৃত।

পুট (পুট্ সংলগ্নহওয়া+অ(ক)—র্ম্ম) সং, ত্রিং, আবরণ। ২। খাপ। ৩। পত্র হস্ত ওষ্ঠ বা চক্ষুর পাতাদ্বারা কৃত পাত্র। ৪। অঞ্জলি। ৫। কৌটা। ৬। খোলবার পাত্র। ঔষধপাক-পাত্র। ৭। মুচি। ৮। পত্রাদি রচিত পাত্র, ঠোঙ্গা। ৯। যুগ্ম। ১০। পুং, ক্লীং, অশ্বের খুর।

পুটক (পুট দেখ, ক—স্বার্থে। অথবা পুট—ক [কৈ প্রকাশ করা+অ(ড)—ক] যে প্রকাশ পায়) সং, ক্লীং, পদ্ম। ২। পত্রাদি নির্ম্মিত পাত্র। ৩। ঠোঙ্গা।

পুটকিত (পুটিত দেখ) বিং, ত্রিং, আবদ্ধ, আবৃত; যথা—

"পুটকিত শিরজট, বিঘটিত সুবিকট,
লটপট কমঠ ভুজঙ্গে।" (অন্নদা)।

পুটকিনী (পুটক+ইন্—সমূহার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ, পদ্মযুক্তদেশ, পদ্মলতা।

পুটগ্রীব (পুট পরস্পর সংযোজন—গ্রীবা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, তাম্রগুণ্ড ২। গর্গরী, গাড়ু।

পুটপাক (পুট—পাক রন্ধন) সং, পুং, গোময়াদির ঠুসীতে ঔষধাদি-পাক। শিং—১ "অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া।"

পুটভেদ (পুট পরস্পর সংযোজন—ভেদ ভেদন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, নদীর বক্রগতি। ২। নগর। ৩। বীণা।

পুটভেদন; সং, ক্লীং, পত্তন, নগর, পুর।

পুটিকা; সং, স্ত্রীং, এলাচ্।

পুটাপুটিকা (অগ্রে পুট অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পশ্চাৎ অপুটিকা) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বে সংশ্লিষ্টা পশ্চাৎ অসংশ্লিষ্টা।

পুটিত (পুট+ইত—সংজাতার্থে। অথবা পুট+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, যুক্ত করযুগল, অঞ্জলি। ২। হাতের খোড়ল। ৩। আদি এবং অন্তে মন্ত্রবিশেষ (ওঁ রাম ওঁ) দ্বারা পুটকারতাপ্রাপ্ত। ৪। বিং, ত্রিং, গ্রথিত। ৫ পাটিত। ৫। আবৃত।

পুটী (পুট+ঈ—স্ত্রীলিঙ্গে, সং স্ত্রীং, কৌপীন। ২। আচ্ছাদন। ৩। পত্রাদিরচিত পুষ্প-পাত্র, ঠোঙ্গা। ৪। পানের দোনা।

পুটোটজ (পুট আবরণ—উটজ গৃহ) সং, ক্লীং, শ্বেতছত্র।

পুটোদক (পুট আবরণ—উদক জল, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, নারিকেলগাছ।

পুড়ন (দেশজ) সং, দহন, জ্বলন।

পুড়াশূর (পিণ্ডীশূর শব্দজ কি?) সং, পুং, দেবতাবিশেষ।

পুণ্ড (পুণ্ড্ পীড়নকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, তিলক, ফোঁটা।

পুণ্ডরীক (পুণ্ড্ পীড়ন করা, কেহ বলেন শোভনকরা+ অরীক—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, শ্বেতপদ্ম। ২। শ্বেতছত্র। ৩। ঔষধ বিশেষ। ৪। পুং, অগ্নিকোণের হস্তী। ৫। নৃপবিশেষ। ৬। কুরুবংশীয় নলের পুত্র। ৭। কুরুক্ষেত্রনিবাসী ব্রাহ্মণতনয়। ৮ সর্পবিশেষ। ৯। ব্যাঘ্রবিশেষ। ১০। কোষকারবিশেষ। ১১। হস্তিজ্বর। ১২। সহকার। ১৩। শুভ্রবর্ণ। ১৪। কুষ্ঠরোগ। শিং—১ "শ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীক-পলোপমম্।"। ১৫। মেদিনীপুর। ১৬। কমণ্ডলু। ১৭। দমনবৃক্ষ। কী—স্ত্রীং,

বশিষ্ঠের কন্যা, প্রাণের পত্নী। ২। একটী অপ্সরা।

পুণ্ডরীকাক্ষ (পুণ্ডরীক শ্বেতপদ্ম—অক্ষি চক্ষুঃ+অ, ৬ষ্ঠী—হিং। মহাভারতে—পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরম স্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়। বাসুদেব পরম স্থানে বাস করেন ও তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়াছে) সং, পুং, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, পদ্মচক্ষুঃ। শিং—১"ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ।"২ "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

পুণ্ডরীয়ক ; সং, ক্লীং, স্থলপদ্ম।

পুণ্ডর্য্য (পুণ্ড্‌ রোগ নষ্টকরা, ক্ষয়করা+অর্য্য—প্রং) সং, ক্লীং, নেত্ররোগনিবারিকা ভৈষজ্যলতাবিশেষ।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক (পুণ্ড্‌ পীড়নকরা+রক্‌—র্ম্ম। কণ্‌—যোগ) সং, পুং, পুঁড়ি আক। ২। দৈত্যবিশেষ। ৩। তিলক, ফোঁটা। ৪। চিত্র। ৫। কৃমি। ৬। মাধবীলতা। ৭। দেশবিশেষ, গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ। ৮। তিলকবৃক্ষ। ৯। হ্রস্বপ্লক্ষ। ১০। পুং—বহং, তদ্দেশীয় লোক।

পুণ্ড্রকেলি (পুণ্ড্র ইক্ষু—কেলি ক্রীড়াসাধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হস্তী, গজ।

পুণ্য (পুণ্‌ ধার্ম্মিক হওয়া, সৎকর্ম্ম করা +য—ভা, র্ম্ম। অথবা পূ শুদ্ধ করা +য—ক, ণ—আগম, হ্রস্ব। যে পবিত্র করে। অথবা পূ+ডুণ্য—ক) সং, ক্লীং, ধর্ম্ম, সুকৃত। শিং—১ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" ২ "পুণ্যজিতালোকঃ ক্ষীয়তে।" (শ্রুতি)। ২। (পুণ্য+অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পবিত্র, নিষ্পাপ। ২। পুণ্যবান্‌। ৪। নির্ম্মল। ৫। মনোজ্ঞ। ২। —স্ত্রীং, তুলসী। শিং—১ "পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনীমহে।

পুণ্যক (পুণ্য—ক [কৈ বিস্তার করা+অ (ক)—ক] যে বিস্তার করে) সং, ক্লীং, পুণ্যার্থ উপবাসাদি। ২। ব্রতবিশেষ। পার্ব্বতীদেবী এই ব্রত করিয়া বিষ্ণু হইতে অভিন্ন গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। ৩। (যাঁহার স্মরণমাত্র পুণ্যসঞ্চার হয় বলিয়া) সং, পুং, বিষ্ণু।

পুণ্যকর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্মন্‌, পুণ্য—কর্ম্মন্‌ কর্ম্ম, ম্বং—স) সং, ক্লীং, পুণ্যজনক কার্য্য।

পুণ্যকর্ম্মা (পুণ্যকর্ম্মন্‌, পুণ্য কর্ম্মন্‌ কর্ম্ম, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পুণ্যকর্ম্মকারী।

পুণ্যকাল ; সং, পুং, সূর্য্যাদির রাশিবিশেষ। প্রবেশ নিবন্ধন যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয়, পুণ্যজনক কাল।

পুণ্যকীর্ত্তন (পুণ্য—কীর্ত্তন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।" ২। ক্লীং, পুণ্যকথন। ৩। বিং, ত্রিং, পুণ্যজনক কীর্ত্তনকারক।

পুণ্যকীর্ত্তি (পুণ্য—কীর্ত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পুণ্যকীর্ত্তিবিশিষ্ট। ২। সং, স্ত্রীং, পবিত্র কীর্ত্তি।

পুণ্যকৃৎ (পুণ্য—কৃৎ [কৃ করা+০ (ক্বিপ্‌) —ক] যে করে। যে পুণ্য কর্ম্ম করে, ২য়া —য অথবা পুণ্য—কৃ করা+০(ক্বিপ্‌)—ক, ভূতকাল) হিং, ত্রিং, পুণ্যকর্ম্মকারী, ধার্ম্মিক। শিং—১ "পুণ্যকৃচ্চাটুকারস্তে কিঙ্করঃ সুরতেষু কঃ॥" ২। যে পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন।

পুণ্যক্ষেত্র ; সং, ক্লীং, পুণ্যভূমি, আর্য্যাবর্ত্ত।

পুণ্যগন্ধ (পুণ্য পবিত্র—গন্ধ) সর, পুং, চম্পক বৃক্ষ, চাঁপা ফুলের গাছ।

পুণ্যগন্ধি (পুণ্য—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পবিত্রগন্ধযুক্ত।

পুণ্যজন (পুনি পবিত্রতা—অজন যে জন্মায় না। যে পবিত্রতা জন্মায় না, ২য়া—য। অথবা—এখানে বিরুদ্ধ লক্ষণা—অর্থাৎ ইহারা কি পুণ্যজনক? না) সং, পুং, রাক্ষস। ২। যক্ষ। ৩। (পুণ্য—জন লোক, ম্বং—স) ধার্ম্মিক। ৪। দশ প্রাচেতসাঃ পুত্রাঃ সন্তঃ পুণ্যজনাঃ স্মৃতাঃ।"

পুণ্যজনেশ্বর (পুণ্যজন যক্ষ—ঈশ্বর প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, যক্ষরাজ, কুবের।

পুণ্যজিত (পুণ্য—জিত, ৩য়া—ষ) সং, পুং, চন্দ্রলোকাদি।

পুণ্যতৃণ; সং, পুং, শ্বেত তৃণ।

পুণ্যদর্শন (পুণ্য—দর্শন, যাহার দর্শনে পুণ্য জন্মে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দেবপ্রতিমাদি। ২। চাষপক্ষী।

পুণ্যনামা (—নামন্) সং, পুং, কুমারানুচর বিশেষ।

পুণ্যভাক্ (পুণ্যভাজ্, পুণ্য—ভাক্ [ভজ্, সেবাকরা+০ (বিণ)—ক] যে ভজনা করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পুণ্যশালী।

পুণ্যভূ, পুণ্যভূমি (পুণ্য—ভূ, ভূমি, ষং—স) সং, স্ত্রীং, আর্য্যাবর্ত্ত, হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী দেশ।

পুণ্যরাত্র (পুণ্য—রাত্রি, ৭মী—হিং) সং, পুং, পুণ্যরাত্রি।

পুণ্যলোক (পুণ্য ধর্ম্ম—লোক জগৎ) সং, পুং, যে জগতে পাপের লেশমাত্রও নাই, স্বর্গ, দেবলোক। ২। ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

পুণ্যবান্ (পুণ্যবৎ পুণ্য+বতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধার্ম্মিক। ২। ভাগ্যবান্।

পুণ্যশকুন; সং, ক্লীং, পুণ্যস্থান পক্ষী, ময়ূর হংস সারস প্রভৃতি। শিং—১"ময়ূরাঃ পুণ্যশকুনাঃ হংসসারসচাতকাঃ।"

পুণ্যশ্লোক (পুণ্য পবিত্র—শ্লোক যশঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পবিত্রচরিত্র। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। ৩। যুধিষ্ঠির। ৪। নলরাজা। কা—স্ত্রীং, দ্রৌপদী। ২। সীতা। শিং—১ পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

পুণ্যাত্মা (পুণ্যাত্মন্, পুণ্য—আত্মন্ আত্মা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক।

পুণ্যাহ (পুণ্য পবিত্র—অহন্ দিন+ ষ, ষং—স) সং, ক্লীং, পবিত্র দিন। (জমীদারেরা বৎসরের প্রথম দিনকে পুণ্যাহ বলেন)। শিং—১ "পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহমিতি ত্রিঃ।"

পুণ্যোদকা, সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ তাহার রূপ অতিপবিত্র।

পুতিকা; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রমধুমক্ষিকাবিশেষ।

পুৎ (পু পবিত্র করা+০(ক্বিপ)—ক) সং, পুং, নরকবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, কুৎসিত।

পুত্তলক (পুত্তল+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, পর্ণাদি নির্ম্মিত—শবপ্রতিমূর্ত্তি পর্ণনর।

পুত্তলি
পুত্তলী
পুত্তলিকা (পুত্র+লি (লী)—কৃত্রিমার্থে, ক—স্বার্থে; অথবা পুত্ত+অ (অল্)—ভাবে—লা দানকরা, গ্রহণ করা+ই(ড)—ক) সং, স্ত্রীং, পুতুল। শিং—১ "পুত্তলীং মৃণ্ময়ীং কৃত্বা দীপাদিভিরলঙ্কৃতাম্।

পুত্তিকা (পুং অব্যক্তশব্দ—তন্ বিস্তারকরা +(ড)—ক, কণ—স্বার্থে। অথবা পুত্র +অক(ণক)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মধুমক্ষিকা। ২। উইপোকা।

পুত্র, পুত্র (পু পবিত্রকরা+ত্র—সংজ্ঞার্থে। যে পিতামাতাকে পবিত্র করে। পুং নরকবিশেষ—ত্রৈ ত্রাণ করা+অ (ড)—ক। যে পুৎনামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে, ৫মী—ষ। শিং—১"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।" ২ "পুত্রস্ত্রাণাৎ পুত্র ইতি শ্রুতিঃ।" ৩ "নরকং পুদিতি খ্যাতম্।") সং, পুং, তনয়, সুত, বেটাছেলে। ঔরসাদি ১২ প্রকার তনয়; যথা—ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ, গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্। কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা, স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ। ত্রী—স্ত্রীং, কন্যা (দ্বিবচনান্ত হইলে) পুত্র ও কন্যা।

পুত্রক, পুত্রক (পুত্র+কণ্—স্বার্থে) সং বিং, পুত্র। শিং—১ "রাজপুত্র চিরঞ্জীব মাজীব মুনিপুত্রক।" ২। স্নেহপাত্র। ৩ শরভ। ৪ ধূর্ত্ত। ৫। বৃক্ষবিশেষ। ৬। পর্ব্বতবিশেষ। ৭। পতঙ্গক। ৮। অঙ্গু-

কম্পান্বিত জন। ত্রকা, ত্রিকা—স্ত্রীং, কন্যা। ২। দত্তা কন্যা। ৩। পুত্তলিকা। ৪। অলক্তকপত্রিকা।

পুত্রকাম (পুত্র—কমঃ ক্রি—কামি কামনা করা+অ(অন্)—ক) বিং,ত্রিং,পুত্রাভিলাষী।

পুত্রকাম্যা (পুত্র+কাম্য (কাম্যচ্)+অ—ভা) সং, স্ত্রীং, নিজের পুত্র বাঞ্ছা।

পুত্রঘ্নী (পুত্র—হন্ নাশকরা+অ(টক্)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, সুশ্রুতোক্ত যোনি-রোগবিশেষ। শিং—১ "স্থিতং স্থিতং হন্তি গর্ভং পুত্রঘ্নী রক্তসংস্রবাৎ ."

পুত্রজীব (পুত্র গর্ভ—জীব জীবনদায়ক,৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, জীয়াপুতের গাছ।

পুত্রদা ; সং স্ত্রীং, বন্ধ্যা কর্কটী।

পুত্রদাত্রী ; সং, স্ত্রীং, বন্ধ্যাদোষনাশিনী, মালবে প্রসিদ্ধ লতাবিশেষ।

পুত্রভদ্রা ; সং, স্ত্রীং, বৃহজ্জবতী লতা।

পুত্রবল (পুত্র+বল—অস্ত্যর্থে] বিং, ত্রিং, পুত্রবান্, যাহার পুত্র আছে।

পুত্রবান্) পুত্রবৎ, পুত্র+বৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে বিং, ত্রিং, যাহার পুত্র আছে।

পুত্রসূচ (পুত্র—(পাণ্ডুলিপি দেখ) প্রসধতঃ +০ কি ন (ক্তি,—ক) সং, স্ত্রীং, পুত্র প্রসবকর্ত্রী। শিঃ—১ "পুত্রস্বা পুণ্যভূমিঃ স্যাদ্ধনস্থঃ পুত্রিকাপ্রসূঃ।

পুত্রাচার্য্য (পুত্র—আচার্য্য ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পুত্রের নিকট অধ্যয়নকারী ব্যক্তি। ২। (৬ষ্ঠী—ষ) পুত্রের অধ্যাপক।

পুত্রিক (পুত্র+ক(কণ)—অস্ত্যর্থে, ই—আ-গম, বিং, ত্রিং, পুত্রযুক্ত।

পুত্রিকা (পুত্র+কণ—স্বার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, কন্যা। শিং—১ 'পুত্রিকায়াং কৃতায়ান্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।" দত্তা কন্যা। ৩। পুত্তলিকা। ৪। অলক্ত-পুত্রিকা।

পুত্রিকাপুত্র (পুত্রিকা কন্যা—পুত্র) সং, পুং, দৌহিত্র। ২। দত্তা কন্যারূপ পুত্র।

পুত্রিকাভর্ত্তা (পুত্রিকাভর্ত্তৃ, পুত্রিকা ভর্ত্তা স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কন্যার স্বামী জামাতা, জামাই।

পুত্রী (পুত্রিন্, পুত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে , বিং, ত্রিং,পুত্রবান্, পুত্রযুক্ত। শিং—১ "জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ।" ২। স্ত্রীং, কন্যা। ত্রিণী—স্ত্রীং,পুত্রবতী। শিং—১"সর্ব্বা-সামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।"

পুত্রীয় (পুত্র+ঈয় (ণীয়)- সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পুত্রসম্বন্ধীয়। শিং—১ "ধন্যং যশস্যং পুত্রীয়মায়ুষ্যং বিজয়ায় চ ।" ২। "পুত্র-নিমিত্তকা। য়া—স্ত্রীং, ইষ্টিবিশেষ।

পুত্রীয়ন্ (পুত্রীয়ৎ, পুত্রীয় [পুত্র+ঈয়—আপনার পুত্র ইচ্ছার্থে] আপনার পুত্র ইচ্ছাকরা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, যে আপনার পুত্র ইচ্ছা করে, আত্মপুত্রেচ্ছু।

পুত্রেষ্টি }
পুত্রেষ্টিকা } (পুত্র—ইষ্টি [যজ্ দেবপূজা করা+তি(ক্তি)—ধি] যাগ। পুত্রনিমিত্ত যে যজ্ঞ; ৪র্থী—ষ। ২য় পক্ষে+কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, পুত্র জননার্থ যজ্ঞবিশেষ। শিং—১ "গৃহীত্বা পঞ্চ-বর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিং প্রথমং চরেৎ।"

পুদ্গল (পূর[পূর পূরণ করা+অ(অন্—ক] যে পূর্ণ করে—গল [গল্ গলিত হওয়া +অ(অন্)—ক] যে ক্ষয় করে, নিপাতন) সং, পুং, বৌদ্ধমতে—দ্ব্যণুকাদি পদার্থ ২। পরমাণু। শিং—১ "পূরণাদ্ গলনাদ্দেহে পুদ্গলাঃ পরমাণবঃ।" ৩। আত্মা। ৪। শরীর। ৫। (পুৎ কুৎসিত—গল,৫মী—হিং বিং, ত্রিং, সুন্দর, সুশ্রী।

পুনঃপুনঃ (পুনঃপুন, পুন্ পরে বলা +অর্—প্রং, দ্বিত্ব) অং,বারংবার মুহুর্মুহুঃ।

পুনঃপুনা (পুনর্ পুনর্ব্বার+পূ পবিত্র করা +নক্—ক। পুনর্, দ্বিত্ব, এই নদীর বক্র-গতি হেতু এই নাম হইল) সং, স্ত্রীং, বেহারের অন্তর্গত নদীবিশেষ। "কীকটেষু গয়াপুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।

পুনর্ (পুন্ পরে বলা+অং—অণ,অ,অ প্রথম।

২। দ্বিতীয়বার। ৩। অবধারণ। ৪। অধিকার। ৫। ভেদ। ৬। পক্ষান্তর। শিং—১ সেতুঃ কিং মূর্খ বধ্যতে। গঙ্গামোঘহঃ-র্য্যাভিঃ সিকতাভিঃ কদা পুনঃ।

পুনরসু (পুনর্—অসু প্রাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পুনর্জ্জাত।

পুনরাগত (পুনর্ আগত যে আসিয়াছে) বিং, ত্রিং, প্রত্যাগত, যে পুনর্ব্বার আসিয়াছে।

পুনরাগমন; সং, ক্লীং, প্রত্যাগমন। শিং —১ "সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ

পুনরাধান; সং, ক্লীং, শ্রৌত ও স্মার্ত্তাগ্নির পুনর্ব্বার আধান। শিং—১ "পুনর্দার-ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ।" (মনু)।

পুনরাবর্ত্ত (পুনর—আবর্ত্ত ঘূর্ণন) সং, পুং, পুনরাগমন। ২। ঘূর্ণন ৩। পুনর্জ্জন্ম।

পুনরাবর্ত্তী (পুনরাবর্ত্তিন, পুনর্—আবৃত প্রত্যাগত হওয়া+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ইহলোকে বারংবার আগমনশীল। শিং—১ "আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (গীতা)।

পুনরুক্তজন্মা(পুনরুক্তজন্মন্ পুনর্ দ্বিতীয়বার —উক্ত কথিত—জন্মন্ জন্ম ৬ষ্ঠী হিং,) সং, পুং, দ্বিজাত ব্রাহ্মণ।

পুনরুক্তবদাভাস (পুনর্—উক্ত—বং—আভাস) সং, পুং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ, যে স্থলে ভিন্নাকার একার্থবোধক দুই বা বহু শব্দ প্রযুক্ত হইলে আপাততঃ পুনরুক্তির ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিভিন্ন অর্থের প্রতীতি হয়।

পুনরুক্তি (পুনর্—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, উক্তের পুনঃ কথন, যাহা একবার উক্ত হইয়াছে তাহা পুনরায় বলা।

পুনরুৎপত্তি, সং, স্ত্রীং, উৎপন্ন বস্তুর পুনর্ব্বার উদ্ভব।

পুনরুৎসৃষ্ট; সং, পুং, পশুবিশেষ, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভার বহনে অক্ষম পশু।

পুনরুজ্জীবিত (পুনর্ -উৎ—জীবিত) বিং, ত্রিং, পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত।

পুনর্জ্জন্ম (পুনর্জ্জন্মন্) সং, পুং, ক্লীং, পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ। শিং—১ "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" (গীতা)।

পুনর্নব (পুনর্ পক্ষান্তর—নব নূতন ইহার ছেদনেও পুনর্ব্বার নূতন হয়) সং, পুং, নখ, নখর। বা—স্ত্রীং, শোথনাশক শাকবিশেষ।

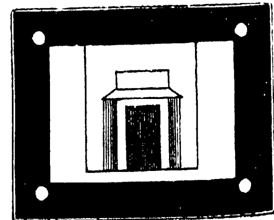
পুনর্ভব (পুনর্—ভব [ভূ হওয়া+অ(অন) —ক] যে হয়। ছেদন করিলেও পুনর্ব্বার হয়) সং, পুং, কররুহ, নখ। ২। (পুনর্—ভূ হওয়া+অ(অল্)—ভাবে) পুনর্জ্জন্ম। ৩। বিং, ত্রিং, পুনর্ব্বার জাত।

পুনর্ভবী (পুনর্ভবিন্, পুনর্ পক্ষান্তর—ভব যে হয়+ইন—অস্ত্যর্থে। দেহান্তরে পুনরায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া) সং, পুং, আত্মা।

পুনর্ভূ (পুনর্—ভূ হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক। যে একবার অন্যের হইয়া পুনর্ব্বার অন্যের হয়) সং, স্ত্রীং, বিধবা হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। ২। অন্যপূর্ব্বা নারী। শিং —১ "পুনরক্ষতযোনিস্থাদুহ্যতে যা যথাবিধি, সা পুনর্ভূঃ।" ৩। বিং, ত্রিং, পুনর্জ্জাত।

পুনর্যাত্রা; সং, স্ত্রীং, নিবৃত্তযাত্রা, প্রত্যাগমন, জগন্নাথ দেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা, উল্টা-রথ; দ্বিতীয়া হইতে নবম দিনে দশমীতে ইহা কর্ত্তব্য। শিং—১ "পুনর্যাত্রা বিধাতব্যা তথৈব নবমেঽহনি।"

পুনর্ব্বসু (পুনর্—বসু বাসস্থান। প্রাণী সকল পঞ্চত্ব পাইয়া যাহাতে বাস করে) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। শিব। ৩। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত সপ্তম নক্ষত্র।



পুনর্ব্বসু (নক্ষত্র)

ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। ইহাতে জন্ম হইলে প্রভূতমিত্র, শাস্ত্রে যত্নশীল, দাতা ও প্রতাপবান্ হয়। ৪। কাত্যায়নমুনি। ৫। নৃপবিশেষ।

পুনান (পূ পবিত্র করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্রকারক।

পুন্নাগ (পুম্‌স—নাগ হস্তী, য়—স) সং, পুং, শ্বেত-হস্তী। ২। শ্বেতোৎপল। ৩। নরশ্রেষ্ঠ। ৪। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৫। [যে পুন্নাগের ন্যায়] নাগকেশরবৃক্ষ।

পুন্নাট; সং, পুং, চক্রমর্দ্দবৃক্ষ।

পুন্নামা ('পুং' এই নাম যার) সং, পুং, নরকবিশেষ।

পুপ্‌ফুল্ (ফুল্ বিকসিত হওয়া, নিপাতন) সং, পুং, উদরস্থ বায়ু।

পুপ্‌ফুস্, **পুপ্‌ফুস্** (স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া+অস্(অসচ) —ক, নিপাতন) সং, পুং, পদ্ম বীজাধার। ২। বীজকোষ। ৩। ফুস্‌ফুস-ফুল্‌কা।

পুমান্ (পুম্‌স্, পা রক্ষা করা+উমস্ (ডুমস্) —ক, সংজ্ঞার্থে। যে কুলাদি রক্ষা করে) সং, পুং, পুরুষ। ২। মনুষ্য। ৩। পুংলিঙ্গমাত্র। শিং—১ "যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।"

পুম্বৎ (পুম্‌স্+বৎ—প্রং) পুং, পুরুষের ন্যায়। ২। পুংলিঙ্গের ন্যায়।

পুর্ (পুর্ অগ্রে অগ্রে গমনকরা+০(ক্বিপ্) =পা) সং, স্ত্রীং, নগরী।

পুরঃসর (পুরস্ অগ্র—সর [সৃ গমনকরা+ অ(অন্)—ক] যে গমন করে। যে অগ্রে গমন করে) বিং, ত্রিং, অগ্রসর। ২। পরিচয়।

পুর (পৄ পূর্ণ করা+ক(ক)-ধি। যেখানে দ্রব্যাদি পুরিত হয়) সং, ক্লীং, গৃহ, ভবন। ২। গৃহোপরিস্থ গৃহ। ৩। (আত্মারগৃহ বলিয়া) শরীর। ৪। চর্ম্ম। ৫। (যে স্থানে বিদেশীয় বণিকেরা পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করে) ক্লীং, রী—স্ত্রীং, নগর, নগরী। ৬। ক্লীং পাটলীপুত্র। ৭। পুষ্পগর্ভ। ৮। পুং, গুগ্‌গুলু। ৯। বিং, ত্রিং, পূর্ণ। ১০। প্রচুর।

পুরঞ্জন (পুর দেহ—জন্ জন্মান+অ(খ) —ক, যে উৎপন্ন হয়) সং, পুং, আত্মা, জীব। শিং—১ "পুরুষং পুরঞ্জনং বিদ্যাৎ যদ্‌ব্যনক্ত্যাত্মনঃ পুরম্।" নী—স্ত্রীং, তদধিষ্ঠানরূপা বুদ্ধি।

পুরঞ্জয় (পুর নগর—জি জয়করা+অ(খশ) —ক) সং, পুং, শিব। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ; ইনি বিকুক্ষির পুত্র, অপর নাম ককুস্থ। ৩। সৃঞ্জয়ের পুত্র। ৪। বিন্ধ্যশক্তি যবনের পুত্র। ৫। বিং,ত্রিং, পুরজেতা।

পুরঞ্জর; সং, পুং, বাগান। ২। কুক্ষি।

পুরজিৎ (পুর ত্রিপুরাসুর—জিৎ[জি জয়করা +০(ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, শিব। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

পুরজ্যোতিঃ (পুরজ্যোতিস, পুর—প্রচুর জ্যোতিঃ কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি।

পুরট; সং, ক্লীং, সুবর্ণ।

পুরণ (পৄ পূর্ণ করা+অন(অনট্—ক) সং, পুং, সমুদ্র।

পুরতটী (পুর—তটী তীর, প্রান্ত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, হাট। ২। ক্ষুদ্র গ্রাম।

পুরতঃ (পুরতস্, পুর+তস্)অতসুক্)—ক) অং, অগ্রে, সন্মুখে। শিং—১ "পুরতস্তস্থে প্রতস্থিরে।" ২ "তস্যৈতদাশ্রমপদং পুরতো বিভাতি।"

পুরদ্বার (পুর—দ্বার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, নগরদ্বার। ২। বাটীর দ্বার।

পুরদ্বিট্ (পুরদ্বিষ্, পুর অসুরপুর—দ্বিষ্ নষ্টকরা+০ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, শিব, ত্রিপুরারি।

পুরন্দর (পুর অসুরপুর—দৄ বিদারণ করা+ অ(খশ্)—ক) সং, পুং, ইন্দ্র। ২। চৌর। শিং—১ "সমাংসমীনা যদি পাকশালা সমাংসমীনা দশ ধেনবঃ স্যুঃ। পুরন্দরস্যা-

বিষয়ং যদি স্যাৎ পুরন্দরস্যাপি পুরং ন যাচে।" ৩। বিষ্ণু। "আদিদেবঃ পুরন্দরঃ।" ৪ ক্লীং, চব্য, চই। রা—স্ত্রীং, গঙ্গা।

পুরন্দরমিশ্র; সং, পুং, ইহাঁরই নাম জগন্নাথ মিশ্র। ইনি চৈতন্যদেবের পিতা।

পুরন্ধ্রী—স্ক্রী(পুরং গৃহকে—ধৃ ধরা+অ (খ)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পতিপুত্রবতী স্ত্রী, গৃহিণী। শিং—১"গৃহে গৃহে বাগ্রপুরন্ধ্রিবর্গম্।"

পুরপাল (পুর দেহ বা নগর—পাল রক্ষক, ২য়া—ষ) সং, পুং, দেহপালক জীব। ২। নগরপাল।

পুরভিদ্ (পুর ত্রিপুরাসুরপুর—ভিদ্ ভেদ করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, মহাদেব।

পুরমথন (পুর ত্রিপুরাসুর—মথ পীড়নকরা +অন(অনট্)—ক) সং, পুং, শিব।

পুরমার্গ; সং, পুং, নগরমার্গ।

পুরমালিনী; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পুরয়; সং, পুং, নৃপবিশেষ।

পুররক্ষ (পুর—রক্ষ্ রক্ষাকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, নগররক্ষক, চৌকিদার।

পুরলা (পুর+অল(কলচ্)—ক, সংজ্ঞার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

পুরবাসী (পুরবাসিন্; পুর—বস্ বাসকরা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, নগরবাসী।

পুরশাসন (পুর—শাস্ শাসনকরা+অন (অনট্)—ক) সং, পুং, মহাদেব।

পুরশ্চরণ (পুরস্ চর্ আচরণকরা—অন অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র সিদ্ধ হইবার জন্য তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্র, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধনের দ্বারা পূজা। শিং—১"জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।" ২ পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

পুরশ্ছদ; সং, পুং, তৃণবিশেষ, উলু।

পুরস্ (পূর্ব্বে+অস্পূর্ব্বস্থানে পুর্) অং, "পূর্ব্ব দিকে দেশে বা কালে। ২। পূর্ব্বে। ৩। প্রথমে। ৪। অগ্রে, সম্মুখে।

পুরসংস্কার (পুর—সংস্কার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দুর্গ সংস্কার, দুর্গের মেরামত।

পুরস্কার—পুং } (পুরস্—কার, ক্রিয়া
পুরস্ক্রিয়া—স্ত্রীং } করণ। প্রথমে বা সম্মুখে করা) সং, সম্মান, পূজা, আদর, অভ্যর্থনা। ২। স্বীকার। ৩। পারিতোষিক দান। ৪। অগ্রেকরণ। ৫। অভিষেক।

পুরস্কৃত (পুরস্—কৃ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) +বিং, ত্রিং, সম্মানিত। ২ পূজিত। ৩। প্রস্তুত। সম্মুখে স্থাপিত। ৫ অভিষিক্ত। ৬। স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। ৭। গৃহীত। ৮। অবলম্বিত। অপবাদিত। ৯ শত্রুগ্রস্ত।

পুরস্তাৎ (পুর+স্তাং—প্রং)অং, পূর্ব্বদিকে দেশে বা কালে; যথা—পুরস্তাং সূর্য্য উদেতি। ২। প্রথমকালে; যথা—পুরস্তাদ্ভুংক্তে। ৩। সম্মুখে।

পুরস্ত্রী; সং, স্ত্রীং, নগরবাসিনী স্ত্রীলোক।

পুরহা (পুর—হন্ বধকরা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, মহাদেব। ২। বিষ্ণু।

পুরা (পৃ পূর্ণকরা+আ—প্রং, অথবা পুর+অ(ক)—ক, আপ্) অং, পূর্ব্বকালে। ২। প্রথমে। ৩। পুরাবৃত্ত। ৪। নিকটে। ৫। ভবিষ্যৎ বা অতীত কালে। ৬। পশ্চাৎ। ৭। পুরাণ।

পুরাকল্প (পুরা পুরাণ—কল্প, মং—স) সং, পুং, পুরাতন কল্প। ২। অর্থবাদবিশেষ।

পুরাকৃত (পুরা—কৃত করা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বকালকৃত(পুণ্যাদি), প্রারব্ধকর্ম্ম। শিং—১ "অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তিপুণ্যং পুরাকৃতং।"

পুরাগ (পুরা—গ [গম্ গমনকরা+অ(ড)—ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বগামী।

পুরাগত (পুরা—গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বতনকালীন।

পুরাণ (পুরা পূর্ব্বকালে+ন—ভবার্থে। অথবা পুরা—নী লওয়া+অ(ড)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত—এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত-

ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ, বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্।" ২। পুরাণ অষ্টাদশ ; যথা ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড। ৩। ১৬ পণ, ১ কাহণ। "ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চ নাসীন্ন দ্যৌরাসীদিত্যাদিকং, জগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতং পুরাণম্" ৪। বিং, ত্রিং, প্রাচীন, পুরাতন। ৫। অনাদি ; (বিষ্ণু বা ঈশ্বরই একমাত্র আদিতে ছিলেন, তখন এ চরাচরে কিছুই ছিল না। এইজন্য ইহাঁকে পুরাণ বলা যায় ; যথা—"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।"

পুরাণগ (পুরাণ—গ [গম্ গমনকরা+অ (ড)—ক] যে গমন করে) সং পুং ব্রহ্মা। ২। পরমাত্মা। ৩। (গৈ গমনকরা+অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, পুরাণগায়ক।

পুরাণপুরুষ (পুরাণ+পুরুষ, যং—স) সং, পুং, বিষ্ণু, আদিপুরুষ। ২। বৃদ্ধ।

পুরাতন (পুরা+তন ষ্টন)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রাচীন। ২। অনাদি। শিং—১ "নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্। সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নে পুরাতনে।"

পুরাধ্যক্ষ (পুর—অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নগরাধিকৃত। ২। অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ অর্থাৎ কঞ্চুকী। সচরাচর সৎকুলোৎপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। শিং—"বৃদ্ধঃ কুলোদ্ভবঃ শক্তঃ পিতৃপৈতামহঃ শুচিঃ। রাজ্ঞামন্তঃপুরাধ্যক্ষঃ বিনীতশ্চ তথেষ্যতে।"

পুরারি (পুর অসুরপুর—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, শিব।

পুরার্দ্ধবিস্তর (পুর নগর—অর্দ্ধ—বিস্তর বিস্তৃতি) সং, পুং, নগরের অংশ। ২। উপনগর। ৩। অস্ত্রবিশেষ।

পুরাবতী ; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পুরাবসু (পুরা পূর্ব্ব—বসু দেবতাবিশেষ) সং, পুং, ভীষ্ম।

পুরাবিৎ (পুরাবিদ্, পুরা পূর্ব্ব—বিৎ [বিদ্ জানা+০ (ক্বিপ)—ক] যে জানে। যে পূর্ব্ব বিষয় জানে) সং, পুং, পূর্ব্বজ্ঞ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বকালের বিবরণ জানে। ২। পণ্ডিত। ৩। বৃদ্ধ।

পুরাবৃত্ত (পুরা পূর্ব্ব—বৃত্ত অতীত। পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে। স্বামী বলেন বৃত্ত চরিত্র) সং, ক্লীং, পূর্ব্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস।

পুরাসাহ (পুর শত্রুপুর—সহ্ সহ্য, পরাভব করা+অ (ষণ্)—ক, সং, পুং, শত্রুপুরবিঘাতক ইন্দ্র। [৬ষ্ঠী—য) সং,পুং,শিব।

পুরাসুহৃদ্ (পুর অসুরপুর—অসুহৃদ্ শত্রু,

পুরী (পুর—ঈপ) সং, স্ত্রীং, উড়িষ্যার একটী পুণ্যক্ষেত্র। সুপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম-তীর্থ। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মহাতীর্থ অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে সুবৃহৎ মন্দিরে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এবং অন্যান্য দেব দেবী বিরাজমান। পুরীধামের সর্ব্বত্র দেবমন্দির। লোকনাথ শিব ও শঙ্করাচার্য্য রামানুজ মধ্বাচার্য্য বল্লভাচার্য্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়িক-উপাসকগণের অসংখ্য দেবমন্দির বিরাজমান। এখানে অন্নবিচার নাই। জগন্নাথের প্রসাদ হইলে সর্ব্ববর্ণই সর্ব্ববর্ণের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে। ২। সন্ন্যাসীদের উপাধিবিশেষ। ৩। নগরী। ৪। ভবন। ৫। দেহ।

পুরীতৎ (পুরী শরীর—তৎ [তন্ বিস্তার করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে বিস্তার করে। যে শরীরকে বিস্তার করে, ৭মী—য) সং, পুং,—ক্লীং, অন্ত্র, আঁতড়ি।

পুরীততি (পুরী শরীর—ততি [তন বিস্তার করা+তি (ক্তি)—ক] যে বিস্তৃত হয়) সং, স্ত্রীং, নাড়ীবিশেষ।

পুরীমোহ (পুরী সহর—মোহ মুগ্ধকরণ) সং, পুং, ধুতুরা।

পুরীষ (পৃ পালন করা+ঈষ (ঈষন্)—ক, সংজ্ঞার্থে। যে বৃক্ষাদির মূল পালন করে) সং, ক্লীং, বিষ্ঠা, মল। শিং—১ "কিং কদাচিৎ পক্ষিপুরীষে স্বুবর্ণমুৎপদ্যতে।" (পঞ্চতন্ত্র)। ২, "দক্ষিণামুখ উৎসর্গং কুর্য্যা-মূত্রপুরীষয়োঃ।" (পুরীষণ শব্দেও বিষ্ঠা হয়)।

পুরীষাধান (পুরীষ—আ-ধা ধারণ করা +অন অনট্) ধি) সং, ক্লীং, দেহস্থ পুরী-ষাশয় স্থান।

পুরীষী (পুরীষিন, পুরীষ জল+ইন্—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, জলযুক্ত।

পুরু (পৃ পূরণ করা+উ(কু)—ক, বিং, ত্রিং, প্রচুর, অধিক। ২। সং, পুং, যযাতিরাজার কনিষ্ঠ পুত্র; ইনি শর্ম্মিষ্ঠা-গর্ভ-সম্ভূত। পিতার জরাগ্রহণ করিয়া ইনি রাজ্যের অধিকারী হন; কুরু-পাণ্ডব ইঁহার বংশো-দ্ভব। ৩। নৃপবিশেষ (Porus ; আলেক্জন্দারের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়। ৪। দৈত্যবিশেষ। ৫। দেবলোক। ৫। পরাগ। ৭। স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পুরুকুৎস ; সং, পুং মান্ধাতার পুত্রবিশেষ। ইঁহার মানসী কন্যা নর্ম্মদা ঋষিশাপে নদীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরুকুৎসব ; সং, পুং, দৈত্যবিশেষ। শিং —১ "ইন্দ্রো বিপশ্চিদ্দেবানাং তদ্রিনঃ পুরুকুৎসবঃ।" সানী—স্ত্রীং, তৎপত্নী।

পুরুজ ; সং, পুং, ভরতবংশীয় নৃপবিশেষ।

পুরুজিৎ , সং, পুং, নৃপবিশেষ। ইনি অর্জ্জু-নের মাতুল।

পুরুদ (পুরু প্রচুর—দা দান করা+অ(ড) —ক) সং, ক্লীং, স্বুবর্ণ।

পুরুদংশক (পুরু অধিক—দংশক যে দংশন করে) সং, পুং, হংস।

পুরুদংশাঃ (পুরুদংশস্ পুরু দৈত্যবিশেষ —দংশন্ [দনশ্ দংশন করা+অস—ক] যে দংশন করে। যিনি পুরুকে দংশন অর্থাৎ বধ করে, ২য়া—য) সং, পুং, ইন্দ্র।

পুরুদ্রুহ (পুরু—দ্রুহ্ অনিষ্ট করা+০ (ক্বিপ্—ক) বিং, ত্রিং, অধিক দ্রোহ-কারক। ২। ইন্দ্র।

পুরুধা (পুরু বহু+ধা (ধাচ্)—প্রকারার্থে) অং, বহু প্রকারে।

পুরুভোজাঃ (পুরুভোজস্, পুরু অধিক—ভুজ ভোজন করা+অস্ (অসুন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রচুরভোজী, যে অনেক ভো-জন করিতে পারে। ২। পুং, মেষ।

পুরুমিত্র ; সং, পুং, মহারথ নৃপবিশেষ। ২। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ।

পুরুরবাঃ (পুরুরবস্) সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ।

পুরুরাবা (পুরুরাবন্) বিং, ত্রিং, বহুবিধ ফলদাতা।

পুরুষ } (পৃ [বল] পূরণ করা+উষ(কুষণ)
পূরুষ } ক। অথবা পৃ পালন করা+ উষণ—ক। যে পালন করে। কিম্বা পুরু দেহ—শী শয়ন করা+অ(ড)—ক) সং পুং, পুমান্, মনুষ্য, নর। ২। পুংজাতীয়। ৩। (পুর শরীর—বস্ বাস করা+অ (ক,—ক, সংজ্ঞার্থে যে শরীরে বাস করে। কেহ বলেন যে শরীরে শয়ন করে, নিপাতন। কেহ বলেন যে শরীর পালন করেন, নিপাতন) আত্মা। ৪। বিষ্ণু। ৫। জগতের আদিকারণ, ঈশ্বর। ৬। (—ভাবে) অশ্বাদির অবস্থানবিশেষ, পশ্চাৎ পদদ্বয়ে ভর দিয়া অগ্রপদদ্বয়ের উত্তোলন। শিং—১ "যৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে।" ৭। ব্যাক-রণে—প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ।

পুরুষক (পুরুষ+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, অশ্বের অবস্থিতিবিশেষ, উপরে দুই পা তুলিয়া মানুষের মত দাঁড়ান, শিরপাতোলা

পুরুষকার (পুরুষ—কার করণ, ৬ষ্ঠী—ষ)

সং, পুং, পৌরুষ। ২। উৎসাহ। ৩। চেষ্টা। শিং—“দৈবে পুরুষকারে চ কিং জ্যায়স্তং ব্রবীহি মে।”

পুরুষগ্রহ—সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

পুরুষত্ব (পুরুষ—ত্ব+ভাবে) সং, ক্লীং, মনুষ্য। ২। পৌরুষ, উৎসাহ।

পুরুষদঘ্ন, পুরুষদ্বয়স, পুরুষমাত্র (পুরুষ +দঘ্নট্, দ্বয়সট্, মাত্রট্,—পরিমাণার্থে) বিং, ত্রিং, পুরুষপরিমিত।

পুরুষদ্বেষী (—দ্বেষিন্, পুরুষ—দ্বিষ্ দ্বেষ করা+ইন্—ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পুরুষ দ্বেষকারী।

পুরুষনক্ষত্র—হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা।

পুরুষপুণ্ডরীক (পুরুষ মনুষ্যজাতি—পুণ্ড-রীক পথ এস্থলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতেছে) সং, পুং, উৎকৃষ্ট মানব। ২। জৈনদিগের নব বাসুদেবের অন্তর্ভূত সপ্তম বাসুদেব।

পুরুষরাশি—মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ।

পুরুষর্ষভ (পুরুষ—ঋষভ শ্রেষ্ঠ) বিং, ত্রিং, পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষপুঙ্গব পুরুষসিংহ (পুরুষ নর—সিংহ শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, নরশ্রেষ্ঠ।

পুরুষসূক্ত, সং, ক্লীং, বেদোক্ত ষোড়শ মন্ত্র।

পুরুষাংশক (পুরুষাংশ+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, পুরুষাংশবিশেষ।

পুরুষাদ্, পুরুষাদ (পুরুষ—অদ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্), অ(অন্)—ক) সং, পুং, রাক্ষস। ২। মধ্যদেশবিশেষ।

পুরুষাদ্য (পুরুষ মনুষ্য—আদ্য প্রথম) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। আদিনাথ নামে জিনবিশেষ।

পুরুষায়ুষ (পুরুষ—আয়ুস্ জীবিতকাল +অ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পুরুষের জীবিত কাল, শতবর্ষ।

পুরুষার্থ (পুরুষ—অর্থ প্রয়োজন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পুরুষের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ প্রয়োজন। ২। সুখ। ৩। সংসার। ৪। মুক্তি। শিং—১ “ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।”

পুরুষাস্থিমালী (পুরুষাস্থিমালিন্, পুরুষ মনুষ্য—অস্থি হাড়—মালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিব, অস্থিমালাধারী।

পুরুষোত্তম (পুরুষ—উত্তম। পুরুষের মধ্যে যিনি উত্তম ৭মী—ষ। মহাভারতে—তিনি সর্ব্বভূতের পূরণ কর্ত্তা ও সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষোত্তম) সং, পুং, পুরুষশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু। শিং ১ “অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।” ২। নীলাচলের অপর নাম। দক্ষিণসাগরতীরে ওড্র দেশে স্থিত। ঋষিকুল্যা ও বৈতরণী নামক নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। স্বয়ং পুরুষোত্তম নারায়ণ এই স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া এই স্থানের নাম পুরুষোত্তম। বিং, ত্রিং, পুরুষশ্রেষ্ঠ।

পুরুহ, পুরুহু (পুরু অনেক—হন্ [বধকরা] শ্রেষ্ঠ হওয়া+অ, উ—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রচুর, অধিক।

পুরুহূত (পুরু অধিক—হূত আহূত, নাম। অথবা পুরু দৈত্যবিশেষ—হূত [যুদ্ধার্থ] আহূত, ৩য়া—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

পুরুহূতি; সং, স্ত্রীং, দাক্ষায়ণী। ২। (পুরু অসংখ্য—হূতি নাম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু।

পুরূরবাঃ (পুরূরবস্, পুরূ দেবলোক—রবস্ [রু শব্দ করা+অস্—র্ম্ম] রব। যাহার দেবলোক পর্য্যন্ত রব আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি বুধের পুত্র। ত্রিং, বহুধনসম্পন্ন।

পুরূবসু (পুরূ—বসু ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং,

পুরোগ, পুরোগম, পুরোগামিন্ (পুরস্ অগ্র—গ, গম, গামিন্ [গম্ গমন করা+অ (ড), অ (অন) ইন্(ণিন্)—ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, অগ্রগামী। ২। প্রধান।

পুরোগত (পুরস্—গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, যে অগ্রে গমন করিয়াছে। ২। প্রধান।

পুরোগতি (পুরস্ সম্মুখে—গতি গমন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কুক্কুর। ২। স্ত্রীং, অগ্রে গমন। ৩। বিং, ত্রিং, অগ্রগ।

পুরোচন; সং, পুং, জতুগৃহে পাণ্ডবগণের দাহার্থ নিয়োজিত দুর্য্যোধনের যবন মন্ত্রী।

পুরোজন্মা (পুরোজন্মন্, পুর অগ্রে—জন্মন্ জন্ম, ৬ষ্ঠী—হিং, সং, পুং, অগ্রজ ভ্রাতা।

পুরোটি (পুরস্—অট্ ভ্রমণ করা+ই(ণিন্)—ক) সং, পুং, পত্রঝঙ্কার রায়ভাট।

পুরোডাশ, পুরোডাশ (পুরস্ অগ্রে—দাশ্ দান করা+০(বিণ্)—র্ম্ম, দ—ড। যাহা যজ্ঞে অগ্রে দেওয়া যায়) সং, পুং, যজ্ঞীয় ঘৃত। ২। যজ্ঞে পশুশরীরাবয়ব। ৩। যবচূর্ণমিশ্রিত রোটিকাবিশেষ। ৪। হুতশেষ। ৫। পিষ্টক।

পুরোডাশ্য (পুরোডাশ—য(ষ্ণ্য)—প্রং) বিং, ত্রিং, পিষ্টকোপযোগী। ২। হবির সহিত আহুতি দানোপযোগী।

পুরোধাঃ (পুরোধস্, পুরস্ অগ্রে—ধা ধারণ করা+অস্—ক, র্ম্ম) সং, পুং, ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কারয়িতা পুরোহিত।

পুরোভাগী (পুরোভাগিন্ পুরস্ প্রথম—ভজ্ সেবা করা—ইন্(ঘিনুন—ক) বিং, ত্রিং, যে গুণভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল দোষ দর্শন করে।

পুরোবর্ত্তী (পুরোবর্ত্তিন্, পুরস্—বৃৎ বিদ্যমান থাকা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সম্মুখবর্ত্তী, অগ্রে স্থিত।

পুরোহিত (পুরস্ দৃষ্টান্তফলক কর্ম্মেতে+ধা আরোপণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম। অথবা পুরস্ অগ্র—হিত ধৃত কিম্বা সম্মানিত) সং, পুং, ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি কারয়িতা, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ জপহোম পরায়ণ, বয়স্থ ব্রাহ্মণ এই পদের উপযোগী। শিং—১ পুরোহিতোঽয়মস্মাকং অগ্নিহোত্রাণি রক্ষতু।"

পুল (পুল্ উন্নত হওয়া+অ(ক)—ক) সং, পুং, পুলক, রোমাঞ্চ। ২। বিং, ত্রিং, বিপুল, বৃহৎ।

পুলক (পুল+কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, রোমাঞ্চ, রোমোদ্গম, শরীরের রোমখাড়া হইয়া উঠা। ২। প্রস্তর বিশেষ। ৩। মণিদোষবিশেষ। ৪। গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৫। হরিতাল। ৬। গজান্নপিণ্ড। ৭। শরীরাভ্যন্তর্হির্গত কীট। ৮। কপাটের গুল।

পুলকাঙ্গ, সং, পুং, বরুণের পাশ।

পুলকালয়, সং, পুং, কুবের।

পুলকিত (পুলক+ইত—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, রোমাঞ্চিত। ২। আহ্লাদিত।

পুলকী (পুলকিন্, পুলক+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পুলকযুক্ত। ২। সং, পুং, কদম্বৃক্ষবিশেষ।

পুলস্তি (পুল মহৎ—অস ক্ষেপণ করা+তি(ক্তি)—র্ম্ম) সং, পুং, পুলস্ত মুনি।

পুলস্ত্য (পুল মহৎ—স্ত্যৈ একত্র করা+অ(ক)+র্ম্ম) সং, পুং, সপ্তর্ষির মধ্যে এক।

পুলহ (পুল মহৎ—হা ত্যাগ করা=অ(ড)—র্ম্ম) সং, পুং, সপ্ত ঋষির মধ্যে এক।

পুলাক (পুল মহৎ—অক্ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, শস্যহীন ধান্য, তুচ্ছ ধান্য, আগ্ড়া। ২। ভক্তশিক্থক। ৩। সংক্ষেপ।

পুলাকী (পুলাকিন্, পুলাক—ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ।

পুলায়িত (পুল উন্নত হওয়া+ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, অশ্বের গতিবিশেষ।

পুলিন (পুল বৃহৎ হওয়া+ইন্—ক) সং, ক্লীং, তোয়োত্থিত সৈকত-তট, চড়া।

পুলিনবতী; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পুলিন্দ (পুল বৃহৎ হওয়া+ইন্দ (কিন্দ)—ক) সং, পুং, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, চোয়াড়, যাহারা স্বভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেনা। ২। ক্লীং, তদ্দেশ—ন্দা, সং, গাঁঠরি, মোট।

পুলিরিক, সং, পুং, সর্প।

পুলিশ ; সং, পুং, জ্যোতিঃ সিদ্ধান্তকারক মুনিবিশেষ।

পুলোমজা (পুলোমন্ ঋষিবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক) যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, শচী, ইন্দ্রপত্নী।

পুলোমজিৎ / **পুলোমদ্বিষ্** / **পুলোমভিদ্** (পুলোমন্—জিৎ [জি জয়করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে, দ্বিষ্ যে দ্বেষ করে, ভিদ্ যে ভেদ্ করে, ২য়া—ষ। প্রসিদ্ধি আছে যে ইন্দ্র পুলোমার কন্যাকে বলাৎকার করাতে তিনি ইহাঁকে অভিশাপ দেন। উক্ত অভিশাপ মোচনের নিমিত্ত এই দেবতা তাঁহার শ্বশুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন) সং, পুং, ইন্দ্র।

পুলোমা (পুলোমন্) পুং, দৈত্যবিশেষ, ইন্দ্রের শ্বশুর। ২। সং, স্ত্রীং, ভৃগুভার্য্যা, চ্যবন ঋষির মাতা।

পুলোমারি (পুলোমন্ দৈত্যবিশেষ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ)সং, পুং, ইন্দ্র।

পুষিত (পুষ্ পালন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিপালিত। ২। বর্দ্ধিত।

পুষ্কর (পুষ্ পোষণ করা+কর(করন্)—ক, সংজ্ঞার্থে। যে শব্দকে পুষ্টি করে। স্বামী বলেন, পুষ্কর জল+অ—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, আকাশ। ২। (পুষ্ পোষণ—কর যে করে, যে পোষণ করে, ২য়া—ষ) জল। ৩। (পুষ্কর জল—অ—অস্ত্যর্থে। জলস্থ বলিয়া যে জলবিশিষ্ট) পদ্ম। ৪। পদ্মকোষ। ৫। হস্তিশুণ্ডাগ্র। ৬। মৃদঙ্গাদি বাদ্যভাণ্ডের মুখ। ৭। পরম পবিত্র তীর্থবিশেষ; পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়, অধুনা আজমীঢ়ের নিকটবর্ত্তী পোকর নামে প্রসিদ্ধ। ৮। সপ্ত দ্বীপের একটী দ্বীপ। খড়্গাদির খাপ। ১০। খড়্গাফলক। ১১। বাণ। ১২। যুদ্ধ। ১৪। পুং, সর্পবিশেষ। ১৪। নৃপবিশেষ, নল রাজার ভ্রাতা। ১৫। বরুণপুত্র। ১৬। মেঘবিশেষ। ১৭। পর্ব্বতবিশেষ। ১৮। রোগবিশেষ। ১৯। সারসপক্ষী।

পুষ্করকর্ণিকা ; সং, স্ত্রীং, স্থলপদ্মিনী।

পুষ্করনাভ (পুষ্কর পদ্ম—নাভি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু।

পুষ্করমালী (মালিন্, পুষ্করমালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পদ্মমালাবিশিষ্ট।

পুষ্করশিক্ষা ; সং, স্ত্রীং, পদ্মের মূল।

পুষ্করস্থপতি ; সং, পুং, মহাদেব।

পুষ্করস্রক্ (পুষ্করস্রজ্, পুষ্কর পদ্ম—স্রজ্ মালা) সং, পুং, দ্বিং, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ২। বিং, ত্রিং, পদ্মমালাযুক্ত। ৩। স্ত্রীং, পদ্মমালা।

পুষ্করাক্ষ (পুষ্কর পদ্ম—অক্ষি চক্ষুঃ+অ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষ।

পুষ্করাখ্য (পুষ্কর—আখ্যা, ৬ষ্ঠী—হিং,) সং, পুং, সারসপক্ষী। ২। কুষ্ঠরোগের ঔষধবিশেষ।

পুষ্করাবর্ত্তক ; সং, পুং, জলাবর্ত্তক মেঘনায়কবিশেষ।

পুষ্করাহ্ব (পুষ্কর পদ্ম+আহ্বা সংজ্ঞা। এই হেতু পদ্মের আর যে কোন নামও এই পক্ষীতে প্রযুক্ত হয়) সং, পুং, সারসপক্ষী।

পুষ্করী (পুষ্করিন্, পুষ্কর হস্তিশুণ্ডাগ্রজল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হস্তী। ণী—স্ত্রীং, সরোবর, পুকুর। ২। হস্তিনী। ৩। পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়।

পুষ্কল (পুষ্ পোষণ করা+কল(কলন্)—ক। কিম্বা পুষ্ক+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। ২। বহু, অধিক। ৩। পরিমাণপাত্রবিশেষ, পগুরি, ৬৪ মুটো। শিং—১ "অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলম্।" ৫। পুং, ভরতের পুত্র।

পুষ্ট (পুষ্ পোষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিপালিত। ২। (+ক্ত—ক) স্থূল, বৃদ্ধিযুক্ত।

পুষ্টতাড়িত (Positive Electricity) তাড়িতের বিয়োজন শক্তি।

পুষ্টি (পুষ্ট দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পোষণ, প্রতিপালন। ২। বৃদ্ধি। ৩।

স্থূলতা। ৪। অশ্বগন্ধা। ৫। (+তিক্—ক) মাতৃকাবিশেষ।

পুষ্টিকর (পুষ্টি—কর [কৃ করা+অ(ট)— ক] যে করে) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিকারক। ২। স্থূলতাসম্পাদক।

পুষ্টিকা (পুষ্টি—ক(কণ্)-যোগ) সং, স্ত্রীং, শুক্তি, ঝিনুক।

পুপুকান্ত (পুষ্টি বৃদ্ধি, সৌভাগ্য—কান্ত বন্ধু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, গণেশ, লম্বোদর।

পুষ্প (পুষ্প বিকসিত হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, কুসুম, ফুল। ২। স্ত্রীরজঃ। ৩। (+অল্—ভা) বিকাশ, প্রকাশ ৪। কুবেরের পুষ্পকরথ। ৫। নেত্ররোগবিশেষ।

পুষ্পক (পুষ্প দেখ, কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, কুবেরের রথ। ২। রত্ননির্ম্মিত কঙ্কণ। ৩। নেত্ররোগবিশেষ। ৪। পিত্তল। ৫। মৃৎশকটী। ৬। রসাঞ্জন। ৭। লৌহকাংস্য। ৮। কাসীস।

পুষ্পকরণ্ডক (পুষ্প—করণ্ডক চুপড়ী) সং, ক্লীং, পুষ্পচয়ন-পাত্র, ফুলের সাজি। ২। উজ্জয়িনীনগরস্থ মহাকালনামক শিবের উদ্যান। শিং—১ "মহাকালস্যোজ্জয়িনী বিশালাবন্তিকা তথা। তস্যোদ্যানং তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না পুষ্পকরণ্ডকম্।"

পুষ্পকরণ্ডিনী (পুষ্প—করণ্ড চুপড়ী+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, উজ্জয়িনী, উজীন।

পুষ্পকালীশ (পুষ্প—কালীশ) সং, পুং, এক প্রকার হীরাকস।

পুষ্পকীট (পুষ্প—কীট পোকা) সং, পুং, ভ্রমর। ২। পুষ্পের কীট।

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু, পুষ্পচাপ (পুষ্প—কেতন, কেতু—চিহ্ন। চাপ ধনুক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। ২। পুষ্পকেতু কালকেতু ব্যাধের পুত্র।

পুষ্পগিরি (পুষ্প—গিরি পর্ব্বত) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ; প্রথিত আছে এই পর্ব্বতে বরুণদেব সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন।

পুষ্পঘাতক (পুষ্প—ঘাতক নাশকারী। পুষ্প হইলেই বাঁশ মরিয়া যায় বলিয়া) সং, পুং, বংশ, বাঁশ।

পুষ্পচামর (পুষ্প—চামর) সং, পুং, দমনবৃক্ষ। ২। কেতকবৃক্ষ।

পুষ্পজ (পুষ্প—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মায়) বিং, ত্রিং, পুষ্পজাত। ১। সং, ক্লীং, পুষ্পরস।

পুষ্পদ (পুষ্প—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, পুং, বৃক্ষ। ২। বিং, ত্রিং, পুষ্পদাতা।

পুষ্পদংষ্ট্র; সং, পুং, নাগবিশেষ।

পুষ্পদন্ত (পুষ্প—দন্ত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বায়ুকোণের হস্তী। ২। নাগবিশেষ। ৩। শিবানুচরগন্ধর্ব্বরাজবিশেষ; ইনি গোপনে শিবদুর্গার কথোপকথন শ্রবণাপরাধে মর্ত্ত্য হইয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হন। ভগবতীর সঙ্গিনী জয়া ইহাঁর পত্নী। কোন সময়ে ইনি শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন দ্বারা খেচরত্ব হারাইয়া শিবের স্তব করিয়া পুনরায় খেচরত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ স্তব মহিম্নস্তব নামে খ্যাত। ৪। বিদ্যাধরবিশেষ।

পুষ্পদন্তক; সং, পুং, মহিম্ন ইত্যাদি স্তব কারক গন্ধর্ব্ববিশেষ।

পুষ্পদাম (পুষ্পদামন্) সং, ক্লীং, পুষ্পনির্ম্মিত মাল্য। ২। ঊনবিংশত্যক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

পুষ্পদ্রব (পুষ্প—দ্রব গলন, ক্ষরণ) সং, পুং, পুষ্পরস, মকরন্দ।

পুষ্পধ; সং, পুং, পতিত ব্রাহ্মণের সন্তান। শিং—১ "ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ। আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ।"

পুষ্পধন্বা (পুষ্পধন্বন্, পুষ্প—ধনুস্ ধনুক, ৬ষ্ঠী—হিং। ধনুস্—ধন্বন্) সং, পুং, মদন, কামদেব, কন্দর্প।

পুষ্পনিক্ষ, পুষ্পন্ধয় (পুষ্প—নিক্ষ যে চুম্বন করে। পুষ্প—ধে পানকরা+অ(খশ্)—ক) সং, পুং, অলি, ভ্রমর।

পুষ্পনির্য্যাস ; সং, পুং, পুষ্পরস, মকরন্দ।

পুষ্পপত্র ; সং, ক্লীং, ফুলের পাপ্‌ড়ি।

পুষ্পপত্রী (পুষ্প—পত্রী বাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কামদেব।

পুষ্পপথ (পুষ্প স্ত্রীরজঃ—পথিন্ পথ+অ—প্রং) সং, পুং, নারীজাতির রজোনির্গম স্থান, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন।

পুষ্পপুর (পুষ্প—পুর নগর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, নগরবিশেষ, পাটলীপুত্র, পাট্‌না।

পুষ্পফল (পুষ্প—ফল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কপিত্থ, কৎবেল। ২। কুষ্মাণ্ড।

পুষ্পভূষিত (পুষ্প—ভূষিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, পুষ্প দ্বারা ভূষিত। ২। সং, ক্লীং, বণিগ্নায়ক রূপক প্রকরণবিশেষ।

পুষ্পমাস ; সং, পুং, চৈত্রমাস, বসন্তকাল।

পুষ্পমিত্র ; সং, পুং, ইনি মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের সেনাপতি ছিলেন। শেষে আপন প্রভুদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে সাম্রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বিদিশার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

পুষ্পরক্ত (পুষ্প—রক্ত লাল) সং, পুং, সূর্য্যমণি বৃক্ষ।

পুষ্পরজঃ ; সং, ক্লীং, কুসুমপরাগ।

পুষ্পরথ, পুষ্যরথ (পুষ্প—রথ। পুষ্য—রথ) সং, পুং, ভ্রমণার্থরথ। [রন্দ, ফুলের মধু।

পুষ্পরস (পুষ্প—রস ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মক-

পুষ্পরাগ (পুষ্প—রাগ রং, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মণিবিশেষ, পদ্মরাগমণি, পোখ্‌রাজ।

পুষ্পরেণু (পুষ্প—রেণু ধূলি) সং, পুং, পরাগ, পরাগকেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় যে একপ্রকার গুঁড়গুঁড় পদার্থ থাকে।

পুষ্পলাব, পুষ্পলাবী (—বিন্, পুষ্প—লাব, লাবিন্, যে ছেদন করে) সং, পুং মালাকার, মালী।

পুষ্পলিট্, পুষ্পলিহ্-হ (পুষ্পলিহ, পুষ্প—লিহ, লিহ [লিহ্ আস্বাদন করা +০ (কিপ্)—ক] যে আস্বাদন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভ্রমর, ভৃঙ্গ, মধুকর।

পুষ্পবৎ (পুষ্প্ [পুষ্প্ বিকসিত হওয়া+অ (অল্)—ভা] বিকাশ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) কেচিন্মতে পুষ্পবন্তও হয়) সং, পুং, দ্বিং, চন্দ্রসূর্য্য। ২। (পুষ্প+বৎ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পুষ্পযুক্ত। ৩। (পুষ্প স্ত্রীরজঃ+বৎ—অস্ত্যর্থে) বতী—স্ত্রীং, রজস্বলা, ঋতুমতী; যথা—"কতদিনে সাধুর বনিতা পুষ্পবতী।"

পুষ্পবাটী, পুষ্পবাটিকা (পুষ্প—বাটী উদ্যান ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পুষ্পোদ্যান, ফুলবাগান। শিং—১ "দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকা মালাপ ইব শ্রূয়তে।" (শকুন্তলা)।

পুষ্পবাণ (পুষ্প—বাণ শর, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প।

পুষ্পবাহন ; সং, পুং, নৃপবিশেষ।

পুষ্পবাহিনী ; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পুষ্পশকটী ; সং, স্ত্রীং, আকাশবাণী।

পুষ্পশর (পুষ্প—শর বাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প ; যথা—

"দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হইল হরে,
অটল অচল টলে।"

পুষ্পশরাসন (পুষ্প—শরাসন ধনুক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প।

পুষ্পশূন্য (পুষ্প—শূন্য বিরহিত) বিং, ত্রিং, যে বৃক্ষের ফুল হয় না। ২। সং, পুং, উডুম্বরবৃক্ষ, ডুম্বুরগাছ।

পুষ্পসময় (পুষ্প—সময়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বসন্তকাল।

পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ (পুষ্প—সার স্থিরাংশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ফুলের মধু। ২। তুলসী।

পুষ্পহাস (পুষ্প—হাস প্রকাশ, ৬ষ্ঠী—হিং। কুসুম বিকাশের ন্যায় প্রপঞ্চরূপে যিনি প্রকাশমান) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "পুষ্পহাসঃ প্রজাগরঃ।" ২। পুষ্পবিকাশ।

পুষ্পহাসা (পুষ্প—হাস যে হাস্য করে) সং, স্ত্রীং, রজস্বলা, ঋতুমতী।

পুষ্পহীন (পুষ্প ফুল, স্ত্রীরজঃ ইত্যাদি—হীন

বিরহিত) বিং, ত্রিং, পুষ্পশূন্য, যে বৃক্ষের ফুল হয় না। না—স্ত্রীং, ডুমুরগাছ। ২। নিবৃত্ত রজস্কা নারী, যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে ৩। বন্ধ্যা-স্ত্রী।

পুষ্পা; সং, স্ত্রীং, কর্ণপুরী, ভাগলপুর।

পুষ্পাগম (পুষ্প—আগম আগমন করা+অ (অন্)—ধি) সং, পুং, বসন্তকাল।

পুষ্পাজীব } **পুষ্পাজীবী** } পুষ্প—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী —হিং পুষ্পজীবিন্, পুষ্প—আজীব জীবিকা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মালাকার, মালী।

পুষ্পাঞ্জলি (পুষ্প—অঞ্জলি আঁজলা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, এক আঁজলা ফুল। শিং—১ "পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্দত্ত্বা পরিবারার্চ্চনঞ্চরেৎ।"

পুষ্পানন; সং, ক্লীং, মদ্যবিশেষ, যাহা পান করিলে পুষ্পের ন্যায় মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

পুষ্পায়ুধ (পুষ্প—আয়ুধ অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মদন, কন্দর্প।

পুষ্পার্ণ, সং, পুং, নৃপবিশেষ।

পুষ্পাবচায়ী (পুষ্পাবচায়িন্, পুষ্প—অবচায়িন্ যে একত্র করে) সং, পুং, পুষ্পাজীব, মালাকার।

পুষ্পাসব (পুষ্প—আসব [সুরা] মধু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মকরন্দ, ফুলের মধু।

পুষ্পাস্ত্র (পুষ্প—অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কুসুমায়ুধ, কন্দর্প।

পুষ্পিকা (পুষ্প+কণ্—তুল্যার্থে। অথবা পুষ্প+ইক(ষ্ণিক)—প্রং, আপ্—স্ত্রীং। পূর্ব্বপশ্চাৎ একটী একটী পুষ্প লিখিয়া ভণিতা লেখা যাইত এই জন্যে ঐ বাক্যের নাম পুষ্পিকা) সং, স্ত্রীং, অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নামোল্লেখাদি পূর্ব্বক সমাপ্তি-সূচক বাক্য, ভণিতা। ২। দন্তমল ৩। লিঙ্গমল। ৪। ঝিল্লীবিশেষ।

পুষ্পিত। (পুষ্প+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কুসুমিত। ২। (পুষ্প+ত(ক্ত)—ক) প্রকাশিত। ৩। তা—স্ত্রীং, (পুষ্প স্ত্রীরজঃ +ইত—জাতার্থে) ঋতুমতী।

পুষ্পিতাগ্রা (পুষ্পিত—অগ্র, আপ্) সং, স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে দ্বাদশ, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ত্রয়োদশ অক্ষর থাকে।

পুষ্পেষু (পুষ্প—ইষু বাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পুষ্পায়ুধ, কন্দর্প।

পুষ্পোৎসব (পুষ্প স্ত্রীরজঃ ইত্যাদি—উৎসব আনন্দ) সং, পুং, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে উৎসববিশেষ। ২। কুসুম-ক্রীড়া। ৩। রজোৎসব।

পুষ্য (পুষ্ পোষণ করা+য(ক্যপ্)—ক) সং, পুং, ষ্যা—স্ত্রীং, নক্ষত্র-বিশেষ অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত অষ্টমনক্ষত্র। ইহা বাণাকার একতারাযুক্ত। ইহাতে জন্মিলে—"প্রসন্নগাত্রপিতৃমাতৃভক্তঃ, স্বধর্ম্মযুক্তোঽভিনয়াভিযুক্তঃ। ভবেন্মনুষ্যঃ খলু পুষ্যজন্মা, সম্মানচামীকরবাহনাঢ্যঃ। (কোষ্ঠী-প্রদীপ)। ২। পৌষমাস। ৩। কলিযুগ।



পুষ্যা (নক্ষত্র)।

পুষ্যরথ (পুষ্য নক্ষত্রবিশেষ—রথ) সং, পুং, ভ্রমণার্থ বা উৎসবাদি দর্শনার্থ রথ, ক্রীড়ারথ।

পুষ্যলক (পুষি [পুষ্ পোষণ করা+ই—ভা] পুষ্টির নিমিত্ত—অল্ পর্য্যাপ্ত হওয়া +অ(অন্)— ক=পুষ্যল+কণ্—যোগ) সং, পুং, কস্তুরীমৃগ। ২। ক্ষপণক। ৩। গোঁজ।

পুষ্যস্নান; সং, ক্লীং, পুষ্যাভিষেক, পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে এই যোগ উপস্থিত হয়। শিং—১ "পৌষে পুষ্যার্ক্ষগে চন্দ্রে পুষ্যস্নানং নৃপশ্চরেৎ।"

পুস্ত } **পুস্তক** } (পুস্ত্ বন্ধন করা+অ(অল্)—র্ম্ম। কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং,

স্তী, স্তিকা—স্ত্রীং, গ্রন্থ, বহি, পুথি, কেতাব। ২। বিং, ত্রিং, বদ্ধ। ৩। (+অল্—ভা) ক্লীং, লিপি লেপন প্রভৃতি শিল্প-কর্ম্ম। শিং—১ "মৃদা বা দারুণা বাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্ম্মণা। লোহরত্নৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যাভিধীয়তে।"

পুস্তকর্ম্ম (—কর্ম্মন্, পুস্ত লেপন+কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, লেপন, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকর্ম।

পুস্তকর্ম্মা (পুস্তকর্ম্মন্, পুস্ত্ শিল্প—কর্ম্মন্ কর্ম্ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিল্পী, শিল্প-কারক।

পুস্তকাগার (পুস্তক—আগার গৃহ) সং, ক্লীং, পুস্তকালয়, লাইব্রেরী।

পুস্ফুসশ্বাসক (Pulmonata) যাহা বায়ুতে পুস্ফুস দ্বারা শ্বাস লয়; যথা—স্থলজ শম্বুক।

পূগ (পূ পবিত্র করা+গ(গক্)—ণ। অথবা পূজ্ পূজা করা। সৎফল বলিয়া যে সেচ-নাদি দ্বারা পূজিত হয়) সং, পুং, গুবাক-বৃক্ষ। ২। কাঁটালগাছ। ৩। পুঞ্জ, রাশি, সমূহ। ৪। ক্লীং, গুবাক; যথা।
"আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে,
মুখ পূরে মুখ কর্পূর পূগে।" (বিদ্যাসুন্দর)।

পূগকৃত (পূগ রাশি—কৃত) বিং, ত্রিং, স্তূপাকারে স্থাপিত। ২। সংগৃহীত।

পূগপাত্র, পূগপীঠ (পূগ গুবাক—পাত্র। পীঠ চৌকি। পান চিবাইয়া যাহাতে নিষ্ঠীবন ফেলা যায়) সং, ক্লীং, নিষ্ঠীবন-পাত্র, পিক্‌দানী।

পূগপুষ্পিকা (পূগ-পুষ্প+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, বিবাহকালীন দত্ত পুষ্প ও তাম্বূল।

পূগফল (পূগ—ফল, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, গুবাক, সুপারি।

পূগরোট (পূগ গুবাকবৃক্ষ—রুট্ দীপ্তি পাওয়া+অ(অন্)—ক। কণ্—যোগে পূগরোটক শব্দও হয়) সং, পুং, হিন্তাল-বৃক্ষ।

পূজক (পূজ্ পূজা করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পূজাকারক, উপাসক। শিং—১ "তথা পুরঃ পূজকপূজ্যয়োশ্চ তদাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তান্তু।" (স্মৃতি)।

পূজন (পূজক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পূজা, অর্চ্চনা। শিং—১ "মৎপূজনং বিধানেন যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্।"

পূজনীয় (পূজক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আরাধ্য পূজার যোগ্য।

পূজয়িতা (পূজয়িতৃ, পূজক দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, পূজক। ত্রী—স্ত্রীং, পূজা-কারিণী।

পূজা (পূজক দেখ, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, অর্চ্চনা, আরাধনা, উপাসনা। ২। সংবর্দ্ধনা। ৩। প্রশংসা।

পূজারি (পূজক শব্দজ) সং, দেবল ব্রাহ্মণ। ২। বিং, পূজাজীবী।

পূজার্হ (পূজা—অর্হ [অর্হ যোগ্য হওয়া +অ(অন্)—ক] যোগ্য) বিং, ত্রিং, পূজার যোগ্য। ২। মান্য।

পূজিত (পূজক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্চ্চিত। ২। সেবিত। ৩। আদৃত। ৪। প্রশংসিত।

পূজিতব্য (পূজ্ পূজা করা+তব্য-র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজনীয়।

পূজিল [পূজ+ইল—যোগার্থে) বিং, ত্রিং, পূজ্য, আরাধ্য। [পূজিতব্য দেখ।

পূজ্য (পূজ্ পূজা করা+য(ষ্যণ্)—র্ম্ম)

পূজ্যমান পূজক দেখ, আন (শান)—র্ম্ম। য—আগম) বিং, ত্রিং, সেব্যমান, যাহাকে পূজা করা যাইতেছে।

পূত (পূ পবিত্র করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শুদ্ধ, পবিত্র। ২। পরিষ্কৃত। ৩। সত্য। ৪। সং, পুং, শঙ্খ। ৫। কুশ। ৬। (পূয় দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, দুর্গন্ধযুক্ত।

পূতকারী; সং, স্ত্রীং, নাগলোকের রাজ-ধানী। ২। বাগ্দেবতার নামান্তর।

পূতক্রতায়ী (পূতক্রতু ইন্দ্র+ঈপ্—প্রং উ)স্থানে এ—আগম। এ+ঈ=আয়ী) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপত্নী, শচী।

পূতক্রতু (পূত—ক্রতু যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

পূতগন্ধ (পূত পবিত্র—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বর্ব্বর, বাবুইতুলসী।

পূতদ্রু (পূত—দ্রু বৃক্ষ) সং, পুং, পলাশ-বৃক্ষ।

পূতধান্য (পূত—ধান্য শস্য) সং, ক্লীং, তিল।

পূতনা (পূত-ক্রি—পূতি পবিত্র করা+অন—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, হরীতকী। ২। দানবীবিশেষ, বকাসুরের ভগিনী; এই দানবী কংসের আদেশে স্তনে বিষ মাখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্তন পান করাইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই নিহত হইয়াছিল। শিং-১ "পূতনা বালঘাতিনী।" ৩। বালকমাতৃকাবিশেষ। ৪। রোগবিশেষ। পেঁচোপাওয়া। [সং, পুং, কৃষ্ণ।

পূতনারি (পূতনা—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ)

পূতনাসূদন, **পূতনাহা** } (পূতনা—সূদন যে বধ করে, ২য়া—ষ। পূতনাহন্, পূতনা—হন্ যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ।

পূতফল; সং, পুং, কাঁঠালগাছ।

পূতা (পূত+আপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা ২। পবিত্রা।

পূতাত্মা (পূতাত্মন্, পূত পবিত্র—আত্মা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পবিত্রাত্মা।

পূতি (পূত দেখ, তি(ক্তি—ভা) সং, স্ত্রীং, পবিত্রতা। ২। (পূয়্ দুর্গন্ধ হওয়া+তি (ক্তি)—ভা) দুর্গন্ধ। ২। বিং, ত্রিং, দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

পূতিক (পূতি কুগন্ধ+কণ্—যোগ। অথবা কৈ প্রকাশ পাওয়া+অ (ড)—ক) সং, ক্লীং, বিষ্ঠা, মল। ২। পুং, পূতিকরঞ্জবৃক্ষ, পুঁইশাক।

পূতিকরঞ্জ (পূতিক—রনজ্ রং করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, করঞ্জবিশেষ, নাটা-করঞ্জ গাছ।

পূতিকর্ণক (পূতি—কর্ণ কাণ+কণ্—যোগ) সং, পুং, কর্ণরোগবিশেষ।

পূতিকা (পূয়্ দুর্গন্ধ হওয়া+তি(ক্তি)—প্রং, ক—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, পুঁইশাক। ২। পূতিকরঞ্জলতা। ৩। মার্জ্জারী, বিড়ালী।

পূতিকামুখ (পূতিকা পুঁইশাখ—মুখ [আনন] আকৃতি, চেহারা) সং, পুং, শম্বূক, শামুক।

পূতিকাষ্ঠ (পূতি পবিত্রতা—কাষ্ঠ কাঠ) সং, ক্লীং, দেবদারুবৃক্ষ।

পূতিকাষ্ঠক (পূতিকাষ্ঠ+ক (কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সরলবৃক্ষ।

পূতিকীট; সং, পুং, কীট-বিশেষ, গঁধোপোকা।

পূতিকেশ্বরতীর্থ; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

পূতিগন্ধ (পূতি দুষ্ট—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, দুর্গন্ধযুক্ত, কুৎসিৎগন্ধবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, গন্ধক। ২। ইঙ্গুদীবৃক্ষ। ৩। ক্লীং, রঙ্গ।

পূতিগন্ধি (পূতিগন্ধ দেখ, ই—প্রং) বিং, দুর্গন্ধযুক্ত

পূতিতৈলা (পূতি দুর্গন্ধ—তৈল স্নেহদ্রব্য-বিশেষ। (আপ্) স স্ত্রীং, জ্যোতিষ্মতী লতা। ২। নয়া ফটকী।

পূতিনস্য (পূতি—নস্য নাসারন্ধ্র) সং, পুং, নাসিকারোগবিশেষ, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসৃত হওয়া।

পূতিনিরসনক্রিয়া (Embalming) দুর্গন্ধনিবারণোপায়, মৃত শরীর পচিয়া না যাইবার উপায়।

পূতিমৃত্তিক; সং, ক্লীং, নরকবিশেষ

পূতিবক্ত্র (পূতি—বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, দুর্গন্ধমুখযুক্ত।

পূতিবাত (পূতি কুগন্ধ—বাত বায়ু) সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ। ২। দুর্গন্ধবায়ু।

পূতীক ; সং, পুং, পূতিকরঞ্জ।

পূত্যণ্ড (পূতি দুর্গন্ধ+অণ্ড মুষ্ক বা ডিম্ব) সং, পুং, গন্ধকীট, গঁদোপোকা। ২। কস্তূরী মৃগ।

পূন (পূ পবিত্র করা+ত(ক্ত)—ক, নিপাতন। ত=ন) বিং, ত্রিং, নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত।

পূপ (পূ পবিত্র করা+পক্—ণ, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, রুটি। ২। পিষ্টক, পিটা।

পূপলা (পূপ পিষ্টক—লা গ্রহণ করা বা হওয়া+অ(ক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ঘৃতপক্ক পিষ্টকবিশেষ।

পূপাষ্টকা (পূপ—অষ্টকা [অষ্টন্+কণ্—প্রং, আপ্] শ্রাদ্ধবিশেষ) সং, স্ত্রীং, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা শ্রাদ্ধ। শিং—১ "আদ্যা পূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা। শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেষ দ্রব্যগতো বিধিঃ।"

পূয়, পূয়ন (পূয়্ দুর্গন্ধ হওয়া+অ(অন্), অন(অনট্)—ক) সং, ক্লীং, বিকৃতরক্ত, পুঁজ।

পূয়রক্ত ; সং, পুং, নাসারোগবিশেষ, যে রোগে পূয়যুক্ত রক্ত নির্গত হয়। শিং—১ "নাসা স্রবেৎ পূয়মসৃগ্বিমিশ্রং তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগম্।"

পূয়ারি (পূয় পুঁজ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ। ইহার পত্র ব্যবহারে সমগ্র পূয় নির্গত হয় বলিয়া) সং, পুং, নিম্ববৃক্ষ।

পূয়োদ ; সং, পুং, নরকবিশেষ।

পূর (পূর্ পরিপূর্ণ হওয়া+অ(ক)—ণ) সং, পুং, জলরাশি। ২ প্রবাহ। ৩। সমূহ। ৪। খাদ্যবিশেষ, পুরী। ৫। ব্রণশুদ্ধি। ৬ (+অল্—ভা) পরিপূরণ।

পূরা (দেশজ) বিং, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ।

পূরক (পুর দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পরিপূর্ণকারক। ২। গুণক, যাহা দ্বারা গুণ করা যায়। ৩। সং, পুং, প্রাণায়ামবিশেষ, বহির্দ্দেশ হইতে বামনাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে অন্তরে আনয়ন। ৪। ক্লীং, মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড ; ইহাকে পূরকপিণ্ড কহে। এই পূরকপিণ্ডদানে মৃত ব্যক্তির আতিবাহিক দেহ নিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়।

পূরণ (পূর দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বৃদ্ধি। ২। পরিপূর্ণ হওয়া। ৩। (পূরি পরিপূর্ণ করা+অন(অনট্)—ভা গুণন। ৪। পরিপূর্ণ করা। ৫। (+অনট্—ণ) বাপতন্ত, পড়েন। ৬। পুং, সেতু। ৭। সমুদ্র। ৮। বিষ্ণুতৈল। ৯। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, গুণক। ১০। পূরক, পূর্ণকারক। ণী—স্ত্রীং, শাল্মলীবৃক্ষ।

পূরয়িতা (পূরয়িতৃ, পূরি পূর্ণ করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, পূরক, পরিপূর্ণকারক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ।"

পূরিকা (পূরী+ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, পুরী কচুরী প্রভৃতি।

পূরিত (পূর দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গুণিত। ২। ভরিত, পূর্ণ, যাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

পূরু (পূ পূর্ণকরা+উ(কু)—ক) সং, পুং, বৈয়াজ মনুর পুত্র। ২। জহ্নুপুত্রবিশেষ। ৩। রাক্ষস বিশেষ। ৪। যযাতির পুত্রবিশেষ।

পূরুষ (পূর্ (পৃথিবী) পরিপূ হওয়া+উষ (কুষন্)—ক) সং, পুং, নর, পুংজাতীয় মনুষ্য (পুরুষ দেখ)।

পূর্ণ (পূর্ পরিপূর্ণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। ২। সফল। ৩। সমর্থ। ৪। অপেক্ষাশূন্য। ৫। সং, পুং, পক্ষিবিশেষের স্বর। ৬। দেববিশেষ। ৭। গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৮। নাগবিশেষ। ৯। ক্লীং, জল।

পূর্ণক ; সং, পুং, স্বর্ণচূড়পক্ষী।

পূর্ণককুদ্ (পূর্ণ—ককুদ্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, তরুণবয়স্ক বৃষ।

পূর্ণকাম (পূর্ণ পরিপূর্ণ—কাম ইচ্ছা, ৬ষ্ঠী

—হিং) বিং, ত্রিং, পূর্ণমনোরথ, যাহার অভিষ্টসিদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ণকুম্ভ (পূর্ণ পরিপূর্ণ, পূরিত—কুম্ভ কলস) সং, পুং, জলপূরিত কলস।

পূর্ণপরিবর্ত্তক (Metabola) যাহারা জন্মাবধি বারংবার সম্যক্‌রূপে দেহ পরিবর্ত্তন করে; যথা—ডাঁশ, দংশ, মশক, মক্ষিকা, প্রজাপতি প্রভৃতি।

পূর্ণপাত্র (পূর্ণ সম্পূর্ণ—পাত্র) সং, ক্লীং, পুত্রজন্মাদি উৎসব সময়ে পারিতোষিক বস্ত্রাদি। "আনন্দতো হি সৌহার্দ্দ্যাদেত্য বস্ত্রাদিকং বলাৎ। অজনিতো হরত্যেব পূর্ণপাত্রন্তু তৎ স্মৃতম্।" ২। বস্তুসম্পূর্ণপাত্র। ৩। হোমান্তে ব্রহ্মদক্ষিণারূপ দেয় অর্দ্ধমণপরিমিত তণ্ডুলাদি। শিং— "অষ্টমুষ্টির্ভবেং কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ পুষ্কলং। পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে।" ৪। জলপূর্ণপাত্র।

পূর্ণমা (পূর্ণ সম্পূর্ণ—মা চন্দ্র) সং, স্ত্রীং, পূর্ণিমাতিথি।

পূর্ণমাস (পূর্ণ সম্পূর্ণ—মাস) সং, পুং, পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য যাগবিশেষ। সী—স্ত্রীং, পূর্ণিমা তিথি।

পূর্ণমুখ; সং, পুং, জন্মেজয়সর্পসত্রে দগ্ধ নাগবিশেষ।

পূর্ণযোগ সং, পুং, বাহুযুদ্ধবিশেষ।

পূর্ণবৈনাশিক (পূর্ণবিনাশ+ইক্ (ষ্ণিক)—বদত্যর্থে) সং, পুং, শূন্যবাদী বৌদ্ধবিশেষ। ২। (পূর্ণবিনাশ+ষ্ণিক—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্ববিনাশকর।

পূর্ণহোম; সং, পুং, পূর্ণাহুতি।

পূর্ণা (পূর্ণ+আ-প্রং) সং, স্ত্রীং, পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি। শিং—১ "নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা প্রতিপদঃ ক্রমাৎ।"

পূর্ণানক (পূর্ণ—অন্ গমন করা, হওয়া+অক—প্রং) সং, ক্লীং, পুত্র জন্মাদি উৎসবকালে দেয় বস্ত্রাদি। ২। পরিপূর্ণ বস্ত্রবিশেষ। ৩ পটহধ্বনি, ঢাকের শব্দ। ৪। চন্দ্রালোক, চন্দ্রকিরণ।

পূর্ণানন্দ (পূর্ণ—আনন্দ, ৭মী—হিং) সং, পুং, পরমেশ্বর। ২। তন্ত্রপ্রকরণকার পণ্ডিতবিশেষ।

পূর্ণাভিষেক; সং, পুং, তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভিষেকবিশেষ।

পূর্ণায়ু (পূর্ণায়ুস্, পূর্ণ—আয়ুস্ আয়ু, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, শতায়ুষ্ক। ২। সং, ক্লীং, শতবর্ষপরিমিত জীবিতকাল। ৩। পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ।

পূর্ণাবতার; সং, পুং, নৃসিংহ, রাম, শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য অবতার কলাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। মতবিশেষে শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম অবতার বলিয়া কথিত আছেন। শিং—১ "পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপ বিরাড়্ বিভুঃ। পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোলোকে স্বয়ম্।

পূর্ণাশা; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

পূর্ণি (পৃ পূরণকরা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পূর্ত্তি, পূরণ।

পূর্ণিমা (পূর্ণি [চন্দ্র] সম্পূর্ণ+ইম—প্রং, অথবা পূর্ণি—মা পরিমাণ করা+অ(ড)—ক, আপ্—স্ত্রীং, সং, স্ত্রীং, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি।

পূর্ণেন্দু; সং, পুং, পূর্ণচন্দ্র।

পূর্ণোপমা; সং, স্ত্রীং, উপমালঙ্কারবিশেষ।

পূর্ত্ত (পৃ পূরণ করা+ত (ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী ও কূপখনন প্রভৃতি। ২। পালন। ৩। পূরণ। ৪। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূরিত। ৫। আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন।

পূর্ত্তি (পূর পরিপূর্ণকরা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পূর্ণতা, পরিপূরণ।

পূর্ত্তী (পূর্ত্তিন্, পূর্ত্ত+ইন্—প্রং,) বিং, ত্রিং, ইচ্ছাপূরক। ২। তৃপ্তিপ্রদ।

পূর্ব্ব (পূর্ব্ব্ পূরণ করা+অ(অন্)—ক। মহাভারতে—গরুড় গালবের নিকট কহি-

তেছেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ প্রথমে এই দিকে বাস করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম পূর্ব্বদিক্ হইয়াছে, এবং, ইহা পূর্ব্বতনদিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত) সর্ব্বং, ত্রিং, আদি, প্রথম। ২। সমগ্র। ৩। জ্যেষ্ঠ। ৪। পুরাকালীন। ৫। প্রাচ্যদেশীয়। ৬। পশ্চাদ্বর্ত্তী। ৭। সং, পুং, বহুং, পূর্ব্বপুরুষ। ৮। ক্লীং, কারণ। ৯। ইতিবৃত্ত। র্ব্বা—স্ত্রীং, পূর্ব্বদিক্।

পূর্ব্বকর্ম্ম (পূর্ব্বকর্ম্মন্) সং, ক্লীং, প্রথম কর্ম্ম।

পূর্ব্বকায় (পূর্ব্ব প্রথম—কায় শরীর, ১মা—ষ) সং, পুং, নাভির উর্দ্ধ শরীরার্দ্ধ।

পূর্ব্বকালিক (পূর্ব্বকাল+ইক (ঞিক)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বকালসাধ্য। ২। পূর্ব্বকালজাত। ৩। পূর্ব্বকালীন।

পূর্ব্বকাষ্ঠা (পূর্ব্ব—কাষ্ঠা দিক্) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বদিক্।

পূর্ব্বকৃৎ (পূর্ব্ব পূর্ব্বদিক্—কৃ করা+০ (ক্বিপ্—ক্) সং, পুং, পূর্ব্বদিক্‌সূচক আদিত্য। ২। তদধিপতি ইন্দ্র। ৩। বিং, ত্রিং, পূর্ব্বকারক।

পূর্ব্বগঙ্গা (পূর্ব্ব প্রথম [এইরূপ উক্তি আছে] —গঙ্গা) সং, স্ত্রীং, নর্ম্মদানদী।

পূর্ব্বচিত্তি; সং, স্ত্রীং, অপ্সরাবিশেষ।

পূর্ব্বজ, পূর্ব্বজন্মা (পূর্ব্ব প্রথম—জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে। পূর্ব্বজন্মন্, পূর্ব্ব—জন্মন্ জন্ম ৬ষ্ঠী—হিং, সং, পুং, জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ২। বহুং, চন্দ্রলোকস্থ পূর্ব্বপুরুষ। ৩। পিতামহাদি। শিং—১ "স পূর্ব্বজানাং কপিলেন রোষাৎ।" জা, ন্মা—স্ত্রীং, জ্যেষ্ঠাভগিনী।

পূর্ব্বজিন; সং, পুং, বুদ্ধজিনবিশেষ, মঞ্জুঘোষ। ২। বহুং, পূর্ব্বাব্দীয় জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক চতুর্বিংশতি মুনিবিশেষ।

পূর্ব্বতন (পূর্ব্ব+তন—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পুরাকালীন, পূর্ব্বকার।

পূর্ব্বদক্ষিণা; সং, স্ত্রীং, অগ্নিকোণ।

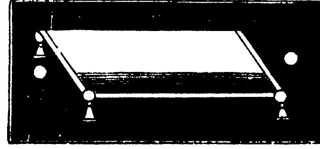
পূর্ব্বদিক্‌পতি (পূর্ব্ব—দিশ্ দেশ, পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

পূর্ব্বদেব (পূর্ব্ব দেব) সং, পুং, অসুর, দৈত্য।

পূর্ব্বপক্ষ (পূর্ব্ব প্রথম—পক্ষ বিতর্কাদি) সং, পুং, প্রশ্ন। ২। অভিযোগ। ৩। শুক্লপক্ষ।

পূর্ব্বপর্ব্বত (পূর্ব্ব প্রাচ্যদেশীয়—পর্ব্বত, ৭ং—স) সং, পুং, উদয়াচল, উদয় গিরি।

পূর্ব্বফল্গুনী (পূর্ব্ব প্রথম—ফল্গুনী নক্ষত্রবিশেষ) সং, স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত একাদশ

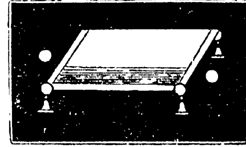


পূর্ব্বফল্গুনী (নক্ষত্র)।

নক্ষত্র। ইহা খট্টাকৃতি তারকাদ্বয়যুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেব ভগ। ইহাতে জন্মিলে—শূরস্ত্যাগী সাহসী ভূমিভর্ত্তা, কোপাক্রান্তঃ স্যাচ্ছিরালোহতিদক্ষঃ। ধূর্ত্তঃ ক্রূরোহত্যন্তবাতাধিকঃ, প্রাক্ ফল্গুন্যাশ্চে—জ্জন্মকালে চ যস্য। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)।

পূর্ব্বফল্গুনীভব (পূর্ব্বফল্গুনী—ভব জাত) সং, পুং, বৃহস্পতি।

পূর্ব্বভাদ্রপদ (পূর্ব্ব প্রথম—ভাদ্রপদ নক্ষত্রবিশেষ) সং, পুং, দা—স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি



পূর্ব্বভাদ্রপদ (নক্ষত্র)।

নক্ষত্রান্তর্গত পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র। ইহা খট্টাকৃতি তারকাদ্বয়যুক্ত। অধিদেবতা অজপাদ। ইহাতে জন্মিলে—"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলাসু দক্ষো, জিতারিপক্ষঃ খলু তস্য নিত্যং, ভবেন্মহীয়ান্ সুতরামপূর্ব্বা, পূর্ব্বা যদা ভাদ্রপদা প্রসূতৌ।"

পূর্ব্বরঙ্গ (পূর্ব্ব—রঙ্গ নাট্যাদি) সং, পুং, নাট্যক্রিয়ার উপক্রম, নান্দীপাঠাদি, প্রস্তাবনা। ২। নাট্যশালা।

পূর্ব্বরাগ (পূর্ব্ব প্রথম—রাগ অনুরাগ) সং, পুং, প্রথমানুরাগ, পরস্পর দর্শন বা শ্রবণাদি দ্বারা অনুরক্ত নায়ক নায়িকার অসঙ্গতি নিবন্ধন যে অবস্থাবিশেষ; সেই অবস্থা দশপ্রকার; অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, রোগ, মূর্চ্ছা, মরণ—এই দশ

পূর্ব্বরাত্র (পূর্ব্ব—রাত্রি + অ, ১মা—ষ) সং, পুং, রাত্রির প্রথম ভাগ।

পূর্ব্বরূপ (পূর্ব্ব—রূপ গঠন) সং, ক্লীং, অর্থালঙ্কারবিশেষ। ২। ভাবি রোগের পূর্ব্বলক্ষণ, ভাবিচিহ্ন।

পূর্ব্বলক্ষণ (পূর্ব্ব—লক্ষণ চিহ্ন) সং, ক্লীং, ভাবি পদার্থের প্রথম চিহ্ন।

পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্ব+বৎ (বতু)—তুল্যার্থে) সং, পূর্ব্বের ন্যায়।

পূর্ব্ববৎসাধন; সং, ক্লীং, কারণ দেখিয়া কার্য্যনির্ণয়।

পূর্ব্ববয়ঃ (পূর্ব্ববয়স্) সং, ক্লীং, বাল্যাবস্থা।

পূর্ব্ববর্ত্তী (—বর্ত্তিন্, পূর্ব্ব—বৃৎ অবস্থান করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাগ্‌বর্ত্তী, অগ্রসর।

পূর্ব্ববাদ (পূর্ব্ব প্রথম—বাদ কথন) সং, পুং, প্রথম আবেদন, প্রথম নালিস। শিং—১—১ "পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ। সদসংক্রমণাৎ জ্ঞেয়ো হীনবাদঃ স বৈ নরঃ।"

পূর্ব্ববাদী (—বাদিন্, পূর্ব্ব প্রথম—বদ্ বলা +ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, যে ব্যক্তি প্রথমে নালিশ করে, বাদী। শিং—১ "মিথ্যোক্তৌ পূর্ব্ববাদী তু প্রতিপত্তৌ ন সা ভবেৎ।"

পূর্ব্বশৈল (পূর্ব্ব প্রাচ্যদেশীয়—শৈল পর্ব্বত, য—স) সং, পুং, উদয়পর্ব্বত।

পূর্ব্বসর (পূর্ব্ব প্রথম—সৃ গমন করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, অগ্রসর, অগ্রগামী। শিং—১ "অগ্রেসরো জঘন্যানাং মাভূঃ পূর্ব্বসরো মম।"

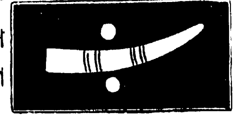
পূর্ব্বাদ্রি (পূর্ব্ব প্রাচ্যদেশীয়—অদ্রি পর্ব্বত, যং—স) সং, পুং, উদয়াচল।

পূর্ব্বাপর (পূর্ব্ব—অপর, দ্বং—স) বিং, ত্রিং, পূর্ব্ব ও অপর। ২। আনুপূর্ব্বিক।

পূর্ব্বার্দ্ধ্য (পূর্ব্বার্দ্ধ+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বার্দ্ধে জাত।

পূর্ব্বাশা (পূর্ব্ব—আশা দিক্) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বদিক্।

পূর্ব্বাষাঢ়া (পূর্ব্ব প্রথম—আষাঢ়া নক্ষত্রবিশেষ) সং, স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত বিংশ নক্ষত্র। ইহা সূর্পাকৃতি,



চতুস্তারকাত্মিকা। পূর্ব্বাষাঢ়া (নক্ষত্র) ইহার অধিদেবতা তোয়। ইহাতে জন্মিলে "ভূয়োভূয়স্তুষমানানুরক্তো ভক্তো দেবে বন্ধুমান্যোঽতিদক্ষঃ। পূর্ব্বাষাঢ়া জন্মকালে যদি স্যাৎ, আষাঢ়ঃ স্যাদ্বৈরিবর্গে নিতান্তঃ।"

পূর্ব্বাহ্ন (পূর্ব্ব—অহন্ দিন+অ, ১মা—ষ) সং, পুং, দিনের প্রথমভাগ, ১০ দণ্ড। শিং—১ "পূর্ব্বাহ্নো বৈ দেবানাং মধ্যাহ্নো মনুষ্যাণামিতি (শ্রুতিঃ)।"

পূর্ব্বাহ্ণিক (পূর্ব্বাহ্ণ+ইক(ষ্ণিক)—সাধনার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বাহ্ণসাধ্য। "দৈবং পূর্ব্বাহ্ণিকং কুর্য্যাদপরাহ্ণে তু পৈতৃকম্।"

পূর্ব্বেণ (তৃতীয়ান্তপূর্ব্বশব্দজ) অং, পূর্ব্বদিকে দেশে বা কালে। ২। পূর্ব্বে।

পূর্ব্বেদ্যুঃ (পূর্ব্ব+এদ্যুস্—দিবসার্থে) অং, পূর্ব্ব দিবসে। শিং—১ "পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুল দেবযাত্রা।" ২। প্রাতঃকাল। ৩। ধর্ম্মবাসর।

পূর্ব্বোক্ত (পূর্ব্ব—উক্ত কথিত) বিং, ত্রিং, প্রথমোক্ত, যাহা প্রথমে বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বোত্তরা; সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বউত্তরের মধ্যবর্ত্তিনী দিক্, ঈশানকোণ।

পূল—পুং, পূলি, পূলিকা—স্ত্রীং, } (পূল্, +অ(অল্) —ধি) সং, পূলীপিঠা।

পূষ (পূষ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অ(ক)—ক) সং,পুং, ব্রহ্মদারু বৃক্ষ, তুঁতগাছ।

পূষধ্র; সং, পুং, বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ।

পূষদন্তহর (পূষ সূর্য্য—দন্ত—হৃ হরণ করা +অ(অন্)—ক, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকালে পূষার দন্ত ভগ্ন করেন বলিয়া) সং, পুং শিবাংশ-জাত বীরভদ্র।

পূষভাসা (পূষন্ সূর্য্য—ভাস দীপ্তি, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তমান্) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী।

পূষসুহৃৎ (-সুহৃদ্,পূষন্ সূর্য্য—সুহৃদ্ বন্ধু) সং, পুং, শিব।

পূষা (পূষন্, পূষ্ পোষণ করা+অন(কন্) —ক) সং, পুং, সূর্য্য। ২। স্ত্রীং, পৃথিবী।

পূষাত্মজ (পূষা+আত্মজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং,পুং, মেঘ। ২। ইন্দ্র।

পৃক্কা (স্পৃশ্ স্পর্শ করা+ক—প্রং, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, পিড়িংশাক।

পৃক্ত (পৃচ্ সম্পৃক্ত হওয়া—ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত। ২। সংলগ্ন। ৩। সম্পর্কবান্। ৪। যুক্ত। ৫। সং, ক্লীং, ধন।

পৃক্তি (পৃক্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, মিশ্রণ। ২। যোগ, সংস্পর্শ। ৩। সম্পর্ক।

পৃচ্ছা (প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+ঙ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।

পৃতনা (পৃ পূর্ণ করা+ত(তন্)—ক, আপ্ —স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, সেনা, সৈন্যদল (অক্ষৌহিণী দেখ)। শিং—১ "গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।"

পৃতনাসাট্ (পৃতনাসাহ্ পৃতনা সৈন্যদল—সহ্ [সহ্য করা] সমতুল্য হওয়া+০(ক্বিপ্) —ক) সং, পুং, ইন্দ্র।

পৃথক্ (পৃথ্ ক্ষেপণ করা+অক্(কক্)—র্ম্ম) অং, ভিন্ন, অন্য। ২। ইতর, নীচ।

পৃথক্ক্ষেত্র (পৃথক্ ভিন্ন—ক্ষেত্র উৎপত্তি-স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, এক পিতার ঔরসে বিভিন্ন মাতার উদরে জাত সন্তান।

পৃথক্ত্ব (পৃথক্+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, বৈশেষিকোক্ত পৃথক্ত্ব বুদ্ধিসম্পাদক গুণ-বিশেষ।

পৃথগাত্মতা (পৃথগাত্মন্ [পৃথক্ ভিন্ন—আত্মন্ স্বভাব, ৬ষ্ঠী—হিং)+তা - ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিবেক, বিরক্ততা, বিরাগ। ২। ইতরবিশেষবিবেচনা।

পৃথগ্জন (পৃথক্ [গুণ হইতে] ভিন্ন—জন লোক, স্বং—স) সং, পুং, মূর্খ। ২। নীচ লোক, ইতরলোক। ২। পাপী। ৩। ভিন্ন-লোক। [বিবিধ। ২। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

পৃথগ্বিধ (পৃথক্—বিধা প্রকার) বিং, ত্রিং,

পৃথা (প্রথ বিখ্যাত হওয়া+অ(অন্)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, কুন্তী, পাণ্ডু-রাজার স্ত্রী। ২। ব্রাহ্মণীবিশেষ।

পৃথাজ, পৃথাসুত } (পৃথা—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত। পৃথা-সুত পুত্র) সং, পুং, কুন্তীপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি।

পৃথাপতি (পৃথা কুন্তী—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পাণ্ডুরাজা।

পৃথিবী, পৃথ্বী } (প্রথ্ বিখ্যাত হওয়া+ইব, বি—প্রং। কিম্বা প্রথ্ [বিস্তার] পাওয়া—ইব, বী—প্রং, প্রথ্ স্থানে পৃথ। যাহা অত্যন্ত বিস্তৃত। অথবা প্রথ+ষিবন্—ক। পুরাণমতে—পৃথুরাজার দুহিতা বলিয়া পৃথিবী,পৃথ্বী) সং, স্ত্রীং, ভূমি, ধরা। শিং—১ "পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।" : "দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবীপৃথ্বী তথোচ্যতে।"

পৃথিবীপতি, পৃথিবীপাল, পৃথিবীক্ষিৎ } (পৃথিবী—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ,। পৃথিবী—পাল যে পালন করে, ৬ষ্ঠী—ষ, পৃথিবী—ক্ষিৎ যে প্রভুত্ব করে, সপ্তমী—ষ) সং, পুং, ভূপতি, রাজা। ২। যম।

পৃথিবীভুক্ (—ভুজ্, পৃথিবী—ভুজ্ ভোগ করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ভূপাল।

পৃথিবীরুহ (পৃথিবীরুহ্ যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, পুং, ভূরুহ, বৃক্ষ, গাছ। [রাজা।
পৃথিবীশক্র (পৃথিবী—শক্র ইন্দ্র) সং, পুং,
পৃথু (প্রথ্ বিখ্যাত হওয়া+উ(কু) ক। মহাপ্রতাপশালী বেণতনয় পৃথিবীস্থ বীরগণকে পরাজয় করেন। তাঁহা দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল প্রথিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পৃথু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন) সং,পুং, প্রাচীনকালের নৃপবিশেষ, বেণরাজপুত্র। ২। অগ্নি। ৩। স্ত্রীং, কৃষ্ণজীরক। ৪। অহিফেন। ৫। বিং, ত্রিং, বিস্তৃত। ৬। বিশাল, বৃহৎ। ৭। স্থূল। শিং—১ "পৃথুকদম্বকদম্বকরাজিতম্।" (রঘু)।
পৃথুক (পূর্ব্বে দেখ, ক—যোগ। অথবা পৃথু+কে প্রকাশপাওয়া+ম (ড)—ক) সং, পুং, কা—স্ত্রীং, শিশু, শাবক, বাচ্ছা। ২। সং, পুং, চিপিটক, চিড়া। শিং—১ "দ্বিঃস্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে। নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে। অভক্ষ্যঞ্চ যতীনাঞ্চ বিধবাব্রহ্মচারিণাম্।"
পৃথুগ্রীব (পৃথু—গ্রীবা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিস্তীর্ণ গ্রীবাযুক্ত। ২। পুং, রাক্ষসবিশেষ।
পৃথুপত্র (পৃথু স্থূল—পত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রক্তলশুন।
পৃথুরোমা (পৃথুরোমন্, পৃথু বৃহৎ—রোমন্ লোম [আঁইস]। ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৎস্য। ২। বিং, ত্রিং, বৃহৎ লোমযুক্ত।
পৃথুল (পৃথু+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বৃহৎ, বড়। ২। বিস্তৃত। ৩। স্থূল।
পৃথুলাক্ষ (পৃথুল স্থূল—অক্ষি, ৬ষ্ঠী—হি) বিং, ত্রিং, বিশাল নয়নযুক্ত। ২। সং, পুং, পুরুবংশীয় নৃপবিশেষ।
পৃথুবক্ত্র (পৃথু—বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, স্থূল মুখযুক্ত। ক্ত্রা—স্ত্রীং, কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ।
পৃথুশেখর (পৃথু বৃহৎ—শেখর চূড়া) সং, পুং, পর্ব্বত।
পৃথুশ্রবাঃ (প্রথুশ্রবস্, পৃথু—শ্রবস্ কর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বৃহৎকর্ণযুক্ত। ২। শশবিন্দুরপুত্রবিশেষ।
পৃথুস্কন্ধ (পৃথু বৃহৎ—স্কন্ধ কাঁধ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর, বরাহ।
পৃথূদক; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ; কপালমোচন তীর্থের কিছুদূরে অবস্থিত।
পৃথূদর (পৃথু—উদর পেট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মেষ। ২। বিং, ত্রিং, স্থূলোদর।
পৃথ্বী (পৃথু রাজবিশেষ+ঈপ্—স্ত্রীং। পৃথু রাজার রাজ্য) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী, ধরিত্রী। শিং—১ "দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বী তথোচ্যতে।" ২। সপ্তদশাক্ষরছন্দোবিশেষ।
পৃথ্বীধর (পৃথ্বী—ধৃ ধারণকরা+অ(অণ)—ক) সং, পুং, পর্ব্বত।
পৃদাকু (পর্দ্দ্ অপানবায়ু ত্যাগ করা+আকু—প্রং, সং, পুং, সর্প। ২। বৃশ্চিক। ৩। ব্যাঘ্র। ৪। চিতাবাঘ। ৫। হস্তী। ৬। বৃক্ষ।
পৃশ্নি (স্পৃশ্ স্পর্শ করা+নি—র্ম্ম, বালকেরা যাহাকে অনায়াসে স্পর্শ করে) বিং, ত্রিং, বামন হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, অল্পশরীর। ২। ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, পাতলা। ৩। দুর্ব্বল। ৪। সং, স্ত্রীং, রশ্মি, কিরণ। ৫। সুতপা রাজমহিষী, যিনি জন্মান্তরে দেবকী হইয়াছিলেন। শিং—১ "ত্বমেব পূর্ব্বসর্গে ভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।" ৬। পৃথিবী। ৭। রত্ন। ৮। জলের পানা।
পৃশ্নিকা; সং, স্ত্রীং, কুম্ভিকা, জলের পানা।
পৃশ্নিগর্ভ / **পৃশ্নিভদ্র** } (পৃশ্নি দেবকীর নামান্তর—গর্ভ গর্ভস্থিত জীব। পৃশ্নি দেবকী—ভদ্র ভাগ্য, শুভচিহ্ন) সং, পুং, কৃষ্ণ। [পুং, কৃষ্ণ। ২। গণেশ।
পৃশ্নিশৃঙ্গ (পৃশ্নি ক্ষুদ্র—শৃঙ্গ চূড়া) সং,
পৃশ্নী; সং, স্ত্রীং, কুম্ভিকা, জলের পানা।
পৃষৎ (পৃষ্ সেচন করা+অৎ—র্ম্ম) সং, ক্লীং, জল বা দ্রববস্তুর বিন্দু। শিং ১

"পৃষদপরুষবিষাণাগ্রেণ লুঠতি।" ২। পুং, তী—স্ত্রীং, মৃগবিশেষ।

পৃষৎক (পৃষৎ হরিণ+কণ—যোগ। হরিণের ন্যায় দ্রুতগামী) সং, পুং, বাণ, শর।

পৃষত (পৃষৎ দেখ. অত (অতচ্)—র্ম্ম) সং, পুং, জলাদির বিন্দু। ২। শ্বেতবিন্দুযুক্ত মৃগ বিশেষ। ৩। ভরদ্বাজপুত্র, নৃপবিশেষ। ৪। পাঞ্চালের অধীশ্বর, দ্রুপদের পিতা।

পৃষতাম্পতি, পৃষতাশ্ব (পৃষৎ [৬ষ্ঠী বহুবচনে পৃষতাম্] হরিণ—পতি প্রভু। পৃষত মৃগবিশেষ—অশ্ব অশ্ববৎগতিসাধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অনিল, বায়ু।

পৃষতী (পৃষৎ+ঈ+স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, হরিণীবিশেষ, শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী। ২। অঞ্জন-শলাকা।

পৃষদংশ (পৃষত্ বিন্দু—অংশ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বায়ু।

পৃষদঘ্; সং, পুং, বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ।

পৃষদশ্ব (পৃষৎ হরিণ—অশ্ব ঘোটক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বায়ু, অনিল। ২। অনরণ্যের পুত্র।

পৃষদাজ্য (পৃষৎ দ্রববস্তুর বিন্দু—আজ্য ঘৃত) সং, ক্লীং, দধিমিশ্রিত ঘৃত।

পৃষদ্বল (পৃষৎ হরিণ+বল—প্রং) সং, পুং, বায়ুর অশ্ব। শিং—১ "ধুবিত্র মরুদান্দোলঃ কুচৈশ্চমরানিলঃ। পৃষদ্বলস্তু বায়ুশ্বঃ কুবেরে তু প্রমোদিতঃ।"

পৃষন্তি (পৃষৎ দেখ, অন্তি—প্রং) সং, ক্লীং, জলাদির বিন্দু, কণা। শিং—১ "পয়ঃ) পৃষন্তিভিঃ স্পৃষ্টা বান্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ।

পৃষভাষা; সং, স্ত্রীং, অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী।

পৃষাকরা; সং, স্ত্রীং, বাট্‌খারা।

পৃষাতক (পৃষ দ্রববস্তুর বিন্দু—অৎ গমন করা বা হওয়া+অ এবং ক—প্রং) সং, ক্লীং, দধিমিশ্রিত ঘৃত।

পৃষোদর (পৃষৎ বিন্দু—উদর পেট, ৬ষ্ঠী—হিং, নিপাতন) বিং, ত্রিং, বিন্দুগর্ভিত, যাহার উদরে মণ্ডলাকার চিহ্ন আছে। শিং—১ "ভবেদ্‌বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্য্যয়াৎ। বর্ণাদেশাচ্চ গূঢ়াত্মা বর্ণলোপাৎ পৃষোদরং।"

পৃষোদ্যান (পৃষৎ—উদ্যান বাগান। ৎ=লোপ) সং, ক্লীং, ক্ষুদ্র উদ্যান, ছোট বাগান।

পৃষ্ট (প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জিজ্ঞাসিত। শিং—১ "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ।" (মনু)। ২। "স পৃষ্ট স্তেন-কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।" (দেবীমাহাত্ম্য)। ২। (+ক্ত—ভাবে) জিজ্ঞাসা।

পৃষ্টি (পৃষ্ট দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, জিজ্ঞাসা। ২। (+ক্তি—ক) বিং, ত্রিং, প্রশ্নকারক। ৩। পার্শ্বস্থ।

পৃষ্ঠ (পৃষ্ সেচনকরা+থ (থক্)—র্ম্ম, সজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, পশ্চাদ্ভাগ, পিঠ। ২। চরমমাত্র। ৩। পত্রাদির এক পিঠ।

পৃষ্ঠগোপ, পৃষ্ঠগোপ্তা (—গোপ্তৃ, পৃষ্ঠ—গুপ্ রক্ষা করা+অ(অন্) তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, পৃষ্ঠরক্ষক (যোদ্ধাবিশেষ)।

পৃষ্ঠগ্রন্থি (পৃষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগ=গ্রন্থি গাঁইট্) সং, পুং, কুঁজ।

পৃষ্ঠচর (পৃষ্ঠ—চর্ গমন করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, পশ্চাদ্ভাগে স্থিত। ২। পশ্চাদ্গামী।

পৃষ্ঠচক্ষুঃ (পৃষ্ঠ—চক্ষুঃ অক্ষি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কর্কট। ২। ভল্লুক।

পৃষ্ঠজ (পৃষ্ঠ—জ[জন্, জন্মান+অ(ড)—ক] হে জন্মায়) বিং, ত্রিং, পশ্চাৎ জাত।

পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠতস্, পৃষ্ঠ+তস্—সপ্তম্যর্থে) অং, পশ্চাদ্ভাগে, পেছনে। ২। পৃষ্ঠদেশে। শিং—১ "তং পৃষ্ঠতঃ প্রষ্ঠমিয়ায় নম্রো হিংস্রেষু দীপ্রাস্ত্রধরঃ কুমারঃ।" (ভট্টি)।

পৃষ্ঠদৃষ্টি (পৃষ্ঠদৃষ্টি দর্শন, ৬ষ্ঠী—হিং। আপনার

পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করে বলিয়া) সং, পুং, ভল্লূক, ভালুক।

পৃষ্ঠমাংসাদ (পৃষ্ঠ পিঠ—মাংস অদ্ ভক্ষণ করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, পরোক্ষে অপবাদকারী। ২। পৃষ্ঠমাংসভোজী।

পৃষ্ঠমাংসাদন (পৃষ্ঠমাংস—অদন ভোজন) বিং, ত্রিং, পৃষ্ঠমাংসভোজী। ২। সং, ক্লীং, পরোক্ষে দোষকীর্ত্তন। ৩। পৃষ্ঠের মাংস ভোজন।

পৃষ্ঠযান ; সং, ক্লীং, পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন।

পৃষ্ঠবংশ (পৃষ্ঠ—বংশ বাঁশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের ডাঁড়া।

পৃষ্ঠবাট্—ড্(পৃষ্ঠবাহ্,পৃষ্ঠ—বাহ যে বহন করে। প্রষ্ঠবাহ্ শব্দও হয়) সং, পুং, পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহী বৃষ, পাঁটে বাঁধা গরু।

পৃষ্ঠশয় (পৃষ্ঠ—শয় [শী শয়ন করা+অ (অন্)—ক] যে শয়ন করে) বিং, ত্রিং, উত্তানশয়, উর্দ্ধমুখ।

পৃষ্ঠশৃঙ্গ (পৃষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগ—শৃঙ্গ শিং। যাহার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের দিকে নোয়ান থাকে) সং, পুং, বন্যছাগল।

পৃষ্ঠশৃঙ্গী (—শৃঙ্গিন্, পৃষ্ঠ পিঠ—শৃঙ্গ শিং +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ভীমসেন। ২। মহিষ। ৩। ক্লীব, নপুংসক।

পৃষ্ঠাস্থিত (পৃষ্ঠ—অস্থি হাড়+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যে জীবের পৃষ্ঠে ডাঁড়া হয়।

পৃষ্ঠোদয় (পৃষ্ঠ—উদয়) সং, পুং, মেষ, বৃষ কর্কট ধনু মকর মীন লগ্ন।

পৃষ্ঠ্য (পৃষ্ঠ+য(ষ্ণ্য)—প্রং, সং, পুং, পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহী অশ্ব, ভেটোঘোড়া। ২। ক্লীং, পৃষ্ঠাস্থি সমূহ। ৩। বিং, ত্রিং, পৃষ্ঠসম্বন্ধীয়।

পৃষ্ণি (পৃষ্ বিস্তার করা+নি—প্রং। নিপাতন) বিং, ত্রিং, প্রশ্নি। ২। ক্ষুদ্র। স্ত্রীং—পার্ষ্ণি।

পেকম (দেশজ) ময়ূরের পুচ্ছ। ২। পক্ষ বিস্তার।

পেঁচ ('পারস্য, পেচিদন্ ঘোরা) ঘোরা। ২। কষ্ট, ক্লেশ, বিপদ। ৩। ইস্ক্রুপ।

পেঁচান (পারসী) ঘূর্ণন। ২। ছল, কৌশল, প্রতারণা। বিং, যে কোন কার্য্যে পাক দেয়, ব্যাঘাত জন্মায়।

পেঁপে (বোধ হয় এই ফল প্রথমে পাপুয়া নামক দ্বীপ হইতে এদেশে আসে, এই জন্য ইহার উক্ত নাম হইয়াছে) সং, ক্লীং, ফলবিশেষ।

পেগম্বর (পারস্য) ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ২। দূত।

পেচ (পারসী) ঘূর্ণিত কল, ইস্ক্রুপ।

পেচক (পচ্ পাক করা, ব্যক্ত করা+অক (ণক)—ক, নিপাতন) সং, পুং, পেঁচাপক্ষী। ২। হস্তীর পুচ্ছমূল বা তদগ্র। ৩। গুহ্যদেশাচ্ছাদক মাংসপিণ্ডবিশেষ। ৪। পর্য্যঙ্ক। ৫। ঘূক। ৬। মেঘ।

পেচকী (পেচকিন্, পেচক হস্তীর পুচ্ছমূল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হস্তী। ২। বিং, ত্রিং, পেচকযুক্ত।

পেচিল (পেচক হস্তীর পুচ্ছমূল+ইল—অস্ত্যর্থে। পেচক = পেচ) সং, পুং, হস্তী।

পেচু—পুং, **পেচুল**—পুং, **পেচুলী** স্ত্রীং } (পিচ্ আঘাত করা+উ, উল—প্রং) সং, পুং, কচুশাক।

পেট—স্ত্রীং,পেটিকা, পেটী—স্ত্রীং, **পেটক**—পুং,—ক্লীং, পেড়া—স্ত্রীং } (পিট্ সংহত হওয়া+অ(অল্)—ধি, কণ্—যোগ) সং, পেটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি। ২। সমূহ।

পেট (পেটক শব্দজ) সং, উদর,জঠর, গর্ভ।

পেটরা ; সং, পেটিকা, পেটেরা।

পেটাও—যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে।

পেটুক ; বিং, ত্রিং উদরম্ভরি, উদরসর্ব্বস্ব।

পেয় (পা পান করা+য—র্ম্ম) সং, ক্লীং, জল। ২। দুগ্ধ। ৩। অষ্টবিধ অন্নান্তর্গত অন্নবিশেষ। শিং—১ "ভোজ্যং পেয়ং তথা চূষ্যং লেহ্যং খাদ্যঞ্চ চর্ব্বণং। নিপেয়ঞ্চৈব ভক্ষ্যং স্যাদন্নমষ্টবিধং স্মৃতম্।" ৪।

বিং, ত্রিং, পানীয়, পানযোগ্য ।• শিং—১ "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যমিতি শ্রুতিঃ।"

পেয়ালা (পারস্য) পাত্রবিশেষ, বাটী।

পেয়ূষ (পীয়্ [সৌত্রধাতু] তৃপ্ত করা+উষ —প্রং) সং, ক্লীং, পুং, নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। ২। পীযূষ, অমৃত শিং,—১"আসপ্ত-রাত্রপ্রভবং ক্ষীরং পেয়ূষ উচ্যতে।"

পেরজ ; সং, ক্লীং, উপরত্নবিশেষ।

পেরা ; সং, স্ত্রীং, বাদ্যবিশেষ।

পেরু (পী পান করা+রু—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অগ্নি। ২। সূর্য্য। ৩। সমুদ্র।

পেরেশান (পারস্য) কষ্টযুক্ত, ক্লান্ত।

পেরোজ (পারস্য) সং, ক্লীং, রত্নবিশেষ ; ইহা দ্বিবিধ পীতবর্ণ ও হরিতবর্ণ।

পেল (পিল্ প্রেরণ করা বা পেল্ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, মুষ্ক, অণ্ড-কোষ। ২। পুং, ক্ষুদ্রাংশ। ৩। গমন।

পেলব (পেল ক্ষুদ্রাংশ—বা গমন করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, কৃশ, ক্ষীণ। ২। কোমল, নরম,মৃদু। ৩। বিরল। ৪। সূক্ষ্ম। ৫। ভঙ্গুর। ৬। লঘু।

পেবলি—অভিনয় শূন্য কেবল অঙ্গবিক্ষেপ-বাহুল্য দ্বারা নৃত্য করিবার নাম পেবলি।

পেশ (পারস্য) সম্মুখ।

পেশওয়াজ } (পারস্য নর্ত্তকীদিগের
পেশবাজ } পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ।

পেশকবচ (পারস্য) দুই পার্শ্বে ধারবিশিষ্ট অস্ত্রবিশেষ।

পেশকস (পারস্য) বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ, পেশকজ ; ইহা কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়। ২। কোমর-বন্ধ। ৩। উপঢৌকন, সম্মান করিবার জন্য যাহা কিছু নজর দেওয়া যায়।

পেশকার (পারস্য) সহকারী। ২। আদা-লতের বিচারকের নিকট যে মোকদ্দমার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। ৩। জমিদারীর কাগজপত্র যাহার জিম্মায় থাকে এবং যে ব্যক্তি আবশ্যকমত উহা কাছারীতে বা জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজপত্র হেপাজতে রাখে তাহাকে পেশকার কহে।

পেশল } (পেশ্ অবয়বীভূত হওয়া+অল
পেষল } (অলচ্)—ক, কিম্বা পেশ+ল
পেসল } —অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোহর। ২। (পিষ্ চূর্ণ করা) মৃদু, কোমল। ৩। (পিস্ গমন করা) দক্ষ, নিপুণ। ৪। চতুর। ৫। ধূর্ত্ত। ৬। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "অক্রূরঃ পেশলো দক্ষঃ।"

পেশস্কৃৎ ; সং, পুং, কীটবিশেষ, কুমীর-পোকা। শিং—১ "কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।"

পেশা (পারস্য) ব্যবসা।

পেশাদার (পারস্য) ব্যবসায়ী।

পেশি (পিশ্ অবয়বীভূত হওয়া+ই—ক) সং, পুং, বজ্র। ২। স্ত্রীং, ডিম্ব। ৩। খড়্গা-দিকোষ, খাপ্। ৪। শরীরের মাংসপিণ্ড। ৫। সুপক্ব মুকুল। ৬। নদীবিশেষ। ৭। রাক্ষসীবিশেষ। ৮। পিশাচীবিশেষ।

পেশী (Muscle, পেশি দেখ, ঈ—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালনক্রিয়া সমাধা হয়। ২। পেশী কেবল মাংসরাশি মাত্র। ৩। ডিম্ব। ৪। মুকুল। ৫। খড়্গের খাপ্। ৬। নদীবিশেষ। ৭। পিশাচীবিশেষ। ৮। রাক্ষসীবিশেষ।

পেশীকোষ ; সং, পুং, অণ্ডকোষ।

পেশুক (পিশ্ গমন করা+উক—শীলার্থে) বিং, ত্রিং, অভিবর্দ্ধনশীল।

পেষণ (পিষ্ চূর্ণ করা+অন্ (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মর্দ্দন, চূর্ণন। ২। (+অন্—ধি) পেষণপাত্র, খলাদি।

পেষণি—ণী (পিষ্ চূর্ণ করা+অনি—ণ, ঈপ্)সং, স্ত্রীং, পেষণযন্ত্র। ২। শিলনোড়া, যাঁতা, গৃহকচ্ছপ।

পেষাক (পিষ+আকন) সং, পুং, পেষণি।

পেষি ; সং, পুং, বজ্র।

পেস্তা—কাবুলদেশীয় ফলবিশেষ।

পেস্বর (পিস্ গমনকরা+বর—ক, শীলার্থে) বিং. ত্রিং, গতিশীল।

পৈঙ্গ ; সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

পৈঙ্গরাজ ; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

পৈঞ্জুষ (পিঞ্জুষ—অ(ষ্ণ)+স্বার্থে) সং, পুং, কর্ণ, শ্রোত্র।

পৈঠর (পিঠর স্থালী+অ(ষ্ণ)—পক্বার্থে) বিং, ত্রিং, স্থালীপক্ক (মাংসাদি)।

পৈঠিক ; সং, পুং, অসুরবিশেষ।

পৈঠীনসি ; সং, পুং, উপস্মৃতিকারক মুনিবিশেষ।

পৈণ্ডিন্য (পিণ্ড অন্নাদির ডেলা—ইন্—অস্ত্যর্থে, য—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ভিক্ষাবৃত্তি, যাচ্ঞা করা।

পৈতা (উপবীত শব্দজ কি ?) সং, যজ্ঞোপবীত।

পৈতামহ (পিতামহ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পিতামহসম্বন্ধীয়। ২। পিতামহাদাগত। শিং—১ "পৈতামহঞ্চ পিত্র্যঞ্চ যচ্চান্যৎ স্বয়মর্জ্জিতং। দায়াদানাং বিভাগেষু সর্ব্বমেতদ্বিভজ্যতে।"

পৈতৃক (পিতৃ+কণ্—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পিতৃ পিতামহাদি সম্বন্ধীয়। শিং—১ "পৈতৃকন্তু যদা দ্রব্যাবনবাপ্তমবাপ্নুয়াৎ।"

পৈতৃমত্য (পিতৃমতী অনূঢ়া কন্যা—য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, অনূঢ়াকন্যাতে জাত, কানীন।

পৈতৃস্বস্রেয়
পৈতৃস্বস্রীয় (পিতৃস্বসৃ পিসী+এয় (ঢ়েয়), ঈয়(ণীয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, য়া, য়ী—স্ত্রীং, পিতার ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী।

পৈত্ত, পৈত্তিক (পিত্ত+অ(ষ্ণ),ইক(ঞ্চিক) সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পিত্তসম্বন্ধীয়, পিত্তজন্য রোগ।

পৈত্র, পৈত্র্য, পৈত্রিক (পিতৃ+অ(ষ্ণ), য (ষ্ণ্য), ইক(ঞ্চিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, পৈত্রিক, পিতৃসম্বন্ধীয়। ২। (ত্র) সং, ক্লীং, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ।

পৈত্রাহোরাত্র (পৈত্র পিতৃসন্ধীয়—অহন্ দিবস—রাত্রি) সং, পুং, পিতৃলোকের এক দিন, তাহা মানুষের এক মাস। শিং—১ "মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।"

পৈরবল্কল—পেরুদেশীয় সিঙ্কোনা নামক বৃক্ষের ত্বক্, যাহা হইতে প্রসিদ্ধ কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

পৈল (পেল+ষ্ণ) সং, পুং, ঋগ্বেদাভিজ্ঞ মুনিবিশেষ।

পৈলব (পীলু+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পীলুসম্বন্ধীয়।

পৈশাচ (পিশাচ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) ঘং, পুং, অষ্টপ্রকার বিবাহান্তর্গত বিবাহবিশেষ, বলপূর্ব্বক বিবাহ, ছলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ। শিং—১ "সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচঃ কথিতোঽষ্টমঃ।" ২। বিং, ত্রিং,

পৈশুন্য (পিশুন খল—য(ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, সূচনা। ২। খলতা, ধূর্ত্ততা।

পৈষ্টিক (পিষ্ট+ইক[ঞ্চিক]—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পিষ্টসম্বন্ধীয়। ২। সং, ক্লীং, পিষ্টকসমূহ। ৩। মদ্যবিশেষ।

পৈষ্টী (পিষ্ট+অ(ষ্ণ), ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মদ্যবিশেষ, ধেনো মদ।

পো (পুত্র শব্দজ) সং, সন্তান।

পোআ
পোয়া (পাদ শব্দজ কি ?) সং, সেরের চতুর্থভাগের এক ভাগ। ২। ঢেঁকির দুই পার্শ্বে হাড়িকাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

পোআতি
পোয়াতি (প্রসূতিশব্দজ সং, নবপ্রসূতা স্ত্রী। ২। গর্ভিণী।

পোঁটা (দেশজ) সং, নাড়ী, অন্ত্র, আঁত।

পোঁদ, পোঙ্গা (পায়ু শব্দজ) সং, গুহ্যদেশ। ২। পাছা।

পোকা (দেশজ) সং, কীট, কৃমি।

পোক্ত } (পারস্য=পোখ্‌তা) বিং, পরি-
পোক্তা } পক্ক, পাকা, মজবুত। ২। দৃঢ়, কঠিন।

পোগণ্ড (অপ না, অপকৃষ্ট—গম্‌ গমন করা +ড—ক। অপ=পো, নিপাতন) বিং, ত্রিং, বিকলাঙ্গ। ৪ সং, পুং, ৫ অবধি ১৫ বর্ষের শিশু। শিং—১ "রোগী বৃদ্ধস্তু পোগণ্ডঃ কুর্ব্বন্ত্যন্যৈর্ব্রতং সদা। শরীরে ষড়বস্থাঃ। বালঃ পোগণ্ডঃ কুমারস্তরুণো বৃদ্ধো দশমীতি বৈদ্যকোক্তাঃ।"

পোট (পুট্‌ সংযুক্ত হওয়া+অ(অল্‌)—ভাবে) সং, পুং, স্পর্শ। ২। মিলন।

পোটগল (পোট[বায়ুর সহিত] মিলন—গল্‌ গমন করা+অ(অন্‌)—ক। যে বাতাসে তরঙ্গিত হয়) সং, পুং, নল, খাগ্‌ড়া। ২। কাশ, কেশে। ৩। মৎস্য।

পোটা (পুট্‌ সংযুক্ত হওয়া+অ(অল্‌)—ক,আপ্‌—স্ত্রীং,। যে স্ত্রীং, যে পুরুষে লক্ষণযুক্ত হয়) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রীলোকের স্তন ও দাড়ি আছে, পুং-লক্ষণা-স্ত্রী।

পোটিক (পোট্‌+ইক—প্রং) সং, পুং, বিস্ফোটক, ফোড়া।

পোট্‌লিকা, পোট্‌লী, সং, স্ত্রীং, বস্ত্রবদ্ধ দ্রব্য, পুটলি, গাঁঠরি।

পোড়ন [দেশজ) সং, দহন, জ্বলন।

পোড়া (দেশজ) বিং, দগ্ধ, কৃতদাহ।

পোড়ু; সং, পুং, ললাটাস্থির নিম্নভাগ।

পোত পূ(পবিত্র করা+ত(তন্‌)—ক) সং, পুং, শাবক। ২ নৌকাদিজলযান। শিং —১ "পোতারূঢ়াস্ততঃ সর্ব্বে পোতবাহৈকপাসিতাঃ। অপারে দুস্তরেঽগাধে শান্তি বেগেন নিত্যশঃ।" (পুরাণ)। ৩। গৃহনির্ম্মাণস্থান, পোতা। ৪। দশম বর্ষীয় হস্তী। ৫। (অন=র্ম্ম) বস্ত্র।

পোতকী, পোতিকা (পুত (নামধাতুজ) দুর্গন্ধ হওয়া+অক—প্রং) সং, স্ত্রীং, পুঁই-শাক। শ্যামাপক্ষী।

পোতজ; সং, পুং, কুঞ্জরাদি।

পোতরক্ষ (পোত নৌকা—রক্ষ্‌ রক্ষা করা +অ(অল্‌)—ণ) সং, সং, নৌকাপ্রভৃতির হাইল।

পোতবণিক্‌ (পোতবণিজ্‌, পোত নৌকা বণিক্‌ বেণে, ৭মী—ষ) সং, পুং, জলপথে বাণিজ্যকারী, সাংযাত্রিক। ২। নৌকা-বাণিজ্যকর।

পোতবাহ (পোত—বহ্‌ বহন করা+অ (ঘঞ্‌)—ক, ২য়া—ষ) সং, পুং, দাঁড়িমাঝি।

পোতা (পোতৃ, পূ পবিত্রকরা+তৃ(তৃন্‌)—ক) সং, পুং, যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিয়োজিত পুরোহিতবিশেষ। ২। বিষ্ণু। ৩। (পারস্য) কোরণ্ড, মুষ্ক।

পোতাচ্ছাদন (পোত বস্ত্র—আচ্ছাদন আবরণ) সং, ক্লীং, বস্ত্রকুটিম, তাঁবু।

পোতাধান (পোত—আধান গ্রহণ। বস্ত্র থলিয়া প্রভৃতি দিয়া ধৃত করা যায় বলিয়া) সং, ক্লীং, ক্ষুদ্রমৎস্যসমূহ, পোনার ঝাঁক।

পোতাধিষ্ঠাননগর; যে স্থানে জাহাজাদি নোঙর করা থাকে, তাহার অদূরবর্ত্তী নগর।

পোতামাঝি (দেশজ) বিং, কারারক্ষক। শিং—"দশবিধ পোতামাঝি বীরে লয়ে যায়।

পোতাশ্রয় (Harbour) যে স্থানে জাহাজাদি নির্ব্বিঘ্নে নোঙর করা থাকে।

পোতাস; সং, পুং, কর্পূরবিশেষ।

পোত্র (পূ পবিত্র করা+ত্র—ণ) সং, পুং, শূকরের মুখাগ্র, শূকরের থুথ্‌নি। ২। ক্রোড়। ৩। বজ্র। ৪। হলমুখ। ৫। বহিত্র।

পোত্রায়ুধ (পোত্র—আয়ুধ অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বরাহ, শূকর।

পোত্রিরথা; সং, স্ত্রীং, জিনশক্তিবিশেষ।

পোত্রী (পোত্রিন্‌; পোত্র+ইন্‌—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শূকর, বরাহ। ২। বিং, ত্রি, পোত্র-যুক্ত।

পোদ (দেশজ) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ।

পোতন (পূ পবিত্র করা+তন—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্রতাকারক।

পোতনকপ্রিয়; সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ।

পোতনায়ক (পোত নৌকাদিজলযান—নায়ক অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পোতাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাপ্তেন।

পোতপ্লব (পোত—প্লব) প্লু পার হওয়া+অ(অন্)—ক(৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, নৌকা দ্বারা যে নদ্যঃ প্রভৃতি পার হয়।

পোদ্দার (পারস্য ফোতাদার শব্দের অপভ্রংশ) টাকা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম জানিবার জন্য যে পরীক্ষা করিয়া লয়, টাকা পরীক্ষক। ২। টাকা পয়সা যে ব্যক্তি গণিয়া লয়।

পোয়ান (পবন শব্দজ) ঘটাদি-দাহস্থান।

পোয়াল (পলাল শব্দজ) সং, বিচালি, খড়।

পোলাও (পারস্য) ঘৃত এবং মাংস দ্বারা তণ্ডুলপাক। ২। সংস্কৃত=পলান্ন)।

পোলাদ (পারস্য) দামস্কদেশীয় উৎকৃষ্ট ইস্পাত।

পোলিকা; সং, স্ত্রীং, পিষ্টকবিশেষ, পাতলা রুটি। শি—১ "কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ। স্বেদয়েত্তপুকে তাস্ত পোলিকাং তাং জগুর্ব্বুধাঃ।"

পোষ—পুং, পোষণ—ক্লীং } (পুষ্ পালন করা+অ (অল্) অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পালন। ২। বর্দ্ধন। শিং,—১ "যঃ সর্ব্বদাত্মানপুষৎ স্বপোষম্।

পোষাক (পোষ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পালক। ব্যাকোর সাহায্যকরা।

পোষণপ্রবাহ (Nutritive strength) যে শক্তি দ্বারা অন্ন পানীয় রক্ত মাংসাদিতে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

পোষয়িত্নু (পোষি পালন করান+ইত্নু—ক) বিং, ত্রিং, পোষণকারক। ২। সং, পুং, কোকিল।

পোষাক (পারস্য) পরিচ্ছদ।

পোষাকী (পারস্য) পোষাকোপযোগী।

পোষুক (পুষ্ পোষণ করা+উক্—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, পোষণকারক। শিং—১ "তমনুপোষং পোষুকো ভবতি।

পোষ্টা (পোষ্টৃ, পুষ্ পালন করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিপালক, পোষণকর্ত্তা। ২। সং, পুং, কাঁটাকরঞ্জ।

পোষ্য (পুষ্ পালনকরা+য(ণ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পোষণযোগ্য, প্রতিপাল্য। ২। ভৃত্য। শিং—১ "মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী ত্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ। অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব।

পোষ্যপুত্র (পোষ্য—পুত্র) সং, পুং, দত্তক পুত্র, পুষ্যপুত্র; অপুত্র ব্যক্তি পিণ্ড ও বিষয় রক্ষার জন্য যে পুত্র গ্রহণ করিয়া পালন করে।

পোষ্যবর্গ (পোষ্য—বর্গ শ্রেণী) সং, পুং, যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, মাতা পিতা সন্তান অতিথি প্রভৃতি।

পোস্ত (পারস্য) অহিফেন গাছের ফল।

পোস্তা (পারস্য)=পুশ্‌তি, সংস্কৃত=পৃষ্ঠ ঠেক্‌না, প্রাচীরের রক্ষার্থ যাহা গাঁথিয়া দেওয়া যায়।

পোস্তাবন্দী (পারস্য) বাঁধা।

পৌংশ্চলেয় (পুংশ্চলী+এয় (ঢেয়) অপত্যার্থে) সং, পুং, পুংশ্চলী-পুত্র।

পৌংশ্চল্য (পুংশ্চলী+য(ষ্ণ্য)—ভাবার্থে) সং, ক্লীং, অসতীত্ব। ২। পরপুরুষগামিতা, স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচার।

পৌংসবন (পুংসবন+অ (ষ্ণ)—সুশ্রাব্যার্থে) সং, ক্লীং, পুংসবন সংস্কার।

পৌংস্ন (পুমস্ পুরুষ+[নন্]+ষ্ণ—ভাবে) সং, পুং, পুংস্ত্ব, পুরুষত্ব। ২। পুং, সমূহ। ৩। বিং, ত্রিং, পুং-সম্বন্ধীয়। ৪। পুংযোগ্য। ৫। পুং-হিতকারক।

পৌংস্য; সং, ক্লীং, বল সংগ্রাম।

পৌগণ্ড (পোগণ্ড+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, অবস্থাবিশেষ, পোগণ্ডাবস্থা। শিং—১ "যৎবাল্যো তু হরিতকং উচুঃ পৌগণ্ডকেৰ্ভকাঃ।" ২। কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।" (ভাগবত)।

পৌণ্ড্র (পুণ্ড্র+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, পুণ্ড্রদেশ। ২। তদ্দেশীয় লোক। ৩। ভীমের শঙ্খ। শিং—১ "পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।" ৪। পুঁড়ি আক।

পৌণ্ড্রক } (পৌণ্ড্র+কণ্—যোগ। পৌণ্ড্রিক } পুণ্ড্র +ইক(ষ্ণিক)—প্রং সং, পুং, পুঁড়ি আক। ২। জাতিবিশেষ, পুঁড়ো। ৩ করূষদেশের রাজা।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন; সং, পুং, দেশবিশেষ, বেহার।

পৌতব (পূ শুদ্ধ করা+তু—প্রং, অ—যোগ) সং, ক্লীং, পরিমাণ।

পৌত্তলিক (পুত্তলি+কণ্—পূজনার্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিমাপূজক, পুত্তলিপূজক।

পৌত্র (পুত্র+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ত্রী—স্ত্রীং, পুত্রের পুত্র বা কন্যা।

পৌনঃপুনিক (Recurring, পুনঃপুনর+ইক (ষ্ণিক) ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, পুনঃপুনর্জাত, যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয়।

পৌনঃপুন্য (পুনঃপুনর্+য(ষ্ণ্য)—অনুষ্ঠান বা সংঘটনার্থে, দ্বিত্ব) সং, ক্লীং পুনঃপুনঃ, বারংবার।

পৌনরুক্ত(ক্ত্য) (পুনঃরুক্ত+অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য) ভা) সং, ক্লীং, পুনঃকথন। ২। দ্বৈগুণ্য।

পৌনরুক্তিক (পুনরুক্ত+ইক্(ষ্ণিক)—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, পুনরুক্তার্থাভিজ্ঞ। ২। পুনরুক্ত পদাধ্যায়ী।

পৌনর্ভব পুনর্ভূ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে)সং, পুং, পুনর্ভূপুত্র, দ্বিরূঢ়া—সুত, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র। শিং—১ "যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে।" বা—স্ত্রীং, কন্যাবিশেষ। পৌনর্ভবা কন্যা সপ্তবিধ বলিয়া উক্ত আছে; যথা—বাগ্‌দত্তা, মনোদত্তা প্রভৃতি।

পৌর (পুর+অ(ষ্ণ)—ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, পুরবাসী, নগরস্থ, নাগরজন। ২। পুরসম্বন্ধীয়। ৩। উদরপূরক। ৪। পূর্ব্বদিগ্দেশে বা পূর্ব্বকালে জাত। ৫। স্ত্রীং, রামকর্পূর।

পৌরক (পৌর নাগরজন+ক কৈধাতুজ) সং, পুং, বাটীর বহিঃস্থিত উদ্যান।

পৌরণ; সং, পুং, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

পৌরন্দর (পুরন্দর; অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। ২। সং, পুং, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

পৌরব (পুরু+অ(ষ্ণ)—জাতার্থে। মহাভারতে—যযাতি তৎপুত্র পুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার জরা গ্রহণ করিয়া যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমার বংশ পৌরব বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে) বিং, ত্রিং, পুরুবংশীয়, পুরুবংশে উৎপন্ন। ২। সং, পুং, উদীচ্যদেশবিশেষ।

পৌরবীয় (পৌরব পুরুরাজ+ঈয়(ীয়)—ভক্তিযুক্তার্থে) সং, ত্রিং, পুরুরাজের প্রতি ভক্তিযুক্ত।

পৌরশ্চরণিক (পুরশ্চরণ+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পুরশ্চরণজাত। ২। সং, পুং, পুরশ্চরণ-প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যান পুস্তক।

পৌরস্ত্য (পুরস্ পূর্ব্বে+ত্য(ত্যণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয়। ২। অগ্রেভব। ৩। প্রথম।

পৌরাণ (পুরাণ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পুরাণসম্বন্ধীয়।

পৌরাণিক (পুরাণ +ইক্ (ষ্ণিক)—জাতার্থে) সং, পুং, আখ্যান, আখ্যায়িকা, ইতিহাস এবং পুরাণের সূত্র ও উদাহরণে যে পুরাণ পাঠ করে বা জানে, পুরাণশাস্ত্র পণ্ডিত। ২। বিং, ত্রিং, পুরাণসম্বন্ধীয়। ৩। পূর্ব্বতনকালীন।

পৌরিক (পুর+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পুরজাত। ২। (+ষ্ণিক—ইদমর্থে) রসম্বন্ধীয়। ৩। সং, পুং, দাক্ষিণাত্য দেশবিশেষ।

পৌরুষ (পুরুষ+অ(ষ্ণ)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, পুরুষত্ব। ২। পরাক্রম। ৩। তেজঃ। ৪। রেতঃ। ৫। সাহস। উদ্যম, উদ্যোগ। ৭ উর্দ্ধপাণি পুরুষপ্রমাণ। ৮। পুরুষকার। শিং—১ "যৎ স্বয়ং কর্ম্মণঃ কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ। প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি স্মৃতম্।" ২ "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" ৯। বিং, ত্রিং, পুরুষসম্বন্ধীয়। ১০। পুরুষ পরিমিত। শিং—১ "জবেঽপি মানেঽপি চ পৌরুষাধিকম্।"

পৌরুষেয় (পুরুষ+এয়(ঢেঞ্)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, পুরুষকৃত। ২। মনুষ্য রচিত, মনুষিক। ২। সং, পুং, পুরুষসমূহ। ৩। হত্যা।

পৌরোগব (পুরোগু [পুরস্ অগ্রে—গো নেত্র, ৬ষ্ঠী—হিং] যাহার অগ্রে পাচ্যবস্তুতে দৃষ্টি+অ(ষ্ণ)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, রন্ধনশালাধ্যক্ষ। শিং—১ "পৌরোগবো ব্রুবাণোঽহং বল্লবো নাম নামতঃ"

পৌরোডাশ (পুরোডাশ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, পুং, পুরোডাশ সহঃরচিত মন্ত্র।

পৌরোভাগ্য (পুরোভাগিন্+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, কেবল দোষমাত্র দর্শন।

পৌরহিত্য (পুরোহিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং,ক্লীং, পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম।

পৌর্ণমাস (পৌর্ণমাসী+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, পুং, পূর্ণিমাতিথিতে কর্ত্তব্য যাগবিশেষ।

পৌর্ণমাসী (পূর্ণমাস+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পূর্ণিমা তিথি। শিং—১ "যঃ পরমো বিকর্ষঃ সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ সা পৌর্ণমাসী।

পৌর্ব্বপদিক (পূর্ব্বপদ+ইক(ষ্ণিক)—গ্রহণার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বপদগ্রাহক।

পৌর্ব্বাপর্য্য (পূর্ব্বাপর+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, পূর্ব্বপরত্ব। ২। অনুক্রম। ৩। কারণ। ৪। ফল।

পৌর্ব্বার্দ্ধ্য, পৌর্ব্বার্দ্ধিক (পূর্ব্বার্দ্ধ+য(ষ্ণ্য), ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বার্দ্ধজাত।

পৌর্ব্বাহ্ণিক (পূর্ব্বাহ্ণ+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বাহ্ণ সম্বন্ধীয়, প্রাতঃকালীন।

পৌর্ব্বিক (পূর্ব্ব+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বকালজাত।

পৌলস্ত্য (পুলস্ত্য+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, পুলস্ত্য-সন্তান—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। স্ত্যী—স্ত্রীং, শূর্পণখা। ২। কুম্ভীনসী।

পৌলোমী (পুলোমন্+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, শচী, ইন্দ্রাণী।

পৌষ (পৌষী+অ(ষ্ণ)—যুক্তার্থে। যাহাতে পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা আছে) সং, পুং, নবম মাস। ষী—স্ত্রীং, পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, পৌষমাসীয় পূর্ণিমা।

পৌষ্কর (পুষ্কর+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং পুষ্করমূল।

পৌষ্টিক (পুষ্টি+ক(কণ্)—বর্দ্ধনার্থে) বিং, ত্রিং, পুষ্টিবর্দ্ধক। ২। সং, ক্লীং, ক্ষৌরকালে গাত্রাচ্ছাদনবিশেষ, কাবাই। ৩। পুষ্টিসাধন কর্ম্ম।

পৌষ্প (পুষ্প+অ(ষ্ণ—নির্ম্মাণার্থে) বিং, ত্রিং, সূত্রনির্ম্মিত। ২। (+ষ্ণ—ইদমর্থে) পুষ্পসম্বন্ধীয়।

পৌষ্পী; সং, স্ত্রীং, পাটলিপুত্র নগর।

প্র (প্রথ বিখ্যাত হওয়া+অ(ড)—ক) উপং, অং, উৎকর্ষ। ২। আধিক্য। ৩। গতি। ৪। আরম্ভ। ৫। সর্ব্বতোভাব। ৬। প্রাথম্য। ৭। খ্যাতি। ৮। উৎপত্তি। ৯। ব্যবহার।

প্রকট (প্র+কটচ্—প্রং) বিং, ত্রিং, স্পষ্ট। ২ ব্যক্ত। প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।"

প্রকটন (প্রকটিত দেখ, অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, ব্যক্তীকরণ।

প্রকটিত (প্র—কট [গমন করা] প্রকাশ

করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত, ব্যক্ত। ২। স্পষ্ট। ৩। বিসারিত।

প্রকটীকৃত (প্রকট—কৃত করা হইয়াছে। মধ্যে, ঈ(চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, সম্প্রতি ব্যক্তীকৃত, প্রকাশিত। ২। বিষদীকৃত।

প্রকম্প } (প্র অধিক—কম্প্ কাঁপা+
প্রকম্পন } অল্, অন—ক) সং, পুং, কম্পমান। ২। (—কম্পি+) বায়ু। শিং—১ "প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে সুরাঃ।" ৩। নরকবিশেষ। ৪। বিং, ত্রিং, কম্পনকারক। ৫। (প্র—কম্প+অনট্—ভা) ক্লীং, অতিশয় কাঁপনি। ৬। বেপথু। ৭। "বায়ু-স্থিতি স্থাপক পদার্থ। (যে পদার্থ আঘাত বা অন্য কোন উপায়ে অবস্থান্তরিত হইলেও অল্পক্ষণ মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ বলে) আঘাত দ্বারা যে পরমাণুগুলি অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখ-বর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণুকে অপসারিত না করিয়া নিজে অপসারিত হইতে পারেনা কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত হয়। এইরূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে তদ্দ্বারা তাহারা একবার এক পার্শ্বে আবার অপর পার্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে, আহত পদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থিত হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণু সমূহের এই রূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন (প্রকম্পন বা Vibration) কহে, ঐ প্রকম্পন হই তেই সুরের জন্ম। ঐ প্রকম্পন সুসম্পাদিত যন্ত্র হইতে উত্থিত হইলেই সংগীত স্বর উৎপন্ন করে (স্বর দেখ) যদি কোন তার উত্তমরূপে কসিয়া বাঁধা যায় তাহা হইলে তাহার কম্পন সংখ্যা অধিক হইবে অর্থাৎ অল্প সময়ে অধিক কাঁপিয়া স্থির হইবে।"

প্রকর (প্র—কৃ বিক্ষেপ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, সমূহ। ২। পুষ্পাদির স্তবক। ৩। সাহায্য। ৪ অধিকার। ৫। প্রকীর্ণ পুষ্পাদি। ৬। (প্র+কৃ করা+অ(ট)—ক) বিং, ত্রিং, কর্ম্মপটু। ৭। ক্লীং, অগুরু।

প্রকরণ (প্র—কৃ করা+অন(অকট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম্যক্করণ। ২। প্রকার, প্রভেদ। ৩। প্রসঙ্গ। ৪। প্রস্তাব। ৫। দশরূপকের একটি "নাটকের ন্যায়। কিন্তু ইহার গল্পে সামাজিক প্রতিকৃতি এবং প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা ও সঙ্কীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের প্রতিপালিতা কামিনী বা সহচরী। প্রকরণের নায়কা নাটকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক্।—"মৃচ্ছকটিক" "মালতী মাধব" প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত।" ৬। গ্রন্থাংশ, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ। "উৎপাদ্যেনেতি বৃত্তেন ধীরশান্তপ্রধানকম্। শেষং নাটক-তুল্যাঙ্গং তবেৎ প্রকরণং হিং তৎ।"

প্রকরী (প্র কৃ করা+অল—ধি, ঈ—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, চত্বর, উঠান। ২। (+অল্—র্ম্ম) নাট্যাঙ্গ ৩। নাটিকা।

প্রকর্ষ—পুং, } (প্র অধিক—কৃষ্
প্রকর্ষণ—ক্লীং } আকর্ষণ করা+অ (অল্) অন(অনট্)—ভা) সং, পুং, উৎকর্ষ। শিং—১ "গুণপ্রকর্ষেণ জনোঽনুরজ্যতে জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ।" ২। আধিক্য।

প্রকশ (প্র—কশ্ আঘাত করা+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, নাড়ন, পাড়ন।

প্রকাণ্ড (প্র প্রকৃষ্ট—কাণ্ড গুঁড়ি) সং, পুং,—ক্লীং, বৃক্ষের মূলাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত, গাছের গুঁড়ি। ২। শাখা, ডাল। ৩। ক্লীং, (শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত। ৪। বিং, ত্রিং, উৎকৃষ্ট। ৫। বৃহৎ, বড়।

প্রকাণ্ডর (প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি—রা পাওয়া+অ (ড)—ক, অথবা প্রকাণ্ড+র—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বৃক্ষ, প্রকাণ্ডবিশিষ্ট।

প্রকাম (প্র অধিক—কম্ বাঞ্ছা করা+অ

(ঘঞ্)—র্ম্ম) ত্রিং, অং, পর্য্যাপ্ত । ২। যথেষ্ট। ৩। অত্যন্ত।

প্রকামম্; অং, যথেপ্সিত, স্বেচ্ছাক্রমে। ২। অত্যর্থ।

প্রকার (প্র—কৃ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রভেদ। ২। সাদৃশ্য। ৩। বিশিষ্ট জ্ঞানহেতু ভাসমান পদার্থ। ৪। জাতি। ৫। ধারা, রীতি, বিধা, রকম। ৬। কৌশল।

প্রকারতা (প্রকার+তা-ভা) সং, স্ত্রীং, বিষয়তাবিশেষ।

প্রকারান্তর (প্রকার—অন্তর ভিন্ন, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, অন্যপ্রকার।

প্রকালন (প্র—কল্-ঞি=কালি পীড়নকরা +অন্(অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, হিংসক। ২। (সং, পুং, সর্পবিশেষ। ২। (+অনট্—ভা) ক্লীং, মারণ।

প্রকাশ (প্র অধিক—কাশ্ দীপ্তি পাওয়া +অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, দীপ্তি, আলোক। ২। সাদৃশ্য। ৩। আতপ। ৪। প্রকটন। ৫। বিস্তার। ৬। শোভা। ৪। সিদ্ধি। ৮। বিকাশ। ৯। প্রস্ফুটন। ১০। জ্ঞান। ১১। বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ। ১২। ক্লীং, কাংস্য। ১৩। (+ঘঞ্—ক) বিং, ত্রিং, সদৃশ। ১৪। প্রস্ফুটিত। ১৫। বিকসিত। ১৬। প্রসন্ন। ১৭। প্রকট। ১৮। প্রসিদ্ধ। ১৯। উদ্ভাবিত। ২০। বিস্তারিত। ২১। স্পষ্ট, ব্যক্ত।

প্রকাশক (প্রকাশ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, প্রকাশকারী, যে প্রকাশ করে। ২। সূর্য্যাদি সাংখ্যমতসিদ্ধ সত্ত্ব গুণ। শিং—১ "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।"

প্রকাশজ্ঞাতা (—জ্ঞাতৃ, প্রকাশক—জ্ঞা জানা+তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, কুক্কুট। ২। বিং, ত্রিং, প্রকাশজ্ঞানবিশিষ্ট।

প্রকাশন (প্রকাশ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশকরণ।

প্রকাশাত্মা (—আত্মন্, প্রকাশ দীপ্তি—আত্মন্ আপনি। যিনি স্বয়ংই দীপ্ত, ১মা—হিং) সং, পুং, সূর্য্য। ২। ঈশ্বর। ৩। বিং, ত্রিং, ব্যক্তস্বভাব।

প্রকাশিত (প্রকাশ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শোভিত। ২। দীপিত। ৩। প্রস্ফুটিত। ৪। প্রকটিত। ৫। উদ্ভাবিত। ৬। আবিষ্কৃত। ৭। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশ।

প্রকাশ্য (প্রকাশ দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রচারযোগ্য, প্রকাশ করিবার উপযুক্ত।

প্রকীর্ণ (প্র—কৄ বিক্ষেপ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত, ছড়ান। শিং—১ "প্রকীর্ণভাণ্ডামনবেক্ষ্যকারিণীং সদৈব ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীম্। পরস্য বেশ্মাভিরতামলজ্জামেবংবিধাং স্ত্রীং পরিবর্জ্জয়ামি।" ২। নানাপ্রকারমিশ্রিত। শিং—১" প্রকীর্ণঃ পুষ্পাণাং হরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ম্।" ৩। প্রসারিত। ৪। প্রকাশিত। ৫। অসম্বন্ধ। ৬ উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত।

প্রকীর্ণক (প্রকীর্ণ দেখ, কণ—স্বার্থে) সং, ক্লীং, চামর। ২। গ্রন্থবিচ্ছেদ। ৩। বিস্তার। ৪। পুং, অশ্ব। ৫ পাপবিশেষ।

প্রকীর্ত্তিত (প্র—কৄৎ কীর্ত্তন কর+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্ণিত, কথিত। ২। সম্যক্ কীর্ত্তিত।

প্রাকীর্য্য; সং, পুং, করঞ্জবিশেষ, নাটাকরঞ্জ। ২। ঘৃতকরঞ্জ।

প্রকুপিত (প্র অধিক—কুপ্ রাগান্বিত হওয়া+ত(ক্ত) ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় ক্রুদ্ধ।

প্রকুল (প্র প্রশস্ত—কুল দেহ) সং, ক্লীং প্রশস্তশরীর, সুশ্রীদেহ।

প্রকুষ্মাণ্ডী; সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

প্রকৃত (প্র—কৃ করা+ত(ক্ত)—ক, র্ম্ম) বিং ত্রিং, নির্ম্মিত, রচিত। ২। প্রস্তাবিত। ৩ যথার্থ, বাস্তবিক। ৪। অধিকৃত। ৫। প্রক্রান্ত। ৬। আরব্ধ।

প্রকৃতি (প্র প্রথম—কৃ করা+তি(ক্তি) —ণ) সং, স্ত্রীং, প্রধান, আদ্যা। ২। ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম। ৩। সত্ত্বরজস্তমো-গুণাত্মক জগতের মূল কারণ। শিং—১"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্।" ২ "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।" ৪। অজ্ঞান। ৫। কারণ। ৬। স্বভাব। যথা—প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।" ৭। স্বাভাবিক অবস্থা। ৮। স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য—এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ। শিং-১ "স্বাম্যমাত্যো-জনো দুর্গং কোষো দণ্ডস্তথৈব চ। মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্ঞাং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে।" ৯। স্ত্রী। ১০। শক্তি। ১১। দেবী। ১২। জননী। ১৩। বেদমাতা সাবিত্রী রাধিকা দুর্গা ষষ্ঠী গঙ্গা মনসা প্রভৃতি। ১৪। পঞ্চভূত। ১৫। ছন্দোবিশেষ, ২১ অক্ষরাবৃত্তি। ১৬। অমাত্য। ১৭। পরমাত্মা। ১৮। জীবাত্মা। ১৯। ব্যাকরণে—শব্দ ও ধাতু। শিং—১ "প্রকুর্ব্বন্তীতি প্রকৃতয়ঃ।" ২০। শিশ্ন। ২১। (+ক্তি—ক) প্রজা। ২২। পঞ্চভূতময় শরীর। ২৩। (—ক্তি—ধি) যোনি।

প্রকৃতিজ (প্রকৃতি—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, স্বভাবজাত। ২। সাংখ্যমতে—সত্ত্বাদিগুণ। শিং—১ "গুণাঃ প্রকৃতিজা মতাঃ।"

প্রকৃতিমণ্ডল; সং, ক্লীং, স্বামী অমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গের সহিত প্রজাসমূহ।

প্রকৃতিবৎ, অং, প্রকৃতিতুল্য।

প্রকৃতিস্থ (প্রকৃতি—স্থা থাকা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, স্বীয় ভাবাপন্ন। ২। স্বাভাবিক।

প্রকৃষ্ট (প্রকর্ষ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশস্ত। ২। শ্রেষ্ঠ। ৩। উৎকৃষ্ট।

প্রকৃষ্য (প্রকৃষ্ আকর্ষণ করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে ভূমিলগ্ন করিয়া আকর্ষণ করা হয়।

প্রকৢপ্ত (প্র—কৢপ্ প্রস্তুত করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রচিত। ২। সম্ভূত।

প্রকেত (প্র কিত্-ণিচ্=কেতি জানান +অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিশেষরূপে জ্ঞাপক। ২। (প্রক সুখ—ই প্রাপ্ত হওয়া+ত(ক্ত)—ণ) সং, ক্লীং, প্রকৃষ্ট-সুখসাধন।

প্রকোপ (প্র—কুপ্ ক্রুদ্ধহওয়া+অ(অল্) —ভাবে) সং, পুং, অতিশয় কোপ। ২। জ্বরাদির উৎকটতা।

প্রকোপন (প্র—কুপ্ ণিচ্=কোপি+অন (অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, বর্দ্ধন। ২। রাগান। ৩। অগ্ন্যাদি উস্কান।

প্রকোপিত (প্রকোপ+ইত—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, রাগান।

প্রকোষ্ঠ (প্র—কুশ্ সংলগ্ন হওয়া+ঠ—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কনুয়ের অধঃপ্রদেশ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। ২। দ্বারের অংশবিশেষ। ৩। দ্বারের পার্শ্ব গৃহ। ৪। মহল।

প্রকৃখর; সং, পুং, অশ্বকবচ।

প্রক্রন্তা (প্রক্রম্, প্রক্রম দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রক্রমকারী। ২। আরব্ধ-কর্ত্তা।

প্রক্রম (প্র অধিক, প্রথম—ক্রম্ গমন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রথমারম্ভ, উপক্রম। ২। গমন। ৩। অবসর। ৪। অতিক্রম।

প্রক্রান্ত (প্রক্রম দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আরব্ধ। শিং—১ "আতিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তমায়তীগবম্।" ২। গত। ৩। প্রকরণস্থ। ৪। অবস্থিত।

প্রক্রিয়া (প্র—কৃ করা+য—ভাবে, আপ্ —স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, প্রকরণ। ২। নৃপাদির চামর ব্যজন এবং ছত্র ধারণ প্রভৃতি ব্যাপার। ৩। প্রয়োগ। ৪। অনুষ্ঠান।

প্রক্লিন্ন (প্র আধিক্য—ক্লিদ্ আর্দ্র হওয়া + ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পরিতৃপ্ত। ২। সম্যক্ ক্লেদযুক্ত।

প্রক্বণ } (প্র প্রধান—ক্বণ্ শব্দ করা + অ
প্রক্বাণ } (অল্), অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, বীণাধ্বনি। ২। শব্দ।

প্রক্ষালন (প্রসম্পূর্ণরূপে—ক্ষালি ধৌত করা + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লী, ধৌত করণ, পরিষ্করণ।

প্রক্ষালিত (প্রক্ষালন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, ধৌত, পরিষ্কৃত।

প্রক্ষিপ্ত (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, নিক্ষিপ্ত। ২। বিন্যস্ত। ৩। অন্তর্নিবেশিত।

প্রক্ষেপ—পুং } (প্র—ক্ষিপ্ ক্ষেপণকরা
প্রক্ষেপণ—ক্লীং } অ অল্), অন(অনট্)—ভাবে) সং, বিক্ষেপ, নিক্ষেপ, ফেলা। ২। নিশ্বাস। ৩। সঙ্গীতে—কোন একটী স্বরে আঘাত করিয়াই সেই স্বর হইতে এক, দুই বা ততোধিক স্বর ব্যবধানে, বামহস্তের অঙ্গুলির ঘর্ষণযোগে অবিচ্ছেদে অধোগতিতে যাওয়ার নাম প্রক্ষেপ।

প্রক্ষেপিকা (প্রক্ষেপ দেখ, অক—ণ, আপ—স্ত্রী) সং, স্ত্রীং, যে শক্তি দ্বারা কোন বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয়।

প্রক্ষেড়ন, প্রক্ষেদন (প্র সর্ব্বতোভাবে—ক্ষিড়্, ক্ষিদ্ মুক্ত করা—অন + ণ) সং, ক্লীং নারাচ অস্ত্র, লৌহময় বাণ।

প্রখর (অধিক—খর তীক্ষ্ণ) বিং, ত্রিং, অত্যুষ্ণ। ২। তীক্ষ্ণ। ৩। তীব্র ৪। (প্র—খন্ খোঁড়া + রক্—র্ম) সং, পুং অশ্বতর। ৫। কুক্কুর। ৬ অশ্বসজ্জা।

প্রখ্য (প্র—খ্যা বলা + অ(ড)—র্ম) বিং, ত্রিং, তুল্য, সদৃশ।

প্রখ্যা (প্র—খ্যা বলা + ঙ—ভাবে, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, সাদৃশ্য। ২। খ্যাতি।

প্রখ্যাত (প্র অধিক—খ্যা বলা + ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট খ্যাতিযুক্ত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। শিং—১ "প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেহপিতিথিনির্দ্ধারার্থমেকোহভূতঃ।"

প্রখ্যাতবপ্তৃক (প্রখ্যাত বিখ্যাত—বপ্তৃ পিতা, ৬ষ্ঠী—হিং, কণ্—যোগ) সং, পুং, ভদ্রলোক, সদ্বংশসম্ভূত।

প্রগণ্ড (প্র প্রধান—গণ্ড অংশ) সং,পুং, কনুই অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। ণ্ডী স্ত্রীং, দুর্গভিত্তি, যেখানে বীরগণ উপবেশন করিয়া থাকে। ২। শিবির।

প্রগত (প্র—গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, পৃথগ্ভূত। ২। প্রস্থিত।

প্রগতজানু } (প্রগত পৃথগ্ভূত—জানু-
প্রগতজানুক } হাঁটু, ৬ষ্ঠী—হিং। কণ্—স্বার্থে। যাহার জানুর মধ্যে মহদন্তরাল আছে) বিং, ত্রিং, বক্রপাদবিশিষ্ট, খঞ্জপাদ।

প্রগন্ধ; সং, পুং, পর্পট। ২। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টগন্ধযুক্ত।

প্রগমন (প্র—গম্ গমন করা + অন—প্রং) সং, ক্লী, দূরে গমন। ২। বিবাদ, কলহ।

প্রগল্ভ (প্র অধিক—গল্ভ্ অহঙ্কারী হওয়া—অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, উদ্ধত। ২। নির্লজ্জ। ৩। দাম্ভিক। ৪। অক্ষুব্ধ। ৫। সমর্থ। ৬। দৃঢ়। ৭। প্রধান। ৮। নির্ভীক। ৯ সাহসী। ১০। উৎসাহী। ১১। প্রত্যুৎপন্নমতি। ১২। অবিনীত। ১৩। প্রতিভান্বিত। ১৪। (+ অল্—ভা) সং, পুং, গর্ব্ব। ভা—স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ।

প্রগল্ভতা (প্রগল্ভ + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ঔদ্ধত্য। ২। নির্লজ্জতা। ৩। প্রতিভা। ৪। অধ্যবসায়। ৫। অক্ষোভ। ৬। দম্ভ, অহঙ্কার। ৭। সামর্থ্য। ৮। প্রাধান্য ৯। কার্য্যে নির্ভরতা। ১০। সাহস ১১। নির্ভীকতা। শিং—১ "নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা।"

প্রগাঢ় (প্র—গাঢ় অধিক) বিং, ত্রিং, অধিক, অতিশয়। ২। দৃঢ়। ৩। কঠিন। ৪। নিবিড়।

প্রগাতা (প্রগাতৃ, প্র অত্যুত্তম—গাতৃ [গৈ

গান করা+তৃ(তৃন্)—ক] যে গান করে) বিং, ত্রিং, উত্তমগায়ক।

প্রগুণ (প্র উৎকৃষ্ট—গুণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টগুণশালী। ২। দক্ষ। ৩। সরল, ঋজু। ৪। অনুকূল।

প্রগৃহ্য (প্র—গ্রহ গ্রহণ করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, ব্যাকরণে—দ্বিবচন-নিষ্পন্ন ঈ উ এ অন্তাদি স্বরসন্ধি যোগ্যতারহিত পদ। শিং—১ "প্রগৃহ্যং পদং যৎ স্বরেণ ন সমুন্নীয়তে।"

প্রগে (প্র—গৈ গান করা+এ(ডে)—ধি) অং, প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল।

প্রগেতন (প্রগে+তন(ট্যেন্)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রাতঃকালীন, প্রাভাতিক।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ (প্র—গ্রহ গ্রহণ করা+অ (অল্), অ (ঘঞ)—ণ) সং, পুং, অশ্বাদির লাগাম। ২। রজ্জু; যথা—"তখন ত্রিলোক-নাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! রথারোহণ কর।" ৩। তুলাসূত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী। ৪। ভুজ। ৫। কিরণ। ৬। (+অল্—র্ম্ম) বন্দী, কয়েদী। ৭। (—ভাবে) গ্রহণ। ৮। বন্ধন।

প্রগ্ল (প্র—গ্লৈ ক্ষীণ হওয়া+অ(ড)+ক) বিং, ত্রিং, শ্রান্ত, পরিশ্রমযুক্ত।

প্রগ্রীব (প্র অত্যুত্তম—গ্রীবা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং—ক্লীং,গৃহাদির প্রান্তে ধারণীয় কাষ্ঠ-শ্রেণী, বাতায়ন, গবাক্ষ। ২। বিশ্রামাম গৃহ। ৩। বৃক্ষের উপরিভাগ। ৪। বিং, ত্রিং, প্রশস্ত গ্রীবাবিশিষ্ট।

প্রঘটাবিদ্ (প্র—ঘটা আড়ম্বর—বিদ্ জানা —০(ক্বিপ্—ক) বিং, ত্রিং, শাস্ত্রগণ্ড। ২। শাস্ত্রাভিজ্ঞ।

প্রঘট্টক (প্র—ঘট্ যোজন করা+অক (ণক) —ক) সং, পুং, একার্থ প্রতিপাদনার্থ গ্রন্থের অবয়ববিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, সংযোজক।

প্রঘণ } (প্র—হন্ [পাদ দ্বারা] আঘাত
প্রঘাণ } করা+অ(অল্), অ (ঘঞ—র্ম্ম)। সং, পুং, অলিন্দ, বাটীর সম্মুখে বাঁধান উঠান। ২। বহির্দ্বার, প্রকোষ্ঠ, গাড়ী-বারাণ্ডা। ৩ তাম্রকুণ্ড। ৪। লৌহমুদ্গর।

প্রঘস (প্র—অধিক—অদ্ ভক্ষণ করা+অ (অল্)—ভাবে। অদ্ স্থানে ঘস) সং, পুং, প্রকৃষ্ট ভোজন। ২। (প্র—ঘস্ ভক্ষণ করা +অ (অন্)—ক) রাক্ষস। ৩। অসুর, দৈত্য। ৪। বি, ত্রিং, অমর। সা—স্ত্রীং, কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ।

প্রঘাত (প্র প্রচণ্ডবেগে—ঘাত আঘাত) সং, পুং, যুদ্ধ, সংগ্রাম।

প্রঘাস (প্র অধিক—অদ্ ভক্ষণ করা+অ (ঘঞ)—ভাবে, অদ্ স্থানে ঘস) সং, পুং, প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণীয় হবিঃ। শিং—১ "প্রঘাসিনো হবামহে মরুতশ্চ।" (যজুঃ)।

প্রঘূর্ণ (প্র প্রকৃষ্টরূপে—ঘূর্ণ্ ঘোরা+অ(অন্) —ক) সং, পুং, অতিথি। ২। (+অল্—ভাবে) প্রকৃষ্টরূপে ঘূর্ণন।

প্রঘোষক (প্র অধিক—ঘোষ শব্দ+কণ —স্বার্থে) সং, পুং, ধ্বনি, শব্দ।

প্রচক্র (প্র—চক্র সৈন্য, বিভাগ) সং, ক্লীং, প্রস্থিত সৈন্য, যে সকল সেনা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রচলৎ সৈন্য।

প্রচক্ষাঃ (প্রচক্ষস্, প্র—চক্ষ্ বলা+অস্— —সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বৃহস্পতি।

প্রচণ্ড (প্র অধিক—চণ্ড উষ্ণ) বিং, ত্রিং, অত্যুষ্ণ। ২। প্রখর। শিং—১ "প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করোত্তাপিতাঃ।" ৩। অসহ্য, দুঃসহ। ৪। ভীষণ, ভয়ানক। ৫। অতিকোপন। ৬। দুর্ব্বহ। ৭। দুর্দ্ধর্ষ। ৮। প্রবল। ৯। প্রতাপশালী।

প্রচণ্ডমূর্ত্তি (প্রচণ্ড—মূর্ত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ানক দেহবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, বরুণবৃক্ষ।

প্রচণ্ডা ; সং, স্ত্রীং, ভগবতীর সখীবিশেষ। শিং—১ "উগ্রচণ্ডা,প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড-নায়িকা।" ২। শ্বেতদূর্ব্বা।

প্রচয় (প্র—চি একত্র করা+অ(অল্)—র্ম্ম)

সং, পুং, রাশি। ২। জমাট। ৩। বৃদ্ধি, উপচয়। ৪। শিথিলসংযোগবিশেষ। ৫। (+অল্—ভাবে) চয়ন।

প্রচর (প্র—চর্ গমন করা+অ(অল্)—ধি) সং, পুং, বর্ত্ম, পথ। ২। (+অল্—ভা) গমন। ৩। চলন। ৪। প্রসার। ৫ প্রসিদ্ধি।

প্রচরদ্রূপ (প্রচরৎ [প্র—চর্ গমন করা+অৎ (শতৃ)—ক] প্রকাশমান—রূপ স্বরূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রচারিত, প্রচলিত।

প্রচল (প্র—চল্ গমন করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট চলনযুক্ত। ২। চঞ্চল।

প্রচলক (প্রচলন দেখ, কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কীটবিশেষ।

প্রচলন (প্র—চল্ গমন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রচার, চলন।

প্রচলাক (প্র—চল্ গমন করা+আক—ক) সং, পুং, ময়ূরপুচ্ছ। ২। সর্পফণা। ৩। ভুজঙ্গম। ৪। (+আক—ভাবে) শরাঘাত।

প্রচলাকী (—কিন্, প্রচলাক ময়ূরপুচ্ছ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ময়ূর। ২। সর্প।

প্রচলায়িত (প্র—চল্+ক্য—প্রচলায় গমন করান+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রাদি বশতঃ ঘূর্ণিত।

প্রচলিত (প্র—চল্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা চলন হইয়াছে। ২। প্রস্থিত। ৩। প্রসিদ্ধ।

প্রচায় (প্র—চি সংগ্রহ করা, জড় করা +অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, হস্তদ্বারা দ্রব্যাদি জড়করণ। ২। (+অল্—র্ম্ম) রাশি। ৩। জমাট। ৪। বৃদ্ধি। ৫। উপচয়।

প্রচার (প্র—চর্ গমন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, চলন। ২। প্রসিদ্ধি। ৩। প্রকাশ।

প্রচারক, প্রচারয়িতা (—য়িতৃ, প্র—চর্-ণিচ্—চারি গমন করান+অক (ণক), তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশক, যে প্রচার করে।

প্রচারণ (প্রচারক দেখ, অন্ (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশকরণ। ২। চলন।

প্রচারিত (প্রচারক দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, যাহা প্রচার হইয়াছে।

প্রচাল (প্র—চল্ গমন করা+অ (ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, বীণার কাষ্ঠময় অবয়ব।

প্রচালিত (প্র—চল্-ণিচ্—চালি গমন করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে, চালান।

প্রচিকীর্ষু (প্র—কৃ করা+সন্—ইচ্ছার্থে, দ্বিত্ব, উ—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিকার করিতে ইচ্ছুক।

প্রচিত (প্র—চি চয়ন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কৃতচয়ন, যাহার পুষ্প চয়ন করা হইয়াছে। ২। প্রচয়স্বরযুক্ত। ৩। (—তক) দণ্ডবিশেষ।

প্রচীয়মান (প্র—চি চয়ন করা+আন (শান)—কর্ম্মকর্ত্তৃ) বিং, ত্রিং, উপচীয়মান, পুষ্যমান, বৃদ্ধিশীল

প্রচীবল; সং, ক্লীং, বেণার মূল।

প্রচুর (প্র—চোরি [চুরিকরা] বৃদ্ধি পাওয়া+অ (ক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রভূত, বহুল, অধিক। ২। সং, পুং, চোর।

প্রচুরপুরুষ (প্রচুর—পুরুষ মানুষ) সং, পুং, অনেক ব্যক্তি। ২। তস্কর, চোর।

প্রচেতাঃ (প্রচেতস্, প্র উৎকৃষ্ট—চেতস্ মনঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বরুণ ২। মুনিবিশেষ, প্রাচীনবর্হিপুত্র দশভ্রাতা। ৩। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টচিত্ত, হৃষ্টচিত্ত, আহ্লাদিত।

প্রচেতা (প্রচেতৃ, প্র—চি [লাগাম] একত্র করা+তৃ (তৃন্)—ক) সং, পুং, সারথি ২। বিং, ত্রিং, চয়নকারক।

প্রচেতিত (প্র—চিত+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাত।

প্রচেয় (প্র—চি একত্র করা+য—র্ম্ম) বিং,

ত্রিং, বর্দ্ধনীয়। ২। চয়নীয়। ৩। গ্রহণ-যোগ্য, গ্রাহ্য।

প্রচেলক (প্র উৎকৃষ্ট, দ্রুত—চেল্ গমন করা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, ঘোটক, অশ্ব। ২। বি°, ত্রিং, প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত।

প্রচোদক (প্র—চুদ্ প্রেরণকরা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রেরক।

প্রচোদন (প্রচোদক দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রেরণ। নী—স্ত্রীং, কণ্ট-কারী।

প্রচোদিত (প্র—চুদ্-ণি=চোদি প্রেরণ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। শিং—১ "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।" ২। নিয়োজিত। ৩। প্রণোদিত। শিং—১ "তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।"

প্রচ্ছদ (প্র সম্পূর্ণরূপে—ছদ্ ণি=ছাদি আবরণকরা+অ (ঘ)—ণ) সং, পুং, আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র। ২। আস্তরণবস্ত্র। ৩। (—ভাবে) আচ্ছাদন।

প্রচ্ছদপট (প্রচ্ছদ আচ্ছাদন—পট বস্ত্র) সং—স) সং, পুং, আচ্ছাদন, আবরণ বস্ত্র, পাছুড়ি। ২। আস্তরণবস্ত্র।

প্রচ্ছনা (প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+অন—ভা) সং, স্ত্রীং, জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা। ২। আমন্ত্রণা।

প্রচ্ছন্ন (প্র—ছদ্ আচ্ছাদন করা+ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত, গোপিত, ঢাকা। শিং—১ "স তু প্রচ্ছন্নো ভূত্বা স্থিতঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)। ২। সং, ক্লীং, অন্তর্দ্বার, গুপ্তদ্বার।

প্রচ্ছন্নতাপ; সং, পুং, প্রচ্ছন্ন—তাপ সং—স; যে তাপ বস্তুতে থাকে কিন্তু তাপমান যন্ত্র বা অন্য পদার্থে তাহার কার্য্য হয় না।

প্রচ্ছর্দ্দন (প্র—ছর্দ্দ্ বমন করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, বমন। ২। নাসিকাপুটে বায়ুনিঃসরণের যন্ত্রবিশেষ।

প্রচ্ছর্দ্দিকা (প্র বেগে—ছর্দ্দ্ বমন করা +অক (ণক)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রী°, বমন, বমি।

প্রচ্ছাদন (প্র সম্পূর্ণরূপে—ছাদি আবরণ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আচ্ছাদন। শিং—১ "নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।" ২। (+অনট্—ণ) আবরণবস্ত্র। ৩। উত্তরীয় বস্ত্র। ৪। আস্তরণবস্ত্র।

প্রচ্ছাদিত (প্রচ্ছাদন দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত, আবৃত।

প্রচ্ছাদন (প্র অধিক—ছো ছেদন করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রকৃষ্ট-রূপে ছেদন। ২। শস্ত্রবিস্রাবণবিশেষ।

প্রচ্ছায় (প্র—ছায়া) সং, ক্লীং, প্রকৃষ্টছায়া।

প্রচ্ছিল (প্রচ্ছ+ইল (ইলচ্)—পুং) বিং, নির্জ্জল, জলশূন্য।

প্রজ (প্র—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে। যে জায়াতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানরূপে জন্মে) সং, পুং, পতি, ভর্ত্তা, স্বামী।

প্রজগ্মি (প্র—গম্ গমন করা+ই (কি)—জ্ঞানার্থে, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, প্রজ্ঞাশীল।

প্রজঙ্ঘ (প্র প্রকৃষ্ট—জঙ্ঘা, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

প্রজন (প্র—জন-ণি=জনি উৎপন্ন করান+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, পশুদিগের প্রথম গর্ভগ্রহণকাল। ২। গবাদির গর্ভগ্রহণ করান, পাল্‌দেওয়ান।

প্রজনন (প্রজন দেখ, অন (অনট্)-ধি) সং, ক্লীং, যোনি। ২। (+অনট্—ভা) জন্ম।

প্রজনিকা (প্র—জনি জন্মান+অক (ণক) —ক) সং, স্ত্রী°, জননী, মাতা।

প্রজনিষ্ণু (প্র—জন্ জন্মান+ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) —ক, শীলার্থে) বি°, ত্রিং, জননশীল (জীব)।

প্রজয় (প্র অধিক—জি জয়করা+অ (অল্) —ভাবে) সং, পুং, প্রকৃষ্টরূপে জয়।

প্রজল্প—পুং, প্রজল্পন—ক্লীং } (প্র—জল্প্ বলা+অল্, অনট্—ভা) সং, বাক্য-

বিশেষ। শিং—১ "অস্যুয়ের্ষা মদযুক্তা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্ত কৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কথ্যতে।" ২। আলাপ, কথন।

প্রজব (প্র প্রকৃষ্ট—জু বেগে চলা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, প্রকৃষ্ট বেগ, অতিশয় বেগ।

প্রজবী (প্রজবিন্, প্রজব+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় বেগবান্, দ্রুতগামী।

প্রজা (প্র—জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ (ড)—ক, আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, অধিকারস্থ জন। ২। সন্তান, সন্ততি। শিং—১ "বিভিন্নাস্তু প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ভবন্তি ভবশীলিনাম্।"

প্রজাগর (প্র—জাগৃ জাগিয়া থাকা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, জাগরণ। ২। (+অন্—ক। যিনি নিত্য জাগরণশীল) বিষ্ণু। শিং—১ "পুরিহাসঃ প্রজাগরঃ।" ৩। বিং, ত্রিং, জাগরূক। [উৎপন্ন।

প্রজাত (প্র—জাত উৎপন্ন) বিং, ত্রিং,

প্রজাত (প্র—জাত উৎপন্ন বিং, ত্রিং, উৎপন্ন। ২। পুং, অশ্ববিশেষ।

প্রজাতন্তু (প্রজা—তন্তু, ৬ষ্ঠী—ষ যে জনন-ব্যাপারের তন্তুস্বরূপ) সং, পুং, সন্তান।

প্রজাতন্ত্র; সং, ক্লীং, প্রজাদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন।

প্রজাতা (প্র—জাত [যাহা হইতে] উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা প্রজাত গর্ভমোচন+অ, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রসূতা, যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে।

প্রজাতি (প্র—জন্ জন্মান+তি(ক্তি)—ভা সং, স্ত্রীং, পুত্রের পুত্রোৎপত্তি, পৌত্রজন্ম।

প্রজাদ (প্রজা—দ[দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, সন্তানপ্রদ, যিনি সন্তান দান করেন। দা—স্ত্রীং, যে ঔষধ সেবন করিলে সন্তান হয়, গর্ভধাত্রীবৃক্ষ।

প্রজাদান; সং, ক্লীং, রৌপ্য, রজত।

প্রজান্তক (প্রজা—অন্তক নাশক, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কাল, যম। শিং—১ "অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।" (রঘু)।

প্রজানাথ (প্রজা—নাথ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা। ২ বিং, ত্রিং, লোকপালক।

প্রজাপ (প্রজা অধিকারস্থ লোক—প [পা রক্ষা করা+অ(ড)—ক] যে রক্ষা করে) সং, পুং, রাজা, প্রজারক্ষক।

প্রজাপতি (প্রজা—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ব্রহ্মা। ২। বিশ্বকর্ম্মা শিং—১ প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাম্।" (দেবী)। ৩। জামাতা। ৪। সূর্য্য। ৫। অগ্নি। ৬। পিতা। শিং—১ "জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্। ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কল্পয়া স প্রজাপতিঃ।" ৭। রাজা। ৮। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ—ব্রহ্মার সৃষ্ট এই দশ ব্যক্তি। ৯। বিষ্ণু। শিং—১ "পদ্মনাভঃ প্রজাপতিঃ।" ১০। স্বনামখ্যাত কীটবিশেষ।

প্রজাপতিহৃদয়; সং, ক্লীং, সামবেদ।

প্রজাপাল (প্রজা অধিকারস্থ লোক—পাল যে পালনকরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রাজা। ২। প্রজাপতি।

প্রজায়িনী (প্র সম্মুখে—জন্ জন্মগ্রহণ করা+ইন্(ণিন্)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মাতা, জননী, যিনি সন্তান প্রসব করেন।

প্রজাবতী (প্রজা সন্তান+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ভ্রাতার ভার্য্যা। (কেহ কেহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে প্রজাবতী বলে); ২ সন্তানবতী।

প্রজাসৃক্—ট্ (প্রজাসৃজ্, প্রজা লোক, পুত্র—সৃজ্ [সৃজ্ সৃষ্টি করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে সৃষ্টি করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ব্রহ্মা। ২। পিতা।

প্রজাহিত (প্রজা লোক—হিত উপকারী) সং, ক্লীং, জল। ২। বিং, ত্রিং, প্রজার উপকারী।

প্রজিন, প্রজীন (অ—জি জয় করা+ত (ক্ত)—প্রং, নিপাতন) সং, পুং, বায়ু।

প্রজুষ্ট (প্র—জুষ্‌ সেবা করা+ত(ক্ত)—প্রং) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত।

প্রজেশ, প্রজেশ্বর (প্রজা—ঈশ,ঈশ্বর,৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা।

প্রজ্ঞ (প্র—জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞানী, বিচক্ষণ। ২। পণ্ডিত। ৩। প্রগতজানুক।

প্রজ্ঞপ্তি (প্র—জ্ঞা ণ্‌ত্রি=জ্ঞাপি জানান+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সঙ্কেত, জানান।

প্রজ্ঞা (প্র—জ্ঞা জানা+ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি, জ্ঞান। ২। মন্ত্রণা। ৩। সঙ্কেত। ৪। তীক্ষ্মমতি। ৫। (+ঙ—ক) সরস্বতী।

প্রজ্ঞাকায় (প্রজ্ঞা—কায়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মঞ্জুঘোষ।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (চক্ষুস্‌, প্রজ্ঞা—চক্ষুস্‌ নেত্র, ৬ষ্ঠী—হিং। যে বাহ্যিক অন্ধ) সং, পুং, ধৃতরাষ্ট্র। ২। বিং, ত্রিং, জ্ঞাননেত্রযুক্ত।

প্রজ্ঞান (প্র অধিক—জ্ঞা জানা+অন (অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, বুদ্ধি, জ্ঞান। ২। (+অনট্‌—ণ) চিহ্ন। ৩। সঙ্কেত। ৪। বিং, ত্রিং, পণ্ডিত।

প্রজ্ঞাল (প্রজ্ঞা+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিমান্‌।

প্রজ্ঞাবান্‌ (—বৎ,প্রজ্ঞা+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।

প্রজ্ঞী (প্রজ্ঞিন্‌, প্রজ্ঞা+ইন্‌—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জ্ঞানী, পণ্ডিত।

প্রজ্ঞু (প্র পৃথগ্‌ ভূত—জানু। জানু=জ্ঞ) বিং,ত্রিং,প্রগতজানুক, খঞ্জপাদ,চলিতজানু।

প্রজ্বলিত (প্র অধিক—জ্বল্‌ দীপ্তহওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, জ্বলনযুক্ত, জ্বলন্ত।

প্রজ্বালিত (প্র অধিক—জ্বল্‌-ণ্‌ত্রি=জ্বালি জ্বালান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রদীপিত, জ্বালান।

প্রডীন (প্র প্রথম—ডীন উড়ন) সং, ক্লীং, পক্ষীর গতিবিশেষ। ২। তির্য্যগ্‌ গমন।

প্রণ (প্র পুরাণশব্দস্থানে প্র আদেশ+ণ—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রাচীন, পুরাতন।

প্রণত (প্র—নম্‌ নম্র হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, নম্র ২। কৃতপ্রণাম। শিং—১ ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্‌।" ৩। বক্র। ৪। পটু।

প্রণতি (প্র—নম্‌ নম্র হওয়া+তি(ক্তি)—ভা) সং, ক্লীং,প্রণাম,নম্রভাব। ২। নম্রতা।

প্রণয় (প্র—নী [পাওয়া] প্রীত হওয়া+অ (অল্‌)—ভা) সং, পুং, প্রেম, ভালবাসা। ২। প্রার্থনা। ৩। শ্রদ্ধা। ৪। পরিচয়। ৫। বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস। ৬। প্রসব। ৭। যাচ্‌ঞা। ৮। নির্ব্বাণ।

প্রণয়ন (প্র—নী [লওয়া]করা ইত্যাদি+অন্‌ (অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, নির্ম্মাণ। ২। রচনা। ৩। (+অনট্‌—ণ) অগ্নিসমিন্ধন মন্ত্রাদি।

প্রণয়বিহিত (প্রণয় প্রার্থনা—বিহিত পরিত্যাগ) সং, স্ত্রীং, অঙ্গীকার, প্রত্যাখ্যান, নিরাকৃতি।

প্রণয়ী (—য়িন্‌, প্রণয়+ইন্‌—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অনুরক্ত পতি বা নায়ক। য়িনী—স্ত্রীং, অনুরক্তা ভার্য্যা। শিং—"সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।" ২। অনুরক্তা নায়িকা। ৩। বিং, ত্রিং, প্রেমাস্পদ, অনুরক্ত।

প্রণব (প্র—নু স্তুতিকরা+অ(অল্‌)—ণ) সং, পুং, ঈশ্বরের গূঢ়নাম ওঁকার। শিং—১"ঈশ্বরস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ২ আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।" ২। সামবেদের অবয়ববিশেষ। ৩। বিষ্ণু।

প্রণস (প্র প্রগত—নাসিকা, ৬ষ্ঠী—হিং। নাসিকাস্থানে নস্‌) বিং, ত্রিং, যাহার নাসিকা বিগত হইয়াছে।

প্রণাদ (প্র অধিক—নাদ শব্দ) সং, পুং, প্রণয়নিবন্ধন মুখ কণ্ঠাদির শব্দ, প্রীতিজ শীৎকৃত, আনন্দধ্বনি। ৩। তারধ্বনি, উচ্চশব্দ। ৩। কর্ণরোগবিশেষ; ইহাতে কর্ণবিবরমধ্যে বিবিধধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

প্রণাম (প্র—নম্ নত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয্য হেতুক নমস্কার, প্রণতি, প্রণিপাত, করশিরঃ সংযোগ রূপ স্বাপকর্ষ ব্যাপার ; ইহা চতুর্ব্বিধ—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃ-সংযোগ। বাহুদ্বয় জানুদ্বয় মস্তক বাক্য ও দর্শনেন্দ্রিয় সংযোগ পঞ্চাঙ্গ প্রণাম এবং পদদ্বয় জানুদ্বয় করদ্বয় বক্ষঃস্থল মস্তক দর্শনেন্দ্রিয় বাক্য ও মন—এই অষ্ট সংযোগ, অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

প্রণায্য (প্র একদিকে—নী গমন করা+য(ণ্যৎ)—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, অসম্মত। ২। নিস্পৃহ। ৩। প্রিয়। ৪। সাধু, ন্যায়বান্।

প্রণাল—পুং, } (প্র—নল্ বন্ধন করা
প্রণালী—স্ত্রীং, } +অ(ঘঞ্)—ণ) সং, জলনির্গমপথ, পয়নালা, নর্দ্দামা। ২। শ্রেণী। ৩। দ্বার। ৪। রীতি, ধারা। ৫। (Strait) যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

প্রণাশ (প্র—নশ্ নষ্ট হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মৃত্যু, মরণ। ২। পলায়ন।

প্রণিংসিত } (প্র—নিংসি চুম্বন করা
প্রনিংসিত } +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চুম্বিত।

প্রণিঘাতন, প্রনিঘাতন (প্র—নি—হন্ বধ করা+অন (অনট্)—ভা। হন্=ঘাত) সং, ক্লীং, মারণ, হত্যা, বধ।

প্রণিধান (প্র—নি—ধা [ধারণকরা] মনোযোগ করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা। ২। ধ্যান। ৩। যত্ন। ৪। সমাধি দ্বারা দৃষ্টি। ৫। যোগ, সমাধি। ৬। তর্পণ। ৭। ভক্তিবিশেষ। ৮। কর্ম্মের ফলত্যাগ।

প্রণিধি (প্র—নি—ধা ধারণ করা+ই(কি)—র্ম্ম) সং, পুং, দূত। ২। চর, অনুচর। ৩। (+কি—ভাবে) প্রার্থনা। ৪। অবধান, মনোযোগ। ৫। বৃহদ্রথের পুত্র।

প্রণিপাত (প্র—নি—পৎ পতিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রণাম, নমস্কার। শিং—১ "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন।" (গীতা)।

প্রণিহিত (প্রণিধান দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্পিত। ২। স্থিরীকৃত। ৩। সমাধিস্থ, সমাহিত। ৪। প্রসারিত। ৫ প্রাপ্ত।

প্রণী (প্র—নী পাওয়া+০(কিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, কারক। শিং—১ "সায়ন্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ।" (ভট্টি)। ২। সং, পুং, ঈশ্বর।

প্রণীত (প্রণয়ন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রচিত, নির্ম্মিত, কৃত। ২। পাক দ্বারা রূপরসাদিসম্পন্ন (ব্যঞ্জনাদি)। ৩। কথিত। ৪। প্রেরিত। ৫। প্রবেশিত। ৬। নিক্ষিপ্ত। ৭। সং, পুং, মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কৃত যজ্ঞীয় অগ্নি। শিং—১ "যথাধ্বরে বহ্নিরভিপ্রণীতঃ।" ৮। মন্ত্রসংস্কৃত জল। তা—স্ত্রীং, যজ্ঞপাত্রবিশেষ।

প্রণুত (প্র—নু স্তব করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তুত, প্রশংসিত।

প্রণুন্ন (প্র—নুদ্[প্রেরণ করা] কাঁপা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিযুক্ত। ২। প্রেরিত। ৩। (+ক্ত—ক) কম্পিত।

প্রণেতা (প্রণেতৃ, প্র—নী [লওয়া] করা ইত্যাদি+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, রচয়িতা, রচনাকারী। ২। নির্ম্মাতা।

প্রণেয় (প্র—নী [লওয়া] বশীভূত হওয়া+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বশ্য, বশতাপন্ন। ২। কৃতলৌকিক সংস্কার। ৩। প্রাপণীয়।

প্রণোদিত (প্র—নুদ্—ণিচ্=নোদি প্রেরণ করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। ২। নিয়োজিত। শিং—১ "তদঙ্গনৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।" (রঘু)।

প্রতক্বা (প্রতক্বন্, প্র—তক্ গমন করা+বন্ (ক্বনিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত।

প্রতন্তি (প্র—তন্ বিস্তৃত হওয়া+তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিস্তার। তি, তী—স্ত্রীং (+ক্তি—ক) বিস্তারিত লতা।

প্রতদ্বসু (প্রতৎ প্রাপ্ত—বসু ধন, তস্য—হিং) বিং, ত্রিং, প্রাপ্ত ধন। ২। সং, পুং, বিস্তীর্ণ ধন।

প্রতন (প্র পূর্ব্ব+তন(ট্যুল)—প্রঃ,) বিং, ত্রিং, পুরাতন, পুরাণ।

প্রতনু (প্র—তনু পাতলা) বিং, ত্রিং, সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা।

প্রতপ্ত (প্র—তপ্ উত্তপ্ত করা+ত (ক্ত) বিং, ত্রিং, কথিত। ২। তাপিত। ৩। উত্তপ্ত।

প্রতর্ক (প্র—তর্ক্ বিতর্ক করা+অ(অল) —ভাবে) সং, পুং, সংশয়। শিং—১ "ইত্যারূঢবহুপ্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ।"

প্রতর্কণ (প্র—তর্ক্ বিতর্ক করা+অন (অনট্—ভা) সং, ক্লীং, বিতর্ক, বাদানুবাদ।

প্রতর্দ্দন (প্র—তৃদ্ তাড়ন করা+অন(অনট্) —ভাবে) সং, ক্লীং, তাড়ন। ২। (+(অনট্ —ক) বিং, ত্রিং, তাড়নকারক। ৩। পুং, দিবোদাস পুত্রবিশেষ।

প্রতল (প্র অধিক—তল নিম্নতা) সং, পুং, বিস্তৃতাঙ্গুলিহস্ত, চপেট, পাপড়। ২। ক্লীং, পাতালবিশেষ।

প্রতান (প্র—তন্ বিস্তৃত হওয়া+অ(ঘঞ্) —ভাবে) সং, পুং, বিস্তার। শিং—১ "লতা, প্রতানৈঃ সংচ্ছন্নঃ।" ২। (+ঘঞ্)—র্ম্ম) লতার তন্ত, সোঁ, আঁস। ৩। ঋষিবিশেষ। ৪। বায়ুরোগবিশেষ।

প্রতানিনী (প্র—তন্ বিস্তৃত হওয়া+ইন্ —ক,ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, বল্লী, লতা।

প্রতাপ (প্র—তপ্ উত্তপ্তকরা+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধন সৈন্যাদিজনিত তেজঃ। "কস্তে প্রতাপং সোঢ়ুং সমর্থঃ।" ২। "শুম্ভঃ প্রতাপবান্।" ২। আতপ। ৩। উষ্ণতা। ৪। সন্তাপ।

প্রতাপন (প্র—তাপি উত্তপ্ত করান+অন —ক) বিং, ত্রিং, তাপজনক। ২। (+ অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, পীড়ন। ৩। (+ অনট্—ধি) পুং, কুম্ভীপাক নামে নরক।

প্রতাপাদিত্য—যশোহরের রাজা; ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় জগন্নাথক্ষেত্রে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ২। কশ্মীররাজ যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

প্রতারক (প্র—ত [পার হওয়া] বঞ্চনা করা +অক(ণক)—ক) সং, পুং, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, শঠ।

প্রতারণ (প্রতারক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ণা—স্ত্রীং, বঞ্চনা, ঠকান। শিং —১ "যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা। উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা।" ২ "প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্।" (উদ্ভট)। ২। পারপ্রাপণ, উত্তীর্ণ হওয়া।

প্রতারিত (প্র—তৃ-ণি=তারি পার করান —ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বঞ্চিত, যাহাকে ঠকান হয়। ২। পার প্রাপিত।

প্রতি (প্রথ্ বিখ্যাতহওয়া+অতি ড(তি)—ভা) উপং, অং, প্রতিনিধি। শিং—১ "প্রদ্যুম্নঃ কেশবাৎ প্রতি।" ২। বিপরীত। ৩। প্রতিকূল। ৪ পরিবর্ত্ত। শিং—১ "তিলেভ্যঃ প্রতিমাষান্ বচ্ছতি।" ৫। প্রত্যেক। ৬। পুনর্ব্বার। ৭। লক্ষ্য। ৮। উপরি। ৯। লক্ষণ, চিহ্ন। শিং—১ "বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিবিদ্যোততে বিদ্যুৎ।" ১০। আভিমুখ্য। ১১। বীপ্সা। শিং—১ "বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিসিঞ্চতি।" ১২। ব্যাবৃত্তি। ১৩। প্রশস্তি। ১৪। বিরোধ। ১৫। ইত্থম্ভূত কথন। শিং—১ "সাধুর্বিপ্র মাতরং প্রতি।" ১৬। অল্প, মাত্রা। ১৭। অংশ, ভাগ। শিং—১ "হরং প্রতি হলাহলম্।" ১৮। প্রতিদিন। ১৯। সাদৃশ্য। ২০। নিশ্চয়। ২১। নিন্দা। ২২। স্বভাব। ২৩। ব্যাপ্তি। ২৪। সমাধি।

প্রতিক (কার্ষাপণ+ই—ইক ক্রীড়ার্থে। কার্ষাপণ প্রতি) বিং, ত্রিং, ষোলপণ দ্বারা ক্রীত, কার্ষাপণিক।

প্রতিকণ্ঠ (প্রতি—কণ্ঠ, ব্যং—স) অং, কণ্ঠ-সমীপে।

প্রতিকর (প্রতি—কৃ ক্ষেপণ করা + অ(অল্) —ভা) সং, পুং, বিস্তীর্ণতা। ২। বিক্ষেপ।

প্রতিকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ, প্রতি—কৃ করা + তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, অপকারীর অপ-কারক। ২। প্রতীকারকারক।

প্রতিকর্ম্ম (—কর্ম্মন, প্রতি [শরীর] সম্বন্ধীয় —কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, প্রসাধন। ২। প্রতিকার। ৩। বেশভূষা।

প্রতিকর্ষ (প্রতি—কৃষ্ কর্ষণকরা + অ(অল্) —ভা) সং, পুং, সমাকর্ষণ।

প্রতিকশ (প্রতি—কশ্ গমন করা + অ(অন্) —ক) বিং, ত্রিং, পুরোবর্ত্তী, সহায়। ২। বার্ত্তাবাহক। ৩। প্রতি—কশ) সং, পুং, কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্ব।

প্রতিকষ্ঠ; সং, ক্লীং কর্ম্মানুরূপ কষ্ঠ।

প্রতিকায় (প্রতি পুনর্ব্বার—কায় দেহ) সং, পুং, লক্ষ্য। ২। প্রতিরূপ, প্রতিমূর্ত্তি। ৩। শত্রু।

প্রতিকার, প্রতীকার (প্রতী বিরুদ্ধ, পরি-বর্ত্ত—কৃ করা + অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বৈরনির্যাতন। ২। প্রতিফল। ৩। প্রতি-দ্বেষ। ৪। উপশম। ৫। পরিশোধ। ৬। উপায়। ৭। চিকিৎসা।

প্রতিকার্য্য, প্রতীকর্ষ (প্রতিকার দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিকার করিবার যোগ্য।

প্রতিকাশ, প্রতীকাশ (প্রতি পুনর্ব্বার— —কাশ যে দীপ্তি পায়) বিং, ত্রিং, (শব্দের) পরবর্ত্তী হইলে) সদৃশ, তুল্য। শিং—১ "শরবিন্দুপ্রতীকাশং স্বচ্ছং সর্ব্বমনোহরম্ (হাস্যম্)।"

প্রতিকুঞ্চিত (প্রতি—কুঞ্চ্ বক্র হওয়া + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বক্র, বাঁকা। ২। বক্রীকৃত, যাহাকে বাঁকান হইয়াছে।

প্রতিকূপ (প্রতি ক্ষুদ্র—কূপ কুয়া) সং, পুং, পরিখা, গড়খাই।

প্রতিকূল (প্রতি বিরুদ্ধ, বিপরীত—কূল তীর) বিং, ত্রিং, প্রতিপক্ষ। ২। বাম। ৩। বিরুদ্ধ।

প্রতিকূলতা (প্রতিকূল + তা—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রতিকূলবচন) সং, ক্লীং, প্রতিকূল এমন বচন যং—স। প্রতিকূলবাক্য, নিরুদ্ধ বাক্য। অসহায়তা, বিরুদ্ধভাব।

প্রতিকৃত (প্রতি—কৃত) বিং, ত্রিং, প্রতি-দত্ত, প্রতিশোধিত। ২। উপশমিত।

প্রতিকৃতি (প্রতি পুনর্ব্বার—কৃ করা + তি (ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, প্রতিমূর্ত্তি। ২। প্রতিবিম্ব। ৩। প্রতিনিধি। ৪। (+ক্ত— ভা) সাদৃশ্য। ৫। প্রতীকার।

প্রতিকৃষ্ট (প্রতি বিরুদ্ধ—কৃষ্ট কর্ষিত) বিং ত্রিং, নিকৃষ্ট। ২। দুইবার কৃষ্ট। [প্রতিকার।

প্রতিক্রিয়া (প্রতি—ক্রিয়া কার্য্য) সং, স্ত্রীং

প্রতিক্ষণ (প্রতি বীপ্সা, প্রত্যেক—ক্ষণ ব্যং—স) ক্রিং,—বিং, ক্লীং, ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিমুহূর্ত্ত।

প্রতিক্ষয় (প্রতি বিরুদ্ধ—ক্ষি নষ্ট করা + অ(অন্)—ক) সং, পুং, রক্ষক।

প্রতিক্ষিপ্ত (প্রতি পুনর্ব্বার, বিরুদ্ধ—ক্ষিপ ক্ষেপণ করা + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। ২। নিন্দিত। ৩। তিরস্কৃত। ৪। বাধিত। ৫। নিষিদ্ধ, নিবারিত। ৬। আ হূয়প্রেষিত।

প্রতিক্ষেপ (প্রতি—ক্ষিপ্ ক্ষেপণ করা + অ (অল্)—ভা) সং, পুং, নিরাশ। ২ তিরস্কার। [ভা) সং, স্ত্রীং, বিখ্যাতি

প্রতিখ্যাতি(প্রতি—খ্যা বলা + তি (ক্তি)—

প্রতিগজ (প্রতি বিপক্ষ, বিরুদ্ধ—গজ) সং পুং, প্রতিপক্ষ হস্তী।

প্রতিগত (প্রতি পুনঃপুনঃ—গত গিয়াছে গমন এবং আগমন) সং, ক্লীং, পক্ষী গতিবিশেষ। শিং—১ "গতাগত প্রতিগত সম্পাতাদ্যাশ্চ পক্ষিণাং। গতিভেদাঃ পক্ষি গৃহং কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্।" ২। বিং ত্রিং, পরাবৃত্ত।

প্রতিগর্জ্জন, প্রতিগর্জ্জিত (প্রতি প্রতিকূল—গর্জ্জ শব্দ করা + অন(অনট্) ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিকূলে গর্জ্জন।

প্রতিগিরি (প্রতি—গিরি পর্ব্বত) সং, পুং, পর্ব্বতসদৃশ। ২। ক্ষুদ্রপর্ব্বত।

প্রতিগৃহীত (প্রতি—গ্রহ্ গ্রহণ করা + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গৃহীত, স্বীকৃত।

প্রতিগ্রহ (প্রতি—গ্রহ্ গ্রহণকরা + অ অল্)—ভা) সং, পুং, স্বীকার, গ্রহণ। শিং—১ "হস্তী কৃষ্ণাজিনাদ্যাশ্চ গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।" ২। প্রত্যভিযোগ। ৩। অনুগ্রহ। ৪। সৈন্যরক্ষা। ৫। (+অল্ —র্ম্ম) সৈন্যপৃষ্ঠ। ৬। দেয়বস্ত। ৭। (+অন্—ক) প্রতিকূল গ্রহ। ৮। পিক্‌দান।

প্রতিগ্রহণ (প্রতিগ্রহ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্বীকার, দান লওয়া।

প্রতিগ্রাহ (প্রতিগ্রহ দেখ, অ (ঘঞ্)(ভা—) সং, ক্লীং, স্বীকার। ২। (ঘঞ্—র্ম্ম) নিষ্ঠীবনপাত্র, পিক্‌দান।

প্রতিগ্রাহিত (প্রতি—গ্রহ-ণিচ = গ্রাহি গ্রহণ করান + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্বীকারিত। গ্রহণ করান।

প্রতিঘ (প্রতি পুনর্ব্বার—হন বধকরা + অ (ড,—ণ) সং, পুং, প্রতিবন্ধক। ২। ব্যাঘাত। ৩। কোপ, ক্রোধ; যথা—
"দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরেছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ অন্ধ, চতুস্কন্ধরূপী।"
৪। মূর্চ্ছা। ৫। (+ড—ক), বিং, ত্রিং, প্রতিকূল।

প্রতিঘাত, প্রতীঘাত (প্রতি—হন্ বধ করা + অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, একটী বস্তু আর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাকে আঘাত করে, আঘাত, টক্কর। ২। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৩। নিশ্বাস। ৪। নিক্ষেপ।

প্রতিঘাতন (প্রতি পরস্পর—হন বধকরা + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মারণ, হত্যা, বধ। ২। বাধা।

প্রতিঘ্ন (প্রতি পুনর্ব্বার—ঘ্ন [হন্ বধকরা + অ (টক্] যে বধ করে) সং, ক্লীং, অঙ্গ, শরীর।

প্রতিচ্ছন্দঃ (ছন্দস্, প্রতি পুনর্ব্বার—ছন্দ্ আচ্ছাদন করা + অস্—পুং) সং, পুং, প্রতিরূপ ২। অভিপ্রায়ানুরূপ। ৩। অনুরোধ। ন্দ—পুং, ন্দস্—ক্লীং, প্রতি. তি।

প্রতিচ্ছন্ন (প্রতি পুনর্ব্বার—ছদ্ আচ্ছাদন করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছন্ন। ২ প্রতিনিধি।

প্রতিচ্ছায়া (প্রতি পুনর্ব্বার, সদৃশ—ছায়া) সং, স্ত্রীং, প্রতিকৃতি, মৃণ্ময়ী বা শিলাময়ী প্রতিমূর্ত্তি ২। চিত্র, ছবি। ৩। সাদৃশ্য।

প্রতিচ্ছেদ (প্রতি—ছেদ ছেদন) সং, পুং, বাধা, প্রতিবন্ধ। [জঙ্ঘার অগ্রভাগ।

প্রতিজঙ্ঘা (প্রতি অগ্র—জঙ্ঘা) সং, স্ত্রীং,

প্রতিজন্য (প্রতি—প্রতিকূল—জন্য যুদ্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, প্রতিবল, বিপক্ষপক্ষ।

প্রতিজল্পক (প্রতি—জল্পক গল্প করা, কথোপকথন) সং, পুং, সম্মতিপ্রদান, অন্যের মতের সহিত স্বকীয় মতের মিলন। ২। বাক্যবিশেষ। শিং—১ "দুস্ত্যজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হত্যনুদ্ধতং। দূতসম্মানেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ।"

প্রতিজাগর (প্রতি অভিমুখ—জাগর সতর্ক) সং, পুং, প্রত্যবেক্ষা, মনোযোগ, সতর্কতা। ২। রক্ষার্থনিয়োগ।

প্রতিজিহ্বা, প্রতিজিহ্বিকা (প্রতি পুনর্ব্বার সদৃশ, প্রতিরূপ—জিহ্বা প্রতিজিহ্বা + কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, আল্‌জভ।

প্রতিজ্ঞা (প্রতি—জ্ঞা [জানা] স্বীকার করা + ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ, অঙ্গীকার। ২। (Proposition) পক্ষের সাধ্যবত্ত্বরূপে নির্দ্দেশ, সাধ্য দুই প্রকার, কোথাও কোন ক্রিয়াসাধ্য আর কোথায় কোন যাথার্থ্য নিরূপণ করা সাধ্য হয়। ৩। যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে তার উপন্যাস অভিযোগ।

প্রতিজ্ঞাত (প্রতিজ্ঞা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অঙ্গীকৃত, কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত। শিং—১ "কিন্তত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।" ২। অভিযোগের বিষয়।

প্রতিজ্ঞান (প্রতিজ্ঞা দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিজ্ঞা দেখ।

প্রতিজ্ঞাপত্র (প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাসূচক—পত্র, ষং—স, মধ্যপদলোপ) সং, ক্লীং, ভাষাপত্রবিশেষ।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ; সং, ক্লীং, বিগ্রহস্থান-বিশেষ।

প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস; সং, ক্লীং, পক্ষ প্রতিষেধ, প্রতিজ্ঞাতার্থের অপনয়ন।

প্রতিজ্ঞাহানি; সং, ক্লীং, যে স্থানে প্রতি-জ্ঞার হানি হয়, বিগ্রহস্থানবিশেষ।

প্রতিজ্ঞেয় (প্রতি অগ্রে—জ্ঞা জানা+য—র্ম্ম) সং, পুং, স্তুতিপাঠক।২। বিং, ত্রিং, প্রতিজ্ঞার বিষয়, অঙ্গীকার্য্য।

প্রতিতন্ত্র (প্রতি—তন্ত্র মত) সং, ক্লীং, স্বমতবিরুদ্ধ শাস্ত্র। ২। পরম্পরাভিমত সম্বন্ধ অর্থের উপদেশক শাস্ত্র। ৩। অং, প্রত্যেক তন্ত্রানুযায়ী। ৪। প্রত্যেক মতানুযায়ী।

প্রতিতাল (প্রতি সম্বন্ধীয়—তাল স্বর, কুলুপ) সং, পুং, স্বরবিশেষ। লী—স্ত্রীং, তালকো-দ্ঘাটন যন্ত্র, চাবিকাটী।

প্রতিতূণী; সং, স্ত্রীং, সুশ্রুতোক্ত বাতরোগ বিশেষ।

প্রতিদান (প্রতি পুনর্ব্বার, পরিবর্ত্ত—দান) সং, ক্লীং, পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল। ২। গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ।

প্রতিদারণ (প্রতি পরস্পর—দারণ বিদারণ সং, ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ।

প্রতিদিন (প্রতি বীপ্সা, প্রত্যেক—দিন, ব্যং—স) ক্রিং—বিং, ক্লীং, প্রত্যহ, দিনদিন।

প্রতিদিবা (প্রতিদিবস্, প্রতি—দিব্ দীপ্তি পাওয়া+অন্(কসিন্)—ক) সং, পুং, প্রত্যহ দীপ্তিশীল সূর্য্য। ২। প্রতিদিন।

প্রতিদিশ (প্রতি—দিশ্ দিক্) সং, ক্লীং, প্রত্যেক দিক্, দিকে দিকে।

প্রতিদীবন্; সং, পুং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সূর্য্য।

প্রতিদেয় (প্রতি পুনর্ব্বার—দেয় দিবার যোগ্য) বিং, ত্রিং, প্রতিদান করিবার যোগ্য, ফিরিয়া দিবার উপযুক্ত। ২। ক্রীত দ্রব্য পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া। শিং—১ "ক্রীত্বা মূল্যেন যঃ পণ্যং দুষ্ক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী। বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ন্তত্তস্মিন্নেবাহ্ন্যবিক্ষতম্।"

প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতিদ্বন্দ্বিন্, প্রতি বিরুদ্ধ—দ্বন্দ্বী বিবাদী, অথবা প্রতিদ্বন্দ্ব–ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিপক্ষ। ২। শত্রু। সমকক্ষ।

প্রতিধর্ত্তা (প্রতিধর্ত্তৃ, প্রতি–ধৃ ধারণ করা +তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, যে নিরাকরণ করে, নিরাকারক।

প্রতিধা (প্রতি—ধা ধারণ করা+০(ক্বিপ্) —ভা) সং, স্ত্রীং, প্রতিবিধান।

প্রতিধান (প্রতি—ধা ধারণ করা+অন(অ-নট্)—ভা) সং, ক্লীং, নিরাকরণ।

প্রতিধি (প্রতিধান দেখ, ই(কি)—র্ম্ম) সং, পুং, স্তোত্রবিশেষ। ২। অন্ন। ৩। ঈষার তির্য্যগ্গত কাষ্ঠ।

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বান (প্রতি পুনরায়—ধ্বনি, ধ্বান=শব্দ) সং, পুং, প্রতিশব্দ।

প্রতিধ্বনিত, প্রতিধ্মাত (প্রতি পুনরায়—ধ্বনিত, ধ্মাত [ধ্বন, ধ্মা+ক্ত–র্ম্ম] শব্দিত) বিং, ত্রিং, প্রতিশব্দিত। ২। (ক্ত—ভা) ক্লীং, প্রতিশব্দ।

প্রতিনন্দন (প্রতি=নন্দ্ আনন্দ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অভিনন্দন, প্রশংসা। ২। আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা সম্ভাষণ।

প্রতিনপ্তা (প্রতিনপ্তৃ, প্রতি পুনর্ব্বার, বারং-বার—নপ্তৃ পৌত্র) সং, পুং, প্রপৌত্র।

প্রতিনব (প্রতি—নব নূতন) বিং, ত্রিং, অভিনব, নূতন।

প্রতিনাদ (প্রতি পুনরায়—নাদ শব্দ) সং, পুং, প্রতিধ্বনি।

প্রতিনিধি প্রতি পরিবর্ত্ত—নি—ধা ধারণ করা+ই(কি)—র্ম্ম) সং, পুং, তুল্য, সদৃশ। ২। প্রতিরূপ। ৩। বদলি। ৪। প্রতিভূ, জামিন। শিং—১ "কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যে নৈমিত্তিকে হি সঃ।" । ৫। মহারাষ্ট্রদেশস্থ একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশ।

প্রতিনিনাদ (প্রতি—নিনাদ শব্দ) সং, পুং, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।

প্রতিনিয়ম ; সং,পুং প্রত্যেকবিষয়ক নিয়ম।

প্রতিনিবর্ত্তন (প্রতি—নি—বৃত্ থাকা+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, অভীষ্টবিষয়ের নিবৃত্তি। নিবারণ।

প্রতিনিবৃত্ত (প্রতি—নিবৃত্ত বিরত) বিং,ত্রিং, প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসা। [রাত্রিতে।

প্রতিনিশ (প্রতি—নিশা) ক্লীং, অং, প্রতি-

প্রতিপ } **প্রতীপ** } প্রতি প্রত্যেক—প[পা পালন করা+অ(ড)—ক]যে পালন করে) সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ, শান্তনুর পিতা ভীষ্মের পিতামহ।

প্রতিপক্ষ (প্রতি প্রতিকূল, বিরুদ্ধ- পক্ষ সহায়, যং—স) সং, পুং, বিপক্ষ, শত্রু। ২। সাদৃশ্য। শিং১—প্রতিবন্ধি প্রতিনিধি প্রতিপক্ষ বিড়ম্বকা।" প্রতিবাদী, আসামী। ৩। প্রত্যর্থী।

প্রতিপত্তি (প্রতি—পদ্[গমন করা] পাওয়া ইত্যাদি+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রাপ্তি। ২। পদপ্রাপ্তি। ৩। মান, সম্মান। ৪। সুখ্যাতি, গৌরব। ৫ প্রবৃত্তি ৬। অভিমান। ৭। নিশ্চয়। ৮। কর্ত্তব্যজ্ঞান। ৯। সম্যক্‌জ্ঞান। শিং,—১ "বিষাদপুপ্তপ্রতিপত্তিবিস্মিতম্।" ১০। অঙ্গীকার। ১১। মীমাংসকমতে—ফলশূন্য কর্ম্মাঙ্গ ; যথা—যাগাদির পরিত্যক্ত হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ, পূজিত প্রতিমাদির জলে বিসর্জ্জন। ১২। অভিযোগ। ১৩। প্রগল্‌ভতা। ১৪। অনুমতি ১৫। দান। ১৬। উপায়। ১৭। ব্যবস্থা।

প্রতিপত্তিপটহ (প্রতিপত্তি সুখ্যাতি—পটহ ঢাক) সং, পুং, নাগরাবাদ্য।

প্রতিপত্তূর্য্য (প্রতিপদ্+তূর্য্য বাদ্যযন্ত্র) সং, ক্লীং, দগড়বাদ্য।

প্রতিপদ্ (প্রতি—পদ্ [গমন করা] পাওয়া +•(কিপ্)—ধি। যাহাতে চন্দ্র ক্ষয়োদয় পান) সং, স্ত্রীং, চন্দ্রের প্রথম কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়া রূপ তিথি শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম। ২। বৃদ্ধি। ৩। দগড়বাদ্য।

প্রতিপদ (প্রতি প্রত্যেক—পদ) ক্লীং, অং, পদেপদে। ২। স্থানেস্থানে।

প্রতিপন্ন (প্রতিপত্তি দেখ,ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্মানিত। ২। জ্ঞাত। ৩। অবধারিত, নিশ্চিত। ৪। প্রমাণসিদ্ধ, যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত। শিং+১ "প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।" ৬। অঙ্গীকৃত। ৬। গৃহীত। ৭। প্রাপ্ত। ৮। প্রনুমত। ৯। অভিযুক্ত।

প্রতিপাণ (প্রতি—পণ্ ক্রয়বিক্রয় করা+অ (ঘঞ)—র্ম্ম, ভা) সং, পুং, আক্ষিক, প্রতিক্ষণ দ্যূতক্রীড়া।

প্রতিপাদক (প্রতিপাদন দেখ,অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, নির্ব্বাহক। ২। নির্ণায়ক।৩। প্রতিপত্তিজনক, বোধক, জ্ঞাপক। শিং—১ "প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকভাবশ্চ সম্বন্ধঃ।" ৪। উৎপাদক।

প্রতিপাদন (প্রতি—পদ্ ণিচ্=পাদি গমন করান+অন(অনট্)—ভা)সং, ক্লীং দান। ২। সম্পাদন, নির্ব্বাহ।৩। জ্ঞাপন, বোধন। ৪। প্রতিপত্তি। ৫। উৎপাদন। ৬। স্থিরীকরণ।

প্রতিপাদিত (প্রতিপাদন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং,ত্রিং,নিষ্পাদিত,সম্পাদিত। ২। দত্ত। ৩। স্থিরীকৃত, বিজ্ঞাপিত। ৪। বোধিত।

প্রতিপাদ্য (প্রতিপত্তি দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিধেয়। ২। বোধ্য। ৩। বর্ণনীয় বিষয়।

প্রতিপালক (প্রতি—পাল রক্ষা করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক, যে প্রতিপালন করে। ২। অপেক্ষাকারী।

প্রতিপালন (প্রতিপালক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রক্ষণ। ২। পোষণ। শিং—১ "কুন্ত্যা প্রসূতস্য কর্ণস্য রাধাপ্রতিপালনাং রাধেয়ত্বং সঙ্গচ্ছতে।"

প্রতিপালিত (প্রতিপালক দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রতিপালন করা হইয়াছে।

প্রতিপাল্য (প্রতি—পাল ণিচ=পালি=য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিপালনীয়, পোষ্য।

প্রতিপুরুষ (প্রতি—পুরুষ মনুষ্য) সং, পুং, প্রতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্ত্তে কার্য্য করে।

প্রতিপূজন; সং, ক্লীং, অন্যের পূজাদর্শনে তদনুরূপ পূজা।

প্রতিপোষক (প্রতি—পুষ্ পোষণ করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী।

প্রতিপ্রদান (প্রতি—প্র—দা দান করা+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিদান, প্রত্যর্পণ।

প্রতিপ্রভা; সং, স্ত্রীং) প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ, প্রভা বা ঔজ্জ্বল্য।

প্রতিপ্রয়াণ (প্রতি—প্রয়াণ গমন করা) সং, ক্লীং, প্রতিনিবৃত্তি, ফিরিয়া যাওয়া।

প্রতিপ্রসব (প্রতি পুনর্ব্বার—প্রসব উৎপাদন) সং, পুং, নিষিদ্ধের পুনর্ব্বিধান।

প্রতিপ্রসূত (প্রতি পুনর্ব্বার—প্রসূত উৎপাদিত) বিং, ত্রিং, যাহার প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে। ২। পুনঃসম্ভাবিত।

প্রতিপ্রস্থাতা (প্রতিপ্রস্থাতৃ, প্রতি—প্র—স্থা থাকা+তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, সোমযাগীয় ঋত্বিক্‌বিশেষ।

প্রতিপ্রস্থান (প্রতি প্রতিকূল—প্রস্থান) সং, ক্লীং, বিরুদ্ধপক্ষের আশ্রয়। ২। বিং, ত্রিং, নিগ্রাহ্য

প্রতিপ্রহার; সং, পুং, কৃত প্রহারের অনুরূপ প্রহার, প্রতিঘাত।

প্রতিপ্রিয়; সং, ক্লীং, প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার।

প্রতিফল; সং, ক্লীং, প্রতিবিম্ব। শিং—১ "প্রতিফলমবলোক্য স্বীয়মিন্দোঃ কলায়াং হরশিরসি পরস্যা বাসমাশঙ্কমানা।" (রসমঞ্জরী)। ২। প্রতিশোধ। ৩। প্রত্যুপকার। ৪। প্রত্যপকার।

প্রতিফলন (প্রতি—ফল ধরা, নিষ্পন্ন হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিবিম্বন, প্রতিবিম্বপড়া। শিং—১ "ন বিম্বং ত্বদ্বিম্ব-প্রতিফলনলাভাদরুণিতং।" (আনন্দলহরী)।

প্রতিফলিত (প্রতিফলন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবিম্বিত। শিং—১ "সাক্ষী স্বান্তে তদুখে প্রতিফলিতবপুঃ।"

প্রতিফুল্লক (প্রতি—ফুল্ল্ বিকসিত হওয়া+কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল, বিকসিত।

প্রতিবধক (প্রতি—বধ্ হত্যা করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, অনিষ্টকারী। ২। প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী।

প্রতিবদ্ধ (প্রতি বিরুদ্ধ-বদ্ধ বাঁধা) বিং, ত্রিং, ব্যাহত। ২। বাধিত।

প্রতিবধ্য (প্রতি—বধ্ বিনাশ করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধনীয়। ২। প্রতিবন্ধার্হ।

প্রতিবন্ধ (প্রতি বিরুদ্ধ—বন্ধ্ বন্ধন) সং, পুং, বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত।

প্রতিবন্ধক (প্রতি বিরুদ্ধ—বন্ধ বন্ধন কর+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক। ২। সং, পুং, বিটপ, শাখা।

প্রতিবন্ধা (—বন্ধৃ, প্রতি—বন্ধ্ বন্ধনকরা+তৃ(তৃন)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল, প্রতিবন্ধক।

প্রতিবন্ধি (প্রতিবিরুদ্ধ—বন্ধ্ বন্ধন করা+ইন্—ভাবে) সং, পুং, ব্যাঘাত। ২। (+ইন্—ণ) অনিষ্টান্তরপ্রসঞ্জক বাক্য।

প্রতিবন্ধী (প্রতিবন্ধিন্, প্রতিবন্ধ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। ২। (প্রতি—বন্ধ-ণিচ=বন্ধি+ইন্ (ণিন্)—ক প্রতিবন্ধক।

প্রতিবল (প্রতি তুল্য, প্রতিকূল—বল) বিং, ত্রিং, সমর্থ, শক্তি। ২। তুল্যবল। শিং—১ "যো মে প্রতিবলো লোকে।" (চণ্ডী)। ৩। সং ক্লীং, বিপক্ষসৈন্য। ৪। পুং, শত্রু।

প্রতিবোধ (প্রতি—বোধ জ্ঞান) সং, পুং, জাগরণ। ২। স্ফুটন, বিকাস। ৩। প্রবোধ।

প্রতিবোধিত (প্রতি—বোধ বুঝান—ত (ক্ত)—র্থ) বিং, ত্রিং, জাগরিত। ২। বোধিত। ৩। বিকসিত, স্ফুটিত। [সদৃশ।

প্রতিভট; সং, পুং, প্রতিপক্ষ যোদ্ধা। ২।

প্রতিভয় (প্রতি সম্পূর্ণরূপে—ভয় শঙ্কা) বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর, ভয়হেতু। ২। সং, ক্লীং, শত্রুভয়।

প্রতিভা (প্রতি—ভা দীপ্তি পাওয়া+ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি। ২। অসাধারণ বুদ্ধি-শক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি ৩। নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রজ্ঞা। শিং—১ "প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।" ৪। প্রভা, দীপ্তি। ৫। সাদৃশ্য।

প্রতিভাগ (প্রতি—ভাগ অংশ) সং, ক্লীং, প্রত্যেক ব্যক্তি রাজার ব্যবহারজন্য যে ফলপুষ্পাদি দিয়া থাকে,।

প্রতিভাত (প্রতিভা দেখ ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রদীপ্ত। ২। উদিত।

প্রতিভান; সং, ক্লীং, বুদ্ধি। ২ প্রভা।

প্রতিভান্বিত
প্রতিভাবান্
প্রতিভামুখ
(প্রতিভা প্রত্যুৎপন্ন-মতি—অন্বিত যুক্ত। প্রতিভাবৎ অতিভা+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে। প্রতিভা—মুখ বদন) বিং, ত্রিং, অসাধারণ বুদ্ধিশালী। ২। প্রগলভতাযুক্ত।

প্রতিভাস (প্রতি—ভাস্ দীপ্তি পাওয়া+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশকর্ত্তা। ২। (+ঘঞ্—ভাবে) সং, পুং, প্রকাশ।

প্রতিভাসিত (প্রতি—ভাস্ দীপ্তি পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রদীপ্ত, শোভিত।

প্রতিভূ (প্রতি প্রতিনিধি—ভূ হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, তৎস্থলীয়, নায়ক, পারস্য ভাষায় জামিন। শিং—১ "ধনিকাধমর্ণয়োরন্তরে যস্তিষ্ঠতি বিশ্বাসার্থং স প্রতিভূঃ (সিদ্ধান্তকৌমুদী)।

প্রতিম (প্রতি সমান—মা পরিমাণ করা অথবা প্রতি—মা তুলা করা+অ(ড)—র্ম) বিং, ত্রিং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ, যথা—জলদপ্রতিম।

প্রতিমা (প্রতি—মা পরিমাণ করা বা তুল্য করা+সং, স্ত্রীং, গজের দন্তদ্বয়ের মধ্য ভাগ, গজদন্তবন্ধ। ২। প্রতিমূর্ত্তি। ৩ (+ঙ—ভা সাদৃশ্য। ৪। (+ঙ—ণ) প্রতিবিম্ব।

প্রতিমান (প্রতিম দেখ, অন(অনট্)—র্ম) সং, ক্লীং, হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের অন্তরাল স্থান। ২। প্রতিমূর্ত্তি, ছবি। ৩। (+অনট্—ণ) প্রতিবিম্ব। শিং—১ "প্রতিমানং প্রতিচ্ছায়া গজদন্তান্তরালয়োঃ।" ৪। (+অনট্—ভা) উপমা। ৫। সাদৃশ্য।

প্রতিমানসা (প্রতি—মান্ পূজা, সম্মান। (অনট্—ভা) সং, স্ত্রীং, পূজা, সম্মান।

প্রতিমার্গক (অতি বিপরীত—মার্গ পথ+কণ্—প্রং) সং, পুং, পুরবিশেষ, শূন্যে স্থিত হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী।

প্রতিমায়া (প্রতি বিপরীত—মায়া) সং, স্ত্রীং, পঠ্যমান কবিতাবলী, স্মরণশক্তির পরিচয় দিবার জন্য যে সমস্ত কবিতা পাঠ করা যায়।

প্রতিমিত্র, সং, পুং, নৃপবিশেষ।

প্রতিমুক্ত (প্রতিমোচন দেখ, ত, (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, পিনদ্ধ, পরিহিত। ২ পরিমুক্ত। ৩। বন্ধনযুক্ত।

প্রতিমুখ (প্রতি অভি—মুখ) বিং, ত্রিং, অভিমুখ, সম্মুখ। ২। সং, ক্লীং, নাট্যের সন্ধিবিশেষ। ৩ বিলাস পরিসর্পণাদি। শিং—১ "বিলাসঃ পরিসর্পশ্চ বিধুতং তাপনং

তথা। নর্ম্ম নর্ম্মদ্যুতিশ্চৈব তথা প্রগমনং পুনঃ। বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্য্যুপাসনং। পুষ্পং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি।"

প্রতিমূর্ত্তি (প্রতি সমান—মূর্ত্তি আকৃতি) সং, স্ত্রীং, প্রতিকৃতি, আকৃতি, ছবি।

প্রতিমূষিকা; সং, স্ত্রীং, ইন্দুরবিশেষ।

প্রতিমোচন (প্রতি—মুচ্ ত্যাগ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, পুং, বিমোচন, বন্ধনমোচন। ২। নির্যাতন। ৩। পরিধান।

প্রতিযত্ন (প্রতি অধিক বা সমান—যত্ন চেষ্টা) সং, পুং, লিপ্সা, লাভেচ্ছা। শিং—১ "প্রতিযত্নস্তু সংস্কারে লিপ্সোপগ্রহণেষু চ।" ২। বন্দী, "কয়েদী। ৩। গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৪। প্রতিগ্রহ। ৫। সম্যক্‌যত্ন। প্রতিশোধ। ৭। রচনা। ৮। বিং, ত্রিং, যত্নবান্।

প্রতিযাত (প্রতি—যা যাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া যাওয়া।

প্রতিযাতনা (প্রতি সমান—যাতি [যন্ত্রণা দেওয়া] পরিমাণ করা+অন(অনট্)—ভা) তুল্যরূপ যাতনা।

প্রতিযোগ (প্রতি সমান—যুজ্ যোগ করা +অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিপক্ষতা, বিরোধ।

প্রতিযোগী (—যোগিন্, প্রতি সমান—যুজ্ যোগ করা+ইন্(ণিন্—ক, শীলার্থে) সং, পুং, প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী। ২। সদৃশ। ৩। সমকক্ষ, তুল্যবল। ৪। প্রতিপক্ষ ৫। যাহার অভাব আছে তাহা। ৬। প্রতিকূল।

প্রতিযোজয়িতব্য (প্রতি—যুজ্ ণিচ্= যোজি যুক্ত করান+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যোজনীয়, যাহা যোজিত করিতে হইবে। ২। তন্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা যোজনীয়।

প্রতিযোধ (প্রতি সমান্—যুধ্ যুদ্ধ করা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, প্রতিপক্ষ যোদ্ধা।

প্রতিরথ (প্রতি প্রতিকূল—রথ) সং, পুং, বিপক্ষযোদ্ধা।

প্রতিরব (প্রতি পুনর্ব্বার রব শব্দ) সং, পুং, প্রতিধ্বনি।

প্রতিরুদ্ধ (প্রতিরোধ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবরুদ্ধ, আটককরা। ২। নিবারিত।

প্রতিরুরুক্ষু (প্রতি রু ক্রন্দন করা+সন্—ইচ্ছার্থে, উ—কু) বিং ত্রিং, রোদনেচ্ছু। ২। ভাষণেচ্ছু।

প্রতিরূপ (প্রতি সমান—রূপ আকৃতি) সং, ক্লীং, সদৃশ্য। ২। প্রতিমূর্ত্তি। ৩। প্রতিবিম্ব। ৪। বিং, ত্রিং, সদৃশ। ৫। পুং, দানববিশেষ। তা—স্ত্রীং, মেরুসাবর্ণদুহিতা।

প্রতিরূপক (প্রতিরূপ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, তৎস্থানীয়, অতিনিধি। ২। প্রতিবিম্ব।

প্রতিরোধ (প্রতি—রুধ্ রুদ্ধ করা+অন্—ভা) সং, পুং, নিবারণ ২। চৌর্য্য। ৩। প্রতিবন্ধ। ৪। অবরোধ, আটক। ৫। তিরস্কার। ৬। সৎপ্রতিপক্ষ।

প্রতিরোধক, প্রতিরোধি (—রোধিন্, প্রতিরোধ দেখ, অক(ণক), ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, চোর। ২। বিং, ত্রিং, যে প্রতিরোধ করে, নিরোধক। ৩। ব্যাঘাতক।

প্রতিরোধিত (প্রতি—রুধ্-ণিচ্=রোধি রুদ্ধ করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারিত। ২। ব্যাহত।

প্রতিলম্ভ; সং, পুং, লাভ শিং—১ "নৈবং নঃ প্রিয়তমোভয়থাসৌ যদ্যমুং ন বৃণুতে বৃণুতে বা একতো হি ধিগধুম গুণজ্ঞাননাতঃ কথমদঃ প্রতিলম্ভঃ।"

প্রতিলোম (প্রতি বিপরীত—লোমন্ শরীরের রোম+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, বাম, প্রতিকূল। ২। ব্যুৎক্রম, উল্টা। "বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।"

প্রতিলোমজ (প্রতিলোম—জ [জন্ জন্মান +অ(ড)—ক) জাত (বিং, ত্রিং, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ইত্যাদিক্রমে উৎপন্ন। শি—১ "সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

প্রতিবচন } (প্রতি পুনর্ব্বার পরিবর্ত্ত—
প্রতিবচস্ } বচন, বচস্=বাক্য) সং, ক্লীং, উত্তর, প্রত্যুত্তর। ২। প্রতিকূল বাক্য। ৩। সমানার্থক বাক্য। [খি) সং, পুং, গ্রাম।

প্রতিবসথ (প্রতি—বস্ বাস করা+অথ—

প্রতিবস্তূপমা (প্রতি—বস্তু—উপমা) সং স্ত্রীং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ, যে স্থলে পদার্থদ্বয়ে উপমান উপমেয় ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত থাকে।

প্রতিবাক্—স্ত্রীং } (প্রতিবাচ্ প্রতি
প্রতিবাক্য—ক্লীং } পুনর্ব্বার পরিবর্ত্ত—
প্রতিবাণি—স্ত্রীং } বাচ্, বাক্য, বাণি) সং, উত্তর প্রত্যুত্তর। ২। প্রতিকূল বাক্য। ৩। সমানার্থক বাক্য। ৪। প্রতিধ্বনি।

প্রতিবাত (প্রতি—বাত বায়ু) ক্লীং, অং, বায়ুপ্রতিকূল। ২। বিং, ত্রিং, যে দিক্ হইতে বায়ু আইসে।

প্রতিবাদ, প্রতীবাদ (প্রতি বিরুদ্ধ—বদ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রতিকূলে উক্তি বিরুদ্ধে বলা। ২। আপত্তি।

প্রতিবাদী (প্রতিবাদিন্, প্রতি বিরুদ্ধ—বাদী [বদ্ বলা+ইন্ (ণিন্)—ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, প্রতিপক্ষ, আসামী। ২। প্রত্যর্থী। শিং—১ "যদাত্বেবম্বিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ববাদিনা। দদ্যাত্তৎপক্ষসম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরং।"

প্রতিবাপ (প্রতি—বপ্—বপনকরা+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, মিশ্র ঔষধ, বৃক্ষ-মূলাদির কাথ নিষ্কাশনের পর, ঐ কাথের সহিত যে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়।

প্রতিবারণ (প্রতি—বৃ-ণি=বারি নিষেধ করা+অন (অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, নিবারক। ২। সং, পুং, দৈত্যবিশেষ ৩। (+অনট্)—ভা) ক্লীং, নিবারণ।

প্রতিবার্ত্তা ; সং, স্ত্রীং, প্রত্যুত্তরস্থানীয় বৃত্তান্ত বিশেষ।

প্রতিবাসর (প্রতি প্রত্যেক, বীপ্সা—বাসর দিবস) সং, ক্লীং, প্রতিদিন, প্রত্যহ।

প্রতিবাসী (—বাসিন্, প্রতি নিকট—বাসী যে বাস করে) বিং, ত্রিং, নিকটস্থ গৃহস্থ, পড়সী।

প্রতিবিধান (প্রতি পুনরায়, পরিবর্ত্ত—বি ধা [ধারণ করা] করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিকার। ২। সজ্জা।

প্রতিবিধিৎসা (প্রতিবিধিৎস [প্রতিবিধান দেখ, সন্—ইচ্ছার্থে] প্রতিকার করিবার ইচ্ছা করা+অ (অল্)—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রতিকারেচ্ছা। [যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

প্রতিবিন্ধ্য ; সং, পুং, দ্রৌপদীর গর্ভসম্ভূত

প্রতিবিম্ব (প্রতি সমান—বিম্ব মূর্ত্তি) সং, পুং,—ক্লীং, প্রতিচ্ছায়া, দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি। শিং—১ "যত্র বাক্যদ্বয়ে বিম্বপ্রতিবিম্বিতয়োচ্যতে। সামান্যধর্ম্মো বাক্যজ্ঞৈঃ স দৃষ্টান্তো নিগদ্যতে।"

প্রতিবিম্বন (প্রতি সমান—বী গমন করা, দীপ্তি পাওয়া+ব—পুং, ম্—আগম, ঈ—হ্রস্ব। স্বামী বলেন—শোভার্থ বিম্ব ধাতুতেই নিষ্পন্ন। অথবা বিম্ব-ণি—বিম্বি +অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, স্বচ্ছ পদার্থে অনুরূপ আকৃতিপতন। শিং—১ "দৃষ্টা-ন্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।"

প্রতিবিম্ববাদ ; সং, পুং, জীবের ঈশ্বর প্রতিবিম্বতাস্থাপনার্থ বাদবিশেষ। বৈদান্তি-কেরা জীব ও ঈশ্বর বিভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। [করে) সং, পুং, দর্পণ।

প্রতিবিম্ব (প্রতিবিম্ব—অত্ যে গমন

প্রতিবিম্বিত (প্রতিবিম্ব+ইত—জাতার্থে। অথবা বিম্ব ণি—বিম্বি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবিম্বপ্রাপ্ত, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, প্রতিফলিত।

প্রতিবিহিত (প্রতিবিধান দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে, প্রতিকৃত। ২। সজ্জিত।

প্রতিবেদক ; সং, ত্রিং, প্রতি—বিদ্+ণক

ক) এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর উপাধি। সম্রাট্ অশোক এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর দ্বারা রাজ্যের সমুদয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেন।

প্রতিবেশ, প্রতীবেশ (প্রতি নিকট—বিশ্ প্রবেশ করা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, সমীপবর্ত্তী বাসস্থান

প্রতিবেশবাসী (—বাসিন্, প্রতিবেশ—বাসী যে বাস করে) বিং, ত্রিং, প্রতিবাসী, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ।

প্রতিবেশী, প্রতীবেশী (—বেশিন্, প্রতিবেশ+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা প্রতি—বিশ্ +ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা প্রতি—বিশ্ প্রবেশ করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিবাসী, সমীপবর্ত্তী গৃহস্থ। শিং—১ "দৃষ্টিং হি প্রতিবেশিনি ক্ষণমিহাপ্যস্মদ্গৃহে দাস্যসি।"

প্রতিব্যূহ (প্রতি প্রতিরূপ—ব্যূহ, যং—স, মধ্যপদলোপ) সং, পুং, সৈন্যবিন্যাসের প্রতিরূপ ব্যূহ।

প্রতিশব্দ (প্রতি পুনরায়, পরিবর্ত্ত—শব্দ) সং, পুং, প্রতিধ্বনি। শিং—১ "প্রতিশব্দো মহানভূৎ।" (দেবীমাহাত্ম্য)।

প্রতিশয়—পুং } (প্রতি—শী শয়ন করা
প্রতিশয়ন—ক্লীং } +অ(অল্), অন(অনট্)
—ভাবে) সং, অভীষ্ট লোভার্থ প্রত্যাদেশ কামনায় দেবোদ্দেশে স্নান ভোজনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয়ন, হত্যা দেওয়া। ২। ধন্নাদেওয়া, নির্ব্বন্ধবাস।

প্রতিশয়িত (প্রতি—শী শয়ন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিশয়নকারী, যে হত্যা দেয়, যে ধন্না দেয়।

প্রতিশাসন (প্রতি—শাসন দমন) সং, ক্লীং, ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া কোন কার্য্যে প্রেরণ।

প্রতিশিষ্ট (প্রতি—শাস্ শাসন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। ২ প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত।

প্রতিশীর্ষ, সং, পুং, প্রতিনিধি।

প্রতিশীর্ষক; সং, ক্লীং, নিষ্ক্রিয়। ২। মূল্য।

প্রতিশ্যা—স্ত্রীং } (প্রতি—শ্যৈ [গমন
প্রতিশ্যায়—পুং, } করা] ফোঁটা ফোঁটা পড়া+ঙ. অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পীনাসরোগ; স্ত্রীসঙ্গ ও বেগ ধারণাদি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

প্রতিশ্রয় (প্রতি সম্পূর্ণরূপে—শ্রি সেবা করা, আশ্রয় করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, সভা। ২। আশ্রয়স্থান। ৩ গৃহ। ৪। যজ্ঞশালা।

প্রতিশ্রব (প্রতিশ্রুত, দেখ, (অল্)—ভা) সং, পুং, অঙ্গীকার, স্বীকার।

প্রতিশ্রুৎ (প্রতি পরিবর্ত্ত—শ্রু শ্রবণ করা +০(ক্বিপ্)—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, প্রতিধ্বনি।

প্রতিশ্রুত (প্রতি—শ্রু [শুনা] অঙ্গীকার করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত।

প্রতিশ্রুতি (প্রতি—শ্রু শ্রবণ করা+তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অঙ্গীকার। ২। প্রতিধ্বনি।

প্রতিষিদ্ধ (প্রতি—সিধ্ [সম্পন্ন করা] নিষিদ্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারিত, নিষিদ্ধ।

প্রতিষেদ্ধা, প্রতিষেধক (প্রতিষেদ্ধৃ, প্রতিষিদ্ধ দেখ, তৃ(তৃন), অক(ণক—ক) বিং, ত্রিং, নিষেধক, নিবারক। শিং—১ "যোঽস্য মন্ত্রাপি ভবতি নিরয়ে প্রতিষেধকঃ"

প্রতিষেধ (প্রতিষিদ্ধ দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, "ক'র না" এই প্রকার নিষেধ, নিবারণ। শিং—১ "প্রধানস্য বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।" ২। পরিহার, ত্যাগ, অর্থালঙ্কারবিশেষ।

প্রতিষেধোপমা; সং, স্ত্রীং, উপমা অলঙ্কার বিশেষ। যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষেধ দ্বারা অধিক বৈচিত্র্য বর্ণিত হয় তথায় এই অলঙ্কার হয়। নজাতু শক্তিরিন্দোস্তে মুখেন প্রতিগর্জ্জিতুং। কলঙ্কিনো জড়স্যেতি প্রতিষেধোপমৈব সা॥ (কাব্যাদর্শ)

প্রতিক্ষ, প্রতিক্ষস (প্রতি—কষ্‌ বধ করা, কস্‌ গমন করা + অ(অন্)—ক। স্—আগম) সং, পুং, দূত।

প্রতিক্ষশ (প্রতি—কশ শাসন করা + অ (অন্)—ক। স্—আগম) সং, পুং, দূত, বার্ত্তাপুরুষ। ২। বিং, ত্রিং, সহায়। ৩। অগ্রগামী।

প্রতিক্ষব (প্রতি—কষ্‌ আঘাত করা + অ (অল্)—ণ। স্—আগম) সং, পুং, চর্ম্মরজ্জু, চামের দড়ী।

প্রতিষ্টব্ধ (প্রতিষ্টম্ভ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবদ্ধ, ব্যাহত। ২। রুদ্ধ।

প্রতিষ্টম্ভ (প্রতি—স্তন্ভ্‌ স্তব্ধকরা + অ (অল্)—ভা) সং, পুং, প্রতিবন্ধ, বাধা। ২। রোধ। শিং—১ "বাহুপ্রতিষ্টম্ভ বিবৃদ্ধ-মন্যুঃ।" (রঘু)।

প্রতিষ্টুতি (প্রতি—স্তু স্তব করা + তি(ক্তি) —ভাবে) সং, স্ত্রীং, কোন পুরুষ বা কোন দেবদেবীকে লক্ষ্য করিয়া স্তব করা।

প্রতিষ্ঠ (প্রতিষ্ঠা দেখ, অ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিষ্ঠাযুক্ত, গৌরবান্বিত। ২। সং, পুং, জৈনবিশেষ।

প্রতিষ্ঠা (প্রতি—স্থা [থাকা] প্রশংসা করা ইত্যাদি + ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, সুখ্যাতি, গৌরব, মর্য্যাদা। শিং—১ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।" ২। সংস্কারবিশেষ। ৩। (+ঙ—ভা) ব্রতাদির উদ্‌যাপন। ৪। সমাপ্তি। ৫। স্থিতি। ৬। পুষ্করিণ্যাদি-উৎসর্গ; যেমন—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা। ৭। ছন্দোবিশেষ, চতুরক্ষরাবৃত্তি। ৮। (+ঙ—ধি) অবলম্বন, আশ্রয়। ৯। আস্পদ, স্থান। ১০। পৃথিবী।

প্রতিষ্ঠান (প্রতি—স্থান) সং, ক্লীং, গোদাবরীনদী-তীরস্থ নগরবিশেষ, ইহার বর্ত্তমান নাম মঙ্গিলপটন। ২। ব্রতাদির সমাপনবিষয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দেবপূজাঙ্গ সংস্কারবিশেষ। ৩। বিখ্যাত।

প্রতিষ্ঠানপুর; সং, ক্লীং, চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা পুরুরবার রাজধানী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থলে প্রয়াগের অপরতীরে গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ঝুসী। এখানে সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

প্রতিষ্ঠাপিত (প্রতি—স্থা-ণিচ্‌=স্থাপি স্থাপন করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থাপিত। ২। অর্পিত। ৩। উৎসৃষ্ট।

প্রতিষ্ঠামান (প্রতিষ্ঠা + আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিষ্ঠাযুক্ত। ২ গমনশীল।

প্রতিষ্ঠিত (প্রতিষ্ঠা + ইত—সংজাতার্থে। অথবা প্রতি—স্থিত) বিং, ত্রিং, বিখ্যাত, প্রশংসিত। ২। সম্মানিত। ৩। সমাপিত। ৪। সংস্কৃত ৫। বদ্ধমূল। ৬। স্থিত। ৭। স্থাপিত। ৮। খ্যাতিযুক্ত। ৯। অধিগত। ১০। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১"অপ্রমত্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।"

প্রতিষ্ণাত (প্রতি—স্না স্নান করা + ত(ক্ত) বিং, ত্রিং, প্রতিস্নাত, বিশুদ্ধ, পবিত্র। ২। পূত।

প্রতিসংবিধান; সং, ক্লীং, প্রতিবিধান।

প্রতিসংহার (প্রতি—সং—হৃ [হরণ করা] নিবৃত্ত করা ইত্যাদি + অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, নিবর্ত্তন। ২। প্রত্যাকর্ষণ, সঙ্কোচ।

প্রতিসংহৃত (প্রতিসংহার দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সঙ্কুচিত, প্রত্যাকৃষ্ট, প্রত্যানীত। ২। নিবর্ত্তিত। ৩। অনুরুদ্ধ।

প্রতিসংক্রম (প্রতি প্রতিরূপ—সংক্রম, ষং, —স, মধ্যপদলোপ) সং, পুং, প্রতিচ্ছায়া। ২। সঞ্চার। ৩। বিং, ত্রিং, প্রতিসংক্রান্ত। প্রতিচ্ছায়াপন্ন।

প্রতিসংখ্যা—স্ত্রীং, প্রতিসংখ্যান—ক্লীং (প্রতি, —সংখ্যা ব্যক্ত করা—ঙ, অনট্—ভাবে) সং, সাংখ্যপাতঞ্জলোক্ত বুদ্ধিবিশেষ।

প্রতিসঞ্চর (প্রতি—সম্—চর গমন করা + অ(অল্)—ধি) সং, পুং, প্রলয় বিশেষ। শিং —১ "যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ। তদাচ্যতে প্রকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ।"

প্রতিসন্ধান ; সং, ক্লীং, অনুসন্ধান, অনুচিন্তন, অন্বেষণ।

প্রতিসম ; বিং, ত্রিং, বিসদৃশ।

প্রতিসমাধান (প্রতি পুনরায়, পরিবর্ত্ত—সম—আ—ধা [ধারণ করা] করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিকার।

প্রতিসমাধেয় (পূর্ব্বে দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিকার্য্য।

প্রতিসমাসন (প্রতি—সং,—আ—অস্ ক্ষেপণ করা+অন(অনট্) —ভাবে) সং, ক্লীং, নিরসন, নিবারণ।

প্রতিসর (প্রতি—সৃ গমন করা+অ(অল্) —র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, হারযষ্টি, মালার ছড়া। ২। নর। ৩। সৈন্যপৃষ্ঠ। ৪। কঙ্কণ। ৫। প্রাতঃকাল। ৬। মন্ত্রবিশেষ। ৭। পুং, ক্লীং, ভূষণ। ৮। হস্তসূত্র। ৯। হস্তীর আরক্ষ। ১০ বিং, ত্রিং, নিযোজ্য, কিঙ্কর। ১১। (+অল্—ভাবে) ব্রণশোধন, ক্ষতাদি আরোগ্যকরণ।

প্রতিসর্গ (প্রতি, প্রতিরূপ বা প্রতিফল—সর্গ সৃষ্টি) সং, পুং, ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি, মরীচ্যাদি কর্ত্তৃক সৃষ্টি। শিং—১ "প্রতিসর্গশ্চ যে যেষামধিপাস্তান্ বদস্ব নঃ।"

প্রতিসর্য্য ; সং, পুং, রুদ্রবিশেষ।

প্রতিসব্য (প্রতি সম্পূর্ণ—সব্য বাম) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল, বিপরীত।

প্রতিসান্ধানিক (প্রতিসন্ধান স্তুতিপাঠ+ইক(ঞিক)—করোত্যর্থে) সং, পুং, স্তুতিপাঠক।

প্রতিসারণ (প্রতি—সৃ-ণিচ্—সারি চালিত করা+অন(অনট)—ক) বিং, ত্রিং, অপসারক, দূরীকারক। ২। (+অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অপসারণ, দূরীকরণ। ২। সুশ্রুতোক্ত অগ্নিকার্য্যবিশেষ।

প্রতিসারণীয় (প্রতিসারণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থানান্তরে নয়নীয়। ২। সং, পুং, সুশ্রুতোক্ত ক্ষারপাক বিধিবিশেষ।

প্রতিসরা ; সং, স্ত্রীং, পঞ্চ বুদ্ধশক্তি ভেদ। এই শক্তি তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার ধারণী ধারণ করিলে নানা বিঘ্ন হইতে রক্ষালাভ করা যায়। (বৌদ্ধ শাস্ত্র)।

প্রতিসারিত (প্রতি—সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+ক্ত—র্ম্ম) বি, ত্রিং, পরিচালিত। অপসারিত, সরাইয়া দেওয়া। ২। প্রবর্ত্তিত। ৩। দূরীকৃত। ৪। সংশোধিত।

প্রতিসারী (প্রতিসারিন্, প্রতি—সৃ-ণিচ্=সারি গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতীপগামী।

প্রতিসারা (প্রতি—সি বন্ধন করা+র(রক্) —র্ম্ম, আপ্—স্ত্রীং, ই—ঈ) সং, স্ত্রীং, তিরস্করিণী, যবনিকা, পর্দ্দা।

প্রতিসূর্য্য } (প্রতি প্রতিরূপ—সূর্য্য।
প্রতিসূর্য্যক } কণ্—যে.গে প্রতিসূর্য্যক) সং, পুং, সূর্য্য-পরিবেশ। ২। দ্বিতীয়সূর্য্য প্রাদুর্ভাবরূপ আন্তরীক্ষোৎপাতবিশেষ। ৩। কৃকলাস, কাঁকলাস। ৪। টিক্‌টিকী।

প্রতিসৃষ্ট (প্রতি—সৃজ্ ত্যাগ করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। ২। দত্ত। ৩। বিসৃষ্ট। ৪। প্রত্যাখ্যাত।

প্রতিস্কন্ধ ; সং, পুং, কুমারানুচরবিশেষ। ২। নিয়মসন্ধির অঙ্গবিশেষ।

প্রতিস্ত্রী ; সং, স্ত্রীং পরনারী। ২। অং, স্ত্রীর অভিমুখে।

প্রতিস্মৃতি ; সং, স্ত্রীং, স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষ

প্রতিস্রোতঃ (প্রতিস্রোতস্) সং, ক্লীং, প্রতিকূলবাহী স্রোত।

প্রতিস্বর ; সং, পুং, প্রতিশব্দ।

প্রতিহত (প্রতি—হন্ [বধ করা] আঘাত করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরস্ত। ২। ব্যাহত। ৩। আহত। ৪। প্রেরিত। ৫। দ্বিষ্ট। ৬। প্রতিবদ্ধ। ৭। রুদ্ধ। ৮। প্রতিস্খলিত।

প্রতিহতি (প্রতিহত দেখ, তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রতিঘাত। ২। রোষ।

প্রতিহন্তা } (প্রতিহন্তৃ, (প্রতিহর্তৃ, প্রতি
প্রতিহর্তা } —হন্ [বধ করা]—হৃ [হরণ করা] নিবারণ করা ইত্যাদি+তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, নিবারক। ২।প্রতিহরণকর্তা, নাশক। শিং—১ "প্রতিহর্তা তমাপদাম্।" । ৩। পুং, ঋত্বিগ্‌বিশেষ।

প্রতিহর্ষণ; সং, ক্লীং, হর্ষণানুরূপ হর্ষ। ২। প্রতিরূপ সন্তোষ সম্পাদন।

প্রতিহস্ত } (প্রতি—হস্ত হাত। কণ্
প্রতিহস্তক } যোগে প্রতিহস্তক) সং, পুং, প্রতিনিধি, অন্যের পরিবর্তে যে কার্য্য করে।

প্রতিহস্তী (প্রতিহস্তীন্, প্রতিহস্ত+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, প্রতিনিধি।২। গোমস্তা

প্রতিহার, প্রতীহার (প্রতি—হৃ [হরণ করা] নিবারণ করা ইত্যাদি—অ(ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, দ্বার। ২ দ্বারপাল, দৌবারিক। ।৩। (+ঘঞ্—ভাবে)পরিহার, ত্যাগ। ৪। (+ঘঞ্—ক) বাজিকর। ৫। মায়া, কপটতা। রী—স্ত্রীং, দ্বারপালিকা।

প্রতিহারণ (প্রতি—হারি গ্রহণ করান+অন(অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, প্রবেশদ্বার। ২। প্রবেশন, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি।

প্রতিহারী, প্রতীহারী (প্রতিহারিন্, প্রতিহার+ইন্—রক্ষার্থে) সং, পুং, রিণী—স্ত্রীং, দ্বারপাল, দ্বারপালী।

প্রতিহার্য্য (প্রতিহার দেখ. য—র্ম্ম) বিং' ত্রিং, পরিহার্য্য, ত্যাজ্য।

প্রতিহাস, প্রতীহাস (প্রতি পুনরায়—হস্ হাস্য করা+অ(ঘণ্)—ক) সং, পুং, করবী গাছ। ২। (+ঘঞ্—র্ম্ম) উপহাসকারীর প্রতি হাস্য।

প্রতিহিংসা (প্রতি পরিবর্ত্ত—হিংসা) সং, স্ত্রীং, বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন।

প্রতীক (প্রতি বিরুদ্ধ—ই গমন করা+ইক (ইকন্)—ক। অথবা প্রতি+ক—পুং, নিপাতন ই—দীর্ঘ) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল, বিপরীত। ২। সং, পুং, অঙ্গ, অবয়ব। ৩। সাঙ্গবাদ্যনিষেধ।

প্রতীকার (প্রতিকার দেখ) সং, পুং, প্রতিকার দেখ। [প্রতিকার্য্য দেখ।

প্রতীকার্য্য (প্রতিকার্য্য দেখ,) বিং, ত্রিং,

প্রতীকাশ (প্রতি সমান—কাশ্ দীপ্তি পাওয়া+অ (অন)+ক অথবা প্রতিকাশ দেখ) বিং, ত্রিং, তুল্য, সদৃশ।

প্রতিক্ষণ—ক্লীং } (প্রতি—ঈক্ষ [দেখা]
প্রতীক্ষা—স্ত্রীং } সমাদর করা ইত্যাদি +অন(অনট্), ও—ভাবে) সং, অপেক্ষা। শিং—১ "অতঃপরং প্রতীক্ষা ন কার্য্যা।" ২। প্রতিপালন। শিং—১ "নাষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত প্রতিক্ষণে।" ৩। পূজা।

প্রতীক্ষ্য (প্রতীক্ষা দেখ, য(ঘ্যণ—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজ্য, আরাধ্য। ২। অপেক্ষণীয়। শিং—১ "প্রতীক্ষ্যং তৎপ্রতীক্ষ্যায়ৈ পিতৃষস্রে প্রতিশ্রুতিম্।"

প্রতীচী (প্রতি পশ্চাৎ—অন্চ্ গমনকরা +০(কিপ্)—ধি, ঈপ্—স্ত্রীং। পশ্চাৎ অর্থাৎ দিনান্তে সূর্য্য যে দিকে গমন করে) সং, স্ত্রীং, পশ্চিমদিক্।

প্রতচীন, প্রতীচ্য (প্রতীচী+ঈন(খীন্), য(ঘ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পশ্চিমদিক্‌জাত। ২। পশ্চিমদিক্‌স্থ, পশ্চিমদেশীয়। ৩। স্ত্রীং, পুলস্ত্য-মাতা।

প্রতীচ্ছক (প্রতি প্রতিগত—ইচ্ছা, ৬ষ্ঠী—হিং, ক—যোগ) বিং, ত্রিং, গ্রাহক।

প্রতীত (প্রতি—ই [গমন করা] বোধ করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, খ্যাত, প্রসিদ্ধ। ২। সম্মানিত। ৩। জ্ঞাত। ৪। প্রীত। ৫। হৃষ্ট। ৬ জ্ঞানবান্। ৭। অতীত। ৮। বিশ্বস্ত।

প্রতীতি (প্রতীত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, খ্যাত, প্রসিদ্ধি। ২। জ্ঞান। ৩। সম্মান। ৪। আদর। ৫। হর্ষ। প্রীতি। ৭। বিশ্বাস।

প্রতীন্ধক; সং, পুং, বিদেহদেশ।

প্রতীপ (প্রতি বিরুদ্ধ—অপ্ জল, অ—প্রং, অপস্থানে ঈপ) সং, পুং, শান্তনু রাজার পিতা। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ।৩. (Opposite) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল, বিপরীত। শিং—১ "প্রতীপথাচারং ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্।" ৩। পরাঙ্মুখ। ৪। পশ্চিম।

প্রতীপদর্শিনী (প্রতীপ পরাঙ্মুখ—দর্শিনী [দৃশ্—ণিচ্—দর্শি+ণিন্—ক] যে দেখে) সং, স্ত্রীং, নারী, স্ত্রী, যোষিৎ।

প্রতীপদর্শী (—দর্শিন্, প্রতীপ বিপরীত—দর্শিন্ [দৃশ দর্শন করা+ইন্(ণিন্)—ক] যে দেখে) বিং, ত্রিং, বিপরীতদর্শী। স্ত্রীং, প্রতীপদর্শিনী স্ত্রী।

প্রতীমান (প্রতি—মা পরিমাণ করা—অন (অনট্)—ভা, ই=ঈ) সং, ক্লীং, পরিমাণ।

প্রতীয়মান (প্রতি—ই গমন করা+আন (শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, জ্ঞায়মান, যাহা জানা যাইতেছে।

প্রতীর (প্র—তীর তট) সং, ক্লীং, কূল, তীর, তট।

প্রতীবাপ (প্রতি পুনরায়—বপ্ বপন-করা +অ(ঘঞ্)—ভা। ই=ঈ) সং, পুং, গলিত স্বর্ণাদির দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণ। ২। ন্যাস, নিক্ষেপ। ৩। উপদ্রব।

প্রতীষ্ট (প্রতি—ইষ্ট) বিং, ত্রিং, গৃহীত। ২। অঙ্গীকৃত।

প্রতুদ (প্র—তুদ [চঞ্চু দ্বারা] ব্যথিত করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, গৃধ্র কাক ময়ূর পেচক প্রভৃতি।

প্রতোদ (প্র—তুদ্ পীড়া দেওয়া+অ(অল্) —ণ) সং, পুং, অশ্বাদির তাড়ন দণ্ড, চাবুক। "প্রতোদমাদায় জবেন গচ্ছন্।"

প্রতোলী (প্র—তুল্[ওজন করা] গমন করা অ অল্)—ধি, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, রথ্যা, রাস্তা, নাছ। ২। অভ্যন্তর পথ।

প্রত্ত (প্র—দা দান করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দত্ত। ২। ত্যক্ত।

প্রত্ন (প্রগে এখানে পুরাতন অর্থ+স্ন—প্রং, গে=লোপ) বিং, ত্রিং, পুরাতন, পুরাণ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ (—বিদ্, প্রত্ন পুরাতন—তত্ত্ব নিগূঢ়ভাব—বিদ্ যে জানে) সং, পুং, পুরাণ ইতিহাসবেত্তা (Antiquarian)।

প্রত্যক্ (প্রত্যচ্, প্রতি—অন্চ্, গমনকরা +০(ক্বিপ্)—ক) অং, পশ্চাৎ। ২। পূর্ব্ব। ৩। পশ্চিমদিক্। ৪। বিং, ত্রিং, পশ্চাদ্বর্ত্তী। ৫। পশ্চিমদেশীয়।

প্রত্যক্ষ (প্রতি লক্ষ্য—অক্ষ ইন্দ্রিয়, অথবা প্রতি—অক্ষি চক্ষুঃ ব্যং,—সং অ—পুং কিম্বা প্রতি—অক্ষ ইন্দ্রিয়, ৭মী—হিং, মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, দৃশ্য, সাক্ষাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ের বিষয়। শিং—১ "অসম্ভব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।" ২। সং, ক্লীং, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান।

প্রত্যক্ষদর্শন (প্রত্যক্ষ—দৃশ্ দেখা+অন (অনট্)—ক) সং, পুং, সাক্ষী, যে স্বয়ং দেখে। ২। (+অনট্—ভা) স্বয়ং দর্শন।

প্রত্যক্ষবাদী (—বাদিন্ প্রত্যক্ষ—বাদিন্ যে বলে। যাহারা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করে না) সং, পুং, বৌদ্ধ।

প্রত্যক্ষী (প্রত্যক্ষিন্, প্রত্যক্ষ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রত্যক্ষদর্শী। ২। স্বয়ং দ্রষ্টা।

প্রত্যক্ষীকৃত (প্রত্যক্ষ—কৃত করা হইয়াছে মধ্যে, ঈ(চি)—আগম) বিং, ত্রিং, যাহা করা হইয়াছে।

প্রত্যগাত্মা (—আত্মন্, প্রত্যক্ জীব+স্বরূপ) সং, পুং, পরমেশ্বর, ব্রহ্মচৈতন্য। শিং—১ "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।"

প্রত্যগাশাপতি (প্রত্যক্ পশ্চিম—আশা দিক্, দেশ—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পশ্চিমদিকের অধিপতি, বরুণ।

প্রত্যগুদক; সং, স্ত্রীং, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তী দিক্, বায়ুকোণ।

প্রত্যগ্র (প্রতি—অগ্র প্রথম) বিং, ত্রিং,

নূতন, টাট্‌কা। ২। অম্লান। ৩। শোধিত। সং, পুং, বৃহদ্রথ-পুত্র নৃপবিশেষ।

প্রত্যগ্রথ; সং, পুং, অহিচ্ছত্র নগর।

প্রত্যগ্রহ; সং, পুং, চেদিদেশের নৃপতি-বিশেষ।

প্রত্যঙ্গ (প্রতি সম্বন্ধীয়—অঙ্গ) সং, ক্লীং, অঙ্গাবয়ব, অঙ্গের অঙ্গ, হস্ত পদ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি অবয়ব। ২। উপকরণ।

প্রত্যঙ্গিরা; সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ। "অথ প্রত্যঙ্গিরাং বক্ষ্যে পরকৃত্যা নিবর্হিণীম্।"

প্রত্যঙ্মুখ (প্রত্যক্—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পশ্চিমাভিমুখ। শিং—১ "শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুংক্তে।" (মনু)।

প্রত্যঞ্চ প্রত্যচ্ (প্রতি—অনচ্ গমন করা +০(ক্বিপ্)—ক) বিং, সং, ত্রিং, পশ্চাৎ। ২। পূর্ব্ব। ৩। পশ্চাদ্বর্ত্তী। ৪। পশ্চিমদেশীয় ৫। পশ্চিমদিক্। ৬। পশ্চিমদেশ।

প্রত্যনীক (প্রতি বিরুদ্ধ, প্রতিকূল—অনীক সৈন্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, প্রতিপক্ষ, শত্রু। ২। বিঘ্ন। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ৪। বিং, ত্রিং, প্রতিবাদী।

প্রত্যনুমান (প্রতি বিরুদ্ধ—অনুমান, ষং, —স) সং, ক্লীং, এক ব্যক্তির অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান।

প্রত্যন্ত (প্রতি প্রায়—অন্ত শেষ) সং, পুং, ম্লেচ্ছদেশ। ২। বিং, ত্রিং, প্রান্তবর্ত্তী। ৩। সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী।

প্রত্যন্তপর্ব্বত; সং, পুং, বৃহৎ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

প্রত্যভিজ্ঞা (প্রতি পুনর্ব্বার—অভি—জ্ঞা জানা ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, স্মরণবিশেষ, "ইহা সেই" ইত্যাকার জ্ঞান।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন (প্রত্যভিজ্ঞা—দর্শন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মাহেশ্বর শাস্ত্রবিশেষ।

প্রত্যভিযোগ (প্রতি পুনর্ব্বার—অভিযোগ নালিস) সং, পুং, অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মদোষ খণ্ডনপূর্ব্বক অভিযোক্তার প্রতিকূলে অভিযোগ, আপীল। শিং—১ "অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ। অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতিং নয়েৎ।"

প্রত্যভিবাদ—পুং, প্রত্যভিবাদন—ক্লীং (প্রতি পুনরায়—অভিবাদ, অভিবাদন=বন্দনা, প্রণাম) সং, পূজ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে তিনি যে আশীর্ব্বাদ করেন।

প্রত্যয় (প্রতি—ই [গমনকরা] জানা ইত্যাদি +অ(অল্)—ভা) সং, পুং, নিশ্চয় জ্ঞান। ২। বিশ্বাস। ৩। শপথ। ৪। হেতু। ৫। আচার। ৬। প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। ৭ রন্ধ্র, ছিদ্র। ৮। অধীন। ৯। ব্যাকরণে—শব্দ বা ধাতুর উত্তর ক্রিয়মাণ শব্দ, প্রকৃতির পর জায়মান বিভক্ত্যাদি।

প্রত্যয়কারিণী (প্রত্যয় বিশ্বাস—কারিণী যে [করায়] ঘটায়) সং, স্ত্রীং, মোহর, মুদ্রা, ছাপদেওয়া।

প্রত্যয়িত (প্রত্যয়+ইত—জাতার্থে। অথবা প্রতি—অয়্+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিশ্বস্ত, বিশ্বাসপাত্র। ২। প্রতিগত।

প্রত্যয়ী (—য়িন্, প্রত্যয়+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী।

প্রত্যরি (প্রতি বিরুদ্ধভাবে—ঋ প্রাপ্ত হওয়া+ই(ইন্)—ক) সং, পুং, শত্রু। ২। জন্ম তারা হইতে পঞ্চম চতুর্দ্দশ ত্রয়োবিংশতি তারা। শিং—১ "জন্ম সম্পদ্বিপৎক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকে বধঃ।"

প্রত্যর্থী (—র্থিন্, প্রতি প্রতিকূল—অর্থ বিধেয়, প্রয়োজন+ইন্+অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিপক্ষ, শত্রু। ২। প্রতিকূল। ৩। প্রতিবাদী, আসামী। ৪। অর্থিপ্রতিপক্ষ। শিং—১"প্রত্যর্থিনোঽগ্রগতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।"

প্রত্যর্পণ (প্রতি পুনর্ব্বার—অর্পণ দান) সং, ক্লীং, প্রতিদান, ফিরিয়া দেওয়া।

প্রত্যর্পিত (প্রতি পুনর্ব্বার—অর্পিত দত্ত) বিং, ত্রিং, প্রতিদত্ত, যাহা ফিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিং—১ "যাচ্যমানোঽপি

যদি ব্রূয়াৎ সত্যং গৃহীতং প্রত্যর্পিত-ঞ্চেতি।”

প্রত্যবনেজন; সং, ক্লীং, পিণ্ডোপরি ক্রিয়মাণ পূর্ব্বানুরূপ জল দান।

প্রত্যবমর্শ } (প্রতি—অব—মৃশ, মৃষ্ ক্ষমা করা, স্পর্শ করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, অনুসন্ধান। শিং—১“স্মৃতিঃ প্রত্যবমর্শশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ।” (হরিবংশ)। ২। সন্ধান।
প্রত্যবমর্ষ

প্রত্যবসান (প্রতি—অব—সো [শেষ করা] ভোজন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভোজন, ভক্ষণ।

প্রত্যবসিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভুক্ত, ভক্ষিত।

প্রত্যবস্কন্দ—পুং, } (প্রতি পুনর্ব্বার—অব—স্কন্দ্ গমন করা+অ(অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তরবিশেষ, বাদীর প্রদর্শিত দোষ খণ্ডনার্থ প্রতিবাদী যে কারণ দেখায়। শিং—১ “অর্থিনা লেখিতো যোঽর্থঃ প্রত্যর্থী যদি তত্তথা। প্রপদ্য কারণং ব্রূয়াৎ প্রত্যবস্কন্দনং হি তৎ।”
প্রত্যবস্কন্দন—ক্লীং

প্রত্যবস্থাতা (প্রত্যবস্থাতৃ, প্রতি—অব—স্থা [থাকা] বাধা দেওয়া+তৃ(তৃন্)+ক) বিং, ত্রিং, প্রতিপক্ষ। ২। শত্রু। ৩। অবরোধকারক। শিং—১ “অন্তকঃ প্রত্যবস্থাতা।”

প্রত্যবহার (প্রতি—অব—হৃ [হরণ করা] নষ্ট করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রলয়, ধ্বংস, নাশ। ২। যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ।

প্রত্যবায় (প্রতি—অব—ই গমন করা+অ অল্)—পা) সং, পুং, পাপ। ২। অনিষ্ট, ক্ষতি। শিং—১“অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্ত মন্যতে ” ২। বিপরীত আচরণ।

প্রত্যবেক্ষা—স্ত্রীং } (প্রত্যবেক্ষ্য দেখ, অ, অন(অনট্)—ভা) সং, বিশেষরূপে দর্শন, তত্ত্বাবধান। ২। অনুসন্ধান। ৩। বিচার। ৪। প্রতিজাগর।
প্রত্যবেক্ষণ—ক্লীং

প্রত্যবেক্ষ্য (প্রতি পুনর্ব্বার—অব—ঈক্ষ্ দর্শন করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যবেক্ষণযোগ্য। ২। অনুসন্ধেয়। ৩। বিচার্য্য।

প্রত্যশ্ম (প্রত্যশ্মন্, প্রতি তুল্য—অশ্মন্ প্রস্তর) সং, ক্লীং, গৈরিক, গিরিমাটী।

প্রত্যহ (প্রতি বীপ্সা—অহন্ দিন+অ) অং, প্রতিদিন। শিং—১ “গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী।”

প্রত্যাকার (প্রতি তুল্য—আকার আকৃতি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, খড়্গের খাপ।

প্রত্যাখ্যাত (প্রতি—আ—খ্যা [বলা নিরাকরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরাকৃত, নিরস্ত, দূরীকৃত। ২। অস্বীকৃত। ৩ নিরুৎসাহীকৃত।

প্রত্যাখ্যান (প্রত্যাখ্যাত দেখ, অন(অনট্—ভা) সং, ক্লীং, নিরসন, নিরাকরণ, দূরীকরণ। ২। অস্বীকার।

প্রত্যাগত (প্রতি পুনর্ব্বার—আগত আসিয়াছে) বিং ত্রিং, প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আসা।

প্রত্যাগতি (প্রতি—আ—গম্ গমন করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রত্যাগমন।

প্রত্যাগম (প্রতি—আ—গম্ গমন করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, ফিরিয়া আসা। শিং—১“তীর্থাং প্রত্যাগমেঽপি চ।” ২। তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থপ্রত্যাগমেষু চ।”

প্রত্যাদিষ্ট (প্রতি—আ—দিশ্ [বলা]জানান ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত। ২। ত্যক্ত। ৩। জ্ঞাপিত।

প্রত্যাদেশ (প্রত্যাদিষ্ট দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ। ২। প্রতিবন্ধ। ৩। পরিত্যাগ। ৪। জ্ঞাপন। ৫। দৈববাণী, ভক্তজনের প্রতি দেবতার আজ্ঞা।

প্রত্যাধান (প্রতি—আ—ধা ধারণ করা+অন(অনট্)-র্ম্ম) সং, ক্লীং, মস্তক।

প্রত্যাধ্মান ; সং, পুং, বাতব্যাধিবিশেষ।

প্রত্যানয়ন (প্রতি পুনর্ব্বার—আ—নী লইয়া যাওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, স্ত্রীং, পুনরুদ্ধার, ফিরিয়া আনা।

প্রত্যানত (প্রতি—আনীত) বিং, ত্রিং, যাহা ফিরিয়া আনা হইয়াছে।

প্রত্যানিনীষু (প্রতি—আ—নী লইয়া যাওয়া+সন্ ইচ্ছার্থে, দ্বিত্ব, উ—ক) বিং, ত্রিং, প্রত্যানয়নেচ্ছু।

প্রত্যাপত্তি (প্রতি—আ—পদ্ স্থির থাকা +তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বৈরাগ্য। ২। পুনরাগমন।

প্রত্যাম্লান (প্রতি—আ—ম্লা ম্লান হওয়া+অন(অনট্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিনিধি।

প্রত্যায়ক (প্রতি—ই গমনকরা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিশ্বাস-কারক। ২। বোধক।

প্রত্যায়ন (প্রতি—ই-ণ্িচ=আয়ি প্রাপ্তি করান+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিশ্বাসজনন। ২। বোধন। [আ৲স্ত।

প্রত্যারম্ভ (প্রতি—আরম্ভ) সং, পুং, পশ্চাৎ

প্রত্যালীঢ় (প্রতি—আলি্[চাটা] উপবেশন করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, বাণবিক্ষেপসময়ে উপবেশন অর্থাৎ বাম পাদ প্রসারণ করিয়া দক্ষিণপাদ সঙ্কুচিত করিয়া বসা। ২। (ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আস্বাদিত। ৩। ভুক্ত, ভক্ষিত।

প্রত্যাবর্ত্তন (প্রতি—আ—বৃত্-ণিচ্-বর্ত্তি অবস্থিত করান+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিনিবৃত্ত। ২। প্রতিনিবারণ।

প্রত্যাবৃত্ত (প্রতি পুনর্ব্বার—আ—বৃত্ [বর্ত্তমান থাকা] আগমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রত্যাগত। ২। পুনরাবৃত্ত।

প্রত্যাশা (প্রতি পুনর্ব্বার—আশা আকাঙ্ক্ষা) সং, স্ত্রীং, আকাঙ্ক্ষা, ভরসা। ২। প্রত্যয়।

প্রত্যাশী (প্রত্যাশিন্, প্রত্যাশা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যে প্রত্যাশা করে।

প্রত্যাশ্বাস (প্রতি পুনর্ব্বার—আশ্বাস জীবন, আকাঙ্ক্ষা) সং, পুং, পুনর্জীবন। ২। প্রত্যাশা। ৩। স্বাস্থ্য।

প্রত্যাশ্বাসন (প্রত্যাশ্বাস দেখ, অন(অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, সান্ত্বনার্থ আশ্বাসপ্রদান।

প্রত্যাসঙ্কলিত (প্রতি—আ পূর্ব্বে—সঙ্কলিত যুক্ত) বিং, ত্রিং, পরিসংখ্যাত, নির্দ্ধারিত। ২ নির্ণীত। ৩। সংযুক্ত।

প্রত্যাসত্তি (প্রতি—আ—সদ্ অবস্থানকরা +তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, নৈকট্য। ২। ন্যায়মতে—অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র।

প্রত্যাসন্ন (প্রতি+আসন্ন) বিং, ত্রিং, সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ।

প্রত্যাসর, প্রত্যাসার (প্রতি সম্মুখ—আ সৃ গমন করা—অ(অল্), অ(ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, সৈন্যপৃষ্ঠ, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যব্যূহ, ব্যূহের পশ্চাদ্ব্যূহান্তর, ব্যূহপার্ষ্ণি।

প্রত্যাহত (প্রতি—আ—হন্ আঘাত করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবদ্ধ, ব্যাহত। ২। সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত।

প্রত্যাহরণ (প্রতি—আহরণ) সং, ক্লীং, ফিরিয়া লওন। ২। প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রত্যাহার (প্রতি পুনর্ব্বার—আ—হৃ লওয়া+অ(ঘঞ্)+ভা) সং, পুং, ফিরিয়া লওন। ২। যোগাঙ্গবিশেষ, ঈশ্বরে মনোনিবেশার্থ বাহ্যসুখপরিহার, ইন্দ্রিয়নিবর্ত্তন। শিং—। "শব্দাদিবিষয়েভ্যোহক্ষাণি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ।" ৩। ব্যাকরণে—অচ্, হল্ প্রভৃতি সংজ্ঞা।

প্রত্যাহৃত (প্রত্যাহরণ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যানীত, প্রত্যাকৃষ্ট।

প্রত্যুক্ত (প্রতি পুনর্ব্বার—উক্ত [বচ্ বলা]+ত (ক্ত)—ভা) কথন) সং, ক্লীং, প্রতিবচন, উত্তর। ২। (+—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিভাষিত।

প্রত্যুক্তি (প্রতি পুনর্ব্বার—উক্তি) সং, স্ত্রীং, প্রতিবচন, উত্তর।

প্রত্যুজ্জীবন (প্রতি—উৎ—জীব্ জীবিত থাকা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পুনর্জীবন।

প্রত্যুত (প্রতি—উত সন্দেহ [কিম্?]) অং, উক্তির বৈপরীত্য, বরং।

প্রত্যুৎক্রম—পুং, প্রত্যুৎক্রমণ—ক্লীং প্রত্যুৎক্রান্তি—স্ত্রী, (প্রতি—উৎ—ক্রম্ গমনকরা+অ(অল্) অন (অনট্) তি (ক্তি)—র্ম্ম) সং,পুং, যুদ্ধোদ্‌যোগ, প্রকৃষ্ট যুদ্ধের উপক্রম। ২। প্রধান উদ্দেশ্যের উপযোগী অপ্রধান কার্য্য। ৩। (+অল—ভাবে) উৎক্রমণ। [উত্তরের উত্তর।

প্রত্যুত্তর (প্রতি পুনর্ব্বার—উত্তর) সং ক্লীং

প্রত্যুত্থান (প্রতি সম্মুখ—উৎ উর্দ্ধ—স্থ, থাকা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং,। অভ্যুত্থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা। শিং—১"প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তং প্রতিপদ্যতে।"

প্রত্যুৎপন্ন (প্রতি পুনর্ব্বার—উৎপন্ন জাত বিং, ত্রিং, পুনরুৎপন্ন, পুনর্ব্বার জাত। ২। সত্বর, হঠাং।

প্রত্যুৎপন্নমতি (প্রতি—উৎপন্ন—মতি বুদ্ধি, তৎকালোচিত বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রতিভান্বিত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট, সূক্ষ্মদর্শী, কুশাগ্রীয় বুদ্ধি। ২। হঠাৎ কোন বিষয়ের নির্ণেতা। ৩। উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধি স্ফুর্ত্তিমতী হয়, বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যোগায়। ৩। সং, স্ত্রীং, ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (প্রত্যুৎপন্নমতি+ত্ব—ভা) সং, ক্লীং, কার্য্যকালে বুদ্ধির উদয় হওয়া, বিপৎকালে বুদ্ধিযোগান।

প্রত্যুদাহরণ; সং, ক্লীং, উদাহরণের বিপরীত দৃষ্টান্ত।

প্রত্যুদ্গত প্রত্যুদ্‌ঘাত (প্রতি সম্মুখ—উৎ উর্দ্ধ—গম্ গমন করা, যা যাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে।

প্রত্যুদ্গম—পুং, প্রত্যুদ্গমন—ক্লীং, (প্রতি সম্মুখ—উৎ উর্দ্ধ-গম্ গমন করা+অ (অল্) অন (অনট্)—তাবে) সং, প্রত্যুত্থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে আগে গিয়া তাঁহাকে আনয়ন। শিং—১ "একত্রসানসংস্থিতিঃ পরিহৃতাপ্রত্যুদ্গমাদ্দ্রুতঃ।"

প্রত্যুদ্গমনীয় (প্রতি—উৎ উর্দ্ধ—গম্ গমন করা+অনীয়—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ধৌতবস্ত্রযুগল, জোড়, ধুতি উড়ানি। ২। বিং, ত্রিং, সমুপস্থানযোগ্য, প্রত্যুদ্গমনের যোগ্য।

প্রত্যুদ্ধরণ—ক্লীং প্রত্যুদ্ধার—পুং (প্রতি পুনর্ব্বার—উৎ উপরি—হৃ লওয়া+অন (অনট্),অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুনরুদ্ধার। ২। পুনঃসংস্থাপন।

প্রত্যুন্নমন (প্রতি—উৎ—নম্ নত হওয়া+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিকূলে অবনমন, বিপরীতভাবে নোয়ান।

প্রত্যুপকার (প্রতি পুনর্ব্বার—উপকার সাহায্য) সং, পুং, কোন ব্যক্তির উপকার করিলে সে উপকর্ত্তার যে উপকার করে, উপকারানুরূপ হিতানুষ্ঠান।

প্রত্যুপকারী (—কারিন্, প্রতি—উপ-কৃ করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, উপকারীর উপকারকারক।

প্রত্যুপদেশ; সং, পুং, উপকারানুরূপ হিতাচরণ। ২। উপদেশানুরূপ শিক্ষা প্রদান।

প্রত্যুপহার; সং, পুং, অনুরূপ উপহার, উপঢৌকন দ্রব্য।

প্রত্যুপ্ত (প্রতি—বপ্ বপন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, খচিত, গ্রথিত, বসান। ২। প্রোত। ৩। উপ্ত, যাহা বপন করা হইয়াছে; যথা—"প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে।

প্রত্যুলূক (প্রতি প্রতিকূল—উলূক) সং, পুং, কাক।

প্রত্যুষ প্রত্যূষ—পুং প্রত্যুষস্, প্রত্যূষস্—ক্লীং (প্রতি—উষ্, উষ

বধকরা, উষ্, উষ্, রুগ্ন করা+অ(ক', অস্—ক)সং, প্রভাত প্রাতঃকাল। শিং—১ "স্নানমত্যধিকং কার্য্যং প্রত্যূষমাত্মনো জলে।"

প্রত্যূহ (প্রতি—উহ [তর্ককরা] বাধা দেওয়া +অ(ক)—র্ম্ম) সং, পুং, বিঘ্ন, বাধা, ব্যাঘাত।

প্রত্যেক (প্রতি বীপ্সা—এক, ব্যং—স) ত্রিং,—বিং, ক্লীং, একবচনান্ত, একে একে সমুদায়। শিং—১ "প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যস্তগুহ্যম্।"

প্রত্যেতা (প্রত্যেতৃ, (প্রতি—ই [গমন করা] জ্ঞাতা ইত্যাদি+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রত্যয়কারী, বিশ্বাসী।

প্রথন (প্রথ্ খ্যাত হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশকরণ।

প্রথম (প্রথ্ খ্যাত হওয়া+অম—ক) বিং, ত্রিং, আদিম, আদ্য। ২। মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

প্রথমজ (প্রথম—জ [জন্ জন্মান+অ(ড) —ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ) বিং,ত্রিং, অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ। ২। প্রথমোৎপন্ন।

প্রথমতঃ (প্রথমতস্, প্রথম+তস্—সপ্তম্যর্থে) অং, প্রথমে, অগ্রে।

প্রথমপুরুষ; সং, পুং আদিপুরুষ, পুরাণ পুরুষ। ২। ব্যাকরণোক্ত আখ্যাত বিভক্তির সংজ্ঞা বোধক শব্দ। তিঙের (লট্ লোট্ প্রভৃতি বিভক্তির) প্রথম তিন তিনটির প্রথম পুরুষ সংজ্ঞা হয়।

প্রথমবয়সী (—বয়সিন্, প্রথম-বয়স্+ইন্ —অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রথম বয়োযুক্ত।

প্রথমবিন্না; সং, স্ত্রীং, প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী, মহিষী।

প্রথমসাহস (প্রথম—সাহস শাস্তি) সং, পুং, সামান্য অর্থদণ্ড, অত্যস্ত সাজা। ২। ২। সার্দ্ধশতপণদ্বয়রূপ দণ্ড। "পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমসাহসঃ স্মৃতঃ।"

প্রথমাঙ্গুলি; সং, স্ত্রীং, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

প্রথমাশ্রম; সং, ক্লীং, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। শিং—১ "শরীরবন্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।"

প্রথা (প্রথ্ খ্যাত হওয়া+ঙ—ভাবে, আপ্ —স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, রীতি, ধারা। ২। খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। ৩। বিস্তার।

প্রথিত (প্রথা দেখ, ত(ক্ত)—ক, বিং, ত্রিং, প্রসিদ্ধ, খ্যাত। ২। প্রকৃষ্ট। ৩ বিস্তৃত। ৪। সং, পুং, স্বারোচিষ মনুর পুত্রবিশেষ। ৫। বিষ্ণু শিং—১ "অচ্যুতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ।"

প্রথিমা (প্রথিমন্, পৃথুত্ব, স্থূলত্ব। "প্রথিমা নন্দধানেন ঘনেন জঘনেন সা।" ২। বিস্তার।

পৃথিবী; সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

প্রথিষ্ঠ, প্রথীয়ান্ (পৃথু বৃহৎ—ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে। প্রথীয়স্, পৃথু+ঈয়স্—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতিবৃহৎ। ২। অতিশয় স্থূল।

প্রথিমী (—মিন্, প্রথিমন্ স্থূলত্ব+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পৃথুল, স্থূল, মোটা।

পৃথু (প্রথ্ বিস্তার করা+উ—ক। যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন) সং, পুং, বিষ্ণু।

পৃথুক (প্রথ্ খ্যাত হওয়া+উক—পুং) সং, পুং, পৃথুক, শাবক, শিশু। ২। চিপিটক।

প্রদ (প্র—দা দান করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, দাতা, দানকারী, যে প্রদান করে।

প্রদক্ষিণ (প্র-দক্ষিণ ডাইন, ব্যং—স) সং, ক্লীং, পূজনীয় বা প্রিয় ব্যক্তির দক্ষিণ দিক্ হইতে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ২। বন্দনা, আরাধনা। ৩। বিং, ত্রিং, অনুকূল। শিং —১ "প্রদক্ষিণার্চ্চির্হবিরগ্নিরাদদে।"

প্রদত্ত (প্রদ দেখ, ত(ক্ত) র্ম্ম; বিং, ত্রিং, সমর্পিত, যাহা দেওয়া হইয়াছে।

প্রদর (প্র—দৃ বিদারণ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ভঙ্গ, বিদারণ। ২। (+অন্ —ক) বাণ। ৩। স্ত্রীলোকের রোগবিশেষ, ঋতুকালে অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ।

প্রদর্শক (প্রদর্শিত দেখ, অক (ণক)) বিং, যে দেখায়, প্রদর্শনকারী।

প্রদর্শন—ক্লীং, } (প্রদর্শিত দেখ, অনট্,
প্রদর্শনী—স্ত্রীং, } —ভা, ঈপ্) সং, উল্লেখ। ২। দেখান।

প্রদর্শিত (প্র—দৃশ্-ণিচ্—দর্শি দেখান। +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উল্লিখিত। ২। যাহা দেখান হইয়াছে।

প্রদল (প্র—দল্ ভেদ করা+অ(অল্)—ণ। অথবা প্রদর দেখ, র—ল) সং, পুং, শর, বাণ।

প্রদা (প্র—দা দান করা+ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রকৃষ্টদান।

প্রদান (প্র—দা দান করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দান, বিতরণ, অর্পণ, দেওয়া। শিং—১ "বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে। সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেবচ।"

প্রদায়ী (—য়িন্, প্র সম্যক্—দা দানকরা ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রদানকর্ত্তা; যথা—"মুক্তিপ্রদায়ী তরুরাজ।"

প্রদিক্ (প্রদিশ্, প্র প্রভেদ—দিশ্, যে দুই দিককে প্রভেদ করে) সং, স্ত্রীং, বিদিক্, দুইদিকের মধ্যভাগ।

প্রদিগ্ধ (প্র—দিহ্ লেপন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লিপ্ত, মাখান। ২। সং, ক্লীং, মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। শিং—১ "মাংসং বহুঘৃতৈভৃষ্টং সিক্ত্বা চোষ্ণাম্বুনা মুহুঃ। জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে। তদেব ঘৃততক্রাঢ্যং প্রদিগ্ধং সন্নিজাতকম্ "

প্রদিষ্ট (প্র—দিশ্ (বলা) নির্দ্দেশ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নির্দ্দিষ্ট। ২। উপদিষ্ট। ৩। দত্ত।

প্রদীপ (প্র—দীপ্ দীপ্তিপাওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, দীপ, বর্ত্তিস্থ জলন্ত অগ্নিশিখা। শিং -১ "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।" ২। আলোক, দীপ্তি। ৩। বিং, ত্রিং, প্রকাশক। শিং—১ যশঃ প্রদীপো লোকানাম্ "আলোক স্বরূপ, শ্রেষ্ঠ; যথা—" ভরতকুলপ্রদীপ।"

প্রদীপন (প্রদীপ দেখ, অন(অনট্—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশন। ২। উদ্দীপন, উজ্জ্বলকরণ। ২। (অনট্—ণ) পুং, বিষবিশেষ। শিং, —১ "বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাৎ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ। মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ সঃ প্রদীপনঃ।" ৫। প্রকাশক।

প্রদীপ্ত (প্রদীপ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত। ২। উজ্জ্বল।

প্রদেয় (প্র—দেয় দানের যোগ্য) বিং, ত্রিং, প্রদানযোগ্য।

প্রদেশ (প্র—দেশ স্থান) সং, পুং, স্থান। ২। দেশ। ৩। একদেশ। ৪। জিলা। ৫। আস্থা। ৬। অবকাশ। ৭। পদ। ৮। প্রদেশ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। ৯। ভিত্তি, দেওয়াল।

প্রদেশন (প্র—দিশ্ [বলা] অনুমতি করা ইত্যাদি+অন(অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, আদেশ। ২। দান। ৩। উপায়ন, উপঢৌকন, ভেট। ৪। (অনট্—ণ) উপায়।

প্রদেশনী } (প্র—দিশ্ (বলা) সঙ্কেত
প্রদেশিনী } করা+অনট্—ণ, ঈপ্। যাহার দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়) সং, স্ত্রীং, তর্জ্জনী অঙ্গুলি।

প্রদেহ (প্র—দিহ লেপন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রলেপ, প্রলেপন।

প্রদোষ (প্র আরম্ভ—দোষা রাত্রি, ৭মী—হিং,) সং, পুং, রজনীমুখ, সায়ংকাল, রাত্রি আরম্ভের প্রথম চারিদণ্ডকাল। ২। (প্র প্রকৃষ্ট—দোষ, ৬ষ্ঠী—হিং,) বিং, ত্রিং, দুষ্ট, প্রকৃষ্ট দোষযুক্ত।

প্রদোষক (প্রদোষ+কণ্ ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রদোষকালজাত।

প্রদ্যুম্ন (প্র প্রসিদ্ধ—দ্যুম্ন শক্তি) ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প, কামদেব; ইনি বাসুদেবের চতুর্থাংশ-সম্ভূত। রুক্মিণী-গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ভারতে—ইনি সনৎকুমারের অংশ-

জাত। শিং—১ "অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কাম এবচ।" ২। প্রদ্যুম্ন আচার্য্য, ইনি বেদান্ততীর্থ নামে আখ্যাত। ১৫৫৬ খ্রীঃ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

প্রদ্যোত (প্র অধিক—দ্যোত দীপ্তি) সং, পুং, কিরণ, আলোক। ২। দীপ্তি। ৩। নৃপ-বিশেষ।

প্রদ্যোতন (প্র অধিক—দ্যুৎ দীপ্তি পাওয়া-অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দ্যুতি, দীপ্তি। ২। (+অন—ক) পুং, সূর্য্য। ৩। বিং, ত্রিং, দ্যোতনশীল।

প্রদ্যোতিত (প্রদ্যোতন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম। প্রদ্যুতিত শব্দও হয়) বিং, ত্রিং, প্রদীপ্ত, প্রকাশিত।

প্রদ্রব, **প্রদ্রাব** (প্র—দ্রু (গমন করা) পলায়ন করা+(অ(অল্), অ,ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রস্থান, পলায়ন। ২। ধাবন। ৩। প্রকৃষ্ট গতি।

প্রদ্রাণক (প্র—দ্রা কুৎসিতরূপে গমন করা +ত(ক্ত)—ক, কণ্ স্বার্থে, ত=ণ) বিং, ত্রিং, কুৎসিতগতি প্রাপ্ত, অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত।

প্রদ্রাবী (প্রদ্রাবিন্, প্র—দ্রু গমন করা+ ইন্(ণিন্)—ক. তাচ্ছীল্যার্থে) বিং, ত্রিং, পলায়নশীল।

প্রদ্রুত (প্রদ্রব দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং প্রস্থিত, পলায়িত। ২। ধাবিত।

প্রদ্বার ; সং, ক্লীং, দ্বারপ্রান্তভাগ।

প্রধন ; সং, ক্লীং, যুদ্ধ। ২। নিধন। ৩। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট ধনযুক্ত।

প্রধান (প্র—ধন্ ধনী হওয়া) বধ করা+ অ(ঘঞ্)—ধি। যাহাতে শত্রুরা হত হয়) সং, ক্লীং, যুদ্ধ। ২। (+ঘঞ্)—ভাবে) মারণ। ৩। নিধন। ৪ বিনাশ, বিদারণ।

প্রধান (প্র—ধা ধারণ করা+অন(অনট্) —ক) সং, ক্লীং, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, জগতের মূলকারণ। ২। সাকার জগতের প্রথম কারণ। শিং—১ "প্রধানং প্রকৃতিং বিদুরিত্যুক্তঃ।" ৩। বুদ্ধি ৪। পরমেশ্বর। ৫। পরমাত্মা। ৬। অমাত্য। ৭। সেনাপতি। শিং—১ "মহামাত্রঃ প্রধানঃ স্যাৎ।" ৮। (একবচনান্ত, ক্লীবলিঙ্গে) শ্রেষ্ঠ ৯। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ।

প্রধানধাতু ; সং, পুং, চরম ধাতু, বীর্য্য, শুক্র।

প্রধি (প্র প্রকৃষ্ট—ধা ধারণ করা+ই(কি) —ধি) সং, পুং, চক্রের ধার, নেমি।

প্রধী (প্র প্রকৃষ্ট—ধী বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—হিং,) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী। ২। স্ত্রীং, প্রকৃষ্টা বুদ্ধি।

প্রধূপিত (প্রধূপ্ সন্তপ্ত করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, ক) বিং, ত্রিং, সন্তাপিত। শিং—১ "বাসন প্রধূপিতাম্।" ২। প্রদীপ্ত। ত—স্ত্রীং, ক্লেশিতা। ২। সূর্য্যের গন্তব্য দিক্।

প্রধূমিত (প্র প্রকৃষ্ট—ধূম ধূঁয়া+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং. ত্রিং, জ্বলনোন্মুখ, প্রকৃষ্ট ধূমবিশিষ্ট।

প্রধৃষ্য (প্র—ধৃষ্ ধর্ষণ করা+য(ক্যপ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ ধর্ষণীয়।

প্রধ্মাত (প্র—ধ্মা শব্দ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং প্রপূরিত। ২। বায়ুপূরণ দ্বারা শব্দিত। ৩। শব্দিত, ধ্বনিত। ৪। সন্ধুক্ষিত।

প্রধ্মাপিত (প্র—ধ্মা-ণিচ্=ধ্মাপি শব্দ করান +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ধ্বনিত, শব্দিত।

প্রনষ্ট ; বিং, ত্রিং, মৃত। ২। পলায়িত।

প্রপক্ষ (প্র—পক্ষ) বিং, ত্রিং, পক্ষাগ্র।

প্রপঞ্চ (প্র—পন্‌চ বিস্তৃত হওয়া+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, সমূহ। ২। মায়া। ৩। সংসার। ৪। (+অল্—ভা) বিস্তার; যথা—"আশু যা ঘটিবে, এপ্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে।" ২। "চঞ্চল হইনু এ প্রপঞ্চ দেখি। ৫। ভ্রম, ভ্রান্তি। ৬। বঞ্চনা। ৭। বৈপরীত্য, উল্টা, যেমন নেশার ঘোরে মুখে তুলিয়া দিতে নাকে কাণে গুঁজিয়া দেওয়া; যথা—

"কত মুখ কত জন, বেতাল ভৈরবগণ,
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ।"

প্রপঞ্চিত (প্রপঞ্চ বিস্তার+ইত—সংজ্ঞার্থে) বিং, ত্রিং, বিস্তৃত। ২। ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ শিং—১ "আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং প্রপঞ্চিতং।"

প্রপতন (প্র—পৎ পড়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রকৃষ্ট পতন, পড়া। ২। মৃত্যু। ৩। বিনাশ।

প্রপথ (প্র—পথ্ গমন করা+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, শিথিল, আল্‌গা।

প্রপথ্যা; সং, স্ত্রীং, হরীতকী।

প্রপদ (প্র অগ্র—পদ পাদ) সং, ক্লীং, পাদাগ্র, চরণপ্রান্ত।

প্রপদীন (প্রপদ+ঈন(ঈন্)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, পদাগ্রসম্বন্ধীয়।

প্রপন্ন (প্র+পদ্ [গমন করা] পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্ত। ২। শরণাগত, আশ্রিত। শিং—১ "প্রপন্নার্ত্তিহরে দেবি।"

প্রপা (প্র+পা পান করা+ঙ—পা) সং, স্ত্রীং, পানীয়শালা, জলছত্র।

প্রপাক; সং, পুং, পচ্ ঘঞ্ পক্কতা করন। স্ফোটকাদি পাকান।

প্রপাঠক; সং, পুং, বেদাংশবিশেষ। ২। শ্রৌতগ্রন্থাংশবিশেষ।

প্রপাণি (প্র—পাণি হস্ত) সং, পুং, পাণিতল, হাতের তেলো।

প্রপাত (প্র—পৎ পতিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—পা) সং, পুং, পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চস্থান বিশেষ, ভৃগুদেশ। ২। অত্যুচ্চ তীর। ৩। (+ঘঞ্—ধি) নির্ঝরপতনস্থান। ৪। (+ঘঞ্—ভাবে) জলাদির পতন।

প্রপান (প্র পা পান করা+অনট্—পা) সং, ক্লীং, জলছত্র।

প্রপানক (প্র—পা নপা করা+অনট্—পা)—র্ম+কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং, খণ্ডমরীচাদি মিশ্রিত পানীয় দ্রব্যবিশেষ।

প্রপাপূরণীয় (প্রপাপূরণ+ঈয়(ঈয়)—প্রয়োজনার্থে) বিং, ত্রিং, জল পূরণপ্রয়োজক।

প্রপাবন (প্রপা বিশ্রামস্থান—বন) সং, ক্লীং, অরণ্যবিশেষ। কাম্যারণ্য।

প্রপায়ী (প্রপায়িন্. প্র—পা পান করা, রক্ষা করা ইত্যাদি+ইন্(ণিন্)—ক। আয়—আগম) বিং, ত্রিং, পানকর্ত্তা। ২। রক্ষাকর্ত্তা।

প্রপিতামহ (প্র অগ্রগামী—পিতামহ) সং, পুং, ব্রহ্মা ২। পিতামহের পিতা। হী—স্ত্রীং, পিতামহের মাতা। শিং—১ "স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ং। পিতামহী চ স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী।"

প্রপিত্ত; অং, উত্তরায়ণ।

প্রপূরিত (প্র—পূর্ পরিপূর্ণ হওয়া+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

প্রপূর্ব্বগ (প্র প্রকৃষ্ট—পূর্ব্বগ পূর্ব্ববর্ত্তী, রং—স, মধ্যপদলোপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি বিদ্যমান থাকেন) সং, পুং, পরমেশ্বর।

প্রপৌত্র (প্র পশ্চাদ্গামী—পৌত্র) সং, পুং, ত্রী—স্ত্রীং, পুত্রের সন্তান।

প্রফুল্ল (প্র—ফুল্ল্ বিকসিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রস্ফুটিত, বিকসিত। ২। সহাস্য। ৩। প্রসন্ন।

প্রবন্ধ (প্র—বন্ধ্ বন্ধন করা+অ(অল্)—র্ম) সং, পুং, পরম্পরান্বিত রচনা, সন্দর্ভ। শিং—১ "প্রবন্ধোঽহয়ং বন্ধোরখিলজগতাস্তস্য সরসাং।" ২। (+অল্—ভা) অবিচ্ছেদ। ৩। পূর্ব্বাপরসঙ্গতি। ৪। প্রকৃষ্ট বন্ধন। ৫। পরম্পরান্বিত বাক্যসমূহ।

প্রবন্ধকল্পনা (প্রবন্ধ—কল্পনা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সন্দর্ভরচনা।

প্রবন্ধা (প্রবন্ধৃ, প্র—বন্ধ+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, প্রবন্ধকর্ত্তা, রচয়িতা।

প্রবল (প্র অধিক—বল, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সাতিশয় বলবান্। শিং—১ "আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈ স্তদা প্রবলারিভিঃ।"

২। সং, পুং, পল্লব। লা—স্ত্রীং, প্রসারিণী। ২। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বলবতী।

প্রবাল (প্র—বল্ বলবান্ হওয়া+অ(ণ)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার রত্নবিশেষ, বিক্রম, পলা। শিং—১ "পুংসি ক্লীবে প্রবালঃ স্যাৎ পুমানেব তু বিদ্রুমঃ।" ২। কিশলয়, নূতন পল্লব। ৩। বীণাদণ্ড। ৪। অঙ্কুর।

প্রবালকীট; সং, পুং, সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ।

প্রবালফল; সং, ক্লীং, রক্তচন্দন।

প্রবাহু; সং, পুং, কনুয়ের অধোভাগ।

প্রবুদ্ধ (প্র—বুধ্ বোধ করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞানী। ২। জাগরিত। শিং—১ "প্রাতস্তরাং পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রনম্রবিদ্।" ৩। প্রফুল্ল।

প্রবোধ (প্র—বুধ্ বোধ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, জাগরণ। ২। বিকাশ। ৩। জ্ঞান। শিং—১ "তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি প্রবোধে সত্যসম্ভবেৎ।" ৪। সান্ত্বনা।

প্রবোধন (প্র—বুধ-ণিচ্=বোধ করান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, জাগরিতকরণ। ২। জ্ঞাপন। ৩। সান্ত্বনা, বোঝান। ৪। উত্তেজনা। ৫। সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্ব্বগন্ধ পুনরুৎপাদন।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী (প্রবোধন, দেখ, অনট্—ঈপ্) সং, স্ত্রীং, উত্থানৈকাদশী; কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী।

প্রবোধিত (প্রবোধ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে জাগান হইয়াছে। ২। জ্ঞাপিত। ৩। উত্তেজিত। ৪। যাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে। ৫। বিকসিত।

প্রভঞ্জন (প্র—ভন্জ্ ভাঙ্গা+অন—ক) সং, পুং, বায়ু। ২। বিং, ত্রিং, ভঞ্জনকারী। অনৈক রাজর্ষি।

প্রভদ্র; সং, পুং, নিম্ব। দ্রা—স্ত্রীং, প্রসারিণী লতা।

প্রভব (প্র—ভূ হওয়া—অ(অল্)—ভা) সং, পুং, উৎপত্তি, জন্ম। ২। প্রভাব, পরাক্রম। ৩। (+অল্—পা) উৎপত্তিস্থান। শিং—১ "ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্বচাল্পবিষয়া মতিঃ।" ৩। প্রকাশস্থান। ৪। কারণ। ৫। আদ্যোপলব্ধিস্থান। শিং—১ "বাল্মীকিঃ শ্লোকঃপ্রভবঃ।" ২। "হিমবান্ গঙ্গাপ্রভবঃ।" ৬। বৎসরবিশেষ। মুনিবিশেষ। ৮। বিং, ত্রিং, উৎপাদক।

প্রভবন্ (প্রভবৎ, প্র প্রধান—ভূ হওয়া+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, প্রভু, স্বামী সমর্থ।

প্রভবিষ্ণু (প্র—ভূ হওয়া+ইষ্ণু—ক, শীলার্থে) সং, পুং, বটুকভৈরবের অষ্টোত্তরশত নামান্তর্গত নাম-বিশেষ। শিং—১ "প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্।" ২। বিষ্ণু। ৩। প্রভু। শিং—১ "ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো নচ। আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ।" (দায়ভাগ)। ৪। বিং, ত্রিং, প্রভাবশীল।

প্রভবিষ্ণুতা (প্রভবিষ্ণু দেখ, তা—ভা) সং, প্রভুতা, সামর্থ্য।

প্রভা (প্র অধিক—ভা দীপ্তি পাওয়া+ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, দীপ্তি, তেজঃ। ২। প্রকাশ। ৩। কুবেরের পুরী। ৪। সূর্য্যপত্নী। শিং—১ "বিবস্বান্ কশ্যপাৎ পূর্ব্বমদিত্যামভবৎ পুরা। তস্য পত্নীত্রয়স্তদ্বৎ সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা।" (পুরাণ)। ৫। দুর্গা। ৬। গোপিকাবিশেষ। শিং—১ "দৃষ্টস্বং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।"

প্রভাকর (প্রভা দীপ্তি—কর [কৃ করা+অ(ট)—ক] যে করে, ২য়া—য) সং, পুং, সূর্য্য। ২। চন্দ্র। ৩। সমুদ্র। ৪। অগ্নি। ৫। অর্কবৃক্ষ। ৬। মীমাংসাজ্ঞ পণ্ডিতবিশেষ। ৭। অত্রিবংশীয় মুনিবিশেষ। ৮। কুশদ্বীপস্থ বর্ষবিশেষ। ৯। অষ্টম মন্বন্তরে দেবগণবিশেষ।

প্রভাকরভট্ট (সং, পুং, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনি কুমারিল ভট্টের শিষ্য।

প্রভাকীট (প্রভা দীপ্তি—কীট পোকা) সং, পুং, খদ্যোত, জোনাকি পোকা।

প্রভাঞ্জন; সং, পুং, শোভাঞ্জন।

প্রভাত (প্র+ভা দীপ্তি পাওয়া+ত(ক্ত)—ভা, আরম্ভার্থে) সং, ক্লীং, প্রাতঃকাল, প্রত্যূষ। ২। (ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, প্রভাযুক্ত।

প্রভাতীর; সং, পুং, নাগবিশেষ।

প্রভাতীর্থ; সং, পুং. তীর্থবিশেষ।

প্রভাপ্রভু; সং, পুং, সূর্য্যদেব।

প্রভাব (প্র—ভূ প্রধান হওয়া+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, তেজঃ। ২। প্রতাপ, ধন ও রণজনিত তেজঃ প্রভুশক্তি। ৩। (ঘঞ্—ভা) মহিমা। ৪। সামর্থ্য। ৬। উদ্ভব। ৬। স্বারোচিষ মনুর পুত্রবিশেষ। ৭। বসুবিশেষ। ৮। প্রভাগর্ভজাত সূর্য্যপুত্রবিশেষ।

প্রভাবজ (প্রভাব+জ জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, প্রভুশক্তি।

প্রভাবতী (প্রভাবান্ দেখ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বজ্রনামক অসুরের কন্যা। ২। তাপসীবিশেষ। ৩। কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ। ৪। চিত্ররথের ভার্য্যা। ৫। মরুৎ নৃপের পত্নী। ৬। মালিনামকোনবিংশ বৃত্তার্হমাতা। ৭। গণদেবতাদিগের বীণা। ৮। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রভাবান্—প্রভাবৎ, প্রভা দীপ্তি+বৎ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, দীপ্তিমান, প্রভাবিশিষ্ট।

প্রভাষ (প্র প্রকৃষ্টরূপে—ভাষ [ভাষ্ কথা কওয়া+অল্—ভা] কথন) সং, পুং, প্রকৃষ্টরূপে কথন। ২। অষ্টবসুমধ্যে বসুবিশেষ।

প্রভাস (প্র—ভাস দীপ্তি পাওয়া+অ,অন)—ক। মহাভারতে—যক্ষ্মরোগাক্রান্ত চন্দ্র এই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থে প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন এই তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া প্রভাস নামে খ্যাত হইয়াছে) সং, পুং, ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ সোমতীর্থ। ২। বসুবিশেষ। ৩। জৈনগণাধিপবিশেষ। ৪। অষ্টম মন্বন্তরের দেবগণ। ৫। কুমারানুচরবিশেষ। ৬ বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট দীপ্তিশালী।

প্রভাসন্ত; সং, পুং, পরমেশ্বর। ২। রুদ্র।

প্রভিন্ন (প্র অধিক—ভিন্ন বিদীর্ণ ইত্যাদি) সং, পুং, মত্তহস্তী। ২। বিং, ত্রিং, বিদলিত, প্রস্ফুটিত। ৩। প্রকাশিত। ৪। প্রকৃষ্টভেদবিশিষ্ট। ৫। (হস্তীর গণ্ড প্রভিন্ন হেতু) মদস্রাবী।

প্রভু (প্র প্রধান—ভূ—হওয়া+উ(ডু)—ক) সং, পুং, রাজা। ২। স্বামী। ৩। বিষ্ণু। শিং—১ "প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ।" ৪। পারদ। ৫। শব্দ। ৬। অষ্টম মন্বন্তরীয় দেবগণবিশেষ। ৭। বিং, ত্রিং, সমর্থ, শক্ত। ৮। শ্রেষ্ঠ। ৯। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, স্বামী। শিং—১ "নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ প্রভুরিত্যভিধীয়তে।"

প্রভুতা—স্ত্রীং } (প্রভু+তা,ত্ব—ভাবে)
প্রভুত্ব—ক্লীং } সং, আধিপত্য, কর্তৃত্ব। ২। প্রাধান্য। ৩। প্রভাব। ৪। স্বামিত্ব। ৫। সামর্থ্য। ৬। ঐশ্বর্য্য।

প্রভুভক্ত (প্রভু স্বামী—ভক্ত অনুরক্ত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। ২। সং, পুং, উত্তম ঘোটক। শিং—১ "প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।"

প্রভুশক্তি (প্রভু—শক্তি) ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, প্রভাব, প্রতাপ।

প্রভূত (প্র অধিক—ভূত যে হইয়াছে) বিং, ত্রিং, প্রচুর। ২। বহু। ৩। উৎপন্ন। ৪। উন্নত।

প্রভূষ্ণু (প্র—ভূ হওয়া+ষ্ণু—ক) বিং, ত্রিং, সমর্থ, শক্ত।

প্রভৃতি (প্র+ভৃ পোষণ করা+তি(ক্তি)—ভাবে) বিং, ত্রিং. (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তদাদি, ইত্যাদি, আদি; যথা—"ততঃ

প্রভৃতি পিতরঃ পিণ্ডসংজ্ঞাস্ত লেভিরে। ২। অং, অবধি।

প্রভেদ (প্র—ভিদ্ ভেদ করা+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, প্রকার। ২। বিভিন্নতা, বৈলক্ষণ্য, ভেদ, বিশেষ। ৩। বিকাশ, প্রস্ফুটন।

প্রভেদনী, **প্রভেদিকা** (প্রভেদ দেখ, অন (অনট্) —ণ,ঈপ্। অক(ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভেদকারিণী। ২। বেদনাস্ত্র।

প্রভেশ্বর; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

প্রভ্রংশ (প্র—ভ্রন্শ্ পতিত হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, পতন। ২। নাশ।

প্রভ্রংশথু; সং, পুং, নাসাগত রোগবিশেষ। শিং—১ "প্রাক্‌সঙ্কিতো মূর্দ্ধ্নি চ পিত্ত-তপ্তঃ প্রভ্রংশথুং ব্যাধিমুদাহরন্তি।"

প্রভ্রষ্ট (প্র—ভ্রন্স্ পতিত হওয়া—ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, পতিত। ২। নষ্ট।

প্রভ্রষ্টক (প্রভ্রষ্ট+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, শিখালম্বিমাল্য, চূড়াতে লম্বমান মাল্য।

প্রমঙ্গন; সং, ক্লীং, অগ্রগামী।

প্রমতি; সং, পুং, কশ্যপবংশীয় ঋষিবিশেষ। ২। চ্যবনঋষির পুত্র। ৩। বাগিন্দ্রঋষির পুত্র। ৪। বৎসপ্রীতির পুত্র। ৫। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টমতিযুক্ত।

প্রমত্ত (প্র—মত্ত উন্মত্ত) বিং, ত্রিং, প্রমাদ-যুক্ত, অনবহিত, অসাবধান। শিং—১ "সত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ং। প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ।" (ভাগবত)। ২। অত্যা-সক্ত। অতিমত্ত।

প্রমত্তত্ব (প্রমত্ত+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রমত্ততা।

প্রমথ (প্র অধিক—মথ [শিবশত্রুকে] মন্থন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, শিবের পারিষদ; ইহারা নৃত্যগীতাদি বি-শারদ ও নানা রূপধারী। ২। ঘোটক। ৩। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। ৪। (+অল্—ভাবে) প্রমথন। থা—স্ত্রীং, হরীতকী।

প্রমথন (প্র—মথ্ মন্থন করা+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, হত্যা, বধ, বিনাশ। ২। উন্মূলন। ৩। বিলোড়ন। ৪। মর্দ্দন। ৫। যন্ত্রণা দেওয়া। ৬। ত্যাগ। ৭। পরিভব।

প্রমথাধিপ (প্রমথ—অধিপ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

প্রমথিত (প্রমথন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিলোড়িত। ২। মর্দ্দিত। ৩। ক্লেশিত, ৪। সং, ক্লীং, নির্জ্জল ঘোল।

প্রমথেশ (প্রমথ—ঈশ পতি) সং, পুং, মহাদেব।

প্রমদ (প্র—মদ হৃষ্ট হওয়া, মত্ত হওয়া+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, মত্ত। ২। প্রমত্ত। ৩। উন্মত্ত। ৪। পুং, ধুস্তূরফল। ৫ দৈত্য-বিশেষ। ৬। (+অল্—ভাবে) সং, পুং, আনন্দ, হর্ষ।

প্রমদক; সং, পুং, যে কেবল ইহলোক স্বীকার করে পরলোক মানে না, নাস্তিক।

প্রমদকানন, প্রমদবন (প্রমদ আনন্দ—কানন, বন ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। ২। আনন্দকানন।

প্রমদা (প্র উৎকৃষ্ট—মদরূপসৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব, ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা মদ-ণি+অ(অন্) —ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, সুন্দরী নারী। ২। চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রমদাকানন; সং, ক্লীং, নারীর বিহার-যোগ্য উদ্যান রাজান্তঃপুরযোগ্য উপবন।

প্রমদিতব্য; সং, ক্লীং, প্র—মদ, তব্য, উপেক্ষাযোগ্য।

প্রমদ্বরা; সং, স্ত্রীং, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু হইতে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। স্থূলকেশ মুনি ইঁহাকে লালন পালন করেন। প্রমতি মুনির পুত্র রুরুকে স্থূলকেশ মুনি ঐ কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

প্রমনাঃ, **প্রমনাঃ** (প্রমনস্, প্রমনস্, প্র প্রকৃষ্ট, আনন্দিত—মনস্ মন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, হৃষ্টচিত্ত, সন্তুষ্টচিত্ত।

প্রময় (প্র—মী বধ করা। অ(অল্)—ভা) সং, পুং, হত্যা, বধ, বিনাশ।

প্রময়ু (প্র—মী বধ করা+উ(উন্)—ক) বিং, ত্রিং, হিংসক।

প্রমা (প্র—মা পরিমাণ করা+অ(ঙ)—ণ, আপ। যাহা দ্বারা সকল বস্তু পরিমাণ করা যায়) সং, স্ত্রীং, নিশ্চয়বোধ, প্রমিতি। ২। ন্যায়মতে—তৎপ্রকারক জ্ঞান। শিং—১ "গুণঃ স্যাদ্‌ভ্রমভিন্নস্তু জ্ঞানমাত্রোচ্যতে প্রমা।"

প্রমাণ (প্রমা দেখ, অন(অনট্)—ণ) প্রমাণঃ পুরুষঃ, প্রমাণা স্ত্রী, প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রমাণশব্দ অজহল্লিঙ্গবচন, যথা—ধর্ম্মে বেদাঃ প্রমাণম্। পুত্রঃ প্রমাণম্) সং, ক্লীং, নিশ্চয়ের হেতু। ২। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চারি; এতদ্ভিন্ন বেদান্তমতে —অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামে দুইটী অতিরিক্ত প্রমাণ আছে। ৩। সাক্ষী। ৪। লেখা। ৫। শাস্ত্র। ৬। পরিমাণ। ৭। জ্ঞানসাধন-ইন্দ্রিয়। ৮। (+অনট্—ক) সত্যবাদী। ৯। প্রধান। ১০। প্রমাতা। ১১। (+অনট্—ভা) বিশ্বাস। ১২। যথার্থ জ্ঞান। ১৩। নিশ্চয়। ১৪। ক্লীং, বিষ্ণু। শিং—১ "প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।

প্রমাণিকা (প্রমাণ+কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, ৮ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রমাণীকৃত (প্রমাণ-কৃত। ঈ(চ্বি)—অভূত তদ্ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রমাণরূপে নিশ্চিত।

প্রমাতা (প্র মাতৃ, প্রমা দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রমাণকারক। ২। ন্যায়মতে—শুদ্ধচিত্ত বৃত্তিসাক্ষী। ৩। বেদান্তমতে—প্রতিফলিত মনোবৃত্তি।

প্রমাতামহ (প্র অগ্রগামী—মাতামহ) সং, মাতামহের পিতা। হী—স্ত্রীং, মাতামহের মাতা।

প্রমাথ (প্র—মথ্ মন্থন করা, বধ করা+শ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রমথন। ২। মর্দ্দন, পীড়ন। ৩। বধ। ৪। কুমারানুচরবিশেষ। ৫। শিবপারিষদ্ প্রমথগণ। ৬। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবিশেষ।

প্রমাথী (—থিন্, প্রমথ্ বধ করা, পীড়ন করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। শিং—১ "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।" ২। বিনাশশীল, ধ্বংসকারী। ৩। সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ। থিনী—স্ত্রীং, অপ্সরা-বিশেষ।

প্রমাদ (প্র—মদ্ [মত্তহওয়া] অনবধান হওয়া, ভোলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অনবধানতা, অসাবধানতা। ২। ভ্রম। ৩। অন্তঃকরণের দৌর্ব্বল্য। শিং—১ "লোভ-প্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতে ত্রিভিঃ।"

প্রমাদবধ—বিদ্বেষব্যতিরেকে আকস্মিক অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা।

প্রমাদবান্, প্রমাদী (প্রমাদবৎ, প্রমাদিন্, প্রমাদ অসাবধানতা+বৎ(বতু), ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অসাবধানতাবিশিষ্ট, অসাবধান। শিং—১ "কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গ-ভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।"

প্রমাদিকা (প্র—মদ্ [মত্ত হওয়া] অনবধান হওয়া, ভোলা+অক(ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, দূষিতা কন্যা।

প্রমাপণ (প্র—মী-ণি=মাপি বধ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বধ, বিনাশ, হত্যা, মারণ।

প্রমায়ুক (প্র—মী বধ করা+উক—ক) বিং, ত্রিং, মরণশীল। শিং—১ "প্রমায়ুকং মরণশীলম্।

প্রমিত (প্রমা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাত, বিদিত, অবগত। ২। নিশ্চিত। ৩। পরিমিত। ৪। প্রথমাবধারিত।

প্রমিতাক্ষরা (প্রমিত—অক্ষর, আপ্)

সং, স্ত্রীং, সিদ্ধান্ত শিরোমণি ব্যাখানরূপা টীকা, মুহূর্ত্তচিন্তামণি টীকাবিশেষ। ২। দ্বাদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রমিতি (প্রমা দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রমা, নিশ্চয়জ্ঞান। ২। প্রমাণ। ৩। পরিমাণ।

প্রমীঢ় (প্র—মিহ্ সিক্ত করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ঘন, নিবিড়। ২। প্রমেহ-বিশিষ্ট, যাহার মূত্রদোষ রোগ আছে।

প্রমীত (প্র—মী বধ করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মৃত, হত। "প্রমীতৌ পিতরৌ যস্য।" ২। নিহত। ৩। যজ্ঞার্থে হত।

প্রমীলন (প্রমীলা দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, নিমীলন, মুদ্রণ।

প্রমীলা (প্র—মীল্ চক্ষু মুদ্রিত হওয়া+অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, তন্দ্রা. ঝিমন ২। অবসাদ। ৩। মুদ্রণ। ৪। (+অন—ক, আপ্) মেঘনাদপত্নী।

প্রমুখ (প্র—মুখ আদি প্রধান) বিং, ত্রিং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) প্রথম। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৩। প্রভৃতি। ৪। সং, ক্লীং, আরম্ভ। ৫। পুং. প্রথম। ৭। শ্রেষ্ঠ। ৭। সমূহ। ৮। মান্যপুরুষ। ৯। পুন্নাগ-বৃক্ষ।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে।

প্রমুৎ (প্রমুদ্, প্র অধিক—মুদ্ হৃষ্ট হওয়া •(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রহৃষ্ট, আহ্লাদিত। ২। প্রফুল্ল, বিকসিত। ৩। সং, স্ত্রীং, অতিশয় হর্ষ।

প্রমুদিত (প্রমুদ্ হৃষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, হৃষ্ট, আহ্লাদিত। ২। প্রফুল্ল, বিকসিত।

প্রমুদিতবদনা; সং, স্ত্রীং, দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রমুষিত; সং, ত্রিং, পেরিত, অপহৃত। স্ত্রীং, প্রমুষিতা।

প্রমৃগ, সং, প্রকৃষ্ট মৃগযুক্ত স্থান।

প্রমৃত (প্র প্রকৃষ্টরূপ—মৃত প্রাণিহিংসিত, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, কর্ষণরূপ জীবনোপায়। শিং—১ "মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্।" (মনু)।

প্রমৃষ্ট (প্র—মৃজ্ পরিষ্কার করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরস্ত। ২। মার্জ্জিত। শিং—১ "প্রমৃষ্টকুণ্ডলাং রাধাং মহারাস-রসোৎসুকাম্।"

প্রমেদিত (প্র—মিদ্ ণি=মেদি স্নিগ্ধকরান +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্নিগ্ধীকৃত।

প্রমেয় (প্র—মা পরিমাণ করা+য র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রমিতির বিষয়। ২। পরিমেয়। ৩। পরিচ্ছেদ্য। ৪। অবধার্য্য। ৫। সং, ক্লীং, ন্যায়মতে—শুদ্ধচৈতন্য। ৬। বেদান্তমতে—দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি।

প্রমেহ (প্র—মিহ্ বীজসেক করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, মূত্রদোষ রোগ-বিশেষ।

প্রমেহী (প্রমেহীন্, প্রমেহ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রমেহ রোগগ্রস্ত।

প্রমোক—পুং } (প্র—মুচ্ মোচনকরা
প্রমোচন—ক্লীং } +অ (ঘঞ্), অন (অনট্)—ভা) সং, মুক্তকরণ। ২। নিস্বচীকরণ।

প্রমোদ (প্র—মুদ্ হৃষ্ট হওয়া+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, আমোদ, আনন্দ, হর্ষ।

প্রমোদন (প্র—মুদ্ ণি=হর্ষযুক্ত করান +অন (অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, হর্ষকারক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। ৩। (+অনট্—ভা) ক্লীং, হর্ষসম্পাদন।

প্রমোদিত (প্রমোদ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, আমোদিত, আনন্দিত। ২। সং, পুং, কুবের।

প্রমোদী (প্রমোদিন্, প্রমোদ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, হর্ষজনক। নী—স্ত্রীং, জিঙ্গিনীবৃক্ষ।

প্রমোহন (প্র—মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+অন (অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, মোহসাধন অস্ত্র-

বিশেষ। ২। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, মোহকারক।

প্রম্লোচা; সং, স্ত্রীং, অপ্সরোবিশেষ।

প্রযত (প্র-যম্ বিষয় বিরত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্র, শুদ্ধ। ২। সংযতনিয়মবিশিষ্ট। ৩। দত্ত; যথা—"প্রযত দক্ষিণম্।"

প্রযত্ন (প্র অধিক—যত্ন উদ্যোগ) সং, পুং, অধ্যবসায়। ২। প্রয়াস। ৩। প্রকৃষ্ট যত্ন; ন্যায়মতে—ইহা তিনপ্রকার; যথা—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনকারণ। শিং—১ "সর্ব্বে প্রযত্নাঃ শিথিলীভবন্তি।"

প্রযস্ত (প্র—যস্ যত্ন করা, ক্লিষ্ট হওয়া—ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সুসংস্কৃত, ঘৃতাদি দ্বারা উত্তমরূপে প্রস্তুত।

প্রয়াগ (প্র সম্যক্—যজ্ দেবপূজা করা+অ(ঘঞ্)—ধি। অথবা প্র প্রকৃষ্ট—যাগ যজ্ঞ) সং, পুং, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এই তিন নদীর সঙ্গম স্থান এখানে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। বর্ত্তমান নাম এলাহাবাদ। শিং—১ "ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রয়াগমৃষিসম্মতম্। ২। যজ্ঞ ৩। শতক্রতু, ইন্দ্র। ৪ অশ্ব।

প্রয়াগভয় (স্বীয় পদচ্যুতি ভয়ে যে প্রকৃষ্ট যজ্ঞকে ভয় করে) সং, পুং, ইন্দ্র।

প্রয়াণ (প্র—যা গমন করা+অন্(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যুদ্ধযাত্রা। ২। প্রস্থান, গমন। শিং—১ "উদ্ঘাটিতনবদ্বারে পঞ্জরে বিহগোঽনিলঃ। যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ।" ২ "বৈণ্যং পৃথুং হৈহয়মর্জ্জুনঞ্চ, শাকুন্তলেয়ং ভরতং নলঞ্চ, এতান্ নৃপান্ যঃ স্মরতি প্রয়াণে, তস্যার্থসিদ্ধিঃ পুনরাগমশ্চ।

প্রয়াণপুরী; সং, স্ত্রীং, দক্ষিণাপথের কাবেরী নদীর উত্তরস্থিত একটি প্রাচীন তীর্থ। এখানে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রয়াত (প্র যা গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গত, প্রস্থিত। ২। সং, পুং, সৌপ্তিক ভৃগু।

প্রয়াম (প্র—যম্ নিবৃত্ত করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, দুষ্প্রাপ্যতা, যাহা কদাচিৎ পাওয়া যায়। ২। দৈর্ঘ্য। ৩। সংযম।

প্রয়াস (প্র—যস্ যত্ন করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, আয়াস, শ্রম। ২। যত্ন। ৩। ইচ্ছা।

প্রযুক্ত (প্র—যুজ্ যোগকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রচিত। ২। অনুষ্ঠিত। ৩। উৎপন্ন। ৪। অর্পিত, যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, খাটান। ৫। নিযুক্ত। ৬। প্রেরিত। ৭। উল্লিখিত। ৮। উচ্চরিত। ৯। উদাহৃত। ১০। যাহা ধার দেওয়া হইয়াছে। ১১। (+ক্ত—ক) উৎপন্ন। ১২। নিমগ্ন। ১৩। সং, ক্লীং, হেতু, কারণ।

প্রযুক্তি (প্রযুক্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রয়োগ। ২। প্রয়োজন। ৩। শব্দের উচ্চারণবিশেষ। ৪। প্রেরণ। ৫। প্রকৃষ্ট-যুক্তি।

প্রযুজ্যমান (প্র—যুজ্ যোগ করা—আন(শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রয়োগ করা যাইতেছে।

প্রযুঞ্জান (প্র—যুজ্ যোগ করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, প্রয়োগকারী।

প্রযুত (প্র—যু যুক্ত করা+ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, দশলক্ষ, নিযুত। ২। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংযুক্ত।

প্রযুদ্ধ; সং, ক্লীং, মতান্ত যুদ্ধ।

প্রযোক্তা (প্রযোক্তৃ, প্র—যুজ্ যোগ করা+তৃ(তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, প্রয়োগকর্ত্তা, প্রবর্ত্তক। ২। অনুষ্ঠাতা। ৩। ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। শিং—১ "উত্তমর্ণাধমর্ণৌ দ্বৌ প্রযোক্তৃগ্রাহকৌ ক্রমাৎ"

প্রয়োগ (প্রযুক্ত দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, উদাহরণ। ২। ফল। ৩। প্রবর্ত্তন। ৪। অনুষ্ঠান। ৫। খাটান। ৬। অভিনয়। ৭। যত্ন ৮। অর্পণ। ৯। ঋণদান। ১১

নিদর্শন। ১১। উল্লেখ। ১২ নিয়োগ। ১৩। ঘোটক

প্রয়োগী (প্রয়োগিন্, প্রয়োগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রয়োগযুক্ত

প্রয়োজক (প্রযোক্তা দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রয়োজনকারী, প্রবর্ত্তক। ২। অনুষ্ঠানকারী। ৩। প্রেরক। ৪। কর্ত্তা।

প্রয়োজন (প্র—যুজ্‌ যোগকরা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হেতু। ২ উদ্দেশ্য। ৩। প্রয়োগকরণ। ৪। কার্য্য। ৫। ফল। শিং,—১ "পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ। হিতপ্রয়োজনং মিত্রং, ধনং সর্ব্বপ্রয়োজনম্।

প্রয়োজ্য (প্রযোক্তা দেখ, য(ণ্যৎ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রয়োগ করা যায়। ২। কর্ত্তব্য। ৩। সং, পুং, প্রেষ্য, ভৃত্য। ৪। ক্লীং, মূলধন।

প্রয়োজনীয় (প্রয়োজন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কার্য্যোপযোগী, আবশ্যক।

প্ররুজ (প্র—রুজ্‌ রোগযুক্ত হওয়া+অ (ক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টরোগকারক। ২। সং, পুং, দেবসৈন্যাধিপতিবিশেষ। ৩। রাক্ষসবিশেষ।

প্ররূঢ় (প্র—রুহ উৎপন্ন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, জাত, উৎপন্ন। ২। বদ্ধমূল। ৩। অঙ্কুরিত। ৪। প্রবৃদ্ধ, বর্দ্ধনশীল। ৫। প্রসিদ্ধ। ৬। সং, ক্লীং, উদর।

প্ররোচন (প্র—রুচ্—ণিচ্ রোচি দীপ্তি পাওয়ান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, উত্তেজনা, উস্‌কে দেওয়া। ২। রুচিসম্পাদন। ৩। প্রস্তাবনাঙ্গবিশেষ।

প্ররোহ (প্র—রুহ উৎপন্ন হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, অঙ্কুর শিং—১ "প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।" ২। মূল। বট প্রভৃতি বৃক্ষের শাখোৎপন্ন নামনা, ঝুরি। ৪। (+অল্—ভাবে) উৎপত্তি। ৬ আরোহণ।

প্ররোহিত } **প্ররোহী** } (প্ররোহিন্, প্ররোহ+ইত, ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্ররোহবিশিষ্ট, অঙ্কুরিত।

প্রলপন (প্র—লপ্‌ বল+অন(অনট্)—ভাবে) সং, পুং, প্রলাপ, অনর্থ বাক্য প্রয়োগ।

প্রলপিত (প্র—লপ্‌ বলা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কথিত। শিং—১ "জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমশ্রুপ্রলপিতং" ২। বৃথা। উক্ত। ৩। (ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রলাপ।

প্রলম্ব (প্র—লম্ব্ লম্বিত হওয়া+অ(অন) —ক) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ। ২। উদ্ভিদের অঙ্কুর। ৩। লতার শোঁ। ৪। শাখা। ৫। বৃক্ষাদির নামনা, ঝুরি। ৬। স্ত্রীস্তন। ৭। হারবিশেষ। ৮। মেষ। ৯। (+অল্—ভা) প্রলম্বন, ঝোলা। ১০। (অ+অন্—ক) বিং, ত্রিং, লম্বমান্।

প্রলম্বঘ্ন (প্রলম্ব অসুরবিশেষ—ঘ্ন [হন বধ করা+অ(টক্)—ক] যে বধ করে, ২য়া—ষ সং, পুং, বলরাম, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।

প্রলম্বভিৎ (—ভিদ্, প্রলম্ব অসুরবিশেষ—ভিদ্ যে ভেদ অর্থাৎ নাশ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বলরাম, হলধর।

প্রলম্বাণ্ড ; বিং, ত্রিং, দীর্ঘাণ্ডকোষবিশেষ।

প্রলম্বিত (প্রলম্ব দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

প্রলম্ভ (প্র—লভ্‌ লাভ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, প্রকৃষ্টরূপ লাভ।

প্রলয় (প্র—লী লীন হওয়া+অ(অল্)—ভা অথবা প্র—লী [জগৎ] ক্ষয় পাওয়া+অ (অল্)+ধি) সং, পুং, কল্পান্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ; প্রলয় চারি প্রকার—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, ও আত্যন্তিক। শিং—১ "ভৌমং হ স্থাবরজঙ্গমম্—প্রলয়ং বৈ গমিষ্যতি।" ২। মৃত্যু ৩। ধ্বংস, নাশ। ৪। ক্ষয়। ৫। মূর্চ্ছা।

প্রলব (প্র—লূ ছেদন করা+অ(অল্)—ভাবে সং, পুং, ছেদন। ২। (+(অল্—র্ম) খণ্ডবিশেষ।

প্রলবিত্র (প্র—লূ ছেদন করা+ইত্র—ণ) সং, ক্লীং, ছেদনসাধন অস্ত্র।

প্রলাপ (প্র—লপ্ বলা+অ (ঘঞ্)—ভা)। সং, পুং, অনর্থক বাক্য, উন্মত্ত প্রভৃতির ন্যায় কথা বলা। ২। রোগের উপসর্গবিশেষ। ৩। বিলাপ।

প্রলাপহা (প্রলাপহন্, প্রলাপ—হন্ বধ করা—০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, কুলথজাত অঞ্জন।

প্রলাপী (প্রলাপিন্, প্র—লপ্ বলা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রলপনশীল।

প্রলীন (প্র—লী লীন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রলয়প্রাপ্ত। ২। চেষ্টাশূন্য।

প্রলীনতা (প্রলীন দেখ, তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রলয়, মূর্চ্ছা।

প্রলেপ (প্র—লিপ্ লেপন করা+অ(অল্)—ভাবে সং পুং, লেপন, মাখান। ২। (+অল্—ণ) লেপনদ্রব্য।

প্রলেপক (প্রলেপ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রলেপকর্ত্তা।

প্রলেহ; সং, পুং, ব্যঞ্জনবিশেষ, কোরমা।

প্রলেহন; সং, ক্লীং প্রলিহ্+অনট্—ভাবে) চাটা।

প্রলোভ (প্র অধিক—লোভ) সং, পুং, অতিলোভ, অতিশয় লালসা। ২। লাভেচ্ছা।

প্রলোভন (প্র অধিক—লুভ্ ণিচ্ = লোভি লাভাকাঙ্ক্ষী হওন+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, লোভ দেখান। ২। (+অনট্—ক) বিং, ত্রিং, লোভপ্রদর্শক।

প্রলোলুপ (—লোলুভ্ [যঙ্ লুগন্ত] পুনঃপুনঃ লোভ করা+অ(অন্)—ভা, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত লোভী।

প্রবক্তা (প্রবক্তৃ, প্র প্রকৃষ্ট—বচ্ বলা+তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, সদ্বক্তা, উত্তম কথক।

প্রবচন (প্র উৎকৃষ্ট—বচন [বচ্ বলা+অন (অনট্—র্ম] বাক্য, ৭মী—হিং, স্বং,—স) সং, ক্লীং, বেদাদি শাস্ত্র। ২। উত্তম বচন। ৩। +অনট্—ভা) বেদার্থজ্ঞান

প্রবচনীয় (প্রবক্তা দেখ, অনীয়—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টরূপে বাচ্য। ২। উত্তম বক্তা।

প্রবঞ্চক (প্র—বঞ্চি বঞ্চনা করান+অক (ণক)—ক) সং, পুং, প্রতারক, ধূর্ত্ত।

প্রবঞ্চন (প্র—বঞ্চন প্রতারণ) সং, ক্লীং, না—স্ত্রী, প্রতারণা, ঠকান।

প্রবঞ্চিত (প্র—বঞ্চিত প্রতারিত) বিং, ত্রিং, প্রতারিত, যে ঠকে।

প্রবণ (প্র—বণ্ [শব্দ করা] নত হওয়া ইত্যাদি+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, নত। ২। রত। ৩। নম্র। ৪। আসক্ত। ৫। ক্রমনিম্ন, গড়ানিয়া, ঢালু। ৬। উন্মুখ। ৭। অভিমুখ। ৮। অনুকূল। ৯। ক্ষীণ। আয়ত্ত। ১১। নিপুণ। ১২। ত্বরিত। ১৩। বিনীত। ১৪। আহিত। ১৫। সং, পুং, চতুষ্পদ, চৌমাথা। ১৬। উদর।

প্রবৎস্যৎপতিকা; সং, স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, যাহার পতি বিদেশে যাইবে।

প্রবয়ণ (প্র—অজ্ গমন করা+অনট্—ণ। অজ—বী) সং, ক্লীং, অশ্বাদির তাড়নদণ্ড, চাবুকাদি, প্রাজনদণ্ড।

প্রবয়াঃ (প্রবয়স, প্রগত—বয়স্ জীবতকাল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, স্থবির, বৃদ্ধ, প্রাচীন।

প্রবর (প্র—বর যে আবৃত হয়) সং, ক্লীং, গোত্র। ২। সন্ততি। ৩। পুং, গোত্র প্রবর্ত্তক মুনি এবং ব্যাবর্ত্তক মুনিবিশেষ। শিং—১ "জামদগ্নিগোত্রস্য প্রবরাঃ।" ৪। (প্র উৎকৃষ্ট—বর শ্রেষ্ঠ) বিং, ত্রিং, অত্যুত্তম। ৫। ক্লীং, অগুরুচন্দন।

প্রবরললিত; সং, ক্লীং, ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রবরবাহন (প্রবর—বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

প্রবর্গ (প্র—বৃজ্‌ ত্যাগ করা+অ(ঘঞ্‌)—র্ম্ম) সং, পুং, হোমাগ্নিবিশেষ। ২। বিষ্ণু।

প্রবর্ত্তক (প্র—বৃৎ [থাকা] ণিচ্‌=বর্ত্তি লওয়ান ইত্যাদি+অক ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবৃত্তিদায়ক। শিং—১ "প্রবর্ত্তকং বাক্যমুবাচ চোদনাং নিবর্ত্তকং নৈবমুবাচ ভাষ্যকৃৎ। ২। প্রদর্শক। ৩। অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী। ৪ প্রণেতা।

প্রবর্ত্তন—ক্লীং } (প্র—বৃৎ-ণিচ্‌=বর্ত্তি+
প্রবর্ত্তনা—স্ত্রীং } অনট্‌, অন—ভা, আপ্‌) সং, ক্লীং, প্রবৃত্তি দান। শিং—১ "ইতরার্থ-গ্রহে যেষাং কবীনাং স্যাৎ প্রবর্ত্তনম।" ২। আরম্ভ। ৩। বিং, ত্রিং, প্রবৃত্তিজনক, উত্তেজক। ৪। উত্তেজনা, প্রেরণা। ৫। নিয়োজন।

প্রবর্ত্তমান (প্রবর্ত্তক দেখ, শান—ক) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

প্রবর্ত্তয়িতা (প্রবর্ত্তয়িতৃ, প্রবর্ত্তক দেখ, তৃ (তৃন্‌—ক) বিং, ত্রিং, প্রবর্ত্তক। ২। অনিবর্ত্তক, অবিচ্ছেদকারী।

প্রবর্ত্তিত (প্র র্ত্তক দেখ, ত (ক্ত) –র্ম্ম) বিং, ত্রিং চালিত। ২। যাহাকে প্রবৃত্ত দেওয়া যায়। ৩। উৎপাদিত। শিং —১ 'প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।" (রঘু।) ৪। আরব্ধ। ৫। প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান। ৬। উত্তেজিত, প্রেরিত।

প্রবর্ত্তী (প্রবর্ত্তিন্‌, প্রবর্ত্ত+ইন্‌—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রবৃত্তিযুক্ত। ২। প্রবাহ বিশিষ্ট।

প্রবর্দ্ধন (প্র—বৃধ্‌ বৃদ্ধি পাওয়া+অন (অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, বিবর্দ্ধন, বাড়ান। ২। (+অনট্‌ ক) বিং, ত্রিং, প্রবর্দ্ধক।

প্রবর্হ (প্র—বৃহ্‌ বৃদ্ধি পাওয়া+অ(অন্‌)—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

প্রবলাকী (প্রবল—কিন্‌) সং, পুং, ভুজঙ্গ, সর্প। ২। চিত্রমেখলক।

প্রবহ (প্র—বহ [বহ্‌ বহন করা+অ (অন্‌) —ক] যে বহে) সং, পুং, সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ। ২ (অল্‌—ভাবে) প্রবাহ। ৩। গৃহনগরাদির বহির্গমন।

প্রবহণ (প্র—বহ্‌ বহন করা+অন(অনট্‌)—ণ) সং, ক্লীং, আচ্ছাদিত শকট বা ডুলি। ২। যান। ৩। পোত। ৪। (+অনট্‌—ভাবে) প্রবাহ।

প্রবহ্লি } (প্র—বল্‌হ্‌ বলা+ই—প্রং।
প্রবহ্লিকা } বল্‌হ্‌=বহ্ল। কণ্‌—যোগে
প্রবহ্লী } —প্রবহ্লিকা) সং, স্ত্রীং, প্রহেলিকা, হেঁয়ালি।

প্রবক্‌ } (প্রবাচ্‌, প্র প্রকৃষ্ট—বচ্‌ বলা
প্রবাচক } +০(কিপ্‌), অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী।

প্রবাচ্য (প্রবাক্‌ দেখ, য (ঘ্যণ্‌)—র্ম্ম) বিং, সম্যক্‌ বক্তব্য। ২। নিন্দ্য।

প্রবাণি, প্রবাণী (প্র—বে বস্ত্রাদি বোনা অথবা বী গমনকরা+অন(অনট্‌)—ণ) সং, পুং, তুরী, মাকু।

প্রবাত (প্র প্রকৃষ্ট—বাত, বায়ু—হিং) বিং, ত্রি', সুখসেব্য বায়ুযুক্ত (দেশাদি) ২। সং, পুং, নিম্ন প্রবণ।

প্রবাতা (প্রবাতৃ, প্র—বা বহন হওয়া+তৃ (তৃন্‌—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট গতিযুক্ত (প্রাণ)।।

প্রবাদ (প্র বিস্তৃত, নিন্দিত—বাদ কথন) সং, পুং, জনশ্রুতি, জনরব। ২। পরম্পরাগত বাক্য। শিং—১ "ইত্থং প্রবাদং যুধি সংপ্রহারং প্রচক্রতুরামনিশাবিহারৌ। তৃণায় মত্বা রঘুনন্দনোঽথ বাণেন রক্ষঃ প্রধনান্নিরাস্থৎ।" (ভট্টি)। ৩। অপবাদ। শিং—১ "ব্যাঘ্রো মানুষং খাদতীতি লোকপ্রবাদো দুর্নিবারঃ।"

প্রবাদক ; সং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বাদক – প্রাদি সং। বাদ্যকারী।

প্রবার (প্র—বৃ আবরণ করা+অ(ঘঞ্‌) ভা) সং, পুং, প্রাবার, উত্তরীয় বস্ত্র।

প্রবারণ (প্র—বৃ বরণ করা, বারণ করা+অন অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, কাম্যদান,

উত্তম বস্তুর দান, অভীষ্টদান। ২। নিষেধ।

প্রবাস (প্র—বস্ বাস করা+অ(ঘঞ্—ভা) সং, পুং, বিদেশে স্থিত, ভিন্ন দেশে বাস।

প্রবাসন (প্র—বস্ [ভ্বাদিগণীয়]-ণিচ=বাসি বাস করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লী', বিদেশে পাঠান। ২। নির্ব্বাসন। শিং—১ "সীতাপ্রবাসনপটোঃ করুণ কুতস্তে।" ৩। বস্ [চুরাদি] মারণ, বধ।

প্রবাসিত (প্রবাসন দেখ, ত ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নির্ব্বাসিত। ২। যাহাকে বিদেশে পাঠান গিয়াছে। ৩। হত।

প্রবাসী (প্রবাসিন্, প্রবাস+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথ । প্র স্থানান্তর—বস্ বাস করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিদেশস্থ, বিদেশবাসী শিং—১ "প্রবাসী সুখমাপ্নোতি।"

প্রবাহ (প্র—বহ্ বহন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, স্রোতঃ। ২। ক্রমাগত চলন, অবিচ্ছেদ ৩। অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ। ৪। ব্যবহার। ৫। প্রসার, বিস্তার। ৬। (+ঘঞ্—ণ) উত্তম ঘোটক।

প্রবাহক (প্র—বহ্ বহন করা+অক (ণক) -ক) সং, পুং, রাক্ষস। ২। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বাহনকারী।

প্রবাহন ; সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

প্রবাহিকা (প্র—বহ্-ণিচ=বাহি বহান+অক (ণক)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, গ্রহণী, উদরভঙ্গরোগ।

প্রবাহিত, প্রবাহী (প্রবাহীন, প্রবাহ+ইত, ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রি, প্রবহণশীল, প্রবাহবিশিষ্ট। হিনী—স্ত্রীং, স্রোতস্বতী নদী।

প্রবাহী (প্রবাহ দেখ, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, বালুকা, বালী।

প্রবিখ্যাতি ; সং, স্ত্রীং, অতি প্রসিদ্ধ।

প্রবিগ্রহ ; সং, ত্রিং, সন্ধিভঙ্গ।

প্রবিতত (প্র অধিক—বিতত বিস্তৃত) বিং, ত্রি', অতিশয় বিস্তৃত।

প্রবিদারণ (প্র প্রকৃষ্টরূপে—বি—দৃ ণিচ=দারি বিদারণ করা+অন(অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ। ২। অনট্—ধি) প্রকৃষ্টরূপে বিদারণ। ৩। বিস্তার। ৪। প্রস্ফুটিতকরণ। ৫। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, অতি বিদারণকারক।

প্রবিলুপ্ত ; বিং, ত্রিং, মৃষ্ট। ২। বিলীন।

প্রবিবর (প্র প্রকৃষ্ট—বিবর, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট বিবরযুক্ত। ২। সং, ক্লীং, পীতকাষ্ঠ।

প্রবিশ্লেষ (প্র অধিক—বি না—শ্লিষ্ সংযুক্ত হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, অতিশয় ব্যবধান। ২। বিয়োগ, বিশ্লেষ। ৩। বিং, ত্রিং, বিধুর, অতি বিশ্লেষযুক্ত।

প্রবিষ্ট (প্র—বিশ্ প্রবেশ করা+ত (ক্ত) —ক) বি', ত্রিং, যাহা প্রবেশ করিয়াছে। ২। অন্তর্গত। ৩। অভিনিবিষ্ট।

প্রবীণ (প্র উৎকৃষ্ট—বীণা বাদ্যযন্ত্র বশের, অথবা বীণ। ণিচ—বীণি [নামধাতু] বীণা বাজান+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রি', বিজ্ঞ, বহুদর্শী। ২। নিপুণ। ৩। আনন্দিত; যথা—"যথা দুঃখী দেখে দ্রবীণ প্রবীণ-চিত্ত হয়।" ৩। সং, পুং, ভৌত্যমনুর পুত্র।

প্রবীর (প্র খ্যাত—বীর শূর, ষ্ণং—স) সং, পুং, উত্তম যোদ্ধা। ২। বিং, ত্রি', প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৩। ধর্ম্মনেত্রের পুত্র। ৪। মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের ঔরসে প্রসিদ্ধ বীররমণী জনার গর্ভজাত বীর বিশেষ। (জৈমিনিভারত পাঠ করুন) কাশীদাসী মহাভারতে জনা জনা নামে বিখ্যাত।

প্রবীরবাহু ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

প্রবৃৎ (প্র—বৃ বরণ করা—০ (ক্বিপ্)—ক) সং, ক্লীং, অন্ন।

প্রবৃত্ত (প্র—বৃৎ [থাকা] আসক্ত হওয়া ইত্যাদি+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, রত, প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। শিং—১ "প্রবৃত্ত এব স্বয়মুজ্ঝিতশ্রমঃ।" ২। উৎপন্ন। ৩। চলিত। ৪। আরব্ধ। ৫। নিযুক্ত। শিং—১ "প্রবৃত্তমন্যথা কুর্য্যাৎ যদি মোহাৎ কথঞ্চন।" ৬। সং, পুং, প্রবৃত্ত লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ। ৭। (+ক্ত—ভা) ক্লীং, প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ইচ্ছা। শিং—১ "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" ২। ন্যায়মতে —যত্নবিশেষ; ইহার কারণ—চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যজ্ঞান, ইষ্টসাধনজ্ঞান, উপাদান প্রত্যক্ষ। ৩। বার্ত্তা, বৃত্তান্ত, সংবাদ। ৪। প্রবাহ, স্রোতঃ। ৫। অবস্ত্যাদি দেশ। ৬। গতি। ৭। ব্যাপার। ৮। উৎপত্তি। ৯। হস্তিমদ। ১০। বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী সূক্ষ্মা—এই চতুর্ব্বিধ শব্দ প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তিজ্ঞ (প্রবৃত্তি সংবাদ, বার্ত্তা—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ক)—ক] যে জানে) সং, পুং, বার্ত্তাবহ, চর।

প্রবৃত্তিনিমিত্ত (প্রবৃত্তি— নিমিত্ত কারণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, অভিধেয়, বাচ্যার্থ, শক্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম, যথা—ঘটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি।

প্রবৃদ্ধ (প্র অধিক—বৃধ্ বাড়া+ত (ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, অতি বৃদ্ধিযুক্ত। ২। অতিপ্রাচীন। ৩। বিসারিত।

প্রবেক (প্র—বিচ্ পৃথক্ করা+অ (অল্ —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মুখ্য, প্রধান

প্রবেট (প্র—বিটু শব্দ করা+অ (অল্) — র্ম্ম) সং, পুং যব।

প্রবেণি, প্রবেণী (প্র—বেণ্ গমন করা ইত্যাদি+ই—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কেশবিন্যাস, বিউনী। ২ হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল।

প্রবেল (প্র—বেল্ চঞ্চল হওয়া—অ(অন্) —ক) সং, পুং, পীতমুদ্গ, সোনামুগ।

প্রবেশ (প্র—বিশ্ ভিতরে যাওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, অন্তর্নিবেশ ভিতরে যাওয়া। ২। (+অল্—ণ) পথ

প্রবেশক (প্রবেশ দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, মধ্যে গমনশীল। ২। অর্থাপেক্ষক মুখাঙ্কবিশেষ।

প্রবেশন (প্রবেশ দেখ, অন(অনট্—ণ) সং, ক্লীং, সিংহদ্বার, প্রধানদ্বার। ২। (+অনট্—ভা) প্রবেশকরণ। ৩। ('বশ্ ণিচ্ =বেশি প্রবেশ করান) বিং, ত্রিং, প্রবেশ সাধন।

প্রবেশিকা (প্রবেশ দেখ, কণ্—যোগ, ই —আগম, আপ্) সং, স্ত্রীং, যাহা দেখাইলে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়, টিকিট।

প্রবেশিত (প্র—বিশ্ ণিচ্—বেশি ভিতরে যাওয়ান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রবেশ করান হইয়াছে।

প্রবেশ্য (প্রবেশ দেখ, য (ঘ্যণ্) র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রবেশযোগ্য।

প্রবেষ্ট, প্রবেষ্টক (প্র—বেষ্ট্ বেষ্টন করা+অ (অল্)—ণ। প্রবেষ্ট+কণ্) সং, পুং, বাহু। ২। দক্ষিণবাহু। শিং—১ "প্রবেষ্টকেন নিমিত্তং সূচয়িত্বা।" ৩। অধোবাহু। ৪। হস্তিদন্তমাংস। ৫। হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত কম্বল বা আস্তরণ।

প্রবেষ্টা (প্রবেষ্টৃ, প্রবেশ দেখ, তৃ(তৃন)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবেশকারী, যে প্রবেশ করে।

প্রব্যক্ত (প্র—বি—অন্জ প্রকাশিত হওয়া +ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্পষ্ট।

প্রব্রজিত (প্র—ব্রজ্ সর্ব্বতোভাবে গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবাসগত। ২। ভিক্ষু, যে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে

প্রব্রজিতা ; সং, স্ত্রীং, তাপসী। ২। মাংসী। ৩। মুণ্ডীরী।

প্রব্রজ্যা (প্রব্রজিত দেখ, য (ক্যপ্—ভা,

আপ্‌—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, সন্ন্যাসধর্ম্ম। ২। প্রবাস।

প্রব্রজ্যাবসিত (প্রব্রজ্যা—অবসিত নিঃশেষিত, ৬মী—ষ) সং, পুং, যে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। শিং—১ "প্রব্রজ্যাবসিতা যত্র ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।" ২। "তন্নাশমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ।"

প্রব্রাজ (প্র—ব্রজ্‌ গমন করা + অ(ঘঞ) —ধি) সং, পুং, অত্যন্ত নিম্নদেশ। ২। (+ঘঞ্‌—ভাবে) সন্ন্যাস।

প্রব্রাজন (প্র সম্মুখে—ব্রজ্‌ ণিচ=ব্রাজি গমন করান + অন(অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, নির্ব্বাসন।

প্রব্রাজিত (প্র—ব্রজ্‌ ণিচ—ব্রাজি গমন করান + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নির্ব্বাসিত।

প্রশংসন—ক্লীং } (প্র—শন্‌স্‌ স্তব করা
প্রশংসা—স্ত্রীং } + অন(অনট্‌), অ—ভা) সং, স্ত্রীং, স্তুতি, স্তব। ২। ধন্যবাদ, গুণকীর্ত্তন।

প্রশংসনীয় (প্রশংসন দেখ, অনীয় র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসাযোগ্য, সুখ্যাতিভাজন।

প্রশংসিত (প্রশংসন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

প্রশম (প্র—শম্‌ শান্ত হওয়া + অ(অল্‌)—ভা) সং, পুং, শান্তি, উপশম। শিং—১ "এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি" ২। বৈরাগ্য। ৩। নির্ব্বাণ। ৪। অবসাদ। ৫। রন্তিদেবের পুত্র। ৬। বিং, ত্রিং, শান্ত। ৭। স্ত্রীং, অপ্সরাবিশেষ।

প্রশমন (প্র—শম্‌ [শান্ত হওয়া] বধ করা ইত্যাদি + অন (অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, হনন, বধ। ২। নিবারণ, নিবৃত্তিকরণ। শিং—১ "সর্ব্বাবাধা প্রশমনং ত্রৈলোক্য-স্যাখিলেশ্বরি। এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরি-বিনাশনম্‌।" ৩। অনুরঞ্জনাদি দ্বারা স্থিরী-করণ। ৪। শান্তি। শিং—১ "রক্ষা পৌর-জনস্য দেশনগরগ্রামেষু গুপ্তিস্তথা, যোধা-নামপি সংগ্রাহোঽপি তুলয়া মানব্যবস্থাপনম্‌, সাম্যং লিঙ্গেষু দানবৃত্তিকরণং ত্যাগঃ সমানেঽর্চ্চনং, কার্য্যাণ্যষ্ট মহীভুজাম্‌ প্রশম-নাম্নেতানি রাজ্যেন বৈ।"

প্রশমিত (প্র—শম্‌-ণিচ=শমি শান্ত হও-য়ান + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারিত, থামান।

প্রশস্ত (প্র—শন্‌স্‌ স্তুতি করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসনীয়। ২। শ্রেষ্ঠ। ৩। একজন কবি। ৪। একজন দার্শনিক।

প্রশস্তপাদ; সং, পুং, একজন নৈয়ায়িক। ইনি প্রশস্ত পাদভাষ্য নামে বৈশেষিক সূত্রের একখানি টীকা রচনা করেন।

প্রশস্তি (প্রশস্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রশংসা। ২। পংক্তি। ৩। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলীঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাস-ণম্‌। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তি-রেব চ" এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন।

প্রশান্ত (প্রশম দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট শমতাপ্রাপ্ত; যথা—"প্রশান্ত-শ্বাপদাকীর্ণং।" ২। নিবৃত্ত ৩। নিশ্চল।

প্রশান্তচেষ্ট (প্রশান্ত—চেষ্ট) বিং, ত্রিং, বাহ্য ব্যাপারশূন্য। ২। স্থির।

প্রশাসিতা, প্রশস্তা (প্রশাসিতৃ, প্রশাস্তৃ, প্র শাস্‌ শাসন করা + তৃ(তৃন্‌)—ক) বিং, ত্রিং, শাসনকর্ত্তা।

প্রশিষ্য; সং, পুং, শিষ্যের শিষ্য।

প্রশ্ন (প্রচ্ছ্‌ জিজ্ঞাসা করা + ন(নঙ্‌) + ভা) সং, পুং, পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা। ২। অনুযোগ। ৩। উপনিষদ্ভেদ [প্রহেলিকা, হেঁয়ালি।

প্রশ্নদূতী (প্রশ্ন—দূতী ক্রীড়ন) সং, স্ত্রীং

প্রশ্নবিবাক (প্রশ্ন—বি—বচ্‌ বলা + ঘ (ঘঞ)—ক) সং, পুং, প্রশ্নোত্তর দায়ক জ্যোতির্ব্বিদ্‌বিশেষ। শিং—১ "মর্য্যাদা প্রশ্নবিবাকম্‌।

প্রশ্নব্যাকরণ (প্রশ্ন—ব্যাকরণ) সং, পুং শিষ্যকৃত প্রশ্নের উত্তরদায়ক জৈনবিশেষ ২। ক্লীং, স্পষ্টার্থোত্তর জ্ঞাপন।

প্রশ্নী (প্রশ্ন দেখ, নি—প্রং, ঈপ্—স্ত্রীং,) সং, কুম্ভিকা, জলের পানা।

প্রশ্রয় (প্র—শ্রি সেবা করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, স্নেহ। ২। স্নেহযুক্ত সন্মান। ৩। বিনয়। ৪। বিশ্বাস। শিং—১ "প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্।" ৫। আবদার, আস্কারা।

প্রশ্রিত (প্রশ্রয় দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিনীত। ২। আদৃত।

প্রশ্লথ (প্র—শ্লথ্ বিমুক্ত হওয়া+অ (অন্) —ক) বিং, ত্রিং, শিথিল, ঢিলা। ২। বিশ্লিষ্ট।

প্রশ্বাস (প্র—শ্বস্ নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, নাসিকাগত বায়ুর নির্গম।

প্রষ্টব্য (প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জিজ্ঞাস্য, প্রশ্নযোগ্য।

প্রষ্টা (প্রষ্টৃ, প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+তৃ(তৃন্) —ক) বিং, ত্রিং, প্রশ্নকারক। ২। জিজ্ঞাসু।

প্রষ্ঠ (প্র প্রধান—স্থা থাকা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, অগ্রসর, অগ্রগামী। ২। অধ্যায়। ৩। প্রধান। ৪। শ্রেষ্ঠ। ৫। প্রথম। ৬ষ্ঠী—স্ত্রীং, অগ্রগামিনী পত্নী।

প্রষ্ঠবাট্ (প্রষ্ঠবাহ, প্রষ্ঠ অগ্রগামী—বহ্ বহন করা+০ (ণ্বি)—ক) সং, পুং, যুগপার্শ্বস্থ বাহক (বৃষাদি)।

প্রষ্ঠৌহী (প্রষ্ঠ এখানে প্রথমগর্ভ—বহ্ বহন করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং। ব=উ, অ+উ=ঔ) সং, স্ত্রীং, প্রথম গর্ভবতী গাভী।

প্রসক্ত (প্র—সন্জ্ আসক্ত হওয়া+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, অনবরত, অবিরত। ২। সংসৃষ্ট, সংলগ্ন। ৩। প্রস্তাবিত। আসক্ত।

প্রসক্তি (প্রসক্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, আসক্তি, প্রণয়। ২। প্রবৃত্তি। উৎসাহ। ৪। প্রসঙ্গ। ৫। আপত্তি। ৬। ব্যাপ্তি।

প্রসংখ্যান (প্র—সম্—খ্যা [বলা] গণনা করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আত্মানুসন্ধান, ধ্যান। ২। সম্যক্ জ্ঞান। শিং—১ "হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।" ৩। বিং, ত্রিং, সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত। ৪। প্রকর্ষ সংখ্যাযুক্ত।

প্রসঙ্গ (প্র—সন্জ্ আসক্ত হওয়া+অ (অল্—ভা) সং, পুং, সম্পর্ক, সম্বন্ধ। ২। সঙ্গতিবিশেষ। শিং—১ "স প্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরাস্তথা।" ৩। আপত্তি। ৪। প্রসক্তি। শিং+১ "ভবেৎ পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ।" ৫। প্রস্তাব; যেমন—কথাপ্রসঙ্গ। ৬। মৈথুনাসক্তি। ৭। ব্যাপ্তি। শিং—১ "কৃতাকৃতপ্রসঙ্গো নিত্যং তদ্বিপরীতমনিত্যম্।"

প্রসজ্যপ্রতিষেধ (প্রসজ্য [প্র—সন্জ্ আসক্ত হওয়া+য (ক্যপ্)—র্ম্ম] প্রসক্তিযোগ্য—প্রতিসেধ, নিষেধ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং পুং, প্রাপ্তের নিষেধ। শিং—১ "অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা। প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্। পৌষে চৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবান্নং নাচরেদ্বুধঃ। ভজেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে। অত্র রোগীতি নিন্দাশ্রবণাৎ প্রসজ্যতা। নোপতিষ্ঠত ইতি শ্রবণাৎ পর্য্যুদাসতা।"

প্রসঞ্জন (প্র—সন্জ্ আসক্ত হওয়া+অনট্ —ভা) সং, ক্লীং, প্রসঙ্গকরণ। ২। অবসর দান।

প্রসত্তি (প্রসন্ন দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রসন্নতা। ২। নির্ম্মলতা।

প্রসত্বা (প্রসত্বন্, প্রসন্ন দেখ, বন্, (বনিপ্) —সং জ্ঞার্থে) সং, পুং, ধর্ম্ম। ২। ব্রহ্মা। ত্বরী—স্ত্রীং, প্রতিপত্তি, খ্যাতি।

প্রসন্ন (প্র—সদ্ [গমন করা) হৃষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সন্তুষ্ট। ২। প্রফুল্ল।

৩। অনুকূল। স্বচ্ছ। নির্ম্মল। ন্না—স্ত্রীং, সুরা, মদিরা। ২। স্ত্রীং, বিং, সন্তুষ্টা। ৩ অনুকূলা। ৪। প্রসাদবিশিষ্টা। শিং—১ "ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"

প্রসন্নচন্দ্রসুরি; সং, পুং, জনৈক জৈন পণ্ডিত। ইঁনি জৈনদের নয়টী গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

প্রসন্নতা (প্রসন্ন—তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অনুগ্রহ, প্রসাদ। ২। হর্ষ। ৩। সন্তোষ। ৪। প্রফুল্লতা। ৫। স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। ৬। উজ্জ্বলতা।

প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মন্, প্রসন্ন—আত্মা, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, নির্ম্মলচিত্ত, (প্রসন্নান্তঃ-করণ। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "সুপ্রসাদঃ প্রসন্নাত্মা।" (বিষ্ণুসংহিতা)।

প্রসন্নেরা; সং, স্ত্রীং, মদিরাবিশেষ।

প্রসভ (প্র গত—সভা [সমাজ] সভাসাধ্য-যুক্তাযুক্ত বিচার, ৭মী—হিং, অথবা প্রকৃষ্টরূপে গত সভা সভাধিকার, ৫মী—হিং) সং, ক্লীং, অং, বলাৎকার,। ২। হঠাৎ। শিং—১ "প্রসভোদ্ধৃতারিঃ।"

প্রসভহরণ—বলপূর্ব্বক হরণ, ডাকাইতি।

প্রসয়ন (প্র—সি বন্ধন করা+অন্(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, বন্ধনসাধন তন্তু। ২। জাল

প্রসর (প্র—সৃ [গমন করা] ব্যাপা ইত্যাদি +অ (অল্)—ভা) সং, পুং, বিস্তার ২। ব্যাপ্তি। ৩। প্রকর্ষ। ৪। স্বার্থপ্রবৃত্তি। ৫। উৎপত্তি। ৬। গমন, চলন। ৭। বেগ। ৮। (—অল্—র্ম্ম) সমূহ। ৯। স্নেহ, প্রণয়। ১০। যুদ্ধ। ১১। নারাচ অস্ত্র। ১২। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, গমনশীল।

প্রসরণ—ক্লীং, **প্রসরণী**—স্ত্রীং, } (সর দেখ, অন (অনট্—ভা, ঈপ) সং, শত্রুপক্ষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ২। ইতস্ততোগমন। ৩। তৃণকাষ্ঠাদিহেতু সৈন্যদিগের ইতস্ততো ভ্রমণ ৪। ব্যাপ্তি। ৫। উৎপত্তি। ৬। বিস্তার। ৭। স্বার্থ-প্রবৃত্তি।

প্রসর্পণ (প্র—সৃপ্ গমন করা+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, প্রসরণ। ২। গমন। ৩। ব্যাপ্তি। ৪। বিস্তার। ৫। সন্তরণ।

প্রসল; সং, পুং, হেমন্ত ঋতু।

প্রসব (প্র—সূ প্রসব করা+অ(অল্)—ভাবে) সং পুং, উৎপাদন, সন্তান জন্মান। শিং—১ "উশঃ সব কালে তু সা সুখেন প্রসূয়তে।" ২। গর্ভমোচন। ৩। উৎপত্তি, জন্ম। ৪। বিস্তার। ৫। (+অল্—র্ম্ম) সন্তান। ৬। ফল। ৭। পুষ্প। ৮। কারণ।

প্রসবক; সং, পুং, পিয়ালবৃক্ষ।

প্রসববন্ধন (প্রসব পুষ্প—বন্ধন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, বৃন্ত, বোটা।

প্রসবস্থলী (প্রসব—স্থল স্থান+ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মাতা, জননী। শিং—১ "ইয়মিয়ং ময়দানবনন্দিনী ত্রিদশনাথজিতঃ প্রসবস্থলী।" ২। উৎপত্তিস্থান।

প্রসবিতা **প্রসবা** } (প্রসবিতৃ, প্রসবিন্, প্রসব দেখ, তৃ(তৃন্), ইন্—ক। অথবা প্র—সূ+ইনি—ক) বিং, ত্রিং, প্রসবকর্ত্তা। ২। উৎপাদয়িতা। ত্রী, বিণী স্ত্রীং, প্রসবকারিণী, জননী।

প্রসব্য (প্র—সব্য বাম) বিং, ত্রিং, প্রতি-কূল, বিপরীত। ২। প্রসবনীয়।

প্রসহ (প্র—সহ্ [সহ করা] পারগ হওয়া +অ(অন্)—ক) সং, পুং, শিকারী পক্ষী, শ্যেন প্রভৃতি। শিং—১ "কাকো গৃধ্র উলূকশ্চ চিল্লশ্চ শশঘাতকঃ। চাষো ভাসশ্চ কুরর ইত্যদ্যাঃ প্রসহাঃ স্মৃতাঃ।"

প্রসহন (প্র—সহ সহ করা+অন্(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অভিভব ২। ক্ষমা। ৩। সহিষ্ণুতা।৪। আলিঙ্গন। শিং—১ "পরস্পর-প্রসহনচুম্বনাদিকাং শুচৌ সুখে বহুলবিধা ভিদা মতাঃ।" ৫। (+অনট্ —ক) পুং, শিকারী জন্তু, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি। ৬। বিং, ত্রিং, ক্ষমারহিত।

প্রসহ্য (প্র—সহ্ সহ করা+য(যপ্)—ভাবে) অং, বলাৎকার। ২। হঠাৎ। শিং

—১ "প্রসহ্য তেজোভিরসংখ্যাতাং গতৈঃ।" (মাঘ)। ৪। (+য—র্থ) বিং, ত্রিং, সহ্য করিতে অপারক।

প্রসহ্যচৌর (প্রসহ্য বলাৎকার—চৌর চোর) সং, পুং, দস্যু, ডাকাইত।

প্রসহ্যহরণ ; সং, ক্লীং, বলপূর্বক হরণ, ডাকাইতি।

প্রসাতিকা ; সং, স্ত্রীং, সূক্ষ্মধান্য, সরু-ধান।

প্রসাদ (প্র—সদ্ [গমন করা] হৃষ্ট হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রসন্নতা। ২। অনুগ্রহ। শিং—১ "তথৈব ভর্তুঃ স্মরণ-প্রসাদাৎ।" ৩। স্বচ্ছতা, নির্মলতা। ৪। প্রসক্তি। ৫। বাক্যের গুণবিশেষ, প্রসি-দ্ধার্থপদতা ; যে স্থলে পাঠ মাত্রেই অর্থবোধ হয়, অথচ বর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে চিত্তে স্থায়ী ভাব অঙ্কিত হয় এবং গ্রাম্যশব্দ ব্যবহৃত হয় না, সেই স্থলের ভাষাকেই প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট বলে ৬। সৌম্যতা। ৭। স্বাস্থ্য। ৮। দেবনিবেদিত দ্রব্য ও গুরুজনের ভুক্তা-বশিষ্ট। শিং—১ "যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ।"

প্রসাদক ; সং, ত্রিং, নির্মলতা সম্পাদক। ২। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ৩। প্রীতিকর। ৪। নির্মল। ৫। দেবধান্য, দেধান। ৬। বাস্তুক, বেতো শাক।

প্রসাদন (প্র—সদ্-ণিচ্ = সাদি [গমন করা] হৃষ্ট হওয়ান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রসন্নতাসম্পাদন। ২। অন্ন। না—স্ত্রীং, পরিচর্যা, সেবা।

প্রসাধক (প্র—সাধ্ [সিদ্ধ করা] ভূষিত করা ইত্যাদি+অক (ণক)—ক) সং, পুং, অলঙ্কর্তা, প্রসাধনকারী। ২। সম্পাদক, নির্বাহক। ৩। ভৃত্যবিশেষ। শিং—১ প্রসাধকা ভোজকাশ্চ গাত্রসংবাহকা অপি।" ধিকা—স্ত্রীং, অলঙ্কর্ত্রী, সজ্জাবিধা-য়িনী, যে স্ত্রী বেশভূষা করিয়া দেয়। শিং —১ "প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিৎ দ্রবরাগমেব।" (কুমারসম্ভব)। ২। নীবার, উড়িধান।

প্রসাধন (প্রসাধক দেখ, অন(অনট্—ভা) সং, ক্লীং, অলঙ্করণ, সাজান। ২। সাধন, সম্পাদন। ৩। কণ্টকশোধন। ৪। প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। ৫। (+অনট্—ণ) সজ্জারস্তু। নী—স্ত্রীং, কঙ্কতিকা, চিরুণি।

প্রসাধিত (প্রসাধক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। ২। সম্পাদিত। ৩। পরিস্কৃত।

প্রসার (প্র—সৃ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, তৃণকাষ্ঠাদির প্রবেশ। ২। বিস্তার। ৩। প্রসরণ। ৪। ইতস্ততোগমন। ৫। গমন। ৬। নির্গম।

প্রসারণ (প্রসারিত দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিস্তারকরণ। [ভাদালিয়া।

প্রসারিণী ; সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ, গন্ধ-

প্রসারিত (প্র—সৃ ণিচ্—সারি গমন করান +ত(ক্ত)—র্থ) বিং, ত্রিং, বিস্তারিত (Produced), ব্যাপ্ত। ২। অলঙ্কৃত। ৩। সম্পাদিত। ৪। নির্গত।

প্রসারী (প্রসারিন, প্রসার দেখ, ইন (ণিন্) ক) বিং, ত্রিং, প্রসরণশীল, বিসারী। ব্যাপী।

প্রসিত (প্র—সি বন্ধন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্যাপৃত, নিযুক্ত। ২। আসক্ত। ৩। প্রকৃষ্ট শুভ্র। ৪। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, পূয।

প্রসিতি (প্রসিত দেখ, তি (ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, বন্ধনসাধন রজ্জু, শৃঙ্খল প্রভৃতি।

প্রসিদ্ধ (প্র—সিধ্ [সম্পন্ন করা] খ্যাতহওয়া +ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিখ্যাত। ২। উন্নত। ৩। ভূষিত।

প্রসিদ্ধি (প্রসিদ্ধ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। ২। ভূষা। ৩। সিদ্ধি।

প্রসীদ (প্র—সিদ্ প্রসন্ন হওয়া+হি—লোট) প্রসন্ন হও।

প্রসুপ্ত (প্র—সুপ্ত নিদ্রিত) বিং, ত্রিং, নিদ্রিত। শিং—১ "প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্।"

প্রসূ (প্র—সূ প্রসব করা+০(ক্বিপ্))—ক) সং, স্ত্রীং, মাতা ; শিং—১ "ক্ষিতিঃ প্রসূ রবাগসৌ জনক এব মে দুষ্পণঃ।" ২। ঘোটকী। ৩। লতা। ৪। কদলীবৃক্ষ।

প্রসূকা (প্রসূ+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, ঘোটকী।

প্রসূত (প্রসূ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, উৎপাদিত। ২। উৎপন্ন, জাত। ৩। ক্লীং, কুসুম।

প্রসূতা, **প্রসূতি**, **প্রসূতিকা** (প্রসূ দেখ, ত(ক্ত), তি ক্তি —ক। কণ্—যোগে প্রসূতিকা) সং, স্ত্রীং, জাতাপত্যা, যে স্ত্রীর নব সন্তান হইয়াছে।

প্রসূতি (প্রসূত দেখ, তি (ক্তি)—র্ম) সং, স্ত্রীং, সন্তান, অপত্য। ২। গর্ভ। ৩। (+ক্তি—ভাবে) প্রসব। ৪। উৎপত্তি। ৫। (+ক্তি—পা) কারণ। ৬। মাতা। ৭। ব্রহ্মার দেহাঙ্গরূপ ক্ষত্র ধাতু হইতে স্বয়ম্ভুব মুনি উৎপন্ন হন। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্র শক্তি, শতরূপা তাঁহার স্ত্রী। শতরূপার তিন কন্যা—আকুতি দেবহুতি ও প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। দক্ষ সন্তান-সন্ততি-জনন-ক্ষমতা স্বরূপ। প্রসূতি সেই ক্ষমতায় স্ত্রীলিঙ্গবাচিকা।

প্রসূতিকা ; সং, স্ত্রীং, প্রসূত সুত যাহার এই অর্থে ইক (ষ্ণিক) জাতপ্রসবা স্ত্রী।

প্রসূতিজ (প্রসূতি প্রসব—জ [জন জন্মান অ(ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, প্রসবজন্য দুঃখ। ২। দুঃখ, ক্লেশ। ৩। পুং, "যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া জার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে, তাহার সেই পুত্র প্রসূতিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

প্রসূন (প্রসূ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম) সং, ক্লীং, পুষ্প। ২। মকুল। ৩। ফল। ৪। বিং, ত্রিং, উৎপন্ন, জাত। ৫। সূত।

প্রসূনেষু (প্রসূন পুষ্প—ইষু বাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কুসুমশর, কন্দর্প।

প্রসৃত (প্র—সৃ [গমন করা] বিস্তার করা ইত্যাদি+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। ২। প্রবৃদ্ধ। ৩। নির্গত। ৪। নিযুক্ত। ৫। বিনীত। ৬। বেগবান্। ৭। বেগিত। ৮। সং, পুং, করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি, হস্তের খোড়ল। ৯। ক্লীং, দুই পল পরিমাণ। তা—স্ত্রীং, জঙ্ঘা।

প্রসৃতি (প্রসৃতি দেখ, তি (ক্তি)—র্ম) সং, স্ত্রীং, হস্তকোষ, হাতের খোড়ল।

প্রসৃষ্ট (প্র—সৃজ্ সৃষ্টি করা+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট। শিং—১ তলৈঃ বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ।" ষ্টা—স্ত্রীং, বিস্তৃতাঙ্গুলি। শিং—১ "অঙ্গুলঃ প্রসৃতা যাস্ত তাঃ প্রসৃষ্টা উদীরিতাঃ।"

প্রসেক (প্র—সিচ্ সেচন করা+অ (ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, নিষেক, ক্ষরণ। ২। সিঞ্চন।

প্রসেদিকা (প্র অতুত্তম—সদ্ গমন করা অক (ণক)—ক, আপ্। ই—আগম) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র উপবন।

প্রসেদিবান্ (প্রসেদিবস্, প্র—সদ্ [গমন করা] হৃষ্ট হওয়া+বস্ (ক্বসু)—ক) বিং, ত্রিং, প্রসন্ন। দুষী—স্ত্রীং, প্রসন্না।

প্রসেন ; সং, পুং, অনামিত্র গোত্রজ সত্রাজিতের ভ্রাতা ক্ষত্রিয়বিশেষ।

প্রসেনজিৎ ; সং, পুং, নৃপবিশেষ।

প্রসেব (প্র—সিব্ সেলাই করা+অ (ঘঞ্) —র্ম) সং, পুং, বীণাঙ্গ। ২। গোণী, থলিয়া।

প্রসেবক (প্রসেব দেখ, অক (ণক)—ক) সং, পুং, বীণাপ্রান্ত, বক্রকাষ্ঠ। ২। কেহ বলেন বীণার প্রান্তস্থ লাউ প্রভৃতি। ৩। সূত্ররচিত ভাণ্ড, থোকড়া। ৪। বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টস্থিতিকারক, যে উত্তম সেলাই করিতে পারে। বিকা—স্ত্রীং, থলিয়া, পাত্রবিশেষ।

প্রস্কণ্ব ; সং, পুং, মুনিবিশেষ, কণ্বপুত্র।

প্রস্কন্দন (প্র—স্কন্দ্ গমন করা + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিরেচন, উদরভঙ্গ। ২। আস্কন্দন ; যথা—"অগ্নিপ্রস্কন্দনপরঃ।"

প্রস্কন্দিকা (প্র—স্কন্দ + অক (ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ক্ষয়রোগ।

প্রস্কন্ন (প্র—স্কন্দ্ গমন করা, ফোঁটা ফোঁটা পড়া, শোষণ করা + ত (ক্ত)—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, পতিত। ২। ক্ষরিত। ৩। গত। ৪। শুষ্ক। ৫। সং, পুং, বৈদিকসন্ধ্যান্তর্গত সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের ঋষিবিশেষ।

প্রস্তর (প্র—স্তৃ আচ্ছাদন করা + অ (অনু)—ক) সং, পুং, পাষাণ, পাথর। ২। মণি। ৩। পল্লবাদিরচিত শয্যা। শিং—১ "প্রস্তরঃ প্রস্তিরশ্চেতি প্রস্তারোঽপি চ কুত্রচিৎ।"

প্রস্তরফলক (Slate) সং স্ত্রীং, শেলেট।

প্রস্তরিণী ; সং, স্ত্রীং, গোলামিকা।

প্রস্তরোপল ; সং, পুং, চন্দ্রকান্ত মণি। (বৈদ্যক নিঘণ্টু দেখুন)।

প্রস্তার (প্র—স্তৃ আস্তরণ করা, বিস্তার করা + অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, পল্লবাদিরচিত শয্যা। ২। তৃণবন। ৩। ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেষ। ৪। (+ঘঞ্—ভা) বিস্তার। ৫। (+ঘঞ্—র্ম্ম) সমূহ।

প্রস্তারপংক্তি ; সং, স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ।

প্রস্তাব (প্র—স্তু [স্তব করা] কথারম্ভ করা + অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রসঙ্গ। ২। কথানুষ্ঠান। ৩। প্রকরণ। ৪। অবসর, সুযোগ। ৫। সামবেদের অবয়ববিশেষ।

প্রস্তাবনা (প্র—স্তু ণিচ্=স্তাবি কথারম্ভ করান + অন (অনট্)—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, আরম্ভ। ২। নাটকাদি গ্রন্থে অভিনয়ারম্ভ বিষয়ক কথা।

প্রস্তাবিত (প্রস্তাব + ইত—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, যাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রস্তাত, প্রস্তাম (প্র—স্ত্যৈ সংহত হওয়া, শব্দ করা + ত (ক্ত)—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, সংহত। ধ্বনিত।

প্রস্তুত (প্র—স্তু [স্তব করা] নিষ্পন্ন করা ইত্যাদি + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রকৃত, প্রক্রান্ত। শিং—১ "অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা যা চৈব প্রস্তুতাশ্রয়া।" ২। উল্লিখিত। ৩। নিষ্পন্ন। ৪। উদ্যুক্ত। ৫। উপস্থিত। ৬। প্রশংসিত। ৭। প্রাসঙ্গিক। ৮। প্রকর্ষস্তুতিযুক্ত। ৯। প্রতিপন্ন।

প্রস্তৃত (প্র—স্তৃ আচ্ছাদন করা + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অন্তরিত। ২। বিস্তৃত।

প্রস্থ (প্র—স্থা থাকা + অ (ড)—ধি) সং, পুং পরিমা বিশেষ। ২। পর্ব্বতের উপরিস্থ সমানভূমি, সানু। ৩। পরিসর, বিস্তার। শিং—১ "দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমানং চ ন কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ।"

প্রস্থান (প্র অন্তরে—স্থা থাকা + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, গমন। ২। যাত্রা, প্রয়াণ। শিং—১ "প্রস্থানস্তে কুলিশকলনায়ি শচতং পণ্ডিতাগ্র্যৈঃ।" ৩। শত্রুর অভিমুখে বিজিগীষুর যাত্রা। ৪। অষ্টাদশ উপরূপকের একটি। ইহা তান লয় স্বরস যুক্ত নৃত্যগীতে পূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

প্রস্থাপিত (প্র—স্থা-ণিচ্=স্থাপি প্রস্থান করান + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত, যাহা যাহা বা যাহাকে পাঠান গিয়াছে।

প্রস্থায়ী (—য়িন্, প্র—স্থা থাকা + ইন্ (ণিন্) ভবিষ্যদর্থে) বিং, ত্রিং, যে গমন করিবে, যাহার প্রস্থান করিতে বাসনা হইয়াছে।

প্রস্থিত (প্রস্থান দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গমনোদ্যুক্ত। ২। গত, যে গিয়াছে।

প্রস্নব (প্র—স্নু ক্ষরিত হওয়া + অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ক্ষীরাভিষ্যন্দ, দুগ্ধক্ষরণ। ২। ক্ষরণ।

প্রস্নুষা, সং, স্ত্রীং, নপ্তৃবধূ, নাতবৌ।

প্রস্নেয় (প্র—স্না স্নান করা + য—অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, স্নানযোগ্য।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত (প্র—স্ফুট্ বিকসিত-

হওয়া + অ(অন্), ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত। ২। বিকসিত, প্রফুল্ল।

প্রস্ফোটন (প্রস্ফুট দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রস্ফুটিত হওয়া। ২। বিকাসন। ৩। প্রকাশিত হওয়া। ৪। তাড়ন। ৫। বিদারণ ৬। (+অনট্=ণ) সূর্প, কুলা। ৭ পক্ব হওয়া।

প্রস্রব (প্র—স্রু ক্ষরিত হওয়া + অ অল্)—ভা) সং, পুং, ক্ষরণ, গলন।

প্রস্রবণ (প্রস্রব দেখ, অন—ক) সং, ক্লীং, উৎস, উনুই। ২। নির্ঝর, ঝরণা। ৩। (+অন—পা) পুং, মাল্যবান্ পর্ব্বত। ৪। (+অনট্—র্ম্ম) স্বেদ, ঘর্ম্ম। ৫। (+অনট্—ভা) স্বেদন। ৬। ক্ষরণ।

প্রস্রা (প্র—স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ(ঘঞ্—র্ম্ম) সং, পুং, মূত্র। মুত। ২। (+ঘঞ্ ভা) প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরণ।

প্রস্রুত (প্রস্রাব দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরিত, গলিত।

প্রস্বান (প্র অধিক—স্বন্ শব্দ করা+অ (ঘঞ্)—ভাব) সং, পুং, উচ্চ শব্দ।

প্রস্বাপ (প্র—স্বপ্ ণিচ্ =স্বাপি নিদ্রিত করান+অ ঘঞ্—ণ) সং, পুং, শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্রবিশেষ।

প্রস্বাপন (প্র—স্বপ্ ণিচ্=স্বাপি নিদ্রিত করান+অন—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রাজনক। ২। সং, ক্লীং, নিদ্রাকর্ষক অস্ত্রবিশেষ। পিনী—স্ত্রীং, সত্যভামার ভগিনী, কৃষ্ণের ভার্য্যাবিশেষ।

প্রস্বিন্ন (প্র সম্মুখে—স্বিদ্ ঘর্ম্মনিঃসৃত হওয়া +ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ঘর্ম্মাক্ত, উত্তপ্ত।

প্রস্বেদ (প্র অধিক—স্বেদ ঘর্ম্ম) সং, পুং, অতিশয় ঘর্ম্ম।

প্রহনেমি ; সং, পুং, চন্দ্র।

প্রহত (প্র—হন্ [বধ করা] বিস্তার করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গুণী। ২। গুণিত। ৩। বিস্তৃত। ৪। নিকটস্থ ৫। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। ৬। বাদিত, ধ্বনিত। ৭। পরাজিত। ৮। ক্ষুণ্ণ, মাড়ান। ৯। নিসৃত। ১০। তাড়িত।

প্রহর (প্র—হৃ [হরণ করা] আঘাত করা+অ(অল্)—ধি। যাহাতে ঢক্কাদি আহত হয়) সং, পুং, দিবারাত্রের অষ্টম ভাগ, যাম

প্রহরণ (প্রহর দেখ, অন(অনট)—ণ) সং, ক্লীং, অস্ত্র। ২। কর্ণীরথ, স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ আচ্ছাদিত শকট। ৩। (+অনট—ভা) প্রহার। ৪। (+ অনট্—ধি) যুদ্ধ।

প্রহরণকারিকা ; সং, স্ত্রীং, চতুর্দ্দশাক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

প্রহরী (প্রহরিন্, প্রহর+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং,—স্ত্রীং, যামিক, চৌকীদার।

প্রহর্ত্তা (প্রহর্ত্তৃ, প্রহার দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রহারকর্ত্তা। ২। যোদ্ধা।

প্রহর্ষণ (প্র—হৃষ্ হৃষ্ট হওয়া+অন অনট) —ক) বিং, ত্রিং, হর্ষকারক, আহ্লাদজনক। ২। (+অনট্—ণ) প্রহর্ষসাধন। ৩। সং, পুং, বুধগ্রহ।

প্রহর্ষণী } **প্রহর্ষিণী** } (প্র—হৃষ্ + অনট্—ণ, ণিন্, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা। ২। ত্রয়োদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রহস ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

প্রহসন (প্র অধিক—হস্ হাস্য করা+অন (অনট)—ভা) সং, ক্লীং, অতিহাস্য। ২। ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস, ঠাট্টা। ৩। আক্ষেপ। ৪। (+অনট্—ধি) হাস্যরসপ্রধান নাট্যগ্রন্থবিশেষ।

প্রহসন্তী ; সং, স্ত্রীং, যূথী। ২। বাসন্তী। ৩। প্রকৃষ্ট অঙ্গারধানী।

প্রহস্ত (প্র পরিবর্ত্তন—হস্ত (হাত) সং, বিস্তৃতাঙ্গুলি হস্ত, চপেট, চাপড়। রাবণের সেনাপতি রাক্ষসবিশেষ।

প্রহার (প্রহর দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, আঘাত, নিগ্রহ। ২। যুদ্ধ।

প্রহারণ (প্র—হৃ-ণিচ্=হারি লওয়ান+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রার্থনীয় দান।

প্রহারী (প্র—হার+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা প্র—হৃ হরণ করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রহারকর্ত্তা। ২। সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

প্রহাস (প্রহসন দেখ, অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, নট। ২। শিব। ৩। সোমতীর্থ। ৪। নাগবিশেষ। ৫। (+ঘঞ্—ভা) উচ্চ হাস্য।

প্রহাসী (—সিন্, প্রহাস+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, যে ব্যক্তি অত্যন্ত হাসায় বা হাসে, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, ভাঁড়।

প্রহি (প্র—হৃ লওয়া+ই(ডি)—পা) সং, পুং, কূপ, কুয়া।

প্রহিত (প্র—ধা [ধারণ করা] ক্ষেপণ করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত; যথা—"কর্ণপ্রহিত শরনিকর।" ২। প্রেরিত। ৩। দত্ত। ৪। নিরস্ত। ৫। প্রযুক্ত।

প্রহিতঙ্গম ; প্রহিত—গম+খ—ক, ত্রিং, কোন কার্য্যোদ্দেশে গমনকারী।

প্রহীণ (প্র—হা ত্যাগ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত, রহিত শিং—১ "প্রহীণপূর্ব্বধ্বনিনাধিরূঢ়স্তলামধারেণ শরদ্ঘনেন।

প্রহুত (প্র—হু হোম করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা প্রকৃষ্টরূপে হোম করা হইয়াছে। ২। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, হোম, ভূতযজ্ঞ।

প্রহৃত (প্র—হৃ [হরণ করা] আঘাত করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, প্রহার। ২। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিগৃহীত। ৩। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত।

প্রহৃষ্ট (প্র অধিক—হৃষ্ হৃষ্ট হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় আহ্লাদিত।

প্রহেণক ; সং, ক্লীং, পিষ্টকবিশেষ।

প্রহেলিকা, প্রহেলী (প্র—হিল্ [কটাক্ষাদি ভঙ্গী করা] জিজ্ঞাসা করা+অ(অন্) —ণ=প্রহেল+কণ্—যোগ, আপ্) সং, ক্লীং, কূটপ্রশ্ন, হেঁয়ালি। শিং—১ "ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ। যত্র বাহ্যান্তরাবর্থৌ কথ্যেতে সা প্রহেলিকা।"

প্রহ্লাদ (প্র—হ্লাদ্ আহ্লাদিত হওয়া+অ (অন্)—ক) সং, পুং, হিরণ্যকশিপুরাজার পুত্র। ২। নাগবিশেষ। ৩। (+অল্—ভা) আহ্লাদ, আনন্দ।

প্রহ্লাদন (প্র—হ্লাদ–ণি=হ্লাদি+ অনট্—ভা) সং, ক্লীং, প্রাহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাত্তপনো যথা।" ২. (অন–ক) বিং, ত্রিং, আনন্দজনক।

প্রহ্ব (প্র—হ্ব [আহ্বান করা] নত হওয়া ইত্যাদি+(ড)—ক। অথবা প্র—হা ত্যাগ করা+ব—ক) বিং, ত্রিং, নম্র। ২। বিনীত। ৩। প্রবণ। ৪। আসক্ত। শিং—১ "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্তিপ্রহ্বেন চেতসা।" ৫। আবর্জ্জিত।

প্রহ্বাঞ্জলি (প্রহ্ব—অঞ্জলি অভ্যর্থনা) বিং, ত্রিং, কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকাবনত ভাবে দণ্ডায়মান।

প্রহ্বাব (প্র সম্মুখে—হ্বে আহ্বান করা +অ—প্রং) সং, পুং, আহ্বান, স্তব।

প্রাংশু (প্র প্রকৃষ্ট—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উচ্চ, উন্নত, ঢেঙ্গা। শিং —১ "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" ২। সং, পুং, বৈবস্বত মনুর পুত্রবিশেষ।

প্রাক্ (প্রাচ্ প্র—অন্চ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্)—ধি) অং, পূর্ব্বে, প্রথমে। ২। পূর্ব্বদেশে। ৩। অগ্রে।

প্রাকর ; সং, পুং, দ্যুতিমান্ নৃপের পুত্রবিশেষ।

প্রাকরণিক (প্রকরণ+ইক (ষ্ণিক)—প্রাপ্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রকরণপ্রাপ্ত।

প্রাকর্ষিক (প্রকর্ষ+ইক (ষ্ণিক)—অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, নিত্য প্রকর্ষার্হ।

প্রাকাম্য (প্র—আ—কম্ ইচ্ছা করা+ য—ভা। অথবা প্রকাম+য (ষ্যং)—ভা)

সং, ক্লীং, শিবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ, স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতারূপ ঐশ্বর্য্য, ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, যথেচ্ছাচারিত্ব। শিং—১ "প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু।"

প্রাকার (প্র—আ—কৃ [বিক্ষেপ করা] বেষ্টন করা+অ(ঘঞ্)—র্ম) সং, পুং, প্রাচীর। ২। বেষ্টন, বেড়া। ৩। (+ঞ) —ভা) সর্ব্বতো বিস্তার।

প্রাকারমর্দ্দী (—মর্দ্দিন্, প্রাকার—মৃদ্ মর্দ্দন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাচীর ভেদক।

প্রাকৃত (প্র—অকৃত কৃত নহে, অপকার্য্য) বিং, ত্রিং, নীচ, অধম, পৃথগ্জন। ২। (প্রকৃতি স্বভাব+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) ভাষাবিশেষ, নাটকাদি-প্রসিদ্ধ অপভ্রংশ শব্দবিশেষ, চলিতভাষা। ৩। নৈসর্গিক, স্বাভাবিক। ৪। প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবসিদ্ধ। শিং—১ "পিত্রোঃ সংপশ্যতেঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।" ৫। সাধারণ, সামান্য। ৬। প্রজাসম্বন্ধীয়।

প্রাকৃতইতিবৃত্ত (Natural History) প্রকৃতি বিষয়ক বৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তু সমূহের বিবরণ; জন্তুবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত।

প্রাকৃতজ্বর; সং, পুং, বর্ষাদি ঋতুভেদে বাতাদি প্রধান জ্বর।

প্রাকৃততত্ত্ববিবেক (Natural Theology) যে শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্ট-পদার্থ-দর্শন-জনিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

প্রাকৃততন্ত্র (Democracy) প্রজাদের হস্তগত রাজ্যশাসন।

প্রাকৃতদোষ; সং, পুং, বর্ষাদি ঋতুভেদে বাতাদি প্রকোপজন্য দোষ।

প্রাকৃতপ্রলয়, সং, পুং, ব্রহ্মার লয়নিবন্ধন সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের লয়, পরমপুরুষে জগৎকারণীভূতা প্রকৃতির লয়প্রাপ্ত।

প্রাকৃতভূগোল (Physical Geography) যে ভূগোলবৃত্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ, পর্ব্বতাদির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায়।

প্রাকৃতমানুষ; সং, পুং, সামান্য মনুষ্য। শিং—১ "পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা ন স প্রাকৃতমানুষঃ।"

প্রাকৃতসমাজ (House of commong) ইংলণ্ডদেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকদের সমাজ।

প্রাকৃতিক (প্রকৃতি+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক, প্রকৃতিসম্বন্ধীয়। শিং—১ "এবং সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং বিনা।

প্রাকৃতিকইতিবৃত্ত (Natural History) যে শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ ও বিষয় জানা যায়।"

প্রাকৃতিককার্য্য; সং, ক্লীং, সৃষ্ট পদার্থ। যে পদার্থ কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; যেমন আলোক, শব্দ তাপ প্রভৃতি।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞান (Natural Scence) সং, ক্লীং, যে শাস্ত্রে প্রাকৃতিক-কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

প্রাক্তন (প্রাক্ পূর্ব্ব+তন(টচন্)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বকালীন। ২। পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত, জন্মান্তরীণ। শিং—১ "প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যা।" ৩। পূর্ব্ববর্ত্তী (কারণ)।

প্রাক্তনকর্ম্ম (—কর্ম্মন্, প্রাক্তন পূর্ব্ব—কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, অদৃষ্ট ভাগ্য। ২। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম (পাপ পুণ্য)।

প্রাক্ফল; সং, পুং, পনসফল, কাঁঠাল।

প্রাক্ফল্গুনী (প্রাক্ অগ্রগামী—ফল্গুনী নক্ষত্রবিশেষ) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র।

প্রাক্ফল্গুন (প্রাক্ফাল্গুনী+অ (ষ্ণ)—ভবার্থে, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে জাত বলিয়া) সং, পুং, বৃহস্পতি।

প্রাক্‌শিরস্ (প্রাক্ পূর্ব্ব—শিরস্ মস্তক) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বদিকস্থাপিত মস্তক।

প্রাখর্য্য (প্রখর+য (ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা।

প্রাগগ্র (প্রাক্ পূর্ব্ব—অগ্র, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বাভিমুখ।

প্রাগভাব (প্রাক্ পূর্ব্ব—অভাব) সং, পুং, প্রাগ্বর্ত্তী অভাব, সংসর্গাভাব, যে বস্তুর যাহা হইতে উৎপত্তি হইবে সে বস্তুর তাহাতে পূর্ব্বে যে অভাব থাকে।

প্রাগল্‌ভ্য (প্রগল্‌ভ+য (ষ্ণ্য)—ভা সং, ক্লীং, প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য। ২। তেজস্বিতা। শিং—১ "প্রাগল্‌ভ্যহীনস্য নরস্য বিদ্যা শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্য হস্তে। ন তৃপ্তিমুৎপাদয়তে শরীরে বৃদ্ধস্য দারা ইব দর্শনীয়া।" (জ্যোতিষ)। ৩। স্ত্রীদিগের যত্ন হেতু ভাববিশেষ।

প্রাগুক্ত (প্রাক্ পূর্ব্বে—উক্ত কথিত) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বোক্ত, পূর্ব্বোল্লিখিত।

প্রাগুদীচী (প্রাক্ পূর্ব্ব—উদচী উত্তর) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বোত্তরকোণ, ঈশানকোণ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ (প্রাক্ পূর্ব্ব—জ্যোতিষ দীপ্তি) সং, পুং, আসামের অন্তর্গত কামরূপ। শিং,—১ "অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ। ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা।" ২। বহুং, তদ্দেশীয় লোক।

প্রাগ্‌ভার (প্রাক্ প্রথম—ভার) সং, পুং, অগ্রভাগ। ২। উৎকর্ষ। ৩। পর্ব্বতের অগ্রভাগ।

প্রাগ্রহর } প্রাগ্র্য } প্র প্রথম, অগ্র—হৃ হরণ করা+অ (অল্)—র্ম্ম। প্র—অগ্র+য (ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রধান।

প্রাগ্রাট (প্র—অগ্র উপরিভাগ—অট যে গমন করে) সং, ক্লীং, পাতলা দই।

প্রাগ্বংশ (প্রাক্ পূর্ব্ব—বংশ কুল বাঁশ) সং, পুং, প্রাচীন স্থূণ যজ্ঞগৃহবিশেষ, যজ্ঞীয় গৃহের সম্মুখবর্ত্তী গৃহ। ২। পূর্ব্ববংশ। ৩। যজ্ঞশালার কাষ্ঠ বিশেষ। শিং—১ "যজ্ঞশালায়াঃ পূর্ব্বপশ্চিমস্তম্ভয়োরর্পিতং পূর্ব্বপশ্চিমায়তং কাষ্ঠং প্রাগ্বংশঃ।" বিষ্ণু

প্রাঘাত (প্র প্রচণ্ডবেগে—আঘাত প্রহার, ৭মী—হিং) সং পুং, যুদ্ধ, সংগ্রাম।

প্রাঘার (প্র—আ—ঘৃ সেচন করা, ক্ষরা +অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্ষরণ, গলন। ২। যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে ঘৃতাদি ক্ষরণ। ৩। সেক। ৪। (+ঘঞ্—ধি) যজ্ঞীয় অগ্নি।

প্রাঘুণ (প্র—আ—ঘুণ ভ্রমণ করা+অ(ক) —ক) সং, পুং, অতিথি, আগন্তুক।

প্রাঘুণিক (প্রাঘুণ [প্র—আ—ঘুণ ভ্রমণ করা+অ(অল্)—ভা] ভ্রমণ+ইক(ষ্ণিক) —করোত্যর্থে) সং, পুং, অতিথি, আগন্তুক। শিং—১ "অমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণপ্রাঘুণিকীকৃতা জনৈঃ।"

প্রাঙ্ (প্রাচ্, প্রান্‌চ্ প্র—অন্‌চ্ গমন করা— +০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বদিক্। পূর্ব্বকাল। ৩। পূর্ব্বতন, প্রাচীন।

প্রাঙ্গ (প্র প্রকৃষ্ট—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্ট দেহবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, পণববাদ্য।

প্রাঙ্গণ (প্র—অন্‌গ্ গমন করা+অন(অনট্ —ধি) সং, ক্লীং, অঙ্গন, উঠান। ২। গৃহভূমি। ৩। (+অনট্—ণ) পণব বাদ্য।

প্রাঙ্মুখ (প্রাক্ পূর্ব্ব—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বমুখ। শিং—১ "সর্ব্বতঃ প্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখঃ।"

প্রাচিকা; সং, স্ত্রীং, বনমক্ষিকা, ডাঁস।

প্রাচী, প্রাঙ্ দেখ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বদিক্। ২। পূজ্য পূজকের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

প্রাচীন (প্রাচ্ পূর্ব্ব+ঈন (ণীন)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্ব। ২। পূর্ব্বকালীন, পুরাতন। ৩। বৃদ্ধ। ৪। প্রাচ্য, র্ব্ব-

দেশীয়। ৫। (প্রাচী পূর্ব্বদিক্‌+ঈন (খীন) +ভবার্থে) পূর্ব্বদিগ ভব।

প্রাচীনগর্ভ ; সং, পুং. মুনিবিশেষ।

প্রাচীনপনস (প্রাচীন পূর্ব্ব—পনস কাঁঠাল গাছ) সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ।

প্রাচীনবর্হিঃ (—বর্হিস, প্রাচীন পূর্ব্ব-দেশীয়—বর্হিস্ দীপ্তি। যিনি পূর্ব্বদিকে আধিপত্য করেন) সং, পুং, ইন্দ্র। ২। নৃপবিশেষ ; হবির্দ্ধানের পুত্র, বিষণাগর্ভ-সম্ভূত। ইনি প্রজাপতি আখ্যা পাইয়াছিলেন।

প্রাচীনামলক ; সং, ক্লীং, পানীয়ামলক, পানী আমলা।

প্রাচীনাবীত (প্রাচীন—পূর্ব্ব—আবীত লম্বিত) সং, পুং, শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বামকর বহিষ্কৃত করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্রাদি। শিং—১ "সব্যং বাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ। প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্রে কর্ম্মণি যোজয়েৎ।"

প্রাচীনাবীতী (প্রাচীনাবীতিন্, প্রাচীনাবীত+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং দক্ষিণ-স্কন্ধস্থ যজ্ঞসূত্রাদিসম্পন্ন।

প্রাচীপতি (প্রাচী পূর্ব্বদিক্—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পূর্ব্বদিক্‌পতি, ইন্দ্র।

প্রাচীর (প্র—আ—চী [একত্র করা] আবরণ করা+র(ক্রণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, প্রান্তভাগে আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া। ২। ভিত্তি, দেওয়াল, পাঁচিল। ৩। ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত বেষ্টনাকার আবরণ। শিং—১ "গজৈরভেদ্যা মনুজৈরলঙ্ঘ্যাঃ প্রাচীরখণ্ডা নৃপতের্ভবন্তি।"

প্রাচুর্য্য (প্রচুর+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, আধিক্য।

প্রাচেতস্ (প্রচেতস্ বরুণ +অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বরুণপুত্র। ২। বাল্মীকি।

প্রাচ্য (প্রাচ্ পূর্ব্ব+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, পূর্ব্বদেশীয়। ২। পূর্ব্বদিক্‌স্থ। ৩। সং, পুং, পূর্ব্বদেশ। শিং—১ "শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ। দেশঃ প্রাগ্দক্ষিণঃ প্রাচ্যঃ।"

প্রাচ্যবাট (প্রাচ্য—বাট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, প্রাগ্ দেশস্থ।

প্রাচ্যবৃত্তি (প্রাচ্য—বৃত্তি, বং—স) সং, স্ত্রীং, প্রাচীনাবৃত্তি। ২। ছন্দোবিশেষ।

প্রাচ্ছ্ (প্রচ্ছ্ জিজ্ঞাসা করা+০(ক্বিপ্)—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, জিজ্ঞাসক, প্রাড়্-বিবাক।

প্রাজক (প্র—অজ্ ণি=অজি গমন করান +অক (ণক)—ক) সং, পুং, সারথি, রথাদিচালক। ২। বিং, ত্রিং, চালক। শিং—১ "যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য চ।" (মনু)।

প্রাজন (প্রাজক দেখ, অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, তোদন, পশ্বাদির চালনদণ্ড, পাঁচন-বাড়ী। ২। (অনট্—ভাবে) চালন।

প্রাজহিত ; সং, পুং, গার্হপত্য অগ্নি।

প্রাজাপত (প্রজাপতি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, প্রজাপতি ধর্ম্মাত্মক।

প্রাজাপত্য (প্রজাপতি ব্রহ্মা+য(ষ্ণ্য)—তদ্দেবতার্থে) সং, পুং, অষ্টবিধ বিবাহান্তর্গত বিবাহবিশেষ। শিং—১ "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽসুরঃ।" ২। প্রয়োগ। ৩। ক্লীং, দ্বাদশ-দিবসসাধ্য ব্রতবিশেষ। ৪। রোহিণীনক্ষত্র। ৫। বিং, ত্রিং, প্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। ত্যা—স্ত্রীং, যজ্ঞবিশেষ, প্রব্রজ্যা আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞকরণ। শিং—১ "প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং। আত্মন্যগ্নীন্ বসমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ।"

প্রাজিতা (প্রাজিতৃ, প্র—অজ্ ণি=প্রাজি গমন করান+তৃ (তৃন্)—ক) সং, পুং, সারথি। ২। বিং, ত্রিং, চালক।

প্রাজেশ (প্রজেশ+অ(ষ্ণ)—তদ্দেবতার্থে) বিং, ত্রিং, প্রজাপতিদেবতাক। ২। সং, ক্লীং, রোহিণীনক্ষত্র।

প্রাজ্ঞ—ত্রিং, } (প্র—আ সম্যক্—জ্ঞা
প্রাজ্ঞা—স্ত্রীং, } জানা + অ(ণ)—প্রং। অথবা প্রজ্ঞা + ষ্ণ) বিজ্ঞ। ২। দক্ষ, নিপুণ। ৩। পুং, পণ্ডিত। ৪। বুদ্ধি শিং—১ "প্রাজ্ঞা ধরা জ্ঞপ্তিঃ পণ্ডাঃ সংবেদনং বিদা।" জ্ঞী'—স্ত্রীং, বুদ্ধিমতী, ধীমতী। ২। পণ্ডিতের পত্নী।

প্রাজ্য (প্র—অন্জ্ [গমন করা] প্রবৃদ্ধ হওয়া + য(ক্যপ্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রভূত, বহু, প্রচুর। ২। (প্র প্রকৃষ্ট—আজ্য ঘৃত) সং, ক্লীং, প্রকৃষ্ট ঘৃত।

প্রাঞ্চ্ (প্র—অন্চ্ গমন করা + ০(বিচ্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাচীন।

প্রাঞ্জল (প্র—অন্জ গমন করা + অল(অলচ্)—র্ম) বিং, ত্রিং, সরল, সহজ সোজা, সুখ-বোধ্য। ২। নির্ম্মল। ৩। উজ্জ্বল। ৪। সুখসেব্য।

প্রাঞ্জলি (প্র প্রকৃষ্টরূপে কৃত—অঞ্জলি, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি।

প্রাড়্বিবাক্ (প্রাট্ [প্রচ্ছ জিজ্ঞাসা করা + ০(ক্বিপ্)—ক] যে বাদী প্রতিবাদীর বাক্য জিজ্ঞাসা করে—বিবাক্ [বি—বচ্ বলা + অ(ঘঞ্)—ক] যে বিবেচনা করিয়া বলে। যে বিবাদানুগত পূর্ব্ব বাক্য জিজ্ঞাসা করিয়া বিচার করে, সং—স। প্রাড়্বিবেক ও হয়) সং, পুং, রাজ্যের প্রধান বিচারক, ব্যবহারদর্শী, জজ। শিং—১ "বিবাদানুগতং, পৃষ্ট্বা পূর্ব্ববাক্যং প্রযত্নতঃ। বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ।" (স্মৃতি))

প্রাণ (প্র—অন্ বাঁচা + অ(অল্)—ণ) সং, পুং, হৃদয়স্থ বায়ু। ২। বায়ু। ৩। বল। ৪। প্রজীবন। ৫। পুং, (বহু) প্রাণ, অপান সমান, উদান, ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু। শিং—১ "প্রণয়নাৎ প্রক্রমণাচ্চ প্রাণইত্যভি-ধীয়তে।" ২। শরীরান্তঃসঞ্চারী বায়ুঃ প্রাণাঃ স চৈকোহপ্যুপাধিভেদাৎ প্রাণাপানাদি সজ্ঞাং লভতে।" ৬। ব্রহ্মা। ৭। বিং, পূরিত।

প্রাণক (প্রাণ দেখ, অক(ণক)—ক। অথবা প্রাণ + কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, প্রাণী, জীব। ২। বস্ত্র। ৩। বৃক্ষবিশেষ।

প্রাণকর (প্রাণ বল—কৃ করা + অ(ট)—ক) বিং, ত্রিং, বলকারক।

প্রাণগ্রহ; সং, পুং, প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়।

প্রাণচ্ছিদ্ (প্রাণ—ছিদ্ ছেদনকরা + ০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাণনাশক।

প্রাণজীবন; সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "প্রাণ-ভৃৎ প্রাণজীবনঃ।" (বিষ্ণুসংহিতা)।

প্রাণথ (প্রাণদেখ, অথ—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বায়ু। ২। বলবান্। ৩। প্রজাপতি। ৪। তীর্থ।

প্রাণদ (প্রাণ জীবন—দ [দা দান করা + অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, ক্লীং, জল। ২। রক্ত। ৩। বিং, ত্রিং; প্রাণদাতা, যে প্রাণ দান করে। দা—স্ত্রীং, হরীতকী। ২। গুটিকাবিশেষ। শিং—১ "অক্ষপ্রমাণা গুটিকা প্রাণদেতি চ সা স্মৃতা।"

প্রাণধরমিশ্র (জাতকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

প্রাণন (প্রাণ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রাণ, জীবন। ২। জীবিত থাকা। ৩। গলদেশ।

প্রাণনাথ (প্রাণ জীবন—নাথ প্রভু ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, স্বামী, পতি, ভর্ত্তা।

প্রাণনিগ্রহ (প্রাণ—নিগ্রহ দমন করা + অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রাণায়াম।

প্রাণন্ত; সং, পুং, বায়ু। ২। রসাঞ্জন। ন্তী—স্ত্রীং, হিক্কা।

প্রভাস্বান্ (প্রাণভাস্বৎ, প্রাণ জীবন—ভাস্বৎ সূর্য্য: সূর্য্য সমুদ্র হইতে উত্থিত বা উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া) সং, পুং, সমুদ্র।

প্রাণভৃৎ (প্রাণ—ভৃৎ [ভৃ ধারণ করা + ০(ক্বিপ্)—ক] যে ধারণ করে) সং, পুং, প্রাণী, জীব। ২। বিষ্ণু।

প্রাণময়কোষ; সং, পুং, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়।

প্রাণযম (প্রাণ নিশ্বাস প্রশ্বাস—যম্ রোধ করা + অ(অল্)—ণ) সং, পু, প্রাণায়াম।

প্রাণযাত্রা (প্রাণ—যাত্রা অগ্রগমন) সং, স্ত্রীং, প্রাণধারণোপায়, জীবিকানির্ব্বাহ।

প্রাণযোনি; সং, পুং, বিষ্ণু। ২। জগৎ-প্রাণ বায়ু।

প্রাণসংযম (প্রাণ নিশ্বাস প্রশ্বাস—সম্—যম্ নিবৃত্ত করা + অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রাণায়াম। ২। প্রাণবায়ু নিরোধ।

প্রাণসদ্ম (প্রাণসদ্মন্, প্রাণ হৃদয়স্থ বায়ু সদ্মন্ বাসস্থান) সং, ক্লীং, শরীর, দেহ।

প্রাণসমা (প্রাণ জীবন—সমা তুল্য) সং, স্ত্রীং, প্রিয়তমা, পত্নী, প্রাণতুল্যা।

প্রাণহর (প্রাণ—হৃ হরণ করা + অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাণনাশক, বলনাশক। শিং—১ "শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্ক-স্তরুণং দধি। প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্।" (চাণক্য)।

প্রাণাত্যয় (প্রাণ—অত্যয় নাশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রাণনাশের কাল। শিং—১ "প্রাণাত্যয়ে চ সম্প্রাপ্তে যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।" (স্মৃতি)।

প্রাণাধিনাথ (প্রাণ জীবন—অধি উপরি—নাথ প্রভু) সং, পুং, স্বামী, পতি।

প্রাণান্ত (প্রাণ—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রাণাবসান, মৃত্যু।

প্রাণাপান; সং, পুং, প্রাণ ও অপান বায়ু। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়; যথা—"প্রাণাপানৌ কথং দেবাবশ্বিনৌ সংবভূবতুঃ।" ৩। প্রাণের ছিদ্ররূপ মুখ্যস্থানবিশেষ।

প্রাণায়াম (প্রাণ—আ—যম্ সংযত করা + অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, দেবতার নাম বা কোন মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নাসিকার এক ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা নিশ্বাস বায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ, পরে অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু বিসর্জ্জন এবং একারন্তেই পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত দ্বার দ্বারা ঐরূপ পূরক কুম্ভক ও রেচক। শিং—১ "রেচক-পূরক-কুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামঃ।" ২। "প্রাণায়ামশতং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।"

প্রাণিতত্ত্ব } (Zoology) প্রাণিগণের
প্রাণিবিদ্যা } আকার প্রকার ও স্বভাবাদি পবিজ্ঞানার্থক বিদ্যা।

প্রাণিদ্যূত (প্রাণিন—দ্যূত ক্রীড়া, ৩য়া—ষ) সং, ক্লীং, বাজি রাখিয়া মেষ ও কুক্কুটাদির যুদ্ধ করান।

প্রাণিপ্রদেশ—যে প্রদেশে জীবজন্তু বাস করে।

প্রাণিহিতা (প্রাণী জীব [মনুষ্য]—হিত যোগা) সং, স্ত্রীং, পাদুকা, যুতা। ২। বিং, স্ত্রীং, লোকহিতকারিণী।

প্রাণী (প্রাণিন্, প্রাণ + ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা প্র—অন্ বাঁচা + ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, প্রাণিবিশিষ্ট, জীব, জন্তু।

প্রাণীত্য (প্রণীত যাহা লওয়া হইয়াছে + য (ষ্যঞ)—ভাবে) সং, ক্লীং, ঋণ, ধার, কর্জ্জ। শিং—১ "প্রাণীত্যমৃণমর্থানাং প্রযোগঃ স্যাৎ কলান্বিকা।"

প্রাণেশ } (প্রাণ—ঈশ, ঈশ্বর প্রভু,
প্রাণেশ্বর } ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পতি, ভর্ত্তা। শিং—১ "কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরিয়ং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ।" (উদ্ভট) শা, শ্বরী—স্ত্রীং, ভার্য্যা, প্রিয়তমা।

প্রাতঃকৃত্য (প্রাতর্—কৃত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম) সং, ক্লীং, প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য।

প্রাতঃসন্ধ্যা; সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বসন্ধ্যা, প্রত্যুষ। ২। প্রাতঃকালে উপাস্য সন্ধ্যা।

প্রাতঃসবন (ক্লীং) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় সোমযাগ।

প্রাতর্ (প্র আরম্ভ—অৎ গমন করা + অর্—ধি) অং, প্রভাত, দিনাদি।

প্রাতরাশ (প্রাতর্—আশ [অশ্ খাওয়া + অ (ঘঞ্)—ভা] ভোজন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রাতঃকালীন ভোজন।

প্রাতর্গেয় (প্রাতর্ প্রত্যূষে—গেয়• গীত-যোগ্য) সং, পুং, বন্দী, স্তুতিপাঠক। ২। বিং, ত্রিং, প্রাতঃকালে গেয়।

প্রাতর্দিন; সং, ক্লীং, পূর্ব্ববর্ত্তী দিন।

প্রাতর্ভোক্তা (প্রাতর্ভোক্তৃ, প্রাতর্ প্রাতঃ-কাল—ভোক্তৃ, যে ভোজন করে) সং, পুং, কাক। ২। বিং, ত্রিং, যে প্রাতঃ-কালে ভোজন করে।

প্রাতস্তরাম্ (প্রাতর্+তরাম্—অতিশয়ার্থে) অং, অত্যন্ত প্রাতঃকাল। শিং—১ "প্রাত-স্তরাং পতত্রিভ্যঃ।"

প্রাতস্ত্রিবর্গা; সং, স্ত্রীং, প্রাতস্নান করিলে যিনি ত্রিবর্গ প্রদান করেন, গঙ্গা।

প্রাতিকা (প্র—অৎ গমন করা+অক(ণক)—ক) সং, স্ত্রীং, জবাপুষ্প।

প্রাতিকামী (প্রাতিকামিন্) সং, পুং, দুর্য্যো-ধনের দূতবিশেষ।

প্রাতিকূলিক (প্রতিকূল+ইক(ষ্ণিক)—যু-ক্তার্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিকূলে বর্ত্তমান।

প্রাতিকূল্য (প্রতিকূল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিকূলাচরণ। ২। বৈপরীত্য।

প্রাতিপথিক (প্রতিপথ+ইক(ষ্ণিক)—গ-ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিপথে গমনশীল।

প্রাতিপদ (প্রতিপদ্+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং প্রতিপদ্ তিথিতে জাত।

প্রাতিপদিক (প্রতিপদ প্রত্যেক পদ+ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক কিম্বা বিশেষণবাচক শব্দ, নাম, লিঙ্গ। ২। পুং, অগ্নি। শিং ১ "আদৌ প্রতিপদা যেন ত্বমুৎপন্নোঽসি পাবক। ত্বৎপদাং প্রাতিপদিকং সংভবি-ষ্যন্তি দেবতাঃ।" ৩। বিং, ত্রিং, প্রতিপদ সম্বন্ধীয়।

প্রতিফলিকদূরবীক্ষণ (Reflecting Telescope,) আলোকের কিরণ সকল যে দূরবীক্ষণের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সরল রেখায় গমন পূর্ব্বক প্রতিবিম্ব রূপে পরিণত হয়।

প্রাতিভ (প্রতিভা+অ(ষ্ণ)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিভান্বিত। ২। যোগিগণের যোগ বিঘ্নকারক উপসর্গবিশেষ)।

প্রাতিভাব্য (প্রতিভূ জামিন+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিভূরূপে দেয় ধন। ২। প্রতিকর্ম্ম, জামিন হওয়া।

প্রাতিলোম্য (প্রতিলোম+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বৈপরীত্য।

প্রাতিবেশ্য (প্রতিবেশ+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, নিকটবাসী।

প্রাতিশাখ্য (ক্লীং) বিভিন্নবেদের স্বর পদ প্রসংহিতা প্রভৃতি নির্ণয়ার্থ গ্রন্থবিশেষ।

প্রাতিস্বিক (প্রতিস্ব নিজের প্রতি+ইক (ষ্ণিক—ইদমর্থে) বিং; ত্রিং, স্বকীয়, অসাধারণ।

প্রাতিহার
প্রাতিহারক
প্রাতিহারিক } (প্রতিহার বাজীকর+ কণ্—স্বার্থে। প্রতিহার মায়া, কপটতা+ইক (ষ্ণিক)—করোত্যর্থে) সং, পুং, বাজিকর, ভেল্কীকারক। ২। ক্লীং, প্রতিহারিকর্ম্ম। ৩। বিং, ত্রিং, মায়াবী।

প্রাতীপ
প্রাতীপেয় } (প্রতীপ এই রাজার পিতা +অ(ষ্ণ), এয়(ঢ়ষ্ণয়—অপ-ত্যার্থে) সং, পুং, প্রতীপপুত্র, শান্তনু।

প্রাতীপিক (প্রতীপ+ইক(ষ্ণিক)—অস্ত্য-র্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিকূলাচারী।

প্রাত্যয়িক (প্রত্যয়+ইক(ষ্ণিক)--স্থিত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিশ্বাসী, প্রত্যয়ী। ২। পুং, প্রতিভূ।

প্রাথমকল্পিক (প্রথমকল্প প্রথম শিক্ষণীয় শাস্ত্র+ইক (ষ্ণিক)—অধ্যয়নার্থে) সং, পুং, বেদাধ্যয়নারম্ভকারী ছাত্র। ২। (+ ষ্ণিক—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, প্রথমকল্প-সম্বন্ধীয়।

প্রাথমিক (প্রথম+ইক(ষ্ণিক—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, আদ্য, প্রথমকৃত, যাহা প্রথমে হয়। ২। প্রথমাধ্যায়ী, প্রথম বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত।

প্রাথমিকদ্রাঘিমা (First Meridian)

ভূগোলবেত্তাদের ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া যে দ্রাঘিমা অঙ্কিত থাকে।

প্রাথম্য (প্রথম+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রথমত্ব। ২। মুখ্যত্ব। শিং ১ "অস্মাভি-রেব প্রাথম্যেন নানামুনীনাং বচনৈরেবম্বিধো নিবন্ধঃ ক্রিয়তে।"

প্রাদি; সং, পুং, উপসর্গ, সংজ্ঞার্থ প্র পরা অপ প্রভৃতি গণবিশেষ।

প্রাদুর্ভাব (প্রাদুস্—ভূ হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রকটিত হওয়া, উদ্ভব। ২। আবির্ভাব। ৩। প্রথমপ্রকাশ।

প্রাদুর্ভূত (প্রাদুর্ভাব দেখ, ত(ক্ত) –ক) বিং, ত্রিং, আবির্ভূত, প্রকাশিত।

প্রাদুঃ (প্রাদুস্ প্র—অদ্ ভক্ষণ করা+উস্—ভাবে) অং, ব্যক্তি, প্রকাশ। ২। প্র-ত্যক্ষ। ৩। নাম। ৪। সম্ভাবনা। ৫। সত্তা।

প্রাদেশ (প্র—দিশ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। শিং—১ "অঙ্গুষ্ঠস্য প্রাদেশিন্যাঃ ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে।" ২। (প্রদেশ+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) দেশ।

প্রাদেশন (প্র—আ—দিশ্ দান করা+অন (অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, দান।

প্রাদেশিক (প্রদেশ+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রদেশজাত।

প্রাদোষিক (প্রদোষ+ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রদেশজাত।

প্রাধনিক (প্রধান যুদ্ধ+ইক(ষ্ণিক)—প্রয়োজনার্থে) বিং, ত্রিং, যুদ্ধোপযুক্ত।

প্রাধা; সং, স্ত্রীং, দক্ষকন্যাবিশেষ, কশ্যপ-পত্নীবিশেষ।

প্রাধানিক (প্রধান+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, প্রধানসম্বন্ধীয়।

প্রাধান্য (প্রধান+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ, প্রধানত্ব, প্রভুত্ব। শিং—১ "অপ্রাধানাং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।"

প্রাধ্ব (প্র প্রকৃষ্ট—অধ্বন্ পথ+অ—স্বার্থে) সং, পুং, প্রকৃষ্টপথ, সৎপথ। ২। দূরপথ। ৩। রথাদি। ৪। বিং, ত্রিং, নম্র। ৫। বদ্ধ। ৬। পথগামী।

প্রাধ্বম্ (প্র—আধ্বম্ শব্দ করা+অম্ (ডম্)—র্ম্ম) অং, আনুকূল্যার্থে। ২। ন-ম্রতা। ৩। বন্ধন।

প্রান্ত (প্র—অন্ত শেষ) সং, পুং, প্রান্ত-ভাগ, শেষসীমা।

প্রান্তদুর্গ; সং, ক্লীং, নৃপাশ্রয় স্থানবিশেষ, দুর্গবিশেষ।

প্রান্তপাল; সং, পুং, নগররক্ষক।

প্রান্তর (প্র প্রকৃষ্ট—অন্তর ব্যবধান বা অবকাশ, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, অতি দূর ও ছায়াজলাদিশূন্য পথ। ২। জনশূন্য প্রদেশ, মাঠ। ৩। বন, জঙ্গল। ৪। কোটর।

প্রান্তশূন্য; সং, পুং, ছায়াদিবিরহিত পথ।

প্রাপক (প্রাপণ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, অধিগন্তা। ২। (—আপ্-ণ্রি = আপি পাওয়ান) অধিগমক।

প্রাপণ (প্র—আপ্ পাওয়া+অন্(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রাপ্তি। ২। (প্র—আপি পাওয়ান+অন (অনট্)—ভা) নয়ন, পাওয়ান।

প্রাপণিক (প্র—আপণ দোকান+ইক (ষ্ণিক)—করোত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বণিক্।

প্রাপিত (প্র—আপ্-ণ্রি = আপি পাওয়ান +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নীত, পাওয়ান। ২। অধিগমিত। ৩। গ্রাহিত।

প্রাপ্ত (প্র—আপ্ পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লব্ধ। ২। (ক্ত—ক) উপস্থিত।

প্রাপ্তকাল (প্রাপ্ত—কাল, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যু। শিং—১ 'প্রাপ্তকালো ন জীবতি।" ২। প্রাপ্তাবসর।

প্রাপ্তজীবন সং, ত্রিং, পুনর্জীবিত; যে

রোগাদির কবল হইতে অথবা অন্তবিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

প্রাপ্তপঞ্চত্ব (প্রাপ্ত লব্ধ—পঞ্চত্ব মৃত্যু, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, মৃত।

প্রাপ্তব্যবহার (প্রাপ্ত লব্ধ—ব্যবহার, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, বয়ঃপ্রাপ্ত, যে নাবালক নয়।

প্রাপ্তভাব (প্রাপ্ত—ভার, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ভারগ্রস্ত। ২। সং, পুং, ভারসহিষ্ণু বৃষাদি।

প্রাপ্তরূপ (প্রাপ্ত লব্ধ—রূপ আকৃতি, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, পণ্ডিত। ২। রম্য, মনোজ্ঞ, সুন্দর।

প্রাপ্তি (প্রাপ্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, লাভ, অধিগম। ২। পাওয়া। ৩। অর্জ্জন। ৪। উন্নতি। ৫। বৃদ্ধি। ৬। উদয়। ৭। উপস্থিতি। ৮। অনুমিতি। ৯। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যমধ্যে ঐশ্বর্য্যবিশেষ, সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা। ১০। কংশপত্নীবিশেষ। ১১। কাম—ভার্য্যাবিশেষ। ১২। সুখাঙ্গ বিশেষ।

প্রাপ্ত্যাশা; সং, স্ত্রীং, লাভেচ্ছা। ২। আরব্ধ-কার্য্যের অবস্থাবিশেষ।

প্রাপ্য (প্রাপ্ত দেখ, য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্তিযোগ্য, লভ্য। ২। গম্য। ৩। ব্যাকরণে কর্ম্মবিশেষ। শিং—১ "ক্রিয়াকৃত বিশেষাণাং সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে। দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিহ কথ্যতে।"

প্রাবল্য (প্রবল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রবলতা, প্রাধান্য, উৎকটতা। ২। শক্তি।

প্রাবোধিকা (প্রবোধ জাগরণ+ইক(ষ্ণিক)—হিত র্থে) সং, পুং, প্রাতঃকাল, প্রত্যুষ। ২। মগধদেশীয় স্তুতিপাঠক।

প্রাভঞ্জন (প্রভঞ্জন+অ(ষ্ণ)—বিদ্যমানার্থে। প্রভঞ্জন অধিদেবতা বলিয়া) সং, ক্লীং, স্বাতিনক্ষত্র।

প্রাভব (প্রভু+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রভুত্ব, প্রাধান্য।

প্রাভবত্য (প্রভবত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রভুত্ব।

প্রাভাকর (প্রভাকর+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মীসাংসক, প্রভাকর-সম্বন্ধীয়। তন্মতজ্ঞ।

প্রাভাতিক (প্রভাত+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন।

প্রাভৃত (প্র—আ—ভৃ পোষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, উপঢৌকন, ভেট। ২। নৈবেদ্য।

প্রামাণিক (প্রমাণ+ইক(ষ্ণিক)—নির্বৃত্তার্থে) বিং, ত্রিং, প্রমাণসিদ্ধ। ২। বিশ্বাস্য। ৩। পুং, অধ্যক্ষ। ৪। পণ্ডিত।

প্রামাণ্য (প্রমাণ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রমাণত্ব। ২। বিশ্বাস্যতা।

প্রামাদিক (প্রমাদ+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, অনবধানতা-জনিত।

প্রামাদ্য (প্রমাদ+য(ষ্ণ্য)+ভাবে) সং, ক্লীং, অনবধানতা, প্রমাদ।

প্রামীত্য (প্র—আ—মা পরিমাণ করা+য—প্রং। ৎ—আগম। প্রাণীত্য শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে) সং, ক্লীং, ঋণ, ধার, কর্জ্জ।

প্রায় (প্র—ই[গমন করা] মরা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, অভিসন্ধিপুর্ব্বক অনশন-মৃত্যু, মৃত্যু, মরণ। ৩। বাহুল্য। শিং—১ "প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাম্।" (কুমার)। ৪। উপবাস। ৫। বয়স। ৬। ক্লীং, পাপ। ৭। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ। ৮। অধিক।

প্রায়ণ (প্র—অয়্ গমন করা=অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রারম্ভ। ২। দেহত্যাগে স্থানান্তরে গমন।

প্রায়শঃ (প্রায়শস্, প্রায়+শস্(চশস্)—প্রং) অং, বাহুল্যরূপে। ২। সচরাচর।

প্রায়শ্চিত্ত—ক্লীং }
প্রায়শ্চিত্তি—স্ত্রীং } (প্রায়[স্ফুট] তপস্যা—চিত্ত, চিত্তি [চিং

+ত(ক্ত, তি(ক্তি)—ভাবে] নিশ্চয়) সং, শুদ্ধিলাভ। ২। পাপক্ষয়সাধন কর্ম্ম। শিং—২ "প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তপোনিশ্চয়-সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং। নিশ্চয়সংযুক্তং পাপক্ষয়সাধনত্বেন নিশ্চিতমিত্যর্থে।"

প্রায়শ্চিত্তী (প্রায়শ্চিত্তিন্, প্রায়শ্চিত্ত+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রায়শ্চিত্তকরণার্হ ব্যক্তি। শিং—১ "প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতস্তৎপাপং তেষু গচ্ছতি।"

প্রায়শ্চেতন (প্রায়[স্ফুট]—চেতন) সং, ক্লীং, প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়ঃ (প্রায়স্, প্র—অয়্ গমন করা+অস্ ভাবে) অং, বাহুল্যরূপে। শিং—১ "প্রায়ঃ পয়োধরসমুন্নতিরত্র হেতুঃ।" (উদ্ভট)। ২। তপস্যা।

প্রায়াণিক (প্রয়াণ যাত্রা+ইক(ষ্ণিক)—হিতার্থে) বিং, ত্রিং, যাত্রাবিষয়ে হিতজনক শঙ্খ চামরাদি।

প্রায়িক (প্রায়+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, যাহা বাহুল্যরূপে হইয়া থাকে।

প্রায়োগ (প্র—যুজ্ যোজন করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, শকটাদি নিয়োগার্হ বৃষ।

প্রায়োগিক (প্রয়োগ+ইক(ষ্ণিক)—অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, প্রয়োগার্হ।

প্রায়োজ্য (প্র—যুজ্-ণি=যোজি যোগ করান—য—র্থ) বিং, ত্রিং, প্রয়োজনার্হ।

প্রায়োদ্বীপ (Peninsula, প্রায়স বাহুল্যরূপে—দ্বীপ) যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল।

প্রায়োপবিষ্ট (প্রায় মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশন—উপবিষ্ট, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, প্রায়োপবেশ বিশিষ্ট।

প্রায়োপবেশ—পুং
প্রায়োপবেশন—ক্লীং
প্রায়োপবেশিকা—স্ত্রীং
(প্রায় অভিসন্ধিপূর্ব্বক অনশনমৃত্যু—উপ—বেশ, উপবেশন, উপবেশ+কং, আপ্=উপবেশিকা অবস্থিতি, বসা, ৪র্থী—ষ) সং, অভিসন্ধিপূর্ব্বক অনশন মরণার্থ উপবেশন।

প্রায়োপেত (প্রায় প্রায়োপবেশন—উপেত-যুক্ত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, প্রায়োপবিষ্ট।

প্রারব্ধ (প্র প্রকর্ষ—আরব্ধ[আ—রভ্+ক্ত—র্ম্ম] আরম্ভিত) বিং, ত্রিং, যাহা আরব্ধ হইয়াছে। ২। সং, ক্লীং, শরীরারম্ভক অদৃষ্ট।

প্রারব্ধকর্ম্ম (—কর্ম্মন্, প্রারব্ধ—কর্ম্মন্, কার্য্য) সং, ক্লীং, যে কর্ম্মদ্বারা শরীর হয়; ভোগ না হইলে কোন ক্রমেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়না, একারণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিতে হয়। শিং—১ "প্রারব্ধকর্ম্ম বিক্ষেপাদ্বাসনা তু ন নশ্যতি।"

প্রারৃব্ধি (প্র—আ—রভ্ বেগে গমন করা+তি(ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, গজবন্ধনরজ্জু। ২। (ক্তি—ভা) আরম্ভ।

প্রারম্ভ (প্র প্রকর্ষ—আ—রভ্+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, উপক্রম, প্রথমোদ্যোগ, আরম্ভ। ২। (+ঘঞ্—র্ম্ম) কার্য্য। ৩। বিং, ত্রিং, সৎকার্য্যকারী।

প্রারিপ্সিত (প্র—আ—রভ্ আরম্ভ করা+সন্—ইচ্ছার্থে+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আরম্ভ করিতে ইষ্ট। ২। সং, ক্লীং, আরম্ভেষ্ট কার্য্য।

প্রারোহ (প্ররোহ+অ(ষ্ণ)—শীলার্থে) বিং, ত্রিং, প্ররোহণশীল।

প্রার্ণ (প্র—ঋণ) সং, ক্লীং, সমধিক ঋণ। ২। বিং, ত্রিং, অধিক ঋণযুক্ত।

প্রার্থন—ক্লীং,
প্রার্থনা—স্ত্রীং,
(প্র প্রকর্ষ—অর্থ-ণি=অর্থি যাচ্ঞা করা+অন (অনট) অন—ভা, আপ্) সং, যাচ্ঞা। ২। আক্রমণ। ৩। হিংসা। ৪। অভিযান। ৫। অবরোধ। ৬। গর্ভাঙ্গবিশেষ। ৭। মুদ্রাবিশেষ।

প্রার্থনায়, প্রার্থয়িতব্য (প্রার্থন দেখ,

অনীয়, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচিতব্য।

প্রার্থয়িতা (প্রার্থয়িতৃ, প্রার্থন দেখ, তৃ তৃন্ —ক) বিং, ত্রিং, যাচক, প্রার্থনাকারী। শিং—১ "স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।"

প্রার্থিত (প্রার্থন দেখ, ত ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিলষিত। ২। যাহার নিকট প্রার্থনা করা যায়, যাচিত। ৩। অভিযাত। ৪। আক্রান্ত। ৫। হত। ৬। শত্রুসংরুদ্ধ।

প্রালম্ব প্র—আ—লম্ব্ লম্বিত হওয়া+অ (অন্—ক) সং, ক্লীং, হারবিশেষ, ঋজুলম্বি মালা।

প্রালম্বিকা (প্রলম্ব হার+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, স্বর্ণহার, সোণার হার।

প্রালয় (প্রলয় এখানে পর্ব্বত+অ(ষ্ণ)—প্রং, অ=এ। অথবা প্র—আ—লী লীন হওয়া+য—ক) সং, ক্লীং হিম, শিশির।

প্রালেয়াদ্রি; সং, পুং, হিমালয়। শিং প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্। (মেঘদূত)

প্রালয়াংশু (প্রালেয় হিম—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, হিমাংশু, চন্দ্র।

প্রাবট (প্র—আ—বট্ বেষ্টন করা+অ—প্রং) সং, পুং, যব।

প্রাবণ (প্র—আ—বন্ সংলগ্ন হওয়া+অ (ষ)—ণ) সং, ক্লীং, খনিত্র।

প্রাবর (পশ্চাৎ দেখ, অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রাচীর, বেড়া। ২। (+অল্—ধি) দেশবিশেষ।

প্রাবরণ—ক্লীং
প্রাবার—পুং-ক্লীং } (প্র—আ—বৃ আবরণ করা+অন্ (অনট্), অ(ঘঞ্) সং, উত্তরীয়, বস্ত্র, উড়ানি। ২। আবরণবস্ত্র। ৩। প্রকর্ষ, আবরণ।

প্রাবারকর্ণ; সং, পুং, উলুকবিশেষ।

প্রাবাস (প্রবাস+অ(ষ্ণ)—দানার্থে) বিং, ত্রিং, প্রবাসে দীয়মান।

প্রাবাসিক (প্রাবস+ইক্ ষ্ণিক)—যোগ্যার্থে বিং, ত্রিং, প্রবাসযোগ্য।

প্রাবীণ্য (প্রবীণ—য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, নৈপুণ্য, দক্ষতা, প্রবীণতা।

প্রাবুবূর্ষু (প্র—আ—বৃ আবরণ করা+সন্—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদনেচ্ছু। ২। পরিধাচ্ছেু।

প্রাবৃট্, প্রাবৃষা (প্রাবৃষ্ প্র—আ—বৃষ্ বর্ষণ হওয়া+০ক্বিপ্) —ধি, আপ্) সং, স্ত্রীং, বর্ষাকাল।

প্রাবৃড়ত্যয় (প্রাবৃট্ বর্ষা—অত্যয় নাশ সং, পুং, শরৎকাল।

প্রাবৃত (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত, বেষ্টিত।

প্রাবৃতি (প্র—আ—বৃ আবরণ করা+তি (ক্তি—ণ) সং, স্ত্রীং, বেড়া। ২। আবরণ।

প্রাবৃষিক (প্রাবৃস্ বর্ষা ইত্যাদি—ইক্(ষ্ণিক) —ভবার্থে। অথবা প্রাবৃষি বর্ষাকাল কৈ শব্দ করা। যাহারা বর্ষাগমে রব করিয়া থাকে) সং, পুং, ময়ূর। ২। বিং, ত্রিং, বর্ষাকালীন।

প্রাবৃষিজ (প্রাবৃষি [প্রাবৃষ শব্দের সপ্তমীর এক বচন] বর্ষাকালে—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মায়) বিং, ত্রিং, বর্ষাকালীন। ২। কদম্ববৃক্ষ।

প্রাবৃষেণ্য (প্রাবৃষ+এন্য—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বর্ষাকালীন। ২। সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। ণ্যা—স্ত্রীং, কপিকচ্ছু, ২। রক্তপুনর্নবা।

প্রাবৃষ্য (প্রাবৃষ্ বর্ষা+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বর্ষাকালীন। ২। সং, ক্লীং, বৈদূর্য্যমণি।

প্রাবেশন (প্র—আবেশন আবেশ, ৭মী—হিং,) শিল্পশালা।

প্রাশন (প্র—অশ্ ভোজন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভোজন, আহার।

প্রাশস্ত্য (প্রশস্ত+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, প্রশস্ততা। ২। বিস্তার।

প্রাশিত (প্রাশন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং,

ভক্ষিত, ভুক্ত, গ্রস্ত। ২। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, ভক্ষন। ৬। পিতৃযজ্ঞ। তর্পণ। শিং—১ "প্রকাশিতং পিতৃতর্পণং।"

প্রাশ্নিক (প্রশ্ন+ইক(ষ্ণিক)—করোত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রশ্নকারী। ২। প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক মীমাংসক। ৩। সং, পুং, সভ্য।

প্রাস (প্র—অস্ ক্ষেপণকরা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ, কুন্ত।

প্রাসক (প্রাস+কণ্ সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, প্রাস। ২। পাশক, অক্ষ।

প্রাসঙ্গ (প্র=আ সনজ্ আসক্ত হওয়া+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, শিক্ষণীয় বৎসাদির স্কন্ধস্থ যুগকাষ্ঠবিশেষ, জোয়াল।

প্রাসঙ্গিক (প্রসঙ্গ+ইক (ষ্ণিক)—উপস্থিতার্থে) বিং, ত্রিং, প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত। ২। প্রসঙ্গক্রমে আগত। ৩। সম্পর্কীয়।

প্রাসঙ্গ্য (প্রসঙ্গ+য(ষ্য)—বহনার্থে) সং, পুং, যুগবাহক বৃষাদি।

প্রাসাদ (প্র—সদ্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ধি, অ=আ। কিম্বা আ পূর্ব্ব—সদ্‌ধাতু) সং, পুং, বৃহৎ অট্টালিকা। ২। ইষ্টকময় দেবালয়।

প্রাসাদকুক্কুট (প্রসাদ রাজাদের অট্টালিকা কুক্কুট কুকড়া) সং, পুং, পারাবত, পায়রা।

প্রাসিক (প্রাস কুন্ত+ইক (ষ্ণিক)—ধারণার্থে) বিং, ত্রিং, প্রাস-অস্ত্রধারী। ২। প্রাসসম্বন্ধীয়।

প্রাস্ত (প্র—ক্ষেপণ করা+তা ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রক্ষিপ্ত। ২। নিরস্ত। ৩। প্রনির্ব্বাসিত।

প্রাস্থানি (প্রস্থান+ইক (ষ্ণিক)—বিহিতার্থে) বিং, ত্রিং, প্রস্থানকালোচিত।

প্রাস্থিক (প্রাস্থ+ইক্ (ষ্ণিক)—পরিমাণার্থে প্রস্থপরিমিত (ধান্তবপনাধার)।

প্রাহ; সং, পুং, নৃত্যবিষয়ক উপদেশ।

প্রাহরিক (প্রহর+ইক (ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, প্রহরসম্বন্ধীয়। ২। প্রহরনিযুক্ত।

প্রাহ্ন (প্র পূর্ব্ব—অহ্ন [অহন্] দিন+অ (ষ)—পুং, য়ং—স (সং, পুং, পূর্ব্বাহ্ন, দিনাদিভাগ।

প্রাহ্নে (প্রাহ্ন+ই—সপ্তমীর একবচন) অং, প্রভাতে, প্রাতঃকালে।

প্রাহ্নতন; বিং, ত্রিং, পূর্ব্বাহ্ন সম্বন্ধীয়।

প্রাহ্নেতরাম্ } (প্রাহ্নে প্রত্যুষ+
প্রাহ্নেতমাম্ } চতরাম্, চতমাম্—প্রং,) অং, এতিশয় পূর্ব্বাহ্নে।

প্রিয় (প্রীতুষ্ট করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, স্বামী। ২। মৃগবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, প্রীতিপাত্র। শিং—১ "ন হি কস্য প্রিয়ঃ কো বা বিপ্রিয়ো বা জগত্ত্রয়ে।" ২। "কালে কার্য্যবশাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেব প্রিয়াপ্রিয়াঃ।" ৩। রম্য। ৪। প্রীতিজনক। শিং—১ "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ।" য়া—স্ত্রীং, ভার্য্যা।

প্রিয়ংবদ } প্রিয় প্রিয়কে—বদ [বদ্ বলা
প্রিয়বাদী } +অ(খ)—ক] যে বলে। ২য় পক্ষে—প্রিয়বাদিন্, প্রিয়—বাদী যে বলে; ২য়া—ষ, অথবা প্রিয়—বদ্ বলা+ইন্ (ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, যে প্রিয়কথা বলে। ২। পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ।

প্রিয়ক (প্রিয়+কণ্—যোগ) সং, পুং, মৃদু উচ্চ মসৃণ ও ঘন লোমবিশিষ্ট মৃগ। ২। কদম্ববৃক্ষ। ৩। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৪। অলি, ভ্রমর। ৫। কুসুম।

প্রিয়কৃত (প্রিয়—কৃ করা+০ (ক্বিপ)—ক) বিং, ত্রিং, প্রিয়কারী। ২। সং, পুং, বিষ্ণু।

প্রিয়ঙ্কর (প্রিয় প্রিয়কে—কর [কৃ করা+অ(খ)—ক] যে করে) বিং, ত্রিং, প্রিয়কারক। শিং,—১ "পিতুঃ প্রিয়ঙ্করো ভর্ত্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্।"

প্রিয়ঙ্গু (প্রিয় অনুগ্ গমন করা+উ(ড়ু)—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ, শ্যামলতা, ফলিনীলতা। ২। পিঁপুল।

প্রিয়জন (প্রিয়—জন) সং, পুং, সুহৃদ্‌লোক। ২। বিং, ত্রিং, প্রৌঢ়ভাবজ্ঞ।

প্রিয়তর } (প্রিয়+তর, তম—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অধিক প্রিয়।
প্রিয়তম }

প্রিয়তা (প্রিয়+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, স্নেহ। ২। প্রেম। [রতিবন্ধবিশেষ।

প্রিয়পোষণ; সং, পুং, ষোড়শবন্ধাতিরিক্ত

প্রিয়ত্ব (প্রিয়+ত্ব—ভা) সং, ক্লীং, প্রেম। ২। স্নেহ। ৩। প্রণয়।

প্রিয়দর্শন (প্রিয়—দর্শন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যাহা দেখিতে সুন্দর সুদৃশ্য। ২। সং, পুং, শুকপক্ষী। ৩। ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

প্রিয়দর্শী; সং, পুং, পি—অদশী, ভারতের একজন বিখ্যাত সম্রাট্। অশোক নামে ইনি সর্ব্বত্র পরিচিত। ইহার অনুশাসনাদিতে পি—অদশী নামই দৃষ্ট হয়।

প্রিয়প্রেপ্সু (প্রিয় ইষ্ট—প্রেপ্সু প্রাপণোৎসুক) বিং, ত্রিং, ইষ্টপ্রাপ্তি বিষয়ে উৎসুক।

প্রিয়ভাষণ (প্রিয়—ভাষণ কথন) সং, ক্লীং, প্রিয়কথা বলা।

প্রিয়মধু (প্রিয়—মধু মদ্য) সং, পুং, বলরাম।

প্রিয়ম্বদ (প্রিয়ম্ প্রিয়কে—বদ [বদ্ বলা+অ(খ)—ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, প্রিয়বাদী। ২। সং, পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ। দা—স্ত্রীং, প্রিয়ভাষিণী। ২। শকুন্তলার সখী। ৩। দ্বাদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রিয়ম্ভবিষ্ণু } (প্রিয়—ভূ হওয়া+ইষ্ণু (খিষ্ণু), উক (খুকঞ্)—পুং, বিং, ত্রিং, সম্প্রতি প্রিয়ভূত।
প্রিয়ম্ভাবুক }

প্রিয়বাদী (প্রিয়বাদিন্, প্রিয়—বদ্ বলা+ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, যে প্রিয় কথা বলে, প্রিয়ভাষী।

প্রিয়ব্রত; সং, পুং, স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র

প্রিয়সখ (প্রিয়—সখি বন্ধু+অ(ষ)—ক) সং, পুং, প্রিয়বন্ধু, পরমমিত্র। ২। খয়ের গাছ। সখী—স্ত্রীং, সহচরী।

প্রিয়সালক; পিয়সালবৃক্ষ।

প্রিয়াল (পৃ প্রীতকরা+আল(কালন)—ক। ঋ—রি। কণ—যোগে প্রিয়ালক শব্দও হয়। ই—দীর্ঘে প্রীয়ালও হয়। অথবা প্রিয়—অল্ ভূষিত করা+অ(ষঞ্)—ক) সং, পুং, পিয়ালবৃক্ষ। লা—স্ত্রীং, দ্রাক্ষা।

প্রিয়োদিত; সং, ক্লীং, চাটুবাক্য।

প্রীণ (প্রীত দেখ, ত(ক্ত)—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, পুরাতন। ২। প্রীত।

প্রীণন (প্রী-ঞি তুষ্ট করা+অন্(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, তর্পণ, তৃপ্তিজনন।

প্রীণস; সং, পুং, গণ্ডক।

প্রীণিত (প্রী-ঞি+ক্ত—র্ম) বিং, ত্রিং, তর্পিত। ২। তোষিত।

প্রীত (প্রী তুষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, তৃপ্ত। ২। সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত।

প্রীতি (প্রী তুষ্ট হওয়া+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, তৃপ্তি। ২। হর্ষ। ৩। সন্তোষ। ৪। প্রেম, অনুরাগ। ৫। কামপত্নীবিশেষ; ইনি জন্মান্তরে অনঙ্গবতী নামে বেশ্যা ছিলেন। বিভূতি দ্বাদশী ব্রত করিয়া মদনের পত্নী হয় শিং—, পত্নী সপত্নী সংজাতা রত্যাঃ প্রীতিরিতি শ্রুতা।" ৬। বিষকুম্ভাদিযোগের মধ্যে দ্বিতীয় যোগ। শিং—১ "অভ্যাসাদভিমানাচ্চ তথা সম্প্রত্যয়াদপি, বিষয়েভ্যশ্চ তত্ত্বজ্ঞাঃ বিদুঃ প্রীতিং চতুর্ব্বিধাং।"

প্রীতিকর; সং ত্রিং, প্রীতিজনক, সন্তোষজনক।

প্রীতিজুষা (প্রীতি কন্দর্পপত্নী—জুষ্ সেবা করা+অ(ক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, উষা, অনিরুদ্ধপত্নী।

প্রীতিদ (প্রীতি—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, পুং, বিদূষক, ভাঁড়। ২। বিং, ত্রিং, যে প্রীতি দান করে।

প্রীতিদত্ত (প্রীতি—দত্ত, ৩য়া—ষ) সং, ক্লীং প্রীতিযোগে দত্তবস্তু। শিং—১ "প্রীত্যা দত্তন্ত যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্রা বা শ্বশুরেণ বা পাদবন্দনিকঞ্চৈব প্রীতিদত্তং তদুচ্যতে।"

প্রীতিভোজ্য (প্রীতি—ভোজ্য, ৩য়া—

বিং, ত্রিং প্রীতিযোগে ভক্ষণীয় (অন্নাদি)। শিং - ১ "অন্নানি প্রীতিভোজ্যানি।"

প্রীতিমান্ (প্রীতিমৎ, প্রীতি+মৎ (মতু) অস্ত্যর্থে) বিং ত্রিং, প্রীতিযুক্ত।

প্রীতিবর্দ্ধন (প্রীতি বৃধ্-ণিচ্=বর্দ্ধি বর্দ্ধিত হওয়া+অন (অনট)—ক) বিং, ত্রিং, সন্তোষবর্দ্ধক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। ৩। (+ অনট্ ভাবে) ক্লীং, সন্তোষ-বৃদ্ধি।

প্রীয়মাণ (প্রী তুষ্ট হওয়া+আন(শান —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, তৃপ্যমান, সন্তুষ্ট।

প্রুষ্ট (প্রুষ্ দগ্ধ, পোড়া, ঝল্‌সান।

প্রাষ (প্রুষ্ট দেখ, ব—স স্বার্থে) সং, পুং, গ্রীষ্মঋতু। ২। সূর্য্য। ষ্বা—স্ত্রীং, জলবিন্দু।

প্রেক্ষক (প্রেক্ষা দেখ, ণক(ণক) বিং, ত্রিং, দর্শক।

প্রেক্ষণ (প্র—ঈক্ষ দর্শন করা—অন(অনট্) —ণ) সং, ক্লীং, চক্ষুঃ। ২। (+অনট্—ভাবে) দর্শন, দেখা।

প্রেক্ষণকূট; সং, পুং, চক্ষুর্গোলক।

প্রেক্ষণীয়) প্রেক্ষণ দেখ, অনীয় —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দ্রষ্টব্য, সম্যক্ দর্শনীয়।

প্রেক্ষা (প্র—ঈক্ষ্ (দেখা + ঙ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি। ২। দর্শন, দৃষ্টি। ৩। পর্য্যালোচনা ৪। নৃত্য বা নৃত্যদর্শন। ৫। শাখা।

প্রেক্ষাগার; সং, ক্লীং, নৃপগণের মন্ত্রণাগার

প্রেক্ষাগৃহ (প্রেক্ষা দর্শন—গৃহ) সং, ক্লীং, দর্শনগৃহ, পর্য্যবেক্ষণিকা, দর্শনার্থে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত উপবেশনবিশেষ, গ্যালারি। ২। নাচঘর।

প্রেক্ষাবান্ (প্রেক্ষাবৎ, প্রেক্ষা+বৎ (বতু) অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিমান্। ২। বিবেচক।

প্রেক্ষিত (প্রেক্ষণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃষ্ট।

প্রেঙ্খৎ প্র—ইন্খ্ গমন করা+অৎ(শতৃ) —ক) বিং, ত্রিং, চলৎ। ২। স্ফুরৎ।

প্রেঙ্খন
প্রেঙ্খোলন } (প্রেঙ্খা দেখ, অন(অনট্) —ভা। প্রেঙ্খোল্ চপল হওয়া+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দোলন, চলন। ২। বীররসপ্রধান একাঙ্কাঙ্গ রূপকবিশেষ। ইহার নায়ক নীচশ্রেণীর ব্যক্তিবিশেষ।

প্রেঙ্খা (প্র—ইন্খ্ গমন করা+অ—ণ) সং, স্ত্রীং, দোলা। ২। (+অ—ভাবে) আন্দোলন। ৩। চলন। ৪। প্রেঙ্খন। ৫। পর্য্যটন ৬। অশ্বগতি। ৭। গতি। ৮। (+অ—ধি) গৃহবিশেষ।

প্রেঙ্খিত
প্রেঙ্খোলিত } (প্রেঙ্খা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম। প্রেঙ্খোল্ চপল হওয়া + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দোলিত। ২। চালিত। ৩। কম্পিত।

প্রেত (প্র-ইত[ই গমন করা+ত(ক্ত)—ক] গত। যাহাদের দেহ লয় হইয়াছে বা যাহারা চলিয়া গিয়াছে সেই আতিবাহিক দেহধারী আত্মাদেরই প্রেত বা ভূত বলে) সং, পুং, নরকস্থ প্রাণী; যথাবহিত ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন না হইলে এই প্রেতত্ব ঘটে। ২। পিশাচ। ৩। মৃতব্যক্তির আত্মা। ৪। বিং, ত্রিং, মৃত। তা—স্ত্রীং, বৈতরণী নদী।

প্রেতকার্য্য
প্রেতকৃত্য
প্রেতকর্ম্মন্ } (প্রেত—কার্য্য, কর্ম্মন্ কৃত্য=ক্রিয়া, ৬ষ্ঠী ষ) সং, ক্লীং, মৃতের কার্য্য দাহন সপিণ্ডীকরণাদি। শিং- ১ "অকৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্য ধনহারকঃ।

প্রেতগৃহ
প্রেতবন } (প্রেত—গৃহ, বন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, শ্মশান, শবদাহস্থান।

প্রেতদেহ; সং, পুং,—ক্লীং, প্রেতশরীর। শিং —১ "প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে। (স্মৃতি)।

প্রেতনদী (প্রেত—নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বৈতরণী নদী।

প্রেতপক্ষ; সং, পুং, গৌণচান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ শিং—১ "অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা পুনঃ।"

প্রেতপটহ (প্রেত মৃত—পটহ ঢাক,) সং, পুং, মৃত্যুকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ।

প্রেতপতি, প্রেতরাজ (প্রেত—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, যম।

প্রেতরাক্ষসী (সং স্ত্রীং) তুলসী। যেখানে পরম পবিত্র তুলসীপত্র থাকে, সেখানে প্রেত যাইতে পারে না।

প্রেতপিণ্ড; সং, পুং, মরণাবধি সপিণ্ড-করণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড।

প্রেতপুর; সং, ক্লীং, যমালয়। শিং—১ "যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ। তাবৎ শ্রাদ্ধস্য কালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেতপুরং তদা। (স্মৃতি)।

প্রেতরাক্ষসী; সং,স্ত্রীং,(দর্শনমাত্র প্রেতগণ ভয়ে পলায়ন করে বলিয়া) তুলসী।

প্রেতরাজ; সং, পুং, যম।

প্রেতলোক; সং, পুং, যমলোক। শিং—১ "প্রেতলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।"

প্রেতবন; সং, ক্লীং, শ্মশান।

প্রেতবাহিত (প্রেত পিশাচ—বাহিত প্রাপিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভূতাবিষ্ট, যাহাকে ভূতে পাইয়াছে।

প্রেতশিলা, সং, স্ত্রীং, পিণ্ডদানার্থ গয়াস্থিত প্রস্তরবিশেষ। শিং—১ "যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াম্ সা ত্রিধা স্থিতা।"

প্রেতশৌচ; সং, ক্লীং, মৃত ব্যক্তির সংস্কারাদি।

প্রেতশ্রাদ্ধ, সং, ক্লীং, প্রেতোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধ।

প্রেত্য (প্র—ই গমন করা+য(যপ্)—ভা) অং, লোকান্তরে, পরলোকে।

প্রেত্যজাতি—স্ত্রীং, প্রেত্যভাত—পুং সং, মরণোত্তর জন্ম, পুনর্জ্জন্ম।

প্রেত্বা (প্রেত্বন্, প্র—ই গমন করা+বন (ক্বনিপ্—ক) সং, পুং, ইন্দ্র। ২। বায়ু।

প্রেপ্সু (প্রেপ্স্[প্র—আপ্ পাওয়া+সন্—ইচ্ছার্থে] পাইতে ইচ্ছা করা+উ+ক) বিং, ত্রিং, পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম (প্রেমম্, প্রিয়+ইমন্—ভাবে, প্রিয়=প্র) সং, পুং,—ক্লীং, অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি। শিং—১ "যন্তাববন্ধং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।" ২। স্নেহ। ৩। পরিহাস। ৪। পুং, ইন্দ্র। ৫। বায়ু।

প্রেমপাতন (প্রেম প্রণয়—পাতন) সং, ক্লীং, অশ্রুবিসর্জ্জন, রোদন।

প্রেমভক্তি; সং, স্ত্রীং, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহযুক্তা ভক্তি। শিং—১ "প্রেমভক্তেস্তু মাহাত্ম্যং ভক্তের্মাহাত্ম্যাতঃ পরম্"

প্রেমালিঙ্গন; সং, ক্লীং, স্নেহভরে আলিঙ্গন। ২। নায়ক নায়িকার আলিঙ্গনবিশেষ।

প্রেমী (প্রেমিন্, প্রেমন্+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রণয়ী, অনুরক্ত। ২। স্নেহবিশিষ্ট।

প্রেয়ান্ (প্রেয়স্, প্রিয়+ঈয়সু—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, প্রিয়তম য়সী—স্ত্রীং, প্রিয়তমা। [—ক) বিং, ত্রিং, প্রয়োজক।

প্রেরক (প্র—ঈর্ প্রেরণ করা+অক(ণক)

প্রেরণ, প্রেষণ (প্র—ঈর্ প্রেরণ করা, ইষ [ইচ্ছা করা] প্রেরণ করা+অন (অনট) —ভা) সং, ক্লীং, ণা—স্ত্রীং, পাঠান। অবজ্ঞাকরণ। ৩। নিয়োগ।

প্রেরিত, প্রেষিত (প্র—ঈর্ ণি=এরি, ইষ-ণি=এষি+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট নিয়োজিত। ২। যাহাকে পাঠান হইয়াছে। শিং—১ "নপুংসকমিতি জ্ঞাত্বা প্রিয়ায়ৈ প্রেরিতং মনঃ।" ৩। বিসর্জ্জিত।

প্রেত্বা (প্রেত্বন্. প্র—ঈর্ গমন করা+বন+স স্বার্থে। ৎ—আগম) সং, পুং, সমুদ্র। ত্বরী—স্ত্রীং, নদী।

প্রেষ, প্রৈষ (প্র—ইষ্ [গমন করা] প্রেরণ করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, প্রেরণ। ২। পীড়া, ক্লেশ।

প্রেষ্ঠ (প্রিয়+ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, প্রিয়তম, অতিপ্রিয়। শিং—১ "দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাধূতাঃ শুভাঃ।" ষ্ঠা—স্ত্রীং, প্রিয়তমা। ২। জঙ্ঘা।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য (প্র—ইষ্ [গমন করা] প্রেরণ করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, পুং, দাস, ভৃত্য। ২। দূত। ৩। বিং, ত্রিং, প্রেরণীয়। ষ্যা—স্ত্রীং, দাসী। ২। জঙ্ঘা।

প্রোক্ত (প্র—প্রকর্ষ—ক্ত উক্ত [বচ্+প্রক্ত—র্ম্ম] কথিত) বিং, ত্রিং, প্রকৃষ্টরূপে কথিত। ২। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, কথন। শিং—১ "অম্বরীশ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।" ৩। পাণিনি ঋষি বৈদিক শাস্ত্র সমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, দৃষ্ট ও প্রোক্ত। সামবেদাদি যে সমস্ত শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রণীত সুতরাং অতীব প্রাচীন বলিয়া জানিতেন তাহার নাম দৃষ্ট। আর ব্রাহ্মণ কল্পসূত্রাদি যে সমস্ত শাস্ত্র সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না তাহাই প্রোক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রোক্ষণ (প্র—উক্ষ্ সেচন করা+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, জলসেচন। ২। যজ্ঞাদিতে পশুবন্ধ। ৩। হত্যা, বধ।

প্রোক্ষিত (প্রোক্ষণ দেখ, ত (ক্ত) কর্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিষিক্ত। ২। সিক্ত। ৩। হত। ৪। যজ্ঞাদিতে হত। ৫। যজ্ঞে সংস্কৃত। ৬। যজ্ঞার্থ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত (মাংসাদি)। শিং—১ "ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং (মাংসম্।" ২ "আরাণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্ব্বশো মৃগাঃ।"

প্রোজ্জাসন (প্র—উৎজস্-ণিচ=জাসি বধ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হত্যা, বধ।

প্রোজ্ঝিত (প্র—উদ্ঝ্ ত্যাগ করা+ত (ক্ত)র্ম্ম (—বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। শিং—১ "ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্।"

প্রোঞ্ছন (প্র—উনছ্ খুটিয়া লওয়া+অন ভা) সং, ক্লীং, মার্জ্জন, পোঁছন, মোছা। শিং,—১ "প্রোঞ্ছনৈবামপাদেন দরিদ্রো ভবতি ধ্রুবম্।"

প্রোষ্ঠ ; সং, পুং, নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদান। শিং—১ "স্যাদাচমনকঃ প্রোষ্ঠঃ কটকোলপতৎগ্রহঃ।"

প্রোত (প্র—বে সেলাই করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্যূত, সেলাই করা। ২। গুম্ফিত। ৩। গ্রথিত, বদ্ধ। ৪। খচিত। ৫। অন্তর্বিদ্ধ। ৬। ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা। ৭। সং, ক্লীং, বস্ত্র।

প্রোতোৎসাদন (প্রোত বস্ত্র—উৎ উপরি—সাদন গৃহ) সং, ক্লীং, বস্ত্রকুট্টিম। ২। আতপত্র, ছত্র।

প্রোৎফুল্ল (প্র—উৎ—ফুল্ল্ বিকসিত হওয়া +অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিকসিত। ২। প্রস্ফুটিত। শিং—১ "প্রোৎফুল্লপঙ্কজরজঃসুরভীকৃতাঙ্গাঃ।"

প্রোৎসাহ (প্র অধিক—উৎসাহ সং, পুং, সাতিশয় যত্ন, অধ্যবসায়। ২। উত্তেজনা।

প্রোৎসাহিত (প্রোৎসাহ+ইত—সংজ্ঞার্থে) বিং, ত্রিং, উৎসাহযুক্ত। ২। (প্র—উৎ—সহ্ ণিচ=সাহি+ত (ক্ত) র্ম্ম) উত্তেজিত। ৩। প্রবর্ত্তিত।

প্রোথ (প্র গমন করা+থ(থন্) ক) সং, পুং,—ক্লীং, অশ্বনাসিকার অগ্র। ২। পুং, কটিদেশ। ৩। শাড়ী। ৪। ভ্রূণ, গর্ভস্থ জীব। ৫। বিং, ত্রিং, ভ্রমণকারী। ৬।

প্রোথিত (প্রোথ্ পর্য্যাপ্ত হওয়া+ত(ক্ত) র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা।

প্রোদ্ভিন্ন (প্র—উদ্ভিন্ন) বিং, ত্রিং, সম্যক্ উদ্ভূত।

প্রোল্লিখিৎ (প্র—উৎ—লিখ্ লেখা+অৎ (শতৃ)—প্র) বিং, ত্রিং, নখাদি দ্বারা চিহ্নকারক। ২। উল্লেখকারক।

প্রোষ (প্রষ্ বা প্র—উষ্ দগ্ধ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, সন্তাপ, ক্লেশ। ২। দহন।

প্রোষিত (প্র—বস্ প্রবাস করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিদেশস্থ। শিং—১ "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।" ২। নিবৃত্ত। ৩। আগত।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা (প্রোষিত—ভর্ত্তা স্বামী, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, যে নায়িকার স্বামী কোন কারণবশতঃ দূরদেশস্থ হয় তাহার অসঙ্গমজন্য দুঃখেতে কাতরা যে নারী।

প্রোষ্ঠ (প্র—ওষ্ঠ) সং, পুং, গো।

প্রোষ্ঠপদ (প্রোষ্ঠপদী প্রোষ্ঠপদা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা+অ(ষ্ণ) = তদ্যুক্তকালার্থে) সং, পুং, ভাদ্রমাস। ২। (প্রোষ্ঠ গো—পদ পা। যাহার গরুর ন্যায় পা, ৬ষ্ঠী—হিং) দা—স্ত্রীং, পূর্ব্ব উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। দী—স্ত্রীং, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা।

প্রোষ্ঠী (প্র-উষ্ দাহকরা+ঠ—সং-জ্ঞার্থে। পিত্তকর বলিয়া যে প্রকৃষ্টরূপে দাহ করে) সং, স্ত্রীং, শফরী পুঁটিমাছ।

প্রোহ (প্র—বহ্ বহন করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, হস্তীর পদ। ২। হস্তীর পাদগ্রন্থি। ৩। পর্ব্ব। ৪। (উহ্ তর্ককরা+ক—ভা) তর্ক। ৫। (+অ(ক)—ক) বিং, ত্রিং, পটু, দক্ষ, নিপুণ। ৬। তার্কিক।

প্রৌঢ় (প্র—বহ্ [বহন করা] প্রবৃদ্ধ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবৃদ্ধ। ২। প্রবীণ। ৩। প্রচুর। ৪। প্রগল্‌ভ। ৫। যথাবিধি বিবাহিত। ৬। দক্ষ, নিপুণ। ৭। যৌবনের পর বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা। ৮। যুবা। ঢ়া—স্ত্রীং, ৩০ অবধি ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত নায়িকা। শিং-১ "আষোড়শী ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা। পঞ্চপঞ্চাশতা প্রৌঢ়া ভবেদ্বৃদ্ধা ততঃপরম্।"

প্রৌঢ়ি (প্রৌঢ় দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ঔৎসুক্য। ২। অধ্যবসায়। ৩। উৎসাহ। ৪। সামর্থ্য। ৫। উদ্যম। ৬। উন্নতি। ৭। প্রতিভা।

প্রৌণ; বিং, ত্রিং, নিপুণ।

প্রৌষ্ঠপদ (প্রোষ্ঠপদা+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, পুং, ভাদ্রমাস। দী—স্ত্রীং, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা।

প্রৌষ্ঠিক; বিং, ত্রিং, উত্তম ওষ্ঠযুক্ত।

প্লক্ষ (প্লুষ্ দাহ করা+স—প্রং, উ=অ। অথবা প্লক্ষ্ ভক্ষণ করা—অ(অল্)—র্ম্ম) পুং, অশ্বত্থ বৃক্ষ। ২। পাকুড় গাছ। ৩। (প্লক্ষ্+অ) সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটি দ্বীপ। ৪। খিড়কীদ্বার।

প্লক্ষতীর্থ (ক্লীং) হরিবংশে বর্ণিততীর্থ বিশেষ।

প্লক্ষজাতা; সং, স্ত্রীং সরস্বতী নদী।

প্লক্ষতীর্থ; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

প্লক্ষপ্রস্রবণ; সং, ক্লীং, সরস্বতী নদীর উৎপত্তি স্থান।

প্লব (প্লু লাফিয়া লাফিয়া যাওয়া, জলে ভাসিয়া যাওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, লাফিয়া লাফিয়া চলন। ২। সন্তরণ। ৩। (+অল্—ণ) ভেলা। ৪। (+অল্—ধি) ক্রমনিম্নভূমি। ৫। ভেক। (+অন্—ক) ৬। কপি। ৭। মেষ। ৮। চণ্ডাল। ৯। মাছধরা পলো। ১০। প্লক্ষবৃক্ষ। ১১। শব্দ। ১২। জলচরাদি পক্ষী। শিং—১ "সারসহংসবলাকা শ্চক্রক্রৌঞ্চাদয়ো জলে প্লবনাৎ প্লবসংজ্ঞাঃ কথিতাঃ।" ১৩। গন্ধতৃণবিশেষ।

প্লবক (প্লব+কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, নর্ত্তক ২। প্লুতগতিবিশিষ্ট। ৩। সং, পুং, চণ্ডাল। ৪। ভেক।

প্লবকুম্ভ; সং, পুং, সন্তরণকলস।

প্লবগ
প্লবঙ্গ
প্লবঙ্গম
} (প্লব লম্ফন—গ [গম্ গমন করা+অ(ড) ক], গম [গম্ গমন করা+অ(খ)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, বানর। ২। ভেক। ৩। হরিণ। ৪। অরুণ। ৫। সূর্য্যসারথি।৬। বিং, ত্রিং, প্লুতগতিযুক্ত।

প্লবগতি (প্লব লম্ফন—গতি গমন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভেক, যে লাফিয়া লাফিয়া চলে।

প্লবন (প্লব দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং,

ক্লীং, লম্ফন। ২। সন্তরণ। ৩। গমন। প্লাবন। ৫। (+ অনট্—র্ম্ম) পুং, ক্রম-নিম্নভূমি। শিং—১ "প্রাক্‌ গুদপ্লাবনাং ভূমিং কারয়েৎ যত্নতো নরঃ।"

প্লবমান (প্লব দেখ, আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, ভাসমান, ভাসিয়া যাওয়া।

প্লাবন (প্লু-ণিচ্=প্লাবি + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অভিষেক, সেক। ২। জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ভাসিয়া যাওয়া, বন্যা। শিং—১ "প্লাবনার্থং নরশ্রেষ্ঠ পুণ্যেন সলিলেন চ।"

প্লাবিত (প্লাবন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জলাদিদ্বারা ব্যাপ্ত, যাহা জলে মগ্ন হইয়াছে, যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে ২। সিক্ত।

প্লিহা, প্লীহা—পুং প্লাহা—স্ত্রীং (প্লিহন্, প্লাহন্, প্লীহ্ [গমনকরা] বৃদ্ধিপাওয়া + অন(কনিন্)—ক। যে অন্তরে বৃদ্ধি পায়) সং, পিলা। শিং—১ "রক্তবাহি-শিরামূলো প্লীহা খ্যাতো মহর্ষিভিঃ।"

প্লীহারি, সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ ২। প্লীহা নাশক বটিকা বিশেষ।

প্লীহঘ্ন (প্লীহা—হন্ নষ্ট করা + অঅ (টক্)—ক) সং, পুং, প্লীহানাশক বৃক্ষ বিশেষ।

প্লীহারি; সং পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।

প্লীহোদর; সং, ক্লীং, উদররোগবিশেষ।

প্লুক্ষি (প্লুষ্ দগ্ধ করা + কিস্—ক) সং, পুং, বহ্নি। ২। স্নেহ। ৩।) + কিস্—ভা) গৃহদাহ।

প্লুত (প্লব দেখ, ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, লম্ফ। ২। অশ্বের গতি বিশেষ। ৩। (+ ক্ত—ক) পুং, তিনটী অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময়ের আবশ্যকতা করে তাহাকে প্লুত বা ত্রিমাত্রকাল বলে, তৃতীয় স্বর, ত্রিমাত্রস্বর। শিং—১ "দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।"

প্লুতি (প্লব দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং লাফিয়া যাওয়া। ২। জলপ্লাবন।

প্লুষ্ট (প্লুষ্ দাহ করা + ত (ক্ত)—ক, র্ম্ম বিং, ত্রিং, প্লুষ্ট, দগ্ধ, ঝল্‌সান।

প্লোষ (প্লুষ্ট দেখ, অ (অল্)—ভা) সং, পু দহন, পোড়ান। [ত্রিং, ভক্ষিত

প্সাত (প্সা ভক্ষণ করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বি

প্সান (প্সাত দেখ, অন (অনট্)—ভা সং, ক্লীং, ভক্ষণ, ভোজন।





; ব্যঞ্জনের দ্বাবিংশবর্ণ ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ২ (ফল্ ফল ধরা + অ(ড)— সং, পুং, যজ্ঞ সাধন বিশেষ ৩। (ফক্ বিফল হওয়া + ড — ভা) ক্লী রূক্ষোক্তি। ৪। নিষ্ফলবাক্য। ৫। ফু কার। ৬। (স্ফায় প্রবল হওয়া + অ(—ক) পুং, ঝঞ্ঝাবাত ৭। (+ ড — ভা স্ফীতি। ৮। সংজ্ঞাবিশেষ, ব্যঞ্জনবর্ণ বর্ণাভাব।

ফকা (দেশজ) ঠকা, অকৃতকার্য্য হওয়া

ফকীর (আরবী ফকর শব্দে দরিদ্র তাহাই আছে যাহার। মুসলমান ভি সম্প্রদায়। সং, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক। ২ দরিদ্র, নির্ধন।

ফক্কিকা (ফক্ ফাঁকি দেওয়া + ই কিকন্)—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং কূটপ্র ফাঁকি। ২। তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পূর্ব্বপক্ষ। শিং— "ফণি-ভাবিতভাষ্যফক্কিকা"

ফগুন; সং, পুং, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশে

ফঞ্জি-ঞ্জী; সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, বামনহাটি

ফট্ (স্ফুট্ ভেদ করা + ০(ক্বিপ্)—ক অং, মন্ত্রাংশ-বিশেষ; শান্তিকুণ্ডক্ষাল অর্ঘ্যপাত্রক্ষালন, অর্ঘ্যজলে পূজোপক অভ্যুক্ষণ, অন্তরীক্ষ বিঘ্নোৎসারণ, ক

শোধন প্রভৃতি কার্য্যে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ২। অব্যক্ত শব্দ। ৩। যোগ-বিশেষ।

ফট (স্ফুট্ বিকসিত হওয়া, ভেদ করা + অ (অন্)—ক নিপাতন) সং, পুং,—স্ত্রীং, সর্পের ফণা। টা—পু' স্ত্রীং, দম্ভ। ২। ধূর্ত্ত। ৩। প্রতারণা, শাঠ্য।

ফট্‌কিরী (স্ফটিকারী শব্দজ) সং, বণিক্-দ্রব্যবিশেষ।

ফটোগ্রাফি (ইংরেজী) চিত্রবিদ্যা-বিশেষ। আজকাল এই চিত্রবিদ্যার প্রভাবে মানুষ পশু পক্ষী অট্টালিকা প্রভৃতির প্রতিকৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারে।

ফড়িঙ্গা ; সং, স্ত্রীং, ঝিল্লিকা। ২ পতঙ্গ।

ফণ (ফণ্ গমন করা + অ (অন্)—ক) সং, পুং, ণা— স্ত্রীং, সর্পের বিস্তারিত মস্তক।

ফণকর, ফণধর, ফণভৃৎ }
ফণাকর, ফণাধর, ফণাভৃৎ } (ফণ, ফণা —কর যে করে। —ধর [ধৃ ধারণ করা + অ (অন্)—ক] যে ধরে। —ভৃৎ [ভৃ ধারণ করা + ০ (ক্বিপ্)—ক] যে ধারণ করে, ২য়া—ষ) সং পুং, সর্প, ভুজঙ্গ।

ফণবান্
ফণাবান্
ফণী } (ফণবৎ, ফণাবৎ, ফণিন্, ফণ, ফণা + বৎ (বতু), ইন্ —অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সর্প, ফণাধর।

ফণিকেসর ; সং, পুং, নাগকেশর।

ফণিখেল; সং, পুং, ভারুই পক্ষী।

ফণিচক্র ; সং, ক্লীং, বিবাহাদি কার্য্যে শুভাশুভসূচক সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঘটিত সর্পাকার নাড়ীচক্র।

ফণিজা (ফণি সর্প—জ [জন্ জন্মান + অ (ড)—ক] যে জন্মে আপ্) সং, স্ত্রীং, ফণি মনসাবৃক্ষ।

ফণিজিহ্বা ; সং, স্ত্রীং মহাশতাবরী।

ফণিজ্ঝক (ফণি সর্প—উদ্ঝ্ ত্যাগ করা অক (ণক) —ক। স্বামী বলেন ইহার পত্র পুষ্প ফণাভ বলিয়া ফণিজ্ঝক) সং, পুং, জাম্বীর, লেবু। ২। তুলসীবিশেষ।

ফণিতল্পগ (ফণিতল্প—গম্ গমন করা + অ (ড)—ক) সং, পুং, (অনন্তশয্যায় শয়ান) বিষ্ণু।

ফণিপ্রিয় (ফণিন্ সর্প—প্রিয়, ষষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বায়ু, অনিল।

ফণিফেন ; সং, পুং, অহিফেন আফিং।

ফণিভুক্ (—ভুজ্, ফণি—ভুজ্ ভোজন করা + ০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, গরুড়।

ফণিমুখ (ফণি—মুখ, ৬ষ্ঠী—িং) সং, ক্লীং, চৌর্য্যসাধনোপযোগী মৃত্তিকা ক্ষেপণার্থ সর্পমুখাকার যন্ত্রবিশেষ, সিঁদকাটি।

ফণীন্দ্র (ফণিন্ সর্প—ইন্দ্র, শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, সর্পরাজ, অনন্তদেব, বাসুকি।

ফণীশ্বর (ফণিন্ সর্প—ঈশ্বর স্বামী, ৬ষ্ঠী—স) সং, পুং, সর্পরাজ, অনন্তদেব।

ফণ্ড (ফন্ গমন করা + ড—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, জঠর, উদর।

ফণোগ্রাফ (ইংরাজী) ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ।

ফতুয়া (আরবী) মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। ২। মহম্মদীয় বিচারের ফয়সালা। ৩। অঙ্গরক্ষিণীবিশেষ।

ফতুর (আরবী) বিং, নির্ধন, দরিদ্র।

ফতে (আরবী) জয়।

ফৎকারী (—কারিন্, ফৎ অনুকরণ শব্দ —কারী যে করে) সং, পুং, পক্ষী।

ফন্দ, ফন্দী (আরবী ফন্দ্ শব্দের অপভ্রংশ) চাতুর্য্য, ফাঁদ ; যথা—

"বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ,
কাঁদিনু ভালয়ে হইল মন্দ।"

ফয়দা, ফায়দা (আরবী) লাভ। ২। উপকার। ৩। আবশ্যকতা।

ফয়সালা (আরবী) সং, বিচারফল, মোক-দ্দমার নিষ্পত্তিপত্র।

ফর (ফল দেখ, র = ল) সং, ক্লীং, ফলক, ঢাল।

ফরমাচ (পারস্য=ফরমায়েস্, ফরমুদন আজ্ঞা করা) আজ্ঞা।

ফরমান (পারস্য) হুকুম। ২। রাজাজ্ঞা।

ফরমাবরদার (পারস্য) আজ্ঞানুবর্ত্তী, দাস।

ফরসা (দেশজ) বিং, নির্ম্মল।

ফরাস (আরবী) যে ভৃত্য বিছানাদি বিছায়।

ফরীয়াদী (পারস্য) বাদী, অভিযোক্তা।

ফরুবক ; সং, ক্লীং, পূগপাত্র।

ফরেব (পারস্য, ফরকতন্ বা ফরেবীদন ধাতুজ) বঞ্চনা, ছলনা, ঠকান।

ফর্দ্দ (আরবী) তালিকা। ২। টুকরা, কাগজের টুকরা।

ফর্ফর (স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া+অ(অন্) —ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত চঞ্চল। শিং—১ "গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে। (উদ্ভট)।

ফর্ফরীক (স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া+ঈক (ঈকন্)—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, চপেট, চাপড়। ২। ক্লীং, নবপল্লব। ৩। মৃদুত্ব। কা—স্ত্রীং, পাদুকা।

ফর্ব্বর (ফর্ব্+অর(অবন্—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, পূরক।

ফল (ফল নিষ্পন্ন হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, বৃক্ষলতাদি জাত শস্য। ২। উৎপন্ন বস্তু। ৩। লাভ। ৪। নিষ্পত্তি। ৫। কার্য্যসিদ্ধি। ৬। ধন। ৭। প্রয়োজন। ৮। স্বর্গাদিসুখ। ৯। সুখ। ১০। দুঃখ। ১১। ফলক, তক্তা, পাটা। ১২। ঢাল। ১৩। খড়্গাদির পাতা। ১৪। বাণের অগ্রলৌহ। ১৫। কলা। ১৬। ফাল। ১৭। উত্তর। ১৮। ত্রিফলা। ১৯। মুষ্ক

ফলক (ফল দেখ, কণ—স্বার্থে) সং, পুং, — ক্লীং, ঢাল ; যথা—"আস্ফালি ফলকপুঞ্জে।" ২। অস্ত্রের ফলা। ৩। পুং, কপালের অস্থি, যথা—"অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন।" ৪। কাষ্ঠাদিপট্ট। ৬। তক্তা, পাটা। শিং—১ "পাণ্ডুলেখ্যেন (লেখেন) ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ। ঊনাধিকং (ন্যূনাধিকং) তু সংশোধ্যং (সংশোধ্য) পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ।" ৭। ধোপার পাট। শিং—১ "শাল্মলে ফলকে শ্লক্ষ্ণে নির্ণ্যাজ্যাদ্বাসাংসি নেজকঃ।" ৭। নাগকেশর।

ফলকক্ষ ; সং, পুং, যজ্ঞবিশেষ।

ফলকণ্টক (ফল—কণ্টক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কণ্টকিফলবৃক্ষ।

ফলকপাণি (ফলক—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ফলকধারী, ঢালী।

ফলকযন্ত্র ; সং, ক্লীং, যন্ত্রবিশেষ।

ফলকাম (ফল—কম্ ণিচ্=কামি বাঞ্ছা করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিহিত কর্ম্মের ফল কামনাযুক্ত। শিং—১ ধর্ম্মবাণিজিকা মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ।"

ফলকী (ফলকিন্, ফলক+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ঢালী। ২। সং, পুং, ফলুই মাছ।

ফলকৃষ্ণ, সং, পুং, পানীয়ামলক। ২। বিং, ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণ ফলযুক্ত।

ফলকেশর (ফল—কেশর, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ।

ফলকোষক ; সং, পুং, মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

ফলগ্রহি (ফল—গ্রহ্ গ্রহণ করা+ই—ক) সং, পুং, উচিতকালে ফলধরবৃক্ষ।

ফলগ্রাহী (ফলগ্রাহিন্, ফল—গ্রহ্ গ্রহণ করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, বৃক্ষ। ২ বিং, ত্রিং, ফলগ্রহণকর্ত্তা।

ফলচোরক ; সং, পুং, চোরনামক গন্ধ দ্রব্য।

ফলতঃ (ফল+তস্—প্রং) অং, ক্রিং—বিং, বস্তুতঃ, বাস্তবিক, অর্থাৎ।

ফলত্রয় } (ফল—ত্রয় তিন এবং ত্রিক
ফলত্রিক } তিনগুণ) সং, ক্লীং, ত্রিফলা, শুণ্ঠ পিঁপুল মরিচ।

ফলদ (ফল—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, পুং, বৃক্ষ। ২ বিং, ত্রিং, ফলদাতা।

ফলন (ফল্—অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রসবন। ২। পানীয়ামলক।

ফলপাক (ফল—পাক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, করমর্দ্দক। ২। পানীয়ামলক।

ফলপাকান্তা (ফল—পাক পক্বতা—অন্ত শেষ) সং, স্ত্রীং, ফল পক্ব হইলে যে সকল বৃক্ষলতাদি শুষ্ক হয়, ওষধি। শিং—১ "ঔষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ।"

ফলপাকী (—পাকিন্, ফলপাক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ।

ফলপুচ্ছ; সং, পুং, বরণ্ডালু।

ফলপুষ্পা (ফল—পুষ্প, যাহার ফল পুষ্পের ন্যায়, ৬ষ্ঠী—হিং, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পিণ্ডখর্জ্জুর।

ফলপুর (ফল—পুর্ পরিপূর্ণ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, বীজপুর, দাড়িম্ব।

ফলপ্রদ (ফল—প্রদ যে দান করে, ২য়া—য) বিং, ত্রিং, যে ফল দান করে। শিং—১ "ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ।" (ভাগবত)।

ফলবন্ধ্য (ফল—বন্ধ্য, ৭মী—য) সং, পুং, ফলশূন্যবৃক্ষ।

ফলভূমি (ফল [কর্ম্মের] ফল—ভূমি স্থান) সং, স্ত্রীং, কর্ম্মের ফলভোগস্থান। শিং—১ "বর্ষাণি কর্ম্মভূম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ।"

ফলভোগ (ফল—ভোগ, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, সুখদুঃখাদির অনুভব।

ফলমুদ্গরিকা; সং, স্ত্রীং, পিণ্ডখর্জ্জুর।

ফলবান্ (ফল—বতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ফলযুক্ত।

ফলবৃক্ষক; সং, পুং, কাঁটালগাছ।

ফলশালী (ফলশালিন্, ফল—শাল্ শোভা পাওয়া+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ফলযুক্ত।

ফলশৈশির সং, পুং, বদরবৃক্ষ।

ফলশ্রুতি (ফল [কর্ম্মের ফল] ফল—শ্রুতি শ্রবণ) সং, স্ত্রীং, কর্ম্মের ফলশ্রবণ। শিং—১ "ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।

ফলশ্রেষ্ঠ (ফল—শ্রেষ্ঠ, ৩য়া—য) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

ফলহারী (ফলহারিন্, ফল—হৃ হরণ করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ফলহারক। ২। স্ত্রীং, কালিকাদেবীবিশেষ। জ্যৈষ্ঠমাসীয় অমাবস্যা তিথিতে লক্ষ ফলদ্বারা ইঁহার অর্চ্চনার বিধি আছে।

ফলাদান, ফলাশন (ফল—অদন, অশন=ভক্ষণীয়, যে ভক্ষণ করে) সং, পুং, শুকপক্ষী। ২। বিং, ত্রিং, ফলভক্ষক।

ফলানা (আরবী) অমুক।

ফলান্ত (ফল—অন্ত শেষ) সং, পুং, বংশ, বাঁশ।

ফলার (ফলাহার শব্দজ) সং, ফলাদি ভোজন।

ফলাসঙ্গ; সং, পুং, ফলবিষয়ে আসক্তি।

ফলিনী (ফল+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, প্রিয়ঙ্গুলতা।

ফলী (ফল্+অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, প্রিয়ঙ্গুলতা। ২। ফলুইমাছ।

ফলী, ফলিন, ফলিত (ফল—ইন্—অস্ত্যর্থে। ইনন্, ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, ফলযুক্ত। ২। সফল।

ফলেগ্রহি, ফলেগ্রাহি (ফল—গ্রহ্ গ্রহণ করা+ই, ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ফলগ্রহণকারী। ২। সফল, অবন্ধ্য। শিং—১ "ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।"

ফলোত্তমা; সং, স্ত্রীং, দ্রাক্ষাবিশেষ।

ফলোৎপত্তি (ফল—উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

ফলোদয় (ফল—উদয়) সং, পুং, ফলোৎপত্তি। ২। লাভ ৩। স্বর্গ। ৪। আনন্দ।

ফলোপধারক, ফলোপধায়ী (ফলোপধায়িন্, ফল—উপ—ধা ধারণ করা+অক (ণক), ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, ফলজনক।

ফল্গু (ফল্ ফলধারণ করা—গু(গুক্)—ক)

সং, স্ত্রীং, গয়াতীর্থস্থ নদীবিশেষ। ২। পুং, বৃথা বাক্য। ৩। লোহিতবর্ণ চূর্ণ, অবীর, ফাগু। ৪। বসন্তকাল। ৫। বিং, ত্রিং, তুচ্ছ, অসার। ৬ মনোহর।

ফল্গুদা; সং, স্ত্রীং, ফল্গুনদী। শিং—১ "নদী চ ফল্গুদা নাম পিতৃণাং স্বর্গদায়িনী।

ফল্গু (ফল্গুনী+ষ্ণ সং, পুং, অর্জ্জুন। ২। (ফল্গুনী ফল্গুনীনক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা+অ— তদ্যুক্তমাসার্থে। অথবা ফল্গু আবিরচূর্ণ —নী লওয়া+অ ড)—ক) ফাল্গুনমাস। তী—স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ। শিং—১ "উত্তরাভ্যাং ফল্গুনীভ্যাং নক্ষত্রাভ্যামহং দিবা। জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ।

ফল্গুনাল (ফল্গুন—অল তুল্য) সং, পুং, ফাল্গুনমাস।

ফল্গূৎসব (ফল্গু—উৎসব) সং, পুং, দোলযাত্রা, হোলিকা উৎসব। শিং—১ "গোবিন্দানুগৃহীতস্থ যাত্রাঙ্গং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্। ফল্গুৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র হা ণ বা।"

ফল্য (ফল—য হিতার্থে) সং, ক্লীং, পুষ্প। ২। মুকুল।

ফল্লকা (ফল্লকীন্, ফল্লক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ফলুইমাছ।

ফল্লফল; সং, পুং, শূর্পবাত, কুলার বাতাস।

ফসল (যবন ভাষা) সং, শস্যসংগ্রহকাল।

ফস্কা (দেশজ) বিং, অশক্ত, শ্লথ, আল্গা।

ফাও (বৃদ্ধার্থ ফায়্ ধাতুজ) বিং, পরিমাণের কিঞ্চিৎ অধিক।

ফাঁক (দেশজ) সং, ছিদ্র, অন্তর।

ফাঁদ (দেশজ) সং, পক্ষ্যাদির ধারণযন্ত্র। ফাঁশ।

ফাঁপর (দেশজ) হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি।

ফাঁপা (দেশজ) বিং, অসার। ২। স্ফীত, ফুলা।

ফাঁসা (দেশজ) সং, উদ্বন্ধন, ফাঁস।

ফোঁটা (দেশজ) তিলক, টীপ্।

ফোঁপান (দেশজ) গর্জ্জন করা।

ফাঁকী (ফক্কিকা) শব্দজ সং, প্রতারণা, চাতুরী।

ফাগু (ফল্গু শব্দজ) সং, রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ।

ফাজিল (আরবী) বিদ্বান্। বাঙ্গালা ভাষায় এই শব্দ অসার, বাচাল ব্যক্তির উপর প্রয়োগ হইয়া থাকে। ২। আধিক্য; জমা খরচ করিয়া যদি খরচ অধিক হইয়া থাকে তাহাকে 'ফাজিল' বলে।

ফাটক (হিন্দী) তোরণ। ২ কারাগার।

ফাটকী; সং, স্ত্রীং, উপধাতুবিশেষ, ফট্কিরি।

ফাটন (বিদারণার্থ স্ফাট্ ধাতুজ) সং, বিদারণ।

ফাণি (স্ফায়্ বৃদ্ধিপাওয়া+ণি—ক, সংজ্ঞার্থে নিপাতন) সং, স্ত্রীং, গুড়। ২। দধিমিশ্রিত শক্তু, দই-ছাতু। ৩। করম্ভ।

ফাণিত (ফণ্ ণিচ্ ফাণি গমন করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, খণ্ডবিকার, ঘনীকৃত ইক্ষুগুড়। শিং—১ "স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞায়া।" ২। ফেনী বাতসা।

ফাণ্ট (ফণ্ অনায়াসে উৎপন্ন হওয়া+ত (ক্ত)—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, অনায়াসে প্রস্তুত। ২। সং, ক্লীং, কাথবিশেষ। শিং —১ "ক্ষুণ্ণদ্রব্যপলে সম্যক্ জলমুষ্ণং বিনিঃক্ষিপেৎ। পাত্রে চতুঃপলমিতি ততস্তু স্রাবয়েজ্জলং। সোহয়ং চূর্ণদ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্‌ভি র্ভিধীয়তে।" ৩। অন্নের পাচন।

ফতনা, ফাতা (দেশজ) সং, তরণ্ডিকা, ছিপের সূত্রসংলগ্ন সোলা।

ফানস (পারস্য) বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্ম্মিত আলোকাবরণ, লণ্ঠন, সেজ।

ফাল (ফল্ বিদীর্ণ করা+অ ঘঞ্)—ণ। যাহা দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করা যায়) সং, ক্লীং, লাঙ্গলের অগ্রলোহ। ২। (ফাল+অ— অস্ত্যর্থে) পুং, শিব। ৩। বলদেব, বলরাম।

৪। ফলঅর্ন (ষ্ণ)—নির্ম্মাণার্থে) বিং, তুল-নির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)।

ফাল্‌তা (হিন্দী বা দেশজ) অতিরিক্ত, অনাবশ্যকীয়।

ফাল্গুন (ফল্গুন+অ(ষ্ণ)—যুক্তার্থে। মহাভারতে—"আমি হিমাচলপৃষ্ঠে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুন বলিয়া সম্বোধন করে") সং, পুং, অর্জ্জুন। ২। ফাল্গুনমাস। নী—স্ত্রীং, ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা। ৩। পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্র। ৪। উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র।

ফাল্গুনানুজ (ফাল্গুন—অনু অনুযায়ী—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, বসন্তকাল।

ফাল্গুনিক (ফাল্গুন- ইক্ (ষ্ণিক)—যুক্তার্থে) সং, পুং, ফাল্গুনমাস।

ফাহিয়ান্ (বৈদেশিক) জনৈক চীন পরিব্রাজক। চীনদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মানুসন্ধিৎসু হইয়া ভারতে আগমন করেন।

ফিকির (যবন ভাষা) সং, কল্পনা, চিন্তা।

ফিঙ্গক (ফিঙ্গ অনুকরণ শব্দ—ক [কৈ শব্দ করা+অ ড)—ক] যে শব্দ করে) সং, পুং, —স্ত্রীং, ফিঙ্গাপাখী।

ফিঙ্গা (ফিঙ্গক শব্দজ) সং, পক্ষি বিশেষ।

ফিচার (দেশজ) বিং, ধূর্ত্ত, শঠ, দুষ্ট।

ফিরঙ্গী, (ফিরঙ্গিন্ ফিরঙ্গ +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ফিরঙ্গদেশোদ্ভব পুরুষ।

ফিরণ (দেশজ) সং, ঘূরণ, ঘোরা।

ফিরিঙ্গী
ফিরঙ্গ } (পারস্য) সাধারণতঃ ইয়ুরোপীয় দিগকেই বলে। এদেশে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষকে ফিরিঙ্গী বলে। শিং—১ "পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকর্ত্তিতা। ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।"

ফিরিস্তি (পারস্য) তালিকা, সূচীপত্র।

ফি (আরবী) প্রত্যেক।

ফক ; সং, পুং, পক্ষী।

ফুকার (যাবনিক) ডাকা, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করা।

ফুট (স্ফুট বিকসিত হওয়া, ব্যক্ত হওয়া, ভেদ করা+অ অল্—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, বিদীর্ণ। ২। প্রস্ফুটিত। ৩। সং, পুং, সর্পের ফণা।

ফুটন (স্ফুট ধাতুজ) সং, ছিদ্রকরণ। ২। প্রকাশকরণ।

ফুটি (ফুটী শব্দজ) সং, পক্ক কাঁকুড়।

ফুৎ
ফুৎ } (স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া+ক্বিপ্—ভাবে, নিপাতন) অং, অনুকরণ শব্দ। ২। তুচ্ছভাষণ। ৩। ফুঁ। শিং—১ "বানরা বহ্নিকণসদৃশানি গুঞ্জাফলান্যবচিত্য বহ্নিবাঞ্ছয়া ফুৎকুর্ব্বন্তঃ।" ২। "বালঃ পয়সা দগ্ধো দধ্যপি ফুৎকৃত্য ভক্ষয়তি।"

ফুৎকর (ফুৎ সিদ্ধকরণ—কর [কৃ করা+অ (অন্)—ক] যে করে সং, পুং, অগ্নি।

ফুৎকার—পুং,
ফুৎকৃতি - স্ত্রীং, } (ফুৎ—কার, কৃতি= করণ) সং, পুং, ফুঁ দেওয়া। ২। ফুস্‌ফুস্ শব্দ। শিং ১ "স্ফূর্জ্জৎফুৎকৃতিভীতিসম্ভ্রমচমৎকারস্ফুরৎ সম্ভ্রমা।" (কাব্যচন্দ্রিকা)। ৩। ক্রিং—বিং, অবলীলাক্রমে ; যথা—"ফু-কারে করিয়া বৃষ্টি।"

ফুপ্‌ফুস (ফুৎ দেখ) সং, পুং, শরীরস্থ মাংস পেশী বিশেষ, ফুস্‌পুস্, কাপাসে।

ফুরণ (দেশজ, সং, শেষহওন ২। কর্ম্মনিষ্কারণ।

ফুল (ফুল্ল শব্দজ) সং, পুষ্প, কুসুম। ত্রিং—বিং, স্ফীত।

ফুলধনু (ফুল পুষ্পময়—ধনু ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মদন, কন্দর্প।

ফুলশয্যা (ফুল পুষ্পময়—শয্যা বিছানা, য়ং,—স) সং, স্ত্রীং, নববিবাহিতার শয়নার্থ পুষ্পরচিত শয্যা।

ফুল্ল (ফুল্ল্ বিকসিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক, অন্। অথবা ফুল+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, বিকসিত, প্রস্ফুটিত। শিং—১ "ফুল্লেন্দী-

বরকান্তিমিন্দু বদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্ ।" (কৃষ্ণধ্যান)। ২। (ফুল্ল্ বিকসিত হওয়া+অ—প্রং) সং, ক্লীং, পুষ্প, ফুল। শিং—১ "শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রিয়ং দেবীং ফুল্লৈঃ সংপূজয়েৎ সদা।" ইতি কালিকাপুরাণম্।

ফুল্লদাম (ফুল্লদামন্) সং, ক্লীং, ১৯ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ফুল্লফাল; সং, পুং, কুলার বাতাস।

ফুল্লরা; সং, স্ত্রীং, শ্রীমন্ত সওদাগরের মাতা।

ফুল্লরক; সং পুং, দেশ। ২। সর্প।

ফুল্ললোচন (ফুল্ল—লোচন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল নয়ন ২। সং, পুং, মৃগবিশেষ।

ফুল্লারণ্য (ক্লীং) দক্ষিণাপথে রামেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র তীর্থ।

ফুসফুস; সং, ফুল্‌কা, কাপাসে

ফেকো—উপবাস করিলে মুখ শুষ্ক হইয়া ধূলিবৎ যে রেণু নির্গত হইয়া থাকে তাহাকে ফেকো বলে।

ফেৎকারিণী—স্ত্রীং, **ফেৎকারীয়**—পুং, সং, তন্ত্রবিশেষ।

ফেন, ফেণ (স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+ন—ক, নিপাতন) সং, গাঁজলা, তরল বস্তুর উপরি উত্থিত বুদ্বুদ, ফেণা। শিং—১ "পয়ঃফেননিভা শয্যা।" (পুরাণ)। ২ "বানীরং গগনং ফেনমূনঞ্চ দন্তনান্বিতম্। আহুর্গগনমিচ্ছন্তি কেচিৎ মূর্দ্ধণ্যনান্বিতম্।"

ফেনক (ফেন+কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পিষ্টকবিশেষ।

ফেনকা (ফেন—কৈ শব্দ করা+অ(ক)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, কাই।

ফেনদুগ্ধা; সং, স্ত্রীং, পিষ্টকবিশেষ, দুধ্‌ফেনি।

ফেনপ (ফেন—পা পান করা+অ ড)—ক) বিং, ত্রিং, যাহারা ফেন পান করে। ২। পুং, স্বয়ং পতিত ফেন দ্বারা জীবনধারী মুনিবিশেষ।

ফেনবাহী (ফেনবাহিন্, ফেন—বহ বহন করা+ইন্ ণিন্—ক) বিং, ত্রিং, ফেনবাহক। ২। সং, পুং, বস্ত্র।

ফেনাগ্র; সং, পুং, বুদ্বুদ।

ফেনিকা, **ফেনী** (ফেন+ইক, ঈ+প্রং) সং, স্ত্রীং, মিষ্টান্ন দ্রব্যবিশেষ।

ফেনিল (ফেন+ইল্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ফেনযুক্ত

ফের (দেশজ) বাধা, বিঘ্ন।

ফের, **ফেরণ্ড**, **ফেরু** (ফে অনুকরণ শব্দ—রু শব্দ করা+অ, অণ্ড, উ(ডু)+ক। যে "ফে" এই রব করে) সং, পুং, শৃগাল শিয়াল।

ফেরকার (দেশজ) উল্টা পাল্টা, ছল-কৌশল।

ফেরব (ফে অনুকরণ শব্দ+শব্দ করা+অ(অন্)—ক। যে "ফে" এই রব করে, সং, পুং, শৃগাল—জম্বুক; যথা—"রুধির মাংসের লোভে, চারিদিকে শিবা শোভে, "ফে" রবে ভুবন চমৎকার।" ২। রাক্ষস। ৩। বিং, ত্রিং, ধূর্ত্ত। ৪। হিংস্র।

ফেরার (আরবী) পলায়ন।

ফেরারী (আরবী, যে পলায়ন করিয়াছে।

ফেরোজ (পারস্য) মণিবিশেষ।

ফেল—ক্লীং, ফেলক—পুং, **ফেলা, ফেলিকা ফেলি**, **ফেলী—স্ত্রীং** (ফেল গমন করা, ত্যাগ করা+অল্—র্ম্ম। অক, অ—আ, ইক, ই—প্রং) সং, উচ্ছিষ্ট, এঁটো দ্রব্য। ২। ত্যক্ত বস্তু।

ফেসাদ (আরবী) ঝগ্‌ড়া, কলহ।

ফৈজত (আরবী) ফজিহৎ শব্দের অপভ্রংশ, অপমান। ২ লজ্জা। ৩। কলঙ্ক। ৪। দুর্নাম।

ফোড়া (স্ফোটক শব্দজ) সং ব্রণবিশেষ।

ফোস্কা (দেশজ) সং, অগ্নিদাহজন্য ক্ষত, জলযুক্ত ব্রণ।

ফৌজ (আরবী) জনসমূহ। ২। সেনা।

ফৌজদার (আরবী=ফৌজ—পারস্য=দার) পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ, ম্যাজিষ্ট্রেট।

ফৌত (আরবী) সং, মৃত্যু, মরণ।

 (বর্গ্য—ওষ্ঠ্য)।

 ; ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। (বল্ শব্দ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, বরুণ। ২। সিন্ধু। ৩। (বণ্ শব্দ করা+অ(ড)—ক) তোয়। ৪। (বভ্র্ গমন করা+অ(ড)—অপা) যোনি। ৫। (+ড—ভাবে) গমন। ৬। (বন্ধ্ বন্ধন করা+অ(ড—ভাবে) বন্ধন। ৭। বপ্ বোণা+অ(ড)—ণ) তন্তুসন্তান। ৮। ৮। (+ড—ভা) বপন।

বউ, বৌ (বধূ শব্দজ) সং, স্নুষা, পুত্রবধূ।

বউভাত (দেশজ) পাকস্পর্শ। বিবাহের পর নববধূ স্বামিগৃহে কুটুম্বদিগকে যে ভাত দেয়, তাহাকে বউভাত বলে।

বংহিমন (বহুল+ইমন্ - ভাবে) সং, পুং, বাহুল্য।

বংহিষ্ঠ } (বহুল+ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে। বংহীয়স্, বহু+ঈয়স্—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতি বহুল।
বংহীয়ান্

বঁধু (বন্ধু শব্দজ কি ?) প্রণয়ী।

বকুর ; বিং, ত্রিং, ভাস্কর। ২। ভয়ঙ্কর।

ববকেরা (আরবী) বাকী, অবশিষ্ট, বক্রী।

বক্‌শিশ (পারস্য বখ্‌সিদন্ ধাতুজ) দান, পারিতোষিক।

বক্‌সি (পারস্য) সেনাপতি। ২। নাজিরের অধীন কর্ম্মচারী।

বখিল (আরবী) কৃপণ ; বায়কুণ্ঠ।

বখেবা (পারসী) সেলাইবিশেষ।

বগল (পারসী) বাহুমূল, কক্ষ।

বগলবাজান—অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া। ২। জয়ী হওয়া।

বজ্জাত (পারসী বদ্+আরবী জাত) জারজ, বেজন্মা।

বড়গল (দেশজ) মান্দ্রাজ প্রদেশবাসী রামানুজ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ।

বড়বা (বল শক্তি—বা গমন করা+অ (ড) —ক, আপ্—স্ত্রীং, ল=ড) সং, স্ত্রীং, সমুদ্রঘোটকী। ২। কুম্ভদাসী। ৩। দ্বিজযোষিৎ। ৪। অশ্বিনীনক্ষত্র। ৫। অশ্বমুখী সমুদ্রস্থা দেবীবিশেষ, স্বর্বৈদ্যদ্বয়ের মাতা।

বড়বাগ্নি } (বড়বা ঘোটকী—অগ্নি, অনল, অগ্নি মহাভারতে—ভৃগুনন্দন ঔর্ব্বের ক্রোধানল মহৎ হয়—শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজ পান করিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাকে বড়বানল কহেন। অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি "পুরা কিল উর্ব্বেণ মুনিনা অ:ঘানিজং পুত্রমিচ্ছতা বক্ষো মথিতং তত্র জ্বালাময়ঃ পুরুষো জাতঃ স চ সমুদ্রে বড়বামুখে অবস্থাপিতঃ।") সং, পুং; জলমধ্যস্থ অগ্নি, সমুদ্রস্থ ঘোটকীর মুখাগ্নি
বড়বানল

বড়বামুখ (বড়বা ঘোটকী—মুখ প্রধান) সং, পুং, বড়বানল।

বড়বাসুত (বড়বা অশ্বিনী - সুত পুত্র। সং, পুং, দ্বিং, অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য, দস্র শিং—১ "স্ব স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীপুত্রাবশ্বিনৌ বড়বাসুতৌ।" (হেমচন্দ্র)।

বড়বাহৃত } (বড়বা—হৃত, কৃত, ওয়া-য) সং, পুং, পঞ্চদশ দাসান্তর্গত দাসবিশেষ। শিং—১ "ভক্তদাসশ্চ বিক্রেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বড়বাকৃত

বড়োদা(এই শব্দ(বটোদর)পত্তনের অপভ্রংশ) ইহা গুজরাটের অন্তর্গত একটী নগরী। গায়কবাড় রাজবংশের বর্ত্তমান রাজধানী।

বণিক্ (বণিজ্ পণ্ ক্রয় বিক্রয় করা+ইজ্—ক। প=ব) সং, পুং, ক্রয়বিক্রয়ী, বেণিয়া। ২। (+ইজ্—ধি) করণবিশেষ।

বণিজপথ (বণিজ্—পথ পথিন শব্দজ, ৬ষ্ঠী

—ষ বা ৭মী—হিং) সং, পুং, আপণ, বাজার, হট্ট।

বণিগ্বন্ধু (বণিজ্ বাণিজ্য ব্যবসায়ী—বন্ধু মিত্র) সং, পুং, নীলীবৃক্ষ, নীলের গাছ।

বণিগ্বহ (বণিজ বাণিজ্যব্যবসায়ী—বহ [বহ্ বহন করা + অ অন্ —ক] যে বহন করে সং, পুং, উষ্ট্র উট।

বণিগ্বৃত্তি (বণিজ্—বৃত্তি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বাণিজ্য ব্যবসায়।

বণিগ্ভাব (বণিজ্ বাণিজ্য ব্যবসায়ী—ভাব) সং, পুং, বণিগ্‌বৃত্তি বাণিজ্য।

বণিজ্; সং, পুং, করণবিশেষ। ২। বণিক্।

বণিজ্য, বাণিজ্য (বণিজ্+য(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, জ্যা—স্ত্রীং, ক্রয়বিক্রয়। শিং—১ চতুরঙ্গ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিবণিজ্যায়া।"

বদখেয়াল (পারসী) মনে মনে দুরভিসন্ধি।

বদর (বদ্ স্থির থাকা + অর—ক, সংজ্ঞার্থে। যে ছিন্ন হইলেও স্থির থাকে অর্থাৎ পনঃ প্লাবিত হয়) সং, পুং, রি, রিকা, রী—স্ত্রীং, কুলগাছ। ২। সং, ক্লীং, তৎফল। ৩। কার্পাসফল। ৪। র—স্ত্রীং, কার্পাসী। ৫। পুং, দেবসর্ষপবৃক্ষ। ৬। কার্পাসবীজ।

বদরপাচন; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

বদরফলী, বদরবী; সং, স্ত্রীং, ভূমিবদরী।

বদরিকাশ্রম (বদরিকা বদরী—আশ্রম, বদরিকা দ্বারা আবৃত আশ্রম, ৩য়া—ষ) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বতস্থ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। কণ্বাশ্রম ও নন্দ পর্ব্বতের মধ্য বিস্তীর্ণ ভূভাগ, বদরীক্ষেত্র নামে পরিচিত। এখানে নরনারায়ণের আশ্রম, ব্যাসদেবের আশ্রম প্রভৃতি আছে। এই তীর্থ কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর প্রদেশে অলকানন্দ নদীর অনতিদূরে পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

বদরাপত্র; সং, পুং নখী নামক গন্ধদ্রব্য।

বদরাফলা; সং, স্ত্রীং, নীলশেফালিকা।

বদরীশৈল (বদরী—শৈল পর্ব্বত) সং, ক্লীং, পর্ব্বতৈকদেশ; অধুনা যাহাকে বদ্রীনাথ বলে। ইহা শ্রীনগর প্রদেশে অলকন্দা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত।

বদল (আরবী) বিনিময়, পারবর্ত্ত।

বদলান (পারসী) প্রতিদান, পরিবর্ত্তন করা।

বদ্ (পারসী) মন্দ, নিকৃষ্ট।

বদ্‌নাম (পারসী) কুযশ, অখ্যাতি।

বদ্‌মাশ (পারসী) বদ্ + আরবী মাশ্ উপজীবিকা) অন্যায্য উপায়ে যে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ২। মন্দলোক।

বদ্ধ (বন্ধ্ বন্ধন করা + ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংযত, বাঁধা। ২। গ্রথিত। ৩। উৎপাদিত, বিহিত।

বদ্ধগুদ (বদ্ধ—গুদ ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, মলবদ্ধকারক রোগ বিশেষ। শিং—১ "হৃম্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেত তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি।"

বদ্ধপরিকর (বদ্ধ বাঁধা—পরিকর কটিবন্ধ, ৩য়া—হিং ; বিং, ত্রিং, দৃঢ়ীকৃতকটিবন্ধ, যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে কোমর বাঁধিয়াছে।

বদ্ধফল (বদ্ধ—ফল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং করঞ্জবৃক্ষ।

বদ্ধমুষ্টি (বদ্ধ [দানহেতু] অপ্রসারিত—মুষ্টি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, দৃঢ়মুষ্টি, কৃপণ। ২। কৃপাণ।

বদ্ধমুল; বিং, ত্রিং, দৃঢ়মুল, যাহার মুল উৎপাটনযোগ্য নহে।

বদ্ধশিখ (বদ্ধ বাঁধা—শিখা চূড়া, টিকী, ৩য়া—হিং) সং, পুং, শিশু। ২। বিং, ত্রিং, যে শিখা বন্ধন করিয়াছে। শিং—১ "সদোপবীতেন ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু।

বদ্ধাঞ্জলি (বদ্ধ—অঞ্জলি, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত।

ব-দ্বীপ (Delta) নদীর মোহনাস্থিত মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায় দ্বীপ, "ব"।

বধ (হন্ বধ করা + অ (অল্)—ভা, হন = বধ) সং, পুং, বিনাশ করা, হনন, হত্যা। ২। বন্ধন। ৩। নিন্দা।

বধক (বধ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, হত্যাকারী, যে বধ করে।

বধকর্ম্ম; সং, ক্লীং, প্রাণনাশজনক ব্যাপার।

বধত্র (বধ হত্যা করা+অত্র—ণ, সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, আয়ুধ, অস্ত্র।

বধস্থলী (Slaughter-house, বধ সংহার—স্থলী স্থান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, প্রাণী বধস্থান, মশান।

বধাঙ্গক (বধ হত্যা—অঙ্গ দেহ+কণ—যোগ) সং, ক্লীং, বিষ। ২। কারাগৃহ, বন্ধনালয়।

বধার্হ (বধ—অর্হ যোগ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, বিনাশের যোগ্য, বধের উপযুক্ত। শিং—১ "বধার্হঃ সুবর্ণশতং দমং দাপ্যস্তু পুরুষঃ।"

বধির (বন্ধ্ [শ্রবণ] বন্ধ করা+ইর(কির)—ক) বিং, ত্রিং, শ্রবণ-শক্তিহীন, কালা।

বধী (বধিন্, বধ+ইন্—করোত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বধকারক, হত্যাকারী।

বধূ (বন্ধ্ বন্ধন করা, কিম্বা বহ্ বহন করা +উ—ক) সং, স্ত্রীং, নারী, যোষিৎ। ২। নবোঢ়া, নূতনবিবাহিতা। ৩। পত্নী, ভার্য্যা। ৪। স্নুষা, পুত্রবধূ, বৌ।

বধূজন (বধূ—জন লোক, স্বং—স) সং, পুং, যুবতী স্ত্রী,বৌ। শিং—১"পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতেস্ম বধূজনঃ।"

বধূটশয়ন; সং, ক্লীং, বাতায়ন, গবাক্ষ।

বধূটী (বধূ+টী—অল্পার্থে) সং, টি টিকা—স্ত্রীং, ক্ষুদ্রবধূ, বালিকা বৌ। শিং—১ "নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।"

বধূৎসব (বধূ—উৎসব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বধূর ঋতুজননরূপ উৎসব।

বধোদর্ক (বধ—উদর্ক ভবিষ্যৎ ফল) বিং, ত্রিং, মৃত্যুই যাহার পরিণাম ফল।

বধ্য (হন্ বধকরা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম, হন্=বধ। অথবা বধ+য—অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, বধের যোগ্য, হননীয়। শিং—১ "বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা।"

বধ্যপাল (বধ্য কারাগার—পাল্ রক্ষাকরা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, কারাগৃহ-রক্ষক। শিং—সাধ্বী বিক্রয়কৃদ্বধ্যপালঃ কেশরি-বিক্রয়ী।"

বধ্যভূমি (বধ্য—ভূমি স্থান) সং, স্ত্রীং, বধের স্থান, যেখানে সর্ব্বসমক্ষে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করা হয়।

বধ্র (বন্ধ্ বন্ধন করা+র(ষ্ট্রন্)—ক, ন—লোপ) সং, ক্লীং, সীসক, সীসা। ধ্রী—স্ত্রীং, চর্ম্মরজ্জু, চামড়ার দড়ী।

বনওকড়া (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

বনাত (হিন্দি) উর্ণানির্ম্মিত স্থূল বস্ত্রবিশেষ।

বন্দর (পারসী) নগর, সমুদ্র বা নদীতীরবর্ত্তী নগর, যেখানে বিদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যায়।

বন্দুক (তুর্কী ভাষা) স্বনামখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র।

বন্দেজ (পারসী) চুক্তি। ২। আবিষ্কার। ৩। উত্তম।

বন্দোবস্ত (পারসী) স্থিরীকৃত, রাজার সহিত জমিদারগণের বাৎসরিক কর দানের স্থিরীকরণ।

বন্ধ (বন্ধ্ বন্ধন করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, গচ্ছিত দ্রব্য। ২। (+অল্—ণ) বৃন্ত। ৩। শরীর। ৪। গ্রন্থি। ৫। বাঁধ। ৬। (+অল্—ভা) বন্ধন, বাঁধা। ৭। উৎপত্তি। ৮। ধারা। ৯। যোগ। ১০। রোধ। ১১। গ্রন্থন। ১২। গৃহাদিবেষ্টন।

বন্ধক (বন্ধ দেখ, অক(ণক)—র্ম্ম) সং, পুং, ঋণজন্য স্থাপিত বস্তু। ২। বিনিময়। ৩। গচ্ছিত বস্তু। ৪। (+অক—ভাবে) ক্লীং, বন্ধক দেওয়া। কী—স্ত্রীং, (+ণক—ক, ঈপ্। যে পর পুরুষে মন বন্ধন করে) পরপুরুষগামিনী, পুংশ্চলী, অসতী। ২। হস্তিনী।

বন্ধতন্ত্র (বন্ধ—তন্ত্র সৈন্য) সং, ক্লীং, চতুরঙ্গ সৈন্য।

বন্ধন (বন্ধ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সংযমন, বাঁধন। ২। রুদ্ধকরণ। ৩। করণ।

৪। অবরোধ, আটক, রোধ। শিং—১ "নরো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।" ৫। বধ। ৬। হিংসা। ৭। উৎপাদন। ৮। (+অন্—ণ) বৃন্ত। ৯। বাঁধ। ১০। বাণের পুঙ্খ। ১১। (+অন্—ক) পুং,—ক্লীং, বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়।

বন্ধনবেশ্ম (বন্ধনবেশ্মন্, বন্ধন—বেশ্মন্ গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, কারাগার, বন্ধনালয়।

বন্ধনস্তম্ভ; সং, পুং, হস্তিবন্ধন স্তম্ভ, আলান।

বন্ধনালয় (বন্ধন—আলয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কারাগার।

বন্ধনী (Ligament) বন্ধ দেখ, অন(অনট্) —ণ, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, ভেদাবরোধক, সূত্রময় ও স্থিতিস্থাপক গুণোপেত পদার্থ; তদ্দ্বারা শরীরের অস্থি সকল পরস্পর সম্বন্ধ থাকে। ২। (Braket) যে চিহ্নের মধ্যভাগে অনেকগুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা এক রাশিরূপে পরিগৃহীত হয়—এইরূপ চিহ্ন { ০ } (০)। ৩। বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি।

বন্ধিত্র (বন্ধ্, বন্ধন করা+ইত্র—ক) সং, পুং, কামদেব। ২। চর্ম্মব্যজন।

বন্ধু (বন্ধ দেখ, উ—ক, যে স্নেহ দ্বারা মন বন্ধন করে) সং, পুং, জ্ঞাতি, স্বজন। ২। কুটুম্ব। ৩। পিতা। ৪। মাতা। ৫। ভ্রাতা। ৬। মিত্র। ৭। প্রিয়। শিং—১ "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ।" ৮। পিতৃব্যপুত্র। ৯। এতদ্ভিন্ন বন্ধু ত্রিবিধ; আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু। শিং—১ "আত্মপিতৃস্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতৃস্বসুঃ সুতাঃ। আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া হ্যাত্মবান্ধবাঃ। পিতুঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ। পিতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ। মাতুঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রা মাতুর্মাতৃস্বসুঃ সুতাঃ। মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ।" ৯। বন্ধুকবৃক্ষ। ১০। (পিতৃ, মাতৃ, বিপ্র, ক্ষত্রিয় ইত্যাদির পরে থাকিলে) নীচ।

বন্ধুকৃত্য (সং, ক্লীং, বন্ধুর কৃত্য(কার্য্য) ৬ষ্ঠী তৎষ। বন্ধুর কার্য্য। শিং"ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্।"

বন্ধুক
বন্ধূক
বন্ধুজীব
বন্ধুজীবক } (বন্ধ দেখ, উক, উক—সংজ্ঞার্থে। অথবা বন্ধু+কণ্—যোগ। বন্ধু—জীব্ বাঁচা+অ(অন্)—ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, স্বনামপ্রসিদ্ধ রক্তবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ। বাঁধুলি ফুলের গাছ। ২। ক্লীং, বাঁধুলিফুল। ৩। বন্দুক।

বন্ধুতা (বন্ধু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, মিত্রতা। ২। (—তা—সমূহার্থে) বন্ধুসমূহ।

বন্ধুদত্ত (বন্ধু—দত্ত, ৩য়া—ষ) সং, ক্লীং, পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন।

বন্ধুর
বন্ধূর } (বন্ধ দেখ, উর, উর—ক) বিং, ত্রিং, রম্য, সুন্দর। ২। উন্নতানত, উচ্চনীচ, আবুড়াথাবুড়া। ৩। বধির। ৪। ক্ষতিজনক। ৫। নম্র। ৬। সং, পুং, বিহঙ্গ। ৭। হংস। ৮। বক। ৯। ক্লীং, মুকুট। রা—স্ত্রীং, অসতী, বেশ্যা।

বন্ধুল (বন্ধ দেখ, উল—ক) সং, পুং, অসতীপুত্র, জারজসন্তান। ২। বন্ধুকবৃক্ষ। ৩। বিং, ত্রিং, নম্র। ৪। সুন্দর। ৫। বন্ধুর।

বন্ধূক (বন্ধ+উক—ক) সং, পুং, জীবকবৃক্ষ। ২। ক্লীং তৎপুষ্প।

বন্ধূলি (বন্ধু দেখ, উলি—প্রং) সং, পুং, বাঁধুলি ফুলের পাছ।

বন্ধ্য (বন্ধ বন্ধন করা+য(য্যণ্)—ম্ম) বিং, ত্রিং, ফলশূন্য (বৃক্ষ) ২। নিষ্ফল। শিং—১ "অবন্ধ্যকোপস্য নিহন্তুরাপদাম্।" ৩। বন্ধনযোগ্য।

বন্ধ্যা (বন্ধ্য দেখ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁঝা। ২। শিং—১ "বন্ধ্যা চ বৃষলী জ্ঞেয়া।" ৩। বালাখ্যগন্ধদ্রব্য। ৪। যোনিরোগবিশেষ। শিং—১ "উদাবর্ত্তা তথা বন্ধ্যা বিপ্লুতা চ পরিপ্লুতা।"

বন্ধ্যাতনয় (সং, পুং, বন্ধ্যার তনয়, উক্তীতৎ অলীক পদার্থ।

বন্ধু (বন্ধ দেখ, র—প্রং) সং, পুং, কুক্ষি, উদর।

বভ্রবী (বভ্রু শিব ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

বভ্রু (ভৃ পালন করা+উ(কু)—ক। বভ্র+উ—ক) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। শিব। ৩। অগ্নি। ৪। নকুল। ৫। যদুবংশীয় ব্যক্তি-বিশেষ। ৬। মুনিবিশেষ। ৭। দেশবিশেষ। ৮। বিং, ত্রিং, বিপুল, বিশাল, বৃহৎ।

বভ্রুধাতু; সং, পুং, সুবর্ণ গৈরিক।

বভ্রুবাহন; পুং, মণিপুরের রাজা; ইনি অর্জ্জুন হইতে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

বম্ভর (বম্ভ অনুকরণ শব্দ—রা করা +অ (ড)—ক) সং, পুং, মধুমক্ষিকা।

বম্ভরালী (বম্ভ অনুকরণ শব্দ—রা করা +ল—ক। ভম্ভরাণীও হয়) সং, স্ত্রীং, মক্ষিকা।

বয়নামা (আরবী বয়+পারসী নামা) বিক্রয়পত্র।

বয়ান (আরবী) ব্যাখ্যা, অর্থ, বিবরণ। ২। বদন শব্দজ, মুখ।

বয়ার (দেশজ) বায়ু। ২। মহিষ। ৩। গাড়ী টানা ষাঁড়।

বর (বৃ বরণকরা+অল্)—ভাবে) সং, পুং, বরণ। ২। (+অল্—র্ম) জামাতা। ৩। প্রার্থনীয় বিষয়। ৪। জার, উপপতি। ৫। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ। ৬। ক্লীং, কুঙ্কুম।

বরকন্দাজ (আরবী) বরক=বিদ্যুৎ+পারসী আন্দাজ [আন্দাখতন্=নিক্ষেপ করা] মূল অর্থ আগ্নেয়াস্ত্রধারী যোদ্ধা) বাঙ্গালায় সামান্য চাপরাসী বা সিপাহী বুঝায়।

বরখাস্ত (পারসী বরখাস্তন্ ধাতুজ) পদচ্যুত কর।

বরদাস্ত (পারসী, বরদাশতন্ ধাতুজ) সহ্য, সহিষ্ণুতা।

বরফ (পারসী) হিম, ঘনীভূত জল। জল জমিয়া কঠিনতা প্রাপ্তির পর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বরফ নামে আখ্যাত।

বরাৎ (আরবী) প্রয়োজন। ২। কার্য্যানুরোধ।

বরাবর (পার্সী) নিকট, সমীপ। ২। সম্মুখ-বর্ত্তী, পাশাপাশি।

বর্গী (দেশজ) মহারাষ্ট্র দস্যুগণ বাঙ্গালায় বর্গী নামে খ্যাত।

বর্বট (বর্ব্ব্ গমন করা+অটন্—ক, সং-জ্ঞার্থে) সং, পুং, টী-স্ত্রীং, কলাইবিশেষ, বর্বটী কলাই। টী—স্ত্রীং, বেশ্যা, বারাঙ্গনা।

বর্ব্বণা (বর্ব্ব্ গমন করা—অন(অনট্)—প্রং। অথবা বর্ অনুকরণ শব্দ—বন্ শব্দ করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, নীল মক্ষিকা।

বর্ব্বর (বর্ব্ব্ গমন করা+অর(অরন্)—ক) সং, পুং, নীচ। ২। পামর। ৩। মূর্খ। ৪। কেশবিশেষ, বাউরি। ৫। দেশবিশেষ, বার্ব্বরি।

বর্ব্বুর (বর্ব্বর দেখ, উর—ক) সং, ক্লীং, জল।

বর্হ—পুং—ক্লীং } (বর্হ্, দীপ্তি পাওয়া
বর্হা—স্ত্রীং } +অ(অল্)—র্ম) সং,

ময়ূরপিচ্ছ। যথা—"কং হরেদেষ বর্হঃ।" এই স্থলে "বর্হ" শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যহৃত হইয়াছে। "বর্হাণি চিত্রাণি বিভর্ত্তি ভুজ-গাশনঃ।" এই স্থলে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২। পত্র। ৩। পুং, সঙ্গী।

বর্হিণ (বর্হি+ইনন্) সং, পুং,—স্ত্রীং, ময়ূর।

বর্হী (বর্হিন্ বর্হ—ইন্+অস্ত্যর্থে) পুং,—স্ত্রীং, ময়ূর। ২। বিং, ত্রিং, ময়ূরপুচ্ছ-ধারী।

বল (বল্ বলিষ্ঠ হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, বলরাম। ২। অনন্ত। ৩। দৈত্য বিশেষ। ৪। কাক। ৪। বরুণবৃক্ষ। ৬। বিং, ত্রিং, বলবান্। ৭। (+অল্—ভাবে) ক্লীং, শক্তি, সামর্থ্য। ৮। সার। ৯। ভার।

১০। স্থৌল্য। ১১। দার্ঢ্য। ১২। (+ অল্—ণ) রূপ। ১৩। দেহ। ১৪। গন্ধরস। ১৫। শুক্র। ১৬। রক্ত। ১৭। বপু। ১৮। পল্লব। ১৯। পারিতোষিক। ২০। বল। ২১। মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ, আটবিক—এই ছয় প্রকার সৈন্য। লা—স্ত্রীং, অস্ত্রবিদ্যাবিশেষ; বিশ্বামিত্র তাড়কা বধের সময় রামচন্দ্রকে এই বিদ্যা প্রদান করেন।

বলক্ষ (বল (বল শক্তি—ক্ষৈ ক্ষীণ হওয়া + অ (ড)—ক) সং, পুং, শ্বেতবর্ণ। ২। বিং, ত্রিং, শ্বেতবর্ণযুক্ত।

বলজ (বল শক্তি—জ [জন্ জন্মান + অ (ড)—ক] জাত) সং, পুং, ধান্যরাশি। ২। ক্লীং, শস্য। ৩। ক্ষেত্র। ৪। পুরদ্বার। ৫। যুদ্ধ। ৬। বিং, ত্রিং, বলজাত, জা—স্ত্রীং, উত্তমা স্ত্রী। ২। জুঁইফুল।

বলৎ (বল বলিষ্ঠ হওয়া + অৎ (শতৃ)—ক) ত্রিং, ত্রিং, বলবিশিষ্ট, চলৎ।

বলদেব (বল—দেব দেবতা, ষং—স) সং, পুং, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, বলরাম। ২। বায়ু। বা—স্ত্রীং, ত্রায়মাণৌষধি।

বলদ্বিট্ (বলদ্বিষ, বল দৈত্যবিশেষ—দ্বিষ্ দ্বেষী) সং, পুং, ইন্দ্র।

বলনিসূদন, **বলভিদ্**, **বলারাতি**, **বলরিপু** } (বল দৈত্যবিশেষ—নিসূদন যে বধ করে, ভিদ্ যে বিদীর্ণ করে, ২য়া—ষ। রাতি, রিপু, শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

বলপ্রসূ (বল বলরাম—প্রসূ মাতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, রোহিণী, বলরামের মাতা।

বলভদ্র (বল শক্তি—ভদ্র শ্রেষ্ঠ। অথবা বল বলবান্ হইয়াও—ভদ্র সৌম্য) সং, পুং, বলরাম। ২। অনন্ত। ৩। লোধ্র। ৪। গবয়। ৫। বলবান্ ব্যক্তি। ৬। অষ্টদলপদ্মস্থ যোগবিশেষ। দ্রা—স্ত্রীং, কুমারী। ২। ত্রায়মানা।

বলরাম, **বলল** } (বল শক্তি—রম্ ক্রীড়া করা + (ষণ্)—ক। ২য় পক্ষে—



বলরাম অবতার।

বল শক্তি—লা গ্রহণ করা + অ(ড)—ক) সং, পুং, বলদেব, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে ৮ম অবতার;

"কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং হিমাদ্রিসদৃশপ্রভং।
ফণামুকুটবিস্তারচ্ছত্রীভূতমনোহরং॥
মণিকুণ্ডলযুগ্মাঢ্যং চারুনীলনিচোলিনং।
হলমুষলশঙ্খাসিস্ফুরদ্বাহুচতুষ্টয়ং॥
হারকেয়ূরবলয়মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতং।
মেখলাকটিসূত্রাঢ্যং দিব্যরত্নপ্রসাধনং॥
দিব্যহালাক্ষীবমূর্ত্তি চারুহাসং সুনেত্রকং।
হালালোলনীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরং।
(কল্কিপুরাণ)।

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং, জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং।
কেশব ধৃতহলধররূপ
জয় জয়দীশ হরে।" (জয়দেব)।

বলবত্তা (বলবৎ + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অতিশয় বল।

বলবান্ (বলবৎ, বল + বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শক্তিমান্, বলবিশিষ্ট। ২। প্রবল। ৩। অং, ক্লীং, অতিশয়। শিং—১ "বলবদপি শিক্ষিতানাম্।" (শকুন্তলা)।

বলবিনাশন (বল (বল দৈত্যবিশেষ বিনা-

শন যে বিনাশ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

বলবিন্যাস (বল—বিন্যাস স্থাপন) সং, পুং, ব্যূহরচনা, সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা।

বলভী (সং, স্ত্রীং) সৌরাষ্ট্র (কাঠিয়াবাড়) দেশস্থ এক অতিপ্রাচীনগরী।

বলশালী (—শালিন্, বল—শালী [শাল্+ইন্(ণিন্)—ক] বিশিষ্ট) বিং, ত্রিং, বলবান্, বলিষ্ঠ।

বলসূদন (বল দৈত্যবিশেষ—সূদন যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

বলস্থিতি (বল সৈন্য—স্থিতি) সং, স্ত্রীং, শিবির, ছাউনি।

বলহা (বলহন্, বল শক্তি—হন্ বধ করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, শ্লেষ্মা। ২। (বল দৈত্যবিশেষ। ইন্দ্র। ৩। বলরাম।

বলাক—পুং } (বল শক্তি—অক্ গমন করা +অ(অন্)—ক, আপ্ যে বল দ্বারা অতি উর্দ্ধে গমন করে কিম্বা বল্ আচ্ছাদন করা+আক—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রেণী। কা—স্ত্রীং, কামুকী।
বলাকা—স্ত্রীং }

বলাঞ্চিতা; সং, স্ত্রীং, রামবীণা।

বলাট; সং, পুং, ছুগ্গা, মুগ। ২। (দেশজ) গোযোনি।

বলাৎ (বল শক্তি—অৎ গমন করা+০ ০(ক্বিপ্)—ণ) অং, বলপূর্ব্বক। ২। হঠাৎ।

বলাৎকার (বল শক্তি—অৎ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ণ=বলাৎ—কার [কৃ করা+অ(ঘঞ্)ক] করণ) সং, পুং, জোর করা। ২। দণ্ডদান। শিং—১ "মত্তাভিযুক্ত স্ত্রীবাল বলাৎকারকৃতঞ্চ যৎ।"

বলাৎকারাভিগম; সং, পুং, বলাৎকার পূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ।

বলানুজ (বল বলরাম—অনু পশ্চাৎ—জ যে জন্মে) সং, পুং, কৃষ্ণ।

বলারাতি (বল—অরাতি) সং, পুং, ইন্দ্র।

বলাবলেপ (বল—অবলেপ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং বলজন্য দর্প, শক্তির অহঙ্কার। "বলাবলেপাদধ চেম্ভবস্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।"

বলশ (বল শক্তি—অশ্ [ভোজন করা] নাশ করা+অ(অন্)—ক। ক—যোগে বলাশকও হয়) সং, পুং, শ্লেষ্মা।

বলাহক (বল শক্তি—অ না—হা ত্যাগ করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, মেঘ। ২। পর্ব্বত। ৩। দৈত্যবিশেষ। ৪। নাগবিশেষ। ৫। রমাগর্ভোদ্ভব কল্কিপুত্র।

বলি (বল্ দান করা, বধ করা+ই—ক) সং, পুং, বিরোচনপুত্র দৈত্য। ২। (+ই—ণ) রাজস্ব, কর। ৩। পূজার সামগ্রী। ৪। পূজা। ৫। পূজোপহার; ইহা দশবিধ নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা, শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ" ৬। ভূতযজ্ঞ, "জীবগণকে খাদ্যদান। ৭। চামরদণ্ড। লি. লী—স্ত্রীং, (+ই—ক) উদরাদি অঙ্গে—তরঙ্গিত মাংস। ২। জরাবিশ্লথ চর্ম্ম। ৩। ভঙ্গী। ৪। গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসপিণ্ড। ৫। শরীরমধ্যরেখা। ৬। গৃহদারুবিশেষ। ৭। ছাঁইচ।

বলিত (বলি শ্লথচর্ম্ম—ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, বলিযুক্ত।

বলিদান; সং, ক্লীং, দেবোদ্দেশে পূজোপহারদান। ২। দেবতার উদ্দেশে বিধিপূর্ব্বক পশুঘাতন।

বলিধ্বংসী (—ধ্বংসিন্, বলি অসুররাজ—ধ্বংসী যে ধ্বংস করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ; ইনি বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া বলিকে বিনাশ করেন।

বলিন (বলি জরাবিশ্লথ চর্ম্ম+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বলিযুক্ত, জরাবিশ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট।

বলিনন্দন (বলি—নন্দন পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ। বলির চারি পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে

বলিনন্দনশব্দে কেবল বাণাসুরকে বুঝায়) সং, পুং, বাণাসুর, বাণরাজা।

বলিন্দম (বলিম্ বলিকে—দম [দম্ দমন করা+অ(খ)—ক] যে দমন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বলিধ্বংসী, বিষ্ণু।

বলিপুষ্ট (বলি খাদ্যাংশ—পুষ্ট প্রতিপালিত, ৩য়া—য) সং, পুং,—স্ত্রীং, কাক, কাকী।

বলিপ্রিয়; সং, পুং, লোধ্রবৃক্ষ।

বলিভ (বলি শ্লথচর্ম্ম—ভ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বলিযুক্ত।

বলিভুক্ (—ভুজ্, বলি খাদ্যাংশ—ভুক্ [ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ সং, পুং,—স্ত্রীং, কাক, বায়স। ২। চটক।

বলিমন্দির (বলি দৈত্যবিশেষ—মন্দির আলয়) সং, ক্লীং, অধোভুবন, পাতাল।

বলিমান্ (বলিমৎ, শ্লথচর্ম্ম+মৎ (মতু) —অস্ত্যর্থে) বিং, বলিবিশিষ্ট, বলিন।

বলিমুখ, বলীমুখ (বলি শ্লথচর্ম্ম—মুখ, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, বানর, কপি। [বি.শষ।

বলিবিন্ধ্য; সং, পুং, রৈবতক মনুর পুত্র·

বলিষ্ঠ, **বলীয়ান্** } (বলবৎ+ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে, বৎ—লোপ। বলীয়স্ বলবৎ +ঈয়স্—অতিশয়ার্থে, বৎ—লোপ) বিং, ত্রিং, অতিশয় বলবান্। ২। সং, পুং, —উষ্ট্র।

বলিসদ্ম (—সদ্মন্, বলি অসুররাজ—সদ্মন্ গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পাতাল, রসাতল।

বলিহা (বলিহন্, বলি দৈত্যবিশেষ—হন্ [হন্ বধ করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বলিধ্বংসী, বিষ্ণু।

বলী (বলিন্, বল+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বলবান্। ২। সং, পুং, বলরাম। ৩। উষ্ট্র। ৪। মহিষ। ৫। বৃষভ। শূকর।

বলীক, **বলিক** } (বল্ আবরণ করা+ইক, ঈক (ঈকন্)—ক) সং,পুং, পটলপ্রান্ত, ছাঁইচ, নীধ্র।

বেলুচিস্থান সং, ক্লীং, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী একটি দেশ।

বলীবর্দ্দ (বল শক্তি—বর্দ্ধ [বৃধ বৃদ্ধি করা +অন—ক] বর্দ্ধন, ল=লী, ধ=দ) সং, পুং, বৃষ, বলদ, ষাঁড়। শিং—১ "বলীবর্দ্দ-সমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্।"

বলুল (বল+উল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বলবান্।

বল্য (বল শক্তি+য—হিতার্থে) সং, ক্লীং, প্রধানধাতু, শুক্র। ২। বিং, ত্রিং, বলকারক। ৩। পুং, বুদ্ধভিক্ষুক।

বল্লালরাজবংশ; সং, পুং, দাক্ষিণাত্যের যাদবংশ হইতে সম্ভূত রাজবংশ বিশেষ।

বহল (বন্হ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অল্ (কল) —ক) বিং, ত্রিং, অনেক, অধিক। ২। কঠিন, দৃঢ়। ৩। সং, পুং, নৌকা। ৪। বৃক্ষবিশেষ।

বহু (বন্হ্ বৃদ্ধি পাওয়া+উ কু —ক) বিং, ত্রিং, অনেক, অধিক, প্রচুর।

বহুক (বহু অধিক+কণ্—যোগ) সং, পুং, কাঁকড়া। ২। অর্ক। ৩। দাত্যুহ। ৪। জলখাতক। ৫। বিং, ত্রিং, খননকারী।

বহুকর (বহু অধিক—কৃ করা+অ (অন্) —ক) সং, পুং, মার্জ্জনকারী, ফরাস। ২। উষ্ট্র। ৩। যে অনেক কার্য্য করে। রী—স্ত্রীং, +অল্—প সম্মার্জ্জনী; খেঙরা।

বহুক্ষম (বহু অধিক—ক্ষম্ সহ্ করা+অ (অন্) —ক (বিং, ত্রিং, সহিষ্ণু, সহনশীল) যে ক্লেশাদি সহ্য করিতে পারে। ২। সং, পুং, জৈনদিগের উপাস্য মুনিবিশেষ।

বহুগন্ধ; সং, পুং, কন্দুরুক। ২। ক্লীং, তেজপাত।

বহুগন্ধদা (বহুগন্ধ—দা দান করা+অ (ড) —ক) সং, স্ত্রীং, মৃগবিশেষ।

বহুগর্হ্যবাক্ (—বাচ্, বহু অধিক—গর্হ্য দূষ্য—বাচ্ বাক্য) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি অনেক কুৎসিত বাক্য বলে।

বহুজ্ঞ (বহু—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক]

যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বহুদর্শী, যে অনেক জানে। ২। বহুবিদ্। ৩। অভিজ্ঞ।

বহুতঃ (—তস্, বহু অধিক+তস্—প্রং, সপ্তমীস্থানে তস্) অং, বহুপ্রকারে।

বহুতিথ (বহু অনেক+তিথ(তিথট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, বহুসংখ্যক। ২। অধিক পরিমাণ। ৩। বহুর পূরণ, অনেকতম। শিং—১ "কালে গতে বহুতিথে।"

বহুতৃণ (বহু—তৃণ) সং, ক্লীং, তৃণতুল্য, তৃণবং।

বহুত্র (বহু+ত্র—প্রং, সপ্তমীস্থানে 'ত্র') অং, বহুস্থানে, অনেকস্থলে।

বহুত্বক্ক | **বহুত্বক্** (বহু অনেক—ত্বচ্ বল্কল+কণ্—স্বার্থে।—ত্বচ্, বহু—ত্বচ্ গাছের ছাল। যাহার বহুত্বকস্তর আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভূর্জ্জপত্রের গাছ।

বহুদর্শী (—দর্শিন্, বহু অনেক—দর্শী যে দেখে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বহুজ্ঞ, বিজ্ঞ।

বহুদুগ্ধ (বহু অনেক—দুগ্ধ) সং, পুং, গম, গোধূম। গ্ধা—স্ত্রীং, যে গাভী অনেক দুগ্ধ দেয়। গ্ধিকা, মুহীবৃক্ষ।

বহুধা (বহু অনেক—ধাচ্—প্রকারার্থে) অং, বহুপ্রকার। ২। বহুবার।

বহুধার (বহু অনেক—ধারা অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, অশনি, বজ্র।

বহুনাদ (বহু অধিক—নাদ শব্দ) সং, পুং, শঙ্খ, শাঁক।

বহুপটু (বহু অধিক—পটু নিপুণ) বিং, ত্রিং, ঈষদূন পটু, পটুকল্প।

বহুপত্র (বহু—অনেক—পত্র পাতা ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পলাণ্ডু। ২। ক্লীং, অভ্রক ধাতু। ৩। বিং, ত্রিং, অনেক পত্রবিশিষ্ট। ত্রা—স্ত্রীং, তরুণী পুষ্প। ত্রিকা—ভূম্যামলকী। ২। মেথিকা। ৩। মহাশতাবরী।

বহুপর্ণী (বহু অনেক—পর্ণ পত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ। ২। বিং, ত্রিং, অনেক পত্রবিশিষ্ট। ণী—স্ত্রীং, মেথিকা। ২। র্ণিকা—স্ত্রীং, আখুকর্ণী।

বহুপাৎ | **বহুপাদ** (—পাদ্, বহু অনেক—পাদ্, পাদ। প্রসিদ্ধি আছে, যে এই বৃক্ষের শাখা হইতে ঝুরি নামিয়া পুনরায় শিকড় প্রাপ্ত হয়) সং, পুং, বটবৃক্ষ।

বহুপুত্র (বহু—পুত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অনেক পুত্রবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। ত্রী—স্ত্রীং, শতমূলী।

বহুপুষ্প; সং, পুং, নিম্ববৃক্ষ।

বহুপ্রজ (বহু অধিক—প্রজা সন্তান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর। ২। মুঞ্জতৃণ।

বহুপ্রতিজ্ঞ (বহু—প্রতিজ্ঞা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অনেক বিষয় প্রতিজ্ঞাযুক্ত। শিং—১ "বহুপ্রতিজ্ঞং যৎ কার্য্যং ব্যবহারেষু নিশ্চিতম্।"

বহুপ্রদ (বহু অনেক—প্রদ [প্র—দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, বদান্য, অতিশয় দাতা।

বহুপ্রসূ (বহু অনেক—প্রসূ যে সন্তান প্রসব করে) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রী অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছে।

বহুফল (বহু অধিক—ফল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। ২। বিকঙ্কতবৃক্ষ। ৩। বিং, ত্রিং, বহুফলবিশিষ্ট, উর্ব্বর। লী—স্ত্রীং, আমলকীবৃক্ষ।

বহুফেনা; সং, স্ত্রীং, সাতলা।

বহুবল (বহু—বল শক্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সিংহ। ২। বিং, ত্রিং, অতিশয় বলবান্।

বহুভাষী (বহুভাষিন্, বহু অধিক—ভাষী যে বলে) বিং, ত্রিং, বাচাল, যে অনেক কথা বলে।

বহুমঞ্জরী; সং, স্ত্রীং, তুলসী।

বহুমত (বহু—মন্ বোধ করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় আদৃত ।

বহুমল (বহু অধিক—মল ময়লা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সীসক, সীসা। ২। বিং, ত্রিং, অনেক মলযুক্ত।

বহুমান (বহু—মান আদর, সম্মান) সং, পুং, অতিশয় আদর, অতিযত্ন। শিং—১ "ততোঽসৌ প্রত্যুবাচেদং বহুমানপুরঃসরম্।"

বহুমার্গ ; সং, ক্লীং, চত্বর। ২। বিং, ত্রিং, অনেক পথযুক্ত।

বহুমূর্ত্তি (বহু—মূর্ত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অনেক মূর্ত্তিবিশিষ্ট। ২। সং, স্ত্রীং, বনকার্পাস।

বহুমূর্দ্ধা (বহুমূর্দ্ধন্, বহু অনেক=মূর্দ্ধন্ মস্তক) বিং, ত্রিং, যাহার অনেক মস্তক। ২। সং, পুং, (সহস্র শীর্ষ হেতু) বিষ্ণু।

বহুমূল } (বহু অনেক-মূল, ৬ষ্ঠী—
বহুমূলক } হিং। কণ্—যোগ) সং, পুং, ইক্কট তৃণ, এক প্রকার ঘাস। ২। নাগবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, বহুমূলবিশিষ্ট। লা—স্ত্রীং, শতাবরী। ২। লা—স্ত্রীং, মাকন্দী।

বহুমূল্য (বহু অধিক—মূল্য দাম, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহার্ঘ, যাহার মূল্য অনেক।

বহুরূপ (বহু অনেক—রূপ মূর্ত্তি) সং, পুং, ধুনা। ২। ব্রহ্মা ৩। বিষ্ণু ৪। শিব ৫। কামদেব। ৬। কৃকলাস। ৭। কেশ। ৮। সর্জরস। ৯। বুদ্ধিবিশেষ। ১০। বিং, ত্রিং, নানারূপধারী। পা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "অরূপা পরভাবত্বাদ্বহুরূপা ক্রিয়াত্মিকা।" ☛ (শুক্র) সং, পুং, ব্রহ্মা।

বহুরেতাঃ (বহুরেতস্, বহু অধিক—রেতস্

বহুরোমা (বহুরোমন্, বহু অধিক—রোমন্ লোম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মেষ ভেড়া। ২। বিং, ত্রিং, অনেক লোমযুক্ত।

বহুল (বন্হ বৃদ্ধি পাওয়া+উল (কুল)—ক) বিং, ত্রিং, অনেক। ২। অধিক। ৩। (বহু—লা দান করা+অ(ড)—ক) কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। ৪। সং, পুং, অগ্নি। ৫। কৃষ্ণপক্ষ। ৬। কৃষ্ণবর্ণ। ৭। ক্লীং, আকাশ। ৮। সিতমরীচ। লা—স্ত্রীং, গাভী। ২। এলালতা। ৩। নীলের গাছ। ৪। দেবীবিশেষ। ৫। বহুং, কৃত্তিকানক্ষত্র।

বহুলগন্ধা ; সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ, এলা।

বহুলাশ্ব ; সং, পুং, মৈথিলবংশীয় নৃপবিশেষ।

বহুলীকৃত (বহুল অধিক কৃত করা হইয়াছে, ঈ (চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, বিস্তারিত। ২। ধান্যাদি নিস্তুষ করা (আগড়া অপসারণ পূর্ব্বক ধান্যাদি রাশীকরণ)।

বহুবচন (বহু—বচন কথন) সং, ক্লীং, যাহা দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায়।

বহুবিধ (বহু নানা—বিধা প্রকার) বিং, ত্রিং, নানাপ্রকার, বিবিধ।

বহুবীজ (বহু অনেক-বীজ) সং, ক্লীং, আতৃপা, আতাফল। ২। বিং, ত্রিং, প্রচুর বীজবিশিষ্ট।

বহুব্রীহি (বহু—ব্রীহি শস্য) সং, পুং, সমাসবিশেষ, যে যে পদে সমাস করা যায় সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া যাহাতে অন্যার্থের প্রতীতি হয়। ২। বিং, ত্রিং, বহুধান্যবিশিষ্ট। শিং—১ "দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্‌গৃহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ। তৎকর্ম্ম ধারয় যেনাহং স্যাং সদা বহুব্রীহিঃ। (উদ্ভট)।

বহুশঃ (বহুশস্ বহু+শস্ (চশস্)—বারার্থে) ক্রিং—বিং, অং, বাহুল্যরূপে। ২। বহুবার।

বহুশত্রু (বহু—শত্রু, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চটক, চড়ুইপাখী। ২। বিং, ত্রিং, বহুশত্রুবিশিষ্ট।

বহুশাল (বহু—শাল্ শোভা পাওয়া+অ (অন্)—কং, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, স্নুহীবৃক্ষ।

বহুশিখা; সং, স্ত্রীং, জলপিপ্পলী। ২। বিং, ত্রিং, অনেক শিখাযুক্ত।

বহুশিরাঃ (বহুশিরস্) বিষ্ণু। শিং—১ কদ্রো বহুশিরাঃ বক্রঃ।"

বহুশ্রুত (বহু অনেক—শ্রুত যিনি অনেক বার বেদাদি শ্রবণ করিয়াছেন) বিং, ত্রিং, সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ।

বহুশ্রুতীয় সং, পুং, বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ।

বহুসন্ততি (বহু অধিক—সন্ততি বিস্তার সন্তান) সং, পুং, বেউড় বাঁশ ২। অনেক সন্তান বিশিষ্ট। [খদির বৃক্ষ।

বহুসার (বহু—সার সারভাগ) সং, পুং,

বহুসূ (বহু অনেক—সূ প্রসব) সং, স্ত্রীং, শূকরী। ২ বহুপ্রসূ।

বহুসূতি (বহু অনেক—সূ প্রসব করা+ তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বহুবৎসপ্রসবিনী গাভী

বহুস্রবা; সং, স্ত্রীং, শল্লকীবৃক্ষ।

বহুস্বন (বহু—স্বন শব্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পেচক, প্যাঁচা, । ২ ত্রিং, অনেক শব্দযুক্ত।

বহ্বপত্য (বহু অনেক—অপত্য সন্তান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর। ২। মূষিক। ৩। বিং, ত্রিং, বহুসন্তানবিশিষ্ট।

বহ্বাশী (বহ্বাশিন্, বহু অধিক—আশিন্ যে ভোজন করে) বিং, ত্রিং, বহুভোজনশীল। ২। আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। শিং—১ বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।" ৩। পুং, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ

বহ্বৃক্ (বহ্বৃচ্, বহু অনেক+ঋচ্, বেদমন্ত্র) বি, ত্রিং, বহুমন্ত্রযুক্ত।

বহ্বৃচ (বহু অনেক—ঋচ্, বেদমন্ত্র+অ—প্রং) সং, পুং, ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদের চরণ। ২। ক্লীং, সূক্ত, উত্তম বচন। ৩। বিং, ত্রিং, তদভিজ্ঞ।

বহ্বৃচা (বহু অনেক—ঋচ্ বেদমন্ত্র+ঈ—প্র) সং, স্ত্রীং, ঋগ্বেদবেত্তার পত্নী।

বা; অং, অন্তঃস্থ "বা" দেখ।

বাই (দেশজ) উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের ও গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের ভদ্রমহিলাদের উপাধি বিশেষ। ২। নর্ত্তকী। ৩। খেয়াল।

বাইনচাল (দেশজ) নৌকার তলদেশে ছিদ্র হইয়া যাওয়া।

বাইবেল (বৈদেশিক) খ্রীষ্টানদিগের প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক)।

বাকি (আরবী) অবশিষ্ট, বক্রী।

বাকৃতা (পারসী, বার্কতন্=বুনা) বস্ত্রবিশেষ।

বাগ (পারস্য) উদ্যান।

বাগাৎ (বাগ শব্দের বহুবচন) যে ভূমিতে উদ্যান করা যায়।

বাগিচা (Diminutive of বাগ) ছোট বাগান।

বাজ (পারসী) শ্যেনপক্ষী, শিকরা।

বাজার (পারস্য) হট্ট।

বাজী (পারসী, বাজিদন্ ক্রীড়াকরা) ক্রীড়া।

বাজু (পারসী) বাহু। ২। অলঙ্কার।

বাজুবন্দ; বিং, ত্রিং, বাহুতে পরিবার অলঙ্কার।

বাড়ব (বড়বা ঘোটকী+অ(ষ্ণ)—বিদ্যমানার্থে) সং, পুং, বড়বামুখাগ্নি, সমুদ্রীয় অগ্নি। ২। ব্রাহ্মণ। ৩। ক্লীং, বড়বাসমূহ। ৪। করণবিশেষ। ৫। পুং—ক্লীং, পাতাল। ৬। বিং, ত্রিং, বড়বাসম্বন্ধীয়।

বাড়বাগ্নি / **বাড়বানল** } (বড়বাগ্নি, বড়বানল+অ (ষ্ণ)—বিদ্যমানার্থে) সং, বড়বানল, সমুদ্রস্থ অগ্নি। ২। নরকবিশেষ।

বাড়বাগ্র; সং, পুং, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। শিং—১ "ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বাড়বাগ্রস্য ধীমতঃ।"

বাড়বেয় (বড়বা অশ্বমুখী সমুদ্রস্থা দেবীবিশেষ, অশ্বিনীকুমারের মাতা+এয় (ঢেয়) —অপত্যার্থে) সং, পুং, দ্বিং, অশ্বিনীকুমার।

২। পুং, সমুদ্রীয় অগ্নি। ৩। বিং ত্রিং, বড়বাসম্বন্ধীয়।

বাড়ব্য (বাড়ব ব্রাহ্মণ+য(ষ্ণ্য)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, ব্রাহ্মণসমূহ। ২। বড়বা+য (ষ্ণ্য)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বড়বা-সম্বন্ধীয়।

বাড়িঙ্গন; সং, পুং, বার্ত্তাকু।

বাণ—অন্তস্থ 'বাণ' দেখ।

বাণগঙ্গা; সং, স্ত্রীং, রাবণের বাণ দ্বারা নির্ভিন্নসোমেশ্বরগিরিসম্ভূত নদীবিশেষ। শিং—১ "সোমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে বাণেনাদ্রিং বিভিদ্য বৈ। রাবণেন প্রকটিতা জল-ধারাতিপুণ্যদা। বাণগঙ্গেতি বিখ্যাতা যা স্নানাদঘনাশিনী।"

বাণভট্ট; সং, পুং, কাদম্বরী শ্রীহর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা মহাকবি।

বাণধি (বাণ—ধা ধারণ করা+ই কি)—ধি) সং, পুং, তূণীর, তূণ।

বাণপুর; সং, ক্লীং, বাণরাজার পুর, শোণিত পুর। [বিশেষ।

বাণমুদ্রা; সং, স্ত্রীং, রিপুনাশিনী মুদ্রা-

বাণযুদ্ধ; সং, পুং, শিবসহায় বাণরাজার কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ।

বাণলিঙ্গ; সং, পুং, নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষিপ্ত শিবলিঙ্গবিশেষ।

বাণবার (বাণ—বৃ-ণিচ্=বারি বারণ করা +অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, কঞ্চুক, সন্নাহ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া।

বাণিজ (বণিজ+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, বণিক্, ক্রয়বিক্রয়কারী। বাড়বাগ্নি।

বাণিজিক (বণিজ+ইক্(ষ্ণিক)—স্বার্থে) সং, পুং বণিক্, ক্রয়বিক্রয়কারী। ২। বাড়-বাগ্নি। ৩। প্রবঞ্চক, শঠ। ৪। ক্লীং, ক্রয়-বিক্রয়।

বাণিজ্য (বণিজ্+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বণিগ্‌বৃত্তি, ক্রয়বিক্রয়।

বাণিজ্যবায়ু (Trade-wind) ঈশান-কোণ ও অগ্নিকোণ হইতে যে বায়ু নিয়ত বহমান হয়, তদ্দ্বারা জাহাজাদি গমনাগমনের অনেক সাহায্য হয়।

বাণিজ্যাগার (Firm) বাণিজ্যের কুঠী।

বাণি, বাণী—অন্তঃস্থ 'বাণি' দেখ।

বাতিল (আরবী) মিথ্যা, নিষ্ফল, অসিদ্ধ।

বাদর (বদর কার্পাস+অ (ষ্ণ)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, কার্পাসনির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)। ২। সং, পুং, কুলগাছ। ৩। ক্লীং, কুলফল। ৪। কার্পাসসূত্র। পুং, রা—স্ত্রীং, কার্পাস-বৃক্ষ, কাবাসগাছ।

বাদরায়ণ (বাদর তীর্থস্থান—অয়ন গমন, ৬ষ্ঠী—হিং। বদরিকাশ্রমে নিত্যবাসপ্রযুক্ত এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অথবা বদরী+ষ্ণায়ন্) সং, পুং, বেদব্যাস, ব্যাস-দেব।

বাদরায়ণি (বাদরায়ণ+ই (ষ্ণি)—অপ-ত্যার্থে) সং, পুং, ব্যাসদেবপুত্র শুকদেব।

বাদরিক (বদর+ইক (ষ্ণিক)—গ্রহণার্থে) বিং, ত্রিং, ভূমিপতিত বদরফলের একৈক-গ্রাহী।

বাদ্‌সা (পারসী) রাজা।

বাদাম (পারসী, সংস্কৃত=বাতাম্র) স্বনাম-খ্যাত ফলবিশেষ।

বাধ (বাধ্ পীড়ন করা, ব্যাঘাত করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বারণ, রোধ। ২। উপদ্রব। ৩। পীড়া। ৪। ন্যায়মতে—সাধ্যাভাববৎ পক্ষ। ৫। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, রোধক।

বাধক (বাধ দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধক, নিবারক, বাধাজনক। ২। সং, পুং, স্ত্রীলোকের সন্তান-জনন-প্রতি-বন্ধক রোগবিশেষ।

বাধন (বাধ দেখ, (অনট্)—ভা) সং, পুং, পীড়া, দুঃখ। ২। প্রতিবন্ধ। ৩। উপদ্রব। ৪। ক্লীং, বাধা।

বাধা (বাধ দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীং, ব্যথা, দুঃখ। ২। প্রতিবন্ধ। ৩। উপদ্রব।

বাধিত (বাধ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং,

পীড়িত, ব্যথিত। ২। প্রতিবন্ধ, ব্যাহত। ৩। নিবারিত। ৪। বশীভূত। ৫। আয়ত্ত। ৬। বশ।

বাধির্য্য (বধির+য(ষ্ণ)—ভা) সং, ক্লীং বধিরতা, শ্রবণশক্তিরাহিত্য। শিং—১ "যদা শব্দবহো বায়ুঃ শ্রোত্র আবৃত্য তিষ্ঠতি। শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে।"

বাধ্য (বাধ দেখ, য (ঘ্যণ্)—) বিং ত্রিং, বারণযোগ্য, নিষিদ্ধ। ২। পীড়নীয়। ৩। বশীভূত।

বাধ্যতা (বাধ্য+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, বশ্যতা, বারণযোগ্যতা, নিষিদ্ধতা।

বাধ্রীনস; সং, পুং, খড়্গী, গণ্ডার।

বান্দা (পারসী) দাস, ভৃত্য।

বান্দী, বাঁদী (পারসী) সং, স্ত্রীং, দাসী, চাকরাণী।

বান্ধকিনেয় (বন্ধকী অসতী+এয় (ঢক্‌য়) —অপত্যার্থে। ন—আগম) সং, পুং, অসতী-পুত্র, জারজ।

বান্ধব (বন্ধু+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, বন্ধু, মিত্র। ২। আত্মীয় স্বজন। শিং—১ রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" ৩। ভ্রাতা।

বাপপা (দেশজ) মিবারের গিহ্লোট্ কুলজ রাজবিশেষ।

বাব (আরবী) পুস্তকের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ।

বাবৎ (আরবী) কারণ, বিষয়।

বাবা (তুর্কী ভাষা) পিতা।

বাভন (দেশজ) বিহার ছোট নাগপুর এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ জাতিবিশেষ। ইঁহারা আপনাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করেন। এই শ্রেণীতে জমিদার হইতে কৃষক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। কখনও ইঁহাদের যাজন কার্য্য ছিল না এবং এখনও নাই।

বাভ্রবী (বভ্রু শিব+অ(ষ্ণ), ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

বায়না (পারস্য) কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অগ্রিম মূল্য, মূল্যের কিয়দংশ দেওয়া।

বারাণ্ডা (পারসী, বারান্দা শব্দজ) ছাদের বহির্ভাগ। ২। উপরিস্থ গৃহের বহির্ভাগ।

বারুই (দেশজ) নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত জাতি বিশেষ। পানের চাষই এই জাতির প্রধান উপজীবিকা। এখন ইঁহাদের কেহ কেহ ইংরাজী পড়িয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন।

বার্ব্বটীর (বর্ব্বটী বেশ্যা+র—অপত্যার্থে) সং, পুং, অসতীপুত্র, জারজ। ২। আম্র-পল্লব। ২। দস্তা, টিন।

বার্হস্পত (বৃহস্পতি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়। ২। বৎসর।

বাল (বল্ বৃদ্ধি পাওয়া+অ(ণ)—ক। যে নিত্য বুদ্ধীন্দ্রিয় দেহাদিদ্বারা বৃদ্ধি পায়) সং, পুং, লা—স্ত্রীং, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিং—১"আষোড়শাদ্ভবেদবালস্তরুণস্তত উচ্যতে। বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ন-বতেঃ পরং। ২। সং, পুং, হয়বালধি। ৩। কেশ। ৪। ঘোটক-শিশু, ঘোড়ার বাচ্ছা। ৫। পাঁচ বৎসরের হস্তী। ৬। নারিকেল-বৃক্ষ। ৭। পুং, ক্লীং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। ৮। বিং, ত্রিং, অজ্ঞান, মূর্খ। ৯। নূতন। ১০। বালক। লা—স্ত্রীং, নব্যা স্ত্রী। লা, লী—স্ত্রীং, বলয়ভূষণ।

বালক (পূর্ব্বে দেখ, কণ্—যোগে) সং, পুং, শিশুপুত্র। ২। বলয়, বালা। ৩। অঙ্গুরীয়ক, আঙ্‌টী। ৪। লাঙ্গুল। ৫। গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ। ৬। বিং, ত্রিং, অজ্ঞান। —লিকা স্ত্রীং, শিশুকন্যা। ২। বালুকা। ৩। কর্ণভূষণ।

বালকবি; সং, পুং, কর্পূররসমঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থের প্রণেতা।

বালকৃমি (বাল কেশ—কৃমি কীট) সং, পুং, কেশকীট, উকুণ।

বালক্রীড়ন (বল—ক্রীড়্ ক্রীড়া করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বালকের

খেলা। শিং—১"বালক্রীড়নমিন্দুশেখরধনুর্ভঙ্গাবধি প্রহৃবতা।" (মহানাটক)।

বালক্রীড়নক (বালক্রীড়ন দেখ, কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, কপর্দ্দক, কড়ি।

বালখিল্য, বালিখিল্য (বাল—খিল+য(ষ্ণ্য)) সং, পুং, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মুনিবিশেষ, ব্রহ্মার শরীরস্থ লোম হইতে ষাটি হাজার বালখিল্য জন্মে। শিং—১ "বিধিনা নির্ম্মিতা পূর্ব্বং বেদী পরমপাবনী। অগ্নিবেশাদি মুনয়ো বালখিল্যাদয়ঃ স্থিতঃ।"

বালগর্ভিণী (বাল শাবক—গর্ভিণী গর্ভবতী) সং, স্ত্রীং, প্রথম গর্ভবতী গাভী।

বালগোপাল; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিবিশেষ। শিং—১ "শ্যামসুন্দরনৃত্যবিলাপং তং প্রণমামি চ বালগোপালং।"

বালগ্রহ (বাল বালক—গ্রহ) সং, পুং, বালকের পীড়াদায়ক উপগ্রহবিশেষ। শিং—১ "বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকং। সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্।" (দেবীমাহাত্ম্য)।

বালচর্য্য (বাল সন্তান চর্য্য রীতি, আচরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। ২। (৬ষ্ঠী—ষ) ক্লীং, বালকের চরিত্র।

বালতনয়; সং, পুং, খদির বৃক্ষ।

বালতন্ত্র (বাল শিশু—তন্ত্র নিয়ম, কার্য্যনির্ব্বাহ) সং, ক্লীং, কুমারভৃত্যা, বালচিকিৎসা।

বালতৃণ; সং, ক্লীং, নবতৃণ পুষ্প।

বালদলক; সং, পুং, খদির।

বালধন (বাল বালক—ধন সম্পত্তি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, সাবালকের ধন, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সম্পত্তি।

বালধি (বাল কেশ—ধা ধারণ করা+ই (কি)—ক) সং, পুং, সলোমলাঙ্গূল, পুচ্ছ। ২। চামর।

বালপত্র (বাল ক্ষুদ্র—পত্র পাতা, ৬ষ্ঠী—ষ, কণ্—যোগে বালকপত্র শব্দ হয়) সং, পুং খদির, খয়ের।

বালপাশ্যা (বাল কেশ—পাশ বান্ধনী কিম্বা গোছা+য(ষ্ণ্য)—স্থিত্যর্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ললাটভূষণ, সিঁতি।

বালপুষ্পী (বাল কেশ—পুষ্প ফুল। যে বৃক্ষের পুষ্প রমণীগণ কেশপাশে ধারণ করে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, যূথিকা, যুঁইফুলের গাছ।

বালভদ্রক; সং, পুং, বিষবিশেষ।

বালভৈষজ্য (বাল—ভৈষজ্য ৫মী—হিং) সং, ক্লীং, রসাঞ্জন। ২। শিশুদিগের ঔষধ।

বালভোজ্য; সং, স্ত্রীং, চণক। ১। বিং, ত্রিং, বালকদিগের ভক্ষণীয়।

বালমূষিকা (বাল ক্ষুদ্র—মূষিক, ইন্দুর) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র মূষিক, নেঙটিয়া ইঁদুর।

বালরাজ (বাল বালক—রাজ যে দীপ্তি পায়) সং, ক্লীং, বৈদূর্য্যমণি। ২। পুং, বালকশ্রেষ্ঠ। ৩। বলী।

বালরোগ (বাল—রোগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বালকের ব্যাধি।

বালবৎস (বাল সন্তান—বৎস প্রিয়) সং, পুং, কপোত, পায়রা।

বালবায়জ (বালবায় দেশবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, বৈদূর্য্যমণি।

বালবাসঃ (—বাসস্, বাল+বাস) সং, ক্লীং, কেশনির্ম্মিত বস্ত্র। ২। বালকের বস্ত্র।

বালবাহ্য (বাল কেশ—বহ্ চেষ্টা করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বালক কর্তৃক বহনীয়। ২। সং, পুং, বন্যছাগল।

বালব্যজন (বাল কেশ—ব্যজন পাখা, বালই ব্যজনস্বরূপ। পশুবিশেষের পুচ্ছে ইহা সর্ব্বদা প্রস্তুত হয় বলিয়া) সং, ক্লীং, চামর, প্রকীর্ণক। শিং—১"কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ।" ২। বালকের ব্যজন। "বালব্যজনমোজসামক্ষিকাদীন্ ব্যপোহতি।

বালব্রত; সং, পুং, মঞ্জুঘোষনামক পূর্ব্বজিনবিশেষ।

বালভারত; সং, ক্লীং, অমরচন্দ্র-রচিত

সংক্ষিপ্ত ভারতকথা। ২। রাজশেখর রচিত নাটক বিশেষ।

বালসন্ধ্যাভ (বালসন্ধ্যা—আভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং বিং, ত্রিং, অরুণবর্ণ, রক্তবর্ণ।

বালসূর্য্য; সং, দৈদুর্য্যমণি। ২। পুং, প্রাতঃকালীন সূর্য্য।

বালহস্ত (বাল কেশ—হস্ত। বালই হস্তঃ স্বরূপ) সং, পুং, বালধি, সলোমলাঙ্গুল। ২। কেশগুচ্ছ।

বালাখানা (পারস্য [বালা—উপর খানা—বাটী, ঘর) উপরের ঘর।

বালাপোস্ (পারস্য বালা—উপর—পোষি-দন—আবরণ করা, গাত্রবস্ত্রবিশেষ।

বালার্ক (বাল—অর্ক সূর্য্য+সং, পুং, নবোদিত সূর্য্য, প্রাতঃকালীন সূর্য্য। শিং—১ রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীং তনুং।" ২ "বালার্কস্তরুণং দধি।"

বালি, **বালী** (বালিন্, বাল কেশ+ই, ইন্—প্রং। ইহার মাতার কেশ হইতে জন্ম হয়, সং, পুং, বানররাজবিশেষ, কিষ্কিন্ধ্যাপতি, ইন্দ্রপুত্র কপি।

বালিন (বাল কেশ+ইন্—প্রং। পূর্ব্বে দেখ) সং, পুং, ইন্দ্রপুত্র কপি। নী—স্ত্রীং, অশ্বিনীনক্ষত্র।

বালিশ (বাড়ি [বাড়্ "স্নানকরা" বৃদ্ধিপাওয়া +ই—ভাবে] বৃদ্ধি—শো নাশ করা+অ(ড—ক)। অথবা বলি—শী শয়নকরা +অ(ড—ক) বিং, ত্রিং, মূর্খ, অজ্ঞান। ২। শিশু। শিং—১ "বালিশমালি শয়ানমাবোধয় কঙ্কণঝণৎকারৈঃ।" ৩। (বালিন্ (বাল কেশ—ইন্ অস্ত্যর্থে। মস্তক—শী শয়ন করা+অ(ড)—ধি) সং, ক্লীং, উপাধান।

বালিহন্তৃ—ন্তৃ, **বালিহা—হন্** (বালি, বালিন্ বানর-রাজবিশেষ—হন্তৃ, হা [হন্+০[ক্বিপ্], তৃন—ক] যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রামচন্দ্র।

বালীশ; সং, পুং, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ।

বালু; সং, স্ত্রীং, এলবালু নামক গন্ধদ্রব্য।

বালুক; সং, পুং, পানীয়ালু।

বালুকা; (বল্ বৃদ্ধি পাওয়া+উ(উন্)—ণ= বালু, কণ্—স্বার্থে, আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, সিকতা, বালি। ২। শাখা হস্তপদাদি। ৩। কর্কট। ৩। যন্ত্রবিশেষ। ৫। কর্পূর।

বালুকাগড় (বালুকা বালি—গড়্ ক্ষরিত হওয়া, গড়িয়া যাওয়া+অ প্রং) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ।

বালুকাত্মিকা (বালুকা আত্মন্ স্বরূপ+কণ্—সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, শর্করা, চিনি। ২। বিং, ত্রিং, বালুকাময়।

বালুকাপ্রভা; সং, স্ত্রীং, নরকবিশেষ।

বালুকাময় (বালুকা+ময়(ময়ট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, সিকতাময়। ২। বালুকাপূর্ণ।

বালুকাযন্ত্র; সং, ক্লীং, ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ।

বালুকাস্বেদ; সং, পুং, তপ্ত বালুকা দ্বারা তাপ দিয়া স্বেদ নির্গত করা।

বালুকী, বালুঙ্কী, বালুঙ্কিকা, বাল্লুঙ্গী; সং, স্ত্রীং, কর্কটী।

বালূক; সং, পুং, বিষবিশেষ।

বালেয় (বাল+এয়(ঢেয়)—যোগ্যার্থে) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, পূজার উপযুক্ত। ৩। (বাল+এয়(ঢেয়)—হিতার্থে) বালকের উপযুক্ত, বালকের হিতকর। ৪। মৃদু, কোমল। ৫। পুং, গর্দ্দভ।

বালেষ্ট; সং, পুং, বদল। ২। বিং, ত্রিং, বালকের অভিলষিত।

বালোপবীত (বাল বালক—উপবীত পৈতা) সং,ক্লীং, দ্বিজবালকের যজ্ঞসূত্র। ২। বালকের পরিধেয় বস্ত্র।

বাল্য (বাল+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, শৈশব, বাল্যাবস্থা, ১৬ বর্ষ পর্য্যন্ত। শিং—১ "আষোড়শাত্তবেদ্বাল্যম্।"

বাবু (দেশজ) ভদ্রলোক। ২। তিব্বতীয় ভাষায় অলসব্যক্তিকে বাবু বলে।

বাষ্প, বাস্প (বাধ্ ব্যাঘাত করা+প—

সংজ্ঞার্থে, ধ—ষ। অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিতে +অন্তঃস্থ বও হয়) সং, পুং, অশ্রু, নেত্র-জল। ২। উষ্মা, সূক্ষ্ম জলকণা। ৩। কণ্ঠ-বারি।

বাষ্পপোত, বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয়তরণী, বাষ্পীয়নৌকা (Steam-Vessel) কলের জাহাজ।

বাষ্পমান-যন্ত্র (Hygrometer) যে যন্ত্রে বায়ুস্থ বাষ্পের পরিমাণ নিরূপিত হয়।

বাষ্পশকট, বাষ্পীয়রথ (Steam Carriage) কলের গাড়ি।

বাষ্পীয়যন্ত্র (Steam Engine) ধুঁয়াকল।

বাসিন্দা (পারসী, বাসিদন্—বাস—দৃ থাকা) অধিবাসী।

বাহ—পুং, বাহা—স্ত্রীং (বাহ্—অ (অন্)—ক) সং, ভুজ।

বাহাদুর (পারসী) বীর, সাহসী। ২। অধুনা রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে ও অনান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

বাহার (পারসী) বসন্তকাল। ২। সৌন্দর্য্য, চটক।

বাহু বাধ্ বাধাত করা+উ—ক, ধ=হ) সং, পুং, ভুজ, কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব। ২। ত্রিকোণাদির পার্শ্বরেখা।

বাহুক (বাহু+ক—প্রং, অথবা বাহু—কৃ করা অ(ট)—ক) সং, পুং, ঋতুপর্ণ রাজার সারথিবেশধারী নলরাজা। ২। কপি। ৩ নাগবিশেষ। ৪। বিং, ত্রিং, দাস, অধীন।

বাহুকুণ্ঠ; বিং, ত্রিং, কুণ্ঠিতবাহুযুক্ত, নুলো।

বাহুকুন্থ (বাহু ভুজ—কুন্থ যে শ্লিষ্ট হয়) সং, পুং, পক্ষ, পাখা।

বাহুকুলেয়ক (বাহুকুল+এয়(ঢেয়)—ভবার্থে, কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, বহুকুলজাত।

বাহুজ (বাহু[ব্রহ্মার ভুজ—জ[জন্ জন্মান +অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, ক্ষত্রিয়। ২। শুকপক্ষী। ৩। স্বয়ং জাত তিল। ৪। বিং, ত্রিং, বাহুজাত।

বাহুত্রাণ (বাহু ভুজ—ত্রাণ [ত্রৈ রক্ষা করা+অনট্—ণ] রক্ষণ) সং, স্ত্রীং, অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ বাহুবদ্ধ লৌহময় আবরণ।

বাহুদন্তক; সং, পুং, ঐরাবত। ২। ইন্দ্র।

বাহুদন্তী (দন্তিন্, বাহু ভুজ—দন্ত দাঁত+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ঐরাবত। ২। ইন্দ্র।

বাহুদা (বাহু ভুজ—দা [দা দান করা +অ ড—ক, আপ্] দাতা। প্রসিদ্ধি আছে যে, লিখিত নামা মুনি এই নদীতে অবগাহন করিয়া ছিন্নহস্ত পুনঃপ্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম বাহুদা) সং, স্ত্রীং, নদী বিশেষ; এই নদী হিমালয় হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে।

বাহুবল; সং, ক্লীং, যুদ্ধোপযোগী হস্তবল।

বাহুভূষা (বাহু ভূষ্—ভূষা ভূষণ) সং, স্ত্রীং, কেয়ূর, বাজু। ২। বাহুভূষণ।

বাহুভেদী—ভেদিন্, বাহু—ভিদ্ ভেদ-করা+ইন্ (ণিন্) —ক বিং, ত্রিং, বাহুভেদকারক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু।

বাহুমূল (বাহু ভুজ—মূল, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, দোর্ম্মূল, কক্ষ, বগল।

বাহুযুদ্ধ (বাহু ভুজ—যুদ্ধ নড়াই সং, ক্লীং, মল্লযুদ্ধ, হাতাহাতি।

বাহুল (বহুলা কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা+অ (ষ্ণ)—তদ্‌যুক্তমাসার্থে) সং, পুং, কার্ত্তিক মাস। ২। বহুল অগ্নি+অ (ষ্ণ) —স্বার্থে। ক—যোগে বাহুলাকও হয়। অগ্নি। ৩। বাহু+ল যে লয়) ক্লীং, বাহুত্রাণ। ৪। বহুল অনেক+অ (ষ্ণ—ভা) বহুত্ব।

বাহুলেয় বহুলা কৃত্তিকা+এয় (ঢেয়)—অপত্যার্থে। কৃত্তিকাকর্তৃক পালিত বলিয়া, সং, পুং, কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন।

বাহুল্য (বহুল+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, আধিক্য, প্রাচুর্য্য।

বাহুশালী—শালিন্, বাহু—শাল্+ইন্(ণিন্) —ক বিং, ত্রিং, বাহুবলের শ্লাঘাকারী।

বাহুসহস্রভৃৎ (বাহু ভুজ—সহস্র হাজার—ভৃৎ (ভৃ ধারণ করা+০ (কিপ্)—ক) যে ধারণ করে] সং, পুং, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন; ইনি পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন।

বাহুবাহবি (বাহু—দ্বিত্ব+ই—প্রং] অং, বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি।

বিন্দু (বিন্দ্ অবয়বীভূত হওয়া+উ—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, দ্রবদ্রব্যের কণা। ২। ক্ষুদ্রচিহ্ন। ৩। অনুস্বার। ৪। ভ্রূমধ্য। ৫। বীজবিশেষ। ৬। (Peint) যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই।

বিন্দুসরঃ (বিন্দুসরস্) সং, ক্লীং, সরোবর-বিশেষ; ভগীরথ গঙ্গাবতরণার্থ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। শিং—১ "রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ। দ্রষ্টুং ভাগীরথীং গঙ্গামুবাস বহুলাঃ সমাঃ।"

বিভ্রক্ষু } **বিভ্রজিষু** } (ভ্রস্জ্+সন্—ইচ্ছার্থে+উ—ক, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, দাহেচ্ছু।

বিভ্রৎ (ভৃ ধারণ করা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ধারণকারী। "বিভ্রৎরেণুং জঠর অটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রৌ চ কক্ষে।" ২। পোষণ কর্ত্তা।

বিবী (হিন্দী) মান্যা ভদ্র মহিলা। ২। স্ত্রী।

বিহিদানা (পারস্য) একপ্রকার বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বীভৎস (বীভৎসা [বধ্ নিন্দাকরা+সন্—স্বার্থে, দ্বিত্ব] নিন্দা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত ঘৃণাকর, অতিকদর্য্য, জুগুপ্সিত। ২। ক্রূর। ৩। ঘৃণ্যা। ৪। বিকৃতি। ৫। পাপী। ৬। সং, পুং, রস-বিশেষ, জুগুপ্সা যে রসের স্থায়িভাব। ৭। (বীভৎসু দেখ,+ঘঞ্—ক) অর্জ্জুন।

বীভৎসু ("আমি যুদ্ধস্থানে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এই নিমিত্ত লোকে আমাকে বীভৎসু বলে") সং, পুং, অর্জ্জুন, পাণ্ডুরাজার তৃতীয় পুত্র। শিং—১ "বীভৎসুঃ কিং করিষ্যতি।"

বুক্ক (বুক্ শব্দ করা+অ (অন্)—ক) সং, ত্রিং, বক্ষঃস্থল, বুক। ২। পুং, ছাগ। ৩। পুং—স্ত্রীং, সময়। ক্কা—স্ত্রীং, শোণিত।

বুক্কন (বুক্ক কুক্কুরাদিকর্তৃক শব্দ করা+অন[অনট্]—ভা) সং, ক্লীং, কুক্কুরাদির শব্দ।

বুক্কাগ্রমাংস (বুক্ক বুক—অগ্র প্রধান—মাংস) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থল।

বুক্কার (বুক্ কুক্কুরাদিকর্ত্তৃক শব্দ করা+আর—প্রং। হিন্দুস্থানের সিংহ কুক্কুরের ন্যায় শব্দ করে বলিয়া) সং, পুং, সিংহের গর্জ্জন।

বুদ্ধ (বুধ্ জানা+ত(ক্ত)—ক) সং, পুং, বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, বৌদ্ধমত-প্রণেতা।



বুদ্ধ (অবতার)।

দশ অবতারের মধ্যে ইনি নবম। শিং—১ "ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

—০—

"শান্তং সদা প্রাণিবধাতিভীতং
বৃহজ্জটাজুটধরোত্তমাঙ্গম্।
তনুল্লসদ্গৈরিকগৌরবস্ত্রং
যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ম্॥"

—০—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥"
(জয়দেব)। পরিশিষ্ট দেখুন। ২। জাগরিত। ৩। (+—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিদিত, জ্ঞাত।

বুদ্ধগয়া; সং, স্ত্রীং, কীকটস্থ বুদ্ধদিগের গয়াবিশেষ।

বুদ্ধি (বুধ্ জানা+তি ক্তি)—ভা (সং স্ত্রীং, জ্ঞান, বোধ, নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিবিশেষ। ২। (+ক্তি—র্ম্ম) মহত্তত্ত্ব। ৩। (+ক্তি—ণ) অন্তঃকরণ।

বুদ্ধিকামা; সং, স্ত্রীং, কুমারানুচর মাতৃকা-বিশেষ।

বুদ্ধিজীবী (—জীবিন্, বুদ্ধি—জীব্ বাঁচা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। শিং—১ "ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।"

বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ, বুদ্ধি+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিবিশিষ্ট, জ্ঞানী।

বুদ্ধিবৃত্তি; সং, স্ত্রীং, বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগ্রাহিতা উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি, যাবতীয় বস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজন করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন।

বুদ্ধিসহায় (বুদ্ধি জ্ঞান—সহায় সহচর) সং, পুং, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা।

বুদ্ধীন্দ্রিয় (বুদ্ধি+ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্র নাসিকা জিহ্বা ত্বক্।

বুদ্বুদ (বুদ্ অনুকরণ শব্দ+০ (ক্বিপ্)—র্ম্ম—বুদ্—আলোচনা করা+অ(ক) র্ম্ম) সং, পুং, জলবিম্ব, জলের ভুড়্ভুড়ি। ২। গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। শিং—১ "পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদাকারতাং ব্রজেৎ।"

বুধ (বুধ্ জানা+অ(ক)—ক। যে শাস্ত্র জানে) সং, পুং, চন্দ্রের পুত্র, বুধগ্রহ। ২। পণ্ডিত, বিদ্বান্। শিং—১ "বুধৈরপি ন বুধ্যতে।" ৫। সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ।

বুধচক্র; সং, ক্লীং, বুধের রাশ্যাদি সঞ্চার কালে শুভাশুভ চক্রবিশেষ।

বুধাচার; সং, পুং, বুধগ্রহের শুভাশুভসূচক সঞ্চার।

বুধতাত; সং, পুং, বুধের পিতা, চন্দ্র।

বুধরত্ন (বুধ—রত্ন মণি) সং, ক্লীং, মরকত মণি।

বুধসুত (বুধ চন্দ্রের পুত্র+সুত—পুত্র) সং, পুং, পুরূরবা রাজা।

বুধান (বুধ্ জানা+আন শান)—ক) সং, পুং, গুরু। ২। জ্ঞানী ব্যক্তি। ৩। কবি। ৪। বিং, ত্রিং, প্রিয়বাদী। ৫। ব্রহ্মবাদী।

বুধাষ্টমী; সং, স্ত্রীং, চৈত্র পৌষ এবং হরি-শয়নভিন্ন সময়ে বুধবারযুক্তা শুক্লাষ্টমী। শিং—১ "বুধাষ্টমী শুভা পুণ্যা যথোক্ত-ফলদায়িনী।" এই বুধাষ্টমী যোগে লোকে ব্রহ্মপুত্র নদের লাঙ্গল বন্ধের ঘাটে স্নান করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর এই স্থানে অসংখ্য যাত্রি-সমাগম হয়।

বুধিত (বুধ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবগত, জ্ঞাত।

বুধিল (বুধ দেখ, ইল—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, জ্ঞানী, বিদ্বান্।

বুধ্ন (বুধ্ বুঝা+ন(নক্)—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, শিব। শিং—১ "নিবেশ্য বুধ্নে চরণং স্মিতাননা।" ২। বন্ধ্ বন্ধনকরা+নক্—ক) বৃক্ষমূল।

বুধ্ন্য (বুধ্ন+য(ঞ্য)—ভবার্থে) সং, পুং, গার্হপত্য অগ্নি। ২। রুদ্রবিশেষ।

বুনিয়াদ (পারসী) ভিত্তি।

বুবুধান (বুধ্ জানা+আন (শান)—ক) পুং, আচার্য্য। ২। পণ্ডিত। ৩। দেবতা।

বুভুক্ষা (ভুজ্ ভোজন করা+সন্—ইচ্ছার্থে

+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা।

বুভুক্ষিত (বুভুক্ষা+ইত—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, ক্ষুধিত।

বুভুৎসা (বুধ্ জানা+সন্—ইচ্ছার্থে+অ ভা (আপ্) সং, স্ত্রীং, বুঝিতে ইচ্ছা। ২। জানিতে ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা।

বুভূষা (ভূ হওয়া+সন্—ইচ্ছার্থে+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, সম্ভবেচ্ছা।

বুলবুল্ (পারসী) স্বনামখ্যাত পক্ষীবিশেষ।

বুলি (বুল্ মগ্ন হওয়া, ভাসিয়া উঠা+ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, ভগ, স্ত্রীচিহ্ন।

বুলী (হিন্দি) ভাষা, বাক্য।

বুষ, বুস (বুস্ ত্যাগ করা+অ(ক)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, কুঁড়া। ২। ভূষি। ৩। তুচ্ছধান্য, আগড়া।

বুসা (বুস্ ত্যাগ করা+অ(ক)—ক) সং, স্ত্রীং, নাট্যোক্তিতে কনিষ্ঠা ভগিনী।

বুস্ত (বুস্ত্ অনাদর করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, স্থালীভৃষ্ট মাংস। ২। পনসাদি ফলের অসার ভাগ, কাঁটালের ভূতি প্রভৃতি।

বেআরাম (পারসী) পীড়া, অস্থির, অশান্তি।

বেইমান (পারসী) বে—উপ—বিহীন+আরবী ইমান্—ধর্ম্ম) বিধর্ম্মী। ২। অধার্ম্মিক, অসৎ।

বেওয়া (পারসী) বিধবা।

বেওরা (দেশজ) কারণ, ইতিহাস, বৃত্তান্ত।

বেকার (পারসী) বে—কার=কার্য্য) যাহার কর্ম্ম কার্য্য নাই।

বেগম (তুর্কী ভাষা) রাণী। ২। মান্যা স্ত্রী।

বেগানা (পারসী) অজ্ঞাত, অপরিচিত, ভিন্নদেশীয়।

বেগার (দেশজ) টাকা কড়ি না লইয়া কার্য্য করাকে বেগার বলে।

বেজার (পারসী) অসন্তুষ্ট, রাগান্বিত।

বেটপ (পারসী বে—দেশজ টপ) কুৎসিত, বিকলাঙ্গ, মন্দ গঠন।

বেমার (পারসী) পীড়িত।

বেয়াদব (পারসী) অসভ্য।

বেয়াদবী (পারসী) অসভ্যতা।

বেলোয়ারি (পারসী) কাচনির্ম্মিত।

বেশী (পারসী) অধিক, অতিরিক্ত।

বেহায়া (পারসী বে=বিহীন—হায়া=লজ্জা) নির্লজ্জ, লজ্জাবিহীন।

বেহোশ (পারসী বে=বিহীন+হোশ=জ্ঞান) অজ্ঞান। ২। মত্ত।

বোচকা, বুচকী (তুর্কী ভাষা) বস্ত্রাদির মোট, গাঁটরী।

বোদ্ধা (বোদ্ধৃ, বুধ্ জানা—তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতা, জানে যে।

বোধ বুধ বুঝা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, জ্ঞান। ২। বুদ্ধি ৩। জাগরণ। ৪। দর্শন। ৫। (বুধ-ণিচ=বোধি) বোধিতকরণ।

বোধক (বুধ-ণিচ+বোধি জানান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপক, সূচক। ২। দ্যোতক। ৩। জাগরিতকারী।

বোধকর
বোধকারক } (বোধ জাগরণ—কর [কৃ করা+অ(অন্),অক(ণক) —ক] যে করে) সং, পুং, বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। শিং—১ "নিশান্তে বোধকারকঃ।"

বোধজ্ঞ; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ। ২। বিং, ত্রিং, অভিপ্রায়বেত্তা।

বোধন(বুধ-ণিচ=বোধি বুঝা, বিজ্ঞাপনকরা +অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, জ্ঞান। ২। জ্ঞাপন, জানান। ৩। জাগরণ, জাগান। শিং—১ "শয়নং বোধনং হরেঃ।" ২। "সায়াহ্নে বোধনং কুর্য্যাৎ। ৪। সন্দীপন, উদ্দীপন। নী—স্ত্রীং, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী, উত্থানৈকাদশী। ২। পিপ্পলী।

বোধনীয়, বোধ্য (বুধ্ জানা+অনীয়, য —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য।

বোধপ্রবাহ (Sensative Stream) যে শক্তি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা প্রভৃতি কার্য্য করা যায়।

বোধবাসর ; স , পুং, ভগবানের প্রবোধ দিন, উত্থানৈকাদশী।

বোধি (বুধ জানা+ইন্—ক) সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ। ২। (+ইন্—ভাবে) সমাধি-বিশেষ। ৩। (+ইন্—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতা, বোদ্ধা।

বোধিত (বুধ-ণিচ্=বোধি জানান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপিত। ২। জাগরিত।

বোধিতরু, বোধিদ্রুম (বোধি জ্ঞান—তরু, দ্রুম=বৃক্ষ) সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।

বোধিতব্য (বুধ্-ণিচ্=বোধি জানান+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপনীয়, জানাইবার যোগ্য।

বোধিসত্ত্ব (বোধি বোধ বিশিষ্ট+সত্ত্ব প্রাণী) সং, পুং, বুদ্ধবিশেষ। বৌদ্ধ।

বৌদ্ধ (বুদ্ধ+অ (ষ্ণ) ইদমর্থে) সং, পুং, বুদ্ধমতাবলম্বী। ২। ক্লীং, বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র। [বুধের পুত্র, পুরূরবা।

বৌধ (বুধ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং,

বৌধায়ন (বুধ+আয়ন্(ষ্ণায়ন্)—প্রং) সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

ব্রততি—তী (প্র—তন্ বিস্তৃত হওয়া+তি (ক্তি)—র্ম্ম। প=ব) সং, স্ত্রীং, বল্লী, লতা। ২। (ক্তি—ভাবে) বিস্তার।

ব্রধ্ন (বন্ধ্ বন্ধন করা+নক্—ক, সংজ্ঞার্থে। বন্ধ্=ব্রধ্) সং, পুং, বৃক্ষমূল, শিকড়। ২। (বুধ বোঝা+নক্—ক) শিব। ৩। সূর্য্য। ৪। ব্রহ্মা। ৫। পুত্র। ৬। শরীর। ৭। রোগবিশেষ।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্, বৃন্হ্ [ম : য্যজাতি] বৃদ্ধি পাওয়া বা করা+মন্—ক) সং পুং, ব্রহ্মা ২। বিধাতা। শিং—১ "ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষঃ।" ৩। ব্রাহ্মণ। ৪। পুরোহিতবিশেষ। ৫। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিবিশেষ। ৬। যোগ-বিশেষ। ৭। ক্লীং, পরমেশ্বর। ৮। বেদ-মন্ত্র। ৯। বেদ। ১০। বেদজ্ঞান। ১১। ব্রহ্মতেজঃ। ১২। তত্ত্ব, তৎসৎ। ১৩। তপস্যা।

ব্রহ্মকন্যকা (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—কন্যা, এই দেবী ব্রহ্মার মস্তক হইতে জন্মিয়াছিলেন) সং, স্ত্রীং, বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। ২। ব্রাহ্মী।

ব্রহ্মকূট, ব্রহ্মগিরি (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—কূট, পর্ব্বতের শৃঙ্গ। - গিরি, পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "ব্রহ্ম-কূটং সমারুহ্য মুক্তিমেবাপ্নুয়ান্নরঃ।"

ব্রহ্মকূর্চ্চ ; সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ, অহোরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্যপানরূপ ব্রত।

ব্রহ্মকৃৎ (ব্রহ্ম তপস্যা—কৃ করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। তপঃকর্ত্তা।

ব্রহ্মগ্রন্থি ; সং, পুং, যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি-বিশেষ।

ব্রহ্মঘাতক (ব্রহ্ম—হন্ বধ করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ব্রাহ্মণহিংসক। তিকা—স্ত্রীং, ব্রহ্মহিংসাকারিণী। শিং—১ "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা।"

ব্রহ্মঘোষ ; সং, পুং, বেদধ্বনি।

ব্রহ্মঘ্ন (ব্রহ্ম—হন্ বধ করা+অ(টক)—ক) হ—ঘ) বিং, ত্রিং, ব্রহ্মহত্যাকারক। শিং—১ "ব্রহ্মঘ্নমপি চণ্ডালং কং পতন্তং পুনীমহে।"

ব্রহ্মচক্র ; সং, ক্লীং, কার্য্যকারণাত্মক সংসার-রূপ চক্র।

ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্ম বেদ—চর্য্য [চর্ গমন করা+য—ভাবে] আচরণ) সং, ক্লীং, ব্রহ্ম-চারীর ধর্ম্ম। ২। স্ত্রী পুরুষের স্মরণ কীর্ত্তন প্রভৃতি অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। ৩। ব্রতবিশেষ. শিং—১ "প্রতিবেদং ব্রহ্ম-চর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।"

ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারিন্, ব্রহ্ম বেদ চর্ গমন করা—ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, প্রথমা-শ্রমী, উপনয়নান্তর যে ব্রাহ্মণতনয় গুরু গৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করে। রিণী—স্ত্রীং, ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিণী স্ত্রী ২। দুর্গা। ৩। বারুণীবৃক্ষ। ৪। ব্রহ্মশাক।

ব্রহ্মজীবী (ব্রহ্মজীবিন্, ব্রহ্ম বেদ—জীবী [জীব জীবনধারণ করা+ইন্(ণিন্)—ক]

যে বাঁচে, তস্য—ষ) সং, পুং, অপবিত্র ব্রাহ্মণ। ২। মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক বেদাধ্যাপক। ৩। বেদজীবী।

ব্রহ্মজ্ঞ (ব্রহ্মন্—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, বেদজ্ঞ । ২। তত্ত্বজ্ঞানী । শিং—১ "ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনঃ।" ৩। ব্রহ্মজ্ঞানী, মুনি ঋষিপ্রভৃতি। ৪। শ্রীগোপাল। শিং—"ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মকৃৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম্মপ্রকাশকঃ।"

ব্রহ্মজ্ঞান ; সং, ক্লীং, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, আত্মতত্ত্ববোধ।

ব্রহ্মডিম্ব—ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্মন্+(ষ্ণ্য)—ইদমর্থে য) বিং, ত্রিং, ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয়। ২। সং, ক্লীং, ব্রহ্মতেজঃ। ৩। (—ভাবে) ব্রহ্মত্ব। শিং —১ "ব্রহ্মণ্যাদেব হীয়তে।" ৪ । পুং, ব্রহ্মদারু বৃক্ষ, তুঁতেগাছ । ৫ । মুঞ্জতৃণ। ৬। তুলবৃক্ষ। ৭। বিষ্ণু। ৮ । শনৈশ্চর।

ব্রহ্মণ্যদেব ; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ। শিং—১ "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

ব্রহ্মতাল ; সং, পুং, চতুর্ম্মুখ তাল।

ব্রহ্মতীর্থ ; সং, ক্লীং, পুষ্করতীর্থ। ২। অঙ্গুষ্ঠমূলভাগ।

ব্রহ্মত্ব (ব্রহ্মন্+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মপদ।

ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ—দণ্ড) যষ্টি) সং, পুং, ব্রাহ্মণের যষ্টি। ২ । ব্রাহ্মণের অভিশাপ। শিং—১ "ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ বিদ্যুদগ্নিহতাশ্চ যে।" ৩ । বশিষ্ঠের সিদ্ধযষ্টি। শিং—১ "একেন ব্রহ্মদণ্ডেন বহবো নাশিতাঃ মম।"

ব্রহ্মদত্ত (ব্রহ্ম ব্রহ্মাতে—দত্ত অর্পিত) সং, পুং, ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

ব্রহ্মদর্ভা (ব্রহ্ম—দর্ভা—কুশ) সং, স্ত্রীং, যমানিকা, জোঁয়ান।

ব্রহ্মদায় ; সং, পুং, বেদাধ্যয়নানন্তর প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের ধন।

ব্রহ্মদারু (ব্রহ্মন্—দারু বৃক্ষ) সং, পুং, অশ্বত্থাকার বৃক্ষবিশেষ।

ব্রহ্মদৈত্য; সং, পুং, প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মনাভ (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—নাভি+অ। যাঁহার নাভিতে ব্রহ্মা হইয়াছেন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু।

ব্রহ্মনাল ; সং, ক্লীং, কাশীস্থ তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ ; সং, ক্লীং, ব্রহ্মে নির্বৃত্তি ব্রহ্মে লীন হওয়া।

ব্রহ্মপত্র ; সং, ক্লীং, পলাশপত্র। শিং—১ "ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কথয়ালোচনং হরেঃ।"

ব্রহ্মপাদপ (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—পাদপ বৃক্ষ) সং, পুং, পলাশ বৃক্ষ।

ব্রহ্মপুত্র (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—পুত্র) সং, পুং, বিষবিশেষ। ২। স্বনামখ্যাত নদ । ৩ । তীর্থবিশেষ। ৪। ক্ষেত্রবিশেষ। ত্রী—স্ত্রীং, সরস্বতী নদী। ২। বারাহিকন্দ।

ব্রহ্মবন্ধু (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—বন্ধু মিত্র) সং, পুং, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ। শিং—১ "বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্য্যাপণন্তথা। এষো হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।"

ব্রহ্মভূতি ; সং, স্ত্রীং, সন্ধ্যাকাল। ২। বিং, ত্রিং, ব্রহ্মজাতমাত্র।

ব্রহ্মভর্ম্মিজা ; সং, স্ত্রীং, সিংহলী।

ব্রহ্মভূয় (ব্রহ্মন্—ভূয় [ভূ হওয়া+য(কাপ) —ভাবে] হওন, প্রাপণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মসাযুজ্য, ঈশ্বরস্বরূপ।

ব্রহ্মমেখল ; সং, পুং, মুঞ্জ।

ব্রহ্মযজ্ঞ (ব্রহ্মন্ বেদ—যজ্ঞ যাগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বেদাধ্যয়ন। শিং—১ "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মন্—যোনি উৎপত্তিস্থান) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ, ব্রহ্মগিরি। নী—স্ত্রীং, তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মরন্ধ্র ; সং, ক্লীং, শিরোদেশস্থ ব্রহ্মস্থিতি স্থানরূপ ছিদ্র, শিরোদেশস্থ ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতুভূত স্থান, ব্রহ্মতালু।

ব্রহ্মরাক্ষস ; সং, পুং, ভূতবিশেষ, ব্রহ্মদৈত্য। ২। মহাদেবের গণবিশেষ। শিং—১ "ব্রহ্মরাক্ষস বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডাঃ ভৈরবাদয়ঃ।" ৩। পারিভাষিক ব্রহ্মরাক্ষস। শিং—১ "মূর্খঃ স্ত্রী কচ্ছপশ্চৈব বাজী বধির এব চ। গৃহীতার্থং ন মুঞ্চন্তি পঞ্চৈতে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।"

ব্রহ্মরাত্র ; সং পুং, ব্রহ্মমুহূর্ত্ত। শিং—১ "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।"

ব্রহ্মরাত্রী (ব্রহ্মন—রা দানকরা+ত্রি—ক। যিনি জনককে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) সং, পুং, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি। ২। স্ত্রীং, (ব্রহ্মন্—রাত্রি) ব্রহ্মার নিশা, দেবতাদের দুইসহস্র যুগপরিমিত কাল।

ব্রহ্মরীতি ; সং, ক্লীং. পিত্তলবিশেষ।

ব্রহ্মর্ষি (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—ঋষি, য়ং—স) সং, পুং. বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ ঋষি।

ব্রহ্মর্ষিদেশ (ব্রহ্মর্ষি—দেশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন—এই চারিদেশ।

ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—লোক জগৎ) সং, পুং, ব্রহ্মার ভুবন। শিং—১ "সত্যস্তু সপ্তমো লোকো হ্যপুনর্ভববাসিনাং। ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ।"

ব্রহ্মবদ্য } (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—বদ্ বলা+
ব্রহ্মোদ্য } য, য(ক্যপ্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্রহ্মোক্ত। ২। (+য—ভাবে) ক্লীং, ব্রহ্মবাক্য। ৩। ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—বর্চ্চস্ তেজঃ+অ—প্রং, ১ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, ব্রাহ্মণব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নজনিত সম্পত্তি, ব্রহ্মতেজঃ।

ব্রহ্মবর্ত্ত (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—বৃৎ [বিদ্যমান থাকা] বাস করা+অ(অল্)+খি) সং, পুং, ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ।

ব্রহ্মবর্দ্ধন (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—বর্দ্ধন। যাহা পূজার ব্যবহার্য্য দ্রব্যমধ্যে অত্যন্ত উপযোগী) সং, ক্লীং, তাম্র, তামা।

ব্রহ্মবাদ (ব্রহ্ম বেদ—বাদ কথন) সং, পুং, বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। ২। তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাক্যবিশেষ।

ব্রহ্মবাদী (—বাদিন্, ব্রহ্ম পরমেশ্বর—বাদী যে বলে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বেদান্তমতাবলম্বী। ২। বেদাধ্যায়ী। ৩। ব্রাহ্ম। দিনী—স্ত্রীং, বেদমাতা, গায়ত্রী। শিং—১ "আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মন বিদ্ জানা+০(ক্বিপ্—ক) সং, পুং, ব্রহ্মজ্ঞানী। শিং—১ "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।"

ব্রহ্মবিদ্যা—স্ত্রীং, } (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—বিদ্যা
ব্রহ্মবেদ—পুং, } শাস্ত্র, বেদ জ্ঞান) সং, ব্রহ্মজ্ঞান, বেদান্তশাস্ত্র।

ব্রহ্মবিন্দু (ব্রহ্ম বেদ—বিন্দু ফোঁটা) সং, স্ত্রীং, পুং, বেদপাঠকালে মুখনির্গত নিষ্ঠীবনবিন্দু।

ব্রহ্মবৃত্তি (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—বৃত্তি) সং, স্ত্রীং, ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রহ্মস্ব।

ব্রহ্মবেদি (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ+বেদি দেশ) সং, স্ত্রীং, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশ বিশেষ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (ব্রহ্মন্—বিবর্ত্ত+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণবিশেষ।

ব্রহ্মব্রত ; সং, ক্লীং, সহস্রবর্ষসাধ্য ব্রহ্মলোকদর্শন ফলক ব্রতবিশেষ।

ব্রহ্মশল্য (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—শল্য শেল) সং, পুং, বাবলাগাছ।

ব্রহ্মশাসন (ব্রহ্মন্—শাসন আজ্ঞা) সং, পুং, ব্রহ্মার বিচারগৃহ। ২। ব্রহ্মার আজ্ঞা। ৩। নবদ্বীপের সন্নিহিত গ্রামবিশেষ।

ব্রহ্মশিরঃ ব্রহ্মশিরস) সং, ক্লীং, ব্রহ্মতেজোময় মহাপ্রভ অস্ত্রবিশেষ।

ব্রহ্মসংহিতা ; সং, স্ত্রীং, ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহ গ্রন্থবিশেষ।

ব্রহ্মসতী; সং, স্ত্রীং, সরস্বতী।

ব্রহ্মসত্র (ব্রহ্মন্—সত্র যজ্ঞ) সং, ক্লীং, ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন। শিং—১ "নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।"

ব্রহ্মসদন; সং, ক্লীং, কুশাস্তৃত প্রাগগ্র ব্রহ্মাসন। শিং—১ "ব্রহ্মসদনমীক্ষেত।"

ব্রহ্মসরঃ (ব্রহ্মসরস্) সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মন্ ঈশ্বর—সাযুজ্য [সযুজ্ যোগের সহিত+য—ভাবে] যুক্তত্ব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মভূয়, ঈশ্বরস্বরূপ, ব্রহ্মসহযোগ।

ব্রহ্মসার্ষ্টিতা (ব্রহ্ম—সার্ষ্টিতা তুল্যতা) সং, স্ত্রীং, ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য।

ব্রহ্মসাবর্ণি; সং, পুং, মনুবিশেষ, দশমমনু। শিং—১ "দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরূপশ্লোকসুতো মহান্।"

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত; সং, ক্লীং, জ্যোতিঃসিদ্ধান্তবিশেষ। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক দুই খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। একখানি ঋষি প্রণীত ও অপর খানি ব্রহ্মগুপ্ত কৃত।

ব্রহ্মসূ (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা [সূ প্রসব করা+০ (ক্বিপ্—ক] সং, পুং, অনিরুদ্ধ। ২। (ব্রহ্মন্ তপ—সূ [প্রসব করা] যে প্রসব করে) কামদেব।

ব্রহ্মসূত্র (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—সূত্র সূতা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, যজ্ঞোপবীত, পৈতা। ২। শারীরিক সূত্র। শিং—১ "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতম্" (গীতা)।

ব্রহ্মস্ব (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—স্ব ধন) সং, ব্রাহ্মণের ধন। [ব্রাহ্মণবধ।

ব্রহ্মহত্যা (ব্রহ্মন্—হত্যা বধ) সং, স্ত্রীং,

ব্রহ্মহা (ব্রহ্মহন্ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—হন্ বধ করা+০(ক্বিপ্)—ক, ভূতকাল) বিং, ত্রিং, ব্রাহ্মণবিনাশকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী। শিং, ১ "ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈঃ।" ২। শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মহুত (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ হুত তর্পিত) সং, ক্লীং, নৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা।

ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্) সং, পুং, বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা। ২। ঋত্বিক্‌বিশেষ।

ব্রহ্মাগ্রভূ; সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

ব্রহ্মাঞ্জলি (ব্রহ্ম বেদ—অঞ্জলি করপুট) সং, পুং, সামবেদপাঠকালীন স্বরবিভাগার্থ অঞ্জলিকরণ। ২। অধ্যয়নের আদিতে ও অন্তেতে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক গুরুর নিকট কৃতাঞ্জলি।

ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মন্+ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, ব্রহ্মার শক্তি, দেবীবিশেষ। শিং—১ "হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ। আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ব্রাহ্মাণী সাভিধীয়তে।" ২। ব্রহ্মার পত্নী।

ব্রহ্মাণ্ড (ব্রহ্মন্ বিধাতা—অণ্ড ডিম্ব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জগৎ, বিশ্বগোলক।

ব্রহ্মাত্মভূ; সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

ব্রহ্মাদনী; সং, স্ত্রীং, হংসপদী।

ব্রহ্মাভিজাতা; সং, স্ত্রীং, গোদাবরীনদী।

ব্রহ্মাভ্যাস (ব্রহ্ম বেদ—অভ্যাস আলোচনা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন, পুনঃপুনঃ বেদাবৃত্তিকরণ।

ব্রহ্মাম্ভঃ (ব্রহ্মাম্ভস্, ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—অম্ভস্ জল) সং, ক্লীং, গোমূত্র, গোরুর চোনা।

ব্রহ্মারণ্য (ব্রহ্ম বেদ—অরণ্য বন) সং, ক্লীং, বেদাধ্যয়নভূমি, বেদপাঠের স্থান।

ব্রহ্মার্পণ; সং, ক্লীং, সমস্ত বিষয় ব্রহ্মে সমর্পণ। শিং—১ "নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা। এতৎ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

ব্রহ্মাবর্ত্ত (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—আবর্ত্ত বাসস্থান) সং, পুং, কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ। শিং—১ "সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।" ২। তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মাসন (ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা—আসন, ৪র্থী—ষ) সং, ক্লীং, ধ্যানাসন (ধ্যান অর্থে পরমার্থ চিন্তন, নিরাকারভাবন)। ২। যোগাসন

(যোগ অর্থে চিত্তনিরোধন, সাকার-ভাবন)। [২। ব্রহ্মশাপ।

ব্রহ্মাস্ত্র (ব্রহ্ম—অস্ত্র) সং,ক্লীং, ব্রহ্মদৈবতাস্ত্র।

ব্রহ্মিষ্ঠ (ব্রহ্মন্ ঈশ্বর—স্থা থাকা+অ(ড)—ক অথবা ব্রহ্মাং—ইষ্ঠ) বিং, ত্রিং, ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মনিষ্ঠ। ষ্ঠা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "ব্রহ্মিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাগ্রজা।

ব্রহ্মী (বৃহ্ বৃদ্ধি পাওয়া+মন্, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পাঁকালমাছ।

ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মন্—উত্তর প্রধান অথবা উত্তর অধিকারী) বিং, ত্রিং, ব্রাহ্মণস্বামিক ভূম্যাদি।

ব্রহ্মোদ্য (ব্রহ্মন্—বদ্ বলা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্য।

ব্রহ্মোদন (ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ—ওদন অন্ন) সং, ক্লীং, যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদত্ত অন্ন।

ব্রাহ্ম (ব্রহ্মন্+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে, সম্বন্ধার্থে, জ্ঞানার্থে) সং, ক্লীং, হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ। এই তীর্থে ব্রাহ্মণের আচমন বিহিত। ২। ব্রহ্মপুরাণ। ৩। পুং, বিবাহবিশেষ, বরকে আহ্বানপূর্ব্বক সালঙ্কৃতা কন্যাদান। ৪। বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুকুল হইতে সমাগত বিপ্রের পূজাদিরূপ রাজধর্ম্ম। ৫। ব্রহ্মার পুত্র নারদ। হ্মী—স্ত্রীং, ব্রহ্মার শক্তিবিশেষ, মাতৃবিশেষ। ২। সরস্বতী। ৩। রোহিণী-নক্ষত্র। ৪। বিং, ত্রিং, ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ৫। তপস্যাসম্ভূত। ৬। ব্রহ্মজ্ঞ। ৭। ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ঐ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। অনেক বিলাত ফেরৎ ও নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি এই ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত। ৮। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহারাও ব্রাহ্ম নামে কথিত।

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্ বিপ্র কিম্বা প্রজাপতি+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে কিম্বা ব্রহ্মন্ বেদ+অ(ষ্ণ)—অধ্যয়নার্থে। ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিম্বা যে বেদ অধ্যয়ন করে) সং, পুং, শ্রেষ্ঠবর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিং—১ "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা, বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।" ২। ক্লীং, বেদের অংশবিশেষ। ৩। ব্রাহ্মণ-সমূহ। ৪। বিং, ত্রিং, ব্রহ্মজ্ঞ। ণী—স্ত্রীং, ব্রাহ্মণপত্নী। ২। ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী।

ব্রাহ্মণক (ব্রাহ্মণ+কণ—কুৎসিতার্থে) সং, পুং, কুৎসিত ব্রাহ্মণ। ২। আয়ুধজীবিব্রাহ্মণ প্রধান দেশ।

ব্রাহ্মণকাম্যা ; সং, স্ত্রীং, ব্রাহ্মণকামনা।

ব্রাহ্মণচাণ্ডাল ; সং, পুং, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণপ্রিয় ; সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।" ২। বিং, ত্রিং, ব্রাহ্মণের হিতকারী।

ব্রাহ্মণব্রুব (ব্রাহ্মণ—ব্রুব [ব্রু বলা+অ(ক)—ক] যে বলে। যে আপনাকে অনুপযুক্তরূপে ব্রাহ্মণ বলে) সং, পুং, নীচব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। ২। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। শিং—"যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ। কর্ম্ম কিঞ্চিন্ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ।"

ব্রাহ্মণযষ্টিকা (ব্রাহ্মণ—যষ্টি+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, বামনহাটীর গাছ।

ব্রাহ্মণায়ন (ব্রহ্মন্+আয়ন (ষ্ণায়ন)—জাতার্থে) সং, পুং, বিশুদ্ধবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ+য(ষ্ণ্য)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, ব্রাহ্মণসমূহ। ২। (+ষ্ণ্য—ভাবে) ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণধর্ম্ম। ৩। পুং, শনিগ্রহ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ; সং, পুং, অরুণোদয় কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল। শিং—১ "রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।" [রাত্রি।

ব্রাহ্মাহোরাত্র ; সং, পুং, ব্রহ্মার দিবা-

ব্রাহ্মিকা (ব্রাহ্মী+কণ্—যোগ, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, বামনহাটীর গাছ।

ব্রাহ্ম্য (ব্রহ্মন্ + য(ষ্ণ্য)—ভাবার্থে) সং, ক্লীং, বিস্ময়। ২। (+ষ্ণ্য—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ব্রহ্মসম্বন্ধীয়।

ব্রুবৎ, ব্রুবাণ (ব্রু বলা + অৎ(শতৃ), আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, যে বলিতেছে। ২। বক্তা।





ভ; ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্ব্বিংশ বর্ণ। উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ২। (ভা দীপ্তি পাওয়া + অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, নক্ষত্র। ৩। গ্রহ। ৪। পুং, শুক্রাচার্য্য। ৫। রাশি। ৬। ভ্রান্তি। ৭। (ভণ্ শব্দ করা + অ(ড)—ক) ভ্রমর। ৮। (ভ্রম্ ভুলিয়া যাওয়া + অ(ড)—ভাবে) ভ্রম।

ভক্ত (ভজ্ সেবা করা ইত্যাদি + ত(ক্ত)—ম্ম) সং. ক্লীং, ওদন, অন্ন, ভাত। ২। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, অনুরক্ত, যাহার ভক্তি আছে। ৩। অনুগত, সেবক। ৪। (+ক্ত—র্ম্ম) বিভক্ত।

ভক্তকংস, সং, পুং, ভক্ত আনয়নার্থ পাত্র।

ভক্তকর (ভক্ত [ভজ্ পাক করা, ভাজা + ত(ক্ত)—র্ম্ম] পক্ব—কর করণ) সং, পুং, কৃত্রিম ধূপ। ২। বিং, ত্রিং, পাচক।

ভক্তকার (ভক্ত অন্ন—কার [কৃ করা + অ(ষণ্)—ক] যে করে) সং, পুং, পাচক, যে ব্যক্তি অন্ন পাক করে।

ভক্ততা (ভক্ত + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ভক্তের অভিপ্রায়।

ভক্ততূর্য্য (ভক্ত অন্ন—তূর্য্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্র) সং, ক্লীং, ভোজনকালে বাদনীয় বাদ্য।

ভক্তদাস (ভক্ত অন্ন—দাস) সং, পুং, অন্নদাস। শিং—১ "ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বাড়বাকৃতঃ।"

ভক্তমণ্ড; সং, ক্লীং, অন্নাগ্ররস, ভাতের মাড়।

ভক্তবৎসল; বিং, ত্রিং, ভক্তে স্নেহযুক্ত। ২। পুং, বিষ্ণু।

ভক্তি (ভজ্ সেবা করা বা ভনজ্ ভাঙ্গা + তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ, প্রেম। শিং—১ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা।" ২। সেবা। শিং—১ "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী।" ৩। বিভাগ। ৪। রচনা। ৫। ভঙ্গী। ৬। গৌণীবৃত্তি। ৭। উপচার। ৮। অবয়ব। ৯। (+ক্তি—র্ম্ম) অংশ।

ভক্তিমান্ (ভক্তিমৎ, ভক্তি + মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভক্তিবিশিষ্ট, যাহার ভক্তি আছে। শিং—১ "গুণবান্ পুত্রবান্ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ ভক্তিমান্ ভবেৎ।"

ভক্তিযোগ; সং, পুং, পরমেশ্বরে ভজনসম্বন্ধ। শিং—১ "ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।"

ভক্তিরস; সং, পুং, ভক্তিরূপ রস।

ভক্তিল (ভক্তি সেবা ইত্যাদি—ল যে লয়) বিং, ত্রিং, ভক্তিবিশিষ্ট। ২। সং, পুং, কুলীনাশ্ব, উত্তম ঘোটক। শিং—১ "প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।"

ভক্ষ (ভক্ষ্ ভোজন করা + অ(অল্)—ম্ম) বিং, ত্রিং, ভক্ষণীয়, যাহা ভক্ষণ করা যায়। শিং—১ "মদন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ।"

ভক্ষক (ভক্ষ্ খাওয়া + অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ভক্ষণকারক, ভোক্তা।

ভক্ষ্যকার, **ভক্ষস্কার** } (ভক্ষ্য খাদ্যদ্রব্য—কার [কৃ প্রস্তুত করা + অ(অণ্)—

ক] যে প্রস্তুত করে) সং, পুং, খাদ্যদ্রব্য-কারক, মিষ্টান্নবিক্রেতা, ময়রা।

ভক্ষণ (ভক্ষক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভোজন, খাদন, খাওয়া।

ভক্ষণীয় } (ভক্ষক দেখ, অনীয়,য(ঘ্যণ্)—
ভক্ষ্য } র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভোজনীয়, ভক্ষণযোগ্য। ২। ক্লীং, খাদ্যদ্রব্য।

ভক্ষিত (ভক্ষক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, খাদিত, ভুক্ত।

ভক্ষ্যকার (ভক্ষ্য ভক্ষণীয়—কার্[কৃ করা +অ(ষণ)—ক] যে প্রস্তুত করে) সং, পুং, ভক্ষণীয় বস্তু প্রস্তুতকারক। ২। আপূপিক, পিষ্টকবিক্রয়ী।

ভক্ষ্যপত্রা ; সং, পুং, তাম্বূলীলতা।

ভগ (ভজ্ সেবা করা+গ—র্ম্ম) সং, ক্লীং, স্ত্রী-যোনি। ২। গুহ্যদেশ। ৩। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এই ছয়। শিং—১ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্।" ৪। সৌন্দর্য্য, শ্রী। ৫। উৎকর্ষ। ৬। মাহাত্ম্য। ৭। ইচ্ছা। ৮। যত্ন। ৯। ধর্ম্ম। ১০। মোক্ষ। ১১। শক্তি। ১২। পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্র। ১৩। (+গ—ক) সং, অদিতিগর্ভসম্ভূত দ্বাদশ আদিত্যমধ্যে একজন।১৪। রবি। ১৫। চন্দ্র।

ভগঘ্ন (ভগ—হন্ নাশকরা+অ(টক্)—ক), দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে ইনি তন্নেত্র নষ্ট করেন) সং, পুং, মহাদেব। শিং—১ "নমস্তে ত্রিপুরঘ্নায় ভগঘ্নায় নমোনমঃ।"

ভগণ (ভ নক্ষত্র—গণ সমূহ) সং, পুং, কোন গ্রহের এক বার দ্বাদশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ, দ্বাদশরাশির ভোগকাল। ২। একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণে সমস্ত নক্ষত্র ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম ভগণ, দ্বাদশরাশিসমূহ।

ভগদত্ত; সং, পুং, কামরূপেশ্বর নৃপতিবিশেষ, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি, নরকরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ভগদৈবত (ভগ যোনি—দৈবত অধিদেবতা) সং, ক্লীং, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র।

ভগন্দর (ভগ শিশ্ন যোনি—দৃ বিদীর্ণকরা +অ(খ)—ক) সং, পুং, গুহ্যদ্বারে ব্রণ-রোগ। শিং—১ "ভগং পরিসমন্তাদ্যে গুদবস্তী তথৈব চ। ভগবদ্দারয়েৎ যস্মাৎ তস্মাদেষ ভগন্দরঃ॥ ভজন্ত্যস্মিন্নিতি ভগং যোনিঃ। ভজন্ত্যনেনেতি ভগং মেহনং। অত্র ভগশব্দেন দ্বয়মপি কথ্যতে। ভগবৎ যোনিবৎ।"

ভগভক্ত (ভগ ধন—ভক্ত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, সক্ত।

ভগভক্ষক ; সং, পুং, নায়ক নায়িকার মেলক, কোটনা।

ভগবদ্গীতা ; সং, স্ত্রীং, ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগসূচক গ্রন্থবিশেষ।

ভগবদ্ভক্ত ; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণভক্তিযুক্ত।

ভগবান্ (ভগবৎ, ভগ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি। বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভগযুক্ত ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন। ২। পূজ্য, মান্য ৩। সং, পুং, পরমেশ্বর, ঈশ্বর। ৪। বুদ্ধ। বতী—স্ত্রীং, সর্ব্বদেবীগণের সর্ব্বগুণসম্পন্না দুর্গা। ২। পূজ্যা। শিং—১ "ধাতুর্ভজেতি সেবায়াং ভগবত্যেব সা স্মৃতা।"

ভগশাস্ত্র ; সং, ক্লীং, কামশাস্ত্র।

ভগস্থান—স্থূলমণ্ডলাভিমানী দেবতার স্থান।

ভগহা (ভগহন্, ভগ—হন্ নাশ করা+০ (ক্বিপ্)—ক। সংহারকালে যিনি ঐশ্বর্য্য নষ্ট করেন) সং, পুং, বিষ্ণু।

ভগাঙ্কুর (Clitoris, ভগ যোনি—অঙ্কুর) সং, পুং, যোনিদ্বারের উর্দ্ধস্থ সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্রমাংসপিণ্ডবিশেষ। ২। চিঙ্কু।

ভগাল (ভগ শিব—অল্ ভূষিত করা+ অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, নৃকরোটি, মানুষের মাথার খুলি।

ভগালী (ভগালিন্, ভগাল মাথার খুলি+ ইন্+অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিব।

ভগিনী, ভগ্নী (ভগ যত্ন+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্—স্ত্রীং। যাহার পিত্রাদিকে দান করিতে অথবা তাহাদের নিকট দ্রব্য গ্রহণে যত্ন আছে অথবা ভনজ্ ভগ্ন করা+ক্ত—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সহোদরা, স্বসা। ২। স্ত্রীমাত্র। শিং—১ "পরিগৃহ্য চ বামাঙ্গী ভগিনী প্রকৃতির্নরী।"

ভগীরথ; সং পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, দিলীপরাজার পুত্র; ইনিই পৃথিবীতে গঙ্গার অবতারণা করেন।

ভগেশ (ভগ ঐশ্বর্য্য—ঈশ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ঐশ্বর্য্যের প্রভু।

ভগোল (ভ নক্ষত্র—গোল গোলাকার পদার্থ) সং, পুং, রাশিচক্র।

ভগোস্ (ভগবৎ মান্য+ওস্—প্রং) অং, সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন, হে ভগবন্!

ভগ্ন (ভন্জ্ ভগ্ন করা+ত (ক্ত,—ম) বিং, ত্রিং, পরাজিত। নিরস্ত। ৩। অপমানিত। ৪। ছিন্ন। ৫। (+ক্ত—ক) খণ্ডিত, ভাঙ্গা। ৬। বিনষ্ট। ৭। ক্লীং, রোগবিশেষ।

ভগ্নপাইক (ভগ্ন—পাইক পদাতিক শব্দজ) সং, পুং, যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়, ভগ্নদূত।

ভগ্নপাদ; সং, ক্লীং, যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ রাশান্তরে যোগ হয় এরূপ নক্ষত্র।

ভগ্নপৃষ্ঠ (ভগ্ন অপমানিত—পৃষ্ঠ। পশ্চাৎস্থিত বিষয়ে অমনোযোগী) সং, পুং, পশ্চাদ্ভাগ। ২। সম্মুখভাগ। ৩। বিং, ত্রিং, পশ্চাৎবর্ত্তী। ৪। যাহার পৃষ্ঠদেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভগ্নপ্রক্রম; সং, পুং, কাব্যগত বাক্যদোষবিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ।

ভগ্নপ্রক্রমতা; সং, স্ত্রীং, কাব্যের দোষবিশেষ।

ভগ্নসন্ধি; সং, পুং, শরীরস্থ সন্ধিস্থান ভঙ্গরোগবিশেষ।

ভগ্নসন্ধিক (ভগ্ন—সন্ধি মিলন+কণ্—যোগ। মন্থন দ্বারা যাহা বিভক্ত হয়) সং, ক্লীং, তক্র, ঘোল।

ভগ্নাংশ (Fraction) যে রাশিদ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায়, ভাঙ্গা-অঙ্ক।

ভগ্নাত্মা (ভগ্নাত্মন্, ভগ্ন খণ্ডিত—আত্মন্ দেহ, ৬ষ্ঠী—হিং। চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নীর সতীত্ব হরণ করাতে শিব ইহাঁকে ত্রিশূল দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া চন্দ্রের ভগ্নাত্মা নাম হইল) সং, পুং, চন্দ্র।

ভগ্নাশ (ভগ্ন—আশা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, হতাশ, অভীষ্টের প্রতিঘাতযুক্ত।

ভঙ্‌ক্তা (ভঙ্‌ক্তৃ, ভনজ্ ভাঙ্গা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, ভঙ্গকারক।

ভঙ্কারি, ভঙ্গারী; সং, স্ত্রীং, বাদুড়। ২। দংশ, ডাঁশ।

ভঙ্গ (ভগ্ন দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পরাজয়। ২। প্রতিবন্ধ। ৩। ভগ্ন হওয়া, নাশ। ৪। হানি। ৫। নিরাস। ৬। ভেদ, বিদারণ। ৭। ব্যসন। ৮। ভঙ্গী। ৯। ভয়। ১০। রচনা। ১১। (+ঘঞ্—ক) তরঙ্গ, ঢেউ। ১২। (ঘঞ্—র্ম্ম) খণ্ড। ১৩। (+ঘঞ্—ণ) রোগ। ঙ্গা—স্ত্রীং, ভাঙ্, সিদ্ধি।

ভঙ্গপ্রবণ (Brittle) বিং, ত্রিং, ভঙ্গুর, যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, যেমন কাচ প্রভৃতি।

ভঙ্গলয় (ভঙ্গ—লয়) সং, পুং, তর্কখণ্ডন, তর্কসিদ্ধি।

ভঙ্গবাসা; সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা, হলুদ।

ভঙ্গসার্থ (ভঙ্গ [ভঙ্গকরণ] শঠতা, ক্রূরতা ইত্যাদি—স সহিত—অর্থ অভিপ্রায়) বিং, ত্রিং, কুটিল, ক্রূর।

ভঙ্গান (ভঙ্গ তরঙ্গ—অন্ জীবিত থাকা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, ভাঙ্গানমাছ।

ভঙ্গি, ভঙ্গী (ভঙ্গ দেখ, ইন্—ভাবে) সং, ক্লীং, ভঙ্গ। ২। চাতুরী। ৩। ব্যঙ্গ। ভঙ্গিমা। শিং—১ "ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি

চাতুরীঞ্চ।" (উদ্ভট)। ৫। শোভা। ৬। পাব। ৭। রচনা। ৮। (+ন্—ক) তরঙ্গ।

ভঙ্গিমা (ভঙ্গিমন্, ভঙ্গ+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, ভঙ্গি, শোভা। শিং—১"প্রাণনাথ কিমেতত্তে বেশবিন্যাসভঙ্গিমা।"

ভঙ্গিমান (ভঙ্গিমৎ, ভঙ্গ তরঙ্গ+মৎ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, তরঙ্গের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন, ঢেউখেলানে। ২। তরঙ্গযুক্ত।

ভঙ্গীল, সং, ক্লীং, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৈকল্য।

ভঙ্গুর (ভগ্ন দেখ, ঘুর—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বক্র বাঁকা। ২। ক্রুর। ৩। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ। ৪। বিনশ্বর। শিং—১ "শরীরং ক্ষণভঙ্গুরম্।" ৫। সং, পুং, নদীর বাঁক।

ভচক্র; সং, ক্লীং, রাশিচক্র।

ভজন (ভজ্ সেবাকরা+অন(অনট)—ভা) সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, পূজা। ২। উপাসনা, আরাধনা, সেবা। শিং—১ "দারাস্তে যে ভজনসহায়াঃ।" ৩। আশ্রয়গ্রহণ, শরণাগত হওয়া। ৪। ভাগ। ৫। দেবাদির উদ্দেশে গীত ও স্তবগীতিকে ভজন বলে।

ভজমান, ভজৎ (ভজন দেখ, আন(শান), অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, সেবমান, উপাসনাকারী। ২। বিভাজক। ৩। ন্যায়, উপযুক্ত।

ভজ্যমান (ভজন দেখ, আন(শান)—র্ম্ম। য, ম—আগম) বিং, ত্রিং, বিভজ্যমান। ২। যাহা ভাগ করা যায়। সেব্যমান। ৪। (ভন্‌জ্ ভগ্ন করা+আন(শান)—র্ম্ম। য, ম—আগম) খণ্ড্যমান।

ভঞ্জক (ভঞ্জন দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং ভঞ্জনকারক, নিরাসক। ২। ভগ্নকারক।

ভঞ্জন (ভন্‌জ্ ভগ্ন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভঙ্গ। ২। ভগ্নকরণ। ৩। নিরসন। ৪। বিং, ত্রিং, ভঙ্গক।

ভঞ্জনক (ভঞ্জন+কণ্—যোগ) সং, পুং, মুখরোগবিশেষ।

ভট (ভট্ পোষণ করা ইত্যাদি+অ(অন) —ক) সং, পুং, যোধ, যোদ্ধা। ২। বীর। ৩। ম্লেচ্ছবিশেষ। ৪। পামর। ৫। সঙ্কর জাতিবিশেষ। শিং—১ "বর্দ্ধকারাত্তটো জাতো নটিক্যাং বরবাহকঃ।" ৬। রজনীচর। টা—স্ত্রীং, ইন্দ্রবারুণী।

ভটিত্র (ভট দেখ, ইত্র—ণ) বিং, ত্রিং, শূল্যমাংসাদি, শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পক্ব মাংসাদি।

ভট্ট (ভট্+অন্—ক) সং, পুং, যে ব্রাহ্মণ বেদ-চতুষ্টয়ের একখানি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং মুখে মুখে আদ্যোপান্ত যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য, পণ্ডিত। ২। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। ৩ দর্শনিক সূত্রের ভাষ্যকার। ৪। অধ্যাপক। ৫। স্তুতিপাঠক, ভাট, কুলপঞ্জিকা কীর্ত্তন প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। শিং—১ "বৈশ্যায়াং সুতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ। স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ।" ৬। (+অন—ভা) স্বামিত্ব।

ভট্টনারায়ণ (সং, পুং, আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন।

ভট্টাচার্য্য (ভট্ট—আচার্য্য, সং, পুং, যে ব্রাহ্মণ মীমাংসা ও ন্যায় সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। ২। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরও এই উপাধি। ৩। অধ্যাপক।

ভট্টার (ভট্ট স্বামিত্ব—ঋ গমন করা বা পাওয়া+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, মান্য, পূজ্য।

ভট্টারক (ভট্ট এখানে ক্ষমতা—ঋ গমন করা বা পাওয়া+অ (অন্)—ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, নাট্যোক্তিতে—রাজা। ২। মুনি। ৩। পণ্ডিত। ৪। দেবতা। ৫। সূর্য্য। ৬। বিং, ত্রিং, পূজ্য।

ভট্টারকবার; সং, পুং, রবিবার। শিং—

"পথে স্বায়ুনির্ম্মিতাঃ পাশাস্তদদ্য ভট্টারক-বারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি।"

ভট্টি; সং, পুং, ভট্টি-প্রণীত স্বনামপ্রসিদ্ধ রামকথাশ্রয় মহাকাব্য।

ভট্টিনী (ভট্ট স্বামিত্ব+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্ স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, নাট্যোক্তিতে—অকৃতাভিষেকা মহিষী। ২। ব্রাহ্মণভার্য্যা।

ভড়; সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

ভড়ং—একপ্রকার শুষির যন্ত্র। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার ও তাহারই ন্যায় একটী নলের ভিতর আর একটী এইরূপ স্তবকে স্তবকে থাকে, বাজাইবার সময় বড় করিয়া লওয়া হয়। ইহা প্রাচীনকালের যুদ্ধযন্ত্র।

ভড়িল (ভড়্ [সৌত্রধাতু] সুখী হওয়া+ইল—প্রং) সং, পুং, সেবক, ভৃত্য। ২। শূর, বীর। ৩। ঋষিবিশেষ।

ভণিত (ভণ্ বলা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কথিত, উচ্চারিত। শিং—১ "শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।" ২। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, কথন।

ভণিতা—গ্রন্থকর্ত্তা বা রচয়িতার নাম প্রকাশ করণ।

ভণিতি (ভণিত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বাক্য, কথা, কথন।

ভণ্টাকী (ভট্ পোষণ করা+আক—ক, ন—আগম) সং, স্ত্রীং, বার্ত্তাকী, বেগুণ। ২। বৃহতী, ব্যাকুড়।

ভণ্ড (ভন্ড্ ভাঁড়াম করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, কৌতুকী, মস্করা, ভাঁড়। ২। অপ্রকৃত।

ভণ্ডক (ভণ্ড+কণ্—যোগ) সং, পুং, খঞ্জন পক্ষী।

ভণ্ডতপস্বী (ভণ্ড প্রতারক—তপস্বী) সং, পুং, ভক্তবিটেল, কপট তপস্বী, বকধর্ম্মী।

ভণ্ডন (ভন্ড্ প্রতারণা করা ইত্যাদি, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতারণা, ভাঁড়ান। ২। (+অনট্—ণ) কবচ, সাঁজোয়া। ৩। (+অনট্—ধি) যুদ্ধ।

ভণ্ডহাসিনী (ভণ্ড ভাঁড়—হাসিনী যে হাস্য করে) সং, স্ত্রীং, গণিকা, বেশ্যা।

ভণ্ডামী (দেশজ) সং, চাতুরী, ছল, ভণ্ডতা।

ভণ্ডি (ভন্ড্ মাঙ্গলিক হওয়া+ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, বীচি, তরঙ্গ, ঢেউ।

ভণ্ডিকা, ভণ্ডী, ভণ্ডীতকী, ভণ্ডীরী (ভণ্ডি+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা লতা।

ভণ্ডির, ভণ্ডীর, ভণ্ডিল, ভণ্ডীল (ভন্ড্ মাঙ্গলিক হওয়া, সুখী হওয়া ইত্যাদি+ইর, ঈর—ণ। র=ল) সং, পুং, শিরীষ বৃক্ষ।

ভণ্ডুক (ভন্ড্ মাঙ্গলিক হওয়া+উক—ক) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, ভাঙ্গর।

ভদন্ত (ভন্দ্ প্রীত হওয়া+অন্ত—ক) বিং, ত্রিং, মান্য, পূজ্য। ২। সম্ভ্রান্ত। ৩। সং, পুং, বৌদ্ধভিক্ষু।

ভদাক (ভন্দ্ শুভ হওয়া+আক—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, মঙ্গল, শুভ।

ভদ্র (ভদন্ত দেখ, র (রক্)—ক) সং, ক্লীং, সৌভাগ্য। ২। মঙ্গল। ৩। মুস্তকবিশেষ। ৪। সুবর্ণ। ৫। (ক্রিয়াবিশেষ) ভাল। ৬। সং, পুং, শিব। ৭। দিক্‌হস্তীবিশেষ। ৮। বৃষভ। ৯। গজবিশেষ। ১০। সমূহ। ১১। খঞ্জনপক্ষী। ১২। কদম্ববৃক্ষ ১৩। রামের চরবিশেষ। ১৪। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকানন-বিশেষ। ১৫। বলভদ্র। ১৬। জিনবিশেষ। ১৭। রামভদ্র। ১৮। মৌলিকের পদ্ধতি-বিশেষ। ১৯। বিং, ত্রিং, ভাগ্যবন্ত,কুশলী। ২০। শ্রেষ্ঠ। ২১। মঙ্গলজনক। ২২। অনায়াস। ২৩। সাধু। ২৪। ক্লীং, স্ত্রীং, করণ-বিশেষ।

ভদ্রক (ভদ্র+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, মুস্তক বিশেষ, ভদ্রমুতা। ২। পুং, দেবদারুবৃক্ষ। ৩। বিং, ত্রিং, মনোজ্ঞ, সুন্দর।

ভদ্রকালী (ভদ্র শিব—কল [প্রেরণ করা] নিকটবর্ত্তী হওয়া+অ (ঘঞ্)—ক,ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। ইনি

দক্ষযজ্ঞ নাশসময়ে দেবীক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়া বীরভদ্রের সহিত তৎকার্য্য করিয়াছিলেন। শিং—১ "মহামায়া ভদ্রকালী হিত্বা খড়্গোন কাশরং। পপৌ তস্য চ রক্তানি ব্যাদিতাস্যাতিভীষণা।"

ভদ্রকুম্ভ (ভদ্র কুশলী কুম্ভ কলস) সং, পুং, মঙ্গলার্থ পূর্ণকুম্ভ, জলপূর্ণ ঘট।

ভদ্রগন্ধিকা (ভদ্র শুভলক্ষণ বিশিষ্ট—গন্ধ+কণ্—অস্ত্যর্থে। ই—আগম, আপ্—স্ত্রীং, কোন কোন গ্রন্থে এই শব্দের পরিবর্ত্তে ভদ্রান্নিকা শব্দের প্রয়োগ আছে) সং, স্ত্রীং, মুস্তক, মুথা।

ভদ্রঙ্কর (ভদ্র মঙ্গল—কৃ করা+অ (অন—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষেমঙ্কর, মঙ্গলকারক।

ভদ্রচূড় ; সং, পুং, লঙ্কাসিজ।

ভদ্রজ ; সং, পুং, ইন্দ্রযব।

ভদ্রতরুণী ; সং, স্ত্রীং, কুন্দকবৃক্ষ। ২। ভদ্র ঘরের যুবতী।

ভদ্রতুরঙ্গ ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

ভদ্রতুরগ ; সং, ক্লীং, জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ।

ভদ্রদারু (ভদ্র শ্রেষ্ঠ—দারু কাষ্ঠ) সং, পুং—ক্লীং, দেবদারুবৃক্ষ।

ভদ্রনামা (ভদ্রনামন্, ভদ্র—নামন্ নাম) সং, পুং, কাঠঠোকরা পাখী।

ভদ্রপীঠ ; সং,ক্লীং, নৃপদেবাদির অভিষেকার্থ পীঠবিশেষ।

ভদ্রবলন (ভদ্র—বল্ বলিষ্ঠ হওয়া+অন (অনট্)—ক) সং, পুং, বলরাম।

ভদ্রবলা ; সং স্ত্রীং, গন্ধভাদালিয়া লতা।

ভদ্রমুখ ; বিং, ত্রিং, ভদ্রতাসূচকমুখযুক্ত, সৌম্যদর্শন।

ভদ্রমুস্ত—পুং, **ভদ্রমুস্তা**—স্ত্রীং, } (ভদ্র সৌভাগ্যশালী—মুস্তক. মুস্তা=মুতা)সং, নাগর মুস্তক, নাগর মুতা। [ইন্দ্রযব।

ভদ্রযব (ভদ্র ভাগ্যবন্ত—যব) সং, ক্লীং,

ভদ্ররেণু (ভদ্র কুশলী—রেণু ধূলি) সং, পুং, ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত।

ভদ্রবট ; সং, ক্লীং, আশ্রমবিশেষ। ৩। তীর্থবিশেষ।

ভদ্রবর্ম্মা (ভদ্রবর্ম্মন্) সং, পুং, নবমল্লিকা লতা।

ভদ্রশ্রয় (ভদ্র কুশী—শ্রয় [আশ্রয়] উৎপত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, চন্দন।

ভদ্রশ্রী (ভদ্র অত্যুত্তম—শ্রী শোভা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ। ২। সাধু সম্পৎ। ৩। বিং, ত্রিং, সশ্রীক।

ভদ্রসেন ; সং, পুং, বসুদেবের পুত্রবিশেষ।

ভদ্রসোমা (ভদ্র শিব—স [সহিত] তুল্য—উমা শিবপত্নী। যিনি উমার ন্যায় এই দেবতার তুল্য প্রিয়া) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা।

ভদ্রা (ভদ্র দেখ, আপ্ স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, রাস্না। ২। কৃষ্ণা। ৩। ব্যোমনদী। ৪। গঙ্গার একটি শাখা স্রোত, উত্তরকুরুবর্ষে প্রবাহিত। ৫। তিথিবিশেষ, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি। ৬। কট্‌কীল। ৭। অনন্তা। ৮। জীবন্তী। ৯। অপরাজিতা। ১০। নীলী। ১১। বচা। ১২। দন্তী। ১৩। হরিদ্রা। ১৪। শ্বেতদূর্ব্বা। ১৫। গো। ১৬। কাকোড়ুম্বরিকা। ১৭। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ। ১৮। কাক্ষিবানের তনয়া, বৃষিতাশ্বের পত্নী। ১৯। সূর্য্যের কন্যা, ছায়াগর্ভসম্ভূতা। ২০। কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রা। ২১। বিষ্টির শেষ দিন দণ্ড।

ভদ্রাকরণ ; সং, ক্লীং, মুণ্ডন, কামান।

ভদ্রাকৃত (ভদ্র [ডাচ্]—কৃত) বিং, ত্রিং, মঙ্গলপূর্ব্বক মুণ্ডিতমস্তক।

ভদ্রাঙ্গ (ভদ্র—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বলরাম।

ভদ্রাত্মজ (ভদ্র লৌহ—আত্মজ জাত, ৫মী—ষ) সং, পুং, অসি, খড়্গ।

ভদ্রারক (ভদ্র সৌভাগ্য—ঋ গমন করা বা পাওয়া+অক(ণক)—ক) সং, পুং, পৃথিবীর অন্তর্গত অষ্টাদশ ক্ষুদ্রদ্বীপের এক দ্বীপ।

ভদ্রাশ্ব (ভদ্র কুশলী—অশ্ব ঘোটক) সং, পুং, পৃথিবীর নববর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ।

ভদ্রাশ্রয় ভদ্র কুশলী—আশ্রয় বাসস্থান, বাস) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ।

ভদ্রাসন (ভদ্র শ্রেষ্ঠ—আসন বসিবার স্থান, ষং—স) সং, ক্লীং, সিংহাসন। ২। বসতিবাটী। ৩। বীরাসন।

ভদ্রেশ্বর (ভদ্র—ঈশ্বর) সং, পুং, কল্প-গ্রামস্থ শিবমূর্ত্তি। ২। স্বনামপ্রসিদ্ধ গ্রাম।

ভন্দিল (ভন্দ শুভ হওয়া—ইল—সং-জ্ঞার্থে) সং, শুভ, মঙ্গল।

ভপতি (ভ নক্ষত্র—পতি প্রধান) সং, পুং, নক্ষত্রনাথ, চন্দ্র।

ভপঞ্জর (ভ নক্ষত্র—পঞ্জর) সং, ক্লীং, নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র।

ভম্ভ (ভম্ অনুকরণশব্দ—ভা শব্দকরা, দীপ্তিপাওয়া ইত্যাদি—অ(ড)—ক) সং, পুং, ধূম, ধূয়া। ২। মক্ষিকা, মাছি।

ভম্ভরালিকা (ভম্ভরালী মক্ষিকা+ক—যোগে) সং, স্ত্রীং, দংশ, ডাঁশ।

ভম্ভরালী (ভম্ অনুকরণশব্দ, দ্বিত্ব—রা করা। লচ্—ক। যে "ভম্ভম্" এই শব্দ করে) সং, স্ত্রীং, বৃহৎ মক্ষিকা।

ভম্ভাসার ; সং, পুং, মগধদেশের নৃপ-বিশেষ।

ভয় (ভী ভীতহওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, ক্লীং, ত্রাস, শঙ্কা, আতঙ্ক। ।(+অল্—পা) ভয়হেতু।

ভয়ঙ্কর (ভয়—কৃ করা—অ(অন্)—ণ) বিং, ত্রিং, ভয়কারক।

ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ (ভয়—কৃ করা+অ(খ)—ণ। ভয়—আ—বহ বহনকরা+অ অন্—ক) বিং, ত্রিং, ভয়জনক, ভীষণ, ঘোর।

ভয়ডিণ্ডিম ; সং, পুং, সংগ্রামপটহ, রণবাদ্য।

ভয়দ (ভয়—দা দান করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, ভীষণ।

ভয়দ্রুত (ভয়—দ্রুত পলায়িত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভয়ে পলায়িত।

ভয়নাশন (ভয়—নশ্-ণিচ্=নাশি নাশ-করা+অন(অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, ভয়নি-বারক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। নী—স্ত্রীং, বিং, ভয়নিবারণকর্ত্রী—স্ত্রীং, ত্রায়মাণালতা।

ভয়ভ্রষ্ট (ভয়—ভ্রষ্ট, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভয়ে পলায়িত।

ভয়ানক (ভী ভীতহওয়া+আনক—পা) সং, পুং, কাব্যে—রসবিশেষ, ভয় যে রসের স্থায়ী ভাব। ২। ব্যাঘ্র। ৩। রাহু। বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর, ভয়জনক।

ভয়াপহ (ভয় শঙ্কা—অপ—হা ত্যাগকরা +অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, ভয়নাশক। ২। সং, পুং, রাজা। ৩। বিষ্ণু।

ভয়াবহ (ভয়—আবহ) বিং, ত্রিং, ভয়জনক।

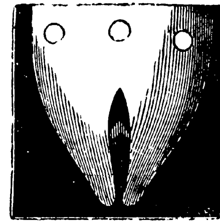
ভর (ভৃ পোষণ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, আধিক্য। ২। ভরণ। ৩। গৌরব। ৪। ভার। ৫। পূরণ। ৬। (+অল্—র্ম্ম) সমূহ। ৭। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, ভরণকর্ত্তা।

ভরগ (ভর অতিশয়—গম্ গমন করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় গমনশীল।

ভরট (ভর দেখ, অট—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কুম্ভকার, কুমার।

ভরণ (ভর দেখ, অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পূরণ। ২। পোষণ, প্রতিপালন। ৩। ধারণ। ৪। (+অনট্—ণ) বেতন।

ভরণী (ভরণ দেখ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত দ্বিতীয় নক্ষত্র।



ভরণী (নক্ষত্র)।

ইহা তিনটী নক্ষত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। ইহার জাতফল, যথা—"সদাপকীর্ত্তির্হি মহাপবাদো নানাবিনোদৈশ্চ বিনীতকালঃ জলে বিলাসী। চপলঃ খলঃ স্যাৎ প্রাণিপ্রণীতো ভরণীষু জাতঃ।"

ভরণীভূ (ভরণী নক্ষত্রবিশেষ—ভূ জাত) সং, পুং, রাহুগ্রহ।

ভরণীয় (ভর দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভরণযোগ্য, পোষ্য।

ভরণ্ড (ভর দেখ, অণ্ড—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, প্রভু, স্বামী, রাজা। ২। বৃষ। ৩। কৃমি।

ভরণ্য (ভরণ পোষণ+য(ষ্ণ্য)—ভা) বিং, ত্রিং, ভরণীয়। সং, ক্লীং, ণ্যা—স্ত্রীং, ভৃতি।

ভরণ্যভুক্ (ভরণ্যভুজ্, ভরণ্য বেতন—ভুজ্ ভোজন করা+০ ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, বেতনগ্রাহী কর্ম্মকর, বেতন লইয়া কর্ম্মকারী।

ভরণ্যু (ভর দেখ, অন্যু—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, মিত্র, বন্ধু। সূর্য্য। ২। চন্দ্র। ৩। অগ্নি। ৪। স্বামী। ৫। ঈশ্বর।

ভরত (ভৃ পালন করা+অত্ অতচ্—ক। অথবা ভর—তন্ বিস্তারকরা+অ(ড)—ক) সং, পুং, দশরথ রাজার মধ্যম পুত্র। ২। (মহাভারতে—যত্ন পূর্ব্বক আত্মজের ভরণপোষণ করুন। "ভরণ করুন" এই দৈববাণী দুষ্মন্তের প্রতি হওয়াতে তাঁহার পুত্রের নাম ভরত হইল) শকুন্তলাগর্ভজাত দুষ্মন্তরাজপুত্র। ৩। প্রিয়ব্রত-বংশজাত ভরত রাজা ইনি জন্মান্তরে জড়ভরত বলিয়া বিখ্যাত হন। ৪। তদ্বংশ। ৫। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি। ৬। নট। ৭। ভরতপুত্র। ৮। নায়ক। ৯। নাট্যশাস্ত্র। ১০। শালগ্রামবাসী রাজর্ষিবিশেষ। ১১। শবর, ব্যাধ। ১২। তন্তুবায়। ১৩। রাজা।

ভরতখণ্ড; সং, ক্লীং, ভারতবর্ষান্তর্গত কুমারিকাখণ্ড।

ভরতপুত্রক (ভরত নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা—পুত্র+কণ্—তুল্যার্থে) সং, পুং, অভিনয়কারক, নট।

ভরতপ্রসূ; সং, স্ত্রীং, ভরতমাতা কৈকেয়ী। ২। শকুন্তলা। ৩। ঋষভদেবের পত্নী।

ভরতাগ্রজ (ভরত—অগ্রজ জ্যেষ্ঠ) সং, পুং, রামচন্দ্র।

ভরদ্বাজ (ভর—দ্বা—জ জাত। দ্বাজ অর্থাৎ আমাদের উভয় ভ্রাত'দ্বারা উৎপন্ন এই পুত্রকে ভর অর্থাৎ প্রতিপালন কর, বৃহস্পতি মমতাকে ইহা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল। অন্য প্রকার ব্যুৎপত্তি, যথা—ভৃ ভরণকরা+অৎ (শতৃ)—ক=ভরৎ—বাজ শিং—১ "হে মূঢ়ে মমতে দ্বাজং দ্বাভ্যামাবাভ্যাং জাতমিমং পুত্রং ত্বং ভর রক্ষ।"—ততো ভরদ্বাজাখ্যোঽয়ং) সং, পুং, উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসজাত মুনিবিশেষ। ২। পক্ষিবিশেষ, ভারুইপাখী।

ভরম (ভৃ ভরণকরা+অম (অমচ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভরণকর্ত্তা। [হরিদ্বর্ণ, সবুজ রঙ

ভরিণী (ভরিত হরিদ্বর্ণ+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং,

ভরিত (ভৃ পালন করা+ইত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পালিত। ২। পূরিত। ৩। ভয়যুক্ত। ৪। হরিদ্বর্ণ। ৫। (ভর+ইত—যুক্তার্থে) ভারযুক্ত।

ভরিমা (ভরিমন্, ভৃ পোষণকরা+ইমন্ ভা) সং, পুং, ভরণ, প্রতিপালন।

ভরু (ভৃ পোষণকরা+উ—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বিষ্ণু। ২। শিব। ৩। সমুদ্র। ৪। স্বামী। ৫। স্বর্ণ।

ভরুজ; সং, পুং, ক্ষুদ্র শৃগাল।

ভরুটক; সং, ক্লীং, আমিষ, ভাজা মাংস।

ভর্গ (ভ্রস্জ্ ভর্জ্জনকরা+অ (ঘঞ্)—ক) সং, পুং, শিব। ২। ব্রহ্মা। ৩। সূর্য্যস্থ ঐশ তেজঃ। শিং—১ "আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।" ৪। (+ (ঘঞ্)—ভাবে) ভর্জ্জন।

ভর্জ্জন (ভ্রস্জ্ ভাজা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভৃষ্টকরণ, ভাজন, ভাজা।

ভর্ত্তব্য (ভৃ পোষণকরা তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পোষণীয়, প্রতিপাল্য।

ভর্ত্তা (ভর্ত্তৃ, ভৃ পালনকরা+তৃ (তৃন্)—ক) সং, পুং, পতি, স্বামী। ২। অধিপতি। ৩। রাজা। ৪। প্রভু। ৫। বিং, ত্রিং, পালনকর্ত্তা। ৬। ধারণকর্ত্তা। ৭। পোষক। ৮। পুং, বিষ্ণু। র্ত্রী—স্ত্রীং, পালনকর্ত্রী।

ভর্ত্তৃঘ্নী (ভর্ত্তৃ—হন্ বধকরা+অ (টক্)—ক, ঈপ্) স্ত্রীং, বিং, পতিঘাতিনী।

ভর্ত্তৃতাংগত (ভর্ত্তৃতাং [ভর্ত্তৃশব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে] স্বামিত্বকে—গত প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, অধীন, বিবাহিত।

ভর্ত্তৃদারক (ভর্ত্তৃ প্রভু—দারক পুত্র, ৬ষ্ঠী ষ) সং, পুং, নাট্যে—রাজপুত্র। রিকা স্ত্রীং, রাজকন্যা।

ভর্ত্তৃহরি (ভর্ত্তৃ রাজা, প্রধান—হরি বিষ্ণু) সং, পুং, বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভট্টিকাব্যপ্রণেতা। ২। বাক্যপদীয় কর্ত্তা বৈয়াকরণ কবিবিশেষ।

ভর্ৎসন (ভর্ৎস ভর্ৎসনাকরা+অন্ (অনট্) ভা) সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, কুৎসা, নিন্দা। ২। ভর্জ্জন। ৩। তিরস্কার।

ভর্ৎসিত (ভর্ৎসন দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিন্দিত। ২। তিরস্কৃত।

ভর্ম্ম, ভর্ম্মিন্ (ভৃ পালনকরা+মন্, মনিন্—ণ) সং, ক্লীং, ভৃতি, বেতন। ২। স্বর্ণ। ৩। ভরণ। ৪। নাভিনাড়ী। ৫। (—ভাবে) পোষণ।

ভর্ম্মণ্যা (ভর্ম্মন্ ভৃতি+য—প্রং) সং, স্ত্রীং, ভৃতি, বেতন।

ভলন্দন ; সং, পুং, কান্যকুব্জদেশীয় নৃপতিবিশেষ।

ভল্ল (ভল্ল বধকরা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, ভালুক। ২। (+অল্—ণ) ক্লীং, বাণ বিশেষ, সূহীদলতুল্য ফলক অস্ত্র, ভালা।

ভল্লক, ভল্লুক, ভল্লূক } ভল্ল+কণ্—যোগ। ভল্ল্ হানি (করা+উক—ক) সং, পুং, ঋক্ষ, ভালুক। কা, কী—স্ত্রীং স্ত্রী-ভালুক।

ভল্লাট ; সং, ক্লীং, শশিধ্বজ রাজপুর।

ভল্লাত, ভল্লাতক (ভল্ল বাণবিশেষ—অৎ [সতত গমনকরা, পাওয়া] তুল্য হওয়া +অ (অন্)—ক, কণ্—যোগে ভল্লাতক। যে অস্ত্রের তুল্য ক্ষত। ভল্লীও হয়) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, ভেলাগাছ।

ভল্লিকা (ভল্লী—কণ্—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, ভেলাগাছ।

ভব (ভূ হওয়া+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, স্থিতি। ২। উৎপত্তি। ৩। প্রাপ্তি। ৪। লাভ। ৫। প্রাধান্য। ৬। (—অল্—ধি জগৎ। ৭। সংসার। ৮। (+অল্=পা।) শিব, জলমূর্ত্তিশিব ; যথা—ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।" ২। ঈশ্বর। ৩। (+অন্—ক) মঙ্গল। ৪। ক্লীং, চালিতা ফল। ৫। বিং, ত্রিং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) উৎপত্তিজনক। ৬। উৎপন্ন।

ভবক ; সং, পুং, আশীর্ব্বাচক।

ভবঘস্মর (ভব—ঘস্মর ভক্ষক) সং, পুং, দাবানল, দাবাগ্নি, বনাগ্নি।

ভবৎ (ভা দীপ্তিপাওয়া+বৎ (ডবতু)—ক) বিং, ত্রিং, তী—স্ত্রীং, যুষ্মদর্থ, তুমি। ২। মান্য, পূজ্য। শিং,—১"ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" ৩। ত্রিং, ন্তী—স্ত্রীং, (ভূ হওয়া+অৎ (শতৃ)—ক) উৎপদ্যমান। ৪। বর্ত্তমান। ৫। তী—স্ত্রীং, বিষাক্ত বাণবিশেষ। ৬। দীপ্তিমতী শিং,—১ "স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।"

ভবত্যেব (ভবতি [ভূ হওয়া+তি—বর্ত্তমানকাল, ১ম পুরুষ এক বচন] যাহা হয়—এব নিশ্চয়ার্থ) যাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।

ভবদারু (ভব—দারু কাষ্ঠ) সং, পুং, দেবদারুবৃক্ষ।

ভবদীয় (ভবৎ যুষ্মদর্থ+ঈয় (ণীয়)—ইদমর্থে)

বিং, ত্রিং, যুষ্মৎসম্বন্ধীয়, তোমার। শিং—১ "শ্রুত্বাতিদূরে ভবদীয়কীর্ত্তিং কর্ণৌ চ তুষ্টৌ ন চ চক্ষুষী মে।"

ভবধর্ম্মর; সং, পুং, দাবানল।

ভবন (ভূ হওয়া+অন(অনট)—ধি) সং, ক্লীং, আলয়, গৃহ, বাসস্থান। ২। (+অনট্ —ভাবে) উৎপত্তি; যথা—

"ভুবন ভবন লয়, ভঞ্জন ভবিক ময়,
ভারত ভবভয় ভঙ্গে।" (অন্নদা)

৩। স্থিতি।

ভবনাশিনী (ভব—নাশিনী নাশকর্ত্রী। যাহার পবিত্র স্রোত চিরস্থায়ী সুখ প্রদান করে) সং, স্ত্রীং, সরযূনদী।

ভবনীয় (ভূ হওয়া+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রি, ভবিতব্য, ভব্য। ২। উৎপত্ত্যর্হ।

ভবন্ত (ভূ হওয়া+ঝচ্—প্রং) সং, পুং, কাল, সময়, বর্ত্তমান কাল। ন্তী—স্ত্রীং, পতিব্রতা স্ত্রী।

ভবভূত; সং, পুং, ভবরূপ পরমেশ্বর।

ভবভূতি (ভব জগৎ—ভূতি [জ্ঞানের] উন্নতি) সং, পুং, শ্রীকণ্ঠ, পদ্মনগর নিবাসী কশ্যপ বংশীয় ভট্টগোপালনামক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পৌত্র, নীলকণ্ঠের পুত্র। মালতী-মাধব, উত্তরচরিত, বীরচরিত প্রভৃতি নাটক প্রণেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিবিশেষ। রাজা যশোবর্ম্মার সভাপণ্ডিত। ২। শিবের ঐশ্বর্য্য।

ভবরুত (রুদ্, ভব—রুদ্ রোদনকরা+০ (ক্বিপ্)—ণ) সং, স্ত্রীং, প্রেতপটহ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ।

ভবাচল; সং, পুং, মন্দরগিরির পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বত, কৈলাসপর্ব্বত।

ভবাজ (ভব—অজ [অ না—জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যাহার জন্ম নাই। যিনি স্বয়ং উৎপন্ন অথচ অযোনিসম্ভব) সং, পুং, স্বয়ম্ভু, মহাদেব।

ভবাত্মজ (ভব শিব—আত্মজ পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। ২। গণেশ।

ভবাত্মজা; সং, স্ত্রীং, মনসাদেবী।

ভবাদৃশ্, **ভবাদৃশ**, **ভবাদৃক্ষ** (ভবৎ তুমি—দৃশ্ দেখা+০ (ক্বিপ্, অ(টক্, স(সক্)—র্ম্ম। যে তোমার ন্যায় দৃষ্ট হয়। বিং, ত্রিং, ভবৎসদৃশ, তোমার মত, আপন-কার তুল্য।

ভবানী (ভব শিব—ঈপ্—স্ত্রীং, আন্—আগম) সং, স্ত্রীং, শিবপত্নী, দুর্গা। শিং—১ "রুদ্রো ভবঃ সমাখ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ। ভাবঃ কামস্তথা সৃষ্টির্ভবানী পরিকীর্ত্তিতা।" ২। নাটুরের বিখ্যাতা জমিদার-পত্নী। ইনি রাণী ভবানী নামে প্রসিদ্ধা। [পরিশিষ্ট দেখুন]।

ভবানীগুরু (ভবানী শিবপত্নী—গুরু এখানে পিতা অর্থ। দুর্গা এই পর্ব্বতের কন্যা বলিয়া) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

ভবাভীষ্ট; সং, পুং, গুগ্গুলু।

ভবায়না (ভব জগৎ—অয়ন গমন, আপ্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, জাহ্নবী, গঙ্গা।

ভবাব্ধি; সং, পুং, সংসাররূপ সমুদ্র। শিং—১ "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্ তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং। ভৃত্যা-র্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।"

ভবিক (ভব [হওন] মঙ্গল+ইক(ষ্ণিক)—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, শুভজনক, কুশলী। ২। সং, ক্লীং, শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল।

ভবিত; বিং, ত্রিং, ভূত, অতীতোৎ-পত্তিক।

ভবিতব্য (ভূ হওয়া+তব্য—ভবিষ্যৎ কালে শক্যার্থে—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভাবী, অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য হইবে। শিং—১ "ভবিতব্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ।" ২। "ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।"

ভবিতব্যতা (ভবিতব্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অবশ্যম্ভাবিতা। ২। অদৃষ্ট, ভাগ্য।

ভবিতা } (ভবিতৃ, ভূ হওয়া + তৃ (তৃন্)
ভবিষ্ণু } ইষ্ণু(ইষ্ণুচ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভাবী, ভবিষ্যৎ ২। উৎপত্তিশীল।

ভবিন (ভব জগৎ + ইন—কুশলার্থে) সং, পুং, কবি, কাব্যকর্ত্তা।

ভবিল (ভূ হওয়া + ইল—ক) সং, পুং, কামুক, লম্পট। ২। বিং, ত্রিং, ভাবী, যাহা হইবে।

ভবিষ্য, ভবিষ্যৎ (ভূ হওয়া + অৎ(স্যতৃ) —ক, স্য—আগম। দ্বিতীয় পক্ষে ৎ—লোপ) বিং, ত্রিং, অনাগত, যাহা পরে হইবে। ২। সং, ক্লীং, পুরাণবিশেষ।

ভবিষ্যদাক্ষেপ; সং, পুং কাব্যাদর্শোক্ত শাস্ত্রবিশেষ।

ভবিষ্যদ্বাণী; সং, স্ত্রীং, যাহা পরে ঘটিবে তাহা অগ্রে বলা।

ভবিষ্যসূচনা; সং, স্ত্রীং, ভাবী বিষয়ের প্রস্তাব, পরে যাহা ঘটিবে তাহা অগ্রে প্রস্তাব করা।

ভবীয়ান্ (ভবীয়স্, ভূ হওয়া + ঈয়স্—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, বহুতর।

ভব্য (ভূ হওয়া + য—ক) বিং, ত্রিং, শুভজনক। ২। শুভযুক্ত। ৩। শিষ্ট, শান্ত। ৪। সাধু। ভাগ্যবান্। ৬। সমীচীন। ৭। যোগ্য। ৮। রম্য। ৯। ভাবী। শিং—১ "অবশ্যভব্যেষ্বনবগ্রহাগ্রহা।" ১০। সং, ক্লীং, শুভ। ১১। সত্য। ১২। সুখ। ১৩। অস্থি। ১৪। চালিতাফল। ১৫। পুং, কামরাঙ্গাগাছ। ১৬। পুং—ক্লীং, রসবিশেষ। ব্যা—স্ত্রীং, দুর্গা।

ভব্যতব্য (ভব্য + তব্য—ভবিষ্যৎ কালে শক্যার্থে—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা হইবার তাহা হইবে।

ভষ (ভষ্, কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক শব্দ করা + অ (অন)—ক) সং, পুং, ষী—স্ত্রীং, কুক্কুর, কুক্কুরী।

ভষক (ভষ্ + অক—(ণক)—ক) সং, পুং, কুক্কুর।

ভষণ (ভষ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লী, কুকুরের শব্দ, কুকুরের ডাক।

ভসদ্ (ভস্ দীপ্তিপাওয়া + অদ্—সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, সূর্য্য। ২। জঘন। ৩। যোনি। ৪। সময়।

ভসূন (ভস্ শব্দ করা + অন(অনট্)—ক) সং, পুং, ভ্রমর।

ভসন্ত (ভস্ দীপ্তি পাওয়া + অন্ত—প্রং) সং, পুং, কাল, সময়।

ভসিত (ভস্ দীপ্তি পাওয়া + ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, ভস্ম, ছাই।

ভসূচক (ভ নক্ষত্র—সূচক জ্ঞাপক) সং, পুং, গণক, দৈবজ্ঞ।

ভস্কা (দেশজ) বিং, অস্বাদু, জলবৎ, পানসিয়া।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রকা } (ভস্ দীপ্তি পাওয়া + ত্র—
ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী } ক, আপ্—স্ত্রীং। দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষে কণ্—যোগ, আপ্। চতুর্থপক্ষে ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বায়ুযন্ত্রবিশেষ, জাঁতা। ২। ভিস্তী। ৩। চর্ম্মপ্রসেবিকা। ৪। চর্ম্মস্থালী। শিং—১ "মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।"

ভস্ম (ভস্মন্, ভস্ দীপ্তি পাওয়া + মন্—ক) সং, ক্লীং, ছাই, পাঁশ। ২। অশ্মবিকার।

ভস্মক (ভস্মন্ + কণ্—প্রং। অথবা ক—কল্পার্থে কৃ ধাতুজ + অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, রোগবিশেষ, যে রোগের প্রভাবে বায়ু-পিত্তের আধিক্য ও কফের হ্রাস হয় এবং ভুক্তবস্তু উদরসাৎ হইবামাত্র ভস্ম হইয়া যায়। ২। সুবর্ণ। ৩ রৌপ্য।

ভস্মকার (ভস্মন্—কার কর্ম্মকারী। যে সাবান প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ভস্ম ব্যবহার করে) সং, পুং, রজক, ধোপা।

ভস্মকূট; সং, পুং, কামরূপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "নন্দনাৎ পূর্ব্বভাগে তু ভস্মকূটো মহাগিরিঃ। যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ।" ২। গয়াতীর্থস্থ ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ের অংশবিশেষ। ঐ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ

করেন, সেই যজ্ঞীয় ভস্মে ঐ পাহাড় নির্ম্মিত হয়, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

ভস্মগন্ধা, ভস্মগন্ধিকা; সং, স্ত্রীং, রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য।

ভস্মতুল (ভস্মন্—তুল ওজন করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, গ্রামসমূহ। ২। ধূলিবর্ষণ। ৩। হিম, তুষার।

ভস্মবেধক } ভস্মন্—বেধক পীড়াদায়ক;
ভস্মাহ্বয় } যে ভস্ম অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ। ভস্মন্—আহ্বয় নাম) সং, পুং, কর্পূর।

ভস্মসাৎ (ভস্মন্+সাৎ (চসাৎ—কাৎস্ন্যার্থে) অং, ছাই হওয়া, ভস্মাকারে পরিণত, ছাই করিয়া ফেলা। ২। সম্যক্ ভস্মীভূত।

ভস্মিত (ভস্ম+ইত) ভস্মিত। ২। বিনাশিত।

ভস্মীভূত (ভস্ম—ঈ(চি)—অভূত তদ্ভাবার্থে—ভূত) ভস্মিত, ভস্মপ্রাপ্ত। ২। বিনাশিত, হত।

ভা (ভা দীপ্তি পাওয়া+ঙ-ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রভা, আলোক। ২। কান্তি। ৩। কিরণ।

ভাই (ভ্রাতৃ শব্দজ) সং, সহোদর, ভ্রাতা।

ভাইজ (ভ্রাতৃজায়া শব্দজ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাইঝী (ভ্রাতৃপুত্রী শব্দজ) সং, ভ্রাতার কন্যা।

ভাইপো (ভ্রাতৃপুত্র শব্দজ) সং, ভ্রাতৃপুত্র।

ভাওলী—খাজনার পরিবর্ত্তে জমিদার প্রজার নিকট হইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া লয়।

ভাজন (দেশজ) সং, পাটকরণ, দোমড়ান। ২। রাগালাপ।

ভাটা (দেশজ) সং, বর্ত্তুল, বাঁটুল, গণ্ডুক।

ভাটী (ভাণ্ডীর শব্দজ) সং, বৃক্ষবিশেষ, ভেটফুলের গাছ।

ভাঁড় (ভণ্ড এবং ভাণ্ড শব্দজ) সং, পরিহাসক। ২। ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়াম (ভাঁড় শব্দজ) সং, ভণ্ডতা, পরিহাস, প্রবঞ্চনা।

ভাঁড়ার (ভাণ্ডার শব্দজ) সং, ধনাগার, কোষ।

ভাঁড়ারী (ভাণ্ডারী শব্দজ) ভাণ্ডাররক্ষক, কোষরক্ষক।

ভাঁতি (ভ্রান্তি শব্দজ) ভ্রম। ২। বিদ্রূপ, পরিহাস।

ভাঃ (ভাস্, ভাস্ দীপ্তি পাওয়া+০ ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রভা। ২। কিরণ। ৩। পুং, সূর্য্য।

ভাক্ (ভাজ্, ভাজ্ পৃথক করা+০(বিণ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভাগী, অংশী; যথা—ধনভাক্ ইত্যাদি।

ভাকুরি (ভা দীপ্তি—কুর্ব্ব্ প্রকাশ করা+ই(কি)—ক) বিং, ত্রিং, দীপ্তিকারক।

ভাকুট; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, ভেট্‌কীমাছ।

ভাকুট (ভা দীপ্তি—কূট সর্ব্বতের শৃঙ্গ বা পরিমাণ) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। ২। ভেট্‌কীমাছ)

ভাকোষ (ভা দীপ্তি—কোষ আধার) সং, পুং, সূর্য্য।

ভাক্ত (ভক্ত অন্ন+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ওদনসম্বন্ধীয়। ২। (ভক্তি গৌণী বৃত্তি—অ(ষ্ণ)—সংজাতার্থে) ঔপচারিক, গৌণিবৃত্তিবোধিত, পারিভাষিক, লাক্ষণিক। ৩। গৌণ, অপ্রধান।

ভাক্তিক (ভক্ত অন্ন+ইক(ষ্ণিক)—প্রতিপালনার্থে) বিং, ত্রিং, অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত।

ভাগ (ভজ্ ভাগ করা+অ (ঘঞ্)—ম্ম) সং, পুং, অংশ, খণ্ড, একদেশ। ২। প্রদেশ, স্থান। ৩। অদৃষ্ট, ভাগ্য। ৪। (+ঘঞ্—ভাবে) বিভজন। ৫। (হিন্দি) পলায়ন করা।

ভাগধেয় (ভাগ—ধেয় [ধা ধারণ করা+য—র্ম্ম]) সং, পুং,—ক্লীং, রাজস্ব। ২। অংশ,

ভাগ। ৩। (+য—পা) বিং, ত্রিং, দায়াদ। ৪। (ভাগ+ধেয়—স্বার্থে) ক্লীং, ভাগ্য।

ভাগবত (ভগবৎ ঈশ্বর+অ(ষ্ণ)—কৃতার্থে, যে গ্রন্থ ভগবানকে অধিকার করিয়া কৃত হইয়াছে) সং, ক্লীং, ব্যাসপ্রণীত ভগবদ্বিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব। শিং—১ "সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ। রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে।" ৩। ভাগবত-মতাবলম্বী দার্শনিক।

ভাগহর (ভাগ—হর [হৃ হরণ করা+অ (অন্)—ক] যে গ্রহণ করে) বিং ত্রিং, অংশগ্রাহী। ২। (+অল্—ভাবে) অংশ গ্রহণ।

ভাগহার (ভাগ—হার যে হরণ করে) সং, পুং, যে উপায়ে কোন এক নির্দ্দিষ্ট রাশিকে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সমান অংশে বিভাগ করিতে পারা যায়। ২। বিভাগ গ্রহণ।

ভাগাড় (দেশজ) মৃত গবাদির নিক্ষেপস্থান।

ভাগিক (ভাগ অংশ+ইক(ষ্ঠিক)+ বৃদ্ধ্যর্থে) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিসহিত মুদ্রাদি, সুদী টাকা।

ভাগ্নিনা (ভাগিনেয় শব্দজ) সং, ভগিনীপুত্র।

ভাগিনেয় (ভগিনী+এয়(ষ্ণেয়)—অপত্যা-র্থে) সং, পুং, য়ী—স্ত্রীং, ভগিনীর সন্তান।

ভাগী (ভাগিন্, ভাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অংশী। ২। (ভাগ দেখ, ইন্ (ঘিনু)—ক) গ্রহণকারী।

ভাগীয়ান্ (ভাগীয়স্, ভাগ+ঈয়স্—অতি-শয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় ভাগযুক্ত।

ভাগীরথী (ভগীরথ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, ঈপ্। মহাভারতে—দক্ষিণাপ্রদানসময়ে গঙ্গা মহারাজ ভগীরথের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন, তদবধি গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা, ভগীরথানীতা।

ভাগুরি; সং, পুং, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত।

ভাগ্য (ভজ্ ভাগকরা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, অদৃষ্ট, দৈব। ২। প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম। শিং—১—"ভাগ্যোনৈতৎ সম্ভবতি।" ৩। ভাগ+য(ষ্ণ্য) বিং, ত্রিং, ভাগযোগ্য। ৪। ভাগবিশিষ্ট। ৫। ভাগিক, সুদী টাকা।

ভাগ্যবান্ (ভাগ্যবৎ, ভাগ্য+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভাগ্যবন্ত, অদৃষ্টবান্। ২। সৌভাগ্যশালী। ৩। শুভাদৃষ্টবিশিষ্ট।

ভাগ্যবিপর্য্যয়; সং, পুং, ভাগ্যের বৈপ-রীত্য, দুর্ভাগ্য।

ভাঙ (ভঙ্গ শব্দজ) মাদকদ্রব্য, সিদ্ধি।

ভাঙ্গড়, ভাঙ্গী (দেশজ) সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি ইত্যাদি সেবন করে, যথা—"ভাঙ্গড়ের নাহি যম।"

ভাঙ্গন (ভঙ্গশব্দজ) সং, ভগ্নকরণ, ভেদন। ২। ভাঙ্গা। ৩। বিং, ভিন্ন, চূর্ণীকৃত।

ভাঙ্গীন (ভঙ্গ ভাঙ্+ঈন্—তৎক্ষেত্রার্থে) বিং, ত্রিং, ভঙ্গক্ষেত্র, ভাঙের ক্ষেত।

ভাজক (Diviser, ভজ বা ভাজ্ ভাগকরা অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, অংশকারক, যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়।

ভাজকাংশ (ভাজক—অংশ) সং, পুং, গুণ-নীয়ক।

ভাজন (ভজ্ সেবাকরা কিংবা ভাগকরা+ অন(অনট্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পাত্র। ২। আধার। শিং—১ "যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্।" ৩। যোগ্য। ৪। আঢ়কপরিমাণ। ৫। [ভর্জ্জন শব্দজ] সং, ভৃষ্টকরণ, ভাজা।

ভাজিত (ভজ্ পৃথককরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পৃথক্কৃত, বিভক্ত। ২। (+ক্ত —ভাবে) সং, ক্লীং, ভাগ, অংশ।

ভাজী (ভজ্ পাককরা, ভাজা+অ(অল্) —র্ম্ম, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ভৃষ্ট ব্যঞ্জনবিশেষ।

ভাজ্য (Dividend, ভাজক দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভাগার্হ, যাহা ভাগ করা যায়। শিং—১ "ভাজ্যো হরঃ শুধ্যতি যদ্গুণঃ স্যাৎ।"

ভাট (ভট্ট শব্দজ) সং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, স্তুতিপাঠক, রাজদূত।

ভাটক (ভট্ [পোষণকরা] ভাড়াকরা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, মূল্য। ২। ভাড়া।

ভাটা (দেশজ) নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোত।

ভাটিয়া (দেশজ) বোম্বাই প্রদেশের বণিক্ জাতিবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও ইহারা ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাটিয়ারা বল্লভাচারী বৈষ্ণব গোস্বামিগণের শিষ্য।

ভাটিয়ারী—রাগবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়িক প্রাচীন রাগ নহে। কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের সহোদর মহারাজ ভর্তৃহরি এই রাগের সঙ্কলন করেন; ভর্তৃহরির সঙ্কলনের জন্য ভর্তৃহারিকা অথবা ভটিহার বা ভাটিয়ারী নামে এই রাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাড়া (ভাটক শব্দজ) সং, কেরায়া।

ভাণ (ভণ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ধি) সং, পুং. নাট্য গ্রন্থবিশেষ, যাহাতে কেবল একটি মাত্র অঙ্ক থাকে। শিং—১ "ভাণঃ স্যাৎ ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ। একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ।" ২। ধূর্ত্তচরিত, কাচ, ব্যাজ। ৩। ক্লীং, ছল, কপট। ৪। জ্ঞান, বোধ।

ভাণিকা (ভাণ+কণ্—অল্পার্থে) সং, স্ত্রীং, এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক।

ভাণ্ড (ভণ্ শব্দকরা+ড—ক, ঘ) সং, ক্লীং, পাত্র, ভাঁড়। ২। বাদ্যযন্ত্র। ৩। (ভন্দ+অ (অন্)—ক, ঘ) ধন। ৪। মূলধন, পুঁজি। ৫। নদীকূলমধ্য। ৬। (ভা দীপ্তি পাওয়া +অণ্ডন—ক) অলঙ্কার, ভূষণ। ৭। অশ্বভূষণ। ৮। (ভণ্ড ভাঁড়+ঘ—স্বার্থে) ভাঁড়ামী।

ভাণ্ডপুট (ভাণ্ড পাত্রবিশেষ, ভাঁড়—পুট্ সংলগ্নহওয়া, ঘর্ষণকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, নাপিত।

ভাণ্ডপুষ্প ; সং, পুং, সর্পবিশেষ।

ভাণ্ডাগার (ভাণ্ড পাত্র—আগার গৃহ, ষং, —স) পুং, ভাঁড়ার। ২। ক্লীং, ধনাগার।

ভাণ্ডার (ভাণ্ড—ঋ গমনকরা+অ(ঘঞ্) —ধি) সং, ক্লীং, ধনাগার, ভাঁড়ার।

ভাণ্ডারী (ভাণ্ডারিন্, ভাণ্ডার+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ, ভাঁড়ারী।

ভাণ্ডি (ভণ্ড মাঙ্গলিক হওয়া+ই(ঞি)—ইদমর্থে) সং, পুং, নাপিতের ভাঁড়ি।

ভাণ্ডিক (ভাণ্ড [সঙ্গীত] পাত্র+ইক(ঞিক) —করোত্যর্থে) সং, পুং, গায়ক।

ভাণ্ডিবাহ, ভাণ্ডিল (ভাণ্ডি ভাঁড়ি+বহ বহনকরা+অ—ণ। ভাণ্ড+ইল+অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নাপিত।

ভাণ্ডীর (ভাণ্ড পাত্র—ঈর্ গমনকরা+অ (ক—ক) সং, পুং, বটবৃক্ষ। ২। ভাঁইট গাছ।

ভাত (ভা দীপ্তিপাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, দীপ্তিমান্। ২। সং, পুং, প্রভাত, প্রাতঃকাল। ২। (ভক্তশব্দজ) সং, অন্ন।

ভাতার (ভর্তৃশব্দজ) সং, ভর্ত্তা, পতি, স্বামী।

ভাতি (ভাত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, শোভা, দীপ্তি।

ভাতু (ভাত দেখ, তু—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সূর্য। ২। বিং, ত্রিং, দীপ্ত।

ভাদ্র (ভদ্র+ষ্ণ, ঈপ্=ভাদ্রী ভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা+অ(ষ্ণ)—তদ্যুক্তমাসার্থে) সং, পুং, বৈশাখাদি মাসের পঞ্চম মাস।

ভাদ্রপদ (ভাদ্র গো—পদ পা) সং, পুং, ভাদ্রমাস। শিং—১ "অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।" দা—স্ত্রীং, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র।

ভাদ্রবধূ (ভ্রাতৃবধূশব্দজ) সং, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাদ্রমাতুর (ভদ্রমাতৃ, ভদ্র ভাগ্যবন্ত, সাধু —মাতৃ মাতা+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সাধ্বী স্ত্রীর পুত্র, সতীতনয়।

ভান (ভা দীপ্তিপাওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রকাশ। ২। শোভা।

ভানু (ভা দীপ্তিপাওয়া+নু—ক) সং, পুং, সূর্য্য। কিরণ। ৩। শিব। ৪। প্রভু।

৫। রাজা। ৬। অর্কপত্র। ৭। জৈনবিশেষ। ৮। গন্ধর্ববিশেষ। ৯। (+মু—ভাবে) কান্তি। ১০। সুন্দর।

ভানুফলা (ভানু সূর্য্য—ফল যে ফল সূর্য্যের পূজার সময় প্রদত্ত হয়) সং, স্ত্রীং, কদলীফল, কলা।

ভানুমান্ (ভানুমৎ, ভানু কিরণ+মৎ(মতু) —অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য। ২। বিং, ত্রিং, কান্তিমান্। ৩। দীপ্তিমান্। ৪। মতী—স্ত্রীং, বিক্রমাদিত্যের পত্নী। শিং—১ "তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা।" (বররুচি)। ৪। দুর্য্যোধনের স্ত্রী।

ভানুবার; সং, পুং, রবিবার।

ভানুসেন; সং, পুং, কর্ণপুত্রবিশেষ।

ভানেমি (ভা দীপ্তি—নেমি পরিধি) সং, পুং, সূর্য্য, দিবাকর। ২। (৬ষ্ঠী—হিং) অর্কবৃক্ষ।

ভাপ (তাপশব্দজ কি?) সং, বাষ্প। ২। উত্তাপ, উষ্ণতা।

ভাম (ভা দীপ্তিপাওয়া+ম—ক) সং, পুং, সূর্য্য। ২। দীপ্তি ৩। (ভাম্ ক্রুদ্ধহওয়া +অ(ঘঞ্)—ভাবে) কোপ। ৪। ভগিনীপতি। মা—স্ত্রীং, কোপনা স্ত্রী। ২। নারী। ৩। সত্যভামা।

ভামক (ভাম+কণ্—যোগ) সং, পুং, ভগিনীপতি।

ভামিনী (ভাম ক্রোধ+ন—অস্ত্যর্থে, ঈপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, অতিকোপনা স্ত্রী। ২। নারী।

ভামিনীবিলাস; সং, পুং, জগন্নাথমিশ্রকৃত কাব্যগ্রন্থবিশেষ।

ভামী (ভামিন্, ভাম ক্রোধ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ক্রুদ্ধ, কোপান্বিত।

ভার (ভৃ পালনকরা+অ(ঘঞ্)—ভাবে, সং, পুং, গুরুত্ব। ২। বোঝা। ৩। (+ঘঞ্—র্ম্ম) রাশি, সমূহ। ৪। (+ঘঞ্—ণ) পরিমাণবিশেষ। ৫। অষ্টাদশ সহস্র তোলকাত্মক ভার। ৬। বাঁক।

ভারণ্ড; সং, পুং, উত্তরকুরুদেশজ শকুন পক্ষী।

ভারত (ভরত রাজপুত্র+অ(ষ্ণ)—দানার্থে) ইহা ভরতকে দত্ত হইয়াছিল বলিয়া ভারত নাম হইয়াছে। কিংবা ভরত+অ (ষ্ণ)—কৃতার্থে, ভরতকে অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে) সং, ক্লীং, ভারতবর্ষ। শিং—"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।" ২। (চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা ইহার ভার অধিক বলিয়া ভারত নাম হইয়াছে) গ্রন্থবিশেষ, মহাভারত। ৩। পুং, নট। ৪। অগ্নি। ৫। ভরতের সন্তান। ৬। ভরতসূত্র। ৭। বিং, ত্রিং, ভরতবংশীয়। তী—স্ত্রীং, সরস্বতী। ২। বচন, বাক্য; যথা—ভারতের ভারতী ভরসা।" ৩। সন্ন্যাসীদিগের উপাধিবিশেষ। ৪। অলঙ্কারোক্ত বৃত্তিবিশেষ। ৫। ভরতপক্ষী।

ভারতবর্ষ (ভারত ভরতসম্বন্ধীয়—বর্ষ অংশ, বৃং—স) সং, ক্লীং, জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ, সমুদ্রের উত্তর হিমালয়ের দক্ষিণস্থ দেশ। শিং—১ "হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা। তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং তস্য নাম্না মহাত্মনঃ।"

ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজ মুনিবিশেষ, পক্ষিবিশেষ+অ(ষ্ণ)—নিষ্প্রয়োজনার্থে, অথবা অপত্যার্থে। অপর পক্ষে প্রসিদ্ধি আছে যে ভরদ্বাজ মুনি জন্ম গ্রহণ করিবার পরে ইহাঁর পিত্রাদি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে এই পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া) সং, পুং, ভরদ্বাজ। ২। দ্রোণাচার্য্য। ৩। অগস্ত্যমুনি। ৪। মঙ্গলগ্রহ। ৫। বৃহস্পতিপুত্র। ৬। পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী। ৭ ক্লীং, অস্থি, হাড়। ৮। বিং, ত্রিং, ভরদ্বাজবংশসম্বন্ধীয়।

ভারভৃৎ (ভার—ভৃ ধারণ করা+০(ক্বিপ্)

—ক) বিং, ত্রিং, ভারধারক। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "ভারভৃৎ কথিতো যোগী।"

ভারমধ্য (Centre of Gravity.) বস্তুর যে স্থানে ভারের সমতা হয়।

ভারয়; সং, পুং, ভারদ্বাজপক্ষী, ভারুই পাখী।

ভারযষ্টি (ভার—যষ্টি লাঠী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, ভারবহন্ দণ্ড, বাঁক।

ভারব (ভার—বা লওয়া+অ (ক)—ক) সং, ক্লীং, ধনুগুর্ণ, ধনুকের ছিলা।

ভারবাহ্, ভারবাহ, ভারবাহক, ভারবাহী, ভারহর, ভারহার, ভারী (ভার—বাহ্ [বহ বহন করা+০ (বিণ্)—ক।—বাহ [বহ্+অ (ষণ্)—ক] যে বহন ভরে ২য়া—ষ। ভারবাহিন্, ভার—বাহী যে বহন করে, ২য়া—ষ। ভার—হর, হার যে হরণ করে, ২য়া—ষ। ভারিন্, ভার+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভারবহন-কবিসমর্থ, ভারবহনকারী। ২। মুটিয়া।

ভারবি; সং, পুং, কিরাতার্জ্জুনীয়গ্রন্থকর্ত্তা।

ভারবৃক্ষ; সং, পুং, কাক্ষীনামক গন্ধদ্রব্য।

ভারসহ (ভার—সহ যাহা সহ্য করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, যাহা ভারে ছিঁড়িয়া পড়ে না। ২। ভারসহনসমর্থ।

ভারাক্রান্ত (ভার—আক্রান্ত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভারপীড়িত।

ভারি (ভৃ [ভর্ৎসনা করা] ভয় প্রদর্শন করা +ই—প্রং) সং, পুং, সিংহ।

ভারিক (ভার+ইক (ষ্ণিক)—অস্ত্যর্থে বিং, ত্রিং, ভারবাহক, ভারী। ২। ভারযুক্ত।

ভারিট; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ। ২। শ্যাম চটক। [বিশেষ।

ভারুণ্ড; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ। ২। সাম-

ভারূপ; সং, পুং, আত্মা। ২। ক্লীং, ব্রহ্ম।

ভারোহী (ভারবাহ্+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ভারবাহিকা, ভারবহনকারিণী।

ভার্গব (ভৃগু মুনিবিশেষ+অ (ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, ক্লীং, শুক্রাচার্য্য। ২। পরশুরাম। ৩। ধন্বী, ধনুর্দ্ধারী। ৪। গজ, হস্তী। ৫। ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্যদেশান্তর্গত দেশবিশেষ। শিং—১ "ব্রহ্মোত্তরা প্রবিজয়া ভার্গবা জ্ঞেয়মর্দ্দকাঃ।" বী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী। ২। শ্রী, লক্ষ্মী। ৩। দূর্ব্বা।

ভার্গবপ্রিয় (ভার্গব শুক্র—প্রিয়) সং, পুং, হীরক।

ভার্গী; সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ। ২। বামনহাটী।

ভার্জ্জিত (ভৃজ্ ভাজা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা ভাজা হইয়াছে, ভাজা।

ভার্য্যা (ভৃ পোষণ করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পত্নী, জায়া।

ভার্য্যাট (ভার্য্যা পত্নী—অট্ গমন করা +অ(অন্)—ক। যে ভার্য্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, যে ব্যক্তি স্বস্ত্রীকে পরপুরুষের নিকট গমনার্থ অনুমতি দেয়।

ভার্য্যাটিক (ভার্য্যাট+ইক (ষ্ণিক)—যোগ) সং, পুং, স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত ব্যক্তি। ২। হরিণবিশেষ।

ভার্য্যাপতি (ভার্য্যা—পতি স্বামী, দ্বং—স) সং, পুং, জায়াপতি, স্ত্রী-পুরুষ।

ভার্য্যারু (ভার্য্যা—ঋ গমনকরা—উ—পং) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। ২। মৃগবিশেষ। ৩। পরস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদনকারী।

ভার্য্যোঢ় (ভার্য্যা—উঢ়) সং, পুং, উঢ়ভার্য্য, কৃতদার।

ভাল (ভা দীপ্তি পাওয়া+ল—ক) সং, পুং, ললাট, কপাল। ২। দীপ্তি, তেজঃ। ৩। (ভদ্রশব্দজ) বিং, উত্তম। ৪ মঙ্গল।

ভালচন্দ্র; সং, পুং, শিব। ২। গণেশ।

ভালদর্শন; সং, পুং, সিন্দুর। ২। কপাললোচন মহাদেব।

ভালদৃক্, ভাললোচন (ভালদৃশ্, ভাল—দৃশ্, লোচন = নেত্র। যাঁহার ললাটে নেত্র আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ত্রিনেত্র, শিব।

ভালাঙ্ক (ভাল ললাট—অঙ্ক চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ক্রকচ, করাত। ২। রোহিত মৎস্য। ৩। লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ। ৪। কচ্ছপ। ৫। শিব। ৬। শাকবিশেষ।

ভালুক, ভাল্লুক (ভল্ বধকরা+উক, উক—ক) সং, পুং, ঋক্ষ, ভল্লুক।

ভাল্লুক, ভাল্লুক (ভল্ল্ বধ করা+উক উক—ক, ষ্ণ) সং, পুং, ঋক্ষ, ভালুক।

ভাব (ভূ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, উৎপত্তি, জন্ম। ২। স্থিতি। ৩। বিভূতি। ৪। স্বভাব। ৫। আশয়। ৬ অভিপ্রায়। ৭। চেষ্টা। ৮। সম্ভাবনা। ৯। মনঃ। ১০। আত্মা। ১১। ভক্তি। ১২ মনোবিকারবিশেষ, রত্যাদি এবং নির্ব্বেদাদি। ১৩। ক্রিয়া। ১৪। বিলাস। ১৫। শরীরের ভঙ্গী। ১৬। কাম। ১৭। বাক্যের মর্ম্ম। ১৮। উপদেশ। ১৯। অনুরাগ। ২০। (+ঘঞ্—ক) পদার্থ, বস্তু। ২১। বিদ্বান্। ২২। চেতনপদার্থ। ২৩। চিত্ত। ২৪। বিজ্ঞ। ২৫। বোদ্ধা। ২৬। সৃষ্টি। ২৭। জগৎ। ২৮। সংসার। ২৯। ব্যাকরণে—ধাত্বর্থ। ৩০। (+অ (ণ)—ক) নাট্যোক্তিতে—মান্য, পূজ্য।

ভাবক (ভূ-ণি—ভাবি চিন্তাকরা, হওয়া+অক (ণক)—ক। অথবা ভাব+কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, উৎপাদক ২। চিন্তাকারী।

ভাবত, ভাবৎক (ভবৎ তুমি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে, ক) বিং, ত্রিং, ভবদীয়, তোমার।

ভাবন—ক্লীং } (ভাবি চিন্তাকরা, মিশ্রিত
ভাবনা—স্ত্রীং } করা+অন (অনট্), অন—ভাবে, আপ্) সং, ধ্যান। ২। চতুর্ব্বিধ সংস্কারবিশেষ। ৩। চিন্তা। ৪। মনে মনে কল্পনা। ৫। অনুধ্যান। ৬। বিবেচনা। ৭। সাজান। ৮। অভিষেক। ৯। মিশ্রণ। ১০। পর্য্যালোচনা। ১১। অধিবাসন। ১২। ঔষধসংস্কারবিশেষ, ভাবান। শিং—১ "ভাবৎকং দৃষ্টবৎ শ্বেতদন্তায়াধিম্ ।"

ভাবমিশ্র ; সং, পুং, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ।

ভাববৃত্ত (ভাব সৃষ্টি—বৃত্ত প্রবৃত্ত, ৭মী—ষ) সং, পুং, ব্রহ্মা।

ভাববোধক (ভাব—বুধ্ জানা+অক(ণক)—ণ) সং, পুং, অনুভাব।

ভাবাট (ভাব—অট্ গমন করা—অ(অন্)—ক) সং, পুং, সাধু, সজ্জন। ২। কামুক। ৩। নট।

ভাবানুগা, ভাবলীনা ; সং, স্ত্রীং, ছায়া।

ভাবার্থ (ভাব—অর্থ বোধ) সং, পুং, অভিপ্রায়, তাৎপর্য্য।

ভাবিক (ভাবি হওয়ান+ইক(ষ্ণিক)—ক) অথবা ভূ হওয়া+অক(ণক)—ক। কিম্বা ভাব+ষ্ণিক) বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক। ২। রসাত্মক। ৩। উদ্দীপক। ৪। ভবিষ্যৎকালিক। ৫। ভাবযুক্ত। ৬। সং, ক্লীং, অলঙ্কারবিশেষ।

ভাবিত (ভূ-ণি—ভাবি হওয়ান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চিন্তিত। ২। মিশ্রিত। ৩। অঙ্গীকৃত। ৪। আর্দ্রীকৃত। ৫। বাসিত শুদ্ধ, পবিত্রীকৃত। ২। প্রাপ্ত। ৩। প্রাপিত। ৪। সংস্কৃত। ৫। প্রমাণীকৃত।

ভাবিতাত্মা (ভাবিত—আত্মা, ৬ষ্ঠী—হিং। যাঁহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইয়াছেন অথবা পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়াছেন) বিং, ত্রিং, বিশুদ্ধাত্মা।

ভাবিত্র (ভাবি বিদ্যমান থাকা+ইত্র—ক) সং, ক্লীং, ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল।

ভাবিনী (ভাব শৃঙ্গারচেষ্টা+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, কামুকী স্ত্রী। ২। স্ত্রীমাত্র। ৩। বর্ত্তমান প্রাগ্ভাব প্রতিযোগিনী।

ভাবী (ভাবিন্, ভূ হওয়া+ইন্(ণিন্)—ক, ভবিষ্যৎকালে) বিং, ত্রিং, ভবিষ্যৎ, আগামী। শিং—১ "বীরপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ।"

ভাবুক (ভূ হওয়া+উক(ঞুক)—ক, শীলার্থে) সং, ক্লীং, মঙ্গল, শুভ। ২। পুং,

ভগিনীপতি। ৩। বিং, ত্রিং, ভাবগ্রাহক। শিং—১ "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" ৪। ভাবনাশীল। ৫। শুভজনক।

ভাব্য (ভূ হওয়া + য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভবিতব্য, যাহা অবশ্য হইবে। ২। সাধ্য, নিষ্পাদ্য।

ভাশুর (দেশজ) সং, পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভাষণ (ভাষ্ বলা + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, কথন, বলা।

ভাষা (ভাষ্ বলা + অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অর্থযুক্ত কথন। ২। (+অ—র্ম্ম) কথা। ৩। অর্থযুক্ত উচ্চারিত শব্দ। ৪। যদ্দারা লোকে কথাবার্ত্তা কয়, সংস্কৃত বাঙ্গালা প্রভৃতি। ৫। রাগিণীবিশেষ। ৬। বাগ্দেবতা।

ভাষাঙ্গ—যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ ধাতু এবং বর্ণযোগে কণ্ঠে ভাষিতা হয় তাহার নাম ভাষাঙ্গ।

ভাষান্তরিত (ভাষা + অন্তরিত) বিং, ত্রিং, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদিত।

ভাষাপরিচ্ছেদ; সং, পুং, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ন্যায়পরিভাষাগ্রন্থ।

ভাষাপাদ (ভাষা বাক্য—পাদ অংশ, ভাগ) সং, ক্লীং, পূর্ব্বপক্ষপাদ, অভিযোগপূর্ব্বপাদ।

ভাষাস; সং, পুং, নানা ভাষার একরূপ শব্দালঙ্কারবিশেষ।

ভাষিত (ভাষ্ বলা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উক্ত, কথিত। ২। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, ভাষা, বচন, উক্তি।

ভাষী (ভাষিন্, ভাষ্ বলা + ইন(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, কথক, যে বলে। ২। (ইহা শব্দের পরে প্রায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যথা—মিতভাষী, বহুভাষী ইত্যাদি)।

ভাষ্য (ভাষা দেখ, য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ব্যাখ্যান, সূত্র বিবরণগ্রন্থ। শিং—১ "সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।" ২। গৃহবিশেষ। ৩। সূত্র। বিং, ত্রিং, কথনীয়।

ভাষ্যকর, **ভষ্যকার**, **ভাষ্যকৃৎ** (ভাষ্য দেখ, কর, কার, কৃৎ = যে করে) সং, পুং, টীকালেখক পতঞ্জলি মুনি। শিং—১ "অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।"

ভাস্, ভাসা—স্ত্রীং, **ভস**—পুং, **ভাসস্**—ক্লীং (ভাস দীপ্তি পাওয়া + ০ (ক্বিপ্—ভা, অ, অস্—প্রং) সং, দীপ্তি, কান্তি।

ভাস (ভাস্ দীপ্তি পাওয়া + অ(অন্)—ক) সং, পুং, গৃধ্র। ২। কুক্কুট। ৩। গোষ্ঠ। ৪। ভাসপক্ষী। ৫। কবিবিশেষ।

ভাসন্ত (ভাস্ দীপ্তি পাওয়া + অন্ত—ক) সং, পুং, সূর্য্য। ২। চন্দ্র। ৩। ভাসপক্ষী। ৪। বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোহর। স্তী—স্ত্রীং, নক্ষত্র।

ভাসমান, **ভাসী** (ভাস্ দীপ্তি পাওয়া + আন (শান), ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, শোভমান, দীপ্যমান। ২। দীপ্তিমান্। ৩। জলে সন্তরণকারী। ৪। যাহা জলে ভাসিতেছে।

ভাসু (ভাস্ দীপ্তিপাওয়া + উ—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সূর্য্য।

ভাসুর (ভাস্ দীপ্তিপাওয়া + উর(ঘুর) = ক শীলাদ্যর্থে) বিং, ত্রিং, দীপ্যমান, দীপ্তিযুক্ত ২। সং, পুং, স্ফটিক। ৩। বীর

ভাসুরতাপদান (Crystalisation) যে প্রক্রিয়াদ্বারা জল দ্রবলৌহ প্রভৃতি শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে এক প্রকার মনোহর আকার ধারণ করে।

ভাসুরপুষ্পা; সং, স্ত্রীং, বৃশ্চিকালী, বিচাতি।

ভাস্কর (ভাস্ দীপ্তি—কর [কৃ করা + অ (ট) —ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, সূর্য্য। ২। অগ্নি। ৩। অর্কবৃক্ষ। ৪। পণ্ডিত বিশেষ, ভাস্করাচার্য্য, সিদ্ধান্তশিরোমণি-

প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থকর্ত্তা। [পরিশিষ্ট দেখুন] ৫। বীর। ৬। প্রস্তরাদিতে যাহারা মূর্ত্তি ও অক্ষরাদি ক্ষোদিত করে। ৭। ক্লীং, সুবর্ণ।

ভাস্করপ্রিয়; সং, পুং, পদ্মরাগমণি, চুণি।

ভাস্করদ্যুতি (ভাস্কর—দ্যুতি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু।

ভাস্বর (ভাস্ দীপ্তিপাওয়া+বর—ক, শীলাদ্যর্থে) বিং, ত্রিং, দীপ্যমান, দীপ্তিযুক্ত, দীপ্তিশীল।

ভাস্মন (ভস্মন্+অ(ষ্ণ)—বিকারার্থে) সং, ক্লীং, ভস্মবিকার।

ভাস্বন্ (ভাস্বৎ, ভাস্ দীপ্তি+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য। ২। অর্কবৃক্ষ। ৩। বীর। ৪। দীপ্তি। ৫। বিং, ত্রিং, দীপ্তিবিশিষ্ট, দীপ্তিশালী।

ভিক্ষমাণ (ভিক্ষা দেখ, আন(শান)—ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, যে ভিক্ষা করিতেছে।

ভিক্ষা (ভিক্ষ্ যাচ্ঞা করা+অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, যাচ্ঞা, প্রার্থনা। ২। সেবা। ৩। ভৃতি। ৪। যাচিত বস্তু। শিং—১ "দত্ত্বাচ্ছ ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাট্ ব্রহ্মচারিণাম্।" ৫। (+অ—র্ম্ম) একগ্রাস অন্ন।

ভিক্ষাক, ভিক্ষাচর (ভিক্ষা দেখ, আক (ষাক)—ক। ভিক্ষা যাচ্ঞা+চর গমন করা+অ(অন্—ক) বিং, ত্রিং, যাচক, ভিক্ষুক।

ভিক্ষাটন (ভিক্ষা—অটন, ৪র্থী—ষ) সং, ক্লীং, ভিক্ষার্থে ভ্রমণ।

ভিক্ষাপাত্র; সং, ক্লীং, ভিক্ষাহরণের পাত্র।

ভিক্ষাশিত্ব (ভিক্ষাশী+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, পিশুনতা, ভিক্ষাবৃত্তি।

ভিক্ষাশী (ভিক্ষাশিন্, ভিক্ষা—আশিন্ [অশ্ ভোজন করা+ইন্(ণিন্)—ক) যে ভোজন করে, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভৈক্ষ্যজীবী, ভিক্ষুক। শিং—১ "ভিক্ষাশী বিচরেৎ গ্রামম্ বন্যৈর্যদি ন জীবতি।"

ভিক্ষিত (ভিক্ষা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাচিত, প্রার্থিত।

ভিক্ষু (ভিক্ষা দেখ, উ—ক) সং,পুং, পরিব্রাজক, ভিক্ষোপজীবী, চতুর্থাশ্রমী। ২। বুদ্ধবিশেষ। ৩। শ্রাবণীক্ষুপ। ৪। কোকিলাক্ষ। ৫। বিং, ত্রিং, ভিক্ষাজীবী।

ভিক্ষুক (ভিক্ষু ভিক্ষোপজীবী+কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, যাচক, ভিক্ষাজীবী।

ভিক্ষুসংঘাটী (ভিক্ষু ভিক্ষাকারী—সম্ সহিত—ঘট্ চেষ্টাকরা+অ(অন্)—ক) সং, স্ত্রীং, চীবর, নেকড়া।

ভিক্ষুসূত্র; সং, ক্লীং, সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের জ্ঞাপকসূত্র।

ভিজান (দেশজ) সং, আর্দ্র হওন, জলযুক্তকরণ।

ভিজা (দেশজ) বিং, আর্দ্র, জলমিশ্রিত।

ভিটা (দেশজ) সং, বসতিস্থান, বাস্তু ভূমি।

ভিড় (দেশজ) লোকসমূহ, জনতা।

ভিত (ভিত্তিশব্দজ) দিক্, ধার; যথা— "দেখি মহাদেব গেলা এক ভিতে॥" ২। দেওয়ালের প্রশস্ত পরিমাণ। ৩। উচ্চভূমি বা যে ভূমিকে উচ্চকরা হয়।

ভিতর (অভ্যন্তর শব্দজ) বিং, মধ্যস্থল, অভ্যন্তর।—রে, ক্রিং,—বিং, মধ্যে, অভ্যন্তরে।

ভিত্ত (ভিদ্ ভেদকরা+ত(ক্ত—র্ম্ম) সং, ক্লীং, [খণ্ড, টুকরা।

ভিত্তি (ভিত্ত দেখ, তি(ক্তি)—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, আবৃতি, দেওয়াল। ২। প্রভেদ। ৩। বিভাগ। ৪। প্রদেশ। ৫। অবসর। ৬। (গণ্ডাদি শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) প্রশস্ত।

ভিত্তিকা (ভিত্তি+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, ভিত্তি, দেওয়াল।

ভিত্তিচৌর (ভিত্তি দেওয়াল—চৌর চোর) সং, পুং, চৌরবিশেষ, সিঁদালচোর।

ভিত্তিপাতন (ভিত্তি—পত্-ণিচ্=পাতি ফেলিয়া দেওয়া+অন (অনট্)—ক) সং, পুং, মহামূষিক।

ভিদ্, ভিদা (ভিত্ত দেখ, ০(ক্বিপ্)—ভা, ঙ, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিদারণ। ২। ভেদকরণ। ৩। ছেদন। ৪। প্রভেদ। ৫। (+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভেদকর্ত্তা; যথা—গোত্রভিদ্ ইত্যাদি।

ভিদক (ভিত্ত দেখ, অক—ভাবে) সং, ক্লীং, অশনি, বজ্র। ২। পুং; খড়্গ।

ভিদাবরোধকতা (ভিদা—অবরোধকতা) সং, স্ত্রীং, যে বস্তুর যোগাকর্ষণ সহজে ভেদ করা যায় না।

ভিদি, ভিদু, ভিদির, ভিদুর —পুং, (ভিত্ত দেখ, ই, উ—ক) সং, অশনি, বজ্র। ইর (কির) উর (কুর)—ক, শীলাদ্যর্থে) সং, ক্লীং, অশনি, বজ্র ২। বিং, ত্রিং, মিশ্র, একত্রিত। ২। ভেদশীল, ভঙ্গুর, যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

ভিদেলিম (ভিদ্ ভেদ করা+এলিম (এলিম)—কর্ম্ম-কর্ত্তৃ) বিং, ত্রিং, ভঙ্গুর।

ভিদ্য (ভিত্ত দেখ, য(ক্যপ্)—ক) সং, পুং, কূলভেদকারী নদ।

ভিদ্যমান (ভিদ্ ভেদ করা+আন (শান)—ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, যে ভেদ করিয়াছে

ভিদ্র (ভিত্ত দেখ, র (রক্)—ক) সং, পুং, —ক্লীং, অশনি, বজ্র।

ভিন্দিপাল (ভিন্দ+ই—ভাবে=ভিন্দি ভেদন—পাল্ রক্ষাকরা+অ (অন্—ক) সং, পুং, ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ।

ভিন্ন (ভিত্ত দেখ, ত (ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, অন্য। ২। বিদীর্ণ। ৩। বিশীর্ণ। ৪। শিথিলিত। ৫। বিফলিত। ৬। মর্দ্দিত। ৭। ছিন্ন। ৮। ভগ্ন। ৯। খণ্ডিত। ১০। প্রতিফলিত। ১১। বিভক্ত। ১২। সঙ্গত। ১৩। বিকসিত। ১৪। মিশ্রিত, মিলিত। ১৫। মদস্রাবী। ১৬। স্খলিত। ১৭। লুণ্ঠিত। ১৮। বিদলিত। ১৯। বহুলী। সং, ২০। স্পষ্ট। ২১। (+ক্ত—র্ম্ম) বিদারিত ২২। নিরস্ত। ২৩। মুদিত। ২৪। ত্যক্ত

ভিন্নক (ভিন্ন+কণ্—যোগ) সং, পুং, ক্ষপণক, বৌদ্ধ।

ভিন্নক্রম; সং, পুং, বাক্যগত উপক্রম রাহিত্য রূপ ভগ্নপত্র মাখা কাব্যদোষ বিশেষ।

ভিন্নগাত্রিকা (ভিন্ন বিদারিত—গাত্র+কণ্—যোগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কর্কটী।

ভিন্নগুণন (ভিন্ন ভগ্নাংশ—গুণন পূরণ) সং, ক্লীং, ভগ্নাংশের গুণীকরণ।

ভিন্নঘন (ভিন্ন ভগ্নাংশ—ঘন) সং,ক্লীং, ভগ্নাংশের গুণীকরণ (Cube of a fraction)

ভিন্নভাগহর (ভিন্ন ভগ্নাংশ+ভাগহর ভাগকরণ) সং, পুং, ভগ্নাংশের ভাগহর।

ভিন্নভিন্নাত্মা (—ভিন্নাত্মন্, ভিন্ন—আত্মন্, দ্বিত্ব,—প্রকারার্থে) সং, পুং, চণক।

ভিন্নযোজনী (ভিন্ন—যুজ্ যোগ করা+অন(অনট্)—ণ, ঈপ্) সং, ক্লীং, পাষাণভেদক বৃক্ষ। ২। বিং, ভিন্নরূপে যোগকর্ত্রী।

ভিয়া [ভী ভয়করা+আ—প্রং, ঈ=ইয়] সং, স্ত্রীং, ভয়, শঙ্কা।

ভিল্ল (ভিল্ ভেদনকরা+লক্—ক) সং, পুং, স্ত্রীং, অসভ্য জাতিবিশেষ, ভীল। ল্লী—স্ত্রীং, লোধ্র বৃক্ষ।

ভিষক্ (ভিষজ্, ভিষ [সৌত্রধাতু] রোগ প্রতীকারকরা+অজ্ (অজিক্)—ক) সং, পুং, বৈদ্য, চিকিৎসক।

ভিষক্প্রিয়া; সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী।

ভিস্সটা, ভিস্স্ষা, ভিস্সিকা, ভিস্সিটা (ভিস্সা অন্ন—টীক্ [গমন করা] তুল্যহওয়া+অ—প্রং, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, দগ্ধ অন্ন, পোড়াভাত।

ভিস্সা (ভিদ্ ভেদকরা+০(ক্বিপ্)—ক,—সো নাশকরা+অ(ড)—ক, দ=স, আপ, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, ভক্ত, অন্ন, ভাত।

ভিস্তি (ভস্ত্রাশব্দজ) সং, চর্ম্মনির্ম্মিত বৃহৎ জলপাত্রবিশেষ।

ভী, ভীতি (ভী ভয় পাওয়া+০(ক্বিপ্), তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ভয়, ত্রাস, শঙ্কা। ২। ভয়কম্প।

ভীত (ভী ভয়পাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভয়যুক্ত, ত্রস্ত, শঙ্কিত। ২। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, ভয়। ৩। পুং, মন্ত্রবিশেষ। শিং—১ "শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাখ্যঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।"

ভীতঙ্কার (ভীত—কৃ করা+খমুঞ্—ভা) ক্লীং, অং, "তুই ভীত" এই বলিয়া।

ভীম (ভী দেখ, ম(মক্)—পা) সং, পুং, মধ্যম পাণ্ডব, বৃকোদর। ২। শিব; যথা—"ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হইলা।" ৩। দময়ন্তীর পিতা নৃপবিশেষ। ৪। ভয়ানক রস। ৫। অম্লবেতস। ৬। দেবগন্ধর্ব্ব বিশেষ। ৭। আঙ্গিরস বহ্নি। ৮। দানববিশেষ। ৯। অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রবিশেষ। ১০। পরমেশ্বর। ১১। বিং, ত্রিং, ঘোর ভীষণ, ভয়ানক।

ভীমক; সং, পুং, পার্ব্বতীর ক্রোধজাত গণবিশেষ। [ভীমৈকাদশী।

ভীমতিথি; সং, স্ত্রীং, ভীমোপাসিত তিথি,

ভীমদ্বাদশী; সং, স্ত্রীং, ভীমোপাসিত দ্বাদশী, মাঘমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী।

ভীমনাদ (ভীম ভয়ানক—নাদ শব্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সিংহ। ২। (য়ং—স) ভয়ানক শব্দ।

ভীমপরাক্রম (ভীম ভয়ঙ্কর—পরাক্রম, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ভীষণ পরাক্রমযুক্ত। ২। সং, পুং, বিষ্ণু।

ভীমপুর, সং, ক্লীং, বিদর্ভনগর।

ভীমরথ; সং, পুং, অসুরবিশেষ। ২। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। ৩। ধন্বন্তরিবংশোদ্ভব নৃপবিশেষ। ৪। নৃপবিশেষ। কৃষ্ণের পুত্রবিশেষ।

ভীমরথী (ভীমভয়ানক—রথ, ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, প্রাচীন অবস্থাবিশেষ, ৭৭ বৎসর ৭ মাসের ৭মী রাত্রি। ২। নদীবিশেষ। [বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর।

ভীমল (ভী ভয়—মল সম্বন্ধ, ৭মী—হিং)

ভীমবিক্রান্ত (ভীম ভয়ানক—বিক্রান্ত) সং, পুং, সিংহ। ২। বিং, ত্রিং, ভয়ানক পরাক্রমশালী।

ভীমবেশ (ভীম—বেশ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর বেশযুক্ত। ২। সং, পুং, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। ৩। দানববিশেষ।

ভীমশর; সং, পুং, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ।

ভীমশাসন (ভীম ভয়ানক—শাসন আজ্ঞা) সং, পুং, কৃতান্ত, যম। ২। বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর শাসনকারী।

ভীমসেন (ভীম ভয়ানক—সেনা ৬ষ্ঠী—হিং, কিম্বা য়ং—স) সং, পুং, মধ্যম-পাণ্ডব, বৃকোদর। ২। কর্পূরবিশেষ। ৩। জন্মেজয়ের পুত্র। ৪। জন্মেজয়ের ভ্রাতা।

ভীমহাস; সং, পুং, ইন্দ্রতূল, বুড়ির সূতা।

ভীমা; সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" (দেবীমাহাত্ম্য)। ২। (প্রমীলাসুন্দরী) "পরাক্রমে ভীমাসমা।" ৩। কশা। ৪। রোচনাখ্য গন্ধদ্রব্য। ৫। নদীবিশেষ।

ভীমৈকাদশী; সং, স্ত্রীং, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী।

ভীরু } (ভী দেখ, রু (ক্রু),লু(ক্লু—ক)
ভীলু } বিং, ত্রিং, ত্রস্ত, ভীস্বভাব। ২। সং, পুং, শৃগাল। ৩। ব্যাঘ্র। ৪। ইক্ষুবিশেষ। রু,—স্ত্রীং, স্ত্রীবিশেষ। ২। কণ্টকারী। ৩। শতাবরী। ৪। শতপাদিকা। ৫। ছায়া।

ভীরুক } (ভী দেখ, রুক (ক্রুক), লুক
ভীলুক } (ক্লুক)—ক) বিং, ত্রিং, ভয়যুক্ত, কাতর। ২। সং, পুং, পেচক। ২। শৃগাল। ৪। ভল্লুক। ৫। ক্লীং, বন।

ভীরুরন্ধ্র (ভীরু ভয়ানক—রন্ধ্র, গুহা গহ্বর) সং, পুং, অগ্নিকুণ্ড, হাপর।

ভীরুহৃদয় (ভীরু ত্রস্ত—হৃদয় অন্তঃকরণ) ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৃগ, হরিণ। ২। বিং, ত্রিং, শঙ্কিতান্তঃকরণ বিশিষ্ট।

ভীষণ (ভী ভয় পাওয়া [প্রেরণে ণিচ্]+অন—ক) বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর, দারুণ।

২। গাঢ়, দৃঢ়। ৩। সং, পুং, শিব। ৪। বৃক্ষবিশেষ। ৫। ভয়ানক রস। ৬। কপোত। ৭। কন্দুরুক। ৮। হিন্তাল, শল্লকী। ৯। (+অনট্—ভাবে) ক্লীং, ভয় প্রদর্শন।

ভীষা (ভী-ণিচ্=ভীষি ভীত হওয়া+অ-ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভয়প্রদর্শন। শিং—১ "ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।" (মনু)।

ভীষিত (ভীষা দেখ, ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভয় প্রদর্শিত।

ভীষ্ম (ভী ভয় পাওয়া+ম(মক্)—পা, ষ্-আগম) সং, পুং, পাণ্ডুরাজার পিতামহের ভ্রাতা, শান্তনুরাজার পুত্র, গাঙ্গেয়; তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যভোগ করেন নাই। ২। শিব। ৩। রাক্ষস। ৪। বিং, ত্রিং, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর।

ভীষ্মক; সং, পুং, বিদর্ভরাজ, রুক্মিণীর পিতা।

ভীষ্মকেশব; সং, পুং, কাশীস্থ কেশবমূর্ত্তি-বিশেষ।

ভীষ্মপঞ্চক; সং, ক্লীং, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই পঞ্চ তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। ২। ঐ পাঁচ তিথি।

ভীষ্মরত্ন; সং, ক্লীং, হিমালয়ের উত্তর দেশজাত শুক্লবর্ণ প্রস্তর বিশেষ।

ভীষ্মসূ / **ভীষ্মজননী** } (ভীষ্ম—সূ মাতা, কিম্বা সূ প্রসব করা+০(ক্বিপ্)—ক, ৬ষ্ঠী—ষ, ২য়া—ষ। ভীষ্ম—জননী মাতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, ভীষ্মের মাতা, গঙ্গা।

ভীষ্মাষ্টমী; সং, স্ত্রীং, মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী।

ভুঁড়ি (দেশজ) সং, বৃহৎ উদর, বড় পেট।

ভুক্ (ভুজ্, ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, ভোক্তা, যে ভোজন করে; যথা—বলিভুক্, হুতভুক্, ইত্যাদি।

ভুক্ত (ভুজ ভোজন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) গত; যথা—রাজ্যভুক্ত, অধিকারভুক্ত ইত্যাদি। ৪। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, ভক্তি।

ভুক্তভোগ (ভুক্ত—ভোগ, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, কৃতভোগ। শিং—১ "জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহস্যঃ।"

ভুক্তসমুজ্ঝিত; বিং, ত্রিং, ভোজনানন্তর ত্যক্ত। [ভোজন। ২। ভোগ।

ভুক্তি (ভুক্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং,

ভুগ্ন (ভুজ্ কুটিল হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বক্র, বাঁকা। ২। বেগাদি দ্বারা কুব্জীকৃত। ৩। নত।

ভুজ (ভুজ্ ভোজন করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, জা—স্ত্রীং, বাহু, হস্ত। ২। ভূর্জ্জপত্র। পত্র। ৩। ধনুকের আকৃতি গোলাকার বস্তু। ৪। ত্রিকোণাদিক্ষেত্রস্থ রেখাবিশেষ। শিং—১ "তথায়তে তদ্ভুজকোটিঘাতঃ।" ৫। বিং, ত্রিং, কুটিল।

ভুজকোটর (ভুজ বাহু—কোটর খোড়ল) ৬। কাঠিয়াবাড় প্রদেশের রাজ্যবিশেষ। সং, পুং, কক্ষ, বগল।

ভুজগ (ভুজ বক্রাকৃতি—গ [গম্ গমন করা +অ(ড)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, গী—স্ত্রী, সর্প, ফণী। পুং, ষিড়্গা। ৩। বিট্।

ভুজগদারণ (ভুজগ সর্প—দারণ [দৃ বিদীর্ণ করা+অন(অনট্)—ক] যে বিদারণ করে) সং, পুং, গরুড়।

ভুজগান্তক / **ভুজগাশন** } (ভুজগ সর্প—অন্তক নাশক, ৬ষ্ঠী—ষ। অশন খাদ্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গরুড়। ২। ময়ূর

ভুজগভোজী (—ভোজিন্, ভুজগ—ভুজ ভোজন করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং ময়ূর। ২। গরুড়। ৩। রাজসর্প।

ভুজগশিশুভৃতা; সং, স্ত্রীং, ৯ অক্ষ ছন্দোবিশেষ।

ভুজঙ্গ / [illegible] } (ভুজ বক্রাকৃতি—গ [গম্ গমন করা+অ(খ)—ক](

গমন করে) সং, পুং—স্ত্রীং, সর্প। ২। পুং, ঝিঙ্গা। ৩। বিট্। ৪। জার। ৫। অশ্লেষা-নক্ষত্র। ৬। ক্লীং, সীসক, সীসা।

ভুজঙ্গপ্রয়াত; সং, ক্লীং, দ্বাদশাক্ষর পাদ-ছন্দোবিশেষ, যাহার ১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম বর্ণ লঘু।

ভুজঙ্গভুক্ (ভুজঙ্গভুজ্, ভুজঙ্গ সর্প—ভুজ্, যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, গরুড়। ২। ময়ূর।

ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত; সং, ক্লীং, ২৬ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ভুজঙ্গসঙ্গতা; সং, স্ত্রীং, ৯ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

ভুজঙ্গহা (ভুজঙ্গহন্, ভুজঙ্গ—হন্ বধ করা +০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, গরুড়।

ভুজঙ্গাক্ষী; সং, স্ত্রীং, রাস্না।

ভুজঙ্গাখ্য; সং, পুং, নাগকেশর। ২। বিং, ত্রিং, সর্পনামক।

ভুজঙ্গেশ (ভুজঙ্গ—ঈশ, ৬ষ্ঠী—ষ। সং, পুং, বাসুকি। ২। অনন্ত। ৩। পিঙ্গলমুনি। ৪। পতঞ্জলিমুনি।

ভুজমধ্য; সং, পুং, ভুজান্তর, ক্রোড়।

ভুজশিরঃ (ভুজশিরস্, ভুজ বাহু—শিরস্ মস্তক) সং, ক্লীং, স্কন্ধ, কাঁধ।

ভুজা (দেশজ) ভৃষ্ট চাউল, চালভাজা।

ভুজাকণ্ট (ভুজা হস্ত—কণ্ট কাঁটা) সং, পুং, হস্তনখর, হাতের নখ।

ভুজাগ্র (ভুজ—অগ্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কর, হস্ত।

ভুজাদল (ভুজা বাহু—দল পত্র) সং, পুং, কর, হস্ত।

ভুজান্তর (ভুজ বাহু—অন্তর মধ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থল। ২। অন্যহস্ত।

ভুজি (ভুজ্ ভোজন করা+ই—ক, স্বার্থে) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

ভুজিষ্য (ভুজ্ ভোজন করা+ইষ্য(কিষ্যন্) —ক) সং, পুং, দাস, ভৃত্য। শিং—১ "ভুজিষ্যাঃ সন্তি ভারত।" ২। স্বাধীন ব্যক্তি ৩। হস্তসূত্র। ষ্যা—স্ত্রীং, দাসী। ৪। গণিকা। বেশ্যা।

ভুঞ্জান (পূর্ব্বে দেখ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, ভোগকারী। শিং—১ "ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ শাপমসত্যং সংসদি ব্রুবন্।" ২। ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্।"

ভুবন (ভূ হওয়া+কন—ক, উ, নিপাতন) সং, ক্লীং, জগৎ—সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ। শিং—১ "শুষিরং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ।" ২। জল। ৩। আকাশ। [জ্যোতিষ গ্রন্থবিশেষ।

ভুবনকোষ; সং, পুং, ভূগোল। ২।

ভুবনেশ্বরী; সং, স্ত্রীং, মহাবিদ্যামধ্যে দেবী-বিশেষ; ইঁহার রূপ, যথা—



ভুবনেশ্বরী।

"রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ।
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কারে ঝলমল॥"

(অন্নদামঙ্গল)।

২। ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি।

ভুবন্যু (ভূ হওয়া+কন্যু+উ, নিপাতন) সং, পুং, সূর্য্য। ২। চন্দ্র। ৩। অগ্নি। ৪। প্রভু।

ভুবঃ (ভুবর্, ভুবস্, ভূ হওয়া+অরুক্, অসুক্—ক) অং, আকাশ, অন্তরীক্ষ।

ভুবর্লোক (ভুবস্ আকাশ—লোক ভুবন) সং, পুং, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যপ্রদেশ। শিং—১ "ভূমিসূর্য্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতং। ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম।"

ভুবিঃ (ভুবিস্, ভূ হওয়া+ইস্—সংজ্ঞার্থে। উ=উ) সং, ক্লীং, সমুদ্র।

ভুরিক্ (ভুরিজ্, ভৃ পোষণ করা+ইজ্—প্র°, ঋ=উর্) সং,স্ত্রীং, পৃথিবী। ২। বাহু।

ভুরুণ্ড ; সং, পুং, জন্তুবিশেষ।

ভুল (দেশজ) সং,বিস্মৃতি। ২। ভ্রম, ভ্রান্তি।

ভুলন (দেশজ) সং, বিস্মরণ। ২ ; ভ্রম হওন।

ভুশুণ্ডি ; সং, স্ত্রীং, আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

ভুষা, ভুসা (দেশজ) সং, যবগোধূমাদির ত্বক্, ধান্যাদির খোসা।

ভূ (ভূ হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। ২। স্থান, প্রদেশ। ৩। আধার। ৪। যজ্ঞাগ্নি। ৫। অং, পাতাল।

ভূঁই (ভূমি শব্দজ) সং, ক্ষেত্র, ক্ষেত।

ভূক (ভূ হওয়া+কক্) সং, ক্লীং, ছিদ্র, গর্ত্ত। ২। কাল, সময়। ৩। পুং, অন্ধকার।

ভূকন্ধরা (Isthumus) সং, স্ত্রীং, যে গ্রীবাকৃতি ভূমিখণ্ড অপর প্রশস্ত ভূমিখণ্ডদ্বয়কে সংযোজিত করে।

ভূকম্প ((ভূ পৃথিবী—কম্প কম্পন। ২। ভূমিজোৎপাতবিশেষ। শিং ১ "ভূকম্পমপি ভূমিজম্।"

ভূকল ; সং, পুং, দুষ্ট অশ্ব, অদম্য ঘোটক।

ভূকর্ণ (Radius of the Equator) ভূকর্ণ [Sine] সং, পুং, জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরক্ষমণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ।

ভূকশ্যপ (ভূ পৃথিবী—কশ্যপ) সং, পুং, বসুদেব, কৃষ্ণের পিতা।

ভূকাক (ভূ পৃথিবী—কাক) সং, পুং, কোঁচবক। ২। নীলবর্ণ কপোত।

ভূকেশ (ভূ পৃথিবী—কেশ চুল) সং, পুং, শৈবাল। ২। বটবৃক্ষ। শা—স্ত্রীং, রাক্ষসী।

ভূক্ষিৎ (ভূ পৃথিবী—ক্ষি ক্ষয় করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ৎ—আগম) সং, পুং, শূকর।

ভূখর্জ্জুর ; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রখর্জ্জুরী।

ভূগর (ভূ—গর বিষ) সং, ক্লীং, গরল, বিষ।

ভূগর্ভ (ভূ পৃথিবী—গর্ভ) সং, পুং, ভবভূতি কবি। ২। ভূমির অভ্যন্তর ভাগ।

ভূগোল (ভূ পৃথিবী—গোল মণ্ডল) সং, পুং, ভূমণ্ডল,পৃথিবীমণ্ডল।

ভূগোলবিদ্যা (Geography) যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি ধর্ম্ম বিভাগ গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়।

ভূচর (ভূ—চর যে চরে ৭মী ষ) বিং, ত্রিং, যাহারা ভূমিতে বাস করে, মনুষ্য গো অশ্ব প্রভৃতি।

ভূচিত্র (ভূ পৃথিবী চিত্র) সং, ক্লীং, পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ।

ভূচ্ছায়া [ভূ পৃথিবী-ছায়া) সং, স্ত্রীং, [অন্ধকার।

ভূজন্তু ; সং, পুং, নাগহস্তী।

ভূজম্বু (ভূ পৃথিবী-জম্বু জাম) সং, স্ত্রীং, গোধূম, গম। ২ বিকঙ্কত ফল, বঁইচ।

ভূত, (ভূ হওয়া ইত্যাদি+ত ক্ত)—ক, ভূতকালার্থে) সং, পুং, দেবযোনিবিশেষ। ২। শিবের অনুচর। ৩। ক্লীং, পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চ। শিং—১ "ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ।" (দেবীমাহাত্ম্য)। ৪। জন্তু। শিং—১ "জনকঃ সর্ব্বভূতানাম্।" ৫। পিশাচ। ৬। সত্য। ৭। তত্ত্বানুসন্ধান। ৮। বিং, ত্রিং, উৎপন্ন। ৯। অতীত। ১০। লব্ধ। ১১। জ্ঞাত। ১২। সত্য। ১৩। তুল্য। ১৪। সদৃশ। ১৫। উপাসিত। ১৬। স্বরূপ। ১৭। চেতন পদার্থ। প্রাণী। ১৮। উচিত। ১৯। তা—স্ত্রীং, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।

ভূতকলা, সং, স্ত্রীং, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের উৎপাদিকাশক্তি।

ভূতকেশ (ভূতানাং কেশ ইব) সং, পুং, স্বনামখ্যাত তৃণ। শী—স্ত্রীং, শেফালিকা। ২। নীলসিন্ধুবার।

ভূতক্রান্তি (ভূত পিশাচাদি–ক্রান্তি গমন) সং, স্ত্রীং, ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া।

ভূতগুণ ; সং, পুং, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ। শিং—১ শব্দ স্পর্শ রূপরসগন্ধাঃ ভূতগুণাঃ স্মৃতাঃ।"

ভূতঘ্ন (ভূত পিশাচাদি—ঘ্ন [হন্ বধকরা +অ (টক্)—ক] যে নাশ করে) সং, পুং, উষ্ট্র, উট। ২। লশুন। ৩। ভূর্জ্জবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, ভূতনাশক। ২। ঘ্নী–স্ত্রীং, তুলসী। ৩। মুণ্ডিতিকা।

ভূতচতুর্দ্দশী ; সং, স্ত্রীং, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, ইহাকেই যমচতুর্দ্দশী বলে।

ভূতজটা ; সং, স্ত্রীং, জটামাংসী।

ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পদার্থ সমুদয়ের নির্ণয়াত্মক শাস্ত্র।

ভূতদ্রাবী (—দ্রাবিন্, ভূত—দ্রু-ণিচ্=দ্রাবি মর্দ্দন করা + ইন্(ণিন্)—ক. সং, পুং, রক্তকরবীর বৃক্ষ। ২। ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ।

ভূতদ্রুম ; সং, পুং, শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ।

ভূতধাত্রী (ভূত প্রাণী ধাত্রী উপমাতা) সং, স্ত্রীং, ধরিত্রী, পৃথিবী।

ভূতনাথ, ভূতপতি, ভূতভর্ত্তা (ভূত পিশাচাদি—নাথ, পতি, ভর্ত্তৃ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব। ২। বটুকভৈরব। শিং—১ "ভৈরবো ভূতনাথশ্চ।"

ভূতনায়িকা (ভূত পিশাচাদি—নায়িকা যে লইয়া যায়) সং, স্ত্রীং, দুর্গা, পার্ব্বতী।

ভূতনাশন (ভূত-নাশ্-ণিচ্=নাশি নাশ করা+ অন(অনট্)—ক) সং, ক্লীং, সর্ষপ। ২। রুদ্রাক্ষ। ৩। ভল্লাতক।

ভূতপক্ষ (ভূত ভূতপ্রিয়—পক্ষ মং—স, মধ্যপদলোপ) সং, পুং, কৃষ্ণপক্ষ।

ভূতপূর্ণিমা (ভূত—পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমাতে ভূতগণ পূজিত হয়) সং, স্ত্রীং, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কোজাগর পূর্ণিমা।

ভূতপূর্ব্ব ; বিং, ত্রিং, যাহা পূর্ব্বে ছিল, পূর্ব্বকার।

ভূতভাবন (ভূত পৃথিব্যাদি ভাবন] ভূ-ণিচ্ =ভাবি হওয়ান]+অন—ক) সং, পুং, সৃষ্টিকর্ত্তা। ২। বটুকভৈরব।

ভূতভৃৎ (ভূত—ভৃ পোষণ করা+০(ক্বিপ্) —ক। ৎ—আগম) সং, পুং, পালনকর্ত্তা। ২। বিষ্ণু। শিং-- ১ "ভূতকৃৎ ভূতভৃদ্ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।

ভূতমারী (—মারিন্ ভূত–মৃ-ণিচ্=মারি বিনাশ করা+ইন্(ণিন্)–ক) সং, পুং, চূড়ানামক গন্ধদ্রব্য।

ভূতযজ্ঞ (ভূত—যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জীবদিগকে খাদ্যদান, কাক প্রভৃতিকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান। ইহা গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত বলি কর্ম্ম)। শিং—১ "ভূতেভ্যো বলিহরণং ভূতযজ্ঞঃ। (স্মৃতি)।

ভূতল (ভূ -তল নিম্ন) সং, ক্লীং, পাতাল। ২। ধরাতল, পৃথিবীর উপরিভাগ।

ভূতবাস ; সং, পুং, বিভীতক, বয়ড়া।

ভূতবিক্রিয়া (ভূত—বিক্রিয়া বিকার) সং, স্ত্রীং, অপস্মার রোগ।

ভূতব্রহ্মা (—ব্রহ্মন্) সং, পুং, দেবল।

ভূতশুদ্ধি (ভূত পৃথিব্যাদি—শুদ্ধি শোধন, ৬ষ্ঠী – ষ) সং, স্ত্রীং, পূজাদিতে বীজবিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত শরীরস্থ পাপপুরুষ দহন পূর্ব্বক শরীর শোধন।

ভূতসংপ্লব ; সং, পুং, প্রলয়। শিং—১ "আভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে।"

ভূতসঞ্চার (ভূত পিশাচাদি—সম্ সহিত –চর্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া।

ভূতসঞ্চারী (–সঞ্চারিন্, ভূত—সং—চর্ সঞ্চরণকরা+ইন্(ণিন্)–ক) সং, পুং, দাবানল।

ভূতসর্গ (ভূত—সর্গ সৃষ্টি) সং, ক্লীং, ভূতসৃষ্টি ; তাহা চতুর্দ্দশবিধ—ব্রাহ্ম, প্রজাপতীয়, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, কৌবের, রাক্ষস, পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, শাকুনিক, সার্প।

ভূতসাধনী (ভূত প্রাণী—সাধনী উৎপত্তিকারণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, ভূমি।

ভূতহন্ত্রী (ভূত—হন্‌ বধকরা + তৃ(তৃন্) —ক, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, ক্লীং, বন্ধ্যাকর্কটী। ২। শ্বেতদূর্ব্বা।

ভূতহর ; সং, পুং, গুগ্‌গুলু।

ভূতহারী (—হারিন্) সং, পুং, দেবদারু বৃক্ষ।

ভূতাত্মা (ভূতাত্মন্, ভূত পৃথিব্যাদি—আত্মন্ স্বরূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দেহ। ২। শিব। ৩। ব্রহ্মা। ৪। বিষ্ণু। ৫। পরব্রহ্ম। ৬। বুদ্ধ।

ভূতাদি (ভূত—আদি) সং, পুং, বিষ্ণু।

ভূতাবিষ্ট (ভূত পিশাচ—আবিষ্ট প্রবিষ্ট, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ভূতগ্রস্ত, ভূতাশ্রিত।

ভূতারি (ভূত—অরি শত্রু) সং, ক্লীং, হিঙ্গু, হিং। ২। [ভূতাবিষ্ট, ভূতগ্রস্ত।

ভূতার্ত্ত (ভূত—আর্ত্ত পীড়িত) বিং, ত্রিং,

ভূতার্থ (ভূত সত্য—অর্থ) বিং, ত্রিং, যথার্থ, সত্য। ২। অকৃত্রিম।

ভূতাবাস (ভূত—আবাস বাসস্থান) সং, পুং, শরীর, দেহ। ২। বিষ্ণু। শিং—১ "বসন্তি ত্বয়ি ভূতানি ভূতাবাসস্ততো হরিঃ।" ৩। বিভীতক বৃক্ষ।

ভূতাবেশ (ভূত—আবেশ প্রবেশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভূতসঞ্চার, ভূতে পাওয়া।

ভূতি (ভূ হওয়া + তি (ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, শিবের অণিমাদি অষ্ট-বিধ ঐশ্বর্য্য। ২। শিবের অঙ্গস্থ ভস্ম। ৩। মহিমা। ৪। সম্পত্তি। ৫। মঙ্গল। মাতঙ্গের সিন্দূরাদি সজ্জা, হস্তিশৃঙ্গার। ৭। জাতি। ৮। বৃদ্ধিনামৌষধ। ৯ রোহিতৃণ। ১০। ভূতৃণ। ১১। (ক্তি—ভাবে) উৎপত্তি। ১২। সিদ্ধি। ১৩। অভ্যুদয়। ১৪। উৎকর্ষ।

ভূতিক, ভূতীক ; সং, ক্লীং, ভূনিম্ব। ২। কত্তৃণ। ৩। কট্‌ফল। ৪। পুং, যমানী।

ভূতিকাম ; সং, পুং, রাজমন্ত্রী। ২। বৃহস্পতি। ৩। বিং, ত্রিং, ঐশ্বর্য্যাভিলাষী। শিং—১ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ।"

ভূতিকীল ; সং, পুং, ভূখাত, খানা।

ভূতিগর্ভ (ভূতি অলৌকিক শক্তি—গর্ভ অঙ্কুর, ৭মী—হিং। প্রথিত আছে যে ইহার মৃত্যুর পর সমসাময়িক কবি কালিদাস ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন) সং, পুং, ভবভূতি।

ভূতিনিধান (ভূতি সিদ্ধি—নিধান আধার) সং, ক্লীং, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

ভূতিমান্ (ভূতিমৎ, ভূতি + মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

ভূতিলয় ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

ভূতড়ে (দেশজ) ভূতের ওঝা।

ভূতৃণ ; সং, পুং, ক্লীং, গন্ধতৃণ, গন্ধখড়্।

ভূতেশ (ভূত পিশাচ—ঈশ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব।

ভূতেষ্টা ; সং, স্ত্রীং, আশ্বিন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী।

ভূতোড্ডামর ; সং, ক্লীং, তন্ত্রবিশেষ।

ভূতোন্মাদ (ভূত ভূতকৃত—উন্মাদ, য়ং—স, মধ্যপদলোপ) সং, পুং, ভূতকৃত উন্মাদ।

ভূতোপহত (ভূত—উপহত অভিভূত, আক্রান্ত) বিং, ত্রিং, ভূতগ্রস্ত, ভূতাবিষ্ট।

ভূত্তম (ভূ পৃথিবী—উত্তম) সং, ক্লীং, কাঞ্চন, সুবর্ণ।

ভূদার (ভূ পৃথিবী—দৃ বিদারণ করা + অ (ষণ)—ক) সং, পুং, বরাহ, শূকর।

ভূদেব, ভূসুর (ভূ পৃথিবী—দেব, সুর= দেবতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ব্রাহ্মণ।

ভূদোষ ; সং, পুং, হিংসা স্তেয় মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি। যথা—"অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় ভূদোষ বর্জ্জিতক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়।"

ভূধন (ভূ—ধন, পৃথিবীই যাহার ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রাজা।

ভূধর (ভূ পৃথিবী—ধর, যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পর্ব্বত, অনন্তদেব। যন্ত্রবিশেষ। ৪। বটুকভৈরব।

ভূধাত্রী ; সং, স্ত্রীং, ভূম্যামলকী।

ভূধ্র (ভূ পৃথিবী—ধৃ ধারণ করা+অ(ক)—ক। (—) সং, পুং, পর্ব্বত। ২। মহীধর।

ভূনিম্ব (ভূ পৃথিবী—নিম্ব নিমগাছ) সং, পুং, চিরাতা।

ভূপ, ভূপতি ভূপাল, ভূভুজ্ (ভূ পৃথিবী—প [পা পালন করা+অ(ড)—ক] যে পালন করে, দ্বিতীয়া—ষ। —পতি, ৬ষ্ঠী—ষ। —পাল যে পালন করে, দ্বিতীয়া—ষ। ভুজ্ ভোগ করা+০ (কিপ্) ক] যে উপভোগ করে, দ্বিতীয়া ষ) সং, পুং, রাজা, নৃপ।

ভূপদ (ভূ পৃথিবীতে—পদ [পা] মূল, ৭মী—হিং) সং, পুং, তরু, বৃক্ষ। ২। দী—স্ত্রীং, মল্লিকা।

ভূপরিধি (ভূ—পরিধি পরিমাণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভূমিপরিমাণ।

ভূপুত্র ; সং, পুং, নরকাসুর। ২। মঙ্গলগ্রহ।

ভূপুত্রী (ভূ পৃথিবী—পুত্রী কন্যা। ক্ষেত্র-কর্ষণকালীন ইনি হলদ্বারা উত্থিতা হইয়াছিলেন) সং, স্ত্রীং, সীতা, জানকী। শিং—১ "ভূপুত্রী যস্য পত্নী স তু ভবতি কথং ভূপতি-রামচন্দ্রঃ।"

ভূভৃৎ (ভূ—ভৃ ধারণ করা, পোষণ করা+০ (কিপ্)—ক, ৎ—আগম) সং, পুং, পর্ব্বত। ২। ভূপতি।

ভূময় (ভূ পৃথিবী+ময় (ময়ট্)—প্রাচুর্য্যার্থে) বিং, ত্রিং, মৃদাত্মক, মৃণ্ময়। য়ী—স্ত্রীং, ছায়া, সূর্য্যপত্নী।

ভূমা (ভূমন্, ভূ বহুশব্দজ—মন্—প্রং) বিং, ত্রিং, ভূয়িষ্ঠ, বহুল, অধিক। ২। সং, পুং, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। ২। (বহু+ইমন্—ভাবে, নিপাতন) বহুত্ব।

ভূমানন্দ (ভূমা দেখ, আনন্দ) সং, পুং, অতিশয় আনন্দ।

ভূমি, ভূমী (ভূ হওয়া+মি(মিক্)—মি, ঈপ্) সং, পুং, পৃথিবী। যথা—১ "কেন দিলা নিদারুণ শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ। ২। বাসস্থান। ৩। স্থান। ৪। ক্ষেত্র ৫। আধার যথা—বিশ্বাসভূমি। ৬। আকর। ৭। যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ। ৮। জিহ্বা।

ভূমিকম্প ; সং, পুং, পৃথিবীকম্পন।

ভূমিকা (ভূমি স্থান+কণ্—স্বার্থে, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, বেশধারণ, রূপান্তর পরিগ্রহ। ২। সাজান। ৩। রচনা। ৪। গ্রন্থের আভাস। ৫। বক্তব্য বিষয়ের সূচনা। ৬। বেদান্তমতে—চিত্তের অবস্থাবিশেষ। ৭। কক্ষা।

ভূমিকুষ্মাণ্ড ; সং, পুং, ভূঁইকুমড়া।

ভূমিচম্পক (ভূমি পৃথিবী—চম্পক চাঁপাগাছ) সং, পুং, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ভূঁই চাঁপার গাছ।

ভূমিজ (ভূমি পৃথিবী—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত, ৫মী—ষ) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। ২। নরকরাজা, নরকাসুর। ৩। বিং, ত্রিং, পৃথিবীজাত। ৪। ক্ষেত্রোৎপন্ন। জা—স্ত্রীং, সীতা, জানকী।

ভূমিজম্বু ; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রজম্বু, ছোট জাম।

ভূমিজীবী (ভূমিজীবন্, ভূমি পৃথিবী জীবিন্ যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, বৈশ্য। ২। কৃষিজীবী।

ভূমিদেব (ভূমি পৃথিবী—দেব দেবতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভূদেব, ব্রাহ্মণ।

ভূমিধর (ভূমি—ধৃ ধারণ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, কুলপর্ব্বত। ২। পর্ব্বত।

ভূমিপতি, ভূমিপ (ভূমি—প [পা পালন করা+অ(ড)—ক] যে পালন করে, ২য়া—ষ। —পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভূপতি, রাজা।

ভূমিপাল (ভূমি পৃথিবী—পাল [পাল্ পালন করা+অ(অন্)—ক] যে পালন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভূপতি, রাজা।

ভূমিপিশাচ ; সং, পুং, তালবৃক্ষ।

ভূমিপুত্র ; সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। ২। নরকাসুর। ত্রী—স্ত্রীং, জানকী।

ভূমিভুজ্ (ভূমি পৃথিবী—ভুজ্ যে উপভোগ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রাজা।

ভূমিভৃৎ (ভূমি—ভৃ পোষণ করা+০(ক্বিপ্) —ক) সং, পুং, রাজা। ২। পর্ব্বত।

ভূমিমণ্ড ; সং, পুং. লতাবিশেষ, হাপরমালী।

ভূমিমণ্ডপভূষণা ; সং, স্ত্রীং, মাধবীলতা।

ভূমিরুহ, ভূমীরুহ (ভূমি পৃথিবী—রুহ [রুহ জন্মান+অ ক)—ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ। শিং—১ "ছায়া বাঙ্ময়তয়া নবোঢ়বনিতাবাণীব ভূমিরুহাঃ" (উদ্ভট)।

ভূমিলাভ ; সং, পুং, মৃত্যু। ২। ভূমিপ্রাপ্তি।

ভূমিলেপন (ভূমি পৃথিবী—লেপন লেপনসাধন বস্তু। যে দ্রব্য দ্বারা মৃণ্ময় গৃহ ইত্যাদির মেজে সর্ব্বদা লেপিয়া থাকে) সং, ক্লীং, গোময়, গোবর।

ভূমিবর্দ্ধন (ভূমি—বর্দ্ধন [বৃধ্-ণিচ্=বর্দ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ান+অন্—ক] বৃদ্ধি, স্বীয় দেহের পার্থিব অংশ উপচয় দ্বারা যাহা মৃত্তিকা বৃদ্ধি করে, ৫মী—হিং) সং, পুং,—ক্লীং, মৃত্তিকাবর্দ্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া।

ভূমিষ্ঠ(ভূমি-ষ্ঠ [স্থা থাকা+অ ড)—ক] যে থাকে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, প্রণত, ভূমে পতিত। ২। ভূমেতে স্থিত। ৩। জাত, উৎপন্ন।

ভূমিসম্ভবা (ভূমি পৃথিবী—সম্ভবা কন্যা, ভূপুত্রী দেখ) সং, স্ত্রীং সীতা, জানকী।

ভূমিস্পৃক্ (ভূমিস্পৃশ্, ভূমি পৃথিবী, ভূঁই —স্পৃশ্ [স্পৃশ্ স্পর্শ করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে স্পর্শ করে) বিং, ত্রিং ভূমিস্পর্শকারী। ২। সং, পুং, মনুষ্য। ৩। বৈশ্য। ৪। চৌরবিশেষ। ৫। অন্ধ। খঞ্জ।

ভূমীন্দ্র (ভূমি পৃথিবী-ইন্দ্র প্রধান) সং, পুং, ভূপতি, রাজা।

ভূয়ঃ (ভূয়স্, বহু+ঈয়স্—অত্যর্থে, বহু স্থানে ভূ, ঈ—লোপ) বিং, ত্রিং, বহুতর, অধিক। ২। সং, ক্লীং, বাহুল্য, আধিক্য। ৩। অং, পুনঃপুনঃ, বারম্বার।

ভূয়িষ্ঠ (বহু+ইষ্ঠ—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রচুর, বহুল, অধিক।

ভূরি (ভূ হওয়া+রি(ক্রি) — ক) বিং, ত্রিং, অং, অধিক, অনেক, বহু, প্রচুর। ২। সং, ক্লীং, সুবর্ণ। ৩। পুং, ব্রহ্মা। ৪। বিষ্ণু।৫। শিব।৬। সোমদত্তপুত্র।৭। বাসব।

ভূরিগন্ধা ; সং, স্ত্রীং, পুরানামক গন্ধদ্রব্য।

ভূরিগম (ভূরি-গম্ গমন করা—অ (অন্)—ক। ভারপ্রযুক্ত যে ভূমি গমন করে) সং, পুং, রাসভ, গর্দ্দভ।

ভূরিদক্ষিণ (ভূরি—দক্ষিণা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বহুতর দক্ষিণাদানযুক্ত। ২। সং, পুং, বিষ্ণু। যথা—১ "কপীন্দ্রো ভূরিদক্ষিণঃ।"

ভূরিদ্যুম্ন, সং, পুং, নবম মনুর পুত্রবিশেষ।

ভূরিধামা (- ধামন্) সং, পুং, নবম মনুর পুত্রবিশেষ।

ভূরিপ্রেমা (+মন্, ভূরি প্রচুর—প্রেম) সং, পুং, চক্রবাকপক্ষী।

ভূরিমায় (ভূরি প্রচুর—মায়া কপটতা, শঠতা, ৭ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শৃগাল। ২। বিং, ত্রিং, প্রভূত মায়াযুক্ত।

ভূরিশঃ (ভূরিশস্, ভূরি+চশস্—বারার্থে) ক্রিং—বিং, ভূরি ২, বহু ২, । ২। বহুবার। শিং—১ "কথয়ামাস ভূরিশঃ"।

ভূরিশ্রবাঃ (—বস্) সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র ; অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।

ভূরিহা (ভূরিহন্, ভূরি—হন্ বধকরা—০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, বহুনাশক। ২। সং, পুং, অসুরবিশেষ।

ভূরুণ্ড ; সং, পুং, জন্তুবিশেষ। ণ্ডী-স্ত্রীং, হাতিশুঁড়া গাছ।

ভূরুহ (ভূ ভূমি—রুহ যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ।

ভূর্ } (ভূ হওয়া+কিক্, সুক্—ক)
ভূঃ } অং, পৃথিবী।

ভূর (দেশজ) গর্ব্ব, অহঙ্কার, জাঁক, বড়াই।

ভূর্জ্জ } ভূ পৃথিবী—উর্জ্জ্
ভূর্জ্জপত্র } জীবিত হওয়া ইত্যাদি +অ(অন্)—ক) সং, পুং, ভূর্জ্জপত্রের গাছ। ২। মৃদুত্বক্। শিং—১ "ভূর্জ্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানা।" (কুমার)

ভূর্জ্জকণ্টক (ভূর্জ্জ—কণ্ট+কণ্—যোগ) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

ভূর্ণি (ভৃ পোষণকরা+নি—প্রং, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। ২। মরুভূমি।

ভূর্লোক (ভূর্ পৃথিবী—লোক ভুবন) সং, পুং, মর্ত্ত্যলোক, পৃথিবী। শিং—১ "পাদগম্যঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ং। স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্য ময়োদিতঃ।" (চরণসঞ্চারযোগ্যাং গিরিশিখরাদি যাবৎ তাবদুৎসেধো ভূর্লোকো ইত্যর্থঃ।)

ভূলগ্না; সং, স্ত্রীং, শঙ্খপুষ্পী। ২। বিং, ত্রিং, ভূমিতে সংযোজিত।

ভূলতা (ভূ পৃথিবী—লতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, কিঞ্চুলক, কেঁচো। [বিশেষ।

ভূলিঙ্গশকুনি; সং, পুং, বিলশায়ি পক্ষী-

ভূল্লেখী (ভূল্লেখিন্, ভূ পৃথিবী—উৎ—লিখ্ [লেখা] চাঁচা, আঁচড়ান ইত্যাদি +ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, যে সকল পক্ষী মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া ভক্ষ্য দ্রব্য অন্বেষণ করে।

ভূবলয় (ভূ—বলয়) সং, ক্লীং, ভূমিপরিধি।

ভূশক্র (ভূ পৃথিবী—শক্র ইন্দ্র) সং, পুং, ভূমীন্দ্র, রাজা।

ভূশয় (ভূ—শী শয়ন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, বিলশায়ী নকুলাদি। ২। বিষ্ণু। শিং—১ "ভূশয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ।"

ভূষণ—ক্লীং } (ভূষ্ ভূষিতকরা+অন
ভূষা—স্ত্রীং } (অনট্); অ—ভাবে, আপ স্ত্রীং) সং, অলঙ্কৃত করণ। (+অনট্—ণ) অলঙ্কার, আভরণ। ২। শিং—১ "কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্। চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈবিকম্" ৩। শোভা। ৪। সজ্জা।

ভূষিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অলঙ্কৃত। ৩। শোভিত। ৩। সজ্জিত।

ভূষ্ণু (ভূ হওয়া+স্নুক্, শীলাদ্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভবিষ্যৎ। ২। উৎপত্তিশীল।

ভূষ্য (ভূষণ দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অলংকার্য্য, ভূষণযোগ্য।

ভূসংস্কার; সং, পুং, যজ্ঞাদিতে ভূমি ভাগের শোধন।

ভূসুত (ভূ পৃথিবী—সুত পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। ২। নরকাসুর। তা—স্ত্রীং, সীতা, জানকী।

ভূস্পৃক্ } (ভূ পৃথিবী—স্পৃশ্ [স্পৃশ্
ভূস্পৃশ্ } স্পর্শকরা+০(ক্বিপ্)—ক) যে স্পর্শ করে) সং, পুং, মনুষ্য, মানুষ। ২। বিং, ত্রিং, ভূমিস্পর্শকারী।

ভূস্বর্গ (ভূ পৃথিবী—স্বর্গ, পৃথিবী—উপরিস্থ স্বর্গ) সং, পুং, সুমেরু পর্ব্বত।

ভূস্বামী (ভূস্বামিন্, ভূ পৃথিবী—স্বামিন্ ভূপতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা, ভূপতি, জমীদার।

ভৃকুংস—শ (ভ্রূ—কুনস্ [শ্] দীপ্তি পাওয়া+অ(অন্)—ক। ভ্রূ=ভৃ) সং, স্ত্রীং, স্ত্রীবেশধারী নট।

ভৃকুটি } (ভ্রূ—কুট্ কুটিল হওয়া+ই—
ভৃকুটী } ক। ভ্রূ=ভৃ) সং, স্ত্রীং, ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূকুটী। শিং—১ "রচিতভৃকুটীবন্ধং নন্দিনা দ্বারি রুদ্ধে।

ভৃগু (ভ্রসজ্ ভর্জ্জনকরা+উ(কু)—ক) সং, পুং, মুনিবিশেষ। ২। বংশবিশেষ। ৩। শিব। ৪। শুক্রাচার্য্য। ৫। অত্যুচ্চ স্থান। ৬। পর্ব্বতের উচ্চসানু, পর্ব্বতাদির ঢালুপ্রদেশ, গড়ানিয়া জায়গা, আরড়ি। ৭। জমদগ্নি।

ভৃগুপতি (ভৃগু ভৃগুবংশ বা জমদগ্নি-বংশ—পতি প্রভু, প্রধান ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পরশুরাম।

ভৃগুমান (—মৎ ভৃগু+মতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পর্ব্বতের উচ্চসানু বিশিষ্ট।

ভৃগুসুত (ভৃগু এই মুনি বা ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি—সুত পুত্র) সং, পুং, শুক্রাচার্য্য। ২। পরশুরাম।

ভৃঙ্গ (ভৃ পোষণকরা+গ(গন্)—প্রং, ন—আগম) সং, পুং, ভ্রমর। ২। লম্পট। ৩। ফিঙ্গাপাখী। ৪। বৃক্ষবিশেষ। ৫। বিড়ঙ্গ। ৬। ভৃঙ্গরাজ, ভীমরুল।

ভৃঙ্গজ; সং, পুং, অগুরু সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ। জা—স্ত্রীং, ভার্গী।

ভৃঙ্গপ্রিয়া; সং, স্ত্রীং, মাধবীলতা।

ভৃঙ্গরাজ (ভৃঙ্গ ভ্রমর—রাজ্, দীপ্তি পাওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, ভ্রমর-শ্রেষ্ঠ। ২। পক্ষীবিশেষ। ৩। যন্ত্র-বিশেষ।

ভৃঙ্গরিট, ভৃঙ্গরীট, ভৃঙ্গরিটি, ভৃঙ্গরীটি (ভৃঙ্গ ভ্রমর—রট্ [বলা] শব্দ করা+(অন্)—ক, ই। অ—ই বা ঈ) সং, পুং, শিবানুচর, ভৃঙ্গী।

ভৃঙ্গরোল (ভৃঙ্গ ভ্রমর—রু শব্দকরা+ল(ডচ্)—ক) সং, পুং, ভীমরুল। ২। পক্ষীবিশেষ। ৩। কীটবিশেষ। ৪। ভৃঙ্গ।

ভৃঙ্গার (ভৃ[জল] ধারণকরা+আর (আরন্)—ক অথবা ভৃঙ্গ—ঋ গমন করা+অ(ষণ)—ক) সং, পুং, জলপাত্রবিশেষ, গাড়ু। ২। অভিষেক পাত্র। ৩। ভৃঙ্গরাজ। ৪। ক্লীং, লবঙ্গ। ৫। সুবর্ণ।

ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী (ভৃঙ্গ ভ্রমর—অরি শত্রু+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, ঝিল্লী, ঝিঁ ঝিঁ পোকা।

ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী (ভৃ ভরণ করা+গিক্—ক। ভৃঙ্গিন ভৃঙ্গ ভ্রমর ন্যায় কৃষ্ণ-বর্ণ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিবের এক — অনুচর। শিং—১ "প্রাপ্য। গণাধিপত্যং স্বং নাম্না ভৃঙ্গিরিতি স্মৃতঃ।" ২। বটবৃক্ষ। ঙ্গী—স্ত্রীং, অতিবিষা।

ভৃঙ্গীশ (ভৃঙ্গী এই দেবতার অনুচর—ঈশ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

ভৃজ্জন (ভ্রসজ্ ভর্জ্জন করা+অন(অনট্)—ণ। ভ্রসজ্=ভৃজ্জ্) সং, পুং, ভাজনা-খোলা।

ভৃঙ্গিকা; সং, স্ত্রীং, শ্বেতগুঞ্জা।

ভৃৎ (ভৃ পোষণ করা ধারণ করা+০(ক্বিপ্)—ক। ৎ—আগম) বিং, ত্রিং, পালন কর্ত্তা। ২। ধারণকর্ত্তা; যথা—ভূভৃৎ, ধনুর্ভৃৎ ইত্যাদি।

ভৃত (ভৃ পালন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূর্ণ। ২। পুষ্ট। ৩। বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত (দাসবিশেষ)। শিং—১ "উত্তমস্ত্বায়ুধীয়ো যো মধ্যমস্তু কৃষীবলঃ অধমো ভারবাহী স্যাদিত্যেব ত্রিবিধোভৃতঃ।"

ভৃতক (পূর্ব্বে দেখ, কণ্ যোগ) বিং, ত্রিং, বেতনগ্রাহী, ভৃত্য। ২। (+ক্ত—ণ) সং, ক্লীং, বেতন। ৩। পুং, মাস।

ভৃতভূতি (ভৃত অধিকৃত—ভূতি ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য) বিং, ত্রিং, ক্ষমতাশীল। ২। উন্নত। ৩। বর্দ্ধমান। ভস্মলেপিত।

ভৃতি (ভৃ পোষণ করা+তি(ক্তি)—ণ) সং, ক্লীং, বেতন। ২। মূলধন, পুঁজি। ৩। মূল্য। ৪। (+ক্তি—ভাবে) ভরণ, পালন। ৫। পূরণ।

ভৃতিজীবী (ভৃতিজীবিন্, ভৃতি বেতন—জীব্ বাঁচা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বেতন-ভোগী, বেতনগ্রাহী।

ভৃতিভুক্ (ভৃতিভুজ্, ভৃতি বেতন—ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, বেতনভোগী, বেতনগ্রাহী।

ভৃত্য (ভৃ পোষণ করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম) সং, পুং, দাস। ২। বিং, ত্রিং, পাল্য। ৩। ত্যা—স্ত্রীং, দাসী। ৪। (+য—ভাবে) বেতন। ৫। ভৃতি। শিং—১ "কুমার-ভৃত্যাকুশলৈঃ।" ৬। চিকিৎসা।

ভৃত্যধ্যাপন (ভৃতি অধ্যাপন শিক্ষা দেওয়া) সং, ক্লীং, অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বেদাদি শিক্ষা দেওন।

ভৃমি (ভ্রম্ ভ্রমণ করা, ঘোরা+ই—ক। র-ঋ) সং, পুং, ঘূর্ণাবায়ু। ২। আবর্ত্ত, জলের পাক। ৩। (+ই—ভাবে) ভ্রমি, ঘূর্ণা। ৪। ভ্রমণ। শিং—১ "কিমু চক্র-ভ্রমিকারিতাগুণঃ।" (নৈষধ)।

ভৃশ (ভৃশ্ পতিত হওয়া+অ(ক]—ক) বিং, ত্রিং, বহু, অনেক। ২। অত্যন্ত। ৩। ক্লীং, অং, অত্যর্থ, সাতিশয়, বারবার, পুনঃ পুনঃ।

ভৃষৎ (ভৃষদ্) সং, পুং, পাষাণ, প্রস্তর।

ভৃষ্ট (ভ্রস্জ্ ভাজা+ত(ক্ত)—র্ম—) বিং, ত্রিং, জলসেক ভিন্ন বালুকাগ্নি সংযোগে পক্ব, ভর্জ্জিত, ভাজা।

ভৃষ্টান্ন (ভৃষ্ট ভর্জ্জিত—অন্ন সিদ্ধ তণ্ডুল। সং, ক্লীং, চাল সিদ্ধ করিয়া ভাজা, মুড়ি।

ভৃষ্টি (ভৃষ্ট দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ভর্জ্জন, ভাজা। ২। জনশূন্য উদ্যান।

ভেক (ভী ভীত হওয়া+কন্—ক) সং, পুং, কী—স্ত্রীং, মণ্ডূক, ব্যাঙ্। ২। (+কন্—পা) পুং, মেঘ।

ভেকট ; সং, পুং, ভেট্‌কিমাছ।

ভেকনি ; সং, পুং, ভ'ঙনমাছ।

ভেকভুক্ (—ভুজ্, ভেক—ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ, সং, পুং, সর্প, ভুজঙ্গম।

ভেকাসন ; সং, পুং, রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ।

ভেট, ভেটী (দেশজ) সং, কোন রাজা বা মান্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে যে কোন দ্রব্যাদিদ্বারা উপঢৌকন দেওয়া যায় তাহা, সওগাদ, নজরানা।২। সাক্ষাৎ করা।

ভেড় (ভিল্ [সৌত্রধাতু] পৃথক্ করা+অ (অন্)—ক, ল=ড অথবা ভী ভয় পাওয়া +ড—ক) সং, পুং, ভী—স্ত্রীং, মেষ, ভেড়া।

ভেত্তা (ভেত্তৃ, ভিদ্ বিদীর্ণ করা+তৃ(তৃন্) —ক) বিং, ত্রিং, ভেদকর্ত্তা।

ভেদ (ভিদ্ ভেদকরা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, বিচ্ছেদ, অনৈক্য। ২। বৈলক্ষণ্য। ৩। বিভাগ। ৪। ছেদন। ৫। বিদারণ। ৬। বেধন। ৭। ভঙ্গ। ৮। শত্রুবশীকরণ উপায়বিশেষ। শিং—১ "পর-বশীকরণ উপায়বিশেষ। শিং—১ "পরস্পরন্তু যে দুষ্টাঃ ক্রুদ্ধা ভীতাবমানিতাঃ। তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ।" ৯। উপাধি। ১০। বিশেষ, ভিন্নতা। ১১। প্রকাশ। ১২। রেচন। ১৩। বিরেক, উদরভঙ্গ। ১৪। মনোভঙ্গ। ১৫। উন্মেষ। ১৬। অন্যোন্যাভাব।

ভেদক (ভেত্তা দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিদারক। ২। বিশেষকারক ৩। পৃথক্‌কারক। শিং—১ "ভেদ্যভেদকয়োঃ শ্লিষ্টং সম্বন্ধোঽন্যোন্যমিষ্যতে।"। ৪। বিরেচক ঔষধাদি।

ভেদন (ভেত্তা দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিদারণ। ২। ভঙ্গকরণ। ৩। বেধন। ৪। ব্যাঘাতকরণ। ৫। অনৈক্যকরণ, বিচ্ছেদকরণ। ৬। বিরেচন। ৭। হিঙ্গু। ৮। পুং, অম্লবেতস। ৯। শূকর।

ভেদপ্রত্যয় (ভেদ ভিন্ন—প্রত্যয়) সং, পুং, জগতের সকল পদার্থকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞানকরণ।

ভেদিত (ভিদ্-ণিচ্=ভেদি ভেদকরান+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, বিদারিত। ২। পৃথক্‌কৃত। ৩। ছেদিত।

ভেদী (ভেদিন্, ভেত্তা দেখ, ইন্(ণিন্)—ক, বা ভেদ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভেদকারী, ভেদবিশিষ্ট।

ভেদুর, ভেদির (ভিদ্ [পর্ব্বত] ভেদ করা। উর, ইর—ষ) সং,ক্লীং, ভিদুর, বজ্র।

ভেদ্য (ভেত্তা দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম) বিং, ত্রিং, ভেদনীয়, ভেদযোগ্য। ২। বিদার্য্য। ৩। বিশেষ্য। ৪। বিভাজ্য।

ভেন (ভে গ্রহনক্ষত্রাদি—ইন অধিপতি, ৬ষ্ঠী—ব) সং, পুং, সূর্য্য। [দুন্দুভি।
ভের ; সং, পুং, পটহ। ২। ভেরী। ৩।
ভেরি, ভেরী (ভী ভীত হওয়া+রি—পা) সং,—স্ত্রীং, ঢক্কা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।



—শিং—১ ভেরীশব্দমকৃত্বা তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েৎ।"২ পটহ। শিং—১ "রবঃ ; প্রগল্‌ভাহত ভেরিসম্ভবঃ।"

ভেরি।

ভেরুণ্ড (ভী ভয় পাওয়া, নিপাতন) বিং, ত্রিং, ভয়ানক। ২। সং, ক্লীং, গর্ভধারণ। ণ্ডা—স্ত্রীং, দেবীবিশেষ। ২। যক্ষিণী বিশেষ। [গাছ।
ভেরেণ্ডা (এরণ্ড শব্দজ) সং, পুং, ভেরেণ্ডা-
ভেল (ভী ভীত হওয়া+র—প্রং, র=ল) সং, পুং, উড়ুপ, ভেলা। ২। মুনিবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, ভীরু। ৪। মূর্খ। ৫। চঞ্চল।
ভেলক (ভেল+কণ্—যোগ) সং, পুং, ক্লীং, উড়ুপ, ভেলা।
ভেষজ (ভেষ্ ভয় পাওয়া+অন্—পা=ভেষ [ভয়] এখানে পীড়া—জি জয় করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, ভৈষজ্য, ঔষধ। শিং—৩ "অজীর্ণে ভেষজং বারি।"
ভেষজাঙ্গ (ভেষজ ঔষধ—অঙ্গ [অবয়ব] অংশ) সং, ক্লীং, অনুপান, ঔষধের সহিত পানীয় রসাদি।
ভৈক্ষ } **ভৈক্ষ্য** } (ভিক্ষা+অ(ষ্ণ)য(ষ্ণ্য)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, ভিক্ষালব্ধ (বস্তু)। ২। সং, ক্লীং, (+ষ্ণ, ষ্ণ্য—সমূহার্থে) ভিক্ষা সমূহ।
ভৈক্ষচর্য্যা (ভৈক্ষ—চর্ ভ্রমণ করা+য (ক্যপ্)—ভাবে, আপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, ভিক্ষাচরণ।
ভৈক্ষজীবী—বিন্ } **ভৈক্ষভুক্**—জ্ } **ভৈক্ষাশী**—শিন্ } (ভৈক্ষ ভিক্ষালব্ধ বস্তু—জীবিন্ যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ২য়া—ষ।—ভুজ্, আশিন্—যে ভোজন করে, ২য়া—য) বিং, ত্রিং, ভিক্ষাজীবী, যে ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
ভৈক্ষজীবিকা ; সং,ক্লীং,ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা।
ভৈক্ষব (ভিক্ষু+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, ভিক্ষাসমূহ।
ভৈদিক (ভেদ+ইক(ষ্ণিক)— নিত্য-যোগার্থে) বিং, ত্রিং, নিত্যভেদনার্হ।
ভৈম (ভীম+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ভীমসম্বন্ধীয়।
ভৈমী (ভীম+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, দময়ন্তী। ২। ভীম একাদশী, মাঘশুক্লৈকাদশী।
ভৈরব (ভীরু+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, পুং, শিব, মহাদেব। ২। মহাদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার এই অষ্ট। ৩। রাগবিশেষ। ৪। নদবিশেষ।
ভৈরবী (ভৈরব দেখ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা ; ইঁহার রূপ যথা—



ভৈরবী।

"দেখি ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে।
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণা।

অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর।"
অন্নদামঙ্গল।
নদীবিশেষ। ৩। রাগিণীবিশেষ। ৪। শৈব সন্ন্যাসিনী। ৫। বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর। শিং—১ "ভীমং ভৈরবনাদিনী।"

ভৈরবীচক্র—তান্ত্রিক মতাবলম্বী জনগণের সমাজ। ইহারা কুলাচারানুসারে চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া দেবী পূজার্থ সুরা শোধন করে। শিং—১ "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।"

ভৈষজ } **ভৈষজ্য** } (ভেষজ ঔষধ+অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য) —নিষ্প্রয়োজনার্থে অথবা ভিষজ্+ষ্ণ্য) সং, ক্লীং, ভেষজ, ঔষধ। শিং—১ "ভৈষজ্যমব্যবহরেৎ প্রভাতে প্রায়শো বুধঃ।" ২। চিকিৎসা।

ভৈষ্মকী (ভীষ্মক+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, ভীষ্মক রাজকন্যা, রুক্মিণী।

ভো, ভোঃ (ভোস্, ভা দীপ্তি পাওয়া+ও (ডো) ওস্(ডোস্)—প) অং, সম্বোধন সূচক শব্দ।

ভোঁতা (দেশজ) বিং, অতীক্ষ্ণ, ধাররহিত।

ভোক্তব্য (ভোক্তা দেখ, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভোজনযোগ্য। ২। উপভোগ্য। শিং—১ "যত্নেন ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।" (স্মৃতি)।

ভোক্তা (ভুজ্ ভোজন করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, ভোজনকর্ত্তা। ২। ভোগী। পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা।"

ভোক্ষ্যভূত (ভোক্ষ্য—ভূত প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, ভোজনার্হ।

ভোগ (ভুজ্ ভোজনকরা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, সুখ। ২। ধন। ৩। (+ঘঞ্)—ভাবে) সুখদুঃখানুভব। ৪। উপভোগ। ৫। ভোজন। ৬। পালন। ৭। (+ঘঞ্—ক) সর্প। ৮। সর্পের দেহ। ৯। সর্প-ফণা। ১০। (+ঘঞ্—প) পণ্যস্ত্রীর বেতন।

ভোগগুচ্ছ; সং, ক্লীং, সম্ভোগার্থে বেশ্যাকে দেয় অর্থ।

ভোগগৃহ (ভোগ—গৃহ ঘর) সং, ক্লীং, বাসগৃহ, অন্তঃপুর।

ভোগদেহ; সং, পুং, স্বর্গ নরক ভোগার্থ সূক্ষ্মশরীর, যে শরীরে সুখ দুঃখ ভোগ হয়। শিং—১ "প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।

ভোগপাল (ভোগ—পাল যে রক্ষা করে) সং, পুং, অশ্বরক্ষক, সহিস্।

ভোগপিশাচিকা (ভোগ ভোজন—পিশাচিকা পিশাচী) সং, স্ত্রীং, বুভুক্ষা, ক্ষুধা।

ভোগভূমি (ভোগ সুখ—ভূমি স্থান) সং, স্ত্রীং, ভারতবর্ষাতিরিক্তবর্ষ। শিং—১ "যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ।" ২। সুখভোগের স্থান, স্বর্গ।

ভোগবান্ (ভোগবৎ, ভোগ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সর্প। ২। নৃত্য। ৩। গীত। ৪। বিং, ত্রিং, ভোগবিশিষ্ট। বতী —স্ত্রীং, পাতালগঙ্গা। শিং—১ "ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" নাগপুরী। ২। কুমারানুচর মাতৃকাবিশেষ।

ভোগসদ্ম (ভোগসদ্মন্, ভোগ—সদ্মন্ বাসস্থান) সং, ক্লীং, বাসগৃহ। শিং—১ "গর্ভাধার বাসগৃহং ভোগসদ্মাপবাধকং।"

ভোগাবলি } **ভোগাবলী** } (ভোগ—আবলী শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, স্তুতিপাঠকের স্তুতি, প্রশংসা। ২। নাগপুরী। শিং—১ "গন্ধচন্দনসংযুক্তা রোচনাকুঙ্কুমৈর্যুতা। ভোগাবলিরিতি খ্যাতা হ্যপূর্ব্বা গণ্ডকাশিনী।"

ভোগায়তন (ভোগ—আয়তন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, স্থূলদেহ।

ভোগার্হ (ভোগ—অর্হ যোগ্য), সং, ক্লীং, ধন, সম্পত্তি।

ভোগাবাস (ভোগ—আবাস, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, বাসগৃহ, অন্দরমহল।

ভোগিক (ভোগ+ইক (ষ্ণিক)—পালনার্থে) সং, পুং, অশ্বপালক, সহিস্।

ভোগিকান্ত (ভোগিন্ সর্প—কান্ত বন্ধু) সং, পুং, অনিল, বায়ু।

ভোগিবল্লভ ; সং, ক্লীং, চন্দন।

ভোগী (ভোগিন্, ভোগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সর্প। ২। অশ্লেষানক্ষত্র। ৩। রাজা। ৪। গ্রামাধ্যক্ষ। ৫। ব্যাবৃত্তিকর। নাপিত। ৬। বিং, ত্রিং, ভোগবিশিষ্ট, ভোগকারী। ৭। সুখী। গিনী—স্ত্রী, মহিষী ব্যতীত রাজার অন্যান্য স্ত্রী।

ভোগীন্দ্র, ভোগীশ (ভোগিন্ সর্প—ইন্দ্র, ঈশ=রাজা) সং, পুং, সর্পরাজ, অনন্তদেব, বাসুকি।

ভোগ্য (ভুজ্ ভোগকরা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভোগের যোগ্য, ভোগার্হ। শিং—১ "কালঃ কালকৃতো নশ্যেৎ ফলভোগ্যো ন নশ্যতি।" ২। সং, ক্লীং, ধন। ৩। ধান্য। গ্যা—স্ত্রীং, গণিকা বেশ্যা।

ভোজ (ভোগ্য দেখ, অ (অল্)—ধি) সং, পুং, দেশবিশেষ, ভোজপুর, ভোজনস্থান। ২। (+অল্—ক) ধারা নগরের রাজাবিশেষ। ৩। যদুবংশ।

ভোজক (ভুজ্ ভোজনকরা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ভোজনসম্পাদক। ২। ভোজনকারক। ৩। ব্রাহ্মণবিশেষ, গুজরাট প্রদেশে বহুসংখ্যক ভোজক-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের শাখাবিশেষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন। সাধারণ পৌরহিত্যই উঁহাদের উপজীবিকা। দরিদ্র ভোজক ব্রাহ্মণের দেবমন্দিরের পূজারি। গুজরাটের প্রত্যেক দেবমন্দিরেই ভোজকগণ পুরোহিত।

ভোজকট (ভোজ—কট্ গমন করা+অন্—ক) সং, পুং, ভোজদেশ, ভোজপুর।

ভোজন (ভুজ্ ভোজনকরা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, ভক্ষণ। ২। (+অনট্)—র্ম্ম) ভক্ষ্যদ্রব্য।

ভোজনপাত্র ; সং, ক্লীং, ভক্ষ্যবস্তুর আধার।

ভোজপতি ; সং, পুং, কংসরাজ। শিং—১ "মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্—(ভাগবত)।

ভোজপুর ; সং, ক্লীং, স্বনামখ্যাত দেশ।

ভোজবিদ্যা ; সং, স্ত্রীং, ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা, ভেল্কী।

ভোজয়িতা (ভোজয়িতৃ,ভুজ্ ণিচ্=ভোজি ভোজনকরান+তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, ভোজনকারয়িতা, যে ভোজন করায়। শিং—১ "কর্ত্তা চ দেহী ভোক্তা চ আত্মা ভোজয়িতা সদা।" (পুরাণ)।

ভোজাধিপ (ভোজ—অধিপ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভোজপুরাধিপতি, কংস।

ভোজ্য (ভোজন দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভক্ষ্য। ২। পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থে দেয় অন্নাদি। ৩। (ভোজ+য(ষ্ণ্য)—ইদমর্থে) ভোজবংশীয়।

ভোজ্যসম্ভব (ভোজ্য ভক্ষ্য বস্তু—সম্ভব উৎপত্তি, ৫মী—হিং) সং, পুং, শরীরস্থ রসধাতু প্রভৃতি।

ভোট, ভোটাঙ্গ ; সং, পুং, দেশবিশেষ, [ভূটান।

ভোভো ; অং, সম্বোধনসূচক বাক্য। শিং—১ "ভোভো বক্ষ পর্ব্বতস্থ।"

ভোর (দেশজ) সং, প্রভাত, নিশাবসান।

ভোরঙ্গ ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তূরী।

ভোলি (ভা দীপ্তি পাওয়া+উলি—ক) সং, পুং, উষ্ট্র, উট।

ভোস্ (ভা দীপ্তি পাওয়া+ওস্ (ডোস্)—ণ) অং, সম্বোধন। ২। প্রশ্ন। ৩। বিষাদ।

ভৌত (ভূত পিশাচাদি ইত্যাদি+অ (ষ্ণ) —ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ভূতসম্বন্ধীয়। ২। সং, পুং, দেবল ব্রাহ্মণ। ৩। ভূতযজ্ঞ। শিং—১ "হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। তী—স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি।

ভৌতিক (Physical) ভূত পৃথিব্যাদি অথবা পিশাচ+ইক (ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, ভূত সম্বন্ধীয়। ২। ভূতকৃত। ৩। সং, পুং, মহাদেব।

ভৌতিকনিয়ম—যে নিয়মে ভৌতিক পদার্থের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, যেমন অগ্নিতে অন্নপাক হয়, জলে নৌকা মগ্ন হয়, বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইলে হস্তপদাদি ভগ্ন হয় ইত্যাদি।

ভৌতিকপদার্থ—জল বায়ু স্বর্ণ রৌপ্য মৃত্তিকা প্রভৃতি অচেতন পদার্থ। ২। যে সকল বস্তু এক প্রাকৃতিক পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয়। ২। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতোৎপন্ন বা পিশাচাদি সহযোগে জাত বস্তু।

ভৌম (ভূমি+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। ২। নরকাসুর। শিং—১ "ত্বয়ি ভৌমং গতে জেতুম্।" ৩। অম্বর। ৪। রক্তপুনর্নবা। ৫। (+ষ্ণ—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, ভূমিসম্বন্ধীয়, ভূমিজাত; যথা—ভৌমকলেবর। মী—স্ত্রীং, (পৃথিবী হইতে উদ্ভূতা বলিয়া) সীতা, জানকী।

ভৌমন; সং, পুং, বিশ্বকর্ম্মা।

ভৌমরত্ন (ভৌম—রত্ন মনি) সং, ক্লীং, প্রবাল, পলা।

ভৌমিক (ভূমি+ইক(ষ্ণিক)—অধিকারার্থে) বিং, ত্রিং, ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। ২। ভূমিস্থিত। ৩। সং, পুং, জাতীয় উপাধি বিশেষ।

ভৌরিক (ভূরি স্বর্ণ—ইক(ষ্ণিক)—অধিকৃতার্থে) সং, পুং, কনকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ।

ভ্রংশ (ভ্রন্শ, পতিত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পতন, চ্যুত হওন। শিং—১ "ভ্রংশোঽধঃপতনং স্মৃতম্।" ২। পলায়ন। ৩। নাশ।

ভ্রংশিত (ভ্রংশ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অধঃপতিত।

ভ্রকুংস—শ (ভ্রূ—কুন্স্ [শ] দীপ্তি পাওয়া +অ(অন)—ক। রূ=র) সং, পুং, স্ত্রী· বেশধারী নট।

ভ্রকুটি—টী; ভ্রূ—কুট, কুটিল হওয়া+ই, ঈ—ভা। রূ=র) সং, স্ত্রীং, ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর বক্রতা, ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রম (ভ্রম্ ভ্রমণকরা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি; অন্যথাভূত বস্তুর রূপান্তর জ্ঞান, যেমন—জলে স্থল-ভ্রম, স্থলে জল-ভ্রম, অদ্বারে দ্বার ভ্রম, দ্বারে অদ্বার ভ্রম। ২। ভ্রমণ। ৩। (+অল্—ধি) জলভ্রম, ঘূর্ণি। ৪। জলনির্গম স্থান, নর্দ্দমা। ৫। (+ অল্—ক) কুম্ভকারের চক্র। ৬। কুন্দ যন্ত্র, কুঁদ।

ভ্রমণ (ভ্রম দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পর্য্যটন, বেড়ান। ২। ঘোরা। নী—স্ত্রীং, কারণ্ডিকা। [তৃণাদি নির্ম্মিত ছত্র।

ভ্রমৎকুটি (ভ্রমৎ—কুটি গৃহ) সং, স্ত্রীং,

ভ্রমমাণ (ভ্রম্ ভ্রমণ করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা ভ্রমণ করিতেছে।

ভ্রমর (ভ্রম দেখ, অর(অরন্)—ক) সং, পুং, রী—স্ত্রীং, মধুকর, ভৃঙ্গ। ২। কামুক।

ভ্রমরক (ভ্রমর মধুকর+ক(কণ্)—তুল্যার্থে সং, পুং, ভৃঙ্গ। ২। বালমূষিক, নেংটিয়া ইঁদুর। ৩। শৃঙ্গ। ৪। জলভ্রম। ৫। (ভ্রমর—ক কৈধাতুজ+অ(ড)—ক) ললাট-লম্বিত চূর্ণকুন্তল। ২। বেধন যন্ত্রবিশেষ (তুরমীন)।

ভ্রমরকীট (ভ্রমর মধুকর—কীট পোকা) সং, পুং, কুমিরে পোকা। শিং—১ "সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মত্বাদ্ ভ্রমরকীটবৎ।"

ভ্রমরপাক; সং, ক্লীং, দ্বাদশাক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

ভ্রমরপ্রিয়; সং, পুং, ধারাকদম্ব।

ভ্রমরমারি; সং, স্ত্রীং, মালবদেশ প্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

ভ্রমরবিলসিতা; সং, স্ত্রীং, একাদশাক্ষর পাদছন্দোবিশেষ; যাহার প্রথম চারি ও শেষ অক্ষর গুরু।

ভ্রমরাতিথি (ভ্রমর—অথিতি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চম্পকবৃক্ষ।

ভ্রমরানন্দ (ভ্রমর—আনন্দ [আ—নন্দি আনন্দ করান], ৭মী—হিং সং, পুং, বকুল। ২। অতিমুক্তক। ৩। রক্তাম্লান।

ভ্রমরালক (ভ্রমর মধুকর—অলক চূর্ণ কুন্তল) সং, পুং, ভ্রমরক, ললাটস্থিত চূর্ণ কুন্তল।

ভ্রমরেষ্ট; সং, পুং শ্যোনাকবৃক্ষ। ষ্টা—স্ত্রীং, ভাগী। ২। ভূমিজম্বু।

ভ্রমরোৎসবা; সং, স্ত্রীং, মাধবীলতা।

ভ্রমাসক্ত (ভ্রম কুন্দযন্ত্র—আসক্ত অনুরক্ত) সং, পুং, শস্ত্রমার্জ্জক, অস্ত্রপরিষ্কারক। ২। বিং, ত্রিং, ভ্রমান্বিত।

ভ্রমি, ভ্রমী (ভ্রম দেখ, ই—ক) সং, স্ত্রীং, ঘূর্ণজল, আবর্ত্ত। ২। কুলালচক্র। ৩। (+ই —ভাবে) ভ্রমণ। ৪। ভ্রান্তি। ৫। ঘূর্ণন। ৬। মণ্ডলাকার সৈন্যরচনা। শিং—১ "বীরান্ সহস্রশো দৃষ্ট্বা ভ্রমিভিঃ পর্য্যবস্থিতান্।"

ভ্রমী (ভ্রমিন্, ভ্রম+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভ্রমণকারক।

ভ্রষ্ট (ভ্রন্‌শ পতিতহওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, চলিত। শিং—১ "অর্থাদ্‌ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ সত্যাদ্‌ভ্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্ছ।" ২। চ্যুত, অধঃপতিত। ৩। অধার্ম্মিক। ৪। দোষযুক্ত। ৫। নষ্ট। ষ্টা—স্ত্রীং, পতিতা। ২। ব্যভিচারিণী স্ত্রী।

ভ্রাজক (ভ্রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অক(ণক) —ক) সং, স্ত্রীং, শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, পিত্ত। ২। বিং, ত্রি, দীপ্তিকারক।

ভ্রাজথ (ভ্রাজ দীপ্তি পাওয়া+অথ—ভা) সং, পুং, দীপ্তি। ২। শোভা।

ভ্রাজিষ্ণু (ভ্রাজ্ দীপ্তিপাওয়া+ইষ্ণু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, দীপ্তিশীল। ২। শোভাযুক্ত। ৩। উজ্জ্বল। ৪। সং, পুং, বিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।"

ভ্রাজী (ভ্রাজিন, ভ্রাজক দেখ, ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, দীপ্তিশীল। ২। শোভাযুক্ত।

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ, ভ্রাজ্ দীপ্তিপাওয়া+তৃ(তৃচ্) —ক। অন্যান্য ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য দেখ; সংস্কৃত=ভ্রাতা; পারসিক—ব্রাদর্; গ্রীক্=ফ্রাট্রিয়া; লাটিন্=ফ্রাটর্; জর্ম্মেন=ব্রদের্; ইংরাজি=ব্রদর্; বাঙ্গলা=ভাই) সং, পুং, একপিতৃজাত, সহোদর, ভাই ২। বৈমাত্রেয়। ৩। দ্বিং, ভ্রাতা ও ভগিনী। ৪। দুই ভাই।

ভ্রাতুষ্পুত্র (ভ্রাতুঃ ষষ্ঠ্যন্ত ভ্রাতৃশব্দ—পুত্র) সং, পুং, ভ্রাতার সন্তান।

ভ্রাতৃক (ভ্রাতৃ+ক(কণ্)—যোগ্যার্থে) বিং, ত্রিং, ভ্রাতৃযোগ্য।

ভ্রাতৃজ (ভ্রাতৃ ভাই—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত, ৫মী—ষ) সং, পুং, ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। জা—স্ত্রীং, ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝি।

ভ্রাতৃজায়া (ভ্রাতৃ—জায়া পত্নী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, ভ্রাতৃপত্নী। শিং—১ "ভ্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; সং, স্ত্রীং, ভাইদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া। ইহা যমদ্বিতীয়া বলিয়া উক্ত আছে। এই তিথিতে জ্যেষ্ঠা ভগিনী "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘৃতগণ্ডুষ প্রদান করেন। (ভগিনী কনিষ্ঠা হইলে) "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং—"

ভ্রাতৃব্য (ভ্রাতৃ ভাই+ব্য—অপত্যার্থে) সং, পুং, ভ্রাতৃষ্পুত্র, ভাইপো। ২। শত্রু। "প্রতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্ষপয়তি য এতয়া স্তুতে।" ৩। স্ত্রীং, ভ্রাতৃকন্যা।

ভ্রাতৃশ্বশুর (পতির ভ্রাতা হইয়াও শ্বশুর স্থানীয়) সং, পুং, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাসুর। ২। ভ্রাতৃপত্নীর পিতা।

ভ্রাত্রীয় (ভ্রাতৃ ভাই+ঈয়(ণীয়)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়। ২। সং, পুং, ভ্রাতৃপুত্র। য়া—স্ত্রীং, ভ্রাতৃকন্যা।

ভ্রান্ত (ভ্রম্ ভ্রমণকরা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ঘূর্ণায়মান। ২। ভ্রমণযুক্ত। শিং—১ "জনস্থানে ভ্রান্তম্।" ৩। ভ্রান্তিযুক্ত। ৪। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, ভ্রমণ। শিং—১ "ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলম্।" ৫। পুং, মত্তহস্তী। ৬। রাজধুস্তূর।

ভ্রান্তি (ভ্রান্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ভ্রমণ। ২ ভ্রম, ভুল। ৩। ঘূর্ণন।

ভ্রান্তিমান্ (ভ্রান্তিমৎ, ভ্রান্তি+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভ্রান্তিযুক্ত। ২। সং, পুং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ, সাদৃশ্য হেতুক প্রকৃত বিষয়ে কবিকল্পনাকৃত অন্য বস্তুর যে ভ্রম।

ভ্রান্তিহর (ভ্রান্তি ভ্রম হর যে হরণ করে) বিং, ত্রিং, ভ্রমনাশক। ২। সং, পুং, মন্ত্রী।

ভ্রামক (ভ্রান্ত দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, শৃগাল। ২। ধূর্ত্ত। ৩। সূর্য্যাবর্ত্ত। ৪। অয়স্কান্তমণি। ৫। চুম্বক পাথর। ৬। বিং, ত্রিং, ভ্রমজনক।

ভ্রাম্যমাণ (ভ্রম্-ণিচ=ভ্রামি ভ্রমণ করাণ+আন (শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহাকে ঘুরান হইতেছে।

ভ্রামর (ভ্রমর মধুকর ইত্যাদি+অ(ষ্ণ)—সম্ভূতার্থে) সং, ক্লীং, ভ্রমরজ মধু। ২। নৃত্যবিশেষ। ৩। পুং, চুম্বক পাথর। ৪। বিং, ত্রিং, ভ্রমর সম্বন্ধীয়। শিং—১ "তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখেয় ষট্পদম্।" রী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী দুর্গা। (মহাসুরকে ছলনা করিতে পার্ব্বতী ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন)। শিং—১ "ভ্রামরী চ মাং লোকে সদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।"

ভ্রাষ্ট্র ভ্রস্জ্ ভাজা+ত্র—ধি, অথবা ভ্রষ্ট+অ(ষ্ণ)—কৃতার্থে) সং, পুং—ক্লীং, ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা। ২। ক্লীং, আকাশ।

ভ্রূণঘ্ন (ভ্রূণ ঘ্ন [হন্ বধ করা+অ(টক্—ক] যে হত্যা করে) বিং, ত্রিং, ভ্রূণহত্যাকারী।

ভ্রূ (ভ্রম ভ্রমণকরা+উ(ডু)—ক) সং, স্ত্রীং, চক্ষুর উর্দ্ধ ললাটের নিম্ন রোমরাজি।

ভ্রূকুংস—শ }
ভ্রুকুংস—শ } (ভ্রূ—কুংস [শ] দীপ্তিপাওয়া+অ(অন)—ক) সং, পুং, স্ত্রী বেশধারী নট।

ভ্রূকুটি }
ভ্রুকুটি } (ভ্রূ—কুট্ কুটিলহওয়া+ই—ণ) সং, স্ত্রীং, ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর বক্রতা, ভ্রূভঙ্গী। শিং—১—ভ্রুকুটিভীষণাননাম্।" (দুর্গাধ্যান)।

ভ্রূক্ষেপ (ভ্রূ—ক্ষেপ ক্ষেপণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূচালন, সঙ্কেত জ্ঞাপনার্থ ভ্রূর তির্য্যক্ চালন।" ২। ভ্রূবিলাস। শিং—১ "ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমিতপ্রবেশাম্।

ভ্রূণ (ভ্রূণ আকজ্ঞাকরা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, বালক। ২। গর্ভস্থ সন্তান।

ভ্রূণহত্যা (ভ্রূণ—হত্যা বধ) সং, স্ত্রীং, গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশ।

ভ্রূণহা (ভ্রূণহন্, ভ্রূণ—হা যে নষ্ট করে, ২য়া—ষ, অথবা ভ্রূণ গর্ভস্থবালক হন্ বধকরা+০(ক্বিপ্) ক, ভূতকাল) বিং, ত্রিং, ভ্রূণহত্যাকারক।

ভ্রূভঙ্গ—পুং }
ভ্রূভঙ্গি,ঙ্গী—স্ত্রীং } (ভ্রূ—ভঙ্গ ভাঙা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভ্রূর কৌটিল্য, ভ্রূকুটি। ২। ভ্রূবিলাস। শিং—১ "কিঞ্চিৎ ভ্রূভঙ্গলীলা নিয়মিত জলধিঃ রামমন্বেষয়ামি" (কাব্যপ্রকাশ)

ভ্রেষ—পুং }
ভ্রেষণ—ক্লীং } (ভ্রেষ্ গমন করা+অ (অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, গমন। ২। ভ্রমণ। ৩। পতন।





ম ; ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ।২।(মা পরিমাণ করা+অ(ড—ক) সং,পুং, ব্রহ্মা ২। বিষ্ণু। ৩। শিব। ৪। যম॥

৫। সময়। ৬। চন্দ্র। ৭। (মী বধকরা) বিষ। ৮। মনুষ্য।

মই (দেশজ) সং, বাঁশের সিঁড়ি।

মউ (মধুশব্দজ) সং, মধু।

মউআলু (দেশজ) সং, কন্দবিশেষ।

মউচাক (মধুচক্র শব্দজ) সং, মধুক্রম।

মউড় (মুকুটশব্দজ)সং, টুপী।

মকর (ম মুখ শব্দজ—কৃ করা+অ(অন)—ক। অথবা ম মনুষ্য—কৃ হিংসাকরা+অ(অন)—ক) সং, পুং, শৃঙ্গবিশিষ্ট মৎস্যবিশেষ, গঙ্গার বাহন, কামদেবের ধ্বজ। দশমরাশি। উত্তরাষাঢ়ার শেষপাদত্রয় সমগ্র শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্বাদির এই নবপাদ এই রাশির ভোগকাল। ৩। (মক ভূষণ+র 'রা' ধাতুজ) কুবেরের নিধিবিশেষ।



মকর(রাশি)

মকরকুণ্ডল; সং, ক্লীং মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। "মহাকিরীটকটকঃ "স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ।"

মকরকেতন (মকর মকরচিহ্ন—কেতন ধ্বজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প, মীনকেতন। ২। সমুদ্র।

মকরকেতু (মকর—কেতু ধ্বজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প।

মকরক্রান্তি (Tropic of Capricorn) নিরক্ষরেখা হইতে ২৩ অংশ দক্ষিণে যে অক্ষরেখা আছে।

মকরধ্বজ (মকর—ধ্বজ পতাকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং. পুং, মদন, কন্দর্প। শিং—১ "মকরধ্বজ আত্মভূ।"২। রসসিন্দূরবিশেষ। ৩। ঔষধবিশেষ।

মকরন্দ (মকর—দো ছেদনকরা+অ(ড) —ক) সং, পুং, পুষ্পের মধু, পুষ্পরস। ২। কুঁদফুলের গাছ। ৩। ক্লীং, কিঞ্জল্ক, পুষ্পের রেণু। [বিং. ত্রিং, মধুবিশিষ্টা।

মকরন্দবতী; সং. স্ত্রীং, পাটলাপুষ্প। ২। **মকরন্দিকা**; সং, স্ত্রীং, ঊনবিংশতি অক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ।

মকরব্যূহ; সং, পুং, মকরাকার সৈন্য বিন্যাস।

মকররি—যাহা স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত আছে; যে জমার খাজনার হার কমবেশী করা যাইতে পারে না তাহাকে মকররি জমা কহে।

মকরাকর } **মকরালয়** } (মকর—আকর আধার। মকর আলয় গৃহ) সং, পুং, সমুদ্র।

মকরাকার (মকরাকার ফল যাহার; ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কাঁচা করমচা। ২। মকরসংস্থাকৃতি। [বিশেষ।

মকরাক্ষ, সং, পুং, রাবণপক্ষীয় রাজা

মকরাঙ্ক (মকর অঙ্ক চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মকরধ্বজ, মদন। ২। সমুদ্র। ৩। মনুবিশেষ।

মকরাশ্ব (মকর জলজন্তুবিশেষ—অশ্ব। ইনি মকরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন বলিয়া) সং, পুং, বরুণ।

মকরাসন; সং, ক্লীং, রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনবিশেষ; যথা—"মকরাসনমাবেক্ষ্যা বায়ুনাং স্তম্ভকারণাৎ পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠবন্ধনম্।"

মকরিকা (মকর+ইক(ষ্ণিক)—সাদৃশ্যার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, মকরাকার পত্রাবলী।

মকরী (মকরিন্, মকর+ইন্—অস্ত্যর্থে, মকর আছে যাহাতে) সং, পুং, সমুদ্র।

মকার ('ম' এই অক্ষর+কার—স্বার্থে)সং, পুং, 'ম' অক্ষর। ২। তন্ত্রোক্ত মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন এই পাঁচ।

মকুট (মনক্ ভূষিতকরা+উট—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, মুকুট, শিরোভূষণ।

মকুর (মকুট দেখ, উর—ক, সংজ্ঞার্থে, নিপাতন) সং, পুং, কুম্ভকারের দণ্ড। ২। আদর্শ, দর্পণ। ৩। মুকুল, কুঁড়ি। ৪। বকুলবৃক্ষ।

মকুষ্ঠ (মকু [মন্ক ভূষিত করা+উ—প্রং] —স্থা থাকা+অ(ক)—ক, অথবা ম [মা পরিমাণ করা+(ড)—ক]—কুষ্ঠ [কু—স্থা থাকা+অ(ক)—ক]) বিং, ত্রিং, মন্থর, মন্দগামী। ২। সং, পুং, শস্যবিশেষ।

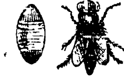
মক্কন ; সং, পুং, শূলরোগবিশেষ।

মক্কা (আরবী) সং, দেশবিশেষ, আরব দেশের রাজধানী। মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মস্থান। এইজন্য উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মহাতীর্থ। ২। জনার।

মক্কোল (মক গমন করা+ওল—ক) সং, পুং, কঠিনী, খড়ী।

মক্ষ (মক্ষ্ রাশিকরা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, সমূহ। ২। ক্রোধ। ৩। স্বীয়দোষ গোপন করা।

মক্ষিকা } (মক্ষ্ ক্রুদ্ধ হওয়া, রাশিকরা
মক্ষীকা } +অক(ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, কীটবিশেষ, মাছি।



মক্ষিকা।

মক্ষিকামল ; সং, ক্লীং, সিক্‌থক্, মোম।

মক্ষিকাসন (মক্ষিকা—আসন [অস্ থাকা] +অন(অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, মধুক্রম, মৌচাক।

মক্ষু (মক্ষ্ গমন করা+উ—ক) বিং, ত্রিং, শীঘ্র গতিবিশিষ্ট।

মখ (মখ্ গমনকরা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, যাগ, যজ্ঞ, ক্রতু।

মখঘ্ন (মখ যজ্ঞ—ঘ্ন [হন নাশ করা+অ (টক্)—ক]) বিং, ত্রিং, যজ্ঞনাশক।

মখত্রাতা (মখ বিশ্বামিত্র যজ্ঞ—ত্রৈ রক্ষা-করা+তৃ(তৃণ)—ক সং, পুং, রামচন্দ্র।

মখদ্বিট্ (-দ্বিষ্, মখ—দ্বিষ্ দ্বেষকরা+০ (ক্বিপ্) সং, পুং, রাক্ষস। ২। বিং, ত্রিং, যজ্ঞদ্বেষী। [ফলবিশেষ।

মখমল (আরবী) ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্র বিশেষ।

মখাগ্নি ; মখ—অগ্নি, ৭মী—ষ) সং, পুং, যজ্ঞে সংস্কৃতাগ্নি। [ফলবিশেষ।

মখান্ন ; সং, ক্লীং, যজ্ঞীয়ান্ন। ২। জলজাত

মখাসুহৃদ্ (মখ [দক্ষ যজ্ঞ]—অসুহৃদ্ শত্রু) সং, পুং, শিব, ক্রতুধ্বংসী।

মগ (ম ব্রহ্ম বেদ গৈ—গান করা, ম—গম্ +অ (ড)-ক) সং, পুং, বেদজ্ঞ, শাক-দ্বীপী ব্রাহ্মণ। ২। স্থানবিশেষ, দেশ বিশেষ। শিং মগাঃ ব্রাহ্মণ ভূয়িষ্ঠা মশগাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ তে। বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষান্তু মন্দগাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

মগজ (পারস্য) সং, পুং, মস্তিষ্ক, মজ্জা।

মগধ (মগ [মন্গ্ গমনকরা+অ অল্—ণ) দোষ বা পাপ—ধ [ধা ধারণ করা+অ(ড) -ক]) মগ—ধা ধারণ করা, মগ +ধা+অ (ড) ক, মগব্রাহ্মণদিগকে ধারণ করে যে। কিংবা—মগব্রাহ্মণদিগের ধাম। সং, পুং, দক্ষিণ বেহার দেশ। ২। স্তুতি-পাঠক। ৩। বহুং, মগধদেশীয় লোক।

মগধেশ্বর (মগধ—ঈশ্বর স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জরাসন্ধ রাজা। ২। মগধদেশের অধিপতি।

মগধোদ্ভবা (মগধ—উৎ—ভূ উৎপন্ন হওয়া +অ (অন্)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পিপ্‌পলী। ২। বিং, মগধদেশজাতা।

মগ্ন (মস্জ ডুবা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অন্ত প্রবিষ্ট, ডোবা।

মগ্নগিরি (Submarine Rock যে পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে মগ্ন থাকে।

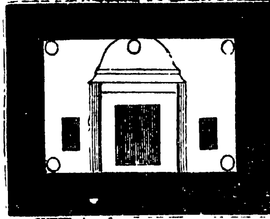
মঘ (মহ্ পূজা করা+অ (অন্)—র্ম্ম, হ স্থানে ঘ) সং, পুং, দ্বীপবিশেষ। ২। মঘ্ নামক-ম্লেচ্ছদের দেশ। ৩। (+অন) —র্ম্ম) ক্লীং, সুখ। ৪। (+অন্—ভাবে পূজা। ৫। পুষ্পবিশেষ।

মঘবা (মঘবন্, মহ্ পূজা করা+অন্ (ক-নিপ্—র্ম্ম, ব—আগম) সং, পুং, ইন্দ্র। (কর্ম্মকারক ইত্যাদির বহুবচনে স্বর-বর্ণ প্রত্যয়ের পূর্ব্বে ব স্থানে উ হয়,

পরেও হয়; যথা—মঘোনঃ, মঘোনা, মঘোনে ইত্যাদি, স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী শব্দও হয়) ঘোনী—স্ত্রীং, শচী, ইন্দ্রাণী। ২। জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্ত্তির অন্তর্গত চক্রবর্ত্তিবিশেষ।

মঘবান্ (মঘবৎ, মঘ [স্বর্গের] সুখ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ইন্দ্র। বতী—স্ত্রীং, ইন্দ্রাণী।

মঘা (মঘ দেখ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, দশম নক্ষত্র। ইহা গৃহাকৃতি পঞ্চ



মঘা (নক্ষত্র)।

তারকাময়। কাহার মতে লাঙ্গলাকৃতি। মানব এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কঠোরচিত্ত পিতৃমাতৃভক্ত তীব্রস্বভাব ও বিদ্যাসম্পন্ন হয়। ২। ঔষধবিশেষ।

মঘাত্রয়োদশী; সং, স্ত্রীং, মঘানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। এই দিনে মধুক্ষায়ন দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার বিধি আছে।

মঘাভব (মঘা—ভূ হওয়া+অ (অন্)—ক) সং, পুং, শুক্রাচার্য্য। ২। বিং, ত্রিং, মঘানক্ষত্রজাত। [গ্রহ।

মঘাভু (মঘা—ভূ জাত) সং, পুং, শুক্র-

মঘী; সং, স্ত্রীং, ধান্যবিশেষ, আশুধান্য।

মঙ্‌ক্তা (মসজ্ হওয়া+তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, স্নানকর্ত্তা।

মঙ্কি; সং, পুং, ধনেচ্ছু বণিগ্বিশেষ।

মঙ্কুর (মনক্ ভূষিত করা+উর—ক) সং, পুং, মুকুর, দর্পণ।

মঙ্খু | **মঙ্ক্ষু** } (মস্জ্ [ডুবা] পবিত্র হওয়া এবং মন্থ্ গমন করা+উ—ক) অং, দ্রুত, শীঘ্র। ভৃশ, সাতিশয়। ৩। মনোহর।

মঙ্গ (মন্গ্ গমন করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, নৌকার শিরোভাগ, নৌকার গলুই।

মঙ্গল (মন্গ্ গমন করা+অল্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ক্ষেম, কুশল, শুভ। ২। (+অল্—ক) পুং, কুজগ্রহ। "উপেন্দ্র বীজাং পৃথ্যান্তু মঙ্গলঃ সমজায়তে।" ৩। বিং, ত্রিং, শুভদায়ক। শিং—১ "মঙ্গলং কবচং শুভম্।" লা—স্ত্রীং, উমা, পার্ব্বতী, দুর্গা। ২। পতিব্রতা স্ত্রী। ৩। শুক্লদূর্ব্বা। ৪। করঞ্জ। ৫। বৃত্তাইন্মাতৃবিশেষ। ৬। হরিদ্রা। ৭। নীলদূর্ব্বা।

মঙ্গলগীত; মাহাত্ম্যকথা।

মঙ্গলচণ্ডিকা | **মঙ্গলচণ্ডী** } (মঙ্গলবারে অর্চ্চনীয়া চণ্ডিকা) সং, স্ত্রীং, দ্বিভুজা রক্তপদ্মাসনস্থা গৌরবর্ণা দেবীবিশেষ। মঙ্গলবারে ইঁহার অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এইজন্য হিন্দুমহিলাগণ উক্ত দিনে মঙ্গলচণ্ডিকার আরাধনা করেন।

মঙ্গলচ্ছায় (মঙ্গল প্রশস্ত—ছায়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, প্লক্ষবৃক্ষ, বটবৃক্ষ।

মঙ্গলপাঠক (মঙ্গল কুশল—পাঠক যে পাঠ করে, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, বন্দী, স্তুতিপাঠক।

মঙ্গলসম্বিধান—স্বস্তিক শ্রী প্রভৃতি, যাহা বরণডালায় দেয়।

মঙ্গলাগুরু; সং, ক্লীং, অগুরুবিশেষ।

মঙ্গলাচরণ (মঙ্গল—আচরণ, স্বং—স) সং, ক্লীং, কর্ম্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া।

মঙ্গল্য (মঙ্গল+য (ষ্যঃ)—হিতার্থে) বিং, ত্রিং, শুভকর, শুভজনক। শিং—১ "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।" ২। সুন্দর। শিং—১ "রোচনং চন্দনং, হেম মৃদঙ্গং দর্পণম্ মণিম্। গুরুমগ্নিং তথা সূর্য্যং প্রাতঃ পশ্যেৎ সদা বুধঃ।" ৩। সুখদ। ৪। সং, ক্লীং, দধি। ৫। চন্দন। ৬। স্বর্ণ। ৭। সিন্দূর। ৮। পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ। ৯। বিষবৃক্ষ। ১০। নারিকেলবৃক্ষ। ১১। কপিত্থ। ১২। রীঠাকরঞ্জ।

মঙ্গল্যক (মঙ্গল্য+কণ্—যোগ) সং, পুং, মসুর, মসুরি কড়াই।

মঙ্গল্যা (মঙ্গল্য দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে। ভক্তানামার্ত্তিহরিণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা।" ২। মল্লিকা গন্ধযুক্তাগুরু। ৩। রোচনা। ৪। অধঃপুষ্পী। ৫। মিসী। ৬। শুক্লবচা। ৭। প্রিয়ঙ্গু। ৮। মাষপর্ণী। ৯। শতপুষ্পা। ১০। জীবন্তী। ১১। ঋদ্ধি ঔষধ। ১২। হরিদ্রা। ১৩। দূর্ব্বা।

মঙ্গিনী (মঙ্গ নৌকার শিরোভাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, তরি, নৌকা।

মচকান (দেশজ) বিং, মোড়ান, ঈষৎ ভগ্ন।

মচর্চ্চিকা (ম শিব—চর্চ্চ অনুশীলন করা +অক (ণক)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) প্রশস্ত, উত্তম।

মচ্ছ (মদ্ [জলে] হৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি+শ—প্রং, অথবা মদ—শী শয়ন করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, মৎস্য, মাছ।

মজকুরী—রাজস্ব সম্বন্ধে যে জমা অন্যজমিদারের অধীন হইয়া চিরস্থায়ী রূপে ভোগ হয় ও যাহার রাজস্ব জমিদারের বা স্থান বিশেষে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারির যোগে আদায় হয়। [হওন।

মজন (মজ্জন শব্দজ) সং, মগ্নহওন, আসক্ত

মজবুত (আরবী) শক্ত, কঠিন, দৃঢ়।

মজা (মগ্নার্থ মস্‌জ ধাতুজ) বিং, মগ্ন। ২। গলিত।৩। সং, সুখ। ৪। (আরবী) বিদ্রূপ, ঠাট্টা, তামাসা।

মজুমদার (পারস্য মজুমদার শব্দজ) বাদসাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাব পত্র রাখিত। বর্ত্তমান কালে উপরিউক্ত মজুমদার পদবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে ঐ উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

মজুর (পারস্য মজদুর শব্দের অপভ্রংশ) সামান্য শ্রমজীবী, মুটে।

মজ্জকৃৎ (মজ্জন্ অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহবিশেষ—কৃৎ [কৃ করা+০ কিপ্)—ক, ৎ—আগম] যে করে) সং, ক্লীং, অস্থি, হাড়। [মজ্জন।

মজ্জথ (মজ্জন দেখ, অথু—ভাবে) সং, পুং,

মজ্জন (মস্‌জ ডুবা+অন (অনট্)—ভাবে সং, ক্লীং, অবগাহন। ২। মগ্ন হওয়া। ৩। মজ্জা।

মজ্জসমুদ্ভব (মজ্জন্ মজ্জা—সমুদ্ভব উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, শুক্র, রেতঃ।

মজ্জা—পুং, } (মজ্জন্ মস্‌জ্ [অস্থি
মজ্জা—স্ত্রীং, } প্রভৃতির মধ্যে] ডুবা+অন্ (কনিন্)—ক। ২য় পক্ষে—অ (অন্)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহবিশেষ। শিং—১ "অস্থিবৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ। যঃ স্নেহবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে।" ২। বৃক্ষসার।

মজ্জারস; সং, পুং, শুক্র, রেতঃ।

মজ্জাসার; সং ক্লীং জাতীফল।

মঞ্চ } (মনচ্ উচ্চ হওয়া ইত্যাদি+অ
মঞ্চক } (অন্)—ক। কণ্—যোগে মঞ্চক) সং, পুং পর্য্যঙ্ক, খট্টা, খাট। ২। মাচা। ৩। টং। ৪। বেদী। ৫। উন্নত স্থান। ৬। উচ্চ মণ্ডপবিশেষ। "দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

মঞ্চকাশ্রয় (মঞ্চক পর্য্যঙ্ক, শয্যা—আশ্রয় বাসস্থান) সং, পুং, মৎকুণ, ছারপোকা।

মঞ্চমণ্ডপ (মঞ্চ মাচা—মণ্ডপ গৃহ) সং, পুং, শস্য রাখিবার স্থান, গোলা।

মঞ্জর (মঞ্জু মনোজ্ঞতা—রা দান করা+অ (ড)-ক, উ=অ, ২য়া—ষ) সং, ক্লীং, মুক্তা। ২। তিলকবৃক্ষ।

মঞ্জরি } (মঞ্জু মনোজ্ঞতা—ঋ গমন করা
মঞ্জরী } +ই—ক) সং, স্ত্রীং, অঙ্কুর। ২। মুকুল। ৩। বৃন্ত, বোঁটা। ৪। শীষ;

যথা—চূতমঞ্জরী, তুলসীমঞ্জরী ৫। ঝাড়। ৬। মুক্তা। ৭। তিলকবৃক্ষ।

মঞ্জরিত (মঞ্জর+ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, অঙ্কুরিত। ২। মুকুলিত।

মঞ্জরীনম্র; সং, পুং, বেতসবৃক্ষ।

মঞ্জা (মন্‌জ্‌ শব্দ করা+অ(অন্)—ক) সং, স্ত্রীং, ছাগী। ২। মঞ্জরী।

মঞ্জি, মঞ্জী (মন্‌জ্‌ মার্জ্জন করা+ই—ক) সং, স্ত্রীং, মঞ্জরী।

মঞ্জিকা; সং, স্ত্রীং, গণিকা, বেশ্যা।

মঞ্জিফলা; সং, স্ত্রীং, কদলী।

মঞ্জিমা (মঞ্জিমন্, মঞ্জু+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, মনোজ্ঞতা।

মঞ্জিষ্ঠা (মঞ্জু মনোহর—স্থা থাকা+অ(ড) —ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, রক্তবর্ণ-লতাবিশেষ।

মঞ্জীর (মন্‌জ্‌ শব্দ করা+ঈর—ক) সং, পুং,—ক্লীং, চরণাভরণ, নূপুর। শিং—১ "মণিমঞ্জীরভূষিতৌ চরণৌ।" ২। পুং, মন্থনদণ্ডবন্ধন স্তম্ভ।

মঞ্জিল } (মন্‌জ্‌ শব্দ করা+ঈর—ধি)
মঞ্জীল } সং, পুং, রজকোষিত গ্রাম।

মঞ্জু (মন্‌জ্‌ মার্জ্জন করা+উ—ক) বিং, ত্রিং, মনোজ্ঞ, সুন্দর। ২। মধুর। শিং —১ "মঞ্জুকুঞ্জং জগাম।"

মঞ্জুকেশী (মঞ্জুকেশীন্, মঞ্জু মনোহর—কেশ চুল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কৃষ্ণ। ২। বিং, ত্রিং, মনোহর কেশ বিশিষ্ট।

মঞ্জুগমনা (মঞ্জু মনোহর—গমন চলন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, হংসী।

মঞ্জুঘোষ (মঞ্জু মনোজ্ঞ—ঘোষ রব ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, মনোহর ধ্বনিযুক্ত। ২। সং পুং, মনোহর শব্দ। ৩। পূর্ব্ব-জিনবিশেষ। ৪ উপাস্তদেবতাবিশেষ।

মঞ্জুপাঠক (মঞ্জু—পঠ্‌ পাঠকরা, বলা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, শুকপক্ষী। ২। বিং,ত্রিং, মনোহর পাঠক। [পুং, ব্রহ্মা।

মঞ্জুপ্রাণ (মঞ্জু মনোজ্ঞ—প্রাণ জীবন) সং,

মঞ্জুভাষী (—ভাষিন্, মঞ্জু—ভাষ্‌ বলা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মধুরভাষী, মিষ্টভাষী। ণী—স্ত্রীং, ত্রয়োদশাক্ষর পাদকছন্দোবিশেষ।

মঞ্জুল (মঞ্জু দেখ, উল—ক। অথবা মঞ্জু মনোহর—লা হওয়া+অ(ড)—ক। কিম্বা মঞ্জু+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মনোহর, সুন্দর। ২। মধুর। ৩। সমীচীন। ৪। সং, ক্লীং, নিকুঞ্জ। ৫। পুং, শৈবাল।

মঞ্জুষা } (মন্‌জ্‌ পরিষ্কার করা+উষ
মঞ্জূষা } (উষন্), উষ (উষন্)—ধি) সং, স্ত্রীং, পেড়া, সিন্দুক। ২। পাষাণ, প্রস্তর। ৩। মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জুহাসিনী; সং, স্ত্রীং, ত্রয়োদশাক্ষর পাদক ছন্দোবিশেষ। ২। বিং, মধুরহাস্য-বিশিষ্টা।

মটর (দেশজ) সং, কলাই বিশেষ, মটর-কলাই।

মটস্ফটি; সং, পুং, দর্পারম্ভ, দম্ভপ্রকাশ।

মটুক (মুকুট শব্দজ) সং, কীরিট, শিরোভূষণ। [গৃহের অগ্রভাগ।

মট্‌কা (মুকুট বা মট্টক শব্দজ) সং, তৃণময়

মট্টক; সং, ক্লীং, গৃহের শিরোভাগ, মট্‌কা।

মঠ (মঠ্‌ বাস করা+অ(অল্)—ধি, যেখানে ছাত্রেরা বাস করে) সং, পুং, টোল, পাঠ-শালা। ২। আখড়া, যথা বাবাজীদিগের মঠ। ৩। মন্দির, দেবালয়। শিং—১ "মঠপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা।" ৪। গন্ত্রীরথ, গাড়ি।

মঠর (মন মান্য করা+অর—সংজ্ঞার্থে) ন=ঠ্) সং, পুং, মুনিবিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, মত্ত। [মনুষ্যের মৃত্যুসময়।

মড়ক (মরক শব্দজ) সং, মারীভয়, বহু

মড়ল (মৌল বা মণ্ডল শব্দজ) সং, গ্রামের প্রধান প্রজা (মণ্ডল দেখ)। [শব।

মড়া (বাঙ্গালা মরা শব্দজ) সং, মৃতদেহ,

মড্ডু (মস্‌জ্‌ [ডুবা] পবিত্র হওয়া+উ—ক) সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মণি } (মণ্ শব্দ করা+ইন্—ক) সং,
মণী } রত্নবিশেষ, বহুমূল্য প্রস্তরবিশেষ, মুক্তা প্রভৃতি। শিং—১ "অকালে শক্রচাপানামুদয়স্ত যতো ভবেং। অসৌ ধন্যতরো জ্ঞেয়ো বহুমূল্যো মণিঃ স্মৃতঃ।" ২। অকালোদিত ইন্দ্রধনু। ৩। অলিঞ্জর, জ্বালা। ৪। লিঙ্গাগ্র। ৫। যোনির অগ্রভাগ। ৬। মণিবন্ধ, কব্জা। ৭। অজাগলস্তন। ৮। পুং, নাগবিশেষ।

মণিক (মণি+কণ্—যোগ, অথবা কৈ শব্দ করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, অলিঞ্জর, মাটীর কলসী, জ্বালা।

মণিকর্ণ; সং, পুং, কামরূপস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

মণিকর্ণিকা (মণিকর্ণিকা [শিবের] কর্ণভূষণ। বিষ্ণুর তপস্যা দর্শনে বিস্মিত হওয়াতে শিবের কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল) সং, স্ত্রীং, কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। শিং—১ "বিষ্ণুং প্রতি শিববাক্যম্।" ২ "মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মণিকর্ণিকা। তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতাস্ত মণিকর্ণিকা।" ২। মণিময় কর্ণভূষণ।

মণিকানন (মণি বহুমূল্যরত্ন—কানন বন এইরূপ ভূষণ প্রচুর থাকে বলিয়া) সং, ক্লীং, কণ্ঠ, গলা।

মণিকার (মণি—কার [কৃ করা+অ(ষণ)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, মণিপরিষ্কারক। ২। মণিপরীক্ষক, জহরী। ৩। গ্রন্থকারবিশেষ, ন্যায়চিন্তামণিকর্ত্তা।

মণিকূট (মণি মণিময়—কূট শিখর) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "ভস্মকূটস্য বৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ।

মণিকেতু; সং, পুং, কেতুবিশেষ।

মণিগ্রীব (মণি রত্ন—গ্রীবা) সং, পুং, কুবেরপুত্র। ২। রত্নকন্ধর।

মণিজলা (মণি মণিপ্রচুর—জল, ৬ষ্ঠী—হিং, মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

মণিত (মণি দেখ, ত (ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, চুম্বনাদি ধ্বনি। রতিকূজিত, রতিকালে স্ত্রীগণের অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

মণিতারক (মণি—তারকা ৬ষ্ঠী—হিং। যাহার চক্ষুর তারা মণির ন্যায় শোভমান) সং, পুং, সারসপক্ষী।

মণিদ্বীপ (মণি মণিময় বা প্রচুর মণিবিশিষ্ট —দ্বীপ। এই দ্বীপে বিস্তর মণি আছে বলিয়া) সং, পুং, ক্ষীরসমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপবিশেষ। [বিশেষ।

মণিপর্ব্বত; সং, পুং, বহুলমণিযুক্ত পর্ব্বত

মণিপুষ্পক সং, পুং সহদেবের শঙ্খ।

মণিপূর (মণি রত্ন—পূর পূর্ণ) সং, পুং, নাভিস্থল। ২। ক্লীং, ষট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয়চক্র। নাভিপদ্ম। শিং —১ "তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভং। মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ। মণিবদ্ভিন্নং তৎ পদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে।" [বিশেষ।

মণিব (মণি—ব—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নাগ-

মণিবন্ধ (মণি কব্জা—বন্ধ, ৬ষং—স) সং, পুং, প্রকোষ্ঠ এবং পাণির মধ্যস্থ করগ্রন্থি, হাতের কব্জা। শিং—১ "মণিবন্ধৈর্নিগূঢৈশ্চ সুশ্লিষ্টশুভসন্ধিভিঃ।" ২। সৈন্ধব লবণাকার পর্ব্বতবিশেষ।

মণিভদ্র; সং, পুং, যক্ষবিশেষ।

মণিমণ্ডপ; সং, পুং, রত্নময় গৃহ। শিং—১ "মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসোনাপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।" ২। দেবতাপীঠস্থানবিশেষ। [বিশেষ।

মণিমধ্য; সং, ক্লীং, নবাক্ষরপাদক ছন্দো-

মণিমন্থ (মণি রত্ন—মন্থ যে মন্থন করে) সং, ক্লীং সৈন্ধবলবণ। ২। পর্ব্বতবিশেষ।

মণিমান্ (মণিমৎ, মণি রত্নবিশেষ+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মণিবিশিষ্ট, মণিভূষিত। ২। সং, পুং, সূর্য্য। ৩। যজ্ঞবিশেষ। ৪। নৃপবিশেষ। ৫। নাগবিশেষ। ৬। রাক্ষসবিশেষ। ৭। দৈত্যবিশেষ। ৮। পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ।

মণিমালা (মণি রত্ন—মালা হার ইত্যাদি) সং, স্ত্রীং, মণিময় হার। ২। দন্তক্ষত-বিশেষ। ৩। লক্ষ্মী। ৪। দীপ্তি। ৫। দ্বাদশাক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মণিরাগ ; সং, ক্লীং, হিঙ্গুল। ২। পুং, মণির বর্ণ।

মণিবীজ (মণি রত্ন—বীজ বিচি) সং, পুং, দাড়িম্ববৃক্ষ।

মণিসর (মণি—সর যে গমন করে) সং পুং, মণিময় হার, মুক্তাহার, মুক্তার মালা। শিং,—১ ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে। মণিসরমমলং তারকপটলং নখদশশশিভূষিতে।"

মণীচক ; সং, ক্লীং, চন্দ্রকান্তমণি। ২। পুং, মাছরাঙ্গা পাখী।

মণীবক (মন্ শব্দকরা, নিপাতন) সং, ক্লীং, পুষ্প, ফুল।

মণ্ড (মন্ ভূষিত করা+অ(অন্)—ক। অথবা মন্+অ(ড)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, ফেন। ২। গাদ। ৩। মাড়। ৪। সার। ৫। পিচ্ছ। ৬। পুং, এরণ্ডবৃক্ষ। ৭। ভূষণ। ৮। ক্লীং, দধির মাতা। ণ্ডা—স্ত্রীং, সুরা, মদিরা।

মণ্ডক ; সং, পুং, পিষ্টকবিশেষ।

মণ্ডন (মণ্ড দেখ, অন (অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, ভূষণ। ২। (+অনট্—ভাবে) অলঙ্করণ, সাজান। শিং—১ "চতুর্থী মণ্ডনং বাসোভূষামাল্যানুলেপনৈঃ।" ৩। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, অলঙ্কারক। ৪। পণ্ডিতবিশেষ। শিং—১ "শিষ্যপ্রশিষ্যৈরুপগীয়মানমবেহি তৎ মণ্ডলমিশ্রধাম।"

মণ্ডপ (মণ্ড ভূষণ—পা পালনকরা+অ (ড)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, গৃহ, দালান। ২। জনাশ্রয়, জনাশ্রমস্থান। ৩। দেবোদ্দেশে প্রস্তুত গৃহ, যথা—চণ্ডীমণ্ডপ। ৪। (মণ্ড-প যে পান করে) বিং, ত্রিং, মণ্ডপায়ী। পা—স্ত্রীং, নিষ্পাবী।

মণ্ডয়ন্ত (মন্ড্ ভূষিতকরা+অন্ত—ণ) সং, পুং, ভূষণ। ২। (অন্ত—র্ম্ম) নট। ৩। অন্ন। ন্তী—স্ত্রীং, নারী, যোষিৎ।

মণ্ডুরী ; সং, স্ত্রীং, ঘুরঘুরিয়া পোকা।

মণ্ডল (মণ্ড দেখ, অল (কল)—ক, কিম্বা মণ্ড+ল—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, চন্দ্রসূর্য্যাদির পরিধি, বেষ্টন। শিং—১ "সূর্য্যমণ্ডলসংস্থস্ত নিত্যং কেতুঃ প্রসর্পতি।" ২। স্ত্রীং, গোল। যথা—মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হও। ৩। চক্র। ৪। দেশ। ৫। বিভাগ। ৬। স্থান। শিং—১ "নক্ষত্রমণ্ডলম্" ৭। প্রদেশ, রাজ্য। ৮। অরি মিত্রাদি দ্বাদশবিধ রাজা। ৯। ধনুর্ধরদিগের স্থানবিশেষ। ১০। কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসনবিশেষ। ১১। নখাঘাত। ১২। বিং, ত্রিং, সমূহ। ১৩। সূর্য্যবিম্ব। ১৪। চন্দ্রবিম্ব। ১৫। পুং, কুক্কুর। ১৬। সর্পবিশেষ। ১৭। (দেশজ) গ্রামের প্রধান। প্রজা বা জোৎ রাইয়ৎ। যে মহলের সীমানাদি জমিদারের প্রতিনিধি স্বরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও সমস্ত গ্রামের খাজানা আদায়ের সুবিধা করিয়া দেয় ও তদ্দরূণে নিষ্করে বা অল্প করে জমী ভোগ করে।

মণ্ডলক (মণ্ডল+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, বিম্ব, চন্দ্র ও সূর্য্যের মণ্ডল। ২। দর্পণ, আর্শি। ৩। কুষ্ঠরোগবিশেষ। ৪। মণ্ডলাকারব্যূহ। ৫। পুং, কুক্কুর।

মণ্ডলনৃত্য ; সং, ক্লীং, মণ্ডলাকার নৃত্য।

মণ্ডলপত্রিকা ; সং, স্ত্রীং, রক্তপুনর্নবা।

মণ্ডলাগ্র (মণ্ডল গোল—অগ্র অগ্রভাগ। সং, পুং, অসি, খড়্গ।

মণ্ডলাধীশ (মণ্ডল সাম্রাজ্য—অধীশ অধিপতি) সং, পুং, মণ্ডলেশ্বর, চতুঃশতযোজন দেশাধিপ।

মণ্ডলায়িত (মণ্ডল+য—প্রেং, ত—যোগ) বিং, ত্রিং, বর্ত্তুল, গোলাকার।

মণ্ডলী (মণ্ডলিন্ মণ্ডল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সর্প। ২। সূর্য্য। ৩। বিড়াল।

৪। খট্টাংশ। ৫। বটবৃক্ষ। ৬। বিং, ত্রিং, মণ্ডলবিশিষ্ট, চক্রাকারে সঙ্কুচিত বা ঘূর্ণিত, "নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে, অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।" (অন্নদামঙ্গল)। লী—স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

মণ্ডলেশ / **মণ্ডলেশ্বর** (মণ্ডল দেশ—ঈশ ঈশ্বর প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা। ২। সম্রাট্, চতুঃশত যোজন প্রদেশের অধিপতি। শিং—১ "চতুর্যোজন পর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। যো রাজা বহুতদ্গুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ।"

মণ্ডহারক (মণ্ড অন্নাদির অগ্র রস—হৃ লওয়া+(ণক)—ক। সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

মণ্ডিত (মণ্ড দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভূষিত, সজ্জিত, মোড়া। ২। বেষ্টিত। সং, পুং, বৌদ্ধাধিপতিবিশেষ।

মণ্ডুক (মণ্ড দেখ, উক—ক) সং, ক্লীং, ঢালের ধরিবার স্থান।

মণ্ডুকবাদ্য; সং, ক্লীং, বাদ্যবিশেষ।

মণ্ডূক (মণ্ড দেখ, উক—ক) সং, পুং, ক্লীং—স্ত্রীং, ভেক, ব্যাঙ। ২। পুং, মুনিবিশেষ। ৩। গাঢ়তেজাঃ। ৪। ক্লীং, বন্ধবিশেষ।

মণ্ডূকপ্লুতন্যায়—ন্যায় [৩৬] দেখ।

মণ্ডূকসরঃ (মণ্ডূকসরস্) সং, ক্লীং, মণ্ডূকপূর্ণ সরোবরবিশেষ।

মণ্ডুর (মণ্ড দেখ, উর—ক) সং, পুং,—ক্লীং, লোহার মরিচা।

মণ্ডোদক (মণ্ড—উদক জল) সং, ক্লীং, নানাবর্ণ। ২। আলিপনা, পিষ্টতণ্ডুলমিশ্র-জল। ৪। সুশ্রুতোক্ত সুরাকল্পান্ত ক্বাথবিশেষ।

মত (মন্ বোধ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাত। ২। অভিপ্রেত, সম্মত। শিং—১ "দূরাহ্বানে চ গানে চ ভোজনে চ প্লুতো মতঃ।" ৩। সম্মানিত। ৪। কুৎসিত। ৫। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, অভিপ্রায়। ৬। সম্মতি।

মতঙ্গ (মদ্ প্রীত হওয়া+অঙ্গ (অঙ্গচ)—ক, নিপাতন) সং, পুং, মুনিবিশেষ। ২। হস্তী। ৩। মেঘ। ৪। রাজর্ষিবিশেষ। ৫।

মতঙ্গজ (মতঙ্গ মুনিবিশেষ—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, হস্তী।

মতল্লিকা (মত—অল্ ভূষিত করা+অক (ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) প্রশস্ত, উত্তম।

মতানুজ্ঞা; সং, স্ত্রীং, নিগ্রহস্থানবিশেষ।

মতি (মন্ বোধ করা+তি (ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি, জ্ঞান। শিং—১ "ভবৈ-বচ স্থিরা মতিঃ।" ২। অন্তঃকরণ। ৩। (+ক্ত—ণ) মনঃ; যথা—যেমন মতি তেমন গতি। ৪। স্মৃতি। ৫। ইচ্ছা। শিং—১ "যস্য যত্র কুলে জন্ম তন্মতিস্তাদৃশী ভবেৎ।" [বুদ্ধিভ্রংশ, কুমতি।

মতিচ্ছন্ন (মতি—ছন্ন) বিং, ত্রিং, মতিচ্ছন্ন,

মতিবিভ্রংশ; সং, পুং, উন্মাদরোগ।

মতিভ্রংশ, মতিভ্রম—পুং / **মতিভ্রান্তি**— (মতি বুদ্ধি—ভ্রংশ, ভ্রম ভ্রান্তি) সং, বুদ্ধিভ্রংশ, ভুল।

মতিমান (মতিমৎ, মতি+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বুদ্ধিমান্, সুধী।

মতিষ্ঠ (মতিমৎ+ইষ্ঠ— অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মৎ (ষষ্ঠ্যন্ত অস্মদ্ শব্দজ, যেমন মৎপুত্র ইত্যাদি) অং, মদীয়, আমার।

মৎক (মম+কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়। শিং—১ "নৈতন্মতং মৎকমিতি ব্রুবাণঃ।" (ভট্টি)। ২। (মৎ [মদ্ সন্তুষ্ট হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক) সন্তুষ্ট+কন্—যোগ) সং, পুং, মৎকুণ।

মৎকুণ (মদ্+০ ক্বিপ্)—ক, নিপাতন) সং, পুং, ছারপোকা। ২। শ্মশ্রুশূন্য পুরুষ, খোদা। ৩। নির্ব্বিষাণ হস্তী। ৪। নারিকেল। ৫। জঙ্ঘাত্রাণ। ণা—স্ত্রীং, অজাতলোম স্ত্রী-চিহ্ন।

মৎকুণারি; সং, পুং, ইন্দ্রাশন, সিদ্ধি।

মৎপরায়ণ (মৎ—পরায়ণ শ্রেষ্ঠ) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তির স্বীয় আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট। [অভিপ্রায়।

মৎলব (আরবী, তলব শব্দ) ভাব, অর্থ।

মত্ত (মদ্ মত্ত হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) সং, পুং, ক্রোধান্ধ হস্তী। ২। ধুস্তুর। ৩। কোকিল। ৪। মহিষ। ৫। বিং, ত্রিং, আনন্দিত। ৬। বিহ্বল, মাতাল। ৭। ক্রুদ্ধ। ৮। উন্মত্ত। ত্তা—স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য। ৯। ১০ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

মত্তকাশিনী } **মত্তকাসিনী** } (মত্ত উন্মত্ত+কাশ্, স্ দীপ্তি পাওয়া+ইন্ (ণিন্)—ক, ঈপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, উত্তমা স্ত্রী।

মত্তকীশ (মত্তক [মত্ত ক্রুদ্ধ+কণ্—যোগ]—ঈশ প্রভু) সং, পুং, হস্তী, গজ।

মত্তময়ূর (মত্ত—ময়ূর, স্বং—স) সং, পুং, উন্মত্ত ময়ূর। ২। মেঘ। ৩। ত্রয়োদশাক্ষর পাদছন্দোবিশেষ; যাহার ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুরু।

মত্তবারণ (মত্ত—বারণ হস্তী) সং, পুং, মত্তহস্তী। ২। ক্লীং, কোঠার বারাণ্ডা। ৩। প্রাঙ্গণাবরণ ৪। ঘেরা জায়গা। ৫। পূগচূর্ণ।

মত্তক্রীড়া; সং, স্ত্রীং, ত্রয়োবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দোবিশেষ।

মত্তালম্ব (মত্ত উন্মত্ত [শক্র ইত্যাদি] আলম্ব+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, অপাশ্রয়, ঘেরা জায়গা। ২। বারেণ্ডা।

মত্তেভগমনা; সং, স্ত্রীং, স্ত্রীবিশেষ। ২। মত্তগজগামিনী।

মত্তেভবিক্রীড়িত; সং, ক্লীং একবিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ। মত্ত গজের ক্রীড়া।

মত্য (মতি সমীকরণ+য (ঘ্য)—সাধু অর্থে) সং, ক্লীং, ফলকবিশেষ, মই। ২। দাত্র প্রভৃতির বাঁট। ৩। জ্ঞানানুশীলন।

মৎস (মদ্ [জলে] হৃষ্ট হওয়া+স—ক) সং, পুং, মৎস্য; মাছ।

মৎসঘণ্ট; সং, পুং, মাছের ঘণ্ট।

মৎসর (মদ্ [হৃষ্ট হওয়া] দ্বেষ করা ইত্যাদি +সর (সরন্)—ক) সং, পুং, বৈর। ২। দ্বেষ। ৩। ক্রোধ। ৪। অসূয়া। ৫। পরশ্রীকাতরতা, আত্মধিক্কার। শিং—১ "নিন্দন্তি মাং সদা লোকা ধিগস্তু মম জীবনং। ইত্যাত্মনি ভবেদ্ যস্তু ধিক্কারঃ স চ মৎসরঃ।" ৭। বিং, ত্রিং, ক্রুদ্ধ। ৮। কৃপণ। ৯। পরশ্রীকাতর। রা—স্ত্রীং, মক্ষিকা। ২। ভৃঙ্গালী।

মৎসরী (মৎসরিন্, মৎসর+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পরশ্রীকাতর। ২। দুর্জ্জন, খল। ৩। দ্বেষকারী ৪। ক্রোধী। ৫। ক্রূর।

মৎস্য—পুং } **মৎসী—স্ত্রীং** } (মদ্ [জলে] হৃষ্ট স্য (স্যন্) —ক। অথবা মন্দ মৃদু+স্যন্—ণ) সং, মীন, মাছ। ২। পুং, বিষ্ণুর প্রথম অবতার।—



মৎস্য (অবতার)।

"নাভাধোরোহিতসম আকণ্ঠশ্চ নরাকৃতিঃ।
ঘনশ্যামশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শৃঙ্গীমৎস্যশিতোমূর্দ্ধা লক্ষ্মীবক্ষোবিরাজিতঃ
পদ্মচিহ্নিত-সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরশ্চারুলোচনঃ।"
"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদং।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং।
কেশবধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে।" (জয়দেব)।

৩। পুরাণবিশেষ। ৪। বিরাটদেশ, বর্ত্তমান জয়পুর। কেহ কেহ রঙ্গপুর, দিনাজপুর, এবং কুচবেহারকেও মৎস্যদেশ বলিয়া থাকেন। ৫। দ্বাদশরাশি। শিং—১ "মৎস্যৌঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণং।"

মৎস্যকরণ্ডিকা (মৎস্য মাছ—করণ্ড চুপড়ী+কণ্—যোগে) সং, স্ত্রীং, মৎস্যধানী, মাছরাখা খালুই।

মৎস্যগন্ধা (মৎস্য—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং। ইনি মৎস্যের উদরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকাতে মৎস্যগন্ধা নামে বিখ্যাত হন) সং, স্ত্রীং, ব্যাসদেবের মাতা। ২। জলপিপ্পলী।

মৎস্যজাল; সং, ক্লীং, মাছধরা জাল।

মৎস্যজীবী; (মৎস্যজীবিন্, মৎস্য মাছ—জীবী যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, ধীবর, জেলিয়া।

মৎস্যণ্ডী, **মৎস্যণ্ডিকা** (মন্দ মৃদু+স্যন্দ্ ক্ষরা+অ(অন্)—ক, ঈপ্, কণ্—যোগে মৎস্যণ্ডিকা) সং, স্ত্রীং, খণ্ডবিকার, দলো চিনি। ২। মিছিরী নবাত মঠ প্রভৃতি।

মৎস্যধানী (মৎস্য মাছ—ধা ধারণ করা+অন (অনট্)—ধি) সং, স্ত্রীং, খালুই। নাশন, নাশকারক, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুররপক্ষী।

মৎস্যনাশক, মৎস্যনাশন (মৎস্য—নাশক নাশন, নাশকারক, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুররপক্ষী।

মৎস্যপুত্রিকা; সং, স্ত্রীং, জন্তুবিশেষ।

মৎস্যবন্ধী (মৎস্যবন্ধিন্, মৎস্য মাছ—বন্ধন+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ধীবর, জেলিয়া। শিং—১ "কৈবর্ত্তো ধীবরো দাসো মৎস্যবন্ধী চ জালিকঃ।" (হলায়ুধ)—ন্ধিনী—স্ত্রীং, মৎস্যধানী, খালুই।

মৎস্যরঙ্গ (মৎস্য—রঙ্গ অনুরাগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মাছরাঙ্গা পাখী।

মৎস্যরাজ (মৎস্য মাছ—রাজ শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, রোহিত মৎস্য, রুইমাছ। ২। (মৎস্য দেশবিশেষ—রাজন্ রাজা, ৬ষ্ঠী—ষ) বিরাটরাজা। ২। কর্ণরাজ।

মৎস্যবেধন (মৎস্য—বিধ্ বিদ্ধ করা+অন (অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, নী—স্ত্রীং, বড়িশ, বঁড়শী। ২। নী—স্ত্রীং, পক্ষীবিশেষ।

মৎস্যসন্তানিক; সং, পুং, মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ।

মৎস্যাশন (মৎস্য মাছ অশন ভোজন) সং, পুং, মাছরাঙ্গা পাখী। ২। বিং, ত্রিং, মৎস্যভক্ষক।

মৎস্যাসন; সং, ক্লীং, রুদ্রযামলোক্ত আসন বিশেষ। শিং—১ "অথ মৎস্যাশসনং পৃষ্ঠে হস্তোপরিকরাঙ্গুলিঃ। পাদযুগলমানেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠস্য যোজনম্।"

মৎস্যোদরী (মৎস্য মাছ+উদর, ৭মী—হিং। মহাভারতে—ব্যাসদেবের মাতা মৎস্যের উদরে হওয়াতে, ইনি মৎস্যের গন্ধ লাভ করেন। এবং সেই অবধি মৎস্যগন্ধা নামে খ্যাতা হন, অনন্তর ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনির বরে পদ্মের গন্ধ প্রাপ্ত হন) সং, স্ত্রীং, সত্যবতী, ব্যাসদেবের মাতা। ২। কাশীস্থ তীর্থবিশেষ।

মথন (মথ্ মন্থন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মন্থন, বিলোড়ন, মওয়া। শিং—১ "ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমাঃমরৈঃ।" (দেবীমাহাত্ম্য)। ২। বিনাশ। ৩। ক্লেশ। পুং, গণিকারিকা বৃক্ষ।

মথিত (মথন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিলোড়িত, ঘোটা, নাড়াচাড়া। ২। বিনাশিত। ৩। পীড়িত। ৪। হত। ৫। সং, ক্লীং, তক্র, নির্জ্জল ঘোল।

মথী (মথিন্, মথন দেখ, ইন্—প্রং) সং, পুং, মন্থনদণ্ড।

মথুরা, **মথূরা**, **মধুরা** (মথ্ বধ করা+উর, উর—ধি, এই স্থানে শত্রুঘ্ন মধুনামকঅসুরকে বধ করেন বলিয়া) সং, স্ত্রীং, আগরা প্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগরী,

মধুপুরী। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে লীলা করেন বলিয়া ইহা মোক্ষদায়ক তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিং—১ "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।"

মথুরেশ (মথুরা নগরীবিশেষ—ঈশ অধিপতি) সং, পুং, কৃষ্ণ।

মথ্যমান (মথ্‌ মথনকরা+আন(শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহা মন্থন করা যাইতেছে।

মদ (মদ্‌ হৃষ্ট হওয়া, মত্ত হওয়া+অ(অল্‌)—ভাবে) সং, পুং, আনন্দ। ২। আনন্দজনিত সম্মোহ। ৩। মদিরাকৃত মনোবিকার, মত্ততা। ৪। মদরাগ। ৫। উন্মাদ। ৬। (+অল্‌—ণ) রেতঃ। ৭। অহঙ্কার, গর্ব্ব। শিং—১ "অহং মহাত্মা ধনবান্‌ মৎতুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে। ইতি যজ্জায়তে চিত্তে মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ।" ২। "বুদ্ধের্মোহঃ সমভবদহঙ্ক রাদভূন্মদঃ।" ৮। হস্তীর গণ্ডস্থলাদি হইতে ক্ষরিত ঘর্ম্মবিশেষ ৯। উন্মাদজনিত মৃগগণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্বেদ; যথা—চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু।" ১০। মদ্য। ১১। কস্তুরী।

মদক (যাবনিক) নিদ্রাকর ঔষধবিশেষ।

মদকট (মদ—কট্‌ গমন করা, পাওয়া+অ(অন)—ক) সং, পুং, ষণ্ড, ষাঁড়। ২। মত্তহস্তী। ৩। বিং, ত্রিং, মদোৎকট।

মদকল (মদ মত্ততা—কল্‌ শব্দ করা+অ(অন্‌)—ক) বিং, ত্রিং, মত্ততাজন্য মধুরাস্ফুট-শব্দকারী। ২। মদাব্যক্তভাষী। ৩। সং, পুং, মত্তহস্তী।

মদগন্ধ (মদ মত্ততা—গন্ধ ঘ্রাণ) সং, পুং, সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। ন্ধা—স্ত্রীং, সুরা, মদিরা। ২। অতসী।

মদঘ্নী; সং স্ত্রীং, পূতিকা।

মদচ্যুৎ (মদ—চ্যুৎ ক্ষরিতহওয়া+০(কিপ্‌)—ক) বিং, ত্রিং, মদস্রাবী।

মদৎ (যাবনিক) সাহায্য।

মদৎমাস বাদসাহী আমলে ধর্ম্মযাজকদিগের ভরণপোষণের সাহায্যার্থ ও ধর্ম্মকার্য্য এবং দান করার জন্য নিষ্করে বা অল্প করে যে ভূমি দেওয়া যায়।

মদধার (মদ মদপ্রধান—ধারা, ৭মী—হিং) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ।

মদন (মদ্‌-ণিচ=মদি মত্ত হওয়া+অন-ক। "ঋষয় উচুঃ। মদনাম্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাৎ সদর্পকঃ") সং, পুং, কামদেব। ২। বসন্তকাল। ৩। বৃক্ষবিশেষ। ৪। ধুতুরা গাছ। ৫। ময়নাগাছ। ৬। মাষকলাই। ৭। খদিরবৃক্ষ। ৮। অক্ষোটক বৃক্ষ। ৯। বকুলবৃক্ষ। ১০। ময়নাফল। ১১। আলিঙ্গন বিশেষ। ১২। ভ্রমর। ১৩। বিং, ত্রিং, মত্ততা জনক। না, নী—স্ত্রীং, সুরা, মদিরা।

মদনক; সং, পুং, দমনবৃক্ষ।

মদনকণ্টক; সং, পুং, সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাবজন্য রোমাঞ্চ।

মদনকাকুরব (মদন—কাকুরব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পু, পারাবত, কপোত, পায়রা।

মদনগৃহ, সং, ক্লীং, স্ত্রীচিহ্নবিশেষ। ২। লগ্ন হইতে সপ্তমস্থান।

মদনগোপাল (মদন ইব গোপালঃ) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ। শিং—১ "বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতম্‌।"

মদনচতুর্দ্দশী, সং, স্ত্রীং, চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী এই দিনে মদনমহোৎসবের বিধি আছে।

মদনত্রয়োদশী, সং, স্ত্রীং, চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী। এই দিনে মদনব্রত করিবার বিধি আছে। [দ্বাদশী।

মদনদ্বাদশী; সং, স্ত্রীং, চৈত্রমাসের শুক্লা

মদনপাঠক (মদন বসন্তকাল—পাঠক যে পাঠ করে। যে এই কালে রব করে) সং, পুং, কোকিল।

মদনমোহন (মদন+মোহন, ২য়া—য) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ। শিং—১ "শ্রীমন্মদনমোহনম্‌।" ৩। বিং, ত্রিং, অতিসুন্দর।

মদনললিতা ; সং, স্ত্রীং, ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ।

মদনলেখ, সং, পুং, প্রণয়সূচক পত্রিকা।

মদনশলাকা (মদন—শলাকা শারিকা বা শল্য ইত্যাদি) সং, স্ত্রীং, কামোদ্দীপক ঔষধ। ২। সারিকা পক্ষিণী।৩। কোকিলা।

মদনসারিকা (মদন—সারিকা শালিক) সং, স্ত্রীং, শালিকপক্ষিণী।

মদনা ; সং, স্ত্রীং, সুরা।

মদনাঙ্কুশ (মদন কাম—অঙ্কুশ ডাঙ্গস) সং, পুং, লিঙ্গ। ২। পুং-চিহ্ন। ৩। মৈথুন কালে নখাঘাত। শিং—১"কামাঙ্কুশাঙ্কুশিত-কামিমতঙ্গজেন্দ্রে।" (শ্রুতবোধ)।

মদনায়ুধ (মদন কাম—আয়ুধ অস্ত্র) সং, পুং, যোনি, স্ত্রী-চিহ্ন।

মদনালয় (মদন কাম—আলয় আধার, বাসস্থান) সং, পুং, রাজা। ২। পদ্ম। ৩। যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। ৪। জোতিষোক্ত লগ্নাবধিক সপ্তম স্থান।

মদনাবস্থা (মদন কাম—অবস্থা দশা) সং, স্ত্রীং, কামদশা। [অতিমুক্তক।

মদনী ; সং, স্ত্রীং, সুরা। ২। মৃগনাভি। ৩।

মদনোৎসব (মদন কাম, বসন্ত—উৎসব,: ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং বসন্তোৎসব, হোলাকা। বা—স্ত্রীং, স্বর্গবেশ্যা।

মদপ্রয়োগ (মদ মত্ততা, হস্তীর গণ্ডস্থলাদি জনিত ঘর্ম্ম—প্রয়োগ যোগ, মিলন) সং, পুং, হস্তীদের মদক্ষরণ।

মদভঞ্জিনী ; সং স্ত্রীং, শতমূলী।

মদয়ন্তী (মদ্-ণ্ডি হৃষ্ট হওয়া+অৎ(শতৃ)—ক(ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বনমল্লিকা।

মদয়িতা (মদয়িতৃ, মদ্-ণ্ডি=মদি মত্ত হওয়া +তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, মদজনক, মাদক।

মদয়িত্নু (মদয়িতা দেখ, ইত্নু—ক, শীলার্থে) সং, পুং, কামদেব। ২। শুঁড়ি। ৩। মত্ত-ব্যক্তি। ৪। মেঘ। ৫। ক্লীং, মদ্য। ৬। বিং, ত্রিং, মাদক। ৭। মদযুক্ত।

মদবিক্ষিপ্ত (মদ মত্ততা—বিক্ষিপ্ত মত্ত, ৩য়া—ষ) সং, পুং, মত্তহস্তী।

মদস্থান ; সং, ক্লীং, মদ্যপান স্থান।

মদস্রাবী (মদস্রাবিন্, মদ—স্রু ক্ষরিত হওয়া+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মদবর্ষী, মদক্ষরণবিশিষ্ট।

মদাঢ্য ; সং, পুং, তালবৃক্ষ। ২। বিং, ত্রিং, মদযুক্ত। ঢ্যা—স্ত্রীং, লোহিত ঝিণ্টি।

মদাতঙ্ক (মদ—আতঙ্ক ভয়) সং, পুং, মদ্যপানজনিত রোগবিশেষ।

মদাত্যয় (মদ মত্ততা—অত্যয় নাশ) সং, পুং, মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ।

মদান্ধ (মদ—অন্ধ, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, মত্ততায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। ২। অতি দর্পী।

মদাম্নাত (মদ গর্ব্ব—আম্নাত [আ—ম্না অনুশীলন করা+ত(ক্ত)—ধি] অভ্যস্ত, সম্মানিত) সং, পুং, গজঢক্কা, হস্তীর উপরি-স্থিত ঢক্কা।

মদাম্বর (মদ—অম্বর বস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মত্তহস্তী।

মদার (মদ্ মত্ত হওয়া+আর (আরন্)—ক) সং, পুং, হস্তী। ২। মত্তহস্তী। ৩। শূকর। ৪। নৃপবিশেষ। ৫। বিং, ত্রিং, কামুক। ৬। ধূর্ত্ত, শঠ।

মদালাপী (মদালাপিন্, মদ আনন্দ—আলপ্ বলা+ইন্ (ণিন্)—ক। বসন্তকালে এই পক্ষীর গান সর্ব্বদা শুনা যায়) সং,পুং, কোকিল। নী—স্ত্রীং, কোকিলা।

মদাহ্ব (মদ কস্তূরী—আহ্বা নাম, ৬ষ্ঠী—হিং সং, পুং, মৃগনাভি, কস্তূরী।

মদির (মদ্ মত্ত হওয়া+ইর(কির)—ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, মত্তখঞ্জনপক্ষী। রা—স্ত্রীং, (মদ্-ণ্ডি) বারুণীমদ্য। ২। দ্বাবিংশতি অক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৩। বিং, ত্রিং, মত্ততাজনক। ৪। পুং, রক্তখদির।

মদিরাক্ষী } (—অক্ষিন্, মদির মদিরা
মদিরেক্ষণা } —অক্ষি, ঈক্ষণ, ঈপ্,

আপ্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, মত্তলোচনা রমণী। "মম তু মতমনঙ্গস্মের-তারল্য-ঘূর্ণন্মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ।"

মদিরাগৃহ, সং, ক্লীং, মদ্যসন্ধানার্থ গৃহ।

মদিরাশ্ব, সং, পুং, বিরাট রাজার সেনাপতি বিশেষ। ২। নৃপবিশেষ।

মদিরাসখ; সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

মদিষ্ঠা (মদ যে হৃষ্ট বা মত্ত করে+ইষ্ঠ—অত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, সুরা, মদিরা।

মদী (মদিন্, মদ্ ক্রি=মদি তৃপ্ত করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, তর্পক, তৃপ্তিকারক। [ত্রিং, মৎসম্বন্ধীয়, আমার।

মদীয় (অস্মদ্+ঈয় গীয়)—ইদমর্থে) বিং,

মদোৎকট (মদ—উৎকট যে মত্ত বা ক্রুদ্ধ হয়) সং, পুং, মত্তহস্তী। ২। বিং, ত্রিং, মদোদ্ধত। ৩। গর্ব্বিত। টা—স্ত্রীং, মদিরা।

মদোদগ্র, মদোদ্ধত (মদ—উদগ্র উন্নত। মদ মত্ততা—উদ্ধত আঘাত প্রাপ্ত, পরাভূত) বিং, ত্রিং, মদমত্ত। শিং—১ "মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ।" গ্রা—স্ত্রীং, নারী।

মদ্গু (মস্জ [জলে] হৃষ্ট হওয়া+উ—ক) সং, পুং, জলচর পক্ষিবিশেষ, পাণিকৌড়ী। ২। যুদ্ধজাহাজ সমূহ।

মদ্গুর, মদ্গুরক (মদ্ হৃষ্ট হওয়া+উর—ক, গ—আগম। মদ্গুর+কণ্—যোগ, নিপাতন) সং, পুং, মাগুর মাছ। ৬। সংকীর্ণ জাতিবিশেষ, ডুবুরি। শিং—১ "তস্মাদেতে জলে মগ্নাঃ মদ্গুরা নাম বিশ্রুতাঃ। যে হরন্তি সদাহসংখ্যান্ সমুদ্রোদরচারিণঃ।"

মদ্গুরসা; সং, স্ত্রীং, শৃঙ্গীমৎস্য, সিঙ্গিমাছ।

মদ্য (মদ্ মত্ত হওয়া+য—ণ) সং, ক্লীং, সুরা, মদিরা। শিং—১ 'মাধ্বীকমৈক্ষবং দ্রাক্ষং তালখার্জ্জুরপানসং। মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মাধুকং নারিকেলজং। মুখ্যমন্নবিকারোত্থং মদ্যং দ্বাদশধা স্মৃতম্।"

মদ্যদ্রুম; সং, পুং, মাড়বৃক্ষ।

মদ্যপ (মদ্য—প [পা পান করা+অ (ড)—ক] যে পান করে) বিং, ত্রিং, সুরাপায়ী, যে মদ্যপান করে। ২। পুং, দানববিশেষ।

মদ্যপঙ্ক; সং, পুং, সুরাকল্ক, মেয়া।

মদ্যমণ্ড; সং, পুং, মদ্যফেণ।

মদ্যবীজ; সং, ক্লীং, নানা দ্রব্যকৃত সুরাবীজ।

মদ্যামোদ; সং, পুং, বকুলবৃক্ষ।

মদ্র (মদ্ হৃষ্ট হওয়া+র—ধি) সং, পুং, পঞ্জাবের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ২। (+র—ভা) আহ্লাদ, হর্ষ। ৩। মঙ্গল। ৪। ভদ্র।

মদ্রক (মদ্র দেশবিশেষ+ক কৈধাতুজ) বিং, ত্রিং, মদ্রদেশোৎপন্ন।

মদ্রঙ্কর, মদ্রকার (মদ্র হর্ষ, মঙ্গল—কর, কার=যে করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ক্ষেমঙ্কর, মঙ্গলকারক।

মদ্রনাভ; সং, পুং, নিষাদ ঔরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ।

মদ্রসুতা (মদ্র দেশবিশেষ—সুতা কন্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মাদ্রী, পাণ্ডুপত্নী।

মধু (মন্ বোধ করা+উ—ণ, ন=ধ) সং, পুং—ক্লীং, সুরা। ২। মৌ। ৩। পুষ্পরস। ৪। মধুর রস। শিং—১ "মকরন্দস্য মদ্যস্য মাক্ষিকস্যাপি বাচকঃ। অর্দ্ধর্চ্চাদিগণে পাঠাৎ পুংনপুংসকয়োর্ম্মধুঃ।" ৫। ক্লীং, জল। ৬। পুং, চৈত্রমাস। ৭। বসন্তকাল। ৮। দৈত্যবিশেষ; বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দৈত্যের জন্ম হয়। শিং—১ "তৎ কর্ণমলচূর্ণেভ্যো মধুনামাসুরোহভবৎ—উৎপন্নঃ স চ পানার্থং যস্মাৎ মৃগিতবান্ মধু। অতস্তস্য মহাদেবী মধুনামাকরোত্তদা।" (কালিকাপুরাণ। ৯। বিং, ত্রিং, স্বাদু, মিষ্ট।

মধুক (মধু+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, যষ্টিমধু।

মধুকণ্ঠ (মধু মিষ্ট—কণ্ঠ কণ্ঠধ্বনি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কোকিল।

মধুকর (মধু—কর [কৃ করা+(ট)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভ্রমর। ২। প্রণয়ী, বল্লভ। ৩। ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ। রী—ভ্রমরী; যথা—"মধুকরী কল্পনা।"

মধুকৃৎ (মধু মিষ্ট—কৃৎ যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভ্রমর।

মধুকেশট (মধুকে মধুতে—শট্ গমনকরা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, ভ্রমর।

মধুকৈটভ; সং, পুং, স্বনামখ্যাত অসুরদ্বয়। শিং—১ "দৈনন্দিনে তু প্রলয়ে প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে। তস্য শ্রবণবিড়্জাতাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।"

মধুকোষ—পুং } (মধু—কোষ ভাণ্ড,
মধুজালক—ক্লী } ৬ষ্ঠী—ষ, কিম্বা মধুমক্ষিকা কৃত কোষ) সং, পুং, মৌচাক।

মধুক্রম (মধু—ক্রম, পুনঃ পুনঃ মধুপানের ক্রম যাহাতে, ৭মী—হিং) সং, পুং, মৌচাক।

মধুগায়ন } (মধু মিষ্ট—গায়ন গায়ক।
মধুঘোষ } ঘোষ রব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কোকিল।

মধুচক্র; সং, ক্লীং, মৌচাক।

মধুচ্ছত্র; সং, ক্লীং, মধুচক্র।

মধুজ (মধু মৌ—জ [জন জন্মান+অ (ড)—ক] উৎপন্ন, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, শিক্থক, মোম।

মধুজা (মধু) দৈত্যবিশেষ—জ উৎপন্ন। মধু দৈত্যের মেদ হইতে পৃথিবী উৎপন্না। এরূপ পৌরাণিকী বার্ত্তা আছে, ৫মী—ষ) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

মধুজিৎ, মধুভিদ্ } (মধু দৈত্যবিশেষ
মধুদ্বিষ্, মধুমথন } —জিৎ যে জয় করে, ভিদ্ যে ভেদ করে, দ্বিষ্ যে হিংসা করে, মথন যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

মধুতৃণ (মধু মিষ্ট—তৃণ, সং, ক্লীং, ইক্ষু।

মধুত্রয় (মধু—ত্রয় তিন) সং, ক্লীং, ঘৃত মধু শর্করা।

মধুদীপ (মধু বসন্ত—দীপ প্রজ্বলন) সং, পুং, মদন, কামদেব।

মধুদূত (মধু বসন্ত—দূত বার্ত্তাবহ। বসন্ত কালে মুকুলিত হয় বলিয়া) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। তী—স্ত্রীং, পাটলীবৃক্ষ।

মধুদ্রু (মধু মৌ—দ্রুম লওয়া+অ(অন্)—ক, উ=লোপ) সং, পুং, মধুকর, ভ্রমর।

মধুদ্রুম (মধু—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, মৌলবৃক্ষ। [খাঁড়।

মধুধূলি (মধু মিষ্ট—ধূলি) সং, স্ত্রীং, খণ্ড

মধুধেনু; সং, স্ত্রীং, দানার্থ মধু প্রভৃতিদ্রব্যকৃত কল্পিতা ধেনু।

মধুনেতা (—নেতৃ, মধু মৌ—নী পাওয়া +তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, মধুকর, ভ্রমর।

মধুপ (মধু—প [পা পান করা+অ(ড)—ক] যে পান করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভ্রমর, মধুকর। ২। বিং, ত্রিং, মধুপায়ী।

মধুপটল; সং, ক্লীং, মধুচক্র।

মধুপর্ক (মধু—পৃচ্ সম্পৃক্ত হওয়া+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, —ক্লীং, মধু দধি ঘৃত শর্করা জল এই পঞ্চমিশ্র ভক্ষ্যবিশেষ। শিং—১ "দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্ত পঞ্চভিঃ। প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বাদবোঘতুষ্টয়ে।"

মধুপর্ণী; সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী। ২। গাম্ভারী। ৩। নীলীবৃক্ষ।

মধুপায়ী (—পায়িন্, মধু—পা পান করা+ইন্(ণিন্)—ক, য্+আগম) সং, পুং, ভ্রমর। ২। বিং, ত্রিং, মধুপানকারী।

মধুপুরী (মধু অসুরবিশেষ—পুরী নগরী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মথুরা নগরী।

মধুপুষ্প; সং, পুং, মৌলবৃক্ষ। ২। শিরীষবৃক্ষ। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪। বকুলবৃক্ষ। ষ্পা—স্ত্রীং, দন্তীবৃক্ষ।

মধুপ্রিয় (মধু মদ্য ইত্যাদি—প্রিয়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বলরাম ২। ভূমিজম্বু।

মধুভৃৎ (মধু—ভৃৎ [ভৃ+০(ক্বিপ্)—ক] যে ধারণ করে) সং, পুং, ভ্রমর।

মধুবহুলা (মধু—বহুল, ৭মী—হিং) সং, স্ত্রীং, মাধবীলতা।

মধুমক্ষিকা (মধু—মক্ষিকা মাছি) সং, স্ত্রীং, মৌমাছি।

মধুমথ্‌, **মধুমথন** (মধু—মথ্‌ মন্থন করা+০ (ক্বিপ্‌), অন—ক) সং, পুং, বিষ্ণু।

মধুমান (মধুমৎ, মধু+মতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মাধুর্য্যযুক্ত। শিং—১ "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" মতী—স্ত্রীং, নদী বিশেষ। ২। দেবীবিশেষ। শিং+১ "তথা মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।" ৩। যোগিদিগের চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ৪। সপ্তাক্ষর-পাদছন্দোবিশেষ, যাহার প্রথম ছয় অক্ষর লঘু শেষ অক্ষর গুরু।

মধুমাধ্বীক, **মধুমাধ্বী** (মধু সুরা—মাধ্বীক, মাধবী মধু হইতে জাত সুরা) সং, ক্লীং, সুরা, মদ্য।

মধুমারক (মধু—মারি প্রাণত্যাগকরান+অক(ণক) সং, পুং, ভ্রমর।

মধুমূল; সং, ক্লীং, মৌ আলু।

মধুযষ্টি (মধু মিষ্ট—যষ্টি লাঠি) সং, স্ত্রীং, ইক্ষু, আক। ২। যষ্টিমধু।

মধুযষ্টিকা (মধুযষ্টি+কণ্‌—স্বার্থে) সং, পুং, যষ্টিমধু।

মধুর (মধু—রা—গ্রহণ করা—অ(ক)—অ। কিম্বা মধু+র—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মিষ্ট রস। ২। মাধুর্য্য গুণ। ৩। ক্লীং, রঙ্গ, টিন। ৪। বিষ। ৫। বিং, ত্রিং, মিষ্টরসযুক্ত। শিং—১ "মধুরয়া মধুবোধিতমাধবী।" ৬। মাধুর্য্যযুক্ত। ৭। প্রিয়দর্শন, সৌম্য, শান্ত। ৮। প্রীতিজনক। ৯। মনোহর। রা—স্ত্রীং, মথুরানগরী। [কমলালেবু।

মধুরজম্বীর; সং, পুং, জম্বীরবিশেষ,

মধুরফল; সং, পুং, রাজবদর।

মধুরস (মধু মধুর—রস, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইক্ষু। ২। তাল। সা—স্ত্রীং, মূর্ব্বা। ২। দ্রাক্ষা। ৩। দুগ্ধিকা। ৪। গাম্ভারী।

মধুরস্রবা (মধুর—স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ (অন্‌)—ক) সং, স্ত্রীং, পিণ্ডখর্জ্জূরী।

মধুরিপু (মধু—রিপু শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

মধুরোদক (মধুর মিষ্ট—উদক জল) সং, পুং, লবণেক্ষু প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত জল-সমুদ্র।

মধুল (মধু মদ্য—লা পাওয়া+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, মদ্য, মদ।

মধুলিট্‌, **মধুলিহ্‌**, **মধুলেহ**, **মধুলেহী** (মধুলিহ, মধু—লিট্‌ লিহ, লেহ [লিহ্‌ আস্বাদন করা+০(ক্বিপ্‌), অ(ক), অন্‌—ক] যে আস্বাদ করে, ২য়া—ষ। মধুলেহিন্‌, মধু=লেহী [লিহ্‌+ইন্‌(ণিন্‌)—ক] যে আস্বাদন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, মধুকর, ভ্রমর।

মধুবন (মধু মিষ্ট—বন যে শব্দ করে) সং, পুং, কোকিল। ২। ক্লীং, (মধুদৈত্যাধিষ্ঠিত বন) বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ। শিং—১ "তত্রাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি। পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।" (ভাগবত)। ২। মথুরার অন্তর্গত বনবিশেষ। ৩। কিস্কিন্ধ্যাস্থ বনবিশেষ।

মধুবল্লী; সং, স্ত্রীং, যষ্টি মধু।

মধুবার (মধু মদ্য—বার পরিমাণ) সং, পুং, পুনঃপুনঃ অবিশ্রান্ত মদ্যপান, মধুক্রম।

মধুবীজ (মধু মিষ্ট—বীজ বিচি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দাড়িম্ববৃক্ষ।

মধুব্রত (মধু—ব্রত আসক্তি, নিয়ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভ্রমর। শিং—১ "অয়ি পতঙ্গ লবঙ্গলতালয়ে পিব মধূনি বিধূয় মধুব্রতান্‌।"

মধুশর্করা; সং, স্ত্রীং, মধুজাত শর্করা, সিতাখণ্ড। [মৌলবৃক্ষ।

মধুশাখ (মধু—শাখা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং,

মধুশিগ্রু; সং, পুং, রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ।

মধুশেষ (মধু—শেষ উচ্ছিষ্ট, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিক্থ, মোম।

মধুসখ, মধুসহায় } (মধু বসন্ত—সখ
মধুসারথি,মধুসুহৃদ্ } [সখি+ষ] বন্ধু ৬ষ্ঠী—হিং। মধু—সহায়, ৬ষ্ঠী—হিং। মধু—সারথি, ৬ষ্ঠী—হিং। মধু—সুহৃদ্ বন্ধু, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কামদেব, মদন। ২। কোকিল।

মধুসিক্থক (মধু—সিক্থক মোম) সং, পুং, স্থাবর বিষবিশেষ।

মধুসূদন (মধু দৈত্যবিশেষ—সূদন [সূদ বধ করা+অন—ক] যে বধ করে, ২য়া—ষ। সর্ব্বতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ ও মধু-দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ। ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতং। মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে। ভক্তনাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মতুসূদনম্। পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ।"

মধুস্রব (মধু+স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ অন্)—ক) সং, পুং, মৌলবৃক্ষ। বা—স্ত্রীং, মোরটলতা। ২। মধুযষ্টিকা। ৩। জীবন্তী বৃক্ষ। ৪। মূর্ব্বালতা। ৫। হংসপদী।

মধুস্বর (মধু মধুর—স্বর কণ্ঠধ্বনি, গান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কোকিল।

মধুহা (মধুহন্, মধু মধুনামক অসুর—হা [হন্ বধকরা+০(ক্বিপ্)—ক] যে বিনাশ করে) সং, পুং, কৃষ্ণ।

মধূক্ষীর; সং, পুং, খর্জ্জুরবৃক্ষ।

মধূক—ধূ মন্ বোধ করা+উক উক,—ণ, ন=ধ) সং, পুং, গুড়পুষ্প, মধুদ্রুম, মহুয়াগাছ। ২। ক্লীং, যষ্টিমধু। ৩। মধুপুষ্প।

মধূচ্ছিষ্ট (মধু—উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মোম।

মধূত্থ (মধু—উৎ উপরি—স্থা থাকা+অ (ড)—ক) সং, ক্লীং, সিক্থক, মোম।

মধূত্থবর্ত্তিকা (মধূত্থ মোম—বর্ত্তিকা বাতি) সং, স্ত্রীং, মোমবাতি।

মধূৎসব (মধু বসন্ত—উৎসব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বসন্তোৎসব। ২। চৈত্রীপূর্ণিমা।

মধূপঘ্ন (মধু দৈত্যবিশেষ—উপঘ্ন বিনাশ, আশ্রয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং,—ক্লীং, লবণ-রাক্ষসের পুরী, মথুরা।

মধ্য (ম সৌন্দর্য্য—ধা ধারণ করা+অ—প্রং। ন=ধ। অথবা মন—য(যক্)—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, মধ্যবর্ত্তী। ২। মধ্যম। ৩। উপযুক্ত, ন্যায্য। ৪। পুং,—ক্লীং, পশ্চিম দিক্। ৫। মধ্যস্থান। ৬। দেহমধ্যভাগ। ৭। কটিদেশ, মাজা। ৮। অভ্যন্তর, অন্তরাল। ৯। ক্লীং, সংখ্যাবিশেষ। শিং—১ "অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ।" (লীলাবতী)। ১০। নৃত্যবিশেষ। ১১। তালবিশেষ। ১২। অবসান, বিরাম। ধ্যা—স্ত্রীং, কটিদেশ। ২ নবযৌবনা। নায়িকাবিশেষ। ৩। মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুল। ৪। ছন্দোবিশেষ, ত্র্যক্ষরা বৃত্তি। ৫। গ্রহের গতিবিশেষ।

মধ্যগন্ধ (মধ্য [ফল] মধ্যে—গন্ধ, ৭মী—হিং) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

মধ্যতঃ (মধ্যতস, মধ্য+পঞ্চমী সপ্তমী স্থানে তস্) অং, মধ্যস্থান হইতে। ২। মধ্যে।

মধ্যদেশ (মধ্য—দেশ) সং, পুং, প্রয়াগ পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ; ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র এবং পূর্ব্বদিকে প্রয়াগ। শিং—১ "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

মধ্যদেশ্য (মধ্যদেশ+য (ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মধ্যদেশজাত। শিং—১ "শকাশ্চৈব সংসসকা মধ্যদেশ্যা জনাস্তিমে।" (পুরাণ)।

মধ্যন্দিন (মধ্যং—দিনস্য) সং, ক্লীং, দিনের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। ২। পুং, বন্ধূকবৃক্ষ।

মধ্যপদলোপী (—লোপিন্, মধ্যপদলোপ +ইন্ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস।

মধ্যম (মধ্য+ম—ভবার্থে) সং,—পুং, ক্লীং,

শরীরের মধ্যভাগ, কটিদেশ। ২। পুং, নিষাদ ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চস্বর তুল্য পঞ্চম স্বর। ৩। পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতিসংশ্রিত অথবা ধৈবত চতুঃশ্রুতি বিশিষ্ট হইলে মধ্যম গ্রাম কহে। ৪। মৃগবিশেষ। ৫। রাগবিশেষ। ৬। মধ্যদেশ। ৭। উপপত্তি বিশেষ। ৮। গ্রহগণের সামমিক সংজ্ঞাবিশেষ। শিং—১ "দশশির পুরমধ্যমভাস্বরে ক্ষিতিজসন্নিধিগে সতি মধ্যমঃ।" মা—স্ত্রীং, নবরজস্বলা যুবতী। ২। মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি। ৩। মধ্যা বৃত্তি। ৪। বর্ণ নিষ্পত্তিবিশেষ। ৫। বিং, ত্রিং, মাঝারি ৬। মেঝো। ৭। মধ্যস্থিত।

মধ্যমপাণ্ডব (মধ্যম মেঝো—পাণ্ডব পাণ্ডুপুত্র) সং, পুং, ভীম, বৃকোদর।

মধ্যমভৃতক (মধ্যম—ভৃতক পরিশ্রমী। যে স্বীয় ও ভূস্বামীর লাভেরজন্য কর্ম্ম করে) সং, পুং, কৃষীবল, ভৃত্য, কৃষাণ। শিং—১ "উভয়স্চায়ুধীয়োঽত্র মধ্যমস্থ কৃষীবলঃ।"

মধ্যমলোক, মধ্যলোক (মধ্যম—লোক ভুবন, স্বং—স) সং, পুং, (পাতাল ও স্বর্গলোকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া) পৃথিবী, মর্ত্ত্যলোক।

মধ্যমসংগ্রহ (মধ্যম—সংগ্রহ সম্পর্ক) সং, পুং, অন্যের স্ত্রীর সহিত গোপনে প্রণয় করা। এবং গন্ধমাল্য অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করা। শিং—১ "প্রেষণং গন্ধমাল্যানাং ধূপভূষণবাসসাং। প্রলোভনঞ্চান্নপানৈর্মধ্যমঃ সং গ্রহো মতঃ"

মধ্যমসাহস ; সং, পুং, দণ্ডবিশেষ, পঞ্চশত পণরূপ দণ্ড। শিং—১ "পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ। মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রস্ত্বেব চোত্তমং।" ২। পুং, বলপূর্ব্বক পরকীয় বস্ত্রাদির ভঙ্গাক্ষেপাদিরূপ সাহসবিশেষ ; যথা—"বাসঃ পশ্বন্নপানানাং গৃহোপকরণস্য চ। এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্মৃতং।"

মধ্যমান—ইহার গতি দ্রুত ত্রিতালীর ন্যায় দ্রুত বা শ্লথ ত্রিতালীর ন্যায় শ্লথ নহে মধ্যগতি হেতু এই তালের নাম মধ্যমান ইহা আট মাত্রার তাল।

মধ্যমাহরণ : সং, ক্লীং, বীজগণিতপ্রসিদ্ধ অব্যক্ত মানজ্ঞাপক গণনাবিশেষ।

মধ্যমিকা (মধ্যমা+কণ—যোগ) সং, স্ত্রীং, নবযৌবনা স্ত্রী। [ত্রিং, মধ্যম, মাঝার।

মধ্যমীয় (মধ্যম+ঈয় (ণীয়)—স্বার্থে) বিং,

মধ্যমেশ্বর (মধ্যম—ঈশ্বর) সং, পুং, কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

মধ্যযব (মধ্য মধ্যভাগ—যব শস্যবিশেষ। কখন কখন যবের পরিমাণ আটটী বীজের সহিত সমানানুমিত করা হয়) সং, পুং, ওজনবিশেষ, ছয়টী শ্বেত সর্ষপ পরিমাণ।

মধ্যরাত্র (মধ্যং—রাত্রেঃ ১মা—ষ, প্রাগ্ভাব) সং, পুং, অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ।

মধ্যলোকেশ (মধ্যলোক পৃথিবী—ঈশ অধিপতি) সং, পুং, রাজা, ভূপতি।

মধ্যবর্ত্তী (মধ্যবর্ত্তিন্, মধ্য—বর্ত্তী [বৃত্ স্থিতি করা+ইন(ণিন্)—ক] যে বিদ্যমান থাকে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, মধ্যস্থিত। ২। পুং, সালেস।

মধ্যবিত্ত (মধ্য বিত্ত ধন) বিং, ত্রিং, ধনী, বা নির্ধনী নয়।

মধ্যস্থ (মধ্য—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড)—ক] যে থাকে,—৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত। ২। উদাসীন, যে কোন পক্ষেই লিপ্ত নয়। শিং—১ "মাধ্যস্থমিষ্টেঽপ্যবলম্বতে।" (কুমার)। ৩। স্বার্থাবিরোধহেতু যে পরার্থঘটক। শিং—১ "তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে। মধ্যস্থাঃ পরকীয়কার্য্যকুশলাঃ স্বার্থাবিরোধেন যে। তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং যৈঃ স্বার্থতো হন্যতে যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে।" ৩। সং, পুং, সালেস।

মধ্যস্থস্থল ; সং, স্ত্রীং, কটিদেশ। শিং—১ "কুচৌ মরিচসন্নিভৌ মুরজমধ্যস্থলী।"

মধ্যাহ্ন (মধ্য—অহ্ন দিবসার্থ অহন্ শব্দজ, ১মা—ষ, প্রাগ (ভাব) সং, পুং, দিবসের অষ্টম মুহূর্ত, কুতপকাল। শ্রুতিমতে—দিবসের তিনভাগের মধ্যভাগ। শিং—১ "প্রাতঃকালে মুহূর্ত্তাং স্ত্রীন্ সঙ্গরস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তং স্যাৎ।" ২। স্মার্ত্তমতে—দিবসের পঞ্চভাগের তৃতীয়ভাগ।

মধ্বালুক (মধু মিষ্ট—আলু মূলবিশেষ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, মৌ আলু, মিষ্ট আলু।

মধ্বাসব (মধু—আসব মদ্য) সং, পুং, মধুজনিত মদ্য।

মধ্বাসবনিক (মধ্বাসব মদ্য—নী গমন করা+কণ্—ক, নিপাতন) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ী।

মধ্বিজা ; সং, স্ত্রীং, সুরা, মদ্য।

মন, মণ (মন্ পূজা করা+অ (অল্)—র্ম্ম। অথবা মা পরিমাণ করা=অন(ডন), অণ্(ডন)—ণ) সং, পুং, পরিমাণ বিশেষ, চল্লিশ সের।

মনঃ (মনস্, মন্ বুঝা+অস্—ণ) সং ক্লীং, চিত্ত, অন্তঃকরণ। (ন্যায়মতে—সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক অন্তরেন্দ্রিয়। বেদান্ত মতে—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি।) ২। তৃপ্তি। ৩। বুদ্ধি। ৪। অভ্যভিলাষ। শিং—১ "অনিরূপামদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্।"

মনঃশিল, মনঃসিল (মনস্ মন—শিলা পাতর, ইহা অতি মনোহর) সং, পুং, লা—স্ত্রীং, রক্তবর্ণ পার্ব্বতীয় ধাতুবিশেষ। শিং—১"মনঃশিলা বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ।"

মনন (মন বুঝা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অনবরত অনুচিন্তন। ২। অনুমান। ৩। বোধন। ৪। ধারণ। ৫। বুদ্ধি। ৫। মানস করা।

মনসবাদার (যাবনিক) উপাধিবিশেষ; প্রধান সুবাদারের অধীনে যাহারা শত সৈন্যের নেতা তাহারা উক্ত সম্মানের যোগ্য।

মনসা (মনসা, আপ্। কশ্যপের মানসীকন্যা বলিয়া মনসা) সং, স্ত্রীং, সর্পবংশীয় দেবীবিশেষ, জরৎকারুমুনির পত্নী। শিং—১ "কন্যা সা চ ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী। তেনেয়ং মনসাদেবী মনসা বা চ দীব্যতি। মনসা ধ্যায়তে বা যা পরমাত্মানমীশ্বরী তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি।"

মনসি (মনস্ ৭মী—ঃব) অং, নিশ্চয়।

মনসিজ (মনসি মনেতে—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] যে জন্মে) সং, পুং, কামদেব।

মনসিশয় (মনসি মনেতে—শয় [শী শয়ন করা+অ)অন্)—ক] যে শয়ন করে) সং, পুং, মনোভব, কন্দর্প।

মনস্কাম (মনস্—কাম ইচ্ছা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মনের অভিলাষ।

মনস্কার (মনস্ মনের—কার কার্য্য, করণ) সং পুং, চিত্তভোগ, মনের সুখ অভিলাষ। ২। অনুভব।

মনস্তাপ (মনস্—তাপ দুঃখ) সং, পুং, মনঃপীড়া। ২। অনুতাপ। শিং—১ "ব্রাহ্মণেন সদা দৈবাৎ ছিন্নং যজ্ঞোপবীতকং। মনস্তাপেন শুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঃব্রবীন্মুনিঃ।"

মনস্তাল (মনস্তাল মন—তল্ উৎসাহভঙ্গ হওয়া+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, দুর্গার বাহন সিংহ।

মনস্থ (মনস্—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড)—ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, মনঃস্থিত, অন্তঃকরণস্থ। শিং—১"মনস্থং মনমধ্যাস্থং মধ্যাস্থং মনবর্জ্জিতম্।" ২। (দেশজ) মান, অভিপ্রায়।

মনস্বিতা (মনস্বী দেখ, তা ভাবে) সং, স্ত্রীং, সমান। ২। প্রশস্তমন। ৩। আশা ভরসা। ৪। অধীনতা। ৫। সংবাদ।

মনস্বী (মনস্বিন্, মনস+বিন্—প্রশংসার্থে) বিং, ত্রিং, প্রশস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহা-

মনাঃ, উদারচিত্ত। শিং—১ "মনস্বি গর্হিতঃ পন্থাঃ সমারোঢ়ুমসাম্প্রতম্।" ২। মানী। ৩। ধীর, স্থিরচিত্ত। ৪। বীর। স্বিনী—স্ত্রীং, প্রশস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্টা। শিং—১ "মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।

মনাক্ (মন্ জানা+আক্—র্ম্ম) অং, ঈষং, অল্প। ২। আস্তে আস্তে, মন্দং।

মনাকা (মন্ জানা আক—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, করিণী, হস্তিনী।

মনাক্কর (অনাক্—কৃ করা+অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, মল্লিকাগন্ধযুক্ত অগুরুচন্দন-বিশেষ। ২। বিং, ত্রিং, ঈষৎকারক।

মনায়ী } **মনাবী** } (মনু মুনিবিশেষ+ঈপ—স্ত্রীং, উ=এ। মনবীও হয়) সং, স্ত্রীং, মনুর পত্নী।

মনিত (মন্ জানা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিদিত, জ্ঞাত। ২। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, জ্ঞান। ৩। কূজিতবিশেষ।

মনীক (মন্ [জানা] উপযুক্ত হওয়া+ইক্—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, অঞ্জন, কজ্জল।

মনীব (আরবী, মুনিব) সং, প্রভু, কর্ত্তা মুরব্বী।

মনীষা (মনস্—ঈষা গমন, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা।

মনীষিত (মনীষা+ ইত—সংজাতার্থে। অথবা মনস —ইষ্+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মনোভিলাষিত, বাঞ্ছিত।

মনীষিতা (মনীষা+ইত—ভাবে সং, স্ত্রীং, বুদ্ধিমত্তা।

মনীষী (মনীষিন্, মনীষা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধীর, বুদ্ধিমান। পণ্ডিত, বিদ্বান্। শিং—১ "মননীয়া মনীষিণাম্।"

মনু (মন [বেদ সকল] জানা+উ—ক) সং, পুং, ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ। ২। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মুনিবিশেষ; প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন, এক্ষণে বৈবস্বতমনু ২। মন্ত্র। ৩। সূর্য্যপুত্র, পৃথিবীর প্রথম রাজা।

মনুজ } **মনুষ্য** } (মনু ব্রহ্মার পুত্র—জ [জন্ জন্মান অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৬ষ্ঠী—ষ। মনু+য—অপত্যার্থে, ষ—আগম) সং, পুং, মনুর অপত্য, মানুষ, মানব।

মনুজশ্বাণ—শ্বাণ দেখ।

মনুজেন্দ্র (মনুজ—ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, নরপতি, রাজা।

মনুভূ (মনু মুনিবিশেষ—ভূ জাত) সং, পুং, মনুষ্য, মানব।

মনুরাট্ (মনুরাজ্, মনু মনুষ্য—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০(ক্বিপ্) ক) সং, পুং, কুবের।

মনুষ্যী (মনুষ্য মানুষ+ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মানুষী, নারী।

মনুষ্যত্ব—ক্লীং } **মনুষ্যতা**—স্ত্রীং } (মনুষ্য+ত্ব, তা—ভাবে) সং, মনুষ্যের ভাব। ২। অবস্থা। ৩। দয়া, বদান্যতা।

মনুষ্যধর্ম্মা (—ধর্ম্মন্, মনুষ্য—ধর্ম্ম+অন, ৬ষ্ঠী—হিং। নরবাহনপ্রযুক্ত কুবেরকে মনুষ্যধর্ম্ম বলে) সং, পুং, কুবের, ধনাধিপ।

মনুষ্যযজ্ঞ (মনুষ্য মানুষ—যজ্ঞ যাগ) সং, পুং, নৃযজ্ঞ, অতিথিপূজন।

মনোগত (মনস্ মনে—গত প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, মনস্থ, যাহা মনে রহিয়াছে। ২। সং, ক্লীং, চিন্তা, অনুভব।

মনোগবী (মনস্—গবী স্ত্রী-গো) সং, স্ত্রীং, ইচ্ছা, অভিলাষ।

মনোগুপ্তা (মনস+গুপ্ত রক্ষিত, পালিত) সং, স্ত্রীং, মনঃশীলা।

মনোজ (মনস্—জ [জন জন্মান+অ(ড) —ক] জাত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কন্দর্প, মদন। ২। বিং, ত্রিং, মনোজাত।

মনোজন্মা, মনোভব, মনোভু, মনোযোনি (মনোজন্মন্, মনস্—জন্মন্ উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং।—ভব, ভূ উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং।—যোনি উৎপত্তি স্থান, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, কামদেব। বিং, ত্রিং, মনোজাত।

মনোজব (মনস্—যু বেগে চলা+অ(অন্)—ক। অথবা মনস্—জব বেগ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিশয় বেগবান্। ২। পিতৃতুল্য। ৩। সং, পুং বিষ্ণু। শিং—১ "মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ।" ৪। মনের বেগ। বা—স্ত্রীং, অগ্নিজিহ্বা নামক দেবীবিশেষ। শিং—১ "কালী করালী চ মনোজবা চ।"

মনোজ্ঞ (মনস্ মন—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মনোহর রমণীয়। জ্ঞা—স্ত্রীং, মনঃশিলা। ২। রাজপুত্রী। ৩। বন্ধ্যাকর্কোটী। ৪। আবর্তকী। ৫। স্থূলজীরক। ৬। জাতী। ৭। মদিরা।

মনোনীত (মনস্—নীত লব্ধ, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মনোমত, মনের অভিলষিত, পসন্দ।

মনোযায়ী (-যায়িন্, মনস্—যা গমন করা +ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মনের ন্যায় বেগবান্।

মনোবৃত্তি (মনস—বৃত্তি ব্যাপার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, চিত্তবৃত্তি। ২। ইচ্ছা।

মনোরঞ্জন (মনস—রঞ্জন সন্তুষ্টকরণ ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মনের প্রফুল্লতাকরণ, মনস্তুষ্টি।

মনোরথ (মনস্— রথ যান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইচ্ছা মনের বাসনা।

মনোরম (মনস—রম-ণ্ডি=রমি আনন্দিত করা+অ(অন্) বিং, ত্রিং, সুন্দর, সন্তোষদায়ক। মা স্ত্রীং বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা বিশেষ। ২। ১০ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। ২। গোরচনা।

মনোলৌল্য (মনস লৌল্য লোলতা চঞ্চলতা) সং, ক্লীং, মনের অস্থিরতা, স্বেচ্ছাচারিত্ব, খেয়াল।

মনোহত (মনস্—হত আঘাতপ্রাপ্ত) বিং,

মনোহর, মনোহারী (—হারিন্, মনস—হৃ হরণ করা+অ(অন্)—ক। ২য় পক্ষে ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সুন্দর, রমণীয়। রা—স্ত্রীং, জাতী। ২। স্বর্ণ। ৩। যূথী।

মনোহর্ত্তা (—হর্তৃ, মনস—হৃ হরণ করা —তৃ(তৃণ)—ক) বিং, ত্রিং, মনোহরণকর্ত্তা। শিং—১ '"ব্যসনং তেহপনেষ্যামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে। তমানেষ্যে বরং যস্তে মনোহর্ত্তা তমাদিশ।"

মনোহ্বা (মনস্—হ্বে আহ্বান করা+অ (ক)—ক) সং, ক্লীং, মনঃশিলা।

মন্তব্য (মন্ জানা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চিন্তনীয়, মননীয়। শিং—১ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

মন্তা (মন্তৃ, মন্ জানা+তৃ তৃন্)—ক) সং, পুং পরামর্শদাতা, মন্ত্রী। ২। মননকর্ত্তা।

মন্তু (মন্ জানা+তুন্—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, মনুষ্য। ২। রাজা। ৩। প্রজাপতি। ৪। (+তুন্—র্থ) অপরাধ। ৫। ঈর্ষা। ৬। কোপ।

মন্ত্র (মন্ত্র্ মন্ত্রণা করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, বেদের অংশবিশেষ, ঋক্ যজুষাদি। ২। দেবতাদিগের উপাসনার উপযোগী বাক্য বা শ্লোক বা পদ। ৩। যে কোন জীবের বশীকরণসাধন তন্ত্রোক্ত বাক্য ৪। রহস্য। ৫। (+অল্—ভাবে) মন্ত্রণা, পরামর্শ। ৬। বিচার। ৭। সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্যচিন্তা।

মন্ত্রকৃৎ (মন্ত্র মন্ত্রণা—কৃৎ [কৃ করা+০ (ক্বিপ্) ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, মন্ত্রী। ২। মন্ত্রস্রষ্টা।

মন্ত্রগণ্ডক, সং, পুং বিদ্যা।

মন্ত্রগূঢ় (মন্ত্র মন্ত্রণা—গূঢ় গুপ্ত) সং, পুং, চর, গুপ্তদূত।

মন্ত্রগৃহ } (মন্ত্র মন্ত্রণা—গৃহ, ভবন,
মন্ত্রজিহ্ব } ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পরামর্শ করিবার গৃহ।

মন্ত্রজা; সং, স্ত্রীং, মন্ত্রশক্তি।

মন্ত্রজিহ্ব (মন্ত্র—জিহ্বা আস্বাদন-সাধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি।

মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্র মন্ত্রণা—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক] যে জানে, —২য়া—ষ) সং, পুং, চর, গুপ্তদূত। ২। মন্ত্রী। ৩। মন্ত্রজ্ঞাতা।

মন্ত্রণ—ক্লীং } (মন্ত্র মন্ত্রণা করা+অন
মন্ত্রণা—স্ত্রীং } অনট্),—অন—ভাবে, আপ্) সং, গোপনে পরামর্শ। ২। মন্ত্র।

মন্ত্রদাতা (—দাতৃ মন্ত্র—দাতৃ [দা দানকরা +তৃ(তৃন্)—ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মন্ত্রদানকর্ত্তা গুরু। ২। পরামর্শদায়ক।

মন্ত্রদীধিতি (মন্ত্র দেবাদির উপাসনার উপযোগী বাক্য, শ্লোক বা পদ—দীধিতি আলোক) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

মন্ত্রপূত (মন্ত্র—পূত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত। শিং—১ "ব্রহ্মাণী মন্ত্রপূতেন তোয়েনান্তে নিরাকৃতাঃ।"

মন্ত্রপূতাত্মা (মন্ত্রপূতাত্মন্, মন্ত্র—পূতাত্মন্ পবিত্র) সং, পুং, গরুড়।

মন্ত্রবিৎ (মন্ত্রবিদ্, মন্ত্র মন্ত্রণা বিৎ [বিদ্ জানা+০(ক্বিপ্)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ) সং, পুং, চর। ২। মন্ত্রী। ৩। বিং, ত্রিং, মন্ত্রজ্ঞ।

মন্ত্রস্পৃক্ (মন্ত্রস্পৃশ্, মন্ত্র—স্পৃশ্ স্পর্শকরা +০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, মন্ত্রকরণক স্পর্শকর্ত্তা।

মন্ত্রিত (মন্ত্র দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা মন্ত্রণা করা হইয়াছে, পরামর্শ পূর্ব্বক স্থিরীকৃত। ২। মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত।

মন্ত্রী (মন্ত্রিন্, মন্ত্র মন্ত্রণা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পরামর্শদাতা। ২। সং, পুং অমাত্য, সচিব। শিং+১ "মন্ত্রিণামপি নো কুর্য্যান্মন্ত্রী মন্ত্রপ্রকাশনম্।"

মন্থ (মন্থ্ মন্থন করা +অ(অল্)—ণ) সং পুং, মন্থনদণ্ড। ২। (+অল্—ভাবে) বিনাশ। ৩। মন্থন। বিলোড়ন্। ৪। (+অন্—ক) সূর্য্য। ৫। (+অল্—র্ম্ম) নেত্রমল। ৬। নেত্ররোগ। ৭। শক্তুমিশ্র পেয়বিশেষ। শিং—১ "সক্তুভিঃ সর্পিষা ভক্তৈঃ শীতবারিপরিপ্লুতৈঃ। নাত্যচ্ছো নাতিসান্দ্রশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে।"

মন্থজ (মন্থ্ মন্থন—জ [জন্ জন্মান+অ(ড) —ক] উৎপন্ন, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, নবনীত, ননী। [পুং, মন্থনদণ্ড, মউনি।

মন্থদণ্ডক (মন্থ মন্থন—দণ্ডক যষ্টি) সং,

মন্থন (মন্থ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিলোড়ন, মওয়া। ২। বিনাশ ৩। (+অনট্)—ণ) পুং, মন্থনদণ্ড।

মন্থনঘটী; সং, স্ত্রীং দধিমন্থনপাত্র, ঘোলমওয়ার হাঁড়ি। শিং—১ "কলসী মন্থনঘটী মন্থনী চাপি গর্গরী।"

মন্থর (মন্থ মন্থন করা+অর(রক্)—ক) বিং, ত্রিং, মন্দগামী। শিং—১ 'মদর্থসন্দেশমৃণালমন্থরঃ।" ২। অলস, জড়। ৩। অশীঘ্র। ৪। প্রকাণ্ড, বৃহৎ। ৫। পৃথু, ভূরি। ৬। নত। ৭। সূচক। ৮। বক্র। ৯। নীচ, নম্র। রা—স্ত্রীং, কেকয়ীর দাসী। ২। পুং, মন্দগামী যোদ্ধা। ৩। কোষ। ৪। ফল। ৫। কোপ। ৬। (+রক্—ণ) মন্থনদণ্ড। ৭। বাধা।

মন্থরু (মন্থ দেখ, অরু—প্রং) সং, পুং, চামরের বাতাস।

মন্থশৈল্য (মন্থ মন্থনদণ্ড—শৈল্য পর্ব্বত) যে পর্ব্বত দ্বারা সমুদ্র মথিত হইয়াছিল) সং, পুং, মন্দর পর্ব্বত। [মন্থনদণ্ড।

মন্থান (মন্থ দেখ আন—ণ) সং, পুং,

মন্থানী; সং, স্ত্রীং, দধিমন্থন পাত্র।

মন্থী (মন্থিন্, মন্থ মন্থন করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মন্থনকারী।

মন্দ (মন্দ্ জড়ীভূত হওয়া +অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, জড়, অলস। ২। মৃদু। ৩। মূর্খ। শিং—১ "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।", (রঘু)। ৪। অসুস্থ। ৫। অল্প। ৬। মত্ত। ৭। উন্মত্ত। ৮। আত্মম্ভরি। ৯। নীচ। ১০। হতভাগ্য, অভাগ্য। ১১। অতীক্ষ্ণ। ১২। খল। ১৩। অপটু। ১৪। ক্ষীণ। ১৫। অপকৃষ্ট ১৬। স্বাধীন। ১৭। পুং, শনিগ্রহ। ১৮। যম। ১৯। প্রলয়। ২০। কাক। ২১। গজবিশেষ।

মন্দগ, মন্দগামী—মিন্ (মন্দ মৃদু—গ [গম্ গমন করা+অ(ড)—ক], গামী [গম্ গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, মৃদু-মৃদুগমনশীল।

মন্দজননী (মন্দ শনি—জননী মাতা) সং, স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী। ২। শনৈশ্চরমাতা।

মন্দট (মন্দ প্রীত হওয়া+অট—ক) সং, পুং, প্রবালবৃক্ষ।

মন্দন্ (মন্দ্ প্রীত হওয়া, স্তব করা+অন (অনট্)—ভা) সং, স্তোত্র, স্তব।

মন্দতা—স্ত্রীং, মন্দত্ব—ক্লীং (মন্দ+তা, ত্ব—ভাবে) সং, মান্দ্য। ২। মূর্খতা।

মন্দফল (মন্দ—অশুভ—ফল) সং, ক্লীং, অসৎফল, গ্রহফল। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অঙ্কবিশেষ। The anomalistic equation of a planet.

মন্দবুদ্ধি (মন্দ অপকৃষ্ট—বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি, নির্ব্বোধ।

মন্দর (মন্দ দেখ, অর (অরন্)—ক) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ; এই পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। শিং—১"মন্থানং মন্দরং কৃত্বা।" ২। মন্দারবৃক্ষ। ৩। মুকুর, আর্শি। ৪। বিং, ত্রিং, বহুল। ৫। মন্দ, অলস।

মন্দসান, সং, পুং, অগ্নি। ২। প্রাণ। ৩। নিদ্রা।

মন্দসানু; সং, পুং, স্বপ্ন। ২। জীব।

মন্দা; সং, স্ত্রীং, সংক্রান্তিবিশেষ। শিং—১ "মন্দা মন্দাকিনী ধ্বাংক্ষী ঘোরা চৈব মহোদরী। রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ।" গ্রহগতিবিশেষ।

মন্দাক (মন্দ্ স্তব করা+আক—ণ) সং, স্ত্রীং, স্তুতি, স্তব।

মন্দাকিনী (মন্দ মৃদু—অক্ গমন করা+ইন্ (ণিন্)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, স্বর্গগঙ্গা। ২। সংক্রান্তিবিশেষ। ৩। ১২ অক্ষর ছন্দঃ।

মন্দাক্রান্তা (মন্দ+আক্রান্ত, আপ্) সং, স্ত্রীং, সপ্তদশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রথম ৪ অক্ষর, ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ, ১৭শ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ লঘু।

মন্দাক্ষ (মন্দ—অক্ষি ইন্দ্রিয়+অ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, লজ্জা, ত্রপা। ২। বিং, ত্রিং, সঙ্কুচিতনেত্র।

মন্দাগ্নি (মন্দ [পচনে] অল্পশক্তিক—অগ্নি অনল) সং, পুং; জঠরাগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধা প্রভৃতির অল্পতা। শিং—১ "অল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।"

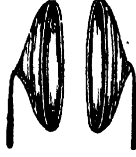
মন্দার (মন্দ্ প্রীত হওয়া+আর (আরন্)—ণ) সং, পুং, স্বর্গীয় দেবতরুবিশেষ। ২। পালিতামাদারগাছ। ৩। হস্ত। ৪। ধূর্ত্ত। ৫। তীর্থবিশেষ। ৬। অর্কবৃক্ষ।

মন্দাস্য (মন্দ—আস্য মুখ) সং, ক্লীং, ত্রপা, লজ্জা। ২। বিং, ত্রিং সঙ্কুচিতমুখ।

মন্দির (মন্দ্ নিদ্রিত হওয়া+ইর(কির)—ধি। যেখানে নিদ্রাগত হওয়া যায়) সং, ক্লীং, গৃহ, ভবন। ২। দেবগৃহ। ৩। নগর। ৪। পুর। ৫। পুং, সমুদ্র। ৬ জানুর পশ্চাদ্ভাগ।

মন্দিরপশু (মন্দির গৃহ—পশু) সং, পুং, বিড়াল।

মন্দিরা—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।



মন্দিরা।

সঙ্গীতে তাল দিবার জন্য উহার ব্যবহার হয়। ২। মন্দির।"মন্দিরায়াস্তরাবান্॥"

মন্দীভূত (মন্দ—ভূ হওয়া+ত(ক্ত)—ক। ঈ(চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, অল্পীভূত, কম হইয়া যাওয়া। শিং—১ "মন্দীভবতি ভাস্করঃ।" ২। জড়ীভূত।

মন্দুরা (মন্দ্ নিদ্রিত হওয়া+উর—ধি, আপ্) সং, স্ত্রীং, অশ্বশালা। ২। মাদুর।

মন্দেহ (মন্দ—ঈহা চেষ্টা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বহুং, রাক্ষসগণবিশেষ। ইহার সংখ্যা ৩,৫০,০০,০০০ তিন কোটি পঞ্চাশলক্ষ। শিং—১ "তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ মন্দেহা নামরাক্ষসাঃ। উদয়ন্তং সহস্রাংশু-মভিযুধ্যন্তি তে সদা। গায়ত্র্যা যাভি-মন্ত্রোর্দ্ধং জলং ত্রিঃ সন্ধ্যয়োঃ ক্ষিপেৎ। তেন শাম্যন্তি তে দৈত্যা বজ্রভূতেন বারিণা।" ২। হা—স্ত্রীং, মন্দচেষ্টা।

মন্দোদরী (মন্দ অল্প—উদর পেট, ঈপ্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, রাবণের স্ত্রী, ময়-দানবের কন্যা। ২। ক্ষীণোদরী স্ত্রী। ৩। মাদুর।

মন্দোদরীশ; সং, পুং, রাবণ।

মন্দোদরীসুত; সং, পুং, ইন্দ্রজিৎ।

মন্দোষ্ণ (মন্দ ঈষৎ—উষ্ণ গরম) বিং, ত্রিং, ঈষৎ উষ্ণ, অল্প গরম।

মন্দ্র (মন্দ্ প্রীত হওয়া+র—ক) বিং, ত্রিং, গম্ভীর। ২। (+র—ণ) পুং, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। ৩। গম্ভীর ধ্বনি (ইহা উদারা স্বর নামে অভিহিত) যথা—জীমূতমন্দ্র।

মন্মথ (মনস্—মথ মন্থন করা+অ(অন্) —ক) সং, পুং, কামদেব, কন্দর্প, মদন। শিং—১ "ঋষয়ঃ উচুঃ। যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোহস্মাকং তথা বিধেঃ। তস্মান্মন্মথনাম্না ত্বং লোকে গেয়ো ভবি-ষ্যসি।"

মন্মথালয় (মন্মথ—আলয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। ২। স্ত্রী-চিহ্নবিশেষ।

মন্মন (মনস্—মন্ বোধ করা, প্রকাশ করা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, গদ্গদ ধ্বনি, অস্পষ্ট শব্দ।

মন্যা }
মন্যাকা } (মন্ বোধ করা+য(ক্যপ্) —র্ম্ম, আপ—স্ত্রীং। মন্যা+কণ—যোগ সং, স্ত্রীং, স্নায়ু। ২। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা। ৩। গায়ের শির।

মন্যু (মন্ জানা+যু—র্ম্ম) সং, পুং, শোক। ২। ক্রোধ। ৩। যজ্ঞ। ৪। দৈন্য। ৫। অহঙ্কার। ৬। ক্ষত্রিয়বিশেষ।

মন্বন্তর (মনু ব্রহ্মার পুত্র—অন্তর অবকাশ বা অবধি, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, মনুর রাজ্যশাসন কাল, দেবতাদের ৭১ যুগ।

মবলগ (পারস্য) নগদ টাকা। ২। অধিক। মবলগে—সাকল্যে, সমুদয়ে।

মম (ষষ্ঠ্যন্ত অস্মদ্ শব্দজ) অং, আমার। ২। মমতা, মায়া।

মমকার—"আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে।"

মমতা-স্ত্রীং }
মমত্ব—ক্লীং } (মম+তা, ত্ব ভাবে) সং, মায়া। ২। আমার বলিয়া জ্ঞান। শিং—১ "তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।" ২। "মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।" (দেবীমাহাত্ম্য) ২। অহঙ্কার ৩। স্নেহ।

মমতাযুক্ত (মমতা আত্মম্ভরিতা, পক্ষ-পাতিতা—যুক্ত) বিং, ত্রিং, আত্মম্ভরি। ২। অভিমানাদিবিশিষ্ট। ৩. সং, পুং, কৃপণ।

মমাপতাল (মব্য বদ্ধ করা সংশ্লিষ্ট হওয়া +আল—ণ। য—লোপ। ব—ম। আপত —আগম) সং, পুং, ইন্দ্রিয় বিষয়।

ময় (ময়্‌ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ, দানবগণের শিল্পী। উষ্ট্র। অশ্বতর। য়া—স্ত্রীং, চিকিৎসা। য়ী—স্ত্রীং, স্ত্রীজাতি ময়। উষ্ট্রী।

ময়ট (ময়্‌ গমন করা+অট—ধি) সং, পুং, তৃণনির্ম্মিত কুটীর।

ময়দা (পারস্য) সং, গোধূমচূর্ণ, আটা।

ময়দান (পারস্য) সং, ক্ষেত্র, মাঠ।

ময়না (দেশজ) সং, পক্ষিবিশেষ। মদন। পাখী। [মোদক।

ময়রা (দেশজ) সং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ,

ময়লা (মল শব্দজ) বিং, মলা, অপরিষ্কৃত।

ময়ান (দেশজ) লুচী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ময়দার সহিত ঘৃতমিশ্রণ।

ময়ু (ম [মিষ্ট স্বর ইত্যাদি] ক্ষেপণ করা+উ—ক) সং, পুং, কিন্নর, কিম্পুরুষ। (ময়্‌ গমন করে) মৃগ। অশ্ব। অশ্বমেধের অশ্ব।

ময়ুরাজ (ময়ু কিন্নর—রাজ শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, কুবের, ধনাধিপ।

ময়ুষ্টক; সং, পুং, বনমুদ্গ।

ময়ূখ (মা [সময়] পরিমাণ করা+উখ—ক, মা=ময়) সং, পুং, কিরণ, দীপ্তি, জ্যোতিঃ। জ্বালা। শোভা। কীল।

ময়ূখমালা; সং, স্ত্রীং, দীপ্তিসমূহ, কিরণজাল।

ময়ূখমালী (—মালিন্‌, ময়ূখ—মালা+ইন্‌ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য।

ময়ূর—পুং
ময়ূরী—স্ত্রীং } (মহী পৃথিবী—রু রব করা, নিপাতন। যে পৃথিবীতে রব করে। অথবা মি ক্ষেপণ করা +উর—ক) সং, পক্ষিবিশেষ, শিখী।



ময়ূর।

ময়ূরক (ময়ূর+কণ্‌—যোগে) সং, পুং, ময়ূর। অপামার্গ। তুথ। ময়ূরশিখা। ক্লীং, তুঁতিয়া।

ময়ূরগ্রীবক (ময়ূরগ্রীবা+কণ্‌—তুল্যার্থে) সং, ক্লীং, তুঁতে।

ময়ূরচটক; সং, পুং, গৃহকুক্কুট।

ময়ূরচূড়া; সং, স্ত্রীং, ময়ূরশিখা।

ময়ূরজঙ্ঘ; সং, পুং, শ্যোনাকবৃক্ষ।

ময়ূরতুত্থ; সং, ক্লীং, তুঁতে।

ময়ূরপদক (ময়ূর—পদ+কণ্‌—সাদৃশ্যার্থে) সং, ক্লীং, নখাঘাত, নখের আঁচড়।

মর (মৃ মরা+অ(অল্‌)—ভাবে) সং, পুং, মরণ। ২। (+অন্‌—ক) বিং, ত্রিং, মরণাধীন।

মরক (মৃ মরা+অক—ভাবে) সং, পুং, মারী, মড়ক। শিং—১ "যাবন্মার্ত্তণ্ডসূনুর্গাবি ধনুষি ঋসে মন্মথে বাস্তি নার্য্যাং তাবদ্দুর্ভিক্ষ পীড়া ভবতি চ মরকং সংশয়ং যান্তি লোকাঃ।"

মরকত, মরক্ত (মরক মারিভয়—তৃ পার হওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং, হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ, পান্না। শিং—১ "তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপজায়তে। লভতেঽভ্যধিকং তস্মাৎ গুণৈর্মরকতং বুধৈঃ।"

মরণ (মৃ মরা+অন(অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, মৃত্যু, দেহনাশ, প্রাণবায়ুর উৎক্রমণরূপ ব্যাপার, দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ। শিং—১ "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্‌।" (রঘু)। ক্লীং, বৎসনাভ বিষ।

মরত (মৃ মরা+অত—ভাবে) সং, পুং, মৃত্যু, দেহবিনাশ, মরণ, মরা।

মরন্দ, মরন্দক (মকরন্দ, দ্বিতীয়বর্ণ লোপ, কণ্‌—যোগে মরন্দক। অথবা মর [ভ্রমরাদির] মরণ—দো খণ্ডন করা+অ(খ)—ক) সং, পুং, মকরন্দ, পুষ্পরস।

মরম (মর্ম্ম শব্দজ) শরীরের সন্ধিস্থান।

হৃদয়াদি জীবস্থান; যথা—"মরমে মরম্ যাতনা।"

মরমর (গ্রীক্ ভাষা) সং, শ্বেত প্রস্তর।

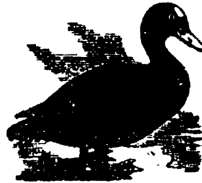
মরা (মরণার্থ মৃ ধাতুজ) বিং, মৃত, গতাসু, মড়া।

মরাই (দেশজ) সং, ধান্যের গোলা।

মরামর (মর যাহাদের মৃত্যু আছে অর্থাৎ মনুষ্যাদি—অমর যাহাদের মৃত্যু নাই অর্থাৎ দেবতা (Mortal and Immortal) মনুষ্য এবং দেবতা, যথা—"ত্রিদিবে, পাতালে, মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা আতঙ্কে—" (মেঘনাদ)।

মরাব; সং, পুং শস্যরক্ষণস্থান, মরাই।

মরাল (মৃ মরা+আল্—ক) সং, পুং, রক্তবর্ণচঞ্চু চরণবিশিষ্ট রাজহংস। শিং—১"তত্রা-



মরাল।

মরালমরালমরালকেশী।" পাতিহাঁস। অশ্ব। মেঘ। কজ্জল। দাড়িমীবিপিন। বিং, ত্রিং, মসৃণ, স্নিগ্ধ।

মরালক (মরাল+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, কলহংস।

মরিচ, মরীচ (মৃ [বিষ] এখানে নাশ করা +ইচ, ঈচ—পা) সং, কীং, বর্ত্তুলাকার কটুদ্রব্যবিশেষ, গোলমরিচ।

মরীচি (মৃ [অন্ধকার] এখানে নাশ করা+ ঈচি—পা) সং, পুং, কিরণ, রশ্মি। ষট্-ত্রসরেণু পরিমাণ। পুং, ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্ত্তা মুনিবিশেষ।

মরীচিকা (মরীচি কিরণ+কণ্—স্বার্থে, আপ্—স্ত্রীং, অথবা—ক জল, ৭মী—হিং) সং, স্ত্রীং, মৃগতৃষ্ণা, সূর্য্যকিরণে জলভ্রম। দূরপ্রদেশে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ দর্শনে পিপাসার্ত্ত মৃগ জলভ্রমে তদভিমুখে ধাবমান হয়। মৃগের এইরূপ ভ্রমকে মরীচিকা কহে। (মৃগতৃষ্ণা দেখ)।

মরীচিপ, মরীচিপায়ী (মরীচি কিরণ—প, পায়ী [পা পান করা+অ(ড), ইন্ (ণিন্)—ক] যে পান করে। বালখিল্য মুনিগণ সূর্য্যের কিরণমাত্র পান করেন বলিয়া) সং, পুং, সূর্য্যকিরণপায়ী বালখিল্য মুনিগণ।

মরীচিমালী (মরীচিমালিন্, মরীচিমালা +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য। বিং, ত্রিং, কিরণমালাবিশিষ্ট।

মরু (মৃ [এখানে তৃণাদি] মরা+উ—খি) সং, পুং, জল ও তৃণাদি শূন্য প্রদেশ। পর্ব্বত। মারওয়ার দেশ। সূর্য্যবংশীয় ভাবি নৃপবিশেষ। ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিং—১ "মরো ত্বামভিষেক্ষ্যামি নিজাযোধ্যাপুরেঽধুনা। হত্বা ম্লেচ্ছানধর্ম্মিষ্ঠান্ প্রজাভূতবিহিংসকান্।"

মরুজ; সং, পুং, নখীনামক গন্ধদ্রব্য।

মরুটা, মরুণ্ডা (মৃ[এইরূপ স্ত্রীর প্রতি প্রেম] মরা অর্থাৎ নষ্ট হওয়া+উট, উণ্ড—প্রং) সং, স্ত্রীং, উচ্চললাটযুক্তা স্ত্রী, যে স্ত্রীর কপাল উচ্চ।

মরুৎ, মরুত (মৃ মরা+উৎ—পা। ২য়-পক্ষে—মরুৎ+ষ্ণ) ক্রুদ্ধ হইলে যাহা হইতে মরে) সং, পুং, বায়ু। দেবতা।

মরুৎক্রিয়া; সং, স্ত্রীং, অপানোৎসর্গ, বাতকর্ম্ম।

মরুত্ত (মরুৎ—তন্ বিস্তার করা+অ(ড) —ক। অথবা মরুৎ+ত—যোগ) সং, পুং, বায়ু। চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। এই রাজা অতিশয় যাজ্ঞিক ছিলেন।

মরুত্তক; সং পুং, মরুবক।

মরুৎপতি (মরুৎ দেবতা—পতি শ্রেষ্ঠ। সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়া) সং, পুং, নারায়ণ।

মরুৎপথ (মরুৎ বায়ু+পথ [পথিন্ শব্দজ] রাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, আকাশ।

মরুৎপাল (মরুৎ দেবতা—পাল, পালক, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

মরুৎপুত্র (মরুৎ বায়ু—পুত্র) সং, পুং, ভীমসেন, পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় পুত্র।

মরুৎপ্লব (মরুৎ বায়ু—প্লব যে লাফিয়া যায়) সং, পুং, সিংহ। [করকা, শীল।

মরুৎফল (মরুৎ বায়ু—ফল) সং, ক্লীং,

মরুত্বান্ (মরুত্বৎ, মরুৎ বায়ু+বৎ(বতু)—পালনার্থে) সং, পুং, ইন্দ্র। হনুমান। মেঘ। সমুদ্র।

মরুৎসখ (মরুৎ বায়ু—সখি বন্ধু, ৬ষ্ঠী—ষ, অ—স্বার্থে) সং, পুং, বায়ুসখ, অগ্নি, ইন্দ্র। চিত্রকবৃক্ষ।

মরুদান্দোল (মরুৎ বায়ু—আন্দোল কম্পন) সং, পুং, তালবৃন্ত, পাখা।

মরুদিষ্ট ; সং, পুং, গুগ্গুল।

মরুদ্ধ্বজ ; সং, ক্লীং, বাততুল, বুড়ীর সূতা। শিং—২ "প্রৌঢ়হাসং বংশকক্ষং বাততুলাং মরুদ্ধ্বজম্।"

মরুদ্রুবা ; সং, স্ত্রীং, তাম্রমূলা ক্ষুপ, খিরাই।

মরুদ্রথ (মরুৎ বায়ু—রথ) সং, পুং, অশ্ব। দেবরথ, বিমান।

মরুদ্বর্ত্ম (মরুদ্বর্ত্মন্ মরুৎ বায়ু—বর্ত্মন্ রাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, আকাশ, অন্তরীক্ষ।

মরুদ্বাহ (মরুৎ বায়ু—বাহ যান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ধূম, ধূঁয়া। অগ্নি।

মরুদ্বিপ, মরুপ্রিয় (মরু (জল ও তৃণাদি-শূন্য প্রদেশ)—দ্বিপ হস্তী) সং, সং, পুং, উষ্ট্র, উট।

মরুন্মালা, সং, স্ত্রীং, পৃক্কা, পিড়িং শাক।

মরুভূ, মরুভূমি (মরু বালুকাময়—ভূ, ভূমি) সং, স্ত্রীং, জল ও তৃণাদি বিহীন বালুকাপূর্ণ ভূমি। মারওয়ার দেশ।

মরুভূরুহ ; সং, পুং, করবীর বৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মরুভূমিজাত।

মরুল (মৃ মরা+উল—ক) সং, পুং, কারণ্ডব, হংসবিশেষ।

মরুবক (মরু বালুকাময় বা বারিশূন্য ভূমি—বা [গমন করা] জন্ম হওয়া+অ (ড)—ক। কণ্—যোগ) সং, পুং, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষবিশেষ, ময়না গাছ। পিণ্ডখর্জ্জুর। জম্বীর। ব্যাঘ্র। রাহু।

মরুসম্ভব ; সং, ক্লীং, চাণক্যমূলক। বিং, ত্রিং, মরুদেশজাত। বা—স্ত্রীং, মহেন্দ্রবারুণী। ক্ষুদ্র দুরালভা।

মরূক (মৃ মরা+উক—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, মৃগবিশেষ। ময়ূর। শটী। [ক্ষুদ্র খদির।

মরূদ্ভবা ; সং, স্ত্রীং, কার্পাসী। যবাস।

মরোলি (মৃ [ইহা দ্বারা] মরা+ওলি—ক। কণ্—যোগে মরোলিক ও হয়) সং, পুং, জলজন্তুবিশেষ, মকর। শিং—১ "জলরূপস্তু মকরো মরোলিরসিদংষ্ট্রকঃ।

মর্ক (মর্চ্চ শব্দ করা অথবা মর্ক [সৌত্র ধাতু] গমন করা—অ (অন্)—) সং, পুং, বানর। দেহ। শরীরস্থ বায়ু।

মর্কক (মর্ক গমন—ক—করোত্যর্থে) সং, পুং, গলগণ্ডপক্ষী, হাড়গিলা।

মর্কট (মর্ক্ (সৌত্র ধাতু) গমন করা+অট (অটন—ক) সং, পুং, বানর। মাকড়সা। হাড়গিলা-পক্ষী। বিষবিশেষ।

মর্কটক ; সং, পুং, শস্যবিশেষ। বানর। লতা, মাকড়সা। মৎস্যবিশেষ। দৈত্যবিশেষ। [বানরের প্রীতিজনক।

মর্কটপ্রিয় ; সং, পুং, ক্ষীরবৃক্ষ। বিং, ত্রিং,

মর্কটবাস, **মর্কটবাসাঃ** } মর্কটবাসস, মর্কট মাকড়সা—বাস বাসস্থান। —বাসস্ বস্ত্র) সং, পুং, লূতাতন্তু, মাকড়সার জাল।

মর্কটশীর্ষ ; সং, ক্লীং, হিঙ্গুল।

মর্কটাস্য (মর্কট বানর—আস্য বদন। বানরমুখবৎ বর্ণ বলিয়া) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁবা। বিং, ত্রিং, বানরমুখের ন্যায়।

মর্কর ; সং, পুং, ভৃঙ্গরাজ।

মর্করা; সং, স্ত্রীং, দরী, গুহা। ভাণ্ড, পাত্র। সুরঙ্গা। বন্ধ্যা-স্ত্রী।

মর্চ্চ্যা (দেশজ) সং, মরিচা, লৌহমল।

মর্জ্ (মৃজ শুদ্ধ করা, মার্জন করা+উ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শুদ্ধি, শোধন। (+উ—ক) পুং, রজক। পীঠমর্দ্দ।

মর্ত্ত্য, মর্ত্ত (মর্ত্ত [মৃ মরা+ত (তন)—ক] মনুষ্য+য (ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, পুং, মানুষ। (+তন্, ষ্ণ্য—ধি) মধ্যমলোক। পৃথিবী।

মর্ত্ত্যধর্ম্মা (—ধর্ম্মন্) বিং, ত্রিং, মনুষ্যধর্ম্মা।

মর্ত্ত্যলোক (মর্ত্ত্য—লোক ভুবন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মনুষ্যলোক, পৃথিবী।

মর্ত্ত্যকাম (মৃত্যু—কাম কামনা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মরণেচ্ছু।

মর্দ্দ (পশ্চাৎ দেখ, অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, মর্দ্দন। (+অল্—ক) বিং, ত্রিং, মর্দ্দনশীল।

মর্দ্দন (মৃদ্ মর্দ্দন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পেষণ। দলন। চূর্ণন, অঙ্গমর্দ্দন, গা-টেপা। সংবাহন।

মর্দ্দল (মর্দ্দ মর্দ্দন—লা গ্রহণ করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মাদল।

মর্দ্দিত (মর্দ্দ-ণিচ=মর্দ্দি মর্দ্দনকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। দলিত। শিং—২ "তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতো রামবাণ ইতি বিশ্রুতো রসঃ।" চূর্ণিত।

মর্ম্ম (মর্ম্মন্, মৃ মরা+মন্—পা) সং, ক্লীং, শরীরের সন্ধিস্থান হৃদয়াদিজীবস্থান। শিং—১—১ "সন্নিপাতঃশিরাস্নায়ুসন্ধি মাংসাস্থি-সম্ভবঃ। মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ।" "স্বরূপ" তত্ত্ব। শিং—১ "মৃগয়া ন বিগীয়তে নৃপৈরপি ধর্ম্মাগমমর্ম্মপারগৈঃ।" তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়। সারতত্ত্ব, গূঢ় কথা, রহস্য। অন্তর।

মর্ম্মকীল; সং, পুং, ভর্ত্তা, স্বামী।

মর্ম্মজ্ঞ
মর্ম্মবিদ্
মর্ম্মবেদী—দিন্
(মর্ম্মন্ স্বরূপ কিংবা সন্ধি-স্থান—জ্ঞ, বিদ্, বেদিন্ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক। বিদ্ জানা+০ (ক্বিপ্)—ক। বিদ্ জানা+ইন্ (ণিন্)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, তাৎপর্য্য-গ্রাহক, পণ্ডিত।

মর্ম্মভেদী (—ভেদিন্, (মর্ম্মন্—ভেদিন্ [ভিদ্ ভেদ্ করা+ইন্ (ণিন্)—ক] যে ভেদ করে) বিং, ত্রিং, মর্ম্মপীড়ক, আন্তরিক-ব্যথাদায়ক।

মর্ম্মর (মৃ মরা+অর (অরন্)—ক, ম—আগম) সং, পুং, বস্ত্র এবং শুষ্কপত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মড়মড়। বিং, ত্রিং, মর্ম্মর-ধ্বনিকারক। রী—স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা। পীতদারু।

মর্ম্মস্পৃক্ (স্পৃশ্, মর্ম্মন্ অন্তর—স্পৃশ্ [স্পৃশ স্পর্শ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে স্পর্শ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, আন্তরিক ব্যথাদায়ক।

মর্ম্মান্তিক (মর্ম্মন্ অন্তর—অন্তিক সন্নি-হিত, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, মর্ম্মপীড়ক। আন্তরিক।

মর্ম্মাবিধ্ (মর্ম্মন্ সন্ধিস্থান—ব্যধ্ বিদ্ধকরা পীড়ন করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, মর্ম্মভেদী, মর্ম্মব্যথাদায়ক।

মর্ম্মিক (মর্ম্মন্+ইক—জ্ঞাতার্থে) বিং, ত্রিং, মর্ম্মজ্ঞ, তাৎপর্য্যগ্রাহক।

মর্য্যা (মৃ+মরা য—প্রং,) সং, স্ত্রীং, সীমা পর্য্যন্ত। (+যৎ—ক) পুং, মনুষ্য। শিং—১ "পেশো মর্য্যা অপশসে।"

মর্য্যাদক (মর্য্যাদা+কণ্—করোতার্থে, আ=অ) বিং, ত্রিং, মর্য্যাদাকর্ত্তা, সম্মানকারী।

মর্য্যাদা (পরি—আ—দা দান করা+ঙ—ভা, প=ম) সং, স্ত্রীং, ন্যায়পথে স্থিতি। নিয়ম। সদাচার। মান, সম্ভ্রম। গৌরব, সম্মান। শিং—১ "মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্।" (মর্য্যা সীমা—দা দান করা+ঙ—র্ম্ম) সীমা। কূল, তীর।

মর্শ (মৃশ্ পরামর্শ করা+অ (অল্)—র্ম্ম, ভা) সং, পুং, মরামর্শ, যুক্তি, মন্ত্রণা।

মর্শন (মৃশ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পরামর্শদান, উপদেশ দেওয়া, মন্ত্রণা করা।

মর্ষ—পুং, মর্ষণ—ক্লীং, } (মৃষ্ ক্ষমাকরা + অ (অল্) অন (অনট্) – ভা) সং, ক্ষমা, সহন। নাশন।

মর্ষিত (মর্ষ দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল। (+ক্ত—র্ম্ম) নাশিত। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, ক্ষমা।

মর্ষিতবান্ (—বৎ, মর্ষ দেখ, তবৎ (ক্তবতু) – ক) বিং, ত্রিং, সহিষ্ণু, সহনশীল। যে ক্ষমা করিয়াছে।

মল (মল্ [শরীর] ধারণ করা + অ (অল্)—র্ম্ম, অথবা মজ্ মার্জ্জন করা + অল (কল্) —র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রক্ত, পূয প্রভৃতি শরীরের ময়লা। গাদ, কাইট, শিটা, মর্চ্চ্যা, পচাবস্তু প্রভৃতি। বাত পিত্ত কফ। শিং—১ "সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।" পাপ, বিষ্ঠা, কলঙ্ক, স্বেদাদি। শিং—১ "বসা-শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রং বিট্কর্ণবিণ্নখাঃ। শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাস্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।" (স্মৃতি) কর্পূর। বিং, ত্রিং, মলযুক্ত। কৃপণ।

মলঘ্ন (মল—হন নষ্ট করা + অ (টক্)—ক) সং, পুং, শাল্মলীকন্দ। বিং, ত্রিং, মল-নাশক। ঘ্নী—স্ত্রীং, নাগদমনী।

মলজ (মল—জ) জন জন্মান + অ (ড) জাত, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, পূয, পূঁজ। বিং, ত্রিং, মলোদ্ভূত, মল হইতে উৎপন্ন।

মলদূষিত (মল—দূষিত) বিং, ত্রিং, মলিন।

মলদ্রাবী (—দ্রাবিন্, মল—দ্রাব পীড়ন-করা + ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, জয়পাল।

মলন (মল্ ধারণ করা + অন (অনট)—ভা) সং, ক্লীং, পেষণ, মর্দ্দন। সমালভন। (+অনট্—ক) পুং, পটবাস, তাঁবু।

মলভুক্ (—ভুজ্. মল—ভুজ যে ভোজন করে) সং, পুং, বায়স, কাক।

মলভেদিনী ; সং, স্ত্রীং কট্‌কা।

মলম (পারস্য = মরহম্ Ointment) সং, প্রলেপনীয় ঔষধবিশেষ।

মলমাস (মল—মাস) সং, পুং, অধি-মাস, মাসবৃদ্ধি, আমাবস্যাদ্বয়যুক্ত রবিসং-ক্রান্তি রহিত মাস। শিং—১ "অমাবস্যা-দ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিতং। মলমাসঃ সঃ বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে।"

মলম্বা—তাম্রপত্রের উপর স্বর্ণপত্র দ্বারা আবৃত বা গিল্‌টী করা; যথা—"বর্করাট করনাল চকাশিত শৈলশাল, মলম্বাপ্রতিমা রাজ শোভে তরু সব।" ২। "মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি ধরে, দেবী, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর।"

মলয় (মল [চন্দনবন] ধারণ করা + অয় (কয়ন্)—ক) সং, সং, পর্ব্বতবিশেষ, চন্দনাদ্রি, পশ্চিমঘাটপর্ব্বত। দেশবিশেষ। মলবারদ্বীপবিশেষ। ঋষভদেবের পঞ্চম-পুত্র। আরাম, উপবন। নন্দনবন।

মলয়জ (মলয়—[জন্ জন্মান + অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং,—ক্লীং, গন্ধসার, চন্দন। ক্লীং, উৎকাষ্ঠ। পুং, রাহু। বিং, ত্রিং, মলয়জাত।

মলয়-পবন—দক্ষিণে বায়ু। বসন্তের প্রার-ম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়; ইহাকেই দক্ষিণপূর্ব্ব (Monsoon) বলে। দক্ষিণে নীলগিরি পর্ব্বতের উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আইসে বলিয়া ইহাকে মলয়-পবন বলে। নীল-গিরির অন্যতর নাম মলয় পর্ব্বত। কেহ ঘাটপর্ব্বতকে ও মলয়াচল বলিয়া থাকে। এই জন্য তথাকার উপকূলের নাম মলয়বর বা (Malabar)।

মলয়া ; সং, স্ত্রীং, ত্রিবৃতা, তেউড়ি।

মলয়াচল ; সং, পুং, মলয়পর্ব্বত।

মলয়ানিল (মলয় পর্ব্বতবিশেষ—অনিল বায়ু) সং, পুং, বসন্তকালীন বায়ু।

মলয়োদ্ভব (মলয়—উদ্ভব যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, গন্ধসার, চন্দন।

মলাকর্ষী (—কর্ষিন্, মল ময়লা, বিষ্ঠা ইত্যাদি—আ—কৃষ্ আকর্ষণ করা+ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, হাড়ি, মেতর।

মলাকা; সং, স্ত্রীং, কামিনী। বেশ্যা। অধমা স্ত্রী। হস্তিনী। দূতী।

মলাপহা (মল—অপ+হন্ বধ করা+অ (ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ। শিং—১ "মলাপহা ভীমরথী চ ঘট্টগা।"

মলিন (মল+ইনন্—ক, অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মলযুক্ত, মলদূষিত। কৃষ্ণবর্ণ, ময়লা। পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ। ম্লান, বিষণ্ণ। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াত্যাগী। ক্লীং, পাপ। কলঙ্ক। ঘোল। টঙ্কণ।

মলিনতা—স্ত্রীং } (মলিন+তা,ত্ব—ভা)
মলিনত্ব—ক্লীং } সং, মালিন্য। শিং—১ "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

মলিনমুখ (মলিন কৃষ্ণবর্ণ—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ক্রূর, খল। ম্লান-বদন। সং, পুং, অগ্নি। বানর। প্রেত।

মলিনাম্বু (মলিন মলযুক্ত—অম্বু জল) সং, ক্লীং, কালী। [সং, পুং, মলিনতা।

মলিনিমা (—মন্ মলিন+ইমন্—ভাবে)

মলিনী } (মল অপরিষ্কার+ইন্—অস্ত্যর্থে।
মলিষ্ঠা } মল+ইষ্ঠ—অত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, রজস্বলা নারী, ঋতুমতী স্ত্রী।

মলিম্লুচ (মলী মলযুক্ত—ম্লুচ্ গমন করা+অ(ক)—ক। মলী বৈদিককর্ম্মানর্হত্বেন দুষ্টঃ সন্ ম্লোচতি গচ্ছতীতি মলিম্লুচঃ) সং, পুং, চোর। অগ্নি। বায়ু। মলমাস। শিং—১ "তমতিক্রম্য তু রবির্যদা গচ্ছেৎ কথঞ্চন। আদ্যো মলিম্লুচো জ্ঞেয়ো দ্বিতীয়ঃ প্রকৃতঃ স্মৃতঃ।"

মলী (মলিন্, মল+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মলযুক্ত।

মলীমস (মল ময়লা+ঈমস—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, মলিন, অপরিষ্কার, মলদূষিত। সং, পুং—ক্লীং, লৌহ, লোহা। পুং, মলমাস। পুষ্পকাসীস।

মলূক; সং, পুং, কৃমিবিশেষ।

মল্ল (মল্ল ধারণ করা+অ(অন)—ক) সং, পুং, বাহুযোদ্ধা, মাল। পত্রবিশেষ, মালা। কপোল, গণ্ডস্থল। দেশবিশেষ। শিং—১ "মল্লাঃ শাল্লাঃ যুগন্ধরাঃ।" বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, মালী। বিং, ত্রিং, বলিষ্ঠ। অতিশয় বলবান্। মল্ল—স্ত্রীং, স্ত্রী, নারী, যোষিৎ। মল্লিকা।

মল্লক (মল্ল দেখ, কণ্—স্বার্থে) সং, পুং-স্ত্রীং, পাত্রবিশেষ, নারিকেল মালা। দীপাধার, পিলসুজ। পুং, দন্ত।

মল্লজ (মল্ল দেশবিশেষ—[জন জন্মান+অ (ড)—ক] উৎপন্ন) সং, পুং, গোলমরিচ। বিং, ত্রিং মল্লদেশজাত।

মল্লনাগ (মল্ল অতিশয়বলবান্—নাগ হস্তী) সং, পুং, ঐরাবতহস্তী। বাৎস্যায়নমুনি। পত্রবাহক।

মল্লভূ } (মল্ল বাহুযোদ্ধা—ভূ,
মল্লভূমি } ভূমি=স্থান) সং, ক্লীং মল্লদিগের ক্রীড়া স্থান, কুস্তির আড্ডা। রণস্থল। দেশবিশেষ। [যাত্রা।

মল্লযাত্রা; সং, স্ত্রীং, মল্লগণের সহিত যুদ্ধার্থ

মল্লযুদ্ধ (মল্ল—যুদ্ধ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মল্লগণের সংগ্রাম। বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি।

মল্লার (মল্ল—ঋ গমন করা+অ (অন)—ক) সং, পুং, রাগবিশেষ। শিং—"আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো মল্লার সংজ্ঞিতঃ।" (ঈপ্) রী—স্ত্রীং, রাগিনীবিশেষ।

মল্লি, মল্লী (মল্ল ধারণ করা+ই—ক, সংজ্ঞার্থে, সং, স্ত্রীং, মল্লিকা, বেলফুল।

মল্লিক (মল্লি [মল্ল ধারণ করা+ই—ক] মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, হংসবিশেষ, ঈষৎ ধূসর বর্ণ এবং অল্প লোহিতচঞ্চুচরণবিশিষ্ট হংস। উপাধিবিশেষ। (আরবী মালিক শব্দজ) বাবু।

জাতিবিশেষ। কা—স্ত্রীং, বেলফুল। মৎস্যবিশেষ। মৃত্তিকার পাত্রবিশেষ।

মল্লিকাক্ষ, মল্লিকাখ্য (মল্লিকা বেলফুল—অক্ষ [অক্ষি শব্দ+অ] চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং। মল্লিক—আখ্যা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হংসবিশেষ, ঈষৎ ধূসরবর্ণ এবং অল্প লোহিতচঞ্চুচরণবিশিষ্ট হংস। শুক্লবর্ণ বেষ্টিত চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত অশ্ব।

মল্লিকাগন্ধ ; সং, ক্লীং, মঙ্গলাগুরু।

মল্লিগন্ধি (মল্লি মল্লিক—গন্ধি আঘ্রাণ) সং, ক্লীং, অগুরু, সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ।

মল্লিপত্র ; সং, ক্লীং, ছত্রাক।

মল্লিকর ; সং, পুং, চৌর, তস্কর।

মল্লু (মল্ল্ ধারণ করা+উ—ক) সং, পুং, ভল্লুক, ভালুক।

মবিত (মু বন্ধন করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ।

মশ, মশক (মশ্ শব্দ করা+অ(অন্), অক—ক) সং, পুং, মশা। চর্ম্মময় জলপাত্রবিশেষ। আঁচিল।

মশকী ; সং, স্ত্রীং উড়ুম্বর বৃক্ষ।

মশহরী (মশ মশক—হৃ হরণ করা+ই—ক, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মশারি, মশকবারণী।

মশা (মশক শব্দজ) সং, দংশক কীটবিশেষ।

মশান (শ্মশান শব্দজ) সং, সমাধিস্থান, প্রেতভূমি।

মশারি (মশহরী শব্দজ) সং, মশক নিবারক প্রাবরণবিশেষ।

মশাল (যবন ভাষা) সং, দেউটী, দীপ।

মশুন ; সং, পুং, কুক্কুর, কুকুর।

মস (মস্ পরিমাণ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, পরিমাণ। ভার।

মসলা (আরবী) উপকরণ। (হিন্দী) ঔষধ।

মসার (মস [মস্ পরিমাণ করা+অ(অল্)—ভাব] পরিমাণ—ঋ গমন করা, পাওয়া+অ(অন্)+ক। কণ্—যোগে মসারক ও হয়) সং, পুং, ইন্দ্রনীলমণি।

মসালচী (পারস্য) যে মসাল ধরে।

মসাহরা (যবন ভাষা) সং, মাসিকবেতন, মাহিয়ানা, মাসিকবৃত্তি।

মসি—সী, শি, শী, ষি, ষী (মস, শ,ষ ওজন করা+ই—ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, লিখিবার কালী। শেফালিকাবৃন্ত।

মসিক ; সং, পুং, স্বর্গের গর্ত্ত। কা—স্ত্রীং, ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। লিখিবার কালি।

মসিকূপী, মসিকূপিকা (মসি—কূপ ক্ষুদ্র কূয়া। কণ্—যোগে মসিকূপিকা) সং, স্ত্রীং, মস্যাধার, দোয়াত।

মসিধান (মসি—ধান যে ধারণ করে, ২য়া—য) সং, ক্লীং, নী—স্ত্রীং, মস্যাধার, দোয়াত।

মসিপণ্য (মসি—পণ্য) সং, পুং, লেখনোপজীবী।

মসিপ্রসূ, মসিমণি (মসি—প্রসূ পিতা বা মাতা।—মণি রত্ন) সং, স্ত্রীং, মস্যাধার, দোয়াত। লেখনী। পেন্সিল।

মসীবর্দ্ধন ; সং, ক্লীং, রসগন্ধ।

মসীজীবী (মসীজীবিন্, মসী—জীবী যে বাঁচে, ৩য়া—য) সং, পুং, লেখক, লিপিকর।

মসীনা (মসি দেখ, ঈন—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, শস্যবিশেষ, তিসী।

মসুর, মসূর—পুং, মসূরা—স্ত্রীং (মসি দেখ, উর, উর—র্ম) সং, মসুরি কড়াই। রা—স্ত্রীং, বেশ্যা। ধান্যবিশেষ।

মসূরক (মসূর+কণ—যোগ) সং, পুং, গোল বালিশ।

মসূরবিদলা ; সং, স্ত্রীং, শ্যামালতা।

মসূরি, মসূরী (মসূর দেখ, ই, ঈ—প্রং,) সং, স্ত্রীং, ইচ্ছাবসন্ত। কুট্টনী বেশ্যা। বালিশ।

মসূরিকা (মসূরা বেশ্যা+কণ্—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, কুট্টনী। ইচ্ছাবসন্ত। মশহরী, মশারী।

মসৃণ (মসি দেখ, ঋণ—র্ম) বিং, ত্রিং,

কোমল, নরম। স্নিগ্ধ, চকচকিয়া। যাহার উপরিভাগ এরূপ সমান যে স্পর্শ করিলে উচ্চনীচ বোধ হয় না। ণা—স্ত্রীং, মসীনা, তিসী।

মস্কর (মস্ক্ গমন করা অথবা মনক্ ভূষিত করা+অর—ণ। ন লোপ্, স—আগম) সং, পুং, বংশ, বাঁশ বংশযষ্টি। (+অর ভাবে) গতি। জ্ঞান। [ভণ্ড।

মস্করা (দেশজ) সং, গল্পকারক, পরিহাসক,

মস্করী (মস্করিন্, মস্কর বংশ [দণ্ড]+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ভিক্ষু, চতুর্থ আশ্রমী। শিং—১ "মা কুরুত কর্ম্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সী।" ২। "ধারয়ন্ মস্করিব্রতম্।" (ভট্টি)। চন্দ্র।

মস্ত (মস্ পরিমাণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, শিরঃ, মাথা। অগ্রভাগ। বিং, ত্রিং, উচ্চ।

মস্তক (মস্ত+কণ্—যোগ) সং, পুং,—ক্লীং, শিরঃ, মাথা। অগ্রভাগ। বিং, ত্রিং, উচ্চ।

মস্তকস্নেহ; সং, পুং, শিরঃস্থিত মজ্জা। মস্তিষ্ক। শিং—১ "গোদস্ত মস্তকস্নেহো মস্তিষ্কো মস্তলুঙ্গকঃ।"

মস্তকাখ্য (মস্তক—আখ্যা নাম) সং, পুং, বৃক্ষশিরঃ, গাছের আগা।

মস্তদারু; সং, পুং, দেবদারু।

মস্তমূলক (মস্ত মস্তক—মূল+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, ঘাড়। [সং, স্ত্রীং, পরিমাণ।

মস্তি (মস্ ওজন করা+তি (ক্তি)—ভা)

মস্তিষ্ক (মস্+তি(ক্তি)—ভাবে=মস্তি—মস্ক্ গমন করা, পাওয়া+অ (অন্)—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, মস্তিষ্কের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু আছে, মাথার ঘি, মজ্জক, ইদানীন্তন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মস্তিষ্ককে মন ও বুদ্ধিস্থান কহেন।

মস্তু (মস্ ওজন করা+তু(তুন)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, দধ্যাদির জলীয়াংশ, মাৎ। শিং—১ "মস্তুক্রমহরং স্বল্পং লঘুভুক্তাভিলাষকৃৎ।"

মস্তুলুঙ্গ; সং, পুং, মস্তিষ্ক।

মস্যাধার (মসী কালী—আধার আশ্রয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, দোয়াত।

মহ (মহ্ পূজা করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, উৎসব। যজ্ঞ। তেজঃ (+অল্—র্ম্ম) মহিষ। বিং, ত্রিং, পূজনীয়।

মহক (মহ্ পূজা করা+কণ—যোগ) সং, পুং, মহৎ ব্যক্তি, কচ্ছপ। বিষ্ণু।

মহকুমা (Subdivision) উপবিভাগ।

মহক্ক; বহুস্থানব্যাপী গন্ধ।

মহৎ (মহ দেখ, অৎ—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বৃহৎ, বড়। প্রবল, অধিক, অনেক। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। উদার। শিং—১ "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহৎ শব্দো ন দীয়তে।" সং, ক্লীং, রাজ্য। পুং, মহত্তত্ত্ব। তী—স্ত্রীং, নারদের বীণাযন্ত্র। শিং—১ "অবেক্ষমাণং মহতীং মুহুর্মুহুঃ।" (মাঘ)। বৃহতী।

মহত্তত্ত্ব; সং, ক্লীং, সাঙ্খ্যমতোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। শিং—১ "একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। সবিকারাৎ প্রাধান্যাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে।"

মহত্তর (মহৎ+তর—দুয়ের মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) সং, পুং,—স্ত্রীং, শূদ্র। বিং, ত্রিং, অতিশয় মহৎ।

মহত্তরিকা (মহৎ+তর, কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

মহত্ত্ব (মহৎ+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, বৃহত্ত্ব। প্রাধান্য। প্রকর্ষ। আধিক্য। ঔদার্য্য।

মহনীয় (মহ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজনীয়, মান্য। [মহর্লোক।

মহর (মহ দেখ, অর—প্রং) অং, ঊর্দ্ধস্থ

মহর্লোক (মহস্ যজ্ঞ—লোক ভুবন) সং, পুং, ভূলোকাদি সপ্তলোকের মধ্যে চতুর্থ লোক। শিং—১ 'চতুর্থে তু মহর্লোকে তিষ্ঠন্তি কল্পবাসিনঃ।'

মহর্ষভী; সং, স্ত্রীং, কপিকচ্ছু।

মহর্ষি (মর্হা মহৎ শব্দজ—ঋষি, য়ং—স। বেদান্তাদিতে ঈশ্বরকে মহৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি বুদ্ধিবলে বৰ্দ্ধিত হইয়া সম্যক্‌রূপে সেই মহৎ লাভ করিয়াছেন তিনিই মহর্ষি। অথবা যিনি স্বয়ং উৎপন্ন তাঁহার নাম মহর্ষি। মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস হইতে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রকার উৎকর্ষবশতঃ ইহাঁদের নাম মহর্ষি) সং, পুং, প্রধান ঋষি, ব্যাস প্রভৃতি। শিং—১ "বিবর্দ্ধমানৈস্তৈর্বুদ্ধ্যা মহান্ পরিগতঃ পরম্। যস্মাদৃষিঃ পরত্বেন মহাংস্তস্মান্মহর্ষয়ঃ।"

মহল—ঘর, বাসস্থান। প্রকোষ্ঠ।

মহলত—অবকাশ বা সময় লওয়া।

মহলদার—জলকর বনকর ফলকর ইত্যাদি সায়রাৎ মহল যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া রাজস্ব আদায়ে ভোগ করে।

মহল্লক } মহল্লিক } (মহল্ল [যাবনিক] অন্তঃপুর+কণ্—যোগ, দ্বিতীয় পক্ষে—ইক—রক্ষার্থে) সং, পুং, রক্ষক, অন্তঃপুর রক্ষক। শিং—১ "মুষ্কশূন্যোঽনুপঘ্নো যঃ স্ত্রীস্বভাবো মহল্লিকঃ।" (শব্দমালা)।

মহল্লা—নগর বা সহরের এক খণ্ডাংশ, পল্লি, পাড়া। [তত্ত্বাবধায়ক।

মহল্লাদার—পুলীসের কর্ম্মচারীর অধীন

মহশীলদার—কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যে আর্থিক দণ্ড প্রভৃতি হয় তাহা আদায়ের জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়।

মহস্ (মহ দেখ, অস্ (অসুন্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, তেজঃ। উৎসব, যজ্ঞ।

মহস্ (মহ্ পূজা করা+অস্ —র্ম্ম) সং, ক্লীং, জ্ঞান। প্রকার। প্রভেদ।

মহা (মহ্ পূজা করা+অ(অল)—র্ম্ম, আপ্) স্ত্রীং, স্ত্রীগবী, গাভী।

মহাকচ্ছ (মহৎ—কচ্ছ তীর) সং, পুং, সমুদ্র। বরুণ। পর্ব্বত।

মহাকপিত্থ (মহৎ—কপিত্থ কএতবেল) সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ।

মহাকরঞ্জ; সং, পুং, করঞ্জবিশেষ, কাঁটা করমচা।

মহাকর্ণিকার; সং, পুং, আরগ্বধ, সোঁদাল।

মহাকায় (মহৎ কায় দেহ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নন্দী, শিবের দ্বারপাল। হস্তী। বিং, ত্রিং, বৃহৎশরীরবিশিষ্ট।

মহাকার্ত্তিকী; সং, স্ত্রীং, রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী।

মহাকাল (মহৎ—কাল কৃষ্ণবর্ণ, সময়। ইনি প্রলয়ে জগৎ ভক্ষণ করেন) সং, পুং, রুদ্র, শিব। শিং—১ "মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্।" ভৈরববিশেষ। শিং—১ "মহাকালং যজেদ্দেব্যা।" প্রমথগণবিশেষ। লী—স্ত্রীং, মহাকাল-পত্নী, রুদ্রাণী। ২। উজ্জয়িনী নগরীস্থ শিবলিঙ্গ বিশেষ। ৩। তীর্থ বিশেষ।

মহাকাব্য (মহৎ—কাব্য কবিতা, য়ং—স) সং, ক্লীং, কোন দেবতার অথবা সদ্বংশজাত অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিম্বা এক বংশোদ্ভব বহু ভূপতি বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, মহাকাব্য নানা সর্গে বিভক্ত, তাহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকা আবশ্যক; মহাকাব্য সকল আদিরস বা বীররস প্রধান; মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে; যথা -কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি, কিরাতার্জ্জুনীয়, নৈষধীয়চরিত, শিশুপালবধ প্রভৃতি। শিং—১"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ। সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥ একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গীরস ইষ্যতে॥ অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ। ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥ চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং ভবেৎ আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥ কচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম্। একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥ নাতি-

স্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ। নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে ॥"

মহাকুল (মহৎ—কুল বংশ) বিং, ত্রিং, কুলীন, সৎকুলজাত। সং, ক্লীং, প্রসিদ্ধ বংশ। দশপুরুষাবধি বেদাধ্যায়ী বংশ। শিং—১ "দশপুরুষবিখ্যাতং শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলম্।"

মহাকুলীন; বিং, ত্রিং, মহাকুলোদ্ভব।

মহাগন্ধ (মহৎ—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, হরিচন্দন। বোল। পুং, কুটজবৃক্ষ। জলবেতস। ন্ধা—স্ত্রীং, নাগবল্লী। কেবিকা। চামুণ্ডা।

মহাগব (মহৎ—গো গোরু) সং, পুং, গবয়, গলকম্বলশূন্য গোসদৃশ পশু।

মহাগুরু (মহৎ—গুরু) সং, পুং, পুরুষের পিতা মাতা এবং আচার্য্য। স্ত্রীদিগের পতি। অদত্তা কন্যার পিতা এবং মাতা। শিং—১ "মহাগুরুনিপাতে চ কাম্যং কিঞ্চিন্নচাচরেৎ।"

মহাগ্রীব (মহৎ—গ্রীবা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, উষ্ট্র, উট। বিং, ত্রিং, বৃহৎগ্রীবাবিশিষ্ট।

মহাঘূর্ণা (মহৎ অধিক—ঘূর্ণ্ ঘোরা+(অন্)—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, সুরা, মদিরা।

মহাঘোর; বিং,ত্রিং, অতিভয়ঙ্কর। শিং—১ "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।"

মহাঘোষ (মহৎ—ঘোষ শব্দ ইত্যাদি) সং, ক্লীং, যেখানে অত্যন্ত কোলাহল হয়, যেমন হাট বাজার প্রভৃতি। যা—স্ত্রীং,কর্কটশৃঙ্গী, কুন্দুরুকী।

মহাঙ্গ (মহৎ—অঙ্গ দেহ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, উষ্ট্র, উট। গোক্ষুরক। রক্তচিত্রক। বিং, ত্রিং, বিপুলাবয়বযুক্ত।

মহাচণ্ড (মহৎ অধিক—চণ্ড উগ্র, অতিশয় ক্রুদ্ধ) সং, পুং, যমভৃত্য, যমদূত। বিং, ত্রিং, প্রচণ্ড।

মহাচ্ছদ (মহা—ছদ পত্র, ৬ষ্ঠী—বিং) সং, পুং, দেবতাড়বৃক্ষ। বৃহৎ পত্র।

মহাচ্ছায় (মহৎ—ছায়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বটবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, বৃহচ্ছায়াযুক্ত।

মহাজন (মহৎ—জন,য়ং—স) সং, পুং, সাধু, ধার্ম্মিক, বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি। শিং—১ "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" (ভারত)। বাণিজ্যকারী। মন্বাদি-বিখ্যাত। উত্তমর্ণ, যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা কর্জ্জ দেয়।

মহাজ্বাল (মহৎ—জ্বালা অগ্নিশিখা) সং, পু, হোমাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি।

মহাজ্বালা; সং, স্ত্রীং, বিদ্যাধরীবিশেষ। বৃহদগ্নিশিখা।

মহাজ্যৈষ্ঠী; সং, স্ত্রীং, রবিবারস্থ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা।

মহাঢ্য; সং, পুং, কদম্ব। মহাধনী।

মহাতমঃপ্রভা (মহা—তমঃ অন্ধকার—প্রভা আলোক) সং, স্ত্রীং, নরকের নিম্নভাগ।

মহাতরু; সং, পুং, স্নুহীবৃক্ষ। বিপুল বৃক্ষ।

মহাতল (মহৎ—তল অধোভাগ, য়ং—স) সং, ক্লীং, সপ্ত পাতালের মধ্যে পঞ্চম পাতাল। [দেবী।

মহাতারা; সং, স্ত্রীং, তন্ত্রোক্ত তারিণী

মহাতালী; সং, স্ত্রীং, রাজতালী।

মহাতিক্ত; সং, পুং, নিম্ববৃক্ষ। বিং, ত্রিং, অতিশয় তিক্তরসযুক্ত।

মহাতেজাঃ (—তেজস্, মহৎ—তেজস্ দীপ্তি, পৌরুষ ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। অগ্নি। ক্লীং, পারদ, পারা। বিং, ত্রিং, অতিশয় তেজস্বী।

মহাত্মা (মহাত্মন্, মহৎ—আত্মন্ স্বভাবাদি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহামনাঃ, মহাশয়, বদান্য। উদার।

মহাদণ্ড, সং, পুং, যমদূতবিশেষ।

মহাদন; সং, ক্লীং, বিনায়কাদিস্থক্তজপাঙ্গক তুলাপুরুষাদি ষোড়শদান।

মহাদারু; সং, ক্লীং, দেবদারু।

মহাদেব (মহৎ ব্রহ্মাদি—দেব, ৬ষ্ঠী—ব) সং, পুং, শিব। শিং—১ "ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাঃ। তেষাঞ্চ মহতাং দেবো মহাদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ মহতী পূজিতা বিশ্বে মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। তস্যা দেবঃ পূজিতশ্চ মহাদেবঃ স চ স্মৃতঃ॥" বী—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১"পূজাতে যা সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মহাংশ্চৈব প্রমাণতঃ। ধাতুর্মহেতি পূজায়াং মহাদেবী ততঃ স্মৃতা।" রাজ্ঞী, পাটরাণী।

মহাদেশ; সং, পুং, অনেক রাজ্যাদিবিশিষ্ট নানাজাতি লোকের বাসস্থান অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ।

মহাদৈত্য; সং, পুং, ভৌত্যমন্বন্তরীয় দৈত্যবিশেষ।

মহাদ্বন্দ্ব; সং, পুং, রণবাদ্য। অতিশয় কলহ।

মহাদ্রাবক; সং, পুং, ঔষধবিশেষ।

মহাদ্রুম (মহৎ—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ। বৃহৎ বৃক্ষ, বড়গাছ।

মহাধন (মহৎ—ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ধনাঢ্য, অতিশয় ধনশালী। বহুমূল্য। সং, ক্লীং, সুবর্ণ। কৃষিকার্য্য।

মহাধাতু (মহৎ প্রধান—ধাতু আকরিক) সং, পুং, কাঞ্চন, সুবর্ণ।

মহানক; সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মহানট (মহৎ—নট নর্ত্তক) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

মহানদী; সং, স্ত্রীং, উড়িষ্যাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীবিশেষ। ২। বৃহৎনদী।

মহানন্দ (মহৎ—আনন্দ সুখ) সং, পুং, মুক্তি, মোক্ষ। অতিশয় আনন্দ। বিং, ত্রিং, অতিশয় আনন্দযুক্ত। ন্দা—স্ত্রীং, সুরা, মদ্য। নদীবিশেষ। মাঘমাসের শুক্লানবমী। শিং—১ "মাঘমাসস্য যা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা। মহানন্দেতি সা প্রোক্তা সদানন্দকরী নৃণাম্।"

মহানন্দি, সং, পুং, নন্দিবর্দ্ধন রাজপুত্র।

মহানরক; সং, পুং, অতিশয় যাতনাদায়ক স্থান।

মহানল; সং, পুং, দেবনল।

মহানবমী; সং, স্ত্রীং, আশ্বিনশুক্লানবমী। শিং—১ "তংতোহস্যু নবমী যা স্যাং সা মহানবমী স্মৃতা।"

মহানস (মহৎ—অনস অন্ন, ৭মী—হিং + অ—স্বার্থে) সং, পুং—ক্লীং, রন্ধনগৃহ।

মহানাটক; সং, ক্লীং, দশ অঙ্কযুক্ত নাটকবিশেষ; যথা বালরামায়ণ প্রভৃতি। হনুমদ্রচিত রামচরিত নাটকবিশেষ।

মহানাড়ী; সং, স্ত্রীং, কণ্ডরা।

মহানাদ (মহৎ নাদ শব্দ) সং, পুং, বৃহৎ শব্দ। হস্তী। বর্ষণকারী মেঘ। সিংহ। উষ্ট্র। শঙ্খ। কর্ণবাদ্য। বিং, ত্রিং, মহাশব্দবিশিষ্ট।

মহানিদ্রা (মহৎ—নিদ্রা, মং—স) সং, স্ত্রীং, মৃত্যু, মরণ, নিমীলন।

মহানিশা (মহৎ—নিশা রাত্রিং মং—স) সং, স্ত্রীং, মধ্যরাত্র; রাত্রির মধ্যপ্রহরদ্বয়। শিং—১ "মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যমপ্রহরদ্বয়ম্।"

মহানীচ (মহৎ অধিক—নীচ অধম) সং, পুং, রজক, ধোপা।

মহানীল (মহৎ—নীল নীলবর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নাগবিশেষ। সিংহলদ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি। শিং—১ "যস্য বর্ণস্য ভূয়স্ত্বাং ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ। নীলতাং তনুয়াৎ সর্ব্বং মহানীল স উচ্যতে।"

মহানীলী; সং, স্ত্রীং, নীলাপরাজিতা।

মহানুভব } (মহৎ—অনুভব, অনুভাব
মহানুভাব } =প্রভাব, মহিমা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উদারস্বভাব, মহাপ্রভাব। শিং—১ "সুকৃতী পুণ্যবান্ ধন্যো ধর্ম্মী চ ধর্ম্মবানপি। মহাশয়ো মহেচ্ছঃ স্যান্মহানুভাব ইত্যপি।" পুং, অতিপ্রতাপ।

মহানেমি; সং, পুং, কাক।

মহান্ত; সং, পুং, নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত।

মহাপক্ষ (মহা বৃহৎ—পক্ষ ডানা, পার্শ্ব-

দেশ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রাজহংস-বিশেষ। ক্ষী—স্ত্রীং, পেচক, পেঁচা।

মহাপথ (মহৎ প্রধান—পথ পথিন্ শব্দজ) সং, পুং, প্রধানপথ, রাজবর্ত্ম। মরণ। হিমালয়োত্তরস্থ স্বর্গারোহণপথ।

মহাপদ্ম (মহৎ—পদ্ম পঙ্কজ) সং, পুং, নাগবিশেষ। কুবেরের নিধিবিশেষ। লক্ষ-কোটি সংখ্যা। নৃপবিশেষ। ক্লীং, শুক্লপদ্ম।

মহাপাতক, **মহাপাপ** (মহৎ—পাতক, পাপ, য়ং—স) সং, ক্লীং, অত্যন্ত পাপ ; ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি, সুরাপান, এবং গুরুভার্য্যা হরণ ও ইহাদের সংসর্গ জন্য—পঞ্চবিধ পাপ।

মহাপাতকী (—পাতকিন, (মহাপাতক +ইন্ অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মহাপাপী, পতিত (ব্যক্তি)।

মহাপাসক ; সং, পুং, বুদ্ধভিক্ষু, বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী ভিক্ষু।

মহাপুর ; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

মহাপুরাণ ; সং, ক্লীং, একাদশ লক্ষণযুক্ত ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ।

মহাপুরুষ (মহৎ—পুরুষ মানুষ) সং, পুং, শ্রেষ্ঠপুরুষ, সাধুব্যক্তি। পুরুষোত্তম, নারায়ণ, শিং—১ "বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

মহাপ্রভু (মহৎ প্রধান—প্রভু) সং, পুং, পরমেশ্বর। ইন্দ্র। রাজা। মুনি।

মহাপ্রলয় (মহৎ—প্রলয় নাশ, য়ং—স) সং, পুং, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ এবং ব্রহ্মের বিনাশ, সর্ব্বভূতক্ষয়কাল।

মহাপ্রসাদ (মহৎ—প্রসাদ প্রসন্নতা) সং, পুং, দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য। অতি প্রসন্নতা। পাদোদক, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য—এই ত্রিবিধ। শিং—১ "পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ। মহাপ্রসাদ ইত্যুক্তো গ্রাহ্যো বিষ্ণোঃ প্রযত্নতঃ।"

মহাপ্রাণ ; সং, পুং, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ-শ [illegible]। দাঁড়কাক।

মহাফল (মহৎ—ফল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মহৎ ফলযুক্ত। লা—স্ত্রীং, ইন্দ্রবারুণী। মহাফলযুক্তা। শিং—১ "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহা-ফলা।'

মহাফেজ—মোকদ্দমার দলিল ও কাগজ পত্র যাহার নিকটে থাকে।

মহাফেজখানা—যে স্থানে মহাফেজের জিম্বায় কাগজ পত্র থাকে।

মহাবল (মহৎ অধিক—বল, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিশয় বলবান্। সং, পুং, বায়ু। বুদ্ধ। ক্লীং, সীসা। লা—স্ত্রীং, বলাবিশেষ।

মহাবোধি (মহৎ—বোধি শিক্ষক) সং, পুং, বুদ্ধ।

মহাব্রহ্মন্, **মহাব্রাহ্মণ** (মহৎ—ব্রাহ্মণ, য়ং—স) সং, পুং, নীচ ব্রাহ্মণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-কারয়িতা ব্রাহ্মণ,অগ্রদানি-ব্রাহ্মণ। ২। বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণ।

মহাভট ; সং, পুং, অতিশয় যোদ্ধা।

মহাভদ্রা (মহৎ অধিক - ভদ্রা) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা, ভাগীরথী। কাশ্মরী।

মহাভাগ (মহৎ—ভাগ ভাগ্য, ৬ষ্ঠী—হিং, সং, পুং, অতিশয় সৌভাগ্যশালী। মহা-শয়। বিং, ত্রিং, দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত।

মহাভারত (মহৎ—ভার+ত (অথবা ভারত, ভরত+ষ্ণ, য়ং—স। মহৎ ভারত-বংশ বর্ণনহেতুক ইহার নাম মহাভারত। পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণ কালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারত্বগুণে অধিক হওয়ায় দেবগণরা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন) সং, ক্লীং, বেদব্যাসপ্রণীত ইতিহাস শাস্ত্র। আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস,

মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ এই অষ্টাদশ-পর্ব্বযুক্ত। শিং—১ "একতশ্চতুরো বেদা ভারতঞ্চৈতদেকতঃ। পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমস্য তুলয়া ধৃতং॥ চতুর্ভ্যঃ সর-হস্যেভ্যো বেদেভ্যোহভ্যধিকং যদা। তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ মহাভারত মুচ্যতে॥ মহত্ত্বাদ্ভারতত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।" (আদিপর্ব্ব)।

মহাভীতা (স্পর্শমাত্রে যে ভীত হইয়া সঙ্কু-চিত হয়) সং, স্ত্রীং, লজ্জালুলতা। বিং, অতিভয়শীলা।

মহাভীম (মহৎ অধিক—ভীম ভয়ঙ্কর) সং, পুং, শান্তনুরাজা।

মহাভীষ্ম (মহৎ অধিক—ভীষ্ম ভয়ঙ্কর) সং, পুং, শান্তনুরাজা।

মহাভূত (মহৎ—ভূত পৃথিব্যাদি, র্‌বং-স) সং, ক্লীং, প্রধানভূত, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চ। শিং—১ "তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা" (রঘু)। শ্রেষ্ঠজীব। পরমেশ্বর।

মহাভৈরব, সং, পুং, শরভরূপী হর। শিং—১ "যোহসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকায়ঃ শারভো হরঃ।"

মহাভোগা; সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "মহার্থসাধনী দেবী মহাভোগা ততঃ স্মৃতা।"

মহামণ্ডূক; সং, পুং, পীতবর্ণ ভেক, সোণাব্যাঙ্।

মহামতি (মহৎ—মতি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতি বুদ্ধিমান্। শিং—১ "কিমেত-ন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।"

মহামদ (মহৎ—মদ মত্ততা বা হস্তিগণ্ড-নিঃসৃতজল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মত্তহস্তী। অতিশয় হর্ষ। অতিশয় মত্ততা। বিং, ত্রিং, অতিমত্ততাযুক্ত।

মহামনাঃ (মহামনস্, মহৎ উদার—মনস্ মন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহাত্মা, মনস্বী, উদারচিত্ত। শিং-১ "ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধর্ম্মপুত্রো মহামনাঃ।"

মহামহিম (মহামহিমন্, মহৎ—মহিমন্ মহিমা, মাহাত্ম্য, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিশয় মহিমান্বিত, অতি মহত্ত্ববান্।

মহামাংস; সং, ক্লীং, নরমাংস।

মহামাত্র (মহৎ—মাত্রা ধন, বা হস্ত্যা-শ্বাদি যাহাদের সেনাপত্যাদি মধ্যে ধন, বা হস্ত্যশ্বাদি আছে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং,পুং, রাজ-মন্ত্রী। শিং—১ "মন্ত্রে কর্ম্মণি ভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে। মাত্রা চ মহতী যেষাং মহামাত্রাস্ত তে স্মৃতাঃ।" রাজ্যের কর্ম্ম-কর্ত্তা। প্রধান ব্যক্তি। হস্তিপক, মাহুত। ধনাঢ্য ব্যক্তি। স্ত্রী—স্ত্রীং, আচার্য্যপত্নী। মহামাত্রপত্নী।

মহামায়া (মহৎ—মায়া, র্‌বং—স) সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ।" জগৎকারণভূতা অবিদ্যা, সংসারভ্রম।

মহাময়ী (মহামায়া দেখ) সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

মহামারী (মহৎ—মারী) সং, স্ত্রীং মহা-কালী। শিং—১ "সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।" অতিশয় মরক।

মহামাষ; সং, পুং, রাজমাষ,বরবটিকলায়।

মহামুখ (মহৎ বৃহৎ—মুখ বদন ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কুম্ভীর, কুমীর।

মহামুদ্রা—মন্ত্রের সাধন করিবার যন্ত্র।

মহামুনি (মহৎ—মুনি) সং, পুং, মহর্ষি, অগস্ত্য প্রভৃতি। বুদ্ধদেব। কৃপাচার্য্য। কাল। ব্যাস। তুম্বুরুবৃক্ষ। ক্লীং, ঔষধ-বিশেষ।

মহামূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্) সং, পুং, শিব। বৃহৎ মস্তক-যুক্ত।

মহামূল; সং, পুং, রাজপলাণ্ডু।

মহামূষিক; সং, পুং, বৃহৎ উন্দুরু।

মহামৃগ (মহৎ—মৃগ পশু) সং, পুং, হস্তী, গজ। শরভ।

মহামৃত্যুঞ্জয়; শিবমন্ত্রবিশেষ।

মহামেঘ, সং, পুং, শিব। ভয়ঙ্কর মেঘ।

মহামোহ; সং, পুং, বিষয় বাসনারূপ

অজ্ঞান। সংসার মূলকারণরাগরূপ মোহ। মৈথুনাদি সুখভোগেচ্ছারূপ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ। শিং—১ "মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা।"

মহাম্ল (মহৎ অধিক—অম্ল-টক) সং, ক্লীং, তেঁতুল।

মহাযজ্ঞ (মহৎ—যজ্ঞ যাগ) সং, পুং, বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথিপূজা, তর্পণ ও জীবগণকে খাদ্যদান—এই পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ।

মহাযোগী (মহান্—যোগী) সং, পুং, যাহার চিত্তবৃত্তি বিরুদ্ধ বাহ্য বস্তুর সহিত কোন সম্পর্ক নাই তিনিই যোগী। তিনি ব্রহ্ম, তিনি সচ্চিদানন্দময়প্রকৃতির কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত এইজন্য তিনি মহাযোগী।

মহারজত (মহৎ—রজত রৌপ্য, বং—স) সং, ক্লীং, কাঞ্চন। ধুস্তূর, ধুতুরা।

মহারজন (মহৎ—রনজ্ রং করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। কুসুমফুল।

মহারত্ন ; সং, ক্লীং, মণিশ্চ করিচক্রাণি বরা স্ত্রী পরিগায়কাঃ। পঞ্চৈতানি তু রত্নানি মহান্তি গৃহনায়িকাঃ।"

মহারথ (মহৎ—রথ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দশসহস্র ধনুর্ধারীদের সহিত সমর্থ যোদ্ধা। শিং—১ "একো দশসহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥ আত্মানং সারথিং চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যো নরঃ স মহারথসংজ্ঞঃ স্যাদিত্যাহুর্নীতিকোবিদাঃ।"৪। "রথেনৈকেন যঃ শত্রূন্ সাহঙ্কারো ব্রজত্যলম্। মহারথঃ সঃ বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ।" বৃহদ্রথ।

মহারস ; সং, পুং, খর্জ্জুর। কেশুর। কোষকারবিশেষ (ইক্ষু) কাঞ্জিক। পারদ।

মহারাজ (মহৎ—রাজন্ রাজা, বং—স, অ(ষ)—স্বার্থে) সং, পুং, সম্রাট্, প্রধান রাজা। পূর্ব্বজিনবিশেষ। নখ।

মহারাজদ্রুম ; সং, পুং, আরগ্বধ, সোঁদাল।

মহারাজাধিরাজ (মহারাজ—অধিরাজ প্রধান রাজা) সং, পুং, সর্ব্বপ্রধান রাজা, সার্ব্বভৌম।

মহারাজিক (মহারাজ+ইক(ষ্ণিক)—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, ২২০ সংখ্যক গণদেবতাবিশেষ।

মহারাত্রি ; সং, স্ত্রীং, মহাপ্রলয়রাত্রি। শিং—৩ "ব্রহ্মণাঞ্চ নিপাতে চ মহাকল্পা ভবেন্নৃপ। প্রকীর্ত্তিতা মহারাত্রিঃ সা এব চ পুরাতনৈঃ।" অর্দ্ধরাত্রের পর মুহূর্ত্তদ্বয়। শিং—১ "অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মুচ্যতে। সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা তদ্দত্তমক্ষয়ং ভবেৎ।"

মহারাষ্ট্র (মহৎ—রাষ্ট্র রাজ্য) সং, পুং, মারহাট্টাদেশ। ষ্ট্রী—স্ত্রীং, মহারাষ্ট্রদেশীয় ভাষা। জলপিপ্পলী।

মহারুদ্র ; সং, পুং, মহাদেব। শিং—১ "মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এব হি।"

মহারূপ (মহৎ—রূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। বিং, ত্রিং, অতিশয় রূপবান্।

মহারূপক (মহৎ প্রধান—রূপক নাট্যগ্রন্থের অলঙ্কারবিশেষ) সং, ক্লীং, নাট্যগ্রন্থবিশেষ।

মহারোগ (মহৎ—রোগ পীড়া) সং, পুং, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য রোগ।

মহারোগী (রোগিন্ মহারোগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মহারোগগ্রস্ত।

মহারোমা (মহারোমন্) সং, পুং, শিব। বিং, ত্রিং, অতি রোমযুক্ত।

মহারৌরব (মহৎ—রুরু দৈত্যবিশেষ+অ(ষ্ণ)—জাতার্থে) সং, পুং, নরকবিশেষ। শিং—২ "মহারৌরব-সংজ্ঞস্তু অধোহর্দ্ধং তাম্রসংপুটং। ধমান্তে খদিরাঙ্গারৈর্গুরুদারাপনায়কঃ।"

মহার্ঘ (মহৎ—অর্ঘ মূল্য, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহামূল্য, অতিশয় মূল্যবান্।

মহার্ণব ; সং, পুং, মহাসমুদ্র।

মহার্ব্বুদ ; সং, ক্লীং, শত কোটি সংখ্যা।

মহাহ ; সং, ক্লীং, শ্বেতচন্দন। বিং, ত্রিং, মহামূল্য। শিং—১ মহাহাস্তরণে শুভে।"

মহাল—ভূমিসম্পত্তি ; যাহার রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায় ও কালেক্টরীর তৌজি রেজেষ্টরীভুক্ত থাকে।

মহালক্ষ্মী (মহৎ-লক্ষ্মী দেবীবিশেষ) সং, ক্লীং, দেবীবিশেষ। শিং—১ "ইহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্।" রাধা। নারায়ণীশক্তি। শিং—„ "বৈষ্ণবান্তাং মহালক্ষ্মীং পরাং রাধাং বদন্তি তে।"

মহালয়, (মহৎ—আলয় আশ্রয়, ৭মী—হিং) সং, পুং, তীর্থ। পরমাত্মা। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ, অপরপক্ষ। শিং—০ "তস্যাং দদ্যাৎ ন চেদ্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে।" বৃহদালয়। য়া—স্ত্রীং, আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা।

মহালিঙ্গ ; সং, পুং, শিব। বিং, ত্রিং, বৃহৎ লিঙ্গযুক্ত।

মহালীলসরস্বতী ; সং, স্ত্রীং, তারাবিশেষ। শিং—১ "লীলয়া বাক্‌প্রদা চেতি তেন লীলাসরস্বতী।"

মহালোল (মহৎ—লোল চঞ্চল) সং, পুং, কাক। বিং, ত্রিং, অতিশয় চঞ্চল।

মহালোহ (মহৎ—লোহ লৌহ) সং, ক্লীং, অয়স্কান্তমণি, চুম্বক পাথর।

মহাবন ; সং, ক্লী, বৃহদ্বন্। বৃন্দাবনস্থ চতুরশীতিবনান্তর্গতবনবিশেষ।

মহাবরা (মহৎ—বর শ্রেষ্ঠ) সং, স্ত্রীং, তৃণ বিশেষ, দূর্ব্বা।

মহাবরাহ (মহৎ—বরাহ শূকর) সং, পুং, বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। শিং—১ "মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুসেনঃ কনকাঙ্গদী।"

মহাবরোহ (মহৎ—অবরোহ) সং, পুং, প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

মহাবল্লী ; সং, স্ত্রীং, মাধবীলতা।

মহাবস (মহৎ—বস্ যে বাস করে অথবা মহৎ—বসা মেদঃ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিশুমার, শুশুক।

মহাবাক্য (মহৎ-বাক্য) সং, ক্লীং, বাক্যসমূহ, বৃহৎ বাক্য, অনেকবাক্য। ব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্য, "ওঁ তৎসৎ।"

মহাবারুণী ; সং, স্ত্রীং, গঙ্গাস্নানের যোগবিশেষ। চান্দ্র চৈত্র মাসের শনিবারযুক্তা কৃষ্ণাত্রয়োদশী। শিং—১ "শনিবার-সমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।"

মহাবাহু ("তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা রোদসী ধারণ করিতেছেন বলিয়া মহাবাহু বলিয়া বিখ্যাত") সং, পুং, কৃষ্ণ।

মহাবিদ্যা (মহৎ—বিদ্যা দুর্গা) সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ ; কালী, তারা, ষোড়শী ; ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশ। শিং—১ "এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মহাবিরাট ; সং, পুং, মহাবিষ্ণু। শিং—১ "সুবিস্তৃতে জলাধারে শয়নাচ্চ মহান্ বিরাট্।"

মহাবিল (মহৎ—বিল ছিদ্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, আকাশ। বৃহৎ ছিদ্র। অন্তঃকরণ, মনঃ। জলের জালা।

মহাবিষ (মহৎ—বিষ, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, দ্বিমুখ সর্প।

মহাবিষুব (মহৎ-বিষুব মেষসংক্রান্তি মং—স) সং, ক্লীং, রবির মেষে সংক্রমণ।

মহাবিষুবচক্র ; সং, ক্লীং, নক্ষত্রঘটিত নরাকার চক্র।

মহাবিষ্ণু ; সং, মহাবিরাট্।

মহাবীচি (মহৎ—বীচি তরঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা মহৎ—অবীচি) সং, পুং, নরকবিশেষ।

মহাবীজ্য (মহৎ প্রধান—বীজ=য(ষ্ণ্য),—স্বার্থে) সং, ক্লীং, মুষ্ক ও বঙ্ক্ষণের মধ্যভাগ।

মহাবীর (মহৎ—বীর শূর) সং, পুং, গরুড়। সিংহ। হনুমান্। যজ্ঞাগ্নি। বজ্র। শ্বেতাশ্ব। পক্ষিবিশেষ। যজ্ঞসাধন মৃন্ময় পাত্র। বিং, ত্রিং, অতিশয় পরাক্রমশালী (ব্যক্তি)।

মহাবীর্য্য (মহৎ—বীর্য্য সারাংশ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিশয় বলবান্। সং, পুং, ব্রহ্মা। বুদ্ধিভেদ। বারাহীকন্দ। র্য্যা—স্ত্রীং, সংজ্ঞা, সূর্য্যপত্নী। বনকার্পাসী। মহাশতাবরী।

মহাবৃহতী; সং, স্ত্রীং, বার্ত্তাকী।

মহাবৃক্ষ; সং, পুং, সুহীবৃক্ষ।

মহাবেগ (মহৎ-বেগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। অতিবেগ। বিং, ত্রিং, অতিশয় বেগযুক্ত।

মহাব্যাধি (মহৎ—ব্যাধি রোগ) সং, পুং, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ। শিং—১ "সর্ব্বব্যাধি-বিনির্ম্মুক্তো মহাব্যাধিবির্শেষতঃ।"

মহাব্যাহৃতি (মহৎব্যাহৃতি উক্তি, যং—স) সং, স্ত্রীং, ওঁ ভূ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা—এই তিনটী বাক্য।

মহাব্রণ (মহৎ—ব্রণ স্ফোটক) সং, ক্লীং, দুষ্টব্রণ, নালী ঘা। শিং—১ "মহাব্রণ বিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।

মহাব্রত; সং, ক্লীং, দ্বাদশবার্ষিক ব্রতবিশেষ।

মহাব্রতী (মহাব্রতিন, মহৎ—ব্রত+ইন্=অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিব। চন্দ্র। বিং, ত্রিং, মহৎব্রতবিশিষ্ট।

মহাশক্তি (মহৎ—শক্তি ক্ষমতা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিশয় পরাক্রমশালী। সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। অতিশয় পরাক্রম।

মহাশঙ্খ (মহৎ—শঙ্খ শাঁখ, সংখ্যা ইত্যাদি) সং, পুং, মানুষাস্থি, মানুষের হাড়। শবকপাল। কর্ণ এবং নেত্রের মধ্যবর্ত্তী অস্থি। শিং—১ "কর্ণনেত্রান্তরালাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" বীরাচারপ্রসিদ্ধ নৃকপালাস্থিজাত মালাবিশেষ। শিং—১ "নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা। মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে" ললাট। সংখ্যাবিশেষ। বৃহৎ শঙ্খ। শিং—১ "পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ। কুবেরের নিধিবিশেষ। অস্ত্র-বিশেষ।

মহাশঠ; সং, পুং, রাজধুস্তূর। বিং, ত্রিং, অতিশয় ধূর্ত্ত।

মহাশয় (মহৎ—আশয় মন বা অভিপ্রায় যার, ৬ষ্ঠী—হি) বিং, ত্রিং, মহামনাঃ। মহাত্মা। মহেচ্ছ। সং, পুং, সমুদ্র।

মহাশয্যা (মহৎ—শয্যা শয়নীয় খট্টা) সং, পুং, সিংহাসন। বৃহৎ শয্যা।

মহাশল্ক (মহৎ—শল্ক আঁইস, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চিঙ্গড়ীমাছ।

মহাশিব; সং, পুং, মহাদেব। শিং—১ "মহাশিবং শিবকরং শিববীজং শিবাশ্রয়ম্।"

মহাশীতা; সং, স্ত্রীং, শতমূলি। বিং, ত্রিং, অতিশীতবীর্য্যযুক্ত।

মহাশুক্তি (মহৎ প্রধান—শুক্তি ঝিনুক) সং, সীং, মুক্তাপ্রসবিনী শুক্তি।

মহাশুক্ল (মহৎ অধিক, অত্যন্ত—শুক্ল শ্বেত বর্ণ) বিং, ত্রিং, অতিশয় শুভ্রবর্ণ। ক্লা—স্ত্রীং, সরস্বতী।

মহাশুভ্র (মহৎ অধিক-শুভ্র শাদা) সং, ক্লীং, রজত, রৌপ্য। বিং, ত্রিং, অতি শুভ্রবর্ণ।

মহাশূদ্র (মহৎ—শূদ্র চতুর্থবর্ণ) সং, পুং, আভীর, গোপ। দ্রী—স্ত্রীং, আভীরী, গোয়ালিনী।

মহাশ্বেতা (মহৎ অধিক—শ্বেত শুক্লবর্ণ, যং—স) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী। স্ত্রী বিশেষ। দুর্গা। প্রসিদ্ধ নগরীবিশেষ। কৃষ্ণ ভূমি-কুষ্মাণ্ড। শ্বেত অপরাজিতা।

মহাশ্মশান (মহৎ—শ্মশান প্রেতভূমি। লোকে যেখানে মরিতে গমন করে) সং, ক্লীং, বারাণসী, কাশী।

মহাশ্যামা সং, স্ত্রীং, শ্যামলতা। শিংশপা বৃক্ষ।

মহাশ্রয়; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

মহাশ্রমণ (মহৎ অধিক—শ্রমণ [ঈশ্বরের উপাসনায়] শ্রম) সং, পুং, বুদ্ধবিশেষ, শাক্যমুনি।

মহাষষ্ঠী; সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

মহাষ্টমী (মহৎ—অষ্টমী) সং, স্ত্রীং, আশ্বিনে-শুক্লা অষ্টমী। শিং—১ "আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য ভবেদ্‌যা অষ্টমী তিথিঃ। মহাষ্টমীতি সা প্রোক্তা দেব্যা প্রীতিকরা পরা।"

মহাসন্ন ; সং, পুং, কুবের।

মহাসাগর—অতিবিস্তীর্ণ লবণময় যে জল-ভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে।

মহাসান্তপন (মহৎ—সান্তপন বিশেষ ব্রত) সং, ক্লীং, ছয়দিবস কষ্টসাধ্য ব্রতবিশেষ। শিং—১ "পৃথক্‌সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ। সপ্তাহেনৈব কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ।"

মহাসার ; সং, পুং, দুষ্‌খদির।

মহাসিংহ, সং, পুং, দেবীবাহন। শরভ।

মহাসুখ (মহৎ—সুখ আনন্দ) সং, ক্লীং, অতিশয় আনন্দ। মৈথুন। পুং, বুদ্ধ।

মহাসূক্ষ্ম (মহৎ অত্যন্ত—সূক্ষ্ম সরু) সং, স্ত্রীং, বালুকা,বালী। ত্রিং, অতি সূক্ষ্ম।

মহাসেন (মহৎ—সেনা, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। শিব। বৃহৎ সেনাপতি। বুদ্ধার্হৎপিতৃবিশেষ।

মহাস্থলী (মহৎ—স্থলী রাশি, স্থান) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। শ্রেষ্ঠস্থান।

মহাস্থান—বগুড়ার তিনক্রোশ উত্তরে স্থিত প্রদেশ, কথিত আছে ;—এখানে পরশুরাম তপস্যা করিয়াছিলেন।

মহাস্বন (মহৎ—স্বন শব্দ) সং, পুং, রণ-বাদ্য। মহৎশব্দ। বিং, ত্রিং, বৃহৎশব্দযুক্ত।

মহাহনু ; সং, পুং, শিব। অসুর বিশেষ। বিং, ত্রিং, বৃহদ্ধনুযুক্ত।

মহাহবিঃ ; সং, ক্লীং, গব্যঘৃত। বিষ্ণু।

মহাহাস ; সং, পুং, অট্টহাস্য।

মহি—"মহী" দেখ।

মহিকা (মহিত দেখ, অক(ণক)—র্ম্ম, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, তুষার, হিম।

মহিত (মহ্‌ পূজা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজিত, সম্মানিত, অর্চ্চিত। শিং—১ "কলহংসরামমহিতঃ কৃতবান্‌।"।

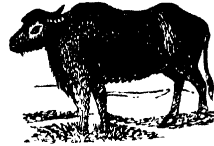
মহিন (মহ্‌ পূজা করা বা পূজিত হওয়া+ইন—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, রাজ্য।

মহিমা (—মন্‌, মহৎ বৃহৎ+ইমন্‌—ভা) সং, পুং, শিবের বিভূতি-বিশেষ, স্বীয় শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা। শক্তি। মাহাত্ম্য, গৌরব। ঐশ্বর্য্য। উৎকর্ষ। শিং—১ "অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপজায়তে।

মহির (মহ্‌ পূজিত+ইর—র্ম্ম) সং, পুং, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ।

মহিলা / **মহেলা** (মহ্‌ পূজাকরা, পূজিত হওয়া+ইল—র্ম্ম, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, নারী।

মহিষ (মহিলা দেখ, ইষ (টিষচ্‌)—ণ) সং, পুং, পশুবিশেষ, লুলাপ ; যমের বাহন।



অসুর বিশেষ, মহিষাসুর। ষী—স্ত্রীং, স্ত্রীমহিষ। কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী। ব্যভি-চারিণী স্ত্রী। ঔষধবিশেষ।

মহিষঘ্নী ; সং, স্ত্রীং, মহিষাসুরঘাতিনী দুর্গা। শিং—১ "মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।"

মহিষধ্বজ / **মহিষবাহন** (মহিষ—ধ্বজা চিহ্ন, পতাকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং—বাহন যান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অন্তক, যম। অর্হদ্বিশেষ।

মহিষমর্দ্দিনী (মহিষ অসুর বিশেষ—মর্দ্দিনী [মৃদ্‌ মর্দ্দন করা+ইন্‌ (ণিন্‌)—ক, ঈপ] বিনাশকর্ত্রী) সং, স্ত্রীং, মহিষাসুর বিনাশিনী দুর্গা। অষ্টাক্ষরী বিদ্যা। শিং—১ "অষ্টাক্ষরী সমাখ্যাতা বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনী।

মহিষাসুর ; সং, পুং, রম্ভাসুরপুত্র।

মহিষ্ঠ (মহৎ+ইষ্ঠ—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিমহৎ।

মহী, মহি (মহ পূজা করা+ই—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। নদীবিশেষ। গৌ।

মহিক্ষিৎ (মহ–ক্ষি প্রভুত্বকরা+০ (ক্বিপ্) —ক) সং, পুং, ভূপতি, রাজা। শিং—১ আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।

মহীজ (মহী পৃথিবী—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, পুং, ভৌম, মঙ্গলগ্রহ। নরকাসুর। ক্লীং, আর্দ্রক। বিং, ত্রিং, ভূমিজাত। জা—স্ত্রীং, সীতা।

মহীধব, মহীধ্ (মহী পৃথিবী—ধব, ধ্ [ধৃ ধরা +অ ক'—ক]=যে ধারণ করে. ২য়া—ষ) সং, পুং, পর্ব্বত, ক্ষিতিধর।

মহীপ, মহীপাল (মহী—প, পাল =যে রক্ষা করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভূপতি, রাজা। শিং—১ "স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসংঘসমাহতঃ। নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।"

মহীপতি (মহী—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা, নৃপ।

মহীপ্রাচীর ; (মহী—প্রাচীর প্রান্তভাগে আবৃতি। পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া) সং, ক্লীং, সমুদ্র।

মহীভুক্, মহীভুজ (—ভুজ্, মহী—ভুজ্, ভুজ যে ভোগ করে) সং, পুং, রাজা।

মহীভৃৎ (মহী—ভৃ ধারণ করা, পোষণ করা+০ ক্বিপ্)—ক, ৎ—আগম) সং, পুং, রাজা। শিং—১ "অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽস্য কুর্ব্বন্ত্বন্যমহীভৃতাম্।" পর্ব্বত। শিং—১"মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিং।

মহীময় (মহী+ময়—প্রাচুর্য্যার্থে) বিং, ত্রিং, মৃণ্ময়, মৃত্তিকানির্ম্মিত। য়ী—স্ত্রীং, মৃণ্ময়ী। শিং—১ "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।"

মহীয়ান্ (মহীয়স্ মহৎ বৃহৎ+ঈয়সু—অতিশয়ার্থে) বিং, ত্রিং, অতিমহৎ। মহাত্মা। উত্তম।—য়সী·স্ত্রীং, অতিমহতী।

মহীয্যমান (মহ্ পূজা করা+য (ক্য)+আন (শান)—র্ম্ম। ম—আগম) বি, ত্রিং পূজ্যমান। শিং—১ "মহীয্যমানা ভবতাঽতিমাত্রম্।" (ভট্টি)।

মহীরুহ, মহীরুহ্ (মহী—রুহ, রুহ্ [রুহ+অ (ক), ০ (ক্বিপ্)—ক]=যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ। শাকবৃক্ষ।

মহীলতা (মহী—লতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং কিঞ্চুলুক, কেঁচুয়া।

মহীসুত (মহী—সুত পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। নরকাসুর।

মহেচ্ছ (মহতী—ইচ্ছা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহাশয়, উন্নতেচ্ছ, উদারস্বভাব।

মহেন্দ্র (মহৎ—ইন্দ্র, য়ং—স) সং, পুং, বিষ্ণু। মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র। জম্বুদ্বীপের পর্ব্বত বিশেষ, উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি গণ্ডোয়ানা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতশ্রেণী।

মহেন্দ্রকদলী ; সং, স্ত্রীং, কদলীবিশেষ।

মহেন্দ্রনগরী (মহেন্দ্র—নগরী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, অমরাবতী। [মাকাল্।

মহেন্দ্রবারুণী ; সং, স্ত্রীং, লতালিশেষ, বড়

মহেন্দ্রাণী (মহেন্দ্র+ঈপ্, আন—আগম) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপত্নী, শচী।

মহেলা, মহেলিকা (মহ উৎসব—ইলা[পৃথিবী] স্থান, অথবা মহ্ পূজা করা +ই—র্ম্ম : কণ—যোগে মহেলিকা) সং, স্ত্রীং, নারী, যোষিৎ।

মহেশ, মহেশ্বর (মহৎ—ঈশ, ঈশ্বর, য়ং—স) সং, পুং, মহাদেব, শিব। শিং—১ "বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ং। মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।"

মহেশবন্ধু ; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ।

মহেশী, মহেশ্বরী (মহেশ, মহেশ্বর+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, মহেশ্বর পত্নী। কাঁসা।

মহেষ্বাস (মহেষু [মহৎ—ইষু বাণ] বৃহৎ

বাণ—অস যে নিক্ষেপ করে, ২য়া—য। অথবা মহৎ—ইষাস ধনুর্দ্ধর, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহাধনুর্দ্ধর। শিং—১ "যুযুধুঃ সংযুগে তেঽপি মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।" সং, পুং, বৃহৎ ধনুক।

মহোক্ষ (মহৎ—উক্ষন্ বৃষ, য়ং—স, অস্বার্থে) সং, পুং, বৃহৎ বৃষ, মহাবৃষভ। শিং—১ "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায় প্রকল্পয়েৎ।"

মহোৎকা (মহ [বৃহৎ] পুনঃপুনঃ উৎক সুযোগ, অভ্যন্তরকাল) সং, স্ত্রীং, বিদ্যুৎ।

মহোৎপল (মহৎ—উৎপল জলপুষ্প, য়ং স) সং, ক্লীং, বৃহৎ পদ্ম। সারসপক্ষী।

মহোৎসব (মহৎ—উৎসব, য়ং—স) সং, পুং, মহা আনন্দজনকব্যাপার। শিং—১ "প্রতিসংবৎসরঞ্চৈব কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ।"

মহোৎসাহ (মহৎ—উৎসাহ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অতিউদ্যমযুক্ত। সং, পুং, রাজ্যাঙ্গপ্রাপ্ত রাজপুরুষ। মহৎ চেষ্টা।

মহোদধি—ধী (মহৎ—উদধি সমুদ্র, য়ং—স) সং, পুং, সমুদ্র, মহাসমুদ্র। শিং—১ "লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।"

মহোদয় (মহৎ—উদয় উত্থান) সং, ক্লীং, কান্যকুব্জদেশ। পুং, আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব। মুক্তি, মোক্ষ। স্বামী। যোগবিশেষ। বিং, ত্রিং, অতিসমৃদ্ধ। অত্যুন্নত।

মহোদরী; সং, স্ত্রীং, মহাশতাবরী। (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উদরমধ্যে আছে বলিয়া) ভগবতী। বিং, বৃহৎ উদরযুক্তা।

মহোদ্যম; বিং, ত্রিং, মহোৎসাহযুক্ত। সং, পুং, অতিশয় উদ্যোগ।

মহোন্নত; সং, পুং, তাল। বিং, ত্রিং, অত্যুন্নতিযুক্ত।

মহোন্নতি; সং, স্ত্রীং, অতিশয় বৃদ্ধি। শিং—১ "ভূয়াত্তে মহদৈশ্বর্য্যং পুত্রাদীনাং মহোন্নতিম্।"

মহোন্মদ (মহৎ—উন্মদ উন্মত্ত) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, কলুইমাছ। বিং, ত্রিং, অতিশয় উন্মত্ত।

মহোরগ (মহৎ—উরগ সর্প) সং, পুং, সর্পগণবিশেষ। বৃহৎসর্প। ক্লীং, তগরমূল।

মহোল্কা (মহতী—উল্কা আকাশাগ্নি, য়ং,—স) সং স্ত্রীং, বৃহৎ উল্কা। শিং—১ "বিদ্যুৎ-স্তনিতনির্ঘাত-মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।"

মহৌজাঃ (—জস্, মহৎ—ওজস্, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মহাতেজস্বী। মহাবল।

মহৌষধ (মহৎ—ঔষধ) সং, ক্লীং, রসুন। উত্তম ঔষধ। শুঁঠ। পিপুল।

মহৌষধি—ধী (মহৎ—ওষধি ফলপাকান্ত লতা, য়ং—স) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা। রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ লতাদি। মহাস্নানীয় দ্রব্যবিশেষ। শ্বেতকণ্টকারী। ব্রাহ্মী। কটকা। অতিবিষা। হিলমোচিকা।

মহ্যদিব—অর্জ্জুনমিশ্রমতে—দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা অদিতি।

মা (মা পরিমাণ করা+০ (ক্বিপ্)—ভাবে) অং, নিন্দা। বিকল্প। নিষেধ। (নিষেধার্থ মা শব্দ ক্রিয়াযোগেই প্রয়োগ হয়)। শিং—১ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।" স্ত্রীং, পরিমাণ। জ্ঞান। দীপ্তি। (+ ক্বিপ্—ক) মাতা। লক্ষ্মী।

মাই (দেশজ) সং, স্তন, পয়োধর।

মাংস (মন বোধ করা+স—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পিশিত, শরীরাংশবিশেষ। পুং, কাল। কীট।

মাংসকারি; সং, ক্লীং, রক্ত।

মাংসচ্ছদা; সং,স্ত্রীং, মাংসরোহিণী বিশেষ।

মাংসজ } (মাংস—জ (জন জন্মান
মাংসতেজঃ } +অ(ড—ক) উৎপন্ন। মাংসতেজস্, মাংস—তেজস্ দীপ্তি) সং, ক্লীং, মেদ, ভুঁড়ি।

মাংসদলন (মাংস প্লীহাত্মক মাংস—দল্ দলন করা+অন (অনট্)—ক) সং, পুং, প্লীহাঘাতক বৃক্ষ।

মাংসদ্রাবী (—দ্রাবিন্, মাংস—দ্রু ক্রি = দ্রাবি জীর্ণ করান+ইন্ (ণিন্)—ক সং, পুং, অম্লবেতস।

মাংসপেশি—শী (Muscle) সং, স্ত্রীং, যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালনক্রিয়া সমাধা হয়, মাংসপেশী কেবল মাংসরাশি মাত্র; মাংসপিণ্ডী, মসল্।

মাংসফলা; সং, স্ত্রীং, বার্ত্তাকু।

মাংসভক্ষ (মাংস—ভক্ষ যে ভক্ষণ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মাংসাশী, মাংসভক্ষণকারী।

মাংসল (মাংস+ল—অস্ত্যর্থে, বিদ্যমানার্থে) বিং, ত্রিং, বলবান্। স্থূল, মোটা। শিং—১ "মাংসলৈশ্চ ধনোপেতৈরবক্রৈরধরৈর্নৃপাঃ।

মাংসসার } মাংস—সার সারাংশ।
মাংসস্নেহ } মাংস—স্নেহ তৈলাদি দ্রব বস্তু) সং, পুং, মেদ, ভুঁড়ি।

মাংসহাসা (মাংস—হাস হাস্য) সং, স্ত্রীং, চর্ম্ম, চামড়া।

মাংসাদ (মাংস—অদ (অদ্ ভোজন করা +অ (অন)—ক) যে খায়, ২য়া ষ) বিং, ত্রিং, মাংসভোজী, মাংসাশী।

মাংসাশী (মাংসাশিন্, মাংস—অশী (অশ্ ভোজন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) যে খায়, ২য়া ষ) বিং, ত্রিং, মাংসভক্ষক।

মাংসাষ্টকা; সং, স্ত্রীং, গৌণচান্দ্র মাঘমাসীয় কৃষ্ণাষ্টমী।

মাংসিক (মাংস+ইক (ষ্ণিক)—জীবিত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মাংসবিক্রয়ী, কসাই।

মাকড়, মাকড়সা (মর্কট শব্দজ) সং, লতা, ঊর্ণনাভ।

মাকন্দ (মা সৌন্দর্য্য, পরিমিত—কন্দ মূল) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। চন্দনবৃক্ষ। ক্লীং, আম্র। ন্দী—স্ত্রীং, আমলকী। পীতচন্দন। নগরীবিশেষ।

মাকরী (মকর দশম রাশি+(অজ্ঞ)—ভবার্থে, ঈপ্—স্ত্রীং,) সং, স্ত্রীং, মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী। শিং—১ "তস্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী।" বিং, ত্রিং, মকররাশিসম্বন্ধীয়। (পাটের ডাঁটা।

মাকাটী (দেশজ) সং, কার্পাসের বীজ।

মাকাল (মহাকাল শব্দজ) সং, মৎস্যের দেবতা। মহাকাল লতা। ফলবিশেষ; ইহা লালবর্ণ হেতু দেখিতে সুন্দর; যথা—"স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে।" [তুরী।

মাকু (দেশজ) সং, বস্ত্রনির্ম্মাণের যন্ত্রবিশেষ,

মাক্ষিক, মাক্ষীক (মক্ষিকা মাছি+অ (ষ্ণ)—কৃতার্থে) সং, ক্লীং, মধু, খনিজ স্বর্ণ রৌপ্য।

মাক্ষিকজ (মাক্ষিক মধু—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] জাত, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, শিক্থক, মোম।

মাক্ষিকফল; সং, ক্লীং, মধুনারিকেল।

মাক্ষিকশর্করা; সং, স্ত্রীং, মধুজাত খণ্ডবিশেষ।

মাক্ষিকাশ্রয় (মাক্ষিক মধু—আশ্রয় আধার) সং, ক্লীং, মৌচাক। মোম।

মাখন (দেশজ) সং, নবনীত, ননী।

মাগধ (মগধ [কণ্ড্বাদি] যাচ্ঞা করা+অ (ষণ্)—ক। কিম্বা মগধ দেশবিশেষ+অ (ষ্ণ)—জাতার্থে) সং, পুং, রাজাদের এবং সৈন্যসমূহের অগ্রে স্তুতিপাঠক, বন্দী। ২। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত জাতিবিশেষ, ভাট। ৩। বিং, ত্রিং, মগধদেশোৎপন্ন, গুজরাটী। ৪। মগধ দেশীয় ব্রাহ্মণ ধী—স্ত্রীং, মগধদেশজাতা গণিকা। মগধরাজকন্যা। যূথিকা পুষ্প, যুঁইফুল। ভাষাবিশেষ, মগধদেশীয় ভাষা। গুজরাটী এলাইচ।

মাগী (দেশজ) সং, বৃদ্ধা স্ত্রী, বুড়া, অধিক বয়ঃস্থা স্ত্রী।

মাগ, মাগু (দেশজ) সং, পত্নী ভার্য্যা।

মাগুর (মদ্গুর শব্দজ) সং, মৎস্যবিশেষ।

মাঘ (মঘা+ষ্ণ, ঈপ্—মাঘী মঘানক্ষত্র

যুক্তা পৌর্ণমাসী+অ (ষ্ণ)—তদ্যুক্তকালার্থে) সং, পুং, দশমাস। শিশুপালবধকাব্য। শিশুপালবধ কাব্যের রচয়িতা কবি। শিং—১ "তাবদ্বা ভারবের্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ। ঘী—স্ত্রীং, মাঘমাসসম্বন্ধীয়া। মঘানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, মাঘমাসের।

মাঘবতী } (মাঘবৎ, মঘবন্+অ, ঈ—
মাঘোনী } প্রং। দ্বিতীয়পক্ষে, ব=উ এবং অ+উ=ও) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বদিক্।

মাঘবন (মঘবন্ ইন্দ্র+অ (ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

মাঘ্য (মাঘ দশমমাস+য (ষ্ণ্য)—জাতার্থে, মাঘমাসে যাহা জন্মে) সং, ক্লীং, কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। বিং, ত্রিং, মাঘমাসজাত।

মাঙ্গন (দেশজ) সং, যাচন, ভিক্ষাকরণ। নির্দ্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত যাহা জমীদার বলপূর্ব্বক প্রজার নিকট আদায় করে, আবুয়াব।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল, মাঙ্গল্য (মঙ্গল+ইক (ষ্ণিক), অ (ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মঙ্গলকর, শুভজনক।

মাঙ্গল্য (মঙ্গল+য (ষ্ণ্য)—ভাবে, সং, ক্লীং, মঙ্গল। বিং, ত্রিং, শুভজনক, মঙ্গলকর। শিং—১ "মাঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যা সংবরণেষু চ। দশমাসাঃ প্রশস্তস্তে চৈত্রপৌষবিবর্জ্জিতাঃ।"

মাচ; সং, পুং, বর্ত্ম, পথ।

মাচল (মা ভাগ্য, ধন—চল্ [এইরূপ উপায় দ্বারা] গমন করা+অ (অন)—ক) সং, পুং, চোর। বন্দী, কয়েদী। রোগ, পীড়া।

মাচা (মঞ্চ শব্দজ) সং, পুং, মাচা, বংশরচিত উচ্চস্থান।

মাচিকা (মচ্ বন্ধন করা+অক (ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, মক্ষিকা, মাছি। অম্বষ্ঠা।

মাচির (মা নিষেধ, মা—চির চিরম্ শব্দজ) অং, অবিলম্বে, শীঘ্র। শিং—১ "অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মাচিরম্।"

মাছ (মচ্ছ শব্দজ) সং, ক্লীং, ঝষ, মচ্ছ।

মাছি, মাচি (মাচিকা শব্দজ) সং, কীটবিশেষ, মাচি।

মাজ (মধ্য শব্দজ) সং, অভ্যন্তর। সার।

মাজরা (Occurrence) ঘটনা।

মাজড়াস্থান (Place of occerrence) ঘটনাস্থল।

মাজন (মার্জ্জন শব্দজ) সং, রগড়ান, ঘর্ষণ।

মাজল; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ, চাসপক্ষী।

মাজা } (মধ্য শব্দজ) মধ্যস্থান। কটি-
মাজার } দেশ।

মাজীবৎ (মা নিন্দিত—জীব বাঁচা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, গর্হিতজীবনবিশিষ্ট।

মাজুম (আরবী=মাজুন) সং, মাদকদ্রব্যবিশেষ।

মাজুল (যাবনিক) কর্ম্মচ্যুত।

মাঝ (মধ্য শব্দজ) সং, মধ্যস্থল, ভিতর।

মাঝি (দেশজ) সং, নাবিক। (সাঁওতাল পরগণার পল্লীর প্রধান প্রজা বা চকদার অথবা প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি বলে)।

মাঞ্জিষ্ঠ (মঞ্জিষ্ঠা রক্তবর্ণলতা+অ(ষ্ণ)—রক্তার্থে) বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণ, রাঙ্গা।

মাটি (মৃত্তিকা শব্দজ) সং, মৃৎ, ভূমি। অপদার্থ, সারহীনতা। [শিথিল।

মাটো (মন্দ শব্দজ কি?) বিং, অলস, কর্ম্মে

মাঠ (দেশজ) সং, প্রান্তর, ময়দান। গোচারণ ভূমি। ২। সং, পুং, বর্ত্ম, পথ ৩। টা, নবনীত।

মাঠর (মঠ বাস করা+অর(অরণ্)—ক। যিনি সূর্য্য সমীপে বাস করেন। অথবা মঠর+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকবিশেষ। ব্যাসদেব। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। যমবিশেষ। শিং—১ "যমোঽপি দক্ষিণে পার্শ্বে খ্যাতো মাঠরসংজ্ঞকঃ।"

মাঠা (দেশজ) সং, নবনীত, ঘোল।

মাড় (মণ্ডশব্দজ) সং, তণ্ডুলাদির কাথ, ফেণ।

মাড়ন (মর্দ্দন শব্দজ) সং, পেষণ, দলন।

মাড়ব; সং, পুং, বর্ণশঙ্কর জাতিবিশেষ। শিং—১ "নৈটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস বল্লরান্। মাল্লঃ মল্লং মাড়বঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্।"

মাঢ়ি (মহ্ পূজা করা+তি(ক্তি,—ভাবে) হ, ত = ঢ়। অ = া) সং, স্ত্রীং, পত্রশিরা, পাতার শির। দৈন্য, দারিদ্র্য।

মাঢ়ী (মহ্ পূজা করা+তি(ক্তি)—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, দন্তমূল, দাঁতের মাড়িয়া।

মাণক, মানক (মা পরিমাণ করা+অক—র্ম্ম) সং, ক্লীং, মূলবিশেষ, মানকচু। পুং, মাণকচুর গাছ।

মাণব, মাণবক } (মনু মনুষ্য+অ(ঞ), অল্পার্থে—ণত্ব। ২য়—পক্ষে, কণ্—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, পুং, মনুষ্য বালক। ব্রাহ্মণ-কুমার। মনুষ্য। ষোল নর হার।—ক, বিংশতিনর হার। ক্লীং, ৮ অক্ষর ছন্দো-বিশেষ। কুপুরুষ।

মাণবীণ (মাণব+ঈন—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মানবসম্বন্ধীয়।

মাণব্য (মাণব বালক—য(ষ্ণ্য)—ভা, সমূহার্থে) সং, ক্লী, বালকসমূহ। শৈশবকাল।

মাণিকা; সং, স্ত্রীং, অষ্টপল পরিমাণ।

মাণিক্য (মণি রত্ন—কৈ শব্দ করা—অ (ড)—ক, ষ্ণ্য) সং, ক্লীং, রত্নবিশেষ, মণি, মাণিক। ক্যা—স্ত্রীং, জেঠী, টিক্‌টিকী।

মাণিবন্ধ (মণিবন্ধ পর্ব্বতবিশেষ+অ(ঞ) —ভবার্থে। যাহা এই স্থানে পাওয়া যায়) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ।

মাণিমন্থ (মণিমন্থ [ইহা হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয় এইরূপ কথিত আছে] পর্ব্বত-বিশেষ+অ(ঞ—ভবার্থে) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ, সিন্ধুজাত লবণ।

মাণ্ডবী; সং, স্ত্রীং, কুশধ্বজের কন্যা, ভরতের পত্নী।

মাণ্ডব্য; সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

মাণ্ডূক (মণ্ডূক+অ(ঞ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মণ্ডূকের সন্তান।

মাত, মাথ, (মত্ত শব্দজ) সং, পুং, অসার-ভাগ, অসার গুড়।

মাতঙ্গ (মতঙ্গ মুনিবিশেষ, হস্তী+অ(ঞ) স্বার্থে) সং, পুং, হস্তী। চণ্ডাল। অশ্বত্থ-বৃক্ষ। অর্হদুপাসকবিশেষ। শ্বপচ।

মাতঙ্গনক্র (মাতঙ্গ হস্তী—নক্র কুম্ভীর) সং, পুং, মাতঙ্গাকার জলজন্তু, জলহস্তী।

মাতঙ্গামকর; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ।

মাতঙ্গী; সং, স্ত্রীং, হস্তিনী। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত নবম মহাবিদ্যা। শিং—১ "অথ বক্ষ্যে মহাদেবীং মাতঙ্গীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।"



মাতঙ্গী।

অন্নদামঙ্গলে—ইঁহার রূপ—

"দেখি ভয়ে ভোলানাথ যায় পলাইয়া,
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া।
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি,
চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে,
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥"

মাতন (মত্তহওন শব্দজ) সং, মাতওয়ালা হওয়া।

মাতরপিতৃ (মাতৃ মাতা—পিতৃ পিতা) সং, পুং, দ্বিং, মাতা পিতা দ্বয়।

মাতরিশ্বা (মাতরিশ্বন্, মাতরি আকাশেতে —শ্বি বৃদ্ধি পাওয়া+অন্(কনিন্)—ক) সং, পুং, বায়ু, পবন।

মাতব্বর (যাবনিক) প্রধান, মান্যগণ্য-ব্যক্তি। পল্লীর প্রধান ব্যক্তি এই উপাধির উপযোগী।

মাতলি } (মত—লা গ্রহণ করা+অ(ড)
মাতুলি } —ক=মতল+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ইন্দ্রের সারথি।

মাতা (মাতৃ, মান্ পূজা করা+তৃচ—র্ম। যিনি পূজিত হন। অথবা মা পরিমাণ করা+অত—র্ম। পূর্ব্বে দ্রব্যজাত পরিমাণ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন বলিয়া মাতা নাম হইল। অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ; সংস্কৃত= মাতা। পারসীক=মাদর। গ্রীক্ ও লাটিন =মাটর। জর্ম্মেন=মুতের। ইংরাজি= মদর্। বাঙ্গালা—মা) সং, স্ত্রীং, জননী, মা। "জনকো জন্মদানত্বাৎ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ। গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ সোঽন্নদাতা পিতা মুনে॥ বিনান্নান্নশ্বরো দেহো ন নিত্যঃ পিতুরুদ্ভবঃ। তয়োঃ শতগুণে মাতা পূজ্যা মান্যা চ বন্দিতা॥ গর্ভধারণপোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী।" সপ্ত মাতা; যথা—জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী, পৃথিবী। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী,বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা—এই অষ্ট শক্তি। শিং —১" ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা, কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।" পৃথিবী। গো। লক্ষ্মী। ধাত্রী। পুং, জীব। গমন। আকাশ। (মা পরিমাণ করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রমাণকর্ত্তা। পরিমাণকর্ত্তা।

মাতামহ (মাতৃ মাতা+আমহ (ডামহ)—তৎপিতার্থে) সং, পুং, মাতার পিতা। হী —স্ত্রীং, মাতার মাতা।

মাতাল (মত্ত শব্দজ) বিং, মদ্যপায়ী, মত্ততাবিশিষ্ট। (মস্তক শব্দজ) প্রধান; যথা— "এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী, মাধী যেন মাতাল মহিষী।" (অন্নদা)। লী—স্ত্রীং, মাতার সখী।

মাতুল (মাতৃ মাতা+উল্ (ডুল)—তদ্ভ্রাতার্থে) সং, পুং, মাতার ভ্রাতা, মামা। —লানী, লী, লা—স্ত্রীং, মাতুলের ভার্য্যা, মামী।

মাতুলক; সং, পুং, ধুস্তুরবৃক্ষ।

মাতুলপুত্রক; সং, পুং,ধুস্তুরফল। মাতুলতনয়।

মাতুলাহি (মাতুল—অহি সর্প) সং, পুং, সর্পবিশেষ, মালুয়াসাপ।

মাতুলুঙ্গ (মা নিষেধ—তুলা নিক্তি—গম্ গমন করা+অ(খ)—ক। ক—যোগে মাতুলুঙ্গকও হয়। ওজন করিয়া বিক্রয় হয় না বলিয়া) সং, পুং, বীজপুর, দাড়িম্ব। লেবু। ঙ্গা—স্ত্রীং, উত্তম চূণ। মধুকুক্কুটী।

মাতৃক (মাতা দেখ,) কণ্—যোগ বিং, ত্রিং, মাতৃসম্বন্ধীয়, মাতৃ হইতে আগত।

মাতৃকচ্ছিদ্; সং, পুং, পরশুরাম।

মাতৃকা (মাতা দেখ, কণ্—যোগ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মাতা। ধাত্রী। মাতার মাতা। অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা—এই ষোড়শ দেবী। স্বর: করণ।

মাতৃকেশট (মাতৃ মাতা—কেশট ভ্রাতা) সং, পুং, মাতুল, মামা।

মাতৃনন্দন; সং পুং, কার্ত্তিকেয়। শিং—১ "কথং ত্বং কৃত্তিকাপুত্রমুক্তবান্ তং সুরং গুহং। কথঞ্চ পাবকিরসৌ কথং বা মাতৃনন্দনঃ।"

মাতৃমণ্ডল; সং, ক্লীং, নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ। শিং—১ "অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ। আসন্নমৃত্যুর্নো পশ্যেচ্চতুর্থং, মাতৃমণ্ডলম্।"

মাতৃমুখ } (মাতৃ মাতা—মুখ প্রধান।
মাতৃশাসিত } মাতৃ—শাসিত—দমিত)
সং, পুং, মূর্খ, অজ্ঞ ব্যক্তি।

মাতৃবন্ধু } (মাতৃ মাতা—বন্ধু, বান্ধব=
মাতৃবান্ধব } জ্ঞাতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মাতার পিস্তুতো ভাই, মাতার মাস্তুতো ভাই, এবং মাতার মামাতো ভাই। শিং—১ "মাতুঃ পিতুঃ স্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ।"

মাতৃবাহিনী; সং, স্ত্রীং, বল্গুলাপক্ষী।

মাতৃষ্বসা—স্থ } (মাতৃ মাতা—স্বসৃ
মাতুঃস্বসা—স্থ } ভগিনী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং,
মাতুঃষ্বসা—স্থ } স্ত্রীং, মাতার ভগ্নী, মাসী।

মাতৃস্বস্রীয় } (মাতৃস্বসৃ মাতার ভগিনী
মাতৃষ্বস্রেয় } +ঈয়(ণীয়), এয়(ঢেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, য়ী—স্ত্রীং, মাতার ভগিনীর পুত্র বা কন্যা।

মাতোয়াল—মুসলমানদিগের দাতব্যকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক।

মাত্র (মা পরিমাণ করা+ত্র—ভাবে) সং, ক্লীং, কেবল। অবধারণ। সাকল্য, কাৎস্ন্য।

মাত্রা (মা+ত্র—ণ, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, অংশ। অল্প পরিমাণ ধন। পরিচ্ছেদ অর্থাৎ হস্ত্যশ্বাদি। অক্ষরাবয়ব বর্ণের উচ্চারণকাল; ইহা চার প্রকার হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং ব্যঞ্জন। একমাত্রার নাম হ্রস্ব; যেমন—অ, অর্থাৎ সহজে অবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে হ্রস্ব বা এক মাত্রা কহে। দ্বিমাত্রার নাম দীর্ঘ; যেমন—অ, অ, সহজে দুইটা অকার উচ্চারণে যে সময় লাগে তাহাকে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রকাল কহে। ত্রিমাত্রার নাম প্লুত; যেমন—অ, অ, অ, তিনটী অবর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক করে, তাহাকে প্লুত বা ত্রিমাত্রকাল বলে। অর্দ্ধমাত্রাকে ব্যঞ্জন কহে; যেমন—ক্ খ্ ইত্যাদি। "কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ।" পরিমাণ। কর্ণভূষণ। (+ত্র—ভা) অবিচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়বৃত্তি। "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।"

মাত্রাপান (মাত্রা অল্প পরিমাণ—পান) সং, ক্লীং, অল্পপান, পরিমিত পান।

মাত্রাবৃত্ত; সং, ক্লীং, আর্য্যাদি ছন্দোবিশেষ।

মাত্রাসংজ্ঞক; সং,ক্লীং, ছন্দের উপলক্ষণ।

মাত্রিক (মাত্রা+ইক (ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, প্রাকৃতিক, ভূতাত্মক।

মাৎ (পারস্য) শতরঞ্চ খেলায় রাজাকে কিস্তি দেওয়ায় রাজার অন্য ঘরে যাইবার উপায় না থাকাতে 'মাৎ' বলে। আশ্চর্য্যান্বিত, হতবুদ্ধি। (দেশজ) গুড়ের জলীয় ভাগ।

মাৎসর্য্য (মৎসর শুভদ্বেষ্টা+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, অন্যশুভদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা।

মাৎস্যিক (মৎস্য+ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জালিক।

মাৎস্য (মৎস্য+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, পুরাণবিশেষ।

মাথ (মথ্ বধকরা বা মন্থন করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, বর্ত্ম, পথ। (+ঘঞ্—ভা) মন্থন। বধ, হত্যা। বিলোড়ন। ব্যথা।

মাথট (দেশজ) সং, চাঁদা, বহুলোকের দ্বারা অর্থসংগ্রহ।

মাথা (মস্তক শব্দজ) সং, মস্তক, শির।

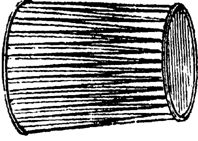
মাথুর (মথুরা+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং মথুরা-সম্বন্ধীয়। (কংসযজ্ঞ নিমন্ত্রণচ্ছলে কৃষ্ণের মথুরাপুরী গমন, কংসধ্বংস, দেবকীর বন্ধনমোচন, কুব্জা মালিনী মিলন) মথুরা হইতে আগত। (+ষ্ণ—ভবার্থে) মথুরাদেশজাত।

মাদ (মদ হৃষ্ট হওয়া, গর্ব্বিত হওয়া, মত্ত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, হর্ষ। অহঙ্কার। মত্ততা।

মাদন (মদ্ মত্ত হওয়া+অন(অনট্)—ক) সং, ক্লীং, লবঙ্গ। বিং, ত্রিং, হর্ষোৎপাদক।

মাদক (মদ্-ণিচ্ মত্ত হওয়া+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, মত্ততাজনক।

মাদল (মর্দ্দল শব্দজ) সং, মৃদঙ্গবিশেষ।



মাদল।

মাদা, মাদি (পারস্য) স্ত্রী-জাতীয়।

মাদার (মন্দার শব্দজ) সং, বৃক্ষবিশেষ।

মাদুর (মন্দুরা শব্দজ) সং, তৃণনির্ম্মিত আসনবিশেষ।

মাদুলী (মর্দ্দল শব্দজ। অথবা আরবী মাদআলী শব্দের অপভ্রংশ) সং, কবচ, কণ্ঠভূষণবিশেষ।

মাদৃক্ষ, মাদৃক্, মাদৃশ (মাদৃশ্ অস্মৎ—দৃশ দেখা+সক্ ০ (ক্বিপ্), অ টক্)—র্ম্ম। যাহাকে আমার মত দেখা যায়) বিং, ত্রিং, মৎসদৃশ, মত্তুল্য।

মাদ্রী (মদ্র দেশবিশেষ+অ(ষ্ণ)—নিবাসার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পাণ্ডুরাজার ছোট স্ত্রী, নকুল সহদেবের মাতা। অতিবিষা।

মাদ্রেয় (মাদ্রী+এয় (ঞেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মাদ্রীসুত, নকুল, সহদেব।

মাধব (মা লক্ষ্মী—ধব স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ। মহাভারতে—মা শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, তিনি মৌন ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁর নাম মাধব) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥ মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ দেবমাতা সরস্বতী। রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ।" (মধু+অ (ষ্ণ)—স্বার্থে) বৈশাখ মাস। বসন্তকাল। শিং—১ "স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা।" বিং, ত্রিং, মধুসম্বন্ধীয়। বী, বিকা—স্ত্রীং, লতাবিশেষ। মিসি। মধুশর্করা। কুট্ট। মদিরা তুলসী। দুর্গা। মাধবের পত্নী।

মাধুক; সং, পুং, বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

মাধুকরী; সং, স্ত্রীং, ভিক্ষোপজীবীর পঞ্চ স্থান হইতে ভিক্ষাহরণ।

মাধুর (মধু—রা দান করা+অ (ক)—ক) সং, ক্লীং, মল্লিকাপুষ্প। (মধুর+(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মধুরসজাত।

মাধুরী (মধুর মিষ্ট+অ(ষ্ণ)—ভাবে, ঈপ) সং, স্ত্রীং, মধুরতা, মিষ্টতা। শোভা, সৌন্দর্য্য, উত্তমতা। শিং—১ "সা বিম্বাধরমাধুরীভি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে।" ধীরতা। মস্ত। হৃদয়গ্রাহিতা।

মাধুর্য্য (মধুর মিষ্ট+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মধুরতা, মিষ্টতা। সৌন্দর্য্য। কাব্যের গুণবিশেষ, যে গুণ থাকিলে বাক্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে; ইহাতে রচনা মধুর হইবে এবং সমাসরহিত বা অল্প সমাসযুক্ত পদাদি থাকিবে॥ শিং—১ "চিত্তদ্রবীভাবময়োহ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে।" ২ "মাধুর্য্যং দ্রুতিকারণম্।" ৩ "মূর্দ্ধ্নি বর্গান্ত্যবর্ণেন যুক্তাষ্ট ঠ ড ঢান্ বিনা। রণৌ লঘূ চ তদ্ব্যক্তৌ বর্ণাঃ কারণতাং গতাঃ॥ অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্ব্বা মধুরা রচনা তথা॥"

মাধ্যন্দিন (মধ্যন্দিন+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, মধ্যাহ্ন। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষ। নী—স্ত্রীং, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষ।

মাধ্যস্থ্য (মধ্যস্থ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মধ্যে স্থিতি, মধ্যস্থতা। শিং—১ "অভ্যর্থনা ভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে।" ঔদাসীন্য। সালিসি।

মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) পৃথিবীর যে আকর্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত বায়ুতে বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত বস্তু ভূমিতে নিপতিত হয়, বস্তুমাত্রেই ঐ শক্তি বর্ত্তমান আছে এবং

তদ্দ্বারা সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; সেই আকর্ষণ মধ্যদিকে হয় বলিয়া ইহার নাম মাধ্যাকর্ষণ।

মাধ্যাহ্নিক (মধ্যাহ্ন+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মধ্যাহ্নকাল-সম্বন্ধীয়, মধ্যাহ্নকালীন ব্যাপার।

মাধ্বী (মধু+অ(ষ্ণ)—নিষ্পন্নার্থে, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মধুদ্বারা প্রস্তুত সুরা। দ্রাক্ষা, মহুয়া ফল। মৎস্যবিশেষ।

মাধ্বীক (মাধ্বী দেখ, কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, মধু। মধুজাত সুরা। মহুয়ার মদ্য। শিং—১ "মাধ্বী মাধ্বীকচিন্তা।"

মাধ্বীকফল (মাধ্বীক মধুর—ফল) সং, মধুনারিকেল।

মাধ্বিকমধুরা; সং, স্ত্রীং, মধুর খর্জ্জুরিকা।

মান (মা পরিমাণ করা+অন(অনট্)—ভা সং, ক্লীং, ধারী তুলাদি দ্বারা পরিমাণ। হস্তাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপ। "মানবী বা মেয় সিদ্ধিঃ।" (+অনট্—ণ) পরিমাণসাধন (পাত্রদণ্ডাদি)। সঙ্গীতে—কাল ক্রিয়ার তাল বিরামোপলক্ষিত কালবিশেষ। ক্রিয়য়োরন্তরং যুক্তবিশ্রামো মানমুচ্যতে।" (মন গর্ব্বিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) পুং, অহঙ্কার, ধনাদিহেতু বিত্তের উন্নতি, আমার সমান নাই এমত বোধ করা। শিং —১ "অতি মানে চ কৌরবাঃ।" অনুরক্ত দম্পতির ভাববিশেষ। শিং—১ মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।" কোপ। অভিমান। সম্ভ্রম। (মান পূজাকরা+অ(অল্)—ভা) সম্মান, পূজা। শিং—১ "অমানিতাঃ স্ম মানার্হা।"

মানক; সং, পুং, মানকচু। শিং—১ "মানকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।

মানকলি; সং, পুং, অভিমানজ কলহ।

মানগ্রন্থি (মান অহঙ্কার+গ্রন্থি, ৬মী—হিং) সং, পুং, অপরাধ, দোষ।

মানদ (মান—দা দানকরা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, সম্মানপ্রদ, মানরক্ষক।

মানদণ্ড (মান পরিমাণ—দণ্ড, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পরিমাণ দণ্ড, মাপকাঠী।

মানন—ক্লীং } (মান্ পূজাকরা+অন
মাননা—স্ত্রীং } (অনট্, অন—ভা), আপ্) সং, সম্মানকরণ, পূজাকরণ, আদরকরণ।

মাননীয় (মানন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজনীয়, মান্য। শিং—১ "বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।" (রঘু)।

মানব (মনুব্রহ্মার পুত্র+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে বা উক্তার্থে) সং, পুং, মনুষ্য, পুরুষ। বী—স্ত্রীং, নারী। স্বায়ম্ভুবমনুকন্যা। বিং, ত্রিং, মনুসম্বন্ধীয়।

মানবর্জ্জিত (মান—বর্জ্জিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সম্মানরহিত, যার মান নাই। নীচ।

মানবোঘ; সং, পুং, তারা বিদ্যার পীঠোত্তরে বায়ব্যাদি ঈশ পর্য্যন্ত পূজ্য গুরুপংক্তিবিশেষ।

মানব্য (মানব কিম্বা মাণব বালক+য(ষ্ণ্য) —সমূহার্থে) সং, ক্লীং, বালকসমূহ। (+ষ্ণ্য—ভাবে) বাল্যাবস্থা।

মানমন্দির (Observatory) যে স্থান হইতে গ্রহ নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন বারাণসীস্থ মানমন্দির।

মানরন্ধ্রা (মান পরিমাণ—রন্ধ্র, ছিদ্র) সং, স্ত্রীং, সময় নিরূপণার্থে যন্ত্র-বিশেষ, তাম্রী, তাঁবা। শিং—১ "যামঘোষোহথ তাম্রী স্যাঃমানরন্ধ্রা বিকালিকা।

মানস (মনস্, মনঃ+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, চিত্ত, মনঃ,চিত্তবোধ, ইচ্ছা, অভিপ্রায়। হিমালয়স্থ সরোবরবিশেষ। শিং—১ "কৈলাসপর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরং। ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল তেনেদং মানসং সরঃ। ইতি রামায়ণম্। (+ষ্ণ—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মনঃসম্বন্ধীয়।

মানসজন্মা (মানসজন্মন্, মানস চিত্ত,

সরোবর—জন্মন্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। হংস। বিং, ত্রিং, মানস সরোবর-জাত। মনোজাত।

মানসজপ ; সং, পুং, বুদ্ধিপূর্ব্বক বর্ণশ্রেণীর উচ্চারণ। সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে এই জপের বিধি আছে। শিং—১ "ন দোষা মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা।"

মানসতীর্থ ; সং, ক্লীং, রাগাদিশূন্য মন।

মানসপূজা ; সং, স্ত্রীং, মনোরচিত দ্রব্য-করণ বিষয়নী পূজা।

মানসব্রত ; সং, ক্লীং, অহিংসা, দান, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি। শিং—১ "অহিংসা সত্য-মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমলুব্ধতা। এতানি মান-সান্যাহু ব্রতানি তু ধরাধরে।"

মানসালয় (মানস তদাখ্য সরোবর—আলয় বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হংস, হাঁস।

মানসিক (মনস্ + ইক (ষ্ণিক)—কৃতার্থে, ভবার্থে) বিং, ত্রিং, আন্তরিক, মনোবর্ত্তী, মনোগত।

মানসী ; সং, স্ত্রীং, বিদ্যাধরীবিশেষ। বিং, মনোভবা।

মানসূত্র (মান অহঙ্কার—সূত্র) সং, ক্লীং, স্বর্ণাদিনির্ম্মিত কটিসূত্র, গোট চন্দ্রহার প্রভৃতি।

মানসৌকাঃ (মানসৌকস্, মানস সরোবর ওকস্ স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হংস, হাঁস।

মানা (দেশজ) সং, পুং, নিষেধ, বারণ।

মানিকা ; সং, স্ত্রীং, মদ্য। এক সের পরিমাণ।

মানিত (মান পূজা করা, গর্ব্বকরা + ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজিত, সম্মানিত। তা – স্ত্রীং, (মানিন্ + তা—ভাবে) মানিত্ব, অহঙ্কার।

মানী (মানিন্, মান অহঙ্কার + ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অভিমানী। মনস্বী, প্রশস্তমনাঃ। মান্য। পুং, সিংহ।—নিনী—স্ত্রীং, অভিমানবতী। "আনম্রিয়ো শিরস্তস্ত যস্তে মানিনি পুত্রহা।" ফলীবৃক্ষ।

মানুষ (মনু [সুক্] + অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মনুষ্য, নর। শিং—১ "মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।" ষী —স্ত্রীং, নারী। চিকিৎসাবিশেষ। যথা— "আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা সা ত্রিধা মতা।"

মানুষিক (মনুষ্য + ইক ষ্ণিক)—কৃতার্থে বিং, ত্রিং, মনুষ্যকৃত। (+ষ্ণিক—ইদমর্থে) মনুষ্যসম্বন্ধীয়।

মানুষ্য (মানুষ + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম্ম। মনুষ্যশরীর। শিং —১ "মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সার-মার্গণম্।"

মানুষ্যক (মনুষ্য + কণ্—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, মনুষ্য-সমূহ।

মানোজ্ঞক (মানোজ্ঞ + অ(ষ্ণ)—ভাবে, কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, মনোজ্ঞতা।

মান্ত্রিক (মন্ত্র + ইক(ষ্ণিক) - জ্ঞাতার্থে) বিং, ত্রিং, মন্ত্রবেত্তা। মন্ত্রকারক।

মান্দ্য (মন্দ অলস—য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, আলস্য, জড়তা। হানি। অল্পতা। রোগ, পীড়া। মন্দত্ব। বিষাদ।

মান্ধাতা (মান্ধাতৃ, মাম্ আমাকে—ধে পান করা + তৃ(তৃন্)—ক। যুবনাশ্ব রাজার বাম পার্শ্ব হইতে ইহার জন্ম হওয়াতে মুনিরা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক কি পান করিবে, তখন ইন্দ্র কহিলেন,"মাং ধাস্যতি" অর্থাৎ আমার প্রদেশিকার অর্থাৎ অঙ্গুলির রস পান করিবে। এই জন্যে এই বালকের নাম মান্ধাতা হইল) সং, পুং, প্রাচীন নৃপ-বিশেষ, যুবনাশ্ব রাজার পুত্র। শিং—১ "জাতো নাম্নৈব কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ। অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ। মামরং ধাস্যতি। ততোঽসৌ মান্ধাতা নামতোঽ-ভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেবেন্দ্রেণ ন্যস্তা তাং পপৌ।"

মান্য (মান—য(ণ্যৎ)—অর্হার্থে বা সাধ্বর্থে। অথবা মান পূজা করা+য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজ্য, মাননীয়। আদরণীয়।

মান্যস্থান; সং, ক্লীং,পূজাত্বকারণ। শিং—১ "বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী। এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্।"

মান্যা; সং, স্ত্রীং, মরুন্মালা। শিং—১ "অনির্মাল্যা তু মান্যা চ মরুন্মালা চ মোহনা।" পূজ্যা।

মাপত্য; সং, পুং, মদন, কন্দর্প।

মাপক (মা ঞি=মাপি পরিমাণ পাওয়ান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পরিমাণকরণ, তোলকরণ।

মাম (মম+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, পুং, মাতুল। কৃপণ বিং, ত্রিং, মৎসম্বন্ধীয়।

মামক (মম+কণ্—যোগ) সং, পুং, মাতুল। কৃপণ। বিং, ত্রিং, মদীয়, মৎসম্বন্ধীয়। মমতাযুক্ত। স্বার্থপর।

মামকীন (মম+ঈন্ (খিন্)—ইদমর্থে, এক বচনে) বিং, ত্রিং, মৎ-সম্বন্ধীয়, মদীয়।

মামা (মাম শব্দজ) সং, মাতুল, মার ভ্রাতা।

মামুর (যাবনিক) শেষ, অন্ত।

মামুলি (Costomary) চিরপ্রচলিত, প্রথামত।

মায় (আরবী) সহিত, একত্রে।

মায়া (মা পরিমাণ করা+য—ণ, আপ্। যাহাতে বিশ্ব পরিমাণ করে) সং, স্ত্রীং, শঠতা, চাতুরী, শিং—১ "মায়া তু শঠতা শাঠ্যং কুসৃতির্নিকৃতিশ্চ সা।" ইন্দ্রজাল, কুহক। মমতা, মোহ। ছদ্মবেশ, ভূমিকা। প্রকৃতি, অবিদ্যা। মিথ্যাবুদ্ধিহেতু অজ্ঞান-বিশেষ ভ্রান্তি। লক্ষ্মী। কৃপা। দন্তী বুদ্ধমাতা। শিং—১ "বিসদৃশপ্রতীতিসাধনং মায়া।" "অঘটনঘটন পটীয়সী মায়া।" দুর্গা শিং—১ "দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি।" ২। "মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ। তৎ প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা।"

মায়াকর, মায়াকৃৎ (মায়া—কর, কৃৎ [কৃ করা+অ(ট), ০(ক্বিপ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, ঐন্দ্রজালিক, বাজীকর। মায়াকারী।

মায়াজীবী (—জীবিন্, মায়া—জীব্ জীবিকা নির্ব্বাহ করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, প্রতিহারিক।

মায়াতি; সং, পুং, নম্রবলি।

মায়াদ (মায়া—দ [দা দান করা+অ(ড) —ক] যে দেয়, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুম্ভীর।

মায়াদেবীসুত (মায়াদেবী—সুত পুত্র) সং, পুং, বুদ্ধ।

মায়াপটু (মায়া ঐন্দ্রজাল—পটু দক্ষ, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, ঐন্দ্রজালিক, কুহকী। ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক।

মায়াফল; সং, ক্লীং, ফলবিশেষ, মাইফল।

মায়ামোহ; সং, পুং, বিষ্ণুর দেহ হইতে নির্গত অসুরমোহক পুরুষবিশেষ।

মায়াবতী; সং, স্ত্রীং, কামপত্নী, রতি। হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হইলে, রতি সম্বরাসুরগৃহে মায়াবতী নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। শিং—১ "মায়াবতী ভার্য্যা তনয়স্যাস্য তে সতী।"

মায়াবসিক (মায়া চাতুরী—বস্ বাস করা +অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতারক, প্রবঞ্চক।

মায়াবান্ (মায়াবৎ, মায়া+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কুহকী, ঐন্দ্রজালিক। কপটাচারী।

মায়াবী—বিন্, মায়ী—ম্বিন্, মায়িক (মায়া+বিন্, ইন, ইক (ষ্ণিক)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, কপটাচারী। মায়াবিশিষ্ট। সং, পুং, বিড়াল।

মায়াসীতা; সং, স্ত্রীং, যোগবলে অগ্নিকৃত সীতার প্রতিমূর্ত্তি। শিং—১ "বহ্নিযোগেন সীতা যা মায়াসীতাং চকার সঃ।"

মায়াসুত; সং, পুং, বুদ্ধ।

মায়ু (মি [দেহমধ্য দিয়া] ক্ষেপণ করা+উ—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, শরীরস্থ ধাতু-বিশেষ, পিত্ত।

মায়ুরাজ ; সং, পুং, কুবেরের পুত্র।

মায়ূর (ময়ূর+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, ময়ূরসমূহ) বিং, ত্রিং ময়ূরসম্বন্ধীয়।

মায়ূরিক (ময়ূর+ইক(ঞ্চক)—গ্রহণার্থে) বিং, ত্রিং, ময়ূরগ্রাহী।

মায়ূরী, সং, স্ত্রীং, অজলোম।

মার (মৃ মরা+ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, মৃত্যু, মরণ। (মৃ—ণি=মারি মরান+অ (অন্—ক)কন্দর্প। বিঘ্ন। (+অল্—ভাবে) মারণ, বধ।

মারক (মৃ ণি=মারি মরান+অক(ণক) —ক, অথবা মার+কণ্—যোগ) সং, পুং, মারী, মড়ক। পক্ষিবিশেষ, বাজপক্ষী। গৃহ-বিশেষ। বিং, ত্রিং, হত্যাকারী।

মারকত (মরকত+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মরকতসম্বন্ধীয়।

মারজাতক ; সং, পুং, বিড়াল।

মারাজৎ (মার কাম—জিৎ [জি জয় করা +০(ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বুদ্ধদেব, শিব।

মারণ (মৃ-ণি-মারি মরান+অন(অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, হনন, হত্যা, বিনাশ। অভিচারবিশেষ।

মারফৎ (যাবনিক) সঙ্গে, দ্বারা, নিকট।

মারা (মৃধাতুজ) সং, প্রহার করা। আঘাতকরণ।

মারাত্মক (মার—আত্মন্, কণ্—যোগ,—হিং) বিং, ত্রিং, সাংঘাতিক। প্রাণনাশক। শিং—১ "কথং মারাত্মকে ত্বয়ি বিশ্বাসঃ।"

মারি, মারী (মৃ—ণি=মারি মরান+ই —ভা) সং, স্ত্রীং, জনক্ষয়, মড়ক। শিং—১ "মারিভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিভয়ে।" দুর্গার শক্তিবিশেষ।

মারিত (মৃ-ণি—মারি মরান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হত, বিনাশিত। ভস্মীকৃত।

মারিষ (মৃষ ক্ষমা করা, নিপাতন। অথবা মা নিষেধ—রিষ্ হিংসা করা+অ(ক) —র্ম্ম) সং, পুং, নাট্যোক্তিতে—মান্য ব্যক্তি। শাকবিশেষ। ষা—স্ত্রীং, দক্ষের মাতা।

মারীচ (মরীচ মুনিবিশেষ+অ(ষ্ণ)—প্রং। অথবা মারি—চি একত্রকরা+অ(ড)—ক) সং, পুং, কশ্যপ ; তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র। মরীচবন, গোলমরীচের গাছ। রাজহস্তী। বিং, ত্রিং, মরীচসম্বন্ধীয়।

মারুণ্ড ; সং, পুং, সর্পের ডিম্ব। পথ। গোময়রাশি।

মারুত (মরুৎ (মৃ মরা—উৎ—প্রং। ক্রুদ্ধ হইলে যাহার দ্বারা মরে] বায়ু—অ(ষ্ণ)—স্বার্থে। অথবা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা দিতির গর্ভ সপ্তখণ্ড করিয়া গর্ভস্থ বালককে বলিলেন, "মারোদীঃ" রোদন করিওনা। এই জন্য ইহার নাম মারুত হইল) সং, পুং, পবন, ৪৯ প্রকার বায়ু।

মারুতাত্মজ (মারুত বায়ু—আত্মজ পুত্র) সং, পুং, হনুমান্, ভীম।

মারুতাশন (মারুত বায়ু—অশন যে ভক্ষণ করে) সং, পুং, সর্প, পবনাশন। বিং, ত্রিং, বায়ুমাত্রভোজী।

মারুতি (মরুৎ বায়ু+ই (ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, হনুমান। ভীম।

মার্কণ্ড }
মার্কণ্ডেয় } (মৃকণ্ডু মুনিবিশেষ+অ(ষ্ণ), এয়(ঢেয়)—অপত্যার্থে, উ—লোপ) সং, পুং, কল্পান্তজীবী মুনি-বিশেষ।

মার্গ (মৃজ্ শুদ্ধ করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, পথ, রাস্তা। পায়ু, গুহ্য। (মার্গ্ অন্বেষণ করা+অ(অল্)—ভা) অন্বেষণ। মার্গী মৃগশীর্ষা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী+অ(ষ্ণ) —তদ্যুক্তকালার্থে) অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ-শিরা নক্ষত্র। (মৃগ হরিণ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে), মৃগমদ, কস্তুরী। বিং, ত্রিং, মৃগসম্বন্ধীয়।

মার্গক (মার্গ + কণ্—যোগ) সং, পুং, অগ্রহায়ণমাস।
মার্গণ (মার্গ অন্বেষণ করা—অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রার্থনা, যাচঞা। অন্বেষণ, অনুসন্ধান। প্রণয়। (+অন—ক) পুং, বাণ, শর। বিং, ত্রিং, যাচক।
মার্গধেনু; সং, পুং, যোজন-পরিমাণ, চারি ক্রোশ।
মার্গবিদ্যা; সং, স্ত্রীং, সঙ্গীতে—দেবতা ও প্রাচীন ঋষি প্রণীত গীত বাদ্য ও নৃত্যের প্রকরণবিদ্যা। পথনির্ম্মাণাদি আঙ্কেতিক বিদ্যা।
মার্গশির } মার্গশীর্ষ } (মার্গশিরী, মার্গশির্ষী, মৃগশীর্ষা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা+অ(ষ্ণ)—তদ্যুক্তকালার্থে) সং, পুং, অগ্রহায়ণমাস। রী, র্ষী—স্ত্রীং, (মৃগশিরা, মৃগশির্ষী+ষ্ণ, ঈপ্) অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা।
মার্গিক (মৃগ হরিণ+ইক(ষ্ণিক)—হননার্থে) বিং, ত্রিং, মৃগহত্যাকারী। (মার্গ পথ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) পথিক। পান্থ।
মার্গিত (মার্গ অন্বেষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অন্বিষ্ট। গবেষিত, অন্বেষিত, যাহা অনুসন্ধান করা গিয়াছে।
মার্গ্য (মৃজ্ পরিষ্কার করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মার্জ্জনীয়। (মার্গ অন্বেষণ করা+য—র্ম্ম) অন্বেষণীয়, গবেষণীয়।
মার্জ্জ (মৃজ্ পরিষ্কার করা+ঘঞ্—ভাবে) পুং, মার্জ্জন। (+ঘঞ্—ক) রজক, ধোপা। বিষ্ণু (আরবী ইচ্ছা, বাসনা।
মার্জ্জন—ক্লীং } মার্জ্জনা—স্ত্রীং } (মার্জ্জ পরিষ্কার করা +অন (অনট্)—ভা) সং, পরিষ্করণ, প্রক্ষালন, মাজা, পোঁছা। দোষক্ষালন। ধ্বনি। পুং, লোধবৃক্ষ না—(+অনট্—ণ) খিঙ্করী, খেঙরা। ক্রোধ।
মার্জ্জনীয় (মার্জ্জন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মার্জ্জনের যোগ্য। অগ্নি। শোধন।
মার্জ্জার—পুং, } মার্জ্জারী, রিকা—স্ত্রীং, } (মৃজ্ [মুখ] পরিষ্কার করা +আরন্—ক) সং, পুং, বিড়াল। খট্টাশ, রক্তচিত্রক, রাংচিতে। রী—স্ত্রীং, খট্টাসী। কস্তুরী। [ময়ুর, শিখী।
মার্জ্জারক, মার্জ্জারকণ্ঠ; সং, পুং,
মার্জ্জারকর্ণী } মার্জ্জারকর্ণিকা } (মার্জ্জার বিড়াল—কর্ণ কাণ। যাহার কর্ণ বিড়ালের কর্ণের ন্যায়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ, চামুণ্ডাদেবী।
মার্জ্জারীয় } মার্জ্জালীয় } (মার্জ্জন দেখ, আলীয়—সংজ্ঞার্থে, ল=র। অথবা মার্জ্জার ঈয়(ীয়)—প্রং) সং, পুং, বিড়াল। শূদ্র। কায়শোধন, শরীরপরিরক্ষণ।
মার্জ্জিত (মৃজ্ পরিষ্কার করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত। নির্দ্দোষীকৃত। তা—স্ত্রীং, শর্করাদিমিশ্রিত দধি। শোধিত।
মার্ত্তণ্ড (মৃতণ্ড+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, অথবা শাম্বপুরাণে—পুত্র দ্বিধাকৃত হইলে পিতা বলিতেছেন "হে অণ্ড! ত্বং মার্তো মা ভব" হে পুত্র তুমি পীড়িত হইও না। পিতার এই বচন হেতু মার্ত্তণ্ড নাম হইল, কিম্বা মৃত—অণ্ড+অ—প্রং, মৃত অণ্ডে জন্ম বলিয়া মার্ত্তণ্ড) সং, পুং, সূর্য্য। শূকর। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।
মার্ত্তিক (মৃত্তিকা—অ (ষ্ণ)—জাতার্থে) সং, পুং, শরাব, শরা।" বিং, ত্রিং, মৃত্তিকানির্ম্মিত।
মার্দ্দঙ্গ (মৃদঙ্গ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ+ষ্ণ—প্রং। নগরের মধ্যে বাদিত হয় বলিয়া) সং, ক্লীং, পত্তন, নগর, শহর। (যাহার দ্বারা বাদিত হন) বিং, ত্রিং, মৃদঙ্গ বাদক।
মার্দ্দঙ্গিক (মৃদঙ্গ+ইক(ষ্ণিক)—বাদনার্থে) বিং, ত্রিং, মৃদঙ্গবাদক।
মার্দ্দব (মৃদু+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, পরের দুঃখ দেখিয়া যে মানসিক পীড়া জন্মায়। শিং—১"অভিতপ্তময়োহপি মার্দ্দবং

ভজতে কৈব কথা শরীরিণাম্।" মৃদুত্ব, কোমলত্ব। পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

মার্ষ (মৃষ্ ক্ষমা করা+অ—প্রং) সং, পুং, মারিষ, মান্য ব্যক্তি।

মার্ষ্টি (মৃজ্ পরিষ্কার করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, মার্জ্জন, পরিষ্করণ, ম্রক্ষণ, মাখা।

মাল (মা লক্ষ্মী—লা গ্রহণ করা+অ (ড) —ক, কিম্বা মা পরিমাণ করা+র (রক্) —ক। র=ল) সং, পুং, বিষ্ণু। মনুষ্য। (মল+ষ্ণ) অসভ্য জাতিবিশেষ। মেদিনীপুর প্রদেশের মালভূমি। (মা+ল) পুং—ক্লীং, উন্নত ক্ষেত্র। ক্লীং, কাপট্য, ছলনা। বন। (আরবী) সম্পত্তি, ধন, অর্থ। বাণিজ্য দ্রব্য। পণ্যদ্রব্য। গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দেওয়া ভূমি। [ভূমির কর।

মালওয়াজিব—নিট খাজনা বা কেবল

মালক (মালা+কণ্—প্রং। অ—লোপ) সং, পুং, নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। ক্লীং, স্থলপদ্ম। নারিকেলের মালা। কা, লিকা—স্ত্রীং, মাল্য।

মালকৌশ; সং, পুং, রাগবিশেষ, কৌশিক রাগ।

মালখানা (আরবী=মাল+পারস্য=খানা) বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর।

মালগুজারদার—যে ব্যক্তি মালগুজারি দিয়া থাকে।

মালগুজারি (আরবী) ভূমিকর, খাজানা।

মালচক্রক; সং, ক্লীং, উরুপর্ব্বসন্ধি, মালাইচাকী।

মালঞ্চ (মালশব্দজ কি?) সং, পুষ্পোদ্যান, পুষ্পবাটিকা।

মালতী (মাল বিষ্ণু—অত্ গমন করা+অ, ঈ, কিম্বা মা লক্ষ্মী বা শোভা—লত বেষ্টন করা+অ(অন্)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মালতী পুষ্প, জাতীলতা। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। নদীবিশেষ। চন্দ্রিকা। যুবতী। নিশা, রাত্রি। কলিকা মালতী-মাধব নাটকের নায়িকা।

মালতীপত্রিকা; সং, স্ত্রীং, জাতীপত্রী, জৈত্রী।

মালতীমাধব; সং, পুং, ভবভূতি প্রণীত নাটকবিশেষ।

মালদার (আরবী=মাল+পারস্য=দার) ধনী, যোত্রবান্।

মালয় (মলয় পর্ব্বতবিশেষ [এই স্থান হইতে এই কাষ্ঠ আনীত হয়]+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মলয়সম্বন্ধীয়।

মালব (মাল—বা গমন করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, অবন্তিদেশ-মালোয়া। রাগবিশেষ। ষড়্ রাগের অন্তর্গত প্রথম রাগ।

মালসা, মাল্‌সা (দেশজ) সং, মৃণ্ময়পাত্র-বিশেষ।

মালসাট (যাবনিক) মালকোচা।

মালা (মা দীপ্তি—লা গ্রহণ করা+অ ড) —ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, শ্রেণী, সারি। মাল্য। সমূহ। ছন্দোবিশেষ। (মল্লশব্দজ) সং, পাত্রবিশেষ। নারিকেলের খোল। জাতিবিশেষ। [সং, ক্লীং, মালা, মাল্য।

মালাকা (মালা+কণ্—নিষ্প্রয়োজনার্থে)

মালাকার (মালা—কার [কৃ করা+অ (ষণ)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, মালী। শিং—১ "তৈলিক্যাং কর্ম্মকারাচ্চ মালাকারস্তু সম্ভবঃ।" বিং, ত্রিং, মাল্য নির্ম্মাণকারী। এই জাতি নবশাক শ্রেণীর অন্তর্গত।

মালাদীপক; সং, ক্লীং, অর্থালঙ্কারবিশেষ।

মালাদুর্ব্বা (মালা মালাকার—দূর্ব্বা) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বাবিশেষ, গেঁটে দূর্ব্বা।

মালাম (যাবনিক) মল্লখেলা; কুস্তী।

মালি; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ, সুকেশরাক্ষস-পুত্র।

মালিক (মালা+ষ্ণিক—প্রং) সং, পুং, মালাকার জাতি, মালী। রঞ্জক। পক্ষী-বিশেষ। বিং, ত্রিং, মালাকার। কা—স্ত্রীং, মাল্য। নদীবিশেষ। সুরা। গ্রীবাভূষণ। মল্লিকা। (আরবী) অধিকারী।

মালিক-আলা—সম্পত্তির অধিকারী।

মালিকদরজাদৈয়ম— দ্বিতীয় শ্রেণীর মালিক অর্থাৎ পাওনাদার প্রভৃতি।

মালিকদেহা—কোন পল্লী বা সম্পত্তির এক অংশের অধিকারী।

মালিকানা (আরবী=মালিক+পারস্য=আনা) রাজস্ব কি ভূমির কর কিম্বা করের পরিবর্ত্তে সম্পত্তির অধিকারী গবর্ণমেণ্টের নিকট যে টাকা পায়।

মালিকি (Ownership) নিব্যূঢ় স্বত্ব বা অধিকার।

মালিনা (পারস্য=মালিদন্ ঘর্ষণ করা) ঘষা।

মালিন্য (মলিন+ষ(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মলিনতা, ময়লা।

মালী (মালিন্, মালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মালাকার, পুষ্পাজীব। বিং, ত্রিং, মালাযুক্ত। মাল্যকার। লিনী—স্ত্রীং, দুর্গা। মন্দাকিনী, স্বর্গগঙ্গা। নদীবিশেষ। চম্পা-নগরী, ভাগলপুরপ্রদেশ। মালাকারপত্নী। অগ্নিশিখাবৃক্ষ। মাতৃকাভেদ। পঞ্চ-দশাক্ষরপাদছন্দোবিশেষ, যাহার ৫ম ৬ষ্ঠ ১০ম ১৮শ বর্ণ লঘু।

মালু (মল্ ধারণ করা+উ—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, পত্রলতা। নারী।

মালুধান (মালু পত্রলতা—ধান ধারণ) সং, পুং, সর্পবিশেষ, মালুয়া সাপ। অষ্টনাগের অন্তর্গত নাগবিশেষ। নী—স্ত্রীং, লতা-বিশেষ।

মালুম (আরবী=ইলম জানা) জানা, বুঝা, অবগত হওয়া।

মালূর (মা লক্ষ্মী—লা গ্রহণ করা+উর—প্রং। কিম্বা লূ ছেদন করা+রক্—ক, সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ। কপিত্থবৃক্ষ, কয়েদ্-বেলের গাছ। ক্লীং, শ্রীফল।

মালেয় (মালা+এয় (ঢ়েয়)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, মালাসম্বন্ধীয়। য়া—স্ত্রীং, বড় এলাইচ।

মালো (মল্ল শব্দজ) সং, ধীবর, জেলিয়া।

মালোপমা (মালা—উপমা) সং, স্ত্রীং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ, যেখানে এক উপমেয়ের বহু উপমান দেখা যায়।

মাল্য (মালা+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, পুষ্প। পুষ্পমালা। মালা। শিরোমালা।

মাল্যবান্ (মাল্যবৎ, মাল্য মালাকারতা+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পর্ব্বত-বিশেষ। সুকেশ রাক্ষসের পুত্র এবং রাবণমন্ত্রী রাক্ষসবিশেষ। বিং, ত্রিং, মালা-বিশিষ্ট, হারযুক্ত। বতী—স্ত্রীং, নদী-বিশেষ।

মাল্ল (মল্ল+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, অসভ্য জাতিবিশেষ, মাল।

মাশব্দিক (মা নিষেধ—শব্দ ধ্বনি, বাক্য +ইক (ষ্ণিক)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, নিষেধকর্ত্তা, প্রতিযোদ্ধা, নিবারক।

মাশুল (আরবী মহসূল শব্দজ) কর। কোন চিঠি বা দ্রব্যাদি বহন জন্য যে শুল্ক দেওয়া যায়।

মাষ } **মাস** } মষ্, মস্ বধকরা+অ(ঘঞ্)—ব নামার্থে) সং, পুং, মাষকলায়। স্বর্ণা-দির পরিমাণবিশেষ, ৫ বা ১০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা। শিং—১ "দশার্দ্ধগুঞ্জং প্রবদন্তি মাষম্।" মূর্খ। ত্বগ্‌দোষবিশেষ।

মাষক (মাষ+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, স্বর্ণা-দির পরিমাণবিশেষ, পাঁচরতি।

মাষভক্তবলি; সং, পুং, মাষকলায় মিশ্র-ভক্ষ্যোপহার। মাষ, দধি, এবং তণ্ডুল মিশ্রিত পূজোপহারবিশেষ। কেহ কেহ হরিদ্রা ঘৃত এবং মধুমিশ্রিত করিয়া থাকেন।

মাষর্দ্ধক (মাষ তৎপরিমিত স্বর্ণ—অর্দ্ধ, ছেদন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, স্বর্ণকার, সেকরা।

মাষশঃ (মাষ+চশস্—বারার্থে) সং, মাষ মাষ, রতি রতি।

মাষাদ (মাষ মাষকলায়—অদ যে খায়) সং,

পুং, কার্ছিম, কচ্ছপ। বিং ত্রিং, মাষকলায় ভক্ষণকারী।

মাষীণ } (মাষ মাষকলায়+ঈন্ (খীন্) মাষ্য } য—তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, মাষকলায়ের ক্ষেত।

মাস (মা দীপ্তি—অস্ হওয়া+০ (ক্বিপ্) ক) সং, পুং, চন্দ্র। ত্রিংশদ্দিনাত্মক কাল, মাস।

মাস (মাস্ চন্দ্র+অ(অন্)—অয়মর্থে. চান্দ্র-মাসের এই ব্যুৎপত্তি। সৌরমাস পক্ষে মস্ পরিমাণ করা+অ (ঘঞ্)—ণ অথবা মা দীপ্তি—অস হওয়া+অ(অন্)—ক। অন্যান্য ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য দেখ—সংস্কৃত=মাস। পারসিক=মাহ্। গ্রীক =মীন। লাটিন=মেনসিস। ইং=মন্থ্) সং, পুং, শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষাত্মক কাল, বৈশাখাদি দ্বাদশ। (মস্ পরিমাণ করা+অ—প্রং) পরিমাণবিশেষ, মাষা। (মাস শব্দজ)। পিশিত।

মাসকাবার (পোর্ত্তুগীজ ভাষায় Mes=মাস—Acabar শেষ) মাসের শেষদিন।

মাসজ্ঞ (মাস্+জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, মাসজ্ঞতা। পুং, দাত্যূহ পক্ষী।

মাসপ্রমিত (মাস—প্রমিত পরিমাণকৃত, যাহার দ্বারা মাস পরিমাণ করা হয়) সং, পুং, নবশশী, প্রতিপদের চন্দ্র।

মাসমান (মাস—মান পরিমাণ) সং, পুং, সংবৎসর, বছর। ক্লীং, মাসপরিমাণ।

মাসর (মস পরিমাণ করা+অর্—প্রং। অ=া) সং, পুং, ভক্তসমুদ্ভব মণ্ড, ভাতের মাড়। [মলিম্লুচ, অধিবাস, মলমাস।

মাসবৃদ্ধ (মাস—বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং,

মাসান্ত (মাস—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অমাবস্যা। শিং—১ "পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবং।" সংক্রান্তি। শিং—১ "মাসান্তে ম্রিয়তে রুগ্না তিথ্যন্তে স্যাদপুত্রিণী।"

মাসাশ (দেশজ) মাসশাশুড়ী।

মাসিক (মাস+ইক (ষ্ণিক)—নিবৃত্তার্থে, দেয়ার্থে) বিং ত্রিং, মাসে মাসে কর্ত্তব্য বা দেয়) ক্লীং, প্রেতের সম্বৎসরাভ্যন্তরে প্রতিমাসীয় মৃতস্বজাতীয় তিথিকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। প্রতিমাস কর্ত্তব্য কৃষ্ণপক্ষনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, অন্বাহার্য্য। শিং—১ "পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধং অন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ।"

মাসী (মাতৃষ্বসৃ শব্দজ) সং, মাতার ভগিনী।

মাসুরী (মা পরিমাণ করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, শ্মশ্রু, দাড়ি।

মাসুল (যবন ভাষা) সং, রাজস্ব, কর।

মাস্তুল (বোধ হয় পোর্ত্তুগীজ Masto শব্দজ) সং, জাহাজের উপরিস্থ উচ্চস্তম্ভ।

মাস্ম (মা নিষেধ+স্ম—যোগ) অং, নিষেধ, নিবারণ।

মাহয়ারি (পারস্য) মাসিক।

মাহা (পারস্য) চন্দ্রকিরণ।

মাহাকুল } (মহাকুল+অ(ষ্ণ), ঈন্ মাহাকুলীন } (খিন্)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মহাকুলপ্রসূত।

মাহাতাব (পারস্য) চন্দ্রকিরণ।

মাহাত্ম্য (মহাত্মন্+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মহাত্মতা, মহত্ত্ব, মহিমা। কীর্ত্তি, গৌরব।

মাহিন (মহিন রাজ্য+অ(ষ্ণ)—নিষ্প্রয়োজ-জনার্থে) সং, ক্লীং, রাজ্য।

মাহিনা, মাহিয়ানা (পারস্য) সং, মাসিক বেতন।

মাহির ; সং, পুং, শক্র, ইন্দ্র।

মাহিষ (মহিষী+অ(ষ্ণ) —ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মহিষসম্বন্ধীয় দুগ্ধাদ। (মহিষী+ষ্ণ) মহিষীসম্বন্ধীয়।

মাহিষক ; সং, পুং, ক্ষত্রিয়নৃপবিশেষ।

মাহিষিক (মহিষী+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, মহিষীপতি, ব্যভিচারিণীর স্বামী। শিং—১ "মহিষীত্যুচ্যতে নারী যা চ স্যাদ্ব্যভিচারিণী। তাং দুষ্টাং কাময়তি যঃ

স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ।" যে ব্যক্তি ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মহিষোপজীবী। শিং—১—"মহিষী-ত্যুচ্যতে নার্য্যা ভগেনোপার্জ্জিতং ধনং। উপজীবতি যস্তস্যাঃ স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ।

মাহীষ্মতী; সং, স্ত্রীং, শিশুপালের পুরী, নর্ম্মদানদীতীরস্থ নগরবিশেষ; ইহার বর্ত্তমান নাম চুলিমহেশ্বর।

মাহীষ্য (মহিষী+য(ঞ্য)—ভবার্থে) সং,পুং, বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ঔরসে জাত জাতি।

মাহুত (মহামাত্র শব্দজ কি?) হস্তীচালক।

মাহুতী —গজসৈন্য বা গজারোহী সৈন্য।

মাহেন্দ্র (মহেন্দ্র ইন্দ্র+অ ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। সং, পুং, মহেন্দ্র-সম্বন্ধীয় শুভ দণ্ডবিশেষ। দ্রী—স্ত্রীং, ইন্দ্রাণী। পূর্ব্বাদিক্ গবী।

মাহেয় (মহী পৃথিবী+এয় (ঢেয়)-অপত্যার্থে) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। নরকাসুর। (+ঢেয় সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, মহীসম্বন্ধীয়, মৃণ্ময়। য়ী—স্ত্রীং, গবী। সীতা।

মাহেশী; সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শি— "মহা-দেবাৎ সমুৎপন্না মহাবিষ্ণুবিক্ষাতে যতঃ। মাহেশ্বর্য্যা তন্মূর্ত্তস্যা মাহেশী তেন সা স্মৃতা।"

মাহেশ্বর (মহেশ্বর শিব—অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, মহেশ্বরসম্বন্ধীয়। সং, পুং, শিবোপাসক। রী—স্ত্রীং, দুর্গা। মাতৃ-বিশেষ। যবতিক্তা।

মিছরি, মিসরি (দেশজ) সং, গুড়বিকার বিশেষ।

মিছা (মিথ্যাশব্দজ) বিং, অসত্য, অনৃত।

মিজ্‌রাফ্ (আরবী) আর্ব আঘাত করা) সেতার বাদনকালীন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অঙ্গুলিত্র।

মিজাজ (আরবী) মনের ভাব, স্বভাব।

মিটন (দেশজ) সং, নিষ্পাদন, থামান।

মিঠাই (মিষ্ট শব্দজ) সং, মিষ্টান্ন, মিষ্টদ্রব্য।

মিত (মা পরিমাণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অল্প। অল্পকৃত। পরিচ্ছন্ন। পরিমিত। জ্ঞাত। অনুমিত। সঞ্চিত। শব্দিত। (মি ক্ষেপণ করা+ক্ত—র্ম্ম) নিক্ষিপ্ত।

মিতঙ্গম (মিত পরিমিত—গম্ গমন করা+অ(খশ্)—ক) সং, পুং, মা—স্ত্রীং, দন্তী, হস্তিনী। বিং, ত্রিং, পরিমিতগামী, মৃদুগামী।

মিতদ্রু (মিত যে [পৃথিবী] পরিমত—দ্রু গমন করা+উকু, সং, পুং, সমুদ্র।

মিতভাষী (মিতভাষিন্, মিত—ভাষী [ভাষ +ইন্(ণিন্)—ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি অল্প কথা কয়।

মিতম্পচ (মিত পরিমিত—পচ [পচ্ পাক করা+অ(শ্)—ক] যে পাক করে) বিং, ত্রিং,পরিমিত পাককর্ত্তা। বায়কুণ্ঠ, কৃপণ।

মিতব্যয়ী (মিতব্যয়িন্, মিত পরিমিত—ব্যয় যে করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অল্পব্যয়ী।

মিতা (মিত্র শব্দজ) সং, সুহৃৎ, সখা, বন্ধু।

মিতার্থ (মিত—অর্থ বোধ) সং, পুং, পরিমিতভাষী, কার্য্যনির্ব্বাহক দূত।

মিতাশন (মিত পরিমিত—অশন [অশ্ ভোজন করা+অন—ক] যে ভোজন করে) বিং, ত্রিং, পরিমিতভোজী।

মিতাক্ষরা, সং, স্ত্রীং, স্বনামপ্রসিদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থবিশেষ। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই এই গ্রন্থের মতানুসারে হিন্দুদিগের দায়ভাগ হইয়া থাকে।

মিতি (মা পরিমাণ করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, পরিমাণ। জ্ঞান। অবচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ। (মি ক্ষেপণ করা+তি (ক্তি) —ভা) ক্ষেপণ।

মিত্র, মিত্ত্র (মিদ্ স্নেহ করা+ত্র (ক্ত্র)—ক, অথবা মী [গমন করা] জানা+ডিত্র, যে সকল জানে। কিম্বা মি ক্ষেপণ করা+ক্ত্র—ক) সং, ক্লীং, বন্ধু, সখা, সুহৃদ, মিতা। (মি ক্ষেপণ করা+ত্র (ক্ত্র)

পুং, সূর্য্য। বিং, ত্রিং, একক্রিয়। স্নিগ্ধ। ত্রা—স্ত্রীং, সুমিত্রা, শত্রুঘ্নজননী। বিশেষণ হইলে ত্রী পুংলিঙ্গও হয়।

মিত্রতা—স্ত্রীং, মিত্রত্ব—ক্লীং, } (মিত্র+তা, ত্ব—ভাবে) সং, সৌহার্দ্দ, বন্ধুত্ব। সন্ধি।

মিত্রয়ু) মিত্র বন্ধু—যা পাওয়া+উ (কু—প্রং) বিং, ত্রিং, মিত্রবৎসল, মিত্রপ্রিয়।

মিত্রাক্ষর—পদ্যে চরণে চরণে যে মিল থাকে।

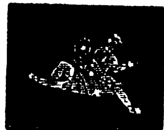
মিত্রাবরুণ, সং, পুং, দ্বিং, আদিত্যবরুণ।

মিথঃ (মিথস, মিথ্ বধ করা+অস—ভা) অং, অন্যোন্যে, পরস্পর। গোপনে।

মিথি; সং, পুং, নিমিরাজপুত্র, জনকরাজ।

মিথিলা (মিথ+ইল (কিল)—র্ম্ম, আপ্। অথবা মিথি+ল—অস্ত্যর্থে, আপ্। নিমির পুত্র মিথিরাজা স্বীয় নামে এই নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া মিথিলা নাম হইয়াছে) সং, স্ত্রীং, জনকরাজার পুরী, ত্রিহুত। শিং—১ "নিমেঃ পুত্রস্তু তত্রৈব মিথির্নাম মহান্ স্মৃতঃ। প্রথমং ভুজবলৈর্যেন ত্রৈরহুতস্য পার্শ্বতঃ। নির্ম্মিতং স্বীয়নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমং। পুরীজননসামর্থ্যাৎ জনকঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।" (ভবিষ্যপুরাণ)।

মিথুন (মিথ্ বধ করা+উন (উনক্)—ক) সং, ক্লীং, স্ত্রীপুরুষের যুগল, জোড়। মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত তৃতীয় রাশি, ইহার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা গদাধর পুরুষ। ইহাতে জন্মিলে স্বজনবৎসল, ত্যাগী, ধনী, কামী, দীর্ঘসূত্রী ও অরিনাশক হয়। ক্লীং, সংসর্গ। মিলন, সংযোগ।


মিথুন (রাশি)।

মিথ্যা (মিথ্ বধ করা+য (ক্যপ্)—র্ম্ম, আপ্) অং, অসত্য, অনৃত, মিছা। বৃথা, নিরর্থক। কাল্পনিক।

মিথ্যাচার (মিথ্যা—আচার) বিং, ত্রিং, দাম্ভিক। শিং—১ "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থং বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। (ভগবদ্গীতা)।

মিথ্যাদৃষ্টি (মিথ্যা অসত্য—দৃষ্টি দর্শন, জ্ঞান) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সুখভোগ অস্বীকরণ। নাস্তিকতা। অসত্যদর্শন।

মিথ্যানিরসন; সং, ক্লীং, শপথ, দিব্য।

মিথ্যাভিশংসন (মিথ্যা অসত্য—অভিশংসন অপবাদ) সং, ক্লীং, অভিশাপ, "তুমি স্বর্ণ চুরি করিয়াছ" এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ।

মিথ্যামতি (মিথ্যা অসত্য—মতি বুদ্ধি) সং, স্ত্রীং, অসৎ বুদ্ধি, মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি।

মিথ্যাবাদী (মিথ্যাবাদিন্, মিথ্যা—বদ্ বলা +ইন্ (ণিন্)—ক, পৌনঃপুন্যার্থে) বিং, ত্রিং, যে পুনঃ পুনঃ মিথ্যা বলে।

মিথ্যোত্তর (মিথ্যা—উত্তর) সং, ক্লীং, চারি প্রকার উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ। চারি প্রকার উত্তর; যথা—"ইহা মিথ্যা" "আমি জানি নাই" 'আমি সে স্থলে থাকি নাই" "সেই কালে আমি জন্মাই নাই।"

মিদ্ধ; সং, ক্লীং, আলস্য। তন্দ্রা, নিদ্রালুতা, জড়তা।

মিন্মিন; বিং, ত্রিং, সানুনাসিক বাক্যবিশিষ্ট, খোনা। শিং—১ "আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ। নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিন্মিনগদ্গদান্।"

মিমঙ্ক্ষা (মিমঙ্ক্ষ [মস্জ্ ডুবা+সন্—ইচ্ছার্থে] মজ্জন করিতে ইচ্ছা করা+অ—ভা) সং, স্ত্রীং, মজ্জন করিতে ইচ্ছা।

মিমঙ্ক্ষু (মিমঙ্ক্ষা দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, মজ্জন করিতে ইচ্ছুক।

মিমন্থিষা (মিমন্থিষ্ [মন্থ্ মন্থন করা+সন্ ইচ্ছার্থে] মন্থন করিতে ইচ্ছা করা+আ—ভা) সং, স্ত্রীং, মন্থন করিতে ইচ্ছা, হননেচ্ছা।

মিমন্তিষু (মিমন্তিষা দেখ. উ—প্রং) বিং, ত্রিং, মন্থন করিতে ইচ্ছুক। আলোচনেচ্ছু। হননেচ্ছু।

মিমিক্ষা (মিহ্‌ সেচন করা+সন্—ইচ্ছার্থে। আ—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, প্রস্রাব করণেচ্ছা. মূত্রত্যাগেচ্ছা।

মিয়া (হিন্দী) মহাশয়, প্রভু।

মিযানা (হিন্দি) যানবিশেষ, পাল্কী।

মিলন (মিল্ সংলগ্ন হওয়া (+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, মিশ্রণ। সংযোগ। ঐক্য। সন্ধিকরণ। স্পর্শন। ঘটন। সাদৃশ্য। ঔপমা। মিত্রাক্ষর। সাক্ষাৎ।

মিলিত (মিলন দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, একত্রিত। সংযুক্ত, মিশ্রিত। সম্বন্ধবিশিষ্ট। প্রাপ্ত।

মিলিন্দ : সং, পুং, ভ্রমর।

মিশন (মিশ্রণ শব্দজ) সং, মিলন, একত্রকরণ।

মিশ্র (মিশ্র মিশ্রিত করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, মিলিত, সংযুক্ত। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। মান্য, পূজ্য ; যথা —"গৌরবিতাস্তার্য্যমিশ্রাঃ।" পুং, উদগ্রাদি সপ্ত গণান্তর্গত সপ্তমগণ। উপাধিবিশেষ। গজজাতিবিশেষ। শিং—১ "ভদ্রো মন্দ্রো মৃগো মিশ্রশ্চতস্রো গজজাতয়ঃ।" (+অন্ —র্ম্ম) মিশ্রিত দ্রব্য। (Mixture)।

মিশ্রক (মিশ্র [পুষ্প ইত্যাদি] সংযুক্ত+কণ—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, দেবোদ্যান, দেবতাদিগের উপবন। সঙ্গীতবিশেষ। ঔসর লবণ। বিং, ত্রিং, মিশ্রকারী।

মিশ্রকাবন (মিশ্রক স্বর্গীয় উদ্যান—বন) সং, ক্লীং, ইন্দ্রের উপবন, নন্দকানন।

মিশ্রণ (মিশ্র দেখ, অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, মিলন, যোগ। ঐক্য, মিশন। সঙ্কলন।

মিশ্রপদার্থ—যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয়।

মিশ্রিত (মিশ্র দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মিলিত, যুক্ত, একত্রিত। তা—স্ত্রীং কৃত্তিকা এবং বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত সংক্রান্তিবিশেষ।

মিশ্রেয়া (মিশ্র মিশ্রণ—ই গমন্ করা+য়—প্রং) সং, স্ত্রীং, মধুরিকা, মৌরী। শতপুষ্প. শালুকা।

মিষ (মিষ স্পর্দ্ধা করা+অ(ক)—ক) সং, ক্লীং, ছল, কপটতা। ঈর্ষা। দর্শন। (মিষ্‌ সেচন করা+অ—ভাবে) পুং, সেচন। (মিষ্‌ স্পর্দ্ধা করা) স্পর্দ্ধন, প্রতিযোগিতা।

মিষ্ট (মিস্‌ জলসেক করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মধুর, সুস্বাদ, সুমধুর। সিক্ত। স্পর্দ্ধাযুক্ত। সময়োচিত। সং, পুং মধুর রস। ক্লীং, মিষ্টান্ন।

মিষ্টতা (মিষ্ট+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, মাধুর্য্য, মধুরতা।

মিষ্টান্ন (মিষ্ট—অন্ন ভক্ষণীয় দ্রব্য) সং, ক্লীং, মধুর দ্রব্য, সুস্বাদু বস্তু, মিঠাই।

মিসরদেশ—আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত ইজিপ্ট দেশ।

মিসরী (আরবী) মিসর অর্থে আফ্রিকা। মিসর দেশজাত বলিয়া) মিষ্টদ্রব্য, গুড়বিকার।

মিসি / **মিশি** / **মিষি** (মস্ পরিমাণ করা+ই—প্রং, অ=ই) সং, স্ত্রীং, মৌরী। জটামাংসী। নিরাশ্রয়। শতপুষ্পা। উশীরী। অজমোদা। (দেশজ) দন্তশোধনার্থ দ্রব্যবিশেষ, মঞ্জন।

মিহিকা (মিহ্‌ সেচন করা+অক—ক, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, নীহার, হিম, তুষার।

মিহির (মিহ্‌ [কিরণ] সেচন করা+ইর (কির)—ক) সং, পুং, সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ। মেঘ। বায়ু। চন্দ্র। মুনিবিশেষ। বরাহের পুত্র। বৃদ্ধ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নান্তর্গত রত্নবিশেষ, বরাহ-মিহির।

মিহিরাণ (মিহির সূর্য্য—অন্ জীবিত থাকা+অ—প্রং) সং, পুং, শিব।

মীঢ় (মিহ্ সেচন করা + (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মূত্রিত, কৃতপ্রস্রাব।

মীঢ়ুষ্টম ; সং, পুং, সূর্য্য। শিব। শিং—১ "তদা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুষ্টমোদিতং।" চৌর।

মীঢ়ান্ (মীঢ়স্, মিহ্ সেচন করা + বস্ (কসু)—ক) সং, পুং, শিব। শিং—১ "ততো মীঢ়্বাংসমামন্ত্র্য সুনাসীরাঃ মহর্ষিভিঃ।"

মীন (মী বধ করা + ন(নক্)—র্ম্ম) সং, পুং, মৎস্য। রাশিবিশেষ। এই রাশিতে জন্মিলে "মীনলগ্নে সমুৎপন্নো রত্নকাঞ্চনপূরিতঃ। অল্পরোমা মহাপ্রাজ্ঞো দীর্ঘকালপরীক্ষকঃ।"


মীন (রাশি)

বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। (মৎস্য দেখ)।

মীননিকেতন (মীন মৎস্য—কেতন পতাকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। সমুদ্র।

মীনগোধিকা (মীন মৎস্য—গোধিকা গোসাপ) সং, স্ত্রীং, জলাশয়, সরোবর।

মীনঘাতী (মীনঘাতিন্, মীন মৎস্য—হন্ বধ করা + ইন্—ক) সং, পুং, বকপক্ষী। বিং, ত্রিং, মৎস্যঘাতক।

মীনধ্বজ (মীন মৎস্য—ধ্বজা পতাকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প। সমুদ্র।

মীনর (মীন মৎস্য—রা [গ্রহণ করা] আক্রমণ করা + অ(ড)—ক) সং, পুং, জলজন্তু বিশেষ, হাঙ্গর।

মীনরঙ্গ (মীন মৎস্য—রনজ্ [অনুরক্ত হওয়া] বধ করা + অ—প্রং) সং, পুং, মাছরাঙ্গা পাখী।

মীনা ; সং, স্ত্রীং, উষাকন্যা, ইনি কশ্যপের [ভার্য্যা।

মীনাক্ষী (মীন মৎস্য—অক্ষি চক্ষুঃ ৬ষ্ঠী—হিং সং, স্ত্রীং, (কুবেরের কন্যা। গণ্ডদূর্ব্বা। মৎস্যাক্ষী।

মীনাণ্ডি (মীন মৎস্য—অণ্ড বিম্ব, মৎস্য-অণ্ডের ন্যায় বলিয়া) সং, স্ত্রীং, শর্করা, চিনি।

মীনাঘাতী (মীনাঘাতিন্, মীন মৎস্য—আঘাতী যে বধ করে) সং, পুং, বকপক্ষী। জেলিয়া।

মীনাম্রীণ (মীন মৎস্য—আম্র অ.ম + ইন — প্রং,) সং, পুং খঞ্জনপক্ষী। দর্দ্দুরাম্র।

মীনালয় (মীন মৎস্য—আলয় বাসস্থান) সং, পুং, সমুদ্র।

মীমাংসক (মান্ বিচার করা + সন্ + অক (ণক)—ক, কিম্বা মীমাংসা + ক—জ্ঞাতার্থে) সং, পুং, মীমাংসাশাস্ত্রবেত্তা ; যেমন—পূর্ব্বমীমাংসাকর্ত্তা জৈমিনি, বৃত্তিকর্ত্তা কুমারিলভট্ট, ভাষ্যকর্ত্তা শবরস্বামী, উত্তর-মীমাংসাসূত্রকর্ত্তা বেদব্যাস। বিং, ত্রিং, নিষ্পত্তিকারী।

মীমাংসা (মান বিচার করা + অন + অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ষড়্দর্শনের অন্তর্গত জৈমিনি মুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বেদান্তশাস্ত্র। সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, পূর্ব্বাপর বিরোধ পরিহার।

মীর (মি ক্ষেপণ করা + র—সংজ্ঞার্থে, ই—ঈ) সং, পুং, সমুদ্র। পর্ব্বতের একদেশ। সীমা। পানীয়। (পারস্য) প্রধান ব্যক্তি, সর্দ্দার। মুসলমান সৈয়দদিগের উপাধি।

মীল—পুং, মীলন—ক্লীং } মীল্ চক্ষু মুদ্রিত হওয়া + অ(অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, চক্ষু মুদ্রিতকরণ, বুজা। সঙ্কোচন।

মীলিত (মীলন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অপ্রফুল্ল, মুদিত, অবিকাসিত। সঙ্কুচিত। ক্লীং, অলঙ্কার বিশেষ।

মীবর (মী বধ করা + বর—প্রং) বিং, ত্রিং, হিংস্র, হিংস্রক। পূজ্য। সেনানী।

মীবা (মীবন্, মী গমন করা + বন্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বায়ু।

মীবা (মী বধকরা + বা – সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, উদরকৃমি। শীকর। সার।

মু (মু বন্ধন করা+০(ক্বিপ্)—ক। অথবা মুচ্ মোচন করা) সং, পুং, বন্ধন। মহেশ্বর। পিঙ্গলবর্ণ। পিণ্ড। মুক্তি

মুক্ (মুচ্ মোচন করা+কু—ভাবে) সং, পুং,—স্ত্রীং, মুক্তি, মোক্ষ। শিব। উৎসর্গ।

মুকুট (মুনক্ ভূষিত করা+উট—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, কিরীট, শিরোভূষণ। (কেহ কেহ পুংলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন)। টী—স্ত্রীং, আঙুল মটকান।

মুকুন্দ (মুকুম্ মোক্ষ—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে) সং, পুং, মুক্তিদাতা, বিষ্ণু। "মুকুমব্যয়মাস্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকং। তদ্দদাতি চ যো দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ। মুকুং ভক্তিরসপ্রেমবচনং বেদসম্মতং। যস্তদ্দদাতি বিপ্রেভ্যো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ।" কুবেরের নিধিবিশেষ, পারদ, পারা।

মুকুন্দক, মুকন্দক; সং, পুং পলাণ্ডু। ষষ্টিকব্রীহি।

মুকুম্ (মনক্ ভূষিত করা অথবা মুচ্ মুক্তিকরা+উম্ কুম্)—ভাবে) অং, নির্ব্বাণ মুক্তি। ভক্তিরস। প্রেম।

মুকুর (মনক্ ভূষিত করা+উর—ক, নিপাতন) সং, পুং, দর্পণ, আর্শি। বকুলবৃক্ষ, কুলালদণ্ড। মুকুল। মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। কুলগাছ।

মুকুল (মুচ্ [পুষ্পাদি] মোচন করা অথবা মনক্ ভূষিত করা+উল—ক, চ=ক) সং, পুং,—ক্লীং, ঈষদ্বিকসিত কলিকা, কুঁড়ি। শরীর। আত্মা।

মুকুলিত (মুকুল+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, কলিকাসম্পন্ন, মুকুলযুক্ত। অর্দ্ধমুদ্রিত, ঈষৎ বিকসিত।

মুকুষ্ঠ, মুকুষ্ঠক; সং, পুং, বনমুদ্গ, মুগানি।

মুক্ত (মুচ্ মোচন করা+ত(ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, মোক্ষপ্রাপ্ত। (+ক্ত—র্ম বিসৃষ্ট। ত্যক্ত; উন্মত্ত। উদ্ধৃত, বিরত। আনন্দিত। নির্ম্মল।

মুক্তক (মুক্ত পরিত্যক্ত+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ, বর্ষ বল্লম ইত্যাদি।

মুক্তকঞ্চুক (মুক্ত—কঞ্চুক সাপের খোলস, ৩য়া—হিং) সং, পুং, নির্ম্মুক্ত খোলস, খোলস ছাড়া সর্প।

মুক্তকচ্ছ; সং, পুং, বুদ্ধমতাবলম্বী।

মুক্তকণ্ঠ; ক্রিং—বিং, উচ্চৈঃস্বরে গলা ছাড়িয়া দেওয়া।

মুক্তচক্ষুঃ (মুক্তচক্ষুস্, মুক্ত—চক্ষুস্ নয়ন) বিং, ত্রিং, উন্মীলিত নয়ন। সং, পুং, সিংহ।

মুক্তসঙ্গ (মুক্ত—সঙ্গ বিষয়াসক্তি) বিং, ত্রিং, বিষয়াসক্তি রহিত, বিষয়সঙ্গত্যাগী। সং, পুং, পরিব্রাজক।

মুক্তহস্ত (মুক্তিদানের নিমিত্ত প্রসারিত—হস্ত, ৩য়া—হিং) বিং, ত্রিং, দানশীল, বদান্য।

মুক্তা (মুক্ত দেখ, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, মৌক্তিক মোতী। পুংশ্চলী। গণিকা, বেশ্যা।

মুক্তাকলাপ, মুক্তাপ্রালম্ব (মুক্তা—কলাপ সমূহ, প্রালম্ব ভূষণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মুক্তার মালা।

মুক্তাগার—ক্লীং, মুক্তাপ্রসূ—স্ত্রীং, (মুক্তা—আগার বাসস্থান। মুক্তা—প্রসূ মাতা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, যে শুক্তিতে মুক্তা জন্মে।

মুক্তাফল (মুক্তা—ফল—সং—স) সং, ক্লীং, মৌক্তিক, মুক্তা শিং—১ "করীন্দ্র-জীমূত-বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি। মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি।" কর্পূর। "বোপদেবকৃত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "চতুরেণ চতুর্বর্গচিন্তামণিবণিক্‌জায়া। হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ।"

মুক্তালতা, মুক্তাবলী (মুক্তা—লতা, আবলী শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) স, স্ত্রীং, মুক্তামালা, মুক্তাহার।

মুক্তাস্ফোটক (মুক্তা—স্ফুট্ ভেদ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, টা—স্ত্রীং, শুক্তি, ঝিনুক।

মুক্তি (মুচ মোচন করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, নিত্যসুখপ্রাপ্তি, আত্যন্তিকদুঃখ নিবৃত্তি, অপবর্গ। সংসারবন্ধনরাহিত্য। ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি। দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধনশূন্যত্ব। মোচন। পরিত্রাণ।

মুক্তিকা; সং, স্ত্রীং, মুক্তা।

মুক্তিমণ্ডপ (মুক্তি মুক্তিপ্রদ—মণ্ডপ) সং, পুং, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ। জগন্নাথমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মণ্ডপ।

মুখ (খন্ খনন করা+অ(অল্)—র্ম্ম, নিপাতন, মু—আগম) সং, ক্লীং, আনন, বদন। (প্রত্যাস্যজা যতঃ খাতং তস্মাদাহুর্ম্মুখং বুধাঃ) গৃহাদির দ্বার। নিঃসরণ। গৃহের নিষ্ক্রমণ এবং প্রবেশ পথ। হট্টমণ্ডপাদি প্রবেশ নির্গম। গৃহাঙ্গনাদির নিঃসরণ পথ। আরম্ভ। অগ্রভাগ। উপায়। নাটকাদির সন্ধিবিশেষ। বাক্, শব্দ নাটক। বিং, ত্রিং, আদ্য। প্রধান। পুং, লকুচবৃক্ষ, ডেয়ো।

মুখকোষ; সং, পুং, মুখাচ্ছাদন, মুকোষ।

মুখগন্ধক } (মুখ—গন্ধক গন্ধ। মুখ
মুখদূষণ } —দূষণ দোষ। ইহা ভক্ষণ করিলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম মুখদূষণ) সং, পুং, পলাণ্ডু, পেঁয়াজ।

মুখঘণ্টা; সং, স্ত্রীং, বিবাহের মঙ্গল সময়ে হুলু হুলু ধ্বনি।

মুখচীরী (মুখ—চীরী) সং, স্ত্রীং, রসনা, জিহ্বা। [সলজ্জ।

মুখচোরা (দেশজ) লজ্জাশীল, লাজুক,

মুখজ (মুখ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ব) সং, পুং, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার মুখজাত বর্ণ। দন্ত। বিং, ত্রিং, বদনোৎপন্ন।

মুখনিরীক্ষক (মুখ—নিরীক্ষক যে নিরীক্ষণ করে) বিং, ত্রিং, অলস। মুখদর্শী পক্ষপাতী। অযথার্থদর্শী।

মুখপূরণ (মুখ—পূরণ পূর্ণ হওয়া) সং, ক্লীং, গণ্ডুষ, এককোষ) বিং, ত্রিং, গ্রাস।

মুখবন্ধ; সং, পুং, কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে নানা কথা প্রসঙ্গ, প্রস্তাবনা।

মুখভূষণ (মুখ—ভূষণ আভরণ) সং, ক্লীং, তাম্বূল, পান। [কবিকা, লাগাম।

মুখযন্ত্রণ (মুখ যন্ত্রণ বন্ধন) সং, ক্লীং,

মুখর (মুখর মুখনির্গত বাক্য+র অস্ত্যর্থে, কিম্বা রা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, নিরন্তরভাষী, অতিশয় বক্তা, বাচাল। দুর্ম্মুখ। অপ্রিয়ভাষী। অগ্রভাষী, যে অগ্রে বলে, যথা—"মুখরস্তত্র হন্যতে।" অগ্রবর্ত্তী। শব্দায়মান। সং, পুং, কাক। শঙ্খ।

মুখরিত (মুখর+ইত—প্রং। অথবা মুখর +ই (ক্বি)+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, শব্দায়মান, ধ্বনিত।

মুখলাঙ্গল (মুখ—লাঙ্গল। যাহার মুখ লাঙ্গলের ন্যায়) সং, পুং, বরাহ, শূকর।

মুখবাসন (মুখ+বাসন। সুগন্ধিকরণ) সং, পুং, মুখের সুগন্ধিকারক দ্রব্য, কর্পূরাদি।

মুখবিলণ্ঠিকা; সং, স্ত্রীং, অজা, ছাগী।

মুখবিষ্ঠা (মুখ—বিষ্ঠা মল। যাহার মুখস্পর্শে দ্রব্যাদি বিষ্ঠার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হয়) সং, স্ত্রীং, তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

মুখশফ, মুখশীল (মুখ—শফ খুর) বিং, ত্রিং, দুর্ম্মুখ, কটুভাষী।

মুখশুদ্ধি (মুখ—শুদ্ধি শোধন) সং, স্ত্রীং, বক্ত্রশোধন, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন। ভোজনের পর আচমন করিয়া হরিতকী গুবাক প্রভৃতি মুখশোধনীয় দ্রব্যাদি)।

মুখসম্ভব (মুখ [ব্রহ্মার] আনন—সম্ভব জাত) সং, পুং, ব্রহ্মার মুখজাত বর্ণ, ব্রাহ্মণ।

মুখসিদ্ধ; সং, পুং, অশ্ববিশেষ। [তাড়ী।

মুখসুর (মুখ—সুরা মদ্য) সং, ক্লীং, তালসুরা,

মুখস্রাব (মুখ—স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, লালা, থুথু।

মুখাগ্নি (মুখ বদন—অগ্নি আগুন। শাপ-

প্রদানে দাহকত্ব হেতু যাহাদের মুখ অগ্নি তুল্য) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। মুখ প্রধান—অগ্নি) দাবানল। শবমুখে প্রদত্ত অগ্নি, শবাগ্নি, শাস্ত্রমতে—শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদত্ত হইলেও মুখাগ্নি বলা যায়)।

মুখাপেক্ষা; সং, স্ত্রীং, অনুরোধ। পক্ষপাত।

মুখাস্ত্র (মুখ—অস্ত্র। মুখই যাহার অস্ত্র) সং, পুং, কাঁকড়া। [দাবানল।

মুখোল্কা (মুখ—উল্কা অগ্নিশিখা) সং, স্ত্রীং,

মুখ্য (মুখ প্রধান+য(ষ্যঃ)—ইবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্রথম। আদিম।

মুখ্যতর (মুখ্য+তর দুয়ের মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) বিং, ত্রিং, যাহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, সারাৎসার।

মুখ্যসর্গ; সং, পুং, স্থাবরসৃষ্টি।

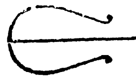
মুগ (মুদ্গ শব্দজ) সং, পুং, মুগকলাই।

মুগুর (মুদ্গর শব্দজ) সং, গদা, যষ্টি ব্যায়ামার্থ ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ

মুগ্ধ (মুহ অচৈতন্য হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মূঢ়, মোহবশ। সুন্দর, মনোহর। নূতন। মোহিত। গ্ধা—স্ত্রীং, সরলস্বভাবা নায়িকা। নবোঢ়া। মোহিতা।

মুগ্ধবোধ (মুগ্ধ মূঢ়, সুন্দর—বোধ বুধ ণিচ্=বোধি বুঝান+অ (অল্)—ভাবে) হয় ইহা হইতে। সং, ক্লীং, বোপদেব প্রণীত ব্যাকরণবিশেষ।

মুচঙ্গ (সংস্কৃত=মু মুখ শব্দজ=পারস্য=



মুচঙ্গ।

চঙ্গ বীণা) সং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া বাজাইতে হয়।

মুচির (মুচ [মোচনকরা] ধনাংশ করা—ইর—ক, শীলার্থে বিং, ত্রিং, দানশীল, বদান্য। সং, পুং, ধর্ম্ম। বায়ু। দেবতা।

মুচি (দেশজ) সং, চর্ম্মকার, চামার।

মুচুকুন্দ (মুচু[মুচ্+উ(কু)—ক]—কুন্দ) সং, পুং, পুষ্প-বৃক্ষবিশেষ। মান্ধাতা রাজার পুত্র। মুনিবিশেষ দৈত্যবিশেষ (মুচকুন্দ শব্দও হয়)।

মুচুটী; সং, স্ত্রীং, অঙ্গুলিমোটন, আঙ্গুল মুট্-কান। মুষ্টি, মুঠা। [হওন।

মুচড়ন (দেশজ) সং, ঈষৎ ভঙ্গন, অল্প ভগ্ন

মুৎসুদ্দি (আরবী মুৎসদ্দি শব্দের অপভ্রংশ) সং, লেখক। কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

মুঞ্জ (মুঞ্জ্ শব্দ করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, রজ্জুসাধন তৃণবিশেষ, শর।

মুঞ্জকেশ (৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যাহার কেশ মুঞ্জতৃণের ন্যায়।

মুঞ্জকেশী (—কেশিন্ মুঞ্জ শর, তৃণ—কেশ চুল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

মুঞ্জপৃষ্ঠ; সং, স্ত্রীং, হিমাচলের শৃঙ্গবিশেষ।

মুঞ্জর; সং, ক্লীং, শালূক।

মুঞ্জরণ (মুঞ্জর শব্দজ) কলিজোদ্গম, গজান।

মুঞ্জরিত (মুঞ্জর+ইত—জাতার্থে) বি, ত্রিং, নবপল্লবোদ্গম, নূতন পত্রাদির উৎপত্তি।

মুঞ্জরী; সং, স্ত্রীং, তুলসীপুষ্প; শীর্ষ; পদ্ম-কেশর।

মুঞ্জাতক; সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ।

মুটিয়া (দেশজ) সং, মোটবাহক, ভারিক।

মুঠা, মুঠী (মুষ্টি শব্দজ) সং, কুঞ্চিত কর-তল। খড়্গাদির বাঁট।

মুড়কী (দেশজ) সং, গুড়মিশ্রিত খৈ।

মুড়ন (মুণ্ডন শব্দজ) সং, কেশচ্ছেদন। শাখাদিচ্ছেদন।

মুড়ী (দেশজ) সং, ভৃষ্টতণ্ডুল, ভাজা চাউল।

মুণ্ড (মুণ্ড্ ছেদন করা+অ(অল্)-র্ম, নামার্থে) সং, পুং—ক্লীং, মস্তক। পুং, দৈত্যবিশেষ। স্থাণুবৃক্ষ রাহুগ্রহ। নাপিত। ক্লীং, মুণ্ডায়স। বিং, ত্রিং, মুণ্ডিত।

মুণ্ডক (মুণ্ড্ মুণ্ডন করা, মুড়া করা+অক (ণক) ক। অথবা মুণ্ড+ক—নিষ্প্রয়োজনার্থে) সং, ক্লীং, মস্তক। পুং, নাপিত।

মুণ্ডন (মুণ্ড দেখ, অন(অনট্)-ভা) সং ক্লীং, মাথা মুড়ন, কামান।

মুণ্ডফল (মুণ্ড মস্তক - ফল। মাতার ন্যায় যাহার ফল) সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ।

মুণ্ডায়স (মুণ্ড—অয়স লৌহ) সং, ক্লীং, লৌহ, লোহা।

মুণ্ডিত (মুণ্ড দেখ, ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, বাপিত, মুড়ান। সং, ক্লীং, লৌহ।

মুণ্ডিতিকা ; সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ।

মুণ্ডী (মুণ্ডিন্, মুণ্ড্-ণ্ডি=মুণ্ডি মুণ্ডন্ করান +ইন্(ণিন্)—ক) সং পুং, মুণ্ডনকারী, নাপিত। (দেশজ) গোলাকৃতি ক্ষুদ্র সন্দেশ-বিশেষ।

মুদ্, মুদা (মুদ্ হৃষ্ট হওয়া + ০(কিপ্)—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং,প্রীতি,হর্ষ, সন্তোষ। ভার্য্যা।

মুদিত (মুদ্ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রীত। হৃষ্ট, আহ্লাদিত। শিং—১ "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।" আলিঙ্গনবিশেষ।

মুদির (মুদ্ দেখ, ইর(কির)—ক, নামার্থে) সং, পুং মেঘ। ভেক। বিং, ত্রিং, কামুক, লম্পট। [ব্যবসায়ী।

মুদী (দেশজ) সং, দোকানী, নানা-দ্রব্য-

মুদ্গ (মুদ্ দেখ, গ(গক্)—ণ) সং, পুং, শস্য-বিশেষ, মুগ কলাই। জলবায়স, পানিকৌড়ি।

মুদ্গপর্ণী (মুদ্গপর্ণের ন্যায় পত্র যাহার) সং, স্ত্রীং, বনমুদ্গ, মুগানী।

মুদ্গভুক্ } (—ভুজ্ মুদ্গ মুগ কলাই
মুদ্গভুজ } —ভুজ্ ভোজন করা+০
মুদ্গভোজী } (কিপ্)—ক। ২য় পক্ষে—ভুজ্+অ(ক)—ক। ৩য়-পক্ষে—ভুজ্+ইন্(ণিন্)—ক। যে মুদ্গ ভোজন করে) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

মুদ্গর (মুদ্ হর্ষ—গৃ ভক্ষণকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, যষ্টিবিশেষ, গদা, মুগুর। ক্লীং, কাষ্ঠমল্লিকাফুল। কামরাঙ্গাগাছ।

মুদ্গল (মুদ্ মুর্ধ—গৃ ভক্ষণকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, গোত্রকারক মুনিবিশেষ। নৃপবিশেষ, হর্য্যশ্বরাজার পুত্র। পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ। ক্লীং, তৃণবিশেষ, রোহিসতৃণ।

মুদ্গাষ্ঠ, মুদ্গাষ্টক (মুদ্গ মুগকলাই—স্তক্ প্রতীঘাত করা+অ—প্রং) সং, পুং, বনমুদ্গ, বন্যমুগ।

মুদ্গাষ্ঠ, মুদ্গাষ্ঠক (মুদ্গ মুগকলাই - স্থা [থাকা] তুলনাকরা+অ(অন)—ক। ক—যোগে মদ্গাষ্ঠক) সং, পুং, বন্যমুগ।

মুদ্দাই (আরবী) বাদী বিচারার্থী। শত্রু; যথা—"মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া।"

মুদ্রণ—ক্লীং } মুদ্রা-ণি মুদ্রিতকরা [ণি
মুদ্রণা—স্ত্রীং } —প্রেরণে]+অন(অনট্) —ভা) সং, মুদ্রিতকরণ। নিয়মন। অঙ্গুলি মুদ্রা, হাতের আংটী।

মুদ্রা (মুদ্ [ইহার দ্বারা] হৃষ্ট হওয়া। র(রক্)—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, মোহর, ছাপ, মোহর, টাকা, পয়সা প্রভৃতি। মোহরকরা ছাপা। প্রত্যয়করণ। ছাপার অক্ষর। ক্ষোদিত লিপি। খোদিত লিপিযুক্ত অঙ্গুরীয় মুদ্রণ। মন্ত্রপানোপযোগী চাটনি। আকার, সীমা। গানাদিসময়ে হস্তমুখাদির ভঙ্গী। পঞ্চমকারান্তর্গত ভ্রষ্টদ্রব্যবিশেষ। (+রক্—ভাবে) বিন্যাস। নিয়মন। তূষ্ণীম্ভাব। (+রক্—ণ) দেবারাধনকালে অঙ্গুল্যাদি সন্নিবেশবিশেষ। শিং—১ "মোদনাৎ সর্ব্ব-দেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ। তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা সর্ব্বকামার্থসাধনী।" কতকগুলি প্রচলিত মুদ্রার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল।

১। অঙ্কুশমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সিধা করিবে, তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য-পর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যমাতে সংযোগ করিয়া তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বাঁকা করিবে,ইহার নাম অঙ্কুশ-মুদ্রা। শিং—১ "ঋজ্বীকৃ-মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্য-পর্ব্বণি। সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ অঙ্কুশমুদ্রা। কিঞ্চিন্মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা।"



২। ধেনুমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকা বাম হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অনামিকাতে সংযোগ করিতে হইবে, ইহার নাম ধেনুমুদ্রা।


ধেনুমুদ্রা।

৩। নারাচমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জ্জনী অঙ্গুলি মিলিত করিতে হইবে, মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা করতলস্থ ঊর্দ্ধরেখার সহিত বাঁকা করিয়া রাখিতে হইবে, ইহার নাম নারাচমুদ্রা।


নারাচমুদ্রা।

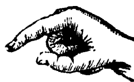
৪। কূর্ম্মমুদ্রা—

বামহস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং বাম হস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা যোজনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী উন্নত করিবে এবং মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনীর মধ্যদিয়া বাঁকা করিয়া দিবে এবং বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা এবং কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠে অর্থাৎ ক্রোড়ে বাঁকা করিয়া রাখিবে এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত করিবে।


কূর্ম্মমুদ্রা।

৫। অবগুণ্ঠনমুদ্রা—

দক্ষিণহস্ত মুঠা করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী সিধা এবং অধোমুখ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ঐ তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে একবার ঘুরাইবে।


অবগুণ্ঠনমুদ্রা

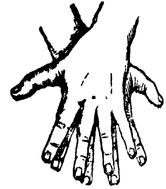
৬। গালিনীমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের উপরে বামহস্ত রাখিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাও কনিষ্ঠাতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামা পরস্পর সংমিলিত করিবে এবং উভয়হস্তের কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা হইতে ব্যবধান রাখিবে।


গালিনীমুদ্রা।

৭। মৎস্যমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম হস্তের তল ঠিক সমভাবে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় বিলক্ষণরূপে চালনা করিবে। তাহার নাম মৎস্যমুদ্রা।


মৎস্যমুদ্রা।

৮। চক্রমুদ্রা—

উভয় হস্ত মুঠা করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধঅঙ্গুলিদ্বয় হস্তমধ্যে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন করিবে, হস্ত ভগ্ন হইবে না, ইহার নাম চক্রমুদ্রা।


চক্রমুদ্রা।

৯। শঙ্খমুদ্রা—

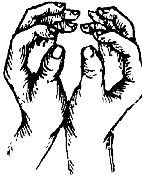
দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ মুঠা করিয়া ধরিবে এবং বাম হস্তের অপর চারিটী অঙ্গুলি দক্ষিণ মুষ্টির পৃষ্ঠসংলগ্ন করিয়া উন্নত করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠসিধা করিয়া বাম হস্তের ঐ সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ যোজনা করিবে।


শঙ্খমুদ্রা।

১০। গদামুদ্রা—
উভয় হস্ত মুখামুখি করিয়া অঙ্গুলি সকল গ্রথিত করিবে এবং উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয় সংলগ্ন করিয়া সিধা করিয়া উন্নত করিবে।


গদামুদ্রা।

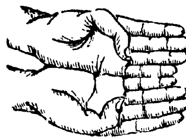
১১। পদ্মমুদ্রা—
হস্তদ্বয় মুখামুখি করিয়া অঙ্গুলি সকল উন্নত করিয়া কিঞ্চিৎ সংকোচিত করিবে এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় তলে সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম পদ্মমুদ্রা।


পদ্মমুদ্রা।

১২। লেলিহামুদ্রা—
দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলি সমান করিয়া অধোমুখ করিবে এবং অনামিকার অগ্রভাগে বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগ করিবে, কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সরল করিবে।


লেলিহামুদ্রা।

১৩। আবাহনীমুদ্রা—
দুই হস্ত চিতরূপে অঞ্জলি করিয়া অনামিকা অঙ্গুলির মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বয়ের শিরোভাগ মিলাইয়া আবাহন করিতে হইবে, ইহার নাম আবাহনীমুদ্রা।


আবাহনীমুদ্রা।

১৪। সন্নিধাপনীমুদ্রা—
দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর সংলগ্ন করত বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উন্নত করিবে। ইহাকে সন্নিধাপনীমুদ্রা কহে। "উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠ মুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী।"


সন্নিধাপনীমুদ্রা।

১৫। সংবোধিনীমুদ্রা—
দুই হস্ত মুঠা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইবে। ইহার নাম সংবোধিনী মুদ্রা। শিং—১ "অন্তঃ প্রবেশিকাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংবোধিনী মতা।"


সংবোধিনীমুদ্রা।

১৬। সম্মুখীকরণীমুদ্রা—
দুই হস্ত মুঠ করিয়া পরস্পর চিতভাবে সংলগ্ন করিবে। ইহার নাম সম্মুখীকরণীমুদ্রা। শিং—১ "উত্তানমুষ্টি যুগলা সম্মুখীকরণী মতা।"


সম্মুখীকরণীমুদ্রা।

১৭। যোনিমুদ্রা—
কনিষ্ঠা দ্বারা কনিষ্ঠা বন্ধ করিবে এবং তর্জ্জনীদ্বয়ের দ্বারা অনামিকাদ্বয় বদ্ধ করিবে এবং অনামিকাদ্বয় উন্নত করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ মধ্যমার অগ্র পর্য্যন্ত সিধা করিয়া দিবে।


যোনিমুদ্রা।

১৮। ত্রিশূলমুদ্রা—
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাতে যোগ করিবে এবং অপর অঙ্গুলি ত্রয় ফাঁক করিয়া সিধা করিবে। শিং—১ "অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্ত বদ্ধাশ্লিষ্টাঙ্গুলিত্রয়ং। প্রসারয়েৎ ত্রিশূলাখ্যা মুদ্রৈষা পরিকল্পিতা।"


ত্রিশূলমুদ্রা।

১৯। বরমুদ্রা—
দক্ষিণ হস্ত নিম্ন করিয়া প্রসারিত করিতে হইবে। ইহাকে বরমুদ্রা কহে। শিং—১ "অবস্থিতো দক্ষহস্ত প্রস্থতো বরঃ মুদ্রিকা।"


বরমুদ্রা।

২০। অভয়মুদ্রা—
বাম হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া প্রসারিত করিতে হইবে। ইহাকে অভয়মুদ্রা কহে। শিং—১ "ঊর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা।"



অভয়মুদ্রা।

২১। মৃগমুদ্রা—
অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত করিয়া মধ্যমাতে সংযোগ করিবে এবং তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠা সিধা করিয়া রাখিবে।



মৃগমুদ্রা।

২২। স্থাপনীমুদ্রা—
আবাহনীমুদ্রা অধোমুখ করিবে।

মুদ্রাঙ্কন (মুদ্রা—অঙ্কন) সং, ক্লীং, মুদ্রিতকরণ, ছাপান।

মুদ্রাঙ্কিত (মুদ্রা—অঙ্কিত, চিহ্নিত, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মুদ্রা-চিহ্নিত, ছাপা। মোহরকরা।

মুদ্রাযন্ত্র ; সং, ক্লীং, মুদ্রাকরণের যন্ত্র। ছাপার [কল।

মুদ্রিকা (মুদ্রা + কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত মুদ্রা, টাকা, পয়সা মোহর প্রভৃতি। মুদ্রিতলিপি।

মুদ্রিত (মুদ্রা + ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, সঙ্কুচিত, নিমীলিত। ত্যক্ত। মুদ্রাচিহ্নিত।

মুধা (মুহ্ অচৈতন্য হওয়া + আ (ক)—ক, হ = ধ) অং, বৃথা, নিষ্ফল, নিরর্থক।

মুনফা (আরবী নাফা শব্দজ) লাভ।

মুনসী (পারস্য) লেখক।

মুনাসীব (আরবী উপযুক্ত, যোগ্য। সুবিধা।

মুনি (মন্ জানা + ই—র্ম্ম, অ = উ। যিনি ধর্ম্মাদি জানেন। কাহার মতে যাহারা মৌনব্রতী) সং, পুং, ঋষি, তপস্বী। শিং —১ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে।" সপ্তসংখ্যা। বঙ্গসেনতরু। জিন। পিয়ালবৃক্ষ। পলাশবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মননযুক্ত। জ্ঞানী।

মুনিদ্রুম (মুনি অগস্ত্য—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, বকপুষ্পবৃক্ষ।। শ্যোনাকবৃক্ষ। শ্যোনাকবিশেষ।

মুনিপিত্তল (মুনি তপস্বী—পিত্তল) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁবা।

মুনিপুঙ্গব (মুনি—পুঙ্গব [বৃষভ] শ্রেষ্ঠ, ষ্ঠং, —স) সং, পুং, মুনিশ্রেষ্ঠ।

মুনিপুত্রক (মুনি ঋষি—পুত্র শিশু + কণ—তুলনার্থে) সং, পুং, খঞ্জনপক্ষী। দমনকবৃক্ষ। (৬ষ্ঠী—ষ) ঋষিপুত্র।

মুনিপুষ্প ; সং, পুং, বকপুষ্প। শিং—১ "কহ্লারং তুলসীপুষ্পং পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকং।"

মুনিভেষজ (মুনি ঋষি—ভেষজ ঔষধ) সং, ক্লীং, হরিতকী। লঙ্ঘন। অগস্ত্য।

মুনীন্দ্র (মুনি—ইন্দ্র [দেবরাজ] শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী —ষ) সং, পুং, বুদ্ধদেব। ঋষিশ্রেষ্ঠ।

মুমুক্ষু (মুচ্ ত্যাগ করা + সন্—ইচ্ছার্থে—উ—ক) বিং, ত্রিং, মোক্ষেচ্ছু। সংসার বন্ধ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছু। সং, পুং, যতি, ভিক্ষু।

মুমুচান (মুচ্ মোচন করা + আন (শান) —ক) সং, পুং, মেঘ। বিং, ত্রিং, মুক্ত। শিং ১ "দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ।"

মুমূর্ষা (মৃ মরা + সন্—ইচ্ছার্থে + অ—ভা) সং, স্ত্রীং, মরণেচ্ছা।

মুমূর্ষু (মৃ মরা + সন্ - ইচ্ছার্থে + উ—ক) বিং, ত্রিং, আসন্নমৃত্যু। মৃতপ্রায়, মরিতে ইচ্ছুক।

মুর (মুর বেষ্টন করা + অ (ক)—ক, নামার্থে) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ। শিং—১ "পার্থেনাথ দ্বিষন্ মুরম্।" রা—স্ত্রীং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। নন্দরাজার দাসী বিশেষ। চন্দ্রগুপ্তের মাতা। (+অ (ক)—ভা। বেষ্টন।

মুরগী (পারস্য) কুক্কুট।

মুরজ (মুর [কাষ্ঠাদির] বেষ্টন—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক) যে জন্মে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, মৃদঙ্গ। আ—স্ত্রীং, কুবেরের ভার্য্যা।

মুরজফল; সং, পুং, কাঁঠালগাছ।

মুরন্দলা; সং, স্ত্রীং, নর্ম্মদা নদী।

মুরমর্দ্দন (মুর দৈত্যবিশেষ—মর্দ্দন যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

মুররিপু } (মুর দৈত্যবিশেষ—রিপু শত্রু, মুরমথন } মথন যে মথিত করে, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

মুরলা (মুর—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক, ঈপ্)সং, স্ত্রীং, বংশী, বাঁশী। কেরলদেশের নদীবিশেষ।

মুরলীধর (মুরলী—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ।

মুরহর (মুর দৈত্যবিশেষ—হৃ হরণকরা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, কৃষ্ণ।

মুরহা (মুরহন্, মুর দৈত্যবিশেষ—হন্ যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ।

মুরারি (মুর দৈত্য ইত্যাদি—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ। শিং—১ "মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মিণাম্। দৈত্যভেদেঽপ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ।"

মুরচা (পারস্য, মোরচাল শব্দজ) দুর্গের পরীখা, গড়খাই।

মুর্ভিণী; সং, স্ত্রীং, অঙ্গারধানিকা, আঙ্গটা।

মুর্ম্মুর (মুর বেষ্টন করা+০(ক্বিপ্—ক= মুর্—মুর্+অ(ক)—ক) সং, পুং, তুষানল, তুষের আগুন। সূর্য্যের অশ্ব। কামদেব।

মুলতান; মূলস্থান শব্দজ সং, দেশবিশেষ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মূল আদিম বসতি স্থান বলিয়া পঞ্জাবের ঐ অংশ মুলতান নামে কথিত। রাগিণীবিশেষ।

মুশল } (মুষ বধ করা, মুস্ ছেদন করা মুসল } +অল (কলন্)—ক) সং, পুং, মুষল } —ক্লীং, অয়োগ্র কাষ্ঠখণ্ড, ঢেঁকীর মোনা প্রভৃতি। মুষলাস্ত্র।

মুষলামুষলি (মুষাল-মুষলি, ই—প্রং, মুষলদ্বারা ২ প্রহার করিয়া এই যুদ্ধ প্রবৃত্ত) অং, গদাযুদ্ধ, লাঠালাঠি।

মুষলী } (মুষ্, মুস+অল (কলন্)ক, মুশলী } সং, স্ত্রীং, গৃহগোধিকা। তাল-মুসলী } মূলিকা।

মুষলী (মুষলিন্, মুষল+ইন্—অস্ত্যর্থে। বলরামের মুষল অস্ত্র বলিয়া ইঁহার নাম মুষলী হইয়াছে) সং, পুং, বলরাম।

মুষল্য-স (মুষল+য—প্রং) বিং, ত্রিং, মুষল দ্বারা বধ্য।

মুষা (মুষ্ চুরিকরা+অ (ক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ধাতু দ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী।

মুষিত (মুষ্ চুরি করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চোরিত, অপহৃত, বঞ্চিত।

মুষ্ক (মুষ্ [রেতঃ, বীর্য্য] চুরিকরা+কক্—ক) সং, পুং, অণ্ডকোষ। তস্কর। মোক্ষক-বৃক্ষ। মাংসল। সংহাত।

মুষ্কর (মুষ্ক—র—প্রং) সং, পুং, প্রলম্বাণ্ড, লম্বমান অণ্ডকোষ।

মুষ্ট (মুষ্ চুরিকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, চোরিত।

মুষ্টি (মুষ্ চুরি করা+ক্তি(ক্তিচ্—ণ) সং, পুং, —স্ত্রীং, কুঞ্চিতপাণি, মুঠা। খড়্গাদির বাঁট। পরিমাণ-বিশেষ, চারি তোলা পল-পরিমাণ। কীল, ঘুষি। (+ক্তি—ভাবে) স্ত্রীং, মোষণ, চুরি।

মুষ্টিক (মুষ্টি মোষণ—কৃ করা+অ—প্রং) সং, পুং, স্বর্ণকার, সেকরা। (মুষ্টি—কৈ শব্দ করা+অ(ড)—ক) কংসরাজের মল্ল-বিশেষ।

মুষ্টিকান্তক (মুষ্টিক অসুরবিশেষ—অন্তক নাশকারী) সং, পুং, বলরাম। প্রথিত আছে যে বলরাম কংসরাজের মল্ল মুষ্টিককে বিনাশ করিয়াছিলেন। [মুষ্টিযোগ।

মুষ্টিদ্যূত, সং, ক্লীং, দ্যূতক্রীড়াবিশেষ, পর-

মুষ্টন্ধয় (মুষ্টি মুঠা—ধে [স্তন্য] পান করা+অ—প্রং,) সং, পুং, বালক, শিশু।

মুষ্টিমেয় (মুষ্টি—মেয় পরিমেয়) বিং, ত্রিং, মুষ্টি দ্বারা পরিমেয়, অল্পপরিমাণ, অল্প-সংখ্যক।

মুষ্টিবন্ধ (মুষ্টি—বন্ধ অঙ্গুলিবিন্যাস, ৭মী+ষ) সং, পুং, সংগ্রাহ। (৬ষ্ঠী—ষ) মুটাবান্ধা

মুষ্টিসংগ্রহ } সং, পুং, মুষ্টিবন্ধ।
মুষ্টিসংগ্রাহ

মুষ্টিমুষ্টি } (মুষ্টি = মুষ্টি + ধি, মুষ্টি দ্বারা
মুষ্টামুষ্টি } প্রহারকরিয়া এই যুদ্ধ প্রবৃত্ত, ১মা—হিং) অং, কীলাকোলি, ঘুষোঘুষি।

মুষ্ণৎ (মুষ্ লুণ্ঠন করা+ অৎ (শতৃ) –ক) বিং, ত্রিং, চৌর্যকারী। বঞ্চিতকারী।

মুসলমান (আরবী শলম্ শব্দজ) সং, মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ।

মুসম্বর (আরবী) গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

মুসাফের (আরবী=সফর ভ্রমণ করা) সং, পথিক, ভ্রমণকারী। বিদেশীয়।

মুস্কিল (আরবী) কঠিন। দুরস্থ। কষ্টজনক।

মুস্ত –পুং } (মুস্ত সংহত হওয়া
মুস্তা—স্ত্রীং } +অ (অন) ক—
মুস্তক—পুং—ক্লীং } কন্—যোগ) সং, মূলবিশেষ, মুতা। পুং, স্থাবরবিষবিশেষ।

মুস্তাদ (মুস্ত—আদ [অদ্ ভক্ষণ করা+অ (অন্)—ক] যে খায়, ২য়া—ষ) সং, পুং, শূকর, বরাহ।

মুস্তাভ (মুস্তা—ভা দীপ্তি পাওয়া+অ,ড —ক) সং, ক্লীং, মুস্তকবিশেষ,নাগরমুতো।)

মুস্তু (মুস্ ছেদন করা+তু–প্রং) সং, পুং, মুষ্টি, মুঠা।

মুস্র (মুষ্ ছেদন করা+রক্—প্রং) সং, ক্লীং, মুষল।

মুহির (মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+ইর কির)—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কামদেব। মূর্খ।

মুহুরী (আরবী মুহর্বির শব্দজ) লেখক।

মুহুঃ (মুহুস্, মুহ্, মুগ্ধ হওয়া+উস্—ক) অং, পুনঃপুনঃ, বারম্বার। অত্যন্ত। সদাঃ। তৎক্ষণাৎ।

মুহূর্ত্ত (মুর্চ্ছ্ বক্র হওয়া+ত(ক্ত)—ক, মু—আগম, অথবা মূর্চ্ছা) সং, পুং,—ক্লীং দিবারাত্রের ৩০ ভাগের একভাগ, প্রায় দুই দণ্ড। পুং, জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা, জ্যোতির্জ্ঞ।

মুহের (মুহ মুগ্ধ হওয়া+এর–প্রং) সং, পুং, মূর্খ।

মুহ্যমান (মুহ চিত্তবিকৃতি হওয়া+আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। [বন্ধন।

মূ (মূ বন্ধন করা—০(ক্বিপ)—ভা) সং, ক্লীং,

মূক (মূ বন্ধন করা—কক্—ক) বিং, ত্রিং, বাক্‌শক্তি রহিত বোবা। সং, পুং, মৎস্য। দৈত্যবিশেষ। দীন, দরিদ্র।

মূকতা (মূক—তা—ভাবে) সং, ক্লীং, বাক্‌শক্তিরাহিত্য।

মূঢ় (মুহ মুক্ত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মূর্খ, নির্ব্বিবেক, অনভিজ্ঞ। অসভ্য। ভ্রান্ত। অব্যাপৃত। জড়। বালক।

মূঢ়গর্ভ (মূঢ়—গর্ভ গর্ভস্থ শিশু) সং, পুং, মৃতভ্রূণ। মৃত গর্ভস্থ শিশু। অলক্ষণ। শিশুসন্তানের জন্ম।

মূত (মূ বন্ধন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। সং, পুং, পুটবন্ধ। পটবন্ধ। (মূত্র শব্দজ) প্রস্রাব।

মূত্র (মূত্র্ প্রস্রাব করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, ক্লীং, উপস্থনির্গতজল, প্রস্রাব, মূত।

মূত্রকৃচ্ছ্র (মূত্র—কৃচ্ছ্র কষ্ট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, রোগ-বিশেষ, মূত্ররোধ। পাথরি, মুদা প্রভৃতি রোগ।

মূত্রগ্রন্থি (মূত্র—গ্রন্থি গাঁইট) সং, পুং, মূত্রাশয়ের মুখপ্রদেশে মূত্র নিরোধ, কোষ।

মূত্রদোষ (Gonorrhea, মূত্র—দোষ) সং, পুং, মেহ। মূত্রের সহিত রেতঃক্ষরণ।

মূত্রপথ Urethra, মূত্র প্রস্রাব—পথ) সং ক্লীং, মূত্রপ্রণালী।

মূত্রপুট—ক্লীং } (মূত্র—পুটি পাত্র,
মূত্রাশয়—পুং } আশয় আধার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, তলপেট, নাভির অধোভাগ মূত্রস্থান।

মূত্রফলা; সং, স্ত্রীং, শশা। কর্কোটী।

মূত্রল (মূত্র+ল—প্রং) সং, ক্লীং, রঙ্গ, রাং। বিং, ত্রিং, মূত্রবর্দ্ধক। লা—স্ত্রীং, কর্কটী। বালুকী। [কৃতমূত্রোৎসর্গ, মোতা।

মূত্রিত (মূত্র দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং,

মূর্খ (মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+অ (খ)—পা। মুহ্ স্থানে মূর্খ) বিং, ত্রিং, অজ্ঞ, মূঢ়, অবোধ, নির্ব্বোধ। সং, পুং, মাষ। গায়ত্রীরহিত, স্বার্থগায়ত্রীরহিত। শিং—১ "ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।"

মূর্খতা (মূর্খ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, মূঢ়ত্ব, অবিবেকতা, নির্ব্বুদ্ধিতা। শিং—১ "উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা।"

মূর্চ্ছন—ক্লীং } (মূর্চ্ছ্ মূর্চ্ছিত হওয়া
মূর্চ্ছনা—স্ত্রীং } +অন (অনট্)—ভা) সং, মূর্চ্ছা, অচৈতন্য। সঙ্গীতে—শাস্ত্রানুসারে সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ। আধুনিক সঙ্গীতের মতে কোন সুর হইতে অবিচ্ছেদ গতিতে সুরান্তর প্রকাশ করাকে মূর্চ্ছনা বলিয়া ব্যবহার করেন। শিং—১ "স্ফুটীভবৎগ্রামবিশেষমূর্চ্ছনাম্।" (মাঘ) প্রতিফলন। ঔষধের সংস্কারবিশেষ। মিশ্রণ। সাক্ষাৎকরণ।

মূর্চ্ছা (মূর্চ্ছন দেখ, ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, মোহ, অচৈতন্য। বৃদ্ধি। প্রসার। ব্যাপ্তি। বিস্তার। প্রতিফলন।

মূর্চ্ছাল } (মূর্চ্ছাল, মূর্চ্ছা+ল, বৎ
মূর্চ্ছাবান্ } —অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মূর্চ্ছাবিশিষ্ট, মোহপ্রাপ্ত।

মূর্চ্ছিত (মূর্চ্ছন দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম, কিম্বা মূর্চ্ছা+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, মূর্চ্ছাগত। বর্দ্ধিত, প্রবৃদ্ধ। উন্নত। ব্যাপ্ত। প্রতিফলিত। দীর্ঘ।

মূর্ত্ত (মূর্চ্ছ্ মূর্চ্ছিত হওয়া+ত (ক্ত)—ক নিপাতন) বিং, ত্রিং, সাকার, মূর্ত্তিমান কঠিন। মূর্চ্ছিত। ভূতচতুষ্ক। কানন। ন্যায়মতে—পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং মনঃ।

মূর্ত্তি (মূর্চ্ছ্ মূর্চ্ছিত হওয়া+তি (ক্তি) —ক, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, আকৃতি, কায়া। অঙ্গ, অবয়ব। প্রতিমা। শরীর। স্বরূপ। শিং—১ "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।" (+ক্তি—ভা) কাঠিন্য। দ্রব্য। পঞ্চভূত।

মূর্ত্তিমান্ (মূর্ত্তিমৎ, মূর্ত্তি+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মূর্ত্ত, মূর্ত্তি বিশিষ্ট, শরীরী। কঠিন। সং, ক্লীং, শরীর।

মূর্দ্ধক (মূর্দ্ধন্ মস্তক+কণ্—যোগ) সং, পুং, ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণ।

মূর্দ্ধকর্প্পরী—স্ত্রীং } (মূর্দ্ধন্ মস্তক
মূর্দ্ধখোল—ক্লীং } —কর্প্পর ব্যঞ্জনবিশেষ এবং খোল টোপর) সং, আতপত্র, ছত্র।

মূর্দ্ধজ (মূর্দ্ধন্ মস্তক—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, শিরোরুহ, কেশ, চুল। বিং, ত্রিং, মস্তকজাত।

মূর্দ্ধন্য (মূর্দ্ধন্ মস্তক+য (ষ্যা)—ভবার্থে) সং, পুং, মস্তক হইতে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ যথা—ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ। বিং, ত্রিং, মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত। মূর্দ্ধজ, মস্তকোৎপন্ন।

মূর্দ্ধপুষ্প (মূর্দ্ধন্ মস্তক—পুষ্প, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিরীষবৃক্ষ।

মূর্দ্ধরস (মূর্দ্ধন্ (মস্তক) উপরিভাগ—রস) সং, পুং, ভাতের মাড়। কেশ।

মূর্দ্ধবেষ্টন (মূর্দ্ধন্ মস্তক—বেষ্টন) সং, ক্লীং, শিরোবেষ্টন, উষ্ণীষ।

মূর্দ্ধা, মূর্দ্ধ্বা (মূর্দ্ধন্, মুর্ব্ব্ বন্ধন করা+অন (কনিন্)—ধি, ব=ধ্) সং, পুং, মস্তক (Base) জ্যামিতিতে কোন ক্ষেত্রের ভূমি।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত (মূর্দ্ধন্ মস্তক—অভিষিক্ত, ৭মী—ষ। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দের এই রূপ প্রথা ছিল যে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে মন্ত্রপূত সপ্তনদীর জল, মধু, নবনীত, মদ্যদ্বারা স্নাত হইতে হয়) সং,

পুং, ক্ষত্রিয়। মন্ত্রী। রাজা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ।

মূর্দ্ধাবসিক্ত; সং, পুং, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণ-ঔরসে উৎপন্ন জাতি বিশেষ।

মূর্ব্বা } মূর্ব্ব বমন করা+অ (অল্) ণ)
মূর্ব্বী } সং, মুরগা গাছ, যাহার সূত্রে ধনুকের গুণ হয়।

মূল (মূল স্থিতিকরা+অক্)—ক) সং, ক্লীং, গাছের গোড়া, শিকড়। মূল। মূলা আলু পলাণ্ডু প্রভৃতি। নিদান, আদিকর। আদ্য, প্রথম। পুঁজি, আসল। প্রধান। নিবাস-বাটী। স্বনগর। নিকুঞ্জ। চরণ। নিকট। প্রথম গ্রন্থ, যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া টীকাদি প্রস্তুত করা হয়। (Root) কোন রাশি আপনার দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইলে একটী রাশি উৎপন্ন হয়, প্রথমোক্ত রাশিটী সেই উৎপাদিত রাশির মূল। পিপ্পলীমূল। পুষ্করমূল। ত্রিং, নক্ষত্র-বিশেষ। (মূল্য শব্দজ) দাম।

মূলক (মূল গোড়া+কণ্—যোগ, সং, পুং, ক্লীং, কন্দবিশেষ, মূলা। পুং, স্থাবর-বিষবিশেষ।

মূলকর্ম্ম (—কর্ম্মন্) সং, ক্লীং, অভিচারার্থ মন্ত্রতন্ত্রাদির যোজন। মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশী-করণ, যাদু করা। উপপাতকবিশেষ।

মূলকার (মূল প্রথম গ্রন্থ—কার [কৃ করা +অ (ষণ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, মূলগ্রন্থকর্ত্তা। শিং—১ "নায়ং গণ-কারঃ কিন্তু মূলকারঃ।"

মূলকারিকা (মূল প্রথম [কার্য্য]—কারিকা কর্ম্মচারী) সং, স্ত্রীং, মূল গ্রন্থের অর্থপ্রকাশ পদ্য। চুল্লী, উনান। মূলধনের বৃদ্ধি-বিশেষ।

মূলকৃচ্ছ্র (মূল গোড়া—কৃচ্ছ্র ব্রতবিশেষ) সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ, যাহাতে কেবল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়।

মূলজ [মূল গোড়া—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) বিং, মূল হইতে উৎপন্ন (পদ্ম প্রভৃতি)। মূল নক্ষত্র হইতে উৎ-পন্ন) সং, পুং, আর্দ্রক, আদা।

মূলত্রিকোণ; সং, ক্লীং, সূর্য্যাদি গ্রহদিগের রাশিরূপ গৃহবিশেষ। শিং—১ "সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ঘটো ধটঃ। অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ।"

মূলদেব } (মূল আদি—দেব দেবতা।
মূলভদ্র } মূল আদ্য—ভদ্র ভাগ্য) সং, পুং, কংসরাজ, কংসাসুর।

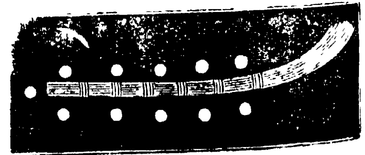
মূলদ্রব্য } (মূল আসল—দ্রব্য, ধন) সং,
মূলধন } ক্লীং, আসলধন, পুঁজি।

মূলপ্রকৃতি; সং, স্ত্রীং, সাংখ্যমতে—সক-লের কারণীভূত সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বরজ-স্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা। আদ্যা শক্তি, যাহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

মূলফলদ (মূল—ফল—দ [দা দান করা+অ (ড)—ক] যে দান করে। মূলেও যে ফল প্রসব করে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পনস-বৃক্ষ।

মূলশাকট } (মূল গোড়া+শাকট,
মূলশাকিন } —তৎক্ষেত্রার্থে) সং, পুং, মূলক্ষেত্র, মূলা প্রভৃতির ক্ষেত্র।

মূলা; সং, স্ত্রীং, শতাবরী। নক্ষত্রবিশেষ।



মূলা (নক্ষত্র)।

একাদশ নক্ষত্রযুক্ত, সিংহপুচ্ছের ন্যায় আকার। ইহার জাতফল—"মূলং বিরুদ্ধা-ময়বং সমূলং কুলং দহত্যেব বদন্তি সন্তঃ। চেদন্যথাতঃ পুরুষা বিশেষাৎ সৌভাগ্যমা-য়ুশ্চ কুলাম্বুবৃদ্ধিঃ।"

মূলাধার (মূল—আধার) সং, পুং, গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত স্থান।

মূলিক (মূল গোড়া+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, মূলভোজী।

মূলী (মূলিন্, মূল+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, মূলবিশিষ্ট। সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ। স্ত্রীং, জ্যোষ্ঠী।

মূলীভূত (মূল—ভূত হইয়াছে. ঈ (চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, হেতুভূত। নিদান-স্বরূপ। [সং, পুং, জটা, বৃক্ষের ঝুরি।

মূলের (মূল রোপণ করা+এয় (ঞেয়)—প্রং

মূল্য (মূল্ বস্ত্রাদির উৎপত্তির কারণ+য (ঞ্য)—প্রং। মূলদ্বারা ক্রয়বিক্রয়ার্থ যাহা) সং, ক্লীং, দ্রব্যের পণ, দাম। ভাড়া। বেতন। বিং, ত্রিং, রোপণযোগ্য। প্রতিষ্ঠা-যোগ্য।

মূষ—পুং } (মূষ লুঠকরা+অ (ক)
মূষা—স্ত্রীং } —ক. আপ্) সং, মূষিক। স্বর্ণাদিদ্রাবণপাত্র, মূচী। গবাক্ষ। শিং—১ "একদ্বিত্র্যাদি মূষাবাহনমিতিমহো ক্রহি—মে।"

মূষক } (মূষ্+অক (ণক)—ক। ২য়-
মূষিক } পক্ষে ইক (কিকন) ৩য়-পক্ষে—
মূষীক } ঈক (কীকন্)—ক) সং, পুং.—স্ত্রীং, ইন্দুর।

মূষকারাতি } (মূষক, মূষিক ইন্দুর
মূষিকারাতি } অরাতি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং. পুং. বিড়াল।

মূষা, মূষী (মূষ্ লুঠিয়া লওয়া+অ—প্রং, আপ্. ঈপ্) সং, স্ত্রীং, স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মূচী। মহামূষিক।

মূষিকপর্ণী ; সং, স্ত্রীং, ইন্দুরকানী-পানা।

মূষিকাঙ্ক } (মূষিক ইন্দুর—অঙ্ক চিহ্ন
মূষিকাঞ্চন } ৬ষ্ঠী - হিং। মূষিক ইন্দুর, অঞ্চন গমন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গণেশ।

মূষিকাদ ; সং, পুং, নাগবিশেষ।

মূষ্যায়ণ (অমুষ্যায়ণ, কোন ব্যক্তির পুত্র-লোপ) বিং, ত্রিং, অজ্ঞাতপিতৃক, গূঢ়োৎপন্ন, যাহার জন্মের বিষয় জানা যায় না।

মৃকণ্ডু ; সং, পুং, মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা।

মৃগ (মৃগ যাচ্ঞা করা+অ (ক)—র্ম) সং, পুং, হরিণ। পশু। কপোলদেশে শ্বেত-চিহ্নযুক্ত গজবিশেষ। বৈষ্ণবদিগের তিল-কের প্রকারভেদ। হরিণ শিংএর ন্যায় ডালপালা যুক্ত অর্থাৎ মাথাচেরা হাড়-কাঠের ন্যায় যে তিলক। অথবা মৃগের বর্ণের ন্যায় তিন চারি প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রংএর তিলক। নক্ষত্রবিশেষ। মৃগ-নাভি। শিকার। অগ্রহায়ণ মাস। যজ্ঞ-বিশেষ। চতুর্ব্বিধ পুরুষমধ্যে পুরুষবিশেষ। শিং ১ "শশকে পদ্মিনী মৃগে তুষ্টা চ চিত্রিণী।" মকররাশি। গী—স্ত্রীং, হরিণী। পুলহভার্য্যা। অক্ষরছন্দোবিশেষ। অপস্মার রোগ। (+অল্ ভাবে) অন্বেষণ। যাচ্ঞা।

মৃগগামিনী (মৃগ—গম্ গমনকরা+ইন্ (ণিন্) ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বিড়ঙ্গ। বিং, ত্রিং, মৃগতুল্যগমনবতী।

মৃগচেটক ; সং, পুং, খট্টাস, খাটাস।

মৃগজালিকা (মৃগ হরিণ+জালিকা জাল) সং, স্ত্রীং, বাগুরা, মৃগবন্ধনার্থ যন্ত্র।

মৃগজীবন (মৃগ হরিণ+জীবন জীবিকা) সং, পুং, ব্যাধ, শিকারী।

মৃগণা (মৃগ্ অন্বেষণ করা+অন (অনট্)—আ) সং, স্ত্রীং, নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ।

মৃগতৃট্, তৃষ্ } (মৃগ হরিণ তৃষ্, তৃষা,
মৃগতৃষা } তৃষ্ণা,তৃষ্ণিকা। জলাভাব
মৃগতৃষ্ণা } হেতু মৃগদিগের তৃষ্ণা
মৃগতৃষ্ণিকা } যাহাতে বর্ত্তে, ৭মী—হিং। গ্রীষ্মকালে উৎকৃষ্ট রবিরশ্মি সিকতাভূমে পতিত হইলে বালুকা প্রতিফলিত হইয়া জলবৎ প্রতীয়মান হয়। মৃগগণ দূর হইতে জলভ্রমে ধাবিত হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আইসে; এই ভ্রান্তিকে মৃগতৃষ্ণা বলে। কেহ তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ জন্য উদ্ভূত বাষ্পরাশিকে মৃগতৃষ্ণা বলে) সং, স্ত্রীং, মরীচিকা, সূর্য্যকিরণে জলভ্রম।

মৃগদংশক (মৃগ হরিণ—দংশক যে দংশন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুকুর, শ্বা।

মৃগদ্ব্যু (মৃগ—দিব্ ক্রীড়া করা+০ (ক্বিপ) —ক) বিং, ত্রিং, মৃগয়াকারী।

মৃগধূর্ত্ত, মৃগধূর্ত্তক (মৃগ—ধূর্ত্ত, ধূর্ত্তক বঞ্চক, ৫মী—ষ) সং, পুং, শৃগাল।

মৃগনাভি (মৃগ হরিণ—নাভি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং,—স্ত্রীং, মৃগমদ, কস্তূরি।

মৃগনাভিজ (মৃগ হরিণ—নাভি—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, জা—স্ত্রীং, মৃগনাভি।

মৃগনেত্রা মৃগ মৃগশিরা নক্ষত্র—নী পাওয়া +তৃন্—ক, আপ্। মৃগশিরানক্ষত্র প্রায় যাহার সম্বন্ধে, ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা মৃগ হরিণ—নেত্র চক্ষু, ৭ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, মৃগশির-নক্ষত্রযুক্ত রাত্রি। মৃগনয়নী স্ত্রী।

মৃগপতি (মৃগ পশু—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিংহ। সিংহরাশি।

মৃগপিপ্লু (মৃগ হরিণ—পিপ্লু চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র, শশাঙ্ক।

মৃগবধাজীব (মৃগ হরিণ—বধ হনন—আজীব যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, মৃগয়াজীবী, ব্যাধ।

মৃগবন্ধনী (মৃগ হরিণ—বন্ধনী বন্ধন) সং, স্ত্রীং, বাগুরা, মৃগবন্ধনার্থ জাল।

মৃগমদ (মৃগ হরিণ—মদ গর্ব্ব, ৫মী—হিং) সং, পুং, মৃগনাভি, মৃগের নাভিতে উৎপন্ন সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ, কস্তূরী।

মৃগয়া (মৃগ অন্বেষণ করা+যক্—ধি কিম্বা ভা, নিপাতন, যাহাতে মৃগদিগকে অন্বেষণ করা যায়। অথবা মৃগ+যা গমন করা+০ (ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বন পর্য্যটন পূর্ব্বক মৃগবধ, শিকার। লক্ষ্যে শরক্ষেপ।

মৃগয়ু (মৃগ হরিণ—যা গমন করা+উ (ডু) —ক) সং, পুং, ব্যাধ। শিং—১ "মৃগয়ুমিব মৃগোহথ দক্ষিণের্ম্মা।" (ভট্টি)। ব্রহ্মা। শৃগাল।

মৃগরাজ, মৃগরাট্ (মৃগরাজ, মৃগ পশু—রাজ, রাজ্ যে দীপ্তি পায়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মৃগেন্দ্র, সিংহ। চন্দ্র। সিংহরাশি। মৃগশিরানক্ষত্র।

মৃগরোমজ (মৃগ পশু—রোমন্ লোম—জ [জন্ জন্মান+(ড)—ক] উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, পশুলোমজাত বস্ত্রাদি, পশমি কাপড়।

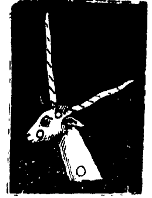
মৃগলাঞ্ছন (মৃগ হরিণ—লাঞ্ছন চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। মৃগশিরা নক্ষত্র। [স্ত্রীং, মৃগাকৃতি চিহ্ন।

মৃগলেখা (মৃগ—লেখা চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং,

মৃগবাহন (মৃগ হরিণ—বাহন যান) সং, পুং, বায়ু। শিং—১ "ধাবন্ হরিণপৃষ্ঠস্থ।"

মৃগব্য (মৃগ পশু—ব্যথ্ ব্যথিত হওয়া+অ(ড)—ভাবে) সং, ক্লীং, মৃগয়া, শিকার।

মৃগশিরস্—ক্লীং
মৃগশিরাঃ—পুং
মৃগশিরা—স্ত্রীং
মৃগশীর্ষ—পুং—ক্লীং
(মৃগশিরস্, মৃগ—হরিণ—শিরস্, শীর্ষ মস্তক, ষং—স) সং, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত পঞ্চম নক্ষত্র। ইহার আকার মৃগশিরার ন্যায়, পদ্মাকৃতি বিড়ালের ন্যায়, তিনটী তারকা দ্বারা শোভিত। চন্দ্র ইহার অধিদেবতা।



মৃগশিরা (নক্ষত্র)।

ইহার জাতফল। শিং—১ "শরাসনাভ্যাসরতো বিনীতঃ সদানুরক্তো গুণিনাং গুণেষু। ভক্ত্যানুপস্নেহভরেণ পূর্ণঃ সন্মার্গবর্ত্তী মৃগজন্মভাগী।"

মৃগহা (মৃগহন্, মৃগ হরিণ—হন্ যে বধ করে) সং, পুং, ব্যাধ।

মৃগাক্ষী (মৃগ হরিণ—অক্ষি চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, মৃগনয়নী স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক (মৃগ হরিণ—অঙ্ক চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৃগচিহ্ন। শিং—১ "লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসংস্থিতং ন বিদুঃ সোমদেবাপি যে চ নক্ষত্রযোগিনঃ॥ (মহাভারতে হরিবংশে) যথা-

দর্পণং প্রাপ্য পরাবৃত্তা নয়নরশ্ময়ো গ্রীবাস্থমেব মুখং দর্পণগতমিব পশ্যন্তি এবং চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য পরাবৃত্তাস্তে দূরত্বদোষাৎ পৃথিবীমব্যক্তরূপামিব চন্দ্রমণ্ডলগতং পশ্যন্তি স এব চন্দ্রে কলঙ্ক ইত্যুপচর্য্যতে।" ইতি তট্টীকা।" চন্দ্র। বায়ু। কর্পূর। যক্ষ্মা রোগের ঔষধবিশেষ।

মৃগাঙ্কশেখর (মৃগাঙ্ক চন্দ্র শেখর ললাট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্রচূড়, শিব।

মৃগাজীব (মৃগ পশু—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৃগয়াজীবী ব্যাধ।

মৃগাণ্ডজা (মৃগ—অণ্ড অণ্ডকোষ, মুষ্ক—জ [জন্ জন্মান+অ ড)—ক] জাত) সং, স্ত্রীং, কস্তুরী।

মৃগাৎ (মৃগাদ্, মৃগ—অদ্ ভক্ষণ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ব্যাঘ্র।

মৃগাদন (মৃগ হরিণ—অদন [অদ্ ভক্ষণ করা+অন—ক] যে ভক্ষণ করে) সং, পুং, তরক্ষু, নেকড়িয়া বাঘ। নী—স্ত্রীং, ইন্দ্রবারুণী। সহদেবী। মৃগেৰ্বারু। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রী।

মৃগান্তক (মৃগ হরিণ—অন্তক নাশকারী) সং, পুং, চিত্রব্যাঘ্র, চিতাবাঘ।

মৃগারাতি } **মৃগারি** } (মৃগ হরিণ—অরাতি, অরি =শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিংহ। ব্যাঘ্র। কুকুর। শিং—১"মার্গং মার্গং মৃগয়তি মৃগারাতিরামে বিরামে শোকং শোকং গতবতি গতে লক্ষ্মণে লক্ষ্মণেন।" রক্তপিত্ত।

মৃগাবিৎ (মৃগাবিধ্, মৃগ—ব্যধ্ তাড়না করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ব্যাধ।

মৃগিত (মৃগ্ অন্বেষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অন্বিষ্ট, যাচিত।

মৃগেক্ষণা (মৃগ—ইক্ষণ। মৃগের ইক্ষণের ন্যায় ঈক্ষণ যাহার) সং, স্ত্রীং, মৃগেৰ্বারু। বিং, মৃগতুল্যনেত্রা।

মৃগেন্দ্র (মৃগপশু—ইন্দ্র [দেবরাজ] স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিংহ।

মৃগেৰ্বারু (মৃগ মৃগপ্রিয়—ইর্বারু কর্কোটী) সং, পুং, শ্বেতেন্দ্রবারুণী, শাদা রাখালশশা।

মৃগ্য (মৃগ্ অন্বেষণ করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনুসন্ধেয়, অন্বেষণীয়, অন্বেষ্টব্য। শিং—১ "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।"

মৃজ (মৃজ্ শব্দ করা+অ—ভাবে) সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মাদল।

মৃজা (মৃজ্ পরিষ্কার করা+ঙ=ভা) সং, স্ত্রীং, মার্জ্জন, পরিষ্কার। শুদ্ধি। শিং—১ "শিরসা চ মৃজাবতা।" (ভট্টি)।

মৃজান্বয় (মৃজ—অন্বয়) বিং, ত্রিং, মৃজাযুক্ত, পরিস্কৃত।

মৃড় (মৃড় হৃষ্ট হওয়া+অণক)—ক) সং, পুং, শিব, মহাদেব। ড়ানী—স্ত্রীং, দুর্গা।

মৃড়াঙ্গণ (মৃড় দেখ, অঙ্গণ—প্রং) সং, পুং, বালক, শিশু।

মৃড়ীক (মৃড় দেখ, ঈক(কীকন্)—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, মৃগ, হরিণ।

মৃণাল—ত্রিং } **মৃণালী**—স্ত্রীং } (মৃণ্ বধ করা+আল (কালন্)—র্ম্ম, যাহা ভক্ষণাদির জন্য হিংসিত হয়) সং, পদ্ম প্রভৃতির নাল, ডাঁটা। পদ্মান্তর্গত বিস। শিং—১ "সান্দ্রং চন্দনমঙ্গকে বলয়িতাঃ পাণৌ মৃণালীলতাঃ।" ক্লীং, বেণার মূল। শিং—১ "মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যং।"

মৃণালী (মৃণালিন্, মৃণাল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পদ্ম। লিনী—স্ত্রীং, পদ্মিনী।

মৃণ্ময় (মৃদ্ মৃত্তিকা+ময়(ময়ট)—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, মৃদ্বিকার, মৃত্তিকানির্ম্মিত, মেটে।

মৃত (মৃ মরা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মৃত্যুপ্রাপ্ত, গতপ্রাণ। যাচিত। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, মরণ। যাচ্ঞার বৃত্তি। শিং—১ "যাচনবৃত্তির্ম্মরণমিব দুঃখজনকত্বাৎ মৃতং। অযাচিতং অমৃতমিব অমৃতং।"

মৃতক (মৃত+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, শব, মৃতশরীর। মরণাশৌচ। শিং—১ "যদি স্যাৎ সূতকে সূতির্মৃতকে চ মৃতিস্তথা।"

মৃতকল্প (মৃত+কল্প—ঈষদূনার্থে) বিং, ত্রিং, মৃতপ্রায়, মৃততুল্য।

মৃতকান্তক, মৃতমত্ত (মৃত মরা—কান্তক প্রিয়। মৃত শব—মত্ত উন্মত্ত, প্রিয়) সং, পুং, শৃগাল।

মৃতণ্ড; সং, পুং, সূর্য্যপিতা।

মৃতপ (মৃত—পা পালন করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, যে ব্যক্তি শবের বস্ত্রাদি দ্বারা, নদীতীরে দাহনের নিমিত্ত শববহনাদি দ্বারা এবং অপরাধীদিগকে দণ্ড দিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শবভক্ষক।

মৃতবৎসা (মৃত—বৎস সন্তান) সং, স্ত্রীং, মৃতাপত্যা, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকেনা।

মৃতসঞ্জীবনী (মৃত—সঞ্জীবনী জীবিতকারী) সং, স্ত্রীং, যে বিদ্যাবলে মৃত ব্যক্তি জীবনপ্রাপ্ত হয়। গোরক্ষদুগ্ধা।

মৃতস্নাত (মৃত—স্নাত) বিং, ত্রিং, মৃতোদ্দেশে স্নাত। মৃত উদ্দেশ করিয়া কৃতস্নান ব্যক্তি। সংস্কারার্থে স্নাপিত মৃতদেহ।

মৃতাণ্ড (মৃত—অণ্ড ডিম্ব) সং, পুং, সূর্য্য।

মৃতি (মৃত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, মরণ, মৃত্যু। বিনাশ।

মৃৎকর (মৃদ্ মৃত্তিকা—কর [কৃ করা+অ (অন্)—ক] যে কার্য্য করে) সং, পুং, কুম্ভকার, কুমার।

মৃৎকাংস (মৃদ্ মৃত্তিকা—কাংস পানপাত্র) সং, ক্লীং, শরাব, শরা।

মৃৎকিরা (মৃদ্ মৃত্তিকা—কির শূকর) সং, স্ত্রীং, ঘুর্ঘুরিয়া পোকা।

মৃত্তিকা (মৃদ্ মৃত্তিকা—তিক(তিকন্)—র্ম্ম, স্বার্থে, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, মাটি। গন্ধমাটি। ভূমি।

মৃত্যু (মৃ মরা+ত্যু(ত্যুক্)—ভা) সং, ত্রিং, প্রাণবিয়োগ, মরণ। (+ত্যুক্—পা) পুং, যম। কংস।

মৃত্যুঞ্জয় (মৃত্যুম্ মৃত্যুকে—জয় [জি জয় করা+অ(খশ্)—ক] যে জয় করে) সং, পুং, শিব। শিং—১ কতিধা মৃত্যুকন্যানাং ব্রহ্মণাং কোটিশো লয়ে। কালেন লীনঃ শম্ভুশ্চ সর্ব্বরূপী চ নির্গুণে॥ মৃত্যুকন্যা জিতা শশ্বৎ শিবেন গুরুণা মম। ন মৃত্যুনা জিতঃ শম্ভুঃ কল্পে কল্পে শ্রুতৌ শ্রুতং॥"

মৃত্যুনাশক (মৃত্যু মরণ—নাশক নাশকারী) সং, পুং, পারদ, পারা। মৃত্যুনাশক মাত্র।

মৃত্যুপুষ্প (মৃত্যু—পুষ্প, ফুল হইয়াই যে মরিয়া যায়) সং, পুং, ইক্ষু, আক।

মৃত্যুফল—ক্লীং, } মহাকালফল। কদলীফল।
মৃত্যুফলা—স্ত্রীং }

মৃত্যুভঙ্গুরক (মৃত্যু মরণ—ভঙ্গুর বক্র+কণ্—প্রং) সং, পুং, প্রেতপটহ, মৃত্যুকালে বাদনীয় বাদ্য।

মৃত্যুভৃত্য (মৃত্যু মরণ—ভৃত্য দাস) সং, পুং, রোগ, পীড়া।

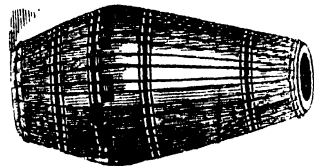
মৃত্যুবঞ্চন (মৃত্যু মরণ—বঞ্চন প্রতারণ) সং, পুং, শিব। বিল্ববৃক্ষ। দাঁড়কাক।

মৃৎসা } (মৃদ্ মৃত্তিকা+স, স্ন—প্রশ-
মৃৎস্না } স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, প্রশস্ত মৃত্তিকা, উত্তম মাটী।

মৃদ্ } (মৃদ্ চূর্ণ হওয়া+০(ক্বিপ্)—র্ম্ম, ও
মৃদা } —ভাবে) সং, স্ত্রীং, মৃত্তিকা, মাটী।

মৃদঙ্কুর; সং, পুং, হারীত পক্ষী। পারাবতবিশেষ।

মৃদঙ্গ (মৃৎ মৃত্তিকা—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী-হিং। অথবা মৃদ্—অঙ্গচ্—র্ম্ম। শিং—১ "মৃ-



মৃদঙ্গ।

ত্তিকানির্ম্মিতশ্চৈব মৃদঙ্গঃ পরকীর্ত্তিতঃ।" পুরাণে—বর্ণিত আছে, ত্রিপুরাসুর বধের পর সেই রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল আর্দ্র হইয়া কর্দ্দম উৎপত্তি হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা

সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা হইতে মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং সেই অসুরের চর্ম্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরানিচয়ে বেষ্টনী ও রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরারি মহাদেব ইন্দ্রাদি বেষ্টিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং গজাননকে নৃত্যের সহিত তাল দিতে অনুমতি করেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন মৃদঙ্গ সকল অধুনাতন মর্দ্দল অথবা দেশীয় খোলের মত দেখিতেছিল। অনেকে খোলকেও মৃদঙ্গ বলিয়া থাকেন; কালক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন মৃদঙ্গের নির্ম্মাণকৌশল ও অঙ্গসৌষ্ঠব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতদর্পণকর্ত্তা কহেন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যন্ত্র অতি ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণলীলার সময়াবধি উহা কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়) সং, পুং, মুরজ, পাখোয়াজ। পটহ। শব্দ, গোলমাল। বংশ, বাঁশ।

মৃদঙ্গফল (মৃদঙ্গ মুরজ—ফল মৃদঙ্গাকৃতি ফল যাহার, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কাঁটাল গাছ।

মৃদঙ্গার; সং, পুং,—ক্লীং, পাথরিয়া কয়লা।

মৃদঙ্গী; সং, স্ত্রীং, ঘোষাতকী। সং, পুং, যিনি মৃদঙ্গ বাজাইতে পারেন।

মৃদাকার (মৃদা মৃত্তিকা—কার [কৃ করা+অ(ষণ্)—ক] যে করে) সং, পুং, অশনি, বজ্র।

মৃদিত (মৃদ্ চূর্ণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মর্দ্দিত, চূর্ণিত, গুঁড়া করা।

মৃদিনী (মৃদা মৃত্তিকা+ইন্—প্রশস্তার্থে) সং, স্ত্রীং, প্রশস্ত মৃত্তিকা, উত্তম মাটী।

মৃদু (মৃদ্ চূর্ণ হওয়া+উ(কু)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কোমল, নরম। আর্দ্র। অতীক্ষ্ণ। মন্দ। নক্ষত্রবিশেষ। স্ত্রীং, গৃহকন্যা।

মৃদুগণ; সং, পুং, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা এবং রেবতী নক্ষত্র।

মৃদুগমনা (মৃদু কোমল, মন্দ—গমন গতি) সং, স্ত্রীং, হংসী। মন্দগামিনী স্ত্রী।

মৃদুচর্ম্মী, মৃদুচ্ছদ, মৃদুত্বক্, মৃদুত্বচ্ (মৃদুচর্ম্মিন্, মৃদু কোমল—চর্ম্ম ছাল +ইন্—অস্ত্যর্থে। মৃদু কোমল—ছদ [আচ্ছাদন] বল্কল। মৃদুত্বচ্ মৃদু কোমল—ত্বচ্, ত্বচ্ = ছাল) সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ, ভোজপাতাল গাছ। গিরিজপীলুবৃক্ষ। কুকুরক্র। শ্রীতাল।

মৃদুন্নক; সং, ক্লীং, সুবর্ণ, সোনা।

মৃদুল (মৃদু+ল—প্র,। অথবা মৃদ্+উল—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কোমল, নরম। সং, ক্লীং, জল।

মৃদুলোমক (মৃদু লোমক—লোমন্ রোম +কণ্—যোগ) সং, পুং, শশক, খরগোস। বিং, ত্রিং, কোমললোমবিশিষ্ট।

মৃদূৎপল (মৃদু কোমল—উৎপল পদ্ম) সং, ক্লীং, নীলপদ্ম।

মৃদ্বী (মৃদু কোমল+ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, কোমলাঙ্গী স্ত্রী; যথা—"শিরীষমৃদ্বী সীতা।" কপিলদ্রাক্ষা।

মৃদ্বীকা (মৃদু চূর্ণ করা+ঈক্ (ঈকন্)—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, দ্রাক্ষা, আঙুর। কপিল দ্রাক্ষা।

মৃধ (মৃধ্ [আর্দ্র হওয়া] বধ করা+অ(ক) —ধি) সং, ক্লীং, যুদ্ধ, রণ, লড়াই।

মৃষা (মৃষ্ সহ্য করা+আ (কা)—ক) অং, মিথ্যা, অসত্য। বৃথা, বিফল, অনর্থক।

মৃষাধ্যায়ী (—য়িন্) সং, পুং, বক।

মৃষার্থক (মৃষা—অর্থ +কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, অত্যন্ত অসম্ভব বাক্য।

মৃষাবাদী (মৃষাবাদিন্, মৃষা মিথ্যা—বাদী। যে বলে) বিং, ত্রিং, মিথ্যাবাদী।

মৃষোদ্য (মৃষা মিথ্যা—বদ্ বলা+য (ক্যপ্—ভাবে) সং, ক্লীং, মিথ্যাকথন। (ক্যপ্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মিথ্যাউক্ত। মিথ্যাবাদী।

মৃষ্ট (মৃজ্ পরিষ্কার করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত। শোধিত,

পরিস্কৃত। (মৃষ্ সহ্য করা+ক্ত—র্ম্ম) ঘৃষ্ট। ক্লীং, মরিচ।

মৃষ্টেরুক; সং, পুং, বদান্য, দাতা। মিষ্ট-দ্রব্যভোজী। অতিথিদ্বেষ্টা। কৃপণ।

মেওয়া (পারস্য) ফল।

মেক—খোঁটা, পেরেক। (পারস্য—মেখ)।

মেকল / **মেখল** (মি ক্ষেপণকরা—কলন্, খলন্—ক) সং, পুং, পর্ব্বত-বিশেষ।

মেকলকন্যকা / **মেখলকন্যকা** / **মেকলাদ্রিজা** (মেকল, মেখল ইহাঁর কল্পিত পিতা ঋষি-বিশেষ, অথবা পর্ব্বত-বিশেষ—কন্যকা কন্যা। মেকলাদ্রি, মেকল পর্ব্বত—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, স্ত্রীং, নর্ম্মদা নদী।

মেক্ষণ; সং, ক্লীং, যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। শিং—১ "ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেং। বৃত্তং বার্ক্ষঞ্চ পৃথ্বগ্রমবদানক্রিয়া-ক্ষমাং।"

মেখলা (মি ক্ষেপণ করা+খল, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, কটিসূত্র। শিং—১ "এক-যষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা ত্বষ্টযষ্টিকা।" হস্তি-বন্ধ। কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি। শরপত্রাদি নির্ম্মিত উপবীত। শিং—১ মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্মা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা। ক্ষত্রিয়স্য চ মৌর্ব্বী যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" পর্ব্বতের নিতম্ব দেশ। হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিবার নিমিত্ত খড়্গা-দির মুখস্থিত চর্ম্মাদিবন্ধন, খড়্গ-বন্ধ। নর্ম্মদানদী। পৃশ্নিপর্ণীলতা। হোমকুণ্ডের উপরিস্থ মৃৎকৃত বেষ্টনবিশেষ।

মেঘ (মিহ্ জলসিক্ত করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, জলধর, বারিবাহ। দৈত্যবিশেষ। রাক্ষসবিশেষ। রাগবিশেষ। মুস্তক, মুতো।

মেঘকফ; সং, পুং, করকা, শিল।

মেঘচিন্তক / **মেঘজীবন** (মেঘ—চিন্তক যে চিন্তা করে। মেঘ—জীবন প্রাণ, ৬ষ্ঠী—হিং)। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই পক্ষীরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কোন জলপান করে না, এই নিমিত্ত ইহারা বর্ষাকালের নিমিত্ত স্বভাবতঃ চিন্তিত থাকে) সং, পুং, চাতকপক্ষী।

মেঘজ্যোতিঃ (মেঘজ্যোতিস্, মেঘ—জ্যোতিস্ দীপ্তি) সং, পুং, ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি।

মেঘডম্বর (মেঘ—ডম্বর আড়ম্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মেঘাড়ম্বর। মেঘগর্জ্জন। শিং—১ "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।"

মেঘদীপ (মেঘ—দীপ যে উজ্জ্বল করে, সং, পুং, তড়িৎ, বিদ্যুৎ।

মেঘনাদ (মেঘ—নাদ শব্দ ৬ষ্ঠী—হিং+৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। বরুণদেব। মেঘধ্বনি। পলাশবৃক্ষ। তণ্ডুলীয় শাক।

মেঘনাদানুলাসক / **মেঘনাদানুলাসী** (মেঘনাদানুলাসিন্, মেঘনাদ মেঘের শব্দ—অনুলস্ উল্লাসিত হওয়া+অক(ণক), ইন্(ণিন্—ক) সং, পুং, ময়ূর।

মেঘনামা (মেঘনামন্, মেঘ—নামন্ নাম। মেঘের নামে নাম যাহার, ৬ষ্ঠী=হিং) সং, পুং, মুস্তক, মুতো।

মেঘপুষ্প—ক্লীং / **মেঘপ্রসব**—পুং (মেঘ—পুষ্প ফুল। মেঘ—প্রসব পিতা বা মাতা) সং, ঘনরস, জল।

মেঘভূতি (মেঘ—ভূতি হওন) সং, পুং, অশনি, বজ্র।

মেঘমাল; সং, পুং, রমাগর্ভজাত কল্কিদেব-পুত্র।

মেঘযোনি, (মেঘ—যোনি উৎপত্তি স্থান) সং, পুং, ধূম, ধুঁয়া।

মেঘবর্ত্ম—র্ত্মন্ / **মেঘবেশ্ম**—শ্মন্ (মেঘ—বর্ত্ম পথ। মেঘ—বেশ্মন্ বাস-স্থান) সং, ক্লীং, আকাশ, অন্তরীক্ষ।

মেঘবহ্নি (মেঘ বর্ষণ হেতু জাত—বহ্নি) বজ্রাগ্নি।

মেঘবাহন (মেঘ—বাহন যান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

মেঘসুহৃদ্ } মেঘ—সুহৃদ্ বন্ধু। মেঘা-
মেঘানন্দী } নন্দিন্, মেঘ আনন্দিন্ যে আনন্দিত হয়) সং, পুং, ময়ূর।

মেঘাগম (মেঘ—আগম আগমন, ৫মী—হিং) সং, পুং, বর্ষাকাল। মেঘাগম।

মেঘাত্যয় } (মেঘ—অত্যয় নাশ, অন্ত
মেঘান্ত } শেষ, ৭মী—হিং) সং, পুং, শরৎকাল।

মেঘাস্থি (মেঘ—অস্থি হাড়) সং, ক্লীং, করকা, শীল।

মেঘাস্পদ (মেঘ—আস্পদ স্থান) সং, ক্লীং, আকাশ, গগন।

মেচক (মচ্ মিশ্রিত করা+অক(ণক)—ক, অ=এ) সং, পুং, ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রক। ধূম। মেঘ। শ্যামবর্ণ। ক্লীং, অন্ধকার। অঞ্জন। নীলাঞ্জন। বিং. ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণ, কাল।

মেজিয়া, মেঝ (মধ্য শব্দজ) সং, গৃহের মধ্যস্থল, ঘরের মাঝ।

মেড়া (ভেড়া শব্দজ) সং, ভেড়, মেষ।

মেঠ, মেণ্ট, মেণ্ড; সং, পুং, হস্তিপক, মাহুত।

মেঢ্র (মিহ্ সেচন করা+ষ্ট্রন—ক) সং, পুং, শিশ্ন, পুরুষোপস্থ। মেষ, ভেড়া।

মেণ্ট (মিহ্ [মেষ দেখ] প্রস্রাবত্যাগ করা +অ—প্রং। ন—আগম। হ=ঢ) সং, পুং, মেষ, ভেড়া।

মেতর, মেথর (পারস্য=মেহতর। সংস্কৃত —মহত্তর) সং, পায়খানা পরিষ্কারক, নীচ-জাতি।

মেথি } (মেথ্ মনে রাখা, সংসর্গ করা+ই
মেধি } —ণ) সং, পুং, ধান্য মাড়িবার সময় যে কাষ্ঠদণ্ডে গো মহিষাদি বদ্ধ থাকে, সেই কাষ্ঠ।

মেথিকা; সং, স্ত্রীং, ক্ষুপবিশেষ, মেথিশাক।

মেদ—পুং } (মিদ্ স্নিগ্ধহওয়া+অ অল্),
মেদস—ক্লীং } অস—ণ) সং, অস্থির মজ্জা, বসা। চর্ব্বি।

মেদজ (মেদ—জ [জন জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মায়) সং, পুং, ভূমিগুগ্গুলু। বিং. ত্রিং, মেদজাত।

মেদকৃৎ (মেদস অস্থির মজ্জা—কৃৎ [কৃ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে করে) সং, ক্লীং, মাংস।

মেদিত (মিদ্ স্নিগ্ধ হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্নিগ্ধ।

মেদিনী (মেদ+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্। মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের মেদে পরিপ্লুত হওয়াতে ইহার নাম মেদিনী) সং, ক্লীং, পৃথিবী। শিং—১ "মধুকৈটভয়োরাসীন্মেদসৈব পরিপ্লুতা। তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিরিতি।"

মেদিনীদ্রব (মেদিনী পৃথিবী—দ্রু পাওয়া +অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ধূলি, ধূলা।

মেদুর (মিদ্ স্নিগ্ধ হওয়া+উর (ঘুর)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, স্নিগ্ধ। শিং—১ "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্।" চিক্কণ। কোমল, মৃদু। উদ্ভট। পূর্ণ। রা—স্ত্রীং, কাকোলী।

মেদোজ (মেদস্ মজ্জা—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, অস্থি।

মেধ (মেধ সঙ্গ করা+অ (অল্)—ধি সং, পুং, যজ্ঞ, যাগ।

মেধা (মেধ্ সঙ্গ করা+অ—ণ। ইহাতে সকল বহুশ্রুত সঙ্গ অর্থাৎ বিষয় করে) সং, স্ত্রীং, ধারণাবতী বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি। বুদ্ধি। মেধার ঔষধ।

মেধাঃ (মেধস্, পূর্ব্বে দেখ, অস্—প্রং) সং, পুং, স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র।

মেধাজিৎ (মেধা বুদ্ধি—জিৎ [জি জয় করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে) সং, পুং, কাত্যায়ন মুনি।

মেধাতিথি (মেধা—অতিথি) সং, পুং, প্লক্ষদ্বীপপতি। মনু-টীকাকার বিশেষ। মুনি বিশেষ। মেধাবী।

মেধাবতী (মেধাবান্+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মহাজ্যোতিষ্মতী। বিং, ত্রিং, মেধাবিশিষ্টা।

মেধাবান্ (মেধাবৎ, মেধা+বৎ (বতু)—

অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মেধাবিশিষ্ট। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্। স্মরণশক্তিবিশিষ্ট।

মেধাবী (মেধাবিন্, মেধা+বিন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মেধাবিশিষ্ট। জ্ঞানী। পণ্ডিত। সং, পুং, শুকপক্ষী। মদিরা। বিনী—স্ত্রীং, শারিকা।

মেধির (মেধা+ইর—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মেধাবিশিষ্ট, মেধাবী।

মেধিষ্ঠ, **মেধীয়ান্** (মেধীয়স্, মেধাবৎ+ইষ্ঠ, ঈয়সু—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় মেধাযুক্ত।

মেধ্য (মেধ্ সঙ্গ করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শুদ্ধ, পবিত্র। (মেধ যজ্ঞ+য—র্ম্ম, হিতার্থে) যজ্ঞীয়। সং, পুং, ছাগ। খদির, খয়ের। যব। ধ্যা—স্ত্রীং, নাড়ীবিশেষ। কেতকী। শৃঙ্গপুষ্পী। ব্রাহ্মী। শ্বেতবচা। শমী। মণ্ডূকী। শিং—১ "ত্বচং স মেধ্যাং পরিধায় রৌরবীমশিক্ষিতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।"

মেনকা, **মেনা** (মে আমার—ন না—কা কোন স্ত্রী, আমার তুল্য কোন স্ত্রী নাই এমত যে বোধ করে। অথবা মি ক্ষেপণ করা+ন—ক, আপ্, কণ্) সং, স্ত্রীং, হিমালয়পত্নী। শিং—১ "মেনাং মুনীনামপি মাননীয়াম্‌আত্মনুরূপাং বিধিনোপযেমে।" (মি ক্ষেপণ করা+নক—ক, আপ্) স্বর্বেশ্যাবিশেষ।

মেনকাত্মজা, **মেনাজা** (মেনকা—আত্মজা কন্যা, ৬ষ্ঠী—ষ। মেনা—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত, ৫মী—ষ) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, উমা।

মেনাদ (মে অনুকরণ শব্দ, মিউ ২—নাদ শব্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিড়াল। ছাগ। ময়ূর।

মেনে (দেশজ) কিন্তু। তবু; যথা—
"আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়,
ভূয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়।"

মেন্ধী (মা লক্ষ্মী—ইন্ধ্ দীপ্তি পাওয়া+অ (অল্)—ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মেধীবৃক্ষ, মেহদিগাছ।

মেয় (মা পরিমাণ করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিমেয়, পরিমাণযোগ্য। জ্ঞেয়। অনুমেয়।

মেয়ে, **মেয়্যা** (মায়া শব্দজ, সং, স্ত্রীলোক। কন্যা।

মেরু (মি ক্ষেপণ করা+রু—ক। উচ্চত্ব হেতু ইহাতে সকল কিরণ ক্ষেপণ করে) সং, পুং, হেমাদ্রি, সুমেরু পর্ব্বত। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত; উত্তরপ্রান্ত উত্তরমেরু, আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ-মেরু। খড়্গাদির মুষ্টিপ্রদেশ, ৎসরু। পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া। জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ। করমালার অঙ্গুলিপর্ব্ব বিশেষ। শিং—১ "তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা। পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বে নোপকল্পয়েৎ।"

মেরুক (মেরু পর্ব্বতবিশেষ+কণ্—ইবার্থে) সং, পুং, যজ্ঞধূপ, ধুনা।

মেরুদণ্ড (Axis) ভূগোলের অন্তর্গত উভয় কেন্দ্রভেদী কাল্পনিক সরলরেখা; এই রেখা অবলম্বন করিয়া পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন পরিভ্রমণ করিতেছে। পিঠের শিরদাঁড়া।

মেরুসাবর্ণ; সং, পুং, চতুর্দ্দশ মনু।

মেল (মিল্ মিলিত হওয়া+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, লা—স্ত্রীং, মিলন, ঐক্য। জনতা, উৎসবস্থানে বা আপনে লোকারণ্য। (+অল্—ধি) মসী। অঞ্জন। মহানীলী থাকে।

মেলক (মেল+কণ্—যোগ) সং, পুং, সঙ্গ, সহবাস। সমূহ। (মিল্ ণিচ্=মেলি মিলন করান+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি মিলিত হয়, ঐক্যকারক, মিলনকারক।

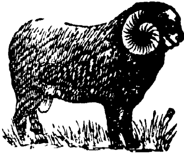
মেলন (মেল দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, একত্রিত হওন, মিলিত হওয়া।

মেলা (দেশজ) অনেক, প্রশস্ত। তীর্থাদি-স্থলে বহুলোকের সমাগম। সমাজ, সভা।

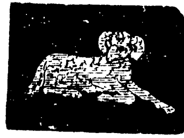
মেলানন্দা—স্ত্রীং, } (মেলা মসী—
মেলাম্বু—পুং, } আনন্দ। মেলা—
মেলাম্বু—পুং, } অম্বু কূপা, মেলা—
অম্ জল) সং, মস্যাধার, দোয়াত।

মেলানী (দেশজ) উপহার, ভেট, তত্ত্ব; যথা—"মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ।"

মেষ (মিষ্ স্পর্দ্ধা করা + অ(অন্)—ক) সং, পুং, মেড়া, ভেড়া। দ্বাদশরাশির



মেষ।



মেষ (রাশি)।

অন্তর্গত প্রথম রাশি; ইহাতে জন্মিলে—"মেষলগ্নে সমুৎপন্নশ্চণ্ডো মানী ধনী শুভঃ। ক্রোধী স্বজনহন্তা চ বিক্রমী পরবৎসলঃ।" লগ্নবিশেষ। ঔষধবিশেষ, চক্রমর্দ্দবৃক্ষ। ষা—স্ত্রীং গুজরাটী এলাইচ।

মেষলোচন (মেষলোচনের ন্যায় পত্র যাহার) সং, পুং, চক্রমর্দ্দ। বিং, ত্রিং, মেষচক্ষুতুল্য চক্ষু।

মেষবল্লী (মেষশৃঙ্গাকার ফলযুক্তা লতা) সং, স্ত্রীং, অজাশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গ, সং, পুং, স্থাবরবিষবিশেষ। ঙ্গী—স্ত্রীং, অজশৃঙ্গীবৃক্ষ। [সং, পুং, ইন্দ্র।

মেষাণ্ড (মেষ ভেড়া—অণ্ড অণ্ডকোষ)

মেষিকা, মেষী (মেষী ভেড়ী + কণ্—প্রং। মেষ ভেড়া + ই—প্রং) সং, পুং, মূত্ররোগবিশেষ, ধাতুচালা, প্রস্রাবদোষ। মূত্র, প্রস্রাব। মেষ-স্ত্রী, ভেড়ী। তিনিশ-বৃক্ষ। জটামাংসী।

মেহ (মিহ সেচন করা + অ (অল্)—র্ম) সং, পুং, মূত্র। (+অল্—ণ) মূত্ররোগ-বিশেষ।

মেহন (মিহ্ সেচন করা + অন—ক) সং, ক্লীং, শিশ্ন। (+ অন—র্ম) মূত্র। (+অনট =ভা) মূত্রত্যাগ। [কষ্ট।

মেহনৎ (আরবী) সং, আয়াস, পরিশ্রম।

মেহনৎ-আনা (আরবী = মেহনৎ + পারস্য = আনা) বেতন, পারিশ্রমিক।

মেহেরবাণী (পারস্য) দয়া, অনুগ্রহ।

মৈত্র (মিত্র বন্ধু + অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, মিত্রতা, সৌহার্দ্দ। সংসর্গ। অনুরাধা নক্ষত্র। শিং—১ "মৈত্রান্ত্যপাদে স্বপতীহ বিষ্ণুর্বৈষ্ণব'মধ্যে পরিবর্ত্ততে চ।" পুরীষোৎসর্গ, মলত্যাগ। শিং—১ "ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রাং নরেশ্বর।" (মৈত্রং = মিত্রদেবতাকপায়ুসম্বন্ধাৎ পুরীষোৎসর্গ)। ২ "শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য মৈত্রং কর্ম্ম সমাচরেৎ।" (মৈত্র = মলমূত্রোৎসর্গ)। পুং, ব্রাহ্মণ। মিত্র। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বিং, ত্রিং, মিত্রসম্বন্ধীয়।

মৈত্রাবরুণ } মিত্র সূর্য্য—বরুণ + অ(ষ্ণ),
মৈত্রাবরুণি } ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, অগস্ত্য, কুম্ভসম্ভব। বশিষ্ঠমুনি।

মৈত্রী—স্ত্রীং } মিত্র বন্ধু + অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য)
মৈত্র্য—ক্লীং } —ভাবে) সং, মিত্রতা, সৌহার্দ্দ সংসর্গ সহযোগ।

মৈত্রেয় (মিত্রা, মিত্র + এয়(ষ্ণেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মুনিবিশেষ। বুদ্ধদেব। মিত্র + ষ্ণেয়) বিং, ত্রিং, মিত্রসম্বন্ধীয়।

মৈত্রেয়িকা (মৈত্রেয় মিত্র সম্বন্ধীয় + ইক—বৈরিতার্থে) সং, স্ত্রীং, মিত্রযুদ্ধ, বন্ধুগণের পরস্পর সংগ্রাম।

মৈথিল (মিথিলা + অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, মিথিলারাজ। বিং, ত্রিং, মিথিলাসম্বন্ধীয়। মিথিলাবাসী।

মৈথিলী (মিথিলা দেশবিশেষ + অ—নিবাসার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সীতা।

মৈথুন (মিথুন স্ত্রী-পুরুষ + অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, অগ্ন্যাধানাদি বিবাহ কর্ম্ম। শিং—১ "সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দার-

কর্ম্মণি মৈথুনে।" (মৈথুনে=মিথুন শব্দবাচ্যে স্ত্রী পুংসসাধ্যে অগ্ন্যাধান পুত্রোৎপত্ত্যাদৌ)। স্ত্রীপুরুষের স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সংকল্প অধ্যবসায় ক্রিয়ানিষ্পত্তি—এই অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্যাপার। সুরত, রতিক্রিয়া।

মৈনাক (মেনকা+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মেনকাপুত্র, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পর্ব্বতবিশেষ।

মৈনিক (মীন মৎস্য+ইক (ষ্ণিক)—জীবত্যার্থে) সং, পুং, জালিক, ধীবর।

মৈন্দ; সং, পুং, অসুরবিশেষ। বানরবিশেষ।

মৈন্দহা (মৈন্দহন্, মৈন্দ অসুরবিশেষ—হন্ যে বধ করে, ওয়া—ব) সং, পুং, বিষ্ণু।

মৈরেয় (মিরা নগর বিশেষ+এয়(ষ্ণেয়)—ভবার্থে। অথবা মার কাম+এয়(ষ্ণেয়)—জননার্থে) সং, ক্লীং, মিসরদেশজাত মদ্যবিশেষ। শিং—১ "মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্পগুড়ধানাম্লসংহিতম্।"

মৈরেয়ক; সং, পুং, সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে উৎপন্ন জাতিবিশেষ।

মৈলন্দ; সং, পুং, ভ্রমর।

মৈস্মরতত্ত্ব (Mesmerism) কোন ব্যক্তি অন্যের শরীর স্পর্শ করিয়া বা তাহাতে হস্ত বুলাইয়া তাহার চিত্তকে স্বাভিমত পথের অনুবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়, যে শাস্ত্র দ্বারা এই কার্য্য করা যায় তাহার নাম মৈস্মরতত্ত্ব।

মোক্তা (মোক্তৃ, মুচ্ মোচন করা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, মোচনকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা।

মোক্তার (আরবী) আদালতের কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

মোক্ষ (মোক্ষ্ [ক্ষেপণ করা] মুক্ত হওয়া +অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, মুক্তি, নিত্যসুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ। পরিত্রাণ। মোচন। মৃত্যু, মরণ। পাটলিবৃক্ষ।

মোক্ষণ (মোক্ষ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মোচন, উদ্ধারকরণ।

মোক্ষধাম; সং, পুং, কৈবল্যধাম, নির্ব্বাণাশ্রম।

মোগল (পারস্য) জাতিবিশেষ, মোঙ্গোলিয়া দেশীয় লোক; এক্ষণে ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী।

মোঘ (মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বন্ধ্য, ব্যর্থ, বিফল। শিং—১ "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" (মেঘ)। হীন। সং, পুং, প্রাচীর। ঘা—স্ত্রী, পাটলাবৃক্ষ। বিড়ঙ্গ।

মোঘোলি; সং, পুং, প্রাচীর, বেষ্টন।

মোচ (মুচ্ ত্যাগ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, কদলীফল। পুং, শোভাঞ্জন বৃক্ষ। চা—স্ত্রীং, কদলীবৃক্ষ। শাল্মলী বৃক্ষ।

মোচক (পূর্ব্বে দেখ, অক (ণক)—ক) সং, পুং, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। মোক্ষক। বিং, ত্রিং, মুক্ত। বৈরাগ্যযুক্ত। (মুচ্-ণি=মোচি মুক্ত করান+অক (ণক)—ক) মুক্তিকারক।

মোচন (মুচ্ ত্যাগ করা+অন (অনট্) ভা) সং, ক্লীং, মুক্তি। (মুচ্-ণি=মোচি +অনট্—ভাবে) পরিত্রাণকরণ। মুক্তিকরণ। ত্যাগকরণ। দস্তু। শাঠ্য। নী—স্ত্রীং, কণ্টকারী।

মোচ্য (মুচ্ মুক্তকরা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মোচনার্হ।

মোজা (পারস্য) চরণাবরণ।

মোট (দেশজ) সং, মস্তক দ্বারা বহনীয় বস্তু, ভার। একুন, সমুদয়।

মোটক (মোটন দেখ, অক (ণক)—র্ম্ম) সং ক্লীং, শ্রাদ্ধাদিকালে প্রয়োজনীয় ভগ্ন কুশপত্রত্রয়; যথা—"ইতিদ্বি গুণভুগ্নদর্ভপত্রত্রয়ং মোটকং পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দদ্যাৎ।"

মোটকী; সং, স্ত্রীং রাগিণীবিশেষ।

মোটন (মুট্ চূর্ণ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পেষণ। চূর্ণন, গুঁড়া করা। মোচড়ান মট্‌কান। (+অন—ক) পুং, বায়ু।

মোটনক (মোটম+কণ্) সং, ক্লীং, একাদশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহাতে ১ম, ২য়, ৫ম, ৮ম ও ১১শ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ লঘু।

মোটা (দেশজ) বিং, স্থূল, মাংসল, পীবর। স্ত্রীং, বলা।

মোট্টায়িত; সং, ক্লীং, নায়িকার ভাববিশেষ; সখীমুখে নায়কবিষয়ক কথাদি উপস্থিত হইলে তাহাতে অবহিতচিত্তে দত্তকর্ণ হইয়া নায়িকার কর্ণকণ্ডূয়ন ও অঙ্গভঙ্গী জৃম্ভিত প্রভৃতি করণ।

মোড়ন (দেশজ) সং, আচ্ছাদন। বক্রকরণ। [আসনবিশেষ। আবৃত।

মোড়া (দেশজ) সং, বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত

মোণ (মুণ্ প্রতিজ্ঞা করা+অ (ঘঞ্)—প্রং) সং, পুং, শুষ্ক। কুম্ভীর। মক্ষিকা। সর্পকরণ্ড।

মোতায়েন (আরবী) নিযুক্ত। স্থিরীকৃত।

মোতাল্লিক (আরবী) সম্বন্ধীয়, সংশ্লিষ্ট, মিলিত।

মোদ (মুদ্ হৃষ্ট হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, আমোদ, হর্ষ, আহ্লাদ।

মোদক (মুদ্—ণিচ্=মোদি হৃষ্ট করান+অক (ণক)—ক) সং, পুং—ক্লীং, মোয়া, নাড়ু। পুং, ময়রা, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে জাত। বিং, ত্রিং, হর্ষকারক, আহ্লাদজনক।

মোদন (মোদ দেখ, অন(অনট)—ভা) সং, ক্লীং, হর্ষ, আহ্লাদ।

মোদয়ন্তী (মোদন দেখ, অন্ত—প্রং, ঈপ) সং, স্ত্রীং, বনমল্লিকা, কাটমল্লিকা। শিং—১ "মদয়ন্তী গন্ধবতী মোদয়ন্তী থরম্বরা।" ২ "তৃণশূন্যা মোদয়ন্তী ভূপদী মদয়ন্তিকা।"

মোদিত (মুদ্-ণিচ্=মোদি হর্ষ করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হর্ষিত, আনন্দিত। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, হর্ষ।

মোদী (মোদিন্, মোদ+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, হর্ষযুক্ত, আমোদকারী।

মোনা (দেশজ) ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের লৌহদণ্ড।

মোম (মধু শব্দজ কি?) সং, শিক্থক, মৌচাক-জাত বস্তু।

মোরট (মুর্ বেষ্টন করা+অট—প্রং) সং, ক্লীং, অঙ্কোটপুষ্প। ইক্ষুমূল, আকের গোড়া। সাতদিনের দোয়া দুগ্ধ। পুং, লতাবিশেষ। টা—স্ত্রীং, মূর্ব্বালতা।

মোল্লা (আরবী, মৌলা শব্দের অপভ্রংশ) শিক্ষক। বিদ্বান্।

মোষ—পুং, } (মুষ্ চুরি করা+অ(অল্),
মোষণ—ক্লীং } অন (অনট্)—ভা) সং, প্রত্যাহরণ। চুরি, চৌর্য্য। লুণ্ঠন। ছেদন। বধ, নাশ। আচ্ছেদ। প্রতারণা।

মোষক } মোষ্টৃ, মোষ দেখ, অক(ণক),
মোষ্টা } তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, তস্কর, চোর।

মোস্তায়েদ (আরবী) প্রস্তুত, উদ্যত।

মোহ (মুহ্ মুগ্ধ হওয়া=অ(অল্)—ভা) সং, পুং, মূর্চ্ছা, অচৈতন্য। অজ্ঞান মূর্খতা, অজ্ঞতা। বেদান্তোক্ত—অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ। দেহাদিতে আত্মাভিমান বুদ্ধি। শিং—১ "বুদ্ধের্মোহঃ সমভবদহঙ্কারাদভূন্মদঃ।" দুঃখ। শিং—১ "মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং। এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

মোহন (মুহ-ণিচ্=মোহি, মুগ্ধ হওয়ান+অন—ক) সং, পুং, কন্দর্পের বাণবিশেষ। ধুস্তুরবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মোহজনক, মুগ্ধকারক। (+অনট্—ভা) ক্লীং, মুগ্ধকরণ। (+অনট্—ণ) সুরত না—স্ত্রীং, ত্রিপুরমালিপুষ্প, মরুমালী। নী—স্ত্রীং, উপোদকী। বটপত্রী।

মোহনভোগ; সং, পুং, শর্করা ঘৃতমিশ্রিত মিষ্টান্নবিশেষ।

মোহর (পারস্য) মুদ্রা, চাপ, স্বর্ণমুদ্রা।

মোহরাত্রি; সং, স্ত্রীং, প্রলয়রাত্রি।

মোহনা (দেশজ) পুষ্করিণীর জলনিঃসরণ পথ।

মোহিত (মোহ+ইত—প্রাপ্তার্থে)বিং,ত্রিং, মোহপ্রাপ্ত। (মোহি মুগ্ধ হওয়া+ত—র্ম) মোহপ্রাপিত) মোহজন্মান।

মোহিনী (মোহ+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা মোহি মুগ্ধ হওয়ান+ইন্(ণিন্)—ক) সং, স্ত্রীং, সমুদ্র মন্থনকালে অসুরগণকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণের অবতারবিশেষ। স্বর্বেশ্যাবিশেষ। তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ, ইহার প্রভাবে সকল লোকেই মোহিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; মোহকারিণী, যে মন মুগ্ধ করে।

মোহী (মোহিন্, মুহ্ মুগ্ধ করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, মোহপ্রাপ্ত। (মুহ্-ক্রি =মোহি) মোহকারক।

মৌ (মধু শব্দজ)সং, পুষ্পরস, মকরন্দ।

মৌকুলি (মুকুল+ই(ষ্ণি)—প্রং) সং, পুং, বায়স, কাক।

মৌক্তিক (মুক্তা+ইক(ষ্ণিক)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, মুক্তা, মতি। শিং—১ "জীমূত করিমৎস্যাহি-বংশশঙ্খ-বরাহজাঃ। শুক্ত্যুদ্ভবাশ্চ বিজ্ঞেয়া অষ্টৌ মৌক্তিকযোনয়ঃ।

মৌক্তিকসর; সং, পুং,—ক্লীং, মুক্তাহার।

মৌখ (মুখ+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, মুখসম্বন্ধীয়। মুখসম্বন্ধাধীন পাপ।

মৌখর্য্য (মুখর+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মুখরতা, বাচালতা।

মৌখিক (মুখ—ইক(ষ্ণিক)—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, মুখসম্বন্ধীয়। কাল্পনিক। বাহ্য, যাহা আন্তরিক নয়। [মুগ্ধতা।

মৌগ্ধ্য (মুগ্ধ+য(ষ্ণ্য—ভাবে) সং, ক্লীং,

মৌচাক (মৌ মধু শব্দজ—চাক চক্র শব্দজ) সং, মধুক্রম, মধুচক্র।

মৌজা (যাবনিক) কোন একটী গ্রামকে মৌজা কহে।

মৌঞ্জী (মুঞ্জ শর+অ(ষ্ণ),ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত মেখলা।

মৌঞ্জীবন্ধ—পুং, } (মৌঞ্জী—বন্ধ ব-
মৌঞ্জীবন্ধন—ক্লীং, } ন্ধন) সং, পুং, উপনয়নকালে মুঞ্জময়ী মেখলাবন্ধন। শিং—১ "মৌঞ্জীবন্ধঃ শুভঃ প্রোক্তশ্চৈত্রে মীনগতে রবৌ।"

মৌঢ্য (মূঢ়+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মূঢ়তা, মূর্খতা। বাল্য।

মৌদ্গলি (মুদ্গল+ই(ষ্ণি)—প্রং) সং, পুং, কাক, বায়স।

মৌদ্গল্য (মুদ্গল+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে) সং, পুং, মুদ্গল। মুনিপুত্র, গোত্রকারক ঋষিবিশেষ।

মৌদ্গীন (মুদ্গ মুগ কলাই+ঈন তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, মুগকলাই জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

মৌন (মুনি+অ ষ্ণ)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, অভাষণ, তুষ্ণীম্ভাব, চুপ্। শিং—১ "উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে। স্নানে ভোজনকালে চ ষট্সু মৌনং সমাচরেৎ।"

মৌনতুণ্ড—হেঁটমুখ।

মৌনব্রত (মৌন—ব্রত নিয়ম) সং, পুং, নীরব থাকিবার নিয়ম।

মৌনী (মৌনিন্, মৌন+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, তপস্বী, মুনি। বিং, ত্রিং, মৌনব্রতধারী।

মৌরজিক (মুরজ+ইক(ষ্ণিক)—শিল্পঅর্থে) সং, পুং, মুরজ-বাদ্যকারী, মৃদঙ্গবাদক।

মৌরী (মধুরিকা শব্দজ) সং, বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ, মউরী।

মৌর্খ্য (মূর্খ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, মূর্খতা, মূঢ়তা।

মৌর্য্য (মুরা+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে) সং, পুং, চন্দ্রগুপ্ত রাজা।

মৌর্ব্বী (মূর্ব্বা মুরগা গাছ +অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। অজশৃঙ্গী। মূর্ব্বাতৃণসম্বন্ধীয়া।

মৌল (মূল+অ(ষ্ণ)—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, আপ্ত। ভূম্যাদির মূলজ্ঞাতা, মোড়ল। শিং—১ "যে তত্র পূর্ব্বং সামন্তাঃ পশ্চাদ্দেশান্তরং গতাঃ। তন্মূলত্বাত্তু তে মৌলা ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" মূলাগত। সং, পুং, সচিব।

মৌলি—পুং } (মূ বন্ধন করা+লি—প্রং, উ—ঔ। অথবা মূল+ই(ষ্ণি)—প্রং) সং;
মৌলি-লী—স্ত্রীং } শিখা, চূড়া। কিরীট, মুকুট। মস্তক। খোপা, সংযতকেশ। অগ্রভাগ। পুং, অশোকবৃক্ষ। স্ত্রীং, ভূমি, পৃথিবী।

মৌলিক (মূল+ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) ত্রিং, মূলীভূত, প্রধানস্বরূপ। মূলসম্বন্ধীয়। সং, পুং, কুলীন নয়, বংশজ।

মৌষল (মুষল+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, মুষলসদৃশ। শিং—২ "গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতকনাশনং।" মুষলসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, মহাভারতান্তর্গত "মুষলং কুলনাশনম্" ইত্যাদি প্রতিপাদক ষোড়শ পর্ব্ব।

মৌষ্টা (মুষ্টি+অ(ষ্ণ), আপ্) সং, স্ত্রীং, মুষ্টিপ্রহরণক্রীড়া, খেলায় কীলোকীলি।

মৌহূর্ত্ত } (মুহূর্ত্ত+অ(ষ্ণ), ইক
মৌহূর্ত্তিক } (ষ্ণিক)—জ্ঞাতার্থে) সং, পুং, জ্যোতির্ব্বেত্তা, দৈবজ্ঞ।

ম্রক্ষ (ম্রক্ষণ দেখ, অ(অল্)+ভা) সং, পুং, নিজদোষ গোপন। ম্রক্ষণ।

ম্রক্ষণ (ম্রক্ষ্ মাখা+অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, লেপন, মাখা। এক দ্রব্যের সহিত অন্যদ্রব্যের সংযোজন। মিশ্রণ, মিশান। (+অনট্—ণ) তৈল।

ম্রদিমা (—মন্, মৃদু কোমল+ইমন্—ভা) সং, পুং, কোমলতা, মৃদুত্ব। নম্রতা।

ম্রদিষ্ঠ } (মৃদু কোমল+ইষ্ঠ—
ম্রদিয়ান্ } অতিশয়ার্থে। বিং, ত্রিং, অতিমৃদু।

ম্রিয়মাণ (মৃ মরা+আন (শান্)—ক) বিং, ত্রিং, মৃতকল্প, মৃতপ্রায়, অবসন্ন, দুঃখিত।

ম্লান (ম্লৈ কান্তিক্ষয় পাওয়া+ত (ক্ত)—ক) ত্রিং, কান্তিহীন, মলিন। বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন। বিশীর্ণ। শ্রান্ত। দুর্ব্বল। নির্লজ্জ, লজ্জাশূন্য।

ম্লানি (ম্লান দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিষাদ। মালিন্য, কান্তিক্ষয়। গ্লানি।

ম্লিষ্ট (ম্লেচ্ছ অস্পষ্ট কথা বলা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অস্পষ্ট, অস্ফুট, অব্যক্ত। ম্লান (+ক্ত—র্ম্ম) অপনীত। সং, ক্লীং, অস্পষ্ট বাক্য।

ম্লেচ্ছ (ম্লেচ্ছ্ অসংস্কৃত কথাবলা+অ(অন্) —ক) সং, পুং, অসভ্য জাতিবিশেষ, কিরাত শবর পুলিন্দ যবনাদি। শিং—১ "গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।" বিং, ত্রিং, পাপিষ্ঠ, পাপরত। (+অল্—র্ম্ম) অপশব্দ। ক্লীং, হিঙ্গুল।

ম্লেচ্ছকন্দ (ম্লেচ্ছ অসভ্যজাতি—কন্দ মূল) সং, পুং, লশুন, রশুন।

ম্লেচ্ছদেশ (ম্লেচ্ছ শিষ্টাচারহীন—দেশ, য়ং,—স। কিম্বা ম্লেচ্ছ [যাহারা অসংস্কৃত বলে এবং শিষ্টাচারহীন] নীচজাত—দেশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবস্থাদিরহিত দেশ, ম্লেচ্ছবসতিস্থান। চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। ম্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয়ঃ আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরমিতি।" [সং, ক্লীং, ম্লেচ্ছদেশ।

ম্লেচ্ছমণ্ডল (পূর্ব্বে দেখ—মণ্ডল দেশ, য়ং—

ম্লেচ্ছমুখ } ম্লেচ্ছ অসভ্যজাতি—মুখ,
ম্লেচ্ছাস্য } আস্য—বদন। এই রূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গ্রীক্ বা মুসলমান আক্রমণকারিগণের মুখের ভাব তাম্রের ন্যায় বলিয়া) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁমা।

ম্লেচ্ছিত (ম্লেচ্ছ+ইত—প্রং) অথবা ম্লেচ্ছ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং ক্লীং, ম্লেচ্ছভাষা, অপশব্দ। অসংস্কৃত বাক্য।





ব্যঞ্জনবর্ণের ষড়্‌বিংশবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। (যা যাওয়া + অ(ড) – ক) সং, পুং, বায়ু, যশঃ। স্ত্রীং, গতি। যাত্রা। ত্যাগ। যোগ। প্রাপ্তি। বিং, ত্রিং, গমনকর্ত্তা। (+ ড – ণ) যান। (যম্ নিবৃত্ত হওয়া + অ(ড) —ভা) পুং, সংযমন। (+ ড—ক) যম।

যকৃৎ (য [শরীরের দক্ষিণভাগে] যোগ—কৃ করা + ০(ক্বিপ্)—ক) সং, ক্লীং, কুক্ষিমধ্যে দক্ষিণভাগস্থ মাংসখণ্ডবিশেষ, পিত্তাশয়। তদ্বর্দ্ধকরোগবিশেষ।

যকৃদাত্মিকা (যকৃৎ + আত্মন্ আপনি + কণ্—যোগ, আপ্। যকৃতের ন্যায় বর্ণ বলিয়া) সং, স্ত্রীং, তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

যকৃদ্বৈরী ; সং, পুং, যকৃৎনাশক রোহিতক-বৃক্ষ।

যক্ষ (যক্ষ্ পূজা করা + অ(অল্)—ম্ম) সং, পুং, দেবযোনিবিশেষ, কুবেরের অনুচর কুবের। কুবেরের ধন। ধনরক্ষক। ইন্দ্র-ভবন। (+ অল্—ভাবে, পূজা। ক্ষা—স্ত্রীং, কুবেরের পত্নী। যক্ষের পত্নী। পিশাচী।

যক্ষকর্দ্দম (যক্ষ দেবযোনি—কর্দ্দম কাদা। ইহারা ইহার গন্ধপ্রিয় বলিয়া) সং, পুং, কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন এবং কক্কোল (কুঙ্কুম) মিশ্রিত পদার্থ।

যক্ষতরু, **যক্ষবাস** } যক্ষ দেবযোনি—তরু বৃক্ষ, ৬ষ্ঠী—ষ। যক্ষ – আবাস বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বটবৃক্ষ।

যক্ষধূপ (যক্ষ দেবযোনিবিশেষ – ধূপ্ তাপিত করা + অ, অন্)—ক) সং, পুং, ধূনা। টার্পিন্‌তৈল।

যক্ষরস (যক্ষ - রস আস্বাদ, প্রিয়) সং, পুং, মধ্বাসব, পুষ্পমদ্য।

যক্ষরাট্, **যক্ষরাজ** } (রাজ্, যক্ষ—রাজ্ যে দীপ্তি পায়, ৭মী—ষ। যক্ষ রাজ রাজন্ শব্দজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুবের। রঙ্গমণ্ডপ।

যক্ষরাট্‌পুরী (যক্ষরাজ কুবের—পুরী ভুবন) সং, স্ত্রীং, কৈলাসর্ব্বতোপরি কুবেরের রাজধানী, অলকা।

যক্ষরাত্রি (যক্ষ দেবজোনি – রাত্রি। ইহারা এই সময়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় বলিয়া) সং, স্ত্রীং, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার রাত্রি।

যক্ষসাধন ; সং, ক্লীং, যক্ষোপাসনা।

যক্ষিণী (যক্ষিন্ কুবের + ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, কুবেরের পত্নী। যক্ষভার্য্যা। পিশাচী। বিদ্যাধরী। [সং, পুং, কুবের।

যক্ষেন্দ্র, যক্ষেশ (যক্ষ—ইন্দ্র, ঈশ = প্রভু)

যক্ষোড়ুম্বর ; সং, ক্লীং, অশ্বত্থফল।

যক্ষ্মঘ্নী (যক্ষ্মন্, ক্ষয়রোগ—ঘ্ন নাশকারী) সং, স্ত্রীং, দ্রাক্ষা, আঙুর।

যক্ষ্মা (যক্ষ্মন্, যক্ষ্ পূজা করা + মন্—ধি) সং, পুং, ক্ষয়রোগ, কাসবিশেষ। শিং—১ "বৈদ্যো ব্যাধিমতাং যস্মাৎ ব্যাধের্যত্নেন যক্ষ্যতে। স যক্ষ্মা প্রোচ্যতে লোকে শব্দ-শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ যক্ষ্যতে পূজ্যতে।"

যখন (যদা শব্দজ কি ?) ক্রিং—বিং, যে সময়ে, যৎকালে।

যচ্ছন্ (দা দান করা অথবা হন্ = অৎ, শতৃ ক, দা = যচ্ছ) বিং ত্রিং, দানকর্ত্তা।

যজত (যজন দেখ, অত—প্রং,) সং, পুং, ঋত্বিক্, পুরোহিত।

যজতি (যজ্ পূজা করা—অতিচ্—প্রং,) সং, পুং, যাগ। শিং—১ "যজতিষু যে যজামহে কুর্য্যান্নানুযাজেষু।

যজত্র (যজন দেখ, অত্র—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অগ্নিহোত্রী, নিত্যহোমকর্ত্তা।

যজন (যজ্ পূজা করা—অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞকরণ, যাগকরণ। শিং—১ "অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা" পুঙ্গম।

যজমান (যজন দেখ, আন, শান —ক, ম—আগম) সং, পুং, যষ্টা, যজ্ঞকারক, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাপক, ব্রতী। যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া কর্ম্ম করায়। মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তি-মধ্যে প্রধান মূর্ত্তি। শিং—১ "পশুপতয়ে যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ।"

যজাক (যজ্ দান করা+আক—ক) বিং, ত্রিং, দাতা, দানকারী।

যজি (যজন দেখ, ই—ক) সং, পুং, যাজক। যজ্ঞকর্ত্তা। যাগ।

যজুঃ (যজুস্, যজ্ পূজা করা+উস্—ণ) সং, ক্লীং, বেদবিশেষ, দ্বিতীয়বেদ, এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ।

যজুর্ব্বেদ (যজুস্—বেদ) সং, পুং, শতশাখা-যুক্ত বেদবিশেষ।

যজুর্ব্বেদী (যজুর্ব্বেদিন্, যজুস—বিদ্ জানা +ইন্—ক) সং, পুং, যজুর্ব্বেদবেত্তা। যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্মকারী।

যজ্ঞ (যজন দেখ, ন—ভা) সং, পুং, যাগ, ক্রতু, অধ্বর। হোম।

যজ্ঞকৃৎ (যজ্ঞ—কৃৎ [কৃৎ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, যাগ-কর্ত্তা, যাজক। হোমকর্ত্তা।

যজ্ঞদত্ত (যজ্ঞ—দত্ত যাহা দেওয়া হইয়াছে) সং, পুং, একজনের নাম।

যজ্ঞপশু (যজ্ঞ যাগ—পশু জন্তু, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, ঘোটক, অশ্ব, ছাগ।

যজ্ঞপুরুষ (যজ্ঞ—পুরুষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু। নারায়ণ। শিং—১ "যজ্ঞপুরুষায় বিষ্ণবে নমঃ।"

যজ্ঞভূষণ; সং, পুং, শ্বেতদর্ভ।

যজ্ঞযোগ্য (যজ্ঞ—যোগ্য উপযুক্ত) বিং, যজ্ঞার্হ। সং, পুং, উড়ুম্বর বৃক্ষ।

যজ্ঞবল্লী; সং, স্ত্রীং, সোমবল্লী।

যজ্ঞবাট (যজ্ঞ—বাট আবৃতস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, যজ্ঞস্থান, যজ্ঞভূমি।

যজ্ঞসার (যজ্ঞ যাগ—সার সারাংশ) সং, পুং, যজ্ঞডুম্বুর গাছ।

যজ্ঞসূত্র (যজ্ঞ—সূত্র সূতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, যজ্ঞোপবীত, পৈতা। শিং—১ "ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ। তন্ত্র-ত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ।"

যজ্ঞসেন (যজ্ঞ—সেনা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দ্রুপদরাজা।

যজ্ঞাংশভুক (যজ্ঞাংশভুজ, যজ্ঞ যাগ—অংশ ভাগ—ভুজ [ভুজ্ ভোজন করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে ভোজন করে) সং, দেবতা।

যজ্ঞাঙ্গ (যজ্ঞ যাগ—অঙ্গ অবয়ব) সং, পুং, যজ্ঞসাধন সোমলতাদি। উড়ুম্বরবৃক্ষ। খদিরবৃক্ষ। ব্রাহ্মণযষ্টিক। ক্লীং, যজ্ঞের অবয়ব। ঙ্গা—স্ত্রীং, সোমবল্লী।

যজ্ঞারি (যজ্ঞ যাগ—অরি শত্রু) সং, পুং, শিব। রাক্ষস। [অবভৃত। দীক্ষান্ত।

যজ্ঞান্ত (যজ্ঞ—অন্ত শেষ) সং, পুং, যজ্ঞশেষ।

যজ্ঞিয় (যজ্ঞ—ইয়—হিতার্থে, অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, যজ্ঞকর্ম্মের যোগ্য। যজ্ঞের হিতকারী। কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণযোগ্য। সং, পুং, দ্বাপরযুগ।

যজ্ঞিয়দেশ (যজ্ঞিয়—দেশ) সং, পুং, যাগ-করণোপযুক্ত দেশ। শিং—১ "কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ। স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।

যজ্ঞীয় (যজ্ঞ+ঈয়(ণীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, যজ্ঞসম্বন্ধীয়। সং, পুং, উড়ুম্বরবৃক্ষ।

যজ্ঞেশ্বর (যজ্ঞ—ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

যজ্ঞোড়ুম্বর (যজ্ঞ—উড়ুম্বর) স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর।

যজ্ঞোপবীত (যজ্ঞ—উপবীত সূত্র, যজ্ঞের দ্বারা সংস্কৃত উপবীত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, যজ্ঞসূত্র, পৈতা।

যজ্যু (যজ্ পূজা করা—যু—প্রং,) সং, পুং, যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ। যজমান।

যজ্বা (যজ্বন্, যজ্ পূজা করা+বন্ বনিপ্) ক) সং, পুং, যাজ্ঞিক, বেদবিধি অনুসারে যাগকর্ত্তা।

যৎ (যম্ নিবৃত্তি করা+•(ক্বিপ্)—র্ম্ম) অং, যেমন। যেহেতু। যাহাতে। (যদ্ শব্দজ) বিং, ত্রিং, যে।

যত (যম্ নিবৃত্ত করা+ত(ক্ত) -র্ম্ম) বিং ত্রিং, সংযত, বদ্ধ। নিয়মিত। নিগৃহীত। অনুষ্ঠিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, সংযম। পদ দ্বারা গজতাড়ন।

যতঃ (যতস্, যদ্ [পঞ্চমী স্থানে] তস্) অং, যেহেতু, যখন। যেমন। যাহাতে। যাহা হইতে। [যত্ন, চেষ্টা, উদ্‌যোগ।

যতন (যৎ যত্ন করা+অন—ভা) সং, ক্লীং,

যতম (যদ্+তম (ডতম)—বহুর মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) বিং, ইহাদের মধ্যে যে।

যতমান (পূর্ব্বে দেখ, আন (শান—ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, যত্নকারী, যত্নবিশিষ্ট।

যতর (যদ্+তর (ডতর)—দুয়ের মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) বিং, ইহাদের দুই জনের মধ্যে যে।

যতব্রত (যত—ব্রত) বি, ত্রিং, দৃঢ়ব্রত, যথানিয়মে নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী।

যতাত্মা (যতাত্মন্, যত—আত্মন্ আপনি, ৬ষ্ঠী—হিং,) বিং, ত্রিং, সংযতচিত্ত, নিয়মিতান্তঃকরণবিশিষ্ট। যাহার মনোবৃত্তি বশীভূত আছে।

যতি (যত যত্ন করা+ই—কি, যে যম নিয়মাদিতে যত্ন করে) সং, পুং, তপস্বী, মুনি। ভিক্ষু, পরিব্রাজক। (যম্ নিবৃত্ত করা+ক্তি—বি। যাহাতে জিহ্বা নিবৃত্ত হয়) স্ত্রীং, শ্লোকাদির স্বর বিচ্ছেদ স্থান, শ্লোকাদির উচ্চারণে জিহ্বার ইষ্টবিচ্ছেদ স্থান। পাঠবিচ্ছেদ। সন্ধি। ক্রোধ। অনুভূতি। বিধবা। (যং—ডতি—প্রং) বিং, ত্রিং, বহুৎ, যতগুলিন, যং পরিমিত।

যতিচান্দ্রায়ণ ; সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ। শিং—১"অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ মধ্যন্দিনে স্থিতে। নিয়তাত্মা হবিষ্যাশী যতিচান্দ্রায়ণং চরন্।"

যতী (যতিন্, যং [যম্ নিবৃত্ত করা+(ক্ত)—ভা]+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা যত+ণিন্—ক) সং, পুং, জিতেন্দ্রিয়, মুনি। সন্ন্যাসী। তিনী—স্ত্রীং, বিধবা।

যৎকিঞ্চিৎ (যৎ যে—কিঞ্চিৎ কিছু) অং, কিয়ৎপরিমাণ, কিছু।

যত্ত (যত্ন দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রযত্নবিশিষ্ট। শিং—১ "ইহ যত্তৈর্নিরাকারৈর্বস্তুব্যমিতি রোচয়ে।"

যত্ন (যং যত্ন করা+ন—ভা) সং, পুং, প্রবৃত্তি। রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণান্তর্গত গুণবিশেষ। পরিশ্রম। উদ্যম। অধ্যবসায়। চেষ্টা, উদ্‌যোগ। প্রয়াস।

যত্র (যদ্ যে+[সপ্তমী স্থানে] ত্র—প্রং) অং, যেখানে, যথায়। যে বিষয়ে।

যত্রসায়ংগৃহ—যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয় সেই খানে যাহারা অবস্থিতি করে।

যথা (যদ্ যে+থাচ্—প্রকারার্থে) অং, যেমন। যৎপরিমাণ। সাদৃশ্য। যোগ্যতা। বীপ্সা। সত্য। স্বার্থ। অনতিক্রম।

যথাংশতস্ (যথা+অংশ+তস্) অং, উচিত অংশ অনুসারে।

যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনরূপে, কষ্টসৃষ্টে।

যথাকাম (যথা—কাম ইচ্ছা। কাম অতিক্রম করে না, ব্যং—স) ক্লীং, ক্রিং—বিং, স্বেচ্ছানুসারে, যেমন ইচ্ছা।

যথাকালে (যথা—কাল সময়। কাল অতিক্রম করে না, ব্যং—স) ক্লীং, অ, যথাসময়ে, উপযুক্ত সময়ে। দিবসের শেষভাগে।

যথাক্রম (যথা যেমন—ক্রম পর্য্যায়। ক্রম অতিক্রম করে না, ব্যং—স) ক্লী, অং, ক্রমানুরূপ, ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাগত (যথা—আগত আসিয়াছে, ব্যং, —স) বিং, ত্রিং, যেখানে দিয়া আসিয়াছে, যেরূপ আগত। উৎপন্ন। (যথা—গত) ক্লীং, অং, যেরূপ গত।

যথাজাত (যথা যেমন—জাত উদ্ভূত) বিং, ত্রিং, মূর্খ। নীচ, অসভ্য।

যথাতথম্—ক্লীং, ক্রিং,—বিং, } (যথা যেমন—
যথাতথ—বিং, ত্রিং, } তথা তেমন
অর্থাৎ যথাস্বরূপ, বাং—স) যথাযোগ্য, যথার্থ। ইতিহাস। পুরাবৃত্ত।

যথাতথা—যেখানে সেখানে।

যথাপূর্ব্ব (যথা যেমন—পূর্ব্ব, বাং—স) ক্লীং, ক্রিং—বিং, পূর্ব্বানুরূপ, পূর্ব্বমত। পূর্ব্বদিক্‌দেশকালানুরূপ।

যথাযথম্—ক্লীং, ক্রিং—বিং, } (যথা—
যথাযথ—বিং, ত্রিং, } যথা, বাং
—স) যেমন, পূর্ব্বানুযায়ী, যথাযোগ্য।

যথার্থ (যথা যথাভূত—অর্থ সত্য, ৭মী—হিং। মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, সত্য। যোগ্য।

যথার্থম্—ক্লীং, ক্রিং—বিং } (যথা যেমন
যথার্থ—বিং, ত্রিং, } —অর্থ স্বরূপ
অর্থাৎ স্বরূপকে অতিক্রম করে না, বাং—স) সত্য। যোগ্য, উপযুক্ত।

যথার্হম্—ক্লীং, ক্রিং—বিং } (যথা—অর্হ
যথার্হ—বিং, ত্রিং } যোগ্য, বাং,
—স) যথোচিত, যথাযোগ্য।

যথাবৎ (যথা+বৎ (চুৎ)—প্রং) অং, বিধিবৎ, বিধানানুসারে। যথার্থ, ঠিক।

যথাবস্থিত (যথা—অবস্থিত) বিং, ত্রিং, প্রকৃত, যেমনটী আছে।

যথাবিধি (যথা—বিধি) অং, বিধানানুসারে।

যথাশক্তি (যথা—শক্তি। শক্তিকে অতিক্রম করে না, বাং—স), ক্লীং, ক্রিং—বিং ; শক্তি অনুসারে, যথাসাধ্য।

যথাশাস্ত্র (যথা যেমন—শাস্ত্র, বাং—স) অং, ক্লীং, শাস্ত্র অনুসারে। শাস্ত্রসম্মত। শিং—১ "যথাশাস্ত্রঞ্চ নির্ণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ।"

যথাসংস্কারকারিতা ; সং, স্ত্রীং, যেমন সংস্কার আছে তদনুরূপ কার্য্য করা।

যথাসুখ (যথা—সুখ) ক্লীং, অং, সুখ অনুসারে।

যথাস্থিত (যথা যেমন—স্থিত নির্ণীত, স্থাপিত) বিং, ত্রিং, প্রস্তুত, সত্য। যোগ্য, উপযুক্ত। অং, যথার্থরূপে।

যথাস্ব (যথা যেমন—স্ব নিজ) ক্লীং, অং, যথাযোগ্যরূপে। বিং, ত্রিং, যথার্থ।

যথাস্বম্ (যথা যেমন—স্ব নিজ, বাং—স) ক্লীং, ক্রিং—বিং, যথাযথম্, যথাযোগ্য।

যথেচ্ছাচার (যথা যেমন—ইচ্ছা—আচার আচরণ) সং, পুং, স্বেচ্ছাচার, আপনার ইচ্ছানুসারে আচরণ।

যথেপ্সিতম্—ক্লীং, ক্রিং বিং } (যথা—
যথেপ্সিত—বিং, ত্রিং, } ঈপ্সিত
বাঞ্ছিত, বাং—স) ক্লীং, ইচ্ছানুরূপ, বাঞ্ছানুযায়ী।

যথেষ্ট (যথা যেমন—ইষ্ট বাঞ্ছিত, বাং—স) ক্লীং, অং, ত্রিং, যথাভিলষিত, ইচ্ছানুরূপ। প্রচুর, বহুতর, অনেক।

যথেষ্টাচারী (—চারিন্, যথা যেমন—ইষ্ট বাঞ্ছিত—চারিন্ যে গমন করে) সং, পুং, পক্ষী। বিং, ত্রিং, স্বেচ্ছাচারী।

যথোচিত (যথা যেমন—উচিত উপযুক্ত) ক্লীং, অং, যথাযোগ্য, যথোপযুক্ত, উপযুক্তরূপে।

যথোদিত (যথা যেমন—উদিত [বদ্ বলা +ত (ক্ত)—র্ম] কথিত) ক্লীং, অং, যথোক্ত, যেমনটি বলা হইয়াছে। শিং—১ "যথোদিতং তে পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহং।"

যদ্ (যজ্ পূজাকরা+অদ্ (ডদ্)—র্ম) সর্ব্বং, ত্রিং, যে, যিনি, যাহা। অং, যেহেতু।

যদা (যদ্ যে+দা—কালার্থে) অং, যখন, যৎকালে, যে সময়ে। যেহেতু।

যদি (যৎ যত্ন করা+ই—ভা, ৎ=দ্) একক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষাসূচকসম্ভাবনা, সংশয়। পক্ষান্তর। অবধারণ।

যদিবা (যদি সংশয়—বা বিকল্পে) অং, অথবা, পক্ষান্তর।

যদু ; সং, পুং, দেবযানির গর্ভজাত যযাতি রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। পুং, বহুং, যদুর বংশ। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ। দশার্হদেশ।

যদুনাথ, যদুপতি (যদু—নাথ, পতি, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ।

যদৃচ্ছা (যদ্ যে—ঋচ্ছ্ গমন করা+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছা। অনায়াস। দৈবাৎ। স্বৈরবৃত্তি। শিং—১ "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ।"

যদ্ভবিষ্য (যদ্ যে—ভবিষ্য ভবিষ্যৎ) বিং, ত্রিং, দৈষ্টিক, ভাগ্যাপেক্ষী।

যদ্যপি (যদি—অপি নিশ্চিতরূপে) ত্রিং—বিং, যদিও।

যদ্বা (যদ্ যে—বা বিকল্পে, দ্বং—স) সং, পক্ষান্তর। "যদ্বাভ্যুদয়যোগাত্তা।" বুদ্ধি।

যন্তা (যন্তৃ, যম্ নিবৃত্তি করা—তৃ তৃন্—ক) সং, পুং, সারথি। হস্তিপক, মাহুত। বিং, ত্রিং, দমনকারক। নিয়ামক। বিরতি-কারক।

যন্ত্র (যন্ত্র্ সঙ্কুচিত করা+অ(অল্)—ণ) সং, ক্লীং, কল। কল কৌশলে যে কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নির্ম্মিত পদার্থ। যাঁতা। অগ্নিযন্ত্র, কামান বন্দুক প্রভৃতি। পদার্থ-নিরূপণ সামগ্রী। সূত্রধারের কাষ্ঠপ্রভেদক অস্ত্র, তুরবিন, ভ্রমর ইত্যাদি। যদ্দ্বারা এক স্থানে প্রযুক্ত বল স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্য্যকারী হয় তাহাকে যন্ত্র বলে। তন্ত্র—দেবাদির অধিষ্ঠানচক্র। বাদ্য। পাত্র-বিশেষ আধারদাক) (+অল্—ভাবে) নিমন্ত্রণ।

যন্ত্রক (যন্ত্র কল, দমন ইত্যাদি+কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং, যন্ত্রকাষ্ঠ, কুঁদ। যাঁতা।

যন্ত্রগৃহ (যন্ত্র এখানে তৈলযন্ত্র—গৃহ ঘর) সং, ক্লী, তৈলিশালা, ঘানিঘর।

যন্ত্রগোল (যন্ত্র যাঁতা—গোল) সং, পুং, মটর কলাই।

যন্ত্রণ (যন্ত্র্ পীড়া দেওয়া ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বন্ধন। রোধ, ধারণ। রক্ষণ। সঙ্কটতা। দমন, শাসন। সঙ্কোচন। ণা—স্ত্রীং, যাতনা, ক্লেশ। শর-পত্ররচনা।

যন্ত্রপেষণী (যন্ত্র কল—পেষণী যাঁতা। সং, স্ত্রীং, পেষণার্থ যন্ত্র, যাঁতা।

যন্ত্রভৃত্য—কাপড় প্রভৃতির কলে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত ভৃত্য।

যন্ত্রিকা (যন্ত্র+কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, যাঁতি। পত্নীর কনিষ্ঠা ভগ্নী, শ্যালী।

যন্ত্রিত (যন্ত্র+ইত—প্রং, অথবা যন্ত্র—ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। প্রতিরুদ্ধ। শাসিত, দমিত। সংযমিত।

যন্ত্রী (যন্ত্রিন্, যন্ত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যন্ত্রবিশিষ্ট, যন্ত্রযুক্ত। সং, পুং, শিল্প-কার। যাহারা যন্ত্র বাদন করে, বাদ্যকর। গুণী। ষড়যন্ত্রকারী। ধূর্ত্ত।

যম (যম্—ণিচ্=যমি নিবৃত্ত করান+অ(অন্)—ক) সং, পুং, দক্ষিণদিক্‌পাল, ধর্ম্মরাজ, শমন। শনি। (যম যাহার স্বামী) কাক। বিং, ত্রিং, দ্বিং, যমজ, যুগ্মজাত। (যম্ নিবৃত্ত করা+অ(অল্)—ভাবে) সংযমন, অন্তঃ-করণের বহির্বৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ। শরীরসাধনাপেক্ষ নিত্যকর্ম্ম, অহিংসা, সত্যাদি। শিং—১ "অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা। অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চৈব ব্রতানি চ।" (মনু)। সহিষ্ণুতা। মৃত্যু। উৎসববিশেষ। যোগ। মী—স্ত্রীং, যমুনানদী। শিং—১ "যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং বচনমব্রবীৎ। ময়ি দৃষ্টে সদা তস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমং॥ তস্মাজ্জনিষ্যসে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমং।"

যমক (যম দেখ, কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, শব্দালঙ্কার-বিশেষ, ভিন্নার্থক স্বরব্যঞ্জনসমূহের তাদৃশক্রমে পুনরাবৃত্তি। পুং, সংযম। ত্রিং, দ্বিং একগর্ভে একদা উৎপন্ন সন্তানদ্বয়, যুগ্মজাত।

যমকীট (যম—কীট পোকা) সং, পুং, ঘুঘুরিয়া পোকা।

যমজ (যম—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) ত্রিং, দ্বিং, একগর্ভে একদা উৎপন্ন সন্তানদ্বয়। সহজাত। তুল্য।

যমতা (যম+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, যমের ভাব অর্থাৎ মৃত্যু ; যথা—
"যদি কর মমতা, হত হয় যমতা,
দিবিভুবি সমতা গুহ হেরয়ে।"

যমদগ্নি ; সং, পুং, পরশুরামের পিতা।

যমদূতক (যম—দূত, ৬ষ্ঠী—ষ, কণ্—যোগ। অথবা কৈ শব্দ করা। যে-যমদূতের ন্যায় শব্দ করে) সং, পুং, কাক যমকিঙ্কর। তিকা—স্ত্রীং, তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

যমদ্রুম (যম—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, শাল্মলী বৃক্ষ, শিমূলগাছ।

যমদ্বিতীয়া ; সং স্ত্রীং, কার্ত্তিকী-শুক্লা-দ্বিতীয়া, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

যমধার (যম—ধারা অস্ত্রের তীক্ষ্ণভাগ) সং, পুং, যে অস্ত্রাদির দুই পার্শ্বে ধার আছে, কিরীচ প্রভৃতি ; যথা—
"কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।
ক্ষুরধার তলবার যমধার দাপে।"

যমন (যম্ নিবৃত্তি করা+অন অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সংযমন। বন্ধন। ছেদন। উপরম। বিনাশ। (+অন—ক) পুং, যম।

যমনিকা (যম্ [নিবৃত্তি করা] থামা+অন—ণ, কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, যবনিকা, কানাৎ, পর্দ্দা।

যমপ্রিয় ; সং, পুং, বটবৃক্ষ।

যমভগিনী ; সং, স্ত্রীং, যমুনা।

যমরাট্, যমরাজ (—রাজ্, যম—রাজ যে দীপ্তি পায়, রাজ রাজন্ শব্দজ) সং, পুং, যম, শমন, কৃতান্ত।

যমল (যম যুগ্ম—ল লাধাতুজ, অথবা যম দেখ, অল কল)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, যুগ্ম, জোড়া। পুং, বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ। লী—স্ত্রীং, পরিচ্ছদাদিবিশেষ।

যমলার্জ্জুন (যমল—অর্জ্জুন) সং, পুং, কুবেরপুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব ; ইহারা এক দিন মদমত্ত হইয়া, রমণী লইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল ; এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ইহারা তাঁহার সম্মাননা না করায়, তিনি এই অভিসম্পাত দেন যে, "তোমরা বৃক্ষরূপধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ কর।" পরে তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া পুনরায় এই বর দিলেন যে, "গোকুলে যাইয়া থাক, সে স্থানে বিষ্ণুর স্পর্শে মুক্তি পাইবে।" একদিন যশোমতি চঞ্চলমতি কৃষ্ণকে উদূখলে অর্থাৎ উখলে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন, এমন সময় কৃষ্ণ সেই উখলি সমেত ছুটিয়া নিকটস্থ যমল অর্জ্জুন বৃক্ষের গায়ে গিয়া পড়েন। এই অর্জ্জুনবৃক্ষই শাপভ্রষ্ট বৃক্ষরূপী কুবেরের পুত্রদ্বয়। তাহারা কৃষ্ণের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ শাপমুক্ত হইয়া অলকাপুরীতে গমন করিল।

যমলার্জ্জুনহা (—হন্, যমলার্জ্জুন বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষরূপী দৈত্য—হন্ যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ।

যমবান্ (—বৎ, যম সংযম+বৎ বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সংযমবিশিষ্ট, জিতেন্দ্রিয়। সংযমী।

যমবাহন (যম—বাহন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, লুলাপ, মহিষ।

যমস্বসা (যমস্বসৃ যম—স্বসৃ ভগিনী) সং, স্ত্রীং, যমুনানদী। দুর্গা।

যমানী, যমানিকা (যম—অ—নী পাওয়া +০ (ক্বিপ্)—। যমানী+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, যবানী, যোয়ান।

যমান্তক (যম—অন্তক নাশকারী) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

যমালয় (যম—আলয় গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, যমের বাড়ী।

যমিত (যম্-ণিচ্=যমি নিবৃত্তি করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। ছেদিত। খণ্ডিত। সংযমিত।

যমী (যমিন্, যম+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জিতেন্দ্রিয়, সংযমবিশিষ্ট। শিং—১
"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষং।

ইতি পঞ্চ যমা যেষাং সন্তীতি যমিনঃ স্মৃতাঃ।”

যমুনা (যম্ বিরত হওয়া+উনন্—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, যমভগ্নী। কালিন্দী নদী। শিং—১ “যমস্য ভগিনী জাতা যমুনা তেন সা মতা।” ইতি দেবীপুরাণম্।” দুর্গা।

যমুনাজনক (যমুনা কালিন্দী নদী—জনক জন্মদাতা) সং, পুং, সূর্য্য।

যমুনাভিদ্ (যমুনা—ভিদ্ খণ্ডকারী। যিনি লাঙ্গলফলক দ্বারা যমুনা নদীকে দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন) সং, পুং, বলরাম।

যমুনাভ্রাতা (যমুনাভ্রাতৃ, যমুনা—ভ্রাতৃ ভাই) সং, পুং, যম।

যমেরুকা; সং, স্ত্রীং, দণ্ডঢক্কা।

যযাতি (য বায়ুর ন্যায়—যাতি [যা গমন করা+তিচ্—ক] গম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নহুষ রাজার পুত্র; তিনি শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যযী (যা গমন করা+ঈ—সংজ্ঞার্থে, দ্বিত্ব) সং, পুং, শিব, মহাদেব। পথ, রাস্তা।

যযু (যা গমন করা+উ—ক, দ্বিত্ব, নিপাতন) সং, পুং, অশ্বমেধীয় অশ্ব। ঘোটক।

যর্হি (যদ্—র্হি) অং, যখন। যেহেতু।

যব (যু মিশ্রিত করা+অ(অল্)—ক) সং, পুং, শস্যবিশেষ। পরিমাণবিশেষ, চারিধান পরিমাণ। অঙ্গুলিস্থ যবাকার রেখাবিশেষ। (+অল্—ভাবে) বেগ।

যবক (যব—কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, শূক-ধান্যবিশেষ, যব।

যবক্য (যবকা+য—তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, যব শস্য জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

যবক্ষার (যব—ক্ষার লবণরস) সং, পুং, ক্ষারবিশেষ, সোরা।

যবক্রীত; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

যবগণ্ড (যুবন্ যুবা—গণ্ড যে বদনৈক দেশ হয়। যুবন্=যব) সং, পুং, যবগণ্ড।

যবজ (যব—জ[জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, যবক্ষার, যবানী।

যবদ্বীপ; সং, পুং, উপদ্বীপবিশেষ, যাবা।

যবন (যু মিশ্রিত করা+অন—র্ধি) সং, পুং, আরবদেশ। তুরস্কদেশ। (+অণ—ক) মুসলমান। (জু বেগে চলা) বেগবান্ অশ্ব। বেগ। (যোনি+ষ্ণ—জাতার্থে) জাতি-বিশেষ। মুসলমান বা ম্লেচ্ছজাতি। বিধর্ম্মী, অসদাচারী। প্রথিত আছে যে বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভব করিবার মানসে বশিষ্ঠের গাভীর যোনিদ্বার হইতে কতক-গুলি লোক নির্গত হয়। পরে তাহারাই যবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে যবনজাতির উৎপত্তিবিষয় অন্যপ্রকারে বর্ণিত আছে। সগর রাজা বিশেষ অপরাধ নিবন্ধন কতকগুলি লোককে তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহারাই পরে যবননামে খ্যাত হইয়াছে। উইলসন সাহেব অনুমান করেন যে বাকৃট্রিয়া হইতে আয়োনা বা গ্রীস পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রীক্‌দিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন। বিং, ত্রিং, বেগবান। নী—স্ত্রীং, যবনস্ত্রী। (+অনট্—ণ, আপ্) পর্দ্দা। যবানী ঔষধ। শিং—১“সগররাজনৈ-যায়াং সর্ব্বশিরোমুণ্ডনং সর্ব্বধর্ম্মরাহিত্যঞ্চ কৃতং তে চাস্বধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি বিষ্ণুপুরাণোক্তত্বাৎ। যবনঃ মোসল মানেঙ্গরেজোভয়জাতিবাচকঃ।”

যবনাচার্য্য (যবন—আচার্য্য শিক্ষাগুরু) সং, পুং, তাজকগ্রন্থকার পণ্ডিতবিশেষ।

যবনানী (যবন+ঙীপ্) সং, স্ত্রীং, যবনের লিপিবিশেষ আর্বি, পার্সী।

যবনাল (যব যবসদৃশ—নালা নাড়া, ৬ষ্ঠী—হিং,) সং, পুং, ধান্যবিশেষ, দেধান।

যবনিকা (জু বেগে চলা+অনট্—ণ, আপ্ জ=য) অথবা যবনী+কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, তিরস্করিণী, কানাৎ। যবনস্ত্রী।

যবনেষ্ট (যবন—ইষ্ট বাঞ্ছিত) সং, ক্লীং, সীসক, সীসা। মরিচ। গৃঞ্জন। পুং, নিম্ব। পলাণ্ডু। লশুন। ষ্টা—স্ত্রীং, খর্জ্জুরী।

যবফল; সং, পুং, বংশ। কুটজ। জটামাংসী।

যবমধ্য; সং, ক্লীং, চান্দ্রায়ণবিশেষ।

যবময় (যব+ময়—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, যবদ্বারা প্রস্তুত।

যবলাস } (যব—লস্ ইচ্ছা করা+অ—
যবশূক } প্রং। যব—শূক শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ) সং, পুং, যবক্ষার।

যবস (যু মিশ্রিত করা+অস—ক) সং, পুং, —ক্লীং, তৃণ, ঘাস। বিং, ত্রিং, দক্ষ।

যবাগূ (যু মিশ্রিত করা+আগূ—র্ম, যাহা মিশ্রিত করা যায়) সং, স্ত্রীং, যবদণ্ড, যাউ।

যবাগ্রজ (যব—অগ্র [অগ্রভাগ] শীষ—জ জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং,পুং, যবক্ষার, সোরা।

যবান (যব বেগ—আ—নী পাওয়া+অ, প্রং,) বিং, ত্রিং, বেগবান, দ্রুতগামী।

যবানী } যব—আ—নী পাওয়া+অ,
যবানিকা } ঈ। যবানী+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, ঔষধবিশেষ, যোয়ান।

যবিষ্ঠ } যবীয়স্, যুবন্ যুবা+ইষ্ঠ,
যবীয়ান্ } ঈয়সু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিযুবা। কনিষ্ঠ। শিং—১ "অংশমংশং যবীয়াংসঃ।"(স্মৃতি)।

যব্য (যব+য—তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, যবশস্য জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। পুং, চান্দ্রমাস। শিং, "যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ।"

যশঃ (যশস্, অশ্ ব্যাপা+অস্—ক, য—আগম) সং, ক্লীং, সুখ্যাতি, কীর্ত্তি। জীবিতের খ্যাতি। শিং—১ "দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদিপ্রভবং যশঃ ইতি মাধবী, অতএব যশঃকীর্ত্ত্যোর্ভেদস্যাপি দর্শনাৎ; যশঃকীর্ত্তিপরিভ্রষ্টো জীবন্নপি ন জীবতি জীবতঃ খ্যাতির্যশো মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিঃ ইতি কস্যচিৎ প্রয়োগঃ।'

যশঃপটহ (যশস্—শেষ অন্ত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ঢক্কা, ঢাক।

যশঃশেষ (যশস্—শেষ অন্ত, ৬ষ্ঠী—ষ সং, পুং, মৃত্যু। কীর্ত্তিবিশেষ। বিং, ত্রিং, মৃত।

যশদ; সং, ক্লীং, ধাতুবিশেষ, দস্তা।

যশস্কর (যশস্—কৃ করা+অ(ট)—ক) বিং, ত্রিং, যশঃসাধন।

যশস্য (যশস্+য(ষ্যা)—প্রং) বিং, ত্রিং, যশস্কর, সুখ্যাতিজনক। শিং—১ "ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যম্।"

যশস্বান্ (যশস্বৎ যশস্+মতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কীর্ত্তিমান্, যাহার যশঃ আছে। স্বিনী-স্ত্রী, বনকার্পাসী। যবতিক্তা। মহাজ্যোতিষ্মতী।

যশস্বী (যশস্বিন্, যশস্+বিন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কীর্ত্তিমান্, বিখ্যাত।

যশোদ (যশস্—দা দানকরা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, কীর্ত্তিদাতা। সং, পুং, পারদ।

যশোদা (যশস্—দা দান করা+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নন্দগোপ-পত্নী।

যশোধন (যশস্—ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যশস্বী।

যষ্টব্য (যজ্ দেবপূজা করা+তব্য—র্ম) বিং, ত্রিং, যাগার্হ, যজ্ঞের উপযোগী।

যষ্টা (যষ্টৃ, যজ্ পূজা করা+তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, যাগকর্ত্তা, যজমান, যাজক।

যষ্টি (যজ্ পূজা করা+তি+(ক্তি)—র্ম, ক—লোপ) সং, পুং, স্ত্রীং, লাঠি। ধ্বজাদি-দণ্ড। তন্তু। শাখা। ছড়া, নর। ভার্গী। মধুকা, যষ্টিমধু। পুং, ভুজদণ্ড। শিং—১ "চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে বভৌ পরভৃতোন্মুখী।"

যষ্টিকা (যষ্টি+কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, যষ্টি, লাঠি। একনর হার। দার্ঘিকা, সরোবর। যষ্টিমধু।

যষ্টিগ্রহ (যষ্টি লাঠি—গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং, পুং, লগুড়ধারী।

যষ্টিমধু (যষ্টি—মধু ৎ) সং, ক্লীং, মিষ্ট মূলবিশেষ।

যস্ক; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

যহ্ব (যা গমন করা+ব—প্রং। হ্—আগম) সং, পুং, যজমান, যাজ্ঞিক।

যা (যাতৃ শব্দজ) সং, পতির ভ্রাতৃস্ত্রী।

যাউ (যবাগূ শব্দজ) সং, যমদণ্ড। মাড়।

যাওন, যাওয়া (গমনার্থ যা ধাতুজ) সং, গমন, চলন।

যাঁতা (যন্ত্র শব্দজ) সং, পেষণযন্ত্র, ভস্ত্রা।

যাঁতি (যন্ত্র শব্দজ) সং, গুবাকাদি ছেদনার্থ অস্ত্রবিশেষ।

যাগ (যজ্ পূজা করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, যজ্ঞ, হোম।

যাচক (যাচ্ যাচ্ঞা করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং ভিক্ষু, যাচ্ঞাকারী। প্রার্থী।

যাচন—ক্লীং } (যাচ্ যাচ্ঞা করা+
যাচনা—স্ত্রীং } অনট্—ভা) সং, যাচ্ঞা, ভিক্ষা, প্রার্থনা।

যাচনক (যাচ্+অন—ক, কণ্) বিং, ত্রিং, যাচক। (+অনট্—ভাবে, কণ্) ক্লীং, প্রার্থনা।

যাচণীয় (যাচক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভিক্ষণীয়, প্রার্থনীয়।

যাচমান (যাচক দেখ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, প্রার্থয়মান, যাচ্ঞাকারক, যে ব্যক্তি যাচ্ঞা করিতেছে।

যাচিত (যাচ্ যাচ্ঞা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রার্থিত, ভিক্ষিত। মৃত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং. প্রার্থনা। শিং—১ "যাচনবৃত্তির্মরণমিব দুঃখজনকত্বাৎ মৃতম্। অযাচিতং অমৃতম্।"

যাচিতক (যাচিত দেখ, কণ্—নির্বৃত্তার্থে) সং, ক্লীং, প্রার্থিত বস্তু। হাওলাৎ।

যাচ্ঞা (যাচিত দেখ, নঙ্—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভিক্ষা, প্রার্থনা।

যাচ্য (যাচিত দেখ, য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রার্থনীয়, যাচিতব্য।

যাজ (যাজ্ দান করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ভক্ত, অন্ন, ভাত।

যাজক (যজ্ পূজা করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, যাজ্ঞিক। রাজার গজ। ঋত্বিক্, পুরোহিত। মত্তহস্তী।

যাজন (যজ্-ণি=যাজি যাগ করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞক্রিয়া করান, যাগ করান। পৌরহিত্য। শিং—১ "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।"

যাজি } (যাজিন্, যজ্ যাগ করা+ই
যাজী } (ইঞ্), ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, যাগকর্ত্তা, যাজক। যজ্ঞ।

যাজুষ (যজুষ বেদ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, যজুর্ব্বেদসম্বন্ধীয়।

যাজ্ঞবল্ক্য (যজ্ঞবল্ক্য ইহার পিতা+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা যজুর্ব্বেদপ্রবক্তা মুনিবিশেষ। শিং—১ "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরঃ-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।"

যাজ্ঞসেনী (যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজা+অ(ষ্ণ। অপত্যার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং দ্রৌপদী।

যাজ্ঞিক (যজ্ঞ+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, যজ্ঞকর্ত্তা। যাজক, পুরোহিত। দর্ভবিশেষ। রক্তখদির। পলাশ। অশ্বত্থবৃক্ষ বিং, ত্রিং, যজ্ঞীয়।

যাজ্ঞিকান্ন (যাজ্ঞিক—অন্ন) সং, ক্লীং, যজ্ঞের চরু।

যাজ্য (যজ্ পূজা করা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাজনযোগ্য। যজনীয়, যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য। যাহার জন্য যাগ করা যায়। জ্যা—স্ত্রীং, হোতৃপাঠ্য ঋক্ যাগমন্ত্র। (+ঘ্যণ্—ধি) সং, ক্লীং, যজ্ঞস্থান। দেবতা। প্রতিমা। যথা—"যাজ্যং ক্ষেত্রমলঙ্কারম্।"

যাত (যা গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গত, অতীত। (+ক্ত—র্ম্ম) লব্ধ। জ্ঞাত। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, গমন। প্রাপণ। জ্ঞান অঙ্কুশাঘাত দ্বারা তাড়ন।

যাতনা (যত-ণি=যাতি যন্ত্রণা দেওয়া+অন—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা।

যাতযাম (যাত গত—যাম কান্তি, সহন, উচিত সময়, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, জীর্ণ। হ্রাসপ্রাপ্ত। পরিভুক্ত। উচ্ছিষ্ট। পরিত্যক্ত। পর্য্যুষিত; যথা—"যাতযাম গতরসম্।" শীর্ণ। পুনঃপুনঃ প্রযুজ্যমান।

যাতব্য (যা যাওয়া+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিগন্তব্য। আক্রমণীয়।

যাতা (যাতৃ, যা গমন করা+তৃচ্—ক, অ—আ) সং, স্ত্রীং, পতির ভাতৃপত্নী, যা। (যা গমনকরা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, গমনকর্ত্তা। (যত গমন করা+শ্ব—ক) রথচালক সারথি। মাতলি।

যাতায়াত (যাত গমন—আয়াত আগমন, দ্বং—স) সং, ক্লীং, গমনাগমন।

যাতিক, যাতৃক, সং, পুং, পান্থ, পথিক।

যাতু (যা গমন করা+তুন—ক] সং, পুং, পথিক। সময়। রাক্ষস। বায়ু। বিং, ত্রিং, গমনকর্ত্তা।

যাতুধান (যাতু রাক্ষস—ধা ধারণ করা +অন—প্রং) সং, পুং, রাক্ষস, নিশাচর।

যাত্রা (যা গমন করা+ত্র—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রস্থান, গমন। অভিনির্য্যাণ, যুদ্ধার্থ নির্গমন। যাপন। দেবতার উৎসব-বিশেষ; যেমন—রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি। তীর্থগমন। নির্ব্বাহ। (+ত্র—) উপায়।

যাত্রিক (যাত্রা+ইক(ষ্ণিক)—অর্হার্থে) বিং, ত্রিং, যাত্রাসম্বন্ধীয়। যথায় বা যাহাতে যাওয়া যাইতে পারে। যাত্রাযোগ্য, যাত্রার উপযুক্ত। সং, ক্লীং, পাথেয়, পথখরচ। পুং, উৎসব। উপায়। পথিক।

যাত্রী (যাত্রিন্, যাত্রা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যাত্রাকারী।

যাথাতথ্য (যথা—তথা+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, যথার্থতা, প্রকৃততত্ত্ব, সত্যতা।

যাথার্থিক (যথার্থ+ইক(ষ্ণিক)—তবার্থে) বিং, ত্রিং, বাস্তবিক, সত্য।

যাথার্থ্য (যথার্থ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, যথার্থতা, সত্যতা, প্রকৃততত্ত্ব।

যাদঃ (যাদস্, যা [শীঘ্র] গমন করা+অস্—ক, দ্—আগম) সং, ক্লীং, জলচর জন্তু, জলচর জীব। শিং—১ "অধ্বর্য্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।"

যাদঃপতি (যাদস্ জলজন্তু - পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সমুদ্র। বরুণ।

যাদব (যদু ইহার পূর্ব্ব পুরুষ+অ(ষ্ণ)—বংশার্থে) সং, পুং, কৃষ্ণ, যদুনন্দন। বিং, ত্রিং, যদুবংশীয়। যদুসম্বন্ধীয়। ক্লীং, গোমহিষাদিরূপ ধন। পুং, বহুং, যদুবংশীয় ব্যক্তি। বী—স্ত্রীং, বাসন্তী দেবী। দুর্গা। মদিরা। কুট্টিনী। গোধন।

যাদসাং-পতি; সং, পুং, সমুদ্র।

যাদু (দেশজ) সং, বশীকরণ, বিদ্যা, মোহিনী।

যাদুকর (দেশজ) যাহারা মায়া দ্বারা ভোজক্রীড়া করে।

যাদৃক্ (যদ্ যে—দৃশ্ দেখা+সক্—র্ম্ম। ২য়—পক্ষে+০(ক্বিপ্)—
যাদৃশ্
যাদৃশ র্ম্ম। ৩য়—পক্ষে+ডক্ র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যেরূপ, যেমন।

যাদৃচ্ছিক (যদৃচ্ছা+ইক(ষ্ণিক) - প্রং) ত্রিং, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত, স্বেচ্ছাকৃত, স্বেচ্ছানুযায়ী। [—ষ) সং, পুং, সমুদ্র। বরুণ।

যাদোনাথ (যাদস্ জলচর জন্তু—নাথ, ৬ষ্ঠী

যাদোনিবাসঃ (যাদনিবাসস্, যাদস্ জলচর জন্তু—নিবাসস্ বাসস্থান) সং, ক্লীং, জল, বারি।

যান (যা গমন করা+অনট্—প) সং, ক্লীং, বাহন, হস্ত্যশ্বশকটনৌকাদি বাহন। (+অনট্—ভাবে) গমন। আক্রমণ। শত্রুর প্রতিকূলে যাত্রা।

যানপাত্র (যান [জল দ্বারা] গমন—পাত্র। কণ্—যোগে যানপাত্রকও হয়) সং, ক্লীং, অর্ণবপোত, জাহাজ।

যানী
যান্য (যা গমন করা+ইন্, য(ষ্য)—প্রং,) বিং, ত্রিং, যানবাহক।

যাপন (যা-ক্রি=যাপি যাওয়ান+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, কালক্ষেপণ, সময় কাটান। বর্ত্তন, অবস্থান। নিরসন। অপসারণ।

যাপিত (যা-ক্রি=যাপি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অতিবাহিত, কাটান। অপসারিত।

যাপ্য (যা-ক্রি=যাপি+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিন্দনীয়, অধম। যাপনীয়, ক্ষেপণীয়। গোপনীয়। আবরণীয়। নিঃশেষে অপ্রতি-কার্য্য। সং, পুং, রোগবিশেষ।

যাপ্যযান (যাপ্য নিন্দনীয়, ক্ষেপণীয়—যান বাহন) সং, ক্লীং, শিবিকা, মহাপায়া।

যাভ (যভ্ স্ত্রীসঙ্গ করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, রমণ, মৈথুন।

যাম (যা [দিনের মধ্য দিয়া] যাওয়া+ম—প্রং, কিম্বা যম্ নিবৃত্ত করা+অ(ঘঞ্) —র্ম্ম) সং, পুং, দিবারাত্রির চতুর্থভাগৈক-কাল। প্রহরপরিমিত কাল। সংযম। সময়। (যম+ষ্ণ্য) বিং, ত্রিং, যমসম্বন্ধীয়।

যামঘোষ (যাম প্রহর—ঘোষ শব্দ) সং, পুং, কুক্কুট, কুকুড়া। শৃগাল। পটহবিশেষ। ঘটিকাযন্ত্র। যা—স্ত্রীং, ঘটিকা যন্ত্র, ঘড়ি।

যামনেমি ; সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

যামল (যমল যুগ্ম+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, যুগ্ম, যোড়া। তন্ত্রবিশেষ, ইহা ষড়্‌বিধ ; যথা—আদি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গণেশ এবং আদিত্যযামল।

যামবতী (যাম প্রহর+বতু—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, যামিনী, রাত্রি। হরিদ্রা।

যামাতা (জায়া-ম পরিমাণ করা+তৃচ্—ক, সং, পুং, দুহিতার পতি।

যামি (যা গমন করা+মি—ক, অথবা জামি দেখ, জ—য) সং, স্ত্রীং, ভগিনী। দুহিতা। কুলবধূ। রাত্রি। ধর্ম্মপত্নী। দক্ষিণদিক্। কুলস্ত্রী।

যামিকভট ; সং, পুং, প্রহরী, চৌকিদার। শিং—৩ "প্রভ্রষ্টৈর্দিঙ্মণ্ডলে কালে জাগ্রদুদগ্র যামিকভটপ্রারব্ধকোলাহলে।"

যামিক (যাম প্রহর+ইক(ষ্ণিক)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যামসম্বন্ধীয়। যাম-নিযুক্ত। কা—স্ত্রীং, রাত্রি।

যামিত্র (যামি—ত্র [ত্রৈ ত্রাণ করা+অ(ড) —ক] যে ত্রাণ করে) সং, ক্লীং, লগ্ন হইতে সপ্তমরাশি।

যামিত্রবেধ, সং, পুং, লগ্নসপ্তমস্থানে প্রতি-কূলগ্রহস্থিতি।

যামিনী (যাম প্রহর+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, রাত্রি, যামবতী। হরিদ্রা।

যামিনীপতি (যামিনী—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চন্দ্র, নিশাপতি।

যাম্যা (যম+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, যমসম্বন্ধীয়া দিক্, দক্ষিণা দিক্। যমসম্বন্ধীয় যাতনা প্রভৃতি। ভরণীনক্ষত্র। (যামি কুলবধূ+ঈ—প্রং) কুলস্ত্রী।

যামুন (যমুনা+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, যমুনাসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, রসাঞ্জন। সীসক।

যামুনেষ্টক ; সং, ক্লীং, সীসক, সীসা।

যামেয় (যামি ভগিনী+এয় (ঢেয়)—অপ-ত্যার্থে) সং, পুং, ভাগিনেয়, ভগিনীপুত্র।

যাম্য (যামী দক্ষিণা দিক্+য (ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ। অগস্ত্যমুনি। বিং, ত্রিং, দক্ষিণদেশীয়। (যম+ষ্ণ্য)—যমসম্বন্ধীয়।

য্যাম্যা (যম ধর্ম্মরাজ+য(ষ্ণ্য)—সম্বন্ধার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, দক্ষিণদিক্। ভরণী-নক্ষত্র।

যাম্যায়ন (য্যাম্যা দক্ষিণদিক্—অয়ন গমন, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, দক্ষিণায়ন, সূর্য্যের দক্ষিণদিকে গমন। শিং—১ "যাম্যায়নে হরৌ সুপ্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ।"

যাযজূক (যাযজ্ [যঙ্ লুগন্ত] পুনঃ পুনঃ যাগ করা+উক—ক, শীলার্থে) সং, পুং, সর্ব্বদা যজ্ঞকারক।

যাযাবর (যাযা [যঙলুগন্ত] পুনঃ পুনঃ যাওয়া+বর—ক, শীলার্থে) সং, পুং, অশ্ব-মেধের অশ্ব। জরৎকারু মুনি। যে তপস্বী

দিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, নিয়ত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ব্রাহ্মণ। পর্য্যটক। সন্ন্যাসী। বিং, ত্রিং, সদা ভ্রমণকারী। শিং—১ "যাযাবরাঃ পুষ্পফলেন চান্যে প্রাণর্চ্ছ্যর্চ্চ্যা জগদর্চ্চনীয়ং "

যাব (যু মিশ্রিত করা + অ(ঘঞ্) - র্ম্ম) সং, পুং, অলক্তক, আলতা।

যাবক (যাব দেখ, কণ্—যোগ) সং, পুং, অলক্তক। (গুণ দ্বারা যবের ন্যায় যে সে যবক + অ—স্বার্থে) কুল্মাস। অর্দ্ধপক্ব যব। বোয়োধান।

যাবজ্জীবন (যাবৎ অবধি—জীবন) সং, ক্লীং, জীবিতকালপর্য্যন্ত, যতকাল জীবিত থাকা যায়।

যাবৎ (যদ্ যে + বৎ (বতু)—পরিমাণার্থে) বিং, ত্রিং, যৎ পরিমাণ, যত, যতসঙ্খ্যক। যতটুকু। (যা গমন করা + বতি—ভাবে) অং, সাকল্য। যথা—"যাবদ্দত্তং তাবদ্ ভুঙ্ক্তে।" অবধি। পর্য্যন্ত। হেতু। অবধারণ। প্রশংসা। সীমা। পরিচ্ছেদ। অধিকার। সম্ভ্রম। সমূহ। পরিমাণ। পক্ষান্তর।

যাবতিথ (যাবৎ যত পরিমাণ + তিথট্—প্রং) বিং, ত্রিং, যাবৎ পরিমিত, যত পরিমাণ।

যাবতীয় (যাবৎ + ঈয় (নীয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, সমুদয়, যত আছে।

যাবন (যবনদেশ + অ (ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, পুং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বিং, ত্রিং, যবন সম্বন্ধীয়।

যাবনাল [যবনাল + অ (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, শস্যবিশেষ, দেধান।

যাবশূক (যবশূক + অ ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, যবক্ষার, সোরা।

যাব্য (যু মিশ্রিত করা + য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মিশ্রণীয়, মিশান, যোজনীয়।

যাষ্টীক (যষ্টি লাঠি + ঈক(ষ্ণীক) – প্রহরণার্থে) সং, পুং, যষ্টিধারী, যোদ্ধা, লাঠিয়াল।

যিনি (যদ্ শব্দজ) সর্ব্বং, যে ব্যক্তি, যে লোক।

যিযক্ষু, যিযক্ষমাণ (যজ পূজা করা + সন্ ইচ্ছার্থে, উ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যজ্ঞকরণেচ্ছু।

যিযবিষা (যু মিশ্রিত করা + সন্—ইচ্ছার্থে আ—ভা) সং, স্ত্রীং, মিশ্রিত করিতে ইচ্ছা।

যিযবিষু (পূর্ব্বে দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত করিতে ইচ্ছুক।

যিযাসু (যা গমন করা সন্—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, গমন করিতে ইচ্ছুক।

যুক্ত (যুজ্ যোগ করা + ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ন্যায্য, উপযুক্ত। মিলিত, সংলগ্ন। নিযুক্ত। অবশিষ্ট। আসক্ত। ব্যাপৃত। পুং, যে যোগীর যোগাভ্যাস হইয়াছে। শিং—১ "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।" সং, ক্লীং, হস্তচতুষ্টয়, চারিহাত।

যুক্তি (যুক্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ন্যায়। মিলন। রীতি। অনুমান। লোকব্যবহার। কারণ। নাট্যাঙ্গবিশেষ। যথা—"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যোর্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রয়াতুং। অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বং।" মন্ত্রণা। উপায়। সিদ্ধান্ত।

যুগ (যু মিলন করা + গম্—ক) সং, ক্লী, যুগ্ম, যোড়া। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিকাল। চারিহাত পরিমাণ। পুং, ধূর্য্যস্কন্ধগত যানাঙ্গ রথ শকট লাঙ্গল প্রভৃতির অঙ্গবিশেষ, যোয়ালি।

যুগকীলক; সং, পুং, যোয়ালির খিল।

যুগন্ধর (যুগ যোয়ালি—ধৃ ধরা + অ(খ)—ক) সং, পুং, কুবর, যুগকাষ্ঠে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, লাঙ্গলের ঈষ, গাড়ির বোম প্রভৃতি। পর্ব্বত বিশেষ। শিং,—১ "নিষধো মালবান্ বিন্ধ্যো হেমকূটো যুগন্ধরঃ।

যুগপৎ (যু যোগ করা + গপতক্—খি, কিম্বা

যুগ যোড়া—পদ্ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ক) অং, একদা, এককালে।

যুগপত্র } সং, পুং, কোবিদার বৃক্ষ।
যুগপত্রক } যুগ্মপর্ণ বৃক্ষ।

যুগপার্শ্বগ (যুগ যোয়ালি—পার্শ্ব পাশ—গ [গম্ গমন করা+অ(ড)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, কর্ষণ অভ্যাসার্থ লাঙ্গলাদির পার্শ্ব-বদ্ধ গোরু।

যুগল (যুগ যোড়া+ল—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, যুগ্ম, যোড়া।

যুগলমন্ত্র; সং, পুং, লক্ষ্মীনারায়ণাদির মন্ত্র।

যুগলাখ্য; সং, পুং, বর্ব্বুরবৃক্ষ। যুগ্মনামক।

যুগাংশক (যুগ-অংশক বিভাজক) সং, পুং, বৎসর। যুগের বিভাজক।

যুগাদ্যা; সং, স্ত্রীং, যুগারম্ভ তিথি।

যুগান্ত (যুগ—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রলয়কাল, ৪ যুগের অবসান।

যুগ্ম (যুজ্ যোগ করা+ম(মক্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, যুগল, যোড়া। দুই শ্লোকের সম্বন্ধ। মিথুনরাশি। মেলন।

যুগ্য (যুগ+য(ক্যা)—বহত্যর্থে। অথবা যুজ্ যোগ করা+য (ক্যপ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বাহন, যান। বিং, ত্রিং, যুগবাহী (পশু)।

যুঙ্ (যুজ্ যোগ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) পুং, যোগকর্ত্তা। মেলনকর্ত্তা।

যুঞ্জান (যুজ্ যোগ করা+আন(শান)—ক, ন—আগম) সং, পুং, সারথি। বিপ্র। বিং, ত্রিং, যোগাভ্যাসকারী।

যুত (যু যোগ করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, যুক্ত। সংপৃক্ত। মিলিত। অমিলিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, পুং, হস্তীকে পদাঘাত। চারিহস্ত পরিমাণ।

যুতক (যুত দেখ, কন্—যোগ) সং, ক্লীং, সন্দেহ। যুগ্ম। যৌতুক। স্ত্রীলোকের বস্ত্রাঞ্চল শূর্পাগ্র। মৈত্রীকরণ। বিং, ত্রিং, যুক্ত, মিলিত।

যুতি (যু যুক্ত করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, যোগ। মিলন।

যুদ্ধ (যুধ্ যুদ্ধ করা+ত(ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, সংগ্রাম, রণ, সমর, লড়াই, বিবাদ। গ্রহের গতিবিশেষ, গ্রহদিগের পরস্পর মিলন।

যুদ্ধবীর; সং, পুং, যে ব্যক্তির যুদ্ধবিষয়ে সাতিশয় উৎসাহ আছে।

যুদ্ধরঙ্গ (যুদ্ধ—রঙ্গ আনন্দ) সং, পুং, কার্ত্তিকের, ষড়ানন। সেনানী, স্কন্দ।

যুদ্ধসার (যুদ্ধ—সৃ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

যুদ্ধাজীব (যুদ্ধ—আজীব জীবিকা) বিং, ত্রিং, যোদ্ধা।

যুধ্, যুধা (যুধ্ যুদ্ধ করা+০(ক্বিপ্), ভ—ভা) সং, স্ত্রীং, সংগ্রাম।

যুধাজিৎ (যুধা যুদ্ধ—জিৎ [জি জয় করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে) সং, পুং, ভরতের মাতুল।

যুধান (যুধ্ যুদ্ধ করা+আন(কান)—ক) সং, পুং, ক্ষত্রিয়। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী।

যুধিষ্ঠির (যুধি যুদ্ধে—স্থির, স্থ=ষ্ঠ) সং, পুং, পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মপুত্র।

যুধ্ম (যুধ্ যুদ্ধ করা+ম—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, সংগ্রাম। ধনুক। বাণ। যোদ্ধা। শেষ যুদ্ধ। শরভ।

যুধ্যমান (যুধ্ যুদ্ধকরা+আন (শান—ক) বিং, ত্রিং, যুদ্ধকারী, যে যুদ্ধ করিতেছে।

যুনানী (Ionian) গ্রীসের পশ্চিমপার্শ্বস্থ সপ্তদ্বীপান্তর্গত অধিবাসিগণ।

যুযু; সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

যুযুকখুর (যুযুক যুক্ত—খুর) সং, পুং, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র।

যুযুক্ষমাণ (যুজ্ যুক্ত করা, সমাধিস্থ হওয়া +সন্—ইচ্ছার্থে, আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, যোগ করিতে ইচ্ছুক, মুক্তিকারক।

যুযুৎসু (যুধ্ ইচ্ছা করা+সন্—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক] পুং, ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত পুত্রবিশেষ।

যুযুধান (যুধ্ যুদ্ধ করা+আন (কান)—ক)

সং, পুং, যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। সাত্যকি। ইন্দ্র। ক্ষত্রিয়।

যুবক (যুবন্+কণ্—যোগ) সং, পুং, যুবা। তরুণ, প্রাপ্তযৌবন।

যুবগণ্ড (যুবন্ যুবা—গণ্ড যে বদনৈকদেশ হয়) সং, পুং, যুবা ব্যক্তির গণ্ডস্থ ব্রণবিশেষ, বয়সফোড়া।

যুবজানি (যুবতি—জায়া, ৬ষ্ঠী—হিং, জায়া =জানি) সং, পুং, যুবতীর পতি, যাহার জায়া যুবতী। শিং—১ "যুবজানির্ধনুষ্পাণির্ভূমিষ্ঠঃ ঋষিচারিণঃ। রামো যজ্ঞদ্রুহো হস্তি কালকল্পশিলীমুখঃ"
"অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী,
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।"

যুবতি, যুবতী (যুবন যুবা+তি—প্রং, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, প্রাপ্তযৌবনা, তরুণী, ষোড়শবর্ষ অবধি ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্কা। শিং—১ "আষোড়শাদ্ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।" নবযৌবনা। স্ত্রীমাত্র। হরিদ্রা।

যুবনাশ্ব; সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, মান্ধাতার পিতা।

যুবনাশ্বজ (যুবনাশ্ব ইহার পিতা—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত, ৫মী—হিং) সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, মান্ধাতা।

যুবরাজ (যুবন্ যুবা+রাজন্ রাজা+ষ, য়ং—স) সং, পুং, ভাবিবুদ্ধবিশেষ। অজিত। রাজপুত্র। রাজকুমার, রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং রাজকার্য্যের সাহায্যকারী রাজপুত্র।

যুবা (যুবন্ যু যোগ করা+অন (কনিন্)—ক) বিং, ত্রিং, তরুণ, ১৬ অবধি ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক। সুন্দর। বলবান্।

যুষ্মদ্ (যুষ্ সেবা করা+মদ—ক) সর্ব্বং, ত্রিং, তুমি, মধ্যমপুরুষ।

যুষ্মদীয় (যুষ্মদ্ তুমি+ঈয়(ণীয়—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের।

যূই (যূথিকা শব্দজ) সং, যূথিকা পুষ্প।

যূক (যু [কেশের সহিত] যুক্ত হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক, কণ্—যোগ, উ=ঊ) সং, পুং, কা—স্ত্রীং, কেশকীট, উকুণ।

যূতি (যু মিশ্রিত করা+তি (ক্তি)—ভা, উ=ঊ, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, মিশ্রণ।

যূথ (যু যুক্ত হওয়া+থক্—ক, উ=ঊ) সং, পুং,—ক্লীং, পশুপক্ষীর স্বজাতীয় পাল, সমূহ।

যূথনাথ } (যূথ পাল—নাথ, ৬ষ্ঠী—ষ।
যূথপ } যূথ পাল—প [পা পালন করা +অ(ড)—ক] যে পালন করে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, বন্য গজপালের প্রধান।

যূথিকা } যূথী যুঁইফুল+ইক (ষ্ণিক), আপ্,
যূথীকা } ষ্ণি, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মাগধীকুসুম। যুঁইফুল।

যূথীন (যূথ+ঈন—প্রং) সং, পুং, যূথপ বন্য গজসমূহের প্রধান।

যূনি (যূতি দেখ, ত=ন) সং, স্ত্রীং, সংযোগ, মিশ্রণ।

যূনী (যুবন, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, যুবতী, তরুণী।

যূপ (যু [বলী] বন্ধন করা+প (পক্)—ধি) সং, পুং,—ক্লীং, যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থ সংস্কৃত কাষ্ঠস্তম্ভ। জয়স্তম্ভ।

যূপকটক (যূপ কাষ্ঠস্তম্ভ—কটক বলয় ইত্যাদি) সং, পুং,—ক্লীং, যূপের মস্তকস্থিত বলয়াকার বা ডমরুর আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড, চষাল।

যূপদ্রু, যূপদ্রুম (যূপ যজ্ঞস্তম্ভ—দ্রু, দ্রুম =বৃক্ষ। এই বৃক্ষের কাষ্ঠই যূপের যোগ্য) সং, পুং, খদির বৃক্ষ। রক্তখদির।

যূপলক্ষ্য (যূপ [যজ্ঞস্তম্ভ] অন্য কোন স্তম্ভ—লক্ষ্য। জল-বেষ্টিত স্তম্ভোপরি পক্ষীরা আসিয়া বসে বলিয়া) সং, পুং, বিহঙ্গ পক্ষী।

যূপোচ্ছ্রয় (যূপ যজ্ঞস্তম্ভ—উচ্ছ্রয় উন্নতি, উত্তোলন) সং, পুং, যজ্ঞস্তম্ভস্থাপন উৎসববিশেষ।

যুবান (যুবন শব্দজ) যুবক, জোয়ান।

যুষ (যুষ্ বধ করা+অ(ক)—ক) সং, পুং,

—ক্লীং, দ্বিদলাদির কাথ, ঝোল। পুং, তুতগাছ। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ।

যে (যদ্ শব্দজ) সর্ব্বং, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু।

যেখানে (যে—খানে স্থানে এইপদ হইতে হইয়াছে) ক্রিং-বিং, যে স্থানে যত্র।

যেন (দেশজ) ক্রিং—বিং, যথা, যেরূপ, অনুমত্যর্থ।

যেমন (দেশজ, ক্রিং—বিং, যেমত, যেরূপ, যদ্রূপ, যথা।

যো (যোত্র শব্দজ) সং, উপায়, সুযোগ। মূলধন।

যোআলি—য়া (দেশজ) সং, যুড়িবার কাষ্ঠ। যোক্ত্র।

যোক্তা (যোক্তৃ, যুজ্ যোগ করা+তৃণ—ক) বিং, ত্রিং, যোগকর্ত্তা।

যোক্ত্র (যুজ্ যোগ করা+ত্র—ন) সং, ক্লীং, হলবন্ধন রজ্জু, যোতদড়ি, যোয়ালি।

যোগ (যুজ্ যোগ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মিলন, ঐক্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। যুক্তি। সম্বন্ধ। সদ্ভাব। প্রয়োগ। উপায়। সামাদি চতুর্বিধ উপায়। চিত্তবৃত্তিনিরোধ, মনের বিষয়ান্তরনিবৃত্তি। ধ্যান। বিষ্কুম্ভ মাহেন্দ্র প্রভৃতি সময়াংশ। বর্ম্মবন্ধন। যুক্তি। ধনসম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন। লাভ। দেহস্থৈর্য্য। অপূর্ব্ব অর্থপ্রাপ্তি। শুভকাল। নৈমায়িক। প্রণিধি, চর। বিশ্বাসঘাতক। শকট। নৌকাদি যান। কৌশল। বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্কশাস্ত্র—দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে—প্রধান নক্ষত্র। পরিণাম। নিয়ম। উপযুক্ততা। (+ঘঞ্—ণ) উপায়, সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়। বশীকরণোপায়। বিষ্কুম্ভাদি, ছল, প্রতারণা। ঔষধ। পতঞ্জলিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ।

যোগক্ষেম (যোগ অলব্ধফলপুষ্পাদি সাধন—ক্ষেম লব্ধশরীরাদির পালন, দ্বং—স) সং, ক্লীং, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা। শিং—১ "যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" ২"যোগক্ষেমেহন্যথা চেত্তু পালো বক্তাবাতামিয়াৎ।" বাণিজ্য দ্রব্যের ভাটক ও ও খরিদ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মূল্য নির্ণয়। শরীরের স্থিতিপালন। শিং—১ যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষণং ততঃ।" (ভট্টি) লভ্য। মঙ্গল। উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন।

যোগচর (যোগ অলৌকিক শক্তির অধিকার—চর [গমন] অধিকারকরণ) সং, পুং, হনুমান্।

যোগজ (যোগ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড) +ক] জাত) বিং, ত্রিং, যোগ দ্বারা জাত, যৌগিক। সং, পুং, যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষ। ন্যায়মতে—প্রত্যক্ষসাধন। অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। ক্লীং, অগুরু।

যোগদান (যোগ ছল বা উপাধি দান) সং, ক্লীং, ছলের দ্বারা দান। "যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।"

যোগনিদ্রা (যোগ মনের বিষয়ান্তরনিবৃত্তি—নিদ্রা) সং, স্ত্রীং যোগরূপ নিদ্রা, চিত্তের বিষয়ান্তরনিবৃত্তিরূপ নিদ্রা। প্রলয়কালে পরমেশ্বরের সর্ব্বজীব সংহার ইচ্ছা হেতু যোগব্যাপার। যথা—"যোগনিদ্রামুপেযুষঃ।" দুর্গা। শিং—১ "যা নিয়াস্তঃস্থলাধস্থা জগদণ্ডকপালতঃ বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে।"

যোগপট্টিকা (যোগ যোগাভ্যাসার্থ—পট্ট বস্ত্র+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, যোগীদের বস্ত্রবিশেষ। শিং—১ "পাদুকে যোগপট্টঞ্চ তর্জ্জন্যাং রৌপ্যধারণং।"

যোগপদক; সং, ক্লীং, পূজাদিকালে ধারণীয় উত্তরীয়বিশেষ, যোগপাটা। [যোগাসন।

যোগপীঠ (যোগ—পীঠ আসন) সং, ক্লীং,

যোগমায়া; সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া।" সংসারমায়া।

যোগরূঢ় ; সং, পুং, অবয়বশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা অর্থবোধক, যৌগিক অথচ রূঢ় শব্দ ; যেমন পঙ্কজাদি।

যোগবাহ (যোগ—বাহ্ বহন করা+অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, অনুস্বার। বিসর্গ। জিহ্বামূলীয়। উপাধ্মানীয়।

যোগবাহী (যোগবাহিন্, যোগ—বাহিন্, বাহক) বিং, ত্রিং, যোগদ্বারা বহনশীল। সং, পুং, পারদ, পারা। ক্ষারবিশেষ। ভেষজাঙ্গ।

যোগবাহ্য (যোগ ধাতুর সংযোগ—বাহ্য বহনীয়) সং, স্ত্রীং, পারদ। ক্ষার।

যোগবিদ্ (যোগ—বিদ্ [বিদ্ জানা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে জানে) সং, পুং, যোগী, তপস্বী। [উপায়।

যোগসার ; সং, পুং, সর্ব্বরোগাপহারক

যোগাকর্ষণ (Cohesion, যোগ—আকর্ষণ) যে গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্রিত হইয়া থাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, পরমাণু সমস্তের সমষ্টিকরণ, বন্ধন।

যোগাড় (যোগ শব্দজ) সং, কর্ম্মনির্ব্বাহের উপায়, কর্ম্মের উদ্‌যোগ।

যোগাচার ; সং, পুং, বৌদ্ধদর্শনের মতবিশেষ। ২। বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ।

যোগাধমন (যোগ ছল—আধমন বন্ধক দেওয়া) সং, ক্লীং, ছল দ্বারা বন্ধক দেওয়া। শিং—১ "যোগাধমনবিক্রীতং যোগদান প্রতিগ্রহম্।

যোগারূঢ় (যোগ—আরূঢ়) বিং, ত্রিং, "যদা তু নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে" এইরূপ যোগী বিশেষ।

যোগাসন (যোগ—আসন বসিবার স্থান) সং, ক্লীং, ধ্যানাসন, যোগসাধনার্থ উপবেশনবিশেষ। ব্রহ্মাসন।

যোগী (যোগীন্, যুজ্ যোগকরা+ইন্ (ঘিনুণ)—ক, শীলার্থে, অথবা যোগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, তপস্বী। শিং—১ "স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে সুস্নিগ্ধে চন্দনে তথা। সমতাভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ।" দণ্ডী, সন্ন্যাসী। ব্রহ্মবিদ্। গিনী—স্ত্রীং, যোগকারিণী নারী। ৬৪ সঙ্খ্যক দেবীবিশেষ। তিথির শেষ।

যোগীশ } (যোগীন্—ঈশ্ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—

যোগীশ্বর } ষ) সং, পুং, শিব। যাজ্ঞবল্ক্য।

যোগেশ } (যাগ—ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ)

যোগেশ্বর } সং, পুং, বিষ্ণু। শিব। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি।

যোগেষ্ট (যোগ [ধাতুর] সম্বন্ধে, সংযোগ, বা যোজনার্থ—ইষ্ট বাঞ্ছিত) সং, ক্লীং, সীসক, সীসা।

যোগ্য (যুজ্ যোগকরা+য(ঘ্যণ্)—প্রং, বা যোগ+য(ষ্ণ্য)—প্রভবার্থে) বিং, ত্রিং, শক্ত, প্রবীণ। সমর্থ। উপযুক্ত। পবিত্র। নিপুণ। প্রত্যক্ষ। যোগার্হ। সং, পুং, পুষ্যানক্ষত্র। গ্যা—স্ত্রীং, অভ্যাস, অনুশীলন। সূর্য্যপত্নী। সং, ক্লীং, ঋদ্ধিনামক ঔষধ। পিষ্টকবিশেষ। শকটাদির বাহন। চন্দন।

যোগ্যতা (যোগ্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং ক্ষমতা। পবিত্রতা। উপযুক্ততা। পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধ না থাকা ; "বহ্নিদ্বারা সেক করিতেছে" এস্থলে বহ্নি দ্বারা সেকের অসম্ভব প্রযুক্ত পরস্পর সম্বন্ধ বাধ হইল, সুতরাং এস্থলে যোগ্যতা হইল না।

যোগ্যানুপলব্ধি (যোগ্য—অনুপলব্ধি) সং, স্ত্রীং, অভাব-জ্ঞান সাধনবিশেষ।

যোজক (যুজ্ ণিচ্=যোজি যোগ করান+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সংযোগকারক, মেলক। (Isthmus) যে সংকীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

যোজন (যুজ্ যোগ করা+অন(ঙনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, চারিক্রোশ পরিমাণ, পরমাত্মা। যোগ। ক্লীং, না—স্ত্রীং, একত্র করণ, মেলন। সংঘটন।

যোজনগন্ধা (যোজন চারিক্রোশ পরিমাণ—গন্ধ, যাহার গন্ধ যোজন পর্য্যন্তও বোধগম্য হইতে থাকে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কস্তুরি। সীতা। সত্যবতী, ব্যাসদেবের মাতা।

যোজক (যুজ্-ণি=যোজি যোগ করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যুক্তকৃত, মেলিত। নিয়মিত। রচিত।

যোটক; সং, পুং, যোটন, মেলন। সং-ঘটনকারক, ঘটক।

যোড় (দেশজ) সং, যুগ্ম। মিলন।

যোত্র } (যু যোগ করা+ত্র—ণ)। যুজ্
যোক্ত্র } যোগ করা+ত্র—ণ) সং, ক্লীং, লাঙ্গলাদিবাহিবৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠবিশেষ, যোয়াল। যুগাদিবন্ধন রজ্জু, যোতদড়ি। সম্পত্তি।

যোদ্ধা (যোদ্ধৃ, যুধ যুদ্ধকরা+তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, যুদ্ধকারক;

যোধ (যুধ যুদ্ধ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, যোদ্ধা। (+অ(অল্)—ভাবে) যুদ্ধ।

যোধন (যুধ যুদ্ধ করা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, যুদ্ধ। (+অনট্—ণ) যুদ্ধাস্ত্র। (+অন—ক) পুং, যোদ্ধা।

যোধসংরাব (যোধি যোদ্ধা—সংরাব শব্দ জয়ধ্বনি, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, যোদ্ধাদের পরস্পর যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান। পরস্পর স্পর্দ্ধা করা।

যোধী } (যোধিন্, যুধ যুদ্ধ কর+ইন্
যোধেয় } —ক। যোধ+এয়(ঢেয়), অ
যৌধেয় } (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, যোদ্ধা, যুদ্ধকারী।

যোনল (যব—নল নাড়া, ৬ষ্ঠী—হিং। ব=উ, অ+উ=ও) সং, পুং, যবনাল, দেধান।

যোনি (যু যোগ করা+নি—ক) সং, পুং, —স্ত্রীং, আকার, উৎপত্তিস্থান; যথা—"বীর যোনি স্বর্ণলঙ্কা।" কারণ। স্ত্রী-চিহ্নবিশেষ। জল।

যোনিজ (যোনি—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, যোনি হইতে জাত; জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রাণিসমূহ।

যোয়ান—যুবন্ শব্দ দেখ।

যোষা (যুষ্ সেবা করা+অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নারী।

যোষিৎ,যোষিতা (যুষ্ সেবা করা+ইৎ—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নারী।

যৌ (যাবক শব্দজ কি? সং, লাক্ষা, লা।

যৌক্তিক (যুক্তি+ইক্ ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, যুক্তিসিদ্ধ। প্রামাণিক। যুক্তিকারী। সং, পুং, নর্ম্মসচিব।

যৌগিক (যোগ+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, যোগজাত। পুং, প্রকৃতি, প্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক শব্দ; যথা—প্রিয় সুখদ ইত্যাদি।

যৌজনিক (যোজন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) ত্রিং, যে যোজন পরিমিত পথ গমন করিতে পারে।

যৌতক, যৌতুক (যুতক যোনিসম্বন্ধ+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে কিম্বা যুত বধূবর+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে, কণ্—যোগ: ২য় পক্ষে—যু যোগ করা+তু—ভাবে, কণ্) সং, ক্লীং, উদ্বাহিক, বিবাহকালে দম্পতীর লব্ধধন। অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে দত্ত ধনকেও যৌতুক বলা যাইতে পারে।

যৌতব (যোতু+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, পরিমাণ।

যৌধেয় (যোধ+এয় (ঢেয়)—প্রং) সং, পুং, যোদ্ধা। যোদ্ধার পুত্র।

যৌন (যোনি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, যোনিসম্বন্ধীয়। যোনিজাত। বিবাহসম্বন্ধীয়।

যৌবত (যুবতী+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, যুবতীসমূহ। সঙ্গীতে—উত্তম পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি পরিধান পূর্ব্বক নটীদের অতি মধুর নৃত্য করার নাম যৌবত।

যৌবন (যুবন্+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, তারুণ্য, তরুণাবস্থা, ১৬ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত। শিং—১ "আষোড়শাৎ

ভবেদ্দ্বা'লস্তরুণস্তত উচ্যতে। বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্।

যৌবনকণ্টক (যৌবন তারুণ্য—কণ্টক কাঁটা) সং, পুং,—ক্লীং, যুবগণ্ড, বয়সফোড়া

যৌবনাশ্ব (যুবনাশ্ব নৃপবিশেষ+অ(ঞ)—অপত্যার্থে) সং, পুং যুবনাশ্ব-রাজপুত্র, মান্ধাতা।

যৌবরাজ্য (যুবরাজ—য(ঞ্য)-ভাবে) সং ক্লীং, যুবরাজের পদ, পিতৃসত্বে পুত্রের রাজ্যপদ।

যৌষ্মাক
যৌষ্মাকীণ } (যুষ্মাক যুষ্মদ্ শব্দজ+অ (ঞ)ঈন(খীন)—ইদং র্থে) বিং, ত্রিং, যুষ্মৎসম্বন্ধীয়, ভবৎসম্বন্ধীয়।





র ব্যঞ্জনবর্ণের সপ্তবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। (রা দান করা+অ(ড)—ক। অথবা রম্ ক্রীড়া করা) সং, পুং অগ্নি। কামাগ্নি। রঙ্গ, বর্ণ। বেগ। স্বর্ণ। উত্তাপ। বিং, ত্রিং, তীক্ষ্ণ।

রওয়ানা (পারস্য) যাত্রা, গমন।

রওব (আরবী) ভয়।

রং (রঙ্গ শব্দজ) সং, বর্ণ রঙ্গ।

রংহঃ (রংহস্, রম্ ক্রীড়া করা+অস্—ভাবে, হ—আগম) সং, ক্লীং, বেগ, শীঘ্রতা।

রকম (আরবী) সং, প্রকার, মত। ধরণ, রীতি। অঙ্করাশি।

রক্ত (রন্জ্, রং করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম। বিং, ত্রিং, রঞ্জিত, রং করা। অনুরক্ত, আসক্ত। মধুর, সুশ্রাব্য। লোহিত, রাঙা। ক্রীড়াসক্ত। (+ক্ত—ণ) সং, পুং, কুসুম্ভ। হিঙ্গল। লোহিতবর্ণ। ক্লীং শোণিত, রুধির, কুঙ্কুম। তাম্র, তাঁবা। প্রাচীনামলক। পদ্মক। সিন্দূর। হিঙ্গুল। ক্তা—স্ত্রীং, গুঞ্জা, কুঁচ। লাক্ষা, লা।

রক্তক (রক্ত+কণ্—যোগ অথবা কৈ প্রকাশ পাওয়া। যে রক্তের ন্যায় প্রকাশ পায়) সং, পুং, অম্লানবৃক্ষ। বন্ধুক বৃক্ষ। রক্তশোভাঞ্জন। রক্তেরণ্ড। ক্লীং, রুধির। রক্তবস্ত্র। বিং, ত্রিং, অনুরাগী, অনুরক্ত।

রক্তকণ্ঠ (রক্ত মধুর, সুশ্রাব্য—কণ্ঠ, কণ্ঠ-ধ্বনি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সুস্বরকণ্ঠ, যাহার কণ্ঠস্বর উৎকৃষ্ট।

রক্তকন্দ
রক্তকন্দল } (রক্ত লালবর্ণ—কন্দ মূল। রক্তকন্দ+ল—প্রং) সং, পুং, বিদ্রুম, প্রবাল, পলা।

রক্তকমল
রক্তকম্বল } (রক্ত লালবর্ণ—কমল পদ্ম) সং, ক্লীং, রক্তবর্ণ পদ্ম।

রক্তকাঞ্চন; সং, পুং, স্বনামখ্যাত পুষ্প-বৃক্ষ।

রক্তকুমুদ
রক্তকৈরব
রক্তকোকনদ } (রক্ত লালবর্ণ—কুমুদ, কৈরব, কোকনদ পদ্ম) সং, ক্লীং, রক্তবর্ণ পদ্ম।

রক্তঘ্ন, সং, পুং, রোহিতকবৃক্ষ। ঘ্নী—স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

রক্তচন্দন; সং, ক্লীং, রক্তবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ।

রক্তচিত্রক, সং, পুং, রাংচিতার গাছ।

রক্তচূর্ণ (রক্ত লালবর্ণ—চূর্ণ গুঁড়া) সং, ক্লীং, সিন্দূর। রক্তবর্ণ গুঁড়া।

রক্তজিহ্ব (রক্ত লালবর্ণ—জিহ্বা জিভ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সিংহ। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণ জিহ্বাবিশিষ্ট।

রক্ততুণ্ড (রক্ত লালবর্ণ—তুণ্ড মুখ, চঞ্চু) সং, পুং, শুকপক্ষী। বিং, ত্রিং, লোহিত মুখ।

রক্তদন্তী
রক্তদন্তিকা } (রক্ত লালবর্ণ—দন্ত, ঈপ্, ৬ষ্ঠী—হিং, রক্তদন্তী+কণ্—যোগে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভগবতীর রূপবিশেষ। শিং—১ "ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্। রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ"

রক্তদৃক্ (—দৃশ্, রক্ত—দৃশ্ চক্ষুঃ) সং, পুং,—স্ত্রীং, কপোত, কপোতী। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণ চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট।

রক্তধাতু (রক্ত লালবর্ণ—ধাতু আকরিক) সং, পুং, গৈরিক, গিরিমাটি। তাঁবা। রক্তবর্ণ ধাতু। দেহজাত রক্তবর্ণ ধাতু।

রক্তনাসিক (রক্ত লালবর্ণ— নাসিকা নাক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পেচক, পেঁচা। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণনাসিকাযুক্ত।

রক্তপ (রক্ত শোণিত—প [পা পান করা + অ(ড)—ক] যে পান করে) সং, পুং, রাক্ষস। বিং, ত্রিং, রক্তপান কর্ত্তা। পা—স্ত্রীং, জোঁক। ডাকিনী, রাক্ষসী।

রক্তপত্রিকা; সং, স্ত্রীং, নাকলী। রক্তপুনর্নবা। লোহিতপত্র।

রক্তপদী; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ।

রক্তপল্লব; সং, পুং, অশোকবৃক্ষ।

রক্তপাতা (রক্ত শোণিত—পাত প্রতিপালিত, ৩য়া—হিং) সং,স্ত্রীং, জলোকা, জোঁক।

রক্তপাদ (রক্ত লালবর্ণ—পাদ পা) সং, পুং, শুকপক্ষী। বিং, ত্রিং, যাহার পা রক্তবর্ণ। দী—স্ত্রীং, লজ্জালু। হংসপাদী।

রক্তপায়ী (—য়িন্, রক্ত শোণিত—পায়িন্ যে পান করে) সং, পুং, যে সকল কীট রক্ত পান করে, মৎকুণ, ছারপোকা। য়িনী—স্ত্রীং জলোকা, জোঁক।

রক্তপিণ্ড (রক্ত লালবর্ণ—পিণ্ড গোলাকৃতি ক্ষুদ্ররাশি) সং, ক্লীং, জবাপুষ্প।

রক্তপিত্ত (রক্ত শোণিত—পিত্ত শরীরস্থ ধাতুবিশেষ) সং, পুং, রক্তাধিক্য রোগবিশেষ। মুখ হইতে অকস্মাৎ রক্তবমন।

রক্তপুষ্প; সং, পুং, করবীর। রোহিতবৃক্ষ। রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ। দাড়িমবৃক্ষ। বকবৃক্ষ। বন্ধুকবৃক্ষ। পুন্নাগবৃক্ষ। ষ্পা—স্ত্রীং, শাল্মলিবৃক্ষ। ষ্পী—স্ত্রীং, পাটলিবৃক্ষ। জবা। আবর্ত্তকীলতা। নাগদমনী। করুণীবৃক্ষ। উষ্ট্রকাণ্ডী। [পুনর্নবা। ভূপাটলি।

রক্তপুষ্পিকা; সং, স্ত্রীং, লজ্জালু। রক্ত-

রক্তপূরক (যাহার সেবনে রক্ত পূরণ করে) সং, ক্লীং, বৃক্ষাম্ল।

রক্তফল (রক্ত লালবর্ণ—ফল) সং, পুং, বটবৃক্ষ। লা—স্ত্রীং, বিম্বিকা, তেলাকুচার গাছ। স্বর্ণবল্লী।

রক্তফেনজ (রক্ত শোণিত—ফেন ফেণা—জ [জন্ জন্মান + অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, বামপার্শ্বস্থ ক্লোম, ফুসফুস্।

রক্তবালুক (রক্ত লালবর্ণ—বালুকা বালি) সং, ক্লীং—স্ত্রীং, সিন্দূর, সিঁদুর।

রক্তবাহী (—বাহিন্) বিং, ত্রিং, শোণিতবাহক।

রক্তবীজ (রক্ত শোণিত—বীজ বীচি ৬ষ্ঠী—হিং,) সং, পুং, অসুরবিশেষ। শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি। শিং— "যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ। রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ। সমুৎপততি মেদিন্যাংস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ।" দাড়িম।

রক্তমোক্ষণ (রক্ত—মোক্ষণ মোচন) সং, পুং, শোণিতস্রাব, ফস্তখোলা।

রক্তরেণু (রক্ত লালবর্ণ—রেণু ধূলি) সং, ক্লীং সিন্দূর। পলাশপুষ্পকলিকা। পুন্নাগবৃক্ষ।

রক্তলোচন (রক্ত—লোচন নেত্র) সং, পুং, কপোত, পায়রা। বিং, ত্রিং, যাহার চক্ষুঃ রাঙা।

রক্তবটী } (রক্ত লালবর্ণ—বটি, বরটি
রক্তবরটী } = ফুস্কুড়ি, ব্রণ) সং, স্ত্রীং, মুসুরী, ইচ্ছাবসন্ত।

রক্তবর্গ; সং, পুং, দাড়িম। কিংশুক। লাক্ষা, বন্ধূক। নিশাদ্বয়। কুসুম্ভপুষ্প। মঞ্জিষ্ঠা।

রক্তবর্দ্ধন (রক্ত শোণিত—বর্দ্ধন বৃদ্ধি) সং, পুং, বার্ত্তাকু, বেগুন।

রক্তশাসন (রক্ত লালবর্ণ—শাসন রাজআজ্ঞা। এই পদার্থ প্রস্তুত-সময়ে আজ্ঞাপত্রে রাঙা মোহর ও স্বাক্ষর করা হয় বলিয়া) সং, ক্লীং, সিন্দূর, সিঁদুর।

রক্তসংজ্ঞ রক্ত লালবর্ণ বা শোণিত—সংজ্ঞা নাম) সং, ক্লীং, কুঙ্কুম।

রক্তসন্ধ্যক (রক্ত লালবর্ণ—সন্ধ্যা সায়ংকাল+কণ—সাদৃশ্যার্থে) সং, ক্লীং, রক্তকহ্লার, রাঙা সুঁদি।

রক্তসার; সং, ক্লীং, রক্তচন্দন। রক্তখদির।

রক্তাক্ত (রক্ত—অক্ত বা আক্ত লেপিত) সং, ক্লীং, রক্তচন্দন। বিং, ত্রিং, শোণিতমিশ্রিত। রঞ্জিত।

রক্তাক্ষ (রক্ত লালবর্ণ—অক্ষি নেত্র, ৬ষ্ঠী—হিং, অ(ষ)—প্রং) সং, পুং, মহিষ। পারাবত। সারস। চকোরপক্ষী। ক্রূর ব্যক্তি। বিং, ত্রিং, রক্তচক্ষুঃ, রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। ক্রূর।

রক্তাঙ্গ (রক্ত লালবর্ণ—অঙ্গ দেহ, ৬ষ্ঠী—হিং,) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। কম্পিল্ল। মৎকুণ। মণ্ডল। ক্লীং, প্রবাল, পলা। কুঙ্কুম। বিং, ত্রিং, রক্তদেহ। ঙ্গী—স্ত্রীং, জীবন্তী। মঞ্জিষ্ঠা।

রক্তাতিসার (রক্ত—অতিসার উদরাময়) সং, পুং, রোগবিশেষ।

রক্তাধার (রক্ত শোণিত—আধার আলয়) সং, পুং, শরীরের চর্ম্ম।

রক্তাপহ (রক্ত—অপ—হন্ নাশকরা+অ (ড)—ক) সং, ক্লীং, বোল, গন্ধরস।

রক্তাম্বর (রক্ত—অম্বর পরিধেয়) সং, ক্লীং, কাষায়বস্ত্র। শিং—১ শবোপরি সমাসীনাং রক্তাম্বরপরিচ্ছদাং"

রক্তাম্র; সং, পুং, কোষাম্র।

রক্তার্ম্ম (রক্তার্ম্মন্) সং, ক্লীং, নেত্ররোগবিশেষ। শিং—১ "পদ্মাভং মৃদুরক্তার্ম্ম যন্মাসং চীয়তে সিতে।"

রক্তার্ব্বুদ; সং, পুং, রোগবিশেষ।

রক্তালু; সং, পুং, শকরকন্দ আলু।

রক্তাশয় (Heart, রক্ত—আশয় আধারস্থান) সং, রক্তের আধার-স্থান, হৃৎপিণ্ড।

রক্তিকা (রক্ত লালবর্ণ+কণ—প্রং) সং, স্ত্রীং, রক্তিকা, গুঞ্জা। রাজিকা।

রক্তিমা (রক্ত শোণিত+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, শোণিতবর্ণ, রাঙা রঙ্।

রক্তোৎপল (রক্ত লালবর্ণ—উৎপল পদ্ম) সং, ক্লীং, কোকনদ। পুং, শাল্মলীবৃক্ষ।

রক্তোপল (রক্ত লালবর্ণ—উপল [প্রস্তর] খড়ীমাটি ইত্যাদি) সং, ক্লীং, গিরিমাটী, গৈরিক।

রক্ষ (রক্ষ্ রক্ষা করা+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষাকর্ত্তা। (+অ(অল্)—ভাবে) রক্ষা

রক্ষক (রক্ষ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা। ত্রাণকর্ত্তা।

রক্ষণ (রক্ষ দেখ, অন্ অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পালন, পরিত্রাণ। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষক।

রক্ষণীয় (রক্ষ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষণার্হ। আশ্রয়ার্হ।

রক্ষঃ (রক্ষস্, রক্ষ্ [কুবেরের ধন] রক্ষা করা +অস্—পা। যাহা হইতে যজ্ঞীয় হবি রক্ষিত হয়) সং, পুং, রাক্ষস।

রক্ষঃসভ (রক্ষস্ রাক্ষস—সভা জনতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রাক্ষস-সমূহ।

রক্ষা (রক্ষ রক্ষা করা+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, পালন। (+অ—ণ) রাখী। ভস্ম। লাক্ষা।

রক্ষাকাণ্ড (রক্ষা—কাণ্ড) সং, পুং—ক্লীং, রক্ষণার্থ দূর্ব্বাদি গুচ্ছ।

রক্ষাগৃহ (রক্ষা—গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, সূতিকাগার।

রক্ষাধিকৃত (রক্ষা—অধিকৃত) বিং, ত্রিং, রক্ষার্থ রাজনিযুক্ত। [ভূর্জ্জত্বক্।

রক্ষাপত্র; সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ। ক্লীং,

রক্ষিকা (রক্ষা+কণ—প্রং, আপ্) সং, রক্ষা, রাখি। শিং—১ "অনেন বিধিনা যস্তু রক্ষিকাবন্ধমাচরেৎ।"

রক্ষিত (রক্ষ্ রক্ষা করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্রাত, পালিত। সং, পুং, উপাধিবিশেষ। বৈদ্যক গ্রন্থবিশেষ।

রক্ষিতা—রক্ষিতৃ | রক্ষী—রক্ষিন্ (রক্ষিত দেখ, তৃ (তৃন, ইন্—ক) বিং, ত্রিং, রক্ষাকর্ত্তা।

রক্ষিসৈন্য (Guards) কোন স্থান বা ব্যক্তিকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ বা অন্য প্রকার অপকার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত সৈন্য।

রক্ষোঘ্ন | রক্ষোহা (রক্ষস্ রাক্ষস—হন নাশ করা+অ(টক্)—ক। ২য়—পক্ষে ০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, রাক্ষসনাশক, রাক্ষসঘাতক (বস্ত্র)। সং, ক্লীং, কাঞ্জিক, কাঁজি। হিঙ্গু, হিং। পুং, শ্বেত সর্ষপ। ভল্লাতক বৃক্ষ। ঘ্নী—স্ত্রীং, বচা।

রক্ষোজননী (রক্ষস্ রাক্ষস—জননী মাতা) সং, স্ত্রীং, রাত্রি রাক্ষসমাতা।

রক্ষ্ণ (রক্ষিত দেখ, নঙ্—ভাবে) সং, পুং, ত্রাণ, রক্ষণ, পালন। আশ্রয়দান।

রক্ষ্য (রক্ষিত দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রক্ষণীয়, রক্ষা করিবার যোগ্য। বারণীয়।

রগ (পারস্য) সং, কপালের পার্শ্বদ্বয়ের শির।

রগড় (ত্রগড় শব্দজ কি ?) বাদ্যের শব্দ। ঢক্কাদিতে আঘাতের উপক্রম। মর্দ্দন, ডলা, পেষণ। রহস্য, কৌতুক।

রঘু (রঘ্ গমন করা+উ (কু) সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় দিলীপরাজার পুত্র, রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। শিং—১ "শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেষাং যুধি চেতি পার্থিবঃ। অবেক্ষ্য ধাতোর্গমনার্থমর্থবিচ্চকার নাম্না রঘুমাত্মসম্ভবং।" কালিদাস প্রণীত কাব্যগ্রন্থবিশেষ। পুং, বহুং, রঘুবংশীয় অজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়।

রঘুকার (রঘু রঘুবংশ [যাহার বর্ণনাত্মক কাব্য, এই লেখক কর্তৃক রচিত হইয়াছে] —কার [কৃ করা+অ (ষণ্)—ক] যে রচনা করে) সং, পুং, রঘুবংশ কাব্যকর্ত্তা, কালিদাস।

রঘুনন্দন (রঘু—নন্দন পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রামচন্দ্র। স্মৃতি-সংগ্রাহক বঙ্গীয় পণ্ডিতবিশেষ।

রঘুনাথ, রঘুপতি | রঘুবর, রঘূদ্বহ | রঘুবংশতিলক (রঘু—নাথ, পতি, বর, উদ্বহ, তিলক =শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রামচন্দ্র।

রঘুবংশ (রঘু—বংশ, ৬ষ্ঠী—ষ+৭মী—হিং) সং, পুং, রঘুরাজবংশ। ক্লীং, রঘুর পিতা দিলীপ রাজা অবধি অগ্নি বর্ণের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত কালিদাস-প্রণীত মহাকাব্য।

রঙ্ক (রনক্ গমন করা+অ—প্রং, অথবা রম্ ক্রীড়া করা + অ(ক)—ক) বিং, ত্রিং, কৃপণ। দরিদ্র। নীচ, ক্ষুদ্র।

রঙ্কু (রম্ ক্রীড়া করা+উ(কু)—ক, নিপাতন) সং, পুং, মৃগবিশেষ, যে হরিণের পৃষ্ঠদেশ কর্ব্বুরবর্ণ।

রঙ্গ (রনজ্ রংকরা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, রঞ্জকদ্রব্য, রাঙ। বর্ণ, রঙ্। টঙ্কণ। খদিরসার। নাট্য নৃত্য গীত অভিনয়াদি আমোদপূর্ব্বক হেলিতে দুলিতে ভাবভঙ্গি প্রকাশকরা। (+ঘঞ্—র্ম্ম) নাট্যশালা, রণভূমি। (+ঘঞ্—ণ) পুং,—ক্লীং, রাঙ ধাতু। (পারস্য) তামাসা।

রঙ্গচিঙ্গা (দেশজ) চেঙ্গড়া ছেলে, যাহারা রঙ্গ দেখিতে ভাল বাসে।

রঙ্গজ (রঙ্গ রাঙ, রঙ্—জ [জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ (ড) ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, সিন্দূর, সিঁদুর।

রঙ্গজীবক (রঙ্গ নাট্যশালা, রঙ্—জীবক যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, নাট্যকারক, চিত্রকর। অভিনেতৃবর্গ।

রঙ্গন (রনজ্ রং করা+অনট্—ভাবে) পুং, চিত্রকরণ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; যথা—
"গড়িল পারুলফুলে তুণ মনোহার।
বোঁটা সহ রঙ্গনে পূরিয়া দিল শর।"

রঙ্গভূতি (রঙ্গ নৃত্যগীত অভিনয়াদি—ভূতি হওন। যে রাত্রি দ্যূতাদি ক্রীড়া দ্বারা অতিবাহিত হয়) সং, স্ত্রীং, কোজাগর পূর্ণিমা।

রঙ্গভূমি (রঙ্গ নৃত্যগীত অভিনয়াদি—ভূমি স্থান) সং, স্ত্রীং, নাট্যশালা। রণস্থল। মরুভূমি, কুস্তির আড্ডা।

রঙ্গমল্লী (রঙ্গ গীতাদি—মল্ল্ ধারণ করা +অ, ঈ) সং, স্ত্রীং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা।

রঙ্গমাতা (রঙ্গমাতৃ, রঙ্গ অনুরাগ, বর্ণ—মাতৃ মাতা। কণ্—যোগে রঙ্গমাতৃকাও হয়) সং, স্ত্রীং, দূতী, কুট্টনী। লাক্ষা, লা।

রঙ্গবীজ (রঙ্গ রাঙ—বীজ [বীচি] সার অংশ) সং, ক্লীং, রৌপ্য, রূপা।

রঙ্গাজীব (রঙ্গ রঞ্জন, নাট্যশালা—আজীব যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, শিল্পিবিশেষ। চিত্রকর। নট, নাট্যকারক।

রঙ্গাবতারক } (রঙ্গাবতারিন্. রঙ্গ
রঙ্গাবতরী } নাট্য—অবতারক, অবতরী [অব—তৄ পার হওয়া+অক(ণক), ইন্ (ণিন্)—ক] যে অবতীর্ণ হয়, ৭মী য) সং, পুং, নট, নাট্যকারক।—রিকা, রিণী—স্ত্রীং, নটী।

রঙ্গী (রঙ্গীন্ রঙ্গ রঙ, অনুরাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রঙ্গবিশিষ্ট।

রঙ্গীন (পারস্য রঙ্গ শব্দজ) বর্ণযুক্ত, রংদার।

রঙ্ঘঃ (রঙ্ঘস্, রন্‌ঘ্ গমন করা+অস্—ভা) সং, ক্লীং, বেগ. শীঘ্রতা।

রচক (রচ্ সৃষ্টি করা, রচনা করা+অক) (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, রচনাকারক।

রচন—ক্লীং } (রচ্ ণি=রচি সৃষ্টি
রচনা—স্ত্রীং } করা, রচনা করা+অনট্—ভা) সং, শ্রেণীপূর্ব্বক বিন্যাস, সাজান, অর্পণ। বেশবিন্যাস। মাল্যাদি গ্রন্থন। গদ্য বা পদ্যময় বাক্যবিন্যাস। নির্ম্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ। স্থাপন। ভূষণ।

রচয়িতা (রচয়িতৃ, রচ্-ণি=রচি রচনা করা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, রচনাকর্ত্তা, নির্ম্মাতা।

রচিত (রচ্-ণি=রচি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কৃত। নির্ম্মিত, গঠিত। গ্রথিত গুম্ফিত। বিন্যস্ত, অর্পিত। শোভিত। পরিষ্কৃত।

রজ—পুং } (রন্‌জ রং করা ইত্যাদি
রজঃ—ক্লীং } +অ(অল্)—র্ম্ম। ২য়—পক্ষে+অস্—ণ) সং, ধূলি। পুষ্পরেণু. পরাগ। স্ত্রীলোকের মাসে মাসে যোনিনিঃসৃত রক্ত, স্ত্রীকুসুম, ঋতু। ইচ্ছা। দ্বেষ অহঙ্কারাদির কারণ গুণবিশেষ। শিং—১ “রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমস্পৃশে।”

রজঃশয় (রজস্ ধূলি—শয় যে শয়ন করে) সং, পুং, কুক্কুর, কুকুর।

রজঃসারথি (রজস্ ধূলি—সারথি রথাদি চালক) সং, পুং, বায়ু।

রজক (রন্‌জ্ [বস্ত্র রং করা+অক(ষক)—ক, শিল্পী অর্থে) সং, পুং, ধোপা, তীবরপত্নীগর্ভে ধীবরের ঔরসে জাত জাতিবিশেষ। রঙকারক। কী—স্ত্রীং, ধোপানী। রঙ্গকারিণী।

রজত (রন্‌জ্ রঙ করা+অতক্—ণ) সং, ক্লীং, রৌপ্য। স্বর্ণ। হস্তিদন্ত। হার। শোণিত। হ্রদ। বিং, ত্রিং, শুভ্রবর্ণ।

রজতগিরি } (রজত রৌপ্য—গিরি,
রজতাচল } অচল=অদ্রি পর্ব্বত। সং.
রজতাদ্রি } পুং, কৈলাস পর্ব্বত। শিং—১ “ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্।”

রজতদ্যুতি (রজত রৌপ্য—দ্যুতি দীপ্তি) সং, পুং, হনূমান্।

রজতপ্রস্থ (রজত শুভ্রবর্ণ [বা রৌপ্য] প্রস্থ পর্ব্বতের উপরিস্থ সমভূমি) সং, পুং, কৈলাসপর্ব্বত।

রঞ্জন (রন্‌জ্ রং করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রং করা। (দেশজ) বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ।

রজনি } রন্‌জ্ রং করা+অনি—র্ম্ম)
রজনী } সং, স্ত্রীং, নিশা, রাত্রি। (+অনি—ণ) হরিদ্রা। লাক্ষা, লা। নীলীবৃক্ষ।

রজনিকর } (রজনী রাত্রি—কর কিরণ,
রজনীকর } ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা রজনী—

ক্ষ করা+অ(ট্)—ক, ২য়া—ষ) সং, পুং, নিশাকর, চন্দ্র।

রজনীগন্ধা ; সং, স্ত্রীং, স্বনামখ্যাত শ্বেতবর্ণ পুষ্প।

রজনিচর } (রজনী রাত্রি—চর [চর্ গমন করা+অ(টক্)—ক]
রজনীচর }
যে চরে) সং, পুং, রাত্রিচর, রাক্ষস। তস্কর। প্রহরী।

রজনীজল (রজনী রাত্রি—জল। রাত্রিতে পতন হয় বলিয়া) সং, ক্লীং, নীহার, শিশির।

রজনীপুষ্প ; সং, পুং, পূতিকরঞ্জ।

রজনিমুখ } (রজনী রাত্রি—মুখ আস্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, সূর্যে্যর
রজনীমুখ }
অস্তকাল হইতে চারিদণ্ড কাল) প্রদোষ, সন্ধ্যাকাল, নিশামুখ।

রজনীহাস ; সং, স্ত্রীং, শেফালিকা।

রজপূত (রাজপুত্র শব্দজ) সং, জাতি-বিশেষ।

রজসানু (রন্জ্ অনুরক্ত হওয়া, রং করা +সানু—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, মেঘ। চিত্ত।

রজস্বল (রজস্ ধূলি ইত্যাদি+বল—অস্ত্যার্থে) সং, পুং, মহিষ। বিং, ত্রিং, রজো-যুক্ত। লা—স্ত্রীং, ঋতুমতী।

রজোবল } রজস্ ধূলি—বল, রস= সার) সং, ক্লীং, অন্ধকার।
রজোরস }

রজোহর (রজস্ ধূলি ময়লা+হর যে হরণ করে) সং, পুং, রজক, ধোপা।

রজ্জু (সৃজ সৃষ্টি করা+উ—র্ম্ম, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, বন্ধনী, দড়ি। বেণী, চুলের বিউনি।

রঞ্জক (রন্জ্-ণি=রঞ্জি রং করা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, বস্ত্রাদির রংকারক।

রঞ্জন (রন্জ—ণি=রঞ্জি রং করা, অনুরক্ত হওয়া+অনট্-ভাবে) সং, ক্লীং, রং করা। অন্তঃকরণে অনুরাগ উৎপাদন, সন্তুষ্টকরণ। রক্তচন্দন (+অন—ক) বিং, ত্রিং, প্রীতি বা রাগজনক। নী—স্ত্রীং, নীলা। মঞ্জিষ্ঠা। হরিদ্রা। শেফালিকা। হরিদ্রা পর্পটী।

রঞ্জনক্রু ; সং, পুং, অচ্ছুকবৃক্ষ, আচ গাছ।

রঞ্জিত (রন্জ-ণি=রঞ্জি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রঙ্গান, যাহা রং করা হইয়াছে। ছোবান। তর্পিত। সন্তোষিত, যাহার অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রটন—ক্লীং, } (রট্ বলা + অনট্—ভা, আপ্) সং, ঘোষণা, প্রচার।
রটনা—স্ত্রীং, }
বিবরণ। কথন। খ্যাতি।

রটন্তী (রট্ বলা+অৎ(শতৃ)—র্ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। শিং —১ "মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দ্দশী। তস্যামুদয়বেলায়াং স্নাত্বা নাবেক্ষতে যমং।"

রটিত (রটন দেখ,—ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ঘোষিত, প্রচারিত। খ্যাত। কথিত।

রড়—রথ কিম্বা শকটাদির দ্রুতগমন-শব্দ। দ্রুতগমন।

রণ্ (রণ্ শব্দ করা+অ(অল্)—ধি) সং, পুং, —ক্লীং, যুদ্ধ, সংগ্রাম, সমর, লড়াই। (+অল্—ভাবে) পুং, শব্দ। গমন।

রণৎ (রণ দেখ, অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, শব্দায়মান।

রণতরি (রণ যুদ্ধ—তরি পোত) সং, স্ত্রীং, যুদ্ধজাহাজ।

রণরঙ্ক (রণ যুদ্ধ—রঙ্ক নীচ) সং, পুং, রণকাতর হস্তী।

রণরণ (রণ যুদ্ধ, শব্দ দ্বিত্ব) সং, ক্লীং, অপহৃত বা নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত অনুশোচনা। পুং, মশক, মশা।

রণরণক—পুং, } রণ্ শব্দ করা [দ্বিত্ব +কণ্—প্রং,) সং,
রণরণিকা—স্ত্রীং, }
পুং, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। অতিশয়। শিং— "অয়ি সৈবেয়ং রণরণকদায়িনী চিত্রদর্শনাৎ বিরহভাবনা দেব্যাঃ স্বপ্নোদ্বেগং করোতি।"

রণসঙ্কুল (রণ যুদ্ধ—সঙ্কুল মিশ্রিত) সং, ক্লীং, ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল যুদ্ধ, হুড়াহুড়ি।

রণাঙ্গন } (রণ—অঙ্গন, অজির—উঠান)
রণাজির } সং, ক্লীং, সমরক্ষেত্র, যুদ্ধ-ভূমি।

রণালঙ্করণ ; সং, পুং, কঙ্কপক্ষী।

রণিত (রণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শব্দিত, শব্দ করা। (+ক্ত—ভাবে) শব্দ।

রণ্ড (রম্ ক্রীড়া করা+ড—ক) বিং, ত্রিং, ধূর্ত্ত। অর্দ্ধচর্ম্মাবচ্ছিন্ন অবয়ব। আশ্রমহীন। ধর্ম্মবিহীন। বন্ধ্যা, যে ব্যক্তির সন্তান হয় নাই। বন্ধ্যাবৃক্ষাদি, যে বৃক্ষের বা লতার ফল বা পুষ্প হয় না।

রণ্ডক (রণ্ডা রাঁড়+ক—প্রং) সং, পুং, ফলহীন বৃক্ষ, রাঁড়া গাছ। লতাবিশেষ, মূষিকপর্ণী। স্বনামপ্রসিদ্ধ ছন্দোবিশেষ।

রণ্ডা (রম্ ক্রীড়া করা+ড, আ প্রং) সং, স্ত্রীং, বিধবা, রাঁড়। বেশ্যা।

রণ্ডাশ্রমী (রণ্ডাশ্রমিন্, রণ্ড বিফল—আশ্রম +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ৪৮ বৎসর বয়সের পর যে ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ হয়। শিং—১ "চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি। স্ত্রীয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ।"

রত (রম ক্রীড়া করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, রতি, রমণ। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, অনুরক্ত, আসক্ত।

রতকীল } (রত রমণ—কীল [শঙ্কু] বন্ধন। রত রমণ—ব্রণ ঘা। রতশায়িন্, রত রমণ শায়িন্ যে শয়ন করে) সং, পুং, কুক্কুর।
রতব্রণ }
রতশায়ী }

রতকূজিত (রত রমণ—কূজিত অব্যক্তধ্বনি) সং, ক্লীং, স্ত্রী-সংসর্গকালীন সুখব্যঞ্জক অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ, শীৎকার, মণিত।

রতগুরু (রত রমণ গুরু—শিক্ষক) সং, পুং, পতি, স্বামী।

রতজ্বর (রত রতি—জ্বর) সং, পুং, কাক, বায়স।

রততালী (রততালিন্, রত রমণ—তাল্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া, উন্নত হওয়া+ইন্—প্রং) সং, পুং, কামুক, লম্পট। লী—স্ত্রীং, দূতী, কুট্টনী।

রতনারীচ (রত রতি—নারী স্ত্রীলোক—চি একত্র করা বা চর্ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, রতিকালে স্ত্রীলোকদিগের শীৎ-কার শব্দ। কন্দর্প। কুক্কুর। লম্পট।

রতনিধি (রত রমণ—নিধি ধন) সং, পুং, খঞ্জনপক্ষী।

রতর্দ্ধিক রত রমণ—ঋদ্ধি বৃদ্ধি, কণ্—যোগ) সং, পুং, দিবস। সুখস্নান। অষ্টমঙ্গল।

রতহিণ্ডক (রত রতি—হিন্ড্ গমন করা +অক(ণক)—ক) সং, পুং, স্ত্রীচোর। লম্পট, লোচ্চা।

রতান্দুক } (রত রমণ—অন্দুক শৃঙ্খল। রত রতি—আ—মর্দ্ মর্দ্দন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, কুক্কুর।
রতামর্দ্দ }

রতান্ধ্রী ; সং, স্ত্রীং, কুজ্ঝটিকা, কোয়াসা।

রতায়নী (রত রমণ—অয়ন গমন) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা, গণিকা।

রতার্থিণী ; সং, স্ত্রীং, মৈথুনাভিলাষিণী।

রতি (রত দেখ, তি (ক্তিচ্)—ক) সং, স্ত্রীং, স্মরপ্রিয়া, কামপত্নী। (+ক্তি—ভা) অনু-রাগ, আসক্তি। ক্রীড়া। রমণ। প্রীতি, সন্তোষ। শিং—১ "আময়স্ত রতিরাগসম্ভবঃ।"

রতিকুহর } (রতি রমণ—কুহরগহ্বর। রতি রমণ—গৃহ, মন্দির=ঘর, স্থান) সং, ক্লীং, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন।
রতিগৃহ }
রতিমন্দির }

রতিনাগ ; সং, পুং, ষোড়শবন্ধার্গত পঞ্চদশ বন্ধ।

রতিপতি } রতি—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ। রতি—প্রিয়, ৬ষ্ঠী—ষ। রতি—রমণ যে রমণ করে, ২য়া—ব) সং, পুং, কন্দর্প, মদন।
রতিপ্রিয় }
রতিরমণ }

রতিমদা (রতি রমণ—মদ্ হৃষ্টহওয়া+ অ—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্বর্গবিদ্যাধরী; অপ্সরা।

রতিলক্ষ ; সং, ক্লীং, নিধুবন, রমণ।

রতিবন্ধ (রতি রমণ—বন্ধ) সং, পুং, ষোড়শ প্রকার রমণবন্ধবিশেষ। শিং—১"ন ভবন্তি যদা নার্য্যস্তুষ্টা বাহ্যরতে মতাঃ। নানাবিধৈ স্তথা বন্ধৈ রন্তব্যাঃ কামিভিঃ স্ত্রিয়ঃ। ১ পদ্মাসনো ২ নাগপাশো ৩ লতাবেষ্টো ৪ র্দ্ধসংপুটঃ। ৫ কুলিশঃ ৬ সুন্দরশ্চৈব তথা ৭ কেশব এব চ। ৮ হিল্লোলো ৯ নরসিংহোঽপি ১০ বিপরীতস্তথাপরঃ। ১১ ক্ষুব্ধো-বৈ ১২ ধেনুকশ্চৈব ১৩ উৎকণ্ঠস্তু ততঃ পরম্। ১৪ সিংহাসনো ১৫ রতিনাগঃ ১৬ বিদ্যাধরস্তু ষোড়শঃ।"

রতিসত্বরা ; সং, স্ত্রীং, পিড়িঙ্গ শাক।

রতোদ্বহ (রত রমণ—উদ্বহ উস্কাইয়া দেওয়া) সং, পুং, কোকিল।

রত্তি, **রত্তিকা** (রম্ ক্রীড়াকরা+তি(ক্তি)—ণ, বণ্—যোগ, ম=ৎ) সং, স্ত্রীং, পরিমাণবিশেষ, গুঞ্জা, রতি। গুঞ্জাফল।

রত্ন (রম্ ক্রীড়া করা—ন—ক, ম=ৎ) সং, ক্লীং, মণি মুক্তা সুবর্ণাদি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্তু। মাণিক্য। বজ্র। শ্রেষ্ঠবস্তু। যে কোন বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ। শিং—১"হা বিদগ্ধসভান্তররত্ন।"

রত্নকদলী—রামরম্ভা।

রত্নকন্দল (রত্ন—কন্দল অঙ্কুর) সং, পুং, প্রবাল, পলা।

রত্নকূট (রত্ন রত্নময়—কূট শিখর) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ।

রত্নগজ (রত্ন শ্রেষ্ঠ—গজ) সং, পুং, যে সকল হস্তীর মস্তকে রত্ন জন্মে।

রত্নগর্ভ (রত্ন—গর্ভ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কুবের। সমুদ্র। র্ভা—স্ত্রীং, পৃথিবী। সং-পুত্রবতী নারী।

রত্নজীবী, **রত্নবণিক্**, **রত্নবণিজ্** (—জীবিন্, রত্ন—জীবী যে জীবিকানির্ব্বাহ করে। রত্ন—বণিজ্ ক্রয়বিক্রয়কারী) সং, পুং, রত্নবিক্রেতা, মণিকার, জহুরি।

রত্নত্রিতয় ; সং, ক্লীং, সদৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র—এই তিন।

রত্নধেনু ; সং, স্ত্রীং, মহাদানবিশেষ।

রত্ননিধি ; সং, পুং, খঞ্জনপক্ষী।

রত্নপারায়ণ ; সং, ক্লীং, সর্ব্বরত্নের আধার। শিং—১"সমুদ্রোপত্যকা হৈমী পর্ব্বতাধিত্যকা পুরী, রত্নপারায়ণং নাম্না লঙ্কেতি মম মৈথিলী।"

রত্নময় (রত্ন+ময়ট্—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, মণিময়, মণিনির্ম্মিত।

রত্নমুখ্য (রত্ন—মুখ্য প্রধান, ৬ষ্ঠী—য) সং, ক্লীং, হীরক, হীরা।

রত্নরাট্ (—রাজ্, রত্ন—রাজ্ যে দীপ্তি পায়) সং, ক্লীং, মাণিক্য। বিং, ত্রিং, রত্নশ্রেষ্ঠ।

রত্নবতী (রত্ন—বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। বিং, ত্রিং, রত্নযুক্ত।

রত্নবর্ষুক (রত্ন—বর্ষুক বর্ষণশীল) সং, ক্লীং, পুষ্পকরথ। বিং,ত্রিং, রত্নবর্ষণশীল।

রত্নসানু (রত্ন—সানু, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি) সং, পুং, সুমেরু পর্ব্বত।

রত্নসূ (রত্ন—সূ প্রসব করা +০(ক্বিপ্)—ক] যে প্রসব করে, ২য়া—য) সং, স্ত্রীং, পৃথ্বী, বসুন্ধরা। রত্ন প্রসবিনী।

রত্নাকর (রত্ন—আকর উৎপত্তি-স্থান, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, সমুদ্র। রত্নখনি। বাল্মীকির পূর্ব্বনাম। [রথ। রত্নচিহ্ন।

রত্নাঙ্ক (রত্ন—অঙ্ক চিহ্ন) সং, পুং, বিষ্ণুর

রত্নাচল (রত্ন রত্ননির্ম্মিত—অচল পর্ব্বত) সং, পুং, দানার্থ মণিময় পর্ব্বত। শিং—১"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রত্নাচলমনুত্তমম্।"

রত্নাভরণ (রত্ন—আভরণ) সং, ক্লীং মণিময় অলঙ্কার, জড়াও গহনা।

রত্নাবলী (রত্ন—আবলী শ্রেণী) সং, স্ত্রীং রত্নহারা রত্নশ্রেণী। বৎসরাজপত্নী। শ্রীহর্ষকৃত চতুরঙ্কান্বিত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

রত্নি (ঋ গমন করা+ অত্নি,কত্নি)—ক, অরত্নিও হয়) সং, পুং,—স্ত্রীং, কমুই অবধি বদ্ধমুষ্টিহস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, মুটহাত।

রত্যঙ্গ (রতি রমণ—অঙ্গ অবয়ব) সং, ক্লীং, যোনি, স্ত্রী-চিহ্ন।

রথ (রম্ ক্রীড়া করা+থ(কৃথন্) - ণ) সং, চক্রযুক্ত যুদ্ধযান। স্যন্দন। শকটাদি। বাহন। চরণ। শরীর। শিং—১ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।" বেতস বৃক্ষ। বঞ্জুললতা। বানর। তিনিশবৃক্ষ।

রথকট্যা } (রথ+কটা, কড্যা—সমূহার্থে)
রথকড্যা } সং, স্ত্রীং, রথসমূহ, রথশ্রেণী।

রথক; সং পুং, মন্দিরাবয়ববিশেষ।

রথকর } রথ—কৃ করা+অ(ট), অ(ষণ্)
রথকার } —ক) সং, পুং, সূত্রধর জাতিবিশেষ। মাহিষ্য হইতে করণীতে জাত জাতিবিশেষ।

রথকুটুম্বী (—কুটম্বিন্, রথ—কুটম্বিন্, যে পোষ্যবর্গের কিয়দংশ পোষে) সং, পুং, সারথি, রথপরিচালক।

রথগর্ভক (রথ—গর্ভ ভ্রূণ+কণ্—প্রং) সং, পুং, মনুষ্য-বাহ্য-যান, শিবিকা, ডুলি প্রভৃতি।

রথগুপ্তি (রথ—গুপ্তি গোপন, রক্ষণ) সং, স্ত্রীং, শরীর রক্ষার্থ অথবা শত্রুপ্রহারজন্য শস্ত্রাদি রাখিবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থানবিশেষ, বরূথ।

রথচরণ } (রথ—চরণ,পাদ=পা, ৬ষ্ঠী—ষ)
রথপাদ } সং, পুং, চক্র। চক্রবাক পক্ষী। রথচক্র।

রথদ্রু (রথ—দ্রু বৃক্ষ। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ চক্রাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়) সং, পুং, তিনিশবৃক্ষ।

রথন্তর (রথ রথাদি [দ্বারায় ন্যায়]—তৃ [জগৎ] পার হওয়া+অ (খ)—ক) সং, ক্লীং, সামবেদ। ত্রিং, রথসারথি।

রথপর্য্যায়, রথভ্র (রথ—পর্য্যায় ক্রম। রথ—অভ্র মেঘ বা জল) সং, পুং, বেতস বৃক্ষ বেতগাছ।

রথযাত্রা (রথ—যাত্রা গমন) সং, স্ত্রীং আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়াতে কর্ত্তব্য উৎসববিশেষ।

রথযুক্ (—যুজ্, রথ—যুজ্ [যুজ্ যোগকরা +০ (ক্বিপ) —ক] যে যোগ করে, ২য়া—য) সং, পুং, সারথি, রথচালক।

রথাঙ্গ (রথ—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং চক্র, চাকা। পুং, চক্রবাক পক্ষী।

রথাঙ্গনামা (—নামন্, রথাঙ্গ চক্র—নামন্ নাম ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চক্রবাকপক্ষী। শিং —১ "অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি দ্বন্দ্বানি।"

রথাঙ্গপাণি (রথাঙ্গ চক্র—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, চক্রপাণি, বিষ্ণু।

রথাঙ্গী (রথাঙ্গিন্, রথাঙ্গ চক্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চক্রধর হরি।

রথারোহী (—আরোহিন্, রথ—আরোহী যে আরোহণ করে) বিং, ত্রিং, রথারূঢ়। সং, পুং, রথস্থ যোদ্ধা।

রথিক,রথিন্ } (রথিন্, রথ+ইক
রথির,রথী } (ষ্ণিক), ইন, ইর, ইন্ —সঙ্করণার্থে) সং, পুং, রথস্বামী। রথারূঢ় ব্যক্তি। রথস্থ যোদ্ধা।

রথোদ্ধতা; সং, স্ত্রীং, একাদশাক্ষর পাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহাতে ১ম, ৩য়, ৭ম, ৯ম, ও ১১শ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ লঘু।

রথ্য (রথ+য—যোগ্যার্থে) সং, পুং, রথবাহক অশ্ব। ক্লীং, চক্র, চাকা। (+য—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, রথসম্বন্ধীয়। শিং—১ "যত্রথ্যং স্যাদ্বারোরিতি চর্ম্মণ্যাং পরিগৃহীয়াৎ." থ্যা—স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ, রাস্তা, রথসমূহ। আবর্ত্তনী। চত্বর।

রথ্যাবাহী (—বাহিন্, রথ্যা পথ—বহ্ বহন করা+ইন (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পথিক।

রদ (রদ্ ভেদ করা+অ(অল্)—ণ) সং, পুং, দন্ত, দাঁত। (+অন—ভাবে) উৎখাত, খনন। (আরবী) প্রতিবাদ করা। রহিত। খারিজ।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ (রদ, রদন দাঁত—চ্ছদ আচ্ছাদন. ৬ষ্ঠী—ষ স°, পুং, দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠ, অধর কাহার মতে ক্লীবলিঙ্গ)।

রদন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ণ) সং, পুং, দন্ত, দাঁত। (+ অনট্—ভা) ক্লীং, খনন। ছেদন।

রদনী, রদী (রদনিন্, রদিন্, রদন, রদ=দন্ত +ইন—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, দন্তী, গজ।

রদী (আরবী রদ্দী শব্দজ) অপকৃষ্ট দ্রব্য।

রদ্ধ (রধ্ আঘাত করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। ক্ষতিগ্রস্ত।

রদ্ধা (রদ্ধ্, রধ আঘাত করা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, আঘাতকারী। ক্ষতিকারক।

রধিত (রধ্+ইত) বিং, ত্রিং, ব্যথিত, পীড়িত।

রন্তিদেব (রন্তি [রম্ রমণ করা+ক্তিক্—ক] রমণ—দেব দেবতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু। চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ; ইনি সাঙ্কৃতির পুত্র। কুক্কুর।

রন্তু (রম্ ক্রীড়া করা+তু—প্রং) সং, স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ। নদী।

রন্ধক (রধ্ আঘাত করা+ অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, আঘাতকারী, ক্ষতিকারক।

রন্ধন (রধ্ পাক করা+ অনট্—ভা) সং, ক্লীং, পাক, রান্না।

রন্ধিত (রন্ধন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কৃতরন্ধন, যাহা রন্ধন করা হইয়াছে।

রন্ধ্র (রম্ ক্রীড়া করা+০(ক্বিপ্)—ভাবে —ধৃ ধারণ করা+অ(ক)—ক) সং, ক্লীং, ছিদ্র, বিবর, গর্ত্ত। কুক্ষি। অন্যায় আলস্যাদি দোষ, ছল। শিং—১ "আবৃণোদাত্মনো রন্ধ্রং রন্ধ্রেষু প্রহরন্ রিপূন্।" জ্যোতিষে—লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান।

রন্ধ্রকণ্ট ; সং, পুং, জালবর্ব্বুরক।

রন্ধ্রবভ্রু (রন্ধ্র ছিদ্র—বভ্রু নকুল) সং, পুং, মূষিক, ইঁদুর। [বাঁশ।

রন্ধ্রবংশ ; সং, পুং, সচ্ছিদ্র বেণু, ফাঁপা

রপ্তানি (যাবনিক) বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করা।

রফা (আরবী) শান্তি, ঝগড়া মিটান। শেষ।

রব্ধ ; বিং, ত্রিং, আরব্ধ।

রভস (রভ্ উৎসুক হওয়া+অস(অসচ্)—র্ম্ম) সং, পুং, বেগ, শীঘ্রতা। হর্ষ। ঔৎসুক্য। শোক। পূর্ব্বাপর বিবেচনা। অভিধানবিশেষ। কার্য্যকারণগবেষণা। অনুতাপ। বলাৎকার।

রম (রম্ ক্রি=রমি ক্রীড়া করা+অ(অন্) —ক) সং, পুং, কান্ত, স্বামী। কামদেব। রক্তাশোকবৃক্ষ। রমণ। বিং, ত্রিং, আনন্দজনক। রমণীয়।

রমক (রম্ ক্রীড়া করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, উপপতি, জার।

রমঠ (রম্ ক্রীড়া করা+অঠ—প্রং) সং, ক্লীং, হিঙ্গু, হিং।

রমঠধ্বনি ; সং, পুং, হিঙ্গু।

রমণ (রম্ ক্রি=রমি ক্রীড়া করা+অন—ক) সং, পুং, কন্দর্প। পতি। গর্দ্দভ। বৃষণ। মহাবিষ। বিং, ত্রিং, প্রিয়। ণা, ণী—স্ত্রীং, (যা বপুর্গুণোপচারেণ সৌভাগ্যেন কান্তং রময়তি সা) সুন্দরী স্ত্রী। প্রিয়া। পত্নী। অর্দ্ধসমবৃত্তবিশেষ। বালাখ্যবৃক্ষ। শিং—১ "বালা চ রমণী রামা বন্ধ্যা কামকলাপি চ।" (রম্ ক্রীড়া করা +অনট্—ধি) জঘন। (+অনট্—ভাবে) রতি, সুরত, মৈথুন। ক্রীড়া।

রমণক (রমণ+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, জম্বুদ্বীপান্তর্গত বর্ষবিশেষ, রম্যকবর্ষ।

রমণীয়, রমণ্য (রম-ক্রি=রমি+অনীয়, য—ক) বিং, ত্রিং, রম্য, সুন্দর, মনোরম। শিং—১ "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।"

রমতি (রম্ ক্রীড়া করা বা নিবৃত্তি হওয়া+ অতি—প্রং) সং, পুং, নায়ক। স্বর্গ। কাম। কাক। কাল।

রমা (রম্-ক্রি= রমি ক্রীড়া করা+অ(অন্)

—র্ক, আপ) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। প্রিয়া। উপপত্নী। শশিধ্বজরাজকন্যা, কল্কিদেবের স্ত্রী। শোভা।

রমাধব } (রমা—ধব, নাথ, পতি, ৬ষ্ঠী
রমানাথ } —ষ) সং, পুং, বিষ্ণু, লক্ষ্মীশ,
রমাপতি } নারায়ণ।

রমাপ্রিয় (রমা লক্ষ্মী—প্রিয়) সং, ক্লীং, পদ্ম। পুং, বিষ্ণু।

রমাবেষ্ট, সং, পুং, শ্রীবাস।

রমিতা (রমি ক্রীড়া করা+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রতিপ্রাপিতা। শিং—১ "মুররিপুণা রতিগুরুণা পরিরমিতা প্রমদমিতা।"

রমেশ } (রমা লক্ষ্মী—ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী
রমেশ্বর } —ষ) সং, পুং, রমাপতি, বিষ্ণু।

রম্ভ (রন্‌ভ্ শব্দ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, বংশ, বাঁশ। বানরবিশেষ। মহিষাসুরের পিতা, রম্ভাসুর।

রম্ভা (রনভ্ শব্দ করা+অ(অন্)—ক, আপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, কদলী, কলা। অপ্সরাবিশেষ। দেবীবিশেষ, গৌরী। বেশ্যা। (+অল্—ভাবে) গোধ্বনি। উত্তরদিক্।

রম্ভোরু (রম্ভা—উরু) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রীর রম্ভার ন্যায় জঘনদেশ।

রম্য (রম্ ক্রীড়া করা+য—ধি) বিং, ত্রিং, রমণীয়, মনোরম, সুন্দর। বলকর। সং, পুং, চম্পক। বকবৃক্ষ। ক্লীং, পটোলমূল। প্রধানধাতু। ম্যা—স্ত্রীং. রাত্রি। স্থলপদ্মিনী।

রম্যক (রম্য রমণীয়+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, জম্বুকদ্বীপের বর্ষবিশেষ।

রম্র (রম্ হৃষ্ট হওয়া+র—প্রং) সং, পুং, অরুণবর্ণ। শোভা।

রয় (রয়্ গমন করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, বেগ। নদীপ্রবাহ, স্রোতঃ। শিং—১ "প্রবাহঃ পুনরোঘঃ স্যাদ্বেণী ধারা রয়শ্চ সঃ।"

ররাট, সং, ক্লীং, ললাট।

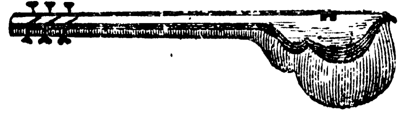
রল্লক (রল্ল [রং "রম্ হৃষ্ট হওয়া+০(ক্বিপ্)—ভাবে, ং—আগম, ম—লোপ" সুখ, আনন্দ—লা দেওয়া+অ(ড)—ক]+কণ্—যোগ) সং, পুং, কম্বল। পক্ষ্ম, নেত্রলোম। মৃগবিশেষ।

রব (রু শব্দ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, শব্দ, ধ্বনি। গোলমাল।

রবণ (রু শব্দ করা+অন—ক) সং, পুং, উষ্ট্র, উট। কোকিল। গর্দ্দভ। ক্লীং, কাংস্য, কাঁসা। বিং, ত্রিং, শব্দায়মান। তীক্ষ্ণ। চঞ্চল। (+অনট্—ভাবে) শব্দকরণ।

রবথ (রব দেখ, অথ—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, কোকিল।

রবাব (পারস্য) ভারতবর্ষে যবনাধিকারের পূর্ব্বে এই যন্ত্রটী রুদ্র-বীণা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। তৎপরে যবনরাজকর্ত্তৃক রবাব



রবাব।

নামে বিখ্যাত। রবাব যন্ত্রও সেতারাদির ন্যায় একটি খোল ও দণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিশেষর মধ্যে এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়েই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এবং খোলটি গোধাচর্ম্ম অথবা ছাগাদির পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। সহস্র বৎসর অতীত হইল বসুদগ্রামনিবাসী আবদুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া "রুবেব" এই নামকরণ করেন। উইলার্ড সাহেব বলেন স্পেনিস গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশ সমতা আছে। (যন্ত্রকোষ)।

রবি (রু শব্দ করা+ই—ক) সং, পুং, বৃক্ষ। সূর্য্য। আনন্দবৃক্ষ। নায়ক। রক্ত অশোক

রবিকান্ত (রবি সূর্য্য—কান্ত কমনীয়, ১মা—হিং, কিম্বা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সূর্য্যকান্তমণি।

রবিজ, রবিতনয় , রবিনন্দন, রবিসুত (রবি+জ [জন্ জন্মান+অ(ড) —ক] জাত। রবি—তনয়, নন্দন, সুত = পুত্র, ৬ষ্ঠী –য) সং, পুং, সূর্য্যপুত্র—শনি। শিং—১ "উরগশতভিষাদ্র ্যাতিমূলাশ্রি- পূর্ব্বা রবিরবিজকুজাহে ভূতষষ্ঠী নবম্যাং।" সুগ্রীব। যম। সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু। —জা, য়া, ন্দিনী, তা—স্ত্রীং, যমুনা।

রবিনাথ (রবি সূর্য্য—নাথ প্রভু) সং, ক্লীং, পদ্ম। পুং, বন্ধুক পুষ্প।

রবিন্দ (রবি সূর্য্য—দা দান করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, পদ্ম।

রবিপ্রিয় (রবি সূর্য্য—প্রিয়) সং, ক্লীং, রক্ত কম্বল। তাম্র। পুং, করবীর।

রবিলোহ , রবিসংজ্ঞক (রবি সূর্য্য—লোহ লৌহ। রবি সূর্য্য—সংজ্ঞক নাম) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁবা।

রশনা (রশ্ শব্দ করা+অন, আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি। জিহ্বা।

রশ্মি (অশ্ ব্যাপা+মি—ক, অ=র) সং, পুং, কিরণ। রজ্জু। লাগাম। পক্ষ্ম।

রশ্মিপতি ; সং, পুং, আদিত্যপত্র নামক ওষধি।

রস রস আস্বাদন করা+অ (অল্)—র্ম) সং, পুং, রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, আস্বাদ; কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর—এই ছয় প্রকার। কাব্যশাস্ত্রের সারভূত আস্বাদন, মনঃপ্রীতিবিশেষ, সহৃদয় জনগণের চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বিভাবাদি দ্বারা পরি- পুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকে রস বলে; যথা—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত—এই নয় প্রকার। কেহ কেহ বাৎসল্যকেও রস বলিয়া থাকেন, তন্মতে রস দশ প্রকার। অভিপ্রায়, অনুরাগ। ভোগ্যবস্তু। যূষ। দ্রববস্তু। জল। বিষ। সুবর্ণ। পারদ। মাধুর্য্যাদি গুণ। দেহস্থ ধাতুবিশেষ। শুক্রধাতু।

রসক (রস+কণ্—প্রং) সং, পুং, যূষরহিত সিদ্ধ মাংস।

রসকর্পূর সং, ক্লীং, কর্পূররস। ইহা পারদ ঘটিত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। উপদংশাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

রসকলা (রস—কলা স্বর) সং, স্ত্রীং, মৃদু মিষ্ট স্বর। মদমত্তের গীত।

রসকেশর (রস—কেশর কিঞ্জল্ক) সং, ক্লীং, কর্পূর।

রসগন্ধ ; সং, পুং, গন্ধরস।

রসগর্ভ (রস পারদ—গর্ভ ভ্রূণ) সং, ক্লীং, রসাঞ্জন। হিঙ্গুল।

রসঘ্ন (রস—ঘ্ন নাশক) সং, পুং, টঙ্কণ, সোহাগা। বিং, ত্রিং, রসনাশক।

রসজ (রস+জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, রক্ত। পুং, মদ্যকীট। গুড়।

রসজ্ঞ (রস—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, স্বাদগ্রাহী, রসিক, ভাবুক, সামাজিক। জ্ঞা—স্ত্রীং, জিহ্বা, রসনা।

রসজ্যেষ্ঠ (রস আস্বাদ, ভাব—জ্যেষ্ঠ অগ্রজ, উৎকৃষ্ট) সং, পুং, মধুর রস, শৃঙ্গার রস।

রসতেজঃ (রসতেজস্, রস – তেজস্ দীপ্তি, শক্তি) সং, ক্লীং, রুধির, রক্ত।

রসদ (পারস্য) সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্য।

রসদালিকা (রস রসের নিমিত্ত—দল্ মাড়া +অ, ঈ, ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, ইক্ষুবিশেষ, পুরি আউক।

রসদ্রাবী (রসদ্রাবিন্) সং, পুং, মধুরজম্বীর।

রসধাতু, রসনাথ (রস—ধাতু আকরিক, নাথ প্রধান) সং, পুং, পারদ, পারা।

রসধেনু ; সং, স্ত্রীং, দানার্থ কল্পিতা ইক্ষু- রস নির্ম্মিতা ধেনু।

রসন (রস্ আস্বাদন করা, শব্দ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রসগ্রহণ, আস্বা- দন। শব্দ, ধ্বনি। ধ্বনন। (+অনী,

র্ণ) জিহ্বা।—শনা, সনা—স্ত্রীং, জিহ্বা। অনট্—ক) কাঞ্চি, মেখলা। রজ্জু। পাশ। রাস্না। গন্ধভদ্রা।

রসনায়ক (রস পারদ—নায়ক যে লইয়া যায়) সং. পুং, শিব, মহাদেব।

রসনালিট্ (রসনালিহ্; রসনা জিহ্বা—লিহ্ আস্বাদন করা, চাটা+০(কিপ্)—ক) সং, পুং, রসনালেহনকারী, কুক্কুর।

রসনেন্দ্রিয় (রসন আস্বাদন—ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রসনা, জিহ্বা।

রসপাকজ (রসপাকে যে জন্মায়) সং, পুং, গুড়। রুধির ধাতু।

রসফল (রস—ফল, ইহার ফলে রস আছে বলিয়া) সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ।

রসভব (রস উদরস্থ বস্তুর রস—ভব উৎপন্ন) সং, ক্লীং, রুধির, রক্ত।

রসমঞ্জরী; সং, স্ত্রীং, নায়ক নায়িকাভেদক গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "বিজ্ঞজনমনোভৃঙ্গরসব্যাসঙ্গহেতবে। এষা প্রকাশ্যতে শ্রীমদ্ভানুদা রসমঞ্জরী।"

রসময় (রস+ময়ট্—প্রাচুর্য্যার্থে) বিং, ত্রিং, রসস্বরূপ। রসাত্মক।

রসরাজ (রস আকরিক—রাজ রাজন্ শব্দজ) সং, পুং পারদ। রসাঞ্জন। রসিকশ্রেষ্ঠ।

রসবান্ (রসবৎ, রস+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রসবিশিষ্ট। সৎকাব্য। সরস। মধুর। বতী—স্ত্রীং, রন্ধনগৃহ, রান্নাঘর।

রসশোধন; সং, ক্লীং, টঙ্কণ। পারদশুদ্ধি।

রসসিন্দূর; সং, ক্লীং, ঔষধবিশেষ, পারদজাত সিন্দূরবিশেষ।

রসা (রস+অ—অস্ত্যর্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। রসনা। দ্রাক্ষা। শল্লকী। কঙ্গু। কাকোলী।

রসাখন (রসা পৃথিবী—খন খনন করে) সং, পুং, কুক্কুট, কুঁকড়া।

রসাঞ্জন (রস পারা—অঞ্জন কজ্জল ওয়া—ষ) সং. ক্লীং, রসজাত কজ্জলবিশেষ, সুর্মা। ধাতুবিশেষ।

রসাতল (রস পৃথিবী—তল অধোভাগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পাতাল, সপ্তবিধ অধোভুবনের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ ভুবন। ভূতল।

রসাধার (রস জল—আধার) সং, পুং, সূর্য্য।

রসাধিক; সং, পুং, টঙ্কণ। কা—স্ত্রীং, কাকোলী দ্রাক্ষা।

রসান; সং, ক্লীং, আর্দ্রকরণ, ভিজান। স্বর্ণাদি মার্জ্জন, উজ্জ্বলকরণ।

রসাভাস (রস—আভাস সদৃশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রসতুল্য, অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন, নীচরস, নীচপ্রকৃতিগত রস।

রসাম্ল; সং, ক্লীং, বৃক্ষাম্ল। পুং, অম্লবেতস।

রসায়ন (রস দ্রববস্তু, পারা—অয়ন পথ, গমন) সং, ক্লীং, বিষবিশেষ। জরা ও ব্যাধিনাশক দীর্ঘজীবী কর ঔষধবিশেষ। পক্ষী। জরা। রোগবিশেষ। তক্র, ঘোল। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত এবং গুণান্তর বা রসান্তর প্রাপ্ত হয়, যাহা দ্বারা এই বিষয়ের জ্ঞান জন্মে তাহাকে রসায়ন কহে। পুং, গরুড়। বিড়ঙ্গ। রসস্থান।

রসায়নবিদ্যা (Chemistry) যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে রূঢ় পদার্থ সমুদয়ের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় জানিতে পারা যায়।

রসায়নফল (রসায়ন রস, বাসকরণ—ফল) সং, স্ত্রীং, হরীতকী।

রসায়নী; সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী। কাকমাচী। মহাকরঞ্জ। গোরক্ষদগ্ধা। মাংসচ্ছদা।

রসাল (রস—আ—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, ইক্ষু। আম্রবৃক্ষ। শিং—১ "রসালঃ সালঃ সমদৃশ্যতাঽমুনা।" পনস বৃক্ষ। বিং, ত্রিং, রসযুক্ত। লা—স্ত্রীং, রসনা। দূর্ব্বা। পুষ্পবিশেষ। দ্রাক্ষা। পেয় বিশেষ।

রসালসা; সং, স্ত্রীং, ধমনী, নাড়ী।

রসাস্বাদী (—দিন্, রস—আস্বাদিন্ যে আস্বাদন করে) বিং,ত্রিং, রসের আস্বাদনকারী। সং, পুং, ভ্রমর।

রসিক (রস—ইক (ঠিক)—জ্ঞানার্থে) বিং,ত্রিং, রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট, স্বাদগ্রাহী। সং, পুং, অশ্ব। হস্তী। সারসপক্ষী। কা—স্ত্রীং, রসনা। কাঞ্চী। গুড়।

রসিকেশ্বর; সং. পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

রসিত (রস্ শব্দ করা+ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, মেঘের শব্দ। ধ্বনি, শব্দ। (রস্) আস্বাদন করা+ক্ত—ভা) আস্বাদ (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্বাদিত। স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। শব্দিত।

রসুন / **রসূন** / **রসোন** (রস্ আস্বাদন করা+উন, ওন—প্রং) সং, পুং, মূলবিশেষ, রোস্না, রসুন।

রসেন্দ্র (রস আকরিক—ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, পারদ, পারা।

রসোত্তম; সং, পুং, মুদ্গ।

রসোদ্ভব (রস—উদ্ভব জাত) সং, ক্লীং, হিঙ্গুল। বিং, ত্রিং, রসজাত।

রসোপল (রস জল—উপল প্রস্তর) সং, ক্লীং, মৌক্তিক, মুক্তা।

রস্ন (রস দেখ, ন—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, দ্রব্য. বস্তু।

রস্য (রস দেখ, য—র্ম্ম) সং, ক্লীং, রুধির, রক্ত। (রস আস্বাদন করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আস্বাদ্য।

রহ —পুং / **রহস্**—ক্লীং, (রহ্ [সমাজাদি] ত্যাগকরা +অ (অল্)—র্ম্ম অথবা রম্ ক্রীড়া করা+অস—ধি) গোপনীয়। গোপনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব। (রম্ ক্রীড়া করা+অস্—ভা) সুরত, শৃঙ্গার+ (+অস্—ধি) অং, নির্জ্জনে।

রহস্য (রহস্ গোপন+য (ষ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, মর্ম্ম। গুপ্তবিষয়, গোপনীয়। শিং, —১ "রহস্যমস্যাঃ সুমহদিতি।" নির্জ্জনভাব। সং, ক্লীং, গূঢ়তত্ত্ব, যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না; রহস্য ত্রিবিধ, ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। পরিহাস, কৌতুক। শিং—১ "অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।" স্যা—স্ত্রীং, সরস্বতী নদী। রাস্না।

রহিত (রহ্ ত্যাগ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্জ্জিত, ত্যক্ত, বিহীন।

রা (রা দান করা, গ্রহণ করা+০ (ক্বিপ্)—ভা) সং, স্ত্রীং, দান। গ্রহণ। বিভ্রম। (+ক্বিপ্—র্ম্ম) পুং, ধন, স্বর্ণ। শব্দ।

রাং (রঙ্গ শব্দজ) সং, ধাতুবিশেষ, রাঙ্গ।

রাঁড় (রণ্ডা শব্দজ) সং, রণ্ডা, বিধবা। বেশ্যা।

রাঁধন (রন্ধন শব্দজ) সং, রন্ধন, পাককরণ।

রাকা (রা [পরম শোভা] দানকরা+অ (ক)—র্ম্ম আপ্) সং, স্ত্রীং, পূর্ণিমা তিথি। নবঋতুমতী স্ত্রী, নদীবিশেষ। কচ্ছুরোগ। অঙ্গরসের কন্যাবিশেষ।

রাক্ষস (রক্ষ [ইহাদের হইতে] রক্ষা করা+অস—প্রং, কিম্বা রক্ষস্+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং. নিশাচর, যাতুধান। কুবেরের ধনরক্ষক বিবাহবিশেষ. বলপূর্ব্বক বিবাহ। বিং, ত্রিং, রক্ষঃসম্বন্ধীয়। সী—স্ত্রীং, রাক্ষসপত্নী। দংষ্ট্রা। সায়াহ্নবেলা। শিং—১ "সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।" চোরনামক গন্ধদ্রব্য। ক্লীং, অস্ত্রচিকিৎসা।

রাক্ষসেন্দ্র (রাক্ষস—ইন্দ্র [দেবরাজ] রাজা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাবণ।

রক্ষা (রক্ষ্ [রঙ্] রক্ষা করা+অ অন্)—ক, আপ্., নিপাতন, অ=া) সং, স্ত্রীং, লা, লাক্ষা।

রাখন (রক্ষণ শব্দজ) সং, রক্ষণ, স্থাপন।

রাখাল (রক্ষক শব্দজ কি?) সং, গোরক্ষক।

রাগ (রনজ্ রংকরা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—

ণ) সং, পুং, রক্তবর্ণ। শিং—১ "ধৌতরাগ পরিপাটলাধবৈঃ।" অনুরাগ। সন্তোষ। বীতরাগভয়ক্রোধস্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ।" ইচ্ছা। বিষয়েচ্ছা। "তৎ রাগবন্ধিধ্ববিতৃপ্তমেব ।" রঞ্জকদ্রব্য। (+ঘঞ্—ভাবে) রঞ্জন। উৎসাহ। মাৎসর্য্য। দ্বেষ। (রনজ্-ঞি=রঞ্জি+ঘঞ্—ক) চন্দ্র। নৃপ। স্বর, যে স্বরের ধ্বনিবিশেষ লোকের চিত্তরঞ্জন করে তাহাকেই রাগ কহে (+ঘঞ্—ধি) স্বরের প্রকারবিশেষ, ভৈরব মালব সারঙ্গ হিল্লোল দীপক মেঘ—এই ছয়স্বর।

রাগচূর্ণ (রাগ রক্তবর্ণ—চূর্ণ, মং—স) সং, পুং, রক্তবর্ণ চূর্ণ, ফাগ। স্বর, কন্দর্প। খদিরবৃক্ষ। লাক্ষারস।

রাগচ্ছন্ন, **রাগরজ্জু**, **রাগবৃন্ত** (রাগ—ছন্ন আবৃত। রাগ অনুরাগ, ইচ্ছা—রজ্জু দড়ি। রাগ—বৃন্ত বোঁটা, আধার) সং, পুং, কামদেব, মদন।

রাগমালা—যে কোন বিষয় বর্ণিত হউক না কেন তাহা কতকগুলি রাগে আবদ্ধ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তালযোগে গান করার নাম রাগমালা।

রাগলতা (রাগ অনুরাগ, ইচ্ছা—লতা) সং, স্ত্রীং. রতি, কামপত্নী।

রাগষাড়ব; সং, পুং, গুড় এবং তৈলে পাক করা অপক্ক আমের আচার।

রাগসূত্র, (রাগ রঞ্জন—সূত্র সূতা) সং, ক্লীং, তুলাসূত্র, নিক্তি বা ডাঁড়ির সূতা। পট্টসূত্র। রং করা সূতামাত্র।

রাগারু; সং, পুং, যে ব্যক্তি আশা দিয়া দানে বিমুখ হয়।

রাগার্হ (রাগ—অর্হ যোগ্য) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি আশা দিয়া আশা পূর্ণ করে না।

রাগী (রাগিন্, রাগ অনুরাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে, কিম্বা রনজ্:রং করা ইত্যাদি ইন্(ঘিনুন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, রাগযুক্ত, অনুরক্ত। কামুক। রঞ্জনকারী। গিণী—স্ত্রীং, স্বরবিশেষ, ৬ রাগের পত্নীস্বরূপ ৩৬ স্বর। অনুরক্তা স্ত্রী। মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা।

রাঘব (রঘু রঘুবংশ+অ(ষ্ণ))—অপত্যার্থে) সং, পুং, রামচন্দ্র। রঘুবংশীয় নৃপ। সমুদ্র। মৎস্যবিশেষ, রাঘববোয়াল। বিং, ত্রিং, রঘুবংশীয়।

রাঘবায়ন (রাঘব—অয়ন স্থান) সং, পুং, রামায়ণ।

রাঙ্কল; সং, পুং, বৃক্ষের কণ্টক, গাছের [কাঁটা।

রাঙ্কব (রঙ্কু মৃগবিশেষ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, পশুলোমনির্ম্মিত বস্ত্রাদি। বিং, ত্রিং, রঙ্কুসম্বন্ধীয়।

রাঙ্গণ; সং, ক্লীং, পুষ্পবিশেষ, রঙ্গণফুল।

রাঙ্গা (রঙ্গ-শব্দজ) বিং, রক্তবর্ণ, লালবর্ণ।

রাজ্ (রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, রাজা, প্রভু। বিং, ত্রিং, শোভমান।

রাজক (রাজন্+কণ্—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, রাজসমূহ। পুং, রাজ। (রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অক(ণক(—ক) বিং, ত্রিং, শাসন কর্ত্তা। দীপ্তশালী।

রাজকদম্ব (কদম্ব—রাজ শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, কদম্ববিশেষ।

রাজকন্যা; সং, স্ত্রীং, কেবিকাপুষ্প। নৃপসুতা।

রাজকীয় (রাজক শাসনকর্ত্তা+ঈয়(ণীয়)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, রাজসম্বন্ধীয়।

রাজকুমার; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, কার্য্যের অনুপযুক্ত রাজপুত্র।

রাজগামী (—মিন্) বিং, ত্রিং, রাজসম্বন্ধি। শিং—১ "অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনং।"

রাজগিরি; সং, পুং, মগধস্থ পর্ব্বতবিশেষ। প্রথমে ঐ পর্ব্বতে রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। তাহার পর, ভগবান ঐস্থানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও উক্ত স্থানে বুদ্ধের কীর্ত্তিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শাকবিশেষ।

রাজগ্রীব (রাজ দীপ্তি—গ্রীবা) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, ফলুইমাছ।

রাজঘ (রাজন্ রাজা—ঘ [হন্ বধ করা+অ(ক)—ক] যে বধ করে) বিং, ত্রিং, তীক্ষ্ণ, উগ্র। রাজহন্তা, রাজার নাশক। শিং—১ "প্রদক্ষিণীকৃত্য জয়ায় সৃষ্টয়া রবাজ নীরাজনয়া স রাজঘঃ।" রাজশ্রেষ্ঠ।

রাজচিহ্নক (রাজ প্রধান—চিহ্ন—কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, উপস্থ, স্ত্রী পুংচিহ্ন।

রাজজম্বূ; সং, পুং, গোলাপজাম। খর্জ্জুরবিশেষ।

রাজত (রজত রৌপ্য+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, রজতনির্ম্মিত, রৌপ্যময়। শিং—১ "সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং পিতৃণাং পাত্রমুচ্যতে।

রাজতন্ত্র; সং, ক্লীং, রাজার হস্তগত রাজ্যশাসন। [গ্রথ।

রাজতরু; সং, পুং, কর্ণিকার বৃক্ষ। আর-

রাজতাল (রাজ শোভামান—তাল) সং, পুং, লী—স্ত্রীং, গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ। শিং—১"রাজতালী বনধ্বনি।" বৃহৎ তালবৃক্ষ।

রাজতিনিশ (রাজ রাজকীয়—তিনিশ কুমুড়া) সং, পুং, শশা, কাঁকুড়া, ফুটী।

রাজত্ব (রাজন্+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, রাজ্য, রাজপদ। [হস্তস্থিত লগুড়।

রাজদণ্ড; সং, ক্লীং, রাজদত্ত দণ্ড। রাজার

রাজদন্ত (রাজ শোভামান—দন্ত) সং, পুং, উপরিশ্রেণীস্থ সম্মুখবর্ত্তী দন্তদ্বয়। সম্মুখীন দন্তচতুষ্টয়।

রাজদেশীয় (রাজন্+দেশীয়—ঈষদূনার্থে) সং, পুং, রাজদেশ্য। রাজকল্প।

রাজধর্ম্ম (রাজন্ রাজা+ধর্ম্ম) সং, পুং, রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রজাপালনাদিকর্ম্ম।

রাজধান (রাজন্ রাজা+ধা ধারণ করা+অনট্—ধি) সং, ক্লীং, নী—স্ত্রীং, প্রধান নগরী, যে স্থানে রাজা বাস করেন।

রাজধানক—ক্লীং } (রাজধান, রাজ-
রাজধানিকা—স্ত্রীং } ধানী+কণ্—যোগ) সং, রাজার প্রধান নগরী, যে স্থানে রাজা বাস করেন।

রাজনীতি (রাজন্ রাজা—নীতি হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র) সং, স্ত্রীং, রাজ্যশাসননীতিশাস্ত্র, যে নীতি-শাস্ত্র দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সামদানাদি চতুর্ব্বিধ উপায়। শিং—১ "ইতি ক্রমাৎ প্রযুঞ্জানঃ রাজনীতিং চতুর্ব্বিধাং।"

রাজনীল (রাজ শোভমান—নীল নীলবর্ণ) সং, ক্লীং, মরকত মণি। ইন্দ্রনীলমণি।

রাজন্য (রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অন্য—প্রং, কিম্বা রাজন্ রাজা+য(ষ্ণ্য)—সাধ্বর্থে) সং, পুং, ক্ষত্রিয়। রাজপুত্র। অগ্নি। ক্ষীরিকা বৃক্ষ। শিং—১ ."রাজন্যোপনিমন্ত্রণায় রসতি স্ফীতং যশোদুন্দুভিঃ।

রাজন্যক (রাজন্য+কণ্—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, ক্ষত্রিয়সমূহ, রাজক।

রাজন্বান (রাজন্বৎ, রাজন্+বৎ(বতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সুরাজযুক্ত দেশ, যে দেশে উত্তম রাজা আছে। ন্বতী—স্ত্রীং, সুরাজযুক্তা। কাঁকুড়।

রাজপটোল; সং. পুং, এক প্রকার

রাজপট্ট (রাজন্ রাজা—পট্ট পাগ্‌ড়ি) সং, পুং, কৃষ্ণবর্ণ মণিবিশেষ। মুকুট। রাজসনন্দ।

রাজপট্টিকা; সং, স্ত্রীং, চাতকপক্ষিণী।

রাজপথ (রাজন্ রাজা, প্রধান—পথ [পথিন্ শব্দজ] রাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজমার্গ, অতি প্রশস্ত রাস্তা। ৪০ হস্ত বিস্তৃত পথ। শিং—১ "ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্রাজপথঃ কৃতঃ। নৃবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ।"

রাজপরিচ্ছদ (রাজন্ রাজা—পরিচ্ছদ) সং, ক্লীং, রাজপোষাক।

রাজপুত্র (রাজন্ রাজা বা চন্দ্র—পুত্র সন্তান) সং, পুং, যুবরাজ, রাজকুমার। বুধগ্রহ। অম্বষ্ঠ কন্যাতে ক্ষত্রজাত জাতিবিশেষ, রাজপুত।

রাজপুত্রিকা (রাজন্ রাজা—পুত্র সন্তান

কর্ণ—প্রং) সং, স্ত্রীং, রাজকন্যা। শরারি পক্ষিণী, শরালি পাখী। তিক্ত অলাবু-বিশেষ।

রাজপুত্রী; সং, স্ত্রীং, রাজকন্যা। কটুতুম্বী। রেণুকা। জাতী। রাজরীতি। ছুছুন্দরী। মালতী।

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায়—ন্যায় (২৬) দেখ।

রাজপুরুষ (রাজন্ রাজা পুরুষ মানুষ) সং, পুং, রাজকর্ম্মচারী। শান্তিরক্ষক।

রাজপুষ্প; সং, পুং, নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ। ষ্পী—স্ত্রীং, করুণীবৃক্ষ।

রাজফল; সং, ক্লীং, পটোল।

রাজফণিজ্ঝক; সং, পুং, নাগরঙ্গবৃক্ষ।

রাজভূয় (রাজন্ রাজা—ভূ হওয়া+য (ক্যপ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, রাজা হওয়া। রাজ্য, রাজত্ব।

রাজভূষা (রাজন্ রাজা+ভূষা) সং, স্ত্রীং, রাজপরিচ্ছদাদি।

রাজভোগ্য (রাজ—ভোগ্য) বিং, ত্রিং, নৃপভোগ্য বস্তুমাত্র। ক্লীং, জাতীকোষ। পিয়ালবৃক্ষ।

রাজমণ্ডল (রাজন্ রাজা+মণ্ডল সমূহ, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, দ্বাদশবিধ রাজা; অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণি-গ্রাহাসার, আক্রন্দাসার, এই চারি—বিজি-গীষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন, এই তিন—সমুদায়ে দ্বাদশ।

রাজমার্গ (রাজন্ রাজা+মার্গ পথ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অতিপ্রশস্ত রাস্তা। (রাজপথ দেখ)।

রাজমাষ (রাজ দীপ্তিশীল—মাষ মাষকলাই) সং, পুং, বর্ব্বট, বরবটি কলাই।

রাজযক্ষ্মা (রাজযক্ষ্মন্, রাজন্ রাজা—যক্ষ্মা ক্ষয়রোগ, ৬ষ্ঠী—ষ কিম্বা রাজন্—যক্ষ্, পূজা করা+মন্—প্রং, রোগ, রাজত্ব হেতু যে পূজিত) সং, পুং, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ। শিং—১ "রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ। তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচি-দাহুর্ম্মনীষিণঃ।" [ক্লীং, রজত, রৌপ্য।

রাজরঙ্গ (রাজ দীপ্তিশীল—রঙ্গ রাং) সং,

রাজরাজ (রাজন্ রাজা, যক্ষ—রাজ রাজন্ শব্দজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুবের। এক-চ্ছত্র রাজা। চন্দ্র। সম্রাট্।

রাজরাজেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। অন্নদামঙ্গলে ইহার রূপ;



রাজরাজেশ্বরী।

"দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি.
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর,
চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ,
পঞ্চ প্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ।"

রাজরীতি; সং, স্ত্রীং, পিত্তলবিশেষ।

রাজর্ষি (রাজ রাজন্ শব্দজ—ঋষি, রং—স) সং, পুং, রাজা অথচ ঋষি, যে রাজা ঋষিবৎ আচরণ করে। রাজশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মা (রাজলক্ষ্মন্, রাজ রাজকীয়—লক্ষ্মন্ চিহ্ন) সং, পুং, রাজা যুধিষ্ঠির।

রাজলক্ষ্মী (রাজ—লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, রাজশোভা, রাজশ্রী।

রাজবংশ্য (রাজন্—বংশ+য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, রাজবংশোদ্ভব। সং, পুং, জাতিবিশেষ।

রাজবর্ত্ম (রাজবর্ত্মন্, রাজন্ রাজা—বর্ত্মন্ পথ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রাজপথ।

রাজবলা (রাজন্ রাজা—বল বেষ্টন) সং, স্ত্রীং, গন্ধভাদালিয়া লতা। গাঁধাল।

রাজবল্লী (রাজ দীপ্তিশীল—বল্লী লতা) সং, স্ত্রীং, তিক্ত ফলবিশেষ, উচ্ছে।

রাজবান্ (রাজবৎ, রাজন্+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রাজমাত্রযুক্তদেশ, যে দেশে রাজা আছে।

রাজবাহ (রাজন্ রাজা—বাহ বাহন) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

রাজবাহ্য (রাজন্ রাজা—বাহ্য বহনীয়) সং, পুং, রাজার বহনকারী হস্তী। বিং, ত্রিং, রাজার বহনযোগ্য।

রাজবিপ্লব (Revolution) রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন। রাজদ্রোহ

রাজবীজী (রাজবীজিন্, রাজন্ রাজা—বীজিন্ [বীজ+ইন্—প্রং] কারণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, রাজবংশ্য, রাজবংশীয়।

রাজবৃক্ষ (রাজ দীপ্তিশালী—বৃক্ষ) সং, পুং, সোঁদালির গাছ। পিয়াল বৃক্ষ। লঙ্কাসিজের গাছ।

রাজবৃত্ত (রাজন্—বৃত্ত চরিত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রাজার চরিত্র, ন্যায় পূর্ব্বক অর্থের উপার্জন বৃদ্ধি রক্ষা এবং সৎপাত্রে দান। [পট্ট, পাট।

রাজশণ (রাজ দীপ্তিশালী—শণ) সং, পুং,

রাজশফর (রাজন্ রাজা—শফর পুঁটিমাছ) সং, পুং, ইলিশমাছ। [সিংহাসন।

রাজশয্যা (রাজ—শয্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং,

রাজশৃঙ্গ—ক্লীং } (রাজ রাজকীয়+শৃঙ্গ
রাজচ্ছত্র—পুং } শিং) সং, মাগুরমাছ।

রাজস } (রজস্+অ(ষ্ণ), ইক ষ্ণিক)
রাজসিক } —ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, রজোগুণপ্রধান। মান পূজা সম্ভ্রমার্থ দম্ভ বশতঃ যে কার্য্য করা হয়, খ্যাতিজনক কর্ম্ম। শিং—১ "যেনাস্মিন্ কর্ম্মণ। লোকে খ্যাতিমাপ্নোতি পুষ্কলাম্। ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্।"

রাজসদন, সং, ক্লীং, রাজভবন। প্রাসাদ। রাজবাড়ী।

রাজসর্ষপ (রাজ রাজকীয়—সর্ষপ সরিষা) সং, পুং, রাইসরিষা। পরিমাণবিশেষ।

রাজসাযুজ্য (রাজন্ রাজা—সাযুজ্য বিষয়) সং ক্লীং, রাজত্ব, রাজ্য।

রাজসারস (রাজ রাজকীয়—সারস পক্ষিবিশেষ) সং, পুং, ময়ূর।

রাজসী (রজস+ষ্ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, রজোগুণময়ী দুর্গা। রজোগুণসম্বন্ধিনী।

রাজসূয় (রাজ রাজন্ শব্দজ—সু প্রসব করা+য (ক্যপ্)—ধি, নিপাতন) সং, পুং, —ক্লীং, সম্রাটের সম্পাদ্য সামবেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ, অধীন রাজগণ কর্ত্তৃক সম্পাদ্য পথ। পর্ব্বতবিশেষ। ধান্যবিশেষ।

রাজস্কন্ধ (রাজন্ রাজা—স্কন্ধ কাঁধ) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক ;

রাজস্ব (রাজন্ রাজা—স্ব ধন। রাজাকে দেয় কররূপ ধন) সং, ক্লীং, রাজপ্রাপ্যধন, রাজকর।

রাজহংস (রাজন্ রাজা—হংস, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রক্তবর্ণ চঞ্চু ও চরণবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ হংস। কদম্ব। কলহংস। (যে রাজা হংসের ন্যায় সারগ্রহণ করে) রাজশ্রেষ্ঠ। শিং—১ 'রাজহংস তব সৈব শুভ্রতা। চীয়তে ন চ ন চাবচীয়তে।"

রাজহর্ষণ ; সং, ক্লীং, তগরপুষ্প।

রাজহাসক (রাজন্ রাজা—হাসক হসনীয়) সং, পুং, কাতলমৎস্য, কাতলামাছ।

রাজা (রাজন্, রন্জ [প্রজাদিগকে] প্রীতকর কিম্বা রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অন্ (কনিন্)—ক) সং, পুং, প্রকৃতিরঞ্জক দীপ্তিশীল নৃপতি। ক্ষত্রিয়। প্রভু। চন্দ্র। ইন্দ্র। যক্ষ। (শব্দের পূর্ব্বে বা পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ।

আদিতে পৃথুরই রাজা নাম ছিল। শিং—১ "পৃথোরেবাদৌ রাজা ইতি সংজ্ঞা আসীৎ যথা—দেবৈর্ব্বিপ্রৈস্তথা সর্ব্বৈরভিষিক্তো মহামনাঃ। রাজ্যশ্চৈবাধিকারে বৈ পৃথুর্ব্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্। তদা পিত্রা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কদা নৈবানুরঞ্জিতাঃ তেনানুরঞ্জিতাঃ সর্ব্বাঃ সুখৈর্মুমুদিরে তদা। অনুরাগাত্তস্য বীরস্য নাম রাজেত্যভাষত।"

রাজাই (বাঙ্গালা) বি, রাজত্ব।

রাজাদন (রাজন্ রাজা—অদন ভক্ষণ) সং, পুং,—ক্লীং, পিয়ালবৃক্ষ। পলাশগাছ। কিংশুকবৃক্ষ। ক্ষীরিণী।

রাজাধিরাজ (রাজন রাজা—অধিরাজ সম্রাট) সং, পুং, সার্ব্বভৌম, সম্রাট্।

রাজান্ন (রাজ অন্ন আহার্য্য) সং, পুং, অন্ধ্রদেশজাত উৎকৃষ্ট ধান্যবিশেষ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই অন্ন খাইতে নিষেধ আছে। নৃপস্বামীর অন্ন।

রাজার্ক; সং, পুং, শ্বেত আকন্দ।

রাজার্হ (রাজন রাজা—অর্হ যোগ্য) সং, ক্লীং, অগুরু। বিং, ত্রিং, রাজযোগ্য। র্হা—স্ত্রীং, জম্বু।

রাজালুক (রাজ রাজকীয়—আলু মূল, কণ্—যোগ) সং, পুং, মূলবিশেষ। জম্বুবিশেষ।

রাজাবর্ত্ত (রাজন রাজা—আবর্ত্ত ঘূর্ণন) সং, পুং) রত্ন-বিশেষ। বিরাটদেশজাত হীরক।

রাজাহি (রাজন্—অহি সর্প) সং, পুং, দ্বিমুখ সর্প, দুই মুখ সাপ, রাজসাপ।

রাজি, রাজী (রাজ দীপ্তি পাওয়া+ই—ক) সং, স্ত্রীং, শ্রেণী, সারি। রেখা। শরীরস্থ ক্ষুদ্র আধারবিশেষ। (আরবী) সন্তুষ্ট। সম্মত, অনুমোদন।

রাজিকা (রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অক (ণক)—প্রং, অথবা রাজি+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, শ্রেণী। রেখা। রাইসর্ষা। ক্ষেত্র।

রাজিত (রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, শোভিত, প্রদীপিত।

রাজিল (রাজি শ্রেণী+ল-প্রং) সং, পুং, জলব্যাল, ঢোঁড়াসাপ।

রাজীব (রাজা [দল] শ্রেণী+ব—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, পদ্ম। পুং, বৃহৎ মৎস্য। হরিণবিশেষ। হস্তী। পক্ষিবিশেষ, সারস। শিং-১ "রাজীবসিংহতুণ্ডাংশ্চ।" বিং, ত্রিং, রাজোপজীবী। রাজানুগ।

রাজেন্দ্র (রাজন্ রাজা—ইন্দ্র প্রধান) সং, পুং, প্রধানরাজা, শ্রেষ্ঠরাজা, সম্রাট্। শিং—১ "চতুর্থে'জনপর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ। যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ। তস্মাদ্দশগুণো রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

রাজ্ঞী (রাজন্+ঈপ্—স্ত্রীলিঙ্গে) সং, স্ত্রীং, রাজমহিষী, রাণী। সূর্য্যপত্নী। কাংস্য। নীলী।

রাজ্য (রাজন্+য (ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, রাজত্ব। রাজকার্য্য। দেশ। লক্ষগ্রামের আধিপত্য। শিং—১ "লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে। শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে।"

রাজ্যতন্ত্র; সং, ক্লীং, রাজ্যশাসন প্রণালী।

রাজ্যসংস্থিতি; সং, ক্লীং, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা।

রাজ্যাঙ্গ (রাজ্য—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ, স্বামী, মন্ত্রী, সুহৃৎ, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য—এই সাত; প্রকৃতি সমেত অষ্ট; তপস্বী লইয়া নব।

রাটি (রট্ বলা, শব্দ করা+ই—প্রং) সং, ক্লীং, যুদ্ধ, সংগ্রাম। শরালি পাখী।

রাঢ় (রহ্ ত্যাগ করা+অ—প্রং, হ=ঢ়) সং, পুং, ঢ়ী—স্ত্রীং, দেশবিশেষ, বাঙ্গালার মধ্যে গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ দেশ। সৌন্দর্য্য। ঢ়া—স্ত্রীং, সূক্ষ্ম। শোভা। পুরীবিশেষ।

রাঢ়ীয় (রাঢ় দেশবিশেষ + ঈয়—সম্ভবার্থে) বিং, ত্রিং, রাঢ়দেশীয়।

রাণ (রণ শব্দ করা + অ—প্রং) সং, ক্লীং, পত্রবিশেষ। ময়ূরপিচ্ছ।

রাণী (রাজ্ঞীশব্দজ) সং, স্ত্রীং, মহিষী, রাজ্ঞী।

রাত্রি, রাত্রী (রা [বিশ্রাম] দান করা + ত্রিপ্—ক) সং, স্ত্রীং, রজনী, নিশা।

রাত্রিক (রাত্রি + ক—প্রং) সং, ক্লীং, পঞ্চরাত্র। পুং, এক বৎসর বেশ্যাগৃহবাসী (ব্যক্তি)।

রাত্রিকর (রাত্রি—কর যে করে, ২য়া—ষ, অথবা রাত্রি—কর কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নিশাকর, চন্দ্র।

রাত্রিচর } রাত্রিঞ্চর } (রাত্রি—চর যে চরে, ৭মী—ষ) সং, পুং, নিশাচর, রাক্ষস। চোর। রী—স্ত্রীং, নিশাচরী। রাক্ষসী। বিং, ত্রিং, রাত্রিতে গমনকর্ত্তা।

রাত্রিজ (রাত্রি—জ [জন্ জন্মান + অ (ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, রাত্রিতে উৎপন্ন। ক্লীং, নক্ষত্র, তারা। [শিশির। কুজ্‌ঝটিকা।

রাত্রিজল (রাত্রি—জল) সং, ক্লীং, কুয়াসা।

রাত্রিজাগর, সং, পুং, কুক্কুর।

রাত্রিমট (রাত্রি—অট্ গমন করা + অ—প্রং। ম—আগম) সং, পুং, রাত্রিচর, রাক্ষস। বিং, ত্রিং; রাত্রিতে গমনকর্ত্তা।

রাত্রিমণি (রাত্রি—মণি রত্ন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চন্দ্র, নিশাকর।

রাত্রিবাসঃ (রাত্রিবাসস্, রাত্রিতে—বাসস্ বস্ত্র) সং, ক্লীং, অন্ধকার। রাত্রিতে পরিধেয় বস্ত্র।

রাত্রিবিশ্লেষগামী (রাত্রি—বিশ্লেষ—গামী যে গমন করে) সং, পুং, চক্রবাক।

রাত্রিবেদ } রাত্রিবেদী } (রাত্রিবেদিন্, রাত্রি—বেদ, বেদিন্—যে জানে। যে রাত্রিপরিমাণ জানে, অথবা যে রবের দ্বারা রাত্রির শেষ জানায়, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুক্কুট, কুঁকড়া।

রাত্রিহাস (রাত্রি—হাস যে হাস্য করে। যে রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়) সং, পুং, শ্বেতোৎপল, সুঁদি।

রাত্রিহিণ্ডুক (রাত্রি—হিনড্ গমন করা + অক (ণক)—ক) সং, পুং, অন্তঃপুররক্ষক।

রাত্র্যট (রাত্রি—অট্ গমন করা + অ(অন্)—ক) সং, পুং, নিশাচর। ভূতপ্রেত। চোর, ভূতপ্রেতাদি। [রাত্রি কাকাদি।

রাত্র্যন্ধ রাত্রি—বিং, ত্রিং, অন্ধ, ৭মী—ষ)

রাদ্ধ (রাধ্ নিষ্পন্নকরা বা নিষ্পন্ন হওয়া + ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সিদ্ধ, সম্পন্ন। পক, ফলিত।

রাদ্ধান্ত (রাদ্ধ সিদ্ধ, নিষ্পন্ন—অন্ত শেষ, নির্ণয়, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং. সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ফলস্থিতি।

রাধ (রাধী বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা + অ (ষ্ণ)—তদ্যুক্তমাসার্থে) সং, পুং, বৈশাখমাস। ধা—স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ। কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীবিশেষ। কর্ণমাতা। বিদ্যুৎ। আমআমলকী। বিষ্ণুক্রান্তা। বাণমোক্ষণকালীন ভঙ্গীবিশেষ; দুইপদ পরস্পর এক বিঘত অন্তরে থাকে। ধা, ধিকা—বৃষভানুনন্দিনী। গোপীবিশেষ। ধী—স্ত্রীং, (রাধ্ সিদ্ধকরা + অ (ঘঞ্)—র্ম্ম, ঈপ্) বৈশাখী পূর্ণিমা। শিং—১ "রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ। স্বয়ং নির্ব্বাণধাত্রী যা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥ রা চ রাসে চ ভব নাদ্ধা এব ধারণাদহো। হরেরালিঙ্গনাধা রাত্তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা।"

রাধন—ক্লীং } রাধনা—স্ত্রীং } (রাধ সিদ্ধ করা + অন (অনট্) অনভা, আপ্) সং, ক্লীং, সাধন। প্রাপ্তি সন্তোষণ। পূজা। ভাষণ, কথন।

রাধরঙ্ক; সং, পুং, লাঙ্গল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। শিলাবৃষ্টি।

রাধাকান্ত } রাধানাথ } রাধাবল্লভ } (রাধা—কান্ত প্রিয় রাধা—নাথ প্রভু, ৬ষ্ঠী-ষ। রাধা—বল্লভ প্রিয়) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

রাধাতনয়
রাধাপুত্র
রাধাপুত } (রাধা ধৃতরাষ্ট্রের সারথি-পত্নী—তনয়, পুত্র, সুত = ছেলিয়া। ইহাঁর স্বীয় মাতা কুন্তী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, রাধা এই যুবরাজকে পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া) সং, পুং, কর্ণ, অঙ্গরাজ।

রাধাভেদী
রাধাবেধী } (রাধাভেদিন্ রাধা কৃষ্ণ-প্রেয়সী—ভেদিন্ ভেদ-কারী, কৃষ্ণের উপর রাধার আধিপত্য থাকাতে যিনি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাধাবেধিন্, রাধা কৃষ্ণপ্রেয়সী—বেধিন্ যে [বধ] আঘাত করে) সং পুং, অর্জ্জুন।

রাধেয় (রাধা + এয় (ঢেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, রাধানাম্নী সূত্রধরী-পালিত পুত্র, কর্ণ।

রান্না (রন্ধন শব্দজ) সং, অন্নাদি পাককরণ।

রাপ্য (রপ্ বলা + য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, কথনীয়।

রাভসিক (রভস + ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, যে অকস্মাৎ কোন কর্ম্ম করিয়া বসে, গোঁয়ার।

রাম (রম্ ঞি = রমি ক্রীড়া করা + ণ - ক। যিনি রমার সহিত রমণ করেন। অথবা রা বিশ্ব—ম ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ। শিং—১ "রা শব্দ বিশ্বচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ। বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্বুধাঃ রামাণাং রমণস্থাং রামং রামবিদো বিদুঃ। রা চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বর-বাচকঃ। লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।") সং, পুং, বিষ্ণুর তিন অবতার—পরশুরাম, রামচন্দ্র বলরাম। শিং—১ "কালাম্ভোধর কান্তিকান্তমনিশং বরাসনা-ধ্যাসিনং। মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং। পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।"



রাম (অবতার)।

২ "বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃতরামশরীর
জয় জগদীশ হরে।" (জয়দেব)।

বরুণ। ঘোটক। পশুবিশেষ। বিং, ত্রিং, মনোহর, রমণীয়। শুভ্র। কৃষ্ণ। হরিণ-বিশেষ। মা—স্ত্রীং, গীতকলাভিজ্ঞ নারী। সুন্দরী নারী প্রিয়া। নদী। হিঙ্গুল।

রামকরী (রাম রমণীয়—কর যে করে) সং, স্ত্রীং, রাগিণীবিশেষ, রামকেলী রাগিণী।

রামকর্পূর (রাম মনোহর—কর্পূর) সং, পুং, সদ্‌গন্ধযুক্ত তৃণবিশেষ।

রামগিরি (রাম—গিরি পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ। বন যাত্রাকালে এই পর্ব্বত রামের বিশ্রাম স্থান) সং, পুং, নাগপুরে অনতিদূরস্থ রামটেক্ পর্ব্বত। শিং—১ "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু"

রামচন্দ্র
রামভদ্র } (রাম—চন্দ্র, যিনি চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদক। রাম—ভদ্র ভাগ্যবন্ত, যং—স) সং, পুং, দশরথের পুত্র, শ্রীরাম। শিং—১ "রামেতি রাম-চন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরন্।"

রামজননী (রাম—জননী) সং, স্ত্রীং, বল-দেবমাতা। কৌশল্যা, রেণুকা।

রামঠ (রম্ ক্রীড়া করা + অঠ—সংজ্ঞার্থে। অ = া) সং, ক্লীং, হিঙ্গু, হিং। পুং, আ-কোঠগাছ। ঠী—স্ত্রীং, নাড়ীহিঙ্গু।

রামণ (রমি+অন—ক) সং, ক্লীং, গিরি-নিতম্ব। তিন্দুক, তুঁত।

রামণীয়ক (রমণীয়+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, শোভা, রমণীয়ত্ব। "মণিহারাবলীরামণীয়কম।"

রামনবমী; সং, স্ত্রীং, চৈত্রমাসের শুক্ল নবমী, শ্রীরামের জন্মদিন।

রামবল্লভ (রাম—বল্লভ প্রিয়) সং, ভূর্জ্জপত্র। বিং, ত্রিং, রামপ্রিয়।

রামশিঙ্গা (রামশৃঙ্গ শব্দজ) সং, যন্ত্রবিশেষ, ইহা মাঙ্গল্যকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কীর্ত্তন সময়ে বৈষ্ণবগণ এই যন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা তাম্রে বা কাংস্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

রামশিঙ্গা।

রামসখ (রাম সখ [সখি শব্দজ] বন্ধু, ৬ষ্ঠী—ষ। ইনি বানরশ্রেষ্ঠ বালিরাজ কর্তৃক তাড়িত হইলে রাম ইহাকে উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করান) সং, পুং, সুগ্রীব।

রামায়ণ (রাম+আয়ন—অধিকৃত্য কৃতার্থে, রামকে অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ কৃত হইয়াছে, অথবা রাম—আয়ন বাসস্থান, আশ্রয় ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, বাল্মীকি-প্রণীত রামচন্দ্রের উপাখ্যানঘটিত মহাকাব্য।

রামিল (রাম রামণীয়+ইল—প্রং) সং, পুং, কামদেব। রমণ। স্বামী। নায়ক।

রাম্ভ (রম্ভ বেণু+অ(ষ্ণ)—বিকারার্থে) সং, পুং, ব্রতার্থ ধৃত বংশযষ্টি।

রায় (আরবী) মত, উপদেশ।

রায়ণ (রৈ শব্দ করা+অন—ভা) সং, ক্লীং, পীড়া, ক্লেশ। শব্দকরণ।

রায়বাশ—লম্বা লাঠী।

রায়বেঁশে—লাঠিয়াল।

রায়ভাটী; সং, স্ত্রীং, নদীর স্রোতবিশেষ, আওড়।

রায়বার (যাবনিক) যশোবার্ত্তা।

রারম্যমান (রম [যঙ্লুগন্ত] পুনঃপুনঃ শব্দ করা+আন(শান)—ক। ম্—আগম) বিং, ত্রিং, শব্দায়মান।

রাল (রা দান করা বা পাওয়া+অল্—প্রং) সং, পুং, সর্জ্জরস, ধুনা। [পুং, শব্দ, রব।

রাব (রু শব্দ করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং,

রাবণ (রু-ণিচ=রাবি শব্দ করান+অন—ক) সং, পুং, লঙ্কাধিপতি, দশানন।

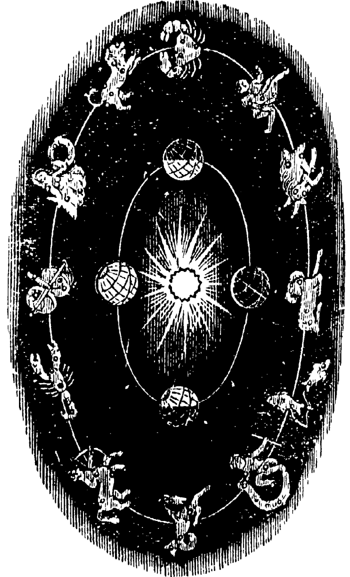
রাবণগঙ্গা—সিংহলদ্বীপস্থ নদীবিশেষ।

রাবণারি (রাবণ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রামচন্দ্র, রাবণহন্তা। "বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।"

রাবণি (রাবণ+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ।

রাশি (অশ্ ব্যাপা+ইণ্—ক, নিপাতন) সং, পুং, পুঞ্জ, স্তূপ, গাদা। নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ মেষাদি দ্বাদশ।

রাশিচক্র (রাশি চিহ্ন—চক্র চাকা বা বৃত্ত) সং, ক্লীং, মেষাদি দ্বাদশ রাশিযুক্ত বৃত্ত, মেষাদি দ্বাদশ রাশি ঘটিত কল্পিত



রাশিচক্র।

চক্র, জ্যোতিশ্চক্র। অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা। ভাজ্য বা ভাজক।

রাশীকৃত (রাশি—কৃত করা হইয়াছে, ঈ (চ্বি)—অভূততদ্ভাবে) বিং, ত্রিং, পুঞ্জীকৃত, স্তূপাকার করা।

রাষ্ট্র (রাজ দীপ্তি পাওয়া + ষ্ট্রন্—ক) সং, পুং—ক্লীং, রাজ্য, জনপদ, দেশ। শিং—১ "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমম্।" উপদ্রব। মড়ক প্রভৃতি। প্রচার, প্রকাশ।

রাষ্ট্রবিপ্লব (Revolution) রাজ্য শাসকের প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন।

রাষ্ট্রিক (রাষ্ট্র জনপদ + ইক (ঞ্চিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়। কা—স্ত্রীং, কণ্টকারী।

রাষ্ট্রিয়, রাষ্ট্রীয় (রাষ্ট্র রাজ্য + ইয়, ঈয়—সম্বন্ধার্থে) সং, পুং, নাট্যোক্তিতে—রাজশ্যালক। বিং, ত্রিং, রাজ্যসম্বন্ধীয়।

রাস (রস্ শব্দ করা + অ (ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৃষ্ণের লীলাবিশেষ (+ ঘঞ্—ভাবে) কোলাহল, গোলমাল। শব্দ। শৃঙ্খলাবন্ধন ন্যায় ক্রীড়া বিশেষ।

রাসক; সং, ক্লীং, নাট্যগ্রন্থবিশেষ।

রাসন (রসনা + অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, রসনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। বিং, ত্রিং, রসনা সম্বন্ধীয়।

রাসভ—পুং, **রাসভী—স্ত্রীং** (রাস দেখ, অভ—ক) সং, পুং, গর্দ্দভ।

রাসমণ্ডপ, রাসমণ্ডল সং, ক্লীং, কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার স্থান।

রাসায়নিক (Chemical, রসায়ন + ইক (ঞ্চিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয়।

রাসায়নিক—আকর্ষণ (Chemical attraction) যে গুণ দ্বারা পরস্পর বিভিন্ন প্রকার পরমাণু সকল মিলিত হইয়া একটি স্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হয়।

রাসায়নিক—সম্বন্ধ (Chemical Affinity) যে গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সকল সংযুক্ত হইয়া গুণান্তর প্রাপ্ত হয় তাহার নাম রাসায়নিক সম্বন্ধ।

রাসেরস (রাস কোলাহল ইত্যাদি—রস স্বাদ, আস্বাদ) সং, পুং, গোষ্ঠীসভা। উৎসব। শৃঙ্গার। পরিহাস। মণ্ডলী। রসায়নবিদ্যা। প্রসবদিন হইতে ষষ্ঠদিবস। ক্রীড়া।

রাসেশ্বরী (রাস—ঈশ্বরী) সং, স্ত্রীং, রাধা, রাধিকা।

রাস্তা (দেশজ) সং, পথ, মার্গ, বর্ত্ম।

রাস্না (রাস দেও, নণ্—ক, আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ঔষধবিশেষ, লতাদিশেষ। গন্ধদ্রব্য-বিশেষ।

রাহা (পারস্য) রাস্তা, পথ।

রাহাখরচ (পারস্য) পথখরচ।

রাহাজানী (পারস্য রাহা + জদন মারা) পথে দস্যুতা, ডাকাইতী।

রাহিন (আরবী) যে ব্যক্তি সম্পত্তি বাঁধা দেয়।

রাহু (রহ্ ত্যাগ করা + উণ্—ক) সং, পুং, সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ। (+ উণ্—ভাবে) ত্যাগ।

রাহুগ্রস্ত (রাহু—গ্রস্ত ভক্ষিত, ৩য়া—ষ) বিং, বিং, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

রাহুগ্রাহ (রাহু—গ্রাহ গ্রহণ) সং, পুং, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ।

রাহুত (যাবনিক) বি, স্বনামখ্যাত জাতি-বিশেষ। কায়স্থ জাতির উপাধিবিশেষ।

রাহুভেদী (রাহুভেদিন্, রাহু সেই দৈত্য ভেদিন্ খণ্ডকারী) সং, পুং, বিষ্ণু।

রাহুমূর্দ্ধভিদ্ (রাহু দৈত্যবিশেষ—মূর্দ্ধন্ মস্তক—ভিদ্ খণ্ডকারী। যিনি রাহুর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, ৬ষ্ঠী—ষ + ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

রাহুহা (রাহুহন্ রাহু দৈত্যবিশেষ—হন্ যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

রাহুসংস্পর্শ (রাহু—সংস্পর্শ স্পর্শ) সং, পুং, উপরাগ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ।

রাহুচ্ছিষ্ট } (রাহু দৈত্য—উচ্ছিষ্ট উদ্গীর্ণ
রাহুৎসৃষ্ট } —উৎসৃষ্ট সৃজিত) সং, পুং, রশুন, লশুন।

রিকাব, রিকাবী (পারস্য) ছোট থাল।

রিক্ত (রিচ্ বিযুক্ত হওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শূন্য, খালি। নিষ্ফল। দরিদ্র। সং, ক্লীং, বন। অবকাশ। শূন্য। ক্তা—স্ত্রীং, চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী তিথি।

রিক্তহস্ত (রিক্ত শূন্য—হস্ত) বিং, ত্রিং, শূন্যহস্ত। নির্ধন। অকিঞ্চন।

রিকৃথ (রিচ্ সম্পৃক্ত হওয়া+থক্—র্ম্ম) অং, ক্লীং, ধন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, যৌত্র। শিং—১ "স্বামী রিকৃথক্রয় সংবিভাগ।"

রিকৃথহারী (রিকৃথহারিন্, রিকৃথ ধন—হারিন্ যে হরণ করে) বিং, ত্রিং, দায়াদ, উত্তরাধিকারী। মাতুল। ডুমুরবীজ।

রিকৃথী (রিকৃথিন, রিকৃথ ধন+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, উত্তরাধিকারী। ধনী।

রিক্ষা (লক্ষ্ চিহ্ন করা+অ—প্রং। অ=ই। ল=র) সং, পুং, লিক্ষা, নিকি। সূর্য্যকিরণগত অণু।

রিঙ্গণ, রিঙ্খণ (রিন্খ্, রিন্গ্=গমন করা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, স্খলন, পতন। গমন। ভ্রংশ। সন্মার্গচ্যুতি। বালকের হস্তপদাদিদ্বারা চলন, হামাগুড়ি।

রিঙ্গিত (রিন্গ্ গমন করা+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, গমন। (+ক্ত—ক) গত।

রিধম; সং, পুং, কন্দর্প। বসন্ত।

রিপু (রপ্ বলা+উ—ক, অ=ই) সং, পুং, শত্রু, বিপক্ষ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি শরীরস্থ রিপু। লগ্নষষ্ঠ স্থান। (আরবী, [illegible] শব্দজ) বস্ত্রাদি মেরামত করা।

রিপ্র (রী বধ করা+র—প্রং। প—আগম) বিং, ত্রিং, নীচ, অধম।

রিপ্রবাহ (রিপ্র, পাপ—বাহ যে বহন করে) সং, পুং, ক্রব্যাদাগ্নি।

রিম্ফ (রিম্ফ্ আঘাত করা+অ—প্রং) সং, ক্লী, রাশিচক্র।

রিরংসা (রম্ রমণ করা+সন্—ইচ্ছার্থে, অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, রমণেচ্ছা ক্রীড়ার ইচ্ছা।

রিরংসু (পূর্ব্বে দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং রমণেচ্ছু। ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক।

রিরী (রি গমন করা+রী—প্রং) সং, স্ত্রীং, পিত্তল, পিতল।

রিশ্য, রিষ্য (রিষ্, রিশ্=বধ করা+য—প্রং) সং, পুং, মৃগ, হরিণ।

রিষি (ঋষ্ গমন করা+ই—প্রং, যিনি জ্ঞান এবং সংসারের পারে গমন করেন) সং, পুং, মুনি, ঋষি, তপস্বী। শিং—১ "বিশ্বাবিদগ্ধমতয়ো রিষয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ।"

রিষ্ট (রিষ্ বধ করা+ত(ক্ত)—ণ) সং, ক্লীং, কল্যাণ, শুভ। অশুভ। পাপ। (+ক্ত—ভাবে) নাশ। অভাব। পারদ। (+ক্ত—ণ) পুং, খড়্গ। বৃক্ষবিশেষ। (+ক্ত—র্ম্ম) দৈত্যবিশেষ। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, পাপজনক। অশুভদায়ক। অশুভযুক্ত।

রিষ্টি (রিষ্ট দেখ, ক্তি—ণ) সং, স্ত্রীং, অশুভ, অসৌভাগ্য। শুভ। (+ক্তিচ্) পুং, খড়্গ। অমঙ্গল।

রী (রী গমন করা+০(ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, গতি। রোদন।

রীজ্যা (হ্রী লজ্জিত হওয়া, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, লজ্জা। ঘৃণা।

রীঢ়ক (রিহ্ বধ করা+ত—প্রং, কণ্। যোগ। ই=ঈ) সং, পুং, পৃষ্ঠবংশ, পিঠের শিরদাঁড়া।

রীঠা; সং, স্ত্রীং, রীঠাকরঞ্জ।

রীঢা (রিহ্ রণ করা+ক্ত—ভাবে, আপ্। ই=ঈ) সং, স্ত্রীং, অবজ্ঞা, ঘৃণা।

রীণ (রী ক্ষরিতহওয়া, গমন করা+ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্ষরিত, চোয়ান। বিগত।

রীতি (রী গমন করা+ক্তি—ভাবে) সং, স্ত্রীং, ক্রম। ধারা। পদ্ধতি। স্বভাব। ক্ষরণ।

লৌহমল। দেশবিদেশীয় আচার ব্যবহার। ছাঁকা লোহার মরিচা। ধাতু মাত্রের মরিচা। সীমা। গমন, গতি। স্বাভাবিক ধর্ম্ম। গুণ বা প্রবৃত্তি। কাব্যের রসাদির উপকারক পদসংঘটনাবিশেষ; তাহা চারি প্রকার—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, নাটিকা। (+ ক্তি—ক) পিত্তল।

রীতিক (রীতি পিত্তল+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, কা—স্ত্রীং, পুষ্পাঞ্জন। ক্লীং, পিত্তল।

রুংশিত (রুন্শ্ দীপ্তিপাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চর্চ্চিত, ছুরিত, রঞ্জিত।

রুক; বিং, ত্রিং, বহুপ্রদ, অতিশয় দাতা।

রুক্ (রুচ্, রুচ্ দীপ্তি পাওয়া, রোচক হওয়া+০ (ক্কিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, কান্তি, দীপ্তি, শোভা। স্পৃহা, ইচ্ছা। (রুজ্, রুজ্ পীড়িত হওয়া+০—প্রং) রোগ, পীড়া। ময়নাপাখীর কপচান। বিদ্যুৎ। ঋগ্বেদ।

রুক্প্রতিক্রিয়া (রুজ্ রোগ—প্রতিক্রিয়া প্রতিকার, ৬ষ্ঠী—য) সং, স্ত্রীং, রোগের প্রতীকার, চিকিৎসা।

রুক্ম (রুচ্ দীপ্তি পাওয়া+মক্—ক) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। ধুস্তূর। লৌহ; যথা—রুক্ম-দণ্ড। নাগকেশর।

রুক্মকারক (রুক্ম স্বর্ণ—কারক [কৃ করা +অক (ণক)—ক] যে করে) সং, পুং, স্বর্ণকার।

রুক্মবতী; সং, স্ত্রীং, ১০অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

রুক্মাঙ্গদ; সং, পুং, কলিঙ্গদেশের নৃপতি-বিশেষ।

রুক্মিণী (রুক্মী দেখ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-দুহিতা; স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা। লোকপরম্পরায় কৃষ্ণের রূপ গুণের কথা শুনিয়া, তিনি মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। রুক্মিণার রুক্মি-প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতা ছিল, তাহারা সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী। তাহারা চেদীশ্বর দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ করেন। তখন রুক্মিণী অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণের নিকট সমস্ত সংবাদ দিয়া এক দূত পাঠান। তদনুসারে বিবাহ-রাত্রিতে কৃষ্ণ বিদর্ভে আসিয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন এবং সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণকে পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া যান। এইরূপে কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর রাক্ষস-বিবাহ হয়।

রুক্মিদর্প
রুক্মিদারী
রুক্মিভিদ্
(রুক্মিন্ নৃপ-বিশেষ—দর্প অহঙ্কার। যিনি রুক্মিণী পরাজয়ের অহ-ঙ্কারী। রুক্মিদারিন্, রুক্মিন্—দারিন্ নাশ-কারী। রুক্মিন্ রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা—ভিদ্ ভেদকারী, জয়ী) সং, পুং, বলরাম।

রুক্মী (রুক্মিন্, রুক্ম স্বর্ণ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নৃপবিশেষ, ভীষ্মকরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিং, ত্রিং, স্বর্ণস্বামী, স্বর্ণযুক্ত।

রুক্ষ (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া। সক্—ক) বিং, ত্রিং, কর্কশ। কঠিন। অচিক্কণ, খস্খসে। নিষ্ঠুর। উগ্র, তীব্র।

রুগ্ন (রুজ্ পীড়িত হওয়া+ত(ক্ত)—ক। মূর্দ্ধন্য ণ) বিং, ত্রিং, রোগান্বিত, পীড়িত। ভগ্ন, বক্র। আহত।

রুচ্
রুচা
(রুচক দেখ, ০ (ক্কিপ্)—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, কান্তি। শোভা। ইচ্ছা।

রুচক (রুচ্ রোচক হওয়া, দীপ্তি পাওয়া, অক (ণক)—ক) সং, পুং—ক্লীং, অশ্বা-ভরণ। মাল্য। মাঙ্গল্যদ্রব্য। লবণ। গন্ধ-দ্রব্য। আস্বাদ্যরস। স্বর্ণ-পাত্র-বিশেষ। গোরোচনা। বলকারক ঔষধ। বিড়ঙ্গ। পুং, দন্ত। বীজপুর। কপোত। কণ্ঠভূষণ। বিং, ত্রিং, তীব্র, উৎকট।

রুচি
রুচী
(রুচক দেখ, ই(কি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রীতি, অনুরাগ। স্পৃহা, অভিলাষ। শোভা। দীপ্তি, কিরণ, যথা—"মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা।" বুভুক্ষা। আস্বাদ। গোরোচনা। আলি-ঙ্গনবিশেষ। পুং, প্রজাপতি।

রুচিত (রুচক দেখ, ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, মিষ্ট, সুস্বাদু। উজ্জ্বল। পরিপক্ক।

রুচির (রুচক দেখ, ইর (কির)—ক) বিং, ত্রিং, মনোজ্ঞ, সুন্দর। মধুর, মিষ্ট। উজ্জ্বল; যথা—"রুচির কিরীট।" ক্লীং, মূলক। কুঙ্কুম। লবঙ্গ। রা—স্ত্রীং, ১৩ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

রুচিরাঞ্জন; সং, পুং, শোভাঞ্জন।

রুচিরাশ্ব; সং, পুং, নৃপতিবিশেষ।

রুচিষ্য (রুচক দেখ, ইষ্য—প্রং) বিং, ত্রিং, মধুর, মিষ্ট। অভিপ্রেত।

রুচ্য (রুচ—য(ক্যপ্)—ক) বিং, ত্রিং, রুচির, সুন্দর। (রুচি+য(ষ্ণ্য)—ভা) রুচিকারক। সং, পুং, কান্ত, পতি। কতকবৃক্ষ। শালিধান্য। চন্দ্র। ক্লীং, সৌবর্চ্চল।

রুচ্যকন্দ; সং, পুং, শূরণ, ওল।

রুজ্, **রুজা** (রুজ্ পীড়িত হওয়া+০(ক্বিপ্)—ভাবে। ২য়-পক্ষে ও—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, ব্যাধি, পীড়া। ভঙ্গ। ক্ষতি, হানি। মেষী। কুষ্ঠ।

রুজাকর; সং, পুং, ব্যাধি। ক্লীং, কর্ম্মরঙ্গ ফল।

রুজাসহ; সং, পুং, ধম্বনবৃক্ষ।

রুটী (রোটী বা রোটিকা শব্দজ) সং, পিষ্টকবিশেষ।

রুঠা (দেশজ) বিং, নীরস। (চট্টগ্রামে) অনুর্ব্বর।

রুণক্ষরা, সং, স্ত্রীং, যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতে কিছুই কষ্ট হয় না।

রুণ্ড (রুনট্ লুণ্ঠন করা, চুরিকরা—অ(অন্)—ক, ট=ড) সং, পুং, কবন্ধ, শিরোহীন কলেবর।

রুণ্ডিকা (রুণ্ড+কণ্—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, রণস্থল। দ্বারের সম্মুখ। বিভূতি। চৌকাঠ। কুট্টনী। দৈবশক্তি।

রুত, **রুৎ** (রু রব করা, কাঁদা+ত(ক্ত), ০ ক্বিপ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পশুপক্ষীর শব্দ। রোদন। রব, শব্দ। বিং, ত্রিং, রোদনকারী। শিং,—১ "আকর্ণ্য সম্প্রতি রুতং চরণায়ুধানাং।"

রুদথ (রুদ্ ক্রন্দন করা+অথচ্—প্রং) সং, পুং, কুক্কুর। বিদ্যার্থী, ছাত্র।

রুদিত (রুদ্ ক্রন্দন করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, ক্রন্দন, রোদন। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, রোদনকারী।

রুদ্ধ (রুধ্ আবরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আবৃত, বেষ্টিত। প্রতিবদ্ধ, বাধিত। ব্যাপ্ত। নিবারিত।

রুদ্র (রুদ্-ণ্চি=রোদি রোদন করা+রক্—ক) সং, পুং, শিব। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর—এই একাদশবিধ গণদেবতাবিশেষ। অন্যমতে —অজৈকপাদ্ অহিব্রধ্ন বিরূপাক্ষ সুরেশ্বর জয়ন্ত বহুরূপ ত্র্যম্বক অপরাজিত বৈবস্বত সাবিত্র হর—এই একাদশ গণ। শিং— "রুরোদ সস্বরং ঘোরং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ। রোদমানং যদা ব্রহ্মা মা রোদীরিত্যভাষত। রোদনাদ্রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।" একাদশ সংখ্যা। আর্দ্রানক্ষত্র। আদিত্যপত্র বৃক্ষ।

রুদ্রজ (রুদ্র শিব—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত। ইহা শিববীর্য্য হইতে জন্মিয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) সং, পারদ, পারা। কার্ত্তিকাদি।

রুদ্রজটা (রুদ্র শিব—জটা। শিবজটার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া) সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ।

রুদ্রপত্নী; সং, স্ত্রীং, অতসী। দুর্গা।

রুদ্রপ্রিয়া (রুদ্র শিব ইত্যাদি—প্রিয়) সং, স্ত্রীং, হরীতকী। পার্ব্বতী।

রুদ্রবিংশতি; সং, স্ত্রীং, প্রভবাদি ষষ্টিবর্ষান্তর্গত শেষ বিংশতিবর্ষ।

রুদ্রসাবর্ণি; সং, পুং, দ্বাদশ মনু।

রুদ্রসূ; সং, স্ত্রীং, একাদশপুত্র-জননী।

রুদ্রাক্রীড় (রুদ্র শিব—আক্রীড় ক্রীড়া-

স্থান। সায়ংকালে শিব এই রূপ স্থানে নৃত্য এবং ক্রীড়া করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) সং, পুং, প্রেতভূমি, শ্মশান।

রুদ্রাক্ষ (রুদ্র—অক্ষি—ষ) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ। ক্লীং, রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের ফল; এই ফলে জপমালা প্রস্তুত হয়। শিং—১ "ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষ্ণোঽপতংস্ত যে। অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি।"

রুদ্রাণী (রুদ্র শিব+ঈপ্—স্ত্রীং, আন—আগম) সং, স্ত্রীং, রুদ্রপত্নী দুর্গা। শিং—২ "রুদ্রস্যেয়স্তু রুদ্রাণী রৌদ্রং হন্তি করোতি যা।"

রুদ্রারি (রুদ্র শিব—অরি শত্রু) সং, পুং, মদন, কামদেব।

রুদ্রাবাস (রুদ্র শিব—আবাস বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বারাণসী, কাশী। কৈলাস। শ্মশান।

রুধির (রুধ্ আবরণ করা+ইর (কির—ক) সং, ক্লীং, শোণিত, রক্ত। কুঙ্কুম। পুং, মঙ্গলগ্রহ। রক্তবর্ণ মণিবিশেষ। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

রুধিরাখ্য; সং, ক্লীং, মণিবিশেষ।

রুমা (রু রব করা+ম—প্রং, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, সুগ্রীবের ভার্য্যা। রাজপুতনার অন্তর্গত সাম্বর প্রদেশের লবণের খনি।

রুমাল (পারস্য, রু মুখ—মালিদন্ ঘর্ষণ করা) সং, যাহার দ্বারা মুখ মুছা যায়। গামছা, গাত্রমার্জ্জনী।

রুরু (রম্ ক্রীড়া করা+র—প্রং, র=রু) সং, পুং, অরুণ, সূর্য্যসারথি।

রুরু (রু রব করা+রু (ক্রু)—ক) সং, পুং, মহাকৃষ্ণসার, মৃগবিশেষ। দৈত্যবিশেষ।

রুরুধিষু [রুদ্ ক্রন্দনকরা+সন=ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, রোদন করিতে ইচ্ছুক।

রুবৎ (রু শব্দ করা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, শব্দায়মান।

রুলাই (পারস্য) সঙ্গীতবিশেষ, ইহাতে নায়ক নায়িকার এবং বিরহাদির বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে।

রুবু, রুবূক, রুবুক (রু শব্দকরা+উ—প্রং, উ=উব। কণ—যোগে রুবুক। ১ম ও ২য় বর্ণের স্বর দীর্ঘ হয়, যথা—রূবূক, রুবূক) সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরাণ্ডাগাছ। রক্তৈরণ্ড।

রুষ } (রুষ্ ক্রুদ্ধ হওয়া+০ (ক্বিপ্)—
রুষা } ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, রোষ, ক্রোধ।

রুষিত } (রুষ্ দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং,
রুষ্ট } বিং, ত্রিং, ক্রুদ্ধ, কুপিত।

রুষ্টি (রুষ্ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, রোষ, ক্রোধ।

রুহ (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+অ (ক)—ক) বিং, ত্রিং, জাত। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে তদুৎপন্ন, যথা—ভূরুহ, মহীরুহ ইত্যাদি। আরূঢ়। হা—স্ত্রীং, দূর্ব্বা। মহাসমঙ্গা।

রুহক (রুহ [কীট পতঙ্গাদি] গমন করা বা উপরে উঠা+অক—প্রং) সং, ক্লীং, ছিদ্র, গর্ত্ত, গহ্বর।

রুহিরুহিকা; সং, স্ত্রীং, উৎকণ্ঠা।

রুহ্বা (রুহ্বন, রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+বন্ (ক্বনিপ্)—ক) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ।

রূংষিত (রূষ্ ভূষিত করা+ত (ক্ত—র্ম, ং—আগম) বিং, ত্রিং, চর্চ্চিত, ছুরিত, রং করা।

রূক্ষ (রূক্ষ্ কর্কশ হওয়া+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, কর্কশ। কঠিন। নির্দ্দয়। কঠোর ব্রতধারী। বন্ধুত্ব। অননুকূল। স্নেহশূন্য। অচিক্কণ। সং, পুং, বৃক্ষ। ক্ষী—স্ত্রীং, দন্তীবৃক্ষ।

রূক্ষপত্র; সং, পুং, শাখোটবৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

রূঢ় (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন, জাত। প্রসিদ্ধ। প্রবৃদ্ধ। ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্য-

য়ের অর্থ অপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থ প্রকাশক (শব্দ) ; যথা—গো বৃক্ষাদি। শিং —১ "মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃ স্যাদৌপচারিকঃ। যৌগিকো যোগরূঢ়ো বা রূঢ়ো বা মুখ্য এব সঃ" ইতি শাব্দিকাঃ।

রূঢ়পদার্থ (Elements) যে সকল বস্তু অন্য পদার্থের পরমাণু যোগে উৎপন্ন না হয় ; যথা—স্বর্ণ রৌপ্য গন্ধক প্রভৃতি।

রূঢ়মূল ; বিং, ত্রিং, বদ্ধমূল, যাহা'র মূল বদ্ধ হইয়াছে।

রূঢ়ি (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+ক্তি—ভাবে) সং, স্ত্রীং, উৎপত্তি। প্রসিদ্ধি। (+ক্তি—৭) প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধকশক্তি। শব্দশক্তি বিশেষ। শিং—১ "শব্দাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ।"

রূপ (রূপ্ রূপযুক্ত করা+অ (অচ্=র্ম) সং, ক্লীং, স্বরূপ, স্বভাব। শরীর। আকৃতি। প্রকার। সৌন্দর্য্য। শুক্লাদি বর্ণ, সং। বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু। গ্রন্থাদির আবৃত্তি। নাম। পশু। শ্লোক। দৃশ্য-কাব্য। বিং, ত্রিং, (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসদৃশ, তুল্য। ক্লীং, এক সংখ্যান্বিত। শিং—১ "রূপং ভজেৎ স্যাৎ পরিপূর্ত্তি-কালঃ।"

রূপা (রৌপ্য শব্দজ) বি, ধাতু বিশেষ, রৌপ্য।

রূপক (রূপ ক্রি=রূপি=অক (ণক)—ক) সং, ক্লীং, আকৃতি, গঠন। নাট্য গ্রন্থের অলঙ্কার বিশেষ। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদজ্ঞান। শুক্লাদিবর্ণ। আকার। সংখ্যাবিশেষ। গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ। শিং—' সপ্তালী প্রোচ্যতে গুঞ্জা সা ত্রিস্রো রূপকং ভবেৎ। রৌপ্য। (রূপ+কণ্—যোগ্য) বিং, ত্রিং, মূর্ত্ত। শিং—১ (অভেদো ভাসতে যস্মিন্নুপমানোপমেয়য়োঃ। রূপকং কথ্যতে সদ্ভিরলঙ্কারোত্তমং যথা। তথি যুষ্মন্মুখাম্ভোজং লীলালকমধুব্রতং। ন কস্য হরতে চেতো লসদ্দশনকেশরং।"

রূপণ (রূপ-ক্রি—রূপি+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, বর্ণন। অভিনয়। নিরূপণ।

রূপতত্ত্ব (রূপ—তত্ত্ব নিগূঢ়ভাব) সং, ক্লীং, শীল। যথা—"স্যাদ্রূপং লক্ষণং ভাবশ্চাত্মপ্রকৃতিরীতয়ঃ। সহজো রূপতত্ত্বঞ্চ ধর্ম্মসর্গৌ নিসর্গবৎ।"

রূপধারী (—ধারিন্) বিং, ত্রিং, সৌন্দর্য্যান্বিত। বেশান্তরগ্রাহী। (নট)।

রূপধেয় ; সং, ক্লীং, সৌন্দর্য্য।

রূপনাশন (রূপ আকৃতি—নাশন বিনাশন) সং, পুং, পেচক, পেঁচা। বিং, ত্রিং, সৌন্দর্য্যের নাশক।

রূপভাগ (Reduction) লঘুকরণ দেখ।

রূপরাশি—যে রাশির ঠিক মূল বাহির হইতে পারে।

রূপবান্ (রূপবৎ, রূপ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সৌন্দর্য্যশালী, সুন্দর। আকারবিশিষ্ট, সাকার। শুক্লাদিবর্ণযুক্ত।

রূপস ; বিং, ত্রিং, রূপবান।

রূপাজীবা (রূপ সৌন্দর্য্য—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা।

রূপালী, বি, রৌপ্যপাত মণ্ডিত।

রূপান্তর (রূপ—অন্তর) সং, ক্লীং, ভিন্নরূপ, বিভিন্ন আকার। অবস্থান্তর।

রূপাস্ত্র (রূপ সৌন্দর্য্য—অস্ত্র) সং, পুং, কন্দর্প।

রূপিকা ; সং, শ্বেত আকন্দ।

রূপী (রূপিন্, রূপ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রূপবিশিষ্ট। সাকার। সৌন্দর্য্যশালী।

রূপ্য (রূপ+য (ষ্য)—আহতার্থে। অশ্ব-বরাহপুরুষাদিরূপ প্রকাশ করিবার জন্য যে তাড়িত হয়) সং, ক্লীং, রৌপ্য, রজত। স্বর্ণ। অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণার্থ আহত স্বর্ণ বা রৌপ্য। বিং, ত্রিং, রূপবান্, সুন্দর।

রূপ্যাধ্যক্ষ (রূপ্য রৌপ্য—অধ্যক্ষ তত্ত্বা-

বধায়ক) সং, পুং, টাকশালের অধ্যক্ষ। অশ্বাদিরূপ গঠিত রজতের অধ্যক্ষ।

রূবুক (রুবু দেখ) সং, পুং, এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরেণ্ডাগাছ।

রূপণ (রূষ্ ভূষিত করা ইত্যাদি+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, লেপন। ছুবণ।

রূষিত (রূষ্ ভূষিতকরা ইত্যাদি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভূষিত। চূর্ণিত। অচিক্কণীকৃত। ছুরিত। ম্রক্ষিত। লেপিত।

রে (রু শব্দ করা+এ (ডে)—ভাবে) অং, নীচ সম্বোধন।

রেঁদা (দেশজ) সং, কাষ্ঠ পরিষ্কার করণার্থ অস্ত্রবিশেষ।

রেক (রেক্ শঙ্কা করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, সংশয়, সন্দেহ। পুং, শঙ্কা। নীচ, ইতর। ভেক, ব্যাঙ। (রিচ নিঃসরণ করা+অ (ঘঞ্)—ভাবে) বিরেচন, ভেদ। (দেশজ) সং, বেত্র-নির্ম্মিত পরিমাণ পাত্রবিশেষ।

রেক্তা (পারস্য) সঙ্গীতবিশেষ; ইহাতে নায়ক নায়িকা এবং বিরহাদি বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে।

রেখা (লিখ লেখা+অ—র্ম্ম, আপ্—স্ত্রীং, ল=র) সং, স্ত্রীং, বিস্তৃতিহীন দীর্ঘধরাতল। লম্বাকৃতি চিহ্ন,"।"—"দাঁড়ি, কসী প্রভৃতি। রাজি, শ্রেণী, সারি। আভোগ। অল্পমাত্র। সম্পূর্ণতা। ছল, কপট। শরীরস্থ শুভাশুভ লক্ষণচিহ্ন।

রেখাগণিত (Geometry) ক্ষেত্রতত্ত্ব। জগন্নাথপণ্ডিত কৃত গণিত গ্রন্থবিশেষ।

রেচক (রিচ্-ণিচ্=রেচি নিঃসারণ করান +অক (ণক)—বিং, ত্রিং, ভেদকারক, জোলাপ। পুং, প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। শিং—১ "কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচকঃ।" যবক্ষার। জয়পালের গাছ। তিলকবৃক্ষ। পিচকারী। শিং—১ "সিচ্যমানোঽচ্ছুতস্তাভি র্মহিষীভিঃ স্মঃ রেচকে।"

রেচন (রেচক দেখ, অনট্—ভা) সং, ক্লীং, বিরেচন, ভেদ। রিচ্ ণিচ্—রেচি+অন—ক) বিং, ত্রিং, ভেদক।

রেচনক—পুং } কাম্পিল্ল। নী—স্ত্রীং,
রেচনা—স্ত্রীং } কালাঞ্জনী। দন্তীবৃক্ষ। শ্বেতত্রিবৃতা।

রেচিত (রিচ্ ণিচ্—রেচি নিযুক্ত করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্ত। বিবর্জ্জিত। শিং—১ "স্যাদ্ ভ্রুবো র্ললিতাক্ষেপাদেকস্যা এব রেচিতম্। তয়োর্মূলসমুৎক্ষেপং কৌটিল্যাদ্ভ্রুকুটিং বিদুঃ।"

রেণু (রি বধ করা+নু—ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, ধূলি, পাংশু। পরাগ, গুঁড়া।

রেণুকা (রেণু+কণ্—আ, প্রং) সং, স্ত্রীং, মরিচাকৃতি সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। পরশুরামের মাতা।

রেণুকাসুত ; সং, পুং, পরশুরাম।

রেণুবাস (রেণু পুষ্পরেণু—বাস বাসস্থান) সং, পুং, অলি, ভ্রমর।

রেণুরূষিত (রেণু ধূলি—রূষিত অচিক্কণীকৃত) বিং, ত্রিং, ধূলিম্রক্ষিত, ধূলামাখা। সং, পুং, গর্দ্দভ।

রেণুসার (রেণু ধূলি—সার সারাংশ) সং, পুং, কর্পূর।

রেতঃ (রেতস্, রী ক্ষরিত হওয়া+অস্—ক, ৎ—আগম) সং, ক্লীং, শুক্র, বীর্য্য। শিববীর্য্য, পারদ, পারা।

রেতজা ; সং, ক্লীং, বালুকা, বালি।

রেতন ; সং, ক্লীং, শুক্র, বীর্য্য।

রেত্য (রী গমন করা+য—প্রং, ৎ—আগম) সং, ক্লীং, পিত্তল, পিতল।

রেত্র (রী গমন করা+র—প্র, ৎ—আগম) সং, ক্লীং, রেতঃ, শুক্র। পীযূষ, অমৃত। পটবাস। পারদ। সূতক।

রেপ (রি বধ করা+প—ক। অথবা রেপ্ শব্দ করা+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, নিন্দিত। নীচ। নির্দ্দয়। কৃপণ।

রেফ (র+ইফ—প্রং) সং, পুং, র, ´,—।

শিং—১ "সম্মুখবর্ত্তী পিশুনঃ প্রপততি পাদয়ো র্নিয়তং। স পুনরসম্মুখবর্ত্তী রেফৈ-বায়ং শিরোবর্ত্তী।" (রেফ নিন্দা করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ক্রূর। কৃপণ। নীচ। কুৎসিত। পুং, রবর্ণ। রাগ, স্নেহ। সমাজপরিত্যক্ত।

রেফাঃ (রেফস্, রিফ্ নিন্দা করা+অস্—ক) বিং, ত্রিং, নীচ, অধম। ক্রূর। দুষ্ট। কৃপণ।

রেভণ (রেভ্ শব্দকরা+অন(অনট্) ভা) সং, ক্লীং, গোধ্বনি, গোরুর শব্দ।

রেওয়া (পারশী) খতিয়ান দৃষ্টে যে কাগজে সংবৎসরের মোট আয় ব্যয় দেনা পাওনা লোক্সান প্রভৃতির বিষয় একত্র লিখিত হয়, তাহার নাম রেওয়া।

রেয়াৎ (আরবী) দয়া, অনুগ্রহ।

রেরিহাণ; সং, পুং শিব। অসুর। চৌর। রাক্ষস। অধিনায়ক।

রেবট (রেব্ গমন করা+অট—প্রং) সং, ক্লীং, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ। পুং, শূকর। বেণু। বাতুল। বিষবৈদ্য। মোরঙ্গ তৈল। কদলী-বৃক্ষ। ধূলি। বাত্যা। ঐন্দ্রজাল। সর্প-ক্রীড়ক, মাল।

রেবত (রেব+অত—ক) সং, পুং, জম্বীর। আরগ্বধ বৃক্ষ। রেবতীর পিতা, বলরামের শ্বশুর।

রেবতক; সং, ক্লীং, পারাবত।

রেবতি; সং, স্ত্রীং, কামপত্নী, রতি।

রেবতী (রেবত এক রাজা, বলরামের শ্বশুর +অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। (রেব+অত—ক, ঈপ্) অশ্বিন্যাদি সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত শেষ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি মর্দ্দলের ন্যায় এবং দ্বাত্রিংশ তারকা যুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুষাখ্য সূর্য্য। ইহার জাতফল—"চারুশীলবিভবো জিতে-ন্দ্রিয়ঃ সৎকুলস্বজনৈকমানসঃ। মানবো নষ্ট ভবেন্মহীপতী রেবতী ভবতি যস্য জন্মভং।" স্ত্রীগোরু, গাভি। দুর্গা। শিং —১ "রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা। অতিথগুনবন্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা।" মাতৃকাবিশেষ। নদীবিশেষ। বালগ্রহবিশেষ।

রেবতীভব (রেবতী নক্ষত্রবিশেষ—ভব জাত) সং, পুং, শনৈশ্চর, শনিগ্রহ।

রেবতীরমণ, **রেবতীশ**, **রেবতীজানি** } রেবতী বলরামপত্নী—রমণ পতি।—ঈশ প্রভু বা স্বামী সং, পুং, বলরাম। চন্দ্র।

রেবন্ত; সং, পুং, গুহ্যকাধিপতি সূর্য্য-পুত্র বিশেষ।

রেবন্তমনুসূ; সং, স্ত্রীং, সংজ্ঞা।

রেবা (রেব্ গমনকরা+অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নর্ম্মদা নদী। শিং—১ "রেবা দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।" রতি, কামপত্নী। নীলগাছ। দুর্গা।

রেষণ (রেষ্ অশ্ব কর্ত্তৃক ধ্বনি করা, বৃক কর্ত্তৃক ধ্বনি করা+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, হ্রেষারব। বৃকের গর্জ্জন।

রেসম (পারস্য) সং, ঊর্ণা, পশম।

রেষবৎ (আরবী) উৎকোচ।

রেহন (আরবী) বন্ধক দেওয়া।

রৈ (রা দান করা+ঐ(ডৈ)—র্ম্ম) সং, পুং ধন। স্বর্ণ। শব্দ।

রৈখিক (Lineal, রেখা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, রেখাসম্বন্ধীয়।

রৈত্য (রীতি পিত্তল+য(ষ্ণ্য)—প্রং) বিং, ত্রিং, রীতি হইতে উৎপন্ন। পিত্তল নির্ম্মিত।

রৈবত (রেবা+অ(ষ্ণ)—প্রং, ত—যোগ অথবা রেবতী+ষ্ণ) সং, পুং, বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতবিশেষ। দৈত্য বিশেষ। শিব। চতুর্দ্দশমনুর পঞ্চমমনু। স্বর্ণালুবৃক্ষ।

রৈবতক; সং, পুং, পর্ব্বত-বিশেষ। ক্লীং, পারেবত বৃক্ষ।

রৈবতিক (রেবতী+ইক (ষ্ণিক)—অপত্যার্থে) সং, পুং, রেবতীপুত্র।

রোক (রুচ্ দীপ্তি। পাওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, দীপ্তি। ক্রয়বিশেষ। (রু+কন—ক) সং, ক্লীং, নৌকা। (+কন্—ধি) গর্ত্ত, ছিদ্র।

রোক্সোদ (আরবী) অনুমতি। বিদায়।

রোগ (রুজ্ রুগ্ন হওয়া+অ (ঘঞ্)—ক) সং, পুং, ব্যাধি, পীড়া।

রোগঘ্ন (রোগ—ঘ্ন যে নাশ করে) বিং, ত্রিং, রোগনাশক। সং, ক্লীং, ঔষধ। পুং, বৈদ্য।

রোগভূ (রোগ—ভূ ভূমি) সং, স্ত্রী, দেহ, শরীর।

রোগরাজ (রোগ—রাজ প্রধান) সং, পুং,

রোগশান্তক, **রোগহারী** (রোগ—শান্তক যে উপশম করে।—হারিন্, রোগ—হারিন্ যে হরণ করে) বিং, ত্রিং, রোগনাশক। সং, পুং, বৈদ্য, চিকিৎসক।

রোগশিলা; সং, স্ত্রীং, মনঃশিলা।

রোগশিল্পী; সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, শরালু।

রোগহ, রোগহা (রোগহন্, রোগ—হন্ [হন্ বধ করা—অ(ড), •(ক্কিপ্)—ক] যে নাশ করে) সং, পুং, বৈদ্য, চিকিৎসক। বিং, ত্রিং, রোগনাশক।

রোগী (রোগিন্, রোগ—ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রুগ্ন, পীড়িত, ব্যাধিত।

রোগ্য (রোগ+য—প্রং) বিং, ত্রিং, অপথ্য, অহিত। রোগসম্বন্ধীয়।

রোচক (রুচ্ ণ্রি=রোচি রোচক হওয়া +অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, রুচিকারক। দীপ্তিপ্রদ। সং, পুং, ক্ষুধা। কদলী। পলাণ্ডু বিশেষ। অবদংশ, চাটনি। গ্রন্থিপর্ণবিশেষ।

রোচন (রুচ্ ণ্রি=রোচি দীপ্তি পাওয়া, রোচক হওয়া+অন—ক) বিং, ত্রিং, রোচক, রুচিকারক। দীপ্তিপ্রদ। বলকারক। রুচ্+অন—ক) সং, পুং, কার্পাস বৃক্ষবিশেষ। পলাণ্ডু। আরগ্বধ। করঞ্জ। দাড়িম্ব। কলম্বলেবু। বায়ুরেচক ঔষধ।

রোচনা (রুচ্ দীপ্তিপাওয়া+অন—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, গোরোচনা, বর্ণ দ্রব্য বিশেষ। গন্ধদ্রব্য। রক্ত কহ্লার। উত্তমা স্ত্রী। [শুণ্ডারোচনী।

রোচনিকা; সং, স্ত্রীং, বংশরোচনা।

রোচনী; সং স্ত্রীং, আমলকী। গোরোচনা। মনঃশিলা। শ্বেতবিবৃতা।

রোচমান (রুচ্ দীপ্তিপাওয়া+আন(শান) —ক। ম—আগম) সং, পুং, অশ্বের কণ্ঠস্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ। বিং, ত্রিং, দীপ্যমান।

রোচিঃ (রোচিস্, রুচ্ দীপ্তি পাওয়া+ইস —ভাবে) সং, ক্লীং, দীপ্তি, ছবি, কান্তি।

রোচিষ্ণু, রোচী (রোচিন্, রোচমান দেখ, ইষ্ণু, ইন্—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল, কান্তিযুক্ত, শোভিত, চী—স্ত্রীং, হিলমোচিকা।

রোচ্য (রুচক দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রুচিকর, প্রীতিকর বিষয়। দীপ্তিযোগ্য।

রোজ (পারস্য) সং, তারিখ, দিবস।

রোজগার (পারস্য) আয়, উপার্জ্জন।

রোজনামা (পারস্য) দৈনিক হিসাবের বহি, যে বহিতে দৈনিক বিবরণ লেখা যায়।

রোজা (যাবনিক) মুসলমানদিগের উপবাসরূপ ব্রতবিশেষ।

রোটি, রোটিকা (রুট্ দীপ্তি পাওয়া+ই—প্রং। ২য়-পক্ষে অক(ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, গোধূমচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ, রুটি। "শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্। তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূয়োহঙ্গারেহপি তাং পচেৎ। সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে।"

রোডসেস্ (ইংরাজী) পথপ্রস্তুতের জন্য কর। পথকর।

রোদঃ (রোদস্, রুদ্ রোদন করা+অস্—

ধি) সং, ক্লীং, স্বর্গ। পৃথিবী। আকাশ। দ্বিং, পৃথিবী আকাশ উভয়।

রোদ,রোদন (রুদ্ রোদন করা+অ(অল্), অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, ক্রন্দন। মৃতমুদ্দিশ্য রোদননিষেধো যথা, "শ্লেষ্মাশ্রু বান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ। অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ।"

রোদসী (রোদস্+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। স্বর্গ। দ্বিং, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়। "রবঃ শ্রবণভৈরবঃ স্থগিতরোদসীকন্দরঃ।"

রোদ্ধা (রোদ্ধৃ, রুধ্ রোধ করা+তৃ(তৃন্) —ক) বিং, ত্রিং, রোধকর্ত্তা।

রোধ (রুধ্ আবরণ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বাধা। অবরোধন। (+অল্—ণ) তীর, কূল।

রোধঃ (রোধস্, রুধ্ আবরণ করা+অস্ —ণ) সং, ক্লীং, তীর, কূল, রোধ।

রোধক (রোধ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, নিবারণকর্ত্তা।

রোধন (রোধ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অবরোধ, বাধা, আটক। (+অন —ক) বিং, ত্রিং, রোধকর্ত্তা।

রোধবক্রা, রোধোবক্রা, রোধবতী (রোধ, রোধস্ তীর—বক্র নদীর বাঁক। রোধ তীর+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, তটিনী, নদী। "নিম্নগা রোধবক্রা চ স্রবন্তী সিন্ধুরাপগা।"

রোধী (রোধিন্, রোধ দেখ, ইন্(ণিন্)—ক, বিং, ত্রিং, রোদ্ধা।

রোধ্র (রোধ দেখ, র—ণ) সং, ক্লীং, অপরাধ। পাপ। (+র—ক) পুং, লোধ্র বৃক্ষ।

রোধ্রপুষ্প, সং, পুং, মধুকবৃক্ষ।

রোধ্রপুষ্পিণী, সং, স্ত্রীং, ধাতকীবৃক্ষ।

রোপ (রুপ্ মূর্চ্ছিত হওয়া+অ(অল্)—ণ) সং, পুং, বাণ, শর। (রুহ্-ণিচ্=রোপি+অল্—ভাবে) রোপণ। ক্লীং, ছিদ্র, গর্ত্ত।

রোপণ (রুহ্-ণিচ্=রোপি জন্মান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বীজাদিবপন, বুনন, উৎপাদন, জনন। স্থাপন, অর্পণ। রুপ্ মুগ্ধহওয়া+অনট্-ভা) আরোপ। বিমোহন, মুগ্ধকরণ। অঞ্জনবিশেষ।

রোপণাবর্ত্তি ; সং, স্ত্রীং, নেত্রাঞ্জনবিশেষ।

রোপিত (রুহ্—ণিচ্=রোপি+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্পিত। প্রোত। উপ্ত, বপন করা। প্রোথিত, পোতা। বিমোহিত। (রুপ্+ক্ত—র্ম্ম) আরোপিত।

রোপ্যাতিরৌপ্য ; সং, পুং, ধান্যবিশেষ

রোম (রোমন্, রু শব্দ করা+মন্—ক) সং, ক্লীং, লোম, রোঁয়া। জল।

রোমক (রোমন্—ক কৈধাতুজ) সং, ক্লীং, রুমনগর। পাংশুলবণ, পাঙ্গালুন। অয়স্কান্ত মণিবিশেষ। পুং, বহুং, রুমনগরবাসী।

রোমকপত্তন ; সং, ক্লীং, রোমরাজ্য।

রোমকূপ (রোমন্ লোম—কূপ কূয়া, বিবর সং, পুং, রোমবিবর।

রোমকেশর, রোমগুচ্ছ (রোমন্ [চমরীর লোম—কেশর তন্তু সদৃশ পদার্থ। —গুচ্ছ গোছা) সং, ক্লীং চামর।

রোমজ (রোমন্ লোম—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, রোমদ্বারা প্রস্তুত, পশমী।

রোমন্থ, রোমন্থন (রোগ—মন্থ বধ করা+অ(অল্),অন(অনট্)—ক, নিপাতন) সং, পুং, উদ্গীর্য্যচর্ব্বণ, জাওরকাটা।

রোমন্থক, রোমন্থিক (Ruminata, রোমন্থ+কণ্, ইব—প্রং) সং, পুং, যে সকল পশু ভুক্ত বস্তু উদ্গার করিয়া তাহা পুনর্ব্বার চর্ব্বণ করে ; যথা—উষ্ট্র, জিরাফা, হরিণ, মেষ, ছাগ, গো মহিষাদি

রোমভূমি (রোম—ভূমি স্থল) সং, স্ত্রীং চর্ম্ম।

রোমরাজি, রোমলতা (রোমন্—রাজি রেখা শ্রেণী রোমন্ লতা) সং, স্ত্রীং রোমাবলী।

রোমবান্ (—বৎ, রোমন্ লোম + বৎ(বতু) —অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, রোমবিশিষ্ট, লোমযুক্ত।

রোমবিকার—পুং } (রোমন্—বি-
রোমবিক্রিয়া—স্ত্রীং } কার ক্রিয়া—বিকৃতি) সং, রোমাঞ্চ। রোমোদ্গম। রোমভঙ্গ।

রোমবিধ্বংস (রোম—বিধ্বংস) সং, পুং, গাত্র-উকুণবিশেষ।

রোমশ (রোমন্, রোমন্+শ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অধিক রোমযুক্ত। সং, পুং, মেষ। শূকর। পিণ্ডালু। কুম্ভী। শা—স্ত্রীং, দগ্ধবৃক্ষ।

রোমশফল ; সং, পুং, টিণ্ডিশবৃক্ষ।

রোমহর্ষ—পুং } (রোমন্ লোম—
রোমহর্ষণ—ক্লীং } হর্ষ, হর্ষণ, ৬ষ্ঠী—
রোমবিক্রিয়া—স্ত্রীং } ষ। সং, লোম-স্ফুরণ, গায়ে কাঁটা দেওয়া।

রোমহর্ষণ (রোম—হর্ষণ) সং, পুং, সূত, লোমহর্ষণ মুনিবিশেষ। শিং—১ "অস্য তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি যৎ। দ্বৈপায়নস্য ভগবংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ। ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ।"

রোমাঞ্চ (রোমন্—অনচ্ গমন করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, পুলক, রোমোদ্গম।

রোমাঞ্চিকা ; সং, স্ত্রীং, রুদন্তীবৃক্ষ।

রোমাঞ্চিত (রোমাঞ্চ+ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত।

রোমালি, রোমালী } (রোমন্—
রোমাবলি, রোমাবলী } আলি, আলী, আবলি, আবলী = শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, নাভির উর্দ্ধভাগে উদরমধ্যস্থ রোমশ্রেণী।

রোমালু ; সং, পুং, পিণ্ডালু।

রোমীয়সম্প্রদায় (Romish church) রোমনগরীয় ধর্ম্মালয়ের মতানুযায়ী খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী লোক।

রোমোদ্গম } (রোমন্—উদ্গম, উদ্ভেদ,
রোমোদ্ভেদ } ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রোমাঞ্চ।

রোয়া (রোপণ শব্দজ) বি, ধানের চারা পোঁতা।

রোরুদা (রুদ্ [যঙ্লুগন্ত] পুনঃ পুনঃ রোদন করা+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, অতিশয় রোদন।

রোরুদ্যমান (রুদ্ [যঙ্লুগন্ত] পুনঃপুনঃ রোদন করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় রোদনশীল।

রোল ; সং, পুং, ফলবিশেষ। আত্রক। অব্যক্ত শব্দ ; যথা—"কিঙ্কিনীর রোল ঘোর রোলে।"

রোলম্ব (রোড্ উন্মত্ত হওয়া+অম্বচ্—ক, ড=ল অথবা রো [রু শব্দ করা+• (ক্বিপ্)—ক] শব্দকারী—লম্ব্ গমনকরা +অ(অন্)—ক। যে শব্দ করিতে করিতে গমন করে) সং, পুং, ভ্রমর। শুষ্কভূমি। বিং, ত্রিং, অবিশ্বাসী।

রোশন (পারস্য) আলোক।

রোশনচৌকী (পারস্য) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

রোশনাই, রোশনি (পারস্য) আলোক।

রোষ (রুষ্ ক্রোধ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ক্রোধ, রাগ।

রোষণ (রোষ্ দেখ, অন—ক) বিং, ত্রিং, ক্রোধশীল, রাগী, ক্রোধন। সং, পুং, পারদ। কষ্টিপাথর। উষর ভূমি।

রোষিত (রোষ+ইত সংজাতার্থে অথবা রুষ ণিচ্=রোষি+ক্ত—র্ম) বিং, ত্রিং, রোষপ্রাপিত, কোপিত, রাগান।

রোহ (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, আরোহণ। (+ অ(অন্)—ক) প্ররোহ, অঙ্কুর। বিং, ত্রিং আরোহী।

রোহক (রুহ্ উঠা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, আরোহণকর্ত্তা। সং, পুং, প্রেত-বিশেষ।

রোহণ (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব, প্রাদুর্ভাব। আরোহণ। (+অনট্

—ণ) শুক্র, রেতঃ। (+অনট্—র্ম) পুং, বিদূরাদ্রি। শৈল।

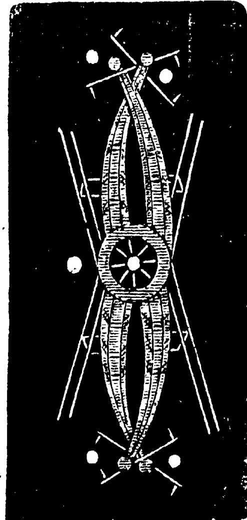
রোহন্ত (রোহণ দেখ, অন্ত—প্রং) সং, পুং, বৃক্ষ। স্ত্রী—স্ত্রীং, লতা।

রোহি (রুহ আরোহণ করা+ইন্ ক) সং, পুং, বীজ। বৃক্ষ। ধার্ম্মিক।

রোহিণ | **রৌহিণ** } (রোহিণী+অ(ষ্ণ)—দেবতার্থে) সং, পুং, ন্যগ্রোধ, বটগাছ। রোহিতক বৃক্ষ। (রুহ্ আরোহণ করা+ইন্—ক, ষ্ণ) ক্লীং, দিবসের নবম মুহূর্ত্ত।

রোহিণিকা | **রোহিতিকা** } (রোহিত রক্তবর্ণ+কণ =যোগ। রোহিত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রোহিণী হয়) সং, স্ত্রীং, ক্রোধাদি হেতুক যে স্ত্রীর শরীর লোহিতবর্ণ হয়।

রোহিণী (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া=ইন্—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ; ইহা



রোহিণী (নক্ষত্র)

শকুলাকৃতি পঞ্চতারাত্মক। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা। ইহার জাতফল— "স্যাদ্ধর্ম্মকার্য্যে কুশলঃ কুলীনঃ সুচারুদেহো বিলসৎকলেবরঃ। সমাপ্নিনাকুলিতাখিলাশয়ো যো রোহিণীজঃ স ধনী স মানী।" চন্দ্রপত্নী, দক্ষপ্রজাপতির এক কন্যা। বলরামের মাতা। বিদ্যাধরীবিশেষ। নববর্ষবয়স্কা কন্যা। শিং—১ "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।" স্ত্রী-গবী, গাভী। বিদ্যুৎ। কটুওয়া। সোমবল্ক। লোহিতা। জিনদিগের বিদ্যাদেবী-বিশেষ। হরীতকী। মঞ্জিষ্ঠা। গলরোগ বিশেষ। হরিতাল। রক্তবর্ণা।

রোহিণীকুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ডবিশেষ। কল্পবটের পশ্চিমদিকে উহা অবস্থিত।

রোহিণীপতি | **রোহিণীবল্লভ** } (রোহিণী—পতি স্বামী রোহিণী—বল্লভ প্রিয়) সং, পুং, চন্দ্র, বসুদেব।

রোহিত | **রোহিতক** } (রুহ্ আরোহণ করা+ইতন্—ক) সং, পুং, রুই মাছ। হরিণবিশেষ। রক্তবর্ণ। পদ্মরাগমণি বৃক্ষবিশেষ। ক্লীং, কুঙ্কুম। ঋজু ইন্দ্রধনুঃ শোণিত। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণবিশিষ্ট। ত —স্ত্রীং, রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণা। শিং— "রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিত চ সা।"

রোহিতাশ্ব (রোহিত রক্তবর্ণ—অশ্ব, ৬ —হিং) সং, পুং, অগ্নি। হরিশ্চন্দ্রপুত্র।

রোহিতেয়, সং, পুং, রোহিত বৃক্ষ।

রোহিৎ (রুহ্ গমন করা বা উৎপন্ন হও +ইৎ—প্রং) সং, পুং, সূর্য্য। বর্ণবিশেষ মৎস্যবিশেষ। স্ত্রীং, মৃগীবিশেষ। লত বিশেষ।

রোহী (রোহিন্, রুহ্ উৎপন্ন হও ইত্যাদি+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, উ পত্তিশীল। আরোহী। সং, পুং, রোহি তকবৃক্ষ। বটবৃক্ষ।

রৌক্ম (রুক্ম স্বর্ণ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বি ত্রিং, স্বর্ণময়।

রৌক্ষ্য (রুক্ষ+য ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লী রুক্ষতা, কার্কশ্য, কাঠিন্য।

রৌচ্য, সং, পুং, মনুবিশেষ।

রৌদ্র (রুদ্র শিব ইত্যাদি+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, ক্রোধ। সূর্য্যকিরণ, আতপ। পুং, যম। হেমন্ত ঋতু। শৃঙ্গারাদি নয় রসের মধ্যে এক রস; এই রসে ক্রোধ স্থায়িভাব, শত্রু আলম্বন বিভাব, শত্রুর চেষ্টা, এবং প্রহারাদি উদ্দীপন বিভাব। বিং, ত্রিং, উগ্র, প্রচণ্ড। ভয়ানক। তীব্র। রুদ্রসম্বন্ধীয়। দ্রী—স্ত্রীং, চণ্ডী, দুর্গা। রুদ্রজটা

রৌপ্য (রূপা+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, খনিজলবণবিশেষ। শম্বরলবণ।

রৌরব (রুদ্ রোদন করা, নিপাতন কিম্বা ক [যঙ্লুগন্ত] রোরুয়+০(ক্বিপ্)—ধি—রোরু এখানে চেতন পদার্থ+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, নরকবিশেষ, যে নরকে গো, স্ত্রী, ভিক্ষুক, ভ্রূণ, ব্রহ্মহত্যাকারী, অগম্যাগামী, তীর্থপ্রতিগ্রাহীরা গমন করে। বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর। চঞ্চল। ধূর্ত্ত। (রুরু+ষ্ণ) রুরু-সম্বন্ধীয়।

রৌহিণ (রোহিণ+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ। ক্লীং, দিবসের নবম মুহূর্ত্ত।

রৌহিণেয় (রোহিণী ইহার মাতা+এয় (ঢক্)—অপত্যার্থে) সং, পুং, রোহিণীনন্দন, বলরাম। বুধগ্রহ। ক্লীং, মরকতমণি। পুং—স্ত্রীং, গোবৎস।

রৌহিষ (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+ইষ(টিষচ)—ক। উ=ঔ) সং, পুং,—স্ত্রীং, রুইমাছ। মৃগবিশেষ। তৃণ। ষী—স্ত্রীং, মৃগী। দূর্ব্বা।





; ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টাবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। (লা দানকরা+অ (ড)—ক) সং, পুং, শক্র, ইন্দ্র, দেবরাজ। ক্লীং, পৃথ্বী বীজ। লী—স্ত্রীং, আশ্লেষ।

লণ্ঠন (নয়ন শব্দজ) সং, গ্রহণ, ধারণ।

লক্ (দেশজ) বি, মাঞ্জাকরা সূক্ষ্ম রেশম সূত্র।

লকচ, লকুচ (লক্ আস্বাদন করা+অচ, উচ —র্ম্ম) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, ডেহুয়া কিম্বা মাদারগাছ। এই গাছের ফলের নাম—বাঙ্গালায় ইহাকে মান্দার, ডেলো-মান্দার কহে। সংস্কৃত পর্যায়—ঐরাবত, অম্লক, লিকুচ, নিকুচ, কষায়ী, দৃঢ়বল্কল, ডহু, কার্শ্য, শাল, শূর, স্থূলস্কন্ধ, গ্রন্থিমৎ ফল ও ক্ষুদ্র পনস। অপক্ব মান্দার অম্ল মধুর-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, ত্রিদোষকারক, রক্তদোষজনক, চক্ষুর অপকারক, এবং অগ্নি ও শুক্রের হানিকারক। পক্ব মান্দার অম্ল-মধুর-রস উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রজনক, কফকারক, এবং বাত-পিত্ত নাশক। মান্দার গাছের ছালের রস কষায়-তিক্ত। উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, দাহকারক, মলরোধক এবং কফ নাশক।

লক্কা (দেশজ) বি, পারাবতবিশেষ।

লক্তক (লক [হীনলোক কর্ত্তৃক] আচ্ছাদন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম] কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া। আলতা।

লক্ষ (লক্ষ্ দর্শন করা, চিহ্ন করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ক্ষা—স্ত্রীং, শতসহস্র সংখ্যা। ক্লীং, চাতুরী, প্রবঞ্চনা। শরব্য। লক্ষ্য। দৃষ্টি।

লক্ষক (লক্ষ ণিচ্+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধক।

লক্ষণ (লক্ষ্ দর্শন করা, চিহ্ন করা+অন (অনট্)—র্ম্ম), সং, ক্লীং, স্বরূপ। ব্যাকরণসূত্র। (+অনট্—ণ) নাম। চিহ্ন। (+অনট্—ভাবে) পরিচ্ছেদকরণ। পরিচয়। সজাতীয় ব্যবচ্ছেদ। (লক্ষ্+অন—ক) সং, পুং, শ্রীরামের ভ্রাতা। (+অনট্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শ্রীমান্।

লক্ষণা (লক্ষ দেখ, অন—ক, আপ্) সং,

স্ত্রীং, সারসী। হংসী। (+অন—ণ) শব্দ-সম্বন্ধ, অধ্যাহার ; শব্দের শক্তি-বিশেষ, প্রকৃত অর্থের বোধ হইলে যে শক্তিদ্বারা প্রয়োজন বা বহু প্রয়োগবশতঃ প্রকৃত অর্থ-সম্বন্ধীয় অন্য অর্থের বোধ হয় ; যথা—"দুর্ব্বাসা অতিশয় দুর্ম্মুখ ছিলেন।" এস্থলে মুখ শব্দের বদন রূপ প্রকৃত অর্থ না বুঝাইয়া দুষ্ট হইয়াছে মুখ অর্থাৎ মুখ সম্বন্ধীয় বাক্য যার—এই অর্থ বুঝাইতেছে। শিং—১ "লক্ষণা শক্যসম্বন্ধাত্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ। গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ গঙ্গাপদস্য শক্যার্থে প্রবাহরূপে ঘোষস্যা-ন্বয়ানুপপত্তিস্তাৎপর্য্যানুপপত্তির্ব্বা। যত্র প্রতি-সম্বন্ধীয়তে তত্র লক্ষণয়া তীরস্য বোধঃ।"

লক্ষণীয় (লক্ষ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনুভবনীয়, অনুভবযোগ্য। দর্শনীয়।

লক্ষিত (লক্ষ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃষ্ট, উদ্দিষ্ট। জ্ঞাত। লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। অনুমিত। অনুভূত। লক্ষ্য কৃত, বেধনার্থ চিহ্ন। তা—স্ত্রীং, পরকীয়ান্তর্গত নায়িকাবিশেষ।

লক্ষিতলক্ষণা ; সং, স্ত্রীং, লক্ষণাবিশেষ ; যথা—"দ্বিরেফপদেন বহুব্রীহিলক্ষণয়ো স্থা-পিতাদ্রেফদ্বয়যুক্তভ্রমরপদাদভিধয়ৈবভৃঙ্গা-পস্থিতিঃ।"

লক্ষ্ম (লক্ষ্মন, লক্ষ্ চিহ্ন করা+মন্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, চিহ্ন, প্রধান।

লক্ষ্মণ (লক্ষ্মী+অ (ষ্ণ)-অস্ত্যর্থে) ন প্রত্যয় ; ঈ—অ। অথবা লক্ষ্মন্+অ (ষ্ণ) অস্ত্যর্থে। সং, পুং, রামের ভ্রাতা সুমিত্রার পুত্র। সারসপক্ষী। ক্লীং, চিহ্ন। স্বরূপ। নাম। বিং, ত্রিং, সৌভাগ্যশালী। শ্রীমান্। ণা—স্ত্রীং, সারসী। দুর্য্যোধনের কন্যা, কৃষ্ণপুত্র শাম্বের ভার্য্যা। শ্বেতকণ্টকারী।

লক্ষ্মণপ্রসূ (লক্ষ্মণ—প্রসূ জননী) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মণের মাতা, সুমিত্রা। ঔষধ বিশেষ।

লক্ষ্মী (লক্ষ্ দর্শন করা ইত্যাদি+ঈ—র্ম্ম, ম—আগম) সং, স্ত্রীং, বিষ্ণুর পত্নী, কমলা। সীতা। দুর্গা। রাজশ্রী। সম্পত্তি। শ্রী। শোভা। সৌন্দর্য্য। ঋদ্ধিনামৌষধ। মোক্ষ প্রাপ্তি। ফলিনীবৃক্ষ। স্থলপদ্মিনী। শমী দ্রব্য। মুক্তা। রোগঘ্ন মূল-বিশেষ। প্রিয় বৃক্ষ। বীরপত্নী। হরিদ্রা।

লক্ষ্মীকান্ত (লক্ষ্মী—কান্ত স্বামী) সং, পুং, নারায়ণ, বিষ্ণু। শিং—১ "জগতঃ পালয়ি... চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে।" রাজা।

লক্ষ্মীগৃহ ; সং, ক্লীং, রক্তোৎপল। লক্ষ্মী... বেশ্ম।

লক্ষ্মীজনার্দ্দন ; সং, পুং, শালগ্রামবিশে... শিং—১ "একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন... দোপমং। লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহি... বনমালয়া।"

লক্ষ্মীপতি (লক্ষ্মী—পতি প্রভু, স্বামী, ... —ষ) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "বি... লক্ষ্মীপতিলক্ষ্মকার্ম্মুকম্।" নরপতি। ... ঙ্গলতা। গুবাকবৃক্ষ।

লক্ষ্মীপুত্র (লক্ষ্মী দেবীবিশেষ বা সীতা... পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কামদেব। অ... রাম বা সীতার পুত্র—কুশ ও লব। গন্ধ... বিশেষ। [...]

লক্ষ্মীপুষ্প (লক্ষ্মী—পুষ্প) সং, পুং, পদ্মর...

লক্ষ্মীফল ; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ।

লক্ষ্মীবান্ (লক্ষ্মীবৎ, লক্ষ্মী+বৎ (বতু) অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্রীমান্। সৌভা... শালী। সম্পত্তিশালী) সং, পুং, পনস... রোহিতবৃক্ষ।

লক্ষ্মীশ (লক্ষ্মী—ঈশ প্রভু, পতি ৬ষ্ঠী—... সং, পুং, বিষ্ণু, রমাপতি। আম্র... সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীসমাহ্বয়া ; সং, স্ত্রীং, সীতা, জান...

লক্ষ্মীসহজ (লক্ষ্মী—সহ সহিত—জ [... জন্মান+অ(ড)—ক ; দেবতা ও অ... কর্ত্তৃক সমুদ্র মথিত হইবার সময়, স... হইতে লক্ষ্মীর সহিত চন্দ্র উথিত হ... ছিলেন বলিয়া) সং, পুং, চন্দ্র। উ... শ্রবাঃ। কর্পূর।

লক্ষ্য (লক্ষ দেখ, য(ণ্যৎ)—র্ম) সং, ক্লীং, শরব্য, বেধ্য, বেধনার্থ লক্ষিত। ছল। চিহ্ন, চাতুরী। শতসহস্র সংখ্যা। বিং, ত্রিং, দ্রষ্টব্য, দর্শনযোগ্য। উদ্দেশ্য। লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য। জ্ঞেয়। অনুমেয়।

লক্ষ্যাসন ; সং, ক্লীং, রুদ্রযামলোক্ত আসন বিশেষ। শিং—১ "অথ লক্ষ্যাসনং বক্ষ্যে লিঙ্গাগ্রেহঙ্ঘ্রি তলদ্বয়ম্। গুহ্যদেশে হস্তযুগ্মং তলাভ্যাম্বন্ধয়েৎ ভুবি।"

লগড় ; বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোহর।

লগিত (লগ্ লাগিয়া যাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সংলগ্ন, লাগা। যুক্ত।

লগী (দেশজ) বি, নৌকাবাহন দণ্ডবিশেষ।

লগুড় (লগিত দেখ, উল—ক, ল=ড) সং, পুং, বংশময় যষ্টি, লাঠি, ঠেঙ্গা। লৌহময় মুদ্গর। শিং—১ "লগুড়ো লৌহময়ী যষ্টিঃ।"—গদা।

লগ্ন (লস্জ্ লজ্জিত হওয়া+ত(ক্ত)—ধি) সং, ক্লীং, সূর্য্যের রাশি-সংক্রমণ মুহূর্ত্ত। মেষাদি রাশির উদয়কাল। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, লজ্জিত। (লগ্ সংযুক্ত হওয়া+ক্ত—ক) সংযুক্ত। পুং, স্তুতি-পাঠক।

লগ্নক (লগ্ন দেখ, কণ্—যোগ) সং, পুং, প্রতিভূ, জামিন।

লগ্নদণ্ড—যেমন কতকগুলি বকুলফুল খুব ঠাস করিয়া একটি সরু কাটিতে গাঁথিলে তাহার কোথাও একটু ফাঁক থাকে না; তেমন কোন সুগায়ক বা সুবাদক কর্ত্তৃক গান অথবা বাদন কালে সুরের সূক্ষ্মাংশ অথবা শ্রুতিগুলি পরস্পর একটুও বিচ্ছিন্ন না হইয়া যে একটী চমৎকার সুরদণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই লগ্নদণ্ড অথবা হিন্দী ভাষায় লাগডাঁট কহে।

লগ্নপত্র—বিবাহের সময়নিরূপক কাগজ, যাহাতে কোন দিন কোন সময়ে বিবাহ স্থির তাহার স্থিরীকৃত পত্র।

লগ্নিকা (লগ্ন+কন্—প্র আপ্; নিপাতন) সং, স্ত্রীং, নগ্নিকা, অপ্রাপ্তবয়স্কা, অদৃষ্টরজস্কা স্ত্রী। দশবর্ষদেশীয়া।

লঘট (লন্ঘ্ গমন করা+অট্—প্রং, ন্—লোপ) সং, পুং, বায়ু, অনিল।

লঘিমা (—মন্, লঘু হাল্কা+ইমন্—ভা) সং, পুং, লঘুত্ব, ভারহীনতা। অণৌরব ঐশ্বর্য্যবিশেষ, স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতা।

লঘিষ্ঠ / **লঘীয়ান্** } (লঘু হাল্কা+ইষ্ঠ—অত্যর্থে লঘীয়স্, লঘু হাল্কা—ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিলঘু অতিক্ষুদ্র।

লঘু (লন্ঘ্ উপবাস করা, শুষ্ক হওয়া+উ (কু—ক) বিং, ত্রিং, ভারহীন, হাল্কা। অসার। নিস্তেজঃ। নিষ্পৌরুষ। শুষ্ক। শীঘ্র। ক্ষুদ্র। অল্প। হ্রস্ব। সংক্ষিপ্ত। সুন্দর, মনোজ্ঞ। ইষ্ট, বাঞ্ছিত। সূক্ষ্ম। সং, পুং, কৃষ্ণ অগুরু। পুষ্যাদি নক্ষত্র। ব্যাকরণে—হ্রস্ববর্ণ।

লঘুকায় (লঘু ক্ষুদ্র—কায় দেহ) সং, পুং, ছাগল। বিং, ত্রিং, ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট। ক্লীং, ক্ষুদ্রদেহ।

লঘুকাশ্মর্য্য ; সং, পুং, কট্‌ফলবৃক্ষ।

লঘুগণ ; সং, পুং, অশ্বিনী পুষ্যা হস্তা নক্ষত্র।

লঘুচির্ভিটা ; সং, স্ত্রীং, মৃগের্বারু।

লঘুতা—স্ত্রীং / **লঘুত্ব**—ক্লীং } (লঘু+তা, ত্ব—ভাবে) সং, লাঘব, ভারহীনতা।

লঘুদ্রাক্ষা ; সং, স্ত্রীং, কাকলীদ্রাক্ষা।

লঘুপঞ্চমূল ; সং, ক্লীং, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর সংযুক্ত পঞ্চমূল। পাচন মধুর-তিক্ত রস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক, এবং জ্বর, শ্বাস, ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক।

লঘুলয় (লঘু হাল্কা—লয় সংশ্লেষ, অথবা লঘু ও লয় ধাতুর একার্থ) সং, ক্লীং, বেণার মূল, খশখশিয়া।

লঘুহস্ত (লঘু শীঘ্র—হস্ত হাত, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ক্ষিপ্রহস্ত, শীঘ্রকারী। শীঘ্রবাণত্যাগী। পটু।

লঘুকরণ Reduction) যে উপায়ে নিম্নশ্রেণীস্থ রাশিকে উচ্চশ্রেণীতে ও উচ্চশ্রেণীস্থ রাশিকে নিম্নশ্রেণীতে পরিবর্ত্তন করা যায়। হ্রাসকরণ, কমান।

লঘুকৃত (লঘ্—কৃত করা হইয়াছে, উ—আগম) বিং, ত্রিং, যাহা লঘু করা যায়, যাহা কমান যায়।

লঘ্বী / **লঘু** (লঘু+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং লাঘবযুক্তা। রথবিশেষ। স্ত্রীবাহন শকট বিশেষ। অতিকোমল-প্রকৃতি কৃশাঙ্গী কামিনী।

লঙ্কা (লক্ [সুখ] পাওয়া+অ(অল্) ধি, আপ্, নিপাতন) সং, স্ত্রীং রাবণের পুরী, সিংহলদ্বীপ। কুলটা। শাখা। শাকিনী, স্ত্রীভৃত।

লঙ্কাদাহী (—দাহিন্, লঙ্কা নগরীবিশেষ—দাহিন্ যে দগ্ধ করে। অলন্ত লেজ দ্বারা যে এই নগরী দগ্ধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, লঙ্কাদাহকারী, হনুমান্।

লঙ্কাধিপতি / **লঙ্কাপতি** (লঙ্কা—অধিপতি, পতি =প্রভু, শাসনকর্ত্তা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাবণ, দশানন।

লঙ্কেশ / **লঙ্কেশ্বর** (লঙ্কা—ঈশ, ঈশ্বর প্রধান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাবণ।

লঙ্গ (লনগ্ লাগিয়া যাওয়া+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, সঙ্গ, মিলন। উপপতি। খঞ্জতা।

লঙ্গুল (লনগ্ গমন করা+উল—প্রং) সং, ক্লীং, লাঙ্গুল, লেজ।

লঙ্ঘন (লনঘ্ উপবাস করা, গমন করা+অন (অনট) —ভা) সং, ক্লীং, উপবাস। অতিবাহন, যাপন। অতিক্রম। আক্রমণ। অভিঘাত। লাফান, ডিঙ্গান। অশ্বের তৃতীয় গতি। বাঙ্গালা নাম উপবাস। পরিমিত লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, শরীরে লঘুতা, অগ্নির দীপ্তি, ভোজনে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি, এবং শ্লৈষ্মিক ব্যাধি, অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগের উপশম হয়। লঙ্ঘন অতিরিক্ত হইলে সর্ব্ব শরীরে বেদন, হাতে পায়ে খাল-ধরা, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কাস ও উদ্গার প্রভৃতির আধিক্য, মোহ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, মনের চঞ্চলতা, এবং দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। লঙ্ঘন সম্পূর্ণ হইলে হৃল্লাস (গা বমি বমি), মুখ ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, তন্দ্রা, এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অশুদ্ধি, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে, এবং বায়ুবিকারগ্রস্ত, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে উপবাস করিতে দেওয়া উচিত নহে।

লজ্জমান (লজ্জা দেখ, আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, লজ্জাশীল, লাজুক।

লজ্জা (লস্জ্ লজ্জিত হওয়া+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ব্রীড়া, অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। অনুচিত কর্য্যাদি করিলে পর-পরিজ্ঞান-ভয়, লাজ।

লজ্জালু (লজ্জা লাজ+আলু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, লজ্জাশীল। সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ।

লজ্জাবান্ (—বৎ, লজ্জা+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত।

লজ্জিত (লজ্জা+ইত—ক) বিং, ত্রিং, লজ্জাযুক্ত, লজ্জাশীল।

লজ্জ্যা (লজ্জা দেখ, য—প্রং) সং, স্ত্রীং, লজ্জা, ত্রপা।

লঞ্জ (লনজ্ বরিষ্ট হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, পাদ, চরণ। কচ্ছ, কাছা। পুচ্ছ, লেজ। অনিদ্রা। লাম্পট্য। লক্ষ্মী। স্রোত।

লঞ্জিকা (লনজ্ ভর্ৎসনা করা+অক—প্রং) সং, স্ত্রীং, গণিকা, বেশ্যা।

লট্ (লট্ চপলাদি বালভাব প্রকাশ করা,

বলা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, প্রমাদ-বচন, অনবহিত হইয়া বাক্য কথন। দোষ। পাগল। নির্ব্বোধ। চৌর।

লটক, লট্টু, লড্ড (লট দেখ, অক (ণক)—ক) সং, পুং, দুর্জ্জন, অসাধু ব্যক্তি।

লট্‌কন, লট্‌কান; বি, লম্বমান, ঝুলান।

লট্‌পর্ণ; সং, ক্লীং, ত্বচ্।

লট (লট্ চপলাদি বালভাব প্রকাশ করা+ব—প্রং) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, লেটুয়া। অশ্ব। রাগবিশেষ। টা—স্ত্রীং, নাটাকরঞ্জা। গ্রাম্যচটকপক্ষী। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী। চূর্ণকুন্তল। কুসুমফুল। মিষ্টখাদ্য-দ্রব্যবিশেষ। ভ্রমর। বাদ্যবিশেষ।

লঠুয়া (দেশজ) বিং, লম্পট, কামুক।

লড়ন (স্পন্দনার্থ লড়্ ধাতুজ) সং, ক্লীং, স্পন্দন, দোলন।

লড়হ (লড়্ বিলাসকরা+অহ—ক) বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোজ্ঞ। বিলাসবান্। লোল।

লড়াই (দেশজ) সং, যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম।

লড্‌ডু; সং, পুং, হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র। নীচ ব্যক্তি।

লড্‌ডু, লড্‌ডুক (লড্+ডু—ক। লড্ডু+কণ্) সং পুং,—স্ত্রীং, মোদক, লাড়ু।

লড়ক; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

লড়াই, বি, (দেশজ) যুদ্ধ, রণ।

লণ্ড, লণ্ডা (লনড উৎক্ষেপ করা+অ (অল্)—র্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, কঠিন লম্বাকৃতি বিষ্ঠা, ল্যাড়। শিং—১ "প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ বাসুঃ।"

লণ্ডভণ্ড (দেশজ) সং, উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন। ব্যতিব্যস্ত।

লণ্ড্রজ; বিং, ত্রিং, লণ্ডনদেশজাত।

লতা, লতিকা (লৎ বেষ্টন করা+অ(অন)—ক, আপ্। লতা+কণ্—স্বার্থে, আকারের পূর্ব্বে ইক—প্রং) সং, স্ত্রীং, ব্রততী, লতানিয়া গাছ। শাখারহিত মৃদুবল্লী। সূত্র। শাখা। প্রিয়ঙ্গু। পৃক্কা অশনপর্ণী। জ্যোতিষ্মতী। লতাকস্তুরিকা মাধবী। দূর্ব্বা। কৈবর্ত্তিকা। সারিকা নারী।

লতাজিহ্ব / লতারসন (লতা—জিহ্বা, রসনা—জিভ) সং, পুং, ভুজগ, সর্প সাপ।

লতাতরু (লতা+তরু। যাহাতে লতাসমূহ বেষ্টন করিবার উপযোগী) সং, পুং, কমলালেবুর গাছ। তালবৃক্ষ। শালগাছ

লতান্ত (লতা—অন্ত শেষভাগ) সং, ক্লীং পুষ্প।

লতাপনস (লতা—পনস কাঁটাল। ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে) সং, পুং, তরমুজ গাছ।

লতাপৃক্কা, সং, স্ত্রীং, পিড়িং শাক।

লতাপ্রতানিনী (লতা—প্রতানিনী বিস্তৃত হওন) সং, স্ত্রীং, গুল্মিনী, শাখাদি দ্বারা বিস্তৃত লতা।

লতাফল; সং, ক্লীং, পটোল।

লতাভদ্রা, সং, স্ত্রীং, ভদ্রালীবৃক্ষ।

লতামণি—পুং / লতাযাবক—পুং (লতা—মণি রত্ন। লতা—যাবক যব বা তত্তুল্য শস্য। তুল্য আকৃতি বলিয়া) সং, সং, প্রবাল, পলা।

লতাযষ্টি; সং, স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা।

লতার্ক (লতা—অর্ক্ উপতপ্ত করা+অ—প্রং) সং, পুং, হরিদ্বর্ণ পলাণ্ডু।

লতালক (লতা—অলক চূর্ণকুন্তল) সং, পুং, হস্তী, গজ।

লতাবেষ্ট; সং, পুং, ষোড়শ রতিবন্ধান্তর্গত তৃতীয় বন্ধ। দেশবিশেষ।

লতাবেষ্টিতক; সং, ক্লীং, আলিঙ্গনবিশেষ।

লতাশঙ্খ; সং, পুং, শালবৃক্ষ, শালগাছ।

লতাসাধন; সং,ক্লীং,ইষ্টদেবতার আরাধনা।

লত্তিকা (লৎ [সৌত্র ধাতু] আঘাত করা+তিক—প্রং) সং, স্ত্রীং, টিকটিকী গির-গিটী।

লপন (লপ্‌ বলা+অনট্‌—ণ) সং, ক্লীং, বদন, মুখ। (+অনট্‌—ভাবে) কথন।

লপিত (লপন দেখ, ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, কথন, বচন। (লপ্‌+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কথিত।

লপ্‌সিকা (লপ্সিকা এক প্রকার খাদ্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোহনভোগ কহে। সুঁজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে হয় ; ঘনীভূত হইলে, এলাচ, কর্পূর-প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই লপ্সিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, এবং বাত পিত্ত নাশক।

লব্ধ (লভ্‌ পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্ত। উপার্জ্জিত। গৃহীত। ব্ধা—স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ।

লব্ধবর্ণ (লব্ধ প্রাপ্ত—বর্ণ যশঃ, প্রশংসা, ওয়া—হিং) বিং, ত্রিং, বিচক্ষণ, পণ্ডিত। প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত।

লব্ধি (লব্ধ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, লাভ। প্রাপ্তি। গ্রহণ।

লব্ধোদয় (লব্ধ—উদয় উৎপত্তি, ওয়া—হিং) বিং, ত্রিং, জাত, উৎপন্ন।

লভস (লব্ধ দেখ, অস—প্রং) সং, পুং, অশ্বের পাদবন্ধন রজ্জু। যাচক। ধন।

লভ্য (লব্ধ দেখ, য—ণ্য) বিং, ত্রিং, প্রাপ্য, লাভযোগ্য। ন্যায্য, উপযুক্ত।

লমক (রম্‌ ক্রীড়া করা+অক(ণক)—ক। র=ল) সং, পুং, জার, উপপতি।

লম্পট (রম্‌ অনুরক্ত হওয়া+অটন্‌—ক, প—আগম, র স্থানে ল) সং, পুং, কামুক, লোচ্চা। লোলুপ। আসক্ত। শিং—১ "যঃৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্‌।

লম্পাক ; সং, পুং, লম্পট। কাবুলের অন্তর্গত দেশবিশেষ।

লম্পাটহ ; সং, পুং, পটহবাদ্য।

লম্ফ (রনফ্‌ লাফ দেওয়া+অ(অল)—ভা, র স্থানে ল) সং, পুং, উল্লম্ফন, লাফান।

লম্ব (লম্ব্‌ লম্বিত হওয়া+অ(অন্‌)—ক) বিং, ত্রিং, দোলায়মান। স্রস্ত, ঝোলান। দীর্ঘ, লম্বা, বিস্তৃত, প্রসারিত। সং, পুং, নর্ত্তক। কান্ত। উৎকোচ, ঘুস। অঙ্ক-বিশেষ। দীর্ঘ রেখা। (Perpendicular) ত্রিভুজ ক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, সরল রেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে সরল রেখা থাকে (—ভাবে) অবলম্বন।

লম্বকর্ণ (লম্ব দীর্ঘ, দোলায়মান—কর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ছাগল। হস্তী। রাক্ষস। শ্যেনপক্ষী। দীর্ঘশ্রোত্র। বৃক্ষ-বিশেষ। শশক। গণেশ। অঙ্কোটবৃক্ষ।

লম্বকেশ ; সং, পুং, দীর্ঘাগ্রযুক্ত কুশময় বিষ্টর। শিং—১ "উর্দ্ধকেশো ভবেং ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।"

লম্বদন্তা ; সং, স্ত্রীং, সৈংহলী পিপ্পলী। বিং, ত্রিং, বৃহদ্দশনবিশিষ্ট।

লম্বন (লম্ব দেখ, অনট্‌—ভা) সং, ক্লীং, অবলম্বন, আশ্রয়। ঝোলান। দোলন। আশ্রয় গ্রহণ। (+অন—ক) মাল্যবিশেষ, নাভিলম্বিত হার। পুং, কফ।

লম্বমান (লম্ব দেখ, আন(শান) —ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, দোলায়মান, ঝোলান।

লম্বা (লম্ব্‌ লম্বিত হওয়া, শব্দ করা+(অন) —ক, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। দুর্গা, গৌরী, হিমালয়ের কন্যা। দক্ষকন্যা। তিক্ত অলাবু।

লম্বিকা (লম্ব দেখ, অক—প্রং) সং, স্ত্রীং, অলিজিহ্বা, আলজিভ।

লম্বিত (লম্ব দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অবলম্বিত, আশ্রিত। দোলিত। ঝুলিত, যাহা ঝোলান হইয়াছে। পতমান। শব্দিত।

লম্বোদর (লম্ব বিস্তৃত—উদর, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গণেশ। শিং—১ "খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং।" বিং, ত্রিং, ত্রিং, দীর্ঘোদর। ঔদরিক, পেটুক।

লম্বৌষ্ঠ (লম্ব দীর্ঘ—ওষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, উষ্ট্র, উট।

লম্ভন (লন্‌ভ্‌ শব্দকরা ইত্যাদি+অন(অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, প্রতিলম্ভ। ধ্বনি। প্রাপণ, লাঞ্ছনা।

লম্ভিত (লম্ভি পাওয়া বা লন্‌ভ্‌ শব্দকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপিত। শব্দিত। উক্ত। নিয়োজিত। বর্দ্ধিত। নিন্দিত। উচ্চীকৃত। পোষিত। অমানিত।

লয় (লী আশ্লিষ্ট হওয়া+অ(অল্‌—ভাবে, যেখানে গীতাদি সমতা পায়) সং, পুং, গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়। "কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়"। অভিনয়। লীন হওয়া, মিশিয়া যাওয়া। বিনাশ। প্রণয়। আবাস। ক্রীড়া। বিলাস। সংশ্লেষ। (+অল্‌—ধি) ঈশ্বর।

লয়ন (লয় দেখ, অনট্‌—ধি) সং, ক্লীং, ভবন।

লয়পুত্রী (লয় গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়—পুত্রী, কন্যা) সং, স্ত্রীং, নর্ত্তকী, নটী।

লয়ারম্ভ } লয়ালম্ভ } (লয় সমান সময় ইত্যাদি—আরম্ভ, আলম্ভ, যে গমন করে) সং, পুং, নর্ত্তক, নট।

ললজ্জিহ্ব (ললৎ দোলায়মান, লেহনকারী জিহ্বা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, উষ্ট্র। কুক্কুর। বিং, ত্রিং, হিংস্র।

ললৎ (লড়্‌ উৎকণ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, কম্পমান। দোলায়মান। লেহনকারী। বিলাসযুক্ত। বীপ্সাবিশিষ্ট। উৎক্ষেপবিশিষ্ট। উন্মন্থনবিশিষ্ট।

ললন (লল্‌ বা লড়্‌ কটাক্ষাদি ভঙ্গী প্রদর্শন করা+(অনট্‌)—ভা, ড=ল) সং, ক্লীং, ক্রীড়া, কেলি। চালন, কম্পন। শিং—১ "অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।" পুং, বাল। শালবৃক্ষ। পিয়ালবৃক্ষ।

ললনা (লল্‌ কটাক্ষাদি ভঙ্গী প্রদর্শন করা+অন—ক, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, কান্তা, পত্নী, স্ত্রী। জিহ্বা।

ললনাপ্রিয়; সং, পুং, কদম্ব। ক্লীং, হ্রীবের।

ললন্তিকা (ললৎ কম্পমান+কণ্‌—যোগ, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, নাভিলম্বিত হার। গোধা। গিরগিটী।

ললাক; সং, পুং, মেহন।

ললাট (লল [লল্‌ ইচ্ছা করা+অ(অল্‌)—ভাবে] ইচ্ছা—অট্‌ গমনকরা+অ(অন্‌)—ক) সং, ক্লীং, ভাল, কপাল।

ললাটক (ললাট+কণ্‌—প্রশস্তার্থে) সং, ক্লীং, প্রশস্ত ললাট। ললাট।

ললাটন্তপ (ললাট—তপ্‌ উত্তপ্ত করা, দাহ করা+অ(খ)—ক) সং, পুং, সূর্য্য। বিং, ত্রিং, ললাটতাপকারী। শিং—১ "লিপির্ললাটন্তপনিষ্ঠুরাক্ষরা।" (নৈষধ)।

ললাটপট্ট; সং, পুং, প্রশস্ত ললাট।

ললাটিকা (ললাট+কণ্‌—আপ্‌) সং, স্ত্রীং, ললাটের ভূষণাবশেষ, টিক্লা। চন্দনাদি তিলক।

ললাম—পুং, ক্লীং, } ললামন্‌—ক্লীং, } (লল [লল্‌ ক্রীড়া করা+অ(অন্‌)—ভাবে] ক্রীড়া—অন্‌ গমন করা+অ(অন্‌)—ক। ২য় পক্ষে—কনিন্‌—প্রং) সং, ভূষণ। ললাটের ভূষণ। চিহ্ন। ললাটস্থ চিহ্ন। শুণ্ড। শৃঙ্গ। পুচ্ছ। শ্রেষ্ঠ। প্রধান। ধ্বজ। পুণ্ড্র। প্রভাব। অশ্ব বা বৃষের ললাটস্থ রঞ্জিত চিহ্ন। নাম। শ্রেণী। ভূষা। রম্য।

ললামক (ললাম ললাট বা চিহ্ন+কণ্‌—তুল্যার্থে) সং, ক্লীং, ললাটোপরি লম্বমান মাল্য। ললাম।

ললামী; সং, স্ত্রীং, কর্ণভূষণবিশেষ।

ললিত (লল্‌ ইচ্ছা করা ইত্যাদি, কিম্বা লড়্‌ বিলাস করা+ত(ক্ত)—ভাবে) সং, পুং—ক্লীং, বিলাস, স্ত্রীজাতির শৃঙ্গারভাবজ-ক্রিয়াবিশেষ। শিং—১ "ভ্রূনেত্রাদিক্রিয়াশালিসুকুমারবিধানতঃ। হস্তপাদাঙ্গবিন্যাসস্তরুণ্যাং ললিতং বিদুঃ।" ২ "অনাচার্য্যোপদিষ্টং স্যাল্ললিতং রতিচেষ্টিতং।" ৩ বিন্যাস

ভঙ্গিয়ঙ্গানাং ভ্রবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতং।" চলন। স্ত্রীনৃত্য। ক্রীড়া। (+ক্ত—র্ম্ম) হারবিশেষ। পুং, রাগবিশেষ। বিং, ত্রিং, কোমল। সুন্দর, মনোজ্ঞ, প্রিয়। চঞ্চল। ঈপ্সিত। বাঞ্ছিত।

ললিতকান্তা; সং, স্ত্রীং, মঙ্গলচণ্ডিকা।

ললিতা (লল্ ইচ্ছা করা+ক্ত—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, গোপীবিশেষ। নদীবিশেষ। কস্তুরী। নারী। দুর্গা। শিং—১ "যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।"

ললিতাসপ্তমী; সং, স্ত্রীং, ভাদ্র মাসের সপ্তমী। তদ্দিন কর্ত্তব্য ব্রত।

লব (লূ ছেদন করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, ছেদন। উচ্ছেদ। বিলাস। বিনাশ। (+অল্—র্ম্ম) পুষ্পরেণু। গোপুচ্ছের লোম। কণা। লেশ, অল্পমাত্র। সূক্ষ্ম সময়বিশেষ। শিং—১ "অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা কাষ্ঠাদ্বয়ং লবঃ।" রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। পক্ষ। লবণ। Numerator) বিভাজ্য অঙ্ক, ভগ্নাংশে সমান অংশে বিভক্ত রাশির যে কয়েক অংশ গৃহীত হয়। লাবানামক পক্ষী। ক্লীং, জায়ফল। লবঙ্গ। শিং —১ "আচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে।"

লবঙ্গ (লব দেখ, অঙ্গ—র্ম্ম) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ। জার, উপপতি। ক্লীং, দেবকুসুম, লঙ্গ এক প্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লবঙ্গ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবকুসুম, শ্রীপুষ্প, শ্রীসঙ্গ, লবঙ্গ, লবকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, রুচির, গ্রহণীহর, তোয়ধিপ্রিয়, বারিপুষ্প, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণ-কুসুম, চন্দনপুষ্প ও দিব্যগন্ধ। লবঙ্গ কটু-তিক্ত-রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, হিতকর, মুখের দুর্গন্ধনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, আনাহ, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ ও শিরোরোগের উপশমকারক।

লবঙ্গক,—ক্লীং
লবঙ্গকলিকা—স্ত্রীং } লবঙ্গ।

লবঙ্গলতা; সং, স্ত্রীং, পুষ্পবিশেষ।

লবণ (লূ [ময়লা] ছেদন করা+অন-কিম্বা লবণ+অ(ষ্ণ)—অস্ত্যার্থে) সং, ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্যবিশেষ, লুণ; ইহা পঞ্চ —সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ, সা পুং, ক্ষাররস। লবণসমুদ্র। কুম্ভ রাক্ষসের পুত্র; সে শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক হইয়াছিল। বিং, ত্রিং, ক্ষাররসযুক্ত, লে লাবণ্যযুক্ত। ণা—স্ত্রীং নদীবিশেষ। দী উজ্জ্বলতা। শিং—১ "আভাতি বেলা ণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা। প্রকার রসের নাম। লবণে জল ও এই উভয় ভূতগুণের আধিক্য থা লবণকে বাঙ্গালায় নুন্ কহে। লবণ রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, প অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সারক, শরী শিথিলতা ও মৃদুত্বকারক, কফ-পিত্তব বায়ুনাশক, এবং শুক্র ও দৃষ্টির হানিকা লবণরস অতিসেবিত হইলে শারী শৈথিল্য, কেশের অকালপকতা, অ জরার আক্রমণ, এবং রক্তপিত্ত, অম্ল চক্ষুর পাক, কোঠ (গাত্রে বোল্‌তা ন্যায় দাগ) কুষ্ঠ, বিসর্প, খালিত্য (ট ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। সৈ সমুদ্র, সৌবর্চ্চল, ও বিট্ প্রভৃতি যে লবণরসবহুল পদার্থ লবণনামে পরি তাহাদের প্রত্যেকের গুণাদি ভিন্ন নামানুসারে যথাস্থানে বিবৃত হইল।

লবণকিংশুকা; সং, স্ত্রীং, মহাজ্যোতি

লবণত্রয়; সং, ক্লীং, সৈন্ধব বিট্ রুচক

লবণধেনু; সং, স্ত্রীং, দানার্থ কল্পিত নির্ম্মিতা ধেনু।

লবণোত্তম (লবণ—উত্তম) সং, সৈন্ধবলবণ। সিন্ধুদেশজাত খনিজলবণ

লবণোদক (লবণ+উদক) জল, ষষ্ঠী-উদক স্থানে উদ) সং, পুং, লবণ

লবন (লূ ছেদন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ছেদন, কর্ত্তন।

লবলী (লব লেশ—লা পাওয়া+অ(ড)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, নোয়াড়ি-গাছ।

লবাণক (লূ ছেদন করা+আণক—প্রং) সং, পুং, ছেদনাস্ত্র. দাত্র প্রভৃতি।

লবি (লূ ছেদন করা+ই—প্রং) বিং, ত্রিং, ছিত্‌র, ছিন্ন, ছেঁড়া।

লবিত্র (লূ ছেদন করা+ইত্র—ণ) সং, ক্লীং, অস্ত্রবিশেষ, দাত্র, দা, কাটারি। বিং, ত্রিং, ছেদনকারক।

লশুন } **লশূন** } (অস্ ভোজন করা+উন, ঊন—র্ম্ম, নিপাতন) সং, পুং, মূল-বিশেষ, রশুন।

লষিত (লস্ অভিলাষ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিলষিত, বাঞ্ছিত।

লষ্ব (লষ নৃত্যবিষয়ে পটুত্ব প্রদর্শন করা+ব—প্রং) সং, পুং, নর্ত্তক, নট।

লসৎ (লস্ ক্রীড়া করা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, শোভমান, উল্লসমান, উজ্জ্বল। চেষ্টমান।

লসা (লস্ ক্রীড়া+অ—আ. প্রং) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা, হলুদ।

লসিকা (রস্ আস্বাদন করা ইত্যাদি+ইক্—প্রং, র=ল) সং, স্ত্রীং, লালা, মুখজাত ক্লেদ, জল। শিং—১ "লালায়াং পিচ্ছলা খ্যাতা লসিকা লাসিকা তথা।"

লসিত (লসা দেখ, ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিলাস। উল্লাস। চেষ্টা। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, শোভিত। চেষ্টিত।

লসীকা (Lymph, লসিকা দেখ, ঈক—প্রং) সং, স্ত্রীং, বর্ণহীন ও সর্ব্বশরীর ব্যাপী জলের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থ; দূষিত রক্ত শিরাপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এই পদার্থের সহিত মিলিত হয়। ইক্ষুরস।

লস্কর (যবন ভাষা) সং, সেনা, ফৌজ।

লস্ত (লস্ আলিঙ্গন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আলিঙ্গিত। ক্রীড়িত। শিল্পনৈপুণ্য-প্রদর্শিত।

লস্তক (লস্ত আলিঙ্গিত+কণ্—প্রং) সং, ধনুকের মধ্যভাগ।

লস্তকী (লস্তকিন্, লস্তক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ধনুক।

লহরি } **লহরী** } (ল ইন্দ্রিয়—হৃ হরণ করা+ই—ক) সং, স্ত্রীং, তরঙ্গ, ঢেউ।

লা, লাহা (লাক্ষা শব্দজ) সং, লাক্ষা, জতু।

লাউ (লাবু শব্দজ) সং, তুম্বী, অলাবু, কদু-ফল।

লাক (লক্ষ শব্দজ) বিং, শতসহস্র সংখ্যা, দশ অযুত।

লাখরাজ, বিং, (পারসী) নিষ্কর ভূমি।

লাক্ষকী; সং, স্ত্রীং, সীতা, জানকী। শিং—১ "লক্ষ্মণঃ কমলা দাস্ত্যো যস্তাঃ সা লাক্ষকী মতা।"

লাক্ষণিক (লক্ষণ+ইক(ষ্ণিক)—জ্ঞানার্থে) বিং, ত্রিং, লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ। লক্ষণযুক্ত। লক্ষণসম্বন্ধীয়। লক্ষণজ্ঞেয়। (লক্ষণা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) লক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রতি-পাদক।

লাক্ষণ্য (লক্ষণ+য (ষ্ণ্য)—জ্ঞানার্থে) বিং, ত্রিং, শুভাশুভ লক্ষণজ্ঞ। লক্ষণযুক্ত। লক্ষণসম্বন্ধীয়।

লাক্ষা (লক্ষ্ চিহ্ন করা+অ(ঘ), আপ্) সং, স্ত্রীং, লোহিতবর্ণক বৃক্ষনির্যাসবিশেষ, জৌ, লা। অশ্বথ ও কুল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় একপ্রকার কীট পুঞ্জীভূত থাকিয়া লাক্ষারূপে পরিণত হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে ল'হা এবং জৌ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, গবধিকা, খদিরিকা, রক্তমাতৃকা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, ক্রিমিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধনাদিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি, ক্রমিজা, কীটজা, জতুকা, গবাধিকা, গরাধিকা, ও ক্ষতঘ্নী।

লাক্ষা—কটু-তিক্ত কষায়-রস. শীতল, লঘু-পাক. স্নিগ্ধ, বলকারক. বর্ণবর্দ্ধক, রক্তস্রাব-নিবারক এবং শ্লেষ্মা. পিত্ত, জ্বর. বিশেষতঃ বিষম জ্বর, হিক্কা, কাস, উরঃক্ষত ব্রণ, ভগ্ন, বিসর্প. ক্রিমি, কুষ্ঠ. ত্বগ্দোষ, শোথ. ও বিষদোষের শান্তিকারক। ঔষধাদিতে নূতন লাক্ষাই প্রশস্ত।

লাক্ষাতরু, লাক্ষাবৃক্ষ ; সং, পুং, পলাশবৃক্ষ। কোশাম্র।

লাক্ষাপ্রসাদ ; সং, পুং. পট্টিকালোধ্র।

লাক্ষারস ; সং, পুং,অলক্তকরস। আলতা।

লাক্ষিক (লক্ষ বা লাক্ষা+ষ্ণিক—প্রং) বিং, ত্রিং. লক্ষ সংখ্যা পরিমিত। লাক্ষানির্ম্মিত।

লাগন (লগ্ ধাতুজ) সং, সংযোগ হওন। ক্লেশন। বেদনা পাওয়া।

লাগান, বিং. (দেশজ) মিলন, সংযুক্ত, করা। ২ কুপরামর্শ দেওয়া।

লাগায়েৎ (দেশজ) পর্য্যন্ত, অবধি।

লাগি (দেশজ) মত্ততা, নেশা।

লাঘব (লঘু+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং. ক্লীং, লঘুত্ব, ভাররাহিত্য। অগৌরব। ক্লৈব্য। আরোগ্য, স্বাস্থ্য। শীঘ্রতা।

লাঙ্গল (লন্গ গমন করা+অল (কল)—ক) সং, ক্লীং, ভূমিকর্ষণ-যন্ত্রবিশেষ, হল। গৃহ-দারু। লিঙ্গ। পুষ্পবিশেষ। তালবৃক্ষ।

লাঙ্গলগ্রহ (লাঙ্গল—গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং পুং, লাঙ্গলধারী কৃষক।

লাঙ্গলদণ্ড ; সং, লাঙ্গলের মধ্যস্থ কাষ্ঠ, লাঙ্গলের ঈশ।

লাঙ্গলপদ্ধতি (লাঙ্গল—পদ্ধতি রেখা) সং, স্ত্রীং, লাঙ্গলের রেখা।

লাঙ্গলিক (লাঙ্গল+ইক (ষ্ণিক) প্রং, অথবা লাঙ্গলী কতকগুলি বৃক্ষের মধ্যে একটা+কণ—প্র) সং, পুং, বিষবিশেষ। লাঙ্গলধারী, লাঙ্গলা।

লাঙ্গলিকা ; সং, স্ত্রীং, ফলিনী। রক্তিকা। ময়ূরশিখা।

লাঙ্গলী (লাঙ্গলিন্, লাঙ্গল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বলরাম। সর্প কৃষক। না[...] কেলবৃক্ষ। স্ত্রীং, লাঙ্গলাকার পুষ্পজলশ[...] বিশেষ।

লাঙ্গুল, লাঙ্গূল (লন্গ আসক্ত হওয়া+[...] উল—ক) সং, ক্লীং, বা[...] পুচ্ছ, লেজ।

লাঙ্গলিকা ; সং, স্ত্রীং, পৃশ্নিপর্ণী।

লাঙ্গূলী (লাঙ্গূলিন্ লাঙ্গূল+ইন্—স্ত্যর্থে) সং, পুং, বানর। ঋষভ না[...] ঔষধ। বিং, ত্রিং, পুচ্ছবিশিষ্ট।

লাজ—পুং,—বহুং, লাজা—স্ত্রীং (লাজ্ ভর্জন +অ (অল্)— ভৃষ্ট ধান্য, খৈ। শস্য। আতপতণ্ডুল। আর্দ্র তণ্ডুল, ভিজাচাউল। ক্লীং, উ[...] বেণারমূল। (লজ্জা শব্দজ) সং, লজ্জা।

লাজাবন্ধনন্যায়—ন্যায় (৪) দেখ।

লাজক (লাজ শব্দজ) বিং, লজ্জাশীল, ল[...] যুক্ত। মুখচোরা।

লাঞ্ছন (লাঞ্ছ চিহ্ন করা+অন(অনট্) সং, ক্লীং, চিহ্ন। ধ্বজ। কলঙ্ক। [...] (+অনট্=ভাবে) অঙ্কন। রাগীধান্য।

লাঞ্ছিত (লাঞ্ছন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং চিহ্নিত। কলঙ্কিত। ধ্বজযুক্ত। নামযু[...]

লাট (লট্ বলা ইত্যাদি+অ ঘঞ্)- সং, পুং, দেশবিশেষ। দোষ। বৃথাবা[...] (লাট+ষ্ণ) বস্ত্র। জীর্ণবস্ত্রাদি। বিনা বা[...] বিং. ত্রিং, ব্যবহৃত, পুরাতন, মলিন, [...] জীর্ণ।

লাটবন্দী, বি, (যাবনিক) বাকি খা[...] দায়ে বিক্রয় হওয়া।

লাটানুপ্রাস (লাট—অনুপ্রাস তু[...] বিন্যাস) সং, পুং, শব্দালঙ্কারবি[...] তাৎপর্য্যমাত্রে ভেদ থাকিয়া যদি শব্দ[...] পৌনরুক্ত্য হয়।

লাটিম (দেশজ) সং. বর্ত্তুলাকার খে[...] বস্তু।

লাঠি, লাঠী (লগুড় শব্দ কি?) সং দণ্ড, বাড়ি।

লাঠিয়াল, লাঠিখেলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি।

লাড়ন (ক্ষেপণার্থ লাড়্ ধাতুজ) সং, স্থানান্তরকরণ, চঞ্চলকরণ।

লাড্ডু (লড্ডুক শব্দজ) সং, মিষ্টদ্রব্যবিশেষ।

লাথী (দেশজ) সং, পদাঘাত, পদপ্রহার।

লাপ (লপ্ বলা + অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, ভাষণ, কথন।

লাপ্য (লপ্ বলা + য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কথনীয়।

লাফ (লম্ফ শব্দজ) সং, উৎপ্লব, লম্ফ।

লাভ (লভ পাওয়া + অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, প্রাপ্তি। উপার্জ্জন। (+ঘঞ্—র্ম্ম) উপস্বত্ব। ধন।

লামজ্জক (লা যে [উত্তাপ ইত্যাদি] গ্রহণ করে বা সরাইয়া দেয়—মজ্জা সার + কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, বেণার মূল খস্‌খসিয়া। বেণামূলের ন্যায় পীতবর্ণ ও সুগন্ধি তৃণমূলবিশেষের নাম লামজ্জক। বাঙ্গালায় ইহা বেণামূল নামেই বিখ্যাত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুনীল, অমৃণাল, লব, লয়, ইষ্টপাথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল, ও জলাশয়। ইহা তিক্ত-মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, বাত পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্রান্তি, জ্বর, রক্তপিত্ত, ত্বগ্‌রোগ, ও ঘর্ম্মকৃচ্ছ্র, তার উপশম কারক।

লাম্পট্য (লম্পট—য(ষ্যঞ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, লম্পটতা, কামুকতা।

লায়েক, বিং (পারসী) সাবালক, উপযুক্ত। ২। কর্ম্মকর্ত্তা। [রক্তবর্ণ।

লা'ল (লালা শব্দজ) সং, থুথু, মুখামৃত। ২।

লা'শ; বি, (পারসী) শব, মৃতদেহ।

লালন (লাড়ি যত্নে পালন করা + অন (অনট্)—ভা, ড় = ল) সং, ক্লীং, সস্নেহ পালন, অতিশয় যত্নের সহিত পালন। শিং—১ "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।"

লালপ্যমান (লপ্ [যঙ্‌লুগন্ত] পুনঃপুনঃ বলা + আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা পুনঃপুনঃ কথিত হয়।

লা'লস (লালসা + ষ্ণ) বিং, ত্রিং, লোলুপ।

লালসা (লস্ [যঙ লুগন্ত] + অ—ভাবে, আপ) সং, স্ত্রীং, লিপ্সা, স্পৃহা। আশা। ঔৎসুক্য চঞ্চলতা। গর্ভিণীদোহদ। শিং,—"দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা সুতিমা[ ]তু।"

লা'লসীক; সং, ক্লীং, পিচ্ছিল।

লালা (লল্ ণিচ্ = লালি + অন্ আপ্) স[ং] স্ত্রীং, মুখাদিজাত দ্রব বস্তু, মুখজাত জল লাল। শিং—১ "মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।"

লালাটিক (ললাট + ইক (ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, ললাটসম্বন্ধীয়। শিং—"প্রাপ্তিস্তু লালাটিকী।" ভাগ্যলক্ষ ললাটভূষণ। কার্য্যাক্ষম, অলস। দৈষ্টিব ভাগ্যাপেক্ষী। পুং, আশ্লেষণবিশেষ।

লালাবিষ } (লালা লাল—বিষ। লাল
লালাস্রাব } লাল—স্রু ক্ষরিত হওয়া + (ঘঞ্)—ভাবে। যাহাদের লালে বিষ ক্ষরি[ত] হয়) সং, পুং, মাকড়সা প্রভৃতি।

লালিক (লালা + ইক—প্রং, অথবা কণ আপ্) সং, পুং, লুলাপ, মহিষ।

লালিকা (লালা + অণ্, আপ) সং, স্ত্রীং সোপহাস উত্তর। [প্রতিপালিত

লালিত (লালন দেখ, ত ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং

লালিত্য (ললিত কোমল + য(ষ্যঞ্)—ভাবে সং, ক্লীং, কোমলতা, সুরম্যতা, রম্যতা সৌন্দর্য্য। মধুরতা। মনোহারিত্ব। শিং—১ "নৈষধে পদলালিত্যম্।"

লাব—পুং } (লাবি [শস্ত] ছেদন করা,
লাবা—স্ত্রীং } ভক্ষণ করা—অ(ঘঞ্)—ক। কণ্—যোগে লাবক ও হয়) সং, পক্ষীবিশেষ, লাওয়া পাখী। (লূ ছেদন কর + অ (ঘঞ্)—ভাবে) পুং, ছেদন করা।

লাবণ (লবণ + অ ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, লবণসংস্কৃত। লবণমিশ্রিত, লবণযুক্ত। লবণসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, নস্য। ণ, ণক—পুং, লঙ্কাদি দেশ।

লাবণিক (লবণ+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) সং, পুং, লবণবিক্রেতা। বিং, ত্রিং, লবণ-সংস্কৃত লবণমিশ্রিত। লবণসম্বন্ধীয়।

লাবণ্য (লবণ লুণ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, লবণত্ব। সৌর্ষ্য, কান্তি, চাকচিক্য। শিং—১ "মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।"

লাবণ্যার্জ্জিত (লাবণ্য সৌন্দর্য্য—অর্জ্জিত উপার্জ্জিত, লব্ধ) সং, ক্লীং, বিবাহকালীন শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রীত হইয়া বধুকে যে ধন দান করেন।

লাবিক (লব্ ছেদন করা+ইক (ষ্ণিক—প্রং) সং, পুং, লুলাপ, মহিষ।

লাবু, লাবূ (লূ [পীড়া] ছেদন করা+উ—প্রং) লাউ, তুম্বী।

লাব্য (লূ ছেদন করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ছেদনযোগ্য, কাটিবার উপযুক্ত।

লাস (লস ক্রীড়া করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, নৃত্য। স্ত্রীলোকের নৃত্য। যুষ।

লাসক (লাসিকা দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, নৃত্যকারী, নর্ত্তক। ময়ূর। ক্লীং, ঘরের মট্‌কা।

লাসিক (লস্+অ(ঘঞ্)—ভাবে+ষ্ণিক) সং, পুং, নর্ত্তক।

লাসিকা, লাসিমী (লস্ ণি=লাসি নৃত্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করা+অক(ণক)—ক, আপ্ ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নর্ত্তক, লাস্যকারিণী।

লাস্ফোটনী (লনন গমন—আস্ফোটন ভেদন, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, বেধনী, সূচ্যাদি।

লাস্য (লস ক্রীড়া করা+য(ঘ্যণ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, নৃত্য, নাচ। স্ত্রীলোকের নৃত্য। শিং—১ "পুং-নৃত্যং তাণ্ডবং প্রাহুঃ স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" ইতি নারদসংহিতা। তৌর্য্যত্রিক। ভাবাশ্রয় নৃত্য। তাললয়াশ্রয় নৃত্য। পুং, নর্ত্তক। সা—স্ত্রীং, নর্ত্তকী।

লিক্ষি, সং, (লিক্ষ শব্দজ) উকুনের ডিম।

লিকুচ (লকুচ দেখ, অ=ি, নিপাতন) সং, পুং, লকুচবৃক্ষ, ডেহয়াগাছ।

লিক্ষা, লিক্ষা (লক্ষ্ চিহ্ন করা+অ—প্রং। অ=ই, নিপাতন। ক্ষ=ক্ক ও হয়) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র উকুন, নিকি। পরিমাণ-বিশেষ। শিং—১ "জালান্তরগতে ভানৌ যচ্চাণু দৃশ্যতে রজঃ। তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিক্ষা তেষাং ষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ।"

লিখন (লিখ্ লেখা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, লেখন, অক্ষরবিন্যাস। চিত্রকরণ। আঁচড়ান। (+অনট্—র্ম্ম) লিপি, পত্র।

লিখিত (লিখন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) ক্লীং, লেপা পত্রাদি। শিং—১ "প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতং।" বিং, ত্রিং, চিত্রিত। অঙ্কিত। যাহা লেখা হইয়াছে। সং, পুং, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ। (+ক্ত—ভাবে) ক্লীং, লিখন।

লিঙ্গ (লিনগ্ গমন করা ইত্যাদি+অ (অন্—ক) সং, ক্লীং, চিহ্ন। পুংস্ত্বাদি। হেতু, কারণ। সূচন। শিশ্ন, উপস্থ। শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। অনুমান। অনুমানসাধন সাংখ্যোক্তপ্রকৃতি। সামর্থ্য। অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য। শিং—১ "যাবতামেব ধাতূনাং লিঙ্গং রূঢ়িগতং ভবেৎ।"

লিঙ্গক; সং, পুং, কপিত্থবৃক্ষ।

লিঙ্গপুরাণ; সং, পুং, ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ।

লিঙ্গবর্দ্ধ; সং, পুং, কপিত্থবৃক্ষ।

লিঙ্গবর্দ্ধিনী; সং, স্ত্রীং, অপামার্গ।

লিঙ্গবৃত্তি (লিঙ্গ সন্ন্যাসী প্রভৃতির বেশধারণ—বৃত্তি জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, জীবিকার্থ জটাদি-চিহ্নধারী, ধর্ম্মধ্বজী কপটসন্ন্যাসী। শিং—১ "জীবিকাদিনিমিত্তায় যো বিভর্ত্তি জটাদিকং। ধর্ম্মধ্বজী লিঙ্গবৃত্তিঃ স্বর্গং তত্র নিগদ্যতে।"

লিঙ্গালিকা; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র মূষিক, নেংটিয়া ইঁদুর।

লিঙ্গী (লিঙ্গিন্ লিঙ্গ চিহ্ন+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জীবিকার্থ জটাদিধারী, লিঙ্গবৃত্তি ভেকধারী, ধর্ম্মধ্বজী। শিং—১ "অলিঙ্গ

লিঙ্গবেশেন যো লিঙ্গমুপজীবতি। স লিঙ্গিনাং হরেদেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ গচ্ছতি।" সং, পুং, হস্তী। লিঙ্গী—স্ত্রীং, লতাবিশেষ।

লিপি, লিপী, লিবি, লিবী (লিপ্ [কালি দিয়া] লেপন করা+ই—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকা। লিখিত পত্রাদি। (+ই—ভাবে) লেখন, অক্ষরবিন্যাস। চিত্রকরণ।

লিপিকর, লিপিকার (লিপি—কর, কার [কৃ করা+অ(ট), অ(বণ)—ক] যে করে ২য়া—ষ) সং, পুং, লেখক। চিত্রকর।

লিপিবদ্ধ (লিপি—বদ্ধ, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত, লিখিত।

লিপ্ত (লিপ্ লেপন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চর্চ্চিত, চন্দনাদি দ্বারা লেপিত। বিষাক্ত। মিলিত, সংযুক্ত। ভক্ষিত। সং, পুং, সূক্ষ্মকালবিশেষ।

লিপ্তক (লিপ্ত বিষাক্ত+কণ—কুৎসিতার্থে) সং, পুং, বিষাক্ত বাণ।

লিপ্তপাদ; বিং, ত্রিং, যে সকল জীবের অঙ্গুলি চর্ম্মদ্বারা লিপ্ত।

লিপ্তিকা; বিং, ত্রিং, দণ্ড; যথা—"বৈশ্বস্য চতুর্থোহংশঃ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্কং অভিজিৎ।"

লিপ্সা (লভ্ পাওয়া+সন্—ইচ্ছার্থে+অ—ভাবে, আপ্। লভ্+লিপ) সং, স্ত্রীং, লাভেচ্ছা, স্পৃহা, বাঞ্ছা। কামনা। লোভ।

লিপ্সু (লিপ্সা দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, লুব্ধ, লাভেচ্ছু, গৃধ্নু, লোভী।

লিম্প (লিম্প্ লেপন করা+অ(শ)—ক) সং, পুং, লেপনকর্ত্তা।

লিম্পট (লিপ্ প্রলেপ দ্বারা লেপন করা+অট—প্রং) সং, পুং, লম্পট, কামুক।

লিম্পাক (লিপ্ লেপনকরা+আক—প্রং। সং, পুং, লেবুগাছ। গর্দ্দভ। ক্লীং, নিম্বুকবিশেষ।

লিষ (লিষ্ নৃত্যবিষয়ে পটুত্ব প্রদর্শন করা ষ(কব্)—প্রং, অ=ই) সং, পুং, নট নর্ত্তক, নৃত্যব্যবসায়ী।

লীক্ষা, লীক্কা (লক্ষ্ চিহ্ন করা+অ—প্রং অ=ঈ, নিপাতন। ক্ষ=ক ও হয়) সং স্ত্রীং, লিক্ষা, নিকি।

লীঢ় (লিহ্ আস্বাদন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম বিং, ত্রিং, লেহন করা, চাটা। আস্বাদিত ভক্ষিত। স্পৃষ্ট।

লীন (লী লীন হওয়া+ত(ক্ত)—ক, ত=ন) বিং, ত্রিং, লয় প্রাপ্ত, মিলিত। সংযুক্ত শয়িত। শিং—১ "দিবাকরাদ্রক্ষতি যে গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।"

লীলা (লী আলিঙ্গন করা—০ (ক্বিপ্—ভাবে—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক,আপ্) সং, স্ত্রীং, শৃঙ্গার-স্বভাবজাত ক্রিয়াবিশেষ অঙ্গ বেশ অলঙ্কার প্রীতি বাক্যাদি দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ। শিং—১ "অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনায়িকায়াঃ সখ্যাঃ পুরোঽত্র নিজচিত্তবিনোদবুদ্ধ্যা। আলাপবেশগতিহাস্যবিলোকনাদ্যৈঃ প্রাণেশ্বরানুকৃতিমাকথয়ন্তি লীলাম্।" বিলাস। শোভা। ভঙ্গী। ক্রীড়া। কেলি। শিং,— "লীলাতামরসাহতোঽন্যবিনতানিঃশঙ্কদষ্টাধর।"

লীলাখেল; সং, পুং, ১৫ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। বিং, ত্রিং, বিলাসযুক্ত। ক্রীড়াশীল।

লীলাবতী (লীলা+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বিলাসবতী স্ত্রী। কেলিযুক্তা শৃঙ্গারভাবচেষ্টান্বিতা। খেলাবিশিষ্টা। ভাস্করাচার্য্যের পত্নী। ঐ আচার্য্যকৃত অঙ্কগ্রন্থ বিশেষ। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। বেশ্যা বিশেষ।

লীলোদ্যান; সং, ক্লীং, দেববন। ক্রীড়ার্থ উপবন।

লুই (লোমন্ শব্দজ) সং, পশুলোমনির্ম্মিত শীতবস্ত্রবিশেষ।

লুকন (লুকায়ন শব্দজ) সং, প্রচ্ছন্নভাবে থাকা।

লুক্কায়িত (লুকায় [লুক্ লোপ—কায় শরীর, ৬ষ্ঠী—হিং] লুপ্ত শরীরের ন্যায় আচরণ করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম। অথবা লুন্‌চ্‌ অপনয়নকরা + ০(ক্বিপ্‌)—ক—কায় + ক্তি + ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, গুপ্ত, অন্তর্হিত। অদৃষ্ট। প্রচ্ছন্ন।

লুচি (দেশজ) সং, ঘৃতপক গোধূমচূর্ণের পিষ্টকবিশেষ।

লুঞ্চিত (লুন্‌চ্‌ ছিঁড়িয়া ফেলা। ত্যাগ করা, দূরাকরণ করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ছিন্ন, ছিঁড়িয়া ফেলা। পরিত্যক্ত। দূরীকৃত, অপসারিত। লূন ভিন্ন।

লুট (চৌর্য্যার্থ লুট্‌ধাতুজ) সং, বলপূর্ব্বক অপহরণ।

লুঠন (লুঠ্‌ গড়াগড়ি দেওয়া + অন(অনট্‌) —ভা) সং, ক্লীং, ভূম্যাদিতে অঙ্গ পরিবর্ত্তন। ভূমিতে লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া।

লুঠিত } **লুণ্ঠিত** } লুঠ, লুণ্ঠ গড়াগড়ি দেওয়া + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভূমিতে ঘূর্ণিত, গড়াগড়ি দেওয়া। পৃথিবীতে পরিবৃত্ত। অশ্বাদিগের শ্রমশ্রান্তির জন্য পুনঃ পুনঃ ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া।

লুণ্টক (লুন্‌ট্‌ গড়াগড়ি দেওয়া ইত্যাদি + অক—প্র) সং, পুং, শাকবিশেষ, নটিয়া শাক।

লুণ্টন (লুন্‌ট্‌ লুট করা + অনট্‌—ভাবে) সং, পুং, অপহরণ।

লুণ্টাক (লুনট্‌ লুটিয়া লওয়া, হরণ করা + আক(ষাক)—ক) সং, পুং, স্ত্রীং, চোর, তস্কর।

লুণ্ঠক (লুনঠ্‌ চোরিকরা, লুটিয়া লওয়া + অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং,) স্তেয়কারক, লুঠকারী। দস্যু। চোর।

লুণ্ঠন (লুণ্ঠক দেখ, অন(অনট্‌)—ভাবে) সং, অপহরণ, লুঠ্‌ (লুন্‌ঠ্‌ গড়াগড়ি দেওয়া + অনট্‌—ভা) ভূমিতে লোটা, লুঠন।

লুণ্ঠাক (লুন্‌ঠ গড়াগড়ি দেওয়া + অক—প্রং) সং, পুং, বায়স, কাক।

লুণ্ঠিত (লুন্‌ঠ্‌ চোরি করা + ক্ত—ক) বিং ত্রিং, অপহৃত। লুঠিত। বলপূর্ব্বক গৃহীত (লুনঠ গড়াগড়ি দেওয়া) ভূমিতে লোটিত

লুণ্ঠী (লুণ্ঠ্‌ গড়াগড়ি দেওয়া + অ—ঈ, প্রং সং, স্ত্রীং, লুঠন, গড়াগড়ি দেওয়া।

লুণিয়া ; বি, (দেশজ) শাক বিশেষ। ২ লবণ বিক্রেতা। ৩। বিহার প্রদেশস্থ জাতি বিশেষ।

লুপ (লুপ্ত দেখ, ০(ক্বিপ্‌)—ভাবে) সং, পুং লোপ, অভাব, নাশ।

লুপ্ত (লুপ্‌ লোপ করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং,ত্রিং আচ্ছিন্ন। অপহৃত। (+ক্ত—ক) নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত। কৃশ। (+ক্ত—র্ম্ম) ক্লীং অপহৃত ধন, চুরি করা বস্তু।

লুব্ধ (লুভ লাভাকাঙ্ক্ষ হওয়া + ত(ক্ত)—ক বিং, ত্রিং, লোভী। লম্পট। সং, পুং, ব্যাধ নক্ষত্রাবশেষ।

লুব্ধক (লুব্ধ + কণ্‌) বিং, ত্রিং, ব্যাধ। শিং— ১ "তেঽপি ক্রূরচমরুচর্ম্মবসনৈনীতা ক্ষয় লুব্ধকৈঃ। লম্পট।

লুলাপ (লুল [লুন্‌ আলোড়ন করা + অ(ক —ভা] বিলোড়ন—আপ্‌ পাওয়া + অ (অন্‌)—ক। যে পঙ্কের বিলোড়নকে পায় সং, পুং, কাসর, মাহষ।

লুলাপকন্দ ; সং, পুং, মহিষকন্দ।

লুলাপকান্তা ; সং, স্ত্রীং, মাহষী।

লুলিত (লুল্‌ পীড়ন করা + ত(ক্ত)—ক) বিং ত্রিং, দোলিত। কম্পিত। রম্য। আন্দোলিত। চলিত। শিং—১ "লুলিতপতত্রিমালাঃ (+ক্ত—র্ম্ম) মর্দ্দিত। ত্যক্ত।

লুষভ (রুষ্‌ ক্রুদ্ধ হওয়া + অভ—প্রং। রুষ =লুষ্‌) সং, পুং, মত্তহস্তী।

লূতা } **লূতিকা** } (লু ছেদন করা + তক্—র্ম আপ্‌। লূতা + কণ্‌, আপ প্রং) সং, স্ত্রীং, মাকড়সা। পিপীলিকা।

লূতাতন্তু ; সং, পুং, মাকড়সার জাল।

লূতাতন্তুন্যায়—ন্যায় (২৭) দেখ।

লূতারি ; সং, পুং, হুঙ্কেনীক্ষুপ।

লূতিকা; সং, স্ত্রীং, মর্কটক।

লূন (লু ছেদন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, ত=ন) বিং, ত্রিং, কর্ত্তিত, ছিন্ন। শিং—১ "গৃহ-লূনপক্ষমপাস্থতাম্।"

লূনক (লুন কর্ত্তিত+কণ্—যোগ) সং, পুং, পশু, চতুষ্পদ জন্তু। বিং, ত্রিং, ছেদিত। ত্রুটিত। কর্ত্তিত। ছিন্ন।

লূনি (লুন দেখ, তি(ক্তি)—ভা)সং, স্ত্রীং, ছেদ, কর্ত্তন। [পুচ্ছ।

লূম (লুন দেখ, ম(মক্)—র্ম্ম) সং, পুং, লাঙ্গূল,

লূমবিষ (লুম লাঙ্গূল—বিষ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যে সকল জীবের লাঙ্গূলে বিষ আছে; বৃশ্চিক প্রভৃতি।

লেই (দেশজ) সং, পুং, মণ্ড. কাই, মাড়।

লেখ (লিখ্ লেখা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, দেবতা। লিখিত পত্র। (+অল্—ভাবে) লিখন। (+অল্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লেখনীয়। খা—স্ত্রীং,(লিখ্+অ—ভাবে) রেখা। লিখন, চিত্রকরণ। (+অ—র্ম্ম) চিহ্ন। শ্রেণী লিপি। স্থলী।

লেখক (লেখ দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, লিপিকর। চিত্রকারক।

লেখন (লেখ দেখ, অন্(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং,) লিখন, অক্ষরবিন্যাস। চিত্রকরণ। অঙ্কন। জিভ আঁচড়ান। (+অনট্—ধি) লিখনপত্র। ভূর্জ্জত্বক্। নী—স্ত্রীং, (+অনট্—ণ) কলম। তুলি।

লেখনিক (লেখন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, লেখহারক, পত্রবাহক। যে স্বহস্তে লেখে। যে পরহস্তে লেখাইয়া স্বয়ং কোন চিহ্ন দ্বারা তাহাতে স্বাক্ষর করে। বিং ত্রিং, লিপিকর। চিত্রকর।

লেখনীয় (লেখ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লিখিতব্য, লিখনযোগ্য।

লেখর্ষভ (লেখ দেবতা—ঋষভ শ্রেষ্ঠ, ৭মী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

লেখহার, **লেখহারক** (লেখ পত্র—হৃ [হরণ করা] লইয়া যাওয়া+অ(অন্), অক(ণক)—ক) সং, পুং, পত্রবাহক।

লেখাজোখা, বিং, হিসাব, সংখ্যা। ২। নিদর্শনপত্র। [লেখনযোগ্য।

লেখার্হ্য; সং, স্ত্রীতালবৃক্ষ। বিং, ত্রিং,

লেখিত (লিখ-ণিচ—লেখি লেখান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা লেখান হইয়াছে, লিপিবদ্ধ করান। চিত্রিত। অঙ্কিত।

লেখ্য (লেখ দেখ, য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, অক্ষর। লিখিত পত্রাদি বা চিত্রাদি। দলিল দস্তাবেজ। বিং, ত্রিং, লেখনীয়, লিখনযোগ্য।

লেখ্যচূর্ণিকা (লেখ্য লিখিত চিত্রাদি—চূর্ণ্ পেষণ করা, গুঁড়া করা+অক—প্রং) সং, স্ত্রীং, তূলিকা, তুলি।

লেখ্যপত্র (লেখ্য—পত্র পাতা) সং, ক্লীং, লিখিত পত্রাদি, দলিল দস্তাবেজ। তালপাতা।

লেখ্যস্থান (লেখ্য লেখান বা লেখনীয়—স্থান) সং, ক্লীং, আফিস, দপ্তরখানা।

লেঙ্গড়া; বিং, খঞ্জ, খোঁড়া। ২। বি,মালদহের উৎকৃষ্ট আম্র।

লেজ (দেশজ) সং, লাঙ্গূল, পুচ্ছ।

লেঠা (দেশজ) সং, উৎপাত। গোলযোগ। মুস্কিল। সঙ্কট।

লেণ্ড; সং, ক্লীং, বিষ্ঠা, ঝাড়। শিং—১ উৎসসর্জ বৃহল্লেণ্ডং মূত্রঞ্চ ভয়মাপহ।"

লেপ (লিপ্ লেপন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, লেপন, লেপা। ভোজন। বন্ধন। প্রলেপ। (+অল্—র্ম্ম) লেপন-সাধন বস্তু। ভক্ষ্যদ্রব্য। বিলেপন। চূর্ণ, চুণ।

লেপক, লেপী (লেপিন্, লেপ দেখ, অক(ণক) ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, লেপকর্ত্তা, লেপনকারক। সং, পুং, জাতিবিশেষ, রাজমিস্ত্রী।

লেপন (লেপ দেখ, অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিলেপন। লেপা। ম্রক্ষণ। (+অনট্)—ণ) ম্রক্ষণসাধন বস্তু।

লেপভুক্—জ্ } (লেপ—ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক।
লেপভাক্—জ্ } ২য়-পক্ষে—ভজ্ সেবা করা+০(বিণ্)—ক) সং, পুং, ৪র্থ, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ উর্দ্ধ-পুরুষ।

লেপ্য (লেপ দেখ, য (ঘ্যণ)—ম্ম) বিং, ত্রিং, লেপন-যোগ্য।

লেপ্যময়ী (লেপ লেপন+ময়—প্রং, কাষ্ঠাদিতে নির্ম্মিত হইয়া যাহা লেপিত হয়) সং, স্ত্রীং, কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত পুত্তলিকা, কাঠের পুতুল প্রভৃতি। বিগ্রহ।

লেপ্যস্ত্রী (লেপ্য লেপন—স্ত্রী স্ত্রীলোক) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রীর গাত্র সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত।

লেফাফা (যবন ভাষা) সং, পত্রাদির আবরক কাগজবিশেষ, মোড়ক।

লয় (লী গমন করা+য—প্রং) সং, পুং, সিংহরাশি।

লেলিহান (লিহ [যঙলুগন্ত]=লেলিহ পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করা+আন(কান)—ক) সং, পুং, শিব। সর্প। বিং, ত্রি, বারম্বার লেহনকারী। না—স্ত্রীং, অঙ্গুল্যাদি মুদ্রাবিশেষ।

লেশ (লিশ অল্প হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, কণা, বিন্দু। অল্প, কিঞ্চিৎ। (+অন্—ভাবে) শ্লেষ।

লেষ্টু (লেশ দেখ, তু—ক) সং, পুং, লোষ্ট্র।

লেষ্টুঘ্ন, লেষ্টুভেদন (লেষ্টু লোষ্ট্র—ঘ্ন নাশ, ভেদন, ভঞ্জন) সং, পুং, লোষ্ট্র ভঞ্জসাধন মুদ্গর, ডেলা ভাঙ্গা মুগুর। মই।

লেসিক সং, পুং, হস্ত্যারোহী।

লেহ (লিহ্ আস্বাদন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, লেহন, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। ভক্ষণ। বিং, ত্রিং, আস্বাদ্য, ভক্ষ্য, খাদ্য।

লেহন (লিহ্ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, আস্বাদন, চাটন, ভক্ষণ।

লেহিন (লেহ দেখ, ইন—প্রং) সং, পুং, টঙ্কণ, সোহাগা।

লেহী (লেহিন্, লেহ দেখ, ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, লেহনকারী, আস্বাদনকারী।

লেহ্য (লেহ দেখ, য(ঘ্যণ)—ম্ম) বিং, ত্রিং, আস্বাদ্য, লেহনীয়। সং, ক্লীং, অমৃত।

লৈঙ্গ (লিঙ্গ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, লিঙ্গপুরাণ। শিং—১ "মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দন্তথৈব চ।" বিং, ত্রিং, লিঙ্গসম্বন্ধীয়।

লোক (লোক্ দেখা+অ(অল্)—ম্ম) সং, পুং, মনুষ্য। ভুবন, জগৎ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—এই ত্রিলোক। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত লোক। সমূহ। (+অল্—ভাবে) দৃষ্টি।

লোককান্তা; সং, স্ত্রীং, ঋদ্ধি নামক ঔষধ।

লোকচক্ষুঃ } (লোকচক্ষুস্, লোক জগৎ—চক্ষুস্, লোচন=নেত্র) সং, পুং, দিবাকর, সূর্য্য। জনের লোচন।
লোকলোচন }

লোকজিৎ (লোক জগৎ—জিৎ যে জয় করে) সং, পুং, বুদ্ধদেব।

লোকতুষার; সং, পুং, কর্পূর।

লোকন (লোক দেখ, অনট্—ভা) সং, ক্লীং, অবলোকন, দর্শন।

লোকনাথ (লোক জগৎ—নাথ প্রভু) সং, পুং, ব্রহ্মা। বুদ্ধ। বিষ্ণু। শিব। শিং—১ "অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং স লোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।" রাজা।

লোকপাল (লোক—পাল যে পালন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, নৃপ, রাজা। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নৈঋর্ত, বায়ু, কুবের, শিব—এই আটজন দিক্পাল।

লোকপ্রবাদ } (লোক—প্রবাদ সম্বাদ, বাদ কথন) সং, পুং, জনশ্রুতি, যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে।
লোকবাদ }

লোকবান্ধব (লোক জগৎ—বান্ধব বন্ধু) সং, পুং, সূর্য্য।

লোকমাতা (লোকমাতৃ, লোক জগৎ—মাতৃ মা) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী, কমলা।

লোকযাত্রা (লোক ভুবন—যাত্রা গমন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সংসার যাত্রা, জীবন।
লোকযাত্রাবিধান (Political Economy) সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।
লোকরঞ্জন (লোক—রঞ্জন প্রীতিসম্পাদন) সং,ক্লীং, লোকের প্রীতি সম্পাদন, লোককে সন্তুষ্ট করা।
লোকলোচন ; সং, পুং, সূর্য্য।
লোকবাহ্য (লোক মনুষ্য—বাহ্য [বহির্ শব্দজ] বহির্ভূত) বিং, ত্রিং, লোকবহির্ভূত, আচারভ্রষ্ট। লোকবহনীয়।
লোকবিনায়ক সং, পুং, গ্রহবিশেষ।
লোকস্থিতি ; সং, স্ত্রীং, লোকমর্য্যাদা, জনসমাজ। [পরলোক, অন্যলোক।
লোকান্তর (লোক—অন্তর অন্য) সং, ক্লীং,
লোকান্তরিত (লোকান্তর—ইত গত) বিং, ত্রিং, পরলোকগত, মৃত। স্বর্গ।
লোকায়ত (লোক ভুবন—আ—যৎ যত্ন করা+অ প্রং, অথবা লোক—আয়ত বিস্তীর্ণ, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, নাস্তিকদর্শনশাস্ত্র, চার্ব্বাকমত, নাস্তিক্য। পুং, চার্ব্বাকমতাবলম্বী।
লোকায়তিক (লোকায়ত+ইক(ষ্ণিক) —প্রং) বিং ত্রিং, চার্ব্বাকমতাবলম্বী। নাস্তিক। পুং, চার্ব্বাক।
লোকারণ্য (লোক—অরণ্য বন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, লোকসমূহ, জনতা।
লোকালোক (লোক [লোক্ দেখা+অ (অন্)—র্ম্ম। সূর্য্য-কিরণ দ্বারা যাহার ভিতর দেখা যায়] দৃষ্ট—আলোক [আ—লোক দেখা+অ(অন্)—র্ম্ম, সূর্য কিরণের অস্পর্শ হেতু যাহার বহির্দ্দেশ দেখা যায় না] অদৃষ্ট, দ্বং—স) সং, পুং, সূর্য্যকিরণে একদিকে আলোক ও তদভাবে অন্য দিকে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ড-বেষ্টন পর্ব্বত।
লোকেশ (লোক ভুবন—ঈশ ঈশ্বর) সং, পুং, ব্রহ্মা। রাজা। বুদ্ধবিশেষ। পারদ।

লোকোত্তর (লোক—উত্তর) বিং, ত্রিং, অলৌকিক, লোকাতীত। অসামান্য।
লোচ (লোচ্ দীপ্তি পাওয়া+অ—প্রং) সং, ক্লীং, অশ্রু, নেত্রজল।
লোচক (লোচ্ দেখ+অক(ণক) – ক) সং, পুং, (অক্ষিতারা, চক্ষুর তারা (+ণক—র্ম্ম) কজ্জল। মাংসপিণ্ড। স্ত্রীলোকের ললাটভূষণ। নির্ম্মোক। ভ্রূভঙ্গ। নির্ব্বুদ্ধিতা। নীলবস্ত্র। কর্ণভূষণ। মৌর্ব্বী। কদলী। ভ্রূশ্লথচর্ম্ম।
লোচন (লোচ্ দর্শন করা+অন (অনট্) —ণ) সং, ক্লীং, নয়ন, চক্ষু। (অনট্—ভাবে) দর্শন। আলোচনা। (—অনট্—ণ) পুং, সূর্য্য। কা—স্ত্রীং, বুদ্ধিশক্তিভেদ। নী—স্ত্রীং, মহাশ্রবণিকা।
লোচিকা ; সং, স্ত্রীং, লুচি।
লোচ্চা (দেশজ) সং, লম্পট, কামুক।
লোটা, বি, (হিন্দী) ধাতুনির্ম্মিত জলপাত্রবিশেষ, ঘটী।
লোড়া, বি, পেষণশিলা।
লোণা (লবণ শব্দজ) বিং, লবণাক্ত।
লোত, লোত্র (লূ ছেদন করা+ত(ক্ত), ত্র—প্রং) সং, ক্লীং, লোপ্ত্র, স্তেয়ধন। পুং—ক্লীং, নেত্রজল, অশ্রু। চিহ্ন। রণ।
লোধ, লোধ্র (রুধ আবরণ করা+অ (অন্) রন—ক। র=ল) সং, পুং, শ্বেতবর্ণ বৃক্ষবিশেষ, লোধগাছ।
লোপ (লুপ্ত দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, অপচয়, ভ্রংশ, নাশ। ছেদন। অভাব। তিরোধান। অন্তর্দ্ধান। অদর্শন। ব্যাকরণে —অদর্শনরূপ বর্ণনাশ।
লোপা } (লুপ্-ণিচ=লোপি লোপ-
লোপামুদ্রা } করা + অ (অন্) —ক, আপ্। যে যোষিৎদিগের রূপাভিধান লোপ করে] লোপ—অমুদ্রা [অ—মুদ্ হর্ষ—রা দান করা বা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক, আপ্] যে হর্ষ দান করে না। যে পতিশুশ্রূষার লোপ অমুদ্রা। অর্থাৎ পতির সেবা

না করিলে যাহার আনন্দ জন্মে না) সং, স্ত্রীং, অগস্ত্যপত্নী।

লোপাট, বি, সমস্ত ধ্বংস।

লোপাক } (লুপ্ ছেদন করা+আক —প্রং। লোপ [নাশ] নষ্ট মাংস বা খাদ্য—আপ্ পাওয়া+অক—প্রং। লোপ—অশ্ ভক্ষণ করা+অক—প্রং) সং, পুং, শৃগাল, শিয়াল। পিকা, শিং—স্ত্রীং, শৃগালী। খেঁকশিয়ালী।
লোপাপাক
লোপাশক

লোপ্ত—ক্লীং } (লুপ্ লোপ করা+ত্র (ষ্ট্রন্)—র্ম্ম, ঈপ্) সং, স্তেয়ধন, চোরা বস্তু।
লোপ্ত্রী—স্ত্রীং

লোভ (লুভ লাভাকাঙ্ক্ষী হওয়া+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, লিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা, পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষ। শিং—১ "পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

লোভনীয় (লুভ্-ণিচ্=লোভি+অনীয় —ক) বিং, ত্রিং, লোভজনক, স্পৃহণীয়।

লোভী (লোভিন্ লোভ+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা লুভ লোভী হওয়া+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, লোভবিশিষ্ট, লোলুপ, লুব্ধ।

লোভ্য (লুভ লাভাকাঙ্ক্ষী হওয়া+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লোভনীয়। লোভিত। সং, পুং, মুদ্গ।

লোভ্যমান (লোভ দেখ, আন,শান)—র্ম্ম, য, ম—আগম) বিং, ত্রিং, আকৃষ্যমাণ, যে লুব্ধ হয়, যাহাকে লুব্ধ করা যায়।

লোম (লোমন্, লূ ছেদন করা+মন্—র্ম্ম) সং, পুং, শরীরজাত কেশ, রোঁয়া। ক্লীং, পুচ্ছ, লেজ।

লোমকরণী ; সং, স্ত্রীং, মাংসচ্ছদা।

লোমকর্ণ (লোমন্ লোমবহুল—কর্ণ, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, শশক, খরগোশ। বিং, ত্রিং, লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট।

লোমকূপ (লোম—কূপ গহ্বর) সং, পুং, রোমাধার। বিন্দুর আকার গর্ত্ত।

লোমঘ্ন (লোমন্ এখানে মস্তকজাত কেশ —ঘ্ন [হন্ বধ করা+অ(টক্)—ক] যে নাশ করে) সং, ক্লীং, ইন্দ্রলুপ্তক, টাক। বিং, ত্রিং, লোমনাশক।

লোমজ (লোমন্ লোম—জ [জন্ জন্মান +অ(ড)—ক] উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, পশমী (কাপড় প্রভৃতি)।

লোমপাদ, সং, পুং, অঙ্গদেশীয় নরপতিবিশেষ ; ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির শ্বশুর।

লোমপাদপুঃ সং, স্ত্রীং, পুরীবিশেষ, অধুনা ভাগলপুর নামে খ্যাত।

লোমফল ; সং, ক্লীং, ভব্য।

লোমবিষ (লোমন্ লোম—বিষ) সং, পুং, যে জন্তুর লোম বিষাক্ত, ব্যাঘ্র প্রভৃতি।

লোমশ (লোমন্+শ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, লোমবিশিষ্ট। শিং—১ "কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।" সং, পুং, মুনিবিশেষ। মেষ। শা—স্ত্রীং, কাকজঙ্ঘা। মাংসী। বচা। শূকশিম্বি। মহামেদা। অতিবলা।

লোমশকাণ্ডা ; সং, স্ত্রীং, কর্কটী।

লোমশপুষ্পক ; সং, পুং, শিরীষবৃক্ষ।

লোমশমার্জ্জার (লোমশ অতিশয় লোমবিশিষ্ট—মার্জ্জার বিড়াল) সং, পুং, গন্ধমার্জ্জার, গন্ধগোকুল।

লোমহর্ষণ (লোম—হর্ষণ হৃষ্ট হওন, ৬ষ্ঠী —হ) সং, ক্লীং, রোমাঞ্চ। পুং, পুরাণবক্তা মুনিবিশেষ, সূত ; ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ তাঁহাকে সমর্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্তা লোমহর্ষণ সর্ব্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে। যেহেতু কল্কিপুরাণে সূতপুত্র নামে লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে তিনি মধুর বাক্যবিন্যাসদ্বারা শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ লোমাঞ্চ করিয়া দিতেন, এই নিমিত্ত

তাঁহার নাম লোমহর্ষণ। শিং—১ "প্রখ্যাতোব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ। পুরাণসংহিতাস্তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ)। ২ "তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ। বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষোঽভূৎ স্বরাঙ্গয়া। (কল্কিপুরাণ)। ৩ "লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ। কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন্ লোমহর্ষণসংজ্ঞয়া।" (কূর্ম্মপুরাণ)। বিং, ত্রিং, রোমাঞ্চকারক।

লোমহৃৎ (লোমন্ লোম—হৃৎ হরণকারী) সং, পুং, হরিতাল।

লোমাঞ্চ—রোমাঞ্চ দেখ।

লোমালিকা (লোমন্ লোম+আলী শ্রেণী +কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, শৃগাল, খেঁকশিয়ালী। শিং—১ "লোমালিকা দীপ্তজিহ্বা কিখিরুল্কামুখী চ সা।"

লোর, লোহ, বি, অশ্রু, চক্ষুর জল। যথা;—"নাহি করয়ে নয়নে ঝরে লোর।"

লোল (লোড উন্মত্ত হওয়া+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, চঞ্চল। চালিত। সতৃষ্ণ, লোলুপ, লোভী। ইচ্ছুক। শ্লথ, শিথিল, যথা—"লোলমাংস।" লা—স্ত্রীং, জিহ্বা। লক্ষ্মী। শিং—১ "লোলালকস্ফুরিতং।"

লোলায়মান (লোল+আয়, আন (শান) —ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, দোলায়মান।

লোলার্ক; সং, পুং, সূর্য্য।

লোলিকা; সং, স্ত্রীং, চাঙ্গেরী। চুকোপালঙ্।

লোলিত (লুল-ণিচ্—লোলি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, চালিত। চঞ্চল, কম্পমান। শ্লথ, ঝোলা।

লোলুপ } (লুপ, লুভ্ [যঙলুগন্ত]—
লোলুভ } লোলুপ্, লোলুভ্ পুনঃপুনঃ লোভ করা+অ(অন)—ক) সং, পুং, অতিলোভী। অভিলাষী, ইচ্ছুক। আসক্ত।

লোষ্ট, লোষ্ট্র—পুং-ক্লীং } (লোষ্ট্
লোষ্ঠ—পুং } রাশি করা +অ(অন)—ক, র, উ) সং, মৃৎখণ্ড, ডেলা, ঢিল। ক্লীং, লৌহমল, মরিচা।

লোহ (লূ ছেদন করা+হ—র্ম্ম) সং, পুং, —ক্লীং, লৌহ, লোহা। অস্ত্রবিশেষ। ধাতু। শোণিত, রক্ত; যথা—"লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা, অনর্গল বহি হায়, আদ্রিল মহীরে।" (মেঘনাদ)। রক্তচন্দন। ক্লীং, অগুরু।

লোহকণ্টক; সং, পুং, মদনবৃক্ষ।

লোহকান্ত (লোহ লৌহ—কান্ত এখানে রত্ন) সং, ক্লীং, অয়স্কান্তমণি, চুম্বকপাথর।

লোহকার (লোহ—কার [কৃ করা+অ (ষণ)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কর্ম্মকার, কামার। শিং—১ "গোপালাৎ তন্ত্রবায়াং বৈ কর্ম্মকারোঽভ্যভূৎ সুতঃ।"

লোহকিট্ট } (লোহ লোহা—কিট্ট কাইট বা মল।—চূর্ণ, গুঁড়া,
লোহচূর্ণ } সং, ক্লীং, লৌহমল, লোহার মরিচা।

লোহজ (লোহ লোহা—জ [জন্ জন্মান+ অ(ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, লোহকিট্ট। কাংস্য, কাঁসা।

লোহদ্রাবী } (—দ্রাবিন্, লোহ ধাতু—
লোহশ্লেষণ } দ্রাবিন্ যে দ্রব করে। লোহ ধাতু—শ্লিষ্ [আলিঙ্গন করা] সংযুক্ত হওয়া, দগ্ধ করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ক) সং, পুং, টঙ্কণ, সোহাগা।

লোহনাল (লোহ লোহা—নাল) সং, পুং, নারাচ, লৌহবাণ।

লোহপৃষ্ঠ (লোহ লোহবৎ কঠিন—পৃষ্ঠ পিঠ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কঙ্কপক্ষী, কাঁকপক্ষী। বিং, ত্রি, লৌহময় পৃষ্ঠযুক্ত।

লোহময় (লোহ+ময়ট্—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, লৌহদ্বারা প্রস্তত, লৌহনির্ম্মিত।

লোহমারক; সং, পুং, শালিঞ্চ শাক।

লোহল (লোহ লোহা—ল পাওয়া+অ(ড) —ক) বিং, ত্রিং, অব্যক্তবাক্, অস্ফুটভাষী, যে ব্যক্তির কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না। বিং, ত্রিং, লোহকারক।

লোহবর (লোহ ধাতু—বর শ্রেষ্ঠ) সং, ক্লীং, সুবর্ণ, স্বর্ণ।

লোহা, বি, (লৌহ শব্দজ) ধাতুবিশেষ। ২। স্ত্রীলোকের আয়তির চিহ্ন স্বরূপ লৌহ-নির্ম্মিত হস্তাভরণ বিশেষ। যথা ;—আয়তির চিহ্নমাত্র লোহা একগাছি।

লোহাখ্য ; সং, ক্লীং, অগুরু।

লোহাভিসার } (লোহ শস্ত্র—অভি
লোহাভিহার } চতুর্দ্দিকে—সৃ গমন করা, হৃ লওয়া + অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, যুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শস্ত্রধারী রাজগণের নীরাজনা বিধি। অস্ত্র শস্ত্র মার্জ্জনা করা।

লোহিকা (লোহ লোহা + কণ্—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, লৌহপাত্র, কটাহ প্রভৃতি।

লোহিত (রুহ্ উৎপন্ন হওয়া + ইতন্—ক, র = ল) বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণযুক্ত। সং, পুং, রক্তবর্ণ, রাঙ্গা রং। নদীবিশেষ। সুরান্তর। মসূর। রক্তালু। মঙ্গলগ্রহ। রুইমাছ। মৃগবিশেষ। সর্প। ক্লীং, শোণিত, রুধির। কুঙ্কুম। রক্তচন্দন। যুদ্ধ।

লোহিতক (লোহিত + কণ্—যোগ) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ। পদ্মরাগমণি। ক্লীং, পিত্তল।

লোহিতচন্দন (লোহিত রক্তবর্ণ—চন্দন) সং, ক্লীং, রক্তচন্দন। কুঙ্কুম।

লোহিতাক্ষ (লোহিত রক্তবর্ণ—অক্ষি চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং, অ—প্রং) সং, পুং, বিষ্ণু। কোকিল। বিং, ত্রিং, যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

লোহিতাঙ্গ (লোহিত রক্তবর্ণ—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ।

লোহিতায়স্, লোহিতায়স (লোহিত রক্তবর্ণ—অয়স্ লৌহ। অপরপক্ষে অয়স্ + অ—প্রং) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁবা।

লোহিনী (লোহিত রক্তবর্ণ + ঈ— প্রং। ত = ন) সং, স্ত্রীং, রক্তবর্ণ। স্ত্রী। শিং—১ "রোহিণী রোহিতা রক্ত. লোহিনী লোহিতা চলা।"

লোহোত্তম (লোহ ধাতু—উত্তম শ্রেষ্ঠ) সং, ক্লীং সুবর্ণ।

লৌ (লোহিত শব্দজ) সং, লৌহ। ঔষধ-বিশেষ।

লৌকায়তিক (লোকায়ত চার্ব্বাক শাস্ত্র + ইক(ষ্ণিক)—বিদিতার্থে) সং, পুং, চার্ব্বাকমতাবলম্বী। নাস্তিক।

লৌকিক (লোক + ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে, বিদিতার্থে) বিং, ত্রিং, লোকসম্বন্ধীয়, মানুষিক, লোকব্যবহারসিদ্ধ। পার্থিব। সাংসারিক।

লৌকিকাগ্নি (লৌকিক—অগ্নি) সং, পুং, অসংস্কৃত অগ্নি। শিং—১ "ন পৈত্রা-যজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকাগ্নৌ বিধীয়তে।"

লৌতেয় (Arachinda) লতাবর্গ। মাক-ডসা সমূহ।

লৌল্য (লোল + য(ষ্ণ্য) – ভাবে) সং, ক্লীং, চাঞ্চল্য। স্পৃহা। লোভ। কামনা। চাপল্য।

লৌহ (লোহ + (ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, ধাতুবিশেষ, লোহা। চুম্বক দ্রাবক কষক ভ্রামক ধাতু। বিং, ত্রিং, লৌহ-নির্ম্মিত।

লৌহচারক ; সং, পুং, নরকবিশেষ।

লৌহবর্ত্ম (লৌহবর্ত্মন্, লৌহ লোহা—বর্ত্মন্ পথ) সং, ক্লীং, লৌহনির্ম্মিত পথ, রেলওয়ে।

লৌহভাণ্ড (লৌহ—ভাণ্ড পাত্র) সং, পুং, হামামদিস্তা। ক্লীং, লৌহনির্ম্মিত ভাণ্ড।

লৌহভূ ; সং, স্ত্রীং, কঠিনী।

লৌহিত্য (লোহিত + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, রক্তবর্ণ। পুং, ব্রহ্মপুত্র নদ। শিং—১ "তীর্ণলৌহিত্যে।" (রঘু)। রক্তসমুদ্র।

লৌহিত্যা (লোহিত + য(ষ্ণ্য), আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, কামরূপদেশের উত্তরদিগ্বর্ত্তিনী নদী।



(অন্তঃস্থ-দন্তৌষ্ঠ্য)

 ; ব্যঞ্জনবর্ণের উনত্রিংশ অক্ষর। (বা বধ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, বায়ু। বরুণ। রাহু। বরুণালয়। বক্ষঃস্থল। সান্তন। ক্লীং, মন্ত্রবিশেষ। বসন। অং, সাদৃশ্য।

বউনি (বহন শব্দজ) সং, বহনের বেতন। (দেশজ) ব্যবসায়ী লোক সর্ব্বপ্রথমে বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পায়।

বংশ (বম্ বমন করা+শ—র্ম্ম, নামার্থে। যে পূর্ব্বপুরুষদিগকে বমন করে) সং, পুং, কুল, গোত্র। একগোত্রোৎপন্ন, পূর্ব্বপুরুষ বা সন্তান। (বম্ উদ্গীরণ করা বা বন্ শব্দ করা+শ—নামার্থে। যে কোঁড়া বমন করে বা যে বায়ু দ্বারা শব্দিত হয়। অথবা বন—শী শয়ন করা+অ(ড)—ক। যে বনে শয়ন করে) বংশ। বাঁশী। স্বরবিশেষ। সমূহ। বর্গ। নাসাবিবর। গর্ব্ব। গৃহের উদ্ধকাষ্ঠ। পৃষ্ঠদণ্ড, পিঠের দাঁড়া। ইক্ষু, সালবৃক্ষ।

বংশক (বংশ+কণ্—যোগ) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, বাঁশপাতা মাছ। ইক্ষুবিশেষ, বাঁশাই, সামদাড়া। ক্লীং, অগুরু চন্দন।

বংশকফ (বংশ বাঁশ—কফ) সং, ক্লীং, আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র, বুড়ীর সুতা।

বংশক্ষীরা (বংশ বাঁশ—ক্ষীর গাঢ় দুগ্ধ। ক্ষীরবর্ণ বলিয়া) সং, স্ত্রীং, বংশলোচনা।

বংশজ (বংশ—জ [জন্ জন্মান—অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) বিং, ত্রিং, সং-বংশজাত, সৎকুলোৎপন্ন। বংশজাত। পুং, বেণুযব। জা—স্ত্রীং, বংশলোচনা।

বংশধর (বংশ—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন্)—ক] যে ধারণ করে) বিং, ত্রিং, কুলরক্ষক, বংশপ্রবর্ত্তক, কুলবর্দ্ধন, কুলোদ্বাহ, বংশের স্থাপয়িতা। সন্তান।

বংশনালিকা (বংশ বাঁশী—নাল চোঙ্গা +কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, বংশী, বাঁশী।

বংশপত্রক (বংশ বাঁশ—পত্র পাতা। বংশপত্রের ন্যায় এই মৎস্যের আকৃতি বলিয়া) সং, পুং, বাঁশপাতা মাছ। নল, খাগড়া। শাদা ইক্ষু। ক্লীং, হরিতাল।

বংশপত্রপতিত ; সং, ক্লীং, সপ্তদশ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

বংশপীত ; সং, পুং, কণগুগ্গুলু।

বংশপুষ্পা ; সং, স্ত্রীং, সহদেবী লতা।

বংশপূরক ; সং, ক্লীং, ইক্ষুফল।

বংশমর্য্যাদা ; সং, স্ত্রীং, বংশ পরম্পরাপ্রাপ্তগৌরব, কুলক্রমাগত মর্য্যাদা। রাজদত্ত উপাধি, খেতাব।

বংশরোচনা
বংশলোচনা
বংশশর্করা } (বংশ—রুচ্ দীপ্তি পাওয়া +অন, আপ্—প্রং, ৭মী —ষ) সং, স্ত্রীং, বাঁশের পর্ব্বের অভ্যন্তরে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ ঔষধবিশেষ, বংশলোচন।

বংশস্থ (বংশ—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড)—ক] যে থাকে) সং, ক্লীং, ছন্দোবিশেষ। বিং, ত্রিং, বংশে স্থিত।

বংশস্থবিল ; সং, ক্লীং, দ্বাদশাক্ষরছন্দোবিশেষ, যাহার ১ম ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুরু।

বংশাগ্র—ক্লীং
বংশাঙ্কুর—পুং } (বংশ—অগ্র, অঙ্কুর) সং, বাঁশের কোঁড়।

বংশানুচরিত (বংশ—অনু অনুক্রম—চরিত অগ্রগত) সং, ক্লীং, বংশের চরিত্রবর্ণন। পুরাণে—পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ। "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং।"

বংশাবলী (বংশ—আবলী শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, পূর্ব্বপুরুষদের নামাবলী। কুলজী।

বংশিক (বংশ+ইক—সংজ্ঞাতার্থে) সং, ক্লীং, অগুরু। বিং, ত্রিং, বংশোৎপন্ন। কা—স্ত্রীং, মুরলী, বেণু, বাঁশী।

বংশী (বংশ+ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, বাঁশী, বেণু, মুরলী।

বংশীধর (বংশী—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন্)—ক, যে ধরে, ২য়া ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ, বংশীধারী।

বংশীয় } (বংশ+ঈয়(নীয়), য(ষ্ণ্য)—ভবার্থে বিং, ত্রিং, বংশোদ্ভব।
বংশ্য } সদ্বংশজাত। সম্ভ্রান্ত। ছদ্মবেশী।

বক (বচ্ বলা+অ(অন্)—র্ম্ম। যে মৎস্য খাদক বলিয়া কথিত হয়। অথবা বনক্ কুটিল হওয়া+অন—ক। যে বক্রভাবে গমন করিয়া থাকে) সং, পুং, স্বনাম-প্রসিদ্ধ জলচর পক্ষিবিশেষ। শিং—১ "হংস-সারস-কাচাক্ষবকক্রৌঞ্চশরারিকাঃ। নন্দীমুখী সকাদম্বা বলকাদ্যাঃ প্লবাঃ স্মৃতাঃ। প্লবন্তে সলিলে যস্মাৎ এতে তস্মাৎ প্লবাঃ স্মৃতা।" (যে হরপ্রিয়রূপে উক্ত হইয়াছে) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাসকোনা গাছ, বকফুলের গাছ। দৈত্যবিশেষ, বকাসুর, পুতনার ভ্রাতা, কংশের চর; বকপক্ষীর মূর্ত্তি ধরিয়া কৃষ্ণকে গিলিয়া বধ করিতে আসয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাকে ঠোঁট ধরিয়া চিরিয়া বধ করেন। ভীম-কর্ত্তৃক হত রাক্ষসবিশেষ। কুবের। যন্ত্র-বিশেষ।

বকজিৎ } (বক দৈত্যবিশেষ—জিৎ
বকনিসূদন } যে জয় করে। নিসূদন
বকবৈরী } যে বধ করে, ২য়া—ষ। বকবৈরিন্, বক দৈত্যবিশেষ—বৈরিন্ শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং; ভীম। কৃষ্ণ।

বকন (বাক্ শব্দজ কি ?) সং, অনর্থক জল্পন। বক্ বক্ করা।

বক্‌বক ; বি, বাচালতা প্রকাশ। ২। পারাবত-শব্দ।

বকনা (দেশজ) সং, অল্পবয়স্কা গবী। যে বাছুরের এখনও গর্ভ হয় নাই বা বাছুর হয় নাই।

বকপঞ্চক ; সং, ক্লীং, কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের একাদশী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ তিথি।

বকবৃত্তি } (বক—বৃত্তি জীবিকা। বক-
বকব্রতী } ব্রতীন্, বক্—ব্রত+ইন্—অস্ত্যর্থে। যে বকের ন্যায় মিথ্যা বিনীত হইয়া জীবিকাদি নির্ব্বাহ করে) বিং, ত্রিং, বঞ্চক, শঠ। বকধার্ম্মিক। সং, পুং, ভণ্ড ধূর্ত্ত ও স্বার্থপর ব্যক্তি। শিং—১ "অধো দৃষ্টিনৈ কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠঃ মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজ।"

বকরী (বকরী শব্দজ) সং, ছাগী, স্ত্রী ছাগ।

বকাণ্ডপ্রত্যাশান্যায়—ন্যায় (৯) দেখ। সং, স্ত্রীং, বৃথা আশা।

বকারি ; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

বকুল (বচ্ বলা+উল(কুল)—সংজ্ঞার্থে, যে কবিগণ কর্ত্তৃক উক্ত অর্থাৎ বর্ণিত হইয়াছে) সং, পুং, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বকুলগাছ। ক্লীং, তৎপুষ্প।

বকেয়া (আরবী) সং, অবশেষ, বাকি, বক্রী। পুরাতন, আদিম।

বকেরুকা (বক পক্ষিবিশেষ বা বক্র—ঈর্ গমন করা বা হওয়া+উক—প্রং) সং, স্ত্রীং, বলাকা, বকপঙ্‌ক্তি। বায়ুদ্বারা নত শাখা।

বকোট (বক্ বক্র হওয়া+ওট—প্রং) সং, পুং, বকপক্ষী।

বক্‌শিশ (পারস্য বখ্‌সিদন ধাতুজ) দান, পারিতোষিক।

বক্‌সি (পারস্য) সেনাপতি। নাজিরের অধীন কর্ম্মচারী।

বক্তব্য (বচ্ বলা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বচনীয়, নিন্দনীয়। কথনীয়, বলিবার যোগ্য। (+তব্য—ভাবে) সং, ক্লীং, কথন, বাচ্য। নিন্দা।

বক্তা (বক্তৃ, বক্তব্য দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, বাক্‌পটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত।

বক্তৃতা (বক্তৃ—তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বাক্‌পটুতা, বলিবার ক্ষমতা। বাগ্‌বিন্যাস।

বক্ত্র (বক্তব্য দেখ, ত্র—ণ) সং, ক্লীং, মুখ, আনন, বদন, আস্য। বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বস্ত্রভেদ। তগরমূল।

বক্ত্রখুর (বক্ত্র মুখ—খুর) সং, পুং, দন্ত।

বক্ত্রজ (বক্ত্র [ব্রহ্মার] মুখ—জ [জন্‌ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত; ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। বিং, ত্রিং, মুখজাত।

বক্ত্রতাল; সং, ক্লীং, মুখবাদ্য।

বক্ত্রপট্ট (বক্ত্র মুখ—পট্ট বস্ত্র) সং, পুং, অশ্বাদির মুখবদ্ধ শস্যপূর্ণ থলিয়া, তোব্‌ড়া।

বক্ত্রভেদী (বক্ত্রভেদিন্‌, বক্ত্র মুখ—ভেদিন্‌ যে ভেদ করে) সং, পুং, তিক্তরস। বিং, ত্রিং, মুখবিদারক।

বক্ত্রবাস (বক্ত্র মুখ—বাসি সুগন্ধ করান্+অ(অন্)—ক) সং, পুং, নারঙ্গ। (৬ষ্ঠী—ব) মুখগন্ধ।

বক্ত্রশোধী (বক্ত্র+শোধী শুদ্ধকরান+ইন(ণিন্)—ক) সং, পুং, জম্বীর। মুখশোধক তাম্বুলাদি।

বক্ত্রাসব (বক্ত্র মুখ—আসব মদ্য, মধু) সং, পুং, মুখামৃত, লালা।

বক্র (বন্‌ক্‌ কুটিল হওয়া+রক্—ক) সং, ক্লীং, নদীর বাঁক। বিং, ত্রিং, অনৃজু, কুটিল, বাঁকা। ক্রূর। শঠ। পুং, শনিগ্রহ। বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ। মঙ্গলগ্রহ। রুদ্র। ত্রিপুরাসুর। পর্পট।

বক্রকণ্ট, বক্রকণ্টক; সং, পুং, বদরবৃক্ষ। কুটিলকণ্টক। খদিরবৃক্ষ।

বক্রগ্রীব (বক্র বাঁকা—গ্রীবা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, উষ্ট্র, উট। বিং, ত্রিং, যাহার গলা বাঁকা।

বক্রচঞ্চু, বক্রতুণ্ড (বক্র বাঁকা—চঞ্চু ঠোঁট, তুণ্ড মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শুকপক্ষী।

বক্রণ—ক্লীং, বক্রণা—স্ত্রীং (বন্‌ক্‌ কুটিল হওয়া+অনট্, অন—ভাবে, আপ্) বক্রীকরণ।

বক্রদংষ্ট্র (বক্র বাঁকা—দংষ্ট্রা বড় দাঁত ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর, বরাহ।

বক্রনক্র (বক্র বাঁকা—নক্র নাসিকা ইত্যাদি) সং, পুং, পিশুন, খল। শুকপক্ষী।

বক্রনাসিক (বক্র বাঁকা—নাসিকা ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পেচক। বিং ত্রিং, যাহার নাসিকা বাঁকা।

বক্রপুচ্ছ, বক্রবালধি (বক্র বাঁকা—পুচ্ছ, বালধি =লেজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং—স্ত্রীং, কুকুর। বক্রলাঙ্গুল, বাঁকা লেজ।

বক্রপুষ্প; সং, পুং, বকবৃক্ষ। পলাশবৃক্ষ।

বক্রভণিত (বক্র বাঁকা—ভণিত কথিত) সং, ক্লীং, বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য।

বক্রম (অব বিপরীত—ক্রম্ গমন করা+অ(অল্)—ভাবে। অ—লোপ) সং, পুং, পলায়ন, প্রস্থান।

বক্রলাঙ্গুল (বক্র বাঁকা—লাঙ্গুল লেজ) সং, পুং, কুকুর। ক্লীং, বক্রপুচ্ছ।

বক্রবক্ত্র (বক্র বাঁকা—বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর। বিং, ত্রিং, যাহার মুখ বাঁকা।

বক্রশল্যা; সং, স্ত্রীং, কুটুম্বিনীক্ষুপ।

বক্রাঙ্গ (বক্র বাঁকা—অঙ্গ অবয়ব) সং, পুং, হংস। ক্লীং, বাঁকা অঙ্গ। বিং, ত্রিং, কুটিল অবয়বযুক্ত।

বক্রি (বচ্‌ বলা+ক্রি—প্রং) বিং, ত্রিং, মিথ্যাবাদী, অনৃতভাষী।

বক্রিম, বক্রিমা (বন্‌চ্‌ বক্রহওয়া+ইম (ক্রিমচ্)—ভাবে। বক্র কুটিল+ইমন্—ভা) সং, পুং, বক্রতা, কৌটিল্য। শঠতা।

বক্রী (বক্রিন্, বক্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বুদ্ধ। বিং, ত্রিং, বক্রবিশিষ্ট। শিং—১ "লগ্নেশো যদি বক্রী স্যাৎ পুংসঃ কার্য্যেষু বক্রতা।"

বক্রোক্তি (বক্র বাঁকা—উক্তি ব্যঙ্গোক্তি, কৰ্ম্ম—স) সং, স্ত্রীং, দ্ব্যর্থ উক্তি। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, শ্লেষবাক্য, ব্যঙ্গোক্তি। শিং —১ "অন্যদ্যাস্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্‌যদি। অন্যঃ শ্লেষেণ কাকা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা।"

বক্রোষ্ঠিকা (বক্র বাঁকা—ওষ্ঠ ঠোঁট+ক —প্রং) সং, স্ত্রীং, স্মিত, ঈষৎ হাসা।

বক্ষঃ (বক্ষস্, বক্ষ্ সংহত হওয়া অথবা বহ্ বহন করা+অস্—ক) সং, ক্লীং, উরঃস্থল। হৃদয়, বুক।

বক্ষঃস্পার্দ্ধিনী; সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রী বুকের উপর স্পর্দ্ধা করে, অতিশয় প্রিয়া পত্নী।

বক্ষণ (বক্ষঃ দেখ, অন—প্রং) সং, ক্লীং, বক্ষঃ।

বক্ষোজ } (বক্ষস্—জ [জন্ জন্মান+
বক্ষরুহ } অ(ড)—ক] যে জন্মে। ২য়-পক্ষে রুহ্ আরোহণ করা+অ(ক)—ক, ৭মী—ষ) সং, পুং, স্ত্রী-স্তন, পয়োধর।

বক্ষ্যমাণ (বচ বলা+আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা বলা যাইবে। বক্তব্য। বাচ্য।

বখিল (আরবী) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ।

বগল (পারস্য) সং, বাহুমূল, কক্ষদেশ।

বগাহ (অব—গাহ্ স্নান করা+অ(অল্) —ভা, অ—লোপ) সং, পুং, অবগাহন, মজ্জন, স্নান। শিং—"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ।" [বিশেষ। থলিবিশেষ।

বগী; বি, ক্ষুদ্র খড়্গ বিশেষ। ২। শকট

বগ্নু (বচ্ বলা+নু—প্রং। চ=গ) সং, পুং, বক্তা, বাগ্মী, কথক।

বঙ্ক (বক্র দেখ, অ(অন্)—ক) সং, পুং, নদীর বাঁক, টেঁক। বিং, ত্রিং, বক্র। ঙ্কা স্ত্রীং, পলায়ন, পালান। পর্য্যঙ্কের প্রান্তভাগ।

বঙ্কিল (বঙ্ক বক্রতা+ইল—প্রং) সং, পুং, কণ্টক কাঁটা।

বঙ্ক্য (বক্র দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বক্র, বাঁকা। টেড়া।

বগলামুখী } সং, স্ত্রীং, দশমহাবিদ্যা-
বগলা } স্তর্গত দেবীবিশেষ।
অন্নদামঙ্গলে ইহার রূপ যথা—



বগলা (দশমহাবিদ্যা)।

"ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হইলা
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা।
রত্ন গৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা।
এক হস্তে এক অসুরের দিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি।
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন।"

বঙ্ক্রি (বক্র দেখ, ক্রি—প্রং) সং, স্ত্রীং, পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা। গৃহদারু। বাদ্যবিশেষ।

বঙ্ক্ষণ (বান্ছ্ আকাঙ্ক্ষা করা+অন—ক, নিপাতন, কিম্বা বক্ষঃ দেখ, অন্—প্রং, ন—আগম) সং, ক্লীং, উরুসন্ধি, কুচকি।

বঙ্ক্ষু (বক্ষ্ সংহত হওয়া+উ—প্রং) সং, স্ত্রীং, গঙ্গার শাখাবিশেষ।

বঙ্গ } (বনগ্ খঞ্জ হওয়া+অ(অল্)
বাঙ্গালা } —ধি, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বাঙ্গালাদেশ। শিং—১ "রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তর্গতং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া

প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।" সোমবংশজ বলিরাজের অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চজন ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মে। তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গ নামক পুত্র যে বিভাগে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করেন; তাহার নাম বঙ্গ। পূর্ব্বে এক্ষণকার সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে বাঙ্গালা দেশ বলিত না। এখনও বঙ্গ বঙ্গজ ও বাঙ্গাল শব্দ পূর্ব্বদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যবন রাজাদিগের আধিপত্যসময়ে বাঙ্গালা নামের প্রথম প্রচার হয়। যৎকালে সমসুদ্দীন দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক বঙ্গের রাজা হন, তৎকালে ঐ বঙ্গদেশই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তথাকার যবনাধিপেরা ক্রমে ক্রমে পরাস্ত হইলে তিনি সমস্ত সৌরাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন সেই সময়ে ঐ দেশের নাম বাঙ্গালা হইল। অনন্তর ১৪৭৪ খ্রীঃ সম্রাট্ আকবর সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া সুবাবিভাগকালে ঐ দেশের বাঙ্গালা নামই প্রচলিত রাখেন; আইনআকবরি বলেন পূর্ব্বকালের রাজারা নিম্নদেশের অনেক স্থানে দশ হস্ত ঊর্দ্ধ, বিশহস্ত প্রশস্ত এক একটী বাঁধ বা আল দিয়াছিলেন, একারণ বঙ্গ আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল এবং ঐ বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। এবং, প্রাচীন ইউরোপীয়েরা কহেন পূর্ব্বে বেঙ্গালা নামে একটী নগর ছিল, তাহার নামানুসারে ঐ দেশের নাম বাঙ্গালা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ঐ সমৃদ্ধিশালী বেঙ্গালা নগরে ইউরোপীয়েরা বাণিজ্য করিত। ইহাতে বোধ হয় ঢাকার নাম বেঙ্গালা ছিল, এক্ষণে ঢাকার একটী বাজারের নাম বাঙ্গালা-বাজার। আর গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটী নাম অনেক পুরাণ ও তন্ত্রে পাওয়া যায়, সুতরাং আধুনিক নহে, আর ঐ গৌড় ও বঙ্গ যখন আধুনিক নহে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালা নামটী অত্যন্ত প্রাচীন নহে। (+অন্—ক) চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার পুত্র। কার্পাস। বেগুণ। (বঙ্গপদে বঙ্গদেশীয় লোকের লক্ষণা বহুবচনান্ত) বঙ্গদেশবাসী লোকসমূহ। ক্লীং, রঙ্গ, রাং, সীসক, সীসা।

বঙ্গজ (বঙ্গ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, সিন্দূর। বিং, ত্রিং, বঙ্গদেশজাত, বাঙ্গালি।

বঙ্গন (বঙ্গ দেখ, অন—প্রং) সং, পুং, বার্ত্তাকু, বেগুণ।

বঙ্গশুল্বজ (বঙ্গ রাং—শুল্ব তাম্র—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, কাংস্য, কাঁসা। পিত্তল।

বঙ্গসেন (বঙ্গ বাঙ্গালা দেশ—সি বন্ধন করা+ন—প্রং) সং, পুং, বক ফুলের গাছ।

বঙ্গারি (বঙ্গ সীসক—অরি শত্রু) সং, পুং, হরিতাল।

বচ (বচ্ বলা+অ—প্র) সং, পুং, শুকপক্ষী। চা স্ত্রীং, ঔষধবিশেষ, বচ।

বচক্লু (বচ দেখ, অক্লু—প্রং) বিং, ত্রিং, বাচাল, বহুভাষী। সং, পুং, ব্রাহ্মণ।

বচন (বচ্ বলা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, কথন। (+অনট্—র্ম্ম) বাক্য। ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির পদ্য। ব্যাকরণে—সুপ্ তিঙাদিবিভক্তি পদের সংখ্যা, বিভক্তির একত্বাদি, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন।

বচনগ্রাহী (গ্রাহিন্, বচন বাক্য—গ্রাহিন্ গ্রাহ্য, বাধ্য) বিং, ত্রিং, বচনে স্থিত। কথার বাধ্য।

বচনবদ্ধ (বচন—বদ্ধ, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, সত্যবদ্ধ, প্রতিশ্রুত।

বচনীয় (বচ্ বলা—অনীয়—র্ম্ম) সং, ক্লীং, নিন্দা। শিং—১ "বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতম্।" বিং, ত্রিং, নিন্দনীয়। কথনীয়। বাচ্য।

বচনীয়তা (বচনীয়+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, নিন্দা, অপবাদ। সিং—১ "জনপ্রবাদঃ কৌলীনং বিগানং বচনীয়তা।"

বচনেস্থিত (বচনে বাক্যে)+স্থিত যে থাকে) বিং, ত্রিং, বশ্য, কথার বাধ্য।

বচর; সং, পুং, কুক্কুট। শঠ, ধূর্ত্ত।

বচলু (বচ বলা+আলু—প্রং) সং, পুং, শত্রু, রিপু। অপরাধ, দোষ।

বচঃ (বচস্, বচ্ বলা+অস্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বচন, বাক্য, কথা।

বচসা (বচস্ শব্দজ) সং, বাক্যব্যয়, বকাবকি। বাক্‌যুদ্ধ। বিতণ্ডা।

বচসাংপতি (বচসাং বচস্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচন—পতি শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বৃহস্পতি।

বচা (বচ্ বলা+অল্—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, বচ্।

বচোগ্রহ (বচস্ বাক্য—গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং, পুং, কর্ণ, শ্রোত্র।

বজ্জাত (পারস্য বদ্—আরবী জাত) জারজ, বে-জন্মা।

বজায়, (যাবনিক) বি, রক্ষা। ২। পুনঃ স্থাপন। পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

বজ্‌রা—(যাবনিক) নৌকাবিশেষ, বৃহত্তরী।

বজ্র; (বজ্ গমন করা+র—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, কুলিশ, ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ, বাজ্। (অষ্টবজ্র, যথা—বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ব্রহ্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ—এই আট প্রকার)। অস্ত্র। হীরক। বজ্রাকৃতি চিহ্ন। শিশু। ছাত্র। অভ্র। অলাবু। তিলকেরক। কটূক্তি। পুং, যোগবিশেষ, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের এক যোগ। যদুবংশীয় নৃপতি-বিশেষ, কৃষ্ণের প্রপৌত্র। কুশ। বিং, ত্রিং, কঠিন। অশ্মসার। বজ্রাকৃতি। দুর্বি-দারক। অসহ্য। জা—স্ত্রীং, স্নুহীবৃক্ষ। গুড়ূচী। দুর্গা। শিং,—১ "বজ্রাঙ্কুশকরী দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে।"

বজ্রক (বজ্র+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, বজ্রক্ষার। উপগ্রহবিশেষ।

বজ্রকঙ্কট (বজ্র বজ্রের ন্যায় কঠিন—কঙ্কট বর্ম্ম) সং, পুং, হনুমান্।

বজ্রকণ্টক; সং, পুং, স্নুহীবৃক্ষ। কোকি-লাক্ষ বৃক্ষ।

বজ্রকন্দ; সং, পুং, সকরকন্দ আলু।

বজ্রকেতু; সং, পুং, নরকরাজ।

বজ্রচর্ম্মা (—চর্ম্মন্) সং, পুং, খড়্গী, গণ্ডার।

বজ্রজিৎ (বজ্র—জিৎ (জি জয় করা+ক্বিপ্)—[ক] যে জয় করে। মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাতেও ইহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয় নাই বলিয়া) সং, পুং, গরুড়।

বজ্রজ্বালা (বজ্র—জ্বালা অগ্নিশিখা) সং, স্ত্রীং, বজ্রাগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি।

বজ্রতুণ্ড (বজ্র বজ্রের ন্যায় কঠিন—তুণ্ড মুখ, ওষ্ঠাধর) সং, পুং, গরুড়। গণেশ। গৃধ্র। মশক। মৎকুণ।

বজ্রদন্ত } **বজ্রদশন** } (বজ্র বজ্রের ন্যায় কঠিন—দন্ত, দশন=দাঁত) সং, পুং, শূকর। মূষিক।

বজ্রধর } **বজ্রপাণি** } (বজ্র—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ(অন্)—ক] যে ধারণ করে, ২য়া—ষ। বজ্র—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ। জিনবিশেষ।

বজ্রনির্ঘোষ } **বজ্রনিষ্পেষ** } (বজ্র—নির্ঘোষ শব্দ। বজ্র—নিষ্পেষ [নির্—পিষ্ পেষণ করা+অ(অল্)—ভা] এখানে পেষণ বা দুই বস্তুর পরস্পর প্রচণ্ড আঘা-তের শব্দ) সং, পুং, বজ্রধ্বনি, বজ্রোৎ-পন্নশব্দ।

বজ্রপুষ্প (বজ্র হীরক—পুষ্প) সং, ক্লীং, তিলপুষ্প, তিলফুল। ষ্পা—স্ত্রীং, শতপুষ্পা।

বজ্ররথ; সং, পুং, ক্ষত্রিয় জাতি।

বজ্ররদ (বজ্র বজ্রের ন্যায় কঠিন—রদ দন্ত) সং, পুং, শূকর।

বজ্রবল্লী (বজ্র—বল্লী লতা) সং, স্ত্রীং, সূর্য্যমুখী ফুল।

বজ্রবারক; সং, পুং, যাহাদের নাম স্মরণে বা উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে হয় না।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। পুলস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণুঃ যড়েতে বজ্রবারকাঃ।"

বজ্রবারাহী; সং, স্ত্রীং, মায়াদেবী। ২। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবী বিশেষ।

বজ্রাঙ্গ (বজ্র বজ্রের ন্যায় কঠিন—অঙ্গ দেহ বা বস্তু) সং, পুং, সর্প। ঙ্গী—স্ত্রীং, শস্য-বিশেষ। বিং, ত্রিং, যাহার অঙ্গ বজ্রতুল্য কঠিন।

বজ্রাভ (বজ্র—আভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং. পুং. দুগ্ধপাষাণ। বিং, ত্রিং হীরকতুল্য দীপ্তিশালী। [বৃক্ষ।

বজ্রাস্থিশৃঙ্খলা; সং, স্ত্রীং, কোকিলাক্ষ

বজ্রী (বজ্রিন্, বজ্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং. বজ্রধারী ইন্দ্র। জৈনমুনি। মহিষ। স্ত্রী, সুহীবিশেষ।

বঞ্চক (বন্চ্—ণ্ণি=বঞ্চি বঞ্চনা করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, শৃগাল। কুক্কুর। চোর। বিং, ত্রিং, প্রতারক, ধূর্ত্ত।

বঞ্চন—ক্লীং, } বন্চ বঞ্চনা করা+অন
বঞ্চনা—স্ত্রীং } (অনট্)—ভা। ২য়-পক্ষে অন-ভা, আপ্) সং, ঠকা। (বঞ্চি+) প্রতারণা,—ঠকান। শিং—১ "বঞ্চনঞ্চাব-মানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।"

বঞ্চিত (বঞ্চক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতারিত, যে ঠকিয়াছে। বর্জ্জিত।

বঞ্চুক (বঞ্চক দেখ, উক—ক) বিং, ত্রিং, বঞ্চক, প্রতারক। [গমনীয়।

বঞ্চ্য (বন্চ্+য(ঘ্যন্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং,

বঞ্জুল (বন্চ্ গমন করা+উল—ধি, সংজ্ঞার্থে, চ=জ) সং, পুং, অশোকবৃক্ষ। বেতসবৃক্ষ। পক্ষিবিশেষ। লা—স্ত্রীং, পয়স্বিনী, দুগ্ধবতী গাভী। বিং, ত্রিং, বক্র।

বট (বট্ বেষ্টন করা+অ(অন্)—ক। যে অধিক তল ভূমি বেষ্টন করে) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, বড়গাছ। কপর্দ্দক, কড়ি। বর্ত্তুলাকার বস্তু, গোল। সাদৃশ্য। পিষ্টক-বিশেষ, বড়া। ত্রিং, গুণ, বটে, দড়ী। টী—স্ত্রীং, বড়ী।

বটক (বট্+কণ্—যোগ) সং, পুং, পিষ্টক বিশেষ, বড়া, অষ্ট-মাসক পরিমাণ

বটর (বট দেখ, অর—প্রং) সং, পুং, কুক্কুট। ধূর্ত্ত। চোর। পাগড়ি। মাহুরি। তৃণবিশেষ। বিং, ত্রিং, চঞ্চল

বটবাসী (বটবাসিন্, বট বড়গাছ—বাসিন্ যে বাস করে, ৭মী—ষ) সং, পুং—সিনী—স্ত্রীং, উপদেবতাবিশেষ, যক্ষ, যক্ষিণী। বিং, ত্রিং, যে বটবৃক্ষে বাস করে।

বটাকর (বট বেষ্টন—আকর [আ—কৃ করা+অ—প্রং] যে করে) সং, পুং, স্ত্রীং, রজ্জু, দড়ী। গুণ।

বটারকা, সং, পুং, প্রসিদ্ধ চোর।

বটি (বট দেখ, ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, উপ-জিহ্বিকা, আলজিভ।

বটিকা, বটী (বট্+ঈপ্, কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, বট। গুলিকা, বড়ী। রজ্জু।

বটু, বটুক (বট্ [যজ্ঞসূত্র ইত্যাদি] বেষ্টন করা কিম্বা বট্ বলা+উ—সংজ্ঞার্থে, কণ্—স্বার্থে) সং পুং, বালক ব্রাহ্মণ-কুমার। বালক ব্রহ্মচারী। অজ্ঞান নির্ব্বোধ ব্যক্তি। ব্রহ্মচারী ছাত্র। ভৈরববিশেষ। কুটন্নটবৃক্ষ।

বটুকরণ (বটু ব্রহ্মচারী ছাত্র—কৃ করা+অন(অনট্)—ভা, উ—আগম) সং, ক্লীং, যজ্ঞোপবীত, উপনয়নসংস্কার।

বটখেরা; বি, তৌল করিবার জন্য লৌহ নির্ম্মিত সের আদি।

বঠর (বচ্ বলা+অর—প্রং। চ=ঠ) বিং, ত্রিং, ধূর্ত্ত, শঠ। মন্দ, জড়। সং, পুং, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য। মূর্খ।

বড় (বক্র শব্দজ) বিং, বৃহৎ। শ্রেষ্ঠ।

বড়ভি—ভী (বল্ আচ্ছাদন করা+অভ (অভচ্)—ক, ই, ঈপ্, ল=ড) সং, স্ত্রীং, তৃণনির্ম্মিত গৃহের পাইড় প্রভৃতি, মুদিন। ছাদের উপরি কিছুদিনের জন্য গৃহ, চন্দ্রশালা।

বড়বা (বড়্ আরোহণ করা+অ(অল্)—

র্ম.—ব [বা গমন করা+অ(ড)—ক] আপ্) সং, স্ত্রীং,ঘোটকী। সমুদ্রস্থা ঘোটকী। অশ্বিনী।

বড়া (বল্ আচ্ছাদন করা+অ(অন্)—ক, আপ্, ল=ড) সং, স্ত্রীং, গোলাকার পিষ্টক বিশেষ, বটবৃক্ষ। শিং—১ "কদলেনাথবা তৈলৈর্যুক্তং যন্তাণ্ডুলং পিড়ং। পিড় চূর্ণং বটো বড়া।" ইতি শব্দচন্দ্রিকা।

বড়াই (বড় শব্দজ) সং, গৌরব, গর্ব্ব।

বড়িশ—ক্লীং } (বলি [বড়+ই—
বড়িশা-শী—স্ত্রীং } ভা] মৎস্যখাদ্য শো গ্রন্থন করা+অ(ড)—ক। যে টোপ গাঁথে) সং, মৎস্যবেধনীবিশেষ. বড়শী।

বড়ী (বটিকা শব্দজ) সং, বটী। গুলি।

বড় (বল্ আচ্ছাদন করা+র—প্রং, ল=ড) বিং, ত্রিং, বিপুল, বৃহৎ, বড়।

বড্র (বড্ আরোহণ করা+রক্—ক) বিং ত্রিং, বিপুল, বৃহৎ।

বণ্ট (বনট্ বাঁটা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ভাগ, অংশ। বণ্টন। (+অল্—র্ম্ম) দাত্রাদির মুষ্টি, বাঁট। বিং, ত্রিং, অবিবাহিত।

বণ্টক (বণ্ট দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিভাজক। (বণ্ট+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, বিভাগ, অংশ।

বণ্টন (বণ্ট দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, পুং, বিভাগকরণ। বাঁটন। অংশীকরণ।

বণ্ঠ (বনঠ্ একাকী ঘুরিয়া বেড়ান+অ(অল্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবিবাহিত। খর্ব্ব। বামন। সং, পুং, কুন্ত, প্রাস-অস্ত্র।

বণ্ঠর (বণ্ঠ দেখ, অর—প্রং,) সং, পুং, কুকুরের লেজ। বাঁশের কোঁড়া। তাল-গাছের নূতন পাতা। মেঘ। আচ্ছাদক। কাঁচুলী। অজাবন্ধন রজ্জু। বক্ষঃস্থল, কুক্কুর।

বণ্ড (বন্ শব্দ করা ইত্যাদি+ড—প্রং। অথবা বনৃড্ বেষ্টন করা ইত্যাদি+অ (অল্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লাঙ্গুলহীন, বেঁড়ে। অবিবাহিত। ছিন্নত্বক্। সং, পুং, অনাবৃত মেঢ্র। ধ্বজভঙ্গ। বৃষ। গা—স্ত্রীং, অসতী। পাংশুলা। পুংশ্চলী। শিং—১ "কাণকূটবণ্ডামধান্তানেকাশ্চেৎ।"

বণ্ডাল (বনড্ ভাগ করা+আল—প্রং) সং, পুং, শূরযুদ্ধ। নৌকা। খনিত্র, খন্তা। কোদালি।

বৎ (বা বায়ুচলা=অৎ(ডৎ)—ক) অং, সদৃশ, তুল্য। (এই শব্দ প্রায় অন্য শব্দের উত্তরই প্রয়োগ হয়, যথা—পশুবৎ, সাধুবৎ ইত্যাদি)।

বত (বন্ যাচ্ঞা করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) অং, সম্বোধন। খেদ। করুণা। দুঃখ। হর্ষ। বিস্ময়। শিং—১ "চিত্রং চিত্রং বত বত মহচ্চিত্রমেতদ্বিচিত্রং।"

বতংস—পুং, } (অব—তনস্ ভূষিত
বতংসক—ক্লীং } করা+অ(অল্)—ক। কণ্—স্বার্থে। অ—লোপ) সং, কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ। ভূষণ শিং—১ "রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।

বতোকা (অব পূর্ব্বে, সম্মুখে—তোক অপত্য। অ—লোপ) সং, স্ত্রীং, যে গাভীর দৈববশতঃ গর্ভস্রাব হইয়াছে।

বত্রিশ (দ্বাত্রিংশৎ শব্দজ) বিং, সংখ্যাবিশেষ ৩২।

বৎস (বদ্ প্রকাশ করা+স—র্ম্ম, যে সামর্থ্য প্রকাশ করে) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থল। (বদ্ বলা, স্নেহ পূর্ব্বক বলা+স—র্ম্ম) পুং, সা—স্ত্রীং, স্নেহব্যঞ্জক শব্দ, সন্তানাদিতে প্রযুজ্য, বাছা। গো—শিশু, বাছুর। পশুমাত্রের শিশু। পুং, গো-বৎসরূপধারী কংসের অনুচর অসুরবিশেষ। (বস্ বাস করা+স প্রং। যাহাতে ঋতু সকল বাস করে) বৎসর। [ইন্দ্রযব।

বৎসক ; সং, ক্লীং, পুষ্পকাসীন। পুং, কূটজ।

বৎসকামা (বৎস—কাম্ ইচ্ছা করা+অ (অন)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, বৎসাভিলাষিণী, যে সন্তান কামনা করে।

বৎসতন্ত্রী (বৎস—তন্ত্রী রজ্জু) সং, স্ত্রীং, বৎসবন্ধন রজ্জু।

বৎসতর (বৎস+তর হ্রস্বার্থে) সং, পুং, রী—স্ত্রীং, দম্য, বাছুর। শিং—১ "সং-গোপ্যাতে বৎসতরী।

বৎসদন্ত—অস্ত্রবিশেষ।

বৎসনাভ (বৎস—নাভ্ হিংসা করা+অ (অন্)—ক। যে প্রায় বৎসদিগকে নষ্ট করে, ২য়া—ষ অথবা বৎসনাভি+অ(ষ্ণ) তুল্যার্থে) সং, পুং, স্থাবরবিষবিশেষ।

বৎসপত্তন (বৎস বৎসরাজ—পত্তন নগর) সং, ক্লীং, কৌশাম্বী, বৎসরাজনগরী।

বৎসপাল (বৎ বৎস—পালি পালন করা +অ(অন) —ক) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

বৎসর (বস্ বাস করা+সর্ সরন্)—ধি। যাহাতে ঋতু সকল বাস করে)সং, পুং, ১২ মাস পরিমিত কাল। বছর।

বৎসরাজ ; সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ।

বৎসরান্তক ; সং, পুং, ফাল্গুন মাস।

বৎসল (বৎস বৎসস্থস্নেহ+ল—অস্ত্যর্থে। অথবা ল [লা গ্রহণ করা,+অ(ড)—ক] যে গ্রহণ করে) বিং, ত্রিং, স্নেহযুক্ত। অনুরক্ত, ভক্ত। (বৎসল+ষ্ণ) সং, পুং, বাৎসল্য, স্নেহ, অনুরাগ। রসবিশেষ। লা —স্ত্রীং, বৎসাভিলাষিণী।

বৎসলতা (বৎসল+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বাৎসল্য, স্নেহ।

বাৎসাদন (বৎস গবাদি শিশু—অদন ভক্ষণীয়) সং, পুং, বৃক, নেকড়িয়া বাঘ। নী—স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, গুড়ূচী।

বদ (বদ্ বলা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং,বক্তা।

বদন (বদ দেখ, অন্(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, মুখ, আস্য, আনন। (+অনট্—ভাবে) কথন।

বদনামৃত (বদন—অমৃত সুধা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মুখামৃত, অধরমধু। থুথু।

বদনাসব (বদন—আসব মধু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মুখামৃত; অধরমধু। থুথু।

বদমান (বদ দেখ, আন(শান্)—ক) ত্রিং ত্রিং, কথনশীল, যে বলিতেছে।

বদর (বর্গ্য ব দেখ) সং, পুং, রিকা, রী—স্ত্রীং, বর্গ্য ব দেখ।

বদল (আরবী) সং, প্রতিদান, বিনিময়।

বদন্য, বদান্য (বদ্ বলা+অন্য, আন্য— —ক) বিং, ত্রিং, দাতা, দানশীল। সদ্বক্তা, মধুরভাষী।

বদাম ; সং, ক্লীং, ফলবিশেষ, বাদাম।

বদাল (বদ্ বলা+আল—প্রং) সং, পুং, পাঠীন মৎস্য, বোয়ালমাছ।

বদাবদ (বদ্ বলা+অ(অন্)—ক, দ্বিত্ব, আ আগম) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, বহুবক্তা।

বদ্ (পারস্য) মন্দ, নিকৃষ্ট।

বদ্‌নাম (পারস্য) সং, কুনাম, কুযশঃ।

বদ্‌মাশ (পারস্য বদ্—আরবী মাশ উপ-জীবিকা) যে অন্যায় উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে, মন্দলোক।

বদ্‌লান (পারস্য) প্রতিদান, পরিবর্ত্তন করা।

বধ (হন্ নাশ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, হনন। নাশ।

বধক (বধ্ বধ করা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ঘাতক।

বধূ (বহ্ বহন করা+উ—ক, র্ম) সং, স্ত্রীং নবোঢ়া, নূতন বিবাহিতা। স্নুষা, পুত্রবধূ, বৌ। নারী, যোষিৎ। পত্নী, ভার্য্যা।

বধূজন (বধূ স্ত্রী—জন লোক) সং, স্ত্রীং, যুবতী স্ত্রীলোক। বৌ।

বধূটশয়ন ; সং, ক্লীং, বাতায়ন, গবাক্ষ।

বধূটী (বধূ+টী—অল্পার্থে) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র বধূ, বালিকা বৌ।

বধূসরা—ভৃগুপত্নীর নয়ননিপতিত জল-ধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধূ পুলোমার অনু-সরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম বধূসরা রাখিলেন।

বধ্য (বধ্ বধ করা+য(যাণ)—র্ম। বধ+য (ষ্য)—) বিং, ত্রিং, বধযোগ্য।

বন (বন্ যাপা, শব্দ করা, সেবা করা

ইত্যাদি+অ(অন্)—ক। যে ভূখণ্ড ব্যাপে) সং, ক্লীং; নী—স্ত্রীং, বহুবৃক্ষাদিযুক্ত স্থান, অরণ্য। ক্লীং, জল। প্রস্রবণ। নিবাস, আলয়। কানন। কুঞ্জ।

বনকদলী; সং, স্ত্রীং, কাষ্ঠকদলী।

বনকন্দ; সং, পুং, বনশূরণ। ধরণীকন্দ।

বনকোলী; সং, স্ত্রীং, বনজ বদরী, বনকুল।

বনগহন; সং, ক্লী, নিবিড়।

বনগুপ্ত; সং, পুং, গুপ্তচর।

বনগো (বন—গো গোরু) সং, স্ত্রীং, গবয়। গোসদৃশ পশু, কেবল গলদেশে গলকম্বল নাই।

বনগোচর (বন—গোচর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, যে সর্ব্বদা বনে গমন করে। সং, পুং, ব্যাধ। অসভ্যজাতীয় বনমনুষ্য। ক্লীং, বন।

বনচন্দন; সং, ক্লীং, অগুরু; দেবদারু।

বনচন্দ্রিকা; সং, স্ত্রীং, মল্লিকাপুষ্প।

বনচর, বনচারী (বনচারিন্, বন—চর, চারিন্=যে গমন করে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, বনবাসী, যাহারা বনে বাস করে। কিরাত।

বনজ (বন জল, অরণ্য—জ [জন্ জন্মান +অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, ক্লীং, পদ্ম। গন্ধতৃণবিশেষ। পুং, হস্তী। বিং, ত্রিং, বনজাত। জা—স্ত্রীং, মুদ্গপর্ণী। অরণ্যকার্পাসী। বন্যোপোদকী। অশ্বগন্ধা। গন্ধপত্রা; মিশ্রেয়া। ঐন্দ্র।

বনতিক্ত, সং, পুং, হরীতকী।

বনদ (বন জল—দ [দা দান করা+অ(ড) —ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, জলদ, মেঘ। বিং, ত্রিং, বনদাতা।

বনদীপ (বন—দীপ আলোক) সং, পুং, চম্পক।

বনদেবতা (বন—দেবতা,৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

বনধেনু, সং, পুং, শোভাঞ্জনবৃক্ষ। অরণ্যপত্র। [সং, পুং. ব্যাধ।

বনপাংশুল (বন—পাংশুল নীচলোক)

বনপুষ্পা; সং, স্ত্রীং, শতপুষ্পা।

বনপ্রিয় (বন—প্রিয়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কোকিল ক্লীং, ত্বচ। বিং, ত্রিং, অরণ্যপ্রিয়।

বনভুক (বনভুজ, বন—ভুজ্ ভক্ষণ করা+•(ক্বিপ্)—ক) ঔষধমূলবিশেষ, ঋষভ।

বনমক্ষিকা (বন—মক্ষিকা মাছি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং. দংশ, ডাঁশ।

বনমালা (বন—মালা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পাদপর্য্যন্ত লম্বিত মালা। শিং—১ "আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা। মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা।" বনশ্রেণী।

বনমালী (বনমালিন্, বনমালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কৃষ্ণ। লিনী—স্ত্রীং, দ্বারকাপুরী। বারাহীলতা।

বনমুক্ (বনমুচ্, বন জল—মুচ্ মোচন করা+•(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, মেঘ।

বনমুত (বন জল—মুত বদ্ধ) সং, পুং,মেঘ।

বনমূর্দ্ধজা; সং, স্ত্রীং, কর্কটশৃঙ্গী।

বনমোচা; সং, স্ত্রীং, কাষ্ঠকদলী।

বনরাজ (বন—রাজন্ রাজা) সং, পুং, সিংহ।

বনলক্ষ্মী; সং, স্ত্রীং, কদলী।

বনবহ্নি (বন—বহ্নি আগুন) সং, পুং, দাবানল, বনাগ্নি।

বনবাসন (বন—বস্ বাস করা+অন—ক) সং, পুং, খট্টাশ, গন্ধগোকুলা।

বনবাসী(—বাসিন্) বিং, ত্রিং, বনবাসকর্ত্তা। সং, পুং, ঋষভনামৌষধ। মুষ্ককবৃক্ষ। বারাহীকন্দ। শাল্মলীকন্দ। নীলমহিষকন্দ।

বনশূকরী; সং, স্ত্রীং, কপিকচ্ছু। আরণ্যবরাহী।

বনশোভন (বন জল—শোভন মনোজ্ঞ) সং, ক্লীং, পদ্ম। বিং, ত্রিং, বনের শোভাকারক।

বনশ্বা (বনশ্বন্, বন—শ্বন্ কুকুর) সং, পুং, শৃগাল। ব্যাঘ্র। গন্ধমার্জ্জার।

বনসঙ্কট, সং, পুং, মসূর।
বনস্থ (বন—স্থা থাকা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, কিন্নর। ধীর। স্থা—স্ত্রীং, অশ্বত্থীবৃক্ষ।
বনস্পতি (বন [সুট্]—পতি, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, বৃক্ষ। পুষ্পব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ, অশ্বত্থাদি।
বনহাস; সং, পুং, কাশতৃণ।
বনাখু (বন—আখু ইঁদুর) সং, পুং, শশক।
বনাখুক; সং, পুং, মুদ্গ।
বনাজ (বন—অজ ছাগল) সং, পুং, বন-ছাগল।
বনাটু (বন—অট্ গমন করা+উ—ক) সং, পুং, নীলবর্ণ মক্ষিকাবিশেষ।
বনাত (হিন্দী) সং, উর্ণা-নির্ম্মিত স্থূল বস্ত্র-বিশেষ।
বনান (দেশজ) সং, নির্ম্মাণ, গঠন।
বনান্ত (বন—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, বনপ্রান্ত। বনভূমি, বনপ্রদেশ।
বনায়ু; সং, পুং, দেশবিশেষ, পারস্যদেশ।
বনায়ুজ (বনায়ু দেশবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—য) সং, পুং, বনায়ুদেশজাত অশ্ব।
বনারিষ্টা; সং, স্ত্রীং, বনহরিদ্রা।
বনার্চ্চক (বন—অর্চ্চ্ গমনকরা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, পুষ্পজীবী, মালাকার।
বনালিকা; সং, স্ত্রীং, হস্তীশুণ্ডী।
বনাশ্রয় (বন+আশ্রয় বাসস্থান) সং, পুং, দাঁড়কাক। বিং, ত্রিং, বনবাসী।
বনিত (বন্ যাচ্ঞা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, যাচিত। সেবিত।
বনিতা (বন্ যাচ্ঞা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, নারী। প্রিয়া, অনুরক্তা ভার্য্যা।
বনী (বন্+ইন্) সং, পুং, বানপ্রস্থ। স্ত্রীং, বন।
বনীক, বনীয়ক (বনি [বন্ যাচ্ঞা করা+ই=ক] যাচন+ক্য+অক(ণক)—ক, বিকল্পে য—লোপ) সং, পুং, যাচক, যাচ্ঞাকারী।

বনেচর (বনে বনেতে—চর যে চরে) সং, পুং, কিরাত। বিং, ত্রিং, বনচর, অরণ্য-চারী। ২। বংশ।
বনেদ; বি, (বনিয়াদ শব্দজ) ভিত্তি, পোঁতা।
বনেদী; বিং, আদিম, প্রথমপ্রকার। ২। প্রাচীন।
বনৌকাঃ (বনৌকস্, বন+ওকস্ বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কপি, বানর। বিং, ত্রিং, বনবাসী।
বন্দক (বন্দ্ স্তব করা—অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক।
বন্দন—ক্লীং, বন্দনা—স্ত্রীং (বন্দ স্তবকরা+অন (অনট্), অন+ভাবে, আপ্) সং, অভিবাদন, প্রণাম। স্তব। স্তুতিগান। কবিগণ গ্রন্থারম্ভে অগ্রে দেবতার বন্দনা করিয়া থাকেন। হোমভস্মের তিলক।
বন্দনমালা, বন্দনমালিকা (বন্দন স্তব—মালা। ২য়-পক্ষে কণ্—যোগ। বিবাহ এবং উৎসব হেতু পুষ্পাদি ঝুলাইয়া দেয় বলিয়া) সং, স্ত্রীং, বহির্দ্বারোপরিস্থ মঙ্গল-সূচক মাল্য।
বন্দনীয় (বন্দন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নমস্য। স্তবনীয়। সং, পুং, পীতভৃঙ্গরাজ। য়া—স্ত্রীং, গোরোচনা।
বন্দর (পারস্য) সমুদ্র প্রভৃতির কূলে জাহা-জাদি দ্বারা বাণিজ্য করিবার স্থান।
বন্দা, বন্দকা—স্ত্রীং, বন্দক—পুং (বন্দন দেখ, অ, আ—প্রং। কণ্—যোগে বন্দাক, বন্দকা) সং, বৃক্ষো-পরিজাত বৃক্ষ, পরগাছা। (যাবনিক) গোলাম।
বন্দারু (বন্দন দেখ, আরু—ক) বিং, ত্রিং, অভিবাদক, বন্দনশীল) সং, পুং, স্তুতি-পাঠক।
বন্দি, বন্দী (বন্দ্ স্তব করা+ই, ঈ—ক) সং, স্ত্রীং, কারারুদ্ধ, কয়েদী। মই, সিঁড়ি। বন্দনা।

বন্দিগ্রাহ } (বন্দি [যে রুদ্ধ বা বদ্ধ থাকে]
বন্দিচোর } কয়েদী—গ্রাহ যে গ্রহণ করে। বন্দি—চোর চোর) সং, পুং, সিঁদেল চোর। শিং—১ "বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজিকুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।"

বন্দিপাঠ; সং, পুং, স্তুতিগ্রন্থ।

বন্দী (বন্দিন্, বন্দ্ স্তুতিকরা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, রাজাদিগের গুণ এবং বীর্য্যাদির স্তুতিপাঠক। বিং, ত্রিং, বন্দনাকারী।

বন্দীকার; সং,পুং, বন্দিগ্রাহ,সিঁদেলচোর।

বন্দ্য (বন্দ্ স্তুতি করা+য(য,ণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বন্দনীয়। ন্দ্যা—স্ত্রীং, গোরোচনা।

বন্য (বন+য(ষ্ণ্য)—সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে) বিং, ত্রিং, বনসম্বন্ধীয়। বনোৎপন্ন। ক্লীং, ত্বচ্। পুং, বনশূরণ,বারাহীকন্দ। দেবনল।

বন্যা (বন জল, অরণ্য+য(ষ্ণ্য)—সমূহার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, জলপ্লাবন, বান। অরণ্য সমূহ। মুদ্গপর্ণী। গোপালকর্কটী। গুঞ্জা। মিশ্রেয়া। ভদ্রমুস্তা। গন্ধপত্রা।

বন্যোপাদকা; সং, স্ত্রীং, বনপুঁই।

বপ—পুং } (বপ্ বীজবুনা, মুণ্ডন করা
বপন—ক্লীং } +অ(অল্), অন(অনট্)—ভাবে) সং, বীজরোপণ। বয়ন। ক্ষৌর, কামান। শিং—১ "প্রয়াগে ভাস্করক্ষেত্রে পিতৃমাতৃবিয়োগতঃ। আধানে সোমপানে চ বপনং পঞ্চসু স্মৃতম্।" অস্থি, মজ্জা। শুক্র।

বপনী (বপন দেখ, অন (অনট্)—ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মাকু। নাপিতাস্ত্রবিশেষ। (+অনট্—ধি) তাঁতঘর।

বপা (বপ দেখ, অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ছিদ্র, রন্ধ্র। মেদঃ, চর্ব্বি।

বপিল (বপ্ [রূপক] বীজবুনা+ইল—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পিতা, জনক।

বপুঃ (বপুস্, বপন দেখ, উস্—ক) সং, ক্লীং, শরীর। প্রশস্ত আকৃতি।

বপুন (বপ্ বপন করা+উন—প্রং) সং, পুং, সুর, দেবতা। ক্লীং, জ্ঞান।

বপুষ্টমা (বপুস্+তম—প্রশস্তার্থে) সং, পদ্মচারিণী লতা। কাশীরাজ-কন্যা। জনমেজয়-পত্নী।

বপুষ্মান্ (বপুষ্মৎ, বপুস্ প্রশস্তবক্ষ+মতুপ্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রশস্তশরীরী। পুং, শাল্মলীদ্বীপপতি।

বপ্তা (বপ্তৃ দেখ, ত তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, বপনকারী। সং, পুং, পিতা, বাপ। কবি। কৃষীবল।

বপ্র (বপন দেখ, র—ধি, যাহাতে বীজ বুনে) সং, পুং—ক্লীং, ক্ষেত্র, কেদার, ক্ষেত্রের আলি। তীর, তট। সানু। (+র—র্ম্ম) দুর্গ এবং নগরের পরিখা দ্বারা উদ্ধৃত মৃৎস্তূপ। প্রাচীর। রেণু। (+র—ক) পুং, পিতা, বাপ। প্রজাপতি। ক্লীং, সীসক। প্রা—স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা।

বপ্রক্রিয়া } (বপ্র ক্ষেত্র—ক্রিয়া, ক্রীড়া,
বপ্রক্রীড়া } ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, উৎখাতকেলি, শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা খনন। শিং—১ "বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।"

বপ্রি; সং, পুং, ক্ষেত্র। দুর্গতি। সমুদ্র।

বপ্রী; সং, স্ত্রীং, বল্মীক, উইয়ের ঢিপি।

বম (বম্ নেকার করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বমন, উদ্গীরণ। নিঃসারণ।

বমথু (বম দেখ, অথু—ভা) সং, পুং, বমন। নিঃসারণ। হস্তিশুণ্ডনির্গত জলকণা, করশীকর।

বমন (বম দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, উদ্গীরণ, নেকার। পীড়া, ক্লেশ। নিঃসারণ। শিং—১ "স্বর্গাভিষ্যন্দবমনম্।" আহুতি। পুং, শণ। নী—স্ত্রীং, জলৌকা, জোঁক।

বমনীয় (বম দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বমনযোগ্য। য়া—স্ত্রীং, মক্ষিকা, মাছি।

বমি (বম্ দেখ, ই—ভা) সং, স্ত্রীং, বমন। (+ই—ক) পুং, অগ্নি। ধূর্ত্ত।

বমিত (বম্-ণিচ্=বমি নেকার করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উদ্গীর্ণ, বান্ত।

বস্তু ; সং, পুং, বংশ, বাঁশ।
বম্রীকূট (বম্রী পিপীলিকাবিশেষ—কূট রাশি) সং, পুং, বল্মীক, উইয়ের ঢিপি।
বয়ঃসন্ধি ; সং, পুং, যৌবনাবস্থা।
বয়ঃস্থ, বয়স্থ (বয়স্—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড) —ক] যে থাকে। যে যুবা বয়সে থাকে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, মধ্যবয়স্ক, যুবা। স্থা—স্ত্রীং, বয়ড়া। আমলকী। হরীতকী। সোমবল্লরী। গুড়ূচী। সূক্ষ্মৈলা। কাকোলী। অত্যম্লপর্ণী। যুবতী।
বয়ঃ (বয়স্, বয়্, বী কিম্বা অজ্, গমন করা +অস্—ক) সং, ক্লীং, পক্ষী। বল্যাদি জীবনকাল, আয়ুঃ। যৌবন।
বয়নামা (আরবী বয়—পারস্য নামা) বিক্রয়-পত্র।
বয়স্য (বয়স্+য(ষ্ণ্য)—তুল্যার্থে) সং, পুং, সমানবয়স্ক, সখা। স্যা—স্ত্রীং,সখী,সহচরী।
বয়া (Buoy) অর্ণবপোত বন্ধন করিবার লৌহ যন্ত্রবিশেষ।
বয়ান (আরবী) ব্যাখ্যা, অর্থ। (বদন শব্দজ) মুখ।
বয়ার, বি, বাতাস। ২। মহিষ। ৩। বিং, বলবান্ দুর্দ্দান্ত।
বয়োঽতীত (বয়স্—অতীত। যাহার বয়স অতীত হইয়াছে) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধ।
বর (বৃ প্রার্থনা করা, বরণ করা+অ(অল্) ভা) সং, পুং, প্রার্থনা। দেবতা হইতে বৃত, দেবতার নিকট যাচিত। শিং—১ "তপো-ভিরিষ্যতে যস্তু দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।" ইচ্ছা। আশীর্ব্বাদ। কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়োগ, বরণ, আবরণ। (+অল্—র্ম্ম) বিবাহকর্ত্তা। জামাতা। পতি। বিড়্গা, লম্পট। গুগ্গুলু। বিং, ত্রিং, জ্যেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ। উৎকৃষ্ট। অভীষ্ট। ক্লীং, অপেক্ষাকৃত উত্তম। কুঙ্কুম। (বর্গ্য বও হয়)।
বরক (বৃ আবরণ করা+অক—প্রং) সং, ক্লীং, পোতাচ্ছাদন। বস্ত্র। পুং, বনমুদ্গ। তৃণধান্যবিশেষ, চীনা।
বরকন্দাজ (আরবী বর্ক বিদ্যুৎ—পারস্য আন্দাজ [আন্দাখ্তন নিক্ষেপ করা] আগ্নেয় অস্ত্রধারী যোদ্ধা) বাঙ্গালায় সামান্য চাপ্রাসি বা সিপাহী।
বরক্রতু (বর শ্রেষ্ঠ—ক্রতু যজ্ঞ) সং, পুং, ইন্দ্র।
বরখাস্ত (পারস্য বরখাস্তন্ ধাতুজ) পদচ্যুত করা।
বরগা (দেশজ) সং, ইষ্টকময় গৃহের আচ্ছা-দনার্থ ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিশেষ।
বরচন্দন (বর শ্রেষ্ঠ—চন্দন) সং, ক্লীং, অগুরু। দেবদারু।
বরজ (দেশজ) পানের ক্ষেত।
বরটা (বৃ সেবা করা+অটন্—ক, অথবা বর উৎকৃষ্ট—অট গমন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, কুন্দপুষ্প। পুং, টা, টী—স্ত্রীং, রাজ-হংস, রাজহংসী। বোল্তা। কুসুম্ভবীজ।
বরণ (বৃ বরণ করা, আবরণ করা+অনট্ —ভাবে) সং, ক্লীং নিযুক্তকরণ। কন্যাদি দানকালে জামাত্রাদির অভ্যর্থনা ব্যাপার। বেষ্টন। আচ্ছাদন। পূজনাদি। প্রার্থনা। ইচ্ছা। (+অনট্—ণ) পুং, প্রাচীর (+ অনট্)—র্ম্ম) বৃক্ষবিশেষ, বরুণবৃক্ষ। উষ্ট্র। পূজনাদিবৃক্ষ। সংক্রম, সাঁকো। ণা—স্ত্রীং, বারাণসীর উত্তরে স্থিত নদী বিশেষ।
বরণসী, বরাণসী (বরণা—অসী কাশীর উত্তর দক্ষিণস্থ নদীদ্বয়, নিপাতন, যে এই নদীদ্বয়ের মধ্যে আছে। অথবা বর অত্যুত্তম —অনস্ জল+অ, ঈ। যে গঙ্গার উপরে আছে) সং, স্ত্রীং, বারাণসী, কাশী।
বরণীয় (বর দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বরণযোগ্য। প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ।
বরণ্ড (বৃ আবরণ করা ইত্যাদি—অণ্ডন্—ক) সং, পুং, বারাণ্ডা। ব্রণ, বয়স্ফোড়া। সমূহ। বড়িশসূত্র। গাঁঠরী। ণ্ডা—স্ত্রীং, সারিকা। বর্ত্তি। শাস্ত্রভেদ।
বরণ্ডক (বৃ আবরণ করা+অণ্ডন্—ণ, কণ্ —যোগ) সং, পুং, ব্রণ, বরণ্ড। হাতীর

হাওদা। বর্ত্তুল, গোল। যুধ্যমানগজদ্বয় মধ্যবর্ত্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। বিং, ত্রিং, ভীত। বিশাল, বড়। কৃপণ।

বরণ্ডালু; সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ।

বরত্রা (বৃ আবরণ করা+অত্রন্—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, কক্ষরজ্জু, কাছদড়ি।

বরত্বচ্ (বর শ্রেষ্ঠ+ত্বচ্ ছাল, ৬ষ্ঠী—হিং, অ—যোগ) সং. পুং, নিম্বগাছ। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠত্বকযুক্ত।

বরদ (বর—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অভীষ্টদাতা। প্রসন্ন। প্রসন্নচিহ্নসূচক হস্তাদি বিন্যাসরূপ মুদ্রাবিশেষ। দা—স্ত্রীং, কন্যা। দুর্গা। অভীষ্টদাত্রী। আদিত্যভক্তা। অশ্বগন্ধা। মাঘ-শুক্ল-চতুর্থী।

বরদাচতুর্থী; সং, স্ত্রীং, মাঘ-শুক্লাচতুর্থী।

বরদাস্ত (পারস্য বর্দাস্তন্ ধাতুজ) সহ্য, সহিষ্ণুতা।

বরপর্ণাখ্য, সং, পুং, ক্ষীরকঞ্চুকীবৃক্ষ।

বরপুত্র—দেবতার মায়াপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট হইয়া যে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে; যেমন—কবি কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র।

বরপ্রদ (বর—প্রদ যে প্রদান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অভীষ্টদাতা। দা—স্ত্রীং, লোপামুদ্রা, অগস্ত্যপত্নী।

বরফ (যবন ভাষা) সং, তুষার, হিমানী।

বরফল; সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ। ক্লীং, শ্রেষ্ঠফল।

বরম্ (বৃ আবরণ করা+অম্—প্রং) অং, ক্লীং, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, মনাক্ ইষ্ট। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে।" (মেঘদূত)।

বরমুখী; সং, স্ত্রীং, রেণুকা গন্ধদ্রব্য।

বরয়িতা (বরয়িতৃ, বৃ-ণিচ=বরি বরণকরান+তৃ (তৃন্)—ক) সং, পুং, পাণিগ্রাহক, স্বামী। যাহারা প্রতিনিধি বাছিয়া লয়। ত্রী—স্ত্রীং, পত্নী, স্বয়ংবরা।

বররুচি (বর উৎকৃষ্ট—রুচি দীপ্তি, স্পৃহা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কবিবিশেষ, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের এক রত্ন। শিং—১ "ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।" পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিক সূত্রকারক, কাত্যায়ন মুনি। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ প্রীতিযুক্ত।

বরল (বর—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক, অথবা বরট দেখ, ট স্থানে ল) সং, পুং, —স্ত্রীং, বোল্‌তা। লা—স্ত্রীং, রাজহংসী।

বরলব্ধ; সং, পুং, চম্পকবৃক্ষ। বিং, বরপ্রাপ্ত।

বরবৎসলা (বর বিবাহকর্ত্তা—বৎসল স্নেহবিশিষ্ট, ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, শ্বাশুড়ী।

বরবর্ণিনী (বর স্বামী—বর্ণ স্তবকা+ইন্—ক। কিম্বা বর উৎকৃষ্ট—বর্ণ রং+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, অত্যুত্তমা স্ত্রী। সাধ্বী স্ত্রী। শ্যামা। গৌরী। লক্ষ্মী।

বরবাহ্লীক (বর—বাহ্লীক এই দুই শব্দের এক অর্থ) সং, ক্লীং, কুঙ্কুম। [শিব।

বরবৃদ্ধ (বর শ্রেষ্ঠ—বৃদ্ধ বুড়া) সং, পুং,

বরা (বর দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীং, ফলত্রিক। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। গুড়ূচী। মেদা। ব্রাহ্মী। বিড়ঙ্গ। পাঠা। হরিদ্রা। শ্রেষ্ঠা।

বরাক (বৃ আচ্ছাদন করা ইত্যাদি+আক (ষাক)—ক) বিং, ত্রিং, নীচ, অধম ব্যক্তি। দীন, শোচনীয়। নিরপরাধ। ভিক্ষু। সং, পুং, শিব। যুদ্ধ।

বরাঙ্গ (বর শ্রেষ্ঠ—অঙ্গ স্বং—স) সং, ক্লীং, মস্তক। উপস্থ। গুহ্যদেশ। গুড়ত্বক্। যোনি। ক্লীং, শ্রেষ্ঠাবয়ব। স্ত্রী-পুং-চিহ্ন। পুং, হস্তী। বিষ্ণু। শিং—১ "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" কন্দর্প। বিং, ত্রিং, উত্তম অঙ্গযুক্ত।

বরাঙ্গনা (বরা শ্রেষ্ঠা—অঙ্গনা স্ত্রীং) সং,স্ত্রীং, উত্তমা স্ত্রী।

বরাট (বৃ আবরণ করা+অট—সংজ্ঞার্থে, অথবা বর অন্ন—আট্ গমন করা+অ(অন্)

—ক) সং, পুং, টী—স্ত্রীং, কপর্দ্দক, কড়ি। রজ্জু।

বরাটক (বর—অট্ গমন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, পদ্মবীজকোষ। রজ্জু। (বরাট+কণ্—স্বার্থে) পুং, টিকা—স্ত্রীং, কপর্দ্দক, কড়ি। তুচ্ছবচন। শিং—১ "প্রয়াগে মুক্ত্যাতে যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা।"

বরাণ (বর শ্রেষ্ঠ—আ—নী পাওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, ইন্দ্র। বরুণবৃক্ষ।

বরাৎ (আরবী) প্রয়োজন। কার্য্যানুরোধ।

বরাদন; সং, ক্লীং, রাজাদন।

বরাম্র; সং, পুং, করমর্দ্দ।

বরারক (বর শ্রেষ্ঠ—ঋ গমন করা বা হওয়া+অক—প্রং) সং, ক্লীং, হীরক।

বরারোহ (বর শ্রেষ্ঠ—আরোহ যে আরোহণ করে, মং—স) সং, পুং, হস্ত্যারোহ, হস্তিপক। হা—স্ত্রীং, (অতি গুরুত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ আরোহ অর্থাৎ শ্রোণি যাহার, ৬ষ্ঠী—হিং) পরমা সুন্দরী স্ত্রী। কটিদেশ

বরালিকা (বর শ্রেষ্ঠ, অত্যুত্তম—আলি সখী, সহচরী) সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

বরাবর (পারস্য) ক্রিং—বিং, সম্মুখ। সমীপ।

বরাশি-সি (বর আবরণ—অশ্ ব্যাপা, অস্ হওয়া+ই—প্রং) সং, পুং, স্থূল বস্ত্র, মোটা কাপড়।

বরাসন (বর শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি—আসন বসিবার স্থান, সং, ক্লীং, উত্তম আসন। (বর পতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—অস্ দূরীকরণ করা+অন—ক) সং, পুং, যিড়্গা, লম্পট। দ্বারপাল। (বরণের জন্য যাহাকে ক্ষেপণ করা যায়) সং, ক্লী, জবাপুষ্প।

বরাহ (বর শ্রেষ্ঠ—কিম্বা অভীষ্ট অর্থাৎ মুস্তাদিলাভ—আহ [আ—হন্ আঘাত করা+অ(ড)—ক] যে আঘাত করে। যে ভূমিতে পোত্র আঘাত করে। অন্যান্য ভাষার সহিত সাদৃশ্য দেখ—সংস্কৃত=বরাহ; ইংরাজি=Boar, বাঙ্গালা=বরা) সং, পুং, শূকর। যিনি বরাহরূপে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন অথবা যিনি বর নামক অসুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন) বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। শিং—১ "ততঃ



বরাহ (অবতার)।

সংরক্তনয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ।
কোঽয়মিতি বদন্ রোষান্ নারায়ণমুদৈক্ষত।
বরাহরূপিণং দেবং স্থিতং পুরুষবিগ্রহং।
শঙ্খচক্রোদ্যতকরং দেবানামার্তিনাশনং॥
ররাজ শঙ্খচক্রাভ্যাং তাভ্যামসুরসূদনঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মধ্যে পৌর্ণমাস্যামিবাম্বুদঃ॥
২ "বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে।" (জয়দেব)। [বিশেষ। দ্বীপ বিশেষ। পর্ব্বত-বিশেষ। পরিমাণ-

বরিবস্ (বৃ সেবা করা ইত্যাদি+ইবস্—ভাবে) সং, ক্লীং, সেবা। পূজা। অর্চ্চনা।

বরিবসিত, **বরিবস্যিত** (বরিবস্যা পরিচর্য্যা+য(ক্য)+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূজিত, সেবিত। অর্চ্চিত।

বরিবসিতা (—তৃন্, বরিবস্+ক্য+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, পূজক। সেবক।

বরিবস্যা (বরিবস্ পরিচর্য্যা+ক্য—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, সেবা, শুশ্রূষা, পূজা। অর্চ্চনা।

বরিশী, **বড়শী** (বি, মাছধরার জন্য এক প্রকার লৌহ নির্ম্মিত কণ্টক।

বরিশী (বড়শী দেখ, ল=র) সং, স্ত্রীং, বড়িশ, বড়্‌শী।

বরিষ (বৃষ বর্ষণ করা+ইষ—প্রং) সং, ক্লীং, সংবৎসর, বর্ষ। পুং, বহুং, প্রাবৃট্‌-কাল, বর্ষা।

বরিষণ (বর্ষণ শব্দজ) সং, বৃষ্টিপতন।

বরিষাপ্রিয় (বরিষা বর্ষাকাল—প্রিয়। কেবল বৃষ্টির জল পান করে বলিয়া) সং, পুং, চাতকপক্ষী।

বরিষ্ঠ (উরু মহৎ+ইষ্ঠ—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠতম। প্রধানতম। বৎস। সং,ক্লীং, তাম্র। মরিচ। পুং, তিত্তিরি পক্ষী। নারঙ্গ বৃক্ষ। ষ্ঠা—স্ত্রীং, আদিত্যভক্তা।

বরী ; সং, স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী। শতাবরী।

বরীয়ান্‌ (উরু+ঈয়সু—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠতম, বরিষ্ঠ। অতিযুবা। সং, পুং, যোগবিশেষ। "নরো বলীয়ান্‌ ধনবান্‌ জনাঢ্যো যোগো বরীয়ান্‌ যদি জন্মকালে।"

বরীবর্দ্দ (বল শক্তি—বর্দ্ধ বর্দ্ধন, ল=রী, ধ=দ) সং, পুং, বলীবর্দ্দ, বৃষভ।

বরীযু (বৃ বরণ করা+ইযু—প্রং) সং, পুং, মদন, কন্দর্প।

বরুট ; সং, পুং, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।

বরুড ; সং, পুং, নীচজাতিবিশেষ। শিং—১ "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।"

বরুণ (বৃ [পৃথিবী] বেষ্টন করা+উনন্—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, জলাধিপ, পশ্চিম দিক্‌পাল। (+উনন্—র্ম্ম) তিক্তশাক-তরু-বিশেষ। সূর্য্য। সমুদ্র। দ্বীপবিশেষ। ক্লীং, জল।

বরুণাত্মজা (বরুণ [জলাধিপতি] সমুদ্র—আত্মজা কন্যা। সমুদ্র মন্থনকালে ইহাও উৎপন্না হইয়াছিল) সং, স্ত্রীং, বারুণী। সুরা, মদিরা।

বরুণানী (বরুণ+ঈপ্—প্রং, আন—আগম) সং, স্ত্রীং, বরুণের পত্নী।

বরুত্র (বৃ আবরণ করা+উত্র—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, উত্তরীয় বস্ত্র।

বরূথ (বৃ আবরণ করা+উথন্—র্ম্ম,সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, শত্রুপ্রহার হইতে রক্ষিত হইবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থানবিশেষ, রথগুপ্তি। (+উথন্—ণ) ক্লীং, বর্ম্ম, তনুত্রাণ, সাঁজোয়া। চর্ম্ম। গৃহ।

বরূথী (বরূথিন্, বরূথ রথগুপ্তি+ইন—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, রথ। থিনী—স্ত্রীং, সেনা, বরূথবিশিষ্ট।

বরেণ্য (বৃ বরণ করা+এন্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। শিং—১ "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং।" বরণীয় উৎকৃষ্ট। প্রার্থনীয়। সং, ক্লীং, কুঙ্কুম।

বরেন্দ্র (বর শ্রেষ্ঠ—ইন্দ্র, বং—স) সং, পুং, ইন্দ্র। রাজা। ন্দ্রী—স্ত্রীং, গৌড়দেশের রাজধানী। প্রাচীন গৌড়।

বরেশ্বর (বর শ্রেষ্ঠ, প্রধান—ঈশ্বর) সং, পুং শিব।

বরোট ; সং, ক্লীং, মরুবকপুষ্প।

বরোল (বৃ আচ্ছাদন করা+ওল—প্রং) সং, পুং—স্ত্রীং, রাজহংস। বোল্‌তা।

বর্কর—পুং } (বৃক্‌ গ্রহণ করা+অরন্‌
বর্করী—স্ত্রীং } —র্ম্ম) সং, যুবাপশু। ছাগল মেষশাবক। পরিহাস। ক্রীড়া।

বর্করাট (বর্কর যুবাপশু—অট্‌ [গমন করা] তুল্য হওয়া+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। বালার্কতেজঃ। যথা—"বর্করাট-করজাল, চকাশিত শৈল-শাল, মলয়া প্রতিমারাজ শোভে তরু সব।" নায়িকার স্তনে নায়ককৃত নখক্ষত।

বর্কুট ; সং, পুং, গোঁজ, হুড়কা, খিল।

বর্গ (বৃজ্‌ বর্জ্জন্ করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম। যে বিজাতীয়দের হইতে পৃথক্‌কৃত হয়) সং, পুং, সজাতীয় সমূহ, দল, শ্রেণী ; যথা—মনুষ্যবর্গ, পশুবর্গ। "সমানধর্ম্মিভিঃ প্রাণি-ভিরপ্রাণিভিরুপলক্ষিতং বৃন্দং, সংঘ"; যথা—ক বর্গ, চ বর্গ। অত্র কত্ব খত্বা-দিনা বিজাতীয়ত্বেঽপি স্থানসাম্যমস্তি।" ইতি অমরটীকায়াং ভরতঃ। পক্ষ। গ্রন্থে

পরিচ্ছেদ। সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ। (+ ঘঞ্—ভাবে) বর্জ্জন, ত্যাগ।

বর্গক্ষেত্র; সং, ক্লীং, যে ভূমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ পরস্পর সমান।

বর্গমূল (Square root) সং, ক্লীং, যে রাশি আপনার দ্বারা গুণিত হয় তাহা সেই গুণফলের বর্গমূল; যথা—দুই দুয়ের দ্বারা গুণিত হইয়া ৪ হয়, অতএব ২ চারির বর্গমূল।

বর্গী (সম্ভবতঃ এই শব্দটী বর্গ শব্দের অপভ্রংশ) মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা শিবাজির উত্তরাধিকারিগণই বর্গ হইয়া অর্থাৎ দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিত বলিয়াই এই নামে খ্যাত হইয়াছে।

বর্গীয়, বর্গ্য (বর্গ+ঈয়(গীয়), য(ষ্য)—সম্বন্ধার্থে, স্থিতার্থে) বিং, ত্রিং, বর্গসম্বন্ধীয়।

বর্গোত্তম; সং, পুং, ত্রিংশ অংশকাত্মক রাশির নবাংশবিশেষ। শিং—১ "চরাণাং (মেষ কর্কট তুলা মকর) প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং (বৃষ সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ) পঞ্চমে তথা। নবমে দ্ব্যাত্মকানাঞ্চ (মিথুন কন্যা ধনু মীন) বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ।"

বর্চ্চঃ (বর্চ্চস্, বর্চ্চ্ দীপ্তি পাওয়া+কন্—ক) সং, ক্লীং, আকার। রূপ। কান্তি। তেজঃ। শুক্র। পুরীষ। মল।

বর্চ্চস্ক (বর্চ্চস্+কণ্—হ্রস্বার্থে) সং, পুং, —ক্লীং, পুরীষ, বিষ্ঠা।

বর্চ্চস্বী (বর্চ্চস্বিন্, বর্চ্চস্+বিন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, তেজস্বী। রূপবান্। সং, পুং, চন্দ্র। শিং—১"রোহিণ্যামভবদ্বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন চন্দ্রমাঃ।"

বর্চ্চা; সং, পুং, চন্দ্রপুত্র।

বর্জ্জন (বৃজ্ ত্যাগ করা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, পরিত্যাগ, রহিতকরণ। হিংসা, বধ।

বর্জ্জনীয় (বর্জ্জন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্জ্জনের যোগ্য, ত্যাজ্য। মারণীয়।

বর্জ্জিত (বর্জ্জন দেখ, ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত, নিরাকৃত, রহিত। হত।

বর্ণ (বর্ণ প্রেরণ করা+অ(অল্)—র্ম্ম। যে বেদবাক্য দ্বারা আচারাদিতে প্রেরিত হয়) সং, পুং, ব্রাহ্মণাদি জাতি। (বর্ণ স্তব করা, বিস্তার করা, রং করা, বাড়াইয়া বলা, দীপ্ত করা, উদ্যোগ করা+অ (অল্)—র্ম্ম) শুক্লাদি রং। হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত কম্বলাদি। গুণ। স্তব, প্রশংসা। ব্রত। কীর্ত্তি। নাট্যাবেশ। সৌন্দর্য্য। বর্ণনা। রূপ। অঙ্গরাগ। উৎকর্ষ, প্রসদ্ধি, খ্যাতি, যশঃ। গুণকীর্ত্তন। গীতক্রম। সুবর্ণ। পুং,—ক্লীং, অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষর। ভেদ। বিলেপন। প্রশস্তি, অষ্টবিধ মৈথুনাভাব-রূপ ব্রত। আকৃতি। জাতি। কষ্টি পাথরের স্বর্ণরেখা। ক্লীং, কুঙ্কুম।

বর্ণক (বর্ণ রং করা ইত্যাদি+অক—প্রং, অথবা বর্ণ+কণ—যোগ) সং, পুং,—ক্লীং, অঙ্গরাগ। বিলেপন দ্রব্য, গাত্রানুলেপনী। চন্দন। যে দ্রব্য দ্বারা কাচ বা মৃৎপাত্রের উজ্জ্বলতা উৎপন্ন হয়। হরিতাল। (বর্ণ স্তব করা—অক(ণক)+ক) পুং, স্তুতিপাঠক, গুণকীর্ত্তনকারী। পুং, র্ণিকা—স্ত্রীং, নীলী প্রভৃতি রং। বেশবিন্যাস। (+অক—ণ) ক্লীং, ভূষণ। ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ।

বর্ণকবি (বর্ণ স্তুতি—কবি কাব্যকর্ত্তা) সং, পুং, কুবেরপুত্র।

বর্ণকূপিকা (বর্ণ অক্ষর—কূপ কূয়া+কণ —তুল্যার্থে) সং, স্ত্রীং, মস্যাধার, দোয়াত।

বর্ণচারক (বর্ণ রং—চর্ গমন করা+অক —প্রং) সং, পুং, চিত্রকর, পটুয়া।

বর্ণজ্যেষ্ঠ (বর্ণ ব্রাহ্মণাদিজাতি—জ্যেষ্ঠ অগ্রজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। আপন আপন বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। শিং—১ "বর্ণজ্যেষ্ঠা চ যা নারী)"

বর্ণতুল—লী, **বর্ণতুলিকা** (বর্ণ অক্ষর—তুলি, তুলী। কণ—যোগে বর্ণতুলিকা) সং, স্ত্রীং, লেখনী, কলম।

বর্ণদ ; সং, ক্লীং, কালীয়ক।

বর্ণদাতা (বর্ণদাতৃ, বর্ণ—দাতৃ যে দান করে) সং, পুং, ত্রী—স্ত্রীং, হরিদ্রা।

বর্ণদারু (বর্ণ রং—দারু কাষ্ঠবিশেষ) সং, ক্লীং, যে সকল কাষ্ঠে রঙ্ প্রস্তুত হয়।

বর্ণদূত (বর্ণ বর্ণমালার অক্ষর ইত্যাদি—দূত প্রেরিত) সং, পুং, লিপি, লিখিত পত্রাদি।

বর্ণধর্ম্ম (বর্ণ ব্রাহ্মণাদি জাতি—ধর্ম্ম) সং, পুং, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বর্ণন—ক্লীং, **বর্ণনা**—স্ত্রীং, (বর্ণ্ স্তব করা+অনট্, অন—ভাবে, আপ্) সং, গুণকথন। বিবরণ। প্রশস্তি, স্তুতি। রঞ্জন।

বর্ণনীয় (বর্ণন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্ণনযোগ্য।

বর্ণপাত্র ; সং, ক্লীং, চিত্রকারের নীলাদি রঙের পাত্র।

বর্ণপুষ্পক ; সং, পুং, রাজতরুণীপুষ্প।

বর্ণপুষ্পী ; সং, স্ত্রীং, উষ্ট্রকাণ্ডী পুষ্পবৃক্ষ।

বর্ণমাতা (বর্ণমাতৃ, বর্ণ অক্ষর—মাতৃ মা) সং, স্ত্রীং, লেখনী, কলম।

বর্ণমাতৃকা (বর্ণ অক্ষর—মাতৃকা স্বর্গীয় মাতা) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী, বাগ্দেবী।

বর্ণমালা (বর্ণ—মালা শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বর্ণাবলী। জাতিমালা।

বর্ণযাজী সং, পুং, নিম্নজাতির পুরোহিত। যথা ;—গোয়ালার বামন, স্বর্ণবণিকের বামন, ধীবরের বামন, শুঁড়ীর বামন, কলুর বামন, ধোপার বামন, নমঃশূদ্রের বামন ইত্যাদি।

বর্ণরেখা, **বর্ণলেখা** (বর্ণ রং—রেখা, লেখা =শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, কঠিনী, খড়ী।

বর্ণবতী (বর্ণ রং+বৎ—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা। বিং, ত্রিং, বর্ণবিশিষ্টা।

বর্ণবিলোড়ক (বর্ণ স্তুতি—বি—লুড়্ উন্মত্ত হওয়া+অক(ণক)—ক) সং, পুং, যে ব্যক্তি অন্যের লিখিত বিবরণে স্বকৃত বলিয়া পরিচয় দেয়, সিঁদেল চোর।

বর্ণসঙ্কর (বর্ণ—সঙ্কর মিশ্রণ) সং, পুং, সঙ্কীর্ণজাতি। মিশ্রজাতি। ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোম বা প্রতিলোমে জাতবর্ণ।

বর্ণসি ; সং, পুং, জল।

বর্ণাঙ্কা (বর্ণ অক্ষর—অনক্ গমন করা, আঁকা+অ(অন্)—ণ) সং, স্ত্রীং, লেখনী, কলম।

বর্ণাট (বর্ণ রং ইত্যাদি—অট্ গমন করা বা হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, চিত্রকর। গায়ক। নট। স্ত্রীকৃতজীবন।

বর্ণাত্মা (বর্ণাত্মন্, বর্ণ অক্ষর—আত্মন্ স্বরূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শব্দ, বাচকবর্ণ।

বর্ণানুভাবকতা (বর্ণ—অনুভাবকতা) সং, স্ত্রীং, যে বৃত্তি দ্বারা শুক্লপীতাদি বর্ণের উপলব্ধি হয়।

বর্ণার্হ ; সং, পুং, মুদ্গ।

বর্ণি (বর্ণ্ রং করা+ই—প্রং) সং, ক্লীং স্বুবর্ণ।

বর্ণিক (বর্ণ্ রং করা+ই—প্রং) সং, পুং, লেখক, লিপিকর। (বর্ণ—কণ্, আপ্) কা—স্ত্রীং, কঠিনী, খড়ী। শিং—১ "লেখন্যাং কর্ণিকাপি স্যাৎ, কঠিন্যামপি বর্ণিকা।" লেখনী, কলম। মসি, লিখিবার কালি। তুলি। বর্ণোৎকর্ষ। বার্ণিস্। স্বর্ণোৎকর্ষ।

বর্ণিত (বর্ণন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসিত, স্তুত। ব্যাখ্যাত। বিবৃত। রঞ্জিত, রূপান্তর প্রাপিত।

বর্ণিলিঙ্গী (বর্ণিলিঙ্গিন্, বর্ণি—লিঙ্গী চিহ্নযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট) সং, পুং, ব্রহ্মচারী। যতি। শিং—১ "স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ।"

বর্ণী (বর্ণিন্, বর্ণ রং ইত্যাদি+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চিত্রকর। ব্রহ্মচারী। শিং—১"অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরঃ।"

বিপ্রাদিজাতি। "বর্ণিনাং হি বধো যত্র।" লেখক। র্ণিনী—স্ত্রীং, নারী, যোষিৎ। হরিদ্রা।

বর্ণু; সং, পুং, নদবিশেষ। আদিত্য।

বৃর্ণ্য (বর্ণন দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্ণনীয়, বর্ণনযোগ্য।

বর্ত্তক—পুং } (বর্ত্তন দেখ, অক (ণক) বর্ত্তিকা—স্ত্রীং } —ক) সং, পক্ষিবিশেষ, ভাকই পক্ষী। পুং, অশ্বের খুর। ক্লীং, লোহবিশেষ।

বর্ত্তজন্মা (জন্মন্. বর্ত্ত [বৃৎ বর্ত্তমান্ থাকা অ (অন্)—ভাবে] অবস্থান—জন্মন্ জন্ম) সং. পুং, মেঘ।

বর্ত্তন (বৃৎ বিদ্যমান থাকা+অন্ (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, বৃত্তি, জীবিকা। স্থিতি। অবস্থিতি। বেতন। বর্ত্তুল। নিয়োগ, নী—স্ত্রীং, (+অন্‌ট্—ধি) পথ। (বৃৎ বিদ্যমান থাকা+অন—ক) বিং, ত্রিং, বৃত্তিযুক্ত। বর্ত্তমান। স্থিতিশীল। ক্লীং—স্ত্রীং, তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁইজ। পুং, বামন। বায়স। (বৃত-ণিচ=বর্ত্তি+অনট্ —ভাবে) সং, ক্লীং, স্থাপন। পেষণ।

বর্ত্তনি (বর্ত্তন দেখ, অনি—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, পূর্ব্বদেশ। নী—স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ।

বর্ত্তমান (বৃৎ বিদ্যমান থাকা+আন(শান) —ক। ম—আগম) সং, পুং, প্রয়োগের অধিকরণীভূত কাল, প্রারব্ধ ও অসমাপ্ত কাল। বিং, ত্রিং, বিদ্যমান, উপস্থিত, যাহা চলিতেছে। সাক্ষাৎ। স্থিতিশীল।

বর্ত্তরূক; সং, পুং, নদবিশেষ। কাকের বাসা। আবিল জলাশয়। দ্বারপাল। শিং —১ "মন্ত্রী গ্রন্থিহরোঽমাত্যো দ্বাঃস্থিতো বেত্রধারকঃ। দৌঃসাধিকো বর্ত্তরূকো গর্ব্বাটো দণ্ডবাসিনি।"

বর্ত্তি—র্ত্তী } (বর্ত্তি দীপ্তি পাওয়া+ই বর্ত্তিকা } —ক, ২য় পক্ষে—কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রদীপ। দীপের দশা, প্রদীপের শলিতা, বাতি। বনপ্রাপ্ত। তুলি। পক্ষিবিশেষ। বর্ণোপরি লেপবিশেষ, বার্ণিশ।

বর্ত্তিক—পুং } (বৃৎ+তিক—ক) সং, বর্ত্তিকা—স্ত্রীং } পক্ষিবিশেষ।

বর্ত্তিত (বৃৎ-ণিচ=বর্ত্তি বর্ত্তমান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্পাদিত, নিষ্পাদিত, কৃত। সম্পন্ন।

বর্ত্তিতব্য (বর্ত্তন দেখ, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থাতব্য, স্থিতিশীল।

বর্ত্তিষ্ণু (বৃৎ বর্ত্তমান থাকা+ইষ্ণু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বর্ত্তনশীল, স্থিতিশীল।

বর্ত্তিষ্যমাণ (বর্ত্তন দেখ, স্যমান—ক) বিং, ত্রিং, ভাবি। সং, পুং, ভবিষ্যৎকাল।

বর্ত্তী (বর্ত্তিন্, বৃৎ বিদ্যমান থাকা+ইন্ (ণিন্) —ক) বিং, ত্রিং, স্থিতিশীল।

বর্ত্তুল (বর্ত্তন দেখ, উল—ক) বিং, ত্রিং, গোলাকার, বৃত্ত। স্থূল। সং, পুং, কলায়-বিশেষ, বাটুলা কলাই। ক্লীং, গৃঞ্জন। লা —স্ত্রীং, টেকোর বাটুল। লী—স্ত্রীং, গজপিপ্পলী।

বর্ত্ম (বর্ত্মন্, বৃৎ থাকা+মন্—ক) সং, ক্লীং, পন্থা, পথ রাস্তা, আচার। শিং—১ "আমনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।" (রঘু)। নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা। [সং, স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ।

বর্ত্মনি (বর্ত্ম দেখ, অনি—প্রং, ম্—আগম)

বর্দ্ধ (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অ(অল্)—ভাবে, সং, পুং, বৃদ্ধি, বর্দ্ধন। পূরণ। বর্দ্ধ্ ছেদন করা+অল্—ভা) চেদন। বামনহাটির গাছ। ক্লীং, সীসক, সীসা।

বর্দ্ধক (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিকারক। পূরক। (বর্দ্ধ্ ছেদন করা+ণক—ক) ছেদক, ছেদন-কারী।

বর্দ্ধকি (বর্দ্ধ্ ছেদন করা+অ(অন)—ক =বর্দ্ধ—কি [কষ্ বধ করা+ই(ডি)—ক) সং, পুং, সূত্রধার, ছুতার।

বর্দ্ধকী (বর্দ্ধকিন্, বর্দ্ধক=ইন্) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

বর্দ্ধন (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বৃদ্ধি, উন্নতি, বাইড়। বাড়ান। (বৃধ্-ণিচ্=বর্দ্ধি বাড়ান) পূরণ। বর্দ্ধ (ছেদন করা) ছেদন। (বৃধ্ ণিচ্=বর্দ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ান+অন—ক—ক) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিকারক। নী—স্ত্রীং, ক্ষুদ্র জলপাত্র, ঘটী। সম্মার্জ্জনী, খেঙরা।

বর্দ্ধমান (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+আন(শান)—ক) সং, পুং, শরাব, শরা। নগরবিশেষ। এরণ্ডবৃক্ষ। পশুবিশেষ। জিনবিশেষ। বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিশীল।

বর্দ্ধমানক (বর্দ্ধমান+কণ্—যোগ) সং, পুং, শরাব, শরা। বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিশীল। (+কণ্—স্বার্থে এরণ্ডবৃক্ষ।

বর্দ্ধাপন (বর্দ্ধাপি চেতনকরান+ অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, নাড়ীচ্ছেদন সংস্কারবিশেষ।

বর্দ্ধিত (বৃধ্-ণিচ্=বর্দ্ধি বৃদ্ধি পাওন+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পূরিত। পোষিত, বৃদ্ধিপ্রাপিত, বাড়ান। (বর্দ্ধ ছেদন করা) ছেদিত, ছিন্ন।

বর্দ্ধিষ্ণু (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+ইষ্ণু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বর্দ্ধনশীল,বৃদ্ধিযুক্ত।

বর্দ্ধ্র—ক্লীং, **বদ্ধ্রা**—স্ত্রীং, } (বৃধ্ ণিচ্=বৃদ্ধি পাওয়া ষ্ট্রন্—ক) সং, চর্ম্মরজ্জু।

বর্ম্ম (বর্ম্মন্, বৃ আবরণ করা+মন্—ণ। অন্যান্যভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ; সংস্কৃত=বর্ম্ম। লাটিন=আর্‌মা। ইংরাজি=আরমার। স্পেন ও ইটালি= Arma) সং, ক্লীং, তনুত্রাণ, কবচ, সাঁজোয়া। পুং, ক্ষত্রিয়ের উপাধি। "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।"

বর্ম্মহর (বর্ম্মন্—হর [হৃ হরণ করা+অ (অন্)—ক] যে হরণ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, কবচধারী। পুং, তরুণ।

বর্ম্মিত } **বর্ম্মী** } (বর্ম্মিন্, বর্ম্মন্+ইতচ্ ইন্+ অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বর্ম্মযুক্ত, কবচধারী, সাঁজোয়া পরা।

বর্য্য (বৃ প্রার্থনা করা+য—র্ম্ম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। সং, পুং, মদন, কন্দর্প। র্য্যা—স্ত্রীং, পতিম্বরা কন্যা।

বর্ব্বণা (বর্ অনুকরণ শব্দ—বন্ শব্দকরা +অ—আ, প্রং, বর্গীয় বও হয়) সং, স্ত্রীং, নীলমক্ষিকা, ভণভণিয়া।

বর্ব্বর (বর্ব্ পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করা+অ—প্রং। অন্যান্য ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্য দেখ;—সংস্কৃত=বর্ব্বর। গ্রীক এবং লাটিণ=Barbarous) সং, পুং, নীচজাতি। পামর। মূর্খ। বাবরী, বাউরিচুল। দেশবিশেষ। ক্লীং, হিঙ্গুল পীতচন্দন। রাং, রী—স্ত্রীং ক্ষুদ্রজাতীয় মধুমক্ষিকা। বৃক্ষবিশেষ বাবুই। পুষ্পবিশেষ। শাকবিশেষ।

বর্ব্বরীক (বৃ বরণ করা, দ্বিত্ব, ঈক—প্রং) সং, পুং বাউরিচুল। বাবুইতুলসী। বামনহাটী। শিব। মহাকাল।

বর্ব্বূর; সং, পুং, বাবলাগাছ।

বর্ষ [বৃষ্ বর্ষণ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং,—ক্লীং, বৃষ্টি। (অন্—ক) বৎসর। মেঘ। (+অল্—ধি) জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপের নয় অংশ;—কুরু, হিরণ্ময়, রুমণ্ক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিংপুরুষ, ভারত। র্ষা—স্ত্রীং, বহুং প্রাবৃট্‌কাল।

বর্ষকরী (বর্ষ বৃষ্টি—ক,কৃ [করা] চিহ্ +অ(অন্)—ক, ঈপ্। বিশেষতঃ ইহা বর্ষাকালে শব্দ করে বলিয়া) সং, স্ত্রীং, ঝিল্লিকা, উইচিংড়ি।

বর্ষকেতু; সং, পুং, রক্তপুনর্নবা। বর্ষাচল।

বর্ষকোষ (বর্ষ বৎসর—কোষ শব্দাদি সংগ্রহ ইত্যাদি) সং, পুং, দৈবজ্ঞ, গণক। মাস।

বর্ষজ (বর্ষ বৃষ্টি—জ [জন্ জন্মান—অ(ড) —ক] জাত] বিং, ত্রিং, বৃষ্টিজাত। বৎসরজাত। মেঘোৎপন্ন। জম্বুদ্বীপজাত। দ্বীপাংশজাত।

বর্ষণ (বর্ষ দেখ, অন্(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বৃষ্টি।

বর্ষণি; সং, স্ত্রীং, বর্ত্তন। কৃতি। ক্রতু। বর্ষণ।

বর্ষধর (বর্ষ রেতঃসেক—ধর (ধৃ ধারণ করা +অ(অন্)—ক] যে ধারণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, নপুংসক, খোজা।

বর্ষপর্ব্বত (বর্ষ জম্বুদ্বীপের নয় অংশ—পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হেমকুটাদি সপ্ত পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেব চ। চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষ-পর্ব্বতাঃ।"

বর্ষপাকী (বর্ষপাকিন্, বর্ষ বৃষ্টি—পাক পক্ব+ইন্—প্রং) সং, পুং, আমড়াগাছ।

বর্ষপুষ্পা (বর্ষাকালে পুষ্প হয় বলিয়া) সং, স্ত্রীং, সহদেবলতা।

বর্ষপ্রিয় (বর্ষ বৃষ্টি—প্রিয়) সং, পুং, চাতকপক্ষী।

বর্ষমান (বৃষ, বর্ষণ করা+আন,শান)—ক) বিং, ত্রিং, যে বর্ষণ করিতেছে।

বর্ষবর (বর্ষ রেতোবর্ষণ—বর [বৃ আবরণ করা+অ(অন্)—ক] যে নিরাকরণ করে) সং, পুং, নপুংসক, খোজা। শিং—১ "যে স্বল্পসত্বাঃ প্রথমমাত্মীয়াঃ স্ত্রী-স্বভাবিনঃ। জাত্যা ন দুষ্টা কার্য্যেষু তে বৈ বর্ষবরাঃ স্মৃতাঃ।" "নষ্টং বর্ষবরৈরিতি।" (রত্নাবলী)।

বর্ষবৃদ্ধি (বর্ষ—বৃদ্ধি) সং, স্ত্রীং, জন্মতিথি। বয়োবৃদ্ধি।

বর্ষা (বর্ষ+আপ্। যে সময় বর্ষণ করে) সং, স্ত্রীং, বহুং, শ্রাবণ ভাদ্রমাস, প্রাবৃট্‌কাল।

বর্ষাংশ } (বর্ষ বৎসর, অংশ—ভাগ
বর্ষাঙ্গ } এবং অঙ্গ অবয়ব) সং, পুং, মাস। ঙ্গী—স্ত্রীং, রক্তপুনর্নবা।

বর্ষাঘোষ (বর্ষা—ঘোষ শব্দ) সং, পুং, মণ্ডূক, ভেক।

বর্ষাত্যয় } বর্ষা—অত্যয় নাশ, অবসান
বর্ষাবসান } শেষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শরৎকাল।

বর্ষাভূ (বর্ষা—ভূ [ভূ হওয়া+০ (ক্বিপ)—ক] যে হয়, ৭মী—ষ) সং, পুং, ভী—স্ত্রীং, মণ্ডূক, ভেক, ব্যাঙ। পুনর্ববা। পুং, কিঞ্চুলুক। ইন্দ্রগোপকীট। বিং, ত্রিং, বর্ষাজাত।

বর্ষামদ (বর্ষা বৃষ্টি—আমদ যে আমোদ করে, অথবা বর্ষ—মদ যে উন্মত্ত হয়) সং, পুং, ময়ূর।

বর্ষারাত্রি (বর্ষা—রাত্রি) সং, পুং, বর্ষাকালীন রাত্রি।

বর্ষার্চ্চিঃ (বর্ষার্চ্চিস্ বর্ষা—অর্চ্চিস্ দীপ্তি, যে বর্ষাকালে দৃশ্য হয়) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ।

বর্ষিক (বর্ষ+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বর্ষসম্বন্ধীয়। (বর্ষ+ইক) বর্ষাসম্বন্ধীয়।

বর্ষিষ্ঠ } (বৃদ্ধ+ইষ্ঠ—অতিশয়ার্থে।
বর্ষীয়ান্ } বর্ষীয়স, বৃদ্ধ+ঈয়সু—অতিশয়ার্থে, বৃদ্ধ স্থানে বর্ষ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতিশয় বৃদ্ধ।

বর্ষিন্ } বর্ষ দেখ, ইন্, উক(এুক)—ক,
বর্ষুক } শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বর্ষণশীল, বর্ষণকারী।

বর্ষুকাব্দ (বর্ষুক বর্ষণশীল অব্দ মেঘ) সং, পুং, বর্ষণশীল মেঘ, যে মেঘ হইতে বারি পতিত হইতেছে।

বর্ষোপল (বর্ষ বৃষ্টি—উপল প্রস্তর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মেঘভব শিলা, করকা।

বর্ষ্ম (বর্ষ্মন্, বর্ষণ দেখ, মন—ক) সং, ক্লীং, শরীর। পরিমাণ। সুন্দর আকৃতি। উচ্চতা। পাষাণ।

বর্হ (বৃহ্ বৃদ্ধি পাওয়া কিম্বা বর্হ্ দীপ্তি পাওয়া+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ময়ূরপুচ্ছ। গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ। পুং—ক্লীং, পত্র। পুং, সঙ্গী, অনুচর।

বর্হণ (বর্হ দেখ অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পত্র, পাত।

বর্হি (বর্হ দেখ, ই—প্রং) সং, পুং, অগ্নি।

বর্হিণ } (বর্হ্ ময়ূরপুচ্ছ+ইনন্—অস্ত্যা-
বর্হী } র্থে। বর্হিন, বর্হ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিখী, ময়ূর, বর্হিবিশিষ্ট।

বর্হিণবাহন } (বর্হিণ বর্হি ময়ূর—
বর্হিবাহন } বাহন ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ময়ূরবাহন, কার্ত্তিকেয়।

বর্হিধ্বজা (বর্হিন ময়ূর—ধ্বজা পতাকা) সং, স্ত্রীং, চণ্ডী, দুর্গা।

বর্হিপত্র; সং, ক্লীং, ময়ূরপুচ্ছ।

বর্হিজ্যোতিঃ (বর্হিজ্যোতিস্, বর্হিস কুশ [দ্বারা]—জ্যোতিস্ দীপ্তি, ২য়া—হিং) সং, পুং, অগ্নি, অনল।

বর্হিমুখ (বর্হিস অগ্নি—মুখ) সং, পুং, দেবতা।

বর্হিষদ (বর্হিস্ কুশ বা অগ্নিতে—অদ্ ভক্ষণ করা + ০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, পিতৃগণবিশেষ।

বর্হিঃ (বর্হিস, বর্হ দেখ, ইস—প্রং) সং, পুং, অগ্নি। শিং—১ "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্।" দীপ্তি। যজ্ঞ। পুং—ক্লীং, কুশ। শিং—১ "বর্হির্দেবসদনম্।" ক্লীং, গ্রন্থিপর্ণ।

বর্হিঃশুষ্মা (বর্হিঃশুষ্মন, বর্হিস যজ্ঞ—শুষ্মন্ যে শুষ্ক করে, ২য়া—ষ। অথবা বর্হিস্ কুশ—শুষ্মন্ বল, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, অগ্নি।

বল (বল্ বেষ্টন করা + অ(অল্)—ভাবে। বর্গ্য ব দেখ) সং, ক্লীং, সৈন্য (Force) যদ্দ্বারা জড়বস্তুর গতি উৎপাদিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বর্গ্য 'ব' দেখ।

বলক্ষ (অব—লক্ষ দর্শন করা + অ(অল্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শুক্লবর্ণ, শাদা। পুং, শ্বেতবর্ণ, সাদা রং।

বলজ (বর্গ্য ব দেখ) সং, পুং, ধান্যরাশি।

বলদ (বল—দ [দান করা + অ(ড)—ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বলদাতা। (বলীবর্দ্দ শব্দজ) সং, বৃষ। দামড়া।

বলন (দেশজ) সং, কথন, বাক্যপ্রয়োগ।

বলভি—ভী (বল আচ্ছাদন করা + অভচ্—ক, ই, ঈপ্) সং, পুং,—স্ত্রীং, গৃহের কাঠাম। ছাদের উপরিস্থ গৃহ। গৃহচূড়া, মুছুনি। ছাদ। চাল ও ছাদের পাহাড়। গেট্। সৌরাষ্ট্রের অতিপ্রাচীন রাজধানী। শিং, অস্তি সৌরাষ্ট্রেষু বলভী নাম নগরী।

বলয় (বল্ [বলিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি] বেষ্টন করা + অয়(অয়ন্)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, করভূষণ, বালা। মণ্ডল (+ অয়ন্—ভাবে) বেষ্টন। পুং, গলরোগবিশেষ।

বলয়িত (বলয় + ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, বেষ্টিত, ঘেরা, পরিবৃত।

বলবত্তা (বলবৎ + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অতিশয় বল, শক্তি, সামর্থ্য।

বলহা (বলহন্, বল—হন্ যে বধ করে) সং, পুং, বলরাম।

বলাক (বল + আকন্—প্রং) সং, পুং, বকজাতিবিশেষ, ক্ষুদ্র বক, কোঁচবক।

বলাকা (বল—অক্ গমন করা + অ(অন)—সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রেণী। শিং—১ "খে ভবন্তং বলাকা।" স্ত্রীং, কামুকী স্ত্রী।

বলাট; সং, পুং, মুদ্গ। গোযোনি।

বলাহক (বারি—বাহক [বহ্, বহন করা + অক(ণক)—ক] যে বহন করে, নিপাতন) সং, পুং, মেঘ। পর্ব্বত। দৈত্য। সর্পবিশেষ। মুস্তক। শ্রীকৃষ্ণের ঘোটকবিশেষ। বর্গ্য বও হয়)। শিং—১ "বলাহকাশ্চাশনিশব্দপূরিতাঃ।"

বলি; সং, ক্লীং, বর্গ্য ব দেখ।

বলির (বলি + র—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কেকর, টেরা।

বলিশ (বল্ মৎস্যখাদ্য—শো গ্রন্থন করা + অ ক)—ক। যে টোপ গাথে) সং, ক্লীং, শি, শী—স্ত্রীং, বড়িশ, বড়শী।

বলিহারী, বি. (বলিতে হারিয়া যাই) আনন্দ বা প্রশংসা সূচক বাক্য, বাহবা।

বলী (বলিন্, বল + ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বলবান্।

বলীক (বল আবরণ করা—ঈক(ঈকন)—ক) সং, ক্লীং, ঘরের চালের ছাঁইচ, নীধ্র।

বলীন্দ্র (বলী—ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ বিং, ত্রিং, অতিশয় বলবান্।

বলূক (বল্ বেষ্টন করা+উক—প্রং) সং, ক্লীং, পদ্মমূল। পুং, পক্ষিবিশেষ।

বলূকা (বল+উক—প্রং) বিং, ত্রিং, বলবান্।

বলূন, বিং, ত্রিং, বলবান্।

বলকন, ি, উথলিয়া উঠা, ঈষৎ উষ্ণকরণ

বল্ক—ক্লীং
বল্কল—পুং—ক্লীং } বল্ আবরণ করা+অ(ক)—ক। ২য় পক্ষে, কল—ক) সং, বৃক্ষত্বক্, গাছের ছাল। শল্ক, মাছের আঁস। ক্লীং, বল্কল শব্দে দারচিনিও হয়।

বল্কতরু; সং, পুং, পট্টিকালোধ্র।

বল্কদ্রুম; সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ।

বল্কবান্ (বল্কবৎ, বল্ক আঁস+বৎ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বল্কবিশিষ্ট। সং, পুং, মৎস্য। [পুং, কণ্টক, কাঁটা।

বল্কিল (বল্ক, বৃক্ষত্বক্+ইল—প্রং) সং,

বল্কুত (বল্ আচ্ছাদন করা+কুত—প্রং) সং, ক্লীং, গাছের বল্কল, গাছের ছাল।

বল্গ—পুং
বল্গন—ক্লীং } (বল্গ গমন করা ইত্যাদি +অল, অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, গতিবিশেষ, প্লুতগমন। ভোজন। বহুভাষণ।

বল্গমান (বল্গ+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যাহারা লাফিয়া লাফিয়া যাইতেছে।

বল্গা (বল্গ দৌড়িয়া যাওয়া, লাফমারা+অ (অল্)—ণ) সং, স্ত্রীং, রশ্মি, মুখরজ্জু, লাগাম।

বল্গাহরিণ (Reindeer) সুমেরু সন্নিহিত দেশস্থ হরিণবিশেষ, যে হরিণজাতির মুখে লাগাম দিয়া লোকে শকটাদি টানায়।

বল্গিত
বল্গন } (বল্গা দেখ, ক্ত, অনট্—ভা) সং, ক্লীং, অশ্বের গতিবিশেষ, প্লুতগতি। হস্তপদাদির আস্ফালন। বহুভাষণ, জল্পন। গমন। লম্ফন।

বল্গু (বল্ আবরণ করা+গুক্—ক) বিং, ত্রিং, মধুর, সুন্দর, মনোহর। সং, পুং, ছাগল।

বল্গুক (বল্গু+কণ—যোগ) বিং, ত্রিং, রুচির, মনোহর। সুন্দর। সং, ক্লীং, চন্দন। বন। পণ, বাজি।

বল্গুপত্র; সং, পুং, বনমুদ্গ।

বল্গুলা; সং, স্ত্রীং, বাকুচী। পক্ষিবিশেষ।

বল্গুলিকা; সং, ক্লীং, তৈলপায়িকা, তেলাপোকা, আরশুলা।

বল্ভন (বল্ভ ভোজন করা+অন—ভা) সং, ক্লীং, ভক্ষণ, ভোজন।

বল্মীক
বল্মীকি
বল্মীক
বল্মীকি } (বল্ আচ্ছাদন করা, বৃদ্ধি পাওয়া +ইক, ইকি, ঈক, ঈকি—ক, ম—আগম) সং, পুং,—ক্লীং, উইয়ের ঢিপি। পুং, বাল্মীকমুনি। গোদ। গলগণ্ড। শোথরোগ। সাতপ মেঘ।

বল্মীকশীর্ষ; সং, ক্লীং, স্রোতোঞ্জন।

বল্মীকূট, সং, ক্লীং, বল্মীক, উইয়ের ঢিপি।

বল্ল (বল্ল আচ্ছাদন করা, সঞ্চালন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, ধান্যাদি শস্য পাছুড়ান্। গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ, ৩ কুঁচ পরিমাণ। শিং—১ "বল্লস্ত্রিগুঞ্জো ধরণঞ্চ তে হষ্টৌ।" বৈদ্যকে—গুঞ্জাদ্বয়। সার্দ্ধগুঞ্জপরিমাণ। শিং—১ "গোধূম দ্বিতয়োন্মিতা তু কথিতা গুঞ্জা তয়া সার্দ্ধয়া বল্লঃ।" ক্লীং, ভস্ত্রাবস্ত্র। (+অল্—ভাবে) সংবরণ।

বল্লকী (বল্ল আচ্ছাদন করা+অক(ণক)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা। শল্লকীবৃক্ষ।

বল্লভ (বল্ল আচ্ছাদন করা—অভচ্—ক) বিং, ত্রিং, দয়িত, প্রিয়। প্রণয়ী। অধ্যক্ষ। পতি। পুং, প্রশস্তকুলোৎপন্ন অশ্ব। নায়ক। পতি। ভা—স্ত্রীং, দয়িতা, প্রিয়া। প্রণয়িনী।

বল্লভপালক (বল্লভ উত্তম অশ্ব—পালক যে পালন করে) বিং, ত্রিং, অশ্বরক্ষক।

বল্লর (বল্ল আচ্ছাদন করা+অর—প্রং) সং, ক্লীং, মঞ্জরী। বন। কুঞ্জ। কৃষ্ণাগুরু।

বল্লরি—রী—(বল্ল আচ্ছাদন করা+অরি—ক) সং, স্ত্রীং, মঞ্জরী। ব্রততী, লতা। চিত্র, মূল।

বল্লব (বল্ল্ ভক্ষ্যদ্রব্য+ব—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পাচক। সং, পুং, সূপকার। ভীমসেন (বল্ল্ আচ্ছাদন+ব—প্রং) গোপ। বী—স্ত্রীং, গোপী।

বল্লি, বল্লী (বল্ল্ আচ্ছাদন করা+ই—ক) সং, স্ত্রীং, ব্রততী, লতা। পৃথিবী।

বল্লিকণ্টকারিকা; সং, স্ত্রীং, অগ্নিদমনী ক্ষুপ। বল্লিস্থরণ; সং, পুং, অত্যম্লপর্ণী।

বল্লিস্থরণ; সং, পুং, অত্যম্লপর্ণী।

বল্লুর (বল্লি দেখ, উর—র্ম্ম) সং, ক্লীং, মঞ্জরী। ক্ষেত্র। নির্জ্জন স্থান। কুঞ্জ। বন। অকৃষ্ট ক্ষেত্র। শাদ্বল। ক্লীং, রা—স্ত্রীং, গহন। উষর। ত্রিং, শুষ্ক মাংস শূকরমাংস

বল্লূর (বল্লি দেখ, উর—র্ম্ম) সং, ত্রিং, রৌদ্রাদিদ্বারা শুষ্ক মাংস। শূকরমাংস। পতিত ভূমি। ক্লীং, রা—স্ত্রীং, গহন। উষর।

বল্ল্যা; সং, স্ত্রীং, ধাত্রীবৃক্ষ।

বল্‌বজ (বল্ [পৃথিবী] বেষ্টন করা+০ ক্বিপ্)—ক=বল্+বজ্ গমন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, উলুখড়।

বব (বাধাতুজ+অ(ড)—ক, দ্বিত্ব) সং, পুং, একাদশ করণের অন্তর্গত প্রথম করণ।

বশ (বশ্ অভিলাষ করা+অ(অল্) - ভা) সং, পুং,—ক্লীং, অভিলাষ, ইচ্ছা। ক্লীং স্বাধীনতা। প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব। অধীনতা, আয়ত্ততা। (+অন-ক) আয়ত্ত, অধীন। অনুকূল। মন্ত্রাদি দ্বারা মুগ্ধ। পুং, বেশ্যা-গৃহ। শা—স্ত্রীং, বন্ধ্যা স্ত্রী। বন্ধ্যা গবী। কন্যা। নারী। হস্তিনী।

বশকা (বশ আয়ত্ততা+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, বশীভূতা স্ত্রী।

বশক্রিয়া (বশ অধীনতা—ক্রিয়া কার্য্য) সং, স্ত্রীং, বশীকরণ, বশবর্ত্তী করা।

বশগ (বশ আয়ত্ততা-গ [গম গমন করা +অ(ড)—ক] যে গমন করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বশবর্ত্তী, বশীভূত, আয়ত্ত।

বশতঃ (বশ+[পঞ্চমীস্থানে] তস্—প্রং) অং, অধীনতাহেতু, বশীভূততাপ্রযুক্ত।

বশতা (বশ অধীন+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অধীনতা, আয়ত্ততা।

বশংবদ (বশ অধীনতা—বদ্[বদ্ বলা+অ(খ)—ক] যে বলে) বিং, ত্রিং, যে বাক্য দ্বারা বশীভূত করে, প্রিয়বাদী, মিষ্টবক্তা। বশীভূত।

বশবর্ত্তী (বশবর্ত্তিন্, বশ—বর্ত্তিন্ যে বিদ্যমান থাকে) বিং, ত্রিং, বশীভূত।

বশাঢ্যক; সং, পুং, শিশুমার, শুশুক।

বশাতি; যোদ্ধৃবিশেষ।

বশিক (বশ+ইক-প্রং) বিং, ত্রিং, শূন্য, খালি। কা—স্ত্রীং, অগুরু।

বশিত্ব—ক্লীং, } (বশিন্+ত্ব, তা—ভা)
বশিতা—স্ত্রীং } সং, শিবের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা। স্বাধীনতা।

বশির; সং, ক্লীং সামুদ্রলবণ। পুং, গজ-পিপ্পলী, অপামার্গ। বচা।

বশিষ্ট, বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ (অব—শাস্ [অন্য মুনিদিগকে] শাসন করা+ত(ক্ত) -ক, অ—লোপ। ২য়-পক্ষে—বশিন্+ইষ্ঠ—প্রং বিকল্পে শ স্থানে স, ৩য়-পক্ষে—বস্ বাস করা+ইষ্ঠ—প্রং। অথবা বস্ বাস করা+অল্—ভাবে, ইন্-স্থা থাকা+অ(ড)—ক) সং, পুং, মুনিবিশেষ।

বশিষ্ঠাপবাহ—সরস্বতী নদী।

বশী (বশিন্, বশ স্বাধীনতা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্বাধীন। জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছে। বশবর্ত্তী। শিনী—স্ত্রী, শমীবৃক্ষ। বচা।

বশীকরণ (বশ আয়ত্ত—করণ+ঈ (চ্বি)—অভূততদ্ভাবার্থে) সং, ক্লীং, আয়ত্তকরণ, অধীনে রাখা। (+অনট্—ণ) বশ্যতা-জনক মণিমন্ত্রৌষধাদি।

বশীকৃত (বশ আয়ত্ত—কৃত, মধ্যে ঈ (চ্বি)

অভূততদ্ভাবার্থে) বিং, ত্রি, আয়ত্তীকৃত, যাহাকে বশ করা হইয়াছে।

বশীভূত (বশ আয়ত্ত—ভূত যে হইয়াছে, অবশ যে বশ হয়, মধ্যে ঈ (চ্বি) আগম) বিং, ত্রিং, বশ্যতাপ্রাপ্ত, বশবর্ত্তী, আজ্ঞাবহ।

বশ্য (বশ আয়ত্ততা+য—গতার্থে। অথবা বশ+য(যৎ) বিং, ত্রিং, আজ্ঞাকারী, বশবর্ত্তী। পোষা।

বশ্যকা } (বশ্যা+কণ—যোগ, বশ্য—আ
বশ্যা } —প্রং) সং, স্ত্রীং, বশীভূতা স্ত্রী।

বশ্যতা (বশ্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অধীনতা, আয়ত্ততা।

বষট্ (বহ বহন করা+অষট্ (ডষট্)—ণ) অং, অগ্নিতে আহুতি দান প্রভৃতির মন্ত্র।

বষট্কার (বষট্—কার করণ) সং, পুং, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, হোম।

বষট্কৃত (বষট—কৃত করা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, বষট্ এই মন্ত্র দ্বারা হুত।

বষ্কয় (বষ্ক গমন করা+অয় (অয়ন্)—ক) সং, পুং, একবর্ষ-বয়স্ক বৎস, এক বছরের বাছুর।

বষ্কয়ণী } (বষ্কয় বাছুর—নী পাওয়া+
বষ্কয়িণী } ০(ক্বিপ্)—ক। বষ্কয় বাছুর+ ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, চিরপ্রসূতা গবী। যে গাভীর অনেক বাছুর হইয়াছে। শিং—১ "বষ্কয়িণ্যাস্ত্রিদোষঘ্নঃ তর্পণং বলকৃৎপয়ঃ।"

বসৎ (বস্ বাস করা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, বাসকারী। স্থিতিকারী। বাসিন্দা।

বসতি—তী (বস্ বাস করা+অতি—ধি) সং, স্ত্রীং, বাসস্থান। রাত্রি। শিং—১ বসতিরধিষ্ঠা।" (+অতি—ভাবে) বাস, স্থিতি।

বসন (বস্ আচ্ছাদন করা+অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, বস্ত্র, কাপড়। (+অনট্—ভাবে) আচ্ছাদন। বাস, বাসস্থান। স্ত্রীলোকের কটিভূষণ।

বসন্ত (বস বাস করা+অন্ত—ধি) সং, পুং, ঋতুবিশেষ, ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ। স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ। রাগবিশেষ (+অন্ত—ক) অতিসার রোগ। নাট্যে—বিদূষকের উপাধি। তালবিশেষ।

বসন্তক ; সং, পুং, শ্যোনাকবিশেষ।

বসন্তঘোষী (বসন্তঘোষিন্, বসন্ত—ঘোষিন্ যে গান করে) সং, পুং, কোকিল।

বসন্ততিলক ; ক্লীং, কা—স্ত্রীং, চতুর্দ্দশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ৩য় ৫ম ৬ষ্ঠ গুরু। পুষ্পবিশেষ।

বসন্তদূত (বসন্ত—দূত বার্ত্তাবহ) সং, পুং, কোকিল। পঞ্চমস্বর। আম্রবৃক্ষ। তী—স্ত্রীং, মাধবীলতা। কোকিলা। পাটলীবৃক্ষ। গণিকারী।

বসন্তদ্রু ; সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

বসন্তসখ (বসন্ত—সখি বন্ধু+ষ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কামদেব, মদন।

বসা (বস [শরীরে] বাস করা+ও—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, মজ্জা, মেদঃ, চর্ব্বি।

বসাঢ্য (বস—আঢ্য) সং, পুং, শিশুমার, শুশুক।

বসান, বি, সংস্থাপন, উপবিষ্ট করান।

বসান (বস আচ্ছাদনকরা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, পরিধানকর্ত্তা, আচ্ছাদয়িতা।

বসাপায়ী (বসাপায়িন্, বসা—পায়িন্ যে পান করে) সং, পুং, কুক্কুর।

বসাস্তর (বসা—আস্তর আস্তরণ) সং, পুং, চর্ব্বির আচ্ছাদন।

বসির ; সং, ক্লীং, সামুদ্রলবণ। গজপিপ্পলী।

বসু (বস্ বাসকরা+উ—ক) সং, পুং, গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ ; ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভব, এই অষ্ট। কুবের। সূর্য্য। অগ্নি। রশ্মি, কিরণ। দীপ্তি। রাজা। চেদিরাজ। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। হ্রদ। জলাশয়, বিল। বন্না। মৎস্যবিশেষ। যোক্ত্র। বকবৃক্ষ। কায়স্থের পদবীবিশেষ। অষ্টসংখ্যা। ক্লীং, ধন।

রত্ন। স্বর্ণ। জল। লবণ। বিং, ত্রিং, মধুর। শুষ্ক। স্ত্রীং, দীপ্তি।

বসুক ; সং, ক্লীং, সাম্ভবিলবণ। পাংশব। বাস্তুক। পুং, অর্কবৃক্ষ। শিবমল্লী। পুষ্পবিশেষ।

বসুকীট (বসু ধন—কীট পোকা) সং, পুং; যাচক, ভিক্ষু, অর্থী।

বসুচ্ছিদ্রা ; সং, স্ত্রীং, মহামেদাবৃক্ষ।

বসুদ (বসু ধন—দ [দা দান করা+অ (ড)—ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, ধনদাতা) সং, পুং, ধনদ, কুবের। দা—স্ত্রীং, পৃথিবী।

বসুদেব (বসু রত্ন—দেব যে দীপ্তি পায়, ৩য়া ষ) সং, পুং, কৃষ্ণের পিতা।

বসুদেবতা (বসু দেবতা) সং, স্ত্রীং, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

বসুদেবভূ (বসুদেব -ভূ জাত) সং, পুং, বাসুদেব, কৃষ্ণ।

বসুধা (বসু ধন—ধা ধারণ করা+০(ক্বিপ্) —ক, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

বসুধাধর (বসুধা—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ (অন)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভূধর, পর্ব্বত।

বসুধাধিপ (বসুধা—অধিপ রাজা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভূপতি, রাজা।

বসুধাভৃৎ (বসুধা—ভৃ পোষণ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ভূপতি। পর্ব্বত, ভূধর।

বসুধারা (বসু ধন—ধৃ ধারণ করা+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ভিত্তিতে দত্ত ঘৃতধারা, চেদিরাজ বসুকে দীয়মান ঘৃতধারা। শিং—১ "কুড্যালগ্নাং বসোর্ধারাং সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু। কারয়েৎ পঞ্চবারান্ বা নাতিনীচাং ন চোচ্ছ্রিতাং। আয়ুষ্মানিতি শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ। ষড়্ভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনু শ্রাদ্ধদানমুপক্রমেৎ।" কুবের-পুরী। জৈন শক্তিগণের মধ্যে এক শক্তি।

বসুন্ধর (বসু রত্ন—ধর যে ধারণ করে) সং, পুং, কুবেরের অনুচর।

বসুন্ধরা } (বসু ধন—ধর [ধৃ ধরা+অ(খ)
বসুমতী } —ক, আপ্] যে ধারণ করে। ২য়—পক্ষে বসু ধন+মতু—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

বসুপ্রাণ (বসু—প্রাণ জীবন) সং, পুং, অগ্নি।

বসুমান ; সং, পুং, নৃপবিশেষ।

বসুরোচিঃ (—রোচিস্, বসু—রোচিস্) সং, ক্লীং, যজ্ঞ।

বসুল (বসু ধন—লা পাওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং, দেবতা, অমর।

বসুশ্রেষ্ঠ ; সং, ক্লীং রৌপ্য।

বসুষেণ (বসু ধন—সেনা সৈন্য, ৬ষ্ঠী—হিং। যিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন) সং, পুং, অঙ্গরাজ, কর্ণ, কুন্তীর জারজ পুত্র।

বসুস্থলী (বসু ধন—স্থল স্থান) সং, স্ত্রীং, কুবেরপুরী।

বসুহট্ট ; সং, পুং, বকবৃক্ষ।

বস্করাটিকা ; সং, স্ত্রীং, বৃশ্চিক, বিছা।

বস্ত (বস্ত্ বধ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, ছাগল, ছাগ।

বস্তগন্ধা ; সং, স্ত্রীং, অজগন্ধা।

বস্তব্য (বস বাস করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বাসযোগ্য। শিং—১ "বস্তব্যামিতি রোচয়ে।"

বস্তা (পারস্য) গাঁটরী। পুঁটুলী।

বস্তি—পুং } (বস্ আচ্ছাদন করা+তি
বস্তী—স্ত্রীং } —ধি। যে মূত্রাশয় পুটকে আচ্ছাদন করে) সং, স্ত্রীং, নাভির অধোভাগ, তলপেট। ২। বাসস্থান। (+তি—ভাবে) বাস। ৩। (+তি—ণ) বহুং, বস্ত্রের দশী। ৪। সহরের যে স্থানে অতিদরিদ্র শ্রমজীবী ও কুলি মজুরেরা বাস করে। মৌজায় বসতি থাকিলে উহাকে বস্তী বা ছপ্পর বলে।

বস্তিকর্ম্মাঢ্য ; সং, পুং, অরিষ্টবৃক্ষ।

বস্তিমল (বস্তি তলপেট—মল) সং, ক্লীং, মূত্র, প্রস্রাব।

বস্তু (বস্ বাস করা+তুন—ক, সংজ্ঞার্থে যে ইতস্ততঃ বাস করে) সং, ক্লীং, পদার্থ, দ্রব্য, সামগ্রী। বৃত্তান্ত। সৎপাত্র। সত্য।

বস্তুক (বস্ [ভূমিতে] বাস করা+উক—প্রং, ৎ—আগম) সং, ক্লীং, বেতোশাক। কী —স্ত্রীং, শ্বেতচিল্বিবৃক্ষ।

বস্তুতঃ (বস্তুতস্, বস্তু+তস্—প্রং) অং, ফলতঃ, বাস্তবিক। যথার্থতঃ।

বস্ত্য (বস্ বাস করা+ত্য—প্রং। যাহাতে বাস করে। অথবা অব—স্তৈ মিলিত হওয়া+অ—ধি। কিংবা বস্তি+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, গৃহ, সদন।

বস্ত্র (বস্ আচ্ছাদন করা+ত্র—ণ) সং, ক্লীং, বসন, কাপড়। আচ্ছাদন।

বস্ত্রকুট্টিম (বস্ত্র কাপড়—কুট্টিম কুঁড়ে ঘর) সং, ক্লীং, ছত্র, আতপত্র। বস্ত্রগৃহ। তাম্বু।

বস্ত্রগৃহ (বস্ত্র কাপড়—গৃহ ঘর) সং, ক্লীং, তাঁবু।

বস্ত্রগ্রন্থি (বস্ত্র কাপড়—গ্রন্থি গাঁইট) সং, পুং, পরিধান বস্ত্রের গ্রন্থি, নীবী।

বস্ত্রপুত্রিকা (বস্ত্র কাপড়—পুত্রী [কন্যা] পুত্তলি+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রনির্ম্মিত পুতুল।

বস্ত্রপূত, বিং, কাপড়ে ছাঁকা (জল)। বস্ত্রদ্বারা পরিষ্কৃত শিং, বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।

বস্ত্রভূষণ; সং, পুং, সাকরুণ্ডবৃক্ষ। ণা—স্ত্রী, মঞ্জিষ্ঠা।

বস্ত্রযোনি ; সং, স্ত্রীং, বসনোৎপত্তিকারণ।

বস্ত্রাগার ; সং ক্লীং, বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। ২। কাপড়ের দোকান।

বস্থা (অব—স্থা থাকা+ঙ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, অবস্থা, দশা।

বস্ন (বস্ বাস করা+ন—০) সং, ক্লীং, বেতন। ধন। দ্রব্য। ত্বক্। (+ন—ভা) মরণ। পুং, ক্রয়।

বস্নন ; সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের কটিভূষণ।

বস্নসা (বস্ন ত্বক্—সো নাশ করা+অ(ড) —ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্নায়ু, শরীরাভ্যন্তর্গত সূত্রবৎ সূক্ষ্মনাড়ী।

বস্বৌকসারা (বসু ধন—ওকস স্থান—অ —সৃ গমন করা+অ—প্রং, ইহা দেবতাদিগের আগমন-স্থান। অথবা ওকস্—আ —রা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, অলকাপুরী। অমরাবতী। ইন্দ্রনদী। অযোধ্যা।

বহ (বহ্ বহা+অ(অন)—ক) সং, পুং, বৃষের স্কন্ধদেশ। ঘোটক। বায়ু। পন্থা। নদ। বাহু। পরিমাণবিশেষ, চারি দ্রোণ পরিমাণ। যান, বাহন। বিং, ত্রিং, বহনকারী; যথা আজ্ঞাবহ ইত্যাদি। হা—স্ত্রীং, নদী।

বহতি (বহ্ বহন করা+অতি—প্রং) সং, পুং, বায়ু। গো। সচিব। তী—স্ত্রীং, নদী।

বহতু (বহ্ বহন করা+অতু—প্রং) সং, পুং, বৃষভ। পথিক।

বহন (বহ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ধারণ। লইয়া যাওন। বহিয়া যাওয়া। (+ অনট্—ণ) জলযান, নৌকা। বাহন।

বহনীয় (বহ্ বহন করা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বহনযোগ্য, ধারণযোগ্য।

বহন্ত ; সং, পুং, বায়ু। বিং, ত্রিং, বাল।

বহমান (বহ বহন করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা প্রবাহিত হইতেছে। বহনশীল।

বহর (আরবী) জলযান সমূহ।

বহরু (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

বহল (বহ্ বহন করা+অল(অলন্)—ক) বিং, ত্রিং, দৃঢ়, কঠিন। বহুল, অনেক। সং, পুং, পোত, নৌকা। ক্লীং. ভেলা। লা— স্ত্রীং, শতপুষ্পা। স্থূলৈলা।

বহলগন্ধ ; সং, ক্লীং, শম্বরচন্দন।

বহলচক্ষুঃ সং, পুং, মেষশৃঙ্গী।

বহলত্বচ ; সং, পুং, শ্বেতলোধ্র।

বহিত্র (বহ্ বহন করা+ইত্র—ণ) সং, ক্লীং, নৌকা, জলযান। পোত। দাঁড়।

বহিঃ (বহিস্, বহ্ (বহা+ইস্—ক) অং, বাহ্যদেশ, বাহির। সীমার শেষ।

বহিঃকুটীচর (বহিস্ বাহির—কুটী বক্র —চর যে গমন করে) সং, পুং, কর্কট, কাঁকড়া।

বহিঃস্থ (বহিস্ বাহির—স্থা থাকা+অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, বাহ্য, বাহিরে স্থিত।

বহিরঙ্গ (বহিস্ বাহির—অঙ্গ) সং, পুং, অন্য, পর, অনাত্মীয়। বাহ্য অঙ্গ। ব্যাকরণে প্রত্যয়-ঘটিত কার্য্য। শিং—১ "অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।"

বহিরিন্দ্রিয় (বহিস্—ইন্দ্রিয়) সং, ক্লীং, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়।

বহির্ব্বাণিজ্য ; সং, স্ত্রীং, ভিন্নদেশে ক্রয় বিক্রয়।

বহির্ব্বাস (বহিস্—বাস) বৈষ্ণবেরা প্রথমতঃ কপনী আঁটিয়া তাহার পর যে একখানা টুকরা কাপড় পরে তাহাই বহির্ব্বাস।

বহির্বাহ (Exosmosis) সং, পুং, যে প্রবাহ দ্বারা কোন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ জল বাহিরে আইসে।

বহির্ভূত (বহিস্ বাহির—ভূ পাওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বহির্গত। শিং—১ "পঞ্চবিষয়িতাবহির্ভূতসাধ্যবিষয়িতা ঘটিতধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃপক্ষতা।

বহির্মুখ (বহিস্—মুখ) বিং, ত্রিং, বিমুখ, পরাঙ্মুখ। শিং—১ "সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ।" বাহ্যবিষয়াসক্ত। দেবতা।

বহিশ্চর (বহিস্ বাহির—চর [চর্ গমন করা+অ(অন্)—ক] যে গমন করে) সং, পুং, কুলীর, কর্কট।

বহিষ্করণ (বহিস্ বাহির—করণ) সং, ক্লীং, দূরীকরণ, বাহির করিয়া দেওয়া।

বহিষ্কৃত (বহিস্ বাহির—কৃত) বিং, ত্রিং, যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দূরীকৃত।

বহিঃশ্রী ; সং, স্ত্রীং, বাহ্যতঃ। ২ বহিরভিমুখে।

বহুতৃণ (তৃণ—বহু) সং, ক্লীং, তৃণতুল্য।

বহুরূপ—নানা আঙ্গিক অভিনয় প্রদর্শন করার নাম বহুরূপ।

বহেড়ুক (বহ্ বহন করা+এডুক—প্রং) সং, পুং, বহেড়া গাছ।

বহ্নি (বহ্ বহন করা+নি—ক, সংজ্ঞার্থে) যিনি দেবতার জন্য হবনীয় বহন করেন) সং, পুং, অগ্নি। চিত্রক। ভল্লাতক। নিম্বুক। তন্ত্রে—রেফ।

বহ্নিকরী ; সং, স্ত্রীং, ধাই ফুল।

বহ্নিকাষ্ঠ ; সং, ক্লীং, দাহাগুরু।

বহ্নিগর্ভ (বহ্নি অগ্নি—গর্ভ ভ্রূণ। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া) সং, পুং, বংশ, বাঁশ। র্ভা—স্ত্রীং, শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ।

বহ্নিচক্রা, সং, স্ত্রীং, কলিকারীবৃক্ষ।

বহ্নিজ্বালা ; সং, স্ত্রীং, ধাতকীবৃক্ষ।

বহ্নিমন্থ ; সং, পুং, গণিকারিকাবৃক্ষ। অগ্নিমন্থ।

বহ্নিমারক (বহ্নি অগ্নি—মারক নাশক) সং, স্ত্রীং, জল।

বহ্নিমিত্র } (বহ্নি অগ্নি—মিত্র বন্ধু। বহ্নি
বহ্নিসখ } —সখ সখি শব্দজ+য—প্রং) সং, পুং, বায়ু। জীরক।

বহ্নিমুখ (বহ্নি অগ্নি—মুখ) সং, পুং, দেবতা, অগ্নিমুখ।

বহ্নিরেতাঃ ; বহ্নিরেতস্, বহ্নি অগ্নিতে নিষিক্ত —রেতস শুক্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব।

বহ্নিলোহক ; সং, ক্লীং, কাংস্য।

বহ্নিবীজ ; সং, ক্লীং, রংবীজ নিম্বুক। স্বর্ণ।

বহ্নিশিখ (বহ্নি অগ্নি—শিখা কেশর, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, ক্লীং, কুসুম্ভপুষ্প। কুঙ্কুম।

বহ্য (বহ্ বহন করা+য—ণ) সং, ক্লীং, বাহন, যান। শকট, গাড়ি। হ্যা—স্ত্রীং, মুনিপত্নী।

বা (বা গমন করা+০(ক্বিপ্)—ভাবে) অং, বিকল্প ; যথা—"যবৈর্বা ব্রীহিভির্বা যজেত। বিতর্ক। নিশ্চয়। সমুচ্চয়। যথা—বায়ুর্বা দহনো বা।" উপমা। যথা—"সিন্ধো বাঘো মণ্ডলং গোর্বা রসঃ।" সাদৃশ্য। নানার্থ। বিশ্বাস। অতীত। বাক্যশোভার্থক ও পাদপূরণার্থক শব্দ। শিং—১ "চ বা তু হি চ বা তু হি।"
বাই (বায়ু শব্দজ) সং, বায়ুরোগ, উন্মাদ। ২। নর্ত্তকীবিশেষ। ৩। হিন্দুস্থানে ভদ্র-মহিলা মাত্রেই 'বাই' শব্দে উল্লিখিত হন।
বাইশ (বায়ু শব্দজ) সং, কুঠারবিশেষ। (দেশজ) দ্বাবিংশতি, ২২।
বাউল (বাতুল শব্দজ) সং, ক্ষিপ্ত, পাগল। গৌরাঙ্গ-ভক্তবিশেষ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বিশেষ।
বাংশ (বংশ বাঁশ+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বংশসম্বন্ধীয়। শী—স্ত্রীং, বংশলোচন।
বাংশিক (বংশ+ইক(ষ্ণিক)—ক) সং, পুং, বংশীবাদক, যে বাঁশী বাজায়।
বাঁ (বাম শব্দজ) বিং, সব্য, বাম।
বাঁক (বক্র শব্দজ) সং, বক্রতা। বহনদণ্ড।
বাঁকা (বক্র শব্দজ) বিং, বক্র। [করণ।
বাঁচন (শব্দজ) সং, জীবনধারণ, প্রাণরক্ষা-
বাঁট (দেশজ) সং,পশুর স্তন। খড়্গাদির মুষ্টি।
বাটুল (বর্ত্তুল শব্দজ) সং, গুলি।
বাঁদর (বানর শব্দজ) সং, সেতু, আলি।
বাঁধন (বণ্টন শব্দজ) সং, বিভাগকরণ।
বাঁধ (বন্ধন শব্দজ) সং, মর্কট, শাখামৃগ।
বাঁধন (বন্ধন শব্দজ) সং, অবরোধন। বাঁধা।
বাঁশ (বংশ শব্দজ) সং, বেণু।
বাঁশী (বংশ শব্দজ) সং, মুরলী।
বাক্ | বাচা } (বাচ্, বচ্ বলা+০(ক্বিপ্), আ —র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, বাক্য। শব্দ। বিদ্যা, সরস্বতী। (+ক্বিপ্—ণ) বাগিন্দ্রিয়।
বাক (বচ্ বলা+অ(ঘঞ)—র্ম্ম) সং, পুং, বাক্য, বচন। শিং—১ "নমো বাকং প্রশাস্মহে।" (উত্তরচরিত)। গ্রন্থবিশেষ। (বক+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বক-সম্বন্ধীয়। ক্লীং, বকসমূহ।
বাকল (বল্কল শব্দজ) সং, বৃক্ষত্বক, ছাল।
বাক্‌ছল ; সং, ক্লীং,, বাক্যব্যাজ। শিং—১ "অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থা-ন্তরকল্পনম্ বাক্‌ছলং।"
বাকী (আরবী ভাষা কিম্বা বক্রী শব্দজ) সং, অবশেষ।
বাকুচী ; সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, হাকুচ।
বাকোবাক্য (বাচঃ বাক্যের—বাক্য উক্তি) সং, ক্লীং, উত্তর প্রত্যুক্তি। কথা-কাটাকাটি। সওয়াল জবাব।
বাক্‌কলহ (বাচ্—কলহ ঝগড়া) সং, পুং, বাক্যদ্বারা বিবাদ, কথায় ঝগড়া করা।
বাক্‌কীর (বাচ্ বাক্য—কীর শুকপক্ষী। পত্নীর ভ্রাতা) সং, পুং, শ্যালক।
বাক্‌পটু (বাচ্—পটু নিপুণ) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, উত্তম বক্তা।
বাক্‌পতি (বাক্ বাক্য—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বৃহস্পতি। উত্তম বক্তা।
বাক্‌পথ (বাচ্—পথ পথিন্ শব্দজ) সং, পুং, বাক্যের বিষয়।
বাক্যপারুষ্য (বাচ্ বাক্য—পারুষ্য কটু বাক্যের দোষ) সং, ক্লীং, অপ্রিয় বাক্যের উচ্চারণ, কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ, কটুবাক্য-ঘটিত বিবাদবিশেষ। রূঢ়কথা।
বাক্‌প্রণালী ; সং, স্ত্রীং, কথা কহিবার রীতি।
বাক্‌সূত্র ; সং, ক্লীং, স্বরোৎপাদক সূত্রাকার চর্ম্ম।
বাক্য (বচ্ বলা+(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বিভক্ত্যন্ত পদসমূহ, ক্রিয়াপদসমূহ, কারক-যুক্ত ক্রিয়াপদ এই তিন প্রকার। আদ্য—"প্রকৃতিসিদ্ধমিদং মহাত্মনাং" মহাত্মাদের ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। দ্বিতীয়—"পচতি, পঠতি" পাক করিতেছে, পাঠ করিতেছে। তৃতীয়—"দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" দেবদত্ত গ্রামে গমন করিতেছে। শিং—১ "বাক্যং স্যাৎ

যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।" কথা, বচন।

বাক্যস্থ (বাক্য—স্থ [স্থা থাকা + অ(ড)—ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, বাক্যেতে স্থিত। কথায় বাধ্য। [বলা।

বাখানি (ব্যাখ্যান শব্দজ) প্রশংসার সহিত

বাখারী (দেশজ) সং, বংশোদ্ভব শলাকা।

বাগ (পারস্য) উদ্যান।

বাগান (দেশজ) সং, উদ্যান আয়ত্তকরণ।

বাগর (বাচ্ বাক্য—ঋ গমন করা + অ—প্রং) সং, পুং, বাধা, প্রতিবন্ধ। শাণ। নিশ্চয়। বৃক। বাড়বাগ্নি। মুমুক্ষু। পণ্ডিত। পরিত্যক্তভয়। বীর।

বাগারু (বাচ্ বাক্য—ঋ গমন করা + উ—প্রং) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি আশা দিয়া হতাশ করে, আশাহন্তা।

বাগিচা (পারসী) সং, উদ্যান, বাগান।

বাগীশ } **বাগীশ্বর** } (বাচ্ বাক্য—ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বাক্‌পতি, উত্তম বক্তা। বৃহস্পতি। ব্রহ্মা। মঞ্জুঘোষ। শা, শ্বরী—স্ত্রীং, বাগ্দেবী, সরস্বতী। শিং—১ "বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ রক্ষসি।"

বাগুরা (বা হিংসা করা + উর—ণ, গ—আগম) সং, মৃগবন্ধনী, জাল, ফাঁদ।

বাগুরিক (বাগুরা + ইক (ঞিক)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, ব্যাধ, জালিক।

বাগ্‌গুদ; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

বাগ্‌গুলি } **বাগ্‌গুলিক** } (বাচ্ [বাক্য] আজ্ঞা—গুর্ [উঠান] বাধ্য হওয়া + ই—প্রং। র=ল। অথবা গৃ গ্রাস করা, নিপাতন। বাগ্‌গুলি + কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, রাজাদের তাম্বুলবাহক।

বাগ্‌জাল—ক্লীং } **বাগ্‌ডম্বর—পুং** } সং, বাগাড়ম্বর, কথায় জাঁকজমক্ করা।

বাগ্দণ্ড (বাক্—দণ্ড শাসন) সং, পুং, তিরস্কার, বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা। বাক্যসংযম।

বাগ্দত্তা (বাক্—দত্ত, ৩য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যাকে বাক্য দান করা হইয়াছে।

বাগ্দরিদ্র (বাক্ বাক্য—দরিদ্র, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মিতভাষী, যে অল্প কথা কয়। যে বিনীতভাবে ও বিবেচনা করিয়া কথা কয়।

বাগ্দল (বাক্ বাক্য—দল পত্র) সং, ক্লীং, ওষ্ঠাধর।

বাগ্দান (বাক্—দান) সং, ক্লীং, কন্যাকে বাক্যে দান করা। শিং—১ "ততো বাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব চ।"

বাগ্দুষ্ট (বাক্ বাক্যের দ্বারা—দুষ্ট) বিং, ত্রিং, বাক্যে দোষযুক্ত। শিং—১ "বাগ্দুষ্টং ভাবদুষ্টঞ্চ ভাজনে ভাবদূষিতে।"

বাগ্দেবী } **বাগ্দেবতা** } (বাক্ বাক্য—দেবী, দেবতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী, বাগীশ্বরী।

বাগ্বৈদগ্ধ্য (বাক্—বৈদগ্ধ্য দক্ষতা) সং, ক্লীং, বাক্‌চাতুর্য্য, বাক্যবিষয়ে পাণ্ডিত্য।

বাগ্মী (বাগ্মিন্, বাক্ বাক্য + মিন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মিতপ্রশস্তবাক্, বক্তা, বাক্‌পটু। বাচাল। সং, পুং, সুরাচার্য্য, বৃহস্পতি।

বাগ্য (বাক্ বাক্য + য—প্রং) বিং, ত্রিং, বাগ্দরিদ্র, মিতভাষী। নির্ব্বেদ। কলা।

বাগ্‌যত (বাক্—যত যে সংযম করে) বিং, ত্রিং, সংযতবাক্য, মৌনী। শিং—১ "প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্‌যতস্ত্রিসবনং স্পৃশেৎ।

বাঘ (ব্যাঘ্র শব্দজ) সং, শার্দ্দূল।

বাঙ্ক (বঙ্ক নদীর বাঁক + অ—প্রং) সং, পুং, সমুদ্র।

বাঙ্গালা (সংস্কৃত বঙ্গাল শব্দের অপভ্রংশ) বাঙ্গালাদেশ। ২। বাঙ্গালা ভাষা।

বাঙ্মতী (বাক্ বাক্য + মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ। শিং—১ "হিমাদ্রেস্তুঙ্গশিখরাৎ প্রোদ্ভূতা বাঙ্মতী নদী।

বাঙ্ময় (বাচ্ + ময় (ময়ট্)—অপৃথগ্‌ভাবার্থে)

বিং, ত্রিং, বাক্যাত্মক, বাক্যময়, শব্দজাত। ক্লীং, অলঙ্কার শাস্ত্র। বক্তৃতা। সাহিত্য। কাব্যশাস্ত্র। বাক্যজনিত পাপ। শিং—১ "পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। য়ী—স্ত্রীং, সরস্বতী।

বাঙ্মধু (সং, ক্লীং, ; বাক্যরূপ মধু, সুমিষ্ট বাক্য।

বাঙ্মুখ (বাক্ বাক্য—মুখ আরম্ভ) সং, ক্লীং, উপন্যাস, বাক্যারম্ভ। মুখবন্ধ।

বাচংযম (বাচং বাক্যকে—যম যে সংযম করে, অথবা বাচং বাক্যকে—যম্ সংযম করা+অ(খ)—ক, ব্রতার্থে) সং, পুং, মৌনব্রতাবলম্বী মুনি। বিং, ত্রিং, মিতভাষী।

বাচ; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ।

বাচক (বচ্ বলা+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বোধক, অর্থপ্রকাশক। কথক। পুরাণাদি পাঠক। শিং—১ "ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমদুরাৎ।" সং, পুং, অভিধা শক্তি দ্বারা অর্থপ্রকাশক শব্দ।

বাচন—ক্লীং }
বাচনা—স্ত্রীং } (বচ্-ণিচ্=বাচি বলা +অন(অনট্), অন—ভাবে, আপ্) সং, কথন। পঠন। ব্যাখ্যান।

বাচনক (বাচন+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, প্রহেলিকা, হেঁয়ালী।

বাচনিক (বচন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, বচন-নিষ্পন্ন, যাহা বাক্যে বলিয়া দেওয়া যায়, মৌখিক।

বাচ্চা (বৎস শব্দজ) সং, শিশু, বালক।

বাচঃপতি }
বাচস্পতি } (বাচস্ বাক্যের—পতি, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, বৃহস্পতি। বাগ্মী, বাক্পটু, সদ্বক্তা। বিদ্বান্। পুষ্যা নক্ষত্র।

বাচস্পত্য (বাচস্পতি বাগ্মী+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বাগ্মিতা, উত্তমবক্তৃতা।

বাচাট }
বাচাল } (বাচ্+আট, আল—প্রং) বিং, ত্রিং, বহু কুৎসিতভাষী। অসম্বদ্ধপ্রলাপী।

বাচিক (বাচ বাক্য+ইক(ষ্ণিক)—কৃতার্থে) সং, ক্লীং, সন্দেশবাক্য, সংবাদ। বিং, ত্রিং, বাক্যদ্বারা কৃত, বাক্যনিষ্পাদিত।

বাচিকপত্র (বাচিক সংবাদ—পত্র) সং, ক্লীং, লিপি, চিঠি। সংবাদপত্র।

বাচিকহারক (বাচিক সংবাদ—হৃ লইয়া যাওয়া+অক—ক) সং, পুং, সন্দেশহারক, যে সংবাদ লইয়া যায়। দূত।

বাচোযুক্তি }
বাচোযুক্তিপটু } (বাচস্ বাক্যের+যুক্তি মিলন-ন্যায়। বাচোযুক্তিপটু নিপুণ) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, বক্তা।

বাচ্য (বচ্ বলা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, নিন্দা। ধাতুর উত্তর যে বিশেষ বিশেষ অর্থে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় হয়, বাচ্য আট প্রকার—কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব ও কর্ম্মকর্ত্তৃ। বিং, ত্রিং, নিন্দনীয়, বচনীয়। কুৎসিত। ঘৃণিত। জাতিভ্রষ্ট। দুষ্ট। বক্তব্য, কথনীয়। প্রতিপাদ্য। অভিধেয়, অর্থ, বোধ্য। শিং—১ "অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধা মতঃ। এষাং স্বরূপমাহ। বাচ্যোঽর্থো-ঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ।"

বাচ্যতা (বাচ্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বচনীয়তা, নিন্দা।

বাচ্যমান (বাচি বলা+আন(শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পঠ্যমান, উচ্চার্য্যমাণ। নিন্দ্য। কথ্যমান।

বাছন (দেশজ) সং, পৃথক করণ, নির্ব্বাচন।

বাছনি (বৎস শব্দের অপভ্রংশ=বাছা) অতিশয় স্নেহের পাত্র, শিশু। যথা—
"কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি।"
২"কেমনে বিদায় তোরে করিয়ে বাছনি।"

বাছা (বৎস শব্দজ) সং, স্নেহপাত্র। শিশু। পৃথক করা।

বাছুর (বৎস শব্দজ) সং, গোবৎস।

বাজ (বজ্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং,, বেগ। (+ঘঞ্—ক) শরপক্ষ। শব্দ। ক্লীং, ঘৃত। যজ্ঞ। অন্ন। বারি। পূজা জপাদির সমাপক মন্ত্র। শ্রাদ্ধান্ন। মন্ত্রবিশেষ। পুং,—ক্লীং, পক্ষ, ডানা। মুনিবিশেষ।

বাজপেয় (বাজ মন্ত্রবিশেষ, কিম্বা অন্ন বা ঘৃত—পেয় [দেবতা কর্তৃক] যাহা পান করা যায়, ৭মী—হিং) সং, পুং,—ক্লীং, সামবেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ।

বাজপেয়ী (বাজপেয়িন্. বাজপেয়+ইন্—ক) সং, পুং, বাজপেয়-যাগকর্ত্তা।

বাজবহরী; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

বাজসনেয়; সং, পুং, যজুর্ব্বেদী।

বাজসনেয়ী (বাজসনেয়িন্, বাজসনেয়+ইন্—প্রং) সং, পুং, যজুর্ব্বেদশাখাধ্যেতা।

বাজন (বাদন শব্দজ) সং, ঢক্কাদি বাদ্য-বাদন, শব্দকরণ।

বাজিতা (বাজিন্ অশ্ব+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, অশ্বত্ব। পক্ষবত্তা। শব্দবত্তা।

বাজিন্ (বজ্-ণিচ=বাজি তৈয়ার করা+ইনন্-র্ম্ম, অথবা বাজিন্+অ(ষ্ণ)—দেয়ার্থে) সং, ক্লীং, ছানার জল।

বাজিমেধ; সং, পুং, অশ্বমেধ যজ্ঞ।

বাজী (বাজিন্, বাজ [বাজি গমন করান+অ—ক। যে গমন করায়] পক্ষ+ইন—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পক্ষী। বাণ। পূর্ব্বে অশ্বেরা সপক্ষ ছিল, তথাহি আগমে [শালিহোত্রমুনি কর্তৃক প্রেরিত ইন্দ্র অশ্বগণের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন] অশ্ব। গুল্মবিশেষ। অশ্বগন্ধা। গ্রহ। (বাজ বেগ+ইন্) বিং, ত্রিং, বেগবান্। জিনী—স্ত্রীং, ঘোটকী (দেশজ) কুহক, ভেল্কী। (পারস্য=বাজীদন্ ক্রীড়া করা) ক্রীড়া।

বাজীকরণ (বাজিন্ অশ্ব—করণ, মধ্যে ঈ (চ্বি)=আগম) সং, ক্লীং, বাজিবৎ সুরতশক্তিকারী ঔষধাদি।

বাজু (দেশজ) সং, হস্তালঙ্কারবিশেষ।

বাঞ্ছন—ক্লীং } (বান্‌ছ্ অভিলাষ করা+
বাঞ্ছা—স্ত্রীং } অন, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, ইচ্ছা, স্পৃহা।

বাঞ্ছনীয় (বাঞ্ছন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিলষণীয়।

বাঞ্ছিত (বাঞ্ছন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভীষ্ট, অভিলষিত।

বাট (বট্ বেষ্টন করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, পথ, রাস্তা। যথা—"যান গঙ্গা দক্ষিণের বাট।" আবৃতস্থান, বারিন্দ্রা। সঙ্গীতে—স্বরের মূর্চ্ছনা। টিকা, টী—স্ত্রীং, বাড়ী, গৃহ। বাস্তু। আবৃত স্থান।

বাটন (দেশজ) সং, মর্দ্দন, পেষণ।

বাটপাড় (দেশজ) সং, পুং, ডাকাইত, দস্যু। বোম্বেটিয়া। নাবিক। তস্কর।

বাটা, বাট্টা (দেশজ) সং, তাম্বূলপাত্র।

বটালী } (দেশজ) সং, কাষ্ঠচ্ছেদনার্থ
বাট্টালী } অস্ত্রবিশেষ। রাস্তা। বাড়ী।

বাট্টক; সং, ক্লীং, ভৃষ্টযব, ভাজাযব।

বাট্যাল } (বাটী [ষষ্ঠ্যন্ত] উদ্যানের—
বাট্যালক } অল [অল্ ভূষিত করা+অ(ষণ্)—ক] ভূষণ। যাহা উদ্যানের আভরণ, ৬ষ্ঠী—ষ। কণ্—যোগে বাট্যালক) সং, পুং, বেড়েলা, বৃক্ষবিশেষ।

বাড়ব, বাড়বেয়, বাড়ব্য (বর্গ ব দেখ)।

বাড়া (দেশজ) বিং, অধিক, উদ্বৃত্ত।

বাড়ি (বৃদ্ধি শব্দজ কি?) বৃদ্ধি করান; যেমন—ধান্যের বাড়ি দেওয়া।

বাড়ি (বাটী শব্দজ) সং, গৃহ, বসতিস্থান।

বাড়তি (দেশজ) সং, বৃদ্ধি, উন্নতি।

বাঢ় (বহ্ ণিচ=বাহি বহন করান, পাওয়ান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) ক্লীং, সত্য, যথার্থ। অতিশয়। স্বীকার, হাঁ। বিং, ত্রিং, অধিক, অতিশয়। দৃঢ়। ক্লীং, অং, স্বীকার, হাঁ।

বাণ (বণ শব্দ করা, গমন করা+অ(ঘঞ্)—ক) সং, পং, শর, তীর। শরবৃক্ষ। ধ্বনি, শব্দ। বলিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাণরাজা। অগ্নি। কবিবিশেষ। গোস্তন। ণা—স্ত্রীং,

বাণমূল। শা—স্ত্রীং, নীলঝিণ্টী বৃক্ষ। ক্লীং, নীলঝিণ্টী পুষ্প।

বাণদণ্ড (বাণ—দণ্ড যষ্টি) সং, পুং, বাণদণ্ড, বেমা।

বাণভট্ট; সং, পুং, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। কাদম্বরী গ্রন্থকার।

বাণলিঙ্গ; সং, ক্লীং, নর্ম্মদা-নদী সম্ভূত শিবলিঙ্গবিশেষ।

বাণবার (বাণ—বার [বৃ ণিচ্=বারি আবরণ করান—অ ((বণ্)—ক]) সং, পুং—ক্লীং, বারবাণ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া।

বাণসুতা (বাণ—সুতা কন্যা) সং, স্ত্রীং, উষা, অনিরুদ্ধ-পত্নী।

বাণহা } (বাণহন, বাণ বাণরাজা—
বাণারি } হা [হন্ বধকরা+(ক্বিপ্) —ক] যে বধ করে, ২য়া—য। বাণ বাণরাজা—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

বাণাশ্রয়—পুং } (বাণ শর—আশ্রয়
বাণাসন—ক্লীং } আধার। বাণ শর—অস্ নিক্ষেপ করা+অন—ণ) সং, শরাসন, ধনুক।

বাণি (বণ্ শব্দ করা+ইঞ্—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রাদি বপন, বোনা। (+ইঞ্—ণ) বাণদণ্ড।

বাণিজ্য (বণিজ্+য—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, বণিগ্ বৃত্তি, ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায়।

বাণিনী (বাণ শর কিম্বা বাণি বাক্য+ইন্, ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, মত্তা স্ত্রী। নর্ত্তকী। বিদগ্ধা নায়িকা। দূতী। ১৬ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

বাণী (বণ্ শব্দ করা+ইঞ্—র্ম) সং, স্ত্রীং, বাক্য। (+ইঞ্—ক) বাগ্দেবী, সরস্বতী। (ইঞ্—ভাবে) বপন, বোনা।

বাত (বা বহা+ক্ত—ক) সং, পুং, বায়ু, বাতাস। রোগবিশেষ। জার। ধৃষ্টনায়ক। বিং, ত্রিং, গত।

বাতক; সং, পুং, অশনপর্ণী।

বাতকর্ম্ম (বাৎ বায়ু—কর্ম্মন্) সং, ক্লীং, মরুৎক্রিয়া, পর্দ্দন, পাদা।

বাতকী (বাতকিন্, বাত+ইন্—রোগার্থে, ক—আগম) বিং, ত্রিং, বাতরোগযুক্ত, বেতোরোগী।

বাতকুণ্ডলিকা; সং, স্ত্রীং, মূলাঘাত রোগ বিশেষ। ২। বাত্যা, বাও কুঁড়লী।

বাতকুম্ভ (বাত বায়ু—কুম্ভ আধার) সং, পুং, গজকুম্ভের অধোভাগ।

বাতকেতু (বাত বায়ু—কেতু চিহ্ন) সং, পুং, ধূলি, ধূলা।

বাতকেলি (বাত বায়ু—কেলি ক্রীড়া) সং, পুং, মধুরালাপ। ইষ্টালাপ। নায়কের দন্তক্ষত চিহ্ন।

বাতগামী (বাতগামিন্, বাত বায়ু—গামিন্ যে গমন করে) সং, পুং, পক্ষী।

বাতগুল্ম (বাত বায়ু—গুল্ম গুচ্ছ, পরিমাণ) সং, পুং, বাতুল, পাগল। রোগবিশেষ।

বাতঘ্নী; সং, স্ত্রীং, শালপর্ণী। অশ্বগন্ধা। শিমড়ীকুপ।

বাততুল (বাত বায়ু—তূল তুলা) সং, ক্লীং, আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র, আকাশ বুড়ীর সূতা। [সং, পুং, মেঘ।

বাতধ্বজ (বাত বায়ু—ধ্বজা পতাকা)

বাতপুত্র (বাত বায়ু—পুত্র) সং, পুং, ভীমসেন। হনুমান্। অতিশয় ধূর্ত্ত।

বাতপোথ (বাত বাতরোগ—পুথ্ বধকরা +অ—প্রং) সং, পুং, পলাশবৃক্ষ।

বাতপ্রমী } (বাত বায়ু—প্রমী [প্র অভি-
বাতমোজ } মুখ—মী গমনকরা+০(ক্বিপ্)
বাতমৃগ } —ক। অথবা প্র—মা পরিমাণ করা+ঈ—ক] যে অভিমুখে গমন করে, যে বাতাসের আগে দৌড়ে। বাতং বায়ুকে—অজ্ গমনকরা, ক্ষেপণ করা+অ(খ)—ক। যে বায়ুকে ক্ষেপণ করে। বাত—মৃগ হরিণ, বেগবান্ বলিয়া যে বাতের ন্যায় সং, পুং, বায়ুর ন্যায় বেগগামী মৃগবিশেষ বাওটা হরিণ।

বাতমণ্ডলী (বাত। বায়ু—মণ্ডল দেশ) সং, স্ত্রীং, বাত্যা, ঘূর্ণাবাতাস।
বাতরক্ত (বাত বায়ু—রক্ত) সং, ক্লীং, রোগবিশেষ।
বাতরক্তঘ্ন; সং, পুং কুক্কুরবৃক্ষ, কুকুড়মুড়া।
বাতরক্তারি; সং, পুং, গুলঞ্চলতা।
বাতরঙ্গ; সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।
বাতরথ (বাত বায়ু—রথ) সং, পুং, মেঘ।
বাতরায়ণ (বাতর [বাত—বা পাওয়া+অ —প্রং] বায়ুর ন্যায় বেগগামী, বাতযুক্ত অয়ন গমন) সং, পুং, উন্মত্ত ব্যক্তি। অলস ব্যক্তি। বাণ বাণনিক্ষেপ। বাতুল। মত্ত। মত্ততাভাণকারী। দেবদারুবৃক্ষ, সরালগাছ। শৃঙ্গ। করপাত্র, করাত।
বাতরূষ (বাত বায়ু—রূষ্ ক্রুদ্ধ হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, বাতুল। শক্রধনু। উৎকোচ, ঘুষ।
বাতরোগী (বাতরোগিন্, বাতরোগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বাতরোগযুক্ত। অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রি, বাতরোগযুক্ত।
বাতর্দ্ধি (বাত বায়ু—ঋদ্ধি বৃদ্ধি) সং, পুং, কাষ্ঠ ও লৌহ নির্ম্মিত পাত্র।
বাতল; সং, পুং, চণক। বিং, ত্রিং, বায়ুকারক।
বাতশীর্ষ (বাত বায়ু—শীর্ষ মস্তক বা উৎপত্তি) সং, ক্লীং, বস্তি, নাভির অধোভাগ।
বাতশোণিত (বাত বায়ু—শোণিত রক্ত, এই দুয়ের দূষিতাবস্থাতে, এইরূপ বর্ণিত আছে) সং, ক্লীং, বাতরক্তরোগ।
বাতসহ (বাত রোগবিশেষ—সহ—সহন) বিং, ত্রিং, বাতরোগী। বায়ুগ্রস্ত।
বাতসারথি; সং, পুং, অগ্নি।
বাতাট (বাত বায়ু—অট যে গমন করে) সং, পুং, সূর্য্যের অশ্ব। বাতমৃগ।
বাতাণ্ড; সং, পুং, মুষ্করোগবিশেষ।
বাতাদ (বাত—অদ্ ভোজন করা+অ—প্রং) সং, পুং, বাদামগাছ।
বাতাপি (বাত বায়ু—আ—পা পান করা +ই—প্রং। অথবা বাত আপ্ প্রাপ্ত হওয়া +ই—প্রং) সং, পুং, অসুরবিশেষ, যাহাকে অগস্ত্যমুনি গ্রাস করিয়াছিলেন।
বাতাপিপুর (সং, ক্লীং) প্রাচীন চালুক্যরাজ পুলিকেশীর রাজধানী। বর্ত্তমান নাম বাদামী
বাতাপিদ্বিট্, বাতাপিসূদন (বাতাপিদ্বিষ, বাতাপি—দ্বিষ্ যে দ্বেষ করে এবং সূদন যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং অগস্ত্য মুনি; দৈত্যবংশোদ্ভূত ইল্বল ও বাতাপি নামে হিংসাপরায়ণ দুই ভ্রাতা বাতাপিকে ছাগরূপী করিয়া রাখিত; কোন ব্রাহ্মণ তাহাদের গৃহে অতিথি হইলে ইল্বল ছাগরূপী বাতাপিকে মাংস পাক করিয়া তাহাকে ভোজন করাইত, পরে সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা ঐ ছাগরূপী বাতাপি পুনর্জীবিত হইলে ব্রাহ্মণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত। ঘটনাক্রমে অগস্ত্যমুনি একদা তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে ইল্বল তাঁহাকেও ঐরূপ মাংস ভোজন করিতে দেয়; কিন্তু মুনিসত্তম যোগবলে দুরাচার দৈত্যদ্বয়ের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া বাতাপিকে একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইজন্য তাহার নাম বাতাপিদ্বিট্। শিং—১ "আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাবলঃ। সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু।"
বাতামোদা (বাত বায়ু—আমোদ দূরগামী সুগন্ধি) সং, স্ত্রীং, কস্তূরী, মৃগনাভি।
বাতায়ন (বাত বায়ু—অয়ন গমন। যাহার দ্বারা বায়ুর গমন হয় অথবা অয়ন পথ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, গবাক্ষ, জানালা। পুং, (বাত বায়ুর ন্যায়—অয়ন গমন, ৬ষ্ঠী—হিং) অশ্ব।
বাতায়ু (বাত বায়ুর ন্যায়—অয়্ গমন করা +উ—প্রং, অথবা বাত—অয় গতি+উ —প্রং) সং, পুং, হরিণ, মৃগ।
বাতারি; সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ। শতমূলী। পুত্রদাত্রী। শেফালিকা। যবানী। ভার্গী।

মুষী। বিড়ঙ্গ। শূরণ। ভল্লাতক। জতুকী।

বাতালী (বাত বায়ু—আলী শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, বাত্যা, প্রবলবায়ু।

বাতাশ্ব (বাত বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী—অশ্ব ঘোটক)সং, পুং, কুলীনাশ্ব, উত্তম ঘোটক।

বাতি (বা বহা, গমন করা+অতি—প্রং) সং, পুং, বায়ু। সূর্য্য। চন্দ্র।

বাতিক (বাত বায়ু+ইক(ষ্ণিক)—কোপনার্থে) বিং, ত্রিং, বাতোৎপন্ন, বায়ুজনিত (ব্যাধি)। সং, পুং, রোগবিশেষ।

বাতিগ, বাতিঙ্গণ (বাতি বায়ু—গ [গণ্ গণনা করা+অ—ক] যে গণনা করে। বাতি বায়ু—গণ্ গণনা করা+অ—প্রং ; যে বাতরোগ উপশম করে) সং, পুং, বার্ত্তাকু, বেগুণ।

বাতিল (আরবী) বিং, মিথ্যা, নিষ্ফল, রদ।

বাতুল, বাতূল (বাত বায়ু+উ [ঊ]ল—প্রং) বিং, ত্রিং, বাতরোগী। বায়ুগ্রস্ত, উন্মত্ত, পাগল। সং, পুং, বাত্যা, বাতসমূহ।

বাতুলি (বাত বায়ু+উলি—প্রং, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, বাদুড়।

বাতোনা ; সং, স্ত্রীং, গোজিহ্বাক্ষুপ। বিং, ত্রিং, বায়ুহীনা।

বাত্যা (বাত+য—সমূহার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বাতসমূহ, বলবান্ বায়ু।

বাৎসল্য (বৎসল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, পুং, রসবিশেষ। কারুণ্য, স্নেহ।

বাৎসীপুত্র (বাৎসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত, বালিকা তাহার পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, নাপিত।

বাৎস্য (বৎস+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বৎসমুনির পুত্র।

বাৎস্যায়ন (বাৎস্য মুনিবিশেষ+আয়ন (ষ্ণায়ন)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বাৎস্যমুনির পুত্র।

বাদ (বদ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর যে বিচার, যথার্থ বিচার। বিতর্ক। বাক্য। উক্তি, কথন। প্রবাদ। (+ঘঞ্—র্ম্ম) বাদ্য।

বাদক (বাদি বাজান বা বদ্ বলা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বাদ্যকর। বক্তা।

বাদন (বদ্-ণি—বাদি বাজান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বাজান। (+অনট্—র্ম্ম) বাদ্য।

বাদভূমি (Forum) যেখানে বাদানুবাদ হয়।

বাদর (বদর+ষ্ণ—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, কার্পাসনির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)।

বাদরঙ্গ ; সং, পুং, অশ্বত্থ বৃক্ষ।

বাদরায়ণ, বাদরায়ণি (বাদর তীর্থস্থান —অয়ন গমন, ৬ষ্ঠী—হিং। বাদরায়ণ+ই (ষ্ণি)—স্বার্থে, বদরিকাশ্রমে নিত্যবাস প্রযুক্ত এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন) সং, পুং, বেদব্যাস, ব্যাসদেব।

বাদল (বাত বায়ু—দল্ ছিন্নভিন্ন করা+অ—প্রং। ত—লোপ) সং, ক্লীং, যষ্টিমধু। (বার্দ্দল শব্দজ) সং, দুর্দ্দিন, বর্ষা। —লা, বর্ষা। জরী, তার।

বাদবাদী (বাদবাদিন্, বাদ যথার্থ বিচার—বাদিন্ যে বলে) সং, পুং, আর্হত, জৈন।

বাদসা (পারস্য) রাজা।

বাদা (যবন ভাষা) সং, জলময় স্থান, জলা।

বাদানুবাদ (বাদ বিতর্ক—অনুবাদ পশ্চাৎ তর্ক)সং, পুং, বাক্য কলহ, ঝকড়া। তর্কবিতর্ক।

বাদাম, বনাম (বাতাম্র শব্দজ) সং, পুং, স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। ক্লীং, তৎফল। দেশজ) নৌকার পাইল।

বাদাল (বদাল+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, বোয়াল্‌মাছ।

বাদি (বদ্ [জ্ঞানীর ন্যায়] বলা+ই - প্রং) বিং, ত্রিং, বিদ্বান্, পণ্ডিত।

বাদিত (বাদি বাজান+ত(ক্ত) - র্ম্ম) বিং, ধ্বনিত, শব্দিত, বাজান।

বাদিত্র (বাদি বাজান+ইত্র—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বাদ্যযন্ত্র, বাজনা।

বাদির; সং, ক্লীং, বদরীসদৃশ সূক্ষ্মফল।

বাদিরাট্ (—রাজ্) সং, পুং, মঞ্জুঘোষ।

বাদী (বাদিন্, বদ্ বলা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বক্তা, বলে যে। (Plaintiff) অর্থপ্রকাশকারী, অর্থী, ফরিয়াদী। সঙ্গীতে—যে সুর অন্যান্য সুর অপেক্ষা কোন রাগে প্রধান অথবা স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাদী বলে। হিন্দিভাষায় বাদীকে জান বলে।

বাদ্য (বদ্ ণিচ্=বাদি বাজান+য—র্ম্ম। যাহাকে বাজায়) সং, ক্লীং, বাজ্না, বাজনার যন্ত্র।

বাদ্যভাণ্ড (বাদ্য বাজনার যন্ত্র—ভাণ্ড [পাত্র] সমূহ) সং, ক্লীং, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র।

বাধ—পুং, বাধন—ক্লীং (বর্গ্য ব দেখ)।

বান (বন্ শব্দ করা, উপতপ্তকরা+অ(ঘঞ্)—ক। অথবা বৈ শোষণ করা+ক্ত—ক) সং, ক্লীং, শুষ্কফল। বিং, ত্রিং, শুষ্ক। জীবিত। জঙ্গম। (বা গমন করা+অন (অনট্—ভা) সং, ক্লীং, গমন। ভিত্তির গর্ত্ত, গোজলা। (বন অরণ্য, জল+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) বনসমূহ। বন্যা, বৃহৎ প্রবাহ। মাদুরী। গোক্ষীরজ। তক্রক্ষীর। বিং, ত্রিং, বন্য।

বানপ্রস্থ (বন অরণ্য+অ(ষ্ণ)—প্রং, বান বনৈকদেশ—প্রস্থ [প্র+স্থা থাকা+অ(ড)—ক] যে প্রস্থান করে) সং, পুং, তৃতীয় আশ্রমী, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বনবাসী। তৃতীয় আশ্রম। পলাশবৃক্ষ।

বানর (বনর [বন—রম্ ক্রীড়া করা+অ—ক] যে বনে ক্রীড়া করে+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে। রায়মুকুট বলেন, বনের অপত্য বলিয়া বানর। অথবা বা তুল্য—নর মনুষ্য যে নরতুল্য। কিংবা বান [বন+ষ্ণ] বনভব ফল—র [রা গ্রহণকরা+অ(ড)—ক] যে গ্রহণ করে। যে বনভব ফল গ্রহণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রী—স্ত্রীং, জন্তুবিশেষ, শাখামৃগ, কপি, বাঁদর। শুকশিম্বী।

বানরপ্রিয়; সং, পুং, ক্ষীরিবৃক্ষ।

বানরেন্দ্র (বানর—ইন্দ্র প্রধান) সং, পুং, সুগ্রীব। হনুমান্। বিং ত্রিং, বানরশ্রেষ্ঠ।

বানল; সং, পুং, কৃষ্ণবাবুই।

বানস্পত্য (বনস্পতি পুষ্পবিনা ফলধারিবৃক্ষ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, যে সকল বৃক্ষে পুষ্প হইয়া ফল হয়; আম্রবৃক্ষ প্রভৃতি।

বানা (মেঢ্রার্থ বণ্ড শব্দজ) সং, শিশ্ন, মেঢ্র। স্ত্রীং, বার্ত্তিকাপক্ষ।

বানান (বর্ণ বিন্যাস শব্দজ কি?) সং, ব্যঞ্জন এবং স্বরবর্ণে সংযোগ করিয়া উচ্চারণ।

বানায়ু; সং,পুং,ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ।

বনায়ুজ (বানায়ু দেশবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, পুং, বানায়ুদেশীয় অশ্ব।

বানীর (বন জল+ঈর—প্রং, ষ্ণ) সং, পুং, বেতসলতা, বেতগাছ। বঞ্জুল।

বানীরিক (বানীর+কণ্—প্রং) পুং, মুঞ্জতৃণ, শর।

বানীরজ; সং, ক্লীং, কুষ্ঠ।

বান্ত (বম্ বমন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উদ্গীর্ণ, যাহা বমি করা হইয়াছে।

বান্তাদ (বান্ত বমিকরা বস্তু—অদ [অদ্ ভোজন করা+অ(অন্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া,—ষ) সং, পুং, যে বমিকরা বস্তু ভোজন করে। কুকুর।

বান্তি (বান্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বমন, উদ্গীরণ।

বান্তিদা; সং, স্ত্রীং, কটকীবৃক্ষ।

বান্তিহৃৎ; সং, পুং, লৌহকণ্টক বৃক্ষ, ময়নাগাছ।

বান্দা (পারস্য) দাস, ভৃত্য।

বন্দোবস্ত (পারস্য) স্থির করা, রাজার সহিত জমিদারগণের বাৎসরিক কর দানের স্থিরীকরণ।

বান্দী (পারস্ত) দাসী, চাকরাণী।

বান্যা (বন+য(ষ্ণ)—সমূহার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বনসমূহ।

বাপ (বপ্ ক্ষৌরী করা বা বপন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্ষৌর, কামান। বপন, বীজরোপণ। বয়ন (+ঘঞ্—ধি) ক্ষেত্র।

বাপক (বপ্-ণি=বাপি বপনকরান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বপনকারয়িতা।

বাপদণ্ড (বাপ বয়ন – দণ্ড যষ্টি) সং, বেমা, কাপড় বুনিবার তাঁত।

বাপন (বপ্-ণি=বাপি রোপণ করান+অন (অনট্)—ভা) সং, রোপণাদি করান।

বাপি, বাপী (বপ্ বপন করা+ইঞ্—ধি, যাহাতে পদ্মাদি বপন করা যায়) সং, স্ত্রীং, বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘী। শিং—১ "শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী। ত্রিভিঃ শতৈ র্দীর্ঘিকা। চতুর্ভির্দ্রোণঃ। পঞ্চভিস্তড়াগঃ। দ্রোণাদ্দশগুণা বাপী।

বাপিত (বাপ+ইত – প্রং, অথবা বপ্-ণি =বাপি বপন করান+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মুণ্ডিত। রোপিত। যাহা বোনা হইয়াছে। ক্লীং, ধান্যবিশেষ, বাওয়া ধান।

বাপীক ; সং, পুং, একজন সংস্কৃত কবি।

বাপীহ (বাপী জলাশয়—হা ত্যাগ করা+অ (ড)—ক। যে কেবল বৃষ্টির জল পান করে) সং, পুং, চাতকপক্ষী।

বাপু (বৎস শব্দজ কি ?) সং, বাছা, স্নেহ-প্রকাশক সম্বোধন।

বাপূদেবশাস্ত্রী ; কাশীকলেজের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ শাস্ত্রের অধ্যাপক ও নানা গ্রন্থ-কার [পরিশিষ্ট দেখ]

বাফ্তা (পারস্ত, বাফ্তন্=বুনা) বস্ত্র বিশেষ।

বাব (আরবী) পুস্তকের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। কর।

বাবই (বাবয় শব্দজ) সং, বৃক্ষবিশেষ, বাবুই তুলসী।

বাবৎ (আরবী) কারণ। বিষয়।

বাবা (বপি বা বপ্র শব্দজ। তুর্কীভাষায় বাবা শব্দের অর্থ পিতা। সম্ভবতঃ এই শব্দটী তুর্কীভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে) সং, পুং, পিতা, জনক, তাত।

বাবু (দেশজ) বিং, ধনী ব্যক্তিদিগের উপাধি। সুখভোগী।

বাম (বম্ বমন করা+অ(ঘঞ্)—ক, কিম্বা বা গমন করা+ম—ক) বিং, ত্রিং, প্রতি-কূল, বিমুখ। দক্ষিণেতর, বাঁ। বামদিকস্থ। বিপরীত। বক্র। সুন্দর, মনোহর। অধম, নীচ। শ্রেষ্ঠ। সং, পুং, শিব। কামদেব। বক্ষঃ। জীব। ক্লীং, ধন। (বাম সুন্দর+অ —প্রং) মা—স্ত্রীং, নারী, যোষিৎ। লক্ষ্মী। দুর্গা। মী—স্ত্রীং, ঘোটকী। শিং—১ অথোষ্ট্রবামীশতবাহিতার্থঃ।" যথা—"চলিলা সুন্দরী বড়বা নামেতে বামী, বাড়-বাগ্নিশিখা।" (মেঘ)। গর্দ্দভী। শৃগালী। করিণী। দুর্গাপক্ষে। শিং—১ "বামং বিরুদ্ধরূপস্ত বিপরীতস্ত গীয়তে। বামেন সুখদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ।"

বামণ্ (ব্রাহ্মণ শব্দজ) সং, দ্বিজ, বিপ্র।

বামদেব (বাম বিরুদ্ধরূপ, বিপরীত—দেব দেবতা, য়ং—স) সং, পুং, শিব, মহাদেব। মুনিবিশেষ।

বামদেব্য (বামদেব+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষ।

বামন (বম্ ণি=বামি বিপরীত বলা+অন —ক। যে অন্যান্য প্রাণীর প্রমাণ হইতে বিপরীত উক্ত) বিং, ত্রিং, খর্ব্ব, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র। অল্প। নীচ। (বাম বিপত্তি—ন ছেদক) সং, পুং, বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। শিং—১

শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং পূর্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিং।
সুন্দরং পুণ্ডরীকাক্ষং অতিখর্ব্বতরং হরিং॥

বটবেশধরং দেবং সর্ব্ববেদান্তগোচরং।
মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নৈরাঙ্কিতমীশ্বরং॥



বামন (অবতার)।

তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
স্তুত্বা মহর্ষিভিঃ সার্দ্ধং নমশ্চক্রুর্মহৌজসঃ॥'
৬" ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ
জয় জগদীশ হরে॥" (জয়দেব)।
দক্ষিণদিকের হস্তী। পণ্ডিতবিশেষ। শিং—১"বামৌ বিপত্তৌ নশ্ছেদে সাক্ষাদ্ দেবেষু বর্ত্ততে। বরাণাং বিপদাং ছেত্তা বামনস্তেন কীর্ত্তিতঃ।

বামনজয়াদিত্য; সং, পুং, কাশিকা বৃত্তির টীকাকার।

বামদেব; সং, পুং, শিব। ২। গৌতম-গোত্রীয় ঋষিবিশেষ। ৩। একজন ব্যবহার শাস্ত্রবিৎ। ৪। একজন কবি। ৫। জ্যোতির্ব্বিৎবিশেষ। ৬। একজন হটযোগী।

বামলূর (বাম বিপরীত—লূ ছেদনকরা+রক্—ক) সং, পুং, বল্মীক, উইয়ের ঢিপি

বামলোচনা, **বামাক্ষী** (বাম সুন্দর—লোচন চক্ষু, অক্ষ অক্ষি শব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সুন্দরী স্ত্রী, চারুনেত্রা।

বামাক্ষি; সং, ক্লীং, বামচক্ষুঃ। দীর্ঘ ঈকার।

বামাচার (বাম বাঁ—আচার আচরণ, ইহাতে বাম হস্ত দ্বারা মদ্যমাংসাদি সেবন বিধেয় বলিয়া অথবা বাম বেদবিরুদ্ধ—আচার) সং, পুং, তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্যমাংসাদি সেবনরূপ আচারবিশেষ।

বামাবর্ত্ত (বাম—আবর্ত্ত) বিং, ত্রিং, বাম-দিকে আবর্ত্তযুক্ত।

বামিকা; সং, স্ত্রীং, চণ্ডিকা।

বামিল (বম্ [অন্নের দোষ] বমন করা+ইল—প্রং) বিং, ত্রিং, দাম্ভিক, অহঙ্কারী। বামা। প্রতিকূল।

বামেতর (বাম—ইতর অন্য, পৃথক্, ৫মী—ষ) বিং, ত্রিং, দক্ষিণ। যথা—"প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।"

বামোরু (বাম সুন্দর—উরু, ৬ষ্ঠী—হিং, উপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, সুন্দর উরুযুক্তা স্ত্রী।

বায় (বে বস্ত্রাদি বুনা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, বপন। (বায়ু শব্দজ) বাতাস; যথা—
"কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে,
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।"

বায়ক (বয়্ গমন করা অথবা বে বুনা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বপনকারী। সং, পুং, সমূহ, রাশি।

বায়দণ্ড (বায় বপন—দণ্ড যষ্টি) সং, পুং, বাপদণ্ড, বেমা। তাঁত।

বায়ন (বায়ি সেবন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পূজন। পিষ্টকবিশেষ। (বাদন শব্দজ কি ?) যে বাজায়।

বায়না (পারস্য বা আরবী) কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অগ্রিমমূল্য। মূল্যের কিয়দংশ দেওয়া।

বায়বী (বায়ু+অ(ষ্ণ), ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, উত্তরপশ্চিমদিক, বায়ুকোণ।

বায়ব্য, **বায়বীয়** (বায়ু+য(ষ্ণ্য), ঈয় (ণীয়)—সম্বন্ধার্থে, তদ্দেবতার্থে) বিং, ত্রিং, বায়ুসম্বন্ধীয়। শিং—১ "বায়ব্যস্থং নৈঋতস্থং ন গৃহ্নীয়াৎ কদাচন।" বায়ু-দৈবত। বায়ুকোণ। ক্লীং, গোরজঃস্নান। বিং, ত্রিং, বায়ুসম্বন্ধীয়।

বায়ব্য বায়ু (Mon-soon) যে বাণিজ্য বায়ু ছয়মাস নৈঋতকোণ ও ছয়মাস ঈশান-কোণ হইতে ভারতসমুদ্রে বহমান হয়।

বায়েলট (Violet) ঈষৎ লালের আভা-যুক্ত গাঢ় নীল।

বায়স—পুং
বায়সী—স্ত্রীং } (বয়্ গমন করা+অসচ্—ক, সংজ্ঞার্থে+ষ্ণ, কিম্বা বয়স্+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, কাক। অগুরু বৃক্ষ। শ্রীবাস। সী—স্ত্রীং, কাকমাচী। মহাজ্যোতিষ্মতী। কাকতুণ্ডা।

বায়সারাতি
বায়সারি } (বায়স কাক—অরাতি,অরি =শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পেচক, পেঁচা।

বায়ু (বা বায়ুচলা=উ(উণ)—ক, যে বহে) সং, পুং, বাতাস। প্রাণ। [পুং, ধূলি।

বায়ুকেতু (বায়ু=কেতু ধ্বজা, চিহ্ন) সং,

বায়ুকোণ; সং, পুং, উত্তরপশ্চিমকোণ।

বায়ুকোষ (Air-bladder) শরীরান্তর্গত যে চর্ম্মময় কোষে বায়ু থাকে; যেমন মাছের পটকা।

বায়ুগণ্ড (বায়ু—গন্ড বদনৈকদেশ হওয়া +অ—প্রং) সং, পুং, অজীর্ণরোগ।

বায়ুগুল্ম (বায়ু—গুল্ম গুচ্ছ) সং, পুং, জলের পাক, ঘূর্ণাজল।

বায়ুঘরট্ট (Air-mill) বায়ু দ্বারা যে ঘরট্টের কার্য্য সম্পাদিত হয়।

বায়ুদারু (বায়ু—দৃ [বিদীর্ণ হওয়া] বিস্তৃত হওয়া+উ—প্রং) সং, পুং, মেঘ, জলধর।

বায়ুনির্য্যাণযন্ত্র (Air-pump) যে যন্ত্র দ্বারা কোন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ বায়ু বাহির করা যায়।

বায়ুপরিণাম (Volatile) যে দ্রব্য অনায়াসে বায়ুরূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, যেমন কর্পূর।

বায়ুপুত্র (বায়ু—পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভীম। হনুমান্ শিং—২ "হনূমানঞ্জনাসূনুর্ব্বায়ুপুত্রো মহাবলঃ।"

বায়ুফল (বায়ু—ফল) সং, ক্লীং, শক্রধনু, রামধনুক। করকা, শিল।

বায়ুভক্ষ
বায়ুভক্ষ্য } (বায়ু—ভক্ষ্ ভক্ষণ করা+অ (অন্)—ক, বায়ু—ভক্ষ্য ভক্ষণীয়, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং,ত্রিং, বায়ুভক্ষণকারী। সং, পুং, সর্প।

বায়ুমানযন্ত্র (Barometer) যে যন্ত্রে বায়ুর পরিমাণ নিরূপিত হয়।

বায়ুরোষা (বায়ু—রুষ্ ক্রুদ্ধ হওয়া+অ—আ, প্রং) সং, স্ত্রীং, রাত্রি, রজনী।

বায়ুবর্ত্ম (বায়ুবর্ত্মন্, বায়ু—বর্ত্মন্ পথ) সং, ক্লীং, আকাশ।

বায়ুবাহ (বায়ু—বাহ বাহন) সং, পুং, ধূম। বাষ্প।

বায়ুবাহিনী (বায়ু—বাহি বহন করান+ইন—ঈ, প্রং) সং, স্ত্রীং, বায়ুসঞ্চারিণী শিরা।

বায়ুবিজ্ঞান; সং, ক্লীং, বায়ুতত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রবিশেষ।

বায়ুষ; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, কালবাউস পোনা।

বায়ুসখ
বায়ুসখি } (বায়ু—সখি বন্ধু+ষ, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

বায়ুসম্ভব (বায়ু—সম্ভব জাত) সং, পুং, বায়ুপুত্র—হনুমান্, ভীম।

বায়্বাস্পদ (বায়ু—আস্পদ স্থান) সং, ক্লীং, আকাশ, নভস্তল।

বার্ (বৃ-ণি=বারি আবরণ করা+০ (কিপ্)—ক। যে নিম্নোন্নত আবরণ করে। সং, ক্লীং, জল।

বার (বৃ আবরণ করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, বাসর, রবি সোম প্রভৃতি। অবসর। সমূহ। জল। পর্য্যায়, পালা। দ্বার। শিব। ক্ষণ, মুহূর্ত্ত। বিং, ত্রিং, নিবারণীয়। (+ঘঞ্—ভা) নিবারণ। ক্লীং, মদিরাপাত্র। (পারস্য) রাজসভা; যথা—
"বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।"

বারক (বৃ-ণি=বারি+অক(ণক)—ক) ত্রিং, নিবারক, নিষেধক। প্রতিবন্ধক। সং, পুং, অশ্ববিশেষ। অশ্বের গতিবিশেষ। ক্লীং, ক্লেশের স্থান। হ্রীবের।

বারকী (বারকিন্, বারক প্রতিবন্ধক ইত্যাদি +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সমুদ্র। উত্তম ঘোটক। তাম্বুলবিক্রয়ী, বারুই। শত্রু।

বারকীর (বার প্রতিবন্ধক—কৃ ক্ষেপণ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, শ্যালক, পত্নীর ভ্রাতা। বাড়বানল। উকুণ। ক্ষুদ্র-চিরুণী। যুদ্ধঘোটক। ভারবাহক, মুটিয়া।

বারঙ্ক (বার জল—অনক্ গমন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, পক্ষী, বিহঙ্গ।

বারঙ্গ (বৃ আবরণ করা+অঙ্গ—প্রং। স্বরের বৃদ্ধি) সং, পুং, খড়্গাদির মুষ্টি, খড়্গ প্রভৃতির বাঁট।

বারট (বার জল—অট্ গমন করা+অন —প্রং) সং, ক্লীং, ক্ষেত্র। ক্ষেত্রসমূহ। টা —স্ত্রীং, রাজহংসী।

বারণ (বৃ-ণি=বারি নিবারণ করা+অ—ক) সং, পুং, হস্তী। (+অনট্—ণ) পুং ক্লীং, বর্ম্ম। অঙ্কুশ। (+অনট্—ভাবে) ক্লীং, নিষেধ।

বারণীয় (বারণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারণযোগ্য।

বারণবল্লভা | **বারণবুষা—সা** (বারণ হস্তী—বল্লভা প্রিয়া।—বুষ্, বুস্ ত্যাগ করা+অ—আ, প্রং,) সং, স্ত্রীং, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।

বারণাবত (বারণ+বতু—অস্ত্যর্থে+ষ্ণ) সং, ক্লীং, মহাভারতোক্ত নগর বিশেষ।

বারনারী, বারমুখ্যা | **বারবধূ, বারবনিতা** | **বারবাণী, বারবিলাসিনী** | **বারযোষা, বারযোষিৎ** | **বারসুন্দরী, বারস্ত্রী** (বার অনেক—নারী। যে অনেকের নারী, ৬ষ্ঠী—ষ। অথবা বার [নিগমে উক্ত] বেশ্যা নারী, ষং—স। বার বেশ্যা—মুখ্যা প্রধানা। বারবধূ, বারস্ত্রী ইত্যাদি—বারনারীবৎ) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা, গণিকা।

বারংবারম্ (বারম্ [বৃ আবরণ করা+চণম্] সময়, দ্বিত্ব) অং, ক্লীং, পুনঃ পুনঃ, মুহুর্মুহুঃ। বারবার।

বারয়িতা (বারয়িতৃ, বৃ-ণি=বারি নিবারণ করা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, নিবারক, বারণকারী। পুং, পতি।

বারলা (বার্ জল—অল্ ভূষিত করা+অ —প্রং, অথবা বার ঝাঁক—লা পাওয়া+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, রাজহংসী। বোলতা।

বারবাণ (বার যে বারণ করে—বাণ। যে বাণ বারণ করে) সং, পুং—ক্লীং, সাঁজোয়া।

বারবাণি (বার সমূহ—বাণি বাক্য) সং, পুং, বংশীবাদক। উত্তমগায়ক। সম্বৎসর। বিচারক, জজ্। স্ত্রীং, বেশ্যা।

বারবেলা (বার নিবারণ—বেলা সময়) সং, স্ত্রীং, সর্ব্বকর্ম্ম-বারণকাল, যে সময় কোন কর্ম্ম করা বিহিত নয়।

বারাংনিধি (বারম্ জলের—নিধি আধার) সং, পুং, বারিধি, সমুদ্র।

বারাঙ্গনা (বার জনসমূহ—অঙ্গনা স্ত্রী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা।

বারাণসী (বার যে বারণ করে—অনস্ জন্ম। যে পুনর্জন্ম বারণ করে কিম্বা বর শ্রেষ্ঠ—অনস্ জল+অ(ষ্ণ), ঈপ্। যে গঙ্গার উপর আছে। অথবা বরণা—অস্+ষ্ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কাশী, শিবপুরী।

বারাণসেয় (বারাণসী+এয়(ঢ়েয়)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বারাণসীজাত।

বারাণ্ডা (বার পিণ্ডার্থ বারুণ্ডী শব্দজ। অথবা পারস্য বারান্দা শব্দজ) সং, উপরিস্থ গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠ।

বারান্তর (বার সময়—অন্তর অন্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, অন্য সময়, আর বার।

বারাসন (বার জল—আসন থাকিবার স্থান) সং, ক্লীং, জলপাত্র।

বারাহ (বরাহ শূকর বা বিষ্ণু ইত্যাদি+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং ত্রিং, বরাহসম্বন্ধীয়, শূকর-সম্বন্ধীয়। সং, পুং মহাপিণ্ডীতক বৃক্ষ।

বারাহকর্ণী, বারাহপত্রী ; সং, স্ত্রীং, অশ্বগন্ধা।

বারাহী (বরাহ শূকর কিম্বা বিষ্ণু+অ(ষ্ণ), ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বরাহরূপিণী মাতৃকাবিশেষ। শিং—১"বজ্রবারাহমতুলং রূপং বা বিভ্রতো হরেঃ। শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্॥" যোগিনীবিশেষ। তীর্থ-বিশেষ। পরিমাণবিশেষ। পৃথিবী। শূকরী।

বারি (বৃ-ণ্ডি=বারি আবরণ করা+ইঞ্+ক) সং, ক্লীং, জল। গন্ধগুল্ম। বাল। রি, রী—স্ত্রীং, জলপাত্র, কলসী; যথা—"ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া। যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া।" সরস্বতী। (+ইঞ্—ণ) হস্তিবন্ধনরজ্জু। (+ইঞ্—ধি) হস্তিবন্ধন স্থান; যথা—"বাহিরিল বেগে বারী হতে বারণযূথ।" বন্দি, কয়েদী। হস্তী ধরিবার ফাঁদ।

বারিকর্পূর (বারি জল—কর্পূর, যাহার বর্ণের সহিত ইহা তুলনা করা যায়) সং, পুং, ইলিশমাছ।

বারিঘরট্ট (Water-mill) বারি দ্বারা যে ঘরট্টের কার্য্য সম্পাদিত হয়।

বারিচর (বারি—চর যে চরে, ৫মী—ষ) সং, পুং, মৎস্য। বিং, ত্রিং, জলচর।

বারিচামর (বারি জল—চামর চমরী-পুচ্ছ) সং, ক্লীং, শৈবাল, শেওলা।

বারিজ (বারি—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) স, পুং, শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি জলজাত বস্তু। ক্লীং, পদ্মপুষ্প, জলজ। লবঙ্গ। বিং, ত্রিং, যাহা বারিতে জন্মায়।

বারিত (বারি নিবারণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারিত, নিষিদ্ধ।

বারিতস্কর (বারি জল—তস্কর চোর) সং, পুং, মেঘ। শিং—১ "সংজ্ঞাং ভার্য্যাং প্রীতিমতীং ভাস্করো বারিতস্করঃ।" সূর্য্য। মুস্তক।

বারিত্রা (বারি জল—ত্রৈ রক্ষা করা+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, আতপত্র, ছত্র।

বারিদ, বারিমুচ্, বারিবাহ, বারিবাহন (বারি জল=দ[দা দান করা—অ(ড)—ক] যে দান করে।—মুচ্ [মুচ্ মুক্ত করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে ত্যাগ করে—বাহ যে বহন করে, ২য়া—ষ।—বাহন যান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জলদ, মেঘ।

বারিধি, বারিনিধি, বারিরাশি, বার্দ্ধি (বারি—ধি [ধা ধারণ করা+ই (কি)—ধি] যে ধারণ করে। যে বারি ধারণ করে।—নিধি আধার, ৬ষ্ঠী—ষ, অথবা বারি—ধা ধারণ করা, নি—ধা ধারণ করা+ই-ধি।—রাশিসমূহ, ৬ষ্ঠী—ষ কিম্বা ৭মী—হিং। বার্ জল—ধি যে ধারণ করে, ২য়া-ষ, অথবা বার্-ধা ধারণ করা+ই(কি)—ধি) সং, পুং, জলধি সমুদ্র।

বারিনাথ (বারি জল—নাথ প্রভু) সং, পুং, বরুণ। সমুদ্র। মেঘ।

বারিপর্ণী, বারিপৃশ্নী (বারি—পর্ণ পাতা, বারি—পৃশ্নী পাণা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, কুম্ভিকা, জলের পাণা।

বারিপালিকা ; সং, স্ত্রীং, খমূলিকা।

বারিপ্রবাহ ; বারি জল—প্রবাহ ক্রমাগত চলন) সং, পুং, নির্ঝর, ঝরণা। জলপ্রবাহ।

বারিপ্রসাদন ; সং, ক্লীং, কতক ফল। ২। নির্ম্মাল্য। ইহারা জল নির্ম্মল করে।

বারিমসি (বারি জল—মসি, মসির বারি বলিয়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, জলদ, মেঘ।

বারিমূলী (বারি জল—মূল গোড়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কুম্ভিকা, পাণা।

বারিরথ (বারি জল—রথ শকটাদি) সং, পুং, ভেলা, মাড়।

বারিরুহ (বারি—রুহ যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, পদ্ম, জলরুহ। বিং, ত্রিং, জল-জাত।

বারিলোমা (বারিলোমন্, বারি জল লোমন্ লোম) সং, পুং, বরুণ, জলাধিপতি।

বারিবাস (বারি জল—বাস বাসস্থান) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ী।

বারিবাহ, বারিবাহন ; সং, পুং, মেঘ। মুস্তা।

বারিশ (বারি জল—শী শয়ন করা+অ(ড) —ক) সং, পুং, জলশায়ী, বিষ্ণু।

বারিসম্ভব ; সং, ক্লীং, লবঙ্গ। সৌবীরাঞ্জন। উশীর। পুং, যাবনালশর।

বারীট (বারি হস্তিবন্ধনস্থান—অট্ গমন করা+অ—প্রং, নিপাতন) সং, পুং, হস্তী, গজ।

বারীন্দ্র, বারীশ (বারি জল—ইন্দ্র প্রধান, ঈশ প্রভু) সং, পুং, সমুদ্র।

বারু (বৃ আবরণ করা+উ—প্রং) সং, পুং, বিজয়কুঞ্জর, বিজয়ী হস্ত।

বারুই (বারকী শব্দজ) সং, পুং, তাম্বূল-বিক্রয়ী।

বারুণ (বরুণ+ষ্ণ—প্রং) বি, ত্রিং, বরুণ-সম্বন্ধীয়। শিং—১ "পশ্চিমে পুষ্পদন্তঞ্চ বারুণঞ্চ প্রশস্ততে।" সং, ক্লীং, জল। জল-দ্বারা স্নান।

বারুণকর্ম্ম (বারুণকর্ম্মন্, বারুণ—কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, জলাশয় পুষ্করিণী খন-নাদি।

বারুণি (বরুণ+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, অগস্ত্যমুনি।

বারুণী (বরুণ+অ(ষ্ণ) – জাতার্থে, ইদমর্থে) সং, স্ত্রীং, মদ্যবিশেষ। পশ্চিম দিক্। শত-ভিষা নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র যুক্তা চৈত্রকৃষ্ণ-ত্রয়োদশী। শিং—১ "বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা। (বারুণং = শতভিষা।") দূর্ব্বা। বরুণের স্ত্রী।

বারুণীবল্লভ (বারুণী শতভিষা নক্ষত্র—বল্লভ প্রিয়) সং, পুং, বরুণ।

বারুণ্ড (বৃ আবরণ করা+উণ্ড—প্রং) সং, পুং, সর্পরাজ, অনন্ত। পুং—ক্লীং, নৌকার জলসেচনপাত্র। নেত্রমল, চক্ষুর পিচুটি। কর্ণমল, কাণের খইল। ণ্ডা—স্ত্রীং, দ্বার-পিণ্ডী।

বারুদ (দেশজ) সং, সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত চূর্ণ বিশেষ।

বারেন্দ্র (বরেন্দ্র+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, বরেন্দ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ।

বারেন্দ্রী (বরেন্দ্র এ রাজার নাম+অ(ষ্ণ), ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী দেশবিশেষ, রাজশাহীদেশের একদেশ, বরেন্দ্র ভূমি। [১২।

বারো (দেশজ) বিং, দ্বাদশ, সংখ্যাবিশেষ,

বার্ক্ষ (বৃক্ষ গাছ+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, বন, অরণ্য। বিং, ত্রিং, বৃক্ষসম্বন্ধীয়।

বার্চ্চ (বার জল—চর গমন করা+অ(অন্) —ক) সং, পুং, বারিচর, হংস প্রভৃতি।

বার্ণিক (বর্ণ অক্ষর+ইক—শিল্পী অর্থে) সং, পুং, লিপিকর, লেখক।

বার্ত্ত (বৃত্তি জীবন ইত্যাদি+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, আরোগ্য। স্বাস্থ্য। কুশল, মঙ্গল। পাটব, পটুতা। বিং, ত্রিং, নিরাময়, নীরোগ, সুস্থ। মনোহর। পটু। বৃত্তিশালী।

বার্ত্তক ; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ, বটের পাখী।

বার্ত্তা (বৃত্ত লোকবৃত্ত অর্থাৎ লোকচরিত্র+অ(ষ্ণ)—অস্ত্যর্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বৃত্তান্ত সংবাদ। জনশ্রুতি। (বৃত্তি প্রাণধারণ +অ – অস্ত্যর্থে) বৃত্তি। কৃষি গোরক্ষ-ণাদি। দুর্গা। শিং—১ "পশ্বাদিপালনা দ্দেবী কৃষিকর্ম্মাস্তকারণাৎ। বর্ত্তনাদ্ধারণা-দ্বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে।"

বার্ত্তাকু—স্ত্রীং
বার্ত্তাক—পুং
বার্ত্তাকী—স্ত্রীং
(বৃং বর্ত্তান+আকু, আক—ক) ফলবি-শেষ, বেগুণ।

বার্ত্তাবহ, বার্ত্তায়ন (বার্ত্তা—বহ যে বহন করে, ২য়া – ষ, বার্ত্তা+অয়ন—প্রং) সং, পুং, দূত, চর, সন্দেশহারক। বার্ত্তাশাস্ত্র। বিং, ত্রিং, বৃত্তান্তবাহক। (Political economy) আয় ব্যয়বিষয়ক বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

বার্ত্তিক (বার্ত্তা সংবাদ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, চর, দূত। (বৃত্তি+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বৈশ্যজাতি। বার্ত্তকপক্ষী। ক্লীং, গ্রন্থের টীকাবিশেষ। শিং—১ "উক্তানুক্ত-দুরুক্তার্থচিন্তাকারি তু বার্ত্তিকং।"

বার্ত্রঘ্ন (বৃত্রঘ্ন+অ(ষ্ণ)—প্রং). সং, পুং, অর্জ্জুন। জয়ন্ত। বিং, ত্রিং, বৃত্রঘ্নসম্বন্ধীয়।

বার্দ্দর (বার্ জল—দৃ বিদারণ করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ। রেশম। জল। কাকচিঞ্চা। কৃষ্ণলাবীজ। ভারতী।

বার্দ্দল (বার্ জল—দ [দা দানকরা+অ (ড)—ক] যে দান করে, বার্দ্দ মেঘ—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, দুর্দ্দিন, বাদল। পুং, মস্যাধার, দোয়াত।

বার্দ্ধক (বৃদ্ধ+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, বৃদ্ধাবস্থা। বৃদ্ধসমূহ। বৃদ্ধের কর্ম্ম।

বার্দ্ধক্য (বার্দ্ধক+ষ্ণ্য—প্রং) সং, ক্লীং, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধত্ব।

বার্দ্ধি (বার্ জল—ধা ধারণ করা+ই(কি) —ধি) সং, পুং, সমুদ্র।

বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষিক (বৃদ্ধি+ই(ষ্ণ)—তেন জীবতার্থে। নিপাতন। বার্দ্ধুষি+কণ্। যে বৃদ্ধি দ্বারা বাঁচে) সং, পুং, বৃদ্ধি-জীবী, সুদখোর।

বার্দ্ধুষ্য (বার্দ্ধুষি+য (ষ্ণ্য)—প্রং,নিপাতন) সং, ক্লীং, সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া। ধান্যাদি বাড়ী দেওয়া।

বার্দ্ধ্র—ক্লীং } (বৃধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+র, ষ্ণ
বার্দ্ধ্রী—স্ত্রীং } —প্রং) সং, চামড়ার দড়ি।

বার্দ্ধ্রীণস (বার্দ্ধ্রী চর্ম্মরজ্জু—নাসিকা। নাসিকা স্থানে নস্) সং, পুং, গণ্ডার। নাসিকাপ্রোতরজ্জু পশু। লম্বকর্ণবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণযুক্ত বৃদ্ধ ছাগ। শিং—১ "ত্রিপ্রবং ত্বিন্দ্রিয়ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধমজাপতিং। বার্দ্ধ্রীণসন্ত তং প্রাহুঃ যাজ্ঞিকাঃ পিতৃকর্ম্মণি।" ২য় "বার্দ্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী।" পক্ষিবিশেষ। শিং—১ "রক্তপাদো রক্তশিরা রক্তচঞ্চুর্বিহঙ্গমঃ। কৃষ্ণো বর্ণেন চ তথা পক্ষী বার্দ্ধ্রীণসো মতঃ।

বার্ভট (বার জল—ভট্ পোষণ করা+অ —প্রং) সং, পুং, কুম্ভীর।

বার্ম্মন (বর্ম্মন্+ষ্ণ—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, বর্ম্মসমূহ, কবচসমূহ।

বার্ম্মুক্ (বার্ম্মুচ্, বার জল—মুচ্ ত্যাগ করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, জলমুচ্, মেঘ।

বার্য্য (বারি নিবারণ করা+য(ষ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বারণীয়, বারণযোগ্য। (বারি জল+য—ইদমর্থে) বারিসম্বন্ধীয়।

বার্য্যমাণ (বারি নিবারণ করা+আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা নিবারণ করা যাইতেছে।

বার্য্যুদ্ভব (বারি জল—উদ্ভব জাত) সং, ক্লীং, জলজ, পদ্ম।

বার্রাশি (বার্ জল—রাশি) সং, পুং বারিরাশি, সমুদ্র।

বার্ব্বট (বার্ জল—বট্ বেষ্টন করা+অ —প্রং) সং, পুং, বহিত্র, নৌকা প্রভৃতি জলযান।

বার্ব্বণা; সং, স্ত্রীং, নীলমক্ষিকা।

বার্ব্বাহ (বার্—বহন করা+অ (ষণ্)—ক) সং, পুং, মেঘ।

বার্ষক; সং, ক্লীং, সুহ্মাদ্রকৃত পৃথিবীর ভাগ-বিশেষ। শিং—১ "দশধা বিভজন্ ক্ষেত্র-মকরোৎ পৃথিবীমিমাং। ইক্ষ্বাকুর্জ্যেষ্ঠ-দায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্। কোষ্টস্নে বার্ষকং ক্ষেত্রং রণবৃষ্টির্বভূব হ।"

বার্ষভানবী (বৃষভানু+অ(ষ্ণ)-অপ-ত্যার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বৃষভানুর কন্যা, রাধিকা।

বার্ষিক (বর্ষ বৎসর+ইক্ (ষ্ণিক)—ভবার্থে দেয়ার্থে, নিবৃত্তার্থে) বিং, ত্রিং, সং, বাৎসরিক, বৎসর সম্বন্ধীয়। প্রতিবর্ষে দেয় (বর্ষা+ষ্ণিক) বর্ষাকালীন। কী—স্ত্রীং, ত্রায়মাণা। বর্ষকর্ত্তব্যপূজাদি।

বার্ষিলা (বার্ষ [বর্ষা+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে] বর্ষা-সম্বন্ধীয়+ইল—যোগ) সং, স্ত্রীং, করকা, শিল।

বার্ষুক (বৃষ্ বর্ষণকরা+উক(ঞুক)—প্রং) বিং, ত্রিং, বর্ষুক, বর্ষণশীল।

বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি+এয় (ঢেয়)—অপত্যার্থে) বিং, বৃষ্ণিবংশসম্ভূত।

বার্হদ্রথ, বার্হদ্রথি (বৃহদ্রথ ইহার পিতা+অ(ষ্ণ), ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বৃহদ্রথের পুত্র, জরাসন্ধ।

বার্হস্পত্য (বৃহস্পতি+য(ষ্ণ্য)—উক্তার্থে) সং, ক্লীং, বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র। নীতিশাস্ত্র। বৌদ্ধশাস্ত্র। পুং, চার্ব্বাক। বিং, ত্রিং, বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়।

বালক (বল্ বেষ্টন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, বলয়, বালা। অঙ্গুরীয়ক।

বালব (বাল [বল্ সঞ্চালন করা+অ(ঘঞ্) ভাবে]+ব—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, একাদশ করণের অন্তর্গত করণবিশেষ।

বালবায়জ (বালবায় দেশবিশেষ—জ[জন্ জন্মান+অ(ড)—ক)—ক] উৎপন্ন) সং, পুং, বালবায়দেশোৎপন্ন মণি, বৈদূর্য্যমণি।

বালাই (দেশজ) সং, বিপত্তি, আপদ্।

বালাম (দেশজ) সং, তণ্ডুলবিশেষ।

বালিশ (পারস্য) উপাধান।

বাল্ক, বাল্কল (বল্ক, বল্কল+অ(ষ্ণ,—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বল্কলনির্ম্মিত, বৃক্ষত্বক্ দ্বারা নির্ম্মিত। সং, পুং, দৈত্যবিশেষ।

বাল্কলী (বল্কল+অ,ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য।

বাল্তী (দেশজ) সং, দুঃখিনী, অনাথা।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি (বাল্মিক, বাল্মীক উইয়ের ঢিবি+অ(ষ্ণ), ই(ষ্ণি)—প্রং) সং, পুং, রামায়ণ-গ্রন্থকার মুনি, আদ্য কবি।

বাবদূক (বদ্ [যঙ্ লুগন্ত]=বাবদ্ অতিশয় বলা+উক(ঞুক—)—ক,শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বাচাল, যে অধিক কথা কয়। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় যুক্তি-যুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন। শিং—অমৃতস্রাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি। চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকাঃ বহুশ্রুতাঃ।

বাবয় (বাবয়্ যঙ্ লুগন্ত, অতিশয় গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, বাবুই তুলসী।

বাবুট; সং, পুং, বহিত্র, নৌকা প্রভৃতি।

বাবত্ত (বাবৎ সেবা করা, বরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সেবিত। কর্ম্মকরণার্থে নিযুক্ত, বরণ করা।

বাবত্যমান (বাবত+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, বরণকারী, অভিলাষী।

বাশি (বাশ্ শব্দ করা+ই—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অগ্নি, অনল।

বাশিত, বাশন (বাশ্ শব্দ করা+ত(ক্ত),অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পশু পক্ষ্যাদির শব্দ। আহ্বান।

বাশিতা—স (বাশ শব্দ করা+ত(ক্ত)—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, করিণী, হস্তিনী। স্ত্রী নারী।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ মুনিবিশেষ+অ(ষ্ণ)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, বশিষ্ঠসম্বন্ধীয়) সং, ক্লীং, বশিষ্ঠপ্রণীত যোগশাস্ত্র। ষ্ঠী—স্ত্রীং, গোমতী নদী।

বাশুরা (বাশ্ শব্দ করা+উর—সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি।

বাশ্র (বাশ্ শব্দ করা+র(রক্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, মন্দির, গৃহ। চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। পুং, দিবস, দিন।

বাষ্কল (বস্ক+অল্—ক, ষ্ণ) সং, পুং, যোদ্ধা বীর। অসুরবিশেষ। বিং, ত্রিং, বৃহৎ।

বাষ্প, বাস্প (বা গমন করা [সুক্]+প—[illegible] নিপাতন) সং, পুং, উষ্মা, সূক্ষ্ম জলবিন্দু। ধূম। লোহ। নেত্রজল, অশ্রু কণ্ঠবারি। আনন্দ, ঈর্ষ্যা, আর্ত্তি এই ত্রিবিধ কারণজনিত অশ্রুপূর্ব্বজনিত উষ্মা। ষ্পী—স্ত্রীং, ঔষধ।

বাস (বস্ বাস করা—অ(ঘঞ্)—ধি) সং

পুং, গৃহ বাসস্থান।+ঘঞ্—ভা) স্থিতি। (বস্ আচ্ছাদন করা+অ(ঘঞ্)—ণ) বস্ত্র। (বাস বসিত করা+অ(অন্)—ক) সুগন্ধ।

বাসক (বাস বাসিত করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, বাসকগাছ। বিং, ত্রিং, সুগন্ধকারক। [স্ত্রীং) যজ্ঞশালা।

বাসকর্ণী (বাস গৃহ—কর্ণ কাণ+ঈপ্—

বাসকসজ্জা } (বাসক, বাস—বস্ত্র—
বাসসজ্জা } ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বেশ-ভূষাযুক্তা হইয়া নায়কাকাঙ্ক্ষিণী। স্ত্রীং, যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

বাসকা; সং, স্ত্রীং, বাসকবৃক্ষ।

বাসগৃহ (বাস—গৃহ ঘর, ৬ষ্ঠী—ষ কিম্বা ৪র্থী—ষ) সং, ক্লীং, শয়নাগার, শয্যাগার। মধ্যগৃহ। অন্তঃপুর গৃহ।

বাসত; সং, পুং, গর্দ্দভ, গাধা।

বাসতেয় (বসতি বাসস্থান বা রাত্রি+এয় (ঢেয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, বাসযোগ্য। য়ী—স্ত্রীং, রাত্রি, রজনী।

বাসন—ক্লীং, } (বাসি বাসিতকরা+
বাসনা—স্ত্রীং } অনট্—ভাবে) সুগন্ধীকরণ,ধূপন। (বস-ণি=বাসি পরিধান করা+অনট্—ধি) বাসস্থান। জলপাত্র। জালা। পাত্র। বাক্স। মোড়ক। না—স্ত্রীং, (বস+অন—ভা, আপ্) মনোবৃত্তি সংস্কারবিশেষ, স্মৃতিজনক সংস্কার। জ্ঞান; প্রত্যাশা। কল্পনা। যুক্তি। দুর্গা। শিং—১ "বসত্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বেষু ভূতেষ্বান্তর্হিতায় চ। ধাতুর্ব্বসনিবাসেতি বাসনা তেন সা স্মৃতা।" গণিতে—গ্রহস্পষ্টীকরণোপযোগী সংস্কারবিশেষ।

বাসন্ত (বসন্ত+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বসন্ত ঋতুসম্বন্ধীয়। সং, পুং, উষ্ট্র। কোকিল। মলয়বায়ু। মুদ্গ। কৃষ্ণমুদ্গ। মদনবৃক্ষ।

বাসন্তিক (বসন্ত+ষ্ণিক—প্রং। বসন্ত কালই এই উৎসবের সময়) সং, পুং, বিদূষক, ভাঁড়। মস্করা। নট, নর্ত্তক।

বাসন্তী (বাসন্ত+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নবমল্লিকা, মাধবীলতা। মদনোৎসব। বনদেবতাবিশেষ। দুর্গা। ১৪ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

বাসন্তীপূজা; সং, স্ত্রীং, চৈত্রমাসীয় দুর্গাপূজা।

বাসযোগ (বাস সুগন্ধ—যোগ) সং, পুং, গন্ধদ্রব্যচূর্ণ (আবির)।

বাসর (বস্-ণি=বাসি বাস করান+অরন্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, দিবস। বিবাহরাত্রির শয়নগৃহ। পুং, নাগবিশেষ।

বাসব (বসু ধন+অ(ষ্ণ)—প্রং। যিনি ধনবিশিষ্ট। অথবা বস্ বাস করা+অব—সংজ্ঞার্থে। যিনি স্বর্গে বাস করেন) সং, পুং, ইন্দ্র। বী—স্ত্রীং, ব্যাসের মাতা, সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা। ক্লীং, ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

বাসবদত্তা; সং, স্ত্রীং, কথাগ্রন্থবিশেষ।

বাসঃ (বাসস্, বস্-ণি—বাসি আচ্ছাদনকরা+অস্—ণ) সং, ক্লীং, বস্ত্র।

বাসসন্নিধান—বাসস্থাননির্ম্মাণ।

বাসা (বস্ ধাতুজ) বসতিস্থান; পক্ষ্যাদির আবাসস্থান, নীড়, কুলায়। স্ত্রীং, বাসকবৃক্ষ।

বাসি—পুং } (বস্ বাস করা+ই—প্রং)
বাসী—স্ত্রীং } সং, কুঠারবিশেষ, বাইস। পত্রবিশেষ। (দেশজ) পর্য্যুষিত। ধৌত।

বাসিত (বাসি [নাম ধাতু] বাসিত করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বি,, ত্রিং, সুরভিত, সুগন্ধীকৃত। বিখ্যাত। ভাবিত। (বস্-ণি=বাসি আচ্ছাদন করান+ত—র্ম্ম) বসনপিহিত, বস্ত্রাচ্ছাদিত। পুরাতন, পুরাণ। আর্দ্রীকৃত। পর্য্যুষিত। অধ্যুষিত। বাস্ শব্দ করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, পক্ষীর শব্দ। তা—স্ত্রীং, (+ক্ত—ক, আপ্) করিণী। নারী।

বাসিন্দা (পারস্য, বাসিদন্ বাসকরা, থাকা) অধিবাসী।

বাসিষ্ঠ ; সং. ক্লীং, রুধির, রক্ত।

বাসী (বাসিন্, বস্ বাস করা+ইন্ (ণিন্) —ক) বিং, ত্রিং, বাসকারী।

বাসু (বস্ [নিরত] বাস করা+উ—ক) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। পরমাত্মা।

বাসুকি } (বসুক [বসু রত্ন—ক মস্তক। **বাসুকেয়** } যাহার] মাথায় বসু আছে] কশ্যপ+ই(ঞি), এয় (ঢেয়)— অপত্যার্থে (অথবা বসু ধন—কৈ প্রকাশ পাওয়া+অ(ড)—ক+ই(ঞি)—অপত্যা-র্থে) সং, পুং, সর্পরাজ।

[বা]সুকেয়স্বসা (বাসুকেয়স্বসৃ, বাসুকি সর্প-রাজ—স্বসৃ ভগিনী) সং, স্ত্রীং, মনসাদেবী।

[বা]সুদেব (বসুদেব+অ(ঞ)—অপত্যার্থে, অথবা বস্ বাস করা+উণ্—ধি=বাসু অর্থ সর্ব্বনিবাস—দেব, নিপাতন। মহা-ভারতে—তিনি সর্ব্বভূতের বাসস্থান ও দেবযোনিসম্ভব বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব) সং, পুং, বাসুদেবসূনু, কৃষ্ণ। শিং—১ "বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ।" ২। "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরি-পঠ্যতে।" ৩ "সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি। ভূতেষপি চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেব-স্ততঃ স্মৃতঃ।" ৪ "বসনাৎ সর্ব্বভূতানাং বাসুত্বাদ্ দেবযোনিতঃ। বাসুদেবস্ততো জ্ঞেয়ো যোগিভিস্তত্ত্ববাদিভিঃ।" ২। বাসু-দেবদীক্ষিত, বালমনোরমা নামক ব্যাকরণ রচয়িতা এবং পারস্কর গৃহ্যপদ্ধতি প্রণেতা। ৩। বাসুদেবজ্ঞান-অদ্বৈত প্রকাশ ও কৈবল্যরত্ন প্রণেতা। ৪। বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম। নবদ্বীপের একজন অতি প্রাচীন নৈয়ায়িক। ইনি খ্রীষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী ; সং, স্ত্রীং, শতাবরী। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণী।

বাসুপূজ্য ; সং, পুং, জিনবিশেষ।

বাসুভদ্র (বাসু পরমাত্মা—ভদ্র শ্রেষ্ঠ) সং, ক্লীং, কৃষ্ণ।

বাসুরা (বস্-ণিচ=বাসি বাসিত করান বা বাস করান+উ—প্রং) সং, স্ত্রীং, হস্তিনী। রাত্রি। স্ত্রী। পৃথিবী।

বাসূ (বস্-ণিচ=বাসি বাস করান+উ—র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে) সং, স্ত্রীং, নাট্যোক্তিতে—বালিকা।

বাসৌকঃ (বাসৌকস্, বাস—ওকস্ গৃহ) সং, ক্লীং, বাসগৃহ, শয়নাগার।

বাস্তব } (বস্তু+অ (ষ্ণ)—ইদমর্থে, **বাস্তবিক** } বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য্য জগৎ এই সকল বস্তুই। (বস্তু+ইক(ষ্ণিক)—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, প্রকৃত, যথার্থ, পরমার্থভূত বস্তু।

বাস্তবোষা (বাস্তব সঙ্কেতস্থান—উষা কামুকা স্ত্রী। যে সময়ে নায়িকা সঙ্কেত স্থানে নায়ক আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে) সং, স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি।

বাস্তব্য (বস্-ণিচ=বাসি বাস করান+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বাস্তুযোগ্য, বাস-যোগ্য। যাহাকে বাস করান যায়, বাস-কারী বাসকর্ত্তা। প্রতিবাসী। সং, পুং, বসতি।

বাস্তু (বস্ বাস করা+তুণ্=ধি) সং, পুং, —ক্লীং, বসতবাটী। গৃহ, ভবন। স্ত্রীং, বেতুয়াশাক।

বাস্তুবিদ্যা ; সং, স্ত্রীং, বাস্তুর শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্রবিশেষ।

বাস্তুক, বাস্তূক (বাস্তু+কণ্—ভবার্থে। যে বাস্তুভূমিতে হয়। অথবা বস্ বাস করা +তুক—প্রং। যাহাতে দোষহর রস বা স্বাদু রস বাস করে) সং, ক্লীং, বেতুয়াশাক।

বাস্তুদেব ; সং, পুং, গৃহদেবতা।

বাস্তোষ্পতি } (বাস্তোস্ বসতবাটীর—
বাস্তোস্পতি } পতি স্বামী) সং, পুং, সুরপতি, ইন্দ্র।

বাস্ত্র (বস্ত্র কাপড়+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বস্ত্রাবৃত। বস্ত্রসম্বন্ধীয়। সং, পুং, বস্ত্রাবৃত রথ।

বাহ (বহ্ বহন করা, বায়ু চলা+অ(ঘঞ্)ণ,ক) সং, পুং, অশ্ব। বৃষ। মহিষ। বায়ু। পরিমাণবিশেষ। শিং—১ "বাহো ভারচতুষ্টয়ম্।" বিং, ত্রিং, বাহক।

বাহক (বহ্-ণিচ্—বাহি বহন করান কিম্বা বহ্ বহন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, সারথি। বিং, ত্রিং, বহনকর্ত্তা।

বাহদ্বিষৎ (বাহ অশ্ব—দ্বিষৎ শত্রু, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, মহিষ।

বাহন (বহ্-ণিচ্=বাহি পাওয়ান+অন (অনট্)—ণ। যাহাদ্বারা দ্রব্যাদি দেশান্তর পাওয়ায়) সং, ক্লীং, যান, যদ্দ্বারা বহন হয়, হস্ত্যাশ্বনৌকা শিবিকা প্রভৃতি। শিং—১ "প্রাপৎ আশ্রমং শ্রান্তবাহনঃ।" (বাহ্+অনট্—ভাবে) রস্থ।

বাহশ্রেষ্ঠ ; সং, পুং, অশ্ব।

বাহস (বহ্-ণিচ্=বাহি বহন করান+অস—প্রং) সং, পুং, অজগর, বৃহৎসর্প। বারিনির্গম। সুস্‌নিশাক। পরিমাণ।

বাহাদুর (পারস্য) বীর, সাহসী। অধুনা রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগকে ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গবর্ণমেন্ট হইতে এই উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

বাহার (যবন ভাষা) সং, সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব। বসন্তকাল। রাগবিশেষ।

বাহাবাহবি (বাহু—বাহু, সমাসে ই(চ্)—প্রং) সং, বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি।

বাহিক (বাহ্ বহনীয়+ইক—প্রং) সং, পুং, ঢক্কা। গোবাহ্য শকটাদি। বিং, ত্রিং, ভারবাহক।

বাহিত (বহ্-ণিচ্=বাহি বাহন+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, চালিত। প্রাপিত। প্রবাহিত। প্রতারিত, বঞ্চিত। শিং—১ "বাহিতা বয়মনেন দুষ্টসিংহেন।" (বাহ+ক্ত—র্ম্ম) সমত্নীকৃত।

বাহিত্থ (বাহিন্—স্থা থাকা+অ(ড)—ক, স=থ) সং, ক্লীং, গজকুম্ভের অধোভাগ।

বাহিনী (বাহ্ [পরোক্ত সমুদায়ে দশাধিকাষ্টশত বাহ] +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, সেনাবিশেষ, ৮১ হস্তী, ৮১ শকট, ২৪৩ অশ্ব, এবং ৪০৫ পদাতি—এতাবৎ সংখ্যক সৈন্য। (অক্ষৌহিণী দেখ)। বহ্ বহা+ইন্(ণিন্)—ক, ঈপ্) নদী।

বাহিনীপতি (বাহিনী সেনা, বা নদী—পতি প্রভু) সং, পুং, সেনাপতি। সরিৎপতি, সমুদ্র। বহির্দ্দেশ।

বাহির (বহিস্ শব্দজ কি?) সং, বহির্ভাগ,

বাহী (বাহিন্, বহ্ বহন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বহনকারী।

বাহীক (বাহ বহন+ঈক(ঈকণ্)—ক) সং, পুং, শকট। জাতিবিশেষ। দেশবিশেষ, পঞ্জাব। বিং, ত্রিং, বাহক, ভারী। (বহিস্+ঈক (ষ্ণিক)—প্রং) বহিঃস্থিত।

বাহু বহ বহন করা+উ(উণ্)—ক) সং, পুং, ভুজ, কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব। (Side) অঙ্কশাস্ত্রে—ত্রিকোণাদির পার্শ্বরেখা।

বাহ্য (বহ্ বহন্ করা+য ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বহনীয়। (+ঘ্যণ্—) সং, ক্লীং, যান, বাহন। (বহিস্ বাহিরে+য ষ্ণ্য)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বহিঃস্থিত। শিং—১ "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

বাহ্যমান (বহ্-ণিচ্=বহান+আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্যমাণ, যাহা বাহিত হইতেছে।

বাহ্যসন্ধিত—যে সকল জীবের অবয়বের সন্ধি বাহিরে থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয় (বাহ্য বাহির—ইন্দ্রিয়) সং, ক্লীং, বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি।

বাহ্লিক, বাহ্লীক (বলহ্ দীপ্তি পাওয়া +ইকন্, ঈকন্—ধি, ঋ) সং, পুং, দেশ-বিশেষ, তাতার দেশের অন্তঃপাতী বল্‌থ। তদ্দেশজ অশ্ব। গন্ধর্ব্ববিশেষ। ক্লী°, কুঙ্কুম। হিঙ্গু, হিং।

বি (বে বিস্তার করা+ই—ক, সংজ্ঞার্থে। পক্ষী। পুং, চক্ষু,। আকাশ। স্বর্গ।

বি (বা গমন করা+ই(ডি)—ভা) অং, উপং, নিশ্চয়। বিপরীত। বিরুদ্ধ। বিষম। বিরক্তি। নিন্দা। অসম্মতি। অসহন। বিশেষ। প্রভেদ। কারণ, হেতু। অভাব। গতি। পরিভব। আলম্বন, অবলম্বন। নিগ্রহ। জ্ঞান। অব্যাপ্তি। ঈষৎ। শুদ্ধি। নিষেধ। বিরোধ। দান। পাদপূরণ। নিয়োগ। বৈপরীত্য। (+ই—ক) পুং—স্ত্রীং, পক্ষী। পুং, আকাশ চক্ষুঃ।

বিউনি (বেণী শব্দজ) বাতাস করা।

বিংশ (বিংশতি+অ(ডট্)—পুরণার্থে) বিং, ত্রিং, বিংশতির পূরণ।

বিংশক (বিংশতি+অ(ডক)—অবয়বার্থে) বিং, ত্রিং, বিংশতি সংখ্যা, কুড়ি, ২০।

বিংশতি (দ্বি—দশন্) সং, স্ত্রীং, একবং, কুড়ি, বিশসংখ্যা। শিং—১ "বিংশত্যাদ্যাঃ সদৈকত্বে সর্ব্বাঃ সংখ্যেয়সংখ্যয়োঃ। সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বেস্তস্তাসু চানবতেঃ স্ত্রিয়ঃ।" তৎসংখ্যাত।

বিংশতিতম (বিংশতি+তম(তমট্)—পুরণার্থে) বিং, ত্রিং, বিংশতির পূরণ।

বিংশোত্তরী; সং, স্ত্রীং, জ্যোতিষোক্ত দশাভেদ। এই দশায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহের ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশোত্তরী দশা।

বিক; সং, ক্লীং, সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ।

বিকঙ্কত (বি—কনক্ গমনকরা+অত—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বঁইচগাছ, গ্রন্থিল।

বিকচ (বি না+কচ [কচ্ বন্ধন করা+অ(অন্)—ভা] বন্ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিকসিত, প্রস্ফুটিত। (বি—কচ কেশ) কেশরহিত। সং, পুং, কেতু-গ্রহ। ধ্বজা, কেতু। ক্ষপণক। উলঙ্গ। রাক্ষস-বিশেষ। চা—স্ত্রীং, মহাশ্রাব-ণিকা।

বিকচ্ছ (বি) না—কচ্ছ কাছা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, কচ্ছরহিত, কাছাহীন।

বিকট (বি—কট্ [আচ্ছাদন করা] বড় হওয়া ইত্যাদি+অ(অন্)—ক। অথবা বি +কটচ্—প্রং) বিং, ত্রিং, বিশাল, বিপুল, বৃহৎ, বড়। ভয়ঙ্কর। ভয়ানক। দন্তী, দন্তুর। বিকৃত। সুন্দর। সং, পুং, বিস্ফোটক। সাকুরুণ্ডবৃক্ষ। টা—স্ত্রীং, বজ্রাবরাহী দেবী।

বিকত্থন—ক্লীং, } (বি বিপরীত কত্থ,
বিকত্থনা—স্ত্রীং, } প্রশংসা করা+অনট্, অন—ভাবে, আপ্) সং, ক্লীং, আত্মশ্লাঘা, মিথ্যা শ্লাঘা, বৃথা-স্তুতি। (অন—ক) বিং, ত্রিং, আত্মশ্লাঘী। শিং—১"বিকত্থ-নাশ্চ সন্তাজ্যাস্তথা সুঃ স্তুতিকারকাঃ।

বিকম্পিত (বি বিশেষরূপে—কম্প্ কাঁপা +ত(ক্ত)+ক) বিং, ত্রিং, বিশেষরূপে কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল।

বিকর (বি প্রভেদ—কর করণ) সং, পুং, রোগ পীড়া।

বিকরাল (বি করাল ভয়ানক) বিং, ত্রিং, ভয়ানক।

বিকর্ণ (বি না—বর্ণ কাণ) সং, পুং, দুর্যোধনের ভ্রাতা। বিং, ত্রিং, কর্ণরহিত।

বিকর্ণিক (বি অভাব, না—কর্ণ+নির্ব্বাসিত হইয়াছিল) সং, পুং, পঞ্জাবের অন্তর্গত সারস্বত দেশ।

বিকর্ত্তন (বি—কৃৎ ছেদন করা+অন অনট্)—র্ম্ম। পৌরাণিকেরা বলেন, সূর্য্য-পত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারাতে বিশ্বকর্ম্মা কুন্দদ্বারা তাঁহার তেজ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করেন) সং, পুং, সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, ছেদনকারী, বিনাশক।

বিকর্ম্মকৃৎ, বিকর্ম্মস্থ (বিকর্ম্মন্ নিষিদ্ধ কর্ম্ম—কৃ যে করে এবং স্থ [স্থা থাকা +অ(ড)—ক) যে থাকে) বিং, ত্রিং, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী।

বিকর্ষ (বি প্রভিন্ন—কৃষ্ আকর্ষণ করা+ অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, শর, বাণ।

বিকর্ষণ (বি—কৃষ্ আকর্ষণ করা+অন অনট্—ভা) সং, ক্লীং, আকর্ষণ, টানা।

বিকল (বি না—কলা চন্দ্রের ষোড়শাংশ ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—হিং) দিং, ত্রিং, অপ্রতিভ, বিহ্বল, অবশ। অসম্পূর্ণ, অসমগ্র। হ্রাসপ্রাপ্ত। কলাহীন। অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক। অসমর্থ। রহিত। হ্রাসপ্রাপ্ত। লা, লী—স্ত্রীং, ঋতুহীনা, নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী। ক্লীং, কলার ষোড়শাংশ।

বিকলাঙ্গ (বিকল অবশ—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, হীনাঙ্গ, খঞ্জ প্রভৃতি। অধিকাঙ্গ।

বিকলেন্দ্রিয় (বিকল অবশ—ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, যাহার ইন্দ্রিয় অবশ। যাহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের নূন্যতা আছে।

বিকল্প (বি প্রভিন্ন—কল্প বিধান ইত্যাদি) সং, পুং, ভ্রম, ভ্রান্তি। সংশয়, সন্দেহ। বিপরীত কল্প। বিবিধ কল্পনা! বিভিন্ন কল্পনাবিশেষ। ইচ্ছানুযায়ী কল্পনাবিশেষ। ভেদবুদ্ধি-বিশেষ। ব্যাকরণে—বিভাষা অর্থালঙ্কারবিশেষ।

বিকল্পিত (বিকল্প+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, অনিয়মিত। বিবিধরূপে কল্পিত। সন্দিগ্ধ। বিভাষিত।

বিকস (বি—কস্ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, চন্দ্র সা—স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা।

বিকশিত, বিকষিত, বিকসিত (বি—কশ্, কষ্, কস্ বিকসিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত।

বিকস্বর—স্ব,ষ বিকসিত দেখ, বর—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বিকাশশীল, প্রকাশশীল। বিসরণশীল) স্বরা—স্ত্রীং, রক্তপুনর্নবা।

বিকার (বি বিরুদ্ধ—কৃ করা+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি। অস্বাস্থ্য, রোগ। স্খলন।

বিকার্য্য (বি বিরুদ্ধ—কৃ করা+য(ঘ্যণ্) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিক্রিয়ার যোগ্য, বিকারযোগ্য।

বিকাল, বিকালক (বি [দৈব পৈত্রাদি কর্ম্মেতে] বিরুদ্ধ—কাল সময়) সং, পুং, দৈবপৈত্রাদি কর্ম্মের বিরুদ্ধকাল, বৈকাল, অপরাহ্ণ।

বিকালিকা (বিকাল+ইক—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, তাম্রী, তাঁবী, জলঘড়ী।

বিকাশ, বিকাস, বীকাশ, বীকাস, (বি—কাশ দীপ্তি পাওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রকাশ। উল্লাস। প্রসার। বিস্তার। আকাশ। বিষমগতি। গোপন। বিজন।

বিকাশন, বিকাসন (বিকাশ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং,ক্লীং, প্রকাশ। প্রস্ফুটন।

বিকাশী, বিকাসী (বিকাশিন, বিকাশ+ ইন্ অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিকাশশীল, বিকস্বর। প্রসরণশীল। হর্ষযুক্ত, প্রফুল্ল, হৃষ্ট।

বিকির (বি প্রভিন্ন—কৄ বিক্ষেপ করা+অ (ক)—ক) সং, পুং, পক্ষী। +ক—র্ম্ম) কুশ। পূজাকালীন বিঘ্ন নিবারণার্থে ক্ষেপণীয় তণ্ডুলাদি। শিং—১"লাজচন্দনসিদ্ধার্থ মস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ। বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনাঃ ..." (+ক—ভাবে) বিকিরণ। অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ডদান। শিং— ১ "অসংস্কৃত প্রমীতানাং যোগিনাং কুলযোষিতাং। উচ্ছিষ্টভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ।"

বিকিরণ (বি—কৄ বিক্ষেপকরা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিক্ষেপণ। হিংসন। জ্ঞান। বিং, ত্রিং, কিরণ রহিত।

বিকীর্ণ (বি—কৄ বিক্ষেপ করা+ত(ক্ত)—

র্ম) বিং, ত্রিং, বিক্ষিপ্ত। বিস্তৃত। বিস্তারিত, ছড়ান। শিং—১ "বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীং।" বিখ্যাত।

বিকীর্য্যমান (বি—কৃ বিক্ষেপ করা+আন(শান)—র্ম) বিং, ত্রিং, যাহা বিক্ষেপ করা হইয়াছে।

বিকুক্ষি; সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু-রাজার পুত্র।

বিকুণ্ঠ। সং, ক্লীং, বৈকুণ্ঠ দেখ।

বিকুণ্ঠিত (বি—কুন্ঠ্ খোঁড়ান, বিকল-হওয়া+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, কুণ্ঠীকৃত, আবড়া খাবড়া, ভোঁতা।

বিকুর্ব্বাণ (বি—কৃ করা=আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, হৃষ্ট, সন্তুষ্ট, সুখী। বিকৃতি-প্রাপ্ত।

বিকুস্র (বি—কুস্ বিকসিত হওয়া+র—প্রং। অ=উ) সং, পুং, চন্দ্র।

বিকূণিকা (বি—কূণ্ শব্দ করা+অক(ণক)—প্রং) আপ্) সং, স্ত্রীং, নাসিকা, নাক।

বিকূণিত (বি—কূণ্ সঙ্কুচিত হওয়া+ত(ক্ত)+ভা) সং, ক্লীং, সঙ্কোচ। মুদ্রা। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, সঙ্কুচিত। মুদ্রিত।

বিকৃত (বিকার দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, বিকারপ্রাপ্ত। অন্যথাকৃত। স্বভাবের অন্যথাভাব প্রাপ্ত, বিকারবিশিষ্ট। ঘৃণিত। রুগ্ন, পীড়িত। অসম্পূর্ণ। মায়াবী। বিকট। বিকল। বীভৎস। সং, ক্লীং, বিকার।

বিকৃতি (বিকার দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিকার প্রভৃতির অন্যথাভাব। রোগ, পীড়া।

বিকৃষ্ট (বি—কৃষ্ আকর্ষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, আকৃষ্ট। উদ্ধৃত।

বিকোষ বিকোষিত (বি না—কোষ খাপ, আবরণ) বিং, ত্রিং, কোষ হইতে নিষ্কাশিত, খাপ্ হইতে বাহির করা।

বিক্ক (বিক অনুকরণ শব্দ—ক[শব্দার্থ কৈ ধাতুজ] যে শব্দ করে) সং, পুং, করভ, হস্তিশাবক।

বিক্রম (বি—ক্রম [গমন করা] বলবান্ হওয়া ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, শৌর্য্য, বীরত্ব। পরাক্রম। সামর্থ্য, শক্তি। সাহস। চলন। আক্রমণ। পক্ষীর গতি। (+অল্—ক) চরণ। বিক্রমাদিত্য রাজা। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু। বৎসরবিশেষ।

বিক্রমপুর; সং, ক্লীং, সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা বিক্রমণীপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেই শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবিস্তৃত পরগণা। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোন স্থানে বিক্রমণীপুর অবস্থিত ছিল।

বিক্রমাদিত্য, বিক্রমার্ক (বিক্রম সামর্থ্য—আদিত্য, অর্ক=সূর্য্য, ৭মী—ব) সং, পুং, উজ্জয়িনীর রাজা, সংবৎনামে বর্ষ গণনার প্রবর্ত্তক।

বিক্রমী (—মিন, বিক্রম শক্তি, সাহস+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা বি—ক্রম গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, সিংহ) শূর, বীর। বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, পরাক্রমশালী, বিক্রান্ত। প্রভাবশালী।

বিক্রয় (বি—ক্রী দ্রব্য বদল করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক অর্পণ, বেচা।

বিক্রয়িক, **বিক্রয়ী** } (বিক্রয়+ইক(ষ্ণিক)। বি—ক্রী ক্রয় করা+ইন (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিক্রয়কারী, বিক্রেতা।

বিক্রান্ত (বিক্রম দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিক্রমশালী, শূর, বীর। সং, পুং, সিংহ। ক্লীং, বৈক্রান্তমণি। (+ক্ত—ভা) বিক্রম।

বিক্রান্তি (বিক্রম দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিক্রম। প্রভা। অশ্বের গতিবিশেষ।

বিক্রিয়া (বিকার দেখ, য, আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, বিকার, বিকৃতি।

বিক্রীড়িত (বি নানাবিধ—ক্রীড়্ খেলা

করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, বিবিধ ক্রীড়া, নানাপ্রকার খেলা।

বিক্রীত (বিক্রয় দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে, যাহা বেচা হইয়াছে।

বিক্রুষ্ট (বি—ক্রুশ্ [রোদন করা] কঠিন হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। আক্রোশবিশিষ্ট, আক্রোশকারী। (+ক্ত—র্ম্ম) আহূত।

বিক্রেতা (বিক্রেতৃ, বিক্রয় দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিক্রয়কারক, যে বেচে।

বিক্রেয় (বিক্রয় দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিক্রয়যোগ্য, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে। পণ্য।

বিক্লব (বি—ক্লব্ ভীত হওয়া+অ(অন)—ক) বিং, বিবশ। বিহ্বল। চঞ্চলচিত্ত। উদ্ভ্রান্ত। কাতর, ভীরু। ভীত। উপহত। অবধারণাসমর্থ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়াসমর্থ। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। (+অল্—ভাবে) সং, পুং, ব্যাকুলতা। জড়তা। ঔদাস্য। ভ্রান্তি।

বিক্লিত্তি (বিক্লিন্ন দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অন্নাদির পাক। দ্রবীভাব। আর্দ্রতা।

বিক্লিন্ন (বি—ক্লিদ্ আর্দ্র হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, জীর্ণ। আর্দ্র। দ্রবীভূত।

বিক্ষত (বি—ক্ষত আহত, বিদারিত) বিং, ত্রিং, আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। ক্ষয়প্রাপ্ত। খণ্ডিত।

বিক্ষাব (বি—ক্ষু [হাঁচা] শব্দকরা+অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, শব্দ ধ্বনি। কাশরোগ, কাশী।

বিক্ষিপ্ত (বি বিশেষরূপে, অধিকরূপে—ক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত) বিং, ত্রিং, বিস্তারিত। ত্যক্ত। যাহার প্রতি ক্ষেপণ করা যায়। প্রেরিত। ক্লীং, যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তের অবস্থাবিশেষ।

বিক্ষিপ্তগতি—বিক্ষিপ্ত দ্রব্যের গতি, কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে সেই বস্তুর যে গতি জন্মে।

বিক্ষেপ (বিক্ষিপ্ত দেখ, ক্ষেপ নিক্ষেপ) সং, পুং, ত্যাগ। নিক্ষেপ, ক্ষেপণ। প্রসারণ। সঞ্চালন। ভয়। প্রেরণ। (+অল্—র্ম্ম) রাজস্ব। সঙ্গীতে—কোন একটী সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে এক দুই বা ততোধিক সুর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলির ঘর্ষণযোগে অবিচ্ছেদে ঊর্দ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ।

বিক্ষেপশক্তি; সং, স্ত্রীং, মায়ার শক্তিবিশেষ, যে শক্তি দ্বারা বিশ্বপ্রকাশ হয়; লৌকিক দৃষ্টান্তে রজ্জু সর্প স্থলে আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুর স্বরূপ তিরোধান ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়।

বিক্ষোভ (বি—ক্ষুভ্ চঞ্চল হওয়া, কাতর হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং পুং, বিদারণ। ক্ষোভ, দুঃখ। সংঘটন। কম্প, চাঞ্চল্য। ভয়। চিত্তোদ্‌ভ্রান্তি। উদ্রেক। ঔদাস্য। ঔৎকণ্ঠ্য।

বিখ, বিখু, বিখ্য (বি না—খ, খু, খ্য—নস বা নাসিকা শব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিগতনাসিক, খাঁদা।

বিখনাঃ (বি—খণ্ডিত কর্ত্তিত) বিং, ত্রিং, বিদীর্ণ। কর্ত্তিত, ছেদিত।

বিনাস; সং, পুং, মুনিভেদ। ২। ঋষিদের সম্প্রদায় ভেদ।

বিখুর (বি—খুর্ ছেদনকরা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, রাক্ষস। চোর।

বিখ্যাত (বি বিশেষরূপে—খ্যা বলা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, খ্যাত্যাপন্ন, প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাতি (বিখ্যাত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, পুং, প্রসিদ্ধি, সুখ্যাতি, যশ।

বিখ্যাপন (বি—খ্যা-ণিচ=খ্যাপি বলান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্যাখ্যা। বিবরণ। বিজ্ঞাপন। প্রশংসা। কীর্ত্তি।

বিখ্র, বিখ (বিনা—খ্র, খ=নাসিকাশব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নাসিকাহীন, খাঁদা। ছিন্ননাসিক।

বিগণন—ক্লীং, } (বি—গণ্ সংখ্যা করা
বিগণনা—স্ত্রীং } +অন—ভা) সং, ঋণাদি পরিশোধ, ঋণমোচন। সংখ্যাকরণ, গণনা, অবজ্ঞা।

বিগণিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংখ্যাত। ঋণযুক্ত। মান্য।

বিগত (বি—গম্ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অতীত। নষ্ট। প্রস্থিত। নিষ্প্রভ সম্পাদিত। ভূত। মলিন। ক্লীং, পক্ষীর গতিবিশেষ।

বিগতার্ত্তবা (বিগত—আর্ত্তব স্ত্রীরজঃ, ৬ষ্ঠী হিং,) সং, স্ত্রীং, নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী।

বিগম (বি-গম্ গমন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, অপগম, নিবৃত্তি নাশ। প্রস্থিতি। নিষ্পত্তি। ক্ষান্তি।

বিগর্হণ—ক্লীং } (বি—গর্হ নিন্দা করা
বিগর্হণা—স্ত্রীং } +অন(অনট্), অন—ভা, আপ্) সং, নিন্দা, তিরস্কার, ভর্ৎসনা। অপবাদ, কলঙ্ক।

বিগর্হিত (বিগর্হণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিন্দিত, ভর্ৎসিত, দূষিত। নিষিদ্ধ। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, নিন্দা।

বিগলিত (বি—গল্ ক্ষরিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পতিত। স্খলিত। যথা—"বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।" ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িতেছে। ভ্রষ্ট। স্থানচলিত।

বিগাঢ় (বি—গাহ্ বিলোড়ন করা, অবগাহন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্নাত, মগ্ন। প্রৌঢ়, প্রবৃদ্ধ। কঠিন, ঘন।

বিগান (বি বিরুদ্ধ—গৈ গান করা+অন (অনট্) —ভা) সং, স্ত্রীং, নিন্দা, অপযশ।

বিগাহ (বিগাঢ় দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, অবগাহন, স্নান। বিলোড়ন।

বিগাহমান (বিগাঢ় দেখ, আন(শান)-ক) বিং, ত্রিং, বিলোড়নকারী। অবগাহনকারী।

বিগীত (বি বিরুদ্ধ—গীত) বিং, ত্রিং, নিন্দিত, গর্হিত, অপবাদিত।

বিগুণ (বি বিরুদ্ধ গুণ উৎকর্ষ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিকৃত। গুণরহিত। শিং—১ "বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ।"

বিগূঢ় (বি—গুহ্ গোপন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গুপ্ত। নিন্দিত, গর্হিত।

বিগোচ (বি বিগত+গোচ গুচ্ছ শব্দজ) বিং, ত্রিং, বিশৃঙ্খল।

বিগ্ন (বিজ্ ভীত বা কম্পিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভীত। উদ্বিগ্ন।

বিগ্র (বি না—গ্র নাসিকা শব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ছিন্ননাসিক, নাসিকাবিকল, খাঁদা।

বিগ্রহ (বি নানাবিধ [সুখাদি]—গ্রহ্ গ্রহণ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, শরীর, দেহ। মূর্ত্তি। দেবমূর্ত্তি। সমাসের বাক্য। বিস্তার। বিভাগ। বিশেষজ্ঞান। শিং—১ "অবিগ্রহা গতাদিস্থা যথা প্রামাদিককর্ম্মভিঃ।" পুং—ক্লীং, যুদ্ধ। বিবাদ, কলহ। প্রহার। বৈর। বিপ্রিয়। শিং—১ "বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঙ্মুখীঃ নানুনেতুমবলাঃ সস্তরে।"

বিগ্রহাবর (বিগ্রহ শরীর—অবর পশ্চাদ্ভাগ) সং, ক্লীং, পৃষ্ঠ, পিঠ।

বিঘটন (বি—ঘট্ [চেষ্টা করা] বিভিন্ন হওয়া ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং বিশ্লেষ, অসংযোগ। ব্যাঘাত। বিরোধ। বিকাশ। [স্ত্রীং, পল, ২৪ সেকেণ্ড।

বিঘটিকা (বি বিভাগ - ঘটিকা ঘড়ী) সং,

বিঘটিত (বি—ঘট্-ণ্ণিচ=ঘটি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিকাসিত। বিশ্লেষিত, বিচ্ছিন্ন। ব্যাহত। বিশেষরূপে রচিত।

বিঘট্টন (বি—ঘট্ট [চঞ্চল হওয়া] অভিহত হওয়া+অন(অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, বিশ্লেষ, বিস্রংসন। অভিঘাত, আঘাত। সঞ্চালন। লাড়াচাড়া। দৃঢ়সংযোগ।

বিঘট্টিত (বিঘট্টন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মথিত। অভিহত। সঞ্চালিত, লাড়াচাড়া। বিশ্লেষিত।

বিঘত (বিতস্তি শব্দজ কি ?) সং, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ, অর্দ্ধহস্ত।

বিঘস (বি বিশেষরূপে—অদ্ ভোজন করা +অ(অল্)—ভাবে, অদ্ স্থানে ঘস্) সং, পুং, আহার, ভোজন। ভোজনাবশিষ্ট। ক্লীং, মোম।

বিঘসাশী (—শিন্) "যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃলোক অতিথি দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহার নাম বিঘসাশী।

বিঘা (দেশজ) সং, ভূমির পরিমাণবিশেষ। কুড়া, ২০ কাঠা।

বিঘাত (বি—হন্ নাশ করা ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিঘ্ন, বাধা। ব্যাঘাত। বারণ। আঘাত। বিনাশ।

বিঘাতক (বিঘাত দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাঘাতক। আঘাতকারী। বিনাশক।

বিঘাতী (বিঘাতিন্, বিঘাত+ইন্(ণিন)—ক) বিং, ত্রিং, বাধাদায়ক, ব্যাঘাতক। ঘাতক। বিনাশকারী। নিবারক। (বিঘাত +ইন্) নষ্ট। ব্যাহত। ধ্বস্ত।

বিঘোষণ (বি—ঘুষ্ ঘোষণা করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ঘোষণা করা, ইতস্ততঃ জানান।

বিঘ্ন (বি—হন্ বধ করা+অ(ক)—ণ। যাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির নাশ হয়) সং, পুং, প্রত্যূহ, প্রতিবন্ধ, বাধা, ব্যাঘাত।

বিঘ্ননায়ক, বিঘ্নবিনায়ক, বিঘ্ননাশন, বিঘ্নবিনাশন, বিঘ্নরাজ, বিঘ্নেশ, বিঘ্নহারী (বিঘ্ন—নায়ক [নী লওয়া+অক—ক] যে লয়, ২য়া—ষ। বিঘ্ন—নায়ক [বি—নী "অশুদ্ধ" শাসন করা+অক—ক] শাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ। বিঘ্ন—নাশক, নাশক=যে নাশ করে, ২য়া—ষ। বিঘ্ন—রাজ রাজন্ শব্দজ। যিনি বিঘ্নের রাজা অর্থাৎ শাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ। বিঘ্ন—ঈশ, যিনি বিঘ্ন সকলের ঈশ অর্থাৎ শাস্তা, ৬ষ্ঠী—ষ বিঘ্নহারিন্, বিঘ্ন—হারিন্ যে হরণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, গণেশ।

বিঘ্নিত (বিঘ্ন+ইত—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, প্রতিহত, ব্যাহত।

বিঙ্গ্রু ; সং, পুং, অশ্বের খুর।

বিচকিল (বি—চক প্রতীঘাত করা+ইল —(ণ) সং, পুং, মল্লিকাপুষ্পবিশেষ। মদন-বৃক্ষ।

বিচক্ষণ (বি—চক্ষ্ [জ্ঞান পূর্ব্বক] বলা +অন—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞানী। বিদ্বান্, পণ্ডিত। বক্তা। দক্ষ, নিপুণ। কুশল, পটু।

বিচক্ষুঃ (বিচক্ষুস্, বি না—চক্ষুস্ নেত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, চক্ষুহীন। বিমনাঃ, উদ্বিগ্ন।

বিচয়—পুং, বিচয়ন—ক্লীং (বি—চি একত্র করা + অ(অল্), অন(অনট্) ভা) সং, অন্বেষণ, অনুসন্ধান। চয়ন। একত্রী-করণ।

বিচর্চ্চিকা (বি—চর্চ্চ্ বলা+অক(ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, কচ্ছ্রোগ, পাঁচড়া প্রভৃতি।

বিচল, বিচলিত (বি—চল্ গমন করা+অ (অল্), ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্খলিত। চ্যুত। ভ্রষ্ট অস্থির, চঞ্চল। কম্পিত, চলিত।

বিচার (বি—চর [গমন করা] নির্ণয় করা +অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, তত্ত্বনির্ণয়, যাথার্থ্যনির্ণয়। নিষ্পত্তি, মীমাংসা, বিবেচনা।

বিচারক (বি—চর্-ণি=চারি—অক —ক) সং, পুং, মীমাংসাকারক, নিষ্পত্তি-কারক, বিচারকর্ত্তা, জজ মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি।

বিচারণ—ক্লীং, বিচারণা—স্ত্রীং (বি—চারি[গমন করান] বিবেচনা করা+অন্ (অনট্), অন—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিচার। বিবেচনা। ণা—স্ত্রীং, মীমাংসা শাস্ত্র।

বিচারস্থল; সং, ত্রিং, মীমাংসা স্থল। ২। ধর্ম্মাধিকরণ।

বিচারণীয় (বিচারণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং ত্রিং, বিচার্য্য, বিচারযোগ্য। শাস্ত্র।

বিচারিত (বি—চর্-ণ্চি—চারি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচিত, মীমাংসিত। নির্ণীত। কল্পিত।

বিচারী (বিচারিন্, বিচার দেখ, ইন্(ণিন)—ক) বিং, ত্রিং, বিচারকারক। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকর্ত্তা।

বিচার্য্য (বিচারণ দেখ, য (ঘ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিচার করিবার যোগ্য, বিবেচ্য।

বিচাল (বি—চল্ গমন করা + অ ঘঞ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভ্যন্তরস্থ, মধ্যবর্ত্তী।

বিচিকিৎসা (বি—কিৎ সংশয় করা + স ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, সন্দেহ, সংশয়।

বিচিত (বিচয় দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অন্বিষ্ট, যাহা অন্বেষণ করা যায়।

বিচিত্র (বি—চিত্র্ বিচিত্র করা, বিস্ময়াপন্ন করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, নানাবর্ণ। অর্থালঙ্কারবিশেষ। বিং, ত্রিং, নানাবর্ণ-বিশিষ্ট। রম্য। সুন্দর। আশ্চর্য্য। বিস্ময়কর। ত্রা—স্ত্রীং, মৃগের্ব্বারু।

বিচিত্রক, সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ।

বিচিত্রদেহ (বিচিত্র [নানাবর্ণে] চিত্রিত, সুন্দর—দেহ শরীর, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নানাবর্ণ বা সুন্দর দেহবিশিষ্ট। সং, পুং, মেঘ।

বিচিত্রবীর্য্য (বিচিত্র বিস্ময়কর—বীর্য্য শৌর্য্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং,শান্তনু রাজার পুত্র।

বিচিত্রবীর্য্যসূ (বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুরাজার পুত্র—সূ জননী,৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বিচিত্র-বীর্য্যের মাতা, সত্যবতী।

বিচিত্রাঙ্গ (বিচিত্র চিত্রিত, সুন্দর—অঙ্গ দেহ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ময়ূর। ব্যাঘ্র। বিং, ত্রিং, মনোহর দেহ।

বিচিত্রিত (বিচিত্র+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

বিচিন্ত্যমান (বি—চিন্তি ভাবনা করা+ আন(শান]—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা চিন্তিত হইতেছে।

বিচেতন (বি না—চেতনা জ্ঞান, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অচেতন, চৈতন্যশূন্য। অবিবেকী।

বিচেতাঃ (বিচেতস্, বি বিপরীত, বিরক্ত —চেতস্ মনঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিমনাঃ, উদ্বিগ্নচিত্ত। অসুখী। অজ্ঞ।

বিচেয় (বিচয় দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অন্বেষণীয়, অন্বেষণযোগ্য। অন্ন।

বিচেষ্টিত (বি—চেষ্টিত]ক্ত—ভাবে] অন্বেষিত) সং, ক্লীং, বিবর্ত্তন, অঙ্গপরি-বর্ত্তন, লুণ্ঠন বিশেষ চেষ্টা। ব্যাপার, ক্রিয়া, বিং, ত্রিং, চেষ্টারহিত। (+ক্ত—র্ম্ম) অন্বেষিত।

বিচ্ছন্দজ, বিচ্ছর্দ্দিক (বি—ছন্দ অভি-লাষ+কণ্—যোগ। বি—ছৃদ্ দীপ্তি পাওয়া+অক—প্রং) সং, পুং দেবালয়-বিশেষ, উপরি উপরি নির্ম্মিত দেব-গৃহ।

বিচ্ছর্দ্দ (বি—ছর্দ্দ্ বমন করা+অ অন্) —ভাবে) সং, পুং, সমূহ, রাশি।

বিচ্ছায় (বি পক্ষী, অভাব—ছায়া, ৬ষ্ঠী—ষ+ষ্যং—স) সং, ক্লীং, পক্ষিচ্ছায়া। ছায়া-ভাব। পুং, (বিশিষ্টকান্তিযুক্ত বলিয়া) মণি। বিং, ত্রিং, ছায়া-রহিত।

বিচ্ছিত্তি (বি—ছিদ্ ছেদন করা+তি(ক্তি) —ভা) সং, স্ত্রীং, বিচ্ছেদ। অঙ্গরাগ। বৈশিষ্ট্য, চমৎকার। বিনাশ। বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা। স্ত্রীলোকের হারবিশেষ। স্ত্রী-লোকের শোভাজনক অঙ্গভূষণরচনা। শিং—১ "আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।"

বিচ্ছিন্ন (বি—ছিদ্ ছেদন করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং বিভক্ত। বিযুক্ত, বিভিন্ন। ছিন্নভিন্ন। বিনষ্ট। সমাপ্ত।

বিচ্ছুরিত (বি—ছুর রঞ্জিত করা+ত(ক্ত)

—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনুলিপ্ত, ম্রক্ষিত। অনু-রঞ্জিত।

বিচ্ছেদ (বি—ছিদ্ ছেদন করা+অ ঘঞ্ —ভা) সং, পুং, বিরহ, বিয়োগ। বিভাগ। অভাব। বিভিন্নতা, পার্থক্য। সন্ততিরাহিত্য (+ঞ—র্ম্ম) খণ্ড।

বিচ্যুত (বি—চ্যু পতিত হওয়া+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, ভ্রষ্ট, পতিত, স্খলিত। বিশিষ্ট ক্ষরিত।

বিচ্যুতি (বিচ্যুত দেখ, ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, ভ্রংশ, পতন, স্খলন। বিশ্লেষ। ক্ষরণ।

বিছা (বৃশ্চিক শব্দজ) সং, অলি, কীট বিশেষ।

বিছানা (দেশজ) সং, শয্যা, আস্তরণ।

বিজন (বি না—জন, ৭মী—হিং) বিং, ত্রিং, নির্জ্জন, বিবিক্ত, রহঃ।

বিজনন (বি—জন্ জন্মান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, উৎপত্তি, জন্ম। উদ্ভব। প্রসব।

বিজন্মা (বিজন্মন্, বি বিরুদ্ধ—জন্মন্, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, অনুজাত, বিজাত, জারজ।

বিজপিল; সং,ক্লীং, কর্দ্দম, পঙ্ক। শিং—১ "পিচ্ছলং স্যাং বিজপিলং পঙ্কঃ শাদো নিষদ্বরঃ।"

বিজয় (বি—জি জয় করা+অ (অল্) —ভাবে) সং, পুং, জয়, জিৎ। (+অন্—ক। মহাভারতে—"আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না, এই কারণে লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে") অর্জ্জুন। যম। বিমান। কল্কিপুত্র। যা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "বিজিত্য পদ্মনামানং দৈত্যরাজং মহাবলম্ বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈব পরা জিতা।" দুর্গার সখীবিশেষ। তিথিবিশেষ, শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী। বিজয়া-দশমী। বিশ্বামিত্র মুনির বিদ্যাবিশেষ। যমের ভার্য্যা। হরীতকী। বচা। জয়ন্তী। শেফালিকা। মঞ্জিষ্ঠা। শমীবিশেষ। অগ্নিমন্থ। সিদ্ধি, ভাঙ্।

বিজয়কুঞ্জর (বিজয় জয়—কুঞ্জর হস্তী, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, রাজবাহ্য হস্তী।

বিজয়কেতু; সং, পুং, জয়পতাকা। ২। বিদ্যাধর রাজপুত্রবিশেষ।

বিজয়মর্দ্দল (বিজয় জয়—মর্দ্দল ঢক্কা) সং, পুং, জয়ঢাক।

বিজয়রক্ষিত; সং, পুং, মাধব নিদানের টীকাকার।

বিজয়াধূম; সং, পুং, গাঁজা।

বিজয়াবহ (বিজয় জয়—আবহ [আ—বহ্ "বহা" জন্মান+অ(অন)—ক] উৎপা-দক) বিং, ত্রিং, জয়সূচক।

বিজয়াসপ্তমী, সং, স্ত্রীং, শুক্ল পক্ষের সপ্তমীতে যদি রবিবার হয়।

বিজয়ী (বিজয়িন্, বিজয়+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, জয়যুক্ত, জয়প্রাপ্ত।

বিজর (বি না—জরা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, জরারহিত। [সৌদামিনী।

বিজলী (বিদ্যুৎশব্দজ কি ?) সং, তড়িৎ,

বিজল্প (বি—জল্প্ বলা+অ(অল্)—ভাবে) সং,পুং,বাক্যবিশেষ। শিং—১ "ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া। অঘদ্বিষিকটাক্ষোক্তি-র্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ।"

বিজাত (বি বিরুদ্ধ—জাত [অপর কর্ত্তৃক] উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, জারজ, বিরুদ্ধজন্মা, অনুজাত। তা—স্ত্রীং, যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে।

বিজাতীয় (বি ভিন্ন—জাতি+ঈয়(ঈয়)—প্রং) বিং ত্রিং, বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত।

বিজিগীষা (বি—জি জয় করা—সন—ইচ্ছার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং জয়েচ্ছা। ব্যবহার।

বিজিগীষু (বিজিগীষা দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, জয়েচ্ছু, যে ব্যক্তি জয় করিতে ইচ্ছা করে। শিং—১ "জেতুমেষণশীলশ্চ বিজি-গীষুরিতি স্মৃতঃ।"

বিজিগ্রহয়িষু (বি—গ্রহ্-ণিচ্=গ্রাহি গ্রহণ করান—ইচ্ছার্থে+উ—ক) বিং, যুদ্ধ করাইতে ইচ্ছুক।

বিজিঘৃক্ষু (বিজিঘৃক্ষ [বি—গ্রহ্ গ্রহণ করা—সন্—ইচ্ছার্থে, অ—প্রং] বিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করা+উ—ক) বিং, ত্রিং, বিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধ করিতে অভিলাষী।

বিজিত (বি—জি জয় করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাভূত, পরাজিত, যাহাকে জয় করা হইয়াছে।

বিজিন, বিজিল, বিজিবিল (বিজ্ কম্পিত হওয়া +ইন, ইল—প্রং) বিং, ত্রিং, রসযুক্ত ব্যঞ্জনাদি।

বিজিহীর্ষা (বি—হৃ [হরণ করা] বিহার করা ইত্যাদি+সন—ইচ্ছার্থে, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিহার করিবার ইচ্ছা।

বিজিহীষু (পূর্ব্বে দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, বিহার করিতে ইচ্ছুক।

বিজিহ্ম (বি—জিহ্ম বক্র) বিং, ত্রিং, বক্র, কুটিল, বাঁকা। শূন্য। অপ্রসন্ন।

বিজৃম্ভণ (বি—জৃম্ভ্ হাইতোলা+অন (অনট্—ভা) সং, ক্লীং, ইচ্ছা। বিকাশ। বিস্তার। হাঁইতোলা।

বিজৃম্ভমাণ (বিজৃম্ভণ দেখ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, বিকাশমান, প্রকাশশীল।

বিজৃম্ভিত (বিজৃম্ভণ দেখ, ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, বিজৃম্ভণ। বিলসিত। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, বিকসিত। (+ক্ত—র্ম্ম) বিস্তারিত। ব্যাপ্ত।

বিজেতা (বিজেতৃ, বি—জি জয় করা+তৃন্—ক) সং, পুং, জয়ী, জয়কর্ত্তা।

বিজেয় (বিজেতা দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জয় করিবার যোগ্য।

বিজ্জল; সং, ক্লীং, শর, বাণ। বিং, ত্রিং, সরসব্যঞ্জনাদি।

বিজ্ঞ (বি বিশেষরূপে—জ্ঞা জানা+অ(ড) —ক) বিং, ত্রিং, প্রবীণ। বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ। নিপুণ।

বিজ্ঞবুদ্ধি, সং, স্ত্রীং, জটামাংসী।

বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি (বি বিশেষরূপে—জ্ঞপ্, জ্ঞা-ণিচ্=জ্ঞাপি জানান+তি (ক্তি) —ভা) সং, স্ত্রীং, নিবেদন, বিশেষ জ্ঞাপন, বৃত্তান্ত কথন।

বিজ্ঞব্রুব (বিজ্ঞ—ব্রু বলা+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি বিজ্ঞ না হইয়াও বিজ্ঞ বলিয়া আপনার পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞাত (বি-জ্ঞা জানা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, খ্যাত, বিখ্যাত। বিদিত, অবগত।

বিজ্ঞান (Science) বি বিশেষ, সামান্য কিংবা বিবিধ, বিরূপ—জ্ঞান অবরোধ) সং, ক্লীং, পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র, যথা —জ্যোতির্ব্বিদ্যা। জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান। শিল্পাদি জ্ঞান, চিত্রাদি এবং ব্যাকরণাদি জ্ঞান, ঘটপটাদি জ্ঞান। মায়াবৃত্তিবিশেষ। বেদান্তোক্ত—অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ, বৌদ্ধমতে—আত্মরূপজ্ঞান। শিং—১ "চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণং হি যথার্থতঃ। বিজ্ঞানমিতরং বিদ্যাৎ যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে।"

বিজ্ঞানপাদ; সং, পুং, বেদব্যাস।

বিজ্ঞানময়কোষ; সং, পুং, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি।

বিজ্ঞানমাতৃক, সং, পুং, বুদ্ধ।

বিজ্ঞানিক (বিজ্ঞান+ইক—জ্ঞাতার্থে) বিং, ত্রিং, বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিপুণ। বিজ্ঞ, বিচক্ষণ।

বিজ্ঞাপন—ক্লীং, বিজ্ঞাপনা—স্ত্রীং (বি—জ্ঞপ্—ণিচ্=জ্ঞাপি জানান+অন (অনট্—ভা) সং, জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন।

বিজ্ঞাপনী (Report, বি—জ্ঞাপি+অনট্—ণ) সং, স্ত্রীং, বাচিক অথবা লিপিদ্বারা কোন বিষয় আবেদন করা, রিপোর্ট। দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী।

বিজ্ঞাপিত (বিজ্ঞাপন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম)

বিং, ত্রিং, নিবেদিত, যাহা জানান হইয়াছে।

বিজ্ঞেয় (বি—জ্ঞা জানা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য।

বিঝঝর ; বিং, ত্রিং, কর্কশ।

বিঞ্জোলী ;সং, স্ত্রীং, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি।

বিট (বিট্‌ গালি দেওয়া, শব্দ করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, ধূর্ত্ত। শিং—১ "বিট! বিটপমমুং দদস্ব তস্যৈ।" কামুক, লম্পট। কামতন্ত্রকলা কোবিদ। লবণবিশেষ। পর্ব্বতবিশেষ। খদিরবিশেষ। মূষিক। বিস্তার। নারঙ্গবৃক্ষ।

বিটঙ্ক (বি পক্ষী বা বিশেষরূপে—টঙ্ক্‌, বন্ধন করা+অ(অল্‌)—র্ম্ম) সং, পুং—ক্লীং, কপোতপালিকা, পায়রার খোপ। পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান।

বিটপ (বিট্‌ শব্দ করা+অপ (কপন্‌)—ক, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং—ক্লীং, শাখা, ডাল। পল্লব, ছোট ডাল, ফেকড়ি। বিস্তার। স্তম্ব-গুচ্ছ। (বিট্‌—পা পালন করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, বিটপালক। সং, পুং, ষিড়্গা, অতিশয় লম্পট। আদিত্যপত্র।

বিটপী (বিটপিন্‌, বিটপ শাখা+ইন্‌—অস্ত্যর্থে) সং,পুং,বৃক্ষ,তরু, শাখী। বটবৃক্ষ।

বিট্প্রিয় ; সং, পুং, মুদ্গর বৃক্ষ।

বিটমাক্ষিক ; সং, পুং, ধাতুবিশেষ।

বিটল (দেশজ) বিং, দুষ্ট, প্রতারক।

বিটি ; দং, পুং, পীতবর্ণ চন্দন।

বিটকাল, বিঠকেল, বিং, বীভৎস, ভীষণ, ভয়প্রদর্শক যথা ;—বিট্‌কাল বদন দেখি ধরে প্রাণ উড়ে। (ঘনরাম)

বিট্‌খদির (বিষ্‌ বিষ্ঠা—খদির খয়ের গাছ) সং, পুং, গুয়ে বাবলার গাছ।

বিট্‌চর (বিষ্‌ বিষ্ঠা—চর যে চরে) সং, পুং, গ্রাম্য শূকর।

বিট্‌পতি (বিশ্‌ কন্যা বৈশ্য—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, জামাতা, কন্যার পতি। প্রধান বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

বিট্‌সারিকা (বিষ্‌ বিষ্ঠা—সারিকা পক্ষিণীবিশেষ) সং, স্ত্রীং, গুয়েসালিক।

বিঠর ; সং, পুং, বাগ্মী।

বিড় (বিড়্‌ ভেদ করা+অ(ক)—ক) সং, ক্লীং, লবণবিশেষ, বিট্‌ লবণ।

বিড়ঙ্গ (বিড় ভেদ করা+অঙ্গ(অঙ্গচ্‌)—ক, সংজ্ঞার্থে (সং, পুং,—ক্লীং, ঔষধ-বিশেষ। বিং, ত্রিং, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ।

বিড়ম্বন—ক্লীং, } (বি—ডম্ব্‌ [প্রেরণকরা]
বিড়ম্বনা—স্ত্রীং, } ক্লেশ দেওয়া ইত্যাদি+অন(অনট্‌), অন—ভাবে, আপ্‌) সং, যন্ত্রণা, ক্লেশ। অনুকরণ, দূরীকরণ। বঞ্চনা, প্রতারণা।

বিড়ম্বিত (বিড়ম্ব দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দুঃখিত। ক্লেশিত। অনুকৃত, সদৃশী-কৃত। বঞ্চিত, প্রতারিত।

বিড়াল—পুং, } (বিড়্‌ [ইন্দুর সকল]ভেদ
বিড়ালী—স্ত্রীং, } করা+আল(কালন্‌)—ক, ঈপ্‌) সং, মার্জ্জার, বিড়াল। নেত্রপিণ্ড।

বিড়ালক (বিড়াল+ক(কণ্‌)—যোগ) সং, পুং, নেত্রৌষধবিশেষ।

বিড়ালপদ ; সং, পুং, তোলকদ্বয় পরিমাণ, দুই তোলা।

বিড়ীন (বি—ডীন উড়ন) সং, ক্লীং, পক্ষীর গতিবিশেষ।

বিড়ুল ; সং, পুং, বেতসলতা, বেতগাছ।

বিড়োজঃ } (বিড়োজস্‌, বিড়োজস্‌,
বিড়োজাঃ } বিষ্‌+০(ক্বিপ্‌)—ক= বিড় বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ পর্ব্বতের খণ্ড—ওজস্‌ তেজঃ) সং, পুং, ইন্দ্র।

বিড়্‌জ (বিষ বিষ্ঠা—জ [জন্‌ জন্মান+অ(ড) ক] জাত) বিং, ত্রিং, বিষ্ঠাজাত।

বিড়্‌বরাহ (বিষ্‌ বিষ্ঠা—বরাহ শূকর) সং, পুং, গ্রাম্যশূকর।

বিতংস (বি—তন্‌স্‌ ভূষিত করা+অ(অল্‌)—ণ) সং, পুং, পক্ষিবন্ধনরজ্জু প্রভৃতি।

বিতণ্ডা (বি—তণ্ড্‌ [আঘাত করা] তর্ক করা+অ—ভাবে, আপ্‌) সং, স্ত্রীং, বিতর্ক,

মিথ্যা বিচার, স্বমত ব্যবস্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ যে বাগাড়ম্বর। দর্ব্বী, হাতা। কচীশাক। শিলাহ্বয়। করবীরী।

বিতত (বি—তত বিস্তৃত) বিদ্, বিং, বিস্তৃত, প্রসারিত। ব্যাপ্ত। বীণাদি বাদ্য।

বিততি (বি—তন্ বিস্তৃত হওয়া+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিস্তার। ব্যাপ্তি। সমূহ। দল।

বিতথ (বি গত—তথ্য সত্য, ৫মী—হিং, য—লোপ) বিং, ত্রিং, বিফল। মিথ্যা, অসত্য, অলীক।

বিতথ্য (বিতথ+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, অসত্য।

বিতদ্রু (বি—তম্ ইচ্ছা করা+রু—র্ম্ম, দ্—আগম, সং, স্ত্রীং, পঞ্জাব-দেশীয় নদী-বিশেষ।

বিতন্বৎ (বি—তন্ বিস্তার করা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, বিস্তারক। উৎপাদক।

বিতরণ (বি—তৃ [পার হওয়া] দান করা+অন(অনট্—ভা) সং, ক্লীং, দান, অর্পণ। বণ্টন, বাঁটিয়া দেওন।

বিতর্ক (বি—তর্ক্ তর্ককরা—অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বাদানুবাদ, তর্ক, বিচার আলোচনা। সন্দেহ, সংশয়। অনুমান।

বিতর্দ্দি / **বিতর্দ্দী** (বিতর্দ্দ [হিংসা করা] উপবেশনকরা—ই—র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে যে অশুভ নাশ করে) সং, স্ত্রীং, বেদিকা, বেদী। মঞ্চ। চৌকী।

বিতর্দ্দিকা (বিতর্দ্দি দেখ, কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, বেদী। মঞ্চ।

বিতল (বি—তল্ [প্রতিষ্ঠিত হওয়া] নিম্ন হওয়া—অ(অন্)—ক) সং, ক্লীং, সপ্তপাতালের দ্বিতীয় পাতাল।

বিতস্তা (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ত)—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, পঞ্জাবের অন্তর্গত নদীবিশেষ, ঝিলম্।

বিতস্তি (বি—তস উৎক্ষেপণ করা+তি(ক্তি)—র্ম্ম) সং, পুং,—স্ত্রীং, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ, আধ হাত।

বিতান (বি—তন্ বিস্তার করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, পটমণ্ডপ। সমূহ। যজ্ঞ। (+ঘঞ্)ভা)—বিস্তার। ক্লীং, ছন্দোবিশেষ। অবসর, অবকাশ। বিং,ত্রিং, শূন্য। তুচ্ছ। জড়,মন্দ।

বিতানমূলক; সং, ক্লীং, উশীর।

বিতায়মান (বি—তায় বিস্তার করা+আন(শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিস্তার্য্যমান।

বিতীর্ণ (বি—তৃ [পার হওয়া] ব্যাপা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবগাঢ়। ব্যাপ্ত। দত্ত, অর্পিত। উত্তীর্ণ।

বিতুন্ন (বি না তুন্ন ব্যথিত। যে বাধা উপশম করে) সং, ক্লীং, সুনিষণ্ণক, সুষণী-শাক। শৈবাল, শেওলা।

বিতুন্নক (বিতুন্ন+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, ধনিয়া। তুঁতে।

বিতৃষ্ণ (বি না, তৃষ্ণা ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নিস্পৃহ, তৃষ্ণারহিত। উদাসীন।

বিতৃষ্ণা (বি না—তৃষ্ণা) সং, স্ত্রীং, তৃষ্ণাভাব, অনিচ্ছা, অরুচি।

বিত্ত (বিদ্ লাভ করা+অ(ক্ত)—ণ। যাহার দ্বারা সুখলাভ হয়) সং, ক্লীং, ধন, সম্পত্তি। (বিদ্ জানা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিচারিত। বিদিত, জ্ঞাত। খ্যাত, বিখ্যাত লব্ধ।

বিত্তমাত্রা; সং, স্ত্রীং, ধনপরিমাণ।

বিত্তশাঠ্য; সং, ক্লীং, কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা।

বিত্তি (বিদ্ জানা, লাভ করা, তর্ক করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিচার। লাভ। জ্ঞান। সম্ভাবনা। খ্যাতি।

বিত্তেশ (বিত্ত ধন—ঈশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ধনী। কুবের। যক্ষ। প্রভু।

বিত্রস্ত (বি—ত্রস্ ভীত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় ত্রাসযুক্ত, অতিভীত।

বিত্রাস (বিত্রস্ত দেখ, অ(ঘঞ্—ভা) সং, পুং, অতিশয় ত্রাস, অত্যন্ত ভয়।

বিৎসন ; সং, পুং, বৃষভ, বৃষ।

বিথুর (ব্যথ্ ভীত হওয়া+উর—প্রং= বি) সং, পুং, চোর, রাক্ষস।

বিথ্যা , সং, স্ত্রীং, গোজিহ্বা।

বিদ্ } (বিদ জানা+০কিপ্)—ভা, ও,
বিদা } আপ্) সং, স্ত্রীং; জ্ঞান। বিং, বেত্তা, জানে যে ; ইহা শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যথা—শাস্ত্রবিদ্, বিধিবিদ্, ইত্যাদি।

বিদ [বিদ্ জানা+অ(ক) সং, পুং, পণ্ডিত, বুধগ্রহ।

বিদংশ (বি—দন্শ্ দংশন করা+অ(অল্) —র্ম্ম) সং, পুং, অবদংশ, সুস্বাদু বস্তু, চাট। (+অল্—ভা) দংশন।

বিদগ্ধ (বি—দহ্ [দাহকরা] নিপুণ হওয়া ইত্যাদি=ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, রসিক, রসজ্ঞ। চতুর, নিপুণ। পণ্ডিত। পটু। গ্ধা —স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, রসিকা স্ত্রী।

বিদগ্ধতা (বিদগ্ধ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, রসিকতা। নৈপুণ্য। পাণ্ডিত্য।

বিদথ (বিদ্ জানা+অথচ্—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, জ্ঞানী ব্যক্তি। তপস্বী।

বিদন (বিদৎ, বিদ্ জানা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, বেত্তা, জ্ঞানী, পণ্ডিত।

বিদর (বি—দৃ বিদারণ করা+অ(অল্)— ভা) সং, পুং, বিদারণ, ভেদন। প্রস্ফুটন। অতিভঙ্গ। স্ত্রীং, ফণীমনসার গাছ।

বিদর্ভ (বি না—দর্ভ কুশ ৭মী—হিং। কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে যেন কুশ না জন্মে। কেহ বলেন—বিদর্ভ দেশের নাম বিরার্, বিদর্ বিরারের অন্তর্গত, বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়া সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে) সং, পুং, র্ভা —স্ত্রীং, বিরার্ দেশ, যাহাতে কুণ্ডিন-নগর আছে। মধ্যভারতের অমরাবতী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ।

বিদর্ভজা (বিদর্ভ—জা [জন্ জন্মান+অ(ড) —ক, আপ্] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, স্ত্রীং, দময়ন্তী, নলরাজার পত্নী। "ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজাননীরাজনবর্দ্ধমানকং।" অগস্ত্যমুনির পত্নী, লোপামুদ্রা। রুক্মিণী।

বিদর্ভসুভ্রু ; সং, স্ত্রীং, দময়ন্তী।

বিদল (বি—দল বিদারণ, খণ্ডন) সং, ক্লীং, দ্বিধাকৃত কলায় প্রভৃতি, ডালি। ডালিমের ছাল। বংশাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। পুং, কলায়। রুটি। বিং, ত্রিং, বিকসিত। দলহীন, দলশূন্য।

বিদলিত (বি—দল্ মাড়া, ছিন্নভিন্ন করা, ভেদ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মর্দ্দিত, চূর্ণীকৃত। বিদারিত। বিকসিত।

বিদা (বিদ্ জানা+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, জ্ঞান। বুদ্ধি।

বিদায় (বি—দা ত্যাগ করা ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম, য়—আগম) সং, পুং, বিসর্জ্জন। দান। গমনানুমতি। শিং—১ বিদায়ং দেহি সম্প্রীত্যা ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে।"

বিদার (বি—দৃ বিদারণ করা+অ(ঘঞ্)— ভা) সং, পুং, বিদারণ, ভেদকরণ। জলোচ্ছ্বাস। রণ। রী—স্ত্রীং, ভূমি-কুষ্মাণ্ড। শালপর্ণী।

বিদারক (বি—দৃ বিদারণ করা+অক(ণক) —ক) বিং, ত্রিং, বিদারণকর্ত্তা, বিদীর্ণকারক। (+ঘঞ্—র্ম্ম, কণ্) সং, পুং, শুষ্কনদ্যাদিস্থ কূপ। জলমধ্যস্থ বৃক্ষ বা পর্ব্বত। ক্লীং, বজ্রক্ষার।

বিদারণ (বি—দৃ-ণিচ্=দারি বিদারণ করা +অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিদীর্ণকরণ, ফুঁড়িয়া ফেলা। ভেদন। মারণ, হনন। পুং—স্ত্রীং, সংগ্রাম। যুদ্ধ। কর্ণিকার বৃক্ষ।

বিদারিত (বিদারণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভেদিত, যাহা বিদীর্ণ করা হইয়াছে।

বিদারু (বিদার দেখ, উ—প্রং) সং, পুং, কৃকলাস, কাঁকলাস।

বিদিক্ (বিদিশ্ বি প্রভেদ—দিশ্ যে দুই দিক্‌কে ভিন্ন করে) সং, স্ত্রীং, দুই

দিকের মধ্যভাগ, দিকের কোণ, অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান—এই চারি।

বিদিত (বিদ্ জানা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাত। প্রার্থিত। (+ক্ত—ক) জ্ঞাত। (+ঘঞ্—ভাবে) ক্লীং, জ্ঞান। খ্যাতি। লাভ।

বিদিশা (বিদিশ+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, মালবদেশান্তর্গত বেত্রবতী নদীতীরস্থ নগরী-বিশেষ।

বিদীর্ণ (বি—দৃ বিদারণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভিন্ন, চেরা, ফাড়া। ভগ্ন। বিস্তৃত, হত।

বিদু (বিদ্ [অঙ্কুশ] জানা +উ—প্রং) সং, পুং, হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের মধ্য-ভাগ।

বিদুর (বিদ্ জানা+উর (কুর)—ক, শীলার্থে) সং, পুং, যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য। বিং, ত্রিং, জ্ঞানী, ধীর, পণ্ডিত। নাগর। বেত্তা, জ্ঞাতা।

বিদুল (বিদ্ জানা ইত্যাদি+উল—ক) সং, পুং, বেতগাছ। জলবেতস।

বিদুষী (বিদ্বস্+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং বিদ্যা-বতী স্ত্রী, পণ্ডিতা।

বিদুষ্মতী (বিদ্বস্+মৎ—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পণ্ডিতবতী। শিং—১ "শেষাহি-নেবাভবদ্ যেনৈকেন বিদুষ্মতী বসুমতী মুখোন সংখ্যাবতাং।"

বিদূর (বি অধিক—দূর) বিং, ত্রিং, অতি দূরবর্ত্তী, অনেক অন্তরিত। সং, ক্লীং, অতিদূর। পুং, দেশবিশেষ। পর্ব্বতবিশেষ। মণিবিশেষ, বৈদূর্য্যমণি।

বিদূরগ (বিদূর—গ [গম্ গমন করা+অ (ড)—ক] যে গমন করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অতিশয় দূরগামী।

বিদূরজ (বিদূর—জ [জন্ জন্মান+অ(ড) —ক) জাত) সং, ক্লীং, বৈদূর্য্যমণি।

বিদূষক (বি—দুষ্ মন্দকর্ম্মকরা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, নাট্যে—নায়কের সহায় বিশেষ। নাট্যের নটবিশেষ। অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা যে ব্যক্তি সকলকে হাসায়, ভাঁড়, মস্করা। বিং, ত্রিং, নিন্দক, নিন্দাকারী। কামুক, লম্পট।

বিদূষণ (বিদূষক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দোষার্পণ, নিন্দা।

বিদেশ (বি নানাবিধ, ভিন্ন—দেশ) সং, পুং, স্বদেশভিন্ন দেশ, দেশান্তর, ভিন্নদেশ।

বিদেশী
বিদেশীয় } (বিদেশিন্, বিদেশ+ইন্, ঈয়—নিবাসার্থে) বিং, ত্রিং, ভিন্ন দেশবাসী।

বিদেহ (বি না—দেহ শরীর) সং, পুং, জনকবংশীয় রাজা। বিহার দেশ। বিং, ত্রিং, দেহরহিত। হা—স্ত্রীং, মিথিলা।

বিদেহকৈবল্য; সং, ক্লীং, পরমমুক্তি, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান শরীর ধ্বংসানন্তর যে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি।

বিদ্ধ (ব্যধ্ বিন্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত, বেঁধা। আহত। তাড়িত। নিক্ষিপ্ত। সদৃশ। বাধিত। প্রেরিত। বক্র।

বিদ্যমান (বিদ্ বর্ত্তমান থাকা+আন (শান) —ক) বিং, ত্রিং, বর্ত্তমান, উপস্থিত, স্থিতিশীল।

বিদ্যা (বিদ্ জানা+য(ক্যপ্)—ণ, আপ্। যাহার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা যায়) সং, স্ত্রীং, জ্ঞান, অধ্যয়নাদি জন্য বোধ। দর্শনশাস্ত্র। তত্ত্বজ্ঞান। শিং—১ "নাহং দেহশ্চিদাত্মে-তিবুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।" মন্ত্র। ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র —এই চতুর্দ্দশবিধ। শিং—১ "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বমর্থসাধনম্"—এই ১৮। দুর্গা।

বিদ্যাগুরু; সং, পুং, বিদ্যাদাতা অধ্যাপক।

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুঞ্চু (বিদ্যা জ্ঞান+চণ, চুঞ্চু খ্যাতার্থে) বিং, ত্রিং, বিদ্যাদ্বারা খ্যাত, বিদ্যা হেতুক প্রসিদ্ধ।

বিদ্যাদেবী (বিদ্যা—দেবী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, জৈনদেবীবিশেষ। সরস্বতী।

বিদ্যাধন (বিদ্যা জ্ঞান—ধন) সং, ক্লীং, বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন। বিদ্যাই ধনস্বরূপ।

বিদ্যাধর (বিদ্যা ইন্দ্রজাল—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ অন্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রী—স্ত্রীং, দেবযোনিবিশেষ, গন্ধর্ব্ব। কিন্নর।

বিদ্যার্থী (বিদ্যার্থিন্, বিদ্যা—অর্থিন্ যে প্রার্থনা করে, ২য়া—ষ। বিদ্যা—অর্থ প্রয়োজন+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ছাত্র, শিষ্য, পড়ুয়া, যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রার্থনা রাখে।

বিদ্যালয় (বিদ্যা—আলয় গৃহ ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিদ্যাশিক্ষার স্থান, স্কুল্, কলেজ্ প্রভৃতি। চতুষ্পাঠী, টোল।

বিদ্যাবান্ (বিদ্যাবৎ, বিদ্যা+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিদ্বান্, পণ্ডিত।

বিদ্যাস্নাতক (বিদ্যা—স্নাতক আপ্লুতব্রতী গৃহস্থ) সং, পুং, অধ্যয়ন সমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি।

বিদ্যুজ্জিহ্ব (বিদ্যুৎ—জিহ্বা) সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

বিদ্যুৎ (বি না—দ্যুৎ [দ্যুৎ দীপ্তি পাওয়া+০(কিপ্)—ক] দীপ্তি, যাহার অধিকক্ষণ দীপ্তি নাই, ৬ষ্ঠী—হিং, কিম্বা যে দীপ্তি পায়) সং, স্ত্রীং, তড়িৎ, সৌদামিনী। সন্ধ্যা। কান্তি। বিং. ত্রিং, দ্যুতিহীন, নিষ্প্রভ।

বিদ্যুৎকেশ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

বিদ্যুৎপ্রিয়; সং, ক্লীং, কাংস্য, কাঁসা।

বিদ্যুত্বান্ (বিদ্যুত্বৎ, বিদ্যুৎ+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বিদ্যুৎবিশিষ্ট।

বিদ্যুন্মালা (বিদ্যুৎ—মালা, ষং—স) সং, স্ত্রীং, অষ্টাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যে ছন্দে সমুদায় বর্ণ গুরু। বিদ্যুৎসমূহ।

বিদ্যুন্মালী (বিদ্যুন্মালিন্, বিদ্যুন্মালা+ইন্—প্রং) সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ।

বিদ্যুল্লতা (বিদ্যুৎ—লতা, ষং—স) সং, স্ত্রীং, মেঘজ্যোতিঃ, তড়িৎ।

বিদ্যোত (বি—দ্যুৎ দীপ্তি পাওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, দ্যুতি, প্রভা, দীপ্তি।

বিদ্র (বিধ্ বিদ্ধ করা+র—প্রং, অথবা বি+দ্রু পলায়ন করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, ছিদ্র, রন্ধ্র, বিবর।

বিদ্রধি (বিদ্র বেধন—ধা ধারণ করা+ই—প্রং) সং, পুং, রোগবিশেষ। স্ফোটক।

বিদ্রব, বিদ্রাব (বি—দ্রু পলায়ন করা ইত্যাদি+অ(অল্), অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পলায়ন। ভয়। গলন, ক্ষরণ। দ্রবীভাব। নিন্দা। যুদ্ধ। বুদ্ধি।

বিদ্রাবিত (বি—দ্রাবি পলায়ন করান, দ্রব করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, তাড়িত। দ্রবীকৃত।

বিদ্রুত (বিদ্রব দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পলায়িত। দ্রবীভূত। ভীত।

বিদ্রুম (বি [দর্শনে] নিশ্চিত—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, পদ্মরাগমণি, প্রবাল, পলা। কিশলয়, নবপল্লব। মুক্তাফলবৃক্ষ।

বিদ্রূপ (দেশজ) সং, ব্যঙ্গ, পরিহাস, তামাসা।

বিদ্রোহ (বি—দ্রুহ্ হিংসা করা+অ(ঘঞ্) ভা) সং, পুং, অনিষ্টাচরণ। বিদ্বেষ।

বিদ্রোহী (বিদ্রোহিন্, বিদ্রোহ+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, অনিষ্টাচরণকারী, বিদ্রোহকারক।

বিদ্বৎকল্প, বিদ্বদ্দেশ্য, বিদ্বদ্দেশীয় (বিদ্বস্ জ্ঞানী+কল্প, দেশ্য, দেশীয়—হ্রস্বার্থে) বিং, ত্রিং, ঈষদূন বিদ্বান্, পণ্ডিতসদৃশ।

বিদ্বত্তম (বিদ্বস্+তম—বহুর মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) বিং, ত্রিং, অনেকের মধ্যে অধিক বিদ্বান্। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

বিদ্বত্তর (বিদ্বস্+তর—দুয়ের মধ্যে একের নির্দ্ধারণার্থে) বিং, ত্রিং, উভয়ের মধ্যে অধিক বিদ্বান্।

বিদ্বান্ (বিদ্বস্, বিদ্ জানা+বস্—ক। শতৃ স্থানে কসু) বিং, ত্রিং, বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত। শাস্ত্রদর্শী।

বিদ্বিট্, বিদ্বিষ্, বিদ্বিষৎ (বিদ্বিষ্, বি—দ্বিষ্ দ্বেষ করা+০(ক্বিপ্), অ(ক)—অং,(শতৃ)—ক) সং, পুং, শত্রু বৈরী। প্রতিদ্বন্দ্বী। চেষ্টা।

বিদ্বিষ্ট (বিদ্বেষ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে বিদ্বেষ করা যায়। বিদ্বেষভাজন।

বিদ্বিষ্টপূর্ব্ব; বিং, ত্রিং, যাহার প্রতি পূর্ব্বে বিদ্বেষ করা হইয়াছে।

বিদ্বেষ—পুং, বিদ্বেষণ—ক্লীং (বি—দ্বিষ্ দ্বেষ করা +অ(অল্),অন অনট্) —ভা) সং, শত্রুতা, বৈর, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা।

বিদ্বেষী (বিদ্বেষিন্, বি—দ্বিষ্ দ্বেষ করা+ ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, দ্বেষকারী, শত্রু।

বিধ—পুং, বিধা—স্ত্রীং (বি—ধা [ধারণ করা] করা +ড—র্ম্ম, অথবা বিধ্ বিদ্ধ করা+অ(ক)—র্ম্ম। ২য় পক্ষে—বি —ধা+ঙ—র্ম্ম অথবা বিধ্+ঙ—র্ম্ম) সং, বেতন। গজগ্রাস। গজভক্ষ্য অন্ন। (—ভাবে) প্রকার। বিধান। রীতি। ধারা। ধাঁচা। বিধি, নিয়ম। সমৃদ্ধ, বৃদ্ধি। বেধ। বিদ্ধকরণ, বেধ। কর্ম্ম, কার্য্য।

বিধন (বেধন শব্দজ) সং, বেঁধা।

বিধবা (বি না—ধব পতি, ৬ষ্ঠী—হিং, আপ্) সং, স্ত্রীং, মৃতপতিকা, রাণ্ডী, রাঁড়। বিবস্থা।

বিধবাবেদন; সং, ক্লীং, বিধবাবিবাহ। বেধাঃ বিধ্+অস্, ক। অথবা বি=ধা+ অস্ প্রং ক। সং, পুং, ব্রহ্মা।

বিধাতা (বিধাতৃ, বি—ধা [ধারণ করা +তৃন্—ক, যিনি সমুদয় সৃষ্টি করেন) সং, পুং, ব্রহ্মা। দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তা। কন্দর্প। বিং, ত্রিং, নির্ম্মাতা, কর্ত্তা। স্রষ্টা, বিধানকর্ত্তা।

বিধান (বি—ধা [ধারণ করা] করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিধি, শাস্ত্র-নিয়ম, ব্যবস্থা। সৃষ্টি, নির্ম্মাণ, করণ। জনন। প্রেরণ। আজ্ঞাকরণ। ধন, সম্পত্তি। পূজা, অর্চ্চনা। শত্রুতাচরণ। গ্রহণ। উপার্জ্জন। বিষম। অনুভব। (+অনট্—র্ম্ম) হস্তিকবল, হস্তির গ্রাস। (+অনট্—ণ) উপায়।

বিধানক (বিধান+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, ব্যথা, ক্লেশ, যাতনা।

বিধানজ্ঞ—(বিধান—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+ অ(ড)-ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, বিধিজ্ঞ, বিধানবেত্তা।

বিধানশাস্ত্র—ক্লীং, বিধানসংহিতা (Law) সং,ব্যবস্থা-শাস্ত্র, আইন।

বিধায়ক, বিধায়ী (বিধায়িন্, বিধান দেখ, অক (ণক), ইন(ণিন্)—ক। য—আগম) বিং, ত্রিং, জনক, কারক। ব্যবস্থাপক, নিয়মকারক।

বিধি (বি—ধা [ধারণ করা+ই—(কি)—ক) সং, পুং, ব্রহ্মা। বিষ্ণু। (+ই—ভা) বিধান। ক্রম। নিয়ম। নিয়োগ। অনুষ্ঠান। (—ই—ণ) শাস্ত্র। শাস্ত্র বিধান। ভাগ্য, দৈব। অপ্রাপ্ত প্রাপক বাক্যবিশেষ। উপায়। (+ই—র্ম্ম) প্রকার। ব্যাপার। আচার যজ্ঞ। লক্ষণ, সূত্র।

বিধিজ্ঞ, বিধিদর্শী (বিধি—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ। বিধিদর্শিন্, বিধি—দর্শিন্ যে দেখে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, নিয়মজ্ঞ, বিধানবেত্তা। শাস্ত্রজ্ঞ। সদস্য, যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে যিনি কর্ম্মকরদের ভ্রম সংশোধন করেন।

বিধিৎসা (বি—ধা ধারণ করা+সন্—ইচ্ছার্থে+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিধান করণেচ্ছা।

বিধিৎসু (বি—ধা ধারণ করা+সন্—ইচ্ছার্থে +উ—ক) বিং,ত্রিং, বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষু।

বিধিদেশক (বিধি—দেশক যে দেখায়, ২য়া—ষ, অথবা দেশক [দিশ্ আদেশ

করা+অক(ণক)—ক] উপদেশক) সং, পুং, সদস্য, যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে যিনি কর্ম্মকরদের ভ্রম সংশোধন করেন। বিধির উপদেশক।

বিধিপূর্ব্বক (বিধি—পূর্ব্বক) ক্রিং,—বিং, ক্লীং, নিয়মপূর্ব্বক, বিধান অনুসারে।

বিধিবদ্ধ (বিধি—বদ্ধ, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, নিয়মবদ্ধ নিয়ম বলিয়া প্রচলিত।

বিধিবোধিত (বিধি—বোধিত, ২য়া—ষ) বিং, বিধানোক্ত, শাস্ত্রসম্মত।

বিধিবৎ (বিধি+বৎ চি্ৎ)—তুল্যার্থে) অং, যথাবিধি। যথাশাস্ত্র, শাস্ত্র অনুসারে।

বিধিবিদ্ (বিধি—বিদ্ যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বিধিজ্ঞ, নিয়মজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞ।

বিধিশাস্ত্র (Law) সং, ক্লীং, ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। স্মৃতিশাস্ত্র।

বিধু (বি—ধে পান করা+উ(কু)—ক, কিম্বা ব্যধ্ তাড়না করা+উ(কু)-ক) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর। ব্রহ্মা। বিষ্ণু। রাক্ষস। বায়ু। আয়ুধ। পাপক্ষালন, জলস্নান।

বিধুত } (বি—ধু, ধূ কাঁপা+(ক্ত)
বিধূত } —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কম্পিত।
বিধূনিত } ত্যক্ত। শিং—১"বিধূত-পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।" দূরীকৃত। অপসারিত। নিঃসারিত।

বিধুনন } (বি—ধু, ধূ-ক্রি কাঁপা+
বিধূনন } —ভা, নিপাতন) সং, ক্লীং, কম্পন, কম্প, কাঁপান। ত্যাগ।

বিধুন্তুদ্ (বিধু চন্দ্র—তুদ্ ব্যথা দেওয়া+অ(খশ্)-ক। যে বিধুকে ব্যথা দেয়। সং, পুং, রাহুগ্রহ।

বিধুপঞ্জর ; সং, পুং, খড়্গ, খাঁড়া।

বিধুর (বি দুঃসহ—ধুর কার্য্যভার, ৬ষ্ঠী—হিং, অ—প্রং) বিং, ত্রিং, কাতর। দুঃখিত, কষ্ট। ভীত। বিকল। অসমর্থ। বিযুক্ত। বিমূঢ়। সং, ক্লীং, বিয়োগ। বিকল বা বৈকল্য। কষ্ট। পুং, শত্রু। রা—স্ত্রীং, রসালা।

বিধুবন (বি—ধূ কাঁপা+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, কম্পন।

বিধুনিত (বি—ধূ ক্রি কাঁপা+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্ত। কম্পিত। ভীত। অভিভূত।

বিধূয়মান (বি+ধূ কাঁপা+আন(শান)—য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহা কম্পিত হইতেছে।

বিধৃত (বি-ধৃ ধারণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ধৃত, অবলম্বিত। আক্রান্ত। শিং—১ "উদস্তনাসা উত্তিষ্ঠদ্দৃঢ়ং বিধৃতমেহনঃ।"

বিধেয় (বি—ধা ধারণ করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বশ্য, কথার বাধ্য, অধীন। কর্ত্তব্য, উচিত, বিধিসিদ্ধ। বিধানযোগ্য। বিনয়ী।

বিধ্যমান (ব্যধ্ পীড়ন করা, বিদ্ধ করা+আন(শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পীড্যমান। যাহাকে বিদ্ধ করা যায়।

বিধ্বংস (বি—ধ্বন্স্ বিনিষ্ট হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, বিনাশ। ক্ষয়। বিলোপ। অপকার।

বিধ্বংসিত (বি-ধ্বন্সি বিনিষ্ট হওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিনাশিত। অপকারিত।

বিধ্বংসী (বিধ্বংসিন্, বিধ্বংস+ইন্—ক) বিং, ত্রিং, বিনাশশীল। শত্রু। অপকারক।

বিধ্বস্ত (বিধ্বংস দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিনষ্ট। অপকৃত।

বিনত (বি—নম্ নত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অবনত, প্রণত। বিনীত, নম্র। শিক্ষিত। তা—স্ত্রীং, কশ্যপমুনিপত্নী, অরুণ ও গরুড়ের মাতা।

বিনতাসূনু (বিনতা এই দুয়ের মাতা—সূনু পুত্র) সং, পুং, অরুণ। গরুড়।

বিনতি—স্ত্রীং, } (বি—নম্ নত হওয়া
বিনয়—পুং } +তি(ক্তি)—ভা। বি—নী [লওয়া] নত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, নম্রতা, শিষ্টতা। সুশীলতা। নিবারণ। দমন, শাসন, দণ্ড। শিক্ষা।

পরিশোধ। অনুনয়। বিনিয়োগ। য়া—স্ত্রীং, বাট্যালক।

বিনয়গ্রাহী } বিনয়গ্রাহিন্, বিনয়—
বিনয়স্থ } গ্রাহিন্ যে গ্রহণ করে। বিনয়—স্থ [স্থা থাকা+অ ড)—ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, বচনেস্থিত, কথায় বাধ্য। বিনীত।

বিনয়ন (বি—নী [লওয়া] নত হওয়া+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, শিক্ষা। অপনোদন। অপনয়ন। মোচন।

বিনয়ী (বিনয়িন্, বিনয়+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিনীত, শিষ্ট, নম্র, শান্ত।

বিনশন (বি—নশ্ নষ্ট হওয়া+অন (অনট)—ধি) সং, ক্লীং, কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। ইহা প্রভাসতীর্থের নিকটস্থ এবং নিষাদপুরী সমীপস্থ। শিং—১ "হিমবৎ বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।" সরস্বতী নদীর অন্তর্দ্ধান দেশ। (+অনট্—ভাবে) বিনাশ।

বিনশ্বর (বি—নশ্ নষ্ট হওয়া+বর—ক, শীলার্থে) বিং. ত্রিং, অনিত্য, ধ্বংসশীল, অচিরস্থায়ী।

বিনষ্ট (বিনশ্বর দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত। ধ্বংসবিশিষ্ট। শিং—১ "শিখী বিনষ্টঃ পুরুষো ন নষ্টঃ।" পতিত। শিং—১ "বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতর্য্যপরতস্পৃহে।" (বিনষ্টে=পতিতে)। মৃত। গত। ক্ষরিত। অতীত।

বিনস্ (বি—না নাসিকা, ৬ষ্ঠী—হিং, নাসিকাস্থানে নস্) বিং, ত্রিং, বিগতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা।

বিনা (বি+না—প্রং) অং, ব্যতিরেক। বর্জ্জন। অভাব।

বিনাকৃত (বিনা—কৃ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্ত। বিয়োজিত। রহিত।

বিনামা (দেশজ) সং, উপানৎ, পাপোষ, জুতা।

বিনায়ক (বি—নী লইয়া যাওয়া+অক (ণক)—ক) সং, পুং, গণেশ। গরুড়। গুরু, শিক্ষক। বুদ্ধ। বিঘ্ন। য়িকা—স্ত্রীং, গরুড়পত্নী।

বিনাশ (বি—নশ্ নষ্ট হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ধ্বংস, উচ্ছেদ। অদর্শন। মৃত্যু। ক্ষয়। অপচয়। লোপ। অভাব।

বিনাশক (বি—নশ্ নষ্ট হওয়া+অক ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সংহারক, ধ্বংসকারক। ঘাতক। অপকারক।

বিনাশিত (বি—নশ্-ণিচ্=নাশি নষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিহত, নাশপ্রাপিত।

বিনাশী (বিনাশিন্, বি—নশ্ নষ্ট হওয়া+ইন্—প্রং) বিং,ত্রিং, নশ্বর। (নশ্—ণিচ্=নাশি) নাশক।

বিনাশোন্মুখ (বিনাশ—উন্মুখ, ৪র্থী—য) বিং, ত্রিং, পক্ব। বিনষ্টপ্রায়। মৃতপ্রায়। মৃতকল্প। ম্রিয়মাণ।

বিনাহ (বি—নহ্ বন্ধন করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, কূপের মুখের আচ্ছাদন।

বিনিঃসৃত (বি—নির্ বাহির—সৃত গত) বিং, ত্রিং, বিনির্গত, বহির্গত।

বিনিগমক (বি—নি—গমি [গমন করান] প্রতিপাদন করা ইত্যাদি। অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যবচ্ছেদক। প্রতিপাদক। সংশয়-নিবারক।

বিনিগমনা (বিনিগমক দেখ, অন—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, ব্যবচ্ছেদন। (+অন—ণ) নিশ্চয়োপায়। সিদ্ধান্ত, মীমাংসা।

বিনিদ্র (বি না—নিদ্রা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নিদ্রারহিত। জাগরিত। উন্মীলিত। বিকসিত। প্রকাশিত।

বিনিপাত (বি—নি—পৎ পতিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পতন। অপমান। ক্লেশ, দুঃখ। মৃত্যু। দৈবদুঃখ।

বিনিময় (বি—নি—মী [গমন করা] পরিবর্ত্ত করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রতিদান, পরিবর্ত্ত, বদল। বন্ধক, গচ্ছিত। শিং

—১ "বিক্রৈয়ের্গাং বিনিময়ৈর্দত্ত্বা গোমাংস-খাদকে।"

বিনিয়ত (বিনিয়ম দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবারিত, নিরুদ্ধ। সংযত। আটক করা। বদ্ধ। শাসিত।

বিনিয়ম (বি—নি—যম্ নিবৃত্ত করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, নিয়ম। নিবারণ, নিরোধ, নিঃষেধ।

বিনিযুক্ত (বিনিয়োগ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্পিত। নিযুক্ত। প্রেরিত।

বিনিয়োগ (বি—নি—যুজ্ যোগকরা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অর্পণ। প্রয়োগ, কোন বিষয়ে নিয়োজিত করণ। শিং—১ "অনেনেদন্তু কর্ত্তব্যং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" নিয়োগ। প্রেষণ। প্রবেশন।

বিনিযোজিত (বিনিয়োগ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্পিত। স্থাপিত। নিযুক্ত। প্রেরিত। প্রবর্ত্তিত।

বিনির্গত (বি—নির্গত বহির্গত) বিং, ত্রিং, নিঃসৃত, বহির্গত। অপসৃত। নিষ্ক্রান্ত। প্রস্থিত। অতীত।

বিনির্জ্জিত (বি—নির্—জি জয় করা+ (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাজিত। পরাভূত।

বিনির্ণয় (বি—নির্ নিশ্চয়—নী লওয়া+অ অল্)—ভা) সং, পুং, নিশ্চয়, অবধারণ। স্থিরীকরণ। নিষ্পত্তি।

বিনির্ধূত (বি—নির্ধূত কম্পিত) বিং, ত্রিং, দুরবস্থা প্রযুক্ত ইতস্ততঃ চলিত। শিং—১ "ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।" বিক্ষিপ্ত। বিশেষরূপে কম্পিত। চঞ্চল।

বিনির্ভয় (বি—নির্ভয়, ৫মী—হিং) বিং, ত্রিং, ভয়শূন্য। সং, পুং, সাধ্যগণবিশেষ।

বিনির্ম্মুক্ত (বি—নির্—মুচ্ মোচন করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মুক্ত, বহির্গত, পৃথগ্ভূত। উদ্ধারপ্রাপ্ত। উদ্ধৃত। উদ্ঘাটিত। অনাচ্ছন্ন।

বিনির্বৃত্ত (বি—নির্—বৃত্ [হওয়া] সিদ্ধ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, সমাপ্ত।

বিনিবর্ত্তিত (বি—নি—বৃত্ ণ্রি—বর্ত্ত বর্ত্তান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান।

বিনিবারিত; বিং, ত্রিং, সম্যক্ নিবারিত।

বিনিবৃত্ত (বি—নি না—বৃৎ বর্ত্তমান থাকা +ত(ক্ত) বিং, ত্রিং, নিরস্ত। প্রত্যাগত।

বিনিবেশিত (বি—নি—বিশ্-ণ্রি=বেশি প্রবেশ করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রবেশিত। অধিষ্ঠিত। সংক্রমিত। প্রতিষ্ঠাপিত।

বিনিশ্বসৎ (বি—নি—শ্বস্ নিঃশ্বাস ফেলা +অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগকারী।

বিনিষ্পেষ (বি—নির্—পিষ্ চূর্ণ করা+অ (অন্)—ভা) সং, পুং, পেষণ, চূর্ণন। বিনাশ।

বিনিহত (বি—নি—হন্ বধ করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নাশিত। আহত। মৃত। বিধ্বস্ত। লুপ্ত। তিরোহিত।

বিনীত (বি—নী [লওয়া] নত হওয়া ইত্যাদি +ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অনুদ্ধত, নম্র, শান্ত, বিনয়ান্বিত। ধার্ম্মিক। জিতেন্দ্রিয়। শিক্ষিত। দণ্ডিত, শাসিত। অপনীত। নিক্ষিপ্ত। উপভুক্ত। নিভৃত। গৃহীত। সুন্দর। সং, পুং, শিক্ষিত অশ্ব। বণিক্। দমনকবৃক্ষ। শিক্ষিত বৃষভাদি।

বিনীয় (বিনীত দেখ, য(ক্যপ্)—র্ম্ম, নিপাতন) সং, পুং, কল্ক, খইল। পাপ। কপট।

বিনীয়মান (বিনীত দেখ, আন(শান) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শিক্ষ্যমাণ, যাহাকে শিখান যায়।

বিনেতা (বিনেতৃ, বিনীত দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, শিক্ষক। নিয়মকর্ত্তা। বিনয়কর্ত্তা। সং, পুং, নৃপ, রাজা।

বিনেয় (বিনীত দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শিক্ষণীয়। দম্য। গ্রাহ্য। প্রাপণীয়। দণ্ড-

নীয়। শিং—১ "প্রাবরন্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তেঽপি যত্নতঃ।"

বিনোক্তি (বিনা—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, অর্থালঙ্কার-বিশেষ, যথায় একের বিহনে অন্ত এক সুন্দর বা অসুন্দর হয় না ; যথা —"কা নিশা শশিনা বিনা।

বিনোদ—পুং } (বি—নুদ্ [প্রেরণ করা **বিনোদন**—ক্লীং } ইত্যাদি] সন্তুষ্ট করা+অ(অল্), অন(অনট্)—ভাবে) সং, আমোদিতকরণ। ঔৎসুক্য। প্রবৃত্তি। বিহার, আমোদ প্রমোদ। অপনোদন, অপনয়ন। সান্ত্বনা, প্রবোধ দেওয়া। আমোদ। ব্যাপার। আলিঙ্গনবিশেষ। রাজগৃহবিশেষ। শিং—১ "দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দ্বৌ প্রতিষ্ঠিতৌ। বিনোদ এব দ্বারাণি ত্রিংশৎ কোষ্ঠন্নয়ং ভবেং।" (+অন্, অনট্—ণ) কালযাপনোপায়।

বিন্দ (বিদ্ জানা+অ(শ)—ক) বিং, ত্রিং, লাভবান্।

বিন্দু (বিন্দ্ অবয়বীভূত হওয়া+উ—র্ম্ম, সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, দ্রবদ্রব্যের কণা। ক্ষুদ্রচিহ্ন। অনুস্বার। শিং—১ "বিন্দুদ্বিবিন্দুমাত্রৌ বর্ণৌ ক্রমান্নবী সংজ্ঞৌ স্তঃ।" ভ্রূমধ্য। দন্তক্ষত চিহ্ন। হস্তীর শুণ্ডে বিরচিত রঙ্গচিহ্ন। নাটকে—গুণীভূত কিন্তু পরস্পর সম্বন্ধ ঘটনা। (Point) যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বেধ নাই (+উ—ক) বিং, ত্রিং, বেত্তা, জ্ঞাতা। দাতা।

বিন্দুচিত্রক (বিন্দু ক্ষুদ্রচিহ্ন, দশা—চিত্রক নানাবর্ণে চিত্রিত) সং, পুং, মৃগবিশেষ, যে মৃগের গাত্রে ক্ষুদ্র দাগ আছে।

বিন্দুজাল, বিন্দুজালক (বিন্দু ক্ষুদ্রচিহ্ন, দাগ—জাল সমূহ। ক—যোগে বিন্দুজালক) সং, ক্লীং, পদ্মক, হস্তিগণ্ডাদিস্থ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন।

বিন্দুতন্ত্র (বিন্দু—তন্ত্র প্রধান). সং, পুং, পাশার ছক্। অশ্ব।

বিন্দুপত্র ; সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ।

বিন্দুমাধব ; সং, পুং, কাশীস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তি-বিশেষ।

বিন্দুসরঃ (—সরস্, বিন্দু—সরস্ সরোবর) সং, ক্লীং, তিব্বৎদেশের অন্তর্গত সরোবর-বিশেষ।

বিন্ধস ; সং, পুং, চন্দ্র, শশী।

বিন্ধ্য (বি বিরুদ্ধ—ধ্যৈ চিন্তা করা+অ (ক)—ক, নিপাতন। এই পর্ব্বত সূর্য্যের গতিবাধক) সং, পুং, বিহারের প্রান্ত হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত দীর্ঘপর্ব্বতশ্রেণী। শিং—১. "পুরা হি বিন্ধ্যেন দিবাকরস্য গতি র্নিরুদ্ধা গগনেচরস্য।" (বিধ্ বিদ্ধকরা+য—ক) ব্যাধ।

বিন্ধ্যকূট (বিন্ধ্য পর্ব্বতবিশেষ—কূট্ অপ্রসন্ন হওয়া+অ—প্রং। অন—প্রত্যয়ে বিন্ধ্যকূটনও হয়) সং, পুং, অগস্ত্যমুনি।

বিন্ধ্যবাসী (—বাসিন্, বিন্ধ্য—বাসী যে বাস করে, ৭মী—ষ) সং, পুং, মুনিবিশেষ, ব্যাড়িমুনি—সিনী—স্ত্রীং, দুর্গা।

বিন্ধ্যাবলী ; সং, স্ত্রীং, বাণরাজার মাতা।

বিন্ধ্যাবলীসুত (বিন্ধ্যাবলী এই নৃপের মাতা—সুত পুত্র) সং, পুং, বাণরাজা।

বিন্ন (বিদ্ জানা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিচারিত। প্রাপ্ত। জ্ঞাত। বিবাহিত। (+ক্ত—ক) স্থিত।

বিন্যস্ত (বি—নি—অস্ ক্ষেপণকরা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থাপিত। যথাক্রমে অর্পিত, সাজান, রচিত। বিক্ষিপ্ত।

বিন্যাস (বিন্যস্ত দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, স্থাপন। রচনা। সজ্জা, সাজান। স্থান। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয়াদিতে অঙ্গুলির অর্পণ।

বিপাক্ত্রিম (বি—পচ্ পাক করা+ত্রিমক্ —জাতার্থে) বি, ত্রিং, যে পাক দ্বারা জাত, পরিপক্ক।

বিপক্ষ (বি বিরুদ্ধ—পক্ষ পার্শ্ব, সহায়) সং, পুং, ভিন্নপক্ষাশ্রিত, বিরুদ্ধপক্ষ। শত্রু। অনিষ্টাচারী। বিং, ত্রিং, পক্ষহীন।

বিপক্ষতা (বিপক্ষ + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বৈর, শত্রুতা। প্রতিকূলতা।

বিপঞ্চী, বিপঞ্চিকা (বি—পনচ্ ক্রি =পঞ্চি[শব্দ] বিস্তার করা—অ(অন)—ক, ঈপ্। বিপঞ্চী + ক—যোগ, সং, স্ত্রীং, বীণা, বীণ। বাঁশী।

বিপণ—পুং } **বিপণন—ক্লীং** } (বি—পণ্ ক্রয়বিক্রয় করা + অ(অল্), অন (অনট্—ভা) সং, ক্লীং, বিক্রয়, বেচা। বিক্রয়ের ফুরান।

বিপণি—পুং } **বিপণি-ণী—স্ত্রীং** } (বি—পণ্ ক্রয়বিক্রয় করা + ই—প্রং) সং, বিক্রয়গৃহ, পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ দোকান। হট্ট, হাট বাজার প্রভৃতি। পণ্যদ্রব্য। বাজারের রাস্তা।

বিপণী (বিপণিন্, বিপণ বিক্রয় + ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ব্যবসায়ী, বণিক্।

বিপত্তি (বি—পদ্ [গমন করা] বিপন্ন হওয়া + তি(ক্তি) – ভা) সং, স্ত্রীং, আপদ্, বিপদ্। দুর্ভাগ্য। নাশ।

বিপথ (বি বিরুদ্ধ – পথ পথিন্ শব্দজ) সং, পুং—ক্লীং, নিন্দিত পথ, কুপথ।

বিপদ্, বিপদা, (বি – পদ্ [গমন করা] বিপন্ন হওয়া + ০(ক্বিপ্), আ—ভা) সং, স্ত্রীং, আপদ্। মরণ। বিনাশ দুর্ভাগ্য।

বিপন্ন (বিপদ্ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিপদ্গ্রস্ত। বিনষ্ট। দুরবস্থাগ্রস্ত। সং, পুং, সর্প।

বিপরিণত (বি—পরি—নম্ [নত হওয়া] বিপরীত হওয়া + ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিপর্য্যস্ত। পরিবর্ত্তিত।

বিপরিণাম (পূর্ব্বে দেখ, অ(অল্) – ভা) সং, পুং, বিপর্য্যাস। পরিবর্ত্তন।

বিপরিণামী (বিপরিণামিন্, পূর্ব্বে দেখ, ইন্ – র্ক) বিং, ত্রিং পরিবর্ত্তনশীল। বৈপরীত্য বিশিষ্ট।

বিপরিবর্ত্তন (বি—পরিবর্ত্তন) সং, ক্লীং, ফিরান ঘুরান।

বিপরীত (বি—পরি প্রতিকূল, উল্টা —ইত গত) বিং, ত্রিং, বিরুদ্ধ, উল্টা। প্রতিকূল। রতিবন্ধবিশেষ। তা—স্ত্রীং, কামুকী স্ত্রী।

বিপর্ণক (বি প্রভিন্ন—পর্ণ পাতা + কণ্—যোগ) সং, পুং, পলাশবৃক্ষ।

বিপর্য্যয়, বিপর্য্যায় (বি—পরি বিপরীত —ই গমন করা + অ(অল্), (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বৈপরীত্য। ব্যতিক্রম। বিনাশ।

বিপর্য্যস্ত (বি—পরি বিপরীত—অস্ হওয়া + ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, বিপর্য্যয়প্রাপ্ত, ব্যতিক্রান্ত, উল্টে পাল্টে যাওয়া। ছড়ভঙ্গ। পরাবৃত্ত।

বিপর্য্যাস (বি—পরি বিপরীত—অস্ হওয়া + অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য। ব্যতিক্রম।

বিপল (বি—পল সূক্ষ্ম কালবিশেষ) সং, পুং, কালের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ। পল-ষষ্টিভাগ।

বিপশ্চিৎ (বি—প্র বিপ্রকৃষ্ট চি সংগ্রহ করা + ০(ক্বিপ্)—ক, নিপাতন। যিনি বিপ্রকৃষ্টকে অর্থাৎ দূরবর্ত্তীকে সংগ্রহ করেন) সং, পুং, বিদ্বান, পণ্ডিত।

বিপাক (বি—পচ্ পাক করা + অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, রন্ধন, পাক। সুস্বাদ। দুর্গতি। পরিণাম। পক্কতা, পরিপাক, জীর্ণতা। কর্ম্মের বিসদৃশ ফল। ভোগ।

বিপাট (বি—পট্ [দীপ্তি পাওয়া] বিদীর্ণ করা + অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, শর।

বিপাটন (বি—পট-ক্রি=পাটি [দীপ্তি পাওয়ান] বিদীর্ণ করান + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিদারণ।

বিপাটিত (বিপাটন দেখ, ত(ক্ত)—) বিং, ত্রিং, বিদারিত।

বিপাঠ ; সং, পুং, ইষু, বাণ, শর।

বিপাণ্ডুর (বি—পাণ্ডুর পীতশুক্লবর্ণ) বিং, ত্রিং, অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ। ফেকাশে।

বিপাদন (বি—পদ্-ক্রি=পাদি গমন করান

+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্যাপাদন, হত্যা, বধ।

বিপাদিকা (বি বিরুদ্ধ—পদ্ গমন করা+অক(ণক)—ণ অথবা কণ্ আপ্) সং, স্ত্রীং, পাদস্ফোট, পা ফাটা। প্রহেলিকা।

বিপাদিত (বিপাদন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্যাপাদিত, বিনাশিত।

বিপাশ, বিপাশা (বি বিগত—পাশ রজ্জু+ই—মোচনার্থে, ০(কিপ্), অ, আপ্। মহাভারতে—ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া ঐ নদীতে নিমগ্ন হন, পশ্চাৎ ঐ নদী তাঁহাকে বিপাশ করেন বলিয়া বিপাশা নাম হইল) সং, স্ত্রীং, পঞ্জাবের নদীবিশেষ, বেওয়া।

বিপিন (বপ্ কাঁপা+ইন—ক, নামার্থে) সং, ক্লীং, কানন, বন, অরণ্য।

বিপুল (বি—পুল্ বৃহৎ হওয়া+অ(ক)—ক) বিং, ত্রিং, বৃহৎ, বড়। অনেক। মহৎ। অগাধ, গভীর। প্রশস্ত। সং, পুং, সুমেরু। হিমালয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। লা—স্ত্রীং পৃথিবী, আর্য্যা-ছন্দোবিশেষ।

বিপুলাস্রবা; সং, স্ত্রীং, ঘৃতকুমারী।

বিপূয় (বি—পূ পবিত্র করা+য(ক্যপ্)—র্ম্ম। নিপাতন। পৈতানির্ম্মাণকালে ইহার দ্বারা পবিত্র করা যায় বলিয়া) সং, পুং, মুঞ্জতৃণ, শর। শিং—১ "বসানাং বল্কলে শুদ্ধে বিপূয়ৈঃ কৃতমেখলাং।" বিং, ত্রিং, পবিত্র।

বিপ্র (বি—প্রা পূরণ করা+অ(ড)—ক। যে ষট্ কর্ম্ম পূরণ করে। অথবা বপ্ বপন করা+র—সংজ্ঞার্থে, নিপাতন। যেখানে ধর্ম্ম বীজ বপন করা যায়) সং, পুং, দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ। শিং—১ "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্।"

বিপ্রকর্ষ—পুং, **বিপ্রকর্ষণ**—ক্লীং } (বি—প্র—কৃষ্ [আকর্ষণ করা] অন্তরস্থ হওয়া+অ(অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, দূরত্ব। দূরবর্ত্তী হওয়া।

বিপ্রকর্ষণশক্তি—যে শক্তি দ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়।

বিপ্রকার (বি—প্র হানি, হেয়—কার করণ) সং, পুং, অপকার, অনিষ্ট উপদ্রব। তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

বিপ্রকাষ্ঠ; সং, ক্লীং, তুলবৃক্ষ।

বিপ্রকীর্ণ (বি—প্র সমন্তাৎ—কৄ বিক্ষেপ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত, চড়াইয়া পড়া। বিপর্য্যস্ত। ছড়ভঙ্গ।

বিপ্রকৃত (বি—প্র হেয়, হানি—কৃত) বিং, ত্রিং, তিরস্কৃত। শিং—১ "তস্মিন্ বিপ্রকৃতা-কালে।" অপকৃত। উপদ্রুত।

বিপ্রকৃষ্ট (বি—প্র—কৃষ্ [কর্ষণ করা] অন্তরস্থ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অনাসন্ন, দূরস্থ, দূরবর্ত্তী।

বিপ্রচিত্তি, **বিপ্রচিত্ত** } (বি—প্র—চিৎ বোধ করা+তি, ত—ক) সং, পুং, অসুরবিশেষ, দনুর পুত্র।

বিপ্রতিপত্তি (বি না, বিরুদ্ধ—প্রতিপত্তি জ্ঞান) সং, স্ত্রীং, বিরুদ্ধ জ্ঞান। বিরোধ। অস্বীকার। সংশয়।

বিপ্রতিপন্ন (বি না, বিরুদ্ধ—প্রতিপন্ন অবধারিত ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, বিরুদ্ধ। অস্বীকৃত। সন্দিগ্ধ।

বিপ্রতিষিদ্ধ (বি—প্রতিষিদ্ধ নিষিদ্ধ) বিং, ত্রিং, নিবারিত, নিষিদ্ধ। বিরুদ্ধ।

বিপ্রতিষেধ (বি—প্রতিষেধ নিষেধ) সং, পুং, তুল্যবল বিরোধ। নিষেধ।

বিপ্রতিসার—রী (বি বিপরীত—প্রতি অভিমুখে—সার [সৃ গমন করা+অ(ঘঞ্) —ভাবে] গমন) সং, পুং, অনুতাপ। পশ্চাত্তাপ। রোষ, ক্রোধ।

বিপ্রতীপ, বিং, ত্রিং, প্রতিকূল, বিপরীত।

বিপ্রদহ; সং, পুং, শুষ্ক ফল মূলাদি।

বিপ্রবুদ্ধ (বি—প্রবুদ্ধ জাগরিত) বিং, ত্রিং, জাগরিত উন্নিদ্র।

বিপ্রয়াণ (বি—প্র—যা গমন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পলায়ন, প্রস্থান।

বিপ্রযুক্ত (বি প্রভিন্ন—প্রযুক্ত সংযুক্ত) বিং, ত্রিং, বিযুক্ত। বিশ্লিষ্ট। পৃথক্কৃত। বিরহিত। বিচ্ছেদপ্রাপ্ত।

বিপ্রয়োগ (বি প্রভিন্ন—প্রয়োগ সংযোগ) সং, পুং, বিরহ। বিয়োগ। পৃথক্‌ভাব। বিবাদ, বিরোধ।

বিপ্রলব্ধ (বি+প্র—লভ্ [লাভ করা] বঞ্চনা করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বঞ্চিত। প্রতারিত।

বিপ্রলব্ধা; সং, স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয়।

বিপ্রলম্ভ (বিপ্রলব্ধ দেখ, অ(ঘঞ)—ভা) সং, পুং, বঞ্চনা, প্রতারণা। বিবাদ, কলহ। বিয়োগ, বিরহ। পৃথক্‌ভাব। শৃঙ্গার-রসবিশেষ। বিরুদ্ধকর্ম্ম।

বিপ্রলাপ (বি—প্র বিরুদ্ধ—লাপ কথন) সং, পুং, বিরোধবচন, বিরুদ্ধ বাক্য কথন, কলহ। অনর্থক বিবাদ।

বিপ্রলোভী (লোভিন্) সং, পুং, কিংকিরাত বৃক্ষ।

বিপ্রবাস—পুং } বিপ্রবাসন—ক্লীং } (বি—প্র ভিন্ন—বাস বাস করা) সং, দেশান্তরে অবস্থিতি, দেশান্তরে বাস, বিদেশে বাস।

বিপ্রবিদ্ধ, বিং, ত্রিং, অভিহত।

বিপ্রশ্নিকা (বি বিবিধরূপে—পৃচ্ছ জিজ্ঞাসা করা+ই—প্রং, ন্—আগম। কণ্—যোগ অথবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা+কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, দৈবজ্ঞা, গণকের স্ত্রী, ভাগ্যকথয়িত্রী।

বিপ্রসাৎ (বিপ্র+সাৎ(সাৎ)—প্রং) অং, বিপ্রকে দেয়, বিপ্রায়ত্ত, ব্রাহ্মণাধীন। ব্রাহ্মণকে দত্ত।

বিপ্রিয় (বি না—প্রিয়) বিং, ত্রিং, অপকার। অবজ্ঞাত। ঘৃণিত। বিরক্তিজনক। অপ্রিয়। শিং—১ "ন হি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।" অপরাধ। সং, ক্লীং, অনিষ্ট।

বিপ্রুষ্ } বিপ্রুষ্ } (বি না—প্রুষ্, প্লুষ্ দগ্ধ করা+০(ক্বিপ্)—ক,সং, স্ত্রীং, দ্রব বস্তুর বিন্দু, জলাদি কণা। বেদপাঠ কালীন মুখনির্গত জলবিন্দু।

বিপ্রোষিত (বি—প্র ভিন্ন—বস্ বাস করা+ত(ক্ত)—ক, বস্থানে উষ্) বিং, ত্রিং, প্রবাসিত, বিদেশস্থ।

বিপ্লব (বি—প্লু [গমন করা] উপদ্রব করা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বিবাদ। বিনাশ। ভয়প্রদর্শন। বিদ্রোহ, উপদ্রব। দেশলুণ্ঠন। ভয়প্রাপ্তি। ভয়প্রদর্শন। গোলমাল। কষ্ট। বিপদ্। পাপ। দুষ্টতা। হঠযুক্ত। ভঙ্গি বা রব দ্বারা শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করা।

বিপ্লাব (বিপ্লু লাফিয়া লাফিয়া যাওয়া, জলে ভাসিয়া যাওয়া+অ(ঘঞ)—ভাবে) সং, পুং, অশ্বের প্লুতগতি জলপ্লাবন। লুণ্ঠনাদিদ্বারা দেশ ধ্বংস করা। গোলমাল বা উপদ্রব দ্বারা সাধারণের শান্তি নাশকরা।

বিপ্লাবন (বি না—প্লব্-ণিচ্=প্লাবি [গমন করান] ব্যাঘাত করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্যাঘাত, বিঘ্ন। ধ্বংস। হানি। জলপ্লাবন। বিপর্য্যাস।

বিপ্লাবিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিপর্য্যস্ত, উল্টেপাল্টে দেওয়া। (+ক্ত—র্ম্ম) ব্যাহত।

বিপ্লুত (বিপ্লব দেখ, ত(ক্ত)—ক, র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিগত। ব্যসনার্ত্ত। দূষিত। উপদ্রুত; যথা—'অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্য।" বিহ্বল। ভ্রান্তি। অপরাধকারী। বিপর্য্যস্ত। প্রতিকূল। বিপরীত। সং, ক্লীং, ব্যাঘাত। ধ্বংস। হানি। জলপ্লাবন।

বিফল (বি—ফল) বিং, ত্রিং, নিষ্ফল, বৃথা, নিরর্থক। লা—স্ত্রীং, কেতকী।

বিবধ (বি বিগত—বধ হনন্‌, গতি, ৬মী —ষ) সং, পুং, সংগৃহীত ধান্য তণ্ডুলাদি। শিং—১ "নিরুদ্ধবিবিধাসার।"

বিবন্ধ (বি—বন্ধ্‌ বন্ধনকরা+অ(অন)—ক) সং, পুং, রোগবিশেষ, মূত্রপুরীষাবরোধ, কোষ্ঠবদ্ধরোগ।

বিবুধ (বি বিবিধরূপে—বুধ্‌ জানা+অ (ক)—ক) সং, পুং, দেবতা। যথা—"অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ (ভট্টিকাব্য। পণ্ডিত। চন্দ্র।

বিবুধবনিতা; সং, স্ত্রীং, অপ্সরা।

বিবুধান; সং, পুং, আচার্য্য, পণ্ডিত। দেব।

বিবোধ (বি—বোধ বুদ্ধি) সং, পুং, জাগরণ। বিকাস। জ্ঞান।

বিবোধন (বি—বোধি বুঝান, বিজ্ঞাপন করান+অন(অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, উদ্বোধ। বুঝান। জাগরণ। শিং—১ "বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াং।" জ্ঞাপন। বিকাসিত করা।

বিবোধিত (পূর্ব্বে দেখ,) ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জাগরিত। জ্ঞাপিত। বিকাসিত।

বিব্রুবৎ (বি বিরুদ্ধ—ব্রু বলা+অৎ(শতৃ) —ক) বিং, ত্রিং, বিরুদ্ধবক্তা। মৌনী।

বিভক্ত (বি—ভজ্‌ ভাগ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিভিন্ন, পৃথক্‌কৃত। সুশ্লিষ্ট। সংক্রমিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, বিভাগ।

বিভক্তকোষ্ঠী (Nautilidæ) যাহাদের দেহের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে; যথা—নটিলস্‌ জীব।

বিভক্তজ (বিভক্ত বিভাগ করা [হইতেছে বা হইয়াছে]—জ [জন্‌ জন্মান+অ(ড) —ক] জাত) সং, পুং, পৈত্রিক ধন বিভাগানন্তর উৎপন্ন সন্তান।

বিভক্তি (বি—ভজ্‌ ভাগ করা+তি(ক্তি) —ভা, ণ) সং, স্ত্রীং. বিভাগ, বণ্টন। রচনা। ভঙ্গী। ব্যাকরণে—শব্দ বা ধাতুর। পরে যে সকল প্রত্যয় হয়; সুপাদি ও তিঙাদি। শিং—১ সংখ্যাত্বব্যাপ্যসামান্যৈঃ শক্তিমান্‌ প্রত্যয়স্তু যঃ। সা বিভক্তির্দ্বিধা প্রোক্তা সুপতিঙৌ চেতি ভেদতঃ)।"

বিভঙ্গ (বি—ভন্‌জ ভগ্ন হওয়া+অ(অল্‌) —ভা) সং, পুং, বিন্যাস। ভঙ্গিসংকোচ। (+অল্‌—র্ম্ম) খণ্ড, ছেদ।

বিভজনীয় (বিভক্ত দেখ, অনীয়+র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিভাগযোগ্য, বিভাজ্য।

বিভব (বিভূ দেখ, অ(অল্‌)—ভাবে) সং, পুং, বিভুত্ব, প্রভুত্ব। মোক্ষ, মুক্তি। বৎসরবিশেষ। ঔদার্য্য। মহত্ত্ব। প্রভাবাদি-ষষ্ঠ বৎসরান্তর্গত দ্বিতীয় বর্ষ। শিং—১ "সুভিক্ষং ক্ষেমমারোগ্যং সর্ব্বে ব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ। প্রশান্ত-মানবাস্তত্র বহুশস্যা বসুন্ধরা॥ হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ জনাঃ সর্ব্বে বিভবে হবদে বরাননে।" (—অল্‌+ণ) ধন, সম্পত্তি।

বিভা (বি বিশেষরূপে—ভা দীপ্তিপাওয়া +ও—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রভা, দীপ্তি, আলোক। কিরণ। শোভা। প্রকাশ।

বিভাকর (বিভা—কর [কৃ করা+অ(ট) —ক] যে করে, ২য়া,—ষ) সং, পুং, সূর্য্য, প্রভাকর। অগ্নি। অর্কবৃক্ষ।

বিভাগ (বি—ভাজ্‌ ভাগকরা+অ(ঘঞ্‌) —ভাবে) সং, পুং, ভাগ, বণ্টন। (+ ঘঞ্‌—র্ম্ম) দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বা অংশীকরণ। খণ্ড। অঙ্কশাস্ত্রে ভগ্নাংশের ভাজ্য।

বিভাজক (বি—ভাজক যে অংশ করে) ত্রিং, বিভাগকর্ত্তা।

বিভাজ্য (বিভক্তি দেখ, য—র্ম্ম) বিভাগযোগ্য। শিং—১ "কুলে বিনীতবিদ্যানাং ভ্রাতৃণাং পিতৃতোঽপি বা। শৌর্য্যপ্রাপ্তং যদ্বিত্তং বিভাজ্যং তদ্‌বৃহস্পতিঃ।"

বিভাজ্যতা (Divisibility, বিভাজ্য+তা —ভাবে) সং, স্ত্রীং, জড় পদার্থের প্রতি কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলে যে গু

দ্বারা উহা নানা খণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে।

বিভাণ্ডক ; সং, পুং, মুনিবিশেষ, ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।

বিভাণ্ডী ; সং, স্ত্রীং, আবর্ত্তকীলতা।

বিভাত (বি—ভা দীপ্তি পাওয়া + ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রভাত, প্রাতঃকাল।

বিভাব (বি বিবিধ—ভাব [ভূ হওয়া + অ (ঘঞ্)—ণ) স্বভাব) সং, পুং, কাব্য-নাটকাদিতে বর্ণিত শোক ক্রোধ উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের কারণকে বিভাব কহে; তাহা দুই প্রকার—উদ্দীপন ও আলম্বন (+ঘঞ্—ভাবে) পরিচয়।

বিভাবন—ক্লীং, } (বি—ভূ-ণি = ভাবি
বিভাবনা—স্ত্রীং } বিবেচনা করান ইত্যাদি অন(অনট্), অন—ভাবে, আপ্) সং, বিবেচনা। চিন্তন। অবধারণ। অনুভব-করণ। প্রকাশন। খ্যাপন। দর্শন। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ; যেখানে কারণ ব্যতি-রেকে কার্য্যোৎপত্তি হয়; যথা—মেঘ ব্যতিরেকে বর্ষণ, পুষ্প ব্যতিরেকে ফলোৎ-পত্তি ইত্যাদি। শিং—১ "ক্রিয়ায়াঃ প্রতি-ষেধেঽপি ফলব্যক্তির্বিভাবনা।

বিভাবনীয় } (বি—ভূ ণি—ভাবি বিবে-
বিভাব্য } চনা করান+অনীয়, য—কর্ম্ম) বিং, ত্রিং, চিন্তনীয়। অবধারণীয়। বিবেচনীয়। দর্শনীয়।

বিভাবরী (বি—ভা [নক্ষত্রগণের সহিত] দীপ্তি পাওয়া + বন (ক্বনিপ্)—ক, ঈপ্, ন্ = র সং, স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি। কুট্টনী। হরিদ্রা। বক্রযোষিৎ। বিবাদবহ্নমুখী। মৌখর্য্য-নিয়তস্ত্রী, মেদাবৃক্ষ।

বিভাবসু (বিভা প্রভা—বসু ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ। চিত্রক-বৃক্ষ। অগ্নি। চন্দ্র। হারবিশেষ।

বিভাবিত (বিভাবন দেখ, ত(ক্ত)—কর্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃষ্ট। অনুভূত। বিবেচিত, বিমৃষ্ট। বিচিন্তিত। প্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত।

বিভাষা (বি বিভিন্ন, বিরুদ্ধ—ভাষা বচন) সং, স্ত্রীং, বিকল্প, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা, দ্বৈধভাব।

বিভাসা (বি—ভাস্ দীপ্তিপাওয়া + অ—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রকাশ।

বিভাসিত (বি—ভাস্ দীপ্তিপাওয়া + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, দীপিত, প্রকাশিত। জলোপরি শোভিত।

বিভিন্ন (বি—ভিদ্ ভেদ করা + ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত। সংগৃহীত। বিভক্ত) পৃথগ্‌ভূত। অন্যবিধ। বিঘট্টিত। বিদীর্ণ (+ক্ত—কর্ম্ম) বিদারিত। বিদলিত। বিকসিত। নানাবিধ। হতাশ, হতবুদ্ধি। নিঃশেষিত।

বিভীতক (বি না, বিশেষরূপে—ভীত ভয়, কণ্—যোগ। যাহা হইতে রোগভয় নাই, অথবা ভূতাশ্রয়ত্ব হেতু বিশেষরূপে ভয় হয় যাহা হইতে, ৫মী—হিং) সং, পুং, বয়ড়া গাছ।

বিভীষণ (বি—ভী ভয় পাওয়া + অন(অনট্)—ভা। যাহা হইতে ভয় পাওয়া যায়) সং, পুং, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নলতৃণ। বিং, ত্রিং, ভয়ঙ্কর। দৃঢ়, ঘন। হত্যা। আত্মা। কাল।

বিভীষিকা (বি—ভী-ণি + অক(ণক) প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, ভয় প্রদর্শন, ভয় দেখান।

বিভু (বি প্রধান, কারণ—ভূ হওয়া + উ(ডু)—ক) সং, পুং, প্রভু। ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। পরমেশ্বর। ভৃত্য। ব্যাপক। নিত্য। অর্হৎ। বিং, ত্রিং, সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী, সর্ব্ব-ব্যাপী। সমর্থ।

বিভূতি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। সমৃদ্ধি। অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব—শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। ভস্ম, ছাই।

বিভূষণ—পুং } (বি—ভূষ্ ভূষিত করা
বিভূষা—স্ত্রীং } + অন(অনট্)—ণ) সং,

আভরণ, অলঙ্কার। (—অ—ভাবে) শোভা।

বিভূষিত (বিভূষণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শোভিত। অলঙ্কৃত।

বিভৃত (বি—ভৃ ধারণ করা, পালন করা+ ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ধৃত। পুষ্ট, প্রতিপালিত।

বিভেদ (বি—ভিদ্ ভেদ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিভিন্নতা, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। অপগম। বিভাগ। মিশ্রণ। বিকাশ। বিদলন। বিদারণ।

বিভোর, বিভোল, বিং, (বিহ্বল শব্দজ কি ?) বিহ্বল, অজ্ঞান। ২। উন্মত্ত।

বিভ্রৎ (বি—ভৃ পোষণ করা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ধারণকারী। পোষণকর্ত্তা। শিং—১ "চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতং।"

বিভ্রম (বি—ভ্রম্ ভ্রমণ করা ইত্যাদি+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজাত ক্রিয়াবিশেষ, অকারণ আসন হইতে উঠিয়া অন্যত্র গমন, নায়কবিষয়ক কথাসক্ত সখীজনের সহিত আলাপ, উচ্চ হাস্য, ক্রোধ প্রকাশ, পুষ্পাদি প্রার্থনা ও সহসা বস্ত্রাদি খণ্ডন ইত্যাদি। শিং—১ "কামোৎসুক্যকৃতাকারং রূপযৌবনসম্পদা। অনবস্থিতচেষ্টত্বং বিভ্রমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" লীলা। বিলাস। ভ্রম। সংশয়। ভ্রমণ। ত্বরাপ্রযুক্ত ভূষণাদির স্থানান্তর বিন্যাস। বিজৃম্ভন। সাদৃশ্য। শোভা। মা—স্ত্রীং, বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা।

বিভ্রাট্, **বিভ্রাজ** (বিভ্রাজ্, বি—ভ্রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০(কিপ্) অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ভ্রাজিষ্ণু, অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল। শোভমান, দীপ্তিমান্। আপদ্, বিপদ্, সঙ্কট।

বিভ্রান্ত (বিভ্রম দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভ্রমযুক্ত, ভুল হওয়া। ত্বরান্বিত।

বিভ্রান্তি (বিভ্রম দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ভ্রম, ভুল। ত্বরা।

বিমত (বি বিপরীত, বিরুদ্ধ—মন্ বোধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অসম্মত, অনভিমত, বিরুদ্ধমতিযুক্ত। অগ্রাহ্য। অপ্রিয়, অনিষ্ট।

বিমতি (বি বিরুদ্ধ—মতি মনঃ) সং, স্ত্রীং, অনিচ্ছা, অসম্মতি।

বিমথিত (বি—মথ্ মন্থন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিনাশিত।

বিমনাঃ, বিমনস্ক (—মনস্, বি বিচলিত—মনস্, ৬ষ্ঠী—হিং, মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, উদ্বিগ্ন। বিষণ্ণ, দুঃখিত। ব্যাকুল। অন্যমনস্ক।

বিমনায়মান (বি—মনস্+ক্য+আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, দুঃখিত, বিষণ্ণ।

বিমনীকৃত (বি—মনস্+চ্বি—কৃত) বিং, ত্রিং, দুর্ম্মনাঃ, অপ্রফুল্ল।

বিময় (বি—মি [ক্ষেপণ করা] পরিবর্ত্তন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বিনিময়, বদল।

বিমর্দ্দ—পুং, **বিমর্দ্দন**—ক্লীং (বি—মৃদ্ চূর্ণ করা+অ(অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, ঘর্ষণ। পেষণ, চূর্ণন। মন্থন। পরিমল। সম্পর্ক। বিনাশ। সম্বাধ। ঘাতন। গুল্মবিশেষ। কালকাসুন্দা গাছ।

বিমর্দ্দক ; সং, পুং, চক্রমর্দ্দ।

বিমর্দ্দিত (বিমর্দ্দ দেখ, ত(ক্ত)-র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ঘৃষ্ট। পিষ্ট। দলিত। মন্থিত, বিলোড়িত। চূর্ণিত। সংঘটিত।

বিমর্দ্দোত্থ (বিমর্দ্দ মর্দ্দ—উত্থ যে উঠে) সং, পুং, মর্দ্দন দ্বারা উৎপন্ন মনোহর গন্ধ।

বিমর্শ—পুং, **বিমর্শন**—ক্লীং (বি—মৃশ বিবেচনা করা +অ(অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, বিতর্ক, তর্ককরণ। তথ্যানুসন্ধান। বিচার। বিবেচনা। যুক্তিদ্বারা পরীক্ষাকরণ। অসন্তোষ। অধৈর্য্য।

বিমর্ষ—পুং, } (বি—মৃষ্ সহ্যকরা+অ
বিমর্ষণ—ক্লীং } (অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, অসহন। অসন্তোষ। নাট্যাঙ্গ।

বিমল (বি না—মল, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। সুন্দর, মনোহর। শুভ্র। নিষ্কলঙ্ক। নিষ্পাপ। সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ, শত্রুঞ্জয়পর্ব্বত। জৈনমুনি। লা—স্ত্রীং, দেবীবিশেষ। চামরকষা। ক্লীং, রূপার গিল্‌টী।

বিমলদান; সং, ক্লীং, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যদান। স্ফটিকমণি।

বিমলমণি (বিমল নির্ম্মল—মণি) সং, পুং,

বিমলাত্মক; বিং, ত্রিং, নির্ম্মল।

বিমাতা (বিমাতৃ, বি ভিন্ন—মাতৃ মাতা) সং, স্ত্রীং মাতৃসপত্নী, সৎমা। শিং—১ "মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্বয়ঃসাধিকঃ। নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্।"

বিমাতৃজ (বিমাতৃ—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, পুং, মাতৃসপত্নীপুত্র, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। জা—স্ত্রীং, মাতৃসপত্নীকন্যা, বৈমাত্রেয়ভগিনী।

বিমান (বি—মন্ বোধ করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে, কিংবা মা পরিমাণ করা—অন(অনট্)—ভাবে অথবা বি না—মান সম্ভ্রম) সং, পুং—ক্লীং, ব্যোমযান, দেবরথ। যান। সিংহাসন। মণ্ডপ। সাততলা ঘর। অশ্ব, ঘোটক। রাজগৃহবিশেষ, রাজপ্রাসাদ। অসম্মান। পরিমাণ।

বিমাননা (বি না—মানি পূজা করা+অন, আপ্) সং, স্ত্রীং, অবমান, তিরস্কার।

বিমার (যবনভাষা) সং, রোগ, পীড়া।

বিমার্গ (বি—মৃজ্ মার্জ্জন করা+অ(ঘঞ্)—ণ, অথবা বি না, বিরুদ্ধ—মার্গ পথ) সং, পুং, সম্মার্জ্জনী, খেংরা। কুপথ। কদাচার।

বিমিশ্র (বি—মিশ্র্ মিশ্রিত করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত, মিশান।

বিমিশ্রগণিত (Mixed Mathematics) যাহাতে পদার্থ-সম্বন্ধরাশি নিরূপণ করা হয়।

বিমুক্ত (বি—মুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, মুক্তিপ্রাপ্ত। পরিত্যক্ত। বন্ধন হইতে মুক্ত।

বিমুক্তি (বি—মুক্তি মোচন) সং, স্ত্রীং, বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন। মোক্ষ।

বিমুখ (বি উল্টা, বিরুদ্ধ—মুখ বদন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পরাঙ্মুখ, নিবৃত্ত। শিং—১ "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।" অপ্রসন্ন। নিস্পৃহ।

বিমুগ্ধ (বি—মুহ্ অচৈতন্য হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মুগ্ধ, মোহপ্রাপ্ত। স্বাভাবিক জ্ঞানশূন্য।

বিমুদ্র (বি না—মুদ্রা মোহর, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিকসিত, প্রফুল্ল। মুদ্রাহীন। মুদ্রারহিত, মোহর করা নয়।

বিমূঢ় (বি—মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অজ্ঞান, মূর্খ। ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞানশূন্য।

বিমৃষ্ট (বি—মৃষ্ শোধন করা+ক্ত—র্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচিত। বিচারিত।

বিমৃষ্যকারী } (বিমৃষ্যকারিন্, বিমৃষ্য—
বিমৃশ্যকারী } কারিন্ যে করে) বিং, ত্রিং যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করে।

বিমৃশ্যবাদী } (বিমৃষ্যবাদিন্, বিমৃষ্য—
বিমৃষ্যবাদী } বাদিন্ যে বলে) বিং, ত্রিং যে ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কথা বলে।

বিমোক্ষণ—ক্লীং } (বি—মোক্ষণ মুক্তি।
বিমোক্ষ—পুং } বি—মুচ্ ত্যাগকরা+
বিমোচন—ক্লীং } অ(অল), অন(অনট্)—ভা) সং, বিমুক্ত, উদ্ধার, পরিত্রাণ, বন্ধন্ মোচন।

বিমোহ (বি—মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, জড়তা, মোহ।

বিমোহন (বি—মুহ্-ণিচ্=মোহি মুগ্ধ হওয়ান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মুগ্ধকরণ, মোহজন্মান, ভুলান। (+অনট্—ক) বিং, ত্রিং, মোহজনক।

বিমোহিত (বি—মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মোহপ্রাপিত। (বিমোহ —ইত—প্রং) মোহপ্রাপ্ত, মুগ্ধ, অজ্ঞান। মূর্চ্ছিত। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য।

বিম্ব (বী গমন করা, দীপ্তি পাওয়া+বন্ —ক, ম্—আগম। ঈ—হ্রস্ব। স্বামী বলেন, শোভার্থ বিম্ব্ ধাতুতেই নিষ্পন্ন) সং, পুং, —ক্লীং, সূর্য্য ও চন্দ্রের মণ্ডল। মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার ; যথা—নিতম্ববিম্ব। মূর্ত্তি। প্রতিবিম্ব, ছায়া। সং, পুং, কৃকলাস। ক্লীং, তেলাকুচাফল। যথা—"বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।" শিং—১ "উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।" জলবুদ্বুদ।

বিম্বক (বিম্ব+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল। তেলাকুচা ফল।

বিম্বজা ; সং, স্ত্রীং, তেলাকুচা।

বিম্বট (বিম্ব—অট্ [গমন করা] "তুল্য রূপে" জন্মান+অ(অন্)—ক)সং,পুং,সর্ষপ।

বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা (বিম্ব দেখ, কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, তেলাকুচার গাছ। জলবুদ্বুদ। চন্দ্র ও সূর্য্য মণ্ডল।

বিম্বাগত (বিম্ব—আগত) বিং, ত্রিং, বিম্বপ্রাপ্ত, বিম্বিত।

বিম্বিত (বিম্ব+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত। আভাসিত।

বিম্বু (বিম্ব দেখ, উ—ক) সং, পুং, গুবাক, সুপারি।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (বিম্ব পাকা তেলাকুচা—ওষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, যাহার ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ।

বিয়চ্চারী (বিয়চ্চারিন্, বিয়ৎ আকাশ—চারিন্ যে চরে, ৭মী—য) বিং, ত্রিং, আকাশগামী। সং, পুং, চিলপক্ষী।

বিয়ৎ (বি না—যম্ বিরাম করা+০(ক্বিপ্) —ক) সং, ক্লীং, আকাশ, গগন।

বিয়দ্গঙ্গা, (বিয়ৎ স্বর্গ—গঙ্গা) সং, স্ত্রীং, স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী।

বিয়দ্ভূতি (বিয়ৎ আকাশ—ভূতি অলৌকিক শক্তি) সং, স্ত্রীং, অন্ধকার।

বিয়ন, বিয়ান (দেশজ) বি, প্রসব করা ২। ব্যজন করা।

বিয়ন্মণি (বিয়ৎ আকাশ+মণি রত্ন) সং, পুং, সূর্য্য।

বিযম, বিযাম (বি—যম্ নিবৃত্ত করা+ অল্, ঘঞ্—ভা) সং, পুং, সংযম, ইন্দ্রিয় দমন। নিবৃত্তি। যাতনা।

বিযাত (বি নিষেধ—যাত ঈপ্সিত। নিষিদ্ধ বা অযোগ্য বিষয়ের নিমিত্ত যে ইচ্ছা করে) বিং, ত্রিং, ধৃষ্ট, প্রগল্ভ, নির্লজ্জ, অশিষ্ট।

বিয়াল্লিশ (দেশজ) বিং, সংখ্যাবিশেষ, ৪২।

বিযুক্ত, বিযুত (বি না—যুক্ত, যুত সংযুক্ত) বিং,ত্রিং, বিরহিত,রহিত। ত্যক্ত। বিচ্ছিন্ন। বিশিষ্ট।

বিয়ে (বিবাহ শব্দজ) সং, উদ্বাহ, পরিণয়।

বিয়োগ (বি না—যোগ সংযোগ) সং, পুং, বিচ্ছেদ, বিরহ। অভাব। গণিতে—রাশির ব্যবকলন।

বিয়োগভাক্ (—ভাজ্) বিং, ত্রিং, বিচ্ছেদযুক্ত।

বিয়োগী (বিয়োগিন্, বিয়োগ+ইন্— অস্ত্যর্থে, অথবা বি না—যুজ্ যোগকরা+ ইন্(ণিন)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, রহিত, পৃথগ্ভূত অসংযুক্ত, বিরহী, বিচ্ছেদযুক্ত। সং, পুং, চক্রবাকপক্ষী। রথাঙ্গনামা। রথাঙ্গ।—গিনী—স্ত্রীং, বিরহিণী। ছন্দোবিশেষ।

বিয়োজিত (বি না—যোজিত সংযুক্ত) বিং, ত্রিং, বিরহিত, পৃথক্কৃত, বিচ্ছেদপ্রাপিত। বিশ্লিষ্ট। শূন্যীকৃত।

বিরক্ত (বি না—রন্‌জ্ অনুরক্ত হওয়া+ ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন। নিস্পৃহ। অনুরক্ত, বিরত। শিং—১ "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।" চটা, বিমুখ। বিশেষরূপে ত্যক্ত।

প্রবণ। ক্তা—স্ত্রী', দুর্ভগা। অনহুকূলা। শিং—১ "যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা—।"

বিরক্তভাব (বিরক্ত—ভাব গুণ) সং, পুং, বিরাগ, বৈরাগ্য। অনহুরাগ, ঔদাস্য। অনিচ্ছা। প্রতিকূলতা। বৈমুখ্য।

বিরক্তি (বিরক্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভা)সং, স্ত্রীং, বিরাগ, বৈরাগ্য। অনমুরাগ, ঔদাস্য। অনিচ্ছা।

বিরঙ্গ, সং, পুং, কুঙ্কুম।

বিরচিত (বি—রচি সৃষ্টি করা, রচনা করা +ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, নির্ম্মিত, গঠিত। প্রণীত। কৃত। গ্রথিত। বর্ণিত। লিখিত। ভূষিত।

বিরজাঃ (বিরজস্, বি না—রজস্ স্ত্রীরজঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বিগতার্ত্তবা, নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী। বিং, ত্রিং, রজোগুণরহিত। ধূলিশূন্য।

বিরজা (বি—রনজ্ রঞ্জিত করা+অ(অন্) —ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা। যযাতি রাজার মাতা। রাধার সখীবিশেষ। কৃষ্ণের সখী। জগন্নাথক্ষেত্র। নদীবিশেষ। কপিথানীবৃক্ষ।

বিরজীকৃত (বি না—রজস্ রজোগুণ ইত্যাদি—কৃত করা হইয়াছে, মধ্যে ঈ(চ্বি) —আগম) বিং, ত্রিং, রজোগুণ রহিত। নির্ধূলীকৃত, যাহা ধূলীশূন্য করা হইয়াছে।

বিরঞ্চ
বিরঞ্চি (বি বিবিধ [প্রাণী]—রচ্ সৃষ্টি করা+অ, ই—প্রং। ম—আগম) সং, পুং, ব্রহ্মা।

বিরত (বি না—রত আসক্ত) বিং, ত্রিং, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপরত। বিভ্রান্ত। বিমুখ।

বিরতি (বি না—রতি আসক্তি) সং, স্ত্রীং, বিশ্রাম। নিবৃত্তি। শান্তি। বিরাগ।

বিরল (বি পৃথক্—রা [এখানে] হওয়া+ অল(কলন্)—ক) বিং, ত্রিং, অনিবিড়, ফাঁক্ ফাঁক্, ছাড়া ছাড়া। শিথিল, আল্‌গা। ব্যবহিত। অল্প। স্বল্প। নির্জ্জন। ক্লীং, দধি।

বিরলজানুক ; বিং, ত্রিং, বক্রজানুবিশিষ্ট।

বিরলদ্রবা, সং, স্ত্রীং, শ্লক্ষযবাগূ।

বিরস (বি না—রস আস্বাদ) বিং, ত্রিং, রসহীন, বিস্বাদ বিরক্তিজনক। অতৃপ্তিকর। ক্লীং, অশ্রদ্ধা।

বিরহ (বি—রহ্ ত্যাগ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, বিচ্ছেদ, বিয়োগ। ত্যাগ। অস্থিতি। অভাব। শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভাখ্য অবস্থাবিশেষ।

বিরহিত (বিরহ+ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, বিহীন। ত্যক্ত। রহিত। বিযুক্ত।

বিরহী (বিরহিন্, বিরহ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিয়োগী, বিচ্ছেদযুক্ত। হিণী—স্ত্রীং, বিয়োগিনী। [শেষ।

বিরহোৎকণ্ঠিতা ; সং, স্ত্রীং, নায়িকাবি-

বিরাগ (বিরক্ত দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বৈরাগ্য, বিবেক। ঔদাস্য। বিরক্তি, অনমুরাগ। বিং, ত্রিং, রাগহীন। শিং—১ "বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসো মল উচ্যতে। তেম্বেব হি বিরাগো হি নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্।"

বিরাগী (বিরাগিন্, বিরাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বৈরাগ্যযুক্ত।

বিরাজমান (বি—রাজ দীপ্তি পাওয়া+ আন (শান)—ক, ম—আগম) বিং, ত্রিং, দীপ্তিবিশিষ্ট, শোভমান। জাঁকজমকবিশিষ্ট।

বিরাজিত (বি—রাজ, দীপ্তি পাওয়া+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, শোভিত, প্রকাশিত।

বিরাট্ (বিরাজ্, বি বিশেষরূপে—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক। তেজস্বিতা বা ব্যাপকতা হেতু, যিনি বিশেষরূপে দীপ্তি পান) সং, পুং, ক্ষত্রিয়। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর। স্বায়ম্ভুব মনু। ছন্দোবিশেষ। কান্তি। দীপ্তি। বেদান্তমতে স্থূলশরীর সমষ্টির উপহিত চৈতন্য।

বিরাট (বি—রট্ বলা+অ(ঘঞ্)—র্ম) সং, পুং, বগুড়ার অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে স্থিত দেশবিশেষ। ঐ দেশের রাজা।

বিরাটক, সং, পুং, রাজপট্ট।

বিরাটজ (বিরাট দেশবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] উৎপন্ন) সং, পুং, বিরাটদেশীয় হীরক। ২। বিং, ত্রিং, বিরাটদেশজাত। ৩। বিরাটরাজের পুত্র উত্তর।

বিরাণী (বিরাণিন্, বি—রণ যুদ্ধ+অ এবং ইন্—যোগ) সং, পুং, হস্তী।

বিরাদ্ধ (বি—রাধ্ [সিদ্ধ করা] অপকার করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অপকৃত। অপমানিত। উৎপীড়িত। কোপিত।

বিরাদ্ধা (বিরাদ্ধৃ, বিরাদ্ধ দেখ, তৃ (তৃণ) —ক) বিং, ত্রিং, অপমানকারক। অপকারক। উৎপীড়ক।

বিরাধ (বি—রাধ সিদ্ধ করা+অ—নামার্থে) সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ। (বিরাধন দেখ, অ—ভা) অপকার। পীড়া, ব্যথা। অপরাধ। বোধ। বিরক্ত।

বিরাধন (বি—রাধ্ [সিদ্ধ করা] অপকার করা ইত্যাদি+অন(অনট্,—ভা) সং, ক্লীং, অপকার। পীড়া, ব্যথা। পীড়ন।

বিরানব্বই (দ্বি—নব্বই নবতি শব্দজ) বিং, সংখ্যাবিশেষ, ৯২।

বিরাম (বি না—রম্ অনুরক্ত হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিশ্রাম। নিবৃত্তি, উপরম। অবসান। বৈরাগ্য। বিরতি। ব্যাকরণে—পরবর্ণাভাব।

বিরাল—পুং } (বিড়্+আল (কালন)
বিরালী—স্ত্রীং } —ক) সং, মার্জ্জার, বিড়াল।

বিরাব (বি—রু শব্দ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল। বিং, ত্রিং, রবহীন।

বিরাবী (বিরাবিন্, বিরাব+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শব্দকারী।

বিরিক্ত (বি—রিচ্ পুনঃপুনঃ বিষ্ঠাক্ষরণ+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিরেচনবিশিষ্ট, যাহার উদর ভঙ্গ হইয়াছে।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি (বি বিবিধ [প্রাণী]—রচ্ সৃষ্টি করা+অ(অন্), ইন—ক, ম্—আগম। অ=ই) সং, পুং, ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব।

বিরিব্ধ (বি—রেভ্ শব্দ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) ই—আগম, নিপাতন (সং, পুং,) স্বর, কণ্ঠধ্বনি।

বিরুত (বি—রু শব্দ করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, কূজিত, অব্যক্তধ্বনি। রব।

বিরুদ (বি—রুদ্ রোদনকরা+অ(ক)—ভা) সং, পুং,—ক্লীং, গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতি।

বিরুদ্ধ (বি—রুধ্ রোধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিপরীত, উল্টা। বিদ্বিষ্ট। বদ্ধ, আটক করা।

বিরূঢ় (বি—রুহ্ উৎপন্ন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অঙ্কুরিত। উৎপন্ন, জাত। বদ্ধমূল। গভীররূপে নিমগ্ন। আরোহণবিশিষ্ট।

বিরূপ (বি নিন্দিত—রূপ আকৃতি) বিং, ত্রিং, কুরূপ, কুৎসিত। প্রতিকূল। ক্লীং, পিপ্পলীমূল। পুং, সুমনোরাজপুত্র। পা—স্ত্রীং, দুরালভা। অতিবিষা।

বিরূপাক্ষ (বিরূপ কুৎসিত—অক্ষ অক্ষিশব্দজ, অ—প্রং, ৬ষ্ঠী—হিং, যেহেতু ইঁহার তিন চক্ষু) সং, পুং, শিব, ত্রিলোচন। রুদ্রবিশেষ। যাহার চক্ষু বিকৃত। যাহার চক্ষু সাধারণ সংখ্যার অতীত। শিং—১ "বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা।"

বিরূপিকা (বিরূপ+কণ—যোগ) সং, স্ত্রীং, কুরূপা, কুৎসিতা। শিং—১ "ন চ শ্রাদ্ধঃ কনিষ্ঠস্য যা চ কন্যা বিরূপিকা।"

বিরেক—পুং } (বি—রিচ্ পুনঃপুনঃ
বিরেচন—ক্লীং } বিষ্ঠাক্ষরণ+অ (ঘঞ্), অনট্—ভা) সং, মলনিঃসারণ, উদরভঙ্গ, ভেদ। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, বিরেচক।

বিরেচক (বি—রেচি নিঃসারণ করা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ভেদকারক, জোলাপ।

বিরেফ (বি না—রেফ "ʼ" এই বর্ণ ইত্যাদি) সং, পুং, নদ। বিং, ত্রিং, রেফশূন্য।

বিরেভিত (বি—রেভ্ শব্দ করা+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ধ্বনিত, শব্দিত।

বিরোক (বি—রুচ্ দীপ্তিপাওয়া+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, ক্লীং, ছিদ্র, গর্ত্ত, বিবর: পুং, সূর্য্যকিরণ।

বিরোচন (বি—রুচ্ দীপ্তি পাওয়া+অন —ক) সং, পুং, সূর্য্য। অগ্নি। অর্কবৃক্ষ। চন্দ্র। প্রহ্লাদের পুত্র, বলিরাজার পিতা। রোহিতকবৃক্ষ। শ্যোনাকবৃক্ষ। ঘৃতকরঞ্জ।

বিরোধ (বি—রুধ্ রুদ্ধ করা+অ(ঘঞ্) —ক) সং, পুং, বৈর। বৈপরীত্য। অবরোধ। অনৈক্য। যুদ্ধ। বিপদ্। বাধা, আটক। অর্থালঙ্কারবিশেষ।

বিরোধন (বিরোধ দেখ, অনট্—ভ'বে) সং, ক্লীং, বিরোধ। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, বিরোধকারক।

বিরোধী (বিরোধিন্, বিরোধ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিরুদ্ধ, প্রতিকূল. বিপরীত। বিরোধকারী, বিদ্বেষী, রিপু, শত্রু। সং, পুং, বৎসরবিশেষ। ধিনী—স্ত্রীং, বিরোধকারিকা।

বিরোধোক্তি (বিরোধ বৈপরীত্য, বাদানুবাদ—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বাস্তবিক বিরুদ্ধ নহে কিন্তু বিরুদ্ধের ন্যায় বলা। বিপ্রলাপ।

বিল (বিল্ ভেদ করা+অ(ক)—ক) সং, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব। বেতগাছ।

বিলকারী; সং, পুং, মূষিক।

বিলক্ষ (বি—লক্ষ দর্শন করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিস্ময়াপন্ন, চমৎকৃত। অচিহ্নিত। অনুদ্দিষ্ট। প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নির্গুণ। লজ্জিত।

বিলক্ষণ (বি না—লক্ষণ চিহ্ন, স্বরূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সাধারণ, অসামান্য। ভিন্ন পৃথক্। পরীক্ষক, দর্শক। ণা—স্ত্রীং, শয্যাবিশেষ।

বিলগ্ন (বি—লগ্ লাগিয়া যাওয়া+ত(ক্ত) —র্ম্ম) সং, ক্লীং, কটিদেশ। জন্মলগ্ন। বিং, ত্রিং, কৃশ। সংলগ্ন। বৃদ্ধ। জনিত। শিং—১ "বিলগ্নমধ্যা।"

বিলঙ্ঘন (বি—লন্ঘ্ ডিঙ্গিয়া যাওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, উল্লঙ্ঘন। অতিক্রম।

বিলঙ্ঘিত (বিলঙ্ঘন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত।

বিলজ্জ (বি না—লজ্জা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, নির্লজ্জ, লজ্জারহিত, বেহায়া।

বিলন (দেশজ) সং, বায়করণ। বণ্টন। দানকরণ।

বিলন, বিলপিত (বি—লপ্ [বলা] শোক করা+অন(অনট্), ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং,বিলাপ, শোকবাক্য। মল, কাইট।

বিলপমান (বি—লপ্ [বলা] শোক করা +আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যে বিলাপ করিতেছে।

বিলম্ব—পুং, **বিলম্বন**—ক্লীং } (বি—লম্ব্ লম্বমান হওয়া + অ (অল্), অনট্—ভাবে) সং, পুং, দোলন, ঝুলন, লম্বন। অশীঘ্রতা, গৌণ, দেরী।

বিলম্বিত (বিলম্ব+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, লম্বমান, যাহা ঝুলান হইয়াছে। অশীঘ্র, বিলম্বযুক্ত। সং, ক্লীং, মধ্যম নৃত্য।

বিলম্বী (বিলম্বিন্ বিলম্ব+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অশীঘ্রকারী, বিলম্বকারী। লম্ব্ লম্বিত হওয়া+ইন্ (ণিন্)—ক) অদ্রুত। লম্বনবিশিষ্ট। সংযুক্ত। কুড়ে। লম্ববান।

বিলম্ভ (বি বিপরীত—লভ্ লাভ করা+অ(অল্,—ভাবে) সং, পুং, অতিদান, অতিসর্জ্জন, বিতরণ।

বিলয় (বি—লী লীন হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, লয়,প্রলয়, ব্রহ্মাণ্ডের নাশ। বিনাশ, ধ্বংস। অন্তর্ধান। বিং, ত্রিং, লয়বহির্ভূত।

বিললা, সং স্ত্রীং, শ্বেতবলা।

বিলশয় (বিল গর্ত্ত—শয় [শী শয়ন করা+

অ(অন্)—ক] যে শয়ন করে, ৭মী—ষ) সং, পুং, সর্প, ভুজগ।

বিলসৎ (বি—লস্ (ক্রীড়া করা) বিলাসকরা ইত্যাদি+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, শোভমান। বিলাসী। স্ফূর্ত্তিমান্। ক্রীড়াশীল।

বিলসন, বিলসিত (বি—লস্ [ক্রীড়া করা] বিলাস করা+অন(অনট্), ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, বিলাস। লীলা। দীপ্তি, শোভা। স্ফুরণ। ক্রীড়া। প্রকাশ। আভা।

বিলাত (আরবী) মুসলমানেরা আপনাদের স্বদেশকে বিলাত বলিত, এক্ষণে বিলাত অর্থে ইংলণ্ড।

বিলাপ (বি—লপ্ [বলা] খেদ করা+অ (ঘঞ্—ভা) সং, পুং, পরিদেবন, খেদোক্তি।

বিলাল [বি—লল্ পাইতে ইচ্ছা করা+অ (ঘঞ্)—প্রং। অথবা বিড়াল দেখ, ড=ল) সং, পুং, যন্ত্র, কল। বিড়াল।

বিলাস (বি—লস্ [ক্রীড়া করা] বিলাস করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অঙ্গভঙ্গী বিশেষ। শৃঙ্গার চেষ্টাবিশেষ। স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়াবিশেষ, প্রিয়দর্শনাদিজনিত গমনোপবেশনাদির বৈচিত্র্য ও মুখ নেত্র শরীরাদির ভাবভঙ্গী। নায়কের বিলাস এই—ধীরদর্শন বৃষভতুল্য গমন কিংবা অদ্ভুত গমন ও স্মিত পূর্ব্বক কথন প্রভৃতি গুণ। ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ। শোভা। সুখভোগ। স্ফুরণ। প্রাদুর্ভাব।

বিলাসপরায়ণ (বিলাস—পরায়ণ আসক্ত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, সৌখীন, আমোদ প্রমোদে রত।

বিলাসভবন, বিলাসমন্দির (বিলাস ক্রীড়া—ভবন, মন্দির=গৃহ) সং, ক্লীং, ক্রীড়াগৃহ, আমোদ প্রমোদ নিমিত্ত নির্ম্মিত গৃহ। বৈঠকখানা। নাচঘর।

বিলাসী (—সিন্, বি—লস্ ক্রীড়া করা—ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিলাসপরায়ণ, বিলাসযুক্ত,ক্রীড়াকৌতুকরত। বিলাসশালী। ভোগবান্। সিনী—স্ত্রীং, রমণী, কামিনী, নারী। বেশ্যা। (বিল—আস+ইন(ণিন্)-ক) সং, পুং, সর্প। কৃষ্ণ। অগ্নি। চন্দ্র। শিব। কন্দর্প।

বিলিখন (বি লিখ [লেখা] বিদীর্ণ করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, খনন। আঁচড়ান।

বিলীন (বি—লী লীন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, লয়প্রাপ্ত, লীন হওয়া। বিনষ্ট। অন্তর্হিত। নিবিষ্ট। দ্রবীভূত। গলিত, ক্ষরিত। মগ্ন। মিশ্রিত।

বিলুপ্ত (বি—লুপ্ লোপ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট। লুণ্ঠিত। ছিন্ন। আক্রান্ত গৃহীত। তিরোভূত।

বিলুভিত; বিং, ত্রিং, চঞ্চল।

বিলুলিত (বি—লুল্ [পীড়ন করা] চঞ্চল হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, চঞ্চল। কম্পিত। দোদুল্যমান। চালিত। বিঘূর্ণিত।

বিলেখন (বি—লিখ্ [লেখা] বিদীর্ণ করা ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, খনন, গোঁড়া। আঁচড়ান। বিদারণ। মূলোৎপাটন। কর্ষণ। বিভাগকরণ।

বিলেপ (বি—লিপ্ লেপন করা+অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রলেপদ্রব্য। (—অল্—ভাবে) লেপন, মাখান। চন্দন। পীভাতের মাড়।

বিলেপন (বিলেপ দেখ, অন(অনট্)—ং) ক্লীং, লেপনের বস্তু। লেপনযোগ্য সুগন্ধি বস্তু। (+অনট্—ভাবে) চন্দন-কুঙ্কুমাদি লেপন। মাখান। নী—স্ত্রীং, সুবেশা স্ত্রী। ভাতের মাড়।

বিলেবাসী (বিলেবাসিন্, বিলে গর্ত্তে—বাসী যে বাস করে) সং, পুং, সর্প। বিং, ত্রিং, যে গর্ত্তে বাস করে।

বিলেশয় (বিলে গর্ত্তে—শয় যে শয়ন করে) সং, পুং, সর্প। মূষিক গোসাপ। শশক। শজারু। যে কোন জন্তু গর্ত্তে বাস করে। শিং—১ "গোধাশশভুজঙ্গাখুশল্ল্যাদ্যা বিলেশয়াঃ।"

বিলোকন (বি—লোক্ নিরীক্ষণ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অবলোকন, দর্শন। (+অনট্—ণ) নেত্র, চক্ষুঃ।

বিলোকনীয় (বিলোকন দেখ, অনীয়—(র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দেখিবার যোগ্য, দর্শনীয়, সুদৃশ্য।

বিলোকিত (বিলোকন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবলোকিত, দৃষ্ট। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং. দর্শন।

বিলোচন (বি—লোচ্ দর্শন করা+অন (অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, লোচন, চক্ষুঃ। (+অনট্—ভাবে) দর্শন।

বিলোটক ; সং, পুং, নলমীন, বেলেমাছ।

বিলোঠন (বি—লুঠ্ লুঠ করা+অনট্—ভাবে সং, ক্লীং, লোঠন।

বিলোড়ন (বি—লুড়্ মন্থন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আলোড়ন, মন্থন, ঘোটা।

বিলোড়িত (বি লুড়্-ণিচ=লোড়ি+ক্ত র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আলোড়িত, মথিত। সং, ক্লীং, তক্র, ঘোল।

বিলোপ—পুং, **বিলোপন**—ক্লীং } (বি—লোপি লোপ করা, ছেদ করা+অ (অল্), অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, লোপ, বিনাশ। তিরোভাব। মৃত্যু। ধ্বংস।

বিলোভন (বি—লুভ্-ণিচ=লোভি লাভাকাঙ্ক্ষী হওয়ান—অন অনট্ —ভা) সং, ক্লীং, লোভ প্রদর্শন, লোভ দেখান। (+অনট্—ণ) লোভনীয় বস্তু।

বিলোম (বি ভিন্ন, উল্টা—লোমন্ শরীরের চুল, অ—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রতিকূল। বিপরীত, ব্যুৎক্রম, উল্টা। সং, পুং, সর্প। বরুণ। কুকুর। ত্রৈরাশিক ফলজ্ঞাপক ক্রিয়াবিশেষ। সঙ্গীতে—সাতটী সুরের ক্রমাম্বয়ে নিম্নগতির নাম বিলোম বা অবরোহণ।

বিলোমজ (বিলোম ব্যুৎক্রম—জ [জন জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ইত্যাদি ক্রমে উৎপন্ন।

বিলোমজিহ্ব (বিলোম বিপরীত—জিহ্বা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হস্তী, গজ।

বিলোমবর্ণ (বিলোম [বিবাহের] ক্রম, বিপর্য্যয়—বর্ণ জাতি) সং, পুং, বর্ণশঙ্কর জাতি।

বিলোমী ; সং, স্ত্রীং, আমলকী।

বিলোল (বি—লুল্ [পীড়ন করা] চঞ্চল, হওয়া+অন্—ক) বিং, ত্রিং, চঞ্চল, চপল, কম্পমান। শিং—১ "কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজং।" অতি লোভী।

বিল্ল (বিল গর্ত্ত+ল=প্রং) সং, ক্লীং, বিল, জলা। আলবাল। হিঙ্গু, হিং।

বিল্লসূ ; সং, স্ত্রীং, প্রসূতদশপুত্রা।

বিল্ব (বিল্ ভেদ করা—ব—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, শ্রীফল, বেল। একপল পরিমাণ। পুং, বেলগাছ।

বিবক্ষা (বচ্ বলা+সন্—ইচ্ছার্থে, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, বলিবার ইচ্ছা। অভিলাষ, ইচ্ছা।

বিবক্ষিত (বচ্ বলা+সন্—ইচ্ছার্থে ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বলিতে ইচ্ছার বিষয়, যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে।

বিবক্ষু (বচ্ বলা+সন্—ইচ্ছার্থে+উ—ক) বিং, ত্রিং, বলিতে ইচ্ছুক। শিং—১ "পুনর্ব্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।"

বিবঞ্চিষু (বঞ্চ্ বঞ্চনা করা+সন্—ইচ্ছার্থে+উ—ক) বিং, ত্রিং, প্রতারণেচ্ছু।

বিবৎসা (বস্ বাস করা+সন্—ইচ্ছার্থে, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, বাসেচ্ছা, বাস করিবার ইচ্ছা। (বি না—বৎস বাছুর, আপ্) মৃতবৎসগবী।

বিবদমান (বি বিরুদ্ধ—বদ্ বলা+আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, বিরোধী, বিবাদী।

বিবধ (বীবধ দেখ) সং, পুং, বীবধ দেখ।

বিবন্দিষু (বন্দ বন্দনা করা + সন্—ইচ্ছার্থে + উ—ক) বিং, ত্রিং, অভিবাদনেচ্ছু।

বিবর (বি—বৃ [আবরণ করা] অ অল্)—ভাবে) সং, ক্লীং, রন্ধ্র, ছিদ্র, গর্ত্ত। দোষ। বিচ্ছেদ। পৃথক্‌ভাব।

বিবরণ (বি—বৃ [আবরণ করা] অর্থ প্রকাশ করা ইত্যাদি + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বর্ণন, ব্যাখ্যা। টীকা, অর্থ প্রকাশ করণ। প্রকাশ।

বিবরনালিকা (বিবর গর্ত্ত, ছিদ্র—নাল চোঙ্গা + কণ্-যোগ) সং, স্ত্রীং, বংশী, বাঁশী।

বিবর্জ্জন (বি—বৃজ্ ত্যাগকরা + অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিসর্জ্জন, পরিত্যাগ।

বিবর্ণ (বি না—বর্ণ জাতি, রং) সং, পুং, নীচজাতি। বিং, ত্রিং, বিকৃতবর্ণ, মলিন।

বিবর্ণভাব (বিবর্ণ—ভাব স্বরূপ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিবর্ণতা, মালিন্য। দীপ্তিহীনতা। কান্তিশূন্যতা। নিষ্প্রভবতা।

বিবর্ত্ত (বি—বৃৎ [থাকা] ঘোরা + অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পরিবর্ত্তন। ঘূর্ণন। ভ্রান্তি, ভ্রম; ভ্রমণ। নৃত্য। সমূহ। পরিবর্ত্ত। পরিণাম। বিশেষরূপে স্থিতি।

বিবর্ত্তন (বিবর্ত্ত দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভ্রমণ। ঘূর্ণন। পরিভ্রমণ। প্রত্যাবৃত্তি) প্রত্যাবর্ত্তন। পাশ ফিরিয়া শোয়া, নৃত্য। পরিবর্ত্তন। প্রদক্ষিণীকরণ।

বিবর্ত্তিত (বিবর্ত্ত দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং প্রত্যাবর্ত্তিত, ঘূর্ণিত। ভ্রমিত। অপনীত।

বিবর্দ্ধন (বি বিশেষরূপে—বর্দ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ান, ছেদ করান + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিশেষরূপে বাড়ান। ছেদন, খণ্ডন।

বিবশ (বি বিরুদ্ধ—বশ ইচ্ছা করা + অ (অল্)—ভাবে, অথবা বি বিগত—বশ অধীনতা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অবশ। অবশীভূত, অবাধ্য। অচেতন, নিশ্চেষ্ট। বিহ্বল। স্বাধীন। মৃত্যুভীত মৃত্যুপ্রার্থী। মৃত্যুকালে নির্ভীক, প্রশান্তচেতাঃ।

বিবস্বান্ (বিবস্বৎ, বিবস্ [বি বিবিধ প্রকার—বস্ বাসকরা + ০(ক্বিপ্)—ক] আবরণ অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণ + বৎ (বতু) অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য। দেবতা। অরুণ। অর্কবৃক্ষ বৈবস্বত মনু স্বতী—স্ত্রীং, সূর্য্যানগরী।

বিবাক (বি—বচ্ বলা + অ(ঘঞ্)—ক) বিং, ত্রিং, বিবেচনকর্ত্তা।

বিবাদ (বি বিরুদ্ধ—বাদ কথন) সং, পুং, বিরোধ, কলহ। ব্যবহার, মোকদ্দমা।

বিবাদপদ; সং, ক্লীং, বিবাদস্থানীয়, বিরোধীয়। বিবাদের স্থল।

বিবাদী (বিবাদিন্, বিবাদ + ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা বি বিরুদ্ধ—বাদ্ বলা + ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিবাদকারী, বিরোধী। সঙ্গীতে—যে রাগে যে স্বর সংযোজিত হইলে রাগভ্রষ্ট হয়, তাহাকে বিবাদী কহে।

বিবাস—পুং
বিবাসন—ক্লীং } (বি একদিকে—বস্ ণিচ্=বাসি বাস করান + অ(ঘঞ্), অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, নির্ব্বাসন, স্বদেশ হইতে দূরীকরণ।

বিবাসিত (বিবাসন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নির্ব্বাসিত, স্বদেশ হইতে দূরীকৃত।

বিবাহ (বি পরস্পররূপে—বহ্ পাওয়া + অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, দারপরিগ্রহ, পরিণয়; বিবাহ অষ্টবিধ—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস পৈশাচ।

বিবাহিত (বি পরস্পররূপে—বহ্-ণিচ্—বাহি পাওয়ান + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কৃতবিবাহ, পরিণীত। (বিবাহ + ইত—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা।

বিবাহ্য (বিবাহ দেখ, য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবাহযোগ্য (বি—বহ্ বহন করা + য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বহনীয়। সং, পুং, জামাতা। বর।

'বিবি (হিন্দী) মান্যারমণী। ২। ইংরেজ-মহিলা। ৩। মুসলমানপত্নী।
বিবিক্ত (বি—বিচ্ পৃথক্ হওয়া+ত(ক্ত)ক) বিং, ত্রিং, বিজন, নির্জ্জন। শুভ। পবিত্র। একাগ্র। পৃথক্কৃত। অসম্পৃক্ত। বিবেকী। বিবেচক। ক্তা—স্ত্রীং, দুর্ভাগা।
বিবিক্ষা (বিশ্ প্রবেশ করা+সন্—ইচ্ছার্থে, অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রবেশ করিবার ইচ্ছা।
বিবিক্ষু (বিবক্ষা দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, প্রবেশ করিবার ইচ্ছুক।
বিবিগ্ন (বি—বিজ্ ভীত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভীত। উদ্বিগ্ন। শঙ্কিত।
বিবিদিবস্, বিবিদ্বান্ (বিবিদ্বস্, বিদ্ জানা+বস্ (ক্বসু)—ক) বিং, ত্রিং, যে জানিয়াছে।
বিবিধ (বি বহু—বিধা প্রকার) বিং, ত্রিং, নানাবিধ।
বিবী (হিন্দী) মান্যা রমণী। স্ত্রী।
বিবীত (বি না—বীত গত) সং, পুং, প্রচুর তৃণাদিবিশিষ্ট পরিরক্ষিত গোমহিষাদি চরিবার স্থান।
বিবৃত (বিবরণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিস্তৃত. প্রসারিত। প্রকটীকৃত। ব্যাখ্যাত, বর্ণিত। প্রকাশিত। মহৎ। স্পষ্টীকৃত। প্রমাণীকৃত। উন্মুক্ত, খোলা। তা—স্ত্রীং, বাতরোগবিশেষ।
বিবৃতাক্ষ (বিবৃত বিস্তৃত, বৃহৎ—অক্ষ অক্ষি শব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং+অ—প্রেং) সং, পুং, কুক্কুট। বিং, ত্রিং, বিস্ফারিতলোচন।
বিবৃতাস্য (বিবৃত বিস্তৃত+আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বিস্তৃতমুখ, যে মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে।
বিবৃতি (বিবরণ দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিবরণ, ব্যাখ্যা, টীকা। শিং—১ "বাক্যস্য শেষাৎ বিবৃতের্ব্বদন্তি সান্নিধ্যতস্তং সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।" প্রকাশ, প্রকটন। বিজৃম্ভন বিস্তার।
বিবৃত্ত (বিবর্ত্ত দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পরাবৃত্ত, ফেরান। তির্য্যক্ চলিত। শিং—১ "বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং সমুদ্বহচ্চারুনিতম্বরম্যং।" ঘূর্ণিত। লুঠিত। ত্তা—স্ত্রীং, ক্ষুদ্ররোগবিশেষ।
বিবৃত্তি (বিবর্ত্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, চক্রবৎ ভ্রমণ, ঘূর্ণন। স্ফুরণ।
বিবৃদ্ধ (বি—বৃধ্ বাড়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
বিবৃদ্ধি (বি—বৃদ্ধি) সং, স্ত্রীং, সম্যক্ বৃদ্ধি।
বিবেক (বি বিশেষরূপে—বিচ্ বিচার করা, পৃথক্ করা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, বিচার, বিবেচনা। ভেদ, বিভিন্নতা। বৈরাগ্য, সংসারে ঔদাস্য। তত্ত্বজ্ঞান, দেহ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ জ্ঞান করিবার ক্ষমতা প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান। স্নানাগার। চৌবাচ্চা। দর্শী, বিবেকী।
বিবেকদৃশ্বা (—দৃশ্বন্) বিং, ত্রিং, বিবেক-
বিবেকিতা (বিবেকী+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিবেকীর ভাব। শিং—১ "যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।"
বিবেকী, (বিবেকিন্, বিবেক+ইন্—অস্ত্যর্থে অথবা বি বিশেষরূপে—বিচ্ বিচার+ইন্(ণিন্)—ক), শীলার্থে) বিং, ত্রিং, বিবেকযুক্ত। বিবেচনাকারী, বিচারক। বৈরাগ্যবিশিষ্ট, বিরাগী। সং, পুং, দেবসেনরাজপুত্র।
বিবেচক (বিবেক দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিচারে শক্তিমান্, বিচারক্ষম, বিবেচনাকারী, বিচক্ষণ।
বিবেচন—ক্লীং } (বিবেক দেখ, অন
বিবেচনা—স্ত্রীং } (অনট্)—অন—ভা) সং, বিচার। বিতর্ক, বিশেষরূপে আলোচনা।
বিবেচনীয় (বিবেক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচনার যোগ্য।
বিবেচিত (বি—বিচ্-ণি=বেচি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিচারিত, তর্কিত, নিরূপিত। সিদ্ধ।

বিবেচ্য (বিবেক দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচনাযোগ্য।

বিবোঢ়া (বিবোঢ়্, বিবাহ দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) সং, পুং, বিবাহকর্ত্তা, পতি, বর।

বিব্রুবন্ (বিব্রুবৎ বি না, বিরুদ্ধ—ব্রু বলা + অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, মৌনী। বিরুদ্ধবক্তা। শিং—১ "পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বিব্রুবন্।"

বিব্বোক (বিবু [বি—বা গমন করা+উ (কু)—ভা] গতি—ওক [উচ্ সমবেত হওয়া—অ—ধি। যাহাতে সমবেত হয়] স্থান। গর্ব্বিতা স্ত্রীর গতিবিশেষের স্থান, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ভাগবিশেষ; স্ত্রীদিগের অভিমত বস্তু প্রাপ্তিতে গর্ব্বহেতু অনাদর। তদ্রূপ করাতে নায়কের প্রণয়বৃদ্ধি হয়।

বিশ্ (বিশ্ প্রবেশ করা + ০(কিপ্)—ক) সং, পুং, বৈশ্য, বণিগ্জাতি। মনুষ্য। স্ত্রীং, কন্যা। বিং, ত্রিং, ব্যাপক।

বিশ (বিশ্ দেখ, অ(ক)—ক) সং, পুং, বৈশ্যজাতি। মনুষ্য ক্লীং, মৃণাল। শী—স্ত্রীং, কন্যা। বিং, ত্রিং, ব্যাপক।

বিশকলিত; বিং, ত্রিং, বিবেচিত।

বিশঙ্ক (বি না—শঙ্কা ভয়, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, শঙ্কারহিত, নির্ভয়।

বিশঙ্কট }
বিসঙ্কট } (বি অব্যয়শব্দ + শঙ্কটচ্—প্রং। ২য় পক্ষে—বি—সন্—কট্ গমন করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিশাল, বৃহৎ, বড়।

বিশঙ্কমান (বি—শনক্ আশঙ্কাকরণ+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, আশঙ্কাকারী।

বিশদ (বিশদ্ [গমনকরা] নির্ম্মল হওয়া+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, শুভ্র, শাদা; যেমন—বিশদবদনা।
২ "সুধন্য চৈত্রমাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ, বিশদপক্ষ শুভক্ষণে।" (অন্নদামঙ্গল)। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। স্পষ্ট, স্ফুট। বিবিক্তাবয়ব। প্রসন্ন, অনুকূল। সুন্দর, মনোহর। সং, পুং, শুভ্রবর্ণ।

বিশপ্তন্ত্র—বিশপ্ প্রভৃতি যাজক দ্বারা নির্ব্বাহিত ধর্ম্মপ্রণালী।

বিশম্বরা; সং, স্ত্রীং, পল্লী।

বিশয় (বি—শী [শয়ন করা] সন্দেহ করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সংশয়, সন্দেহ। শিং—১ "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং।"

বিশর—পুং }
বিশরণ—ক্লীং } (বি—শৄ বধ করা+অ (অল্),অন(অনট্)—ভা) সং, হত্যা, বধ। [সং, পুং, বিস্ময়।

বিশরারু (বি—শৄ বধ করা+আরু—ক)

বিশল্য (বি না—শল্য শেল, ৭মী—হিং) বিং, ত্রিং, শঙ্কুরহিত, শল্যরহিত, শেলশূন্য। শিং—১ "বিশল্যো বিরুজঃ শীঘ্রমুদতিষ্ঠন্ মহীতলাৎ।" শেলব্যথাশূন্য। যাতনাশূন্য। চিন্তাশূন্য।

বিশল্যকরণী; সং; স্ত্রীং, ঔষধবিশেষ। শিং—১ "পূর্ব্বন্তু কথিতো যোঽসৌ বীর জাম্বতো তব। দক্ষিণে শিখরে জাতা মহৌষধিমিহানয়। বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা। সংজীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীঃ।"

বিশল্যা (বিশল্য+আ—প্রং। ইহার দ্বারা অস্ত্রাদির বাধা নিবারণ হয়) সং, স্ত্রীং, গুলঞ্চলতা। জুঁয়াতা শাক। অগ্নিশিখাবৃক্ষ। দন্তী। ত্রিপুটা। অজমোদা।

বিশস—পুং }
বিশসন—ক্লীং } (বি—শস্ বধ করা+অ(অস্), অন(অনট্—ভা) সং, বধ, হত্যা, মারণ, বিনাশ। পুং, খড়্গ। শিং—১ "অসির্বিশসনঃ খড়্গঃ।"

বিশসিত (বি—শস্+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মারিত।

বিশস্ত (বিশস দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হত, মারিত, নাশিত। কর্ত্তিত, ছিন্ন। সুসভ্য। অতীত।

বিশাংপতি (বিশাম্ মনুষ্যদের—পতি) সং, পুং, মনুষ্যেশ্বর, রাজা। শিং—১ "সংবেশায় বিশাংপতিং বিসসর্জ্জ।"

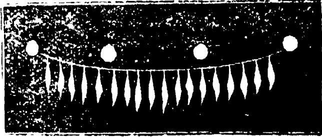
বিশাই (বিশ্বকর্ম্মা শব্দের অপভ্রংশ) বিশ্বকর্ম্মা।

বিশাকর; সং, পুং, ভদ্রচূড়, লঙ্কাসিজ্।

বিশাখ (বিশাখা নক্ষত্রবিশেষ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে, ইনি মূর্ত্তিমৎ নক্ষত্র দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। যাচক, ভিক্ষু। ধনুর্দ্ধারী দিগের পদ, (সংস্থান-বিশেষ। পুনর্নবা। (বি—শাখা) শাখাহীন।

বিশাখজ; সং, পুং, নারঙ্গ।

বিশাখা (বি—শাখ্ ব্যাপ্ত হওয়া+অ, আপ্) সং, স্ত্রীং, দ্বিং, ষোড়শ নক্ষত্র। ইহার



বিশাখা নক্ষত্র।

রূপ তোরণাকার চতুস্তারকাময়। ইহার জাতফল "যথা—সদানুরক্তো বিবিধ ক্রিয়ায়াং সুবর্ণকারৈরপি সখ্যমেতি। যস্য প্রসূতৌ চ ভবেৎ বিশাখা সখা ন কস্যাপি ভবেৎ প্রসূতঃ।"

বিশাতনী; সং, স্ত্রীং, ছেদনকর্ত্রী। শিং—২ "যত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীং।"

বিশায় (বি পর্য্যায় ক্রমে—শী শয়নকরা—অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, প্রহরীদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন।

বিশারণ (বি—শৃ-ণিচ=শারি বধ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মারণ, হত্যা, বধ।

বিশারদ (বিশাল বৃহৎ [যশঃ ইত্যাদি]—দা দানকরা+অ(ড)—ক। ল স্থানে র) বিং, ত্রিং, দক্ষ, নিপুণ, চতুর; যেমন—রণবিশারদ। বিদ্বান্, পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। প্রগল্ভ। শ্রেষ্ঠ। নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্। বিস্তৃত। গর্ব্বিত। পুং, বকুল। দা—স্ত্রীং, ক্ষুদ্র দুরালভা।

বিশাল (বি+শালচ্, কিম্বা বিশ্ প্রবেশ করা+আল(কালন্)—ক) বিং, ত্রিং, বৃহৎ, বড়। বিস্তৃত, চৌড়া। বিখ্যাত, অত্যদ্ভুতকর্ম্মা। বিস্তীর্ণ। সং, পুং, মৃগবিশেষ। পক্ষীবিশেষ। নৃপবিশেষ। বৃক্ষবিশেষ। লী—স্ত্রীং, গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর সঙ্গমস্থানের নিকটবর্ত্তী পুরীবিশেষ।

বিশালতা (বিশাল+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বৃহত্ব, প্রকাণ্ডতা। ওসার, বহর। বিস্তার।

বিশালতৈলগর্ভ; সং, পুং, অঙ্কোঠবৃক্ষ।

বিশালত্বক্ (বিশালত্বচ্, বিশাল বড়—ত্বচ্ বল্কল) সং, পুং, সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ।

বিশালপত্র; সং, পুং, কাসালু। শ্রীতাল।

বিশালা (বিশাল দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীং, উজ্জয়িনী নগরী। ইন্দ্রবারুণী। মহেন্দ্রবারুণী। তীর্থবিশেষ। দক্ষকন্যা। নদীবিশেষ। গয় নামে ভূপতি গয়াতীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীকে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন।

বিশালাক্ষ (বিশাল বড় —অক্ষি চক্ষুঃ+অ—প্রং, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। গরুড়। বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, সুনেত্র, যাহার চক্ষুঃ বড়, বৃহৎ নয়নযুক্ত। ক্ষী—স্ত্রীং, দুর্গা। সুলোচনা, যে স্ত্রীর চক্ষুঃ উত্তম। যোগিনীবিশেষ। নাগদন্তী। বরস্ত্রী।

বিশিখ (বি বিশিষ্ট—শিখা অগ্রভাগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বাণ, শর, ইষু। শরগাছ। তোমরাস্ত্র। বিং, ত্রিং, শিখারহিত। শিং—১ "বিশিখোঽম্বুপবীতী

চ কৃতং কর্ম্ম ন তং কৃতং।" থা—স্ত্রাং, রথ্যা, রথ। খনিত্রী, খন্তা। চরকার টেকো। নাপিতের স্ত্রী, নাপ্‌তিনী। আতুরাগার, যে গৃহে রোগী থাকে।

বিশিঞ্জান (বি—শিনজ্‌ অস্ফুট শব্দ করা +আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, শব্দকারী।

বিশিপ; সং, ক্লীং, মন্দির।

বিশিষ্ট (বি—শিষ্‌ বিশেষ করা+ত(ক্ত)—ক, কিম্বা শাস্‌ শাসন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, যুক্ত, মিলিত। বিলক্ষণ। ভিন্ন। অতিশিষ্ট। খ্যাত, যশস্বী। সিদ্ধ। পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "বিশিষ্টঃ শিষ্টকৃৎ শুচিঃ।"

বিশীর্ণ (বি—শৄ হিংসা করা, ভেদ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শুষ্ক। কৃশ। জীর্ণ। বিঘটিত, ত্রুটিত, বিশ্লিষ্ট, পতিত।

বিশীর্ণপর্ণ; সং, পুং, নিম্ববৃক্ষ।

বিশীর্য্যমাণ (বিশীর্ণ দেখ, আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা বিশীর্ণ হইতেছে।

বিশুদ্ধ (বি—শুদ্ধ নির্ম্মল) বিং, ত্রিং, শুচি, পবিত্র। নির্ম্মল। নির্দ্দোষ। ষট্‌চক্রান্তর্গত পঞ্চম চক্র।

বিশুদ্ধগণিত (Pure Mathematics) যাহাতে পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণমাত্র করা হয়।

বিশুদ্ধি (বি—শুদ্ধি শোধন) সং, স্ত্রীং, পবিত্রতা। শোধন। সংশোধন। নির্ম্মলতা। শিং—১ "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।" নির্দ্দোষতা। সাদৃশ্য। একতা। সংশয়। ছেদ।

বিশুষ্ক (বি না—শুষ্ক নীরস) বিং, ত্রিং, শুষ্ক, নীরস। ম্লান।

বিশৃঙ্খল (বি না—শৃঙ্খলা শিকল, ভঙ্গী—হিং) বিং, শৃঙ্খলারহিত, শৃঙ্খলাহীন, নিয়মবহির্ভূত, উল্টাপাল্টা। অনিয়মিত। অবাধ্য। দুর্দ্দান্ত।

বিশেষ (বি—শিষ্‌ বিশেষ করা, গুণ বলা +অ(অল্‌)—ভা) সং, পুং, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। প্রকার, রকম। নিয়ম। বৈচিত্র। ব্যক্তি। সার। প্রকর্ষ। তারতম্য। আধিক্য। অবয়ব। দ্রষ্টব্য দ্রব্য। তিলক। কনাদদর্শনোক্ত পদার্থবিশেষ। বৈশেষিকদর্শনোক্ত পদার্থবিশেষ। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, যদি আধেয় আধারশূন্য হয় কিম্বা এক বস্তু অনেকের গোচর হয় অথবা সমর্থই হউক বা অসমর্থই হউক কোন একটী কার্য্য করিতে গিয়া দৈবাৎ যদি তাহার সেই কার্য্য করা হয়। বিং, ত্রিং, অধিক। উৎকৃষ্ট। ভিন্ন।

বিশেষক (বি—শিষ্‌-ণি=শেষি+অক(ণক)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, ললাটের তিলক। তমালপত্র। চিত্রক। পুং, তিলকবৃক্ষ। ক্লীং, শ্লোকত্রয়ের সম্বন্ধ, একবাক্যতাপন্ন শ্লোকত্রয়। বিং, ত্রিং, প্রভেদকারক, বিশেষকারক।

বিশেষজ্ঞ (বিশেষ—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক[যে জানে) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি সবিশেষ জানে, জ্ঞানী।

বিশেষকচ্ছেদ্য; সং, ক্লীং, চতুঃষষ্টিকলান্তর্গত ষষ্ঠকলা।

বিশেষণ (বি—শিষ্‌ সম্যক্‌রূপে বোধ করা +অন(অনট্‌)—ণ। যথা, ছত্রেণ ছাত্রমদ্রাক্ষীৎ) সং, ক্লীং, প্রভেদকারক গুণ ক্রিয়াদি। যথা—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।" (অন্নদা)। বিশেষ্যের ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয়; বিশেষণ ত্রিবিধ—বিশেষ্যবিশেষণ, বিশেষণবিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ; যথাক্রমে উদাহরণ—নূতন গৃহ, পরমদয়ালু, শীঘ্র যাইতেছে। চিহ্ন। অতিশয়করণ।

বিশেষিত (বিশেষ প্রভেদ+ইত—সংজাতার্থে। অথবা বি—শিষ্‌-ণি=শেষি +ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভিন্ন, পৃথক্‌কৃত, প্রভেদিত। বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত।

বিশেষোক্তি (বিশেষ—উক্তি, বৃং—ম)

সং, স্ত্রীং, কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, যেখানে কারণ সত্ত্বেও কার্য্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—যাহারা ধনবান্ হইয়াও নিরহঙ্কৃত হন, যুবা হইয়াও চিত্ত-চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত মহাত্মা। অসাধারণ অবস্থাদি-বর্ণন।

বিশেষ্য (বিশেষণ দেখ, য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, পুং, ধর্ম্মী, যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি বোধ হয়; যথা—বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য প্রভৃতি। গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য। অবচ্ছেদ্য। প্রধান,: শ্রেষ্ঠ। আদিম, আদি কারণ।

বিশোক (বি না—শোক, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, শোকরহিত। সং, পুং, অশোকবৃক্ষ। কা—স্ত্রাং, যোগশাস্ত্রে—চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

বিশোধন (বি—শোধন শুদ্ধি) সং, ক্লীং, বিশুদ্ধকরণ। শিং—১ "প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্।" সংশোধন। পবিত্রকরণ। নী স্ত্রীং, নাগদন্তীবৃক্ষ। ব্রহ্মার পুরী। ধিনী—নাগদন্তী।

বিশোধী (বিশোধিন্, বি—শুধ্-ণিচ=শোধি নির্ম্মল হওয়া বা করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, শোধনকারক।

বিশোষণ (বি—শুষ্ শুষ্ক করা বা হওয়া +অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, শোষণ, শুষ্ককরণ।

বিশ্ন (বিচ্ছ্ দীপ্তি পাওয়া+ন—ভা) সং, পুং, দীপ্তি। কান্তি। স্ফূর্ত্তি। গতি।

বিশ্রণন (বি—শ্রণ দান করা+অন—ভা) সং, ক্লীং, বিতরণ, দান। পাত্রসংকরা।

বিশ্রব্ধ—স্র (বি—শ্রন্ভ বিশ্বাস করা+ +ত(ক্ত)—ক) বিং, বিশ্বস্ত। নিঃশঙ্ক। গাঢ়। শান্ত। ধৈর্য্যাবলম্বী, ধীর। নীচমনাঃ; অধিক। দৃঢ়। বিশ্রান্ত।

বিশ্রম্ভ—স্র (বিশ্রব্ধ দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, প্রত্যয়, বিশ্বাস। প্রণয়। স্বচ্ছন্দ-বিহার। কেলি। কলহ।

বিশ্রম্ভী—(বিশ্রম্ভিন্, বিশ্রম্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিশ্রম্ভযুক্ত। বিশ্বাসী। প্রণয়ী।

বিশ্রবাঃ (বিশ্রবস্, বি—শ্রবস্ (কর্ণ) সং, পুং, রাবণের পিতা, মুনিবিশেষ।

বিশ্রাণন, বিশ্রণন (বি—শ্রণ্-ণিচ=শ্রাণি দান করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দান, বিতরণ।

বিশ্রাণিত (বিশ্রাণন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দত্ত, যাহা বিতরণ করা হইয়াছে।

বিশ্রান্ত (বি—শ্রান্ত ক্লান্ত) বিং, ত্রিং, শ্রান্তিযুক্ত। বিগত শ্রম। নিবৃত্ত, ক্ষান্ত।

বিশ্রান্তি (বি—শ্রম্ ক্লান্ত হওয়া+তি (ক্তি) —ভা) সং, স্ত্রীং, বিরাম, বিবৃত্তি, ক্ষান্তি। খেদাপনয়ন, শ্রমাপনয়ন, জিরন, আরাম করা। তীর্থবিশেষ।

বিশ্রাম, বিশ্রম (বি—শ্রম্ ক্লান্ত হওয়া+ অ(ঘঞ্), অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বিরাম, নিবৃত্তি। জিরন।

বিশ্রাব (বি—শ্রু শ্রবণ করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। ক্ষরণ। স্রোতঃ। ধ্বনি।

বিশ্রী (বি না—শ্রী শোভা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট। কুৎসিত, কদাকার।

বিশ্রুত (বি—শ্রু শ্রবণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ধ্বনিত। জ্ঞাত। হৃষ্ট।

বিশ্রুতি (বিশ্রুত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। ক্ষরণ। স্রোত।

বিশ্লথ (বি—শ্লথ্ শিথিল হওয়া+অ(অন্) —ক) বিং, ত্রিং, শিথিল, আল্‌গা।

বিশ্লিষ্ট (বি না—শ্লিষ সংযুক্ত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত। বিকসিত, প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত। বিযুক্ত। শিথিল। বিমুক্ত।

বিশ্লেষ (বিশ্লিষ্ট দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অসংযোগ, বিভিন্ন হওয়া বিকাশ। বিরাগ। শৈথিল্য।

বিশ্ব (বিশ্ প্রবেশ করা+ব(ক্বন্)—ধি,

সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, বহুং, গণদেবতাবিশেষ। বসু, সত্য, ক্রতু, বক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবাঃ, মদ্রব—এই দশ। নাগর। পরিমাণবিশেষ। ক্লীং, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড। শুণ্ঠি। বোল। বিং, ত্রিং, সকল, সমস্ত।

বিশ্বকদ্রু (বিশ্ব সমস্ত+কণ্—স্বার্থে, নিষ্প্রয়োজনার্থে=বিশ্বক—দ্রু [দৌড়ান] পশ্চাদ্গমন করা+০(ক্বিপ্)—ক। অথবা বিশ্ব কন্দ্[রোদন করা] শব্দ করা+উ—প্রং, য়—আগম) বিং, ত্রিং, খল, ক্রূর। সং, পুং, শিকারী কুকুর। শব্দ, ধ্বনি।

বিশ্বকর্ম্মজা } **বিশ্বকর্ম্মসুতা** } (বিশ্বকর্ম্মন্ দেবশিল্পী —জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত, ৫মী—হিং, এবং সুতা কন্যা, ৬ষ্ঠী—য) সং. স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী, ছায়া, সংজ্ঞা।

বিশ্বকর্ম্মা (—কর্ম্মন্, বিশ্ব সর্ব্বব্যাপী—কর্ম্মন্ কার্য্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং পুং, দেবশিল্পী, ব্রহ্মার পুত্র, যথা—

তুমি বিশ্বকর্ম্ম, জান বিশ্বমর্ম্ম,
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ।
তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে গড়,
তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম।"

সূর্য্য। মুনিবিশেষ। ঈশ্বর, পরমেশ্বর।

বিশ্বকা (বিশ্ব সমস্ত—ক শব্দার্থ কৈধাতুজ) সং, স্ত্রীং, গঙ্গাচিল্লী, গাংচিল।

বিশ্বকৃৎ (বিশ্ব—কৃৎ [করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে করে) সং, পুং, দেবশিল্পী, বিশ্বকর্ম্মা, জগৎকর্ত্তা।

বিশ্বকেতু (বিশ্ব জগদ্ব্যাপী—কেতু ধ্বজা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অনিরুদ্ধ, উষাপতি।

বিশ্বক্সেন } **বিষ্বক্সেন** } বিশ্বক্ সর্ব্বব্যাপী—সেনা, ৬ষ্ঠী—হিং)সং, পুং, বিষ্ণু। ত্রয়োদশ মনু। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী দেবতা। না—স্ত্রীং প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

বিশ্বগন্ধ (বিশ্ব সমস্তাৎ—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পলাণ্ডু, পিঁয়াজ। ন্ধা—স্ত্রীং, পৃথিবী।

বিশ্বগ্রন্থি; সং, স্ত্রীং, হংসপদী।

বিশ্বচ্, বিশ্বচ্ (বিশ্বচ্, বিশ্ব—অন্চ গমন করা +০(ক্বিপ্)—ক) অং, সমন্তাৎ, সর্ব্বতঃ, সর্ব্বত্র। বিং, ত্রিং, সর্ব্বব্যাপী।

বিশ্বচক্র; সং, ক্লীং, মহাদানবিশেষ।

বিশ্বজনীন (বিশ্বজন সর্ব্বলোক+ইন্ ঈন) —হিতার্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বলোকের হিতজনক।

বিশ্বজিৎ (বিশ্ব—জিৎ [জি জয় করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে, ২য়া—য) সং, পুং, সর্ব্বদক্ষিণযজ্ঞবিশেষ, যে যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। বরুণের পাশ। ন্যায়বিশেষ। বিং, ত্রিং, যে বিশ্ব জয় করিয়াছে।

বিশ্বতঃ (বিশ্বতস্, বিশ্ব সমস্ত+তস্—প্রং, সপ্তমীস্থানে তস্) অং, সর্ব্বত্র। সর্ব্বপ্রকারে।

বিশ্বদেব (বিশ্ব সকল—দিব্ ক্রীড়া করা +অ(অল্)—ক] সং, পুং, অগ্নি। সং, বহুং, গণদেবতাবিশেষ। বা—স্ত্রীং, ক্ষুদ্র গবেধুকা, গোরক্ষচাকুলিয়া। নাগবলা। অরুণ পুষ্পদণ্ডোৎপন্ন।

বিশ্বদ্র্যঙ্ (—দ্রচ্ বিশ্বক্ সর্ব্বত্র—অন্চ্ গমন করা+০(ক্বিপ্)—ক। ক=দ্রি) বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্র গমনকারী।

বিশ্বধারিণী (বিশ্ব সমস্ত—ধারিন্ যে ধারণ করে) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

বিশ্বনাথ (বিশ্ব জগৎ—নাথ প্রভু, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

বিশ্বপর্ণী; সং, স্ত্রীং, ভূম্যামলকী।

বিশ্বপা (বিশ্ব—পা [পালন করে) সং, পুং, পালনকর্ত্তা, পরমেশ্বর। সূর্য্য। চন্দ্র। অগ্নি।

বিশ্বপ্সা (বিশ্বপ্সন্, বিশ্ব সমস্ত—প্সা ভক্ষণ করা+অন্—প্রং) সং, পুং, সর্ব্বভক্ষক, অগ্নি। চন্দ্র। সূর্য্য। দেব। বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্ববোধ; সং, পুং, বুদ্ধ বা বৌদ্ধ মুনি।

বিশ্বভু; সং, তৃতীয় বুদ্ধ।

বিশ্বভোজাঃ (—ভোজস্, বিশ্ব সমস্ত—

ভুজ ভোজন করা+অস্—প্রং) সং, পুং, সর্ব্বভুক্, যে সমুদায় বস্তু ভোজন করে। যে সমুদায় ভোগ করে।

বিশ্বমদা ; সং, স্ত্রীং, অগ্নিজিহ্বা। শিং—১ "কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব চ ধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বদার্চ্চি-সোঽগ্নেঃ সপ্তৈব জিহ্বাঃ কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ।

বিশ্বম্ভর (বিশ্বম্ জগৎকে—ভর [ভৃ ভরণ করা+অ(খ)—ক] যে পোষণ করে) সং, পুং, বিশ্বত্রাতা, বিষ্ণু। ২। ইন্দ্র, শচীপতি। ৩। বিং, ত্রিং, বিশ্বধারণকর্ত্তা। ৪। চৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

বিশ্বম্ভরা (বিশ্বম্ভর দেখ, আপ্) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। শিং—১ "বিশ্বম্ভরা তদ্ধরণাচ্চান-ন্তানন্তরূপতঃ। পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদ্বি-স্তৃতত্বান্মহামুনে।"

বিশ্বয়ু ; সং, পুং, বায়ু।

বিশ্বরাজ (বিশ্ব সমস্ত—রাজ্ যে [দীপ্তি পায়, শাসন করে) সং, পুং, পরমেশ্বর।

বিশ্বরূপ (বিশ্ব সমস্ত—রূপ মূর্ত্তি। মহা-ভারতে তাহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করি-তেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন) সং, পুং, বিষ্ণু, অনন্ত।

বিশ্বরূপক ; সং, ক্লীং, কৃষ্ণাগুরু।

বিশ্বরেতাঃ (—রেতস্, বিশ্ব সমস্ত—রেতস্ বীজ) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রজাপতি।

বিশ্ববলী (—বলিন্, বিশ্ববল+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বপ্রকার বিষয় বোধে সমর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয় (University) সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান।

বিশ্ববিধাতা—বিধাতৃ, বিশ্ববিধায়ী—বিধায়িন্ } (বিশ্ব—বিধাতৃ, বিধায়িন্ যে করে। যিনি সমুদায় সৃষ্টি করেন) সং, পুং, বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

বিশ্ববেদাঃ (—বেদস্, বিশ্ব সমস্ত—বিদ্ জানা+অস্—ক) সং, পুং, সর্ব্বজ্ঞ, মুনি। শিং—১"স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ" দেবতা।

বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপক (বিশ্বব্যাপিন্, বিশ্ব—ব্যাপিন্, ব্যাপক যে ব্যাপে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্রগামী, সকলস্থানে বিস্তৃত।

বিশ্বশ্রবাঃ (—শ্রবস, বিশ্ব—শ্রবস্ কর্ণ) সং, পুং, মুনিবিশেষ।

বিশ্বসন (বি—শ্বস্ [নিশ্বাস ফেলা] বিশ্বাস করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিশ্বাস, প্রত্যয়।

বিশ্বসহা ; সং, স্ত্রীং, অগ্নিজিহ্বা।

বিশ্বসার (বিশ্ব—সার সারাংশ) সং, ক্লীং, তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

বিশ্বসিত (বি—শ্বস্ নিশ্বাসফেলা] বিশ্বাস করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং,ত্রিং, বিশ্বাস পাত্র। বিশ্বাসী।

বিশ্বসৃক্ (—সৃজ্, বিশ্ব সমস্ত—সৃজ্ সৃষ্টি করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ২য়া=ষ) সং, পুং, ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

বিশ্বস্ত (বি—শ্বস্ [নিশ্বাস ফেলা] বিশ্বাস করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিশ্বাস-পাত্র। (+ক্ত—ক) বিশ্বাসী। শিং—১ "ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ। বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি।"

বিশ্বস্তা (বি বিফল—শ্বস্ত [শ্বস্ নিশ্বাস-ফেলা+ত(ক্ত)—ভা] জীবন, যাঁহার বিফল জীবন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বিধবা, পতিহীনা স্ত্রী।

বিশ্বাচী (বিশ্ব—অনচ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্)—প্রং) সং, স্ত্রীং, অপ্সরোবিশেষ। বাহুরোগবিশেষ।

বিশ্বাত্মা (বিশ্বাত্মন্, বিশ্ব—আত্মন্ আত্মা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। বিষ্ণু। ব্রহ্মা।

বিশ্বামিত্র (বিশ্ব সমস্ত—মিত্র বন্ধু, ৬ষ্ঠী—ষ, অ স্থানে আ) সং, পুং, গাধিরাজপুত্র, মুনিবিশেষ, ইনি ক্ষত্রিয় হইয়াও তপো-বলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বিশ্বাবসু (বিশ্ব—বসু, অ+আ) সং, পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ। স্ত্রীং, রাত্রি।

বিশ্বাস (বি—শ্বস্ [নিশ্বাস ফেল্] বিশ্বাস

করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিশ্রম্ভ, প্রত্যয়। শ্রদ্ধা।

বিশ্বাসঘাতক (বিশ্বাস+ঘাতক যে নাশ করে) সং, পুং, বিশ্বাসহন্তা, অবিশ্বাসী। প্রতারক, বঞ্চক।

বিশ্বাসী (বিশ্বাসিন্, বিশ্বাস+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যে বিশ্বাস করে, যাহার বিশ্বাস আছে। বিশ্বাসপাত্র।

বিশ্বাস্য (বিশ্বাস্ দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম)বিং, ত্রিং, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বসনীয়।

বিশ্বেদেব; সং, পুং, বহুং, গণদেবতা-বিশেষ। শিং—১ "ক্রতুর্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কামঃ কালস্তথা ধ্বনিঃ। রোচকশ্চাদ্রব শ্চৈব তথা চান্যে পুরূরবাঃ। বিশ্বেদেবা স্তবস্তোতে দশ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ।" পুং, বহ্নি।

বিশ্বেশ / **বিশ্বেশ্বর** } (বিশ্ব জগৎ—ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব, বিশ্বনাথ। কাশীস্থ শিবলিঙ্গ।

বিশ্বৌষধ; সং, ক্লীং, শুণ্ঠী।

বিষ (বিষ্, বিষ্ [মলনাড়ীকে] ব্যাপা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, স্ত্রীং, বিষ্ঠা, মল।

বিষ (বিষ্ ব্যাপা+অ(ক)—ক) সং, পুং, —ক্লীং, গরল, কালকূট, হলাহল, প্রাণ-নাশক দ্রব্যবিশেষ। ক্লীং, জল। পদ্মা-দির মৃণাল। বোল। বৎসনাভ।

বিষকণ্টকিনী; সং, স্ত্রীং, বন্ধ্যাকর্কো-টকী।

বিষকণ্ঠ; সং, পুং, নীলকণ্ঠ, শিব।

বিষকন্দ; সং, পুং, নীলকন্দ।

বিষক্ত (বি—সন্জ্ আলিঙ্গন করা ত (ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, আসক্ত, সংলগ্ন।

বিষঘা; সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী।

বিষঘাতী; সং, পুং, শীরিষবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, বিষনাশক।

বিষঘ্ন (বিষ—ঘ্ন [হন্ বধ করা+অ টক্) —ক] যে নাশ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বিষনাশক। ঘ্নী—স্ত্রীং, হিলমোচিকা। ইন্দ্রবারুণী। বনবর্ব্বরিকা। অম্লফলা। ভূম্যাবলী। রক্তপুনর্নবা। হরিদ্রা। বৃশ্চিকালী। মহাকরঞ্জ।

বিষজিহ্ব; সং, পুং, দেবতাড়বৃক্ষ।

বিষজ্বর; সং, পুং, মহিষ।

বিষণ্ড; সং, ক্লীং, মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা।

বিষণ্ণ (বি—সদ্ অবসন্ন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিষাদযুক্ত, খিন্ন ম্লান।

বিষণ্ণতা (বিষণ্ণ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিষাদ, গ্লানি, খেদ। মনোভঙ্গ। স্ফূর্ত্তি-হীনতা।

বিষম খাওয়া (দেশজ) বি, তাড়াতাড়ি পান কিম্বা ভোজন করিতে গেলে হঠাৎ খাদ্য শ্বাস নালীর ভিতরে গিয়া ভোক্তাকে যে কষ্ট দেয় তাহার নাম বিষম খাওয়া।

বিষাদ (বি—সদ্ [গমন করা] নির্ম্মল হওয়া+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, শুভ্র। স্বচ্ছ, নির্ম্মল। স্পষ্ট। সং, পুং, শুক্লবর্ণ। ক্লীং, পুষ্পকাসীস। (বিষ—দা দান করা +অ (ড)—ক) পুং, মেঘ। বিং, ত্রিং, বিষদাতা।

বিষদন্ত (বিষ—দন্ত দাঁত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সর্প, বিষদন্তবিশিষ্ট।

বিষদর্শনমৃত্যুক; সং, পুং, চকোরপক্ষী।

বিষধর (বিষ—ধর [ধৃ ধারণ করা+অ(অন) —ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ভুজঙ্গ, সর্প।

বিষধাত্রী (বিষ—ধাত্রী ধাই) সং, স্ত্রীং, মনসাদেবী।

বিষপুষ্প; সং, ক্লীং, নীলপদ্ম। বিষযুক্ত [পুষ্প।

বিষবল্লিকা; সং, স্ত্রীং, বিচুটী। "দীর্ঘ-বল্লী তৃণারূঢ়া পত্রমঙ্গুলিসার্দ্ধকম্। পুষ্পং ক্ষুদ্রং ফলঞ্চৈব ধাত্রীবৎ পরিকীর্ত্তিতম্। গাত্রস্পর্শাৎ কণ্ডূকরী বিজ্ঞেয়া বিষ-বল্লিকা।"

বিষভিষক্ (বিষভিষজ্, বিষ—ভিষজ্ চিকিৎসক) সং, পুং, যে ব্যক্তি বিষবিদ্যা জানে, সাপুড়ে।

বিষভৃৎ (বিষ—ভৃ পোষণ করা+০ক্কিপ্) ক) সং, পুং, সর্প।

বিষম (বি না—সম সমান) বিং, ত্রিং, অসমান, অযুগ্ম, বিযোড়। যাহার সমান নাই। কষ্টদ, ক্লেশকর। দুর্গম। দুঃসহ। বিষতুল্য। দুগ্রাহ্য। দুর্ব্বোধ, সঙ্কট। দারুণ। উন্নতানত, বন্ধুর। উৎকট। সং, ক্লীং, পদ্যবিশেষ। শিং—১ "ভিন্ন-চিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্ত্তিতং।" অর্থালঙ্কারবিশেষ। তালবিশেষ। পুং, অযুগ্ম রাশি; যথা—মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি।

বিষমচ্ছদ (বিষম অযুগ্ম—ছদ পত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ।

বিষমদলক (Brachiopoda) যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে; যথা—অইষ্টর ঝিনুক।

বিষমনয়ন, বিষমনেত্র, বিষমাক্ষ, বিষমেক্ষণ্ (বিষম (অযুগ্ম) তিন—নয়ন, নেত্র, অক্ষি, ঈক্ষণ—চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ত্রিলোচন, মহেশ, শিব।

বিষমরাশি—যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে না; যথা—১, ৩, ৫, ৭, ইত্যাদি।

বিষমস্থ (বিষম অসমান—স্থ[স্থা থাকা+অ(ড)—ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, বিপদ্-গ্রস্ত। উন্নতানতপ্রদেশস্থ। শিং—১ অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী। বিষমস্থাশ্চ নাস্যোধ্যা ন চৈত্তানাহ্বয়েন্ নৃপঃ।"

বিষমশিষ্ট; সং, ক্লীং, অনুচিত শাসন, অন্যায় বিভাগ। দোষবিশেষ।

বিষমায়ুধ, বিষমেষু (বিষম অযুগ্ম, অসম—আয়ুধ অস্ত্র, ইষু বাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পঞ্চবাণ, কন্দর্প।

বিষয় (বি—সি বন্ধন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু। জ্ঞেয় বস্তু। জনপদ, দেশ। স্থান। আধার, পাত্র। ভোগ্যবস্তু, ভোগসাধন দ্রব্য। সম্পত্তি, ধন। বর্ণনীয় পদার্থ। ভূত। গৃহ, আবাস। বিশেষপ্রদেশজাত বস্তু। ধর্ম্ম-নীতি। স্বামী, প্রিয়। নিয়ামক। আরো-পাশ্রয়। শুক্রবীর্য্য।

বিষয়কর্ম্ম—সাংসারিক কার্য্য।

বিষয়াজ্ঞান; সং, ক্লীং, তন্দ্রা।

বিষয়ায়ী (বিষয়ায়িন্ বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পদার্থ—অয়্ [গমন করা] পশ্চাদ্গমন করা+ইন—প্রং) সং, পুং, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি। রাজা। ইন্দ্রিয়। কামদেব।

বিষয়ী (বিষয়িন্, বিষয়+ইন—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিষয়যুক্ত। বিষয়াসক্ত। সং, পুং, নৃপ, রাজা। কামদেব, কন্দর্প। ধনী। ক্লীং, ইন্দ্রিয়।

বিষল (বিষ+ল—প্রং) সং, ক্লীং, গরল।

বিষবৎ (বিষ+বৎ—তুল্যার্থে) অং, বিষ-তুল্য, বিষসদৃশ।

বিষবিদ্যা (বিষ—বিদ্যা) সং, স্ত্রীং, বিষয় মন্ত্র, বিষহারক মন্ত্র। বিষচিকিৎসাশাস্ত্র।

বিষবৈদ্য (বিষ—বৈদ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) কিম্বা বিষবিদ্যা+অ(ষ্ণ)—জ্ঞানার্থে, অধ্যয়নার্থে বা) সং, পুং, বিষহারক মন্ত্রবেত্তা, যে ব্যক্তি বিষবিদ্যা জানে, সাপুড়ে, মাল।

বিষসূচক (বি—সূচক জ্ঞাপক) সং, পুং, চকোরপক্ষী।

বিষহর (বিষ—হর [হৃ হরণ করা+অ (অল্)—ক] যে নাশ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বিষনাশক, গরলনাশক।

বিষহরা, বিষহরী (বিষহর দেখ, আপ্, ঈপ্) স্ত্রীং, মনসাদেবী।

বিষাক্ত (বিষ—অক্ত লেপিত) বিং, ত্রিং, বিষমিশ্রিত, বিষযুক্ত।

বিষাঙ্কুর (বিষ অঙ্কুর) সং, পুং, শল্যাস্ত্র, শেল।

বিষাণ (বি—অস্ হওয়া, অথবা বিষ+আন (আন)—ক) বিং, ত্রিং, পশুর শৃঙ্গ। পশুর

বৃহৎ দন্ত। হস্তিদন্ত। শূকরদন্ত। মেষ-শৃঙ্গীবৃক্ষ, ইহার ফল শৃঙ্গাকার। ঔষধের গাছড়া। ক্ষীরকাকোলী।

বিষাণী (বিষাণিন্, বিষাণ পশুর শৃঙ্গ ও বৃহৎ দন্ত+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃঙ্গী। সং, পুং, হস্তী। শূকর।

বিষাদ (বি+সদ্ অবসন্ন হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ইষ্টনাশকৃত মনোভঙ্গ, খেদ, দুঃখ। জড়তা। নিশ্চেষ্টতা। কার্য্যে অনুৎসাহ বা অনিচ্ছা।

বিষানন (বিষ্, বিষযুক্ত—আনন মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সর্প।

বিষান্তক (বিষ—অন্তক নাশক। যিনি সমুদ্র-মন্থনোত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন) সং, পুং, শিব। বিং, ত্রিং, বিষ-নাশক।

বিষায়ুধ, **বিষায়**, **বিষাস্য** (বিষ—আয়ুধ অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং, বিষ—অয় গমনার্থ ধাতুজ। বিষ—আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সর্প।

বিষীদৎ (বি—সদ্ বিষণ্ণ হওয়া+অৎ(শতৃ)—র্ক) বিং, ত্রিং, বিষণ্ণ, বিষাদপ্রাপ্ত।

বিষু (বিষ+উ(কু)—ক) অং, সাম্য। নানা-রূপতা।

বিষুপ, **বিষুব**, **বিষুবৎ** (বিষু [দিবারাত্রির] সাম্য—বা গমন করা, পা পালন করা+অ(ড)—ক। বতু—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, সমরাত্রিন্দিবকাল, যে সময়ে দিবামান ও রাত্রিমাণ সমান হয়, সূর্য্যের মেষ ও তুলাসংক্রান্তি।

বিষুবরেখা (Equator) সং, স্ত্রীং, উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী স্থানে যে মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা পূর্ব্বপশ্চিমে গোলকের চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া আছে; সূর্য্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়।

বিষ্কম্ভ (বিস্কন্ভ স্তব্ধ করা+অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রথম যোগ। প্রতিবন্ধ, বাধা; বিস্তার। নাটকের অঙ্গবিশেষ। যোগীদিগের আসনবন্ধবিশেষ। অর্গলা, হুড়কা। বৃক্ষ। স্তম্ভ। খুঁটি। বৃত্তের ব্যাস।

বিষ্কম্ভক (বিষ্কম্ভ+কণ্—যোগ) সং, পুং, নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণিত হইলে সামাজিক-বর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে, এজন্য নাটককর্ত্তারা অপ্রধান ব্যক্তির মুখে সেই সেই অংশের সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া সরস অংশের অবতরণ করিয়া দেন, নাটকের এই অংশকে বিষ্কম্ভক বলে।

বিষ্কম্ভী (—ম্ভিন্) সং, পুং, অর্গলা।

বিষ্কল (বিষ্, বিষ্ঠা—কল গণনা করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, গ্রাম্য শূকর।

বিষ্কর (বি—কৃ বিক্ষেপ করা+অ(ক)-ক, স্—আগম) সং, পুং, পক্ষী। শিং—১ "বর্ত্তকালাববিকিরকপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ। কলিঙ্গকুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ। বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাত্তস্মাদ্বিষ্কিরাঃ।

বিষ্কুম্ভ (বি—স্কুন্ভ স্তব্ধ করা—অ(অল্)—ণ) সং, পুং, প্রথমযোগ। প্রতিবন্ধ, বাধা। কীলক। হুড়কা। নাট্যরঙ্গবিশেষ। যোগীদিগের আসনবন্ধবিশেষ।

বিষ্ট (বিশ প্রবেশ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রবিষ্ট। আবিষ্ট। আশ্রিত।

বিষ্টপ (বিশ্ [যাহার মধ্যে] প্রবেশ করা যায়+টপক্—ধি অথবা বিষ+টপক্—ক) সং, ক্লীং, লোক, ভুবন, জগৎ।

বিষ্টব্ধ (বি—স্তন্ভ স্তব্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবন্ধ, বাধাযুক্ত। রুদ্ধ, প্রতিবন্ধ।

বিষ্টম্ভ (বি—স্তন্ভ স্তব্ধ করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, বাধা, প্রতিবন্ধ। রোধ। আটক। অনাহরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র। স্থিরীভাব। আক্রমণ।

বিষ্টম্ভী (—ম্ভিন্) বিং, প্রতিবন্ধক। বিষ্টম্ভরোগবিশেষজনক।

বিষ্টর (বি—স্তৃ বিস্তার করা+অ(অল্)—

র্ম্ম) সং, পুং, দর্ভমুষ্টি। উপবেশন বা শয়নের আসন। কুশাসন। শিং—১ "ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্‌ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ। দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ।" দৈব পৈত্র কর্ম্মকালীন প্রকৃত বা কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণের জন্য কল্পিত আসন। (+কন্—ক) বৃক্ষ। রা—স্ত্রীং, গুগ্‌গাসিনী।

বিষ্টরশ্রবাঃ (বিষ্টরশ্রবস্, বিষ্টর বৃক্ষ—শ্রু শ্রবণ করা+অস্—প্রং) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

বিষ্টরুহা; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণকেতকী।

বিষ্টার; সং, পুং, পঙ্‌ক্তি ছন্দঃ।

বিষ্টি (বিশ্ [ক্লেশমধ্যে] প্রবেশ করা+তি (ক্তি)—ধি) সং, স্ত্রীং, বিনা বেতনে পরিশ্রম, বেগার। বেতন। নিক্ষেপকরণ। যন্ত্রণাদান নরকে পাতন। করণবিশেষ। (+তিক্—ক) বিং, ত্রিং, কর্ম্মকর।

বিষ্টল; সং, ক্লীং, দূরস্থান।

বিষ্ঠা (বি বিবিধ প্রকার—স্থা [উদরে] থাকা+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, মল, পুরীষ, গু।

বিষ্ণু (বিষ্ ব্যাপা+নুক, যিনি বিশ্ব ব্যাপেন। অথবা বিষ্ ধাতুর অর্থ সেচন, যিনি বিশ্ব সেচন করেন অর্থাৎ আপ্যায়িত করেন। অথবা প্রবেশার্থ বিষ্ ধাতু, যাহাতে ভূত সকল প্রবেশ করে। শিং—২ "যস্মাদ্বিশ্বমিদং সমং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্ব্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ।" কিংবা তিনি বৃহৎ বলিয়া বিষ্ণু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন অথবা তিনি চরণদ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণু) সং, পুং, নারায়ণ, সত্ত্বগুণময় ব্যাপকদেব, হরি। ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মুনিবিশেষ। শিং—১ "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।" বসুবিশেষ। অগ্নিশুদ্ধ।

বিষ্ণুঋক্ষ; সং, ক্লীং, শ্রবণানক্ষত্র।

বিষ্ণুক্রান্তা (বিষ্ণু—ক্রান্ত অতিক্রান্ত) সং, স্ত্রীং, অপরাজিতাফুল।

বিষ্ণুগুপ্ত (বিষ্ণু—গুপ্ত রক্ষিত, ওয়া—ষ) সং, পুং, চাণক্য পণ্ডিত। কৌণ্ডিন্য মুনি।

বিষ্ণুদৈবত; বিং, ত্রিং, বিষ্ণু যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শিং—১ "গৃহস্তু সর্ব্বদৈবত্যং যদনুক্তং দ্বিজোত্তমাঃ। তজ্‌জ্ঞেয়ং বিষ্ণুদৈবত্যং সর্ব্বং বা বিষ্ণুদৈবতং।" শ্রবণানক্ষত্র।

বিষ্ণুপদ (বিষ্ণু ব্যাপক—পদ স্থান। যে সর্ব্বস্থান ব্যাপক। অথবা বিষ্ণু বামন অবতার হইয়া এক পাদ আকাশ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুপদ নাম হইল) সং, ক্লীং, আকাশ ক্ষীরোদসমুদ্র। পদ্ম। দী—স্ত্রীং, গঙ্গানদী। শিং—১ "নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাৎ তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা। সংক্রান্তিবিশেষ। (Vernal point) বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল।

বিষ্ণুরথ (বিষ্ণু—রথ বাহন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, গরুড়, বিষ্ণুর বাহন।

বিষ্ণুরাত (বিষ্ণু—রা দান করা=ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, রাজা পরীক্ষিৎ। শিং—১ "দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি। যাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাতো লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।"

বিষ্ণুলিঙ্গী; সং, স্ত্রীং, বার্ত্তিকাপক্ষী।

বিষ্ণুবল্লভা (বিষ্ণু—বল্লভ প্রিয়) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। তুলসী। অগ্নিশিখাবৃক্ষ।

বিষ্ণুবাহন } (বিষ্ণু—বাহন রথাদি)
বিষ্ণুবাহ্য } সং, পুং, গরুড়।

বিষ্ণুশৃঙ্খল; সং, পুং, যোগবিশেষ।

বিষ্বক্ (বিশ্ব—অন্চ গমন করা=০(ক্বিপ্)—ক) অং, সমন্তাৎ, সর্ব্বত্র।

বিষ্বক্‌সেন (বিশ্বকসেন দেখ) সং, পুং, বিষ্ণু।

বিঘ্নণন—ক্লীং } (বি—স্বন্ [শব্দ
বিঘণ, বিঘাণ—পুং } করা] সশব্দ ভোজন করা। ২। দক্ষিণাপথের এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়। +অন্ (অনট্) অ(অল্), অ (ঘঞ্)—ভা) সং, ভোজন। (স্ব) শব্দ করা।

বিষ্য (বিষ+য প্রং) বিং, ত্রিং, বিষ দ্বারা বধ্য।

বিস—শ, ষ (বিস্ ক্ষেপণ করা+অ(ক)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পদ্মাদির মৃণাল।

বিসংবাদ (বি—সম্—বদ্[বলা]চাতুরী করা ইত্যাদি+অ[ঘঞ্]—ভা) সং, পুং, প্রতারণা। বৈলক্ষণ্য, বেমিল। বিরোধ।

বিসংষ্ঠুল (বি—সং—স্থা থাকা+উল(ডুল)—ক) বিং, ত্রিং, বিশৃঙ্খল। অব্যবস্থিত।

বিসকণ্ঠিকা (বিস মৃণাল—কণ্ঠ গলা, ৬ষ্ঠী—হিং, কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, বলাকা, ক্ষুদ্রজাতীয় বক।

বিসকুসুম; সং, ক্লীং, কমল, পদ্ম।

বিসঙ্কট (বি—সম্—কট্ ভ্রমণ করা+অ—প্রং) সং, পুং, সিংহ। ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বি অব্যয় শব্দ+সঙ্কট—প্রং) বিং, ত্রিং, বিশাল, বৃহৎ।

বিসঙ্কুল; বিং, ত্রিং, জটিল, গোলমেলে।

বিসজ্জ (বিস মৃণাল—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, পদ্ম।

বিসদৃশ; বিং, ত্রিং, বিপরীত, বিরুদ্ধ।

বিসনাভি (বিস মৃণাল—নাভি) সং, পুং, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ।

বিসপ্রসূন (বিস মৃণাল—প্রসূন পুষ্প, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পদ্ম।

বিসর (বি—সৃ গমন করা+অল্—র্ম্ম) সং, পুং, সমূহ, দল। (+অল্—ভাবে) বিস্তার। সঞ্চার।

বিসরণ (বিসর দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিস্তার। প্রবাহ। উৎপত্তি।

বিসর্গ (বি—সৃজ্ ত্যাগ করা+অল্—ভা) সং, পুং, ত্যাগ, বিসর্জ্জন। মলনির্গম। মোক্ষ। প্রলয়। বিয়োগ। দান। দীপ্তি। (+অল্—র্ম্ম) দ্বিবিন্দুবর্ণ, ":"। দক্ষিণায়ন। ত্যক্ত বস্তু। বিশেষ সৃষ্টি। শিং—১ "বিশ্বসর্গবিসর্গাদি নবলক্ষণলক্ষিতম্।"

বিসর্জ্জন (বি—সৃজ্ ত্যাগ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ত্যাগ। দান। প্রেরণ। প্রতিমাদি জলসাৎকরণ।

বিসর্জ্জনীয় (বিসর্জ্জন দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যাজ্য। সং, পুং, বিসর্গ, :।

বিসর্প—পুং } (বি—সৃপ্ [গমন করা
বিসর্পণ—ক্লীং } ব্যাপা+অ (ঘঞ্), অন (অনট্)—ভা) সং, প্রসরণ, ব্যাপন, বিস্তৃত হওয়া। স্ফোটকাদির উৎসেক।

বিসর্পদ্দ } (বিসর্পৎ, বিসর্পিন্, বি—সৃপ্
বিসর্পী } +অৎ (শতৃ), ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিসরণশীল।

বিসল (বি নানাপ্রকার—সল্ গমন করা +অ—প্রং) সং, ক্লীং, পল্লব, ছোট ডাল।

বিসার (বি—সৃ [গমন করা] বিস্তৃত হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিস্তার। প্রবাহ। উৎপত্তি। (সৃ+ঘঞ্—ক) মৎস্য। রিণী—স্ত্রীং, মাষপর্ণী।

বিসারিত (বি—সর ণিচ্=সারি গমন করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিস্তারিত, প্রসারিত।

বিসারী (বিসারিন্, বিসার+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, প্রসারী, বিস্তৃতিশীল। সং, পুং, মৎস্য।

বিসিনী (বিস মৃণাল+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পদ্মিনী, মৃণালিনী। শিং—১ "সরসবিসিনীকাণ্ডসঞ্জাতশঙ্কাঃ।"

বিসূচিকা } (বি—সূচি খলতা করা+
বিসূচি } অক (ণক)—ক, আপ্) সং,
বিসূচী } স্ত্রীং, রোগবিশেষ, ওলাউঠা। রোগের লক্ষণ।

বিসূরিত (বি—সূর বধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, অনুতাপ, পশ্চাৎতাপ। তা—স্ত্রীং, জ্বর।

বিসৃত (বি—সৃ [গমন করা] ব্যাপা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত। বিস্তৃত।

বিসৃত্বর } বিসৃমর } (বি—সৃ [গমন করা] ব্যাপা +বর, মর—ক, শীলার্থে) বি, ত্রিং, বিসারী, ব্যাপনশীল।

বিসৃষ্ট (বি—সৃজ্ ত্যাগ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্ত। নিক্ষিপ্ত। প্রেরিত। শিং—১ "রঘবে বিসৃষ্টঃ।"

বিস্ত (বিস্ ক্ষেপণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, এক ভরি স্বর্ণ, মোহর। ১ তোলা।

বিস্তর (বি—স্তৃ [প্রীত করা] বিস্তার করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, সমূহ। প্রচুর। প্রণয়। আসন। বাক্‌প্রপঞ্চ। বিশেষ বর্ণন। সংখ্যা। শয্যা। (+অল্—ভাবে) বিস্তার। [বিস্তার পূর্ব্বক।

বিস্তরশঃ (বিস্তর+চশস্—প্রং) অং,

বিস্তার (বিস্তর দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বিসরণ, বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি। বিশালতা। ব্যাস। ওসার, চৌড়া। (+ঘঞ্—র্ম্ম) সমাসবাক্য। (+ঘঞ্—ক) বিটপ, শাখা। স্তম্ব, গুচ্ছ, গোছা।

বিস্তারিত (বিস্তার+ইত—সংজ্ঞাতার্থে, বি—স্তৃ-ণি=স্তারি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রসারিত, ছড়ান।

বিস্তার্য্যতা (Extension) যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে বিস্তৃত হয়।

বিস্তীর্ণ (বি—স্তৃ আচ্ছাদন করা+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। বিশাল।

বিস্তীর্ণপর্ণ; সং, ক্লীং, মানক।

বিস্তৃত (বিস্তর দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত, ছড়াইয়া পড়া। বিশাল। লম্বা চৌড়া।

বিস্তৃতি (বিস্তর দেখ, তি ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিস্তার, স্থান ব্যাপিয়া থাকা। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের সাধারণ সংজ্ঞা। বৃত্তের ব্যাস।

বিস্পষ্ট (বি—স্পষ্ট ব্যক্ত) বিং, ত্রিং, ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত।

বিস্ফার } বিষ্ফার } (বি—স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া, চঞ্চল হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা। অথবা স্ফায়্ বৃদ্ধি পাওয়া+র—ভাবে নিপাতন) সং, পুং, টঙ্কারধ্বনি, ধনুকের ছিলার শব্দ। বিস্তার স্ফূর্ত্তি। জ্যা, ধনুগুর্ণ কম্প। স্ফূর্ত্তি।

বিস্ফারিত } বিষ্ফারিত } (বি—স্ফারি স্ফূর্ত্তি পাওয়া, চঞ্চল হওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কম্পিত, চলিত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত। বিস্তারিত। প্রকাশিত। ধ্বনিত।

বিস্ফুরিত } বিষ্ফুরিত } বি—স্ফুর্ স্ফূর্ত্তি পাওয়া চঞ্চল হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কম্পিত, চঞ্চল। ধ্বনিত। স্ফীত, বর্দ্ধিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, স্ফুরণ। ধ্বনন।

বিষ্ফুলিঙ্গ (বি—স্ফু অনুকরণ শব্দ—লিনগ্ গমন করা+অ (অন)+ক) সং, পুং, অগ্নি-কণা। বিষবিশেষ।

বিস্ফূর্জ } বিষ্ফূর্জথু } (বি—স্ফুর্জ্জ্ বজ্র শব্দ করা +অ (অল) অথু—ভা) সং, পুং, উদ্রেক। বজ্রনির্ঘোষ।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক, (বি—স্ফুট্ ভেদ করা+অ (অল্)—ভা। কণ্—যোগে বিস্ফোটক) সং, পুং, টা—স্ত্রীং, ব্রণ, ফোড়া।

বিস্ময় (বি—স্মি [ঈষৎ হাস্য করা] আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। অহঙ্কার, গর্ব্ব। অদ্ভুত স্থায়িভাব বা রসবিশেষ। শিং—১ বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু। বিস্ফারশ্চেতসো যস্ত স বিস্ময় উদাহৃতঃ।"

বিস্ময়ান্বিত (বিস্ময়—অন্বিত যুক্ত) বিং, ত্রিং, বিস্ময়যুক্ত।

বিস্মরণ (বি না—স্মৃ স্মরণ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিস্মৃতি, ভুল।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন, (বি—স্মাপি [বি—

স্মি বিস্ময়াপন্ন হওয়া+ই—প্রেরণে বিস্ময় করান+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিস্ময়জনন। (+অনট্—ণ) পুং, কুহক, মায়া। গন্ধর্ব্বনগর। (+অন—ক) কামদেব।

বিস্মিত (বিস্ময় দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আশ্চর্য্যাবিষ্ট। বিস্ময়াপন্ন।

বিস্মৃত (বি না—স্মৃ স্মরণ করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্মরণাতীত, বিস্মৃতিবিশিষ্ট। (+ক্ত—র্ম্ম) বিস্মরণের বিষয়।

বিস্মৃতি (বিস্মৃত দেখ, তি ক্তি)—ভা) সং স্ত্রীং, ভুল, বিস্মরণ।

বিস্রা; সং, স্ত্রীং, হপুষা।

বিস্র (বিস ক্ষেপণ করা+রক্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, কাঁচামাংসের গন্ধ। চিতাধূমের গন্ধ। বিং, ত্রিং, কাঁচাগন্ধবিশিষ্ট।

বিস্রংস—পুং, **বিস্রংসন**—ক্লীং (বি—স্রন্স্ পতিত হওয়া+অ (অল্), অন (অনট্)—ভা) সং, পতন। ক্ষরণ।

বিস্রংসী (বিস্রংসিন্, বিস্রংস দেখ, ইন্ ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পতনশীল। ক্ষরণশীল।

বিস্রগন্ধি (বিস্র কাঁচা মাংসের গন্ধ—গন্ধি আঘ্রাণ) সং, পুং, হরিতাল।

বিস্রম্ভ (বি স্রন্ভ্ বিশ্বাস করা+অ(অল্)—ভা) ভা) সং, পুং, প্রত্যয়, বিশ্বাস। প্রণয়। পরিচয়।

বিস্রম্ভী (বিস্রম্ভিন্, বিস্রম্ভ দেখ, ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিস্রম্ভযুক্ত। বিশ্বস্ত। পরিচিত। প্রিয়।

বিস্রংসা (বি—স্রন্স্, খুলিয়া পড়া+ঙ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, জরা, বার্দ্ধক্য।

বিস্রস্ত (বি—স্রন্স্ পতিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পতিত। চ্যুত। ভ্রষ্ট। ক্ষরিত।

বিস্রুত (বি প্রভিন্ন—স্রু দৌড়িয়া যাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিস্তৃত। প্রবাহিত। ক্ষরিত। চ্যুত, ভ্রষ্ট।

বিস্বন, **বিস্বান** (বি—স্বন্ শব্দ করা+অল্, ঘঞ্—ভা) সং, পুং, ধ্বনি।

বিহগ, **বিহঙ্গ**, **বিহঙ্গম** (বিহায়স্ আকাশ—গ [গম্ গমন করা+অ,ড), খ—ক। যে গমন করে, ৭মী—ষ] [বিহায়স্ স্থানে বিহ) সং, পুং, পক্ষী। মেঘ। বাণ। সূর্য্য। চন্দ্র। মা—স্ত্রীং, ভারযষ্টি, ভারবহনার্থ বাঁক।

বিহঙ্গরাজ (বিহঙ্গ পক্ষী—রাজ রাজন্, শব্দজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পক্ষিরাজ গরুড়। শিং—১ "বিহঙ্গরাজাঙ্গরুহৈরিবায়তৈঃ।" (মাঘ)।

বিহঙ্গিকা (বিহঙ্গ পক্ষী+কণ—আপ্) স্ত্রীং, ভারযষ্টি, বাঁক।

বিহত (বি—হন্ [বধ করা] ভগ্ন হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)+র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্যাহত, বিঘ্নিত বিফল। ভগ্ন।

বিহতি (বিহত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিঘ্ন। ব্যাঘাত। হত্যা।

বিহনন (বিহত দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিঘ্ন, ব্যাঘাত। ভঙ্গ। হত্যা। হিংসা, ধুনখারা।

বিহর (বি—হৃ [হরণ করা] ক্রীড়া করা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, বিহার। বিয়োগ, বিচ্ছেদ।

বিহরণ (বিহর দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিহার, ক্রীড়া। ভ্রমণ, দৌড়ান। বিয়োগ, বিচ্ছেদ।

বিহসন (পশ্চাৎ দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হাস্যকরণ, মুচ্‌কে হাসা।

বিহসিত (বি—হস্ হাস্য করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, মধুর হাস্য।

বিহস্ত (বি বিনা—হস্ত হাত, অথবা বি বিগত—হস্ত হস্তাবলম্বন) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল। উদ্‌ভ্রান্তমতি। ভেবাচাকা। অতি ব্যাপৃত। হস্তহীন। পুং, পণ্ডিত।

বিহস্তিত (বিহস্ত+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, ব্যাকুলিত।

বিহান, বেহান (দেশজ) বি, বৈবাহিকী। বেয়ান।
বিহাপিত (বি—হা-ণিচ=হাপি গমন করান+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, দান, বিতরণ। ত্যাগ। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যাজিত।
বিহায়স্—পুং—ক্লীং } (বি—হা গমন
বিহায়স—ক্লীং } করা+ত(ক্ত)—ত্যাগকরা+অস্—সংজ্ঞার্থে, অথবা হয় ণিচ স=হায়ি+অস্—ক, সংজ্ঞার্থে। য় পক্ষে বিহায়স্+ক) সং, আকাশ। পুং, পক্ষী।
বিহায়সা (বিহায়স্+তৃতীয়া স্থানে আ) অং, আকাশ, গগন।
বিহার } (বি—হৃ [হরণকরা] ক্রীড়া করা
বীহার } ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, ক্রীড়া। ক্রীড়ার্থ পদ দ্বারা গমন। ভ্রমণ। বিক্ষেপ। (+ঘঞ্)+ধি) বৌদ্ধমঠ। ক্রীড়াস্থান। (+ঘঞ্—ণ] স্কন্ধ। বিন্দুরেখকপক্ষী। বৈজয়ন্ত।
বিহারী (বিহারিন্, বিহার+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বিহারকারী। ভ্রমণকারী।
বিহিত (বি—ধা [ধারণ করা] বিধান করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনুষ্ঠিত, কৃত। দত্ত। কর্ত্তব্য, বিধেয়, বিধিবোধিত। কথিত।
বিহিত (বি—ধা ধারণ করা+ক্ত—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিধান। শিং—১ "ক্ষিতিবিজিতি স্থিতিবিহিতি ব্রতরতয়ঃ পরগতয়ঃ।"
বিহিত্রিম (বি—ধা [ধারণ করা] বিধান করা+ত্রিমক্—ভাববাচ্যে জাতার্থে) বিং, ত্রিং, বিধানদ্বারা জাত।
বিহিদানা (পারস্য) এক প্রকার বীজবিশেষ, ঔষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়।
বিহীন (বি—হা ত্যাগ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিরহিত, অভাববিশিষ্ট। বর্জ্জিত, ত্যক্ত।
বিহৃত (বি—হৃত [হৃ হরণ করা+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, স্ত্রীদিগের বিহারবিশেষ। শিং—১ "লীলাবিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতং। মোট্টায়িতং কুট্টমিতং ললিতং বিহৃতং তথা। বিভ্রমশ্চেত্যলঙ্কারাঃ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকা দশ।"
বিহৃতি (বিহার দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিহার, ক্রীড়া। বিশেষরূপে হরণ। উদ্ঘাটন, খোলা। বিস্তৃতি।
বিহেঠন (বি—হেঠ্ পীড়ন করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হিংসা। আঘাতকরণ। বধকরণ। মর্দ্দন। প্রতারণা, দুঃখদান। যাতনা, দুঃখ, কষ্ট।
বিহ্বল (বি—হ্বল্ কাঁপা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, শোকভয়াদি দ্বারা অভিভূত, বিক্লব। বিবশ। অচেতন। দ্রবীভূত।
বীক (অজ্ গমন করা—কণ্—সংজ্ঞার্থে। অজ্=বী) সং, পুং, বায়ু। পক্ষী।
বীকাশ (বি—কাশ দীপ্তি পাওয়া+অ(ঘঞ্)—ভা। ই=ঈ) সং, পুং, প্রকাশ। গোপন। নিভৃতি।
বীক্ষণ (বি—ঈক্ষ্ দর্শন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দর্শন, নিরীক্ষণ।
বীক্ষণীয় (বীক্ষণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য।
বীক্ষিত (বীক্ষণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। আলোচিত। সং, ক্লীং, দর্শন।
বীক্ষ্য (বীক্ষণ দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দর্শনীয়। সং, ক্লীং, বিস্ময়। পুং, নৃত্যকারক। ঘোটক।
বীঙ্খা (বী—ইনুখ্ গমন করা+ঙ—ভা) সং, স্ত্রীং, গমন। নৃত্য। অশ্বের গতিবিশেষ। সন্ধি। শূকশিম্বী।
বীচ (বীজ শব্দজ) সং, আঁঠি। ধান্যাদির চারা।
বীচালি (বীচ—আলি শ্রেণী] সং, ধান্যাদির শুষ্ক তৃণসমূহ। খড়, বিচালী।

বীচি—পুং } (বে বুনা+ঊচি
বীচি, বীচী—স্ত্রীং } —র্ম্ম) সং, তরঙ্গ, ঢেউ। দীপ্তি, কিরণ। অবকাশ। সুখ, আনন্দ। অল্প।

বীচিতরঙ্গন্যায়—ন্যায় (১৪) দেখ।

বীচিমালী (বীচিমালিন্, বীচিমালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সমুদ্র। সূর্য্য।

বীজ (বি নানাবিধ—জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ ড)—পা, ই=ঈ। কিম্বা বী [বো আচ্ছাদন করা+০(ক্বিপ্)—ভাবে] আচ্ছাদন—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে) সং, ক্লীং, কারণ। শুক্র। তেজঃ। শস্যের বীজ। অব্যক্তগণিত, অঙ্কবিদ্যা। মন্ত্র। অঙ্কুর। শস্যাদির ফল আধার, নিধি। তত্ত্ব। মূল।

বীজক; সং, পুং, মাতুলুঙ্গক।

বীজকোশ—ষ (বীজ—কোষ আধার) সং, পুং, পদ্মবীজাধার-পাত্র, যাহাতে পদ্মবীজ থাকে।

বীজগণিত (Algebra) সং, ক্লীং, যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষর গুলিকে সংখ্যাস্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্তসকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয়।

বীজগুপ্তি; সং, স্ত্রীং, শিম্বী।

বীজন (বি—অজ্ ক্ষেপণকরা+অন(অনট্)—ভাবে, অ স্থানে ঈ) সং, ক্লীং, ব্যজন। সঞ্চালন। বাতাস করা। (+অনট্—ণ) ব্যজন-সাধন, পাখা। চামরাদি। সঞ্চালন বস্তু। পুং, চক্রবাক। চকোরপক্ষী।

বীজপুরুষ; সং, পুং, আদিপুরুষ, বংশের প্রধান ব্যক্তি।

বীজপুষ্প; সং, ক্লীং, মরুবক। মদনবৃক্ষ।

বীজপুর (বীজ—পূর যে পরিপূর্ণ হয়) সং, পুং, ফলপুর, লেবুবিশেষ।

বীজমাতৃকা (বীজ—মাতৃকা জননী) সং, স্ত্রীং, পদ্মবীজ। [শস্য।

বীজরুহ (বীজ—রুহ যে জন্মে) সং, ধান্যাদি

বীজবোকা (যাবনিক) বি, পাকা পুং ছাগল, বড় পাঁঠাছাগল।

বীজসূ (বীজ-সূ জননী) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

বীজাকৃত (বীজ [বীজের সহিত]—কৃত, আ (ডাচ্)—আগম) বং, ত্রিং, বীজবপনানন্তর কৃষ্ট।

বীজাঙ্কুরন্যায়—ন্যায় (২৮) দেখ।

বীজিত (বীজ্ ব্যজন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে।

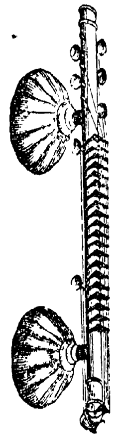
বীজী (বাজিন্, বীজ শুক্র, বীর্য্য+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পিতা। মূলপুরুষ, বীজপুরুষ। বিং, ত্রিং, বীজশালী।

বীজোদক (বীজ কারণ—উদক জল) সং, ক্লীং, করকা, শিল।

বীজ্য (বীজ+য(ষ্ণ্য)—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, কুলোৎপন্ন, কোন বংশ হইতে উৎপন্ন। বীজসম্ভূত। (বীজ য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বীজনীয়।

বীটিকা } (বি—ইট্ গমন করা+অক,
বীটি, বীটী } আপ্) সং, স্ত্রীং, সজ্জিত তাম্বূল, পানের বীড়া, খিলী। বন্ধন।

বীণা (বী ক্ষেপণ করা ইত্যাদি+নক্—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, বীণ্; ইহা আমাদিগের অতিপ্রাচীন যন্ত্র, দেবর্ষি নারদ এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। ভগবতী সরস্বতীরও এটী অতিপ্রিয়যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা বিবিধ প্রকার; যথা—ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী-বীণা, রুদ্র-বীণা, শারদীয়া বীণা ইত্যাদি। রঞ্জনী


বীণা।

বীণার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। বংশদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুটী অলাবু যোজিত থাকে। বিদ্যুৎ।

বীণাপাণি (বীণা—পাণি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী।

বীণাবতী (বীণা+বতু—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী। অপ্সরাবিশেষ।

বীণাস্য (বীণা—আস্য [মুখ] মূর্ত্তি) সং, পুং, নারদমুনি; ইনি এই বাদ্যযন্ত্র সৃজন করিয়াছিলেন।

বীত (বি—ই [গমন করা] ত্যাগ করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত। অপগত। অতীত। মুক্ত। বন্ধনমুক্ত। বিগত। নিবৃত্ত। সং, ক্লীং, অকর্ম্মণ্য হস্তী ও অশ্বসৈন্য। (+ক্ত—ভাবে। পদ ও অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত। গোচারণ স্থান।

বীতংস, বিতংস (বি—তন্‌স্ ভূষিত করা +অ(ঘঞ্)—ণ। ি=ী—বিকল্পে) সং, পুং, মৃগপক্ষিবন্ধনার্থ যন্ত্র, জাল, ফাঁদ। মৃগ পক্ষীদিগের বিশ্বাসের জন্য প্রাবরণ।

বীতন; সং, পুং, দ্বিং, গলদেশের পার্শ্বদ্বয়।

বীতভয় (বিগত—ভয় শঙ্কা) বিং, ত্রিং, ভয়রহিত, নির্ভয়। সং, পুং, বিষ্ণু।

বীতমল; বিং, ত্রিং, নিষ্পাপ। নিষ্কলঙ্ক।

বীতরাগ (বীত বিগত—রাগ অনুরাগ, স্পৃহা) বিং, ত্রিং, বিবেকী, বিস্পৃহ। শিং —১"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে।" সং, পুং বুদ্ধ।

বীতশোক; সং, পুং, অশোকবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, বিগতশোক।

বীতি (বীত দেখ, তি(ক্তি)—ভা, অথবা বি—ইতি) সং, স্ত্রী, নিবৃত্তি। মুক্তি। গতি। ধারণ। ভোজন। দীপ্তি। উৎপাদন। পরিক্ষরণ। পশুপ্রেরণ। পুং, ঘোটক।

বীতিহোত্র (বীতি পুরোডাশাদি ভোজন নিমিত্ত—হোত্র, দেবগণ আহূত হয় যে স্থানে) সং, পুং, অগ্নি। সূর্য্য।

বীথি, বীথী, বীথিকা (বিথ্ যাচ্ঞা করা+ই—র্ম্ম,ই=ঈ,কণ—যোগে বীথিকা) সং, স্ত্রীং, শ্রেণী, সারি। পথ। উভয়পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ। দৃশ্যকাব্য বিশেষ।

বীধ্র (বি—ইন্ধ্ দীপ্তি পাওয়া+রক্—র্ম্ম। ন্—লোপ) বিং, ত্রিং, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। সং, পুং, বায়ু। আকাশ। অগ্নি।

বীনাহ (বি—নহ্ বন্ধন করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, কূপের মুখবন্ধন, কূপের আচ্ছাদন, মুখপাট।

বীপা; সং, স্ত্রীং, বিদ্যুৎ।

বীপ্সা বি—আপ্ [পাওয়া] ব্যাপা+সন্—ইচ্ছার্থে+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, যুগপৎ ব্যাপনেচ্ছা, এককালীন ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা।

বীর (বীর্ শৌর্য্য প্রকাশ করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, শৃঙ্গারাদি নব রসের মধ্যে এক রস। জিন। নট। বিষ্ণু। কুলাচারবিশেষ। ক্লীং, অন্নের মণ্ড। শৃঙ্গী। নড়। মরিচ। পুষ্করমূল। (অজ্ গমন করা+র—ক) উশীর, বেণা। বিং,ত্রিং,শ্রেষ্ঠ,প্রধান, শূর, বিক্রমশালী। বীরাচারবিশিষ্ট।

বীরক; সং, পুং, করবীর।

বীরখণ্ডী (দেশজ) বি, মিষ্টান্নবিশেষ, তেলাখাজা।

বীরজয়ন্তিকা (বীর শূর—জি জয় করা+অন্ত—প্রং, ক—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, যুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য।

বীরণ (বি পক্ষী—ঈর্ গমনকরা+অন (অনট্)—ভা, নামার্থে) সং, ক্লীং, উশীর তৃণ, বেণাগাছ। ণী—স্ত্রীং, বক্রদৃষ্টি। গভীর স্থল।

বীরতর; সং, ক্লীং, উশীরবৃক্ষ। পুং, শর। বীরশ্রেষ্ঠ।

বীরতরু (বীর শূর—তরু বৃক্ষ) সং, পুং, অর্জ্জুনবৃক্ষ। কোকিলবৃক্ষ। বিষাস্তরবৃক্ষ। ভল্লাতক।

বীরপত্রা ; সং, স্ত্রীং, বিজয়া।

বীরপুষ্পী ; সং, স্ত্রীং, সিন্দুরপুষ্পী।

বীরপ্রসূ, বীরসূ (বীর শূর—প্রসূ, সূ [সূ প্রসব করা + ০(ক্বিপ্)—ক] যে প্রসব করে, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, বীরপ্রসবিনী, বীরজননী, বীরমাতা।

বীরভদ্র (বীর শূর—ভদ্র, শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অশ্বমেধের ঘোড়া। ২য় রুদ্রবিশেষ। শিবের অনুচর বিশেষ; মহাভারতে—"ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর প্রাণপ্রিয়া উমারে এই কথা বলিয়া মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করিলেন, ঐ বীরই বীরভদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শিং—১ শিব প্রত্যুত্তর করিতেছেন—"মহাবীরোহসি রে ভদ্র মম সর্ব্বগণেষ্বিহ। বীরভদ্রাখ্যয়া হি ত্বং প্রথিতিং পরমাং ব্রজ। কুরু মে সত্বরং কার্য্যং দক্ষযজ্ঞক্ষয়ং নয়।" ৩য় বীরশ্রেষ্ঠ। ৪। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র।

বীরভার্য্যা (বীর—ভার্য্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বীরপত্নী।

বীরজস্ ; সং, ক্লীং, সিন্দুর।

বীররেণু (বীর শূর + রেণু ধূলি) সং, পুং, ভীমসেন।

বীরবৎসা (বীর শূর, বীর যাহার বৎস অর্থাৎ ছেলিয়া) সং, স্ত্রীং, বীরের মাতা।

বীরবতী (বীর + বতু—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) বিং, স্ত্রীং, বীরযুক্তা। শিং—১ "বীরবতী ন ভূমিঃ।" স্ত্রীং, মাংসরোহিণী।

বীরবাহু ; সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ, রাবণের পুত্র। বিষ্ণু।

বীরবিপ্লবক (বীর যজ্ঞাগ্নি—বি + প্লু গমন করা + অক(ণক)—ক) সং, পুং, যে ব্রাহ্মণ শূদ্রদত্ত দ্রব্যাদি দ্বারা হোম করে।

বীরবৃক্ষ ; সং, পুং, ভল্লাতক। অর্জ্জুনবৃক্ষ। বিবাতুর। দেয়ান।

বীরসেন (বীর শূর—সেনা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নলরাজার পিতা। আরুকবৃক্ষ।

বীরহা (—হন্, বীর যজ্ঞাগ্নি—হন্ যে নাশ করে) সং, পুং, নষ্টাগ্নিব্রাহ্মণ, প্রমাদ বা কারণান্তরবশতঃ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, বীরনাশক।

বীরা (বীর দেখ, অ, আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, পতিপুত্রবতী নারী। মদিরা। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। ক্ষীরকাকোলী। আমলকী। এলবালুকা। রম্ভা। বিদারী। দুগ্ধিকা। মলপূ। ক্ষীরবিদারী। কাকোলী। মহাশতাবরী। গৃহকন্যা। ব্রাহ্মী। অতিবিষা। শিংশপা।

বীরাম্ল ; সং, পুং, অম্লবেতস।

বীরাশংসন (বীর শূর—আ—শন্স্ স্তব করা + অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অতিশয় ভয়প্রদ যুদ্ধভূমি।

বীরাসন (বীর শূর—আসন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, জয়সাধন উপবেশন-বিশেষ, এক পাদ উরুতে স্থাপন করিয়া অপর পাদ উরুতে সংস্থাপন।

বীরুধ্, বীরুধা (বি—রুধ্ আবরণ করা + ০(ক্বিপ্)—ক, ই = ঈ) সং, স্ত্রীং, বিস্তৃত বল্লী, লতা।

বীরেশ্বর (বীর—ঈশ্বর প্রধান, প্রভু—৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বীরভদ্র। প্রধান বীর।

বীরোজ্ঝ ; সং, পুং, হোমকর্ত্তা।

বীর্য্য (বীর + য(ঝ্য)—ভা, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, শৌর্য্য, বল। বীরত্ব। সামর্থ্য। গৌরব। রেতঃ। বীজ।

বীর্য্যবত্তা (বীর্য্যবৎ + তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বীরত্ব।

বীর্য্যবান্ (—বৎ—বীর্য্য + বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বীর্য্যবিশিষ্ট, বলবান্।

বীবধ, বিবধ (বি—বধ্ বন্ধনকরা + অ(ঘঞ্)—ভাবে, সং, পুং, ধান্যাদি প্রাপ্তি, ধান্যাদি লইয়া যাওয়া। (+ ঘঞ্—ণ) ক্ষীরাদির ভার। (+ ঘঞ্—খি)) পথ। বার্ত্তা।

বীবর (Beaver) সং, স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু বিশেষ।



বীবর।

বীহার (বিহার দেখ) সং, পুং, বৌদ্ধমন্দির। বিহার।

বুক (বক্ষ শব্দজ) বর্গীয় 'ব' দেখ। সাহস; যথা—"বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে, কালি শিখাইব মায়ের আগে।"

বুচকী (দেশজ) বি, পুটুলী, গাঁঠরী।

বুজন (দেশজ) সং, মুদিত হওন। ছিদ্ররোধ-করণ।

বুঝন (দেশজ) সং, জ্ঞাত হওন, হৃদয়ঙ্গম-করণ।

বুট (দেশজ) সং, কলাই বিশেষ, ছোলা।

বুড়া (দেশজ) বিং, বৃদ্ধ, প্রাচীন।

বুনন (দেশজ) সং, বস্ত্রনির্ম্মাণ, বপন, বোনা।

বুরুল (দেশজ) সং, যবত্রয় পরিমাণ, তিন যব।

বুলি (দেশজ) সং, বাক্য, কথা, ভাষা।

বুষ, বুস (বুস্ ত্যাগকরা+অ(ক)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, কুঁড়া, তুষ, ভুষি। তুচ্ছধান্য, আগড়া।

বৃংহণ [বৃন্হ্ সমৃদ্ধ হওয়া+অন(অনট্)—ভা) বিং, ত্রিং, পুষ্টিকারক।

বৃংহিত (বৃন্হ্ শব্দ করা, সমৃদ্ধ হওয়া+ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, করিগর্জ্জন, হাতীর শব্দ। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, পুষ্ট। বর্দ্ধিত।

বৃক—পুং } (বৃক্ গ্রহণ করা+অ(ক) বৃকী—স্ত্রীং } —ক, কিম্বা বৃ আবরণ করা+ক—প্রঃ, ঈপ্) সং, নেকড়িয়া বাঘ। কাক। জঠরাগ্নি। বকবৃক্ষ। শৃগাল। ক্ষত্রিয়। অনেকধূপ। সরলদ্রব। কা—স্ত্রীং, অম্বষ্ঠা।

বৃকদংশ (বৃক নেকড়িয়াবাঘ—দংশ যে দংশন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কুকুর।

বৃকধূপ (বৃক সেই অর্থ—ধূপ) সং, পুং, নানা সুগন্ধি দ্রব্যে প্রস্তুত ধূপ। সরল বৃক্ষের রস, তার্পিন্।

বৃকধূর্ত্ত (বৃক নেকড়িয়া বাঘ—ধূর্ত্ত) সং, পুং, শৃগাল, শিয়াল।

বৃকস্থল; সং, ক্লীং, দেশবিশেষ।

বৃকারাতি, বৃকারি (বৃক নেকড়িয়া বাঘ—অরাতি, অরি=শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুকুর।

বৃকোদর (বৃক অগ্নি—উদর পেট, ৬ষ্ঠী—হিং। বৃকনামে অগ্নি উদরে আছে বলিয়া ভীমের নাম বৃকোদর হইয়াছে) সং, পুং, ভীম, মধ্যমপাণ্ডব। শিং—১ "যস্য তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ। ময়া দত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ।"

বৃক্ন (ব্রশ্চ্ ছেদন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ছিন্ন, লূন। কাটা, ছেঁড়া।

বৃক্ষ (বৃক্ষ্ বেষ্টন করা+অ(অন্)—ক, কিম্বা ব্রশ্চ্ ছেদন করা+নক্—র্ম্ম। ছেদন করিলেও যাহা জন্মে) সং, পুং, গাছ, তরু, পাদপ।

বৃক্ষক (বৃক্ষ দেখ, কণ্—হ্রস্বার্থে) সং, পুং, ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ। গুল্ম। বৃক্ষমাত্র।

বৃক্ষচর (বৃক্ষ গাছ—চর যে গমন করে) সং, পুং, কপি, বানর।

বৃক্ষচ্ছায় (বৃক্ষ গাছ—ছায়া) সং, পুং, বৃক্ষ-শ্রেণীর বহুল ছায়া।

বৃক্ষধূপ (বৃক্ষ গাছ—ধূপ) সং, পুং, শ্রীবেষ্ট, টার্পিন্।

বৃক্ষনাথ, বৃক্ষপাক (বৃক্ষ—নাথ প্রভু। বৃক্ষ—পাক যে পরিপাক করে) সং, পুং, বটবৃক্ষ, বটগাছ।

বৃক্ষবাটিকা (বৃক্ষ—বাটিকা আবৃতস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ। বৃক্ষদ্বারা আবৃত থাকায় যাহা বাটীর ন্যায় বোধ হয়) সং, স্ত্রীং, উপ-বন, বাগানবাড়ী। নিকুঞ্জ।

বৃক্ষভবন (বৃক্ষ—ভবন বাসস্থান) সং, ক্লীং, বৃক্ষের কোটর।

বৃক্ষভিদ্ (বৃক্ষ—ভিদ্ যে ভেদ অর্থাৎ কর্ত্তন করে, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, অস্ত্রবিশেষ,

বৃক্ষভেদী (—ভেদিন্. বৃক্ষ—ভেদিন্ যে ভেদ অর্থাৎ কর্ত্তন করে) সং, পুং, অস্ত্র-বিশেষ, বাটালী। টাঙ্গী।

বৃক্ষমর্কটিকা (বৃক্ষ—মর্কট বানর+ক—তুল্যার্থে, আপ্) সং, স্ত্রীং, কাঠবিড়াল।

বৃক্ষাদন (বৃক্ষ—অদন [অদ্ ভক্ষণ করা +অন—ক] ভক্ষণীয়) সং, পুং, কুঠার। বাইশ। অশ্বত্থবৃক্ষ।—দনী—স্ত্রীং, বৃন্দা। বিদারী কন্দ।

বৃক্ষাম্ল (বৃক্ষ—অম্ল টক) সং, ক্লীং, তেঁতুল, পুং, আমড়াগাছ।

বৃক্ষালয় (বৃক্ষ—আলয় বাসস্থান) সং, পুং, পক্ষী।

বৃজন, বৃ.জন (বৃজ্ ত্যাগকরা+অন(অনট্)। ইন্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, পাপ। অপরাধ। ক্লেশ। রাঙ্গা চামড়া। আকাশ। পুং, কেশ। নিরাকরণ। বিং, ত্রিং, কুটিল। বক্র।

বৃণৎ, (বৃ বরণ করা প্রার্থনা করা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপনশীল। গমনশীল। বরণশীল।

বৃত (বৃ বরণ করা, আচ্ছাদন করা, প্রার্থনা করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কর্ম্মকরণার্থনিযুক্ত; যথা—বৃতব্রাহ্মণ। আচ্ছাদিত। প্রার্থিত। [লতাবিশেষ।

বৃতপত্রা; সং, স্ত্রীং, পুত্রদাত্রী, মালবে প্রসিদ্ধ

বৃতি (বৃ আবরণ করা—তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, নিয়োগ। আবরণ। প্রার্থনা-বিশেষ। গোপন। (+ক্তি—ণ) বেষ্টন, বেড়া। বরণ, কর্ম্মকরণার্থ নিয়োগ।

বৃত্ত (বৃৎ বর্ত্তমান থাকা ইত্যাদি+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, জাত। দৃঢ়। বর্ত্তুল, গোলাকার। অতীত। মৃত। (+ক্ত—র্ম্ম) নিযুক্ত। আচ্ছাদিত। অধীত। অভ্যস্ত। অপ্রতিহত। সং, পুং, কচ্ছপ। ক্লীং, চরিত্র। শিং—১ "গুরুপূজা ঘৃণা শৌচং সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে।" অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ। শিং—১ "পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ। সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎত্রিধা।" (+ক্ত—ভা) বর্ত্তন। অনুষ্ঠান। চেষ্টিত। ন্যায় পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন, অর্থপালন, অর্থবর্দ্ধন এবং সৎপাত্রে দান—এই চতুর্ব্বিধ। (Circle) যে গোলাকার ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থল হইতে সীমা পর্য্যন্ত দুই বা অধিক সরল রেখা টানিলে সকলেই পরস্পর সমান হয়।

বৃত্তকর্ক টী; সং, স্ত্রীং, ষড়্ভুজা।

বৃত্তগান্ধি (বৃত্ত—গন্ধ+ইন্) সং, ক্লীং, গদ্য-বিশেষ।

বৃত্ততণ্ডুল; সং, পুং, যাবনাল।

বৃত্তপুষ্প; সং, পুং, শিরীষ। কদম্ব। বানীর। কুব্জক। মুদ্গর।

বৃত্তসূচী—উপর্য্যুপরি স্থাপিত বৃত্তসমূহ।

বৃত্তস্থ (বৃত্ত চরিত্র—স্থ [স্থা থাকা+অ (ড)—ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, সচ্চরিত্র। বৃত্তক্ষেত্রস্থিত।

বৃত্তাধ্যয়নর্দ্ধি (বৃত্ত আচরণ—অধ্যয়ন পঠন—ঋদ্ধি সমৃদ্ধি, সম্পত্তি) সং, স্ত্রীং, ব্রহ্মবর্চ্চস্, বেদোক্ত আচারপালন ও বেদাধ্যয়নরূপ সম্পত্তি।

বৃত্তান্ত (বৃত্ত চরিত্র ইত্যাদি—অন্ত শেষ, অথবা বৃত্ত জাত—অন্ত নির্ণয়, ৬মী —হিং) সং, পুং, বার্ত্তা, সংবাদ। বিবরণ। প্রকার। কার্ৎস্ন্য। প্রস্তাব। অবসর। ভাব। একান্তবাচক।

বৃত্তাভাস—বৃত্তের ন্যায় গোলাকার।

বৃত্তি (বৃত্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, আহার। ভোজন। জীবিকা। জীবন। ব্যবসায়। দর্শনাদি। ব্যাপার। প্রবৃত্তি। স্থিতি। নাটকের ক্রিয়াবিশেষ। স্বভাব। ব্যাখ্যান গ্রন্থ। আকারান্তরপ্রাপ্তি। ব্যবহার। ব্যাপ্তি। বর্ণরচনা। মনোবৃত্তি, (Faculty) মানসিক শক্তি, মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম। (+ক্তি—র্ম্ম) অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ। (+ক্তি—ণ) জীবিকা। ব্যবসায়।

বৃন্তের্ব্বারু; সং, পুং, বড় ভুঙ্গা।

বৃত্য (বৃ বরণ করা+য (ক্যপ্)—র্ম্ম। ৎ—আগম) বিং, ত্রিং, বরণীয়, বরণ করিবার যোগ্য।

বৃত্র (বৃৎ বর্ত্তমান থাকা+রক্—ক, নামার্থে) সং, পুং, অসুরবিশেষ। শত্রু। অন্ধকার। পর্ব্বতবিশেষ। মেঘ। মন্ত্র। শব্দ।

বৃত্রদ্বিট্, বৃত্রারি, (বৃত্রদ্বিষ্, বৃত্র অসুর-বিশেষ—দ্বিষ্ [দ্বিষ্ হিংসা করা+০ ক্বিপ্)—ক] অরি=শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র।

বৃত্রহা (বৃত্রহন্, বৃত্র অসুরবিশেষ—হন্ যে বধ করে ২য়া—য। অথবা বৃত্র—হন্ বধ করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ভূতকাল) সং, পুং, ইন্দ্র।

বৃথা (বৃ বরণ করা+থাচ্—র্ম্ম) অং, নিষ্ফল। নিরর্থক। শিং—১ "বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রস্য তৃপ্তস্য ভোজনং বৃথা। বৃথা দানং সমৃদ্ধস্য নীচস্য সুকৃতং বৃথা।"

বৃদ্ধ (বৃধ্ বর্দ্ধিত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রাচীন, বুড়া। জ্যেষ্ঠ। বৃহৎ। বৃদ্ধিযুক্ত। গোত্র। পণ্ডিত। দ্ধা—স্ত্রীং, গতযৌবনা, প্রাচীনা, বুড়ী। অঙ্গুষ্ঠ, বুড়ো আঙ্গুল। শিং—১ "আষোড়শাদ্ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা। পঞ্চপঞ্চাশতং প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবতি তৎপরম্।"

বৃদ্ধকন্যক; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

বৃদ্ধকাক; সং, পুং, কাকবিশেষ, দাঁড়কাক।

বৃদ্ধগঙ্গা; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ, বুড়ী-গঙ্গা।

বৃদ্ধত্ব (বৃদ্ধ+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা, প্রাচীনতা।

বৃদ্ধনাভি (বৃদ্ধ বৃহৎ—নাভি) বিং, ত্রিং, উন্নতনাভি, তুণ্ডিল।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ (বৃদ্ধ বুড়া—প্রপিতামহ পিতামহের পিতা) সং, পুং, হী—স্ত্রীং, প্রপিতামহের পিতা বা মাতা।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ (বৃদ্ধ বুড়া—প্রমাতামহ মাতামহের পিতা) সং, পুং, হী—স্ত্রীং, প্রমাতামহের পিতা বা মাতা।

বৃদ্ধভাব (বৃদ্ধ ভাব) সং, পুং, বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা।

বৃদ্ধশ্রবাঃ (বৃদ্ধশ্রবস্, বৃদ্ধ বৃহৎ—শ্রবস্ কর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

বৃদ্ধাসূত্রক (বৃদ্ধা বুড়ী—সূত্র সূতা+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, ইন্দ্রতুল, বুড়ীর সুতা।

বৃদ্ধি (বৃদ্ধ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অভ্যুদয়, উন্নতি। বিস্তার। যোগবিশেষ। সুদ। সম্পত্তি। আধিক্য।

বৃদ্ধিজীবী (বৃদ্ধিজীবিন্, বৃদ্ধি সুদ—জীবিন যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, বৃদ্ধ্যা-জীব, সুদখোর।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (বৃদ্ধি অভ্যুদয় নিমিত্ত—শ্রাদ্ধ) সং, ক্লীং, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধোক্ষ (বৃদ্ধ বুড়া—উক্ষ [উক্ষন্ শব্দজ] বৃষ, য়ং—স) সং, বুড়ো ষাঁড়।

বৃদ্ধ্যাজীব (বৃদ্ধি সুদ—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বার্দ্ধুষিক, বৃদ্ধিজীব, সুদখোর।

বৃন্ত (বৃ আবরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, ন—আগম) সং, পুং, ক্লীং, ফল পুষ্প পত্রাদির বোঁটা। কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। জলপাত্র রাখিবার বিঁড়ে। ঘটীধারা।

বৃন্তাক (বৃন্ত বোঁটা—অক্ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং,—স্ত্রীং, বার্ত্তাকু, বেগুণ।

বৃন্দ (বৃন্ত প্রীত করা+দ—ক) সং, ক্লীং, সমূহ। পুং—ক্লীং, সংখ্যাবিশেষ, দশ অর্ব্বুদ। ন্দা—স্ত্রীং, তুলসীবৃক্ষ। জলন্ধর-পত্নী। রাধা। রাধিকার সখীবিশেষ।

বৃন্দার (বৃন্দ সমূহ+আর—প্রং) বিং, ত্রিং, মনোজ্ঞ, সুন্দর। প্রীতিজনক। যশস্বী।

বৃন্দারক (বৃন্দ সমূহ+আর, কণ্) সং, পুং, দেবতা। দলপতি। বিং, ত্রিং, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। মনোজ্ঞ, সুন্দর। আনন্দজনক, তৃপ্তিকর। উৎকৃষ্ট, সর্ব্বোত্তম। অধিক, বৃহৎ। খ্যাত। যশস্বী।

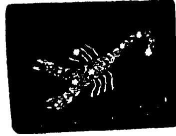
বৃন্দাবন (বৃন্দা কেদার নৃপতির কন্যা কিম্বা রাধা—বন অরণ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, স্বনামখ্যাত তীর্থবিশেষ, মথুরাসমীপস্থ বনবিশেষ। শিং—১ "বৃন্দা (কৃষ্ণ পতি হইবার মানসে) যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতং। বৃন্দা যত্র কৃতা ক্রীড়া তেন বা মুনিপুঙ্গব।" ২ "রাধা-ষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতং। তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং। গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা। ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতং।"

বৃন্দাবনেশ্বর (বৃন্দাবন—ঈশ্বর প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ। রী—স্ত্রীং, রাধা।

বৃন্দিষ্ঠ, **বৃন্দীয়ান** (বৃন্দীয়স্, বৃন্দারক প্রধান, দেবতা—ইষ্ঠ ঈয়স্—অত্যর্থে, বৃন্দারকস্থানে বৃন্দ) বিং, ত্রিং অতি সুন্দর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতিমুগ্ধকর। অত্যুচ্চপদস্থ।

বৃশ (বৃ বরণ করা+শ—প্রং) সং, পুং, মূষিক, ইঁদুর। পুষ্পবিশেষ। ঔষধ। ক্লীং, আর্দ্রক, আদা।

বৃশ্চিক (ব্রশ্চ্ ছেদন করা+ইক(কিকন্)



বৃশ্চিক (রাশি)।

—ক, ব্র স্থানে বৃ) সং, পুং, বিছা। শুয়া-পোকা। অষ্টম রাশি। অগ্রহায়ণমাস।

বৃশ্চিকালী (বৃশ্চিক বিছা—আলি—শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, বিছটীর গাছ।

বৃষ (বৃষ প্রভু হওয়া, বর্ষণ করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, ষাঁড়। দ্বিতীয়রাশি। ধর্ম্ম। চতুর্বিধ পুরুষের অন্তর্গত পুরুষবিশেষ, শুক্রল-পুরুষ। ইন্দ্র। মূষিক। বি। শক্র। রাধাতনয়,



বৃষ (রাশি)

কর্ণ। বলবান্ মনুষ্য, মল্ল। শুক্রল। বাসক। শ্রীকৃষ্ণ। ময়ূরপিচ্ছ। গৃহনির্ম্মাণোপযুক্ত নির্ণীত ভূমিখণ্ড। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। কন্দর্প। (+ক—র্ম্ম) শুক্র। জল। ঋষভ নামৌষধ।

বৃষকর্ণী; সং, স্ত্রীং, সুদর্শনা।

বৃষণ (বৃষ [বীর্য্য] বর্ষণ করা+অন—ক) সং, পুং, অণ্ডকোষ, মুষ্ক। শিং—১ "স্থূল-লিঙ্গো দরিদ্রঃ স্যাদ্ দুঃখ্যেকবৃষণী ভবেৎ। বিষমে স্ত্রীচপলো বৈ নৃপঃ স্যাৎ বৃষণে সমে। প্রলম্ববৃষণোঽল্পায়ুর্নির্দ্রব্যো মণিভির্ভবেৎ।"

বৃষণশ্ব; সং, পুং, বলবান ইন্দ্রঘোটক।

বৃষণস্বসু (বৃষন্—বসু) সং, ক্লীং, ইন্দ্রের ধন।

বৃষদংশক (বৃষ মূষিক—দশক দংশনকারী) সং, পুং, বিড়াল, মার্জ্জার।

বৃষধ্বজ (বৃষ ষাঁড়—ধ্বজ চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। (বৃষ মূষিক—ধ্বজ) গণেশ। (বৃষ ধর্ম্ম—ধ্বজ) পুণ্যবান্ ব্যক্তি।

বৃষনাশন; সং, পুং, বিড়ঙ্গ। অরিষ্টরূপ বৃষনাশক শ্রীকৃষ্ণ।

বৃষপর্ণী; সং, স্ত্রীং, আখুপর্ণী।

বৃষপর্ব্বা (বৃষপর্ব্বন্ বৃষ ষাঁড়—পর্ব্বন্ গ্রন্থি) সং, পুং, শিব। দৈত্যবিশেষ। বোল্তা। তৃণবিশেষ।

বৃষভ (বৃষ্+অভক্—ক) সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়, বলীবর্দ্দ। বৈদর্ভীরীতিবিশেষ। জিনবিশেষ। কর্ণচ্ছিদ্র। ঋষভনাম ঔষধ। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। ভী—স্ত্রীং, বিধবা স্ত্রী। কর্ণশস্কুলী। হস্তীর কর্ণ। ঔষধ। দ্রব্যবিশেষ। ঋষভ।

বৃষভগতি, **বৃষভধ্বজ** (বৃষভ ষাঁড়—গতি গমন, ধ্বজ চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

বৃষভানু; সং, পুং, রাধিকার পিতা।

বৃষভাসা (বৃষ শিবের ষাঁড়—ভাস্ দীপ্তি+আপ্। অথবা বৃষ ইন্দ্র। ইন্দ্র যে স্থানে দীপ্তি পায়) সং, স্ত্রীং, অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী।

বৃষভেক্ষণ (বৃষভ বেদ—ঈক্ষণ জ্ঞাপক। বেদ তাহার জ্ঞাপক বলিয়া তাহার নাম বৃষভেক্ষণ) সং, পুং, বিষ্ণু।

বৃষল (বৃষ্ বর্ষণ করা+অল(কল)—ক) সং, পুং, অশ্ব। শূদ্র। চন্দ্রগুপ্ত রাজা। লশুন। পাপী। দুষ্কর্ম্মান্বিত। (বৃষ—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, অধার্ম্মিক, পাপিষ্ঠ।

বৃষলী (বৃষল+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, দ্বাদশবর্ষবয়স্কা ঋতুমতী অবিবাহিতা কন্যা। শিং—১ "পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা। ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা।" বন্ধ্যা নীচ স্ত্রী। শূদ্রা ঋতুমতী স্ত্রী। মৃতসন্তানপ্রসবকারিণী স্ত্রী।

বৃষলোচন (বৃষ ষাঁড়—লোচন নেত্র) সং, পুং, মূষিক, ইন্দুর।

বৃষবাহন (বৃষ ষাঁড়—বাহন যান) সং, পুং, শিব।

বৃষবিবাহ; সং, পুং, বৃষোৎসর্গ।

বৃষশত্রু (বৃষ কর্ণ—শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

বৃষস্যন্তী (বৃষস্য [বৃষ পুরুষবিশেষ, ষাঁড়—য(ক্য)—ইচ্ছার্থে, স—আগম] বৃষেচ্ছাকরা+অং(শতৃ)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, অতি কামুকী। বৃষার্থিনী গবী। শি—১ "লক্ষণং সা বৃষস্যন্তী মহোক্ষং গৌরিবাগমৎ। মন্মথায়ুধসম্পাতব্যথ্যমানমতিঃ পুনঃ।"

বৃষা (বৃষন্, বৃষ্ বর্ষণ করা+অন(কনিপ্)—ক) সং, পুং, ইন্দ্র। কর্ণ। দুঃখ। ষাঁড়। ঘোটক। যাতনাজন্য অচৈতন্য।

বৃষাকপায়ী (বৃষাকপি বিষ্ণু ইত্যাদি+ঈপ্) সং, স্ত্রীং লক্ষ্মী। গৌরী। স্বাহা। শচী। জীবন্তী। শতাবরী।

বৃষাকপি (বৃষ ধর্ম্ম—অ না—কনপ্ কাঁপা+ই কি)—ক) সং, পুং, বিষ্ণু। শিব। অগ্নি। ইন্দ্র।

বৃষাঙ্ক (বৃষ ষাঁড়—অঙ্ক চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব, বৃষধ্বজ। ধার্ম্মিক ব্যক্তি। নপুংসক, অন্তঃপুররক্ষক। ভেলার গাছ। ময়ূর।

বৃষাঙ্কজ (বৃষাঙ্ক শিব—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত, কৃত) সং, পুং, ডমরু বাদ্য।

বৃষাঞ্চন } (বৃষ ষাঁড়—অঞ্চন গতি।
বৃষাণক } বৃষ ষাঁড়—অন্ হওয়া এবং কণ্—প্রং) সং, পুং, শিব।

বৃষান্তক (বৃষ ধর্ম্ম—অন্ত শেষ+কণ্—প্রং) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

বৃষায়ণ. সং, পুং, চটক, চড়ুই পাখী।

বৃষাহার (বৃষ মূষিক—আহার ভক্ষ্যবস্তু) সং, পুং, বিড়াল, মার্জ্জার।

বৃষি, বৃষী (ক্রবৎ—সদ্ অবসন্ন হওয়া ইত্যাদি+ই (ডি)—ধি। অথবা বৃষ+ই—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, ব্রতীদিগের উপবেশনার্থ কুশাদিনির্ম্মিত আসন।

বৃষী (বৃষিন্, বৃষ ময়ূরপুচ্ছ+অস্ত্যর্থে ইন্) সং, পুং, ময়ূর। ক্রুদ্ধ।

বৃষোৎসর্গ—মৃতব্যক্তির অশৌচ গত হইবার দ্বিতীয়দিনে চতুষ্টয় বৎসতরীর নিতম্বদেশে ত্রিশূলচক্রাঙ্কিত করিয়া বৃষত্যাগরূপ শ্রাদ্ধবিশেষ।

বৃষ্ট (বৃষ্ বর্ষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সিক্ত। যাহাতে বর্ষণ হয়। (+ক্তি—ক) বর্ষণকারী, যাহা বর্ষণ করিয়াছে।

বৃষ্টি (বৃষ্ট দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বর্ষণ, মেঘ হইতে জলপতন। (+ক্তি—র্ম্ম) বৃষ্টজল।

বৃষ্টিজীবন (বৃষ্টি বর্ষণ—জীবন বাঁচন) বিং, ত্রিং, বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত দেশ। চাতকপক্ষী।

বৃষ্টিভূ (বৃষ্টি বর্ষণ—ভূ হওন, জাত) সং, পুং, ভেক, মণ্ডূক। বিং, ত্রিং, বৃষ্টিভব।

বৃষ্টিমানযন্ত্র (Pluviometer) যে যন্ত্রে বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয়।

বৃষ্ণি (বৃষ্ বর্ষণ করা+নি—ক) সং, পুং, যদুবংশ। কৃষ্ণ। জ্যোতিঃ। ইন্দ্র। অগ্নি

বায়ু। মেষ। গৌ। বিং, ত্রিং, পামর। প্রচণ্ড, উগ্র।

বৃষ্ণিগর্ভ ; সং, পুং, কৃষ্ণ।

বৃষিষ্বী, সং, স্ত্রীং, ভৃঙ্গপর্ণিকা। গুজরাটি এলাইচ।

বৃষ্য (বৃষ + য(ণ্য)। অথবা বৃষ + য(ক্যপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বীর্য্যকর। পুং, মাষ। ক্লীং, বাজিকর। ষ্যা—স্ত্রীং, ঋদ্ধিনামৌষধ। শতাবরী। আমলকী।

বৃষ্যকন্দা ; সং, স্ত্রীং, বিদারী।

বৃহচ্ছল্ক (বৃহৎ বড় — শল্ক আঁইস) সং, পুং, চিঙ্গড়ীমাছ।

বৃহৎ (বৃহ্ বৃদ্ধি পাওয়া + অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, বিপুল, বড়, প্রকাণ্ড।

বৃহতিকা (বৃহতী দেখ, কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, উত্তরীয়বস্ত্র, চাদর। কণ্টকারীর গাছ।

বৃহতী (বৃহ্ বৃদ্ধি পাওয়া + অৎ(শতৃ)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী, ব্যাকুড়। বিশ্বাবসুর বীণা। ছন্দোবিশেষ। মহতী। উত্তরীয় বস্ত্র। বাক্য।

বৃহতীপতি (বৃহতী বাক্য—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী —য) সং, পুং, বাচস্পতি, বৃহস্পতি।

বৃহদ্গৃহ (বৃহৎ বড়—গৃহ ঘর। বৃহদ্গৃহ শব্দও হয়। গুহ শব্দের অর্থ গহ্বর। এই দেশ পর্ব্বতময় হওয়াতে ইহার লোকেরা পর্ব্বতগুহায় বাস করিত বলিয়া) সং, পুং, মালবদেশের নিকটবর্ত্তী দেশ, কারুষদেশ।

বৃহদ্গোল (বৃহৎ বড়—গোল গোলাকৃতি বা বর্ত্তুল) সং, ক্লীং, শীর্ণবৃন্ত, তরমুজ।

বৃহদ্ভানু (বৃহৎ বড়—ভানু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি। সূর্য্য।

বৃহদ্রথ (বৃহৎ বড়—রথ) সং, পুং, ইন্দ্র। জরাসন্ধের পিতা। যজ্ঞপাত্র। মন্ত্রবিশেষ। সামবেদের অংশ।

বৃহদ্রাবী (—রাবিন্, বৃহৎ বড়, অতিশয় —রাব ধ্বনি + ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ক্ষুদ্রপেচক।

বৃহন্নল (বৃহৎ বড় + নল নলবৃক্ষ) সং, পুং, লা—স্ত্রীং, দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাসে বিরাটকন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষার জন্য ক্লীবরূপী অর্জ্জুনের বৃহন্নলা নাম হইয়াছিল। পুং, দীর্ঘ নলবৃক্ষ, বড় নলগাছ। বাহু।

বৃহস্পতি (বৃহৎ বড় [যেমন দেবতার]—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী—য, ৎ—লোপ, স্—আগম অথবা বৃহতী বাক্য—পতি, ৬ষ্ঠী—য, নিপাতন) সং, পুং, গুরু, সুরাচার্য্য, দেবগুরু; ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক এবং নবগ্রহমধ্যে পঞ্চম গ্রহ।

বৃহস্পতিসূত্র ; সং, ক্লীং, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

বে-আদব (পারসী) বিং, অশিষ্ট, শিষ্টাচারবিহীন।

বে-আরাম (যাবনিক) সং, রোগ, অসুস্থতা।

বেআবরু (পারস্য বে বিহীন—আরবী আবরু মান) অসম্মানসূচক।

বেইমান (পারস্য বে বিহীন—আরবী ইমান ধর্ম্ম) বিধর্ম্মী, অধার্ম্মিক।

বেওকুফ (পারস্য বে বিহীন—আরবী ওকুফ্ জ্ঞান) জ্ঞানহীন, নির্ব্বোধ।

বেওয়া (পারস্য) পতিপুত্রহীনা নারী।

বেওরা (বিবরণ শব্দজ কি?) বৃত্তান্ত, বিস্তারিত, ইতিহাস।

বেঁকা, বাঁকা (বক্রশব্দজ) বিং, ত্রিং, বাঁকা, অসরল।

বেটে, বেঁটিয়া (দেশজ) খর্ব্ব, হ্রস্ব, খাট, বামন।

বেড়ে (বণ্ডশব্দজ) বিং, পুচ্ছহীন, লাঙ্গুলরহিত।

বেকট ; সং, পুং, ভেট্‌কিমাছ। বিদূষক। তরুণ, যুবা। মণিবিক্রেতা, জহুরী।

বেকার (পারস্য বে বিহীন—কার কার্য্য) যাহার কর্ম্মকাজ নাই।

বেগ (বীজ গমন করা + অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, মূর্ত্তপদার্থে উৎপন্ন শীঘ্রতাকর

সংস্কারবিশেষ। ত্বরা, শীঘ্রতা। মূত্র বিষ্ঠাদির নির্গম প্রবৃত্তি। প্রবাহ। আনন্দ, আহ্লাদ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মহাকালফল; উদ্যম। প্রণয়। রেতঃ, শুক্র। আম্রবিশেষ। বাণপতি।

বেগড়া (দেশজ) বিং, নষ্ট; বিকৃত। দুষ্ট।

বেগনাশন (বেগ কার্য্যতৎপরতা—নাশন যে নাশ করে। স্থূলত্ব হেতু) সং, পুং, শ্লেষ্মা, কফ।

বেগবল—যে বস্তু যত বলে প্রযুক্ত হয় সেই বস্তুর তদনুরূপ বেগ।

বেগম (তুর্কী ভাষা) সং, রাণী, রাজমহিষী, রাজ্ঞী।

বেগবান্ (—বৎ, বেগ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বেগ বিশিষ্ট, ত্বরান্বিত।

বেগসর (বেগ—সর যে গমন করে) সং, পুং, বেগগামী হয়, অশ্বতর, বেসর।

বেগার (দেশজ) সং, বেতনহীন কার্য্য, অনর্থক শ্রম।

বেগিত, বেগী (বেগিন্, বেগ+ইত, ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বেগবান্, ত্বরান্বিত। চালিত। সং, পুং, শ্যেনপক্ষী।

বেগুণ (বঙ্গ শব্দজ) সং, বার্ত্তাকু, বার্ত্তাকী।

বেচন (দেশজ) সং, বিক্রয়করণ, মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক অর্পণ।

বেজিত (বিজ্, ত্রি=বেজি ভীত হওয়া+(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ভীত। ক্লেশিত। ভয়প্রাপিত। ভয়কম্পিত।

বেজী (দেশজ) সং, নকুল, নেউল, বেঁজী। কুপরামর্শদাতা।

বেটা (দেশজ) সং, পুত্র, সুত, সন্তান, আত্মজ।

বেট্যা (বটশব্দজ) সং, রাশি, রজ্জু, পাটের দড়ি।

বেড় (বেষ্টশব্দজ কি?) সং, বেষ্টন, বৃতি, ঘেরা।—ড়ী, শৃঙ্খল, পাদবন্ধনীয় লৌহপাশ। স্থালীধারণার্থ লৌহযন্ত্রবিশেষ, বাউলী। কেশবিন্যাসবিশেষ, থর।

বেড়ান (দেশজ) সং, ভ্রমণ, চলন, পর্য্যটন।

বেড়ে (দেশজ) বিং, উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়।

বেণ (বেণ্ গমন করা ইত্যাদি+অ (অন্)—ক) সং, পুং, পৃথুরাজার পিতা। সঙ্কর-জাতিবিশেষ।

বেণা (দেশজ) সং, উশীর, তৃণবিশেষ, বীরণ।

বেণি, বেণিকা, বেণী (বেণ+ই—ক। বী গমন করা+নি—ক) সং, স্ত্রীং, বিন্যস্ত কেশপাশ, বিউনী। জলপ্রবাহ; যথা—প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসরস্বতীমেলনং ত্রিবেণী। স্রোতঃ। বয়ন, বুনন। দেবতাড়বৃক্ষ। নদীবিশেষ। স্ত্রী-মেষ।

বেণিবেধনী; সং, স্ত্রীং, জলৌকা, জোঁক।

বেণিয়া (বণিক্‌শব্দজ) সং, ব্যবসায়ী, পোদ্দার।

বেণীমাধব, সং, পুং, প্রয়াগস্থ পাষাণময় চতুর্ভুজ দেবতাবিশেষ।

বেণীর, সং, পুং, অরিষ্ট বৃক্ষ।

বেণীসংহার; সং, পুং, ভট্টনারায়ণকৃত নাটকবিশেষ। বেণীবন্ধন।

বেণু (অজ্ গমন করা+নু—ক, অজ=বী) কিম্বা বন্ শব্দকরা+উ—ক, নিপাতন) সং, পুং, বংশ, বাঁশ। বংশী, বাঁশি। নৃপ-বিশেষ।

বেণুক, বৈণুক (বেণু বাঁশ+কণ্—প্রং। বাঁকারীর মুট থাকে বলিয়া) সং, ক্লীং, গবাদিতাড়নদণ্ড, পাঁচনবাড়ী, ডাঙ্গশ।

বেণুধ্মা (বেণু=ধ্মা বাজন+অ(ড)—ক) সং, পুং, বেণুবাদক, বংশীবাদক।

বেণুযব; সং, পুং, বাঁশের চাউল।

বেণে (বণিক্‌শব্দজ) সং, বণিক্, ব্যবসায়ী।

বেত (বেত্রশব্দজ) সং, বেতস্, বেতগাছ।

বেতণ্ড (অজ্ গমন করা+০(কিপ্)—ক=বে বে গমন করে+তনড্ তাড়না করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, হস্তী, গজ। তাড়নার্হ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি।

বেতন (অজ্ অথবা বী গমন করা+তন—ণ) সং, ক্লীং, কর্ম্মের মূল্য। মজুরি। মাহিয়ানা। ভাড়া। জীবিকা, রৌপ্য।

বেতস (বে বস্ত্রাদি বোনা+অসচ্—র্ম, ৎ—আগম, অথবা বী [জলপ্লাবন] গমন করা+তস—নামার্থে) সং, পুং, মী—স্ত্রীং, বানীরবৃক্ষ, বেতগাছ।

বেতস্বান্ (বেতস্বৎ, বেতস+বৎ(ড্বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বেতস-বহুল প্রদেশ, যে প্রদেশে অনেক বেতস বৃক্ষ আছে।

বেতাল (ব শব্দের সপ্তমীর একবচন—বে বায়ুতে—তাল [তল্ স্থির হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভাবে] আবাস) সং, পুং, ভূতাবিষ্ট শব। শিবানুচরবিশেষ। দ্বারপাল, দ্বারী। মল্লবিশেষ। সঙ্গীতে—তালহীনতা।

বেতালভট্ট ; সং, পুং, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের এক রত্ন।

বেত্তা (বেত্তৃ, বদ্ জানা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতা, যে জানে; ইহা কোন শব্দের পর প্রযুক্ত হয়, যথা—শাস্ত্রবেত্তা, নিয়মবেত্তা ইত্যাদি। পরিণেতা। লাভকর্ত্তা।

বেত্র (অজ্ অথবা বী গমন করা+ত্র—ণ) সং, পুং, বেতগাছ। অসুরবিশেষ। ক্লীং, বেতের যষ্টি।

বেত্রকীয় ; বিং,ত্রিং, বেত্রসমূহযুক্ত দেশাদি।

বেত্রধর (বেত্র—ধর [ধৃ ধারণকরা+অ(অন্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, দ্বারপাল। বিং, ত্রিং, যষ্টিধারী।

বেত্রবতী,বেত্রাবতী (বেত্র+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মালব দেশের নদীবিশেষ, বেতুয়া নদী। শিং—১ "শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী।" বেত্রাসুরমাতা।

বেত্রাসন (বেত্র—আসন বসিবার স্থান) সং, ক্লীং, বেত্র-নির্ম্মিত আসন, মোড়া প্রভৃতি। [বিশেষ।

বেত্রাসুর ; সং,পুং, স্বনামখ্যাত অসুর-

বেত্রী (বেত্রিন্, বেত্র—ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, দ্বারপাল, বেত্রধারী।

বেদ (বিদ্ [ধর্ম্মাধর্ম্ম] জানা+অ(অল্)—র্ম। তর্কবাদমতে-বেদ অর্থে বিজ্ঞান যাহার আলোচনায় বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের উন্নতি হয়, তাহার নাম বেদ) সং, পুং, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্য, ব্রহ্মমুখনির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্র, শ্রুতি; ঋক্, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ। জ্ঞান। চারিসংখ্যা, ৪। ছন্দঃ। টিপ্পনী। মুষ্টিকৃত পদার্থবিশেষ। (+অদ্—ক,র্ম) বিষ্ণু।

বেদগর্ভ ; সং, পুং, ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণ।

বেদগুপ্তি ; সং, স্ত্রীং, ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক বেদরক্ষা।

বেদন—ক্লীং, **বেদনা**—স্ত্রীং } (বিদ্ জানা ইত্যাদি+অন(অনট্),অন—ভাবে আপ্) সং, অনুভব, বোধ। জ্ঞান। যাতনা। ব্যথা, ক্লেশ, দুঃখানুভব। পরিণয়, বিবাহ। দান, উপঢৌকন। শূদ্রকামিনী উৎকৃষ্ট বর্ণকে বিবাহ করিতে হইলে বরের উত্তরীয়প্রান্ত ধারণ করিবে—এই আচার। শিং—১ "বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।"

বেদনিন্দক ; সং, পুং, নাস্তিক। বুদ্ধ।

বেদনীয় (বিদ্ জানা+অনীয়—র্ম) বিং, ত্রিং, অনুভবনীয়, জ্ঞেয়।

বেদপারগ, বেদবিদ্ (বেদ—পারগ যে পারে গমন করে, ৬ষ্ঠী—ষ, বেদ—বিদ্ যে জানে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞানী। শিং—১ "তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।"

বেদমাতা (—মাতৃ, বেদ—মাতৃ মা) সং, স্ত্রীং, গায়ত্রী। দুর্গা। শিং—১ "ব্রহ্মিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাদ্‌গায়ত্রী চরণাগ্রজা।"

বেদবতী , সং, স্ত্রীং, কুশধ্বজরাজকন্যা।

বেদবদন ; সং, ক্লীং, ব্যাকরণশাস্ত্র।

বেদবাস (বেদ—বাস বাসস্থান) সং, পুং, বিপ্র, ব্রাহ্মণ।

বেদবিৎ (বিদ্, বেদ—বিদ্ যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, বেদজ্ঞ, বেদবেত্তা। পুং, বিষ্ণু।

বেদব্রত ; সং, ক্লীং, বেদোক্ত আচরণ।

বেদব্যাস (বেদ—বি—আ বিশেষরূপে—অস্ [ক্ষেপণ করা] স্থাপন করা+ অ(ঘঞ্)—ক, ২য়া—ষ।) যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূলতা প্রযুক্ত বেদের বিধান করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। সং, পুং, বেদবিভাগকর্ত্তা মুনি, ব্যাসদেব, সত্যবতীতনয়।

বেদঃ (বেদস্, বিদ্ জানা+অস্—ক) সং, ক্লীং, বেদসমূহ। হিরণ্য, সোণা, কাঞ্চন। বিং, ত্রিং, বেত্তা।

বেদাগ্রণী (বেদ—অগ্রণী) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী।

বেদাঙ্গ (বেদ—অঙ্গ অবয়ব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয়প্রকার বেদের অবয়ব গ্রন্থ।

বেদাদি (বেদ—আদি প্রথম। সং, পুং, প্রণব, ওঁকার।

বেদাধিপ ; সং, পুং, ঋগ্বেদাধিপতির্জীবো, যজুর্বেদাধিপো ভৃগুঃ, সামবেদাধিপো ভৌমঃ, শশিজোঽথর্ব্ববেদপঃ।

বেদান্ত (বেদ—অন্ত শেষ) সং, পুং, ব্যাসপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপিত আছে।

বেদান্তী (বেদান্তিন্, বেদান্ত+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং,পুং, বেদান্তমতাবলম্বী, বেদান্তবেত্তা।

বেদাভ্যাস (বেদ—অভ্যাস) সং, পুং, অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ।

বেদার ; সং, পুং, কৃকলাস, কাঁকলাস।

বেদি
বেদিকা
বেদী } (বিদ্ বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি +ই—খি, ২য়—পক্ষে কণ্—স্বার্থে আপ্) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞাদি করণ জন্য পরিষ্কৃত ভূমি, চতুরস্র ডমরুসদৃশাকৃতি প্রভৃতি। শিং—১ "মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা।" মঞ্চ। অঙ্গনাদির মধ্যবর্ত্তী চতুরস্র ভিত্তি। শিং—১ "প্রাগ্দ্বারবেদিবিনিবেশিতপূর্ণকুম্ভঃ।" বেদির সদৃশ ভিত্তি। নামাঙ্কিত আংটী। মৃত্তিকাস্তূপাকৃতি ভিত্তি। বোলতা। দি—পুং, (বিদ্+ই—ক) পণ্ডিত।

বেদিজা (বেদি হোমবেদি হইতে—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত, ৫মী—হিং) সং, স্ত্রীং, দ্রৌপদী।

বেদিত (বিদ্ ণিচ্=বেদি জানান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপিত, জানান। নিবেদিত। সাক্ষাৎকৃত। দর্শিত।

বেদিতব্য (বিদ্ জানা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য।

বেদিতা (বেদিতৃ, বিদ্ জানা+তৃ(তৃন্)—ক, ই—আগম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাতা, যে জানে। সাক্ষাৎকর্ত্তা।

বেদিন (পারস্য বে বিহীন—আরবী দিন ধর্ম্ম) বিং, ধর্ম্মহীন, বিধর্ম্মী, পাপী ; যথা—"কাফর বাঙ্গালী হিন্দু বেদিন ব্রাহ্মণ।"

বেদী (বেদিন্ বিদ্ জানা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, পণ্ডিত। ব্রহ্মা। পরিণেতা। বিং, ত্রিং, বেত্তা, জ্ঞাতা।

বেদীশ (বেদী সরস্বতী—ঈশ প্রভু) সং, পুং, ব্রহ্মা।

বেদোদয় (বেদ সামবেদ—উদয় উত্থান। প্রসিদ্ধি আছে যে সূর্য্য হইতে এই বেদের উদয় হইয়াছে) সং, পুং, সূর্য্য।

বেদোদিত (বেদ—উদিত [বদ্ বলা+ক্ত—ম] যাহা বলা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, বেদোক্ত। শিং—১ "বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।"

বেদ্য (বিদ্ জানা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বোধ্য, জ্ঞেয়। সাক্ষাৎকার্য্য।

বেধ—পুং
বেধন—ক্লীং, } (বিধ্ বিদ্ধ করা+অ(অন্, অনট্—ভাবে) সং, ছিদ্রকরণ, বেঁধা। গভীরতা। বস্তুর পুরু পরি-

মাণ। বিবাহাদিনিষেধক গ্রহসংস্থাপন-বিশেষ।

বেধক (বিধ্ বিদ্ধ করা+অক(ণক) -ক) বিং, ত্রিং, বিদ্ধকারক, যে বেঁধে) সং, পুং, কর্পূর। ধান্যক। ক্লীং, গর্ভিত ধান্য।

বেধনী } **বেধনিকা** } (বেধ দেখ, অন(অনট্)—ণ, ঈপ্। বেধনী+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, মণি এবং শঙ্খাদি বেধনের অস্ত্র, সূচী তুর্পুন প্রভৃতি। হস্তির কর্ণ-বেধনাস্ত্র। মেথিকা।

বেধমুখ্য; সং, পুং, কর্চ্চূর। খ্যা—স্ত্রীং, কস্তূরী। হলদি।

বেধমুখ্যক; সং,পুং, হরিদ্রা বৃক্ষ; কাঁচা-মূল।

বেধড়ক (দেশজ) বিং, অতিশয়, অপরিমিত, অসংখ্য।

বেধস (বেধস্+অ—প্রং) সং, ক্লীং, অঙ্গুষ্ঠ-

বেধাঃ (বেধস্. বিধ্ বিধান করা অথবা বি—ধা ধারণ করা—অস্—ক) সং, পুং, ব্রহ্মা। বিষ্ণু। সূর্য্য, পণ্ডিত। দক্ষপ্রভৃতি স্রষ্টা। শ্বেতার্কবৃক্ষ। অনন্তপুত্র।

বেধিত (বিধ্ বিদ্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, অথবা বেধ+ইত—প্রং কিম্বা বেধি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিদ্ধ, ছিদ্রিত।

বেধী (বেধিন্, বিধ্ বিদ্ধ করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বেধক, ছিদ্রকারক। ধিনী—স্ত্রীং, জোঁক। মেথিকা।

বেধ্য (বিধ্ বিদ্ধ করা+য—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বেধ করিবার বিষয়, শরব্য, লক্ষ্য। বিং, ত্রিং, বেধনীয়, বিঁধিবার যোগ্য।

বেপথু—পুং, } **বেপন**—ক্লীং, } (বেপ কম্পিত হওয়া +অথু, অন(অনট্)—ভা. সং, কম্প, কাঁপনি।

বেপমান (বেপ কম্পিত হওয়া+মান (শান—ক) বিং, ত্রিং, কম্পমান, যে কাঁপিতেছে।

বেপারী,ব্যাপারী (বৈদেশিক) ক্রয় বিক্রয় কারী বণিক, আড়তদারেরা যাহাদের নিকট মাল বিক্রয় করেন।

বেম—পুং } **বেমন্**—পুং,—ক্লীং, } (বে বোনা+মন্ মনিন্—ণ) সং,বস্ত্রা-দিবয়নের যন্ত্রবিশেষ, মাকু। তাঁত।

বেমার, বিমার (পারস্য) পীড়া।

বেয়াদব (পারস্য) অসভ্য।

বেয়াদবী (পারস্য) অসভ্যতা।

বের (বী বা অজ্ গমন করা+রন্—ক) সং, পুং,—ক্লীং, শরীর। ক্লীং, কুঙ্কুম। বার্ত্তাকু।

বেরক; সং, ক্লীং, কর্পূর।

বেল (বেল চঞ্চল হওয়া+অ(অন্)—প্রং) সং, ক্লীং, উদ্যান।

বেলয়—লয়স্থান, বিসর্জ্জন।

বেলা (বেল্ চঞ্চল হওয়া+অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, কাল, সময়। শিং—১ "চতুর্ব্বিংশতিবেলাভিরহোরাত্রং প্রচক্ষতে। অবসর। সময়। সমুদ্র। তীর, তট। শিং—১ "বেলামূলে বিভাবরী পরিহীনা।" (ভট্টি)। অম্বু, জল। জোয়ার ভাটা। মর্য্যাদা। হঠাৎ মৃত্যু। পীড়া। শিবের খাদ্য, বিষ। বাক্য। সুযোগ। বুধের পত্নী। রাগ। ঈশ্বরভোজন। বাক্।

বেলাকুল (বেলা জোয়ার—কূল তট) সং, ক্লীং, তামলিপ্ত দেশ, তমলুক।

বেলাবোধন (বেলা সময়—বুধ্ ণিচ্ বোধি জানান+অন(অনট্)—ক) বিং, ত্রিং, সময়জ্ঞাপক, সময়নিরূপক।

বেলোয়ারী (পারস্য) কাচনির্ম্মিত।

বেল্ল (বেল্ল্ চঞ্চল হওয়া+অ(অন্)—ভা) সং, পুং,-ক্লীং, বিড়ঙ্গ। পুং, গমন। কম্পন।

বেল্লজ (বেল্ল্ সঞ্চালন—জন্ জন্মান +অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, মরিচ।

বেল্লন (বেল্ল্ চঞ্চল হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, লুঠন, গড়াগড়ি। চলন। দোলন, সঞ্চালন। রোটিকাদি নির্ম্মাণার্থ স্থূলবর্ত্তুল কাষ্ঠবিশেষ, বেলন। নী—মালাদুর্ব্বা।

বেল্লন্তর ; সং, পুং, বীরতরু।
বেল্লহল ; সং, পুং, লম্পট, লোচ্চা।
বেল্লি (বেল্লন দেখ, ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, বল্লী, লতা।
বেল্লিত (বেল্লন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বক্র, কুটিল। কম্পিত, দোলিত। লুণ্ঠিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, চলন ; দোলন। লুণ্ঠন।
বেল্যা } (বাঙ্গালা বালিশব্দজ) বিং, বালি-
বেলে } যুক্ত। মৎস্যবিশেষ।
বেবাক (যাবনিক) সং, সমুদয়, সকল।
বেশ } (বিশ্ প্রবেশ করা+অ(অন্)—
বেষ } ধি, বিষ্ ব্যাপা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, সজ্জা, বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান। নেপথ্য। বেশ্যাপল্লী। বেশ্যালয়। গৃহ। প্রবেশ।
বেশক (বিশ্ প্রবেশ করা—অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রবেশকারক। সং, পুং, গৃহ।
বেশধারী ; সং, পুং, ছলতপস্বী। বিং ত্রিং, বেশধারক।
বেশন্ত (বিশ্ প্রবেশ করা+অন্ত—ধি) সং, পুং, ক্ষুদ্রসরোবর, পল্বল। অগ্নি।
বেশর—স (বেশ—রা দানকরা+অ(ড)—ক। ২য় পক্ষে বেশ+অরন্—ক) সং, পুং, অশ্বতর, ঘোটকীতে গর্দ্দভজাত বা গর্দ্দভীতে ঘোটকজাত অশ্ব, খচ্চর।
বেশবার—স (বিশ্ প্রবেশ করা অ(অল্)—ভা=বেশ প্রবেশ বৃ প্রার্থনা করা+অ—প্রং) সং, পুং, ধন্যাকসর্ষপাদি পিষ্ট, বাটনা। ব্যঞ্জনবিশেষ। শিং—১ "নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং সিদ্ধং গুড়ঘৃতান্বিতম্। কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেসবার ইতি স্মৃতম্।"
বেশী (বেশিন্ বেশ সজ্জা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বেশকারক, পরিচ্ছদযুক্ত। (পারস্য) বিং, অধিক, অতিরিক্ত।
বেশ্ম (বেশ্মন্, বিশ্ প্রবেশ করা+মন্—ধি) সং, স্ত্রীং, ভবন, গৃহ, বাটী।
বেশ্মনকুল (বেশ্মন্ গৃহ—নকুল বেঁজী) সং, পুং, গন্ধমূষিক, ছুঁচা।
বেশ্মভূ (বেশ্মন্ গৃহ—ভূ ভূমি) সং, স্ত্রীং, বাস্তুভূমি, বাসোপযুক্ত স্থান।
বেশ্বর ; সং, পুং, অশ্বতর।
বেশ্য (বিশ্ প্রবেশ করা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বেশ্যালয়।
বেশ্যা (বিশ্ প্রবেশ করা+য—ভাবার্থে, আপ্ কিংবা বেশ সজ্জা+য(ষ্য), আপ্) সং, স্ত্রীং, সাধারণ স্ত্রী, বারনারী। টুণ্টুকাবৃক্ষ, আকনাদি।
বেশ্যাচার্য্য (বেশ্যা গণিকা—আচার্য্য শিক্ষাগুরু) সং, পুং, পীঠমর্দ্দ, নায়কের সহায়বিশেষ। বেশ্যা প্রভৃতির নৃত্যশিক্ষাগুরু।
বেশ্যাবার (বেশ্যা—বার সমূহ) সং, পুং, বেশ্যাসমূহ।
বেষ্ট (বেষ্টন দেখ, অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, বেষ্টন, বেড়া। নির্য্যাস, আঠা। টার্পিন্।
বেষ্টক (বেষ্ট+কণ্—যোগ, অথবা বেষ্টন দেখ, অক(ণক)—ক) সং, ক্লীং, উষ্ণীষ, পাকড়ি। নির্য্যাস। টার্পিন্। পুং, কুষ্মাণ্ড। প্রাচীন। বিং, ত্রিং, বেষ্টনকারক।
বেষ্টন (বেষ্ট বেষ্টনকরা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বৃতি, বেড়া, চতুর্দ্দিকে আবরণ। প্রদক্ষিণ। কর্ণকুহর। বর্ণ। নৃত্যকালীন হস্তচালন প্রকার। (+অন(অনট্)—ণ) পরিধি, বেড়। উষ্ণীষ।
বেষ্টনক ; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ।
বেষ্টবংশ (বেষ্ট বেষ্টন—বংশ বাঁশ) সং, পুং, বেউড় বাঁশ।
বেষ্টিত (বেষ্টন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আবৃত, ঘেরা। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, বেষ্টন।
বেষ্য (বিষ্ ব্যাপা+য—প্রং) সং, ক্লীং, পানীয় জল।
বেসন (বেস্ গমন করা+অন(অনট্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, গুঁড়করা ডাইল, বেসম।

বেসেড়া (দেশজ) বিং, বাসি, পর্য্যুষিত।

বেহৎ (বি—হন্[ভ্রূণ] বধ করা+অৎ(ডৎ)—ক) সং, স্ত্রীং গর্ভোপঘাতিনী গৌ।

বেহাই (বৈবাহিক শব্দজ) সং, বৈবাহিক, কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর।

বেহায়া (পারস্য বে বিহীন—হায়া লজ্জা) বিং, নির্লজ্জ, লজ্জাহীন।

বেহার; সং, পুং, স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশ।

বেহারা (বাহক শব্দজ কি ?) সং, যানবাহক, কাহার।

বেহালা (বৈদেশিক) ইংরাজী Violin ইটালী Vialo, সম্ভবতঃ এই শব্দটী ভিয়ালো শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে) যন্ত্রবিশেষ।

বেহোশ (পারস্য বে বিহীন—হোশ জ্ঞান) অজ্ঞান। মত্ত।

বৈ (বা গমন করা+ঐ(ডৈ)—ক) অং, পাদপূরণার্থ। সম্বোধন। অনুনয়।

বৈকক্ষ, বৈকক্ষক, (বি—কক্ষ পার্শ্ব+অ (ষ্ণ)—প্রং। পক্ষে কণ্-যোগ) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থলে বক্রভাবে স্থাপিত মালা। উত্তরীয়।

বৈকঙ্কত (বিকঙ্কত+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, বঁইচগাছ।

বৈকটিক (বিকট কঠিন [কার্য্য]+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, মণিকার, জহুরী।

বৈকর্ত্তন (বিকর্ত্তন+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সূর্য্যবংশীয়। পুং, রাধাতনয়। মহাভারতে—"রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"

বৈকর্ম্ম; সং, পুং, বাৎস্যমুনি।

বৈকল্পিক (বিকল্প+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, যাহা বিকল্পে হয়। সন্দেহযোগ্য।

বৈকল্য (বিকল+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিকলতা, কাতরতা। বিকৃতভাব। খঞ্জতা অঙ্গহীনতা। ন্যূনতা। অভাব। অসম্পূর্ণ।

বৈকাল (বিকাল+অ (ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, বিকাল, অপরাহ্ণ। শেষবেলা।

বৈকালি, বি, সায়ংকালে দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য ; আপরাহ্ণিক খাদ্য।

বৈকুণ্ঠ (বিকুণ্ঠা ইহার মাতা+অ (ষ্ণ)—অপত্যার্থে, কিম্বা বি বিবিধ—কুণ্ঠা [কুণ্ঠ-তনয়া] মায়া, যাহার বিবিধ মায়া বিদ্যমান আছে, ৬ষ্ঠী—হিং, অ (ষ্ণ)—স্বার্থে, মহাভারতে—"আমি কুণ্ঠিত না হইয়া জলের সহিত পৃথিবীরে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুরে মিলিত করিয়াছি এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমারে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন") সং, পুং, বিষ্ণু। ইন্দ্র। ক্লীং, (বি বিগত কুণ্ঠ প্রতিবন্ধক) বিষ্ণুর পুরী। শিং—১ "বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠে দৈবতৈঃ সহেতি বিষ্ণুপুরাণম্।" ২ "বিষ্ণুসহস্রনামটীকায়াং শঙ্করাচার্য্যস্ত্বাহ বিবিধা কুণ্ঠা গতেঃ প্রতিহতিস্তস্যাঃ কর্ত্তা ইতি বৈকুণ্ঠঃ। জগদারম্ভে বিষ্টানি ভূতানি পরস্পরং সংশ্লেষন্ তেষাং গতিং প্রত্যবধ্নীদিতি বা বৈকুণ্ঠঃ। মায়া সংশ্লেষিতা ভূমিরদ্ভির্ব্যোম্না চ বায়ুনা। বায়ুশ্চ তেজসা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠত্বং ততো মমেতি শান্তিপর্ব্বণীতি। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ।" অপিচ। "কুণ্ঠং জড়ঞ্চ বিশেষং বিশিষ্টঞ্চ করোতি যা। বিকুণ্ঠাং প্রকৃতিং বেদাশ্চতুরশ্চ বদন্তি তাং॥ গুণাগ্রেণ ভগবান্ তস্যাং জাতঃ স্বসৃষ্টয়ে। পরিপূর্ণতমং তেন বৈকুণ্ঠঞ্চ বিদুর্বুধাঃ।"

বৈকৃত (বিকৃত বিকারপ্রাপ্ত+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিকৃতত্ব, বিকার। মানসিক বা কায়িক বিকার। ঘৃণা।

বৈক্রান্ত (বিক্রান্ত+অ—প্রং) সং, ক্লীং, হীরকসদৃশ মণিবিশেষ। স্পর্শমণি, চুম্বকপাথর।

বৈক্লব্য (বিক্লব বিহ্বল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে)

সং, ক্লীং, কাতরতা। বিহ্বলতা। অধীরতা। চিত্তচাঞ্চল্য।

বৈখরী (বি—খন্ খোড়া, নিপাতন। অথবা বি বিশেষরূপে—খ আকাশ—র [রা গ্রহণ করা+অ (ড)—ক, স্বার্থে, ঈপ্,) সং, স্ত্রীং, কণ্ঠ হইতে শব্দোৎপত্তির ব্যাপার বিশেষ।

বৈখানস (বি—খন্ খোঁড়া+অ (ড)—ক, অন্ জীবিত হওয়া+অস—ক, ষ্ণ, যাহা-দের মূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়) সং, পুং, বানপ্রস্থ, বনবাসী। শিং—১ "বৈখা-নসেভ্যঃ শ্রুতরামবার্ত্তাঃ।" (বৈখানস্+ ষ্ণ) বিং, ত্রিং, বানপ্রস্থসম্বন্ধীয়।

বৈগুণ্য (বিগুণ গুণরহিত+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, গুণরাহিত্য, বিকৃততা। অপ-রাধ, দোষ। গুণবিসম্বাদ। নীচতা।

বৈচক্ষণ্য (বিচক্ষণ দক্ষ+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য।

বৈচিত্ত্য (বিচিত্তি ভ্রমণকরা+য(ষ্ণ্য)–প্রং) সং, ক্লীং, চিত্তভ্রান্তি, মতিভ্রম।

বৈচিত্র্য (বিচিত্র+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিচিত্রতা, চমৎকারিত্ব। বিভিন্নতা। নানারূপতা, সৌন্দর্য্য।

বৈজনন (বিজনন+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, প্রসবমাস, যে মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

বৈজয়ন্ত (বি জি জয় করা+অন্ত—প্রং, ষ্ণ) সং, ইন্দ্রপুরী। ইন্দ্রধ্বজ। ন্তী, ন্তিকা—স্ত্রীং, পতাকা। জানুপর্য্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা। শিং—১ "উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্ মণ্ডয়ন্ বনং।" অধি-রোহিণী, সিঁড়ী। শিং—১ "স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি।" জয়ন্তীবৃক্ষ।

বৈজয়ন্তিক (বৈজয়ন্তী পতাকা+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, পতাকাধারী। ন্তিকা—স্ত্রীং, অগ্নিমন্থ। জয়ন্তীবৃক্ষ। পতাকা।

বৈজয়িক (বিজয়+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বিজয়সম্বন্ধীয়, জয়সূচক।

বৈজাত্য (বিজাত+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিজাতীয়তা, বৈলক্ষণ্য। স্বভাবের প্রভেদ। লাম্পট্য।

বৈজিক (বীজ+ইক ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং,ত্রিং, বীজসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, পরমাত্মা। হেতু। তৈলবিশেষ। মোরোঙ্গা তৈল। পুং, সদ্যোজাত অঙ্কুর।

বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞান+ইক (ষ্ণিক)—ইদ-মর্থে) বিং, ত্রিং, নিপুণ, দক্ষ। বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়।

বৈঠক (দেশজ) সং, সভা, সমাজ, অধি-বেশন।

বৈড়ালব্রত (বিড়াল+অ (ষ্ণ)—প্রং,= বৈড়াল—ব্রত) সং, ক্লীং, পাপ কর্ম্ম গোপন করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। শিং—১ "যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ। প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতং।"

বৈড়ালব্রতিক, বৈড়ালব্রতী (বৈড়াল-ব্রত+ইক, ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ভণ্ড-তাপস, বিড়ালতপস্বী। শিং—১ "ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ, বৈড়াল-ব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিনিন্দকঃ।"

বৈণ (বেণু+অ(ষ্ণ)—জীবতার্থে, উ—লোপ) বিং, ত্রিং, বেণুজীবী। যে বাঁশ কাটে, বা বাঁশের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে, ডোম।

বৈণব (বেণু বংশ+অ (ষ্ণ)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, বংশনির্ম্মিত। বেণুসম্বন্ধীয়। ডোম। বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুতকারী। সং, ক্লীং, বেণুফল। বী—স্ত্রীং, বংশলোচন।

বৈণবিক (বেণু+ইক (ষ্ণিক)—বাদনার্থে) বিং, ত্রিং, বেণুবাদক, বংশীবাদক।

বৈণিক (বীণা+ইক (ষ্ণিক)+বাদনার্থে) বিং, ত্রিং, বীণাবাদক, যে বীণা বাজায়।

বৈণুক (বেণু+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, হস্তিতাড়নার্থে লৌহময়াগ্রভাগ বংশদণ্ড। বিং, ত্রিং, বেণুবাদক।

বৈণ্য (বেণ এই নৃপের পিতা+য (ষ্ণ্য)—

অপত্যার্থে) সং, পুং, বেণভূপতির পুত্র, পৃথুরাজা।

বৈতংসিক (বীতংস ফাঁদ বা জাল+ইক (ষ্ণিক)—জীবত্যার্থে) বিং, ত্রিং, মাংস-বিক্রয়ী, যে পশুপক্ষ্যাদির মাংস বিক্রয় করে।

বৈতনিক (বেতন+ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যার্থে) বিং, ত্রিং, বেতনভুক্। কর্ম্মকার। চাকর। বেতনসাধ্য।

বৈতরণি-ণী (বিতরণ দান+অ(ষ্ণ)—প্রং, ঈপ্। যাহা দানদ্বারা পার হওয়া যায়। কিংবা বি বিরুদ্ধ—তরণ+অ(ষ্ণ)-অস্ত্যার্থে। কিংবা বিতরণি [বি না—তরণি সূর্য্য] পাতাল+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে। কিংবা বিতরণি বিনৌকা অর্থাৎ তরণশূন্যা+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, রাক্ষস-মাতা। প্রেতনদী, যমদ্বারস্থ নদী। শিং—১ "নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা। উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশতরঙ্গিণী।" কটকের অন্তর্গত নদীবিশেষ, উৎকলদেশীয় রাজগণের পূর্ব্বতন রাজধানী যাজপুর এই নদীতীরে অবস্থিত।

বৈতস (বেতস+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বেতসসম্বন্ধীয় (নম্রতাদি)। সং, পুং, অম্লবেতস বৃক্ষ।

বৈতান, বৈতানিক (বৈতান উনাম, যজ্ঞ+অ(ষ্ণ), ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, হোমার্থ নৈবেদ্য। বেদবিহিত হোম। শিং—১ "মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংযোগো যস্য নাগ্নিনা। দাহাদূর্দ্ধমশৌচং স্যাদ্‌যস্য বৈতানিকো বিধিঃ।" যজ্ঞীয়। অদৃশ্য। অগ্নি। পুং, যজ্ঞীয় বহ্নি। বিং, ত্রিং, যজ্ঞীয়, বিতান সম্বন্ধীয়।

বৈতাল, বৈতালিক (বি বিবিধ [মঙ্গল গীত বাদ্যাদিকৃত]—তাল+অ(ষ্ণ), ইক (ষ্ণিক)—তদ্দ্বারা ব্যবহারার্থে) সং, পুং, স্তুতিপাঠক, বোধকর (বোধ—কর যে করে অর্থাৎ যে নৃপকে জাগায়)। বিং,ত্রিং, বেতাল+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বেতাল-সম্বন্ধীয়।

বৈতালীয় (বিতাল—ঈয়(ণীয়)—প্রং) সং, ক্লীং, মাত্রাসংখ্যা'ত ছন্দোবিশেষ।

বৈত্রক, বৈত্রকেয় (বেত্রক [বেত্র+কণ্—যোগ]+অ(ষ্ণ), এয় (ঢেয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বেত্রসম্বন্ধীয়।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—ক্লীং } (বিদগ্ধ দক্ষ+
বৈদগ্ধী—স্ত্রীং } অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য)
—ভা, ঈপ্) সং, পটুতা চতুরতা। রসিকতা। শোভা। পাণ্ডিত্য। ভঙ্গী।

বৈদর্ভ (বিদর্ভ দেশবিশেষ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে,ভাবার্থে) বিং,ত্রিং, বিদর্ভদেশসম্বন্ধীয়, বিদর্ভদেশজাত। দন্তশূল, দাঁতের গোড়া-ফোলা। সং, পুং, বিদর্ভরাজ, দময়ন্তীপিতা ভীমসেন। ক্লীং, বাক্‌চাতুর্য্য।

বৈদর্ভী (বিদর্ভ দেশবিশেষ+অ(ষ্ণ), ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কাব্যের রীতিবিশেষ; রচনা মধুর এবং সমাসহীন বা স্বল্পসমাসযুক্ত হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি কহে। অগস্ত্য-পত্নী। দময়ন্তী। রুক্মিণী।

বৈদল (বিদল+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, ভিক্ষুকের মৃণ্ময়াদি পাত্র। পুং, পিষ্টক।

বৈদান্তিক (বেদান্ত+ইক(ষ্ণিক)—জ্ঞাতার্থে, ইদমর্থে) সং, পুং, যে ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্র জানে। বিং, ত্রিং, বেদান্ত-সম্বন্ধীয়।

বৈদিক (বেদ+ইক(ষ্ণিক)—জ্ঞানার্থে বা উক্তার্থে) সং, পুং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; (গুরু বেদাদি পাঠ করিলে তাঁহাকে "বৈদিক" কহে। বিং, ত্রিং বেদবিহিত, বেদোক্ত। শিং—১ "বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ।"

বৈদুষ্য (বিদ্বস্ পণ্ডিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা।

বৈদূর্য্য (বিদূর পর্ব্বতবিশেষ+য(ষ্ণ্য)—প্রভবত্যার্থে) সং, ক্লীং, কৃষ্ণপীতবর্ণ মণিবিশেষ, নীলকান্তমণি।

বৈদেশিক (বিদেশ+ইক (ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বিদেশাগত, বিদেশ হইতে আগত। অন্যদেশীয়, ভিন্নদেশীয়।

বৈদেহ (বিদেহ নগরবিশেষ+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, পুং, সঙ্করজাতিবিশেষ। বণিক্। মিথিলার রাজা। হী—স্ত্রীং, জনকনন্দিনী,জানকী, সীতা। বণিক্-পত্নী। গোরোচনা। পিপ্পলী। হরিদ্রা।

বৈদেহক (বৈদেহ+কণ্—প্রং। অথবা বি-নানাবিধ—দিহ্ [বাণিজ্যসামগ্রী ইত্যাদি] সংগ্রহ করা+অক(ণক)—ক= বিদেহক+অ—যোগ) সং, পুং, বণিক্, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান।

বৈদ্য (বেদ আয়ুর্ব্বেদ বা বিদ্যা+অ(ষ্ণ)—কুশলার্থে) সং, পুং, আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, ভিষক্, চিকিৎসক। বিদ্বান্, পণ্ডিত। শিং—১ "নাবিদ্যানান্ত বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।" (বেদ+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, বেদসম্বন্ধীয়। দ্যা—স্ত্রীং, কাকোলী।

বৈদ্যক (বৈদ্য+কণ্—স্বার্থে) সং, ক্লীং, আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র।

বৈদ্যনাথ (বৈদ্য চিকিৎসক—নাথ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব। ভৈরববিশেষ। "হার্দং পীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে জানুনী মম।" দেশবিশেষ। ঐ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। শিং—১ "ঝারখণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর-স্তথৈবচ। বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।" [জননী।

বৈদ্যমাতা ; সং, স্ত্রীং, বাসক। ভিষক্-

বৈদ্যবন্ধু (বৈদ্য চিকিৎসক—বন্ধু মিত্র) সং, পুং, আরগ্বধ বৃক্ষ, সোঁদালিগাছ। বৈদ্যের মিত্র।

বৈদ্যুত (বিদ্যুৎ—অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, বিদ্যুৎসম্বন্ধীয়। তড়িন্ময়।

বৈধ (বিধি+অ(ষ্ণ)—অনপেতার্থে) বিং, ত্রিং, বিধিসিদ্ধ, বিধিবোধিত।

বৈধব্য (বিধবা+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, পতিহীনতা, বিধবার অবস্থা।

বৈধর্ম্ম্য (বিধর্ম্ম+য(ষ্ণ্য) —ভাবে) সং, ক্লীং, নাস্তিকতা। বিভিন্নধর্ম্মবেত্তা।

বৈধাত্র (বিধাতৃ ব্রহ্মা+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বিধাতার পুত্র, সনৎকুমার প্রভৃতি বিং, ত্রিং, বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। ত্রী—স্ত্রীং, ব্রাহ্মী, বামনহাটী।

বৈধৃতি (বি—ধৃতি, ৬ষ্ঠী—হিং, নিং, বৃদ্ধি) সং, পুং, বিষ্কম্ভাদি যোগের অন্তর্গত অন্তিম যোগবিশেষ। বহ্নিবিশেষ।

বৈধেয় (বিধেয় [বি—ধা ধারণকরা+য—র্ম্ম] কর্ত্তব্য+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, মূর্খ, অজ্ঞান। (বিধি+এয় (ষ্ণেয়)—প্রং) বিধি সম্বন্ধীয়। বিধেয়সম্বন্ধীয়।

বৈধ্যত ; সং, পুং, যমের দ্বারপাল।

বৈনতেয় (বিনতা ইহার মাতা+এয়(ষ্ণেয়) —অপত্যার্থে) সং, পুং, বিনতার পুত্র—গরুড়। অরুণ।

বৈনয়িক (বিনয়+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) সং, পুং, যুদ্ধরথ। শস্ত্রাভ্যাসরথ। বিং, ত্রিং, বিনয়সম্বন্ধীয়।

বৈনায়ক (বিনায়ক গণেশ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বিনায়ক সম্বন্ধীয়।

বৈনায়িক (বিনায় খণ্ডন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, বৌদ্ধ, বুদ্ধমতাবলম্বী। শিং —১ "ভিক্ষুকঃ ক্ষপণোঽহ্রীকো বৌদ্ধো বৈনায়িকঃ স্মৃতঃ।"

বৈনাশিক (বিনাশ+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, ক্ষণিক, ক্ষণমাত্রস্থায়ী। পরতন্ত্র। সং, পুং, লূতা, মাকড়সা। ক্লীং, নাড়ী নক্ষত্র-বিশেষ, নিধনতারা।

বৈনীতক (বিনীত+কণ্—যোগ) সং, পুং,—ক্লীং, পরম্পরাক্রমে বাহন ; যথা—শকটাকর্ষণকারী অশ্ব শকটারূঢ় ব্যক্তির বাহন।

বৈপরীত্য (বিপরীত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিপর্য্যয়, উল্টা।

বৈপিত্র (বিপিতৃ + অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, ভিন্ন পিতার পুত্র বা কন্যা ; যথা "পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া। বৈপিত্র দু ভাই তাহে জন্মিল তোমার, একটী বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর।

বৈবোধিক (বিবোধ + ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, বৈতালিক।

বৈভব (বিভু প্রভু + অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, পুং, বিভুতা, সামর্থ্য। বিভব, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। মহিমা। বাহুল্য।

বৈভাষিক (বিভাষা + ইক(ষ্ণিক)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিকল্পিক।

বৈভ্রাজ (বি বিবিধরূপে—ভ্রাজ্ দীপ্তি পাওয়া + অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, কুবেরের উদ্যান।

বৈমাত্র }
বৈমাত্রেয় } (বিমাতৃ + অ(ষ্ণ), এয় (ঢেয়)—অপত্যর্থে) সং, পুং, ত্রী, য়ী—স্ত্রীং, বিমাতার পুত্রকন্যা।

বৈমানিক (বিমান আকাশ—ইক(ষ্ণিক) —গমনার্থে) বিং, ত্রিং, বিমানচারী, খেচর। উড্ডয়নে সমর্থ। আকাশবিহারী।

বৈমুখ্য (বিমুখ + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা। অপ্রসন্নতা। নিরনুকূলতা। পলায়ন। হঠিয়া আসা।

বৈয়র্থ্য (ব্যর্থ + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বৃথাত্ব, বিফলতা। নিষ্প্রয়োজনতা। লাভশূন্যতা।

বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ + অ(ষ্ণ)—জ্ঞানার্থে, অধ্যয়নার্থে বা। য—ঐয়) বিং, ত্রিং, ব্যাকরণবেত্তা ব্যাকরণাধ্যয়নকারী, ব্যাকরণাধ্যেতা। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়।

বৈয়াঘ্র (ব্যাঘ্র + অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, ব্যাঘ্রের চর্ম্মে আচ্ছাদিত (রথ)।

বৈয়াঘ্রপদ্য (ব্যাঘ্রপদ + য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, গোত্রকারক মুনিবিশেষ। শিং—১ "বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।"

বৈয়াত্য (বিয়াত ধৃষ্ট + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, ধৃষ্টতা, অবিনীতভাব। প্রাগল্ভ্য। নির্লজ্জতা। ঔদ্ধত্য।

বৈয়াসকি (ব্যাস + ই(ষ্ণি) + অপত্যার্থে) সং, পুং, ব্যাসের অপত্য, শুকদেব।

বৈয়াসিক }
বৈয়াসক } (ব্যাস + ইক(ষ্ণিক)—কৃতার্থে, পক্ষে অ(ষ্ণ), কণ্) বিং, ত্রিং, ব্যাসদেবপ্রণীত। ব্যাসসম্বন্ধীয়। —সিকী, সকী—স্ত্রীং, ব্যাসপ্রণীত সংহিতা।

বৈয়ুষ্ট (ব্যুষ্ট প্রাতঃকাল + অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, প্রাতঃকালীন।

বৈর (বীর শূর + অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, বিরোধ, দ্বেষ, শত্রুতা। শৌর্য্য।

বৈরকার (বৈর—কৃ করা + যণ্—ক) বিং, শত্রুতাচারী।

বৈরক্ত্য (বিরক্ত + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিরাগ, বৈরাগ্য। ঘৃণা।

বৈরঙ্গ (বহিরঙ্গ শব্দজ) সং, অনাত্মীয়, শত্রু।

বৈরঙ্গিক (বি না—রঙ্গ রাগ + ইক(ষ্ণিক) স্বার্থে) বিং, ত্রিং, বিরাগার্হ, বিবেকী। মুনি, তপস্বী, সংসারত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়।

বৈরনির্যাতন (বৈর শত্রুতা—নির্য্যাতন, প্রত্যর্পণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, প্রতিফল, শত্রুতার প্রতিক্রিয়া, অপকারীর প্রত্যপকার করা, দাদ তোলা।

বৈরপ্রতিক্রিয়া—স্ত্রীং, }
বৈরপ্রতীকার—পুং, } (বৈর শত্রুতা —প্রতিক্রিয়া, প্রতীকার ৬ষ্ঠী—ষ) বৈরশোধন, অপকারীর প্রত্যপকারকরণ।

বৈরশুদ্ধি (বৈর শত্রুতা—শুদ্ধি শোধন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, প্রতিকার, শত্রুতার প্রতিক্রিয়া, দাদতোলা।

বৈরসেনী (বীরসেন + ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, নলরাজ।

বৈরস্য (বিরস + য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিরসতা, অনিচ্ছা।

বৈরাগী (বৈরাগীন্, বিরাগ + ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বিবেকী, সংসারবাসশূন্য। বৈষ্ণব।

বৈরাগ্য (বিরাগ+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, স্ত্রী°, বিবেক, সংসারে ঔদাস্য। অননুরাগ, বিরাগ। বৈষ্ণবধর্ম্ম।

বৈরাট (বিরাট+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে (সং, পুং, ইন্দ্রগোপ কীট। বিং, ত্রিং, বিরাট-সম্বন্ধীয়।

বৈরাতঙ্ক, সং, পুং, অর্জ্জুনবৃক্ষ।

বৈরায়মাণ (বৈর+ক্যঙ+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, বৈরাচরণকারী।

বৈরিতা (বৈরিন্,বৈর শত্রু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শত্রুতা, বিপক্ষতা।

বৈরী (বৈরিন্ বৈর শত্রুতা+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শত্রু,বৈরযুক্ত, বিদ্বেষী।

বৈরূপ্য (বিরূপ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিরূপতা, কদর্য্যতা। বিকৃতি। অযথাভাব।

বৈরোচন } **বৈরোচনি** } (বিরোচন ইহার পিতা—অ(ষ্ণ) ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং,পুং, বলিরাজ। বুদ্ধ। সৌরি, সূর্য্যপুত্র। অগ্নিপুত্র।

বৈরোচননিকেতন (বৈরোচন বলি-রাজা—নিকেতন আলয়) সং, ক্লীং, বলি-সদ্ম, পাতাল।

বৈরোদ্ধার (বৈর শত্রুতা—উদ্ধার ঋণ) সং, পুং, বৈরনির্য্যাতন, বৈরশুদ্ধি।

বৈলক্ষণ্য (বিলক্ষণ ভিন্ন+য(ষ্ণ্য) —ভাবে) সং, ক্লীং, বিশেষ বিভিন্নতা, প্রভেদ। পৃথক্‌ভাব। অন্যপ্রকার।

বৈলক্ষ্য (বিলক্ষ লজ্জিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে সং, ক্লীং, লজ্জা। বিস্ময়। স্বভাবের বৈল-ক্ষণ্য। শিং—১ "বৈলক্ষ্যহেতোর্গতিমেত-দীয়াম্।" (নৈষধ)।

বৈল্ব (বিল্ব বেলগাছ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) সং, ক্লীং, বেল। বিং, ত্রিং, বিল্বসম্বন্ধীয়।

বৈবধিক (বীবধ ধান্যাদিপ্রাপ্তি, বার্ত্তা ইত্যাদি+ইক ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধান্য তণ্ডুলাদি ব্যবসায়ী, পশারি। বার্ত্তাবহ, দূত। নৈগমিক। ভারবাহী।

বৈবর্ণ্য (বিবর্ণ বিকৃতবর্ণ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিবর্ণতা, মালিন্য। কালিমা, লাবণ্যহীনতা।

বৈবস্বত (বিবস্বৎ সূর্য্য+অ(ষ্ণ)—অপ-ত্যার্থে) সং, পুং, বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু। যম। শনি। রুদ্রবিশেষ। তী—স্ত্রীং, (বৈবস্বত+ষ্ণ, ঈপ্) দক্ষিণদিক্।

বৈবাহিক (বিবাহ—ইক(ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বিবাহসম্বন্ধীয়। শিং—১ "পঞ্চমে সপ্তমে চৈব যেষাং বৈবাহিকী ক্রিয়া।" বিবাহযোগ্য। শিং—২ "বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাঃ।" (কুমার)।" সং, পুং, কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, বেহাই।

বৈশদ্য (বিশদ শুভ্র ইত্যাদি+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শুভ্রতা। নির্ম্মলতা। স্পষ্টতা। প্রসন্নতা।

বৈশম্পায়ন; সং, পুং, ভারতবক্তা ব্যাস-শিষ্য মুনিবিশেষ।

বৈশস (বিশস বধ+অ(ষ্ণ) – প্রং) সং, ক্লীং, বিশসন, হত্যা, বধ। বিপদ্। অনিষ্টাপাত। বাধা, প্রতিরোধ। কলহ।

বৈশস্ত্র (বিশস্ত্, শাসন+অ(ষ্ণ) – ভা। কিম্বা বি না—শস্ত্র অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং,অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, অধিকার। শাস্ত্ররাহিত্য। শাসন, ক্ষমতা, প্রভাব।

বৈশাখ (বৈশাখী বিশাখানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণ-মাসী+অ(ষ্ণ)—তদ্যুক্তকালার্থে) সং, পুং, প্রথম মাস। শিং—১ "বিশাখাতারকা যুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ। সা বৈশাখী যত্র মাসে স বৈশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (বিশাখা+ষ্ণ) মন্থনদণ্ড। ক্লীং, ধনুর্দ্ধারী-দিগের উপবেশনবিশেষ। খী—স্ত্রীং, বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা।

বৈশিক (বেশ বেশ্যা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, নায়কবিশেষ। ক্লীং, বেশ্যাদিগের ছল, বেশ্যার কান।

বৈশিষ্ট্য (বিশিষ্ট+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিশিষ্টত্ব। বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ।

বৈশেষিক (বিশেষ বিশেষ পদার্থ+ইক

(ষ্ণিক)—নিরূপণার্থে, ইহার মত ন্যায়-দর্শনমতের ন্যায়) সং, ক্লীং, কণাদমুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিং, ত্রিং, তৎশাস্ত্রজ্ঞ।

বৈশ্য (বিশ্ [প্রান্তরে ইত্যাদি] প্রবেশ করা +০ক্বিপ্, য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, তৃতীয় বর্ণ, কৃষক বণিক্ প্রভৃতি) শিং—১ "বিশ-ত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ। শ্যা—স্ত্রীং, বৈশ্যজাতি স্ত্রী।

বৈশ্রবণ (বৈশ্রবস্ ইহার পিতা+ষ্ণ, নিপা-তনে বিশ্রণাদেশ) সং, পুং, বিশ্রবার পুত্র কুবের। রাবণ।

বৈশ্রবণালয়
বৈশ্রবণাবাস
বৈশ্রবণোদয় (বৈশ্রবণ কুবের—আলয়, আবাস—বাসস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ। বৈশ্রবণ কুবের—উদয় ফল, সিদ্ধি) সং, পুং, বটবৃক্ষ। কুবেরপুরী।

বৈশ্বদেব (বিশ্বদেব+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বিশ্বদেব সম্বন্ধীয়, বিশ্বদেবের উদ্দেশে দত্ত।

বৈশ্বানর (বিশ্বানর মুনিবিশেষ কিংবা বিশ্ব সমূহ—নর মনুষ্যজাতি+অ(ষ্ণ)—প্রং। সমস্ত নরের কুক্ষিতে অবস্থান হেতুক অগ্নির নাম বিশ্বানর হইল) সং, পুং, অগ্নি। মিত্রকবৃক্ষ। বেদাংশবিশেষ। অগ্নিলোকাধিপ বহ্নি।

বৈশ্বী (বিশ্ব বিশ্বদেব+অ(ষ্ণ)—প্রং, ঈপ্। ঐ সকল দেবতারা যে নক্ষত্রের উপর আধি-পত্য করেন) সং, স্ত্রীং, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

বৈষম্য (বিষম অসমান+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সাম্যাভাব, বিষমত্ব। অসমতা। বিসদৃশতা। বিরুদ্ধভাব।

বৈষয়িক (বিষয়+ইক(ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, বিষয়সম্বন্ধীয়।

বৈষ্টুত (বিষ্টুত [বি—স্তু স্তুতি করা+ত —প্রং]+অ(ষ্ণ)—যোগ) সং, ক্লীং, হোম-ভস্ম, হোমের ছাই। বিং, ত্রিং, বিষ্টুতি-সাধ্য (যাগাদি)।

বৈষ্ট (বিশ্ প্রবেশ করা+ত্র—সংজ্ঞার্থে) সং, ক্লীং, ভুবন, জগৎ। বায়ু। বিষ্ণু। পিষ্টপ।

বৈষ্ণব (বিষ্ণু+অ(ষ্ণ)—তদ্দেবতার্থে) বিং, ত্রিং, বিষ্ণুসম্বন্ধীয়। বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর উপাসক। সং, ক্লীং, হোমভস্ম। মহাপুরাণ বিশেষ। বী—স্ত্রীং, বিষ্ণুশক্তি। দুর্গা। গঙ্গা। শিং—১ "বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী। বিষ্ণুপূজিতা।" তুলসী। অপরা-জিতা। শতাবরী।

বৈসারিণ (বিসারিন্+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, মীন, মৎস্য।

বৈসাদৃশ্য (বিসদৃশ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিসদৃশতা, বৈষম্য।

বৈসূচন (বিসূচন [বি—সূচি জানান+অন —প্রং]+অ—যোগ) সং, ক্লীং, নাটকা-দিতে পুরুষের স্ত্রীবেশধারণ।

বৈহার্য্য (বিহার+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, ত্রিং পরিহাসযোগ্য ব্যক্তি, শ্যালকাদি। শিং —১ "যথা বালেষু, নারীষু বৈহার্য্যে তথৈব চ। অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে তেন সত্যেন থং ব্রজ।"

বৈহাসিক (বি—হাস মধুর হাস্য+ইক —প্রং) সং, পুং, বিদূষক, ভাঁড়।

বোচা (দেশজ) বিং, বেহায়া, নির্লজ্জ।

বোট—টা (বোণ্ট শব্দজ) সং, বৃন্ত, ডাঁটা চুচুক।

বোকা (ছাগার্থ বর্কর শব্দজ) বিং, নির্বুদ্ধি মূঢ়, জ্ঞানহীন।

বোচ্‌কা (তুর্কিভাষা) বস্ত্রাদি মোট।

বোঝা (দেশজ) সং, ভার, মোট। জ্ঞান বোধ।

বোটা (পুট্ সংলগ্ন হওয়া+ত—প্রং। =ব) সং, স্ত্রীং, চেটী, দাসী।

বোড় ; সং, পুং, গোনস-সর্প, বোড়াসাপ মৎস্য। ড়ী—স্ত্রীং, পণচতুর্থাংশ, বুড়ি পাঁচগণ্ডা।

বোঢ়ব্য (বহ্ বহন করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বহনীয়, বহনযোগ্য।

বোঢ়া (বোঢ়্, পূর্ব্বে দেখ, তৃন্—ক) সং, পুং, বহনকর্ত্তা। স্থানান্তরপ্রাপক। শিং—১ "ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া।" (কুমার)। বিবাহকর্ত্তা। শিং—১ "পিণ্ডদা বোঢ়ুরেব তে।" ভারবাহক। সারথি। বৃষভ। পথদর্শক।

বোঢ়ু (পূর্ব্বে দেখ, তু—প্রং) সং, পুং, মুনিবিশেষ। [পুং, বৃন্ত, বোঁটা।

বোণ্ট (বা গমন করা+উণ্ট—প্রং) সং,

বোদ, সং, ত্রিং, আর্দ্র, ভিজা।

বোদাল; সং,পুং,মৎস্যবিশেষ,বোয়ালিমাছ।

বোবা (দেশজ) বিং, মুক, হাবা, বাক্যহীন।

বোরক } (বা গমন করা+উল—প্রং,
বোলক } কণ্—যোগ। ল=র, বিকল্পে) সং, পুং, লিপিকর, লেখক।

বোরট; সং, পুং, কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল।

বোরপট্টি (বোর শস্যবিশেষ—পট্ট মোটা আচ্ছাদন। বোরতৃণে নির্ম্মিত বলিয়া) সং, স্ত্রীং, মাদুর, পাটী।

বোরব (বোর [বা গমন করা—উর—প্রং] —ব বাধাতুজ+অ(ড)—ক) সং, পুং, ধান্যবিশেষ, বোরধান।

বোরা (দেশজ) সং, গুণ,থলিয়া, ছালা।

বোরুখান; সং, পুং, পাটলবর্ণ অশ্ব।

বোল (বা গমন করা+উল—ক) সং, পুং, গন্ধরস। ক্ষারজল। (দেশজ) বাক্য, কথা, বুলি। বাদ্য অনুমিত শব্দ। [বিশেষ।

বোলতা (বরলা শব্দজ) সং, দংশক, কীট-

বোলবোলা (হিন্দী) ১। আনন্দিত হওয়া। ২। প্রতাপান্বিত হওয়া।

বোল্লাহ; সং, পুং, অশ্ববিশেষ।

বোহিত্থ; সং, ক্লীং, অর্ণবপোত, জাহাজ।

বৌদ্ধ—সং, ক্লীং, বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র। বিং, ত্রিং, বুদ্ধসম্বন্ধীয়।

বৌষট্ (বহ্ বহন করা+ঔষট্(ডৌষট্) ণ) অং, ঘৃতাদির নিবেদনের মন্ত্র।

ব্যংশক (বি নানাবিধ—অংশ ভাগ+কণ্ —যোগ) সং, পুং, পর্ব্বত, গিরি।

ব্যংসক (বি—অন্স্ ভাগ করা+অক(ণক) —ক) সং, পুং, ধূর্ত্ত, প্রতারক। স্কন্ধশূন্য। শিং—১ "ময়ূরব্যংসকাদয়ঃ।"

ব্যংসিত (ব্যংসক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতারিত, প্রবঞ্চিত।

ব্যক্ত (বি—অন্জ্ প্রকাশিত হওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিকসিত। স্ফুট, স্পষ্ট। প্রকট। স্থূল। কার্য্য। দৃষ্ট। অনুমিত। প্রকাশিত। ব্যক্তিবিশেষ। মনুষ্য। প্রাজ্ঞ। সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "ব্যক্তো বায়ুরধোক্ষজঃ।"

ব্যক্তদৃষ্টার্থ (ব্যক্ত প্রকাশিত—দৃষ্ট অবলোকিত—অর্থ বর্ণনীয় বিষয়) সং, পুং, সাক্ষী। প্রত্যক্ষদর্শী। স্বচক্ষে দর্শনকারী।

ব্যক্তরূপ (ব্যক্ত স্থূলভূত—রূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "অদৃশ্যো ব্যক্তরূপশ্চ সহস্রজিদনন্তজিৎ।"

ব্যক্তি (বি—অনজ্ প্রকাশিত হওয়া+ ক্তি—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, লোক, জন। জীব। শরীরী। দ্রব্য। বস্তু, পদার্থ। (+ক্তি—ভা) প্রকাশ।

ব্যক্তিগ্রাহিতা; সং, স্ত্রীং, যে বৃত্তি দ্বারা এক একটী বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়।

ব্যক্তীকৃত (ব্যক্ত—কৃত, ঈ(চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত, প্রকটিত। উদ্ঘাটিত, স্পষ্টীকৃত।

ব্যগ্র (বি—অগ্র প্রধান) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল, ব্যস্ত। ত্বরিত। ত্রস্ত, চকিত, ভীত। উৎসাহী, উদ্যমশীল। আগ্রহী। আসক্ত। পুং, বিষ্ণু।

ব্যঙ্গ (বি হীন—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ। সং, পুং, ভেক, বেঙ্। মুখরোগবিশেষ, মুখে কাল কাল দাগ হওয়া।

ব্যঙ্গিত (বি—অঙ্গ+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিকলীকৃত।

ব্যঙ্গ্য (বি—অনজ্‌ ব্যক্ত করা+য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) সং, পুং, ব্যঞ্জনাবৃত্তিবোধ্য (অর্থ), তাৎপর্য্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। শিং—১ "বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ।" প্রকাশ্য।

ব্যঙ্গ্যোক্তি (ব্যঙ্গ্য—উক্তি বাক্য) সং, স্ত্রীং, বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য।

ব্যজ—পুং } (বি—অজ্‌ ক্ষেপণ করা,
ব্যজন—ক্লীং } গমন করা+অ(অল্), অন(অনট্)—ভাবে) সং, বায়ুসঞ্চালন, বাতাসকরণ। নী—স্ত্রীং, (+অনট্—ণ) তালবৃন্ত, পাখা।

ব্যঞ্জক (বি—অনজ্‌ প্রকাশ করা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, প্রকাশক। সং, পুং, হৃদ্গত ভাবাদি প্রকাশক অভিনয়। ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধক শব্দ।

ব্যঞ্জন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, চিহ্ন। শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন। ক খ ইত্যাদি হল্‌বর্ণ। স্ত্রী-পুং-চিহ্ন। অন্নভোজনের উপকরণ, সূপশাকাদি, তরকারী। ক্লীং, না—স্ত্রীং, (—অন—ণ, আপ্) কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি, যে শক্তিদ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। শিং—১ "বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতে পরঃ। সা বৃত্তির্ব্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ।"

ব্যঞ্জিত (ব্যঞ্জক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রকটিত, ব্যক্তীকৃত, প্রকাশিত। শিং—১ "অব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ।" ব্যঞ্জনাবোধিত।

ব্যড়ম্বক (বড় [বি—অড়্ উদ্যত হওয়া—অ(অল্)—ভা] এখানে বিরেচন—ডম্ব্‌ [গমন করা] ঘটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন হওয়া+অক(ণক)—ক) সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরেণ্ডাগাছ।

ব্যতিকর (বি—অতি—কৃ [করা] ব্যাপ্তি ইত্যাদি+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, ব্যসন, বিপদ্। ব্যাপ্তি। সম্পর্ক, সম্বন্ধ। মিশ্রণ। পরস্পর কর্ম্মকরণ। (+অল্—র্ম্ম) সমূহ। (+ট—ক) সম্পর্কযুক্ত।

ব্যতিক্রম (বি—অতি বিরুদ্ধ—ক্রম গতি, অনুক্রম) সং, পুং, ক্রমবিপর্য্যয়, বৈপরীত্য। উল্লঙ্ঘন। উল্টান, বিপরীতকরণ।

ব্যতিক্রান্ত (বি—অতি বিরুদ্ধ—ক্রম্ গমন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিপর্য্যয়প্রাপ্ত, ব্যত্যস্ত।

ব্যতিরিক্ত (পরে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিভিন্ন। অতিরিক্ত। বর্দ্ধিত। পৃথক্‌কৃত।

ব্যতিরেক (বি—অতি—রিচ্‌ বিযুক্ত করা +অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রভেদ, বিভিন্নতা। বিনা, অভাব। বৃদ্ধি। অতিক্রম। বাক্যের অলঙ্কারবিশেষ, উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

ব্যতিরেকী (ব্যতিরেকিন্, ব্যতিরেক+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অভাববিশিষ্ট। প্রভেদক।

ব্যতিষক্ত (পরে দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আসক্ত। পরস্পর মিলিত। গ্রথিত।

ব্যতিষঙ্গ (বি—অতি—সনজ্‌ আসক্ত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পরস্পর মিলন। আসক্তি। একত্রে বন্ধন।

ব্যতিহার—তী (বি—অতি—হৃ [হরণ করা] পরস্পর করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পরস্পর একরূপ ক্রিয়াকরণ। পর্য্যায়করণ। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল। গালাগালি, মারামারি।

ব্যতীত (বি—অতীত গত) বিং, ত্রিং, অতিক্রান্ত। বিগত। শিং—১ "অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে তু সংক্রান্তির্যদহর্ভবেৎ।" লুপ্ত। সম্পন্ন। মৃত।

ব্যতীপাত (বি—অতি—পত্‌ পড়া+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অমঙ্গলজনক উৎপাত, ধূমকেতু, ভূকম্প ইত্যাদি। সপ্তদশ

যোগ। শিং—১ "গগনে হিমকরার্কৌ যুগপৎ স্যাতাং যদৈকমার্গস্থৌ। গগনার্দ্ধেহ-র্কশ্চ যদা শশী স ভবেৎ ব্যতীপাতঃ।" অশ্রদ্ধা, অসম্মান।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস, (বি—অতি—ই গমন করা+অল্—ভা। বি—অতি—অস্ ক্ষেপণ করা+অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, ব্যতিক্রম। বিপর্য্যয়, বৈপরীত্য।

ব্যত্যস্ত (বি—অতি—অস্—ক্ষেপণ করা +ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিপরীত-ভাবে অবস্থিত, বিপর্য্যয়প্রাপ্ত। উল্টাপাল্টা।

ব্যথা (ব্যথ ব্যথিত হওয়া ইত্যাদি+ঙ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, পীড়া, দুঃখ, ক্লেশ। বেদনা। শোক। ভয়।

ব্যথিত (ব্যথা দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, দুঃখিত। পীড়িত। ভীত। শোক-প্রাপ্ত।

ব্যধ (ব্যধ্ বিদ্ধ করা, পীড়ন করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, বিদ্ধকরণ, বেঁধা। ব্যথা। ভেদন। প্রহার।

ব্যধ্য (ব্যধ দেখ, য—প্রং) সং, পুং, ধনু-র্গুণ, ধনুকের ছিলা। বিং, ত্রিং, বেদনার্হ, বিঁধিবার যোগ্য।

ব্যধ্ব (বি—কুৎসিত, ঈষৎ—অধ্বন্ পথ+অ—প্রং) সং, পুং, কুৎসিত বর্ত্ম, কুপথ।

ব্যপদেশ (বি—অপ—দিশ্ বলা ইত্যাদি +অ (অল্)—ণ) সং, পুং, ছল, ব্যাজ। নাম। কুল, বংশ। বাক্যবিশেষ। শিং —১ "ব্যাঞ্জনাত্মাভিলাষোক্তির্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে।" (+অল্—ভাবে) নামো-ল্লেখ, কথন।

ব্যপদেষ্টা (ব্যপদেষ্টৃ, ব্যপদেশ দেখ, তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, কপটী, ছলকারক। নামো-ল্লেখকারী।

ব্যপনয়ন (বি—অপ এক স্থান হইতে নী লওয়া+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রত্যাখ্যান। ত্যাগ।

ব্যপনীত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অপসারিত, দূরীকৃত। তাড়িত, স্থানা-ন্তরীকৃত।

ব্যপরোপণ (বি—অপ—রোহি অবরোহণ করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অবতারণ, নামান। ছেদন। মূলোচ্ছেদন। দূরীকরণ। অপসারণ।

ব্যপরোপিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অবতারিত। ছেদিত। মূলোৎ-পাটিত। দূরীকৃত।

ব্যপবর্জ্জন (পশ্চাৎ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ত্যাগ। দান। নিবারণ।

ব্যপবর্জ্জিত (বি—অপ—বৃজ্ ত্যাগ করা+ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। দত্ত। নিরাকৃত, নিষিদ্ধ।

ব্যপবর্ত্তিত (বি—অপ—বর্ত্তিত) বিং, ত্রিং, প্রত্যাবর্ত্তিত।

ব্যপাকৃত (পশ্চাৎ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অপনীত। অস্বীকৃত। নিরস্ত। নিহ্নুত। দূরীকৃত।

ব্যপাকৃতি (বি—অপ বিরুদ্ধ—আ—কৃ করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অপহ্নব, অস্বীকার। নিবারণ। নিরাকরণ। নিহ্নব।

ব্যপায় (বি—অপ—ই [গমন করা] নাশ করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অপনয়ন। বিনাশ। ব্যপায়ত্রয় ধর্ম্ম, সম-জাতীয় ধর্ম্ম।

ব্যপাশ্রয় (বি—অপ—আ—শ্রি [সেবা করা] অবলম্বন করা ইত্যাদি+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, আশ্রয়, অবলম্বন।

ব্যপেক্ষা (বি—অপ—ঈক্ষ্ দেখা+অ—ভাবে) সং, স্ত্রীং, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা। বিশেষ অনুরোধ। অপেক্ষা।

ব্যপেত (বি—অপ স্থানান্তর—ই গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অপগত, দূরীভূত। প্রতিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ।

ব্যপোঢ় (বি—অপ—বহ্ [বহন করা] ঘোরা ইত্যাদি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিপরীত। ঘূর্ণিত। তাড়িত।

ব্যভিচার (বি—অভি—চর্ [গমন করা] বিরুদ্ধাচরণ করা ইত্যাদি—অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, কুক্রিয়া, কদাচার। স্ত্রীর পরপুরুষ সংসর্গ এবং পুরুষের পরস্ত্রীসংসর্গ। অন্যথাচরণ। স্খলন। অতিব্যাপ্তি। অব্যাপ্তি। ন্যায়াদিমতে—হেতুদোষবিশেষ।

ব্যভিচারী (ব্যভিচারিন্, ব্যভিচার+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, কুক্রিয়াসক্ত। অন্যথাচারী। অব্যাপ্ত। অতিব্যাপ্ত। সং, পুং, ক্লীং, সঞ্চারী ভাব,নির্ব্বেদ গ্লানি প্রভৃতি ৩৪ প্রকার শৃঙ্গারাদি রসের ভাববিশেষ। নী—স্ত্রীং, অসতী, ভ্রষ্টা। পরপুরুষগামিনী স্ত্রী।

ব্যয় (ব্যয্ খরচ করা+অ (অল্)—ভা) সং,পুং, অপচয়। খরচ। ক্ষয়,নাশ। অভাব। অপগম। ক্লীং, লগ্ন হইতে দ্বাদশস্থান। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ। মরণং ধর্ম্মকার্য্যায় ব্যয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।"

ব্যয়িত (ব্যয় দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা ব্যয় করা হইয়াছে, অপচিত। বিগত। বিনষ্ট। ক্ষয়িত।

ব্যয়ী (ব্যয়িন্, ব্যয়+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ব্যয়শীল, যে ব্যয় করে।

ব্যর্ণ (বি—অর্দ্দ্ পীড়িত হওয়া+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পীড়িত।

ব্যর্থ (বি না, বিগত—অর্থ বিধেয়, প্রয়োজন, ৬ষ্ঠী—হিং, অথবা বি বিগত—অর্থ, ৫মী—হিং। মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, নিরর্থক, বৃথা, বিফল। নিষ্প্রয়োজন। অর্থশূন্য। লাভশূন্য।

ব্যলীক (বি—অল্ নিবারণ করা ইত্যাদি +ঈক—প্রং) সং, ক্লীং, পীড়া,মনোদুঃখ। লজ্জা। কামজ। অপরাধ। প্রতারণা। বৈলক্ষ্য। পুং, লম্পট। বিং, ত্রিং, অপ্রিয়। অনৃত, মিথ্যা। অযুক্ত, অকর্ত্তব্য। কষ্টদায়ক। অপরিচিত। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত।

ব্যবকলন—ক্লীং
ব্যবকলনা—স্ত্রীং } (বি—অব—কল্ গণন করা ইত্যাদি +অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিয়োগ, অন্তরকরণ, বাকিকাটা। শিং—১ "যদ মে যদি ব্যক্তেষু ক্রিব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা।" বিয়োজন।

ব্যবকলিত (ব্যবকলন দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিয়োজিত, অন্তরিত। বাকি। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, ব্যবকলন। জমা-খরচ।

ব্যবচ্ছিন্ন (বি—অব—ছিদ্ ছেদন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিভিন্ন, বিভক্ত। বিশেষিত। মোচিত। নির্দ্ধারিত।

ব্যবচ্ছেদ (পূর্ব্বে দেখ, অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, ভেদ, বিভাগ, খণ্ড। (+ঘঞ্—ভা) বিভেদ। বিশেষকরণ। মোচন। বাণমোচন, শরবর্ষণ। নির্দ্ধারণ।

ব্যবধা—স্ত্রীং
ববধান—ক্লীং
ব্যবধি—পুং } (বি—অব—ধা [ধারণ করা] আবরণ করা+ঙ—ভা। ২য়—পক্ষে, অনট্—ভা। ৩য়—পক্ষে, ই (কি)—ভা) সং, আচ্ছাদন। তিরোধান। অন্তর, আড়াল।

ব্যবধায়ক (পূর্ব্বে দেখ, অক (ণক)=ক, য—আগম) বিং, ত্রিং, ব্যবধান কর্ত্তা। তিরোধায়ক, আচ্ছাদনকারক।

ব্যবসায় (বি—অব—সো [মরা] উদ্যোগ করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, যত্ন। উদ্যম। কল্পনা, ইচ্ছা। ব্যাপার, কার্য্য। নিশ্চয়। শিং—১ "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেকেহ কুরুনন্দন।" অনুষ্ঠান। অভিপ্রায়। বিষ্ণু। (+ঘঞ্—ণ) বৃত্তি, জীবিকা।

ব্যবসায়ী (ব্যবসায়িন্ ব্যবসায়+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং,ত্রিং,বাণিজ্যকারী। উদ্যোগী। অনুষ্ঠানকারী।

ব্যবসিত (ব্যবসায় দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, চেষ্টিত। উদ্যত। প্রতারিত। স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। (+ক্ত—র্ম্ম) অনুষ্ঠিত। অভিপ্রেত। সং, ক্লীং, অবধারণ,নিশ্চয়।

ব্যবস্থা (বি—অব—স্থা [থাকা] স্থির করা ইত্যাদি+অ—ভা) সং, স্ত্রীং, পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। শাস্ত্রীয় বিধি। নিয়ম। আইন। স্থিতি। স্থিরতা।

ব্যবস্থান (বি—অব—স্থা থাকা+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, ব্যবস্থিত। পুং, বিষ্ণু।

ব্যবস্থাপক (বি—অব—স্থা-ণিচ্=স্থাপি স্থাপন করান+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিধিদায়ক। নিয়ামক। সংস্থাপক।

ব্যবস্থাপদ্ধতি ; সং, স্ত্রীং, নিয়মপ্রণালী।

ব্যবস্থাপন (ব্যবস্থাপক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্যবস্থাপ্রণয়ন আইন প্রস্তত করণ। নির্দ্ধারণ, নিরূপণ, নিশ্চিত-করণ।

ব্যবস্থাপিত (ব্যবস্থাপক দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্থিরীকৃত। নির্দ্ধারিত। প্রকৃতি প্রাপিত। নিয়ম পূর্ব্বক স্থাপিত। নিয়মিত।

ব্যবস্থাসংহিতা, সং, স্ত্রীং, ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

ব্যবস্থিত (ব্যবস্থা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পৃথক্কৃত। স্থিরীকৃত। নিয়মিত। নির্দ্ধারিত। স্থিত। নিযুক্ত। প্রচারিত। (+ক্ত—ক) সম্যক্ অবস্থিত। শিং—১"অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

ব্যবহর্ত্তা (ব্যবহর্ত্তৃ, বি—অব—হৃ [হরণ করা] বিচার করা ইত্যাদি+তৃন্—ক) সং, পুং, ব্যবহারকর্ত্তা, প্রাড়্বিবাক। বিচারকর্ত্তা, জজ, হাকিম।

ব্যবহার (বি নানা—অব সন্দেহ—হৃ হরণ করা+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, ঋণদানাদি ১৮ বিবাদ, মোকদ্দমা। ব্যবসায়। চুক্তি। আচরণ। প্রথা, রীতি। কার্য্য। বাণিজ্য। "বি নানার্থেঽব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে। নানাসন্দেহহরণাদ্ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ। নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তেঽনেন ইতি ব্যবহারঃ।"

ব্যবহারজ্ঞ (ব্যবহার মোকদ্দমা জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে) সং, পুং, প্রাপ্তব্যবহার, যাহার নাবালকতা গিয়াছে। শিং—১ "বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডো-ঽপি নিগদ্যতে। পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে।" বিং, ত্রিং, ব্যবহারবেত্তা।

ব্যবহারদর্শন (ব্যবহার—দৃশ্ দেখা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বিধিজ্ঞান, বিচারকরণ।

ব্যবহারদর্শক
ব্যবহারদর্শী } (ব্যবহারদর্শিন্, ব্যবহার—দৃশ্ দেখা+অক(ণক) ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, বিচারক, জুরি।

ব্যবহারমাতৃকা (ব্যবহার ঋণদানাদি বিবাদ—মাতৃকা মাতা) সং, স্ত্রীং, ব্যব-হারোপযোগিনী ক্রিয়া, মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য।

ব্যবহারমার্গ
ব্যবহারবিষয় } (ব্যবহার ঋণদানাদি বিবাদ—মার্গ পথ) সং, পুং, ঋণদান প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ বিবাদের স্থান।

ব্যবহারবিজ্ঞাপনী ; সং, স্ত্রীং, মোক-দ্দমার রিপোর্ট।

ব্যবহারবিধি (ব্যবহার ঋণদানাদি বিবাদ—বিধি শাস্ত্রবিধান) সং, পুং, ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ধর্ম্মশাস্ত্র।

ব্যবহারশাস্ত্র—ক্লীং
ব্যবহারসংহিতা—স্ত্রীং } (Law) সং, ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন।

ব্যবহারাজীব (Lawyer, ব্যবহার মোক-দ্দমা—আজীব জীবিকা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যাহারা বাদী প্রতিবাদীর প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে, উকিল প্রভৃতি।

ব্যবহারিক (Practical, ব্যবহার+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ব্যবহার সিদ্ধ। শিং—১ "অয়ং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোক পরলোকগামী ব্যবহারিকজীব উচ্যতে।" কা—স্ত্রীং, লোকযাত্রা। সম্মা-র্জ্জনী।

ব্যবহার্য্য (ব্যবহর্ত্তা দেখ, য(ণ্যৎ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ব্যবহারযোগ্য, অনুষ্ঠেয় ।

ব্যবহিত (ব্যবধা দেখ,ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং,ত্রিং, আচ্ছাদিত। দূরীকৃত। অন্তরিত। অন্তর্হিত। পরস্পর অসংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধঃকৃত, বিকৃত।

ব্যবহৃত (ব্যবহর্ত্তা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচরিত, অনুষ্ঠিত। উপভুক্ত। বিচারিত।

ব্যবায় (বি—অব—ই গমন করা + অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, স্ত্রীসঙ্গ, মৈথুন। আচ্ছাদন। অন্তর্ধান। পবিত্রতা। ক্লীং, তেজঃ।

ব্যবায়ী (ব্যবায়িন্, ব্যবায় স্ত্রীসঙ্গ + ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কামুক, লম্পট। শিং—১ "ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৃন্।"

ব্যশ্নুবান (বি—অশ্ ব্যাপা + আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপক, ব্যাপনশীল।

ব্যষ্টি (বি—অশ্ ব্যাপা + তি(ক্তি)—প্রং) সং, স্ত্রীং, পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন।

ব্যসন (বি—অস্ [শ্রেয়োমার্গ হইতে] ক্ষিপ্ত হওয়া + অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, বিপদ্। পতন। ভ্রংশ, বিনাশ। দুঃখ। পাপ। অমঙ্গল, অশুভ। নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা। বিষয়াসক্তি। দুর্ভাগ্য। অদৃষ্ট,দুরদৃষ্ট, অযোগ্যতা, অক্ষমতা। বায়ুধাত। ব্যাপ্তিত্ব। নেশা। কাম ও কোপজনিত দোষ; মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, বেশ্যাসক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, বৃথাভ্রমণ, মদ্যপান—এই দশ প্রকার কামজ দোষ, এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ—এই আট প্রকার কোপজ দোষ।

ব্যসনার্ত্ত; বি, ত্রিং, দৈবীমানুষী পীড়ার্ত্ত।

ব্যসনী, (ব্যসনিন্, ব্যসন + ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ব্যসনযুক্ত। বিপদ্গ্রস্ত। কুক্রিয়াসক্ত। আসক্ত।

ব্যসু (বি নাঃ—অসু প্রাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, মৃত। শিং—১ "শেষে জাতো ভবেদ্ ব্যসুঃ।"

ব্যস্ত (বি—অস্ [হওয়া] উৎকণ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি + ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত। বিভক্ত, পৃথক্ পৃথক্। শিং—১ "ব্যস্তরাত্রিংদিবস্য তে।" অসমস্ত। বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। বিপরীত। শিং—১ "এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরম্।" উৎক্ষিপ্ত। বিপর্য্যস্ত।

ব্যাকরণ (বি—আ—কৃ [করা] ব্যুৎপন্ন হওয়া + অন(অনট্)—ণ, কিংবা ধি। যাহার দ্বারা বা যাহাতে সাধু শব্দ সকল ব্যুৎপত্তি হয়) সং, ক্লীং, শব্দব্যুৎপাদক শাস্ত্র, যাহা দ্বারা কর্ত্তৃ কর্ম্ম ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ হয়। (+ অনট্—ভাবে) ব্যাখ্যান। বিকাসন।

ব্যাকীর্ণ (বি—আ—কৄ বিক্ষেপ করা + ত(ক্ত)—ক। ত = ণ) বিং, ত্রিং, বিক্ষিপ্ত, ছড়ান।

ব্যাকুল (বি—আকুল) বিং, ত্রিং, ব্যস্ত। ব্যাপৃত। উৎকণ্ঠিত, কাতর। ইতি কর্ত্তব্যতাজ্ঞানশূন্য। ব্যাপৃত। ভয়বিধুর।

ব্যাকুলাত্মা; বিং, ত্রিং, শোকাভিহতচিত্ত। শিং—১ "রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা।"

ব্যাকূতি (বি—আ—কূ শব্দ করা + তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ছল, বঞ্চনা। ভাঙ্গ।

ব্যাকৃত (বি—আ—কৃ [করা] ব্যক্ত করা + ত(ক্ত)—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রকাশিত। ব্যাখ্যাত। পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত।

ব্যাকৃতি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—প্রং) সং, স্ত্রীং, প্রকাশন। ব্যাখ্যান। বিরুদ্ধ আকৃতি. ভঙ্গী। ব্যাকরণ। পরিবর্ত্তন, রূপান্তরীকরণ।

ব্যাকোষ—শ (বি—আ প্রভিন্ন অথবা বি—আ—কোষ [কুশ, কুষ্ + অ(অন্)—ক] কুঁড়ি, থাপ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, বিকসিত, উন্মিষিত।

ব্যাক্রোশ (বি—আক্রোশ) সং, পুং, তিরস্কার। কটূক্তি। দুর্ব্বাক্য, গালাগালি।

ব্যাক্রোশী (বি পরস্পর—আ—ক্রুশ্ [রোদন করা] ক্রোধ করা ইত্যাদি + অ(ণন্)

—ভা, ঙ্,ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পরস্পর কটূক্তি। আক্রোশবাক্য।

ব্যাক্ষেপ (বি—আক্ষেপ) সং, পুং, বিলম্ব। অন্যাসঙ্গ।

ব্যাখ্যা—স্ত্রীং, ব্যাখ্যান—ক্লীং, } বি—আ—খ্যা [বলা] বর্ণনকরা+অ, আ, অন(অনট্)—ভাবে) সং, ব্যাখ্যান, বিবরণ, টীকা, অর্থপ্রকাশন। বর্ণন। কথন।

ব্যাখ্যাত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবৃত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্ণিত, কথিত।

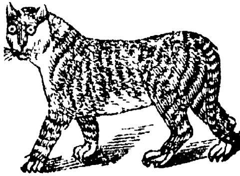
ব্যাখ্যেয় (ব্যাখ্যা দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্ণনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

ব্যাঘট্টন (বি—আ—ঘট্ চঞ্চল হওয়া+ অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘট্টন। আলোড়ন, মন্থন।

ব্যাঘাত (বি—আ—হন্ [বধকরা] আঘাত করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অন্তরায়, বিঘ্ন। প্রহার, আঘাত। যোগবিশেষ। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একবার যে কার্য্য করে সেই উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তি যদি সেই কার্য্য অন্যথা করে।

ব্যাঘাতক (ব্যাঘাত দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধক।

ব্যাঘ্র—পুং ব্যাঘ্রী—স্ত্রীং } (বি—আ—ঘ্রা গন্ধগ্রহণ করা+অ(ড)—ক, সংজ্ঞা-



ব্যাঘ্র।

র্থে) সং, শ্বাপদ জন্তুবিশেষ, বাঘ, শার্দ্দূল। (কোন শব্দের অন্তে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ; যথা —পুরুষব্যাঘ্র ইত্যাদি। পুং, রক্ত এরণ্ড-বৃক্ষ। স্ত্রীং, কণ্টকারী।

ব্যাঘ্রনখ; সং, পুং, স্নুহীবৃক্ষ। ব্যালনখ। ব্যাঘ্রের নখ।

ব্যাঘ্রনখক (ব্যাঘ্র বাঘ—নখ+ক ণ— যোগ) সং, ক্লীং, নখক্ষত, নখের আঁচড়।

ব্যাঘ্রনায়ক (ব্যাঘ্র বাঘ—নায়ক যে লইয়া যায়) সং, পুং,জম্বুক, শৃগাল, শিয়াল।

ব্যাঘ্রপাদপাৎ; সং, পুং, স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ, ইহাঁর পাদ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছিল। বিকঙ্কতবৃক্ষ। বিকণ্টকবৃক্ষ।

ব্যাঘ্রপুচ্ছ; সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ।

ব্যাঘ্রাট (ব্যাঘ্র বাঘ—অট যে গমন করে) সং, পুং, ভরদ্বাজ পক্ষী, ভারুই পাখী।

ব্যাঘ্রদনী; সং, স্ত্রীং, ত্রিবৃতা।

ব্যাঘ্রাস্য (ব্যাঘ্র বাঘ—আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী— হিং) সং,পুং, মার্জ্জার, বিড়াল। ক্লীং,ব্যাঘ্রের মুখ।

ব্যাজ (বি—অজ.[গমন করা] প্রতারণা করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, ছল, কপট। বাধা, ব্যাঘাত, বিঘ্ন। কালবিলম্ব। টাকার সুদ।

ব্যাজস্তুতি (ব্যাজ কপট—স্তুতি প্রশংসা) সং, স্ত্রীং, কপটস্তব, কপটপ্রশংসা। অলঙ্কারবিশেষ; নিন্দা দ্বারা স্তুতি ও স্তুতি দ্বারা নিন্দা করা।

ব্যাজোক্তি (ব্যাজ ছল—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, ছলে উক্তি। কাব্যালঙ্কারবিশেষ, স্ফুটরূপে প্রকাশিত বিষয়ের ছল দ্বারা গোপন।

ব্যাড় (বি—আ—অড্ উদ্যত হওয়া+অ (অন্)—ক) সং, পুং, সর্প। মাংসাহারী পশু, শ্বাপদ। ইন্দ্র। প্রতারক, বঞ্চক।

ব্যাড়ি (ব্যাড়+ই (ঞি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকর্ত্তা ও কোষকর্ত্তা মুনিবিশেষ।

ব্যাত্ত (বি—আ—অৎ [গমন করা] বিস্তৃত করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম। কিম্বা ব্যাদান দেখ, ত(ক্ত)—ণ) বিং, ত্রিং, প্রসারিত, বিস্তৃত। শিং—১ "স্তব্ধোর্দ্ধকর্ণং গিরিকন্দরাদ্ভুত-

ব্যাত্তাসানাসং হনুভেদভীষণং।" মহান্, প্রশস্ত, বিপুল, লম্বাচৌড়া।

ব্যাত্যুক্ষী, ব্যাভ্যুক্ষী (বি—অতি, অভি—উক্ষ্ সেচন করা অ(গন্)—ভা, ঙ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, জলক্রীড়াবিশেষ, পরস্পর জলসেচন।

ব্যাদড়া (দেশজ) সং, দুষ্ট অশিষ্ট।

ব্যাদান (বি—আ—দা [দান করা] বিস্তৃত করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রসারণ, বিস্তার উদ্ঘাটন, খোলা।

ব্যাদিত (ব্যাদান দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রসারিত। উদ্ঘাটিত।

ব্যাদিশ; সং,পুং, বিষ্ণু। শিং—১ "চতুরশ্রো গভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দিশঃ।" বিং, ত্রিং, বিশেষ আদেশক।

ব্যাধ (ব্যধ্ বিদ্ধ করা, পীড়ন করা+অ(ণ) —ক) সং, পুং, মৃগবধ ব্যবসায়ী জাতি, মৃগবধাজীব। শিং—১ "নাপিতাদ্গোপ কন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি। ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ।" শবর, নীচজাতি। দুষ্ট।

ব্যাধভীত; সং, পুং, মৃগ।

ব্যাধাম (বি—আ—ধা ধারণ করা+ম—প্রং,) সং, পুং, অশনি, বজ্র।

ব্যাধি (বি+আ—ধা [ধারণ করা] পীড়িত হওয়া+ই—প্রং,) সং, পুং, রোগ, পীড়া। কুষ্ঠরোগ। নায়কের অবস্থাবিশেষ।

ব্যাধিত (ব্যাধি—ইত—সংজ্ঞাতার্থে) বিং, ত্রিং, আতুর, রোগী, পীড়িত।

ব্যাধুত, ব্যাধূত (বি—আ—ধু, ধূ কম্পিত হওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কম্পিত। চালিত। আন্দোলিত।

ব্যান (বি—অন্ বাঁচা+অ(ঘঞ)—ণ) সং, পুং, সর্ব্বশরীর ব্যাপী বায়ু। শিং—১ "হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভি-সংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্ব-শরীরগঃ।"

ব্যাপক (বি বিশেষরূপে—আপ্ পাওয়া +অক(ণক)+ক) বি, ত্রিং, বিস্তারিত, ব্যাপ্তিশীল। দীর্ঘ। আচ্ছাদক। ন্যায়ে—স্বাধিকরণ বৃত্তির অভাবাপ্রতিযোগী তল্লোক্ত সর্ব্বাঙ্গসম্বন্ধীয় ন্যাসবিশেষ।

ব্যাপত্তি, ব্যাপদ্ (বি—আ—পদ্ গমন করা +তি(ক্তি), ০(ক্বিপ্)—ভা) সং, স্ত্রীং, মৃত্যু। বিপদ্।

ব্যাপন (ব্যাপক দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্যাপ্তি, বিস্তার। আচ্ছাদন।

ব্যাপন্ন (ব্যাপত্তি দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মৃত। বিপন্ন। বিপদ্গ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত। সংসারে জড়িত।

ব্যাপদ্, ব্যাপাদন (বি আ—পদ্-ণ্ণি=পাদি গমন করান+অ(ঘঞ), অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মারণ, বিনাশ, বধ। পরের অনিষ্টচিন্তন।

ব্যাপাদিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মারিত, বিনাশিত।

ব্যাপার (বি—আ—পৃ পরিশ্রম করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্রিয়া, কর্ম্ম। ব্যবসায়; যথা—

"প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে,
খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে।"

নিয়োগ। অভ্যাস, অনুশীলন।

ব্যাপারী (—বিন্ ব্যাপার+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা ব্যাপার দেখ, ইন্—ক) বিং, ত্রিং, ব্যবসায়ী। ক্রিয়াসক্ত, কার্য্যাসক্ত।

ব্যাপী (ব্যাপিন্, ব্যাপক দেখ, ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, ব্যাপক, ব্যাপনশীল, বিসরণশীল। আচ্ছাদক। বিষ্ণু।

ব্যাপৃত, ব্যাপারিত (বি—আ—পৃ [পূরণ করা] কর্ম্মযুক্ত হওয়া+ত(ক্ত)—ক। ব্যাপারের কর্ম্ম+ইত—সংজ্ঞার্থে) বিং, ত্রিং ব্যাপারযুক্ত, কার্য্যে নিযুক্ত, কার্য্যাসক্ত। নিযুক্ত। নিয়োজিত। সং, পুং, সচিব, মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারী।

ব্যাপ্ত (ব্যাপক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত। বেষ্টিত, পরিপূরিত।

পূর্ণ। বিস্তারিত। (+ক্ত—ক) ব্যাপ্তি-যুক্ত।

ব্যাপ্তি (ব্যাপক দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ব্যাপন, সর্ব্বত্র অবস্থান। ঐশ্বর্য্য-বিশেষ। দর্শনে—সাধ্যবস্তিয়ে অসম্বন্ধ। সহজ গুণ বা ধর্ম্ম; যেমন—অগ্নিতে উষ্ণতা, সর্ষপে স্নেহ ইত্যাদি লাভ। প্রাপ্তি। শিবের অণিমাদি বিভূতির মধ্যে এক বিভূতি।

ব্যাপ্য (বাপক দেখ, য—র্থ) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্তিযোগ্য, ব্যাপনীয়, যাহাকে ব্যাপ্ত করা যায়। অল্পদেশবৃত্তি। সং, ক্লীং, সাধন, হেতু। অনুমেয়, সাধ্য; যেমন—ধূম হইতে বহ্নি। কুষ্ঠৌষধ, কুড়। [পদার্থে বিগুমান।

ব্যাপ্যবৃত্তি; বিং, ত্রিং, অল্পদেশবৃত্তি

ব্যাপ্রিয়মাণ (ব্যাপৃত দেখ, আন (শান) —ক) বিং, ত্রিং, ব্যাপৃত, নিযুক্ত। কার্য্যে ব্যাপৃত, যোড়াগাঁথা।

ব্যাম—পুং } (বি—আ—মা পরিমাণ
ব্যামন—ক্লীং } করা+অ (ঘঞ্), অন (অনট্)—ভাবে। অথবা অম্ গমন করা ইত্যাদি) সং, বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও।

ব্যামর্ষ (বি—আ—মৃষ্ মর্ষণ করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, ধরিয়া তুলিয়া ফেলা। অধৈর্য্য, ব্যাকুলতা।

ব্যামিশ্র; সং, ক্লীং, সংমিলিত। ভিন্ন বিষয়ের একীভাবকরণ। শিং—২ "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।"

ব্যামোহ (বি—আ—মুহ্ মুগ্ধ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মোহ, অজ্ঞান।

ব্যায়ত (বি—আ—যম্ [নিবৃত্ত হওয়া] দীর্ঘ হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং,ত্রিং, দীর্ঘ, বিস্তৃত, লম্বা। ব্যাপৃত। দৃঢ়। অতিশয়। দূর। সং, ক্লীং, দৈর্ঘ্য, আয়াম। প্রসার, বিস্তার।

ব্যায়াম (পূর্ব্বে দেখ, অ—প্রং) সং, পুং, শারীরিক শ্রম। শ্রম সাধন ব্যাপার, মল্লক্রীড়া, কুস্তী। গমনাদি। দুর্গম স্থানে ভ্রমণ। পৌরুষ। ব্যাপার। দৈর্ঘ্য। ব্যাম, বাঁও।

ব্যাযোগ (বি—আ—যুজ্ যোগ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, দৃশ্য কাব্যবিশেষ।

ব্যাল—পুং } (বি—আ—অল্ ভূষিত
ব্যালী—স্ত্রীং } করা+অ (অন)—ক) সং, সর্পী। শ্বাপদ, হিংস্র জন্তু, চিতাবাঘ। দুষ্ট হস্তী। বিং, ত্রিং, ক্রূর। অপকারী। হিংস্র। রাজা। ছন্দোবিশেষ।

ব্যালগন্ধা; সং, স্ত্রীং, নাকুলী।

ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী, (ব্যাল সর্প—গ্রাহ যে গ্রহণ করে, ২য়া—ষ। ব্যালগ্রাহিন্, ব্যাল—গ্রাহিন্ যে গ্রহণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, আহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে।

ব্যালজিহ্বা; সং, স্ত্রীং, মহাসমঙ্গা।

ব্যালদংষ্ট্র; সং, পুং, গোক্ষুর।

ব্যালনখ; সং, পুং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

ব্যালমৃগ (ব্যাল—মৃগ হরিণ) সং, পুং, চিত্রব্যাঘ্র, চিতাবাঘ।

ব্যালম্ব; সং, পুং রক্তেরণ্ড।

ব্যাবক্রোশী, ব্যাবভাষী (বি পরস্পর—অব—ক্রুশ্ [রোদন করা] ক্রোধ করা ইত্যাদি+অ (ণন্), ষ্ণ, ঈপ্। বি পরস্পর—অব বিরুদ্ধ—ভাষ্ বলা+অ (ণন্), ষ্ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং,পরস্পর আক্রোশন, পরস্পর ক্রোধপ্রকাশকরণ।

ব্যাবর্ত্তন (বি—আ—বৃত্ আবর্ত্তন করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, পরাঙ্মুখ হওয়া, ফেরা। (বি—আ—বর্ত্ত-ণিচ্ = [বর্ত্তান] নিষেধ করান ইত্যাদি+অনট্ —ভা) পরাঙ্মুখীকরণ, ফেরান।

ব্যাবর্ত্তিত (বি—আ— বর্ত্ত-ণিচ্=বর্ত্তি নিষেধ করান ইত্যাদি + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাঙ্মুখীকৃত।

ব্যাবহারিক (ব্যবহার+ষ্ণিক) বিং, ত্রিং, ব্যবহারসম্বন্ধীয়। ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধীয়। পুং, মন্ত্রী। বিচারক।

ব্যাবহারী (বি পরস্পর—অব—সন্দেহ—হৃ হরণ করা+অ (ণন্)—ভা, ষ্ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পরস্পর ব্যবহার। পরস্পর হরণ।

ব্যাবহাসী (বি পরস্পর—অব—হস্ হাস্য করা+অ (ণন্)—ভাবে ষ্ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পরস্পর হাস্যকরণ। পরস্পর বিচারণা।

ব্যাবৃত্ত (বি—আ—বৃৎ [থাকা] নিষেধ করা ইত্যাদি+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, নিবৃত্ত। শিং—"ব্যাবৃত্তগতিরুদ্যানে।" (কুমার)। নিষিদ্ধ। খণ্ডিত। পৃথক্কৃত। মনোনীত। বেষ্টিত। অংশাকৃত। স্তুত। (+ক্ত—র্ম্ম) নিবারিত। আচ্ছাদিত।

ব্যাবৃত্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, খণ্ডন। মনোনয়ন। বেষ্টন। স্তুতি। নিরাকরণ। নিষেধ। বাধা। নিবৃত্তি। নিয়োগ। বিপর্য্যাস।

ব্যাস (বি—আ—অস্ [হওয়া] বিভাগ করা ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ক) সং, পুং, বেদবিভাগকর্ত্তা মুনিবিশেষ, পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধা নাম্নী এক ধীবর-কন্যার গর্ভে, নদীবক্ষে কুজ্ঝটিকাময় দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। শিং—১ "নৈমিত্তকালিক কল্পতরৌ ভবিষ্যপুরাণং। বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা। কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতং। য এবং বাচয়েদ্ব্রহ্মন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে।" (+ঘঞ্—ণ) গোল বস্তুর মধ্যরেখা (Diameter)। বিস্তার। পরিমাণবিশেষ। সমাসবিগ্রহ বাক্য (+ঘঞ্—ভাবে বিভাগ।

ব্যাসকূট—ব্যাসরচিতগ্রন্থ, গ্রন্থিস্বরূপ দুর্ব্বোধ ও অস্পষ্ট শ্লোককে ব্যাসকূট বলে।

ব্যাসক্ত (বি—আসক্ত রত) বিং, ত্রিং, অতি আসক্ত, সংলগ্ন। উদ্ভ্রান্ত। অভিভূত

ব্যাসঙ্গ (বি—আসঙ্গ সংযোগ) সং, পুং, অতি আসক্তি, বিশেষ সংযোগ, বিশেষ মনোযোগ।

ব্যাসপিঁড়ী, সং, পুরাণ কথকের বেদী।

ব্যাসার্দ্ধ (Radius) ব্যাসের অর্দ্ধভাগ।

ব্যাসিদ্ধ (বি না—অসিদ্ধ সম্পন্ন) বিং, ত্রিং, নিষিদ্ধ, নিবারিত। অবরুদ্ধ। বিশেষ স্থানে বা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন্ন অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ।

ব্যাহত (পশ্চাৎ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতিবদ্ধ। নিষিদ্ধ। প্রতিষিদ্ধ, নিবারিত। বিফলীকৃত। ভীত। দূরীকৃত। হতাশ।

ব্যাহন্যমান (বি—আ—হন্ [বধ করা] নিষেধ করা+আন (শান)—র্ম্ম। য, ম—আগম) বিং, ত্রিং, প্রতিষিধ্যমান।

ব্যাহার—পুং } (বি—আ—হৃ [হরণ করা] বলা+অ (ঘঞ্)
ব্যাহরণ—ক্লীং } অন (অনট্)—ভা) সং, কথন, উক্তি।

ব্যাহৃত (ব্যাহার দেখ, ত (ক্ত)—বিং, ত্রিং, উক্ত।

ব্যাহৃতি (ব্যাহার দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, উক্তি, কথন। (+ক্তি—র্ম্ম) মন্ত্রাঙ্গবিশেষ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি মন্ত্র। শিং—১ "ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরং। ততোঽধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ। মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ।"

ব্যুত (বে বোনা+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্যূত।

ব্যুৎক্রম (বি—উৎ উল্টা—ক্রম নিয়ম) সং, পুং, ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম। অনিয়ম।

ব্যুত্থান (বি বিশেষরূপে—উৎ উপরি—স্থা থাকা+অন (অনট্) ভা। স্-লোপ) সং, ক্লীং, উদয়। বিশেষরূপে উত্থান। উত্থিতি। প্রতিরোধ। বিরোধাচরণ। স্বাধীন হইয়া কার্য্যকরণ। যোগশাস্ত্রে—সমাধিভঙ্গের অবসর নৃত্যবিশেষ।

ব্যুৎপত্তি (বি—উৎ—পদ্ [গমন করা] বোধ করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার। জ্ঞানবিশেষ। বিশেষ

উৎপত্তি। শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভঞ্জন কৌশল।

ব্যুৎপন্ন (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পণ্ডিত। শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। ব্যুৎপত্তিযুক্ত। প্রকৃতি প্রত্যয়সাহায্যে উৎপন্ন।

ব্যুৎপাদক (বি—উৎ—পাদি [গমন করান] বোধ করান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ব্যুৎপত্তিজনক, সংস্কারজনক।

ব্যুৎপাদিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপাদিত। [ব্যুৎপত্তিলভ্য।

ব্যুৎপাদ্য (পূর্ব্বে দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং,

ব্যুদস্ত (পশ্চাৎ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরস্ত, নিবারিত। নিরাকৃত। মর্দ্দিত। পরিত্যক্ত। পরিক্ষিপ্ত। অবনত।

ব্যুদাস (বি—উৎ—অস্ [ক্ষেপণ করা] নিবারণ করা ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মর্দ্দন। নিরাস, নিবারণ। নিরাকরণ। ঔদাস্য, অবজ্ঞা। পরিত্যাগ। কোন বস্তুর সমুচিত ব্যবহার না করা।

ব্যুষ্ট (বি—বস্ বাস করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পর্য্যুষিত, বাসি। (বি—উষ্=ব্যুষ্ দগ্ধ করা+ক্ত—র্ম্ম) দগ্ধ, ঝলসান) সং, ক্লীং, প্রাতঃকাল, প্রভাত। দিন। ফল।

ব্যুষ্টি (বি—বস্ বাস করা+তি (ক্তি)—ধি। ব=উ) সং, স্ত্রীং, ফল। সমৃদ্ধি। স্তুতি। (বি—উষ দগ্ধ করা+তি (ক্তি)—ভা) দাহ। প্রভাত। (বি—বশ বশীভূতহওয়া) ইচ্ছা।

ব্যূঢ় (বি—বহ্ [বহন করা] বড় হওয়া ইত্যাদি ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিপুল, প্রশস্ত। পৃথুল। শিং—১ "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ।" সংহত। স্ফীত। বিন্যস্ত। শিং—১ ব্যূঢ়াং ক্রপদপু ত্রণ।" তুল্য। উত্তম, অত্যুত্তম। স্থূল। বিবাহিত। শিং—১ "ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা।" পরিহিত। দৃঢ়, সুসন্নদ্ধ। ঠাস।

ব্যূঢ়কঙ্কট (ব্যূঢ় বিন্যস্ত—কঙ্কট সাঁজোয়া) বিং, ত্রিং, সন্নাহবিশিষ্ট।

ব্যূঢ়ি (ব্যূহ দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিন্যাস, সাজান। স্থূলতা।

ব্যূত (বি—বে বয়নাদি বোনা+ত (ক্ত)—র্ম্ম। ব=উ) বিং, ত্রিং, তন্তুসন্তত, বোনা, তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত।

ব্যূতি (ব্যূত দেখ, তি(ক্তি)—ভা। ব=উ) সং, স্ত্রীং, বয়নাদি বয়ন।

ব্যূহ (বি—উহ্ [তর্কদ্বারা] বিন্যাস করা, বিস্তার করা ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বলবিন্যাস, সৈন্যরচনা। শিং—১ "সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্।" বিস্তার। তর্ক। নির্ম্মাণ, গঠন। (+অল্—র্ম্ম) সৈন্যসমূহ। সমূহ। দেহ।

ব্যূহতন্তু (Tissue) যে সকল মূল বস্তুতে যে অংশ বিরচিত তাহা সেই অংশের ব্যূহতন্তু।

ব্যূহপার্ষ্ণি (ব্যূহ সৈন্যসমূহ—পার্ষ্ণি গুল্ফ বা পশ্চাদ্ভাগ) সং, পুং, সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগ।

ব্যূহিত (ব্যূহ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সৈন্যরচিত।

ব্যোকার (ব্যো অনুকরণ শব্দ, লৌহ—কার [কৃ করা+অ(ষণ্)—ক] যে করে) সং, পুং, কর্ম্মকার, কামার।

ব্যোম (ব্যোমন্, ব্যে আচ্ছাদন করা+মন্—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, আকাশ, নভোমণ্ডল। জল। অভ্রক। সূর্য্যদেবের উপাসনার্থ মন্দির।

ব্যোমকেশ (ব্যোমন্ আকাশ—কেশ চুল, গঙ্গাধারণকালে ব্যোমব্যাপী কেশ যাহার, অথবা চন্দ্র ও সূর্য্য আকাশপূর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

ব্যোমচারী (—চারিন্, ব্যোমন্ আকাশ—চারী [চর্ গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক]

যে গমন করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, দেবতা গ্রহনক্ষত্রাদি। পক্ষী। গগনবিহারী।

ব্যোমধূম (ব্যোম আকাশ—ধূম ধূঁয়া) সং, পুং, মেঘ, জলধর।

ব্যোমমঞ্জর (ব্যোমন্ আকাশ—মঞ্জর ডাঁটা) সং, ক্লীং, ধ্বজা, পতাকা।

ব্যোমমণ্ডল (ব্যোমন্ আকাশ—মণ্ডল স্থান) সং, ক্লীং, ধ্বজ, পতাকা। আকাশমণ্ডল।

ব্যোমমুদ্গর (ব্যোমন্ আকাশ—মুদ্গর গদা) সং, পুং, বায়ুর শব্দ, নির্ঘাত।

ব্যোমযান (ব্যোমন্ আকাশ—যান রথাদি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, বিমান, দেবযান। বেলুন।

ব্যোমস্থলী; সং, স্ত্রীং, পৃথিবী, ধরণী।

ব্যোমাভ; সং, পুং, বুদ্ধ।

ব্যোষ (বি নানাপ্রকার—উষ্ দগ্ধ করা + অ—প্রং) সং, ক্লীং, ত্রিকটু, শুঁঠ পিঁপুল মরিচ।

ব্রজ (ব্রজ্ গমন করা + অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, সমূহ, যথা—জীবব্রজ (+ অল্—ধি) গোষ্ঠ। মথুরাসমীপস্থ গোকুল গ্রাম। পথ। (—অল্—ভাবে) ক্লীং, গমন।

ব্রজক; সং, পুং, তপস্বী।

ব্রজকিশোর; সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজন (ব্রজ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পর্য্যটন, ভ্রমণ।

ব্রজনাথ / **ব্রজমোহন** } (ব্রজ গোকুলগ্রাম—নাথ প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজবল্লভ / **ব্রজেন্দ্র** } (ব্রজ গোকুলগ্রাম—বল্লভ ৬ষ্ঠী—ষ; ব্রজ গোকুলগ্রাম—ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজাঙ্গনা; সং, স্ত্রীং, গোপী।

ব্রজ্যা (ব্রজ দেখ, য (ক্যপ্)—ভা, আপ্) স্ত্রীং, পর্য্যটন, দেশভ্রমণ। বিজিগীষুর প্রস্থান। গমন। বর্গ। রঙ্গ।

ব্রণ (ব্রণ্ ক্ষত করা + অ(অল্)—ক) সং, পুং, ক্লীং, ক্ষত, ঘা, ফোড়া।

ব্রণকৃৎ (ব্রণ ক্ষত—কৃৎ যে করে) বিং, ত্রিং, ক্ষতকারক, অপকারক। পুং, ভল্লাতক।

ব্রণদ্বিট্ (—দ্বিষ্, সং, পুং, ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ব্রণদ্বেষক।

ব্রণহ; সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, ব্রণঘাতক। হা—স্ত্রীং, গুড়ূচী।

ব্রণিত (ব্রণ + ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট, যাহাতে ব্রণ হইয়াছে।

ব্রণী (ব্রণিন্, ব্রণ + ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ব্রণযুক্ত।

ব্রত (বৃ প্রার্থনা করা + অতচ্—র্ম্ম, কিম্বা ব্রজ্ ইহার দ্বারা স্বর্গে গমন করা + ত (ঘ)—ণ, নিপাতন) সং, পুং—ক্লীং, নিয়ম। পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি। ভক্ষণ।

ব্রততি—তী (বৃৎ থাকা + অতি—ক, ব =র) সং, স্ত্রীং, লতা, বল্লী। (+ অতি —ভাবে) বিস্তার।

ব্রতসংগ্রহ; সং, পুং, ব্রত গ্রহণার্থ কৃত দীক্ষা।

ব্রতস্নাতক (ব্রত—স্নাতক) সং, পুং, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সমাপন করিয়াছে।

ব্রতভিক্ষা (ব্রত—ভিক্ষা) সং, স্ত্রীং, উপনয়নকালীন ভিক্ষা।

ব্রতাদেশ (ব্রত—আদেশ নির্দ্দেশ) সং, পুং, উপনয়ন, সংস্কারবিশেষ। শিং—১ "আদন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকং। ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাদ্ দশরাত্রমতঃপরং।"

ব্রতী (ব্রতিন্, ব্রত—ইন্—অস্ত্যর্থে, সং, পুং, যজমান। নিয়মস্থ। তপস্বী। বিং, ত্রিং, ব্রতবিশিষ্ট। শিং—১ "তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণং।"

ব্রধ্ন; সং, পুং, সূর্য্য। বৃক্ষমূল, শিকড়। শিব। ব্রহ্মা। পুত্র। শরীর।

ব্রধ্নপাদ (Rhizopoda) যাহাদের দেহ কিঞ্চিৎ বৃক্ষমূলবৎ পদার্থে নিষ্পন্ন। ক্ষুদ্র-

গাদির তটে শ্লেষ্মবৎ সূত্ররূপী যে অতি ক্ষুদ্র জীব দৃষ্ট হয় তাহাই এই বর্গের প্রধান জীব।

ব্রশ্চন (ব্রশ্চ্ ছেদন করা+অ(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ছেদন, কর্ত্তন (+অনট্—ণ) স্বর্ণাদিচ্ছেদনসাধন অস্ত্র, ছেনী প্রভৃতি। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, ছেদক। সং, পুং, বৃক্ষচ্ছেদনজাত নির্য্যাস। শিং—"দেবতার্থং হরিঃ শিগ্রূং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।"

ব্রাজি (ব্রজ্ গমন করা+ই—প্রং) সং, পুং, বায়ু। বাতাস।

ব্রাত (বৃ প্রার্থনা করা+অত(অতচ্)—র্ম্ম, অ=আ) সং, পুং, সমূহ, দল। পতিত ব্রাহ্মণের সন্ততি। বরযাত্র বা কন্যাযাত্র। (ব্রত+ষ্ণ) শ্রমজীবী। (ব্রত+ষ্ণ) ক্লীং, শারীরিক পরিশ্রম। মজুরি।

ব্রাতীন (ব্রাত শারীরিক পরিশ্রম+ঈন্(খীন্)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, শ্রমী। সঙ্ঘজীবী, কুলী, মজুর। শিং—১ "ব্রাতীনব্যালদীপাস্ত্রঃ।" (ভট্ট)। ব্রত+(খীন) ব্রতনিষ্ঠ।

ব্রাত্য (ব্রত নিয়ম=য(ষ্ণ্য)—হীনার্থে) সং, পুং, সংস্কারহীন। সাবিত্রীপতিত ব্রাহ্মণ, অযোগ্য কালে উপনীত। শিং—গায়ত্রী পতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতাঃ। অশক্তেচৈবযজ্ঞস্তু চরেদদৌদ্যানিকং ব্রতম্॥

ব্রাত্যস্তোম (ব্রাত্য সংস্কারহীন—স্তোম যজ্ঞ) সং, পুং, যজ্ঞবিশেষ। শিং—১ সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ।"

ব্রীড়—পুং } ব্রীড়া—স্ত্রীং } ব্রীড়ন—ক্লীং } (ব্রীড়্ লজ্জিত হওয়া+অ(অল্), ও, অনট্=ভা, আপ্) সং, ত্রপা, লজ্জা।

ব্রীড়িত (ব্রীড় দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, লজ্জিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, লজ্জা।

ব্রীহি (বৃ প্রার্থনা করা+হি—র্ম্ম, নিপাতন) সং, পুং, ধান্য। আশুধান্য।

ব্রৈহিক (ব্রীহি ধান্য+ইক্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন; সং, পুং, মসুরি কলাই।

ব্রীহিপর্ণী; সং, স্ত্রীং, শালপর্ণী।

ব্রীহী (ব্রীহিন্, ব্রীহি ধান্য+ইন্—তৎক্ষেত্রার্থে) বিং, ত্রিং, ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রৈহ (ব্রীহি ধান্য+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, ব্রীহিনির্ম্মিত, ধান্যে প্রস্তুত।

ব্রৈহেয় (ব্রীহি ধান্য+এয়(ঢ়েয়)—তৎক্ষেত্রার্থে) বিং, ত্রিং, ধান্য জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রাদি।





; ব্যঞ্জন বর্ণের ত্রিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু। (শী শয়ন করা+অ(ড)—ধি) সং, ক্লীং, কল্যাণ, শুভ। ধর্ম্ম। (+ড—ক) শং, পুং, শিব। সীমা। শাসিতা। শো তীক্ষ্ণ করা+অ(ড)—র্ম্ম) শস্ত্র।

শংযু } শংব } (শম্ কল্যাণ+যু, ব—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, কল্যাণযুক্ত, ভাগ্যবান্। পুং, সর্পবিশেষ। ইন্দ্রের বজ্র। ক্লীং, সৌভাগ্য।

শংবর (শম্ কল্যাণ—বৃ বরণ করা, আবরণ করা+অ(অন)—ক) সং, ক্লীং, সলিল, জল।

শংসন—ক্লীং } শংসা—স্ত্রীং } (শন্স্ বলা ইত্যাদি+অন অনট্), অ—ভাবে) সং, কথন। সূচন। ইচ্ছা। প্রশংসা।

শংসিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিশ্চিত। কুৎসিত। প্রশংসিত। অভিলষিত, বাঞ্ছিত। কথিত। সূচিত। গৃহীত। হিংসিত। অনুষ্ঠিত। স্তুত।

শংসী (শংসিন্, শংসন দেখ, ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সূচক। জ্ঞাপক। জ্ঞাপনকারক। কথক।

শংস্তা (শংস্তৃ, শন্‌স্‌+তৃন্—ক) সং, পুং, স্তোতা, হোতা।

শংস্থ ((শম্ কল্যাণ—স্থা থাকা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, শুভান্বিত, কল্যাণযুক্ত।

শংস্য (শংসন দেখ, য(ক্যপ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসনীয়, স্তত্য। বাঞ্ছনীয়। বাচ্য। কথনীয়। হিংসনীয়। গুণবান্। প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করা।

শক (শক্ পারক হওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, অব্দপ্রবর্ত্তক রাজা, শালিবাহনরাজা। তৎপ্রবর্ত্তিত অব্দ, সংবৎসর। জাতিবিশেষ। দেশবিশেষ। কাঃ বহুং, শকদেশীয় লোক।

শকট (পূর্ব্বে দেখ, অট(অটন)—ক) সং, পুং, অসুরবিশেষ; এই অসুর কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। পুং,—ক্লীং, গাড়ি। (স্ত্রীলিঙ্গে শকটী ও শকটিকা হয়। তিনিসবৃক্ষ।

শকটহা (শকটহন্, শকট অসুরবিশেষ—হন্ যে বধ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, শকটাসুরের হন্তা, কৃষ্ণ। বিং, ত্রিং, শকটনাশন।

শকটার; সং, স্ত্রীং, নন্দরাজার মন্ত্রী।

শকটাহ্বা (শকট গাড়ি—আহ্বা নাম। পঞ্চতারকাময় এবং শকটাকৃতি বলিয়া) সং, স্ত্রীং, রোহিণীনক্ষত্র।

শকটিকা (শকটী+কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত খেলাইবার গাড়ি। ক্ষুদ্র শকট, ছোট গাড়ি।

শকল (শক দেখ, অল(কল)—ণ) সং, পুং,—ক্লীং, অংশ, খণ্ড, একদেশ। ক্লীং, ত্বক্, চর্ম্ম, ছাল্। আঁইষ। রঙ্‌বিশেষ।

শকলান্তক; সং, পুং, বিক্রমাদিত্য রাজা।

শকলী (শকলিন্, শকল শল্ক+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মৎস্য, মাছ।

শকাব্দ (শক—অব্দ বৎসর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শকনামক নৃপতির প্রচলিত বৎসর।

শকার; সং, পুং, মদ মূর্খতা অভিমানবিশিষ্ট দুষ্কুলজাত এবং ঐশ্বর্য্যশালী রাজার রক্ষিতা স্ত্রীর ভ্রাতা। শ এই বর্ণ।

শকৃড়ি; বিং, উচ্ছিষ্ট, এঁটো।

শকারি (শক শকদেশীয় লোক—অরি শত্রু) সং, পুং, রাজা বিক্রমাদিত্য।

শকুন (শক দেখ, উন্—ক) সং, পুং, পক্ষী, গৃধ্র। চিল। উৎসবকালে গীয়মান মঙ্গলগীত। ক্লীং, শুভাশুভসূচক চিহ্ন, নিমিত্ত। বাহুস্পন্দন, কাকাদি দর্শন ইত্যাদি)।

শকুনজ্ঞ (শকুন নিমিত্ত—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে) বিং, ত্রিং, নিমিত্তজ্ঞ, চিহ্নজ্ঞ। কাকচরিত্র। জ্ঞা—স্ত্রীং, (শকুন পক্ষী—জ্ঞ যে জানে) জেঠী, টিকটিকী।

শকুনি (শক দেখ, উনি—ক) সং, পুং, গৃধ্র



শকুনি।

পক্ষী। পক্ষী। চিল। দুর্য্যোধনাদির মাতুলের নাম, সৌবল। করণবিশেষ। বিকুক্ষি রাজার পুত্র। নী—স্ত্রীং, পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামাপাখী।

শকুনিপ্রপা; সং, স্ত্রীং, পক্ষীদিগের পানীয়শালা।

শকুনীশ্বর (শকুনি পক্ষী—ঈশ্বর প্রধান) সং, পুং, পক্ষীন্দ্র, গরুড়।

শকুন্ত, শকুন্তি (শক দেখ, উন্ত, উন্তি—প্র) সং, পুং, পক্ষী। পক্ষিবিশেষ, ভাসপক্ষী। কীটবিশেষ। বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ।

শকুন্তলা (শকুন্ত পক্ষী [কর্ত্তৃক —লা গ্রহণ করা বা পালন করা—অ(ড)—ক, আপ্ মহাভারতে—"সদ্যোজাতকন্যাকে নির্জ্জন কাননে পক্ষিগণ মধ্যে অধিশয়ানা দেখিয়া

আমার হৃদয়ে কারুণ্যরসের উদয় হইল। পরে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলাম। কন্যাটী শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষি-কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম শকুন্তলা হইল)" সং, স্ত্রীং দুষ্মন্তরাজার মহিষী, ভরতরাজার মাতা; ইনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শিং—১ "নির্জ্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতা। শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া।"

শকুল } **সকুল** } (শক দেখ, উল—ক) সং, পুং, মৎস্য। মৎস্যবিশেষ, শালমাছ।

শকুলগণ্ড; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, শউলমাছ।

শকুলাক্ষক (শকুল মৎস্য—অক্ষ অক্ষি-শব্দজ। যাহার মুকুল মৎস্যের চক্ষুর সহিত উপমিত) সং, পুং, শ্বেতদূর্ব্বা।

শকুলাদনী (শকুলমৎস্য—অদন ভক্ষণীয়) সং, স্ত্রীং, কাঁচড়াদাম। কেঁচো। চক্রাঙ্গী। মাংসী, জলপিপ্পলী, কটুফল।

শকুলার্ভক (শকুল—অর্ভক শাবক) সং, পুং, গড়ইমাচ।

শকৃৎ (শক্ [বহিস্কৃত হইতে] পারক হওয়া ঋং—ক) সং, ক্লীং, অং, বিষ্ঠা, মল।

শকৃৎকরি—পুং, } **শকৃৎকরী**—স্ত্রীং, } (শকৃৎ বিষ্ঠা—কৃ করা +ই—ক, এই অর্থে) সং, গো প্রভৃতির বৎস, বাছুর।

শকৃদ্দ্বার; সং, ক্লীং, মলদ্বার, অপানস্থান।

শক্কর; সং, পুং, বৃষ ষাঁড়। রী—স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ। নদীবিশেষ। মেখলা, চন্দ্রহার। চণ্ডালী।

শক্ত (শক দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শক্তিযুক্ত, সমর্থ, ক্ষমতাবান্। কঠিন। পরিশ্রমী। প্রিয়ংবদ।

শক্তি (শক দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সামর্থ্য, বল, ক্ষমতা, পরাক্রম। ন্যায়মতে—কার্য্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষ। প্রভাবজ, উৎসাহজ, মন্ত্রজ—এই ত্রিবিধ রাজশক্তি। কাশ্যনামক অস্ত্র। তোমর অস্ত্র, লৌহশাবল। প্রকৃতি, গৌরী। লক্ষ্মী। স্ত্রীদেবতা। বেদীবিশেষ। শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ। এই শব্দ দ্বারা এইরূপ অর্থের প্রতীতি হউক এই ইচ্ছা; তাহা তিন প্রকার—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা।

শক্তিগ্রহ (শক্তি অস্ত্রবিশেষ—গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং, পুং, শিব। কার্ত্তিকেয়) শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির জ্ঞান।

শক্তিধর } **শক্তিভৃৎ** } (শক্তি বল—ধর, ভৃৎ [ভৃ পেষাণকরা+০(ক্বিপ্)—ক] যে ধারণ করে ২য়া—ষ) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। শিং—১ "শক্তিধরঃ কুমারঃ।" বিং, ত্রিং, শক্তিযুক্ত।

শক্তিপর্ণ; সং, পুং, সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

শক্তিপাণি (শক্তি বল—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়।

শক্তিমান্ (শক্তিমৎ, শক্তি+মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্। সং, পুং, সপ্ত কুলপর্ব্বতের এক পর্ব্বত।

শক্তিহেতিক (শক্তি অস্ত্রবিশেষ—হেতি প্রহরণাস্ত্র) সং, পুং, শাক্তিক, শক্তি-অস্ত্রধারী যোদ্ধা।

শক্তু (শচ বলা ইত্যাদি+তুন্—ক) সং, পুং, —ক্লীং, যবাদিচূর্ণ, ছাতু।

শক্তুক; সং, পুং, বিষবিশেষ।

শক্তুফলা (শক্তু শস্যাদিচূর্ণ—ফল) সং, স্ত্রীং, শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ।

শক্ত্যর্দ্ধ; সং, পুং, শ্রমদ্বারা কুক্ষি ললাট ও গ্রীবাতে উৎপন্ন ঘর্ম্ম এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

শক্ত্রি; সং, পুং, বশিষ্ঠ মুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শক্রু, **শক্র**, **শক্ল** (শক্ [পারক হওয়া] বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা+রু, র, ল—ক) বিং, ত্রিং, প্রিয়ংবদ, প্রিয়ভাষী।

শক্য (শক্ পারক হওয়া+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শক্তির বিষয়, শক্তিবোধ্য। সম্ভব। যাহা করিতে পারা যায়। বাচ্য, অভিধাবৃত্তি

দ্বারা বোধ্য। শিং—১ "শক্যোহর্থোহভিধয়া জ্ঞেয়ঃ লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।"

শক্যতাবচ্ছেদক; বিং, ত্রিং, শক্য ধর্ম্ম।

শক্র (শক্ সামর্থ্য প্রকাশ করা+র—ক) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ। পেচক। জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র। কুটজবৃক্ষ। অর্জ্জুনবৃক্ষ।

শক্রক্রীড়াচল (শক্র ইন্দ্র—ক্রীড়া বিহার—অচল পর্ব্বত) সং, পুং, সুমেরুপর্ব্বত।

শক্রগোপ (শক্র ইন্দ্র—গো দীপ্তি—পা রক্ষা করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, ইন্দ্র-গোপ, রক্তবর্ণ কীটবিশেষ।

শক্রজ, শক্রজাত (শক্র ইন্দ্র—জা, জাত) সং, পুং, কাক। বিং, ত্রিং, ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন।

শক্রজিৎ (শক্র ইন্দ্র—জিৎ [জি জয়করা—০(ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। বিং, ত্রিং, ইন্দ্র-জেতা।

শক্রদ্রুম; সং, পুং, দেবদারুবৃক্ষ।

শক্রধনুঃ (—ধনুস্, শক্র ইন্দ্র—ধনুস্ ধনুক) সং, ক্লীং, ইন্দ্রধনুঃ, রামধনুক।

শক্রধ্বজ, শক্রোৎসব (শক্র ইন্দ্র—ধ্বজ পতাকা।—উৎসব পর্ব্ব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শক্রোত্থান, ইন্দ্রধ্বজের উৎসব, ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ।

শক্রপুষ্পী; সং, স্ত্রীং, বিশল্যকরণী।

শক্রভিদ্ (শক্র ইন্দ্র—ভিদ্ এখানে পরা-ভবকারী) সং, পুং, ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র।

শক্রমূর্দ্ধা (—মূর্দ্ধন্, শক্র ইন্দ্র—মূর্দ্ধন্ মস্তক) সং, পুং, বল্মীক, উয়ের ঢিপি।

শক্রবল্লী; সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রবারুণী।

শক্রবাহন (শক্র ইন্দ্র—বাহন যান) সং, পুং, ইন্দ্রবাহন, মেঘ। [সং, ক্লীং, ইন্দ্রধনুক।

শক্রশরাসন (শক্র ইন্দ্র—শরাসন ধনুক)

শক্রশালা; সং, স্ত্রীং, যজ্ঞগৃহ, হোমগৃহ।

শক্রশিরঃ (—শিরস্, শক্র ইন্দ্র—শিরস্ মস্তক) সং, ক্লীং, বল্মীক, উইয়ের ঢিবি।

শক্রসারথি (শক্র—সারথি রথাদিচালক) সং, পুং, মাতলি।

শক্রাখ্য (শক্র—আখ্যা নাম) সং, পুং, পেচক, পেঁচা।

শক্রাণী (শক্র ইন্দ্র+ঈ—প্রং, আন-আগম) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপত্নী, শচী।

শক্রাশন (শক্র ইন্দ্র—অশন তক্ষণীয় রাবণের সহিত যুদ্ধে হত বানরগণের শরীরে পতিত অমৃতফোঁটা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে) সং, পুং, কুটজ বৃক্ষ, কুড়চী গাছ ক্লীং, ভাঙ্গা, ভাঙ, সিদ্ধি।

শক্রাহ্ব; সং, পুং, ইন্দ্রযব। বিং, ত্রিং ইন্দ্রনামক।

শক্রোত্থান—ক্লীং, **শক্রোৎসব**—পুং (শক্র ইন্দ্র—উত্থান উৎসব) সং, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে কৃত উৎসববিশেষ, ইন্দ্রধ্বজের উপলক্ষে উৎসব

শক্ক (পশ্চাৎ দেখ, অ—প্রং) সং, পুং, শকটাদিবাহক বৃষ, গাড়িটানা বলদ।

শঙ্কনীয় (শনক্ ভীত হওয়া, আশঙ্কা করা+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভয়ের বিষয় আশঙ্কার যোগ্য। সন্দেহস্থল।

শঙ্কর (শম্ কল্যাণ—কর [কৃ করা+ট(ট)—ক] যে করে) সং, পুং, শিব। শিং—১ "সদা ধ্যানাচ্চ ভক্তানাং পবনং যতি রাময়ং। ভূতনাথত্বমপ্যস্মাত্তেনাহং শঙ্কর স্মৃতঃ।" বেদান্তভাষ্যকর্ত্তা, শঙ্করাচার্য্য বিং, ত্রিং, শুভকারক।

শঙ্করপ্রিয়; সং, পুং, তিত্তিরিপক্ষী। বিং ত্রিং, শিববল্লভ।

শঙ্করাচার্য্য; সং, পুং, ব্রহ্মসূত্রে শারীরিক ভাষ্যকর্ত্তা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যবিশেষ [পরিশিষ্ট দেখ]

শঙ্করাবাস; সং, পুং, কর্পূরবিশেষ কৈলাস।

শঙ্করী (শঙ্কর শিব+ঈ—জায়ার্থে) সং, স্ত্রীং, শিবানী, ভবানী,। মঞ্জিষ্ঠা। শমী বিং, স্ত্রীং, শুভদায়িনী।

শঙ্কা (শঙ্কনীয় দেখ, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, ত্রাস, ভয়। আশঙ্কা, সংশয়। সন্দেহ। সম্ভাবনা, বিতর্ক।

শঙ্কিত (শঙ্কনীয় দেখ, ইত—ক) বিং, ত্রিং, ভীত। সন্দিগ্ধ অবিশ্বস্ত। (শনক্+ক্ত—র্ম) তর্কিত পুং, চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

শঙ্কিতবর্ণক (শঙ্কিত ভীত— বর্ণ জাতি কণ্—প্রং) সং, পুং, তস্কর, চোর।

শঙ্কু (শঙ্কনীয় দেখ, উ—পা) সং, পুং, অস্ত্রবিশেষ, শল্য, শেল। কীলক, গোঁজ। দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি। স্থাণু, মুড়াগাছ। শিব। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একরত্ন। সংখ্যাবিশেষ। মৎস্যবিশেষ। কলুষ, পাপ। বর্ষা, সড়কি। লিঙ্গ, মেঢ্র, পুং চিহ্ন। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হংসী। ভূত। কন্দর্প। বল্মীক। শঙ্করমৎস্য। শিবের অনুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। ভয়, ত্রাস। পত্রের শিরাসমূহ। নৃপবিশেষ। (Index) ঘড়ির কাঁটা।

শঙ্কুকর্ণ (শঙ্কু অস্ত্রবিশেষ—কর্ণ কাণ) সং, পুং, গর্দ্দভ, গাধা। দানবিশেষ।

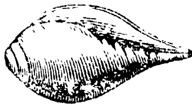
শঙ্কুচি, শঙ্কোচ ; সং, পুং, শঙ্কুমৎস্য, শাঁকোট মাছ।

শঙ্কুপট্ট (Dial Plate) দণ্ডপলাদিচিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডের আধার।

শঙ্কুর (শঙ্কু শঙ্কা—রা দান করা+অ(ড)—প্রং) বিং, ত্রিং, ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

শঙ্কুলা (শনক্+উল—পা, আপ্) সং, স্ত্রীং, পূগচ্ছেদক অস্ত্র, যন্ত্রী, জাঁতি।

শঙ্খ (শম্ শান্তহওয়া+খ—ক) সং, পুং,—ক্লীং, সমুদ্রজাত দ্রব্য বিশেষ, শাঁখ। পুং,



শঙ্খ।

ললাটের অস্থি। গলদেশ। নাগবিশেষ। কুবেরের নিধিবিশেষ। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। রণবাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সঙ্খ্যাবিশেষ, লক্ষকোটী, দশ নিখর্ব্ব ; যথা—একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রময়ুতং তথা—লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটি রর্ব্বুদমেব চ।বৃন্দ ঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্।" গন্ধদ্রব্যবিশেষ। নখী রণঢক্কা। হস্তিদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ।

শঙ্খক (শঙ্খ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, শঙ্খনির্ম্মিত বলয়, শাঁখা। পুং—ক্লীং, কম্বু, শাঁখ। পুং, শিরোরোগবিশেষ। কপাল, ললাট।

শঙ্খকার (শঙ্খ—কার কৃ করা+অ(ষণ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, শাঁখারি। শঙ্খব্যবসায়ী।

শঙ্খচরী, শঙ্খচর্চ্চী (শঙ্খ ললাটের অস্থি—চর্ গমন করা, চর্চ্চ [অনুশীলন করা] লেপন করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ললাটিকা, চন্দনাদিতিলক।

শঙ্খচূর্ণী ; সং, স্ত্রীং, উপদেবতাবিশেষ, শাঁখচুন্নী।

শঙ্খজ (শঙ্খ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, কপোতডিম্বের ন্যায় বৃহৎ মুক্তা। বিং, ত্রিং, শঙ্খ হইতে জাত।

শঙ্খদ্রাবী ; সং পুং, অম্লবেতস।

শঙ্খধ্মা (শঙ্খ—ধ্মা যে বাজায়) সং, পুং, শঙ্খবাদক, যে শাঁখ বাজায়।

শঙ্খনখ—পুং, **শঙ্খনখী**—স্ত্রীং, } (শঙ্খ—নখ) সং, ক্ষুদ্র শঙ্খ, ছোট শাঁখ, জোমড়া প্রভৃতি। নখীনামক গন্ধদ্রব্য। বৃহন্নখী।

শঙ্খপ্রস্থ (শঙ্খ—প্রস্থ) সং, পুং, চন্দ্রস্থিত চিহ্ন।

শঙ্খবেলান্যায়—ন্যায় (২৯) দেখ।

শঙ্খভৃৎ (শঙ্খ—ভৃৎ যে ধারণ করে) সং, পুং, শঙ্খধারী, বিষ্ণু।

শঙ্খমালা, **শঙ্খমালিকা** } সং, স্ত্রীং, শাঁখের মালা, অশ্বাভরণবিশেষ।

শঙ্খমুখ (শঙ্খ—মুখ) সং, পুং, কুম্ভীর, কুমীর।

শঙ্খিকা ; সং, স্ত্রীং, তৃণবিশেষ।

শঙ্খিনী (শঙ্খিন্+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, একপ্রকার স্ত্রীজাতি। দীর্ঘকায়া, দীর্ঘকেশা, নাতিস্থূলা নাতিকৃশা, কোপনস্বভাব, রতিসমুৎসুকা স্ত্রী। স্ত্রীবিশেষ। উপদেবতাবিশেষ, শাঁকচুন্নী। চোরপুষ্পী। শ্বেতপুন্নাগ। শ্বেতবৃন্দা। শ্বেতচূক্রা। বৃদ্ধিশক্তিবিশেষ।

শঙ্খিনীফল ; সং, পুং, শিরীষবৃক্ষ।

শঙ্খিনীবাস ; সং, পুং, শাঁখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

শঙ্খী (শঙ্খিন্ শঙ্খ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শঙ্খবিশিষ্ট, শঙ্খযুক্ত। সং, পুং, বিষ্ণু। সমুদ্র। শাঁখারি।

শচি—চী (শচ্ বলা+ই—ক) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রের পত্নী। শতমূলী। করণান্তর।

শচীপতি (শচী ইন্দ্রাণী—পতি স্বামী) সং, পুং, ইন্দ্র।

শজারু (দেশজ) সং, স্বনাম-প্রসিদ্ধ জন্তু



শজারু।

বিশেষ, শল্লকী।

শটা (শট্ গমন করা ইত্যাদি+অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, জটা। পশুর কেশর।

শটিত (শট দেখ, ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, বাসি, পচা।

শটিক ; সং, ক্লীং, ঘৃত জল মিশ্রিত শালিচূর্ণ।

শঠ (শঠ্ বঞ্চনা করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ধূর্ত্ত, খল, দুষ্ট। পাজি। মূর্খ, নির্ব্বোধ। নিষ্কর্ম্মা। গূঢ় বিপ্রিয়কারী নায়ক বা স্বামী, যে এক পত্নীকে বাহ্যিক প্রণয় প্রদর্শন করে, কিন্তু বাস্তবিক অন্যকে ভালবাসে। শিং—১ "প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্। ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ।" উদাসীন ব্যক্তি। ক্লীং, কুঙ্কুম, তগর। লৌহ। পুং, ধুস্তূর।

শঠতা (শঠ—তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং) খলতা, ধূর্ত্ততা, ক্রূরতা, দুষ্টামি। প্রতারণা।

শড়ঙ্গ, বিং, শীর্ণ অথচ দীর্ঘ।

শণ (শণ্ [সূত্র] দান করা+অ(অন্)—ক, নামার্থে) সং, ক্লীং, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, শণ গাছ।

শণঘণ্টিকা, সং, স্ত্রীং, শণপুষ্পী।

শণসূত্র, সং, ক্লীং, পবিত্রক। শণজাত জাল।

শণীর ; সং, ক্লীং, শোণ নদের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ।

শণ্ড (শণ দেখ, ড—ক) সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়, নপুংসক, ক্লীব। পুং,—ক্লীং, পদ্মসমূহ।

শণ্ডিল (শণ্ড নপুংসক+ইল—প্রং) সং, পুং, মুনিবিশেষ।

শণ্ঢ (শণ দেখ, ঢ—ক) সং, পুং, অন্তঃপুরস্ত্রীরক্ষক, খোজা। নপুংসক, হিজ্‌ড়ে। বৃষ, ষাঁড়। সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ ব্যক্তি। উন্নত ব্যক্তি। বর্ব্বর। মত্ত মাতাল।

শত (শো তীক্ষ্ণকরা+অত(ডত)—ক) সং, ক্লীং, একং, দশগুণিত দশসংখ্যা, ১০০।

শতক (শত+কণ্—পরিমাণার্থে বিং, ত্রিং, শতসংখ্যাবিশিষ্ট ; যথা—শান্তিশতকম্।" শত কবিতায় নিবদ্ধ (কাব্য)। ক্লীং, শতসংখ্যা।

শতকীর্ত্তি ; সং, পুং, অর্হদ্বিশেষ।

শতকুন্দ ; সং, পুং, করবীর।

শতকুন্ত ; সং, পুং, স্বর্ণখনি পর্ব্বতবিশেষ।

শতকোটি (শত—কোটি ধারা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বজ্র, শতধারাবিশিষ্ট অস্ত্র। স্ত্রীং, ১০০ কোটি সংখ্যা।

শতক্রতু (শত ক্রতু যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—হিং। মহাভারতে—"ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক

ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন" সং, পুং, শতাশ্বমেধযজ্ঞকারী, ইন্দ্র।

শতখণ্ড; সং, ক্লীং, স্বর্ণ, সোণা, শতভাগ।

শতগ্রন্থি; সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

শতঘ্নী (শত—ঘ্নী হন্ বধ করা+অ(টক্)—ক, ঈপ্] যে নাশ করে) সং, স্ত্রীং, শতপুরুষ ঘাতক অস্ত্র-বিশেষ, চতুঃশত লৌহকণ্টকব্যাপ্ত যষ্ট্যাকার অস্ত্র। শিং, —১ "অয়ঃকণ্টকসংচ্ছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা।" গলরোগবিশেষ। স্ত্রীবৃশ্চিক।

শতচ্ছদ (শত—চ্ছদ পালখ) সং, পুং, কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী। শতদল পদ্ম।

শততম (শত+তম (তমট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, শতসংখ্যার পূরক।

শততারা; সং স্ত্রীং, শনভিষানক্ষত্র।

শতদন্তিকা; সং, স্ত্রীং, নাগদন্তী।

শতদ্রু—দ্রূ (শত—দ্রু বেগে গমন করা+উ(কু)—ক বশিষ্ঠদেব কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য ভয়ে ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম শতদ্রু হইল) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ, পঞ্জাবের অন্তর্গত শতলজ নদী। শিং—১"বশিষ্ঠঃ কণ্ঠে শিলাং বদ্ধা নদ্যা-মস্যাং প্রবিষ্টস্ততো ভীত্যা ইয়ং শতধা দ্রুতা ইতি শতদ্রুঃ।

শতধা (শত+ধা(ধাচ্)—প্রকারার্থে) অং, শতপ্রকার। শতবার। (শত ১০০ [গ্রন্থি] ধা ধারণ করা+অ, আপ্) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

শতধামা (শতধামন্, (শত ১০০ সংখ্যা] অনেক ধামন্ দেহ, তেজঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

শতধার (শত—ধারা প্রান্তভাগ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, অশনি, বজ্র। বিং, ত্রিং, শতধারাবিশিষ্ট। শিং—১ "বসোঃ পবিত্র-মসি শতধারং।"

শতধৃতি (শত—ধৃতি যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র। ব্রহ্মা। স্বর্গ।

শতপত্র (শত—পত্র পাতা, পক্ষ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, পদ্মপুষ্প। পুং, যাহার একশত পালক আছে, ময়ূর। সারস। কাঠঠোক্‌রা। শুকপক্ষী। ত্রী—স্ত্রীং, সেঁউতী।

শতপত্রভেদ ন্যায়—ন্যায় (৩০) দেখ

শতপথ (শত—পথ [পথিন্ শব্দজ] রাস্তা বা উপদেশ) সং, পুং, যজুর্ব্বেদাংশবিশেষ। বেদের অংশ ব্রাহ্মণবিশেষ।

শতপথিক (শতপথ+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, নানাপথাবলম্বী। নানামতাবলম্বী।

শতপদ (শত—পদ পা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, নামকরণার্থ প্রথম বর্ণসূচক চক্র চিহ্নবিশেষ। দী—স্ত্রীং, কর্ণকীটী, কাণ-কোটারী, কেন্নো। বৃশ্চিক, বিছা।

শতপদ্ম (শত একশত[পত্র] পদ্ম) সং, ক্লীং, শ্বেতকমল, শুভ্রপদ্ম।

শতপর্ব্বা (শতপর্ব্বন্, শত একশত বা অনেক—পর্ব্বন্ গ্রন্থি) সং, পুং, বংশ, বাঁশ। ইক্ষুবিশেষ। র্ব্বা—স্ত্রীং, শুকপত্নী। কোজাগর পূর্ণিমা। র্ব্বা, র্ব্বিকা—স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

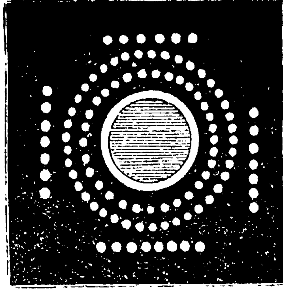
শতপাদ } **শতপাদিকা** } (শত—পদ্ পা, ৬ষ্ঠী—হিং) কন্—যোগে শতপাদিকা) সং, স্ত্রীং, কর্ণকীটী, কাণ-কোটারী।

শতপাদিক (Myriapoda) বৃশ্চিকবর্গ।

শতপাদিকা; সং, স্ত্রীং, কাকোলী।

শতপুষ্প (শত—পুষ্প ফুল) সং, পুং, ভারবি, কিরাতার্জ্জুনীয়-গ্রন্থকর্ত্তা। ষ্পা—স্ত্রীং, শাকবিশেষ।

শতভিষক্ } **শতভিষা** } (শতভিষজ্, শত—ভিষজ্ স্বাস্থ্য করা+০ (কিপ্), অ,আপ্) সং, স্ত্রীং, চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র। ইহার আকার শততারাময়ী মণ্ডলাকার। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। ইহার জাতফল— "শীতভ তিরতিসাহসী সদা নিষ্ঠুরো হি চতুরো নরো ভবেৎ। বৈরিণামতিশয়েন বারুণোড়ু যদি যস্য সম্ভবে।



শতভিষা (নক্ষত্র)।

শতভীরু ; সং, স্ত্রীং, মল্লিকা।

শতমখ, শতমন্যু, (শত—মখ, মন্যু যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র, শতক্রতু শিং—১ "শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা।" (কুমার)।

শতমান (শত—মান পরিমাণ) সং, পুং, ক্লীং, একপলপরিমিত রৌপ্য। পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক।

শতমারী (শতমারিন্, শত—মারিন্ [মৃ-ণ্রি=মারি+ইন্ (ণিন্)—ক] যে মারিয়া ফেলে) সং, পুং,উত্তম চিকিৎসক।

শতমুখ (শত—মুখ) বিং,ত্রিং, শতমুখযুক্ত। খী—স্ত্রীং, সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

শতমূলা ; সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা। বচা।

শতমূলী (শত একশত বা অনেক—মূল) সং, স্ত্রীং, স্বনামপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ।

শতযষ্টিক (শত—যষ্টি গুচ্ছ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, একশতনর হার।

শতরঞ্চ, শতরঞ্চি (সতরঞ্চ দেখ) সং, বিচিত্র সূত্রনির্ম্মিত আসনবিশেষ। ক্রীড়াবিশেষ।

শতরূপা ; সং, স্ত্রীং, ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী এবং তাঁহার পত্নী।

শতবীর্য্যা (শত—বীর্য্য বীজ) সং, স্ত্রীং, শ্বেতদূর্ব্বা। শতাবরী। কপিলদ্রাক্ষা।

শতশঃ (শতশস্,শত+শস্(চশস্)—বারার্থে, অং, শতবার। শতশত করিয়া।

শতশৃঙ্গ ; সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ।

শতসহস্র (শত—সহস্র হাজার) সং, ক্লীং, লক্ষসংখ্যা।

শতসাহস্র (শতসহস্র+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, লক্ষসংখ্যক। ক্লীং, লক্ষ্যসঙ্খ্যা।

শতহ্রদা (শত—হ্রদ আলোক, বা হ্রাদ শব্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বিদ্যুৎ। বজ্র। দক্ষকন্যাবিশেষ।

শতাক্ষী (শত—অক্ষ অক্ষিশব্দজ+অ,ঈপ্) সং, স্ত্রীং, রাত্রি। পার্ব্বতী। শতপুষ্প। শিং—১ "ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি। মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা। ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্। কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ।"

শতাঙ্গ (শত—অঙ্গ অবয়ব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, স্যন্দন, রথ। তিনিসবৃক্ষ।

শতানক (শত—আনক ঢক্কা) সং, ক্লীং, শ্মশান, প্রেতভূমি।

শতানন্দ (শত—আনন্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গৌতমমুনি, জনকরাজার পুরোহিত দেবকীনন্দন। ব্রহ্মা। বিষ্ণুর রথ।

শতানীক (শত—আ—নী আনয়ন করা +কণ্—প্রং, বা শত—অনীক সৈন্য) সং, পুং, বৃদ্ধ, বুড়া। রাজবিশেষ, জনমেজয়ের পুত্র। সুদাসরাজপুত্র। ব্যাসের শিষ্য। মুনিবিশেষ। বিং, ত্রিং, শতসৈন্যবান্।

শতায়ুঃ (শতায়ুস্, শত—আয়ুস্ জীবন) বিং, ত্রিং, শতবর্ষজীবী।

শতার (শত—ঋ গমন করা+অ—প্রং, অথবা শত—আর কোটী, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, অশনি, বজ্র।

শতাবরী (শত একশত [মূল]—আ—বৃ বরণ করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, শতমূলী। ইন্দ্রভার্য্যা। শচী।

শতাবর্ত্ত, শতাবর্ত্তী,(শত—আবর্ত্ত ঘূর্ণন। শতাবর্ত্তিন্, শত—আবর্ত্ত [ইহাঁর পূজকের

মনোমধ্যে] ঘূর্ণন+ইন্ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

শতাব্দী (Century, শত—অব্দ সংবৎসর, দ্বিগু—স) সং, স্ত্রীং, শতবৎসরাত্মক কাল।

শতাহ্বা ; সং, স্ত্রীং, শতপুষ্পা। শতাবরী।

শতিক, শত্য, (শত+ইক, য—প্রং) বিং, ত্রিং, শতসম্বন্ধীয়। শতদ্বারা ক্রীত। শতময়। যাহাতে শতমুদ্রা কর ধার্য্য আছে।

শতের (শদ্ নাশ করা, গমন করা+এর—প্রং। দ=ত) সং, পুং, শত্রু) হিংসা।

শদ্রি ; সং, পুং, হস্তী।

শত্রু (শদ্ গমন করা+রু—ক , সং, পুং, রিপু, বৈরী, বিপক্ষ, দ্বেষ্টা। জ্যোতিষে—লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান কামাদি। শাতক।

শত্রুঘ্ন (শত্রু বিপক্ষ—ঘ্ন [হন্ আঘাত করা +টক্—ক] যে নাশ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রামের ভ্রাতা, সুমিত্রাপুত্র। বিং, ত্রিং, শত্রুনাশক।

শত্রুজিৎ ; সং, পুং, রাজাবিশেষ।

শত্রুঞ্জয় (শত্রু—জি জয় করা+অ—প্রং) সং, পুং, বিমলাদ্রি, গুজরাটের অন্তর্গত গিরনার পর্ব্বত। বিং, ত্রিং, শত্রুজয়কারী।

শত্রুতা (শত্রু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ।

শত্রুমর্দ্দন (শত্রু—মর্দ্দন নাশক) সং, পুং, শত্রুঘ্ন, শত্রুনাশক।

শত্বরা (শদ্ গমন করা+বর—প্রং) সং, স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি।

শাদ্র (শদ্ গমন করা+র—প্রং) সং, পুং, মেঘ। অর্জ্জুন। হস্তী। স্ত্রীং, বিদ্যুৎ।

শদ্রু (শদ্ গমন করা+রু—প্রং) বিং, ত্রিং, পতনশীল। গমনশীল। ক্ষয়শীল।

শনি, শনৈশ্চর, (শণ্ দান করা+ই—সংজ্ঞার্থে অথবা শো তীক্ষ্ণ করা+অনিক্—ক। ২য় পক্ষে শনৈস্ অল্পে অল্পে—চর্ গমন করা—অ (অন্)—ক) সং, পুং, সপ্তম গ্রহ। ইনি ছায়াগর্ভজাত সূর্য্য-পুত্র। তদ্দেবতাক দিন। শিং—১ "শনৌ বন্ধ্যাং বিজানীয়াৎ।"

শনিপ্রিয় ; সং, ক্লীং, নীলমণি।

শনৈঃ, শনকৈঃ (শনৈস্, শনকৈস্, শণ্ দান করা+ঐস্—ক। কণ্—যোগে শনকৈস্) অং, অল্পে অল্পে। ক্রমে ক্রমে। শি—১ 'শনৈর্বিদ্যা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতমারুহেৎ।"

শপ, শপথ—পুং } (শপ্ দিব্য করা+ অথন্, অনট্—ভাবে)
শপন—ক্লীং }
সং, "যদি মিথ্যা বলি নরকে যাইব" ইত্যাদি প্রকার দিব্য,প্রতিজ্ঞা,সত্যাবধারণ। তিরস্কার, ভৎর্সনা, গালি।

শপমান (শপ দেখ, আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, শপথকারী, যে দিব্য করে।

শপ্ত (শপ্ শাপ দেওয়া+ত(ক্ত) – ম্ম) বিং, ত্রিং, শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, অঙ্গাকার। পুং, তৃণবিশেষ, উলু।

শফ (শম্-ণিচ্=শামি শান্ত হওয়া+অ (অন্)—ক, ম্=ফ) সং, পুং,—ক্লীং, পশ্বাদির খুর। বৃক্ষমূল।

শফর—পুং } (শফ খুর—রা [দানকরা] তুল্য হওয়া+অ(ড)—ক)
শফরা—স্ত্রীং }
সং, প্রোষ্ঠী, পুটিমাছ।

শফরাধিপ (শফর—অধিপ প্রধান) সং, পুং, ইলিসমাছ।

শবল (শপ্+অল্ (কল্)—ম্ম) বিং, ত্রিং, নানাবর্ণযুক্ত। পুং, নানাবর্ণ।

শব্দ (শব্দ্ শব্দ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ,ধ্বনি। বিভক্তি-রহিত নাম। নাম। (+অল্—ম্ম) বাচক বর্ণ। যশঃ।

শব্দকোষ (Dictionary) সং, পুং, অভিধান, শব্দার্থপ্রকাশক গ্রন্থ।

শব্দগ্রহ (শব্দ—গ্রহ যে গ্রহণ করে) সং, পুং, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। (৬ষ্ঠী—ষ) শব্দের জ্ঞান।

শব্দন (শব্দ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, শব্দ। বিং, ত্রিং, রব, শব্দায়মান।

শব্দপ্রবৃত্তি (শব্দ—প্রবৃত্তি উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, চতুর্ব্বিধ বাঙ্‌নিষ্পত্তি, যথা, বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা।

শব্দব্রহ্ম (শব্দব্রহ্মন্, শব্দ—ব্রহ্মন্)) সং, ক্লীং, শ্রুতি, বেদ। শব্দাত্মক ব্রহ্ম।

শব্দভেদী (শব্দভেদিন্, শব্দ—ভেদিন্ [ভিদ্ ভেদ করা+ইন্(ণিন্)—ক] ভেদিন্) সং, পুং, অর্জ্জুন, শব্দানুসারে বিদ্ধকারী। বাণবিশেষ। পায়ু।

শব্দযোনি (শব্দ—যোনি উৎপত্তিস্থান) সং, স্ত্রীং, শব্দের আকর, যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ধাতু প্রভৃতি।

শব্দবেধী (শব্দবেধিন্, শব্দ+বেধিন্ [বিধ্ বিদ্ধ করা+ইন্ (ণিন্—ক] বিদ্ধকরণ। যাঁহার রবে তাঁহার শত্রুরা ভয় প্রাপ্ত হয়) সং, পুং, অর্জ্জুন, শব্দানুসারে বিদ্ধ কারী। বাণবিশেষ। দশরথ রাজা। শিং— ১ "লব্ধশব্দেন কৌশল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা। কুমারঃ শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতং।"

শব্দশক্তি (শব্দ—শক্তি সামর্থ্য) সং, স্ত্রীং, শব্দের অর্থবোধক বৃত্তি, অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি।

শব্দশাস্ত্র; সং, ক্লীং, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।

শব্দাধিষ্ঠান (শব্দ—অধিষ্ঠান) সং, ক্লীং, শ্রোত্র, কর্ণ।

শব্দানুশাসন (শব্দ—অনু—অনুশাসন) সং, ক্লীং, ব্যাকরণ শাস্ত্র।

শব্দায়মান (শব্দ্ [নাম ধাতু] শব্দ করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, শব্দকারী, যে শব্দ করিতেছে।

শব্দিত (শব্দ্ শব্দ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম, কিংবা শব্দ+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, ধ্বনিত, কৃতশব্দ, আহূত।

শম্ (শী শয়ন করা+ডম্—ধি) অং, কল্যাণ। সুখ।

শম (শম্ শান্ত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, শান্তি, নিরুপদ্রব, অন্তঃকরণের স্থিরতা। অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। মোক্ষ উপচার। মনঃসংযম। ক্ষমা। নিবৃত্তি তিরস্কার। হস্ত।

শমক (শম দেখ, অক(ণক)—প্রং) বিং, ত্রিং শময়িতা, শান্তিকারক।

শমতা (শম+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি।

শমথ (শম দেখ, অথন্—ভাবে) সং, পুং, শান্তি, অন্তঃকরণের স্থিরতা। মনঃসংযম। নিবৃত্তি। মন্ত্রী।

শমন (শম্-ণিচ=শমি শান্ত হওয়ান+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, যজ্ঞার্থ পশু বধ। মনঃশান্তি, উপশম। হিংসা, দ্বেষ। তিরস্কার, শাপ। চর্ব্বণ। আঘাত, ক্ষতি। দমন। (+অন—ক) পুং, কৃতান্ত, যম। মৃগবিশেষ। কলায়। নী—স্ত্রীং, রাত্রি।

শমনস্বসা (শমনস্বসৃ, শমন যম—স্বসৃ ভগিনী) সং, স্ত্রীং, যমুনানদী, কালিন্দী।

শমনীষদ্ (শমনী রাত্রি—সদ্ যে গমন করে) সং, পুং, নিশাচর, রাক্ষস।

শময়িতা (শময়িতৃ, শম্-ণিচ=শমি শান্ত হওয়ান+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, নিবারক, দমনকারক। বিনাশক।

শমল (শম্ শান্ত হওয়া+অল(কল্)—ক) সং, ক্লীং, পুরীষ, বিষ্ঠা। পাপ।

শমান্তক (শম্ অন্তঃকরণের স্থিরতা, মনঃ সংযম—অন্তক নাশক) সং, পুং, কাম-দেব, কন্দর্প।

শমার্থী (শমার্থিন্, শম—অর্থিন্ যে যাচ্‌ঞা করে) বিং, ত্রিং, সন্ধিপ্রার্থী।

শমি }
শমী } (শম্-ণিচ=শমি [পীড়া] শান্তি করান+ইন্(ণিন্)—ক) সং, ক্লীং, বৃক্ষবিশেষ, শাঁইগাছ।

শমিত (শম্-ণিচ=শমি শান্ত হওয়ান+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দমিত। বিনাশিত।

শমির }
শমীর } (শমি, শমী শাঁইগাছ—রা [পাওয়া]তুল্যহওয়া+অ—প্রং।

কিংবা **শমী** বৃক্ষবিশেষ+র—হ্রস্বার্থে, ঈ=ই, বিকল্পে) সং, পুং, ক্ষুদ্র শমী, ছোট শাঁইগাছ।

শমিরোহ } (শমী বৃক্ষবিশেষ—রোহ
শমীরোহ } যে আরোহণ করে) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

শমী (শমিন্, শম+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা শম্ শান্ত হওয়া+ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, শমগুণবিশিষ্ট, শান্ত। সংযমী, ধীর।

শমীক (শম্ শান্ত হওয়া+ঈকন্—ক) সং, পুং, মুনিবিশেষ, শৃঙ্গীর পিতা, রাজা পরীক্ষিৎ এই মুনির গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করিয়াছিলেন।

শমীগর্ভ (শমী বৃক্ষবিশেষ [কোন যজ্ঞাদির জন্য ইহার কাষ্ঠ প্রয়োজনীয়]—গর্ভ) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। অগ্নি।

শমীধান্য (শমী শিম্বী, মটর ইত্যাদির খোসা—ধান্য শস্য) সং, ক্লীং, মাষকলাই প্রভৃতি শস্য।

মীপত্রা; সং, স্ত্রীং, লজ্জালুলতা।

মীর (শমী+র) সং, পুং, ক্ষুদ্র শমী।

ম্পা (শম্ সুখ+পা পান করা+অ(ড)—ক, আপ্। ইহার ভয়ঙ্কর আকৃতি দ্বারা যে সুখ নষ্ট করে) সং, স্ত্রীং, বিদ্যুৎ, তড়িৎ।

ম্পাক (শম হর্ষ—পাক যে পক্ক করে) সং, পুং, আরগ্বধবৃক্ষ, সোঁদালিগাছ। অলক্তক, আল্‌তা। রন্ধন।

ম্ব (শম্ব্ রাশি করা+অ (অন্)—ক। সম্বও হয়) সং, পুং, অশনি, বজ্র। লৌহময়াগ্রভাগ মুদ্গর। মুষলাদির অগ্রলৌহমণ্ডল, শাঁপি। লৌহনির্ম্মিত কাঞ্চি। দরিদ্র। (+অল্—ভাবে) দ্বিতীয়বার কর্ষণ। (শম্ সুখ+ব—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী, শুভান্বিত।

ম্বর (শম্ব্ গমন করা+অরন্—ক) সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, অসুরবিশেষ। মৃগবিশেষ। পর্ব্বতবিশেষ। মৎস্যবিশেষ। যুদ্ধ। শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধবিশেষ। চিত্রকবৃক্ষ। অর্জ্জুনবৃক্ষ। ক্লীং, জল। ধন। বৌদ্ধব্রতবিশেষ।

শম্বরকন্দ; সং, পুং, বারাহীকন্দ।

শম্বরসূদন (শম্বর দৈত্যবিশেষ—সূদন যে বধ করে, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মদন, কামদেব।

শম্বরারি (শম্বর দৈত্যবিশেষ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কন্দর্প।

শম্বল (শম্বর দেখ, অল(কল)—র্ম্ম) সং, পুং,—ক্লীং, পাথেয়, পথখরচ। কূল, তীর। মাৎসর্য্য। লী—স্ত্রীং, কুট্টিনী।

শম্বাকৃত (শম্ব দ্বিতীয় বার কর্ষণ—কৃত। আ(ডাচ্)—আগম) বিং, ত্রিং, দুই বার কৃষ্ট ক্ষেত্র, দুই বার চষা (ক্ষেত্র)।

শম্বু }
শম্বূ } (শম্ শান্ত হওয়া+উ, উ—ক। বু—আগম। ৩ পক্ষে
শম্বুক } শম্বু+কণ্ অথবা শম+উক
শম্বূক } —ক) সং, পুং,—স্ত্রীং, জলজন্তুবিশেষ, শামুক। পুং, গজকুম্ভাগ্র। শূদ্রতাপসবিশেষ। গজকুম্ভের অগ্রভাগ। শঙ্খ। ক্ষুদ্র শঙ্খ। দৈত্যবিশেষ।

শম্ভ (শম্ কল্যাণ—ভা দীপ্তি পাওয়া+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, কল্যাণযুক্ত। বজ্র। শড়কীর ফলা।

শম্ভল (শম্ভ—লা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, মোরাদাবাদের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। লী—স্ত্রীং, কুট্টনী।

শম্ভলী (শম্ সুখ—তল্ বর্ণনা করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, দূতী, কুট্টনী।

শম্ভু (শম্ কল্যাণ—ভূ হওয়া+উ(ডু)—পা। যাহা হইতে মঙ্গল হয়) সং, পুং, শিব, মহাদেব। ব্রহ্মা। বুদ্ধ। বিষ্ণু। শ্বেতার্ক।

শম্ভুপ্রিয়া; সং, স্ত্রীং, আমলকী। দুর্গা।

শম্ভুবল্লভ; সং, ক্লীং, শ্বেতকমল।

শম্যা (শম্ শান্ত হওয়া+য, আপ্) সং,

স্ত্রীং, যুগকীলক, যুগকাষ্ঠের খিল। দক্ষিণ হস্তগৃহীত তালবিশেষ।

শম্যাক্ষেপ, শম্যাপাত—নহুষাত্মজ এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলপূর্ব্বক যুগকীলক নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যতদূরে নিপতিত হইত। তিনি স্বীয় অবস্থান হইতে ততদূর পর্য্যন্ত এক একটী যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐ রূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে।

শয় (শী শয়ন করা+অ(অল্)—ধি) সং, পুং, কর, হস্ত। শয়ন। শয্যা। নিদ্রা। সর্প। পণ। (+অল্—ভাবে) শয়ন। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, শয়নকারী।

শয়চান (শ্যেন শব্দজ) সং, শ্যেনপক্ষী, শিক্‌রা পাখী।

শয়ণ্ড (শী শয়ন করা+অণ্ড-প্রং) বিং, ত্রিং, নিদ্রাশীল, নিদ্রালু।

শয়তান (যবন ভাষা) সং, ভূতরাজ। দুষ্ট।

শয়থ (শী শয়ন করা+অথ—প্রং) সং, পুং, অজগর সর্প। মৃত্যু। বরাহ। মৎস্য। বিং, ত্রিং, নিদ্রালু।

শয়ন (শী শয়নকরা অন্(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, নিদ্রা। স্ত্রীসঙ্গ, মৈথুন। (+অনট্—ধি) শয্যা। খট্টা।

শয়নীয়, শয়নীয়ক (শয়ন দেখ অনীয়—ধি। কণ্—যোগে শয়নীয়ক) সং, ক্লীং, শয়নের স্থান, শয্যা। (+অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শয়নযোগ্য।

শয়নৈকাদশী (শয়ন—একাদশী) সং, স্ত্রীং, শ্রীহরির শয়নরূপ তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী।

শয়ান (শী শয়ন করা—আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রিত, যে শয়ন করিয়া আছে।

শয়ানক (শী শয়ন করা+আনক—প্রং) সং, পুং, সর্প। কৃকলাস।

শয়ালু (শয়ন দেখ, আলু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, নিদ্রালু, সর্ব্বদা নিদ্রাশীল। সং, পুং, অজগর সর্প। কুক্কুর। শৃগাল।

শয়িত, শয়িতবৎ (শয়ন দেখ, ত(ক্ত), তবৎ—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রিত, সুপ্ত, যে শয়ন করিয়াছে। পুং, বসন্তকুসুম। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, শয়ন।

শয়ু, শয়ুন (শী শয়ন করা+উ, উন—ক) সং, পুং, অজগর, বৃহৎ সর্প।

শয্যা (শী শয়ন করা+য(ক্যপ্)—ধি) সং,স্ত্রীং, শয়নীয়, তল্প, বিছানা। খট্টা। শব্দগুম্ফ। (+য—ভাবে) শয়ন।

শর, সর (শৃ ভেদ করা+অ(অল্—ণ) সং, পুং, বাণতৃণ, খাক্‌ড়াগাছ। ইষু, বাণ। (+অল্—র্ম্ম) দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ। ক্লীং,জল।

শরজ (শর দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যোজাত ঘৃত। (শর খাক্‌ড়াগাছ—জ জাত, ৬ষ্ঠী—হিং) কার্ত্তিকেয়।

শরজন্মা (শরজন্মন্, শর খাক্‌ড়াগাছ—জন্মন্ উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়।

শরট, সরট (শৃ, সৃ বধ করা+অটন্—ক) সং,পুং, কৃকলাস, কাঁকলাস। কুসুম্ভশাক।

শরণ (শৃ হিংসা করা+অন—ক) সং, ক্লীং, গৃহ। রক্ষক। (+অনট্—ভা) রক্ষা। আশ্রয়। বধ, বিনাশ। ণা—স্ত্রীং, প্রসারণী।

শরণাগত (শরণ রক্ষা—আগত যে আসিয়াছে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, শরণাপন্ন, রক্ষার্থী।

শরণাপন্ন (শরণ—আপন্ন প্রাপ্ত, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, আশ্রিত, রক্ষার্থী।

শরণার্থী (শরণার্থিন্, শরণ রক্ষা—অর্থী প্রার্থক, ২য়া ষ) বিং, ত্রিং, রক্ষাপ্রার্থক। অভয়যাচক। আশ্রয়প্রার্থী।

শরণি, শরণী (শরণ দেখ, অনি—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ, রাস্তা। প্রসারণী। জয়ন্তী।

শরণ্ড (শৃ [ফল ইত্যাদি] হিংসা করা+অণ্ড—প্রং) সং, পুং, পক্ষী। কামুক। ধূর্ত্ত। শরট। ভূষণবিশেষ। চতুষ্পাৎ।

শরণ্যা (শরণ দেখ, অন্য—প্রং, কিংবা শরণ +য(ষ্ণ্য)—প্রং) বিং, ত্রিং, রক্ষাকর্ত্তা। রক্ষণীয়। রক্ষণসমর্থ। ক্লীং—আশ্রয়। গৃহ রক্ষণ। আঘাত, ক্ষতি। ণ্যা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "বিষাগ্নিভয়ঘোরেষু শরণ্যং স্মরণাদ্যতঃ। শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে।

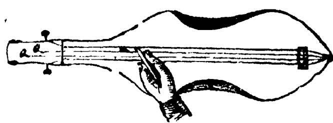
শরণ্যু (শরণ দেখ, অন্যু—প্রং) সং, পুং, মেঘ। বায়ু। রক্ষাকর্ত্তা।

শরৎকামী (শরৎকামিন্, শরদ্ ঋতুবিশেষ —কামী কামুক, ইচ্ছুক) সং, পুং, কুকুর।

শরৎপর্ব্ব. (শরৎপর্ব্বন্, শরদ্—পর্ব্বন্ উৎসব) সং, ক্লীং, কোজাগর পূর্ণিমা।

শরদ্ (শরণ দেখ, অদ্—ক) সং, স্ত্রীং, ঋতুবিশেষ, আশ্বিন কার্ত্তিক - এই দুই মাস। বৎসর।

শরদ (পারস্য ভাষায় শরব অর্থে গান করা)



শরদ।

শারদীয় বীণাযন্ত্র। ইহার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত একখানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার খোলটী গোধাদি চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, ইহাতে ছয়টী কীলক বা কাণে ছয় গাছি তন্ত যথারীতি আবদ্ধ থাকে।

শরদন্ত (শরদ্—অন্ত শেষ) সং, পুং, হেমন্ত ঋতু।

শরদিজ (শরদি [সপ্তম্যন্তশরদ্ শব্দজ] শরৎকালে—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, শরৎকালীন, শরৎকালে উৎপন্ন।

শরদ্বান্ ; সং, পুং, গৌতমমুনির পুত্র। (শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল)।

শরধি (শর বাণ—ধা ধারণ করা+ই(কি) —ধি, ২য়া—ষ) সং, পুং, শরাধার, তূণ।

শরপুঙ্খা ; সং, স্ত্রীং, নীলীবৃক্ষাকৃতি বৃক্ষবিশেষ।

শরভ (শরণ দেখ, অভচ্—র্ম্ম) সং, পুং, অষ্টপাদ মৃগবিশেষ। শিং—১ "অষ্টপাদূর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদচতুষ্টয়ঃ। সিংহং হন্তং সমায়াতি শরভো বনগোচরঃ।" উষ্ট্র। করিশাবক। বানরবিশেষ। শলভ। শিশুপালপুত্রবিশেষ। দানববিশেষ।

শরভঙ্গ ; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

শরভু (শর খাকড়াগাছ—ভূ [ভূ হওয়া+০ (কিপ)—ক] যে হয়, ৭মী—ষ) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়, শরজন্মা।

শরম (যবনভাষা) সং, লজ্জা, ব্রীড়া।

শরমল্ল (শর খাকড়াগাছ, বাণ—মল্ল্ ধারণ করা বা ভোগ করা+অ—প্রং) সং, পুং, পক্ষিবিশেষ, গুয়েশালিক। বাণ দ্বারা যুদ্ধকারী।

শরয়ু, শরযূ—স (শৄ হিংসা করা+অযু—ক) সং, নদীবিশেষ, যে নদী অযোধ্যা দিয়া প্রবাহিত হইয়া শোণনদের পশ্চিমে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

শরল (শৄ শমন করা+অল—ক। স—শ) বিং, ত্রিং, অকপটহৃদয়, সজ্জন। অবক্র। ক্রুর, বক্র। সং, পুং, দেবদারু গাছ।

শরলক, সং, ক্লীং, সলিল, জল।

শরবাণি (শর বাণ—বণ্ শব্দ করা+ই—প্রং) সং, পুং, বাণের অগ্রভাগ। পদাতি সৈন্য। শরজীবী।

শরব্য (শর বাণ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, লক্ষ্য। বাণের নিশানা।

শরা (শরাব শব্দজ) সং, মৃৎপাত্রবিশেষ।

শরাটি, শরাশি, শরাতি, শরারি, শরাসি, শরালী (শর জল বা ক্ষতি, হিংসা—অট্, অৎ গমন করা+ই—ক। শর বাণ—অল্ [বেগে] সমতুল্য হওয়া+ই —ক, ল=রও হয় ; অথবা শর জল বা

হিংসা—শ্ব গমনকরা+ই—ক; র=ল এবং ড়ও হয়) সং, স্ত্রী,পক্ষিবিশেষ, শরালি পক্ষী।

শরারু (শৃ হিংসা করা+আরু—ক,শীলার্থে) বিং, ত্রিং, হিংস্র, ক্ষতিকারক।

শরারোপ (শর বাণ—আরোপ আশ্রয়) সং, পুং, কার্ম্মুক, ধনুক।

শরাব (শর হানি, কিংবা দধি প্রভৃতির সার —অব্ রক্ষা করা+অ অন্দ)—ক) সং, পুং, মৃৎপাত্রবিশেষ, শরা। শিং—১ "দীনারমেকং শরাবে নিধায়।" কুড়বদ্বয় পরিমাণ, সের।

শরাবতী (শর খাক্‌ড়াগাছ+বতু—অস্ত্যর্থে, ঈপ্, অ স্থানে আ) সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

শরাশ্রয় (শর বাণ—আশ্রয় আধার, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শরধি, তূণ।

শরাসন (শর বাণ অস নিক্ষেপ কর+অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লী, কার্ম্মুক, ধনুক।

শরাস্ত্র; সং, ক্লীং, ধনুঃ। শিং—১ "চিচ্ছেদ তস্য তান্ বাণান্ শরাস্ত্রঞ্চ মহামুনে।"

শরিমা (শরিমন্, শৃ+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, প্রসব।

শরীর (শৃ বধ করা বা নষ্ট হওয়া+ঈরন্ —র্ম্ম। যে রোগাদি দ্বারা শীর্ণ হয়) সং, ক্লীং, দেহ, বিগ্রহ, কলেবর।

শরীরজ (শরীর—জ [জন্ জন্মান+অ ড) —ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, কাম, কন্দর্প। পুত্র। রোগ। বিং, ত্রিং, দেহজাত, শরীরোৎপন্ন।

শরীরভাক্ (শরীরভাজ্, শরীর—ভাজ্ [ভজ্ ভাগ করা+০(বিণ্)—ক] যে ভাগ করে) সং, ত্রিং, দেহী, মনুষ্য। জীবাত্মা।

শরীরসংস্কার (শরীর—সংস্কার শুদ্ধিজনক কার্য্য) সং, পুং, দেহের পবিত্রতাজনক কর্ম্ম। শরীরের শোভা-সম্পাদন ও পরিষ্কারকরণ।

শরীরী (শরীরিন্, শরীর+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, আত্মা, জীবাত্মা। শরীরবিশিষ্ট, দেহী, প্রাণী, জীব। মনুষ্য। জন্তু।

শরু (শৃ বধ করা, নষ্ট করা+উ—ক) সং, পুং, ক্রোধ। বজ্র। বাণ। অস্ত্র।

শর্করজা; সং, স্ত্রীং, সিতাখণ্ড।

শর্করা (শরীর দেখ, করন্—ক, আপ্। সংস্কৃত—শর্করা। লাটিন—সাকারাম্। সুইডিস্—Socker। ডেনিশ্=Sukker। আরবী—শক্কর। ইংরাজী—Sugar) সং, স্ত্রীং, খাঁড়, চিনি। খাব্‌রা, খোলাকুচি। কাঁকর। কল্লুই। দানা, খণ্ড, টুকরা। রোগবিশেষ।

শর্করাচল; সং, স্ত্রীং, দানার্থ কৃত্রিম শর্করাময় অচলবিশেষ।

শর্করাধেনু; সং, স্ত্রীং, দানার্থ শর্করা নির্ম্মিত ধেনু।

শর্করিক, **শর্করিল** } (শর্করা কাঁকর+ইক (ঠিক), ইল+অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শর্করাযুক্ত, কাঁকরযুক্ত।

শর্করী; সং, স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ। নদী। মেখলা। লেখনী, কলম।

শর্দ্ধ—পুং, **শর্দ্ধন**—ক্লীং } (শৃধ্ অপানবায়ু ত্যাগ করা, আর্দ্র হওয়া+অ (অল্) অন (অনট্)—ভাবে) সং, অপানবায়ুত্যাগ, মরুৎক্রিয়া, বাতকর্ম্ম। আর্দ্রতা।

শর্দ্ধংজহ, **শর্দ্ধঞ্জহ** (শর্দ্ধ অপানবায়ু ত্যাগ হা— ত্যাগকরা+অ(খ—ক) বিং, ত্রিং, মরুৎক্রিয়াকারী, যে বাতকর্ম্ম করে। (শর্দ্ধ আর্দ্রত্ব—হা ত্যাগ করা) সং, পুং, মাসকলাই।

শর্ম্মদ (শর্ম্মন্—দ [দা দানকরা+অ(ড)—ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, সুখদায়ক। সং, পুং, বিষ্ণু।

শর্ম্মর (শর্ম্মন্ সুখ—রা দানকরা+অ(ড)—ক) সং, পুং, বস্ত্রবিশেষ। বিং, ত্রিং, সুখদায়ক। রা—স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা।

শর্ম্মা (শর্ম্মন্, শৃ [অশুভ] হিংসা করা+মন্ —ক) সং, পুং, ব্রাহ্মণমাত্রের উপনাম। শিং—১ "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ বর্ম্ম ত্রাতা চ ভূভুজঃ। ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ

শূদ্রস্য কারয়েৎ" শর্ম—ক্লীং, সুখ, স্বচ্ছন্দ। কল্যাণ। বিং, ত্রিং, সুখী।

শর্য্যা (শৃ হিংসাকরা—য—প্রং আপ্) সং, স্ত্রীং, রজনী, রাত্রি।

শর্য্যাতি; সং, পুং, বৈবস্বতমনুপুত্র।

শর্ব্ব (শরীর দেখ, ব—প্রং, শর্ব্ব বধকরা+অন্ ক) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

শর্ব্বর (শর্ব্ব্ বধকরা+অর—প্রং), সং, পুং, কামদেব। ক্লীং, অন্ধকার।

শর্ব্বরী (শর্ব্ব্ বধকরা+(ঘরন্)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, রাত্রি। নারী, যোষিত্। হরিদ্রা।

শর্ব্বলা (শর্ব্ব সিংহাসন—লা লওয়া+অ আপ্) সং, স্ত্রীং, তোমরাস্ত্র, শাবল।

শর্ব্বাণী (শর্ব্ব শিব+ঈপ্, আন—আগম), সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, শিবানী।

শর্শরীক (শৃ হিংসাকরা+ঈক্—প্রং, দ্বিত্ব) সং, পুং, হিংস্র, খল। অশ্ব। মঙ্গলাভরণ। অগ্নি।

শল (শল্ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, —ক্লীং, শল্লকীলোম, শজারুর কাঁটা। পুং, ব্রহ্মা। উষ্ট্র। কুন্ত-অস্ত্র। ক্ষেত্রবিশেষ।

শলক (শল্ গমন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, লতা, মাকড্সা।

শলঙ্গ (শল্ গমন করা+অঙ্গ—ক) সং, পুং, লোকপাল। লবণবিশেষ।

শলভ (শল্ গমন করা+অভচ্—ক) সং, পুং, পতঙ্গ, ফড়িং, ইহা ছয় প্রকার ঈতি-মধ্যে ঈতিবিশেষ। শিং—১ "অতিবৃষ্টি-রনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।" পঙ্গপাল।

শলল (শল্ গমন করা+অল—ক) সং, ক্লীং, লী—স্ত্রীং, শল্লকীলোম, শজারুর কাঁটা।

শলা (শলাকা শব্দজ) বি, শলাকা, তুলি।২ তৃণময় গৃহের বাখারিবিশেষ। ৩। (যাবনিক) বি পরামর্শ।

শলাকা (পূর্ব্বে দেখ, আক, আপ্) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রযষ্টি, শলা। নল, কাঁটা, অঙ্কুর, বাণ, তুলি প্রভৃতি। অস্থি, হাড়। শল্লকী। শল্য, শেল। ছাতার শিক, খাঁচার কাটি। দেশলাই। ময়নাগাছ। দাঁতনকাঠি। খড়িকা। কুরুন খেলার পাশা। বচ। শারিকা।

শলাকাপুরুষ; সং, পুং, বৌদ্ধদিগের ত্রিষষ্টি দেবপুরুষ।

শলাট (শৃ হিংসা করা+আট—প্রং, র—ল) সং, পুং, শকট পরিমাণ, একগাড়ি-পরিমিত দ্রব্য।

শলাটু (শল্ গমন করা। আটু—ক) সং, পুং, অপক্ক ফল। মূলবিশেষ।

শলাভোলি; সং, পুং, উষ্ট্র, উট।

শল্ক (শল্ গমন করা+ক—ক) সং, ক্লীং, খণ্ড। বল্কল। আঁইস।

শল্কদেহী (Lepidota, শল্কদেহিন্, শল্ক আঁইস—দেহ শরীর+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যে সকল জীবের শরীর আঁইস-বিশিষ্ট, দেখিতে বাইনমৎস্যের ন্যায় কিন্তু ডানাহীন; যথা—লেপিডোসাইরেন জীব।

শল্কল (শল গমন করা+কলন—ক) সং, ক্লীং, মৎস্যত্বক্, আঁইস। বৃক্ষত্বক্, বল্কল।

শল্কলী, শল্কী (শল্কলিন্, শল্কিন্, শল্কল, শল্ক আঁইস+ইন—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মৎস্য, মাছ বিং, ত্রিং, ত্বক্‌শালী।

শল্য (শল্ গমন করা+য—র্ম) সং, পুং, মদ্রদেশের নৃপবিশেষ, যুধিষ্ঠিরের মাতুল। শজারু পশু। সীমা। মদনবৃক্ষ। পুং—ক্লীং শঙ্কু, কীলক, শলাকা, শেল। ক্লীং, বাণ। তোমর, লৌহশাবল। বিষ। পান। দুর্ব্বাক্য। অস্থি। ভাগাড়। কণ্টক।

শল্যক (শল্য+কণ্—যোগ) সং, পুং, ময়না গাছ। শজারু। কণ্টকবৃক্ষ।

শল্যকণ্ঠ (শল্য শলাকা—কণ্ঠ) সং, পুং, শল্লকী, শজারু।

শল্যারি (শল্য যুধিষ্ঠিরের মাতুল—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রাজা যুধিষ্ঠির।

শল্যোদ্ধার (শল্য—উদ্ধার উত্তোলন) সং, পুং, বাস্তুভিটা হইতে মনুষ্যাদির অস্থি উঠা-ইয়া ফেলা। প্রোথিতবাণাদির উৎপাটন।

শল্ল (শল্ গমন করা+ল, অথবা শল্ল্ গমন করা+অন্—ক) সং, পুং, ভেক্, ব্যাঙ্। ক্লীং, ত্বক্। আঁইস।

শল্লক—স (শল্ গমন করা+অক ণক)—ক, নিপাতন। অথবা শল্ল+কণ্—যোগ) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, শণগাছ। ক্লীং, শল্ক, আঁইস। ত্বক্।

শল্লকী (শল্লক+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, শজারু। বাব্‌লাগাছ।

শল্লিত (শল্ল্—গমন করা+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, গত।

শল্ব (শল্ গমন করা+ব—প্রং) সং, পুং, ভারতবর্ষের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ, শাল্বদেশ।

শব (শব্ গমন করা+অ অন)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, মৃতশরীর, মড়া। ক্লীং, জল।

শবকাম্য (শব মড়া—কাম্য বাঞ্ছনীয়) সং, পুং, কুক্কুর, কুকুর।

শবযান (শব মড়া—যান রথাদি) সং, ক্লীং, শবরথ। পুং, মড়াফেলা ঘাট।

শবর—পুং
শবরী—স্ত্রীং } (শব মড়া—রা গ্রহণ করা+অ(ড)—ক) সং, কিরাত। ব্যাধ। পুং, শিব। শাস্ত্রবিশেষ। হস্ত। জল। মীমাংসাকারক পণ্ডিতবিশেষ।

শবরথ (শব মড়া—রথ) সং, পুং, শ।বহনার্থ খট্টাদি।

শবল (শব্ গমন করা+অল—প্রং) বিং, ত্রিং, কর্ব্বুরবর্ণ, নানাবর্ণযুক্ত। পুং, নানাবর্ণ। লা, লী—স্ত্রীং, কর্ব্বুরবর্ণা গবী।

শবসাধন (শব—সাধন সিদ্ধি) সং, ক্লীং, শবের উপরি বসিয়া জপ করা।

শবোরোজ (পারস্য) দিবা এবং রাত্রি।

শশ, শশক (শশ লাফিয়া লাফিয়া যাওয়া+অ(অন্)—ক। পক্ষে কণ্—যোগ) সং, পুং, জন্তুবিশেষ, খরগোশ। চন্দ্রের লাঞ্ছন পুরুষবিশেষ, চতুর্ব্বিধ পুরুষের অন্তর্গত এক পুরুষ। শিং—১ "মৃদুবচনসুশীলঃ কোমলাঙ্গঃ সুকেশঃ সকলগুণবিধানঃ সত্যবাদী শশোঽয়ং।" লোধগাছ। ধুনা, রঞ্জন।

শশধর, শশভৃৎ
শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক, শশী } (শশ খরগোশ—ধর [ধৃ ধরা+অ(অন্)+ক], ভৃৎ [ভৃ পোষণ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে ধারণ করে, ২য়া—ষ। শশ—লাঞ্ছন চিহ্ন, শশ—অঙ্ক চিহ্ন, ক্রোড়, ৬ষ্ঠী-হিং। শশিন্, শশ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চন্দ্র, মৃগাঙ্ক। কর্পূর।

শশপ্লুতক (শশ খরগোশ—প্লুতক লম্ফন) সং, ক্লীং, নখাঘাত, নখের আঁচড়।

শশভৃদ্ভৃত; সং, পুং, শিব। শিং—১ "আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা মনস্বিনী। দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্ভৃতঃ।"

শশবিন্দু (শশ খরগোশ—বিন্দু চিহ্ন) সং, পুং, বিষ্ণু। মৃগবিশেষ, চিত্ররথপুত্র। চন্দ্র।

শশবিষাণ (শশ—বিষাণ শৃঙ্গ) সং, ক্লীং, শশকের শৃঙ্গ, অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন কালে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শশস্থলী (শশ খরগোশ—স্থল স্থান) সং, স্ত্রীং. গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ, দোয়াব।

শশাদ, শশাদন (শশ—অদ, অদন=যে খায়) সং, পুং, শ্যেনপক্ষী।

শশিকলা; সং, স্ত্রীং, পঞ্চদশাক্ষর-পাদচ্ছন্দবিশেষ; যাহার শেষ অক্ষর গুরু, অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ লঘু। চন্দ্রের অংশ। [মণি।

শশিকান্ত; সং, স্ত্রীং, কুমুদ। পুং, চন্দ্রকান্ত

শশিপ্রভ (শশিন্ চন্দ্র—প্রভ যে [দীপ্ত] প্রস্ফুটিত হয়, অথবা প্রভা দীপ্তি) সং, ক্লীং, কুমুদ। মুক্তা। বিং, ত্রিং, শুভ্রবর্ণ।

শশিভূষণ
শশিভৃৎ
শশিশেখর } শশিন্ চন্দ্র—ভূষণ, ভৃৎ যে ধারণ করে, শেখর চূড়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব, চন্দ্রচূড়।

শশিবদনা (শশিন্—বদন মুখ) সং, স্ত্রীং, চন্দ্রতুল্য মুখবিশিষ্ট স্ত্রীলোক। ষড়ক্ষর পাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার প্রথম চারিবর্ণ লঘু, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গুরু। [বার। সর্ব্বদা।

শশ্বৎ (শশ দেখ, বৎ (বতু)—ক) অং, বারং-

শঙ্কুল, শস্কুল (শশ দেখ, কুল—ক) সং, পুং,মৎস্যবিশেষ। বৃক্ষবিশেষ। অপূপবিশেষ। পুং, লী—স্ত্রীং, কর্ণচ্ছিদ্র, কাণের ছিদ্র। লী—স্ত্রীং, তিলতণ্ডুলাদি মিশ্রিত যবাগু।

শষ্প, শস্প (শস্ বধ করা+প—র্ম্ম, স স্থানে ষ) সং, ক্লীং, বালতৃণ, কচিঘাস। (+প—ভাবে) পুং, প্রতিভাহানি, বুদ্ধিনাশ।

শসন (শস্ বধ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞার্থে পশুহনন। মারণ, বধ।

শস্ত (শন্স্ সুখী করা, আশীর্ব্বাদ করা, বধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সুখী। কল্যাণযুক্ত। প্রশস্ত। উৎকৃষ্ট। স্তুত। হত। সং, ক্লীং, সুখ। শরীর। কল্যাণ।

শস্তক (শস্ত+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, অঙ্গুলিত্রাণ, দস্তানা।

শস্তা (দেশজ) বিং, সুমূল্য, সুক্রেয়।

শস্ত্র (শস্ বধ করা+ত্র(ষ্ট্রন্) সং, ক্লীং আয়ুধ, অস্ত্র। (যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায়, তাহার নাম শস্ত্র; যেমন খড়্গাদি। আর যাহা ফেলিয়া মারা যায়, তাহার নাম অস্ত্র; যেমন—বল্লম, খোঁচ প্রভৃতি; অস্ত্র ও শস্ত্রের এই প্রভেদ। শিং—১ "শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধামুক্তৈরিত্যাদিদর্শনাৎ শস্ত্রাস্ত্রয়োঃ কশ্চিদ্ভেদমাহ। যেন করবৃতেন হন্যতে তৎ শস্ত্রং খড়্গাদি। যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে তদস্ত্রং কাণ্ডাদি।" লৌহ।

শস্ত্রক (শস্ত্র লৌহ+কণ—স্বার্থে) সং, ক্লীং, লৌহ, লোহা।

শস্ত্রভৃৎ, শস্ত্রধর (শস্ত্র—ভৃৎ [ভৃ ভরণ করা+০(ক্বিপ্)—ক], ধর[ধৃ ধরা+অ(অন্)—ক] যে ধারণ করে, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শস্ত্রধারী পুরুষ। বিং, ত্রিং, অস্ত্রধারী, আয়ুধযুক্ত।

শস্ত্রমার্জ্জ (শস্ত্র—মার্জ্জ পরিষ্কার) সং, পুং, শস্ত্রমার্জ্জনকারী, সিকল কর।

শস্ত্রজীবী (শস্ত্রজীবিন্, শস্ত্র—জীবী যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং শস্ত্রাজীব, সৈনিক।

শস্ত্রাজীব (শস্ত্র—আজীব জীবিকা) সং, পুং, শস্ত্রজীবী, সৈনিক।

শস্ত্রী (শস্ত্র+ঈ—হ্রস্বার্থে) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র অস্ত্র, ছুরি। (শস্ত্রিন্ শস্ত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শস্ত্রধারী।

শস্য (শস্ হিংসা করা+য—র্ম্ম) সং, ক্লীং, বৃক্ষাদির ফলপুষ্প। কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি। ফলের সারাংশ, শাঁস। সদ্গুণ। (শন্স্ স্তুতি করা+য(ক্যপ্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসনীয়। [সং, পুং, শালবৃক্ষ।

শস্যসম্বর (শস্য ফল—সম্বর বেষ্টনকারী)

শস্যাৎ (শস্য—অদ্ ভক্ষণ করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, শস্যভক্ষণকারী।

শহর (যাবনিক) সং, রাজধানী, মহানগর।

শাঁক (শঙ্খ শব্দজ) সং, কম্বু।

শাঁকচুন্নী বি, (দেশজ) পিশাচীবিশেষ।

শাঁখা (শঙ্খ শব্দজ) সং, স্ত্রীলোকদিগের শঙ্খনির্ম্মিত বলয়বিশেষ।

শাঁখারি (শঙ্খ শব্দজ) সং, শঙ্খকার, শঙ্খবণিক্। ২। জাতি বিশেষ।

শাঁস (শস্য শব্দজ) সং, ফলাদির সারভাগ।

শাক (শক্ [ভোজন করিতে] পারক হওয়া +অ(ঘঞ্)ক, কেহ বলেন শো [সমার্থ্য] সূক্ষ্ম করা+কণ্—প্রং) সং, পুং,—ক্লীং, বৃক্ষের পত্রাদি, পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল প্রভৃতি। পুং, ষষ্ঠদ্বীপ। শিং—১ "শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ। যৎপত্রবাতসংস্পর্শাদা-হ্লাদোজায়তে পরঃ।" শক্তি। বৃক্ষবিশেষ, সেগুণগাছ। (শক+ষ্ণ) গণনীয় বৎসর; কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার অথবা কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে বৎসর গণনা করা যায়, তাহাকে শাক কহে; যথা—সংবৎ, শকাব্দা প্রভৃতি।

শাকট (শকট গাড়ি—অ(ষ্ণ)—বহত্যর্থে) বিং, ত্রং, শকটসম্বন্ধীয়। যুগ্য, যুগবাহী পশু। পুং, শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ।

শাকটাখ্য ; সং, পুং, ধববৃক্ষ।

শকটায়ন (শকট—অয়ন+ষ্ণ। শকট+

ক্কায়ন) সং, পুং, শাব্দিক পণ্ডিতবিশেষ। লিং—১ "ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ।"

শাকটিক (শকট গাড়ি+ইক(ষ্ণিক)—গমনার্থে) বিং, ত্রিং, শকটদ্বারা গমনকারী।

শাকটীন (শকট গাড়ি+ঈন—প্রং) সং, পুং, শলাট, একগাড়ির বোঝা। বিংশতি তুলাপরিমাণ। বিং, ত্রি, শকটসম্বন্ধীয়।

শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ।

কাশ্মীরের উত্তরে পুণ্যভূমি শাকদ্বীপে যে সকল সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহাদের নাম মগব্রাহ্মণ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। মশব্দে ব্রহ্ম (বেদ) তাহা গান করেন যাঁহারা, তাঁহারাই মগ বা বেদজ্ঞ। সাম্বপুরাণে লিখিত আছে;—

একদা দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় গমন করিলে সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাড়ান কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সাম্ব দেবর্ষির প্রতি কোনই সম্মান প্রদর্শন করেন না। ইহাতে নারদ ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহারই চক্রান্তে শ্রীকৃষ্ণ সাম্বকে অভিসম্পাত করেন। সাম্ব পিতৃশাপে তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেন। শেষে নারদের উপদেশে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। তাহার পর, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক শাকদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ কুলকে সপরিবারে আহ্বান করিয়া পঞ্চনদ (পঞ্জাব) প্রদেশের চন্দ্রভাগাতীরে প্রাচীনতীর্থ মিত্রবনে স্থাপন করেন। তাঁহাদের উপর আরোগ্যদাতা ভাস্করের পূজা হোমাদির তার অর্পিত হয়। অনন্তর সাম্ব তাঁহাদিগকে ভূমি বিত্তাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করেন।
লিং—১ বশিষ্ঠ উবাচ।
তথেতি প্রতিগৃহ্যাজ্ঞাং রবের্জাম্ববতীসুতঃ।
সুমহ দ্বারতাং গত্বা কাম্যাতীব সমাবৃতঃ॥
আখ্যাতবান্ পিতুঃ সর্ব্বং স্বকীয়ং দেবদর্শনং।
তস্মাচ্চ গরুড়ং লব্ধা যযৌ সাম্বোঽধিরুহ্য তম্॥
শাকদ্বীপমনুপ্রাপ্য সংপ্রহৃষ্টো তনূরুহঃ।
তত্রাপশ্যদ্যথোদ্দিষ্টান্ সাম্বস্তেজস্বিনো দ্বিজান্॥
বিবস্বন্তং পূজয়ন্তো ধূপগন্ধাদিভিঃ শুভৈঃ।
অভিবাদ্য তু তান্ সর্ব্বান্ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণং॥
পৃষ্ট্বাথোঽনাময়ং তেষাং শ্লাঘয়ামাস তাং স্ততঃ।
যূয়ং হি পুণ্যকর্ম্মাণো দ্রষ্টব্যাশ্চ শুভার্থিভিঃ॥
যে রতাঃ সূর্য্যপূজায়াং তস্য চৈব বরপ্রদাঃ।
তনয়ং বিদ্ধি মাং বিষ্ণোর্নাম্না সাম্ব ইতি শ্রুতঃ॥
চন্দ্রভাগাতটে চাপি ময়া সূর্য্যো নিবেশিতঃ।
তেনাহং প্রেষিতশ্চাত্র উত্তিষ্ঠধ্বং ব্রজামহে॥
তে তমূচুস্ততঃ সাম্বমেবমেতন্ন সংশয়ঃ।
অস্মাকমপি দেবেন ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বমেবহি॥
অষ্টাদশ কুলানীহ মগানাং বেদবাদিনাং।
যান্তস্তি চ ত্বয়া সার্দ্ধং যত্র সন্নিহিতো রবিঃ॥
সতু গৃহ্য ততস্তানি দশচাষ্টকুলানি চ।
আরোপ্য গরুড়ে সাম্বস্ত্বরিতং পুনরভ্যগাৎ॥
সপুত্রদারসংযুক্তাঃ পূজাযজ্ঞায় চাগতাঃ।
সোঽল্পেনৈবতু কালেন প্রাপ্তো মিত্রবণং পুনঃ॥
কৃত্বাজ্ঞাং তাং রবেঃ সাম্বোঽথ কৃতং তন্ন্যবেদয়ং।
রবিঃ শোভনমিত্যুক্ত্বা প্রসন্নঃ সাম্বমব্রবীৎ॥
মম পূজাকরা হ্যেতে প্রজানাং শান্তিকারকাঃ।
মম পূজাং বিধানোক্তাং করিষ্যন্তি মনোঽনুগাম্॥
মৎকৃতে চ পুনশ্চিন্তা ন তে কাচিৎ ভবিষ্যতি।
সাম্বপুরাণ ২৬ অধ্যায়।

তাহার পর, পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সমস্ত ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করিয়াছেন। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের যে শাখা গান্ধারে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনি অতিপ্রসিদ্ধ। আর এক শাখা মগধে আসিয়া বাস করেন, ইঁহারাই সমস্ত রাজপুত-জাতির পুরোহিত ছিলেন। জ্যোতিষী আর্য্যভট, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ মগধবাসী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মগধ হইতে পৌরোহিত্য উপলক্ষে কতকগুলি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন।

তাঁহারাই সপ্তশতী ও গ্রহবিপ্রগণের আদি পুরুষ। গ্রহবিপ্রগণের এক সম্প্রদায় শাক-দ্বীপী ব্রাহ্মণ ও অপর সম্প্রদায় সরযূপারী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

শাকম্ভরী (শাক—ভৃ পোষণ করা+অ(খ) —ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা, পার্ব্বতী। শিং—১ "ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ। ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ। শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি। তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গ-মাখ্যং মহাসুরম্।" আজমীরের অন্তর্গত নগরবিশেষ, শাম্ভরী। তীর্থবিশেষ। পূর্ব্বে সুব্রতা দেবী মাসে মাসে শাকাহার দ্বারা দিব্য সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন। একদা তথায় কতকগুলি মহর্ষি আগমন করিলে সুব্রতা দেবী ভক্তিপূর্ব্বক শাকদ্বারা অভ্যাগত তাপসদিগের আতিথ্য করাতে এই তীর্থের নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শাকম্ভরীয় (শাকম্ভরী নগরবিশেষ+—য় ভবার্থে) সং, ক্লীং, লবণবিশেষ, শাম্ভরী।

শাকযোগ্য; সং, পুং, ধান্যক।

শাকরাজ; সং, পুং, বাস্তূকবৃক্ষ।

শাকরী (শকার+অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, প্রাকৃতভাষা।

শাকল; সং, পুং, নগরবিশেষ।

শাকবিল্ব; সং, পুং, বার্ত্তাকু।

শাকশাকট / **শাকশাকিন** (শাক+শাকট,শাকিন্—তৎক্ষেত্রার্থে) সং, ক্লীং, শাকক্ষেত্র, শাকের ক্ষেত।

শাকাঙ্গ (শাক শাকভক্ষণ—অঙ্গ উপযোগী, অবয়ব) সং, ক্লীং, গোলমরিচ।

শাকাষ্টকা; সং, স্ত্রীং, গৌণ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী।

শাকিনী (শাক+ইন্, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গার অনুচরী, স্ত্রীভূত। শাকযুক্তা ভূমি। শিং—১ "শকটঃ শাকিনী গাবো জালমস্প-ন্দনং বনং।"

শাকুণ; বিং, ত্রিং, পরপীড়া, অন্যের ক্লেশ-দায়ক। পক্ষিসম্বন্ধীয় শুভাদিসূচক।

শাকুন (শকুন+অ(ঞ)—প্রং) সং, পুং, পশুপক্ষ্যাদিরূপ শকুন দ্বারা যে শাস্ত্রে মনুষ্যের শুভাশুভ নিরূপিত হয়, কাক-চরিত্র গ্রন্থ। বিং, ত্রিং, নিমিত্তজ্ঞ। কাক-চরিত্র।

শাকুনিক (শকুন পক্ষী+ইক(ষ্ণিক)—হননার্থে) সং, পুং, পক্ষিমারক ব্যাধবিশেষ, পেখেড়া। নিমিত্তজ্ঞ। ক্লীং, শকুনিসমূহ।

শাকুন্তলেয় (শকুন্তলা+এয়(ঢেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, শকুন্তলার পুত্র, ভরতরাজা।

শাকুলিক (শকুল মৎস্য+ইক(ঠক)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, মৎস্যজীবী, ধীবর।

শাক্কর (শক্কর+অ—প্রং) সং, পুং, বৃষভ, ষাঁড়। ক্লীং, ছন্দোবিশেষ।

শাক্ত (শক্তি দুর্গা+অ(ঞ)—তদ্দেবতার্থে) সং, পুং, শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক। সম্প্রদায়বিশেষ।

শাক্তীক (শক্তি অস্ত্রবিশেষ+ঈক(ষ্ণীক) —প্রহরণার্থে) সং, পুং, শক্তিঅস্ত্রধারী।

শাক্য / **শাক্যমুনি** / **শাক্যসিংহ** (শাক বংশবিশেষ+য(ঞ্য) —ভবার্থে। শাক্য—মুনি, য়ং—স। শাক্য—সিংহ শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বুদ্ধ, বৌদ্ধমত-প্রবর্ত্তয়িতা মুনি। শিং,—১ "শাকো বৃক্ষ-বিশেষঃ তত্র ভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যাঃ। পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষাকুবংশ্যা গোতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যা উচ্যন্তে। তদুক্তং। শাকবৃক্ষ-প্রতি-চ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাৎ ইক্ষাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।"

শাখ (শাখ্ ব্যাপা+অ(অন্)—ক। আপ্ যোগে, শাখা) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। খা —স্ত্রীং, বৃক্ষের অঙ্গবিশেষ, বিটপ, ডাল। বেদের অংশবিশেষ। এক-দেশ। বাহু। গ্রন্থপরিচ্ছেদ। পক্ষান্তর। অন্তিক, সমীপ।

শাখাগ্র; সং, ক্লীং, অঙ্গুলি। বিটপাগ্র।

শাখানগর (শাখা ডাল—নগর পুরী, ৬ষ্ঠী—ষ, প্রাগ্‌ভাব) সং, ক্লীং, বৃহৎ নগরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগর, উপনগর।

শাখামৃগ (শাখা—মৃগ পশু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কপি, বানর।

শাখারণ্ড (শাখা বেদের শাখা—রম্ ক্রীড়া করা+ড—প্রং, অথবা শাখা বেদাংশ—রণ্ড নিষ্ফল, ৭মী—ষ) সং, পুং, যে দ্বিজ স্বাবলম্বিত বেদাংশ পরিত্যাগ করিয়া শাখান্তর অধ্যয়ন করে।

শাখারথ্যা; সং, স্ত্রীং, প্রস্থে ষোড়শহস্ত-পরিমিত পথ।

শাখারস (শাখা—রস, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, মকরন্দ, পুষ্পরস।

শাখাশিকা; সং, স্ত্রীং, বটাদি বৃক্ষের নামনা।

শাখী (শাখিন্, শাখা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বৃক্ষ, গাছ। বেদ। নৃপবিশেষ। তুরস্ক-দেশীয় লোক। বিং, ত্রিং, শাখাযুক্ত।

শাখোট (শাখা+ওটন—প্রং।) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, শেওড়াগাছ।

শাঙ্কর (শঙ্কর শিব+অ(ষ্ণ)—প্রং) শাঙ্কর শব্দও হয়) সং, পুং, বৃষভ, ষাঁড়। ক্লীং, ছন্দোবিশেষ। বিং, ত্রিং, শঙ্করসম্বন্ধীয়।

শাঙ্করি (শঙ্কর শিব+ই(ষ্ণি,—অপত্যার্থে) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়। গণেশ।

শাঙ্খিক (শঙ্খ+ইক (ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) সং, শঙ্খবণিক্ শাঁখারী।

শাঙ্গুঠা; সং, স্ত্রীং, গুঞ্জা, কুঁচ।

শাট—পুং } (শট্ [অঙ্গে] গমন করা+
শাটী—স্ত্রীং } অ(ঘঞ)+ক) সং, পরিধেয় বস্ত্র, শাড়ী, ধুতি। শিং—১ "লম্ব-শাটপটাবৃতঃ।"

শাটক—ক্লীং } (শট্ [অঙ্গের চারি-
শাটিকা—স্ত্রীং } দিকে] গমন করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি, শাড়ী। পুং—ক্লীং, নাটক বিশেষ।

শাট্যায়ন; সং, পুং, মুনিবিশেষ। ক্লীং, প্রকৃতহোমকর্ম্ম বৈগুণ্য প্রশমনার্থ হোম।

শাঠ্য (শঠ ধূর্ত্ত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শঠতা, ধূর্ত্ততা। খলতা।

শাড় (দেশজ) সং, শব্দ। স্পন্দ।

শাড়া (দেশজ) সং, উত্তর। ধ্বনি। স্পন্দন।

শাড়ী (শাটী শব্দজ) সং, স্ত্রীলোকের পরিধেয় বসন।

শাণ } (শো তীক্ষ্ণ করা+ণ—ণি) সং,
শান } পুং, নী—স্ত্রীং, কষণ প্রস্তর, কষ্টিপাথর। (+ণ—করণবাচ্যে) ঘর্ষণপ্রস্তর, শাণ পাথর। ক্রকচ, করাৎ। (শণ+অ(ষ্ণ)—প্রং) ক্লীং, শণসূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্র।

শাণিত (শাণ+ইত—সংজ্ঞার্থে অথবা শণ-ক্রি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, তীক্ষ্ণীকৃত ধারাল।

শাণী (শণ্ দান করা+ই—প্রং) সং, স্ত্রীং, তাম্বু, তাঁবু। ছেঁড়া কাপড়। ইঙ্গিত, ইসারা।

শাণ্ডিল্য (শণ্ডিল মুনিবিশেষ+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে (সং, পুং, গোত্রকারক মুনি-বিশেষ। বৃক্ষবিশেষ, বিল্ববৃক্ষ। অগ্নির মূর্ত্তিবিশেষ।

শাত (শো তীক্ষ্ণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কৃশ, সরু। শাণিত। সুখী। সুন্দর, দীপ্তিমান্, প্রভাশালী। সং, ক্লীং, সুখ। (শাদি পতিত হওয়ান, পড়া+অ(অল্)—ভাবে) পুং, পাতন। পতন।

শাতকর্ণি; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

শাতকুম্ভ (শতকুম্ভ পর্ব্বতবিশেষ+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, সুবর্ণ, সোনা। পুং, করবীবৃক্ষ।

শাতন (শদ্ ক্রি—শাদি পতিত হওয়ান, কৃশীকরণ, পড়া+অনট্—ভাবে, নিপাতন), সং, ক্লীং, কৃশকরণ, চাঁচা, পতন। শিং—১ "বসন্তে শস্যানাং জায়তে পত্রশাতনং।" পাতন। ছেদন। বিনাশন।

শাতপত্রক; সং, পুং, চন্দ্রপ্রকাশ।

শাতভীরু ; সং, পুং, মদনমালী। মল্লিকা-বিশেষ।

শাতমন্যব (শতমন্যু+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, শতমন্যুসম্বন্ধীয়। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

শাত্রব (শত্রু+অ(ষ্ণ)+স্বার্থে, ভাবে) সং, পুং, রিপু, শত্রু। ক্লীং, শত্রুতা. দ্বেষ। শত্রুসমূহ।

শাদ (শো তীক্ষ্ণ করা+দ—ক) সং, পুং, পঙ্ক, কর্দ্দম, কাদা। শষ্প, নূতন ঘাস, নবতৃণ।

শাদা (শ্বেত শব্দজ) বিং, শুক্ল, শুভ্র, শ্বেতবর্ণ।

শাদ্বল } (শাদ নবতৃণ+বল—
শাদহরিত } অস্ত্যর্থে। শাদ—হরিত হরিদ্বর্ণ) বিং, ত্রিং, নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান, প্রদেশ, স্থলী)।

শান (শো তীক্ষ্ণকরা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, নিশান, তীক্ষ্ণীকরণ। (+অনট্—ণ) পুং, ঘর্ষণযন্ত্র। (+অনট্—ধি) কর্ষণপ্রস্তর।

শানপাদ ; সং, পুং, পারিপাত্র পর্ব্বত। চন্দন-পিঁড়ি।

শানকী ; বি,(যাবনিক) মুসলমানদিগের মৃন্ময় ভোজন পাত্রবিশেষ।

শান্ত (শম্ শান্ত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শমগুণবিশিষ্ট। সৌম্য। জিতেন্দ্রিয়। অনুদ্ধত। শিষ্ট। শমতাপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত। মৃত। বিনষ্ট। বিনীত। পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধী-কৃত, মলমুক্ত। (শম্ ণি+ক্ত—র্ম্ম) সং, পুং, কাব্যের নবরসের এক রস, যেখানে সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা না থাকে, এবং শমপ্রধান হয়, তাহাকে শান্তরস বলে। বিং, ত্রিং, শান্তিপ্রাপিত, দমিত।

শান্তনব (শান্তনু+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, শান্তনুর পুত্র, ভীষ্ম।

শান্তনু (শং মঙ্গল—তনু শরীর, ৬ষ্ঠী—হিং, অ স্থানে আ, কিম্বা শান্তি শব্দজ, মহা-ভারতে—"তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তনু।" শিং—১ "যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেষ্যতি। শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ।") সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ, প্রতীপের পুত্র, ভীষ্মের পিতা।

শান্তম্ (শান্ত+অম্—প্রং) অং, নিবৃত্তি। শমতাপ্রাপ্ত। বারণ।

শান্তা (শান্ত+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, দশরথ রাজার কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গমুনির পত্নী।

শান্তি (শান্ত দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, চিত্তের স্থিরতা। নিরুপদ্রব। শমগুণ, সৌভাগ্য। মুক্তি। বিশ্রাম, নিবৃত্তি। বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি। বিঘ্নাদি-দূরীকরণ, মঙ্গল,বিঘ্ননাশ। বিধ্বংস,বিনাশ। তৃষ্ণাক্ষয়। শিং—১ "যৎকিঞ্চিৎ বস্তু সং-প্রাপ্য স্বল্পং বা যদি বা বহু। যা তুষ্টির্জ্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ।"

শান্ত্যুদকুম্ভ (শান্ত্যুদ [শান্তি—উদ জল] শান্তিজল—কুম্ভ কলস) সং, পুং, শান্তি-জলের কলস।

শাপ (শপ্ দিব্যকরা, শাপদেওয়া+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, অভিসম্পাত, শাপ-দেওয়া। শপথ, দিব্য। নিন্দা।

শাপটিক ; সং, পুং, ময়ূর।

শাপাস্ত্র (শাপ অভিসম্পাত—অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং। এইরূপ ব্যক্তি দ্বারা শাপ উচ্চারিত হইলে, দেবতাদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে বলিয়া) সং, পুং মুনি, ঋষি।

শাপিত (শপ্—ণি=শাপি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভর্ৎসিত, নিন্দিত।

শাবল (শর্ব্বলা শব্দজ) সং, খনিত্র, খন্তা।

শাবান (যবন ভাষা) সং, বস্ত্রাদি ক্ষালন জন্য দ্রব্য।

শাবুদ (যবন ভাষা) সং, প্রমাণ, সাক্ষ্য।

শাব্দ (শব্দ+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, শব্দসম্বন্ধীয়।

শাব্দবোধ ; সং, পুং, শব্দার্থজ্ঞান। শব্দার্থ-জ্ঞানজনিত জ্ঞান।

শাব্দিক (শব্দ+ইক (ষ্ণিক)—জ্ঞানার্থে) সং, পুং, শব্দশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়াকরণ।

শাম (শামন, শম্ শান্তহওয়া+অন্—প্রং) সং, ক্লীং, মিল।

শামন (শমি শান্ত হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, মারণ, বধ। শান্তি। পুং, যম। নী—স্ত্রীং, দক্ষিণ দিক্।

শামলা (শ্যামল শব্দজ) বিং, শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ। ২। ব্যবহারাজীবগণের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ বিশেষ।

শামিত্র (শম্-ণ্ডি=শমি+ইত্রন্—ধি) সং, ক্লীং, পশুবধস্থান। (+ইত্রন—ভাবে) সং, ক্লীং, যজ্ঞ। পশুবন্ধন। যজ্ঞপাত্র।

শামীয়ানা (যবনভাষা) সং, আচ্ছাদন, চাঁদনি।

শামুক (শম্বুক শব্দজ) সং, জলশুক্তি, শম্বুক।

শাম্বরী (শম্বর অসুরবিশেষ+অ(ষ্ণ)—কৃতার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রজালবিদ্যা, মায়া, কুহক, ভেল্‌কী।

শাম্বিক (শম্বু শামুক+ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, শাঁখারী।

শম্বুক, শাম্বূক (শম্বুক, শম্বূক+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, শামুক।

শাম্ভব (শম্ভু শিব+অ(ষ্ণ)—উপাসনার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, কর্পূর। শিবমল্লী। গুগ্‌গুলু। বিষবিশেষ। শৈব, শিবের উপাসক। শম্ভুপুত্র। দেবদারুবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, শম্ভুসম্বন্ধীয়। বী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। শিং—১ "শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।" নীলদূর্ব্বা।

শায়ক (শো তীক্ষ্ণ করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, শর, বাণ, খড়্গা।

শায়িত (শায়ি শোয়ান+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে শোয়ান গিয়াছে। পাতিত।

শার (শৃ হিংসা করা+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, কৃষ্ণ রক্ত শুক্ল—এই তিন বর্ণযুক্ত, শবল। নীল পীত মিশ্রবর্ণযুক্ত। কর্ব্বুর, নানাবর্ণ। সং, পুং, হরিতবর্ণ। পীতবর্ণ। বায়ু। পাশক। (—অল্—ভাবে) হিংসা, দ্বেষ।

শারঙ্গ (শার হিংসন—গম্ গমন করা+অ—প্রং, কিংবা শার, কর্ব্বুর—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মৃগ। হস্তী। চাতকপক্ষী। ভ্রমর। ময়ূর। বিং, ত্রিং, নানাবর্ণ। ঙ্গী—স্ত্রীং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শারেঙ।

শারদ (শরদ্ বৎসর, শরৎকাল+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে, ভাবে) সং, পুং, বৎসর। কাল। বকুল। হরিমুদ্গ। পীতমুদ্গ। রোগ। ক্লীং, শ্বেতপদ্ম। শস্য। বিং, ত্রিং, শরৎকালীন। নূতন। বিনীত। অপ্রতিভ। প্রশস্ত। দা—স্ত্রীং, সরস্বতী, বাক্‌দেবী। দুর্গা। বীণা-বিশেষ। ব্রাহ্মী। সারিবা। দী—স্ত্রীং, কোজাগর পূর্ণিমা। তোয়পিপ্পলী। সপ্তপর্ণ।

শারদীয় (শরদ্+ঈয়(ীয়)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, শরৎকালীন, শরৎকালসম্বন্ধীয়।

শারি, শারী, শারিকা (শৃ হিংসা করা+ইঞ্—ক) সং, পুং, পাশক্রীড়াদির বল, গুটি। পক্ষিণীবিশেষ, শালিক্, ময়না। বীণাদি বাজাইবার যষ্টি। (+ইঞ্—র্ম) যুদ্ধার্থ সজ্জিত হস্তির পালান। প্রতারণা। ব্যবহারবিশেষ। পাশক, অক্ষগুটিকা। (+ইঞ্—ণ) কপট। গীতবিশেষ।

শারিফল, শারিফলক (শারি পাশক্রীড়াদির বল—ফল) সং, ক্লীং, পাশার ছক্।

শারিশৃঙ্খলা; সং, স্ত্রীং, পাশকবিশেষ।

শারীর (শরীর+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, শরীরসম্বন্ধীয়। শরীর হইতে উৎপন্ন। সং, পুং, জীবাত্মা। বৃষ। ক্লীং, বেদান্তসূত্র।

শারীরক (শরীর+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তমীমাংসাভাষ্য।

শারীরতত্ত্ব, শারীরস্থান (Physiology) শরীরের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র।

শারীরবিধান (Anatomy) যাবতীয় পদার্থ যে যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সেই নিয়মবিধায়ক শাস্ত্র।

শারীরশাস্ত্র—সজীব পদার্থ সমুদায়ের শরীর গত রাসায়নিক কার্য্য যে শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শারীরিক (শরীর+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, শরীরসম্বন্ধীয়, কায়িক। সং, পুং, জীবাত্মা। ক্লীং, বেদান্তসূত্র।

শারুক (শৃ হিংসা করা+উক(ঞুক)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, হিংস্র, হিংসক।

শার্ক (পূর্ব্বে দেখ, কণ্—প্রং) সং, পুং, শর্করা, চিনি। খাঁড়। মিছরী।

শার্কক (শার্ক+কণ্—যোগ) সং, পুং, দুগ্ধফেন, দুধের ফেনা। শর্করাপিণ্ড, চিনির তাল।

শার্কর (শর্করা চিনি, কাঁকর+অ(ষ্ণ)—যুক্তার্থে) বিং, ত্রিং, শর্করাযুক্ত। শর্করা-সম্বন্ধীয়। কাঁকরমিশ্রিত, কাঁকুরে। দানা-দার। সং, পুং, দুগ্ধফেন।

শার্ঙ্গ (শৃঙ্গ শিং+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, শৃঙ্গসম্বন্ধীয়। শৃঙ্গনির্ম্মিত। সং, পুং, ধনুক। বিষ্ণুর ধনুক। শিং—১ "স পীত-বাসাঃ প্রগৃহীতশার্ঙ্গঃ।" ক্লীং, আর্দ্রক।

শার্ঙ্গক (শার্ঙ্গ দেখ, কণ্—যোগ) সং. পুং ধনুর্দ্ধারী।

শার্ঙ্গী, শার্ঙ্গপাণি (শার্ঙ্গিন্, শার্ঙ্গ ধনুক+ইন্—অস্ত্যর্থে। শার্ঙ্গ—পাণি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। ধনুর্দ্ধারী।

শার্দ্দূল (শৃ হিংসা করা+দূলচ্—ক) সং, পুং, ব্যাঘ্র। রাক্ষস। শরভ। পক্ষিবিশেষ। চিত্রক। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ।

শার্দ্দূলললিত; সং, ক্লীং, অষ্টাদশাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত; সং, ক্লীং, উনবিংশত্যক্ষর-পাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১৫শ ও ১৮শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ গুরু।

শার্ব্বর (শর্ব্বরী রাত্রি+অ(ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, নিবিড় অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। বিং, ত্রিং, রাত্রিকালীন, শর্ব্বরীসম্বন্ধীয়। শিং—১ "শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে।" ঘাতুক। রী—স্ত্রীং, রাত্রি।

শাল, সাল (শল গমন করা, কিম্বা শাল্ প্রশংসা করা+অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ। নৃপবিশেষ, শালিবাহন রাজা। (+ঘঞ্—র্ম্ম) প্রাচীর, প্রাকার। বৃক্ষ। সর্জ্জবৃক্ষ। নদবিশেষ।

শালগ্রাম—সা (স সহিত—অর চক্র—গ্রাম সমূহ, ১মা—হিং, স=শ। অথবা শাল শালবৃক্ষ—গ্রাম সমূহ, ৬ষ্ঠী—হিং। কিম্বা শালগ্রামদেশবিশেষ+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, কীটচ্ছিদ্রিত চক্রযুক্ত গণ্ডকীস্থিত শিলাখণ্ডবিশেষ, বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ। দেশ-বিশেষ।

শালঙ্কায়ন, সং, পুং, মুনিবিশেষ। নন্দী, শিবের প্রধান অনুচর।

শালজ; সং, পুং, শালমাছ।

শালনির্য্যাস
শালনির্য্যাস
শালবেষ্ট
(শাল—নির্য্যাস, বেষ্ট—আটা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সর্জ্জরস, ধূনা।

শালভঞ্জী
শালভঞ্জি
শালভঞ্জিকা
(শাল বৃক্ষবিশেষ—ভন্জ [ভাঙ্গা] বেঁদা করা+ঈপ্, ই—সম্প্র। যাহার জন্যে শাল কাষ্ঠকে চাঁচে। কণ্—যোগে শালভঞ্জিক, আপ্) সং, স্ত্রীং, কাঠের পুতুল। (+ই—ক) বেশ্যা। (+ই—ধি) ক্রীড়াবিশেষ।

শালসার; সং, পুং, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। হিঙ্গু, হিং।

শালা (শল্ গমন করা+অ, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, গৃহ। গৃহের একদেশ। বড়ডাল। (দেশজ) স্ত্রীর ভ্রাতা। গালিবিশেষ।

শালাকী (—কিন্, শালাক [শলাকা+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে]+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অস্ত্রচিকিৎসক। নাপিত। শেলধারী।

শালাঙ্কী (শালা গৃহ—অন্ক্ গমন করা+অ, ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, শালভঞ্জিকা, কাঠের পুতুল।

শালাজ; সং (শ্যালক-জায়া শব্দজ) শ্যালক-পত্নী।

শালাজির (শালা গৃহ—জৄ জীর্ণ হওয়া +অ—প্রং) সং, পুং,—ক্লীং, শরাব, শরা।

শালাঞ্চি; সং, স্ত্রীং, শাকভেদ।

শাল.মৃগ (শালা গৃহ- মৃগ হরিণ) সং, পুং, শৃগাল, শিয়াল।

শালার (শালা গৃহ—ঋ গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, হস্তির নখ। সিঁড়ি। পাখির খাঁচা, পিঁজরা।

শালাবৃক (শালা গৃহ—বৃক নেকড়িয়া বাঘ) সং, পুং, বানর। কুকুর। শৃগাল। হরিণ। বিড়াল। গন্ধগোকুলা।

শালি—লা (শাড় ভাষা+ই(ইঞ)—ক, ড—ল) সং, পুং, কলমাদি ধান্য। ষষ্টিকাদি ধান্য। গন্ধমার্জ্জার।

শালিআনা, শালিয়ানা (যাবনিক) বিং, বাৎসরিক, বার্ষিক।

শালিনী (শালিন্+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, একাদশাক্ষর পাদছন্দোবিশেষ, যাহার ৬ষ্ঠ ৯ম বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সমুদয় বর্ণ গুরু।

শালিনীকরণ; সং, ক্লীং, তিরস্কার, ভৎর্সনা।

শালিপর্ণী; সং, স্ত্রীং, মাষপর্ণী।

শালিপিষ্ট (শালি ধান্য—পিষ্ট চূর্ণ) সং, ক্লীং, স্ফটিক মণি।

শালিবাহন (শালি সিংহরূপী যক্ষ—বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং। এই রাজা শৈশবকালে এই যক্ষের উপরে আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া) সং, পুং, শাকপ্রবর্ত্তক নৃপবিশেষ।

শালিহোত্র (শালি ধান্য, শস্য—হোত্র হোম) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

শালী (শালিন্, শালা গৃহ+ইন্—অস্ত্যর্থে কিম্বা শীল্ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া+ইন্—প্রং, ঈ=আ। অথবা শাল+ণিন্—ক) বিং, ত্রিং, বিশিষ্ট, যুক্ত। শিং—১"কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।" শোভমান।

শালী (শ্যালি বা শ্যালিকা শব্দজ) সং, ভার্য্যার ভগিনী। ২। কৃষ্ণজীরক।

শালীন (শালা গৃহ+ঈন্(খীন্)—প্রং)। যে গৃহ প্রবেশের যোগ্য) বিং, ত্রিং, বিনীত, অপ্রগল্‌ভ। সলজ্জ, লাজুক। সদৃশ, তুল্য। শালা সম্বন্ধীয়। শিং—১ "শশাক শালীনতয়া ন বক্তুং।" না—স্ত্রীং, মিশ্রেয়া।

শালু (শৄ হিংসা করা+উ—প্রং, র=ল) সং, পুং, কষায় দ্রব্য। ভেক, ব্যাং। গন্ধর্ব্ববিশেষ। ক্লীং, শালুক, শালুকের গোড়া।

শালুক. শালূক (শশ্ গমন করা+উক—ক, পক্ষে উকারের হ্রস্ব) সং, ক্লীং, পদ্মাদির মূল।

শালূর (শল্ গমন করা+উর—ক, শালুর শব্দও হয়) সং, পুং, ভেক।

শালেয় (শালি ধান্য+এয়(ঢেয়)—তৎক্ষেত্রার্থে) বিং, ত্রিং, শালি জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সং, পুং, মধুরিকা, মৌরি। য়া—স্ত্রীং, মিশ্রেয়া।

শালোত্তর (শালা—উত্তর) সং, ক্লীং, পাণিনি মুনির গুরুর আশ্রম।

শালোত্তরীয় (শালা [ইহাঁর গুরুর] গৃহ—উত্তরীয় [উত্তর+ীয়]। নির্বুদ্ধিতা হেতু গুরুগৃহ হইতে দূরীভূত হইয়া, শিবে পাসনায় এই বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন) সং, পুং, পাণিনি, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ।

শালতী (শাল শব্দজ) সং, শালবৃক্ষনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ডোঙ্গা।

শাল্মল—পুং,
শাল্মলী—পুং, স্ত্রীং,
শাল্মলি—পুং,-স্ত্রীং
(শাল+মলচ্। ২য় পক্ষে—পাল্ [দৈর্ঘ্য হেতু দূরে] গমন করা+মলি—প্রং অথবা শল্-ক্বিপ=শালি +০(ক্বিপ্) —ভাবে—মল+অ(অন্)—ক, ইন্) সং, শিমুলগাছ। সপ্তদ্বীপের একদ্বীপ।

শাল্মলিপত্রক; সং, পুং, সপ্তচ্ছদবৃক্ষ।

শাল্মলী (শাল্মলিন্) সং পুং, পক্ষীন্দ্র, গরুড়। লিনী—স্ত্রীং, শিমুলগাছ।

শাল্মলীবেষ্ট (শাল্মলী শিমুলগাছ—বেষ্ট নির্য্যাস) সং, পুং, শিমুলগাছের আটা।

শাল্ব (শাল্‌+ব—র্ম্ম) সং, পুং, দেশবিশেষ, মরুদেশ। রাজাবিশেষ।

শাল্বণ; সং, পুং, বাতঘ্ন ঔষধবিশেষ।

শাব, শাবক (শব্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ক, পক্ষে ক—যোগ) সং, পুং, শিশু, বৎস, ছানা। (শিব+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, শব সম্বন্ধীয়। শিং,—১ "গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তো সৌতিকং, স্মৃতং।

শাবর (শবর নীচ জাতি বা নীচ লোক+অ(ষ্ণ)–প্রং) বিং, ত্রিং, শবরসম্বন্ধীয়। বিং,—১ "সংপূজ্য প্রেষণং কুর্য্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ।" সং, পুং, পাপ। অপরাধ, দোষ। লোধ্র বৃক্ষ। ক্লীং, শবরস্বামিপণ্ডিত কৃত ভাষ্যগ্রন্থ। মৃগচর্ম্ম।

শাশুড়ী (শ্বশ্রূ শব্দজ কি?) সং, শ্বশুরের স্ত্রী।

শাশ্বত, শাশ্বতি (শশ্বৎ সর্ব্বদা—অ(ষ্ণ), ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, নিত্য, অবিনশ্বর। সং, পুং, বেদব্যাস।

শাষ্কুল (শষ্কুলী মাংস+অ—ভক্ষণার্থে, নিপাতন) বিং, ত্রিং, মাংসাশী, মাংসভোজী।

শাসন (শাস্ শাসন করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আজ্ঞা আদেশ। উপদেশ। দণ্ড, দমন। প্রতিপালন। (+অনট্—ণ) আজ্ঞাপত্র, সনন্দ। লিখিতপত্র। কূটলিখিতাদি। শাস্ত্র, , দেবতা বা মুনিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদাদি। (+অনট্—র্ম্ম) রাজদত্ত ভূমি।

শাসনতন্ত্র; সং, ক্লীং, রাজ্যশাসনপ্রণালী।

শাসনপত্র; সং, ক্লীং, পরওয়ানা।

শাসনহর, শাসনহারক, শাসনহারী (শাসন আজ্ঞা—হর, হারক [হৃ হরণ করা+অ অন্), অক(ণক)—ক] যে হরণ করে। শাসনহারিন্, শাসন আজ্ঞা—হারিন্ যে গ্রহণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, আজ্ঞাবাহক, দূত। রাজদূত। পেয়াদা।

শাসনীয় (শাসন দেখ, অনীয় র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শাসনের যোগ্য, দম্য। শিক্ষিত।

শাসান বি, ভয়প্রদর্শন, ধমকান।

শাসিত (শাসন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দণ্ডিত। প্রতিপালিত। শিক্ষিত।

শাসিতা (শাসিতৃ, শাস্ শাসন করা—তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, শাসনকর্ত্তা। শিক্ষক, উপদেশক, গুরু।

শাস্তা (শাস্তৃ, শাসিতা দেখ, তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, শাসনকর্ত্তা। শিং—১ "দ্বৌ শাস্তারৌ ত্রিলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।" শিক্ষয়িতা. উপদেষ্টা। পুং, বুদ্ধ। উপাধ্যায়। রাজা। পিতা।

শাস্তি (শাসিতা দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, শাসন. দণ্ড, নিগ্রহ। নিয়ম।

শাস্ত্র (শাস শাসন করা, শিক্ষা দেওয়া+ত্র—ণ) সং. ক্লীং, শাসন, আজ্ঞা। দেবতা বা মুনিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদ তন্ত্র পুরাণ দর্শনাদি।

শাস্ত্রকৃৎ (শাস্ত্র—কৃৎ যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষ্যাদি। বিং, ত্রিং, শাস্ত্রকর্ত্তা।

শাস্ত্রগণ্ড; সং, পুং, যে সকল শাস্ত্র কিছু কিছু জানে।

শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী, শাস্ত্রবিদ্ [শাস্ত্র—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ(ড)—ক] যে জানে, ২য়া—ষ। শাস্ত্র তত্ত্ব যাথার্থ—জ্ঞ যে জানে, ৬ষ্ঠী—ষ+২য়া—ষ। শাস্ত্রদর্শিন্, শাস্ত্র—দর্শিন্ যে দেখে, বিদ্ যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, যে শাস্ত্র জানে, শাস্ত্রে পারদর্শী। গণক। শিং—১ "সংবৎসরো বর্ষকোষো রেখাজীবী গণাঙ্কভুক্ তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ঈরিতঃ।"

শাস্ত্রশিল্পী (শাস্ত্রশিল্পিন্ শাস্ত্র—শিল্পী শিল্পকর্ম্মচারী) সং, পুং, কাশ্মীর দেশ। বহুং, তদ্দেশীয় লোক।

শাস্ত্রাচরণ (শাস্ত্র—আচরণ যে শিক্ষার জন্য গমন করে) বিং, ত্রিং, শাস্ত্র-পারদর্শী, যে শাস্ত্র জানে।

শাস্ত্রী, (শাস্ত্রিন্, শাস্ত্র+ইন্—জ্ঞানার্থে) সং, পুং, পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী। পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। বিং, ত্রিং, শাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্রীয় (শাস্ত্র+ঈয়(ীয়)—অনপেতার্থে) বিং, ত্রিং, শাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত।

শাস্য (শাস শাসন করা+য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শাসনীয়, শাসনযোগ্য। উপদেষ্টব্য, শিক্ষণীয়।

শাহানুশাহা বিং, (পার্সী) রাজার রাজা।

শাঁখা (সীমন্তত্রকজ) সং, সীমন্তে ধারণযোগ্য-ভূষণ।

শিংশপা (শীঘ্র বা শীর্ষ—পা পালন করা অথবা পত্ পড়া+অ(ড)—ক,আপ্, নিপাতন। অথবা শিব মঙ্গল—পা রক্ষা করা+অ (ড)—ক) সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, শিশুগাছ।

শিউলি (শেফালিকা শব্দজ) সং, পুষ্প-বৃক্ষবিশেষ। ২। খেজুর গাছ কাটা মজুর।

শিকড় (দেশজ) সং, শিকা, বৃক্ষাদির মূল।

শিকল (শৃঙ্খল শব্দজ) সং, জিঞ্জির, নিগড়।

শিকা (শিক্য শব্দজ) সং, দ্রব্যাদিরক্ষণার্থ রজ্জুময় আধারবিশেষ।

শিকার (পারস্য) মৃগয়া।

শিক (দেশজ) সং, দীর্ঘ লৌহশলাকা।

শিক্‌কাবাব বি, (যাবনিক) ছাগলাদির কোমল মাংসে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা শলাকায় গ্রথিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করা খাদ্যবিশেষ।

শিকৃথ, শিকৃথক (সিকৃথ দেখ) সং, ক্লীং, মোম। পুং, একগ্রাস অন্ন।

শিক্য (শক্ পারক হওয়া—য (ঘ্যণ)—ক, নিপাতন, শক্ স্থানে শিক্) সং, ক্লীং, ক্য। —স্ত্রীং, শিকা, রজ্জুবিকার।

শিক্যিত (শিক্য শিকা+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, শিক্যে স্থাপিত, শিকায় ঝুলান।

শিক্ষক (শিক্ষ্-ণিচ্=শিক্ষি উপদেশ দেওয়া +অক (ণক)—ক, অথবা শিক্ষা+কণ্—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, শিক্ষাদায়ক, অধ্যাপক। শাসনকর্ত্তা।

শিক্ষণ (শিক্ষ্ উপদেশ দেওয়া+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, শিক্ষা, অভ্যাস। অধ্যয়ন। (শিক্ষ-ণিচ্=শিক্ষি উপদেশ দেওয়ান+ +অনট্—ভাবে) অধ্যাপন। দমন।

শিক্ষণীয় (শিক্ষক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শিক্ষা করিবার যোগ্য। উপদেষ্টব্য।

শিক্ষয়িতা (শিক্ষয়িতৃ, শিক্ষ-ণিচ্=শিক্ষি+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, শিক্ষক, অধ্যাপক, যে শিক্ষা দেয়।

শিক্ষা (শিক্ষ্ উপদেশ দেওয়া+অ—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, উচ্চারণ বোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। (+অ—ভাবে) অভ্যাস। বিনয়। উপদেশ। অধ্যয়ন। দমন। শ্যোনাকবৃক্ষ।

শিক্ষাকর (শিক্ষা উচ্চারণনিয়মবোধক শাস্ত্র—কর করণ) বিং, ত্রিং, শিক্ষাকারক, যে শিখে। সং, পুং, বেদব্যাস।

শিক্ষাগুরু; সং, পুং, বিদ্যাদাতা গুরু, শিক্ষক। দীক্ষাগুরু।

শিক্ষিত (শিক্ষ+ক্ত—র্ম্ম। শিক্ষা+ইত —প্রং) বিং, ত্রিং, শিক্ষাপ্রাপ্ত। কৃত-বিদ্য। উপদিষ্ট। বিনীত। বশ্য। দক্ষ।

শিক্ষিতাক্ষর (শিক্ষিত [যাহা দ্বারা] শিক্ষাপ্রাপ্ত—অক্ষর বর্ণ, ৩য়া—য) সং, পুং, ছাত্র।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক, (শিখিন্ ময়ূর—অন্ গমন করা+অ(ড)—ক, নিপাতন) সং, পুং, ময়ূরপুচ্ছ। শিখা, চূড়া। কাকপক্ষ, জুল্পী।

শিখণ্ডিক (শিখণ্ড শিখা, চূড়া+ইক বা কণ্—প্রং) সং, পুং, কুক্কুট, কুঁকড়া। কা—স্ত্রীং, শিখা, চূড়া।

শিখণ্ডী (শিখণ্ডিন্, শিখণ্ড+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ময়ূর। ময়ূরপুচ্ছ। দ্রুপদ রাজার পুত্র। কুক্কুট। বাণ। গুঞ্জা। স্বর্ণযূথিকা। বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, শিখণ্ডযুক্ত। নী—স্ত্রীং, দ্রুপদকন্যা। ময়ূরী। মল্লিকাবিশেষ।

শিখন (শিক্ষণ শব্দজ) সং, অভ্যাস। উপদেশ।

শিখর (শিখা চূড়া+র—প্রং) সং, পুং,—ক্লীং, পর্ব্বতের শৃঙ্গ। অগ্রভাগ। বৃক্ষাগ্র। রোমাঞ্চ, পুলক। কোটি। কক্ষ। শুষ্কতৃণ। রত্নবিশেষ, যাহার বর্ণ দাড়িমী বীজের বর্ণ সদৃশ। খড়্গের অগ্রভাগ। রা—স্ত্রীং, মূর্ব্বা।

শিখরবাসিনী (শিখর [হিমালয় পর্ব্বতের] শৃঙ্গ—বাসিনা বাসকারিণী) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা।

শিখরী (শিখরিন্, শিখর+ইন্-অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পর্ব্বত। বৃক্ষ। অপামার্গ। কোট্ট। কোষষ্টি। বন্দাক। কর্কটশৃঙ্গী। কুন্দুরুক। যাবনাল। পর্ব্বতদুর্গ। টিট্টিভপক্ষী। বিং, ত্রিং, অগ্রভাগবিশিষ্ট। —রিণী—স্ত্রীং, উত্তমা স্ত্রী। মল্লিকা। দুগ্ধের সর ও চিনিমিশ্রিত মিষ্টান্নবিশেষ। রোমাবলী। সপ্তদশাক্ষরপাদচ্ছন্দোবিশেষ, যাহার ২য়া অবধি ৬ষ্ঠী পর্য্যন্ত এবং ১১শ ১৩শ ১৭শ বর্ণ গুরু অবশিষ্ট সমুদায় লঘু।

শিখলোহিত; সং, পুং, কুকুরমুড়া গাছ।

শিখা (শী শয়ন্ করা+খক—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, অগ্রভাগ, চূড়া। কিরীট। মস্তকস্থ কেশগুচ্ছ, টিকী। শিখিমৌলি। অর্চ্চিঃ, জ্বালা, আগুনের শীষ। শাখা। কামজ্বর। প্রধান। লাঙ্গলিয়াগাছ। পাদাগ্র।

শিখাকন্দ; সং, ক্লীং, গঞ্জন।

শিখাতরু (শিখা আগুনের শীষ—তরু বৃক্ষ) সং, পুং, পিলসুজ।

শিখাধর, শিখাধার, শিখাধারক (শিখা—ধর, ধার, ধারক=যে ধারণ করে) সং, পুং, ময়ূর, শিখী। মঞ্জুঘোষ।

শিখাবর; সং, পুং, কাঁটাল গাছ।

শিখাবল (শিখা+বলচ্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ময়ূর, শিখী। লা-স্ত্রীং, ময়ূর শিখা।

শিখাবান্ (শিখাবৎ, শিখা+বৎ (বতু) —অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অগ্নি। কেতুগ্রহ। চিত্রক বৃক্ষ। বিং, ত্রিং, শিখাবিশিষ্ট।

শিখাবৃক্ষ (শিখা অগ্নিশিখা—বৃক্ষ গাছ) সং, পুং, দীপাধার, পিল্‌সুজ।

শিখাবৃদ্ধি (শিখা টিকী—বৃদ্ধি [বর্দ্ধন] সুদ। যাহা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি হয়) সং, স্ত্রীং, কায়িকাবৃদ্ধি, মূলধন নষ্ট না করিয়া প্রত্যহ সুদ লওয়া।

শিখিকণ্ঠ, শিখিগ্রীব, (শিখিন্ ময়ূর—কণ্ঠ, গ্রীবা+অ—তদ্বর্ণার্থে) সং, ক্লীং, তুথ, তুঁতিয়া।

শিখিধ্বজ (শিখিন্ অগ্নি, ময়ূর—ধ্বজা চিহ্ন) সং, পুং, দূম, ধুঁয়া। কার্ত্তিকেয়।

শিখিপ্রিয়; সং, পুং, লঘুবদর।

শিখিমণ্ডল; সং, পুং, বরুণবৃক্ষ।

শিখিবর্দ্ধক; সং, পুং, কুষ্মাণ্ড।

শিখিবাহন (শিখিন্ ময়ূর—বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়।

শিখিব্রত; সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ।

শিখী (শিখিন্, শিখা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অগ্নি। ময়ূর। চিত্রকবৃক্ষ। গিরি, পর্ব্বত। শর, বাণ। বলীবর্দ্দ, ষাঁড়। কেতুগ্রহ। কুক্কুট। ঘোটক। ব্রাহ্মণ। বৃক্ষ। অজলোমা। সিতাবর। মেথিকা। বিং, ত্রিং, শিখাযুক্ত।

শিগ্রু (শি তীক্ষ্ণ করা+রুক্—ক, গ্—আগম) সং, পুং, সজিনাগাছ। শাক।

শিগ্রুজ; সং, ক্লীং, শোভাঞ্জন বীজ।

শিঙেড়া: সং, (দেশজ) পাণিফল। ২। মোদক কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ।

শিঙ্গা (শৃঙ্গশব্দজ) সং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

শিঙ্ঘাণ (শিন্‌ঘ্ আঘ্রাণ করা+আন—র্ম্ম) সং, ক্লীং, লৌহমল, লোহার মরিচা। কাচপত্র। নাসিকামল, শিকনি।

শিঙ্ঘাণক (শিন্‌ঘ্ আঘ্রাণ করা+আণক—প্রং) সং, পুং, শ্লেষ্মা। পুং, ক্লীং, নাসিকামল, শিকনি।

শিঙ্ঘিত (শিন্‌ঘ্ আঘ্রাণ করা+ত (ক্ত)

—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ঘ্রাত, যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে।

শিঞ্জ—পুং, } (শিন্‌জ্ অব্যক্তশব্দ
শিঞ্জা—স্ত্রীং, } করা+অ (অল্), অ—অ—ভাবে, আপ্) সং, শিঞ্জিত দেখ।

শিঞ্জিত (শিনজ্ অব্যক্ত শব্দ করা+ত (ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, ভূষণধ্বনি। অব্যক্ত ধ্বনি। (শিঞ্জা+ইত) ধনুর্গুণ। বিং, ত্রিং, মুখর, শব্দকারী।

শিঞ্জী (শিঞ্জিন্, শিঞ্জা+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা শিন্‌জ্,গিন্—ক) বিং, ত্রিং,অব্যক্তধ্বনিকারক। ভূষণধ্বনিবিশিষ্ট।

শিঞ্জিনী (শিঞ্জিন্+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, নূপুর। ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। আঙ্‌টা।

শিটা (দেশজ) সং, মলা, গাদ, কাইট।

শিত (শি কিম্বা শো তীক্ষ্ণ করা+ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং,ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল। ক্ষয়প্রাপ্ত। শাণিত, তীক্ষ্ণ, ধারাল।

শিতদ্রু (শিত ক্ষীণ—দ্রু বেগে গমন করা +উ—প্রং) সং,স্ত্রীং,শতদ্রুনদী, শতলজ্।

শিতশূক (শিত তীক্ষ্ণ+শূক শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্রভাগ) সং, পুং, যব। গোধূম, গম।

শিতাণ (শিরস্ত্রাণশব্দজ) সং, উপাধান, বালিশ।

শিতি (শি তীক্ষ্ণ করা+তিক্—ক কিম্বা শত্ গমন করা+ক—প্রং) সং, পুং, কৃষ্ণবর্ণ। শুক্লবর্ণ। ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, ঐ ঐ বর্ণবিশিষ্ট।

শিতিকণ্ঠ (শিতি কৃষ্ণবর্ণ—কণ্ঠ গলা, ৬ষ্ঠী —হিং) সং, পুং, শিব, নীলকণ্ঠ। ময়ূর। দাত্যুহপক্ষী।

শিতিচ্ছদ, শিতিপক্ষ (শিতি শুক্লবর্ণ—ছদ্, পক্ষ=পাখ্‌না, ডানা) সং, পুং, হংস।

শিতিচার ; সং, পুং, শাকবিশেষ।

শিতিবাসাঃ (শিতিবাসস্, শিতি কৃষ্ণবর্ণ —বাসস্ বস্ত্র ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বলদেব, নীলাম্বর।

শিতিসারক ; সং, পুং, তিন্দুবৃক্ষ।

শিথিল (শ্লথ মোচন করা+ইল(কিল)—প্রং, নিপাতন) বিং, ত্রিং, শ্লথ, আল্‌গা, ঢিলা। ক্লান্ত, অবসন্ন। অলস, জড়। সংযোগবিশেষ। শিং—১"প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।" দুর্ব্বল। ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত। পরিত্যক্ত। যাহা ঝাড়িয়া ফেলা হইয়াছে।

শিনি (শি তীক্ষ্ণ করা, অস্ত্রে ধার দেওয়া+নিক্—ক) সং, পুং, যদুবংশীয় নৃপবিশেষ।

শিনের্নপ্তা (শিনের্নপ্তৃ, শিনি—নপ্তৃ পৌত্র) সং, পুং, সাত্যকি।

শিপি , সং, পুং, রশ্মি, কিরণ। স্ত্রীং, চর্ম্ম, [চামড়া।

শিপিবিষ্ট (শিপি রশ্মি—বিষ্ট প্রবিষ্ট, ৭মী —ষ। মহাভারতে—"আমি শিপি অর্থাৎ তেজপ্রকাশ করিয়া সমুদয় পদার্থে প্রবেশ করি এই নিমিত্ত আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে।) সং, পুং, বিষ্ণু। শিং—১ নৈকরূপো বৃহদ্রূপঃ শিপিবিষ্টঃ প্রকাসনঃ।" শিব। দুশ্চর্ম্ম, অনাবৃত মেঢ্র। টাক, ইন্দ্রলুপ্ত। কুষ্ঠরোগী। শিষ্টপ্রয়োগ —১শৈত্যাং শয়নযোগাচ্চ শিপি বারি প্রচক্ষতে। তৎপানাদ্রক্ষণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়ো মতাঃ। তেষু প্রবেশাৎ বিশেশঃ শিপিশিষ্ট ইহোচ্যতে।" ইতি ব্যাসবচনম্।

শিপ্রা—স (শি—রক্—ক, আপ্,নিপাতন) সং, স্ত্রীং, মহাকাল নগরীর নদীবিশেষ; যে নদী উজ্জয়িনী দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

শিফ—পুং } (শী শয়ন করা+ফক্
শিফা—স্ত্রীং } —ক, নিপাতন) সং, তন্তুবিশিষ্ট শিকড়, নমনা, ঝুরি। স্ত্রীং, নদী। মাংসিকা। শতপুষ্পা। হরিদ্রা। পদ্মকন্দ। মাতা।

শিফাকন্দ, শিফাক (শিফা তন্তুবিশিষ্ট শিকড়—কন্দ মূল। ক—যোগে শিফাক) সং, পুং, পদ্মের গেঁড়ো।

শিফাধর (শিফা—ধর যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, শাখা, ডাল।

শিফারুহ (শিফা—রুহ যে জন্মে) সং, পুং, বটবৃক্ষ।

শিম (শিম্বশব্দজ) সং, শিমগাছ।

শিমুল (শাল্মলীশব্দজ কি?) সং, বৃক্ষ বিশেষ।

শিম্ব—পুং
শিম্বা, শিম্বি, শিম্বিকা
শিম্বী-স—স্ত্রীং, } (শি তীক্ষ্ণ করা+বি—ক অথবা শম+ডিম্বচ্—ক নিপাতন) সং, শিমগাছ। শিম।

শিয়র (শীর্ষশব্দজ) সং, যে দিকে শয়নকারীর মস্তক থাকে।

শিয়াল, শেয়াল (শৃগালশব্দজ] সং, ফেরু, শিবা।

শির (শ্রি সেবাকরা, মাঙ্গ করা+অ(ক)—র্ম্ম, নিপাতন) সং, ক্লীং, মস্তক। মাথা।

শিরঃ (শিরস্, শ্রি সেবা বা মাঙ্গকরা+অস—র্ম্ম) নিপাতন) সং, ক্লীং, মস্তক। বৃক্ষাগ্র। অগ্রভাগ। সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল। প্রধান অধ্যক্ষ) পুং, পিপ্পলীমূল। অজাগর। শয্যা।

শিরঃকপালী; সং, পুং, নরমস্তককপালধারী সন্ন্যাসী।

শিরঃপদী (Cephalopeda) যাহাদের পদ মস্তকের নিকট সংলগ্ন; যথা—কটল্‌ফিস্ নামক সমুদ্রজীব।

শিরঃফল (শিরস্ মস্তক—ফল] সং, পুং, নারিকেল।

শিরোজ (শির মস্তক—জ যে জন্মে) সং, পুং, মূর্দ্ধজ, মাথার চুল।

শিরনামা (শিরোনামন্ শব্দজ) সং, পত্রের উপরি লিখিত নাম।

শিরপা (শিরঃপদ শব্দজ) সং, অশ্বের অগ্র পদ উত্তোলন। পারিতোষিক, বক্‌শিস্।

শিরসিজ
শিরসিরুট্
শিরসিরুহ } শিরসিরুহ্, শিরসি মস্তকে—জ, রুহ্, রুহ—যে জন্মে, সং, পুং, কেশ, মূর্দ্ধজ) মাথার চুল।

শিরস্ত্র,
শিরস্ত্রাণ,
শিরস্ক } (শিরস্—ত্রৈ রক্ষা করা+অ(ড)—ক, অন—ক, ২য়া—ষ। পক্ষে কণ্—যোগ, কিম্বা প্রকাশার্থ কৈ ধাতুজ+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, উষ্ণীষ, পাক্‌ড়ি। টুপি।

শিরস্য (শিরস্ মস্তক+য(য্যঃ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, শিরঃসম্বন্ধীয়। শিরোজ। সং, পুং, নির্ম্মলকেশ, পরিষ্কৃত চুল।

শিরা (Vein, শৄ হিংসা করা+অ(ক)—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, শরীরমধ্যস্থ রক্ত গমনাগমনের পথ, শির, নাড়ী। যে সকল নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত রক্ত পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত হয়।

শিরাপত্র; সং, পুং, হিন্তাল বৃক্ষ। কপিত্থ।

শিরাল (শিরা+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শিরাযুক্ত। সং, ক্লীং, কর্ম্মরঙ্গ।

শিরালক (শিরাল+কণ্—যোগ) সং, পুং, অস্থিভঙ্গবৃক্ষ, হাড়ভাঙ্গার গাছ।

শিরাবৃত্ত; সং, ক্লীং, সীসক, সীসা।

শিরি (শৄ হিংসা করা বা বধ করা+ই—প্রং। ঋ=ইর্) সং, পুং, খড়্গ। বাণ। হিংস্রব্যক্তি। শলভ, পঙ্গপাল।

শিরীষ (শৄ হিংসা করা+কীষন্—র্ম্ম) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ। ক্লীং, শিরীষফুল। শিং—১ "পদং সহেত-শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

শিরোগৃহ (শিরস্ অগ্রভাগ—গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, অট্টালিকার সর্ব্বোপরিস্থ গৃহ, চন্দ্রশালা, চিলেঘর।

শিরোধরা, শিরোধি (শিরস্ মস্তক—ধরা ধি] যে ধরে দ্বিতীয়া—ষ) সং, স্ত্রীং, গ্রীবা, গলদেশ।

শিরোধার্য্য (শিরস্ মস্তক—ধার্য্য, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, মস্তকে ধারণীয়। অতিশয় মান্য।

শিরোপা (শিরস্ মস্তক—পা রক্ষা করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, উষ্ণীষ, পাগড়ি।

শিরোমণি—পুং
শিরোমণি-ণী—স্ত্রীং } (শিরস্ মস্তক—মণি রত্ন, ৬ষ্ঠী

—ষ বা ৭মী—ষ) সং, শিরোরত্ন। মস্তকস্থ রত্ন-ভূষণ, কিরীটস্থিত রত্ন। পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। বাক্যের শেষে থাকিলে শ্রেষ্ঠ, প্রধান অর্থ বুঝায়, যথা—শঠশিরোমণি, রমণীশিরোমণি।

শিরোমর্ম্মা (শিরোমর্ম্মন্, শিরস্ মস্তক—মর্ম্মন্ সজীবত্ব) সং, পুং, শূকর।

শিরোরত্ন (শিরস্ মস্তক—রত্ন মণি ৬ষ্ঠী—ষ বা ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, শিরোমণি। কিরীটস্থিত রত্ন। বাক্যের শেষে থাকিলে প্রধান, শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়।

শিরোরুজা সং, স্ত্রীং, সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

শিরোরুট্, শিরোরুহ (শিরোরুহ্, শিরস্ মস্তক—রুহ্, রুহ [রুহ্ আরোহণ করা+০ (ক্বিপ্), অ (ক)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, পুং, মূর্দ্ধজ, কেশ, মাথার চুল।

শিরোবল্লী (শিরস্ মস্তক—বল্লী লতা) সং, স্ত্রীং, ময়ূরের শিখা।

শিরোবৃত্ত; সং, ক্লীং, মরিচ।

শিরোবেষ্ট—পুং } (শিরস্ মস্তক—
শিরোবেষ্টন—ক্লীং } বেষ্ট বেষ্টন যে বেষ্টন করে, দ্বিতীয়া—ষ) সং, উষ্ণীষ, পাকড়ী।

শিরোস্থি (শিরস্—অস্থি হাড়) সং, ক্লীং, [করোটি, মাথার খুলি।

শির্ণী, শিন্নি; সং, (যাবনিক) পাটালি।২। বাঙ্গালীর সত্যনারায়ণ পূজায় বাতাসাকে পাকা শিন্নি এবং ময়দা দুগ্ধ রম্ভা ও গুড় মিশ্রিত দ্রব্যকে কাঁচা শিন্নি বলেন।

শিল (শিল্ গৃহীতশস্যশেষ আহরণ করা+অ(ক)—ভাবে) সং, ক্লীং, উঞ্ছবৃত্তি, ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া গেলে পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। (এক একটী ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়াকে উঞ্ছ এবং ধান্যাদির শীষ খুঁটীয়া লওয়াকে শিল কহে)।

শিলা (পূর্ব্বে দেখ, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, পাষাণ, প্রস্তর, পাথর। দ্বারের অধঃস্থিত কাষ্ঠাদি, গোবরাট। স্তম্ভশীর্ষ, খুঁটি বা থামের মাথা। মনঃশিলা। দুই থামের উপরি স্থাপিত দীর্ঘ কাষ্ঠ, পাড়। কর্পূর।

শিলাকর্ণী; সং, স্ত্রীং, শল্লকীবৃক্ষ, বাবলা-গাছ।

শিলাকুট্টক (শিলা প্রস্তর—কুট্ট ছেদন করা+অক—প্রং) সং, পুং, টঙ্ক, পাষাণভেদনাস্ত্র।

শিলাজ, শিলাজতু (শিলা পর্ব্বত—জ জাত। শিলা পাষাণ—জতু লাক্ষা। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত সকল উত্তপ্ত হইলে যে স্বর্ণাদি ধাতুসার তাহা হইতে ক্ষরিত হয়) সং, ক্লীং, পর্ব্বতজাত উপধাতুবিশেষ। শৈলেয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

শিলাঞ্জনী; সং, স্ত্রীং, কালাঞ্জনী বৃক্ষ।

শিলাটক (শিলা পাথর—অট্ গমন করা+অক—প্রং) সং, পুং, অট্টালিকা। অট্টালিকার উপরিস্থ ক্ষুদ্র গৃহ, চিলের ছাত। গর্ত্ত।

শিলাতল; সং, ক্লীং, শিলার উপরিভাগ।

শিলাত্মজ, শিলাসার (শিলা পাথর—আত্মন্ আপনি—জ জাত শিলা পাষাণ—সার সারাংশ) সং, ক্লী°, লৌহ, লোহা।

শিলাত্মিকা (শিলা প্রস্তর—আত্মন্ বস্তু—ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মূচী।

শিলাধাতু (শিলা প্রস্তর বা পর্ব্বত—ধাতু আকরীয়) সং, পুং, সিতোপল, খড়ী। পীতবর্ণ গিরিমাটী।

শিলাপট্ট (শিলা প্রস্তর—পট্ট সমতল) সং, পুং, পেষণার্থ শিলা, শিল।

শিলাপুত্র (শিলা সমতল প্রস্তর—পুত্র) সং, পুং, ঘর্ষণাশ্ম, লোড়া।

শিলাময় (শিলা+ময়—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, প্রস্তরনির্ম্মিত।

শিলারম্ভা; সং, স্ত্রীং, কাষ্ঠকদলী।

শিলাস্থি (Petrous bone) যে অস্থিখণ্ডের উপরিভাগে মস্তক অবস্থিত।

শিলাসন, শিলাহ্ব (শিলা প্রস্তর বা পর্ব্বত—অসন্ বাসস্থান বিংবা আসন বসিবার স্থান—আহ্বা নাম) সং, ক্লীং, শৈলেয়, শিলাজতু।

শিলি (শিল্ গৃহীত শস্যশেষ আহরণ করা + ই(কি)—র্ম্ম) সং, পুং, ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ। লি, লী—স্ত্রীং, ছত্রাক পুষ্প। গোবরাট। ভেকী। শল্য।

শিলিন্দ ; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ।

শিলন্ধ্র (শিলী—ধৃ ধারণ করা + অ(খ)—ক) সং, পুং, মৎস্যবিশেষ। কদলীবৃক্ষ। ক্লীং, কদলীপুষ্প, মোচা। ছত্রাক, বেঙের ছাতি। করকা, শিল। ন্ধ্রা—স্ত্রীং, পক্ষিণীবিশেষ। মৃত্তিকা। কন্দলী।

লিশীন্ধ্রক (শিলীন্ধ্র + ক—যোগ) সং, স্ত্রীং, গোময়চ্ছত্রিকা, গোবরের ছাতা।

শিলীন্ধ্রী ; সং, স্ত্রীং, পক্ষিণীবিশেষ। কেঁচো, ভেকী। মৃত্তিকা। [গোদরোগ।

শিলীপদ, সং, পুং, পাদরোগবিশেষ,

শিলীমুখ (শিলী হুল—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভ্রমর। বাণ। যুদ্ধ। জড়ীভূত।

শিলেয় (শিলা পর্ব্বত + এয় (ঢেয়)—প্রং) সং, ক্লীং, শৈলজ, শিলাজতু। বিং, ত্রিং, শিলাসম্বন্ধীয়।

শিলোচ্চয় (শিলা—উৎ উপরি—চি একত্র করা + অ—প্রং, অথবা শিলা—উচ্চয় রাশি) সং, পুং, শৈল, পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ।

শিলোঞ্ছ (শিল গৃহীতশস্যের আহরণ—উঞ্ছ জীবিকার্থে ত্যক্ত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া + অ (ঘঞ্)—ভাবে] সং, পুং, উঞ্ছবৃত্তি, ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া।

শিলোত্থ, শিলোদ্ভব (শিলা প্রস্তর—উত্থ যে জন্মে। শিলা প্রস্তর বা পর্ব্বত—উদ্ভব উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, শিলা হইতে উৎপন্ন ; সং, ক্লীং, শৈলেয়, শিলাজতু।

শিলোকাঃ (শিলৌকস্, শিলা পর্ব্বত—ওকস্ স্থান) সং, পুং, গরুড়।

শিল্প (শিল্ [একান্ত রত হওয়া] নিপুণ হওয়া + পক্—ভাবে) সং, ক্লীং, বস্ত্র নির্ম্মাণাদি কর্ম্ম, কারিকুরি। (+ পক্—র্ম্ম। বেণুবীণাদিবাদ্য, নৃত্যগীতবাদ্যাদি। স্রুব।

শিল্পকার, শিল্পকারী (শিল্পকারিন্, শিল্প—কার, কারিন্ [কৃ করা + অ(বণ্), ইন্ (ণিন্)—ক] যে করে, ২য়া—য) বিং, ত্রিং, শিল্পী, কারিকর।

শিল্পযন্ত্র—কল।

শিল্পলিপি—প্রস্তরাদিতে ক্ষোদিত অক্ষর।

শিল্পশাল, শিল্পিশাল (শিল্প—শালা গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, লা—স্ত্রীং, শিল্পকর্ম্ম করিবার ঘর, কারখানা ঘর।

শিল্পিক, শিল্পী (শিল্পিন্, শিল্প + ইক, ইন্ - অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শিল্পকর্ম্মকারী, কারিকর।

শিব (শিব কল্যাণ + অ—অস্ত্যর্থে, কিংবা শো [অশুভ] নাশ করা + ব—ধি। অথবা শী [অণিমাদি অষ্টগুণ] শয়ন করা অর্থাৎ অবস্থান করা + ব—ধি) সং, পুং, শম্ভু, মহেশ, মহাদেব। পারদ। মুক্তি, মোক্ষ। বেদ। বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগ বিশেষ। পশুবন্ধন কাষ্ঠ বা স্তম্ভ। লিঙ্গ, মেঢ্র। শিবলিঙ্গ। ক্লীং, সুখ। মঙ্গল। জল। শুভ। সৈন্ধব, সমুদ্রলবণ। শ্বেতটঙ্কণ। অদ্বৈত-ব্রহ্ম। শিং—১"শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং মন্যতে। বিং, ত্রিং, শুভদ। সুখদ। রম্য, রমণীয়।

শিবক (শিব + ক—প্রং) সং, পুং, কীলক, খোঁটা, গোঁজ। গরুদিগের গাত্রকণ্ডূয়নার্থ গোষ্ঠে নিখাতকাষ্ঠ।

শিবকর, শিবঙ্কর (শিব মঙ্গল—কর যে করে। শিব মঙ্গল—কৃ করা + অ(ট)—ক) বিং, ত্রিং, মঙ্গলকারক, শুভদায়ক।

শিবকীর্ত্তন (শিব—কীর্ত্তন গুণকথন) সং, পুং, বিষ্ণু। শৈব, শিবের উপাসক। ক্লীং, শিবের স্তুতি।

শিবঘর্ম্মজ (শিব—ঘর্ম্ম ঘাম—জ জাত) সং, পুং, মঙ্গলগ্রহ।

শিবচতুর্দ্দশী ; সং, স্ত্রীং, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

শিবজ্ঞান (শিব মঙ্গল—জ্ঞান) সং, ক্লীং, শুভাশুভকালবোধক শাস্ত্র।

শিবতাতি (শিব সুখ+ তাতি—প্রং) বিং, ত্রিং, ক্ষেমঙ্কর, শুভজনক।

শিবদত্ত ; সং, ক্লীং, বিষ্ণুচক্র।

শিবদারু ; সং, ক্লীং, দেবদারুবৃক্ষ।

শিবদূতী, শিবদূতিকা (শিব—দূতী [দূত বার্ত্তাবহ+ঈ—প্রং] বার্ত্তাবাহিনী) সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ, দুর্গা। যোগিনীবিশেষ। শিং—১ "কৌষিক্যা হৃদয়াদ্দেবী নিঃসৃতা ধ্যানতো হরেঃ। শিবদূতীতি বিখ্যাতা শিবাশতসুসংবৃতা।"

শিবদ্রুম (শিব—দ্রুম বৃক্ষ) সং, পুং, বেল গাছ।

শিবধর্ম্ম ; সং, ক্লীং, উপপুরাণবিশেষ।

শিবধাতু ; সং, পুং, পারদ। গোদন্তমণি।

শিবপুরী (শিব—পুরী নগরী) সং, স্ত্রীং, বারাণসী, কাশী।

শিবপ্রিয় ; সং, ক্লীং, রুদ্রাক্ষ। পুং, বকবৃক্ষ। স্ফটিক, ধুস্তূর। বিং, ত্রিং, শিবের প্রিয় (দ্রব্য)। য়া—স্ত্রীং, দুর্গা।

শিবরাত্রি (শিব—রাত্রি) সং, স্ত্রীং, শিবচতুর্দ্দশী, ফাল্গুন কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি।

শিবনাভি ; সং, পুং, শিবলিঙ্গবিশেষ।

শিবলিঙ্গ ; সং, ক্লীং, শিবের প্রস্তরমৃত্তিকাদিময় লিঙ্গমূর্ত্তি।

শিববাহন (শিব—বাহন, ৬ষ্ঠী—স) সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়।

শিববীজ (শিব—বীজ) সং, ক্লীং, পারদ, পারা।

শিবসাযুজ্য ; সং, ক্লীং, শিবত্ব, শিবস্বরূপ।

শিবা (শিব+আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, শৃগালী। হরীতকী। আমলকী। নদীবিশেষ। হরিদ্রা। মুক্তি, মোক্ষ। দূর্ব্বা। শমীবৃক্ষ। দুর্গা, ভবানী। শিষ্টপ্রয়োগ—১ "শিবা কল্যাণরূপা চ শিবদা চ শিবপ্রিয়া। প্রিয়ে দাতরি চা শব্দঃ শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা॥ ২ "শশ্চ কল্যাণবচন ইয়েবোৎকৃষ্টবাচকঃ। সমূহবাচকশ্চৈব বাকারো দাতৃবাচকঃ। শ্রেয়ঃ সংঘোৎকৃষ্টদাত্রী শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা।" ৩ "শিবো হি মোক্ষবচনশ্চা কারো দাতৃবাচকঃ। স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রী যা সা শিবা পরিকীর্ত্তিতা॥"

শিবাক্ষ (শিব—অক্ষ [অক্ষিশব্দজ+ষ] চক্ষু) সং, ক্লীং, রুদ্রাক্ষবীজ।

শিবানী (শিব+ঈপ্—প্রং, আন্—আগম। অথবা শিব কল্যাণ-আ—নী লওয়া+ +অ(ড)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, শিবপত্নী। পুষ্পবিশেষ। জয়ন্তীবৃক্ষ।

শিবাপ্রিয় (শিবা দুর্গা—প্রিয়) সং, পুং, ছাগল, ছাগ।

শিবারাতি (শিবা শিয়াল—অরাতি শত্রু) সং, পুং, কুকুর।

শিবালয় (শিব—আলয় বাসস্থান) সং, পুং, রক্ততুলসী। ক্লীং, শ্মশান, গোরস্থান। শিবের মন্দির।

শিবালু, সং, পুং, শৃগাল।

শিবি (শি তীক্ষ্ণকরা+বি—ক) সং, পুং, শরণাগতরক্ষক স্বনামপ্রসিদ্ধ নৃপবিশেষ, উশীনর রাজার পুত্র। দেশবিশেষ। হিংস্রজন্তু। ভূর্জ্জবৃক্ষ।

শিবিকা (শিবি [নাম ধাতু] সুখদান করা +অক(ণক)—ক, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, যানবিশেষ, পাল্কী, ডুলি।

শিবির (শী শয়ন করা বা বিশ্রাম করা+ ইর কির)—ধি। ব্—আগম) সং, ক্লীং, সেনানিবেশ, ছাউনি। পটাবাস। শস্যবিশেষ।

শিবীরথ (শিবী শিবিকা শব্দজ—রথ) সং, পুং, শিবিকা, পাল্কী, ডুলি।

শিবেতর (শিব—ইতর) বিং, ত্রিং, অশিব, অমঙ্গল।

শিশয়িষা (শী শয়ন করা+সন্—ইচ্ছার্থে অ—তা) সং, স্ত্রীং, শয়ন করিতে ইচ্ছা।

শিশয়িষু (পূর্ব্বে দেখ, উ—ক) বিং, ত্রিং, শয়ন করিতে ইচ্ছুক।

শিশি (যবনভাষা) সং, কাচনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ।

শিশির (শশ্ [দক্ষিণে সূর্য্য গেলে] গমন করা+ইর(কির)—ধি, অ—স্থানে ইর) সং, পুং, হিম, তুষার। পুং,—ক্লীং, শীতকাল, মাঘফাল্গুন—এই দুই মাস। বিং, ত্রিং, শীতল। জড়। শিং—১ "শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ। আনন্দী হরি-চন্দনেন্দুশিশিরঃ স্নিগ্ধো রুণদ্ধ্যন্যতঃ।"

শিশু (শিশ্ গমনকরা+উ—ক। অথবা শো তীক্ষ্ণকরা+উ—ক, দ্বিত্ব) সং, পুং, বালক, পোত, শাবক। ডিম্ব। ৮ বা ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক।

শিশুক (শিশু+কণ্—যোগ) সং, পুং, জলচরজন্তুবিশেষ, শুশুক। বৃক্ষবিশেষ। শিশু, শাবক।

শিশুগন্ধা; সং, স্ত্রীং, মল্লিকাবিশেষ।

শিশুত্ব (শিশু+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, শৈশব, বাল্যাবস্থা।

শিশুপাল (শিশু—পাল [পা ক্রি=পালি +অ(ষণ্)ক—যে পালন করে) সং, পুং, চেদিবংশীয় নৃপবিশেষ, দমঘোষের পুত্র।

শিশুপালক (শিশু—পাল যে পালন করে +ক—প্রং) সং, পুং, শিশুপাল। কেলি-কদম্ব। বিং, ত্রিং, শিশুরক্ষক।

শিশুভাব; সং, পুং, তান্ত্রিকভাববিশেষ। শিশুত্ব।

শিশুপালহা (শিশুপালহন্, শিশুপাল—হন্ [হন্ বধ করা+০(ক্বিপ্)—ক] যে বধ করে, দ্বিতীয়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ।

শিশুমার (শিশু শাবক—মার [মৃ-ক্রি= মারা+অ(ষণ্)-ক] যে মারে, দ্বিতীয়া —ষ) সং, পুং, জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। তারা চক্রবিশেষ।

শিশুবাহক (শিশু—বহ বহন করা+অক, (ণক)—ক) সং, পুং, বন্যগাছ। বিং, ত্রিং, বালকের বহনকারী।

শিশ্ন (শশ্ গমন করান ন(নক্)-ক, নিপাতন) সং, পুং, পুরুষ-চিহ্ন, পুরুষো-পস্থ, মেঢ্র।

শিশ্বিদান (শ্বিৎ [শুক্লবর্ণ হওয়া] ধার্ম্মিক বা পবিত্র হওয়া+আন—প্রং, দ্বিত্ব, ত=দ) বিং, ত্রিং, নির্দ্দোষী, ধার্ম্মিক। পাপকর্ম্মকারী। [শীর্ষ। মঞ্জরী। শিখা।

শিষ, শীর্ষ (শীর্ষ শব্দজ) সং, ধান্যাদির

শিষ্ট (শাস্ শাসন করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, শান্ত, ধীর, সুবোধ, সুশীল। শিষ্ট—১ "ন পাণিপাদচপলো ন নেত্র-চপলো মুনিঃ। ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণং।" নীতিজ্ঞ। অবশিষ্ট। বশতাপন্ন, পোষা। শিক্ষিত, বিনীত। প্রধান, বিখ্যাত। আজ্ঞপ্ত। পুং,—মন্ত্রী, সভ্য। সর্দ্দার।

শিষ্টতা (শিষ্ট+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শিষ্টের ধর্ম্ম, নম্রতা, ধীরতা। শেষ, অবশিষ্টতা। বিনয়। বশীভূততা।

শিষ্টাচার (শিষ্ট—আচার আচরণ) সং, পুং, সাধুব্যবহার, ভদ্রতা।

শিষ্টি (শাস্ শাসন করা+তি(ক্তি)—ভাবে, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, শাসন, তাড়ন। আজ্ঞা, আদেশ। শোধন। বিন্যাস।

শিষ্য (শিষ্ট দেখ, য (ক্যপ্)—র্ম) সং, পুং, ছাত্র, অন্তেবাসী। বিং, ত্রিং, শাসনযোগ্য। উপদেষ্টব্য। শিক্ষিতব্য, শিক্ষণীয়।

শিহরণ সং, (দেশজ) রোমাঞ্চিত হওন, চমকে উঠা।

শিহ্ল শিহ্লক (শিহ্ দ্রবহওয়া+ল—প্রং। সি=শ। শিহ্ল+ক—যোগ) সং, পুং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

শী (শী শয়নকরা+০(ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শয়ন, শান্তি।

শীকর—স (শীক্ জলাদি সেক করা+অরন্

—ক) সং, পুং, বায়ুপ্রেরিত জলবিন্দু, জলকণা। সূক্ষ্ম বৃষ্টি। বায়ু।

শীঘ্র (শিন্ঘ্ আঘ্রাণকরা+রক্—ভাবে, নিপাতন) ত্রিং,—বিং, ক্লীং, অবিলম্ব, দ্রুত, ত্বরা। (+রক্—ক) বিং, ত্রিং, শীঘ্রতাযুক্ত, সত্বর, ত্বরিত।

শীঘ্রগ (শীঘ্র—গ [গম্ গমন করা+অ(ড) —ক] যে গমন করে) বিং, ত্রিং, দ্রুতগামী, ত্বরিতগতি।

শীঘ্রচেতন (শীঘ্র—চিৎ বোধকরা, জানা +অন—ক) সং, পুং, কুক্কুর। ত্রিং, দ্রুত-চেতনাযুক্ত।

শীঘ্রতা (শীঘ্র+তা—ভাবে) সং, পুং, দ্রুততা, সত্বরতা।

শীঘ্রবেধা (শীঘ্রবেধিন্, শীঘ্র—বেধিন্ যে বিদ্ধ করে) সং, পুং, লঘুহস্ত, ক্ষিপ্রবিদ্ধকারী।

শীঘ্রপুষ্প; সং, পুং, অগস্ত্যবৃক্ষ।

শীঘ্রায়মাণ (শীঘ্র্ [নামধাতু] দ্রুত গমন করা+আন(শান)—ক। য, ম—আগম) বিং, ত্রিং, শীঘ্রগমনকারী।

শীত (শ্যৈ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শীতল, শৈত্যগুণযুক্ত। জড়। অলস। কাথিত, সিদ্ধ। (শীত+ঞ) ক্লীং, শৈত্যগুণ, শীতলতা। জল। ত্বক্। পুং, হিমঋতু, শীতকাল। বেতসবৃক্ষ। বহুবারক-বৃক্ষ। অশনপর্ণী। পর্পট। নিম্ব। কর্পূর।

শীতক (শীত+কণ্—যোগ) সং, পুং, শীতকাল। দীর্ঘসূত্রী। অলস, কুঁড়ে, বৃথাকালক্ষেপকারী। নিশ্চেষ্ট, নিবৃত্ত। সুখী মনুষ্য। বৃশ্চিক। অশনপর্ণী।

শীতকর, শীতকিরণ, শীতগু, শীতভানু, শীতময়ূখ, শীতমরীচি, শীতরশ্মি, শীতাংশু (শীত শীতল—কর, কিরণ, ভানু, ময়ূখ, মরীচি, রশ্মি, অংশু=কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র, হিমকর। কর্পূর।

শীতকুম্ভ; সং, পুং, করবীর। ম্ভী—স্ত্রীং, জলজবৃক্ষবিশেষ।

শীতচম্পক (শীত শীতল—চম্পক ফুল) সং, পুং, দর্পণ। প্রদীপ।

শীতবর্ণী; সং, স্ত্রীং, অর্কপুষ্পিকা।

শীতল (শীত শীতলতা—লা দানকরা+অ(ড)—ক, কিংবা শীত শৈত্য+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা। সং, ক্লীং, চন্দন। শৈলেয়। মৌক্তিক। বেণার মূল। পথ। পুং, চন্দ্র। অশনপর্ণী। লা—স্ত্রীং, দেবীবিশেষ, বসন্ত বিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। লী—স্ত্রীং, জলজবৃক্ষবিশেষ।

শীতাবলা; সং, স্ত্রীং, মহাসমঙ্গা।

শীতাশব (শীত শীতল—শিব মঙ্গলকর) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ। শৈলেয় নামে গন্ধদ্রব্য। পুং, মধুরিকা, মৌরী। বা—স্ত্রীং, শমীবৃক্ষ।

শীতা, সীতা (শীত+আ—স্ত্রীং) সং, পুং, রামচন্দ্রের গৃহিণী, জানকী। লাঙ্গলপদ্ধতি। অতিবলা। কুটুম্বিনী। দূর্ব্বা। শিল্পিকাতৃণ।

শীতাদ্রি (শীত—আদ্রি পর্ব্বত, মং—স) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

শীতাভ, শীতাভ্র (শীত শীতল—আভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর।

শীতার্ত্ত, শীতালু (শীত—ঋত কিংবা আর্ত্ত, পীড়িত,তৃতীয়া—য। শীত+আলু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শীতপীড়িত, শীতকাতর।

শীতাশ্মা (শীতাশ্মন্, শীত শীতল—অশ্মন্ প্রস্তর) সং, পুং, চন্দ্রকান্তমণি।

শীতীভাব (শীত শীতল—ভাব স্বভাব, মধ্যে ঈ(চ্বি)—আগম) মুক্তি, মোক্ষ। শীতলতা।

শীতোত্তম (শীত শীতল—উত্তম) সং, ক্লীং, বারি, জল।

শীৎকার (শীৎ অনুকরণ শব্দ—কার করণ) সং, পুং, শ্রেষ্ঠ স্ত্রীদের রতিকালীন ধ্বনি, শিহরণ, "ইস্" এই শব্দ।

শীৎকৃত (শী অনুকরণ শব্দ—কৃত করা হইয়াছে) সং, ক্লীং, রতিকালে স্ত্রীগণের মুখের অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ।

শীত্য (শীত শীতল বা শীতা লাঙ্গল-পদ্ধতি+য—প্রং) বিং, ত্রিং, শীতযোগ্য। কৃষ্ট, চসা।

শীধু,শীধু (শী শয়নকরা+ধুক্—ণ) সং, পুং—ক্লীং, পক্ব ইক্ষুরসজনিত মদ্য-বিশেষ। মধু।

শীধুগন্ধ (শীধু মদ্যবিশেষ—গন্ধ—আঘ্রাণ) সং, পুং, বকুলগাছ।

শীন (শ্যৈ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ঘনীভূত (ঘৃতাদি)। মূর্খ। সং, পুং, অজগর, বৃহৎ সর্প।

শীফর; বিং, ত্রিং, স্ফীত। রম্য।

শীভব; সং, পুং, শীকর, জলকণা।

শীভ্য (শীভ প্রশংসাকরা+য—প্রং) সং, পুং, শিব। বৃষ। [পুং, অজগর সর্প।

শীর, শীল (শী শয়নকরা+রক্—ক) সং,

শীর্ণ (শৄ হিংসাকরা+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, কৃশ, ক্ষীণ। শুষ্ক। ছিন্ন। পতিত।

শীর্ণপাদ,শীর্ণাঙ্ঘ্রি (শীর্ণ যাহা কুঁকড়িয়া গিয়াছে—পাদ, অঙ্ঘ্রি,=পা। ইহার মাতার অভিশাপে কোঁকড়াইয়া গিয়াছিল) সং, পুং, যম, অন্তক।

শীর্ণবৃন্ত (শীর্ণ সরু অথচ লম্বা—বৃন্ত বোঁটা) সং, ক্লীং, তরমুজ।

শীর্বি (শৄ হিংসাকরা+বি—প্রং) বিং, ত্রিং, অপহারক। হিংসক। অসভ্য, বন্য। ক্ষতিকারক।

শীর্ষ (শিরস্ স্থানে শীর্ষ) সং, ক্লীং, শীরস্, মস্তক, মাথা। কৃষ্ণাগুরু।

শীর্ষক (শীর্ষ—ক সুখ, ৫মী—হিং অথবা শীর্ষ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, টোপর। পাগড়ী, শিরোস্থি, মাথার খুলি। মস্তক। জয়পরাজয় নিদর্শন পত্র। পুং, রাহুগ্রহ।

শীর্ষচ্ছেদিক (শীর্ষ—ছেদ ছেদন+ইক প্রং) বিং, ত্রিং, শিরশ্ছেদনযোগ্য, বধ্য।

শীর্ষচ্ছেদ্য (শীর্ষ—ছেদ্য ছেদনীয়) বিং, ত্রিং, শিরশ্ছেদনযোগ্য, বধ্য। শিং—১ "শীর্ষচ্ছেদ্যমতোহহং ত্বাম্।" (ভট্টি)।

শীর্ষণ্য (শিরস্ মস্তক+য(যৎ)—আরোহণার্থে। শিরস্ স্থানে শীর্ষণ্) সং, ক্লীং, শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী। পুং, বিশদ কেশ, পরিস্কৃত চুল। বিং, ত্রিং, মস্তকস্থ। মস্তক-জাত।

শীর্ষরক্ষ (শীর্ষ মস্তক—রক্ষ রক্ষণ) সং, ক্লীং, শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী।

শীল (শীল্ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া+অ (অল্)—ণ) সং, পুং,—ক্লীং, স্বভাব। সচ্চরিত্র। চরিত্র। পুং, বৃহৎ সর্প। বিং, ত্রিং, বিশিষ্ট, যুক্ত।

শীলন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আলোচনা। অভ্যাস। প্রবর্ত্তন। পরিদর্শন। অতিশায়ন।

শীলবান্ (শীলবৎ, শীল স্বভাব+বৎ (বতু) অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সুস্বভাবযুক্ত, সুশীল। সচ্চরিত্রশালী।

শীলা; সং, স্ত্রীং, কৌণ্ডিন্যমুনিপত্নী।

শীলিত (শীল দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভ্যস্ত। শিক্ষিত। আলোচিত।

শীবল (শী [জলে] শয়নকরা+বল—প্রং) সং, ক্লীং, শৈলেয়।

শীবা (শীবন, শী শয়নকরা+বন্ (ক্বিপ্—ক সং, পুং, অজগর সর্প, বৃহৎ সর্প। বোড়াসাপ।

শুঁটী (দেশজ) সং, কলায়শুঁটী, ফলত্বক্।

শুঁঠ (শুণ্ঠীশব্দজ) সং, শুক্‌না আদা।

শুয়া, শুঙ্গা (শুকশব্দজ) সং, ধান্যাদির অগ্রভাগ।

শুঁড় (শুণ্ডশব্দজ) সং, করিকর, হাতীর শুঁড়।

শুঁড়ী (শৌণ্ডিকশব্দজ) সং, মদ্যবিক্রেতা।

শুক (শুভ দীপ্তিপাওয়া+ক—ক। ভ—লোপ। অথবা শুক+কক্—ক) সং, পুং, পক্ষিবিশেষ, টিয়াপাখী। ব্যাসের পুত্র, ইনি পরীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। মহাভারতে—মহর্ষি বেদব্যাস ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া কামা-

সক্ত হইয়াছিলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাহাকে অন্যরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া কাম নিবারণ চেষ্টায় অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব নিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ নিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্র বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ২। রাবণের মন্ত্রী। ৩। শিয়ালকাঁটার গাছ। ৪। শিরীষবৃক্ষ। ৫। ক্লীং, বস্ত্র। বস্ত্রাঞ্চল। ৬। শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, পাগড়ী। কী—স্ত্রীং, কশ্যপপত্নী।

শুকতারা; সং,(শুক্রতারকাশব্দজ) শুক্রগ্রহ। উহা কখনও উষার পূর্ব্বে বহু দিবস পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে এবং কখন সায়ংকালে পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শুকনা (শোষণার্থ শুষ্ ধাতুজ) বিং, শুষ্ক, নীরস, ম্লান।

শুকনাস (শুক—নাসা নাক, ৬ষ্ঠী—বিং) সং, তারাপীড় রাজার মন্ত্রী। শ্যোণাক বৃক্ষ। বিং, ত্রিং, শুকের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট।

শুকপুচ্ছ (শুক টিয়াপাখী—পুচ্ছ লেজ। তুল্য বর্ণের বলিয়া) সং, পুং, গন্ধক।

শুকাদন (শুক টিয়াপাখী—অদন ভক্ষণীয়) সং, পুং, দাড়িম্ব, দালিম।

শুক্ত (শুচ্ শুচি হওয়া+ত(ক্ত)—ক) সং, ক্লীং, মাংস। কাঞ্জিক, আমানী। ব্যঞ্জনবিশেষের যূষ। শিং—১ "কন্দমূলফলানি সস্নেহলবণানি চ। যত্তদ্দ্রবোহপিসুষস্তে তচ্ছুক্তমভিধীয়তে। সিঙ্গা। দুর্ব্বাক্য, কটূক্তি। বিং, ত্রিং, পবিত্র। পরিষ্কৃত। পর্য্যুষিত বা বিকৃত হইয়া অম্লযুক্ত। নিষ্ঠুর। শ্লিষ্ট। নির্জ্জন। ক্তা—স্ত্রীং, চুক্রিকা।

শুক্তি (শুচি শোককরা ইত্যাদি+তি(ক্তি)—ণ) সং, স্ত্রীং, ঝিনুক। অশ্বের বক্ষঃস্থলে লোমাবলীকৃত আবর্ত্তত্রয়। তথাহি- বক্ষঃস্থাঃ শুক্তয়স্তিস্রঃ ঊর্দ্ধরোমা জয়াবহাঃ। শঙ্খ। শঙ্খনখ। কপালখণ্ড, মাথার খুলি। অর্শরোগ। চারিতোলা পরিমাণ। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [শুক্তি, ঝিনুক।

শুক্তিকা (শুক্ত+ক—যোগ) সং, স্ত্রীং,

শুক্তিজ, শুক্তিবীজ (শুক্তি—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত। শুক্তি—বীজ বীচি) সং, ক্লীং, মৌক্তিক; মুক্তাফল। বিং, ত্রিং, শুক্তিজাত।

শুক্তিমান্ (শুক্তিমৎ) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। শিং—১ "মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ গন্ধমাদনঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তৈতে চ কুলাচলাঃ।" বিং, স্ত্রীং, নদবিশেষ।

শুক্র (শুচ্ শুচি হওয়া ইত্যাদি+রক্—ক) সং, পুং, ভার্গব, দৈত্যগুরু। "মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থদ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্রনামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" গ্রহবিশেষ। বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ। অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ। জ্যৈষ্ঠ মাস। ক্লীং, তেজঃ। শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বীর্য্য, রেতঃ। শিষ্টপ্রয়োগ—১ যথা পয়সি সর্পিস্তু গূঢ়শ্চেক্ষৌ রসো যথা। এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাং।" চক্ষুর রোগবিশেষ।

শুক্রকর (শুক্র বীর্য্য—কর যে করে) সং, পুং, মজ্জা। বিং, ত্রিং, বীর্য্যকারক।

শুক্রভুক্ (শুক্রভুজ্, শুক্র—ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ময়ূর। বিং, ত্রিং, রেতোভোজক।

শুক্রভু (শুক্র—ভূ হওন) সং, স্ত্রীং, মজ্জা।

শুক্রল (শুক্র—ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শুক্রযুক্ত। লা—স্ত্রীং, উচ্চটাবৃক্ষ।

শুক্রবার (শুক্র গ্রহবিশেষ—বার দিন) সং, পুং, শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের পঞ্চম দিন।

শুক্রশিষ্য (শুক্র শুক্রাচার্য্য—শিষ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দৈত্য, অসুর।

শুক্রাঙ্গ ; সং, পুং, ময়ূর।

শুক্ল (শুচ্ নির্ম্মল হওয়া+লক্—ক) বিং, ত্রিং, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, শাদা। শুদ্ধ। সং, পুং, শ্বেতবর্ণ, শাদা রং। শুক্লপুষ্প। ক্লীং, রজত, রৌপ্য। নবনীত। চক্ষুর রোগবিশেষ। কাঞ্জিকাদি। বিষ্ণুত্তাদি যোগবিশেষ।

শুক্লক (শুক্ল+কণ্—যোগ) সং, পুং, শুক্লপক্ষ। শ্বেতবর্ণ।

শুক্লকর্ম্মা (শুক্লকর্ম্মন্, শুক্ল শাদা, নির্ম্মল—কর্ম্মন্ কার্য্য) বিং, ত্রিং, অকৃষ্ণকর্ম্মা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শুদ্ধচরিত্র।

শুক্লকণ্ঠক ; সং, পুং, দাত্যুহপক্ষী। বিং, ত্রিং, শ্বেতগলযুক্ত।

শুক্লকন্দ , সং, পুং, মহিষকন্দ। শ্বেতমূল। ন্দা—স্ত্রীং, অতিবিষা।

শুক্লধাতু (শুক্ল শ্বেতবর্ণ—ধাতু আকরীয়) সং, পুং, কঠিনী, খড়ী।

শুক্লপক্ষ (শুক্ল শাদা—পক্ষ মাসার্দ্ধ) সং, পুং, শুক্লপ্রতিপদ্ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি।

শুক্লপুষ্প ; সং, পুং, ছত্রকবৃক্ষ। কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। মরুবক। বিং, ত্রিং, শ্বেতকুসুমযুক্ত। ষ্পা—স্ত্রীং, নাগদন্তী। শীতকুম্ভী। ষ্পী—স্ত্রীং, নাগদন্তী।

শুক্লা (শুক্ল+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী। শর্করা।

শুক্লাপাঙ্গ (শুক্ল শাদা—অপাঙ্গ চক্ষুর প্রান্ত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ময়ূর। বিং, ত্রিং, শ্বেতবর্ণান্তনেত্র।

শুক্লাঙ্গী ; সং, স্ত্রীং, শেফালিকা।

শুক্লিমা (শুক্লিমন্, শুক্ল+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, শুক্লত্ব, শ্বেত রং।

শুক্লোপলা (শুক্ল শাদা—উপলা প্রস্তর) সং, স্ত্রীং, শর্করা, চিনি। পুং, শাদা পাথর।

শুক্ষি (শুষ্ শুষ্ক হওয়া+কৃসি—প্রং) সং, পুং, বায়ু, বাতাস।

শুঙ্গ (শম্ শান্ত হওয়া+গ—প্রং, নিপাতন) সং, পুং, বটবৃক্ষ। আমড়া গাছ। পুং, ঙ্গা—স্ত্রীং, ধান্যাদির শুঁয়া।

শুঙ্গাকর্ম্ম (শুঙ্গাকর্ম্মন্. শুঙ্গা—কর্ম্মন্ কার্য্য) সং, ক্লীং, পুংসবন, সংস্কারবিশেষ। শিং—১ "পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।"

শুঙ্গী (শুঙ্গ ধান্যাদির শুঁয়া+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বটগাছ। পাকুড়গাছ। বিং, ত্রিং, শুঙ্গবিশিষ্ট।

শুচ, শুচা (শুচ্ শোককরা+০(ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শোক, দুঃখ, মনস্তাপ।

শুচি (শুচ্ নির্ম্মল হওয়া+ইন্—ক) সং, পুং, অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ। জ্যৈষ্ঠমাস। আষাঢ় মাস। সূর্য্য। চন্দ্র। মহাদেব। বৃহস্পতি। ব্রাহ্মণ। অন্নপ্রাশন কালীন হোম। গ্রীষ্মকাল। শৃঙ্গাররস। সৌরাগ্নি। শিং—১ "নির্ম্মথ্যঃ পবমানঃ স্যাৎ বৈদ্যুতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ। যশ্চাসৌ তপতে সূর্য্যঃ শুচিরগ্নিস্তুসৌ স্মৃতঃ।" শ্বেতবর্ণ, শুক্ল রং। শুদ্ধমন্ত্রী। সদাচার। বিং, ত্রিং, নির্দ্দোষ। অনুপহত। শুদ্ধ, পবিত্র। নির্ম্মল। শ্বেত বর্ণযুক্ত, শুভ্র। অনুকূল। শিষ্টপ্রয়োগ—১ "গবাং পশ্চাৎ দ্বিজস্যাঙ্ঘ্রি র্যোগিনাং হৃৎ করেবর্চঃ। পরং শুচিতমং বিদ্যাৎ মুখং স্ত্রীবহ্নিবাজিনাম্॥" স্ত্রীং, কশ্যপপত্নী, তাম্রার কন্যা।

শুচিতা (শুচি+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, শুদ্ধতা, পবিত্রতা। নির্ম্মলতা।

শুচিদ্রুম ; সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।

শুচিপ্রণী (শুচি শুদ্ধকরণ+প্রণী সম্পাদন) সং, স্ত্রীং, আচমন।

শুচিস্মিত ; বিং, ত্রিং, বিশুদ্ধ হাস্যযুক্ত।

শুচিরোচিঃ (—রোচিস্) সং, পুং, চন্দ্র। শুক্লকিরণ।

শুচিশ্রবা—(মহাভারতে—"আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্য সমুদয় শ্রবণ করি এই নিমিত্ত আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে।") সং, পুং, কৃষ্ণ।

শুটীরতা—স্ত্রীং } (শৌটীর বীর+তা, য
শুটীর্য্য—ক্লীং } —ভাবে। ঔ=উ) সং, বীর্য্য, পরাক্রম।

শুণ্ঠি, শুণ্ঠী শুণ্ঠিকা—স্ত্রীং (শুঠ্ শোষণ করা+ই—ণ) সং স্ত্রীং, শুষ্ক আর্দ্রক, শুঁঠ।

শুণ্ড (শুণ্ গমন করা+ড—ক) সং, পুং, করিহস্ত, হাতির শুঁড়। হস্তীর গণ্ডস্থল হইতে মদক্ষরণ।

শুণ্ডধর (শুণ্ড শুঁড়—ধর যে ধরে) সং, পুং, হস্তী।

শুণ্ডক (শুণ্ড+ক—যোগ) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি যুদ্ধবেণু, রণশিঙ্গা।

শুণ্ডপদ (Cirrhopoda) যে সকল জীবের দেহ বহুখণ্ড চূর্ণময় আবরণে আচ্ছাদিত এবং তদূর্দ্ধভাগ হইতে এক শুণ্ড নির্গত হয়, যথা—Barnacles)

শুণ্ডা (শুণ্ড দেখ, আপ্—প্রং,) সং, স্ত্রীং, মদ্য। কুট্টনী। জলহস্তিনী। হাতীর শুঁড়। নলিনী। (+ড—ধি) মদ্যগৃহ। বেশ্যা।

শুণ্ডালদেহী (Polypi) যাহাদের দেহে অতিসূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুণ্ড আছে; ইহারা দুই গণে বিভক্ত, এই গণের প্রধান জীব প্রবালকীট।

শুণ্ডাপন ; সং, ক্লীং, মদ্যপানগৃহ।

শুণ্ডার (শুণ্ডা মদ্য+র—প্রং) সং, পুং, সুরা প্রস্তুতকারী, শুঁড়ী। হস্তী। অপকৃষ্ট শুণ্ডা, জঘন্যমদ্য।

শুণ্ডাল (শুণ্ডা হাতির শুঁড়+ল—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, করী, হস্তী।

শুণ্ডিকা (শুণ্ডা হাতীর শুঁড়+ক, আ) সং, স্ত্রীং, আলজিহ্ব। শুণ্ডা।

শুণ্ডী (শুণ্ডিন্, শুণ্ডা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শুণ্ডী, সুরাপ্রস্তুতকারক। হস্তী।

শুতুদ্রি, শুতদ্রু-দ্রূ (শতদ্রু দেখ) সং, ক্লীং, শতদ্রুনদী।

শুদ্ধ (শুধ্ শুদ্ধ হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, পবিত্র। স্বচ্ছ, নির্ম্মল। উজ্জ্বল, নির্দ্দোষ। শাণিত। ক্ষমতা প্রাপ্ত। অনিন্দিত। উদ্ধৃত। শুভ্র। কেবল। সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ। মরিচ।

শুদ্ধদৎ (শুদ্ধ—দন্ত) বিং,ত্রিং, শুভ্রদন্তযুক্ত। শিং—১ "গতে তস্মিন্ জলশুচিঃ শুদ্ধদদ্রাবণঃ শিখী।" (ভট্টি)।

শুদ্ধচারী (শুদ্ধচারিন্, শুদ্ধ—চর গমন করা +ইন্—ক) বিং, ত্রিং, নির্ম্মলচরিত্র, নির্দ্দোষ।

শুদ্ধজঙ্ঘ (শুদ্ধ নির্ম্মল, পবিত্র—জঙ্ঘা ঠ্যাঙ্) সং, পুং, গর্দ্দভ, গাধা।

শুদ্ধমতি, সং, পুং, চতুর্ব্বিংশতি ভূতার্হদন্তর্গত জিনবিশেষ। স্ত্রীং, পবিত্রবুদ্ধি। বিং, ত্রিং, শুদ্ধ বুদ্ধিবিশিষ্ট। শিং—১ "তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।"

শুদ্ধান্ত (শুদ্ধ পবিত্র—অন্ত শেষ, পর্য্যন্ত) সং, পুং, অন্তঃপুর। অন্তঃপুরস্ত্রী। শিং—১ "শুদ্ধান্তসম্ভোগ নিতান্ততুষ্টেঃ"। অশৌচান্ত। স্তা—স্ত্রীং, রাজ্ঞী, রাজপত্নী। রাজার রক্ষিতা স্ত্রী।

শুদ্ধি (শুদ্ধ দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, শোধন, শুদ্ধতা। স্বচ্ছতা), নির্ম্মলতা। মার্জ্জনা, পরিষ্কার। পবিত্রতা। সংস্কারবিশেষ। দুর্গা। শিং—১ "স্মরণাচ্চিন্তনাদ্বাপি শোধ্যতে স হি পাবকাৎ। তেন শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা দেবী রুদ্রতনৌ স্থিতা।"

শুদ্ধোদনি (শুদ্ধোদন+ই(ঞি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, বৌদ্ধবিশেষ, শাক্যসিংহের পিতা।

শুধরণ (শুদ্ধার্থ শুধ্ ধাতুজ) সং,শুদ্ধকরণ, সারণ।

শুধু (পূর্ব্বে দেখ) ক্রি—বিং, কেবল, শুদ্ধ।

শুন,শুনক—পুং,—শুনি পুং,স্ত্রীং,(শুন্ গমন করা+অ(ক)ইক্—ক) সং, কুকুর।

শুনঃশেফ; সং, পুং, ঋচীক মুনির পুত্র, অম্বরীষ রাজা যজ্ঞার্থ তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র মুনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

শুনক (শুন+কণ—যোগ) সং, পুং মুনিবিশেষ) পূর্ব্বে ইনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হন। কুকুর।

শুনন (বাঙ্গলা শুন ধাতুজ) সং, শ্রবণ, শুনা।

শুনাশীর, সুনাসীর; পুং, ইন্দ্র। পেচক। শিং—১ "শুনাশীরো দ্বিতালব্যঃ সুনাসীরো দ্বিদন্ত্যকঃ। তালব্যাদিদন্তমধ্যঃ শুনাশীরশ্চ দৃশ্যতে।

শুনীর; সং, পুং, কুকুরীসমূহ।

শুন্ধ্যু (শুন্ধ্, শুদ্ধ করা+যু—প্রং) সং, পুং, অগ্নি, অনল।

শুভ (শুভ্ দীপ্তিপাওয়া+অ(ক)—ক) সং, ক্লীং, ক্ষেম, মঙ্গল। সুখ। পদ্মকাষ্ঠ। পুং, যোগবিশেষ। বিং, ত্রিং, মঙ্গলদায়ক। সুখী। কুশলী। সুন্দর, মনোহর।

শুভংযু (শুভং মঙ্গল+যু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শুভান্বিত, কুশলী। শিং—১"ক্ষিতিপঃ শুভংযুঃ। (ভট্টি)।

শুভকর, শুভঙ্কর (শুভ মঙ্গল—কর [কৃ করা+অ(ট)—ক] যে করে) বিং, ত্রিং, শুভজনক, মঙ্গলকর। সং, পুং, স্বনামখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রকারক। রী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী।

শুভগ্রহ (শুভ শুভদায়ক—গ্রহ) সং, পুং, সৌম্যগ্রহ; যথা—গুরু শুক্র অর্দ্ধাধিক চন্দ্র, পাপগ্রহাযুক্ত বুধ।

শুভপত্রিকা; সং, স্ত্রীং, শালপর্ণী। মঙ্গলপত্রিকা।

শুভবাসন; সং, পুং, মুখবাসন দ্রব্য।

শুভসূচনী; সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ, সুবচনী, ইহার ধ্যান; যথা—"রক্তা পদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়নী চামীকরালঙ্কৃতা পীনোত্তুঙ্গকুচা শুক্লবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা। ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরাক্ষাভীতিহস্তা শিবা ধ্যেয়া সা শুভসূচনী ত্রিজগতামম্বাপদুদ্ধারিণী।"

শুভদ (শুভ মঙ্গল—দ [দা দানকরা+অ(ড) —ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, শুভদায়ক, শুভজনক। পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।

শুভস্থলী (শুভ মঙ্গলদায়ক—স্থল স্থান) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞভূমি। মঙ্গলজনক স্থান।

শুভা (শুভ দেখ, অ—আ, প্রং) সং, স্ত্রীং, শোভা। কান্তি। ইচ্ছা পার্ব্বতীর সখীবিশেষ দেবসভা। বংশরোচনা। গোরোচনা। শমী। প্রিয়ঙ্গু। শ্বেতদূর্ব্বা। বিং,ত্রিং, মঙ্গলজনিকা।

শুভাঙ্গী (শুভ সুন্দর—অঙ্গ অবয়ব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কুবেরপত্নী। কামদেবপত্নী। সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট স্ত্রী।

শুভ্র (শুভ দেখ, রক্—ক) সং, পুং, শুক্লবর্ণ। চন্দন। ক্লীং, অভ্রক। গড়লবণ। কাসীস। বিং, ত্রিং, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট,উদ্দীপ্ত।

শুভ্রদন্তী, শুভদন্তী (শুভ্র শাদা, শুভ সুন্দর—দন্ত, ঈপ্ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, বায়ুকোণের দিক্ হস্তিনী, পুষ্পদন্তনামক দিগ্গজের স্ত্রী। সুদতী, উত্তম দন্ত বিশিষ্টা স্ত্রী।

শুভ্ররশ্মি, শুভ্রাংশু (শুভ্র শাদা—রশ্মি অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র, সুধাংশু। কর্পূর।

শুভ্রালু; সং, পুং, মহিষকন্দ।

শুভ্রাংশু; সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর।

শুম্ভ (শুন্ভ দীপ্তি পাওয়া+অ(অন্)—ক) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ, নিশুম্ভাসুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। গবেষ্টীর পুত্র এবং প্রহ্লাদের পৌত্র।

শুম্ভঘাতিনী, শুম্ভমর্দ্দিনী (শুম্ভ অসুর বিশেষ—ঘাতিনী, মর্দ্দিনী=নিহন্ত্রী, সং, স্ত্রীং, দুর্গা।

শুল্ক (শুল্ গমনকরা+ক—নামার্থে, যাহার দ্বারা প্রতিবন্ধ যায়, অ=উ, অথবা শুল্ক

সৃষ্টি করা+(অল্—ভাবে) সং, পুং,—ক্লীং, করবিশেষ, মাসুল। বিবাহের পণ : যৌতুক, মূল্য। পণ, বাজী।

শুল্ল ; সং, ক্লীং, রজ্জু, দড়ি। তাম্র, তাঁবা।

শুল্ব (শুল্ব্ পরিমাণকরা+অ—প্রং, অথবা শুধ্ শুদ্ধহওয়া ইত্যাদি+ব—প্রং, ধ=ল) সং, ক্লীং, তাম্র রজ্জু। যজ্ঞকর্ম্ম। আচার। জলসন্নিধি।

শুল্বারি (শুল্ব তাম্র—অরি শত্রু) সং, পুং, গন্ধক।

শুশ্রাক, স, জলজন্তুবিশেষ।

শুশ্রূবান্ (শুশ্রুবস্, শ্রু শুনা+বস্ (কসু) —ক, ভূতকালে, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, যে শুনিয়াছে।

শুশ্রূ ; সং, স্ত্রীং, মাতা, জননী। শিং—১ "শিশোঃ শুশ্রূষণাৎ শুশ্রূঃ।"

শুশ্রূষণ (শ্রু শুনা+সন্—উপাসনার্থে, ইচ্ছার্থে, অন(অনট্)—ভা, দ্বিত্ব) সং, ক্লীং, সেবা, উপাসনা। শ্রবণেচ্ছা।

শুশ্রূষা (শ্রু শুনা+সন—উপাসনার্থে, ইচ্ছার্থে, অ—ভা, আপ, দ্বিত্ব) সং, স্ত্রীং, শ্রবণেচ্ছা। পরিচর্য্যা, সেবা। কথন।

শুশ্রূষু (শুশ্রূষা দেখ, সন্—ইচ্ছার্থে, উপাসনার্থে, উ—ক, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, শ্রবণেচ্ছু। সেবক।

শুষ—পুং, **শুষি**—স্ত্রীং (শুষ্ শুষ্কহওয়া+ইক্—ভাবে) সং, শোষণ, নীরসকরণ। (+ই—ক) বিবর, ছিদ্র, গর্ত্ত।

শুষির (শুষ্ শুষ্ক হও।+ইর(কিরচ্)—ক, কিম্বা শুষি+র—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, রন্ধ্র, ছিদ্র, গর্ত্ত। বংশ্যাদিবাদ্য। অবকাশ। যে সকল যন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয়, যথা—বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি। পুং, মূষিক। অগ্নি। বিং, ত্রিং, সচ্ছিদ্র, রন্ধ্রযুক্ত। রা—স্ত্রীং, নদীবিশেষ। নলীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

শুষিল (শুষ্ শুষ্কহওয়া+ইর—প্রং, র—ল) সং, পুং, বায়ু।

শুষ্ক (শুষ শুষ্কহওয়া+ত(ক্ত)—ক, ত স্থানে ক) বিং, ত্রিং, নীরস, শুক্না। অকারণ, হেতুশূন্য, নিরর্থক। শীর্ণ।

শুষ্কল (শুষ্ক দেখ,কল—প্রং, অথবা শুষ্ক—লা গ্রহণকরা+অ(ড)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, আমিষ, মাংস। বিং, ত্রিং, আমিষভোজী।

শুষ্কলী (শুষ্কল+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, শুষ্ক মাংস মাংস।

শুষ্কবৈর ; সং, ক্লীং, উদ্দেশ্যশূন্য কলহ।

শুষ্কাঙ্গী (শুষ্ক শুক্না—অঙ্গ অবয়ব) সং, স্ত্রীং, গোধিকা, গোসাপ।

শুষ্কার্দ্র (শুষ্ক শুক্না—আর্দ্র আদা) সং, ক্লীং, শুণ্ঠী, শুঠ।

শুষ্ণ (শুষ্ক দেখ, ন—প্রং) সং, পুং, সূর্য্য। অগ্নি।

শুষ্ম (শুষ্ক দেখ, মক্—ক) সং, পুং, সূর্য্য। অগ্নি। বায়ু। পক্ষী। অর্চ্চিঃ। ক্লীং, তেজঃ। শৌর্য্য. বল।

শুষ্মা (শুষ্মন্, শুষ্ক দেখ, মন্—ক) সং, পুং অগ্নি। সূর্য্য। চিত্রকবৃক্ষ। ক্লীং, তেজঃ। শৌর্য্য, বল। বায়ু। দীপ্তি।

শূক (শো তীক্ষ্ণ করা+উকক্—ক, নিপাতন) সং, পুং,—ক্লীং, শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্র ভাগ, শুঁয়া। দয়া। শিখা। সবিষজল মলোদ্ভব জন্তুবিশেষ।

শূকক (শূক+কণ্—যোগ) সং, পুং শস্যবিশেষ, যব। প্রাবৃট্কাল। রস।

শূককীট, শূককীটক (শূক শুঁয়া—কীট তৃতীয়া—য) সং, পুং, শূয়াপোকা।

শূকধান্য (শূক শুয়া—ধান্য, ৩য়া—য) সং, ক্লীং, সূক্ষ্মাগ্র শস্য, ধান্য, যবাদি।

শূকর, সূকর—পুং } (শূক শুয়া+র-প্রং, কিংবা
শূকরী—স্ত্রীং }
অনুকরণশব্দ—কর [কৃ করা+অ(ট)—ক যে করে) সং, বরাহ, শূয়ার। স্ত্রীং, বরাক্রান্তা। শূকরপত্নী।

শূকরকন্দ ; সং, পুং বারাহীকন্দ।

শূকদংষ্ট্রক ; সং, পুং, ক্ষুদ্র রোগবিশেষ।

শূকবতী ; সং, স্ত্রীং, কপিকচ্ছু।
শূকা ; সং, স্ত্রীং, কপিকচ্ছু।
শূকল ; সুং, পুং, দুর্বিনীত অশ্ব, দুষ্টঘোড়া।
শূক্ষ্ম (সূক্ষ্ম দেখ. সং=শ) বিং, ত্রিং, অল্প। সরু, মিহি। কৃতক, কৃত্রিম। পরমাত্মা-বিষয়ক।
শূতিপর্ণ ; সং, পুং, আরগ্বধ বৃক্ষ।
শূদ্র (শুচ্ পবিত্র হওয়া+রক্—ক, উ ঊ, চ্ স্থানে দ) সং, পুং, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত চতুর্থবর্ণ। ব্রহ্মার পা হইতে জাত। দ্রা-স্ত্রীং, শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। দ্রাণী, দ্রী—শূদ্রের পত্নী।
শূদ্রপ্রিয় ; সং, পুং, পলাণ্ডু।
শূদ্রাবেদী (শূদ্রাবেদিন্, শূদ্রা—আবেদিন্ যে বিবাহ করে) সং, পুং, যে ব্যক্তি শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। শিং—১ "শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ। শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ।"
শূন, শূনবান্ (শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া+ত(ক্ত), ক্তবতু-ক) বিং, ত্রিং, স্ফীত।
শূনা (শ্বি বৃদ্ধি পাওয়া+ত(ক্ত)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, মাংসের হাট। বধ্যভূমি, প্রাণিবধ স্থান। শিষ্টপ্রয়োগ—১ "পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্।" আল্‌জিভ্।
শূনাবান্ (শূনাবৎ, শূনা মাংসবিক্রয়ের স্থান+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কসাই।
শূন্য (সু অতিশয়-উন+য—প্রং, স=শ অথবা শূনা প্রাণিবধ+য(যৎ)—হিতার্থে) সং, ক্লীং, আকাশ। বিন্দু, রিক্ততা সূচক '০' এই চিহ্ন। নির্জ্জন স্থান। অভাব। বিং, ত্রিং, রিক্ত, খালি। নির্জ্জন। রহিত। তুচ্ছ। ন্যা—স্ত্রীং, নলী। ফণীমনসা। বন্ধ্যা।
শূন্যগর্ভ, শূন্যমধ্য (শূন্য খালি—গর্ভ, মধ্য) বিং, ত্রিং, যাহার ভিতর খালি, ফাঁপা।
শূন্যবাদী (শূন্যবাদিন্, শূন্য আকাশ—বাদী যে বলে, ২য়া—ষ) সং, পুং, নাস্তিকবিশেষ, বৌদ্ধ।
শূপকার ; সং, পুং, শূদ্রের পাচক।
শূয়মান (শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, যাহা স্ফীত হইতেছে।
শূয়ার (শূকর শব্দজ) সং, বরাহ, শূকর।
শূর (শূর্ সাহসী হওয়া+অ(অন্—ক) সং, পুং, যাদববিশেষ, কৃষ্ণের পিতামহ। সূর্য্য। বীর, সাহসী। সিংহ। শূকর। চিত্রক। সাল। লকুচ। মসুর। বিং, ত্রিং, বলবান্।
শূরণ (শূর্ [অর্শরোগ] বধকরা+অন—ক) সং, পুং, খাদ্য মূল, ওলাদি। বৃক্ষ-বিশেষ, শ্যোনাক বৃক্ষ।
শূরতা—স্ত্রীং, } (শূর—তা, ত্ব—ভাবে)
শূরত্ব—ক্লীং, } সং, শৌর্য্য, পরাক্রম, সাহস।
শূরসেন (শূর সাহসী-সেনা সৈন্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যদুবংশীয় নৃপবিশেষ। দেশবিশেষ, মথুরা।
শূর্প, সূর্প (শূর্প পরিমাণকরা+অ—প্রং, শৄ+প—ক) সং, পুং, ক্লীং, তণ্ডুলাদি পরিষ্করণার্থ বংশাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, কুলা। দ্রোণদ্বয় পরিমাণ।
শূর্পক (শূর্প দেখ, রক—প্রং) সং, পুং, অসুরবিশেষ, কন্দর্পের শত্রু।
শূর্পকর্ণ, শূর্পশ্রুতি (শূর্প কুলা—কর্ণ, শ্রুতি। যাহার কর্ণ শূর্পের ন্যায় বৃহৎ) সং, পুং, হস্তী, গজ। বিং, ত্রিং, শূর্পতুল্য কর্ণযুক্ত।
শূর্পণখা (শূর্প কুলা—নখ, শূর্পের মত যাহার নখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, রাব-ণের ভগিনী।
শূর্পী, সূর্পী (শূর্প+ঈ—হ্রস্বার্থে) সং, পুং, ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা। শূর্পণখা।
শূর্পপর্ণী ; সং, স্ত্রীং, শিম্বীবিশেষ।
শূর্ম্ম—পুং, **শূর্ম্মী**, } (শু [শোভা-
শূর্ম্মীকা, শূর্ম্মী—স্ত্রীং, } শব্দজ]

সৌন্দর্য্য—উর্ম্মি ঢেউ, ই=লোপ, বিকল্পে কিম্বা সু সুন্দর—উর্ম্মি ঢেউ, নিপাতন,স=শ) সং, লৌহপ্রতিমা। কর্ণি বিশেষ।

শূল (শূল্ রোগগ্রস্ত হওয়া+অ(ক)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, উদরজাত বেদনা। রোগবিশেষ। ব্যথা। শূলাকৃতি অস্ত্র। ত্রিশূল। মৃত্যু। ধ্বজা। পুং, যোগবিশেষ চিহ্ন। মুনিবিশেষ। বিক্রেতব্য। লা—স্ত্রীং, শঙ্কু, কীলক। বেশ্যা। শিং—১ "অট্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।"

শূলক; সং, পুং, দুর্ব্বৃত্ত ঘোটক।

শূলগ্রন্থি; সং, স্ত্রীং, মালাদুর্ব্বা।

শূলদ্বিট, শূলহৃৎ (শূলদ্বিষ্, শূল—দ্বিষ্ দ্বেষকরা, হৃ হরণকরা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, হিঙ্গু, হিং।

শূলধন্বা (শূলধন্বন্, শূল—ধন্বন্ [ধনুক] এখানে অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব।

শূলধর (শূল—ধর যে ধরে, ২য়া—য) সং, পুং, শিব। রা, রিণী—স্ত্রীং, দুর্গা।

শূলধৃক্ (শূলধৃষ্, শূল—ধৃষ্ সাহসীহওয়া+০(ক্বিপ)—ক) সং, স্ত্রীং, দুর্গা। পুং, শিব, ত্রিশূলধারী।

শূলনাশন; সং, ক্লীং, সৌবর্চ্চল লবণ।

শূলপাণি, শূলভৃৎ (শূল—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং। শূল—ভৃৎ যে ধারণ করে, ২য়া—য) সং, পুং, শিব। স্ত্রীং, দুর্গা।

শূলহস্ত্রী; সং, স্ত্রীং, যবানী।

শূলাকৃত, শূল্য (শূল—কৃত, যাহা করা হইয়াছে, আ(ডাচ্)—আগম। শূল+য (ণ্য)—কৃতার্থে) বিং, ত্রিং, শলাকাগ্রে বিদ্ধ করিয়া পক্ব মাংস, শীক-কাবাব। শিষ্টপ্রয়োগ—১ "কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া। ঘৃতং সলবণং দত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ॥ তত্তু শূল্যমিতি প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ।

শূলাপাল; সং, পুং, বেশ্যাপাল।

শূলিক (শূল লৌহ শলাকা, শীক+ইক—প্রং) সং, ক্লীং, শূলকৃত মাংস। পুং, শশক। বিং, ত্রিং, শূলযুক্ত।

শূলিন; সং, পুং, ভাণ্ডীরবৃক্ষ।

শূলী (শূলিন্, শূল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিব। শশ। বিং, ত্রিং, শূলধারী। শূলরোগী। লিনী—স্ত্রীং, দুর্গা।

শৃকাল } সৃজ [চাতুরী] সৃষ্টি করা
শৃগাল—সৃ } —আ—প্রং, কিম্বা সৃজ শিং—অ না—আ লা গ্রহণ করা+অ (ড,—ক, নিপাতন) সং, পুং, লী—স্ত্রীং, শিয়াল, শিবা, গোমায়ু। পুং, দৈত্যবিশেষ। নৃপবিশেষ। খিটখিটে কটুভাষী ব্যক্তি। ভীত বীর। বিং, ত্রিং, নিষ্ঠুর।

শৃগালকণ্টক (শৃগাল শিয়াল—কণ্টক কাঁটা) সং, পুং, শেয়ালকাঁটা গাছ।

শৃগালকোলি (শৃগাল শিয়াল—কোলি কুল গাছ) সং, পুং, শেয়াকুল গাছ।

শৃগালিকা, শৃগালা (শৃগালী+কণ্—যোগ। শৃগাল+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ভয়ে পলায়ন। খেঁকশিয়ালী। স্ত্রীশৃগাল। ভূমিকুষ্মাণ্ড। কোকিলাক্ষ। বিদারী।

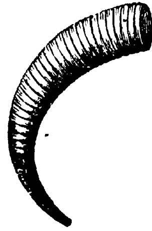
শৃঙ্খল (শৃঙ্গ শিং কিন্তু এখানে শিকলির কড়া—খল্ (সংগ্রহকরা+অ(অল্)—ণ, নিপাতন) সং, পুং,—ক্লীং, লা—স্ত্রীং পুরুষের কটিভূষণ। পুরুষের কটিবস্ত্র—বন্ধ। লৌহময় পাদবন্ধনী, শিকল, নিগড়। বন্ধন। নিয়ম, রীতি। বন্ধনী, ব্র্যাকেট চিহ্ন

শৃঙ্খলক (শৃঙ্খল+ক—প্রং, অথবা কৈ প্রকাশ করা+অ(ড)—ক) সং, পুং, উষ্ট্র বিশেষ। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাদবন্ধনী দ্বারা বা করভ। শৃঙ্খল।

শৃঙ্খলিত (শৃঙ্খল+ইত—সংজ্ঞার্থে) বিং ত্রিং, শৃঙ্খলবদ্ধ, নিগড়িত।

শৃঙ্গ (শৄ হিংসাকরা+গক্—ক, নিপাতন সং, ক্লীং; শিখার পর্ব্বতের অগ্রভাগ ধনুকাদির অগ্র। বিষাণ, শিং। চিহ্ন প্রভাব। প্রভুত্ব। প্রাধান্য, উৎকর্ষ

পিচকিরী যন্ত্র। শৃঙ্গনির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ,শিঙা। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। পদ্ম। কৃত্রিম-ফোয়ারা। অতি-সূক্ষ্ম। কামো-দ্রেক। পুং, ঔষধীয় মূল-বিশেষ। জীবক। কূর্চ্চশীর্ষকবৃক্ষ।


"শৃঙ্গ"

শৃঙ্গগ্রাহিতান্যায়—ন্যায় (৩১) দেখ।

শৃঙ্গজ (শৃঙ্গ—জ জাত) সং, ক্লীং, অগুরু। পুং, শর, বাণ। বিং, ত্রিং, শৃঙ্গজাত।

শৃঙ্গধর (শৃঙ্গ—ধর যে ধরে) সং, পুং, পর্ব্বত।

শৃঙ্গবান্ (শৃঙ্গবৎ, শৃঙ্গ+বৎ(বতু)—অস্ত্য-র্থে) সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। বিং, ত্রিং, শৃঙ্গবিশিষ্ট।

শৃঙ্গবের (শৃঙ্গ শিং—বের শরীর, আকার, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, আর্দ্রক, আদা, শুঁঠ। নগরবিশেষ, গুহকচণ্ডালের পুরী, চণ্ডাল-গড়।

শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক, (শৃঙ্গ শিং —অট্ গমন করা+অ(ষণ্)—ক। পক্ষে কণ্ যোগ। ৩য় পক্ষে+ষ্ণিক—প্রং) সং, ক্লীং, চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। জলকণ্টক,পানি-ফল। পুং,) জলকণ্টকলতা, পানিফলের গাছ। কামাখ্যাদেশ। পর্ব্বতবিশেষ।

শৃঙ্গার (শৃঙ্গ+আর—প্রং, কিম্বা শৃঙ্গ প্রাধান্য—ঋ [গমন করা) পাওয়া—অ (ষণ্)—ক), ইহা কাব্যরসের মধ্যে প্রধান) সং, পুং, আদিরস ; ইহাতে রতি স্থায়িভাব, নায়ক নায়িকা আলম্বন, চন্দ্র চন্দনাদি উদ্দীপন, ভ্রূক্ষেপ, কটাক্ষাদি অনুভাব ; ইহা দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। শিং —১ "পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগং প্রতি যা স্পৃহা, স শৃঙ্গারঃ ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণং। সুরত, রতিক্রীড়া। গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দূরাদিকৃত সজ্জা। নাট্য। নাট্যরস। ক্লীং, লবঙ্গ। সিন্দূর। সুগন্ধি-চূর্ণ। আর্দ্রক।

শৃঙ্গারক, } (শৃঙ্গ+ আরক—
শৃঙ্গারভূষণ } অস্ত্যর্থে, শৃঙ্গার—ভূষণ আভরণ) সং, ক্লীং, সিন্দুর। বিং, ত্রিং, শৃঙ্গবিশিষ্ট।

শৃঙ্গারযোনি (শৃঙ্গার—যোনি উৎপত্তি) সং, পুং, মদন, কন্দর্প।

শৃঙ্গারী (শৃঙ্গারিন্, শৃঙ্গার+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হস্তী। সুপারি গাছ। মাণিক্য। উত্তম বেশ। শৃঙ্গারবিশিষ্ট।

শৃঙ্গি—ঙ্গী ; সং, স্ত্রীং, মৎস্যবিশেষ, শিঙ্গী মাছ, শিংমাছ। স্বর্ণ। লতা-বিশেষ।

শৃঙ্গিক (শৃঙ্গ মৎস্য ইত্যাদি+ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, বিষবিশেষ। কা—স্ত্রীং, প্রতি-বিষা। [মেষ, ভেড়া।

শৃঙ্গিণ (শৃঙ্গ শিং+ইন্—প্রং) সং, পুং,

শৃঙ্গী (শৃঙ্গিন্, শৃঙ্গ শিং, অগ্রভাগ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হস্তী। শিখরী, পর্ব্বত। শাখী, বৃক্ষ। মুনিবিশেষ। বিং, ত্রিং, শৃঙ্গ-বিশিষ্ট। ঙ্গী—স্ত্রীং, মৎস্যবিশেষ। ঙ্গিণী—স্ত্রীং, গবী। শ্লেষ্মঘ্নী বৃক্ষ। মল্লিকাবৃক্ষ। জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষ।

শৃঙ্গীকনক ; সং, ক্লীং, অলঙ্কারার্থ সুবর্ণ।

শৃণি, সৃণি (শৄ [মর্ম্মস্থান] হিংসা করা+ নি—প্রং, ঋ স্থানে ঋ। সৃ [মর্ম্ম স্থানে] গমন করা+নি—প্রং) সং, পুং—স্ত্রীং, অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ।

শৃণ্বৎ (শ্রু শ্রবণ করা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, শ্রবণকারী।

শৃত শ্রা পাককরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম; বিং, ত্রিং, কথিত বা পক্ব (দুগ্ধ ঘৃত বা জল।)

শৃধু, শৃধূ (শৃধ অপান বায়ু ত্যাগ করা ইত্যাদি+উ, ঊ—ক) সং, পুং, অপান, গুহ্যদ্বার। বুদ্ধি। কুৎসিত।

শেকস্থ; বি, (পার্সী) ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা হারিয়া যাওয়া। কাহিল হওয়া।

শেখর (শিন্থ্ গমন করা+অরন্—ক) সং, পুং, কিরীটস্থ পুষ্প। শিখাস্থিত মাল্য। চূড়া। কিরীট, শিরোভূষণ। গীতাঙ্গ ধ্রুব-বিশেষ।

শেজ (শয্যা শব্দজ বি, বিছানা, শয্যা। ২। (যাবনিক) আলোকাধার।

শেপাল (শেবাল দেখ, ব=প) সং, পুং, শৈবাল, শেয়ালা।

শেপ, শেফ—পুং} **শেফঃ**—ক্লীং } শেফস্, শী শয়নকরা +প, ফস্—ক, যে শুক্রপাতে শয়ন করে) সং, ক্লীং, শিশ্ন, লিঙ্গ। বিং, ত্রিং, শয়নকর্ত্তা।

শেফালি-লী, শেফালিকা (শেফ [শী শয়নকরা+ফ—প্রং] যে শয়ন করে—অলি ভ্রমর, ৬ষ্ঠী—হিং। শেফালী+ক, আ—প্রং, ঈ—হ্রস্ব) সং, স্ত্রীং, শিউলি ফুল বা গাছ। নীলসিন্ধুবার।

শেবালী; সং, স্ত্রীং, আকাশমাংসী।

শেমুষী (শে [শি শয়ন করা+০(বিচ্)—ভাবে] জড়তা, মোহ—মুষ্ চুরিকরা+অ (ক)—ক, ঈপ্। কিম্বা শম্ [ইন্দ্রিয়গণ শান্ত করা+বস্, ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, বুদ্ধি, মতি।

শেয়ান (দেশজ) বিং, চতুর, চালাক, ধূর্ত্ত।

শেয়ালা (শৈবাল শব্দজ) সং, শেওলা, জলঘাস।

শের (দেশজ) সং, পরিমাণবিশেষ।

শেল (শূলশব্দজ) সং, শল্যনামক অস্ত্রবিশেষ. শূল।

শেলু (শিল্ গৃহীতশস্যশেষ আহরণ করা+উ—প্রং) সং, পুং, বহুবারকবৃক্ষ, চালিতা-গাছ।

শেব (শী শয়ন করা+ব—প্রং) সং, পুং, শিশ্ন, মেঢ্র। উচ্চতা। সর্প।

শেবধি—স (শেব সুখ—ধা ধারণকরা+ই—প্রং, কিংবা শে [শী শয়নকরা+০ (বিচ)—ধি] ধনাদি মোহ—অবধি) সং, পুং, কুবেরের নিধি।

শেবল, শেবাল (শী [জলে] শয়ন করা+বল, বাল—প্রং) সং, ক্লীং, শৈবাল, শেয়ালা

শেবালিনী (শেবল শেয়ালা+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈ) সং, স্ত্রীং, নদী।

শেশ্বীয়মান (শ্বি [যঙ্লুগন্ত] বৃদ্ধি পাওয়া, স্ফীত হওয়া+আন(শান) ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় উচ্ছূন, অতিশয় স্ফীত।

শেষ (শিষ্ বধ করা, শেষ রাখা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, সর্পরাজ, অনন্তদেব। বলরাম। বাসুকি। ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। (+অল্—ভাবে) বিনাশ, ধ্বংস। নিষ্পত্তি। অন্ত। অবশেষ। ক্লীং, উপযুক্ত-তর বস্তু। (+অল্—ক) বিং, ত্রিং, অবশিষ্ট। পরিত্যক্ত। উচ্ছিষ্ট। যা—স্ত্রীং, (+অল্—ণ) প্রসাদদত্ত মাল্য, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদত্ত মালা।

শেষবৎসাধন; সং, ক্লীং, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান।

শৈক্ষ (শিক্ষা বেদের উচ্চারণ নিয়মবোধক শাস্ত্র+অ(ষ্ণ)—অধ্যয়নার্থে) সং, পুং, প্রথমকল্পিক, প্রথম শিক্ষণীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন-কারী ছাত্র।

শৈক্ষিক (শিক্ষা+ইক(ষ্ণিক)—অস্ত্যর্থে বিং, ত্রিং, শিক্ষাশাস্ত্রবেত্তা।

শৈখরিক (শিখর চূড়া বা অগ্রভাগ+ইক (ষ্ণিক)-প্রং) সং,পুং, অপামার্গ, আপাংগাছ

শৈঙ্ঘাণত্বক্ (Pituitary membrane নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ সূত্রময় ত্বক্; তাহা উপরিভাগ সর্ব্বদা এক প্রকার রসসংযোগে আর্দ্র থাকে।

শৈত্য (শীত শীতল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শীতলত্ব, শীতগুণ।

শৈথিল্য (শিথিল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শিথিলত্ব, অদৃঢ় সংযোগ। অসত্বরতা, অবসন্নতা, আলগা দেওয়া।

শৈনেয় (শীনি+এয়(ঢেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সাত্যকি, কৃষ্ণের সারথি।

শৈরজ্ঞান; সং, ক্লীং, শিরাদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে।

শৈরীয়ক; সং, পুং, নীলঝিণ্টি।

শৈল (শিলা প্রস্তর+অ(ঞ)—সমূহার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, ভূধর; পর্ব্বত। ক্লীং, শৈলেয় গন্ধদ্রব্য। বিং, ত্রিং, শিলাসম্বন্ধীয়, পার্ব্বতীয়। লী—স্ত্রীং, (শীল+ষ্ণ, ঈপ্) কৌশল, সঙ্ক্ষিপ্ত প্রণালী। স্বভাব।

শৈলজ, শৈলক (শৈল পর্ব্বত—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, পঞ্চমী—য। শৈল+ক—যোগ) সং, ক্লীং, পার্ব্বতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। জা—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। সৈংহলী। গজপিপ্পলী।

শৈলসুতা (শৈল [পর্ব্বত] হিমালয়—সুতা কন্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। গঙ্গা। শিং—১"মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি— ।"

শৈলধন্বা (শৈলধন্বন্, শৈল পর্ব্বত—ধন্বন্ ধনুক) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

শৈলধর (শৈল [পর্ব্বত] গোবর্দ্ধনগিরি—ধর যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, কৃষ্ণ, বিষ্ণু।

শৈলপত্র; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ।

শৈলভিত্তি (শৈল পর্ব্বত—ভিদ্ ভেদ করা বিদারণ করা+তি—প্রং) সং, পুং, টঙ্ক, পাষাণদারণাস্ত্র।

শৈলরাজ, শৈলপতি (শৈল রাজন্ শব্দজ—পতি প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

শৈলশিবির (শৈল পাহাড়—শিবির তাঁবু বা স্থান) সং, স্ত্রীং, সমুদ্র।

শৈলাখ্য, শৈলজ; সং, স্ত্রীং, শৈলেয়, শিলাজতু।

শৈলাট (শৈল পর্ব্বত—অট্ গমনকরা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, সিংহ। ব্যাধ। পার্ব্বতীয় জাতি। দেবপূজক। শুক্ল কাচ, স্ফটিক।

শৈলাদি (শিলাদ+ই(ঞি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, নন্দী, শিবের অনুচরবিশেষ।

শৈলালী (শৈলালিন্, শিলালিন্ [শিলাল ইহার শাস্ত্র+ইন্—জীবত্যর্থে বা অনুশীলনার্থে] নৃত্যাদি শাস্ত্ররচয়িতা মুনিবিশেষ+অ(ঞ)—প্রং) সং, পুং, নট, নৃত্যকারক।

শৈলিক্য; সং, পুং, সর্ব্বলিঙ্গী, সর্ব্বপ্রকার বেশধারী, ধূর্ত্ত।

শৈলী (শীল+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কৌশল, সংক্ষিপ্ত প্রণালী। শিং—১ "আচার্য্যাণামিয়ং শৈলী যৎ সামান্যেনাভিধায় বিশেষেণ বিবৃণোতি।"

শৈলূষ (শিলুষ এক নৃত্যোপদেশক+অ(ঞ) —অপত্যার্থে) সং, পুং, নট, নর্ত্তক। ভিন্নজাতি। ধূর্ত্ত। বিল্ববৃক্ষ। শিং—১ "রে রে শৈলুষাপসদ"

শৈলূষিক (শিলূষ+ইক(ঞিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, নট। শিং—১ "বৃত্ত্যন্বেষী নটানান্ত স তু শৈলূষিকঃ স্মৃতঃ।" —কী—স্ত্রীং, শৈলূষিকজাতি। শিং—১ "নটীং শৈলূষিকীং চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্।"

শৈলেন্দ্র (শৈল পর্ব্বত—ইন্দ্র প্রধান, শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, হিমালয়। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ।

শৈলেন্দ্রস্থ; সং, পুং, ভূর্জবৃক্ষ।

শৈলেয় (শৈল পর্ব্বত+এয়(ঢেয়)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, শৈলজ গন্ধৌষধিবিশেষ। সৈন্ধব-লবণ। পুং, সিংহ। ভ্রমর। বিং, ত্রিং, শৈলসম্ভূত, শৈলজাত। শৈলসম্বন্ধীয়। য়ী—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা।

শৈলোদ্ভবা; সং, স্ত্রীং ক্ষুদ্র পাষাণভেদী।

শৈল্য (শিলা+য(ঞ্য)—প্রং) বিং, ত্রিং, শিলাসম্বন্ধীয়।

শৈব (শিব+অ(ঞ)—তদ্দেবতার্থে) সং, পুং, শিবের উপাসক, শিবভক্ত। বস্তুক। ধুস্তূর। আচার বিশেষ। ক্লীং, শৈবাল। শিবপুরাণ। শিং—৬ "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা" বিং, ত্রিং, শিব সম্বন্ধীয়।

শৈবল, শৈবাল—স (শী [জলে] শয়নকরা +বালঞ্—ক) সং, পুং, ক্লীং, জলজাত উদ্ভিজ্জবিশেষ, শেয়ালা।

শৈবলিনী (শৈবাল শেয়ালা+ইন্—অস্ত্যর্থে,ঈপ্+স্ত্রীং) সং,স্ত্রীং, তটিনী নদী।

শৈব্য (শিব+ষ্ণ্য) বিং, ত্রিং, শিবসম্বন্ধীয়। শিব+ষ্ণ্য) সং পুং, কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। নৃপ এবং পাণ্ডবদিগের সেনাবিশেষ। বিং, ত্রিং, শিব সম্বন্ধীয়। ব্যা—ক্লীং, হরিশ্চন্দ্র-পত্নী।

শৈশব (শিশু+অ(ষ্ণ)+ভাবে) সং, ক্লীং, শিশুত্ব, বাল্যাবস্থা। শিং—১ "শৈশবেহভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।"

শৈশির (শিশির+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, শিশিরসম্বন্ধীয়। শিং—১ "তপস্তপস্যৌ শৈশিরাবৃতুঃ।" সং, পুং, শ্যামবর্ণ, চটকপক্ষী।

শৈষ্যোপাধ্যায়িকা (শিষ্য—উপধ্যায় অধ্যাপক+ইক—প্রং) সং, স্ত্রীং, শিষ্যদের অধ্যাপনা।

শোওন (শয়নশব্দজ) সং, শয়ন, শয্যাগ্রহণ।

শোঁকান (দেশজ) সং, ঘ্রাণ লওন, গন্ধগ্রহণ।

শোক (শুচ্ শোককরা+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, ইষ্টবিয়োগজ মনোদুঃখ, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু অথবা দুঃখাদি হেতুক চিত্তের বিকলতা।

শোকনাশ; সং, পুং, অশোকবৃক্ষ।

শোকহারী; সং, ক্লীং, বন বর্ব্বরিকা।

শোকারি (শোক ইষ্টবিয়োগজ মনোদুঃখ —অরি শত্রুবৎ) সং, পুং, কদম্ব বৃক্ষ।

শোচন—ক্লীং, } (শুচ্ শোক করা+
শোচনা—স্ত্রীং, } অনট্, অন—ভাবে, আপ্) সং, শোক করা।

শোচিঃ (শোচিস্, শুচ্ নির্ম্মলকরা+ইস্ —ক) সং, ক্লীং, প্রভা, জ্বালা; শিখা।

শোচিকেশ (শোচিস্ শিখা—কেশ, চুল ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ।

শোচ্য, শোচনীয় (শুচ্ শোক করা+য, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শোকের বিষয়, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোককরা যায়। অনুকম্প্য।

শোচ্যক; বিং, ত্রিং, ক্ষুদ্র, নীচ। কনিষ্ঠ।

শোটীর্য্য (শুটীর বীর+য—প্রং) সং, ক্লীং, বীর্য্য, পরাক্রম। গর্ব্ব, দম্ভ।

শোঠ (শুঠ্ আলস্যকরা+অ—প্রং) সং, পুং, মূর্খ। অলস। ধূর্ত্ত। নীচ। পাপাত্মা।

শোণ (শোণ্ রক্তবর্ণ করা বা হওয়া+অ (অন)—ক) সং, পুং, রক্তবর্ণ। পাটনার নিকটস্থ নদীবিশেষ। অগ্নি। মঙ্গলগ্রহ। রক্তবর্ণ ঘোটক। সমুদ্র। রক্তবর্ণ চক্ষুবিশেষ। ক্লীং, রুধির। সিন্দূর। বিং, ত্রিং, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণযুক্ত।

শোণঝিণ্টী; সং, স্ত্রীং, কুরুবক। কণ্টকিনী।

শোণপত্র; সং, পুং, রক্তপুনর্নবা।

শোণরত্ন (শোণ গাঢ় রক্তবর্ণ—রত্ন মণি) সং, ক্লীং, পদ্মরাগমণি।

শোণাক, শোণক (শোণ রক্তবর্ণ—অক্ গমনকরা বা হওয়া+অ—প্রং। শো +কণ্—যোগে) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ শোণাগাছ।

শোণিত (শোণ রক্তবর্ণ+ইত—জাতার্থে সং, ক্লীং, রুধির, রক্ত। কুঙ্কুম। বি ত্রিং, রক্তবর্ণযুক্ত, লোহিত।

শোণিতপুর (শোণিত রক্তবর্ণপুর নগর সং, ক্লীং, বাণাসুর, বাণরাজার পুরী।

শোণিতাহ্বয়; সং, ক্লীং, কুঙ্কুম।

শোণিমন্ (শোণ+ইমন্—ভাবে) সং, রক্তিমা, রক্তত্ব।

শোণী; সং, স্ত্রীং, রক্তোৎপল তুল্য স্ত্রী।

শোথ, শোফ, শোথক (শু [বৃ গমনকরা,পাওয়া+থ, ফ—ক। কণ যো

শোথক) সং, পুং, স্ফীততা রোগ, ফুলা-রোগ, গোদ।

শোধক (শুধ্-ণিচ্=নির্ম্মল হওয়া বা করা +অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, শোধন-কারক, পাবন।

শোধয়ী ; সং, স্ত্রীং, পুনর্নবা। শালপর্ণী।

শোধন (শুধ্ শুদ্ধকরা+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, অপহৃত দ্রব্য সংখ্যানির্ণয়। নির্দ্দোষকরণ, ভুল শুধরান। শুদ্ধি। পরিশোধ, প্রতিদান। ধাতুনির্দ্দোষকরণ। হরণ, ভাগকরণ। (শুধ্-ণিচ্=শোধি+অনট্—ভাবে) পরিষ্করণ। বিরেচন অপনয়ন। মল, বিষ্ঠা। তুতিয়া, তুঁতে। নী—স্ত্রীং, (+অনট—ণ) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। তাম্রলবল্লী। বৌলী। বিং, ত্রিং, (শুধ্—ণিচ্=শোধি—অন—ক) পরিষ্কারক, শুদ্ধিকারক।

শোধনীয় (শোধ্য (শুধ-ণিচ্=শোধি+অনীয়,য—র্ম্ম বিং, ত্রিং, শোধনের যোগ্য।

শোধিত (শুধ্-ণিচ্=শোধি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিস্কৃত, মার্জ্জিত। অপনীত। কেশকীটাদিরহিত (ব্যঞ্জনাদি)।

শোভ (শুভ্ দীপ্তিপাওয়া+অন্—ক) বিং, ত্রিং, শোভনশীল।

শোভন (শোভি দীপ্তি পাওয়া+অন—ক) বিং, ত্রিং, শোভাযুক্ত, শোভাজনক। সুন্দর, মনোজ্ঞ। সং, পুং, যোগবিশেষ। গ্রহ। ক্লীং, পদ্ম। না—স্ত্রীং, হরিদ্রা। গোরোচনা।

শোভনক (শোভন+কণ্—যোগ, কিংবা প্রকাশার্থ "কৈ" ধাতুজ) সং, পুং, শোভাঞ্জনবৃক্ষ, শজিনাগাছ।

শোভা (শোভন দেখ, আ—ভা) সং, স্ত্রীং, কান্তি, দীপ্তি। সৌন্দর্য্য। হরিদ্রা। গোরোচনা।

শোভাঞ্জন—স, শোভাঞ্জন (শোভা সৌন্দর্য্য—অঞ্জ্ ম্রক্ষিতকরা+অন—প্রং) সং, শজিনাগাছ।

শোভানুভাবকতা—যে বৃত্তিদ্বারা শোভার অনুভব করিতে পারা যায়।

শোভিক (শোভা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং শোভাশালী সুন্দর।

শোভিত (শোভন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শোভাযুক্ত, ভূষিত।

শোয়া (শয়ন শব্দজ) সং, শয়ন, নিদ্রা যাওয়া।

শোয়ার (শবর শব্দজ কি ?) বি, জগন্নাথের ভোগ পাককারক পুরীনগরীস্থ বলভদ্র গোত্রীয় ব্রাহ্মণবিশেষ।

শোরৎ (শ্রুতি শব্দজ। হিন্দীভাষায় শ্রুতিকে শোরৎ বলে) সুরের সূক্ষ্মাংশ।

শোরা (যবনভাষা) সং, যবক্ষার, ক্ষারবিশেষ।

শোলা (দেশজ) সং, জলতৃণ-বিশেষ।

শোশুচ্যমান (শুচ্ [যঙ্লুগন্ত] শোক করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশয় শোককারী।

শোষ (পশ্চাৎ দেখ, অ অল্—ভাবে) সং, পুং, নীরসতা। (শুষ্-ণিচ্=শোষি+) রসাকর্ষণ। যক্ষ্মারোগ।

শোষক (শুষ্-ণিচ্=শোষি শুষ্ককরা বা হওয়া+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, শোষণকর্ত্তা, রসাকর্ষক।

শোষণ (শুষ্-ণিচ্=শোষি+অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, রসাকর্ষণ, শুষ্ক করা। (—অন্—ক) পুং, মদনের বাণবিশেষ। শিং—১ "উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনঃ স্তম্ভনস্তথা। মারণশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ কামস্য পঞ্চ সায়কাঃ। শ্যোনাকবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, শোষণকর্ত্তা।

শোষিত (শোষক দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নীরসীকৃত, যাহা শুষ্ক করা হয়। শিং—২ "সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগস্তঃ প্রসীদতু।"

শৌক (শুক টিয়াপাখী+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) সং, ক্লীং, শুকপক্ষীসমূহ। স্ত্রীদিগের করণবিশেষ।

শৌকর (শূকর+অ(ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, শূকরসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয় (শুক্তিকা, শুক্তি+এয়(ঢেয়)—সম্বন্ধার্থে) সং, ক্লীং, মুক্তা। বিং, ত্রিং, শুক্তিসম্বন্ধীয়।

শৌক্ল্য (শুক্ল+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শুক্লতা, শুভ্রত্ব, শ্বেতগুণ।

শৌঙ্গেয় (শুঙ্গা+এয়(ঢেয়)—প্রং) সং, পুং, শিকারী পক্ষী।

শৌচ (শুচি পবিত্র+অ(ষ্ণ)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, শুদ্ধি, শুচিতা, পবিত্রতা। নির্ম্মলতা। শিং—১ "অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥"

শৌচিক (শুচি+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, শৌণ্ডিকের ঔরসে কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভজাত জাতি।

শৌচেয় (শুচি নির্ম্মলীকরণ+এয়(ঢেয়)—প্রং) সং, পুং, রজক, ধোপা।

শৌটীর (শৌট্ অহঙ্কারকরা+ঈর—প্রং) বিং, ত্রিং, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত। সং, পুং, বীর। দাতা।

শৌটীর্য্য (শৌটীর বীর+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বীর্য্য, পরাক্রম। গর্ব্ব।

শৌণ্ড (শুণ্ডা মদ্য+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, মত্ত, মাতাল। অত্যাসক্ত। বিখ্যাত।

শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী (শৌণ্ডিন্, শুণ্ডা মদ্য+ইক(ষ্ণিক), ইন—জীবত্যর্থে) সং, পুং, জাতিবিশেষ, শুঁড়ি। শিং—১ "ততো গান্ধিককন্যায়াং কৈবর্ত্তাদেব শৌণ্ডিকঃ।"

শৌণ্ডির, শৌণ্ডীর (শুণ্ডা মদ্য+ইর, ঈর—প্রং,) বিং, ত্রিং, অহঙ্কারী, গর্ব্বিত। তেজস্বী।

শৌদ্ধোদনি (শুদ্ধোদন ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপবিশেষ+ই(ষ্ণি)—বংশার্থে) সং, পুং, বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ।

শৌদ্র (শূদ্র+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ, ব্রাহ্মণাদির ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। (শূদ্র+অ(ষ্ণ) —সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, শূদ্রসম্বন্ধীয়।

শৌনক (শুনক+ষ্ণ) সং, পুং, মুনিবিশেষ, পুরাণবক্তা।

শৌনিক (শূনা প্রাণিবধস্থান+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, মাংসবিক্রেতা, যে ব্যক্তি মাংস বিক্রয় করে, কসাই। বিং, ত্রিং, মৃগয়াশীল।

শৌভ (শুভ মঙ্গলদায়ক+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, হরিশ্চন্দ্র রাজার শূন্যস্থ পুরী। পুং, দেবতা। সুপারিগাছ।

শৌভাঞ্জন ; সং, পুং, শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

শৌভিক (শোভা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, ইন্দ্রজালিক, কুহকী, মায়াবী।

শৌরি—স (শূর একনাম কিম্বা বীর+ই (ষ্ণি)—পুং) সং, পুং, কৃষ্ণ। শনিগ্রহ।

শৌর্পিক, শৌর্প্য (শূর্প কুলা+ইক (ষ্ণিক), য=পরিমিতার্থে) বিং, ত্রিং, শূর্প পরিমিত, কুলাপরিমাণ।

শৌর্য্য (শূর বীর+য(ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, সাহস, বীরত্ব, বীর্য্য, বল। নাট্যক্রীড়াবিশেষ। আরভটী।

শৌল্ক, শৌল্কিক (শুল্ক+অ(ষ্ণ), ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, শুল্কাধ্যক্ষ, টোল কলেক্টর। বিং, ত্রিং, শুল্ক সম্বন্ধীয়।

শৌল্কিকেয় ; সং, পুং, বিষবিশেষ।

শৌল্বিক (শুল্ব তামা+ইক(ষ্ণিক)—প্রং সং, পুং, কংসকার, কাঁসারি।

শৌবন (শ্বন্+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) স ক্লীং, কুক্কুরশাবক। (+ষ্ণ—সম্বন্ধার্থে কুক্কুরসম্বন্ধীয়।

শৌবনদন্ত (Canine teeth) যে দ কুক্কুরের দন্তের ন্যায় সূচল, ইহা দ্বা আহারীয় দ্রব্য ছেদন ও ধারণ করি রাখা যায়।

শৌবস্তিক (শ্বস্ কলা+ক—ভবার্থে অথবা শ্বস্+তিক+অ(ক)—ক, ষ্ণ

কিংবা শ্বস [তুট্]+ষ্ণিক) বিং, ত্রিং, ভাবিদিনস্থায়ী (বস্তু)। শিং—১ "শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ।" (শৌবস্তিকত্বং = ভাবিদিনস্থিতত্বং)।

শৌবাপদ (শ্বাপদ শিকারী জন্তু+অ(ষ্ণ)—প্রং, ঔ—আগম) বিং, ত্রিং, শ্বাপদসম্বন্ধীয়, হিংস্র জন্তুসম্বন্ধীয়।

শৌষ্কল (শুষ্কলী শুষ্কমাংস+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, আমষাশী, মৎস্যমাংসভোজী। সং, পুং, শুষ্কমাংসের মূল্য।

শ্চোত, শ্চ্যোত (শ্চুৎ, শ্চ্যুৎ ক্ষরিত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, ক্ষরণ। প্রোক্ষণ।

শ্চোৎ (পূর্ব্বে দেখ, অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরণশীল, গলৎ।

শ্মন্ (শী শয়ন করা+মন্—ক) সং, ক্লীং, মুখ। পুং, শব।

শ্মশান (শব মড়া শয়ন স্থান, ৬ষ্ঠী—ষ, শব স্থানে শ্ম, শয়ন স্থানে শান, কিম্বা শ্মন্ শব—শী শয়ন+আন(ডান)—ধি। শিং—১ "শ্ম শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে। নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ। মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে। শেরতেঽত্র শবো ভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেৎ") সং, ক্লীং, প্রেতভূমি, শবদাহস্থান। মহাশ্মশান—যথা, বারাণসী।

শ্মশানকালী ; সং, স্ত্রীং, শ্মশানস্থ কালিকা বিশেষ।

শ্মশানবাসী, শ্মশানবেশ্মা (শ্মশানবাসিন্, শ্মশান শবদাহ স্থান—বাসিন্ যে বাস করে। শ্মশান—বেশ্মন্ বাসস্থান) সং, পুং, শিব, মহাদেব। শিং—১ "শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।" বিং, ত্রিং, যে শ্মশানে বাস করে।

শ্মশ্রু (শ্মন্ মুখ—শ্রি আশ্রয় করা+উ(ডুন্) —ক, কিংবা উপলক্ষ্যার্থে শ্রু ধাতু) সং, ক্লীং, মুখরোম, গোঁপদাড়ী।

শ্মশ্রুল (শ্মশ্রু+ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, যাহার গোঁপদাড়ী আছে।

শ্মশ্রুমুখী ; সং, স্ত্রীং, শ্মশ্রুযুক্তা নারী।

শ্মশ্রুবর্দ্ধক (শ্মশ্রু—বর্দ্ধক যে ছেদন করে) সং, পুং, ক্ষৌরিক, নাপিত।

শ্মীলন (শ্মীল্ নয়ন মুদ্রিত করা+অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, চক্ষুঃ মুদ্রিত করণ, চোখবুজা।

শ্যাকুল (শৃগালকোলি শব্দজ, সং, কণ্টকময় লতাবিশেষ।

শ্যান (শ্যৈ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গত, প্রাপ্ত। ঘনীভূত। শুষ্ক। শিং—১ "পথশ্চাশ্যানকর্দ্দমান্।" (রঘু)। সং, ক্লীং, ধূম, ধূঁয়া।

শ্যাম (শ্যৈ গমনকরা+ম(মক্)—ক) বিং, ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। হরিৎবর্ণবিশিষ্ট। সং, পুং, কৃষ্ণবর্ণ। হরিৎবর্ণ। মেঘ। কোকিল। বৃদ্ধদারক। ধুস্তুর। পীলুবৃক্ষ। দমনকবৃক্ষ। গন্ধতৃণ। প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষবিশেষ। শ্যামাকতৃণ। ক্লীং, মরিচ। সামুদ্রলবণ।

শ্যামকণ্ঠ (শ্যাম কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ—কণ্ঠ) সং, পুং, ময়ূর। শিব। পক্ষিবিশেষ।

শ্যামকন্দা ; সং, স্ত্রীং, অতিবিষা।

শ্যামগ্রন্থি ; সং, স্ত্রীং, গণ্ডদূর্ব্বা।

শ্যামপত্র (শ্যাম কৃষ্ণবর্ণ—পত্র পাতা) সং, পুং, তমালবৃক্ষ।

শ্যামল (শ্যাম কৃষ্ণবর্ণ—ল [লা গ্রহণকরা +অ(ড)—ক] কিম্বা শ্যাম+ল—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কৃষ্ণবর্ণ। হরিৎবর্ণ। বিং, ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। হরিৎবর্ণবিশিষ্ট। লা—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। অশ্বগন্ধা। কটভী। জম্বু। কস্তুরী। লিকা—স্ত্রীং, নীলী।

শ্যামলতা (শ্যাম—লতা) সং, স্ত্রীং, শ্যামবর্ণ লতা। (শ্যামল+তা—ভাবে) শ্যামত্ব, কালিমা।

শ্যামসুন্দর (শ্যামবর্ণ হইলেও যিনি সুন্দর) সং, পুং, শ্রীকৃষ্ণ।

শ্যামা (শ্যাম+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, দেবী-

বিশেষ, কালিকা। প্রিয়ঙ্গুলতা। রোচনী-লতা। নীলদূর্ব্বা। তুলসী। রাত্রি। হরিদ্রা। যমুনা নদী। কৃষ্ণত্রিবৃত্তিকা। নালিকা। গুগ্‌গুলু। সোমলতা। গুন্দ্রা। কৃষ্ণা। অম্বিকা। গুড়ূচী। কস্তূরী। বটপত্রী বন্ধ্যা। নীলপুনর্নবা। পিপ্পলী। পদ্মবীজ। ছায়া। শিংশপা। পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামা-পাখী। কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। শিষ্টপ্রয়োগ—১"শীত-কালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা। তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।"

শ্যামাক, শ্যামক (শ্যামা, শ্যাম+কণ্—যোগ) সং, পুং, ধান্যবিশেষ

শ্যামাঙ্গ (শ্যাম কৃষ্ণবর্ণ—অঙ্গ দেহ) সং, পুং, বুধগ্রহ। বিং, ত্রিং, যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ। শিং—১ "শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং।

শ্যামিকা (শ্যাম+কণ্, আপ্—পুং) সং, স্ত্রীং, শ্যামবর্ণ। মালিন্য। লৌহান্তর সংসর্গ, খাদ। শিং—১ "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।"

শ্যাল, শ্যালক—স (শ্যৈ গমন করা+আল (কালন্)—ক, পক্ষে কণ্—যোগ) সং, পুং, পত্নীর ভ্রাতা। লী, লিকা+স্ত্রীং, পত্নীর ভগিনী।

শ্যাব (শ্যৈ গমন করা+বন্—ক) সং, পুং, কপিশবর্ণ, কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণযুক্ত।

শ্যাবদন্ত (শ্যাব—দন্ত) বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দশনযুক্ত। প্রধান দন্তদ্বয় মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দন্তবিশিষ্ট। প্রধান দন্তের উপর অন্য দন্তযুক্ত।

শ্যেত (শ্যৈ গমন করা+ইতচ্—ক) সং, পুং, শুভ্রবর্ণ, শাদা। বিং, ত্রিং, শ্বেতবর্ণ-যুক্ত।

শ্যেতকোলক; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, পুটী মাছ।

শ্যেন (শ্যৈ গমন করা+ইন—ক) সং, পুং, বাজপক্ষী। যজ্ঞবিশেষ। পাণ্ডুরবর্ণ। নী—স্ত্রীং, শ্বেতবর্ণা। বাজপক্ষিণী।

শ্যৈনম্পাত—পুং
শ্যৈনম্পাতা—স্ত্রীং } (শ্যেন বাজপক্ষী—পাত পতন+অ (ঘ্ঞ), আপ্। ম্—আগম) সং, স্ত্রীং, শ্যেন দ্বারা মৃগয়া। মৃগয়া, শিকার।

শ্যোণাক (শ্যৈ গমন করা+ণাক—প্রং) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, শোণাগাছ।

শ্রৎ (শ্রী পাক করা+অৎ (ডৎ)—ক। এই অব্যয় শব্দ প্রায় ধা ধাতুর পূর্ব্বেই থাকে; যথা—শ্রদ্ধা) অং, বিশ্বাস, ভক্তি।

শ্রথন (শ্রথ্, বন্ধন করা ইত্যাদি+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, বন্ধন। মোচন। মোক্ষ। শৈথিল্য। যত্ন। মারণ, বধ।

শ্রদ্ধধান (শ্রৎ ভক্তি—ধা ধারণ করা+আন(শান্)—ক, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, শ্রদ্ধা-যুক্ত, ভক্তিমান্। শিং—১ "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।"

শ্রদ্ধা (শ্রৎ—ভক্তি—ধা ধারণ করা+ঙ—ভাবে, আপ) সং, স্ত্রীং, ভক্তি। ধর্ম্মকার্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাস, প্রত্যয়। স্পৃহা। ইচ্ছা। আদর। চিত্তপ্রসাদ, মনের নির্ম্মলতা। শিং—১ "প্রত্যয়ো ধর্ম্ম-কার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনং।"

শ্রদ্ধালু (শ্রদ্ধা+আলু—প্রং, বা শ্রৎ—ধা ধারণ করা+আলু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিমান্। সং, স্ত্রীং কোন দ্রব্যে স্পৃহাবতী গর্ভিণী।

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাবৎ, শ্রদ্ধা+বৎ—অস্ত্যর্থে বিং, ত্রিং, শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান্।

শ্রন্থ (শ্রন্থ্ গ্রন্থন করা+অ(অল্)—ভাবে সং, পুং, শ্রন্থন, মোচন, শিথিলীকরণ বিষ্ণু।

শ্রন্থন—ক্লীং
শ্রন্থনা—স্ত্রীং } (শ্রন্থ—গ্রন্থন করা মোচন করা ইত্যাদি+অন্(অনট্), অন—ভাবে, আপ্, সং, ক্লী গ্রন্থন, গাঁথা। হত্যা, বধ। মোচন বন্ধন। পুনর্ব্বার দৃঢ়করণ। শিথিলকরণ

শ্রন্থিত (শ্রন্থ্, বন্ধন করা, বা শ্রন্থ বধকরা

ইত্যাদি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গুম্ফিত। বদ্ধ। মুক্ত। হত। অধঃকৃত। ব্যাহৃত।

শ্রপিত (শ্রা, শৈ-ণিচ্=শ্রপি পাককরান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, (দুগ্ধ ঘৃত জল ভিন্ন) পক্ব।

শ্রম (শ্রম্ পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, শ্রান্তি, পরিশ্রম। খেদ। তপঃ। শাস্ত্রাভ্যাস।

শ্রমণ (শ্রম্ ক্লান্ত হওয়া+অন—ক) সং, পুং, সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ-ভিক্ষু। বিং, ত্রিং, নীচকর্ম্মজীবী, নীচব্যবসায়ী, শ্রমজীবী নীচ, ঘৃণিত, অপকৃষ্ট। ণা—স্ত্রীং, সন্ন্যাসিনী। শবরীবিশেষ। সুদর্শনা। মাংসী। মণ্ডীরী।

শ্রমবারি, শ্রমজল (শ্রম—বারি, জল, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, ঘর্ম্ম, স্বেদ, ঘাম।

শ্রমবিভাগ (Division of labour) একটী কর্ম্ম সম্পাদনার্থ কেবল এক ব্যক্তি শ্রম না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার এক এক অংশ সম্পাদিত হইলে তাহাকে শ্রমবিভাগ কহে।

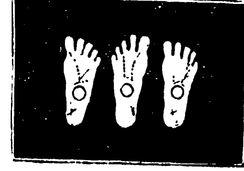
শ্রমী (শ্রমিন্, শ্রম+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা শ্রম পরিশ্রম করা+ইন্—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, শ্রমশীল, পরিশ্রমকারী, যাহারা পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শ্রমোপজীবী (শ্রমোপজীবিন্, শ্রম—উপজীবী যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) বিং, ত্রিং, পরিশ্রমকারী, যাহারা পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শ্রয়—পুং, শ্রয়ণ—ক্লীং (শ্রি আশ্রয় করা+অ (অল্), অন্ (অনট্)—ভাবে) সং, আশ্রয়। অবলম্বন।

শ্রব—পুং, শ্রবঃ—ক্লীং (শ্রবস্, শ্রু শুনা+অ(অল্) অস্—ণ) সং, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। (+অল্, অস্—ভাবে) আকর্ণন, শ্রবণ। প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। কীর্ত্তি। জ্ঞান, স্মৃতি।

শ্রবণ (শ্রু শুনা+অন (অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। (+অনট্—ভাবে) শ্রবণ। পুং, ণা—স্ত্রীং, (জ্যোতিষে—ইহা ক্লীবলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত আছে। যথা অমৃ-র্কপাতে শ্রবণং যদি স্যাৎ।" অশ্বিন্যাদি অন্তর্গত দ্বাবিংশ নক্ষত্র। ইহার জাতফল যথা—"



শ্রবণা (নক্ষত্র)

শস্ত্রানুরক্তো বহুপুত্রমিত্রঃ সৎপুত্রভক্তির্ব্বিজিতারিবর্গঃ। চেজ্জন্মকালে শ্রবণা হি যস্য প্রেমা পুরাণশ্রবণে প্রবীণঃ।" মুণ্ডরিকা বৃক্ষ।

শ্রবণপথ—পুং, শ্রবণেন্দ্রিয়—ক্লীং (শ্রবণ—পথ [পথিন্ শব্দজ] রাস্তা। শ্রবণ—ইন্দ্রিয়) সং, কর্ণ, কাণ।

শ্রবায্য (শ্রু [ঘৃত] বিন্দু বিন্দু পড়া, করা+আয্য—প্রং) সং, পুং, বলিযোগ্যপশু, যজ্ঞীয়পশু।

শ্রবিষ্ঠা (শ্রববৎ [শ্রব কর্ণ, খ্যাতি+বৎ অস্ত্যর্থে] খ্যাতিবিশিষ্ট+ইষ্ঠ—অত্যর্থে, বৎ—লোপ) সং, স্ত্রীং, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

শ্রবিষ্ঠাজ (শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রবিশেষ—জ জাত) সং, পুং, বুধগ্রহ। বিং, ত্রিং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত।

শ্রব্য, শ্রবণীয় (শ্রু শুনা+য, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শ্রোতব্য, শুনিবার যোগ্য।

শ্রব্যকাব্য; সং, স্ত্রীং, যে কাব্য শ্রবণের যোগ্য অভিনেতব্য নহে; নাটক ভিন্ন কাব্য।

শ্রাণ (শ্রা, শ্রৈ পাককরা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পাকবস্তু, পাককরা দ্রব্য। ঘর্ম্মাক্ত। সিক্ত, ভিজা। ণা—স্ত্রীং, যবাগূ, যাউ।

শ্রাণন (শ্রণ ক্রি—শ্রণি দান করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, দান, বিতরণ। ভাতের মণ্ড।

শ্রাদ্ধ (শ্রদ্ধা+অ (ষ্ণ)—দানার্থে) সং, ক্লীং, পিতৃকৃত্য, একোদ্দিষ্ট পার্ব্বণাদি। শিষ্ট-প্রয়োগ—১ "সংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্। শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।"—১ "শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দ্দানং শ্রাদ্ধং।" ৩ "সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।" বিং, ত্রিং, শ্রদ্ধাযুক্ত. শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যাহা দেওয়া হয়।

শ্রাদ্ধদেব (শ্রাদ্ধ-দেব দেবতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং. পুং, অন্তক, যম। পিতৃলোক। বৈবস্বতমনু।

শ্রাদ্ধিক (শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধে দেয় বস্তু+ইক (ষ্ণিক)—ভোজনার্থ) বিং,ত্রিং, শ্রাদ্ধভোজী, শ্রাদ্ধভোক্তা। শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় দ্রব্য। শিং —১ "ঋতুসন্ধিষু ভুক্তা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ।"

শ্রান্ত (শ্রম ক্লান্তহওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শ্রমযুক্ত, ক্লান্ত। খিন্ন। এান্ত, নিবৃত্ত। ভোগপ্রাপ্ত।

শ্রান্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং,স্ত্রীং, শ্রম। ক্লেশ। খেদ। বিশ্রাম, নিবৃত্তি।

শ্রান্ত (শ্রম ক্লান্ত হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, মাস। মণ্ডপ, গৃহ। কাল, সময়।

শ্রামণের ; সং, পুং, প্রব্রজিত, জৈনভিক্ষু।

শ্রায় (শ্রি আশ্রয় করা+ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, আশ্রয় অবলম্বন। (শ্রী লক্ষ্মী+অ (ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে। ঈ—অয়, অ=আ) হিং, ত্রিং, শ্রীসম্বন্ধীয়। লক্ষ্মীসম্বন্ধীয়।

শ্রাব (শ্রু শুনা+অ (ঘঞ্)—ভাবে] সং, পুং, আকর্ণন, শ্রবণ।

শ্রাবক (শ্রু শুনা+ণক (ণক)—ক) সং,পুং, শাক্যমুনির শিষ্যবিশেষ। কাক। বিং, ত্রিং, শ্রোতা, শ্রবণকর্ত্তা, যে শ্রবণ করিতেছে।

শ্রাবণ (শ্রবণী শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত পৌ মাসী+অ (ষ্ণ)—তদ্যুক্তমাসার্থে) সং, পু বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত চতুর্থমাস (শ্রবণ+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, শ্রবণেন্দ্রিয় জ (জ্ঞান)। পাষণ্ড, পামর। (শ্রবণা+ষ্ণ শ্রবণানক্ষত্রসম্বন্ধীয়। ণী—স্ত্রীং, শ্রবণ ষ্ণ, ঈপ্) শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। থু কুঁড়ি। দধ্যালীবৃক্ষ। মুণ্ডিতিকাবৃক্ষ।

শ্রাবণিক (শ্রাবণী, শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পৌ মাসী+ইক (ষ্ণিক)—তদ্যুক্তমাসার্থে সং, পুং, শ্রাবণমাস।

শ্রাবস্তী (শ্রাবি ঝরা+অন্ত—প্রং, নি তন) সং, স্ত্রীং, কোশল দেশস্থ নগ বিশেষ, এই নগরী সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। এখনও উ নষ্টাবশেষ সরস্বতী নামক স্থান বিদ্যম আছে। [বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করুন।]

শ্রাবিত (শ্রাবি শুনান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) ত্রিং, যাহা শ্রবণ করান হইয়াছে।

শ্রাব্য (শ্রু শুনা+য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, শ্রবণযোগ্য, শ্রোতব্য। (গীত এবং এই দুইটী শ্রবণপ্রত্যক্ষ হয়, এই এই দুইটীকে শ্রাব্য সঙ্গীত কহা য শুনিবার উপযুক্ত। শুনাইবার যোগ্য।

শ্রিত (শ্রি আশ্রয় করা+ত (ক্ত)— বিং, ত্রিং, আশ্রিত। সেবিত। উপজীবি

শ্রিতবান্ (পূর্ব্বে দেখ, তবৎ (ক্তবতু)- বিং,ত্রিং, আশ্রয়কারী,যে আশ্রয় করিয়া

শ্রী (শ্রি সেবাকরা+০ (ক্বিপ্)—র্ম্ম, ঈ। যাহাকে সমস্ত লোক সেবা ক সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। সম্পত্তি। শো বেশবিন্যাস। সৌন্দর্য্য। কীর্ত্তি। সরস ত্রিবর্গ। দীপ্তি, আলোক। প্রক উপকরণ। বিভূতি। বুদ্ধি। বৃ সিদ্ধ। বিল্ববৃক্ষ। লবঙ্গ। সরলবৃ (জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে প্রয়োগ হয়)। নামের উপাধিবি শিষ্টপ্রয়োগ—১ "দেবাদিনাম্নঃ

শ্রীশব্দপ্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ।" যথা "দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্। সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥" পুং, রাগবিশেষ।

শ্রীকণ্ঠ (শ্রী [নীলবর্ণের] শোভা—কণ্ঠ গলা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিব। ভবভূতি কবির উপনাম। হস্তিনার উত্তর-পশ্চিমস্থ কুরুজাঙ্গল দেশ।

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন (শ্রীকণ্ঠ—পদ উপনাম বা খেতাব—লাঞ্ছন চিহ্ন। শ্রীকণ্ঠ এই আখ্যা দ্বারা যিনি বিদিত হইয়াছেন) সং, পুং, ভবভূতি। উত্তরচরিত, বীরচরিত, মালতী-মাধব নাটককর্ত্তা। দেশবিশেষ।

শ্রীকণ্ঠসখ (শ্রীকণ্ঠ শিব—সখ [সখি শব্দজ] বন্ধু) সং, পুং, কুবের।

শ্রীকন্দা; সং, স্ত্রীং, বন্ধ্যাকর্ক্কোটী।

শ্রীকর (শ্রী ভাগ্য কর যে করে) সং, পুং, বিষ্ণু। স্মৃতিগ্রন্থকারক পণ্ডিতবিশেষ। ক্লীং, রক্তোৎপল। বিং, ত্রিং, শোভাকারক, সৌন্দর্য্যজনক।

শ্রীকরণ (শ্রী "শ্রী" এই শব্দ—করণ করিবার অস্ত্রশস্ত্রাদি) সং, ক্লীং, লেখনী, কলম।

শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, শ্রীপতি, (শ্রী লক্ষ্মী—কান্ত স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ। শ্রী—নাথ, ৬ষ্ঠী—ষ। শ্রী—পতি, ষষ্ঠী—ষ) সং, পুং, লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু।

শ্রীকারী (—কারিন্) সং, পুং, মৃগবিশেষ।

শ্রীখণ্ড (শ্রী শোভা ইত্যাদি—খণ্ড অংশ) সং, পুং, ক্লীং, চন্দন কাষ্ঠ।

শ্রীখণ্ডী—সং, বস্ত্রবিশেষ। সেকালে শ্রীখণ্ডী কাপড় না হইলে পূজা সাধ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্য হইত না। ২। আসন বিশেষ, আলপনা দেওয়া, বর কন্যাকে বরণ করিবার পীঁড়ি।

শ্রীগর্ভ (শ্রী ভাগ্য—গর্ভ উৎপত্তি) সং, পুং, বিষ্ণু। খড়্গ। শিং—১ "শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে।"

শ্রীগ্রহ (শ্রী—গ্রহ গ্রহণ) সং, পুং, শকুনি-প্রপা, পক্ষীর পানীয়শালা।

শ্রীঘন (শ্রী সৌভাগ্য+ঘন রাশি) সং, পুং, বুদ্ধদেব। ক্লীং, দধি।

শ্রীদ (শ্রী ধন—দ [দা দান করা+অ (ড)—ক] যে দেয়) সং, পুং, কুবের, ধনাধিপ। বিং, ত্রিং, ধনদাতা। শোভাদায়ক।

শ্রীদাম; সং, পুং, কৃষ্ণসহচর গোপ-বিশেষ।

শ্রীধর (শ্রী লক্ষ্মী ধর যো ধারণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষ্ণু। শালগ্রামমূর্ত্তি-বিশেষ। শিং—১ "অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রস্তু বনমালাবিভূষিতং। শ্রীধরং দেবি বিজ্ঞেয়ং শ্রীপদং গৃহিণাং সদা।"

শ্রীনন্দন (শ্রী লক্ষ্মী—নন্দন পুত্র) সং, পুং, কামদেব। লক্ষ্মীপুত্র।

শ্রীনিকেতন, শ্রীনিবাস (শ্রী লক্ষ্মী—নিকেতন, নিবাস—বাসস্থান) সং, পুং, বিষ্ণু। নারায়ণ। (৬ষ্ঠী ষ) লক্ষ্মীর আলয়।

শ্রীপথ (শ্রী রাজকীয় যৌতুক—পথ [পথি শব্দজ] রাস্তা) সং, পুং, রাজপথ।

শ্রীপঞ্চমী; সং, স্ত্রীং, মাঘশুক্লপঞ্চমী, ভগবান্ কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। শি—১ "চতুর্থী বরদা শুক্লা তত্র গৌরী সুপূজিতা। সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং।

শ্রীপর্ণ (শ্রী সৌন্দর্য্য বা লক্ষ্মী—পর্ণ পত্র) সং, ক্লীং, পদ্ম। অগ্নিমন্থবৃক্ষ।

শ্রীপর্ণী; সং, স্ত্রীং, গম্ভারী বৃক্ষ। কট্‌ফল-বৃক্ষ। শাল্মলীবৃক্ষ। হঠবৃক্ষ। অগ্নিমন্থবৃক্ষ।

শ্রীপিষ্ট (শ্রী সরলবৃক্ষ বা দেবদারুবৃক্ষ—পিষ্ট চূর্ণিত) সং, পুং, সরলবৃক্ষের রস, টার্পিন। [পুং, অশ্ব। কামদেব।

শ্রীপুত্র (শ্রী ভাগ্য বা লক্ষ্মী—পুত্র) সং,

শ্রীপুষ্প; সং, ক্লীং, লবঙ্গ। পদ্মকাষ্ঠ।

শ্রীফল [শ্রী লক্ষ্মী ইত্যাদি [যাঁহাকে ইহা

দেওয়া যাইতে পারে [—ফল, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ। ক্লীং, বেল। রাজা-দনী। লা—স্ত্রীং, নীলী। ক্ষুদ্রকার-বেল্লী। স্ত্রীং, আমলকী। নীলী।

শ্রীভদ্রা; সং, স্ত্রীং, ভদ্রমুস্তক।

শ্রীভ্রাতা (শ্রীভ্রাতৃ শ্রী লক্ষ্মী—ভ্রাতৃ, ভাই। সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মীর সহিত ইহারাও উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া) সং, পুং, অশ্ব। চন্দ্র।

শ্রীমান্ (শ্রীমৎ, শ্রী সম্পত্তি, সৌন্দর্য্য+মৎ (মতু) অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ঐশ্বর্য্য-শালী, ধনী। সুন্দর, সুশ্রী। শ্রীযুক্ত। সং, পুং, তিলকবৃক্ষ। অশ্বত্থ বৃক্ষ। বিষ্ণু। শিব। কুবের। মতী—স্ত্রীং, শ্রীবিশিষ্টা। তি—স্ত্রীং, রাধিকা।

শ্রীমুখ (শ্রী সৌভাগ্য—মুখ প্রধান) সং, পুং, পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী' শব্দলিখন। ক্লীং, শোভাযুক্ত আনন।

শ্রীমূর্ত্তি; সং, স্ত্রীং, দেববিগ্রহ। বিষ্ণু-প্রতিমা।

শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত (শ্রী লক্ষ্মী ইত্যাদি—যুক্ত, যুত, তৃতীয়া—ষ) বিং, ত্রিং, শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্। শোভাযুক্ত, শোভিত। জীবৎ পুরুষের নামের পূর্ব্বে ইহা দত্ত হয়।

শ্রীরঙ্গপত্তন (ট্রী); সং, ক্লীং, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কাবেরীতীরস্থ নগরী বিশেষ। ঐ নগর আদিম একটি বৈষ্ণবক্ষেত্র। ঐ নগরে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিপ্রচারক ভগবান্ রামানুজাচার্য্য ঐ স্থানে বাস করিতেন। "রামানুজ-চরিত" গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ পাঠ করুণ।

শ্রীরাগ (শ্রী—রাগ স্বরের প্রকারবিশেষ) সং, পুং, ছয় রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ।

শ্রীরাম (শ্রী যুক্ত বা যুত উহ্য করিতে হইবে] শ্রীযুক্ত অর্থাৎ সৌভাগ্যবান্ ইত্যাদি—রাম, বং—স) সং, পুং, রামচন্দ্র, দশরথের পুত্র।

শ্রীরামনবমী; সং, স্ত্রীং, চৈত্রশুক্লনবমী।

শ্রীল (শ্রী ভাগ্য+ল—অস্ত্যর্থে) বি ত্রিং, শ্রীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্, লক্ষ্মীমান্।

শ্রীলতা; সং, স্ত্রীং, মহাজ্যোতিষ্মতী।

শ্রীবৎস (শ্রী লক্ষ্মী—বৎস প্রিয়, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী। গৃহবিশেষ। সুড় বিশেষ। নৃপবিশেষ।

শ্রীবৎসকী (শ্রীবৎসকিন্, শ্রীবৎস বিষ্ণু বক্ষঃস্থ চিহ্নবিশেষ+কণ—সাদৃশ্যার্থে, ইন্ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, যে অশ্বের বক্ষঃস্থ কুটিল আবর্ত্ত আছে।

শ্রীবৎসভৃৎ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, শ্রীব সাঙ্ক, শ্রীববাহ, (শ্রীবৎস—ভৃৎ যে ধা করে, ২য়া—ষ। শ্রীবৎস—লাঞ্ছন, অ =চিহ্ন, ৬ষ্ঠী হিং। শ্রী শ্রীযুক্ত—ব অবতারবিশেষ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ

শ্রীবল্লী; সং, স্ত্রীং, কণ্টকবৃক্ষ বিশেষ।

শ্রীবলী; দক্ষিণাপথের কোন অগ্রহার ব্রাহ্মণ বসতি।

শ্রীবাস (শ্রী সরল বা দেবদারুবৃক্ষ, কি লক্ষ্মী—বাস বাসস্থান) সং, পুং, স বৃক্ষের নির্য্যাস, টার্পিন। পদ্ম। বিষ্ণু। শি

শ্রীবাটী; সং, স্ত্রীং, নাগবল্লীবিশেষ।

শ্রীবৃক্ষ (শ্রী মঙ্গলদায়ক—বৃক্ষ গাছ) পুং, অশ্বত্থ বৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ। শিং—১ বৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবং পূজাং ক মাহং।

শ্রীবৃক্ষ, শ্রীবৃক্ষক; সং, পুং, অ হৃদয়াদিস্থিত শ্বেতরোমাবর্ত্ত।

শ্রীবৃক্ষকী (শ্রীবৃক্ষকিন্, শ্রীবৎস বি বক্ষঃস্থলস্থ চিহ্ন+ক, ইন্—প্রং, শ্রী স্থানে শ্রীবৃক্ষ) সং, পুং, বক্ষঃস্থল গল ও মুখে আবর্ত্তবিশিষ্ট অশ্ব।

শ্রীবেষ্ট (শ্রী সরল বা দেবদারু বৃক্ষ—নির্য্যাস) সং, পুং, সরলবৃক্ষরস, টার্পি

শ্রীশ (শ্রী লক্ষ্মী—ঈশ ঈশ্বর, পতি, ৬ ষ) সং, পুং, বিষ্ণু।

শ্রীসংজ্ঞ (শ্রী লক্ষ্মী—সংজ্ঞা নাম।

সমুদায় লক্ষ্মী অর্থবোধক শব্দ এই বণিক্‌দ্রব্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া) সং, ক্লীং, লবঙ্গ।

শ্রীহট্ট; সং, ক্লীং, আসাম প্রদেশের নগর বিশেষ। শ্রীহট্ট, কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রুবাক; সং, পুং, বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ গাছ।

শ্রুত (শ্রু শুনা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, আকর্ণিত। যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে। জ্ঞাত। প্রসিদ্ধ। সং, ক্লীং, (গুরু হইতে যাহা শুনা যায়। বেদ। শাস্ত্র। শিং—১ "অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ শ্রুতান্বিতঃ দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।" শাস্ত্রজ্ঞান। অধ্যয়ন।

শ্রুতকীর্ত্তি (শ্রুত আকর্ণিত—কীর্ত্তি যশঃ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কুশধ্বজ রাজকন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী। পুং, দেবর্ষিবিশেষ। বিং, ত্রিং, বিখ্যাত, কীর্ত্তিযুক্ত।

শ্রুতদেবী (শ্রুত [শাস্ত্র ইত্যাদি] যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে—দেবী) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী।

শ্রুতবান্ (শ্রুতবৎ শ্রু শ্রবণকরা+তবৎ (ক্তবতু)—ক) বিং, ত্রিং, যে শ্রবণ করিয়াছে। (শ্রুত শাস্ত্র+বতু—অস্ত্যর্থে) শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্।

শ্রুতবোধ; সং, পুং, কালিদাসকৃত ছন্দো গ্রন্থবিশেষ। শিং—১ "ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে। তদহং কথয়িষ্যামি শ্রুতবোধনবিস্তরং।" সুগমার্থক গ্রন্থ।

শ্রুতশালী (শ্রুতশালিন্, শ্রুত শাস্ত্র—শাল প্রশংসা করা+ইন্—ক) বিং, ত্রিং, শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্।

শ্রুতশ্রবাঃ (শ্রুতশ্রবস্, শ্রুত—শ্রবস্ কীর্ত্তি ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শিশুপালের পিতা। শিং—১ "নিবর্ত্ততেহরিঃ ক্রিয়য়া স শ্রুতশ্রবসঃ সুতঃ।" স্ত্রীং, শিশুপালমাতা।

শ্রুতশ্রবোহনুজ (শ্রুতশ্রবস্ সূর্য্যপুত্রমধ্যে একজন—অনুজ কনিষ্ঠ) সং, পুং, শনৈশ্চর, শনিগ্রহ।

শ্রুতর্ষি; সং, পুং, ঋষিবিশেষ, সুশ্রুতাদি।

শ্রুতায়ু; সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

শ্রুতার্থ; সং, পুং, শাব্দ বোধবিষয়ীভূতার্থ, শ্রবণমাত্রে যাহা বুঝা যায়।

শ্রুতি (শ্রু [ধর্ম্মাধর্ম্ম) শ্রবণকরা+তি(ক্তি) —র্ম) সং, স্ত্রীং, বেদ। লিখন প্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ, শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার একটী নাম শ্রুতি)। কিম্বদন্তী, পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদ। বাচিক শব্দ। সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ, স্বরের অবয়ব যখন কোন গায়ক বা বাদক এক স্বর হইতে অন্যস্বর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করে, সেই উভয় স্বরের মধ্যস্থলে যে অতি সূক্ষ্ম স্বরাংশ গুলি অনুভূত হয় তাহাকে শ্রুতি কহে। (+ক্তি—ণ) কর্ণ। (+ক্তি—ভাবে) শ্রবণ।

শ্রুতিকট (শ্রুতি বেদ, কর্ণ ইত্যাদি—কট্ গমনকরা—অ—প্রং) সং, পুং, প্রায়শ্চিত্ত, পাপশোধন। সর্প।

শ্রুতিকটু (শ্রুতি কটু কঠোর) সং, পুং, অলঙ্কারে—দুঃশ্রাব্যতা দোষ।

শ্রুতিজীবিকা (শ্রুতি বেদ—জীবিকা জীবন, যাহা বেদে বিদ্যমান আছে) সং, স্ত্রীং, ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদজীবনোপায়।

শ্রুতিধর / শ্রুতধর (শ্রুতি শ্রবণমাত্র—ধর যে ধারণ করে) বিং, ত্রিং, শ্রবণমাত্র অভ্যাসকারক, যে ব্যক্তি কোন বিষয় শুনিবামাত্র অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়।

শ্রুতিমূল (শ্রুতি—মূল কারণ) সং, ক্লীং, বেদরূপ ধর্ম্মবোধন প্রমাণ। যজ্ঞ। (শ্রুতি—কর্ণ—মূল) কর্ণমূল।

শ্রুতিবেধ (শ্রুতি কর্ণ—বেধ বিদ্ধকরণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কর্ণবেধ, সংস্কারবিশেষ।

শ্রুব—ক্লীং } (শ্রু ক্ষরিত হওয়া+অ(ক)
শ্রুবা—স্ত্রীং, } —পা) সং, পুং, যজ্ঞ, যাগ। ক্লীং, যজ্ঞে ব্যবহার্য্য পাত্রবিশেষ, ঘৃত-ক্ষেপপাত্র।

শ্রূয়মাণ (শ্রু শুনা+আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা শ্রবণ করা যায়।

শ্রেঢ়ী (Progression) শ্রেণি—ঢৌক্ গমন করা+অ(ট)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, অঙ্কশাস্ত্রে—গণনা প্রকারবিশেষ, কতকগুলি রাশি যদি এরূপে বিন্যস্ত থাকে, যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু বা লঘু, তবে তাহাকে শ্রেঢ়ী কহে।

শ্রেণি, শ্রেণী (শ্রি সেবাকরা—নি—ক) সং, স্ত্রীং, পঙ্‌ক্তি, সারি। দল। কারুসংহতি। সেচনপত্র। সমানব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ।

শ্রেণিক (শ্রেণি পঙ্‌ক্তি ইত্যাদি+ক—প্রং) সং, পুং, মগধদেশীয় নৃপবিশেষ। কা—স্ত্রীং, তাঁবু, পটবাস।

শ্রেয়াংশ; সং, পুং, বৃত্তার্হবিশেষ।

শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স, প্রশস্য+ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধর্ম্ম, পুণ্য। মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ। মঙ্গল, শুভ। সৌভাগ্য। সুখ। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ। শুভকর। অতি-প্রশস্ত। য়সী—স্ত্রীং, হরীতকী। পাঠা। করিপিপ্পলী। রাস্না। শুভযুক্তা।

শ্রেয়ঃকল্প (শ্রেয়স্+কল্প—সদৃশার্থে) বিং, ত্রিং, শুভ কিংবা শ্রেষ্ঠ সদৃশ।

শ্রেয়স্কর (শ্রেয়স্—কর যে করে) বিং, ত্রিং, শুভকর, মঙ্গলজনক।

শ্রেষ্ঠ (প্রশস্য—ইষ্ঠ—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতি প্রশস্ত, প্রধান। শ্রেষ্ঠ। সং, পুং, কুবের। রাজা। ব্রাহ্মণ। বিষ্ণু। ক্লীং, গোদুগ্ধ। [প্রাধান্য, উৎকর্ষ, উত্তমতা।

শ্রেষ্ঠতা (শ্রেষ্ঠ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং,

শ্রেষ্ঠাশ্রম (শ্রেষ্ঠ প্রধান—আশ্রম) সং, পুং, প্রধান আশ্রম, গৃহস্থাশ্রম।

শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্, শ্রেষ্ঠ প্রধান+ইন্—প্রং) সং, পুং, বণিক্‌বিশেষ, শেঠ। শিং—১ "স হি শ্রেষ্ঠীচত্বরে প্রতিবসতি।"

শ্রোণ (শ্রোণ্ রাশিকরা+অ—প্রং, অথবা শৃ হিংসাকরা+ন—প্রং) সং, পুং, পঙ্গু, পদবিকল, খোঁড়া। বিং, ত্রিং, পঙ্গু। ণা—স্ত্রীং, শ্রবণানক্ষত্র। কাঞ্জিকা।

শ্রোণি, শ্রোণী (শ্রোণ্ রাশিকরা—ই—(ক) সং, স্ত্রীং, কটিদেশ। নিতম্ব। শিং—১ "শ্রোণীতীর্থশিলক নেত্রশফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকং।

শ্রোণিফলক (শ্রোণি কটিদেশ—ফলক চর্ম্ম, ফলকের ন্যায় শ্রোণি, য়ং—স) সং, ক্লীং, কটির নিম্নপ্রদেশ।

শ্রোণিবিম্ব; সং, ক্লীং, কটিসূত্র, ঘুন্‌সী গোট প্রভৃতি।

শ্রোণিসূত্র; সং, ক্লীং, খড়্গাবন্ধনসূত্র। কটিবন্ধনসূত্র। ঘুন্‌সী।

শ্রোতঃ (শ্রোতস্, শ্রু শুনা, ক্ষরিত হওয়া +অস্—ক। ৎ (তুট্)—আগম) সং, ক্লীং, নদ্যাদির বেগ। (+অস্—ণ) জ্ঞানেন্দ্রিয়।

শ্রোতব্য (শ্রু শুনা—তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শ্রবণীয়। শ্রবণযোগ্য।

শ্রোতা (শ্রোতৃ, শ্রু শুনা+তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, শ্রবণকর্ত্তা, যে শুনে।

শ্রোত্র, শ্রৌত্র (শ্রু শুনা+ত্র—ণ) সং, ক্লীং, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। (+ত্র—র্ম্ম) বেদ। (শ্রোত্র+ষ্ণ—স্বার্থে) শ্রোত্রিয়ের ধর্ম্ম।

শ্রোত্রিয় (ছন্দস্, বেদ+ইয়—অধ্যয়নার্থে, ছন্দস্-স্থানে শ্রোত্র, কিংবা শ্রোত্র [শ্রূয়তে ধর্ম্মাধর্ম্মাবনেন] বেদ+ইয়—জ্ঞানার্থে বা অধ্যয়নার্থে) সং, পুং, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ বিপ্র। সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ। বিং, ত্রিং, সুশীল, সচ্চরিত্র, সৎকুলজাত। শিষ্টপ্রয়োগ—২ "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী

ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি ॥ ২ একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।”

শ্রৌত (শ্রুতি বেদ + অ ষ্ণ)—কৃত্তার্থে) বিং, বিং, শ্রুতিসিদ্ধ, বেদবিহিত। শিং—১ শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ। অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ। ২ “ধর্ম্মজ্ঞৈর্বিহিতো ধর্ম্মঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো দ্বিধা দ্বিজৈঃ। দানাগ্নিহোত্রসম্বন্ধমিজ্যা শ্রৌতস্য লক্ষণং। স্মার্ত্তো বর্ণাশ্রমাচারো যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুতঃ। পূর্ব্বেভ্যো বেদয়িত্বেহ শ্রৌতং সপ্তর্ষয়োঽব্রুবন্”। গার্হপত্য আহবনীয় দক্ষিণাগ্নি—এই ত্রিবিধ অগ্নি।

শ্রৌত্র (শোত্র + অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, কর্ণ। বৈদিককর্ম্ম।

শ্লক্ষ্ণ (শ্লিষ্ আলিঙ্গনকরা + স্ন (ক্স্ন)—প্রং, ই—লোপ) বিং, ত্রিং, সূক্ষ্ম। কৃশ। মনোহর। স্নিগ্ধ, চিক্কণ। অল্প।

শ্লথ (শ্লথ্ ঢিলা হওয়া + অ (অন)—ক) বি, ত্রিং, শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা। দুর্ব্বল।

শ্লাঘা (শ্লাঘ্ প্রশংসা করা + অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রশংসা। অভিলাষ, ইচ্ছা। পরিচর্য্যা, সেবা। নিজগুণ খ্যাপন।

শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয় (পূর্ব্বে দেখ, য (ঘ্যণ্), অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আশ্বাস্য, স্পৃহণীয়। প্রশংসনীয়, প্রশংসার যোগ্য। প্রশস্ত।

শ্লিকু (শ্লিষ্ আলিঙ্গনকরা + উ—প্রং, ষ=ক) সং, পুং, ভৃত্য। লম্পট। ক্লীং, জ্যোতিঃশাস্ত্র।

শ্লিষা (শ্লিষ্ আলিঙ্গনকরা + আ—ভা) সং, স্ত্রীং, আলিঙ্গন।

শ্লিষ্ট (শ্লিষ্ আলিঙ্গন করা + ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, শ্লেষযুক্ত, অনেকার্থবাচক। সংসৃষ্ট। সংযুত। (+ক্ত—র্ম্ম) আলিঙ্গিত।

শ্লীপদ (শ্রী—পদ) সং, ক্লীং, শোথরোগ, গোদ;

শ্লীপদপ্রভব (শ্লীপদ স্ফীতপাদ—প্রভব উৎপত্তি) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ।

শ্লীল (শ্রী সৌভাগ্য + ল—অস্ত্যর্থে, র—ল) বিং, ত্রিং, শ্রীযুক্ত।

শ্লেষ (শ্লিষ্ আলিঙ্গনকরা + অ(অল্)—ভা) সং, পুং, যোগ, সংযোগ। আশ্লেষ, আলিঙ্গন। দাহ। শব্দের অলঙ্কারবিশেষ, শব্দের অনেকার্থ যোগ। কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মক (শ্লেষ্মন্, শ্লিষ। [শরীর] আলিঙ্গনকরা + মন্—ক, শ্লেষ্মন্ + ক—যোগ) সং, পুং, কফ, সর্দ্দি।

শ্লেষ্মঘ্না; সং, স্ত্রীং, মল্লিকা। কেতকী। বিং, ত্রিং, শ্লেষ্মানাশক। ঘ্নী—স্ত্রীং, জ্যোতিস্মতী। মল্লিকা। ত্রিকটু।

শ্লেষ্মণ, শ্লেষ্মল (শ্লেষ্মন্ কফ + ন, ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্লেষ্মাবিশিষ্ট, কফযুক্ত।

শ্লৈষ্মিক (শ্লেষ্মন্ + ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, শ্লেষ্মাসম্বন্ধীয়)

শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্, শ্লৈষ্মিকঝিল্লী (Mucous membrane) ত্বকের যে ভাগ দ্বারা শরীরের অভ্যন্তর ভাগ আবৃত, তাহা হইতে অনবরত এক প্রকার রস নির্গত হয়।

শ্লোক (শ্লোক্ পদ্যরচনাকরা, প্রথিত হওয়া + অ(অল্)—র্ম্ম। রামায়ণে বলে—শোক হইতে শ্লোক হইয়াছে। কেননা বাল্মীকির রসনা হইতে প্রথমতঃ শোকসূচক “মা নিষাদ” ইত্যাদি শ্লোক নির্গত হয়) সং, পুং, পদ্য, কবিতা, ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য। সুখ্যাতি, প্রসিদ্ধি। যশঃ, কীর্ত্তি। শিং—১ “ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ।” শিষ্টপ্রয়োগ—২ “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্॥ পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ। শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা” ॥

শ্বঃ (শ্বস্ পরাহন্ স্থানে শ্ব, কিম্বা আগামি অহন্ এই অর্থে, নিপাতন) অং, পরদিনে, আগামি-দিনে, কল্য।

শ্বঃশ্রেয়স (শ্বস্ সৌভাগ্য—শ্রেয়স্ মঙ্গল,

অ—প্রং) ত্রিং, বিং, ক্লীং, মঙ্গল, কল্যাণ। সুখ। পরমাত্মা। বিং, ত্রিং, কল্যাণী। সুখী।

শ্বগণ (শ্বন্ কুক্কুর—গণ. ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কুক্কুরসমূহ।

শ্বগণিক, শ্বগণী (শ্বগণিন্ শ্বগণ+ইক, ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, শিকারী, যে ব্যক্তি কুকুর লইয়া শিকার করে।

শ্বদন্ত—; যে দন্ত কুকুরের ন্যায় সূচল, শোবনদন্ত।

শ্বদংষ্ট্রা; সং, স্ত্রীং, গোক্ষুরক।

শ্বধূর্ত্ত (শ্বন্ কুকুর—ধূর্ত্ত শঠ) সং, পুং, শৃগাল শিয়াল।

শ্বনিশ—ক্লীং, **শ্বনিশা**—স্ত্রীং, } (শ্বন্ কুকুর—নিশা রাত্রি) সং, মত্ত কুকুর-নিশা, যে রাত্রিতে কুকুর সকল মত্ত হইয়া চীৎকার করে।

শ্বপক্, শ্বপচ, শ্বপাক (শ্বপচ, শ্বন্ কুকুর পচ্ [স্বীয় ভক্ষ্যজন্তু] পাককরা, কিংবা স্বীয় সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা করা+কিপ্) অ(অন্) অ,ণ(ঞ্)—ক) সং, পুং, ব্যাধ। চণ্ডাল, চাঁড়াল।

শ্বফল্ক; সং, পুং, বৃষ্ণিপুত্র, অক্রুরের পিতা।

শ্বভীরু (শ্বন কুকুর ভীরু ভীত, ৫মী ষ) পুং শৃগাল, শিয়াল।

শ্বভ্র (শ্বভ্ গর্ত্তকরা+অ(অল্)—র্ম) সং, ক্লীং, রন্ধ্র, ছিদ্র, গর্ত্ত, গহ্বর।

শ্বয়থু (শ্বি স্ফীত হওয়া+অথু ভাবে) সং, পুং, স্ফীতি। বৃদ্ধি। শোথ, স্ফীততা রোগ।

শ্ববৃত্তি (শ্বন্ কুকুর বৃত্তি ব্যবহার পরপিণ্ড উপজীব্য বলিয়া কুকুরের ন্যায় বৃত্তি ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সেবা, চাকরী। শিং—১ "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

শ্বব্যাঘ্র (শ্বন্ কুকুর—ব্যাঘ্র বাঘ) সং, পুং, চিতাবাঘ, কুকুরের ন্যায় বাঘ।

শ্বশুর (আশু [অব্যয়শব্দ] মাস্ততা—অশ, ব্যাপা+উর—ক, নিপাতন, সংস্কৃত শ্বশুর। লাটিন=সসর্) সং, পুং, ভর্ত্তার ও পত্নীর পিতা। মান্য ব্যক্তি।

শ্বশুর্য্য (শ্বশুর+য(ঘ্যা)—অপত্যার্থে) সং, পুং, দেবর, দেওর। ভাসুর। শ্যালক, শ্যালা।

শ্বশ্রূ (শ্বশুর+উপ্ পত্নী অর্থে উ, অ—লোপ। সংস্কৃত=শ্বশ্রূ; লাটিন—সক্রূ। গ্রীক=হেকুরা) সং, স্ত্রীং, ভর্ত্তার ও পত্নীর মাতা, শাশুড়ী।

শ্বসন (শ্বস্ নিশ্বাস ফেলা+অন অনট্)—ণ) সং, পুং, বায়ু। ময়নাগাছ। (+অনট্ ভাবে) ক্লীং, নিশ্বাস। জীবন।

শ্বসনাশন, শ্বসনোৎসুক (শ্বসন বায়ু—অশন ভক্ষণীয়। শ্বসন বায়ু—উৎসুক অনুরক্ত) সং, পুং, সর্প।

শ্বসমান (শ্বস নিশ্বাস ফেলা+আন (শান) —ক) বিং, ত্রিং, যে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

শ্বসিত (শ্বসন দেখ, ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, নিশ্বাস, নাসাগতবায়ু। জীবিত, জীবন।

শ্বস্তন, শ্বস্ত্য (শ্বস্ কল্য+ষ্টন ত্যণ্—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, ভবিষ্যৎ, আগামি দিনভব। ক্লীং, ভবিষ্যৎকাল।

শ্বা (শ্বন, শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া+অন্(কনিন্)—ক, নিপাতন) সং, পুং, কুক্কুর, কুকুর। শুনী—স্ত্রীং, কুক্কুরী।

শ্বাগণিক (শ্বগণ কুক্কুরসমূহ+ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, ব্যাধ। কুক্কুরসমূহ দ্বারা মৃগয়াকারী। [শুনী—স্ত্রীং, কুকুরী

শ্বান (শ্বন্+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং,পুং, কুকুর

শ্বাপদ (Carnivora. শ্বন্ কুকুর—আ-পদ্ সদৃশ হওয়া+অ(ষ্ণ)—প্রং, কিম্বা শ্ব কুকুর—পদ পা, যাহার কুকুরের ন্যায় পদ অর্থাৎ থাবা, ৬ষ্ঠী—হিং, নিপাতন) সং পুং, শিকারী জন্তু, যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করে যথা—বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, ব্যাঘ্র, ভল্লুক নেউল, গন্ধগোকুল প্রভৃতি। (শ্বাপদ+... বিং, ত্রিং, শ্বাপদসম্বন্ধীয়।

শ্বাবিৎ, শ্বাবিধ (শ্বাবিধ্, শ্বন কুকুর—আ—বিধ্ বিদ্ধকরা+০ ক্বিপ্ (, অ(ক)—ক) সং, পুং, শজারু পশু।

শ্বাস (শ্বসন দেখ, অ্ ঘঞ্—ভাবে) সং, পুং, নিশ্বাস, নাসাগতবায়ু। (+ঘঞ্—ণ) বায়ু। (+ঘঞ্—ধি) শ্বাসকাস রোগ।

শ্বাসপ্রশ্বাসধারণ; সং, ক্লীং, প্রাণায়াম।

শ্বাসহেতি (শ্বাস নিশ্বাস বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা—হেতি অস্ত্র) সং, স্ত্রীং, নিদ্রা।

শ্বাসকুঠার; সং, পুং, শ্বাস রোগের ঔষধবিশেষ।

শ্বাসী (শ্বাসিন্, শ্বাস নিশ্বাস+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বায়ু। বিং, ত্রিং, শ্বাসযুক্ত।

শ্বাসারি; সং, পুং, পুষ্করমূল।

শ্বিত্র (শ্বিৎ শুক্লবর্ণ হওয়া+রক্—ণ) সং, পুং শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ।

শ্বিত্রী (শ্বিত্রিন্, শ্বিত্র+ইন—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, শ্বিত্ররোগযুক্ত। শিং—১ "শ্বিত্রী বস্ত্রং খা রসং চ চৌরী লবণহারকঃ।" কুষ্ঠরোগী।

শ্বেত (শ্বিৎ শুক্লবর্ণ হওয়া+অ (অন্)—ক) সং, পুং, শুক্লবর্ণ। দ্বীপবিশেষ। পর্ব্বতবিশেষ, ধবলগিরি। শুক্রগ্রহ। শাদা মেঘ। কপর্দ্দক, কড়ী। দৈত্যগুরু, শুক্র। শঙ্খ। শিবের অবতারবিশেষ। রাজাবিশেষ। ক্লীং, রৌপ্য, রজত। মিছরি। বেলওয়ারি কাঁচ। বিং, ত্রিং, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। তা—স্ত্রীং, বরাটিকা। শঙ্খিনী। কাষ্ঠপাটলা। অতিবিষা। অপরাজিতা। শ্বেতবৃহতী। শ্বেতকণ্টকারী। পাষাণভেদী। শিলাবল্কলা। শ্বেতদূর্ব্বা। বংশলোচনা। স্ফটী। শর্করা।

শ্বেতক (শ্বেত+কণ্—যোগ) সং, পুং, বরাটক, কড়ী। ক্লীং, রৌপ্য, রূপা।

শ্বেতকুঞ্জর, শ্বেতগজ, শ্বেতদ্বিপ (শ্বেত শাদা—কুঞ্জর, গজ, দ্বিপ—(হস্তী) সং, পুং, ইন্দ্রগজ, ঐরাবত হস্তী।

শ্বেতকেতু (শ্বেত শাদা—কেতু ধ্বজ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ঋষিবিশেষ। বুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিবিশেষ।

শ্বেতকেশ; সং, পুং, রক্তশিগ্রু।

শ্বেতকোল; সং, পুং, পুঁটীমাছ।

শ্বেতগরুৎ (শ্বেত শাদা—গরুৎ পক্ষ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হংস। বিং, ত্রিং, শুক্লবর্ণপক্ষবিশিষ্ট।

শ্বেতচ্ছদ (শ্বেত শাদা—ছদ পালখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হংস। বাবুই তুলসী। শুক্লপক্ষশালী, শুক্লবর্ণপক্ষযুক্ত।

শ্বেতদ্বীপ; সং, পুং, চন্দ্রদ্বীপ। ইহা বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুধাম। শিং—১ "শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরং। তত্র হাস্যমভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি।

শ্বেতধাতু (শ্বেত শাদা—ধাতু আকরীয়) সং, পুং, খটিকা, খড়ী।

শ্বেতধামা (শ্বেতধামন্, শ্বেত শাদা—ধামন্ কিরণ) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর। সমুদ্রফেন।

শ্বেতনীল (শ্বেত শাদা—নীল কৃষ্ণবর্ণ বা গাঢ় নীলবর্ণ) সং, পুং, মেঘ। শুক্ল ও নীলবর্ণ।

শ্বেতপত্র (শ্বেত শাদা—পত্র পালখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শ্বেতচ্ছদ, হংস। ক্লীং, শুক্লপর্ণ।

শ্বেতপত্ররথ (শ্বেতপত্র হংস রথ বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা।

শ্বেতপত্রবাহন (শ্বেতপত্র হংস—বাহন রথাদি) সং, পুং, হংসবাহন, ব্রহ্মা।

শ্বেতপর্ণাস; সং, পুং, শ্বেততুলসী।

শ্বেতপিঙ্গ, শ্বেতপিঙ্গল (শ্বেত শাদা—পিঙ্গ, পিঙ্গল—পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল) সং, পুং, সিংহ। শুক্লপীতবর্ণ।

শ্বেতপুষ্প (শ্বেত শাদা—পুষ্প ফুল) সং, পুং, সিন্ধুবার বৃক্ষ। ষ্পা—স্ত্রীং, লতাবিশেষ, ঘোষাতকী। নাগদন্তী। মৃগের্ব্বারু। ষ্পিকা—স্ত্রীং, মহাশণপুষ্পিকা

শ্বেতলাল; সং, পুং, মেঘ ধূম।

শ্বেতরক্ত (শ্বেত শাদা—রক্ত লাল, শ্বেত-মিশ্রিত রক্তবর্ণ তস্যা—ষ) সং, পুং, পাটলবর্ণ, গোলাপিরং। বিং, ত্রিং, পাটলবর্ণবিশিষ্ট।

শ্বেতরথ (শ্বেত শাদা—রথ শকটাদি) সং, পুং, শুক্রগ্রহ শুক্লবর্ণ রথ।

শ্বেতরোচিঃ (শ্বেতরোচিস্, শ্বেত শাদা—রোচিস্ দীপ্তি, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, চন্দ্র। বিং, ত্রিং, শুক্লতেজোযুক্ত।

শ্বেতবাজী (শ্বেতবাজিন্, শ্বেত শাদা—বাজী অশ্ব+ইন—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চন্দ্র। অর্জ্জুন। শুক্লঘোটক।

শ্বেতবাহ (শ্বেত শাদা—বাহ অশ্ব) সং, পুং, ইন্দ্র। অর্জ্জুন।

শ্বেতবাহন (শ্বেত শাদা—বাহন যান) সং, পুং, চন্দ্র। অর্জ্জুন (যুদ্ধ করিবার সময় আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয় এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে) মকর।

শ্বেতবুহ্মা ; সং, স্ত্রীং, বনতিক্তা।

শ্বেতবৃহতী; সং, স্ত্রীং, শুক্ল ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী।

শ্বেতশুঙ্গ (শ্বেত শাদা—শুঙ্গ ধান্যাদির শুঁয়া ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যব।

শ্বেতসার (শ্বেত শাদা সার সারাংশ, মাইজ) সং, পুং, খদিরবৃক্ষ। ২। (Starch) ইহা তুষারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দেখিতে উজ্জ্বল, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে অল্প শব্দ হইয়া থাকে; গোধূম গোলআলু প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বেতহয় (শ্বেত শাদা—হয় অশ্ব) সং, পুং, ইন্দ্রের অশ্ব। অর্জ্জুন। শুক্লবর্ণ ঘোটক।

শ্বেতোদর (শ্বেত শাদা—উদর পেট) সং, পুং, কুবের। শুক্লবর্ণ জঠর।

শ্বেতৌহী (শ্বেতবাহ ইন্দ্র+ঈ—প্রং) সং, পুং, ইন্দ্রাণী, শচী।

শ্বৈত্য (শ্বেত+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, ধাবল্য, শুক্লত্ব। শুভ্রতা, নির্ম্মলতা।

শ্বোবসীয়স (শ্বস্ এবং বসু এই দুই অব্যয় শব্দের অর্থ এখানে মঙ্গল+ইয়সু—প্রং, ষ্ণ) সং, ক্লীং, পরদিনভাবি শুভ। মোক্ষ, কুশল। বিং, ত্রিং, ভাবিশুভযুক্ত।





ব্যঞ্জনের একত্রিংশবর্ণ। (ষো নাশ করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, কেশ, চুল। শিক্ষক। নাশ, ক্ষতি,ধ্বংস। অবশেষ। প্রাক্তন সংস্কার বা জ্ঞানলোপ। মুক্তি, নির্ব্বাণ। স্বর্গ। নিদ্রা। ক্লীং, অঙ্কুর। ধৈর্য্য। বিং, ত্রিং, বিজ্ঞ (শ্রেষ্ঠ। শোভন।

ষট্ (ষষ্, ষো নাশকরা+০ (ক্বিপ্)—ক, নিপাতন। অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ। সংস্কৃত=ষষ্। পারস্য শশ্। গ্রীক=হেক্স্। লাটিন=সেক্স্। জার্ম্মেন=সেখস। ইংরাজি সিক্স্। বাঙ্গালা =ছয়।) ত্রিং, বহুং, ছয় সংখ্যা ৬।

ষট্ক (ষষ্ ছয়+কণ—প্রং) বিং, ত্রিং, ছয় সংখ্যা, ৬।

ষটকর্ম্ম (ষট্কর্ম্মন্, ষষ্ ছয়—কর্ম্মন্ কার্য ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্ম তন্ত্রে—শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ উচ্চাটন, মারণ—এই ছয় কর্ম্ম। র্ম্মা—পুং ঐ ছয় কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ। শিং—১ "ইজ্যা ধ্যয়নদানানি যাজনাধ্যাপনে তথা। প্রতি গ্রহশ্চ তৈর্যুক্তঃ ষট্কর্ম্মা বিপ্র উচ্যতে।

ষট্কান, বি, প্রস্থান, পলায়ন।

ষট্কোণ (ষষ্ ছয়- কোণ) সং, ক্লী বজ্র। জ্যোতিষে—লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান বিং, ত্রিং, যাহার ছয়টী কোণ আছে।

ষট্চক্র (ষষ্ ছয় চক্র, দ্বিগু—ষ)

ক্লীং, দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ী মধ্যবর্ত্তি দ্বিদল এবং চতুর্দ্দল পদ্মাকার ৬ চক্র।

ষট্চত্বারিংশৎ (ষষ্ ছয়—চত্বারিংশৎ চল্লিশ, ছয় অধিক চল্লিশ, য়ং—স। মধ্যপদলোপ। সং, স্ত্রীং, একং ছচল্লিশ সংখ্যা, ৪৬। তৎসঙ্খ্যক।

ষট্চরণ (ষষ্ ছয় চরণ—পা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ষট্পদ, ভ্রমর। উকুণ। ছয় পা।

ষট্ত্রিংশৎ (ষষ্ ছয়—ত্রিংশৎ ত্রিশ, ছয় অধিক ত্রিশ, য়ং—স। মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, একং, ছত্রিশ সঙ্খ্যা, ৩৬।

ষট্পদ (ষষ্ ছয়—পদ পা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভ্রমর। দী—স্ত্রীং, উকুন। ভ্রমরী। ৬ চরণযুক্ত ছন্দঃ।

ষট্পদপ্রিয় (ষট্পদ ভ্রমর—প্রিয়। পদ্ম কুমুদ ইত্যাদি শব্দেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে) সং, পুং, নাগকেশর বৃক্ষ।

ষট্পদাতিথি (ষট্পদ ভ্রমর—অতিথি) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। চম্পক।

ষট্পঞ্চাশৎ (ষষ্ ছয়—পঞ্চাশৎ পঞ্চাশ, ছয় অধিক পঞ্চাশ, য়ং—স। মধ্যপদ লোপ) সং, স্ত্রীং, একং, ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬। তৎসংখ্যক।

ষট্প্রজ্ঞ (ষষ্ ছয় [বিষয়]—প্রজ্ঞ যে জানে) সং, পুং, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সামাজিক নিয়ম, অর্থাৎ লোকাচার, বার্ত্তাশাস্ত্র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, বৌদ্ধ। কামুক, লম্পট।

ষড়ক্ষীণ (ষষ্ ছয়—অক্ষি চক্ষুঃ—অ, ইন্ প্রং) সং, পুং, মৎস্য, মাছ।

ষড়ঙ্গ (ষষ্ ছয়—অঙ্গ অবয়ব, অংশ, দ্বিগু —স) সং, ক্লীং, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, কটি, মস্তক—দেহের এই ৬ অঙ্গ। হৃদয়াদি ৬ অবয়ব। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—বেদের এই ৬ অঙ্গ। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, সর্পি, দধি, রোচন এই ছয় গব্য। মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ, আটবিক—এই ছয়প্রকার সেনাবয়ব। আদ্যশ্রাদ্ধ সম্বন্ধ—পীঠাদি ৬ দ্রব্য। বিং, ত্রিং, এই ছয় অঙ্গবিশিষ্ট। পুং, ক্ষুদ্র গোক্ষুরক।

ষড়ঙ্গজিৎ (ষড়ঙ্গ ছয় অঙ্গ—জিৎ যে জয় করে) সং, পুং বিষ্ণু নারায়ণ। বিং, ত্রিং, ষড়ঙ্গজেতা।

ষড়ঙ্ঘ্রি (ষষ্ ছয়—অঙ্ঘ্রি পা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ভ্রমর।

ষড়ভিজ্ঞ (ষষ্ ছয় [বিষয় বা ধর্ম]—অভিজ্ঞ বহুদর্শী। সং, পুং, দিব্যচক্ষুঃ, শ্রোত্র, পরচিত্ত জ্ঞান, পূর্ব্বজন্মস্মরণ, আত্মজ্ঞান, বিয়দ্গতি (অর্থাৎ আকাশ গমন করিবার ক্ষমতা,) কায়ব্যূহসিদ্ধি, (যে কোন দেহধারণ করিবার ক্ষমতা,—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, বৌদ্ধ।

ষড়শীতি (ষষ্ ছয়—অশীতি আশী, ছয় অধিক আশী, য়ং—স। মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, একং, ছেয়াশী সংখ্যা, ৮৬। সংক্রান্তি বিশেষ, মিথুন কন্যা ধনু ও মীনরাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণ।

ষড়শীতিচক্র; সং, ক্লীং, মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশিস্থ রবির শুভাশুভ ফলজ্ঞানার্থ নক্ষত্রাঙ্গ নরাকার চক্র।

ষড়ানন (ষষ্ ছয়—আনন মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়।

ষড়াম্নায়; সং, পুং, শিবের ষড়্বক্ত্র বিনির্গত ষট্প্রকার তন্ত্র শাস্ত্র।

ষড়ূষণ (ষষ্ ছয়—উষণ ঝালমশলা) সং, ক্লীং, শুঁঠ পিপুল মরিচ প্রভৃতি মিশ্রিত ছয় প্রকার কটু দ্রব্য।

ষড়্গব (ষষ্ ছয়—গো গোরু—অ+যোগ) বিং, ত্রিং, ছয় গোরু দ্বারা আকৃষ্ট (হলাদি)। শিং—১ "অষ্টাগবং ধর্ম্ম্যহলং ষড়্গবং জীবিকার্থিনাং।" (সমাহার—দ্বন্দ্ব)। সং, ক্লীং, ছয়টী গোরু।

ষড়্গয়া; সং, স্ত্রীং, ষড়্বিধ গয়া। শিং—১ গয়াগজো গয়াদিত্যো গায়ত্রী চ গদাধরঃ। গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকা।

ষড়্গুণ (ষষ্ ছয়—গুণ সময়, বার) সং,

পুং, বহুং, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয় গুণ। বিং, ত্রিং, ছয় সংখ্যায় দ্বারা গুণিত।

ষড়্জ (ষষ্ ছয় [স্থান]—জ [জন্ জন্মান +অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ। নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত—এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই স্বরের নাম ষড়্জ) সং, পুং, তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত স্বর-বিশেষ ; উহা ময়ূরস্বরতুল্য, ষরজ ; শিং —১"ষড়্জসংবাদি কেকাঃ।" ২ "ষড়্জং রৌতি ময়ূরো হি গাবো নর্দন্তি চর্ষভং। অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমম্।"

ষড়্দর্শন ; সং, ক্লীং, পূর্ব্বমীমাংসা বেদান্ত সাংখ্যপাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক এই ছয় দর্শনশাস্ত্র।

ষড়্দুর্গ ; সং, ক্লীং, ধন্বদুর্গ মহীদুর্গ গিরিদুর্গ মনুষ্যদুর্গ মৃদ্দুর্গ বনদুর্গ এই ছয়।

ষড়্ধা (ষষ্ ছয়+ধাচ্—প্রকারার্থে) অং, ছয়বার। ষড়্বিধ।

ষড়্ভুজ ; সং, পুং, ষড়্হস্তযুক্ত। চৈতন্য-দেব। জা—স্ত্রীং, খরবুজা।

ষড়্রস (ষষ্ ছয়—রস) সং, ক্লীং, মধুর, তিক্ত, কষায়, অম্ল, কটু—এই ছয়।

ষড়্বক্ত্র (ষষ্ ছয়—বক্ত্র মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়।

ষড়্বর্গ (ষষ্ ছয়—বর্গ শ্রেণী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎ-সর্য্য—এই ছয়। [ছয় প্রকার।

ষড়্বিধ (ষষ্ ছয়—বিধা প্রকার বিং, ত্রিং,

ষড়্বিন্দু (ষষ্ ছয়—বিন্দু দ্রবদ্রব্যের কণা বা ক্ষুদ্র চিহ্ন) সং, পুং, বিষ্ণু। কীটবিশেষ। পক্কতৈলবিশেষ।

ষণ্ড (ষণ্ দানকরা+ড—ক) সং, পুং, স্বাধীন বৃষ, ষাঁড়, ক্লীং, নপুংসক। সমূহ। বৃক্ষ। পুং—ক্লীং, পদ্মসমূহ। সমূহ।

ষণ্ডা ; সং, দুর্ব্বিনীত, উদ্ধত। যোয়ান, বলবান্।

ষণ্ডালী (ষণ্ড ষাঁড়, নপুংসক—অল্ পারক হওয়া+অ, ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, তৈলমান-বিশেষ, ছটাক। সরোবর। কামুকী স্ত্রী।

ষণ্ঢ (ষণ্ড দেখ, ঢ—ক) সং, পুং, নপুংসক, ক্লীব।

ষণ্মাস্য (ষণ্মাস+য(ষ্ণ্য)—ভাবার্থে। ষাণ্মা-স্যও হয়) বিং, ত্রিং, যাহা ছয় মাসে সম্পন্ন হয়, ছয়মাসসাধ্য।

ষণ্মুখ (ষষ্ ছয়—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। ক্লীং, ছয়মুখ।

ষত্ব (ষ মূর্দ্ধন্য ষকার+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, মূর্দ্ধন্য ষকারের ভাব।

ষর্ষপী ; সং, স্ত্রী, খঞ্জনাকৃতি পক্ষিবিশেষ।

ষষ্টি (ষষ্ ছয়—দশ-তি) সং, স্ত্রীং, একং, ষাইট সংখ্যা, ৬০। তৎসংখ্যক।

ষষ্টিক (ষষ্টি ষাইট [দিন]+কণ—যোগ) সং, পুং,—স্ত্রীং, ধান্যবিশেষ, ৬০ রাত্রিতে যে ধান্য পক্ক হয়। বিং, ত্রিং, ষষ্টিসংখ্যা দ্বারা ক্রীত। কা—স্ত্রীং, ষষ্টিকধান্য।

ষষ্টিক্য (ষষ্টিক+য(ষ্ণ্য)—তৎক্ষেত্রার্থে) বিং ত্রিং, ষষ্টিক ধান্য জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রাদি। [ষাইটের পূরণ

ষষ্টিতম (ষষ্টি+তমট্—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং

ষষ্টিধা (ষষ্টি ষাইট+ধা(ধাচ্)—প্রকারার্থে অং, ষাইটপ্রকার। ৬০ বার।

ষষ্টিলতা ; সং, স্ত্রীং, ভ্রমরমারী।

ষষ্টিসংবৎসর ; সং, পুং, প্রভবাদি ষা সংখ্যক বৎসর।

ষষ্ঠ, ষষ্ঠক (ষষ্ ছয়+থ—পূরণার্থে +ক—প্রং) বিং, ত্রিং, ছয়ের পূরণ।

ষষ্ঠান্নকাল (ষষ্ঠান্ন—কাল সময়, কণ্‌ যোগে ষষ্ঠান্নকালক) সং, ক্লীং, দুই বা দিন অন্তর ভোজন।

ষষ্ঠিমত্ত (ষষ্টিন্ ছয় [বর্ষ]—মত্ত সং, পুং, হস্তী।

ষষ্ঠিহায়ন (ষষ্টিন্ ছয়—হায়ন বৎস তখন সম্পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়) সং, পুং, একপ্রকার ধান্য। ষষ্টিসংখ্যক বৎসর।

ষষ্ঠী, ষষ্ঠিকা (ষষ্ঠ+ঈ—প্রং। ষষ্ঠী+ক—প্রং) সং, স্ত্রীং, কাত্যায়নী, দুর্গা। তিথিবিশেষ। দেবীবিশেষ। মাতৃকাবিশেষ: স্কন্দপত্নী। শিং—১"ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।

ষাট্, ষাইট্; সং, সংখ্যা বিশেষ ৬০।২। আপদ্‌দূর হউক।

ষাড় সং, (ষণ্ড শব্দজ) বৃষ।

ষাড়ব; সং, পুং, গীত, গান। রস। ছয়স্বরের মিলিত রাগরাগিণী। শিং—১ "ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়ভিস্তু ষাড়বঃ"

ষাড়্‌গুণ্য (ষড়্‌গুণ+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং ক্লীং, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয়—এই ছয় গুণ। শিং—১ "ষাড়্‌গুণ্যমুপযুঞ্জীত"।

ষাণ্মাতুর (ষষ্‌ ছয়—মাতৃ মা, ৬ষ্ঠী—হিং, অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে। কৃত্তিকাত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা, পৃথ্বী—ইনি এই ছয়ের সুত বলিয়া) সং, পুং, ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়।

ষাণ্মাসিক (ষণ্মাস+ইক(ষ্ণিক)—ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, ষণ্মাসসম্বন্ধীয়, ছয় মাসে কর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধাদি)।

ষাড়ণত্বিক (ষত্বণত্ব+ষ্ণিক) বিং, ত্রিং, ষত্বণত্ব+প্রতিপাদক (গ্রন্থ।)

ষিড়্গ (ষিট্‌ ঘৃণাকরা+গ(গক্)—ক) সং, পুং, কামুক, লম্পট। উপপতি।

ষেটেরা সং, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ছয় দিবসে ষষ্ঠী দেবীর পূজা।

ষোড়ন্ (ষোড়ৎ, ষষ্‌ ছয়—দৎ দন্তশব্দজ) সং, পুং, ছয়দন্তবিশিষ্ট বৃষ।

ষোড়শ (ষোড়শন্+অ(ডট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, ষোল সংখ্যার পূরণ।

ষোড়শ (ষোড়শন্, ষষ্‌ ছয়—দশন্ দশ, ছয় অধিক দশ, স্বং—স, নিপাতন। মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, বহুং, ষোলসংখ্যা, ১৬।

ষোড়শক
ষোড়শদান } (ষোড়শন্ ষোল+কণ্—যোগ। ষোড়শন্ ষোল—দান) সং, ক্লীং, ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, প্রদীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন, রজত—শ্রাদ্ধাদিকালে এই ষোড়শ প্রকার দ্রব্য দান।

ষোড়শমাতৃকা; সং, স্ত্রীং, ষোড়শসংখ্যক দেবীবিশেষ। যথা—"গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ। শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিঃ কুলদেবাত্মদেবতা।"

ষোড়শাংশু (ষোড়শন্ ষোল—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শুক্রগ্রহ। বিং, ত্রিং, ষোড়শকিরণযুক্ত।

ষোড়শাঙ্গ (ষোড়শন্ ষোল—অঙ্গ অবয়ব, ষষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ষোল অঙ্গবিশিষ্ট। সং, পুং, গুগ্‌গুলু, সরল, দারু, পত্র, চন্দন, হ্রীবের, অগুরু, কুষ্ঠ, গুড়, সর্জ্জরস, ঘন, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয়—এই ১৬ প্রকার সুগন্ধিদ্রব্যমিশ্রিত ধূপ।

ষোড়শাঙ্ঘ্রি (ষোড়শন্ ষোল—অঙ্ঘ্রি পা, ষষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কর্কট, কাঁকড়া। বিং, ত্রিং, ষোড়শচরণযুক্ত।

ষোড়শার্চ্চিঃ (ষোড়শার্চ্চিস্, ষোড়শন্ ষোল। অর্চ্চিস্ কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, শুক্রগ্রহ।

ষোড়শাবর্ত্ত (ষোড়শন্ ষোল—আবর্ত্ত ঘূর্ণন) সং, পুং, শঙ্খ।

ষোড়শার (ষোড়শন্ ষোল—আর কোণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, ষোড়শদল পদ্ম।

ষোড়শী (ষোড়শিন্, ষোড়শ+ইন্—প্রং) সং, পুং, যজ্ঞপাত্রবিশেষ, সসোমক পাত্র। শিং—১ "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি।" স্ত্রীং, কালী, তারা প্রভৃতি দ্বাদশমহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা।

ষোড়শোপচার (ষোড়শন্ ষোল—উপচার) সং, পুং, বহুং, আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,

নৈবেদ্য, চন্দন—পূজার এই ১৬ উপচার। শক্তিপূজায়—পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্থান বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন মধ্য তাম্বুল তর্পণ নতি এই ১৬।

ষোঢ়া (ষষ্+ধাচ্—প্রকারার্থে) অং, ছয় প্রকার। ছয়বার। শিং—৫ "স প্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্ব্বাহৈকক কার্য্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে।"

ষোল; সং, সংখ্যাবিশেষ, ১৬। উক্ত সংখ্যা পরিমিত।

ষ্টেসন, বি, (ইংরাজী Station) থানা, আড্ডা। ২। যেখানে রেলগাড়ী ইত্যাদি থামে এবং যেখানে হইতে ছাড়ে।

ষ্ঠীবন (ষ্ঠীব থুথুফেলা+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, থুৎকারক্ষেপণ।

ষ্ঠ্যূত (ষ্ঠীব্ ছেপ ফেলা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরস্ত। বান্ত, বমন করা। থুথুফেলা।





স, ব্যঞ্জনের দ্বাবিংশতিবর্ণ। সো গমন করা+অ ড)—ক) পুং, শিব। বিষ্ণু বায়ু। সর্প। জীবাত্মা। চন্দ্র। ভৃগু। দীপ্তি। সা—স্ত্রীং, লক্ষ্মী। গৌরী। শান্তি। শ্রী। ক্লীং, জ্ঞান। চিন্তা। গাড়ি যাইবার উপযুক্ত রাস্তা।

সইস (আরবী সাইস শব্দ, সাস অর্থে শাসন করা) সং, অশ্বপাল।

সই, সং, স্বাক্ষর। ক্রিয়া, সহ্য করা।

সই (সখীশব্দজ) সং, সঙ্গিনী, বয়স্যা।

সওয়ার (পারস্য) চড়নদার।

সওয়ারি (পারস্য ভাষায় রাজাদের বহির্গমনকে সওয়ার বলে) সং, যান, পাল্কী আদি। বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, যথা রসনচৌকি, ডঙ্কা প্রভৃতি রাজাদিগের বহির্গমনকালে এই যন্ত্রগুলি বাদিত হইত বলিয়া ইহাদের নাম সওয়ারি যন্ত্র।

সওয়াল (আরবী) সং, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। অনুরোধ পূর্ব্বপক্ষ।

সওদা (পারস্য) বাণিজ্য, ব্যবসা। বাণিজ্য দ্রব্য।

সওদাগর (পারস্য) সং, বণিক্, বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

সং (দেশজ) বিং, নটাদির কৌতুকাবহ বেশ।

সংক প্রকণ্ঠাস্থিক (Pharyngognatha) যাহাদের কণ্ঠের অস্থি সকল একত্রে সংলগ্ন হইয়া একখণ্ড হয়। এই লক্ষণ তাহাদের প্রধান এবং সর্ব্বত্র তুল্য; যথা—কাদাখোঁচা, মৎস্য।

সংক্রম, সঙ্ক্রম—পুং, ক্লীং, } (সম্—ক্রম্ গমন করা
সংক্রাম, সঙ্ক্রাম—পুং, } অ(অল্), অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, গমন। সংক্রমণ। সূর্য্যাদির রাশ্যন্তর সঞ্চার। শিং—১ "ক্রুটেঃ সহস্রভাগো যঃ স কালো রবিসঙ্ক্রমঃ।" সংক্রান্তি। প্রাপ্তি। প্রবেশ। (+অল্, ঘঞ্—ণ) সেতু। সোপান। উপায়।

সংক্রমণ, সঙ্ক্রমণ (সম্—ক্রম্ গমন করা অনট্—ভা) সং, ক্লীং, গমন। প্রবেশ। প্রাপ্তি। সংক্রান্তি, সূর্য্যাদির রাশ্যন্তরে প্রবেশ। (+অনট্—ণ) সোপান। সেতু, সাঁকো। উপায়।

সংক্রমিত, সঙ্ক্রমিত, } (সম্—ক্রমি
সংক্রামিত, সঙ্ক্রামিত } [ক্রম—ণি=ক্রামি] গমন করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিবেশিত, স্থাপিত। প্রবেশিত। গমিত। প্রতিবিম্বিত।

সংক্রান্ত, সঙ্ক্রান্ত (সংক্রম দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিবিম্বিত। সম্বন্ধীয়। সংক্রমণবিশিষ্ট। গত, প্রাপ্ত। যুক্ত। প্রবিষ্ট। সঞ্চারিত। ব্যাপ্ত।

সংক্রান্তি, সঙ্ক্রান্তি (সংক্রম দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সঞ্চার, গমন। সূর্য্যাদির রাশ্যন্তরে গমন। প্রতিবিম্বন। ব্যাপ্তি।

সংক্রামক, সঙ্ক্রামক (সংক্রম দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশকারক। (Infectious) যাহা কোন বস্তুর সংস্রবে উৎপন্ন হয়, যথা—সংক্রামক রোগ।

সংগৃহীত, সঙ্গৃহীত (সংগ্রহ দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সঙ্কলিত, আহৃত।

সংগোপন, সঙ্গোপন (সম্ সম্যক্—গুপ্ গোপন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম্পূর্ণরূপে গোপন, লুকান।

সংগোপিত, সঙ্গোপিত (সম্—গুপ্ গোপন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লুক্কায়িত।

সংগ্রহ, সঙ্গ্রহ—পুং, **সংগ্রহণ, সঙ্গ্রহণ**—ক্লীং, (সম্—গ্রহ্ [গ্রহণ করা] বুঝা+অ (অল্), অন (অনট্)—ণ। সংক্ষেপে গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ নানা স্থানে বিপ্রকীর্ণ অর্থ সকল বুঝা যায় যাহা দ্বারা) সং, একত্রীকরণ। সঙ্কলন। সঞ্চয় গ্রহণ। সংক্ষেপ। মুষ্টিবন্ধ। উচ্চতা। আদ্যপক্ষে শিষ্টপ্রয়োগ—১"বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ। নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ।২। ইতস্তত আকৃষ্য একত্র নিবন্ধনং সংগ্রহঃ। ৩ নানা গ্রন্থস্থা অর্থাঃ সংগৃহ্যন্তে একস্থানস্থাঃ ক্রিয়ন্তে ইতি সংগ্রহো গ্রন্থবিশেষঃ।" বৃহৎ। উত্তুঙ্গ। স্বীকার। মহদ্যোগ। ব্যাড়ি প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থবিশেষ।

সংগ্রহণী, সঙ্গ্রহণী (সংগ্রহ দেখ, অন—ঈ, প্রং) সং, স্ত্রীং, গ্রহণীরোগ, উদর-ভঙ্গ-রোগ। একত্রীকরণ, সঞ্চয়। গ্রহণ। সংক্ষেপ মুষ্টি। উচ্চতা।

সংগ্রহীতা, সংগ্রাহক, (সংগ্রহীতৃ, সংগ্রহ দেখ, তৃন্, অক (ণক)—ক) বি', ত্রিং, সংগ্রহকর্ত্তা।

সংগ্রাম, সঙ্গ্রাম (সংগ্রাম্ যুদ্ধকরা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, যুদ্ধ, সমর রণ।

সংগ্রামপটহ (সংগ্রাম রণ—পটহ ঢক্কা) সং, পুং, রণবাদ্য, যুদ্ধসময়ে বাদনীয় বাদ্য।

সংগ্রাহ, সঙ্গ্রাহ (সম্—গ্রহ্ গ্রহণ করা +অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ফলকের মুষ্টি, ফলকগ্রহণস্থান। মুষ্টিদ্বারা বন্ধন। মুষ্টি।

সংগ্রাহী, সঙ্গ্রাহী (—হিন্, সংগ্রহ দেখ, ইন্—ক) বিং, ত্রিং, সংগ্রহকর্ত্তা। পুং, কুটজ বৃক্ষ।

সংচূর্ণিত (সম্ সম্যক্ চূর্ণিত) বিং, ত্রিং, সম্যক্ বিদলিত।

সংঘাতবল (Resultant force) দুই কিম্বা ততোধিক বল দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় শুদ্ধ একটি মাত্র বল দ্বারা সেই কার্য্য সাধন করিতে হইলে যে বল প্রয়োগ করিতে হয় তাহাকে উহাদিগের সংঘাত-বল কহে।

সংজ্ঞপন, সঞ্জ্ঞপন—ক্লীং, **সংজ্ঞপ্তি, সঞ্জ্ঞপ্তি**—স্ত্রীং, (সম্—জ্ঞা (ণিচ্)=জ্ঞপি [জানান] বধ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, আলম্ভন, মারণ, বধ। বিজ্ঞাপন।

সংজ্ঞা, সঞ্জ্ঞা (সম্—জ্ঞা জানা+ঙ—ণ, অ, প্। যাহা দ্বারা সকল বস্তু জানা যায়) সং, স্ত্রীং, আখ্যা, নাম। চৈতন্য, জ্ঞান। বুদ্ধি। সঙ্কেত, হস্তাদি দ্বারা অর্থ সূচনা। সূর্য্যপত্নী। ইঁহার গর্ভে মনু, যম ও যমুনা জন্মেন। ইনি সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়াকে সংজ্ঞারূপে সূর্য্যপার্শ্বে থাকিতে অনুরোধ করেন। ২। গায়ত্রী। বিশেষ্যপদ।

সংজ্ঞান; সং, ক্লীং, সঙ্কেত, জ্ঞান।

সংজ্ঞাসুত; সং, পুং, শনি।

সংজ্ঞাপন, সঞ্জ্ঞাপন (সম্—জ্ঞাপি জানান+অন্ (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিজ্ঞাপন।

সংজ্ঞু (সম এক সঙ্গে, মিলিত—জানু, জানু=জ্ঞু) বিং, ত্রিং, সংহতজানু, মিলিতজানু, যাহার জানুদ্বয় পরস্পর মিলিত।

সংজ্বর (সম্ সম্যক্—জ্বর রোগী বা সন্তপ্ত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সম্যক্জ্বর, অতিশয় সন্তাপ।

সংবংহয়ৎ (সম্—বংহল-ণিচ—অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, সম্যক্ বর্দ্ধনকারী।

সংয (সম্ একসঙ্গে—যম্ নিবৃত্তি করা+অ—প্রং, ম্—লোপ) সং, পুং, কঙ্কাল, দেহের অভ্যন্তরস্থ যথাবৎ অবস্থিত সমুদায় অস্থি।

সযৎ (সম্—যম্ বিষম বিরত হওয়া+০ (ক্বিপ)—ধি। ৎ—আগম) সং, পুং, সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ, লড়াই। সংশয়।

সংযত (সম্ যম্ নিবৃত্ত করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ, রুদ্ধ। কৃতসংযম, নিয়মিত।

সংযতব্রত (সংযত—ব্রত নিয়ম) বিং, ত্রিং, কৃতসংযম, নিয়মবিশিষ্ট।

সংযতাত্মা (সংযতাত্মন্, সংযত—আত্মন্ ওয়া—হিং) বিং, ত্রিং, নিয়মিতচিত্ত, স্থিরমনাঃ।

সংযতেন্দ্রিয় (সংযত—ইন্দ্রিয়, ওয়া—হিং) বিং, ত্রিং, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়জয়কারী।

সংযদ্বর (সংযত দেখ, বর—ক; ৎ—আগম কিংবা সংযৎ সংগ্রাম-বর প্রধান) সং, পুং, নৃপ, রাজা।

সংযন্তা (সংযন্তৃ, সংযত দেখ, তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, সংযমকারী, নিয়ন্তা।

সংযম, সংযাম—পুং, **সংযমন**—ক্লীং, (সংযম দেখ, অ (অল্), অ(ঘঞ্) অন(অনট্)—ভা) সং, বন্ধন। সমাধি, যোগ, ধ্যান। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ব্রতাদির পূর্ব্ব দিন কর্ত্তব্য আচারবিশেষ। ব্রত, নিয়ম। চতুঃশাল গৃহ। পুং, যম। শিং—১ "বৈবস্বতঃ সংযমনঃ।"

সংযমনী (সংযত দেখ, অন, ঈপ্—প্রং) স্ত্রীং, যমপুরী। শিং—১ "অন্তোঽপি যে সংযমিনঃ সংযমন্যামুপস্থিতং।"

সংযমিত (সম্—যম্-ণিচ=যমি নিবৃত্তকরণ+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বদ্ধ। দমিত। নিয়মিত। কৃতসংযম।

সংযমী (সংযমিন্, সংযম+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মুনি, যোগী, জিতেন্দ্রিয়, সমাধিমান্। বিং, ত্রিং, ইন্দ্রিয়-সংযমযুক্ত। নিয়মবান্।

সংযাত্রা (সম্—যা [গমন করা] দ্বীপান্তর গমন করা+ত্র, আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, জলপথে দ্বীপান্তরে গমন।

সংযান (সম্ সম্যক্, একসঙ্গে—যা গমন করা বা পাওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম্যক্ প্রকারে গমন, মিলিত হইয়া যাওয়া। পুং—ছুঁচ।

সংযাব (সম্ একসঙ্গে—যু যুক্ত হওয়া, মিশ্রিত করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, ঘৃত ক্ষীর প্রভৃতি দ্বারা পক্ব গোধূমচূর্ণ, খাদ্য বিশেষ।

সংযুক্ (সংযুজ্, সম্—যুজ্ যোগ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, গুণাঢ্য, গুণবান্। সংযুক্ত। সং, পুং, জামাতা।

সংযুক্ত, সংযুত (সম্—যু; যুজ্ যোগ করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, স যোগবিশিষ্ট, সংলগ্ন, একত্রিত, মিলিত।

সংযুগ (পূর্ব্বে দেখ, অ—প্রং) সং, পুং, যুদ্ধ, সংগ্রাম, বিগ্রহ। সংযোগ।

সংযোগ (সংযুক্ত দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মিলন, মিশ্রণ। সম্পর্ক।

সংযোগিত, সংযোগী (সংযোগিন্, সংযোগ মিলন+ইত, ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সংযোগবিশিষ্ট।

সংযোজন (সম্ সহিত—যুজ্ যোগ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, একত্রিত করণ, মিশ্রণ। মৈথুন।

সংযোজিত (সম্—যোজি যোগ করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, সংমেলিত, মিশ্রীকৃত, সংযোগ করা, একত্রিত করা, এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সংযুক্ত করা।

সংরক্ষ—পুং, } (সম্ রক্ষ রক্ষা করা
সংরক্ষণ—ক্লীং, } +অ(অন্), অন, অনট্)
—ভা) সং, রক্ষণ, পরিত্রাণ। তত্ত্বাবধারণ।

সংরব্ধ (সম্—রনভ্ [শব্দকরা] ক্রোধ করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্রুদ্ধ। বেগিত। (+ক্ত—র্ম্ম) উৎসাহিত।

সংরম্ভ (সম—রন্ভ্ [শব্দকরা] ক্রোধ করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্রোধ। আক্রোশ। গর্ব্ব। সম্ভ্রম। বেগ। শিং—"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্।" (কুমার) উৎসাহ। শিং—১ "কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ান্ উৎসাহ ইষ্যতে।" জাঁক। যুদ্ধ।

সংরম্ভী (সংরম্ভিন্, সংরম্ভ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সংরম্ভবিশিষ্ট।

সংরাধন (সম্—রাধ্ [নিষ্পন্ন হওয়া] আরাধনা করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আরাধনা, সেবা।

সংরাধিত (সম্—রাধ্ [নিষ্পন্ন হওয়া] আরাধনা করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আরাধিত, সেবিত, অর্চ্চিত।

সংরাব (সম—রু শব্দ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ধ্বনি, নাদ, শব্দ।

সংরাবী (সংরাবিন্, সম্—রু শব্দ করা+ইন্—ক) বিং, ত্রি. শব্দবিশিষ্ট, শব্দকারক।

সংরুদ্ধ (সম্—রুধ্ রোধ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিরুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ। প্রতিবদ্ধ।

সংরূঢ় (সম্—রুহ্ উৎপন্ন হওয়া—ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অঙ্কুরিত। উৎপন্ন, জাত। প্রবৃদ্ধ।

সংরোধ (সংরুদ্ধ দেখ, অ(ঘঞ্) ভা) সং, পুং, প্রতিবন্ধ। অবরোধ। নিক্ষেপ।

সংরোহ (সম্—রুহ্ উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদি +অ(অন্)—ক) সং, পুং, অঙ্কুর। (+অল্—ভাবে) জন্ম, উৎপত্তি।

সংলগ্ন (সম্—লগ্ লাগিয়া থাওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সংযুক্ত, মিলিত। সঙ্গত, একীভূত।

সংলয় (সম্—লী লীন হওয়া+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, নিদ্রা। প্রলয়।

সংলাপ (সম্ সহিত—লপ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং. পরস্পর কথাবার্ত্তা, মিথোভাষণ। উক্তি প্রত্যুক্তিভাবে প্রীতিপূর্ব্বক পরস্পর কথোপকথন। শিং—১ "সংলাপো মিথোভাষণম্।

সংবৎ (সংবদ্, সম্—বদ্ বলা অথবা বয়্ গমন করা+(ক্বিপ্)—ক) সং, বৎসর। বিক্রমাদিত্য রাজার প্রচলিত অব্দ, এক্ষণে সংবৎ, ১৯৬৮।

সংবৎসর (সম্—বস্ বাস করা+সর—ধি, যাহাতে ঋতু সকল বাস করে) সং, পুং, বৎসর, বর্ষ।

সংবদন (সম্—বদ্ বলা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, কথন। সংবাদ। সদৃশীকরণ। দৃষ্টি। ক্লীং, না—স্ত্রীং, বশীকরণ। আলোচন। মন্ত্রৌষধি দ্বারা মুগ্ধকরণ।

সংবনন (সম্—বন্ [যাচ্ঞা করা] অধীন করা ইত্যাদি+অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বশীকরণ। আলোচন। মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ।

সংবর (সম্—বৃ বরণকরা+অ(অল্)—ভা) ক্লীং, জল। ধন। বৌদ্ধব্রত বিশেষ। পুং, অসুরবিশেষ। মৎস্যবিশেষ। মৃগবিশেষ। শৈলবিশেষ। বৌদ্ধবিশেষ। সেতু।

সংবরণ (সম্—বৃ বরণ করা ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বরণ। বরমাল্যদান। সংগোপন। আবরণ। নিবারণ।

সংবরিত (সম্—বরি আচ্ছাদনকরা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গোপিত। আচ্ছাদিত।

সংবর্ত্ত (সম্—বৃৎ বর্ত্তান+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, মহাপ্রলয়। (+অন্—ক) মেঘ। মেঘনায়কবিশেষ। প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ। স্মৃতিকারক মুনিবিশেষ। কর্ষকফলবৃক্ষ।

সংবর্ত্তক (সম্+বর্ত্তি বর্ত্তান+অক(ণক)—

ক) সং, পুং, বলরাম। বলরামের লাঙ্গল। বাড়বানল, সাগরাগ্নি।

সংবর্ত্তকী (সংবর্ত্তকিন্, সংবর্ত্তক ইঁহার লাঙ্গল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বলরাম।

সংবর্ত্তি, সংবর্ত্তিকা (সম্ [মৃণালের] নিকট বৃৎ বর্ত্তান+ই, অক—প্রং) সং, স্ত্রীং, পদ্মের কেশরসমীপস্থ দল। পদ্মাদির নব পত্র; দীপাদির দশা।

সংবর্দ্ধক (পশ্চাৎ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সংবর্দ্ধনকারী, বৃদ্ধিকারক। সম্মানকারক।

সংবর্দ্ধন (সম্ সম্যক্—বৃধ্ বর্দ্ধিত হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সা—স্ত্রীং, বৃদ্ধি, বাড়ান। সম্মানন। সংবর্দ্ধিত=পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। শিং—১ উবাচ বাগ্মী দশনপ্রভাভিঃ সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারহারঃ। বৃদ্ধিপ্রাপিত, বাড়ান।

সংবর্ম্মিত (সম্—বর্ম্মন্ সাঁজোয়া+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বর্ম্মাচ্ছাদিত, সাঁজোয়া পরা।

সংবলিত, সম্বলিত (সম্—বল বেষ্টন করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সহিত, মিশ্রিত, মিলিত। চলিত। যোজিত। চূর্ণিত। বেষ্টিত।

সংবসথ (সম্—বস্ বাস করা+অথ—ধি) সং, পুং, গ্রাম, পল্লী। বাসস্থান।

সংবহ (সম্—বহ্ বহনকরা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সম্যক্ বহন। (+অন্—ক) বায়ুবিশেষ, যে বায়ু মেঘসমুদয়কে পৃথক্‌রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। (সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটী বায়ুর অপর পাঁচটী নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ, প্রবহ)।

সংবটিকা; সং, স্ত্রীং, শৃঙ্গাটক, পানিফল।

সংবাদ (সম্ সহিত—বদ্ বলা+অ ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সমাচার, খবর। বৃত্তান্ত। সাদৃশ্য। সম্ভাষণ। পরস্পর কথাবার্ত্তা।

সংবাদী (সংবাদীন্, সংবাদ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সদৃশ, তুল্য। একরূপ সম্ভাষী।

সংবাস (সম্ সহিত+বস্ বাস করা+অ (ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, বাসস্থান, গৃহ, বাড়ী। নগরের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক পুরবাসীদের অনাবৃত বিহারস্থান। সভা, সমাজ। (—ঘঞ্—ভাবে) বাস।

সংবাহ—পুং, } সম্—বাহি [মুখ] পাওয়ান+অ(ঘঞ্), অন
সংবাহন—ক্লীং, } (অনট্—ভাবে) সং, অঙ্গমর্দ্দন, গা-টেপা। ভারাদিবহন।

সংবাহক (পূর্ব্বে দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, অঙ্গমর্দ্দনকারী, যে গা টিপিয়া দেয়। বাহক।

সংবাহিত (সংবাহ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, মর্দ্দিত (অঙ্গ)।

সংবিগ্ন (সম্-বিজ্ ভীত হওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভীত। উদ্বিগ্ন।

সংবিত্তি (সম্—বিদ্ জানা+তি ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বোধ, অনুভব। চেতনা, বুদ্ধি। সংবিদ্। পূর্ব্বস্মৃতি।

সংবিদ্, সংবিদা (সম্—বিদ্ জানা ইত্যাদি +০ (ক্বিপ্), আ—ভা) সং, স্ত্রীং, জ্ঞান। বুদ্ধি। প্রতিজ্ঞা। নিয়ম। আচার। যুদ্ধস্থলে চীৎকার ধ্বনি। সঙ্কেত। সমাধি। সম্ভাষণ। সন্তোষ। শপ। (+ক্বিপ্—ধি) যুদ্ধ। (+ক্বিপ্—ণ) নাম। ভঙ্গা।

সংবিদিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, প্রতিজ্ঞাত। অবগত। জ্ঞাত।

সংবিধা—স্ত্রীং, } (সম্—বি—ধা [ধারণ করা]রচনা করা ইত্যাদি
সংবিধান—ক্লীং } +আ, অনট্—ণ) সং, সেবার সামগ্রী +আ, অনট্—ভা) রচনা, মজ্জা, উপচার আয়োজন। ঘটনা। বৈচিত্র্য।

সংবিভক্ত (সম্—বি—ভজ্ ভাগকরা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিভক্ত, পৃথক্‌কৃত।

সংবিষ্ট (সম্—বিশ্ [প্রবেশ করা] শয়ন করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শয়িত, নিদ্রিত, সুপ্ত। নিবিষ্ট।

সংবীক্ষণ (সম্ সমক্—বি বিবিধ—ঈক্ষ্ দেখা+অন(অনট্)—ভা।- সম্যক্ তাৎপর্য্য হেতু বিবিধ প্রকারে দর্শন) সং, ক্লীং, অন্বেষণ। দর্শন।

সংবীত (সম্ সম্যক্—ব্যে আচ্ছাদন করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আবৃত। রুদ্ধ। গুপ্ত। (সম্—বি ইত [ই গমনকরা+ক্ত —ক] গত) সংমিলিত, সঙ্গত। একত্রীভূত।

সংবৃত (সম্ সম্যক্—বৃ আচ্ছাদন করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত, আবৃত। গুপ্ত। গোপিত। একান্তে স্থিত, লুক্কায়িত।

সংবৃতি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, গোপন। আবরণ, আচ্ছাদন।

সংবৃত্ত (সম্—বৃৎ হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, সম্পাদিত, নিষ্পন্ন। জাত। গোপিত। সং, পুং, বরুণ।

সংবৃত্তি (সম্ সহিত—বৃৎ আবরণ করা ইত্যাদি+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, গোপন। নিষ্পত্তি, সিদ্ধি।

সংবেগ (সম্ সম্যক্—বিজ্ ভীতহওয়া +অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ভয়। ভয়-জনিত ত্বরা। অতিবেগ। আবেগ।

সংবেদ (সম্ বিদ্ জানা+অ(ঘঞ্)— ভা) সং, পুং, অনুভব। জ্ঞান, বোধ।

সংবেদন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, অনুভব।

সংবেদ্য (সংবেদ দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞেয়। অনুভবযোগ্য।

সংবেশ (সংবিষ্ট দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, নিদ্রা। শয়ন। পীঠ, আসন। উপবেশন। সুরত। (+ঘঞ্—ধি) শয্যা।

সংবেশন (সম্—বিশ্ [প্রবেশকরা] রতি-ক্রীড়া করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রতিক্রিয়া, রমণ।

সংব্যান (সম্ সম্যক্—ব্যে আচ্ছাদনকরা +অন(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, উত্তরীয় বস্ত্র। বসন, বস্ত্র, কাপড়।

সংশপ্তক (সম্ সম্যক—শপ্ প্রতিজ্ঞা+ কণ্ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যে সকল সৈন্য শপথ বা সংগ্রাম হইতে বিচলিত না হয়, প্রধান প্রধান সৈন্য, যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তি-সৈন্য। নারায়ণী সেনাবিশেষ। বাললা সৈন্য।

সংশয় (সম্—শী [শয়নকরা] সন্দেহ-করা+অ(ল্ল্)—ভা) সং, পুং, সন্দেহ, দ্বৈধজ্ঞান। শিষ্টপ্রয়োগ—১ "স সংশয়ো ভবেদ্ যা ধীবেকত্রাভাবভাবয়োঃ। সাধা-রণাদিধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্।"

সংশয়স্থ (সংশয়—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড) —ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন।

সংশয়াত্মা (সংশয়াত্মন্, সংশয়—আত্মন্ আপনি) বিং, ত্রিং, সন্দিগ্ধচিত্ত। শিং—১ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

সংশয়ান
সংশয়ালু
সংশয়িতা (সংশয়িতৃ, সংশয় দেখ, আন (শান), আলু, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, সংশয়বিশিষ্ট, সন্দিগ্ধচিত্ত।

সংশরণ (সম্ একসঙ্গে—শৄ হিংসাকরা +অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধোপক্রম।

সংশিত (সম্—শো [নাশকরা] নির্ণয় করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নির্দ্ধারিত। সম্পূর্ণ। সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত। ব্রতবিষয়ক যত্ন-বান্; যথা—"সংশিতো ব্রাহ্মণঃ।" সম্যক্ শাণিত, তীক্ষ্ণ।

সংশিতব্রত (সংশিত সম্পূর্ণ—ব্রত। বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি যথানিয়মে নিত্য নৈমি-ত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

সংশুদ্ধি—স্ত্রীং } (সম্ সম্যক্—শুদ্ধি,
সংশোধক—ক্লীং } শোধন—পরিষ্কার)সং, পরিষ্করণ, মার্জ্জন, সম্যক্ শোধন। শরীর পরিষ্কার, দেহমার্জ্জন।

সংশোধক (সম্ সম্যক্—শুধ্ পরিষ্কার-করা—অক(ণক)—ক) বিং ত্রিং, সংশোধনকারী, পরিষ্কারক। শোধনকর্ত্তা।

সংশোধিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত। পরিশোধিত।

সংশ্চৎ, সংশ্বৎ (সম্—চি একত্রকরা, শ্বি বৃদ্ধিপাওয়া+অৎ(শতৃ)—ক, নিপাতন। প্রথম পক্ষে, শ—আগম) সং, ক্লীং, কপট, প্রতারণা, ছল।

সংশ্যান (সম্ শ্যৈ [গমনকরা] সঙ্কুচিত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, শীতদ্বারা সঙ্কুচিত, জড়হওয়া। ঘনীভূত।

সংশ্রয় (সম্—শ্রি [সেবাকরা] পাওয়া ইত্যাদি+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, আশ্রয়। শিং—১ "সুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্ট-সংশ্রয়াস্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।" প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি। (+অল্—কর্ম্ম) কারণ।

সংশ্রব } (সম্—শ্রু [শুনা] অঙ্গী
সংশ্রাব } কার করা ইত্যাদি+অ(অল),
অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। সম্পর্ক।

সংশ্রিত (সংশ্রয় দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আশ্রিত, শরণাপন্ন। শিং—১ "ন প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভো নোদীচীং শক্তিসংশ্রিতাং।"

সংশ্রুত (সংশ্রব দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, প্রতিজ্ঞাত, অঙ্গীকৃত।

সংশ্লিষ্ট (সম্—শ্লিষ্ আলিঙ্গন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আশ্লিষ্ট, আলিঙ্গিত। মিলিত, যুক্ত। সম্বদ্ধ।

সংশ্লেষ (পূর্ব্বে দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, আলিঙ্গন। মিলন। সম্পর্ক, সম্বন্ধ।

সংসক্ত (সক্ত—সনজ্ আসক্ত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সংলগ্ন। সম্পৃক্ত। মিলিত। আসক্ত। সংসৃষ্ট। সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ। শিং—১ "প্রান্তেষু সংসক্তনমেরু-শাখম্।" (কুমার)।

সংসক্তি (Chemical attraction or affinity) যে গুণ থাকাতে সন্নিকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা পরমাণু সকল সংসক্ত অর্থাৎ মিলিত হয় তাহাকে সংসক্তি কহে।

সংসদ্ (সম্—সদ্ গমনকরা+০ (ক্বিপ্)—ধি) সং, স্ত্রীং, সভা, সমাজ।

সংসরণ (সম্ সহিত ইত্যাদি—সৃ গমন করা—অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, আহবে সৈন্যগমন। যুদ্ধারম্ভ। গমন। জন্ম। সংসার। সঙ্গতি। (+অনট্—ধি) প্রধান পথ, বড় রাস্তা।

সংসর্গ (সম্—সৃজ্ [সৃষ্টিকরা] সহবাস করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সহবাস। সম্পর্ক, সম্বন্ধ।

সংসর্গাভাব (সংসর্গ—অভাব) সং, পুং, প্রাগভাব,ধ্বংস,অত্যন্তাভাব—এই ত্রিবিধ।

সংসর্গী (সংসর্গিন্, সংসর্গ+ইন্—অস্ত্যর্থে কিংবা সম্—সৃজ্ সহবাস করা+ইন্ (ঘিনুণ্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, সংসর্গ বিশিষ্ট, সম্বন্ধী; সহবাসী।

সংসর্প (সম্ সম্যক্—সৃপ্ গমনকরা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, সম্যক্ প্রকারে গমন। সর্পাদির ন্যায় গতি।

সংসর্পী (সংসর্পিন্, পূর্ব্বে দেখ, ইন্ (ণিন্) —অ, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বতোভাবে গমনশীল। প্রসরণশীল, বিস্তারী।

সংসার (সম্ সম্যক্ [মনুষ্যজাতি]—সৃ গমন করা+অ ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, মর্ত্ত্যলোক। জগৎ। মায়াজন্য বাসনা, অবিদ্যাবন্ধন। পরিবার।

সংসারগুরু (সংসার জগৎ—গুরু) সং, পুং, কামদেব, কন্দর্প। জগদ্গুরু।

সংসারমার্গ (সংসার [জগৎ] বা মনুষ্য জাতি—মার্গ পথ) সং, পুং, যোনি, স্ত্রী-চিহ্ন।

সংসারী (সংসারিন্, সংসার+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সংসারস্থ। জগৎস্থ। দেহী, শরীরী। পরিবারী।

সংসিক্ত (সম্—সিচ্ জলাদি সেক করা +ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আর্দ্র।

সংসিদ্ধ (সম্—সিদ্ধ নিষ্পন্ন।) বিং, ত্রিং, স্বভাবসিদ্ধ। সুনিষ্পন্ন। সুসম্পাদিত।

সংসিদ্ধি (সম্—সিদ্ধি নিষ্পত্তি) সং, স্ত্রীং, প্রকৃতি, স্বভাব। স্বাভাবিক অবস্থা। সমাপ্তি। সিদ্ধি। নিষ্পত্তি। মত্তা স্ত্রী। মোক্ষ। শিং—১ "কর্ম্মণৈব হি স সিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

সংসৃতি (সংসার দেখ, তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সংসার। প্রবাহ, স্রোতঃ। সঙ্গে গমন।

সংসৃষ্ট (সংসর্গ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সংসর্গবিশিষ্ট, মিলিত, সম্বন্ধ। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, সম্বন্ধ।

সংসৃষ্টি (সংসর্গ দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সংসর্গ, মিলন, সহবাস। উপমাদি অলঙ্কারের মধ্যে দুই বা বহু অলঙ্কারের প্রত্যেকের প্রাধান্য থাকিলে সংসৃষ্টি কহে।

সংসৃষ্টী (সংসৃষ্টিন্, সংসৃষ্ট+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, একত্র সহবাসী, একান্নবর্ত্তী, যুক্ত, বিভাগানন্তর মিলিত।

সংস্কর্ত্তা (সংস্কর্ত্তৃ, সম্—কৃ[স্থম্]+তৃণ্—ক) বিং,ত্রিং,সংস্কার কারক। পাচক। শিং—১ "সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খড়েতে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ"।

সংস্কার (সম্ সম্যক্—কৃ করা+অ(ঘঞ্) ভাবে, স—আগম) সং,পুং,পূর্ব্বকর্ম্ম বাসনা, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণজনক শক্তিবিশেষ। শাস্ত্রাভ্যাস জনিত বাসনা। স্মৃতিহেতুক মনোবৃত্তি গুণবিশেষ। গুণবিশেষ; তাহা ত্রিবিধ—বেগাখ্য সংস্কার, স্থিতিস্থাপক সংস্কার; ভাবনাখ্য সংস্কার। জাতকর্ম্মাদি দশবিধ ব্যাপার; বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন—এই দশবিধ শুদ্ধিজনক কার্য্য। শুদ্ধি। নির্ম্মলীকরণ। ভূষিতকরণ। জীর্ণোদ্ধার, মেরামত। ব্যাকরণাদি শুদ্ধি। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি। প্রস্তুতকরণ। উদ্দীপ্তিকরণ। মার্জ্জন। মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন। প্রোক্ষণ। শাস্ত্রাভ্যাসজন্য ব্যুৎপত্তি। বেগ। স্থিতিস্থাপক গুণ। পাক।

সংস্কারক (পূর্ব্বে দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সংস্কার কারক। শোধন। পরিষ্কারক। পাচক।

সংস্কারজ (সংস্কার—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) বিং,ত্রিং,সংস্কার দ্বারা জাত।

সংস্কারবর্জ্জিত ; সং, পুং, উপনয়নসংস্কার হীন। বিং, ত্রিং, দশ সংস্কার হীন।

সংস্কৃত (সংস্কার দেখ, ত(ক্ত) র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সজ্জিত, ভূষিত। শোধিত। মন্ত্রপূত। পক্ব। বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত। পরিষ্কৃত। নির্ম্মলীকৃত। সং, ক্লীং, ব্যাকরণ লক্ষণাধীন সাধনযুক্ত শব্দ, পবিত্রভাষা, দেববাণী।

সংস্কৃত্রিম (সম্ [স্থম্]—কৃ করা+ত্রিমক্—ক) বিং, ত্রিং, সংস্কার দ্বারা নির্ব্বৃত্ত। সংস্কৃত।

সংস্ক্রিয়া (সম্—কৃ করা+অ(শ)—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, সংস্কার, শোধন। পরিষ্কার করণ। শবদাহাদি ক্রিয়া।

সংস্তম্ভ—পুং, } (সম্—স্তনভ্ স্তব্ধকরা **সংস্তম্ভন**—ক্লীং } +অ(অল্), অন(অনট্) —ভা) সং, স্থিরীকরণ। দৃঢ়ীকরণ, নিবারণ, থামান।

সংস্তর (সম্—স্তৃ আস্তরণ করা+অ(অল্) র্ম্ম) সং, পুং, শয্যা। (+অল্—ভাবে) পল্লবাদি রচিত আস্তরণ। (+অল্—ধি) যজ্ঞ।

সংস্তব (সম্—স্তু [স্তবকরা] আলাপ করা +অ(অল্)—ভা) সং, পুং, আলাপ, পরিচয়। প্রশংসা, স্তুতি।

সংস্তবান (সম্—স্তু স্তবকরা, প্রশংসা করা +আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, সদ্বক্তা। উদ্গাতা। হর্ষ।

সংস্তাব (সম্ [গীতাংশে যাহাতে সকলে একত্র হইয়া গান করে, ধুয়ায়। একসঙ্গে —স্তু [ঈশ্বরকে] স্তবকরা+অ(ঘঞ্) ধি) সং, পুং, যজ্ঞেতে ব্রাহ্মণেরা মিলিত হইয়া যে স্থানে বসিয়া স্তবাদি পাঠ করে (+অ (ঘঞ্)—ভাবে) পরিচয়। স্তুতি।

সংস্তুত (সংস্তব দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিচিত। প্রশংসিত. স্তুত। শিং— ১ "মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্য-যোনিজা।"

সংস্ত্যায় (সম্—স্ত্যৈ শব্দকরা, সংহত হওয়া +অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, নিবিড় সন্নিবেশ। বিস্তার। সংঘাত, সমূহ। গৃহ। আলাপ।

সংস্থ (সম্ সম্যক্—স্থা থাকা ইত্যাদি+অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, স্থিত, অবস্থিত। মৃত। সদৃশ। সং, পুং, চর, দূত। স্বরাজ্যবাসী। স্থা—স্ত্রীং, (+ঙ—ভাবে, আপ্) ন্যায় পথে স্থিতি। সচ্চরিত্র। স্থিতি। জীবনকাল। শেষ, নাশ, মৃত্যু। সাদৃশ্য। সমাপ্তি। ব্যবস্থা। ব্যক্তি। যজ্ঞবিশেষ। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক—এই চতুর্ব্বিধ প্রলয়। শিং—১ "নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ।" প্রকাশ। মূর্ত্তি, আকৃতি। সভা, সমাজ। রাজাজ্ঞা।

সংস্থান (পূর্ব্বে দেখ. অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অবয়ব-সঙ্ঘাত, আকৃতি। নাশ, মৃত্যু। বিন্যাস। নির্ম্মাণ। সঞ্চয়। স্থিতি। রাশি। চিহ্ন সন্নিবেশ। চতুষ্পথ।

সংস্থাপন (সম্-স্থাপি স্থিতি করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্থাপিত করা, রাখা। স্থিরীকরণ। শিং—১ "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সংস্থাপিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা স্থাপনকরা হইয়াছে।

সংস্থিত (সংস্থ দেখ, ত ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মৃত। সমাপ্ত। স্থিত। সন্নিবিষ্ট।

সংস্থিতি (সংস্থ দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সংস্থান। মৃত্যু। গৃহ।

সংস্পর্শ (সম্—স্পৃশ্ স্পর্শ করা+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, সম্যক্ স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণবিশেষ।

সংস্পৃষ্ট (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ স্পর্শবিশিষ্ট, সংযুক্ত।

সংস্ফাল (সম্—স্ফল্ চলিত হওয়া+অ— প্রং) সং, পুং, মেষ, ভেড়া।

সংস্ফুট (সম্—স্ফুট্ বিকসিত হওয়া+অ (ক)—ক) বিং, ত্রিং. প্রস্ফুটিত, বিকসিত।

সংস্ফেট, সংস্ফোট (সম্—স্ফিট্ অনাদরকরা, বধকরা; স্ফুট্ বধকরা+অ— প্রং) সং, পুং, সংগ্রাম, যুদ্ধ।

সংস্মরণ (সম্—স্মৃ স্মরণকরা+অন(অনট্) —ভাবে) সং, ক্লীং, সংস্মৃতি। সংস্কার জন্য জ্ঞান।

সংস্মৃতি (সম্—স্মৃ স্মরণকরা+তি (ক্তি) —ভা) সং, স্ত্রীং, স্মরণ, মনে রাখা।

সংস্রব, সংস্রাব (সম্—স্রু [গমনকরা] মিলিত হওয়া+অ(অল্), অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, সম্পর্ক, সম্বন্ধ। মিলন।

সংহত (সম্—হন্ [বধকরা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃঢ়। মিলিত। জমাট্। সঞ্চিত। আঘাতপ্রাপ্ত। সম্যক্ হত।

সংহতি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সঙ্ঘ, সমূহ। সঙ্ঘাত, অবয়বসংশ্লেষ। নীরন্ধ্রতা। নিবিড়সংযোগ। সম্যক্বধ। (Molecular attraction) যে গুণ থাকাতে স্বজাতীয় পরমাণুগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া একত্র হইয়া থাকে তাহার নাম সংহতি।

সংহনন (সম্ সম্যক্—হন্ আঘাতকরা

বা বধ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, শরীর, দেহ। সম্যক্ আঘাত। সঙ্ঘাত। বধ।

সংহরণ (সংহার দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সংহার, বিনাশ। সংগ্রহ। সঙ্ক্ষেপ। সঙ্কোচ।

সংহর্ত্তা (সংহর্তৃ, সংহার দেখ, তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, সংহারকর্ত্তা।

সংহর্ষ (সম্—হৃষ্ [তুষ্ট হওয়া] দ্বেষকরা ইত্যাদি+অ(অন্)—ক) সং, পুং, বায়ু। (+অল্—ভাবে) আমোদ প্রমোদ। অন্য-শুভদ্বেষ। পরস্পর স্পর্দ্ধা। ঘর্ষণ। রোমাঞ্চ। মাৎসর্য্য।

সংহার (সম্—হৃ [হরণ করা] বিনাশকরা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, প্রলয়। বিনাশ, ধ্বংস। সংক্ষেপ। সংগ্রহ, সঙ্কলন। সঙ্কোচ। প্রত্যাকর্ষণ। (+ঘঞ্—ক) ভৈরববিশেষ। (+ঘঞ্—ধি) নরকবিশেষ।

সংহারমুদ্রা ; সং, স্ত্রীং, মুদ্রা দেখ। ভৈরব বিশেষ।

সংহিত (সম্—ধা [ধারণ করা] সংগ্রহ করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মিলিত। সংগৃহীত। একত্রীকৃত, একত্রীভূত। (Plus) যোগচিহ্ন, '+' এই চিহ্ন।

সংহিতপুষ্পিকা ; সং, স্ত্রীং, মিশ্রেয়া।

সংহিতা (সংহিত+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র। কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদের শাখা।

সংহূতি (সম্ একসঙ্গে—হ্বে আহ্বানকরা +তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অনেক লোক কর্তৃক একবারে কৃত আহ্বান।

সংহৃত (সংহার দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংগৃহীত। প্রত্যাকৃষ্ট। কৃতসংহার। শিং—১ "অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা। তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।" সঞ্চিত। নষ্ট। বিনাশিত, হৃত, সঙ্ক্ষিপ্ত। সঙ্কুচিত।

সংহৃতি (সংহার দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সংহার। সঙ্কোচ। সংগ্রহ। গ্রহণ, আক্রমণ, আটককরণ।

সংহৃষ্ট (সম্—হৃষ্ট) বিং, ত্রিং, সম্যক্ হৃষ্ট। উদ্গাত।

সংহ্রাদ (সম্—হ্রাদ শব্দ করা+অ(অল্) —ভা) সং, পুং, শব্দ, গোলমাল, ধ্বনি।

সংহ্রাদী (সংহ্রাদিন্, পূর্ব্বে দেখ, ইন্—ক) বিং, ত্রিং, হ্রাদযুক্ত, শব্দকারক, শব্দায়মান।

সংহ্রীণ (সম্—হ্রী লজ্জিত হওয়া+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, লজ্জাশীল, লাজুক।

সংহ্লাদ (সম্—হ্লদ্ সন্তুষ্ট হওয়া—অ (অল্) —ভা) সং, পুং, আহ্লাদ।

সকৃ, বি, স্পৃহা, বাবুয়ানা। ২। খ্যাতি।

সক (স তিনি, সে+ক—যোগ) সং, পুং, তিনি, সে, সেই ব্যক্তি।

সকট (স সহিত—কট অধম) বিং, ত্রিং, অধম, নীচ। সং, পুং, শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

সকণ্টক (স সহিত বা সমান—কণ্টক কাঁটা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শৈবাল, শেওলা, করঞ্জ বিশেষ, নাটাকরঞ্জগাছ। বিং, ত্রিং, কণ্টকযুক্ত।

সকর (স সহিত—কর) বিং, ত্রিং, হস্তযুক্ত। রাজস্ব বিশিষ্ট। শুণ্ডযুক্ত। কিরণবিশিষ্ট।

সকর্ম্মক (স সহিত—কর্ম্মন্ কর্ম্ম, ১মা—হিং, কণ্—যোগ) সং, পুং, কর্ম্মযুক্ত ধাতু, যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে। কর্ম্মান্বয়িক্রিয়ার্থক। শিং—১ "কচিৎ সকর্ম্মকাদ্ধাতোর্ভাবেঽপি ক্রিয়াব্যাপ্তিরস্তি। যথা—কাং দিশং গন্তব্যং"।

সকল (সহিত—কলা অংশ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সমুদায়, সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমগ্র। কলাসহিত।

সকাম (স [সহ] সহিত—কাম কামনা, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, কামনাবিশিষ্ট, সাভিলাষ।

সকাল ; বি, প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। ২। ক্রি, বিং, শীঘ্র।

সকাশ (স সহিত—কাশ দীপ্তি পাওয়া+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, সমীপ, নিকট বিং, ত্রিং, কাশযুক্ত।

সকুল্য (স সমান—কুল বংশ+(ষ্য)—প্রং, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সগোত্র, একবংশ সপিণ্ডের ঊর্দ্ধ তিন ও অধঃ তিন পুরুষ। শিং—১ "দশাহেন সপিণ্ডস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে। ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ।"

সকৃৎ (বারার্থে স প্রত্যয়ান্ত এক শব্দের স্থানে সকৃৎ) অং, একবার। সহিত। সর্ব্বদা। স্ত্রীং, বিষ্ঠা।

সকৃৎগর্ভ (সকৃৎ—গর্ভ) সং, পুং, খেসর। র্ভা—স্ত্রীং, একমাত্র গর্ভিণী।

সকৃৎপ্রজ (সকৃৎ—প্রজা সন্তান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, জা—স্ত্রীং, বায়স, কাক। বিং, ত্রিং, একপ্রসবী।

সকৃৎফলা (সকৃৎ একবার—ফল, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।

সক্ত (সন্জ্ আসক্ত হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অর্পিত। আসক্ত। মনোযোগী, অভিনিবিষ্ট। সংলগ্ন।

সক্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সঙ্গ, আসক্তি। সংযোগ। নিবেশ। অভিনিবেশ।

সক্তু (সচ্ জলাদি সেক করা+তুন্—র্ম্ম) সং,পুং—স্ত্রীং, যবাদি চূর্ণ, ছাতু। শিং—১ "মেবাদৌ সক্তবো দেয়া বারিপূর্ণাচ গর্গরী।"

সক্তুফলা, সক্তুফলী; সং, স্ত্রীং, শমীবৃক্ষ।

সক্থি (সন্জ্ আসক্ত হওয়া+থি(ক্থিন্)—প্রং) সং, ক্লীং, উরু। শকটের অঙ্গবিশেষ।

সক্কা (যাবনিক) সং, ভিস্তি।

সখা (সখি, স সমান—খ্যা বলা+ইন্—র্ম্ম, লোক কর্ত্তৃক যে সমান উক্ত হইয়াছে) সং, পুং, মিত্র, বয়স্ত, সুহৃৎ। সহচর। সহায়। শিং—১ "অত্যাগসহনো বন্ধুঃ, সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।"

সখিতা—স্ত্রীং, **সখিত্ব**—ক্লীং (সখি+তা, ত্ব—ভাবে) সং, সখ্য, বন্ধুত্ব।

সখী (সখি+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, সহচরী, বয়স্যা।

সখ্য (সখি+য(ষ্য)—ভা, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, সখিত্ব, মৈত্রী, মিত্রতা, বন্ধুত্ব।

সগন্ধ (স সমান, সহিত—গন্ধ সম্পর্ক, আঘ্রাণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং পুং, জ্ঞাতি, একবংশোৎপন্ন। বিং, ত্রিং, গন্ধযুক্ত। গর্ব্বযুক্ত।

সগর (স সহ—গর বিষ, ১মা—হিং। বাহু রাজা হৃতরাজ্য হইয়া গুর্ব্বিণী যাদবী রাজ্ঞীর [ভোজনের সহিত সপত্নী দত্ত গর অর্থাৎ বিষ খাইলেও যাহার গর্ভ পতন হয় নাই] সহিত বনে গমন করেন। তিনি সেই বনে ত্যাগ করিলে রাজ্ঞী ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটি বিষের সহিত জন্মিয়াছিল বলিয়া সগর নাম হইল; যথা—"ব্যজায়ত মহাবাহুর্গরেণৈব সহ দ্বিজ। সগরো নাম তেনাভূৎ বালকোঽতিমনোহরঃ।") সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, বাহুরাজার পুত্র। বিং, ত্রিং, বিষযুক্ত।

সগর্ভ, সগর্ভ্য (স সমান—গর্ভ উদর, ৬ষ্ঠী—হিং। সগর্ভ+য(ষ্য)—ভবার্থে) সং, পুং, র্ভা—স্ত্রীং, সহোদর, সোদর। সহোদরা, সোদরা। অভ্যন্তরিত সূক্ষ্ম পত্রাদি যুক্ত কুশদূর্ব্বাদি। শিং—১ "দর্ভান্ সগর্ভানাদায় নব সপ্ত চ পঞ্চ বা।" বিং, ত্রিং, গর্ভযুক্ত।

সগল্লাদ সং, মূল্যবান্ বস্ত্রবিশেষ। শিং, চামর চামরী ভোট, সগল্লাদ গজভোট, করত পট্টিশ অঙ্গরাখি। (কবিকঙ্কন)

সগোত্র (স সমান—গোত্র বংশ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ত্রা—স্ত্রীং, জ্ঞাতি, একবংশোৎপন্ন। ক্লীং, কুল, বংশ।

সগ্ধি (স সহ—অদ্ ভক্ষণ করা+তি(ক্তি)—ভা, অদ্ স্থানে ঘস্, স—লোপ, ঘ=গ)

সং, স্ত্রীং, সহভোজন, মিলিত হইয়া আহার করা।

সঙ্কট (সম্ সম্যক্—কট্ আবরণ করা+অ (অল্)—ক, অথবা সম্+কটচ্) বিং, ত্রিং, সঙ্কীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সুঁড়ি। আপদ্‌জনক। জনতাযুক্ত। নিবিড়। অভেদ্য, অপার, অনুত্তীর্য্য। সং, ক্লীং, দুঃখ, ক্লেশ। জনতা, ভিড়, সম্মর্দ্দ। বিপদ্। টা—স্ত্রীং, দেবীবিশেষ। যোগিনীবিশেষ; যথা—"মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা। উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

সঙ্কটস্থল (Isthmus) যোজক, ভূকন্ধরা।

সঙ্কটাক্ষ; সং, পুং, ধববৃক্ষ। বিং, ত্রিং, কটাক্ষ সহিত।

সঙ্কথন—ক্লীং, **সঙ্কথা**—স্ত্রীং (সম্ একসঙ্গে—কথন, কথা) সং, পরস্পর কথোপকথন। মিথোভাষণ সংলাপ।

সঙ্কর, সঙ্কার (সম্—কৃ বিক্ষেপ করা বা কৃ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, সম্মার্জ্জনীক্ষিপ্ত ধূল্যাদি, অবস্কর। (—কৃ+অল্ —ভাবে) মিশ্রণ, মিলন। বর্ণসঙ্কর জাতি। পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্রাবস্থান। রী—স্ত্রীং, নবদূষিতা কন্যা।

সঙ্করীকরণ (সঙ্কর বর্ণসঙ্করজাতি—করণ, মধ্যে, ঈ(চ্বি)—আগম) সং, ক্লীং, মিশ্রণ, একত্রীকরা। জাতিভ্রংশ করণ। নববিধ পাপান্তর্গত পাপবিশেষ।

সঙ্কর্ষণ (সম্—কৃষ্ চসা ইত্যাদি—অন—ক, র্ম্ম) সং, পুং, বলরাম। (+অন—ভা) ক্লীং, আকর্ষণ। কর্ষণ, কৃষিকর্ম্ম।

সঙ্কল—পুং, **সঙ্কলন**—ক্লীং (সম্—কল্ [গণনা করা] সংগ্রহ করা ইত্যাদি+অ (অল্), অনট্—ভা, অথবা সম্+কলন্—প্রং) সং, সংগ্রহ। যোগ, মিলন। অঙ্কযোগ, ঠিক্ দেওয়া।

সঙ্কলিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম, অথবা সম্+কলিত—প্রং) বিং, ত্রিং, একত্রিত। সংগৃহীত। যোগ ডাক, ঠিক দেওয়া আঁক। শিং—১ "অথ সঙ্কলিত ব্যবকলিতয়োঃ করণসূত্রং।" যোজিত, যাহা যোগ করা হইয়াছে; যথা—"রতন সঙ্কলিত আভা কোষেয় বসনে।"

সঙ্কল্প (সম্—কৢপ্ [পারক হওয়া] মনে মনে ইচ্ছা করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, মানস কর্ম্ম। মনোরথ। অভিলাষ, ইচ্ছা।

সঙ্কল্পজন্মা, সঙ্কল্পভব, সঙ্কল্পযোনি (সঙ্কল্পজন্মন্, সঙ্কল্প মনোরথ—জন্মন্ জন্ম, ভব, উৎপত্তি, যোনি উৎপত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কন্দর্প, মনসিজ, কাম। শিং—১ "সঙ্কল্পযোনেরভিমানভূতম্।" (কুমার)।

সঙ্কল্পিত (সঙ্কল্প দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, ইষ্ট। কর্ত্তব্যরূপে স্থিরীকৃত। চিন্তিত, খ্যাত।

সঙ্কসুক (সম্—কস্ গমন করা—উকস্—ক) বিং, ত্রিং, অস্থির, চঞ্চল। অনিত্য। দুর্ব্বল। দুর্জ্জন। সঙ্কীর্ণ। অপবাদশীল।

সঙ্কাশ (সম—কাশ্ দীপ্তি পাওয়া+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, সমীপ, নিকট। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) সদৃশ, তুল্য। শিং—১ "তরুণাদিত্যসঙ্কাশম্।"

সঙ্কিল (সম্—কিল্ শুক্লবর্ণ হওয়া+অ—ক) সং, পুং, দহমোল্কা, জ্বলন্ত অগ্নি।

সঙ্কীর্ণ (সম্—কৄ [বিক্ষেপ করা] নিরন্তর ব্যাপা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বহুলোকসমাকীর্ণ, ভিড়। সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত। নানাবিধ বস্তু মিলিত। বর্ণসঙ্কর। অপবিত্র। সঙ্কুচিত। পরস্পর বিজাতীয়। অপ্রশস্ত। মিশ্রিত। সঙ্কট। সং, পুং, বর্ণসঙ্কর জাতি। মিশ্রিত রাগ। শিং—১ "বিশেষ্যনিন্দ্যৈঃ সঙ্কীর্ণৈর্নানার্থৈরব্যয়ৈরপি।"

সঙ্কীর্ত্তন—ক্লীং, **সঙ্কীর্ত্তনা**—স্ত্রীং (সম্—কৄৎ প্রশংসা করা+তন(অনট্)—ভা) সং, সম্যক্‌রূপে গুণাদি কথন। সম্যক প্রকারে দেবতাদির নামোচ্চারণ।

গানের দ্বারা দেবগুণাদি বর্ণন। বর্ণনা। উচ্চারণ।

সঙ্কীর্ত্তিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)+র্ম্ম) বিং, ত্রিং. বর্ণিত। উচ্চারিত। সংস্তুত। শিং—২"সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধেন যথানলঃ।"

সঙ্কুচিত (সম্ কুচ্ কোঁকড়ান+ত(ক্ত)—ক) বিং. ত্রিং, নিমীলিত, মুদ্রিত। অপ্রফুল্ল, মুদিত। অপ্রসারিত, কুণ্ঠিত। সঙ্ক্ষিপ্ত।

সঙ্কুটন (সম্—কুট কুটিলতা প্রকাশ করা +অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, মৃত্যু।

সঙ্কুল (সম্ একসঙ্গে—কুল রাশি করা +অ(ক)—ক, বিং, ত্রিং, তুমুল, বহুলোক সমাকীর্ণ। ব্যাপ্ত। মিশ্রিত। সঙ্কীর্ণ। সং, ক্লীং, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য। সংগ্রাম, যুদ্ধ। জনতা, ভিড়।

সঙ্কেত (সম্—কিৎ [সন্দেহ করা] বলা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, স্বাভিপ্রায়ব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ, ইঙ্গিত, ইসারা। চিহ্ন। বোধ, নিয়ম। সন্ধান, সূত্র। নিয়োগ, চুক্তি। গুপ্তস্থান। শব্দের অর্থবোধনশক্তি। অভিধা। (+অল্—র্ম্ম) প্রিয়সঙ্গমের নিরূপিত স্থান।

সঙ্কেতিত (সঙ্কেত+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, সঙ্কেতযুক্ত। (সঙ্কেত+ক্ত—র্ম্ম) অভিধাবোধিত (শব্দার্থ)। শিং—১ "সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ।"

সঙ্কোচ (সঙ্কুচিত দেখ, অ,অল্)—ভা) সং, পুং, বহুবিষক বাক্যার্থের অল্প বিষয়ে স্থাপন। সঙ্ক্ষেপ। সামান্যবিষয়ের বিশেষকরণ। জড়ীভাব। শিং—১ "যস্মিন্ প্রমুদিতে রাত্রি তমঃ সঙ্কোচতি ক্ষিতৌ। বন্ধন। মুদ্রণ, প্রস্ফুটিত না হওয়া। মৎস্যবিশেষ, সঙ্করমাছ। ক্লীং, কুঙ্কুম।

সঙ্কোচন (সঙ্কুচিত দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সঙ্কোচকরণ। নী-স্ত্রীং, লজ্জালুলতা।

সঙ্কোচ্যতা (Compressibility) জড়পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহাকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করা যায়।

সঙ্ক্রন্দন (সম্—ক্রন্দ্-ণিচ্=ক্রন্দি রোদন করান+অন—ক সং, পুং, ইন্দ্র। (সম—ক্রন্দ্ রোদন করা+অন (অনট্)—ভা) ক্লীং, ক্রন্দন, অতি রোদন।

সঙ্ক্রম—পুং
সঙ্ক্রমণ—ক্লীং
সঙ্ক্রাম—পুং (সম্ সম্যক্প্রকারে—ক্রম্ গমন করা—অ (অল্), অ(ঘঞ্), অন (অনট্)—ভাবে) সং, কষ্টগতি, প্রতিহতগমন। গমন। পর্য্যটন। গ্রহগণের এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন। শিং—১ "ক্রটেঃ সহস্রভাগো যঃ স কালো রবিসঙ্ক্রমঃ।" একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। অতিক্রম। সমসাময়িকতা, এককালে ঘটা। প্রাপ্তি (+অল্, ঘঞ্ অনট—ণ) সেতু। সোপান। উপায়।

সঙ্ক্রমিত
সঙ্ক্রামিত (সম্—ক্রম্ ণিচ্=ক্রামি+ই (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রবেশিত। নিবেশিত। গমিত। প্রতিবিম্বিত।

সঙ্ক্রান্তি (সঙ্ক্রম দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং স্ত্রীং, গ্রহগণের একরাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন গতি। অবস্থা পরিবর্ত্তন। প্রতিবিম্বন। প্রতিরূপক রণ, ভান। সঞ্চার ব্যাপ্তি।

সংক্লেদ (সম্ একসঙ্গে—ক্লেদ সমল জল সং, পুং, আর্দ্রতা, ভিজা।

সংক্ষয় (সম্ সম্যক্—ক্ষি ক্ষয় পাওয়ান-অ(অল্—ভা) সং, পুং, নাশ, ধ্বংস প্রলয়।

সংক্ষিপ্ত (সম্—ক্ষিপ্ [ক্ষেপণ করা] সংক্ষে করা+ত(ক্ত)+র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অল্পীকৃ সংক্ষেপ করা। সঙ্কিত। ত্যক্ত, পরিত্যক্ত নিক্ষিপ্ত। গৃহীত। আটক করা।

সংক্ষীয়মাণ (সম্—ক্ষি ক্ষয় পাওয়া+ত (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্ষয়প্রাপ্যমাণ।

সংক্ষুব্ধ (সম্—ক্ষুভ্ চঞ্চল হওয়া, কা

হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সঙ্কুলিত, বিলোড়িত। আকুল।

সঙ্ক্ষেপ (সঙ্ক্ষিপ্ত দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সঙ্কোচ। অল্পীকরণ, কমান। চুম্বক।

সঙ্ক্ষেপণ (সঙ্ক্ষিপ্ত দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সঙ্ক্ষেপকরণ, চুম্বক করা।

সঙ্ক্ষোভ (সম্—ক্ষুভ্ চঞ্চল হওয়া, কাতর হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, চাঞ্চল্য। সচঞ্চল। ভয়চকিততা। ধর্ষণ। অতিক্ষোভ। গর্ব্ব, অহমিকা।

সখ্য (সম্—খ্যা পরস্পর নামোচ্চারণ করা +অ(ড)—ধি) সং, ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ।

সংখ্যা (সম্—খ্যা [বলা] গণনা করা ইত্যাদি +ঙ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, গণনা, একত্ব দ্বিত্বাদি। শিং—১ "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা, লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ, অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্।" বিচার। বিচারণা। (+ঙ—ণ) বুদ্ধি।

সংখ্যাত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং গণিত, গণনা করা। বিখ্যাত।

সংখ্যান (সংখ্যা দেখ, অন(অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, গণনা, গণা। ধ্যান।

সংখ্যাপন ; সং, ক্লীং, স্থিরীকরণ।

সংখ্যাবান্ (সংখ্যাবৎ, সংখ্যা+বৎ (বতু)— অস্ত্যর্থে। যাহার সংখ্যা আছে অর্থাৎ যে গণিত হয়। অথবা সংখ্যা বুদ্ধি+বতু —অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পণ্ডিত, জ্ঞানী। বিং, ত্রিং, সংখ্যাবিশিষ্ট।

সংখ্যেয় (সংখ্যা দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গণ্য, গণনীয়, সংখ্যাযোগ্য।

সঙ্গ (সন্জ্ আসক্ত হওয়া+অ(ঘঞ্)— ভাবে) সং, পুং, সংসর্গ, সহবাস। প্রতিবন্ধ। অনুরাগ। বিষয়ানুরাগ। শিং—১ "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।" মিলন। সম্বন্ধ। বন্ধুত্ব। বাসনা। আসক্তি। নদীগণের মিলন স্থান।

সঙ্গণিকা (সম্—গণ্ গণনাকরা+অক— প্রং) সং, স্ত্রীং, অপ্রতিরূপ কথা, অনুপম-কথাবার্ত্তা।

সঙ্গত (সম্—গম্ [গমন করা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, উপযুক্ত, যুক্তিযুক্ত। সম্বদ্ধ। মিলিত। সাক্ষাৎকৃত। সঙ্কিত। দৃষ্ট। (+ক্ত=ভাবে) সং, ক্লীং, মিত্রতা। মিলন, যোগ। গ্রহগণের সমসূত্রে অবস্থিতি। সঙ্গীতে— গীত কিংবা কোন যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম "সঙ্গত" যাবনিক ভাষায় তাহাকে "ঠেকা" কহে।

সঙ্গতি (পূর্ব্বে খেদ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, মিলন, যোগ। সঙ্গম। সম্বন্ধ। জ্ঞান। সংস্থান, সঞ্চয়। ন্যায়ে—অনন্তরাভিধান প্রয়োজক জিজ্ঞাসা জনক জ্ঞান বিষয়। শিং—১ "সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা নির্ব্বাহকৈক্য-কার্য্যৈক্যো যোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে।"

সঙ্গম (সঙ্গত দেখ, অ(অল্)—ভা) সং, পুং, নদ্যাদির মিলন ; যথা—গঙ্গাসাগরসঙ্গম। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ, সহবাস। সম্ভোগ।

সঙ্গর (সম্—গৃ [ভোজন করা] যুদ্ধ করা ইত্যাদি+অ(অল্)—ধি) সং, পুং, যুদ্ধ। আপদ্। সম্পদ্। (+অল্—র্ম্ম) প্রতিজ্ঞা। প্রশ্ন। নিয়ম। জ্ঞান। বিষ। ক্রয়বিক্রয় নির্দ্ধারণ। (+অল্-ভাবে) কর্ম্মকরণ। ক্লীং, শমীবৃক্ষের ফল।

সঙ্গব (সম্—গো গরু) যে সময়ে গোসকল দোহনার্থ সঙ্গত হয়) সং, পুং, প্রাতঃকালের পর মুহূর্ত্তত্রয়। শিং—১ "প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।"

সঙ্গিরমাণ (সম্—গৃ [বিজ্ঞাপন করা] অঙ্গীকার করা+আন(শান)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিজ্ঞাকারী।

সঙ্গী (সঙ্গিন্, সঙ্গ+ইন্—অস্ত্যর্থে। অথবা সন্জ্ আসক্ত হওয়া+ঘিনুণ্—ক) বিং,

ত্রিং, সহচর, সমভিব্যাহারী। আসক্ত, সংসক্ত।

সঙ্গীত (সম্—গীত গান) সং, ক্লীং, গান। তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য-গীত-বাদ্য। বিং, ত্রিং, সম্যক্‌গীত।

সঙ্গীতশাস্ত্র; সং, পুং, যে শাস্ত্রদ্বারা গান, বাদ্য এবং নৃত্যের প্রকরণ সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায় তাহাকে সংগীতশাস্ত্র কহে।

সঙ্গীতি (সম্ একসঙ্গে—গৈ গান করা+ তি(ক্তি)—ভা) সং,স্ত্রীং, আলাপ, কথোপ-কথন। সঙ্গীত।

সঙ্গীন; সং, কিরীচ্। বিং, বিষম, ভয়ানক।

সঙ্গীর্ণ (সম্—গৃ [ভোজন করা] প্রতিজ্ঞাকরা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রতি-জ্ঞাত, অঙ্গীকৃত।

সঙ্গৃহীত (সম্—গৃহীত) বিং, ত্রিং, সঙ্ক-লিত। আহৃত।

সঙ্গুপ্ত (সম্—গুপ্ত লুক্কায়িত) বিং, ত্রিং, লুক্কায়িত। সং, পুং, বুদ্ধ।

সঙ্গূঢ (সম্ সম্যক্—গুহ্ গোপন করা+ ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লুক্কায়িত। সং-বৃত, আচ্ছাদিত। রেখাদিদ্বারা রাশীকৃত (ধান্যাদি)। সঙ্কলিত।

সঙ্গোপন (সম্ সম্যক্—গুপ গোপনকরা +অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম্পূর্ণ-রূপে গোপন করা, লুকান।

সঙ্ঘ (সম্—হন [বধকরা] পরিচ্ছন্ন হওয়া+ অ(ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, সমূহ, রাশি, গণ। দল।

সঙ্ঘচারী (—চারিন্, সঙ্ঘ ঝাঁক—চর্ গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, মৎস্য, মাছ। বিং, ত্রিং, বহুলোকের সহিত গমনকারী।

সঙ্ঘজীবী (—জীবিন্, সঙ্ঘ জনতা=জীবিন্ যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, পুং, ব্রাত্তীন, মুটিয়া।

সঙ্ঘট, সঙ্ঘট্ট—পুং
সঙ্ঘটন, সঙ্ঘট্টন—ক্লীং
সঙ্ঘটনা—স্ত্রীং
(সম্—ঘট্ট [চেষ্টা করা] ঘট চালিত করা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+অ(অল্), অন(অনট্),অন—ভাবে, আপ্) সং, মেলন, যোজন। সঙ্ঘর্ষ। পরস্পর ঘর্ষণ। গঠন। ঘটনা। ঘোটন।

সঙ্ঘাটী; সং, স্ত্রীং, বল্লী, লতা।

সঙ্ঘট্টিত (সঙ্ঘট্ট দেখ. ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংযোজিত। পরস্পর মর্দ্দিত। গঠিত, নির্ম্মিত। চালিত। ঘর্ষিত।

সঙ্ঘতল; বিং, ত্রিং, যুক্তকরতলদ্বয়, জোড়হাত।

সঙ্ঘর্ষ—পুং
সঙ্ঘর্ষণ—ক্লীং
(সম্ ঘৃষ্ [ঘস্] স্পর্শ করা+অ(অন্), অন (অনট্)—ভাবে) সং পরস্পর স্পর্দ্ধা, আত্মপ্রাধান্যসূচক অহঙ্কার বাক্য। বাজি রাখা। ঘর্ষণ, ঘষা। মর্দ্দন। ঘোটন। ধীরে ধীরে গমন। বহিয়া যাওয়া।

সঙ্ঘশঃ (সঙ্ঘশস্, সঙ্ঘ+চশস্—প্রং) অং, ভূরিশঃ, বহুশঃ। একত্রিত, দলেদলে, পালে পালে।

সঙ্ঘস (সম্ - ঘস্ ভক্ষণ করা+অ(অল্ —ভাবে) সং, পুং, ভোজন। (+অচ্ —র্ম্ম) ভক্ষ্য।

সঙ্ঘাটিকা (সম্—ঘট্ [চেষ্টা করা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+অক, আপ্—প্রং) সং স্ত্রীং, যুগ্ম, জোড়া। ঘ্রাণ। দূতী, কুটনী জলকণ্টক।

সঙ্ঘাত (সঙ্ঘ দেখ. অ(ঘঞ্)—ভা) সং পুং, সমূহ। সমষ্টি। আঘাত। হত্যা, বধ ঘন। নিবিড় সংযোগ, জমাট। কফ নরকবিশেষ। নাটকে—গতিবিশেষ।

সঙ্ঘাতপত্রিকা; সং, স্ত্রীং, শতপুষ্পা।

সঙ্ঘুষিত, সঙ্ঘুষ্ট (সম্—ঘুষ্ ঘোষ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ প্রকারে ঘোষিত, প্রচারিত। শব্দিত (+ক্ত -ভাবে) সং, ক্লীং, শব্দ। ঘোষণা

সংঘৃষ্ট (সম্—ঘৃষ্‌ ঘসা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, মর্দ্দিত, ঘসা।

সচরাচর (স সহিত—চরাচর স্থাবরাস্থাবর, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সর্ব্বসাধারণ। জগৎ। স্থাবর জঙ্গম।

সচি } (সচ্ [ইন্দ্রকে] আপ্যায়িত
সচী } করা+ই—র্ম, পক্ষে ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী।

সচীনন্দন ; সং, পুং, জয়ন্ত। চৈতন্যদেব।

সচিল্লক (স সহ—চিল্ল কুৎসিত চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ক্লিন্নচক্ষুঃ, পিচুটি পড়া চোখ।

সচিব (সচি [সচ্ সম্বন্ধ করা+ই—ভাবে] বন্ধুতা—বা গমন করা, পাওয়া+অ(ড) —ক) সং, পুং, সহায়, সঙ্গী। অমাত্য, মন্ত্রী। কৃষ্ণধত্তূরক।

সচেতন (স সহ—চেতনা চৈতন্য, ৬ষ্ঠী —হিং) বিং, ত্রিং, চৈতন্যবিশিষ্ট, চেতনা-যুক্ত, প্রাণী।

সচেষ্ট (স সহিত—চেষ্টা, ৩ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, চেষ্টাযুক্ত, উদ্যোগী, চেষ্টিত। সং, পুং, আম্র।

সর্চ্চারা (সং—চার, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা, হলুদ।

সচ্চিদানন্দ (সৎ নিত্য—চিৎ জ্ঞান—আনন্দ সুখ, দ্বং—স) সং, পুং, নিত্য-জ্ঞানসুখস্বরূপ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। "সচ্চিদা-নন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।" বিং, ত্রিং, নিত্যজ্ঞানসুখময়। শিং—১ "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।"

সচ্ছল, স্বচ্ছল (সচ্ছীল শব্দজ) বিং, দাতা, বদান্য, ব্যয়ী।

সজাগ (স সহ শব্দজ—জাগ জাগরণ শব্দজ) বিং, জাগ্রত ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত।

সজাতি (স সমান—জাতি, দ্বং—স) বিং, ত্রিং, সমান শ্রেণী, একজাতি। সং, পুং, একজাতীয় স্ত্রীপুরুষের সন্তান। শিং—১ "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।

সজাতীয় (স সমান—জাতি+ঈয়(ণীয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, একজাতীয়। একধর্ম্মাক্রান্ত, এক শ্রেণীভুক্ত। একবিধ। সদৃশ, তুল্য।

সজীব (স সহ—জীব জীবন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, জীবিত যাহার জীবন আছে।

সজুষ (স সহিত+জুষ সেবা করা+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, একত্র সেবা-কারী, সহায়। প্রীতিযুক্ত।

সজুস্ } (স সহিত—জুস্ হৃষ্ট হওয়া
সজস্ } +০(ক্বিপ্)—ক)— ক) অং, সহিত। শিং—১ "সজুঃকৃত্য রতিং বসেৎ।"

সজ্জ (সস্‌জ্‌ সুসজ্জিত হওয়া—অ অন্)—ক) বিং, ত্রিং, সজ্জিত, সাজান। ভূষিত। প্রস্তুত। সম্বন্ধ, সন্নাহবিশিষ্ট। বর্ম্মিত, সাঁজোয়াপরা। প্রাকারাদি দ্বারা সুরক্ষিত।

সজ্জক্রম ; বিং, ত্রিং, সজ্জিত প্রস্তুত।

সজ্জন (সৎ সাধু—জন লোক, দ্বং—স) বিং, ত্রিং, সুজাত, সৎকুলোদ্ভব, কুলীন। সাধু, সুজন। শিং—১ "নিজাচারগ্রাহিণো যে কুর্ব্বন্তো বেদসম্মতম্। পাপাভিলাষ-রহিতাঃ সজ্জনাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" সং, ক্লীং, না—স্ত্রীং, (সস্‌জ সুসজ্জিত হওয়া +অনট্, অন—ভাবে, আপ্) রক্ষি-সৈন্যের অবস্থিতি স্থান, চৌকী। ঘট্ট, ঘাট। সজ্জা। আয়োজন। সাজান। গজসজ্জীকরণ, হস্তীকে সাজান। সৈন্য-স্থাপন, ঘাটি।

সজ্জা (সজ্জ দেখ, অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বেশ, ভূষা। সাজ, সন্নাহ, সাঁজোয়া। আয়োজন।

সজ্জিত (সজ্জ দেখ, ত(ক্ত)—ক, কিম্বা সজ্জা—ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, ভূষিত, সাজান। বর্ম্মিত, সন্নদ্ধ। উদ্যুক্ত, আয়োজিত।

সজ্য (স সহিত—জ্যা ধনুকের ছিলা ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, জ্যাযুক্ত, আরো-পিতজ্যোর্স্তীক।

সঞে (সনে অপভ্রংশ) সং, সহিত, নিকট, হইতে।

সঞ্চ (সঞ্চয় দেখ, অ—প্রং) সং, পুং, পুস্তক লিখিবার নিমিত্ত পত্রসমূহ, সাঁচ।

সঞ্চৎ (সঞ্চয় দেখ, অৎ—প্রং। ই—লোপ সং, পুং, বঞ্চক, প্রতারক।

সঞ্চয় (সম্ একসঙ্গে—চি একত্র করা +অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সমূহ, রাশি, সংগ্রহ। ক্লীং, সংগ্রহকরণ।

সঞ্চয়ন (সঞ্চয় দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং,

সঞ্চয়ী (সঞ্চয়িন্, সঞ্চয়—ইন্—অস্ত্যর্থে কিম্বা সম্—চি চয়নকরা+ইন্(ণিন্)—ক) সংগ্রহকারক।

সঞ্চর—পুং } (সম্—চর গমন করা **সঞ্চরণ—ক্লীং** } +অ(অল্), অন(অনট্) —ণ) সং, সেতু, সাঁকো। পথ। স্থান। শরীর। (+অল্), অনট্—ভাবে) গমন। কম্পন। চলন।

সঞ্চরিত (সঞ্চার দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রচলিত। প্রস্থিত, গত।

সঞ্চরিষ্ণু (সঞ্চর দেখ, ইষ্ণু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, সঞ্চরণশীল, ভ্রমণকারী।

সঞ্চলন (সম্—চল্ গমন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, কম্পন, দোলন, নড়াচড়া। প্রচলন।

সঞ্চান ; সং, পুং, শ্যেনপক্ষী, শিকরে পাখী।

সঞ্চায্য (সঞ্চয় দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম, নিপাতন) সং, পুং, যজ্ঞবিশেষ।

সঞ্চার—পুং, } (সম্—চর্—গমন করা **সঞ্চারণ—ক্লীং,** } +অ(ঘঞ্), অনট্—ভা) সং, গতি। বৃদ্ধি। গ্রহাদির রাশ্যন্তরে সংক্রমণ, সংক্রম। বিস্তার। কষ্টগতি। কষ্ট, বিপদ্। পথপ্রদর্শন। উত্তেজন। চালন। সংক্রামণ। সর্পমণি। (+ঘঞ্, অনট্—ণ) সেতু। পথ।

সঞ্চারজীবী (সঞ্চারজীবিন্, সঞ্চার দুঃখ, ক্লেশ, দায়—জীবিন্ যে বাঁচে) বিং, ত্রিং, শরণাগত, শরণাপন্ন। দুরবস্থাগ্রস্ত।

সঞ্চারিকা (সঞ্চার দেখ, অক(ণক)—প্রং) সং, স্ত্রীং, দূতী। যুগ্ম, যোড়া। ঘ্রাণ। বায়ু।

সঞ্চারিত (সম্—চর্ ণিচ্=চারি গমন করান+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ইতস্ততঃ চালিত।

সঞ্চারী (সঞ্চারিন্, সম্—চর্ গমন করা +ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, নির্ব্বোধ, আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। ধূপ। বায়ু। সঙ্গীতে—কোন শ্লোক কিম্বা কোন গান অথবা ছন্দঃ সম্বন্ধে সকলের যেমন চারিটি করিয়া চরণ থাকে, তেমনি আলাপেরও চারিটি চরণ নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমে যেটীর দ্বারা মুখবন্ধন করা যায় অথবা যেটী প্রথম চরণ হয়, তাহার নাম আস্থায়ী; দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী ; চতুর্থের নাম আভোগ। বিং, ত্রিং, সঞ্চরণশীল। গমনশীল, অস্থায়ী। আগন্তুক। রিণী—স্ত্রীং, হংসপদী।

সঞ্চালী (সম্—চল্ গমন করা+অ—প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, গুঞ্জা, কুঁচ।

সঞ্চিত (সঞ্চয় দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংগৃহীত, সঞ্চয়করা। সম্ভৃত, রাশীকৃত।

সঞ্চিত্রা ; সং, স্ত্রীং, মূষীকর্ণী।

সঞ্চেয় (সঞ্চয় দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সঞ্চয়নীয়, সঞ্চয় করিবার যোগ্য।

সঞ্জ (সম্ সমানরূপে, সকল [মানবজাতি] —জ [জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ(ড)—ণ] যাহার দ্বারা "জাত" সৃষ্ট) সং, পুং, ব্রহ্মা। শিব। ঞ্জা—স্ত্রীং, ছাগী।

সঞ্জন (সনজ্ আসক্ত হওয়া+অনট্) ভাবে) সং, ক্লীং, বন্ধন। সৃজ্যটন।

সঞ্জবন (সম্—জু গমন করা+অন(অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, চতুঃশাল, পরস্পরাভিমুখ গৃহচতুষ্টয়, চকমিলন ঘর।

সঞ্জাত (সম্—জন্ উৎপন্ন হওয়া+ত(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, জাত, উৎপন্ন।

সঞ্জিহীর্ষু (সম্—হৃ [হরণ করা] সংহার

করা ইত্যাদি+স—ইচ্ছার্থে, উ+ক) বিং, ত্রিং, সংহার করিতে ইচ্ছুক

সঞ্জীবন (সম্—জীব-ণিচ্=জীবি বাঁচন +অন—ক) বিং, ত্রিং, জীবিতকারী। নী—স্ত্রীং, জীবনদায়িনী ওষধি বিশেষ। (জীব বাঁচা+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, জীবনধারণ। সঞ্জীবন।

সট (সট্ অংশ করা ইত্যাদি+অ(অন) —ক, নামার্থে, আপ্) সং, পুং,—ক্লীং, টা—স্ত্রীং, জটা। কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের চুল। শিখা।

সটাঙ্ক (সটা কেশর—অঙ্ক চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সিংহ, কেশরী।

সটি, সটিকা, সটী (সট্ খণ্ডিত হওয়া+ই—ই—প্রং, সং,স্ত্রীং, গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বন-আদা।

সটীক (স সহিত টীকা টীপ্পনী, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, টীকা সহিত, যাহার টীকা আছে।

সট্কা; সং, ধাতু নির্ম্মিত হুকা বিশেষ। গড়্গড়া।

সট্টক; সং, ক্লীং প্রাকৃত ভাষায় রচিত নাটকবিশেষ; যথা—কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি।

সড়ক (সরণি শব্দজ) সং, রাস্তা, বর্ত্ম, পথ।

সড়কা, বি, আগাছা।

সড়্গড় (দেশজ) সং, অভ্যাস, আয়ত্ত, মুখস্থ।

সড়্সড়ী (দেশজ) বিং, নীরস, শুষ্ক, ভাজা।

সাঁণ্ডশ; সং, পুং, সন্দংশ, সাঁড়াশি।

সণ্ডীন (সম্—ডী আকাশে গমন করা+ত(ক্ত)—ভা। ত স্থানে ন) সং, ক্লীং, পক্ষীর গতি বিশেষ, উড়িয়া বৃক্ষাদির উপরে বসা।

সতত (সম্—তন্ বিস্তার করা+ত(ক্ত) —প্রং, ম—লোপ) ক্রিং,—বিং, ক্লীং, নিরন্তর, সর্ব্বদা। ক্লীং, ক্রিয়াবিশেষ।

সতত্ত্ব (স সমান—তত্ত্ব প্রকৃতি) সং, ক্লীং, প্রকৃতি, স্বভাব। শিং ১ "সতত্ত্বতাহন্যথা প্রথা।"

সতরঞ্চ, সং, সূত্র-নির্ম্মিত—নানা বর্ণ বা এক বর্ণের আসন বিশেষ।

সতরঞ্জ (আরবী ভাষা; এই শব্দটী সংস্কৃত "চতুরঙ্গ" শব্দ হইতে আরবীতে সতরঞ্জ হইয়াছে। পারস্য ভাষায় ইহার অর্থ—সৎ একগত—রঞ্জ যে রঞ্জিত করে। যে ক্রীড়া শত ব্যক্তিকে আনন্দিত করে) সং, ক্রীড়াবিশেষ।

সতর্ক (স সহিত—তর্ক বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, তর্কযুক্ত, সাবধান।

সতল (সমতল শব্দজ) বিং, সমান, চৌরস।

সতা (সপত্নী শব্দ হইতে সতীন। সতীন হইতে দেশ ব্যবহারে সতা) সং, স্ত্রীং, সপত্নী; যথা—"গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি—"

সতানন্দ (সৎ উত্তম—আনন্দ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, গৌতম মুনির পুত্র, জনকরাজার পুরোহিত।

সতিন (সপত্নী শব্দজ) সং,এক স্বামীর ভার্য্যা।

সতী (অস্ হওয়া+অৎ—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সাধ্বী স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী। দক্ষকন্যা, শিবানী, ভবানী। শিং—১ "সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা।" ২ "লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী।" ৪ অক্ষর ছন্দোবিশেষ। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। দান। অবসান।

সতীত্ব (সতী+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, পাতিব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম।

সতীন (সতী—নী লওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং, বংশ। সতীনক।

সতীর্থ, সতীর্থ্য (স সমান—তীর্থ গুরু, ৬ষ্ঠী—হিং পক্ষে স সমান—তীর্থ গুরু +য(ঋ্য—বাসার্থে) সং, পুং, সমকালে এক গুরুর শিষ্য। সহাধ্যায়ী, একপাঠী; যথা—"একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ সন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত।

সতীল (সতী সাধ্বী স্ত্রী—লক্ষ্ করা+অ—প্রং) সং, পুং, বংশ। লঘু। মাষকলাই। লা—স্ত্রীং, তেওড়া কলাই।

সতুষ (স সহিত তুষ) সং, ক্লীং, তুষযুক্ত শস্য। ধান্য।

সতৃট্, সতৃষ্ণ (সতৃষ, স সহিত—তৃষ, তৃষ্ণা, ১মা—হিং) বিং,ত্রিং, তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। অভিলাষী। সস্পৃহ। তেজস্বী। বলবান্।

সতেজাঃ (সতেজস্, স সহিত—তেজস্, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, তেজস্বী, বলবান্।

সৎ (অস্ হওয়া+অং (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, সত্য। প্রশস্ত, উত্তম। শোভন। গুণ। বিদ্যমান, বর্ত্তমান। নিত্য, চিরস্থায়ী। সাধু। বিদ্বান্। জ্ঞানী, বিচক্ষণ। মান্য, পূজ্য। সং, ক্লীং, ব্রহ্ম; যথা—"ওঁ তৎসৎ।" অং, আদর।

সৎকদম্ব ; সং, পুং, কেলিকদম্ব।

সৎকর্ত্তা (—কর্ত্তৃ) সং, পুং, বিষ্ণু। বিং, ত্রিং, সৎকারক।

সৎকর্ম্ম ; সং, ক্লীং, বেদবিহিত ক্রিয়া।

সৎকাঞ্চনার ; সং, পুং, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।

সৎকাণ্ড ; সং, পুং, চিলপক্ষী, চিল।

সৎকার—পুং, **সৎকৃতি**—স্ত্রীং, **সৎক্রিয়া**—স্ত্রীং (সৎ মান্য—কার করণ, কৃতি ক্রিয়া, ক্রিয়া কর্ম্ম, য়ং—স) সং, সমাদর। পূজা, সম্মান। পুরস্কার। মঙ্গল শবদাহাদি কর্ম্ম।

সৎকৃত (সৎ মান্য—কৃত যাহা করা হইয়াছে) বিং, ত্রিং, পুরস্কৃত। পূজিত, সমাদৃত। সুসম্পন্ন। সৎকারপ্রাপিত।

সত্তম (সৎ উত্তম+তম—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতি উত্তম, অতি সৎ। অতিশোভন, পূজ্যতম। অতিশয় সাধু।

সত্তা (সৎ বিদ্যমান+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্থিতি, বিদ্যমানতা। শিং—১ "যদ্যপি পাপস্য কার্য্যানন্বিতত্বেন তৎসত্তায়ামপ্রামাণ্যং প্রতিভাতি।" উৎপত্তি। উৎকর্ষ। উৎকৃষ্টতা। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে নিষ্ঠজাতি। সাধুতা।

সত্র, সত্র (সদ্ গমন করা+ত্র—ধি) সং, ক্লীং, যজ্ঞ। গৃহ। অরণ্য। আচ্ছাদন। সদাদান। সদাব্রত। কৈতব। ধন। সরোবর। যাগবিশেষ।

সত্রশালা (সত্র দান—শালা গৃহ। সং, ক্লীং, অন্নাদিদানগৃহ।

সত্রা, সত্রা (স সহিত—ত্রা রক্ষা করা+০(ক্বিপ্)—ক) অং, সহিত, সমভিব্যাহারে।

সত্রাজিৎ (সত্র—আ—জি জয় করা+০(ক্বিপ্)—ক, ৎ—আগম) সং, পুং, সত্যভামার পিতা।

সত্রি (সদ্ গমন করা, বা হিংসা করা ইত্যাদি+ত্রি—প্রং) সং, পুং, মেঘ। হস্তী। বিং, ত্রিং, জয়শীল, জয়কারী।

সত্রী (সত্রিন্, সত্র গৃহ, দান ইত্যাদি+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, গৃহপতি, গৃহস্থ। বিং, ত্রিং, যজ্ঞশীল, যে ব্যক্তি এখন তখন যজ্ঞ করিয়া থাকে।

সত্ত্ব, সত্ব (সৎ উত্তম ইত্যাদি+ত্ব—ভা, পক্ষে ৎ—লোপ) সং, পুং,—ক্লীং, প্রাণী, জন্তু। ক্লীং, প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ; এই গুণ দ্বারা মনুষ্যের মনে সত্য ন্যায় ধর্ম্ম দয়া ভক্তি মহত্ত্ব পবিত্রাদি জন্মে। দ্রব্য, পদার্থ। মনঃ, অন্তঃকরণ। স্বভাব, ব্যবসায়। স্বাভাবিক অবস্থা। বল, শক্তি। ধৈর্য্য। উৎসাহ। স্থিতি। ধন। প্রাণ। জীবন। চৈতন্য। আত্মা। পরাক্রম। সাহস। পিশাচাদি। রস। ত্ব—সত্তাজাতি, বিদ্যমানতা। শি—১ "উনং ন সত্ত্বেষধিকো ববাধে।" ২ "সত্ত্বানুরূপাহরণীকৃতশ্রীঃ।"

সত্ত্ববান্ (সত্ত্ববৎ, সত্ত্ব+বৎ—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। স্থায়ী। স্বাভাবিক ধার্ম্মিক, নিষ্পাপ।

সত্ত্বস্থ (সত্ত্ব—স্থ [স্থা থাকা+অ(ড)—ক

যে থাকে) বিং, ত্রিং, সত্ত্ববৃত্তিশালী। সত্ত্বপ্রধান।। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।" [পদ্মপত্র।

সৎপত্র (সৎ উত্তম—পত্র) সং, ক্লীং, নূতন

সৎপুত্র (সৎ—পুত্র) সং, পুং, উত্তম সন্তান। বেদাদিবিহিত পিত্রাদির কার্য্যকর্ত্তা।

সৎপ্রতিপক্ষ (সৎ হওন—প্রতিপক্ষ বিরুদ্ধ-পক্ষ) সং, পুং, সমকক্ষ, প্রতিযোগী। ন্যায়-শাস্ত্রে—হেতুদোষবিশেষ।

সৎফল (সৎ উত্তম—ফল) সং, পুং, দাড়িম্ববৃক্ষ, দালিম গাছ।

সত্য (সৎ যে হয়+য(যৎ)—প্রং) সং, ক্লীং, অমিথ্যা, যথার্থ। শপথ। প্রতিজ্ঞা। প্রথম যুগ, কৃতযুগ, ১০,৩৭,২৮,০০০ বৎসর ইহার পরিমাণ। পুং, ঊর্দ্ধ, সপ্ত ভুবনের উপরিস্থিত লোক, ব্রহ্মলোক। রামচন্দ্র। বিষ্ণু। (মহাভারতে—তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে এই নিমিত্ত তাঁহার নাম সত্য)। বিং, ত্রিং, প্রকৃত, যথার্থ। শিং—১ "যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোকসুখ-প্রদং। তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্।" ২ "আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ। অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ। তস্মাৎ সত্যকৃতং পঞ্চ তদনষ্টফলং ভবেৎ।"

সত্যঙ্কার (সত্য—কার [কৃ করা+অ ঘঞ্) —ভাবে] করণ, ম্—আগম) সং, পুং, "আমি অবশ্য এই দ্রব্য ক্রয় করিব," এই বলিয়া সত্য করা, প্রতিজ্ঞা। (Hostage) চিকীর্ষিত কার্য্যের অবশ্য ক্রিয়া স্থাপ-নার্থ পরহস্তে দীয়মান বস্তু বা ব্যক্তি।

সত্যঙ্কারকৃত; বিং, ত্রিং, "আমি অবশ্য এই দ্রব্য ক্রয় করিব," এই সত্য করিয়া যাহা কিছু দেওয়া যায়, বায়না।

সত্যতপাঃ (সত্যতপস্) সং,পুং, মুনিবিশেষ; ইনি প্রথমে ব্যাধ ছিলেন, পরে তপস্যা করিয়া দুর্ব্বাসা মুনির বরে সর্ব্বশাস্ত্রে পার-দর্শী হইয়াছিলেন।

সত্যধৃতি; সং, পুং, ঋষিবিশেষ।

সত্যনারায়ণ (সত্য—নারায়ণ বিষ্ণু, ষং—স) সং, পুং, দেবতাবিশেষ, সত্যপীর।

সত্যপুর; সং, ক্লীং, বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ।

সত্যফল; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ।

সত্যভামা (সত্য—ভাম্ সুন্দর+আপ্ সং, স্ত্রীং, কৃষ্ণের এক স্ত্রী, ইনি সত্রাজিৎ নৃপের কন্যা।

সত্যভারত (সত্য—ভারত মহাভারত) সং, পুং, বেদব্যাস, ব্যাসদেব। [স্বীকার।

সত্যম্ (সৎ—যম্—প্রং) অং, প্রশ্ন।

সত্যযৌবন (সত্য—যৌবন তরুণাবস্থা) সং, পুং, দেবযোনিবিশেষ, বিদ্যাধর।

সত্যলোক; সং, পুং, সপ্তলোকান্তর্গত লোকবিশেষ। শিং—১ "ষড়্‌গুণেন তপো-লোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে। অপুনর্মা-রকা যত্র ব্রহ্মলোকে হি স স্মৃতঃ।"

সত্যবচাঃ (সত্যবচস্, সত্য—বচস্ বাক্য, ৬ষ্ঠী—হি) সং, পুং, ঋষি, মুনি। বিং, ত্রিং, সত্যবাদী।

সত্যবতী (সত্যবৎ+ঈপ—প্রং। সত্য-পালন করিয়াছিলেন বলিয়া) সং, স্ত্রীং, ব্যাসদেবের মাতা, পরাশরমুনির গান্ধর্ব্বা পত্নী। ইহার পূর্ব্ব নাম মৎস্যগন্ধা—ধীবর-কন্যা। নারদমুনিপত্নী। ঋচিকপত্নী।

সত্যবাক্ (—বাচ্, সত্য—বাচ্ বাক্য, অথবা সত্য—বচ্ বলা+০(ক্বিপ্)—ক, শীলার্থে) সং, পুং, ঋষি। কাক। বিং, ত্রিং, সত্যবাদী।

সত্যবাদী (—বাদিন্, সত্য—বদ্ বলা+ ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, সত্যবক্তা, যে সত্যবাক্য বলে।

সত্যবান্ (সত্যবৎ, সত্য+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নৃপবিশেষ, সাবিত্রীপতি। মুনিবিশেষ। বিং, ত্রিং, সত্যযুক্ত।

সত্যব্রত (সত্য—ব্রত নিয়ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ। ভীষ্ম। বিং, ত্রিং, সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ।

সত্যসঙ্গর (সত্য—সম্—গৄ গ্রাস করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, কুবের। বিং, ত্রিং, সত্যপ্রতিজ্ঞ।

সত্যসন্ধ (সত্য—সন্ধা প্রতিজ্ঞা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সফলপ্রতিজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। সং, পুং, ভরত। শ্রীরামচন্দ্র। শিং—১ "রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।" জনমেজয়। ন্ধা—স্ত্রীং, দ্রৌপদী।

সত্যা ; সং স্ত্রীং, সীতা, জানকী। সত্যবতী, ব্যাসমাতা। সত্যভামা। দুর্গা।

সত্যাকৃতি (সত্য—আ[ডাচ্]—কৃ করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, "অবশ্য আমি ক্রয় করিব" এইরূপ সত্যকরা, বায়না দেওয়া।

সত্যাগ্নি (সত্য অগ্নি আগুন) সং, পুং, অগস্ত্য মুনি। কুম্ভযোনি।

সত্যানৃত (সত্য—অনৃত মিথ্যা, যাহাতে সত্যমিথ্যায় মিশ্রিত) সং, ক্লীং, বাণিজ্য, ব্যবসায়।

সত্যাপন—ক্লীং } (সত্যাপি [নামধাতু]
সত্যাপনা—স্ত্রীং } বলা, বা সত্যাবলোকন করা, অথবা সত্য-ণ্ণি=সত্যাপি+অন (অনট্)—ভা) সং, সত্যাকৃতি, সত্যঙ্কার, সত্য করণ। [ত্রিং, সত্যবাদী।

সত্যোদ্য (সত্য—বদ্ বলা+য—ক) বিং,

সত্র (সত্র্ সংযোজিত্ত করা, বিস্তার করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, বহুদিনসাধ্য যজ্ঞ। নৃপবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। সত্র দেখ।

সত্রা ; অং, সহিত, সমভিব্যাহারে।

সত্রী (সত্রিন্, সত্র গৃহ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, গৃহস্থ। বিং, ত্রিং, যজ্ঞশীল।

সত্বর (সহ সহিত—ত্বরা শীঘ্রতা, ১মা—হিং) বিং—ত্রিং, ক্লীং, শীঘ্র, অবিলম্ব। বিং, ত্রিং, ত্বরাযুক্ত।

সৎসার (সৎ অত্যুত্তম—সার সারাংশ) সং, পুং, কবি। চিত্রকর। বৃক্ষবিশেষ। বিং, ত্রিং, উত্তমসারযুক্ত।

সদ (সদ্ গমন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, লাভ। (অল্—র্ম্ম) ক্ষেত্রফল।

সদংশক (স সহিত—দংশক দাঁত) সং, পুং, কর্কট, কাঁকড়া। বিং, ত্রিং, দন্তযুক্ত।

সদংশবদন (স সহিত—দংশ দন্ত বা চঞ্চু বদন মুখ) সং, পুং, কঙ্কপক্ষী।

সদঃ (সদস্, সদ্ [যাহাতে] গমন করা হয়+অস্—ধি) সং, স্ত্রীং,—ক্লীং, সভা, পরিষদ্।

সদঞ্জন ; সং, ক্লীং, কুসুমাঞ্জন।

সদন (সদ্ গমন করা+অন(অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, নিলয়, গৃহ, বাড়ী। (+অনট্—ভাবে) বিষাদ। (অন—ক) জল।

সদয় (সহ সহিত—দয়া, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, দয়ালু, কৃপাবিশিষ্ট। (সৎ—অয়) সং, পুং, শুভাবহ বিধি।

সদর (যাবনিক) বিং, প্রকাশ্য। মুখ্য, প্রধান।

সদস্য (সদস্ সভা+য(ষ্ণ্য)—সাধু-অর্থে সং, পুং, যজ্ঞাদিস্থলে বিধিদর্শক, যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মকরদিগের ভ্রমসংশোধনকারী। বিং, ত্রিং, সামাজিক, সভাসদ্।

সদা (স সর্ব্ব+দা(দাচ্)—কালার্থে) সং সর্ব্বকালে, সর্ব্বদা, নিয়ত, অবিশ্রান্ত।

সদাগতি (সদা সর্ব্বদা—গতি গমন, ৬ষ্ঠী+হিং) সং, পুং, বায়ু। সূর্য্য। আত্মা মুক্তি। পরমেশ্বর। বিং, ত্রিং, সর্ব্বদা গমনশীল।

সদাচার (সৎ সাধু—আচার, য়ং—স) সং, পুং, উত্তম আচার, সাধুর আচার। সদ্ব্যবহার। শিং—১ "সরস্বতী দৃশদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচারঃ স উচ্যতে।" (মনু)

সদাতন (সদা সর্ব্বদা+তন(ট্যন)—ভবার্থে বিং, ত্রিং, সর্ব্বকাল-স্থায়ী, চিরস্থায়ী নিত্য। সং, পুং, বিষ্ণু।

সদাতোয়া ; সং, স্ত্রীং, এলাপর্ণী করতোয়া নদী।

সদাত্মা (সদাত্মন্, সৎ—আত্মন্ আপনি) বিং, ত্রিং, সদন্তঃকরণ।

সদাদান (সদা সর্ব্বদা—দান হস্তীর গণ্ড-স্থল প্রভৃতি স্থান হইতে নিঃসৃত মদজল ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ঐরাবত হস্তী। মত্তহস্তী। গণেশ। ক্লীং, সদাব্রত।

সদানন্দ (সদা সর্ব্বদা—আনন্দ সুখ, হর্ষ, যং-স) সং, পুং, শিব। বিং, ত্রিং, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত। শিং—১ "মমানন্দে সদানন্দঃ সনানন্দো ভবিষ্যতি।"

সদানর্ত্ত (সদা সর্ব্বদা—নর্ত্ত নৃত্যকারক। সং, পুং, খঞ্জনপক্ষী। বি, ত্রিং, সর্ব্বদা নৃত্যকারক।

সদানীরা,সদানীরবহা (সদা—নীর জল, ৬ষ্ঠী—হিং। শ্রাবণমাসে সকল নদীই রজ-স্বলা হয়, কিন্তু ইহা নহে, সর্ব্বাদাই জল থাকে বলিয়া ইহার নাম সদানীরা) সং, স্ত্রীং, করতোয়া নদী। শিং—১"অর্থাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা। সর্ব্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী।"

সদাপুষ্প (সদা সর্ব্বদা—পুষ্প ফুল) সং, পুং, নারিকেল গাছ। বিং, ত্রিং, সর্ব্বদা কুসুমযুক্ত। ষ্পী—স্ত্রীং, রক্তার্কবৃক্ষ।

সদাফল (সর্ব্বদাই ফল যাহার) সং, পুং, স্কন্ধফল। নারিকেল। বিল্ব। লা—স্ত্রীং, ত্রিসন্ধিপুষ্প। বার্ত্তাকুবিশেষ।

সদাভদ্রা; সং, স্ত্রীং, গাম্ভারীবৃক্ষ।

সদাযোগী (—যোগিন্, সদা সর্ব্বদা—যোগ চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যাদি+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

সদাশিব (সদা—শিব সুখদ, ৭মী—হিং) সং, পুং, মহাদেব।

সদীয়াল (যাবনিক) একশত সৈন্য যার অধীনে থাকে।

সদৃক্, সদৃক্ষ, সদৃশ (সদৃশ্, স সমান—দৃশ্ দেখা +০ (ক্বিপ্) সক্, টক্—র্ম্ম, অথবা দৃশ্, দৃক্ষ, দৃশ= .র্শন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অনুরূপ, সমান, তুল্য। উপযুক্ত, যোগ্য।

সদৃশব্যবস্থা (Homeophathy) যে ঔষধ সেবন করিলে কোন রোগের সদৃশ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই ঔষধ দ্বারাই উক্ত রোগ বিনাশিত হয়, যে চিকিৎসা শাস্ত্র এইরূপ বিধান করে তাহাকে সদৃশব্যবস্থা কহে।

সদৃশস্পন্দন; সং, ক্লীং, নিস্পন্দ।

সদেশ (স সমান—দেশ স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সমীপস্থ। এক বা সমান দেশীয়।

সদ্গতি (সৎ উত্তম—গতি গমন) সং, স্ত্রীং, উত্তমগতি, মুক্তি, নির্ব্বাণ। সৎব্যবহার, সৎচরিত্র।

সদ্ধেতু (সৎ—হেতু) সং, পুং, ন্যায়ে—হেত্বাভাস দোষরহিত দোষ। পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষসত্ত্ব, অবাধিতবিষয়ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, এই পঞ্চরূপ উপপন্ন হেতু=সদ্ধেতু।

সদ্ভাব (সৎ, যে হইতেছে বা সাধু—ভাব উৎপত্তি ইত্যাদি ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সত্তা, স্থিতি। সাধুতা, প্রণয়, বন্ধুতা। সৎ-ধাতু। সৎ মেজাজ। শিষ্টতা।

সদ্ভূত (সৎ সত্য—ভূত হইয়াছে) বিং, ত্রিং, সত্য, যথার্থ।

সদ্ম (সদ্মন্, সদ্ গমন করা+মন্—ধি) সং, ক্লীং, গৃহ, নিকেতন, আবাস। (+মন্—ক) জল।

সদ্যঃ (সদ্যস্, স সমান—দ্যস্ দিবা শব্দজ। সমে অহনি=সদ্যস্, নিপাতন) অং, তৎ-ক্ষণে, তখনি। বর্ত্তমান সময়ে, উপস্থিত দিবসে।

সদ্যঃকৃত (সদ্যস্ তখনি—কৃত করা হই-য়াছে) সং, ক্লীং, আখ্যা, নাম। বিং, ত্রিং, তৎক্ষণাৎকৃত।

সদ্যস্ক (সদ্যস্ তৎক্ষণে+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, অভিনব, নূতন। সদ্যোজাত।

সদ্যোজাত (সদ্যস্ তৎক্ষণে—জাত উৎপন্ন) সং, পুং, বৎস, বাছুর। শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। "প্রীয়তাং দেবদেবোঽত্র সদ্যোজাতঃ পিনাকধৃক্।" ২ সদ্যোজাতায় নমঃ।" বিং, ত্রিং, তৎক্ষণে উৎপন্ন।

সদ্যোভাবী (সদ্যোভাবিন্ সদ্যস্ তৎক্ষণে—ভাবিন্ হওন) সং, পুং, তর্ণক, সদ্যোজাত বৎস।

সদ্রু (সদ্ গমন করা+রু—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, গমনশীল, গমনকারী। অবস্থিত। অবসন্ন।

সদ্বৃত্ত (সৎ সাধু—বৃত্ত চরিত্র, ষ্বং—স+৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, সৎব্যবহার, সাধুস্বভাব, সচ্চরিত্র। বিং, ত্রিং, সচ্চরিত্রবিশিষ্ট। সুগোল।

সদ্বৃত্তি (সতী—বৃত্তি ব্যবহার, ব্যাখ্যানগ্রন্থ) সং, স্ত্রীং, সৎব্যবহার, সৎব্যাখ্যানগ্রন্থবিশেষ।

সদ্বৃত্তিভাক্ (—ভাজ্, সদ্বৃত্তি—ভজ্+০ (বিণ্)—ক) বিং, ত্রিং, সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট।

সধর্ম্মা (সধর্ম্মন্, স সমান—ধর্ম্ম,৬ষ্ঠী—হিং, অন্—প্রং) বিং, ত্রিং, একধর্ম্মাক্রান্ত। সদৃশ, তুল্য। একরূপ, সমবিধ।

সধর্ম্মচারিণী (স [পতির] সহিত—ধর্ম্ম কর্ত্তব্য—চারিণী [চর্ গমন করা+ণিন্—ক, ঈপ্] যে আচরণ করে, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, ভার্য্যা, পত্নী।

সধর্ম্মিণী (সধর্ম্মিন্+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পত্নী, সহধর্ম্মচারিণী।

সধর্ম্মী (সধর্ম্মিন্, স সহিত বা সমান—ধর্ম্ম +ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং,একধর্ম্মাক্রান্ত। সদৃশ, তুল্য।

সধবা (সহ সহিত—ধব পতি, আপ্, ১মা—হিং) সং, স্ত্রীং, সভর্তৃকা, পতিমতী, জীবৎপতিকা স্ত্রী, যাহার পতি আছে।

সধি (স সহিত—ধা ধারণ করা+ই—প্র) সং, পুং, অগ্নি, অনল।

সধিস্ (সহ্ সহ্য করা—ইস্—প্রং) সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়।

সধ্রীচী (সধ্রুচ্+ঈপ্) স্ত্রীং, সহচরী, সখী।

সধ্রুঙ্,সধ্রুক্, (সধ্রুচ্, স সহ—অনচ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্), ০(বিচ্—ক) বিং, ত্রিং, সহচর, সঙ্গী। সহায়; স্ত্রীং, পত্নী। সহচরী।

সন (সন্ দান করা, সেবা করা ইত্যাদি+অ—প্রং) সং, পুং—স্ত্রীং, হস্তীর কর্ণাস্ফালন। পুং, ঘণ্টাপাটলিবৃক্ষ। নী—স্ত্রীং, গৌরী। দীপ্তি, আলোক।

সনক (সন্ সেবা করা+অক—ক) সং, পুং, মুনিবিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র।

সনৎ (সন্ সেবা করা বা দান করা+অৎ —ক) সং, পুং, ব্রহ্মা। অং, সর্ব্বদা, সদা।

সনৎকুমার (স্বামিমতে সনৎ ব্রহ্মা—কুমার পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ, কিম্বা সৎ নিত্য—কুমার, ষ্বং—স) সং, পুং, ব্রহ্মার পুত্র মুনিবিশেষ। হরিবংশে এই নামের কারণ। যথা—"যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্। তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্।"

সনদ, বি, (যাবনিক) লেখ্য, দলিলাদি।

সনন্দ (সহ সহিত—নন্দ আনন্দ, ১মা—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মার পুত্রবিশেষ। বিং, ত্রিং, আনন্দযুক্ত। নন্দসহিত। (দেশজ) প্রমাণস্বরূপ লিখিত পত্রাদি।

সনা, সনাৎ, (সন্ সেবা করা+আচ্—ক, আৎ—প্রং। অথবা সদা, নিপাতন) অং, সর্ব্বদা, নিত্য।

সনাতন (সনা নিত্য + তন (ট্যন)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, সনাতন, চিরস্থায়ী, নিত্য। সং পুং, ব্রহ্মা। বিষ্ণু। শিব। নী—স্ত্রীং সরস্বতী। লক্ষ্মী। দুর্গা। শিং—১ "সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানে তনীতি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু বিদ্যমানা সনাতনী।" "নির্গুণস্য চ নিত্যস্য বাচকস্য সনাতনঃ

সদা নিত্যা নির্গুণা যা কীর্ত্তিতা সা সনাতনী।"

সনাথ (সহ সহিত—নাথ প্রভু, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, নাথবিশিষ্ট। সহিত, যুক্ত।

সনাভি (স সহিত বা সমান—নাভি নাই, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সপিণ্ড, সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। বিং, ত্রিং, সদৃশ, তুল্য। স্নেহযুক্ত।

সনামক; সং, পুং, শোভাঞ্জনবৃক্ষ।

সনি (সন্ সেবা করা, দান করা+ই—ভাবে) সং, পূজা। দান। পুং. নী—স্ত্রীং, অন্বেষণা, পূজ্য ব্যক্তির সৎকার পূর্ব্বক কোন কর্ম্মে নিয়োজন। দান। নিয়োগ। প্রার্থনা। প্রদেশ, অঞ্চল।

সনিত (সন্ দান করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, প্রতিপন্ন, সুখ্যাতিযুক্ত।

সনিষ্ঠীব, সনিষ্ঠেব (স [সহ] সহিত—নি—ষ্ঠীব্, ষ্ঠিব্ ক্ষেপ ফেলা+অ (ঘঞ্)—ধি) সং, ক্লীং, অম্বুকৃত, নিষ্ঠীবনযুক্ত বাক্য।

সনীড় (স সমান—নীড় বাস) বিং, ত্রিং, সবিধ, সমীপ, নিকট। তুল্য। নীড়যুক্ত।

সনে; ক্রি-বিং, সহিত, নিকট।

সন্দ; সং, পুং, সংহততল, যুক্তকরদ্বয়।

সন্তত (সম্—তন্ বিস্তার করা+ত (ক্ত)—ক) ক্লীং, অনাদি, অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন। ক্রিয়াবিশেষ। সতত, নিরন্তর। বিং, ত্রিং, অবিরত। সম্যক্ বিস্তৃত। বহুল।

সন্ততি (সম্ সহিত বা সমানরূপে—তন্ বিস্তার করা+তি (ক্তি)—ধি) সং, স্ত্রীং, বংশ, গোত্র। পুত্র বা কন্যা, সন্তান। পঙ্ক্তি, শ্রেণী। বিস্তার। (+ক্তি—ভা, ব্যাপ্তি। পারম্পর্য্য, অবিচ্ছেদ। ধারা।

সন্তপ্ত (সম্—তপ্ উত্তপ্ত বা দগ্ধ করা+ত (ক্ত)—ধর্ম্ম বিং, ত্রিং, সন্তাপযুক্ত; ক্লিষ্ট। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত। অন্বিত। উত্তপ্ত। দগ্ধ, অলম্ভ। অগ্নি-বিশুদ্ধ। শিং—১ "সন্তপ্তচামীকরবল্কবল্গং বিভাগবিন্যস্ত মহার্ঘরত্নম্।" (ভট্টি)।

সন্তমস (সম্ সমূহ—তমস্ অন্ধকার+অ—যোগ) সং, ক্লীং, সাতিশয় অন্ধকার, ব্যাপক অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। মহামোহ। শিং—১ "নিমজ্জয়ন্ সন্তমসে পরাশরং বিধিস্ত বাচাঃ ক তবাগসঃ কথা।" (নৈষধ)।

সন্তরণ (সম্—তৃ পার হওয়া, ভাসা,+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং সাঁতার। পারগমন।

সন্তরিক—যে সকল জীব সাঁতার দেয়।

সন্তর্পণ (সম্—তৃপ্-ণি=তর্পি প্রীতকরা+অন—ক) বিং, ত্রিং, তৃপ্তিকর। প্রীতিজনক। (+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, তৃপ্তকরণ। দ্রাক্ষাদিযুক্ত লাজাচূর্ণ খাদ্যবিশেষ।

সন্তান (সম্—তন্ বিস্তারকরা+অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, বংশ। অপত্য, পুত্র কন্যা। দেবদারুবিশেষ। প্রবন্ধ। ধারা। (—অনট্—ভাবে) পরিচ্ছেদ, প্রবাহ। বিস্তার। ব্যাপ্তি।

সন্তানক (পূর্ব্বে দেখ, অক (ণক)—ক, কিংবা সন্তান+কণ্—যোগ) সং, পুং, কল্পবৃক্ষ, দেবতরু। শিং—"সন্তানকানামখিলং যস্যা গন্ধেন বাসিতং।" বিং, ত্রিং, বিস্তৃত, ব্যাপনশীল। নিকা—স্ত্রীং, ছুরির ধার। ফেন। ক্ষীরের সব। লূতাতন্তু, মাকড়শার জাল।

সন্তানবান্ (সন্তানবৎ, সন্তান+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অপত্যবিশিষ্ট, যাহার সন্তান আছে।

সন্তানিত (সন্তান+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, বিস্তারিত।

সন্তাপ (সন্তপ্ত দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সংজ্বর, উষ্ণতা, উত্তাপ। মনস্তাপ, অন্তর্দাহ, দুঃখ। রিপু। অনুতাপ।

সন্তাপন (সম্—তপ্-ণি=তাপি উত্তপ্ত

বা দগ্ধ করান+অন—ক) সং, পুং, কন্দর্পের বাণবিশেষ। বিং, ত্রিং, সন্তাপজনক। (+অনট্—ভাবে) ক্লীং, তাপদান।

সন্তাপিত (সন্তাপ+ইত—সংজাতার্থে) বিং, ত্রিং, সন্তাপযুক্ত, দুঃখিত: সন্তপ্ত। উত্তপ্ত, উষ্ণ।

সন্তি (সন্ দান করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, দান, বিতরণ। অবসান শেষ।

সন্তুষ্ট (সম্ সম্যক্—তুষ্ট তৃপ্ত) বিং, ত্রিং, সন্তোষযুক্ত, তৃপ্ত, আহ্লাদিত।

সন্তোলন, বিং, সাঁৎলান। তরকারী সুসিদ্ধ করিয়া তৈলে মসলাদি দ্বারা ভর্জ্জিত করণ।

সন্তোষ (সম্ সম্যক্—তুষ্ তুষ্ট হওয়া+অ (ঘঞ্) সং, পুং, তৃপ্তি। আহ্লাদ, হর্ষ।

সন্ত্রাস (সম্-ত্রাস) সং. পুং, সম্যক্ ভয়।

সন্দংশ—পুং, **সন্দংশিকা**, **সন্দংশী**—স্ত্রীং } (সম্—দন্শ দংশন করা +অ (অন্)—ক) সং, সাঁড়াশি, কাতরি, জাঁতি, চিমটা, সোন্না প্রভৃতি। শিং—২ "দশনসন্দংশেন বকগ্রীবাং চকর্ত্ত।"

সন্দর্ভ (সম্ সহিত, একসঙ্গে-দৃভ্ গ্রন্থন করা, সংগ্রহ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং. প্রবন্ধ, পরম্পরান্বিত রচনা। শিং—১ "গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ। সংগ্রহ। বিস্তার। (+অল্—র্ম্ম) গ্রন্থ।

সন্দর্শন (সম্ সম্যক্‌রূপে—দৃশ্ দেখা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভালরূপে দেখা, পরীক্ষা। অবলোকন, নিরীক্ষণ। জ্ঞান। মূর্ত্তি. আকৃতি, চেহারা। (দৃশ্ ণিচ্ =দর্শি) দেখান।

সন্দষ্ট (সংদংশ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন। কামড়ান।

সন্দান (সম্—দো ছেদন করা+অন (অনট্) —র্ম্ম) সং, ক্লীং, দাম, রজ্জু। শৃঙ্খল। বন্ধনসাধন বস্তু। (+অনট্—ভাবে,বন্ধন। সম্যক্ ছেদন। (সম্ সহিত—দান হস্তীর মদজল) পুং, হস্তীর জানুদ্বয়ের অধোভাগ, হস্তীর শুণ্ডকের উর্দ্ধদেশ। হস্তীর কপোলদেশ, যে স্থান হইতে মদজল ক্ষরিত হয়।

সন্দানিত } (সন্দান+ইত—প্রং।
সন্দিত } সম্—দো ছেদন করা+ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শৃঙ্খলিত, নিগড়িত, পদাদিতে বদ্ধ। ছিন্ন।

সন্দানিনী (সন্দান গবাদিবন্ধ রজ্জু+ইন —ঈপ্) সং, স্ত্রীং, গোগৃহ, গোয়াল ঘর।

সন্দাব (সম্—দ্রু গমন করা+অ (ঘঞ্)— ভা) সং, পুং, পলায়ন। হঠিয়া আসা।

সন্দিগ্ধ (সম্—দিহ্ [লেপন করা] সংশয় করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সন্দেহযুক্ত, সন্দিহান, সংশয়িত।

সন্দিষ্ট (সম্+দিশ্ [বলা] আদেশ কর ইত্যাদি+ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, আদেশ বার্ত্তা, সংবাদ। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কথিত, আদিষ্ট। আজ্ঞপ্ত।

সন্দিষ্টার্থ (সন্দিষ্ট আদেশ,—অর্থ প্রয়োজন্, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দূত, সন্দেশহর।

সন্দিহান (সন্দিগ্ধ দেখ, আন (শান—ক বিং, ত্রিং, সন্দেহান্বিত, সংশয়যুক্ত, সংশয়ী

সন্দী (সম্—দো ছেদন করা—অ (ড)— —র্ম্ম, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, খট্টা, খাট। শয্যা আসন্দী।

সন্দীপ্য; সং, পুং, ময়ূরশিখাবৃক্ষ।

সন্দৃব্ধ (সম্—দৃন্ভ গ্রন্থন করা+ক্ত-র্ম্ম) বিং, ত্রিং, গ্রথিত।

সন্দেশ (সন্দিষ্ট দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা) সং পুং, আদেশ। বার্ত্তা, খবর। মিষ্টান্নবিশেষ

সন্দেশবহ
সন্দেশহর
সন্দেশহার } (সন্দেশ খবর—বহ বহন করে) ২য়া—য হর হারক=যে গ্রহ করে, ২য়া—য) সং, পুং, বার্ত্তাব দূত।

সন্দেহ (সন্দিগ্ধ দেখ, অ (অল্)—ভা) স

পুং, সংশয়, দ্বৈধজ্ঞান। অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

সন্দোহ (সম্ একসঙ্গে—দুহ্ পূরণ করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং। সমূহ, গণ, রাশি। যথা—"ব্রাহ্মণী সন্দোহ।" (সম্ সম্যক্—দুহ্ দোহন করা+অ (অন্)—ভা) সম্যক দোহন। দুগ্ধ। শিং—১ সান্দাহশ্চাষ্ট-মেহহনি।

সন্দ্রাব (সম্—দ্রু বেগে গমন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পলায়ন, প্রস্থান। বেগে গমন।

সন্ধা (সম্—ধা [ধারণ করা] মিলন করা ইত্যাদি+ঙ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রতিজ্ঞা, পণ। সন্ধি, মিলন। স্থিতি। সন্ধ্যাকাল। অনুসন্ধান।

সন্ধাতব্য (পূর্ব্ব দেখ, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহার সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য।

সন্ধান—ক্লীং } (সন্ধা দেখ, অনট্—ভা)
সন্ধানী—স্ত্রীং } সং, সন্ধি, মিলন। মিশ্রণ। প্রাপ্তি। বন্ধন। অন্বেষণ। পালন। একসঙ্কোচ। আমানী, কাঁজি। সংযোজন। সুস্বাদু বস্তু। সঙ্ঘটন। ধনুকে বাণ-যোজনা। শিং—১ "তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর শায়কং।" মদ্যপানাদি। মদ্য সজ্জীকরণ (সন্ধীয়তে সন্ধানং বংশাঙ্কুরফলা-দীন্ বহুকালং সন্ধায় বৎ ক্রিয়তে)।

সন্ধানিত (সন্ধান সংযোজন+ইত—সং-জাতার্থে) বিং, ত্রিং, সংঘটিত, সংযোজিত।

সন্ধি (সন্ধা দেখ, ই (কি)—ভা) সং, পুং, মিলন, বিজিগীষু এবং অরির ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঐক্য। মিলন। শরীরের অস্থি প্রভৃতির মিলনস্থান। সত্য ত্রেতাদি যুগের মধ্য সময়। সিঁধ। সুরঙ্গা। যোনিদ্বার। বিশ্রাম। নাটক গ্রন্থের অংশবিশেষ। সাধন, কারণ। ব্যাকরণে—বর্ণদ্বয়জাত বর্ণবিকারবিশেষ। শিং—১ "সন্ধিরেকপদে নিত্যো নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ। সূত্রেষপি ভবেন্নিত্যঃ সৈবান্যত্র বিভাষয়া ইতি প্রাঞ্চঃ।"

সন্ধিচৌর (সন্ধি সিঁধ—চৌর চোর) সং, পুং, সিঁদাল চোর।

সন্ধিজ; সং, ক্লীং, আসবাদি।

সন্ধিজীবক (সন্ধি [অন্যদের] মিলন—জীবক যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি শঠতা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পায়। কোটনা।

সন্ধিত (সন্ধা মিলন+ইত—সংজ্ঞার্থে) বিং, ত্রিং, সংযুক্ত, মিলিত। বদ্ধ। সন্ধিদ্বারা বদ্ধ। পুনর্নির্ম্মিত, পুনর্মিত্রভূত।

সন্ধিৎসু (সন্ধা দেখ, সন—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, সন্ধান করিতে ইচ্ছু।

সন্ধিনী (সন্ধা মিলন+ইন্ (ণিন্)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বৃষ দ্বারা আক্রান্ত ঋতুমতী গাভী। অকালে দুগ্ধদায়িনী গাভী। শিং—১ "ন পিবেৎ সন্ধিনীক্ষীরম্।"

সন্ধিপূজা; সং, স্ত্রীং, নবমীর আদ্যদণ্ডে পূজা।

সন্ধিবন্ধ; সং, পুং, ভূঁমিচম্পক, ভুঁইচাঁপার গাছ।

সন্ধিবন্ধন (সন্ধি শরীরের অস্থি প্রভৃতির মিলন-স্থান, গাঁইট—বন্ধন বাঁধন) সং, ক্লীং, শিরা।

সন্ধিবেলা; সং, স্ত্রীং, দিনরাত্রির মিলন-কাল।

সন্ধিলা (সন্ধি ছিদ্র ইত্যাদি+ল—প্রং, অথবা সন্ধি—ল যে লয়) সং, স্ত্রীং, সুরঙ্গা। নদী। মদ্য।

সন্ধিহারক (সন্ধি সুরঙ্গা—হারক যে লইয়া যায়) সং, সন্ধিচৌর, সিঁদাল চোর।

সন্ধুক্ষিত (সম্—ধুক্ষ্ দীপ্ত হওয়া+(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উদ্দীপিত, প্রজ্বালিত। উত্তেজিত।

সন্ধেয় (সন্ধা দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সন্ধি করিবার যোগ্য।

সন্ধ্যা (সন্ধি [দিবারাত্রির] মিলন+য্য, অথবা সম্—ধ্যৈ ধ্যান করা+য—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, দিবারাত্রির মিলনকাল,

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। তৎকালে উপাস্য মন্ত্ররূপ দেবতা। যুগসন্ধি, সত্য ত্রেতাদি যুগের মিলন, কাল। চিন্তা, উপাসনা। প্রতিজ্ঞা। সীমা। নদীবিশেষ। পুষ্পবিশেষ।

সন্ধ্যাংশ (সন্ধ্যা—অংশ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সত্য ত্রেতাদি যুগের প্রথম ও শেষ অংশ। শিং—১ "সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।" যুগসন্ধি।

সন্ধ্যানাটী (সন্ধ্যানাটিন্, সন্ধ্যা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা—নাটিন্ যে নৃত্য করে) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

সন্ধ্যাবল (সন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা—বল শক্তি) সং, পুং, নিশাচর, রাক্ষস।

সন্ধ্যাবলি (সন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা যখন শিব পূজিত হন্—বলি পূজোপহার) সং, পুং, শিবালয়স্থ মৃৎকাষ্ঠাদিনির্ম্মিত বৃষ।

সন্ধ্যারাম (সন্ধ্যা এই দেবের কন্যা, যাঁহাকে ইনি ভাল বাসিতেন]—আ—রম্ ক্রীড়া করা ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ক) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রজাপতি।

সন্ন (সদ্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষীণ। হীন, রহিত। অবসন্ন। নষ্ট, গত। জড় ও স্থাবর। ভগ্নোৎসাহ। পুং, পিয়ালবৃক্ষ।

সন্নকদ্রু (সন্নক খর্ব্ব—দ্রু স্কন্ধ, ৬ষ্ঠী—[হিং) সং, পুং, পিয়ালবৃক্ষ।

সন্নত (সম্—নত প্রণত) বিং, ত্রিং, প্রণত। শব্দিত, ধ্বনিত।

সন্নতি (সম্—নম্ নমস্কার করা, নম্র হওয়া শব্দ করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রণাম, প্রণতি। অবনতি, নম্রতা। শিং—১ "যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতিঃ।" শব্দ, ধ্বনি। হোমবিশেষ।

সন্নদ্ধ (সম্—নহ বন্ধন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বর্ম্মিত, সন্নাহবিশিষ্ট, সাঁজোয়া পরা। অস্ত্রসজ্জিত। ব্যূহ-বিন্যাসযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ। উৎপন্ন। আততায়ী, বধোদ্যত। যাহার বাহুতে কবচ আছে। (+ক্ত—র্ম্ম) বদ্ধ। শস্ত্রাদিযুক্ত।

সন্নয় (সম্ একসঙ্গে—নী পাওয়া বা লইয়া যাওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, সমূহ। পশ্চাৎভাগে স্থিত সৈন্য।

সন্নহন (সম্—নহ্ বন্ধন করা+অন (অনট্)—ভ') সং, ক্লীং, বর্ম্মপরিধান। উদ্যোগ। অস্ত্রবন্ধন। রণসজ্জা।

সন্নাহ (পূর্ব্বে দেখ, অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, কবচ, অঙ্গত্রাণ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। পবিচ্ছদ।

সন্নাহ্য (সন্নাহ সাঁজোয়া+য (ষ্য)—অর্হার্থে) সং, পুং, যুদ্ধোপযুক্ত হস্তী। বিং, ত্রিং, সন্নাহযোগ্য, বর্ম্মিত।

সন্নিকর্ষ (সম্ একসঙ্গে—নি—কৃষ্ আকর্ষণ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং সান্নিধ্য, নৈকট্য। ইন্দ্রিয়গোচর। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। ন্যায়ে—সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা, যোগজ—এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন উপায়।

সন্নিকর্ষণ (সন্নিকর্ষ দেখ, অনট্—ভা) সং ক্লীং, সন্নিধান।

সন্নিকৃষ্ট (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত—র্ম্ম) বিং ত্রিং, সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী। ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বিষয়।

সন্নিধ (পশ্চাৎ দেখ, অ (ড)—ভা) সং, ক্লীং সামীপ্য, নৈকট্য (+ড—ক) বিং, ত্রিং সমীপ।

সন্নিধান—ক্লীং } (সম্—নি—ধা ধারণ
সন্নিধি—পুং, } করা+অন(অনট্), (কি)—র্ম্ম) সং, সামীপ্য, নিকট। আবির্ভাব। স্থিতি। আশ্রয়। সমাগম। ইন্দ্রিয়বিষয়। (সৎ—নিধান, নিধি) সাধুদের স্থান উত্তমনিধি।

সন্নিধাপন (সম্—নি—ধা-ণিচ্=ধাপি ধারণ করান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং সংস্থাপন, রাখা।

সন্নিপতিত (সম্—নি—পৎ গমন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, একত্র মিলিত

সম্যক্‌প্রকারে পতিত। উপস্থিত। মৃত। মিশ্রিত। অবতীর্ণ। আগত।

সন্নিপাত—পুং, **সন্নিপাতন**—ক্লীং, (সম্—নি—পৎ গমন করা+অ (ঘঞ্) অন (অনট্)—ভা) সং, পুং, সমূহ। একত্র মিলন। ত্রিদোষজ বিকার রোগবিশেষ, বাত-পিত্ত কফের মিলন। সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্যক্‌প্রকারে পতন। নাশ। অবতরণ। উপস্থিতি। তালবিশেষ। শিং—১ "এক এব গুরুর্যত্র সন্নিপাতঃ স উচ্যতে।"

সন্নিবদ্ধ (সম্—নি নিশ্চয়—বন্ধ বন্ধন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দৃঢ়বদ্ধ। গ্রথিত, রচিত।

সন্নিবন্ধ—পুং **সন্নিবন্ধন**—ক্লীং (সম্ সম্পূর্ণরূপে বা সং উত্তম—নিবন্ধ বন্ধন। সম্—নি নিশ্চয়—বন্ধন বাঁধন) সং, দৃঢ়বন্ধন ; যথা—"সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।" (মাঘ)। গ্রন্থনা রচনা। সম্যক্‌রূপে একত্র সঙ্কলন। বিং, ত্রিং, উত্তম ভাষ্যগ্রন্থ-যুক্ত। উত্তম প্রীতিদানযুক্ত।

সন্নিভ (সম্—নিভ [নি—ভা দীপ্তি পাওয়া +অ (ড)—ক] তুল্য। বিং, ত্রিং, সঙ্কাশ, সদৃশ, তুল্য।

সন্নিবিষ্ট (সম্—নি—বিশ্ প্রবেশ করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গৃহীতাসন, উপবিষ্ট। শিং—১ "সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। সম্মুখে উপস্থিত। নিকটস্থ। সংক্রান্ত।

সন্নিবৃত্ত (সম্—নিবৃত্ত) বিং, ত্রিং, নিবৃত্ত, বিরত। প্রত্যাগত।

সন্নিবৃত্তি (সম্—নিবৃত্তি) সং, স্ত্রীং, প্রত্যাবর্ত্তন। নিবৃত্তি, বিরতি। অপগম।

সন্নিবেশ (সম্—নি—বিশ্ প্রবেশ করা+অ (ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, আশ্রম। স্থান। নিকট। নগরাদির বহিঃস্থিত বিহারভূমি। ভিতরে প্রবেশ করান। সমষ্টি, সংগ্রহ। পুরবহিঃস্থ প্রদেশ। (+ঘঞ্—ভা) স্থিতি। বিন্যাস। সংযোগ। যোগ, মিলন।

সন্নিহিত (সম্—নি—ধা ধারণ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। সম্যক্‌স্থাপিত। (+ক্ত—ভা) ক্লীং, সন্নিধান।

সন্মান (সৎ উত্তম—মান মান্য) সং, ক্লীং, সম্মান, আস্থা।

সন্মার্গ (সৎ উত্তম—মার্গ পথ) সং, পুং, সচ্চরিত্র।

সন্ন্যস্ত সম্—নি—অস্ ক্ষেপণ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত। সমর্পিত। শিং—১ "যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ং।" নিক্ষিপ্ত।

সন্ন্যাস (সম্—নি—অস্ ক্ষেপণ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ভিক্ষুধর্ম্ম, চতুর্থ আশ্রম। সংসারের কামনা পরিত্যাগ। শিং—১ "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসঃ কৃতানামকৃতৈঃ সহ। কুশলাকুশলাভ্যাস্ত গ্রহণং ন্যাস উচ্যতে।" ত্যাগ। নিক্ষেপ, গচ্ছিত রাখা। হঠাৎ মৃত্যু। সমর্পণ। জটামাংসী।

সন্ন্যাসন (সম্—নি—অস্ ক্ষেপণ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সংসার পরিত্যাগ। নিক্ষেপকরণ। গচ্ছিতরাখা।

সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসিন্, সন্ন্যাস+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং ত্রিং, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী, যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছে। শিং—১ "সদনে বা কদনে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা। সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ। দণ্ডকমণ্ডলুং রক্তবস্ত্র-মাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।" ১। বৌদ্ধভিক্ষু। ২। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যসম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, বন, অরণ্য, তীর্থ—আশ্রম ইত্যাদি উপাধিধারী উদাসীনগণ। ৩। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের উদাসীনগণও সন্ন্যাসী নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ৪।

বারাণসী জেলায় সন্ন্যাসী নামে এক সম্প্রদায় আছে, ইঁহারা বিবাহাদি করেন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার করেন।

সপ (আরবী সফ্) সং, দীর্ঘ কাটীর মাদুর।

সপক্ষ (স সমান—পক্ষ সহায় ইত্যাদি ১মা—হিং) সং, পুং, একপক্ষাবলম্বী, সহায়। অনুকূল। তুল্য। যাহার পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে।

সপক্ষতা (সপক্ষ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, একপক্ষাবলম্বন, আনুকূল্য, সাহায্য। পক্ষ অর্থাৎ ডানা থাকা।

সপত্ন (সপত্নী+অ—তুল্যার্থে, অথবা সহ একার্থে—পৎ, যত্ন করা+ন—ক) সং, পুং, শত্রু, বৈরী, রিপু।

সপত্নারি; সং,পুং, বংশবিশেষ, বেউড়বাঁশ।

সপত্নী (স সমান—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী—হিং, ঈপ্—প্রং, ন—আগম) সং, স্ত্রীং, সমান-পতিকা স্ত্রী, সতীনী।

সপত্রকৃত, সপত্রাকৃত (স সহিত—পত্র বাণের পক্ষ—কৃত যাহা করা হইয়াছে, আ [ডাচ্]—আগম) বিং, ত্রিং, বাণবিদ্ধ (মৃগাদি)। সপত্র বাণ বেধন দ্বারা পীড়িত। অতিশয় উৎপীড়িত, সাতিশয় ক্লেশিত।

সপত্রাকরণ—ক্লীং, **সপত্রাকৃতি**—স্ত্রীং, } (স সহিত—পত্র বাণের পক্ষ—কৃ করা+অন (অনট্), তি (ক্তি)—ভা) সং অতিশয় পীড়ন। বাণবিদ্ধকরণ।

সপদচক্ষুঃ (Podophthalmia) যাহাদের চক্ষুঃ দীর্ঘ মূলোপরি স্থাপিত; চিঙ্গড়ী ও কাঁকড়া।

সপদি (সহ—পদ্ গমন করা+ই—ক, হ—লোপ) অং, তৎক্ষণাৎ, তখনি। দ্রুত, শীঘ্র। শিং—১ "ভবতি সপদি পাকাদ্বয়ে হৃদয়মশেষিতশোকশল্য।"

সপনদাড়ি, বি, মালদহ জেলার রোপা ধান্য বিশেষ। দীনাজপুরে ইহাকে সোণাকুড়ি বলে।

সপর্য্যা (সপর [কণ্ড্বাদি] পূজা করা+য(ক্য) অ, আপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা। শিং—১ "বৎসোৎসুকাপি স্তিমিতা সপর্য্যাং প্রত্যগ্রহীৎ সেতি ননন্দতুস্তৌ।" ২ "সোঽহং সপর্য্যাবিধিভাজনেন।"

সপিণ্ড (স সমান—পিণ্ড অন্নের ডেলা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সনাভি, সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি।

সপিণ্ডীকরণ (সপিণ্ড সনাভি—করণ মধ্যে ঈ (চ্বি)—অভূততদ্ভাবার্থে) সং, ক্লীং, মৃত্যুর এক বর্ষান্তে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, প্রেতত্ব বিমোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ, পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ, একত্র পিণ্ড ভোজন করান।

সপিণ্ডীকৃত; বিং, ত্রিং, যাহাদের উপদেশে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। যথা— "সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতাঃ।"

সপীতি (স সহিত—পীতি পান) সং, স্ত্রীং, সহপান, একত্র মিলিত হইয়া পান।

সপ্ত (সপ্তন্, সপ্ একত্রিত হওয়া—তন্—র্ম্ম। অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখ। সংস্কৃত—সপ্তন্; পারসীক=হফত; গ্রীক=হেপ্ট; লাটিন=সেপ্টেম্; জর্ম্মেন=সেপ্‌ভ্; ইংরাজী=সেবেন; বাঙ্গালা=সাত) বিং, ত্রিং, বহুং, সাত সংখ্যা, ৭।

সপ্তক (সপ্তন্ সাত [নর ইত্যাদি]+কণ্—স্বার্থে অথবা ক কৈ ধাতুজ) বিং ত্রিং, সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট। সাতের পূরণ। শিং—১ "ঘোটকে সপ্তকে মেষতুলে যুগ্মহয়ৌ তথা।" সং, ক্লীং, সপ্তসংখ্যা, ৭। সঙ্গীতে—স, ঋ, গ, ম, প, ধা নি এই কয়েকটী সুর একত্র হইলে তাহাকে একটী পূর্ণ স্বরগ্রাম বলা যায়, ইহাকে সপ্তক বলে।

সপ্তকী (সপ্তন্—কৈ প্রকাশ করা+অ(ড)—ক) সং, স্ত্রীং, ৭ নর, কাঞ্চী, মেখলা।

সপ্তগ্রন্থিশুণ্ড (Chilopoda) যাহাদের মুখ-

পুরোভাগের শুণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকে সাত গ্রন্থি আছে; যথা—সামান্ত বৃশ্চিক।

সপ্তচত্বারিংশৎ (সপ্তম সাত—চত্বারিংশৎ চল্লিশ, সাত অধিক চল্লিশ, য়ং—স। মধ্যপদলোপ) সং, স্ত্রীং, একং, সাতচল্লিশ, ৪৭। তৎসঙ্খ্যক।

সপ্তচ্ছদ, সপ্তবর্ণ, সপ্তপলাশ (সপ্তন্ সাত—ছদ্, পর্ণ, পলাশ=পাতা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সাতিমগাছ, বিষমচ্ছদ।

সপ্তজিহ্ব, সপ্তজ্বাল (সপ্তম সাত—জিহ্বা জিভ, জ্বালা অগ্নিশিখা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সপ্তার্চ্চিঃ, অগ্নি। অগ্নির সাত জিহ্বার নাম; যথা—"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা প্রদীপ্তা চ ক্রপীটযোনেঃ সপ্তৈব কীলাঃ কথিতাশ্চ জিহ্বাঃ।" কাহারও মতে—উগ্রা ও প্রদীপ্তা স্থলে স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ লোলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ।" সাত্বিকদিগের যাগকর্ম্মে ইহাদিগের ভিন্ন নাম যথা—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা, অতিরক্তা। কাম্যকর্ম্মে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী, করালিকা।

সপ্ততন্তু (সপ্তন্ সাত [অগ্নির জিহ্বা বা প্রার্থনা]—তন্ বিস্তার করা+তু—ধি) সং, পুং, ক্রতু, যজ্ঞ।

সপ্ততি (সপ্তন্ সাত+দশ+তি) সং, স্ত্রীং, একং, সোত্তর সংখ্যা, ৭০। তৎসংখ্যক।

সপ্ততিতম (সপ্ততি+তমট্—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, সপ্ততি সংখ্যার পূরণ।

সপ্তদশ (সপ্তদশন্+অ(ডট্)—পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, সতর সংখ্যার পূরণ। "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।"

সপ্তদশন্ (সপ্তন্ সাত—দশন দশ, য়ং, —স, মধ্যপদলোপ) বিং, ত্রিং, বহুং, সতরসংখ্যা, ১৭।

সপ্তদীধিতি (সপ্ত সাত—দীধিতি প্রভা, কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সপ্তার্চ্চিঃ, অগ্নি।

সপ্তদ্বীপা; সং, স্ত্রীং, পৃথিবী। (দ্বীপ দেখ)।

সপ্তধা (সপ্তম সাত+ধাচ্—প্রকারার্থে) অং, সাত প্রকার। সাতবার।

সপ্তধাতু; সং, পুং, শরীরের সপ্তসংখ্যক ধাতু। শিং—১ "রসাস্রমাংসমেদোঽস্থি মজ্জানঃ শুক্রসংযুতাঃ। শরীরস্থৈ র্যদা সম্যক্ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তধাতবঃ।"

সপ্তপদী (সপ্ত পদের সমাহার) সং, স্ত্রীং, বিবাহকালে মণ্ডলিকায় গন্তব্য সপ্তপদ।

সপ্তপর্ণ; সং, পুং, ছাতিমগাছ।

সপ্তপ্রকৃতি; সং, স্ত্রীং, মহৎ অহঙ্কার সহিত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক দেহ।

সপ্তভদ্র (সপ্তন্ সাত—ভদ্র ভাগ্যবন্ত) সং, পুং, শিরীষবৃক্ষ।

সপ্তম (সপ্তন্ সাত+ম(মট্)+পূরণার্থে) বিং, ত্রিং, সাতের পূরণ। মী—স্ত্রীং, তিথিবিশেষ।

সপ্তরক্ত; সং, পুং, বহুং, রক্তবর্ণ শরীরে সপ্তস্থান; যথা করতল, পদতল, অপাঙ্গ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, নখ।

সপ্তর্ষি (সপ্তন্ সাত—ঋষি, য়ং—স) সং, পুং, বহুং, ৭ নক্ষত্র। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি।

সপ্তলা (সপ্তন্ সাত [পত্র ইত্যাদি]—লা পাওয়া+অ (ড)—ক) সং, স্ত্রীং, নবমালিকা পুষ্প। গুঞ্জা। পাটলা।

সপ্তলোক; সং, পুং, বহুং, ভূস্, ভুবস্, স্বর্ মহর্, জন, তপস্, সত্য এই ৭ উপরিস্থ লোক।

সপ্তশতী; সং স্ত্রীং, দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী। ২। সাতশত। ৩। ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। পূর্ব্বকালে সাগরগর্ভোত্থিত বাঙ্গালা দেশে যখন প্রথম বসতি আরম্ভ হয়, তখন বিহারের লোকেরাই সর্ব্বাগ্রে এদেশে আসিয়া

বাস করেন। তাঁহাদের সহিত যে সকল জ্যোষী ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য উপলক্ষে এ দেশে আসেন, তাঁহারা রাঢ় দেশের সাতশত নামক স্থানে বাস করেন, সেই হেতু তাঁহারা সাতশতী বা সপ্তশতী নামে পরিচিত হন।

সপ্তশলাক, সং, পুং, জ্যোতিষোক্ত বিবাহের শুভাশুভ দিননির্ণয়ার্থ চক্রবিশেষ।

সপ্তসপ্তী | **সপ্তাশ্ব** } (সপ্তন্ সাত=সপ্তি ঘোটক, অশ্ব—ঘোড়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সূর্য্য, দিন কর।

সপ্তসাগর; সং, পুং, বহুং, লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল—এই সপ্তপদার্থময় ৭ সমুদ্র) মহাদেব বিশেষ।

সপ্তস্বরা—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সাতটী পাত্র যথোচিত ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে



হয়। এইরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুর হইতে পারে।

সপ্তাংশু (সপ্তন্ সাত—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি। শনিগ্রহ। বিং, ত্রিং, ক্রূরনেত্র।

সপ্তাংশুপুঙ্গব (সপ্তন্ সাত—অংশু কিরণ —পুঙ্গব শ্রেষ্ঠ) সং, পুং, শনিগ্রহ।

সপ্তাঙ্গ (সপ্তন্—অঙ্গ) সং, ক্লীং, বহুং, স্বাম্যমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বলানি চ, রাজ্যাঙ্গানি।

সপ্তার্চ্চিঃ (সপ্তার্চ্চিস্, সপ্তন্ সাত—অর্চ্চিস্ জ্বালা, প্রভা, ৬ষ্ঠী—হিং, সপ্ত অর্চ্চিসের নাম সপ্তজিহ্ব শব্দে দেখ) সং, পুং, অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ। শনিগ্রহ। বিং, ত্রিং, ক্রূরনেত্র।

সপ্তাশ্ব (সপ্তন্—অশ্ব) সং, পুং, সূর্য্য। গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী পংক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগতী এই ৭ ছন্দঃ। ৭ অশ্ব।

সপ্তাহ (সপ্তন্ সাত—অহন্ দিন) সং, ক্লীং, সাতদিন।

সপ্তি (সপ্ [সৈন্য মধ্যে] একত্রিত হওয়া + তি(ক্তি)—র্ম্ম) সং, পুং, অশ্ব।

সপ্রতিভ (স সহিত—প্রতিভা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রতিভান্বিত, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন।

সফর—পুং | **সফরী**—স্ত্রীং } (স্ফুর্ স্ফূর্ত্তি পাওয়া, নিপাতন। যে শয়ন হইয়া স্ফূর্ত্তি পায় অর্থাৎ পার্শ্ব দ্বারা গমন করে) সং, পুঁটীমাছ। শিং—১ "ত্রস্যন্তী চলসফরী বিঘট্টিতোরূ।" (মাঘ)। ২ "গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।"

সফরিয়া (আরবী) ভ্রমণকারী।

সফল (স সহিত—ফল, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, ফলবিশিষ্ট, সুসিদ্ধ। লাভজনক।

সফেদ (পারস্য) শুভ্র।

সবল (সহ+বল) বিং, ত্রিং, সৈন্যযুক্ত। সামর্থ্যবান্।

সব্রহ্মচারী (সব্রহ্মচারিন্, স সমান—ব্রহ্মন বেদ—চর্ আচরণ করা + ইন্ (ণিন্)—ক। যাহারা এক গুরু হইতে বেদাধ্যয়ন জন্য ব্রহ্মচর্য্যাখ্য ব্রত আচরণ করে) সং, পুং, সতীর্থ, একবিধ বেদপাঠ ব্রত ও আচারবিশিষ্ট, এক গুরুর শিষ্য।

সভর্তৃকা (স সহিত ভর্তৃ স্বামী, ১মা হিং, কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, পতিব্রতা, সধবা, এয়।

সভা (সহিত—ভা দীপ্তি পাওয়া + ০ ক্বিপ্, —ধি, আপ্। অভীষ্ট নিশ্চয়ার্থ যেখানে সকলে একত্রিত হইয়া শোভা পায়) সং, স্ত্রীং, পরিষদ্, সমাজ, কোন কার্য্যের নিমিত্ত যেখানে অনেক লোক একত্রিত হয়। জনতা। গৃহ। সভা (অত্র ভ দীপ্তিঃ প্রকাশো জ্ঞানমিতি যাবৎ। তয় সহ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা বর্ত্ততে ইতি সভা)।

সভাজন (সভাজ্ সেবা করা ইত্যাদি+

অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সংকার, পূজা। গমনাগমন সময়ে সুহৃদাদির আলিঙ্গন আরোগ্য স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা সম্ভাষণ, কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। আনন্দন। (সভা—জন লোক) পুং, সভ্য, সভাসদ্। (সহ—ভাজন) বিং, ত্রিং, ভাজনযুক্ত।

সভাজিত (সভাজ্ প্রীত করা+ত(ক্ত) -র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংকৃত, পূজিত। স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসিত।

সভাসদ্ (সভা—সদ্ [সদ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্)—ক) যে গমন করে, যে উপবেশন করে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, সভ্য, সামাজিক। শিং—১ "শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥" বিষ্ণু।

সভাস্তার (সভা—স্তৃ আবরণ করা+অ—প্রং) সং, পুং, সভ্য, সামাজিক।

সভিক, সভীক, (সভা+ইক (ষ্ঠিক), ঈক (ষ্ঠীক)—প্রং) সং, পুং, দ্যূতসভাধ্যক্ষ।

সভ্য (সভা+য(ঞ্য)—সাধ্বর্থে) সং, পুং, সামাজিক,সভাসদ্। সাধু. সজ্জন। সভিক। সদ্বংশজাত। বিং, ত্রিং, বিশ্বস্ত। সভাসম্বন্ধীয়। বিজ্ঞ। দ্যূতকর।

সম্ (সো+ডম্—ক) অং, সংযোগ। (সহিত, একসঙ্গে)। সম্যক্। সমূহ। সৌন্দর্য্য। সঙ্গ, মিলন। সঙ্গত। শোভন। সমান, তুল্য। প্রকর্ষ। আশ্লেষ। প্রকৃষ্ট। সমুচ্চয়। নৈরন্তর্য্য। ঔচিত্য। আভিমুখ্য।

সম (সম্ অবিকল হওয়া+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, সমগ্র, সকল। তুল্য, সদৃশ, সমান, একবিধ। সাধু। অবন্ধুর, চৌরস। কালিকয়া। বর্গমূল আনয়নার্থ অঙ্কোপরি দত্ত ঋজুরেখা। যুগ্ম। ক্লীং, সঙ্গীতে—যে স্থান হইতে তালের প্রথম উৎপত্তি হয় তাহাকে সম কহে। অর্থালঙ্কারবিশেষ। স্ত্রী—মী—মীং, বৎসর।

সমকক্ষ ; বিং, ত্রিং, তুল্য প্রতিযোগী। তুল্যবল।

সমকন্যা (সম সম্পূর্ণ—কন্যা কুমারী) সং, স্ত্রীং, বিবাহোপযুক্ত কুমারী।

সমকেন্দ্রিক (Concentrical) যে যে বস্তুর কেন্দ্র এক স্থানে বা সমসূত্ররূপে থাকে।

সমকোণ (Right-angle) এক সরল রেখার উপর অন্য এক সরল রেখা লম্বভাবে পতিত হইলে যে কোণ উৎপন্ন হয়।

সমকোল ; সং, পুং, ভুজঙ্গ, সর্প।

সমক্ত (সম্ একসঙ্গে—অনচ্ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং. তুল্যরূপে গমনকারী। তুল্যরূপে অবস্থাপিত।

সমক্ষ (সম্ অভিমুখ—অক্ষি চক্ষুঃ, ব্যং—স, অ—প্রং) অং, চক্ষুঃসমীপে। (সম্—অক্ষ) বিং, ত্রিং, সম্মুখ, প্রত্যক্ষ, অগ্রতঃ, পুরতঃ।

সমগন্ধক (সম্ সমান, তুল্য—গন্ধ আঘ্রাণ+কণ্—প্রং) সং, পুং, কৃত্রিম ধূপ।

সমগন্ধিক (সমগন্ধ+ইক—অস্ত্যর্থে) সং, ক্লীং, উশীর, বেণার মূল। বিং, ত্রিং, তুল্যগন্ধযুক্ত।

সমগুণশ্রেঢ়ী (Geometrical Progression) যে সকল রাশির প্রত্যেকেরই স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশির সহিত সমান অনুপাত।

সমগ্র (সম সমূহ—গ্রহ্ গ্রহণ করা+অ(ড) ক) বিং, ত্রিং, সমস্ত, সকল, সমুদায়, সম্পূর্ণ।

সমঙ্গা (সম্ একসঙ্গে—অন্গ্ গমন করা বা উৎপন্ন হওয়া+অ(ঘঞ্)—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা লতা। লজ্জালুলতা। বরাহক্রান্তা বালা।

সমজ (সম্ সমান, তুল্য জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ (ড)—ক) সং, পুং, পশুসমূহ। মূর্খসমূহ। : । ক্লীং, বন।

সমজ্ঞা (সম সকল—জ্ঞা জানা+০ (ক্বিপ্) —ণ) সং, পুং, কীর্ত্তি, যশঃ, সুখ্যাতি।

সমজ্‌দার, বি, যে কোন বিষয় ভাল বুঝিতে পারে।

সমজ্যা (সম্ এক সঙ্গে—অজ্ গমন করা +য (ক্যপ্)—ধি, আপ্) সং, স্ত্রীং, সমাজ, সভা। কীর্ত্তি।

সমঞ্জস (সম্ সহিত—অঞ্জসা সত্য, ১মা—হিং, কিম্বা সম্ সম্যক্—অঞ্জস্ ঔচিত্য, ৬ষ্ঠী—হিং, অ—প্রং) বিং, ত্রিং, উচিত, যোগ্য। উপযুক্ত। অভ্যস্ত, পরিচিত। যথার্থ, নির্ভুল, সত্য। সদৃশ। সুন্দর। সমীচীন, উত্তম। সুজন। ক্লীং, উপযুক্ততা, যোগ্যতা।

সমঞ্জসীভূত (সমঞ্জস—ভূত হইয়াছে, মধ্যে, ঈ (চ্বি—আগম) বিং, ত্রিং, যে যে স্থানে বা অবস্থায় অবস্থিত করাতে কেহ কাহারও হানি না করে। মিলিত।

সমতল, সমদেশ (Level) সমানভূমি, যাহা উচুনীচু নহে।

সমতা (সম সমান+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য। একরূপতা।

সমতীত (সম্—অতীত গত) বিং, ত্রিং, অতীত, গত।

সমত্রয়; সং, ক্লীং, সমভাগযুক্ত হরীতকী নাগর গুড়ত্রয়।

সমদর্শন, সমদৃষ্টি, সমদর্শী; (সম—দর্শন, দৃষ্টি, ৬ষ্ঠী—হিং। সমদর্শিন্ সম—দর্শিন্ যে দেখে) বিং, ত্রিং, যে সকলকে একরূপ দেখে, সর্ব্বত্র সমদর্শক। শিং—১ "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" ২ "দুঃখে সুখে চ বিপ্রেন্দ্র যা দৃষ্টির্ব্বর্ত্ততে সদা। তথা শত্রৌ চ মিত্রে চ সমদৃষ্টিশ্চ সা স্মৃতা।" পণ্ডিত। তত্ত্বজ্ঞানী। বিবেকী, আত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তি।

সমদলক (Lamellidranchiata) যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য; যথা—সামান্য ঝিনুক।

সমধিক (সম সম্যক্—অধিক) বিং, ত্রিং, অত্যধিক, বহু, প্রচুর।

সমধৃত; সং, পুং, সমান, তুল্য, একবিধ।

সমধ্ব; সং, ত্রিং, একসঙ্গে ভ্রমণকা সাথী।

সমনুব্রত; সং, ত্রিং, সম্পূর্ণরূপে ভক্ত।

সমন্ত (সম্ সম্যক্—অন্ত শেষ) সং, সীমা, প্রান্ত, পর্য্যন্তভাগ। বিং. ত্রিং, সম সকল।

সমন্ততঃ, সমন্তাৎ (সমন্ততস্, সম সহি—অন্ত শেষ+[পঞ্চমী স্থানে] তস্, আং প্রং) অং, সর্ব্বতঃ, সকলদিকে।

সমন্তদুগ্ধা; সং, স্ত্রীং, স্নুহীবৃক্ষ।

সমন্তপঞ্চক (পরশুরাম ক্ষত্রিয়রুধিরে চ র্দ্দিক পঞ্চ হ্রদে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলি সং, ক্লীং, কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। ি—১" ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নি ক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ। সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ কৃ বান্ রুধিরৈর্হ্রদান্। স তেষু তর্পয়াম পিতৄন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।"

সমন্তভদ্র (সমন্ত প্রত্যেক বিষয়ে—ভ ভাগ্যবন্ত) সং, পুং, বুদ্ধদেব।

সমন্তভুক্ (—ভুজ্, সমন্ত সমুদায়—ভু যে ভোজন করে) সং, পুং, অগ্নি, অন

সমন্যু (স সহিত—মন্যু ক্রোধ, ১মা হিং) সং, পুং, শিব, মহাদেব। বিং, ত্রি সক্রোধ, কোপযুক্ত। সশোক।

সমন্বয় (সম্—অন্বয় সম্বন্ধ) সং, পুং, সংযো মিলন। অবিরোধ। প্রাকৃতিক কার্য্যকা প্রবাহ।

সমন্বিত (সম্ সম্যক্—অন্বিত যুক্ত) বি ত্রিং, মিলিত, সংযুক্ত। অবিরুদ্ধ।

সমপদ; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ। ধনুষ্ক দিগের অবস্থানবিশেষ।

সমপৃষ্ঠ; বিং, ত্রিং, অবন্ধুর, উচ্চনীচ নয়

সমভাব (সম—ভাব, ৬ষ্ঠী—য) সং, সমতা, সাদৃশ্য, একরূপতা।

সমভিব্যাহার (সম্—অভি—বি—আ হৃ [হরণ করা] আসক্ত হওয়া+অ (ঘঞ —ভা) সং, পুং, সঙ্গ, একত্রাবস্থান।

সমভিব্যাহারী (সমভিব্যাহারিন্,

ভিব্যাহার দেখ, ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সঙ্গী, সাথী। সহিত।

সমভিব্যাহৃত (সমভিব্যাহার দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, একত্রিত, সমভিব্যাহারে চলিত, যুক্ত। সহিত।

সমভিহার (সম্ সহিত—অভি—হৃ গ্রহণ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, পৌনঃপুন্য, বারংবার। আতিশয্য। শিং—১ "ক্রিয়াসমভিহারেণ বিরাধ্যন্তং সহেত কঃ।"

সমম্ (সম্ অবিকল হওয়া+অম্—ক) অং, সহ, সহিত। একদা। যুগপৎ, এককালে। শিং—১ "সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।" (রঘু)।

সমমণ্ডল (Temperate Zone) গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উদীচ্য-বৃত্ত ও উদীচ্যেতর-বৃত্ত পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ।

সময় (সম্ সমান—ই গমন করা+অ (অন্)—ক। অথবা সম্—যা যাওয়া+অ (ড)—ক। কিম্বা সম্—মি ক্ষেপণ করা+অ (অন্)—ণ) সং, পুং, কাল। যোগ্য কাল। অবসর। শপথ। আচার। প্রতিজ্ঞা। সঙ্কেত। সীমা। সিদ্ধান্ত। নিয়ম। নির্দ্দেশ। কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ। বাক্য, বক্তৃতা, প্রচার, ঘোষণা। দুঃখাবসান। নিদেশাজ্ঞা, উপদেশ। ধর্ম্ম। (সম—অয়) বিং, ত্রিং, সৌভাগ্যশালী।

সময়কার (সময় করার—কার করণ) সং, পরিভাষা, সঙ্কেত।

সময়া (সম্—ই গমন করা+আ—ক) অং, সমীপে, নিকটে। মধ্যে। কর্ত্তব্য।

সময়াধ্যুষিত (সময় কাল—অধি অতীত—উষিত স্থিত) সং, ক্লীং, সময়বিশেষ, যখন সূর্য্য বা তারা কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। শিং—১ "উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।"

সমর (সম্ একসঙ্গে—ঋ গমন করা+অ (অল্)—বি) সং, পুং,—ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ, রণ, লড়াই।

সমরপোত—যুদ্ধজাহাজ।

সমরমূর্দ্ধা (—মূর্দ্ধন্, সমর রণ—মূর্দ্ধন্ মস্তক অগ্রভাগ) সং, যুদ্ধের সম্মুখে।

সমরশায়ী (—শায়িন্, সমর—শায়িন্ যে শয়ন করে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে।

সমরাঙ্গন (সমর—অঙ্গন) সং, ক্লীং, যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল।

সমরাশি (Even Number) যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে, যথা ২, ৪, ৬, ৮, প্রভৃতি।

সমর্ণ (সম্—অর্দ্দ পীড়ন করা, যাচ্ঞা করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্দ্দিত, সম্যক্ পীড়িত। প্রার্থিত।

সমর্থ (সম্—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা) শক্ত হওয়া ইত্যাদি+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্। ক্ষমতাপন্ন, ক্ষমতাবান্। যোগ্য, উপযুক্ত। হিত। প্রশস্ত। অভীষ্ট। যুক্তিসঙ্গত।

সমর্থতা (সমর্থ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সামর্থ্য, শক্তি, বল। যোগ্যতা, উপযুক্ততা।

সমর্থন—ক্লীং
সমর্থনা—স্ত্রীং, } (সমর্থ দেখ, অন (অনট্)—ভাবে, আপ্) সং, বিবেচনা। মীমাংসা) মানা। সম্ভাবনা। উৎসাহ। অসাধ্য বিষয়ের অনুষ্ঠানার্থ উৎসাহ। "ইহা উচিত, ইহা অনুচিত" ইহার নিশ্চয়। দৃঢ়ীকরণ। সামর্থ্য। বিবাদভঙ্গকরা।

সমর্থক (সমর্থ [গন্ধের] যোগ্য+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, চন্দনকাষ্ঠ।

সমর্থিত (সমর্থ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিবেচিত। মীমাংসিত। দৃঢ়ীকৃত। স্থিরীকৃত। সম্ভাবিত।

সমর্দ্ধক (সম্—ঋধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অক—ক) বিং, ত্রিং, বরদ, অভীষ্টপ্রদাতা।

সমর্পণ (সম্—অর্পণ দান) সং, ক্লীং, দান, অর্পণ। স্থাপন।

সমর্পিত (সম্—অর্পিত দত্ত) বিং, ত্রিং, অর্পিত, দত্ত। স্থাপিত।

সমর্য্যাদ (স সহিত—মর্য্যাদা সীমা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সমীপ, নিকট। সীমাযুক্ত। সচ্চরিত্র।

সমল (স সহিত—মল ময়লা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, আবিল, মলযুক্ত, মলিন। সং, ক্লীং, বিষ্ঠা।

সমবকার (সম্—অব—কৃ করা+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) সং, পুং, নাটকবিশেষ।

সমবতার (সম্ সহিত—অব নিম্ন—তৃ [পার হইয়া যাওয়া ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, তীর্থ, ঘাট। সোপান, ধাপ। (+ঘঞ্—ভা) অবতরণ।

সমবধান (সম্ সম্যক্—অবধান মনোযোগ) সং, ক্লীং, সম্যক্ মনোযোগ। নিষ্পত্তি।

সমবর্ত্তী (সমবর্ত্তিন্, সম সকল, সমান—বৃ-বাছিয়া লওয়া+ইন্—প্রং) সং, পুং, যম, কৃতান্ত। বিং, ত্রিং, তুল্যরূপে স্থিত।

সমবস্থা (সম্—অবস্থা) সং, স্ত্রীং, কালকৃত বিশেষ অবস্থা। (সম সমানাবস্থা—অবস্থা) সমান অবস্থা, তুল্যদশা।

সমবস্থান (সম্—অবস্থান) সং, ক্লীং, সমভাবে অবস্থিতি।

সমবায় (সম্—অব—ই [গমন করা[যুক্ত হওয়া+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, নিত্যসম্বন্ধ। মিলন। গণ, সমূহ। দর্শনশাস্ত্রে—সম্বন্ধবিশেষ। যথা—"ঘটাদিনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

সমবেত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মিলিত। শিং—১ "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। "একত্রীকৃত বা ভূত। সঞ্চিত। সম্বন্ধ। একশ্রেণীভুক্ত। নিত্যসম্বন্ধ, নিত্যযুক্ত। যথা—"সৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্ত সমবায়িজনকং তৎ।"

সমশ্নুবান (সম্—অশ ব্যাপা+আন (শান) —ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, ব্যাপনশী ব্যাপ্তিবিশিষ্ট।

সমষ্টি (সম্—অশ্ ব্যাপা+তি (ক্তি)— সং, স্ত্রীং, সম্যক্ব্যাপ্তি। সমস্ততা, সাম সাকল্য। সংঘীভূত সমস্ত পদার্থ। শিং— সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনা তদভাবাত্তদন্যে তু জ্ঞায়স্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া।

সমষ্টিলা } (সম্ একত্রে—স্থা থা
সমষ্ঠীল } +ইল—প্রং। নিপাত অথবা সম সঙ্গে—অস্থি হাড়— গ্রহণ করা+অ (ড)—ক) সং, স্ত্রীং, তৃ বিশেষ, যাহা জলাভূমিতে জন্মায়, পাড় দূর্ব্বা। কেহ বলেন, কাঁকুড়বিশেষ।

সমসন (সম্ একসঙ্গে—অস্ ক্ষেপণ ক +অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম সংক্ষেপকরণ।

সমসংস্থান (Equilibrium) উভয়দি ভাবের সমতাকরণ।

সমসুপ্তি (সম সকল—সুপ্তি নিদ্রা) স্ত্রীং, কল্পান্ত, মহাপ্রলয়।

সমস্ত (সম্ একসঙ্গে—অস্ ক্ষেপণ করা ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সমুদায়, সম্পূ সকল। একত্রীকৃত, সঞ্চিত, যুক্ত। সংক্ষি কৃতসমাস, যাহা সমাস করা হইয়াছে।

সমস্থলী (সম সমান—স্থল স্থান) সং, স্ত্রী গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ, দোয়াব।

সমস্বামিত্ব—তুল্যস্বত্ব, তুল্যাধিকার।

সমস্যা (সম্—অস [ক্ষেপণ করা] সংক্ষে করা+য—র্ম্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, শ্লো সম্পূরণার্থ প্রশ্ন, শ্লোকের পাদ পূরণ প্রশ্ন। (+য—ভাবে) সজ্ঘটন। মিশ্র

সমহ্বা ; সং, স্ত্রীং, কীর্ত্তি, যশঃ।

সমা (সম+অন্—ক, আপ্) সং, স্ত্র সংবৎসর।

সমাংশিক, সমাংশী, (সমাংশিন্, সমান—অংশ ভাগ+ইক, ইন্—অস্ত্যা বিং, ত্রিং, সমানভাগী, তুল্য অংশী।

সমাংসমীনা (সমা বৎসর+ঈন্ (নী

আপ্, দ্বিত্ব) সং, স্ত্রীং, প্রতিপ্রসবিনী, গবী।

সমাকর্ষী (সমাকর্ষিন্, সম্—আ কৃষ্ আকর্ষণ করা] গমন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, অতি দূরগামী গন্ধ, অতি নির্হারী গন্ধ। বিং, ত্রিং, আকর্ষণকারী।

সমাকুল (সম্ সম্যক্—আকুল) বিং, ত্রিং, ব্যাকুল, কাতর। সংশয়িত, সন্দিগ্ধ। হতবুদ্ধি।

সমাক্রান্ত (সম্—আক্রান্ত) বিং, ত্রিং, ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। আক্রান্ত। গৃহীত। অধিষ্ঠিত।

সমাখ্যা (সম্ সমূহ—আ—খ্যা বলা+অ—ভা) সং, স্ত্রীং, যশঃ, কীর্ত্তি। আখ্যা নাম। শিং—১ "সপিণ্ডীকরণসমাখ্যা সিদ্ধ্যর্থং সুতরাং তত্র তথাচরণং।"

সমাগত (সম্ একসঙ্গে—আগত) বিং, ত্রিং, মিলিত। উপস্থিত। সাক্ষাংকৃত। সাক্ষাৎ প্রাপ্ত।

সমাগতি—স্ত্রীং } (সম্ একসঙ্গে—আগতি,
সমাগম—পুং, } আগম=আগমন) সং, উপস্থিতি, আগমন। মিলন, সঙ্গম।

সমাঘাত (সম্ একসঙ্গে, সম্যক্—আঘাত প্রহরণ) সং, পুং, সংগ্রাম, যুদ্ধ। হত্যা, বধ। সম্যক্ আঘাত।

সমাচার (সম—আ—চর্ গমন করা+অ—প্রং, কিম্বা সম্—আচার আচরণ) সং, পুং, উত্তম আচরণ। শিং—১ "পুণ্য-শ্লোকানাং সমাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।" (দেশজ) সংবাদ, খবর।

সমাচ্ছন্ন (সম্—আচ্ছন্ন আচ্ছাদিত) বিং, ত্রিং, আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা।

সমাজ (সম্ তুল্য বা সহিত—অজ্ গমন করা+অ (ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, সমূহ, দল, গণ। সভা, পরিষদ্। বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান। (+ঘঞ—ভাবে) এক সঙ্গে গমন।

সমাজি—বি, ঘরামীর ফোড়্কাঠী।

সমাজ্ঞা (সম্ সমূহ—আ-জ্ঞা জানা+অ—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, খ্যাতি, যশঃ।

সমাদর (সম্ সম্যক্—আদর) সং, পুং, সম্যক্ আদর, সম্মান, সম্বর্দ্ধনা।

সমাদান (সম্ সহিত—আদান গ্রহণ) সং, ক্লীং, উপযুক্ত দানগ্রহণ। বৌদ্ধদিগের নিত্যকর্ম্ম।

সমাদৃত (সম্—আদৃত) বিং, ত্রিং, সম্মানিত, আদরপ্রাপ্ত। অত্যাদৃত।

সমাধা—স্ত্রীং, } (সম্—আ—ধা [ধারণ
সমাধান—ক্লীং } করা] নিষ্পন্ন করা ইত্যাদি+ভ, আপ্, অনট্—ভাবে) সং, সিদ্ধান্ত। বিরোধভঞ্জন। নিষ্পত্তি। নিয়ম। তপস্যা। অনুসন্ধান। সমর্থন। চিত্তের একাগ্রতা। ধ্যান। প্রতিকার।

সমাধি (পূর্ব্বে দেখ, ই—প্রং। যাহাতে মন সমাহিত করা যায়) সং, পুং, কারণ-সমূহ। নিয়ম। নিদ্রা। নিবেশ। ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলে। একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধ্যান, এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে "সমাধি" বলে। সমাধিতে "অহংজ্ঞান" লোপ হয়; কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত করে, যথা—"তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।" সাধারণতঃ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয়; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হইলেই সমাধি হয়; যথা—সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। নিস্তরঙ্গ পদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী। নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস-মুক্তো বা নিষ্পন্দোঽচললোচনঃ। শিবধাম্নি সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে।" আশ্রিত রক্ষণ-চিন্তা। যোগ, ধ্যান। আরোপ। প্রতিজ্ঞা, সম্মতি, চুক্তি। প্রতিশোধ। বিবাদভঞ্জন। ফলাভাব হওয়াতে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা। ভবিষ্য-

যুগের জৈনমুনিবিশেষ। ইন্দ্রিয়ের নিরোধন। অসাধ্য বিষয়ে অধ্যবসায়। মৌনীভাব। সমর্থন। কাব্যের গুণবিশেষ, যথায় দুই ঘটনা দৈবক্রমে এক সময়ে ঘটে, এবং এক ক্রিয়ার সহিত দুই কর্ত্তার অন্বয় হইয়া ঐ ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা—"উৎকণ্ঠিতা চ কুলটা অগামাস্তঞ্চ ভানুমান্" অর্থাৎ এক কালেই সূর্য্য অস্ত গেল এবং কুলটা কামিনী উৎকণ্ঠিতা হইয়া গেল। সাবধান। শিং—১ "নিত্যং শুদ্ধং যুক্তিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং। তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্মা অহমস্মি পরং পদং। অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে।"

সমাধিক্ষেত্র, সমাধিস্থান, (Burial Ground) যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করে, গোরস্থান।

সমাধিস্তম্ভ; ভূগর্ভনিহিত শবোপরি নির্ম্মিত স্তম্ভ।

সমাধিস্থ (সমাধি—স্থা থাকা+অ(ড)—ক) বিং, ত্রিং, সমাধিযুক্ত। শিং—১ "মনঃসংকল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থানচিন্তয়ন্। যস্ত ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ।"

সমাধ্মাত (সম্ সম্যক—আ—ধ্মা শব্দ করা, অগ্নিসংযোগ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ শব্দিত। গর্ব্বিত, সমুদ্দীপিত। উৎসাহিত।

সমান (স সমান—মান পরিমাণ, ৬ষ্ঠী—হিং। অথবা সম্—আ—নী লওয়া+অ—(ড)—ক) বিং, ত্রিং, তুল্য, সদৃশ। অভিন্ন, একরূপ। (সম্—অন্ বাঁচা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, শরীরান্তর্গত নাভিস্থিত বায়ুবিশেষ। একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ।

সমানকালীন (contemporary) বিং, ত্রিং, তুল্যকালোৎপত্তিক।

সমানয়ন (সম্—আ—নী [লওয়া] আনয়ন করা ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আনয়ন। সঙ্গতি, মিলন।

সমানবল (Equal Force) "কোন জড়বিন্দুর উপর বিপরীত দিক হইতে বল প্রযুক্ত হইলে যদি ঐ বিন্দুটী কোন দিকে না যাইয়া স্থির হইয়া থাকে তাহা হইলে দুইটি বলকে সমান বল কহে।

সমানাধিকরণ; সং, ক্লীং, জাতীয় সাধারণ গুণ। একধর্ম্ম যাহাতে সমান জাতীয় কোন পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না।

সমানীত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আনীত। সঙ্গত, মিলিত।

সমানুপাত (proportion) দুই অথবা বহুসংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব সম্বন্ধ।

সমানোদক (সমান—উদক জল। তর্পণ সমান অর্থাৎ এক উদক ইহার, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি যাহাদের তর্পণ করিতে হয়।

সমানোদর্য্য—পুং } (সমান—উদর+
সমানোদর্য্যা—স্ত্রীং } য(ষ্যৎ)—জননাং
সং, সহোদর, সহোদরা।

সমান্তরশ্রেঢ়ী (Arithmetical progression) যে সকল রাশি স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু অথবা সমান পরিমাণে লঘু।

সমান্তরাল (Parallel) যে দুই সরলরে উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর সংস্পর্শ করে না।

সমাপ (সম সমান—অপ্ জল+ষ্ণ। যেখা জলযোগ হয়) সং, পুং, দেবযজনস্থান।

সমাপক (সম্ একসঙ্গে—আপ্-ণিচ্—আ পাওয়া+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সমা কারক, সমাপনকারী।

সমাপন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ভা) ক্লীং, সমাপ্তি, সম্পূরণ, শেষ। পরিচ্ছেদ বধ। সমাধান। লাভ।

সমাপত্তি (সম্—আ+পদ্ [গমনকর দুঃখিত হওয়া ইত্যাদি+তি(ক্তি)—ভা) স্ত্রীং, যদৃচ্ছা সঙ্গতি, সমকালে উপস্থি মিলন। পরস্পর আপত্তি।

সমাপন্ন (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং,

সমাপ্ত। সাধিত, নির্ব্বাহিত। হত। আপদ্‌-গ্রস্ত। (+ক্ত—র্ম্ম) প্রাপ্ত, লব্ধ।

সমাপিকা; সং, স্ত্রীং, বাক্যসমাপক ক্রিয়া।

সমাপিত (সমাপক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্পাদিত। নিষ্পন্ন। সম্পূর্ণ, যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট নাই, সমাপ্তিপ্রাপিত, শেষিত। মারিত।

সমাপ্ত (সম্—আপ্ত) বিং, ত্রিং, সম্পূর্ণ। সম্প্রাপ্ত।

সমাপ্তি (সমাপক দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সমাপন, শেষ। বিরোধভঞ্জন। প্রাপ্তি।

সমাম্নায় (সম্—আ—ম্না অনুশীলন করা। +অ, য—প্রং] সং, পুং, শাস্ত্র।

সমাম্নায়িক (সমাম্নায়+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, শাস্ত্রে পঠিত। শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

সমায়াত (সম্—আ—যা গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সমাগত। উপস্থিত।

সমাযোগ (সম্—আ—যুজ যোগ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সংযোগ। সমূহ। প্রয়োজন। পরিচ্ছেদ।

সমারাধন (সম্—আরাধন সেবা) সং, ক্লীং, আরাধনা, সেবা।

সমারোহ (সম্—আ—রুহ্ [উৎপন্ন হওয়া] উন্নত হওয়া+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, অত্যুন্নতি, আড়ম্বর, জাঁকজমক। আরোহণ। সম্মত হওয়া।

সমালব্ধ (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লেপিত। রঞ্জিত। হত। মেলিত।

সমালম্বী (—ম্বিন্) সং, পুং, ভূতৃণ।

সমালম্ভ—পুং, **সমালম্ভন**—ক্লীং, **সমালভন**—ক্লীং } সম্—আ—লন্ভ্ [শব্দ করা] বধকরা + অ (ঘঞ্) অন (অনট্)—ভা) সং, কুঙ্কুমাদি বিলেপন। মারণ, বধ।

সমালী (স সহিত—মালা) সং, স্ত্রীং, পুষ্পাকর, ফুলের তেড়া।

সমাবর্জ্জিত (সম্—আবর্জ্জিত) বিং, ত্রিং, বক্রপতিত, বক্রভাবে নোওয়ান।

সমাবর্ত্তন (সম্—আ—বৃৎ [বেদাধ্যয়ন হইতে] নিবৃত্ত হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ব্রহ্মচর্য্যের পর: গৃহধর্ম্মে প্রবেশ। প্রত্যাগমন।

সমাবিদ্ধ (সম্—আ—ব্যধ্ [বিদ্ধকরা] সংযোজন করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সংঘট্টিত, সংযোজিত।

সমাবিষ্ট (সম্—আ—বিশ্ প্রবেশ করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অভিনিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত, মনোযোগী। প্রবিষ্ট।

সমাবৃত (সম্—আ—বৃ আবরণ করা+ত (ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আবৃত, বেষ্টিত।

সমাবৃত্ত (সমাবর্ত্তন দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট। শিং—২ "অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্" প্রত্যাগত।

সমাবেশ (সমাবিষ্ট দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রবেশ। সংস্থিতি। একত্র অবস্থান। মনোযোগ। (+বিশ্-ণি=বেশি প্রবেশ করান+) একত্রস্থাপন।

সমাবেশিত (সমাবেশ—ইত—সংজ্ঞার্থে, অথবা সম্—আ—বিশ্-ণি=বেশি+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রবেশিত। স্থাপিত। সহাবস্থিত, একত্র অবস্থিত। অভিনিবেশিত।

সমাশ্রয় (সম্ সম্যক্—আশ্রয়) সং, পুং, আশ্রয়, অবলম্বন। রক্ষা।

সমাশ্রিত (সম্ সম্যক্—আশ্রিত) বিং, ত্রিং, আশ্রিত। রক্ষিত।

সমাস (স সহিত—মাস, ১মা—হিং) সং, পুং, সংবৎসর।

সমাস (সম্—অস্ [ক্ষেপণ করা] সংক্ষেপ করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সংক্ষেপ। সংগ্রহ। সমর্থন। সমাহার, মিলন। দ্বি বা বহু পদের একপদীকরণ, সমাস ছয় প্রকার—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব। শিং—১ "সমসনং পদয়োঃ পদানাম্বা একপদীকরণং সমাসঃ।"

সমাসক্ত (সম্—আসক্ত) বিং, ত্রিং, সংলগ্ন। যুক্ত। অভিনিবিষ্ট। অত্যাসক্ত। লব্ধ। বশীকৃত।

সমাসঙ্গ (সম্—আ সর্ব্বদা+সন্জ্ আলিঙ্গন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, সংযোগ। অত্যাসক্তি। অন্তর্নিবেশন।

সমাসন্ন (সম্ আ—সদ্+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী। (+ক্ত—র্ম্ম) প্রাপ্ত।

সমাসাদিত (সম্—আ+সদ্ ণিচ্=সাদি [গমন করান] পাওয়া+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্ত, লব্ধ। সমানীত। আহৃত। উদ্ধৃত। আক্রান্ত।

সমাসাদ্য (সম্—আ—সদ্ [গমন করা] পাওয়া+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্য, লভ্য।

সমাসার্থ (সমাস সঙ্ক্ষেপ—অর্থ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সমস্যা।

সমাসীন (সম্—আস্ উপবেশন করা+আন(শান)—অ) বিং, ত্রিং, উপবিষ্ট, আসীন।

সমাসোক্তি (সমাস—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ; সমান কার্য্য সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা যে স্থলে প্রকৃত বিষয়ে অন্যের ব্যবহার সমারোপ হয়।

সমাহত (সম্—আ—হন [বধ করা]আঘাত করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আহত, তাড়িত।

সমাহার (সম্=আ—হৃ [হরণ করা] মিলন করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, মিলন। সংগ্রহ। সঙ্ক্ষেপ। সমূহ। দ্বিগু ও দ্বন্দ্বসমাসবিশেষ।

সমাহিত (সমাধা দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অঙ্গীকৃত। অভ্রান্তচিত্ত। সমাধিনিষ্ঠ। অবহিত, একাগ্রচিত্ত। নিষ্পাদিত। মীমাংসিত। স্থাপিত। সঞ্চিত। সমাধিক্ষেত্রে নিহিত। বিশোধিত। অবিচলিত, দৃঢ়।

সমাহৃত (সমাহার দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রাপ্ত। সংগৃহীত, একত্রীকৃত। সংমিলিত। সঙ্ক্ষিপ্ত। আয়োজিত, আনীত।

সমাহৃতি (সম্—আ—হৃ [হরণ করা] সঙ্ক্ষেপে প্রতিপন্ন করা+তি(ক্তি—ভা) সং, স্ত্রীং, সংগ্রহ। সঙ্ক্ষেপ। আয়োজন, আহরণ।

সমাহ্বয় (সম্—আ—হ্বে আহ্বান করা +অ(অল্—ভাবে) সং, পুং, প্রাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদি দ্বারা যুদ্ধ করান। শিং—১ "প্রাণিভিঃ ক্রিয়মাণস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।" দূত। যুদ্ধে আহ্বান। যুদ্ধ। (+অল্—ণ) নাম।

সমিক (সম+ইক—প্রং) সং, ক্লীং, অস্ত্রবিশেষ, বড়শা, খোঁচ।

সমিৎ (সম্ সহিত—ই গমন করা+ক্বিপ্—ধি, ৎ—আগম) সং, স্ত্রীং, যুদ্ধ।

সমিত (Equal) তুল্যতা বোধক চিহ্ন,"=" এই চিহ্ন।

সমিতা (পশ্চাৎ দেখ, ত(ক্ত)—প্রং) সং, স্ত্রীং, গোধূমচূর্ণ, ময়দা। শিং—১ "গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ। প্রোক্ষিপ্তাঃ সা বিনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতা': স্মৃতাঃ।"

সমিতি (সম্ সহিত—ই গমন করা+তি (ক্তি,—ধি) সং, স্ত্রীং, যুদ্ধ। সভা সঙ্গ।

সমিথ (সম্ একসঙ্গে—ইন্ গমন করা+থ—প্রং) সং, পুং, অগ্নি। যুদ্ধ। আহুতি

সমিদ্ধ (সম্—ইন্ধ্ দীপ্তি পাওয়া+ত(ক্ত —ক) বিং, ত্রিং, প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত দীপিত, উত্তেজিত।

সমিধ্ (সম্—ইন্ধ্ দীপ্তি পাওয়া+ক্বিপ —ণ) সং, স্ত্রীং, অগ্নি জ্বালনার্থ তৃণাদি হোমাদি জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি।

সমিধ (সম্—ইন্ধ্—দীপ্তি পাওয়া+অ (ক —র্ম্ম সং, পুং, অগ্নি। (+ক—র্ম্ম) যা কাষ্ঠ।

সমিন্ধন (সম্—ইন্ধ্ দীপ্তি পাওয়া+অ

(অনট্)—ণ) সং, ক্লীং, অগ্নিজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি। (+অনট্—ভাবে) উদ্দীপন।

সমীক (সম্ বিহ্বল হওয়া+ঈকন্—ক) সং, ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ।

সমীকরণ (Equation, সম—করণ, মধ্যে ঈ (চ্বি)—আগম) সং, ক্লীং, গণিতে—অজ্ঞাত সংখ্যাজ্ঞানার্থ প্রক্রিয়াবিশেষ; কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ নির্ণয়করণ একজাতীয় করণ। তুল্যকরণ। সদৃশীকরণ, অনুরূপ করা।

সমীক্ষ, সমীক্ষ্য (সম্—ঈক্ষ্ দেখা+অ (অল্)—ণ, ঘ্যণ) সং, ক্লীং, সাঙ্খ্যদর্শন। ক্ষা—স্ত্রীং, প্রকৃতি। বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। বুদ্ধি। বেদাঙ্গ-গ্রন্থবিশেষ। মীমাংসা দর্শন। (+অল্—ভাবে) দৃষ্টি, দর্শন। যত্ন। অন্বেষণ। বিবেচনা। সম্যক্-জ্ঞান।

সমীক্ষণ (সম্ সম্যক্—ঈক্ষ্ দেখা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অন্বেষণ, অনুসন্ধান। আলোচনা। উত্তমরূপে দর্শন।

সমীক্ষিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আলোচিত। অন্বেষিত। উত্তমরূপে দৃষ্ট।

সমীক্ষ্যকারী (সমীক্ষ্যকারিন্, সমীক্ষ্য [সম্ ঈক্ষ্ দর্শনকরা+য (যপ—প্রং]—কারী [কৃ করা+ইন্ (ণিন্)—ক্ষ] যে করে) বিং, ত্রিং, যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে।

সমীক্ষ্যবাদী (সমীক্ষ্যবাদিন্, সমীক্ষ্য—বাদিন্ যে বলে) বিং, ত্রিং, যে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া বাক্য বলে।

সমীচ (সম্—ই গমন করা+চ—প্রং, [=ী]) সং, পুং, সমুদ্র। চী—স্ত্রীং, মৃগী। বন্দনা, স্তুতি।

সমীচীন (সম্যচ্ সত্য ইত্যাদি+ঈন্ (খীন্)—প্রং) বিং, ত্রিং, সত্য, যথার্থ। উপযুক্ত। উত্তম। সং, ক্লীং, সত্য।

সমীদ, সং, পুং, গোধূমচূর্ণ, ময়দা।

সমীন (সমা বৎসর+ঈন্ (খীন্)—প্রং) বিং, ত্রিং, বাৎসরিক, বৎসর সম্বন্ধীয়।

সমীনিকা (সমীন (বৎসর+কণ্—প্রং) সং স্ত্রীং, সমাংসমীনা, প্রতিবর্ষ প্রসবিনী গাভী।

সমীপ (সম্ সঙ্গত—অপ্ জল, ৭মী—হিং, অ—প্রং, অ স্থানে ঈ) বিং, ত্রিং, অন্তিক, নিকট, সন্নিহিত।

সমীয় (সম্+ঈয় (ঘীয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, সমসম্বন্ধী। তুল্যকারণক।

সমীর } (সম্—সকল [স্থানে] ঈর্
সমীরণ } গমন করা+অ (অন্), অন—ক) সং, পুং, বায়ু। শমীবৃক্ষ। (+অল্—ভাবে) প্রেরণ।

সমীরিত (সম্—ঈর্ প্রেরণ করা+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রেরিত। উচ্চারিত। শিং—"চতুর্মুখসমীরিতা।" (কুমার) ক্লীং, প্রেরণ।

সমীহা (সম্—ঈহ্ চেষ্টা করা+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, উদ্‌যোগ, চেষ্টা। ইচ্ছা। সন্ধান।

সমীহিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত) র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ চেষ্টিত। অভীষ্ট। সং, ক্লীং, চেষ্টা। ইচ্ছা।

সমুখ (স সহিত—মুখ ব্যাপার, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, বক্তা। যাহার মুখ আছে।

সমুচিত (সম্ সম্যক্—উচিত) বিং, ত্রিং, উপযুক্ত, যোগ্য। সমঞ্জস।

সমুচ্চয় (সম্—উৎ—চি একত্র করা+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, সমাহার, মিলন। সমূহ, রাশি। অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়; যথা—এবং, আরো, চ, অপিচ, তথা ইত্যাদি। অর্থালঙ্কারবিশেষ।

সমুচ্চিত (সম্—উৎ—চি সংগ্রহ করা, ইত্যাদি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রাশীকৃত। সংগৃহীত। সমুচ্চয়যুক্ত।

সমুচ্চর } (সম্ সম্যক্—উৎ—চর্ [গমন
সমুচ্চার } করা] শব্দ করা, ত্যাগ করা

+অ (অল্), অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, সম্যক্ উচ্চারণ। পরিত্যাগ। (+অন্, ঘঞ্-ক) বিং, ত্রিং, সঞ্চরণশীল।

সমুচ্চরৎ (সম্—উদ্—চর্ গমন করা+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, উৎপতনশীল। উচ্চারক।

সমুচ্ছলিত (সম্ সম্যক্—উৎ ঊর্দ্ধ—শল্ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, ছয়লাপ।

সমুচ্ছেদ (সম্—উৎ—ছিদ্ ছেদন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ধ্বংস, বিনাশ। উন্মূলন।

সমুচ্ছ্রয় } **সমুচ্ছ্রায়** } (সম্—উৎ উপরি—শ্রি সেবা করা+অল্, ঘঞ্—ভাবে) সং, পুং, উচ্চতা, উৎসেধ। অভ্যুন্নতি, বৃদ্ধি। বিরোধ।

সমুচ্ছ্রিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, উচ্চ, উন্নত। বর্দ্ধিত।

সমুচ্ছ্বসিত (সম্—উৎ উপরি—শ্বস্ নিশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করা+ত (ক্ত)—ভা) বিং, ত্রিং, পুনরুজ্জীবিত। উচ্ছ্বাসযুক্ত।

সমুচ্ছ্বাস (পূর্ব্বে দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, নিশ্বাসপ্রশ্বাস। স্ফীতি। স্ফূর্ত্তি।

সমুজ্ঝিত (সম্ সম্যক্—উজ্ঝিত ত্যক্ত) বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত।

সমুৎকীর্ণ (সম্—উৎ—কৄ [বিক্ষেপ করা] বিদারণ করা ইত্যাদি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ক্ষোদিত। বিদ্ধ। বিদীর্ণ, ভগ্ন। শিং—১ "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

সমুৎক্রম (সম্—উৎ ঊর্দ্ধ—ক্রম গমন) সং, পুং, উচ্চলন, ঊর্দ্ধগমন।

সমুৎক্রোশ (সম্ সম্যক্—উৎ—ক্রুশ্ রোদন করা, চীৎকার করা+অ (অল্)—ক) সং, পুং, কুররপক্ষী। (+অল্—ভা) উচ্চশব্দ।

সমুত্থ, সমুত্থিত (সম্ সম্যক্—উৎ উপর—স্থা থাকা+অ (ড), ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন, জাত। উদিত, উত্থিত উঠা।

সমুত্থান (সম্—উৎ উপর—স্থা থাকা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, উত্থান, উঠা উদয়। উৎপত্তি। উত্তোলন, যথা—"ইন্দ্রধ্বজসমুত্থানং।" কার্য্যারম্ভ। উদ্যোগ রোগনির্ণয়। রোগশান্তি, রোগমুক্তি।

সমুৎপত্তি (সম্—উৎ উপরি—পদ্ গম করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, উৎপত্তি

সমুৎপন্ন (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—ক। ত—ন্ন) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন, জাত। উদ্গত ঘটিত, প্রবৃত্ত।

সমুৎপাট—পুং } **সমুৎপাটন**—ক্লীং } (সম্—উৎ উর্দ্ধ—পাটি গমনকরান+অ (ঘঞ্), অন (অনট্)—ভা) সং উন্মূলন।

সমুৎপাটিত (সমুৎপাট দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উন্মূলিত।

সমুৎপিঞ্জ (সম্—উৎ—পিন্জ্ বধ করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, অতিশ ব্যাকুল, অত্যন্ত কাতর। সং, পুং, আকু সৈন্য, যে সকল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলি য়াছে।

সমুৎসাদিত (সম্ সম্যক্—উৎ—সাদি [গমন করান] বিনাশ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিনাশিত, উন্মূলিত।

সমুৎসুক (সম্ সম্যক্—উৎসুক উৎকণ্ঠি বিং, ত্রিং, উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত। ইষ্টলাভে জন্য আগ্রহযুক্ত, ঔৎসুক্যশীল।

সমুৎসৃষ্ট (সম্ সম্যক্—উৎ—সৃজ্ ত্যা করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্য ত্যক্ত।

সমুৎসেধ (সম্ সম্যক্প্রকারে—উৎ—সিধ্+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, উচ্চত উচ্ছ্রায়।

সমুদ্ভূত (সম্—উদ্ভূত) বিং, ত্রি সমুৎপন্ন।

সমুদক্ত (সম্ সহিত—উৎ উপরি—অন

গমন করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উদ্ধৃত, কূপাদি হইতে উত্তোলিত)

সমুদয় (সম্—উৎ—ই গমন করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, সমগ্র, সকল, সমূহ। উত্থান, উদয়, উন্নতি। সংগ্রাম। যুদ্ধ। দিবস। ক্লীং, লগ্ন। জ্যোতিষে—ষণ্নাড়ীচক্রান্তর্গত চতুর্থ নাড়ী।

সমুদাগম (সম্ সম্যক্—উৎ—আগম জ্ঞান) সং, পুং, সম্যক্‌জ্ঞান।

সমুদাচার (সম্ সহিত—উৎ—আচার আচরণ) সং, পুং, শিষ্টাচার, সম্যক্ আচার, আশয়, অভিপ্রায়।

সমুদায় (সমুদয় দেখ, অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সমগ্র, সকল। যুদ্ধ। উদয়, উন্নতি। পশ্চাৎ ভাগে স্থিত সৈন্য।

সমুদিত (সম্—উদিত [উদ্—ই গমনকরা +ত(ক্ত)—ক] উঠা) বিং, ত্রিং, উত্থিত। উন্নত। উৎপন্ন, জাত। (সম্—বদ্ বলা +ক্ত—র্ম্ম) সম্যক্ কথিত।

সমুদীরণ (সম্—উৎ—ঈর্ গমন করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সম্যক্ কথন।

সমুদীরিত (সমুদীরণ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ কথিত, উচ্চারিত। (+ক্ত ভা) সং, ক্লীং, উদীরণ।

সমুদ্গ, সমুদ্গক (সম্—উৎ—গম্ গমন করা+অ(ড)—ক, ২য় পক্ষে কণ্—যোগ) সং, পুং, সম্পুটক, কৌটা, খুঙি, ঠোঙ্গা প্রভৃতি। [উদিত। উৎপন্ন।

সমুদ্গত (সম্—উদ্গত উদিত) বিং, ত্রিং,

সমুদ্গম (সম্—উৎ উপরি—গম্ গমন করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, উদয়। উৎপত্তি। ত্রিং, উচ্চৈর্গীত।

সমুদ্গীত (সম্—উদ্ উচ্চ—গীত) বিং,

সমুদ্গীর্ণ (সম—উদ্গীর্ণ বমিত) বিং, ত্রিং, উদ্গীর্ণ, বমিত। উচ্চারিত, কথিত। উত্তোলিত।

সমুদ্দিষ্ট (সম্ সম্যক্—উৎ—দিশ্ [দান করা, বলা] লক্ষ্য করা ইত্যাদি+ত(ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্যক্ উদ্দিষ্ট।

সমুদ্ধত (সম্—উদ্ধত ধৃষ্ট) বিং, ত্রিং, অবিনীত। অশিষ্ট। গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত। উদ্গত। উত্থাপিত। (+ক্ত—র্ম্ম) উৎক্ষিপ্ত।

সমুদ্ধরণ—ক্লীং } (সম্—উৎ—ধৃ ধারণ
সমুদ্ধার—পুং } করা—হৃ হরণ করা+ অন অনট্), অ(ঘঞ্)—ভা) সং, উদ্ধার, মোচন। বমন। উন্মূলন। উত্তোলন।

সমুদ্ধৃত (সম্—উৎ—ধৃ, হৃ+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মোচিত, উদ্ধার করা। উদ্ধৃত। উত্তোলিত। বান্ত। উন্মূলিত। অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত। অংশ করিয়া গৃহীত, অংশীকৃত। গৃহীত, অধিকৃত।

সমুদ্ধর্ত্তা (সমুদ্ধর্তৃ, সম্—উদ্—হৃ লওয়া +তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, উদ্ধারকর্ত্তা। উন্মূলয়িতা। ঋণশোধনকর্ত্তা।

সমুদ্ভব (সম্—উৎ—ভূ হওয়া+অ(অল্) —ভাবে) সং, পুং, উৎপত্তি, জন্ম। (+ অল্—ণ) কারণ। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, জাত, উদ্ভূত।

সমুদ্ভাবিত (সম্—উদ্ভাসিত দীপ্ত) বিং, ত্রিং, প্রদীপ্ত। শোভিত। উজ্জ্বলীকৃত।

সমুদ্ভূত (সম্—উদ্ভূত) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন।

সমুদ্যত (সম্ সম্যক্—উদ্যত উদ্যুক্ত) বিং, ত্রিং, সম্যক্ উদ্যত, সম্যক্ উদ্যুক্ত।

সমুদ্যম (সম্ সম্যক্—উদ্যম উদ্যোগ) সং, পুং, সম্যক্ উদ্যম। চেষ্টা। আরম্ভ।

সমুদ্র (সম্ সম্যক্—উন্দ্ ক্লিন্ন হওয়া+ র—অপা, চন্দ্রোদয় হেতু জলরাশি ক্লিন্ন হয় ইহাতে। "অপাং চৈব সমুন্নেন স সমুদ্র ইতি স্মৃতঃ।" ইতি বায়ুপুরাণং। কিংবা স সহিত—মুদ্রা মর্য্যাদা, ১মা —হিং। কিংবা সম্ সম্যক্—উৎ উদ্গত—র::অগ্নি, ৭মী—হিং। কিংবা স সহিত—মুদ্র [মুদ্ হর্ষ—রা দান করা+অ(ড)—ক] রত্নাদি, ১মা—হিং অথবা সম্—উৎ—রা দান করা+অ

(ড)—ক) সং, পুং, অম্বুধি, জলরাশি, সাগর। (সহ—মুদ্রা) বিং, ত্রিং, মুদ্রিত, ছাপা। মুদ্রাযুক্ত।

সমুদ্রকফ (সমুদ্র সাগর—কফ শ্লেষ্মা) সং,পুং, সমুদ্রের ফেনা। [সং, স্ত্রীং, নদী, সরিৎ।

সমুদ্রকান্তা (সমুদ্র—কান্ত স্বামী,৬ষ্ঠী—হিং)

সমুদ্রগ (সমুদ্র—গ [গম্ গমন করা+অ (ড)—ক] যে গমন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পোতবণিক্। গা—স্ত্রীং, নদী। বিং, ত্রিং, সমুদ্রস্থিত। সমুদ্রগামী।

সমুদ্রগৃহ (সমুদ্র—গৃহ ঘর) সং, ক্লীং, জলযন্ত্র গৃহ। গ্রীষ্মকালে তাপ নিবারণ জন্য রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা এই গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন, ইহার উপরে জল থাকিত এবং ছাদের ছিদ্র দিয়া বর্ষণের ন্যায় জলবিন্দু গাত্রে পতিত হইত।

সমুদ্রচুলুক (সমুদ্র—চুলুক গণ্ডূষ। যিনি গণ্ডূষ দ্বারা সমুদ্র পান করিয়াছিলেন) সং, পুং, অগস্ত্য মুনি।

সমুদ্রচৌর্য্য—বম্বেটিয়াগিরি।

সমুদ্রদয়িতা (সমুদ্র—দয়িতা প্রণয়িনী) সং, স্ত্রীং, নদী, তরঙ্গিণী।

সমুদ্রনবনীত (সমুদ্র—নবনীত। সমুদ্রমন্থন দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে) সং, ক্লীং, সুধা, অমৃত। চন্দ্র, সুধাকর।

সমুদ্রমেখলা }
সমুদ্ররসনা }
সমুদ্রাম্বরা } (সমুদ্র—মেখলা, রসনা=কটিভূষণ, যে কটিবন্ধনের ন্যায় সমুদ্র কর্ত্তৃক বেষ্টিত। সমুদ্র—অম্বর পরিচ্ছদ, যে সমুদ্র কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত বা ভূষিত) সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

সমুদ্রযান (সমুদ্র—যান গমন) সং, ক্লীং, অর্ণবপোত, জাহাজ। সমুদ্রযাত্রা।

সমুদ্রারু (সমুদ্র—ঋ গমন করা+উ—প্রং) সং, পুং, কুম্ভীর। তিমিঙ্গিল মৎস্য। সেতুবন্ধ। রামের সেতু।

সমুদ্রীয় (সমুদ্র+ঈয়(ণীয়)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, সমুদ্রসম্বন্ধীয়।

সমুদ্বহ (সম্—উদ্—বহ্ বহন করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, জ্যেষ্ঠ। বহনকারী যে বা যাহা উপরে এবং নীচে প্রচালি হইয়াছে। উদ্বহনকর্ত্তা।

সমুন্দন (সম্—উন্দ্ আর্দ্র হওয়া+অ (অনট্) ভা) সং, ক্লীং, আর্দ্রতা, ভিজা।

সমুন্ন (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রি ক্লিন্ন, আর্দ্র, সিক্ত।

সমুন্নত (সম্—উন্নত) বিং, ত্রিং, সম্য উন্নত। উন্নতিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিযুক্ত। উচ্চ মহৎ।

সমুন্নতি (সম্—উন্নতি) সং, স্ত্রীং, সম্য উন্নতি, বৃদ্ধি। মহত্ত্ব। উচ্চতা। উচ্চপদ।

সমুন্নদ্ধ (সম্—উদ্—নহ্ [বন্ধন করা] গর্ব করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রি পণ্ডিতম্মন্য। গর্ব্বিত। উৎপন্ন। বদ্ধ উদ্‌বদ্ধ। অধ্যক্ষ, প্রধান। শ্রেষ্ঠ।

সমুন্নয়—পুং }
সমুন্নয়ন—ক্লীং } (সম্—উৎ ঊর্দ্ধে-নী লওয়া+অ(অল্) অন(অনট্)—ভা) সং। উৎক্ষেপণ। উ নয়ন। উদ্ভাবন। লাভ, প্রাপ্তি।

সমুপচিত (সম্—উপ—চি একত্র করা-ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বহুলীকৃত। বর্দ্ধিত। সং, গৃহীত। বৃ প্রাপ্ত।

সমুপজোষম্ (সম্—উপ—জুষ্ সে করা+অম্—প্রং) অং, আনন্দ, হ ভাগ্যবশতঃ, সৌভাগ্যক্রমে।

সমুপধান (সম্—উপ—ধা [ধারণ করা স্থাপন করা ইত্যাদি+অন(অনট্)—ভ সং, ক্লীং, উৎপাদন, জনন। স্থাপন রক্ষাকরণ।

সমুপবেশ (সম্—উপ—বিশ্ প্রবে করা+অ(অল্)—ধি) সং, পুং, অভ্যর্থন বসান।

সমুপস্থা (সম্—উপ সমীপে—স্থা থা +অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, নৈকট্য, সামীপ [গম ঘটনা।

সমুপেত (সম্—উপেত) বিং, ত্রিং, সম

সমুপেয়িবান্ (সমুপেয়িবস্, সম্—উপ সমীপ—ই. গমন করা+বস্—ক, দ্বিত্ব) বিং, ত্রিং, উপস্থিত। প্রাপ্ত।

সমুপোঢ় (সম—উপ—বহ্ বহা+ত(ক্ত) —র্ম) বিং, ত্রিং, সমাসন্ন। সঙ্গত। সঞ্জাত। সমুদিত। দান্ত, দমিত, চাপিয়া রাখা।

সমুল্লসন্ (সমুল্লসৎ, সম্—উদ্—লস্ [ক্রীড়াকরা] দীপ্তি পাওয়া+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, উল্লাসযুক্ত, দীপ্তিমান্।

সমুল্লসিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত। শোভিত। ক্রীড়াশীল।

সমুল্লেখ—পুং } (সম্—উৎ—লিখ্
সমুল্লেখন—ক্লীং } [লেখা] আঁচড়ন ইত্যাদি+অ (অল্), অন (অনট্)। ভা) সং, খনন। আঁচড়ান। কুন্দন। কথন। চাঁচা।

সমূঢ় (সম্—বহ্ বহন করা+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, রাশীকৃত, পুঞ্জীকৃত। পুঞ্জিত। ধৃত। সঞ্চিত। ভুগ্ন। বিবাহিত। পরিস্কৃত। শোধিত। সদ্যোজাত। দমিত। অনুপদ্রুত। সঙ্গত। [পুং, মৃগবিশেষ।

সমূরু (সম্ বিহ্বল হওয়া+ঊরু—প্রং) সং,

সমূল, সমূলক, (স সহিত—মূল। কণ্ যোগে সমূলক) বিং, ত্রিং, মূলসহিত। সহেতুক। কারণসহিত। সত্য।

সমূহ (সম্—বহ্ বহনকরা—উহ্ তর্ককরা +অ (ঘঞ্)—র্ম) সং, পুং, সমুদায়। রাশি। (+ঘঞ্—ভাবে) সম্যকৃতর্ক।

সমূহনী (সমূহ [ময়লার] রাশি—নী লওয়া+অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সম্মার্জ্জনী, খেঙরা।

সমূহ্য (সম্ সম্যক্ প্রকারে—বহ্ বহন করা বা উহ্ তর্ক করা+য (ঘ্যণ্)—র্ম, নিপাতন) সং, পুং, যজ্ঞাগ্নি। যজ্ঞাগ্নি সংস্কারবিশেষ। বিং, ত্রিং, তর্কণীয়, তর্ক করিবার যোগ্য।

সমৃদ্ধ (সম্—ঋধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, সমৃদ্ধিযুক্ত। বৃদ্ধিযুক্ত। সম্পন্ন, সম্পত্তিশালী। উৎপন্ন, জাত।

সমৃদ্ধি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। উন্নতি, বৃদ্ধি। শ্রেয়ঃ, মঙ্গল। কৃতকার্য্যতা। অভাব, আধিপত্য। ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টতা।

সমৃদ্ধিমত্তা; সং, স্ত্রীং, সম্পত্তিশালিতা, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টতা।

সমেত (সম্ সঙ্গে—এত [আ—ই গমন করা+ক্ত—ক] আগত) বিং, ত্রিং, সহিত। সংযুক্ত, মিলিত। সঙ্গত। প্রাপ্ত। উপস্থিত।

সমেধিত (সম্—এধিত [এধ্ ক্রি=এধি বৃদ্ধি পাওয়ান+ক্ত—র্ম] বৃদ্ধিযুক্ত) বিং, ত্রিং, সংবর্দ্ধিত, উন্নত। উন্নমিত।

সমোদক (সম তুল্য—উদক জল) সং, ক্লীং, অর্দ্ধ জলযুক্ত ঘোল।

সমুজা, (পার্সী) বি, বুঝা। চিন্তা করা।

সমুজান, (পার্সী) বি, বুঝন, ভাল করিয়া চিন্তাকরণ।

সম্প (সম্—পৎ পতিত হওয়া+অ(ড)—ক, ৎ—লোপ) সং, পুং, পতন।

সম্পত্তি, সম্পদ্, (সম্—পদ্ [গমন করা] সমৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি+তি (ক্তি), —(ক্বিপ্) —র্ম) সং, স্ত্রীং, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য। ধন। লক্ষ্মী। শোভা। গুণোৎকর্ষ। উৎকর্ষ। গৌরব। [পদে দাঁড়ান।

সম্পাদ্ (সম্ একত্রে—পদ) সং, ক্লীং, যুক্ত-

সম্পদ্বর (সম্—পদ্ গমন করা+বর—সংজ্ঞার্থে) সং, পুং, রাজা, নরপতি।

সম্পন্ন (সম্পত্তি দেখ, ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, সমগ্র, সম্পূর্ণ। নিষ্পন্ন, সম্পাদিত। সহিত। যুক্ত, বিশিষ্ট। (+ক্ত—ক) সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

সম্পরায় (সম্—পরা—ই গমন করা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, আপদ্। যুদ্ধ। আয়তি, উত্তরকাল। সন্তান।

সম্পরায়ক—য়িক (সম্পরায় যুদ্ধ+কণ্—স্বার্থে, ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, ক্লীং, সংগ্রাম, যুদ্ধ।

সম্পরিগ্রহ (সম্—পরিগ্রহ গ্রহণ) সং, পুং, স্বীকার, গ্রহণ।

সম্পর্ক (সম্ সহিত—পৃচ্ যুক্ত হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সংসর্গ। সম্বন্ধ। সংযোগ, মিলন। মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ।

সম্পর্কী (সম্পর্কিন্, সম্পর্ক+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্বদ্ধ।

সম্পর্কীয় (সম্পর্ক+ঈয় (ণীয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়। সংক্রান্ত।

সম্পা (সম্—পৎ পড়া+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিদ্যুৎ, ক্ষণপ্রভা। শিং—১ "পঙ্কাদেন মদেন পঙ্কিলতনুঃ সম্পাতি সম্পাততঃ সম্পাভামুভুজঙ্গসদ্ম বিজহৌ যাস্তি ভুজঙ্গাস্তয়ং।"

সম্পাক (সম্ সম্যক্‌রূপে—পাক) বিং, ত্রিং, ধৃষ্ট, অবিনীত। লম্পট। অল্প। তর্ককারী। সং, পুং, আরগ্বধ বৃক্ষ।

সম্পাট (সম্—পট গমন করা+অ—প্রং) সং, পুং, তকু, টেকো।

সম্পাত (সম্—পৎ পতিত হওয়া+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, পতন। উড্ডয়ন, উড়া। গমন। প্রবেশ। সমূহ।

সম্পাতি (সম্—পা পালন করা, পান করা +অতি—প্রং, কিংবা সম্—পত্ পড়া +ইঞ্—ক, অথবা সম্পা—অৎ গমন করা+ই—ক) সং, পুং, গরুড়ের পুত্র। পক্ষিবিশেষ, জটায়ুর জ্যেষ্ঠ।

সম্পাদক (সম্—পদ্·ণিচ্=পাদি গমন করান+অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, নিষ্পাদক, কার্য্যনির্ব্বাহক।

সম্পাদন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, নিষ্পাদন, নির্ব্বাহ, সমাপন। উপার্জ্জন।

সম্পাদিত (সম্পাদক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, নিষ্পাদিত, নির্ব্বাহিত, সমাপিত।

সম্পাদ্য (সম্পাদক দেখ, য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্পাদন করিবার যোগ্য, নিষ্পাদ... (Problem) যে প্রকার প্রতিজ্ঞায় ... ক্রিয়া সাধন উদ্দেশ্য।

সম্পীড়—পুং } (সম্—পীড়্ পী...
সম্পীড়ন—ক্লীং } হওয়া+অ(অল্), ... (অনট্)—ভা) সং, প্রেরণ। সম্যক্ নি...ড়ন, ক্লেশ দেওয়া।

সম্পুট, সম্পুটক (সম্—পুট [দ্রব্যের স... সংলগ্ন হওয়া—অ(ক)—প্রং, ২য়-পক্ষে কণ্—যোগ) সং, পুং, কৌটা, ঠে... খুঙি, পেটরা প্রভৃতি। কুরুবক। ... জাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন জাতীয় ...র্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি। শিং—১ "সব... সংপুটো জাপ্যো নিষ্কামঃ সংপুটং বিন... রতিবন্ধবিশেষ।

সম্পূর্ণ (সম্ সম্যক্—পূর্ণ) বিং, ত্রিং, ... পূর্ণ। সমগ্র। সমাপ্ত। শিং—১ "গৃহী... হস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ব্রি... তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাৎ ... র্দ্দন।" সং, পুং, রাগের জাতিবিশেষ, রাগ সপ্তস্বরবিশিষ্ট। র্ণা—স্ত্রীং, এক... বিশেষ। শিং—১"আদিত্যোদয়বেল... প্রাদুর্ভূর্ত্তবরান্বিতা। সৈকাদশী হি... পূর্ণা বিদ্বান্যা পরিকীর্ত্তিতা।"

সম্পৃক্ত (সম্—পৃচ্ মিলিত হওয়া... (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, মিলিত, মি... সম্বন্ধ। খচিত, গ্রথিত।

সম্পোষ্য, বি, সংস্থান, কুলান।

সম্প্রতি (সম্—প্রতি, দ্বং—স) ইদানীং, অধুনা, এক্ষণে।

সম্প্রতিপত্তি (সম্ একসঙ্গে—প্রতি... অঙ্গীকার, সম্মতি, জ্ঞান) সং, স্ত্রীং, ... অভিযোগ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর স্বীকার করা। স্বীকার। সম্যক্‌জ্ঞান। সমভিব্যাহারী হওয়া। অভিমতি। চর্য্য, সহায়তা। চুক্তি। আপোষ। ...মণ। কার্য্যকরণ। সম্পাদন।

সম্প্রতীতি (সম্—প্রতীতি খ্যাতি, জ্ঞান) সং, স্ত্রীং, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। প্রত্যয়, জ্ঞান।

সম্প্রদাতা (—দাতৃ, পশ্চাৎ দেখ, তৃ(তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, সম্প্রদানকর্ত্তা।

সম্প্রদান (সম্—প্র—দা দান করা+অন (অনট্)—সম্প্রং) সং, ক্লীং, দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়। (+অনট্—ভা) দান। কারকবিশেষ।

সম্প্রদায় (সম্—প্র—দা [দানকরা] উপদেশ করা+অ(ঘঞ্)—র্ম্ম, য—আগম) সং, পুং, গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। সমাজ। দল। সজাতীয়।

সম্প্রধারণ—ক্লীং, } **সম্প্রধারণা**—স্ত্রীং } (সম্—প্র—ধৃ-ণিচ্ ধারি [ধারণ করান] নিশ্চয় করা+অন(অনট্)—ভা, আপ্) সং, উচিত অনুচিত বিবেচনা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়। অবধারণ।

সম্প্রযোগ (সম্—প্র—যুজ্ যোগ করা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ধনাদি বিনিয়োগ, প্রয়োগ, খাটান। সম্বন্ধ, সম্পর্ক। নিধুবন, রমণ। সাপেক্ষতা। ইন্দ্রজাল। বশীকরণাদিকর্ম্ম। বিং, ত্রিং, ইন্দ্রিয়বিষয় সম্বন্ধ।

সম্প্রযোগী (—যোগিন্ পূর্ব্বে দেখ, ইন্—ক) সং, পুং, প্রয়োগকর্ত্তা। কামুক, লম্পট। ঐন্দ্রজালিক।

সম্প্রসাদ (সম্—প্র—সদ্ [গমনকরা] প্রসন্ন হওয়া ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) পুং, যোগাদিশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদক যত্নবিশেষ। সুষুপ্তি। প্রসন্নতা। বিশ্বাস।

সম্প্রসারণ(সম্—প্র—সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিস্তারণ। ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ, ই উ ঋ ৯ স্থানে য ব র ল হওয়া। মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা।

সম্প্রস্থিত (সম্—প্রস্থিত) বিং, ত্রিং, যে প্রস্থান করিয়াছে। প্রস্থানোদ্যত।

সম্প্রহার (সম্—প্রহার) সং, পুং, যুদ্ধ। সম্যক্প্রহার। হনন। গমন।

সম্প্রাপ্ত (সম্—প্রাপ্ত [প্র—আপ্+ক্ত—র্ম্ম]) বিং, ত্রিং, লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে। (+ক্ত—ক) আগত, উপস্থিত। ফলিত।

সম্প্রাপ্তি (সম্—প্রাপ্তি) সং, স্ত্রীং, প্রাপ্তি, লাভ। সমাগতি, উপস্থিতি। শিং—১ "আত্মনেপদসংপ্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ ভবেৎ।"

সম্প্রীতি (সম্—প্রী তুষ্ট হওয়া+তি (ক্তি)-ভা) সং [illegible] সম্যক্প্রণয়। সন্তোষ। হর্ষ।

সম্প্লব (সম্—প্লু গমন করা+অ (অল)—ভা) সং, পুং সংক্ষোভ, চাঞ্চল্য। চতুর্দ্দিকে বর্দ্ধিত, বন্যা।

সম্ফাল (সম্—ফল্ ফলধারণ করা+অ—প্রং) সং, পুং, মেষ।

সম্ফুল্ল (সম্ সম্যক্—ফুল্ল প্রস্ফুটিত) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল। প্রস্ফুটিত, বিকসিত।

সম্ফেট; সং, পুং, নাট্যোক্তিতে আস্ফালন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সম্ব (সম্ব্ গমন করা+অ (অপ্)—ভাবে) সং, ক্লীং, জল। বারদ্বয় কর্ষণ, দুইবার চসা। প্রতিলোমকর্ষণ, উল্টাদিকে চসা।

সম্বদ্ধ (সম্—বন্ধ্ বন্ধন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংযুক্ত,মিলিত। (+ক্ত—র্ম্ম) বদ্ধ।

সম্বন্ধ (সম্ সহিত—বন্ধ [বন্ধ্ বন্ধনকরা +অ (অল্)—ভা] বন্ধন) সং, পুং, সর্গ, সম্পর্ক। সংযোগ, মিলন। সঙ্ঘটন। সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি। যোগ্যতা। সমীচীনতা, উপযুক্ততা (+অল্—ণ) সখ্য, মিত্রতা। কুটুম্বিতা। ব্যাকরণে—জন্যজনকতাদি। বিং, ত্রিং, শক্ত, সমর্থ। উপযুক্ত, সমীচীন, মিলিত।

সম্বন্ধী (সম্বন্ধিন্, সম্বন্ধ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী। কুটুম্ব। সদ্গুণবিশিষ্ট, বিদ্বান্, সুদৃশ্য ইত্যাদি।

সম্বর (সম্ব্ গমন করা+অর (অরন্)—ক, কিম্বা সম্—বৃ আবরণকরা+অ (অল্)—ভা) সং, ক্লীং, জল। সংবরণ, ইন্দ্রিয়দমন। দমন। বৌদ্ধদিগের ব্রতবিশেষ। পুং, দৈত্যবিশেষ। হরিণ-বিশেষ। মৎস্যবিশেষ। পর্ব্বত। নাটকবিশেষ। সেতু।

সম্বরণ (সম্—বৃ আবরণ করা ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বরণ। বরমাল্যদান। সঙ্গোপন, আবরণ। দমন। ইন্দ্রিয়সংযম।

সম্বরা, সং, ব্যঞ্জন পুনঃপাককরা, সাঁৎলান।

সম্বরারি (সম্বর দৈত্যবিশেষ—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কামদেব, কন্দর্প।

সম্বল (সম্ব্ গমন করা+অলচ্—ণ) সং, পুং,—ক্লীং, পাথেয়, পথ খরচ। সংস্থাপন, পুঁজি। (+অলচ—ক) ক্লীং, জল।

সম্বাকৃত (সম্ব দ্বিতীয়বার কর্ষণ—কৃত করা হইয়াছে, মধ্যে আ—আগম) বিং, ত্রিং, দ্বিতীয়বার কৃষ্ট (ভূম্যাদি)। প্রতিলোম-কৃষ্ট, উল্টাদিকে চসা।

সম্বাদী—সঙ্গীতে বাদীর সহগামী সুর।

সম্বাধ (সম্—বাধ্ পীড়ন করা ইত্যাদি। অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ভয়। সঙ্কট। বাধা। ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। যোনিমার্গ। নরকের পথ। (সম্—বাধা) বিং, ত্রিং, অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ, কমচৌড়া। জনতাপূরিত।

সম্বাধন (পূর্ব্বে দেখ) অন (অনট্)—ভা) সং,ক্লীং, বাধা দেওয়া। দ্বারপাল। শূলাগ্র।

সম্বিদা—সিদ্ধি, বিজয়া।

সম্বুদ্ধ (সম্ সম্যক্—বুদ্ধ জ্ঞানী) সং, পুং, বুদ্ধাবতার। বিং, ত্রিং, চৈতন্যবিশিষ্ট, জাগরিত।

সম্বুদ্ধি—স্ত্রীং
সম্বোধন—ক্লীং } (সম্—বুধ্ জানা সামুখ্য করা+তি (ক্তি), অন (অনট্)—ভা) সং, আহ্বান। অভিমুখীকরণ, আমন্ত্রণ। দর্শন। বিশেষণ। ব্যাকরণে—বিভক্তিবিশেষ।

সম্বল, বি, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। জটামাংসী।

সম্ভলী (সম্ সহিত—ভল্ নিরূপণ বলা+অ—প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দূতী

সম্ভব (সম্ সম্যক্—ভূ হওয়া+অ (—ভা) সং, পুং, উৎপত্তি. জন্ম। বনা। যোগ্যতা। সঙ্কেত। উপায়। আপোষ। ক্ষতি, ধ্বংস। সমীচীনতা, যুক্ততা। শক্তি, ক্ষমতা। পরিচয়। (+অল্—র্ম্ম) হেতু, কারণ। (+অ ক) বর্ত্তমান যুগের তৃতীয় জৈন। ত্রিং, উৎপন্ন। মেলক।

সম্ভব্য (সম্ সহিত—ভব হওন+ প্রং, কিম্বা পূর্ব্বে দেখ, য—র্ম্ম) বিং, সম্ভাবনাযোগ্য, সম্ভাবনীয়। সং. কপিত্থ, কয়েদ্‌বেল।

সম্ভার (সম্—ভৃ ধারণ করা ইত্যাদি (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সংগ্রহ। রাশি। পরিপূর্ণতা। পুষ্টিসাধন, পো সরবরাহ। (+ঘঞ্—র্ম্ম) উপকরণ।

সম্ভাবন—ক্লীং
সম্ভাবনা—স্ত্রীং } (সম্—ভাবি করা, যোগ্য ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, অনু সুখ্যাতি, যশঃ। পূজা, সৎকার চি যোগ্যতা। স্বীকার। সম্পাদন। উ কোটিক সংশয়, "যদি এ প্রকার হয়" তর্ক। অভিসন্ধি। কাব্যালঙ্কারবি ব্যাকরণে—ক্রিয়াতে যোগ্যতার বসায়। সংস্থান ; সম্পত্তি (শিং প্রভ খেজাড়ি মাঙ্গে কার্ত্তিক গণাই। কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে (কবিকঙ্কণ।)

সম্ভাবিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) ত্রিং, সৎকৃত, পূজিত। অনুগৃহীত। বনার বিষয়। সন্দেহের বিষয়। বি প্রসিদ্ধ। নিশ্চয়প্রধান। চিন্তিত। বনার যোগ্য। তর্কিত। বহুমত। "অব চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে

সম্ভাব্য (সম্ভাবন দেখ, য (ঘ্যণ)—র্ম্ম

ত্রিং, শ্লাঘ্য। প্রশংসনীয়। সম্ভাবনাযোগ্য। প্রতর্ক্য।

সম্ভাষ—পুং
সম্ভাষা—স্ত্রীং
সম্ভাষণ—ক্লীং (সম্ একসঙ্গে—ভাষ বলা+অ (অল্), অন, (অনট্)—ভাবে) সং, পরস্পর কথোপকথন, আলাপন।

সম্ভিন্ন (সম্—ভিন্ন) বিং, ত্রিং, মিলিত। ভগ্ন। বিদলিত। সঙ্ক্ষোভিত, চালিত। প্রস্ফুটিত। শিং—১ "করৈরিন্দোরন্ত-চ্ছুরিত ইব সম্ভিন্নমুকুলঃ।"

সম্ভূত (সম্—ভূ হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত।

সম্ভূতি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিভূতি। উৎপত্তি, উদ্ভব। যোগ। ক্ষমতা, শক্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ। শিং—১ "সম্ভূতিং য উপাসতে"

সম্ভূয়সন্ধান; সং, ক্লীং, পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধিকরণ।

সম্ভূয়সমুত্থান (সম্ভূয় [সম্ একসঙ্গে—ভূ হওয়া+যপ্] একত্রিত হইয়া—সমুত্থান উঠা, কার্য্যারম্ভ) সং, ক্লীং, অংশীদিগের মিলিয়া বাণিজ্য, সাজায় বাণিজ্য। তদ্ঘটিত বিবাদ।

সম্ভৃত (সম্ভার দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যত্নসিদ্ধ। সঞ্চিত। দত্ত। লব্ধ। পরিপূর্ণ। সম্যক্ বর্দ্ধিত। প্রস্তুত। সঙ্কলিত। জনিত। পরিপুষ্ট।

সম্ভৃতি (সম্ভার দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ভরণ, প্রতিপালন। সম্যক্ পোষণ। পরিপূর্ণতা। প্রস্তুতকরণ। সঞ্চয়। বর্দ্ধন।

সম্ভেদ (সম্—ভিদ্ [ভেদ করা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, ক্লীং, নদীমিলন, নদীসমুদ্রের যোগ। নদীর সঙ্গমস্থান। মিলন। স্ফুটন। ভেদন। একরূপতা।

সম্ভোগ (সম্—ভোগ উপভোগ) সং, পুং, উপভোগ, সুখাস্বাদন। রতিক্রিয়া। জিন-শাসন। হর্ষ। কেলিনাগর। শৃঙ্গার-বিশেষ। শিং—১ "দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ। যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগঃ সমুদাহৃতঃ।

সম্ভ্রম (সম্—ভ্রম্ [ভ্রমণ করা] মান্য হওয়া ইত্যাদি+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ভয় ভয়াদিজনিত ত্বরা। সম্মান, গৌরব, মান্যতা। আদর। ভ্রান্তি। ঘূর্ণন। আনন্দ বা ভয়াদিজনিত ব্যস্ততা, আবেগ। সূত্র।

সম্ভ্রান্ত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী। আদরণীয়। ত্বরাবিশিষ্ট। সম্যক্ ভ্রান্ত।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র (Aristocracy) সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন।

সম্ভ্রান্তসমাজ (House of Lords) ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভা-সংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদের সভা।

সম্মত (সম্—মন্ [বোধ করা] অনুমতি করা ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং ত্রিং, অনুমত। অভিপ্রেত, অভিমত।

সম্মতি (পূর্ব্বে দেখ, তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অনুমতি, আদেশ। মত। অভিপ্রায়। সম্মান। ইচ্ছা, বাসনা। ঐকমত্য। আত্ম-বোধ।

সম্মদ (সম্—মদ্ হৃষ্ট হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, আমোদ, আহ্লাদ, হর্ষ। বিং, ত্রিং, সুখী, আনন্দিত।

সম্মর্দ্দ (সম্—মর্দ্দ্ মর্দ্দন করা+অ (অল্)—ধি) সং, পুং, যুদ্ধ। (+অল্—ভাবে) জনতা, ভিড়। সঙ্ঘর্ষ।

সম্মাতুর (সৎ উত্তম, সাধু—মাতৃ মা+অ—অপত্যার্থে) সং, পুং, সতীতনয়, পতিব্রতাপুত্র।

সম্মাদ (সম্ সম্যক্ রূপে—মদ্ গর্ব্ব করা, মত্ত হওয়া—অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, অতিরোষ, উন্মাদ, মত্ততা।

সম্মান (সম্—মান্ পূজা করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, পূজা, সমাদর, গৌরব। (মা পরিমাণ করা) ক্লীং, সম্যক্ পরিমাণ।

সম্মানন—ক্লীং } (সম্—মান্ পূজা করা
সম্মাননা—স্ত্রীং } +অনট্, অন—ভা আপ্) সং, সম্মান।

সম্মানিত (সম্মান দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, সংকৃত, সমাদৃত, পূজিত।

সম্মার্জ্জক (পশ্চাৎ দেখ, অক(ণক)—ক) বিং ত্রিং, পরিষ্কারক। সং, পুং, সম্মার্জ্জনী।

সম্মার্জ্জন (সম্—মৃজ্ শুদ্ধ করা, মার্জ্জন করা,+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, শোধন, পরিষ্করণ (+অনট্—ণ, নী—স্ত্রীং, খিঙ্গরী, মার্জ্জনী, ঝাঁটা।

সম্মিত (সম্ সহিত—মিত পরিমিত) বিং, ত্রিং, সদৃশ, তুল্য, সমান। পরিমিত। তুল্য পরিমাণ।

সম্মিলন (সম্—মিল্ সংলগ্ন হওয়া+অনট্ —ভা) সং, ক্লীং, সংযোগ, মিলন, একত্র হওন।

সম্মিলিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)+ক) বিং ত্রিং, মিলিত, সংযুক্ত, একত্রিত।

সম্মিশ্র (সম্ একসঙ্গে—মিশ্র মিশান) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত, সংযুক্ত। শিং—১ "সম্মিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবস্যা ভবেৎ কচিৎ।"

সম্মুখ (সম্ সমীপ—মুখ) বিং, ত্রিং, সমর্থ, অভিমুখ।

সম্মুখীন(সম্মুখ+ঈন(খীন)—প্রং) বিং, ত্রিং, অভিমুখে স্থিত, সম্মুখবর্ত্তী। অভিমুখ।

সম্মূঢ় (সম্—মুহ্ [মুগ্ধ হওয়া] একত্রিত হওয়া, ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, রাশীকৃত। ভগ্ন। শীঘ্রজাত। নির্ব্বোধ, অজ্ঞান, মোহযুক্ত, মুগ্ধ।

সম্মূর্চ্ছন—ক্লীং } (সম্—মূর্চ্ছ মূর্চ্ছিত
সম্মূর্চ্ছনা—স্ত্রীং } হওয়া ইত্যাদি+অন (অনট্)—ভা) সং, মোহ, মূর্চ্ছা। বৃদ্ধি। অভিব্যাপ্ত। ব্যাপ্তি। বিস্তার। উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।

সম্মৃষ্ট (সম্—মৃজ্ শুদ্ধ করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত।

সম্মোদ (সম্ সম্যক—মুদ্ হৃষ্ট হওয়া+ অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ।

সম্মোহ (সম্—মোহ) সং, পুং, মুগ্ধকরণ।

সম্মোহন (সম্—মোহি মোহ করান+ অন—ক) বিং, ত্রিং, মোহজনক, মোহকারক। সং, পুং, কন্দর্পের বাণবিশেষ। (+অনট্—ভাবে) মুগ্ধকরণ।

সম্লিষ্ট (সম্+ম্লেচ্ছ [অপভাষা বলা] মিলিত হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং মিশ্রিত, মিলিত। অস্পষ্ট।

সম্যক্ (সম্ সহিত—অনচ্ গমন করা+০ (ক্বিপ্)—ক) অং, সর্ব্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে। উপযুক্তরূপে। উত্তমরূপে।

সম্যক্, সম্যঙ্ (সম্যচ্, সম্যঞ্চ্, সম্ সহিত অন্চ গমন করা+০ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, সত্য, যথার্থ। শুদ্ধ। সহিত। মনোজ্ঞ, সুন্দর। যোগ্য। সঙ্গত, উপযুক্ত। সমুদয়, সম্পূর্ণ, সকল।

সম্রাট্ (সম্রাজ্, সম্ সম্যক্—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, সার্ব্বভৌম, রাজসূয় যজ্ঞকারী, সর্ব্বভূমীশ্বর রাজা, রাজাধিরাজ, সসাগরা ধরার অধীশ্বর। রাজসূয়যাজী, দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধীশ্বর এবং রাজগণের নিয়োগকর্ত্তাকে সম্রাট কহে। শিং—১ "যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলস্যেশ্বরশ্চ যঃ। শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্।"

সয়া, বি, বন্ধু, সুহৃৎ।

সয়াল, বি, ভাবাবেশ, দেবতার দৃষ্টিহেতু ভাবান্তর।

সয়ালা, সং,সমকক্ষতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সযোনি; সং, পুং, ইন্দ্র।

সর (সৃ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, দুগ্ধ দধি প্রভৃতির সার। বাণ। লবণ ক্লীং, সরোবর। ভূষণবিশেষ। মাল্য, নর ছড়া। মধু। জল। পুং—স্ত্রীং, নির্ঝর ঝরণা। বিং, ত্রিং, গমনকারী, এই অ

প্রায় যোগে ব্যবহার হয়; যথা—অনুসর, অবসর ইত্যাদি (+অল্—ভাবে) পুং, গমন। অনুজ্ঞা।

সরঃ (সরস্ স্ব [স্নান কিম্বা পান করিবার জন্য ইহাতে] গমন করা+অস্—ধি) সং, ক্লীং, সরোবর, পুষ্করিণী। (+অস্—ক) জল। দধ্যগ্র। গতি। বাণ। লবণ। পুং, —স্ত্রীং, নির্ঝর। বিং, ত্রিং, সারক। গমনকর্ত্তা।

সরঃকাক (সরস্ সরোবর—কাক) সং পুং, হংস। কী—স্ত্রীং, হংসী।

সরক (স্ব গমন করা+অক—ক) সং, ক্লীং, সরোবর। আকাশ। স্বর্গ। পুং, ক্লীং, ঐক্ষক মদ্য। অবিচ্ছিন্ন অধ্বগশ্রেণী, প্রধান-পথ, সড়ক। (+অক—অপা) মদ্যপাত্র। (+অক—ভাবে) মদ্যপান। মদ্যপরিবে-শন। বিং, ত্রিং, গমনশীল।

সরগরম (পারস্য) বিং, উষ্ণ। উৎসাহশীল।

সরঘা (সর যে কেহ গমন করে—হন্ বধ করা+অ(ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, মধু-মক্ষিকা, মৌমাছি।

সরজ (সর দধি দুগ্ধ প্রভৃতির সার—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, নবনীত, ননী।

সরজাঃ,সরজস্ক (সরজস্, স সহ—রজস ঋতু, ১মা—হিং, ২য়-পক্ষে কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, রজোবিশিষ্ট, ধূলিযুক্ত। সং, জস, স্কা—ক্লীং, ঋতুমতী স্ত্রী।

সরঞ্জাম, বি, (পার্সী) আয়োজন।

সরঞ্জামীখরচ; সং, জমিদারীর কর্ম্মচারী-দিগকে আদায় উসুলের জন্য যে খরচ দিতে হয়।

সরট, সরটু (স্ব গমনকরা+অট্, অটু—ক) সং, পুং, কৃকলাস। টিকটিকী।

সরটি (স্ব গমন করা+অটি—প্রং) সং, পুং, বায়ু। মেঘ।

সরণ (স্ব গমনকরা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং গমন। লৌহমল। (+অন—ক) বিং, ত্রিং, গমনশীল। ণা—স্ত্রীং, প্রসারণী, গন্ধ-ভাদালী।

সরণি-ণী (পূর্ব্বে দেখ, অনি—ক, ণ) সং স্ত্রীং, বর্ত্ম, পথ, সরাণ। পঙ্ক্তি, শ্রেণী। গলরোগবিশেষ। রীতি।

সরণ্ড (স্ব গমন করা+অণ্ড—প্রং, শরণ্ডও হয়) সং, পুং, ধূর্ত্ত। সরট। গিরিগিটা। ভূষণবিশেষ। কামুক। পক্ষী।

সরণ্যু (স্ব গমন করা+অন্যু—প্রং) সং পুং, মেঘ। বায়ু। জল। বসন্ত। অগ্নি।

সরৎ (স্ব গমন করা+অৎ (শতৃ)—ক) সং পুং, সূত্র, সূতা।

সরত্নি (স্ব গমন করা+অত্নি—প্রং) সং পুং, বদ্ধমুষ্টি হস্ত।

সরদী (পারস্য) শীতলতা, আর্দ্রতা।

সরপত্রিকা; সং, স্ত্রীং, পদ্মপত্র। পদ্ম।

সরপোষ (পারস্য) সং, ঢাকন, আচ্ছাদন।

সরফরাজ (পারস্য) প্রশংসা করা, দম্ভ করা, স্পর্দ্ধা।

সরম (দেশজ) লজ্জা।

সরমা (স্ব গমন করা+অম—প্রং, অথবা স সহিত—রম [রম্ ক্রীড়া করা+অ (অন্)—ক] যে খেলা বা শিকার করে, আপ্) সং, স্ত্রীং, বিভীষণ-পত্নী। কুক্কুরী। কশ্যপ-কন্যা।

সরযু (স্ব গমনকরা+যু—ক) সং, পুং, বায়ু। যু যূ—স্ত্রীং, (+অযু, অযূ—ক) অযোধ্যার নিকটবাহিনী নদী।

সরল (স্ব [বিস্তারে, সৌগন্ধে ইত্যাদি] গমন করা+অল—ক) সং, পুং, দেবদারু বৃক্ষ। শালগাছ। বিং, ত্রিং, অকপট, উদার, সাধু। অবক্র, সোজা। লী—স্ত্রীং, নদী-বিশেষ। ত্রিপুটা।

সরলদ্রব (সরল বৃক্ষবিশেষ—দ্রব যে দ্রব হয়) সং, পুং, সরলবৃক্ষের রস, টার্পিন।

সরলাঙ্গ; সং, পুং, শ্রীবেষ্ট।

সরস (সরসী দেখ, অস—প্রং, কিংবা স সহিত—রস, ১মা—হিং) সং, ক্লীং, সরো-

বর। বিং, ত্রিং, রসযুক্ত। মধুর। সুস্বাদ। নূতন। সা—স্ত্রীং, শ্বেতত্রিবৃতা।

সরসম্প্রত, সং,ক্লীং, ত্রিকণ্ট বৃক্ষ, তেকাটা-সিজের গাছ।

সরসিক (সরস্ সরোবর + ইক—প্রং) সং, পুং, সারসপক্ষী।

সরসিজ, সরসীরুহ (সরসি সরোবরে—জ (জন্ জন্মান + অ (ড) – ক] যে জন্মে। সরসী সরোবর – রুহ [রুহ্ জন্মান + অ (ক) = ক] যে জন্মে, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, পদ্ম, সরোজ, পঙ্কজ।

সরসী (স্থ [স্নান কিম্বা পান করিবার জন্য ইহাতে] গমন করা + অস্—ধি, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সরোবর।

সরস্বতী (সরস্বৎ + ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, "বাগ্দেবী। ব্রহ্মাণী। বাণী, বাক্য। নদী-বিশেষ। নদী। উত্তমা স্ত্রী। কাক। সোম-লতা। মুনিপত্নী। জৈনদিগের দেবীবিশেষ। শিং—১ "সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

সরস্বান্ (সরস্বৎ সরস্ হ্রদ + বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে, কিংবা সরস রসের সহিত + বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সমুদ্র, সাগর। সরোবর। নদ। মহিষ। বিং, ত্রিং, রসযুক্ত।

সরহস্য (স সহিত—রহস্য) বিং, ত্রিং, সমন্ত্রক, মন্ত্রসহিত।

সরা; সং, স্ত্রীং, নির্ঝর। প্রসারণী।

সরাই (পারস্য) সং, পান্থশালা, পথিকদিগের উত্তরিবার স্থান, পথে যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার স্থান।

সরাক্, বি, তন্তুবায়বিশেষ।

সরাগ (স সহিত—রাগ অনুরাগ, সং, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, অনুরক্ত। রঞ্জিত। রক্তবর্ণ। অনুরাগী, বাসনাযুক্ত।

সরাগৎ—অধিকারীর জমীকে সরাগৎ বলে।

সরানপুঁটী; সং, মৎস্যবিশেষ। ইহার বর্ণ শ্বেত আঁশবড়, মস্তক খাট, অনেকটা কাতলা মাছের মত। অপর নাম শর-পুঁঠী বা দৈতপুটী।

সরাপ; (যাবনিক) বি, মদ্য, মদ।

সরাব (সর জল—অব্ রক্ষা করা + অ (অন্)—ক) সং, পুং, মৃণ্ময় পাত্রবিশেষ, সরা।

সরি, সরী (স্থ গমন করা + ই—প্রং) সং, পুং—স্ত্রীং, নির্ঝর, ঝরণা।

সরিক, সং, (যাবনিক) সম্পত্তির অংশীদার।

সরিকা; সং, স্ত্রীং, হিঙ্গুপত্রী।

সরিৎ (স্থ গমন করা + ইৎ—ক) সং, স্ত্রীং, নদী। সূত্র। দুর্গা। শিং—১ "ক্রিয়াকারণ-রূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিন্মতা।"

সরিৎপতি, সরিতাম্পতি, সরিত্বান্, (সরিৎ নদী—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ। সরিতাং নদী সকলের—পতি। সরিত্বৎ, সরিৎ নদী + বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সমুদ্র, সাগর।

সরিৎসুত (সরিৎ সেই নদী—সুত পুত্র) সং, পুং, গাঙ্গেয়, ভীষ্ম।

সরিদ্বরা, সরিতাম্বরা, (সরিৎ নদী—বরা অত্যুত্তমা শ্রেষ্ঠা। সরিতাম্ নদী সকলের বর—অত্যুত্তম) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা। শিং – ১ "ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতা-ম্বরে উভয়োঃ সঙ্গমে, স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরি-তানি বৈ।"

সরিমা (সরিমন্, স্থ গমন করা + ইমন্ ভা) সং, পুং, গমন। বায়ু।

সরিল (সলিল দেখ, ল = র) সং, ক্লীং, জল।

সরিষপ, সং, পুং, সর্ষপ, সরিষা।

সরীসৃপ (সৃপ্ [যঙ্ লুগন্ত] গমন করা, দ্বিত্ব, অ (অন্)—ক) সং, পুং, যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায়; সর্প, বৃশ্চিক, ভেকাদি। জ্যোতিষে—মীন বৃশ্চিক কর্কটরাশি।

সরু (স্থ—গমন করা + উ—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষীণ, সূক্ষ্ম। সং, পুং, খড়্গের মুষ্টি, মুট।

সরূপ (স সমান—রূপ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সমানরূপ। সদৃশ।

সরূপতা (সরূপ + তা—ভা) সং,স্ত্রীং, এক-রূপতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য।

সরোজ, সরোজন্মা (সরস্ সরোবর—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে,৭মী—ষ ; সরোজন্মন্, সরস্—জন্মন্ জন্ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, পদ্ম। বিং, ত্রিং সরোজাত।

সরোজিনী (সরোজ পদ্ম+ইন্—সমূহার্থে, ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং; কমলিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। পদ্মবহুল পুষ্করিণী।

সরোজী (সরোজিন্ সরোজ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ব্রহ্মা।

সরোৎসব (সর জল—উৎসব আনন্দ) সং, পুং, সারসপক্ষী।

সরোরুট্, সরোরুহ (সরোরুহ্, সরস্ সরোবর—রুহ্, রুহ [রুহ্ জন্মান+০ (কিপ্) অ(ক)—ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, পঙ্কজ, পদ্ম।

সরোরুহাসন (সরোরুহ পদ্ম—আসন বসিবার স্থান। জগৎসৃষ্টির কারণ পদ্ম মধ্য হইতে ইঁহার প্রথমে আবির্ভাব ; এই পুষ্প বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল) সং, পুং, পদ্মাসন, ব্রহ্মা।

সরোবর (সরস্ পুষ্করিণী—বর শ্রেষ্ঠ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী।

সর্ক ; সং, পুং, বায়ু। মন। প্রজাপতি।

সর্গ (সৃজ সৃষ্টি করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, সৃষ্টি, নির্ম্মাণ। উৎপত্তি। স্বভাব। নিয়ম। নিশ্চয়। শিং—১ "যদি সর্গ এষ তে " মোহ। মোক্ষ। যত্ন, চেষ্টা। উৎসাহ। অধ্যায়, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। অনুমতি। বস্তুর প্রবণতা, মত, চুক্তি। পরিত্যাগ। মলত্যাগ।

সর্গবন্ধ (সর্গ অধ্যায়—বন্ধ বন্ধন, ৭মী—হিং) সং, পুং, বহুং, অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ, মহাকাব্য।

সর্জ্জ, শর্জ্জ, (সৃজ্ সৃষ্টি করা+অ(অন্) ক) সং, পুং, শালগাছ। শালগাছের রস, ধুনা।

সর্জ্জক ; সং, পুং, পীতশাল। শাল।

সর্জ্জগন্ধা ; সং, স্ত্রীং, রাস্না।

সর্জ্জন (সৃজ্ ত্যাগ করা ইত্যাদি—অনট্—ভা) বিসর্জ্জন, ত্যাগ। সৃষ্টি। (+অনট্—র্ম্ম) সং, ক্লীং, সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ।

সর্জ্জমণি (সর্জ্জ শালগাছ—মণি রত্ন) সং, পুং, সর্জ্জবৃক্ষের নির্য্যাস, ধুনা।

সর্জ্জরস (সর্জ্জ শালগাছ—রস, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ধুনা, শালআঠা।

সর্জ্জি, সর্জ্জিকা, সর্জ্জী, (সৃজ্ ত্যাগ করা—ই—র্ম্ম। কণ্—যোগে সর্জ্জিকা) সং, স্ত্রীং, ক্ষারবিশেষ, সাজীমাটী। জ্জি, র্জ্জী—স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

সর্জ্জূ (সর্জ্জ্ উপার্জ্জন করা+উ—প্রং) সং, পুং. বণিক্, ব্যবসায়ী। স্ত্রীং, বিদ্যুৎ। হার। অভিসরণ, পশ্চাদ্গমন।

সর্দ্দার, বি, অধিনায়ক, প্রধান ব্যক্তি।

সর্প—পুং } (সৃপ্ গমন করা+অ (অল্)
সর্পী—স্ত্রীং } —ক) সং, সরীসৃপবিশেষ, সাপ। (+অল্—ভাবে) গমন। শিং—১ "অপ্রিয়েণাস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ। হীনাঃ স্বশিরসো ভূয়ঃ সমরোহন্ ততঃ শিরঃ॥ সর্পণাত্তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।" নাগকেশর। শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।

সর্পকঙ্কালা ; সং, স্ত্রীং, সর্পবিষঘাতিনী লতাবিশেষ।

সর্পণ (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, গমন, গতি।

সর্পদংষ্ট্র ; সং, পুং, দন্তীবৃক্ষ। ষ্ট্রা—স্ত্রীং, বৃশ্চিকালী। ষ্ট্রিকা—স্ত্রীং, অজশৃঙ্গী।

সর্পদণ্ডা ; সং, স্ত্রীং, সৈংহলী। ণ্ডী—স্ত্রীং, গোরক্ষী।

সর্পদমনী ; সং, স্ত্রীং, বন্ধ্যাকর্কোটী।

সর্পভুক্ (সর্পভুজ্, সর্প—ভুজ্ [ভুজ্+০ (কিপ্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, সর্পভক্ষক, ময়ূর। গরুড়।

সর্পরাজ (সর্প—রাজ রাজন্ শব্দজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বাসুকি, অনন্তদেব।

সর্পসত্র (সর্প—সত্র যজ্ঞ, ৬ষ্ঠী—য) সং, ক্লীং, সর্পযজ্ঞ, সর্পনাশক যজ্ঞ, সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ।

সর্পসত্রী (সর্পসত্রিন্ সর্প—সত্র যজ্ঞ+ইন্—অস্ত্যর্থে। সর্পাঘাতে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হওয়াতে, তৎপ্রতীকারার্থে সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত ইনি এক যজ্ঞ করেন এই যজ্ঞে মন্ত্রবলে সমুদায় সর্প উপস্থিত হইতে থাকে। প্রধান প্রধান কতকগুলি ব্যতীত আর সমুদায় বিনাশিত হইয়াছিল। সর্পসত্র করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি ইহাঁর নাম সর্পসত্রী হইল) সং, পুং, সর্পসত্রকারী, পরীক্ষিৎ রাজার পুত্র, জনমেজয়।

সর্পহা (সর্পহন্, সর্প—হন্ যে বধ করে, ২য়া—য) সং, পুং, নকুল, বেঁজী।

সর্পাক্ষ; সং, ক্লীং, রুদ্রাক্ষ; ক্ষী—স্ত্রীং, গন্ধনাকুলী।

সর্পাখ্য; সং, পুং, মহিষকন্দবিশেষ। নাগকেশর। বিং, ত্রিং, সর্পনামক।

সর্পবাস; সং, ক্লীং, চন্দন। সর্পস্থান।

সর্পাশন (সর্প—অশন [অশ ভক্ষণ করা +অন—ক] যে ভক্ষণ করে, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ময়ুর। গরুড়। নকুল, বেঁজী।

সর্পিঃ (সর্পিস্, সৃপ্ গমন করা+ইস্—ক) সং, ক্লীং, ঘৃত, আজ্য, হবিঃ।

সর্পিণী (সর্প+ঈ—প্রং, ইন্—আগম) সং, স্ত্রীং, ভুজঙ্গী, স্ত্রীসর্প।

সর্পী (সর্পিন্, সৃপ্ গমন করা+ইন (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, বিসর্পণশীল, গমনশীল।

সর্পেষ্ট, সর্পেষ্ট; সং, ক্লীং, শ্রীখণ্ড, চন্দন।

সর্পোষ, বি, (পার্সী) ঢাকনি, আচ্ছাদন।

সরফরাজ, বিং, (পার্সী) স্পর্দ্ধার ভাব প্রদর্শন। দম্ভকরণ, কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন।

সর্ম্ম জ, সং, শ্বেত নারিকেল।

সর্ব্ব (সর্ব্ব্ গমন করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, সমগ্র, সমুদায়, সকল। (সৃ+বন—ণ) সং, পুং, শিব। বিষ্ণু। (মহাভারতে—তিনি সমুদায় কার্য্য করণের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার নাম সর্ব্ব)। শিং—১ "অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্ব্বস্য প্রভবাব্যয়াঃ"।

সর্ব্বংসহ (সর্ব্ব—সহ সহ করা+অ (খ)—ক) সং, পুং, সকলসহিষ্ণু।

সর্ব্বংসহা (সর্ব্ব সকল [মনুষ্য]—সহ [সহকরা] বহন করা+অ (খ)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, বসুমতী, পৃথিবী।

সর্ব্বকর্ত্তা (সর্ব্বকর্তৃ, সর্ব্ব সকল [পদার্থ]—কর্তৃ স্রষ্টা সং, পুং, ব্রহ্মা, বিধাতা।

সর্ব্বকর্ম্মীণ (সর্ব্ব সকল—কর্ম্মন্ কার্য্য+ঈন (খীন)—নৈপুণ্যার্থে) বিং, ত্রিং, সকল কর্ম্মক্ষম। শিং—২ "সংগ্রামে সর্ব্বকর্ম্মীণৌ বাহূ যস্যোপজানুকৌ।

সর্ব্বকেশী (সর্ব্বকেশিন্, সর্ব্ব—কেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নট, নৃত্যকারক।

সর্ব্বগ (সর্ব্ব সকল—গ [গম্ গমন করা +অ(ড)—ক] যে গমন করে, ২য়া—য) বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বব্যাপী। সং, পুং, শিব। আত্মা। বায়ু। ব্রহ্মা। ক্লীং, জল। গা—স্ত্রীং, প্রিয়ঙ্গুলতা।

সর্ব্বগত (সর্ব্ব—গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত।

সর্ব্বগ্রন্থি; সং, পুং, পিপ্পলীমূল।

সর্ব্বগ্রাস; সং, পুং, সমস্ত ভক্ষিত হওন। সমস্ত অদৃশ্য হওয়া। ২। সমস্ত আত্মসাৎ করা।

সর্ব্বঙ্কষ (সর্ব্ব—কষ্ গমন করা+অ (খ)—ক) সং, পুং, পাপ। বিং, ত্রিং, সর্ব্বাতিক্রামক, যে সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠে, সর্ব্বপ্রধান। পাপী।

সর্ব্বজনীন (সর্ব্ব সকল—জন লোক+ঈন (খীন)—হিতার্থে) বিং, ত্রিং, সকলের হিতকারী। সর্ব্বলোক হিতকর। বিখ্যাত।

সর্ব্বজ্ঞ (সর্ব্ব সকল—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক] যে জানে, ২য়া—য) সং, পুং, শিব। বুদ্ধ। বিং, ত্রিং, যিনি সকল জানেন।

জ্ঞা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্ববেত্তৃত্বাচ্ছাস্তিস্থাচ্ছান্তিরুচ্যতে।"

সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতস্, সর্ব্ব সকল+[সপ্তমী স্থানে] তস্) অং, সকলদিকে, সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে, সম্পূর্ণরূপে।

সর্ব্বতন্ত্র (Republic) সাধারণ তন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বতিক্তা; সং, স্ত্রীং, কাকমাচী।

সর্ব্বতোভদ্র (সর্ব্বতস্ চারিপার্শ্বে—ভদ্র মঙ্গল) সং, পুং—ক্লীং, উৎসর্গ বা প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে পূজাধার চতুষ্কোণ মণ্ডলবিশেষ, যাহার দশদিকে দ্বার। চিত্রকাব্যবিশেষ। দেবগৃহবিশেষ। চতুর্দ্দিকে দ্বারযুক্ত ধনীদিগের গৃহবিশেষ। জ্যোতিষে—শুভাশুভ জ্ঞানার্থ মণ্ডলবিশেষ। পুং, নিম্ববৃক্ষ। বিষ্ণুরথ। ব্যূহবিশেষ। বংশ, বাঁশ। বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্র মঙ্গলদায়ক। দ্রা—স্ত্রীং, গম্ভারী।

সর্ব্বতোমুখ (সর্ব্বতস্ চতুর্দ্দিকে—মুখ বদন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সর্ব্বদিগভিমুখ, সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী। সকল বিষয়ে স্থিত। সং, ক্লীং, জল। আকাশ। পুং, পঞ্চানন শিব। চতুর্ম্মুখ, ব্রহ্মা। আত্মা। ব্রাহ্মণ। স্বর্গ। অগ্নি। শিং—১ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

সর্ব্বত্র (সর্ব্ব্ সকল+[সপ্তমীস্থানে] ত্র) অং, সকলদিকে, সকল স্থানে, সকলকালে। সকল বিষয়ে।

সর্ব্বথা (সর্ব্ব সকল+থাচ্—প্রকারার্থে) অং, সকল প্রকারে। ভৃশ, অতিশয়। হেতু। স্বীকার। নিশ্চয়।

সর্ব্বদমন / **সর্ব্বন্দম** } (সর্ব্ব সকল-দমন [দম্ ণিচ=দমি+অন-ক] যে দমন করে, সং, পুং, শকুন্তলাপুত্র, দুষ্মন্তপুত্র, ভরত। বিং, ত্রিং, সকলের দমনকারী।

সর্ব্বদর্শী (সর্ব্বদর্শিন্, সর্ব্ব—দর্শিন্ যে দেখে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সমুদায় দর্শন করেন, অভিজ্ঞ। সং, পুং, বুদ্ধ। পরমেশ্বর।

সর্ব্বদা (সর্ব্ব সকল+দা—কালার্থে) অং, সদা, সকলসময়ে।

সর্ব্বদেবমুখ (সর্ব্ব সকল—দেব দেবতা—মুখ বন্ধন, যে দেবতাদিগের মুখস্বরূপ) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

সর্ব্বদ্রঙ / **সর্ব্বদ্র্যঞ্চ** } (সর্ব্ব—অনচ্ পূজা করা+ (ক্বিপ্), অ—প্রং। দ্রি—আগম) বিং, ত্রিং, সকলের পূজাকারক।

সর্ব্বধুরীণ (সর্ব্ব সকল—ধুর্ ভার—ঈন (খীন্)—বহত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সকলভার বাহক।

সর্ব্বনাম (সর্ব্বনামন্, সর্ব্ব—নামন্ নাম) সং, ক্লীং, সকলের সংজ্ঞা। ব্যাকরণের সংজ্ঞা-বিশেষ, বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে যাহা ব্যবহৃত হয়; সর্ব্ব যদ্ তদ্ প্রভৃতি সকলের নাম।

সর্ব্বনাশ (সর্ব্ব—নাশ ধ্বংস, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সমস্তক্ষয়, সকল ধ্বংস।

সর্ব্বপথীন (সর্ব্ব—পথিন্+ঈন (খীন্)—প্রং) বিং, ত্রিং, সকল পথগামী। সর্ব্বপথজ্ঞ।

সর্ব্বভক্ষ (সর্ব্ব সকল-ভক্ষ যে ভক্ষণ করে) সং, স্ত্রীং, হুতাশন, বহ্নি, অগ্নি। ক্ষা—স্ত্রীং, ছাগী। বিং, ত্রিং, যে সমুদায় বস্তু বা খাদ্য আহার করে।

সর্ব্বভক্ষ্য; বিং, ত্রিং, যে সমুদায় খাদ্য বা বস্তু ভক্ষণ করে। যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেক না থাকাতে সমুদায় বস্তু আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সর্ব্বভোগীন (সর্ব্ব—ভোগ+ঈন (খীন)—প্রং) বিং, ত্রিং, যাহা সর্ব্বভূতের ইষ্টসাধক, ভোগোপযুক্ত।

সর্ব্বমঙ্গলা (সর্ব্ব সকল-মঙ্গল মোক্ষ, যিনি সকল মোক্ষ দান করেন অথবা মঙ্গল মোক্ষ—লা যে দান করে) সং, স্ত্রীং, দুর্গা, শঙ্করী। শিং—১ "মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা

শব্দো দাতৃবাচকঃ। সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥ হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং। তান্ দদাতি চ যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা।" ২ "সর্ব্বমঙ্গলশব্দশ্চ সম্পূর্ণাশ্চর্য্যবাচকঃ। আকারো দাতৃ"চনস্তস্মাৎ সা সর্ব্বমঙ্গলা।" ৩ "সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ। দদাতি চেপ্সিতান্ লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা।"

সর্ব্বময় (সর্ব্ব+ময় ময়ট্)—অপৃথক-ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বাত্মক, সকলস্বরূপ। বিড়ালরূপী। সং, পুং, ঈশ্বর।

সর্ব্বমূল্য (সর্ব্ব সকল [দ্রব্যের]—মূল্য) সং, স্ত্রীং, কপর্দ্দক, কড়ি।

সর্ব্বমূষক (সর্ব্ব সকল [বস্তু]—মূষ্ লুটিয়া লওয়া+অক (ণক)—ক) সং, পুং, কাল, সময়। কালে সকলই ধ্বংস হইয়া থাকে।

সর্ব্বমেধ (সর্ব্ব—মেধ্+অ(অন)—ক) বিং, ত্রিং, সর্ব্বসংহারক। সর্ব্বদর্শী। পুং, সর্ব্বযজ্ঞ।

সর্ব্বরস (সর্ব্ব সকল—রস আস্বাদ) সং, পুং, ধূনা। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিদ্বান। লবণরস।

সর্ব্বরসোত্তম (সর্ব্ব—রস—উত্তম) সং, পুং, লবণরস, (সকল রসের মধ্যে সাতিশয় স্বাদু বলিয়া)।

সর্ব্বরাত্র (সর্ব্ব সকল—রাত্রি, অ—প্রং) সং, পুং, সমস্ত রজনী, সমুদায় রাত্রি।

সরবরাহ, বি, আদায়, যোগাড়, সংস্থান।

সর্ব্বরী, (স্থ গমন করা+বনিপ্—ক, ঈপ) সং, স্ত্রীং, রাত্রি।

সর্ব্বরীকর (সর্ব্বরী [শর্ব্বরী শব্দজ] রাত্রি—কর যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, চন্দ্র।

সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত (সর্ব্ব—ঋতু—পরিবর্ত্ত ইহাতে ছয় ঋতুর পরিবর্ত্ত হয়) সং, পুং, বৎসর, বর্ষ।

সর্ব্বর্ত্তুফল (সর্ব্ব—ঋতু—ফল) সকল ঋতুজাত ফল। শিং—১ "সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।"

সর্ব্বলা—লী (সর্ব্ব সকল—লা লওয়া+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, তোমরাস্ত্র, শাবল।

সর্ব্বলিঙ্গী (সর্ব্বলিঙ্গিন্, সর্ব্ব সকল—লিঙ্গ [জাতির] চিহ্ন+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং,পুং, বেদবিরুদ্ধাচারী বৌদ্ধক্ষপণক পাষণ্ড,পামর, ধূর্ত্ত।

সর্ব্বলোক (সর্ব্ব সকল—লোক জগৎ) সং, পুং, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড।

সর্ব্বলোকপিতামহ (সর্ব্ব সকল—লোক ভুবন—পিতামহ। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকের পিতাস্বরূপ পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা এই নিমিত্ত সর্ব্বলোক পিতামহ) সং, পুং, ব্রহ্মা, বিধাতা।

সর্ব্বলোহ (সর্ব্ব সকল—লোহ্ লৌহ) সং, পুং, লৌহময় বাণ। শিং—১ "প্রক্ষেডনঃ সর্ব্বলোহো নারাচ এষণশ্চ সঃ।"

সর্ব্ববল্লভা (সর্ব্ব সকল—বল্লভা প্রিয়া, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, অসতী, কুলটা; বিং, ত্রিং, সকলপ্রিয়।

সর্ব্ববিদ, সর্ব্ববেদী, (সর্ব্ববেদিন, সর্ব্ব—বিদ, বেদী [বিদ্ জানা+০(কিপ্), গিন্—ক] যে জানে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বজ্ঞ,সকল জ্ঞানযুক্ত,যিনি সকল জানেন। পুং, পরমেশ্বর।

সর্ব্ববেদ (সর্ব্ব—বেদ্+অ—প্রং। সং, পুং, যে ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। বিং, ত্রিং, সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদাঃ (সর্ব্ববেদস্, সর্ব্ব সকল—বেদি পাওয়ান+অস্—ক) সং, পুং, সর্ব্বস্বদক্ষিণ যাজ্ঞিক।

সর্ব্ববেশী (সর্ব্ববেশিন, সর্ব্ব সকল—বেশ পরিচ্ছদ বা ভূষণ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, নট, সকলবেশধারী।

সর্ব্বশঃ (সর্ব্বশস্, সর্ব্ব+চশস্—প্রং) অং, সকল প্রকারে, সাধারণরূপে।

সর্ব্বশান্তিকৃৎ ; সং,পুং, ভরতরাজ। শকুন্তলার পুত্র।

সর্ব্বশুচি (সর্ব্ব—শুচি। যিনি সকলকে পবিত্র করেন) সং, পুং, অগ্নি।

সর্ব্বসঙ্গত ; সং, পুং, ষষ্টিধান্য। বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্রোচিত।

সর্ব্বসন্নাহ ; সং, পুং, সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা। সমুদয় সৈন্য সংবেত এবং সজ্জিত করা।

সর্ব্বসমতা ; সং, স্ত্রীং, সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার। সমুদায়ের ঐকমত্য।

সর্ব্বসহ ; সং, পুং, গুগ্‌গুলু। ত্রিং, সকল সহিষ্ণু।

সর্ব্বসিদ্ধ ; সং, পুং, শ্রীফল। সকলসাধন।

সর্ব্বস্ব (সর্ব্ব—স্ব ধন, স্বীকার) সং, ক্লীং, সমুদায় ধন, সকল সম্পত্তি। সার।

সর্ব্বস্বদক্ষিণ ; সং, পুং, বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞবিশেষ।

সর্ব্বস্বার (সর্ব্বস্ব—আর) সং, পুং, অচিকিৎস্য রোগার্ত্ত আসন্নমরণ ব্যক্তির আত্মঘাতরূপ যজ্ঞ।

সর্ব্বস্বী (সর্ব্বস্বিন্) সং, পুং, গোপকন্যার গর্ভে নাপিতের ঔরসজাত বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। [সং, ক্লীং, সকল অবয়ব।

সর্ব্বাঙ্গ (সর্ব্ব সকল—অঙ্গ অবয়ব, ষং—স)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ; সং, পুং, ঔষধবিশেষ।

সর্ব্বাঙ্গীণ (সর্ব্বাঙ্গ+ঈন (খীন)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, সকল অবয়বীয়, সকল অঙ্গসম্বন্ধীয়। সর্ব্বাঙ্গব্যাপক। শিং—১ "বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীণে তনুস্বচৌ। কাণ্ডীরঃ খাড়্গিকঃ শার্ঙ্গী রক্ষন্ বিপ্রাংস্তমুদ্রবান্।" (ভট্টিকাব্য)। সকল অবয়বের হিতকারী। সম্পূর্ণ, নিখুঁত।

সর্ব্বাণী (সর্ব্ব শিব+ঈপ্—প্রং, আন্—আগম,কিংবা সর্ব্ব—নী পাওয়া+০ (কিপ্—ক) সং, স্ত্রীং, সর্ব্বপত্নী, ভবানী, দুর্গা। শিং—১ "সর্ব্বান্মোক্ষং প্রাপয়তি জন্মমৃত্যুজরাদিকং। চরাচরাংশ্চ বিশ্বস্থান্ সর্ব্বাণী তেন কীর্ত্তিতা।"

সর্ব্বাধিকারী (সর্ব্বাধিকারিন্, সর্ব্ব সকল +অধিকার+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে, মন্ত্রী প্রভৃতি। কায়স্থের উপাধিবিশেষ।

সর্ব্বানুভূতি ; সং, স্ত্রীং, শ্বেতত্রিবৃতা। জিনবিশেষ। বিং, ত্রিং, তত্ত্বজ্ঞানী।

সর্ব্বান্নীন (সর্ব্ব সকল-অন্ন ভাত+ঈন (খীন)—ভোজনার্থে) বিং,ত্রিং,সর্ব্বান্নভোজী, যে সকলের অন্ন ভোজন করে।

সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়—ন্যায় (৩২) দেখ।

সর্ব্বাভিসন্ধী (সর্ব্বাভিসন্ধিন্, সর্ব্ব সকল—অভি—সম্—ধা [ধারণ করা] লক্ষ্য করা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বৈড়ালব্রতিক, ছদ্মতপস্বী। যে সকল বিষয়ে উপহাস করে।

সর্ব্বাভিসার (সর্ব্ব সকল-অভি—সৃ গমন করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, চতুরঙ্গ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধকরণ।

সর্ব্বার্থসাধিকা , সং, স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।"

সর্ব্বার্থসিদ্ধ (সর্ব্ব সকল—অর্থ বিধেয়, প্রয়োজন—সিদ্ধ নিষ্পন্ন, ৭মী—ষ। ইহাঁর জন্মে তাঁহার পিতার সমুদায় অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া) সং, পুং, বুদ্ধ। বিং, ত্রিং, সকলপ্রয়োজন সিদ্ধিযুক্ত।

সর্ব্বাবসব (সর্ব্ব সকল [পদার্থ]—অবসর অবকাশ) সং, পুং, অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ।

সর্ব্বাস্ত্রা ; সং, স্ত্রীং, জৈনমতে ষোড়শ বিদ্যাদেবীর মধ্যে এক দেবী।

সর্ব্বাহ্ণ (সর্ব্ব সকল—অহন্ দিন) সং, পুং, সমস্তদিন, সমুদায় দিবস।

সর্ব্বেশ্বর (সর্ব্ব সকল—ঈশ্বর প্রভু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, শিব, মহাদেব। সার্ব্বভৌম, সকলের রাজা। বিং, ত্রিং, সকলের প্রভু।

সর্ব্বোত্তর (সর্ব্ব—উত্তর) বিং ত্রিং, সকলের অপেক্ষা অধিক। সর্ব্বপ্রধান।

সর্ব্বৌঘ (সর্ব্ব সমুদায়—ওঘ সমূহ) সং,

পুং, চতুরঙ্গ সেনা সমবেতকরণ। গুরু-বেগ।

সর্ব্বৌষধি (সর্ব্ব—ওষধি) সং, স্ত্রীং, কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন চম্পক মুরা কর্পূর মুস্তা—এই কয়।

সর্ষপ,সরিষপ, (সৃ গমন করা+অপ—ক, ষ—আগম) সং, পুং, শস্যবিশেষ, সরিষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ, ও কদম্বক। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে সর্ষপ দুই প্রকার। দ্বিবিধ সর্ষপই কটু তিক্ত-রস, ইহা পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক। দাহ, পিত্ত ও রক্ত পিত্তের বৃদ্ধিকারক, কফ ও বায়ুনাশক, এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বাতশূল, গুল্ম ও ব্রণরোগে উপকারী। শ্বেত সরিষা রুচিকর, ত্বগ্‌দোষনাশক এবং ব্রণ, বাতরক্ত ও বিষদোষের বিশেষ উপকারক। কালসরিষা অপেক্ষা শ্বেতসরিষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট। সর্ষপের পাতা বা শাক কটু-লবণ-মধু-রস, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ; অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলমূত্ররোধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষজনক, রক্তপিত্তের প্রকোপক এবং ক্রিমিঘ্নক। সর্ষপ গাছের ডাঁটা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং কণ্ডু, ব্রণ, দদ্রু, কুষ্ঠ ও বমিরোগের উপকারক। বিষবিশেষ। ষড়্‌-লিখ্যাপরিমাণ। শিং—১ "জালান্তরগতে ভানৌ যচ্চাণু দৃশ্যতে রজঃ। তৈশ্চতুর্ভির্ভবে-ল্লিখ্যা লিখ্যাষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ।" পী—স্ত্রীং, খঞ্জন পক্ষী।

সর্‌হদ্দ, বি, (পার্সী) চতুঃসীমা, প্রান্তরেখা, আলি।

সল, সলিল, (সল্‌ গমন করা+অ, ই, ইল—ক) সং, ক্লীং, অম্বু, বারি, জল।

সলজ্জ (সহ—লজ্জা) বিং, ত্রিং, সব্রীড়।

সলিলকুন্তল (সলিল জল—কুন্তল কেশ) সং, পুং, শৈবাল, শেওলা।

সলিলক্রিয়া (সলিল—ক্রিয়া কার্য্য) সং, ত্রিং, তর্পণাদি। জলদ্বারা চিতা ধৌতকরণ।

সলিলজ (সলিল জল—জ [জন্‌ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, জলজ, পদ্ম। বিং, ত্রিং, জলজাত।

সলিলধি, সলিলনিধি (সলিল জল—ধা, নি-ধা ধারণ করা+ই—ধি) সং, সং, পুং, জলনিধি, সমুদ্র।

সলিলাশয় (সলিল জল—আশয় স্থান) পুং, জলাশয়।

সলিলেন্ধন (সলিল জল—ইন্ধন প্রজ্বলন) সং, পুং, বাড়বানল।

সলীল (স সহিত—লীলা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, লীলাযুক্ত, ক্রীড়াকারী। শিং—১ "লসদ্বিতানভূষিতে সলীলবিভ্রমালসং।" ভঙ্গীসহিত। কৌতুকী, কৌতুহলী।

সল্লকী (সল্‌ গমন করা+অক—ক, ল—দ্বিত্ব) সং, স্ত্রীং, সজারু পশু। বাবলা গাছ।

সল্লা,সলা, বি, (পার্সী) পরামর্শ, চুক্তি।

সব (সূ প্রসব করা—অ(অল্‌)—র্ম্ম) সং, পুং, যজ্ঞে প্রস্তুত আসব। অপত্য, সন্তান। সূর্য্য। চন্দ্র। (+অল্‌—ভাবে) প্রসব। (+অল—ধি) যজ্ঞ। জল। ক্লীং, পুষ্পরস। সোমরস নিষ্পীড়ন ও পান। (সর্ব্বশব্দজ) বিং, সকল।

সবচিন; বি, সর্ব্বপরিচিত।

সবজান্তা; বিং, সর্ব্বজ্ঞ। ২। যাহাকে সকলে জানে।

সবন (সূ প্রসব করা+অন(অনট্‌)—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞে স্নান। স্নান। সোমরসপান। প্রসব। চন্দ্র। পুং, পুষ্করদ্বীপপতি। (+অনট্‌—ধি) ক্লীং, যজ্ঞ।

সবন্ধকপ্রয়োগ—কোন বস্তু বন্ধক রাখিয়া ঋণদান।

সবয়াঃ (সবয়স্‌ স সমান—বয়স জীবনকাল, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বয়স্য, স্নিগ্ধ সহচর। শিং—১ "সবয়োভিরন্বিতঃ"।

সমসাময়িক ব্যক্তি। বিং, ত্রিং, সমবয়স্ক, সমসাময়িক।

সবর ; সং, পুং, জল। মহাদেব।

সবর্ণ (স সমান—বর্ণ জাতি, য়ং, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, তুল্য, সদৃশ, সমানবর্ণ, সমানজাতি। সমানবর্ণযুক্ত। ব্যাকরণে—একস্থানোচ্চারিত বর্ণ; যথা—"সবর্ণেনাক-দীর্ঘঃ।" র্ণা—স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী, ছায়া।

সবল (স সহিত—বল, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, বলবান্, শক্তিবিশিষ্ট। সসৈন্য, সেনাসহিত।

সবহা ; সং, স্ত্রীং, ত্রিবৃতা।

সবাস (সহিত—বাস গন্ধ, গৃহ) বিং, ত্রিং, গন্ধযুক্ত, সুগন্ধ। যাহার গৃহ আছে, গৃহস্থ।

সবাসা (সবাসস্, স সহ—বাসস্ বস্ত্র) বিং, ত্রিং, বস্ত্রপিহিত, কাপড়পরা।

সবলি ; সং, পুং, অপরাহ্ণ, বৈকাল।

সবিকল্পক (স সহিত—বিকল্প ইচ্ছানু-যায়ী কল্পনা+ক(কণ্)—যোগ) সং, ক্লীং, ন্যায়ে—বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। বেদান্তে—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-ভেদজ্ঞান। বিং, ত্রিং, সন্দিগ্ধ। উভয়প্রকারে মতানুযায়ী, যে স্থলে উভয়প্রকার কল্পনারই প্রবৃত্তি হয়।

সবিকাশ (স [সহশব্দজ] সহিত—বিকাশ প্রসার) বিং, ত্রিং, প্রফুল্ল, বিকসিত। অসঙ্কুচিত, প্রসারিত, বিস্তারিত।

সবিগ্রহ ; বিং, ত্রিং, শরীরবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য সূচক, বোধক।

সবিতা (সবিতৃ, সূ [সর্ব্বলোক] প্রসব করা +তৃন্—ক) সং, পুং, সূর্য্য, দিবাকর। অর্ক-বৃক্ষ; ঈশ্বর। শিং—১"তৎসবিতুর্বরেণ্যং।" ২ "যীশস্য বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্ব্বদা। সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা স তু কীর্ত্তিতঃ॥ সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্যতে। যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।" বিং, ত্রিং, জন-য়িতা; যথা—"বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা, তাই সে সবিতা নাম।"

সবিতৃদৈবত (সবিতৃ সূর্য্য—দৈবত দেবতা। সূর্য্য এই নক্ষত্রের উপর আধিপত্য করেন বলিয়া) সং, পুং, হস্তানক্ষত্র।

সবিতৃল (সবিতৃ সূর্য্য+ল—সম্বন্ধার্থে) সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সবিত্রী (সূ প্রসবকরা+তৃন্—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, জনয়িত্রী, মাতা। গাভী।

সবিধ (স সমান—বিধা প্রকার) বিং, ত্রিং, তুল্য, সদৃশ। সমীপ, নিকট। শিং —১ "যস্য ন সবিধে দয়িতা দবদহনস্তু-হিনদীধিতিস্তস্য।" ২ "সবিধেঽপি ন সূক্ষ্মসাক্ষিণী।"

সবিশেষ (সহ—বিশেষ) বিং, ত্রিং, সম্যক্ প্রকার।

সবিস্ময় (স সহিত—বিস্ময় আশ্চর্য্য, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, বিস্ময়যুক্ত।

সবুজ, বিং, (পার্সী শব্দ) হরিদ্বর্ণ।

সবুর (আরবী সবার শব্দজ) সহিষ্ণু, সহ্য।

সবৃদ্ধিক (সহ—বৃদ্ধি কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধিযুক্ত। সুদসমেত।

সবেরাৎ, সবেবরাৎ, সং, মুসলমান পর্ব্ব বিশেষ। আগামী এক বৎসরের মধ্যে কে মরিবে, কে জন্মিবে, কে সুখে থাকিবে, কে দুঃখে থাকিবে ইত্যাদি লিখিয়া ফেরেস্তা-গণ ঐ রাত্রিতে ছুটি পান। এই জন্য উহাকে সবেরাৎ বা সবেবরাৎ বলে।

সবেশ, সবেষ (স [সমান বা সহ শব্দজ] সামান্য, সহিত—বেশ প্রবেশ, পরি-চ্ছদ, ভূষণ ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, সবিধ, নিকট। বেশযুক্ত, ভূষিত।

সব্য (সূ প্রসব করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বাম দক্ষিণ প্রতিকূল। পশ্চাৎদিকে।

সব্যসাচী (সব্যসাচিন্, সব্য বাম—সচ যুক্ত হওয়া=ইন্ (ণিন্)—ক। দক্ষিণ হস্তের ন্যায় যে বামহস্তেও বাণ ক্ষেপণ করে। মহাভারতে—"উভৌ মে দক্ষিণে

পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে। তেন দেবমনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ।") সং, পুং অর্জ্জুন, উভয়হস্তে বাণ ক্ষেপণসমর্থ।

সব্যাজ (সহ—ব্যাজ) বিং, ত্রিং, ছলযুক্ত। সপ্রতিবন্ধ।

সব্যেষ্ঠ } (সব্যেষ্ঠৃ, সব্যে বামে—স্থা
সব্যেষ্ঠা } থাকা+অ(ড), তৃন্—ক) পুং, সারথি, রথপার্শ্বস্থ বীর।

সব্রীড় (স সহিত—ব্রীড়া লজ্জা) বিং, ত্রিং, সলজ্জ, বিনীত।

সশঙ্ক (সহিত—শঙ্কা ভয়যুক্ত, ভীত, চকিত, ত্রস্ত।

সশল্য (স সহিত—শল্য শেল) বিং, ত্রিং, কণ্টকবিদ্ধ, শেলবিদ্ধ। পীড়াদায়ক, কষ্টদায়ক, দুষ্কর।

সশা (দেশজ) সং, স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ।

সসজ্জ (স সহিত—সজ্জা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত।

সসত্ত্ব (স সহিত—সত্ত্ব জন্তু, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, প্রাণিযুক্ত। শিং—১ "ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ।" সং, ত্বা—স্ত্রীং, গর্ভবতী, গর্ভিণী স্ত্রী।

সসন (সস্ নিদ্রিত হওয়া ইত্যাদি+অন্ অনট্—ভা) সং, ক্লীং, যজ্ঞার্থ পশু বধ। বধ।

সসাধ্বস (সহ—সাধ্বস) বিং, ত্রিং, সভয়।

সসৌষ্ঠব (স সহিত—সৌষ্ঠব বেগ) বিং, ত্রিং, বেগগামী, সত্বর। অতিসুন্দর।

সস্ত্রীক (স সহিত—স্ত্রী, ১মা—হিং, কণ—যোগ) বিং, ত্রিং, সপত্নীক, স্ত্রীসহিত, ভার্য্যার সহ। শিং—২ "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।"

সস্পৃহ (স সহিত—স্পৃহা ইচ্ছা) বিং, ত্রিং, সাভিলাষ, স্পৃহাযুক্ত, লালস, ইচ্ছুক, লোভী।

সস্মিত (স সহিত—স্মিত ঈষৎহাস্য, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সহাস্য।

সস্য (সস্ নিদ্রিত হওয়া+য—ণ, শস্যও হয়) সং, ক্লীং, বৃক্ষাদির ফল। ধান্যাদি। শাঁস। শস্য। গুণ, উৎকৃষ্টতা।

সস্যক (সস্য+কণ্—যোগ) সং, পুং, মণিবিশেষ। খড়্গ।

সস্যসংবর (সস্য ফল—সংবর আচ্ছাদন) সং, পুং, শালগাছ।

সস্বেদা (সহিত—স্বেদ ঘর্ম্ম) সং, স্ত্রীং, দূষিতা কুমারী। স্বেদযুক্তা, ঘর্ম্মক্লিন্না।

সহ (সহ সহ্য করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, ক্লীং, বল, শক্তি। অং, সহিত। সাহিত্য। সাকল্য। সাদৃশ্য। বিদ্যমানতা। সমৃদ্ধি। সম্বন্ধ। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, সহিষ্ণু। সহায়। সমর্থ। পুং, অগ্রহায়ণ মাস। হা—স্ত্রীং, পৃথিবী, মুসব্বর। গাছ। সিম্বীবিশেষ, মুদ্গপর্ণী। ঔষধ দ্রব্যবিশেষ, নখী। দণ্ডোৎপল। শুক্লযব।

সহকর্ম্ম (সহকর্ম্মন্, সহ সহিত—কর্ম্মন্ কার্য্য) বিং, ত্রিং, সহায়, সাহায্যকারী।

সহকার (সহ সহিত—কৃ বিক্ষেপ করা+অ (ঘণ্)—ক) সং, পুং, সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। আম্রপল্লব। (সহ—কৃ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সহায়তা, সাহায্য।

সহকারী (সহকারিন্, সহ সহিত—কৃ করা+ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সহায়, সাহায্যকারী। কারণবিশেষ।

সহকৃৎ (সহ—কৃ করা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, স্ত্রীং, সহকারী।

সহকৃত্বা (সহকৃত্বন্, সহ—কৃ করা+ক্বনিপ্—ক) বিং, ত্রিং, সহকারী। ত্বরী—স্ত্রীং, সহকারিণী।

সহগমন (সহ সহিত—গমন) সং, ক্লীং, সহিত গমন। সহমরণ, স্বামীর সহিত চিতাগ্নিতে জীবিতাবস্থায় শরীর দাহ করণ।

সহচর (সহ সহিত—চর যে গমন করে)

বিং, ত্রিং, অনুচর, সঙ্গী। শিং—১ "সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্র।" বয়স্য, সখা। জামিন, প্রতিভূ।

সহচরী (সহচর+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, পত্নী, ভার্য্যা। সখী, সঙ্গিনী। পীতঝিণ্টী।

সহচারী (সহ—চর্ গমন করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, সঙ্গী।

সহজ (সহ সহিত—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে) সং, পুং, সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা। স্বভাব। বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক। সুলভ, অনায়াসসিদ্ধ। সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। শিং—১ "সহজপ্রাকৃতাবপি।" জ্যোতিষে—জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থান।

সহজন্যা; সং, স্ত্রীং, অপ্সরাবিশেষ।

সহজমিত্র (সহজ স্বাভাবিক—মিত্র সুহৃৎ) সং, ক্লীং, স্বাভাবিক সুহৃৎ, ভাগিনেয়, পৈতৃষ্বস্রীয় মাতৃষ্বস্রীয় প্রভৃতি, ইহারা বিষয়ের অংশী নয় বলিয়া স্বাভাবিক মিত্র।

সহজশত্রু, সহজারি (সহজ স্বাভাবিক—শত্রু, অরি) সং, পুং, স্বাভাবিক শত্রু, বৈমাত্রেয় পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদি, ইহারা পৈতৃক ধনের অংশী, সুতরাং জন্মের সঙ্গেই ইহাদের শত্রুভাব উৎপন্ন হয়।

সহজেতর (সহজ—ইতর) বিং, ত্রিং, অস্বাভাবিক, অলৌকিক।

সহণ্ডুক; সং, ক্লীং, মাংসব্যঞ্জনবিশেষ।

সহদেব (সহ সহিত—দেব যে খেলা করে) সং, পুং, মাদ্রীর পুত্র, পাণ্ডুর কনিষ্ঠ পুত্র। জরাসন্ধপুত্র মগধাধিপতি। বা—স্ত্রীং, প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। দণ্ডোৎপল। বী—স্ত্রীং, সর্পাক্ষী।

সহধর্ম্মিণী, সহধর্ম্মচারিণী (সহ সহিত—ধর্ম্ম+ইন্—প্রং, ঈপ্। সহ—ধর্ম্ম—চারিণী (চর্ গমন করা+ইন্ (ণিন্)—ক] যে স্ত্রী আচরণ করে) সং, স্ত্রীং, পত্নী, ভার্য্যা, ভর্ত্তার সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণী।

সহন (সহ্ সহ্য করা+অন—ক) বিং, ত্রিং, সহিষ্ণু। (+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, ক্ষমা, সহ্যকরা। প্রতীক্ষা।

সহনীয় (পূর্ব্বে দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সোঢ়ব্য, সহ্য করিবার যোগ্য।

সহভাবী (সহভাবিন্, সহ সহিত—ভূ হওয়া+ইন্—প্রং) বিং, ত্রিং, সহায়, আনুকূল্যকারী। সহোদর, সোদর। সহচর। সহিত উৎপন্ন।

সহমরণ (সহ সহিত—মরণ) সং, ক্লীং, অনুমরণ, মৃত পতির সহিত মরণ, মৃত স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতায় অধিরোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ।

সহমৃতা (সহ সহিত—মৃতা) সং, স্ত্রীং, যে স্ত্রী মৃত স্বামীর সহগমন করে।

সহযায়ী (সহযায়িন্, সহ সহিত—যা যাওয়া+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, একত্র গমনকারী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে।

সহর, বি, (পার্সী) বহুজন পূর্ণ স্থান। নগর।

সহরসা, সং, স্ত্রীং, মুদ্গপর্ণী।

সহর্ষ (স সহিত—হর্ষ আহ্লাদ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট, আহ্লাদিত।

সহবৎ, সং, সুশিক্ষা।

সহবাস (সহ সহিত—বস্ বাস করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস।

সহবিণ্মূত্রোৎসর্গী (Monotremata) সহ—বিট্ বিষ্ঠা—মূত্র—উৎসর্গী যে ত্যাগ করে) সং, পুং, স্তন্যপায়ী পশু মল মূত্রাদি এক দ্বার দিয়া পরিত্যাগ করে; যথা—প্লাটিপাস্ ও একিনিডীপশু।

সহস (সহ্ সহ্য করা+অস্—খি) সং, পুং, অগ্রহায়ণ মাস। (+অস্—র্ম্ম) ক্লীং, বল, শক্তি। তেজঃ, জ্যোতিঃ।

সহসা (সহ্ সহ্য করা+অসা—প্রং। অথবা সহ—সো+অ (ড)—ক) সং, শীঘ্র। হঠাৎ, অকস্মাৎ অবিমর্ষ। (সহ+হস্ হাস্য করা

+অ, আপ্) সং, স্ত্রীং, হাস্যকারিণী। শিং —১ "ন সহসা সহসা পরিরব্ধ তম্।" ২ "শ্লথয়িতুং ক্ষণমক্ষমতাং গতা ন সহসা সহসা কৃতবেপথুঃ।"

সহসান (সহ্ সহ্ করা+অসান-প্রং) সং, ক্লীং, ময়ূর। যজ্ঞ। বিং, ত্রিং, সহিষ্ণু।

সহস্য (সহ্ সহ্ করা+য (ষ্য)—প্র, নিপাতন) সং, পুং, পৌষমাস।

সহস্র (স সমান—হস্ হাস্য করা+র—ক) সং, ক্লীং, দশশত সঙ্খ্যা, হাজার, ১০০০। তৎসংখ্যক।

সহস্রকর, সহস্রকিরণ (সহস্র—কর, কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং,সূর্য্য, সহস্রাংশু।

সহস্রকৃত্ব (সহস্র+কৃত্ব—প্রং) অং, হাজার বার। বারবার, অসংখ্যবার।

সহস্রদংষ্ট্র | **সহস্রদংষ্ট্রী** (সহস্র—দংষ্ট্র দন্ত, ৬ষ্ঠী —হিং। সহস্রদংষ্ট্রিন্, সহস্র—দংষ্ট্রা দাঁত+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পাঠীন মৎস্য, বোয়ালমাছ।

সহস্রদৃক্ (সহস্রদৃশ্ সহস্র—দৃশ্ চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, সহস্রনয়ন, ইন্দ্র।

সহস্রদোঃ (সহস্রদোস্, সহস্র—দোষ্ বাহু) সং, পুং, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন।

সহস্রধা (সহস্র+ধাচ্—প্রকারার্থে) অং, সহস্রপ্রকার। সহস্রবার।

সহস্রনয়ন, সহস্রনেত্র (সহস্র—নয়ন, নেত্র =চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

সহস্রপতি, সহস্রাধিপতি; সং, পুং, প্রদেশের বা সহস্র গ্রামের শাসনকর্ত্তা।

সহস্রপত্র (সহস্র—পত্র পাতা, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, ক্লীং, সহস্রদলযুক্তপদ্ম। পদ্ম।

সহস্রপাদাৎ (—পাদ্, সহস্র—পাদ চরণ, রশ্মি, ৬ষ্ঠী-হিং) সং, পুং, সূর্য্য। বিষ্ণু। শিং—১ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" ব্রহ্মা। পরমেশ্বর।

সহস্রভুজ (সহস্র—ভুজ বাহু) সং, পুং, বিষ্ণু। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। আ-স্ত্রীং,মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দেবী।

সহস্ররশ্মি | **সহস্রাংশু** (সহস্র—রশ্মি, অংশু=কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সূর্য্য, সহস্রকিরণ।

সহস্ররোম (সহস্র—রোমন্) সং, ক্লীং, কম্বল।

সহস্রলোচন | **সহস্রাক্ষ** (সহস্র—লোচন, অক্ষ অক্ষিশব্দজ,—৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

সহস্রবদন, সহস্রানন, সহস্রাস্য (সহস্র —বদন, আনন, আস্য=মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

সহস্রবাহু; সং, পুং, বাণাসুর। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। বিষ্ণু। শিং—১ "সহস্রবাহু ভব বিশ্বমূর্ত্তেঃ।"

সহস্রবীর্য্যা (সহস্র—বীর্য্য প্রতাপ, তেজঃ) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বা।

সহস্রশিখর (সহস্র—শিখর চূড়া) সং, পুং, বিন্ধ্যপর্ব্বত।

সহস্রাক্ষ (সহস্র—অক্ষি চক্ষুঃ+ষ, ৬ষ্ঠী —হিং। গোতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের সর্ব্বশরীর স্ত্রীচিহ্নসদৃশ চিহ্নে আচ্ছাদিত হয়, পরে ইহাঁর বরে উক্ত চিহ্ন সকল চক্ষু হয় বলিয়া) সং, পুং, ইন্দ্র। বিষ্ণু।

সহস্রানীক; সং, পুং, শতানীকরাজপুত্র।

সহস্রার (সহস্র—আর কোণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদলপদ্ম।

সহস্রাস্য (সহস্র—আস্য) সং, পুং, বিষ্ণু।

সহাঃ (সহস, সহ্ সহ্‌করা+অস্—প্রং) সং, পুং, অগ্রহায়ণ মাস। হেমন্তকাল।

সহাধ্যায়ী (সহাধ্যায়িন্, সহ্ সহিত—অধ্যায়ী যে অধ্যয়ন করে) সং, পুং, একপাঠী, এক গুরুর শিষ্য।

সহানুভূতি (Sympathy) অন্যের সুখ দুঃখাদিতে তাদৃশ সুখ দুঃখাদি অনুভব করা।

সহায় (সহ সহিত—ই গমন করা+অ,অন্ —ক) সং; পুং, ত্রিং, সহচর। সাহায্য-কারী, যে আনুকূল্য করে, সহকারী।

সহায়তা (সহায়+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং সাহায্য, আনুকূল্য। সহায়সত্ত্ব।

সহার (সহ্ সহ্যকরা+আর—প্রং) সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। মহাপ্রলয়। ত্রিং, হারেরসহিত।

সহিত (সহ্ সঙ্গে+ইত—ক, কিম্বা সহ্ সহ্য করা+ত(ক্ত)—প্রং, ই—আগম) বিং, ত্রিং, সমভিব্যাহৃত। সংযুক্ত। সম্—হিত) হিতকর, ইষ্টসাধক।

সহিতা } (সহিতৃ, সহ্ সহ্যকরা+তৃন্,
সহিষ্ণু } ইষ্ণু—ক) বিং, ত্রিং, সহনশীল, ক্ষমাবান্, প্রতীক্ষাশীল।

সহিষ্ণুতা (সহিষ্ণু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সহনশীলতা, ক্ষমা, প্রতীক্ষা।

সহুরি (সহ্ সহ্য করা+উরি—প্রং) সং, পুং, সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ। স্ত্রীং, পৃথিবী।

সহুরে, বিং, সহরবাসী।

সহৃদয় (স সহিত—হৃদয় অন্তঃকরণ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, সামাজিক, রসজ্ঞ। প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ। বিদ্বান্। কাব্যার্থ-ভাবনাধীন পরিপক্কবুদ্ধি।

সহৃল্লেখ; সং, ক্লীং, দূষিত অন্ন। "বিচিকিৎসা তু হৃদয়ে অন্নে যস্মিন্ প্রজায়তে। সহৃল্লেখস্ত বিজ্ঞেয়ং পুরীষস্ত স্বভাবতঃ।"

সহোক্তি (সহ সহিত—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ; যে স্থলে সহশব্দার্থ বলে একটী পদ দুই বিষয়ের বাচক হয়।

সহোটজ (সহ—উটজ) সং, পুং, ক্লীং, পর্ণকুটীর, পাতার ঘর। শিং—১ "মুনীনাঞ্চ চিতাকুট্যাং পর্ণোটজসহোটজৌ।"

সহোঢ় (সহ সহিত—ঊঢ়া পরিণীতা, কিম্বা স সহিত—হোঢ় অপহৃত দ্রব্য) সং, পুং, দ্বাদশবিধ পুত্রের একপুত্র, গর্ভবতী কুমারীর বিবাহানন্তর জাত পুত্র। অপহৃত দ্রব্য সহিত ধৃত তস্কর।

সহোঢ়জ (সহ সহিত+ঊঢ়া পরিণীতা—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, অজ্ঞাতগর্ভ পরিণীতার পুত্র।

সহোত্থায়ী (সহোত্থায়িন্, সহ সহিত—উত্থায়ী যে উত্থান করে) বিং, ত্রিং, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করে, যাহারা এক সময়ে বাড়িয়া উঠে।

সহোদর (সহ সমান—উদর গর্ভ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, র—স্ত্রীং, এক মাতার গর্ভজাত তুল্য।

সহোর (সহ্ সহ্য করা+ওর—প্রং) বিং, ত্রিং, সাধু, ধার্ম্মিক।

সহ্য (সহ্ সহ্য করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সহনীয়, সহনযোগ্য। সমান, উপযুক্ত, প্রচুর। মিষ্ট, মনোজ্ঞ। শক্ত, সমর্থ। সং, পুং, ভারতবর্ষের পর্ব্বতবিশেষ, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উত্তরাংশ। ক্লীং, স্বাস্থ্য, আরোগ্য। সাম্য। মাধুর্য্য।

সাংক্রমিক, সাঙ্ক্রামিক (সংক্রাম+ইক প্রং) বিং, ত্রিং, সংক্রমশীল, যাহার সংক্রমণ হয়, স্পর্শেতে যাহা উৎপন্ন হয়, ছোঁয়াচে।

সাঙ্গা, বি, বিধবা-বিবাহ। নিকা। ২। গৃহের দেয়ালে হাঁড়ি কলসী রাখিবার কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ।

সাংগ্রামিক, সাঙ্গ্রামিক (সংগ্রাম যুদ্ধ +ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, যুদ্ধোপযোগী। যুদ্ধসম্বন্ধীয়। যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। সং, পুং, সেনাপতি।

সাংদৃষ্টিক (সংদৃষ্টি+ইক—ষ্ণিক)—প্রং) সং, ক্লীং, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের মনে মনে কল্পনা। কোন কার্য্যের তৎক্ষণাৎ যে ফল হয়।

সাংযাত্রিক (সংযাত্রা দ্বীপান্তর গমন+ইক(ষ্ণিক)—প্রয়োজনার্থে) সং, পুং, পোতবণিক্, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে।

সাংযুগীন (সংযুগ যুদ্ধ+(ঈন)গীন্)—তত্রসাধবর্থে) সং, পুং, যুদ্ধকুশল, রণপণ্ডিত, দক্ষসৈনিক, নিপুণ সেনাপতি।

সাংরাবিণ (সম্ একসঙ্গে—রাবিন্ [রু

শব্দ করা + ইন্(ণিন্)—ক] যে শব্দ করে, অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, হট্টের শব্দ, হাটের গোলমাল। একত্রে চীৎকার।

সাংবৎসর (সংবৎসর বর্ষ=অ(ষ্ণ)—জাতার্থে) সং, পুং, গণক, দৈবজ্ঞ। (+ ষ্ণিক—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, বার্ষিক।

সাংসবৎরিক (সংবৎসর বর্ষ+ইক(ষ্ণিক) —ভবার্থে) বিং, ত্রিং, সংবৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। প্রতিবর্ষকর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধ)।

সাংবাদিক (সংবাদ বাদানুবাদ, খবর+ ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, নৈয়ায়িক। বিং, ত্রিং, সংবাদদাতা।

সাংশয়িক (সংশয় সন্দেহ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সংশয়াপন্ন, সন্দিহান। অস্থিরবুদ্ধি, অকৃতপ্রতিজ্ঞ, অকৃতনিশ্চয়।

সাংসর্গিক (সংসর্গ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সংসর্গসম্বন্ধীয়।

সাংসারিক (সংসার+ইক(ষ্ণিক)—সম্বন্ধার্থে বিং, ত্রিং, সংসারসম্বন্ধীয়। সংসারোপযোগী।

সাংসিদ্ধিক (সংসিদ্ধি সমাপ্তি+ইক(ষ্ণিক) —প্রং) বিং, ত্রিং, স্বভাবসিদ্ধ।

সাংস্থানিক। (সম্ একসঙ্গে—স্থান+ ইক(ষ্ণিক) প্রং) বিং, ত্রিং, একদেশীয়, এক দেশস্থ।

সাঁকো (সংক্রম শব্দজ) সং, সেতু, পুল।

সাচা (দেশজ) বিং, সত্য, যথার্থ, অকৃত্রিম।

সাঁজা; সং, দধি প্রস্তুত জন্য দুগ্ধে অম্ল দেওয়া। ফস্‌লী খাজনার অপর নাম সাঁজ।

সাঁজাল; সং, গোশালাদিতে মশকাদি নিবারণার্থ ঘুঁটের ধূম দেওয়া।

সাঁজোয়া (সজ্জা শব্দজ) সং, সং, ধর্ম্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ।

সাঁড়াশী (সন্দংশ শব্দজ) সং, লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। [আলো।

সাঁঝ বি, (সন্ধ্যা শব্দজ) সন্ধ্যা কাল। ২।

সাঁতার (সন্তরণ শব্দজ) সং, জলোপরি ভাসন।

সাকম (স সহিত—অক্ গমনকরা+অম্ —ক) অং, সহ, সহিত, সঙ্গে। "সাকম্ কুরঙ্গশাবাক্ষ্যা মধুপানলীলাং কর্ত্তুম্।

সাকল্য (সকল+য—প্রং) সং, ক্লীং, সমুদায় সম্পূর্ণ হোমার্থমিশ্রিত তিলাদি দ্রব্য।

সাকাঙ্ক্ষা (স সহিত—আকাঙ্ক্ষা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লালস, লোভী, ইচ্ছুক।

সাকার (স সহিত—আকার আকৃতি ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, আকৃতিবিশিষ্ট, যাহার আকার আছে (দেবাদি)।

সাকুত (স সহিত—আকূত অভিপ্রায়) বিং, ত্রিং, সাভিপ্রায়, অভিপ্রায়যুক্ত।

সাকেত (সহ—আ—কিত+অ(অল্)—খি) সং, পুং,—ক্লীং, অযোধ্যানগর। শিং —১ "জনস্থ সাকেতনিবাসিনস্তৌ।"

সাক্তুক (সক্তু যবাদিচূর্ণ+কণ্—প্রং) সং, পুং, যব। ক্লীং, সক্তুসমূহ। বিং, ত্রিং, সক্তুসম্বন্ধীয়।

সাক্ষর (স সহিত—অক্ষর বর্ণ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, অক্ষরযুক্ত, বিদ্বান্। ক্লীং, স্বনামলিখন, সহি করা।

সাক্ষাৎ (স সহিত—অক্ষ [অক্ষিশব্দজ] চক্ষুঃ—অৎ গমন করা—০(ক্বিপ্)—ক) অং, সম্মুখ, প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষীভূত। মূর্ত্তিমান্। স্বয়ং। তুল্য। সদৃশ।

সাক্ষাৎকার (সাক্ষাৎ—কার করণ) সং, পুং, প্রত্যক্ষ করা। দেখা করা।

সাক্ষী (সাক্ষিন্, স সহিত [বিদ্যমানতায়] —অক্ষি চক্ষুঃ+ষ্ণ।-ইন্—প্রং, অথবা সাক্ষাৎ+ইন্—দৃষ্টবানর্থে, নিপাতন) বিং, ত্রিং, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা। বৃত্তান্তজ্ঞ। উপদ্রষ্টা।

সাক্ষ্য (সাক্ষিন্+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সাক্ষীর কর্ম্ম, প্রমাণ লওয়া।

সাখ্য (সখি মিত্র+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সখ্য, মিত্রতা।

সাগর (সগর একরাজা+অ(ষ্ণ)—অস্যর্থে।

সগররাজা যাহাকে অবতারিত করিয়াছিলেন) সং, পুং, সমুদ্র। মৃগবিশেষ। সঙ্খ্যাবিশেষ। দশপদ্ম সঙ্খ্যা।

সাগরগামিনী (সাগর—গামিনী যে গমন করে, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, নদী, সরিৎ। সুস্মৈলা।

সাগরনেমী
সাগরমেখলা
সাগরাম্বরা (সাগর—নেমী চক্রের প্রান্ত, বেড়। মেখলা কটিবন্ধ, চন্দ্রহার, অম্বর, বস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং; আপ্)সং, স্ত্রীং, পৃথিবী।

সাগরশাখা—স্থলভাগে প্রবিষ্ট সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ।

সাগরালয় (সাগর সমুদ্র—আলয় বাসস্থান) সং পুং, বরুণ, জলাধিপতি।

সাগরোত্থ (সাগর সমুদ্র—উত্থ উৎপন্ন) সং, ক্লীং, সমুদ্রলবণ।

সাগুদানা, বি, শস্যবিশেষ।

সাগ্নিক (স সহিত—অগ্নি আগুন+কণ—প্রং) সং, পুং, যে ব্যক্তি সতত যোগশীল ও যাহার যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, অগ্নিহোত্রী দ্বিজ।

সাঙ্কর্য্য (সঙ্কর মিশ্রণ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, মিশ্রণ, মিলন। সঙ্করত্ব।

সাঙ্কেতিক (সঙ্কেত+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সঙ্কেতকারক। (Practice) সঙ্ক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কষা।

সাঙ্ক্ষেপিক (সঙ্ক্ষেপ+ইক—প্রং) বিং, ত্রিং, সঙ্ক্ষেপকারক। সঙ্ক্ষিপ্ত।

সাঙ্খ্য (সঙ্খ্যা [সম্ সম্যক্—খ্যা "বস্তুতত্ত্ব প্রকাশকরা+০(ক্বিপ্)—প] সম্যক্ জ্ঞান +য—প্রং, অথবা সংখ্যা+ষ্ণ) সং, ক্লীং, কপিলমুনি-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র; ইহাতে প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, সূক্ষ্মপঞ্চভূত, স্থূলপঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ, পুরুষসহিত পঞ্চবিংশতি। শিং—১ "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সঙ্খ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যম্। ইতি শ্রীভগবদ্গীতা টীকায়াং শ্রীধরস্বামী।"

সাঙ্গ (স সহিত—অঙ্গ অবয়ব, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। যাহার সমুদায় অঙ্গ সম্পূর্ণ, কোন অঙ্গই বিকল নাই।

সাংগ্রামিক (সংগ্রাম+ইক (ষ্ণিক)—প্রং)) বিং, ত্রিং, যুদ্ধোপযোগী। যুদ্ধসম্বন্ধীয়।

সাঙ্ঘাতিক (Bryozoa) যে সকল ক্ষুদ্র-ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে; সাঙ্গা নামক ঝিনুক।

সাঙ্ঘাতিক (সঙ্ঘাত+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, মারাত্মক, প্রাণনাশক। জন্ম হইতে ষোড়শ নক্ষত্র।

সাচি (সচ্ সেবা করা+ইঞ্—ক) অং, বক্র, নত, তির্য্যক্।

সাচিব্য (সচিব মন্ত্রী+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, মন্ত্রিত্ব। সাহায্য, সহায়তা।

সাচীকৃত (সাচি বক্র—কৃত, ঈ(চ্বি—আগম, নিপাতন) বিং, ত্রিং, বক্রীকৃত, নোয়ান। শিং—১ "সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্যৌ।" বিরূপকৃত, অথবা অযথাকথিত।

সাজ (সজ্জা শব্দজ) সং, বেশ, ভূষণদ্রব্য। অস্ত্রশস্ত্রাদি।

সাজা; সং,দণ্ড, শাস্তি। ২। সজ্জিত হওয়া।

সাজান; বি, বেশভূষা করান।

সাজাত্য (সজাতি+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সজাতীয়তা, একধর্ম্মাক্রান্ততা। একবিধতা। [বিশেষ।

সাজি; সং, বংশশলাকা নির্ম্মিত পুষ্পপাত্র-

সাজোয়াল (যাবনিক) তহশীলদার।

সাঞ্চারিক (সঞ্চার+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সঞ্চারযোগ্য।

সাঞ্জন (স সহিত—অঞ্জন কাজল) সং, পুং, কৃকলাস, কাঁকলাস।

সাট (দেশজ) সং, সঙ্ক্ষেপ, স্বল্পতা।

সাটোপ (স সহিত—আটোপ গর্ব্ব। বিং, ত্রিং, গর্ব্বযুক্ত, সাহঙ্কার। বিকট।

সাড়া (দেশজ) সং, শব্দ। উত্তর। ঠার।

সাড়ে (সার্দ্ধশব্দজ কিং বিং, অর্দ্ধের সহিত।

সাত (সং, দান করা কিম্বা সো নাশ করা + ত(ক্ত)—প্রং, নিপাতন। অথবা সাত সুখী হওয়া + অ (অল্)—ভাবে) সং, ক্লীং, শর্ম্ম, সুখ। কুশল. মঙ্গল। আনন্দ, হর্ষ। (সন্ সেবা করা + ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দত্ত। (সা নাশ করা + ক্ত—ক) বিনষ্ট। (সপ্তন্ শব্দজ) বিং, সংখ্যা-বিশেষ, ৭।

সাতচল্লিশ (সপ্তচত্বারিংশৎ শব্দজ) বিং, সঙ্খ্যাবিশেষ, ৪৭।

সাতত্য (সতত + য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, অবিচ্ছেদ।

সাতন্ত্র্য (সতন্ত্র + য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, স্বেচ্ছাচারিত্ব।

সাতয় (সাতি [সৌত্রধাতু] সৃষ্ট হওয়ান + অ —প্রং) বিং, ত্রিং, সুখজনক।

সাতবাহন (সাত সিংহরূপী গন্ধর্ব্ব—বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং। এই রাজা শৈশবকালে এই গন্ধর্ব্বের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া) সং, পুং, শালিবাহন রাজা।

সাতষট্টি (সপ্তষষ্টি শব্দজ) বিং, সঙ্খ্যাবিশেষ, ৬৭।

সাতাত্তর (সপ্তসপ্তি শব্দজ) বিং, সঙ্খ্যা-বিশেষ, ৭৭।

সাতি (শো) নাশ করা + তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বিনাশ। তীব্রবেদনা। পীড়া। অবসান। (সন্ দানকরা + ক্তি—ভা) দান।

সাতিশয় (স সহিত—অতিশয়) অধিক।

সাতিসার (স [সহশব্দজ] সহিত—অতিসার উদরাময় রোগ) বিং, ত্রিং, অতিসার রোগযুক্ত, উদরাময়বিশিষ্ট।

সাত্যকি (সত্যক বৃষ্ণিবংশীয় একজন + ই (ঞি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ, কৃষ্ণের সারথি।

সাত্যবত / **সাত্যবতেয়** } (সত্যবতী এই কবির মাতা + অ(ষ্ণ), এয়(ঢেয়)-অপত্যার্থে) সং, পুং, সত্যবতী-তনয়, বেদব্যাস।

সাত্বৎ (সাতি সুখী করান + বৎ (বতু)—প্রং) সং, পুং, উপাসক, পূজক,। শিং —১ "ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।" (সাত্ব [সত্ব + ষ্ণ—প্রং]—অৎ সতত গমনকরা ০ (কিপ্)—ক) সং, পুং, যদুবংশীয়দিগের দেশবিশেষ। যদুবংশীয় লোক।

সাত্বত (সাত্বৎ + অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, বিষ্ণু, (মহাভারতে—"ঐ সত্বশালী পুরুষ কদাপি সত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া তাঁহার নাম সাত্বত।") বলদেব। বিষ্ণুভক্ত-বিশেষ। শিং—১ "সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং। যোঽনন্যসত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ।" ২ "ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ" পুং, বহুং, সত্বৎদেশীয় লোক।

সাত্বতী (সাত্বত + ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, নাটকের বৃত্তিবিশেষ। বসুদেব-ভগিনী, শিশুপালের মাতা।

সাত্বিক (সত্ব মনোগুণ বা আশয় + ইক (ষ্ণিক)—নির্ব্বৃত্তার্থে) সং, পুং, ব্রহ্মা। অন্তঃকরণের ভাববিশেষ; ইহার কার্য্য অষ্টবিধ; যথা—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ বৈস্বর্য্য বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু প্রলয় (মূর্চ্ছা)। শিং —১ "সত্বোৎকটে মনসি যে প্রভবন্তি ভাবা স্তে সাত্বিকা ইতি বিদুর্ম্নিপুঙ্গবাস্তে॥ ইতি সর্ব্বানন্দঃ॥ তে চ যথা। স্বেদঃস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ প্রলয়ঃ=মূর্চ্ছা। ইতি ভরতঃ।" বিং, ত্রিং, সত্বগুণজাত। সত্বগুণসম্বন্ধীয়। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যে কর্ম্ম করা হয়। সত্য, যথার্থ। সং। সাধু। কা —স্ত্রীং, দুর্গা।

সাথ (সহিত শব্দজ) সঙ্গে।

সাদ (সদ্ অবসন্ন হওয়া, হিংসা করা ইত্যাদি + অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, অবসন্নতা, আলস্য। কার্শ্য, ক্ষীণতা। বিনাশ। হিংসা।

পতিব্রতা, বিশুদ্ধি। ইচ্ছা। গর্ভিণীর ভক্ষণেচ্ছা, দোহদ।

সাদন (সদ্-ণিচ্=সাদি গমন করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সদন, গৃহ। উচ্ছেদন, বিনাশকরণ। বিনাশন। অবসাদন, ক্লান্তকরণ। দূরীকরণ।

সাদর (স সহিত—আদর) বিং, ত্রিং, আদর সহিত, আদরযুক্ত।

সাদা, বিং, (পার্সী) শ্বেতবর্ণ। ২। যাহাতে রঙের নক্সা নাই। ৩। সরল।

সাদি } (সদ্ গমন করা ইত্যাদি+ই
সাদী } (ইঞ্)—ক। সাদিন্, সদ্ গমনকরা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, পুং, অশ্বারোহী গজারোহী বা রথারোহী যোদ্ধা। বায়ু। সারথি বিং,ত্রিং,অবসন্ন, ক্লান্ত, শ্রান্ত।

সাদি (পার্সী) বিবাহ।

সাদিত (সদ্ ণিচ্=সাদি গমন করান+অ (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বিনাশিত, বিধ্বস্ত, ক্ষয়িত, ভগ্ন, ছিন্ন। দুর্ব্বলীকৃত। অবসাদপ্রাপিত।

সাদৃশ্য (সদৃশ তুল্য+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, তুল্যতা, সাম্য। আলেখ্য।

সাধ (দেশজ) সং, বাসনা, অভিলাষ। গর্ভিণীর ইচ্ছামতে ভোজন, দোহদ।

সাধক (সাধ্-ণিচ্—সাধি সিদ্ধকরান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, সাধনকর্ত্তা, সিদ্ধকারক, নিষ্পাদক। আরাধক, অর্চ্চক, সেবক। তন্ত্রে—মন্ত্রাদি সিদ্ধিকারক শিষ্য। যথা—"সাধকঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।" কা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা বাথ ঈশ্বরী।"

সাধন (সাধ্ [কর্ম্ম] নিষ্পন্নকরা+অন(অনট) —ণ) সং, ক্লীং, করণকারকবিশেষ কারণ, হেতু। উপায়। সহায়। সৈন্য। বাহন। সম্পত্তি। মন্ত্রসিদ্ধকরণ। প্রমাণ। উপকরণ। যুদ্ধোপকরণ। শিশ্ন। (+অনট্—ভা) সিদ্ধি। আরাধনা। (সাধ্-ণিচ্—সাধি +অনট্—ভাবে) গমন। অনুগমন। হত্যা, বধ। দাপন। ধাতুমারণ, পারদাদিশোধন। বিনাশন। নিষ্পাদন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, না—স্ত্রীং, সিদ্ধি। নিষ্পাদন। উপাসনা। আরাধনা।

সাধনীয় (সাধক দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং,ত্রিং, সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য। আরাধনীয়।

সাধন্ত (সাধক দেখ, অন্ত—প্রং) সং, পুং, যাচক, ভিক্ষুক।

সাধর্ম্ম্য (সধর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সাদৃশ্য, সমান ধর্ম্মবত্তা।

সাধারণ (স সহিত—ধারণা+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, তুল্য, একবিধ। যাহা সকলেরই আছে, সামান্য। অনেকের সম্বন্ধীয় (একবস্তু)। ন্যায়মতে—হেত্বাভাসবিশেষ। ণী—স্ত্রীং, কুঞ্চিকা, চাবি।

সাধারণগতি—সচল দ্রব্যের উপরিস্থ পদার্থের গতি।

সাধারণতন্ত্র (Republic) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

সাধারণধর্ম্ম, সং, পুং, চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। যথা—"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ো সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ। তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতং। প্রজাসর্জ্জনরূপ জন্তুমাত্রের ধর্ম্ম শিং—১ "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ। দমঃ ক্ষমার্জ্জবং দানং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্।

সাধারণস্ত্রী (সাধারণ সামান্য—স্ত্রী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বেশ্যা, বারাঙ্গনা।

সাধারণ্য (সাধারণ+য—ভাবে, কর্ম্মণি) ক্লীং, সাধারণের ধর্ম্ম, যাহা সকলেতে আছে।

সাধিকা (সাধ্ নিষ্পন্ন করা+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, সুষুপ্তি, গাঢ়নিদ্রা। শাসনকর্ত্রী।

সাধিত (সাধ্-ণিচ্=সাধি সিদ্ধ করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দণ্ডিত। সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। শোধিত, পরিশোধিত। দাপিত, যাহা দেওয়ান যায়। প্রমাণাদি

দ্বারা উদ্ভাবিত। বিনাশিত। অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ঋণপরিশোধিত।

সাধিদৈবত (স সহিত—অধিদেবতা+অ (ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, অধিষ্ঠাত্রীদেবতা-সহিত।

সাধিমা (সাধিমন্, সাধু+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, সাধুতা।

সাধিষ্ঠ } **সাধীয়ান্** } সাধীয়স্, সাধু সৎ বা বাঢ় অতিশয়+ইষ্ঠ, ঈয়স্—অ-ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিশয় সাধু। অতি-ন্যায্য। যোগ্য, উপযুক্ত। কঠিন। (বাঢ়+ইষ্ঠ, ঈয়সু) অতিদৃঢ়।

সাধিষ্ঠান (স সহিত—অধিষ্ঠান) সং, ক্লীং, দেহস্থ ষট্‌চক্র মধ্যে একচক্র।

সাধু (সাধ্ সিদ্ধ করা+উ—ক) বিং, ত্রিং, সৎ, উত্তম। মহৎ। সজ্জন, ধার্ম্মিক। সুন্দর। হিত। বণিক্। সদ্বংশজাত। সমর্থ। যোগ্য, উপযুক্ত। নিপুণ। বার্দ্ধু-ষিক, সুদখোর। উচিত। সং, পুং, মুনি। বুদ্ধ। বণিক্। সাধুর লক্ষণ; যথা—"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি, ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিতোতৎ সাধু-লক্ষণম্।" ২ "নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ। নিরপেক্ষো মুনির্বীত-রাগঃ সাধুরিহোচ্যতে।"

সাধুতা (সাধু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সৌজন্য, শিষ্টতা, ভদ্রতা।

সাধুধী (সাধু ধার্ম্মিক—ধা ধারণ করা+অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। বিং, ত্রিং, সুন্দর বুদ্ধিযুক্ত।

সাধুপুষ্প; সং, ক্লীং, স্থলপদ্ম।

সাধুবাদ (সাধু—বদ্ বলা+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রশংসা, "সাধু" এই কথা বলা, ধন্যবাদ।

সাধুবাহ } **সাধুবাহী** } (সাধুবাহিন্, সাধু সুন্দর, মনোজ্ঞ—বাহ বহন+ইন্—প্রং) সং, পুং, সুশিক্ষিত অশ্ব।

সাধুবৃক্ষ; সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। বরুণবৃক্ষ।

সাধুবৃত্ত, সাধুশীল (সাধু সৎ—বৃত্ত, শীল =চরিত্র) বিং, ত্রিং, সৎস্বভাববিশিষ্ট, সচ্চরিত্র।

সাধৃত (স [সহ শব্দজ] সহিত—আধৃত ধৃত) সং, ক্লীং, ময়ূরসমূহ। পণ্যবীথী। ছত্র।

সাধ্য (সাধু দেখ, য(ঘ্যণ)—র্ম্ম) সং, পুং, মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, পান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ, প্রভু —এই দ্বাদশবিধ গণদেবতাবিশেষ। যোগবিশেষ। বিং, ত্রিং, সাধনীয়, সাধন-যোগ্য, নিষ্পাদ্য। শক্য। জ্ঞেয়। প্রতি-বিধেয়, প্রতিকারযোগ্য। নিবর্ত্তনীয়। জ্ঞেয়। প্রতিপাদ্য। (+ষ্যণ্—প) পুং, শর।

সাধ্যতা (সাধ্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক (সাধ্যতা—অবচ্ছেদক) বিং, ত্রিং, সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষকারক।

সাধ্বস (সাধু সজ্জন—অস্ ক্ষেপণ করা +অ(অল্)—র্ম্ম) সং, ক্লীং, ভয়, ত্রাস, শঙ্কা। মনের আবেগ, ব্যাকুলতা। শিং —১ "সাধ্বসদত্তহস্তা।" সম্ভ্রম।

সাধ্বী (সাধু+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, পতি-ব্রতা, সতী। শিং—১ "পতিং যা নাতি-চরতি মনোবাক্কায়সংযতা। সা ভর্ত্তৃ-লোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।" ২ "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।" উত্তমা, শ্রেষ্ঠা-স্ত্রী। শিং—১ "সাধ্বীমাধ্বীকচিন্তাং পরিহর।"

সান; সং, সংজ্ঞা অনুভবশক্তি ২। অস্ত্রাদির ধার দেওয়া।

সানন্দ (স সহিত—আনন্দ হর্ষ) বিং, ত্রিং, সহর্ষ, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদিত। সং, পুং, ধ্রুবকবিশেষ।

সানন্দর; সং, পুং, তীর্থবিশেষ।

সানসি (সন্ দান করা+অসি—প্রং, অ =া) সং, পুং, সুবর্ণ, সোনা।

সানিকা } (সন্[হর্ষ] দান করা+অক—প্রং। সানেয়ী+কণ্—যোগ,পক্ষে এয়—প্রং) সং, স্ত্রীং ; বংশী, বাঁশী। সানাই।
সানেয়িকা
সানেয়ী

সানু (সন্[সুখ] দান করা+উ(ঞুণ্)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি, গিরিতট, প্রস্থ। অগ্রভাগ। বন। বাত্যা। বিপশ্চিৎ, বিদ্বান্। পথ। পল্লব। পুং, পণ্ডিত। সূর্য্য।

সানুজ (সানু—জ [জন্ জন্মান—অ(ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, সানু হইতে জাত। (সহ—অনুজ) অনুজসহিত। সং, ক্লীং, প্রপৌণ্ডরীক। পুং, তুম্বুরুবৃক্ষ।

সানুমান্ (সানুমৎ, সানু+মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, পর্ব্বত, শৈল। শিং—২ "সানুমানাম্রকূটঃ।"

সান্তপন (সম্ সম্যক্‌রূপে—তাপন [তপ্-ণি=তাপি তাপ দেওয়ান+অনট্—ভাবে, ষ্ণ]) সং, ক্লীং, ব্রতবিশেষ, গোময় গোমূত্র দুগ্ধ ঘৃত ও কুশোদক ক্রমে ক্রমে ছয় দিন এই ছয় দ্রব্য ভক্ষণ পূর্ব্বক সপ্তম দিনে উপবাস করিতে হয়।

সান্তর (স সহিত—অন্তর ব্যবধান, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, ব্যবধানবিশিষ্ট, বিরল, তফাৎ। সচ্ছিদ্র, গর্ত্ত করা।

সান্তরতা—যে গুণ থাকাতে জড় বস্তুর পরমাণুদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে, তাহাকে সান্তরতা কহে।

সান্তানিক (সন্তান+ইক(ষ্ণিক)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, সন্তানসম্বন্ধীয়। বিস্তরণশীল। সং, পুং, সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত পত্নীকারী ব্রাহ্মণ।

সান্ত্ব১ (সান্ত্ব শান্ত করা+অ(অল্)—ভা) সং, ক্লীং, কর্ণ মনঃপ্রীতিজনক প্রিয়বচন, প্রবোধজনক বাক্য। সাম, সন্ধি। বিং, ত্রিং, প্রিয়। অভিমত।

সান্ত্বন—ক্লীং } পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং,প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বসন, শান্ত করা। সাম, সন্ধি। প্রণয়। সস্নেহে সাদর সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন।
সান্ত্বনা—স্ত্রীং

সান্দীপণি ; সং, পুং, মুনিবিশেষ।

সান্দৃষ্টিক (সম্ সহিত—দৃষ্ট দর্শন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, তাৎকালিক (ফল)। পূর্ব্বদৃষ্টানুসারী ন্যায়বিশেষ।

সান্দ্র (স সহিত—অন্দ্ বন্ধন করা+রক্—ক) বিং, ত্রিং, নিবিড়, ঘন। প্রবৃদ্ধ। মৃদু। স্নিগ্ধ। মনোজ্ঞ। সং, ক্লীং, অরণ্য, বন। শিং—১ "সা দূরে চ সুধাসান্দ্রতরঙ্গিতবিলোচনা।"

সান্ধিক (সন্ধা চোয়ান+ইক—প্রং) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (সন্ধি+ইক—প্রং) বিং, যে সন্ধি করে।

সান্ধিবিগ্রহিক (সন্ধিবিগ্রহ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সন্ধিবিগ্রহ-নিপুণ, কোন্ সময় সন্ধি বা কোন্ সময় বিগ্রহ করিতে হয়, তাহা যাহারা উত্তমরূপে জানে।

সান্ধ্য (সন্ধ্যা+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাসম্বন্ধীয়।

সান্নহনিক (সন্নহন+ইক(ষ্ণিক)—প্রং)বিং, ত্রিং, সন্নাহবিশিষ্ট, কবচিত। বর্ম্মিত। যে আসন্ন বিপদ্ দর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে বর্ম্ম পরিধান করিতে ডাকিয়া বলে। পুং, যে বর্ম্ম বহন করিয়া যায়।

সান্নায্য (সম্—নী [যজ্ঞীয় অগ্নি] আনয়ন করা+য(ঘ্যণ্)+র্ম, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, হবির্বিশেষ, মন্ত্রপূত ঘৃত। হবনীয় আজ্য।

সান্নিধ্য (সন্নিধি নিকট+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, সন্নিধান, সামীপ্য।

সান্নিপাতিক (সন্নিপাত একত্রমিলন+ইক(ষ্ণিক)—কোপনার্থে) বিং, ত্রিং, মিশ্রিত, সমষ্টিজাত। ত্রিদোষজ, বাত-পিত্ত-কফজ, সাঙ্ঘাতিক। শিং—১ "বীর্য্যবস্তৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে।"

সান্ন্যাসিক (সন্ন্যাস [জগৎ সংসারের] কামনা পরিত্যাগ + ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু।

সান্বয় (সহ—অন্বয়) বিং, ত্রিং, বংশ-সহিত।

সাপত্ন } (সপত্ন শত্রু + অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য)
সাপত্ন্য } —ভাবে, স্বার্থে) সং, ক্লীং, শত্রুতা। পুং, শত্রু। (সপত্নী + ষ্ণ, ষ্ণ্য—অপত্যার্থে) সপত্নীতনয়। বিং ত্রিং, সপত্নীজাত। ক্লীং, বহুপত্নীকতা।

সাপরাধ (স সহিত—অপরাধ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, অপরাধী, দোষী।

সাপিণ্ড্য (সপিণ্ড জ্ঞাতি = য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সপিণ্ডতা, জ্ঞাতিত্ব। অশৌচ গ্রহণোপযোগী জ্ঞাতিধর্ম্মবিশেষ।

সাপুড়িয়া, বি, যাহারা সর্প লইয়া খেলা দেখায়। ২। সর্পবৈদ্য।

সাপেক্ষ (স সহিত—অপেক্ষা, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, অপেক্ষাযুক্ত। পরস্পরাপেক্ষী। সাকাঙ্ক্ষ।

সাপ্তপদীন (সপ্তম সাত—পদ [অন্যের সহিত] পদক্ষেপ, গতি + ঈন্(ষীন্)—প্রাপ্তার্থে) সং, ক্লীং, সখ্য, বন্ধুতা, সপ্তপদ-নির্বৃত্ত, সাতটীমাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয়।

সাপ্তপৌরুষ (সপ্তন্ সাত—পুরুষ + অ(ষ্ণ) —প্রং) বিং, ত্রিং, সপ্তপুরুষ ব্যাপক।

সাফল্য (সফল + য(ষ্ণ্য)—তা) সং, ক্লীং, সফলতা, ফলোৎপত্তি। লাভজনকতা।

সাম (সামন্, সো [পাপ এবং বিরোধ] নাশ করা + মন্—ক) সং, ক্লী, সামবেদ। ঐমন্ত্র। গান-বিশেষ। সন্ধি। সান্ত্বনা। প্রিয়বচন।

সামক (সম সমান + অক—ক) সং, ক্লীং, মূলঋণ, আসল টাকা। (সো নাশ করা + অক—প্রং, নিপাতন) তকুশাণ, টেকোর বাঁটুল। শাণপাথর।

সামগ (সামন্ সামবেদ—গৈ গান করা অ(টক্)—ক, ২য়া—ষ) সং, পুং, সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ সাম গান করে। শিং—৯ "বটবঃ সামগা ইব।" গী—স্ত্রীং, সামগায়ক ব্রাহ্মণের পত্নী।

সামগর্ভ; সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

সামগ্র্য—ক্লীং } (সমগ্র সকল + য(ষ্ণ্য)
সামগ্রী—স্ত্রীং } —প্রং, ঈপ্) সং, সাকল্য। সমুদায়। শিং—১ "প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাম্।" কারণকলাপ। শিং—১ সামগ্রীচেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং। দ্রব্য, বস্তু। দলবল। অস্ত্রশস্ত্র। ভাণ্ডার।

সামজ (সামন্ সামবেদ—জ [জন জন্মান + অ(ড)—ক] জাত। ব্রহ্মার সামবেদ গানকালে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া) সং, পুং, হস্তী, গজ।

সামঞ্জস্য (সামঞ্জস উচিত ইত্যাদি + য(ষ্ণ্য) —ভাবে) সং, ক্লীং, ঔচিত্য, উপযুক্ততা। সমীচীনতা, উৎকর্ষ। মিল।

সামধেনী (সমিধ্ অগ্নি প্রজ্বালনার্থ তৃণ কাষ্ঠাদি—আ—ধা ধারণ করা + অন(অনট্) —ণ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, অগ্নিসন্দীপন মন্ত্র বিশেষ, ধার্য্যা, অগ্নিপ্রজ্বলন মন্ত্র।

সামনী (সো [বিরোধ] নাশ করা + মন্ —প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পশুবন্ধনরজ্জু।

সামন্ত (সমন্ত [সম্ সংলগ্ন—অন্ত এক-দেশ, ৬ষ্ঠী—হিং] স্ববিষয়ান্তর ভূমি + অ (ষ্ণ)—ইহার ঈশ্বরার্থে) সং, পুং, সমীপস্থ রাজা। সামান্য রাজা। প্রতিবেশী। শ্রেষ্ঠ প্রজা (মণ্ডল)। শিং—১ "যং পরস্পরয়া মৌলাঃ সামন্তা বা সমাগতম্।" অধিনায়ক। বিং, ত্রিং, নিকটবর্ত্তী। ক্লীং, সামীপ্য।

সামন্তেশ্বর (সামন্ত সামান্য রাজা—ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্।

সামন্য (সামন্ সামবেদ + য(ষ্ণ্য)—জ্ঞাতার্থে) সং, পুং, সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

সাময়িক (সময় + ইক(ষ্ণিক)—যোগ্যার্থে) বিং, ত্রিং, সময়োচিত, কালোপযুক্ত।

নিয়মানুযায়ী। শিং—১ নিজধর্ম বিরোধেন বস্তু সাময়িকো ভবেৎ।

সামযোনি (সামন্ সামবেদ—যোনি উৎপত্তি স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা। হস্তী। বিং, ত্রিং, সামবেদোৎপন্ন।

সামরিকপোত—যুদ্ধজাহাজ।

সামরিকবিচারালয় (Court-Martial) যে বিচারালয়ে সৈন্য প্রভৃতির অপরাধের বিচার হয়।

সামর্থ্য (সমর্থ বলবান্+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, বল, শক্তি। যোগ্যতা, ক্ষমতা। শব্দের প্রতিপাদ্য।

সামর্ষ (সহিত—অমর্ষ ক্রোধ) বিং, ত্রিং, অমর্ষযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

সামবাদ; সং, পুং, প্রিয়বাক্য।

সামবায়িক (সমবায়+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, অমাত্য, মন্ত্রী। দলপতি। বিং, ত্রিং, সমবায়সম্বন্ধীয়।

সামাজিক (সমাজ সভা+ইক (ষ্ণিক)—সাধ্বর্থে) সং, পুং, সভ্য, সভাসদ্। সহৃদয়, রসজ্ঞ। বিং, ত্রিং, সমাজসম্বন্ধীয়।

সামাজিকতন্ত্র—সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম।

সামাজিকনিয়ম (Social Laws) জনসমাজে অনেক ব্যক্তিকে মিলিত হইয়া বিস্তর কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হয়, যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেই সমুদায় কার্য্যসম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম।

সামাজিকমৃত্যু—রাজদ্রোহ প্রভৃতি উৎকট অপরাধে অপরাধীর সমাজ-বহিষ্করণ।

সামানাধিকরণ্য (সামানাধিকরণ একাশ্রয়+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, একাশ্রয়বৃত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব। সাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের অবস্থিতি স্থান।

সামান্য (সমান সাধারণ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রকার, রকম। গোত্ব মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্ম্য। সামগ্র্য। সাধারণের কার্য্য। কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, যেখানে সাধারণ ধর্ম্মবলে অনেক বস্তু একত্র সম্বদ্ধ হয়। বিং, ত্রিং, সাধারণ, সচরাচর, যাহা সকলের আছে।

সামান্যলক্ষণা; সং, স্ত্রীং, বস্তুদর্শনে তৎসজাতীয় মাত্রের জ্ঞানজনক উপায়।

সামান্যা (সামান্য+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, সাধারণী স্ত্রী, বেশ্যা।

সামলন (বাঙ্গলা সামাল ধাতুজ) সং, সাবধান হওন। রক্ষণ, আত্মরক্ষা করণ।

সামি (সান্ত্ব সান্ত্বনা করা+অ—প্রং, সান্ত্ব স্থানে সাম, অ=ই) অথবা সাম+ই) অং, অর্দ্ধ, কিয়দংশ। নিন্দনীয়।

সামিধেনী (সাম্—ইন্ধ্ অগ্নিপ্রজ্বলন করা +অনট্—ণ, আপ্) সং, স্ত্রীং, অগ্নিসন্দীপন মন্ত্র, ঋগ্বেদ হইতে যে মন্ত্র পাঠ করা যায়। সমিৎ কাষ্ঠ।

সামিধেন্য (সমিধ্ অগ্নি প্রজ্বলন তৃণ কাষ্ঠাদি+এন্য—প্রং) সং, পুং, মন্ত্র বা বন্দনা ইত্যাদি।

সামিল (সমিল শব্দজ) বিং, সম্বলিত, অন্তর্গত, সংক্রান্ত। অন্তর্ভুক্ত, একসঙ্গের।

সামীচী; সং, স্ত্রীং, বন্দনা, স্তুতি।

সামীপ্য (সমীপ নিকট+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, ক্লীং নৈকট্য। সান্নিধ্য। শিং—১ "সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ।"

সামুদ্র (সমুদ্র সিন্ধু, চিহ্ন+অ(ষ্ণ)—ভবার্থে ইত্যাদি) সং, ক্লীং, সমুদ্রলবণ। সমুদ্রফেন। শরীরস্থ চিহ্ন। দেহস্থ চিহ্নঘটিত ভদ্রাভদ্র লক্ষণসূচক শাস্ত্র। বিং, ত্রিং, ঐ শাস্ত্রব্যবসায়ী। সমুদ্রজাত। সমুদ্রসম্বন্ধীয়। পুং, সমুদ্রযাত্রী, নাবিক।

সামুদ্রক (সমুদ্র দেখ, কণ্) সং, ক্লীং হস্তাদি রেখা দ্বারা স্ত্রীপুরুষের শুভাশুভ লক্ষণজ্ঞাপক গ্রন্থ।

সামুদ্রিক (সমুদ্র চিহ্ন+ইক(ষ্ণিক)—জ্ঞাতার্থে) সং, পুং, শরীরচিহ্নের শুভাশুভ প্রকাশক দৈবজ্ঞ। বিং, ত্রিং, শরীর-চিহ্নসম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদি। সমুদ্রসম্বন্ধীয়।

সাম্নী (সামন্ সামবেদ+ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, বৈদিকচ্ছন্দোবিশেষ।

সাম্পরায়িক (সম্পরায় যুদ্ধ—ইক(ষ্ণিক) প্রং) সং, ক্লীং, যুদ্ধ, সংগ্রাম। বিং, ত্রিং, যুদ্ধসম্বন্ধীয়। পারলৌকিক। শিং—১ প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে। ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্ব্বিদ্যতে ফলং।"

সাম্প্রতম্ (সম্—প্র—তন্ বিস্তার করা+অম্(ডম্)—ক, অ স্থানে আ) অং, উচিত, যুক্ত। (সম্প্রতি+ডম্) ইদানীং, সম্প্রতি, এক্ষণে। উপস্থিত সময়ে।

সাম্য (সম তুল্য+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য।

সাম্যভাব—"যদি কোন দ্রব্য একাধিক বল দ্বারা এককালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইয়াও কোন দিকে না যাইয়া একস্থানে থাকে তাহা হইলে সেই দ্রব্যটীকে স্থিতিসম্পন্ন বা সাম্যভাবাপন্ন বলে।"

সাম্রাজ্য (সম্রাজ্ রাজাধিরাজ+য(ষ্ণ্য)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, সর্ব্বপ্রধান রাজ্য, সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য। সার্ব্বভৌমত্ব। শিং—১ "ভজ সাম্রাজ্যদীক্ষিতম্।"

সায় (সো নাশ করা+অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, সায়ংকাল, দিনান্ত। শর, বাণ। শেষ। নাশ। (+ঘঞ্—ভাবে) অবসান; যথা—"হরগৌরী বিয়া হৈল সায়।" স্বীকার, সম্মতি; যথা—"হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।"

সায়ক (সো নাশ করা+অক(ণক)—ণ) সং, পুং, বাণ, শর। খড়্গ। য়িকা—স্ত্রীং, ক্রমে ক্রমে অবস্থিতি।

সায়ন্তন (সায়ম্+তন্(ট্যন্)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, সন্ধ্যাকালীন। শিং—১ "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে." ২ "সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাদিষপি প্রিয়ে।"

সায়ম্—অং } **সায়াহ্ন**—পুং } (সো নাশ করা+অম্(ডম্)=ক। সায় শেষ অহন্ দিন+ষ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, সন্ধ্যাকাল, দিনান্ত, দিনকে পাঁচভাগ করিলে তাহার পঞ্চমভাগকে সায়াহ্ন কহে।

সাযুজ্য (সযুজ্ [স সহিত—যুজ্ যোগ করা—০ক্বিপ্)—ক] যুক্ত+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, সহযোগ, অভেদ। সাম্য, সাদৃশ্য। পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। শিং—১ "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।" একত্ব =সাযুজ্য।

সার (সৃ [বহুকাল] গমন করা+অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, শ্রেষ্ঠাংশ। বৃক্ষের মজ্জা। তেজঃ,বল। সর। (+ঘঞ্—ভা) কাঠিন্য, দৃঢ়তা। উৎকর্ষ। অতিশয়। তত্ত্বার্থ। মজ্জা। বায়ু। পীড়া। বীরতা। নবনীত। সর। (+ঘঞ্—ক) ক্লীং, জল। ধন। উপযুক্ততা। বৃক্ষাদির উত্তেজক বস্তু। রহস্য। অর্থালঙ্কার বিশেষ। বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। স্থায়ী। নানাবর্ণ। ন্যায্য। ভূমির উর্ব্বরতা-সাধক গোময় অস্থি প্রভৃতি পদার্থ।

সারক (সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+ণক—ক) বিং, ত্রিং, রেচক, ভেদক। জরক।

সারখদির; সং, পুং, বিট্খদির।

সারগন্ধ (সার সারাংশ—গন্ধ ঘ্রাণ) সং, পুং, শ্রীখণ্ড, চন্দন।

সারগ্রাহী (সারগ্রাহিন্, সার—গ্রাহী যে গ্রহণ করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, শ্রেষ্ঠাংশ গ্রাহক, সারগ্রহণকারী।

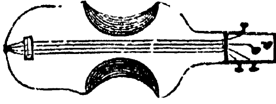
সারঘ (সরঘা মধুমক্ষিকা+অ(ষ্ণ)—কৃতার্থে) সং, ক্লীং, সরঘাকৃত। মধু।

সারঙ্গ (সৃ গমনকরা+অঙ্গচ্—ক) সং, পুং, চাতকপক্ষী। ভ্রমর। হরিণ। হস্তী। সিংহ। রাজহংস। কোকিল। কামদেব। মেঘ। রাগবিশেষ। ময়ূর। বৃক্ষ। পরিচ্ছদ। ফেন। পদ্ম। পুষ্প। শঙ্খ। মণি।

পৃথিবী। রাত্রি। জ্যোতি। ভ্রমর। ছত্র ক্লীং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বস্ত্র। স্বর্ণ। ধনুক। চন্দন। কর্পূর। (সার—অঙ্গ) বিং, ত্রিং, নানাবর্ণ, শবল।

সারঙ্গিক (সারঙ্গ+ইক—প্রং) সং, পুং, ব্যাধ। মৃগাবিৎ।

সারঙ্গী (সারঙ্গ দেখ এই যন্ত্রটী অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।



সারঙ্গী।

ইহার ধ্বনি-কোষ ও দণ্ড উভয়েই এক খানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত. ধ্বনি-কোষটী পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পট্রিতে আবৃত থাকে। দণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলক এবং ঐ চারিটী কীলকে চারি গাছি তন্ত সংবদ্ধ করা যায়। দণ্ডের পার্শ্বে নির্ম্মাতার ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটী কীলক এবং তাহাতে কীলক সংখ্যানুগত পিত্তল নির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা থাকে।

সারজ (সার দধি দুগ্ধাদির সর—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] উৎপন্ন) সং, ক্লীং, নবনীত, মাখন।

সারট (Sauria) টিক্‌টিকী সদৃশ ও তৎসদৃশ জীব; যথা—গোধা, পল্লী, বহুরূপা প্রভৃতি।

সারণ (সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অপসারণ, চালন। (—অন—ক) পুং, অতিসার রোগ। রাবণের মন্ত্রিবিশেষ। রাক্ষসবিশেষ। সং, ক্লীং, দোষ-দ্ধি। সারিয়া লওয়া, শোধরাণ।

সারণি—ণী (সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+আনি—প্রং) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্রনদী।

সারণিক (সরণি পথ+ই—প্রং) সং, পুং, পথিক, অধ্বগ।

সারণ্ড (সৃ-ণিচ্=সারি গমন করান+অণ্ড—প্রং) সং, পুং, সর্পাণ্ড. সাপের ডিম।

সারতরু (সার—তরু বৃক্ষ) সং, পুং, কদলী-বৃক্ষ।

সারথি (সৃ-ণিচ্=সারি [অশ্বদিগকে] গমন করান+অথিন্—ক, কিংবা সরথ [স সহিত—রথ, ১মা—হিং] অশ্ব+ই(ষ্ণি)—প্রেরণার্থে) সং, পুং, রথাদিচালক, যন্তা। সহায়। শিং—১ "নিমিত্তশকুনজ্ঞানো হয়শিক্ষাবিশারদঃ। হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো। ভূরিভাগবিশেষবিৎ। স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ংবদঃ। শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

সারথ্য (সারথি+য(ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, সাহায্য। রথাদিচালন। যান।

সারদা (সার [জ্ঞানের] শ্রেষ্ঠাংশ—দা দান করা+অ(ড)—ক, আপ্, ২য়া—ষ) সং, স্ত্রীং, সরস্বতী। দুর্গা।

সারদ্রুম; সং, পুং, খদিরবৃক্ষ।

সারভাণ্ড (সার সারাংশ—ভাণ্ড পাত্র) সং, ক্লীং, অকৃত্রিম পাত্র; যথা—মৃগনাভি প্রভৃতি।

সারমিতি; সং, পুং, শ্রুতি, বেদ।

সারমেয়—পুং } (সরমা কুক্কুরী+এয় (ঢেয়)—অপত্যার্থে)
সারমেয়ী—স্ত্রীং }
সং, কুক্কুর কুক্কুরী।

সারলোহ (সার সারাংশ—লোহ) সং, ক্লীং, লৌহসার, ইস্পাত। [লতা, অকাপট্য।

সারল্য (সরল+য ষ্ণ্য)—ভা,) সং,ক্লীং, সর-

সারস—পুং, } (সরস্ সরোবর—অ
সারসী—স্ত্রীং, } (ষ্ণ)—ভবার্থেইত্যাদি)
সং, হংস। স্বনাম প্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী। সং, ক্লীং, পদ্ম। বিং, ত্রিং, সরোবর-সম্বন্ধীয়। (সহ—রস+অ(ষ্ণ)—প্রং) পুং, চন্দ্র।

সারসন (সার শক্তি—সন দান করা+অ(অন্)—ণ) সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের কটীভূষণ, চন্দ্রহারাদি। পুরুষের কটীবন্ধন।

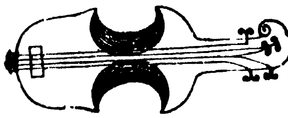
সারস্বত (সরস্বতী বাক্‌দেবী+অ (ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, পুং, দিল্লীর উত্তর পশ্চিমস্থ দেশবিশেষ। তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ। মুনিবিশেষ, কথিত আছে ইনি সরস্বতী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিল্বদণ্ড, বেলগাছের যষ্টি। ব্রহ্মার দিনরূপ দণ্ডবিশেষ। ব্যাকরণবিশেষ। বিং, ত্রিং, সরস্বতীসম্বন্ধীয়। বিদ্বান্। (সরস্বৎ+ষ্ণ) সমুদ্রসম্বন্ধীয়।

সারাল; সং, পুং, শস্যবিশেষ, তিল।

সারি—রী (সৃ ক্রি—সারি, গমন করান+ইঞ্—ক) সং, স্ত্রীং, শালিকপক্ষিণী। পাশক, পাশগুটিকা।

সারিকা (সারি দেখ, অক (ণক)—ক) সং, স্ত্রীং, পক্ষিণীবিশেষ, শালিকপাখী। পাশগুটিকা।

সারিন্দা (সারঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ) গ্রাম্য যন্ত্রবিশেষ। ইহার সমুদয় অঙ্গ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষ কিয়ৎ ভাগ



সারিন্দা।

চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতকভাগ শূন্য থাকে। এই যন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে আবদ্ধ থাকে।

সারিবা (সারি [শৄ হিংসা করা+ই—প্রং] হিংসন+বন্—যোগ। শ=স) সং, স্ত্রীং, লতাবিশেষ, অনন্তমূল।

সারূপ্য (সরূপ সমানরূপ+য (ষ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সমানরূপতা। মুক্তিবিশেষ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া যায়।

সার্থ (সৃ-ক্রি=সারি গমন করা+থন্—ক) সং, পুং, সমূহ। সঙ্গী, সাথী। জন্তুসমূহ। (স সহিত—অর্থ ধন, ১মা—হিং) বণিক্‌সমূহ। বিং, ত্রিং, ধনী, ধনবান্, ধনাঢ্য। অর্থযুক্ত।

সার্থক (স সহিত—অর্থ শব্দের প্রতিপাদ্য, প্রয়োজন, ১মা—হিং, কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, অর্থযুক্ত। সফল। অন্বর্থ। বণিক্‌দলের অধিনায়ক।

সার্থবাহ (সার্থ সমূহ—বাহ যে বহন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বণিক্, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী। পথদর্শক।

সার্দ্ধ (স সহিত—অর্দ্ধ) বিং, ত্রিং, অর্দ্ধসহিত, অর্দ্ধযুক্ত।

সার্দ্ধম্ (স সহিত—ঋধ্ বৃদ্ধি পাওয়া+অম্—ক) অং, সহ, সহিত।

সার্প (Ophidia) সর্প প্রভৃতি জীব।

সার্পিষ, সার্পিষ্ক (সর্পিস্ ঘৃত+অ, ক—প্রং) বিং, ত্রিং, ঘৃতসম্বন্ধীয়। ঘৃতদ্বারা সংস্কৃত।

সার্প্য (সর্প সাপ+য(ষ্য)—প্রং) সং, পুং, র্পী—স্ত্রীং, অশ্লেষানক্ষত্র। বিং, ত্রিং, সর্পসম্বন্ধীয়।

সার্ব্ব (সর্ব্ব সকল [জ্ঞান ইত্যাদি]+অ (ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, জিন, বুদ্ধ। বিং, ত্রিং, সর্ব্বহিতকর। সর্ব্বসম্বন্ধীয়।

সার্ব্বকালিক (সর্ব্বকাল+ইক (ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, যাহা সকল সময়ে হয়।

সার্ব্বজনীন (সর্ব্বজন সকল মনুষ্য+ঈন (ষীন)—হিতার্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বলোকহিত। সর্ব্বজনের ইষ্টসাধক, সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। সর্ব্বলোকবিদিত।

সার্ব্বত্রিক (সর্ব্বত্র সকল স্থান+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, সর্ব্বত্রব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, সকল স্থানের উপযুক্ত।

সার্ব্বধাতুক (সর্ব্ব—ধাতু+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, সর্ব্বধাতুসম্বন্ধীয়।

সার্ব্বভৌমিক (সর্ব্বভূমি সকল স্থান+অ (ষ্ণ)—ঈশ্বরার্থে) সং, পুং, উত্তর দিগগজ, কুবেরের হস্তী। সম্রাট্, চক্রবর্ত্তী, রাজা, সমুদায় ভূমির অধীশ্বর। বিং, ত্রিং, জগৎব্যাপী, জগদ্বিখ্যাত।

সার্ব্বলৌকিক (সর্ব্বলোক+ইক (ষ্ণিক) —জাতার্থে) বিং, ত্রিং, সর্ব্বলোকসম্বন্ধীয়। সর্ব্বজনবিদিত। সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। সকলের উপর।

সার্ব্ববিভক্তিক (সর্ব্ব—বিভক্তি+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, সর্ব্ববিভক্তিজাত।

সার্ব্ববেদ্য (সর্ব্ব সকল—বেদ+য (ষ্ণ্য) —জাতার্থে) সং, পুং, সমুদায় বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ।

সার্ষপ (সর্ষপ+অ (ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, সর্ষপসম্বন্ধীয়। সর্ষপপ্রস্তুত। সং, ক্লীং, সর্ষপতৈল।

সার্ষ্টি (সহ—অ—ঋষ্টি) সং, স্ত্রীং, নির্ব্বাণ মুক্তিবিশেষ, সমানৈশ্বর্য্য। ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া।

সার্সি, সং, গৃহের কাঁচের পরকলাযুক্ত দ্বার।

সাল (সল্ গমন করা+অ (ঘঞ্)—ধি) সং, পুং, প্রাকার, প্রাচীর। বৃক্ষ। সর্জ্জবৃক্ষ। লা—স্ত্রীং, গৃহ। মৎস্য-বিশেষ, সালমাছ। (শালা শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে)।

সালনির্য্যাস, সালান (সাল সেই বৃক্ষ নির্য্যাস আঠা) সং, পুং, সর্জ্জরস, ধুনা।

সালপুষ্প (সাল সালবৃক্ষ—পুষ্প ফুল) সং, ক্লীং, স্থলপদ্ম।

সালভঞ্জিকা (সাল সালবৃক্ষ বা ইহার কাষ্ঠ —ভন্জ্ [ভাঙ্গা] রেঁদাকরা+অক—প্রং, আপ্। যাহার জন্যে সাল কাষ্ঠকে চাঁচে) সং, স্ত্রীং, পুত্তলিকা, পুতুল। বেশ্যা।

সালবেষ্ট (সাল সেই বৃক্ষ—বেষ্ট আঠা) সং, পুং, সর্জ্জরস, ধূনক, ধুনা।

সালাকরী (সালা গৃহ—কৃ করা+অ (অন্) —ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, যুদ্ধে পরাজিতা নারী।

সালার (সাল দেওয়াল—ঋ গমন করা+অ (অল্)—ণ) সং, স্ত্রীং, ভিত্তিস্থ কীলক, ডাণ্ডা, গোঁজ প্রভৃতি।

সালিসী, সং, (আরবী) মধ্যস্থতা।

সালোক্য
সালোক্যতা } (স সহিত—লোক ভুবন +য (ষ্ণ্য), তা—বাসার্থে) সং, ক্লীং, মুক্তিবিশেষ, তুল্যলোকবাসরূপ মুক্তি, একলোকে ঈশ্বরের সহিত সহবাস।

সাল্ব (সাল+ব) সং, পুং, নৃপবিশেষ। দেশবিশেষ।

সাল্বহা (—হন্, সাল্ব দৈত্যবিশেষ—হা [হন্ বধ করা+০ (কিপ্) —ক] যে বধ করে, ২য়া—য) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

সাবিক; সং, পুং, পক্ষিবিশেষ, সালিকপাখী।

সাবধান (সহ সহিত—অবধান মনোযোগ) বিং, ত্রিং, অপ্রমত্ত, অবহিত, সতর্ক, মনোযোগী।

সাবন (সু প্রসব করা+অন—প্রং, অথবা সবন+অ (ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সবনসম্বন্ধীয়। সং, পুং, যজমান, যে যজ্ঞার্থ পুরোহিত নিযুক্ত করে। যজ্ঞবিশেষ, যজ্ঞকর্ম্মের সমাপন। বরুণ। দিবারাত্র। জ্যোতিষে—প্রাকৃতিক সূর্য্যোদয় হইতে আবার সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক সাবন দিন। ত্রিংশৎ অহোরাত্রাত্মক মাস। শিং—১ "ত্রিংশতা সৌরদিবসৈঃ সাবনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" ৩ "চান্দ্রঃ শুক্লাদি দর্শান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতা দিনৈঃ।" বর্ষবিশেষ। শিং—১ "সৌরেণাব্দস্ত মানেন যদা ভবতি ভার্গবঃ। সাবনেন চ মানেন দিনষট্কং প্রপূর্য্যতে।"

সাবর (শাবর দেখ) সং, পুং, পাপ। অপরাধ। লোধ্রবৃক্ষ।

সাবর্ণ (সবর্ণ [পূর্ব্বজের] সদৃশ+অ(ষ্ণ)—

—অপত্যার্থে) সং, পুং, দ্বিতীয় মনু। শিং —১ "ছায়া সংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মনুঃ। পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণস্তেন কথ্যতে।"

সাবর্ণলক্ষ্য ; সং, ক্লীং, চর্ম্ম, চামড়া।

সাবর্ণি (সবর্ণা সূর্য্যের পত্নী+ই (ঞি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সূর্য্যতনয়, অষ্টম মনু। গোত্রবিশেষ।

সাবল, সং, খননাস্ত্রবিশেষ।

সাবান, সং, (সোপ শব্দজ) ময়লা দূর করিবার বস্তুবিশেষ।

সাবশেষ (স সহিত—অবশেষ) বিং, ত্রিং, অবশিষ্ট। অসম্পূর্ণ।

সাবাস (পারস্য সাদবাস শব্দের অপভ্রংশ) প্রশংসাসূচক ধ্বনি।

সাবিত্র (সবিতৃ সূর্য্য+অ (ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত। পুং, ব্রাহ্মণ। শিব। সূর্য্য। গর্ভ। বসুবিশেষ। বিং, ত্রিং, সবিতৃসম্বন্ধীয়।

সাবিত্রী (সবিতৃ সূর্য্য+অ (ষ্ণ)—প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সত্যবান্ রাজার পত্নী, অশ্বপতি রাজার কন্যা। বেদের মন্ত্রবিশেষ, গায়ত্রী। ব্রহ্মার পত্নী। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুর্গা। শিং—১ "সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্যতে। যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ। বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

সাবিত্রীপতিত (সাবিত্রী—পতিত) সং, যথাকালে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় নাই।

সাবিত্রীব্রত ; সং, ক্লীং, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকদিগের ব্রতবিশেষ।

সাবিত্রীসূত্র (সাবিত্রী বেদের মন্ত্রবিশেষ —সূত্র সূতা) সং, ক্লীং, যজ্ঞোপবীত, পৈতা।

সাবিনী (সূ প্রসব করা+ইন্(ণিন্)—ক) সং, স্ত্রীং, নদী।

সাশয়ন্দক ; সং, পুং, জেঠী, টিকটিকী।

সাশূক ; সং, পুং, কম্বল।

সাশ্রুশ্রূ ; সং, স্ত্রীং, শ্বশ্রূ, শাশুড়ী।

সাসহি (সহ [যঙ্লুগন্ত] সহ্য করা+ই—প্রং) বিং, ত্রিং, সতত সহনক্ষম।

সাস্থতাম্রার্দ্ধ ; সং, ক্লীং, কাংস্য।

সাস্না (সস্ নিদ্রিত হওয়া+নণ্—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, গোরুর গলকম্বল।

সাস্র (স সহিত—অস্র চক্ষুর জল, রক্ত বা কোণ) বিং, ত্রিং, অশ্রুজলসহিত। রোদনকারী, রোরুদ্যমান। সরক্ত। কোণসহিত।

সাহঙ্কার (স সহিত—অহঙ্কার গর্ব্ব) বিং, ত্রিং, অহঙ্কৃত। গর্ব্বিত।

সাহচর্য্য (সহচর সঙ্গী+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সঙ্গ, সংসর্গ, সহচরত্ব। সামানাধিকরণ্য। একাধারে থাকা।

সাহজিক (সহজ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক।

সাহয় ; বিং, ত্রিং, সহনকারয়িতা।

সাহস (সহস বল+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, অন্তঃকরণের বিক্রম, উৎসাহ। নির্ভয়, ভয়রাহিত্য। দ্বেষ। দণ্ড। অনৌচিত্য। দুষ্কর্ম্ম, অত্যাচার। দস্যুবৃত্তি। সহসাকৃত কর্ম্ম, অবিমৃষ্যকরণ। বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম—মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতম্। পুং, অগ্নিবিশেষ। শিং—১ "প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ। লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।" দণ্ড। বিং, ত্রিং, অবিমৃষ্যকারিতা।

সাহসাঙ্ক (সাহস বিক্রম—অঙ্ক চিহ্ন) সং, পুং, রাজা বিক্রমাদিত্য।

সাহসিক } (সাহস+ইক—প্রং। সাহ-
সাহসী } সিন্, সাহস+ইন্—অস্ত্যর্থে)
বিং, ত্রিং, সাহসকর্ম্মকারী, দস্যু প্রভৃতি। নির্ভীক, নির্ভয়। পারদারিক। পরুষবাদী। অনৃতবাদী।

সাহস (সহস্র+অ(ষ্ণ)—সমূহার্থে) সং,

ক্লীং, বহুসহস্র। সহস্র সংখ্যায় সংখ্যাত দল। সহস্রমাত্র। শিং—১ "হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায়—।" বিং, ত্রিং, তৎ-সংখ্যক সহস্রসম্বন্ধীয়। সহস্র মুদ্রায় ক্রীত। পুং, সহস্রসৈনিক সংখ্যাত সেনা।

সাহা বি, (সাধু শব্দজ কি ? বাণিজ্যজীবী জাতিবিশেষ। পূর্ব্ববঙ্গের সাহারা বলেন "তাঁহারা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌জাতি। পূর্ব্ববঙ্গে এই সম্প্রদায়ে বহু ধনী লোকের নাম শুনা যায়।

সাহায়ক, সাহায্য, (সহায়+কণ্, য (ষ্ণ্য)—ভা, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, আনুকূল্য, সহায়তা।

সাহিত্য (সহিত+য(ষ্ণ্য)—ভাবে ইত্যাদি) সং, ক্লীং, সংসর্গ, মিলন। সম্বন্ধবিশেষ, একক্রিয়ান্বয়িত্ব। বুদ্ধি-বিশেষ-বিশেষ্যত্ব। (সম্—হিত+য (ষ্ণ্য)—প্রং) কাব্যশাস্ত্র। ইংরাজী বিদ্যার প্রচারে এখন সাহিত্য বলিলে কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার দর্শন পুরাণ ইতিহাস গণিত জ্যোতিষ রসায়ন উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার শাস্ত্রকেই বুঝায়।

সাহেব (আরবী) প্রধান ব্যক্তি। প্রভু। অধুনা ইউরোপীয়দিগকে বুঝায়।

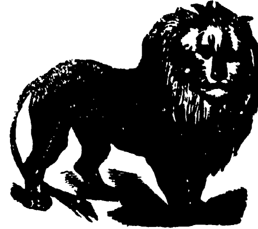
সাহ্য (সহ সহিত, একসঙ্গে+য—প্রং) সং, ক্লীং, সহিতত্ব, ঐক্য, মিলন, যোগ।

সাহ্যকৃৎ (সাহ্য ঐক্য—কৃৎ যে করে) সং, পুং, সমভিব্যাহারী, সঙ্গী।

সাহ্বয় (স সহিত আহ্বয় নাম) সং, পুং, প্রাণিদ্যূত, সমাহ্বয়, যুদ্ধকারক পক্ষী, কুক্কুট, বুলবুল প্রভৃতি। বিং, ত্রিং, সনামক। শিং—১ "জগাম গজসাহ্বয়ম্।"

সিউনি (সেচনী শব্দজ) সং, জল সেচন-পাত্রবিশেষ।

সিংহ (হিন্স্ হিংসা করা+অ (অন্)—ক, নিপাতন। অথবা সিচ্ সেচন করা +অ (ক)—ক) সং, পুং, মৃগেন্দ্র, পশুরাজ।



সিংহ।

পঞ্চমরাশি। ইহার জাত-ফল, যথা—

"সিংহলগ্নে সমুদ্ভূতো
ভোগী শত্রুবিমর্দ্দনঃ।
স্বল্পোদরোঽল্পপুত্রশ্চ
সোৎসাহী গজবিক্রমঃ।"

(কোঃ প্রঃ)। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ।



সিংহ (রাশি)।

সিংহকেশর (সিংহ—কেশর ঘাড়ের চুল) সং, পুং, বকুল বৃক্ষ। সিংহের জটা।

সিংহতল (সিংহ—তল তেলো) সং, পুং, কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত।

সিংহদ্বার (সিংহ প্রধান কিম্বা সিংহাকৃতি যুক্ত—দ্বার দোর, বং—স) সং, ক্লীং, সিংহ-মূর্ত্তি চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, ফটক, সিংদরজা।

সিংহধ্বনি, সিংহনাদ, (সিংহ [সিংহের ন্যায়]—ধ্বনি, নাদ=শব্দ, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, যোদ্ধাদিগের আস্ফালনসূচক শব্দ, বীরগর্জ্জিত। সিংহের ডাক।

সিংহপুচ্ছী; সং, স্ত্রীং, চিত্রপর্ণিকা। পৃশ্নি-পর্ণী। মাষপর্ণী।

সিংহমুখ (সিংহ—মুখ, ৬ষ্ঠী—য। সং, ক্লীং, হস্তীর ভূষণবিশেষ। সিংহের মুখ।

সিংহযান, সিংহরথা, (সিংহ মৃগেন্দ্র—যান, রথ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সিংহ-বাহিনী, দুর্গা।

সিংহল (সিংহ মৃগেন্দ্র—লা গ্রহণ করা, দান করা+অ(ড)—ক, অথবা লা—প্রং) সং, ক্লীং, লা—স্ত্রীং, সিলোন, লঙ্কা। ক্লীং, রঙ্গ, রাঙ্। টিন। পিত্তল। দারুচিনি।

সিংহলীল ; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ।

সিংহবাহিনী (সিংহ—বাহ [সিংহরূপ-বাহ]+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা, ভগবতী। শিং—১ "সিংহমারুহ্য কল্পান্তে নিহতো মহিষো যথা। মহিষঘ্নী ততো দেবী কন্যা বৈ সিংহবাহিনী।"

সিংহবিক্রান্ত (সিংহ মৃগেন্দ্র—বিক্রান্ত পরাক্রান্ত) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক। বিং, ত্রিং, সিংহতুল্য পরাক্রমশালী।

সিংহবিন্না ; সং, স্ত্রীং, মাষপর্ণী।

সিংহসংহনন (সিংহ প্রধান বা অত্যুত্তম—সংহনন শরীর, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সুশ্রী ও সুগঠন। সিংহতুল্য দৃঢ়াঙ্গ; যথা "সিংহসংহননো যুবা।"

সিংহাণ (সিংহ—আণ) সং, পুং, সিংহনাদ।

সিংহান, সিঙ্ঘান (শিন্ঘ আঘ্রাণ করা+আন—র্ম, নিপাতন) সং, ক্লীং, লৌহমল, লোহের মরিচা। না'সিকামল, সিকনী।

সিংহাবলোকন্যায়—ন্যায় (৩৭) দেখ।

সিংহাসন (সিংহ [সিংহাদিধৃত এবং স্বর্ণময়]—আসন, ৩য়া—ষ) সং, ক্লীং, সিংহচিহ্নিত আসন, রাজাসন, রাজার বসিবার আসন। শিং—১ পদ্মঃ শঙ্খো গজো হংসঃ সিংহো ভৃঙ্গো মৃগো হয়ঃ, অষ্টৌ সিংহাসনানি।" ষোড়শবন্ধান্তর্গত চতুর্দ্দশবন্ধ।

সিংহাস্য ; সং, পুং, বাসক। বিং, ত্রিং, সিংহতুল্য মুখ।

সিংহিকা (সিংহী রাহুর মাতা+কণ্—স্বার্থে) সং, স্ত্রীং, রাহুর মাতা, কশ্যপপত্নী।

সিংহী (সিংহ+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, সিংহপত্নী।



সিংহী।

স্ত্রীসিংহ। রাহুর মাতা। বার্ত্তাকুবৃক্ষ, বেগুণ গাছ। কণ্টকারী। বাসক। বৃহতী। মুদ্গপর্ণী।

সিঁড়ী (দেশজ) সং, সোপান, পইঠা।

সিঁদুর (সিন্দূর শব্দজ) সং, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ।

সিঁধ (সন্ধি শব্দজ) সং, সুড়ঙ্গ।

সিঁধেল, বি, সন্ধিভেদী চোর।

সিকতা (সিক্ [সৌত্র ধাতু] সেচন করা+অতক—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, (বহুবচনান্ত) তাঃ বালুকাঃ (সিকতা+অ, আপ্) স্ত্রীং, বালুকাময়দেশ।

সিকতাময় (সিকতা+ময় (ময়ট্)—সংসর্গার্থে) বিং, ত্রিং, বালুকাময়, বালুকাযুক্ত। সং, ক্লীং, বালুকাময় তট। দ্বীপ, যাহার উপকূল বালুকাময়।

সিকতাবান্ (সিকতাবৎ, সিকতা+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, বালুকাময়, যাহাতে কেবল বালী, বেলে।

সিকতিল (সিকতা+ইল—যুক্তার্থে) বিং ত্রিং, সিকতাবিশিষ্ট, বালুকাময়।

সিকি (দেশজ) বিং, মুদ্রার চারিভাগের এক ভাগ, চতুর্থাংশ, পোয়া।

সিক্ (সিচ্, সিচ্ জলাদি সেক করা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, স্ত্রীং, বস্ত্র, কাপড়। বিং, ত্রিং, সেককর্ত্তা, যে সেচন করে।

সিক্ত (সিচ্ জলাদি সেক করা+ত (ক্ত)-র্ম) বিং, ত্রিং, আর্দ্রীকৃত। অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল বর্ষণ করা হইয়াছে।

সিকৃথ (পূর্ব্বে দেখ, থক্—ক) সং, পুং, এক গ্রাস অন্ন। ক্লীং, মোম, মধূচ্ছিষ্ট। নীলী, নীলবড়ি।

সিকৃথক (সিকৃথ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, মধূচ্ছিষ্ট, মোম।

সিকনি (সিঙ্ঘাণ শব্দজ) সং, নাসিকামল।

সিক্য (সিক্ গমন করা+য—ক) সং, ক্লীং, স্ত্রীং, সিকে।

সিক্ষ্য ; সং, পুং, স্ফটিকমণি।

সিচয় (সিচি জলাদি সেক করান+অয়—ক) সং, পুং, বস্ত্র, কাপড়। জীর্ণ বস্ত্র।

সিজ, বি, কণ্টকময় বৃক্ষবিশেষ। মনসা গাছ।
সিক্তৃ (সিক্ত দেখ, অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, সেচনকারী, সেককারক, যে সেচন করিতেছে। তা—স্ত্রীং, পিপ্পলী।
সিত (সো নাশ করা+ত (ক্ত)—ক, ও স্থানে ই) সং, পুং, শুক্লবর্ণ।) শুক্রাচার্য্য। শর, বাণ। বিং, ত্রিং, শুক্লবর্ণযুক্ত, শাদা। (সি বন্ধন করা+ক্ত—র্ম) বদ্ধ। নষ্ট। সম্পন্ন। সমাপ্ত। জ্ঞাত। ক্লীং, রৌপ্য। মূলক। চন্দন। তা—স্ত্রীং, শর্করা, চিনী। শ্বেতদূর্ব্বা। চন্দ্রিকা। মদ্য। মিছরি। মল্লিকা। সুশ্রী কামিনী।
সিতকণ্ঠ (সিত শাদা—কণ্ঠ) সং, পুং, দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। বিং, ত্রিং, শ্বেতবর্ণ কণ্ঠযুক্ত।
সিতকর (সিত শাদা—কর কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর।
সিতকুঞ্জর; সং, পুং, ইন্দ্র। ইন্দ্রহস্তী।
সিতগুঞ্জা; সং, স্ত্রীং, শ্বেতগুঞ্জা।
সিতচ্ছত্র (সিত শাদা—ছত্র ছাতা, য়ং—স) সং, ক্লীং, শ্বেতবর্ণছত্র, রাজাধিরাজের ছত্র। ত্রা—স্ত্রীং, শতপুষ্পা।
সিতচ্ছদ (সিত শাদা—ছদ পালখ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রাজহংস। হংস, হাঁস। দা, —স্ত্রীং, শ্বেতদূর্ব্বা।
সিতদিধিতি, সিতরশ্মি } (সিত শাদা—দীধিতি, রশ্মি=কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর।
সিতদীপ্য; সং, পুং, শ্বেতজীরক।
সিতধাতু (সিত শাদা—ধাতু আকরীয়) সং, পুং, কঠিনী, খড়ী।
সিতপক্ষ (সিত শাদা—পক্ষ পালখ) সং, পুং, রাজহংস। হংস। শুক্লপক্ষ। "মাঘে মাসি সিতপক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।"
সিতপর্ণী; সং, স্ত্রীং, অর্কপুষ্পিকা বৃক্ষ।
সিতপুষ্প; সং, ক্লীং, কৈবর্ত্তীমুস্ত। পুং, তগরবৃক্ষ। শ্বেতরোহিত। কাশ। ষ্পা—স্ত্রীং, মল্লিকা। ষ্পী—স্ত্রীং, শ্বেত অপরাজিতা।
সিতমণি (সিত শাদা—মণি রত্ন) সং, পুং, স্ফটিকমণি। চন্দ্রকান্তমণি।
সিতরঞ্জন (সিত শাদা রঞ্জন রঙ্ করা) সং, পুং, পীতবর্ণ, হরিদ্রারং।
সিতশিব (সিত শাদা—শিব সুখদ) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ।
সিতশিম্বিক (সিত শাদা—শিম্বিকা শিম) সং, পুং, গোধূম, গম।
সিতশূক (সিত শাদা—শূক শুঁয়া, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যব।
সিতসপ্তি (সিত শাদা—সপ্তি অশ্ব) সং পুং, শ্বেতবাহন, অর্জ্জুন।
সিতসার; সং, পুং, শালিঞ্চশাক।
সিতসিন্ধু (সিত শাদা—সিন্ধু নদী) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা, জাহ্নবী।
সিতাংশু (সিত শাদা—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর।
সিতাখণ্ড (সিতা শাদা—আখণ্ড শর্করা) সং, পুং, মধুশর্করা।
সিতাগ্র (সিত শাদা—অগ্র অগ্রভাগ) সং, পুং, কণ্টক, কাঁটা।
সিতাঙ্ক (সিত শাদা—অঙ্ক চিহ্ন বা স্থান) সং, পুং, বালুকাগড় মৎস্য, বেলিয়া মাছ।
সিতাদি (সিত শর্করা—দা দেওয়া+ই—প্রং) সং, পুং, গুড়, খাঁড়।
সিতানন (সিত শাদা—আনন মুখ) সং, পুং, গরুড়। বিং, ত্রিং, শুক্লমুখযুক্ত।
সিতাপাঙ্গ (সিত শাদা—অপাঙ্গ চক্ষুর প্রান্তভাগ) সং, পুং, ময়ূর, শিখী।
সিতাভ (সিত শাদা—আভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর। বিং, ত্রিং, শ্বেত। ভা—স্ত্রীং, তক্রাহ্বা।
সিতাভ্র—পুং—ক্লীং, **সিতাভ্রক**—ক্লীং } (সিত শাদা—অভ্র মেঘ। কণ—যোগে সিতাভ্রক) সং, কর্পূর।
সিতাম্বর (সিত—অম্বর) সং, পুং, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত ব্রতী। বিং, ত্রিং, শুক্লবস্ত্রপরিধারী।

সিতাম্ভোজ, সিতাব্জ (সিত—অম্ভোজ, অব্জ=পত্র, মং—স) সং,ক্লীং, শ্বেতপদ্ম।

সিতালক, সং, পুং, শ্বেতমন্দারক।

সিতালতা (সিতা শাদা—লতা লতানিয়া গাছ) সং, স্ত্রীং, শ্বেতদূর্ব্বা।

সিতাবর (সিত শুভ্রতা—আ—বৃ আবরণ করা+অ—প্রং) সং, পুং, শাকবিশেষ। সুষুনীশাক।

সিতাশ্ব (সিত শাদা—অশ্ব ঘোড়া, ৬ষ্ঠী—হিং,) সং, পুং, অর্জ্জুন, শ্বেতবাহন।

সিতাসিত (সিত শুভ্র [চর্ম্ম]—অসিত কৃষ্ণবর্ণ [বস্ত্র]) সং, পুং, বলদেব। শুক্র সহিত শনি। শিং—১ "সিতাসিতৌ চন্দ্র-মসো ন কশ্চিৎ বুধঃ শশী সৌম্যসিতৌ রবীন্দূ।" বিং, ত্রিং, শুক্ল ও কৃষ্ণ।

সিতাহ্বর; সং, পুং, শ্বেতশিগ্রু। শ্বেত-রোহিত।

সিতি (সি বন্ধন করা+তিক্—ক) সং. পুং, শুকবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ। বিং, ত্রিং, তদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। (+ক্তি—ভাবে) সং, স্ত্রীং, বন্ধন।

সিতিকণ্ঠ (সিতি কৃষ্ণবর্ণ—কণ্ঠ গলা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নীলকণ্ঠ, শিব। ময়ূর। দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী।

সিতিমা (সিতিমন্, সিতি+ইমন্—ভাবে) সং, পুং, শ্বেতত্ব, শৌক্ল্য। শিং—১ "সিতং সিতিম্না সুতরাং মুনের্বপুঃ।" কৃষ্ণতা।

সিতিবাসাঃ (সিতিবাসস্, সিতি কৃষ্ণবর্ণ—বাসস্ বস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বল-দেব, বলরাম।

সিতেতর (সিত শাদা—ইতর বৈপরী-ত্যাদি) বিং, ত্রিং, কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, শুভ্রভিন্ন অন্যবর্ণ। পুং, শ্যামশালি। কুলথ।

সিতেতরগতি (সিতেতর কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট—গতি গমন) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

সিতোদর (সিত শাদা—উদর পেট, ষ্ঠী—হিং। ইহাঁর বর্ণ কাল ছিল, কিন্তু ধবল রোগের চিহ্ন দ্বারা শাদা হইয়াছিলেন) সং, পুং, কুবের। ক্লীং, শুক্লকুক্ষি। বিং, ত্রিং, শুক্লকুক্ষিযুক্ত।

সিতোপল (সিত শাদা—উপল প্রস্তর) সং, ক্লীং, কঠিনী, খড়ী। পুং, স্ফটিকমণি। লা—স্ত্রীং, শর্করা, চিনি।

সিদ্ধ (সিধ্ নিষ্পন্ন হওয়া+ত (ক্ত)—ক) সং, পুং, দেবযোনিবিশেষ। মুনি। কাল-ত্রয়দর্শী ঋষি। যোগী। বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ। ঐন্দ্রজালিক। ঔষধগুল্মবিশেষ। ক্লীং, সৈন্ধবলবণ। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সম্পন্ন। পক্ক। ফলিত। প্রসিদ্ধ। বিচারিত। প্রমাণীকৃত। নিত্য। মুক্ত। নিপুণ, পারদর্শী, কৃতবিদ্য। প্রতিপন্ন, প্রতিপাদিত। প্রস্তুত মিশ্রিত। দীপ্তিশীল। পরিশোধিত। মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট। দ্ধা—স্ত্রীং, ঋদ্ধি। যোগিনীবিশেষ।

সিদ্ধগঙ্গা, **সিদ্ধসিন্ধু** (সিদ্ধ আকাশস্থ দেবযোনি-বিশেষ, ঋষি—গঙ্গা, সিন্ধু =নদী, ৬ষ্ঠী—য) সং, স্ত্রীং, মন্দাকিনী, স্বর্গঙ্গা। গঙ্গা।

সিদ্ধদেব (সিদ্ধ যোগী, ঋষি—দেব দেবতা) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

[illegible], **সিদ্ধরস** (সিদ্ধ রসায়ন বিদ্যা দ্বারা সম্পন্ন—ধাতু রসা) সং, পুং, পারদ, পারা।

সিদ্ধপীঠ (সিদ্ধ—পীঠ স্থান) সং, পুং, ক্লীং, যে স্থানে লক্ষ বলি, কোটিসঙ্খ্যক হোম এবং তৎপরিমিত মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। শিং—১ "জাতো লক্ষবলি-র্যত্র, হোমো বা কোটিসঙ্খ্যকঃ, মহাবিদ্যা-জপাঃ কোট্যঃ, সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"

সিদ্ধবিদ্যা (স্বতঃসিদ্ধা বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র যাহার) সং, স্ত্রীং, কালী তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা।

সিদ্ধসাধন; সং, ক্লীং, ন্যায়ে—সাধ্যবত্তা হেতু নিশ্চয়সত্ত্বেও. পুনরনুমানদোষ। সং, পুং, গৌরসর্ষপ।

সিদ্ধসাধ্য; সং, পুং, মন্ত্রবিশেষ।

সিদ্ধসেন (সিদ্ধ স্বর্গীয় দেবযোনিবিশেষ—

সেনা, যিনি স্বর্গীয় সেনাগণের উপর আধিপত্য করেন) সং, পুং, কুমার, কার্ত্তিকেয়। ২। এক জন জৈন ন্যায় গ্রন্থ প্রণেতা।

সিদ্ধান্ত (সিদ্ধ সম্পন্ন—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন, মীমাংসা। জ্যোতিষশাস্ত্রবিশেষ।

সিদ্ধান্তাচার (সিদ্ধান্ত—আচার) সং, পুং, তান্ত্রিক আচারবিশেষ। শিং—১ "আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ। সদা শুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে।"

সিদ্ধান্তী (সিদ্ধান্তিন্, সিদ্ধান্ত+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মীমাংসা দর্শনমতাবলম্বী। সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক।

সিদ্ধাপগা (সিদ্ধ আকাশস্থ দেবযোনিবিশেষ, ঋষি—আপগা নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সুরনদী, সিদ্ধগঙ্গা।

সিদ্ধার্থ (সিদ্ধ সম্পন্ন—অর্থ প্রয়োজন, ধন ইত্যাদি, এম্বা—হিং) সং, পুং, শ্বেতসর্ষপ। জৈনের পিতা। বুদ্ধদেব। বিং, ত্রিং, প্রসিদ্ধার্থ। কৃতার্থ। সিদ্ধকার্য্য।

সিদ্ধি (সিদ্ধ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, নিষ্পত্তি। ফলোৎপত্তি, সফলতা। যোগবিশেষ। শুভ। মুক্তি, মোক্ষ। পাক। ঐশ্বর্য্য। বৃদ্ধি। অন্তর্দ্ধান। জ্ঞান। শুদ্ধি। জয়লাভ। প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি—রাজাদিগের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য। পুরুষার্থ। (+ক্তি—ণ) পাদুকা, যাহা চরণে দিলে ইচ্ছামত অনায়াসে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারা যায়। মাদক দ্রব্যবিশেষ, ভাঙ্গ।

সিদ্ধিদ (সিদ্ধি—দ [দা দান করা+অ(ড) —ক] যে দান করে) বিং, ত্রিং, সিদ্ধিদাতা। পুং, বটুকভৈরব।

সিদ্ধিযোগ ; সং, পুং, যোগবিশেষ, যদি শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে রিক্তা, মঙ্গলবারে জয়া এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণাযুক্ত হয় তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে। "শুক্রে নন্দা, বুধে ভদ্রা, শনৌ রিক্তা, কুজে জয়া, গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" [পিপিড়া।

সিদ্ধিলী ; সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, খুদি-

সিদ্ধেশ্বরী ; সং, স্ত্রীং, দেবীবিশেষ। শিং—১ "কৃষ্ণেণ বলভদ্রেণ গোপৈঃ কংসজিঘাংসুভিঃ। সঙ্কেতকং কৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্চয়কারকং। তদা সঙ্কেতকৈঃ সা চ সিদ্ধা দেবী প্রতিষ্ঠিতা। সিদ্ধিপ্রদা ভোগদা চ তেন সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতা।"

সিদ্ধৌঘ ; সং, পুং, গুরুক্রমবিশেষ।

সিধা—বি, তরকারী ডাউল মসলা প্রভৃতি সম্বলিত পাত্রস্থিত তণ্ডুল। ২। সরল, সোজা।

সিধ্ম—ক্লী—স্ত্রীং } (সিধ [দেহের উপর] **সিধ্মন্**—ক্লীং, } গমন করা+ম, মন্—প্রং) সং, কিলাসরোগ, ছুলি।

সিধ্মবান্, সিধ্মল, (সিধ্মবৎ, সিধ্মন্+বৎ (বতু), ল—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, কিলাসী, ছুলি রোগবিশিষ্ট।

সিধ্য (সিধ্ নিষ্পন্ন করা বা হওয়া+য (ক্যপ্) —ক) বিং, ত্রিং, কার্য্যসাধক। সং, পুং, পুষ্যানক্ষত্র।

সিধ্র (সিধ্ নিষ্পন্ন হওয়া+র(রক্—প্রং) সং, পুং, সাধু, ধার্ম্মিক। বৃক্ষ।

সিধ্রকাবণ (সিধ্রকা এক গাছের নাম—বণ, ন=ণ) সং, ক্লীং, দেবোদ্যান।

সিন (সি বন্ধন করা+নক্—র্ম্ম) সং, পুং, গ্রাস। ক্লীং, শরীর। কাণ। বিং, ত্রিং, শুভ্রবর্ণ। নী—স্ত্রীং, শুক্লবর্ণা।

সিনান, বি, (স্নান শব্দজ) অবগাহন।

সিনীবালী (সিনী [সা সৌভাগ্য+ইন্—প্রং, ঈপ্] শুভ্রা চন্দ্রকলা—বল্ ধারণ করা+অ (যণ)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, চতুর্দ্দশীযুক্ত বা প্রতিপদ্‌যুক্ত অমাবস্যা, যাহাতে চন্দ্রকলা দৃষ্ট হয়। দুর্গা।

সিন্দুক, সিন্দুবার (স্যন্দ্ ক্ষরিত হওয়া +উ—প্রং, কন্—যোগ, য=ই। সিন্দু

ক্ষরণ—বৃ আচ্ছাদন করা+অ—প্রং) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, সিন্দুবার বৃক্ষ, নিসিন্দা গাছ। শিং—১ "মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুবারম্।" (কুমার)।

সিন্দুর (স্যন্দ্ ক্ষরিত হওয়া+উর—ক) সং, ক্লীং, রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, সিঁদুর। পুং, বৃক্ষবিশেষ। রী—স্ত্রীং, রক্তবস্ত্র।

সিন্দূরকারণ (সিন্দুর সিঁদুর—কারণ হেতু, আদি) সং, ক্লীং, সীসক, সীসা।

সিন্দূরতিলক (সিন্দুর সিঁদুর—তিলক ললাটস্থ চিহ্ন, ফোঁটা) সং, পুং, হস্তী। কা—স্ত্রীং, সধবা নারী, যে স্ত্রীর কপালে সিন্দুরের টিপ আছে।

সিন্ধু (স্যন্দ্ ক্ষরিত হওয়া+উ—ক, নিপাতন) সং, পুং, সমুদ্র, সাগর। কাশ্মীরাদি দেশের সিন্ধুনামক নদ, ইণ্ডস্) সিন্ধুদেশ। হস্তী। গজমদ। রাগবিশেষ। ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। শ্বেতটঙ্কণ। পুং, বহুং, সিন্ধুদেশবাসী। স্ত্রীং, নদী।

সিন্ধুকফ (সিন্ধু সমুদ্র—কফ শ্লেষ্মা) সং, পুং, সমুদ্রফেণ।

সিন্ধুকর; সং, ক্লীং, শ্বেতটঙ্কণ।

সিন্ধুখেল (সিন্ধু সিন্ধুনামক নদ, ইণ্ডস্—খিল ক্রীড়া করা+অ (ঘঞ্)—প্রং) সং, পুং, সিন্ধুদেশ।

সিন্ধুজ (সিন্ধু সমুদ্র, নদী, দেশবিশেষ—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৭মী—ষ) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ। পুং, চন্দ্র। কর্পূর। উচ্চৈঃশ্রবা। বিং, ত্রিং, সমুদ্রজাত। নদীজাত। জা—স্ত্রীং, লক্ষ্মী।

সিন্ধুজন্মা (সিন্ধুজন্মন্, সিন্ধু সমুদ্র-জন্মন্ উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, চন্দ্র, সমুদ্রোদ্ভব। ক্লীং, সৈন্ধবলবণ।

সিন্ধুনন্দন (সিন্ধু সমুদ্র—নন্দন পুত্র সমুদ্র মন্থনে ইনিও উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া) সং, পুং, চন্দ্র। কর্পূর। নী—স্ত্রীং, লক্ষ্মী।

সিন্ধুনাথ (সিন্ধু নদী—নাথ পতি ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সমুদ্র, নদীপতি।

সিন্ধুপুত্রী; সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী।

সিন্ধুপুষ্প (সিন্ধু সমুদ্র—পুষ্প ফুল) সং, পুং, শঙ্খ, শাঁখ।

সিন্ধুমন্থজ (সিন্ধুমন্থ সেই সমুদ্রমন্থন [পর্ব্বত] জ [জন জন্মান+অ (ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ। অমৃত।

সিন্ধুর (স্যন্দ্ [ইহার গণ্ডস্থলাদি হইতে ঘর্ম্ম বিশেষ] ক্ষরিত হওয়া+উর—প্রং, নিপাতন, অথবা সিন্ধু মদজল+র—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হস্তী, গজ।

সিন্ধুরদ্বেষী (—ষিন্, সিন্ধুর হস্তী—দ্বেষিন্ শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সিংহ।

সিন্ধুবার (সিন্ধু দেশবিশেষ, সমুদ্র বা গজমদ—বৃ-ঞি=বারি আবরণ করা, প্রার্থনা করা+অ (ষণ্)—ক) সং, পুং, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, নিসিন্দাগাছ। সিন্দুদেশীয় বা পারস্যদেশীয় উত্তম অশ্ব।

সিন্ধুশয়ন (সিন্ধু সেই সমুদ্র—শয়ন খট্টা) সং, পুং, ক্ষীরোদশায়ী, বিষ্ণু।

সিন্ধূদ্ভব, সিন্ধূপল, (সিন্ধু—উদ্ভব উৎপন্ন। সিন্ধু—উপল প্রস্তর) সং, ক্লীং, সৈন্ধবলবণ।

সিপ্র (সপ্ সম্পর্ক রাখা+রক্—ক, নিপাতন) সং, পুং, চন্দ্র। ঘর্ম্মজল। প্রা—স্ত্রীং, উজ্জয়িনীর সমীপে প্রবাহিনী নদী, মহাকালদেশীয় নদী। শিং—১ "সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু।" স্ত্রীলোকের কটিবন্ধ। স্ত্রী-মহিষ।

সিম (সি বন্ধন করা—মন্—ক) বিং, ত্রিং, সমুদায়, সকল।

সিমলা, বি, শৈলোপরিস্থ নগরী বিশেষ। গ্রীষ্মকালে এই স্থানে রাজপ্রতিনিধি (বড় লাট) বাস করেন।

সিয়ন (সীবন শব্দজ) সং, সূচীকর্ম্ম।

সিয়ান (দেশজ) সং, চতুর, চালাক, ধূর্ত্ত।

সির (সি বন্ধন করা+রক্—প্রং, নিপাতন)

সং, পুং, পিপ্পলীমূল। রা—স্ত্রীং, নাড়ী। জলবাহিনী, জল বহিবার চর্ম্মাদি পাত্র, ভিস্তী।

সিবর ; সং, পুং, হস্তী, গজ।

সিষাধয়িষু (সাধ্ নিষ্পন্ন করা+সন্—ইচ্ছার্থে, উ—ক) বিং, ত্রিং, সাধন করিতে ইচ্ছু।

সিসৃক্ষা (সৃজ্ সৃষ্টি করা+সন্—ইচ্ছার্থে, অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, নির্ম্মাণেচ্ছুতা।

সিহ্ল, সিহ্লক (স্নিহ্ স্নিগ্ধ হওয়া+ল—প্রং, নিপাতন, ক—যোগে সিহ্লক) সং, পুং, গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। ধুনা।

সীকর (সীক্ জলসেক করা+অরন্—ক) সং, পুং, জলকণা, গুঁড়ি গুঁড়ি বর্ষণ। বায়ু। শিং—১ "গঙ্গাশীকরিণো মার্গে মরুতস্তং সিষেবিরে।"

সীতা (সি [ভূমিকে] খনন করা+ত(ক্ত)—ক, নামার্থে, আপ্, নিপাতনহেতু দীর্ঘ) সং, স্ত্রীং, লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা। বৈদেহী, রামচন্দ্রের পত্নী, জানকী, যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে ইনি লাঙ্গলের মুখে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শিং —১ "অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ। ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা ॥—২ অযোনিজা পদ্মকরা বালার্কশতসন্নিভা। সীতামুখে সমুৎপন্না বালভাবেন সুন্দরী ॥ সীতা মুখোদ্ভবাৎ সীতা ইত্যস্যা নাম চাকরোৎ।" স্বর্গগঙ্গার শাখাবিশেষ। লক্ষ্মী। দুর্গা। যজ্ঞদেবতা-বিশেষ। মদ্য।

সীতাপতি (সীতা—পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, রামচন্দ্র, রঘুনাথ।

সীৎকার (সীৎ অনুকরণশব্দ—কার করণ) সং, পুং, অব্যক্ত মুখশব্দবিশেষ।

সীৎকৃত (সীৎ অনুকরণ শব্দ—কৃত করা হইয়াছে) সং, ক্লীং, অনুরাগ জনিত অব্যক্ত মুখশব্দবিশেষ।

সীত্য (সীতা লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা+য—প্রং) বিং, ত্রিং, কৃষ্ট ক্ষেত্রাদি। সং, ক্লীং, ধান্য।

সীদৎ (সদ্+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ক্লিশ্যৎ।

সীদ্য ; সং, ক্লীং, আলস্য।

সীধু (সীধ্+উ—র্ম) সং, ক্লীং, শীধু দেখ। পুং, মদিরিকা, মদ্য। মদ্যবিশেষ। গুড়জ মদ্য।

সীধুগন্ধ, (সীধু মদ্যবিশেষ—গন্ধ ঘ্রাণ) সং, পুং, বকুলবৃক্ষ।

সীধ্র ; সং, ক্লীং, অপান, গুহ্যদ্বার।

সীপ ; সং,পুং,জলপাত্রবিশেষ, কোষা।

সীমন্ত (সীমন্ [কেশের] সীমা—অন্ত শেষ, নিপাতন) সং, পুং, কেশবীথি, সিঁথি, ঝাপটা। সীমন্তোন্নয়ন। পুং, ক্লীং, মস্তক।

সীমন্তক (সীমন্ত+কণ্—অধিকারার্থে। অথবা কৈ প্রকাশ পাওয়া+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, সিন্দুর, সিঁদুর।

সীমন্তিত (সীমন্তি সীমন্তযুক্ত করান+ত (ক্ত)—র্ম। অথবা সীমন্ত+ইত) বিং, ত্রিং, সীমন্তযুক্তকৃত। দ্বিবিভক্ত।

সীমন্তিনী (সীমন্ত সিঁথি+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ) সং, স্ত্রীং, নারী, স্ত্রী, বধূ।

সীমন্তোন্নয়ন (সীমন্ত সিঁথি—উন্নয়ন উত্তোলন, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, গর্ভিণী স্ত্রীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারবিশেষ।

সীমা (সীমন্, সি বন্ধন করা+মন্—প্রং, অথবা সীমন্+ডাম্) সং, পুং, অন্ত, অবধি। ক্ষেত্র। ঘাড়।

সীমা (সীমন্+আপ্) সং, ক্লীং, অন্ত, অবধি, প্রান্তভাগ। মর্য্যাদা স্থিতি। ক্ষেত্র। সমুদ্রবেলা। তীর। মুষ্ক, অণ্ডকোষ।

সীমানা (সীমন্ শব্দজ) সং, অবধি। গ্রামাদির নির্ণীত অন্তভাগ।

সীমাবিবাদ ; সং, পুং, ভূমির সীমা উপলক্ষে নালিশ।

সীর (সি বন্ধন করা+রক্—ক, ই=ঈ) সং, পুং, হল, লাঙ্গল। সূর্য্য।

সীরক (সীর লাঙ্গল+কণ্—উপমানার্থে) সং, পুং, শিশুমার, শুশুক।

সীরধ্বজ (সীর লাঙ্গল—ধ্বজা চিহ্ন) সং, পুং, জনকরাজা।

সীরপাণি, সীরী (সীর লাঙ্গল—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং। সীরিন্, সীর লাঙ্গল+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হলধর, বলরাম।

সীলন্ধ; সং, পুং, মৎস্যবিশেষ, সিলিন্দা মাছ।

সীবন (সিব্ সেলাই করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, তন্তুসন্তান, সূচীকর্ম্ম, সেয়ান। নী—স্ত্রীং, (অনট্—ণ) সূচী। লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত সীবন।

সীস, সীসক, সীসকপত্র (সৌ [সি বন্ধনকরা+০ (ক্বিপ্)—ভাবে] বন্ধন—সো নাশ করা+অ(ড)—ক। ২য়-পক্ষে কণ্—যোগ) সং, সীসধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সীস, ব্রধ্ন, বপ্র, ও যোগেষ্ট, ও সর্প-বাচক সমস্ত শব্দ। সীসার অধিকাংশ গুণই প্রায় বঙ্গের সমান; বিশেষতঃ, ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, সঙ্কোচক, অবসাদক, রক্তরোধক, শোষণকারক, বেদনানিবারক, বলকারক, আয়ুর্বৃদ্ধিকারক। প্রমেহরোগে বিশেষ উপকারক। কিন্তু জারণ-মারণাদি ক্রিয়া না করিয়া সেবন করিলে, ইহা হইতে গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, প্রমেহ, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ কষ্টকর রোগ উপস্থিত হয়। এই জন্য সীসকের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। সীসক ভস্ম করিবার দুই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। সীসকের পীতভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, সীসক ও যবক্ষার একত্র একটী লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নির জালে চড়াইবে, এবং ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে বারংবার যবক্ষার নাড়িতে থাকিবে। রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে উহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী পাত্রে করিয়া সীসক অগ্নিজালে চড়াইবে। দ্রব হইলে, তাহাতে অল্পে অল্পে মনঃশিলাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, ও অনবরত নাড়িতে থাকিবে, এবং এই রূপে ধূলিবৎ চূর্ণ হইলে নামাইয়া লইবে। পরে শীতল হইলে, তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, একত্র লেবুর সহিত মাড়িবে এবং গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে উভয়বিধ ভস্ম প্রস্তুতের জন্য যবক্ষার, মনঃশিলা, ও গন্ধকচূর্ণ সীসকের সমপরিমাণ লইতে হয়।

সু (সু গমন করা+উ(ডু)—ভাবে) অং, উত্তম। শোভন, সুন্দর। শুভ। অতিশয়, অত্যন্ত। অনায়াস। পূজা। উৎকর্ষ। সৌন্দর্য্য। সমৃদ্ধি। কষ্ট। হর্ষ। অনুমতি। সং, পুং, প্রসব।

সুঁড়ী, সুড়ি (দেশজ) সং, অপ্রশস্ত পথ, গলীপথ।

সুঁতী (স্রোতস্ শব্দজ) সং, ক্ষুদ্রখাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ।

সুঁদী (সৌগন্ধিক শব্দজ) সং, শ্বেতোৎপল, কুমুদ। ২। কচ্ছপবিশেষ।

সুঁদরী; বি, বৃক্ষবিশেষ।

সুকণ্ডু (সু অধিক=কণ্ডু সেই রোগ) সং, পুং, কণ্ডুরোগ, চুলকনা প্রভৃতি।

সুকন্দক, সুকুন্দক (সু উত্তম—কন্দ মূল+কণ্—যোগ) সং, পুং, পলাণ্ডু, পেঁয়াজ।

সুকর (সু অনায়াস—কৃ করা+অ(খল্)—র্ম্ম) ;বিং, ত্রিং, সুসাধ্য, অক্লেশ-সাধ্য, অনায়াসসাধ্য। সুখকর। রা—স্ত্রীং, সুশীলা গাভী।

সুকর্ম্মা (সুকর্ম্মন্, সু উত্তম—কর্ম্মন্, ৬ষ্ঠী

—হিং) বিং, ত্রিং, সৎক্রিয়ান্বিত। কর্ম্মঠ। সং, পুং, বিশ্বকর্ম্মা যোগবিশেষ।

সুকল (সু উত্তম—কল্ শব্দ করা, ডাকা +অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, দাতা ও ভোক্তা। দানভোগে সমর্থ। মধুরাস্ফুট শব্দকারক। অবিকল।

সুকাণ্ড ; সং, পুং, কারবেল্ল। বিং, ত্রিং, সুন্দরকাণ্ডযুক্ত বৃক্ষাদি। ণ্ডিকা—স্ত্রীং, কাণ্ডীর লতা।

সুকাণ্ডী (সুকাণ্ডিন্, সু উত্তম—কাণ্ড ঝাড়, ঝোপ+ইন্—প্রং) সং, পুং, অলি, ভ্রমর।

সুকামা , সং, স্ত্রীং, ত্রায়মাণা।

সুকুমার (সু অত্যন্ত—কুমার কোমল, বালক, বং—স) বিং, ত্রিং, অতিমৃদু, অতিকোমল। অতি বালক। সং, পুং, পুঁড়ি ইক্ষু। শস্তবিশেষ। বনচম্পক-বিশেষ। এক দৈত্য। রা—স্ত্রীং, জাতী। ভবল মল্লিকা। কদলী। নদীবিশেষ। পৃক্কা।

সুকুমারক (সুকুমার—কণ্—যোগ) সং, পুং, শালি। সুন্দর বালক। শিং—১ "সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ। সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।"

সুকুমারবিদ্যা (Polite Learning) সং, স্ত্রীং, সাহিত্যাদিশাস্ত্র।

সুকালী (সুকাল+ইন্) সং, পুং, বহুং, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

সুকাষ্ঠক ; সং, ক্লীং, দেবদারুকাষ্ঠ। ষ্ঠা—স্ত্রীং, কাষ্ঠকদলী। কটুকী।

সুকৃৎ (সু শুভ—কৃৎ [কৃ করা+০(ক্বিপ্) +ক] যে করিতেছে) বিং ত্রিং, সুকৃতকারী, পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। সৌভাগ্যশালী।

সুকৃত (সু শুভ—কৃত যাহা করা হইয়াছে) সং, ক্লীং, পুণ্য, ধর্ম্ম। ভাগ্য। শুভ, দান। পুরস্কার। দয়া, বদান্যতা। বিং, ত্রিং, পুণ্যবান্, পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক। সুনির্ম্মিত, সুবিহিত। ভাগ্যবান্। যাহা উত্তমরূপে করা হইয়াছে।

সুকৃতপরিণাম ; সং, পুং, পুণ্যপরিপাক। বাঞ্ছিত সম্পত্তি।

সুকৃতি (সু উত্তমরূপে—কৃতি করণ) সং, স্ত্রীং, সৎকর্ম্ম। পুণ্য, ধর্ম্ম। অদৃষ্ট, ভাগ্য। শুভ।

সুকৃতী (সুকৃতিন্, সুকৃত পুণ্য+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, ধার্ম্মিক, পুণ্যবান্। ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। শুভযুক্ত।

সুকেতু (সু উত্তম—কেতু ধ্বজা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, তাড়কা রাক্ষসীর পিতা।

সুকেশী (সু উত্তম—কেশ চুল ; ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, অপ্সরাবিশেষ। বিং, ত্রিং, শোভনকেশযুক্তা স্ত্রী।

সুকোলী ; সং, স্ত্রীং, ক্ষীরকাকোলী। শোভন বদরী।

সুখ (সু উত্তম—খ [জ্ঞানের] ইন্দ্রিয় কিম্বা সু শুভ—খন্ খোড়া—অ (অল্)—ভা, অথবা সুখ্ হৃষ্টকরা+অ(অল্)—ভা) সং, ক্লীং, প্রীতি, হর্ষ, আনন্দ। স্বচ্ছন্দ। স্বর্গ। জল। (+অন্—ক) বিং, ত্রিং, সুখজনক। প্রিয়, মনোহর। মধুর। সুখী।

সুখকর (সুখ—কর [কৃ করা+অ(ট)—ক] যে করে) বিং, ত্রিং, সুখজনক। সুসাধ্য।

সুখঙ্করী ; সং, স্ত্রীং, জীবন্তীবৃক্ষ।

সুখচর (সুখ—চর্ গমন করা+অন্—ক) বিং, ত্রিং, সুখগামী। (+অল্—ধি) গ্রামবিশেষ।

সুখচার (সুখ আনন্দ—চর্ গমন করা+অ(ঘঞ্)—ক) সং, পুং, উৎকৃষ্ট অশ্ব, সুন্দর ঘোটক।

সুখজাত (সুখ—জাত উৎপন্ন) বিং, ত্রিং, সুখযুক্ত, সুখী, আমোদী। শিং—১ "সুখজাতঃ সুরাপীতো নুজগো মাল্যধারয়ঃ।"

সুখদ (সুখ—দ [দা দান করা+অ(ড)—ক] যে দান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সুখদায়ক, হর্ষপ্রদ। সং, পুং, বিষ্ণু। তালবিশেষ। দা—স্ত্রীং, স্বর্গবেশ্যা। শমীবৃক্ষ।

সুখবাস ; সং, পুং, শীর্ণবৃন্ত, তরমুজ।

সুখভাক্ (সুখভাজ, সুখ—ভজ্ ভাগকরা +০(বিণ্)—ক) বিং, ত্রিং, সুখভাগী, সুখী। ইষ্টপরিষঙ্গ।

সুখমোদা; সং, স্ত্রীং, সল্লকীবৃক্ষ।

সুখরাত্রি; সং, স্ত্রীং, দীপান্বিতা অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী।

সুখা, বি, (হিন্দী) শুষ্ক তাম্রকূট।

সুখাধার (সুখ আনন্দ—আধার আশ্রয়) সং, পুং, স্বর্গ, সুখের স্থান।

সুখায়ত| (সুখ আনন্দ—আয়ত সংযত। **সুখায়ন**| সুখ আনন্দ—অয়ন গমন) সং, পুং, সুশিক্ষিত অশ্ব, উত্তম ঘোটক।

সুখাবহ (সুখ—আ—বহ বহন করা+অন্—ক, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, সুখদায়ক, সুখজনক।

সুখাশ (সুখ আনন্দ—অশ্ ভক্ষণকরা+অ(অন্)—ক, কিম্বা সুখ সুখকর—আশা ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বরুণ। রাজতিনিশ বৃক্ষ। তরমুজ। ভোজনবিলাসী। বিং, ত্রিং, শোভনাশাযুক্ত।

সুখী (সুখিন্, সুখ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সুখবিশিষ্ট, প্রীতিমান্, সন্তুষ্ট। পুং, যতি।

সুখোৎসব (সুখ আনন্দ—উৎসব) সং, পুং, পতি, স্বামী। আনন্দোৎসব।

সুখোদক; সং, ক্লীং, উষ্ণোদক।

সুখ্যাতি (সু—খ্যাতি যশঃ) সং, স্ত্রীং, প্রশংসা, যশঃ, প্রসিদ্ধি।

সুগ (সু উত্তম—গম্ গমন করা+অ(ড)—ক) সং, ক্লীং, বিষ্ঠা, মল। বিং, ত্রিং, শোভনগামী। সুবোধ্য। সুগম।

সুগত (সু শুভ—গত যে গিয়াছে কিম্বা জ্ঞাত। যৎকর্তৃক শুভ জানা যায়) সং, পুং, বুদ্ধদেব। বিং, ত্রিং, সুন্দরগতিবিশিষ্ট।

সুগন্ধ (সু উত্তম—গন্ধ, ৬ষ্ঠী—হিং—বং—স) সং, পুং, চন্দনবৃক্ষ। উত্তমগন্ধ। গন্ধক। গন্ধবণিক্। ক্লীং, নীলোৎপল। চন্দন। জিরা। গন্ধতৃণবিশেষ। বিং, ত্রিং, সদাগন্ধযুক্ত। উত্তম গন্ধবিশিষ্ট। ন্ধা—স্ত্রীং, তুলসী। চুনবিশেষ। মল্লিকা। শ্যামালতা। মাধবী। বন্ধ্যাকর্কোটকী। রুদ্রজটা।

সুগন্ধি (পূর্ব্বে দেখ, ই—প্রং) বিং, ত্রিং, সদাগন্ধযুক্ত, সুরভি। ধার্ম্মিক। সহকার। সং, পুং, পরমাত্মা। ক্লীং, সুগন্ধ ঔষধ-দ্রব্য। পিপ্পলীমূল। গন্ধতৃণবিশেষ। ধন্যাক, ধনিয়া।

সুগন্ধিক (সু প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ—গন্ধ আঘ্রাণ+ইক (ঞিক)—প্রং) সং, ক্লীং, শ্বেতপদ্ম। পদ্মের মূল। উশীর। ধুনা।

সুগন্ধিমূষিকা (সুগন্ধি সুরভি-মূষিকা ইন্দুর) সং, স্ত্রীং, ছুছুন্দরী, ছুঁছা।

সুগম (সু উত্তমরূপে—গম্ গমন করা, পাওয়া কিম্বা জানা+অ(অল্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনায়াসলভ্য। সুগমা। সুজ্ঞেয়।

সুগহন; বিং, ত্রিং, নিবিড়। না—স্ত্রীং, কুষা।

সুগৃহীত (সু উত্তমরূপে—গৃহীত) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে গৃহীত। ধৃত

সুগৃহীতনামা (—নামন্, সু শুভ—গৃহীত যাহা গ্রহণ করা গিয়াছে—নামন্ নাম) বিং, ত্রিং, প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্লোক।

সুগ্রীব (সু সুন্দর—গ্রীবা ঘাড়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। বানররাজ, কিষ্কিন্ধাধিপতি। শিব। ইন্দ্র। রাজহংস। হংস। নবম জৈনের পিতা। বীর। জলাশয়। পর্ব্বত-বিশেষ। অস্ত্রবিশেষ। বাসুকি। বিং, ত্রিং, সুন্দর গ্রীবাযুক্ত। বী—স্ত্রীং, তাম্রাগর্ভজাতা কশ্যপদুহিতা।

সুগ্রীবেশ (সুগ্রীব বানররাজ—ঈশ প্রভু) সং, পুং, রামচন্দ্র।

সুগোচ (দেশজ) সং, সদুপায়, সুযোগ

সুঘট্টিত (সু—ঘট্ট চেষ্টা করা+ত(ক্ত)—ম্ম) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে সংযোজিত। উত্তমরূপে সাজান। উত্তমরূপে কল্পিত।

সুচরিত (সু—চরিত আচরণ) সং, ক্লীং সাধু আচরণ। বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে আচরিত। সচ্চরিত্র।

সুচরিত্রা (সু উত্তম—চরিত্র) সং, স্ত্রীং, সাধ্বী, সৎস্বভাববিশিষ্ট।

সুচর্ম্মা (—চর্ম্মন্) সং, পুং, ভূর্জ্জবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, শোভন-চর্ম্মবিশিষ্ট।

সুচারু (সু অত্যন্ত—চারু মনোহর, ষং —স) বিং, ত্রিং, অতিশয় মনোহর, অতি সুন্দর।

সুচিত্রক (সু অত্যন্ত—চিত্রক চিত্রবিচিত্রিত) সং, পুং, মাছরাঙ্গা পাখী। চিত্রসর্প, কালনাগিনী সাপ। বিং, ত্রিং, সুন্দর চিত্রযুক্ত। ত্রা—স্ত্রীং, চির্ভিটা।

সুচির (সু অত্যন্ত—চির অধিককাল) সং, ক্লীং, অং, অতি দীর্ঘকাল। বিং, ত্রিং, দীর্ঘকাল স্থায়ী। শিং—১ "সুচিরমুষিতং বল্কলধরৈঃ।"

সুচিরম্ (সু অত্যন্ত—চিরম্ অধিককাল) অং, বহুকাল, অধিককাল।

সুচিরায়ুঃ (—য়ুস, সু অত্যন্ত—চির অধিক কাল—আয়ুস জীবন) সং, পুং, দেবতা।

সুচুটী (সু উত্তম—চুট্ ছেদ করা+অ —প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, চিম্টা।

সুচেতা (—তস্, সু উৎকৃষ্ট—চেতস্ মনঃ ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সতর্ক। সন্তুষ্টচিত্ত।

সুচেলক (সু উত্তম—চেল বস্ত্র+কণ্—যোগ) সং, পুং, শোভন বস্ত্র, উত্তম কাপড়।

সুচ্ছত্রী ; সং, স্ত্রীং, শতদ্রু নদী।

সুজন (সু—উত্তম—জন লোক, ষং—স) বিং, ত্রিং, সজ্জন, ধার্ম্মিক, সাধু।

সুজনতা (সুজন+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, সৌজন্য, সাধুতা, ভদ্রতা।

সুজন্মা, সুজাত (—জন্মন্, সু শোভন—জন্মন্ উৎপত্তি, ৬ষ্ঠী—হিং। সু শোভন রূপে—জাত যে জন্মিয়াছে) বিং, ত্রিং, শোভনজন্মা। বিবাহিত স্বামীর ঔরসে উৎপন্ন। সৎকুলোদ্ভব। সম্যক্ উৎপন্ন। সুন্দর।

সুজয়
সুজেয় } (সু—জয় জেয়) বিং, ত্রিং, অনায়াসে জেতব্য।

সুজল্প ; সং, পুং, কাব্য-বিশেষ। শিং—১ "যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ স্পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে।"

সুজাতা ; সং, স্ত্রীং, তুবরী। ২। পুণ্যশীলা কোন বৌদ্ধ রমণী।

সুড়ঙ্গ (সুড়ঙ্গা শব্দজ) সং, সন্ধি, সিঁদ। গর্ত্ত।

সুড়ীন ; সং, পুং, পক্ষীর গতিবিশেষ।

সুডৌল, বিং, সুগঠন, সুন্দর আকৃতি।

সুত (সু প্রসব করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, পুত্র। রাজনন্দন, যুবরাজ। তা—স্ত্রীং, দুহিতা, কন্যা। বিং, ত্রিং, উৎপন্ন। সম্বদ্ধ। নিষ্পীড়িত।

সুতক (সুত+কণ্—প্রং) সং, ক্লীং, জননাশৌচ ; যথা—"সুতকে মৃতকে তথা।" ২ "মাতুশ্চ সুতকং তৎ স্যাৎ।"

সুতনু (সু সুন্দর, উত্তম—তনু দেহ, কৃশ) বিং, ত্রিং, অতিশয় কৃশ। সুন্দরদেহ। সু, নু—স্ত্রীং, শোভনাঙ্গী, সুন্দরী। শিং—১ "সুতনু ! সত্যমলঙ্করণায় তে।" (মাঘ)।

সুতপাঃ (সুতপস্, সু অত্যন্ত—তপ্ উত্তপ্ত করা+অস্—প্রং) সং, পুং, সূর্য্য। (সু উত্তম—তপ তপস্যা) মুনি। ত্রিং, তপস্বী। ক্লীং, উত্তম তপস্যা।

সুতপাদিকা ; সং, স্ত্রীং, হংসপাদিকা।

সুতরাম্ (সু অতিশয়+চতরাম্—প্রং) অং, অত্যন্ত। অবশ্য। অগত্যা। অবধারিত অর্থের অতিশয় ঔচিত্য। শিং—১ "ধেনুবা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষ্যা নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ।"

সুতর্দ্দন (সু অত্যন্ত—তর্দ্দ বধ করা+অন —প্রং) সং, পুং, কোকিল, পিক।

সুতল (সু অত্যন্ত—তল অধোভাগ, ষং—স) সং, পুং, ষষ্ঠপাতাল। অট্টালিকা-বন্ধ, অট্টালিকার মূলপত্তন। বিং, ত্রিং, উত্তম তলযুক্ত (গৃহাদি)।

সুতবস্করা; সং, স্ত্রীং, সপ্ত পুত্রের মাতা।

সুতবান্ (সুতবৎ, সুত+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে।

সুতহিবুক; সং, পুং, যোগবিশেষ।

সুতান, সং, উত্তম তান, সুরাগ।

সুতাত্মজ (সুত পুত্র বা সুতা কন্যা—আত্মজ পুত্র, আত্মজা কন্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, পৌত্র। দৌহিত্র। জা—স্ত্রীং, পৌত্রী। দৌহিত্রী।

সুতক্তি; সং, পুং, পর্পট। ক—পারিভদ্র। ভূনিম্ব। ক্তা—স্ত্রীং, কোষাতকী।

সুতী (সুতিন্, সুত+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে।

সুতীক্ষ্ণ (সু অত্যন্ত—তীক্ষ্ণ, বং—স) সং, পুং, মুনিবিশেষ। শিং—"শরভঙ্গঃ প্রদিশ্যারাৎ সুতীক্ষ্ণমুনিকেতনম্।" শোভাঞ্জন। বিং, ত্রিং, অতি তীক্ষ্ণ। অতিশয় ধারাল।

সুতুঙ্গ (সু অত্যন্ত তুঙ্গ উচ্চ) বিং, ত্রিং, অতিশয় উচ্চ। সং, পুং, নারিকেলবৃক্ষ। জ্যোতিষে—গ্রহগণের উচ্চাংশবিশেষ।

সুতুলি, সং, শণের সূতার দড়ি।

সুত্রামা (সুত্রামন্, সু উত্তম—ত্রৈ [জগৎ] রক্ষা করা+মন্—ক) সং, পুং, ইন্দ্র।

সুত্বা (সুত্বন্, সু প্রসব করা+বন্ (ক্বনিপ্)—ক, ৎ—আগম) সং, পুং, যজ্ঞদাষী। সোমপায়ী। [লাভ।

সুদ (যবন ভাষা) সং, বৃদ্ধি, ধন প্রয়োগের

সুদক্ষিণ (সু অত্যন্ত—দক্ষিণ নিপুণ, বং—স) সং, পুং, বিদর্ভ দেশের নৃপবিশেষ। ণা—স্ত্রীং, দিলীপ রাজার পত্নী। বিং, ত্রিং, উত্তম দক্ষিণাযুক্ত। [গোরক্ষী।

সুদণ্ড; সং, পুং, বেত্র, বেত। ণ্ডিকা—স্ত্রীং,

সুদন্ (সুদৎ, সু শোভন—দন্ত দাঁত, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং ত্রিং, শোভন দন্তবিশিষ্ট। তী—স্ত্রীং, সুন্দরী স্ত্রী। শিং—১ "সুদতীজনমজ্জনার্পিতৈঃ।" তী—স্ত্রীং, দিক্‌করিণীবিশেষ।

সুদম (সু অনায়াসে—দম্ দমন করা+অ (খল্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনায়াসে দমনীয়, সুজেয়।

সুদর্শ } **সুদর্শন** } (সু সুন্দররূপে—দৃশ্, দেখা+অ (খল্), অন—র্ম্ম) সং, পুং, বিষ্ণুর চক্রনামক অস্ত্র। সুমেরু। গোলাব জাম। বর্ত্তমান কালের অষ্টাদশ জৈনমুনি পিতা। গৃধ্র, শকুনি। বিং, ত্রিং, সুন্দর সুদৃশ্য, দেখিতে উত্তম। র্শ—পুং—র্শন—ক্লীং, সুন্দরদর্শন। সং—ক্লীং, নী—স্ত্রীং, অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী। সা—স্ত্রীং, ঔষধ। আজ্ঞা। বৃক্ষবিশেষ। সুদৃশা কামিনী।

সুদামা (সুদামন্, সু উত্তম—দামন্ রজ্জু, কিম্বা সু অত্যন্ত—দা দান করা+মন্—প্রং) সং, পুং, মেঘ। পর্ব্বত সমুদ্র। ঐরাবত। গোপবিশেষ। বিং, ত্রিং, অতিশয় দাতা। উত্তম দাতা। স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

সুদায় (সু শুভ—দায় দান) সং, পুং, যৌতুকাদি দান।

সুদারু; সং, পুং, পারিযাত্র পর্ব্বত, বিন্ধ্যপর্ব্বতের একপাদ।

সুদি; অং, শুক্লপক্ষ।

সুদিন; সং, ক্লীং, শুভদিন।

সুদীর্ঘ (সু অত্যন্ত—দীর্ঘ লম্বা, বং—স) বিং, ত্রিং, অতিদীর্ঘ, অধিক লম্বা। র্ঘা—স্ত্রীং, চিনাকর্কটী।

সুদীর্ঘঘর্ম্মা; সং, স্ত্রীং, অসনপর্ণী।

সুদুঃখিত (সু অতিশয়—দুঃখিত, বং—স) বিং, ত্রিং, সাতিশয় ক্লেশযুক্ত, অত্যন্ত ব্যথিত।

সুদ্যুম্ন; সং, পুং, বৈবস্বতমনুর পুত্র।

সুদুর্লভ (সু অত্যন্ত—দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য, বং—স) বিং, ত্রিং, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য।

সুদুশ্চর, সুদুষ্কর, (সু অত্যন্ত—দুর্ দুঃখ—চর্ গমন করা+অ (অল্)—র্ম্ম)। সু অত্যন্ত—দুষ্কর দুঃসাধ্য, বং—স) বিং,

ত্রিং, সাতিশয় ক্লেশে সম্পাদনীয়, অতি-দুঃসাধ্য, অতিদুরুত্তীর্য্য।

সুদুস্তর (সু অত্যন্ত—দুস্তর দুস্পার, বং—স) বিং, ত্রিং, অতিদুস্তর, দুস্পার, যাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য।

সুদূর (সু অত্যন্ত—দূর অসন্নিকৃষ্ট, বং—স) বিং, ত্রিং, অতিদূরবর্ত্তী, বহুদূরস্থ। সং. ক্লীং, বহুদূর।

সুদূরপরাহত (সুদূর—পরাহত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, অতিদূরে নিরাকৃত, একান্ত নিরস্ত।

সুদৃক্ (সুদৃশ্, সু উত্তম—দৃশ্ [দৃশ্ দেখা +০ (ক্বিপ্)—ভা, ণ] চক্ষুঃ ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সুনয়ন, সুন্দর চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট। শিং ১ "ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্ত ভেজে ভীতিবিড়ম্বনং।" সং, স্ত্রীং, সুন্দরী স্ত্রী।

সুদৃঢ় (সু অত্যন্ত—দৃঢ় কঠিন, বং,—স) বিং, ত্রিং, অতিদৃঢ়, বড়কঠিন।

সুদৃশ্য (সু—উত্তম—দৃশ্য দর্শনীয়, বং—স) বিং, ত্রিং, সুন্দর, দেখিতে সুশ্রী।

সুধন্বা (সুধন্বন্, সু উত্তম—ধনুস্ ধনুক, ৬ষ্ঠী—হিং, অন্—প্রং) সং, পুং, উত্তম ধনুর্দ্ধারী। বিশ্বকর্ম্মা। নৃপবিশেষ। অনন্ত-দেব।

সুধর্ম্মা (সুধর্ম্মন্ সু অত্যন্ত—ধর্ম্ম, ৭মী—হিং+৬ষ্ঠী—হিং, অন্—প্রং) সং, পুং, দেবগণের সভা। গৃহস্থ। বিং, ত্রিং, অতি ধার্ম্মিক। বর্ত্তমান কালের শেষ জৈনের একজন প্রধান শিষ্য। র্ম্মা, র্ম্মী—স্ত্রীং, দেবসভা।

সুধা (সু সুখে—ধে পান করা কিংবা ধা [জীবন] ধারণ করা, পোষণ করা+অ—র্ম, আপ্) সং, স্ত্রীং, অমৃত। মূর্ব্বা। সুহী। বিদ্যুৎ। চূণ। পুষ্পরস। জল। ইষ্টকা। গঙ্গা। হরীতকী। চন্দ্রিকা। শাল-পর্ণী।

সুধাংশু, সুধাকর, সুধাঙ্গ, (সুধা—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং। সুধা—আকর উৎ-পত্তিস্থান, ৬ষ্ঠী—ষ। সুধা—অঙ্গ অবয়ব, ৬ষ্ঠী হিং। বোধ হয় চন্দ্র দেবতাদিগের সুধার ভাণ্ডারস্বরূপ) সং, পুং, চন্দ্র. শশী।

সুধাংশুরত্ন (সুধাংশু চন্দ্র—রত্ন মণি) সং, ক্লীং, মৌক্তিক, মুক্তা।

সুধাজীবী (—জীবিন্, সুধা চূণকাম—জীবী যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে) সং, রাজমিস্ত্রী।

সুধাধার, সুধানিধি, (সুধা—আধার, নিধি=আশ্রয়, ৬ষ্ঠী—ষ, কিম্বা সুধা—আ—ধা, নি—ধ্ব ধারণ করা+অ (ঘঞ্), ই (কি)—ধি) সং, পুং, চন্দ্র, শশী।

সুধান, বি, জিজ্ঞাসা করা।

সুধাপাণি (সুধা—পাণি হস্ত, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ধন্বন্তরি, দেবচিকিৎসক।

সুধাভুক্ (—ভুজ্, সুধা—ভুজ ভোজন করা+০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, অমৃত-ভোজী, দেবতা।

সুধাভৃতি; সং, পুং, চন্দ্র। যজ্ঞ।

সুধাময় (সুধা অমৃত, চূর্ণ বা ইষ্টক+ময়ট্—প্রং) বিং, ত্রিং, অমৃতময়, চূর্ণময়। সং, পুং, প্রাসাদ, অট্টালিকা।

সুধামোদক; সং, পুং, যবাসশর্করা।

সুধাবর্ষী (—বর্ষিন্, সুধা—বৃষ্ বর্ষণ করা +ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, চন্দ্র। ব্রহ্মা। বুদ্ধবিশেষ।

সুধাবাস (সুধা—আবাস বাসস্থান) সং, পুং, চন্দ্র; যথা—"নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোঽস্তু তে।"

সুধাসিন্ধু; সং, পুং, অমৃতসমুদ্র।

সুধাসূতি (সুধা—সূতি জন্ম, উৎপত্তি) সং, পুং. চন্দ্র। যজ্ঞ। পদ্ম।

সুধাস্রবা (সুধা—স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, আলজিভ্।

সুধাহর, সুধাহৃৎ, (সুধা+হর, হৃৎ+যে হরণ করে। ইহার মাতা বিনতাকে কশ্যপমুনিপত্নী কদ্রুর দাসীত্ব হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে, কদ্রুসন্তান সর্পগণের সুধার বিষয় গোচর হওয়াতে

সুধার কারণ ইনি চন্দ্রকে অপহরণ করেন বলিয়া। বিনতাও এই মুনির এক পত্নী ছিলেন) সং, পুং, গরুড়।

সুধিতি (সু—ধি+ক্তি—র্ম্ম) সং, স্ত্রীং, কুঠার।

সুধী (সু শোভন—ধী বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, পণ্ডিত, বিদ্বান্। সাতিশয় বুদ্ধিমান্। স্ত্রীং, সুন্দর বুদ্ধি। বিং, ত্রিং, সুবুদ্ধি।

সুধু (শুদ্ধ শব্দজ) বিং, কেবল, একমাত্র।

সুধোদ্ভব (সুধা—উদ্ভব উৎপন্ন) সং, পুং, ধন্বন্তরি। বা—স্ত্রীং, হরীতকী।

সুনন্দ (সু উত্তমরূপে—নন্দ-ণিচ্=নন্দি আনন্দিত করান+অ (অন্)—ক) সং, ক্লীং, বলরামের মুষল শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর। বিং, ত্রিং, আনন্দজনক, আনন্দদায়ক। ন্দা স্ত্রীং, উমাসখীবিশেষ। ইন্দুমতীর সখী। পার্ব্বতী। নারী। গোরোচনা। ইষের মূল।

সুনয়ন (সু উত্তম—নয়ন চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হরিণ, মৃগ। না—স্ত্রীং, সুনেত্রা নারী।

সুনাভ (সু উত্তম—নাভি) সং, পুং, মৈনাক পর্ব্বত, হিমালয়ের পুত্র। বিং, ত্রিং, নাভি-বিশিষ্ট (চক্র)।

সুনার ; সং, পুং, কুক্কুরীর স্তনদুগ্ধ। সাপের ডিম। চড়ুই পাখী।

সুনাসিকা ; সং, স্ত্রীং, কাকনাসা। শোভন নাসা।

সুনাসীর (সু উত্তম—নাসীর অগ্রবর্ত্তী সৈন্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র।

সুনিশ্চিত (সু সম্পূর্ণরূপে—নিশ্চিত) বিং, ত্রিং, অবধারিত, স্থিরীকৃত। সং, পুং, বুদ্ধ-বিশেষ

সুনিষণ্ণ, সুনিষণ্ণক, (সু উত্তম—নিষণ্ণ মত্ত বা নিদ্রা কর্তৃক অবনমন। পক্ষে কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, সুষুণীশাক

সুনিষ্টপ্ত (সু অত্যন্ত—নিষ্টপ্ত উত্তপ্ত) বিং, ত্রিং, অতিশয় উত্তপ্ত, অত্যন্ত উষ্ণ।

সুনীতি (সু উত্তম—নীতি, ষ্বং—স) সং, স্ত্রীং, উত্তমনীতি, সদাচরণ। ধ্রুবমাতা। বিং, ত্রিং. নীতিমান্।

সুনীথ (সু উত্তমরূপে—নী পাওয়া+থ—প্রং) বিং, ত্রিং, সাধু, ধার্ম্মিক।

সুনীল ; সং, ক্লীং, লামজ্জক। পুং, দাড়িম।

সুন্দ (সুন্দ+অন্—ক) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ। কপিবিশেষ।

সুন্দর (সু উত্তমরূপে—দৃ আদর করা+অ—র্ম্ম, ন্—আগম। কিংবা সু—উন্দ্ [মনকে] আর্দ্র করা+অর—প্রং, অথবা সুন্দ+অরন্—ক) বিং, ত্রিং, মনোহর, রম্য, সুরূপ। সং,পুং, কামদেব। রী—স্ত্রীং, সুরূপা স্ত্রী। সুঁদীর গাছ। অর্দ্ধসম ছন্দো-বিশেষ। হরিদ্রা।

সুন্দরিকা ; সং, স্ত্রীং, সরোবরবিশেষ।

সুন্নত (আরবী) মহম্মদীয়ান্দিগের বাল্য-কালে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক্‌চ্ছেদন সংস্কারবিশেষ।

সুন্বৎ (সু যাগ করা—অৎ—ক, ন্, ব্—আগম) বিং, ত্রিং, যজ্ঞকারী।

সুপক্ব (সু উত্তম—পক্ব, ষ্বং—স) বিং, ত্রিং, উত্তম পরিপক্ব, সুপরিণত। সুসিদ্ধ। সং, পুং, সুগন্ধি আম্র।

সুপচ (সু—পচ্ পাক করা+অ (খল্)—সু) বিং, ত্রিং, লঘুপাক দ্রব্য। (+অন্—ক) সুষ্ঠুপাচক।

সুপত্র (সু উত্তম—পত্র পাতা) সং, ক্লীং, তেজপত্র, তেজপাত। বিং, ত্রিং, সুন্দর-পত্রযুক্ত। সুন্দর পক্ষযুক্ত। সুন্দর বাহন-যুক্ত। সা—স্ত্রীং, রুদ্রজটা। শতাবরী। শালপর্ণী।

সুপথ, সুপথিন্, (সু উত্তম—পথিন্ রাস্তা, ষ্বং,—স, অ—প্রং) সং, পুং, সুন্দরপথ, সন্মার্গ। সদাচার। সুরীতি।

সুপদ্ম ; সং, পুং, পদ্মনাভদত্তকৃত ব্যাকরণ-বিশেষ। শোভন পদ্ম। দ্মা—ক্লীং, ঔষধ-বিশেষ, বচ।

সুপর্ণ (সু সুন্দর—পর্ণ পালখ, ৬ষ্ঠী—হিং। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন,দেখ দেবরাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুই হয় নাই; কিন্তু বজ্রের সম্মানার্থে একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি। দেবগণ এই পক্ষটী সুন্দর দেখিয়া ইহার নাম সুপর্ণ রাখিলেন) সং, পুং, গরুড়। স্বর্ণচূড়পক্ষী। কুক্কুট। বিং, ত্রিং, সুন্দর পর্ণযুক্ত। র্ণা, র্ণী—স্ত্রীং, পদ্মিনী। বিনতা, গরুড়মাতা।

সুপর্ণক (সু উত্তম পর্ণ পালখ+কণ্—যোগ) সং, পুং, সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ। আরগ্বধবৃক্ষ। গরুড়।

সুপর্ণকেতু (সুপর্ণ গরুড়—কেতু চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

সুপর্ণিকা; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণজীবন্তী। পলাশী। শালপর্ণী। রেণুকা। বাকুচী।

সুপর্ব্বা (সুপর্ব্বন্, সু উত্তম, অত্যন্ত—পর্ব্বন্ গাঁইট, ৬ষ্ঠী—হিং) সং,পুং, দেবতা। বাণ। বাঁশ। তিথিবিশেষ। ধূম। ক্লীং, সুন্দর পর্ব্ব। স্ত্রীং, শ্বেতদূর্ব্বা। সুন্দর পর্ব্ববিশিষ্ট।

সুপাত্র (সু উত্তম—পাত্র ভাজন, য়ং—স) সং, পুং. যোগ্য ব্যক্তি, উপযুক্ত পাত্র। উত্তম ভাজন।

সুপারী (দেশজ) সং, গুবাক ফল, পুগ,গুয়া।

সুপারীস (যবন ভাষা) সং, উপরোধ, অনুরোধ।

সুপার্শ্ব (সু উত্তম—পার্শ্ব পাশ) সং, পুং, পক্ষিবিশেষ। সম্পাতির পুত্র। বর্ত্তমান খন্দেশ্। সপ্তম জৈনমুনি। প্লক্ষবৃক্ষ।

সুপীবা (সুপীবন্, সু উত্তমরূপে—পা পান করা+বন্ (কনিপ্)—প্রং) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে পানকারী।

সুপুষ্প (সু উত্তম—পুষ্প ফুল) সং, পুং, পালিতামাদারগাছ। শিরীষবৃক্ষ। ক্লীং, লবঙ্গ। হরিদ্রা। রাজতরুণী। ষ্পী—স্ত্রীং, কদলী। পুষ্পবিশেষ।

সুপ্ত (স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, নিদ্রা। শয়ন। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রিত। শয়িত। ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য।

সুপ্তঘাতক (সুপ্ত নিদ্রিত—ঘাতক হত্যাকারী) বিং, ত্রিং, হিংস্র, হিংস্রক।

সুপ্তজন (সুপ্ত নিদ্রিত—জন লোক) সং, পুং, অর্দ্ধরাত্র। নিদ্রিত লোক।

সুপ্তজ্ঞান (সুপ্ত নিদ্রিত—জ্ঞান) সং, ক্লীং, স্বপ্ন, স্বপন।

সুপ্তি [সুপ্ত দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, নিদ্রা, ঘুমান। স্বপ্ন। শিং—১ "করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিম্।" শয়ন। বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস।

সুপ্রতিভা; সং, স্ত্রীং, মদিরা, মদ্য। উজ্জ্বল বুদ্ধি।

সুপ্রতিষ্ঠা (সু- প্রতিষ্ঠা) সং, স্ত্রীং. দেবোদ্দেশে মদিরাদি বিধান। যশঃ, খ্যাতি। ৫ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

সুপ্রতীক (সু সুন্দর—প্রতীক অবয়ব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ঈশান কোণের হস্তী। কামদেব। বিং, ত্রিং, শোভনাঙ্গ, সুন্দররূপে নির্ম্মিত।

সুপ্রতীত; বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে জ্ঞাত। সাতিশয় প্রসিদ্ধ। স্পষ্টপ্রমাণীভূত।

সুপ্রভ (সু উত্তম—প্রভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সুন্দর প্রভাযুক্ত। ভা—স্ত্রীং, সুষ্ঠু দীপ্তি। অগ্নিজিহ্বাবিশেষ। বাকুচি।

সুপ্রভাত [সু শুভ—প্রভাত প্রাতঃকাল) সং, ক্লীং, শুভসূচক প্রাতঃকাল। (সু অত্যন্ত—প্রভাত দীপ্তি, ৬ষ্ঠী হিং) বিং, ত্রিং, সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট। তা—স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

সুপ্রলম্ভ (সু সুখে, উত্তমরূপে—প্র—লভ্ পাওয়া+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, সুখলভ্য, অনায়াসে প্রাপ্য।

সুপ্রলাপ (সু উত্তমরূপ—প্রলাপ কথন) সং,পুং, সূক্তি, প্রবচন, বক্তৃতা, বাগ্মিতা।

সুপ্রসন্ন (সু উত্তমরূপ, অত্যন্ত—প্রসন্ন

ন্ন) বিং, ত্রিং, সাতিশয় প্রসন্ন। সং, পুং, কুবের।

সুপ্রসাদ (সু অত্যন্ত, উত্তম—প্রসাদ প্রসন্নতা) সং, পুং, শিব। সাতিশয় প্রসন্নতা, একান্ত অনুকূলতা।

সুপ্রাতঃ (সু উত্তম—প্রাতঃ প্রাতঃকাল) বিং, ত্রিং, শোভন প্রাতঃকালবিশিষ্ট।

সুফল (সু সুন্দর—ফল) সং, পুং, বিল্ব, বেল। দাড়িম্ব। শিম্বীবিশেষ। বিং, ত্রিং, উত্তম ফলশালী, সুন্দর সুমিষ্ট ফলোৎপাদক। লা—স্ত্রীং, অলাবু, লাউ। কদলী। দ্রাক্ষাবিশেষ।

সুফেন (সু উত্তম—ফেন ফেনা) সং, ক্লীং, সমুদ্রের ফেন।

সুবচনী (শুভসূচনী শব্দজ) দেবীবিশেষ।

সুবন্ধ (সু—বন্ধ বন্ধন) সং, পুং, শস্যবিশেষ, তিল।

সুবিধা, সং, (পার্সী সুবিস্তা শব্দজ) সুযোগ।

সুবুদ্ধি (সু উত্তম—বুদ্ধি বোধ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উত্তম বুদ্ধিশালী।

সুবোধ (সু উত্তম—বোধ জ্ঞান, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উত্তম বুদ্ধিশালী, সাতিশয় বুদ্ধিমান্। যাহাকে অনায়াসে বুঝান যায়। যে শীঘ্র বুঝিতে পারে। পুং, জ্ঞান। জাগরণ।

সুভগ (সু উত্তম, শ্রেষ্ঠ—ভগ ভাগ্য, শ্রী, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সুন্দর, লোচনানন্দদায়ক, যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে। প্রিয়। ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। সুখদ। সোহাগা। পুং, অশোকবৃক্ষ। চম্পক গা—স্ত্রীং, স্বামীর সোহাগিনী কামিনী। সম্ভ্রান্তা গৃহিণী। বনমল্লিকা, গিরিমল্লিকা। হরিদ্রা। নীলদর্পা। প্রিয়ঙ্গু। কস্তুরী। সুবর্ণকদলী। তুলসী। তৃণবিশেষ।

সুভগম্ভাবুক (সুভগ—ভূ হওয়া+খুকঞ্ ক) বিং, ত্রিং, সম্প্রতি যে সুভগ হয়।

সুভগম্মন্য (সুভগ—মন বোধ করা+অ (খশ্)—ক+য) বিং, ত্রিং, যে আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বা প্রিয় বলিয়া মনে করে।

সুভঙ্গ (সু—ভঙ্গ ভাঙ্গন) সং, পুং, নারিকেলবৃক্ষ।

সুভদ্র (সু অতিশয়—ভদ্র সৌভাগ্য, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সৌভাগ্যবিশিষ্ট, উত্তম। অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। সং, পুং, বিষ্ণু। নৃপতিবিশেষ।

সুভদ্রক (সুভদ্র+কণ্—যোগ) সং, পুং, বিমান, ব্যোমযান। বিল্ববৃক্ষ।

সুভদ্রা (সুভদ্র—আপ্) সং, স্ত্রীং, কৃষ্ণের ভগিনী, অর্জ্জুনপত্নী। লতাবিশেষ, ঘৃতমন্দার গাছ।

সুভাষিত (সু উত্তমরূপ—ভাষ বাক্য+ইত—প্রং, কিম্বা ভাষ্ বলা+ত—প্রং) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে কথিত। সং, ক্লীং, সুবচন, সূক্তি।

সুভিক্ষ (সু উত্তমরূপ—ভিক্ষ্ যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা দ্বারা লাভ করা+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট। ক্ষা—স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ।

সুভীরক ; সং, পুং, পলাশবৃক্ষ।

সুভু (সু উত্তম—ভূ হওয়া+০(ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, সুজাত, সুজন্মা। স্ত্রীং, উৎকৃষ্ট ভূমি।

সুভৃশ (সু—ভৃশ অতিশয়) বিং, ত্রিং, অতিশয়, বহু।

সুভ্রূ (সু সুন্দর—ভ্রূ চক্ষের ভুরু, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, সুন্দরী নারী, সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা নারী। বিং, ত্রিং, সুন্দর ভ্রূযুক্ত।

সুম (সু উত্তম—মা লক্ষ্মী, ইহা লক্ষ্মীর আদৃত) সং, ক্লীং, পুষ্প, কুসুম। পুং, চন্দ্র। আকাশ।

সুমত (সু উত্তমরূপ—মন বোধ করা+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, সুবুদ্ধিশালী। বন্ধুত্ববিশিষ্ট। প্রিয়।

সুমতি (সু উত্তম—মতি বুদ্ধি, বং—স) সং, স্ত্রীং, সুবুদ্ধি। দয়া। বন্ধুত্ব। বর্ত্তমান

কল্পের ৫ম জৈনমুনি। অতীত কল্পের এক জৈনমুনি। বিং, ত্রিং, সুন্দরমতিযুক্ত।

সুমদাত্মজা (সু অত্যন্ত—মদ মত্ততা—আত্মজা কন্যা) সং, স্ত্রীং, অপ্সরা, স্বর্গ-বেশ্যা।

সুমধুর (সু অতিশয়—মধুর মিষ্ট, ষং—স) বিং, ত্রিং, অতিমধুর, অতিশয় মিষ্ট।

সুমধ্যম (সু উত্তম—মধ্যম কটি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উত্তম কটিযুক্ত, যাহার কটিদেশ উত্তম। মা—স্ত্রীং, যে স্ত্রীর কটিদেশ উত্তম।

সুমন (সু উত্তম—মন্ বোধ করা+অ—প্রং) সং, পুং, গোধূম, গম। ধুস্তুর। বিং, ত্রিং, মনোহর। না—স্ত্রীং, জাতী-পুষ্প বৃক্ষ।

সুমনা (সুমনস্, সু উত্তম—মনস্ মন, ৬ষ্ঠী—হিং, পুষ্পপক্ষে সু শোভন—মন্ বোধ করা+অস্—র্ম্ম, কিম্বা সু শোভন—মনস্ মন, ৭মী—হিং। অথবা সু সুস্থির—মনস্ মন, ৬ষ্ঠী—হিং, মধ্যপদ-লোপ) সং, পুং, দেবতা। বিদ্বান্, পণ্ডিত। বিল্ববৃক্ষ। বিং, ত্রিং, মহামনাঃ। প্রীত। সন্তুষ্ট। ক্লীং, স্ত্রীং, বহুং, (কদাচিদেকবচনং) (মনকে আনন্দিত করে বলিয়া) পুষ্প। স্ত্রীং, মালতীপুষ্প। পুষ্পমালা।

সুমন্ত; সং, পুং, অথর্ব্ববেদের শাখা প্রচারক মুনিবিশেষ।

সুমন্ত্র (সু উত্তম—মন্ত্র মন্ত্রণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দশরথ রাজার সারথি ও মন্ত্রী।

সুমার, বি, (পার্সী) সমষ্টি, গণনা।

সুমিত্রা (সু উত্তম—মিত্র বন্ধু+আ—প্রং) সং, স্ত্রীং, দশরথের ছোট স্ত্রী, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা।

সুমুখ (সু উত্তম—মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গরুড়পুত্র। গণেশ। শাকবিশেষ। পণ্ডিত, অধ্যাপক। নাগবিশেষ। ক্লীং, নখক্ষতবিশেষ। বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোজ্ঞ। বিদ্বান্। সুন্দরমুখযুক্ত। খা খী—স্ত্রীং, সুব-দনা। দর্পণ। খী—১১অক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

সুমেধাঃ (সুমেধস্, সু উত্তম—মেধা বুদ্ধি, ৬ষ্ঠী—হিং, অস্—প্রং) বিং, ত্রিং, সুবুদ্ধি, উত্তম-বুদ্ধিসম্পন্ন।

সুমেরু (সু উত্তম—মি [কিরণ] ক্ষেপণ করা +রু—প্রং) সং, পুং, পৃথিবীর মধ্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ। পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত। জপ-মালামধ্যস্থ গুটিকা। বিং, ত্রিং, সর্ব্বশেষ।

সুমেরুবৃত্ত (Arctic Circle) উত্তর মেরু হইতে ২৩৷৷০ অক্ষাংশ অন্তরে স্থিত রেখা।

সুমেরুসমুদ্র (Arctic Ocean) পৃথিবীর উত্তর মেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র।

সুযাত্র (সু—যাত্রা) সং, পুং, সূর্য্য। বিং, ত্রিং, শোভনগতিমান্।

সুযামুন (সু উত্তম—যমুনা সেই নদী+অ (ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, বিষ্ণু। বৎসরাজ। কৌশাম্বীরাজ। প্রাসাদ। পর্ব্বতবিশেষ।

সুয়া (সোহাগী শব্দের অপভ্রংশ) প্রিয়া।

সুষাত্র (সু—যাত্রা) সং, পুং, সূর্য্য। বিং, ত্রিং, শোভনগতিমান্।

সুযোগ (সু উত্তম—যোগ উপায় ইত্যাদি, ষং—স) সং, ক্লীং, সুসময়। সদুপায়।

সুযোধন (সু উত্তমরূপে—যুধ্ যুদ্ধ করা +অন—র্ম্ম) সং, পুং, দুর্য্যোধন।

সুর (সু আধিপত্য করা+রক্—ক, কিম্বা সুর্ প্রভু হওয়া+অ (ক)—ক, অথবা সু উত্তমরূপে—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং, দেবতা। সূর্য্য। পণ্ডিত। রী—স্ত্রীং, দেবী। (স্বর শব্দজ) স্বর দেখ।

সুরকৃতা; সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী।

সুরক্ত (সু উত্তমরূপে—রন্জ্ অনুরক্ত হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অতিশয় অনুরক্ত। উত্তমরূপে রঞ্জিত। অতিসুশ্রাব্য, অতিশয় মধুর। মধুরকণ্ঠ-ধ্বনি যাহার।

সুরক্তক; সং, পুং, কোষাম্র। স্বর্ণ গৈরিক।

সুরগণ্ড ; সং, পুং, রোগবিশেষ, রাজগাঁড়।

সুরগুরু (সুর দেবতা—গুরু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বৃহস্পতি, দেবাচার্য্য।

সুরগ্রামণী (সুর দেবতা—গ্রামণী যে লইয়া যায়) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

সুরঙ্গ (সু উত্তম—রঙ্গ রং, ৫মা—হিং) সং, ক্লীং, হিঙ্গুল। পুং, সুড়ঙ্গ, গর্ত্তবিশেষ। অতি উজ্জ্বল রং। কমলালেবু।

সুরঙ্গধাতু ; সং, পুং, গৈরিক।

সুরঙ্গযুক্‌ (সুরঙ্গযুজ্‌, সুড়ঙ্গ সুরঙ্গ+যুজ্‌ যে যোগ করে বা করে] সং, পুং, সুড়ঙ্গ কাটিয়া যে চুরি করে।

সুরঙ্গা / **সুরুঙ্গা** (সুরঙ্গ দেখ, অ—প্রং। পক্ষে অ—উ) সং, স্ত্রীং, সুড়ঙ্গ। সন্ধি, সিঁধ। গন্ধতৃণবিশেষ। বেলোয়ার কাচ।

সুরঙ্গিকা ; সং, স্ত্রীং, মূর্ব্বা।

সুরজঃফল ; সং, পুং, পনসবৃক্ষ।

সুরজ্যেষ্ঠ (সুর দেবতা—জ্যেষ্ঠ অগ্রজ) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রজাপতি।

সুরঞ্জন (সু উত্তমরূপ—রঞ্জন সন্তুষ্টকরণ) সং, পুং, গুবাকবৃক্ষ। সুপারিগাছ।

সুরত (সু উত্তমরূপে—রম্‌ ক্রীড়া করা +ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং রমণ, রতি-ক্রীড়া। (+অন্‌—ক) বিং, ত্রিং, অতি অনুরক্ত। দয়ালু। স্ত্রীং, (সুর+তা—সমূহার্থে) দেবসমূহ। (+তা—ভাবে) দেবত্ব।

সুরততালী (সুরত রতিক্রীড়া—তাল স্বর ইত্যাদি+ঈপ্‌) সং, স্ত্রীং, দূতী, কুট্টনী। শিরঃস্থিত মাল্য।

সুরতোষক (সুর দেবতা—তুষ্‌ তুষ্ট হওয়া —অক (ণক)—ক) সং, পুং, কৌস্তুভ মণি। বিং, ত্রিং, দেবতাদের প্রীতিকর।

সুরথ (সু—রথ) সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় নৃপ-বিশেষ। বিং, ত্রিং, উত্তমরথযুক্ত।

সুরদারু (সুর দেবতা—দারু কাষ্ঠ) সং, পুং, দেবদারু বৃক্ষ।

সুরদীর্ঘিকা (সুর দেবতা—দীর্ঘিকা দীঘী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সুরনদী, স্বর্গঙ্গা।

সুরদুন্দুভি ; সং, স্ত্রীং, তুলসী।

সুরদ্বিপ (সুর দেবতা—দ্বিপ হস্তী, ৬ষ্ঠী —ষ) সং, পুং, দেবহস্তী, ঐরাবতাদি।

সুরদ্বিট্‌ (সুরদ্বিষ্‌, সুর দেবতা—দ্বিষ্‌ যে দ্বেষ করে, ৪র্থী—ষ) সং, পুং, অসুর, দানব। রাহু।

সুরধনুঃ (সুরধনুস্‌, সুর দেবতা—ধনুস্‌ ধনুক, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, শক্রধনুঃ, রাম-ধনুক।

সুরধুনী / **সুরনদী** / **সুরনিম্নগা** (সুর দেবতা—ধুনী, নদী, নিম্নগা=নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, দেবনদী, গঙ্গা।

সুরধূপ ; সং, পুং, ধুনা।

সুরনাল ; সং, পুং, দেবনল।

সুরপতি (সুর দেবতা—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী —ষ) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

সুরপথ (সুর দেবতা—পথ পথিন্‌ শব্দজ+ অ—প্রং, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, আকাশ।

সুরপর্ণিকা (সুর দেবতা—পর্ণ পত্র+কণ্‌ —যোগে) সং, স্ত্রীং, পুন্নাগবৃক্ষ।

সুরপাদপ (সুর দেবতা—পাদপ বৃক্ষ) সং, পুং, কল্পবৃক্ষ, দেবতরু।

সুরপ্রিয় ; সং, পুং, অগস্ত্যপুষ্পবৃক্ষ। ইন্দ্র। বৃহস্পতি।

সুরভি (সু—রভ্‌ হৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি+ই ক) সং, পুং, সুগন্ধদ্রব্য। বসন্তকাল। চৈত্রমাস। চম্পকবৃক্ষ। জাতীফলবৃক্ষ। শমীবৃক্ষ। কণগুগ্‌গুলু। গন্ধতৃণ। ধুনা। ধীর। কদম্ববৃক্ষ। বকুলবৃক্ষ। ক্লীং, স্বর্ণ। গন্ধক। জাতীফল। বিং, ত্রিং, সুগন্ধি। মনোরম। প্রিয়। পণ্ডিত, জ্ঞানী। ধার্ম্মিক। বিখ্যাত। ভি, ভী—স্ত্রীং, গাভী। কাম-ধেনু, দেবগাভী (মহাভারতে—"অমৃত পান নিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে তাঁহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ এবং সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভি

সমুৎপন্ন হইল")। ঔষধের গাছড়াবিশেষ। সুরা। পৃথিবী। মাতৃকাবিশেষ। তুলসী। মল্লিকা।

সুরভিকা; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণকদলী।

সুরভিত (সুরভি+ইত—অস্ত্যর্থে। অথবা সু—রভ্ হৃষ্ট হওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সৌরভযুক্ত, সুগন্ধবিশিষ্ট। খ্যাত। তা—স্ত্রীং, (সুরভি+তা) সৌরভ।

সুরভীরসা; সং, স্ত্রীং, শল্লকীবৃক্ষ।

সুরভুমি; সং, স্ত্রীং, স্বর্গ। প্লক্ষাদিদ্বীপ।

সুরমৃত্তিকা; সং, স্ত্রীং, তুবরী।

সুরর্ষি (সুর দেবতা—ঋষি, য়ং—স) সং, পুং, দেবর্ষি, নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি।

সুরলতা; সং, স্ত্রীং, মহাজ্যোতিষ্মতী।

সুরলা (সুর দেবতা—লা পাওয়া+অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, জাহ্নবী, গঙ্গা। নদী-বিশেষ।

সুরলাসিকা; সং, স্ত্রীং, বংশীবাদ্য, বাঁশীর শব্দ।

সুরলোক (সুর দেবতা—লোক ভুবন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দেবলোক, স্বর্গ।

সুরবর্ত্ম (সুরবর্ত্মন্, সুর দেবতা—বর্ত্মন্ পথ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, আকাশ।

সুরবস্ত্র—বল্কলনির্ম্মিত বস্ত্র।

সুরবিদ্বিট্ (-দ্বিষ্, সুর—বিদ্বিষ্ শত্রু) সং, পুং, অসুর, দৈত্য।

সুরবৈরী, সুরশত্রু (সুর দেবতা—বৈরী, শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দৈত্য, অসুর।

সুরশাখী (—শাখিন্, সুর দেবতা—শাখিন্ বৃক্ষ) সং, পুং, দেবতরু, কল্পবৃক্ষ।

সুরশ্রেষ্ঠা; সং, স্ত্রীং, ব্রাহ্মী।

সুরস (সু উত্তম—রস, ৭মী—হিং) বিং, ত্রিং, স্বাদু, সুস্বাদু, মিষ্ট। কাব্যে—রস-যুক্ত। সং, পুং, সুন্দর রস। সিন্ধুবারবৃক্ষ। ক্লীং, ত্বক্, বল্কল। গন্ধতৃণ। সা—স্ত্রীং, তুলসী। মেদিনী। মিশ্রেয়া ব্রাহ্মী। মহা-শতাবরী। নদীবিশেষ। নাগমাতা। শিং —১ "অব্রুবন্ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরং।" দুর্গা। অতিধৃতি ছন্দো-বিশেষ।

সুরসদ্ম (—সদ্মন্, সুর দেবতা—সদ্মন্ গৃহ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, দেবলোক, স্বর্গ।

সুরসরিৎ, সুরসিন্ধু (সুর দেবতা—সরিৎ, সিন্ধু—নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সুরনদী, গঙ্গা।

সুরসাষ্ট; সং, পুং, বৃক্ষগণবিশেষ; যথা— "নিগুণ্ডী তুলসী ব্রাহ্মী বৃহতী কণ্টকারিকা। পুনর্নবেতি মুনিভিঃ সুরসাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা (সুর দেবতা—সুন্দরী, অঙ্গনা=স্ত্রী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। বিদ্যুৎ। মৎস্যবিশেষ। দুর্গা। যোগিনীবিশেষ।

সুরা, সুরী (সু [মত্ততা] প্রসব করা+অ (ক)—ক, আপ্, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মদ্য, মদিরা—গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী। চষক, পানপাত্র। সর্পিণী।

সুরাকর; সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ। মদ্যো-ৎপত্তিস্থান।

সুরাখ (যাবনিক) প্রশস্ত রাস্তা।

সুরাচার্য্য (সুর দেবতা—আচার্য্য গুরু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বৃহস্পতি, দেবগুরু।

সুরাজক; সং, পুং, ভৃঙ্গরাজ।

সুরাজীব, সুরাজীবী (—জীবিন্, সুরা মদ্য—জীব, জীবিন্ যে বাঁচে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

সুরাপ (সুরা—প [পা পান করা+অ (ড) —ক] যে পান করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মদ্যপায়ী, মাতাল। শিং—১ "ব্রহ্মহা জায়তে যক্ষ্মী সুরাপঃ শাবদন্তকঃ।" মদ্য-রক্ষক। [৬ষ্ঠী—স) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা।

সুরাপগা (সুর দেবতা—আপগা নদী,

সুরাপাণ (সুরা মদ্য পা-পান করা+অন—প্রং) সং, বহুং, প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয় লোক।

সুরাপান সং, ক্লীং, চাটনি। মদ্যপান।

সুরাপীত; বিং, ত্রিং, মদ্যপায়ী।

সুরামণ্ড; সং, পুং, সুরার অগ্রভাগ।

সুরারি (সুর দেবতা—অরি শত্রু ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সুরশত্রু, অসুর।

সুরার্হ (সুর দেবতা—অর্হ যোগ্য) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। হরিচন্দন।

সুরালয় (সুর দেবতা, বা সুরা মদ্য—আলয় গৃহ) সং, পুং, সুমেরুপর্ব্বত। স্বর্গ। মদিরা-গৃহ, শুঁড়ির দোকান।

সুরাষ্ট্র (সু উত্তম—রাষ্ট্র দেশ, বং—স) সং, পুং, সৌরাষ্ট্র, সুরাট্‌দেশ।

সুরাষ্ট্রজ ; সং, ক্লীং, তুবরিকা। পুং, কৃষ্ণ-মুদ্গ। বিষবিশেষ। বিং, ত্রিং, তদ্দেশজাত। জা—স্ত্রীং, তুবরিকা।

সুরু ; সং, (পার্সী) আরম্ভ, সূত্রপাত।

সুরুঙ্গা ; বি, স্ত্রীং, সুরঙ্গ দেখ।

সুরঙ্গাহি (সুরঙ্গ দেওয়ালের গর্ত্ত, সিঁদ—অহি সর্প) সং, পুং, সন্ধিচোর, সিঁধালচোর।

সুরূপ (সু উত্তম—রূপ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপবিশিষ্ট, রূপবান। জ্ঞানী, বিচক্ষণ, পণ্ডিত। পা—স্ত্রীং, শালপর্ণী। ভার্গী।

সুরূহক (সু উত্তম—রূহ আরোহণ করা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, গর্দ্দভাভ অশ্ব, যাহার গর্দ্দভের ন্যায় বর্ণ।

সুরেজ্য (সুর দেবতা—ইজ্য গুরু, আচার্য্য) সং, পুং, বৃহস্পতি। জ্যা—স্ত্রীং, তুলসী।

সুরেন্দ্র (সুর দেবতা—ইন্দ্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দেবরাজ, ইন্দ্র।

সুরেন্দ্রজিৎ (সুরেন্দ্র ইন্দ্র—জিৎ [জি জয় করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে জয় করে। গরুড় কর্ত্তৃক অমৃত অপহৃত হওয়াতে ইন্দ্র তাহা পুনঃপ্রাপণের নিমিত্ত ইহার পশ্চাদ্গামী হইবার সময়, গরুড় এই দেবতাকে আঘাত করিয়াছিল বলিয়া) সং, পুং, গরুড়, ইন্দ্রজিৎ।

সুরেভ (সু উত্তম—রেভ্ শব্দ করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, রঙ্গ, রাং।

সুরেশ্বর (সুর দেবতা—ঈশ্বর প্রভু) সং, পুং, শিব। রী—স্ত্রীং, গঙ্গা। দুর্গা।

সুরৈ (সু প্রচুর—রৈ ধন, ৬ষ্ঠী—হিং) সম্পত্তিশালী, ধনাঢ্য।

সুরোত্তর (সুর দেবতা [পূজন]—উত্তর শ্রেষ্ঠ, ৭ম—ষ) সং, পুং, শ্রীখণ্ড, চন্দন।

সুরোদ (সুরা মদ্য—উদ জল) সং, পুং, সুরাসমুদ্র।

সুরকী ; বিং, ইষ্টকচূর্ণ।

সুলক্ষণ (সু উত্তম—লক্ষণ চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, উত্তম লক্ষণাক্রান্ত। ণা স্ত্রীং, পার্ব্বতীর সখীবিশেষ।

সুলভ (সু সুখে—লভ্ পাওয়া+অ (খল্) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অনায়াসলভ্য, সুখলভ্য, অযত্ন-সিদ্ধ। ভা—স্ত্রীং, মাসপর্ণী। ধূম্রপত্রা।

সুলূ (সু উত্তম—লূ [লূ ছেদন করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে ছেদন করে) বিং, ত্রিং, উত্তমছেদক, যে ভাল করিয়া কাটিতে পারে।

সুলোচন (সু সুন্দর—লোচন চক্ষুঃ ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, হরিণ। বিং, ত্রিং, উত্তম লোচনবিশিষ্ট। না—স্ত্রীং, সুনয়না স্ত্রী। হরিণী।

সুলোমা ; সং, স্ত্রীং, তাম্রবল্লী। মাংসচ্ছদা।

সুলোহক (সু উত্তম—লোহ লোহা+কণ—যোগ) সং ক্লীং, পিত্তল, পিতল।

সুলোহিত (সু অত্যন্ত—লোহিত রক্তবর্ণ) বিং, ত্রিং, অতিশয় রক্তবর্ণ। তা—স্ত্রীং, অগ্নির জিহ্বাবিশেষ।

সুবক্ত্র ; সং, পুং, বনবর্ব্বরী। বিং, ত্রিং, সুন্দরানন।

সুবচন (সু উত্তম—বচন বাক্য) সং, ক্লীং, শোভন বাক্য, সুন্দর উক্তি।

সুবচনী, শুভসূচনী (সু শুভ বচন, বাক্য +ঈপ্—প্রং] সং, স্ত্রীং, শক্তির ভেদবিশেষ, দেবীবিশেষ। শিং—১ "বিপদি স্ত্রিয়ো যস্যাঃ পূজাং মন্যতে কুর্ব্বন্তি চ। আচারমার্ত্তণ্ডে শুভসূচনীতি বর্ত্ততে।"

সুবচাঃ (সুবচস্, সু উত্তম—বচস্ বাক্য,

৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বাগ্মী, উত্তম বক্তা।

সুরত (আরবী) আকৃতি। মুখ-শ্রী। অবস্থা। ঢং। সূর্য্য। অগ্নি। চন্দ্র।

সুবন (সু প্রসব করা+বন্—প্রং) সং, পুং,

সুবয়াঃ (—বয়স্, সু—বয়স্) সং, স্ত্রীং, প্রৌঢ়া স্ত্রী।

সুবর্চ্চক ; সং, পুং, স্বর্জ্জিকাক্ষার।

সুবর্চ্চল (সু উত্তমরূপ—বর্চ্চ্ দীপ্তি পাওয়া +অল্—প্রং) সং, পুং, দেশবিশেষ। লা— স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী। অতসী। তিঁসি, মসিনা। সূর্য্যমুখী পুষ্প। আদিত্যভক্তা। ব্রাহ্মী।

সুবর্চ্চাঃ (—বর্চ্চস্, সু—বর্চ্চস্ তেজ) বিং, ত্রিং, শোভন তেজবিশিষ্ট।

সুবর্ণ (সু সুন্দর—বর্ণ রং, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, স্বর্ণ, সোনা। ১৬ মাসা পরিমিত সোনা। হরিচন্দন। ধন, সম্পত্তি। পুং, ক্লীং, মোহর। কর্ষপরিমাণ। পুং, যজ্ঞ-বিশেষ। ধুস্তুর। গৈরিক, গিরিমাটী। বিং, ত্রিং, সুরূপ, সুন্দরবর্ণ। সুন্দর অক্ষর-যুক্ত। শিং—১ "ন সুবর্ণময়ী তনুঃ পরং ননু বাগপি তাবকী তথা।" শ্রেষ্ঠজাতিতে উৎপন্ন। র্ণা স্ত্রীং, কৃষ্ণাগুরু। হরিদ্রা। স্বর্ণগৌরী।

সুবর্ণক (সুবর্ণ+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, পিত্তল। পুং, সোঁদালি গাছ। স্ত্রীং, সুন্দর বর্ণযুক্তা।

সুবর্ণকদলী (সুবর্ণ সোনা—কদলী কলা গাছ) সং, স্ত্রীং, চাঁপা কলার গাছ। চাঁপাকলা

সুবর্ণকার, সুবর্ণকৃৎ (সুবর্ণ সোনা—কার, কৃৎ=যে করে, ২য়া—য) সং, পুং, স্বর্ণকার, সেক্‌রা।

সুবর্ণনকুলী ; সং স্ত্রীং, মহাজ্যোতিষ্মতী।

সুবর্ণবণিক্ (—বণিজ্, সুবর্ণ সোনা—বণিজ্ বেণিয়া) সং পুং, জাতিমালার মতে অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত মধ্যম-বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, সোনারবেণিয়া। কিন্তু সোণারবেণিয়াদের আচার ব্যবহার দেখিলে উহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিতে পারা যায় না, সম্ভবতঃ উহারা কোন মূলজাতি। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী "বল্লালচরিত" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের মতে 'সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য জাতি ছিল, রাজা বল্লালসেনের ক্রোধে পড়িয়া তাঁহারই চক্রান্তে সমাজে পতিত হইয়াছে'। সুবর্ণ-বণিক্‌গণের যত্নে ও অর্থ-ব্যয়ে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় ঐ গ্রন্থের প্রামাণিকত্বে অনেকে সন্দেহ করেন। কিন্তু গ্রন্থখানিতে বঙ্গের অনেক প্রাচীন বিবরণও লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে 'সুবর্ণবণিকেরা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কোনও সুদূর প্রদেশ হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্ত-গ্রাম প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহার পর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক চৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দমহাপ্রভু প্রভৃতির কৃপায় ও যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। যাহা-হউক, এই তিন মতের কোন্‌টা সত্য তদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই সম্প্রদায় বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের শিষ্য। ইঁহাদের পুরোহিত এক সম্প্রদায়ের বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ। চুঁচুড়া, কলিকাতা এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থলে সুবর্ণবণিক্‌দের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল। এই সম্প্রদায়ে বহু ধনশালী লোক আছেন। প্রসিদ্ধ ধনী ৺মতিলাল শীল, মহারাজ ৺দুর্গাচরণ লাহা, যোড়াসাঁকোর মল্লিকবংশ, পোস্তার রায়বংশ প্রভৃতি সুবর্ণবণিক্-কুলসম্ভূত।

সুবর্ণবর্ণ (সুবর্ণ সোনা—বর্ণ রং) সং, পুং, বিষ্ণু। র্ণা—স্ত্রীং, হরিদ্রা।

সুবর্ণবিন্দু (সুবর্ণ সোনা—বিন্দু ক্ষুদ্রচিহ্ন) সং, পুং, বিষ্ণু।

সুবলিত (সু—বল—ইত যুক্ত) বিং, ত্রিং, বলবিশিষ্ট।

সুবসন্তক (সু অত্যন্ত—বসন্ত বসন্তকাল +কণ—যোগ) সং, পুং, মদনোৎসব।

সুবহ (সু সুখে—বহ্ বহন করা+অ (খল্) —র্ম) বিং, ত্রিং, অনায়াসে বহন, সুখবাহ্য। যে সুখে অনায়াসে বহন করিতে পারে। ধৈর্য্যশালী। হা—স্ত্রীং, সেফালিকা। বীণা। রাস্না। এলাপর্ণী। শল্লকী। ত্রিবৃতা। রুদ্রজটা। হংসপদী। গন্ধনাকুলী।

সুবা (আরবী) প্রদেশ।

সুবাদার (আরবী ও পারসী) এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। দেশীয় সৈন্যদিগের এক প্রকার পদ।

সুবাস (সু উত্তম—বাস গন্ধ, গৃহ) সং, পুং, সৌরভ। সুখে বাস। উত্তম নিবাস। উত্তমবাসস্থান। বিং, ত্রিং, সুগন্ধ।

সুবাসিত (সুবাস+ইত—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, সুবাসযুক্ত।

সুবাসিনী (সু সুখে—বস্ বাস করা+ইন্ (ণিন্)—ক, ঈপ্) কিংবা সুবাস+ইন্ —অস্ত্যর্থে ঈপ্) সং, স্ত্রীং, পিত্রালয় নিবাসিনী স্ত্রী। চিরটী। সৌরভযুক্তা স্ত্রী।

সুবিচার (সু উত্তম—বিচার বিবেচনা) সং, পুং, সূক্ষ্ম বিচার, উত্তমরূপে মীমাংসা।

সুবিদ্ (সু উত্তমরূপ—বিদ্ জানা+০ (ক্বিপ্)—ক) বিং, ত্রিং, পণ্ডিত। গুণবান্।

সুবিদ (সু উত্তমরূপ—বিদ্ জানা+অ (ক) —ক) সং, পুং, কঞ্চুকী, অন্তঃপুর-রক্ষক।

সুবিদৎ (সুবিদ্ পণ্ডিত—অৎ [সতত গমন করা] সঙ্গে থাকা+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, রাজা, নৃপ।

সুবিদত্র (সু উত্তমরূপ—বিদ্ জানা+অত্র—প্রং) বিং, ত্রিং, কুটুম্ব, পরিজন।

সুবিদল্ল (সুবিদৎ) নৃপ—লা পাওয়া+অ (ড)—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, কঞ্চুকী। অন্তঃপুর। ল্লা—স্ত্রীং, বিবাহিতা স্ত্রী।

সুবিধা (সু উত্তম—বিধা প্রকার, বং—স) অং, উত্তম প্রকার, সুযোগ।

সুবিধি (সু উত্তম—বিধি বিধান) সং, পুং, সুনিয়ম, উত্তমবিধান।

সুবিনীতা ; সং, স্ত্রীং, সুকরা গৌ। বিং, ত্রিং, অতিশয় বিনয়বিশিষ্ট।

সুবৃত্ত (সু উত্তম—বৃত্ত চরিত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সচ্চরিত্র, সাধু, সদাচার। উত্তম বর্ত্তুল। ত্তা—স্ত্রীং, শতপত্রী। কাকলীদ্রাক্ষা।

সুবেল (সু উত্তমরূপে বেল্ চঞ্চল হওয়া +অ—প্রং, কিম্বা সু—বেলা, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রণত। শান্ত। দান্ত। সং, পুং, ত্রিকূটপর্ব্বত।

সুবেশ, সুবেষ (সু উত্তম—বেশ সজ্জা, বং—স) সং, ক্লীং, উত্তম সজ্জা। পুং, শ্বেতেক্ষু। বিং, ত্রিং, উত্তম বেশযুক্ত।

সুবেশ
সুবেশী } (সু উত্তম—বেশ সজ্জা, ৬ষ্ঠী হিং। সুবেশিন্, সুবেশ উত্তম সজ্জা+ঈন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, । উত্তম বেশধারী।

সুব্যক্ত (সু—ব্যক্ত প্রকাশিত) বিং, ত্রিং, স্পষ্ট, প্রকাশিত, উদ্‌ঘাটিত, প্রকটিত। ক্লীং, ত্রিং—বিং, স্পষ্টরূপে।

সুব্রত (সু উত্তম—ব্রত নিয়ম, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ধার্ম্মিক। শোভন ব্রতানুষ্ঠায়ী। পুং, বর্ত্তমান কল্পের ২০শ জিন। ভবিষ্য কল্পের এক জৈন মুনি। তা—স্ত্রীং, বর্ত্তমান কল্পের ১৫শ জৈনমুনির মাতা। সুদোহা গবী। সচ্চরিত্রা পত্নী।

সুশর্ম্মা (সুশর্ম্মন্, সু অত্যন্ত—শর্ম্মন্ সুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, নৃপতিবিশেষ, ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা। নিন্দিতব্রাহ্মণবিশেষ। শিং—১ "সুশর্ম্মা নাম দুর্ম্মেধাঃ সীমা পাপাত্মনামভূৎ।" তৃতীয় মনুর পুত্র বিশেষ। বিং, ত্রিং, অতিশয় সুখী।

সুশল্য ; সু সং, পুং, খদির।

সুশবী ; সং,স্ত্রীং, কারবেল্ল। কৃষ্ণজীরক।

সুশাক ; সং, ক্লীং, আর্দ্রক। পুং, চঙ্গু।

সশান্তা ; সং, স্ত্রীং, শশিধ্বজরাজপত্নী।

সুশিক্ষিত (সু উত্তমরূপে—শিক্ষিত শিক্ষা-

প্রাপ্ত) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত।

সুশিখ (সু সুন্দর—শিখা, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি। বিং, ত্রিং, উত্তম শিক্ষাযুক্ত। ক্লীং, চন্দনবিশেষ।

সুশীত, সুশীতল (সু অতিশয়—শীতল, শীতল=ঠাণ্ডা, য়ং—স) বিং, ত্রিং, অতিশীতল। চন্দনবিশেষ। তা—স্ত্রীং, শতপত্রী।

সুশীম (সু অত্যন্ত—শৈ গমন করা—ম—প্রং) সং, পুং, শৈত্য, শীতলতা। বিং, শীতল।

সুশীল (সু উত্তম—শীল স্বভাব, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, সচ্চরিত্র। পুং, বিষ্ণুর পার্শ্বচরবিশেষ। চেদিরাজ। লী—স্ত্রীং, কৃষ্ণের এক স্ত্রী। যমের ভার্য্যা।

সুশীলতা (সুশীল+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, নম্রতা, বিনয়, সৎস্বভাব।

সুশৃঙ্খল; সং, সুনিয়ম, সুব্যবস্থা।

সুশ্রাব্য (সু উত্তমরূপ—শ্রু শ্রবণ করা+য,ঘ্যণ্ —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উত্তমরূপে শ্রবণ-যোগ্য, সুমধুর।

সুশ্রী, সুশ্রীক, (সু উত্তম—শ্রী,—কণ্—যোগ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং,ত্রিং,শ্রীযুক্ত, শ্রীমান্, সুন্দর।

সুশ্রুত (সু উত্তম—শ্রুত যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে) সং, পুং, বিশ্বামিত্রপুত্র প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থকারবিশেষ। তৎকৃত গ্রন্থ-বিশেষ। ক্লীং, সুন্দর শ্রবণ। যাহা উত্তম-রূপে শুনা হইয়াছে। বেদে—কৃতবিদ্য।

সুশ্লিষ্ট (সু অত্যন্ত—শ্লিষ্ট সংযুক্ত) বিং, ত্রিং, নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট, দৃঢ়রূপে সংযুক্ত।

সুষম (সু সুন্দর—সম সমান, সকল+অ—প্রং) বিং,ত্রিং, সুন্দর, শোভন। সমান, তুল্য, সদৃশ। মা—স্ত্রীং, পরম শোভা, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য। শিং—১ "মারমাসুষমা চারু রুচা মারবধূত্তমা।"

সুষবী (সু উত্তমরূপে—সু গমন করা, প্রেরণ করা+অ—প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কারবেল্ল, করলা। কৃষ্ণজীরক। জীরক।

সুষি—স্ত্রীং, সুষির—ক্লীং (শুষ্ শুষ্ক হওয়া+ই, ইর=প্রং, শ স্থানে স) সং, গর্ত্ত, ছিদ্র। বংশীবিশেষ।

সুষীম (সু সুন্দর—সীমা প্রান্ত) বিং, ত্রিং, শীতল। সুন্দর, মনোজ্ঞ। সং, পুং, সর্প-বিশেষ। চন্দ্রকান্তমণি। স্বর্ণ, সোণা।

সুষুপ্ত (সু অত্যন্ত—(স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া +ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গভীর নিদ্রিত, সুষুপ্তিযুক্ত। অজ্ঞ, আত্মবোধশূন্য। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, সুষুপ্তি অবস্থা। শিং—১ "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তত্ সুষুপ্তম্।"

সুষুপ্তি (পূর্ব্বে দেখ, তি ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অচেতনে নিদ্রা, সুনিদ্রা, পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংযোগ জন্য গভীর নিদ্রা; তদবস্থায় কোন স্বপ্নাদি দর্শন হয় না।

সুষুম্না (সুষু অব্যক্ত শব্দ—ম্না অনুশীলন করা+অ (ড)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, শরীরস্থ নাড়ীবিশেষ; মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী নাড়ী। সূর্য্যরশ্মি।

সুষেণ (সু উত্তম—সেনা সৈন্য, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বিষ্ণু। বেতসবৃক্ষ। করমর্দ্দক। চিকিৎসক বানরবিশেষ।

সুষেণিকা; সং, স্ত্রীং, কৃষ্ণত্রিবৃতা।

সুষোমা; সং, স্ত্রীং, নদীবিশেষ।

সুষ্ঠু (সু উত্তম—স্থা থাকা+উ (ডু)—ক) অং, অতিশয় সুন্দর। শ্রেষ্ঠ। সত্য।

সুসংযত; বিং,ত্রিং, যথাবিধি নিয়মবিশিষ্ট। দৃঢ়বদ্ধ।

সুসংস্কৃত (সু উত্তমরূপ—সংস্কৃত পক্ক) বিং, ত্রিং, উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। ঘৃতাদি নানা দ্রব্যে উত্তমরূপে পক্ক।

সুসত্যা; সং, স্ত্রীং, জনক রাজার ভার্য্যা।

সুসমৃদ্ধ ; বিং, ত্রিং, অতিশয় সম্পত্তিশালী।

সুসম্পন্ন ; বিং, ত্রিং, অতিধনাঢ্য, অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। উত্তমরূপে নিষ্পন্ন।

সুসহ (সু সুখে—সহ্‌, সহ করা+অ (খল্‌) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সুখসহ, অনায়াসে সহনীয়।

সুসাধ্য (সু সুখে—সাধ্য সাধনীয়) বিং,ত্রিং, অনায়াস-সাধ্য; সহজ।

সুসার (সু সার—শ্রেষ্ঠ) বিং, ত্রিং, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুলান, প্রতুল। সং, পুং, রক্তখদির।

সুসিকতা ; সং, স্ত্রীং, শর্করা।

সুস্থ (সু উত্তমরূপে—স্থা [স্থা থাকা+অ(ড) —ক] যে থাকে) বিং, ত্রিং, নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত। স্বচ্ছন্দ। সুখী। সুস্থির। সুন্দর।

সুস্থতা (সুস্থ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্বাস্থ্য, আরোগ্য।

সুস্থির (সু অত্যন্ত, সুখে—স্থা থাকা+ইর —ক) বিং, ত্রিং, অতিস্থির, অচঞ্চল। সুস্থ। দৃঢ়, বদ্ধমূল।

সুস্না ; সং, পুং, শমীধান্য।

সুস্নাত (স উত্তম—স্না স্নানকরা+ত,(ক্ত) —ক) বিং, ত্রিং, যে উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে। মাঙ্গল্যদ্রব্য দ্বারা স্নাত। পুং, যজ্ঞান্তে স্নানকারী। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, উত্তম স্নান।

সুস্পষ্ট (সু অত্যন্ত—স্পষ্ট) বিং, ত্রিং, অতি স্ফুট, অতিশয় স্পষ্ট।

সুস্মিতা ; সং, স্ত্রীং, স্ত্রীবিশেষ। ত্রিং, সুন্দর এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত।

সুস্মূর্ষ্যমাণ (স্মৃ স্মরণ করা+সন্—ইচ্ছার্থে +আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, স্মরণেচ্ছু।

সুহরণ সং, আঁটো জুতা পরাইবার যন্ত্র বিশেষ।

সুহস্তি ; সং, পুং, বৌদ্ধবিশেষ।

সুহিত (সু উত্তমরূপ—হিত [ধা ধারণ করা +ত (ক্ত)—ক] ধৃত ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। (+ক্ত—র্ম্ম) বিহিত, সাধিত, কৃত, সুসম্পাদিত। উপযুক্ত, সমীচীন। (+ক্ত—ক) ক্লীং, অতিহিত। তা—স্ত্রীং, অগ্নির জিহ্বাবিশেষ।

সুহৃদ্‌ (সু উত্তম—হৃদ্‌ মনঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সদা অনুমত,মিত্র, সখা। সাহায্যকারী। সহায়। সহৃদয়। জ্যোতিষে—লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান।

সুহৃদয় (সু উত্তম—হৃদয় মনঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণবিশিষ্ট। শুদ্ধচিত্ত।

সুহৃদ্বল (সুহৃদ্‌—বল সৈন্য) সং, ক্লীং, মিত্ররূপ সৈন্য।

সুহোত্র ; সং, পুং, চন্দ্রবংশীয় বৃহদিষুরাজপুত্র।

সুহ্ম (সুন্‌ভ্‌ দীপ্তি পাওয়া+অন্—ক) সং, পুং, দেশবিশেষ, ইহা বঙ্গদেশের উত্তর বা উত্তর পূর্ব্বাংশে হইবার সম্ভাবনা; উইলসন সাহেব ইহাকে ত্রিপুরা ও আরাকান বলিয়া অনুমান করেন। মতান্তরে বঙ্গদেশের দক্ষিণে মেদিনীপুর তমলুক প্রভৃতি স্থান। শিং—অস্তি সুহ্মেষু তাম্রলিপ্তা নাম নগরী। পুং—বহুং, যবন জাতিবিশেষ।

সূ (সূ প্রসব করা, প্রেরণ করা ইত্যাদি+০ (ক্বিপ)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রসব। প্রেরণ। (+ক্বিপ্—ক) বিং, ত্রিং, প্রসবকর্ত্তা উৎপাদক। [বিশেষ।

সূই (সূচীশব্দজ) সং, সীবনার্থ লৌহশলাকা

সূক (সূ প্রসব করা, প্রেরণ করা+০ ক্বিপ) —ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, বাণ। বায়ু। পদ্ম।

সূকর (শূকর দেখ, শূ=সূ) সং, পুং, শূকর, বরাহ। কুম্ভকার। মৃগবিশেষ।

সূকা ; সং, স্ত্রীং, শারিকাপক্ষিণী।

সূক্ত (সু উত্তম—উক্ত কথিত) সং, ক্লীং, সমীচীন বাক্য, সদ্বচন। বেদোক্ত স্তোত্র

মন্ত্রাদি। ক্তা—স্ত্রীং, শারিকা। তিক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ।

সূক্তি (সু উত্তম—উক্তি বচন) সং, স্ত্রীং, বেদবচন, বেদমন্ত্র। সৎবচন।

সূক্ষ্ম (সূচ্‌ জ্ঞাপন করা+স্মন্—র্ম) বিং, ত্রিং, অল্প। ক্ষুদ্র। ক্ষীণ, সরু। অতীন্দ্রিয়। সং, পুং, অণু। ক্লীং, কৈতব, ছল। কপটতা। অধ্যাত্মবস্তু। অধ্যাত্মশাস্ত্র। অলঙ্কারবিশেষ। স্মা—স্ত্রীং, শব্দপ্রবৃত্তিবিশেষ। ছোট এলাচী। মল্লিকাবিশেষ। যূথিকা। বালুকা।

সূক্ষ্মকোণ (Acute Angle) সমকোণ অপেক্ষা লঘুকোণ।

সূক্ষ্মতণ্ডুল ; সং, পুং, খস্‌খস। লা—স্ত্রীং, পিপ্পলী।

সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র—অণুবীক্ষণ,যে যন্ত্রদ্বারা চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করা যায়।

সূক্ষ্মদর্শী (—দর্শিন্, সূক্ষ্ম—দর্শিন্ যে দেখে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, অতিশয় বুদ্ধিমান্।

সূক্ষ্মদেহী (Infusoria) এই সকল জীব সামান্য নয়নে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ডোবার জলের কীট এই বর্গে লক্ষিত হয়।

সূক্ষ্মপত্র (সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র—পত্র পাতা) সং, পুং, বাবলাগাছ। ধন্যাক। বনজিরা। সর্ষপবিশেষ। রক্তবর্ণ ইক্ষুবিশেষ। লঘুবদর। বনবর্ব্বরী। ত্রিকা—স্ত্রী, শতপুষ্পা। শতাবরী। লঘুব্রাহ্মী। ক্ষুদ্রোপোদকী। ছুরালভা। আকাশমাংসী।

সূক্ষ্মফল ; সং, পুং, ভূকর্ব্বুদার। লা—স্ত্রীং, ভূম্যামলকী।

সূক্ষ্মভূত ; সং, ক্লীং, অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশবিশেষ।

সূক্ষ্মশরীর (সূক্ষ্ম—শরীর দেহ) সং, ক্লীং, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি—আত্মার ভোগসাধন এই সপ্তদশ।

সূচক (সূচ্‌ ণিচ্=সূচি জানান+অক (ণক)—ক) সং, পুং, চর, গূঢ়পুরুষ, গোয়েন্দা। পিশুন। খল। সীবনী, ছুঁচ। সূচীকর্ম্মকারী। কুকুর। বিড়াল। কাক। সূত্রধর। শিক্ষক। দলপতি। বুদ্ধ। সিদ্ধ। পিশাচ। বিং, ত্রিং, জ্ঞাপক, প্রকাশক। কথক।

সূচন—ক্লীং
সূচনা—স্ত্রীং } (সূচ্ জানান+অনট্, অন—ভা, আপ্) সং, জ্ঞাপন। কথন। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা জানান। বিদ্ধকরণ। দুষ্টামি, পেজোমি। দৃষ্টি। অভিনয়। হিংসন। দোষাবিষ্করণ।

সূচল, বিং, সরু অগ্রবিশিষ্ট।

সূচি,সূচী (সিব্ সেলাই করা+চট্—ণ, ই—প্রং। সিব্ স্থানে সূ) সং, স্ত্রীং, সীবনী, ছুঁচ। (সূচ্ সূচনা করা+ই—ণ) জ্ঞাপনী। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। নর্ত্তকী বা গায়কদিগের করাদ্যভিনয়।

সূচিক (সূচী ছুঁচ+ইক (ষ্ণিক)—প্রং, অথবা কণ্—যোগ) সং, পুং, সূচীকর্ম্মকারী দরজী। ক—স্ত্রীং, হস্তিশুণ্ড। ছুঁচ।

সূচিকাধর (সূচিকা হস্তিশুণ্ড—ধর যে ধরে) সং, পুং, গজ, হস্তী।

সূচিকাভরণ (সূচিকা—ভরণ) সং, ক্লীং, সূচ্যগ্রমাত্র সেব্য ঔষধবিশেষ।

সূচিকামুখ (সূচিকা সূচ—মুখ) সং, ক্লীং, শঙ্খ, শাঁখ।

সূচিত (সূচ্ জানান+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপিত, বোধিত। কথিত। হিংসিত। যোগ্য।

সূচিপুষ্প ; সং, ক্লীং কেতকীপুষ্প।

সূচিরোমা (সূচিরোমন্, সূচি [ছুঁচ] শূকরের কুঁচি—রোমন্ লোম) সং, পুং, বরাহ, শূকর। বিং, ত্রিং, সূচিতুল্য লোমবিশিষ্ট।

সূচিবদন (সূচি সূচের ন্যায় ধারাল নাক বা শুঁড়—বদন মুখ) সং, পুং, নকুল, বেঁজী। মশা।

সূচিবান্ (সূচিবৎ, সূচি [সূচ] চঞ্চু+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, গরুড়।

সূচীকটাহন্যায়—ন্যায় (৩৩) দেখ।

সূচীচঞ্চু—যে সকল পক্ষীর চঞ্চু ন্যূনাধিক ভাবে গোল ও ক্রমে সরু হইয়া সূচীর ন্যায় হয়।

সূচীমুখ ; সং, ক্লীং, মণি, রত্ন। ব্যূহবিশেষ।

সূচ্য ⎫ **সূচনীয়** ⎬ **সূচিতব্য** ⎭ সূচ্ জানান—য, অনীয়, তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জ্ঞাপনীয়, বোদ্ধব্য। কথনীয়।

সূচ্যগ্রস্থূলক (সূচি সূচ—অগ্র অগ্রভাগ—স্থূলক স্থূল) সং, পুং, তৃণবিশেষ, উলুখড়।

সূচ্যাস্য (সূচী সূচ—আস্য মুখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, মূষিক, ইন্দুর।

সূত (সূ প্রসব করা+ত (ক্ত)—ক) সং, পুং, সারথি। সূর্য্য। সূত্রধর জাতি, ছুতার। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি। স্তুতিপাঠক, বন্দী। পুরাণবক্তাবিশেষ। অগ্নিপুরাণে—"পিতামহের যজ্ঞে সূতিতে অর্থাৎ সোমরসাভিসব-ভূমিতে পুরাণজ্ঞ সূতের উৎপত্তি হয় কূর্ম্মপুরাণে—পৃথু রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু সত্যরূপে উৎপন্ন হইয়া পুরাণ প্রকাশ করেন।" পুং—ক্লীং, পারদ, পারা। বিং, ত্রিং, প্রসূত, জাত, উৎপন্ন। (+ক্ত—র্ম্ম) প্রেরিত। উৎপাদিত। তা—স্ত্রীং, সূতিকা।

সূতক (সূত+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, জন্ম। জননাশৌচ। পুং,—ক্লীং, পারদ। কা—স্ত্রীং, সূতিকা।

সূতপুত্র (সূত সূর্য্য—পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কর্ণ, সূর্য্যসন্তান।

সূতলী (সূত্র শব্দজ) সং, শণের দড়ী।

সূতা ⎫ **সূতিকা** ⎭ (সূ প্রসব করা+ত(ক্ত)—ক। পক্ষে কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, নবপ্রসূতা স্ত্রী।

সূতা (সূত্র শব্দজ) সং, তন্তু, সূত।

সূতি (সূ প্রসব করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রসব। প্রভব। উৎপত্তি, জন্ম। সন্তান। সীবন, সেলাই করা।

সূতিকাগার ⎫ **সূতিকাগৃহ** ⎬ **সূতিকাভবন** ⎭ (সূতিকা—আগার, গৃহ, ভবন=ঘর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং প্রসবগৃহ, আঁতুর ঘর।

সূতিগৃহ ⎫ **সূতীগৃহ** ⎭ (সূতি প্রসব, জন্ম—গৃহ) সং, ক্লীং, প্রসবগৃহ।

সূতিমারুত ⎫ **সূতিবাত** ⎭ (সূতি প্রসব—মারুত, বাত=বায়ু, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রসব-বেদনা। যে বায়ু সন্তানকে গর্ভ হইতে বহিঃসারণ করে।

সূত্থান (সু উত্তমরূপ—উত্থান উদ্যোগ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, কর্ম্মদক্ষ, পটু। চতুর।

সূত্যা (সূ [সন্তান বা ফল] ধারণ করা+য (ক্যপ্)—ভাবে, ৎ—আগম) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞস্নান। যজ্ঞে সোমলতারসপান।

সূত্যাশৌচ (সূতি সন্তান প্রসব—অশৌচ, শুভ অশৌচ।

সূত্র (সিব্ সেলাই করা+ত্র—প্রং, সিব্ স্থানে সূ, কিম্বা সূত্র গাঁথা ইত্যাদি+অ (অল্)—ণ) সং, ক্লীং, তন্তু, সূতা। ব্যবস্থা, নিয়ম। শাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সঙ্ক্ষিপ্ত বাক্য-বিশেষ। শিং—১ "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখং, অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।" নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম। আইনবিষয়ক মত বা নিষ্পত্তি। উপবীত, পৈতা।

সূত্রকণ্ঠ (সূত্র সূতা—কণ্ঠ গলা) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। খঞ্জনপক্ষী। কপোত। ঘুঘু।

সূত্রকোণ (সূত্র রজ্জু—কোণ) সং, পুং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডমরুবাদ্য।

সূত্রগণ্ডিকা ; সং, স্ত্রীং, সূতার নলী।

সূত্রধার (সূত্র প্রয়োগানুষ্ঠান—ধৃ ধরা+অ [ণ্]—ক) সং, পুং, ইন্দ্র। সূত্রধর জাতি, ছুতার। নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট।

সূত্রপ্রণয়নকর্ত্তা। শিং—১ "বর্ত্তনীয়তয়া সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে।"

সূত্রপুষ্প (সূত্র সূতা—পুষ্প ফুল) সং, পুং, কার্পাসবৃক্ষ।

সূত্রভিদ্ (সূত্র সূতা—ভিদ্ যে ভেদ করে) সং, পুং, সূচী কর্ম্মকারী, দরজী।

সূত্রলা (সূত্র সূতা—লা পাওয়া+অ (ক)—ক) সং, স্ত্রীং, তকু, টেকো। তুলার পাঁইজ।

সূত্রামা—সূ (সুত্রামন্, সু উত্তমরূপে—ত্রৈ [ভুবন] পালন করা+মন্—ক, উ=ঊ) সং, পুং, ইন্দ্র।

সূত্রালী (সূত্র সূতা—আলী শ্রেণী) সং, স্ত্রীং, গলসূত্র, কণ্ঠস্থিত সূতা।

সূত্রী (সূত্রিন্, সূত্র সূতা, নিয়ম ইত্যাদি+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, কাক। বিং, ত্রিং, সূত্রবিশিষ্ট।

সূদ (সূদ্-ণি=সূদি হিংসা করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং—স্ত্রীং, সূপকার, পাচক। (+অন্—র্ম্ম) ব্যঞ্জন। সারথ্য। অপরাধ। পাপ। চাটুনি। কর্দ্দম।

সূদন (সূদ-ণি=সূদি হিংসা করা+অন—ক) বিং, ত্রিং, বিনাশক। প্রিয়। (+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, হনন। বধ। অঙ্গীকার করা। নিরাস করা।

সূদশালা (সূদ পাচক—শালা গৃহ) সং, স্ত্রীং, পাকশালা, রন্ধনগৃহ।

সূন (সূ প্রসবকরা+ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, প্রসব, জন্ম। (+ক্ত—ক) পুষ্প। বিং, ত্রিং, প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল। শূন্য, খালি, রিক্ত। জাত।

সূনা (সূ+ন—ধি, আপ্) সং, স্ত্রীং, বধস্থান, বধ্যভূমি, কশাইখানা। কন্যা। মাংসবিক্রয়স্থান। উনন, শিলনোড়া, ঝাঁটা উদূখল-মূষল, কলসীপিঁড়ী—গৃহস্থের এই পাঁচ সূনা। আঘাতকরণ। গলাফোলা। কটিবন্ধন। কিরণ।

সূনী (সূনিন্, সূনা—বধ্যভূমি—ইন্—প্রং) সং, পুং, ব্যাধ) মাংসবিক্রয়ী, কসাই।

সূনু (সূ প্রসব করা+নুক্—র্ম্ম) সং, পুং, তনয়, পুত্র। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দৌহিত্র। রবি। সু, নূ—স্ত্রীং, কন্যা।

সূনৃত (সু—নৃৎ নৃত্য করা—অ(ক)—ক, উ=ঊ। অথবা সু উন্+ক্বিপ্—ক সূন্—ঋতয়ংস) সং, ক্লীং, প্রিয় অথচ সত্যবাক্য; মঙ্গল, শুভ। বিং, ত্রিং, সত্য। প্রিয়। সত্য এবং প্রিয়বাক্য।

সূপ (সু প্রসবকরা+পক্—র্ম্ম, উ=ঊ) সং, পুং, ব্যঞ্জনবিশেষ, ডাল। ঝোল। ভাণ্ড। বাণ। (+পক্—ক) বিং, ত্রিং, পাচক।

সূপকার—পুং } (সূপ ব্যঞ্জন—কার
সূপকারী—স্ত্রীং } (কৃ করা+অ(ষণ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পাচক, রন্ধনকারী।

সূপধূপন, সূপাঙ্গ (সূপ ব্যঞ্জন—ধূপন সুগন্ধীকরণ; অঙ্গ অবয়ব) সং, ক্লীং, হিঙ্গু, হিং।

সূম (সূ প্রসব করা+ম—প্রং) সং, ক্লীং, ক্ষীর, দুগ্ধ। জল। আকাশ।

সূর (সূ প্রসব করা+রক্—ক) সং, পুং, সূর্য্য। (সূর+অ(ক)—ক) পণ্ডিত, জ্ঞানী। বর্ত্তমান কল্পের সপ্তদশ জৈনের পিতা।

সূরণ (সূর্ বধ করা+অন(অনট্)—ভাবে) সং, পুং, বেণার মূল। ওলাদির মূল। বৃক্ষবিশেষ।

সূরত (সু উত্তমরূপে—রম্ ক্রীড়া করা বা শান্ত হওয়া+ক্ত—ক, সু=সূ) বি, ত্রিং, কৃপালু। স্থির, নিশ্চয়।

সূরসূত (সূর সূর্য্য—সূত সারথি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সূর্য্যসারথি অরুণ।

সূরি (সূর+ই—ক) সং, পুং, কবি, পণ্ডিত, বিদ্বান্। কৃষ্ণ। জৈনগুরুগণের সাধারণ উপাধি। (সূ প্রসব করা+ই(ক্রি)—ক) সূর্য্য।

সূরী (সূরিন্, সূর [মূর্খতা] হিংসা করা+ইন্

(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্। যথা—সূরী ভবভূতি।

সূক্ষ্মণ (সূক্ষ্ অনাদরকরা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অনাদর, অবজ্ঞা।

সূর্প (সূর্প পরিমাণ করা+অ—প্রং) কিম্বা শৃ হিংসা করা+প—ক। শৃ—সূর্। শূর্প শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে) সং, পুং,—ক্লীং, তণ্ডুলাদি পরিষ্করণ পাত্র, শূর্প, কুলা। পরিমাণবিশেষ। র্পী—স্ত্রীং, ক্ষুদ্র কুলা।

সূর্পণখা (শূর্প কুলা—নখ, শূর্পের মত যাহার নখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, রাবণের ভগিনী।

সূর্য্য (সৃ [আকাশে] গমন করা+য (ক্যপ্) —ক, নিপাতন, কিংবা সুর+য—স্বার্থে) সং, পুং, দিবাকর, আদিত্য। বালির পুত্র। র্য্যা—স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী। নবোঢ়া স্ত্রী। ঔষধদ্রব্যবিশেষ, তিক্ত অলাবু।

সূর্য্যকান্ত (সূর্য্য—কান্ত, চন্দ্রকান্ত দেখ) সং, পুং, মণিবিশেষ, কাচমণি, আতস্‌মণি।

সূর্য্যকাল (সূর্য্য দিবাকর—কাল সময়) সং, পুং, দিবস, দিন।

সূর্য্যগ্রহ ; সং, পুং, সূর্য্য। সূর্য্যগ্রহণ। রাহু, কেতু। কলসীর তলা।

সূর্য্যজ, **সূর্য্যতনয়** } (সূর্য্য—জ [জন্ জন্মান+অ (ড)—ক] জাত, ৫মী—হিং) সূর্য্য—তনয় পুত্র, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, যম। শনিগ্রহ। মনুবিশেষ। সুগ্রীব। বালী। কর্ণ। জা, য়া—স্ত্রীং, যমুনা নদী। বিদ্যুৎ।

সূর্য্যভক্ত (সূর্য্য—ভক্ত পুষ্প) সং, পুং, বন্ধুক পুষ্পবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, সূর্য্যের উপাসক।

সূর্য্যমণি, **সূর্য্যাশ্মা** } (সূর্য্যাশ্মন্, সূর্য্য—মণি রত্ন, অশ্মন্ পাথর, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, সূর্য্যকান্তমণি। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

সূর্য্যমুখী ; সং, স্ত্রীং, পুষ্পবিশেষ।

সূর্য্যলোক ; সং, পুং, সৌরভুবন। যাহারা বিনা ঔষধে বিনা বৈদ্যে বিনা পথ্যে কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহারা সূর্য্যলোকে গিয়া পূজিত হয়। শিং—"বিনৌষধৈর্বিনা বৈদ্যৈর্বিনা পথ্যপরিগ্রহৈঃ কালেন নিধনং প্রাপ্তঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে।" (কাশীখণ্ড)

সূর্য্যাবর্ত্ত (সূর্য্য—আ—বৃৎ বেষ্টন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, সূর্য্যমুখ পুষ্পবৃক্ষ।

সূর্য্যাহ্ব (সূর্য্য—আহ্বা নাম) সং, ক্লীং, তাম্র, তাঁবা। পুং, আকন্দগাছ।

সূর্য্যেন্দুসঙ্গম (সূর্য্য—ইন্দু চন্দ্র—সঙ্গম মিলন, দ্বং—স—৭মী—হিং) সং, পুং, অমাবস্যা।

সূর্য্যোঢ় (সূর্য্য—উঢ় বহন করা গিয়াছে) সং, পুং, সূর্য্যাস্তের পর আগত অতিথি। অস্তগত সূর্য্য।

সৃক (সৃ গমন করা+কণ্—প্রং) সং, পুং, কুমুদ। পদ্ম। বায়ু। বাণ।

সৃকণ্ড ; সং, স্ত্রীং, কণ্ডুরোগ, চুলকণা।

সৃকাল, **সৃগাল** (শৃকাল দেখ) সং, পুং, শিয়াল।

সৃক্ক, **সৃক্কন্**, **সৃক্কি**—ক্লীং, **সৃক্কণী**—স্ত্রীং. } (সৃজ্ [থুথু] সৃষ্টি করা+কণ্—ক, পক্ষে—কনিন্—ক). সং, ওষ্ঠের প্রান্তভাগ। (ইহা বকারান্তও হয়)।

সৃগ (সৃ গমন করা+গ—প্রং) সং, পুং, ভিন্দিপাল, ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ। খর্ব্ব বাণ ইহা হস্তে করিয়া বা চোঙ্গের ভিতর দিয়া ছুড়িতে হয়।

সৃগাল—পুং, **সৃগালী**-**লিকা**—স্ত্রীং } (সৃজ সৃষ্টি করা+কালন্—ক) সং শিয়াল।

সৃজন (সৃজ্ সৃষ্টি করা+অন অনট্)—ভা সং, ক্লীং, সৃষ্টি, নির্ম্মাণ। বর্ষণ। এই পদ ব্যাকরণ শুদ্ধ নহে, কারণ সৃজ্ ধাতু অনট্ প্রত্যয়ান্ত করিলে "সর্জ্জন" এই পদ নিষ্পন্ন হয়।

সৃণি—পুং, **সৃণি**, **সৃণী**—স্ত্রীং } (সৃ [করিকুম্ভে] গমন করা+নিক্—ক) সং শত্রু। অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ, হস্তিশাসনাস্ত্র।

স্পৃণিকা, স্পৃণীকা (স্পৃ গমন করা+নি—যোগ, ক—প্রং, কিম্বা স্পৃ গমন করা+ঈক প্রং, ন্—আগম। অথবা স্পৃণি+কন্, আপ্) সং স্ত্রীং, লালা, মুখের জল।

স্পৃত (স্পৃ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গত, বিগত।

স্পৃতি (স্পৃ গমন করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, গতি, গমন। আঘাত করণ। ক্ষতি করণ। (+ক্তি—ণ) বর্ম্ম, পথ।

স্পৃত্বর (স্পৃ গমন করা+বর(ক্বরপ্)—ক, শীলাদ্যর্থে, ৎ—আগম) বিং, ত্রিং, গমনশীল। চঞ্চলস্বভাব।

স্পৃদাকু (স্পৃ গমন করা+আকু—প্রং, দ্—আগম) সং, পুং, বায়ু। অগ্নি। বজ্র। প্রতিসূর্য্যক। সূর্য্যমণ্ডল। স্ত্রীং, নদী।

স্পৃপাটিকা (স্পৃ গমন করা—পাট—প্র, কন্ যোগে, আপ্) সং, স্ত্রীং, চঞ্চু, পাখীর ঠোঁট।

স্পৃপ্ত (স্পৃপ্ গমন করা+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গত, প্রস্থিত।

স্পৃপ্র (স্পৃপ্ গমন করা+র—প্রং) সং, পুং, চন্দ্র, নিশাকর।

স্পৃমর (স্পৃ গমন করা+মর(ক্মর)—শীলাদ্যর্থে) সং, পুং, জন্তুবিশেষ। মৃগবিশেষ। বিং, ত্রিং, গমনশীল।

স্পৃষ্ট (স্পৃজ্ সৃষ্টিকরা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, রচিত, নির্ম্মিত, কৃত। যুক্ত, মিলিত। পরিত্যক্ত। ভূষিত। অধিক। নির্ণীত।

স্পৃষ্টি (স্পৃজ্ সৃষ্টি করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, নির্ম্মাণ, রচনা। (+ক্তি—র্ম্ম) স্বভাব। জগৎ। শিল্প।

সেঁউতী (সেচনী শব্দজ) নৌকার জল ফেলিবার জন্য কাঠের বাঁশের বেতের বা লৌহাদি নির্ম্মিত পাত্র; যথা—"কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ।"

সেঁওতি (সেবন্তী শব্দজ) সং, পুষ্পবিশেষ।

সেঁকুটন (দেশজ) সং, মুখনাসিকা বিকৃতকরণ।

সেঁজুতি, বি, স্ত্রীলোকদিগের ব্রতবিশেষ, সমগ্র কার্ত্তিকমাসব্যাপী ব্রত, সপত্নী ভয় নিবারণার্থ আচরিত হয়।

সেঁৎসেতে, বিং, আর্দ্র, ভিজা।

সেঁতান (সিক্ত শব্দজ) বিং, আর্দ্র, ভিজা।

সে ('স' এই পদজাত) সর্ব্বং, বুদ্ধিস্থ ব্যক্তি।

সেই (সে—ই এই শব্দজ) সং, তাহাই।

সেক (সিচ্ জলাদি সেক করা+অ(ঘঞ্) —ভা) সং, পুং, জলপ্রক্ষেপ। ভিজান। (দেশজ) তাপ দেওয়া।

সেকপাত্র (সেক সেচন—পাত্র) সং, ক্লীং, জলসেচনাধার, সিউনি প্রভৃতি।

সেকরা (স্বর্ণকার শব্দজ) সং, স্বর্ণজীবী জাতিবিশেষ।

সেকিম (সিচ্ সেচন করা+ইম—প্রং) সং, ক্লীং, মূলক, মূল।

সেক্তা (সেক্তৃ, সিচ্ সেচন করা+ +তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, সেচনকর্ত্তা। নিষেককর্ত্তা। সং, পুং, ভর্ত্তা, স্বামী।

সেক্ত্র (সিচ্ সেচন করা+ত্র—প্রং) সং, ক্লীং, সেকপাত্র, সেচনী।

সেখ (আরবী) বৃদ্ধব্যক্তি। প্রধান ব্যক্তি। মহম্মদীয় পুরোহিত। মুসলমান জাতিবিশেষ; যাহারা মহম্মদের বংশাবলী।

সেখানে (সে—খানে স্থানে এই পদজ) ক্রিং,—বিং, সেই স্থানে, তথায়।

সেগুণ (দেশজ) সং, বৃক্ষবিশেষ।

সেচক (সেক দেখ, অক (ণক)—ক), সং, পুং, মেঘ। বিং, ত্রিং, সেচনকারী।

সেচন (সেক দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সেক, উক্ষণ। ক্ষরণ। আর্দ্রীকরণ। সং—ক্লীং, নী—স্ত্রীং, (+অনট্—ণ) সেকপাত্র, জলক্ষেপণপাত্র।

সেট্ (সিট্ অনাদর করা+উ—প্রং) সং, পুং, তরমুজ।

সেতার (পূর্ব্বে সংস্কৃত ত্রিতন্ত্রী বলিয়া ব্যবহৃত ছিল। যবনরাজাদিগের রাজত্বকালে সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধাংশ উহাদিগের নিকট

বিশেষ আদৃত হওয়াতে সংস্কৃত নামের ঐক্য রাখিয়া আমীর খসরু এই ত্রিতন্ত্রীকে "সেতার" এই আখ্যা প্রদান করেন। পারস্যভাষায় "সে" শব্দের অর্থ তিন, তন্ত্র অর্থাৎ তার) সং, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সেতিকা ; সং, স্ত্রীং, অযোধ্যা।

সেতু (সি বন্ধন করা (তুন্)—ণ) সং, পুং, জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, জাঙ্গাল, ভেড়ী। সাঁকো, পুল। মর্য্যাদা।

সেতুবন্ধ (সেতু—বন্ধ বন্ধন, ৭মী—হিং) সং, পুং, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতশ্রেণী; কথিত আছে, হনুমান্ রামের আজ্ঞায় এই সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। শিং—১ "সেতু-বন্ধে সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপী মিত্রদোহী ন মুচ্যতে।" সাঁকো, পুল। সেতু।

সেত্র (সি বন্ধন করা—ত্র—প্রং) সং, ক্লীং, নিগড়, বেড়ী। [সেখানে, তথায়।

সেথা (সে—থা 'স্থানে' পদজ) বিং, ত্রিং,

সেনা (সি [শত্রু) বন্ধন করা+ন—র্ম্ম, আপ্ কিংবা স সহিত—ইন্ প্রভু, দলপতি+ আপ্) সং, স্ত্রীং, সৈন্য। সৈন্যদল।

সেনাঙ্গ (সেনা—অঙ্গ অবয়ব, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, সৈন্যদলের অবয়ব, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি—এই চারি।

সেনাচার ; বিং, ত্রিং, সৈন্যভুক্ত ব্যক্তি।

সেনানিবেশ ; সং, স্ত্রীং, শিবির, ছাউনি।

সেনানী, সেনাপতি (সেনা—নী লইয়া যাওয়া+০ (ক্বিপ্)—ক, ২য়া—ষ। সেনা —পতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সৈন্যাধ্যক্ষ। কার্ত্তিকেয়।

সেনামুখ (সেনা—মুখ বদন) সং, ক্লীং, ২ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব ১৫ পদাতি— এতৎসঙ্খ্যক সৈন্য, (অক্ষৌহিণী) দেখ)। সেনাগ্রভাগ। পুরদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী পথ।

সেফ (সি বন্ধন করা—ফ—ক) সং, পুং, শিশ্ন।

সেভ (শেফ দেখ, শ=স) সং, পুং, শিশ্ন।

সেমন্তী ; সং, স্ত্রীং, সেঁউতী ফুল।

সেয়ানা. বিং, চতুর, ধূর্ত্ত।

সের. সং, পরিমাণ বিশেষ, ষোল ছটাক। ২। পার্সী ভাষায় ব্যাঘ্রকে বুঝায়।

সেরা. বি, (যাবনিক) শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

সেরু (সি বন্ধন করা+রু—ক) বিং, ত্রিং, বন্ধনকারী।

সেলাম (আরবী) নমস্কার, শাস্তি।

সেলামৎ (আরবী সলম্ শান্তি) মঙ্গল, নিরাপদ্।

সেলামী (আরবী) জমীদারের নিকট হইতে পাট্টা লইবার সময় যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহাকে সেলামী বলে।

সেব (সেব সেবা করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, সেবা।

সেবক (সেবা করা+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, পরিচারক। দাস, ভৃত্য। সেবা-কারী। অনুজীবী। (সিব সেলাই করা +অক (ণক)—ক) সীবনকর্ত্তা, দরজী প্রভৃতি।

সেবধি (সেব সেবা—ধা ধারণ করা—ই (কি)—ক) সং, পুং, কুবেরের নিধি, রত্ন শঙ্খ পদ্মাদি।

সেবন (সেবক দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, সেবা। উপাসনা, আরাধনা। উপ-ভোগ। (সিব্ সেলাই করা) সীবন,সেলাই। না—স্ত্রীং, উপাসনা। (অনট্—ণ) নী— স্ত্রীং, সূচী, ছুঁচ।

সেবা (সেবক দেখ, অ ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা। উপভোগ। আশ্রয়। উপাসনা।

সেবাত (সেবক শব্দজ) বিং, পূজারী, পূজক, পাণ্ডা।

সেবিত (সেবক দেখ, ত (ক্ত) -র্ম্ম) বিং, ত্রিং, উপাসিত, আরাধিত। উপভুক্ত। আশ্রিত। রক্ষিত। অভ্যস্ত, ব্যবহৃত।

সেব্য (সেবক দেখ, য (ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং,

ত্রিং, সেবনীয়, আরাধ্য, উপাস্য। প্রভু। অভ্যাস, অনুশীলন বা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত। যত্ন করিবার যোগ্য। সং, ক্লীং, বেণার মূল।

সেব্যমান (সেবক দেখ, আন (শান)—র্ম্ম, য, ম—আগম) বিং, ত্রিং, আরাধ্যমান, যাহাকে সেবা করা যায়।

সেহার; সং, পুং, দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অশ্ব।

সৈংহ (সিংহ+অ (ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) বিং, ত্রিং, সিংহসম্বন্ধীয়। সিংহতুল্য।

সৈংহিক, সৈংহেয় (সিংহিকা ইহার মাতা ইক (ষ্ণিক), এয় (ষ্ণেয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সিংহিকা-পুত্র, রাহুগ্রহ।

সৈকত (সিকতা বালুকা+অ (ষ্ণ)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, পুলিন, বালুকাময় তট। বিং, ত্রিং, বালুকাময় (স্থান), বালিময়।

সৈকতিক (সিকতা বালুকা ইত্যাদি+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, সন্ন্যাসী। ক্ষপণক। ক্লীং, যাত্রাকালীন বদ্ধ মঙ্গলসূত্র। বিং, ত্রিং, সন্দেহজীবী। শ্রমজীবী।

সৈকতিল (সিকতা বালুকা+ইল—প্রং। অথবা সিকতিল+ষ্ণ—স্বার্থে) বিং, ত্রিং, সিকতাবিশিষ্ট।

সৈতবাহিনী (সেত [সিত শুভ্র—ষ্ণ—প্রং]—বাহিনী নদী) সং, স্ত্রীং, বাহুদানদী।

সৈনাপত্য (সেনাপতি+য (ষ্ণ্য)—ভাবে, কর্ম্মণি) সং, ক্লীং, সেনাপতির কর্ম্ম বা পদ। বিং, ত্রিং, সেনাপতি-সম্বন্ধীয়।

সৈনিক (সেনা+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, প্রহরী, সেনাযুক্ত ব্যক্তি, সেপাই। সেনাশ্রেণী। সেনারক্ষক। সেনাসমবেত, মিলিত হস্ত্যশ্বরথপদাতি, সেনাভুক্ত পুরুষাদি। বিং, ত্রিং, সেনাসম্বন্ধীয়।

সৈন্ধব (সিন্ধু দেশবিশেষ, সমুদ্র+অ (ষ্ণ) +নিবাসার্থে) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক। পুং, ক্লীং, সমুদ্রজাত লবণ। বিং, ত্রিং, সিন্ধুদেশীয়। সমুদ্রজাত। বী—স্ত্রীং, রাগিণীবিশেষ।

সৈন্ধী; সং, স্ত্রীং, তালাদির রস, তাড়ী।

সৈন্য (সেনা মিলিত হস্ত্যশ্বরথপদাতি—য (ষ্ণ্য)—তত্র সমবেতার্থে. স্বার্থে) সং, ক্লীং, শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ বন্য—এই ৬ প্রকার। পুং, অস্ত্রধারী সেপাই। বিং,ত্রিং, সেনাসমবেত।

সৈমন্তিক (সীমন্ত কেশ-বীথী [যেখানে সিঁদুর দেয়]+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, ক্লীং, সিঁদুর। [দৌহিত্র হোসেনের বংশজ।

সৈয়দ (আরবী) প্রধান ব্যক্তি। মহম্মদের

সৈরিক (সীর লাঙ্গল+ষ্ণিক—প্রং) সং, পুং, লাঙ্গলিক, লাঙ্গলধারী, কৃষক হেলে গোরু। বিং, ত্রিং, লাঙ্গলসম্বন্ধীয়।

সৈরন্ধ্র, সৈরিন্ধ্রী } (সৈর স্বেচ্ছাধীনতা+ধৃ ধারণ করা+অ, ঈপ্ নিপাতন। অথবা সীরন্ধ্র [সীর হল—ধৃ ধারণ করা+অ--ক] কৃষক+অ (ষ্ণ)—প্রং, ঈপ্—স্ত্রীং) সং, স্ত্রীং, পরবেশ্মস্থা শিল্পকারিণী, পরগৃহস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী। দ্রৌপদী; ইনি বিরাটরাজার ভবনে এক বৎসর কাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই অবধি ইহাঁর নাম সৈরন্ধ্রী হইয়াছে।

সৈরিভ (সীর লাঙ্গল বা সূর্য্য—ইভ হস্তী +অ (ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, মহিষ। স্বর্গ।

সৈরীয়, সৈরীয়ক, সৈরেয়, সৈরেয়ক } (সৈর [সীর লাঙ্গল+ষ্ণ—প্রং] লাঙ্গলসম্বন্ধীয় "লাঙ্গল ইত্যাদি দ্বারা উন্মূলিত"+ঈয়, এয়—প্রং। কণ্—যোগে, সৈরীয়ক, সৈরেয়ক) সং, পুং, ঝিণ্টী, ঝাঁটীবৃক্ষ।

সৈবাল (সৈবাল [সেবা—অল্ ভূষিত করা +অ (অন্)—ক]+অ (ষ্ণ)-প্রং) সং, ক্লীং, শৈবাল, শেয়ালা।

সোটা (দেশজ) সং, যষ্টি, লাঠী।

সোতা, বি, খাল, জলা, জলপ্রবাহ। ২। আর্দ্র, ভিজা।

সোঁদা, সং, শুষ্ক মৃত্তিকায় জল পড়িলে যে গন্ধ নির্গত হয়, সেই গন্ধযুক্ত।

সোজা (দেশজ) বিং, সরল, অবক্র, অকুটিল।

সোঢ় (সহ্ সহ্য করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, যাহা সহ্য করা হইয়াছে।

সোঢ়া (সোঢ়, পূর্ব্বে দেখ, তৃণ্—ক) বিং, ত্রিং, সহনকারক, সহনশীল, ক্ষমাযুক্ত। শক্ত, সমর্থ।

সোণা (স্বর্ণ শব্দজ) সং, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য।

সোন্না (দেশজ) সং, স্বর্ণকারের চিম্‌টা।

সোণারবেণিয়া, বি, জাতিবিশেষ [স্বর্ণবণিক্ দেখ]।

সোণালা, বিং, স্বর্ণমণ্ডিত গিল্‌টি করা স্বর্ণবৎ।

সোণালু, বিং, সোন্দালবৃক্ষ, তৎপুষ্প ও ফল, ইহাকে রাখালনড়ি, বানরনড়ি, কানাইএর লাঠি প্রভৃতিও বলা হয়।

সোৎকণ্ঠ (স সহিত—উৎকণ্ঠা উদ্বেগ, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, উৎকণ্ঠাযুক্ত, উদ্বিগ্ন, শোককারী।

সোৎপ্রাস (স সহিত—উৎপ্রাস [উদ্—প্র—অস্ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভাবে] অধিক, উদ্যম, ১মা—হিং) সং, পুং—ক্লীং, ঈষৎহাস্যযুক্ত বাক্য। শ্লেষবাক্য। বিং, ত্রিং, বুদ্ধিযুক্ত, অধিক। সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)।

সোদর, সোদর্য্য (স সমান—উদর পেট, ৬ষ্ঠী—হিং। সোদর পেট, ৬ষ্ঠী—হিং। সোদর+য (ষ্যঃ) স্বার্থে) সং, পুং, এক গর্ভজ ভ্রাতা। রা, র্য্যা—স্ত্রীং, সহোদরা ভগিনী।

সোনহ ; পুং, লশুন, রশুন।

সোন্মাদ (স সহিত—উন্মাদ বাতুলতা) বিং, ত্রিং, উন্মত্ত, পাগল।

সোপপ্লব (স সহিত—উপপ্লব রাহু, ১মা—হিং) বিং, ত্রিং, রাহুগ্রস্ত (চন্দ্র বা সূর্য্য)।

সোপরদ্দ, বিং, (যাবনিক) অধীন।

সোপাক ; সং, পুং, নীচজাতিব্যক্তি, পুক্কশীর গর্ভে চণ্ডালের ঔরসজাত ব্যক্তি, বধাদি কার্য্যে নিয়োগ করিবার উপযুক্ত।

সোপাধিক (স সহিত—উপাধি+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, উপাধিযুক্ত।

সোপান (স সহিত—উপান [উপ উর্দ্ধ—অন্ বাঁচা কিন্তু এখানে গমন করা+অ (অল্)—ণ] উর্দ্ধগমন, ১মা—হিং) সং, ক্লীং, আরোহিণী, সিঁড়ি। শিং—) "সোপানমার্গেষু চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠঃ ঠঠঠং ঠঠং ছঃ।"

সোম, সোমন্ (সু প্রসব করা+ম, মন—ক) সং, পুং, চন্দ্র। কুবের। যম। বায়ু। বসুবিশেষ। কর্পূর। জল। অমৃত। পর্ব্বত। বানরবিশেষ। যজ্ঞে প্রস্তুত রসবিশেষ, সোমলতার রস। বিং, ত্রিং, সৌম্য, মনোহর। (সহ—উমা) সং, পুং, শিব। [অমাবস্যা।

সোমক্ষয় (সোম চন্দ্র—ক্ষয়) সং, পুং,

সোমগর্ভ (সোম চন্দ্র—গর্ভ ভ্রূণ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

সোমজ (সোম চন্দ্র—জ [জন্ উৎপন্ন হওয়া +অ (ড)—ক] উৎপন্ন) সং, পুং, দুগ্ধ। পঙ্ক। বুধ। বিং, ত্রিং, চন্দ্রজাত।

সোমতীর্থ (সোম চন্দ্র—তীর্থ পুণ্যস্থান—ষ) সং, পুং, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশস্থ পুণ্যস্থানবিশেষ, প্রভাসতীর্থ।

সোমধারা (সোম চন্দ্র—ধারা ধারণ) সং, স্ত্রীং, আকাশ, অন্তরীক্ষ।

সোমপ, সোমপা, সোমপীতী, সোমপীথী (সোম যজ্ঞে প্রস্তুত রসবিশেষ—পা [পা পানকরা +অ (ড)—ক] যে পান করে, ২য়া—ষ সোম—পা পান করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ২য়া—ষ। সোমপীতিন্, সোম—পীত পান+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, যজ্ঞে সোমরসপায়ী।

সোমপত্র (সোম লতাবিশেষ—পত্র পাতা) সং, পুং, তৃণবিশেষ, উলুখড়।

সোমপূতিকা (সোম সোমলতা—পূতিকা পূতিকরঞ্জলতা) সং, ক্লীং, পূতিকরঞ্জলতা, যজ্ঞে সোমলতার প্রতিনিধি হইয়া থাকে।

সোমবন্ধু (সোম চন্দ্র—বন্ধু। রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া) সং, ক্লীং, জলজ পুষ্পবিশেষ, কুমুদ। পুং, সূর্য্য।

সোমযাগ (সোম লতাবিশেষ—যাগ যজ্ঞ) সং, পুং, সোমলতারস-পানাঙ্গক বর্ষত্রয়-সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

সোমযাজী (সোমযাজিন্, সোম—যজ্ যাগ্ করা+ইন্ (ণিন্)—ক, অথবা সোম (দ্বারা)—যজ্ পূজা করা+ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, সোমযাগকর্ত্তা।

সোমযোনি (সোম চন্দ্র—যোনি, উৎপত্তিস্থান) সং, ক্লীং, পীতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন।

সোমরাজী (সোমরাজিন্, সোম চন্দ্র—রাজ্ দীপ্তি পাওয়া+ইন্—প্রং) সং, পুং, ওষধিবিশেষ, সোমরাজের গাছ। স্ত্রীং, ৬ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

সোমলতা } (সোম চন্দ্র—লতা
সোমলতিকা } লতানিয়া গাছ) সং, স্ত্রীং, স্বনাম প্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। ইহার ১৫টী পত্র। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষের ১৫ দিনে প্রত্যহ একটী করিয়া এই লতার পত্র উদ্গত হয়, এবং কৃষ্ণ পক্ষের ১৫ দিনে প্রত্যহ একটী করিয়া সেই ১৫টী পত্র ঝরিয়া যায়। বাঙ্গালায় ও হিন্দিতে ইহাকে সোমলতা, বোম্বাই প্রদেশে সোমবল্লী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া। সোমলতা কটুতিক্তরস, শীতবীর্য্য, মাদক, কান্তিবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, ও শোষ-রোগের শান্তিকারক।

সোমবল্ক (সোম চন্দ্র—বল্ক গাছের ছাল) সং, পুং, শ্বেতখদির। কট্‌ফল।

সোমবল্লী (সোম চন্দ্র—বল্লী লতা) সং, স্ত্রীং, গুড়ূচী। সোমলতা। সোমরাজ।

সোমসংজ্ঞ (সোম চন্দ্র—সংজ্ঞা নাম) সং, ক্লীং, কর্পূর।

সোমসিদ্ধান্ত (সোম (চন্দ্র) এই শাস্ত্র-গুরু—সিদ্ধান্ত (সত্যতা) যাহার) সং, পুং, শৈবমতাবলম্বী পণ্ডিতবিশেষ। বুদ্ধবিশেষ। চন্দ্রপ্রোক্ত জ্যোতিষগ্রন্থবিশেষ।

সোমসিন্ধু ; সং, পুং, নারায়ণ।

সোমসুৎ (সোম সোমযাগ—সু প্রসবকরা—০(ক্বিপ্)—ক, ভূতকালে) সং, পুং, যাজ্ঞিক, সোমযাগকর্ত্তা, সোমযাগনির্ব্বাহক পুরোহিত।

সোমসুতা (সোম চন্দ্র—সুতা কন্যা ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, রেবা, নর্ম্মদা নদী।

সোমসূত্র ; সং, ক্লীং, জলনিঃসরণ স্থান।

সোমা (সোমন্, সু প্রসব করা+মন্—ক) সং, পুং, চন্দ্র।

সোমাল (সোম—অল্ [ভূষিত করা] সমতুল্য হওয়া+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, কোমল, নরম।

সোমোদ্ভবা (সোম চন্দ্র [চন্দ্রবংশীয়]—উদ্ভব জন্ম, ৬ষ্ঠী—হিং। কিম্বা সোম সোমরস—উদ্ভব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, নর্ম্মদা নদী।

সোয়ার (পারস্ত) অশ্বারোহী সেনা। ২। পুরী—জগন্নাথ দেবের ভোগপাককারী ব্রাহ্মণ বিশেষ।

সোয়ারী (পারস্ত) যানবিশেষ।

সোর, বি, গোলযোগ।

সোয়াল, সং, লাঙ্গলের যোয়ালের খিল।

সোয়াস্তি, সং, (স্বস্তি শব্দজ) সুখ, সন্তোষ।

সোল্লুণ্ঠ (স সহিত—উল্লুণ্ঠ পরিহাস, ১মা—হিং) সং, ক্লীং, পরিহাসযুক্ত বাক্য, ঠাট্টার সহিত। পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিযুক্ত।

সোল্লুণ্ঠন (স সহিত—উল্লুণ্ঠন পরিহাস, ১মা—হিং) সং, ক্লীং, পরিহাসযুক্ত বাক্য, ঠাট্টা।

সোসর (দেশজ) সদৃশ, তুল্য, সমান সাহায্যকারী। [সন্য করণ।

সোহাগ (দেশজ) সং, আদরকরণ, বাং-

সোহাগা (দেশজ) সং, টঙ্কণ।

সোহিনী (সুহনী শব্দজ) রাগিণীবিশেষ। (সোহাগিনী শব্দের অপভ্রংশ); যথা—"শিবসোহিনী ।

সোহেলা (যাবনিক) উৎসব সাময়িক আনন্দগর্ভ গান।

সৌকরিক (সূকর শূয়ার+ইক—প্রং) সং, পুং, শিকারী, ব্যাধ প্রভৃতি।

সৌকর্য্য (সুকর (সু সুখে—কৃ করা+অ (খল)—র্ম্ম) সুসাধ্য+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সুসাধ্যতা, সুবিধা । অনায়াস। শূকরত্ব।

সৌকুমার্য্য (সুকুমার অতিমৃদু+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সুকুমারতা, মার্দ্দব, কোমলতা। যৌবন ।

সৌখশায়নিক, সৌখসুপ্তিক (সুখ-শয়ন, সুখসুপ্ত+ইক (ষ্ণক)—প্রং) সং, পুং, সুখশয়ন-জিজ্ঞাসু, বৈতালিক। স্তুতিপাঠক। [সুখেচ্ছু, বিলাসী।

সৌখীন (সুখ+ঈন—প্রং) বিং, ত্রিং,

সৌখ্য (সুখ+য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, সুখ। সুখসন্তান। সুখধারা, সুখবিস্তৃত।

সৌগত (সুগত বুদ্ধ+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, বৌদ্ধ, নাস্তিক।

সৌগতিক (সুগত বুদ্ধ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, বৌদ্ধসন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। সন্দেহ। ঈশ্বরে অবিশ্বাস, নাস্তিক।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য (সুগন্ধ+অ(ষ্ণ),য(ষ্ণ্য)—স্বার্থে) সং, ক্লীং, সুগন্ধ, সৌরভ।

সৌগন্ধিক (সু মনোহর—গন্ধ ঘ্রাণ+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, ক্লীং, কহ্লার। নীলোৎপল। পদ্মরাগমণি। পুং, গন্ধক। সুগন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, গন্ধবণিক্।

সৌচি
সৌচিক } (সূচী ছুঁচ+ই(ষ্ণি),ইক(ষ্ণিক)—জীবত্যর্থে) সং, পুং, সূচী-কর্ম্মোপজীবী, দরজী।

সৌজন্য (সুজন সজ্জন+য(ষ্ণ্য—ভাবে) সং, ক্লীং, সুজনতা, সাধুতা, ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার।

সৌত্র
সৌত্রিক } (সূত্র+অ(ষ্ণ), ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, ব্রাহ্মণ। ব্যাকরণে—গণপাঠধৃতধাতুবৎ দৃষ্টপ্রয়োগ নয় অথচ কেবল শব্দবিশেষসাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতুবিশেষ, যাহা হইতে কেবল ধাতুসিদ্ধবিশেষ্য সাধিত হয়। বিং, ত্রিং, সূত্রসম্বন্ধীয়, সূত্রানুযায়ী।

সৌদামনী
সৌদামিনী
সৌদাম্নী } (সুদামন্ ইন্দ্রের হস্তী-ষ্ণ,ঈ—পত্ন্যর্থে,নিপাতন। ২য় পক্ষে ই—আগম। ৩য় পক্ষে অ—লোপ কিংবা সুদামা মালা +অ(ষ্ণ)—ভবার্থে, ঈপ্, সৌদামিনী অর্থাৎ মালাকার। অথবা স্বামী বলেন "সুদামন্ পর্ব্বত+অ(ষ্ণ), ঈপ্, অর্থাৎ স্ফটিকময় পর্ব্বত প্রান্তভাগভবা বিদ্যুৎ।" অতিস্ফুট হয়) সং, স্ত্রীং, তড়িৎ, বিদ্যুৎ অপ্সরাবিশেষ।

সৌদায়িক (সুদায় বন্ধুকুল, যৌতুকাদি দান+ইক(ষ্ণিক)—প্রং বিং, ত্রিং, স্ত্রী-ধনবিশেষ, পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃকুল হইতে লব্ধ ধন।

সৌধ (সুধা চূণ+অ(ষ্ণ)—সংসর্গার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, রাজসদন, প্রাসাদ। ইষ্টকাদি নির্ম্মিত ভবন, হর্ম্ম্য, কোটাবাড়ী। সুধা-ধবলিত গৃহ। বিং, ত্রিং, সুধাসিত।

সৌনন্দ ; সং, ক্লীং, বলদেবের মূষল।

সৌনন্দী (সৌনন্দিন্, সৌনন্দ ইহার মূষল +ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, মুষলী, বলদেব।

সৌনিক (সূনা বধ্যভূমি+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, পশুপক্ষীর মাংসবিক্রয়কর্ত্তা. কসাই।

সৌন্দর্য্য (সুন্দর+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সুন্দরতা, রূপ, সুশ্রীকতা।

সৌপর্ণ (সুপর্ণ গরুড়+অ(ষ্ণ)—স্বার্থে) সং, পুং, গরুড়। মরকত মণি। বিং, ত্রিং, সুপর্ণসম্বন্ধীয়।

সৌপর্ণেয় (সুপর্ণী বিনতা+এয়(ঢক)—

অপত্যার্থে) সং, পুং, গরুড়। মরকতমণি। গায়ত্র্যাদি ছন্দ। শিং—১ "গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়ানি পক্ষিণঃ।" বিং, ত্রিং, সুপর্ণসম্বন্ধীয়।

সৌপ্তিক (সুপ্ত [নিদ্রা] বা নিদ্রার সময়+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, ক্লীং, রাত্রি-যুদ্ধ, নিশা-রণ। মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। বিং, ত্রিং, সুপ্তসম্বন্ধীয়।

সৌভ; সং, ক্লীং, হরিশ্চন্দ্র রাজার পুরী। পুং, রাজাবিশেষ।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয় (সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী+অ(ষ্ণ), এয় ঢ়েয়=অপত্যার্থে) সং পুং, সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা হরণ করাতে যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

সৌভাগিনেয় (সুভগা+এয়(ঢ়েয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সুভগা স্ত্রীর পুত্র।

সৌভাগ্য (সুভগ ভাগ্যবান্, সুন্দর, প্রিয়—য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, শুভাদৃষ্ট। যোগবিশেষ। মনোহরত্ব। সৌন্দর্য্য। বল্লভত্ব। সুভগত্ব। প্রিয়ত্ব। রক্তসীসক। পুং, যোগবিশেষ।

সৌভিক (সৌভ+ঈক—প্রং) সং, পুং, বাজীকর।

সৌভ্রাত্র (সুভ্রাতৃ উত্তম ভ্রাতা+অ(ষ্ণ) ভাবে) সং, ক্লীং, সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর স্নেহ।

সৌমনস্য (সুমনস্ প্রীত+য(ষ্ণ্য))—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রীতি। প্রসন্নতা।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি (সুমিত্রা ইহার মাতা+অ(ষ্ণ), ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন।

সৌমেধিক (সু শ্রেষ্ঠ—মেধা ধারণাবতী বুদ্ধি+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং সিদ্ধ, মুনি প্রভৃতি। যাহার দিব্য জ্ঞান আছে। বিং ত্রিং, উত্তম মেধাবিশিষ্ট।

সৌমেরুক (সুমেরু সেই পর্ব্বত+কণ্—যোগ, অ—প্রং) সং, ক্লীং, সুবর্ণ। বিং, ত্রিং, সুমেরুসম্বন্ধীয়।

সৌম্য (সোম চন্দ্র+য(ষ্ণ্য)—অপত্যার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, সোমের পুত্র, বুধগ্রহ। বিপ্র। জগতের একখণ্ডবিশেষ। বিং, ত্রিং, সুন্দর, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য। প্রসন্ন। সাধু। সোমদৈবত। শান্তিমূর্ত্তি। নিপুণ।

সৌম্যধাতু; সং, পুং, কফ, শ্লেষ্মা।

সৌর (সুর সূর্য্য+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, শনি। যম। মনুবিশেষ। বালী। সুগ্রীব। কর্ণ। সূর্য্যের উপাসক। মগ-ব্রাহ্মণ। শিং—ওঁকারস্থং ততশ্চাপি ধ্যায়ন্তি বেদবাদিনঃ। অক্ষরং চৈবমোঙ্কারং সার্দ্ধ-মাত্রদ্বয়ে স্থিতং॥ বদন্তি চার্দ্ধমাত্রস্থমকারং ব্যঞ্জনাত্মকং। ধ্যায়ন্তি চ মকারং যে জ্ঞানং তেষাং মদাত্মকং॥ মকারধ্যানযোগাচ্চ মগা হ্যেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ধূপমাল্যৈঃ জপৈ-শ্চাপি হ্যুপহারৈস্তথৈব চ॥ যে যজন্তি সহস্রাংশুং তেন তে যাজকাঃ স্মৃতাঃ॥ (সাম্বপুরাণ ২৭ অধ্যায়।) বিং, ত্রিং, সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সৌরজগৎ (Solar System) এক সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণ এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক—এই সমস্ত।

সৌরভ (সুরভি সুগন্ধ+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, ক্লীং, কুঙ্কুম। সুগন্ধ। সৌন্দর্য্য। কুক্কুর-বিশেষ।

সৌরভেয় (সুরভি গাভি+এয়(ঢ়েয়)—অপত্যার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, বৃষ, ষাঁড়। য়ী—স্ত্রীং, গবী। সুরভিকন্যা। বিং, ত্রিং, সুরভিসম্বন্ধীয়।

সৌরভ্য (সুরভি সুগন্ধ+য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, ক্লীং, সুগন্ধ। সৌন্দর্য্য। কুঙ্কুম। কুক্কুরবিশেষ। পুং, কুবের।

সৌরসেন; সং, পুং, স্কন্দ, কার্ত্তিকেয়।

সৌরসৈন্ধব (সুরসিন্ধু দেবতাদিগের নদী—অ(ষ্ণ)—যোগ) সং, পুং, সূর্য্যবোধক। বিং, ত্রিং, সুরসিন্ধুসম্বন্ধীয়।

সৌরাজ্য (সু—রাজন্+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সাধুরাজ-বিশিষ্টত্ব, সুরাজত্ব।

সৌরাষ্ট্র (সুরাষ্ট্র সুরাজা+অ(ষ্ণ)—প্রং) সং, পুং, দেশবিশেষ, কাঠিয়া ধাড় প্রদেশ। শিং —অস্তি সৌরাষ্ট্রেষু বলভীনাম নগরী। পুং, বহুং, তদ্দেশীয় লোক। ক্লীং, কাংস্য। স্ত্রী—স্ত্রীং, সৌরাষ্ট্রদেশীয় সুগন্ধিমৃত্তিকা।

সৌরাষ্ট্রিক (সুরাষ্ট্র দেশবিশেষ+ষ্ণিক—প্রং) বিং, ত্রিং, সুরাষ্ট্রদেশসম্বন্ধীয়। পুং, বিষবিশেষ।

সৌরি (সুর সূর্য্য+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) সং, পুং, শনৈশ্চর। যম। অসনবৃক্ষ। (সুরি+ই(ষ্ণি)—অপত্যার্থে) কৃত। বিং, ত্রিং, সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সৌরিক (সুর দেবতা, সুরা মদ্য+ইক (ষ্ণিক)—প্রং) সং, পুং, স্বর্গ। সুরাবিক্রয়-কারী। বিং, ত্রিং, স্বর্গীয়। সুরাসম্বন্ধীয়।

সৌরিরত্ন ; সং, ক্লীং, নীলকান্ত মণি।

সৌব (স্ব স্বয়ং+অ(ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বীয়, স্বকীয়। সং, ক্লীং, রাজাজ্ঞা, ঘোষণা-পত্র।

সৌবগ্রামিক (স্বগ্রাম+ইক(ষ্ণিক)—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বগ্রামোৎপন্ন, নিজগ্রামজাত।

সৌবর (স্বর+অ—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বরসম্বন্ধীয়। [সং, পুং, সুর ॥

সৌবর্গ (স্বর্গ+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, স্বর্গীয়।

সৌবর্চ্চল (সুবর্চ্চল দেশবিশেষ+অ(ষ্ণ) —প্রং) সং, ক্লীং, লবণবিশেষ সচ্‌লবণ। ক্ষার, সোরা।

সৌবর্ণ (সুবর্ণ সোণা+অ(ষ্ণ)—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, সুবর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত।

সৌবস্তিক (স্বস্তি মঙ্গল+ইক(ষ্ণিক)—প্রং(ব—ঔব) সং, পুং, পুরোহিত। বিং, ত্রিং, স্বস্তিবাচক, মঙ্গলকারক, হিতজনক।

সৌবিদল্ল, সৌবিদ (সুবিদ্ [সু শোভন —বিদ্ জানা+০ক্কিপ্)—ক] পণ্ডিত—অৎ গমন করা+০(ক্কিপ্)—ক, সুবিদৎ রাজা লা গ্রহণকরা+অ(ড)—ক, ২য়া —ব, সুবিদল্ল অন্তঃপুর+অ(ষ্ণ)—তত্র নিযুক্তার্থে) সং, পুং, অন্তঃপুর-রক্ষক, কঞ্চুকী।

সৌবীর, সৌবীর্য্য (সুবীর দেশবিশেষ +অ(ষ্ণ), য(ষ্ণ্য)—প্রং) সং, পুং, সিন্ধু-নদের নিকটবর্ত্তী দেশবিশেষ। ক্লীং, বদর, কুল। কাঞ্জিক, আমানী।

সৌবীরক ; সং, ক্লীং, অঞ্জনবিশেষ। সং, পুং, বদরবৃক্ষ।

সৌবীরাঞ্জন ; সং, ক্লীং, অঞ্জনবিশেষ।

সৌষ্ঠব (সুষ্ঠু+অ(ষ্ণ)—ভাবে) সং, ক্লীং, সৌন্দর্য্য। উৎকর্ষ। আধিক্য, প্রাচুর্য্য। "স সৌষ্ঠবৌদার্য্যবিশেষশালিনীম্।" নাটকের অংশবিশেষ। লঘুতা, ক্ষিপ্রতা।

সৌসাদৃশ্য (সুসদৃশ+য (ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, উত্তমসাদৃশ্য, মিল।

সৌহার্দ্দ, সৌহার্দ্দ্য, সৌহৃদ, সৌহৃদ্য (সুহৃদ্ মিত্র —অ (ষ্ণ), য (ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, সখ্য, প্রণয়, বন্ধুত্ব। সৌজন্য।

সৌহিত্য (সুহিত তৃপ্ত+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, অতিতৃপ্তি, সন্তোষ। শিং—"নাপি সৌহিত্যমাচরেৎ।" পর্য্যাপ্ত ভোজন।

স্কন্দ (স্কন্দ্ গমন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, কার্ত্তিকেয়, ষড়ানন। শরীর। নদীতট। রাজা। বিদ্বান্, দক্ষ। পারদ। (+অল্—ভাবে) গতি।

স্কন্দন (স্কন্দ্ গমন করা, শুষ্ক করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, গতি। রেচন। ক্ষরণ। শোষণ। শৈত্য প্রয়োগ করিয়া রক্তস্রাব নিবারণ।

স্কন্দাংশক (শিবের বীর্য্যে উৎপত্তি ও স্কন্দের অংশ আছে বলিয়া) সং, পুং, পারদ।

স্কন্ধ (ক মস্তক—ধা ধারণ করা+অ (ড) —ক, স্—আগম) সং, পুং, অংস, কন্ধরা, কাঁধ। শরীর। ব্যূহ, সৈন্যরচনা। মূল অবধি শাখানির্গম স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ, গাছের গুঁড়ি। সৈন্যাধ্যক্ষ। বৃক্ষ। সমূহ। পথ। নৃপতি, রাজা। অভিষেক-সামগ্রী। যুক্তি, সেনাবিভাগ। বক, কোঁচবক। যুক্তি,

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। বিজ্ঞ প্রাচীন মনুষ্য। পণ্ডিত, শিক্ষক। ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটী। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয় রসগন্ধাদি। ছন্দোবিশেষ। গ্রন্থপরিচ্ছেদ, গ্রন্থের অধ্যায়। বৌদ্ধমতে জ্ঞানের পঞ্চ অংশ—বিষয়প্রপঞ্চ রূপস্কন্ধ; বিষয়জ্ঞানপ্রপঞ্চ—বেদনাস্কন্ধ; আলয়বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বিজ্ঞানস্কন্ধ; নাম-প্রপঞ্চ—সংজ্ঞাস্কন্ধ; বাসনাপ্রপঞ্চ—সংস্কারস্কন্ধ। স্কন্ধা—স্ত্রীং, শাখা। লতা।

স্কন্ধচাপ (স্কন্ধ কাঁধ—চাপ ধনুক) সং, পুং, ভারযষ্টি, বাঁক।

স্কন্ধজ (স্কন্ধ গাছের গুঁড়ি—জ [জন্ জন্মান —অ (ড)—ক) জাত) সং, পুং, আগাছা, যাহা অন্য গাছের গুঁড়িতে জন্মে।

স্কন্ধতরু (স্কন্ধ—গাছের গুঁড়ি—তরু বৃক্ষ) সং, পুং, নারিকেল বৃক্ষ।

স্কন্ধদেশ (স্কন্ধ—দেশ অংশ, ষং—স) সং, পুং, অংশ, কন্ধরা, কাঁধ। হস্তিস্কন্ধ, যে স্থানে হস্তিপক উপবেশন করে।

স্কন্ধমল্লক; সং, পুং, কঙ্কপক্ষী।

স্কন্ধরুহ (স্কন্ধ গাছের প্রধান গুঁড়ি—রুহ যে জন্মে) সং, পুং, বটবৃক্ষ।

স্কন্ধবন্দনা; সং, স্ত্রীং, মধুরিকা।

স্কন্ধবাহ, স্কন্ধবাহক (স্কন্ধ কাঁধ—বহ, বাহক যে বহন করে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, স্কন্ধ দ্বারায় শকটাদিবাহক বৃষ, বলদ বা ভারবাহী।

স্কন্ধশাখা (স্কন্ধ গুঁড়ি—শাখা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, বৃক্ষের শাখা।

স্কন্ধশৃঙ্গ (স্কন্ধ কাঁধ—শৃঙ্গ শিং) সং, পুং, লুলাপ, মহিষ।

স্কন্ধাগ্নি; সং, পুং, বৃহৎ কাষ্ঠাগ্নি।

স্কন্ধাবার (স্কন্ধ রাজা, সৈন্য—আ—বৃ আবরণ করা+অ (ঘঞ্) ক) সং, পুং, সেনা। সেনানিবেশ, তাম্বু, শিবির, ছাউনি। রাজধানী।

স্কন্ধিক (স্কন্ধ কাঁধ+ইক—প্রং) সং, পুং, শকটাদিবাহক বৃষ।

স্কন্ধী (স্কন্ধিন্, স্কন্ধ গাছের গুঁড়ি+ইন্—অস্ত্যার্থে) সং, পুং, তরু, বৃক্ষ। বিং, ত্রিং, স্কন্ধসম্বন্ধীয়।

স্কন্ন (স্কন্দ্ গমন করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, চ্যুত, পতিত। ক্ষরিত। গত। শুষ্ক।

স্কভন (স্কন্ভ রোধ করা+অনট্—ভা) সং, ক্লীং, শব্দ। রোধ।

স্খদন (স্খদ্ বিদীর্ণ করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, বিদারণ। পরাজয়। ক্লেশোৎপাদন। বিনাশন।

স্খলৎ (স্খল্ পিছলিয়া যাওয়া+অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, যে স্খলিত হইতেছে, অথবা স্খলিত হওয়া যাহার স্বভাব।

স্খলন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, পিছলন। প্রতিঘাত। উছট খাওয়া। ধর্ম্ম হইতে পতন। ভ্রংশ, পতন। মোচন। ধাক্কা। ভ্রম হওন। ক্ষোভ। বিফল হওন, বিকৃতি। বাক্যের অর্দ্ধ উচ্চারণ। ভ্রমবশতঃ অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন। আঘাতাদি দ্বারা চাঞ্চল্য। স্থানচ্যুতি। বিফলহওন। বিরুদ্ধাচরণ।

স্খলিত (স্খলৎ দেখ, ত (ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, স্খলন। পতন। চলন। যুদ্ধে কূটপ্রয়োগ। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, পতিত, বিচলিত। কুণ্ঠিত। অর্দ্ধোচ্চারিত। বিকৃত। মত্ত।

স্তন (স্তন্ শব্দ করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, বক্ষোজ, পয়োধর, কুচ।

স্তনন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, শব্দ, ধ্বনি। মেঘধ্বনি। কাতরধ্বনি।

স্তনন্ধয়, **স্তনপ** (স্তন—ধে পান করা+অ (খশ্)—ক, পা পান করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, য়ী, পা—স্ত্রীং, স্তন্যপায়ী, অতিশিশু।

স্তনভব; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ।

স্তনয়িত্নু (স্তন্-ণিচ্=স্তনি শব্দ করা+ইত্নু—ক, শীলার্থে) সং, পুং, মেঘ। বিদ্যুৎ।

মূত্রক, মুস্তা। (+ইত্নু—ভাবে) মেঘধ্বনি। পীড়া। মৃত্যু।

স্তনমুখ, স্তনবৃন্ত—পুং। } (স্তন—
স্তনশিখ—স্ত্রীং, ক্লীং, স্তনাগ্র } মুখ, বৃন্ত বোঁটা, শিখা চূড়া, অগ্র অগ্রভাগ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, চুচুক, কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা।

স্তনান্তর (স্তন—অন্তর মধ্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল। স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত চিহ্নবিশেষ, যাহা দ্বারা ভাবি বৈধব্য সূচিত হয়।

স্তনিত (স্তন্ ণ্ডি=স্তনি শব্দ করা+ত (ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, বজ্রধ্বনি। মেঘধ্বনি। রতিশব্দ। মণিত। করতালি শব্দ। (+ক্ত—র্ম্ম) শব্দিত। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, শব্দকারক।

স্তনিতফল; সং, পুং, বিকণ্টকবৃক্ষ।

স্তন্য (স্তন+য (ষ্য)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, স্তনদুগ্ধ, মাইদুধ।

স্তন্যজীবী, স্তন্যপায়ী, (Mamalia, স্তন্যজীবিন্, স্তন্য স্তনদুগ্ধ—জীবী যে বাঁচে, ৩য়া ষ। স্তন্যপায়িন্ স্তন্য স্তনদুগ্ধ—পায়ী যে পান করে, ৩য়া—ষ) সং, পুং, যাহারা স্তন্যপান করিয়া বর্দ্ধিত হয়; যথা —"মনুষ্য, গো, মহিষাদি; ইহারা জরায়ুজ।

স্তব্ধ (স্তন্ভ্ স্থির হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্তম্ভিত, জড়ীভূত, অস্পন্দ। দৃঢ়ীভূত। মূর্চ্ছিত। বধির।

স্তব্ধকর্ণ; বিং, ত্রিং, নিশ্চলোর্দ্ধকর্ণ।

স্তব্ধরোমা (—রোমন্, স্তব্ধ দৃঢ়ীভূত—রোমন্ লোম) সং, পুং, বরাহ, শূকর।

স্তভ (স্তনভ্ স্থির হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, অজ, ছাগ।

স্তম্ব (স্থা থাকা+অম্বচ্—ক) সং, পুং, কাণ্ড, ধান্যাদি বৃক্ষের ডাঁটা। স্কন্ধহীন বৃক্ষ, ঝাড়। গোছা, তৃণাদির আটি। হস্তিবন্ধনস্তম্ভ। ক্লীং, খুঁটি, থাম। অজ্ঞান অবস্থা।

স্তম্বকরি (স্তম্ব গোছা—কৃ করা+ই—ক) সং, পুং, ব্রীহি, ধান্য।

স্তম্বঘন, স্তম্বঘ্ন (স্তম্ব গোছা—ঘন, ঘ্ন [হন্ বধ করা, ছেদনকরা+অ (টক্)—ক, হন্ =ঘন, ঘ্ন] যে ছেদন করে) সং, পুং, তৃণাদি ছেদনের অস্ত্র, কাস্ত্যা প্রভৃতি।

স্তম্বেরম (স্তম্বে আলানে—রম্ ক্রীড়াকরা +অ (অন্)—ক) সং, পুং, হস্তী, গজ।

স্তম্ভ (স্তব্ধ দেখ, অ (অন্)—ক) সং, পুং, থাম, খুঁটি। বৃক্ষগুঁড়ি। (+অল্—ভাবে) অচঞ্চলতা, স্থিরীভাব। জড়ীভাব। প্রতিবন্ধ, রোধ। শীতাদি নিবন্ধন জড়তা। রোগাদিহেতু অজ্ঞান অবস্থা। ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ।

স্তম্ভকর; সং, পুং, বেষ্টন।

স্তম্ভন (স্তব্ধ দেখ, অন (অনট্)+ভা) সং, ক্লীং, অবরোধ। নিবারণ, থামান। স্থিরীকরণ। দৃঢ়করণ। জড়ীকরণ। রক্তের গতিরোধ। ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ। তন্ত্রে—ষট্ কর্ম্মান্তর্গত অভিচার-বিশেষ। (+অনট্—ণ) জড়ীকরণ সাধন। (+অন—ক) পুং, কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত বাণ; যথা -"উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনঃ স্তম্ভনস্তথা। সম্মোহনশ্চ পঞ্চৈতে বিখ্যাতাঃ কামশায়কাঃ।"

স্তম্ভিত (স্তন্ভ ণ্ডি=স্তনভি+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, জড়ীকৃত। স্থিরীকৃত। নিবারিত। অবরুদ্ধ। দৃঢ়ীকৃত।

স্তর (স্তৃ আস্তরণ করা+অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, তবক, থাক্, ভূমি প্রভৃতির বিভাগবিশেষ। তল্প, শয্যা।

স্তরিমা (স্তরিমন্, স্তৃ আস্তরণকরা+ইমন্—প্রং) সং, পুং, তল্প, শয্যা।

স্তরী (স্তৃ আচ্ছাদন করা+ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ধূঁয়া।

স্তব—পুং, } (স্তু স্তুতি করা+অ (অল্)
স্তবন—ক্লীং } অন অনট্—ভা) সং, পুং, স্তুতি, প্রশংসা, গুণবর্ণন।

স্তবক (স্থা থাকা+অবক—ক, নিপাতন) সং, পুং, গুচ্ছ, থলো। সমূহ। গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। (স্তব+কণ্) স্তব। বিং, ত্রিং, স্তবকারক।

স্তবকিত (স্তবক+ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, গুচ্ছীকৃত, তোড়া। যাহার স্তবক হইয়াছে।

স্তবেষ্য (স্তু স্তুতি করা+এষ্য—প্রং) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

স্তাবক (স্তু স্তব করা+অক (ণক)—ক) সং, পুং, স্তুতিকারক, গুণগায়ক।

স্তিমিত (স্তিম্ ক্লিন্ন হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আর্দ্র, ভিজা। নিশ্চল, স্থির, জড়; যথা—স্তিমিতলোচন। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, আর্দ্রতা। জড়তা, নিশ্চলতা।

স্তিভি (স্তম্ভ দেখ, ই—প্রং, অ=ই) সং, পুং, সমুদ্র। বাধা, প্রতিবন্ধ।

স্তীর্বি; সং, পুং, নভঃ। রুধির। তৃণজাতি। অধ্বর্যু। পয়ঃ। শক্র।

স্তুত (স্তব দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, প্রশংসিত। সঙ্কীর্ত্তিত, যাহার স্তবকরা যায়।

স্তুতি (স্তব দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, প্রশংসা, স্তব, গুণকথন। দুর্গা। শিং—১ "স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়াঃ সংশ্রয়ণাচ্চ সা।"

স্তুতিপাঠক, স্তুতিব্রত (স্তুতি স্তব—পাঠক যে পাঠ করে, ২য়া—ষ। স্তুতি—ব্রত নিয়ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রাজাদের যাত্রাকালীন বীরত্বাদির স্তবকর্ত্তা, বন্দী। সূত, মগধজাতি।

স্তুতিবাদ (স্তুতি—বাদ বাক্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রশংসা-বাক্য।

স্তুত্য (স্তব দেখ, য (ক্যপ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্তোত্রার্হ, স্তবের যোগ্য।

স্তুভক, স্তুভ (স্তুভ্ স্তব্ধ হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, অজ, ছাগ।

স্তূপ (স্তূপ্ উন্নত হওয়া, রাশি করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, রাশি সমূহ। ঢিবী, রাশীকৃত (মৃত্তিকাদি)। নিষ্প্রয়োজন।

স্তূয়মান (স্তব দেখ, আন (শান)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহার স্তব করা যাইতেছে।

স্তেন (স্তেন চুরি করা+অ (অন্)—ক) সং, চৌর, তস্কর। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। দেবাদিকে নিবেদনীয় অন্নাদিভোক্তা। শিং—১ "ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।" (+অল্—ভাবে) ক্লীং, চৌর্য্য, চুরি।

স্তেম (স্তিম্ ক্লিন্ন হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, আর্দ্রীভাব, সরসতা।

স্তেয়
স্তৈন
স্তৈন্য (স্তেন চুরি করা+য—প্রং, ন—লোপ। স্তেন চোর+অ (ষ্ণ); য(ষ্ণ্য)—ভাবে)সং, ক্লীং, চৌর্য্য, অপহরণ।

স্তেয়ী (স্তেয়িন্, স্তেয় চৌর্য্য+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, চৌর, তস্কর। স্বর্ণকার, সেকরা।

স্তৈমিত্য (স্তিমিত+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, আর্দ্রতা। জড়তা।

স্তোক (স্তুচ্ নির্ম্মল হওয়া, প্রসন্ন হওয়া+অ (ঘঞ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অল্প, ঈষৎ। প্রবোধ। সং, পুং, চাতকপক্ষী। জলবিন্দু। ক্রিং—বিং, অল্পে অল্পে। শিং—২ "বিয়তি বহুতরং স্তোকমূর্দ্ধ্যাং প্রয়াতি।"

স্তোকক (স্তোক ঈষৎ—কৈ শব্দ করা+অ(ক)—ক) সং, পুং, চাতকপক্ষী।

স্তোতা (স্তোতৃ, স্তু স্তব করা+তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, স্তবকর্ত্তা, স্তুতিকারক। স্তুত, বন্দী।

স্তোত্র (স্তোতা দেখ, ত্র—ভাবে) সং, ক্লীং, স্তুতি, স্তব, আরাধনা বাক্য।

স্তোত্রিস্, স্তোত্রসাধন (ঋণাদি)।

স্তোভ (স্তুভ্ স্তব্ধ হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, স্তম্ভন। বাধা দেওয়া, আটক করা। অগৌরব, অসম্মান, গ্লানি। সামবেদের বিচ্ছেদ। নিরর্থক শব্দ।

স্তোম (স্তোম্ প্রশংসা করা ইত্যাদি+অ

(অন্)—র্ম) সং, পুং, রাশি সমূহ। শিং—১"শব্দস্তোমমহানিধিঃ।" মস্তক। (+অল্—ভাবে) স্তব। (+অল্—র্ম) ক্লীং, ধন, মস্তক। শস্ত। ভাটক। লৌহাগ্রদণ্ড। বিং, ত্রিং, বক্র, বাঁকা। নত।

স্ত্যান (স্ত্যৈ শব্দ করা+ত (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, সংহত, মিলিত। আশ্যান। ঈষৎ শুষ্ক কর্দ্দম। মসৃণ। স্থূল। ধ্বনিত, শব্দিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রতিধ্বনি। শব্দ। সংহাত। ঘনত্ব। সান্দ্রতা। আলস্য।

স্ত্যেন (স্ত্যৈ শব্দকরা ইত্যাদি+ইন্—প্রং) সং, পুং, চোর। অমৃত।

স্ত্রী (স্ত্যৈ শব্দ করা+র (ড্রট্)—র্ম, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, যোষিৎ, অবলা, নারী। পত্নী, ভার্য্যা।

স্ত্রী-আচার; সং, পুং, বিবাহকালীন স্ত্রীদিগের ব্যবহারের অঙ্গবিশেষ।

স্ত্রীঘোষ (স্ত্রী—ঘোষ শব্দ) সং, পুং, প্রত্যূষ, প্রভাত।

স্ত্রীচিত্তহারী (—হারিন্, স্ত্রী—চিত্ত—হারী যে হরণ করে) বিং, ত্রিং, মনোহর। পুং, মোরজ্জবৃক্ষ।

স্ত্রীচিহ্ন (স্ত্রী—চিহ্ন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, ভগ, যোনি। [কামুক, লম্পট।

স্ত্রীচৌর (স্ত্রী—চৌর চোর) সং, পুং,

স্ত্রীজননী; সং, স্ত্রীং, কেবল কন্যাপ্রসবিনী।

স্ত্রীজিত (স্ত্রী—জিত পরাজিত, ৩য়া—ষ) সং, পুং, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ, স্ত্রৈণ।

স্ত্রীত্ব (স্ত্রী+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, নারীত্ব, স্ত্রীর-ধর্ম্ম। স্ত্রীলিঙ্গ।

স্ত্রীধন; সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের স্বত্ববৎ বস্তু।

স্ত্রীধর্ম্ম (স্ত্রী—ধর্ম্ম স্বাভাবিক অবস্থা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ধাতু, রজঃ। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্ত্রীধর্ম্মিণী (স্ত্রী ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, ঋতুমতী, রজস্বলা।

স্ত্রীধর্ষণ; সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের উপর বলপ্রকাশ, বলাৎকার।

স্ত্রীপর (স্ত্রী—পর রত, ৭মী—ষ) সং, পুং, নারীপ্রিয় লম্পট।

স্ত্রীপুংধর্ম্ম (স্ত্রী—পুম্স্—ধর্ম্ম বিধান) সং, পুং, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্ত্তব্য কর্ম্ম তদ্বিষয়ক বিবাদ।

স্ত্রীপুংস (স্ত্রী—পুম্স্+অ—প্রং) সং, পুং, দ্বিং, স্ত্রীপুরুষ মিথুন।

স্ত্রীপুংসলক্ষণা; সং, স্ত্রীং, স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রী।

স্ত্রীপূর্ব্ব; সং, পুং, স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। [প্রিয়।

স্ত্রীপ্রিয়; সং, পুং, আম্রবৃক্ষ। ত্রিং, নারী-

স্ত্রীরঞ্জন; সং, ক্লীং, তাম্বূল।

স্ত্রীরত্ন (স্ত্রী—রত্ন মণি) সং, ক্লীং, উত্তমা স্ত্রী, নারীশ্রেষ্ঠ।

স্ত্রীলক্ষণ; সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের শুভাশুভ চিহ্ন। যাহার কেশ কুঞ্চিত মুখ সুগোল নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত সেই কন্যা কুলবর্দ্ধিনী হয়। শিং—"যস্যাস্ত কুঞ্চিতাঃ কেশা মুখঞ্চ পরিমণ্ডলং। নাভিশ্চ দক্ষিণাবর্ত্তা সা কন্যা কুলবর্দ্ধিনী। ইতি গারুড়ে নর স্ত্রী লক্ষণম্।

স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রী—লিঙ্গ চিহ্ন ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ব্যাকরণ-সংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক (শব্দ)। যোনি।

স্ত্রীবশ, স্ত্রীবিধেয় (স্ত্রী—বশ অধীন, বিধেয় শাসিত) সং, পুং, স্ত্রীর অধীন পুরুষ।

স্ত্রীসঙ্গ; সং, পুং, সম্ভোগ, রমণ।

স্ত্রীসভ (স্ত্রী—সভা সমাজ) সং, ক্লীং, স্ত্রীলোকের সভা।

স্ত্রীস্বভাব; সং, পুং, অন্তঃপুররক্ষক, মহল্লক।

স্ত্রৈণ (স্ত্রী+ন (নণ্)—ভাবে, অধীনার্থে ইত্যাদি+ ঞ) সং, ক্লীং, স্ত্রীত্ব, স্ত্রীস্বভাব। "স্ত্রৈণেন নীতা বিকৃতং লঘিম্না।" (ভট্টিকাব্য) স্ত্রীসমূহ। পুং, স্ত্রীজিত, স্ত্রীবশীভূত পুরুষ। বিং, ত্রিং, স্ত্রীসম্বন্ধীয়।

স্ত্রৈণতা (স্ত্রৈণ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্ত্রীবশতা, স্ত্রীর বশীভূততা।

স্থ (স্থা থাকা+অ (ড)—ক) বিং, ত্রিং, স্থিত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান।

স্থগ (স্থগ্ আচ্ছাদন করা+অ (অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ধূর্ত্ত। নির্লজ্জ। গী—স্ত্রীং, তাম্বূলকরঙ্ক, পানের বাটা।

স্থগন (স্থগ্ আচ্ছাদন করা+অন (অনট্) —ভা) সং, ক্লীং, তিরোধান, গোপন। আচ্ছাদন।

স্থগিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আবৃত। তিরোহিত। নিবৃত্ত। অবরুদ্ধ।

স্থগী ; সং, স্ত্রীং, তাম্বূলপত্র। [ক্লীং, কুঁজ।

স্থগু (স্থগ আচ্ছাদনকরা+উ—প্রং) সং,

স্থণ্ডিল (স্থা থাকা+অণ্ডিল—ধি, অথবা স্থল+ইল—ধি) সং, ক্লীং, যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমি, সমান ভূমি। বালুকাদি প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। সীমা। শিং —১ "নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবলে।"

স্থণ্ডিলশায়ী, স্থণ্ডিলেশয়, (স্থণ্ডিল-শায়িন্, স্থণ্ডিল—শী শয়নকরা ইন—(ণিন্) —ক, ব্রতার্থে, ৭মী—ষ। স্থণ্ডিলে যজ্ঞ-ভূমিতে—শয় [শী শয়ন করা+অ (অন্) —ক] যে শয়ন করে) বিং, ত্রিং, যজ্ঞ-ভূভাগে শয়নকারী ব্রতী।

স্থণ্ডিলসিতক (স্থণ্ডিল বেদি—সো নাশ করা+ত(ক্ত)—প্রং। কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, হোমকুণ্ড। যজ্ঞকুণ্ড।

স্থপতি (স্থ স্থিত+পতি প্রভু, স্বং—স) সং, পুং, অন্তঃপুর রক্ষক, কঞ্চুকী। বার্হ-স্পত্য যাগকর্ত্তা। অধীশ্বর, অধিপতি। মন্ত্রী। বৃহস্পতি। স্থয়ামি। রাজমিস্ত্রী। শিল্পী। সূত্রধর। সারথি। কুবের। বিং, ত্রিং, প্রধান, মুখ্য, সত্তম।

স্থপুট (স্থ স্থিত—পুট্ সংলগ্ন হওয়া—অ—প্রং) সং, স্ত্রীং, অস্থির সন্ধিস্থান। উন্নতা-নত। শিং—১ "স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্র-মত্তীতি।" কষ্টজীবী। দুঃখাদিতে নম্রী-ভূত বা কুব্জীকৃত। বিষমস্থানে সঞ্চারী (জাব)।

স্থল (স্থল স্থিতি করা+অ (অন্)—ক) ক্লীং, ল—স্ত্রীং, স্থান। প্রদেশ। জল-শূন্য অকৃত্রিম ভূমি। পাত্র। থলী। থালী। থাল। ক্লীং, পটবাস, তাম্বূ) চিবি। বিবাদ বা বর্ণনার বিষয়। পুস্তকের অংশ।

স্থলকন্দ ; সং, পুং, বনওল।

স্থলচর (স্থল—চর চর্ গমন করা+অ(অন্) —ক] যে গমন করে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, যাহারা স্থলে বাস করে।

স্থলপদ্ম (স্থল জলশূন্য ভূমি—পদ্ম) সং, ক্লীং, স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবিশেষ। পুং, মানকচু।

স্থলপদ্মিনী ; সং, স্ত্রীং, স্থলপদ্মসমূহ। তদ্-যুক্ত বৃক্ষ। শিং—১ "দদর্শ পুনঃ স্থল-পদ্মিনীং নলঃ।"

স্থলমঞ্জরী ; সং, স্ত্রীং, অপামার্গ।

স্থলসঙ্কট (Isthmus) যোজক, ভূকন্ধরা।

স্থলীয় (স্থল+ঈয় (ণীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, স্থলসম্বন্ধীয়, স্থানীয়।

স্থলেরুহা ; সং, স্ত্রীং, গৃহকুমারী। দগ্ধবৃক্ষ।

স্থবি (স্থা থাকা+ই—প্রং, স্থা—স্থব) সং, পুং, তন্তুবায়, তাঁতি। স্বর্গ। জঙ্গম।

স্থবির (স্থা [বহুকাল] থাকা+ইর (কির) ক, স্থা স্থানে স্থব) বিং, ত্রিং, বৃদ্ধ, প্রাচীন। জীর্ণ। অচল, স্থির। সং, পুং, ব্রহ্মা। বৃদ্ধ ব্যক্তি। রা—স্ত্রীং, মহাশ্রাবণী।

স্থবিরলগুড়ন্যায়—ন্যায় (৩৪) দেখ।

স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্, (স্থবীয়স্, স্থূল+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিস্থূল, অতিশয় মোটা।

স্থা (স্থা থাকা+০ (ক্বিপ্)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্থিতি, থাকা।

স্থাণু (স্থা থাকা+নু—ক) সং, পুং, শিব; (মহাভারতে—"তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধিদ্বারা সাক্ষীরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া তিনি স্থাণু নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।") কীল, খোঁটা, গোঁজ। স্তম্ভ। বর্ষা, সড়কি।

বক, বল্মীক, উয়ের ঢিবি। পুং, ক্লীং, শাখাশূন্য বৃক্ষ, মুড়োগাছ। বিং, ত্রিং, স্থির। স্থবির; যথা—"দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে—।"

স্থাণুতীর্থ; সং, ক্লীং, তীর্থবিশেষ।

স্থাণ্ডিল (স্থণ্ডিল ভূমি ইত্যাদি—অ+প্রং) বিং, ত্রিং, স্থণ্ডিলশায়ী। ভিক্ষু।

স্থাণ্বাশ্রম (স্থাণু—আশ্রম) সং, পুং, হিমাচলস্থিত শিবের তপশ্চরণার্থ আশ্রমবিশেষ। শিং—১ "স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম।"

স্থাণ্বীশ্বর; সং, পুং, শিবলিঙ্গবিশেষ।

স্থাতব্য (স্থা থাকা+তব্য—ধি) বিং, ত্রিং, স্থিতিযোগ্য, স্থেয়, থাকিবার উপযুক্ত।

স্থাতা (স্থাতৃ, স্থা থাকা+তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, স্থিতিকারী, যে থাকে।

স্থান (স্থা থাকা+অন (অনট্)—ধি) সং, ক্লীং, স্থল। পদ। অবকাশ। গৃহ, বাটী, বাড়ী। নিকট। নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কৃত ভূমি। নগর। কার্য্য, কর্ম্ম, ব্যবসায়। গ্রন্থসন্ধি। আধার। ভাজন। (+অনট্—ভাবে) স্থিতি। স্থৈর্য্য। সন্নিবেশ। সাদৃশ্য।

স্থানক (স্থান+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, আলবাল। নগর। ফেন। বুদ্বুদ।

স্থানচঞ্চলা; সং, স্ত্রীং, বর্ব্বরীবৃক্ষ।

স্থানচ্যুত; বিং, ত্রিং, পদচ্যুত।

স্থানসন্নিবেশ; সং, পুং, স্থাননির্ণয় ও তাহার সীমাদি নিরূপণ।

স্থানাবরোধকতা (Resistance) যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ আপনার আশ্রয়স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে।

স্থানিক (স্থান+ইক—প্রং) সং, পুং, স্থানাধ্যক্ষ। বিং, ত্রিং, স্থানীয়।

স্থানী (স্থানিন্, স্থান+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্থানবিশিষ্ট, স্থিতিশীল; যথা—"স্থানিবদাদেশ।"

স্থানীয় (স্থা থাকা+অনীয়—ধি) বিং, ত্রিং, স্থিতিযোগ্য। স্থানস্থিত। (Local), স্থান নীয়—প্রং) স্থানসম্বন্ধীয়। সং, ক্লীং, নগর।

স্থানে (স্থান+ই—সপ্তমীর একবচন) অং, যুক্ত, যোগ্য। উচিত। শিং—১ "স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্নিতি।" (রঘু)। সত্য। সদৃশ। তদনুসারে। সুতরাং।

স্থাপক (স্থা-ণিচ=স্থাপি রাখা+অক (ণক) —ক) বিং, ত্রিং, সংস্থাপনকারী, যে রাখে। নাট্যে—সূত্রধারান্তে কাব্যার্থস্থাপক নট। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

স্থাপত্য (স্থা [অন্তঃপুরমধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী] যে থাকে—পতি পালক +য—প্রং) সং, পুং, অন্তঃপুররক্ষক। ক্লীং, স্থপতির কর্ম্ম।

স্থাপন—ক্লীং } (স্থাপক দেখ, অন (অনট্), **স্থাপনা**—স্ত্রীং } অন—ভা) সং, ক্লীং, অর্পণ, রাখা। নিবেশন, নিয়োগকরণ। আরোপণ। পুংসবন। আলয়, আবাস। সমাধি। নী—স্ত্রীং, পাঠা।

স্থাপিত (স্থা-ণিচ=স্থাপি+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, অর্পিত। নিবেশিত। গচ্ছিত। ন্যস্ত। আরোপিত। নিশ্চিত।

স্থাম (স্থামন্, স্থা থাকা+মন্—ভাবে) সং, ক্লীং, সামর্থ্য, শক্তি, জোর। স্থিরতা।

স্থায়িভাব (স্থায়িন্ স্থিতিশীল—ভাব গুণ) সং, পুং, রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম—এই নয়টী; রসের অবস্থিত কাল পর্য্যন্ত ইহারা থাকে বলিয়া ইহাদের নাম স্থায়িভাব। ভাবমধ্যের সহিত নিম্নভাগের সংযোগ থাকা।

স্থায়ী (স্থায়িন্, স্থা থাকা+ইন্ (ণিন্)—ক, ভবিষ্যৎকালে, য—আগম) বিং, ত্রিং, স্থিতিবিশিষ্ট, অচল। স্থির। পুং, অলঙ্কারে রসানুকূল রত্যাদিভাব।

স্থায়ুক (স্থা থাকা+উক (ঞুক)—ক, শীলাদ্যর্থে, য—আগম) বিং, ত্রিং, স্থায়ী, স্থিতিশীল। সং, পুং, গ্রামাধ্যক্ষ, মণ্ডল।

স্থাল (স্থা থাকা+অলচ্—ধি) সং, ক্লীং, পাত্রবিশেষ, থাল।

স্থালী (স্থাল+ঈপ) সং, স্ত্রীং, হাঁড়ী, পাকপাত্র। থালী। পাটলাবৃক্ষ।

স্থালীপুলাক; সং, পুং, ন্যায়বিশেষ।

স্থালীবিল (স্থালী পাকপাত্র—বিল ফাঁক) সং, ক্লীং, পাকপাত্রের অভ্যন্তরস্থ শূন্যভাগ।

স্থালীবিলীয় } (স্থালীবিল+অ, য—প্রং)
স্থালীবিল্য } বিং, ত্রিং, হাঁড়ীতে দিবার যোগ্য, রাঁধিবার উপযুক্ত।

স্থাবর (স্থা থাকা+বর—ক, শীলাদ্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্থিতিশীল, অচল, বৃক্ষপর্ব্বতাদি, স্থায়ী পদার্থ (Moveable) সং, পুং, পর্ব্বত। ক্লীং, ধনুকের ছিলা।

স্থাবির, স্থাবির্য্য (স্থবির বৃদ্ধ+অ (ষ্ণ), য (ষ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, স্থবিরত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, স্ত্রীলোকের পঞ্চাশের পর এবং পুরুষের সত্তরের পর।

স্থাসক (স্থা থাকা+স—ক, কণ্—যোগ) সং, পুং, গন্ধচূর্ণ। ভূষার্থ চূর্ণ বিশেষ। জলবুদ্বুদ, জলবিন্দ। ছাপ।

স্থাস্নু (স্থা থাকা+স্নু—ক, শীলাদ্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্থিতিশীল, স্থায়ী। শিং—১"চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।" (ভট্টিকাব্য)।

স্থিক; সং, পুং, কটি, প্রোথ, নিতম্ব।

স্থিত (স্থা থাকা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্থির। অবধারিত। ঘটিত। উপস্থিত। অভিযুক্ত। আক্রান্ত। উর্দ্ধ দণ্ডায়মান। স্থিতিশালী। প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট।

স্থিতি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, অবস্থান, থাকা। অবধারণ। স্থিরতা। মর্য্যাদা। সীমা। পালন। অবস্থা, দশা। নিবৃত্তি। নিষ্পত্তি। (+ক্তি—ধি) স্থান। স্থিতিবিরোধ—এক সময়ে একত্র দ্রব্যদ্বয়ের অনবস্থান।

স্থিতিস্থাপক (Elasticity স্থিতি—স্থাপক যে স্থাপন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পূর্ব্বস্থানে স্থাপনকারী গুণবিশেষ; আকুঞ্চন প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়।

স্থির (স্থা থাকা+ইর কির—প্রং) বিং, ত্রিং, ধীর। যাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়া গেছে। নিয়ত, বিশ্বাসযোগ্য। স্থায়ী, বাক্য মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল। দৃঢ়, কঠিন। নিশ্চিত। সং, পুং, দেবতা। কার্ত্তিকেয়। শনিগ্রহ। পর্ব্বত। বৃষ। বৃক্ষ। মোক্ষ। রা—স্ত্রীং, অচলা, পৃথ্বী। ঔষধবিশেষ। কাকোলী। শিমূলগাছ।

স্থিরচক্র; সং পুং, জিন বিশেষ। ইঁহার অপর নাম মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুঘোষ, পূর্ব্বজিন ইত্যাদি।

স্থিরগন্ধ; সং, পুং, চম্পকবৃক্ষ।

স্থিরচ্ছদ (স্থির দৃঢ়—ছদ পত্র) সং, পুং, ভূর্জ্জপত্রের গাছ।

স্থিরচ্ছায় (স্থির স্থায়ী—ছায়া) সং, পুং, ছায়াপ্রধান বৃক্ষ। বৃক্ষ।

স্থিরজিহ্ব (স্থির নিশ্চল—জিহ্বা) সং, পুং, মৎস্য, মাছ।

স্থিরজীবিতা; সং, স্ত্রীং, শাল্মলিবৃক্ষ।

স্থিরতর (স্থির+তর—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিস্থির। সুনিশ্চিত। চিরস্থায়ী। দৃঢ়তর। সুধীর, অতিধীর।

স্থিরতা (স্থির+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্থৈর্য্য। অবধারণ। দৃঢ়তা।

স্থিরদংষ্ট্র (স্থির কঠিন—দংষ্ট্র দাঁত) সং, পুং, ভুজঙ্গ, সর্প। বরাহরূপী বিষ্ণু।

স্থিরপত্র; সং, পুং, হিন্তাল।

স্থিরপুষ্প, সং, পুং, চম্পকবৃক্ষ। বকুল। ষ্পী—পুং, তিলকবৃক্ষ।

স্থিরফলা; সং, স্ত্রীং, কুষ্মাণ্ডী।

স্থিরমতি; সং, স্ত্রীং, নিশ্চলাবুদ্ধি।

স্থিরযৌবন (স্থির চিরস্থায়ী—যৌবন তরুণাবস্থা) সং, পুং, বিদ্যাধর। বিং, ত্রিং, চিরযৌবনবিশিষ্ট।

স্থিররাগা; সং, স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা।

স্থিরায়ুঃ (স্থিরায়ুস্, স্থির স্থায়ী—আয়ুস্

জীবন) সং, পুং, শিমুলগাছ। বিং, ত্রিং, চিরজীবী।

স্থিরীকৃত (স্থির—কৃত করা হইয়াছে, মধ্যে ঈ (চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, নির্ণীত, দৃঢ়ীকৃত।

স্থূণা (স্থা থাকা+ন—ধি, আপ্, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, লৌহপ্রতিমা, লৌহমুদ্গর। গৃহস্তম্ভ, ঘরের খুঁটী। কামারের হাপর। রোগ।

স্থূণাকর্ণ; সং, পুং, অস্ত্রবিশেষ।

স্থূম; সং, পুং, চন্দ্র। দীপ্ত, আলোক।

স্থূর (স্থা থাকা+উর—ক) সং, পুং, বৃষ। ষাঁড়। মনুষ্য। ভার। বিং, ত্রিং, ভারবাহক (বৃষাদি)।

স্থূরী (স্থূরিন্, স্থূর ভার+ইন্—অস্ত্যর্থে, কিম্বা স্থূল+ইন্—অস্ত্যর্থে, ল=র) সং, পুং, পৃষ্ঠে ভারবহনকারী অশ্ব। বিং, ত্রিং, ভারবাহী (অশ্বাদি)।

স্থূরীপৃষ্ঠ (স্থূরিন্—পৃষ্ঠ, মধ্যে ঈ (চ্বি)—আগম) সং, পুং, নবারূঢ় অশ্ব।

স্থূল (স্থূড্ আচ্ছাদন করা+অ—প্রং, ড=ল) বিং, ত্রিং, দীর্ঘ।

স্থূল (স্থূল্ মোটা হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া+অ অন্)—ক) বিং, ত্রিং, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পুষ্ট। অসূক্ষ্ম, পীবর, মোটা। মন্দ। প্রকাণ্ড। মূর্খ। সং, ক্লীং, রাশি, সমূহ।

স্থূলক (স্থূল+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, স্থূল। সং, পুং, তৃণবিশেষ, উলুখড়।

স্থূলকঙ্গু (স্থূল মোটা—কঙ্গু শস্তবিশেষ) সং, পুং, ধান্যবিশেষ, বোর ধান।

স্থূলকণা; সং, স্ত্রীং, স্থূলজীরক।

স্থূলকণ্টক, সং, পুং, জলবর্ব্বূর।

স্থূলকন্দ; সং, পুং, রক্তলশুন। শূরণ) হস্তিকন্দ। মাণকন্দ।

স্থূলকোণ (Obtuse Angle) সমকোণ অপেক্ষা বৃহৎ কোণ।

স্থূলক্ষেড় (স্থূল বৃহৎ—ক্ষেড় বংশশলাকা) সং, পুং, শর, বাণ।

স্থূলচর্ম্মী / **স্থূলত্বক্** (Pachydermata) স্থূলচর্ম্ম+ইন্—অস্ত্যর্থে। স্থূলত্বচ্, স্থূল—ত্বচ্ চর্ম্ম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, যেসকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে; যথা—হস্তী, টেপর, খড়্গী, শূকর, হিপপটেমস্ প্রভৃতি।

স্থূলচাপ (স্থূল বৃহৎ—চাপ ধনুক) সং, পুং, তুলা পরিষ্কার করিবার ধনুঃ, ধুনুধারা।

স্থূলতা (স্থূল+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, পীনতা। আধিক্য। বৃহত্ত্ব।

স্থূলতাল; সং, পুং, হিন্তাল।

স্থূলদলা; সং, স্ত্রীং, গৃহকন্যা।

স্থূলনাস / **স্থূলনাসিক** (স্থূল বৃহৎ—নাসা, নাসিকা=নাক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শূকর, বরাহ। বিং, ত্রিং, স্থূলনাসিকা-বিশিষ্ট।

স্থূলপট্ট (স্থূল—পট্ট বস্ত্র) সং, পুং, কার্পাস, কাবাসগাছ।

স্থূলপট্টাক (স্থূল বৃহৎ, মোটা—পট্ট বস্ত্র—অক্ হওয়া+অ—প্রং) সং, পুং, স্থূল বস্ত্র, মোটা কাপড়।

স্থূলপাদ (স্থূল বৃহৎ, মোটা—পাদ পা) সং, পুং, হস্তী, গজ। গোদা।

স্থূলপুষ্প; সং, পুং, বকবৃক্ষ। স্পা—স্ত্রীং, পর্ব্বতজাতা। পরাজিতা।

স্থূলভূত; সং, ক্লীং, পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ—পঞ্চীকৃত এই পাঁচ ভূত।

স্থূললক্ষ—ক্ষ্য (স্থূল রাশি—লক্ষ্ চিহ্ন+অ (অন্)—ক, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, বহুপ্রদ, অতিদাতা। বিদ্বান্, কৃতবিদ্য। কৃতজ্ঞ।

স্থূলবল্কল; সং, পুং, রক্তলোধ্র।

স্থূলশীর্ষিকা (স্থূল বৃহৎ—শীর্ষ মস্তক+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, ক্ষুদ্র পিপীলিকা। ইহার মস্তক স্থূল।

স্থূলষট্পদ (স্থূল—ষষ্ ছয়—পদ পা) সং, পুং, বরোল, বোল্‌তা।

স্থূলাস্য (স্থূল বৃহৎ—আস্য মুখ বা মস্তক) সং, পুং, সর্প। বিং, ত্রিং, যাহার মুখ বড়।

স্থূলোচ্চয় (স্থূল বৃহৎ—উচ্চয়) সং, পুং, গণ্ডশৈল। গজের মধ্যম গতিবিশেষ। হস্তি-দন্তরন্ধ্র। অসম্পূর্ণতা। বরণ্ড, ব্রণ।

স্থেয় (স্থা থাকা+য—ধি) বিং, ত্রিং, স্থির-তর। স্থাপনীয়। সং, পুং, সংশয়নির্ণায়ক, বিবাদ পক্ষের নির্ণেতা, মধ্যস্থ, জুরি। পুরোহিত।

স্থেষ্ঠ } (স্থেয়স্, স্থির+ইষ্ঠ, ঈয়সু—
স্থেয়ান্ } অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিস্থির। স্থিরতর। দৃঢ়তর।

স্থৈর্য্য (স্থির+য (ষ্ণ্য) – ভাবে) সং, ক্লীং, স্থিরতা। দৃঢ়তা। অবধারণ।

স্থোরী } (—রিন্, স্থৌর শক্তি+ইন্—প্রং,
স্থৌরী } কেহ বলেন স্থূরা ভারবহনীয় পশুর পৃষ্ঠের গদি+ইন্—অস্ত্যর্থে, নিপা-তন) সং, পুং, ভারবাহক অশ্ব।

স্থৌলশীর্ষ ; বিং, ত্রিং, বৃহন্মস্তকযুক্ত।

স্থৌল্য (স্থূল+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, স্থূলতা, পীনতা।

স্নপন (স্না-ণিচ্=স্নপি স্নান করান+অন (অনট)+ভা) সং, ক্লীং, স্নান, সেক। শিং—"পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাত্তর্পণং স্মৃতং।" জলাদি দ্বারা অভিষেককরণ। আর্দ্রীকরণ। ধৌতকরণ।

স্নপিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্নাত, সিক্ত। অভিষেচিত। ক্ষালিত।

স্নব (স্নু ক্ষরিত হওয়া+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, নিস্রব। ক্ষরণ। গলন।

স্নসা (স্নস্ ফেলিয়া দেওয়া+আপ্) সং, স্ত্রীং, স্নায়ু।

স্নাত (স্না স্নান করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, অভিষিক্ত । যে স্নান করিয়াছে। ধৌত। ক্ষালিত।

স্নাতক (পূর্ব্বে দেখ, কণ্=যোগ) সং, পুং, আপ্লুতব্রতী গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য সমাধান-পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যানন্তর সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারী।

স্নাতকব্রত ; সং, ক্লীং, স্নাতকের কর্ত্তব্য ব্রত। শিং—"অলাভে চৈব কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতমাচরেৎ।" (স্মৃতি)।

স্নান (স্নাত দেখ, অন (অনট্)+ভাবে) সং, ক্লীং, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষালন। অবগাহন, মজ্জন। বারুণ, বায়ব্য, আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম এই চতুর্ব্বিধ স্নান। অবগাহন এবং প্রচুর জলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালনের নাম স্নান। স্নান করিলে শরী-রের স্বেদ মলা প্রভৃতি অপগত হওয়ায় শরীর পরিষ্কৃত ও পবিত্র হয়, এবং শ্রান্তি-নাশ, অগ্নির বৃদ্ধি, রক্তের প্রসন্নতা, বল-বীর্য্যের ও ওজোধাতুর বৃদ্ধি, এবং কেশের উপকার হইয়া থাকে। স্রোতোজলে অথবা প্রশস্ত সরোবরে পরিষ্কৃত জলে স্নান করা উচিত; তাহার অভাবে উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহাতেই স্নান করা আব-শ্যক। উষ্ণ জলে স্নান করিতে হইলে, ঐ জল মস্তকে না দিয়া শীতল জল দিতে হয়, কারণ উষ্ণ জল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর হানি হইয়া থাকে। তবে বাতশ্লেষ্মা-জনিত বিবিধ পীড়ায় মস্তকে উষ্ণজল দেওয়া ব্যবস্থা। শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে শ্লেষ্মা ও বায়ুর বৃদ্ধি হয়, এবং গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণজলে স্নান করিলে পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া-থাকে। আহারের পরে এবং জ্বর, অতি-সার, অজীর্ণ, পীনস, কর্ণশূল, অর্দ্দিতরোগ, মুখরোগ, নেত্ররোগ প্রভৃতি অনেক রোগে স্নান নিতান্ত অপকারক, রোগ এবং রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্নান করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

স্নানতৃণ (স্নান ধৌতকরণ—তৃণ) সং, ক্লীং, কুশতৃণ।

স্নানযাত্রা ; সং, ক্লীং, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রী-কৃষ্ণের মহাস্নানরূপ উৎসব।

স্নানীয় (স্নান+ঈয়(ণীয়)—প্রং) বিং, ত্রিং, স্নানোপযুক্ত, স্নানযোগ্য। স্নানসাধন (স্নানার্থ জল, গন্ধচূর্ণাদি, তৈলহরিদ্রাদি)। শিং—১

"স্নানীয়ং তে প্রবক্ষ্যামি স্নানং কুরু ত্রিলোচনে।"

স্নাপক (স্না-ণিচ্=স্নাপি স্নান করান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, যে স্নান করায়।

স্নায়ী (স্নায়িন্, স্নাত দেখ, ইন্ (ণিন্) -ক, য—আগম) বিং, ত্রিং, স্নানকর্ত্তা, যে স্নান করে।

স্নায়ু (Nerve) স্নাত দেখ, উণ-ক, য—আগম) সং, স্ত্রীং, দেহবর্ত্তী সূত্রবৎ সূক্ষ্মশিরাবিশেষ, ইহা থাকাতেই পেশী সকল সঙ্কুচিত হয়; ইহা শরীরের সঞ্চালনক্রিয়াসাধন ও অনুভূতিসাধন।

স্নাব; সং, পুং, মাংসপেশী।

স্নিগ্ধ (স্নিহ্ স্নিগ্ধ হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, চিক্কণ। কোমল। মধুর। স্নেহের পাত্র। নিবিড়। সুশ্রাব্য। শীতলকারক। মসৃণ। স্নেহযুক্ত। বন্ধু। সং, পুং, বয়স্য, সখা; রক্তৈরণ্ড। সরলবৃক্ষ। ক্লীং, তেজঃ। মধূল্য, মোম। ভক্তমণ্ড। বেধ। গ্ধা—স্ত্রীং, মজ্জা।

স্নিগ্ধতণ্ডুল; সং, পুং, ষষ্টিধান্য।

স্নিগ্ধতা (স্নিগ্ধ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, চিক্কণতা। স্নেহ। প্রিয়তা।

স্নিগ্ধদারু; সং, পুং, সরলবৃক্ষ। দেবদারু।

স্নিগ্ধপত্রক; সং, পুং, গজরতৃণ। ঘৃতকরঞ্জ, গুচ্ছকরঞ্জ।

স্নিগ্ধপত্রা; সং, পুং—স্ত্রীং, বদরী। পালক্য কাশ্মরী।

স্নিগ্ধফলা; সং, স্ত্রীং, নাকুলী।

স্নু (স্নু [ইহা হইতে বরফ বা জল] ক্ষরিত হওয়া+উ—প্রং) সং, পুং, সানু, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি। স্ত্রীং, স্নায়ু। শিং—১ "ত্রিষ্টুপ্ মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুপ্ জগত্যস্নু: প্রজাপতেঃ।" (স্নুতঃ=স্নায়ুতঃ)

স্নুক্ (স্নুহ্, স্নুহ্ বমন করা+০ (ক্বিপ্)—ক। বমির ঔষধের ন্যায় ইহার দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে) সং, স্ত্রীং, স্নুহীবৃক্ষ।

স্নুত (স্নু ক্ষরিত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, গলিত, পতিত, ক্ষরিত।

স্নুষা (পূর্ব্বে দেখ, সক্—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, পুত্রবধূ। স্নুহীবৃক্ষ।

স্নুহি—হী (স্নুহ্ বমন করা ইত্যাদি+ই—ক) সং, স্ত্রীং, সিজগাছ, মনসাগাছ।

স্নেহ (স্নিহ্ স্নিগ্ধ হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, প্রেম, দয়া, বাৎসল্য। তৈলাদি দ্রববস্তু। প্রিয়বস্তু। চিক্কণতা। ন্যায়ে—গুণবিশেষ। শিং, স্নেহো জলেঽণৌ নিত্যোঽন্যমনিত্যোঽবয়বিস্তুদৌ। তৈলান্তরে তৎ প্রকর্ষণাদ্দহনস্যানুকূলতা॥ (ভাষাপরিচ্ছেদ)

স্নেহন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, তৈলাদি ম্রক্ষণ। স্নেহকরণ।

স্নেহপ্রিয় (স্নেহ তৈল—প্রিয়) সং, পুং, প্রদীপ।

স্নেহভূ (স্নেহ তৈলাদিদ্রববস্তু—ভূ জাত) সং, পুং, শ্লেষ্মা, কফ। বিং, ত্রিং, স্নিগ্ধভূমি।

স্নেহরঙ্গ (স্নেহ তৈল—রঙ্গ রাং) সং, পুং, শস্যবিশেষ, তিল।

স্নেহবস্তি; সং, স্ত্রীং, তৈলপিষ্টকারী।

স্নেহবান্ (স্নেহবৎ, স্নেহ+বতু—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্নেহযুক্ত। বতী—স্ত্রীং, মেদান।

স্নেহবীজ; সং, পুং, পিয়ালবৃক্ষ। বিং, ত্রিং, স্নেহকারণ।

স্নেহাশ (স্নেহ তৈল—অশ্ যে [খায়] ধ্বংস করে) সং, পুং, প্রদীপ।

স্নেহিত (স্নেহ+ইত—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্নেহযুক্ত। সং, পুং, বয়স্য, বন্ধু।

স্নেহী (স্নেহিন্, স্নেহ+ইন্+অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রেমী। স্নেহযুক্ত। তৈলাদিযুক্ত। সং, পুং, বয়স্য, বন্ধু। চিত্রকর।

স্নেহু (স্নিহ্ স্নিগ্ধ হওয়া+উ—প্রং) সং, পুং, রোগবিশেষ। চন্দ্র।

স্নৈগ্ধ্য (স্নিগ্ধ+য—ভাবে) সং, ক্লীং, স্নিগ্ধতা।

স্নৈহিক (স্নেহ+ষ্ণিক—প্রং) বিং, ত্রিং, স্নেহদ্রব্যবিশিষ্ট, তৈলাদিবৎ।

স্পন্দ—পুং, } স্পন্দ্ ঈষৎ কম্পিত
স্পন্দন—ক্লীং, } হওয়া—অ (অল্) অন
(অনট্)—ভাবে) সং, স্ফুরণ, ঈষৎ কম্পন, নড়াচড়া; যথা—চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।" চলন।

স্পন্দনপ্রবাহ (Locomotive Stream) যে শক্তি দ্বারা রক্ত হৃৎপিণ্ড এবং হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চালিত হয়।

স্পন্দিত (স্পন্দ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, কম্পিত, স্ফুরিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, স্পন্দন, কম্পন।

স্পরিশ; সং, পুং, স্পর্শ, ছোঁয়া।

স্পর্দ্ধা } (স্পর্দ্ধ পরকে পরাভব করিতে
স্পর্দ্ধনা } ইচ্ছা করা+অ, অন—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, প্রতিযোগিতা, অন্য ব্যক্তিকে পরাভব করিবার ইচ্ছা, মাৎসর্য্য প্রকাশ। সাদৃশ্য। ক্রমশঃ উন্নতি। সঙ্ঘর্ষ। সদৃশীকরণ। ভিড়।

স্পর্দ্ধী (স্পর্দ্ধিন্, স্পর্দ্ধা+ইন্—অস্ত্যর্থে, অথবা স্পর্দ্ধ স্পর্দ্ধা করা+ইন্ (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, স্পর্দ্ধাযুক্ত। সদৃশ।

স্পর্শ (স্পৃশ্ স্পর্শ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, স্পর্শন, ছোঁয়া। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। (স্পর্শ+) দান। স্পৃশ্+অন—ক) বর্গীয় পঞ্চবিংশতি বর্ণ। শিং—১ "স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।" যোগ। বায়ু। পদার্থ। প্রণিধি। বিং, ত্রিং, স্পর্শকারী। র্শা—স্ত্রীং, কুলটা।

স্পর্শক (পূর্ব্বে দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, স্পর্শকারী, যে ছোঁয়।

স্পর্শজ্যা (Tangent) বৃত্তে সংলগ্ন যে সকল রেখা বৃদ্ধি পাইলেও বৃত্তকে ছেদ না করে।

স্পর্শতন্মাত্র; সং, ক্লীং, বায়ুর উপাদানকরণ স্পর্শমাত্র গুণ বা সূক্ষ্মভূতবিশেষ।

স্পর্শন (স্পর্শ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্পর্শ, ছোঁয়া। বিতরণ, দান। গ্রহণ। পুং, বায়ু।

স্পর্শমণি (স্পর্শ—মণি পাথর, স্পর্শমাত্র সুবর্ণজনক মণি, তৎ—ষ) সং, পুং, পরশ পাথর।

স্পর্শলজ্জা; সং, স্ত্রীং, লজ্জালুবৃক্ষ।

স্পর্শবান্ (—বৎ, স্পর্শ+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, সুখস্পর্শ, কোমল। স্পর্শবিশিষ্ট।

স্পর্শশুদ্ধ; সং, স্ত্রীং, শতমূলী।

স্পর্শস্যন্দ; সং, পুং, ভেক।

স্পর্শাজ্ঞতা; সং, স্ত্রীং, বাতরোগবিশেষ।

স্পর্শানন্দা (স্পর্শ—আনন্দ হর্ষণ) সং, স্ত্রীং, অপ্সরা, স্বর্ব্বেশ্যা।

স্পর্শী (স্পর্শিন্, স্পৃশ্ স্পর্শ করা+ণিন্—ক) বিং, ত্রিং, স্পর্শকারী। স্পর্শ+ইন্—অস্ত্যর্থে) স্পর্শযুক্ত।

স্পশ (স্পশ্ পীড়নকরা ইত্যাদি+অ(অন্)—ক) সং, পুং, চর, গূঢ়পুরুষ, গোয়েন্দা। (+অন্—ভাবে) যুদ্ধ। ভয়ানক জন্তু বারণাদির সহিত যুদ্ধকরণ।

স্পষ্ট (স্পশ্ পরিষ্কার করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, স্ফুট, ব্যক্ত, প্রকাশিত।

স্পষ্টীকৃত (স্পষ্ট—কৃত করা হইয়াছে,মধ্যে ই(চ্বি)—আগম) বিং, ত্রিং, ব্যক্তীকৃত। যাহা বিশদ করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাত।

স্পৃশ্, স্পৃশা (স্পর্শ দেখ, ০(ক্বিপ্)—ভাবে—আপ্) সং, স্ত্রী, স্পর্শ। (+ক্বিপ্—ক) বিং, ত্রিং, স্পর্শকারী।

স্পৃশা (স্পৃশ্ স্পর্শ করা+অ—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, ওষধিবিশেষ, কাকোলী।

স্পৃশী (স্পর্শ দেখ, অ—প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, কণ্টকারী বৃক্ষ।

স্পৃশ্য (স্পর্শ দেখ, য (ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, স্পর্শযোগ্য, স্পর্শনীয়।

স্পৃষ্ট (স্পর্শ দেখ, ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে, ছোঁয়া। ব্যাপ্ত। (+ক্ত—ভা) সং, স্ত্রীং স্পর্শ।

স্পৃষ্টক (স্পৃশ্ +ত(ক্ত)—ভা, কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, আলিঙ্গন-বিশেষ। শিং—১ "যদ্ যোষিতঃ সম্মুখমাগতায়াঃ অন্যাপদে-

শাং ব্রজতো নরস্য, গাত্রেণ গাত্রং ঘটতে তদেতদালিঙ্গনং স্পৃষ্টকমাহুরার্য্যাঃ।"

স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি—স্ত্রীং } (স্পৃষ্ট=ছিন্ন,অ=
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি—অং } আ)পরস্পর স্পর্শন, ছোঁয়াছুঁয়ি। শিং—২ "তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগর গ্রাম-দাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি র্ন দুষ্যতি।"

স্পৃষ্টি (স্পর্শ দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, স্পর্শন, ছোঁয়া।

স্পৃহণীয় (স্পৃহ-ণিচ=স্পৃহি বাঞ্ছা করা +অনীয়—র্ম) বিং, ত্রিং, বাঞ্ছনীয়, অভি-লষণীয়। লোভনীয়। আশ্চর্য্য। শ্লাঘ্য। "অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ।"

স্পৃহয়ালু (পূর্ব্বে দেখ, আলু=ক, শীলা-দ্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্পৃহাবিশিষ্ট, লোভী।

স্পৃহা (স্পৃহ-ণিচ=স্পৃহি+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, বাঞ্ছা, ইচ্ছা। গ্রহণেচ্ছা। লোভ। গণনা।

স্পৃহ্য; সং, পুং, মাতুলুঙ্গক।

স্ফট (স্ফুট স্ফীত করা+অন্—ক। উ—অ) সং, পুং, টা—স্ত্রীং, সর্পের ফণা।

স্ফটি-টী (স্ফট্ বিদীর্ণ করা+ই—ক) সং, স্ত্রীং, ফট্‌কিরি।

স্ফটিক } (স্ফুট্ ভেদ করা+ইক—প্রং,
স্ফটীক } অথবা স্ফটি+কণ্—প্রং) সং, পুং, অতিস্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, সূর্য্যকান্তমণি, ফটিক। শিং—১ "হিমা-লয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবী-তটে তথা স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সম-প্রভম্। হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ। সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরং। সূর্য্যাংশুস্পর্শ-মাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ। সূর্য্য-কান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ। পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ। চন্দ্র-কান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে।"

স্ফটিকময় (স্ফটিক+ময়—বিকারার্থে বিং, ত্রিং, স্ফটিকমণিনির্ম্মিত।

স্ফটিকাচল (স্ফটিক শাদাপাথর—অচল পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—স) সং, পুং, কৈলাসপর্ব্বত।

স্ফটিকাদ্রিভিদ্ (স্ফটিকাদ্রি কৈলাসপর্ব্বত —ভিদ্ যে ভেদ করে) লজ্জিত হয়। প্রবন্ধ হেতু যে লজ্জিত হয়) সং, পুং, কর্পূর।

স্ফটিকাভ্র (স্ফটিক-অভ্র) সং,পুং, কর্পূর।

স্ফটিকারি; সং, পুং, ফট্‌কিরি।

স্ফুরণ (স্ফুর চঞ্চল হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্ফুর, কম্পন।

স্ফাটক; সং ক্লীং, স্ফটিক। পুং, জলবিন্দু।

স্ফাটিক } (স্ফটিক+অ)ষ্ণ—স্বার্থে) সং,
স্ফাটীক } ক্লীং, স্ফটিকমণি বিং, ত্রিং, স্ফটিকনির্ম্মিত।

স্ফাটিকোপল (স্ফটিক—উপল প্রস্তর) সং, পুং, স্ফটিকমণি।

স্ফাত (স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+ত(ক্ত)=ক) বিং, বিং, বৃদ্ধিযুক্ত, স্ফীত।

স্ফাতি (পূর্ব্বে দেখ, ক্তি—ভা) সং, স্ত্রীং, বৃদ্ধি, উন্নতি।

স্ফার (স্ফর স্ফূর্ত্তি পাওয়া+অ(ঘঞ্)—ক, কিংবা স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+র—ক, নিপা-তন) বিং, ত্রিং, প্রচুর। বহুল। বৃদ্ধি-যুক্ত। বৃহৎ। বিস্তৃত। উচ্চরূপে শব্দিত। (—ভাবে) বিকাশ।

স্ফারণ (স্ফর-ণিচ—স্ফারি চঞ্চল হওয়ান, স্ফূর্ত্তি পাওয়ান+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, স্ফুরণ, স্ফূর্ত্তি। বিকাশ। কম্পন। জ্যাস্ফালন।

স্ফাল (স্ফল্ স্ফূর্ত্তি পাওয়া, চলিত হওয়া+অ(ঘঞ্)—ভাবে) সং,পুং, স্ফুরণ, স্ফূর্ত্তি। আস্ফালন।

স্ফিক্ (স্ফিচ্, স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+ডিচ্—ক) সং, স্ত্রীং, দ্বিং, নিতম্বদ্বয়, পাছা।

স্ফির (স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+ইর(কির)—ক, নিপাতন) বিং, ত্রিং, প্রচুর, বহু, অনেক। প্রবৃদ্ধ।

স্ফীত (স্ফায় বৃদ্ধি পাওয়া+ক্ত—ক) বিং,

ত্রিং, প্রবৃদ্ধ। বর্দ্ধিত। শিং—১ "স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র।" স্থূল। ফাঁপা। অধিক, অনেক। পদোন্নতিপ্রাপ্ত, কৃতকার্য্য। হৃষ্ট। পৈতৃক রোগে আক্রান্ত।

স্ফীতি (স্ফায়্ :বৃদ্ধি পাওয়া+ক্তি—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রবৃদ্ধি। ফুলিয়া উঠা।

স্ফুট (স্ফুট্ বিকসিত হওয়া, ব্যক্ত হওয়া, ভেদকরা+অ(ক)—ক) বিং, ত্রিং, বিকসিত। প্রফুল্ল। স্পষ্ট। ব্যক্ত। দীপ্ত। প্রদীপ্ত। নির্ম্মল। বিদীর্ণ। ফুটা। বিশদ। নিশ্চিত। শুভ্র। জ্ঞাত। বিস্তৃত। সং, স্ত্রীং, সর্পের ফণা।

স্ফুটন (পূর্ব্বে দেখ, অন(অনট্)—ভা) সং, স্ত্রীং, বিকশন। ব্যক্তহওন। বিদলিত হওয়া।

স্ফুটবন্ধনী ; সং, স্ত্রীং, পারাবতপদী। নক্ষট্কী।

স্ফুটি—টী (পূর্ব্বে দেখ, ই—ক) সং, স্ত্রীং, ফুটিফল। পাদস্ফোট রোগ।

স্ফুটিত (স্ফুট দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, বিকসিত। ছিদ্রিত, ফুটো। বিদীর্ণ। ব্যক্তীকৃত। স্পষ্টীকৃত। বিস্তারিত।

স্ফুৎকর ; সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

স্ফুৎকার (স্ফুৎ অনুকরণ শব্দ—কার [কৃ করা+অ(ঘঞ্)—ক] করণ) সং, পুং, ফুৎকার, ফুঁ দেওয়া।

স্ফুর (স্ফুর চঞ্চল হওয়া ইত্যাদি+অ (ক—ক) সং, পুং, ফলক, ঢাল। স্ফুরণ। বৃদ্ধি পাওয়া, ফুলা।

স্ফুরণ—স্ত্রীং, **স্ফুরণা**—স্ত্রীং, (স্ফুর স্ফূর্ত্তি পাওয়া, চঞ্চল হওয়া+অন(অনট্)—ভা) সং, স্ত্রীং, স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন। দীপ্যমান।

স্ফুরন্ (স্ফুরৎ, পূর্ব্বে দেখ, অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট। কম্পমান। দীপ্যমান।

স্ফুরিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—ভা) সং, স্ত্রীং, কম্পন, উদ্রেক। দীপ্তি। পলক। প্রতিবিম্ব। (+ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, কম্পিত। দীপ্ত, উজ্জ্বল। প্রতিবিম্বিত।

স্ফুর্জথু—পুং, **স্ফুর্জথু**—পুং, **স্ফুর্র্জ্জা, স্ফূর্র্জ্জা**—স্ত্রীং (স্ফূর্জ্ বজ্র শব্দ করা + অথু—ভা, অ, আপ্) সং, পুং, বজ্রধ্বনি, বজ্রনির্ঘোষ।

স্ফুল (স্ফুল্ চলিত হওয়া, স্ফূর্ত্তি পাওয়া (অন্)+অ—ক) সং, স্ত্রীং, বস্ত্রবেশ্ম, তাঁবু।

স্ফুলিঙ্গ (স্ফু অনুকরণ শব্দার্থ স্ফুৎ শব্দজ—লিন্গ গমন করা+অ(অন্)—ক) সং, পুং, অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্কী।

স্ফুলিঙ্গিনী (স্ফুলিঙ্গ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ।

স্ফূর্ত্তি (স্ফুরণ দেখ, তি(ক্তি)—ভাবে, উ=ঊ) সং,স্ত্রীং, কম্প, স্পন্দ। হর্ষ। প্রতিভা। বিকাশ।

স্ফূর্ত্তিমান্ (স্ফূর্ত্তিমৎ, স্ফূর্ত্তি+মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) সং, স্ত্রীং, প্রতিভাযুক্ত। বিকাশযুক্ত। স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট। বিং, ত্রিং, পাশুপতাখ্য (শৈববিশেষ)। শিং—১ "পাকাৰ্থিকঃ পাশুপতশ্চিদ্রূপঃ স্ফূর্ত্তিমান্ মতঃ।"

স্ফেষ্ঠ, **স্ফেয়ান্** (স্ফেয়স্, স্ফির অনেক+ইষ্ঠ, ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অত্যধিক, অতিশয়।

স্ফোট (স্ফুট দেখ, অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, ব্যাকরণে—পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের অনুভব সহিত চরমবর্ণ ব্যঙ্গ্য-অখণ্ড শব্দবিশেষ। ফোঁড়া। আব্। টা—স্ত্রীং, সর্পফণা।

স্ফোটক (স্ফুট দেখ, অক(ণক)—ক) সং, পুং, ফোঁড়া। আব্।

স্ফোটন (স্ফুট-ণিচ্=স্ফোটি+অন(অনট্)—ভা) সং,স্ত্রীং, বিদারণ। ভঙ্গ। বিকাশন। প্রকাশন। নী—স্ত্রীং, (+অনট্—ণ) বেধনী, ছিদ্রকারক যন্ত্র তুরপুন প্রভৃতি।

স্ফোটবীজক ; সং, পুং, ভল্লাতক।

স্ফোটায়ন ; সং, পুং, বৈয়াকরণ মুনিবিশেষ।

স্ফ্য; সং, পুং, খড়্গাকার, খাদির যজ্ঞকাষ্ঠ।

স্ম (স্মি ঈষৎ হাস্য করা+অ(ড)—ক) অং, ক্রিয়াপদযোগে—অতীত কালবাচক; যথা—"হন্তি স্ম রাবণং রামঃ।" পাদপূরণার্থক।

স্ময় (স্মি ঈষৎ হাস্য করা+অ(অল্)—ভাবে) সং, পুং, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। গর্ব্ব, অহঙ্কার।

স্মর (স্মৃ স্মরণ করা+অ(অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, কামদেব। (+অল্—ভাবে) স্মরণ। (+অন—ক) বেদব্যাখ্যাতা। বিং, ত্রিং, স্মরণকর্ত্তা।

স্মরকূপক-পুং-স্ত্রীং, **স্মরগৃহ**—ক্লী (স্মর কামদেব—কূপ কূয়া+কণ্—তুল্যার্থে। স্মর কামদেব—গৃহ) সং, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন।

স্মরগুরু (স্মরণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, সং, পুং, বিষ্ণু, কন্দর্পের পিতা, হরকোপানলে ভস্ম হইবার পর কন্দর্প কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ননামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্মরচক্র; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ।

স্মরণ (স্মৃ স্মরণ করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ধ্যান, চিন্তা। স্মৃতি, মনে করা, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান।

স্মরণীয় (স্মরণ দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্মরণের যোগ্য, স্মর্ত্তব্য।

স্মরদশা (স্মর কামদেব—দশা অবস্থা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মদনাবস্থা, কামদশা; নয়নপ্রীতি, চিন্তাসঙ্গ, সঙ্কল্প, অনিদ্রা, ক্ষীণতা, বিষয়নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃত্যু। শিং—১ "নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ।"২ দৃঙ্মনঃসঙ্গ-সঙ্কল্পা জাগরঃ কৃশতা রতিঃ, হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ।" ৩ অঙ্গেষসৌষ্ঠবং তাপঃ পাণ্ডুতাকৃশতা রুচিঃ। অধৃতিঃ স্যাদনালম্বস্তন্ময়োন্মাদমূর্চ্ছনাঃ। মৃতি শ্চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া দশ স্মরদশা ইহ।"

স্মরধ্বজ (স্মর কামদেব—ধ্বজ চিহ্ন) সং, পুং, বাদ্য। চিহ্ন, মেঢ্র, উপস্থ। কামদেবের লাঞ্ছনমৎস্য। জা—স্ত্রীং, চন্দ্রিকাশোভিত নিশা। ক্লীং, স্ত্রীচিহ্ন।

স্মরপ্রিয়া (স্মর কামদেব—প্রিয়া পত্নী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, রতি, কামপত্নী।

স্মরলেখনী (স্মর কামদেব—লেখনী কলম, লিখন) সং, স্ত্রীং, শারিকাপক্ষিণী, শালিক বা ময়না পাখী।

স্মরবল্লভ (স্মর কামদেব—বল্লভ প্রিয়) সং, পুং, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্নের পুত্র।

স্মরবীথিকা (স্মর কামদেব—বীথি দোকান+কণ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, বারাঙ্গনা, বেশ্যা।

স্মরসখ (স্মর কামদেব সখী বন্ধু, ৬ষ্ঠী—ষ+ষ) সং, পুং, চন্দ্র। মদনবন্ধু, বসন্ত।

স্মরস্তম্ভ; সং, পুং, উপস্থ, মেঢ্র।

স্মরস্মর্য্য (স্মর কামদেব—স্মর্য্য স্মরণীয়) সং, পুং, গর্দ্দভ, গাধা।

স্মরহর, **স্মরারি** (স্মর কামদেব—হর যে নাশ করে, ২য়া—ষ। স্মর—অরি শত্রু, ৬ষ্ঠী—ষ, অসুরগণের ভয়ে ভীত দেবগণের উত্তেজনায় যে সময় কামদেব মহাযোগরত মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া হরশরীরে সম্মোহন বাণ হানেন, তখন তাহাতে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া ললাট হইতে প্রলয়াগ্নি তুল্য জ্ঞানজ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করে) সং, পুং, শিব।

স্মরাঙ্কুশ (স্মর কামদেব—অঙ্কুশ ডাঙ্গশ) সং, পুং, নখর, নখ। নায়ক, লম্পট।

স্মরাসব (স্মর কামদেব—আসব মদ্য) সং, পুং, লালা, থুথু।

স্মর্ত্তব্য (স্মৃ, স্মরণ করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্মৃতিযোগ্য, স্মরণীয়।

স্মারক (স্মৃ-ণিচ্ স্মারি স্মরণ করান+অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, স্মৃতিজনক। স্মরণ-কারী। উদ্বোধক।

স্মারিত (স্মৃ-ণিচ্-স্মারি স্মরণ করান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।

স্মার্ত্ত (স্মৃতি+অ(ঞ্চ)—জ্ঞানার্থে ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, স্মৃতিসম্বন্ধীয়। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত। শিং—১"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।" স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।

স্মিত (স্মি ঈষৎ হাস্য করা+ত(ক্ত)—ভা) সং, ক্লীং, ঈষৎ হাস্য। শিং—১ "মুখং বিকসিতস্মিতম্।" (ক্ত—ক) বিং, ত্রিং, হসিত। বিস্মিত। বিকসিত। শিং—১ "ঈষৎপ্রফুল্লিতৈর্গণ্ডৈঃ কটাক্ষৈঃ সৌষ্ঠবান্বিতৈঃ। অদৃষ্টদন্তকুসুমৈরুত্তমানাং স্মিতং ভবেৎ।"

স্মৃত (স্মৃ স্মরণ করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, স্মরণের বিষয়, যাহার স্মরণ হইয়াছে।

স্মৃতি (স্মৃ তি(ক্তি)—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্মরণ, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান। (—ক্তি—র্ম্ম) মন্বাদি মুনিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসংহিতা। শিং—"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে।" ইচ্ছা। জ্ঞান। বুদ্ধি।

স্মৃতিমান্ (স্মৃতিমৎ, স্মৃতি স্মরণ+মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্মরণযুক্ত, স্মরণ-কারী। তীক্ষ্ণস্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন।

স্মৃতিবিরুদ্ধ; বিং, ত্রিং, ধর্ম্মশাস্ত্রবিপরীত।

স্মৃতিহেতু; সং, পুং, স্মরণকারণ।

স্মের (স্মি ঈষৎ হাস্য করা+র—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, ঈষৎহাস্যযুক্ত। শিং—১ "মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি।" বিকসিত। স্পষ্ট, স্ফুট। পুং, প্রকাশ। শিং—"সেব্যা নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণামুত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্॥"

স্মেরবিষ্কির (স্মের ঈষৎহসন—বিষ্কির পক্ষী) সং, পুং, শিখী, ময়ূর।

স্যদ (স্যন্দ্ গমন করা ইত্যাদি+অ(ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, বেগ, শীঘ্রতা।

স্যন্দ (পূর্ব্বে দেখ, অ(অন্)—ভাবে) সং, পুং, ক্ষরণ। গমন। রথ। বেগ।

স্যন্দন (স্যন্দ দেখ, অন—ক, অনট,—ণ) সং, পুং,—ক্লীং, চক্রযুক্ত যুদ্ধপ্রয়োজন যান, রথ। পুং, বায়ু। বৃক্ষবিশেষ। গতকল্পের জিন। তিনিশবৃক্ষ। ক্লীং, ক্ষরণ। গতি। জল। বিং, ত্রিং, গতিশীল, বেগবান্। (+অনট্—ভাবে) গমন। বেগ।

স্যন্দনদ্রুম; সং, পুং, তিনিশবৃক্ষ।

স্যন্দনারোহ (স্যন্দন রথ—আরোহ [আ—রুহ+অ(অন্)—ক] যে আরোহণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, রথী, রথস্থ যোদ্ধা।

স্যন্দনি; সং, পুং, তিনিশবৃক্ষ।

স্যন্দনি } (স্যন্দ ক্ষরিতহওয়া+অনি,
স্যন্দনী } ইন্—প্রং, ঈপ্) সং, পুং, লালা, মুখজাত জল। গাভী, যে যমজ বৎস প্রসব করে।

স্যন্দী (স্যন্দিন্, স্যন্দ্ ক্ষরিত হওয়া গমন করা+ইন্(ণিন্)—ক, শীলার্থে) বিং, ত্রিং, ক্ষরণশীল। গমনশীল।

স্যন্ন (স্যদ দেখ, ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরিত। পতিত। গত।

স্যন্নবীণ (স্যন্ন—বীণা) বিং, ত্রিং, স্তুত।

স্যমন্তক (স্যম্+অন্ত—র্ম্ম, কণ) সং, পুং, কৃষ্ণের হস্তস্থিত ভূষণ মণিরত্ন। শিং—১ "মণিঃ স্যমন্তকো হস্তে ভুজমধ্যে তু কৌস্তুভঃ।" বৃক্ষবিশেষ।

স্যমীক (স্যম্ ধ্বনি করা+ঈক—প্রং) সং, পুং, বল্মীক, উয়ের ঢিপি। সময়। মেঘ। কা—স্ত্রী নীলীবৃক্ষ।

স্যূত (সিব্ সেলাই করা+ত(ক্ত)—র্ম্ম) সং, পুং, সূত্রনির্ম্মিতপাত্র, গোণী, থলিয়া,

কারী। বিং, ত্রিং, বোনা। প্রোত। সেলাইকরা, ৱিপুকরা। সূতা-বসান। গ্রথিত।

স্যূতসন্ধি (Suture) যাহাদের সন্ধিস্থল সেলাই করা; মস্তকের অস্থিগুলি এরূপে সম্বদ্ধ যে দেখিলে বোধ হয়, যেন সেগুলি সেলাই করা হইয়াছে, এজন্য তাহাদের সংযোগ স্থলকে স্যূতসন্ধি কহে।

স্যূতি (স্যূত দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, তন্তুসন্তান, বোনা। সেলাই করা। বংশ, সন্ততি। থলিয়া।

স্যূন (স্যূত দেখ, নক্—ক, সিব্=স্যূ) সং, পুং, কিরণ। সূর্য্য থলিয়া, ধুকড়ী।

স্যূম (স্যূত দেখ, ম—প্রং, সিব্=স্যূ) সং, পুং,—ক্লীং, রশ্মি, কিরণ। ক্লীং, জল।

স্যোন (স্যূত দেখ, ন—র্ম, সিব্=স্যো) সং, পুং, সূর্য্য। কিরণ। স্যূত। মোটা থলিয়া, চট। ধুকড়ী। ক্লীং, আনন্দ।

স্রংসন—ক্লীং
স্রংসনা—স্ত্রীং } (স্রন্স পতিত হওয়া +অন (অনট্)—ভাবে) সং, অধঃপতন, স্খলন। বিশ্লেষ। বিচ্যুতি।

স্রংসিনীফল (স্রংসিনী দোলায়মান—ফল) সং, পুং, শিরীষবৃক্ষ।

স্রংসী (স্রংসিন্, স্রংসন দেখ, ইন (ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, অধঃপতনশীল। চ্যুতিশীল। স্খলিত, ভ্রষ্ট, পতিত। পুং, পীলুবৃক্ষ।

স্রক্—গ (স্রজ্, সৃজ্ সৃষ্টি করা+০(ক্বিপ্)—র্ম) সং, স্ত্রীং, মাল্য, মালা, হার।

স্রগ্ধর (স্রজ্—ধর যে ধরে) বিং, ত্রিং, মাল্যধারী। রা—স্ত্রীং, একবিংশত্যক্ষর-পাদচ্ছন্দোবিশেষ; যাহাতে প্রথম চারি, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১৪শ, ১৫শ, ১৭শ, ১৮শ, ২০শ ও ২১শ বর্ণ গুরু।

স্রগ্বান্, স্রগ্বী (স্রগ্বৎ, স্রগ্বিন্, স্রজ্ মালা+বৎ (বতু), বিন্-অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মাল্যধারী, হারযুক্ত। ৱিণী—স্ত্রীং, জগতী ছন্দোবিশেষ।

স্রজিষ্ঠ
স্রজীয়ান্ } (স্রক্+ইষ্ঠ, ঈয়স্—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মাল্যবিশিষ্ট।

স্রজ্জা (স্রজন্) সং, স্ত্রীং, প্রজাপতি। রজ্জু। তন্তুপট-সংঘাত।

স্রব—পুং
স্রবণ—ক্লীং, } (স্রু ক্ষরিত হওয়া+অ (অল্), অন (অনট্)—ভা) সং, ক্ষরণ। পতন, গলন। উৎস, ফোয়ারা।

স্রবদ্গর্ভা; সং, স্ত্রীং, দৈববলে পতিতগর্ভা গাভী।

স্রবদ্রঙ্গ (স্রব গমনশীল—দ্রঙ্গ নগর) সং, পুং, হাটবাজার।

স্রবন্ (স্রবৎ, স্রব দেখ, অৎ (শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরণশীল, গলৎ।

স্রবন্তী (স্রবৎ+ঈপ্—প্রং) সং, স্ত্রীং, নদী, নির্ঝরিণী। গুল্মস্থান। ওষধিভেদ।

স্রষ্টা (স্রষ্টৃ, সৃজ্ সৃষ্টি করা+(তৃন্)—ক) সং, পুং, বিধাতা, ব্রহ্মা। শিব। বিং, ত্রিং, সৃষ্টিকর্ত্তা।

স্রস্ত (স্রন্স্ পতিত হওয়া+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরিত, চ্যুত। বিগলিত, স্থানভ্রষ্ট। বিযুক্তীকৃত।

স্রস্তর, সং, পুং, আসন; যথা—"অথস্রস্তরে ত্রাহমনশ্রস্ত আসীরন্।"

স্রাক্ (স্রে পাক করা বা পককরা+০ (ক্বিপ্)—প্রং, কিম্বা স্রা পরিপক্বতা—অক্ পাওয়া+০ (ক্বিপ্)—প্রং) অং, দ্রুত, শীঘ্র।

স্রাব (স্রব দেখ, অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্ষরণ, পতন। ভ্রংশ।—বণী—স্ত্রীং, ঋদ্ধিবৃক্ষ।

স্রাবক (স্রব দেখ, অক (ণক)—ক) বিং, ত্রিং, ক্ষরণশীল। সং, ক্লীং, মরিচ।

স্রুক্
স্রুচা } (স্রুচ, স্রু [ঘৃত] ক্ষরিত হওয়া+০ (ক্বিপ্—ণ, চ—আগম) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতপ্রক্ষেপণার্থ খদিরাদি কাষ্ঠরচিত পাত্রবিশেষ।

স্রুগ্দারু; সং, ক্লীং, ব্যাঘ্রপাদবৃক্ষ।

স্রুত (স্রব দেখ, ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং,

ক্ষরিত, গালিত, পতিত। তা—স্ত্রীং, ওষধি বিশেষ, হিঙ্গুপত্রী।

স্রুতি (স্রব দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, ক্ষরণ, নিস্যন্দ, গলন। পতন।

স্রুব—পুং }(স্রুক্ দেখ, অ (ক)—ণ)
স্রুবা—স্ত্রীং } সং, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণার্থ কাষ্ঠরচিত পাত্রবিশেষ, স্রুক্। বা—স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ, বিকঙ্কত বৃক্ষ। শল্লকীবৃক্ষ। মূর্ব্বালতা।

স্রুক্ (স্রব দেখ, ০ (ক্বিপ্)—ক) সং, স্ত্রীং, যজ্ঞপাত্রবিশেষ, স্রুব।

স্রোত } (স্রোতস্, স্রু গমন করা+ক্ত,
স্রোতঃ } অস্+ক, ৎ—আগম) সং, ক্লীং, জলপ্রবাহ। (+ত—পা, ধি) ইন্দ্রিয়। (+ত, অস্—ভাবে) সপ্তবিধ গজ-মদ-ক্ষরণ।

স্রোতস্য (স্রোতস্+য—প্রং) সং, পুং, শিব। চৌর।

স্রোতস্বতী } (স্রোতস্+বৎ (বতু),
স্রোতস্বিনী } বিন্—অস্ত্যার্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নদী। বিং, ত্রিং, স্রোতযুক্ত।

স্রোতস্বান্ } (স্রোতস্বৎ, স্রোতস্বিন্,
স্রোতস্বী } স্রোতস্+বৎ (বতু), বিন্—অস্ত্যার্থে) বিং, ত্রিং, স্রোতবিশিষ্ট।

স্রোতোঞ্জন ; সং, ক্লীং, যমুনাস্রোতে সৌবীরদেশে উৎপন্ন অঞ্জন।

স্রোতোবহ—পুং } স্রোতস্—বহ বহন
স্রোতোবহা—স্ত্রীং,} করা+অ (অন্), (ক্বিপ্)—ক) সং, নদী।

স্ব (স্বন্ শব্দ করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, (সর্ব্বনাম) আত্মা, স্বয়ং। (কচিৎ ক্লীং) জীবাত্মা। (সর্ব্বনাম নহে) জ্ঞাতি) পুং, ক্লীং, ধন। (সর্ব্বনাম) বিং, ত্রিং, স্বকীয়।

স্বক } (স্ব আপন+ঈয় (ণীয়)—ইদ-
স্বকীয় } মর্থে, অক—আগম স্ব আপন +কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বীয়, নিজ।

স্বকম্পন (স্ব আপনি—কম্পন কাঁপন) সং, পুং, বায়ু, বাতাস।

স্বকুলক্ষয় (স্ব আপনি—কুল বংশ—ক্ষয় নাশ) সং, পুং, মৎস্য, মাচ। নিজবংশনাশ।

স্বগত (স্ব আত্মা—গত যে গিয়াছে, ২য়া —য) বিং, আত্মগত, আত্মনিষ্ঠ, মনোগত। সং, ক্লীং, নাট্যে—মনে মনে আলপনীয় ব্যক্তি ভিন্ন রঙ্গভূমিস্থ জনগণের শ্রবণযোগ্য বাক্য ; অভিনয়কালে কোনও নট সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে মনে যে আন্দোলন করে, তাহার নাম স্বগত। শিং,—১"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতম্ মতম্।"

স্বগুপ্তা ; সং, স্ত্রীং, শুকশিম্বী। লজ্জালু।

স্বগৃহ ; সং, পুং, কলিকার পক্ষী। পুং—ক্লীং, নিজালয়।

স্বঙ্গ (সুন্দর—অঙ্গ অবয়ব) বিং, ত্রিং, সুরূপ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট।

স্বচ্ছ (সু অতিশয়—অচ্ছ নির্ম্মল) বিং, ত্রিং, নির্ম্মল, কালুষ্যরহিত। প্রতিবিম্ব-ধারণক্ষম (কাচ প্রভৃতি)। শুভ্র, শুক্ল। সুস্থ, নীরোগ। পুং, স্ফটিক। চ্ছা—স্ত্রীং, শ্বেতদূর্ব্বা।

স্বচ্ছতা (স্বচ্ছ+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, নির্ম্মলতা। প্রতিবিম্বধারণক্ষমতা, যে গুণ দ্বারা কোন বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে।

স্বচ্ছন্দ (স্ব আপনি—ছন্দ অভিলাষ, ৬ষ্ঠী—হিং+৬ষ্ঠী—য) বিং, ত্রিং, স্বাধীন, স্বেচ্ছা-নুবর্ত্তী, অবাধিত। সুস্থ। অযত্নজাত। শিং —১"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।" সং, পুং, স্বেচ্ছা, স্বেচ্ছাচার।

স্বচ্ছপত্র (স্বচ্ছ—পত্র পাতা, স্তর) সং, ক্লীং, অভ্রকধাতু।

স্বচ্ছবালুক ; সং, ক্লীং, বিমলোপরস।

স্বজ (স্ব আপনি—জ [জন্ জন্মান+(ড)—ক] যে জন্মে, ৭মী—য) বিং, ত্রিং, আত্মোৎপন্ন। শরীরজাত। সং, ক্লীং, রক্ত, শোণিত। পুং, পুত্র। ঘর্ম্ম। জা—স্ত্রীং, কন্যা।

স্বজন (স্ব আপনি—জন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব।
স্বজাতি; সং, স্ত্রীং, নিজশ্রেণী।
স্বতঃ (স্বতস্, স্ব আপনি+ [পঞ্চমীস্থানে] তস্—প্রং) অং, নিজ হইতে, আপনা হইতে, স্বয়ং।
স্বতঃপ্রবৃত্ত; বিং, ত্রিং, যাহা কোন প্রমাণানুসারে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত।
স্বতঃসিদ্ধ; বিং, ত্রিং, যাহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতে সিদ্ধ হয়।
স্বতন্ত্র (স্ব আপনি—তন্ত্র অভিলাষ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, স্বাধীন, আত্মবশ।
স্বতা (স্ব+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, স্বকীয়ত্ব। শিং—১"কামঃ স্বতাং পশ্যতি।"
স্বত্ব (স্ব আপনি+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, অধিকার, ধনাদিতে প্রভুত্ব, দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদিতে বিনিযোজক ধর্ম্ম।
স্বত্বাস্পদীভূত; বিং,ত্রিং, স্বত্বস্থানীয়, অধিকৃত।
স্বদন (স্বদ্ আস্বাদন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আস্বাদন। লেহন। (সু—অদন ভক্ষণ) ভক্ষণ।
স্বদার (স্ব—দারা) সং, পুং, স্বস্ত্রী।
স্বধর্ম্ম; সং, পুং,—ক্লীং, বেদাদিবিহিত ধর্ম্ম; স্বজাতি উক্ত আচার।
স্বধা (স্বদ্ আস্বাদন করা+আ—র্ম্ম, দ—ধ) অং, দেবোদ্দেশে হবির্দান। পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান। (+আ—ণ) তদ্দানের মন্ত্র। পিতৃলোকের ভোজ্যবস্তু, পিণ্ডোদকাদি। (স্ব নিজ—ধা ধারণ করা+অ (ড)—ক, আপ্) স্ত্রীং, দেবীবিশেষ, অগ্নিপত্নী। মাতৃকাদেবীবিশেষ, পিতৃলোকের পত্নী। শিং—১ "নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ।"
স্বধাপ্রিয় (স্বধা পিতৃলোকের পিণ্ডাদি দানের মন্ত্র—প্রিয়) সং, পুং, অগ্নি। কৃষ্ণতিল।
স্বধাভুক্ (স্বধাভুজ, স্বধা—ভুজ্ [ভুজ্ ভোজন করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, পিতৃলোক। পূর্ব্বপুরুষ। দেবতা।
স্বধিতি—পুং, **স্বধিতী**—স্ত্রীং } (স্বদ্ ছেদন করা+তি(ক্তি)—ণ, দ=ধ) সং, পুং,—স্ত্রীং, পরশু, কুঠার।
স্বধিতিহেতিক (স্বধিতি পরশু—হেতিক অস্ত্রান্বিত) সং, পুং, পরশুধারী যোদ্ধা।
স্বন (স্বন্ শব্দ করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ধ্বনি, স্বর।
স্বনচক্র; সং, পুং, রতিবন্ধবিশেষ।
স্বনিত (পূর্ব্বে দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ধ্বনিত, শব্দিত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, বজ্রধ্বনি। মেঘধ্বনি। শব্দ।
স্বনিতাহ্বয়; সং, পুং, তণ্ডুলীয় শাক।
স্বনোৎসাহ; সং, পুং, গণ্ডক।
স্বন্ত (সু শোভন—অন্ত শেষ) বিং, ত্রিং, যাহার শেষ ভাল, শুভোদর্ক।
স্বপন—ক্লীং, **স্বপ্ন**—পুং, } (স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া+অনট্, নঙ্—ভাবে) সং, নিদ্রা। নিদ্রিত ব্যক্তির বিজ্ঞান, নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। শিং, স্বপ্নো নিদ্রামুপেতস্ত বিষয়ানুভবস্তু যঃ। (সাহিত্যদর্পণ)
স্বপিতিকর্ম্মা (—কর্ম্মন্) সং, পুং, শয়নকর্ত্তা।
স্বপ্নকৃৎ (স্বপ্ন নিদ্রা—কৃৎ [কৃ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে করে) বিং, ত্রিং, নিদ্রাকারক। সং, ক্লীং, সুষুণীশাক।
স্বপ্নক্ (স্বপ্নজ্, স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া+নজ্ (ঙজ)—ক) বিং, ত্রিং, নিদ্রাশীল, নিদ্রিত। শয়নশীল।
স্বপ্নদোষ; সং, পুং, নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলন।
স্বভাজন; সং, ক্লীং, আনন্দন।
স্বভাব (স্ব আপনি—ভাব হওন ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, প্রকৃতি, স্বরূপ, আত্মভাব। স্বাভাবিক অবস্থা। উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়।

স্বভাবজ (স্বভাব—জ [জন্ জন্মান + অ (ড)—ক] জাত) বিং, ত্রিং, স্বাভাবিক, স্বভাবজাত।

স্বভাবতঃ (স্বভাবতস্, স্বভাব + তস্—প্রং) অং, স্বাভাবিকরূপে।

স্বভাবোক্তি (স্বভাব—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, স্বভাবকথন। কাব্যে—অলঙ্কার-বিশেষ, কোন বস্তুর যথাবৎ বর্ণন।

স্বভূ (স্ব আপনি—ভূ [ভূ হওয়া + ০ (ক্বিপ্) —ক] যে হইয়াছে, ৫মী—ষ) সং, পুং, আত্মভূ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। কন্দর্প।

স্বমেক ; সং, পুং, সংবৎসর, বর্ষ। শিং—১ "স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।"

স্বয়ংগুপ্তা ; সং, স্ত্রীং, শূকশিম্বিকা।

স্বয়ংদত্ত, স্বয়ন্দত্ত ; সং, পুং, পুত্রবিশেষ, পিতৃমাতৃবিহীন বা তাহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে পুত্র স্বয়ং অন্যের পুত্রতা স্বীকার করে।

স্বয়ংবর (স্বয়ম্ আপনি—বর মনোনীত-করণ) সং, পুং, বিখ্যাত পদস্থ ব্যক্তি আহ্বান করতঃ সভা করিয়া তন্মধ্য হইতে স্ত্রীকর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ। স্বয়ংবর স্থান।

স্বয়ংস্বরা (স্বয়ম্ আপনি—বৃ মনোনীত করা + অ(অন্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, স্বয়ং পতিগ্রাহিণী স্ত্রী।

স্বয়ংহারিকা ; সং, স্ত্রীং, স্ত্রীবিশেষ।

স্বয়ংকৃত (স্বয়ম্ আপনি—কৃত করা হই-য়াছে) বিং, ত্রিং, আত্মকৃত। শিং—১ "ঋত্বিক্ চ ত্রিবিধো দৃষ্টঃ পূর্ব্বৈর্জুষ্টঃ স্বয়ং-কৃতঃ।" স্বাভাবিক, অযত্নসিদ্ধ। সং, পুং, কৃত্রিমপুত্র। শিং—১ "মাতাপিতৃবিহী-নস্তু কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ংকৃতঃ।"

স্বয়ম্ (স্ব—অয়্ গমন করা + অম্—ক) অং, আপনি, নিজে। সামর্থ্য।

স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভু } (স্বয়ম্ আপনি—ভূ হওয়া + উ (ডু), ০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, ব্রহ্মা। সৃষ্টিবিষয়ে রজোগুণময় ব্রহ্মা, পালনবিষয়ে সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু, সংহার-বিষয়ে তমোগুণময় মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্ত্তি। সময়। বিং, ত্রিং, স্বভাবজাত ; যথা— "স্বয়ত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিমূলে।"

স্বায়ম্ভুব (স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম + অ—নিষ্প্রয়োজনার্থে, বা অপত্যার্থে। কিম্বা স্বয়ম্ আপনি— ভূ হওয়া + অ—প্রং) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রথমমনু। বা—স্ত্রীং, ধূম্রপত্রা।

স্বর্ (স্বৃ শব্দ করা + ০(বিচ্)—ধি, স্বৃ—অর্) অং, স্বর্গ, সুরলোক। আকাশ) প্রভা, সৌন্দর্য্য। সূর্য্য ও ধ্রুব নক্ষত্রের মধ্যস্থান। পরলোক। নিরবচ্ছিন্ন সুখ।

স্বর (স্বৃ শব্দ করা + অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, উদাত্ত [উৎ উচ্চ—আ—দা উচ্চারণ করা + ত (ক্ত)—র্ম, যে উচ্চ করিয়া উচ্চারিত হয়], অনুদাত্ত [অন্ না —উদাত্ত যে উচ্চ করিয়া উচ্চারিত হয়], স্বরিত [স্বর + ইত—জাতার্থে, যাহাতে গুরুলঘু মিলিয়া স্বরসংজাত হইয়াছে] এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি। স্বন্, শব্দ। অ ই প্রভৃতি বর্ণ। তন্ত্রে—প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপারবিশেষ। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্তবিধ গানাঙ্গধ্বনি, সুর। শিং—১ "স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদয়রঞ্জকঃ। ষড়্জর্ষভশ্চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ। ময়ূরবৃষভচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলবাজিনঃ। মাত-ঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্ ইতি।" নিষাদ (নি—সদ্ [স্বর সকল] শয়ন করা + অ—ধি) তথাহি নিষীদন্তি স্বরা অস্মিন্নিষাদস্তেন হেতুনা। অশেষ সন্ধিবিষয়ং স হি ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে। ঋষভ (ঋষ্ [ঋতু] গমন করা, পাওয়া + অভ— প্রং) তথাহি, বায়ুঃ সমুদ্গতো নাভেঃ কণ্ঠ-শীর্ষসমুদ্গতঃ। নদত্যৃষভবদ্‌যস্মাত্তেনৈব ঋষভঃ স্মৃতঃ। গান্ধার (গান্ধ গন্ধসমূহ [স্বরান্তরের গন্ধসমূহ]—ঋ পাওয়া + অ —ক) তথাহি বায়ুঃ সমুদ্গতো নাভেঃ

কণ্ঠশীর্ষ সমাহতঃ। নাসাগন্ধবহঃ পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুনা। ষড়্‌জ (ষষ্‌ ছয় —জ [জন্‌ জন্মান+অ (ড)—ক] যে জন্মে, ৬ষ্ঠী—ষ) তথাহি নাসাং কণ্ঠ মুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ। ষড়্‌ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়্‌জ ইতি স্মৃতঃ। মধ্যম (মধ্য নাভিদেশ+ম —ভবার্থে) তথাহি, তদ্বদেবোত্থিতো বায়ু-রুরঃ-কণ্ঠ-সমাহতঃ। নাভিপ্রাপ্তো মহা-নাদো মধ্যমস্তেন স স্মৃতঃ। ধৈবত (ধীমৎ পণ্ডিত+অ—গেয়ার্থে, ম=ব অথবা ধে [স্বরসমূহ] পান করা+ঐবত—প্রং) ত-থাহি অভিসন্ধয়তে যস্মাৎ স্বরাংস্তেনৈব-ধৈবতঃ। স তু ভাবৎ প্রধানত্বাৎ ললাটে ব্যবতিষ্ঠতে। পঞ্চম (পঞ্চ পাঁচ [স্বর]+ ম—পূরণার্থে) তথাহি—বায়ুঃ সমুদ্‌গতো নাভেরুরো-হৃৎকণ্ঠ-মূর্দ্ধসু। বিচরন্‌ পঞ্চম-স্থান-প্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে। সম্পূর্ণ স্বর, যথা—ষ ঋ গ ম প ধ নি। প্রাণাদি বায়ুর কার্য্যবিশেষ। প্রয়োজনবশতঃ বর্ণ বা শব্দবিশেষের গুরু উচ্চারণ।

স্বরগ্রাম—"কেবল সাতটী ধাতুমাত্র অব-লম্বন করিয়া তালযোগে কোন রাগ গান করার নাম স্বরগ্রাম।"

স্বরঘ্ন; সং, পুং, গলরোগবিশেষ।

স্বরপত্তন (স্বর নিয়মানুসারে উচ্চারণ—পত্তন নগর) সং, ক্লীং, সামবেদ, এই বেদ স্বর করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

স্বরভঙ্গী (—ঙ্গিন্‌) সং, পুং, পক্ষিবিশেষ।

স্বরলাসিকা (স্বর গানাঙ্গধ্বনি—লস্‌ নৈপুণ্য প্রদর্শন করা+অক(ণক)—প্রং) সং, স্ত্রীং, বংশী, বাঁশী।

স্বরস (স্ব নিজ—রস অভিপ্রায়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, স্বাভিপ্রায়, আপনমত, নিজ মত। পেষণজাতরস। বিলক্ষণ রসবোধ। শিলা-পিষ্ট কল্কবিশেষ।

স্বরাট (স্বরাজ, স্ব আপনি—রাজ্‌ দীপ্তি পাওয়া+০ক্বিপ্‌)—ক) সং,পুং, স্বয়ংদীপ্ত, ঈশ্বর।

স্বরানুভাবকতা—যে বৃত্তিদ্বারা স্বরের অনুভব করিতে পারা যায়।

স্বরাপগা (স্বর্‌ স্বর্গ—আপগা নদী) সং, স্ত্রীং, স্বর্গঙ্গা, সুরনদী।

স্বরালু; সং, পুং, বচা।

স্বরিত (স্বর গানাঙ্গধ্বনি+ইত—সংজা-তার্থে) সং, পুং, ত্রয় স্বর, লঘুগুরুমিলিত স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত মিলিত স্বর। বিং, ত্রিং, স্বরযুক্ত। উচ্চরিত। (স্বর+ক্ত—র্ম্ম) আক্ষিপ্ত। [দেবরাজ।

স্বরীশ্বর (স্বর—ঈশ্বর) সং, পুং, ইন্দ্র,

স্বরু (স্বৃ শব্দ করা+উ—ক) সং, পুং, অশনি, বজ্র। বাণ। সূর্য্যকিরণ। বৃশ্চিক-বিশেষ। (+উ—ধি) যজ্ঞ। যূপখণ্ড।

স্বরুচি (স্ব আপনি—রুচি অভিলাষ) বিং, ত্রিং, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাবর্ত্তী। সং, স্ত্রীং, স্বেচ্ছা।

স্বরূপ (স্ব নিজ—রূপ আকৃতি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, প্রকৃতি, স্বভাব। স্বাভাবিক অবস্থা। (স্ব রূপ্‌-ক্রি+অ(অন্‌)—ক) বিং, ত্রিং, পণ্ডিত। সুন্দর, মনোজ্ঞ। প্রকৃত। সদৃশ, তুল্য।

স্বরূপযোগ্য (স্বরূপ—যোগ্য সমর্থ, ৬ষ্ঠী—ষ) বিং, ত্রিং, কার্য্যসাধনযোগ্য।

স্বরূপযোগ্যতা (স্বরূপযোগ্য+তা-ভাবে) সং, স্ত্রীং, কার্য্যসাধনযোগ্যতা, সিদ্ধি করি-বার ক্ষমতা।

স্বরূপসম্বন্ধ; সং, পুং, অভিন্নসম্বন্ধ, তৎ স্বরূপতা।

স্বরেণু; সং, স্ত্রীং, সূর্য্যপত্নী, সংজ্ঞা।

স্বর্গ (সু সুখ—ঋজ্‌ পাওয়া—অ(ঘঞ্‌)—বি, অথবা স্বর্‌—গৈ গান করা+অ(ড) —র্ম্ম) সং, পুং, সুরলোক, দেবনগরী। ভূস্‌, ভুবস্‌, স্বর্‌, মহস্‌, জন, তপস্‌, সত্য এই—সপ্ত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ।

স্বর্গঙ্গা (স্বর্‌ স্বর্গ—গঙ্গা) সং, স্ত্রীং, মন্দা-কিনী, সুরনদী।

র্গণিকা (স্বর্ স্বর্গ—গণিকা বেশ্যা) সং, স্ত্রীং, স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা।

র্গত (স্বর্ স্বর্গ—গত গিয়াছে) বিং, ত্রিং, যে স্বর্গে গমন করিয়াছে, মৃত।

র্গতি (স্বর্ স্বর্গ—গতি গমন, ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, স্বর্গে গমন। মৃত্যু। পারলৌকিক সুখ।

র্গপতি (স্বর্গ—পতি স্বামী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ইন্দ্র, দেবরাজ।

র্গবধূ (স্বর্গ—বধূ স্ত্রী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, সুরবধূ, অপ্সরা।

র্গলোকেশ (স্বর্গলোক—ঈশ প্রভু) সং, পুং, ইন্দ্র। শরীর।

র্গাচল (স্বর্গ—অচল পর্ব্বত) সং, পুং, সুমেরুপর্ব্বত।

র্গাপগা (স্বর্গ—আপগা নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, স্বর্গঙ্গা, গঙ্গানদী।

র্গগিরি, স্বর্গিরি (স্বর্গ, স্বর্—গিরি পর্ব্বত) সং, পুং সুমেরু পর্ব্বত।

র্গী (স্বগিন্, স্বর্গ+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, দেবতা, সুরলোকবাসী। বিং, ত্রিং, মৃত।

র্গৌকাঃ (সর্গৌকস্—ওকস্ স্থান, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, সুর, দেবতা।

র্গ্য, স্বর্গীয় (স্বর্গ+য(ষ্য), ঈয়(নীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, স্বর্গসম্বন্ধীয়। স্বর্গসুখজনক।

র্জ্জিক ; সং, পুং, সর্জ্জিকাক্ষার।

র্ণ (সু সৌন্দর্য্য—ঋণ্ পাওয়া+অ(অন্)—ক। কিম্বা সু সুন্দর—অর্ণ বর্ণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, ক্লীং, কাঞ্চন, সুবর্ণ, সোনা। সুবর্ণকর্ষ ধুস্তুর, ধুতুরা। নাগকেশর। স্বর্ণের সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত। স্বর্ণ মধুরতিক্ত-কষায় রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বাক্যের শুদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুঃ ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষ নাশক, এবং জ্বর, শোথ ক্ষয়, উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তিকারক। কিন্তু অশোধিত ও অজারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্যের নাশ, নানারোগের উৎপত্তি, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। অতএব স্বর্ণ শোধিত ও জারিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। পাকা সোণার পাতলা পাত করিয়া তাহা একবার আগুনে পোড়াইবে, এবং তপ্ত তপ্ত সেই পাত ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, গোমূত্র, কাঁজি, ও কুলথ কলায়ের কাথ, প্রত্যেকটীতে ৭ বার করিয়া নিমগ্ন করিবে। এইরূপে স্বর্ণকে শোধিত করিয়া পরে তাহা জারিত করিতে হয়। একভাগ স্বর্ণ ও দুইভাগ পারদ একত্র কোন অম্লরসের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া একটী গোলক করিবে, এবং সেই গোলকের সমপরিমিত গন্ধক চূর্ণের অর্দ্ধাংশ উপরে দিয়া দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিবে। পরে সেই রুদ্ধশরারদ্বয়ের উপরে মাটি ও কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে, এবং ৩০ খানি বিলঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিবে। এই রূপে ১৪ বার পারদাদির সহিত মর্দ্দন করিয়া উক্তরূপে পুট-দগ্ধ করিলেই স্বর্ণ জারিত হয়, অর্থাৎ স্বর্ণের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সোণার পাতের উপর মনঃশিলা, গন্ধক, ও আকন্দের আটা লেপন করিয়া, দ্বাদশবার গজপুটে পাক করেন। ইহা ভিন্ন স্বর্ণজারণের আরও অনেক প্রকার নিয়ম উপদিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে যে কোন নিয়মে স্বর্ণ ভস্ম করাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাকা সোণা ভিন্ন খাদমিশ্রিত স্বর্ণ কদাচ ব্যবহার করিবে না।

স্বর্ণকণ ; সং, পুং, কণগুগ্গুলু।

স্বর্ণকায় (স্বর্ণ সোণা—কায় দেহ) সং, পুং, গরুড়। বিং, ত্রিং, সুবর্ণময় শরীর।

স্বর্ণকার (স্বর্ণকৃৎ (স্বর্ণ—কার, কৃৎ [কৃ করা + অ (ষণ্)০ (ক্বিপ্—ক] যে করে, ২য়া —ষ) সং, পুং, সেকরা জাতি।

স্বর্ণচূড় (স্বর্ণ—চূড়া শিখা) সং, পুং, পক্ষি-বিশেষ, চাসপক্ষী। কুক্কুট।

স্বর্ণজ (স্বর্ণ—জ [জন্ জন্মান + অ (ড)—ক] জাত) সং, স্ত্রীং, টিন্‌ধাতু।

স্বর্ণদী, স্বনদী, স্বর্ স্বর্গ—নদী, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মন্দাকিনী। গঙ্গা।

স্বর্ণদীধিতি (স্বর্ণ—দীধিতি কিরণ) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

স্বর্ণদ্রু (স্বর্ণ—দ্রু বৃক্ষ) সং, পুং, আরগ্বধ-বৃক্ষ।

স্বর্ণপক্ষ (স্বর্ণ—পক্ষ পালখ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, গরুড়, সুবর্ণপক্ষশালী।

স্বর্ণপদ্মা (স্বর্ণ—পদ্ম, স্বর্ণপদ্মধারণ করে বলিয়া] সং, স্ত্রীং, স্বর্গঙ্গা, সুরনদী।

স্বর্ণপাঠক ; সং, পুং, টঙ্কন, সোহাগা।

স্বর্ণপুষ্প (স্বর্ণ—পুষ্প ফুল) সং, পুং, চম্পক বৃক্ষ। সোঁণালি গাছ। বাবলাগাছ। ষ্পা—স্ত্রীং, কলিকারি। স্বর্ণুলী।

স্বর্ণফলা ; সং, স্ত্রীং, পীতরম্ভা।

স্বর্ণলতা ; সং, স্ত্রীং, জ্যোতিষ্মতী।

স্বর্ণবণিক্ (স্বর্ণবণিজ্ স্বর্ণ—বণিজ্ ব্যবসায়ী) সং,পুং, সোণারবেণিয়া জাতিবিশেষ। এই জাতি বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা বহু ধনের অধিকারী হইয়াছে। সংপ্রতি শিক্ষিত স্বর্ণবণিকেরা বলেন ;—"পূর্ব্বে তাঁহারা বৈশ্য জাতির অন্তর্গত ছিলেন, রাজা বল্লাল সেনকে ঋণদান না করায় তিনি কুপিত হইয়া উহাঁদিগকে পতিত করেন।" এই জাতির কলিকাতা, চুঁচুড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অধিক সংখ্যকের বাস। ইহাঁরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, গোস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল, বড়বাজারের মল্লিকবংশ, চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, ৺যদুলাল মল্লিক প্রভৃতি ধন কুবেরগণ স্বর্ণবণিক্ জাতি-সম্ভূত।

স্বর্ণবর্ণা ; সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা।

স্বর্ণবিন্দু (স্বর্ণ—বিন্দু ক্ষুদ্র চিহ্ন) সং, পুং, বিষ্ণু। সুবর্ণকণা। [স্বর্ণ

স্বর্ভানব ; সং, পুং, রত্নবিশেষ, গোমেদ

স্বর্ভানু (স্বর্ স্বর্গ=ভানু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, রাহুগ্রহ।

স্বর্যাত (স্বর্ স্বর্গ—যাত, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, স্বর্গত, মৃত।

স্বর্লোক (স্বর্ স্বর্গ—লোক ভুবন, বং—স) সং, পুং, সুরলোক, স্বর্গ।

স্বর্বধূ, সর্ব্বেশ্যা (স্বর্ স্বর্গ—বধূ, বেশ্যা স্ত্রীং, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, অপ্সরা।

স্বর্ব্বাপী (স্বর্ স্বর্গ—বাপী জলাশয়) সং, স্ত্রীং, সুরনদী, গঙ্গা।

স্বর্ব্বৈদ্য (স্বর্ স্বর্গ—বৈদ্য চিকিৎসক, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, দ্বিং, স্বর্গের চিকিৎসক, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

স্বর্লীন ; সং, পুং, দানববিশেষ।

স্বল্প (সু অতিশয়—অল্প) বিং, ত্রিং, অতি অল্প। অতি ক্ষুদ্র।

স্বল্পকেশী ; সং, পুং, ভূতকেশ। বিং, ত্রিং, অত্যল্পকেশবিশিষ্ট।

স্বল্পপত্রক ; সং, পুং, গৌরশাক।

স্ববশ (স্ব—বশ অধীন) বিং, ত্রিং, স্বায়ত্ত, আত্মবশ।

স্ববাসিনী (স্ব জ্ঞাতি [মধ্যে]—বাসিন্ যে বাস করে, ৭মী—ষ) সং, স্ত্রীং, চিরণ্টী, গৃহবাসিনী বিবাহিতা অবিবাহিতা কন্যা।

স্ববীজ (স্ব আপনি—বীজ) সং, পুং, আত্মা। ক্লীং, নিজকারণ।

স্বসা (স্বসৃ সু—অস্ হওয়া + ঋ—ক) সং, স্ত্রীং, ভগিনী, বোন।

স্বস্তি (সু শুভ—অস্ হওয়া + তি (ক্তি)—ভাবে) অং, আশীর্ব্বাদ। শুভ, ক্ষেম, মঙ্গল। পুণ্যাদি। স্বীকার, হাঁ। সন্তোষ।

স্বস্তিক (স্বস্তি+কণ্—যোগ) সং, পুং,—ক্লীং,সম্মুখে বারাণ্ডা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। যোগাঙ্গ আসনবিশেষ। সং, পুং, মাঙ্গলিক দ্রব্য। পিটুলিনির্ম্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ। সর্পফণা। সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র, হাতের ঠোঙা। চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। আকৃতিবিশেষ, যাহা বস্তু বা দ্রব্যের উপর অঙ্কিত হইলে উহার শুভোৎপাদন করে। চতুষ্ক, আসন-বিশেষ। পিষ্টকবিশেষ। লম্পট। লশুন।

স্বস্তিমুখ (স্বস্তি—মুখ আরম্ভ) সং, পুং, লেখ, লিপি। ব্রাহ্মণ। বিং, ত্রিং, স্তুতিপাঠক।

স্বস্তিবাচন (স্বস্তি মঙ্গল—বাচন উচ্চারণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, মঙ্গলকার্য্যারম্ভে মঙ্গল কথন, স্বস্তিশব্দের উচ্চারণ।

স্বস্তিবাচনিক (স্বস্তিবাচন+ইক (ঞিক) —প্রং) বিং, ত্রিং, স্বস্তিবাচনকারক। স্বস্তিবাচনসম্বন্ধীয়।

স্বস্ত্যয়ন (স্বস্তি মঙ্গল—অয়ন [আ—ই গমন করা+অন (অনট্)—ভা] আগমন, ৭মী—হিং) সং, ক্লীং, কু গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত বেদাদিবিহিত মঙ্গলকর্ম্মানুষ্ঠান, শুভাবহবিধি। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ।

স্বস্থ (স্ব আপনি—স্থ যে থাকে, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, নিরুদ্বিগ্ন, নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্ত, স্থির। বিনায়াসে সুখে অবস্থিত। শিং—১ "স্বস্থা ভবন্তু ময়ি জীবতি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ" সন্তুষ্ট-চিত্ত। সমাহিত-চিত্ত। সুস্থ, নীরোগ। (স্বর্ স্বর্গ—স্থা থাকা+অ (ড)—ক) স্বর্গস্থ, মৃত।

স্বস্রীয় (স্বসৃ ভগিনী+ঈয় (ঈয়)—অপত্যার্থে) সং, পুং, স্ত্রী—য়া, ভগিনীর পুত্র বা কন্যা। বিং, ত্রিং, ভগিনীসম্বন্ধীয়।

স্বাক্ষপাদ্য; সং, পুং, নৈয়ায়িক, তার্কিক।

স্বাক্ষর (স্ব—অক্ষর) সং, পুং, সহি, দস্তখৎ।

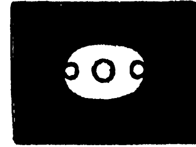
স্বাগত (সু শুভ—আগত আগমন) সং, ক্লীং, সুখে আগমন। শিং—১ "স্বাগতং স্বানধিকারান্।" (কুমার)। কুশলপ্রশ্ন। শুভাগমন। তা—স্ত্রীং, ১১ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

স্বাঙ্কিক; সং, পুং, মার্দ্দঙ্গিক।

স্বাচ্ছন্দ্য (স্বচ্ছন্দ+য (ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা। সুস্থতা, স্বাস্থ্য।

স্বাতন্ত্র্য (স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী+য (ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা।

স্বাতি—তী (সু শুভ, অথবা স্ব আপন—অৎ গমন করা+ই—ক) সং,স্ত্রীং, নক্ষত্রবিশেষ, ইহাতে জাতফল, যথা—"কন্দর্পরূপপ্রভয়া সমেতঃ কান্তাজনপ্রীতিরতিপ্রসন্নঃ। স্বাতিঃ প্রসূতৌ যদি নিতাং স্যাৎ মহামতিঃ প্রাপ্তবিভূতিযোগঃ।" সূর্য্যপত্নীবিশেষ। খড়্গ।


স্বাতী (নক্ষত্র)

স্বাত্মরক্ষা [Fencing) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে তরবারি প্রয়োগবিষয়ক নৈপুণ্য-সাধন-বিদ্যা।

স্বাদ (স্বাদ্ আস্বাদন করা+অ (অল্)—ভা) সং, পুং, রসানুভব, লেহন। প্রীতি। +অল্—র্ম্ম) রস-আস্বাদ।

স্বাদন (স্বাদ দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, রসগ্রহণ, আস্বাদানুভব। (+অনট্ —র্ম্ম) রস।

স্বাদিত (স্বাদ দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ভক্ষিত, গৃহীতস্বাদ। আস্বাদিত, লীঢ়। প্রীত।

স্বাদু (স্বদ্ আস্বাদ করা+উণ—ক) বিং, ত্রিং, দুঃ—দু কিম্বা দ্বী—দ্বঃ, মিষ্ট, মধুর, সুস্বাদ। মনোজ্ঞ। সং, পুং, মধুররস। ওষধিবিশেষ, জীরক। মধু, গুড়। দু, দ্বী —স্ত্রীং, দ্রাক্ষা।

স্বাদুকা; সং, স্ত্রীং, নাগদন্তী।

স্বাদুখণ্ড; সং, পুং, গুড়।

স্বাদুগন্ধা; সং, স্ত্রীং, ভূমিকুষ্মাণ্ড।

স্বাদুধন্বা; সং, পুং, কামদেব।

স্বাদুফল; সং, ক্লীং, বদরীফল। লা—স্ত্রীং, কোলি।

স্বাদুরসা; সং, স্ত্রীং, ওষধিবিশেষ, কাকোলী। দ্রাক্ষাজাতসুরা। দ্রাক্ষা। আমড়া। শতাবরী।

স্বাদুকণ্টক (স্বাদু মিষ্ট—কণ্টক কাঁটা) সং, পুং, বিকঙ্কতবৃক্ষ। গোক্ষুরীলতা। বিকণ্টকবৃক্ষ।

স্বাদ্বম্ল (স্বাদু মিষ্ট—অম্ল টক) সং, পুং, দাড়িম্ববৃক্ষ।

স্বাধিকার (স্ব আপনি—অধিকার, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, নিজ অধিকার, নিজ কর্ত্তব্য। শিং—১ "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ শাপেনাস্তংগমিতমহিমা।"

স্বাধিষ্ঠান; সং, ক্লীং, লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না অন্তর্গত ষট্‌দলপদ্মবিশেষ।

স্বাধীন (স্ব আপনি—অধীন বশ, ৬ষ্ঠী—য) বিং, ত্রিং, স্বেচ্ছাচারী, আত্মবশ, পরাধীন নয়, স্বতন্ত্র।

স্বাধীনতা (স্বাধীন+তা—ভাবে) সং, ক্লীং. স্বতন্ত্রতা, আত্মবশতা।

স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্তৃকা (স্ব আপনি—অধীন বশ—পতি, ভর্তৃ স্বামী. ৬ষ্ঠী—হিং) সং, স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, নায়ক যাহার বশীভূত। শিং—১ "কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্। বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা।

স্বাধ্যায় (স্ব সুকৃত—আ আদৃত্য—অধ্যায় অধ্যয়ন। সুকৃতির জন্য আবৃত্তিপূর্ব্বক অধ্যয়ন অথবা আবৃত্তিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন; আভিধানিক নাম জপ ও জাপ। কোন কোন মতে শাস্ত্রমাত্রেরই সুন্দর ও বিশিষ্টরূপে অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। "সু" শব্দের অর্থ সুন্দর, আ শব্দে বিশিষ্টরূপে এবং অধ্যায় শব্দে অধ্যয়ন। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। যোগাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "ধর্ম্মঃ স্যাৎ পরমার্থায় সত্যং তাদাত্মশুদ্ধয়ে। ক্ষমা স্যাৎ লোকলাভায় স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মহেতবে।" অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা পরমার্থ, সত্য দ্বারা আত্মশুদ্ধি, ক্ষমাদ্বারা লোকজয়, এবং স্বাধ্যায় দ্বারা পরমার্থ লাভ হয়। বিজ্ঞানমতে সু শব্দে ঈশ্বর, আ শব্দে প্রকৃতি এবং অধ্যায় শব্দে আলোচনা। বেদে এই পুরুষ প্রকৃতির সর্ব্বতোভাবে আলোচনা আছে। এই জন্য ইহার নাম স্বাধ্যায় অথবা স্ব শব্দে আত্মা, ও অধ্যায় শব্দে সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক অধ্যয়ন। কিম্বা স্ব শব্দে সুখাধিষ্ঠান স্বর্গ যে স্বর্গ ঈশ্বর রূপের নামান্তর মাত্র। এবং অধ্যায় শব্দে প্রাপ্তির ব্যাপ্তি। কোন কোন তন্ত্রমতে স্ব শব্দে স্বাধিষ্ঠান চক্র এবং অধ্যায় শব্দে কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎদর্শন। ভক্তিশাস্ত্রমতে স্ব শব্দে বিষ্ণু, অধ্যায় শব্দে অধিষ্ঠান, সেই বিষ্ণুতে অধিষ্ঠান অথবা স্ব শব্দে অসাধারণ এবং অধ্যায় শব্দে প্রাপ্তি। কোন কোন মতে স্বাধ্যায়ের অর্থ যোগ। কেন না "যোগকর্ম্মসু কৌশলম্, যোগে ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যম্।" অর্থাৎ যোগ শব্দের লৌকিক অর্থ কর্ম্মদক্ষতা এবং পারলৌকিক অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা) সং পুং, বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। বেদাংশ বিশেষ।

স্বাধ্যায়বান্, স্বাধ্যায়ী (স্বাধ্যায়বৎ স্বাধ্যায়+বৎ (বতু)—অস্ত্যর্থে। স্বাধ্যায়িন্, স্বাধ্যায়+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বেদপাঠক, যে বেদ পড়ে।

স্বান (স্বন্ শব্দ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, স্বন, ধ্বনি, শব্দ।

স্বান্ত (স্বন্ শব্দ করা+ত (ক্ত)—ক, নিপাতন) সং, ক্লীং, চিত্ত, মনঃ। গহ্বর। (+ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, শব্দিত, স্বনিত।

স্বাপ (স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, নিদ্রা। নিদ্রাবস্থায় বিবা-

মুত্তব, স্বপ্ন। অচৈতন্য। পক্ষাঘাত, স্পর্শ-শক্তি-রাহিত্য। পক্ষাঘাত রোগ।

স্বাপতেয় (স্ব নিজ বা ধন—পতি স্বামী+এয়(ঞেয়)—ইদমর্থে) সং, ক্লীং, ধন, সম্পত্তি, বিভব।

স্বাপদ (শ্বাপদ দেখ, শ=স) সং, পুং, বন্যজন্তু। হিংস্রজন্তু।

স্বাভাবিক (স্বভাব প্রকৃতি+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, স্বভাবসিদ্ধ, নৈসর্গিক।

স্বামিজঙ্ঘী (—জিন্‌) সং, পুং, পরশুরাম।

স্বামিত্ব (স্বামিন্‌+ত্ব—ভাবে) সং, ক্লীং, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব। স্বত্ব, অধিকার।

স্বামী (স্বামিন্‌, স্ব ঐশ্বর্য্য+মিন্‌—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অধিপতি, প্রভু। রাজা। শিং—১ স্বাম্যমাত্যঃ সুহৃৎ কোষো রাষ্ট্রদুর্গবলানি চ।" পতি, ভর্ত্তা। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। গুরু। কার্ত্তিকেয়। বিষ্ণু। শিব। বাৎস্যায়ন মুনি। গরুড়। পরমহংস, যথা—শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি। বিং, ত্রিং, অধিকারী। প্রভু।

স্বায়ম্ভুব (স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে ইত্যাদি) সং, পুং, স্বয়ম্ভূ-পুত্র, প্রথম মনু। বিং, ত্রিং, স্বয়ম্ভূ সম্বন্ধীয়। শিং—১ "ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ।" স্বী—স্ত্রীং, ব্রাহ্মী।

স্বারাট্‌ (স্বরাজ্‌, স্বর্‌ স্বর্গ—রাজ্‌ দীপ্তি পাওয়া+০(ক্বিপ্‌)—ক, ৭মী—ষ) সং, পুং, স্বর্গের রাজা, ইন্দ্র।

স্বারাজ্য (স্বরাজ্‌+য(ষ্ণ্য)—ভা) সং, ক্লীং, ঈশ্বরত্ব। (স্বরাজ+ষ্ণ্য) স্বর্গরাজ্য। ইন্দ্রত্ব।

স্বারোচিষ (স্বরোচিষ+অ(ষ্ণ)—অপত্যার্থে) সং, পুং, দ্বিতীয় মনু।

স্বার্জ্জিত (স্ব—অর্জ্জিত) বিং, ত্রিং, স্বয়ং লব্ধ।

স্বার্থ (স্ব আপনি—অর্থ প্রয়োজন ইত্যাদি, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, স্বকার্য্য, নিজ-প্রয়োজন। স্বীয় অর্থ। বিশেষণ। ক্রিয়ার্থ-বিশেষ।

স্বার্থপর } (স্বার্থ—পর পরায়ণ
স্বার্থপরায়ণ } তৎপর, ৭মী—ষ) বিং, ত্রিং, স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, নিজপ্রয়োজন-সিদ্ধি বিষয়ে ব্যগ্র।

স্বার্থিক (স্বার্থ+ইক(ষ্ণিক)—র্থ) বিং, ত্রিং, স্বার্থে বিহিত (ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়)। নিজ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। স্বার্থপর।

স্বাস্থ্য (সুস্থ+য(ষ্ণ্য)—ভাবে) সং, ক্লীং, সুস্থতা, আরোগ্য। সন্তোষ। নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ততা, সুখ।

স্বাহা (সু শুভ—আ—হ্বে [দেবতাদিগকে] আহ্বান করা+অ(ড)—ণ, কিম্বা স্বদ্‌ আস্বাদন করা+অ—প্রং, দ=হ) অং, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান। তদ্দানের মন্ত্র। (—আ—র্থ) "অগ্নির ভার্য্যা। মাতৃকাবিশেষ; যথা—নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ।"

স্বাহাপতি } (স্বাহা অগ্নিপত্নী—পতি
স্বাহাপ্রিয় } স্বামী, প্রিয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, অগ্নি।

স্বাহাভুক্‌ (স্বাহাভুজ্‌, স্বাহা—ভুজ্‌ [ভুজ্‌ ভোজন করা+০(ক্বিপ্‌)—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, দেবতা।

স্বিৎ (সু—ই গমন করা+০(ক্বিপ্‌)—ক, ৎ—আগম) অং, প্রশ্ন বিতর্ক। সংশয়। পাদপূরণার্থক।

স্বিন্ন (স্বিদ্‌ ঘর্ম্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত; যথা—"স্বিন্নস্নাতো মলাদিব।" আর্দ্র। পক্ব। ক্লিন্ন।

স্বীক (স্ব—ঈক(কীক)—প্রং) বিং, ত্রিং, স্বকীয়।

স্বীকার (স্ব আপনি—কার করণ+ঈ [চ্বি]) অঙ্গীকার। পরিগ্রহ। প্রতিগ্রহ। গ্রহণ। আয়ত্তীকরণ। বশীকরণ।

স্বীকৃত (স্ব আপনি কৃত যাহা করা

হইয়াছে, ঈ(চ্বি)—অভূত তদ্ভাবার্থে) বিং, ত্রিং, অঙ্গীকৃত। সম্মত। পরিগৃহীত। প্রতিগৃহীত, গৃহীত। আয়ত্তীকৃত।

স্বীয় (স্ব আপনি+ঈয়(ছীয়)—ইদমর্থে) বিং, ত্রিং, স্বকীয়, আত্মীয়, নিজ। য়া—স্ত্রীং, নায়িকাবিশেষ, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা।

স্বেচ্ছা (স্ব—আপনি—ইচ্ছা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, যদৃচ্ছা, আপন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দ।

স্বেচ্ছাচারী (স্বেচ্ছাচারিন্, স্বেচ্ছা—আচারিন্ যে আচরণ করে, ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, স্বাধীন, যে আপন ইচ্ছানুরূপ আচরণ করে ; অবাধ্য।

স্বেচ্ছামৃত্যু (স্বেচ্ছা আপন ইচ্ছা—মৃত্যু মরণ) সং. পুং, ভীষ্ম।

স্বেদ (স্বিদ্ ঘর্ম্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, তাপ। ঘর্ম্ম, ঘাম। ক্লেদ। বাষ্প। উষ্ম।

স্বেদজ (স্বেদ ক্লেদ—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] যে জন্মে, ৫মী—ষ] বিং, ত্রিং, উষ্মজাত, কৃমিদংশ মশকাদি।

স্বেদন (স্বিদ্-ণিচ্=স্বেদি ঘর্ম্মাক্ত করা+অনট্—ভাবে) সং, ক্লীং, স্বেদ, ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মজনন, ঘর্ম্মোৎপত্তি। ঘর্ম্মনিঃসারণ, ভাপ্‌য়া (+অনট্—ণ, ঈপ্) নী—স্ত্রীং, লৌহময় পাকপাত্র।

স্বেদনিকা (স্বেদনী [স্বেদন ঘর্ম্ম+ঈপ] +কণ্—যোগ) সং, স্ত্রীং, লৌহময় পাকপাত্র, ভর্জ্জন-পাত্র।

স্বৈর (স্ব আপনি—ঈর্ গমন করা, প্রেরণ করা+অ(অন্)—ক) বিং, ত্রিং, আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। মন্দ, জড়। (+অল্—ভাবে) সং, ক্লীং, স্বেচ্ছাধীনতা, যথেচ্ছাচার।

স্বৈরচারী (স্বৈরচারিন্ স্বৈর—চারী [চর্ গমনকরা+ইন্(ণিন্)—ক) যে গমন করে। বিং, ত্রিং, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। রিণী—স্ত্রীং, ব্যভিচারিণী স্ত্রী।

স্বৈরতা, স্বৈরিতা (স্বৈর, স্বৈরিন্+তা—ভা) সং, স্ত্রীং, যথেচ্ছাচারিতা।

স্বৈরিন্ধ্রী (স্বৈর—স্বাচ্ছন্দ্য—ধৃ ধারণ করা, নিপাতন) সং, স্ত্রীং, পরবেশ্মস্থা শিল্পকারিণী।

স্বৈরী (স্বৈরিন্, স্বৈর দেখ, ইন্(ণিন্)—ক) বিং, ত্রিং, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য। রিণী—স্ত্রীং, ব্যভিচারিণী। চতুঃপুরুষগামিনী।

স্বোপার্জ্জিত (স্ব+উপার্জ্জিত) বিং, ত্রিং, স্বার্জ্জিত।

স্বোরস ; সং, পুং, স্বরস, শিল্লাপিষ্ট তৈলবিশেষ।





; ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়স্ত্রিংশৎবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। (হা ত্যাগ করা, কিংবা হন্ বধ-করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, শিব। বিষ্ণু। জল। শূন্য, '০' গগন। ধারণ। মঙ্গল। স্বর্গ। রক্ত। ঘোটক। ভয়। ধ্যান। আকাশ। জ্ঞান। চন্দ্র। যুদ্ধ। রোমাঞ্চ। গর্ব্ব। চিকিৎসক। কারণ। উদ্দেশ্য। হা—স্ত্রীং, বীণা। ক্লীং, ঈশ্বর, পরমাত্মা। আনন্দ, হর্ষ। আহ্বান। অস্ত্রশস্ত্র। মণিপ্রভা। বীণাধ্বনি(হা+অ(ড)—ভাবে) অং, সম্বোধন। পাদপূরণার্থক। কোপ। নিন্দা। নিয়োগ। নিগ্রহ। চিন্তন। মৃত্যু। পুং, ছেদন, উপদেশ। ধারণ। বিং, ত্রিং, হাস্য, উচ্চহসিত। মত্ত, সুরামত্ত।

হওন (দেশজ) সং, বর্ত্তন। জন্মান।

হওয়া (দেশজ) সং, জন্মান, উৎপত্তি।

হংস (হন্ বধ করা+স—র্ম্ম) সং, পুং, হাঁস। (+স—ক) বিষ্ণু। সূর্য্য। পরমাত্মা। ব্রহ্মা। শিব। অশ্ব। মাৎসর্য্য।

মহিষ। পরমব্রহ্ম। পরমাত্মা। "হংসং তনৌ সন্নিহিতং চরন্তং।" গূঢ়মন্ত্রবিশেষ,



হংস।

অজপামন্ত্ররূপবর্ণ। শিং—১ "হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।" নির্লোভ যতি। নরপতি। গুরু। পর্ব্বত। মৎসর। দেহস্থ বায়ুবিশেষ। অশ্ববিশেষ। (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান। (হন্+অন্—ক, সুক্—আগম) বিং, ত্রিং, ভেষজ। সী—স্ত্রীং, (+স—র্ম) স্ত্রীহাঁস। চন্দনবিশেষ।

হংসক (হংস—কৈ প্রকাশ পাওয়া+অ (ড)—ক) সং, পুং, পাদাভরণবিশেষ, পাঁইজোর, মল, নুপুর। (হং—কণ্) রাজহংস। হংস। তালবিশেষ। সিকা—স্ত্রীং, হংসী।

হংসকুট; সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ। ককুৎ।

হংসগদ্গদা (হংস—গদ্ শব্দ করা, দ্বিত্ব, অ, আপ্) সং, স্ত্রী, মধুরভাষিণী।

হংসগামিনী (হংস—গামিনী [গম্ গমন করা+গিন্—ক] যে গমন করে, য়ং—স) সং, স্ত্রীং, হংসবৎ গমনশীলা নারীবিশেষ। ব্রহ্মাণীদেবী।

হংসদাহন (হংস—দাহন পোড়ান, উদ্দীপন) সং, ক্লী, অগুরু, সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ।

হংসনাদিনী (হংস—নাদিনী [নদ্ শব্দকরা +ণিণ্—ক, ঈপ্] যে রব করে, য়ং—স) সং, স্ত্রীং, পরম সুন্দরী স্ত্রী, যাহার মধ্যভাগ ক্ষীণ, বিপুল নিতম্বদেশ, হস্তীর ন্যায় গমন ও কোকিলের ন্যায় স্বর। শিং—১ "গজেন্দ্রগমনা তন্বী কোকিলানাং কৃতাম্বিতা। নিতম্বে গুর্ব্বিণী যা সা কথ্যতে হংসনাদিনী।"

হংসপদী; সং, স্ত্রীং, গোধাপদী।

হংসপাদ (হংস—পাদ পা যাহার সহিত ইহাদের বর্ণ আকৃতি প্রভৃতির তুলনা করা যায়) সং, পুং, হিঙ্গুল।

হংসমালা (হংস—মালা) সং, স্ত্রীং, পাতিহাঁস। হংসশ্রেণী।

হংসমাষা; সং, স্ত্রীং, মাষপর্ণী।

হংসরথ, হংসবাহন (হংস—রথ, বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ব্রহ্মা, প্রজাপতি।

হংসলোহক; সং, ক্লীং, পিত্তল, পিতল।

হংসাভিখ্য (হংস—অভিখ্যা সৌন্দর্য্য, শোভা। তুল্যবর্ণ হেতু) সং, ক্লীং, রজত, রৌপ্য।

হংসারূঢ়; সং, পুং, ব্রহ্মা। স্ত্রীং, ব্রহ্মাণী।

হংহো (হং—হো উভয়ই সম্বোধনসূচক অব্যয়, অথবা হং অব্যক্ত শব্দ—হা ত্যাগ করা+ও—প্রং) অং, সম্বোধন, প্রায় গর্ব্বিত ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে। প্রশ্ন।

হক (আরবী) বিং, যথার্থ, ন্যায্য। স্বত্ব।

হক্ক (হক্ অনুকরণ শব্দ—ক শব্দার্থ কৈ ধাতুজ) সং,পুং,গজসমাহ্বান, হাতির ডাক।

হজম (আরবী) পরিপাক। আত্মসাৎ করা।

হজরত (আরবী) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রভু।

হজ্জত (আরবী) তর্কবিতর্ক। ঝগড়া।

হঞ্জি; সং, পুং, ক্ষুৎ, হাঁচী।

হঞ্জে, **হণ্ডা** (হিণ্ড্ অনাদর করা+০—ক্ত, নিপাতন) অং, নাট্যে—ভৃত্যার প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধনসূচক শব্দ।

হট, সং, ছলনা, চাতুরী। শিং মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।

হটন, হঠন (দেশজ) সং. পশ্চাৎ গমন। পরাস্ত হওন।

হট্ট (হট্ দীপ্তি পাওয়া+ট—ক) সং, পুং, ক্রয়বিক্রয়স্থান, হাট।

হট্টগোল, বি, গোলযোগ, গোলমাল।

হট্টবিলাসিনী (হট্ট হাট—বি—লস্ ক্রীড়া করা, আমোদকরা+ইন্(ণিন্)—ক, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বারাঙ্গনা বেশ্যা। গন্ধৌষধি-বিশেষ।

হঠ (হঠ্, বলাৎকার করা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, বলাৎকার) লুঠ। প্রসভ। পশ্চাদ্গতি।

হঠপর্ণী (হঠ পাণা—পর্ণ পাতা) সং, স্ত্রীং, শৈবাল, শেওলা।

হঠবন্দীকরণ—বলপূর্ব্বক কয়েদ করা।

হঠাৎ (হঠ শব্দজ) ক্রিং, বিং, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। [করণ।

হঠাম (দেশজ) সং, পরাস্তকরণ, পরাভব-

হঠালু, হঠী (হঠী—আলুবুন) সং, পুং, কুম্ভিকা, পাণা।

হড়ি (হঠ্ বলাৎকার করা+ই-খি) সং, পুং, কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, হাড়িকাঠ।

হড়িক, হড্ডক, হড্ডিক (হঠ+ইক—ক) সং, পুং, ঝাড়ুদার, হাড়িজাতি।

হড়্কা, সং, (দেশজ) আঘাত, ধাক্কা, পিছলেপড়া।

হড্ড (হঠ+ড—ক) সং, ক্লীং, অস্থি, হাড়।

হড্ডক } (হড্ড—কণ্, ফিক—প্রং) **হড্ডিক** } সং, পুং, হাড়ি জাতি।

হড্ডজ (হড্ড হাড়—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, ক্লীং, মজ্জা।

হড্ডিপ ; সং, পুং, মলেগ্রহি, হাড়ি।

হণ্ডা (হন্+ডা—ক) সং, স্ত্রীং, হাঁড়া। দাসীকে সম্বোধন করিবার শব্দ।

হণ্ডিকা, হণ্ডী (হণ্ডা+কণ্—আপ্—প্রং, ঈপ্) সং,স্ত্রীং,মৃৎপাত্রবিশেষ, হাড়ী।

হণ্ডে (হিণ্ড্ অনাদর করা+এ—ভা, নিপাতন) অং, নাট্যে—নীচজাতীয়, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ।

হত (হন্ বধ করা+ত(ক্ত) র্ম) বিং, ক্রিং, বিনষ্ট। বিনাশিত। ব্যাহত। প্রতিহত। গুণিত। নিরাশ। কুৎসিত। হন্ব। তুচ্ছ। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, হনন। গুণন।

হতক (হত+কণ্—যোগ) সং, পুং, ভীরু, কাপুরুষ। নীচ। নষ্টপ্রায়, মন্ত। হতভাগ্য।

হতজীবিত (হত—জীবিত প্রাণ) বিং, ক্রিং, মৃত, গতায়ু। ক্লীং, মৈরাশ্য।

হতভম্ব, বিং, স্তম্ভিত, নির্বাক্।

হতমূর্খ ; সং, পুং, আড়মূঢ়, গণ্ডমূর্খঃ। শিং—১ "ক্রূরঃ খলো হতমূর্খঃ পাপশীলো ভবেন্নরঃ।"

হতস্মর (হত—স্মর কামদেব, ওষ—হিং, কামদেব যৎকর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল) সং, পুং, মহাদেব।

হতাদর (হত বিনষ্ট—আদর, বং-স+৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অসম্মান, অমর্য্যাদা। বিং, ক্রিং, অবজ্ঞাত।

হতাধ্বর (হত—অধ্বর যজ্ঞ, ওয়া—হিং, শিবের মানহানি মানসে দক্ষরাজা শিব-হীন যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই যজ্ঞে সতীদেবী পতির অবমাননার প্রাণত্যাগ করেন। শিব ইহা শ্রবণে সতীশোকে একান্ত অধীর হইয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করেন) সং, পুং, শিব।

হতাশ (হত বিনষ্ট—আশা আকাঙ্ক্ষা ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ক্রিং, নির্দ্দয়। নিরাশ, আশারহিত। দুষ্ট। নিষ্ফল, বন্ধ্য। দুর্ব্বল।

হতি (হন্ বধ করা+তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, হনন। ব্যাঘাত। অপকর্ষ। গুণন।

হতোঽস্মি (হত—অস্মি আমি) বিং, ক্রিং, আমি হত হইলাম। স্ত্রীলিঙ্গে হতাস্মি।

হতৌজাঃ (হতৌজস্, হত নষ্ট—ওজস্ বল) বিং, ক্রিং, হীনবল। পুং, দৌর্ব্বল্য; সহকৃত অন্ন।

হত্নু (হন্ বধ করা, আঘাত করা+ত্নু—ক) সং, পুং, ব্যাধি, রোগ। অস্ত্র।

হত্যা (হন্ বধ করা+য(ক্যপ্)—ভা, আপ্, ন—স্থানে ৎ) সং, স্ত্রীং, বধ, হনন। শিং—১ "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।" বিনাশ, হিংসা।

হথ , বিং, ক্রিং, বিষণ্ণ।

হদন (হদ্ বিষ্ঠাত্যাগ করা+অন, অনট) —ভা) সং, ক্লীং, বিষ্ঠাত্যাগ।

হদ্দ (আরবী) সীমা। চূড়ান্ত। শেষ।

হদ্দা; সং, স্ত্রীং, মেষাদিলগ্নের ত্রিংশদংশ।

হনন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট)—ভা) সং, ক্লীং, বধ, হত্যা, মারণ। শিং—১ স্যাৎ প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো হননং স্মৃতং।" গুণন, পূরণ।

হনু—পুং } (হন বধ করা—উ—র্ম্ম) হনু, হনূ—স্ত্রীং } সং, গণ্ডদেশের উপরিভাগ, চোয়াল। স্ত্রীং, রোগ। অস্ত্র। মৃত্যু।

হনুমান্ } (হনুমৎ, হনু+মৎ(মতু)— হনূমান্ } অস্ত্যর্থে) সং,পুং, অঞ্জনাগর্ভজাত বানর।

হনুষ (হন্ বধ করা+উষ—প্রং) সং, পুং, রাক্ষস, নিশাচর।

হন্ত (হম্ দেখ, ত(ক্ত)—ভাবে) অং, বিষাদ। খেদ। অনুকম্পা, করুণা। সম্ভ্রম। বাক্যারম্ভ। হর্ষ। অস্তকম্পন।

হন্তকার; সং, পুং, অতিথিকে দেয় তণ্ডুল, ১৬গ্রাসপরিমাণ ভিক্ষান্ন। হন্তশব্দপ্রয়োগ।

হন্তব্য (হন্ বধ করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হননীয়, বধযোগ্য। গুণ্য।

হন্তা (হন্তৃ, পূর্ব্বে দেখ, তৃন্—ক) বিং, ত্রিং, হননকর্ত্তা, বধকারক।

হন্তু (হন্ বধ করা+তু—প্রং) সং, পুং, মৃত্যু। বৃষ।

হন্ধীরৎ (যবন ভাষা) সং, সূক্ষ্ম বিচার, যথার্থানুসন্ধান, তথ্য।

হন্ন (হদ্ বিষ্ঠাত্যাগ করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, কৃতপুরীষোৎসর্গ।

হন্যমান (হন্ বধ করা+আন (শান)—র্ম্ম, য—আগম) বিং, ত্রিং, যাহাকে হনন করা হইতেছে।

হন্যা, বিং, উগ্র, ক্ষিপ্ত।

হপুষা; সং, স্ত্রীং, বণিক্দ্রব্যবিশেষ।

হপ্ কা, সং, ভয়, ত্রাস।

হপ্তা (পারসী) সপ্তাহ।

হম্ (হা ত্যাগ করা+অম্ (ডম্)—ভাবে) অং, ক্রোধোক্তি।

হম্ভা } (হম্ অনুকরণ শব্দ—ভা দীপ্তি হম্মা } পাওয়া+অ, আ—প্রং, ২য় পক্ষে হম্বা } হম্—মা। ৩য় পক্ষে—হম্—বা) সং, স্ত্রীং, গোধ্বনি, গরুর শব্দ।

হয় (হয়্ বা—হি গমন করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক। ইন্দ্র। সপ্তসংখ্যা, ৭। য়া—স্ত্রীং, ঘোটকী।

হয়কাতরা; সং, স্ত্রীং, অশ্বকাতরাবৃক্ষ।

হয়গন্ধ; সং, ক্লীং, কাচলবণ। ন্ধা—স্ত্রীং, অশ্বগন্ধা। অজমোদা।

হয়গ্রীব (হয় ঘোটক—গ্রীবা, ঘাড়, ৬ষ্ঠী হিং) সং, পুং, দৈত্যবিশেষ; এই দৈত্য বেদ হরণ করিয়া লইয়া গেলে বিষ্ণু মৎস্যাবতারে ইহাকে বধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, নৃসিংহ অবতার। রাজর্ষিবিশেষ। বা—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "নারসিংহী হয়গ্রীবা হিরণ্যাক্ষবিনাশিনী।"

হয়ঙ্কষ (হয় ঘোটক—কষ্ আঘাত করা +অ—প্রং) সং, পুং, সারথি। মাতলি, ইন্দ্রসারথি।

হয়জ্ঞ (হয়—জ্ঞ [জ্ঞা জানা+অ (ড)—ক] যে জানে) সং, পুং, অশ্বশাস্ত্রবেত্তা অশ্বপালক, সহিস।

হয়দ্বিষন্ (হয়দ্বিষৎ, হয়—দ্বিষৎ শত্রু) সং, পুং, মহিষ।

হয়ন (হয় দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, কর্ণীরথ, আচ্ছাদিত শকট বা ডুলি।

হয়প্রিয় (হয় ঘোটক—প্রিয়) সং, পুং, শস্যবিশেষ, যব। য়া—স্ত্রীং, অশ্বগন্ধা। খর্জ্জুরী।

হয়মার } (হয় ঘোটক—মার, মারক হয়মারক } যে মারিয়া ফেলে) সং, পুং, করবীর বৃক্ষ।

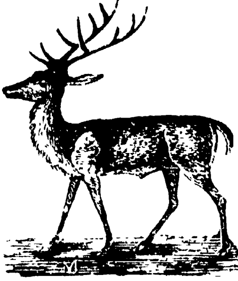
হয়মারণ (হয় ঘোটক—মারণ হনন) সং, পুং, অশ্বত্থবৃক্ষ।

হয়রাণ (আরবী) আশ্চর্য্যান্বিত। ক্লান্ত। কষ্টযুক্ত।

হয়বাহন ; সং, পুং, সূর্য্যপুত্র রেবন্ত।
হয়শীর্ষ ; সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ। শালগ্রাম মূর্ত্তিবিশেষ।
হয়ানন্দ ; সং, পুং, মুদ্গ।
হয়ারি ; সং, পুং, করবীর।
হয়াশনা ; সং, স্ত্রীং, শল্লকীবৃক্ষ।
হর (হৃ হরণ করা, লওয়া+অ (অন্)—ক) সং, পুং, শিব। অগ্নি। গর্দ্দভ। ভাজক অঙ্ক, ভগ্নাংশসম্বন্ধীয় রাশি যত সমান অংশে বিভক্ত হয়। লিং—১ "অন্যোন্য-হারাভিহতৌ হরাংশৌ।" বিং. ত্রিং, বহন-কারক, যে লইয়া যায়। হরণকারী। (+অল্—ভাবে) হরণ (+অল্—র্ম্ম) ভাগ।
হরক ; সং, পুং, শিব। অগ্নি। গর্দ্দভ। হরণ।
হরকত, সং, ব্যাঘাত, বিঘ্ন, গোলযোগ।
হরকরা (পারসী) হর্ অর্থে প্রত্যেক—কার অর্থে কার্য্য, যে প্রত্যেক কার্য্য করে) পত্রাদিবাহক। চর, দূত।
হরগুণ—শিবের স্বাভাবিক গুণ ; যথা—চারুচন্দ্রকলা শোভিত বদন, রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ, ধবলবর্ণ প্রভৃতি।
হরগৌরী ; সং, স্ত্রীং, অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ। শিবপার্ব্বতীর মূর্ত্তিবিশেষ। শিব এবং পার্ব্বতী।
হরচূড়ামণি ; সং, পুং, চন্দ্র।
হরণ (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভাবে) সং, ক্লীং, গ্রহণ। অপহরণ। বাহন। ভাগ-করণ। ভুজ, বাহু। (+অনট্—র্ম্ম) যৌতুক দান, গুরুদক্ষিণাদি দান।
হরনেত্র ; সং, ক্লীং, সংখ্যাত্রয়। শিবচক্ষুঃ।
হরফ (আরবী) বর্ণমালা অক্ষর। পদাতিক।
হরবীজ } (হরতেজস্, হর শিব—বীজ
হরতেজঃ } রেতঃ, তেজস্, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, পারদ।
হরশেখরা (হর শিব—শেখরা চূড়া) সং, স্ত্রীং, গঙ্গা, জাহ্নবী।
হরাদ্রি (হর শিব—অদ্রি পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কৈলাসপর্ব্বত।

হরি (হৃ [সকল মনুষ্যের হৃদয় ইত্যাদি] লওয়া, হরণ করা+ই—ক কিংবা হৃ [রুদ্ররূপে বিশ্বকে) সংহার করা+ই—ক) সং, পুং, বিষ্ণু। "রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বা-নামপি নিত্যশঃ। ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।" শিব। ব্রহ্মা। ইন্দ্র। যম। বায়ু। অগ্নি, চন্দ্র। সূর্য্য। সিংহ। রশ্মি। অশ্ব। শুকপক্ষী। বানর। কিরণ। সর্প। ভেক। কোকিল। ময়ূর। পশু। হংস। পৃথিবীর নববর্ষের মধ্যে একটী বর্ষ। ভর্ত্তৃহরিপণ্ডিত। বিং, ত্রিং, হরিৎবর্ণ। পিঙ্গলবর্ণ। কপিলবর্ণ।
হরিক (হরি+কণ্—যোগ) সং, পুং, পীত-হরিতবর্ণ অশ্ব। চোর। পাশক্রীড়ক।
হরিকেলীয় (হরি বিষ্ণু—কেলি ক্রীড়া+ঈয়—প্রং) সং, পুং, বঙ্গদেশ।
হরিকেশ (হরি বিষ্ণু—ক ব্রহ্মা—ঈশ প্রভু) সং, পুং, শিব। যক্ষবিশেষ; ইনি শিবের প্রসাদে দণ্ডপাণিত্ব এবং ক্ষেত্র-পালত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
হরিগৃহ ; সং, ক্লীং, হরিমূর্ত্তি গৃহ। একচক্র পুরীবিশেষ।
হরিচন্দন (হরি ইন্দ্র—চন্দন [চন্দ আহ্লাদ করা+অন—ক] আহ্লাদজনক, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং—ক্লীং, দেবতরুবিশেষ। (হরি কপিলবর্ণ—চন্দন, যং—স, কিম্বা হরি ইন্দ্র—চন্দন, ৬ষ্ঠী—ষ, অথবা হরি ভেক, তদাকারে পর্ব্বত ভাগে-জাতত্বহেতু হরি-চন্দন) পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ, গোশীর্ষ নামক শ্বেতচন্দন। ক্লীং, কুঙ্কুম। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। পদ্মকেশর।
হরিণ (হৃ লওয়া+ইন—ক) সং, পুং মৃগ, কুরঙ্গ। পাণ্ডুবর্ণ। বিষ্ণু। শিব। সূর্য্য। হংস। জগতের ক্ষুদ্রতর বিভাগ বিশেষ। বিং, ত্রিং, পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। বিশদ। নী—স্ত্রীং, মৃগী, কুরঙ্গিণী। পদ্মিনী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর একবিধ স্ত্রী, চিত্রিণী স্ত্রী। অপ্সরাবিশেষ। ছন্দো-বিশেষ, সপ্তদশ

অক্ষরে প্রতিপাদ-নিবদ্ধ। মঞ্জিষ্ঠা। স্বর্ণযূথী। তরুণী। বরস্ত্রী। হরিদ্বর্ণা। স্ত্রী।



হরিণ।

হরিণনর্ত্তক (হরিণ মৃগ—নর্ত্তক নৃত্যকারী) সং, পুং, কিন্নর, স্বর্গের গায়ক।

হরিণপ্লুতা; সং, স্ত্রীং, ছন্দোবিশেষ; প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১১ অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ১২ অক্ষর।

হরিণবাড়ী, সং, জেলখানা, কারাগার।

হরিণহৃদয় (হরিণ মৃগ—হৃদয় মনঃ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, ভীরু, ভীতস্বভাব।

হরিণাক্ষী (হরিণ—অক্ষি চক্ষুঃ, ৬ষ্ঠী—হিং, অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, মৃগনয়ন তুল্য নয়ন-বিশিষ্টা স্ত্রী। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। হট্টবিলাসিনী।

হরিণাঙ্ক (হরিণ—অঙ্ক চিহ্ন বা ক্রোড়, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র, মৃগাঙ্ক।

হরিৎ (হৃ লওয়া+ইৎ—ক) সং, পুং, নীল পীত মিশ্রিতবর্ণ। সবুজবর্ণ। বেগবান্ অশ্ব। সূর্য্যের অশ্ব। সূর্য্য। বিষ্ণু। সিংহ। পুং,—ক্লীং, ঘাস, সবুজবর্ণদূর্ব্বাদি। স্ত্রীং, দিক্। হরিদ্রা। বিং, ত্রিং, হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট।

হরিত (পূর্ব্বে দেখ, ইতন্—ক) সং, পুং, সবুজবর্ণ। সিংহ। বিং, ত্রিং, তঃ—তা কিংবা। রিণী—তং সবুজবর্ণবিশিষ্ট। তা—স্ত্রীং, দূর্ব্বা। হরিদ্রা। জয়ন্তী। কপিল-দ্রাক্ষা। পাচী। নীলদূর্ব্বা।

হরিতক (হরিত সবুজবর্ণ+কণ্—যোগ) সং ক্লীং, হরিদ্বর্ণ তৃণ। শাক। বৃক্ষের পত্রাদি।

হরিৎপর্ণ; সং, ক্লীং, মূলক।

হরিতাল (হরিতা হরিদ্রা—অল্ ভূষিত করা+অ—প্রং) সং, ক্লীং, পীতবর্ণ স্বনাম-প্রসিদ্ধ ধাতু। পুং, পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল।

হরিতালী, হরিতালিকা (হরিতাল+ঈপ্ প্রং, পক্ষে কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, দূর্ব্বাঘাস। দক্ষিণোত্তরব্যাপিনী আকাশস্থ রেখা, ছায়াপথ। ভাদ্র-শুক্লা চতুর্থী।

হরিতাশ্ম (—শ্মন্, হরিত সবুজবর্ণ—অশ্মন্ পাথর, মং—স) সং, ক্লীং, মরকতমণি। তুঁতিয়া। [সং, পুং, সূর্য্য।

হরিদশ্ব (হরিৎ সবুজবর্ণ—অশ্ব, ৬ষ্ঠী—হিং)

হরিদেব (হরি বিষ্ণু—দেব দেবতা ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শ্রবণানক্ষত্র।

হরিদ্গর্ভ; সং, পুং, হরিদ্বর্ণকুশ।

হরিদ্রব সং, পুং, নাগকেশর পুষ্পরেণু।

হরিদ্রা (হরি বিষ্ণু ইত্যাদি—দৃ আদর করা+অ(ক)—ক, আপ্, কিংবা হরি পীতবর্ণ—দ্রু গমন করা+অ(ড)—ক) স্ত্রীং, হলুদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হরবিলাসিনী, এবং নিশা ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ। কর্পূর-হরিদ্রা, বনহরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাভেদে হরিদ্রা চারিপ্রকার। হরিদ্রা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বলবর্দ্ধক, রুক্ষ, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, দাহনিবারক এবং কফজ ও বাতজ রোগ, রক্ত-দুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, প্রমেহ, পীনস, অপচী, অরুচি ও বিষদোষে বিশেষ উপকারক।

হরিদ্রাঙ্গ (হরিদ্রা হলুদ—অঙ্গ অবয়ব, হরিদ্রা বর্ণের ন্যায় অঙ্গ যাহার, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, হরিতালপক্ষী।

হরিদ্রাভ (হরিদ্রা—আভা দীপ্তি, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, পীতবর্ণ। সং, পুং, পীতশাল। কর্পূরক। পীতবর্ণ।

হরিদ্রারাগ (হরিদ্রার ন্যায় রাগ অর্থাৎ রঞ্জন) বিং, ত্রিং, অস্থিরসৌহৃদ, ক্ষণমাত্রা-নুরাগী।

হরিদ্রু (হরি বানর—দ্রু গমন করা)+০ (ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, বৃক্ষ। দারুহরিদ্রা।

হরিদ্বার (হরি বিষ্ণু—দ্বার, ৬ষ্ঠী—ষ, বৈকুণ্ঠ যাইবার পথ) সং, ক্লীং, হিমালয় প্রস্থ তীর্থ ও নগরবিশেষ; ঐ স্থান গঙ্গানদীর মূল তজ্জন্য পুরাকালে বহু ঋষি ও রাজর্ষি এখানে যাগ যজ্ঞ তপস্যা করিয়াছিলেন। এখন ঐ স্থানে বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ ঘাট ও দেবমন্দির বিদ্যমান। হরিদ্বারের দক্ষিণ ভাগস্থ কনখল নামক পুণ্যতীর্থে দক্ষ প্রজাপতির আবাস ছিল। এখনও দক্ষের "যজ্ঞ-ভূমিও" সতীর দেহ ত্যাগের স্থান "সতী-ঘাট" বিদ্যমান আছে।

হরিন্মণি (হরিৎ সবুজবর্ণ—মণি পাথর, রং—স) সং, পুং, মরকতমণি, সবুজবর্ণ প্রস্তরবিশেষ।

হরিনামা (—নামন্) সং, মুদ্গ।

হরিনীল; সং, পুং, ইন্দ্রনীল।

হরিনেত্র (হরি বিষ্ণু ইত্যাদি—নেত্র নয়ন) সং, পুং, পেচক, পেঁচা। ক্লীং. শ্বেতপদ্ম।

হরিপদী (Autumnal Point) বিষুব-রেখার সহিত অয়নমণ্ডলের পশ্চিমদিকের সংযোগস্থল।

হরিপ্রস্থ (হরি ইন্দ্র—প্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ) সং, ক্লীং, ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের রাজধানী।

হরিপ্রিয় (হরি বিষ্ণু—প্রিয়) সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। পীতভৃঙ্গরাজ। বিষ্ণুকন্দ। করবীর, শঙ্খ। বন্ধুক। শিব। বাতুল। কঞ্চুক। যে ব্যক্তি হরিকে ভাল বাসে। ক্লীং, কৃষ্ণচন্দন। যা—স্ত্রীং,লক্ষ্মী তুলসী। দ্বাদশীতিথি। পৃথিবী।

হরিভক্ত; সং, পুং, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিপূর্ব্বক হরিসেবক।

হরিভদ্র; সং, ক্লীং, হরিবালুক।

হরিভুক্ (—ভুজ্, হরি ভেক—ভুজ যে খায়, ২য়া—ষ) সং, পুং, সর্প, ভুজঙ্গ।

হরিমন্থজ (হরি ঘোটক ইত্যাদি—মন্থ মন্থন, চর্ব্বণ—জন্ উৎপন্ন হওয়া+অ(ড)—ক) সং, পুং, চনক, ছোলা। কৃষ্ণমুগ।

হরিয়; সং, পুং, পীতবর্ণ অশ্ব।

হরিয়াল, সং, পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ।

হরিলোচন (হরি সবুজবর্ণ—লোচন চক্ষুঃ) সং, পুং, কাঁকড়া। পেচক।

হরিবংশ; সং.পুং, শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। মহাভারতান্তর্গত ব্যাসকৃত গ্রন্থবিশেষ।

হরিবর্ষ, হরিবুষ (হরি বিষ্ণু—বর্ষ পৃথিবীর একদেশ) সং, ক্লীং, পৃথিবীর নববর্ষের এক বর্ষ।

হরিবল্লভা; সং, স্ত্রীং, জয়া। তুলসী, লক্ষ্মী।

হরিবান্ (হরিবৎ, হরি ঘোটক—বৎ(বতু) অস্ত্যর্থে) সং, পুং, ইন্দ্র। বিং, ত্রিং, হরিবিশিষ্ট। [দ্বাদশীর প্রথম পাদ।

হরিবাসর; সং, ক্লীং, একাদশীযুক্ত দিন।

হরিবাহন (হরি বিষ্ণু—বাহন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং পুং, গরুড়। [হরিতাল।

হরিবীজ (হরি বিষ্ণু—বীজ) সং, ক্লীং,

হরিশয়ন; সং, ক্লীং, বিষ্ণুর নিদ্রা। আষাঢ় মাসের, শুক্লা-দ্বাদশী অবধি কার্ত্তিকমাসের শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস কাল।

হরিশর (হরি বিষ্ণু—শর বাণ, ত্রিপুরা নগরসমূহে অগ্নিপ্রদানে বিষ্ণু ইহাকে শরের ন্যায় কার্য্য করাইয়াছিলেন বলিয়া) সং, পুং, শিব।

হরিশ্চন্দ্র (হরিঃ বিষ্ণু—চন্দ্র, স—আগম। হরিরিব চন্দ্রো রমণীয়ঃ) সং, পুং, ত্রেতা-যুগের সূর্য্যবংশীয় অষ্টাবিংশ রাজা, ত্রিশঙ্কু-পুত্র রাজাবিশেষ। [চ্চারণ।

হরিসঙ্কীর্ত্তন; সং, ক্লীং, শ্রীহরির্নামো

হরিহয় (হরি সবুজবর্ণ—হয় ঘোটক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র; যথা—"হরিং বিদিত্বা হরিভিশ্চ বাজিভিঃ।" সূর্য্য। কার্ত্তিকেয়। গণেশ।

হরিহর ; সং, পুং, সংযুক্ত হরিহরমূর্ত্তি।

হরিহরাত্মক (হরি বিষ্ণু—হর শিব—আত্মন্ আপনি+কণ্—যোগ) সং, পুং, গরুড়। শিবের বৃষ। দক্ষ।

হরীতকী (হরি [ব্যাধি] যে হরণ করে—তকী দীপ্তা কিংবা হরি পীতবর্ণ—ইত প্রাপ্ত +কণ্, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, বৃক্ষবিশেষ।



হরীতকী।

ফলবিশেষ। শিং—১ "হরতে প্রসভং ব্যাধীন্ ভূয়স্তকতি যদ্বপুঃ। হরীতকী তু সা প্রোক্তা তকতির্দীপ্তিবাচিকা।" ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী। হরীতকী মধুর-অম্ল-কটু-কষায়-তিক্ত-রস, কিন্তু কষায় রসের আধিক্যবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক, এবং শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, মলবদ্ধতা, গুল্ম, আধ্মান, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, হিক্কা, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, বমন, বিষমজ্বর,' কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগের উপশমকারক। হরীতকী সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মলশুদ্ধি, সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষনাশ হইয়া থাকে। আহারের সঙ্গে হরীতকী সেবন করিলে বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, কফ-পিত্ত-বায়ুর নাশ, এবং মলমূত্রাদির বিনির্গম হয় ; আহারের পরে হরিতকী সেবন করিলে, বায়ু পিত্ত কফের নাশ এবং অন্ন-পান-জনিত কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহা বিদূরিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। উপবাস ও রক্তমোক্ষণ জন্য ক্ষীণ ব্যক্তি এবং কৃশ, দুর্ব্বল, পথশ্রান্ত, রুক্ষদেহ, পিত্তপ্রধানধাতু ও গর্ভিণীদিগের হরিতকী সেবন নিষিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদে ৭ প্রকার হরিতকীর উল্লেখ আছে ; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী, ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি লাউয়ের মত ; রোহিণী সম্পূর্ণ গোল ; পূতনা আকৃতিতে সূক্ষ্ম কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বীজ বড় ; অমৃতার বীজ ছোট এবং শস্য অধিক ; অভয়ার উপরে পাঁচটী রেখা দেখা যায় ; জীবন্তী স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ, চেতকী তিনটী রেখাবিশিষ্ট বিজয়া সর্ব্বাগ্রে প্রশস্ত ; রোহিণী ব্রণরোপক অর্থাৎ ইহার ব্যবহারে ক্ষত পূরিয়া উঠে ; পূতনা প্রলেপে প্রশস্ত ; বিরেচনাদি সংশোধন কার্য্যে অমৃতা উপযোগী ; অভয়া নেত্ররোগে অধিক উপকারী ; জীবন্তী সর্ব্বরোগনাশক ; চেতকী হরিতকী অবচূর্ণনার্থ অর্থাৎ ইহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চেতকী হরিতকী দুই প্রকার ; এক প্রকার শুক্লবর্ণ ও ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও ২

অঙ্গুলি দীর্ঘ। চেতকী হরিতকীর দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারাও বিরেচন হইয়া থাকে। এই হরিতকীর বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিলে এবং ইহা হাতে করিয়া রাখিলেও বিরেচন হয়। এই জন্য শিশু, সুকুমার, কৃশ, ঔষধদ্বেষী ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ চেতকী হরীতকী প্রশস্ত। ফলতঃ, এই সাত প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরিতকীই উৎকৃষ্ট; কারণ, ইহা সুলভ, সুখসেব্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর। হরীতকীর আঁটি কষায়-রস, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর, এবং বাতপিত্তনাশক।

হরেক (পারস্য) প্রত্যেক।

হরেদরে, ক্রি-বিং, গড়্ পড়্তা।

হরেণু (হৃ লওয়া + এণু—প্রং) সং, স্ত্রীং, কুলস্ত্রী। রেণুকা নামে গন্ধদ্রব্য। দাইল, ডাইল) তাম্রবর্ণ মৃগী। পুং, লঙ্কাদ্বীপ। গ্রামের সীমাবিচ্ছিন্নকারিণী লতা।

হর্ত্তা (হর্ত্তৃ, হৃ লওয়া ইত্যাদি + তৃ (তৃন্)—ক) বিং, ত্রিং, হরণকারক। বহনকারক। সংহারকারক। গ্রহণকারক। সং, পুং, চৌর। সূর্য্য।

হর্‌দম, বিং, (পার্সী) ক্রমাগত, অবিশ্রান্ত।

হর্ম্ম (হর্ম্মন্, হৃ লওয়া + মন্—প্রং) সং, ক্লীং, জৃম্ভণ, হাই।

হর্ম্মিত (হর্ম্মন্ + ইত—প্রং) বিং, ত্রিং, ক্ষিপ্ত। দগ্ধ। জৃম্ভিত।

হর্ম্মুট; সং, পুং, সূর্য্য। কচ্ছপ।

হর্ম্ম্য (হৃ [মনকে] হরণ করা + য—ক, ম—আগম) সং, ক্লীং, ধনীদিগের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি রচিত গৃহ; যথা—"রম্যং হর্ম্ম্যতলম্।"

হর্য্যক্ষ (হরি সবুজবর্ণ—অক্ষি চক্ষু, ৬ষ্ঠী—হিং, অ—প্রং) সং, পুং, সিংহ। কুবের।

হর্য্যত (হৃ লওয়া + যত—প্রং) সং, পুং, অশ্বমেধীয় অশ্ব, ঘোটক।

হর্য্যশ্ব (হরি সবুজবর্ণ—অশ্ব, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, ইন্দ্র, হরিহর।

হর্‌বোলা, বি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক বুলি বলিতে পারে।

হর্ষ (হৃষ্ হৃষ্ট হওয়া + অ (অল্)—ভা) সং, পুং, ইষ্টশ্রবণজন্য আনন্দ, সুখ, আমোদ। পুং, কন্দর্পের পিতা কলিযুগের নৃপবিশেষ।

হর্ষক (পূর্ব্বে দেখ, অক(ণক)—ক) বিং, ত্রিং, হর্ষজনক। সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ।

হর্ষণ (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, হর্ষ, আনন্দ। (হৃষ্-ণি = হর্ষি হৃষ্ট হওয়ান + অন—ক) পুং, বিষ্কুম্ভাদি-যোগের চতুর্দ্দশযোগ। চক্ষুরোগবিশেষ। শ্রাদ্ধবিশেষ। শ্রাদ্ধদেব। বিং, ত্রিং, হর্ষজনক।

হর্ষমাণ (হর্ষ দেখ, আন (শান)—ক) বিং, ত্রিং, হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত।

হর্ষয়িত্নু (হর্ষ দেখ, ইত্নু—ক) সং, পুং, পুত্র। ক্লীং, স্বর্ণ। বিং, ত্রিং, হর্ষজনক।

হর্ষিত (হৃষ্-ণি = হর্ষি হৃষ্ট হওয়ান + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, তোষিত, আমোদিত। হর্ষ + ইত—প্রং) হৃষ্ট।

হর্ষণী; সং, স্ত্রীং, বিজয়া।

হর্ষুল (হৃষ্ আনন্দিত হওয়া + উল—প্রং) সং, ক্লীং, মৃগ। কামুক। নায়ক।

হল (হল্ কর্ষণ করা + অ (অল্)—ণ) সং, ক্লীং, লাঙ্গল, হাল। পুং, ককারাদি সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

হলকা (আরবী) সমূহ, দল; যথা—"ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী।

হল্‌দে, বিং, হরিদ্রা বর্ণ।

হলদ্দী (হলং কৃষক—দে পালন করা + ঈ—প্রং) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা, হলুদ।

হলধর, হলভৃৎ (হল লাঙ্গল—ধর, ভৃ যে ধারণ করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, লাঙ্গলী, বলদেব। কৃষক।

হলন্ত (হল্—অন্ত) সং, পুং, ব্যঞ্জনবর্ণ।

হলফ (আরবী) শপথ।

হলভূতি, হলভৃতি (হল লাঙ্গল—ভূ হওয়া, ভৃ ধারণ করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, পুং, কৃষিকর্ম্ম, চাস।

হলা (হা—লা গ্রহণ করা+অ (ড)—ক) অং, নাট্যে—সখীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধনসূচক শব্দ। স্ত্রীং, সখী। পৃথিবী। মদ্য। জল।

হলায়ুধ (হল—আয়ুধ অস্ত্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, বলরাম, বলদেব।

হলাহ; সং, পুং, নানাবর্ণবিশিষ্ট অশ্ব।

হলাহল (হল লাঙ্গল—আ সমন্তাৎ—হল্ চসা+অ (অন্)—ক, যে লাঙ্গলের ন্যায় সর্ব্বত্র কর্ষণ করে, স্বার্থে 'অ' করিলে হলাহল। নিপাতন হেতু 'ল' লোপে হাহল) সং, পুং—ক্লীং, বিষবিশেষ, কালকূট। পুং, সর্পবিশেষ, ব্রহ্মসর্প। অঞ্জনা। বুদ্ধবিশেষ। লিং—১ "হলাহলং হালহলং হাহলঞ্চ হলাহলং।" ইতি রুদ্র।

হলি (হল্ কর্ষণ করা+ই—র্ম্ম) সং, পুং, হলকৃত রেখা। (+ই—ভাবে) কৃষি। (+ই-ণ) বৃহৎহল।

হলিপ্রিয় (হলিন্ বলরাম—প্রিয়, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। য়া—স্ত্রীং, সুরা, মদিরা। রেবতী।

হলী (হলিন্, হল্ লাঙ্গল+ইন্ অস্ত্যর্থে) সং, পুং, বলরাম। কৃষক। স্ত্রীং, কলিকারী বৃক্ষ।

হলীন; সং, পুং, শাকবিশেষ।

হলীমক; সং, পুং, পাণ্ডুরোগবিশেষ।

হলীষা (হল—ঈষা) সং, স্ত্রীং, লাঙ্গলদণ্ড।

হলুদ, হলদী (হরিদ্রাশব্দজ) সং, বরবর্ণিনী, হরিদ্রা।

হলকা (দেশজ) সং, অগ্নিশিখা।

হল্য (হল লাঙ্গল+য (য্য)—কৃষ্টার্থে ইত্যাদি) বিং, ত্রিং, হলকৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি)। লাঙ্গলসম্বন্ধীয়। ক্লীং, বৈরূপ্য। ল্যা—স্ত্রীং, হলসমূহ।

হল্লক (হ্লাদ্ আহ্লাদিত হওয়া+অক—প্রং, নিপাতন) সং, ক্লীং, রক্তকহ্লার। ক্রোধোক্তি।

হল্লা (আরবী হামলা শব্দের অপভ্রংশ) সং, আক্রমণ, গোলমাল।

হল্লীষ, হল্লীষক, হল্লীস, হল্লীসক, (হেলা স্ত্রীলোকের ভাব বিশেষ, লীলা—লষ্, লস্—নৃত্যবিশেষ, পটুত্ব প্রদর্শন করা +অ (অল্)—ধি, নিপাতন। কণ্—যোগে হল্লীষক, হল্লীসক) সং,পুং, স্ত্রীলোকদিগের মণ্ডলাকারে নৃত্য, একজন পুরুষ ও আট বা দশজন স্ত্রী একত্রিত হইয়া গান ও নৃত্য।

হব (হু হোম করা ইত্যাদি+অ (অল্)—ভাবে) সং, পুং, হোম, যজ্ঞ। (হ্বে আহ্বান করা+অ (অল্)—ভা) আহ্বান। আজ্ঞা।

হবন (পূর্ব্বে দেখ, অন (অনট্)—ধি) সং, পুং, হোম, যজ্ঞ। নী—স্ত্রীং, (+অনট্—ণ) হোমকুণ্ড।

হবনায়ুঃ (হবনায়ুস্, হবন হোম—আয়ুস্ জীবন) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

হবনীয় (হব দেখ, অনীয়—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হোমযোগ্য। (+অনীয়—ণ) হোমার্থ বস্তু।

হবিঃ (হবিস্, হু হোম করা+ইস্—প্রং) সং, ক্লীং, ঘৃত। হব্যঘৃত। হবনীয় দ্রব্যমাত্র। জল। হোম।

হবিত্রী (হু হোম করা+ইত্র—প্রং, আপ্) সং, স্ত্রীং, হোমকুণ্ড, হবনী।

হবিরশন (হবিস্ ঘৃত—অশন ভক্ষণীয়, ভক্ষণ) সং, পুং, অগ্নি। ক্লীং, ঘৃতভোজন।

হবির্গন্ধা; সং, স্ত্রীং, শমী।

হবির্গেহ (হবিস্ ঘৃত—গেহ ঘর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, হোমদ্রব্যাদি রক্ষার্থ গৃহ, হোমগেহ।

হবির্ভুক্ (হবির্ভুজ্, হবিস্—ভুজ্, [ভুজ্ ভোজন করা+০(ক্বিপ্—ক] যে ভোজন করে) সং, পুং, অগ্নি। দেবতা।

হবির্মন্থ; সং, পুং, গণিকারী বৃক্ষ।

হবিষ্য (হবিস্ ঘৃত+য (ষ্ণ্য)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, ঘৃতান্ন। (+ষ্ণ্য—স্বার্থে) পক্কনবনীত।

হবুথবু. বিং, জড়সড়, কুণ্ঠিত।

হব্য (হু হোম করা+য—ণ) সং, ক্লীং, ঘৃত। হবনীয় দ্রব্য, হবিঃ, হোমার্থ বস্তু, চরুপ্রভৃতি, ঘৃতাদি। (+য—ভা) হোম। বিং, ত্রিং, হোমযোগ্য। (+য—ক) সং, পুং, শাকদ্বীপাধিপতি।

হব্যকব্য—যজ্ঞের ঘৃত।

হব্যপাক (হব্য হবনীয় দ্রব্য—পচ্ পাক করা—অ (অল্)—র্ম্ম) সং, পুং, চরু, হোমার্থ পক্ক বস্তু। (+অল্—ধি) হবনীয় বস্তুর পাকপাত্র।

হব্যবাট্, (হব্যবাহ্), হব্যবাহ, হব্যবাহন, হব্যাশ, হব্যাশন (হব্য হবনীয় দ্রব্য—বাহ্, আশ, অশন, [বহ্ বহন করা+০(বিণ্)—ক। পক্ষে অশ্ ভোজন করা+অন্—ক। অশ্ ভোজন করা+অন—ক] যে ভোজন করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, অগ্নি, অনল।

হস—পুং, **হসন—ক্লীং** (হস্ হাস্যকরা+অ(অল্) অন(অনট্)—ভাবে) সং, হাস্য, হাসা।

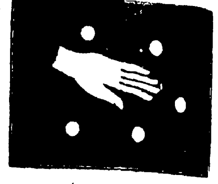
হসনী, হসন্তী, হসন্তিকা (হস্ হাস্য করা+অন—প্রঃ, ঈপ। হস্ হাস্য করা +অৎ(শতৃ)—ক, ঈপ্। ৩য়-পক্ষে কণ্—যোগ, আপ্) সং, স্ত্রীং, অঙ্গারধানী, অঙ্গটা, অগ্নিপাত্র; মল্লিকাবিশেষ। শাকিনীবিশেষ।

হসনীমণি (হসনী অগ্নিপাত্র—মণি রত্ন) সং, পুং, অগ্নি, বহ্নি।

হসৎ (হসৎ হস্ হাস্য করা+অৎ(শতৃ)—ক) বিং, ত্রিং, হাস্যকারী, যে হাসে।

হসিত (হস্ হাস্য করা+ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, সহাস্য। বিকসিত। (+ক্ত—ভা) সং, ক্লীং, হাস্য। শিং—১ "বিকাসিত-কপোলান্তমুৎফুল্লাননলোচনম্। কিঞ্চিল্লক্ষিতদন্তাগ্রং হসিতং তদ্বিদো বিদুঃ।"

হস্ত (হস্ হাস্য করা+তন্—ক) সং, পুং, কর, মণিবন্ধ অবধি অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্ত। হস্তিশুণ্ড। ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ। (কেশ শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) গুচ্ছ। পুং, স্ত্রী—স্ত্রীং, অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ত্রয়োদশ নক্ষত্র। ইহার আকার হস্তাকার এবং পঞ্চ তারাত্মক। ইহাতে জন্ম হইলে—


(হস্তা নক্ষত্র)।

"দাতা যশস্বী সুতরাং মনস্বী ভূদেবদেবার্চ্চনকৃন্নরঃ স্যাৎ। প্রসূতিকালে কিল যস্য হস্তা হস্তস্থিতা তস্য সমস্তসম্পৎ।" সমূহ।

হস্তপক্ষ (Chiroptera) যাহাদের হস্ত ও পুরঃপদ পক্ষরূপে পরিণত অর্থাৎ যে সকল জীব চর্ম্মযুক্ত কর সাহায্যে উড়ে; যেমন বাদুড় প্রভৃতি।

হস্তপুচ্ছ (হস্ত হাত—পুচ্ছ লেজ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, হাতের পোঁছা।

হস্তলেখ; সং, পুং, মক্স। শিং—১ "যদা-ভ্যাসায় লিখনং হস্তলেখঃ স উচ্যতে।"

হস্তবান্ (হস্তবৎ, হস্ত+বৎ(বতু)—অস্ত্যর্থে বিং) ত্রিং, কৃতহস্ত, লঘুহস্ত।

হস্তবারণ (হস্ত হাত—বারণ নিবারণ) সং, ক্লীং, মারণোদ্যত ব্যক্তির নিবারণ।

হস্তবিম্ব (হস্ত হাত—বিম্ব লালফল) সং, ক্লীং, বাসক, গন্ধদ্রব্য-চূর্ণ।

হস্তবুদ, (পার্সী) সং, কোন মহলের মোট উৎপন্ন আয়।

হস্তসিদ্ধি; সং, স্ত্রীং, ভৃতি, বেতন।

হস্তসূত্র (হস্ত—সূত্র সূতা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, বলয়। হস্ত পরিহিত সূত্র।

হস্তামলক (হস্ত—আমলক আমলকী ফল, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, করস্থিত আমলকী ফল। বেদান্ত গ্রন্থবিশেষ।

হস্তাবর্ত্তন ; সং, ক্লীং, হস্তদ্বারা স্পর্শ, হাত বুলান। [সং, ক্লীং, হস্তিসমূহ।

হস্তিক (হস্তিন্ হাতী + কণ্—সমূহার্থে)

হস্তিকক্ষ্য (হস্তিন্ হাতী—কশ্ বধ করা + স—প্রং এবং য—যোগ) সং, পুং, সিংহ। ব্যাঘ্র। [বিশেষ।

হস্তিকর্ণ ; সং, পুং, এরণ্ডবৃক্ষ। উপদেবতা-

হস্তিকর্ণক ; সং, পুং, কিংশুকবিশেষ।

হস্তিকর্ণদল ; সং, পুং, পলাশবিশেষ।

হস্তিগিরি (হস্তিন্ হাতী—গিরি পর্ব্বত) সং, পুং, দেশবিশেষ। কাঞ্চীনগরী।

হস্তিঘোষা ; সং, স্ত্রীং, বৃহৎঘোষা।

হস্তিচারিণী ; সং, স্ত্রীং, মহাকরঞ্জ।

হস্তিদন্ত (হস্তিন্ হাতী—দন্ত দাঁত, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, নাগদন্তক, দ্রব্যাদি স্থাপনার্থ ভিত্তিপ্রোথিত কীলক। হাতীর দাঁত। মূলক, মুলা।

হস্তিনখ (হস্তিন্ হাতী—নখ নখর, ৬ং—স) সং, পুং,—ক্লীং, পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ।

হস্তিনাপুর, **হস্তিনপুর** (হস্তিন্ এক রাজার নাম —পুর নগর, ৬ষ্ঠী—য) সং, ক্লীং, চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামকরাজনির্ম্মিত নগর, পঞ্জাবের অন্তর্গত মীরাট জেলায় যমুনাতীরে উহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। শিং—১"সুহোত্রস্যাপি দায়াদো হস্তীনাম বভূব হ। তেনেদং নির্ম্মিতং পূর্ব্বং পুরৈব হস্তিনাপুরম্।"

হস্তিপ, **হস্তিপক** (হস্তিন্ হাতী প [প পালন করা + অ(ড)—ক] যে পালন করে। ২য়া—য। পক্ষে কণ্- যোগ) সং, পুং, হস্তিপালক, মাহুত।

হস্তিপর্ণিকা ; সং,স্ত্রীং, রাজকোশাতকী।

হস্তিপর্ণী ; সং, স্ত্রীং, ওষধিবিশেষ, মোরাতা লতা। অলাবুবিশেষ।

হস্তিমদ (হস্তিন্ হাতী—মদ ক্ষরিত জল, ৬ষ্ঠী—য) সং, পুং, মত্ত বা বন্য হস্তীর গণ্ডের ২ ছিদ্র, গণ্ডদ্বয়, শিশ্ন, ও চক্ষুর্দ্বয়—এই ৭ স্থানে হইতে ক্ষরিত জল।

হস্তিমল্ল (হস্তিন্ হাতী—মল্ল বাহুযোদ্ধা) সং, পুং, গণেশ। ঐরাবত হস্তী। শঙ্খনামে নাগ। ভস্মস্তূপ। ধূলিবর্ষণ, হিমানী।

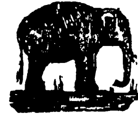
হস্তিবিষাণী ; সং, স্ত্রীং কদলী।

হস্তিরোহণকা ; সং, পুং, মহাকরঞ্জ।

হস্তিবাহ (হস্তিন্ হাতী বাহ [বহ্ বহন করা + অ(অন্)—ক] যে বহন করে) সং, পুং, অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ।

হস্তিশুণ্ডা (হস্তিন্ হাতী—শুণ্ডা শুঁড়, সং, স্ত্রীং, হাতিশুঁড়ার গাছ। হাতীশুঁড়।

হস্তী (হস্তিন্, হস্ত শুণ্ড + ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, করী, গজ।



সুহোত্র রাজপুত্র ইঁহা হইতেই হস্তিনাপুর নাম হইয়াছে। স্তিনী—স্ত্রীং, করিণী। চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার স্ত্রী। হস্তী।

হস্তে (হস্ত + এ—প্রং) অং, স্বীকার।

হস্তেকরণ (হস্তে [সপ্তম্যন্ত] হাতে—করণ) সং, ক্লীং, পাণিগ্রহণ, বিবাহ।

হস্ত্য (হস্ত + য(ঞ্য)—প্রং) বিং, ত্রিং, হস্তদত্ত। হস্তকৃত।

হস্ত্যারোহ (হস্তিন্ হাতী—আরোহ [আ —রুহ্ আরোহণ করা + অ(অন্)—ক] যে আরোহণ করে,২য়া—য) সং, পুং, হস্তিপক। নিষাদী, হস্তিস্থ। গজারূঢ় ব্যক্তি।

হস্র (হস উপহাস করা + র—প্রং) বিং, ত্রিং, মূর্খ, মূঢ়।

হহল ; সং, ক্লীং, হলাহল, কালকূট।

হহা, **হাহা** (হ এই শব্দ—হা ত্যাগ করা + ০(ক্বিপ্)—ক) সং, পুং, গন্ধর্ব্ব, স্বর্গীয় গায়ক (+০(ক্বিপ্)=ভাবে)। অং, আকস্মিক দুঃখ শোক। বিস্ময়। সম্ভ্রম।

হা (হা ত্যাগ করা + অ(ড)—ভাবে) অং, বিষাদ, শোক, পীড়া ইত্যাদি সূচক। আনন্দসূচক। হায়। কুৎসা। পুং, গর্ত্ত।

হাই (হা ফিকাশব্দজ) সং,জৃম্ভণ, মুখব্যাদান।

হাইকাই ; সং,অস্থিরতা প্রকাশ, ক্রন্ততা।

হাইর (দেশজ) বিং, পরাভব, পরাজয়।

হাইল (দেশজ) সং, নৌকাদণ্ড, বহিত্র।

হাউই (পারসী) আতোশবাজীবিশেষ।

হাউড়ে; বিং, অত্যন্ত পেটুক।

হাওদা (আরবী) হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার চৌকি।

হাওয়া (আরবী) বাতাস, বায়ু।

হাওলাৎ (আরবী) সং, কর্জ্জ, বিনালেখা পড়ায় হাতে হাতে অল্প দিনের জন্য যে ঋণ দেওয়া যায়।

হাঁ (দেশজ) স্বীকার, সম্মতি। মুখব্যাদান।

হাঁক (দেশজ) সং, দীর্ঘ চীৎকার। ডাক।

হাঁকন (বাঙ্গালা হাঁক ধাতুজ) সং, চীৎকারকরণ, ডাকন।

হাঁকুপাঁকু; সং, ব্যস্ততা প্রকাশ।

হাঁচন (হঞ্জি শব্দজ) সং, ক্ষুৎকরণ, হাঁচা।

হাঁচি (হঞ্জি শব্দজ) সং, ক্ষুৎ, হাঁচা।

হাঁটন (দেশজ) সং, চলন, গমন, সরণ।

হাঁটু (দেশজ) সং, জানুসন্ধি।

হাঁড়া (হণ্ডিকাশব্দজ, সং, বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ।

হাঁড়ী (হণ্ডী বা হণ্ডিকা শব্দজ) সং, মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ।

হাঁড়ীচাঁছা সং, পক্ষিবিশেষ।

হাঁপ (দেশজ) সং, শ্বাসত্যাগ, শ্রমজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস।

হাঁম, হাম (দেশজ) সং, ক্ষুদ্রাকার ব্রণবিশেষ।

হাঁস (হংস শব্দজ) সং, মরাল, হংস।

হাঁসপাতাল (হস্‌পিটল্ শব্দজ) সং, সাধারণ চিকিৎসালয়।

হাকিম (আরবী, হুকুম=আজ্ঞা দেওয়া) বিচারপতি, শাসনকর্ত্তা। রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

হাকুলিবিকুলি, সং, ব্যস্ততা, অস্থিরতা প্রকাশ।

হাগন, হাগা (দেশজ) সং, মলত্যাগ, পুরীষোৎসর্গ।

হাঙ্গর (হাং অনুকরণ শব্দ—গর [গৃ ভোজন করা+অ (অন্)—ক] যে ভোজন করে। অথবা হা—অঙ্গ—রা দান করা+অ (ড)—ক) সং, পুং, হিংস্রজলজন্তুবিশেষ, হাঙর।

হাঙ্গামা (পারস্য) গোলমাল, চীৎকার। দাঙ্গা, লড়াই। আক্রমণ।

হাজা (দেশজ) সং, জলপ্লাবনে বিনষ্ট।

হাজাম (পার্সী) বি, নাপিত।

হাজার (পারস্য) বিং, সহস্র, দশশত, ১০০০।

হাজি (আরবী হজ=একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন) যে মক্কা তীর্থে যাত্রা করিয়াছে, মক্কাতীর্থযাত্রী হিন্দু।

হাজির (আরবী) সং, উপস্থিত, প্রস্তুত, ইচ্ছুক। [রসিক।

হাজিরজবাব (আরবী) উপস্থিত, বক্তা,

হাজিরজামিন (আরবী) যে ব্যক্তি আদালতে অন্য ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হওনের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

হাট (হট্ট শব্দজ) সং, বাজার, ক্রয়বিক্রয়স্থান।

হাটক (হট্ দীপ্তি পাওয়া+অক (ণক)—ক) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। পুং, ধুস্তূর। দেশবিশেষ। (হাটক+ষ্ণ) বিং, ত্রিং, স্বর্ণনির্ম্মিত।

হাটকময় (হাটক স্বর্ণ+ময় (ময়ট্)—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত।

হাটকেশ্বর; সং, পুং, গোদাবরী নদীতীরস্থ শিব শিং—১ "এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে এবর্ষিপার্থিবাঃ। দ্রষ্টুং ত্রৈলোক্যভর্ত্তারং ত্র্যম্বকং হাটকেশ্বরম্। ততঃ কপিবরং প্রাপ্তো ঘৃতাচ্যা সহ সুন্দরি। স্নাত্বা গোদাবরীতীর্থে দিদৃক্ষুর্হাটকেশ্বরম্।"

হাড় (হড্ড শব্দজ) সং, অস্থি, হড্ড।

হাড়গিলা, **হাড়িগিলা** (হাড় অস্থি—গিলা যে গিলে) সং, অস্থি-ভক্ষক পক্ষীবিশেষ।

হাড়ি (হড়ি এবং হড়িক বা হড্ডিক শব্দজ) সং, কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ। হাইড়। নীচজাতিবিশেষ, মেথর।

হাড়িকাঠ (হাড়ি হড্ডি শব্দজ—কাঠ কাষ্ঠ শব্দজ) সং. পশুচ্ছেদনার্থ কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ, পাদবন্ধন কাষ্ঠ।

হাড়পেকে, বিং, টোটো করিয়া ঘুরিয়া যাহার শরীর পাকাইয়া হাড়সার হইয়াছে।

হাত (হস্ত শব্দজ) সং, কর, ভুজ, পাণি।

হাতচালা, সং, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হস্ত চালন।

হাতড়ী (হাতশব্দজ) সং, লৌহমুদ্গর বিশেষ, আঘাত যন্ত্র।

হাতব্য (হা ত্যাগ করা+তব্য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্তব্য, ত্যাগযোগ্য।

হাতা (হাত শব্দজ) সং, দর্ব্বী, খন্তাকা, পাত্রবিশেষ।

হাতিয়ার (হস্তশব্দজ) সং,অস্ত্র, যুদ্ধোপকরণবিশেষ।

হাতী (হস্তী শব্দজ) সং, করী, হস্তী।

হাতুড়িয়া (দেশজ) মূর্খবৈদ্য, কুচিকিৎসক।

হাত্র (হন্ বধ করা বা হা ত্যাগ করা+ ত্র—প্রং) সং, ক্লীং, বেতন, মূল্য, ভাড়া। প্রমথন। মারন। রাক্ষস।

হান (হা ত্যাগ করা+অন (অনট্—ভা) সং, ক্লীং, ত্যাগ। শিং—১ "হিমহানকৃতা ন কৃতা ক্বচন।" ক্ষতি। বিক্রম। (+ ক্ত—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যক্ত।

হানন (হনন শব্দজ) সং, প্রহারণ। আঘাতকরণ।

হানা (হন্ ধাতুজ কি ?) অস্ত্রদ্বারা আঘাতকরণ। জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত্ত। অমঙ্গল। (পারস্য) কণ্ঠদেশ, গলা; যথা— "রত্নভরা খুঙ্গী পুঁথি ঘোড়ার হানায়।"

হানি (হান দেখ, তি (ক্তি)—ভাবে, ত— ন) সং, স্ত্রীং, গতি। (হা+নি—ভাবে) ত্যাগ। নাশ। ক্ষতি, অপচয়।

হানী—কবিবর মাইকেল মধুসূদন হানী অর্থ "যে হনন করে" ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—"পুত্রহানী শক্র সে দুর্ম্মতি, ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে।"

হানুক (হন্ বধ করা বা আঘাত করা+ উক—ক) বিং, ত্রিং, হত্যাকারী। ক্ষতিকারক।

হান্ত্র (হন্ বধ করা+ত্র—প্রং) সং, ক্লীং, মৃত্যু, মরণ।

হাপর (দেশজ) সং, ধাতু আবর্ত্তন পাত্র।

হাপসান, বিং, আছাড় খাওয়া।

হাপুত্রিকা, হাপুত্রী; সং, স্ত্রীং, খঞ্জনপক্ষিণী।

হাফিকা; সং, স্ত্রীং, জৃম্ভা, হাই।

হামেশা (পারসী) ক্রিং—বিং, সর্ব্বদা। ক্রমাগত, অনবরত, চিরকাল।

হামেহাল, ক্রিং, বিং, (পার্সী) সকল অবস্থায়, সর্ব্বদা।

হাম্বান (হম্বা শব্দজ) সং, গোরুর চীৎকার।

হায় (হা শব্দজ) অং, খেদ প্রকাশক শব্দ।

হায়ন (হা [ভাব] ত্যাগ করা+অন্ (অনট্) —ক, য—আগম, নিপাতন) সং, পুং— ক্লীং, বৎসর, বর্ষ। পুং, ধান্যবিশেষ। অগ্নিশিখা।

হায়া (আরবী) সং, লজ্জা, সরম।

হার (হৃ [মন ইত্যাদি] হরণ করা+অ(ঘঞ্) —ক) সং, পুং, মুক্তাদিমালা। (+ঘঞ্ —ভাবে) যুদ্ধ। ভাগ। (ঘঞ্—ক) বিং, ত্রিং, ভাজক। বাহক। হারক। হরিসম্বন্ধীয়। রা—স্ত্রীং, (+অ—ভাবে, আপ) হরণ।

হারক (হৃ হরণ করা ইত্যাদি+অক (ণক) —ক) সং, পুং, কিতব, ধূর্ত্ত। চৌর। গদ্যবিশেষ। বিজ্ঞানবিশেষ। শাখোটবৃক্ষ। ভাজক অঙ্ক। বিং, ত্রিং, বাহক। হরণকারী। দ্যূতকার।

হারগুলিকা (হার—গুলিকা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, মুক্তাহারের গুলি।

হারনিরিখ, সং, পরগণার প্রচলিত হার অনুসারে খাজনার নির্দ্ধারণ করাকে নিরিখ বা হারনিরিখ কহে।

হারহারা; সং, স্ত্রীং, কপিলদ্রাক্ষা।

হারহূর; সং, পুং, মদ্য। রা—স্ত্রীং, দ্রাক্ষা।

হারাণ (হারি শব্দজ) সং, পরাজয়করণ, পরাস্তকরণ। ২। দ্রব্যাদি অপচয়, খোয়ান।

হারাম (আরবী মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর।

হারাবলী (হার—আবলী) সং, স্ত্রীং, মুক্তাবল; যথা- শৃঙ্গারহারাবলী। "পুরুষোত্তমকৃত কোষবিশেষ। শিং—১ "সাধ্বী সত্যং ভজতু কণ্ঠমসৌ প্রিয়েব হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন।"

হারি } (হৃ লওয়া, হরণ করা ইত্যাদি+
হারী } ইঞ্—ভাবে) সং, স্ত্রীং, পরাভব। (+ইঞ্—ক) পথিকলোকের পরিবার। পথিকশ্রেণী। বিং, ত্রিং, মনোহর, রুচির। রী—স্ত্রীং, মুক্তা।

হারিকণ্ঠ (হারি হার শব্দজ—কণ্ঠ) সং, পুং, কোকিল। বিং, ত্রিং, হারযুক্ত কণ্ঠ।

হারিণক (হরিণ মৃগ+ইক - প্রং) সং, পুং, হরিণঘাতক, ব্যাধ।

হারিত (হৃ ণিচ্=হারি লওয়ান+ত (ক্ত) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, পরাজিত। অপহারিত। (হারত+ষ্ণ) হরিৎবর্ণযুক্ত। পুং, শুকপক্ষী।

হারিতক; সং, ক্লীং, শাক।

হারিদ্র (হরিদ্রা+অ (ষ্ণ)—প্রং) বিং, ত্রিং, হরিদ্রাবর্ণ। সং, পুং, কদম্ববৃক্ষ। বিষবিশেষ। ক্লীং, সুবর্ণ।

হারী (হারিন্, হৃ [মন] হরণ করা+ইন্ (ণিন্) ক) বিং, ত্রিং, মনোহর। বাহক। অপহারক। (হার+ইন্) হারবিশিষ্ট। শিং —১ "কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।" অপহারক। রণকারী। (হার+ইন্—অস্ত্যর্থে) হারযুক্ত।

হারীত (হরিত সবুজবর্ণ+অ (ষ্ণ), ই=ঈ) সং, পুং, শুকপক্ষী। সংহিতাকার মুনিবিশেষ। প্রতারণা। কৈতব।

হারীতক; সং, পুং, হারিল পক্ষী।

হার্দ্দ } (হৃদ্ অন্তঃকরণ+অ (ষ্ণ), য
হার্দ্দ্য } (ষ্যঃ)—ভাবে) সং, ক্লীং, হৃদ্যতা, প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ। বিং, ত্রিং, হৃদ্গত। হৃদয়জ্ঞেয়। মনোজ্ঞ।

হার্দ্দী (হার্দ্দিন্, হার্দ্দ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, স্নেহযুক্ত। শিং—১ "স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি।"

হার্য্য (হৃ হরণ করা+য (ঘঞ্—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, বহনীয়। গ্রহণযোগ্য। গ্রাহ্য। ভাজ্য। অপহরণীয়। নিবার্য্য।

হাল (হাল লাঙ্গল+অ (ষ্ণ)—অস্ত্যর্থে, কিংবা হাল্ কর্ষণ করা+অ (অন্)—ক) সং, পুং, বলরাম। শালিবাহন রাজা। লাঙ্গল। (যাবনিক) অবস্থা; যথা— "রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল।" বর্ত্তমান সময়। লা—স্ত্রীং, (হাল+ষ্ণ, আপ্) সুরা, মদিরা। তাড়ী। লী— স্ত্রীং, কনিষ্ঠা শ্যালিকা, ছোটশ্যালী।

হালক; সং, পুং, পীতহরিদ্বর্ণ অশ্ব।

হালখাতা, সং, নূতনখাতা।

হালদার, (হাওলদার শব্দজ) বি, উপাধিবিশেষ। [হলাহল।

হালহল, হালহাল; সং, ক্লীং, বিষবিশেষ,

হালাক (আরবী) বধ, নষ্ট।

হালাল (আরবী) বিং, বৈধ, যাহা ধর্ম্মসম্মত। মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী পশুপক্ষ্যাদির কণ্ঠচ্ছেদন করা।

হালাল; সং, পুং, চিত্রবর্ণ ঘোটক।

হালাহল (হলাহল+অ(ষ্ণ) প্রং। হলাহল দেখ) সং, পুং—ক্লীং, কালকূট বিশেষ। পুং, কীটবিশেষ। লা—স্ত্রীং, গিরিকা, নেংটিয়া ইঁদুর। লী—স্ত্রীং, সুরা, মদ্য।

হালাহলধর (হালাহল বিষ—ধর [ধৃ ধরা +অ (অন্)—ক] যে ধরে, ২য়া—ষ) সং, পুং, বিষধর, সর্প।

হালি (যবন ভাষা) বিং, ত্রিং, নবোৎপন্ন। নূতন, একেলে, এবছরে। (দেশজ) সং, নৌকাদণ্ড, বহিত্র।

হালিক (হল লাঙ্গল+ইক (ষ্ণিক)—বহ-ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, হলসম্বন্ধীয়। হালিয়া। হলবাহক। লাঙ্গলধারী, কৃষক।

হালিনী; সং, স্ত্রীং, স্থূলপত্রী।

হালু (হল্ কর্ষণ করা+উ—প্রং) সং, পুং, বদন, দন্ত।

হালুইকর (আরবী) সং, মিষ্টান্নপ্রস্তুত-কারক, মিঠাইওয়ালা।

হালুয়া (আরবী) ঘৃত চিনি ও ময়দা বা শুজী দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, মোহন-ভোগ।

হাল্কা (দেশজ) বিং, লঘু পাতলা।

হাবশী (Absynian শব্দের অপভ্রংশ কি ?) আবাসনিয়ার অধিবাসী। কাফ্রি।

হাব (হু হোম করা+অ (ঘঞ্)—ধি, রাগীরা হুত হয় ইহাতে, কিংবা হু [রাগিয়া কামাগ্নিতে] হোম করা+অ (ঘঞ্)—ণ) সং, পুং, স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজাত বিলাস বিব্বোক বিভ্রমললিত হেলালীলা এই সকল ক্রিয়াবিশেষ। শিং—১ "যুবানোহনেন হৃদ্যন্তে নারীভির্মদনানলে। অতো নিরু-চ্যতে হাব স্তে বিলাসাদয়ো মতাঃ।" ২ "গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে।" (হ্বে আহ্বান করা+ঘঞ্ —ভা) আহ্বান।

হাবা (দেশজ) বিং, নির্ব্বোধ। বাক্যহীন ব্যক্তি।

হাবাতিয়া (দেশজ) হতভাগা, মন্দাদৃষ্ট, নির্ধন। যে অন্নাভাবে হা অন্ন যো অন্ন করে।

হাবেলী (আরবী) বাসস্থান।

হাস (হস্ হাস্য করা+অ (ঘঞ্)—ভাবে) সং, পুং, হাস্য। শিং—১ "কপোলাক্ষি কৃতোল্লাসো ভিন্নোষ্ঠঃ স মহাত্মনাম্। বিদীর্ণাস্যশ্চ মধ্যানামধমানাং সশব্দকঃ।"

হাসল (আরবী) কর্ত্তব্যসম্পাদন।

হাসি (হস ধাতুজ) সং, হাস্য, হাস।

হাসিকা (হস্ ণিচ=হাসি হাস্য করান+অক (ণক)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, নীচা, দাসী যে হাসায়।

হাসিকা (হা ত্যাগ করা+অস্—প্রং। অক—আগম) সং, পুং, বেদে—চন্দ্র।

হাসিল (আরবী) লভ্য, উৎপন্ন দ্রব্য। হাসিল হওয়া = কার্য্যসিদ্ধি।

হাস্তিক (হস্তিন্ হাতী+ইক (ষ্ণিক)—সমূ-হার্থে) সং, ক্লীং, হস্তিসমূহ। পুং, হস্ত্যা-রোহ, বিং, ত্রিং, হস্তিসম্বন্ধীয়।

হাস্তিন (হস্তিন্ এক রাজার নাম—অ(ষ্ণ) —কৃতার্থে) সং, ক্লীং, হস্তিনাপুর। (হস্তী অর্থাৎ গজ) হস্তিপ্রমাণ।

হাস্য (হস্ হাস্য করা+য (ঘ্যণ্—) ভাবে) সং, ক্লীং, হাসি। (হস+ষ্ণ্য) সং, পুং, কাব্যের রসবিশেষ। (+ঘ্যণ্—র্ম) বিং, ত্রিং, পরিহসনীয়, উপহসনীয়।

হাহল, হাহাল (হলাহল দেখ) সং, ক্লীং, কালকূট, হলাহল।

হাহা (হা বিষাদসূচক "অব্যয়শব্দ—হা পাওয়া+০ক্বিপ্)—ক, ঙা) সং, পুং, গন্ধর্ব্ব, কুবেরানুচর। অং, দুঃখ শোক বিস্ময় ও সম্ভ্রমসূচক শব্দ। খেদসূচক শব্দ, শোকধ্বনি।

হাহাকার (হাহা শোকধ্বনি—কার করণ) সং, পুং, কলরব। শোকধ্বনি। কাতরতা-জন্য কলরব। যুদ্ধকলরব। অশ্বাদি প্রেরণ-ধ্বনি।

হি (হি গমন করা+ই(ডি)—ক) অং, হেতু। নিশ্চয়। অবধারণ। বিশেষ। প্রশ্ন। সম্ভ্রম। অসূয়া। পাদপূরণ। ব্যগ্রতা। শোক।

হিং (হিঙ্গু শব্দ) সং, বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ।

হিংচা (হিলমোচি শব্দজ) সং, শাকবিশেষ, জলজ শাক।

হিংসক (হিন্স্ বধ করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, হিংস্রজন্তু। শত্রু। অথর্ব্ববেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণ। বিং, ত্রিং, দ্বেষ্টা, হিংসা-

কারক, ঘাতক। শিং—১:"ভোক্তানুমন্তা সংস্কর্ত্তা ক্রয়বিক্রয়ি-হিংসকাঃ। উপহর্ত্তা ঘাতয়িতা হিংসকাশ্চাষ্টমাধমাঃ।"

হিংসা—স্ত্রীং, **হিংসন**—ক্লীং (হিন্স্ বধ করা+ অনট্,অ—ভাবে,আপ) সং, হত্যা, বধ, হনন। অপকার, ক্ষতি। দ্বেষ। ঈর্ষ্যা।

হিংসাকর্ম্ম (হিংসাকর্ম্মন্, হিংসা—কর্ম্মন্ কার্য্য, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, ক্লীং, অভিচার, মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ —এই ছয়।

হিংসারু (হিংসা—ঋ গমন করা+উ—প্রং, কিম্বা হিংসক দেখ, আরু—প্রং) সং, পুং, শার্দ্দূল, ব্যাঘ্র।

হিংসালু (হিংসক দেখ, আলু—ক,শীলার্থে) বিং, ত্রিং, হিংসাশীল, ঘাতক। অপকারক, হিংসা করা যাহার স্বভাব।

হিংসালুক (হিংসালু+কণ—যোগ) সং, পুং, হিংস্রকুকুর। বিং, ত্রিং, হিংসাশীল।

হিংসিত (হিংসক দেখ, ত(ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে হিংসা করা হয়। হত, নাশিত।

হিংসীর (হিন্স্-ণিচ্=হিংসি বধ করান বা আঘাত করান+ঈর—প্রং) সং, পুং, ব্যাঘ্র। খল।

হিংস্য (হিংসক দেখ, য(ঘ্যণ্)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, হিংসাযোগ্য, বধ্য।

হিংস্র, **হিংস্রক** (হিংসক দেখ, র—ক, শীলার্থে, পক্ষে কণ্—যোগ) বিং, ত্রিং, হিংসাশীল, হননকারক, ঘাতুক। অপকারক। সং, পুং, হিংসাকারক জন্তু।

হিংস্রা; সং, স্ত্রীং, এলাবলী। কাকাদনী। মাংসী। জটামাংসী। গবেড়ুকা। গবেধুকা। নাড়ী। শিরা।

হিঁচড়ন (দেশজ) সং,কেশমার্জ্জন। টানন। আকর্ষণ।

হিঁয়ালি (প্রহেলিকা শব্দজ কি?) সং, গূঢ়ার্থ প্রশ্ন।

হিঁয়ো, (অব্যয়) অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষ। শ্রমজীবীরা কোন জিনিস তুলিবার সময় সমস্বরে একত্র হিঁয়ো শব্দ উচ্চারণ করিয়া দম্ লইয়া থাকে।

হিক্কা (হিক্ শব্দ করা+অ=ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, রোগের উপসর্গবিশেষ, হেঁচ্‌কী।

হিঙ্কার (হিং অনুকরণ শব্দ—কার [কৃ করা +অ(ষণ্)—ক] যে করে) সং, পুং, ব্যাঘ্র।

হিঙ্গু (হিন্—গম্ গমন করা+উ(ডু)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, নির্য্যাসবিশেষ, হিং।

হিঙ্গুনির্য্যাস; সং,পুং, নিম্ববৃক্ষ। হিঙ্গুরস।

হিঙ্গুপত্র; সং, পুং, ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

হিঙ্গুল, **হিঙ্গুলি**, **হিঙ্গুলু** (হিঙ্গু হিং+লা দান করা, গ্রহণ করা+অ(ড), ই(ডি), উ(ডু)—ক) সং, পুং,—ক্লীং, রঞ্জন দ্রব্যবিশেষ, হিঙ্গুল। পারদবহুল মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষের নাম হিঙ্গুল। বাঙ্গালায় ইহা হিঙ্গুল নামেই পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হিঙ্গুল,দরদ, ম্লেচ্ছ,চিত্রাঙ্গ, ও চূর্ণপারদ। ইহা মধুরকটু-তিক্ত কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, প্লীহা, কামলা, আমবাত, হৃল্লাস, বিষদোষ, ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক। রূপভেদে ও নামভেদে হিঙ্গুল তিন প্রকার। শ্বেতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম চর্ম্মার, ঈষৎ পীতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম শুক-তুণ্ডক, এবং গাঢ় রক্তবর্ণ হিঙ্গুলের নাম হংসপাদ। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ হংসপাদ হিঙ্গুলই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার্য্য। হিঙ্গুল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ ৭ বার মেষীদুগ্ধ দ্বারা তৎপরে অম্লবর্গ দ্বারা এবং তাহার পরে আদার রসদ্বারা ভাবনা দিলে, হিঙ্গুল শোধিত হইয়া থাকে। হিঙ্গুল হইতে পারদ বহিষ্কৃত করিতে হইলে, প্রথমতঃ লেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া সেই হিঙ্গুল একটী হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং তাহার উপর একটী জলপূর্ণ

হাঁড়ী বসাইয়া নীচের হাঁড়ীতে অগ্নির জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীটার জল গরম হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল দিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ হিঙ্গুল হইতে পারদ বহির্গত হইয়া উপরের হাঁড়ীটার তলদেশে সংলগ্ন হইবে। সেই পারদ স্বভাবতই বিশুদ্ধ; এই জন্য ইহার শোধন ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না, এবং সাধারণ পারদ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী।

হিঙ্গুলিকা; সং, স্ত্রীং, কণ্টকারী।

হিঙ্গুলী; সং, স্ত্রীং, বার্ত্তাকু, বেগুন।

হিঙ্গুল; সং, ক্লীং, মধুমূল, মৌ আলু।

হিজ্ড়ে (দেশজ) সং, ক্লীং, নপুংসক, খোজা।

হিজরী (পারস্য) সং, মুসলমানের প্রচলিত শাক।

হিজ্জ } **হিজ্জল** } (হিং[হি+০(কিপ্)—ক]—জল) সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, হিজলগাছ।

হিঞ্জীর (হিণ্ড +ঈর প্রেরণ করা+অ(ক)—ক, নিপাতন) সং, পুং, হস্তিপাদ বন্ধন রজ্জু বা শৃঙ্খল।

হিঞ্জুল; সং, পুং, নিচুলবৃক্ষ।

হিড়িম্ব (হিম্বড়্ +ইব(কিব)—ক) সং, পুং, রাক্ষসবিশেষ; সে ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়। ম্বা—স্ত্রীং, তদ্ভগিনী, ঘটোৎকচের মাতা।

হিড়িম্বজিৎ } **হিড়িম্বরিপু** } **হিড়িম্বাপতি** } (হিড়িম্ব জিৎ [জি জয় করা+০(কিপ্)—ক] যে জয় করে, ২য়া—ষ। হিড়িম্ব—রিপু শত্রু, ৬ষ্ঠী-ষ, হিড়িম্বা—পতি, ৬ষ্ঠী ষ), সং, পুং, ভীম।

হিণ্ডন (হিনড্ গমন করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, ভ্রমণ। বিলেখন। লেখন। রমণ।

হিণ্ডিক (হিণ্ড্ [হিনণ্ড্ গমন করা+অ—প্রং]+ইক—প্রং) সং, পুং, গণক, দৈবজ্ঞ।

হিণ্ডির—ণ্ডী (হিণ্ড্ গমন করা, ঘৃণা করা +ইর, ঈর—ক) সং, পুং, অস্থিবিশেষ। সমুদ্রাদির ফেন। বার্ত্তাকু। পুরুষ।

হিণ্ডী (হিন্ড্ [সেই অসুর] ঘৃণা করা+অ, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, দুর্গা, পার্ব্বতী।

হিত (ধা পোষণ করা+ত(ক্ত)—র্ম) বিং, ত্রিং, যোগ্য, উপযুক্ত। পথ্য। উপকারক। প্রিয়। গত। অনুকূল। ব্যবহার্য্য। ধৃত। (হি+ত(ক্ত)—ভাবে) সং, ক্লীং, ইষ্ট-সাধন। মঙ্গল। গমন।

হিতকর, হিতকারী (হিত মঙ্গল—কর [কৃ করা—অ(ট)—ক] যে করে, ২য়া—ষ। হিতকারিন্, হিত মঙ্গল—কারী [কৃ করা +ইন(ণিন্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মঙ্গলদায়ক, উপকারক।

হিতকাম; বিং, ত্রিং, হিতৈষী।

হিতপ্রণী (হিত উপযুক্ত—প্রণী যে উপদেশ দেয়) সং, পুং, চর, দূত।

হিতবাদী (—বাদিন্, হিত মঙ্গল—বাদী যে বলে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, হিতকথনশীল, সৎপরামর্শদায়ক।

হিতার্থী (হিতার্থিন্, হিত মঙ্গল—অর্থী যে আকাঙ্ক্ষা করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মঙ্গলপ্রার্থী। [বালিশ।

হিতাল, বিং, (ময়মনসিংহে প্রচলিত)

হিতাবলী; সং, স্ত্রীং, ঔষধবিশেষ।

হিতৈষণা (হিত—ইষ্ ণিচ্=ইষি ইচ্ছা করান+অন(অনট্)—ভা) সং, স্ত্রীং, হিতেচ্ছা, পরের উপকার সাধন।

হিতৈষী (—ষিন্, হিত মঙ্গল—এষিন্[ইষ্ ইচ্ছা করা+ইন্(ণিন)—ক] যে ইচ্ছা করে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, হিতেচ্ছাকারী, হিতাভিলাষী।

হিতোক্তি (হিত প্রিয়—উক্তি কথন) সং, স্ত্রীং, প্রিয়বচন, হিতকর বাক্য।

হিতোপদেশ (হিত উপকার—উপদেশ, য়ং—স) সং, পুং, সৎপরামর্শদান। বিষ্ণুশর্ম্মাকৃত মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি, নামক কথাচতুষ্টয়াত্মক নীতিগ্রন্থবিশেষ।

হিন্তাল, হীন্তাল (হীন অধম=তাল, নিপাতন) সং, পুং, হেঁতালগাছ। ২। সিংহল দ্বীপস্থ পর্ব্বত বিশেষ।

হিন্দু (হীন—দুষ্ দূষিত করে যে, নিপাতন। হিন্দুশব্দ সংস্কৃত নহে; বেদ, স্মৃতি, দর্শন ও রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। যে পুরাতন পারসীক ভাষা ইতিপূর্ব্বে আবস্তিক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ঐ শব্দ সেই ভাষার অন্তর্গত। পশ্চাৎ, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও আবস্তিক হপ্তহেন্দু শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বোধ হইবে, আবস্তিক হেন্দু শব্দ সংস্কৃত সিন্ধু শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। পারস্যদেশের কীলরূপা শিলালিপিতে উহা হিদুস বলিয়া লিখিত আছে। গ্রীকেরা ইন্দুইস্ শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকে। তন্ত্রবিশেষে হিন্দুশব্দ উল্লিখিত ও তাহার ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ঐ তন্ত্রের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। কেবল হিন্দু শব্দ নয়, এই অযুক্ত তন্ত্র-বচনে ইংরেজ, ফিরিঙ্গি ও লণ্ডন নগরের নাম সন্নিবেশিত থাকিয়া উহার অতিমাত্র আধুনিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিং—১"হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে। পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ফিরিঙ্গিভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ। অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্ব- পরাজিতাঃ॥ ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ।") সং, পুং, জাতি বিশেষ, হিন্দু। ২। ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ।

হিন্দোল—পুং } **হিন্দোলী**—স্ত্রীং, } (হি অব্যয়শব্দ—দুল্ দোলান+অ(ঘঞ্—ভা, অথবা হিল্লোল+অল্—ভাবে) সং, দোলা, ঝুলন। হিন্দীভাষায় ঝুলনশব্দকে হিণ্ডোল বলে। বাঙ্গালায় হাঁদলা। ঝুলনযাত্রা। যামবিশেষ। (+অন্—ক) রাগবিশেষ। লী—ডুলি। ঝুলি।

হিন্দোলক; সং, পুং, রাগবিশেষ।

হিম (হন্ বধ করা+ম(মক্)—ক। হন্ হি) সং, ক্লীং, তুষার, নীহার। চন্দন। চন্দনদ্রব। শৈত্য, শীতলতা। শীতল, স্পর্শ। টিন। মুক্তা। পদ্ম। নবনীত। পুং, হিমগিরি, হিমালয় পর্ব্বত। চন্দ্র। চন্দনবৃক্ষ। কর্পূর। ঋতুবিশেষ। বিং, ত্রিং, শীতল।

হিমকটিবন্ধ (Arctic Zone) উদীচ্যবৃত্ত ও উদীচ্যেতর বৃত্ত হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত দুইভাগ।

হিমকর (হিম শীতল—কর কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, চন্দ্র কর্পূর। বিং, ত্রিং, শীতস্পর্শবিশিষ্ট।

হিমকূট (হিম তুষার বা শীতল—কূট স্তূপ) সং, পুং, শিশির ঋতু শীতকাল। ২। পর্ব্বত বিশেষ।

হিমগিরি (হিম তুষার কিম্বা শীতল—গিরি পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ+স্বং—স) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

হিমজ (হিম হিমালয় পর্ব্বত—জ [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক] জাত) সং, পুং, মৈনাক পর্ব্বত। জা—স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। বিং, ত্রিং, হিমালয় পর্ব্বতে জাত।

হিমতৈল; সং, ক্লীং, কর্পূরতৈল।

হিমদ্যুতি, হিমদীধিতি (হিম শীতল—দ্যুতি দীপ্তি, দীধিতি কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শীতকিরণ, চন্দ্র।

হিমদ্রুম; সং, পুং, মহানিম্ব।

হিমপ্রস্থ (হিম শীতল—প্রস্থ বাসস্থান) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

হিমমণ্ডল—হিমকটিবন্ধ।

হিমবান্ (হিমবৎ, হিম তুষার, শৈত্য+বং (বতু)—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত। বিং, ত্রিং, শীতল, শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা।

হিমবালুকা (হিম তুষার—বালুকা বালি, স্বং—স) সং, স্ত্রীং, কর্পূর।

হিমশর্করা; সং, স্ত্রীং, যাবনালী।

হিমশিমখাওয়া; সং, অতিশয় ভ্রান্ত হওয়া, অতিশয় কাতর হওয়া।

হিমশিলা ; সং, স্ত্রীং, তুষার, বরফ।

হিমশৈল (হিম তুষার—শৈল পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী —ষ+য়ং—স) সং, পুং, হিমালয়-পর্ব্বত।

হিমশৈলজা (হিমশৈল হিমালয়পর্ব্বত। জা [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক, আপ্] যে জন্মে, ৫মী—ষ) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা।

হিমসংহতি (হিম শীতল—সংহতি [সমূহ, রাশি] বহুদ্রব্যের একত্র হওন) সং, স্ত্রীং, হিমানী, বরফ।

হিমসাগর বি, পাথরকুচি গাছ। ২। বৈদিক শাস্ত্রোক্ত তৈলবিশেষ।

হিমহাসক (হিম শীতল বা শীতকাল—হস্ হাস্য করা+অক(ণক)—ক) সং, পুং, হিন্তালবৃক্ষ।

হিমা ; সং, স্ত্রীং, সূক্ষ্মৈলা। রেণুকা। ভদ্রমুস্তা, নাগরমুস্তা। পৃক্কা, চণিকা।

হিমাংশু (হিম শীতল—অংশু কিরণ, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, শীতকিরণ, চন্দ্র। কর্পূর।

হিমাগম (হিম তুষার—আগম আগমন, ৭মী—হিং) সং, শীতকাল, হেমন্তঋতু।

হিমাঙ্গ (হিম শীতল—অঙ্গ, অবয়ব, য়ং —স) সং, ক্লীং, শীতল অঙ্গ, হিমকায়।

হিমাদ্রি (হিম তুষার কিম্বা শীতল—অদ্রি পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ+য়ং—স, কিংবা হিমে যুক্ত অদ্রি=হিমাদ্রি, ৩য়া—ষ) সং, পুং, হিমালয় পর্ব্বত।

হিমাদ্রিজা, **হিমাদ্রিতনয়া** (হিমাদ্রি হিমালয়পর্ব্বত —জা [জন্ জন্মান+অ(ড)—ক, আপ্] যে জন্মে, ৫মী—ষ। হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত—তনয়া কন্যা, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। ক্ষীরিণী।

হিমানী (হিম তুষার+ঈ—মহদর্থে, আন আগম) সং, স্ত্রীং, হিমসংহতি, বরফ। যাবনালশর্করা।

হিমারাতি, **হিমারি** (হিম শীতল—অরাতি =শত্রু) সং, পুং, অগ্নি। সূর্য্য। চিত্রকবৃক্ষ। অর্কবৃক্ষ।

হিমালয় (হিম তুষার—আলয় গৃহ, ৬ষ্ঠী —ষ) সং, পুং, ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পূর্ব্বপশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপী পর্ব্বত, পার্ব্বতীর পিতা। য়া—স্ত্রীং, ভূম্যামলকী।

হিমাবতী ; সং, স্ত্রীং, ওষধিবিশেষ, স্বর্ণক্ষীরী।

হিমাব্জ ; সং, ক্লীং, উৎপল।

হিমাশ্রয়া ; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণজীবন্তী।

হিমাহ্ব, হিমাহ্বয় (হিম তুষার—আহ্বা, আহ্বয়=নাম, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, কর্পূর। বর্ষবিশেষ।

হিমিকা (হিম কোয়াশা+কণ্, আপ্) সং, স্ত্রীং, শিশির, হিমকণা, তৃণাদির উপরিভাগে পতিত হিম। কুজ্ঝটিকা।

হিমেলু (হিম শীতল+এলু—প্রং) বিং, ত্রিং, হিমক্লেশিত, হিমার্ত্ত।

হিমোত্তরা ; সং, স্ত্রীং, কপিলদ্রাক্ষা।

হিমোদ্ভবা ; সং, স্ত্রীং, শটী।

হিম্মত (আরবী) সাহস। বীরত্ব।

হিম্মতওয়ালা (আরবী, হিম্মত দেখ, হিন্দিওয়ালা। সাহসী। মনস্বী।

হিম্য (হিম তুষার+য—জাতার্থে) বিং, ত্রিং, হিমজাত, হিমোৎপন্ন। শীতল।

হিয়া (হৃদয় শব্দজ) সং, বক্ষঃস্থল, বুক।

হিরঙ্গু, সং, পুং, রাহুগ্রস্ত।

হিরণ (হৃ লওয়া+অন(অনট্)—র্ম্ম,ঋ—ইর) সং, ক্লীং, স্বর্ণ। রেতঃ। বরাটক, কড়ি।

হিরণ্ময় (হিরণ্, হিরণ্য শব্দজ+ময়(ময়ট্) —বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, হিরণ্যবিকার, স্বর্ণময়। সং, পুং, ব্রহ্মা। ক্লীং, নববর্ষ মধ্যে বর্ষবিশেষ।

হিরণ্য (হৃ লওয়া+অন(কন্যণ্)—র্ম্ম, ঋ =ইর) সং, ক্লীং, রৌপ্য। ধন। রেতঃ; ধুস্তূর। অকূপ্য। দ্রব্য। বরাটক। পরিমাণবিশেষ।

হিরণ্যকশিপু (হিরণ্য স্বর্ণ—কশিপু গ্রাসাচ্ছাদন, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, দৈত্য-বিশেষ, প্রহ্লাদের পিতা ; বিষ্ণু নৃসিংহা-বতারে ইহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

হিরণ্যগর্ভ (হিরণ্য স্বর্ণ—গর্ভ উৎপত্তি-স্থান, ৬ষ্ঠী—হি, কিম্বা গর্ভ ভ্রূণ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, ব্রহ্মা। শিলাবিশেষ। শিং—১ "এতস্য অণ্ডং হিরণ্যবর্ণমভবৎ॥ তথাচ স্মৃতিঃ। হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদ-কেশরং। তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-রিতি বিশ্রুত ইতি॥ উপচারাৎ হিরণ্য-বর্ণমণ্ডং হিরণ্যং।" ইতি ভরতঃ।

হিরণ্যদ (হিরণ্য স্বর্ণ—দ [দা দান করা +অ(ড)—ক] যে দেয়) সং, পুং, সমুদ্র।

হিরণ্যনাভ (হিরণ্য স্বর্ণ—নাভি) সং, পুং, মৈনাকপর্ব্বত।

হিরণ্যবাহ (হিরণ্য স্বর্ণ—বহ্ বহন করা —অ—প্রং) সং, পুং, শোণ নদ।

হিরণ্যবাহু (হিরণ্য স্বর্ণ—বাহু ভুজ) পুং, শোণ নদ।

হিরণ্যরেতাঃ (হিরণ্য রেতস্, হিরণ্য স্বর্ণ —রেতস্ শুক্র, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি। চিত্রকবৃক্ষ। সূর্য্য। শিব।

হিরণ্যবর্ণা (হিরণ্য স্বর্ণ—বর্ণ রং) সং, স্ত্রীং, নদী, তরঙ্গিণী।

হিরণ্যাক্ষ (হিরণ্য স্বর্ণ—অক্ষ অক্ষি শব্দজ, ৬ষ্ঠী—হিং+অ—প্রং) সং, পুং, হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। বিষ্ণু বরাহাব-তারে ইহার প্রাণ বধ করিয়াছিলেন।

হিরুক্ (হি গমন করা+রুক্ (রুক)—ভা) অং, ত্যাগ, বিনা, ব্যতিরেক, ভিন্ন।

হিলমোচি, **হিলমোচিকা**, **হিলমোচী** (হিল [হিল্+অ(ক) ক) কটাক্ষাদি ভঙ্গী-করণ—মুচ্ মোচন করা+ই—ক। কণ্—যোগে হিল-মোচিকা) সং, স্ত্রীং, হিঞ্চাশাক, হেলঞ্চা।

হিল্ল ; সং, পুং, শরারিপক্ষী।

হিল্লোল (হিল্লোল্ দোলন (+অন্—ক) তরঙ্গ, ঢেউ। রতিবন্ধবিশেষ।

হিল্বলা ; সং, স্ত্রীং, মৃগশিরানক্ষত্রের শিরো-দেশস্থ পঞ্চতারক।

হিবা (আরবী ওহব=দানকৃ] দানপত্র।

হিবুক (হিন্ব্ প্রীতকরা+উক(উকুক্) —ক) সং, ক্লীং, লগ্নচতুর্থ স্থান।

হিসাব (আরবী) সং, গণনা।

হিসাবনবিস, বিং, হিসাব পরিষ্কারকারক।

হিস্যা (আরবী) অংশ, ভাগ।

হিস্যাদার (আরবী) অংশীদার।

হিহি ; অং, আহ্লাদসূচক শব্দ, হাস্যশব্দ। সং, পুং, গন্ধর্ব্বের নাম। [হেতু।

হী (হন্ বধ করা+ঈ(ডী)—ভাবে) সং, হাস্য শব্দ। বিস্ময়। শোক। বিষাদ। দুঃখ।

হীন (হা ত্যাগ করা+ত (ক্ত)—র্ম, ত স্থানে ন,' বিং, ত্রিং, পরিত্যক্ত, রহিত, বর্জ্জিত, উন। নিন্দনীয়। অধম, নীচ। শূন্য। পুং, প্রতিবাদবিশেষ। শিং—১ "অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরু-ত্তরঃ। আহুত-প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ।"

হীনবর্ণ ; সং, পুং, নীচবাদী।

হীনবাদী ; হীনবাদিন্, হীন বর্জ্জিত বা নিন্দনীয়—বাদ বাক্য+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মুক, বোবা। বিরুদ্ধার্থবাদী। শিং—১ "পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোহন্য-মালম্বতে পুনঃ। বাদসংক্রমণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ।

হীনাঙ্গ ; হীন—অঙ্গ, ৬ষ্ঠী—হিং) বিং, ত্রিং, অঙ্গহীন। বিকলাঙ্গ। ঙ্গী—স্ত্রীং, পিপী-লিকা।

হীনিত (Minus) বিয়োগচিহ্ন, "−" এই প্রকার চিহ্ন।

হীন্তাল ; সং, পুং, বৃক্ষবিশেষ, হেঁতালগাছ।

হীয়মান (হা ত্যাগকরা+আন—প্রং) বিং, ত্রিং, যাহা পরিহীন হইতেছে, হ্রাস হওয়া।

হীর (হৃ লওয়া+অ(ক)—ক, ঋ—ঈর) সং, পুং, শিব। ইন্দ্রের বজ্র। সর্প। হার। সিংহ। শ্রীহর্ষের পিতা। পুং, ক্লীং, হীরক।

হীরক, হীর (হীর+কণ্—যোগ) সং, ক্লীং, রত্নবিশেষ, হীরা, জহর। শিং—১ "গুরূণি সর্ব্বরত্নানি বজ্রমেকং পরং লঘু। ভিদ্যন্তে হন্যানি বজ্রেণ তন্ন কেনাপি ভিদ্যতে।" যথাবিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া সেবন করিলে ইহা আয়ুঃ, বল, বীর্য্য, বর্ণ, পুষ্টি, শুক্র, রতিশক্তি ও উত্তেজনার বৃদ্ধি করে, ইহা উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন। বিবিধ ঔষধের সহিত ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক রোগে ও অবস্থাবিশেষে ইহাদ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। হীরক কণ্টকারির মূলমধ্যে নিহিত করিয়া, ৭ বার গজপুটে পাক করিলে, শোধিতও জারিত হয়। অথবা অশ্বমূত্রের কিম্বা ভেকমূত্রের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া ৭ বার পুটদগ্ধ করিলে, হীরকের শোধন মারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণভেদে ও আকৃতিভেদে হীরকের নানাপ্রকার ভেদ কল্পিত আছে। শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ জাতি; ইহা রসায়নকার্য্যে প্রশস্ত, এবং, সকল কার্য্যেই ফলপ্রদ। রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয় জাতি; বহুবিধ রোগ, জরা ও অকালমৃত্যুনিবারণে ইহা উপযোগী। পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য জাতি; ইহা শরীরের দৃঢ়তাকারক, এবং ধারণে সম্পত্তিবর্দ্ধক। কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি; ইহা রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। সুন্দর, গোলাকার, জ্যোতির্ম্ময়, বৃহৎ এবং রেখাহীন বা বিন্দুবিহীন হীরক পুংজাতি; ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক, সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত ও সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ। যে হীরক রেখা বা বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট, তাহা স্ত্রী জাতি; এই হীরকধারণে সুখবৃদ্ধি হয়। ত্রিকোণ ও দীর্ঘাকৃতি হীরক ক্লীব জাতি; ইহা বীর্য্যবিহীন ও অকর্ম্মণ্য। আভ্যন্তর প্রয়োগের জন্য শ্বেত হীরকেরই ব্যবহার করা উচিত। শোধনমারণ না করিয়া হীরকের আভ্যন্তর প্রয়োগ কদাচ করিবে না; কারণ অশোধিত ও অমারিত হীরক সেবন করিলে পাণ্ডু, পার্শ্ববেদনা, পঙ্গুতা, ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপস্থিত হয়।

হীরা (হীর+আপ্) সং, স্ত্রীং, লক্ষ্মী। মৎস্যবিশেষ। পিপীলিকা। কাশ্মরী। (হীরক শব্দজ) সং, রত্নবিশেষ।

হীরাকস, সং, দ্রব্যবিশেষ।

হীরাঙ্গ (হীর হীরা—অঙ্গ অবয়ব) সং, পুং, ইন্দ্রের বজ্র।

হীলুক; সং, ক্লীং, গৌড়ীমৎস্য, রসসরাপ।

হীহী (হী—দিত্ব) অং, আহ্লাদসূচক শব্দ, হাস্যধ্বনি।

হুঁ (হুম্ শব্দজ) অং, স্বীকার বোধকশব্দ।

হুঁকা (আরবী) সং, তামাকুর ধূমপানার্থ যন্ত্র।

হুঁস; সং, (যাবনিক) সংজ্ঞা, চৈতন্য, জ্ঞান।

হুহুঙ্ক (যবন ভাষা) সং, আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি।

হুঙ্কার—পুং, **হুঙ্কৃত—ক্লীং**, **হুঙ্কৃতি—স্ত্রীং** (হুম্ অনুকরণ শব্দ—কার, কৃ=করণ) সং, হুঙ্কার শব্দ। বন্যবরাহধ্বনি। গর্জ্জন। বিং, ত্রিং, গর্জ্জিত।

হুবহু (আরবী) ঠিকঠিক, সম্পূর্ণরূপে।

হুজুক; সং, বিস্ময়জনক বাক্য, মিথ্যা কাহিনী, ক্ষণস্থায়ী জনরব।

হুজুর, (যাবনিক) বি, প্রভু।

হুট, বিং, অবজ্ঞা বা ঘৃণাবোধক শব্দ।

হুড়; সং, পুং, মেষ। চোর নিবারণার্থ ভূমিতে প্রোথিত লৌহকীলক। সেনাশ্রয়স্থান। রথোপরি মলমূত্র ত্যাগ করিবার শৃঙ্গ।

হুড়কা (হুড়ুক শব্দজ) সং, দ্বারবন্ধ করিবার কাষ্ঠ। পতিসংসর্গত্যাগিনী স্ত্রী।

হুড়াহুড়ি (দেশজ) সং, ঠেলাঠেলি, মারামারি।

হুড়ুক্ক (হড়ুক্ অনুকরণ শব্দ—কৈ শব্দ করা+অ—প্রং) সং, পুং, বাদ্যবিশেষ। দাত্যূহপক্ষী। মত্ত ব্যক্তি। হুড়কা।

হুড়ুম্ব ; সং,পুং,ভৃষ্টচিপিট, চিঁড়াভাজা। মুড়ি।

হুণ্ড (হুন্ড্ ভিড় হওয়া, একত্র করা+অ—প্রং) সং, পুং, ব্যাঘ্র। গ্রাম্যশূকর। মূর্খ। রাক্ষস। মেষ।

হুণ্ডী (দেশজ) বি, অর্থসম্বন্ধীয় টাকার চিঠি।

হুত (হু হোম করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, দেবোদ্দেশে মন্ত্রপূর্ব্বক অগ্নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি। তর্পিত। সং, পুং, হোমকরা অগ্নি। (+ক্ত—ভা) ক্লীং, হোম।

হুতভুক্, হুতবহ হুতাশ, হুতাশন } (হুতভুজ, হুত অগ্নিক্ষিপ্তঘৃতাদি+ভুজ যে ভোজন করে, ২য়া—ষ। হুত—বহ্ বহন করা+অ (অন্)—ক) যে বহন করে, ২য়া—ষ। হুত—আশ [অশ্ ভোজন করা +অ (অন্—ক] যে ভোজন করে, ৩য়া —ষ। হুত—অশ্ ভোজন করা+অন —ক, ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, অগ্নি, হোমঘৃতাদি ভক্ষক। হুতাশ (দেশজ) ভয়, দুশ্চিন্তা।

হুতি (হু হোম করা+তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, হবন, হোম।

হুম্ হূম্ } (হ্বে আহ্বান করা+উম্ (ডুম্), উম (ডুম)—ণ) অং, স্বীকার। সম্মতি। নিষেধ। স্মৃতি। সংশয়। গানধ্বনি। অসূয়া। প্রশ্ন। বিতর্ক।

হুমকি, সং, ভয় প্রদর্শন, ভয় দেখান।

হুমজুত (আরবী) মান্য। চরিত্র।

হুল (দেশজ) সং, সূক্ষ্মাগ্রভাগ।

হুলহুলী (হুল+অ (ক)—ক, দ্বিত্ব, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, স্ত্রীলোকদের মঙ্গলসূচক মুখশব্দ, হুলুধ্বনি।

হুলিয়া, সং, (পার্সী) পলায়িত ব্যক্তির অনুসন্ধানার্থ বিজ্ঞাপন প্রচার।

হুলু (হুলহুলী শব্দজ) সং, স্ত্রীলোকদের মঙ্গলধ্বনি।

হুলস্থুল (দেশজ) সং, গোলযোগ, গোলমাল।

হুশিয়ার (পারসী) বিং, মনোযোগী, চতুর, বিজ্ঞ।

হুশিয়ারী (পারস্য) সাবধানতা।

হুহু হূহু } (হ্বে আহ্বান করা+উ (ডূ)—র্ম্ম, নিপাতন) সং, পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ।

হূ ; অং, আহ্বান। অবজ্ঞা। শোক। গর্ব্ব।

হুঙ্কার—পুং, **হুঙ্কৃত**—ক্লীং } (হুম্ অনুকরণ শব্দ—কার, কৃত=করণ) সং, "হুম্" এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ

হূণ (হ্বে আহ্বান করা+নক্—ক) সং, পুং, শক জাতির শাখাবিশেষ। ভারতবর্ষের উত্তর দেশবিশেষ। তদ্বাসস্থান। শিং—১ "মত্তহূণাবরোধানাং।"

হূত (হ্বে আহ্বান করা+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আহূত। (+ক্ত—ভাবে) সং, ক্লীং, আহ্বান।

হূতি (পূর্ব্বে দেখ, তি (ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, আহ্বান, ডাকা। আহূতি।

হূন (হূণ দেখ) সং, পুং, ম্লেচ্ছ দেশবিশেষ। তদ্দেশীয় রাজা। ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ।

হূয়মান (হ্বে আহ্বান করা+আন (শান) —র্ম্ম) বিং, ত্রিং, যাহাকে আহ্বান করা যাইতেছে।

হূরব (হূ ভয় বা ক্রোধের চীৎকারধ্বনি—রব শব্দ) সং, পুং, শৃগাল, শিয়াল।

হূর্চ্ছন (হূর্চ্ছ্ বক্র হওয়া+ অনট্—ভা) সং, ক্লীং, কুটিলতা, বক্রতা

হূহু হূহু } (হ্বে আহ্বান করা+উ (ডূ)—র্ম্ম, দ্বিত্ব) সং, পুং, গন্ধর্ব্ববিশেষ। অং, যাতনাসূচক ধ্বনি।

হৃচ্ছয় (হৃদ্ অন্তঃকরণ—শয় [শী শয়ন করা+অ (অন্)—ক] যে শয়ন করে, ৭মী—ষ) সং, পুং, কামদেব, মদন।

হৃণীয় হৃণীয়া } (হৃণী [কণ্ড্বাদি] লজ্জিত হওয়া +য (ক্য)অ—ভাবে, আপ) সং, স্ত্রীং, নিন্দা। লজ্জা, ত্রপা।

হৃৎ (হৃ হরণ করা+০ (ক্বিপ)—ক, ৎ—আগম) বিং, ত্রিং, হরণকারী।

হৃৎকম্প (হৃদ—কম্প সং,পুং, হৃদয়কম্পন।

হৃত (হৃ লওয়া+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, আকৃষ্ট। অপহৃত। আনীত। ছিন্ন।

হৃত্তত্ত্ববিবেক (Phrenology) কোন ব্যক্তির মস্তকের গঠন দেখিয়া তদীয় মনোবৃত্তি সমুদায় যে শাস্ত্র দ্বারা নিরূপিত হয়।

হৃৎপিণ্ড (Heart) হৃদয়স্থিত রক্তাদির আধারস্থান।

হৃদ্, **হৃদয়** } (হৃ হরণ করা+০ (ক্বিপ্)—ক, ৎ—আগম, ৎ=দ্। হৃ হরণ করা+অয় (কয়ন্ —ক, দ্—আগম) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থল। শিং—২ "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্।" চিত্ত, মনঃ। জীবিত।

হৃদয়গ্রন্থি ; সং, পুং, হৃদ্বন্ধ।

হৃদয়গ্রাহী (—গ্রাহিন্, হৃদয়—গ্রাহিন্ [গ্রহ গ্রহণ করা+ইন্ (ণিন্)—ক] যে গ্রহণ করে) বিং, ত্রিং, মনোগারী।

হৃদয়ঙ্গম (হৃদয় অন্তঃকরণ—গম্ যে গমন করে) বিং, ত্রিং, হৃদয়গত, হৃদ্য, মনোগত। উপযুক্ত। মনোহর।

হৃদয়বান্ (—বৎ, হৃদয় অন্তঃকরণ+বৎ (বতু) অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, মনস্বী, সদন্তঃকরণ, প্রশস্তচিত্ত।

হৃদয়স্থান (হৃদয় অন্তঃকরণ—স্থান) সং, ক্লীং, বক্ষঃস্থল, বুক।

হৃদয়াত্মা ; সং, পুং, কঙ্কপক্ষী।

হৃদয়ালু, হৃদয়িক, হৃদয়ী (হৃদয়িন্, হৃদয় অন্তঃকরণ+আলু, ইক, ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ।

হৃদয়েশ (হৃদয় অন্তঃকরণ—ঈশ্ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ) সং. প্রাণেশ্বর, স্বামী, ভর্ত্তা, কান্ত, বল্লভ। শা—স্ত্রীং, প্রণয়িনী, কান্তা।

হৃদিকা ; সং, স্ত্রীং, কৃপাচার্য্যের মাতা।

হৃদিকাসুত (হৃদিকা ইহার মাতা—সুত পুত্র, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, কৃপাচার্য্য।

হৃদিস্পৃক্ (—স্পৃশ্, হৃদি অন্তঃকরণ—স্পৃক্ [স্পৃশ্ স্পর্শ করা+০ (ক্বিপ্)—ক] যে স্পর্শ করে) বিং, ত্রিং, হৃদ্য, প্রিয়, মনের মত। মর্ম্মস্পৃক্। মনোহর।

হৃদ্গত (হৃদ্ অন্তঃকরণ—গত [গম্ গমন করা+ত(ক্ত)—ক] যে গিয়াছে, ২য়া—ষ) বিং, ত্রিং, মনোগত হৃদয়স্থ, চিত্তস্থ।

হৃদ্গোল ; সং, পুং, পর্ব্বতবিশেষ।

হৃদ্য (হৃদ্ অন্তঃকরণ+য(ষ্যঞ্)—প্রং) বিং, ত্রিং, হৃদয়ঙ্গম, মনোগত। মনোজ্ঞ। প্রিয়। বাঞ্ছিত। দ্যা—স্ত্রীং, বৃদ্ধিনামৌষধি।

হৃদ্যগন্ধ ; সং, পুং, বিল্ববৃক্ষ। ক্লীং, ক্ষুদ্রজীরক। সৌবর্চ্চল। ন্ধা—স্ত্রীং, জাতী। ন্ধি—স্ত্রীং, ক্ষুদ্রজীরক।

হৃদ্যতা (হৃদ্য+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, প্রণয়, প্রেম, সদ্ভাব।

হৃল্লাস (হৃদ্ অন্তঃকরণ—লস্ ক্রীড়া করা +অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, হিক্কা, হেচকী।

হৃল্লেখ (হৃদ্ অন্তঃকরণ—লিখ লেখা+অ(অল্)—ভা) সং, পুং, জ্ঞান। তর্ক। —স্ত্রীং, ঔৎসুক্য।

হৃষিত (হৃষ্ হৃষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, আহ্লাদিত, পুষ্ট। প্রীত। হর্ষিত, পুলকিত। প্রণত। সজ্জিত, বর্ম্মিত। বিস্মিত। (+ক্ত—র্ম্ম) প্রহৃত।

হৃষীক (হৃষ্ অলীক ব্যবহার করা+ঈকক্—ক্ত) সং, ক্লীং, ইন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

হৃষীকেশ (হৃষীক ইন্দ্রিয়—ঈশ্ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠী—ষ। মহাভারতে—তিনি অতিশয় হৃষ্ট, সুখী ও ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া হৃষীকেশ নাম হইয়াছে") সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মারূপ। শিং—১ "ইন্দ্রিয়াণি বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা।"

হৃষ্ট (হৃষ্ হৃষ্ট হওয়া+ত(ক্ত)—ক) বিং,

ত্রিং আহ্লাদিত, আনন্দিত। মুদিত। প্রীত, সন্তুষ্ট। পুলকিত, রোমাঞ্চিত।

হৃষ্টরোমা (—রোমন্, হৃষ্ট আনন্দিত—রোমন্ লোম) বিং, ত্রিং, পুলকিত, রোমাঞ্চিত।

হৃষ্টি (হৃষ্ট দেখ তি(ক্তি)—ভা) সং, স্ত্রীং, হর্ষ। আনন্দ। গর্ব।

হে (হি গমন করা+এ(ড)—ভাবে) অং, সম্বোধন। আহ্বান। অসূয়া।

হেট, হেঁট (দেশজ) বিং, অধঃ। নম্র।

হেঁয়ালি (প্রহেলিকা শব্দজ কি? সং, অস্পষ্টার্থ প্রশ্ন।

হেঁসেল, সং (হাঁড়ীশালাশব্দজ) রন্ধনস্থান।

হেঁকে হেঁকে (ক্রিবিং) উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া।

হেক্কা (হিক্ হিক্কাতোলা+অ—প্রং, ই=এ) সং, স্ত্রীং, হিক্কা, হেচ্‌কী।

হেঁচকী / **হেটকী** সং, (হিক্কাশব্দজ) আকর্ষণ টানিয়া টানিয়া কান্না।

হেঠ (হেঠ্ বাধা দেওয়া+(অন্)—ক) সং, পুং, বাধা। প্রতিবন্ধক। ক্ষতি।

হেড়জ; সং, পুং, ক্রোধ।

হেড়াবুক্ক; সং, পুং, অশ্ববিক্রয়কারী।

হেতি (হন্ বধ করা+তি(ক্তি)—ক, নিপাতন) সং, পুং,—স্ত্রীং, অস্ত্র, শস্ত্র। স্ত্রীং সূর্য্যকিরণ। অগ্নিশিখা। তেজোমাত্র। সাধন।

হেতু (হি গমন করা+তুন্—ক) সং, পুং, কারণ। বীজ, মূল। প্রয়োজন। ন্যায়মতে ব্যাপকজ্ঞাপক। অলঙ্কারবিশেষ।

হেতুক (হেতু+কণ্—স্বার্থে) সং, পুং, কারণ। বিং, ত্রিং, হেতুসম্বন্ধীয়।

হেতুতা (হেতু+তা—ভাবে) সং, স্ত্রীং, হেতুর ধর্ম্ম, কারণতা, হেতুত্ব।

হেতুমান্ (—মৎ, হেতু+মৎ(মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, হেতুবিশিষ্ট, কার্য্য।

হেতুবাদ (হেতু—বাদ কথন, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, হেতুকথন।

হেত্বাভাস (হেতু—আভাস অনুরূপ, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, নিকৃষ্ট হেতু। দুষ্ট হেতু, প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়। ব্যভিচার। বিরুদ্ধতা, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষতা, বাধ—এই পাঁচ হেতু দোষ।

হেথা (দেশজ) ক্রিং—বিং, অত্র, এখানে।

হেদে / **হ্যাদে** সম্বোধনসূচক অব্যয়।

হেন (দেশজ) বিং, এমন, ঈদৃশ।

হেপাজাত, বি, (যাবনিক) অধিকার, দখল, আয়ত্ত।

হেম, হেমন্ (হি গমন করা+ম, মন্—ক) সং, ক্লীং, স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোণা। ধুস্তূর। কেশর। মাষপরিমাণ। কৃষ্ণবর্ণাশ্ব।

হেমকন্দল (হেম স্বর্ণ—কন্দল অঙ্কুর) সং, পুং, প্রবাল, পলা।

হেমকান্তি; সং, স্ত্রীং, দারুহরিদ্রা।

হেমকার (হেম স্বর্ণ—কার [কৃ করা+অ (ষণ্)—ক] যে করে, ২য়া—ষ) সং, পুং, স্বর্ণকার, সেক্‌রা।

হেমকূট (হেম স্বর্ণ—কূট শৃঙ্গ ৬ষ্ঠী—হিং) সং, পুং, কিংপুরুষবর্ষস্থ হিমালয়ের উত্তরেস্থিত পর্ব্বত-বিশেষ।

হেমকেলি (হেম স্বর্ণ—কেলি যে ক্রীড়া করে) সং, পুং অগ্নি, অনল।

হেমকেশ (হেম স্বর্ণ—কেশ চুল) সং, পুং, শিব, মহাদেব।

হেমগন্ধিনী; সং, স্ত্রীং, রেণুকাখ্যগন্ধদ্রব্য।

হেমচন্দ্র; সং, পুং, অভিধানচিন্তামণি নামক কোষকর্ত্তা। স্বর্ণময় শশী, সোণার চাঁদ।

হেমজাল (হেম স্বর্ণ—জালা অগ্নিশিখা) সং, পুং, অগ্নি।

হেমতার (হেম স্বর্ণ—তৃ পার হওয়া+অ—প্রং) সং, ক্লীং, তুথ, তুঁতিয়া।

হেমদুগ্ধ; সং, পুং, উডুম্বর বৃক্ষ।

হেমন্ত (হন্ [সন্তাপ] বধ করা+অন্ত—ক, হন্=হি, ম্—আগম। কিম্বা হিম—অন্ত শেষ, ৬ষ্ঠী—হিং, মনীষাদি) সং, পুং—ক্লীং, হিমসময়, হিমঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস। হিমালয় পর্ব্বত; যথা—"দক্ষগৃহ ছাড়ি, হেমন্তেরই বাড়ী, জনমিলা সতী আসি"

হেমন্তনাথ ; সং, পুং, কপিত্থ।

হেমপর্ব্বত (হেম স্বর্ণ—পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সুমেরু পর্ব্বত।

হেমপুষ্প (হেম স্বর্ণময়—পুষ্প ফুল) সং, ক্লীং, অশোকপুষ্প। পুং, চম্পকবৃক্ষ। ষ্পী—স্ত্রীং, মঞ্জিষ্ঠা। স্বর্ণজীবন্তী। স্বর্ণলু। মুষলী। কণ্টকারী।

হেমফলা ; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণকদলী।

হেমমালা ; সং, স্ত্রীং, যমের পত্নী।

হেমমালী (—মালিন্, হেমমালা+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ।

হেমরাগিণী (হেম স্বর্ণ—রাগ রং+ইন্ প্রং, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, হরিদ্রা, হলুদ।

হেমল (হেমন্ স্বর্ণ—লা লওয়া বা পাওয়া +অ—প্রং) সং, পুং, স্বর্ণকার। কষ্টি পাথর। কৃকলাস।

হেমলক—এক প্রকার বিষবৃক্ষ।

হেমলতা ; সং, স্ত্রীং, স্বর্ণজীবন্তী।

হেমশঙ্খ (হেম স্বর্ণ—শঙ্খ শাঁখ) সং, পুং, বিষ্ণু, নারায়ণ।

হেমসার ; সং, ক্লীং, তুথ।

হেমা (হেমন্, হি গমন করা+মন্—প্রং) সং, পুং, বুধগ্রহ। স্ত্রীং, অপ্সরা। সুন্দরী স্ত্রী।

হেমাঙ্গ (হেম স্বর্ণ—অঙ্গ অবয়ব) সং, পুং, গরুড়। সিংহ। সুমেরু। ব্রহ্মা। চম্পক বৃক্ষ। বিষ্ণু। ক্লীং, সুবর্ণ, অঙ্গ। বিং, ত্রিং, সুবর্ণ অঙ্গযুক্ত।

হেমাদ্রি (হেম স্বর্ণ—অদ্রি পর্ব্বত, ৬ষ্ঠী—ষ) সং, পুং, সুমেরু পর্ব্বত।

হেমাহ্ব ; সং, পুং, বনচম্পক। ধুস্তুর। হ্বা—স্ত্রীং, স্বর্ণজীবন্তী।

হেমা ; সং, পুং, বুধগ্রহ।

হেয় (হা ত্যাগ করা+য—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, ত্যাজ্য, তুচ্ছ।

হের (হি গমন করা+রক্—ক) সং, ক্লীং, মুকুটবিশেষ। হরিদ্রা। আসুরী মায়া।

হেরণ, সং, দর্শন, দেখা।

হেরম্ব (হে আহ্বানসূচক অব্যয়, কিংবা শিবেতে—অম্ব্ কিংবা রম্ব্ শব্দ করা +অ(অন্)—ক) সং, পুং, গণেশ। ম-হিষ। গর্ব্বিত বীর। বুদ্ধবিশেষ।

হেরিক ; সং, পুং, চর, দূত।

হেরুক ; সং পুং, বুদ্ধবিশেষ। মহাকাল-গণ। শিবলিঙ্গবিশেষ।

হেলঞ্চী ; সং, স্ত্রীং, হিলমোচিকা, হেলাঞ্চা।

হেলন (হেড়্ ঘৃণা করা+অন(অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, অবজ্ঞা, অসম্মান, অনাদর।

হেলা (হেড়্ ঘৃণা করা+অ—ভাবে, আপ্) সং, স্ত্রীং, অবলীলা। অবহেলা। অবজ্ঞা। (হিল্ কটাক্ষাদি ভঙ্গীকরা+অ—ভাবে, আপ্) লীলা, স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ।

হেলান (দেশজ) সং, বক্রভাবকরণ। হেলান।

হেলায় (হেলা শব্দজ) ক্রিং—বিং, অনায়াসে, অক্লেশে।

হেলাবুক্ক ; সং, পুং, অশ্ববিক্রয়ী।

হেলি
হেলী } (হিল্ কটাক্ষাদি ভঙ্গী করা+ই, ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, সূর্য্য। আলিঙ্গন। স্ত্রীং, হেলা।

হেলাঞ্চা (হেলঞ্চী শব্দজ) সং, হিংচাশাক।

হেষা (হেষ্ অশ্বডাকা+অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, অশ্বধ্বনি, ঘোটকের শব্দ, ঘোড়ার ডাক।

হেষী ;(হেষিন্, হেষা অশ্বধ্বনি+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, অশ্ব, ঘোটক।

হেহে (হে—দ্বিত্ব) অং, সম্বোধনসূচক শব্দ।

হৈ (হ্বে আহ্বান করা+ঐ (ডৈ)—ভা) অং, আহ্বান। সম্বোধন। নিষেধ। পাদপূরণার্থক।

হৈচৈ
হৈহৈ } সং, গণ্ডগোল।

হৈতুক (হেতু কারণ+কণ্—প্রং) সং, পুং, যে ব্যক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সন্দিহান হয়। শিং—১ "ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নিরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।" বিং, ত্রিং, হেতুসম্বন্ধীয়।

হৈম (হেমন্ স্বর্ণ+ষ্ণ—বিকারার্থে) বিং, ত্রিং, হেমসম্বন্ধীয়, সৌবর্ণ, হিরণ্ময়। (হিম তুষার+ষ্ণ—সম্বন্ধার্থে) হিমসম্বন্ধীয়, শীতল। সং,ক্লীং, হিমভবজল, শিশির। পুং, ভূনিম্ব।

হৈমন
হৈমল } (হেমন্ত হিমঋতু+অ (ষ্ণ)—ভবার্থে, ত—লোপ, হিমল্ শীতল+অ—প্রং) সং, পুং, অগ্রহায়ণ মাস। পুং,—ক্লীং, হেমন্তঋতু। বিং, ত্রিং, হেমন্তকালীন, হিম সম্বন্ধীয়।

হৈমন্ত (হেমন্ত হিমঋতু+অ (ষ্ণ)—ভবার্থে) সং, পুং,—ক্লীং, হেমন্তঋতু। অগ্রহায়ণ মাস। বিং, ত্রিং, হেমন্তসম্বন্ধীয়। হিমকালীন।

হৈমন্তিক (হেমন্ত হেমন্তঋতু+ইক(ষ্ণিক)—ভবার্থে) সং, ক্লীং, শালিধান্য, আমন ধান্য। শিং—১ "হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।" বিং, ত্রিং, হিমকালীন, হেমন্তসম্বন্ধীয়।

হৈমবত (হিমবৎ হিমালয় পর্ব্বত+অ (ষ্ণ)—সম্বন্ধার্থে) সং, ক্লীং, ভারতবর্ষ। শিং—১ "এতদ্ধৈমবতং বর্ষং ভারতী যত্র সন্ততিঃ।" বিং, ত্রিং, হিমালয়সম্বন্ধীয়।

হৈমবতী (হিমবৎ হিমালয় পর্ব্বত+অ (ষ্ণ)—প্রভবতার্থে, ঈপ) সং,স্ত্রীং, পার্ব্বতী, দুর্গা। গঙ্গা। হরীতকী। স্বর্ণক্ষীরী। শ্বেতবচা। রেণুকা। কপিলদ্রাক্ষা। অতসী।

হৈয়ঙ্গবীন (হ্যস্ পূর্ব্বদিনে—গোদোহ দুগ্ধ+ঈন্ (খীন্)—উদ্ভবার্থে, নিপাতন) সং, ক্লীং, সদ্যোজাত ঘৃত, পূর্ব্বদিনের দোহিত দুগ্ধোত্থ ঘৃত। শিং—১ "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।"

হৈরিক; সং, পুং, তস্কর, চোর।

হৈহয়, হৈহেয়; সং, পুং, দেশবিশেষ। তদ্দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য।

হো (হ্বে ডাকা+ও (ডো) অং, সম্বোধনসূচকশব্দ। সম্বোধন। আহ্বান। বিস্ময়।

হোগলা, সং, সুদীর্ঘ তৃণ বিশেষ, এরকা।

হোড়
হোঢ় } (হোড়্ গমন করা+অ (অল্)—ণ) সং, পুং, নৌকাবিশেষ, হুড় নৌকা। মৌলিক কায়স্থের পদ্ধতিবিশেষ। (+অল্—র্ম্ম) ক্লীং, লোপ্ত্র, চোরিতদ্রব্য।

হোড়া (হোড়্, হুড় [পরধন] পাওয়া। তৃ—ক) সং, পুং, চৌর, তস্কর।

হোতা (হোতৃ, হু হোম করা+তৃন্—ক) সং, পুং, পুরোহিত, যজ্ঞাদিস্থলে ঋকপ্রযোক্তা। ঋক্‌বেদজ্ঞ। যষ্টা, যজমান। বিং, ত্রিং, যজ্ঞকর্ত্তা।

হোৎকা, বিং, গোঁয়ার, স্থূলবুদ্ধি।

হোত্র (হু হোম করা+ত্র—ভা) সং, ক্লীং, হোম। (+ত্র—ণ) হবি, হোম্য ঘৃত। ত্রা—স্ত্রীং, স্তুতি, স্তব।

হোত্রী (হোত্রিন্, হোত্র হোম+ইন্—অস্ত্যর্থে) সং, পুং, হোমকারক, যাজ্ঞিক। স্ত্রীং, যজমানরূপা শিবের মূর্ত্তি।

হোত্রীয় (হোত্র হোম+ঈয় (ণীয়)—প্রং) সং, ক্লীং, হবির্গৃহ। বিং, ত্রিং, হোত্রসম্বন্ধীয়। (হোতৃ+ইয় (ণীয়)—প্রং) হোতৃসম্বন্ধীয়।

হোথা (দেশজ) ক্রিং—বিং, তত্র, সেখানে।

হোম (হু হোম করা+ম—ভা) সং, পুং, দেবোদ্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি ক্ষেপণ। শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে দান।

হোমক
হোমী } (হোমিন্, হু হোমকরা+অক (ণক), ইন্ (ণিন্)—ক) সং, পুং, হোতা, হোমকর্ত্তা।

হোমকুণ্ড ; সং, ক্লীং, হোমার্থ কুণ্ড।
হোমধান্য ; সং, ক্লীং, তিল।
হোমি (হু হোম করা+ই—প্রং) সং, পুং, অগ্নি। ঘৃত। জল।
হোম্য (হোম+ষ্য—প্রং) সং, ক্লীং, হোমোপযুক্ত ঘৃত। বিং, ত্রিং, হোমসম্বন্ধীয়।
হোরা (হোড়্ গমন করা+অ (অন্)—ক, আপ্ ড=র) সং, স্ত্রীং, লগ্ন। ২॥০ দণ্ডপরিমিতকাল, ইংরেজদের ঔঅর্ অর্থাৎ এক ঘণ্টা। রাশিপরিমাণের অর্দ্ধাংশ। শাস্ত্রবিশেষ। রেখা। শিং—১ "চতুর্ব্বিংশতি বেলাভিরহোরাত্রং প্রচক্ষতে। পশ্চিমাদহ্বরাত্রাদি হোরাণাং বিদ্যতে ক্রমঃ।"
হোল (দেশজ) সং, মুষ্ক, অণ্ডকোষ।
হোলক ; সং, পুং, স্বেদবিশেষ।
হোলকা (হো [হু হোম করা+০ (বিচ্)—ক]—লক্ আস্বাদন করা+অ (ঘঞ্)—ক, আপ্) সং, স্ত্রীং, বসন্তোৎসব, হোলী।
হোলা, বি, পুং, মার্জ্জার। ২। বৃহৎ মৃৎপাত্র, মালসা। ২। নোয়াখালী জেলায় পুত্রকে "হোলা" বলে। ৪। বিং, অশক্ত, ঢিলা।
হোলী (হোলাকা শব্দজ) সং, দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব।
হোশ (পারস্য) জ্ঞান, বুদ্ধি, মন।
হৌ (হ্বে আহ্বান করা+ঔ—প্রং) অং, সম্বোধন। আহ্বান। [জলাশয়।
হৌজ (আরবী) পুকুর। চৌবাচ্চা। ক্ষুদ্র
হৌতৃক (হোতৃ পুরোহিত+কণ্—প্রং) বিং, ত্রিং, হোতৃসম্বন্ধীয়।
হৌম্য (হোম+য (ষ্ণ্য)—যোগ্যার্থে) সং, ক্লীং, হোমোপযুক্ত ঘৃত। বিং, ত্রিং, হোমসম্বন্ধীয়।
হৌস্, বি, (ইংরাজী) কুঠী।
হৌউসওয়ালা ; বিং, যাঁহারা দেশ বিদেশের সহিত অনেক টাকার কারবার চালাইয়া থাকেন।
হ্যঃ (হ্যস্, অহন্ দিন, গতে অহনি, এই অর্থে নিপাতন) সং, গতদিনে, পূর্ব্বদিনে।

হ্যস্তন, হ্যস্ত্য (হ্যস্ পূর্ব্বদিনে+তন (টন্)—ভবার্থে) বিং, ত্রিং, গতদিবসীয়, পূর্ব্বদিবসীয়।
হ্যাঙ্গলা, সং, দরিদ্রভাব।
হ্যাটাট্যাঙ্গরা, বিং, অসমান।
হ্রদ (হ্রাদ্ শব্দকরা+অ (অন্)—ক, নিপাতন) সং, পুং, অকৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়। আলোক। রশ্মি।
হ্রদগ্রহ (হ্রদ—বাসস্থান) সং, পুং, কুম্ভীর, কুমীর।
হ্রদিনী (হ্রদ+ইন্—অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নদী। বিদ্যুৎ।
হ্রসিমা—পুং, হ্রস্বতা—স্ত্রীং, হ্রস্বত্ব—ক্লীং (হ্রসিমন্, হ্রস্ব খর্ব্ব+ইমন্, তা, ত্ব—ভাবে) সং, ক্ষুদ্রতা, লঘুতা, হ্রাস।
হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্ (হ্রস্ব খর্ব্ব+ইষ্ঠ—অত্যর্থে। হ্রসীয়স্, হ্রস্ব+ঈয়সু—অত্যর্থে) বিং, ত্রিং, অতিহ্রস্ব।
হ্রস্ব (হ্রস্ব খর্ব্ব হওয়া+ব—ক) বিং, ত্রিং, খর্ব্ব, ক্ষুদ্র, লঘু, ছোট। সং, পুং, একমাত্রাকালোচ্চার্য্য স্বরবর্ণ। পুং,—স্ত্রীং, প্রকৃত পুরুষ প্রমাণ হইতে ন্যূন মনুষ্য, বামন। ক্লীং, পরিমাণবিশেষ। গৌরসুবর্ণ শাক। পুষ্পকাসীস।
হ্রস্বগর্ভ, হ্রস্বদর্ভ ; সং, পুং, কুশ।
হ্রাদ (হ্রাদ্ শব্দ করা+অল্—ভা) সং, পুং, শব্দ, গোলমালধ্বনি। পুং, দৈত্যবিশেষ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র।
হ্রাদিনী (হ্রাদ শব্দ+ইন্ -অস্ত্যর্থে, ঈপ্) সং, স্ত্রীং, নদী। বজ্র। বিদ্যুৎ। শল্লকী।
হ্রাদী (হ্রাদিন্, হ্রাদ+ইন্—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, হ্রাদযুক্ত, শব্দকারক।
হ্রাস (হ্রস্ শব্দ করা+অ (ঘঞ্)—ভা) সং, পুং, ক্ষীণতা, ক্ষয়। শব্দ।
হ্রিণীয়া, হ্রিনীয়া (হ্রিণী [কণ্ড্বাদি] লজ্জিত হওয়া +য (ক্য, অ—ভা, আপ্) সং, স্ত্রীং, লজ্জা। ঘৃণা। নিন্দা।
হ্রিত (হ্রী লজ্জিত হওয়া+ত (ক্ত)—প্রং,

ঈ=ই। কিম্বা হৃ লওয়া+ক্ত—প্রং, ঋ–রি) বিং, ত্রিং, লজ্জিত। বিভক্ত। নীত। সং, ক্লীং, অংশ।

হ্রিবের, **হ্রীবের, হ্রীবেল** } সং, ক্লীং, স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বালা।

হ্রী (হ্রী লজ্জিত হওয়া+০ (ক্বিপ্)—ভা) সং, স্ত্রীং, লজ্জা।

হ্রীকা, (হ্রী লজ্জিত হওয়া+কণ্—প্রং, আপ্। পক্ষে র=ল) সং, শঙ্কা, ভয়। ত্রপা, লজ্জা।

হ্রীকু, হ্লীকু (হ্রী লজ্জিত হওয়া+কু—প্রং। পক্ষে র=ল) বিং, ত্রিং, লজ্জিত। সং, পুং, জতু, জৌ। টীনধাতু।

হ্রীজিত (হ্রী লজ্জা–জিত পরাজিত ৩য়া—ষ) বিং, ত্রিং, লজ্জাশীল, লাজুক।

হ্রীণ, **হ্রীত** } হ্রী লজ্জিত হওয়া+ত (ক্ত)—ক), বিং, ত্রিং, লজ্জিত।

হ্রীমান্ (হ্রীমৎ, হ্রী লজ্জা+মৎ (মতু)—অস্ত্যর্থে) বিং, ত্রিং, লজ্জাযুক্ত।

হ্রেপিত (হ্রীপ্-ণিচ্=হ্রেপি লজ্জিত হওয়ান+ত (ক্ত)—র্ম্ম) বিং, ত্রিং, লজ্জ প্রাপিত।

হ্রেষা, হ্লেষা (হ্রেষ্ অশ্বডাকা+অ-ভা, আপ্। পক্ষে র=ল) সং, স্ত্রীং, অশ্বধ্বনি ঘোড়ার ডাক।

হ্লাদ—পুং, **হ্লাদন**—ক্লীং, } (হ্লাদ্ আনন্দিত হও +অ (অল্), অন (অনট্)—ভা) সং, আহ্লাদ, আনন্দ।

আহ্লাদিত (পূর্ব্বে দেখ, ত (ক্ত)—র্ম্ম বিং, ত্রিং, আনন্দিত, আহ্লাদিত।

হ্লাদানী (হ্রাদিনী দেখ, র=ল) সং, স্ত্রীং বিদ্যুৎ। বজ্র। শক্তিবিশেষ।

হ্লাদী (হ্লাদিন, হ্লাদ+ইন্—অস্ত্যর্থে অথবা হ্লাদ্ আনন্দিত হওয়া+ইন্ (ণিনি)—ক) বিং, ত্রিং, আহ্লাদযুক্ত।

হ্লীকা; সং, স্ত্রীং, লজ্জা।

হ্বান (হ্বে আহ্বান করা+অন (অনট্)—ভা) সং, ক্লীং, আহ্বান, হুতি।

সম্পূর্ণ।



দশমহাবিদ্যা।



কালী।



তারা।



ষোড়শী।

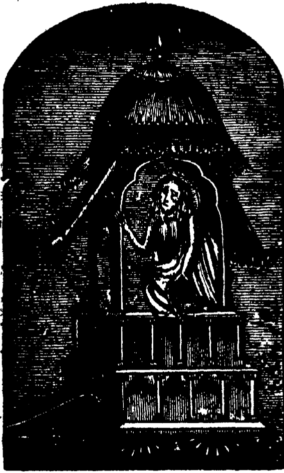


ভুবনেশ্বরী।

দশমহাবিদ্যা।

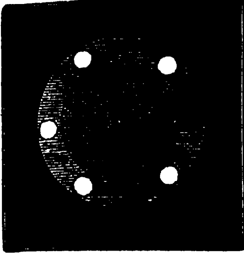

ভৈরবী।

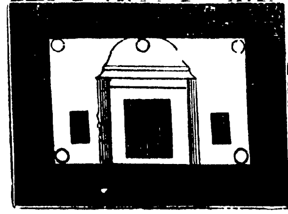

ছিন্নমস্তা।

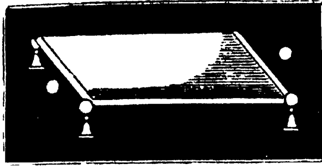

ধূমাবতী।

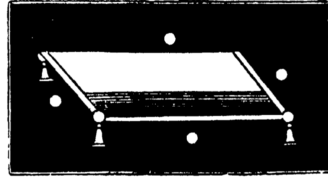

বগলা।

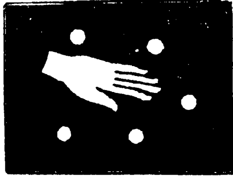
জ্যোতিষে—অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র।

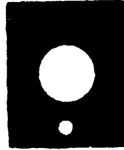

অশ্লেষা।

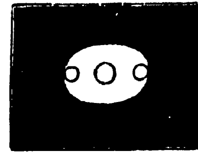

মঘা।

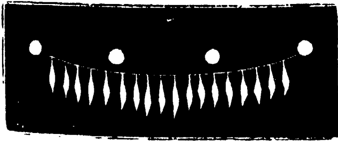

পূর্ব্বফাল্গুনী।


উত্তরফাল্গুনী।

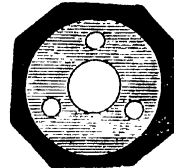

হস্তা।

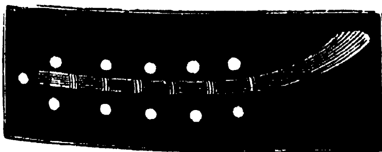

চিত্রা।

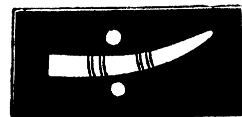

স্বাতী।


বিশাখা।

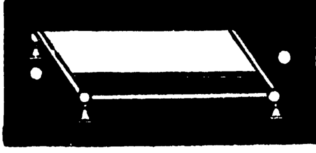

অনুরাধা।


জ্যেষ্ঠা।

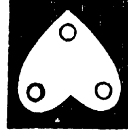

মূলা।


পূর্ব্বাষাঢ়া।

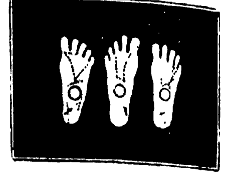
জ্যোতিষে—অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র।



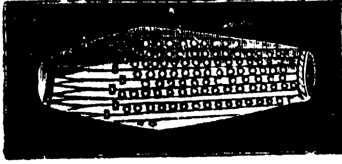
উত্তরাষাঢ়া।



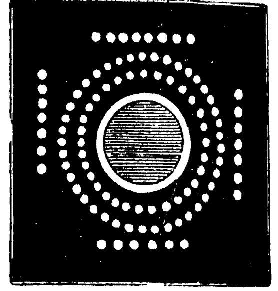
অভিজিৎ।



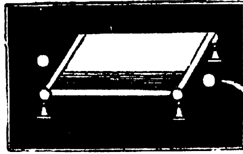
শ্রবণা।



ধনিষ্ঠা।



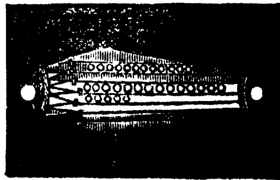
শতভিষা।



পূর্ব্বভাদ্রপদ।



উত্তরভাদ্রপদ।



রেবতী।

দ্বাদশ রাশি এবং রাশিচক্র।

মকর।



কুম্ভ।



ধনু।

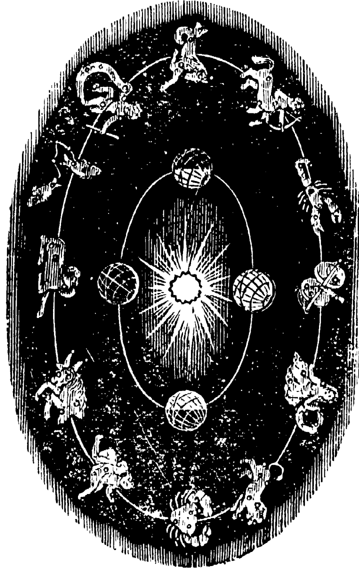




মীন।



বৃশ্চিক।





মেষ।



বৃষ।



তুলা।

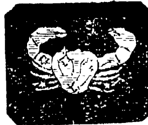
কন্যা।



মিথুন।

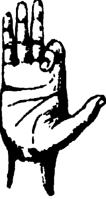


সিংহ।



কর্কট।

অঙ্গুলি-মুদ্রা ।


অঙ্কুশ ।


ধেনু ।


নারাচ ।


কূর্ম ।

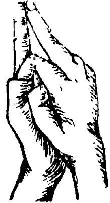

অবগুণ্ঠন ।


গালিনী ।


মৎস্য ।

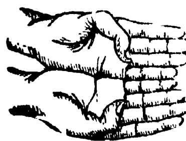

চক্র ।


শঙ্খ ।


গদা ।


পদ্ম ।


লেলিহা ।


আবাহনী ।


সন্নিধাপনী ।


সংবোধিনী ।


সম্মুখীকরণী ।


যোনি ।


ত্রিশূল ।

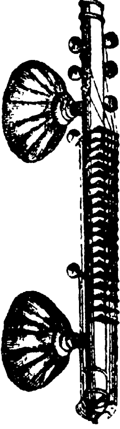

বর ।


অভয় ।

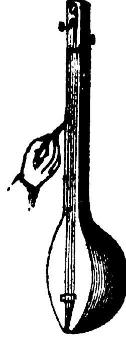

মৃগ ।

বাদ্যযন্ত্র।

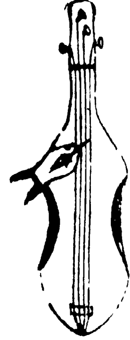
(তন্তযন্ত্র)।



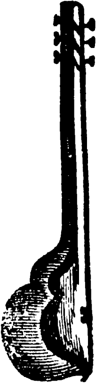
বীণা।



সুরশায়ঙ্গ।



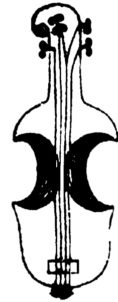
ময়ূর।



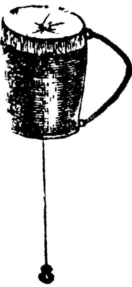
রবাব।



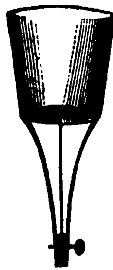
শরদ।



সারিন্দা।



আনন্দলহরী।



গোপীযন্ত্র।



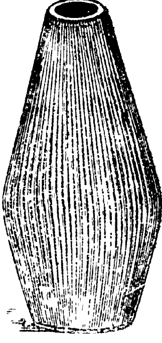
সারঙ্গ।

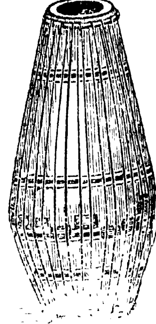


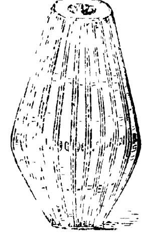
একতারা।

বাদ্যযন্ত্র।

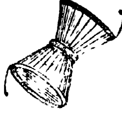
(আনদ্ধ যন্ত্র)

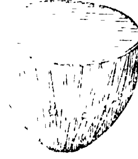

খোল।

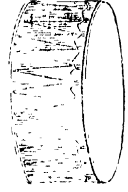

মৃদঙ্গ।

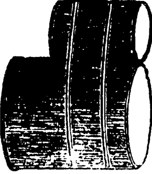

তবলা।

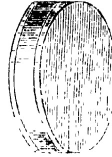

বাঁয়া।

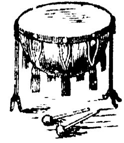

ডম্বরু।

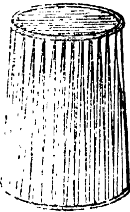

নাগরা।


জগঝম্প।

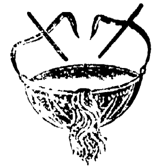

জোড়খাই।


খঞ্জনী।


ডঙ্কা।


মাদল।


ঢোল।


কাড়ানাগরা।

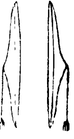
বাদ্যযন্ত্র।

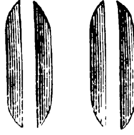
(ধাতুনির্ম্মিত)।

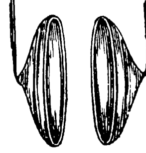

মুচঙ্গ।


সপ্তস্বরা।


কাঁসর।


করতাল।


খরতালী।


মন্দিরা।

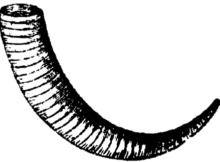

ঘণ্টা।

(শুষির যন্ত্র)।


রামশিঙা।


সানাই।

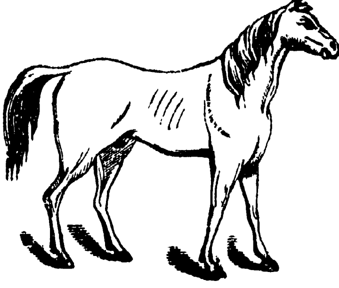

তুব্ড়ি।

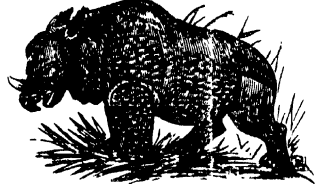

শিঙা।

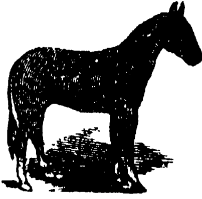

বাঁশী।

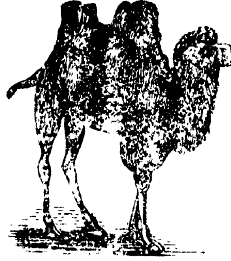

শঙ্খ।

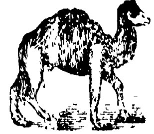
জান্তবশ্রেণী।


অশ্ব।


গণ্ডার।

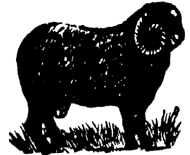

অশ্বতর।

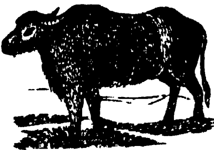

উষ্ট্র।


উষ্ট্রী।

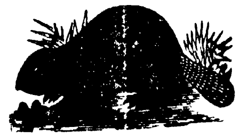

কেঙ্গেরু।


সজারু।


মেষ।


মহিষ।


কাষ্ঠবিড়াল।


বিবর।

জান্তবশ্রেণী।


সিংহ।

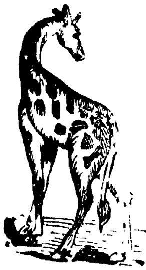

সিংহী।

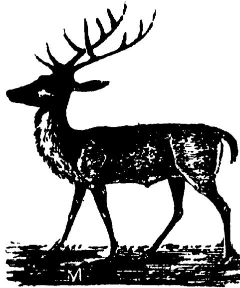

ব্যাঘ্র।

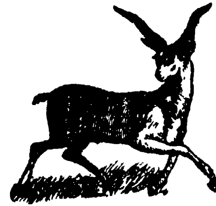

খট্টাশ।


জিব্রা।


উল্কামুখী।

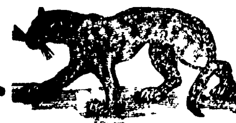

জিরেফা।


হরিণ।


কৃষ্ণসার।

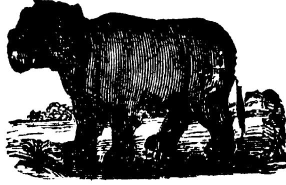

ভল্লুক।

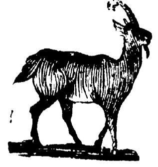

গোবাঘা।


চিতাবাঘ।

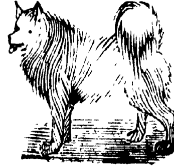
জান্তবশ্রেণী।


হস্তী।


জলহস্তী।


ছাগল।


উদ্বিড়াল।


কুকুর।


রামছাগল।


গ্লটন।


ভেক।

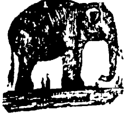

কৃকলাস।


টিক্‌টিকী।


অজগর।

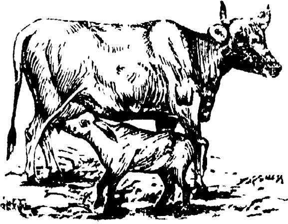

আগ্নিনেয়।

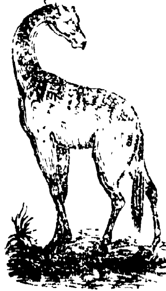
জান্তবশ্রেণী।


আফ্রিকার হস্তী।


শশক।


শূকর।


গাভী।


জিরেফা।


পনিঘোটক।


নকুল।


ঊর্ণনাভ।


কাঁকড়া।

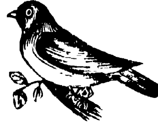
জান্তবশ্রেণী।


দাঁড়কাক।

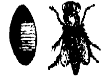

নুরি।


কারবলয়।


ট্রেন।


বুলবুল বস্তা।


চটক।


মক্ষিকা।


শ্যেন।


হংস।

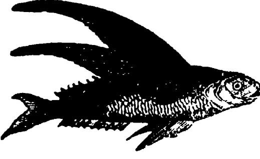

কাদাখোঁচা।


ঝিল্লী।

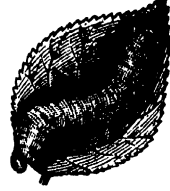

ময়ূর।


রেল।

জান্তবশ্রেণী।




উড্ডুক্কু মৎস্য।



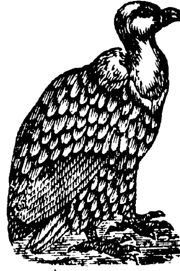
গুটিপোকা।



গঙ্গাফড়িঙ।



কাকাতুয়া।



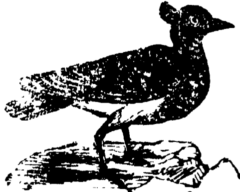
গৃধ্র।



ময়ূরী।



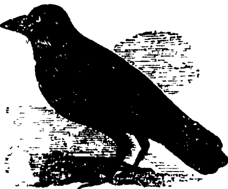
শকুনি।



সাবুলবুলি।



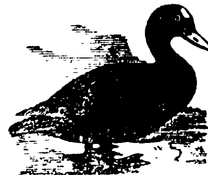
চকোর।



কাক।



বক।



পাতিহাঁস।

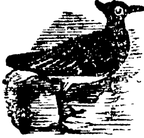
জান্তবশ্রেণী।

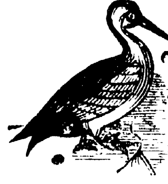

খঞ্জন।


চিল।


উলূক।

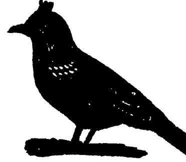

জোনাকিপোকা।


বুলবুলি।


চীনেহাঁস।

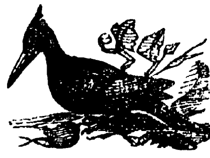

টানাগার।


মৎস্যরঙ্গ।

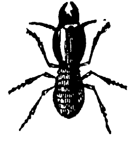

চাতক।


সারস।

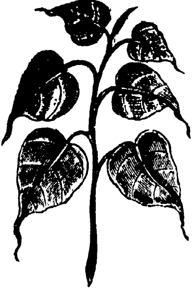

ফ্লামিনগো।


কাটঠোকরা।


ফিঙ্গা।


উই

বৃক্ষশ্রেণী ।


অশ্বত্থ ।


বট ।

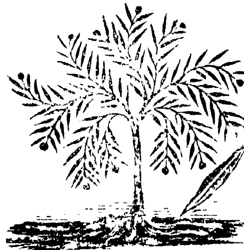

কবরী ।


হরীতকী ।


চা ।


অরহর ।


ছাতিম ।


তমাল ।


বক ।

বৃক্ষশ্রেণী।

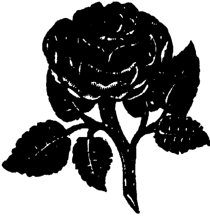

গোলমরিচ।

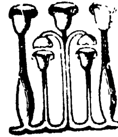

কাফি।


যব।


অপরাজিতা।


জবা।


গোলাপ।


কুমুদ।

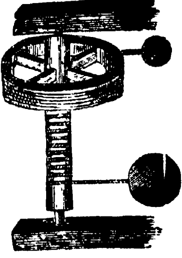

পদ্ম।


কদলী।


নারিকেল।


তাম্রকূট।

যন্ত্র।

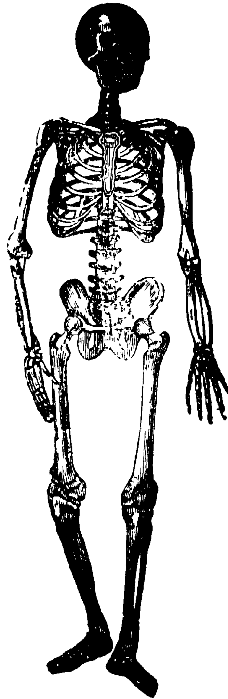


অক্ষচক্র।



অণুবীক্ষণ।

অস্থিপঞ্জর।



রাধাকৃষ্ণ।



কস্তুরী তিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥

অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং,
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগ-গজমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং,
ব্রজপতি-সুত-কান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং॥

পরিশিষ্ট।

দ্রব্যগুণাভিধান।

অ

অংশুমতী—শালপর্ণী।

অংশুমতীফলা—কদলী।

অকল্লক—আকরকরভ।

অক্ষ—(বিভীতক) বহেড়া। (সৌবর্চ্চল লবণ) সচল।

অক্ষীব—(সামুদ্রলবণ) পাঙ্গা। (মহানিম্ব) ঘোড়া নিম। (শোভাঞ্জন) সজিনা।

অক্ষোট—(কর্পরাশ) আখরোট। গুণ— বাদামের ন্যায় গুণকর—কফপিত্তবর্দ্ধক।

অগস্তি, অগস্ত্য—বকফুল গাছ। পর্য্যায় নাম (বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প, মুনিদ্রুম) গুণ—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, তিক্তরস। ইহা পিত্ত কফ চাতুর্থকজ্বরহর প্রতিশ্যায়নাশক। পুষ্পের গুণ—শীতবীর্য্য, চাতুর্থকজ্বরনাশক, রাত্র্যন্ধনিবারক, তিক্তকষায় রস, কটুবিপাক এবং ইহা পিত্তশ্লেষ্ম-বায়ুনাশক, পীনসরোগপ্রশামক।

অগুরু—(প্রবর, লোহ, রাজাহ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ, অনার্য্যক) গুণ—উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, চর্ম্মের হিতকর, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগপ্রশামক, শীত বায়ু কফনাশক। ২। (শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, কপিলা, ভস্মগর্ভা) কটুতিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ও গর্ভপাতক। ইহা শোষ, মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফজবেদনা প্রভৃতি নষ্ট করে।

অগ্নিক—ভল্লাতক।

অগ্নিদীপন—বরুণ।

অগ্নিমন্থ—গণিকারিকা।

অগ্নিমুখী—ভল্লাতক।

অগ্নিশিখা—ঈশলাঙ্গলী।

অগ্নিসংস্পর্শা—পর্পটী।

অঙ্কোট, অঙ্কোল—আঁকোড়। (অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল, নিকোচক) গুণ—কটুকষায়-রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু ও বিরেচক। ইহা ক্রিমিশূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষদুষ্টি, বিসর্প, কফ-পিত্ত-রক্তদোষ, ইন্দুরবিষ ও সর্পবিষ নষ্ট করে। ফলের গুণ—শীতবীর্য্য, মধুররস, কফঘ্ন, শরীরের পুষ্টিকারক, গুরু, বলকারক ও রেচক। ইহা বাতপিত্ত দাহ ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

অঙ্গনাপ্রিয়া—প্রিয়ঙ্গু।

অঙ্গারক—ভৃঙ্গরাজ।

অঙ্গারকমণি—প্রবাল।

অঙ্গারকর্কটী—শুষ্ক গোধূমচূর্ণ অল্প জলসহ গাঢ়ভাবে মর্দ্দিত ও বটকাকারে বিভক্ত ও অন্তর্নিধূমাগ্নিতে অল্প অল্প সিদ্ধ করিলে প্রস্তুত হয়। গুণ—ইহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্ন্যু-দ্দীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক, এবং পীনস শ্বাস-কাস রোগের বিনাশকরে।

অঙ্গারবল্লরী—গুঞ্জা (রক্তবর্ণ)।

অঙ্গারবল্লী—ভার্গী।

অঙ্গারবৃক্ষ—ইঙ্গুদি বৃক্ষ।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী—চাকুলে।

অজ—ছাগমাংস।

অজকর্ণ—শালভেদ। ঝাঁজিশাল। (সর্জক, মরিচপত্রক, শাল, গুণ—(কটুতিক্তকষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষ,ও ব্রণের বিনাশক।

অজগন্ধিকা—(বর্ব্বরী) বাবুই তুলসী।

অজমোদা—বনযমানী।

অজমোদিকা—যমানী।

অজবা—(কপিকচ্ছু) আলকুশী।

অজশৃঙ্গিকা—মেষশৃঙ্গী।

অজশৃঙ্গী—কর্কটশৃঙ্গী।

অজা—ছাগী।

অজাজী—কৃষ্ণজীরক।

অজাপ্রিয়া—বদরী।

অঞ্জন—কৃষ্ণাঞ্জন বা স্রোতোহঞ্জন,—(অঞ্জন যামুন, কপোতাঞ্জন) সৌবীরাঞ্জন বা শ্বেতবর্ণ অঞ্জন। স্রোতোহঞ্জন-গুণ—মধুর-কষায়রস, চক্ষুর্হিতকর, কফপিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ ও ধাবক। ইহা বমি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্ত-দোষনাশক। সৌবীরাঞ্জন গুণ—স্রোতোহঞ্জনের সমান গুণকর। তবে এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোহঞ্জনই শ্রেষ্ঠ।

অঞ্জনকেশী—নলিকা।

অঞ্জলিকারিকা—(লজ্জালু) লজ্জাবতী লতা।

অটরূষক—বাসক।

অতন্দ্রী—(শ্যামাপর্ণী) চা।

অতসী—(নীলপুষ্প পার্ব্বতী, উমা, ক্ষুমা) ছ তিসী, মসিনা। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ-বীর্য্য, বলপ্রদ ও তিক্ত-কটু-বিপাক। ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠশূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ ব্রণরোগ-নাশক। ব্রণে ইহার প্রদেহ সবিশেষ উপকারী। পত্রগুণ—কাস, কফ, বায়ুনাশক। ইহার বীজও উক্ত গুণযুক্ত। তৈলগুণ—অগ্নি-গুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তবর্দ্ধক, কটু-বিপাক, চক্ষুর অহিতকর, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্দ্ধক, মধুররস, ধারক, ত্বগ্‌দোষ-নাশক ও ঘন। ইহা বস্তিক্রিয়ায়, অভ্যঙ্গে, পানে, নস্যে, কর্ণপূরণে অনুপানে ও বায়ু-প্রশমনার্থক প্রয়োজ্য।

অতিচরা—স্থলকমল, স্থলপদ্ম।

অতিচ্ছত্রা—শতপুষ্পা।

অতিতপস্বিনী—মুণ্ডী।

অতিতেজনী—তেজোবতী।

অতিবলা—বলাভেদ।

অতিবিষা—আতইষ। (বিষা, অতীবিষা, বিষা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা,ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা) গুণ—উষ্ণবীর্য্য কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিদীপক। ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আম-দোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমিদোষ নষ্ট করে।

অতিবৃহৎফল—পনস।

অতিমঞ্জুলা—শতপত্রী।

অতিমুক্ত—মাধবী।

অতিযব—যবভেদ।

অতিরুহা—মাংসরোহিণী।

অদ—(ভক্ত) ভাত।

অদ্রিজতু—শিলাজতু।

অধঃশৈল—অপামার্গ।

অধ্বরা—মেদা।

অনন্তমূল—(ধবলা, শারিবা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা চন্দনা) গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, ও রসায়ন। ইহা অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ রোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, উপদংশবিষজাত-বিকার, সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, আম-বাত, বাতরক্ত অবিধি-পারদসেবন জন্য রোগ—এই সকলেরই প্রশমন করে।

অনন্তা—ঈশলাঙ্গলী, নীলদূর্ব্বা, দুরালভা।

অনল—চিত্রক।

অনায়ক—অম্বর।

অনার্য্যতিক্ত—কিরাতিক্ত।

অম্বুজা—ত্রায়মাণা, বলাডুমুর।

অন্তক—(কাঞ্চনার) লাল ও শ্বেতভেদে কাঞ্চনদ্বয়।

অন্ধ—(ভক্ত) ভাত।

অন্ধক—তুম্বুরু ফল।

অন্ন—ভক্ত, ভাত। (ভক্ত, অন্ন, অন্ধ, কূর, ওদন, ভিক্ষা, অদ, দিবি) গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, লঘু। অধৌত তণ্ডুলের মণ্ডযুক্ত অন্ন—শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকর, কফকর।

অপক্ব তক্র—কোষ্ঠগত কফনাশক, কণ্ঠগত কফবর্দ্ধক।

অপত্র—করীর।

অপরাজিতা (আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা) শ্বেত ও নীলভেদে দ্বিবিধ। গুণ—শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা—এই উভয় অপরাজিতাই কষায়-কটুরস কটুতিক্ত-বিপাক মেধোজনক, শীতবীর্য্য, স্মৃতিবুদ্ধিবর্দ্ধক, কণ্ঠশোধক ও চক্ষুর প্রসাদকর, ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, আমদুষ্টি, শোথ, ব্রণ ও বিষরোগ নষ্ট করে ও ত্রিদোষ প্রশমন করে।

অপামার্গ—আপাং (অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়রক, মর্কটি, দুর্গ্রহা, কিণিহী, খরমঞ্জরী) গুণ—সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্ন্যুদ্দীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক ও রুচিকারক। ইহা বমি, কফ, মেদ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শঃ, কণ্ডু, শূল, উদর, ও অপচী রোগ নষ্ট করে।

অপেতরাক্ষসী—তুলসী।

অব্ধিকফ—তবক্ষীর, আরারুট।

অভয়া—হরীতকী।

অভ্র—পিণাক, দর্দ্দুর নাগ, বজ্র—এই চারি প্রকার অভ্র। গুণ—কষায়মধুররস, শীতবীর্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক। ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ, ক্রিমিনাশক। নিত্যসেবিত জারিতাভ্রের গুণ,—রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তাকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, দীর্ঘায়ুঃসম্পাদক সিংহের ন্যায় বীর্য্যশালী পুত্রের উৎপাদক,—অকালমৃত্যুনাশক ও রতিবর্দ্ধক। অশোধিত অভ্রের গুণ—পীড়াজনক, কুষ্ঠ ক্ষয় পাণ্ডু শোথ হৃদ্গত ও পার্শ্বগত বেদনা উৎপাদন করে। অশুদ্ধ অভ্র শরীরের গুরুতাজনক, সন্তাপোৎপাদক।

অভ্রপুষ্প—বেতস, বেত।

অমরবল্লরী—আকাশবল্লী, আলোকলতা।

অমরা—(ইন্দ্রবারুণী) রাখালশশা, ২। (বৃশ্চিকালী) বিছুটি। [বেণা।

অমৃণাল—(উশীর) বেণার মূল। (লামজ্জক) গন্ধ-

অমৃত—মিঠাবিষ। (নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃতবিষ) গুণ—তিক্তকটুরস, স্বেদজনক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বেদনানাশক, অবসাদক, শূলনাশক। ইহাতে অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কফজ বাতজ রোগ, সন্নিপাত জ্বর, উৎকট আমবাতবেদনা, ও দারুণ হৃদ্রোগ নিবারিত হয়। ২, পানীয় জল।

অমৃতফল—১ ন্যাসপাতি। গুণ—লঘু শুক্রবর্দ্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক। ২ (পারেবত) পিয়ারা।

অমৃতবল্লরী—(গুড়ূচী) গুলঞ্চ। ২। (পোতকী) পুঁই শাক।

অমৃতা—(হরীতকী), (আমলকী), (গুড়ূচী), (রক্তত্রিবৃৎ), (মদ্য)।

অমৃতফল—(পটোল)।

অমোঘা—(বিড়ঙ্গ), (পাটলি) পারুল।

অম্বষ্ঠকী | অম্বষ্ঠা —(পাঠা) আকনাদি।

অম্বষ্ঠা—(মাচিকা), (যূথিকা) যুঁইফুল। ২। চাঙ্গেরী আমরুল।

অম্বালিকা | অম্বিকা =(মাচিকা)।

অম্বু—বালা। পানীয় জল।

অম্বুজ—(ইজ্জল) হিজল্।

অম্বুশিরীষিকা—জলশিরীষিকা।

অম্বুসারা—কদলী।

অম্ভোধিবল্লভ—প্রবাল।

অম্লপত্রক—(চাঙ্গেরী) আমরুল।

অম্লবেতস—(চুক্র, শতবেধি, সহস্রগুৎ) থৈকল। গুণ—অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, অগ্ন্যুদ্দীপক, পিত্তবর্দ্ধক, রোমহর্ষণকর, এবং রুক্ষ ইহা হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, মলদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ বায়ুরোগনষ্ট করে। ইহা ছাগমাংস দ্রব করিতে সমর্থ। ইহা চণকাম্লসদৃশ ও গুণকারক। ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রবীভূত হয়।

অম্ললোণিকা—(চাঙ্গেরী) আমরুল।

অম্লা—(অম্লিকা, তিন্তিড়ী) তেঁতুল।

অম্লাটন | অম্লাত | অম্লাতক — আমনা, ঝাঁটীবিশেষ। (অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প, ও মহাসহা) গুণ কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ।

অম্লিকা } তেঁতুল। (অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা,
অম্লী } দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী, কাচতিন্তিড়ী) গুণ—অপক্ক তিন্তিড়ীর—অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক। ইহা কফজনক ও রক্তদুষ্টি কারক।—পক্কতিন্তিড়ীর—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ ও বায়ুনাশক।

অরণ্যকার্পাসী - বনকাপাস। গুণ—শীতবীর্য্য, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রুচিজনক, কষায়-মধুররস, ও লঘু। ইহা ব্রণ, শস্ত্রজ ক্ষত, রক্তরোগ বাতরোগ নষ্ট করে।

অরণ্যজীর বা অরণ্যজীরক—বৃহন্নালী, ক্ষুদ্রপত্র, অরণ্যজীব, কণ) বনজীরা—গুণ –উষ্ণবীর্য্য, কষায়কটুরস। ইহা স্তম্ভবাত কফরোগ, ব্রণ রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অরলু –(শ্যোনাক) শোনা।

অরিমর্দ্দ –(কাসমর্দ্দ) কালকাসুন্দে।

অরিমেদ—গুয়েবাব্‌লা। (ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ, অরিমেদক। গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি; কুষ্ঠ, বিষক্ষত প্রশমিত করে। [নিম্ব।

অরিষ্ট—কাথসিদ্ধ মদ্যের নাম অরিষ্ট। লশুন।

অরিষ্টক—রীটা। (অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল, গর্ভপাতন) গুণ—কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, গর্ভপাতক, লঘু, স্নিগ্ধ, এবং ত্রিদোষ গ্রহজনিত পীড়া, দাহ, শূল, নষ্ট করে।

অরুণা—মঞ্জিষ্ঠা, (অতিবিষা) আতইষ।

অরুণনাগ—(পীতিকা) মুদ্রাশঙ্খ।

অরুষ্ক }
অরুষ্কর } (ভল্লাতক) ভেলা।

অর্ক—আকন্দ; শ্বেত ও রক্ত ভেদে দ্বিবিধ। (শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক, প্রতাপস) (রক্তার্ক, অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল, আস্ফোত) গুণ—সারক, বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ, যকৃৎ, উদর, ক্রিমি এই সকল রোগ নষ্ট করে। শ্বেতার্ক পুষ্পের গুণ—শুক্রজনক, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক। ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদিস্রাব), অর্শঃ কাস শ্বাস প্রশমন করে। রক্তার্ক পুষ্পের গুণ—মধুর তিক্তরস, ধারক। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শ, বিষদোষ, রক্তপিত্ত প্রশমিত করে; গুল্ম শোথের পক্ষে হিতকর। অর্কক্ষীর গুণ—তিক্ত লবণ রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ ও লঘু। ইহা কুষ্ঠ গুল্ম উদররোগনাশক। ইহাবিশিষ্ট বিরেচক।

অর্কপুষ্পী—শ্বেত হুড়হুড়িয়া। (অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা, জলকামুকা) গুণ—ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনোবিকার প্রশমিত করে।

অর্জ্জক –বর্ব্বরীভেদ (শুক্লবর্ব্বরী)।

অর্জ্জুন—ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃ, বীর, ধবল, অর্জ্জুন) গুণ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-রস। ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ, ব্রণ, কফ ও পিত্ত প্রশমিত করে।

অর্জ্জুনোপম—(শাকবৃক্ষ) সেগুণ গাছ।

অর্ণ—জল।

অর্থসাধক—(পুত্রজীব) জিয়াপুতা।

অর্থসাধন—(অরিষ্ট) রিটা।

অর্দ্ধচন্দ্রা—(কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ) কাল তেউড়ী।

অর্দ্ধতিক্ত—নেপালদেশীয় চিরতা।

অর্শোঘ্ন –(শূবণ) ওল।

অলক্তক—আল্‌তা। গুণ—বর্ণকর, শীতল, বলবর্দ্ধক স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা কফ, রক্তপিত্ত, হিক্কা, শ্বাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠরোগ নষ্ট করে। বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গ ক্ষয়, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার বিনাশক ও রজোরোধক।

অলম্বুষা ফুলশোলা। (অলম্বুষা, খরত্বক্, মেদোগলা গুণ—লঘু, মধুররস। ইহা ক্রিমি কফপিত্তনাশক।

অলর্ক—শ্বেত আকন্দ।

অলাবু—লাউ। (অলাবু তুম্বী) গুণ—মধুররস, হৃদয়তর্পক, পিত্তশ্লেষ্মহর, গুরু। শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, ধাতুর পোষণ ও বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

অলিবল্লভা—(পাটলি) পারুল।

অল্পমারিষ—(তণ্ডুলীয়) নটেশাক।

অল্পাস্থি—(পরূষক) ফল্‌সা।

অল্পিকা—(মুদ্গপর্ণী) মুগানী।

অবদাহক—(লামজ্জক গন্ধবেণা।

বল্গুজ—(বাকুচী, সোমরাজী) হাকুচী।
ঙ্গা—(কপিকচ্ছু) আলকুশী।
ব্যথা (হরীতকী), মহামুণ্ডী) বড়থুলকুড়ি।
(স্থলকমল) স্থলপদ্ম।
শোক—(হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট) গুণ—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-বস, ধাবক, বর্ণ-প্রসাদক। ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ, ও বক্তদোষনাশক।
শোকা—(কটুরোহিণী) কটুকী।
শ্বকর্ণিকা—(শাল)।
শ্বগন্ধা—(হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী) গুণ—বায়ু-কফনাশক, শ্বিত্রশোথ ক্ষয়বোগপ্রশামক, বলকর, রসায়ন,উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ-কষায় বস, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।
অশ্বত্থ—(বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র, গজাসন) গুণ—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, কফহাবক, ব্রণ বক্তদোষনাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনিবিশোধক।
অশ্বত্থফলা—(হবুষা)।
অশ্বত্থভেদ—(নন্দীবৃক্ষ) গয়া অশ্বত্থ।
অশ্বমারক—শ্বেত করবীর।
অশ্বাঘৃত—ঘোটকীদুগ্ধজাত ঘৃত। গুণ—দেহের ও অগ্নির বৃদ্ধিকর, লঘুপাক, তৃপ্তিকব। ইহা বিষদোষ, নেত্রবোগ দাহবোগ প্রশমন করে।
অশ্বামূত্র—তিক্ত-কটুরস, কুষ্ঠ-ব্রণ বিষবোগনাশক।
অশ্মগর্ভ— গাকত্মত, মবকত, অশ্মগর্ভ, হরিন্মণি) পান্না। গুণ—উষ্ণববীর্য্য, বলকারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক মনোজ্ঞ নেত্রহিতকর মাঙ্গল্য, গ্রহদোষ-নাশক বিষদোবহর।
অশ্মঘ্ন— পাসাণভেদ) পাথরকুচী।
অশ্মজ (শিলাজতু)
অশ্মন্তকা— চাঙ্গেরী) আমরুল।
অষ্টপাদিকা—(ভদ্রবল্লী) হাপরমালী।
অষ্টবর্গ—জীবক ঋষভক মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি বৃদ্ধি—এই আটটা পদার্থের সমাহার। গুণ—শীতল মধুর রস, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্নসন্ধানকারক, কাসবর্দ্ধক কফ-জনক, ও বলকারক। ইহা বাত রক্তপিত্ত পিপাসা দাহ জ্বর মেহ ও ক্ষয়নাশক।
অসন— বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধুকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, অসন,) পিয়াশাল। গুণ—চর্ম্মহিতকব, কেশের উপকারী, বসায়ন। ইহা কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, গুহ্যক্রিমি, কফ, রক্ত-পিত্ত প্রশমিত করে।
অসিপত্র—ইক্ষু।
অসৃক্—(স্পৃক্কা) পিড়িংশাক।
অস্থিরাজ্জিক—(হিন্তাল) হেঁতাল।
অস্থিশৃঙ্খলা—(অস্থিসংহার) হাড়ভাঙ্গা বা হাড়-জোড়া।
অস্থিসংহার—(গ্রন্থিমান, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী, অস্থিশৃঙ্খলা) গুণ—ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্নাস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, ক্রিমিঘ্ন, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক।
অহিফেন—(খসফলক্ষীর, আফুক, অহিফেন) আফিং গুণ—শোষণকারী, ধাবক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, স্বেদজনক ও বেদনাপ্রশামক। ইহা মূত্রাতিসার, কাস, শ্বাস, অতিসাব বক্তস্রাব নিবারক।

— ০ —

আ

আকাব-করভ—আকরকরা বচ। আকাব করভ, আকল্লক, অকল্লক) গুণ - উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, কটুরস। প্রতিশ্যায় শোথ বাতনাশক।
আকাশবল্লী—(অমরবল্লী) আলোকলতা। গুণ—তিক্ত-কষায়-রস, ধারক, পিচ্ছিল, নেত্রবোগঘ্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য, পিত্ত-কফ-আম-নাশক।
আক্ষিক - (আচ্ছক) আচফুল গাছ।
আখুকর্ণী - আখুপর্ণী, পর্ণিকা, ভূদরীভবা) ইন্দুব-কানী পানা। গুণ কটুতিক্তকষায়-বস, শীত-বীর্য্য, লঘু ও কটু-বিপাক। ইহা মূত্র-কফ ক্রিমিরোগ নাশক।
আখুপর্ণী ইন্দুবকানী পানা। ২। বৃহদ্দন্তী।
আচারী - (হিলমোচিকা) হেলেঞ্চা।
আচ্ছক আচ ফুলগাছ। (আচ্ছক, রঞ্জনদ্রু,

পক্ষীক, পক্ষিক, অক্ষিক) গুণ—ইহা রক্তপিত্ত অতিসাব রক্তস্রাব নিবারণ করে।

আজ্য - ঘৃত।

আটরূষ—বাসক। [শ্লেষ্ম-প্রকোপক।

আড়িমৎস্য—আড়মাছ। গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বয্য-

আঢকী—অড়হব। (আঢকী, তুবরী, শণপুষ্পিকা) গুণ—কষায়-মধুব-রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক, পিত্ত-কফ-প্রশামক ও রক্তদুষ্টিনাশক। ২। সৌরাষ্ট্রী-মৃত্তিকা।

আতৃপ্য আতা। আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র, বহুবীজ) গুণ—তৃপ্তিজনক, বলপুষ্টিকব, শীতল, মধুববস, হৃদ্য, রক্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মকব। ইহা বাত পিত্ত রক্তদুষ্টি দাহ তৃষ্ণা বমি ও বমনরোগনিবাবক।

আত্মগুপ্তা—(কপিকচ্ছু) আলকুশী।

আনন্দা—(বাসিকী) বেল ফুল।

আনূপমাংস - কুলেচব, প্লব, কোশস্থ, পাদী, মৎস্য - এই পাঁচ প্রকাব; গুণ—মধুববস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যকব, পিচ্ছিল, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, মাংসবর্দ্ধক পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী, সুপথ্য।

আপীন—(তূণী) তূঁদ গাছ।

আপ্য—(কুষ্ঠ) কুড।

আফুক—(অহিফেন) আফিং।

আবিক ঘৃত—মেষঘৃত। গুণ—লঘুপাক, সর্ব্ব-বোগনাশক, অস্থিবর্দ্ধক, চক্ষুহিতকব, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা অশ্মরী, শর্কবা, বাতবোগ বিনাশ কবে। উর্দ্ধশ্লেষ্মজনিত মুখবোগে হিতকব।

আবেগী—(বৃদ্ধকাবক) বীজতারক।

আভা— বব্বূল বাবলা।

আমণ্ড—শুক্ল এরণ্ড।

আমলক—(আমলক, ধাত্রী, তিষ্যফলা, অমৃতা) আমলকী। গুণ—ইহা হবীতকীব সমগুণ, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত-প্রমেহ প্রশামক, বৃষ্য এবং বসায়ন। ইহা অম্লবসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুব, মধুররস ও শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া পিত্তের এবং রুক্ষ ও কষায়রস বলিয়া কফের প্রশমন করে; সুতরাং ইহা ত্রিদোষ নাশক।—ইহাব মজ্জার গুণ,—শ্রম তৃষ্ণা দাহ বমি ভ্রম নিবাবণ কবে।

আম্র—(আম্র, চূত, রসাল, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ, পিকবল্লভ) অতিসৌরভ আম্রের নাম সহকার।

আম। অবস্থাভেদে গুণভেদ—মুকুলের গুণ—অতিসার কফ পিত্তজন্য রোগ প্রমেহ রক্তদোষ-নাশ করে, শীতবীর্য্য রুচিকারক ধারক এবং বাত-বর্দ্ধক। অনস্থি বাল আম্র—কষায়াম্লবস, রুচি-কাবক বাতপিত্তবর্দ্ধক। তরুণ আম্র—অত্যম্ল অম্লবস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও বক্তদূষক। (আম্র-পেশী) আমচূব অম্লমধুবকষায়-বস, ভেদক ও কফবাতনাশক। পক্কাম্র – মধুববস, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলকব, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীর্য্য, কষায়ানুবস এবং অগ্নি কফ-শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্তকব নহে। পর্য্যু-ষিত পক্কাম্র—অতিরুচিকব, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বাতপিত্তনাশক ও সাবক। পক্কাম্রবস – বলকাবক; গুরুপাক, বায়ু-নাশক, সাবক, অহৃদ্য, তৃপ্তিকব, অত্যন্তপুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক। দুগ্ধাম্র শুক্রবর্দ্ধক বর্ণপ্রসাদক, মধুববস, গুরু ও শীতবীর্য্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচি-কাবক, পুষ্টিদায়ক এবং বলবর্দ্ধক। আম্রবীজ-গুণ ঈষৎ অম্লসংযুক্ত কষায়মধুববস, বমন-প্রশামক, অতীসাব ও হৃদ্দাহনাশক। আম্রফল পানকগুণ—সদ্য রুচিকব, বলবর্দ্ধক, এবং ইন্দ্রিয়-তর্পক।

আম্রগন্ধি হবিদ্রা—গুণ ইহা তিক্তাম্লকষায় রস, রুচিপ্রদ, লঘু, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য ও সারক ইহা কফ, উগ্রব্রণ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর, মুখ বোগ, বক্তদোষ, বায়ু, শূলবোগ নষ্ট করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আম্রাত—রাজাম্র।

আম্রাতক—(আম্রাতক, পীতন, মর্কটান, কপীতন গুণ—অপক্ক আম্রাতক—অম্লবস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, সাবক। পক্ক আম্রাতক – কষায়মধুববস মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকারক, কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু, ও বলকর। ইহা বায়ু পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও বক্তদোষ নষ্ট কবে।

আম্রাবর্ত্ত—আমসত্ব। গুণ তৃষ্ণা-বমিপ্রশামক, বাতপিত্তনাশক, সারক, রুচিকাবক, লঘু।

আর, আরকূট—পিত্তল।

আরগ্বধ—সোন্দাল (আরগ্বধ, বাজবৃক্ষ, সম্পাক চতু

রঙ্গুল, আরবেত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ, স্বর্ণভূষণ) গুণ—গুরু, মধুর শীতল, সুবিরেচক। ইহা জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত বায়ু, উদাবর্ত্ত, শূল প্রশমিত করে। পত্র—রেচক এবং কফ-মেদোনাশক। পুষ্প—মধুর-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, ও মলসংগ্রাহক। ফল—বিরেচক, রুচিকর, কফ পিত্ত কুষ্ঠনাশক। ইহা জ্বরে সবিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর। মজ্জা—মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রেচক, এবং বায়ুপিত্তনাশক।

আরণ্যকাপাসী—অরণ্যকার্পাসী বনকাপাস।

আরনাল—কাঞ্জিক। গুণ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বরনাশক, কফঘ্ন, বায়ুশান্তিকারক, মুখরোচক, রুচিজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, অজীর্ণনাশক, শূলঘ্ন, বিবন্ধাপহারক, এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক।

আরবেত—(আরগ্বধ) সোন্দাল।

আরেবত—(পারেবত) পেয়ারা।

আর্ঘ্য—মধূক-বৃক্ষ-নির্য্যাস। (শ্বেতক) গুণ—চক্ষুহিতকর, কফ-পিত্ত-বিনাশক, কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক।

আর্ত্তগল—(দাসী) পীত ঝিণ্টী।

আর্দ্রক—(আর্দ্রিকা কটুভদ্র, শৃঙ্গবের) আদা। গুণ—ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিকারক, কটুবিপাকে মধুর, রুক্ষ, বাতকফনাশক। শুণ্ঠী সমস্ত গুণই আর্দ্রকে আছে।

আল—হরিতাল।

আলুক—আলু। গুণ—শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরু, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফাগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, ও স্তন্যবর্দ্ধক।

আলুকা—লাল আলু। গুণ বলকর, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গত কফনাশক, ও বিষ্টম্ভী।

আশুধান্য বাটিধান্য। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষহর, স্বাদু, মৃদুবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত।

আসব—অপক্ব ঔষধ জল সিদ্ধ মদ্য। আসব অরিষ্টের সমগুণ।

আসুর—বিট্ লবণ।

আসুরী—(রাজিকা) রাই সর্ষপ।

আস্ফোত—রক্তবর্ণ অর্ক।

আস্ফোতা—অপরাজিতা। অনন্তমূল।

আস্থশাখোট—(বদদ্রু) আসশেওড়া। গুণ—ইহা বাতজনক এবং পিত্ত কফ ক্রিমি পাণ্ডুতা জ্বর কামলা নষ্ট করে।

ই

ইক্ষু—আখ (দীর্ঘচ্ছন্দ, ভূমিরস, গুড়মূল. অসিপত্র, মধুতৃণ) গুণ—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক, ও শীতবীর্য্য। প্রকারভেদে—কৃষ্ণেক্ষুমূল—শীতবীর্য্য, মূত্রকারক, পিত্তনাশক, বাতানুলোমক, মেধ্য এবং দাহপ্রশামক ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক। বালেক্ষু—কফকারক, মেদোবর্দ্ধক, প্রমেহজনক, যুবেক্ষু—বাতনাশক মধুররস ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধেক্ষু—বলবীর্য্যবর্দ্ধক ক্ষতপ্রশামক রক্তপিত্তনাশক। দন্তপীড়িতেক্ষুরস—রক্তপিত্তনাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক অবিদাহী কফবর্দ্ধক। যন্ত্রপীড়িতেক্ষু রস—বিদাহী বিষ্টম্ভী ও গুরু। পর্য্যুষিতেক্ষু রস—অহিতকারী, অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, কফপিত্তবর্দ্ধক, শোষজনক, ভেদক, এবং অতীব মূত্রবর্দ্ধক। অগ্নিপক্কেক্ষুরস—গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ. কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, ইহা কফ বায়ু গুল্ম আনাহ নষ্ট করে।—ইক্ষুরসবিকার—গুরুপাক, মধুররস. বলকারক স্নিগ্ধ, সারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ও পুষ্টিকারক। ইহা পিপাসা দাহ মূর্চ্ছা রক্তপিত্ত বায়ু মেহ ও বিষদোষের বিনাশ করে।

ইক্ষুগন্ধা—(কাশ) কেশে। ২। (বারাহীকন্দ) চামার আলু। (কোকিলাক্ষ) কুলেখাড়া। (বিদারী) ভূমিকুষ্মাণ্ড।

ইক্ষুগন্ধিকা—গোক্ষুর।

ইক্ষ্বাকু—(কটুতুম্বী) তিক্ত লাউ।

ইক্ষ্বালিকা—(কাশ) কেশে।

ইঙ্গুদ—(অঙ্গার বৃক্ষ, তিক্তক, তাপসদ্রুম) ইঙ্গুদী। গুণ—কুষ্ঠ, ভূতাদি গ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র, শূল প্রশমন করে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, এবং কটুবিপাক।

ইজ্জল—(হিজ্জল, নিচুল, অম্বুজ) গুণ—শীতবীর্য্য, তিক্ত কষায়-রস, ব্রণশোধক, বাতপ্রকোপক, সংগ্রাহী, রুক্ষ, পিত্তনাশক, বিষঘ্ন।

ইন্দীবর—(নীল কমল)

ইন্দীবরী—(শতাবরী) শতমূলী।

ইন্দ্র—(কুটজ) কুড়্চি। ইন্দ্রযব।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু।

ইন্দ্রদ্রু—(ককুভ) অর্জ্জুন।

ইন্দ্রনীল—নীলকান্তমণি।

ইন্দ্রবারুণী—রাখাল শসা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। (ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী, বারুণী, অমরা, বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্বারু-মৃগাদনী) গুণ—তিক্ত-রস কটুবিপাক, সারক, লঘু, ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড, বিষ নষ্ট করে।

ইন্দ্রযব—(কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ, ভদ্রযব,) গুণ—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, কটু, শীতল, অগ্নিদীপক। ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শ, ক্রিমি, বিসর্প, অর্শ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূল প্রশমিত করে।

ইন্দ্রাক্ষ—ঋষভক।

ইরা—মন্ত।

ইরিমেদ—গুয়ে বাব্‌লা (বিট্ খদির, কালস্কন্ধ, অরিমেদক) গুণ—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষক্ষতনাশক।

ইল্লিশ—ইলিশ মৎস্য, গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রকর ও বায়ুনাশক।

ইষ্টকাপথক—(লামজ্জক) গন্ধবেণা।

ঈ

ঈশলাঙ্গলী—(কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহুবক্ত্রা, ও গর্ভন্নুৎ) গুণ—সারক, ক্ষয়যুক্ত, কটুতিক্ত-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক গর্ভনাশক। ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ, শূল, কফ, ক্রিমি, নষ্ট করে।

ঈশবগুল—(শীতবীজ, শৈশিরিক, শৈত্যবীজ), গুণ—মূত্রকর, বস্তিসংশোধক, উদরাধ্মাননাশক; ইহা উষ্ণ-বাত ও শুক্রমেহ নষ্ট করে।

উ

উগ্রগন্ধ—লশুন।

উগ্রগন্ধা—(যবানী) যোয়ান। ২। (বচা) বচ।

উগ্রা—(বচা) বচ। ২। (সংবিদামঞ্জরী) গাঁজা।

উচ্চটা—শ্বেতগুঞ্জা।

উৎকট—(গুড়ত্বক্) দারুচিনী।

উত্তানপত্রক—রক্ত এরণ্ড।

উৎপল—(কুষ্ঠ) কুড়।

উদকীর্য্য—(করঞ্জী) ডহর করঞ্জা।

উদশ্বিৎ—(তক্র) ঘোল।

উদীচ্য—(বালক) বালা।

উডুম্বর—যজ্ঞডুমুর (উডুম্বর, যজ্ঞফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক) গুণ—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, কফ-পিত্তপ্রশামক, রক্তদুষ্টিনাশক, মধুর-কষায়-রস, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

উডুম্বরপর্ণী—(লঘুদন্তী)।

উদ্গারশোধন—কৃষ্ণজীরক।

উদ্দাল—(বহুবার) চাল্‌তা। ২। (কোদ্রব) কোদো ধান্য।

উদ্বেগ—(গুবাক) সুপারী।

উদুম্বর—(তাম্র) তামা।

উন্মত্ত—(ধুস্তূর) ধুতুরা।

উপকালিকা—(কৃষ্ণজীরক) কালজীরা।

উপকুঞ্চিকা (কৃষ্ণজীরক) কালাজীরা (সূক্ষ্মৈলা) ছোট এলাচ।

উপকুঞ্চী—(কৃষ্ণজীরক) কালজীরা।

উপকুল্যা—(পিপ্পলী) পিপুল।

উপচিত্রা—বৃহদ্দন্তী।

উপদিকা—(পোতকী) পুঁই।

উমা—(অতসী) মসিনা।

উরণ, উরভ্র—মেষ।

উরুবুক—রক্ত এরণ্ড।

উলূখলক—গুগ্‌গুলু।

উশীর—বীরণমূল, নলদ, অমৃণাল, সেব্য, সমগন্ধিক। বেণার মূল। গুণ—পাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভকারক, লঘু ও তিক্তমধুর রস। ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বিসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ নষ্ট করে।

উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা—(বৃশ্চিকালী) বিছুটী।

উষ্ট্রমূত্র—গুণ—তিক্তরস, কাস, শ্বাস, অর্শোরোগের হিতকর।

উষ্ট্রদুগ্ধ—গুণ—লঘু, স্বাদু, লবণ-রস, অগ্ন্যুদ্দীপক, ও সারক। ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ আনাহ, শোথ ও উদরাময় প্রশমিত করে।

ঊ

ঊর্ণায়ু—মেষ।

ঊর্দ্ধকণ্টিকা—মহাশতাবরী।

ঊষণ—(শুণ্ঠী), (মরিচ) (পিপ্পলীমূল) (চিত্রক) চিতা।

ঊষণা—(পিপ্পলী) (চব্য) চই।

ঋ

ঋদ্ধি—গুণ—বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুর্বর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যপ্রদ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্তনাশক।

ঋষভক—(ঋষভ, বৃষভ, ধীর বৃষাণী ইন্দ্রাক্ষ) গুণ—বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র-কফবর্দ্ধক এবং মধুর-রস। ইহা পিত্ত দাহ রক্তদুষ্টি কৃশতা বায়ু ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত করে।

ঋষ্যপ্রোক্তা অতিবলা। মহাশতাবরী।

এ

একবীর—(মহাবীর সরুবীর, সবীরক) গুণ—কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাজনক, বাতজন্য বেদনা-নাশক, গৃধ্রসী বাতের কটিশূলের আঘাত জন্য বেদনার নিবারক।

একবীরা—বন্ধ্যা কর্কোটী, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু-নাশক, এবং পক্ষাঘাতের কটিশূলের ও পৃষ্ঠ-শূলের শান্তিকারক।

একাঙ্গী—শটী।

একাষ্ঠীলা—(পাঠা) আকনাদি। (বক) পদ্মবক।

এড়ক—দুম্বা (এড়ক, পৃথুশৃঙ্গ, মেদপুচ্ছ, দুম্বক) মাংসগুণ—পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু। পুচ্ছোদ্ভব। মেদোমাংস-গুণ—সদ্যঃশুক্রজনক, ভ্রমনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতব্যাধি-নাশক।

এড়গজ—(চক্রমর্দ্দ) চাকুন্দে।

এরকা—হোগ্‌লা (এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবিগুন্দ্রা, শর) গুণ—শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, চক্ষুর্হিতকর, বায়ু-প্রকোপক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত, রক্তদোষনাশক।

এরঙ্গ মৎস্য—চ্যাং মাছ। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য ও লঘুপাক।

এরণ্ড—শ্বেতরক্তভেদে দ্বিবিধ। শ্বেত এরণ্ড (আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যাড়ম্বক, বাতারি, তরুণ, রুবুক),—গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, কটু-তিক্ত-মধুর-রস, মধুর-বিপাক, বৃষ্য ও সারক। বাত, উদাবর্ত্ত, কফ, জ্বর, কাস, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, ব্রধ্ন, গুল্ম, প্লীহা, আম, পিত্ত, প্রমেহ, উষ্ণতা, বাতরক্ত, মেদোদোষ, অন্ত্রবৃদ্ধি এবং কটি বস্তি ও মস্তকের বেদনা প্রশমন করিতে ইহার প্রয়োগ হয়। রক্ত এরণ্ড (রুবুক, উরুবুক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু, উত্তানপত্র) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, লঘু, বাত, কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শ, ব্রধ্ন, রক্তদুষ্টি, পাণ্ডু রোগ, ভ্রম, অরোচকে ইহার প্রয়োগে উপকার হয়। পত্র-গুণ—বায়ু, কফ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং রক্তপিত্ত-প্রকোপক। পত্রাঙ্কুর গুণ—গুল্ম, বস্তিশূল, কফ বায়ু ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগনাশক। ফল-গুণ—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, অগ্ন্যুদ্দীপক; ইহা গুল্ম, শূল বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর, অর্শোরোগের প্রশামক। মজ্জ-গুণ—মলভেদক, বায়ু কফ জঠর রোগ নিবারক।

এরণ্ড তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, পিচ্ছিল,

গুরু, পুষ্টিকর, চর্ম্মহিতসাধক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তিকর, বলপ্রদ, ঈষৎকষায়-সংযুক্ত, মধুর-তিক্ত-কটুরস, সূক্ষ্ম, যোনিদোষহর ও শুক্রশোধক, পূতিগন্ধি, মধুর-বিপাক, সারক; ইহা বিষম-জ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠশূল, গুহ্যাদিগত শূল, রক্তোদর,আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিগ্রহ,বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ ও অপক্ক বিদ্রধি নষ্ট করে। ইহা আমবাতের অব্যর্থ ঔষধ।

এরণ্ডফলা—লঘুদন্তী।

এর্ব্বারু তৈল—কর্কটীবীজ তৈল। বিভীতক-বীজতৈল সদৃশ। শীতল, গুরু, কেশের হিতকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বায়ু-পিত্ত নাশক।

এলবালুক—(এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলালু, কপিত্থপত্র) গুণ—কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু; ইহা কণ্ডু, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমিজন্য রোগ প্রশমিত করে।

এলা—বড় এলাচ (স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা, নিষ্কুটি) গুণ—কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য; ইহা কফ, পিত্ত রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ বস্তিগত রোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে। ছোট এলাচ, (সূক্ষ্মা,উপকুঞ্চিকা, তুল্যা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটী,) গুণ—কটুরস শীতবীর্য্য লঘু; কফ, শ্বাস, কাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু প্রশমন করে।

এলাপর্ণী—রাস্না।

এলালু—এলবালুক।

—o—

ঐ

ঐক্ষবী সুরা—ইক্ষুরসোৎপন্ন মদ্য। গুণ—শীতল ও মত্ততাকর।

ঐন্দ্রী—ইন্দ্রবারুণী।

ঐরাবতী—(বটপত্রী) বড় পাথরকুঁচি (মোহিনী, ঐরাবতী) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য যোনিব্যাপৎপ্রশামক ও মূত্ররোগনাশক। ২। নারেঙ্গা জাতীয় নিম্বু। অম্ল, উষ্ণবীর্য্য সুগন্ধি, বাতপ্রশামক, ও বাতজনিত শ্বাস কাসরোগে হিতকর।

ঐলক—শীতাংশু তৈল, ভূর্জ্জতৈল।

ঐলেয়—এলবালুক।

ও

ওকুল—গোধূমজাত খাদ্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মলবিবর্দ্ধক।

ওড়ীধান্য—তৃণ-ধান্য বিশেষ। গুণ—রুক্ষ, শোষণকর, কফবায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক।

ওড্রপুষ্প—জবাফুল (ওড্রপুষ্প, জপা, ত্রিসন্ধ্যা) গুণ—ধারক। কেশর—কেশের হিতকারক। ত্রিসন্ধ্যা জপা—কফবায়ুনাশক।

ওদন—ভক্ত, অন্ন, ভাত।

ওল—(শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল, অর্শোঘ্ন) গুণ—অগ্নির উদ্দীপক, রুক্ষ, কষায়, কটুরস, কণ্ডুকারক, বিষ্টম্ভী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক ও লঘু। ইহা কফ, অর্শঃ, প্লীহা, গুল্মের প্রশমন করে।

ওষ্ঠোপমফলা—(বিম্বীফল) কুন্দরুকী।

ঔ

ঔদ্দালক—উইমধু। গুণ—রুচিকারক, স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠহর ও বিষদোষনাশক। ইহা অম্লকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য কটুপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ জল—প্রস্তর ভূমির অভ্যন্তর নিঃসৃত জল। গুণ—মধুর রস, শীতল, লঘু, অবিদাহী, পিত্তনাশক, অল্পবায়ুজনক, তৃপ্তিকারক, বলবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ লবণ—পাংশু লবণ। গুণ—তীক্ষ্ণ অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, রেচক, কটু-তিক্ত-রস, অগ্নিদীপ্তিকর, সূক্ষ্ম, ক্ষার, লঘু, দাহ শোষ-কারক, সংগ্রাহী, বায়ুনাশক, পিত্তকারক।

ঔদুম্বর—(তাম্র) তামা।

ঔষর লবণ—খারী নুণ। গুণ—পিত্তজনক, মলসংগ্রাহক, ক্ষার, তিক্তরস, মূত্রকারক, বিদাহী, শোষকারক, কফ-বাত-বিনাশক।

ক

কঙ্কুষ্ঠনী –(জ্যোতিষ্মতী) লতাফট্‌কী।

কঙ্কুষ্ঠর—বৃক্ষবিশেষ। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণকর। ইহা জ্বর রক্ত বেদনা দাহ তৃষ্ণা রোগের শান্তিকর। মূলগুণ—মুখদোষনাশক।

কক্কোল—ক্ষুদ্র ফল বিশেষ। কাঁকলা (কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধব্যাকুল, তৈলসাধন, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষ্য, স্থূলমরিচ, কাল মাধবোচিত) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক, মুখ্যজাড্য বা মুখদুর্গন্ধনাশক ও কফরোগ, বায়ুরোগ, হৃদ্রোগ, দৃষ্টিহীনতার উপকারক।

কক্খটপত্রক—পাটগাছ (পট্ট, রাজশণ, শাণি, চিমি) গুণ—পত্র—মধুরস, গুরুপাক, দুর্জ্জর, এবং দোষনাশক।

কঙ্কপক্ষী—কাঁক বা হাঁলখেলা পক্ষী। মাংসগুণ—বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক।

কঙ্কুষ্ঠমৃৎ—হিমালয় পর্ব্বতজাত হরিতালোপম মৃত্তিকা (কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক, কালপালক) ইহা দ্বিবিধ—তারপ্রভ বা রৌপ্যবর্ণ ও স্বর্ণপ্রভ বা পীতবর্ণ। স্বর্ণপ্রভই শ্রেষ্ঠ। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, কফবায়ুনাশক, ব্রণশূলে হিতকর।

কঙ্কবোল—কাঁকরোল। গুণ—বলকর ও রুক্ষ।

কঙ্কলোকী—বৃক্ষবিশেষ। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্তকারক। ইহা কফ কুষ্ঠ প্রমেহ ক্রিমিরোগে হিতকর।

কঙ্গুধান্য—(প্রিয়ঙ্গু ধান্য) কাঙ্‌নিদানা। গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর, গুরু, পুষ্টিকারক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, ভগ্নসংযোজক, ধাতুশোধক ও দাহপ্রশমক।

কচ্বী—কচু (বিতণ্ডা) গুণ—মধুর কটু-রস, পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক, বাত-পিত্ত-আমদোষ-বর্দ্ধক।

কচ্ছপ—জলজন্তু—কাছিম। মাংসগুণ—মধুররস, রুক্ষ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধা ও স্মৃতিশক্তিজনক, চক্ষুরোগে হিতকর। গুণ—পিত্তনাশক। পদমাংস—কফনাশক। ডিম্ব গুণ—মধুররস ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

কঞ্চট—(জলতণ্ডুলীয়, জলজু, লাঙ্গুলী, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, ও শকুলাদনী) কাঁচড়াদাম। গুণ—তিক্তরস, শীতল, লঘু, মলরোধক, কফবর্দ্ধক, পিত্তরক্তের ও বায়ুর প্রশামক।

কঞ্চুকশাক—শাকবিশেষ। মলরোধক, ক্ষুধাকারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফপিত্তের শান্তিকারক।

কটভী—কাঁটাশিরীষ, (নাভিকা, শৌণ্ডী, পট্‌লী, মধুরেণু, স্বাদুপুষ্প, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈতর্য্য, শ্যামলা, কিণিহী) ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ। গুণ—কৃষ্ণকটভী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। গুল্ম, শূল, আধ্মান, অজীর্ণ, বিষদোষ ও কফ বায়ুর উপকারক। শ্বেতকটভী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। বৃহৎ শ্বেতকটভী কটু-তিক্ত-কষায়-রস। নাড়ীব্রণ, রক্ত দোষ, বিষদোষ, প্রমেহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কফব্রণ, শিরোরোগ, অজীর্ণ, ত্রিদোষের হিতকর। ক্ষুদ্রশ্বেত কটভী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মেদোরোগনাশক, এবং বৃহৎ শ্বেত কটভীর সমগুণ বলিয়া তৎতৎ রোগে প্রযোজ্য। কটভীফল—কষায়রস, ধাতুবর্দ্ধক, কফজনক। কটভীনির্য্যাস—গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক।

কটুকন্দরী—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক, বিসূচিকা-রোগহর।

কটুকরস—জ্বালাকর, কটুবিপাক; ইহা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, রুক্ষ, রুচিকর, মুখশোধক, বাতবর্দ্ধক, পাচক, কফনাশক, ক্রিমি, কণ্ঠদোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বেতকুষ্ঠ রোগে উপকারক। অতিসেবনে ভ্রান্তি, মোহ, দাহ, মুখ ও তালুদেশের শোষ উপস্থিত হয়।

কটুকবল্লী—কটালতা। গুণ—কটুরস, শীতল, রুচিকারক এবং বিবিধ জ্বর, কফ, শ্বাস, রাজযক্ষ্মারোগ প্রশামক।

কটুকী—কট্‌কী। গুণ—কটুতিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি রোগে হিতকর।

কটুতুণ্ডী—কটুতরণ। গুণ—কটুতিক্তরস, রুচিকারক কফবমন রক্তপিত্ত বিষদোষে হিতকর।

কটুতৈল—সর্ষপতৈল। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, দাহকর, কফ, বায়ু,

ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, অর্শ ব্রণে হিতকর। ইহা বস্তিকর্মে প্রশস্ত।

কটুপর্ণী—(ক্ষীরিণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমবতী, হেমা, পীতদুগ্ধা) গুণ—তিক্তরস, বিরেচক, বমনবেগকারক, ক্রিমি, কণ্ডু, আনাহ, বিষদোষ, কফ-পিত্তরক্ত ও কুষ্ঠরোগের প্রশামক।

কটুবীরা—(কুমরিচ) লঙ্কা। গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, দাহজনক, সন্নিপাতদোষে জড়ীভূত বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উপকারক ; কফ, অজীর্ণ, বিসূচিকা, ব্রণ, ক্লেদ, তন্দ্রা, মেহপ্রকোপ, স্বরভঙ্গ অরুচিরোগের শান্তিকারক।

কটফল—গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং বায়ু কফজ্বর শ্বাস অর্শ প্রমেহ কণ্ঠরোগ মুখরোগের উপকারক।

কণগুগ্গুলু—কণগুগ্গুল। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, রসায়ন ; ইহা বায়ু কফ, শূল, গুল্ম, উদর আধ্মানরোগে হিতকর।

কণ্টকারী—কণ্টকীলতা। গুণ—কটুতিক্তরস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, ভেদক এবং কফ বায়ু জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, পীনস, পার্শ্ববেদনা, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নাশক।—শ্বেতপুষ্পা কণ্টকারী—চক্ষুরোগে হিতকর, জরায়ুদোষনাশক ও গর্ভোৎপাদনে উপকারী।—ফল—কটু-তিক্ত-রস—পাকে কটু, রুক্ষ উষ্ণবীর্য্য-লঘু অগ্নিবর্দ্ধক মলভেদক, শুক্রনিঃসারক, পিত্তবর্দ্ধক। ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, ক্রিমি, জ্বর, শ্বাস ও মেদোরোগে হিতকর।

কণ্টকী—কাঁটা বেগুন। গুণ—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ডু কচ্ছু রোগে হিতকর।

কণ্টপুঙ্খা—কাঁটাযুক্ত শরপুঙ্খা। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি শূলরোগের প্রশামক।

কতক—নির্ম্মলী ফল। বৃক্ষগুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, চক্ষুর্হিতকর। ফলবীজ—জলপরিষ্কারক, মধুরকষায়রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক ও চক্ষুর্হিতকর।

কতৃণ—গন্ধতৃণ, রামকর্পূর। ইহা ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—ক্ষুদ্র গন্ধতৃণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা কফ, বায়ু, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, শূল, রক্তদোষ, কণ্ঠরোগ, হৃদ্রোগ প্রশমন করে। দীর্ঘপত্র গন্ধতৃণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা ব্রণ, ক্ষতব্রণ, ভূতগ্রহাবেশে হিতকর।

কদম্ব—কদম। গুণ—মধুর-কষায়-লবণ-রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক এবং বায়ু-কফ-বৃদ্ধিকর।

কদলী—কলা। গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, ইহা রক্তবিকার, পিত্তবিকার, যোনিদোষ, অশ্মরী, রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। মূল—মধুররস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশোপকারী, শুক্রবর্দ্ধক, অম্লপিত্তনাশক ও দাহপ্রশামক। ত্বক্—কটুতিক্ত রস, লঘু, বাতনাশক। মজ্জা—মধুর-কষায়-রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা প্রদর ও যোনিদোষে হিতকর। পুষ্প—মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ; ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগে হিতকর। অপক্ক কদলী—কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, দুর্জর, বিষ্টম্ভকর ও বলকর। পক্ক কদলী—মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিজনক, তৃপ্তিকারক, কফবর্দ্ধক ; ইহা ক্রিমি রক্তপিত্ত তৃষ্ণার প্রশামক।

কম্বারী—ফণিমনসা। গুণ—কটু তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ; ইহা জ্বর, রক্তগ্রন্থি, শোথ, ও কফ বাতে উপকার করে।

কন্দগুড়ূচী—গুলঞ্চভেদ। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। ইহা জ্বর, সন্নিপাত-দোষ, বিষদোষ, ভূতাদির আবেশ ও বলি পলিতের হিতকর।

কপর্দ্দ—(কপর্দ্দক, বরণ্টক) কড়ী। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক। ইহা বায়ু, কফ, গ্রহণী, শূল, গুল্ম, ব্রণ, কর্ণশূল, নেত্ররোগ ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

কপিঞ্জল পক্ষী—(গৌর তিত্তির) পাছানাড়া পাখী। গুণ—মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক। ইহা রক্তপিত্ত রক্তবিকৃতি শ্লেষ্মবিকার বাতাবসাদে হিতকর। ২। চাতকপক্ষী।

কপিত্থ—কয়েৎবেল। গুণ—পক্ক—মধুরাম্লরস, রুক্ষ, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, মলরোধক, কফ-

নাশক, বাতবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক। ইহা ব্রণ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, হৃদ্রোগ, শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষ-দোষে হিতকর। অপক্ক—কষায়াম্ল-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, জিহ্বার জড়তাকারক, ত্রিদোষবৰ্দ্ধক।

কপিত্থতৈল—কয়েৎবেল-বীজ-তৈল। গুণ—মধুর-কষায় রস, ইন্দুরবিষনাশক।

কপিত্থপর্ণী—গন্ধবিরাজ গাছ। গুণ—তিক্তরস, পাকে কটুকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, ইহা ক্রিমি, কফ, মেহ, মেদোরোগ, বিষদোষ, স্নায়ুরোগে হিতকর।

কপিল দ্রাক্ষা—আঙ্গুর। গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকারক, হর্ষজনক, ঈষৎমত্ততাকারক; দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা বমন রোগের প্রশামক।

কপিল শিংশপা—কপিলপত্র শিশুবৃক্ষ। গুণ—কটুতিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভপাতকর। ইহা পিত্তজ্বর, শ্রান্তি, বমি, হিক্কা, শোষ, মেদোরোগ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, ক্রিমি, ব্রণ, দাহ, বস্তিবেদনা, কফ, রক্তগতরোগে হিতকর।

কপোত—(পারাবত) পায়রা। গুণ—মাংস—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলরোধক, বলবীর্য্যকর, পুষ্টিকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক; কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু রক্তপিত্ত রোগে হিতকর। পাণ্ডুরোগে অহিতকর।

কমল—পদ্ম। গুণ—মধুর কষায়রস, শীতবীর্য্য, বর্ণ-প্রসাদক, কফপিত্তনাশক; ইহা ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিসর্প, বিষদোষে হিতকর। অবয়বতঃ পদ্মগাছ—মধুর-লবণ-রস; কফ, বায়ু বিষ্টম্ভে হিতকর। পত্র—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটুতিক্ত-রস, মলরোধক, বাতবৰ্দ্ধক, কফপিত্ত-নাশক। মূল—মধুর কটু-তিক্ত-রস, শীতল, গুরু, রুক্ষ, দুর্জর, মলরোধক, শুক্রবৰ্দ্ধক; ইহা চক্ষু-রোগ, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বাতপিত্ত, কফ, গুল্ম, কাস, ক্রিমি, মুখরোগ, রক্তদোষ, পিত্ত-বিকারের প্রশমক। কেশর—কটু-কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, রুচিকারক ও গর্ভের স্থিরতাসম্পাদক। বীজকোষ—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, লঘু, মুখপরিষ্কারক; তৃষ্ণার ও রক্তদোষের শান্তিকারক। পদ্মবীজ—কটু-কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকর, মলরোধক, বাতবৰ্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, কফকারক, পিত্তনাশক, গর্ভস্থিতি-সম্পাদক; ইহা রক্তদোষ, বমি, দাহ রোগের প্রশামক।

কমলালেবু—গুণ—পক্ক—সুগন্ধি, মধুরাম্লরস, গুরু-পাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, শ্রান্তিনাশক, বল-বৰ্দ্ধক; ইহা আম, বায়ু, ক্রিমিশূলনাশক।

করকাজল—গুণ—শীতল, ঘন, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত-নাশক, কফ-বায়ু-বৰ্দ্ধক।

করঙ্গশালী—ইক্ষুবিশেষ। গুণ—মধুররস, শীতল, মৃদু, রুচিকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক ও তেজোবলকর। ইহা পিত্তজন্য দাহ রোগের উপকারক।

করঞ্জ—ডহরকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ, বিষ-করঞ্জ ও অম্লকরঞ্জ—এই ছয়টী প্রকার ভেদ। ডহরকরঞ্জ—(চিরবিল্ব, নক্ত-মাল, করজ্ঞ ও করঞ্জ) নাটাকরঞ্জ (প্রকীর্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিক, কলিকারক) কাঁটাকরঞ্জ (করঞ্জিকা, ষড়্গ্রন্থ) মাকড়া করঞ্জ (মার্কটী) বিষকরঞ্জ (অঙ্গারবল্লরী) অম্লকরঞ্জ (করমর্দ্দ বনেক্ষুদ্রা, করাম্ল, করমৰ্দ্দক) গুণ—ডহরকরঞ্জ—কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কফ-বায়ু-নাশক; ইহা কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমিরোগে উপকারী। পত্র—পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তবৰ্দ্ধক ও ভেদকারক। পুষ্প—উষ্ণবীর্য্য, বায়ু পিত্ত-কফ-নাশক। ফল—কফ-বায়ু নাশক; ইহা অর্শ ক্রিমি শোথ রোগে উপকারক। অঙ্কুর—রসে ও পাকে কটু, পাচক। ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ, বিষ-দোষে হিতকর। ফলজাত তৈল—তিক্ত-রস, অল্প উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ। ইহা বায়ুরোগে চক্ষুরোগে, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চর্ম্মরোগের প্রশামক।

করঞ্জিকা কাঁটা করঞ্জ। গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক; ইহা মেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি, বায়ুরোগে হিতকর। পুষ্প—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-কফ নাশক।

করঞ্জী—(মহাকরঞ্জ) গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, পাকে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা অর্শ, বমি, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, পিত্তবিকারে হিতকর।

করমর্দ্দ—অম্লকরঞ্জ। ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। উভয়েরই অপক্ব ফল—অম্ল-তিক্ত-রস, গুরু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, মলরোধক, রুচিজনক, রক্তপিত্ত-উত্তেজক কফবর্দ্ধক, পিপাসা নাশক। পক্ব ফল—অম্লমধুর-রস, লঘু, শীতল, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, পিপাসানাশক। ইহা বায়ুগত রোগের ও বিষদোষের উপকারক।

করবীর—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, পাটল—এই পঞ্চ বর্ণের পুষ্পভেদে ইহার ভেদ পঞ্চপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ করবীর—কটুরস, তীক্ষ্ণ, অশ্ব-বোধপ্রদ; ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোট রোগে উপকারক। রক্ত করবীর—কটুরস—পাকে তিক্ত, মলাদিশোধক, এবং বাহ্য প্রয়োগে কুষ্ঠাদিনাশক। পাটল করবীর—শিরোবেদনা, কফ, বায়ুর প্রশমন করে।

করবীরণী—গ্রীষ্মকালগত রক্তপুষ্পবৃক্ষবিশেষ। গুণ—কটুতিক্তরস,উষ্ণবীর্য্য; ইহা কফ,বায়ু বিষদোষ, আধ্মান, বমন, ঊর্দ্ধশ্বাস ক্রিমিরোগে উপকারক।

করীর—বাঁশের কোঁড়। গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-অম্ল-রস, শীতল, রুচিকর। ইহা রক্তপিত্ত দাহ মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে হিতকর। মরুভূমিজাত করীল বা করড়া—(উষ্ট্রপ্রিয়) গুণ—কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক,মলভেদক, দাহকর, কফোৎপাদক; ইহা বায়ু শ্বাস, অরুচি, শূল, হৃদ্রোগ, ব্রণাদির হিতকর।

করুণ—লেবু বিশেষ। গুণ-পিত্তপ্রকোপক কফ, বায়ু আমদোষ মেদোরোগে উপকারক।

কর্কট—পক্ষিবিশেষ। কর্কটী পাখী। গুণ—মাংস—বায়ুনাশক শুক্রবর্দ্ধক, ও শ্রান্তিনিবারক। ২। কাঁকরোল। গুণ—কষায়রস, লঘু, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, কফপিত্তবর্দ্ধক। ইহা চক্ষুরোগে উপকারী।

কর্কটক—কাঁকড়া। গুণ—বাতপিত্তনাশক, মলমূত্রনিঃসারক, রক্তবর্দ্ধক, বলকারক।

কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী। গুণ—কষায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা হিক্কা, অতীসার, কাস, শ্বাস রক্তপিত্ত, বমি, জ্বর, ক্ষয়, কাস, ঊর্দ্ধজত্রুগত বায়ুর বিশিষ্ট উপকারক।

কর্কটি—কাঁকুড়। ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—ক্ষুদ্র কর্কটী,—মধুররস, শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণকারক। পক্বকর্কটি—দাহ, তৃষ্ণা, বমি, ক্লান্তিপ্রশামক। বৃহৎ কর্কটী—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মূত্রকর, কফজনক; ইহা দাহ, বমি, পিত্ত, ভ্রম, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাশ্মরীর হিতকর। কর্কটীচ্ছদ—কটুতিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা মূত্রদোষ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি দাহ শ্রান্তির উপশম করে। পক্ব কর্কটিচ্ছদ—উষ্ণবীর্য্য বলকারক ও রক্তদোষের উৎপাদক।

কর্কন্ধু—ছোট কুল। গুণ অম্লমধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও বাতপিত্তনাশক।

কর্কারু—ক্ষুদ্র কুষ্মাণ্ড। গুণ—শীতল, গুরুপাক, মলরোধক ও রক্তপিত্তনাশক—পক্ব—তিক্তরস ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাতনাশক।

কর্কোটকী—কর্কোটকী, গোলাকার কুষ্মাণ্ড। গুণ—মধুর-কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য,রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক,পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মলমূত্রস্তম্ভকারক; ইহা মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরী প্রমেহ বায়ু পিত্ত কফ ও বিষদোষে হিতকর।

কর্চূর—একাঙ্গী। গুণ—সুগন্ধি কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখশোধক; ইহা কফ, কাস, শ্বাস, গলগণ্ড, ব্রণ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, গুল্ম, ক্রিমিরোগে হিতকর।

কর্ণস্ফোটা—কাণছিড়া। গুণ কটুতিক্তরস, শীতবীর্য্য, বিষনাশক, গ্রহদোষনিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, আনাহ, কফশূল, বাতগুল্ম, উদর, প্লীহা কর্ণব্রণ রোগে হিতকর।

কর্ণিকার-ছোট-সোঁদাল। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা-কফশূল, উদর, ক্রিমি, মেহ, ব্রণ, গুল্মরোগে সবিশেষ উপকারী।

কর্দ্দম—জলাসিক্ত মৃত্তিকা। গুণ—শীতল, দাহনিবারক, পিত্তপ্রশমক, শোথহর।

কর্পূর-গুণ—সুগন্ধি, কটুতিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু; ইহা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ঠদোষ, মুখশোষ ও মুখের বিরসতা প্রশমন করে। তৈলগুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুরোগ নাশক। দন্তের দৃঢ়তাকারক, কফ আমদোষ পিত্তের নিবারক।

কর্পূরমণি—প্রস্তরবিশেষ। গুণ—কটুতিক্তরস,উষ্ণবীর্য্য, ব্রণদোষ, ত্বগ্দোষ বাতাদিরোগে হিতকর।

কর্পূর-হরিদ্রা—আম আদা। গুণ—মধুরতিক্তরস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও সর্ব্ববিধ কণ্ডুর শান্তিকারক।

কর্বুদার—শ্বেতকাঞ্চন। গুণ—কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, মলরোধক, রুচিকর; ইহা শ্বাস, কাস, পিত্ত-বিকার, রক্তবিকৃতি, ক্ষত প্রদর রোগের প্রশামক।

কর্ম্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা। অপক্ক গুণ—অম্লরস, শীতবীর্য্য, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফপিত্তবর্দ্ধক। পক্ক-গুণ—অম্লমধুররস, রুচিকারক, বলপুষ্টিকর ও বাতশ্লেষ্মহর।

কলঞ্জ—(তাম্রকূট) তামাক। গুণ—ইহার ধূম—কফনাশক, আমজ্বরনিবারক, দন্তশুদ্ধিকর, মুখরোগ-হর। আপাততঃ, ইহা কৃশতাসম্পাদন ও ফুস্-ফুসের বলক্ষয় করে।

কলম ধান্য—শালিধান্য বিশেষ। গুণ—ইহার তণ্ডুল মধুররস মধুরবিপাক, পিত্তশ্লেষ্মকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুহিতকর, রক্তদোষের ও ত্রিদোষের প্রশামক।

কলম্বী—শাকবিশেষ। কলমী। গুণ—মধুরকষায়, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক ও শ্লেষ্মজনক।

কলায়—শিম্বী শস্যবিশেষ। মটর। গুণ—কষায় রস, শীতবীর্য্য, শান্তিকর, বলবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টি-জনক, আমদোষহর।

কলায়ক—শালিধান্যবিশেষ। মুক্তাকৃতি। গুণ—কিঞ্চিৎ কষায়রসযুক্ত মধুররস, বলকারক, বাত-পিত্তরক্ত সংক্রান্ত রোগের প্রশামক।

কলায়শাক—মটর শাক। গুণ—তিক্তকষায় রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক।

কলায় যূষ—মটরের যূষ। গুণ—লঘুপাক, শীত-বীর্য্য, মলরোধক, রুচিজনক; ইহা রক্তদোষ, পিত্ত-বিকৃতি ও কফরোগে উপকারী।

কলিঙ্গ—তরমুজ। গুণ—মধুররস, শীতল, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকর, তৃপ্তিজনক, বীর্য্যকারক, পিত্ত-দাহনাশক।

কলিঙ্গ শুঠী—গুণ—তিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, অজীর্ণনাশক ও বালকের অতিসারনাশক। গর্ভিণী বমনকারক।

কবচী মৎস্য—কই মাছ (কবিকর, কবচী, ক্রকচ-পৃষ্ঠী) গুণ—মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘু-পাক, রুচিকর, বলকর, বায়ুনাশক, স্বল্পপরিমাণ পিত্তকর।

কসেরু—কেশুর। ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। ক্ষুদ্র কেশুর (চিঞ্চোড়) বৃহৎ কেশুর (রাজকসেরুক) গুণ—কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক। ইহা রক্তপিত্ত দাহ শ্রান্তি নেত্ররোগে হিতকর। ফুল গুণ—গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর, শীতল; কামলার ও পিত্তের শান্তিকারক।

কস্তুরী—মৃগনাভি। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, শীতনাশক, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা বায়ুজনিত শোষ, বমন, দৌর্ব্বল্য, মুখদোষ, কুষ্ঠ, কিলাস, রক্তপিত্ত কফের উপকারক।

কহ্লার—উৎপল, কুমুদপুষ্প। হেলা ও শুন্দী। শ্বেত, রক্ত ও নীল পুষ্প ভেদে ত্রিবিধ। গুণ—কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভ-কারক, গুরুপাক; ইহা রক্তপিত্তের ও কফ-রোগের উপশম করে।

কাংস্য—কাঁসা। গুণ—কষায় তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুক্ষ, কফ-পিত্ত নাশক, নেত্ররোগে হিতকর।

কাকজঙ্ঘা—কেওঠেঙ্গা। গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, কফপিত্তনাশক। ইহা ক্রিমি, ব্রণ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণবিষমজ্বর, কণ্ডু ও বিষদোষে হিতকর।

কাকজম্বু—বনজাম। গুণ—অম্লকষায়রস, পাচক, মধুররস, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টি-জনক; ইহা দাহ, শ্রম, অতিসার রোগে হিতকর।

কাকতিন্দুক—মাকড়া গাব। ফলগুণ—কষায়াম্লমধুর-রস, গুরুপাক, বায়ুবিকারনাশক, বমিনিবারক, পিত্তনাশক ও অল্পকফবর্দ্ধক।

কাকনাসা—বড় শ্বেত গুড়কাঁউলী। গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য পিত্তনাশক, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, পালিত্যহর, রসায়ন।

কাকমাচিকা—কাকমাচি। শ্বেত রক্ত পুষ্পভেদে দ্বিবিধ। গুণ—শ্বেতকাকমাচী—কষায়কটুতিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক, নেত্রহিতকর; ইহা অর্শঃ, গুল্ম, শূল, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, মেহ, হৃদ্রোগ, হিক্কা, বমন, জ্বর, বমি পালিত্যের

প্রশামক। রক্তকাকমাচী—বাতকফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

কাকলী দ্রাক্ষা—গুণ—অম্লমধুররস, রুচিকর। ইহা শ্বাস বমনরোগ নিবারক।

কাকাদনী—কুঁচ। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, বায়ুনাশক, শোথনাশক, বিষদোষ-নিবারক, রসায়ন ও পালিত্যনিবারক।

কাকোডুম্বর—কাকডুমুর বা খোষ্‌কা ডুমুর। গুণ—পক্কফল—অম্লকটুরস, শীতল, ত্বগদোষ-নাশক, ও রক্তপিত্তহর। বল্কল—কষায়তিক্তরস, শীতল, অতিসারনাশক, ব্রণহর, স্তন্যবর্দ্ধক, গর্ভস্থিতিকর; ইহা কফ পিত্তব্রণ শ্বিত্র কুষ্ঠ পাণ্ডু অর্শঃ কামলা রোগে হিতকর।

কাকোলী—কাঁকলা। গুণ—মধুররস, কফকর, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা ক্ষয় বায়ুপিত্তরক্ত দাহ জ্বররোগে হিতকর।

কাঙ্গুচধান্য—ষাট ধান। কাংনী। গুণ—মধুররস, মধুরপাক, কফপিত্তনাশক, ও শালীধান্যের সহিত সমগুণ।

কাচ—গুণ—উষ্ণবীর্য্য। ইহাতে ঘৃত অঞ্জন, ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কাচলবণ—কালালবণ; গুণ—ক্ষারধর্ম্মা, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহকারক; ইহা বায়ু কফ গুল্ম শূলরোগে হিতকর।

কাঞ্চন—শ্বেত পীত ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে ত্রিবিধ। শ্বেতকাঞ্চন (কর্বুদার), পীতকাঞ্চন (কোবিদার) রক্তকাঞ্চন (কাঞ্চনার) গুণ—মলরোধক ও রক্তপিত্তে হিতকর।

কাঞ্চনার—গুণ—কষায়রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ব্রণরোপক; ইহা বায়ু পিত্ত কফ মূত্রকৃচ্ছ্র কৃমি কুষ্ঠ গুদভ্রংশ গণ্ডমালা রোগে উপকারী। পুষ্পগুণ—রুক্ষ, লঘু, মলরোধক; ইহা রক্তপিত্ত, প্রদর, কাস ক্ষয় রোগে হিতকর।

কাঞ্জিক—কাঁজী। গুণ—মলভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তশোধক, স্পর্শশীতল, শ্রান্তিক্লান্তিহর। ইহা দাহজ্বর, বমন, শূল, বস্তিশূল, আধ্মান, মলমূত্রাদি বিবন্ধ, বাত অস্ত্র শোথ, ও অজীর্ণ রোগে উপকারক। পুষ্পগুণ—অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা হৃদ্রোগ পাণ্ডুরোগ ক্রিমিরোগ প্রশমিত করে। শোথ মূর্চ্ছা ভ্রম মল কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত রোগে অহিতকর।

কাঞ্জিকবটক—কাঁজিবড়া। গুণ—রুচিকর, বায়ুনাশক শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

কান্তবল্লী—(কারবেল্লক) করলা। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক; ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শূল, দুষ্টব্রণ, অগ্নিমান্দ্য ও লতাবিষের শান্তি করে।

কাতল মৎস্য—গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও ত্রিদোষসাম্যকর।

কাদম্ব—(কলহংস) বালহাঁস। গুণ—মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা বায়ু পিত্ত রক্ত সংক্রান্ত ব্যাধির হিতকর।

কাদম্বরী—মদ্য বিশেষ। মধুররস পিত্তপ্রশামক ও শ্রান্তিনিবারক।

কান্তপাষাণ—চুম্বক প্রস্তর। গুণ—শোধিত-শীতল, দোষহর। ইহা বিষদোষ, মেদ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কণ্ডু, মোহ মূর্চ্ছায় হিতকর।

কান্তলৌহ—গুণ—বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অগ্নিদীপক; ইহা গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, ভগন্দর, কামলা, শোথ, ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে সবিশেষ হিতকর।

কণ্ডারেক্ষু—কাজলা আখ। গুণ—মধুরকষায়রস, লঘু, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, মলপরিষ্কারক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুবর্দ্ধক।

কামজা—(গুল্ম বিশেষ) গুণ—মধুররস, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়সমুদয়ের তৃপ্তিকর ও কামবর্দ্ধক। ইহার বীজও এইরূপ গুণসম্পন্ন।

কাম্পিল্ল—কমলাগুড়ি। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক; ইহা কফ, কাস, ব্রণ, কৃমি, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, দাহ, নেত্ররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, আনাহ, গুল্ম, উদর, ও বিষদোষে হিতকর। তৈলগুণ—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, বিরেচক; ইহা বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শিরোরোগে উপকারী।

কারবল্লী—উচ্ছে। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, অরোচকনাশক, শুক্রক্ষয়কর; ইহা কফ, বায়ু-পিত্ত রক্তোদোষ, কামলা, পাণ্ডু, মেহ, ও ক্রিমিরোগে উপকারী।

কারবেল্ল—বড় করলা। অত্যন্ত তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক। ইহা কফ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু, রক্তদোষ, কুষ্ঠরোগে হিতকর। পুষ্পগুণ—মলরোধক ও রক্তপিত্তে হিতকর।

কারস্কর—(কুপীলু, বিষমুষ্টি, বিষতিন্দুক) কুঁচিলা। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বেদনানাশক, মত্ততাকারক। ইহা কফপিত্ত, কণ্ডু, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, আমদোষ, অর্শঃ, ব্রণরোগে হিতকর। অপক্ক—কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু ও বাতবর্দ্ধক।

কারী—(কারিকা, কার্য্যা, গিরিজা, কটুপত্রিকা) গুণ—কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, রুচিকারক, ও স্বক্শোধক। ফলগুণ—অম্ল-কষায়-লবণ-রস ও ত্রিদোষে হিতকর।

কারীর—টাপ্ট, ফলবিশেষ। গুণ—কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, রুচিকারক, কফপিত্তবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। পুষ্পগুণ—কটু-কষায়-রস, মলভেদক, রুচিজনক, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক।

কার্পাস—কাপাস গাছ। গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। পত্র-গুণ—বায়ুনাশক, রক্তকারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং কর্ণপিণ্ডিকা কর্ণনাল কর্ণপূয়স্রাব প্রভৃতিতে হিতকর। বীজগুণ—গুরুপাক শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

কার্পাসী—রক্ত কার্পাস (বদরা, তুণ্ডকেরী সমুদ্রান্তা, পটক, বাকরা, সূত্রপুষ্পা, বদরী, কার্পাসিকা, কার্পাসী, কার্পাস, সারিণী, চব্যা, তূলাগুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর) গুণ—কষায়-মধুর-রস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি, বমন, মূর্চ্ছারোগে হিতকর। ফলগুণ—মূত্রবর্দ্ধক, ইহা কর্ণপাটিকা কর্ণনাদ ও কর্ণপূয়স্রাবাদিতে উপকারক।

কালশাক—চুঞ্চুশাক, নাড়িক। গুণ—কটুতিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক, রুচিকর, বায়ুবর্দ্ধক; ইহা কফ, শোথ, অর্শ ও বিষদোষে হিতকর।

কালাঞ্জনী—(কৃষ্ণ কার্পাস) কালকার্পাস (অঞ্জনী, রোচনী, শিলাঞ্জনী, কৃষ্ণকাভা, কালী ও কৃষ্ণাঞ্জনী) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা আমদোষ, ক্রিমি অপান বায়ু জন্য উদাবর্ত্ত, উদররোগ, হৃদ্রোগ ও অর্শোরোগে উপকার করে।

কালিঙ্গ—কালিন্দ। তরমুজ। গুণ—অপক্ক—মধুররস, পাকে মধুর, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক। পক্ক—উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ বায়ুর শান্তিকারক। পত্রগুণ—তিক্তরস ও রক্তস্থাপক।

কাশ—কেশেঘাষ (ইক্ষুগন্ধা, পোটালেয়, কাশ, কর্ণমূল, ইক্ষুবালিকা, ইষকী, অশ্ববাল, চামরপুষ্প, কাশী, কাশা, বালসেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্প, বনহাসক, ইক্ষারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্প, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ড, কাণ্ডক, কচ্ছুলকারক) গুণ—মধুরতিক্তরস, পাকে মধুর, শীতল, মলভেদক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, বলকারক; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ, পিত্তবিকৃতি, শোথ, কফ ও শ্রান্তি প্রশমিত করে।

কাশীশ—হিরাকস, দ্বিবিধ—ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ; ধাতুকাশীশ ভস্মসদৃশ। গুণ—অম্ল-লবণ-রস। পুষ্পকাশীশ পীতবর্ণ। গুণ—কষায়-রস। উভয়ের গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ, কান্তিকর, চক্ষু ও কর্ণের হিতকর। ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডু, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী. শ্বিত্র, পিত্তজ-নেত্ররোগ, পিত্তজ অপস্মার, প্রশমিত করে।

কাশ্মর্য্য—গাম্ভারীর ফল। গুণ—পক্ক,—রুচিকর, কেশহিতকর, রসায়ন। ইহা মূত্রবিবন্ধ, পিত্ত, রক্ত বায়ুসংক্রান্ত রোগের প্রশামক।

কাষ্ঠকদলী—বনকলা (বনকদলী সুকাষ্ঠা, কাষ্ঠিকা, শিলাবস্তা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা, অশ্মকদলী) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যকর। ইহা তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, বিস্ফোট, অস্থিরোগ —এই সকলের প্রশামক।

কাষ্ঠকুট্টক—(শতচ্ছদ) কাঠঠোক্‌রা। গুণ—মাংস—শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসের ক্ষীণতাকারক, বায়ুনাশক। ইহা অশ্মরী রোগে হিতকর।

কাষ্ঠধাত্রী ফল—ক্ষুদ্রামলকী। গুণ—কষায়-কটু-অম্ল, শীতল, রক্তপিত্তনাশক।

কাষ্ঠাগুরু—পীতবর্ণ অগুরু। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। ইহা বাহ্যপ্রয়োগতঃ রুক্ষ ও কফনাশক।

কাসন্দী—গুণ—রুচিকারক, অগ্নিজনক, বায়ু ও তজ্জন্য দোষাধানের অনুলোমকর,বাতশ্লেষ্মজনক।

কাসমর্দ্দ—কালকাসন্দা (কর্কশ, কালকত, বিমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কসারি, কাসমর্দ্দক, কাল, কনক, জরণ, দীপন) গুণ—তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কফ-বায়ু-নাশক, পিত্তনাশক, কণ্ঠশোধক।অজীর্ণের ও কাসরোগের শান্তিকর। পত্রগুণ—তিক্তরস, পাকে কটু, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা শ্বাস, কাস, অরুচির প্রশমন করে। পুষ্পগুণ—শ্বাস, কাস, ঊর্দ্ধবায়ু—এই সকলের নিবারক।

কাসালু—খাম আলু (কাসকন্দ, কন্দালু, বিশালপত্র, পত্রালু) গুণ—মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃশোধক; ইহা বায়ু, গুল্ম, অরুচি, কণ্ডু ও বিষদোষ প্রশমিত করে।

কিঙ্কিরাত—পীতঝাঁটী (হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক, পীতাম্লক, বিপ্রলোভী, ষট্পদানন্দবর্দ্ধন) গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা কফ, বায়ু, শোথ, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ, রক্তদোষ, বমি ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

কিঞ্জল্ক—পদ্মকেশর, (মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও বাম্পেয়ক) গুণ—মধুর-কটু-কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখব্রণনাশক। ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ, শোথ ও বিষদোষের শান্তিপ্রদ।

কিরাততিক্ত—চিরতা (ভূনিম্ব, অনার্য্যতিক্ত, কিরাতক, চিরতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, চিরাটীকা, রামসেনক, কিরাত, কৈরাত, হৈম, কাণ্ডতিক্ত) গুণ—তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, ব্রণরোপক, স্রোতঃশোধক; ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, সন্নিপাত, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, দাহ, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগে হিতকর।

কিলাট—ছানা। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও নিদ্রাকারক।

কুক্কুট—(তাম্রচূড়, অগ্নিচূড়) কুঁক্‌ড়ো। বন্য ও গ্রাম্যভেদে দ্বিবিধ; গুণ—গ্রাম্য-কুক্কুট-মাংস—কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ও কফবর্দ্ধক।—বন্য কুক্কুট মাংস—কষায়-মধু-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, তৃপ্তিকর। ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়রোগ, বমি, বিষমজ্বরে উপকার করে।

কুক্কুটপাদী—দেবসর্ষপ; গুণ—উগ্রগন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকর; ইহা কফ, বায়ু, সন্নিপাত, ক্রিমিদোষ মুখরোগে হিতকর।

কুক্কুরদ্রু—কুকুরশোঁকা বা কুক্‌সীমা। গুণ—কটু-তিক্ত-রস; ইহা কফ জ্বর ও রক্তদোষ প্রশমিত করে। কাঁচা মূল—মুখশোষনিবারক।

কুঙ্কুম—কাশ্মীরী পুষ্পবিশেষের কেশর, (কুসুমাত্মক, লোহিতাম্বর, পীতক, ঘস্র, রক্তসংজ্ঞ, সঙ্কোচ-পিশুন, হরিচন্দন, খলরজঃ, দীপক, লোহিত, সৌরভ, চন্দন, কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্তসঙ্কোচ, পিশুন, বীর, চারু, রুচির, শঠ, ঘসৃণ, বরেণ্য, অরুণ, জাগুড়, কান্ত, গৌর, কেশর) ইহা জন্মস্থানানুসারে ত্রিবিধ,—কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারস্য। কাশ্মীর শ্রেষ্ঠ। কাশ্মীরী কুঙ্কুম—সূক্ষ্মকেশর রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধী। বাহ্লীককুঙ্কুম—পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধ (মধ্যম)। পারস্যকুঙ্কুম—স্থূলকেশর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও মধুগন্ধ (অধম)। গুণ—সুগন্ধি, কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিরেচক,বর্ণকারক, শান্তিজনক, বলবর্দ্ধক, রুচিকারক। ইহা শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যঙ্গ, কাস, কফ, বায়ু, কণ্ঠরোগ, ও ত্রিদোষ প্রশমিত করে।

কুঙ্কুমশালি—শালি ধান্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, শীতল। ইহা রক্তপিত্তে ও অতিসারে হিতকর।

কুঙ্কুমাগুরু—পীতরক্তবর্ণ চন্দনবিশেষ। গুণ—তিক্তরস, শীতল; ইহা পিত্ত সন্তাপ শ্রান্তি শোষ নিবারণ করে।

কুটজ—কুড়্‌চি (শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, পাণ্ডুর, কটুক, কুটক, শক্রাশন, কৌটজ, তিক্তক, রক্তনাশক, বৃক্ষক, শক্রাহ্বয়, শক্রপর্য্যায়,কুটজ কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, বরতিক্ত, যবকল, সংগ্রাহী, পাণ্ডুরদ্রুম, প্রাবৃষেণ্য

মহাগন্ধ, ইন্দ্রদ্রু) ইহা শ্বেত কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—কৃষ্ণকুটজ—পিত্ত, ত্বগ্‌দোষ, অর্শোরোগে হিতকর। শ্বেত কুটজ—কটুতিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা অতিসার, রক্তাতিসার, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ, কুষ্ঠরোগে হিতকর। পুষ্পগুণ—কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক; ইহা পিত্তাতিসার, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, ক্রিমি ও কুষ্ঠে উপকার করে।

কুটিঞ্জর—বনবাস্তুক শাক। গুণ—মধুর-রস পাকে মধুর, ক্ষারগুণযুক্ত, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলস্তম্ভক ও দোষজনক।

কুটুম্বিনী—গুল্মজাতীয় বৃক্ষবিশেষ; (পয়স্তা, ক্ষিরিণী, জলকামুকা, বক্রশয্যা, ত্বরাধর্ষা, ক্রূরকর্ম্মা, সিরিণ্টিকা, শীতা, প্রহর, কুটবী, শীতলা, জলেরুহা) গুণ—মধুররস, মলরোধক, রসায়ন; ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, কণ্ডূ ও রক্তদোষে হিতকর।

কুড়িশ মৎস্য—কুড়্‌চিবাটা। মধুর-কষায়-রস, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, কোষ্ঠনিরোধক। ইহা বায়ুবিকারে সুপথ্য।

কুড়ুঞ্চি—ক্ষুদ্র করেলা বা উচ্ছে। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাতরক্তজনক। মূলগুণ—সংশোধক, অর্শোবেদনার ও যোনিদোষের উপকার করে।

কুণঞ্জ—বনবাস্তুকবিশেষ। বনবেতুয়া। গুণ—মধুর-রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক। শাক-গুণ—ঈষৎ-কষায়যুক্ত-মধুররস, লঘুপচ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলরোধক ও ত্রিদোষনাশক।

কুণ্ডজল—পর্য্যুষিত বারি। গুণ—মধুররস, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফজনক।

কুণ্ডলিনী—জিলেবি। গুণ—মধুর-রস, তৃপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, কান্তিপ্রদ, বলবর্দ্ধক।

কুধান্য—ক্ষুদ্র ধান্য, (কোরদূষ, শ্যামা, নীবার, শাস্তনু, তুবর, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নন্দীমুখ, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দ, বেণুযব ইত্যাদি তৃণ ধান্যের সাধারণ নাম) গুণ—মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মজনক, স্রাবরোধক। ইহারা বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত করে।

কুন্দ—কুঁদ ফুল (মাঘ্য, শুক্লপুষ্প, দলকোষ, মাধ্য, বোরট, মকরন্দ, মহামোদ, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, তারপুষ্প, অট্টপুষ্পক, দমন, বনহাস ও মনোজ্ঞ) গুণ—বৃক্ষ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কফ-পিত্তনাশক। পুষ্প—শীতল, লঘু, শ্লেষ্মজনক। ইহা শিরোবেদনা, বিষদোষ, পিত্তবিকার প্রশমিত করে।

কুন্দর—কুন্দরা ঘাস (কণ্ডুর, দীর্ঘপত্র, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্রসম্ভূত, সুতৃণ, মৃগবল্লভ) গুণ—মূ—শীতল, পিত্তাতিসার প্রশামক, মলাদিশোধক, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক।

কুন্দুরু-কুন্দুরুখোটী, —শাল্লকী-বৃক্ষ-নির্য্যাস।—গন্ধদ্রব্য। (পালঙ্কা, পালঙ্কী, মুকুন্দ, কুন্দ, মুকুন্দু, কুন্দু, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, বলী, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, শোপুরক, বহুগন্ধ, পালিন্দ ও ভীষণ) গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, পানে ও বাহ্য-প্রয়োগে—শীতল; ইহা কফ, পিত্ত, দাহ, প্রদর, জ্বর, স্বেদ, গ্রহদোষ, মুখরোগ কফাশ্রিত বায়ুর প্রশমন করে।

কুব্জক—কোঙ্কণদেশজ পুষ্পবৃক্ষ (বারিকণ্টক, ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য, খর্ব্ব) গুণ—মধুরকষায়রস, শীতল, সুরভি, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতনাশক; ইহা রক্তপিত্ত ও পিত্তপ্রকোপ জন্য দাহ প্রশমিত করে।

কুমারিকা—ঘৃতকুমারী, ঘৃতকাঞ্চন। গুণ—তিক্ত-মধুররস, শীতল, মলভেদক, পুষ্টিকারক, রসায়ন, নেত্রহিতকর। ইহা গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, বিস্ফোট, অগ্নিদাহোৎপন্ন ক্ষত, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, বিষদোষ, ধাতবিকারে যথেষ্ট উপকার করে।

কুমুদ—হেলাফুল, লালফুল, (কৈরব, কহ্লোড়, কচ্ছ, কুব, গন্ধসোম, চন্দ্রকান্ত, গর্দ্দভ, কহ্লার, শীতলক, ইন্দুকমল, চান্দ্রিকাম্বুজ। গুণ—পুষ্প—মধুর-রস, পাকে তিক্ত, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রক্তদোষপ্রশামক; ইহা দাহ, শ্রম, ও পিত্তের উপকারক। বীজগুণ—মধুররস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক।

কুম্ভতুম্বী—গোল লাউ (কুম্ভালাবু, গোরক্ষতুম্বী,

নাগালাবু, ঘটালাবু) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরু-পাক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টি-কারক, বলকারক, পিত্তনাশক, গর্ভপোষক; ইহা শীতপিত্ত, শ্বাস, কফ, রক্ত, জ্বর, কাসরোগে হিতকর।

কুম্ভশালি—শালিধান্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, এবং বাতপিত্তে হিতকর।

কুম্ভী—কোঙ্কণদেশজ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (রোমালু, বিটপী, রোমশ, পর্পটক্রম) গুণ—কটুকষায় রস, মলরোধক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, যোনিদোষ, বিষদোষ প্রশমন করে।

কুম্ভীর—কুমীর—গুণ—মাংস—মধুরপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ুনাশক,পিত্তবিকারপ্রশামক, মলবর্দ্ধক, শ্লেষ্মকর।

কুরঙ্গ—মৃগবিশেষ। গুণ—মাংস—মধুররস, মাংস-বর্দ্ধক, কফপিত্তে হিতকর, রক্তপিত্তপ্রশামক।

কুরণ্ডিকা—বৃক্ষবিশেষ। গুণ—কটুতিক্ত রস, পাকে মধুররস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, ক্ষার, বিরেচক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বাত-পিত্তকারক, কফনাশক, রক্তদোষনিবারক, মূত্র-কৃচ্ছ্র প্রশামক।

কুরর—(উৎক্রোশপক্ষী) জলচর কুরল পক্ষী। গুণ—মাংস—মধুররস, পাকে মধুর,শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্দ্ধক; ইহা রক্তপিত্তে হিতকর।

কুরী—যমুনাতীরজাত-তৃণ-ধান্য-বিশেষ। গুণ—বলকর, পুষ্টিজনক, বস্তিশক্তিবর্দ্ধক।

কুলঞ্জন—মহাবরী বচ (কুর্ণঞ্জ, গন্ধমূল ও কুলঞ্জ) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক রুচি-কর; ইহা মুখদোষ, স্বরবিকৃতি, কণ্ঠরোগ, কাস, ও কফরোগের উপকারক।

কুলত্থ—কুলত্থিকলায় (ফলবৃন্ত, তাম্রবৃন্ত, তাম্রবীজ. সিতেতর) শ্বেত কৃষ্ণ রক্তবর্ণ ভেদে ইহা ত্রিবিধ। গুণ—কষায়রস, পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রক্তপিত্তকর; ইহা বায়ু, কফ, পীনস. প্রতি-শ্যায় কাস, মলরোধ, গুল্ম, হিক্কা, অশ্মরী, অর্শঃ, মেহ, শুক্র, ও বলের হানি করে। যূষগুণ—কষায়-মধুর-রস—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতানু-লোমক; ইহা তূণী প্রতূণী, মেহ, মেদোদোষ, অশ্মরী ও বাত কফের প্রশমন করে। মূল গুণ—কষায়-রস,পাকে কটু, পিত্তকর, কফের সমর্থক ও শুক্র জন্য অশ্মরীর হিতকর।

কুলত্থ—বন্যকুলত্থকলায় (দৃক্প্রসাদা, অরণ্য-কুলত্থিকা, কুলালী, কুম্ভকারিকা, কুল্মাষ কৃষ্ণ-বিষক। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, নেত্রহিতকর, ক্ষতপ্রশামক; ইহা অর্শঃ, শূল, মলবদ্ধতা, আধ্মানরোগে হিতকর।

কুলত্থান্ন—কুলত্থকলায় সহ সিদ্ধ ভক্ত। খেচরান্ন-বিশেষ। গুণ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর) ইহা কফ, বায়ু, ক্রিমি ও শ্বাসরোগে হিতকর।

কুলিঙ্গপক্ষী—ফিঙ্গা পাখী (কলিঙ্গ, ধূম্যাটফিঙ্গক, ভৃঙ্গ) গুণ—মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকর, শুক্রবর্দ্ধক।

কুলীরক—কাঁকড়া—গুণ—মাংস—স্বচ্ছ, শীতল, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক,স্ত্রীদিগের রক্তস্রাবের আশু-রোধক, মলমূত্রকারক, ভগ্নস্থানসংযোজক, সাতি-শয় বলকারক। ইহা পাণ্ডু, ক্ষয়, শোথ ও গ্রহণীরোগের প্রশামক।

কুল্মাষ—অর্দ্ধ-সিদ্ধ-চণক, যবাদি শস্য, ঘুংনিদানা। গুণ—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, মলভেদক।

কুশ—তৃণবিশেষ (দর্ভ, কুথ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি ও কুতুপ), ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ। দীর্ঘপত্র কুশ সিতদর্ভ। গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বস্তিবেদনা, রক্তপ্রদর রোগে হিতকর। মূলের গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্ত-নাশক, মূত্রপরিষ্কারক। ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কামলা ও রক্তগত বাতরোগে হিতকর।

কুশিম্বী—এক প্রকার শিম। গুণ—মধুররস, মধুর-বিপাক, বলকর ও পিত্তনাশক।

কুষ্ঠ—গন্ধ-দ্রব্য-বিশেষ। কুড, কদাখ্য, তুষ্ট, ব্যাধি, পরিভাব্য, ব্যাপ্য, বাপ্য, উৎপল, আপ্য, রুবণ, গদাখ্য, কৌবের ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, বৃতিক, পারিভদ্রক, বাণীরজ, পাবন, কুৎসিত, পাকল, পদ্মক); গুণ—মধুর-কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, কান্তিজনক। ইহা বায়ু, কফ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প, কণ্ডু, দদ্রু, বিষদোষ, কাসরোগে উপকার করিয়া থাকে।

কুষ্ঠবৈরী—(শৈলরোহী, বৈবস্বতদ্রুম, মহাগদ) চালমুগরা। গুণ—বলকারক, রসায়ন ; ইহা পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, দদ্রু, বিপাদিকা, আমবাত ও কুষ্ঠরোগের প্রশামক।

কুষ্মাণ্ড—কুমড়া, (ঘৃণাবাস, তিনিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডী, বৃহৎফলা, স্থূফলা, কুষ্ণফলা, নাগপুষ্পফলা, গুনী) গুণ—মধুররস, শীতল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, শ্লেষ্মজনক, রক্তপিত্ত,বায়ুর উপকারক। অপক্ক—শীতল, পিত্তনাশক। পরিপুষ্ট—গুরু পাক ও কফবর্দ্ধক। পক্ক—মধুররস, ঈষৎ-ক্ষারগুণযুক্ত, নাতিশীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক ; বস্তিশোধক, চিত্তবিকার-প্রশামক। লতা ও শাক—মধুর-রস ক্ষারগুণ-যুক্ত রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকর ; ইহা বায়ু, কফ, অশ্মরী শর্করারোগে উপকার করে। লতা-মাজ্জা—মধুররস, মলমূত্রনির্হারক, পুষ্টিকর, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, তৃষ্ণানিবারক, পিত্তনাশক ; ইহা মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও অশ্মরী রোগে হিতকর। বীজ তৈলের গুণ—শীতল, গুরু, বাতপিত্তনাশক, ও কফবর্দ্ধক।

কুষ্মাণ্ডবটিক—কুমড়া বড়ি। গুণ—রুচিকর, নাতি-গুরুপাক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তপ্রশামক।

কুষ্মাণ্ডশালি—শালিধান্যবিশেষ। গুণ—অম্ল—সুগন্ধি, স্থূল, দুর্জ্জর, মধুররস, কোমল।

[illegible]—কুমড়ার মদ। গুণ—গুরুপাক, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিমান্দ্যকর ও দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধক।

কুসুম্ভ—কুসুমফুল (গ্রাম্যকুসুম, কমলোত্তম, বহ্নি-শিখ, মহারজন, কুক্কুটশিখ, পাবক, পীত, পদ্মো-দর, রক্তলোহিত, বস্ত্ররঞ্জন, অগ্নিশিখ), গুণ—রুক্ষ—কটুরস, রুক্ষ, বিদাহী, বাতবর্দ্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ, কফ ও রক্তপিত্তনিবারক। পুষ্প—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, বিরেচক, কফ-পিত্তনাশক ও কেশরঞ্জক। পত্র—মধুর কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, বিরেচক, অগ্নি-বর্দ্ধক ; ইহা নেত্ররোগে হিতকর এবং মলমূত্র-হর ও মেদোনাশক। বীজ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক। ইহা বায়ু-কফ রক্তপিত্তে হিতকর। বীজতৈল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, গুরুপাক, ত্রিদোষকারক, ক্রিমিনাশক, চক্ষুর্হানিকর, বলহর ও পুষ্টিনাশক।

কুস্তুম্বুরু—কাঁচা ধনে। গুণ—স্বাদু হৃদ্য। শুষ্ক—কটু-তিক্ত-রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, স্রোতঃশোধক, দোষনাশক, দাহ-পিপাসার শান্তিকারক।

কূটশাল্মলী—(কৃষ্ণশাল্মলী) কালীমাল্লা। (কুৎ-সিত শাল্মলি, রোচন) গুণ কটুতিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বিরেচক। ইহা বায়ু, কফ, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, বিষদোষ, গ্রহাবেশ যমলস্তম্ভ, শূল, মেদো-দোষ ও রক্তদোষে উপকার করে।

কূপজল—গুণ—সক্ষার-লবণরস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর ও কফ-বায়ু-নাশক। ইহা গ্রীষ্মে শীতল ও শীতে উষ্ণ হয়।

কূলেচর—হস্তিমহিষাদি। গুণ—মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, কফবর্দ্ধক ও শুক্র-জনক।

কৃকর—কর্কাট পক্ষী। গুণ—মাংস লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

কৃমিকোষ—মাজুফল (সংগ্রাহী,পূগফল, পত্রফল, কষায়ী, অগ্রবোধক) গুণ—তিক্তরস, মলরোধক, রক্তরোধক ; ইহা জ্বর, অর্শ, অতিসার, প্রদর, কণ্ঠরোগে উপকার করে।

কৃশরা—খিচুড়ী। গুণ—গুরুপাক, বলকর, শুক্র-বর্দ্ধক, মলমূত্রকর, কফপিত্তজনক ; ইহাতে বৃদ্ধি ও বিষ্টম্ভ, রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

কৃষ্ণকদলী—গুণ—কষায়-মধুর-রস, লঘু, রুচিজনক, ধাতুবর্দ্ধক; ইহা মেহনাশক,পিত্তহর,তৃষ্ণানিবারক।

কৃষ্ণকুলত্থ—কাল কুলত্থকলায়। গুণ—কষায়রস, পাকে কটু, মলরোধক, রক্তপিত্তকারক, কফ-নাশক ; ইহা বায়ু, শুক্র, অশ্মরী, গুল্ম, পীনস, শ্বাস, কাস, আনাহ, অর্শ ও মেদোধাতুর হানি-জনক।

কৃষ্ণ গোকর্ণী—কালমূর্ব্বা। কৃষ্ণপুষ্প। গুণ—তিক্তরস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক ; ইহা বাতপিত্ত, জ্বর দাহ, শ্রান্তি, ভূতাবেশ, উন্মাদ, মত্ততা, রক্তাতিসার, শ্বাস, কাস, কফ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগের উপকার করে।

কৃষ্ণচণক—কাল ছোলা। গুণ—মধুররস, বাত-

পিত্তনাশক, বলকর, রসায়ন ; ইহা পিত্তাতিসার ও কাসরোগে উপকারী।

কৃষ্ণজীরক—কালজীরা (কারবী, সুষবী, পৃথ্বী, পৃথুব্যালা, উপকুঞ্চিকা, কুঞ্চিকা, পত্তিস্বরা, সুশবী, কুঞ্চিকা, পৃথুকা, ভৈষজ, কৃষ্ণা, জারণা, শালী ও বহুগন্ধা) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, সুগন্ধি, রুচিকর, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, নেত্রহিতকর; ইহা জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠরোগে উপকারক।

কৃষ্ণতাম্বূলবল্লী—কাল ডাঁটা পান। গুণ—কটুতিক্তকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলস্তম্ভক, দাহজনক, মুখজাড্যকর।

কৃষ্ণতুলসী—রামতুলসী, কৃষ্ণপত্র। গুণ—বায়ু, ক্রিমি, বমি, কাস, ভূতাবেশের প্রশামক।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ—কৃষ্ণমূল, তেউড়ী। সাদা তেউড়ী অপেক্ষা স্বল্পপরিমাণে গুণহীন। গুণ—তীব্র-বিরেচক। অযথাপ্রয়োগে—মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রম, প্রভৃতি উপদ্রবের উৎপত্তি হয়।

কৃষ্ণধুস্তূর—কালধুতুরা (সিন্ধ, কনক, সচিল, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিষারাতি, ক্রূরধূর্ত্ত; শ্বেতধুস্তূর অপেক্ষা অধিক গুণশালী। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ভ্রান্তিজনক, কান্তিবর্দ্ধক। ইহা ব্রণ, বেদনা, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ ও জ্বরে বিশিষ্ট উপকার করে। [বলবর্দ্ধক ও রুচিকারক।

কৃষ্ণমাষ—কাল কলায়। গুণ—ত্রিদোষজনক,

কৃষ্ণমুদ্গ—কাল মুগ (বাসন্ত, মাধব, সুরাষ্ট্রজ) গুণ—মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতনাশক, স্রোতঃশোধক। ইহা বলবীর্য্যপুষ্টির বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হয়।

কৃষ্ণমুষ্ক—কালঘণ্টাপারুল। গুণ—অম্লকটুরস, পাচক, রুচিকারক; ইহা যকৃৎ, গুল্ম, উদররোগের হিতকর।

কৃষ্ণমৃত্তিকা—সুগন্ধি কৃষ্ণমৃত্তিকা। গুণ—রক্তদোষঘ্ন, প্রদরপ্রশামক, ক্ষতনাশক, দাহনিবারক; মূত্রকৃচ্ছ্র, কফরোগ ও পিত্তের প্রশামক।

কৃষ্ণবোল—কালগন্ধবোল। গুণ—কটুরস, শীতবীর্য্য, রক্তভেদক; ইহা শূল, আধ্মান, কফ, বায়ু, ত্রিদোষজ গুল্মরোগে হিতকর।

কৃষ্ণশালি—কৃষ্ণবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য,—কেলে ধান, (শ্যামশালি, কালশালি, সিতেতর) গুণ—মধুর-রস, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, কান্তিজনক ও বর্ণের উৎকর্ষকর।

কৃষ্ণশিংশপা—কালশিশু গাছ। গুণ—কটুতিক্তকষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক; ইহা কফ, বায়ু, শোথ, অতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শ্লেষ্মরোগ, ক্রিমি, বমি, অতিসার, প্রমেহ, বস্তি-রোগ, রক্তদোষ, ব্রণ, পীনস রোগে হিতকর। ইহা গর্ভহানিকর।

কৃষ্ণসার—গুণ—মাংস—রুচিকর, মলরোধক, বলকারক; ইহা জ্বরঘ্ন ও রক্তপিত্তনাশক।

কৃষ্ণসারিবা—শ্যামালতা। গুণ—মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও কফনাশক।

কৃষ্ণসূক্ষ্মফলা—অনন্তমূলবিশেষ। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক; ইহা অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমবিষ, রক্তদোষ, প্রদর, জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর।

কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণবর্ণ অগুরু কাষ্ঠ (অগুরু, কাকতুণ্ড, শৃঙ্গার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালাগুরু, কেশ্য, বস্তুক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বল্লর, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ,) গুণ—কটুতিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বাহ্যপ্রয়োগে শীতল, পিত্তনাশক, ত্রিদোষহিতকর এবং মুখরোগজন্য রোগে ও বমনে হিতকর।

কৃষ্ণাঢকী—যে অড়হরের কৃষ্ণপুষ্প হয়। গুণ—কষায়রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক; ইহা পিত্তের ও দাহের উপশম করে।

কৃষ্ণালু—কাল বর্ণের আলু। গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য; ইহা পিত্ত দাহ শ্রান্তির নিবারণ করে।

কৃষ্ণেক্ষু—কাজ্‌লি আখ (কাণ্ডারক, শ্যামলেক্ষু, কোকিলেক্ষু, কোকিলাক্ষ) গুণ—মধুর-কটু-রস, ক্ষারগুণ, দাহনিবারক, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক।—মৎস্যণ্ডিল—বলকারক, শ্রান্তিনাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক, তৃপ্তিকর ও শুক্রজনক।

কেতকী—কেয়া ফুল (সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বূল, চামরপুষ্প, কেতক, জম্বূক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুষ্প বিফলা ধূলিপুষ্পিকা, মেধ্যা, কণ্টদলা, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা, ও পাংশুলা)

শ্বেতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ পুষ্পভেদে দ্বিবিধ। গুণ—শ্বেত-কেতকী-বৃক্ষ—লঘু, কফজনক। পুষ্প—সুগন্ধি, বর্ণের উৎকর্ষসাধক ও কেশের দুর্গন্ধ-নাশক। স্বর্ণকেতকী-বৃক্ষ—কটু-তিক্ত-মধুর-রস, লঘু, কফনাশক, বিষরোগনিবারক ও নেত্র-হিতকর। পুষ্প—সুগন্ধি, কিঞ্চিদুষ্ণবীর্য্য, কামোদ্দীপক, পুষ্টিকর ও নেত্রহিতকর।

'কেদার-জল—ক্ষেত্রাবদ্ধ জল। গুণ—মধুররস-গুরুপাক এবং ত্রিদোষজনক।

কেদারশালি—উন্নত ভূমিজাত শালিধান্য। গুণ—কষায়-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গুরুপাক, অল্প পরিমাণে মলকর, কফনাশক ও পিত্তজনক।

কেমুক—কেবুক, কেঁউ (পেচুক, পেচুনী, পেচু, পেচকা, দলসারিণী, কেচুক) গুণ—মধুরতিক্ত-রস—পাকে কটু, শীতবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক। ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, ভ্রম, পিপাসার প্রশামক।

কেবা—কেবিয়া পুষ্পবৃক্ষ (কেবী, ভৃঙ্গার, নৃপবল্লভা, ভৃঙ্গমারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা, অলিবাহিনী) গুণ—মধুররস, শীতল; ইহা পিত্ত, দাহ, শ্রান্তি, বাতশ্লেষ্মজ রোগ বমন প্রশমন করে।

কেশরাজ—কেশুর্ত্তে (ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, মার্ক, মার্কব, নাগময়, পরক, ভৃঙ্গসোদর, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভৃঙ্গরজঃ, ভৃঙ্গার, অজাগর, মর্কর, ভৃঙ্গাহ্ব, পিতৃপ্রিয়) গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, কেশরঞ্জক; ইহা কফ, আমদোষ, শোথ, শ্বিত্র, পাণ্ডু-নেত্ররোগে হিতকর।

কৈটর্য্য—মহানিম্ববিশেষ, ঘোড়াগুঠী, গুণ—কটু-তিক্তকষায়রস, শীতল, লঘু, সন্তাপনিবারক; ইহা দাহ, অর্শ, ক্রিমি, শূল, শোষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ এ ভূতাবেশের উপশম করে।

কৈরাত চন্দন—শবরচন্দন। গুণ—তিক্তরস, কান্তিকর; ইহা বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, দদ্রু, জ্বর, পিত্ত, পিপাসা, রক্তপিত্ত, কৃমিব্যঙ্গ বিষদোষে হিতকর।

কৈবর্ত্ত মুস্তক—জলজ—কেওট মুথা। (বন্য, সিত-পুষ্প, কৈবর্ত্তী, কৈবর্ত্তিকা, কুটন্নট, দশপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, [illegible] পরিপেল, কৈবর্ত্তিমুস্তক, বনসম্ভব, ধান্ত, [illegible] পুষ্প, জীর্ণবুধ্নক) গুণ—কটুকষায়রস, লঘু, [illegible] বর্দ্ধক, কফবায়ুনাশক। ইহা শ্বাস, কাস, শূল, দাহ, ব্রণ, রক্তদোষ, অগ্নিমান্দ্যে হিতকর।

কোকনদ—রক্তপদ্ম। গুণ—কটু-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, সন্তর্পণ, বর্ণের উৎকর্ষসাধক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক; ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিসর্প, বিষদোষ, দাহ ও সন্তাপের প্রশমন করে।

কোকিল—গুণ—মাংস—শ্লেষ্মবর্দ্ধক পিত্তনাশক।

কোকিলাক্ষ—কুলেখাড়া (ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুব, ক্ষুর, শৃগালী, শূকর, শৃগালঘণ্টা, বজ্রাস্থি, শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, বজ্র, ইক্ষুরক, শৃঙ্খলিকা, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা) গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, বলকারক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তর্পণ, কফ[illegible]। ইহা আমবাত, বাতরক্ত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, পিত্তাতিসার, পাণ্ডু ও কামলারোগে হিতকর। —(তালমাখনা)। বীজগুণ—মধুরকষায়, তিক্ত-রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভস্থিতিকর।

কোদ্রব—কোদো ধান (কোরদূষ, কুদ্রব, [illegible], কোদ্দাল, কুদ্দাল, মদনাগ্রহ) গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অত্যন্তমলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকর, কফপিত্তনাশক, মত্ততাজনক, রক্তপিত্তশোধক; ইহা প্রমেহ, মূত্রোদায, আমদোষ, তৃষ্ণা, বমি, দাহের শান্তি করে।

কোল—কুল (কুবল, ফেনিল, সৌবীর, বদর, ঘোণ্টা, বদরীফল) গুণ—অপক্ব—অম্লরস, শীতল, কফ-জনক, বাতনাশক। পক্ব—অম্লমধুররস, স্নিগ্ধ, সারক, বাতপিত্তনাশক। শুষ্ক—কফ-বায়ু-নাশক, পিত্তের সমতাকর, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, শ্রান্তি, তৃষ্ণানিবারক।

কোলকন্দ—আলুবিশেষ। শুয়া আলু (ক্রিমিঘ্ন, পঞ্জল, বজ্রপঞ্জল, পুটালু, সুপুট, পুটকন্দ) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা ক্রিমি, বমি বিষদোষে হিতকর।

কোলমজ্জা—কুল আঁটীর শস্য। গুণ—মধুর-কষায়রস, বাতপিত্তনাশক; ইহা তৃষ্ণা, বমি, শ্বাসরোগে হিতকর।

কোলশিম্বী—শুয়াশিম (কৃতকলা, খট্বা, শূকর-পাদিকা, কাকাস্তোলা, দধিপুষ্পী, কাকাণ্ডা, পর্য্যঙ্কপাদিকা) গুণ—উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বল-কর, রুচিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্ত-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর।

কোবিদার—রক্তকাঞ্চন (চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদ্দার, রক্তকাঞ্চন, চম্প, বিদল, কাঞ্চনার, কনকারক, কাণ্ডপুষ্প, কবক, কাণ্ডার, যমলচ্ছদ) গুণ—কষায়-মধুর রস, শীতল, ধারক, রুচিকর, ব্রণরোপক, ত্রিদোষ-নাশক; ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, কফ, দাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা মূত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর। পুষ্পগুণ—পূর্ব্ববৎ। বীজতৈল—বিভীতক-বীজ-তৈল সদৃশ।

কোশতকী—ঝিঙ্গা (কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষেড়া, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী, কর্কশচ্ছদা) গুণ—কটু-কষায়-মধুর-রস, শীতল, ত্রিদোষ-নাশক। ইহা মলরোধ ও আধ্মানের শান্তি করে।

কোশাম্র—জলপাই কেওড়া (কোষাম্র, কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘনস্কন্ধ, বনাম্র, জন্তুপাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ, সুরক্তক) গুণ—বৃক্ষ—কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কফে ইহা প্রয়োজ্য। অপককফল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পিত্তকর, মলরোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক, কোষ্ঠশোধক। পকপ্রায় ফল—অম্লরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক; পক্ব ফল—অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-বাত-নাশক। অস্থিমজ্জগুণ—মধুরবিপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকর, বাতপিত্তপ্রশামক। তৈল—তিক্তাম্ল-মধুর-রস, পাচক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, সারক।

কোষকার—ইক্ষুবিশেষ। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক; ইহা রক্তপিত্ত ক্ষয়রোগে হিতকর।

কোহল—যবশক্তুসম্ভূত মদ্য। গুণ—মুখপ্রিয়, শুক্র-বর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক।

কৌসুম্ভশালি—(কৌসুম্ভশুণ্ডিক) হৈমন্তিক ধান্য-বিশেষ। গুণ—মধুররস, লঘুপাক ও বাতপিত্ত-নাশক।

ক্রকর—কর্কাট পাখী। গুণ—মাংস—মধুররস, লঘু, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নুদ্দীপক, বাতপিত্তনাশক।

ক্রৌঞ্চ—কোঁচবক। গুণ—মাংস—মধুর রস, সাতি-শয় রুচিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, ইহা জ্বর, কাস, শোথ, অরুচি, মূর্চ্ছা অশ্মরীরোগে হিত-কর।

ক্লীতক—জলজ যষ্ঠীমধু। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, নেত্র-হিতকর। ইহা ব্রণরক্তপিত্তে উপকার করে।

ক্বথিত জল—উষ্ণ জল। গুণ—পাদাবশেষ—বসন্তে সেব্য; লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, অর্দ্ধা-বশেষ—শরৎ ও গ্রীষ্মকালে সেব্য, পিত্তনাশক। ত্রিপাদাবশেষ—হেমন্ত শীতে সেব্য; বায়ুনাশক। অর্দ্ধপাদাবশেষ—বর্ষাকালে সেব্য।

ক্ষবক—ক্ষুদ্র গুল্ম বিশেষ, হেঁচেতা (ছিক্কনা, ক্ষব-কৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা, ঘ্রাণদুঃখদা) ইহার পত্র-ফলে হাঁচি হয়। গুণ—তীক্ষ্ণগন্ধকটু-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, কফ-বায়ুনাশক।

ক্ষার—ক্ষরণকর পদার্থই ক্ষার। পলাশাদি বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার হয়। কতকগুলি স্বভাবতই ক্ষার। গুণ—উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্লেদজনক, দাহকারক, ছেদক, অগ্নিসদৃশ।

ক্ষারকাকোলী—ক্ষীর কাকোলী (ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরবল্লী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী) গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, বাতপিত্তনাশক; ইহা জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগের বিশিষ্ট হিতকর।

ক্ষীর তুম্বী—মিঠা লাউ। গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলপুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভ-পরিপোষক, কফজনক ও বাতপিত্তনাশক।

ক্ষীরপলাণ্ডু—শ্বেতপলাণ্ডু। গুণ—মধুর-কটু রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পিচ্ছিল, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক, রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক, ধাতুসমূহের স্থিরতাকর, কফজনক। ইহা রক্তপিত্তে উপকার করে।

ক্ষীরবিদারী—শ্বেত ভূঁইকুমড়া। গুণ—অম্লমধুর-কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টি-

কর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্তশূল, প্রমেহ মূত্রসংক্রান্ত সকলরোগে হিতকর।

ক্ষীরিবৃক্ষ—বট, অশ্বত্থ, পারীষ, পাকুড় ও যজ্ঞডুম্বুর—এই পঞ্চবৃক্ষ, ক্ষীরী;—ইহাদের বল্কল পঞ্চবল্কল। গুণ—কষায়-রস, শীতল, রুক্ষ, কফ পিত্তনাশক, ভগ্নাস্থিসংযোজক। ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, যোনিরোগ, স্তন্যদোষের প্রশামক। পত্র—কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, কফবায়ুনাশক। ইহা বিষ্টম্ভ, আধ্মান রক্তদোষে হিতকর। ফল—অম্ল-কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভ; আধ্মান ও রক্তদোষে হিতকর। ফল—অম্ল-কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, ঈষৎবায়ুপ্রকোপক, কফ-পিত্তনাশক।

ক্ষুদ্রকারবেল্লী—ছোট করলা। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, রুচিকর, পিত্তনাশক; ইহা বাতরক্তে হিতকর। মূল—মলরোধনাশক, গর্ভস্রাবনিবারক। ইহা অর্শঃ যোনিদোষ বিষদোষে হিতকর।

ক্ষুদ্রগোক্ষুর—ছোট গোক্ষুর। গুণ—মধুররস, শীতল, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক, রসায়ন; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, দাহরোগে শান্তিকর।

ক্ষুদ্রচুঞ্চু—ছোট চেঁচ্‌কো। গুণ—কটু-কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা গুল্ম, শূল, অর্শঃ বিবন্ধরোগে উপকার করে।

ক্ষুদ্রজম্বীর—(স্বল্পজম্বীরিকা) ছোট গোঁড়া লেবু। গুণ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, তৃষ্ণানিবারক, বমিনাশক; ইহাতে জম্বীরের অন্যান্য গুণও আছে।

ক্ষুদ্রজম্বু—ক্ষুদ্র জাম বা বনজাম। (ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্ম, পত্রা, নাদেবী, জলজম্বুকা) গুণ—অম্লকষায়রস, রুক্ষ, মলরোধক, কফপিত্তনাশক; ইহা দাহে ও রক্তদোষে উপকার করে।

ক্ষুদ্রদুরালভা—গুণ—জ্বর, শ্বাস, কাস, ভ্রম, অম্লপিত্ত কুষ্ঠরোগে হিতকর।

ক্ষুদ্রধান্য—শ্যামা, কোদ্রব প্রভৃতি তৃণধান্য। (কুধান্য, তৃণধান্য) গুণ—কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘু, রুক্ষ, ক্লেদপোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক; ইহা কফ-পিত্ত-রক্তনাশক।

ক্ষুদ্রধান্যাম্ল—তৃণ-ধান্যজাত মদ্য। গুণ—ধান্যাম্লের সাধারণগুণযুক্ত; বিশেষতঃ বাতপিত্তবর্দ্ধক। ইহা গুল্ম শ্লীপদ প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে দোষ-প্রকোপক।

ক্ষুদ্রমৎস্য—চুনা মাছ। গুণ—লঘুপাক, মলরোধক; ইহারা গ্রহণীরোগে হিতকর।

ক্ষুদ্রাম্লিকা—আমরুলশাক। গুণ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক; ইহা অতিসার গ্রহণী অর্শোরোগে হিতকর।

ক্ষৌদ্রমধু—ক্ষুদ্রা মক্ষিকার সঞ্চিত মধু। গুণ—কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, কষায়-মধুর-রস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক;—নেত্রহিতকর। ইহাতে মাক্ষিক মধুর অন্যান্য সকল গুণই বিদ্যমান।

খ

খঞ্জন—পোদনাচা পাখী। গুণ—মাংস—লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধনাশক; পিত্তশ্লেষ্মজ-রোগে হিতকর।

খটিকা—খড়ী, কোমল ও কঠিনভেদে দ্বিবিধ। কোমলখটী চাখড়ী, বা ফুলখড়ী, কঠিনখটী কাঠখড়ী) খটিনী, ধবলমৃত্তিকা, শ্বেতধাতু পাণ্ডুমৃত্তিকা, সিতধাতু, পাণ্ডুমৃৎ, কক্খটী, বর্ণরেখা, পাকশুক্লা, অনিলাধাতু, খড়ী, কঠিনী, কঠিনিকা, ধাতুপল্ল, বর্ণিকা) গুণ—উভয়ই মধুর-তিক্তরস, অম্লপিত্তনিবারক, রক্তরোধক, এবং মৃত্তিকার সাধারণ গুণসম্পন্ন। ইহার বাহ্য প্রয়োগে শীতানুভব হয়। ইহা কফ, পিত্ত, দাহ, ব্রণ, নেত্ররোগ বিষ-শোথের শান্তিকর।

খট্টাশী—গন্ধগোকুল বা খটাশ (গন্ধোতু, বনবাসম, খট্টাস, গন্ধমার্জ্জার, বনশ্বা, শালিপুষ্যলক, মৃগচেটক, মারজাতক, সুগন্ধী, পূতিক, মূত্রপাতম) ইহার অণ্ডকাথ তৈলাদিতে প্রযুক্ত হয়। গুণ—মৃগনাভির তুল্য স্বেদাদি-গন্ধ-হর, নেত্রহিতকর, কফবায়ুনাশক; ইহা কণ্ডু ও কোষ্ঠরোগে উপকারী।

খড়যূষ—ঘোল ৮ তোলা, জল ২৪ তোলা, কয়েৎবেল আমরুলশাক, মরিচ, জীরা, চিতামূল মিলিত ২ তোলা, বা শনে জীরা ইহার সহিত প্রস্তুত

মুদ্গযূষই—ঘোলের সহিত নিষ্কাসিত মুদ্গযূষ—গুড়যূষ। গুণ—আমদোষনিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও অতিসারনাশক।

খড়্গী—গণ্ডার। গুণ—মাংস—কষায়রস, গুরুপাক, বলকর, পুষ্টিবর্দ্ধক, আয়ুরাস্থাপক, কফবায়ুনাশক, ও বদ্ধমূত্রনিবারক।

খণ্ড—খাঁড় গুড়। গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপ্রিয়, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বমননিবারক, বাতপিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক ও নেত্রহিতকর।

খগুকর্ণ—সকরকন্দ আলু, ও রাঙ্গা আলু, (বজ্রকন্দ) গুণ—মধুররস, পাকে কটু, এবং কফ ও পিত্তের হিতকর।

খণ্ডিক—খাঁসারি কলায় (ত্রিপুট) গুণ—মধুরকষায়রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ; ইহা পিত্তশ্লেষ্মকৃত রোগে হিতকর। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে পিত্তশ্লেষ্মায় উপকার হয়।

খদির—খয়ের (গায়ত্রী বালতনয়. দন্তধাবন, পথিদ্রুম, তিক্তসার, কটকীদ্রুম, প্রসথ, যূপদ্রু, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, জিহ্মশল্য, কুষ্ঠহৃৎ, বলপত্র, খদ্যপত্র, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, বক্রকণ্টক, যজ্ঞাঙ্গ, জিতাশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, বহুসার, মেধ্য) গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, পিত্তকফনাশক, দন্তোপকারক; ইহা কুষ্ঠ, বিসর্প, কাস, রক্তস্রাব, শোথ, কণ্ডু, ব্রণ, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, শ্বিত্র, আমদোষ, পাণ্ডুরোগে হিতকর। নির্য্যাস—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফবাতনাশক। ইহা ব্রণ, কণ্ঠরোগ মুখরোগে হিতকর।

খরাশ্বা—(ক্ষেত্রযমানী) বনযমানী। গুণ—কটুতিক্ত-রস, কফবাতনাশক; ইহা বস্তিবেদনার নিবারণ করে।

খর্জ্জুর—খেজুর (খরস্কন্ধা, দুষ্প্রধর্ষা, সুরারুহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা, হরিপ্রিয়া) গুণ—অপক্ক—কষায়রস। পক্ক—মধুর রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক; ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ, বাত-পিত্ত-কফ জন্য রোগে হিতকর। মাতি—তিক্ত-কষায়, মধুর-রস, বলকারক শুক্রবর্দ্ধক, বমননিবারক, ক্রিমিনাশক ও মূত্ররোগহর। রস—মধুররস, শীতল, রুচিকর অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, শুক্রজনক, মূত্রকর, মাদক ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

খর্পর—উপধাতু—খাপর। গুণ—জারিত খর্পর উপর কটু-কষায়-রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, শীতল, ভেদক, বমনকারক, নেত্রহিতকর। ইহা রক্তপিত্ত বিষদোষ অশ্মরী কুষ্ঠ কণ্ডুরোগে উপকার করে।

খর্পরী তুত্থক—কৃত্রিম রসাঞ্জন বিশেষ (খর্পরী, খর্পরিকা, রসক, চাক্ষুষ্য, অমৃতোৎপন্ন, ও তুত্থ) গুণ—কটুতিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন, বলকর পুষ্টিজনক, ত্বগ্‌দোষনাশক। ইহার অঞ্জনরূপে ব্যবহারে চক্ষুর উপকার হয়।

খর্ব্বুজ—খরমুজ (দর্শাঙ্গুল) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মলমূত্রনিঃসারক, বাতপিত্তহর। অম্লমধুররস, ক্ষার গুণ হইলে, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে।

খলিশ—খলশে মাছ (কঙ্কত্রোট, খলেশয়, খলেশ, খশেট) গুণ—মধুর-কষায়-রস, লঘু, রুক্ষ, মলরোধক, বাতপ্রকোপক, শূলনাশক। ইহা আমদোষের কথঞ্চিৎ উপকার করে।

খসতিল—পোস্ত। (খসবীজ, খাখস, সুবীজ, সূক্ষ্মবীজ, সূক্ষ্মতণ্ডুল) গুণ—ঢেঁড়ী—কষায় তিক্তরস, লঘু শীতল, মলরোধক, রুক্ষ-বাতবর্দ্ধক, মাদক অগ্নিবর্দ্ধক, কফবক্তহানিকর; ধাতুশোধক, পুংস্ত্বনাশক। দানা—কষায়-তিক্তরস, গুরুপাক, বলকর শান্তিজনক, কফবর্দ্ধক, বাতনাশক।

খর্জ্জুর-সুরা—খেজুর রসের মদ। গুণ—সুগন্ধি কষায়-মধুর-রস, রুচিকর, লঘু, কফনাশক, কর্ষণ কারক, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর।

খুরাসানিযমানী—গুণ—কটুরস. উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, গুরুপাক, মলরোধক, মত্ততাজনক, বাতবর্দ্ধক, কফনাশক। যমানীর অন্যান্য গুণও ইহাতে বর্ত্তমান আছে।

গ

গঙ্গাজল—গুণ—পবিত্র, স্বচ্ছ, শীতল, স্বাদু, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রজ্ঞাকর ও কফবর্দ্ধক।

গঙ্গাপত্রী—(পত্রী, সুগন্ধা, গন্ধপত্রিকা)—শুষ্ক হইলে, পচা-পাতা। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, ব্রণরোধক।

গজকর্ণী—হস্তিকর্ণ পলাশ। গুণ—তিক্তরস, মধুর-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাতকফনাশক। ইহা শীত-জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর, গ্রহণী অর্শোরোগে হিতকর।

গজপিপ্পলী—গজপিপুল (করিপিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিল্লিকা, শ্রেয়সী, বসির, গজাহ্বা, কোকবল্লী, ইভোষণা, কুঞ্জরপিপ্পলী, গজোষণা, চব্যফল, চব্যজা, ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থী, তৈজসী, বর্ত্তুলী, স্থূলবৈদেহী) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক. পাচক, মলরোধক, রসশোধক, ও স্তন্যবর্দ্ধক। পত্র—চই।

গড় লবণ—শাম্বর লবণ (শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়োত্থ গড়দেশজ, মহারস্ত, সাম্বর, সম্বরোদ্ভব) গুণ—ঈষৎ-অম্লযুক্ত-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-ভেদক, কোষ্ঠশোধক। ইহা অর্শঃ কফ-বায়ুগত রোগে হিতকর।

গণিকাবিকা—(ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ) গণিয়ারি (শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, কর্ণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, হবির্মন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, জয়, গিরিকর্ণিকা, পাবকারণি, অগ্নিমথন, তর্করী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেরী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা) গুণ—তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা বায়ু, কফ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, মলবিষ্টম্ভ, শ্রান্তির উপশম করে।

গণিকারী—কোঙ্কণদেশজ পুষ্পবিশেষ,—বাসন্তীফুল (কাঞ্চনপুষ্পী, কাঞ্চনিকা, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা বসন্তদূতী, বাসন্তী, মদনমোদিনী) গুণ—পুষ্প—সুরভি, কামোদ্দীপক, ত্রিদোষনাশক ; ইহা দাহে ও শেষ-রোগে হিতকর।

গুগাত্র—(আতাপি ফল) আতা। গুণ—মধুররস, শীতল, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিপাসা-নাশক। ইহা বমন বা বমনবেগ উপশমিত করে।

গণ্ডদূর্ব্বা—গেঁটেদূর্ব্বা (গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, বারুণী, মীননেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, সূচিপত্রা, শ্যামকান্তা, জলস্থা, শকুলাক্ষী, কলায়া, চিত্রা) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক শীতল, লঘু, মলরোধক, লোহস্রাবক। ইহা বাত, পিত্ত, জ্বর, দ্বন্দ্বদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, কফ, রক্ত, কুষ্ঠ, রোগেব হিতকব।

গন্ধক—উপধাতুবিশেষ (গন্ধাশ্ম, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ. পামাঘ্ন, শুল্বারি, গন্ধী, গন্ধমোদন, বর, পূতিগন্ধ, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, গন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন, শর-ভূমিজ) বক্ত পীত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে গন্ধক চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ঔষধে পীত, ধাতুভস্মে রক্তগন্ধ প্রশস্ত। শ্বেত, কৃষ্ণ গন্ধক বাহ্য প্রয়োগে ব্যব-হার্য্য। গুণ—কটুকষায়রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, রসায়ন। ইহা কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফবাতরোগে হিতকর। অশোধিত —কুষ্ঠকব, সন্তাপজনক, কান্তিহর, তেজোহারক, বলনাশক শুক্রশোষক পুষ্টিহানিকর। শোধিত—জ্বরহয়, কুষ্ঠপ্রশামক, অগ্নিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক। ইহা সাতিশয় উষ্ণবীর্য্য।

গন্ধকোলিকা—গন্ধমালতীব ন্যায় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। গুণ—সুগন্ধি, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য. ও কফ-নাশক।

গন্ধখেড়ক—(গন্ধবীরণ) গন্ধবেণা (ভূতৃণ, রোহিষ, গোময়প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধ, ভূততৃণ, সুবস, সুবভি, সুগন্ধি,মুখবাস) গুণ—সুগন্ধি, ঈষৎতিক্ত-মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন। ইহা কফ-পিত্ত-শ্রান্তিনিবারক।

গন্ধতৃণ—গুণ—সুগন্ধি, ঈষৎ-তিক্ত-মধুর-রস, শীত-বীর্য্য, রসায়ন, ইহা কফ পিত্ত শ্রান্তির প্রশামক।

গন্ধনাকুলী—কন্দবিশেষ। গন্ধরাস্না (মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাদ্যা,অহিভুক্, বিষ-মর্দ্দিকা,অহিমর্দ্দনী বিষমর্দ্দনী,মহাহিগন্ধা,অহিলতা) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষঘ্ন, ক্রিমিনাশক, ব্রণনাশক, জ্বরঘ্ন। ইহা সর্প বৃশ্চিক ইন্দুর মাকড়সা প্রভৃতির বিষনাশক।

গন্ধপত্র—পচাপাতা। গুণ—শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক।

গন্ধপলাশী—কাশ্মীর দেশখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (গন্ধশঠী, স্থূলাংখা তিক্তকন্দিকা, বনজা, শঠিকা, বধ্যা, তক্ষক্ষীরী, একপত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশাঙ্গা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, দেবমুখ্যা, সুপাকিনী) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, অনুষ্ণ তীক্ষ্ণ, লঘু, মলরোধক, মুখপরিষ্কারক, বাত-কফ-নাশক; পিত্তবর্দ্ধক, ইহা শোথ, কাস, বমি, শ্বাস ব্রণ, শূল, হিক্কা, গ্রহাবেশে উপকারক।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গু—গুণ—তিক্তরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশহিতকর। ইহা বায়ু, বমন, ভ্রম, দাহ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, মোহ, স্বেদ, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, গুল্ম, মেহ, মেদোরোগে মুখের জড়তায় ও বিষদোষে সবিশেষ উপকারী।

গন্ধমাংসী—জটামাংসীবিশেষ (কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পিশাচিকা, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা, লঘুমাংসী) গুণ—তিক্তরস, শীতল. বর্ণবর্দ্ধক কফনাশক; ইহা রক্তপিত্ত, কণ্ঠরোগ ভূতজ্বর ও বিষদোষ প্রশমিত করে।

গন্ধশালি—সুগন্ধিশালি ধান্য, কলমাশালি (কল্মাষ, গন্ধালু, কলমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল, সুগন্ধিশালি) গুণ—মধুরস, ঈষৎ-বাত-কফবর্দ্ধক, বলকারক, সাতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্য-জনক, পুষ্টিকারক, গর্ভস্থাপক। ইহা পিত্ত দাহ অরুচি শ্রম রক্তদোষের শান্তিকর।

গরুড়ী মৎস্য—গরুই মাছ। গুণ—মধুর-কষায়-রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বীর্য্য-জনক; ইহা বাত পিত্ত কফের প্রশামক।

গরবিষ—কৃত্রিম সংযোগোৎপন্ন বিষ। গুণ-‐পাণ্ডু-বর্ণত্ব-সম্পাদক, কৃশত্ব-বিধায়ক, অগ্নিমান্দ্যকর। ইহা দ্বারা কাস শ্বাস জ্বর প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

গরুড়শালী—পক্ষিরাজ ধান। গুণ—সুগন্ধকারী লঘু-পাক, কফ-পিত্ত-নাশক। ইহা শ্বাস, শূল, গ্রহণী, গুল্ম, কুষ্ঠরোগে হিতকর।

গর্গর মৎস্য—গাগর মাছ। গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ; ইহা বাত-পিত্ত-নাশক ও কফবর্দ্ধক।

গর্জ্জর—কন্দবিশেষ, গাজর (পিত্তমূল, পীতকন্দ, সুমূলক, স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ, পীতমূলক) গুণ—ঈষৎ-কটু-রসযুক্ত-মধুররস, রুচিকর; কফ-পিত্ত-নাশক; ইহা আধ্মান, ক্রিমি, শূল, দাহ তৃষ্ণার প্রশামক।

গর্দ্দভ—গাধা। গুণ—মাংস—কিঞ্চিৎ গুরুপাক, বলকারক। বন্য-গর্দ্দভ-মাংস—রুচিকারক, শৈত্য জনক বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক। মূত্র—কটুতিক্তরস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, ইহা কফ, মহাবাত, ভূতাবেশ, কম্পন, উন্মাদ, ক্রিমি, গ্রহণী, রোগে হিতকর। দুগ্ধ—মধুরাম্ল-রস, রুক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকর; ইহা বায়ু শ্বাসের হিতকর। গর্দ্দভী-দুগ্ধদধি—মধুরাম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর বাতপ্রশামক। নবনীত—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকর; ইহা বাত-কফ-নাশক। ঘৃত—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, কফনাশক, ও মূত্রদোষনিবারক।

গর্ভদাত্রী—পুষ্পদাত্রী গুল্মবিশেষ (পুত্রদা, প্রজাদা অপত্যদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিমাতা, কল্পদ্রুমসন্নিভা, প্রাণদাতা) গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গর্ভজনক। ইহা স্ত্রীগণের রক্তোদোষ, দাহ শ্রান্তি উপশমিত করে।

গর্মুটিকা—মাড়ুয়া ঘাস, মাড়ুয়া ধান। গুণ—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, রুচিকর, পশুদিগের দুগ্ধ-বর্দ্ধক, ইহা রক্তদোষ দাহের নিবারণ করে।

গবয়—গোসদৃশ কূলেচর মৃগ। গুণ—মাংস—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলজনক, শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, কাসনাশক, কফ-পিত্ত-জনক ও রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

গবাচী—পঙ্কাল মৎস্য। গুণ—গুরুপাক, অজীর্ণকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

গবেধুকা—দিবধান্য—দেধান (গবেধু, গবেড়ুকা, গবেধু, কুন্ত, ক্ষুদ্রা, গোজিহ্বা, গুন্দ্র, গুল্ম) গুণ—মধুর-কটু-রস, কফনাশক, শরীর-কার্শ্য-কর।

গাম্ভারী—গামার গাছ (সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কম্ভারিকা, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কৃষ্ণফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদ্রা, কম্ভারী ক্ষীরিণী, বিদারিণী, মহাভদ্রা, মধুভদ্রা, স্বরভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, পুষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী, সুফলা, মোদিনী, মহাকুমুদা, সুদৃঢ়ত্বচা)

গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক; ইহা ভ্রম, শোথ, তৃষ্ণা, আমশূল, জ্বর, দাহ ও বিষ দোষে উপকার করে। মূল—উষ্ণ, চিত্তবিকারকর। পক্কফল—মধুর-তিক্ত-রস, গুরুপাক, মলরোধক, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, কেশোপকারী, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষত, ক্ষয় বাতরক্ত রোগে হিতকর।

গিরিকদলী—পাহাড়ে দয়াকলা (গিরিরম্ভা, পর্ব্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা, গজবল্লভা) গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, দুর্জ্জর, বলকর, রুচিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক। ইহা তৃষ্ণা, দাহ, শোষ রোগে হিতকর।

গিরিকর্ণী—কৃষ্ণাপরাজিতা। গুণ—তিক্তরস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, পিত্তজন্য উপদ্রবনিবারক, চক্ষুর্হিতকর, বিষদোষনাশক।

গুগ্গুলু—(কুম্ভ, উলূখলক, কৌশিক, পুর, কুম্ভোলু, কুম্ভোলূখলক, গুগ্গুলু, জটায়ু, কলনির্য্যাস, দেবধূপ, সর্ব্বসহ, মহিষাক্ষ, পলঙ্কষা, উষ, উদূখলক, কুম্ভী, কুম্ভী, উদ্দীপ্র, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট নিশাটক, জটাল, পুট, ভূতহর, শিব, শাম্ভব, দুর্গ, বাতুঘ্ন, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদ্বিষ্ট, রক্ষোহা, রক্ষগন্ধক, দিব্য) সাধারণ গুগ্গুলু, কণ গুগ্গুলু, ভূমিজ গুগ্গুলু—এই ত্রিবিধ। অপরতঃ মহিষাক্ষ মহানীল, কুমুদ, পদ্ম, হিরণ্য—এই পঞ্চনামভেদে পঞ্চবিধ। ভ্রমরবর্ণ গুগ্গুলু মহিষাক্ষ; গাঢ় নীলবর্ণ গুগ্গুলু মহানীল, কুমুদ-সদৃশ-বর্ণযুক্ত কুমুদ, মাণিক্যবর্ণ, পদ্ম, ও স্বর্ণবর্ণ গুগ্গুলু হিরণ্য নামে অভিহিত। নব-গুগ্গুলু ঔষধার্থক প্রশস্ত। গুণ—শোধিত—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, পিচ্ছিল, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন; ইহা কফ বায়ু, কাস, ক্রিমি, বাতোদর, প্লীহা, শোথ, অর্শোরোগে হিতকর। পুরাতন গুগ্গুলু বীর্য্যহীন ও বমনকারক হয়।

গুচ্ছকন্দ—খাদ্য কন্দবিশেষ তৈলমারু। গুণ—মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও দাহনাশক।

গুচ্ছকরঞ্জ—(স্নিগ্ধদল, গুচ্ছপুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, স্নিগ্ধপত্রক, সানন্দ, দন্তধাবন) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা বায়ু, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, ব্রণদোষ, বিষদোষে সবিশেষ উপকার করে।

গুঞ্জা—কুঁচ (গুঞ্জিকা, কাকচিঞ্চী, কৃষ্ণলা, শাম্মুচূড়া, রক্তিকা কাকণন্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, কাকতুণ্ডিকা, কক্ষা, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাকজিহ্বা, কৃষ্ণালক, কাকিনী, কাঞ্চী, চূড়ামণি, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উকটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, কাম্বোজী, ভীলভূষণা, বক্রা, শ্যামলচূড়া, কাকচিঞ্চিকা) ইহা শ্বেত রক্তভেদে দ্বিবিধ। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, কেশোপকারক, ক্ষবথুজনক; ইহা বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মদ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্তক, (টাক) নেত্ররোগ শিরোরোগে হিতকর।—মূল—উপবিষজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ।—বমনকর। পত্র—শূলের ও বিষদোষের প্রশমন করে।

গুড—ইক্ষুরস অগ্নিজ্বালে ঘনীভূত হইলে, গুড় হয়; (ইক্ষুসার মধুর, রসপাকজ, খণ্ডজ, দ্রব্যজ, সিদ্ধ, মোদক, অমৃতসারজ, শিশুপ্রিয়, সিতাদি, অরুণ, রসজ, ইক্ষুরসক্কাথ, গণ্ডোল, মধুবীজক, গুল, স্বাদুখণ্ড, স্বাদু) গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, ক্রিমিজনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মূত্রশোধক, অপরিষ্কৃত গুড়—মেদ, মাংস, ক্রিমি, শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে। নব গুড় হইতে পুরাতন গুড় অধিকতর গুণকর; পুরাতন গুড় লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বলজনক, রক্তপিত্তপ্রসাদক; ইহা গুল্ম, অর্শঃ, অরোচক, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, পাণ্ডু, বায়ুরোগে হিতকর। ইহাতে শ্লেষ্মবৃদ্ধি হয় না।

গুড়ত্বক্—দরুত্বগ্বিশেষ, দারুচিনী (সুতকট. ভৃঙ্গ, ত্বক্পত্র, বরাঙ্গক, ত্বচ, বোল, ত্বচা, পত্র, হৃদ্য, সুরভিবল্কল, উৎকট, চোচ, ত্বক্পত্র) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রনাশক, ইহা অরুচি, কণ্ডু, বস্তিদোষ, অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস, আমবাত, কফ-বায়ুর প্রশমন করে।

গুড়ূচী—লতাবিশেষ, গুলঞ্চ (বৎসাদনী, ছিন্নরুহা, তন্ত্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, গুড়ূচী, বাতবক্তারি, পরমোদ্ধরা, পিত্তঘ্নী, উদ্ধারা, তন্ত্রী, নির্জ্জরা, কুণ্ডলা, চক্রলক্ষণা, অমৃতবল্লী, বরা, জ্বরারি, শ্যামা, সুরকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা রসায়নী, ছিন্না, সোমলতিকা, ভিষক্প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়ঃস্থা, নাগ-

কুমারিকা, ছগ্নিকা, চন্দ্রহাসা, অমৃতসম্ভবা) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক; ইহা পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগের প্রশামক। পত্র—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, জ্বরনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, মলরোধক। ইহা দাহ তৃষ্ণা প্রমেহ কামলা কণ্ডুকুষ্ঠ রোগে হিতকর।

গুণ্ড—কসেরুতৃণ (কাণ্ডগুণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড, ত্রিকোণক, ছত্রগুচ্ছ, অসিপত্র, নীলপত্র, ত্রিধারক) ইহার মূলকন্দ কসেরু বা কেশুর। ইহার কন্দ ক্ষুদ্র বৃহৎ ও গোলাকার ভেদে ইহা ত্রিবিধ। গুণ—কন্দ—মধুররস, শীতল; কফ পিত্ত অতিসার দাহ রক্তদোষে হিতকর। মধ্যস্থূল কসেরু গুণপ্রধান।

গুণ্ডালা—গুল্মবিশেষ (জলোদ্ভবা গুচ্ছবধ্রা জলাশয়া) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, শোষনাশক, ব্রণ-নিবারক।

গুণ্ডাসিনী—তৃণবিশেষ (গুণ্ডলা গুণ্ডালা গুচ্ছ-মূলিক চিপিটা তৃণপত্রী যবাসা পৃথুলা বিষ্টরা) গুণ—কটু-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, পশুপ্রাণ-নাশক। ইহা দাহ পিত্ত শ্রান্তি শোথ ব্রণদোষের নিবারণ করে।

গুন্দ্র—শর (পটরক, অচ্ছ, শৃঙ্গবেরাহ্ব, মূলক) গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্তন্যবর্দ্ধক, মূত্রশোধক, রজোদোষনাশক, রক্তপিত্তহর, মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশামক।

গুবাক—সুপারি (ঘোণ্টা, পূগ, ক্রমুক, খপুর, গূবাক, কপীতন, ক্রমু, ক্রমুকী, পূগবৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়, বল্কল, বল্কতরু, চিক্কণ, পূগী, অকোট, তন্ত্রসার, সুরঞ্জন, গোপফল, রাজতাল, ছটাফল, করমট্ট, চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, শ্লক্ষক, উদ্বেগ, পূগীফল) গুণ—কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, মুখের বিরসতানাশক, ক্রিমিনিবারক, সঙ্কোচক, কফ পিত্তনাশক। আর্দ্র ফল—গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, অগ্নিনাশক, দৃষ্টিশক্তির হানিকর। স্বিন্নফল—ত্রিদোষনাশক। অপক্কফল—কষায়রস, বিরেচক, মুখকণ্ঠশোধক উদরাধ্মানকর; ইহা শ্লেষ্মা পিত্ত রক্ত আমদোষ প্রশমিত করে।

শুষ্কফল—বিরেচক, পাচক, রুচিকারক, কণ্ঠ-শোধক।—পুষ্প-কষায়-মধুর-রস, গুরুপাক। শিরঃ-কোমল-পল্লব (মাতি)—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রদোষনাশক, মলভেদক ও মাদক।—নির্য্যাস—অম্লরস, ক্ষারগুণযুক্ত, গুরু-পাক, উষ্ণবীর্য্য, মাদক, বাতনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক;

গুহাশয় সিংহব্যাঘ্রাদি গুহাবাসী প্রাণী। গুণ—মাংস—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল-কর, বায়ুনাশক; অর্শঃ ক্ষয় ও নেত্ররোগে হিতকর।

গৈরিক—গিরিমাটী (রক্তধাতু, গিরিধাতু, গবেধুক, ধাতু, সুরঙ্গধাতু, গিরিমৃদ্ভব, বনালক্ত, গবেরুক, প্রত্যশ্ম, গিরিমৃৎ, লোহিতমৃত্তিকা, গিরিজ) আয়স গৈরিক ও স্বর্ণগৈরিক ভেদে দ্বিবিধ। (স্বর্ণগৈরিক, স্বর্ণধাতু, শিলধাতু, সুরক্তক, সন্ধ্যাভ্র, বভ্রুধাতু)—গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক; ইহা দাহ পিত্ত কফ হিক্কা রক্ত-স্রাব বিষদোষের নিবারণ করে।

গোকর্ণ—কুলেচর মৃগবিশেষ, গোহরিণ। গুণ—মাংস কোমল, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রক্তপিত্তনিবারক।

গোকর্ণিকা - কৃষ্ণাপরাজিতা। গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, বিরেচক, বুদ্ধিজনক, নেত্রহিত-কর। ইহা ত্রিদোষ শিরঃশূল শূল দাহ কুষ্ঠ শোথ ক্রিমি ব্রণ পিত্ত কফ বিষদোষ প্রশমিত করে।

গোজিহ্বা - শাকবিশেষ,—দাড়িশাক, (দার্ব্বিকা, দর্ব্বিকা, কুবসা, দার্ব্বিপত্রিকা, দর্ব্বী, গোজিহ্বিকা, খরপত্রী, বাতোনা অধোমুখা অধঃপুষ্পী অনড়-জিহ্বা) গুণ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, শীতল, লঘু, মল-রোধক, বাতবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-নাশক, ইহা প্রমেহ কাস রক্ত ব্রণ জ্বর দন্তবিষের প্রশামক।—কোমলপত্র—মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক।

গোদাবরীজল—গুণ—পথ্য—বাতজ ও পিত্তজ-রোগের শান্তিকর রক্তদোষহর; সাতিশয় অগ্নি-বর্দ্ধক। ইহা কুষ্ঠাদি দুষ্টরোগের উপশম করে।

গোদুগ্ধ—গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, পথ্য কান্তি-কর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, আয়ুবর্দ্ধক, রসায়ন, মেধা-বুদ্ধি, বর্দ্ধক; ইহা বাতপিত্ত রক্তদোষ ত্রিদোষ হৃদ্রোগ বিষদোষ নিবারণ করে। সমবর্ণবৎস-প্রসবিনী উন্নতশৃঙ্গা গবীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। মৃত-

বৎসা বা তরুণপ্রসূতি গবীর দুগ্ধ নিকৃষ্ট। প্রত্যূষ-দোহন-লব্ধ দুগ্ধ—সাতিশয় গুরুপাক দুর্জ্জর ও বিষ্টম্ভী।—সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম প্রহরের দোহন-লব্ধ দুগ্ধ—হিতকর। তজ্জাত দধি—অম্ল-মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ অগ্নিবর্দ্ধক; মলরোধক, বলকারক, গুরুপাক, অরুচিনাশক, বাতরোগনিবারক; ইহা মেদ, শুক্র, শ্লেষ্মা, রক্ত-পিত্ত, অগ্নি-শোথের বৃদ্ধিকর। তজ্জাত নব-নীত—সর্ব্বদোষনাশক, বলবর্দ্ধক পুষ্টিকর। তজ্জাত ঘৃত—মধুরবিপাক রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক, দেহের স্থৈর্য্যসম্পাদক, বাত-শ্লেষ্ম-নাশক; ইহা বল, মেধা, বুদ্ধি, কান্তি, স্মৃতি বৃদ্ধি করে। তজ্জাত তক্র—মধুর-অম্ল-রস, ত্রিদোষনাশক, উত্তমপথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর। ইহা অর্শঃ গ্রহণী উদর-রোগের হিতকর।

গোধা—গোসাপ। জলজ ও স্থলজ ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—সারস—মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, বলকর, রক্তজনক; ইহা বাত, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগে হিতকর।

গোধাপদী—(হংসপদী) গোয়ালেলতা (সুবহা, গোধা-ঙ্ঘ্রি, ত্রিফলই, ত্রিপদী, মধুস্রবা, হংসপাদী, গোধা-পদিকা, হংসবতী, চিত্রপদা কীটমাতা হংসপদিকা, হংসাঙ্ঘ্রি, বক্রপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডলিকা, বিশ্বগ্রন্থি, ত্রিপদিকা, ত্রিপাদী, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, সুতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী কীট-পাদিকা, ধার্ত্তরাষ্ট্রপদী গোধাপদিকা) গুণ—কটুরস, শীতল, গুরুপাক,রসায়ন, ইহা বিষদোষ, ভূতাবেশ, ভ্রান্তি, অপস্মার, বিসর্প, দাহ, অতিসার, অগ্নি-রোহিণী রোগে হিতকর। পত্র—ক্ষতনাশক।

গোধূম—শূকধান্যজাতীয় শস্য। গম (সুমন, গোধূম, বহুদুগ্ধ, অপূপ, ম্লেচ্ছভোজন, নিস্তুসক্ষীর, রসাল, সুমনাঃ; মহাগোধূম, মধূলী ও নন্দীমুখ—এই তিন প্রকার ভেদ। গুণ ঈষৎ-কষায়যুক্ত-মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী,বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, দেহের স্থিরতা-কারক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, রুচিকর, বাতপিত্তনাশক; ইহা ভগ্নস্থান-সংযোজক। তরুণ গোধূম—আম কর, শ্লেষ্মজনক। কাঁজী—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শূলনাশক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক; ইহা আম-দোষ দাহ ও শ্রান্তির নিবারণ করে।

গোধূমক্ষীরিকা—সুজীর পায়স। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্ত-নাশক, বাত-কফ-বর্দ্ধক।

গোপালকর্কটী—কুন্দরুকী,কেহুড়া, গোয়াল কাঁকড়ী। (বন্ধ্যা, গোপকর্কটিকা, ক্ষুদ্রের্ব্বারু, ক্ষুদ্রফলা, গোপালী, ক্ষুদ্রচির্ভিটা) গুণ—মধুররস, শীতল, পিত্তনাশক; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, দাহ শোষরোগে হিতকর।

গোমাংস—গুণ—অত্যন্ত গুরুপাক, তীক্ষ্ণাগ্নিপাচ্য, শ্রান্তিনাশক, বায়ুনিবারক। ইহা বিষমজ্বর, পীনস, শুষ্ককাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মাংসক্ষয় রোগে উপকার করে।

গোমূত্র—গবীমূত্র—চোনা (গোজল, গোহস্ত, গোনি-ষ্যান্দ, গোদ্রব) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারাগুণযুক্ত, লঘু অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক; ইহা শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখ-রোগ কিলাস, কুষ্ঠ, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অতিসার, মূত্ররোধ, ক্রিমি, প্লীহা, মলরোধ, ত্বগ্‌দোষের নিবারক। ইহা কর্ণশূলের শান্তিকর।

গোমূত্রিকা—তৃণবিশেষ। গুণ—রক্তবর্ণ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা গবীর দুগ্ধবর্দ্ধক।

গোমেদ—রক্তবর্ণ মণিবিশেষ (পীতরত্ন, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক) গুণ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বাতপ্রকোপ-নাশক; ইহার ধারণে পাপ নষ্ট হয়।

গোবক্ষ তুম্বী—গোললাউ। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, সন্তর্পণ। ইহা পুষ্টিকর, বল-বর্দ্ধক ও বীর্য্যজনক।

গোরক্ষ দুগ্ধী—গুল্মবিশেষ (গোরক্ষী, তাম্রদুগ্ধ, বহু-পত্রী রসায়নী, অমৃতা, জীবা, অমৃতসঞ্জীবনী) ইহা মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক।

গোবক্ষী—বৃহৎ-গুল্ম-বিশেষ (সর্পদণ্ডী, দীর্ঘদণ্ডী, সুদণ্ডিকা, চিত্রলা, গন্ধবহুলা, গোপালী, পঞ্চ-পর্ণিকা) গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, শীতল,পিত্তনাশক; ইহা জ্বর, বমন, বিস্ফোটক, দাহ, অতিসার রোগে হিতকর।

গোরোচনা—(বাঞ্ছনীয়া, বন্ধ্যা, রোচনা, রুচি, রুচিরা, শোভনা, শোভা, রোচনী, পিঙ্গ্যা, মঙ্গলা, মঙ্গল্যা, শিবা, পীতা, গোতমী, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মেধ্যা, মনোরমা, শ্যামা, রমা,) গুণ—তিক্তরস, শীতল, পাচক, রুচিকর ; ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ভূতগ্রহ, গ্রহোন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত, রক্তস্রাব প্রশমিত করে।

গোলোমিকা—গুল্মবিশেষ গন্ধল (গোধূমী, গোজ্ঝা, ক্রোষ্টুক, পুচ্ছিকা, গোলোমিকা, গোসম্ভবা, প্রস্তরিণী, গোলোমী) গুণ—কটুতিক্তরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, আমদোষনিবারক।

গোক্ষুর—ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। ত্রিকণ্ট, স্থলশৃঙ্গাট, গোকণ্ট, ত্রিকণ্টক, ত্রিপুট, কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুর, পলঙ্কষা, ইক্ষুগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, বনশৃঙ্গাট, গোক্ষুরী বিকণ্টক, গোক্ষুর, ত্রিকট, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ষড়ঙ্গ, কণ্টী) গুণ—মধুররস, শীতল, বলকারক পুষ্টিজনক, রসায়ন, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, শুক্রবর্দ্ধক ; ইহা মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, বিদাহ, বায়ুরোগের প্রশামক। বীজ—শীতল, মূত্রকর, শুক্রবর্দ্ধক, শুক্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র শোথরোগে বিশিষ্ট প্রশামক। পত্র—তিক্তরস শুক্রবর্দ্ধক, স্রোতঃশোধক। ক্ষার—মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও স্রোতঃশোধক।

গৌড়সীধু—গুড়জাত তীক্ষ্ণ মদ্য। গুণ—মধুর-কষায়-রস; পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক।

গৌড়াসব—গুড়জাত আসব। গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, মূত্রনিঃসারক।

গৌড়ী—গুড়জাত মদ্য (বারুণী) গুণ—মধুরাম্ল-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, মলভেদক ; ইহা অজীর্ণ, শূল, পাণ্ডু, অর্শঃ, শ্বাসরোগে হিতকর।

গৌরচণক—সাদাছোলা। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক।

গৌরজীরক—শ্বেতজীরক (অজাজী, শ্বেতজীরক, কর্ণাহ্বা, কণজীরকণা, সিতদীপ্যা, দীর্ঘকণা, সিতজাজী গৌরজাজী) গুণ—মধুরকটুরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, চক্ষুর্হিতকর। ইহা ক্রিমি আধ্মান বিষদোষে উপকার করে।

গৌরষষ্টিক—শ্বেতবর্ণ ষাটধান। গুণ—মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, দোষনাশক, বলবীর্য্য-বর্দ্ধক।

গৌরসর্ষপ—শ্বেতসর্ষপ, সাদারাই (গৌর, অনর্থ, সিদ্ধার্থ, ভূতনাশক, কটুস্নেহ, গ্রহঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন, রাজিকাফল, গুরুঘ্ন, তীক্ষ্ণ, খুরাধাধ্য, রক্ষোঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, সিদ্ধপ্রয়োজন, সিদ্ধসাধন, সিতসর্ষপ) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, রক্তপিত্তকর। ইহা কফ কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ক্রিমি, কোঠ, গ্রহদোষ মলদোষ, বিষদোষ ও ব্রণরোগের হিতকর। ইহার বাহ্য-প্রয়োগে ফোস্কা হয়। বাহ্যপ্রয়োগে যকৃৎ, প্লীহা, বাতবেদনার প্রশমন হয়।

গৌরসুবর্ণ—নটেশাক বিশেষ (স্বর্ণ, সুগন্ধিক, ভূমিজ-বারিজ, হ্রস্ব, গন্ধশাক, কটুশৃঙ্গাল, চূর্ণশাকাঙ্ক) গুণ—শীতল ; ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, ভ্রান্তি, রক্তদোষ, শ্রান্তির উপশম করে।

গ্রন্থিপর্ণ—গেটেলা (শুক, বর্হিপুষ্প, স্থৌনেয়, কুক্কুর, বর্হীপুষ্প, বর্হ, শুকবর্হ, স্থৌনেয়ক, কুশপুষ্প, গুল্মক, বর্হিকুসুম, বিশীর্ণাখ্য, স্বরোমগুচ্ছক, বর্হি, শুকপুচ্ছ, শুকচ্ছদ) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ। ইহা কফ, কণ্ডু, শ্বাস, বায়ু বিষদোষে হিতকর।

গ্রাম্যকুক্কুট—পালিত কুঁকড়া। গুণ—মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতনাশক, বলবীর্য্যাদিবর্দ্ধক।

গ্রাম্যমৃগ—ছাগমেষাদি। গুণ—মাংস—মধুররস, মধুরবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, বায়ুরোধক।

গ্রাম্যবরাহ—পালিত শূকর। গুণ—গুরুপাক, বলকর, বীর্য্যজনক, মেদোবর্দ্ধক।

ঘ।

ঘণ্ট—ব্যঞ্জনবিশেষ। গুণ—রুচিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক।

ঘণ্টক—ঘেঁটুফুল (ঘণ্টকর্ণ, ঘণ্টকণ্টক) মূল—কটু-বিপাক, কফনাশক, পিত্তকারক।

ঘর্ঘরজল—গুণ—শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য, বলবর্দ্ধক, এবং ক্ষীণাঙ্গপুষ্টিকর।

ঘৃত—(আজ্য, হবিঃ, সর্পিঃ, পুরোডাশ, তোয়দ, বহ্নিভোগ্য, পীথ, পবিত্র, নবনীতক, অমৃত, অভিঘার, হোম্য, আয়ুঃ ও তৈজস) গুণ—আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, দেহদার্ঢ্যকর, অত্যন্তবলকর, শীতনাশক, পথ্য ; ইহা কান্তি সৌকুমার্য্য, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রভৃতির বৃদ্ধিকর। তরুণ ঘৃত—বলক্ষয়ে সন্তর্পণ-ভোজনে শ্রান্তিতে রক্তপিত্তে নেত্ররোগে, পাণ্ডু কামলা রোগে ক্ষয়ে বিশিষ্ট উপকার করে ; কিন্তু জ্বর, মলবদ্ধতা, বিসূচিকা, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, মদাত্যয় রোগে সাতিশয় অপকার করে। পুরাতন অর্থাৎ বৎসরাধিককালাহৃত ঘৃত—মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র উন্মাদ, কর্ণশূল, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও যোনিদোষ প্রভৃতি রোগে হিতকর।

ঘৃতকরঞ্জ—ঘিকরমচা (প্রকীর্য্য, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধ, পত্র, তপস্বী, বিষাবি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন) গুণ—ত্বগ্‌দোষ, বিষদোষে উপকারক।

ঘৃতকুমারী—(কুমারী, তরুণী, মহা, অফলা, বহুপত্রী অজরা, অমরা, কণ্টকপ্রাবৃতা, বিপুলস্রবা, ব্রহ্মঘ্নী বীরা, ভৃঙ্গেষ্টা, তরুণী, রামা, কপিলা, অম্বুধিস্রবা, স্থকণ্টকা, স্থূলদলা, গৃহকন্যা) গুণ—মধুরতিক্তরস, শীতল, পুষ্টিকর, বলকর, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক, রসায়ন, নেত্ররোগে হিতকর। গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ জ্বর অগ্নিদগ্ধ বিস্ফোট, গ্রন্থিত্বগ্রোগ রক্তপিত্ত রোগের প্রশামক।

ঘৃতপূরক—ঘিয়র। গুণ—মধুররস, গুরুবিপাক ; রুচিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক। ইহা রক্ত মাংস কফের বৃদ্ধি করে।

ঘৃতমণ্ড—গুণ—মধুররস, কোষ্ঠপরিষ্কারক, চক্ষু কর্ণ মস্তক যোনিদেশের শূলনিবারক। বস্তিকার্য্যে ও নস্যে ইহার প্রয়োগ হয়।

ঘৃতাভ্যঙ্গ—কার্য্য—বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, সন্নিপাত, মদ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, সন্তত-জ্বর, পথশ্রান্তি প্রভৃতিতে এবং কৃশাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃতাভ্যঙ্গ উপকারী। অশ্মরী, গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অতিসার, শ্বাস, কাস, উদর, বমন পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গ শোথ, বিদ্রধি, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, শীতজ্বর, প্রমেহ রোগে ঘৃতাভ্যঙ্গ উপকারী নহে।

ঘোটিকা—বড়হুনিশাক (কর্কণ্টা, তুরঙ্গী, চতুরঙ্গা) গুণ—মধুরকটুরস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা বায়ু, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, শোথ রোগে হিতকর।

ঘোণ্টা—সেয়াকুল। গুণ—মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ; ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, শোথ রোগের হিতকর।

ঘোলী—পত্রশাক (ঘোলিকা কলম্ব কুববালুকা) ক্ষেত্রজ ও উপবনজ ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—ক্ষেত্রজ অম্ললবণরস রুচিকর। ইহা বায়ু ও কফের শান্তিকর। উপবনজ—অম্লরস, রুক্ষ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফপিত্তবর্দ্ধক, জীর্ণজ্বরনিবারক।

ঘোষক—তিক্তরসাঢ্যা লতাবিশেষ। ঘোষাফল। (ধামার্গব, ঘোষ, ঘোষকাকৃতি, আদালী, দেবদালী, তুরঙ্গক) শ্বেত পীতবর্ণ, ভেদে দ্বিবিধ। পীতঘোষা (ধামার্গব, পীতঘোষা, রাজঘোষাগুকী, কর্কোটকী, মহাজালা, ক্ষেড়, কোষফলা, কোষাতকী) গুণ—তিক্তরস, বমনকর, সঞ্চিত-কফনিবারক ; ইহা অর্শঃ, গুল্ম, উদর, শ্বাস, কণ্ঠরোগ বাতকৃত শ্লেষ্মকৃত রোগের প্রশামক।

চ

চকোর—রাত্রিচর পক্ষিবিশেষ। গুণ—মাংস—মধুররস, শীতল, রুচিকর, বলপুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক।

চক্রমর্দ্দ—চাকন্দা, (ডর্কিণ, ডর্কিল, প্রপন্নড়, মেষাক্ষিকুসুম, প্রপুন্নাল, এড়গজ, অড়গজ, গজাখ্য, মেষাহ্বয়, এড়ণ্ডী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নার, বিমর্দ্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্কট, চক্রাহর, শুক্রনাশন, দৃঢবীজ, প্রপুন্নাড়, খর্জ্জুঘ্ন, প্রফুন্নাট, পদ্মাট, উরণাক্ষ, উরণাখ্য, প্রফুন্নাড়, চক্রপদ্মাট) গুণ—মধুর-কটুরস, তীব্র, লঘুপাক, রুক্ষ, শীতল, বাতপিত্তনাশক ; ইহা ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দদ্রু, পক্ষাঘাত, কফ, শ্বাস, ক্রিমি রোগের প্রশামক। পত্র—অম্লরস, বাত-কফ-নাশক। কথিত রোগে হিতকর। ফল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক। পূর্ব্বোক্ত রোগে গুল্ম ও বিষদোষে হিতকর।

চক্রবাক—চকাপাখী। গুণ—মাংস—মধুরকটুরস, কটুবিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, বায়ুনাশক, সর্ব্বশূলহর।

চটক—চড়াই পাখী। গৃহচর ও বনচরভেদে দ্বিবিধ। বলকর, স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, পথ্য, বলকর ও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। ডিম্ব—হংস। ডিম্বসহ সমগুণ।

চণক—ছোলা, (হরিমন্থক, হরিমন্থজ, সুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ্য, কঞ্চুকী, বালভৈষজ্য)। গুণ—মধুররস, রুক্ষ, রুচিকর, কান্তিপ্রদ, বলকর, বর্ণপ্রশামক, বাতপিত্তকর, আধ্মানজনক; ইহা রক্ত, কফ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কণ্ঠরোগ, প্লীহা, প্রতিশ্যায়, ক্রিমি, মেহ রোগে হিতকর। যূষ—মধুর-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, বাতবিকারপ্রদ। ইহা কফ, শ্বাস, কাস, পীনস, ও রক্তপিত্তরোগে হিতকর। অপক্ব—অতিকোমল, শীতল, রুচিকর। ইহা পিত্তের ও শুক্রের হানিকর। ভৃষ্ট,—রুচিকর, গুরুপাক বলবর্দ্ধক। শুষ্ক ভৃষ্ট—রুক্ষ বায়ুর ও কুষ্ঠের প্রকোপক। সিক্ত—কফপিত্তনাশক, রক্তদোষ প্রশামক। সেফাবশিষ্ট ডাল—শীতল, পিত্তনাশক, সন্তর্পণ ও পুষ্টিকর। শাক—অম্লরস, দুষ্পচ, রুচিকর; পিত্তনাশক, কফবাতজনক, দন্তশোথনিবারক।

চণকরোটিকা—ছোলার বেসনের রুটী। গুণ—গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর। ইহা রক্তপিত্তশ্লেষ্মসংক্রান্ত রোগে হানিকর।

চণকাম্লক—গাছছোলা। গুণ—লবণযুক্ত, অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর। ইহা অজীর্ণ, শূল, মলমূত্রাদি বিবন্ধের হিতকর।

চণিকা—তৃণবিশেষ—চোনার শাক। (গোদুগ্ধকর, সুনীলা, ক্ষেত্রজা, হিমা,) গুণ—মধুররস, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, ইহা পশুদিগের পরমোপকারী।

চণ্ডালকন্দ—এক দল হইতে পঞ্চদল পত্রল হয়। ইহার বহুভেদ। গুণ—মধুররস, রসায়ন। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষদোষ, ভূতাবেশের উপকারী।

চন্দন—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ (গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, একাঙ্গ, পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশয়, সেব্য, রোহিল, যাম্য, সার্পষ্ঠ, পীতসার, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, শ্বেতচন্দন, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রদ্যুতি, সর্পাষ্ট, ভদ্রশ্রিয় ও হিম) শ্রীখণ্ড, শবর, পীত, রক্ত, বর্ব্বর, হরিগন্ধ প্রভৃতি নাম ও রূপ অনুসারে বহুবিধ। গুণ—তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, প্রীতিকর, বলকর। ইহা রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, দাহ, তৃষ্ণা, বিষদোষের প্রশামক।

চন্দ্রকমৎস্য—চাঁদামাছ, (চলৎপূর্ণিমা, চঞ্চলা, চান্দ্রিকা) গুণ—মধুররস, বলকর, নাতিশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চন্দ্রকান্তমণি—(চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্রবোল, শীতাশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব, শশিকান্ত) গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর, মঙ্গলপ্রদ; ইহা সন্তাপ, রক্তপিত্ত, গ্রহদোষ ও অলক্ষ্মীকৃত দোষের নিবারণ করে। চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণি হইতে চন্দ্রিকাযোগে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা গঙ্গাজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ নির্ম্মল,লঘু; ইহা মূর্চ্ছা, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস, মদাত্যয় রোগে হিতকর।

চন্দ্রভাগা—জল-গুণ—সুশীতল, পিত্তদাহনাশক, বাতবর্দ্ধক।

চন্দ্রশূর—হালিম (চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা, সুবাসরা) গুণ—বলকর, পুষ্টিজনক; ইহা বাতশ্লেষ্মা, অতিসার, হিক্কা ও রক্তদোষের প্রশামক।

চমরী—গোবিশেষ। গুণ—মাংস—মধুররস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ; ইহা বায়ুপিত্ত ও কাসরোগে হিতকর।

চম্পক—চাঁপা (চাম্পেয়, হেমপুষ্পক, কটু, উগ্রগন্ধা, কুসুমাধিপ, নাগপুষ্প, কুসুমাধিরাট, পুণ্যগন্ধ, স্বর্ণপুষ্প, শীতলচ্ছদ সুভগ, ভৃঙ্গমোহী, শীতল, ভ্রমরাভিমি, সুরভি, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ অতিগন্ধক, স্থিরপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব সুকুমার, বনদীপ) বৃক্ষ—কটুতিক্ত-কষায়রস শীতল; ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, ক্রিমি, কফ মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতরক্ত, পিত্তজন্য রোগে হিতকর পুষ্প—সুগন্ধি, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, কফনাশক রক্তপিত্তনিবারক।

চম্পক-কদলী—চাঁপাকলা, গুণ—মধুররস, মধু

বিপাক, শীতল, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক, বাতপিত্তনাশক।

চম্পকুন্দমৎস্য—চাপিলা বা চাঁদকড়া মাছ। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, ও বাতপিত্তনাশক।

চবিকা—চই (চব্য, চব্যা, চবিকা, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোপা, নাকুলী, উষণা, বসির, গন্ধনাকুলী, বল্লী, কবিকণাবল্লী, কুকর, কুটিল, সপ্তক) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলাভেদক, কফনাশক। ইহা শ্বাস, কাস,শূলরোগের হিতকর।

চাঙ্গেরী—আমরুল শাক। অম্ললোণিকা চুক্রিকা, দন্তশঠ্য, অম্বষ্ঠা) গুণ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক ; ইহা কফ, বায়ু, অতিসার, গ্রহণী, অর্শোরোগে হিতকর। প্রবাহিকার মহৌষধ।

চাণক্যমূলক—চণকমূলী (বাণেয়, বিষ্ণুগুপ্তক, স্থূলমূল, মহাকন্দ, কোটিশ্ব, মরুসম্ভব, শালাক কটুক, মিশ্র) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক। ইহা কফ, বায়ু, ক্রিমি গুল্মরোগে হিতকর।

চাতক পক্ষী—গুণ—মাংস—লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ; ইহা রক্তপিত্ত ও কফ রোগের প্রশমন করে।

চারক—পিয়াল। গুণ—পক্কফল—গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক। বীজ—(চারদানা) মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তদাহনাশক।

চারুক—শরবীজ। গুণ—মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘু, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুপ্রকোপক ; ইহা রক্তপিত্তের ও কফরোগের উপকারক।

চিঙ্গট—চিংড়ী মাছ। ক্ষুদ্র বৃহৎভেদে দ্বিবিধ ; বৃহৎচিঙ্গট মোচা চিংড়ি। ক্ষুদ্র চিঙ্গট বা চিঙ্গটী ছোট চিংড়ি। (মহাশল্ক, বৃহচ্ছল্ক, জলবৃশ্চিক, চিঙ্গড়) গুণ—বৃহৎ চিঙ্গট—মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক ; ইহা মেদ পিত্ত ও রক্তপিত্তের উপকারক। ক্ষুদ্র চিঙ্গটী—মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, বায়ুনাশক, ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চিঞ্চা—চিচিঙ্গা (শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ, গৃহকুলক) গুণ—রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক। ইহা শোষরোগে সুপথ্য।

চিঞ্চাতৈল—তিন্তিড়ী বীজতৈল, গুণ—কষায়রস, কটুবিপাক, অনতিশীতল, বমনকর, রুচিকর, কফবায়ুনাশক।

চিঞ্চোটক—চেঁচড়া (অঙ্কোলোভ্য) গুণ—কেশুরের ন্যায় অথচ ক্ষুদ্র, কন্দ—তাহার সমগুণ, মৃদুবীর্য্য ; অধিকন্তু শীতল, গুরুপাক অজীর্ণকর।

চিত্রক—চিতা (কৃষ্ণবর্ণ, জাতবেদা, বৈশ্বানর, শিখাবান্, শুচি, শুষ্মা, সপ্তার্চ্চি, হিমারাতি, হিরণ্যরেতা, অগ্নিশার্দ্দূল, চিত্র, পাঠীকুট, কৃশাণু, দহন, ব্যাল, জ্যোতিষ্ক, পাপক, অনল, দারুণ, বহ্নি, পাবক, শম্বর, পাটী, দ্বীপী, চিত্রাঙ্গ,দাহক, শুর) শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ। রক্তচিত্রকই গুণবহুল, বলকর, উৎকৃষ্ট। গুণ—কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কাস, গ্রহণী, শোথরোগ প্রশমন করে। ইহার বাহ্য প্রয়োগে দাহনী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

চিত্রফল—চিতল মৎস্য। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক।

চিত্রাঙ্গ—মৃগবিশেষ। গুণ—মাংস—দুর্জর, পুষ্টিকর, বলকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বায়ুনাশক,মেদোবর্দ্ধক।

চিপিটক—চিড়া (পৃথুক, চিপীঠক, চিপুট, চিবিট, ধান্যচমস) গুণ—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক।

চির্ভটী—গোমুক (সুচিত্রা, চিত্রফলা, ক্ষেত্রচির্ভটি, পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচনফলা, চির্ভিটা, কর্কচির্ভিটা) গুণ—মধুররস, রুক্ষ, গুরুপাক, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক, এবং পিত্তকফনাশক। অপক্ক—অম্লযুক্ত-তিক্তরস। শুষ্ক—রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা অরুচি শ্লেষ্মা ও জড়তার নিবারণকর। পক্ক—উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক। পুষ্প—ত্রিদোষবর্দ্ধক।

চিলিচিম—মৎস্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, ও অত্যন্ত কফবর্দ্ধক।

চিল্লিকা—শাকবিশেষ। (চিল্লি, ডুলী, অগ্রলোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রা, মহ-

দলা, বাস্তুকী, গৌরবাস্তুকী) ইহা শ্বেত রক্ত ও শুনক ভেদে ত্রিবিধ। গুণ—শ্বেত—মধুররস, শীতল, পথ্য, ত্রিদোষনাশক, জ্বরঘ্ন। রক্ত—ঈষৎ-লবণযুক্ত-মধুররস, রুচিকর পথ্য, শ্লেষ্মপিত্ত-নাশক ; ইহা প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকারী। শুনক—কটুরস, তীক্ষ্ণ। ইহা কণ্ডু ও ব্রণের প্রশামক।

চিবিল্লিকা—(রক্তদলা, ক্ষুদ্রঘোলী, মধুলালপত্রিকা) গুণ—কটু-কষায়-রস, রসায়ন। ইহা জ্বর ও অতিসার রোগে হিতকর।

চিল্লক—চিল্লাবৃক্ষ। গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতু-পোষক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহার ফল বিষাক্ত ও মৎস্যনাশক।

চীড়া—পাঞ্জাবী দেবদারু (দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধ-মাদনী, তরুণী, তারা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা, কপাটনী, গ্রহভীতিজিৎ) গুণ—সাতিশয় সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কাম-নাশক। ইহা পিত্তদোষ, ভ্রম শ্রান্তির নিবারণ করে।

চীনক ধান্য—কাঙ্গনী ধান্য। গুণ—রুক্ষ, শোষক, বায়ুবর্দ্ধক ; ইহা পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকোপ নষ্ট করে।

চীন কর্পূর—চীনের কর্পূর (চীনক, কৃত্রিম, ধবল, কটু মেঘসার, তুষার, দ্বীপক, ও কর্পূরজ) গুণ—কটু-তিক্তরস, ঈষৎ শীতল, পাচক ; ইহা কফ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, কণ্ঠরোগ ও বমন রোগের প্রশমন করে।

চীনাকর্কটী—(রাজকর্কটী, সুদীর্ঘ, রাজিফলা, বালা, কুলকর্কটী) গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিজনক ; ইহা পিত্ত, দাহ ও শোষরোগের উপশম করে।

চীরুক—চেঁউর। গুণ—অম্লরস, রুচিকর, পিত্তকর, কফবর্দ্ধক ও দাহকর।

চুক্র—কাঞ্জীবিশেষ (সহস্রবেধ, রসাম্ল, চুক্রবেধক, শাকাম্লভেদক, চন্দ্র, অম্লসার, চুক্রিকা) গুণ—অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক, শ্লেষ্মানাশক। ইহা মলমূত্রাদির বিবন্ধ, গুল্ম, শূল, আমবাত, বমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য, মুখের বিরসতা—এই সকল রোগোপ-দ্রবের শান্তি করে।

২। মদ্যবিশেষ। গুণ—তিক্ত-অম্ল-মধুররস, কফ-পিত্তনাশক ; ইহা নাসারোগ, শিরোরোগের প্রশমন দুর্গন্ধের নিবারণ করে। ৩। শাকবিশেষ। দ্বিবিধ—চুকাবেতো—চুকা পালং, (চুক্রবাস্তুক, লিকুচ, অম্লবাস্তুক, ছলাম্ল, অম্লাদি, অম্লবীর্য্য, অম্ল-শাকাখ্য, হিলমোচিকা) গুণ—চুকাবেতো,—অম্লরস, উষ্ণ-বীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, পিত্তকর, বাতগুল্মহর। চুকা পালং—অম্ল-মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিকর, গুরুপাক, দুর্জ্জয়, মলভেদক, বাতনাশক ও পিত্তকর।

চুচ্চু—সুষনিশাক (সুনিষণ্ণক) গুণ—মধুর-কষায় রস, শীতল, পিচ্ছিল, লঘুপাক, মলরোধক, নিদ্রাকর ; ইহা ক্রিমিরোগে ও ব্রণরোগে হিতকর।

চুঞ্চু—চেঁচকো শাক—ক্ষুদ্র ও বৃহৎভেদে দ্বিবিধ। গুণ—বৃহচ্চঞ্চু—কটুকষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, মল-শোধক, রসায়ন ; ইহা গুল্ম, শূল, উদর, অর্শঃ, বিষদোষের শান্তিকর। ক্ষুদ্রচঞ্চু—কটুকষায়, মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ; ইহা মলবিবন্ধ, শূল, গুল্ম, অর্শঃ প্রভৃতি রোগে হিতকর।

চুম্বক—কণ্ডলৌহের প্রকার ভেদ। গুণ—শীতল, বমনকারক। ইহা মেদোরোগ, বিষদোষ ও সংক্রামক বিষের উপশম করে।

চূর্ণ—চূণ—গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ; ক্ষারগুণ,—বাতশ্লেষ্মনাশক ; ইহা শূল, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, ব্রণ ও মেদোরোগে হিতকর। ইহার সংস্রুত জল—বমননিবারক। ইহা মধুমেহ শূল অম্লপিত্ত রোগে উপকারী।

চূলিকা—লুচি (লোচিকা) গুণ—মধুররস, অম্ল-পাকী, রুক্ষ, মলরোধক ; ইহা বাতশ্লেষ্মা আম-দোষ, গ্রহণী, কাসরোগে হিতকর।

চেলান—চেলনা—তরমুজ জাতীয় লতাফল। অম্ল-প্রমাণক চিত্রফল, সুখাশ, রাজতিনিষ, লতাপনস, নাটাত্র ও সেট) গুণ—মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ-কর, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চোরক—গেঁটেলাবিশেষ (তস্করলীন, ক্রোধমূর্চ্ছিত বিরোধ, কোরক, ধনহরী, চণ্ডা, ক্ষেম, রাক্ষসী গণহাসক, সঙ্কিত, খড়্গা, দুষ্পত্র, ক্ষেমক, রিপু চপল, ধূর্ত্ত, কিতব, পটু, নীচ, নিশাচর

কোপনক, চোর, ফলাচারক, হুকুল, গ্রন্থিল, সুগ্রন্থি, পর্ণচোরক, গ্রন্থিফল) গুণ—তীব্রগন্ধ, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক ; ইহা অজীর্ণ, ক্রিমি, নাসারোগ ও মুখরোগে হিতকর।

ছ

ছত্রিকা—কোঁড়ক ছাতা (গোময় ছত্রিকা, দিলীয়, শিলীন্ধ্র, রসারোহ, গোলাস, উধ্যঙ্গ, উচ্ছিলিন্ধ) গুণ—মধুর, কষায়রস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক ; ইহা কফ, জ্বর, অতিসার, বমনরোগে হিতকর। তৃণজ—শ্রেষ্ঠ—গুণ—রুক্ষ, মধুরবিপাক।

ছাগলান্ত্রী—নীলগাছ (নীলবুহ্ণা) গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, লঘুপাক, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক ; ইহা রক্তপিত্ত ও কফজরোগের প্রশামক।

ছাগমাংস - গুণ—মধুররস, নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, ধাতুসাম্যকর, বাতপিত্তনাশক, নির্দ্দোষ। ছাগশিশুমাংস - শীতল, লঘু, বলকর, প্রমেহহর। বৃদ্ধছাগমাংস—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক। কৃতনপুংসকমাংস—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, স্রোতঃশুদ্ধিকর। নপুংসকছাগমাংস—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, স্রোতঃশোধক। ছাগাণ্ড—রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক। ছাগীমাংস—কষায়-মধুররস, লঘু, শীতল, মলরোধক, অগ্নিদীপক ; ইহা রক্তপিত্ত ক্ষয় কাস, জ্বর, অতিসার রোগে হিতকর। প্রসূতা ছাগীমাংস এতদপেক্ষা হীনগুণ।

ছাগলক—আড় মাছ। গুণ—মধুররস, বলকর, রুচিজনক, কফবর্দ্ধক।

ছাগী দুগ্ধ—কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক ; ইহা পিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয়, রক্তাতিসাররোগে উপকারী। নীরোগা ক্ষীণা ছাগীর দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ। দধি—অম্ল-মধুর-কষায়-রস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা রক্তপিত্তপ্রশামক, বাত-কফনাশক ও কাস, শ্বাস, অর্শোরোগে হিতকর। নবনীত—মধুর-কষায়-রস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক,বলকর, ত্রিদোষনাশক ; ইহা চক্ষুরোগে হিতকর। সদ্যোজাত-নবনীত অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, সাতিশয় বলকর ; ইহা ক্ষয়, কাস, কফরোগ ও নেত্ররোগে সবিশেষ উপকারী। ঘৃত—অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, নেত্রহিতকর। ইহা কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, কফরোগে হিতকর। তক্র লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক ; ইহা গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, শোথরোগে হিতকর।

ছাত্রক মধু—পীত ও পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকাগণ যে ছত্রাকার মধুচক্র প্রস্তুত করে, তাহার সঞ্চিত মধু। গুণ—কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, সন্তর্পণ। ইহা ভ্রম মূর্চ্ছা বিষক্রিয়ার প্রশামক।

ছিক্কর আরণ্য জীব,- গুণ—(হরিণমাংসবৎ) মাংস - মধুররস, লঘুপাক, পুষ্টিকর, দোষনাশক ; ইহা জ্বররোগে হিতকর।

ছিক্কিকা—চেঁচেতা (ছিক্কণী, উগ্রা, উগ্রগন্ধা) গুণ—ইহার ফলপত্র—ক্ষুৎকার। গুণ— কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর ; ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, বাতরোগের শান্তিকর।

জ

জগল—ভক্তজাত মদ্য—পাঁচী মদ। গুণ—রুক্ষ, পাচক, মলরোধক, মেদোবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকর। ইহা দোষের পরিপাক করে। ২। মদ্য-কল্ক—মদের সিঁটা (মেদক, মদ্যপঙ্ক) গুণ—উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, মলরোধক ; ইহা তৃষ্ণা, শোথ, কফ, প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শঃ, শোষ ও বায়ুজন্য ব্যাধির উপকারী।

জঙ্গম বিষ—সর্প বৃশ্চিকাদির দংশনসংক্রমিত বিষ। গুণ—নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, লোমহর্ষ, অতিসার, আনয়ন করে ; শোথকর, ক্ষতপাকজনক, প্রাণহর।

জটামাংসী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ (নলদ, বক্সিনী, পেশী, মাংস, কৃষ্ণজটা, জটী, কিরাতিনী, জটিলা, লোমশা, তপস্বিনী, মিষিকা, ভূতজটা, ক্রব্যাদী,

পিশিতা, পিশী, পেশী পেশিনী, জটা, হিংস্রা, মাংসিনী, জটালা, নলদা, মেষী, তামসী, চক্রবর্ত্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী, জটাঙ্কী, মৃগভক্ষা, জড়ামাংসী, মিংসি, মিসি, মিসী, মিষী, মিসিকা) সুগন্ধ, সূক্ষ্ম, ও স্থূলভেদে ইহা ত্রিবিধ। গুণ—কটুতিক্ত-কষায় রস, শীতল, কান্তিজনক, বলকর, কফপিত্তনাশক ; ইহা রক্ত, দাহ, বিসর্প, কুষ্ঠ, ও ভূতাবেশে হিতকর। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে শারীরিকী রুক্ষতা ও জ্বর প্রশমিত হয়।

জগুকা—মালবদেশীয় লতাবিশেষ। জতুকা, জতুকারী, জননী, চক্রবর্ত্তিনী তীর্য্যক্‌ফলা, নিশাঙ্কা, সুপত্রিকা, বহুপুত্রী, রাজবৃক্ষা, জনেষ্টা, কপিকচ্ছুফলোপমা, রঞ্জনী, সূক্ষ্মবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিজুলিকা, কৃষ্ণরুহা, গ্রন্থিপর্ণা, সুবর্চ্চিকা, তরুবল্লী ও দীর্ঘফলা) গুণ—তিক্তরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ; ইহা রক্তপিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা, ও বমনরোগে হিতকর।

জবা –(ওড্রাখ্যা, রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, বসাপুষ্পী, প্রতিকা, হরিবল্লভা, ওড্রপুষ্প) শ্বেত রক্তবর্ণ পুষ্পভেদে দ্বিবিধ। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফবায়ুনাশক, ক্রিমিহর, বমনকর। ইহা ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগ নিবারক।

জম্বীর—জামীর, গোঁড়া লেবু (দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জম্ভক, জম্ভর, দন্তহর্ষণ, দন্তকর্ষণ, গম্ভীর, জম্ভির, জম্ভী, জম্ভল, রেবত, বক্ত্রশোধী, দন্তহর্ষক, রোচনক, মুখশোধী, জাড্যারি) ইহার ফল ক্ষুদ্র ও বৃহৎভেদে দ্বিবিধ। গুণ—বৃহৎ জম্বীর—অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মুখপরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক ; ইহা ক্রিমি, পার্শ্বশূল, বায়ু ও দুর্গন্ধনাশক। ক্ষুদ্র জম্বীর—(অপক্ব ফল —অম্লমধুর রস, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপক। ইহা তৃষ্ণার ও বমনের নিবারণ করে। (পক্ব ফল) —মধুররস, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বর্ণসংসাধক ও বীর্য্যবর্দ্ধক, কফনাশক ; ইহা পিত্ত ও রক্তদোষের উপকার করে।

জম্বু—জামফল (জাম্বু, জাম্বুল, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া, মোদমোদিনী) ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম, বনজভেদে ইহা ত্রিবিধ। ক্ষুদ্র জম্বু (সূক্ষ্ম কৃষ্ণফলা, দীর্ঘপত্রা, মধ্যমা) স্থূল জম্বু (মহাজম্বু, মহাপত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎফলা, ফলেন্দ্র, নন্দ, মহাফলা ও সুরভিপত্র) বনজম্বু (ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, নাদেরী, শীতপল্লবা, সূক্ষ্মপত্রা, জলজম্বুকা) গুণ—বৃক্ষ—কষায়মধুররস, পাচক, বিষ্টম্ভকারক ; ইহা কফ, কাস, শ্বাস, ক্রিমি, শ্রম, পিত্তদাহ, কণ্ঠশোষ, অতিসারে উপকারী। পক্ব জম্বু—মধুর-অম্ল-কষায়রস, গুরুপাক, শীতল, কফ, রুচিকর, বাতকফনাশক।

জয়ন্তী—(জয়া, তর্কারী, নাদেবী, বৈজয়ন্তিকা, জৈত্রী, বলা, মোটা, হরিতা, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা, বিক্রান্তা, অপরাজিতা) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, নেত্রহিতকর ; ইহা বায়ু ভূতাবেশ সংযোগজ বিষরোগে হিতকর। প্রদেহরূপে বাহ্য প্রয়োগে—শোথ কোষবৃদ্ধি গলগণ্ড প্রভৃতি রোগে উপকারী।

জয়পাল—(জৈপাল, জারক, রেচক, তিন্তিড়ীফল, দন্তীবীজ, মলদ্রাবী, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘণ্টিনীবীজ, নিকুম্ভাখ্যবীজ, শোধিনীবীজ, চক্রদন্তীবীজ) গুণ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত উগ্র, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বমনবেগনিবারক। ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, উদররোগ প্রশমন করে। তৈল—অত্যন্ত উগ্র, বিরেচক ; ইহার মর্দ্দনে আনাহ, উদর, ধনুষ্টঙ্ক, সন্ন্যাস, শিরোরোগ, জ্বর, উন্মাদ, আমবাত, শোথ, পক্ষাঘাত, কাসরোগে উপকার হয়।

জরডী—তৃণবিশেষ (গর্ম্মোটিকা, সুনালা) গুণ—শীতল, সারক, রুচিকর, পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক ; ইহা রক্তদোষ ও দাহরোগে হিতকর।

জল—গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক, বল-বুদ্ধি বীর্য্য-তুষ্টি-পুষ্টিবর্দ্ধক ; ইহা তৃষ্ণা, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মোহ, ভ্রান্তি, মুখশোষের নিবারক।

জলচর—গুণ—মাংস—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

জলপিপ্পলী—কাঁচড়দাম (মহারাষ্ট্রী, শারদা, তোয়-

বল্লরী, মৎস্যাকলী, মৎস্যগন্ধা, মাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণশীতা, বহুশিখা) গুণ—কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা রক্ত, দাহ ও ব্রণাদির প্রশমন করে।

জলমধূক—জলজা—মউল (মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট, গৈরিকাখ্য) গুণ—ফল—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক। ইহা বাত-পিত্তজ-রোগনাশক। পক্কফল—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক; ইহা রক্তদাহ, শ্বাস, ব্রণ, বমন, ক্ষত, ক্ষয়রোগে উপকার করে।

জলবেতস—(বানীর, নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী, জলবেতস) গুণ—কষায়-তিক্তরস, শীতল. মলরোধক, ব্রণশোধক। ইহা কফ, রক্ত ও পিত্তের উপশম করে।

জলশুক্তি—ঝিনুক। গুণ—মাংস—কটুরস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, বলবর্দ্ধক; ইহা গুল্ম, শূল, বিষদোষে উপকারী।

জবনাল—জনার। গুণ—বীজ—মধুররস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, বাতবর্দ্ধক; ইহা কফপিত্ত দোষের প্রশমন করে।

জবলী—জওয়ায় ফলের গাছ। গুণ—ফল—কষায়-তিক্ত রস, সুগন্ধি, রুচিকর, ও কফপিত্তনাশক।

জবাদি—এক প্রকার খাটাশী (গন্ধরাজ, কৃত্রিম, মৃগধমজ, সমূহগন্ধ, গন্ধাঢ্য, স্নিগ্ধ, সান্দ্রাণি, কর্দ্দম, সুগন্ধ তৈলনির্য্যাস, কটুমোদ) গুণ—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, সুখকর, রৌদ্রতাপে অধিকতর উগ্রায়ী; ইহা বায়ুরোগে হিতকর।

জাতিপত্রী—জয়ত্রী পুষ্প, (জাতীপত্র, জাতীকোষী, সুমন, পত্রিকা, মালতীপত্রিকা, সৌমনসায়নী, ও জাতিকোষ) গুণ—কটু-তিক্ত-মধুর রস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, বর্ণোৎকর্ষকর, কফনাশক, জড়তাহর, মুখশোধক; ইহা কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, ক্রিমি ও বিষদোষের শান্তিকর।

জাতী—চামেলী ফুল, (সুরভিগন্ধা, সুমনাঃ, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারী, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, জনেষ্টা, হৃদ্যগন্ধা) গুণ—বৃক্ষ—তিক্তরস, শীতল, লঘু, কফঘ্ন, মুখপাকনাশক; ইহাতে শিরোরোগ, নেত্ররোগ, দন্তরোগ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিষদোষ প্রশমিত হয়। ইহার মুকুল—ব্রণ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, নেত্ররোগে হিতকর।

জাতীফল—জায়ফল বা জয়ত্রীফল (জাতীকোষ, জাতিকোষ, জাতীফল, জাতিফল, রাজভোগ্য, শালূক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতীসার, পুট, সুমনঃফল, কোষ, কোশক, জাতীকোশ) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিকারক, বলকর, উত্তেজক; ইহা জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, তৃষ্ণা, মুখক্লেদ, মুখদুর্গন্ধ, মুখবিরসতা, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, শোষ, মেহ, হৃদ্রোগ, পীনস, কণ্ঠরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মগতরোগ, দন্তবেষ্টগত ক্ষতের প্রশামক। তৈল—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, বলকর; ইহা জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, দন্তবেষ্টগত ব্রণের নিবারক।

জালবব্বূলক—বাবলাবিশেষ (ছত্রক, স্থূলকণ্টক, সূক্ষ্মশাখা, তনুচ্ছায় রুক্ষকণ্ট) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, দাহকর, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক বায়ুরোগনিবারক।

জালী—আচারবিশেষ। গুণ—অম্ল-লবণ, কটুরস অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কণ্ঠশোধক, জীবাদির কণ্ডুনিবারক।

জিঙ্গিনী—গুলতুলী (গুড়মজ্জনিকা, ঝিঙ্গি, সুনির্য্যাসা, প্রমোদিনী) গুণ—মধুর-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, যোনিশোধক; ইহা বাতাতিসার, ব্রণ. হৃদ্রোগ, দাহ, বিস্ফোটক রোগের প্রশমন করে।

জীবক—জীরা (জরণ, অজাজী, কণা, দীপক, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীবণ, অজাজিকা, বহ্নিসখ, মাগধ, দীপক) স্থূল, সূক্ষ্ম, শ্বেত, কৃষ্ণ, বর্ণজভেদে পঞ্চবিধ। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, পাচক, রুচিকর, মলরোধক, নেত্রহিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, গর্ভশোধক; ইহা জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, ক্রিমি, গুল্ম ও আধ্মান-

রোগে হিতকর। তৈল—অগ্নিবৰ্দ্ধক, বায়ু-নাশক। ইহা শূলে ও আধ্মানরোগে উপকারী।

জীর্ণদারু—বৃদ্ধদারক বিশেষ—ফল বীজদাড়ক (জীর্ণ-ভঙ্গী, সুপুষ্পিকা, অজরা, সূক্ষ্মপর্ণা) গুণ—পিচ্ছিল, বলকর। ইহা কফ-বায়ুগতরোগ কাস ও আম-দোষের নিবারক।

জীবক—(কূর্চ্চ-শীর্ষ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, চির-জীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীব্য, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরঞ্জীব, মধু-মঙ্গল্য, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্ জীবদ, বলদ) গুণ—মধুররস, শীতল, বলকর, শুক্রবৰ্দ্ধক, শ্লেষ্মকর; ইহা রক্তপিত্ত, দাহ, জ্বর, কৃশতা, ক্ষয় ও বায়ুপ্রকোপক জন্য রোগের প্রশামক।

জীবন্তী—লতাবিশেষ (জীবনা, জীবনীয়া, জীবা, মধু, রক্তাঙ্গী, জীবনী, স্রবা, মধুস্রবা, মঙ্গল্য-নামধেয়া, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাক-শ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, পুত্রভদ্রা, মধুশ্বাসা, জীববৃষা, সুখঙ্কীরী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীবপুষ্পী) হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর্ণবর্ণভেদে জীবন্তী ত্রিবিধ। গুণ—হ্রস্ব,—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, রসায়ন, বলকর, বীর্য্যবৰ্দ্ধক, কফজনক, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক, নেত্রহিতকর; ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, দাহ ও জ্বরে সবিশেষ উপকারী।

জীবশাক—খোস শাক (খোসাহ্ব, প্রবালক, জীবন্ত, রক্তমাল, তাম্রপত্র, প্রবালিক, শাকবীর, সুমধুর-মেষক) গুণ—মধুররস, পাচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, বলকর, শুক্রবৰ্দ্ধক ও বস্তিশোধক।

জ্যোতিষ্মতী—লতা ফট্‌কী (পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, জ্যোতিষ্কা, নিষ্ফলা, পারাবতপদী, লগণা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, স্বর্ণলতা, অনল-প্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তিমেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জয়া, সরস্বতী, অমৃতা) ইহা ক্ষুদ্র-বৃহদ্ভেদে দ্বিবিধা। গুণ—কটুতিক্তরস, সাতি-শয় উষ্ণ, রুক্ষ, বিরেচক, বমনকারক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, দাহকারক ও বাতকফনাশক। বৃহৎ জ্যোতি-ষ্মতী—তীক্ষ্ণ, ব্রণবিস্ফোটনাশক, বুদ্ধিবৰ্দ্ধক ও স্মৃতির উত্তেজক। ফল স্নেহ—তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বাতপিত্তনাশক। ইহা মেধা ও বুদ্ধির বৃদ্ধি করে।

ঝ

ঝিঙ্গাক—ঝিঙ্গাবিশেষ। গুণ—মধুররস, অগ্নিমান্দ্য-কর, আমবাতজনক।

ঝিঞ্ঝেরিণ্টা—ঝিঁঝিরিণ্টা গাছ। (ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝরাবৃত্তা, রোমাশ্রয়ফলা) গুণ—বৃক্ষ—কটু-কষায়-রস, সন্তর্পণ, বলকর, শুক্রবৰ্দ্ধক; ইহা রক্তাতিসারে হিতকর।

ঝিণ্টী—ঝাঁটী (সৌবীরক, কুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিণ্টিক) শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত বর্ণের পুষ্পভেদে চতুর্ব্বিধ। গুণ—শ্বেতঝাঁটী—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কেশরঞ্জক; ইহা বায়ুগত কফজরোগ, কাস, শ্বাস, শোথ, দন্তরোগ, শূল, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ ও বিষদোষের প্রশামক।

ট

টঙ্ক—নীল কপিত্থ; গুণ—মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরুপাক, বায়ুবৰ্দ্ধক।

টঙ্কারী—গুল্মবিশেষ। টকারী; গুণ—তিক্তরস, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা শোথ, উদর, বীসর্প, বেদনায় হিতকর।

টঙ্কন—সোহগা (পাচনক, মালতীতীরজ, লোহ-শ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্ক, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গ, ক্ষার, রঙ্গদ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, শুভগ, বর্তুল, কনকক্ষার, মিলন, ধাতুবল্লভ, কনকক্ষার, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকর, স্বর্ণপাচক ও টঙ্গ) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিবৰ্দ্ধক, কফনাশক, বাতপিত্তকর। ইহা কাস, শ্বাস, রজোরোধ স্থাবরবিষে উপকারী; শ্বেত টঙ্কন—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, বলকর, পাচক; ইহা বায়ু, কফ, কাস, ক্ষয়, আম-দোষ ও বিষদোষের শান্তিবিধান করে।

ড

ডঙ্গারি—চিচিঙ্গা বা হোপা (দীর্ঘের্বারু, দণ্ডুরী, নামশুণ্ডী, গজদন্তফলা) গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিকর, ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, শোষ, জড়তা, মূত্ররোধের প্রশামক। কচিফল —সুমধুর, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর; ইহা শ্রান্তি, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা, পিত্তবিকারে হিতকর। পক্ক ফল- গুরুপাক, রক্তবর্দ্ধক; ইহা দাহ ও তৃষ্ণায় উৎপাদক।

ডহু— লকুচ লিকুচ) মাদার। গুণ—অম্লরস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভকর, ত্রিদোষজনক, শুক্রদোষ-বিধায়ক।

ডিণ্ডিশ—ঢেঁড়শ। (টিণ্ডিশ, তিণ্ডিশ, রোমশ-ফল, মুনিনির্ম্মিত, গুণ—শীতল, রুক্ষ, রুচিকর, মলভেদক, মূত্রকর; ইহা অশ্মরীনাশক, পিত্ত-শ্লেষ্মজরোগে হিতকর।

ডিম্ব—ডিম। গুণ—মধুররস, পাকে কটু; উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকর, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্ম-নাশক।

ডোড়ি—জীবন্তী গুল্ম। গুণ—দুর্জ্জর, রুক্ষ, বায়ু-বর্দ্ধক, ও মলরোধক।

ডোডিকা—ফলশাক (বিষমুষ্টি, সুমুষ্টিকা) গুণ—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, পুষ্টিকর; ইহা পিত্ত, কফ, অর্শঃ, গুল্ম, ক্রিমিরোগে উপকার করে।

ত

তক্র—ঘোল (গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলো-ড়িত, দন্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব, প্রমথিত, কটুর, কটুর, অম্বর, কঙ্কর) ইহা মস্ত, মথিত, উদাশ্বিৎ, তক্র ও ছচ্ছিকা—এই পঞ্চবিধ। ঘোলের স্নেহাধিক্যহেতুক গুরুপাকত্ব, পুষ্টিকরত্ব, কফবর্দ্ধকত্ব, গুণ দেখা যায়; ইহা নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তার উৎপাদক। অল্প স্নেহবিশিষ্ট ঘোল—গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক বলকর ও কফজনক। স্নেহশূন্য ঘোল,—লঘুপাক-সুপথ্য। গুণ—ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক। ইহা শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমি, আমাতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, বাতজ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ, গুল্ম, উদর, বাতশূল, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে হিতকর; ক্ষতরোগের দুর্ব্বলতায় তৃষ্ণা মূর্চ্ছরোগে, রক্তপিত্তরোগে সূতিকায় ও উষ্ণকালে ঘোল উপকার করে না। পীনস, শ্বাস, কাস, প্রভৃতি কফপ্রধান রোগে ঘোল সন্তলন করিয়া পান করা প্রশস্ত, যেহেতু অপক্ক ঘোল কোষ্ঠে পিত্তকোপনাশক ও কণ্ঠে কফের সঞ্চয় করিয়া দেয়।

তক্রকূর্চ্চিকা—তক্রসহযোগে দুগ্ধের ছানা, গুণ—দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক।

তক্রপিণ্ড—ছানা, গুণ—অম্ল-মধুররস, শীতল, গুরু-পাক, নিদ্রাকর, বায়ুনাশক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক।

তক্রমাংস—এস্‌নি, হরিদ্রাহিঙ্গুসম্পৃক্ত ঘৃতভৃষ্ট মাংস, লবণ জিরকাদি মিশ্রিত তক্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ইহা প্রস্তুত হয়। গুণ—লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, বলকর, বাতকফনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

তক্রা—গুল্মবিশেষ। গুণ—কটুরস; ইহা ক্রিমি-ব্রণরোগে হিতকর।

তগরপাদিক—জলজলতা, তগরপাদুকা, শিউলি-ছোপ। (কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগর, বিনম্র, বুদ্ধিত, চক্র, নহুষাখ্য, দণ্ডহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডী-তগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন) গুণ মধুর তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক; ইহা ত্রিদোষ, অপস্মার, বিষদোষ, শিরোরোগ নেত্ররোগে হিতকর।

তড়াগজল—দীঘিকার জল (পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ) গুণ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, ইহার পান হেমন্তকালে প্রশস্ত।

তণ্ডুল—ধান্য বীজ—চাউল। গুণ—নবতণ্ডুলান্ন—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক। পুরাতন তণ্ডুলান্ন—লঘুপাক, সর্ব্বকালোপযোগী। ইহা মেহ ও ক্রিমিরোগে হিতকর। ভৃষ্ট তণ্ডুল—রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্তকর।

তণ্ডুলীয়ক—নটেশাক (অল্পমারীষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল,

তণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, ক্ষুর্জ্জপু, স্বণিতাহ্বয়, বীয়, তণ্ডুলনামা) গুণ—মধুররস—মধুরবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলমূত্র-বিরেচক ; ইহা পিত্ত, দাহ, ভ্রম, মদ, রক্তপিত্ত, ও বিষদোষের হিতকর। কাঁটানটে শাক—মধুররস,শীতল, রুচিকর। ইহা অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কাস, শোষ, দাহ ও বিষদোষের উপশম করে। কাঁটা নটের মূল—উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধক ; ইহা রক্তপিত্ত, প্রদর, শূলরোগে হিতকর।

তণ্ডুলোদক—চেলেনীয় জল—(তণ্ডুলাম্বু, তণ্ডুলোত্থ, জ্যেষ্ঠাম্বু) গুণ—কষায়মধুররস, লঘুপাক, মলরোধক, রক্তরোধক ; ইহা তৃষ্ণা, বমি, দাহ, ও বিষদোষে হিতকর।

তমাল—বৃক্ষবিশেষ (ফলস্কন্ধ, তাপিঞ্জ, তাপিঞ্ছ, কৃষ্ণস্কন্ধ, তমঃ, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কলতাপ, মহাবল) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তি-নাশক। ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ প্রভৃতিতে উপকারী।

তরটী—কণ্টকবৃক্ষ (তরদী, তারদী, তীব্রা, খর্ব্বুরা, রক্তবীজকা) গুণ—তিক্তমধুররস, গুরুপাক, বলকর ও কফনাশক।

তরণী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। শেউতী গোলাপ (সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্ঠা, রামতরণী, সুফলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা) গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপাকনাশক ; ইহা পিত্ত, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, বমনরোগে হিতকর।—রাজতরণী—সুগন্ধি, কষায়রস, স্নিগ্ধ, কফজনক, চক্ষুরোগহর।

তর্ণক ধান্য—তূর্ণক ধান্য—শালিধান্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মপিত্তকর, রক্তনাশক, চক্ষুর্হিতকর।

তাড়ী—তালরস। গুণ—মত্ততাকর, শীতল, মূত্রবর্দ্ধক। অম্লরস হইলে—বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক।

তাপসেক্ষু—গুণ—মৃদু, মধুররস, রুচিকর, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, কফজনক। কান্তারেক্ষুর সমগুণ।

তাম্বূল—পানপত্র (নাগবল্লীপত্র, পর্ণ, তাম্বুলী, পর্ণলতা, সপ্তশিরাঃ, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজলতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বূলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, গৃহাশয়া, মুখভূষণ) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, মল-ভেদক, রক্তপিত্তকর, বলবর্দ্ধক, মুখশোধক, সুগন্ধকর ; ইহা শ্লেষ্মা বায়ু শ্রান্তি মুখ-দৌর্গন্ধ্যের শান্তিকর। তরুণতাম্বূল—অপেক্ষাকৃত গুরুপাক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। পুরাতনতাম্বূল—কটুরস, লঘুপাক। বঙ্গদেশজ তাম্বূল—অধিকতর কটুরস, পাকে, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক। শ্বেত তাম্বুল—সাচী পান—রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ; ইহা শ্লেষ্মবিকার ও বায়ুবিকারের প্রশমন করে।

তাম্র—তামা (তাম্রক, শুল্ব, ম্লেচ্ছমুখ, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, কনীয়স, শুল্ল, দ্বিষ্ঠ, উদম্বর, ঔডুম্বর, ঔড়ুম্বর, উডুম্বর, বরিসংজ্ঞক, মুনিপিত্তল, সূর্য্যাহ্ব, লোহিতায়স, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্তনৈপালিক, রক্তধাতু) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়াম্ল-রস, কটু-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, বমনকর, বিরেচক, শ্লেষ্মপিত্তনাশক ; ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলরোগের উপশম করে।

তাম্রবল্লী—লতাবিশেষ (তাম্র, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী, তালিকা) গুণ—কষায়রস, কফনাশক ; ইহা মুখদোষ ও কণ্ঠদোষের শান্তিকর।

তারমাক্ষিক—রূপ্যমাক্ষিক—রৌপ্যমাক্ষিক। গুণ—মধুর-তিক্তরস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর্হিতকর ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদর, বিষদোষ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়রোগ, কণ্ডু, বিষদোষের উপকারী।

তাল—(তল, ভূমিপিশাচ, দীর্ঘতরু, দ্রুমশ্রেষ্ঠ, দ্রুমেশ্বর, তালদ্রুম, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুররস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, দীর্ঘশ্রু, করপত্র, তৃণনির্য্যাস) গুণ—অপক্ব-তালফল—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বলকর ;

বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয়রোগে হিতকর। অপক্ক-তাল-ফল-জল—গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, পিত্তনাশক। পক্ক-তাল-ফল—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, দুর্জ্জর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক। তালমজ্জা—মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কিঞ্চিৎমত্ততাকর, বিরেচক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকর ও বাতপিত্তনাশক। তালপুষ্প—রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। তালমণ্ডিকা—তাল মদ্য—শুক্রজনক বায়ুবর্দ্ধক; ইহা শুষ্ক কাস ও বমনরোগে হিতকর।

তালমূলী—মুষলীকন্দ (তালিকা, তালমূলিকা, অর্শোঘ্নী, মুষলী, পলী, খলনী সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা) শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে ইহা দ্বিবিধ। শ্বেত তালমূলী অপেক্ষা কৃষ্ণ তালমূলী শ্রেষ্ঠ। গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক; ইহাতে পিত্তদাহ, শ্রান্তির উপশম হয়।

তালীশপত্র—(তালীশ-পত্রাখ্য, শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয়, তালীশপত্রক) গুণ—মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, কফবাতনাশক: ইহা হিক্কা, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, বমন, অরুচি, গুল্ম, আম দোষ অগ্নিমান্দ্য রোগের উপকারী। কণ্টকারী মূল ইহার সমগুণ।

তিত্তিরি—নখায়ুধ পক্ষিবিশেষ। তিতিরপাখী। কৃষ্ণ গৌর ভেদে দ্বিবিধ। গৌর তিতির বা কপিঞ্জল কৃষ্ণ তিতির হইতে শ্রেষ্ঠ। গুণ—মাংস—কষায়মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলরোধক বর্ণের উৎকর্ষকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক, ত্রিদোষনাশক; ইহা শ্বাস, কাস, জ্বর ও হিক্কারোগে হিতকর।

তিনিশ—জারুল (তিনাশক, স্যন্দনদ্রুম, অক্ষক, চিত্রকর্ম্মা, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অভিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর ও স্যন্দনি) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য মলরোধক; ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্ত, রক্তাতিসার, কফ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, প্রমেহরোগের উপশমকারী।

তিন্তিড়ি—তেঁতুল (চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়ীক, তিন্তিড়ীকী, অম্লিকা, আম্লীকা, তিন্তিলীকা, বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়, তিন্তিলী, তিন্তিড়িকা, আম্বিকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্তা, ভুক্তিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, চরিত্রা, শাকচুক্রিকা, সুচক্রিকা, সুতিন্তিড়ী) গুণ—অপক্কফল—কষায়াম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বায়ুনাশক; ইহা পিত্ত-রক্ত কফের বৃদ্ধিকর। পক্কফল—অম্লমধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুনাশক; ইহা পিত্ত, দাহ রক্ত, ও কফের প্রকোপকর। শুষ্ক—লঘুপাক, রুচিকর; ইহা শ্রান্তি ভ্রান্তি তৃষ্ণায় হিতকর। ত্বক্ক্ষার অগ্নিমান্দ্য শূলরোগে হিতকর।

তিন্দুক—গাব (স্ফূর্জ্জক, ফলস্কন্ধ, শিতিসারক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফূর্জ্জন, স্পন্দনহ্বয়, ফলসার) গুণ—ত্বক্—কষায়রস, দুষ্টক্ষতনিবারক। অপক্ক-ফল—কষায়-রস, শীতল, লঘু, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক। পক্কফল—মধুর-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

তিমি—সমুদ্রজ মৎস্য। গুণ—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক ও বলকর।

তিম্বরু—তেজফলের ফল। গুণ—দীপন, রুচিকর। ইহা চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠাদির পীড়ায় হিতকর।

তিল—শস্যবিশেষ। (হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল, স্নেহপূরফল) শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও বন্যভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্বেততিল মধ্যম। গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, পিত্তকর, ব্রণোপকারী, মূত্রহানিকর; ইহা অগ্নি, বল, বর্ণ ও স্তন্যের বৃদ্ধিকর, অর্শোরোগে সবিশেষ হিতকর। শাক—কটু-তিক্ত-অম্লরস, পিচ্ছিল, বায়ুবর্দ্ধক। ত্বক্—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রনাশক; ইহা দন্তদোষ, ক্রিমি, শোথ, ব্রণ, রক্তদোষের প্রশামক। তৈল—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, প্রসারণশীল, কান্তিকর, বলবর্দ্ধক,

শুক্রজনক, মলরোধক ; ইহা চক্ষুরোগের হিতকর, কেশের উপকারী, স্রোতঃশোধক, শ্রান্তিনাশক, ধাতু-পুষ্টিকর, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ; ইহা ক্রিমি, কণ্ডু, ব্রণরোগের প্রশামক।

তিলপর্ণী—তিলোনী শাক। গুণ—লঘুপাক ; ইহা কফঘ্ন ও শোথরোগের উপশম করে।

তিলপিষ্টক—তিলকুটো। গুণ—মধুর-কষায়-রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলবর্দ্ধক, মূত্রনিবারক, বলকর, শুক্রজনক, বায়ুনাশক, কফপিত্তবর্দ্ধক।

তিলবাসিনী—হৈমন্তিকশালিধান্যবিশেষ। গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, শীঘ্রপরিপাকী, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক ; ইহা কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, শূল, আমবাতরোগের প্রশমন করে।

তীক্ষ্ণলৌহ—তীখা ইস্পাত (লোহ শস্ত্রায়স শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডিত, অগ্রঃ, চিত্রায়স, চীনজ) মণ্ডুর অপেক্ষা ইহার গুণ অধিক। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ; ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলরোগে হিতকর।

তুত্থক—তুঁতে (নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুত্থ, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুত্থ, শিখিকণ্ঠ, নীল, তুত্থাঞ্জন, শিখিগ্রীব, চিত্রক, মসবক, ভূতক, মুষা, তুত্থ, মৃতামদ, হেমসার) ময়ূরতুত্থক,খর্পরীতুত্থকভেদে ইহা দ্বিবিধ। গুণ—ময়ূরতুত্থক—কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, বমনকর ; ইহা শ্বিত্র, নেত্ররোগে, দন্তরোগে, সর্ব্ববিধ বিষদোষে হিতকর। খর্পরী-তুত্থক—কটু-তিক্তরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, চক্ষুরোগের হিতকর ও ত্বগ্দোষের প্রশামক।

তুম্বুরু—নেপাল ধন্য।—তাম্বুল ফল (শূলঘ্ন, সৌরজ, সৌর, বনজ, মানুজ, দ্বিজ, তীক্ষ্ণকঙ্ক, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র, মহামুনি, স্ফুটল, সুগন্ধি, সৌরভ, অন্ধক) গুণ—কটু-তিক্ত-মধুররস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, উষ্ণ, লঘু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মনাশক ; ইহা শূল, গুল্ম, উদর, আধ্মান, অরুচি, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্লীহা, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠরোগে হিতকর।

তুরুষ্ক—শিলারস (সিলেক, যবন, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কপিতৈল, কল্ক, পিণ্ডিত, পিণ্ডিতৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, শল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপর্ণী, বৃকধূপ, ক্লপ্তধূপ, কপিশ, সিহ্ল, কপিচঞ্চল, যাবল, তৈলাখ্য, পিণ্ডক, সার, সারজ) গুণ—সুগন্ধি, কটুতিক্ত, মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ; ইহা জ্বর, দাহ, স্বেদ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র,মূত্রাঘাত রোগের উপশম করে।

তুলসী—গুল্মবিশেষ। (সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাশ, বৃন্দা, বটিঞ্জর, বৃত্তৈক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতরাক্ষসী, সুরভা, গ্রাম্যা সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভী) ইহা পত্র গন্ধ আকৃতিভেদে বহুবিধ। ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, গন্ধতুলসী, কৃষ্ণতুলসী, বিশ্বগন্ধতুলসী, শ্বেততুলসী, বর্ব্বরী,তুলসী প্রভৃতি নামভেদবিশেষে ভেদ পরিচয় পাওয়া যায়। গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ, পিত্তকর, বাতশ্লেষ্মহর ; ইহা কাস, বমি, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তস্রাব, জীর্ণজ্বর, পার্শ্ববেদনা, ভূতাবেশের প্রশামক।

তুবর যাবনাল—রক্ত-কৃষ্ণ জনার (তুবর কষায় যাবনাল, লোহিত কস্তম্বক) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বিদাহী, বাযুনাশক, শোথ নিবারক ও শোষজনক।

তুবরী—অরহর। গুণ—কটু-তিক্ত কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, নেত্রহিতকর ; ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত, বমি, তৃষ্ণা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি, বিষদোষে হিতকর।

তুষোদক—সতুষ যবের কাঁজী (গুণ—অম্লরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, মলভেদক, পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক ; ইহা পাণ্ডু, ক্রিমি, বস্তিশূল, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও পার্শ্ববেদনায় উপকারী।

তূণীবৃক্ষ—গুণ—পীতবর্ণ, সুগন্ধি, কটু-তিক্তর

পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক; ইহা রক্তপিত্ত, দাহ, শিরোবেদনা, শ্বেতকুষ্ঠরোগে উপকারী।

তুদ বৃক্ষ—তুত গাছ, পলাশপিপুল (তূদ, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেষ্ট, পূষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার, পূণ) গুণ—অপক্কফল—অম্ল-মধুর-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক, দাহনিবারক, রক্তপিত্তকর। পক্কফল—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক; ইহা বায়ু ও পিত্তের হিতকর।

তৃণ কুঙ্কুম—কুঙ্কুম ঘাস (তৃণাস্থগন্ধি, তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাবক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর, লোহিত) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, দীপ্তিকর; ইহা বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডু, পামা, কুষ্ঠ, আমদোষের প্রশামক।

তৃণদ্রুম—তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, সুপারি, হিন্তাল, কেতকী, তেড়েং ইত্যাদি গাছ। গুণ—নক্তনির্য্যাস—শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মোহজনক, রুচিকর, বলকর; ইহা তৃষ্ণা-সন্তাপ নিবারণ করে।

তেজঃফল—তেজোবল (বহুফল, শাল্মলীফল, স্তবকফল, স্বেদফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ) গুণ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, শিশুবক্ষোভবহর; ইহা বায়ু শ্লেষ্মা অরুচিরোগের উপশম করে।

তেজপত্র (পত্র, পত্রক, গন্ধজাত, পাকরঞ্জন) গুণ—মধুররস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখশোধক; ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, বমনবেগ, অরুচি, পীনস, বস্তিশূল, বিষদোষে হিতকর।

তেজোবতী—তেজোবন্ধল (তেজস্বিনী, তেজোবর্ত্ত, তেজোহ্বা, তেজনী) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর; ইহা বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগের প্রশামক।

তেজোমন্থ—ছোট গণিয়ারী। বৃহৎ গণিয়ারীর সমগুণ, বিশেষতঃ বাতজ শোথে সুবিশেষ উপকার করে।

তেবণ—তেড়্‌রা। গুণ—তিক্তরস, শীতল, ব্রণনাশক।

তৈল—উদ্ভিজ্জ ও ভূমিজ স্নেহমাত্রই তৈল। গুণ—আগ্নেয়, কটু-তিক্ত-কষায়যুক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য মধুরবিপাক, বিস্তৃতিশীল, সূক্ষ্ম, গুরুপাক, মলভেদক, মূত্ররোধক, প্রীতিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণকর, স্থিরতাসাধক, ত্বক্‌প্রসাদকারক, মৃদুতাজনক, ক্রিমিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, শীতপিত্তকারক, গর্ভাশয়শোধক; ইহা আনাহ, অষ্ঠীলা, বাতরক্ত, প্লীহা, শূল, উদাবর্ত্ত, যোনিরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, সর্ব্ববিধ বায়ুরোগে হিতকর। তৈলের ভক্ষণ অপেক্ষা মর্দ্দন অধিকতর ফলপ্রদ। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা, অগ্নিবিশুদ্ধি, শিরঃশূল, খালিত্য, পালিত্য প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়। কর্ণে তৈলপূরণে—মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, বধিরতা প্রভৃতি রোগের উপশম করে। পদতলে তৈলমর্দ্দনে কর্কশতা, রুক্ষতা, শুষ্কতা, স্পর্শানভিজ্ঞতা প্রভৃতি দোষের নিবারণ ও শরীরের স্থৈর্য্য, বল, সুকুমারতা, নেত্রপ্রসাদ, পদস্ফুটন, গৃধ্রসীবাত, বায়ুসঙ্কোচ প্রভৃতির উপশম করে। সর্ব্বাঙ্গাভ্যঙ্গে—দেহ দৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, সুখস্পর্শ, সুন্দরত্বগ্‌-যুক্ত হয়।

তৈলকন্দ—(দ্রাবক, কন্দিতলাঙ্কিত দল, করবীর, কন্দসংজ্ঞ, তিলচিত্রপত্রক) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা বায়ুরোগ অপস্মার ও শোথের উপকার করে।

তৈলকিট্ট—খৈল (পিণ্যাক, খলি, তৈলকল্ক) গুণ—কটুরস, পিচ্ছিল। ইহা কফ, বায়ু ও প্রমেহরোগে হিতকর।

ত্রপুষ তৈল—শশা-বীজের তৈল। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, শীতল, কান্তিকর। ইহা কফ-পিত্তনাশক ও কেশের হিতকর।

ত্রপুষা—শসা (পীতপুষ্পা, কান্তালু, কাণ্টালু, ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কণ্টকিলতা, কোসফলা তুণ্ডিলফলা, সুধাবাসা, ত্রপুষী, ত্রপুষ) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বলনাশক, মূত্রকর; ইহা ভ্রম, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, ক্লান্তি, রক্তপিত্ত, বমনরোগে হিতকর। ইহা শ্বেত, নীলভেদে দ্বিবিধ। শ্বেতত্রপুষ, নীলত্রপুষ অপেক্ষা কফবর্দ্ধক। গুণ—পক্ক ত্রপুষ অম্লরস, উষ্ণ-

বীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক। বীজ—শীতল, রুক্ষ, মূত্রবর্দ্ধক; ইহা পিত্ত, রক্ত, সংক্রান্তরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমন করে।

ত্রায়মাণা—বলাডুমুর, (বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, সুকামা, বার্ষিকা, গিরিজা, অনুজা, মঙ্গল্যার্হ্যা, দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী, ত্রাণা) গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল; ইহা কফ, রক্ত, গুল্ম, জ্বর, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন, বিষদোষের শান্তিকর।

ত্রিকণ্ট মৎস্য—ট্যাংরা মাছ। গুণ—মধুররস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক।

ত্রিপর্ণিকা—মূরেঙ্গল (বৃহৎপত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দবহুলা, ধল্লা, বিনারুহা ও ত্রিপর্ণী) গুণ—মধুররস, শীতল, পিত্তনাশক; ইহাতে শ্বাস, কাস, ব্রণ, বিষদোষের উপকার হয়। শাক—মধুররস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলভেদক, বিষ্টম্ভকর।

ত্রিপুট—খেসারী, তেওড়া (সস্তিক) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, অত্যন্ত রুক্ষ, রুচিকর, মলরোধক, কফপিত্তহর, শোষণকর; ইহা বায়ুর সাতিশয় বৃদ্ধি করিয়া, খাঞ্জ, শাঙ্গুল্য, শূল, ভ্রম, দাহ, অর্শঃ, শোথ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া জন্মাইয়া দেয়। যূষ—মধুররস, বায়ুবর্দ্ধক, আধ্মান, শূলকর; ইহা রক্ত, পিত্ত, অরুচি, বমনরোগের প্রশমন করে।

ত্রিবৃৎ—তেউড়ী (সর্ব্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিভণ্ডী, রেচনী, সবহা, সরসা, সরণা, মলবিকা, মসূরী, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিকলা, সুষেণী, কালীঙ্গিকা, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা, সারা) রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে ইহা ত্রিবিধ কৃষ্ণত্রিবৃৎ শ্যামা, পালিন্দী, সুষেণিকা, কালা, মসূরী, বিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেশীকা, পালিন্দী) শ্বেতত্রিবৃৎ, (ত্রিবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী, ত্রিপুটা) রক্তত্রিবৃৎ (ব্যাঘ্রাদনী, কুটরুণা, নিঃসৃতা, ত্রিবৃতা, অরুণা, কলিঙ্গা, পরিপাকিনী)—এতন্মধ্যে রক্ত, ত্রিবৃৎ, শ্রেষ্ঠ। গুণ—উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক। ইহা ক্রিমি, শ্লেষ্মা, উদর, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণরোগের প্রশামক। রক্ত ত্রিবৃৎ—কটু-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, বিরেচক, বায়ুবর্দ্ধক; ইহা পিত্ত, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও উদররোগের নিবারক। কৃষ্ণত্রিবৃৎ—তীব্রবিরেচক; ইহা মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম, মদ, কণ্ঠশোষের উৎপাদন করে।

ত্রিসন্ধি—কৃষ্ণকেলী ফুল, (সান্ধ্যকুসুম, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্যকুসুমা, কাণ্ডা, সুকুসুমা, সন্ধিজা) রক্তশ্বেত, কৃষ্ণ পুষ্পভেদে ইহা ত্রিবিধ। গুণ—কফ-নাশক, কাসনিবারক, রুচিকর, ত্বগ্দোষের শান্তিকর।

ত্বাচ তৈল—দালচিনীর তৈল— মলরোধক, দন্তরোগনাশক, রজঃস্রাবকারক; ইহা বায়ু, অগ্নিমান্দ্য, আধ্মান, আক্ষেপ, বমন ও বমনবেগের প্রশমন করে, বিশেষতঃ শিরোবেদনায় ইহার মর্দ্দনে সবিশেষ উপকার হয়।

দ

দগ্ধভূমিজশালি—গুণ—তিক্তরসান্বিত-মধুররস, লঘুপাক, পাকে, বলকর, রুক্ষ, মলরোধক, শ্লেষ্মনাশক।

দগ্ধমৎস্য—গুণ—গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর; ইহা ক্ষীণশুক্র, ক্ষীণতেজা, দুর্ব্বল, নিত্য স্ত্রীসহবাসরতদিগের সবিশেষ উপকারী।

দগ্ধা—(দগ্ধরুহা, দগ্ধিকা, স্থাপকহা, রোমশা, কর্কশদলা, বোহা, সুদগ্ধিকা) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপক, বাতশ্লেষ্মনাশক।

দণ্ড-মৎস্য—দাঁড়িকা মাছ। গুণ—তিক্তরস, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক।

দণ্ডোৎপল—দণ্ডকলম, ডানকুনি, গলঘসে। শ্বেত, পীত, রক্তপুষ্পভেদে ইহা ত্রিবিধ। পীত দণ্ডোৎপল (গোবন্দনী, দেবমহা, গন্ধবল্লী, সহদেবী) রক্তদণ্ডোৎপল (বিশ্বদেবা) শ্বেতদণ্ডোৎপল (দণ্ডোৎপলা)। গুণ—কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখস্রাবনিবারক, ইহা শ্বাস, কাস, কফ, কামলা, ক্রিমি ক্ষয়রোগের উপকারী।

দধি—দই (ক্ষীরজ, মঙ্গল্য, বিরল, পয়স্য, ঘনেতর, দধিদ্রুম, [মন্দকদধি—অসম্যগ্‌জাত সদ্যোদধি। গুণ—মলমূত্রভেদক, বিদাহকর, ত্রিদোষনাশক।

মধুরদধি—মধুররসপ্রধান সম্যগ্‌জাত দধি—মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক বায়ুনাশক, রক্তের পিত্তের প্রসাদক, কফবর্দ্ধক, মেদোজনক। মধুরাম্ল-দধি,—ঘন কষায়-মধুরাম্লরস, দধি; গুণ—মধুর দধি ও অম্লদধির গুণের একত্র। অম্লদধি—গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তরক্ত, শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকর। অত্যম্ল-দধি—গুণ—দন্তহর্ষজনক, লোমহর্ষকারক, কণ্ঠ-দাহক, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা বায়ু-পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক। এই পঞ্চবিধ দধির সাধারণ গুণ—অম্ল-মধুররস, অম্লবিপাক, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক, মুখ-রোচক, শোথজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অগ্ন্যুদ্দীপক, শ্লেষ্ম-পিত্ত-রক্ত-মেদো-বায়ু-বৃদ্ধিকর। ইহা বিষমজ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকর। অসারজ দধি—গুণ—লঘুপাক, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, গ্রহণীরোগনাশক। দধি-সর—অম্লমধুররস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, বস্তিশোধক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক। দধি-কূর্চ্চিকা (ছানা)—গুণ—দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুনাশক। দধিমস্ত—দধিমস্ত—দইয়ের মাৎ; গুণ—অম্লকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচি-কর, পাচক, মলভেদক, স্রোতঃশোধক, বলকর, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা তৃষ্ণা, উদরদোষ, প্লীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, শ্বাস, গুল্ম, শূল, বিষ্টম্ভরোগে হিতকর।

দন্তী—দন্তী (নিকুম্ভ, দন্তিকা, প্রত্যক্‌পর্ণী, উদুম্বর-পর্ণী, নিকুম্ভ, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগ-স্ফোতা, দন্তিনী, পবিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশঙ্কা, চক্রদন্তী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, তরুণী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রী, অম্বু-রেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা, উদুম্বরদলা) দন্তী—লঘুদন্তী ও দীর্ঘদন্তী—এই দ্বিবিধ। লঘু-দন্তীপত্র উড়ুম্বরপত্রের ন্যায়, দীর্ঘদন্তীপত্র এরণ্ড পত্রসদৃশ। গুণ—মূল—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর; ইহা অর্শঃ, শূল, ব্রণ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদররোগ, কফ, পিত্ত রক্তের রোগ প্রশমন করে। ক্ষুদ্রদন্তী বীজ—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, মলমূত্রবিরেচক; ইহা কফ, শোথ বিষদোষের নিবারণ করে।

দাড়িম—দাড়িম (করক, পিণ্ডপুষ্প, পর্ব্বরুট, স্বাদ্বম্ল, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, ফলষাড়ব, ফলসাড়ব, শুকবল্লভ, মুখবল্লভ, রক্তপুষ্প, ডালিম, শুকাদান, দাড়িমীসার, কুট্টিম, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মসিবীজ, কঙ্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র, নীলপত্রক) গুণ—মধুরাম্ল-কষায়-রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, ভ্রান্তিনাশক; ইহা জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্রহণী, বাত পিত্ত-কফে হিতকর। অম্ল ও মধুরাম্ল, মধুররসভেদে ত্রিবিধ। মধুর দাড়িম্ব—কষায়-যুক্ত-মধুররস, লঘু, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, প্রীতিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, মেধাজনক, মুখপরিষ্কারক; ইহা ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগে উপকারী। অম্ল দাড়িম্ব—রুচি-কর, কণ্ঠশোধক, পিত্তবর্দ্ধক; ইহা তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, বাতকফের প্রশামক। মধুরাম্ল দাড়িম্ব—লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। ফলচ্ছদ—রক্তরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাকে ও অতিসারনিবারক। পত্র—রক্তরোধক।—মূল—মৃদুবিরেচক, ক্রিমিনাশক।

দাত্যূহ—ডাক পাখী, (কলকণ্টক, অত্যূহ, দাত্যৌহ, কলকণ্ঠ, মাসল, শুক্লকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, সিতকণ্ঠ, কচাটুর, কটাহক, কাকমদ্‌গু, ডাহুক) গুণ—মাংস—বায়ুনাশক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তি-নিবারক।

দারু-হরিদ্রা—(পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, দার্ব্বী, পচম্পচা, পর্জ্জনী, হরিদ্রা, কাষ্ঠা, মর্ম্মরী, দ্বিতীয়া, কপীতক, পীতিকা, পীতদারু, স্থিরবসনা, কামিনী, কটঙ্কটেরী, পর্জ্জন্যা, পীতা, দারুনিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী, হেমকান্তি) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফস্রাবনিবারক, পিত্তনাশক; ইহা প্রমেহ, শোথ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, বীসর্প ত্বগ্দোষনিবারক।

দালমধু—কোটর মধু, গুণ—পীতবর্ণ, কটু-কষায়াম্ল-যুক্ত-মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর; ইহা কফ, প্রমেহ ও বমনরোগে হিতকর।

দালী—দাল (সূপ) গুণ—শীতল, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী।

দাহাগুরু—(দাহনাগুরু, দাহ, কাষ্ঠ, ধূপাগুরু, তৈলা-

গুরু, পূয়, বনবল্লভ) গুণ—সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকর, কেশবর্দ্ধক, কেশদোষনাশক।

দীর্ঘপটোলিকা—ধুন্দুল। গুণ—মধুররস, কটুরস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভকর; ইহা বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

দীর্ঘ রোহিষ—বড়গন্ধ তৃণ (দৃঢ়কান্ত, দৃঢ়চ্ছদ, যজ্ঞেষ্ট, দীর্ঘানল, তিক্তসার) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা ব্রণে ও ক্ষত-রোগে হিতকর।

দুগ্ধ—দুধ (ক্ষীর, পীযূষ, তবল্য, স্তন্য, পয়ঃ, অমৃত, বলজীবন, দোহজ, অবদোহ, দোহাপনয়) গুণ—প্রাণধারণোপযোগী, বলকর, আয়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাস্মৃতিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, শ্রান্তিনাশক. নিদ্রাকারক, স্রোতঃশোধক, দোষনাশক। অপক্ক দুগ্ধ—গুরুপাক, কাস-শ্বাসোৎপাদক। ধারোষ্ণ দুগ্ধ—সর্ব্বরোগনাশক অমৃততুল্য। প্রাতর্দুগ্ধপান—অগ্নিবর্দ্ধক, দেহ-পোষক, শুক্রবর্দ্ধক। মধ্যাহ্নদুগ্ধপান—বলবর্দ্ধক, কফনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক। নৈশদুগ্ধপান—বহুদোষনাশক; ইহা নবজ্বর, উদরাময়, শ্লৈষ্মিক, মেহ প্রভৃতিতে অপকার করে। মৎস্য, মাংস, লবণ, গুড়, মূলা, শাক, জাম প্রভৃতির সহিত দুগ্ধ পান নিষিদ্ধ। মদ্যের সহিত ও দুগ্ধের বিরুদ্ধ-যোগ কল্পিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধপাষাণ—ফুলখড়ি। (ফুলপাষাণক, দুগ্ধাসখা, ক্ষীরী, গোমদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তিক, দুগ্ধী, ক্ষীররক্ষক, সৌধ) গুণ—ঈষদুষ্ণবীর্য্য, রুচিকর; ইহা জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, কাস, শূল, আধ্মান-রোগে হিতকর।

দুগ্ধফেন—গুণ—মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, উৎসাহ-জনক; ইহা কৃশতায় ও মন্দাগ্নিতে সবিশেষ উপকারী; জ্বরাতিসার গ্রহণী, বিষমজ্বর প্রভৃতিতে হিতকর।

দুগ্ধফেনী—(পয়ঃফেনী, ফেনদুগ্ধী, পয়স্বিনী, লতারি ব্রণকেতুঘ্নী, গোজাপর্ণী) গুণ—কটু-তিক্তরস, শীতল, রুচিকর, ব্রণনাশক বিষদোষনিবারক।

দুগ্ধবীজ—পিষ্ট জাবনাল, চিপিটক; গুণ—মধুররস দুর্জ্জর বীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর।

দুগ্ধক্ষীরিকা—ঘৃতভৃষ্ট পায়সবিশেষ। গুণ—গুরুপাক, মলরোধক, বলকর, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর, কফপিত্তজনক, বাতপিত্তনাশক।

দুগ্ধাম্র—পক্কাম্ররস মিশ্রিত দুগ্ধ; গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, বলকর, পুষ্টি-জনক, কফবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক। বিরুদ্ধ-সংযোগ জন্য গুরুপাক, দোষোল্বণকর।

দুগ্ধিকা—ছোটক্ষীরাই; গুণ—মধুর-কটু-তিক্তরস, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-জনক; ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমিরোগে উপকারী।

দুরালভা—(যাস, যাসক, দুস্পর্শা, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা, সমুদ্রান্তা ধন্বযাস, যবসা, কচ্ছুরা, ধন্ব-যবাস, বিকণ্টক, আত্মমূলী, পদ্মমুখী, ইদংকায্যা, দুরালম্ভা, ধন্বযাস, তাম্রমূলা, কচ্ছুরা, ধন্বী, ধন্ব, যবাসক, প্রবোধিনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভি-গ্রহা, দুর্লভা, দুষ্প্রধর্ষা) ইহা ক্ষুদ্র বৃহদ্ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—কটু-তিক্ত-মধুরাম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণ, বাতপিত্তনাশক; ইহা জ্বর, গুল্ম, প্রমেহরোগে উপকারী।

দূর্ব্বা—(শতপর্ব্বিকা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, রুহা, অনন্তা, গুণা, নন্দা, মহাবরা, হরিতালিকা, তিক্ত-পর্ব্বা, দুর্ম্মরক, বহুবীর্য্যা, হরিতা, হরিতালী, কচ্ছরুহা) শ্বেতদূর্ব্বা, নীলদূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা, গণ্ডদূর্ব্বা, প্রভৃতি নামভেদে বহুবিধ। গুণ—কষায়-মধুররস, রক্তরোধক; ইহা শীতপিত্ত, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও ভূতা-বেশাদির উপকারক।

দেবকুম্ভ—গুণ—কটুতিক্তরস, অগ্নিমান্দ্যনিবারক, বাত-কফনাশক, ভূতাবেশনিবারক, রসশোধক, পবিত্র ও ইহা দ্রোণপুষ্পের সহিত সমগুণ।

দেবদারু—(পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীত-দারু, দারু, পূতিকাষ্ঠ, কল্পপাদপ. কিলিম, সুর দারু, দারুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শিবদারু শাম্ভব, ভূতহারী, ভবদারু, ভদ্রবৎ, শক্রদ্রুম, ইন্দ্রবৃক্ষ, সুবাহ্ব, দেবকাষ্ঠ, দারুভদ্র, ইন্দ্রদারু. মস্তুদারু, কিলিম, সুরভূরুহ) স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু ভেদে ইহা দ্বিবিধ। গুণ—স্নিগ্ধদারু—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাত-শ্লেষ্মানাশক; ইহা আমদোষ মলবদ্ধতা, অর্শঃ মেহ জ্বরের প্রশামক। কাষ্ঠদারু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ বাত-শ্লেষ্ম-হর, এবং

ভূতাবেশনিবারক।—উভয় দেবদারু সুগন্ধি ও লঘুপাক।

দেবদালী—দেবতাড় দেবতাড়া পীতঘোষা (জীমূতক, কণ্টফলা, গরাগরী, বেদী, মহাকোষফলা, কটুফলী, ঘোরা, কদম্বী, বিষহা, কর্কটী, সারমূষিকা, বৃত্তকোষা, আখুবিহা, দালা, রোমশপত্রিকা, তৃরঙ্গিকা, সুতকায়া দেবতাড়) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক; ইহা পাণ্ডু অর্শঃ শ্বাস কাস কামলা ভূতাবেশ নিবারণ করে।—ফল—বিরেচন ও বমন করায়।

দেবধান্য—দেধান (যবনাল, যোনাপ, পূর্ণাকর, জোগুালা, বীজপুষ্পিকা, চূর্ণাহ্ব, জূর্ণাহ্ব, জুহুপ, জুলুল, বীজপুষ্প, পুষ্পগন্ধ, পবনাল) গুণ—মধুর-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, শ্লেষ্মজনক, শ্লেষ্মপিত্তহর।

দেবনাল—বড়নলগাছ (দেবনল, মহানল, বন্য, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড সুরনাল সুরদ্রুম) গুণ—ঈষৎ-কষায়-যুক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, নল গাছের অপেক্ষা গুণাধিক।

দেবসর্ষপ—কুক্কুটপাদী (অশ্বাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, সুবসর্ষপক সূক্ষ্মদল নির্জর সর্ষপ, কুববাজ্রি) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর; ইহা ক্রিমি মুখরোগের নিবারণ করে।

দ্রবন্তী—দন্তিভেদ। গুণ—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণবিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা পিত্ত, রক্ত, কফ, শোথ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, অর্শঃ, শূল, উদররোগের প্রশামক।

দ্রাক্ষা—কিস্‌মিস্ (কৃষ্ণা, চারুফলা, রসা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, যক্ষ্মঘ্নী, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া, গুচ্ছফলা, রসালা, অমৃতফলা) গুণ—পক্বদ্রাক্ষা—কষায়মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, মলমূত্রকর, অল্পগুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক কফপিত্তনাশক, নেত্রহিতকর; ইহা জ্বর-যুক্ত শ্বাস, বাতরক্ত, মোহ, দাহ, শোষ, মদাত্যয়, স্বরভঙ্গে সবিশেষ উপকারী। অম্লদ্রাক্ষা—রক্তপিত্তকর ও হীনগুণ। যে দ্রাক্ষা আকারে গোস্তনসদৃশ বীজযুক্ত, তাহার নাম গোস্তনী দ্রাক্ষা—মনাক্কা; গুণ—গুরুপাক। ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা - কিস্‌মিস্—গোস্তনী অপেক্ষা লঘুপাক।

দ্রাক্ষাসব—গুণ—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, মলবদ্ধতানাশক, অল্পবায়ুবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্তের অবিরোধী।

দ্রোণপুষ্পী—ঘলঘষে। গুণ—রস—বিষমজ্বর, অর্শঃ, কামলা, ক্রিমি, শোথ রোগে হিতকর। সর্প-বিষনাশক।

দ্রোণীলবণ—(দ্রোণেয় বাদ্ধেয়, দ্রোণীজ, বারিজ, বার্দ্ধীভব দ্রোণী, ত্রিকূট লবণ) গুণ—অনতি-উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শূলনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্ত-বর্দ্ধক।

দ্বীপান্তরবচা—তোপচিনী। গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলমূত্রশোধক; ইহা আগ্মান, শূল, অপস্মার, বাতব্যাধি উন্মাদ, গাত্র-বেদনা, নিবারণ করে; ফারঙ্গ-দোষ-নাশক ও পারদ-দোষের প্রশামক।

ধ

ধন্যাক—ধনে (ছত্রা বিতুন্নক, কুস্তুম্বুরু, ধন্য, ধান্য, তুম্বুক ধনিক, ধনিয়ক কুস্তুম্বুরী, ধন্যা তুম্বুরী, ধান্যাক, ধনেয়ক, ধানক, ধানেয়, ধনিকা, ছত্রা, ধান্য, সুগন্ধি, শাকাপচ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, ধান্য-বীজ, বীজধান্য, অবরিকা, বেধক, উগ্রা) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক; ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা, ক্রিমি রোগে হিতকর।

ধন্বঙ্গ—(ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ, সুতেজন) গুণ—কষায় রস, রুক্ষ, লঘুপাক, বলকর পুষ্টিজনক, ব্রণ-রোপক, ভগ্নযোজক; ইহা কফ, পিত্ত, রক্তস্রাব, কাস রোগে হিতকর।

ধন্বন—ধামনবৃক্ষ (পিচ্ছিলত্বক্ রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজামহ, পিচ্ছিলক, কক্ষস্বাদুফল) গুণ—কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, কফনাশক, দাহনাশক, শোথকর, কণ্ঠরোগনাশক। ফল—মধুর-কষায়-রস, শীতল, বাতকফনাশক।

ধরণীকন্দ—বনকন্দ, কন্দালু (ধারণী, ধারপত্রী সুকন্দক কন্দালু, বনকন্দক, কন্দাঢ্য, দন্তকন্দক)

গুণ—মধুররস, কফপিত্তনাশক; ইহা রক্তদোষ কুষ্ঠ কণ্ডুর নিবারক।

ধব—ধাওয়া গাছ (ধুরন্ধর, শাকটাখ্য নন্দিবৃক্ষ, গৌর, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, শুক্লাঙ্গ, পাণ্ডুতরু, ধবল, পাণ্ডুর) গুণ—কটু-কষায়-মধুররস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা প্রমেহ অর্শঃ পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ধবল আরনাল—সাদা বনায় (পাণ্ডুর, তলতণ্ডুল, নক্ষত্রকান্তি; বিস্তারবৃত্ত, শৌণ্ডিক-তণ্ডুল) গুণ—রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষানশক; ইহা অর্শঃ গুল্ম ব্রণ রোগে হিতকর।

ধাতকী—ধাই ফুল (ধাতৃপুষ্পী, ধাতৃপুষ্পিকা, ধাত্রী, বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্ব্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাদিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সজ্বপুষ্পী, রোধ্রপুষ্পিনী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা, মদ্যপুষ্পা) গুণ—কটু-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, মাদক; ইহা পিত্তরক্ত, তৃষ্ণা, ক্রিমি, অতিসার, প্রবাহিকা, ব্রণ, বীসর্প, বিষদোষের উপকার করে।

ধাতক্যভিযুক্ত—ধাই ফুলের মদ। গুণ—ইহা রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিজনক।

ধান্য—ধান (ভোগ্য, ভোগাই, অন্ন, আঢ্য, জীবসাধন, স্তম্বকব, ব্রীহি) শালি, ষষ্টিক, ব্রীহি, নামভেদে ত্রিবিধ। গুণ—শালি ধান্য—হৈমন্তিক—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অল্প মলরোধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ বাত-কফবর্দ্ধক। ষষ্টিক ধান্য—ষেটে ধান—মধুর-কষায়-রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রজনক, মূত্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, ত্রিদোষনাশক। ব্রীহিধান্য—আশু—মধুররস, মধুরবিপাক, কফবর্দ্ধক, মলরোধক, ষষ্টিক ধান্যের কথঞ্চিৎ সমগুণ। শালির মধ্যে রক্তশালী, ষষ্টিকের মধ্যে ষষ্টিকনামা ও ব্রীহির মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রোপিত ধান্য—লঘুপাক, বলকর, মূত্রবর্দ্ধক, দোষনাশক, অবিদাহী। বাপিত ধান্য—গুরুপাক। স্থলজ ধান্য—মধুর তিক্ত-কষায়-রস, কটুপাকী, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক। স্নিগ্ধভূমিজাত ধান্য—ওজস্কর, বলবর্দ্ধক। বালুভূমিজাত ধান্য—বলপুষ্টিনাশক; দগ্ধভূমিজ ধান্য—কষায়রস, রুক্ষ, লঘুপাক, মলমূত্ররোধক, শ্লেষ্মনাশক। নবধান্য—গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, প্রমেহাদিরোগজনক। পুরাতন ধান্য—লঘুপাক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন।

ধান্যামণ্ড—গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রক্তনিবারক, শ্রান্তিনাশক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক; ইহা অশ্মরী রোগের প্রশামক।

ধান্যাম্ল—কাঁজী। গুণ—লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর রুচিকর; ইহা বায়ু রোগে হিতকর। আস্থাপনেও প্রযোজ্য।

ধারাকদম্ব—কেলিকদম্ব (ধাবাকদম্ব, ভ্রমরপ্রিয়, প্রাবৃষ্ঠ, পুলকী, প্রিয়ক, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, নীল, কলম্বক প্রাবৃষণ) গুণ—কটুতিক্ত-কষায়রস, শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক, পিত্তনাশক; ইহা বিষদোষ প্রভৃতিতে হিতকর।

ধারোষ্ণদুগ্ধ—গুণ—অত্যন্ত স্বাদু, পুষ্টিকর, বলকর অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা শ্রমশ্রান্তির নিবারণ করে। সর্ব্বপাত্রেই অমৃত তুল্য।

ধুস্তুর—ধুতুরা (ধুস্তুর উন্মত্ত, কিতব, ধূর্ত্ত, কনকাকর মাতুল, মদন, পুরীমোহ, ধূর্ত্তবৃৎ, ধস্তুর, বস্তক, শঠ, মাতুলক, শ্যাম, শিরঃশেখর, খার্জ্জুঘ্ন, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টকল, মোহন কলভ, মত্ত, শৈব, দৈবিকা, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, ধুতুরা) শ্বেত নীল পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ত্রিবিধ। নীল-ধুস্তুর ও পীতধুস্তুর বা কনক ধুস্তুর অধিকতর গুণবিশিষ্ট; গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নিমান্দ্যকর, মাদক, বর্ণবর্দ্ধক, কান্তিকর; ইহা জ্বর, ব্রণ, কণ্ডু, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ও ত্বগ্দোষের নিবারক।

ধূনরাজ—রুমী মস্তবী (পীতবস ভঙ্গুরা, গন্ধিনী) গুণ—মূত্রকারক, মলরোধক, কফনাশক, বলকর; ইহা দন্তরোগ মেহ ও প্রদর রোগের, শান্তিকারক।

ধূমসী—মাষরোটিকা—কলাই দালের বড়ী। গুণ—গুরুপাক, রুচিকর, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্ত-নাশক।

ধূম্রপত্রা—তামাক (ধূম্রাহ্বা গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, ক্রিমিঘ্নী শ্রমাহা, সুলভ, স্বয়ম্ভুবা) গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্রিমি

নাশক, শোথনিবারক। **ইহারই ধূম্রপান দন্ত-শোথ-নিবারক। কিন্তু কৃশ, অজীর্ণরোগী, শ্বাসার্ত্ত** কাসরোগী, **যক্ষ্মী রক্তপিত্তী, প্রভৃতি পীড়িত** ব্যক্তির পক্ষে **ইহার ধূমপাম অনিষ্টকর।**

সবমুদ্গ—**কষায়-মধুররস, রুচিকর, মলরোধক** পিত্তবর্দ্ধক। **ইহা হরিৎমুদ্গের সহিত সমগুণ।**

ন

নখী—(নখ, ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ, চক্রকারক) ক্ষুদ্র ও বৃহদ্ভেদে **দ্বিবিধ। ক্ষুদ্র নখই নখী নামে** প্রসিদ্ধ, (হনু, হট্টবিলাসিনী) গুণ—লঘু, উষ্ণ, শুক্রজনক, বর্ণ্য, স্বাদু, পাকে কটু, গ্রহদোষহর, অলক্ষ্মীনাশক; ইহা বিষজরোগ, ব্রণ, মুখ-দৌর্গন্ধতা নষ্ট করে।

নটেশাক—(তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেযক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ) গুণ—লঘু, শীতল, রুক্ষ, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রক্তদোষ-নিবারক, মলমূত্রনিঃসারক, রোচক, অগ্নিকারক, বিষঘ্ন।

নন্দী বৃক্ষ—**অশ্বত্থবিশেষ। (প্ররোহী, গজপাদপ,** স্থালীবৃক্ষ, **ক্ষীরতরু, ক্ষীরী, বনস্পতি**) গুণ—লঘু, স্বাদু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়রস, পাকে কটু, গ্রাহী ও বিষঘ্ন; **ইহার ত্বক্ পিত্ত, কফ, রক্ত-**দোষের প্রশামক।

নবনীত—**ননী। (মৃক্ষণ, সবজ, হৈয়ঙ্গবীন, নব-**নীত) ইহা গব্য মাহিষাদি যোনিভেদে বহুবিধ। গুণ—গব্যনবনীত—**হিতকর, বৃষ্য, লাবণ্যজনক,** বলোৎপাদক, **অগ্নিকর,** সংগ্রাহী ;—ইহার সেবনে বাতপ্রধান, **রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শঃ, অর্দ্দিত,** কাসরোগের উপকার হয়। ইহা বালক বৃদ্ধের উপকারী **হইলেও, শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।** মাহিষ নবনীত—**গুরু, বাতশ্লেষ্মজনক; ইহার** সেবনে দাহ,**পিত্তোদ্বন, শ্রম প্রশমিত হয়; অপিচ** ইহা সেবনে **সাধারণ ধাতুর বিশেষতঃ শুক্রধাতুর** বৃদ্ধি করে। **পায়সনবনীত—দুগ্ধজাত-নবনীত—**চক্ষুর **স্বাস্থ্যজনক, রক্তপিত্তনাশক, বৃষ্য, বলকর,** অত্যন্ত **স্নিগ্ধ, মধুর, সংগ্রাহী ও শীতল। সদ্যঃ-**সমুদ্ধৃত **নবনীত—স্বাদু, গ্রাহী, শীতল, লঘু,** স্মরণশক্তিবর্দ্ধক; **অল্পপরিমিত তক্রসংযোগ** হেতুক, **ঈষদম্লস্বাদ,** কষায়-রস। **চিরন্তন-**নবনীত—গুরু, শ্লেষ্মকর, মেদোবর্দ্ধক, **ক্ষারগুণ,** কটু-অম্লরস ;—ইহা বমি, অর্শঃ, কুষ্ঠরোগের উৎপাদক।

নবসার—নিশাদল। গুণ—লবণাস্বাদ, দূষিত মল-মূত্র কফপিত্ত স্বেদরক্তঃ প্রভৃতির নিঃসারক, শোথঘ্ন, শীতল। ইহা যকৃদ্দোষ প্লীহবৃদ্ধি, জ্বর, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ, স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস, ভগ্নরোগ, যোনিব্যাপৎরোগে হিতকর। শোথ নাশার্থ ইহার বাহ্যপ্রয়োগ প্রসিদ্ধ।

নল—(পোটাল, শূন্যমধ্য, ধমন) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, কফনাশক, রক্তদোষনিবারক, উষ্ণ; ইহার মূল হৃদ্রোগ, বস্তিপীড়া, যোনিরোগ, দাহ, পিত্তবিসর্পরোগে হিতকর।

নলিকা—প্রবলাকৃতি সুগন্ধি দ্রব্য, (নলিকা, বিদ্রুম-লতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনাশী, নির্মধ্যা, মুষিরা, নলী) গুণ—লঘু, **শীতল, চক্ষু-**হিতকর, কফশান্তিকর, পিত্তনাশক; **ইহা কঠিন** অশ্মরীরোগ, বাতরোগ, রক্তদোষ, **কুষ্ঠ,** কণ্ডু, জ্বররোগে হিতকর।

নবমল্লিকা—(নেপালী, সপ্তলা, নবমল্লিকা, বাসন্তী) গুণ—শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষহর, রক্তদোষ-নাশক।

নাকুলী— হিংনাই, রাস্নাবিশেষ। (**নাকুলী,** সরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজ-ঙ্গাক্ষী, সুর্য্যাঙ্গী, বিষনাশিনী) গুণ—কষায়-তিক্ত-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা সর্প, লূতা, বৃশ্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নষ্ট করে এবং জ্বর, কৃমি, ব্রণের উপশম করে।

নাগকেশর—(নাগপুষ্প, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগ-কিঞ্জল্ক, স্বর্ণপর্য্যায়) গুণ—কষায়-রস, **উষ্ণবীর্য্য,** রুক্ষ, লঘু, আমপাচক ;—ইহা জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমন, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত, বিষদোষ প্রভৃতিতে উপকারক।

নাগদমনী—নাগদনা (বলমোটা, বিষাপহা, নাগ-পুষ্পী, নাগপত্রী, মহাযোগীশ্বরী) **গুণ—কটু-**তিক্ত-রস, লঘু, কফপিত্তনাশক, **কফবাতনাশক।** ক্ষার-গুণ,—উদরাধ্মাননিবারক, **কোষ্ঠবিশোধক,**

গ্রহশান্তিকর, সম্যক্ বিষনাশক, সর্ব্বত্র জয়প্রদ, ধনদ, সুমতিপ্রদ, সাতিশয় বিষঘ্ন ;—ইহার পত্র মূত্রকৃচ্ছ্রে ও ব্রণরোগে উপকারী।

নাগপুষ্পী—(শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী, রামদূতিকা) গুণ—তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রোচক, কফ-পিত্তঘ্ন, বিষনাশক ; ইহা শূল, যোনিদোষ, বমি, ক্রিমিরোগে হিতকর।

নাগবল্লী—পান। বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ,কষায়-তিক্ত-কটুরস, ক্ষার, সর, বশ্য, লঘু, রক্তপিত্ত-কর, বলকর, শ্লেষ্মনাশক, মুখ-দুর্গন্ধহর, বাতহর, ও শ্রমশান্তিকর।

নাগরমুথা—(ভদ্রমুস্তা, গুন্দ্রা) গুণ—কটু-কষায়-রস, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, পাচক ; কফবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, ক্রিমিপ্রভৃতিতে উপকার করে।

নাদেয় জল—নদ নদীর জল ; গুণ—রুক্ষ, বায়ু-জনক, লঘু, দীপন, অভিষ্যন্দি, বিশদ, কটু, পিত্তশ্লেষ্মনাশক। দ্রুতগামিনী নদীর জল লঘু ; মন্দগামিনী, শৈবালাবৃতা নদীর জল গুরু। হিমালয়োৎপন্না নদীর জল প্রস্তরাহতা হওয়ায় বিশিষ্ট উপকারী ;—এতজ্জন্য গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, শতদ্রু, সিন্ধু প্রভৃতির জল শ্রেষ্ঠ গুণবহুল। বেণা, গোদাবরী প্রভৃতি সহ্যাদ্রির নদীর জলের সেবনে বাতশ্লেষ্মপ্রকোপ হওয়ায়, বাতরক্ত কুষ্ঠ হইতে পারে।

নারিকেল তৈল—গুণ—বাজীকর, গুরু, ক্ষীণ-ধাতুর পোষক, বায়ুপিত্তনাশক, ক্ষতপ্রশামক ; ইহা শুক্রনাশ, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, স্মরণ-শক্তিলোপে উপকার করে।

নারীঘৃত—গুণ—কফাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, যোনিদোষ, পিত্তপ্রকোপ, রক্তদোষে মানুষীর স্তন্যজাত ঘৃত সবিশেষ উপকারী ; ইহা চক্ষূরোগে হিতকর—দৃষ্টিপ্রসাদনে, অমৃততুল্য। এই সকল স্থলে অন্যান্য ঘৃতও উপকারী।

নারীদুগ্ধ—গুণ—লঘু, শীতল, দীপন, বায়ুপিত্ত-নাশক, চক্ষুঃশূল, অভিঘাতনাশক ; ইহা নস্য ও আশ্চোতন কার্য্যে শ্রেষ্ঠ উপযোগী।

নালিতাশাক—(নাড়িক কালশাক, শ্রাদ্ধশাক, কালক, নাড়ীচ) গুণ—অম্লভেদক, রুচ্য, বায়ু-জনক, শ্লেষ্মশোথনাশক, বলকর, রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক। ইহার পত্র—রক্তপিত্ত, ক্রিমি, কু... প্রশমন করে। মধুর নাড়ীচ (পাটশাক) পিচ্ছিল, শীতল, বিষ্টম্ভী, কফজনক, বায়ুবর্দ্ধক। তিক্ত নাড়ীচ (তিক্ত পাটশাক) গুণ—সর, রুচ্য, শীতল, বায়ুজনক, কফজ, শোথনাশক, বলকর, রুচিকর, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তনাশক।

নাসপাতি—(অমৃত ফল) গুণ – লঘু, বৃষ্য, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক।

নিন্দিত জল—যে জল পিচ্ছিল, যাহা জাতকীটযুক্ত, যাহা পত্রাদি পচনে বা কর্দ্দমে মিশ্র, বিবর্ণ, বিরস, ঘন, দুর্গন্ধ, মলিন,যাহা আচ্ছন্ন থাকায়, সৌরকর-স্পর্শরহিত, অসুখস্পর্শ, বৃষ্টির নূতন জল—সাতিশয় অপকারক,অভিষ্যন্দি ত্রিদোষকর; ইহা তৃষ্ণা, আধ্মান, উদররোগ, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, ক... ও গলগণ্ডাদিরোগের উৎপাদক।

নিম্ব—নিম (পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পা... ভদ্র, হিঙ্গুনির্য্যাস) গুণ—রুক্ষ, কটুরস, পাকে কটু, ভেদকর, অগ্নিহর, বাতনাশক,শ্রমপ্রশামক ইহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পি... কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, মেহরোগের প্রশামক। ইহার পত্র কটুবিপাক, চক্ষুহিতকর, ক্রিমিঘ্ন, পিত্তনাশক, বিষঘ্ন, বায়ুজনক ;—কুষ্ঠরোগে হি...কর। ফল—তিক্তাস্বাদ, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু ; কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি, মে... রোগের প্রশামক।

নির্ঝর জল পর্ব্বতসানুদেশনিঃসৃত প্রস্রবণ জল গুণ—দীপন, কফঘ্ন, রুচিকর, মধুররস, পা... কটু, লঘু, বায়ুজনক, পিত্তসংশমক।

নির্ম্মলী—(কতক) পয়ঃপ্রসাদি।—গুণ—জল-জল মলহর, বাতশ্লেষ্মনাশক, শীতল, মধুর-কষায়-রস, গুরু ; ইহা নেত্রহিতকর।

নিসিন্দা—শ্বেত নীল পুষ্পভেদে দ্বিবিধ। শ্বে... নিসিন্দা (সিন্ধুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্ধুক সিন্ধুবার) নীলনিসিন্দা (নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফা... সুবহা) গুণ—স্মরণশক্তিপ্রদ, তিক্ত-কষায়-র... রস, কেশজনক, নেত্রহিতকর, ইহা শূল, শো... আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্মজ্বরে ...

কার করে। ক্রিমিবিনাশে ও বাতশ্লেষ্মপ্রশমনে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

নিষ্পাব—ভেটবস্থ, (নিষ্পাব, রাজশিম্বী, বল্লক, শ্বেত, শিম্বিক) গুণ—মধুর-কষায়-রস, অম্লবিপাক, গুরু, সর, রুক্ষ, স্তন্য, পিত্ত, রক্ত, মূত্র, বায়ুর বিবন্ধকর, উষ্ণ, বিদাহী, বিষঘ্ন, শ্লেষ্মজনক, শুক্রক্ষয়কর, শোথনিবারক।

নীবার—উড়িধান্য (প্রসাধিকা, তৃণান্ন) গুণ—শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

নীলী—নীল (নীলিনী, তূলী, কালদোলা, নীলিকা, রাজনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীবতা, কালকেশী, নীলপুষ্পা) গুণ—তিক্তরস, রেচক, কেশসৌন্দর্য্যসাধক, উষ্ণ; ইহা মূর্চ্ছা, ভ্রম, উদররোগ, প্লীহবিকার, বাতরক্ত, বাতশ্লেষ্মা, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মন্দরোগ, বিষদোষের নির্হরণকর।

নূতন ধান্য—স্বাদু,গুরু কফকর; বর্ষকালরক্ষিত ধান্য—লঘু ও পথ্য; বীর্য্যশালী। অপরতঃ ধান্যবর্গের মধ্যে যব, গোধূম, তিল, মাষ—নূতনই উপকারী।

নোয়াড়—(সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু, কোমলবল্কলা) — গুণ — ফল—স্বাদু-অম্লরস, গুরু, রুক্ষ, বিশদ, রোচক; ইহা অর্শঃ, অশ্মরী, কফপিত্তের উপশমকর।

ন্যগ্রোধাদি—বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল, আমড়া, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কেওড়া, চোরকাঁচকী, তেজপত্র, জাম, বনজাম, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাব, সল্লকী, লোধ, সাবর, লোধ, ভেলা, পলাশ, নন্দিবৃক্ষ। গুণ—ইহারা ব্রণরোগে উপকারী, মলসংগ্রাহক, ভগ্নাস্থিসন্ধায়ক, রক্তপিত্তনাশক, দাহশান্তিকর, মেদোঘ্ন, যোনিদোষনিবারক।

ন্যঙ্কু—বরাহশিঙ্গা। গুণ—স্বাদু, লঘু, বলকর, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক।

প

পক্ষিডিম্ব—গুণ—অনধিক স্নিগ্ধ, পাকে মিষ্টরস, বৃষ্য, বায়ুনাশক, সাতিশয়শুক্রজনক, গুরু।

পক্ষী - (খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বি, পতত্রী, বিষ্কির, বিকির, অণ্ডজ) গুণ—ধান্যক্ষেত্রচারী পক্ষীর মাংস—লঘু, সুপথ্য; আনূপ পক্ষীর মাংস—বলকর, স্নিগ্ধ, গুরুতর।

পচাপাতা—(গন্ধোষা, সৌরভেয়ী, গন্ধপত্র) গুণ—বাতঘ্ন, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক।

পঞ্চকোল—পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চই, চিতা, শুঠী—এই পঞ্চদ্রব্যসমাহার। গুণ—কটু, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উত্তমপাচন, অগ্নিদীপক, কফ বায়ু নাশক, পিত্তপ্রকোপক। ইহা গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, আনাহ, শূলরোগে হিতকর।

পঞ্চমূল—পঞ্চবিধ—কণ্টকপঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূল, বল্লীপঞ্চমূল, বৃহৎপঞ্চমূল, স্বল্পপঞ্চমূল।—কণ্টকপঞ্চমূল—করঞ্জা, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী, কেলেকড়া—ইহারা রক্তপিত্ত, ত্রিদোষ, শোথ, সর্ব্ববিধ মেহ, শুক্রদোষ, শ্লেষ্মদোষের নিবারণ করে।—তৃণপঞ্চমূল— কুশ, কাশ, শর, উলু ও কুক্ষেক্ষু; গুণ—ইহারা পিত্তঘ্ন, দুগ্ধের সহিত সেবনে মেহ, মূত্রদোষ, মূত্রবিকার, রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।—বল্লীপঞ্চমূল—ভূমিকুষ্মাণ্ড অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, মেষশৃঙ্গী; ইহারা রক্তপিত্ত, ত্রিদোষ শোথ, সর্ব্ববিধ মেহ, শুক্রদোষ, শ্লেষ্মদোষ, প্রশমিত করে।—বৃহৎপঞ্চমূল—বিল্ব, শ্যোনাক, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী; গুণ – তিক্তমধুর-কষায়রস, বাত-শ্লেষ্ম-নাশক, কফঘ্ন বিশেষতঃ, বাতপ্রশামক, উষ্ণ, লঘুপাক, অগ্ন্যুদ্দীপক; ইহা শ্বাস কাস রোগে হিতকর। স্বল্পপঞ্চমূল—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারি, গোক্ষুর। গুণ—ইহারা কষায়-তিক্তমধুর-রস, লঘু, বলকারক, বাতপিত্তনাশক, নাত্যুষ্ণ, পুষ্টিকর; ইহা জ্বর কাস অশ্মরী রোগে হিতকর।

পঞ্চাম্ল—অম্লকোল, বৃক্ষাম্ল, বৃহৎজম্বীর, নিম্বুকবীজপূরক। গুণ—ইহারা পাচক অগ্ন্যুদ্দীপক।

পটোল—(পটোল, কুনক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতাফল, রাজগর্ভ, প্রতীচ, কুষ্ঠহা, কামভঞ্জন) গুণ—পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্ন্যুদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ; ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি, ত্রিদোষ নষ্ট করে।—মূল তীব্রবিরেচক। শাক—(পলতা)—ডাঁটা

—কফঘ্ন। পত্র—তিক্ত। পটোলিকাও পূর্ব্বোক্তরূপ গুণসম্পন্ন। পটোলাদি—পটোলপত্র, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি, কটকী—ইহারা পিত্ত, কফ, জ্বর, অরুচি, বমন কণ্ডু বিষনাশক ও ব্রণহিতকর।

পটোলপত্র—পল্‌তা। গুণ—পিত্তঘ্ন, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, জ্বরঘ্ন, কাসনিবারক, ক্রিমিনাশক।

পটোলমূল—গুণ—অতিতীব্র বিরেচক,—জ্বর,আমবাত, উদর, পাণ্ডুরোগে হিতকর।

পদ্ম—(নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসিরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর, অম্ভোরুহ) শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ, নীলপদ্মকে ইন্দীবর বলে। গুণ—শীতল, বর্ণজনক, মধুর, কফপিত্তঘ্ন, বিষনাশক; ইহা তৃষ্ণা দাহ রক্তদোষ বিস্ফোট বিসর্পরোগের উপশম করে।—শ্বেতপদ্ম—শীতল, মধুর, দাহশান্তিকর, পিত্তনাশক। রক্তোৎপল অপেক্ষা ইহার গুণবত্তা অধিকতর।

পদ্মকাষ্ঠ—(পদ্মক, পদ্মগন্ধি পদ্মবাচক) গুণ—কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘু, বায়ুজনক; ইহা বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ, তৃষ্ণা প্রশমন করে। ইহা গর্ভসংস্থাপক ও রুচ্য।

পদ্মগুলঞ্চ—(সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রহ্বা, মধুপর্ণিকা) গুণ—স্বাদু, উষ্ণবীর্য্য; ইহা কফ, শোথ, রক্তদোষ ও বায়ু নষ্ট করে।

পদ্মপত্রাদি—পদ্মের নবপত্রকে সম্বর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, মধুকে মকরন্দ, নালকে মৃণাল ও বিস কহে। গুণ—সম্বর্ত্তিকা—শীতল, তিক্তকষায়রস; ইহা দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রপীড়া, রক্তপিত্ত, প্রশমন করে। কর্ণিকা—তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতল, লঘু; ইহা মুখশোধক, তৃষ্ণানাশক, রক্তদোষহর কফনাশক; কিঞ্জল্ক—শীতল, বৃষ্য, কষায়, সংগ্রাহী, কফপিত্তহর, বিষনাশক; ইহা তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ, শোথ প্রশমিত করে। মৃণাল—শীতল, বৃষ্য, গুরু, মধুররস, দুষ্পচ, জীর্ণে স্বাদুরস, স্তন্যজনক, বাতবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, সংগ্রাহী, রুক্ষ, পিত্তজন্য দাহ, রক্তদোষ প্রশমিত করে।

পদ্মবক—বৃহদ্বকুল। (শিবমল্লী, পাশুপত, একষ্ঠিল, বক, বসু) গুণ—কটুতিক্তরস অনুষ্ণ, পিত্তনাশক, বিষঘ্ন; ইহা যোনিশূল, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ, রক্তদোষে হিতকর।

পদ্মবীজ (পদ্মাক্ষ, গালোড্য, পদ্মকর্কটী) গুণ—স্বাদু-কষায়তিক্তরস, শীতল, গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রজনক, উত্তমগর্ভসংস্থাপক, রুক্ষ, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক, গ্রাহী, বলকারক, রক্তপৈত্তিক দাহনাশক।

পদ্মমধু—শীতবীর্য্য, বৃংহণশ্রেষ্ঠ, ত্রিদোষহর, সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগের প্রশামক।

পদ্মাবতী—(পর্পটী, রঞ্জনা, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ, চক্রবর্ত্তিনী) গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, লঘু, বর্ণকর। ইহা বিষদোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কুষ্ঠরোগের প্রশমন করে।

পরূষক—ফল্‌সা। (পরূষ, অল্পাস্থি, পরাপর) গুণ—কষায়াম্লরস, পিত্তকর, লঘু। পক্ক—মধুর, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, হৃদ্য; ইহা পিত্তজন্য দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয়রোগে হিতকর ও বায়ুনাশক। ত্বক্—প্রমেহনাশক, পিত্তঘ্ন ও বায়ুনাশক।

পরূষকাদি—ফল্‌সা, দ্রাক্ষা, কটফল, দাড়িম, পিয়াল, নির্ম্মলী ফল, সেগুনফল, ত্রিফলা; ইহারা হৃদ্য, বায়ুনাশক, মূত্রদোষনিবারক, তৃষ্ণানাশক, রুচিপ্রদ।

পর্ণমৃগ—বানর, বনবিড়াল, বৃক্ষমর্কটিকাদি। গুণ—ইহাদিগের মাংস,—শুক্রজনক, নেত্রহিতকর, শোষ-রোগীর পথ্য। এতদ্দ্বারা শ্বাস, কাস, অর্শঃ প্রশমিত ও মলমূত্র নিঃসৃত হয়।

পলাশ—(পলাশ, কিংশুক, পর্ণী, যাজ্ঞিক, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতহর, ব্রহ্মবৃক্ষ, সমিদ্বর) গুণ—অগ্নিদীপক, বলকর, সর, উষ্ণ, কষায় কটুতিক্ত-রস, স্নিগ্ধ; ইহা ব্রণ, গুল্ম, গুহ্যদেশগত রোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, কৃমি বিনষ্ট করে; ইহা ভগ্নস্থানের সংযোজক। পুষ্প—স্বাদু-তিক্ত-কষায়-রস, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, গ্রাহী, শীতল; ইহা শ্লৈষ্মিক, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, তৃষ্ণা, দাহ,

বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিনষ্ট করে। ফল—লঘু, উষ্ণ, রুক্ষ, কটু-বিপাক, বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগের প্রশমন করে।

পলাশ-নির্য্যাস—(পলাশগঁদ। গুণ—গ্রাহী ; ইহা গ্রহণী, মুখরোগ, কাস, কফাধিক্য নিবারণ করে।

পলাণ্ডু—পিঁয়াজ (যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ, মুখদোষক গুণ —লশুন-সমগুণ—মিষ্টবিপাক, অতিপিত্তকর,কফ-বৰ্দ্ধক, গুরু, বলকর, বীর্য্যোৎপাদক বায়ুনাশক।

পবনাল—পুনেরা। গুণ—ইহা লোহিত বর্ণ স্বাদু, শীতল, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রুক্ষ-কষায়রস, লঘু, ক্লেদকারী বলনাশক।

পাঙ্গা লবণ—সমুদ্র তীরস্থ উদ্ভিজ্জাত লবণ। গুণ—কটু-লবণরস, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, ক্ষারগুণযুক্ত বায়ুনাশক।

পাট শাক—(পট্টশাক, নাড়ীক, নাড়ীশাক) গুণ—বিষ্টম্ভী, রক্তপিত্তনাশক, বায়ুপ্রকোপক।

পাণ্ডু—চিত্রপক্ষ ও ধবলপাণ্ডু ভেদে দ্বিবিধ। গুণ—চিত্রপক্ষ,—মাংস—সরস, কফঘ্ন, বায়ুনাশক ; গ্রহণীরোগ-প্রশামক। ধবল পাণ্ডু বা কপোত—মাংস—শীতল, রক্তপিত্তনাশক।

পাতাল গরুড়ী—ছিলিহিণ্ট, (মহামূল) গুণ—বলকারক, বায়ুনাশক, কফঘ্ন।

পাতি নেবু—(নিম্বু, নিম্বুক, নিম্বূক) গুণ—অম্ল, বাতঘ্ন, লঘু, পাচক, অগ্ন্যুদ্দীপক ; ইহা কৃমিনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্ল, উদরবেদনানিবারক,অরোচকনাশক, শূলপ্রশামক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়রোগ, বাতব্যাধি, বিষবিকার, কোষ্ঠরোধ, বিসূচিকায় উপকারী।

পাদী - কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক, শিশুমার প্রভৃতি। গুণ—ইহাদের মাংস—কোষস্থ দিগের ন্যায়।

পানা —(বারিপর্ণী, কুম্ভিকা) গুণ—তিক্ত-কটু-স্বাদুরস, সর, শীতল, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ, রক্তজ্বরপ্রশামক ও শোথনাশক।

পানি আমলা—(প্রাচীনামলক পানীয়ামলক) গুণ - ত্রিদোষনাশক, জ্বরঘ্ন।

পারাবত—পায়রা (কলরব, কপোত, রক্তবর্দ্ধক) গুণ মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তপ্রশামক, বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, বীর্য্যবৰ্দ্ধক।

পারিভদ্র—পালিধামাদার (নিম্বতরু, মান্দার, পারিজাতক) গুণ - ইহা বায়ু-শ্লেষ্মা, শোথ, মেদোরোগ, কৃমি, নষ্ট করে। পত্র—শিরোরোগের ও কর্ণপীড়ার প্রশামক।

পারীষ—অশ্বত্থভেদ। গজদন্তদাহ (পলাশ, কপিরূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দবাল, কপীতন, সুপার্শ্বক গুণ—দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, কৃমিজনক, শুক্রবৰ্দ্ধক, শ্লেষ্মকর। ফল—অম্লরস, মূল—মধুরকষায়রস ; মজ্জা—স্বাদুরস।

পারুল—(পাটলি, পাটলা, মোধা, মধুদূতী, ফলরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্লভা, তাম্রপুষ্পী)—শুভ্রপাটলি—(মুষ্কক,মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ঘণ্টাপাটলী,কাষ্ঠপাটলা) গুণ—কষায়-তিক্তরস, অনুষ্ণ, ত্রিদোষনাশক ; ইহা অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদোষ, বমন, হিক্কা, তৃষ্ণা, নিবারণ করে ; পুষ্প—কষায়-মধুররস, শীতল, হৃদ্য, কফনাশক, রক্ত-বিশোধক ; ইহা পিত্তাতিসার রোগের উপকারী। ফল—হিক্কার ও রক্তপিত্তের প্রশমন করে।

পালঙ্ক শাক—(পলক্যা, বাস্তুকাকারা, ছুরিকা, চীরিতচ্ছদা) গুণ—কফজনক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতল, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী ; ইহা মেদোরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত, কফ নষ্ট করে।

পাষাণ-ভেদক—পাথরচুর (অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ ভিন্নকঞ্জনী, অশ্মভেদ) গুণ—তিক্তকষায়রস, বস্তিশোধক, ভেদক। ইহা দোষজ অর্শঃ, গুল্ম, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল, ব্রণ রোগের প্রশমন করে।

পাষাণভেদী—পাথরকুচা (বটপত্রী, অমরা) গুণ—ব্রণসন্ধায়ক শীতবীর্য্য, মূত্রবিরেচক, রক্তস্রাবরোধক।

পিণ্ডার—জলশাকবিশেষ। গুণ—শীতল, বলকারক-পিত্তনাশক, রুচিকারক, লঘুপাক, সাতিশয় পিত্তঘ্ন।

পিপ্পলী—পিপুল (মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী কোপা, তীক্ষ্ণ-তণ্ডুলা) গুণ—অগ্ন্যুদ্দীপক বলকারক, কটু, পাকে মধুর, অনুষ্ণ রসায়ন, স্নিগ্ধ, লঘু, রেচক, বাতশ্লেষ্মনাশক ; ইহা শ্বাস, কাস, উদররোগ,

জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল, আমবাত রোগের বিনাশ করে। ইহা আর্দ্রা-বস্থায় মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, শ্লেষ্মকর, গুরুপাক, পিত্তনাশক। শুষ্কাবস্থায়—পিত্তপ্রকোপক।—মধুযোগে—জ্বর, কফ, শ্বাস, কাস, মেদোরোগ নিবারণ করে; বল মেধা অগ্নি বৃদ্ধি করে। গুড়যোগে শ্বাস, কাস অজীর্ণ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, কৃমিবিকার প্রশমিত করে।

পিপ্পলীমূল—পিপুলমূল (গ্রন্থিক, উষ্ণ, চটকাশিরঃ) গুণ—অগ্ন্যুদ্দীপক কটু, উষ্ণ, রক্ত, লঘু, পাচক, ভেদক, পিত্তকর; ইহা কফসহ উদররোগ আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, কৃমি, শ্বাস, ক্ষয়রোগ বিনাশ করে।

পিপ্পল্যাদি—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুণ্ঠী, মরিচ, গজপিপ্পলী, বেণুক, এলাচ, বন-যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়া-নিম্বফল, হিঙ্গু, বামনহাটী, মূর্ব্বা, আতৈষ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী,—ইহাদের সমবায় কফ, বায়ু, প্রতিশ্যায়, অরুচি, গুল্ম, শূলরোগের শান্তিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, আমপাচন।

পিয়াল—(পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজা দন, তপসেষ্ট, সন্নকদ্রু, ধনুষ্পট) গুণ—ইহা পিত্ত কফ, রক্তদোষ নিবারক। ফল—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, সর, বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণার প্রশমক। মজ্জা—চিরঞ্জী—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য, সাতিশয় দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, আমবর্দ্ধক।

পীলু—(গুলফল, স্রংসী, শীতফল) গুণ—বাত-শ্লেষ্মনাশক, পিত্তজনক, ভেদক, গুল্মনাশক, স্বাদু-তিক্তরস। পীলু—অনত্যুষ্ণ, ত্রিদোষনাশক।

পুঁটীমাছ—(সফরী প্রোষ্টি) গুণ—তিক্তকটুস্বাদুরস, শুক্রনাশক, বাতশ্লেষ্মনিবারক স্নিগ্ধ, রোচক, মুখরোগে ও কণ্ঠরোগে হিতকর।

পুদিনা—(রোচনী) গুণ—অগ্নিকর, মুখজাড্য-নাশক, কফঘ্ন, বায়ুপ্রশামক, বলকারক, বমন-নিবারক, অরুচিনাশক।

পুনর্ণবা—শ্বেতরক্ত পুষ্পভেদে দ্বিবিধ; শ্বেতপুনর্ণবা (শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী, দীর্ঘপত্রিকা) গুণ—ঈষৎ-কষায়কটুরস, বায়ুনাশক, সাতিশয় অগ্ন্যুদ্দীপক। ইহা পাণ্ডু, শোথ, বাতোত্থন, শ্লেষ্মাধিক্য, ব্রধ্ন, উদররোগ, কাস, হৃদ্রোগ, অর্শঃ, শূলরোগে হিতকর। রক্তপুনর্ণবা—(রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা শোথঘ্ন, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু, কপিল্লক) গুণ—তিক্তরস পাকে কটু, শীতল, লঘু, বায়ুজনক, গ্রাহী; ইহা রক্তপিত্তপ্রশামক, কফনিবারক।

পুরাতন গুড়—গুণ—লঘু পথ্য, অনভিষ্যন্দী, অগ্নি-কারক, পুষ্টিকর, পিত্তঘ্ন, মধুররস, বৃষ্য, বায়ু-নাশক, রক্তপ্রসাদক।

পুরাতন ঘৃত—বৎসরাধিক কাল ধৃত ঘৃত। গুণ—ত্রিদোষনাশক, ইহা মূর্চ্ছা, বিষ, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অপস্মার ভ্রমরোগে হিতকর। ঘৃত যত পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

পুরাতন ধান্য—বৎসর কাল অতীত হইলে ধান্যের গুরুতা নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু বীর্য্য নষ্ট হয় না; এত-দধিক যত কাল অতীত হইতে থাকে, ততই বীর্য্যহানি হইতে থাকে। দ্বিবৎসরাতীত কাল স্থায়ী যব গোধুম তিল ও মাস রুক্ষ ও গুণহীন।

পুষ্কর মূল—কুড়-বিশেষ। (পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র, কাশ্মীর) গুণ—কটু ও তিক্ত। ইহা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাস রোগের প্রশমন করে; বিশেষতঃ পার্শ্ব শূলে সাতিশয় উপকার করে।

পূর্ব্বোত্থিত-দধি-ঘৃত—সদ্যোজাত ঘৃত (হৈয়ঙ্গবীন) গুণ—চাক্ষুষ্য, দীপন, সাতিশয় রুচিকর, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্য, বিশেষতঃ জ্বরঘ্ন।

পৃষত—চিত্তরী—গুণ—স্বাদু, স্রাবক, শীতল, লঘু, দীপক, রোচক, শ্বাস-নিবারক, জ্বরঘ্ন, ত্রিদোষ প্রশামক, রক্তদোষনাশক।

পেয়ূষ—অচির প্রসূতা গবীর দুগ্ধ—গুণ—বৃষ্য, বৃংহণ গুরু, বলবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, হৃদ্য, বায়ুপিত্তনাশক। ইহা দীপ্তাগ্নি লোকের নিদ্রাবাহিত্যে এবং বিদাহি রোগে হিতকর।

পৈষ্টী—ধান্যাসিদ্ধ মদ্য। গুণ—কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ বীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক। গোড়া মদ্যের সম গুণ।

পোতকী—পুঁইশাক। (উপাদিকা, মালবা, অমৃত বল্লরী) গুণ—শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, অপি কণ্ঠের অপকারক, পিচ্ছিল, নিদ্রাকর, শুক্রজনক

রক্তপিত্তপ্রশামক, বলকর, রোচক, পথ্য, পুষ্টিকর, তৃপ্তিপ্রদ।

পোস্তদানা—(খসবীজ, খাখসতিল) গুণ—বলকর, শুক্রল, সাতিশয় গুরু, কফঘ্ন, বায়ুকর।

পোস্ত-তৈল—(খাখসবীজ-তৈল) গুণ—বলকর, বৃষ্য, গুরু, বাতনাশক, কফঘ্ন, শীতল, স্বাদু, স্বাদুবিপাক।

পৌত্তিক মধু—ক্ষুদ্র মশকাকার পুত্তিকা মক্ষিকার সঞ্চিত মধু—ইহার বর্ণ ঘৃত-সদৃশ। গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, বিদাহী; ইহা পৈত্তিক দাহ, বাতরক্ত, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতল গ্রন্থিক্ষত, চক্ষুঃক্ষত নিবারণ করে।

প্রতুদ—তুণ্ড দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের প্রতোদ বা ভঙ্গ করিয়া আহার করে—এই প্রকার পক্ষী, যথা—হারীত, ধবল, পাণ্ডু,চিত্রপক্ষ, বৃহচ্ছুক, পারাবত, খঞ্জরীট,কোকিল। গুণ—মাংস—মধুর, কফপিত্তনাশক, সুশীতল, লঘু, বায়ুকর, মলরোধক।

প্রপৌণ্ডরীক—পুণ্ডরীয়া (পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য, পৌণ্ডরীয়ক) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুর-বিপাক, শুক্রজনক, শীতল, চক্ষুর্হিতকর, বর্ণজনক, পিত্তনাশক, কফপ্রশামক।

প্রবাল—পলা, (ভৌমরত্ন, রক্তাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ) গুণ—মধুর-অম্ল-কষায়-রস, শ্বাসহর, অল্পবিরেচক, শীতবীর্য্য,চক্ষুর্হিতকর, কফ-পিত্তাদি-দোষনাশক, কাসপ্রশামক; রমণীগণের অঙ্গ-ধারণ-জন্য, বীর্য্য কান্তি রীরংসা বৃদ্ধি পায়। অপিচ সাধারণতঃ ইহার ধারণে পাপ অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নিরাকৃত হয়।

প্রসহ—যে সকল পক্ষী বলপূর্ব্বক ছোঁ মারিয়া লয়, তাহাদের নাম প্রসহ; যথা—কাক, গৃধ্র, পেচক, চিল, বন্ধ, চাষ, ভাস, কুবর। গুণ—মাংস—উষ্ণবীর্য্য; ইহাদের মাংস সেবনে শোষ, ভস্মক, উন্মাদ ক্ষীণশুক্র হয়।

প্রিয়ঙ্গু—(কাসিনী, কাণ্ডা নবা, গুন্দ্রা, গুন্দ্রাফলা, শ্যামা, বিষ্বকৃসেনা, অঙ্গনাপ্রিয়া, নারীবাচক) গুণ—শীতল,তিক্ত-কষায়-রস, বাতপিত্তনাশক; ইহার ফল—মধুর, রুক্ষ, কষায়, শীতল, গুরু। সাতিশয় রক্তক্ষরণ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষজ রোগ, মেহ প্রশমন করে।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ—প্রিয়ঙ্গু, পাজালু, ধাইফুল, পুন্নাগ-পুষ্প, রক্তচন্দন, বাসক, মোচরস, রসোত, পাশা, স্রোতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা। গুণ—ইহারা পক্কাতীসার-শান্তিকর, ক্ষতসংযোজক, পিত্তঘ্ন, ব্রণ-রোপক।

প্লক্ষ—পাকুর (জটী পর্করী পর্কটী) গুণ—কষায়, শীতল; ইহা ব্রণ যোনিরোগের দাহ, পিত্ত, কফ, আমদোষ, শোথ, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা প্রলাপ, ভ্রম, প্রশমন করে।

প্লব—প্লব অর্থাৎ সন্তরণ শীল পক্ষী। হংস, সারস কারণ্ড, বক, ক্রৌঞ্চ, শরারিকা, নান্দীমুখী, কলহংস, বলাকা, প্রভৃতি। গুণ—ইহাদের মাংস—পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক, সর।

ফ

ফেণী—ইক্ষু-বিকার (ফাণিত) গুণ—গুরু, অভিষ্যন্দী, বৃংহণ, কফজনক, শুক্রোৎপাদক; ইহা বায়ু, পিত্ত, শ্রম, মূত্রবিকৃতি বস্তিদোষ প্রশমন করে।

ব

বন্ধুক—(গেজুনিয়া) (বন্ধুজীব, রক্ত, মাধ্যাহ্নিক) গুণ—কফনাশক, গ্রাহী, লঘু, বায়ুপিত্তনাশক।

বন্ধ্যাকর্কটী—বাভুথ্থা। (দেবী, কন্যা, যোগীশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী, বিষকণ্টকিনী) গুণ—লঘু, কফনাশক, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ, সর্পের তেজোনাশক। ইহা বিসর্প রোগ ও বিষদোষ প্রশমন করে।

বলা—বেড়েলা, ইহা ৪ প্রকার, শ্বেতবলা, পীতবলা, অতিবলা, নাগবলা; শ্বেতবলা (বলা, বাট্টালিকা, বাট্টালকা) পীতবলা (মহাবলা পীতপুষ্পা, সহদেবী) অতিবলা (অতিবলা ঋষ্যপ্রোক্তা, কঙ্কতিকা) নাগবলা (গাঙ্গেরুকী, নাগবলা, হ্রস্বা, গবেধুকা) গুণ—এই চতুর্ব্বিধ বলা শীতল,

মধুর, বলকারক, কান্তিপ্রদ, স্নিগ্ধ, গ্রাহী; ইহার মূলত্বক্ মূত্রাতিসারনাশক, মহাবলা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক, বাতানুলোমক। অতিবলা মেহকর।

বলোডুম্বর—বালাডুমুর (ত্রায়মাণা, বলভদ্রা, ত্রায়ন্তী গিরিসানুজা) গুণ—কষায়-তিক্তরস, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক; ইহাতে জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রম-রোগ, শূল, বিষজ রোগ নষ্ট হয়।

বহুবার—বহুয়ার, (বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাত্মক, পিচ্ছিল, ভূতবৃক্ষক) গুণ—মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, কেশরঞ্জক, কফ-পিত্ত-নাশক; ইহা বিষ স্ফোটক, ব্রণ, বিসর্প কুষ্ঠ-রোগের প্রশামক।—অপক্ব ফল—রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, কফপ্রশামক, রক্তদোষ-নিবারক। পক্ব ফল—মধুর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শীতল, গুরু।

বালা—(বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, কেশবাচক ও জলবাচক) গুণ—শীতল, রুক্ষ, দীপন, পাচক; ইহা হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ, আমাতিসার রোগে হিতকর।

ব্রাহ্মী—(ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী, সরস্বতী) গুণ—কফঘ্ন, মলরোধক, স্বরশোধক; ইহা কফ, নাশনে, ও স্বরশোধনে ব্যবহার্য্য।

ভ

ভটেউর—নেপাল দেশজ গ্রন্থিপর্ণবিশেষ। (নিশা-চর, ধনহর, কিতব গণহাসক) গুণ—রোচক, মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, তিক্ষ্ণ, হৃদ্য. রাক্ষস-ভয়নাশক, শোভা-সম্পাদক; ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, বায়ু, স্বেদ, মেদোরোগ, রক্ত-দোষ, জ্বর, দুর্গন্ধ, বিষ ব্রণ প্রশমিত হয়।

ভুতরাজ—(ভৈমী, মহাক্ষবা) গুণ—ক্ষুৎকারক, কফঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য; ইহার নস্য দ্বারা চক্ষুরোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

ভল্লাতক—ভেলা। (অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নি-মুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষা, শোককৃৎ) গুণ—পক্কফল—স্বাদু-কষায়-রস, স্বাদু-বিপাক লঘু, পাচক, স্নিগ্ধ, ভেদক, তীক্ষ্ণোষ্ণ, ছেদক, স্মরণ-শক্তিবর্দ্ধক, অগ্নিকারক। মজ্জা—মধুর-রস, বলকারক, পুষ্টি-কর পিত্তনাশক। ত্বক্—কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর-রোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ জ্বর, ক্রিমিরোগ প্রশমিত করে।

ভূমি-কুষ্মাণ্ড—(ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্ট্রী, শুক্লা শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, স্বাদুকন্দা, চিকনী, বিদারিকা, ভূমিকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, বৃষ্যবল্লী, বিড়ালী) গুণ—স্নিগ্ধ, মধুর শীতল, গুরু, কফজনক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক বায়ু-পিত্ত-নাশক, বৃষ্য ও রসায়ন; ইহা রক্ত পিত্ত, ভ্রম, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা নিবারণ করে।

ভূমিবল্লী—ভুঁই খখসা, লতাবিশেষ (মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী, মৃদুরেচনী) গুণ—বিরেচক, বমনকারক, বিষঘ্ন, দুর্গন্ধনাশক; ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, কাস, গুল্ম, উদর রোগ প্রশমিত হয়।

ভূম্যামলকী—ভুঁই আমলা (ভূম্যামলকী, শিবা, আমলকী, বহুপুত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যজটা) গুণ—বায়ুজনক, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতল; ইহা দ্বারা রক্ত-পিত্ত, কফ, কাস, পিপাসা, কণ্ডু, ক্ষত উপশমিত হয়।

ভূমিসহ—ভুঁই সহা (ভূমিসহ, দারুদারু, বরদারু, খরচ্ছক) গুণ—শীতল, রক্তপিত্তপ্রশামক।

ভৃঙ্গরাজ—ভীমরাজ, ভাঙ্গরা। (ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরাজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গর, কেশ-রঞ্জন) গুণ—কটু, তিক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম-নাশক, কেশ-ত্বগ্-দন্ত-হিতকর রসায়ন ও বল-কর; ইহা কৃমি, কাস, শ্বাস, শোথ, আমজ্বরোগে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগে ও শিরঃপীড়ায় প্রযোজ্য।

ভূর্জ্জপত্র—(ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী, বহুলবল্কল) গুণ—কষায়-কটু-রস, উষ্ণ, বিষঘ্ন, বলকর, কফ-হর; ইহা দ্বারা কর্ণরোগ রক্তপিত্ত, মেদোরোগ নিবারিত হয়।

ভেক—(মণ্ডূক, প্লবন, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর, হরি) গুণ—কফজনক, বলকারক; ইহার মাংস পিত্তবৃদ্ধি করে না।

ভৌমজল—ইহা ত্রিবিধ—সাধারণ, আনূপ, জাঙ্গল, যে দেশে অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ থাকে, তাহাকে জাঙ্গল দেশ এবং তদ্দেশস্থিত জলকে জাঙ্গল জল বলে। এবং যে দেশে বহু জলাশয়, বহু বৃক্ষ আছে, তাহাকে আনূপ দেশ এবং তদ্দেশ-ব্যাপ্ত জলকে আনূপ জল বলে। যে দেশে

জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সাধারণ দেশ ও তত্রত্য জল সাধারণ জল। গুণ—জাঙ্গল জল—রুক্ষ, লবণ স্বাদু, লঘু, পাতলা, অগ্নিকারক, কফনাশক, পথ্য ও বহুরোগজনক। আনূপ জল—অভিষ্যন্দি, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ঘন, গুরু, অগ্নিনাশক, কফজনক, হৃদ্য, বহুরোগনাশক। সাধারণ জল—মধুর, দীপন, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকর, রোচক, তৃষ্ণা-প্রশামক, দাহনিবারক, ত্রিদোষনাশক, রক্ত-পিত্ত-রোগে জাঙ্গল জল ও বাতশ্লৈষ্মিক-রোগে আনূপ জল পান করা নিষিদ্ধ।

ভ্রামর মধু—ক্ষুদ্র জাতীয় ভ্রমর-কর্ত্তৃক সঞ্চিত মধু, —নির্ম্মল, স্ফটিকবর্ণ। গুণ—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রবিকৃতিকর, গুরু, স্বাদুপাকি, অভিষ্যন্দি; সাতিশয়, পিচ্ছিল, শীতল।

ম

মকুষ্ঠক—বনমুগ, মোঠ। (মকুষ্ঠ, বনমুদ্গ, মুকুষ্ঠক) গুণ—বায়ুজনক, গ্রাহী, কফপিত্তনাশক, লঘু, অগ্নিমান্দ্যকর, পাকে মধুর, ক্রিমিনাশক, জ্বরঘ্ন, কষায়, রক্তপিত্তনাশক, পথ্য।

মজ্জফল—মাজুফল, (কাঁটাবাস) গুণ—গ্রাহী বলকর, জ্বরঘ্ন, রক্তস্রাবরোধক; ইহা মুখদন্তগত রোগ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, যোনিকন্দ, অতিসার, গ্রহণী, প্রবাহিকা রোগে উপকারী।

মঞ্জিষ্ঠা—বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, চেন্দনবল্লী, রসায়নী অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তচালিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী) গুণ—মিষ্টতিক্তকষায়রস, গুরু, উষ্ণ। ইহা স্বরবর্দ্ধক, বর্ণোদ্দীপক; বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বীসর্প, ব্রণ, প্রমেহ, রোগ প্রশমিত হয়।

মটর—(কলায়, বর্ত্তুল, তিল, হরেণুক) গুণ—মধুর, পাকে স্বাদু, রুক্ষ, শীতল। শাক—তিক্তরস, লঘু, ভেদক, ত্রিদোষনাশক।

মৎস্য—মাছ। (মীন, বিসার, ঝষ, বেসারিণ, অগ্রজ, শকুল, পৃথুলোমা, সুদর্শন) গুণ—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, বাতঘ্ন, কফপিত্তকর, পুষ্টিকর, বৃষ্য, রোচক ও বলবর্দ্ধক; ইহা মদ্যপায়িগণের ও ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে—দীপ্তাগ্নি লোকের পক্ষে বিশেষতঃ—সবিশেষ উপকারী।—মৎস্যাণ্ড—সাতিশয় বৃষ্য, স্নিগ্ধ, কফজনক, লঘু, মেদোবর্দ্ধক, বলকর, গ্লানিকর, মেহনাশক।—শুষ্কমৎস্য—শুখনা মাছ—দুর্জ্জর ও মলরোধক।—দগ্ধমৎস্য—বিশিষ্ট-গুণকর, পুষ্টিকর, বলপ্রদ।

মৎস্যণ্ডিকা—মিছরী, গুণ—ভেদক, বলকর, লঘু, বায়ুপিত্তনাশক, মধুররস, বৃংহণ বৃষ্য, রক্তদুষ্টি-নিবারক।

মৎস্যাক্ষী—মাচ্ছী, (বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা, মৎস্যাদনী) গুণ—তিক্তরস, শীতল, লঘু, গ্রাহী; ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ, রক্তশোষের নিবারক।

মথিতদুগ্ধ—মথিত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ—লঘু, বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক।

মদনফল—ময়নাফল; (ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক, বিষপুষ্পক) গুণ—মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমনকর, প্রতিশ্যায়নিবারক, রুক্ষ, কফ, আনাহ, শোথ, গুল্ম, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিদ্রধিরোগে উপকারী।

মদ্গুর—মাগুর মাছ। গুণ—বায়ুনাশক, বলকর, বৃষ্য, কফজনক, লঘু।

মদ্য—(মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মাণিকা, অমৃতা, মাধ্বী, মত্তা, মদনী, মোদিনী, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী, কপিশী) ইহার যোনিভেদে ও প্রক্রিয়াভেদে গুণ ভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহা শীঘ্র সঞ্চারী বলিয়া, বহু ভেষজের যোগবাহী হইয়া ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। ইহার সাধারণ গুণ—রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বরশোধক, স্বর্ণপ্রসাদক, প্রীতিজনক বলকর, বৃংহণ, ভয়হর, শোক-প্রশামক, শ্রান্তিনিবারক, নষ্টনিদ্র ব্যক্তির নিদ্রাপ্রদ, বাক্‌শক্তিহীনের বাক্‌প্রবর্ত্তক, অতি-নিদ্র ব্যক্তির নিদ্রানিবারক, মলাদিরোধ-পীড়ায় আক্রান্তগণের মলবিবন্ধ-হর, বধবন্ধ-ক্লেশোৎপাদক কর্ম্মহেতুক দুঃখের বিস্মরণকর, সাতিশয় বাজীকর ও প্রীতিসংযোগের প্রবর্দ্ধক। বহু-দুঃখার্ত্ত, ক্ষত, শোকোপহতচিত্ত ব্যক্তির যথা-বিধি নিষেবিত মদ্যই দুঃখহর ও বিশ্রামপ্রদ।

মদ্যপানজন্য মত্ততার ত্রিবিধ অবস্থা। প্রথম মদাবস্থা—হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পানভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, হাস্য গীত বাদ্য বাক্পটুতার প্রবর্ত্তক। এতদ্দ্বারা বুদ্ধির ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং কার্য্যসাধনে শক্তি লোপ না হইয়া বৃদ্ধি পায়। প্রথম মদ অতুল্য সুখপ্রদ।—দ্বিতীয় মদাবস্থা মুহুর্মুহু স্মৃতির ও মোহের গতাগতি, চৈতন্যের আবির্ভাব অন্তর্ধান, প্রলাপ, অসংযত পাদক্ষেপ, অবস্থান পান, ভোজন, পারস্পরিক সম্ভাষণ, সকল বিষয়ে বিপর্য্যয়-সঙ্ঘটন ঘটে।—তৃতীয় মদাবস্থা – কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয়-ভাবাপন্ন, মোহাবেশ, জ্ঞানচ্যুতি, সত্ত্বগুণবিগর্হিত দূষ্যভাবগত হয়। মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনবিদ্রধি, ব্রণ রোগ, ভগ্নপীড়ায় ইহার বাহ্যতঃ প্রয়োগে—সবিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

মধু—(মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ, মক্ষিকাবান্ত, বরাটিবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত, পুষ্পরসোদ্ভব,) মধু অষ্টবিধ—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল। গুণ—স্বাদু, লঘু, শীতল, রুক্ষ, গ্রাহী, লেখন চক্ষুঃশুদ্ধিকর, দীপন, স্বরোৎকর্ষকর, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, দেহের কোমলতা-সম্পাদক, স্রোতঃ-শোধক, ঈষৎকষায়-রস, আহ্লাদজনক সাতিশয় প্রসাদকর, বর্ণের উৎকর্ষ-সাধক, মেধাজনক, বিশদ, রোচক, বৃষ্য, বায়ুজনক, যোগবাহী; ইহা দ্বারা কুষ্ঠ অর্শঃ কাস, রক্তপিত্ত, কফজমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মদ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলরোধ, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ উপশমিত হয়।

মধূচ্ছিষ্ট—মোম, (মদন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্‌থ) গুণ—মৃদু, সুস্নিগ্ধ, ভূতঘ্ন ও ব্রণরোপণ।

মধুক—মৌল বা মহুয়া (মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল) গুণ—পুষ্প—মধুররস, শীতল, গুরু, পুষ্টিকর, বলকর, শুক্রজনক, বাতপিত্তনাশক।—ফল—স্বাদু, গুরু, শীতল, শুক্রজনক, বায়ুপিত্তনাশক, অহৃদ্য; ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত, ক্ষয়রোগ প্রশমিত করে।—জলময় ভূমিজাত বৃক্ষ—মধূলক।—ইহাও মধূকের সমগুণ।

মধুশর্করা—মধুজাত-শর্করা, গুণ—রুক্ষ, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, গুরু, কষায়, শীতল; ইহার পানে বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

মনক্কা—(স্বাদুফল, দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, মধুরসা, হারহুরা, গোস্তনী) গুণ—পক্কফল—শীতল, সর, নেত্রহিতকর, পুষ্টিজনক, গুরু, কষায়রস, পাকে স্বাদু, স্বরবিশোধক, বৃষ্য, ভেদক, মূত্রকর, কফবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, রোচক, কোষ্ঠে বাতোৎপাদক; ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বাতপ্রধান বাতরক্ত, কামলা, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোষ, এবং মদাত্যয় রোগের বিনাশক্ষম। অপক্কফল—অল্পশক্তিবিশিষ্ট; গুরু অম্ল, রক্তপিত্তরোগোৎপাদক। গোস্তনী দ্রাক্ষা—শুক্রজনক, গুরু, কফ-পিত্তনাশক।

মনসাসিজের পত্র—তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রোচক; ইহা আধ্মান, অষ্ঠীলিকা, গুল্ম, শূল, শোথ, উদররোগের প্রশামক।

মনোগুপ্তা ইক্ষু—বায়ুনাশক, তৃষ্ণারোগনাশক, অতিমধুর, সুশীতল, রক্তপিত্তনিবারক।

ময়ূর—(চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরাবী, ভুজঙ্গভুক্, শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠক, শুক্লাপাঙ্গ, কলাপী, মেঘনাদানুলাসী) গুণ—মাংস—স্বাদুরস, মধুরবিপাক, সংগ্রাহী, বায়ুদমনকর।

ময়ূরশিখা—(সহস্রাহি, মধুচ্ছদা, নীলকণ্ঠশিখা, বর্হিশিখা) গুণ—লঘু, পিত্তশ্লেষ্মা অতিসার নষ্ট করে।

মরিচ—(বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ, ধর্ম্মপত্তন) গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, দীপন, বায়ুহর, শ্লেষ্মনাশক, উষ্ণ পিত্তকর, রুক্ষ; ইহা শ্বাস ক্রিমি দূর করে।—আর্দ্রফল কটুরস, মধুরবিপাক, গুরু, নাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণগুণ, শ্লেষ্মনিঃসারক; অথচ পিত্তজনক নহে

মরুবক—(মারুত মরুৎমক, ফণী ফণিজ্জক প্রস্থপুষ্প, সমীরণ।) গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য, তীক্ষ্ণোষ্ণ পিত্তজনক, লঘু, কটুবিপাক, রোচক, তিক্ত রুক্ষ, সুগন্ধি; ইহা শ্লেষ্মা, বায়ু, কুষ্ঠ, ক্রিমি প্রশমন করে ও বৃশ্চিকাদির বিষ নষ্ট করে।

মল্লিকা—(মদয়ন্তী, শীতভীরু, ভূপদী,) গুণ—লঘু, বলকারক, তিক্ত-কটু; ইহা বায়ু পি মুখরোগ, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষজ র প্রভৃতি রোগে হিতকর।

মসিনা—(অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা, ক্ষুমা) গুণ—মধুরতিক্তরস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ, দৃষ্টিশক্তির হ্রাসকর, শুক্রক্ষয়কর, ত্রিদোষ-নাশক, কাসনিবারক, অতিসার-প্রশামক, ব্রণ-শোধক; ব্রণ-শোধনার্থক ব্যবহার্য্য।—তৈল—আগ্নেয়, স্নিগ্ধোষ্ণ, কফপিত্তনাশক, কটুবিপাক, চক্ষুর্হানিকর, বলকর, বায়ুনাশক, গুরু, মলোৎপাদক, স্বাদু, গ্রাহী, ত্বগ্দোষ-নাশক, ঘন; ইহা বস্তিক্রিয়ায়, পানে, মর্দ্দনে, নস্যার্থক, কর্ণপূরণে অনুপানে, বাতপ্রশমনার্থে প্রয়োজ্য।

মসূরী—(মঙ্গল্যক, মঙ্গল্যা, মসূরিকা) গুণ—মধুরবিপাক, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু, কফপিত্তনিবারক, রক্তদোষনাশক, রুক্ষ, বাতজনক, জ্বরঘ্ন।

মহাকরঞ্জ—(ষড়্গ্রন্থা, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, রসায়নী, কাকঘ্নী, সুমনাঃ, মদহস্তিনী, হস্তিকরঞ্জক, কাকাভাণ্ডী, মধুমতী) গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুস্বাদ, বিষঘ্ন, কণ্ডু-প্রশামক, ব্রণ-নিবারক।

মহাতিক্তা—মিস্‌মিতিতা (ভদ্রতিক্তা) গুণ—তিক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকর, কফঘ্ন।

মহাদা—(বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র, অম্লবৃক্ষক) গুণ—অপক্ব—অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন, কফপিত্তবর্দ্ধক, পক্ব—গুরু, সংগ্রাহী, কটু-কষায়রস, লঘু, অম্ল, উষ্ণ, রেচক, রুক্ষ, অগ্নিকারক, বাতশ্লেষ্মজনক; ইহা তৃষ্ণা, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ, কাটাদির বিনাশ করে।

মহামেদা—মোরঙ্গ-দেশজ লতাজাত কন্দবিশেষ।—শ্বেতবর্ণ আদার ন্যায় সুন্দর পাণ্ডুবর্ণ; ছেদনে মেদের ন্যায়, রস বা আটা নির্গত হয়। (বহুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী, দেবতামণি) গুণ—গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকর, শীতল, রক্তপিত্তনাশক ও বাতজ্বরপ্রশামক।

মহিষ—(ঘেণ্টকারি, কাসর, রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ, যমবাহন) গুণ—মাংস—স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ বায়ুনাশক, নিদ্রাকর, শুক্রোৎপাদক, বলকর, দেহদার্ঢ্যকর গুরু, বৃষ্য, মলমূত্রনিঃসারক, বাতঘ্ন ও রক্তপিত্তনাশক।

মাংস (মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল, পল) গুণ—বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলপ্রদ, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গুরু, হৃদ্য, আস্বাদে ও পাকে মধুর।—বিষাদিমৃতের মাংস—সর্পদষ্ট জীবের মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজনে বাতাদি-দোষত্রয় প্রকুপিত হয়; হিংস্র-জন্তু-দষ্ট-মাংস সাতিশয় বিরুদ্ধ-দোষকর; বিষদোষ কিংবা রোগজন্য মৃত বা জলমধ্যে মৃত জীবের মাংস—শিরাপথে জলপ্রবেশ করায় সিক্ত মাংস—ভোজনে দোষত্রয়ের প্রকোপে বিবিধ রোগ—এমন কি তজ্জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। পচা-মাংস-ভোজনে বমন হইতে পাবে, এবং শীর্ণ-মাংস-সেবনে বায়ু প্রকোপ হয়। সদ্যোহত-মাংস—অমৃত-সদৃশ বয়ঃস্থাপক, ব্যাধিনাশক, বৃংহণ ও পথ্য। অন্য-মাংস পরিত্যাজ্য।

মাংসরস—সিদ্ধ মাংসের যূষ। রুচ্য, শ্রমশান্তিকর শ্বাসনিবারক, ক্ষয়রোগনাশক, তৃপ্তিকর, ও বাতপিত্তনাশক; যাহারা ক্ষীণ ও অল্পশুক্রসম্পন্ন, যাহাদের শরীর সন্ধিবিশ্লিষ্ট বা ভগ্ন, যাহাদের প্রতি বিরেচন বা বমন প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহাদের শরীর-শোধন প্রয়োজনীয়, যাহাদের ওজঃ বল স্মৃতি হ্রাস পাইয়াছে; যাহারা জ্বরে ক্ষীণ হইয়াছে, যাহাদের দেহ উরঃক্ষতরোগে আক্রান্ত, যাহাদের স্বরদোষ ঘটিয়াছে, যাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা আসিয়াছে, আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তাহাদের পক্ষে মাংসযূষ একান্ত উপযোগী ও উপকারী।

মাকড়াগাব—(কাকেন্দু, কুলক, কাকপিলুক, কাকতিন্দুক) গুণ—কষায়াম্লস্বাদুরস বাতপিত্তজ-ব্যাধিনাশক, মেহপ্রশামক ও বমননিবারক।

মাক্ষিকমধু—মধুমক্ষিকা সঞ্চিত মধু—তৈলবর্ণ মাক্ষিক মধু শ্রেষ্ঠ। গুণ—লঘু; ইহা দ্বারা চক্ষুরোগ, কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রোগ প্রশমিত হয়।

মাখন—মথিত। গুণ—কফপিত্তনাশক।

মাচিকা=মাইয়া। (প্রাস্থিকা, অম্বষ্ঠা অম্বালিকা অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা, বালমূলিকা) গুণ—অম্লরসবিশিষ্ট, কষায়বিপাক, শীতল, লঘু; ইহা পক্বাতিসার, রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, কর্ণরোগের প্রশমন করে।

মাদার (লকুচ, ক্ষুদ্রপণস, লকূচ, ডহু) গুণ—অপক্ব—উষ্ণ, গুরু, বিষ্টম্ভী, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষজনক, রক্তদূষক, শুক্রনাশক, অগ্নিমান্দ্যকর, চক্ষুর্হানি-

কর। সুপক্ব—মধুরাম্লরস, বায়ুপিত্তনাশক, কফজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকর, বিষ্টম্ভী।

মাধবী—(বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক, ভ্রমরোৎসব) গুণ—মধুররস, শীতল, লঘু, ত্রিদোষনাশক।

মাধ্বীকী—মৌলফুলের মদ্য। গুণ—মাদক, বলকর, পুষ্টিকর, কামবর্দ্ধক।

মাধ্বী—মধুজাত মদ্য। গুণ—মধুর, অনুত্যুষ্ণ, বাতপিত্তনাশক; ইহা কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ, প্লীহরোগে উপকার করে।

মানক—মানকচু (মহাপাত্র) গুণ—শোথনাশক, শীতল, লঘু, রক্তশান্তিকর।

মাষ—স্বনামপ্রসিদ্ধ কলায়; গুণ—গুরু, জীর্ণ হইলে, স্বাদুরস, স্নিগ্ধ, রোচক, বায়ুনাশক, স্রংসন, তৃপ্তিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, সাতিশয় পুষ্টিকর, মূত্র-মল-স্তন্য-নিঃসারক, পিত্তকফমেদোবর্দ্ধক; ইহা অর্শঃ, অর্দিত, বাতব্যাধি, শ্বাস ও পরিণাম শূলের প্রশমন করে।

মাষপর্ণী—মাষাণী, বনমাষ; (সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী,) হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডুলোমসপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মহাসহা গুণ—শীতল, তিক্ত, রুক্ষ, শুক্রজনক, কফকারক, মধুর, গ্রাহী) ইহা শোথ বাতপিত্ত জ্বর ও রক্তদোষে উপকার করে।

মাহিষঘৃত—মহিষীদুগ্ধজাত ঘৃত; গুণ—স্বাদু, রক্তপিত্তশান্তিকর, বায়ুনাশক, শীতল, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য, গুরু। জীর্ণ হইলে, মধুররস।

মাহিষদধি—মহিষী দুগ্ধজাত দধি; গুণ—সুস্নিগ্ধ, কফজনক, বাতপিত্তনাশক, স্বাদুবিপাক, অভিষ্যন্দি, বৃষ্য, গুরু, ও রক্তদূষক।

মাহিষদুগ্ধ—মহিষী-দুগ্ধ। গুণ—গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকর, অভিষ্যন্দি ক্ষুধাবর্দ্ধক, শীতল।

মাহিষমূত্র—গুণ—ক্ষারগুণবিশিষ্ট,ভেদক; ইহা অর্শঃ শোথ উদর রোগে উপকারী।

মিঠাবিষ—(নেপালভৃঙ্গী, নৈপাল) গুণ—কফঘ্ন ও বাতহর; ইহার সেবনে কফজ ও বাতজ ব্যাধি, সান্নিপাতিক জ্বর, আমবাত, হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

মিশ্রেয়—মৌরী (ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা, মিশি,) গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, হৃদ্য, অগ্ন্যুদ্দীপক, কাস-বমন-হর, জ্বরঘ্ন, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মনাশক; ইহা ব্রণ শূল চক্ষুরোগে হিতকর, যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবন্ধ, ক্রিমি, শূলরোগ প্রশামক।—তৈল অগ্নিকর ও বায়ুনাশক। শূলরোগে ও আধ্মান রোগে উপকারী।

মুণ্ডবর্ষী—(মুক্তবর্চ্চাঃ রুদ্রা) গুণ—বমনকারক, বিরেচক, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা কাস জ্বর শ্বাস বিষরোগে হিতকর। ইহার স্বরস পানে কফনিঃসার ও বমন হয়। মলদ্বারে প্রলেপনে মলবিরেক হয়। শিশুদিগের পক্ষেই প্রয়োজ্য।

মুক্তা—(মৌক্তিক, সৌম্যা, শৌক্তিকেয়, শশিপ্রভ, অন্তঃসার, ইন্দুরত্ন, লক্ষ্মী, মুক্তাফল, হিম,ভৌতিক, তৌতিক, তার, স্বচ্ছ, তারা মুক্তিকা) গুণ—কষায়স্বাদুরস, বলপুষ্টিকর, বায়ুপ্রশামক, বৃষ্য, চক্ষুর্হিতকর, বিষঘ্ন, রাজযক্ষ্মপ্রশামক,; ইহার অঙ্গে ধারণ করিলে, গ্রহদোষ বিদূরিত ও পাপ নষ্ট করে। ইহা স্ত্রী-জাতির রতিপ্রবৃত্তি উদ্দীপক ও কান্তিবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা গ্রহ পাপ শান্তি হয়।

মুচুকুন্দ—(ক্ষুদ্রবৃক্ষ, চিত্রক, প্রতিবিষ্ণুক) গুণ—শিরঃপীড়ানাশক, রক্তপিত্তপ্রশামক, বিষহর।

মুঞ্জ—মুজ, (মুঞ্জাতক বাণ, স্থূলদর্ভ, সুমেখল) গুণ—কষায়রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য, কোটিবেষ্টনের উপযোগী। ইহা দাহ তৃষ্ণা, বীসর্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, চক্ষুর্বেদনায় প্রয়োজ্য।

মুণ্ডিরিকা—মুণ্ডরী ভুঁইকদম্ব। (মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তাপাধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডতিকা, শ্রবণশীর্ষিকা) ইহার প্রকারভেদে ভূকদম্বিকা, (মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা, তপস্বিনী) গুণ—উভয়বিধ—মধুররস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক। ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা মেদোরোগ, গুদরোগ প্রশমিত করে।—মহামুণ্ডীর গুণ—সামান্য মুণ্ডীর ন্যায়।

মুণ্ডী—মৃগবিশেষ। গুণ—মাংস—শীতল, ইহা জ্বর, কাস, রক্তক্ষয়, শ্বাসরোগ প্রশমিত করে।

মুদ্গ—মুগ। শ্যামমুদ্গ হরিতমুদ্গ, পীতমুদ্গ, শ্বেতমুদ্গ, লোহিতমুদ্গ,—ইহাদিগের মধ্যে পরপর হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী লঘু; হরিতমুদ্গই শ্রেষ্ঠ।

গুণ—রুক্ষ, লঘু, গ্রাহী, কফপিত্তহর, শীতল, স্বাদু, অল্পবায়ুবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, চক্ষুর্হিতকর, বনজ-মুদ্গ—বনমুগ পূর্ব্বোক্ত মুগের সমগুণ।

মুদ্গপর্ণী—মুগানি ; (মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা, মার্জ্জার গন্ধিকা) গুণ—শীতল, রুক্ষ, তিক্তস্বাদুরস, শুক্রজনক, চক্ষুর্হিতকর, গ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক ; ইহা ক্ষত শোথ, জ্বর, কাস, গ্রহণী, অর্শঃ, অতিসার, কাস, বাতরক্ত, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে হিতকর।

মৃদ্রাশঙ্খ—পীতাভ অরুণবর্ণ উপধাতু। (পীতিকা অরুণরাগ) গুণ—ক্ষতনিবারক।

মুরামাংসী—(মুরা, গন্ধকরী, দৈত্যা, সুরভি, শালপর্ণিকা) গুণ—তিক্ত, শীতল, স্বাদু, লঘু, বায়ুপিত্তনাশক ; ইহা জ্বর, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কাসরোগে প্রয়োজ্য।

মুষ্ককাদিগণ—(ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধাওয়া, চিতা, ময়না, শিশু, মনসাসিজ, ত্রিফলা—ইহাদের সমবায় মেদোরোগ শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, শর্করা, অশ্মরী, রোগের প্রশমন করে।

মুস্তক—মুথা, (মুস্ত, কুরুবিন্দ, কোর, কসেরুক, মেঘবাচক) ভদ্রমুস্তক—(গুন্দ্রা, নাগরমুস্তক) গুণ—কষায়-কটু-তিক্তরস, শীতল, গ্রাহী, দীপক, পাচক ; ইহা কফবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার, ক্রিমি, নষ্ট করে।

মুস্তকাদিগণ—মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, শ্বেতবচ, বচ, আকনাদি, কট্‌কী, মহাকরঞ্জ, আতৈষ, এলাচ, ভেলা, চিতা ;—ইহাদের সমবায় কফঘ্ন, যোনিদোষনিবারক, স্তন্যশোধক, ও আমপাচক।

মূর্ব্বা—মুগা (মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী, পীলুপর্ণী) গুণ—তিক্তস্বাদুরস, গুরু, সর, ইহা জ্বর, সান্নিপাতিক, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, মেহ, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠরোগে হিতকর।

মূলক—মূলা, ইহা দ্বিবিধ—লঘুমূলক ও নেপালমূলক। লঘুমূলক (শালমর্কটক, বিস্র, শালেয়, মরুসম্ভব, চাণকমূলক, তীক্ষ্ণ, মূলকপোতিকা) গুণ—কটু, উষ্ণ, রোচক, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বরবিশোধক ; ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসারোগ, কণ্ঠপীড়া, নেত্ররোগ নষ্ট করে। বৃহৎমূলক—রুক্ষ, উষ্ণ, গুরু, ত্রিদোষজনক ; তৈলাদি সহ সাধনে ত্রিদোষঘ্ন। মূলকপত্র—নূতন মূলার শাক, গুণ—পাচক লঘু, রুচ্য, উষ্ণ ; ইহা স্নেহসাধনে—তৈল ভৃষ্ট হইলে,—ত্রিদোষনাশক। অসিদ্ধ অবস্থায় কফপিত্তকর।

মৃগনাভি—কস্তূরী (মৃগমদ, সহস্রভুৎ, কস্তূরীকা, বেধমুখ্যা)—ইহা উৎপত্তির স্থানভেদে ত্রিবিধ ; কামরূপদেশীয় কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ, শ্রেষ্ঠ—নেপালদেশীয় কস্তূরী নীলবর্ণ মধ্যম এবং কাশ্মীর-দেশীয় কস্তূরী কপিলবর্ণ, নিকৃষ্ট ; গুণ—কটুতিক্তরস, ক্ষারোষ্ণ, গুরু, শুক্রকর, শীতনিবারক, দুর্গন্ধনাশক ; ইহা বায়ু, কফ, বিষদোষ, বমি, শোষ, নিবারণ করে ; অপিচ ইহা আক্ষেপনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কানিবারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বলকর, কিঞ্চিৎমাদক।

মৃগীদুগ্ধ—জঙ্গলোৎপন্না মৃগীর দুগ্ধ, গুণ—কষায়মধুর-রস, শীতল, সংগ্রাহক, লঘু ; ইহা রক্তপিত্ত, অতীসার, ক্ষয়, কাস, জ্বররোগে পথ্য।

মেথিকা—মেথী, (মেথিনী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধিনী বহুবীজা জাতি,গন্ধফলা, বল্লরী, কামমন্থা মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা বহুপর্ণী) গুণ—বায়ুনাশক, শ্লেষ্মনাশক, জ্বরঘ্ন, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক, রক্তপিত্তপ্রকোপক।—বনমেথী এতৎসমগুণ হইলেও, স্বল্পতর গুণী ও বাজীদিগের হিতকর।

মেদা—মোরঙ্গস্থানজ কন্দবিশেষ ; শ্বেতবর্ণ কন্দ নখচ্ছেদ্য—ছেদনে মেদোরসবৎ আটা বাহির হয় ; (স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা,ধরা) গুণ—গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকারক, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, বাতজ্বর, প্রশামক।

মেষ—(মেঢ্র, মেঢ, হুড়, মেষ, উরণ, এড়ক, অবি, বৃষ্টি, উর্ণায়ু) গুণ—মাংস—পুষ্টিকর, পিত্তশ্লেষ্মজনক ও গুরু। অণ্ডহীন-মাষ-মাংস—কিঞ্চিৎ লঘু। —মেষীদুগ্ধজাত ঘৃত—লঘুপাক, সর্ব্বরোগবিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুষ্য, তেজোবর্দ্ধক ; ইহার পানে অশ্মরী, শর্করা, ও বাতদোষ নিবারিত হয়। —মেষীদুগ্ধ—লবণাক্ত স্বাদুরস, স্নিগ্ধোষ্ণ ; অশ্মরী-

রোগনাশক, ক্ষতঘ্ন, তৃপ্তিজনক, বৃষ্য, শুক্রজনক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মোৎপাদক, গুরু, বায়ুশান্তিকর; ইহা বাতজ কাসরোগে সবিশেষ উপকারী।—মেষমূত্র—তিক্ত, স্নিগ্ধ, পিত্তের অবিরোধী।

মেষশৃঙ্গী—মেঢ়াশৃঙ্গী, (বিষাণী, মেষবল্লী, অজশৃঙ্গিকা) গুণ—তিক্তরস, পাচক, কটু, রুক্ষ, বায়ুজনক; ইহা শ্বাস, কাস, ব্রণ, শ্লেষ্মা ও নেত্রশূল নিবারণ করে।—ফল—তিক্ত, দীপন, স্রংসন; ইহাতে কুষ্ঠ, মেহ, কফ, কাস, ত্রিদোষ, ব্রণ, বিষদোষ নষ্ট হয়।

মৈরেয়ী—বিল্বমূল, কুল, চিনী—ইহাদের সমবায়জাত মদ্য। গুণ—বায়ুনাশক, বলকর, জ্বরঘ্ন, অগ্নিপ্রদীপক।

মোচরস—শাল্মলীর নির্য্যাস। (পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচনির্য্যাস) গুণ—শীতল, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বলকর, কষায়রস; ইহার সেবনে প্রবাহিকা, অতীসার, আম, শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্ত ও দাহ, নিবারিত হয়।

মোচা—কদলীপুষ্প। গুণ—স্নিগ্ধ, মধুর,, কষায়, গুরু, শীতল, শুক্রজনক, বলকর হৃদ্য; ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ বহুমূত্র প্রশমিত করে।

য

যজ্ঞাঙ্গ—যজ্ঞডুম্বর, (উডুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক) গুণ—শীতল, রুক্ষ, গুরু, মধুর-কষায়-রস, বর্ণ্য। ইহা ব্রণ হইতে পূয়নিঃসারক, অপক্ক ব্রণের রোপক (বসাইতে সমর্থ) পিত্ত কফ রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, দাহ, রক্তপিত্ত, মূত্রাতিসারের প্রশমন করে।—ত্বক্—কষায়রস, শীতল, বৃষ্য, ব্রণসন্ধায়ক।

যব—ইহা চতুর্ব্বিধ—শুক্লবর্ণ—শূকবিশিষ্ট যবই যব, শূকশূন্য যব অতিযব, হরিতবর্ণ যব তোক্য, সামান্য যব স্বল্প যব। গুণ—কষায়-মধুর-রস, পাকে কটু, শীতল, লেখন, মৃদু, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় উপকারী, রুক্ষ, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, শ্লেষ্মাপসারক, স্বরবিশোধক, বলকর, গুরু, লাবণ্যকর, ধাতুর সমতারক্ষক, বহুপরিমাণে বায়ুপ্রবর্ত্তক ও মূত্রনিঃসারক, পিচ্ছিল; ইহা কর্ণরোগ ত্বগ্রোগ শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, বাতদোষ, তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহা অপেক্ষা অতিযব অল্পগুণবিশিষ্ট, তোক্য তদপেক্ষা হীনগুণ।

যবক্ষার,—যবশূকভস্মোত্থিত ক্ষার। (পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যবশূক, যবাগ্রজ) গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, অতিসূক্ষ্ম, অগ্নিকর; ইহা শূল, বায়ু, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কফরোগে পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা, হৃদ্রোগ, প্রশমন করে।

যবাস—যাস, যবাস, দুস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, মধুক্রান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুয়া, অনন্তা, কষায়া, দুরভিগ্রহা) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, সারক, শীতবীর্য্য লঘু এবং কফ, মেদ, ভ্রান্তি, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প বাতরক্ত, বমি, জ্বর বিনষ্ট করে।

যষ্টীমধু—(যষ্টীমধুক, ক্লীতক, ক্লীতনক উপমধুলিকা) গুণ—মিষ্টরস, গুরু, শীতল, চক্ষুর্হানিকর, বলকর, বর্ণোৎকর্ষ-সম্পাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কেশহিতকর, স্বরোৎকর্ষকর; ইহার সেবনে ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি,ক্ষয়, বাতপিত্ত, শোষ, দাহ, অরুচি, কাস, নষ্ট হয়।

যূথিকা—যুঁই (গণিকা, অম্বষ্ঠা), পীতবর্ণ যুঁই (হেমপুষ্পিকা, স্বর্ণযূথিকা) গুণ—কষায়-তিক্তরস, পাকে কটুরস, লঘু, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক, বিষঘ্ন; ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগে চক্ষুরোগ, শিরঃপীড়ার প্রশমন করে।

যমানী—যোঁয়ান (যমানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্য, যবপর্য্যায়) গুণ—তিক্তরস, পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্ন্যুদ্দীপক, পিত্তকারক, বমনবোধক, শূলনাশক, ইহা বাতশ্লেষ্মা, উদররোগ আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ক্রিমি নষ্ট করে।—তৈল—অগ্নিকারক, বায়ুনাশক; ইহা শূল, আক্ষেপ, আধ্মান, অজীর্ণ অর্শঃ, গ্রহণী-দোষে সবিশেষ উপকারী।—শাক—আগ্নেয় রুচ্য, বাতশ্লেষ্মনাশক, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পিত্তকর, লঘু ও শূলরোগনিবারক।

র।

—(অসৃক্, রুধির, লোহিত, অস্র, শোণিত, লস্কার, রঙ্গক, কীলাল, অঙ্গজ, শোণ, লোহ, াদিষ্ট, ক্ষতজ, প্রাণদ, রসাত্মজ) গুণ—রক্ত- র্ণ, তরল, নাতিশীতোষ্ণ, মধুর, লবণরস, স্নিগ্ধ ক্তবর্দ্ধক, জীবন।

ৎপল—রক্তকুমুদ (রক্তোৎপল)। গুণ— টু-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, রক্তদোষনাশক, ন্তর্পণ, শুক্রজনক; ইহা বাত-পিত্ত-কফজ- রাগের উপশম করে। মূল—কষায়-তিক্ত- ধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রক্তরোধক। াল—মধুর-লবণরস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, ষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, বায়ুর ক্ষয়কর। ত্র—কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, কটুবিপাক, লঘু- চ, মলরোধক, বায়ুজনক, কফপিত্তনাশক।

ঃকরবীর—(রক্তপ্রদ, গণেশকুসুম, চণ্ডীকুসুম, ়র, ভূতদ্রবী, রতিপ্রিয়) গুণ—বৃক্ষত্বক্— টুরস, তীক্ষ্ণ, বমনবিরেচনকর, বিষনাশক; হার বাহ্যপ্রয়োগে, ত্বগ্দোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠের শমন করে। মূল—বিষধর্ম্মা।

ঃকণ্টক। লাল ঝাঁটী ফুল, (রক্তঝিণ্টী) ণ—বৃক্ষ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকর, ফপিত্তনাশক; ইহা জ্বর, শোথ, বাতরোগ, ক্তদোষ, শূল, শ্বাস, কাস, আধ্মানরোগের শমন করে।

াদির—(রক্তসার, সুসার, তাম্রসার, বহুমাল্য, জ্ঞিক, কুষ্ঠমোদন, চূপদ্রুম, অস্রখদির, অরু) ণ—কটুতিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক; হা আমবাত ব্রণ ও ভূতজ্বরে উপকার করে।

ন্দন—(তিলপর্ণ, রঞ্জন, কুচন্দন, কুসীদ, ক্তাক্ত, তাম্রসার, তাম্রবৃক্ষ, চন্দন, তাম্রাভ, াহিত, লোহিতচন্দন, রক্তসার, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্র- দন, অর্কচন্দন, রক্তবীজ, প্রবালফল) গুণ— ক্তরস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রজনক; ইহা াত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বমি, কফ, কাস, জ্বর, ভ্রান্তি, ্রমি, ব্রণ, বিষদোষ, নেত্ররোগে হিতকর।

ঃত্রক—(উষর্বুধ, কাল, কালমূল অব্যাল, তিদীপ্য, জর্জ্জর, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, মহাঙ্গ)—গুণ—রুচিপ্রদ, স্থৌল্যকর, কুষ্ঠনাশক, রসায়ন—শ্রেষ্ঠপাচক।

রক্তত্রিবৃৎ—(কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পী কুলবর্ণা, মসূরী, অমৃতা, কাকমালিকা) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য বিরেচক, গ্রহণী-দোষের ও মলবিষ্টম্ভের প্রশামক।

রক্তপদ্ম—গুণ—কষায় মধুররস, শীতল; ইহা শীত- পিত্ত, কফ রক্তের উপকারী।

রক্তপিণ্ডালু—লালচুবড়ী আলু। গুণ—মধুরাম্লরস শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্ত দাহ শ্রম শ্রান্তির উপকার করে।

রক্তপুনর্নবা—গাদাপুন্যে, (ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, বর্ষকেতু, লোহিতা রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফঘ্নী রক্তপুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রাবৃষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্ভব, নব, নব্য) গুণ— তিক্তরস, সারক; ইহা পিত্ত, পাণ্ডু, শোথ ও প্রদর রোগের প্রশামক।

রক্তমৎস্য—গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টি- জনক, অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক।

রক্তরসোন—(মহস্কন্দ, পৃথুপত্র, স্থূলকন্দ, যবনেষ্ট) গুণ—মধুর-কটুরস, বলকর। পত্র—তিক্তরস। নাল—মধুর-কষায়রস, পিত্তকর।

রক্তরাজালুক—গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-কফ-নাশক।

রক্তশালি—রক্তশালি ধান্য, (তাম্রশালি, শোণশালি, লোহিত) গুণ—মধুররস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক মূত্রজনক, চক্ষু- হিতকর, মুখজাড্যনাশক, স্বরশোধক, সর্ব্বরোগ- নাশক; ইহা পিত্তদাহ বাতরক্তে হিতকর। মণ্ড— মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক বায়ুজনক, পিত্তনাশক; ইহা প্রমেহ অশ্মরী রোগে উপকারী।

রক্তশিগ্রু—লালসজিনা (কৃষ্ণজীব, গর্ভপাতক, রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুপক, কেশরী, সিংহ, মৃগারি) গুণ—মধুররস, অধিক বীর্য্যজনক, রসায়ন; ইহা বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, আধ্মান, শোথ রোগে হিতকর।

রক্তসর্ষপ—গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক,

দাহজনক, কফ-বায়ুনাশক; ইহা প্লীহা, শূল, গুল্ম, ক্রিমি, ব্রণ রোগে হিতকর।

রক্তাঢ়কী—লাল অড়হর। গুণ—মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, শীতল, গ্রাহী, রুচিকর, বলকর, বাতজনক, বর্ণকর, পিত্তনাশক, পিত্ত ও তজ্জন্য সন্তাপাদিতে উপকারক, রক্তদোষহর।—অড়হবের সাধারণ গুণ—বাতল, অম্লবিপাক।

রক্তাপামার্গ—লাল আপাং (বশির, বৃত্তফল, ভস্মার্ব, ক্ষুদ্রাপামার্গ, অম্বষ্ঠক, প্রত্যক্‌পর্ণী, রক্তবিট, কেশপর্ণী কপি-পিপ্পলী, কল্য-পত্রিকা) গুণ—কটুরস, শীতল, রুক্ষ, মলবোধক, বিষ্টম্ভী; ইহা বায়ু, কফ, ব্রণ, কণ্ডু, বিষদোষে উপকারী। বীজ—মধুররস, মধুরবিপাক, গুরু-পাক, ক্ষুধা-নাশক, বিষ্টম্ভক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, পিত্তপ্রসাদন।

রক্তাম্লটান—লালঝাঁটী (রক্তাম্লাতক, অপরিম্লান, রক্তমহা, রাগপ্রসব, রক্তপ্রসব, কুরুবক, রামা-লিঙ্গনকাম, বধূৎসব, সুভগ, ভ্রমরানন্দ) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বলবর্দ্ধক; ইহা বায়ুরোগ, শোথ, জ্বর, আধ্মান, শূল, শ্বাস, কাসবোগের উপশম করে।

রক্তার্ক—লাল আকন্দ। গুণ—কটুবস, উষ্ণবীর্য্য, সাবক, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা বায়ু, কফ, শোথ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদব, ক্রিমি, ব্রণরোগে হিতকব। ফল—মধুর-তিক্ত-বস, ধাবক; ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ, বক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ, বিষদোষে উপকাব করে।

রক্তেক্ষু—কাজলী আখ্ (সূক্ষ্মপত্র, শোণ, লোহিত, উৎকট, মধুব, হ্রস্বমূল, লোহিতেক্ষু,) গুণ—মধুবরস, মধুরবিপাক, শীতল, কোমল, শুক্র-জনক, বলকর, তেজোবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, দাহ-নিবারক।

রক্তেরণ্ড—লালভেরেণ্ডা (ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরু-বুক, নালপর্ণ, চঞ্চু, উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পচান, স্নিগ্ধ, রক্তক, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চিরবীর্য্য, হ্রস্বৈর-বণ্ড) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, লঘুপাক, কফ-বাতনাশক; ইহা জ্বব, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্তদোষ, ভ্রান্তি, আমবাতরোগে হিতকর; শ্বেত এরণ্ড অপেক্ষা গুণোৎকর্ষ-বিশিষ্ট।

রঙ্গলতা—(আবর্ত্তকী) গুণ—বাতপ্রশামক; ইহা শূলনাশক।

রন্ধ্রবংশ - বাঁশনী বাঁশ; (ত্বক্‌সার, কীচকাহ্বয়, মস্কর, বাকনীয়, শুষিরাখ্য) গুণ—কষায়-তিক্তবস, শীতল, রুচিকর, অজীর্ণনাশক; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শূল, গুল্ম, দাহ ও পিত্তের প্রশামক।

রসকর্পূর—গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক।

রসাঞ্জন—(রসগর্ভ, তার্ক্ষশৈল, তার্ক্ষ্য, রসোদ্ভূত, রসাগ্রজ, কৃতক, নলভৈষজ্য, রসবাজ, বর্ষ্যাঞ্জন, রসনাভ, অগ্নিসাব) গুণ—কটু-তিক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, নেত্রহিতকর; ইহা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, চক্ষুবোগ, ব্রণ, বিষদোষেব প্রশমন করে।

রসালা—শিখবিণী। দধি, শর্কবা, দুগ্ধ, মধু, গন্ধো-ষণাঙ্গযোগে প্রস্তুত। গুণ—অম্ল-মধুব বস, শীতল, সাবক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলকর, শুক্র-বর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক; ইহা দাহ তৃষ্ণা, রক্ত-পিত্ত, প্রতিশ্যায়ে উপকাবী।

রসোন—লশুন; (রসূন, মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রাহুচ্ছিষ্ট, রাহুৎসৃষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ, যবনেষ্ট) গুণ—কটু-মধুব-রস, কটু-বিপাক, পিচ্ছিল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্র-জনক, বসায়ন, চক্ষুর্হিতকব, মেধাবর্দ্ধক, স্বব-বর্ণপ্রসাদক, ভগ্নসংযোজক; ইহা জ্বব, অজীর্ণ, হৃদ্রোগ, অরুচি, গুল্ম, মলমূত্রবিবন্ধ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কুক্ষিশূল, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য বাতশ্লেষ্মজন্য পীড়ার প্রশামক।—মূল—কটু-রস; পত্র—তিক্তরস;—ত্বক্ বা নাল কষায়-বস। সার—অম্ল লবণ-রস। বীজ—মধুবরস।

রাগষাড়ব দ্রাক্ষাদাড়িম্বরসযুক্ত মুদ্গযূষ। গুণ—রুচিকর, লঘুপাক, সর্ব্বদোষপ্রশামক।

রাগষাড়ব—আমেব মোরব্বা। গুণ—সুস্বাদু, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, অরুচিহর; ইহা বাত-পিত্তরোগের উপশম কবে।

রাগী—মরুয়া; (লঙ্ঘন, লাঞ্ছনী, গুচ্ছকনিশ, বহুতর, কনিশ) গুণ—মধুব-তিক্ত-কষায়-বস, শীতবীর্য্য, বলকর; ইহা পিত্তের ও রক্তের হানিকর।

রাঙ্গণ—পুষ্পবিশেষ। গুণ—রক্তপিত্তনাশক।

রাজকোষাতকী—ধুন্দুল ; (হস্তিপর্ণিকা, পীত-পুষ্পিকা, কোষফলা, মহাজালী,সপীতক, ধামার্গব) গুণ—মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ; ইহা জ্বর, শ্বাস, কাস ক্রিমিরোগের প্রশমন করে।

রাজখর্জ্জুরী—বৃহৎপিণ্ড-খর্জ্জুর ; (রাজপিণ্ডা, নৃপপ্রিয়া) গুণ—মধুররস, গুরুপাক, পিচ্ছিল, বীর্য্যকর ; ইহা পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্বাসরোগের উপকার করে।

রাজগিরা—রাজশাক (রাজগিরি, রাজগিরী, রাজশাক, রাজপত্রী) গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক।

রাজবাস—কালাকপূর। গুণ—বাতপিত্তনাশক, রক্তরোধক ; ইহা দাহ, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকর।

রাজজম্বু—কলন্দা বা বড় জাম। গুণ—পক্ব—মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুচিকর।

রাজতরুণী—সেউতি ফুল। (মহাতরুণী) গুণ—সুগন্ধি, কষায়রস, চক্ষুর্হিতকর, কফবর্দ্ধক।

রাজপলাণ্ডু—ছোটপিঁয়াজ (যবনেষ্ট, নৃপাহ্বয়, রাজপ্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোচক, নৃপেষ্ট, নৃপকন্দ, মহাকন্দ, নৃপপ্রিয়, রক্তকাল, রাজেষ্ট) গুণ—কটু মধুর কষায়রস, ক্ষয়গুণান্বিত, তীক্ষ্ণ, শীতবীর্য্য, অগ্নিদীপক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, স্বরশোধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক ; ইহা কণ্ঠশোষনিবারণ করে।

রাজবদর—নারকুলেকুল। (উত্তমকোলি, নৃপশ্রেষ্ঠ, নৃপবদর, রাজবল্লভ, পৃথুকোল, তনুবীজ, মধুরফল, রাজকোল) গুণ—মধুররস, শীতল, বীর্য্যনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর ; ইহা পিত্ত দাহ বায়ু শোষ শ্রান্তির উপশম করে।

রাজমাষ - বরবটী (মহামাষ, বর্ব্বট, মকুকেয় দ্বিজসপ্ত, নীলমাষ নৃপমাষ, নৃপোচিত, সিতমাষ) গুণ—মধুর কষায়রস, গুরুপাক সারক, রুচিকর, বলকর,স্তন্যজনক রুক্ষ, বাতজনক ; ইহা কফ শুক্র ও অম্লপিত্তের বৃদ্ধি করে। ইহা বর্ণভেদক্রমে ত্রিবিধ। বৃহদ্রাজমাষ সমধিক গুণবিশিষ্ট।

রাজরীতি—বেঙাপিত্তল (পাকতুণ্ডী রক্তপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরীতি, কপিলা, পিঙ্গলা) গুণ - তিক্তলবণরস, শীতবীর্য্য, বমন বিরেচনকর ; ইহা বায়ু, পিত্ত, পাণ্ডু, প্লীহবিকার ক্রিমিরোগে উপকারী।

রাজসর্ষপ—কৃষ্ণসর্ষপ (কৃষ্ণিকা, রাজিকা মুরী, মুষ্ঠক, ব্যষ্টক, কটুক, ক্ষত, ক্ষুতাভিজ্ঞান, ক্ষুধাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষ্ণফলা রাজী, কৃষ্ণসর্ষপ) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তদাহজনক। ইহা বাতশূল, কুষ্ঠ, কণ্ডু ব্রণরোগে হিতকর। শাক—লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক ; ইহা গ্রহণী ও অর্শোরোগে সবিশেষ উপকারী।

রাজাদনী—ক্ষীরখর্জ্জুর (রাজফল, কপীষ্ট, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপদ্রুম, নিম্ববীজ, মধুফল, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরা, গুচ্ছফল, ভূপেষ্ট, স্ত্রীফল, রাজবল্লভ, দৃঢ়স্কন্দ, ক্ষীরশুক্র) গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিকর, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তজনক ; ইহা তৃষ্ণা, শান্তি, মত্ততা, প্রমেহ, ক্ষয়, ত্রিদোষজন্য বিকারে হিতকর।

রাজান্ন—রাজভোগ ধান্য (নৃপান্ন, রাজার্হ, দীর্ঘশূক, ধান্যশ্রেষ্ঠ, রাজধান্য, রাজেষ্ট, দীর্ঘ, কুরঙ্ক) গুণ—মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বলকর, কান্তিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ; ইহা ত্রিদোষনাশক। ইহা শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ভেদে ত্রিবিধ। কৃষ্ণ অপেক্ষা রক্ত ও রক্ত অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের, ধান্য শ্রেষ্ঠ।

রাজাম্র—কৃষ্ণচ্ছদ বৃহৎ সুমিষ্ট আম (স্বরাম, রাজফল, কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট, নৃপবল্লভ) গুণ—মুকুল—অম্লকটুরস ; ইহা দাহ, পিত্ত, বাতরক্ত, কফ, শ্বাসরোগের উৎপাদক। অপক্ব—অম্লকষায়রস, দোষজনক। পক্ব—মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শীতল, গুরুপাক, বলকর, পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক ; ইহা তৃষ্ণা দাহ শ্রান্তি শ্বাস অরোচক রোগের উপশম করে।

রাজার্ক—শ্বেত আকন্দ গুচ্ছ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা কফ, মেদোদোষ, বিষদোষ, বায়ু, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বীসর্প, শোথরোগের প্রশমন করে।

রাজালাবু—মিঠা লাউ (স্বচ্ছতুম্বী, মহাতুম্বী, মধুরালাবু, পাকালাবু, ভক্ষ্যালাবু, আলাবুনী, মিষ্টতুম্বী) গুণ—মধুররস, শীতল, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পুষ্টিকর ; ইহা বাত পিত্ত-নাশক।

রাজাবর্ত্ত—(নৃপাবর্ত্ত, রাজাম্বু, অত্যাবর্ত্তক, আবর্ত্ত-

মণি, আবর্ত্ত) গুণ—সৌভাগ্যজনক, কটুতিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তকর ; ইহা প্রমেহ হিক্কা বমন রোগে উপকার করে।

রাজিকা—শ্বেতসর্ষপ—রাই সরিষা। (গৌরসর্ষপ) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অল্প রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও রক্তপিত্তকর ; ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বিসর্পরোগের-প্রশমন করে। তৈল—কটুরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, কোঠরোগে উপকারী, ত্বগ্দোষনাশক, বাতাদিদোষপ্রশামক ; ইহা পুরুষত্বের হানি করে। পত্র—মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-কফ-নাশক। ইহা ক্রিমি ও কণ্ঠরোগে উপকারী

রাজ্যক্ত—রায়তা, গুণ—অম্ল-কটু-লবণ-মধুর-রস, গুরুপাক, রুচিকর, পাচক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর ; ইহা তৃষ্ণা, শ্রান্তির প্রশমন করে।

রামসার—(রামকাণ্ড, রামবাণ, রামেষু, অপর্কদণ্ড, দীর্ঘ, নৃপপ্রিয়) গুণ—অম্ল-কষায়-রস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, পিত্তজনক, কফ-বায়ু-নাশক।

রাল—ধুনা (সর্জ্জরস, শালনির্য্যাস, সালরস, কলকলোদ্ভব, ললন, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সুরভি, সুরধূপ, যবধূপ, অগ্নিবল্লভ, কল, কলজ) গুণ—কষায়-তিক্ত-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বাতপিত্তনাশক ; ইহা জ্বর, অতিসার, শূল, স্ফোটক, কণ্ডু, ব্রণ, বিপাদিকা, বিসর্প, রক্তস্রাব, প্রদর, ঘর্ম্মনিঃসারের নিবারণ করে।

রাস্না—(দ্রোণ', গন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কষা, নাকুলী, সুরসা, সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সুবহা, শ্রেয়সী, বস্না, বনাঢ্যা, অতিরসা, মুক্তরসা, এলাপর্ণী, সুগন্ধমূলা) গুণ—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, আমপাচক, বাতপ্রশামক ; ইহা জ্বর, কাস, শোথ, শ্বাস, শূল, উদর, কম্প, রক্তদোষ, বিষদোষ ও বাতসমূহের শান্তিকর।

রীঠা—(রীঠা, করঞ্জ, গুচ্ছক, গুচ্ছ, পুষ্পক, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুম্ভবীর্য্য, প্রকীর্য্য, সামবল্ক, ফেনিল) গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বমনকর, বায়ু-কফ-নাশক ; ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ব্রণদোষের শান্তিকর।

রুদন্তী—(স্রবত্তোয়া, সঞ্জীবনী, অমৃতস্রবা, রোমঞ্চিকা মহামাংসী, চণপত্রী, সুধাস্রাবী, রুদন্তিকা) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পিত্তনাশক, জরাব্যাধিনিবারক ; ইহা রক্তপিত্ত, মেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, শ্বাস, ক্রিমি রোগে উপকারী

রুদ্রজটা—শঙ্করজটা, রুদ্ররাড়, (রৌদ্রী, জটা, রুদ্রা সৌম্যা, সুগন্ধা সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা, জটাকদ্রা) গুণ—কটুরস ; ইহা শ্বাস কাস হৃদ্রোগ ভূতাবেশ ও রাক্ষসদোষের, নিবারণ করে।

রুদ্রাক্ষ—(শিবাক্ষ, সর্ব্বাক্ষ, ভূতনাশন, পাবন নীলকণ্ঠাস্য, হরাক্ষ, শিবপ্রিয়) গুণ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, কফ-বায়ু-নাশক ; ইহা ক্রিমিরোগ বিষদোষ ভূতাবেশের শান্তি করে

রুরু—ঝুলেতর মৃগ। গুণ—মাংস—মধুর-কষায়রস গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ইহা বাতপিত্তে উপকার করে।

রেণুকা—(দ্বিজা, হরেণু, কৌন্তী, কপিলা, ভস্মগন্ধিকা অভীষ্টা, কৃতান্তা বরঙ্গরী, বরমুখী, বরা, খর নাদিনী, কান্তা, নন্দিনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা রেণু পাণ্ডুপুত্রী, হরেণুকা, সুপদিকা, শিশির শান্তা, পৃস্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধম্মিণী, কপিলোম হৈমবতী, পাণ্ডুপুত্রী) গুণ—কটুতিক্তরস, কটু বিপাক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক অগ্নিবর্দ্ধক পাচক মেধাবর্দ্ধক, পিত্তজনক, গর্ভপাতকর ; ইহা কফ-বায়ু, অঙ্গের বিকলতা, পিপাসা দাহ ও বিষদোষে উপকারী।

রোচক—(নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক গুণ—কটু-তিক্ত-মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, শীতল, লঘুপাক ইহা কফ, বায়ু, জ্বর, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, ব্রণ মেদোদোষ বিষদোষ ও রক্তোদোষে উপকার করে।

রোচনী—পুদিনা শাক। গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ইহা কফ-বায়ু-বিকারের প্রশমন করে।

রোটিকা—মোটারুটী। গুণ—গুরুপাক, রুচিকর পুষ্টিজনক, বলকর, ধাতুবর্দ্ধক, কফজনক বাত নাশক।

রোপ্যাতিরোপ্য – শীঘ্রপাকী বেগুয়া শালী। গুণ-লঘুপাক, বলকর, অবিদাহী, মূত্রকর, বেতোমার্গ গত রোগে সবিশেষ উপকারী।

রোমক—লবণবিশেষ । কটু-তিক্ত-যুক্ত-লবণরস, সাতিশয়, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্তপ্রকোপক, দাহকর, শোষকর।

রোহিতক—রোয়া, রায়ণা (রোহী, প্লীহশত্রু, দাড়িম্ব-পুষ্প, রক্তঘ্ন, মাংসদলন, যকৃদ্বৈরি, চলচ্ছদ, রোহিতেয়, রক্তপুষ্প, রোহিণ, কুশাখলি, কুট-শাখলি, সদাপ্রসূন, বিরোচন, শাল্মলিক) গুণ—কটুকষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকর, রক্তপরি-স্কারক; ইহা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্র-রোগ উদররোগে হিতকর।

রোহিতমৎস্য—রুইমাছ (রোহিষ, মৎস্যরাজ, রোহিৎ) গুণ—আমিষ—মধুরকষায়রস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, বলকর, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, অল্প পরিমাণে পিত্তকর, বাহুক ও অর্দ্দিতাদি বাতব্যাধির উপকারী। মুণ্ড ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহে সবিশেষ উপকার করে।

রৌপ্য—রূপা (রজত, শুভ্র, বসুশ্রেষ্ঠ, কধির, চন্দ্র, লোহক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, গুপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কলধৌত, ইন্দ্রালোক, রূপ, রূপ্যক, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, অকুপ্য, দুর্ব্বর্ণক, খর্জ্জুর, রাজরঙ্গ, শ্বেত, রঙ্গবীজ, লোহবঙ্কক, কলস্বর) গুণ—শোধিত—অম্ল-মধুর-কষায়রস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, সারক, বমনকর, গুরুপাক, বাতপিত্তনাশক, বয়ঃস্থাপক ; ইহা প্রমেহাদি-রোগের প্রশামক। অশোধিত—দেহসন্তাপক, বলবীর্য্যপুষ্টিনাশক, শুক্রক্ষয়কর, বহুবিধ-রোগ-জনক।

ল

লকুচ—মাদার (ঐরাবত, অম্লক, লিকুচ, নিকুচ, কষারা, দৃঢ়বল্কল, গুচ্ছ, কার্শ্য, শাল, শূর, স্থূলস্কন্ধ গ্রন্থিমৎফল, ক্ষুদ্রপনস) গুণ—অপক্ব—অম্লমধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, ত্রিদোষকর, রক্তদূষক, চক্ষুর্হানিকর, অগ্নিমান্দ্যকর, শুক্র-নাশক। পক্ব—অম্লমধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রজনক, কফকর, ও রক্তপিত্তনাশক।—বৃক্ষচ্ছদ—কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, দাহকর, মলরোধক, ও কফ-নাশক।

লঘুগোধূম—ছোটগম। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, আমদোষকর, বলকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, কফনাশক।

লঘুদন্তী—ছোট দন্তী (ক্ষুদ্রদন্তী, লঘ্বী, দন্তী, বিশল্যা, উড়ুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্র, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ, সকুলক) গুণ—মূল—কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ; ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ, উদর, ক্রিমি, অর্শঃ, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ-রোগের উপশম করে। বীজ—মধুর-রস, মধুর-বিপাক, শীতল, মলমূত্ররেচক ; ইহা কফ ও গলশোথের নিবারক।

লঘুদ্রব্য—আকাশ-বায়ু-তেজঃপ্রধান দ্রব্য। লঘু-পাক, মলমূত্ররোধক, বাতপ্রকোপক, কফনাশক।

লঘুপঞ্চমূল—(শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারি, গোক্ষুর,— এই পঞ্চ সমমানীয় একত্র) গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিকর, বাতপিত্তনাশক ; ইহা জ্বর, শ্বাস, অশ্মরীরোগের প্রশমন করে।

লঘুবদর—ছোট কুল (ক্ষুদ্রকোলি, সূক্ষ্মফল, বহু-কর, সূক্ষ্মপত্র, তৃস্পর্শ, মধুর, শিখিপ্রিয়) গুণ—পক্ব—অম্লমধুররস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, কফবাত-নাশক ; ইহা দাহ শোষ পিত্তের উপকার করে।

লঘু ব্রাহ্মী—গিমে শাক (জলোদ্ভবা, সূক্ষ্মপত্রা) তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা বায়ু শোথ আম-দোষের নিবারণ করে।

লঙ্কা—তেওড়া জাতীয় কলায় ; (কবাঙ্গুলিপুটা, কাস্তিকা, কঙ্কণাস্থিকা) গুণ—পিচ্ছিল, শীতল, রুচিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক।

লঙ্কামরিচ—জ্বালামরিচ, কুমরিচ, (কটুবীরা উজ্জ্বলা, তীক্ষ্ণা, তীব্রশক্তি, অজড়তা) গুণ—তীব্র-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাতপিত্ত-বর্দ্ধক, কফনাশক ; ইহা সর্ব্বরোগে হানিকর।

লজ্জালু— লজ্জাবতী লতা (কান্দিরী, রক্তপাদী, শমীপত্রা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, সপ্তমালিকা লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলাজা, অস্রবোধিনী, রক্তমূলা,

তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, মহৌষধি) গুণ—কটুরস, শীতল ; ইহা পিত্তাতিসার, শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, রক্তদোষে উপকারক।

লজ্জালুবৈপরীত্য - বৃহৎপত্রী, ক্ষুদ্রালতা। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, এবং পারদ-নিরাময়কর।

লড্ডুক--লাড়ু। গুণ—গুরুপাক।

লতাকরঞ্জ—(দুস্পর্শ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল, কুবেরাক্ষী) গুণ—পত্র—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক। বীজ—অগ্নিবৰ্দ্ধক, পথ্য ; ইহা শূল, গুল্ম-বেদনার উপশম করে।

লতাকস্তূরী—(কটু, দক্ষিণদেশজ,) গুণ—মধুর-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, বস্তিশোধক, নেত্রহিতকর ; ইহা তৃষ্ণা, কফ, বস্তিরোগ ও মুখরোগে শান্তিবিধান করে।

লপ্সিকা—মোহনভোগ। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকর, শুক্রবৰ্দ্ধক, কফজনক, বাতপিত্তনাশক।

লবঙ্গ—(দেবকুসুম, শ্রীপুষ্প, স্ত্রীসঙ্গ, লাবঙ্গ, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লবঙ্গ, রুচির, গ্রহণীহর, চোরবিপ্রিয়, বারিপুষ্প, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণ, কুসুম, চন্দনপুষ্প, দিব্যগন্ধ) গুণ--কটু-তিক্ত-রস, শীতল, লঘুপাক, পাকে অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, নেত্রহিতকর, মুখদুর্গন্ধহর; ইহা তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, আনাহ, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়, শিরোরোগের প্রশমন করে।

লবঙ্গতৈল—গুণ—অগ্নিবৰ্দ্ধক, বায়ুনাশক ; ইহা দন্তবেষ্টগত শ্লেষ্মজরোগে হিতকর এবং গর্ব্বিণীদিগের বমনরোগনিবারক।

লবণ—গুণ—লবণরস স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর, সারক, শরীরের শিথিলতাকর ও মৃদুতাসাধক, কফ-পিত্তজনক, বায়ুনাশক ; ইহা শুক্রশোষক, ও দৃষ্টিহানিকর।

লবণতৃণ—লোণাঘাস (লোনতৃণ, তৃণাম্ল, পটুতৃণ, অম্লকাণ্ড) গুণ—অম্লকষায়রস, ঈষৎক্ষার-গুণান্বিত, স্তন্যহানিকর। ইহা অশ্বগণের পুষ্টিকর।

লবণী—লোণা। গুণ—লবণ-মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, কফবৰ্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক।

লবলী—লোয়ালফল (সুগন্ধমূলা, লবলীপত্রি কোমলবল্কলা) গুণ—অম্ল-মধুর-কষায়রস, সুগন্ধি, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকর, কফপিত্তহর।

লক্ষ্মণামূল—(পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, ভূলিনী, সঞ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছদা, পুচ্ছদা) গুণ—মধুররস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকর, বন্ধ্যাদোষনাশক।

লাক্ষা—লাহা, জেট (রাক্ষা জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, সধমিকা, খদিরিকা, রক্তা, রক্তমাতৃকা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, কিনিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জতিকা, গন্ধমাদিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি, ক্রিমিজা, কীটজা, জতুকা, সরাষিকা, গবাধিকা, ক্ষতঘ্নী) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, বর্ণবৰ্দ্ধক, রক্তস্রাবনিবারক, , ইহা শ্লেষ্মা পিত্ত, জ্বর (বিশেষতঃ বিষমজ্বর,) হিক্কা, কাস, উরঃক্ষত, ব্রণ, ভগ্ন, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ত্বগ্দোষ শোথ বিষদোষের প্রশমন করে।

লাঙ্গলি—বিষলাঙ্গুলিয়া (কলিকারী, হলিনী, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভপাতিনী, দীপ্তি, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, হলা, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা, বহ্নিশিখা) উপবিষবিশেষ। গুণ—কটুতিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ, ক্ষয়গুণযুক্ত, সারক, লঘুপাক, পিত্তবৰ্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, গর্ভপাতকর ; ইহা কুষ্ঠ ব্রণ, শোথ, শূল, অর্শোরোগে উপকারী।

লাঙ্গলী শাক—কাঁচড়াশাক (চোরপিপ্পলী, জলাক্ষী, পিত্তলা) গুণ মধুরতিক্তরস, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, বাতবৃদ্ধি-প্রশামক।

লাজপেয়া—খইয়ের পেয় তরলমণ্ড। গুণ—লঘুপাক, পিপাসানাশক, বমননিবারক ; ইহা শরীরের গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, কণ্ঠশোষ, কুক্ষিরোগে উপকারী।

লাজভক্ত—উষ্ণজলস্বিন্ন খই। গুণ—মধুররস, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর, নিদ্রাকর, কফপিত্তনাশক, শুক্রবৰ্দ্ধক ও ব্রণশোধক।

লাজমণ্ড--অত্যুষ্ণ জলস্বিন্ন—উদ্ধৃত খই। গুণ—অগ্নিবৰ্দ্ধক, আমদোষপাচক, জ্বরাতিসার-প্রশামক,

দাহতৃষ্ণানিবারক, শ্লেষ্মজনক। ইহা মন্দাগ্নি বিষমাগ্নি, বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীদিগের সুপথ্য।

লাজা—খই (অক্ষত) গুণ—মধুররস, রুক্ষ, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক; ইহা তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, জ্বর, কাস, প্রমেহ মেদোরোগে উপকারী।

লামজ্জক—বেণার ন্যায় তৃণমূলবিশেষ (সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র-দীর্ঘমূল, জলাসার) গুণ—তিক্তমধুররস, শীতল, লঘুপাক, বাতপিত্তনাশক; ইহা তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্রান্তি, জ্বর, রক্তপিত্ত, ত্বগ্‌রোগ ঘর্ম্মকৃচ্ছ্রতার উপশম করে।

লাবপক্ষী—বটের পাখী। গুণ—মাংস—মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা সন্নিপাত-দোষে ও বিষদোষে হিতকর। পাংশুকলাব-শ্লেষ্মকর। গৌরকলাব-রুক্ষকর। পৌণ্ড্রকলাব—পিত্তকর। দর্ম্মীবলাব, রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগে হিতকর।

লিঙ্গিনী—শিবালিঙ্গিনী (লিঙ্গিনী, বহুপুত্রী ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভু, লিঙ্গসম্ভূতা, লৈঙ্গী চিত্রফলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গজা, দৈবী, চণ্ডা, আপস্তম্ভিনী শিবজা, শিববল্লী) গুণ—দুর্গন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, সর্ব্বসিদ্ধিকর।

লিম্পাক—পাতিলেবু। গুণ—সুরভি, অম্লমধুররস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর; অম্লপিত্তকর, বাত-শ্লেষ্মহর, বমননিবারক।

লোণার—লবণক্ষার (লবণোক্ষ, লবণাকরজ লবণমদ, ভ্রাজ, লবণক্ষার, লবণ) গুণ—ঈষল্লবণরস, ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক; ইহা শূল, বাতগুল্মরোগের প্রশমন করে।

লোণাশাক—লুনীশাক, ক্ষুদ্রবৃহদ্ভেদে দ্বিবিধ। বৃহৎলোনী (ঘোটিকা) গুণ—ক্ষুদ্রলোনী—অম্ললবণরস, গুরুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা অর্শঃ অগ্নিমান্দ্য বিষদোষে উপকার করে। বৃহল্লোনী—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য সারক, বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক; ইহা বাগ্‌দোষ, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, ব্রণ, শোথ, নেত্ররোগে হিতকর।

লোধ—লোধ (গালব, শাবর, তিরিট, তিল, মার্জ্জন, বলিপ্রিয়, বানরাঘাত, বলরুদ্র, রোদ্র, ভিল্লতরু, তিল্লক, কাণ্ডারী, হস্তিলোধ্রক তিলক ফাল্গুনীল হেমপুষ্পী, ভিল্লী) । রক্ত শ্বেত ভেদে দ্বিবিধ। রক্তলোধ্র (তিরিট, মার্জ্জন, রক্তলোধ্র, তিন্দুক, লক্তকর্ম্মা) শ্বেতলোধ্র (শুক্ল, শবরলোধ্র, মহালোধ্র, শাবর) গুণ—কষায়রস, শীতল, লঘুপাক মলরোধক, বাতপিত্তকফনাশক, নেত্রহিতকর; ইহা জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্তদোষ বিষদোষের উপশম করে।

লোহতক—রক্তবর্ণ—শালি-ধান্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকর, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক,শ্রান্তিনাশক, চক্ষুহিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, সর্ব্বদোষনাশক; ইহা জ্বর ও ব্রণরোগের হিতকর।

লোহিতালু—রঙ্গিল আলু (রক্তালু, আলুকী) গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয় কফনাশক, নেত্রহিতকর; ইহা ভ্রম, পিত্ত-দাহ, রোগে হিতকর।

লৌহ—(লোহ, জেলিক, আয়ন, শঠ, রিশিত, তীব্র, খড়্গ, আয়স) গুণ—কষায়তিক্তমধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুক্ষ, ধারক, বলকর, রসায়ন, দোষহর, বাতবর্দ্ধক, নেত্রহিতকর; ইহা কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, জ্বর, মেহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেদোদোষ, বিষদোষে উপকার করে।

ব

বংশ—বাঁশ (ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন, বিসাটী, পুষ্পঘাতক, বৃহত্তৃণ, কিষ্কুপর্ব্বা, রন্ধ্র, সুপর্ব্বা, তৃণকেতুক, কণ্টালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুর্দ্রুম, ধানুষ্য, দৃঢ়কাণ্ড)—গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল, সারক, বস্তিশোধক কফপিত্তনাশক, দাহ, রক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ, ব্রণরোগে হিতকর।—ত্বক্—নীল—রজঃস্রাবকর।—অঙ্কুর—কটু-কষায়-মধুররস, কটুবিপাক, শীতল, গুরুপাক রুক্ষ, সারক,

রুচিপ্রদ, বিদাহকর, কফনাশক; ইহা বাতপিত্ত-বর্দ্ধক। মূল মূত্রকর শোথনাশক।—রন্ধ্র বংশ—তল্‌তাবাঁশ—পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক, রুচিকর, শূলনিবারক।

বংশক—শামশাড়া আখ। গুণ—ঈষৎ-লবণ-যুক্ত-মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, অবিদাহী, পুষ্টিকর, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক।—শর্করা চিনি—রুক্ষ, বলকর, নেত্রহিতকর।

বংশপত্রী—বাঁশপাতা ঘাস (বংশকলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা) গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্ত-নাশক, রক্তদোষহর। ইহা গবাদির দুগ্ধবৃদ্ধি করে।

বংশরোচনা—বংশলোচন (ত্বকক্ষীরা, তুগাক্ষীরা, শুভা, বংশী, বংশজা, ক্ষীরিকা, তুগা, বংশক্ষীরা, বৈণবী, ত্বক্সারা, কর্ম্মরী, শ্বেতা, বংশকর্পূর, রোচনা, তুঙ্গ, রোচনিকা, পিলা, বংশশর্করা) গুণ—কষায়-মধুররস, শীতল, রুক্ষ, পুষ্টিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তাপনিবারক, পিত্তনাশক; ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্যাধির প্রশমন করে।

বংশবীজ—বাঁশের চাউল (বংশতণ্ডুল, বংশযব) গুণ—মধুরকষায়রস, কটুবিপাক, রুক্ষ, সারক, মলরোধক, কফনাশক, বাতপিত্তবর্দ্ধক।

বক—গুণ—মাংস—স্বচ্ছ, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তহর।

বকুল—(বকুল, কেশর, কেসর, সিংহকেশর, বরগন্ধ, সীধুগন্ধ, মকুল, মুকুল, শ্রীমুখমধু, বজস্থল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থিরকুসুম, শারদিক, করক বিশারদ, পুরপুষ্পক, ধন্বী, মদন মদ্যামোদ, চর-পুষ্প) গুণ—বৃক্ষত্বক্—কটুকষায়রস, কটুবিপাক, গুরুপাক, শীতল; ইহা কফ, পিত্ত, শ্বিত্র, ক্রিমি, বিষদোষ দন্তরোগের প্রশমন করে।—পুষ্প—সুরভি, কষায়-মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, বিষদোষহর।—ফল—মধুরকষায়রস স্নিগ্ধ, মলরোধক, দন্তের দার্ঢ্যকর।

বক্কম মদ্য—জঙ্গল। গুণ—অম্ল মত্ততাকর, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভকর, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-প্রকোপক; ইহা প্রবাহিকা, উদরবেদনা, অর্শঃ, শোথ রোগে উপকারী।

বঙ্গ—রাং (স্বর্ণজ, নালজীবন, মৃদঙ্গ, গুরুপত্র, সংজ্ঞ, তমর, নাগজ, কস্তীর, অলোমক, সিংহল, স্বকত, নাগ, ত্রপু, ত্রপুঃ, ত্রপুষ, আপুষ, মঙ্গর, হিম, কুরূপ্য, পিচ্চট, পূতিগন্ধ) গুণ—কটুতিক্ত-কষায়-লবণরস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক সারক, কফবায়ুনাশক, ঈষৎ-পিত্তবর্দ্ধক, নেত্রহিতকর, কান্তিপ্রদ, রসায়ন; ইহা পাণ্ডু, ক্রিমি, শ্বাস, মেহ, দাহরোগের প্রশামক।

বঙ্গসেন—রক্তবর্ণ বকপুষ্প। গুণ—তিক্তরস, কটু-বিপাক, ইহা কাসরোগনাশক।

বচা—বচ (উগ্রাঙ্গা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শত-পর্ব্বিকা, তীক্ষ্ণা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, বচ্যা, লোমশা, কাঙ্গা, গালিনী, ভদ্রা) গুণ—কটুতিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বমন-কর, কান্তিজনক, কফনাশক, স্বরপবিষ্কারক; ইহা কাস অতিসার আমদোষ গ্রন্থি-শোথ বাত-জ্বর ও ভূতাবেশরোগের শান্তিকারক।

বজ্রভৃঙ্গী—তৃণবিশেষ। গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ইহা শ্বাস, হিক্কা, কম্প, কণ্ঠরোগ, বাতগুল্ম, প্লীহা, পীনস, ক্রিমি, আমশূল, উদররোগের প্রশমন করে।

বজ্রক্ষয়—(বজ্রক, ক্ষয়, শ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দন-সার, ধূমোত্থ, ধূম্রজাঙ্গজ) গুণ—ক্ষারগুণযুক্ত, সাতিশয় উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিরেচক; ইহা গুল্ম, উদর, বিষ্টম্ভ, শূলরোগের প্রশমন করে।

বজ্রী—তেকাঁটাসিজ। গুণ—অত্যন্ত তীব্র বিরেচক, বাতবেদনানাশক।

বট—(ন্যগ্রোধ, বহুপাৎ, নন্দী, শুঙ্গ, বৃহৎপাৎ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃঙ্গী, কর্ম্মজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্ধরুহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষ-তরু, পাদরোহণ, নীল, শিফারুহ, বহুপাদ বনস্পতি) গুণ—বৃক্ষত্বক—কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, বর্ণবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক; ইহা জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, বিসর্প, শোথ, ও যোনিদোষে উপকার করে।

বটপত্রী—পাথরকুঁচি-ভেদ (ইনানী, ঐরাবতী গোধাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনাশিকা, ইরাবতী)

গুণ—কষায়রস, শীতল, পিচ্ছিল, বলকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক; ইহা মেহ মূত্রকৃচ্ছ্র যোনিরোগ ব্রণরোগের উপশম করে।

বটিকা—বড়ী। দ্বিদলপ্রস্তুত। গুণ—মাষপ্রস্তুত—কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পিত্তনাশক; ইহা তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, শ্বাস, বমন, বিষদোষের প্রশমন করে। মুগপ্রস্তুত—লঘুপাক, রুচিকর, পথ্য।

বটী—বটজাতীয় বৃক্ষ বিশেষ (নদীবট, যজ্ঞবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী, ক্ষীরকাষ্ঠা) গুণ—মধুরকষায়রস, শীতল, পিত্তনাশক; ইহা দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষদোষ ও বমনরোগে হিতকর।

বৎসনাভ—মিঠাবিষ, শঠবিষ, (বৎসনাভ, অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মরণ, নাগস্তোকক, প্রাণহারক) গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবৰ্দ্ধক, সন্তাপকর; ইহা বায়ু, কফ, সন্নিপাত-দোষ কণ্ঠদোষ প্রভৃতি প্রশমিত করে।

বৎসাদনী—লতাবিশেষ। গুণ—মধুররস, রুচিকর সন্তর্পণকর, শুক্রবৰ্দ্ধক; ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ প্রভৃতির প্রশমন করে।

বনচম্পক—বনচাঁপা—নাগেশ্বর (বনদীপ, হেমাহ্ব, সুকুমার) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর বর্ণবৰ্দ্ধক, ব্রণরোপক, নেত্রহিতকর, বয়ঃস্থাপক, বাত-কফ-নাশক।

বনজীরক—বনজীরা (বৃহৎপালী, সূক্ষ্মপত্র, অরণ্যজীর, কণ) গুণ—কটুরস, শীতল, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর; জীর্ণজ্বর, ক্রিমি, ব্রণরোগের উপশম করে।

বনপিপ্পলী—বনপিপুল বা ছোট পিপুল (সূক্ষ্ম পিপ্পলী, ক্ষুদ্রপিপ্পলী, রসকণা) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক।

বনমুদ্গ—বনমুগ (মুকুষ্টক, বরক, নিস্বরক, কুলীনক, খণ্ডী, মুমুগষ্টক, মযুষ্টক, মযুষ্ট, মপষ্টক, মকুষ্টক) গুণ—মধুররস, শীতল, মলরোধক, কফপিত্তনাশক। ইহা জ্বরে হিতকর।

বনযমানী—বনযোয়ান (ক্ষেত্রযমানী, অজগন্ধা) গুণ—কটুরস, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবৰ্দ্ধক, চক্ষুর্হানিকর; ইহা কফ, বায়ু ও শুক্রের ক্ষয়কর।

বনবর্ব্বরী—বাবুই তুলসী (সুগন্ধি, সুপ্রসন্নক, দোষাক্লেশী, বিষঘ্নী, সুমুখ, সূক্ষ্মপত্রক, নিদ্রালু, শোকহারী, সুবক্ত্র) গুণ—সুগন্ধি, কটুরস, ঘ্রাণসন্তর্পক; ইহা বমন ও ভূতাবেশের শান্তিকর।

বনবীজপূরক—বুনোটাবালেবু (বনজ, বনবীজক, অত্যম্ল, অম্লাম্লা, বনোদ্ভবা, দেবদূতী, পীতা, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলুঙ্গিকা, পচনী, মহাফলা) গুণ—অম্লকটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মনাশক; ইহা আমদোষ, ক্রিমিদোষ, শ্বাসরোগে উপকার করে।

বনশূরণ—বুনোওল (সিতশূরণ, শ্বেতশূরণ, অরণ্যশূরণ, বনজ, বনকন্দ, বনকুণ্ডল) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর; ইহা ক্রিমি, গুল্ম, শূল, অর্শোরোগে উপকার করে।

বনহরিদ্রা—বনহলুদ (নেপালী, শোলিকা, বনাবিষ্টা) গুণ—কটুতিক্তরস, পিচ্ছিল, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর; ইহা বাতরক্ত কুষ্ঠরোগের উপশম করে।

বন্দাক—বাঁদড়া (বান্দা, বন্দাকা, বন্দাকী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, শেখরী, সেব্যা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিণী বন্দ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া, পাদপরুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, জীবন্তিকা, কাকরুহা, কামবৃক্ষ, শৈখরী, কেশরূপা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভুক্ শ্যামা, উপদী) গুণ—তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতল, শ্রান্তিনাশক, শুক্রবৰ্দ্ধক, রসায়ন, সিদ্ধিপ্রদ; ইহা কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিষদোষ রক্ষোদোষের শান্তিকর।

বন্যদমন—বনজ দমনক, বনদনা। গুণ—বীর্য্যস্তম্ভকর, বলকর, আমদোষনাশক।

বন্যোপদকী—বনপুঁই (বনজা বনজাহ্বয়ী) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর।

বরকধান্য—চীনাধান্য বা কাংনীধান (স্থূলকঙ্গু, স্থূলপ্রিয়ঙ্গু) গুণ—মধুরকষায়রস, রুক্ষ, বাতপিত্তবৰ্দ্ধক।

বরাহ—শূকর। গুণ—গ্রাম্যবরাহ মাংস—মধুররস, অত্যন্ত গুরুপাক, বলকর, শুক্রবৰ্দ্ধক, বাতনাশক, বীর্য্যকর, মেদোবৰ্দ্ধক। বন্যবরাহ মাংস—লঘুপাক ঘর্ম্মকর।

বরুণ—বরুণগাছ (বরণ, সেতু, তিক্তশাক, কুমারক, অশ্মরীঘ্ন, বরাণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, সাধুবৃক্ষ, তমাল, মারুতাপহ) গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রকর, পিত্তজনক, কফ-বায়ুনাশক ; ইহা রক্তদোষ, বিদ্রধি বাত-রক্ত, গুল্ম, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরীরোগের উপশম করে।—পুষ্প—মলরোধক, পিত্তনাশক, আমবাতের প্রশামক।

বর্ত্তকপক্ষী—বটের, গুণ—মাংস—মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক।

বর্ত্তলৌহ—বিদরী (বর্ত্তক, বর্ত্ততীক্ষ্ণ, নীললৌহ, লোহসঙ্কর, নীলক, নীলজ) গুণ—কটুতিক্ত-মধুররস, শীতল, কফপিত্তনাশক, দাহনিবারক।

বর্ত্তিকাপক্ষী—বাবুইপাখী। গুণ—মাংস—মধুররস, রুক্ষ, কফবায়ুনাশক।

বর্ম্মিমৎস্য—বানমাছ। গুণ—মধুরকষায়রস, গুরু-পাক, রুচিকর, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ; বাতপিত্ত রক্তপিত্তে উপকারী।

বর্ম্মুর মৎস্য—বামিরুষমাছ ; গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক, গ্রহদোষনিবারক।

বর্ব্বর—কালবাবুই তুলসী (সুমুখ, গবঘ্ন, কৃষ্ণ-বর্ব্বরক, মুকুন্দন, গন্ধপত্র, পূতগন্ধ, সুবাহক) গুণ—সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা বমন, বিসর্প, বিষদোষ ও ত্বগ্দোষের উপকার করে।

বর্ব্বরক—পীতচন্দন (বর্ম্মবোধ, শীত, শ্বেতবর্ব্বক, সুগন্ধি, সুরভি, পিত্তারি) গুণ—তিক্তরস, শীতল ; ইহা কফ, বায়ু, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, রক্তদোষের সবিশেষ উপকারী।

বর্ব্বর মৎস্য—সর্পাকৃতি দীর্ঘমুখ মৎস্যবিশেষ ; গাঙ্গধাড়া। গুণ—মধুররস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক। ইহা বাতাটোপ ও উদররোগের উৎপাদক।

বর্ব্বরী—বাবুইতুলসী (অস্থরসা, বর্ব্বা, কবরী, তুঙ্গী খরপুষ্পা, অজাগন্ধিকা, কবরা) গুণ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পিত্তজনক ; ইহা কফ, বায়ু, রক্তস্রাব, দদ্রু, ক্রিমি, বিষদোষের, শান্তিকর।

বর্ব্বুর—বাব্লা (কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, যুগলাক্ষ, গোশৃঙ্গ, পংক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্টক, কফান্তক, দৃঢ়-বীজ, অজভক্ষ) গুণ—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা কফ, কাস, আমদোষ, রক্তাতিসার, দাহ, পিত্ত, সদাহ কুষ্ঠ, ক্রিমি, বিষদোষের উপশম করে।—রসসার—স্বাদবিহীন, শীতল, মলরোধক, রক্ত-স্রাব-নিবারক, ভগ্ন-সংযোজক, বাত-পিত্তনাশক; ইহা রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, মেহ প্রদর-রোগের উপশম করে।

বর্ষা—বাতপ্রকোপকর, বাতহর; ইহাতে লঘুপাচ্য পদার্থ সেবন বিহিত।

বলা—বেড়েলা, শ্বেত ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ইহা দ্বিবিধ ; অপরতঃ মহাবলা নাগবলা দ্বিবিধ। শ্বেতবলা (বাট্যালক, বাট্যাপুষ্পী, সমাংশ, বিলা) পীতবলা (অতিবলা) গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক ; ইহা অম্ল-পিত্ত-ক্ষত-প্রশামক, বাতনিবারক। মূলত্বক্—মূত্রাতিসার-প্রশামক। পীতবলা-মূলত্বক্—প্রমেহ-রোগহর। মহাবলা-মূল—মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক, বায়ুনাশক।

বল্লীদূর্ব্বা—মালাদূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, গুণ—মধুরতিক্ত-রস, শীতল, কফপিত্তনাশক ; ইহা তৃষ্ণার ও বমনরোগের শান্তিকর।

বল্লীখদির—আরুক্ষ। গুণ—কটুতিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য ; ইহা পিত্তদোষ, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস, রক্তগতরোগের উপশম করে।

বল্লীগড় মৎস্য—বোলমাছ। গুণ—মধুররস, রুক্ষ, লঘুপাক, বায়ুজনক, অভিষ্যন্দী।

বল্বজা—উলুঘাস-বিশেষ (দৃঢ়পত্রী, তৃণেক্ষু, তৃণ-বল্বজা, মৌঞ্জীপত্র, দৃঢ়তৃণা, পার্নীযাশ্রা, দৃঢ়ক্ষুরা) গুণ—মধুররস, শীতল, রুচিকর, কণ্ঠশুদ্ধিকর, বায়ুপ্রকোপকর ; ইহা পিত্ত দাহ ও তৃষ্ণার উপশম করে।

বসন্ত—কফপ্রকোপকর। কফহর লঘুপথ্য সুসেব্য।

বসা—চর্ব্বি। গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক, কফপিত্তবর্দ্ধক। শূকরবসা, —বাতব্যাধিপ্রশামক।

বস্থক—বাসনা গাছ, শ্বেতরক্তবর্ণপুষ্প ভেদে দ্বিবিধ। (শৈল, শিবমত শিবশেখর, সুবেষ্ট) গুণ—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক ; ইহা

অজীর্ণ গুল্মরোগের উপশম করে। শ্বেত বস্নুক —রসায়ন।—পত্র—রুক্ষ, কফবায়ুনাশক; ইহা অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্লীহা, শূলরোগে উপকার করে।

বাকুচী—সোমরাজী। গুণ—কটুতিক্তরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুচিকর; ইহা কফ, বায়ু, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ, ও বিষ্টম্ভ-রোগে উপকার করে।—বীজ—কটুরস, পিত্ত বর্দ্ধক, কেশোপকারক; ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, পাণ্ডু রোগে হিত-কর।—পত্র—কটুতিক্তরস, কটুবিপাক, শীতল, কফপিত্তনাশক।

বাকুচীভেদ—বুচ্‌কীদানা (শ্বিত্রারি) গুণ—ত্রিদোষ-নাশক, ইহার বাহ্য প্রয়োগে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শ্বিত্র, সিধ্ম, কুষ্ঠরোগের উপশম হয়।

বাচা মৎস্য—বাচামাছ। গুণ—মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, বাতপিত্তনাশক।

বাতাম—বাদাম (বাতাদ, বদাম, বাদাম) গুণ—মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রজনক, বায়ু-কফবর্দ্ধক; ইহা রক্তপিত্তরোগে অনিষ্টকর।

বানর—গুণ—মাংস—মধুররস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতজনক, নেত্রহিতকর, মলমূত্রের অনুলোমকর; ইহা শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর।

বানীর—জলবেতস (বৃত্তপুষ্প, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত, পরিব্যাধ, নাদেয়, জলসম্ভব) গুণ—তিক্তকষায়রস, শীতল, মলরোধক, ব্রণ-শোধক; ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত, রক্ষোদোষের নিবারক।

বাপীজল—ইন্দারা। গুণ—জল—ক্ষারগুণযুক্ত, ঈষৎকটুরস, গুরুপাক, সন্তাপজনক, ত্রিদোষ-বর্দ্ধক।

বাবস মৎস্য—গুণ—মধুররস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রসরক্তাদি ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকর, বিশেষতঃ শুক্র-বর্দ্ধক।

বারাহ—কৃষ্ণবর্ণের মদনবৃক্ষের নাম বারাহ। কাল-মদনা; গুণ—ফল—কটুতিক্তরস, বমনকর, আমা-শয়শোধক, পক্বাশয়-শোধক, রসায়ন; ইহা কফরোগ ও হৃদ্রোগের উপশম করে।

বারাহীকন্দ—চুবড়ী আলু (বারাহী, বিষ্বক্‌সেন-প্রিয়া, ঘৃষ্টি, বদার, কচ্ছা, বনমালিনী, সৃষ্টি, বিশ্বমূলা, শূকরী, ক্রোড়কন্যা, বরাহ, কৌমারী, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, কন্যা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, ক্রোর, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্য, অমৃত, মহাবীর্য্য, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, ব্রাহ্মীকন্দ, মহৌষধ, সুকন্দক, বৃদ্ধিদ, ব্যাধিহন্ত্রী) গুণ—কটুতিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, রসায়ন, বাত-শ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক; ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, বাতগুল্ম ও বিষদোষের উপকার করে।

বারিপর্ণী—টোকাপানা, (কুম্ভিকা, শ্বেতপর্ণা, খশ-কুম্ভী, পানীয় পৃষ্যজ, আকাশমূলী, কুতৃণ, জল-বল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী-বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢক, বারিপলিকা, বারি-প্রশ্নী) গুণ—কটুতিক্তমধুররস, শীতল, লঘুপাক, সারক, কফ, ত্রিদোষনাশক; ইহা জ্বর, শোষ ও রক্তস্রাবাদির নিবারণ করে।

বারুসক—মৎস্যবিশেষ। গুণ—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক।

বার্ত্তাকু—বেগুণ (হিঙ্গুলী, সিংহী, ভাটাকী, দুষ্প্র-ধর্ষিণী, বার্ত্তাকী, বার্ত্তা, বার্ত্তাকুণ, বার্ত্তাক, শাক-বিল্ব, রাজকুষ্মাণ্ড, মহাবৃহতী, বার্ত্তিক, বার্ত্তিগম, বৃন্তাক, বঙ্গণ, অঙ্গন, বের, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু, কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসলফলা, বৃন্তাকী, মহো-টিকা, চিত্রফলা, কণ্টকিনী, মহতী, কণ্টফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, শাকশ্রেষ্ঠা, নীলবৃন্তা, বৃত্তফলা, নৃপপ্রিয়ফলা) গুণ—মধুর-কটুরস, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-পুষ্টিকর, রক্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, বাত-পিত্তজনক, কাস, হৃদ্রোগ, অরুচি রোগের উপশমকর। বাল—কফবায়ুনাশক। পক্ব—ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক।—চিরফল—ত্রিদোষ-নাশক। দগ্ধ—লঘুপাক, সারক, স্বল্পপরিমাণে পিত্তবর্দ্ধক; ইহা কফ বায়ু মেদোধাতুর উপ কার করে।

বার্ষিকা—বেলফুল (ত্রিপদী, ষট্‌পদানন্দা, মুক্তাবন্ধনা) গুণ—তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক; ইহা মুখরোগ নেত্ররোগ কর্ণরোগে উপকার করে। তৈল—পুষ্পসহ সমগুণ বিশিষ্ট।

বাসক—বাসক (বৈদ্যমাতা, সিংহী, সিংহাস্য,

শ্বাসিকা, বৃষা, অটরুষ, বাজিদণ্ডক, কসনোৎপাটন, আমলক, বাশী, বাশিকা, বাসক, বৃষ, আটরুষ, বাসা, বাস, বাজী, বৈদ্য-সিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, বাসরবক, সিংহিকর, ভিষমাতা, রসাদনী, সিংহমুখী, কণ্ঠারবী, সিতকর্ণী, বাজিদন্তী, নাসা, পঞ্চমুখী, সিংহপত্রী, মৃগেন্দ্রাণী) গুণ—কটুতিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, বায়ুজনক, স্বরশোধক; রক্তরোধক; ইহা কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, মেহ, কামলা, বমন, তৃষ্ণা, অরুচি, কুষ্ঠ, কফের প্রশমন করে। পুষ্প—তিক্তরস, কটুপাক; ইহা কাস ক্ষয়রোগে হিতকর।

বাসন্তী—মাধবী (নবমল্লিকা প্রহসন্তী, বসন্তজা, মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুবহুলা, বসন্তদূতী) গুণ—সুরভি, তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, শ্রান্তিনিবারক, কামবর্দ্ধক।

বাস্তকশাক—বেতো শাক (পাংশুপত্র, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকবীর, কক্কেল্ল, ঘনা, ঘনবাস্ত, বাস্তুক, বস্তুক, হিলমোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, চক্রবর্ত্তী,) গুণ—মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘু, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক; ইহা জ্বর, ক্রিমি, অর্শঃ, প্লীহা, রক্তস্রাবাদির প্রশামক।

বিকঙ্কত—বোঁচ ফল (বৈকঙ্কত, বৃতিঙ্কর, কণ্টকারী, শ্রুবাবৃক্ষ, কিঙ্কিরী, স্রুহদারু, কণ্টপত্র, স্বাদুকণ্টক, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, ব্যাঘ্রপাৎ, শ্রুগাবারু, মধুপর্ণী, কণ্টপাদ, বহুফল, গোপঘণ্টা, শ্রুবাদ্রুম, মৃদুফল, দন্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডার, হিমক, পূত, কিঙ্কিণী) গুণ—অম্ল-মধুর-রস, মধুরবিপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্তনাশক; ইহা কামলা ও রক্তগতরোগে উপকার করে।

বিকণ্টক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (মৃদুফল, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, কাকনাশ, ব্যাঘ্রপাদ, ধনদ্রুম, গর্জ্জাফল, ঘনফল, মেঘস্তনিতোদ্ভব, মুদির, ফল, প্রাবৃষ্য, গম্যফল, স্তনিতফল) গুণ কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক, এবং অস্ত্ররঞ্জনে উপযোগী।

বিজয়া—সিদ্ধি (মংকুণারি, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজরা, আনন্দা, হর্ষিণী) গুণ—মত্ততাকর, কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক, বাক্যবর্দ্ধক, বলকর, বুদ্ধিজনক, শ্লেষ্মনাশক, কুষ্ঠরোগনাশক, রসায়ন।

বিট্‌খদির—গুয়ে বাবলা (অরিমেদ, বিট্‌, অরিমেদ, ইরিমেদ, অসিমেদ, ক্রিমিশাত্রব, গিরিমেদ, মরুদ্রুম, কালস্কন্ধ) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক; ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিষদোষের উপশম করে।

বিড়্‌লবণ—(বিড়্‌গন্ধ, কাললবণ, বিড়্‌লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, অসুর, সুপাক, খণ্ডলবণ, ধূর্ত্ত, কৃত্রিমক) গুণ—লবণরস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বমনরোগজনক, বাতানুলোমকর, কফনির্হারক, বিরেচক; ইহা অজীর্ণ, শূল, বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্‌গুরুত্ব, গুল্ম, মেহরোগের শান্তিকর।

বিড়ঙ্গ—(বিড়ঙ্গা, বেল্ল, অমোঘা, চিত্রতণ্ডুল, চিত্রা, তণ্ডুলা, তণ্ডুল, ক্রিমিঘ্ন, জন্তুঘ্ন, রসায়ন, পাবক, ভস্মক, গোধা, তণ্ডুলু, গর্দ্দভ, কৈরাল, কৈরালী, গহ্বর, কাপালী, বরা, সুচিত্রবীজা, বৃষণাশ) গুণ—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক; ইহা ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শূল, আধ্মান, উদররোগ, বাতবিবন্ধ, ভ্রান্তি, বিষদোষে উপকারী।

বিদারীকন্দ—ভূমিকুষ্মাণ্ড (ক্ষারশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, বৃষ্যবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্ঠা, বারিবল্লভা, গন্ধফলা,) গুণ—মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলবর্ণবর্দ্ধক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, স্বরশোধক, মূত্রকর, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, দাহনিবারক, রসায়ন।

বিভীতকী—বহেড়া (বিভীতক, বিভীত, অক্ষ, তুষ, কর্ষফল, ভূতবাস, কপিদ্রুম, কলি, কুশিক, বহুবীর্য্য, তৈলফল, ভূতাবাস, সম্বর্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হার্য্য, বিষঘ্ন, কলিন্দ, অগ্নিবর্দ্ধক, কামঘ্ন, কলিযুগল) গুণ—রুক্ষ—কটুতিক্তকষায়-

রস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফনাশক, নেত্রহিতকর,—কেশের অকালপক্কতানিবারক। ফল—কষায়রস, মধুরবিপাক, শীতলস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক; কেশোপকারী; ইহা নেত্ররোগ, স্বরভঙ্গ, ক্রিমিরোগে উপকার করে। মজ্জা—বীজশস্য—মধুরকষায়রস, লঘুপাক, মত্ততাজনক, কফ-বায়ু-নাশক, ইহা তৃষ্ণাব ও বমনরোগের প্রশামক।—বীজতৈল—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলমূত্রকর, অগ্নিনাশক, কফবর্দ্ধক; ইহা বায়ুপিত্তের উপশম করে।

বিম্বীফল—তেলাকুচা, (তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্বী, কর্ম্মবলী, তুণ্ডিকেশী, বিম্বা, বিম্বজ, বিম্বমা, দন্তচ্ছদোপমা) গুণ—ফল—তিক্তমধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্তম্ভনকর, মলমূত্রবিবন্ধকর, আধ্মানকর, বাতপিত্তরক্তনাশক।—পত্র—মূল—বহুমূত্রের উপশম করে।

বিলেপী—বহুসিক্থ যবাগূ-গলাভাত। গুণ—মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলরোধক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর; ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, ব্রণ, আমশূল, চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে উপকারী।

বিলেশয়মাংস—গুণ—মাংস—মধুররস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, পুষ্টিকর, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, বায়ুনাশক, শ্বাস-কাসহর।

বিল্ব—বেল (শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর, শ্রীফল, কপীতন, মহাকপিল্য, গোহরীতকী, পূতিবাত, অতিমাঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ শলাটু, কর্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, গান্ধফল, দুরারুহ, ত্রিশাখাপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, সদাফল, সত্যফল, সুভীতক, সমীরসার) গুণ—বালফল—কটুতিক্ত কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক, কফবায়ুনাশক; ইহা জ্বর-অতিসাররোগে আমপ্রবাহিকাদিতে সবিশেষ উপকার করে।—অপক্ব—কষায়মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকর, কফপিত্তনাশক; ইহা জ্বর-অতিসার রোগে উপকারী। পক্ব—মধুররস, গুরুপাক, শীতল, মলবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকর, বিদাহী, বিষ্টম্ভকর, ত্রিদোষবর্দ্ধক।—বৃক্ষমূল—মধুররস, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক। ইহা বিশিষ্টরূপ বায়ু নষ্ট করে।

বিল্বশলাটু—বেলশুঁঠ (বিল্বপেশিকা); গুণ—কষায়তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকর, পিত্তজনক, বাতপিত্তনাশক।

বিশল্যকরণী—আয়াপান; গুণ—কষায়তিক্তরস, বলকর, মলরোধক; ইহা রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, রক্তস্রাব, ব্রণরোগের আশু প্রশামক।

বিশংবায়ু—এমোমেলোবায়ু। গুণ—শরীরের অপকারী, ত্রিদোষবর্দ্ধক, আয়ুঃক্ষয়কর।

বিশ্বতুলসী—বাবুই তুলসীর ভেদ। গুণ—ক্বাথ—মেহ, উদরাময়, রক্তাতিসারের প্রশামক। রস—ক্রিমিনাশক, সর্পদষ্ট-বিষের উপশম করে।—বীজ শীতল।

বিষ।—প্রাণহর পদার্থমাত্র। গুণ—অব্যক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, আশুকারী, সহসা বিসরণশীল, বিষমপাকী, বিকাশী, বিশদ, প্রাণহর।

বিষমুষ্টি—(কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, রণমুষ্টিক, ক্ষুপাতোড়মুষ্টি) গুণ—কটুতিক্তরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাতনাশক; ইহা রক্তপিত্ত দাহ কণ্ঠরোগের উপশম করে।

বিষ্কির মাংস—নখায়ুধ পক্ষীর মাংস। গুণ—কষায়মধুররস, শীতল, কটুবিপাক, লঘু, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক।

বিষ্ণুকন্দ—(বিষ্ণুগুপ্ত, সুপুট, বহুসংপুট, জলবাস, বৃহৎকন্দ দীর্ঘায়াৎ, হরিপ্রিয়) গুণ,—মধুররস, শীতল, রুচিকর, সন্তর্পণ; ইহা পিত্ত, দাহ, শোথ রোগের উপকারী।

বিষ্ণুক্রান্তা—নীল অপরাজিতা (নীলপুষ্পা অপরাজিতা, নীলক্রান্তা, সুনীলা, বিক্রান্তা, ছর্দ্দিকা) গুণ—কটুতিক্তরস, মেধাবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, মঙ্গলপ্রদ; ইহা ক্রিমি, ব্রণ, বিষদোষের প্রশামক।

বীজপূর—টাবালেবু (অম্লকেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপুর, রুচক, বীজফলক, জন্তুঘ্ন, দন্তুরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল)

গুণ—অম্লকটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুনাশক, কণ্ঠশোধক; ইহা শ্বাস, কাস, হিক্কা, শূল, বমন, হৃদ্রোগ, আধ্মান, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, অরুচি, মলমূত্রবিবন্ধে উপকারী। পক্কফল—পূর্ব্বফল। অপক্কফল—বায়ুকফপিত্তরক্তের প্রকোপকর।—পক্কফলচ্ছদ—তিক্তরস, দুর্জ্জর, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ; ইহা কফ, বায়ু ক্রিমির প্রশামক। বীজ—তিক্তরস; ইহা কফ শোথ অর্শোরোগের নিবারক।—ফুলকেশর—অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা অজীর্ণ অরুচিরোগের শান্তিকারক।

বীরণ—বেণামূল (উশীর, সেব্য, অমৃণাল, অভয়, সমগন্ধিক, বিরণ, কটায়ন, বীরতরা, বীরভদ্র, দাহহরণ, বীরতরু, বীর, বহুমূলক) গুণ—সুগন্ধি, মধুর, তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, পরিপাচক, স্তম্ভন, কফপিত্তনাশক; ইহা জ্বর, বমন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, রক্তদোষ, মেদোদোষ, ব্রণ, বিসর্প, বিষদোষ নিবারণ করে।

বৃত্তমল্লিকা—বেলফুল (ত্রিপুরমল্লিকা) গুণ—অত্যন্ত সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য; ইহা ব্রণ মুখরোগ নেত্ররোগে উপকারী।

বৃদ্ধদারক—বীজতাড়ক (ঋক্ষগন্ধা, ছাগলান্ত্রী, আবেগী, জুঙ্গ, ঋষ্যগন্ধা, ছাগলাজ্ঘ্রী, ছাগল, অন্ত্রী, জুঙ্গা, জুঙ্গক, খাস-বৃষ্যগন্ধা, ছাগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবালুকা, ছাগলান্ত্রী, বৃদ্ধকোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী, বৃদ্ধদারু, বৃদ্ধকোটরপুষ্পী) গুণ—পিচ্ছিল, কফবায়ুনাশক, বলকর, রসায়ন; ইহা শোথ, আমবাত, কাস, আমদোষের প্রশমন করে।—মূল—পরিবর্ত্তক, বলকর।—পত্র—ক্ষতরোগনাশক।

বৃদ্ধি—লতাকন্দবিশেষ (যোগ্যা, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, পুষ্পদা, দাত্রী, মঙ্গল্যা, শ্রী, সম্পৎ, অর্শো, জামষ্ঠা, ভূতি, মৃৎ, সুখ, জীবভদ্র) গুণ—মধুরতিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মেধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রজনক, গর্ভবাধানিবারক; ইহা রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, ক্ষয়, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষতরোগের প্রশামক।

বৃশ্চিকা—গুল্মবিশেষ। গুণ—অম্লরস, পিচ্ছিল, অন্ত্রবৃদ্ধির উপকারী।

বৃশ্চিকালী—বিছুটী (বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরাকালা উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, কালী, বিপনী, নেত্ররোগহর, উষ্ট্রীরা, অপিপর্ণী, দক্ষিণাবর্ত্তকী, কালিকা, অলমবর্ত্তা, দেবপাঙ্গুলিকা, করম্ভী, ভূরিদুগ্ধা, কর্কশা, স্বর্ণনী, দুগ্ধকলা, ক্ষীরবিপলিকা, ভাস্বরপুষ্টক) গুণ—কটুতিক্তরস, বলকর, হৃদয়-শোধক, কণ্ঠ-পরিষ্কারক; ইহা রক্তপিত্ত, কাস, মলমূত্রাদি-বিবন্ধ, বিষদোষ ও বায়ুর উপশম করে।

বৃষমূত্র—ষাঁড়ের মূত। গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক; ইহা পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী, শোথ, ক্রিমিরোগের উপশম করে।

বৃষগন্ধা—ছাগলবোঁট (অজান্ত্রী ছাগলান্ত্রী, মেষান্ত্রী, বৃষগন্ধাখ্যা বৃষপত্রিকা) গুণ—কটুরস, কাসনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভবাধানিবারক।

বৃষ্টিজল—গুণ—মধুররস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য, তৃষ্ণানাশক, শ্রান্তিনিবারক, মেহনাশক, বলকর, নিদ্রাজনক, কফবর্দ্ধক।

বৃহতী—ব্যাকুড়, (বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভাটোকা, মহতী, কুলা, হিঙ্গুলী, বাষ্টিকা, সিংহী, মাহাটা, দুষ্প্রধর্ষিণী) গুণ—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, ধারক, কফবায়ুনাশক, মুখবৈরস্যনিবারক; ইহা জ্বর, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, শূল, কুষ্ঠরোগে উপকার করে।—ফল—বৃক্ষের অনুরূপ গুণসম্পন্ন।

বৃহত্যাদিগণ—বৃহতী, কণ্টকারি, ইন্দ্রযব, আকনাদি, যষ্টিমধু,—ইহারা বায়ু, পিত্ত, কফ, অরুচি, হৃল্লাস, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমন করে।

বেতস—বেত, (বেতস, নম্রক, বানীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, শীতল) গুণ—শীতল, বায়ুনাশক, ও কফপ্রশামক। ইহা দাহ, শোথ, অর্শঃ, যোনিরোগ, বীসর্প, কষ্টসাধ্য, রক্তপিত্ত, অশ্মরী রোগে ব্যবস্থেয়।

ব্রীহিধান্য—বর্ষকালপক্ক ধান্যবিশেষ—কণ্ডিত হইলে, শুক্লবর্ণ হয়। ইহা বহুবিধ, কৃষ্ণব্রীহি, পাটলা, কুক্কুটাণ্ডক, শাপামুখ, জতুমুখ, ইত্যাদি। যাহার তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি; যাহার বর্ণ পাটলা পুষ্পের ন্যায়, তাহার নাম পাটলা ব্রীহি; যাহার আকার কুক্কুটের

ডিম্বের ন্যায় তাহার নাম কুক্কু-টাণ্ড ; যাহার শূক, ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম শাপমুখ ব্রীহি ; যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় তাহার নাম জতুমুখব্রীহি। ইহারা জীর্ণ হইলে, পাকে মধুরাস্বাদ ও হিতকর। ইহারা সাধারণতঃ অল্প অভিষ্যন্দী ও মলরোধক ; ইহাদিগের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি উৎকৃষ্ট। তদ্ব্যতীত সকল ব্রীহিই স্বল্পগুণ।

শ

শঙ্করমৎস্য—গুণ—গ্রাহী, হৃদ্য, মধুর-কষায়-স্বাদ।

শঙ্খাদিভস্ম—শুক্তি, মুক্তা, শঙ্খ শম্বূক, ক্ষুদ্রশঙ্খ (জোঙ্গড়া) ও নাভিশঙ্খ—ইহাদিগের ভস্ম চূর্ণের সমগুণ।

শঠী—(কর্পূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক) গুণ—কটু-তিক্ত-রস, রোচক, অগ্ন্যুদ্দীপক সুগন্ধি, উষ্ণ, লঘু ; ইহাতে অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নষ্ট হয়।

শণপুষ্পী—(ঘণ্টা,বাণশঙ্কু, শণহাসী) ইহা শণপুষ্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। গুণ—কটু, তিক্ত, বমনকারক, কফ-পিত্তনাশক।

শতপুষ্পা—শুল্‌ফা (শতাহ্বা, মধুরা, মিসি, কারবী, অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা, ছত্রিকা) গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, কটুরস, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন, বায়ুদমনকর, শ্লেষ্মনাশক ; ইহা ব্রণ, শূল, চক্ষুরোগে হিতকর।

শতপোরক ইক্ষু—গুণ—সামান্য গুরু, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, ক্ষয়রোগপ্রশামক ; অধিকন্তু ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, ও বায়ুনাশক।

শতাবরী—(শ্বেতমূলী, বহুমূলা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা, পীবরী) গুণ—গুরু, শীতল, তিক্ত, স্বাদু, রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নিকর, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, চক্ষুর্হিতকর, শুক্রজনক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, বলকর, বায়ুনাশক ; —ইহাতে গুল্ম অতিসার রক্তপিত্ত ও মেহ রোগ প্রশমিত হয়।—মহাশতাবরী (শতমূলী, অর্দ্ধকণ্টিকা, মহাবীর্য্য, মহতী, ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী) গুণ—স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, হৃদ্য, বলকারক, রসায়ন, শীতবীর্য্য ; ইহা অর্শঃ, গ্রহণী, নেত্ররোগের প্রশমন করে।

শর—ভদ্রমুঞ্জ, শর, বাণ, তেজন, চক্ষুর্বেষ্টন।

শরপুঙ্খ—(শরপুঙ্খা প্লীহশত্রু) নীলবৃক্ষের আকৃতিবিশিষ্ট। গুণ—তিক্ত-কষায়-রস, লঘু ; ইহা যকৃৎপ্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, শ্বাস, রক্তদোষ, জ্বর বিনাশ করে।

শরবাণ—(গুহ্যবীজ, ভূতকী, সুগন্ধ, জম্বুকাপ্রিয়, ছত্রব, বাণাতৃণক) গুণ—কটু-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, চক্ষুর্হানিকর, মুখশোধক, বলনাশক, ভেদক, রক্তপ্রকোপক।

শরবীজ—(চাবক) গুণ—মধুর-কষায়-রস, রুক্ষ, রক্তপিত্তশান্তিকর, কফঘ্ন, শীতল, লঘু, শুক্রজনক, বায়ুপ্রকোপকর।

শল্যক—(মেধা, শল্যক, শ্বাবিৎ) গুণ—শ্বাসহর, কাসপ্রশামক, রক্তদোষ, শোথরোগ ও ত্রিদোষ নষ্ট করে।

শল্লকী—(গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রমা, মাহকল, কুন্দরুকী, বল্লকী, বহুস্রবা) গুণ—কষায়, শীতল, পুষ্টিকারক ; ইহা পিত্তশ্লৈষ্মিক অতীসার রক্তপিত্ত, ও ব্রণ নষ্ট করে।

শমী—শাঁই বাবলা, (শক্তুফলা তুঙ্গা, কেশহন্ত্রীশিবা, শমনীয়া, লক্ষ্মী) গুণ—তিক্ত-কটু-কষায়রস, শীতল, রেচক, লঘু।—শমীরা—ক্ষুদ্রশমী—এবং সমগুণ।

শাক—পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ—ষড়্‌বিধ। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গুরুতর। গুণ—বিষ্টম্ভী, গুরু, বহুমলজনক ; পুরীষপ্রবর্ত্তক ও বাতনিঃসারক, শাকভোজনে দেহ, অস্থি, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি, গতি,—সমস্ত নষ্ট হয় ; কেশাদি পক্ক হয়। ইহা সর্ব্বরোগের আকর ও দেহধ্বংসের কারণ। সুতরাং শাক-ভোজন পরিবর্জ্জনীয়।

শাকবৃক্ষ—সেগুণ, (ক্রচকপত্র, স্থিরসার, গৃহদ্রুম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ শরপত্র, অর্জ্জুনোপম) গুণ,—সারক, স্বাদু, দাহনাশক, পিত্তঘ্ন, শ্রান্তিনাশক, কষায়রস, [illegible] শ্রমনাশক।

শাখোট—শেওড়া, (শীতফলক, ভূতাবাস, খরচ্ছদ) গুণ—রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাতশ্লেষ্মাতিসার রোগে হিতকর।

শাতলা—সেহুণ্ডভেদ (সপ্তলা, সারা, বিমলা বিহুলা, ভূরিকেশর, চর্ম্মকষা) গুণ—তিক্তরস, পাকে কটু, বায়ুজনক, শীতল, লঘু; ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত, রক্তদোষ, নিবারণ করে।

শাল—(সর্জ্জক, অশ্বকর্ণিকা শস্যসম্ভব) গুণ—কষায়রস; ইহা ব্রণ, স্বেদ, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ, বধিরতা, যোনিরোগ, কর্ণরোগ নিবারণ করে।

শালপর্ণী—শাপপাণি (স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারীগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা, অংশুমতী) গুণ—পুষ্টিকর, রসায়ন, তিক্ত-স্বাদু-রস, বিষঘ্ন, ত্রিদোষনাশক; ইহা বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, ক্ষতকাস, শোষ, ক্রিমি রোগে ব্যবস্থেয়।

শালীন্ধ—শাল গাছ। গুণ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, রক্তপিত্তনাশক, হৃদ্য, আমবাতরোগোৎপাদক; উদরস্থ হইলে, মধুরাস্বাদ হয়।

শালিঞ্চা—শাঞ্চেশাক (শিতমার শালঞ্চ, লোহসারক), গুণ—অগ্ন্যুদ্দীপক, তিক্ত, কফবাত-প্রশামক; প্লীহশান্তিকর, অর্শোরোগহর।

শালিধান্য—কণ্ডন-ব্যতীত যাহা শুক্লবর্ণ হয়, তাহাই শালি বা হৈমন্তিক ধান্য; (রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুনক, শকুহৃত সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষমণ্ডক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্পক—ইত্যাদি বিবিধ শালিধান্যের নাম।

শাল্মলী—(মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা, তুলিনী) গুণ—শীতল, আস্বাদে ও পাকে স্বাদু, রসায়ন, কফবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, ধারক, বলকর, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক; ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত,—ইহাদের উপশম করে, ইহার পুষ্প ঘৃত সৈন্ধবের সহিত পাক করিয়া, প্রদরে প্রয়োগ করিলে, রোগ নিবৃত্তি হয়।

শাল্মলীপুষ্প—ঘৃত সৈন্ধবের সহিত এই পুষ্প, পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে, প্রদর-রোগের প্রশমন হয়; ইহা আস্বাদ ও পাকে মধুর-কষায়-রস, শীতল, গুরু, শ্লৈষ্মিক-রক্তপিত্তনাশক, গ্রাহী ও বায়ুবর্দ্ধক।

শিংশপা—শিশু (পিচ্ছিল, নবাস, কৃষ্ণসার, অগুরু, কপিলা, ভস্মগর্ভা) গুণ—কটু-তিক্ত কষায়-রস, কফঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, শোথনাশক, গর্ভস্রাবক; ইহা মেদোরোগ রক্তদোষ নিবারণ করে।

শিতিবার—শুশুনি শাক (শিতিবার শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচিপত্র, পর্ণক, কুকুট, শিখী, চতুর্দ্দল, চতুষ্পত্রী) গুণ—শীতল, গ্রাহী, মোহনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, অবিদাহী, লঘু, স্বাদু-কষায়-রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রোচক; জ্বর, শ্বাস, মেহ, ভ্রমরোগের প্রশমন করে।

শিম্বী—শিম—দ্বিবিধ—পুস্তশিম্বী, পুস্তকশিম্বিকা। গুণ—দ্বিবিধ শিম্বিই—আস্বাদ ও পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকর, দাহকর, কফজনক, বাত-পিত্তনাশক।

শিম্বিধান্য—(শমিজা, শিম্বজ, শিটীভব, সূর্য্য, বৈকল) গুণ—মধুর-কষায়-রস, পাকে কটু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক, শীতল, আধ্মানকারী; ইহাদিগের মধ্যে মুদ্গ ও মসূরের আধ্মানকারিতা অতীব সামান্য।

শিরিষ—(ভণ্ডীল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতক, শুকতরু, মৃদুপুষ্প, শুকপ্রিয়) গুণ—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, অনুষ্ণ, লঘু; ইহা দোষজশোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ, বিষদোষ নষ্ট করে।

শিরোবিরেচনীয় বর্গ—ছিক্কনী (হাঁচুটী,) কলঞ্জ (তামাক), গুঞ্জাফল (কুঁচ), মহক্ষবা (ভৃঙ্গরাজ) জালিনীফল, বা ঘোষাফল,—ইহাদের চূর্ণ নস্য-রূপে গ্রহণে হিক্কা জ্বর ক্ষয়াদি বহুরোগে প্রত্যক্ষ উপকার হয়।

শিলারস—(সিহ্লক, তুরুষ্ক, যবনদেশজ, কপিতৈল, বানররোচক রস) গুণ—কটু-স্বাদু-রস স্নিগ্ধোষ্ণ, শুক্রকর, কান্তিকারক, বলকর ও কণ্ঠশোধক; ইহা স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ, গ্রহদোষ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কণ্ডু নিবারণ করে।

শিববল্লী—পল্লবক (পাশুপত, একাষ্ঠীল, বক, বসু, বৃহদ্বকুল) গুণ—অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-রস, পিত্ত-

নাশক, বিষঘ্ন; ইহা যোনিশূল, তৃষ্ণা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ, রক্তদোষে প্রয়োজ্য।

শিব—হোগলা (এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা, শর়ী) গুণ—শীতল, বলকারক, চক্ষুষ্য, বায়ুপ্রকোপক; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

শুণ্ঠী—শুঁঠ (বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের, মহৌষধ) গুণ—রুচিকর, আমবাতনাশক, পাচক, কটু-রস, পাকে মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফনাশক, বায়ুপ্রশামক, মলরোধাপসারক, মলাদিপ্রবর্ত্তক, বলকারক; ইহা বমি, কাস, শূল, শ্বাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শঃ, আনাহ, উদররোগ, ও বাতজপীড়ার প্রশমন করে।

শুক্লমৎস্য—শুথটী মাছ। গুণ—দুর্জ্জর, মলরোধক ও অনুপকারী।

শূকধান্য—যব। শ্বেতবর্ণ শূকান্বিত যব। গুণ—কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, শীতল, লেখন, মৃদু, ব্রণরোগে তিলবৎ গুণকর, রুক্ষ, পিচ্ছিল, মেধাগ্নিকারক, শ্লেষ্মাপসারক, স্বরবিশোধক, বলকর, গুরু, লাবণ্যকর, ধাতুসাম্যসংরক্ষক, বহুপরিমাণে বায়ুর ও মূত্রের নিঃসারণ করায়। ইহা কণ্ঠরোগ ত্বগাদিরোগে শ্লেষ্মপিত্তমেদোগত পীড়ায়, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ, তৃষ্ণায় উপকার করে।

শৃগালকণ্টক তৈল—গুণ—ভগ্ন রোধ ক্ষত ও অমাবাতে উপকারী; ইহার স্বরস—আঠা, চক্ষুরোগে হিতকর।

শৃঙ্গীমৎস্য—শিঙীমাছ। গুণ—বায়ুপ্রশামক, শ্লেষ্মপ্রকোপক, স্নিগ্ধ, কষায়-তিক্ত-রস, লঘু ও রুচ্য।

শৈলেয়ক—শৈলজ (শৈলেয়, শিলপুষ্প, বৃদ্ধ, কালানুসার্য্যক) গুণ—শীতল, হৃদ্য, লঘু, কফপিত্তনাশক; কণ্ডূ, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ অর্শ, ইত্যাদি রোগে হিতকর।

শৈবাল—শেহলা (শৈবল) গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু; ইহা দাহ, তৃষ্ণা, পৈত্তিকজ্বর, রক্তগতজ্বর—প্রশমন করে।

শেফালিকা—শিউলী। গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বিষমজ্বরনাশক।

শোভাঞ্জন—সজিনা;—শ্যাম, শ্বেত, লোহিত ভেদে ত্রিবিধ। (শিগ্রু, তীক্ষ্ণ, গন্ধক, অক্ষীব, মোচক) গুণ—মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, দীপক, রোচক, রুক্ষ, ক্ষার-গুণযুক্ত, বিদাহী, সংগ্রাহী, শুক্রজনক, হৃদ্য, চাক্ষুষ্য, রক্তপিত্তপ্রকোপক; ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদোরোগ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা, ব্রণ রোগ নষ্ট করে।—ফল,—ডাঁটা—স্বাদুকষায়রস, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিদীপক; শূলযুক্ত ক্ষয় শ্বাস গুল্মে হিতকর।

শ্যামাদিগণ—অনন্তমূল, শ্যামলতা, তেউড়ী, দন্তী, চোরকাঁচকী, লোধ্র, কমলাগুঁড়ি, পটোলমূল, রক্তলোধ্র, ইন্দ্রবারুণি, রাখালশসা, সোঁদাল, নাটাকরঞ্জা, ও ডহরকরঞ্জা, গুলঞ্চ পারুল, বিদ্ধারক, মনসাবীজ, স্বর্ণক্ষীরা—ইহারা মলভেদক; আনাহ উদররোগে উদাবর্ত্ত পীড়ায় উপকার করে।

শ্যামাক—শ্যামাধানের বীজ। গুণ—শোষক, রুক্ষ, বায়ুজনক, কফপিত্তনাশক।

শ্যামালতা—কৃষ্ণ অনন্তমূল,—সাধারণ নাম শ্যামা। (গোপী, গোপবধূ, সুগন্ধি, ফলঘণ্টিকা) গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, বিষঘ্ন, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য, রসায়ন; ইহা অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, ফারঙ্গ উপদংশাদি বিষজাত বিবিধ বিকার, সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ আমবাত বাতরক্ত অবৈধপারদসেবনজন্য রোগ—এই সকল ব্যাধির প্রশমন করে।

শ্যোনাক—শোনাপাটা (শোনক, নট, কটুঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব, কটম্ভর) গুণ—কষায়-রস, অগ্নিদীপক, কটু-বিপাক, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, ত্রিদোষনাশক।

ষ

ষড়ূষণ—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ—এই ষট্‌পদার্থের, সমবায়। গুণ—কটু-রস, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উত্তমপাচক, অগ্নিদীপক, কফনাশক, বাতপ্রশামক, পিত্তপ্রকোপক, রুক্ষ, উষ্ণ, বিষনাশক।

—

স

সংস্বেদজ—কোঁড়কছাতা (ভূমিচ্ছত্র, শিলীন্ধ্রক,) গুণ—শীতল, দোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু; ইহা দ্বারা বমি, অতিসার, জ্বর, শ্লৈষ্মিকরোগ উৎপন্ন হয়। যাহারা শ্বেতবর্ণ, পরিষ্কৃত স্থানে কাষ্ঠে বাঁশে গোচারণস্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা তত দোষ-প্রকোপক নহে।

সন্তানিকা—সর, গুণ—গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক, বলকর, কফজনক, শুক্রোৎপাদক, বাতপ্রশামক, রক্তপিত্তনাশক।

সমুদ্রফেন—(ফেন, তিন্তীয়, অব্ধিকফ) গুণ—শোষক, নেত্রহিতকর, শীতল, কষায়, লঘু; বিষনাশে সমর্থ; ইহা কর্ণপীড়া ও কফ নষ্ট করে।

সরলকাষ্ঠ—(সরল পীতবৃক্ষ, সুরভিদারুক) গুণ—মধুর-তিক্তরস, কটুবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ; ইহা কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, কফ, বায়ু, স্বেদ, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা, ব্রণরোগ বিনষ্ট ও রাক্ষসভয় দূরীভূত করে।

সফরী—পুঁটীমাছ (প্রোষ্ঠী) গুণ—তিক্ত-কটু স্বাদু-রস শুক্রনাশক, বাতশ্লেষ্মনিবারক, স্নিগ্ধ, রোচক, লঘু; ইহা মুখরোগের ও কণ্ঠরোগের প্রশমন করে।—মহাসফরী— সরলপুঁটী —গুণ—তিক্ত-রস, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, শীতল, লঘু, রুচ্য, বায়ুর অবিরোধী।

সার্জ্জিকাক্ষার—সাচিক্ষার। (কপোত, সুখবর্চ্চক) গুণ—যবক্ষারের সমগুণ—তদপেক্ষা মৃদু। ইহা গুল্মে ও শূলরোগে সবিশেষ উপকারী।

সর্পাক্ষী—সরহটী গন্ধিনী। (গাণ্ডালী, নাকুলী কপালক) গুণ—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণ, ক্রিমিঘ্ন, ইন্দুরসর্প-বৃশ্চিকবিষনাশক। ব্রণে প্রয়োগে ব্রণ বসিয়া যায়।

সর্ষপ—সরিষা (কটুকস্নেহ, তুন্তুভ, কদম্বক, সৌর, সর্ষপ, সিদ্ধার্থ) গুণ—অস্বাদে ও পাকে কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মনাশক, রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিকারক; ইহা ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোষ্ঠস্থ ক্রিমি, নষ্ট করে ও গ্রহাদিদোষের শান্তি করে;—নাল—ডাঁটা—তীক্ষ্ণোষ্ণ, বমন-নিবারক, রুচিকর; ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, কণ্ডু, দদ্রু, কুষ্ঠরোগ নষ্ট করে।—শাক—কটু-লবণ-স্বাদ, বহুপরিমাণে মলমূত্রনিঃসারক, গুরু, অম্লবিপাক, বিদাহী, উষ্ণ, রুক্ষ, ত্রিদোষনাশক, ক্ষারগুণযুক্ত তীক্ষ্ণ, স্বাদু;—ইহা নিকৃষ্ট শাক।—তৈল—দীপন, কটুবিপাক, লঘু, লেখন, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণ সেব্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তদূষক; ইহা কফ মেদ, বাতার্শঃ, শিরোরোগ কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ, দুষ্টব্রণ, প্রভৃতিতে উপকারী।

সহাসার—মুসব্বর (বীরাস্রাব, সহাসার, কুমারীরস-সম্ভব) গুণ—অগ্নিজনক পিত্তনিঃসারক, বলকর, বিরেচক, রজঃপ্রবর্ত্তক, গর্ভপাতক, ইহা মল রোধ, ক্রিমিরোগ, সন্ন্যাস, অপস্মার, স্ত্রীরজো-লোপ, শীতপিত্ত, শিরোরোগ শ্লৈষ্মিকজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্যরোগে হিতকর। ইহা অর্শোরোগ-পীড়াক্রান্ত বৃক্করোগাক্রান্ত, গর্ভবতী, ঋতুমতী, ও রক্তপ্রদরগ্রস্তা,—ইহাদিগের পক্ষে অপ্রয়োজ্য।

সামুদ্রজল—আশ্বিনমাসে সামুদ্রজল গঙ্গাজলের ন্যায়। গুণ—নির্ম্মল, নির্ব্বিষ, স্বাদু, শুক্রল, অদোষল;—অন্যদা, লবণ-প্রাচুর্য্য-হেতুক পূর্ব্বোক্ত-গুণ-সম্পন্ন নহে।

সাম্বর-লবণ—(শাকম্ভরীয়, রৌমক, গুডাখ্য) গুণ—লঘু, বলনাশক, সাতিশয় উষ্ণ, ভেদক, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণ, সূক্ষ্ম, অভিষ্যন্দি, কটু বিপাক।

সারসজল—শৈলাদিরুদ্ধ নদীর সঞ্চিত জল গুণ—বলকারক, তৃষ্ণানাশক, মধুর, লঘু, সাতিশয় রোচক, রুক্ষ, মলমূত্ররোধক।

সারিবাদিগণ—অনন্তমূল যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্ত চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফুল, বেণার

মূল—ইহাদের সমবায়—পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, দাহ প্রশমন করে।

সালসারাদিগণ—ধুনা, পিয়ালশাল, খদির, বাব্‌লা,-গাব, রক্তলোধ্র, ভূর্জ্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ-বৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, আসন-বৃক্ষ, ধাওয়া, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শাল, অগুরু, কালিয়াকাষ্ঠ,—ইহাদের সমবায়;—গুণ—কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয় এবং কফ ও মেদ শোধিত হয়।

সিন্দনাগ—গুণ—ক্ষত প্রশমনে ও ভগ্নসন্ধানে ইহার প্রয়োগ হয়।

সিদ্ধি—(ভঙ্গা, পত্রা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া, জয়া) গুণ—তিক্তরস, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও হর্ষপ্রদ; ইহা দ্বারা বহুমূত্রের অপত্রাস, বিসূচিকা, অত্যন্ত, প্রবল রক্তোনিঃসার নিবারিত হয়।

সীধু—পক্ক ইক্ষুরসজাত সীধু—পক্কসীধু অপক্ক ইক্ষু-রসজাত সীধু—শীতল সীধু। উভয় মধ্যে পক্করস সীধুশ্রেষ্ঠ। গুণ—স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিকর, বল-বর্দ্ধক, শরীরের বর্ণকর, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য, স্নিগ্ধকর, রোচক; ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, অর্শঃ, প্রমেহ, শ্লৈষ্মিক ব্যাধিতে উপকারী। শীতরস সীধু স্বল্পগুণ হইলেও, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

সুদর্শন—বড় কানড়ের মূলের রস। গুণ—বলকারক, স্বেদজনক, উষ্ণবীর্য্য।

সুধামুখী—শালমমিছরী। (সুধামুখী, অমৃতোত্থা, বীরকন্দ), গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বল-কর, রক্তদোষনিবারক, হৃদ্য, কামোদ্দীপক, রসায়ন, বৃষ্য, আয়ুষ্য, পুষ্টিকর।

সুরসাদিগণ—নীল সেফালিকা, শ্বেতসেফালিকা, ক্ষুদ্রপত্রতুলসী, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ, বনবাবুই, রক্তুলসী, কৃষ্ণতুলসী, কালকাসুন্দা, আপাঙ্গ, কুলেখাড়া, বিড়ঙ্গ, কটফল, সুরসীবৃক্ষ, নিসীন্দা, কুক্‌সীমা, ইন্দুরকানী, বামনহাটী প্রাচীবলশাক, কাকমাচী, বিষমুষ্টিক্ষুপ বা বিষাদাড়ী—ইহাদের সমবায়;—গুণ—ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রশমিত হয়। ব্রণ সংশোধিত হয়।

সুবাগিণী—সাল্‌সা (অমরবল্লী, বৃষ্যবল্লী, সুবাগিণী) গুণ—বলকারক, বৃষ্য, রসায়ন, মূত্রকর, স্বেদ-জনক, পুষ্টিকর, কার্শ্যনিবারক, রক্তবিশোধক, ফারঙ্গাদি-বিষজাত-বিকারনাশক।

সুবর্চ্চলা—হুড়্‌হুড়ে (আদিত্যভক্তা বরদা, বদরা সূর্য্যাবর্ত্তা, রবিপ্রীতা) গুণ—শীতল, রুক্ষ, কটুরস, মধুরবিপাক, সর, গুরু, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, পিত্তকর নহে; ইহা বিষ্টম্ভ কফ বায়ু নষ্ট করে।

সুবাসর—(চন্দ্রশূর, চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহন-কারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্প) গুণ—হিক্কা, বাতশ্লেষ্মা, অতিসার, বাতরক্তরোগে হিতকর, সাধারণতঃ বলপ্রদ পুষ্টিকর।

সূক্ষ্মপত্রী—সূক্ষ্ম জটামাংসী (আকাশমাংসী, শেবালী, নিরালম্ব, খসম্ভব, অগ্রমাংসী, গৌরী, পর্ব্বতবাসিনী) গুণ—শীতবীর্য্য, শোথনিবারক, ক্ষতনাশক, বিষঘ্ন।

সেব—সেউফল, (মুষ্টিপ্রমাণ, বসর, সেব, সিবিতিকা-ফল) গুণ—বায়ুপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্তনাশক, পুষ্টিকর, কফজনক। মধুরাস্বাদ মধুরবিপাক, শীতল, রুচিকর, শুক্রজনক।

সেবতী—সেঁউতী (শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষাপুষ্পা, অতিমঞ্জুলা) গুণ—শীতল, হৃদ্য, গ্রাহী, শুক্র-জনক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তবিশোধক, বর্ণ্য, তিক্তরস, কটু, পাচক।

সৈন্ধব লবণ—(শীতশিব, মণিমন্থ, সিন্ধুজ) গুণ—স্বাদু, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতল, বসকর, সূক্ষ্ম, চক্ষুর্হিতকর, দোষনাশক।

সোমরাজী—(অবল্গুজী, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলা, সোমবল্লী, কালমেষী, কুষ্ঠঘ্না) গুণ—মধুর-তিক্ত-রস, পাকে কটু, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রোচক, সর, শ্লেষ্মনাশক, রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ, হৃদ্য; ইহা শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, স্বর, ক্রিমি নষ্ট করে। ফল—পিত্তজনক, কেশহিতকর ত্বকের উপকারক, কটুরস, ইহা শুক্র কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম, পাণ্ডুরোগ নষ্ট করে।

সোমলতা—(সোমবল্লী, সোমক্ষীরী, দ্বিজপ্রিয়া) গুণ—তিক্তকটুরস, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন।

স্থলপদ্ম—(পদ্মচারিণী, তিক্তরস, অব্যথা, পদ্মা,

শারদা) গুণ—অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায়-রস, বাতশ্লেষ্মনাশক ; ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস, বিষদোষের প্রশমন করে।

শ্যোনেয়ক—গ্রন্থিপর্ণের প্রকারভেদ—মুনের । (বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণরোম, শুক্‌, শুকপুষ্প, শুকচ্ছদ,) গুণ—কটু-স্বাদু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাবর্দ্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, রাক্ষসনাশক, ক্রিমিহর ; ইহা জ্বর, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য, তিলাকালক রোগে ব্যবহার্য্য।

স্বর্ণপত্রিকা—সোনামুখী (কল্যাণী, হেমপত্রী রেচনী,, স্বর্ণপত্রিকা) গুণ—মলরোধক, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ-প্লীহবৃদ্ধি, মলবদ্ধতা, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, কামলা, পাণ্ডুরোগে ইহা হিতকরী।

স্বর্ণবল্লী—স্বর্ণক্ষীকই , (রক্তফলা, কষায়, কাকবল্লরী) গুণ—ত্রিদোষনাশক, স্তনে দুগ্ধজনক ; ইহার প্রয়োগে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

স্বল্পপঞ্চমূল—গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপানী,—ইহাদের সমবায় ; গুণ—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস ; ইহাদের সমবায় পিত্তের শান্তি, দেহের পুষ্টি, বলবৃদ্ধি করে।

স্রাবিকা—ধন্বজিরা (সর্ষপী, পাটলা, রৌদ্রী, ধন্বজা) গুণ—রজঃপ্রবর্ত্তক, মৃতগর্ভাকর্ষক, গর্ভপাতজন্য রক্তস্রাবরোধক, রক্তবমননিবারক, রক্তমূত্রাদি প্রশামক, শ্বেতপ্রদর, পক্ষাঘাত, শ্বেতপ্রদর, শুক্রমেহরোগে হিতকর। মাত্রাধিক্যে বিষক্রিয়া করে।

হ

হংসপদী—(হংসপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা) গুণ—গুরু, শীতল, রক্তদোষ, বিষদোষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার, লূতাবিষজন্য ক্ষত, ভূতাবেশ, অগ্নিরোহিণী রোগে হিতকর।

হবুষা—দ্বিবিধ—প্রথম ফল মৎস্যসদৃশ বিস্রগন্ধি, অপর প্রকার অশ্বত্থফলের ন্যায় মৎস্যগন্ধি। প্রথমোক্ত ফল (হবুষা বপুষা, বিস্রা,) দ্বিতীয় প্রকার ফল (অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী, ধাংক্ষনাশিনী) গুণ—অগ্নিদীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায়, গুরু ; ইহা পিত্ত, উদররোগ, বায়ু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূলরোগ, নষ্ট করে।—ইহার পরিবর্ত্তে চই ব্যবহার পূর্ব্বাচার্য্য-প্রসিদ্ধ।

হরিণ—গুণ—মাংস—শীতল, মলমূত্ররোধক, অগ্নিকারক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সান্নিপাতনাশক।

হরিদ্রা—হলুদ (কাঞ্চনী পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হট্টবিলাসিনী, নিশাবাচক শব্দসমূহ) গুণ—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, বর্ণকর, ইহা দ্বারা কফ পিত্ত ত্বগ্দোষ মেহ রক্তদোষ শোথ পাণ্ডু ব্রণ নষ্ট হয়।—ইহার অপরভেদ—বনহরিদ্রা ও আমগন্ধি হরিদ্রা। বন হরিদ্রার কন্দ বা মূল কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে হিতকর। আমগন্ধ হরিদ্রা বা আমআদা—শীতল, বায়ুনাশক, পিত্তনাশক, মধুর, তিক্ত ও কণ্ডুনাশক।

হরিদ্রাদিগণ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু,—ইহাদের সমবায় স্তন্যবিশোধক, আমাতিসারপ্রশামক, দোষপরিপাচক।

হরীতকী—(অভয়া পথ্যা কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী রোহিণী) ইহা গুণানুসারে আকার-প্রকার-ভেদে সপ্তবিধ। যথা যাহার ডিম্বাকৃতি গোল তাহার নাম বিজয়া, সম্পূর্ণগোল রোহিণী, সূক্ষ্মাস্থি—ছোট আটী বিশিষ্টা পূতনা, মাংসল অমৃতা, পঞ্চরেখাবিশিষ্টা অভয়া, স্বর্ণবর্ণা জীবন্তী, ক্ষুদ্রা কৃষ্ণবর্ণা চেতকী। বিজয়া সকল রোগে প্রযোজ্য, রোহিণী ব্রণরোপণে, পূতনা প্রলেপনে, অমৃতা শোধনে, চক্ষুরোগে অভয়া, জীবন্তী সর্ব্বরোগনাশনে, চূর্ণপ্রয়োগে চেতকী ব্যবহার্য্য। ইহা সপ্তরসবিশিষ্ট ; তন্মধ্যে লবণ রস বিশিষ্ট হরীতকী শ্রেষ্ঠ। গুণ—রুক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, মধুরবিপাক, রসায়ন, নেত্রহিতকর, লঘু, আয়ুর্বর্দ্ধক, বলকারক অনুলোমক ; ইহা শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদররোগে ক্রিমি, স্বরদোষ, গ্রহণী, মল বিবন্ধ, বিষমজ্বর, গুল্ম, আমাশয়, ব্রণ, বমন, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ,

অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নষ্ট করে। ইহাদের মজ্জায় মিষ্টরস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্তরস, অস্থিতে কষায়-রস বিদ্যমান। নূতন—স্নিগ্ধ, গোলাকার গুরু, নিমগ্ন হয়, একপ হরীতকী প্রশস্ত—অতীব গুণকর; ভোজনের সহিত ইহা সেবন করিলে, বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয় প্রবল হয়। পিত্ত কফ ও বায়ু নির্মূল হয়। নিয়মিত মূত্র পুরীষাদির উৎসর্জন, হইয়া থাকে।

হস্তিনীদুগ্ধ—গুণ—বৃংহণ,মধুর-কষায়-রস, গুরু, বৃষ্য, বলকর, শীতল, স্নিগ্ধ, চক্ষুর স্বাস্থ্যকর ও স্থৈর্য্যকারক।

হস্তিমূত্র—গুণ—লবণস্বাদ; ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মলমূত্ররোধ, বিষজরোগ, শ্লৈষ্মিক-ব্যাধি, অর্শঃ,—এই সকল রোগে হিতকর।

হস্তিশুণ্ডি—হাতিশুঁড়া। (হস্তিনী, শুণ্ডী, ধূসরপত্রিকা) গুণ—কটু, উষ্ণ, সন্নিপাত-জ্বরনাশক।

হারীত—হারীল্ (রক্তকণ্ঠ, হরিত) গুণ—মাংস—রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্তপ্রশামক, কফঘ্ন, ঘর্ম্মকর, স্বরবিশোধক, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক।

হিঙ্গু—হিং (সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, রামঠ) গুণ—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক, রজঃপ্রবর্ত্তক; ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মা, গুল্ম, শূল, উদররোগ, আনাহ, ক্রিমি, মূর্চ্ছা, অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

হিন্তাল—হেঁতাল। (স্থূলতাপ, পূগরোট, বৃহদ্দল, স্থিরপত্র, দ্বিধালেখ্য, শিরাপত্র, অস্থিরা, অজ্যুক) গুণ—মধুরাম্লস্বাদ, কফজনক, পিত্তনাশক, শৈত্যকর, বাতপ্রকোপক; ইহা দাহ, শ্রম, তৃষ্ণা নিবারণ করে।

হিলমোচিকা—হিঞ্চাশাক। (ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, চারী, ব্রাহ্মী) গুণ—শোথ কুষ্ঠ কফ পিত্ত নষ্ট করে।

হিজ্জল—হীজল (ইজ্জল, নিচুল, অম্বুজ) গুণ—জলবেতসের ন্যায় ইহা বিষঘ্ন।

হৈমজল—হিমসম্ভূত জল—কোয়াসার জল। গুণ—শীতল, পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক; হিম,—শীতল, দারুণরুক্ষ ও সূক্ষ্ম; ইহা বায়ু পিত্ত কফ ত্রিদোষের কোনটীই দূষিত করে না।

পৌরাণিক চরিতাভিধান।

অ

অংশ—মহর্ষি কশ্যপের অদিতি গর্ভসম্ভূত পুত্র, আদিত্যগণ মধ্যে একাদশ আদিত্য।

অংশু—পুরুহোত্রের পুত্র, ভাগবতে ইহাঁর নাম আয়ুঃ।

অংশুধর—সূর্য্যবংশীয় রাজা সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র, অসমঞ্জস; ইহাঁরই পুত্র অংশুমান্; পৌত্র মহাযশাঃ দীলিপ।

অংশুমান্—সূর্য্যবংশীয় সগররাজার পুত্র—রাজা অসমঞ্জসের—পুত্র; লোকপাল রাজা। ইনি অতীব শান্তস্বভাব; দেবরাজ ইন্দ্রের চক্রান্তে মহর্ষি কপিলের কোপানলে পূর্ব্বপুরুষগণ ভস্মীভূত হইলে, ইনি মহর্ষির তুষ্টিসাধন করিয়া, "গঙ্গাদ্বারা পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার হইবে,"—বর গ্রহণ করেন; পরে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, গঙ্গার আনয়ন জন্য, তপস্যায় জীবনাতিপাত করেন।

অকম্পন—লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি, রাম-যুদ্ধে ধূম্রাক্ষ নিহত হইলে, হনুমানের হস্তে হত হয়।

অকৃতব্রণ—কশ্যপবংশীয় মুনি, মহর্ষি রোমহর্ষণের শিষ্য ও ভৃগুবংশীয় জামদগ্নি রামের বন্ধু। ইনি একখানি উপসংহিতার প্রণেতা।

অকৃশাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পুত্র।

অকোপ—সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের মন্ত্রী।

অক্রূর—যদুবংশসম্ভূত শ্বফল্কের ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে সঞ্জাত—যাদবকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্রের পিতৃব্য বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ। ইনি বলরাম কৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আনয়ন করিয়াছিলেন। শতধন্বা ইহাঁর নিকট স্যমন্তক রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর অন্যনাম দানপতি।

অক্রোধন—কুরুবংশীয় মহারাজ অযুতায়ুসের পুত্র।

অক্ষ—রাবণের পুত্র; সীতান্বেষণকালে মহাবীর হনুমান্ এই রাক্ষসরাজকুমারের বিনাশসাধন করেন। ২। গরুড়ের নামবিশেষ।

অক্ষপাদ—মহর্ষি গৌতম। পুরাণকার মহর্ষি বেদব্যাস গৌতম মুনি কৃত ন্যায়শাস্ত্রের দোষ প্রকাশ করায়, মুনিবর গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া "চক্ষু দ্বারা ব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না"—ইহাতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, মহর্ষি ব্যাস তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে, মুনিবর স্বীয় চরণে চক্ষুর সৃষ্টি করিয়া, ব্যাসমুখ দর্শন করিয়াছিলেন; এতজ্জন্য, ইহাঁর এই অক্ষপাদ নাম।

অক্ষমালা—মহর্ষি বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী। গগনমণ্ডলে উত্তর দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যে বশিষ্ঠ সমীপবর্ত্তিনী অরুন্ধতী দেবীর বেষ্টন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য, অক্ষ-পরিবেষ্টিত মালা ইহাঁর আছে, বলিয়া, এই নাম প্রসিদ্ধি।

অক্ষয়কুমার—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের মহিষী মন্দোদরীর গর্ভজাত পুত্র। হনুমান্ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, যখন রাবণের প্রমোদ আরাম নষ্ট করিতে রত তখন ইনি পিতৃ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, হনুমানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, শেষে হনুমানের হস্তে নিহত হন।

অগস্ত্য—মহর্ষি মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মিয়াছেন; মতান্তরে কুম্ভ হইতে উৎপন্ন। ইনি বিন্ধ্য-পর্ব্বতোপকণ্ঠে ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইনি সূর্য্যদেবের শিষ্য এবং আয়ুর্ব্বেদবিৎ ছিলেন,

ইহাঁর রচিত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইনি মেষবেশধারী বাতাপি নামক দৈত্যকে ভক্ষণ করিয়া, পরিপাক করিয়াছিলেন; ইহাঁর মহাবীর হনুমানের ন্যায় তীব্র পরিপাক শক্তি আছে বলিয়া, অগ্নিমারুতি নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে ইল্বলও ইহাঁর তেজে বিনষ্ট হয়। ইনি তাড়কাস্বামী সুন্দেরও বিনাশসাধন করেন। অরণ্যবাস-কালে রামচন্দ্র-ইহাঁর নিকট হইতে সুমহৎ ধনুঃ অক্ষয়-তূণীরদ্বয় অসি ও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, বিন্ধ্যাচলের অতিবর্দ্ধনে সূর্য্যাদিগ্রহগণের গতিরোধের আশঙ্কা ঘটায়, ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে ইনি কৌশলে রোধ করেন। বিন্ধ্যসমীপে উপনীত হইলে, যেমন গিরিবর ইহাঁর প্রণতি জন্য দণ্ডবৎ পতিত হন, অমনই ইনি "যাবৎ আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক।"—বলিয়া প্রস্থান করেন; মহর্ষি অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে সময়বদ্ধ করিয়া, প্রস্থান করায়, বিন্ধ্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। ইনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। পিতৃপুরুষগণ একটী বেণাস্তূপ-ধারণে দোদুল্যমান দেখিয়া, তাঁহাদিগের তুষ্টিকল্পে বংশক্রম-বৃদ্ধি-কামনায় বিদর্ভকুমারী লোপমুদ্রাকে বিবাহ করেন; ইনি মহারাজ নহুষের সর্পত্ব-প্রাপ্তি ও পুনরুদ্ধারের কারণ। দাক্ষিণাত্যের কুঞ্জর পর্ব্বতে ইহাঁর আশ্রম। দ্রাবিড়ীয়মতে ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিধাতা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আরও অনেকে বলেন, ইনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, দাক্ষিণাত্যে সভ্যতার প্রবর্ত্তনা করেন; যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া, নক্ষত্রলোক লাভ করেন। ইহাঁর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দত্ত নাম (Conopus).

অগ্নায়ী—অগ্নিপত্নী স্বাহা।

অগ্নি—ইহাঁর মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম। বেদমতে ইনি ব্রহ্মমুখজাত। মহাভারতে ধর্ম্মের ঔরসে বসুভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন, দক্ষকন্যা স্বাহা ইহার পত্নী। ইনি পঞ্চভূতান্তর্গত তেজের রূপান্তর। ইনি পিতৃলোকপতি। ইহাঁর শরীর রক্তবর্ণ, কেশ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, দেহ স্থূল—উদর বিশাল, হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র বাহন ছাগ, চতুর্হস্ত, সপ্তচক্ররথ ও রক্তবাহন। মতান্তরে অগ্নি তিন প্রকার;—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়। ইহাঁর তিন পুত্র;—পাবক, পবমান, শুচি। বেদে অগ্নিকে দেবদূত বলা হইয়াছে। ইহাঁর রেতঃ সুবর্ণ। খাণ্ডববন-দাহনকালে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে ইহাঁর তেজোবৃদ্ধি হয়। হিন্দুদিগের প্রতি কর্ম্মে অগ্নি প্রত্যক্ষ দেবতা। জাতকর্ম্ম হইতে বিবাহ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মে ইহাঁর আবাহন উদ্বোধন ও তাহাতে হোম কর্ম্মাদি সাধন করিতে হয়। ইনি দেবতাদিগের মুখস্বরূপ। ইহাঁর নাম বহ্নি, অনল, পাবক, বৈশ্বানর, অগ্নহস্ত, ধূমকেতু, হুতাশ, হুতভুক্, শুচি, শুক্র, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব, তোমরধর।

অগ্নিকুমার—কার্ত্তিকেয়।

অগ্নিজিহ্ব—বরাহ অবতার।

অগ্নিবাহু—স্বম্ভুরাজ প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান। ইনি চিরজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন।

অগ্নিভূ—কার্ত্তিক।

অগ্নিমাঠর—বাস্কলি-শিষ্য ঋগ্বেদাধ্যাপক।

অগ্নিমারুতি—মেষবেশধারী বাতাপি রাক্ষসকে খাইয়া মহাবীর হনুমানের ন্যায় জঠরাগ্নিতেজে পরিপাক করিয়াছিলেন বলিয়া, মহর্ষি অগস্ত্যের নামান্তর।

অগ্নিমিত্র—মহারাজ পুষ্পমিত্রের পুত্র—বিদিশা-রাজ্যের অধিপতি।

অগ্নিবর্ণ—১ সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র মহারাজ কুশের পৌত্র। ২ অপরন্তঃ মহারাজ সুদর্শনের পুত্র, ইহাঁর সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরতা দোষে যক্ষ্মারোগে অকাল মৃত্যু ঘটে।

অগ্নিবেশ—আত্রেয় মুনির শিষ্য আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষি।

অগ্নিবেশ্য—অগ্নিপুত্র ধনুর্ব্বেদবিৎ ঋষি। মহাভারতে কথিত আছে, ইনি স্বীয় শিষ্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করেন।

অগ্নিশর্ম্মা—ঋষিবিশেষ।

অগ্নিষ্টুব্—প্রজাপতি বৈরাজের ঔরসে নড়্বলার গর্ভসম্ভূত সপ্তমপুত্র।

অগ্নিষ্টোম—মনু চাক্ষুষের ঔরসে নবলাগর্ভসম্ভূত বিখ্যাত ঋষি।

× অগ্নিষ্বাত্ত—মরীচির পুত্র, প্রথম পিতৃগণ; ইহাঁরা চন্দ্রলোকবাসী ও অনগ্নি।

অগ্নীধ্র—জম্বুদ্বীপাধিপতি প্রিয়ব্রত রাজার ঔরসে কাম্যার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি জম্বুদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন; পুত্র কামনায় মন্দর-পর্ব্বতে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার তুষ্টিসাধন করায়, পূর্ব্বচিত্তী-নাম্নী অপ্সরার সহিত বিবাহবিধান করেন। ইহাঁর গর্ভে নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরুভদ্র ও কেতুমালের জন্ম হয়। ইহাঁরা ভারতবর্ষকে নববর্ষে বিভাগ বিভাগ করেন।

অঘ—কংসানুচর অসুরবিশেষ। বকাসুর ও পুতনার কনিষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণবিনাশের জন্য কংসকর্ত্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হয়; সে মায়াদ্বারা বৃহৎ অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মুখব্যাদানপূর্ব্বক পথে শয়ন করিয়া রহিল। পর্ব্বতগুহাবোধে কৃষ্ণ-সহচর গোপালগণ তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় দেহের এতই বিস্তার করিতে লাগিলেন, যে তাহাতেই অঘাসুরের প্রাণবায়ুর নিরোধ হওয়ায়, মস্তক বিদীর্ণ হইয়া নিঃশেষ হইল, এবং অনুচর গোপালগণ সহিত কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া পড়িলেন।

অঘমর্ষণ—বেদোক্ত ঋষি।

অঘোর—মহাদেব।

অঙ্গ—১। অসুরবংশোদ্ভব বলির পত্নীর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি অঙ্গদেশ স্থাপনা করেন;—ইহা গঙ্গাসরযূ সঙ্গম হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত;—বর্ত্তমান ভাগলপুর রাজধানী চম্পা। ২। সূর্য্যবংশীয় উরু রাজার আগ্নেয়ী-গর্ভসম্ভূত পুত্র; ইহাঁর আবার সুনীতির গর্ভে মহারাজ বেণের জন্ম হয়। দুর্য্যোধন সখা কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

অঙ্গদ—বানররাজ বালির-সহধর্ম্মিণী তারার গর্ভজাত পুত্র। রামায়ণে রামচন্দ্রের বানর-চমুর এক জন প্রসিদ্ধ বীর। ২। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি হিমাদ্রিপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহার রাজত্বের নাম আঙ্গদী। ৩। কৃষ্ণভ্রাতা গদের বৃহতী-গর্ভসম্ভূত পুত্র।

অঙ্গদা—দক্ষিণ দিক্‌হস্তীর পত্নী।

অঙ্গারপর্ণ—গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ, ইনি ইন্দ্রের সারথিরূপে রথ চালনায় সৌকার্য্য দেখাইয়া, চিত্ররথ নাম লাভ করেন।

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতিবিশেষ, ইনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম। ইহাঁর পত্নীর নাম শ্রদ্ধা। ইহাঁর গর্ভে রাকা প্রভৃতি কন্যা চতুষ্টয় এবং বৃহস্পতি ও উতথ্য নামে পুত্রদ্বয় জন্মে। ইনি অঙ্গিরাসংহিতার রচয়িতা।

অজ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘুর পুত্র। বাল্মীকির মতে ইনি মহারাজ নাভাগের পুত্র। বিদর্ভরাজ-কন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি সসৈন্যে বিদর্ভ-নগরাভিমুখে যাত্রা করেন; ইনি নর্ম্মদা-নদীতীরে শাপগ্রস্ত হস্তিরূপী গন্ধর্ব্ব প্রিয়ংবদের উদ্ধার করিলে, তিনি ইহাঁকে সম্মোহন শর প্রদান করেন। স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দুমতী ইহাঁকে মাল্য প্রদান করিলে, ইনি ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া, যখন অযোধ্যাভিমুখে গমন করেন, তৎকালে অপরাপর নৃপতি ইহাঁর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। ইনি তাঁহাদিগকে সম্মোহন শরে পরাস্ত করেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। ইনি যে স্থানে যজ্ঞে অভিষিক্ত হন, তাহার নাম হইয়াছিল, অজমীঢ়। নারদ-বীণাচ্যুত আকাশ হইতে পতিত মালের আঘাতে ইহাঁর পত্নীর অকাল মৃত্যু ঘটায়, শিশু পুত্র দশরথকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়া, দেহত্যাগ করেন।

অজমীঢ়—চন্দ্রবংশীয় রাজা বিকুণ্ঠের মহিষী সুদেবার গর্ভজাত পুত্র। ইনি বহু যজ্ঞসাধনে যশস্বী হইয়াছিলেন। ২ চন্দ্রবংশীয় রাজা হস্তীর পুত্র; ইহাঁর পত্নী কেশিনী বা ধূমিনী পুত্রের নাম কণ্ব সম্বরণ। ৩ সুহোত্র-রাজকুমার।

অজাতশত্রু—১ মহারাজ যুধিষ্ঠির কাহারও দ্বেষ করিতেন না বলিয়া, তাঁহার কেহই শত্রু জন্মান নাই; তাই তাঁহার নাম অজাতশত্রু। ২ মগধের রাজা বিম্বিসারের পুত্র; ইনি ২৫।২৬ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।

অজামিল,—কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইনি আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া একটী হীনজাতীয়া গণিকায় প্রসক্ত হন; গণিকা-তোষণার্থক তাঁহাকে চৌর্য্যাবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন ও জীবিকা-র্জ্জন করিতে হইত। এই গণিকাগর্ভে তাঁহার ৯টী পুত্র হয়; এই পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। মৃত্যুকালে এই নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে নাম-মাহাত্ম্যে ইহাঁর বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।

অজিত—১ স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিষ্ণুর নাম অজিত; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইহাঁর নাম যজ্ঞ; ইনি রুচির পত্নী আকুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ২ জয়-নামক দেবগণ ব্রহ্মশাপে অজিতগণ নামে জন্ম গ্রহণ করেন।

অজিন—নরপতি-বিশেষ; পৃথুবংশীয় হবির্দ্ধানের ঔরসে হিষণার গর্ভজাত পুত্র।

অজীগর্ত্ত—শুনঃশেপের পিতা বৈদিক ঋষিবিশেষ। রামায়ণে শুনঃশেপের পিতা ঋচিক।

অজৈকপাদ—রুদ্রবিশেষ।

অঞ্জক—বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকা-গর্ভসম্ভূত অতিমহাবলপরাক্রান্ত দানব।

অঞ্জন—১ পশ্চিমদিকের দিগ্‌গজ। ২ কাশীরাজ কুশধ্বজের বংশজাত কুনি বা শকুনির পুত্র।

অঞ্জনা—কেশরী বানরের পত্নী বীরাঙ্গনা অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম হয়।

অনামাণ্ডব্য—জনৈক মুনি। ইনি স্বীয় আশ্রম-দ্বারস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, মৌনাবলম্বনে তপোরত থাকিতেন। এক দিন কয়েকজন তস্কর নগর হইতে দ্রব্যাদি হরণ করিয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তখন নগরপাল সন্দেহে তাহাদিগের অনুসরণ করে। তাহারা তখন অনন্যোপায় হইয়া, ইহাঁর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, অপহৃত দ্রব্যাদি গোপনে রাখিয়া, নিজেরা সরিয়া পড়িল। নগরপাল ও তাঁহার অনুচরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, ইহাঁকে তস্করদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি নিরুত্তর; পরে ইহাঁর আশ্রমানুসন্ধানে সেই অপহৃত দ্রব্যাদি পাইয়া, ইহাঁকে চোর অনুমান করিয়া, বাঁধিয়া রাজসমীপে উপস্থাপিত করিল। বিচারে ইহাঁর শূলের ব্যবস্থা হইলে, ইনি শূলে আরোপিত হইয়াও, জীবিত থাকিয়া, স্বশক্তির প্রকাশ করেন; রাজপুরুষগণ ইহার অবলোকনে বিস্ময় প্রকাশ করেন; পরে ইনি শূলচ্যুত হইয়া ধর্ম্মরাজ যমের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় শূলবেধের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তৎপ্রত্যুত্তরে জানিলেন, ইনি বাল্যে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁর এই দণ্ড। তখন এই ব্রহ্মর্ষি যমকে অভিসপ্ত করিয়া, মর্ত্ত্যে দাসীপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন; এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বকৃত পাপের দণ্ডনির্দ্দেশ নিষেধ করিয়া দেন।

অতিকায়—রাবণের পুত্র—বিষ্ণুভক্ত—রামচন্দ্র বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ জানিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিরত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

অতিথি—মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের ঔরসে নাগরাজ-মহিষী কুমুদ্বতীর গর্ভসম্ভূত কুমার। ইনি বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

অতিরাত্র। ১ চাক্ষুষ মনুর নবলা গর্ভসম্ভূত পুত্র। ২ ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতীচ্ছন্দ, বৈরূপ সামগণের সহিত এই যাগের উৎপত্তি হয়।

অত্রি—ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, ইনি দক্ষকন্যা অনসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে ইহাঁর তিনপুত্র সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসাঃ। ইনি মঙ্গাক-কুলাদ্রিতে ১০০ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, ইনি বৈদিক সামগীতি-প্রণেতা। এই বৈদিক মহর্ষি বহুস্তোত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি গান রচনা করিয়াছেন। ইনি একজন প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত। ইনি বেণরাজপুত্র পৃথুর যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার স্তুতিতে রাজস্তুতির কর্ত্তব্যতা প্রতিপালন করেন। ইনি অত্রিসংহিতার গ্রন্থকার; ইহাঁর মতে ত্রয়িবেদমতে অগ্নিলোক ও আশ্রমের ঐকত্ব স্বীকার করেন। চিত্রকূটদক্ষিণে অত্রি মুনির আশ্রমে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ উপস্থিত হন। ইনি উত্তর দিগ্‌দর্শক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে অন্যতম। মতান্তরে ইহাঁর নয়ন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি।

অথার্ব—ঋষিবিশেষ—ব্রহ্মার পুত্র, মহর্ষি কর্দ্দমের জামাতা, ইহাঁর স্ত্রীর নাম শান্তি। মহর্ষি দধিচির

পিতা। ইনি পিতা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন; ইনি তাহা অঙ্গিরাকে দান করেন। অঙ্গিরা তাহা সত্যবাহকে দেন। সত্যবাহ তাহা আঙ্গিরসকে দিয়াছিলেন। ইনি অগ্নির সৃষ্টি করিয়া, যজ্ঞাদির প্রথা প্রবর্ত্তনা করেন। ইনি বরুণের নিকট হইতে একটী নিত্যবৎসা পয়স্বিনী গবী পাইয়াছিলেন; পরে বরুণ আবার সেই ধেনুর পুনর্গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ইনি বলেন, দেখ "আমারা উভয় বন্ধু ও একবংশজ।" সুতরাং এই গবীটী লইয়া বিরোধ অসম্ভব!

অদিতি—দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী,—ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতা। ইঁহারই কর্ণে সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত কুণ্ডল শোভা পাইয়াছিল। বিষ্ণু ইঁহারই গর্ভে বামনমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন।

অদীন—সহদেব-পুত্র।

অদৃশ্যন্তী—শক্তি-মুনির পত্নী,—মহর্ষি পরাশরের জননী।

অদ্ভুত—নবম মন্বন্তরের ইন্দ্র।

অধর্ম্ম—ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতিবিশেষ। ইঁহার দুইপত্নী, হিংসা ও মৃষা। হিংসার গর্ভে অনৃত-নামা পুত্র, নিকৃতি-নাম্নী কন্যা। মৃষার গর্ভে দম্ভ-নামক পুত্র, মায়া-নাম্নী কন্যা। মতান্তরে ব্রহ্মার পৃষ্ঠমল হইতে ইঁহার জন্ম।

অধিরথ—ক্ষত্র-চন্দ্রবংশীয় সত্যভামার পুত্র; ইঁহার পত্নীর নাম রাধা। কুন্তী স্বীয় কানীন পুত্র কর্ণকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলে, ইনি তাহার উত্তোলন ও প্রতিপালন করিয়া, কর্ণের পিতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; ইনি সারথি ছিলেন।

অনংশা—গোপরাজ নন্দের স্বপত্নী-গর্ভসম্ভূতা কন্যা। কৃষ্ণও ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন; প্রতি সঙ্কটেই ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

অনঘ—মহর্ষি বশিষ্ঠের ঊর্জাগর্ভসম্ভূত পুত্র।

অনন্ত—কদ্রুগর্ভসম্ভূত কশ্যপের পুত্র, বিষ্ণুর অংশ; পাতালের অধীশ্বর, শেষরূপে নাগমূর্ত্তিতে সহস্রফণাযুক্ত; অন্যথা রূপে শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ,শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। অনন্তব্রতে এই শেষোক্ত মূর্ত্তির আবাহন ধ্যান পূজনাদি হইয়া থাকে।

অনমিত্র—বৃষ্ণিবংশীয়; বৃষ্ণির পৌত্র,—সুমিত্রের পুত্র; মতান্তরে যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

অনবরথ—যদুবংশীয় মধুর পুত্র।

অনরণ্য—সূর্য্যবংশীয় বাণের পুত্র; বিষ্ণুপুরাণমতে সম্ভূতের পুত্র, মতান্তরে ত্রসদ্দস্যুর পুত্র।

অনল—অষ্টবসুর ষষ্ঠ বসু।

অনসূয়া—বিষ্ণুপুরাণমতে প্রজাপতি দক্ষের পত্নী প্রসূতির গর্ভসম্ভূতা কন্যা, ভাগবতমতে মহর্ষি কর্দ্দমের দেবহূতিগর্ভজাতা কন্যা। ইনি মহর্ষি অত্রির পত্নী। অনসূয়া-সীতা সংবাদ রামায়ণের বিশিষ্ট নীতিপূর্ণ অংশ। অত্রিপত্নী অনুসূয়া রামমহিষী সীতাকে অঙ্গরাগ-লেপনে ও বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ২—কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার সহচরী।

অনাধৃষ্ট—ধৃষ্টের পুত্র।

অনাধৃষ্য—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।

অনায়ুঃ—দক্ষকন্যা কশ্যপপত্নী।

অনারায়ণ—সম্ভূতের পুত্র; রাবণ-হস্তে নিহত হন।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। রুক্মরাজপৌত্রী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন, এবং বাণ-কন্যা উষা ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতা হইলে, সখী চিত্রলেখা মহারাজ বাণের পুরীতে ইঁহার আনয়ন করেন। পরে বাণরাজ জানিতে পারিলে, সমর সঙ্ঘটন হয়। ইনি স্ববিক্রমে বাণসৈন্য পরাস্ত করিলে, মহারাজ বাণ ইঁহাকে ইন্দ্রজালে আবদ্ধ করেন। পরে কৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্ন ইঁহার উদ্ধার করেন। তদনন্তর উষা পরিগ্রহের পর দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যদুবংশধ্বংসের সময় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অনিল—১ অষ্টবসুর পঞ্চম বসু। ২ চন্দ্রবংশীয় তংসুর পুত্র; বায়ুপুরাণে ইঁহার নাম মলিন; ভাগবতে ইঁহার নাম রাভ্য; ব্রহ্মপুরাণে ধর্ম্মনেত্র, মহাভারতে ইলিন। ইঁহার মাতার নাম কালিন্দী।

অনু—রাজা যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত চতুর্থ পুত্র। ইনি পিতৃ-কর্তৃক অভিশপ্ত হন।

অনুমতি—মহর্ষি অঙ্গিরার স্মৃতিগর্ভসম্ভূতা কন্যা।

অনুরথ—বিদর্ভরাজ কুরুবৎসের পুত্র।

অনুরাধা—জারদগবী বীথির নক্ষত্রবিশেষ; তারা-চতুষ্টয়াত্মিকা। ইহার অধিদেবতা মিত্র।

অনুবিন্দ—অবন্তীরাজ জয়সেনের মহিষী রাজাধিদেবীর গর্ভজাত পুত্র।

অনুশাল্য—কৃষ্ণদ্বেষী দৈত্য। কৃষ্ণবিনাশ বাসনায় সরোষে হস্তিনা অবরোধ করে; তাহাতে ইহার কুরুগণ সহ প্রবল যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন পরাজিত হইলে, কর্ণপুত্র বৃষকেতু ইহাকে অবরুদ্ধ করিয়া, কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করেন। কৃষ্ণের উপদেশে যতিধর্ম্মাবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করে।

অনসূয়া—১ অত্রিমুনি-পত্নী। ২ কর্দ্দম ঋষির দেবহূতি গর্ভজাতা কন্যা।

অনুহ—বিভ্রাজ বা বিভ্রাত্রের পুত্র, ব্যাস-পৌত্রীর—শুকদেব-কন্যা—কৃত্বির পতি; ইহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্ত।

অনুহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভক্তবর প্রহ্লাদের ভ্রাতা।

অনূরু—অরুণ।

অনৃত—অধর্ম্মের হিংসা-গর্ভসম্ভূত পুত্র। অনৃত নিজ ভগিনী নিকৃতির পাণিগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম ভয় ও নরক; কন্যার নাম মায়া ও বেদনা।

অনেনা—১ ককুৎস্থের পুত্র; ইহার অপর নাম সুযোধন। ২ ক্ষেমারির পুত্র। ৩ আয়ুর পুত্র ইহার অপর নাম বিপাপ্মা ও বিদামা।

অন্তর্দ্ধান—১ ব্রহ্মার আকৃতিবিশেষ। ২ রাজা পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহার অপর নাম বিজিতাশ্ব ও অন্তর্দ্ধি,—ইন্দ্র হইতে অন্তর্দ্ধান হইবার শক্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁর এই নাম। ইহাঁর পত্নীর নাম শিখণ্ডিনী।

অন্তরীক্ষ—১ ত্রয়োদশ বেদবিভাগ-কর্ত্তা। ২ ইক্ষ্বাকু বংশীয় কিন্নর বা পুষ্করের পুত্র। ৩ ঋষভের পুত্র।

অন্ধ, অন্ধক—১,২ মুনি বিশেষ। ইনি এবং ইহাঁর স্ত্রী উভয়েই অন্ধ ছিলেন, ইনি বৈশ্যবর্ণ এবং ইহাঁর পত্নী শূদ্রা। মতান্তরে ইহাঁকে ব্রাহ্মণ ও ইহার পত্নীকে শূদ্রা বলা হইয়াছে। একদা ইহাঁদের একমাত্র পুত্র সিন্ধুক সরযূনদীতে জল-আনয়নার্থক কুম্ভে জলপূরণ করিয়াছিলেন; এমন সময়ে মৃগয়াসক্ত দশরথ হস্তিভ্রমে শব্দভেদি বাণে বধ করিয়া, শাপগ্রস্ত হন। পুত্রশোকাতুর অন্ধমুনি দশরথকে "তুমিও আমার ন্যায় পুত্রশোকে মরিবে"—বলিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ২, যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্রসপ্তকের মধ্যে চতুর্থ পুত্র; ইহাঁর মাতার নাম কৌশল্যা। ইহাঁর বংশীয়গণও অন্ধক নামে প্রসিদ্ধ। অন্ধকের পুত্রচতুষ্টয়ের নাম কুকুর, ভজমান, সম এবং কম্বলবর্হিঃ; কৃষ্ণমাতা দেবকীও এই অন্ধকবংশীয়া কন্যা। ৩, দিতিগর্ভসম্ভূত দৈত্য; অহঙ্কারে মদান্ধ ছিল বলিয়া, তাহার নাম অন্ধক ছিল। ইহাঁর উৎপাতে দেবতারা বিব্রত হইলে, নারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এক দিন নারদ মন্দরপর্ব্বতস্থিত উদ্যানের পুষ্পে গ্রথিত মাল্য গলে পরিয়া, অন্ধকের নিকট উপস্থিত হইয়া, দৈত্যরাজ সেই মাল্যের পুষ্প মন্দরোদ্যানে পাওয়া যায় শুনিয়া, তথায় যাইলে, মহাদেব ইহার বিনাশ করেন।

অন্ধ্রভৃত্য—অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রক নামা জনৈক ভৃত্য-চতুর্থ কাণ্বরাজ সুশর্ম্মার বধ সাধন করিয়া, স্বয়ং রাজা হন; তাঁহার বংশীয় ৩০ জন প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। ইহাঁরা অন্ধ্রভৃত্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

অন্নদা,—অন্নপূর্ণা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। দ্বিভুজা বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্রধারিণী, দক্ষিণহস্তে দার্ব্বীধারিণী মহাদেবে অন্নপরিবেশনকারিণী; মতান্তরে অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা হস্তচতুষ্টয়ে—পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ, দান;—এই বিশ্বপালিকা মূর্ত্তি কাশীর বিশ্বেশ্বরের পার্শ্বস্থ মন্দিরে অবস্থিত। আমাদিগের অন্নপূর্ণার সহিত লাটিনগ্রন্থোক্ত (Anna-perena) অন্নপেরেনা দেবীর সার্ব্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য আছে।

অপচিতি—পৌর্ণমাসের কনিষ্ঠা কন্যা।

অপমূর্ত্তি—অত্রিমুনির পুত্র।

অপরাজিত—ঋষিবিশেষ।

অপর্ণা—দুর্গা। হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণান্তে উমা তপশ্চর্য্যায় পর্ণ আহার পর্য্যন্ত করেন নাই, অর্থাৎ কুটিটী পর্য্যন্ত কাটেন নাই, তাই তাঁহার অপর নাম একটী অপর্ণা।

অপষ্পতি—মহারাজ উত্তানপাদের সুরীতির গর্ভসম্ভূত পুত্র।

অপ্রতিরথ—প্রতিরথ, পুরুবংশীয় রন্তিনারের পুত্র।

অবধূত—তত্ত্বদর্শী—ব্রাহ্মণ ঋষি।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা।

অভিজ্ঞ—সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়; ইহাঁরা স্বর্গ-বৈদ্য।

অভয়—ধর্ম্মের দয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র।

অভয়া—ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিতে সুরগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন।

অভিচৈদ্য—শিশুপাল।

অভিজিৎ—নক্ষত্রবিশেষ। তকারদ্বয়াত্মক শৃঙ্গাটকাকৃতি। ২। যদুবংশীয় চন্দনোদক দুন্দুভি বা ভবের পুত্র।

অভিমন্যু—অর্জ্জুনের সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র; বিরাটরাজকন্যা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি পিতার নিকট ধনুর্বিদ্যাশিক্ষা করেন; পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ইনি মাতুলালয়ে ছিলেন। ষোড়শবর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে ভারতযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বে কুরুবীরগণকে স্তম্ভিত করিয়া, প্রথমদিনেই ভীষ্মের সহিত ভীষণ যুদ্ধে অনেক কুরুসৈন্য ধ্বংস করেন; ইনি ভীষ্মের রথধ্বজচ্ছেদন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে বৃক্ষারক কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, মগধরাজপুত্র শ্বেতকেতু, অশ্বকেতু ও কুঞ্জরকেতু, দুঃশাসনপুত্র উলূক, শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চ্চা, সূর্য্যভাস, ইত্যাদি বহু বীরের বিনাশ সাধন করেন, অবশেষে দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণকে নিহত করায়, দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া, সপ্তরথির অন্যায় যুদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। এই যুদ্ধে মহাবীর অভিমন্যু ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিরস্ত্র হইয়া দুঃশাসন-নন্দন দ্রোষণের গদাঘাতে নিহত হন। ইনি অভিশপ্ত চন্দ্রমা বা চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতা। অতঃপর শাপমুক্ত হইয়া, চন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁহার উপরতির সময় পত্নী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। ঐ গর্ভে পরীক্ষিতের উৎপত্তি হয়। ২। চাক্ষুষমনুর নবলাসম্ভূত পুত্র। ৩। গোপীশ্রেষ্ঠা-রাধাস্বামী আয়ানের নামান্তর।

অভিরূপ—১। শিব, ২। বিষ্ণু, ৩। কাম, ৪। চন্দ্র।

অভ্যুত্থিতাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় শঙ্খনাভের পুত্র; ইহাঁর অন্যনাম অধ্যুষিতাশ্ব বা দূষিতাশ্ব; ভাগবতে বিধৃতি। ইনি রজোগুণবিশিষ্ট বীর পুরুষ।

অভ্রপিশাচ—রাহু।

অমর—দেবগণ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু শরীর হইতে বুদ্ধদেব নির্গত হইয়া, নর্ম্মদাতীরে শিখিপুচ্ছধারী হইয়া দেখা দেন;—এই মূর্ত্তি।

অমর্ষ—সূর্য্যবংশীয় সুসন্ধির পুত্র।

অমাবসু—১। চন্দ্রবংশীয় পুরোরবার পুত্র, ইনি বসু নামে অভিহিত। ২। চন্দ্রবংশীয়কুশের চতুর্থপুত্র, ইহাঁর অপর নাম কুশিক ও বসু।

অমিতধ্বজ—চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।

অমিত্রধ্বজ—চন্দ্রবংশী ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।

অমিত্রজিৎ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবর্ণের পুত্র, ইহাঁর অপর নাম অমর্ষবিৎ।

অমূর্ত্তরজাঃ—অমূর্ত্তরয়াঃ— অমূর্ত্তিমান্ — পুরুবংশীয় রাজা কুশের তৃতীয় পুত্র; ইহার মাতার নাম বৈদর্ভী; ইনি ধর্ম্মারণ্য নামে নগরী স্থাপন করেন।

অমৃত—মহর্ষি কশ্যপের কপিলাগর্ভসম্ভূত পুত্র।

অমোঘা—মহর্ষি-শান্তনুর পত্নী, ইনি ব্রহ্মপুত্র নদের জননী।

অম্বরীষ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ নাভাগের পুত্র। ইনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন; বিষ্ণু তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া, সুদর্শনচক্রকে তাঁহার শরীররক্ষায় নিযুক্ত করেন। সম্বৎসরব্যাপী ব্রতোদ্‌যাপনকালে দিনত্রয় উপবাসে থাকিয়া, দান-ধ্যান-সমাপন-পূর্ব্বক পারণ করিবার পূর্ব্বে কার্ত্তিকী দ্বাদশীর ব্রত-পারণ দিনে, তাঁহার প্রাসাদে কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা আতিথ্যগ্রহণ করিতে উপনীত হন; রাজর্ষি অম্বরীষ তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া, ভোজনজন্য অনুরোধ করিলেন; মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় প্রীত হইয়া, স্নানাদিসমাপন করিয়া আসিতেছি বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটায়, অম্বরীষ পুরোহিতের পরামর্শে পারণা করিলেন; অনন্তর দুর্ব্বাসা তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার ভোজন ব্যাপার জানিতে পারিয়া, ক্রোধবশে স্বীয় জটা হইতে উগ্রমূর্ত্তি দেবতার সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে অম্বরীষশিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন। কিন্তু

বিষ্ণুর আদেশে সুদর্শন-চক্র অম্বরীষের রক্ষক থাকায়, সুদর্শনতেজে ঐ উগ্রদেবতা ভস্মীভূত হইলে, দুর্ব্বাসার পশ্চাতে সুদর্শন ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া, কোথাও আশ্রয় না পাইয়া শেষে অম্বরীষেরই শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পাইলেন।—রামায়ণমতে ইনি মহারাজ শুশ্রুকের পুত্র। ইন্দ্র ইহাঁর অজ্ঞাতসারে যজ্ঞের পশু হরণ করিলে, ইনি বহু চেষ্টায় ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে বলির জন্য আনয়ন করেন। ২। পুলহনামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র। ৩। মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভজাত পুত্র; ইহাঁর অপর নাম ধর্ম্মসেন। ৪। বৃষাগিররাজ পুত্র। ৫। প্রস্রুশ্রুষের পুত্র।

অম্বা—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, স্বয়ম্বর-সভা হইতে মহারথ ভীষ্ম ইহাঁর সহিত অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী ইহাঁর দুই ভগিনীর হরণ করিয়া লইয়া যান। হস্তিনায় উপনীত হইয়া ভীষ্ম শুনিলেন, যে, ইনি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; তখন ভীষ্ম তাঁহাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করেন; ইনি শাল্বের নিকট উপনীতা হইলে, প্রকাশ্য সভায় অন্যকর্তৃক অপহৃতা হওয়ায়, তিনি ইহাঁর পরিগ্রহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ভীষ্ম যখন ইহাঁর হরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারই ইহাঁর পরিণয়ে অধিকার রহিয়াছে। পরে ইনি পরশুরামের শরণাগতা হইলে, পরশুরাম ইহাঁকে লইয়া, ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। গুরু পরশুরামের আদেশেও ভীষ্ম ইহাঁর পরিগ্রহে সম্মত না হওয়ায়, গুরু শিষ্যে গুরুতর যুদ্ধ হয়। ত্রয়োবিংশতি-দিবসব্যাপী যুদ্ধে গুরু পরশুরাম পরাজিত হন। তখন ইনি ভীষ্ম-বধের জন্য তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্তা হন। ইনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহার পর তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদ-গৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণকরিয়া, ভীষ্মের বিনাশসাধন করিতে সমর্থ হইবে। পরে অম্বা অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন, মহাদেবের বরে পরজন্মে দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, ভীষ্ম-বধের কারণ হইয়াছিলেন। ২। পার্ব্বতী বিশ্বজননী বলিয়া, জননী বাচিকা অম্বা তাঁহার নামান্তর। অবরল্লী পর্ব্বতে অম্বা ভবানীর মন্দির।

অম্বালিকা—কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা। বীরবর ভীষ্ম স্বয়ম্বর-সভা হইতে বলপূর্ব্বক ইহাঁর হরণ করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন। ব্যাসের ঔরসে ইহাঁর গর্ভে মহারাজ পাণ্ডুর জন্ম হয়।

অম্বিকা—কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা; বীরবর ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হইতে ইহাঁর হরণ করিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দেন। ইহাঁর গর্ভে মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ২। দুর্গার নামান্তর। শুম্ভ-নিশুম্ভ-প্রপীড়িত দেবগণ ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহাদিগের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া, শুম্ভ-নিশুম্ভবধের জন্য ষোড়শী রূপবতী হইয়া হিমালয়ে ভ্রমণ করেন। তথায় শুম্ভ ও তাঁহার ভ্রাতা ইহাঁর আনয়নে সঙ্কল্প করেন। তাহাতে যুদ্ধ সংঘটন হয়; তখন দেবগণকে অভয়দানজন্য ভগবতী দুর্গার শরীর-কোষ হইতে কৌষিকী উদ্ভূতা হন। তাঁহারই নামান্তর অম্বিকা; এবং দেবগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন বলিয়া, অভয়া। ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া, দৈত্যগণের বিনাশসাধন করেন। ইনি উগ্ররেতোনামক রুদ্রের পত্নী। ৩। চঞ্চলা জগতী; ইনি রুদ্রের ভগিনী। যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

অযুতজিৎ—যদুবংশীয় ভজমানের কনিষ্ঠ পুত্র।

অযুতনারী—চন্দ্রবংশীয় রাজা মহাভৌমের পুত্র।

অযুতায়ু—কুরুবংশীয় জয়সেনের পুত্র, অক্রোধনের পিতা। ২। মগধবংশীয় শ্রুতবানের পুত্র।

অযুতাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় সিন্ধুদ্বীপের পুত্র ও রাজর্ষি অম্বরীষের পৌত্র।

অয়োমুখ—মহর্ষি কশ্যপের দনুর গর্ভজাত পুত্র।

অয়োমুখী—ক্রৌঞ্চারণ্যবাসিনী রাক্ষসী; যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে ঐ বনে গিয়াছিলেন, সেই সময় এই রাক্ষসী লক্ষ্মণকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, লক্ষ্মণ ইহাঁর নাসাকর্ণচ্ছেদ করেন।

অরিপু—নলের পুত্র, যদুর পৌত্র, যযাতির প্রপৌত্র।

অরিমর্দ্দন—১ পাণ্ডববীর অর্জ্জুন শত্রুপরাজয়ে সমর্থ ছিলেন বলিয়া, মহারথ অরিমর্দ্দন নামে

প্রসিদ্ধ। ২ কৃষ্ণের নামান্তর। ৩ শ্বফল্কের ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে জাত অক্রূরের সহোদর।

অরিষ্ট—১ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগ। ২ বলির পুত্র বৃষভাসুব; কৃষ্ণ-সংহার-জন্য, কংস-কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হইলে, কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হয়।

অরিষ্টকর্ম্মা—অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয় পটুমানেব পুত্র; ইহাঁর অন্য নাম অরিষ্টকর্ণি।

অরিষ্টনেমী—১। যক্ষ,—একটী প্রগ্রহ,—পৌষমাসে সূর্য্যের চক্রাশ্বসংক্রান্ত বল্গা সংযত করে। ২। প্রজাপতি বিশেষ,—ইনি দক্ষের চারিটী কন্যাব পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহাদের গর্ভে ইহাঁর ১৬টী পুত্র হয়। কাহারও কাহারও মতে ইনিই কশ্যপ বা তার্ক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ৩। চন্দ্রবংশীয় ঋতুজিতের পুত্র।

অরিষ্টা—দক্ষের কন্যা, কশ্যপের চতুর্থী পত্নী।

অরিহ—যযাতি-বংশীয় অর্বাচীনের বৈদর্ভী-গর্ভসম্ভূত পুত্র।

অরুণ—সূর্য্যের সারথি; কশ্যপের ঔরসে বিনতার গর্ভেজাত; বিনতা সপত্নীর পুত্র দেখিয়া ঈর্ষা-পরবশ হইয়া স্বীয় ডিম্ব ভঙ্গ করেন; তাহাতে অরুণের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র বাহির হয়;—জানু হইতে অধমাঙ্গ হয় নাই এই জন্য ইহাঁর অপর নাম অনূরু। অরুণ মাতাকে শাপ দিলেন—"তুমি যেমন ঈর্ষাবশে অকর্ম্ম করিলে, তেমনই তোমাকে সপত্নীর দাসী হইয়া অর্দ্ধসহস্রবর্ষ যাপন করিতে হইবে। পরে বলিলেন, সযত্নে অপর ডিম্ব রক্ষা করিও; ইহাতে যে জন্মগ্রহণ করিবে, সেই তোমায় দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিবে। অতঃপর পিতৃ-নিদেশক্রমে সূর্য্যের রথে গিয়া সারথিত্ব গ্রহণ করেন। শ্যেনীর গর্ভে ইহাঁর সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্র হয়। ২ কৃষ্ণপুত্র—মহারথ। ৩। সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুর পুত্র। ৪ চন্দ্রবংশীয় রাজা উরুক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অরুণা—অপ্সরোবিশেষ। কশ্যপের প্রধানাম্নী পত্নীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। অরুণোদয়-কালে জন্ম হওয়ায়, ইহাঁর নামকরণ হয় অরুণা। ইনি পরমা-সুন্দরী ছিলেন।

অরুন্ধতী—১ কর্দ্দম মুনির স্বপত্নী দেবহূতির গর্ভজাতা কন্যা, বশিষ্ঠের পত্নী; ইনি আদর্শ-পতিব্রতা, স্বামীর সহ নক্ষত্রলোকে বাস করেন। সপ্তর্ষি-মণ্ডল মধ্যে ইহাঁর অবস্থান। যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সে ইহাঁকে দেখিতে পায় না। বিবাহ-কালীন নববধূকে ইহাঁর দর্শন করান হয়। ২। প্রজাপতির দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠা পত্নী।

অর্ক—১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র।

অর্চিঃ—কৃশাশ্বের পত্নী।

অর্জ্জুন—১ তৃতীয় পাণ্ডব। ইন্দ্রের বরে মহারাজ পাণ্ডুর প্রধানা পত্নী কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন মহাবীর ইনি বাল্যকালে কৃপাচার্য্যের ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন; বিশেষতঃ দ্রোণের প্রিয়-শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দ্রুপদ-রাজের পরাজয় ও গুরু-সমীপে বন্দিভাবে আনয়ন করেন। বারণাবত-জতুগৃহ-দাহের পর কিছু-কাল ভ্রাতৃগণ সহ একচক্রায় অবস্থান করেন। পরে ব্রাহ্মণবেশে দ্রুপদগৃহে রাধাচক্র-ভেদ ও মৎস্য-নেত্র লক্ষ্য-বেধ করিয়া, দ্রৌপদী লাভ করেন; মাতৃনিদেশমতে পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীর পতি হন; এবং দেবর্ষি নারদের অভিপ্রায়ানুসারে—"একে একে অবস্থানে অন্য জন দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলে, দ্বাদশ বৎসর বনভ্রমণ করিবে,—এই নিয়মে আবদ্ধ হন। অতর্কিতভাবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করায়, অর্জ্জুন বন-গমন করেন; এবং দ্বাদশবর্ষ-কাল-মধ্যে কৌরব-নাগ কন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণ করেন; মণিপুরের রাজা চিত্র-বাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার বিবাহ ও তদগর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়; বর্গা, সৌরভেয়ী সমীচি, বুদ্বুদা ও লতা—এই অপ্সরঃপঞ্চকের শাপ-মোচন করিয়াছিলেন; তথা হইতে ইনি দ্বারকায় উপনীত হইলে, কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার সাক্ষাৎকারে উভয়ের মনে প্রীতির সঞ্চার হয়।—কৃষ্ণ-পরামর্শে সুভদ্রাহরণ করেন; খাণ্ডবদাহনে সহায়তা করিয়া, অগ্নিদেবের তৃপ্তিবিধান করায়, তিনি কপিধ্বজ-রথ গাণ্ডীব-ধনুঃ ও অক্ষয়-তূণীর-দ্বয় পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। পরে ময়দানবের সাহায্যে রাজসূয়-যজ্ঞের অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যময়ী আশ্চর্য্যকরী সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজ-সূয়যজ্ঞের উদ্‌যাপন-কল্পে তৎকালপরিচিত সমস্ত দেশ জয়

করিয়া লইলেন, পরে দ্যূতক্রীড়ায় জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, ইনি জ্যেষ্ঠের সহিত বনবাস করেন। তৎকালে মহারাজ দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রা উপলক্ষে কাম্য বনে স্বীয় ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রদর্শনার্থক গমন করিলে, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইলে, অর্জ্জুন সেই গন্ধর্ব্বরাজের হস্ত হইতে তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করেন। ইনি ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে তপশ্চারণে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হওয়ায় কতিপয় দৈবাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। পরে কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত যুদ্ধে বীর্য্যপ্রভাবপ্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। স্বর্গে নিপাত ও কালকেয় নামক অসুরজাতিদ্বয়ের সংহার করিয়া চিত্ররথের চিত্তপ্রসাদনে সমর্থ্য হওয়ায়, তাঁহার নিকট হইতে গান্ধর্ব্বী বিদ্যা শিক্ষা করেন; স্বর্গবাসকালে পৌরবংশজননী উর্ব্বশীর প্রেমে উপেক্ষা প্রদর্শন করায়, তাঁহার শাপে ইহাঁর ক্লীবত্বলাভ হয়। পরে অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটরাজগৃহে বৃহন্নলা-নামধারণে ক্লীববেশে বিরাটরাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন। বর্ষশেষে উত্তর-গোগৃহে বিরাটরাজার গোধনরক্ষায় প্রকাশ পান। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুন বিশিষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কর্ণ জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ ইহাঁর হস্তে নিহত হন। ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে অশ্বরক্ষার ভার লইয়া, ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া, মণিপুরে স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহনের শরে মূর্চ্ছিত হন; পরে উলূপীকর্ত্তৃক মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। শেষে বভ্রুবাহনের সহিত হস্তিনায় আগমন করেন। যদুবংশধ্বংসের পর ইনি দ্বারকায় সকলের ঊর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়াসম্পাদন করিবার পর প্রভাসরাজের সহ কৃষ্ণ ললনাগণকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে কতিপয় আভীর দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাঁহাদিগের রক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; এমন কি স্বীয় হস্তস্থিত গাণ্ডীবে শরযোজনা করিতে পারিলেন না। তাহারা তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কৃষ্ণের মৃতদেহালিঙ্গনে তাঁহার সমস্ততেজই অপহৃত হয়। পরে বিভববিমুখ হইয়া, ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর সহ মহাপ্রস্থান করিতে গিয়া, হিমালয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ইনিই পাণ্ডবার্জ্জুন, বা কৌন্তেয়ার্জ্জুন। ২। কৃতবীর্য্যের পুত্র হৈহয়-রাজ্যের অধীশ্বর; দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে ইনি সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীর অধিপতি হন; ইহাঁর রাজধানী মাহীষ্মতী। ইনি ৮৫০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরশুরামের হস্তে নিহত হন। ৩। সঙ্গীত-কুশল জনৈক গন্ধর্ব্ব। ৪। নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক গুহ্যকদ্বয়ের দেবর্ষি নারদ শাপে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে অবস্থান; শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে তাহাদিগকে ভগ্ন করিয়া, শাপমুক্ত করেন।

অর্জ্জুনা—জনৈক ব্যাধ কন্যা; মতঙ্গ মুনির প্রসন্ন-নামক পুত্রের সহ ইহার বিবাহ হইয়াছিল।

অর্থ—দক্ষকন্যা ক্রিয়ার গর্ভসম্ভূত ধর্ম্মপুত্র।

অর্থাবিৎ—মহারাজ দশরথের জনৈক মন্ত্রী।

অর্থসাধক—মহারাজ দশরথের অমাত্য।

অর্দ্ধকেতু—সুরভিগর্ভসম্ভূত রুদ্রবিশেষ।

অর্দ্ধনারীশ্বর—শিবের মূর্ত্তিভেদ—গৌরীশঙ্করের একত্র মিলিত মূর্ত্তি;

অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিমূর্ত্তি—বিষ্ণু-মূর্ত্তিভেদ। লক্ষ্মীনারায়ণের একত্র মিলিত মূর্ত্তি।

অর্হৎ—কোঙ্কবেঙ্কট ও কুটকের অধিপতি।

অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সমুদ্র-মন্থনের অগ্রে ইহাঁর উদ্ভব। দেবদৈত্যের কেহই ইহাঁর গ্রহণে সম্মত হইলেন না; পরে মুনিবর দুঃসহ ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। শেষে মুনিবর ইহাঁর জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পরামর্শে ইহাঁর পরিত্যাগ করেন; ইনি সমুদ্র হইতে উত্থিত হইবার পর স্বীয় অবস্থান স্থির করিতে দেবগণ-সমীপে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন—"যে স্থানে কলহ, বিবাদ, অস্থি, চিতা-ভস্ম, বিদ্যমান, যে ব্যক্তি নিত্যমিথ্যাবাদী, কদাচারী, রাত্রিকালে অধৌতপদে নিদ্রালু; যাহার দন্তমঞ্জন—তৃণ, অঙ্গার, অস্থি, প্রস্তর, যে লোক রাত্রিকালে গাঁজা লাউ বেল ছাতিম আহার করে, তাহারাই তোমার অবলম্বন ও আশ্রয়! আর যে স্থানে পতি পত্নীর নিত্য কলহ, যে গৃহে

তোমার গাঢ়প্রবেশ দৃঢ়বাস অবশ্যম্ভাবী। দীপান্বিতা অমাবস্যায় ইহাঁর পূজা হয়।

অলম্বল—জটাসুরের পুত্র; ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সহিত বহুবার মল্লযুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হয়।

অলম্বুষ—১। রাক্ষসবিশেষ। ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর সহিত বহুবিধ মল্লযুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে; ভীমসেনের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া, শেষে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হন। ২ জনৈক রাজা, কুরুক্ষেত্র-সমরে সাত্যকির হস্তে বিনষ্ট হন।

অলম্বুষা—মহর্ষি কশ্যপের প্রধানাম্নী পত্নীর গর্ভসম্ভূতা অপ্সরা। ইনি সূর্য্যবংশীয় তৃণবিন্দুনামক রাজার পত্নী হন। ইহাঁরই গর্ভে বিশালরাজ বিশালদেব এবং শূন্যবন্ধু ও ধূমকেতুর জন্ম হয়।

অলর্ক—চন্দ্রবংশীয় প্রতর্দ্দনের ঔরসে মদালসার গর্ভজাত রাজা; ইনি লোপমুদ্রার প্রসাদে দীর্ঘজীবী হইয়া, ৬৬০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি ক্ষেমকনামক রাক্ষসের হস্ত হইতে কাশীর উদ্ধার করেন। ইনি স্বীয় ইন্দ্রিয় জয়দ্বারা যেমন ধীর বীর, তেমনই পৃথিবী জয় করিয়া, একেশ্বর বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২। দংশনামক অসুর মহর্ষি ভৃগুর শাপে অষ্টপদ তীক্ষ্নদন্ত সূচী-বৎলোমযুক্ত বিকট-জন্তু-রূপে পরিণত হইয়া, অলর্কনামে প্রসিদ্ধ হয়। পরে পরশুরামের শিষ্যত্ব স্বীকার-কালে কর্ণের উরুভেদ করিয়া, পরশুরামের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, শাপমুক্ত হয়।

অলায়ুধ—বকাসুরের ভ্রাতা, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হয়।

অবধূত—বহুদর্শী ব্রাহ্মণ ঋষিবিশেষ।

অবীক্ষিত—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ বলাশ্ব বা করন্ধমের পুত্র; ইনি বহুস্বয়ংবরা কন্যার হরণ করিয়া, স্বপুরে আনয়ন করেন। পরে বিদেশাধিপতি বিশালের কন্যা ভামিনীর স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন ও বিশাল রাজকুমারী ভামিনীর হরণ করিয়া,প্রত্যাবর্ত্তনকালে তত্রত্য সমাগত রাজগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন; ইহাঁর যুদ্ধে সমাগত রাজগণ বার বার পরাজিত হইয়া, শেষে অন্যায় সমরে পরাস্ত ও অবরুদ্ধ হন। পরে মহারাজ করন্ধমের যুদ্ধে সমস্ত রাজগণ পরাজিত হইয়া, পলায়ন করেন এবং বিশালরাজ স্বীয় কন্যার সহিত উপনীত হইয়া, মহারাজ করন্ধমের সমীপে বীরবর অবীক্ষিতে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব করেন। তাহাতে অবীক্ষিত বলেন, "যে ভীরুর সমক্ষে রাজগণ কর্ত্তৃক ভীরুবৎ পরাজিত হইয়াছি, তাহার স্বামিত্ব আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে বিশালরাজকুমারী ভামিনীও অবীক্ষিত ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না,।—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, অরণ্যাশ্রয়ে তপশ্চর্য্যায় রত হন। এদিকে করন্ধমমহিষী অবীক্ষিত-জননী কিমিচ্ছক ব্রতের উদ্‌যাপন-কালে পতিকর্ত্তৃক পৌত্র মুখ-নিরীক্ষণ প্রার্থনার পূরণে পুত্র অবীক্ষিতকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লওয়ায়, অবীক্ষিত দেশপর্যটনে বাহির হন; এদিকে দৈত্য দৃঢ়বর্ম্মাদস্যুর হস্তে অরণ্যে বিপন্না ভামিনীর উদ্ধার করার পর অবীক্ষিত তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁদেরই পুত্র দিক্‌প্রসৃতযশাঃ মহারাজ মরুত্ত! (ভামিনী দেখ)

অশুভা—ব্রহ্মশরীরোৎপন্না হইয়া ব্রহ্মপত্নী হন; ইহাঁদের সন্তান দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা।

অশোকসুন্দরী—পার্বতীকন্যা, নহুষপত্নী, যযাতি জননী।

অশ্রুবিন্দুমতী—কামদেবকন্যা; ইনি সুরপতি ইন্দ্রের আদেশে পিতার সহিত ধর্ম্মশীল রাজা যযাতির চিত্ত বিকৃত করেন।

অশ্মক—সূর্য্যবংশীয় সৌদাসের পুত্র; ইহাঁর জননী মদয়ন্তী।

অশ্লেষা—নবম নক্ষত্র।

অশ্বতর—নাগবিশেষ। কশ্যপপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইহাঁর জন্ম।

অশ্বত্থামা—১ দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে স্বপত্নী কৃপার গর্ভে জাত যুদ্ধ-বিদ্যা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, মহারাজ দুর্য্যোধনের সখা। ইনি জাতমাত্রই উচ্চৈশ্রবা অশ্বের ন্যায় হ্রেষাধ্বনি করেন, তৎপরে দৈববাণী অনুসারে ইহাঁর নামকরণ হয়, অশ্বত্থামা। ইনি পিতার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, শেষে মহাস্ত্র ব্রহ্মশির লাভে, আনন্দিত হন। সকলের

অজেয় হইবার ইচ্ছায়, ইনি কৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রহ্মশিরের পরিবর্ত্তে সুদর্শন-চক্র প্রার্থনা করেন। তিনি ইহাঁর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সুদর্শন-চক্র ধারণ করিতে বলেন; তাহাতে অসমর্থ হওয়ায়, লজ্জায় অধোবদন হইয়া প্রস্থান করেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে একজন মহাবীর পুরুষ হইলেও, ইহাঁর স্বপ্রাণে একান্ত প্রিয়জ্ঞানে মমতা থাকায়, অর্জ্জুনাদি মহারথদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ইনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অনেক বীর বিনাশ করেন। সম্মুখ-যুদ্ধে ঘটোৎকচ-পুত্র অঞ্জনপর্ব্বা এবং শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির বিনাশ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিতা দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চ বীর পুত্রের বিনাশ সাধন করেন। এতজ্জন্য অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অবমানিত ও ছিন্নমণি হন। ইনি বাণ-যোগে গর্ভস্থ পরীক্ষিতের বিনাশচেষ্টা করেন; শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার প্রতিষেধ-চেষ্টায় সাফল্য হয় নাই। এই মণিচ্ছেদজনিত জ্বালা নিবারণ জন্য, ব্যাসব্যবস্থানুসারে তৈল-গ্রহণ-কালে প্রত্যেকেরই ইহাঁর উদ্দেশে তিনবার তৈলপ্রদান কর্ত্তব্য। ২। সাবর্ণি মনুর পুত্রের নাম অশ্বত্থামা।

অশ্বপতি—১।অশ্বপুত্রের পুত্র—মদ্ররাজ। ইহাঁর কন্যা সাবিত্রী। ইহাঁর পত্নীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম মালবী। ২। কেকয়রাজ ও কৈকেয়ীর পিতা।

অশ্বপুত্র—অশ্বপতির পিতা।

অশ্বমেধজ—১,চন্দ্রবংশীয় রাজা জনমেজয়ের প্রপৌত্র। ইনি ৮১ বৎসর রাজত্ব করেন। ২। যদুবংশীয়। শাণ্ডিলীকের পুত্র, ইহাঁর অপর নাম অশ্বমেধজ।

অশ্বশিরা—রাজবিশেষ। ইনি মহর্ষি কপিলের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, স্বীয় পুত্রের রাজ্যা-ভিষেক-সম্পাদন-পূর্ব্বক নৈমিষারণ্যে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন; তথায় ইনি যজ্ঞ-পুণ্যে ভগবানে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অশ্বসেন—তক্ষকের পুত্র; ইহাঁর মাতৃহন্তা বলিয়া অর্জ্জুন প্রতি বিদ্বেষ ছিল। ভারতযুদ্ধে কর্ণের সর্পবাণে মিলিত হইয়া, অর্জ্জুন-বধার্থ প্রযুক্ত হন, ফলতঃ কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে কেবল তাঁহার কিরিটমাত্র ছেদে সমর্থ হয়। পরে পুনরায় কর্ণের নিকট শর সহ প্রযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্ণ অসম্মত হন। তখন অর্জ্জুন-বিরুদ্ধে স্বয়ং ধাবিত হইলে, অর্জ্জুন-শরে নিহত হয়।

অশ্বায়ু—পুরূরবার পুত্র।

অশ্বিনী—প্রথমা নক্ষত্র, দক্ষকন্যা, চন্দ্রপত্নী, ঘোটকমুখাকৃতি। ২। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যকর্ত্তৃক পরিণীতা হইলে, স্বামিবীর্য্য সহিতে অসমর্থা হইয়া, অশ্বিনীবেশে উত্তর-কুরুবর্ষে ভ্রমণ করিতেন। ইহাঁর গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে আশ্বিন ও রেবন্ত নামে দুইটী পুত্র হয়; ইহাঁরাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে প্রসিদ্ধ।

অশ্বিনীকুমার—সংজ্ঞাগর্ভসম্ভূত সূর্য্যদেবের যমজ সন্তান, ইহাঁরা অত্যন্ত ধীর বীর ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ঋক্‌ বেদের প্রথম মণ্ডলে ইহাঁরা মদরাজ ভুজ্যুর সমুদ্রমজ্জন হইতে উদ্ধার সাধন করেন। ইহাঁদের ঔরসে পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়।

অষ্টক—সূর্য্যবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র; ইনি পিত্রাদেশে শ্রাদ্ধার্থক মাংসাহরণ করিতে গিয়া, অগ্রে শশক-মাংস ভক্ষণ করেন বলিয়া, ইহাঁর অপর নাম শশাদ। এই দোষে ইনি পিত্রাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত হন। মহারাব বিকুক্ষি রাজ্যত্যাগ করিয়া বান-প্রস্থাবলম্বন করিলে, পুনরায় পিতৃরাজ্যে রাজ-পদে অভিষিক্ত হন।—২। ঋষিবিশেষ; বিশ্বা-মিত্রের দৃষদ্বতী-গর্ভ-সম্ভূত পুত্র, ইনি যযাতির দৌহিত্র, যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ইহাঁরই পুণ্যাংশে স্বর্গপ্রাপ্ত হন।

অষ্টাবক্র—ঋষি কাহোরের পুত্র, ঋষি উদ্দালকের কন্যা সুমতির গর্ভসম্ভূত, পিতার অধ্যয়নে ভ্রমপ্রদর্শন করায়, তাহার শাপে ইহাঁর শরীরের অষ্টস্থান বক্র বলিয়া এই নাম। ইনি বরুণালয় হইতে পিতার উদ্ধার সাধন করেন। ইহাঁরই আশীর্ব্বাদে ভগীরথের শক্তিলাভ হয়, এবং ইহাঁরই শাপে কৃষ্ণপত্নীদিগের দস্যুকর্ত্তৃক আক্রমণ ও হরণ ব্যাপার ঘটে। জনকপ্রতি ইহাঁর উপ-দেশই অষ্টাবক্র-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ।

অসঙ্গ—চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্র।

অসমঞ্জস—নরাজ সগরের কেশিনী-গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যকালে হইতে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ

ছিলেন; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াও চরিত্র-শোধন না ঘটায়, ইহাঁর পিতা ইহাঁর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম অংশুমান। পরে ইনি সাধুচরিত হইয়া, তপশ্চরণে জীবন যাপন করেন।

অসিক্লী—বীরণ প্রজাপতির কন্যা ও দক্ষের পত্নী; ইহাঁর অপর নাম বৈরণী; হর্য্যশ্চারণ ও স্ববলাশ্বগণ ইহাঁর সন্ততিগণ। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর গর্ভে দক্ষের ৬০টী কন্যা হয়; উহার ১০টী ধর্ম্মকে ১৩টী কশ্যপকে ২৭টী চন্দ্রমাকে ৪টী অরিষ্টনমিকে, ২টী বরুণপুত্রকে, ২টী অঙ্গিরাকে ও ২টী কৃশাশ্বকে দান করেন।

অসিত—ইহাঁর নামান্তর বহু; সূর্য্যবংশীয় রাজা, ভরতের পুত্র ধ্রুবসন্ধির পৌত্র। বুদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

অসিতাঙ্গ—ভৈরববিশেষ।

অসিলোমা—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে মনুর গর্ভজাত দানববিশেষ। ব্রহ্মার বরে সসাগরা পৃথ্বীর একচ্ছত্র রাজা হন, বিষ্ণুকেও ইহাঁর নিকট পরাজিত হইতে হয়। শেষে বিষ্ণুদেহোৎপন্না অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর হস্তে নিহত হন। ২। মহিষাসুরের সেনাপতি।

অসুর—জলসৃষ্টির সময়ে ভগবানের জঙ্ঘা হইতে তমোগুণাশ্রয়ে উদ্ভূত হয়; এবং ব্রহ্মকন্যা সন্ধ্যার বিবাহে উদ্যুক্ত হয়। ২। ময়দানবের পুত্র; ইহাঁর প্রতি জৃম্ভণে ৩টী করিয়া পুংশ্চলীর উদ্ভব হয়।

অস্তি—জরাসন্ধের কন্যা, কংসের পত্নী।

অহল্যা—১। বৃদ্ধাশ্বের কন্যা—গৌতম-পত্নী, ইহাঁর রূপজমোহে মুগ্ধ হইয়া মহর্ষি গৌতমের নিকটে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, ইন্দ্র অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। একদা যামিনীর শেষ যামে মহর্ষি গৌতম প্রত্যূষ মনে করিয়া, স্নানার্থক গমন করিলে, অবসর পাইয়া ইন্দ্র ইহাঁতে সঙ্গত হন; পরে গৌতম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রের দুষ্টাচার অবগত হইয়া, ইহাঁকে নিরপরাধা প্রতারিতা জানিয়াও, যেমন হঠাৎ ইহাঁর প্রতি বিরাগ-সহকৃত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, অমনই অহল্যা স্বামিকোপে পতিতা হইলেন; তাঁহার শাপে পাষাণ হইয়া থাকেন; শেষে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে মুক্ত হন। ২ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী; ইনিও, ইন্দ্রনামক জনৈক কামুক পুরুষে প্রসক্ত হইয়া স্বামীর আদেশে বিতাড়িতা হন।

অহিব্রধ্ন—১ ভূতের ঔরসে সরূপার গর্ভজাত রুদ্রবিশেষ। ২ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র।

অহীনগু—সূর্য্যবংশীয় দেবানীকের পুত্র, ইনি সৎসংসর্গে কালযাপন করিয়া প্রবল-প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অহীনর—চন্দ্রবংশীয় উদয়নের পুত্র; ভাগবতে ইহাঁর নাম বর্হিনর।

আ

আ—কুল-কুণ্ডলী।

আকৃতি—১। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভজাতা, রুচির পত্নী; ইহাঁর গর্ভে যজ্ঞ পুত্র কন্যার জন্ম হয়, তাঁহাদের নাম যজ্ঞ ও দক্ষিণা, এতদ্ব্যতীত ইহাঁর ১২টী পুত্র হয়। ২। চক্ষুর পত্নী; ইহাঁর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর জন্ম হয়।

আগ্নেয়ী—স্বাহা।

আঙ্গিরস—বৃহস্পতি।

আজুক—কংসের স্বামী দেবক ও উগ্রসেনের ভগিনী।

আজ্যপ—পুলস্ত্যমুনির ঘর্ম্মোৎপন্ন ঋষিগণ।

আত্রেয়—আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক ঋষিবিশেষ। ইহাঁর গ্রন্থ নাড়ীজ্ঞানপ্রকরণম্।

আদিত্য—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সম্ভূত দ্বাদশ সংখ্যক পুত্র। ইহাঁদের নাম,—বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম। মতান্তরে বিধাতার পরিবর্ত্তে—সোম, ঋগ্বেদের মতে আদিত্য ছয়টী—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। অপরতঃ বেদে সপ্ত আদিত্যের কথাও কথিত আছে। তৈত্তিরিয়ে অষ্ট আদিত্য—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে—দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে। তাঁহারা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ। ২ আদিত্যগণ স্বর্গদাতা এবং বৈবস্বতমন্বন্তরের দেবতা।

আদিত্যকেতু—কৌরবপতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, ইহাঁ

ভ্রাতা সুনাভ নিহত হইলে, ইনি মহোদয় প্রকৃতি ছয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া, ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।

আয়ু—বিক্রম ও উর্ব্বশীর পুত্র, ইহাঁর পিতা ইহাঁর জন্মকালে দর্শন করেন নাই। ইনি মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে জাত ও প্রতিপালিত হন। বয়ঃস্থ হইলে, পিতৃসাক্ষাৎকারে সমর্থ হন। নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র।

আয়োদধৌম্য—জনৈক ঋষি, ইহাঁর শিষ্য, উপমন্যু আরুণি ও বেদ, ইনি বেদবিৎ মহাজ্ঞানসমৃদ্ধ ছিলেন।

আরুণি—পাঞ্চালদেশের ব্রাহ্মণ-কুমার, মহর্ষি-আয়োদধৌম্যের শিষ্য। ইনি গুরুকর্ত্তৃক ক্ষেত্রের আলবাল-বন্ধনে নিযুক্ত হইলে, স্বদেহদ্বারা জলরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে গুরু শিষ্যকে স্বদেহদ্বারা জলরোধ করিতে তথায় শায়িত দেখিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে উদ্দালক নাম দিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্ট—বীজগণিত ও আর্য্যসিদ্ধান্তের প্রণেতা।

আর্ষ্টিষেণ—জনৈক ঋষি।

আদ্য—চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণবিশেষ।

আনকদুন্দুভি—বসুদেবের জন্মকালীন দেবগণ দুন্দুভির বাদনে আনন্দ প্রকাশ করেন, বলিয়া ইহাঁর এই নাম।

আনর্ত—১ মধ্যদেশের রাজা শুকের পুত্র। ২ শর্য্যাতির পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম রেবত।

আপ—বসুবিশেষ।

আপব—বৃহস্পতি।

আপস্তম্ব—স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তা মুনিবিশেষ। তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদে ইহাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

আড়ি—অন্ধক-দৈত্যের পুত্র, উহার বিবাহের পর মহাদেব যখন মন্দর-পর্ব্বতে বাস করেন, তখন উমা কৃষ্ণবর্ণা হওয়ায়, মহাদেব পরিহাসচ্ছলে, তাঁহাকে, কৃষ্ণা বলায়, শ্লেষভিন্নহৃদয়া উমা ক্রোধভরে মহাদেবের নিকট হইতে অপসৃতা হইয়া, হিমালয়যাত্রা করেন; যাত্রাকালে নন্দীর প্রতি আদেশ করেন, আমার অনুপস্থিতি-কালে কোন নারীকে আমার পতি সমীপে আসিতে দিও না। তিনি প্রস্থান করিলে পর দেবপীড়ক দুরাচার আরি পিতৃঘাতকের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য, মহাদেবের উদ্দেশে গমন করে; পরে দ্বারদেশে ভীমপরাক্রম নন্দীকে দেখিয়া, ভুজঙ্গরূপ ধারণে প্রবেশ করিল। তপস্যায় ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করিয়া, এই বর গ্রহণ করিয়াছিল, যে, মায়িকদেহ বা রূপান্তর গ্রহণ না করিলে, তাহার মৃত্যু হইবে না।" কিন্তু প্রবেশ করিয়াও দৈত্য উমারূপ পরিগ্রহ করায়, মায়াময়ের নিকট মায়া বিস্তার করিয়া, প্রতারণা জালে নিজে রুদ্ধ হইল, তাহাতে স্বচক্রে বিনষ্ট হইল।

আবির্হোত্র—ঋষভের পুত্র।

আশ্বলায়ন—মহর্ষি শৌনকের শিষ্য, ইনি গুরুপ্রণীত আর্য্যানুক্রমণি প্রভৃতি দশখানি সূত্রগ্রন্থাধ্যয়নে কর্ম্মজ্ঞ হইয়া, দ্বাদশাধ্যায়াত্মক শ্রৌতসূত্র, চতুরধ্যায়াত্মক গৃহ্যসূত্র ও ঐতিরীয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণয়ন করেন।

আশ্বিনেয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদিক ঋষিগণ; সাঙ্গ রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে প্রাকৃতিক ভাবের স্বারূপ্যাধান করিয়া, এই অশ্বিনীকুমারের উল্লেখ করিয়াছেন। জল ও আলোক, পৃথিবী ও স্বর্গ, রাজা ও সাধু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইত্যাদি এই অশ্বিনীকুমাররূপে গ্রাহ্য। ইহাঁরা গতিদ্বারা অন্যান্য দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া সূর্য্যকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁরা যুবা, পুরাতন, মধুবর্ণ জ্যোতির অধীশ্বর, উজ্জ্বলবর্ণ, স্বর্ণজ্যোতিঃ, মনের ন্যায় দ্রুতগামী বিভিন্নমূর্ত্তি; পদ্মমালা-ভূষিত বলশালী শক্তিমান্ অতীব-কৌশলী ও মহাজ্ঞানসম্ভূত। ইহাঁরা অহঙ্কারের সমূলোচ্ছেদনে সমর্থ এবং স্বর্ণময় রথে শীঘ্র ভ্রমণে শক্ত। ঐ রথ ঋভুগণ নির্ম্মিত, অদ্বিতীয় সহস্র-পতাকা-শোভিত। ইহাঁদের কন্যা মধুমতী নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা দিবসে ৩ বার ও রাত্রে ৩ বার ভ্রমণ করেন। প্রাতঃকালে ৩ বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার সকল জীবের খাদ্য দান করেন; এবং ভক্তগণকে ৩ বার অর্থদান করিয়া থাকেন; ইহাঁরা সকল কার্য্যই ৩।৩ বার করিয়া থাকেন। ইহাঁরা স্বর্বৈদ্য—সমস্ত দুরারোগ্য রোগের আরোগ্যবিধানে সমর্থ। ইহাঁরা জরাগ্রস্ত চ্যবন

মুনিকে যৌবনদান ও ভৃগুর পুত্র চ্যবনের মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আষাঢ়—১। প্রসিদ্ধ বীরগণ।

আসুরি—মহর্ষি কপিলের শিষ্য মুনিবিশেষ।

আসোর—সোমেশ্বর-শিষ্য সঙ্গীতকুশল গন্ধর্ব্ব-বিশেষ।

আস্তিক—জরৎকারু মুনির, স্বনাম্নী পত্নীর গর্ভসম্ভূত মুনি। ইনি জনমেজয় রাজার সর্পসত্র-যজ্ঞের প্রতিষেধ করিয়া, তক্ষকাদি সর্পগণের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন।

আহব—দক্ষনন্দিনী দনুর গর্ভসম্ভূত কশ্যপপুত্র।

আহুক—অন্ধকবংশসম্ভূত; ইহাঁর পুত্রের নাম দেবক ও উগ্রসেন। ইহাঁর পত্নীর নাম কংসা। ইহাঁর আর একটী নাম অসাজুক। দেবকের দৌহিত্র যদুকুলপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ।

ই

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর দশপুত্রের মধ্যে একজন, শ্রদ্ধা ইহাঁর জননী। মতান্তরে মনুর নাসিকা হইতে ইহাঁর জন্ম। ইনি সূর্য্যবংশের প্রথম রাজা; ইহাঁর রাজ্য অযোধ্যা। ইহাঁর শত-পুত্র। তাঁহাদিগের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, ও দণ্ডক প্রধান। ইহাঁর সন্তানদিগের মধ্যে ২৫ জনকে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ ও ২০ জনকে পশ্চাদ্ভাগ প্রদান করিয়া, মধ্যভাগ বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডককে প্রদান করেন। অন্যান্য পুত্রেরা ভারতের অন্যান্য স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতৃশ্রাদ্ধার্থক মাংসাহরণে নিযুক্ত হইয়া, বিকুক্ষি অগ্রে একটী শশকভক্ষণ করায়, তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাসনদণ্ডের আজ্ঞা করেন। পরে নির্ব্বাসন-সময়ের অতিবর্ত্তনে তাঁহাকে রাজ্যদান করিয়াছিলেন।

ইড়া—১। দক্ষকন্যা, কশ্যপপত্নী।—২। ইক্ষ্বাকু-কন্যা বুধপত্নী ইলার নামান্তর। ৩। মুনির পত্নী, খণ্ডপ্রলয়ের পর ইহাঁর গর্ভ হইতে পুনর্ব্বার মানববংশস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।

ইন্দুমতী—বিদর্ভরাজপুত্রী, অজপত্নী, দশরথজননী; একদা ইনি পতিসহচারিণী হইয়া, উদ্যানবিহার করিতে করিতে বিমানচারী দেবর্ষি নারদের বীণা-চ্যুত পারিজাত-মাল্যের পতনাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

ইন্দ্র—ইনি দেবগণের আবাস স্বর্গের অধিপতি। সূর্য্য অগ্নি সোম যম কাল পবন প্রভৃতি দেবগণের রাজা; বেদমতে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। মিত্র বরুণ অর্য্যমা ধাতা অংশুভাগ, প্রভৃতি যেমন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় প্রভৃতির কর্ত্তা ইন্দ্রও তেমনই শক্তিমান্। পুরাণ-মতে ইন্দ্র তিনটী দেবশক্তি-সম্পন্ন, গুণত্রয়ের আধারভূত সাকার দেবত্রয়ের —ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের—অধীন। পুরাণে ইন্দ্রের আপেক্ষিক অপকর্ষ দৃষ্ট হয়; একবার মহামায়ার আধার মহাদেব স্বমায়ায় ইন্দ্রকে অপর পাঁচটী তদ্রূপ ইন্দ্র দেখাইয়া, তাঁহার অভিমান খর্ব্ব করেন। এই হইতেই বেদের আদিদেব ইন্দ্রের শক্তির খর্ব্বতা দেখাইলেও, উপাসনাবিধানে বহু স্থানে বহুদা তিনি ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হন। শম্বরাসুরের রাজ্য উদব্রজের শতপুরের ৯৯টী ধ্বংস করায়, ইহাঁর নাম একটী পুরন্দর। পুরাণবর্ণিত ইন্দ্র এবং গ্রীকদেবগণের মধ্যে জিয়স যেন একক্রিয়—সাদৃশ্য ও সাম্যে অভেদ বলিয়া বোধ হয়। উভয়েই দেবরাজ। দেবকণ্টক বৃত্রাসুরের বধজন্য, দেবরাজ মহর্ষি দধীচির অস্থিতে বজ্র প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা অসুরকুল নির্ম্মূল করেন। জিয়সের অস্ত্র বজ্র, ইহাঁদ্বারা টাইটনদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। দেবরাজের অনুগ্রহব্যতীত বৃষ্টি হয় না; জীমূত তাঁহার আজ্ঞাবাহী। সুতরাং পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহসাপেক্ষ। জিয়সের মস্তক মেঘাবৃত। ইহাঁর সুবর্ণনির্ম্মিত বাণাবার ষড়-পর্ব্ব ও শতপত্র-যুক্ত বাণ, স্বর্ণ-কশা হরিদশ্ব যুক্ত অগ্নিময় রথ। গ্রীকদেবরাজ জিয়সের লাটিন নাম জুপিটার। পারসিকদিগের জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে ইন্দ্র বৃত্রঘ্ন বলিয়া, পরিচিত। তাহাতে বৃত্র আসীরীয় দেশীয় দলপতি, বহু নগরের, সমস্ত আর্য্যভূমি জনশূন্য করিতে উদ্যত হওয়ায়, যুদ্ধে ইন্দ্রকর্ত্তৃক সবংশে নিহত হয়। পুরুষসূক্তে প্রকাশ, পুরুষের মুখ হইতে অগ্নির সহিত ইন্দ্র উদ্ভূত। তৈত্তিরীয়ে প্রকাশ - ইনি

অদিতিগর্ভসম্ভূত মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। পুলম-কন্যা শচী ইহাঁর পত্নী, পুত্র—জয়ন্ত; ইহাঁর হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, পুরী অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত। অনেকত্র ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ অপুত্রক। ইনি বাণররাজ ঋক্ষ-রাজের ক্ষেত্রে বালির ও কুন্তীর গর্ভে অর্জ্জুনের জন্মদান করেন; বঙ্গীয় কবি কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ইহাঁর মালাধর ও নীলাম্বর এই অপর দুই পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র দৈবশতবর্ষকাল স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য করিয়া, স্বর্গ ভ্রষ্ট হন; এবং শতাশ্বমেধ-যজ্ঞকারী মানব বা দানব কর্ম্মপ্রভাবে বা তপঃ-প্রভাবে ইন্দ্রত্বলাভ করিয়া থাকেন; এতজ্জন্য শতাশ্বমেধ-সাধনে বিঘ্নোৎপাদন করিতে ইন্দ্রের চেষ্টা চরিত বহুশঃ বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে ইহাঁর একবার স্বর্গচ্যুতি ঘটে। দধীচির অস্থিগ্রহণ জন্য ব্রহ্মহত্যাপাপে স্বর্গভ্রংশ একবার। তৎকালে মহারাজ নহুষের ইন্দ্রত্ব-লাভ। পারিজাত-হরণ-ব্যাপারে কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজয়। মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যার ধর্ম্মহানি করায়, গৌতম-শাপে ভগাঙ্ক হইয়া, শেষে যজ্ঞ-সমানুষ্ঠানফলে সহস্র-লোচন হন। অপরতঃ প্রত্যেক মন্বন্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইন্দ্রের উল্লেখ-আছে,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিশ্বভুক্, স্বারোচিষে বিপশ্চিৎ, ঔত্তমে বিভু, তামসে প্রভু, রৈবতে শিখি, চাক্ষুষে মনোজব, বৈবস্বতে তেজস্বী বলি, সাবর্ণি মন্বন্তরে অদ্ভুত, দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে অদ্ভুত, ব্রহ্মসাবর্ণি মন্বন্তরে ত্রিদিব, ধর্ম্মসাবর্ণি মন্বন্তরে সুশান্তি, রুদ্রসাবর্ণি-মন্বন্তরে ঋতকীর্ত্তি; দেবসাবর্ণি মন্বন্তরে অবধাতা, ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে দিক্‌পতি ইন্দ্র হইয়াছেন ও হইবেন। ইহাতে পৌরাণিক ইন্দ্র বহু প্রদর্শিত হইল।

ইন্দ্রজিৎ—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। ইন্দ্রজয় জন্য ইহাঁর এই নাম। ইহাঁর নামান্তর মেঘনাদ। ইনি মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া, যুদ্ধ করিতে পারিতেন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন; বিশেষতঃ নাগপাশমন্ত্রপ্রয়োগে কুশল ছিলেন। লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। ২। কাশ্মীরাধিপতি প্রথম বিভীষণের পুত্র;—ইহাঁর পুত্রের নাম রাবণ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—অবন্তীর সূর্য্যবংশীয় রাজা। ইনি সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; একদা এক জটাধারী মহাপুরুষ ইহাঁর নিকট শ্রীপুরুষোত্তম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, ইনি স্বীয় পুরোহিত-ভ্রাতা বিদ্যা-পতিকে পুরুষোত্তমদর্শনে প্রেরণ করেন; বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের দর্শন করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, রাজসমীপে সমস্ত বর্ণনা করেন। স্বরূপতঃ অবগত হইয়া রাজা প্রজাগণ সমভি-ব্যাহারে জগন্নাথদর্শনার্থক যাত্রা করিলে, মহর্ষি নারদও তাঁহাদিগের সঙ্গী হইলেন. যখন বিদ্যা-পতি নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিশ্ববসু নামে একজন শবর তথায় নারায়ণের আরাধনায় রত ছিল; পথে রাজা বহুবিধ অমঙ্গল দর্শন করায়, তাহার কারণানুসন্ধানে সচেষ্ট হইলে, মহর্ষি নারদ বলিলেন,—"বিদ্যাপতির নীলাচল-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান নারায়ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন।" দেবর্ষি নারদ-বাক্যে রাজা ভগ্নমনোরথ হইলে, দেবর্ষি পুনরায় বলিলেন, রাজন, নিম্ব-দারুময়ী মূর্ত্তি চারিটি প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করুন। রাজা তাঁহার উপদেশমতে তথায় জগন্নাথমূর্ত্তি প্রণয়নের অনুষ্ঠান প্রচার করিয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য, দেবর্ষির উপদেশা-নুসারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। স্বারোচিষ-মন্বন্তরে প্রথম যুগে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, নারায়ণ ও মন্দির আছে, আর কেহই নাই; ইনি ব্রহ্মদত্ত পদ্মনিধির সাহায্যে সমস্ত আয়োজন করিলে, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ আসিয়া জগ-ন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করেন। ২ জনৈক ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বজন্মে একজন দুর্দ্দম রাজা ছিলেন, পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব-লাভে বিষ্ণুর প্রসাদে তল্লাভে-সমর্থ হন। ৩। জনৈক রাজা। ইহাঁর পত্নী অহল্যা।

ইন্দ্রপ্রমদ—মুনিবিশেষ।

ইন্দ্রপ্রমিত—পৈলশিষ্য ঋগ্বেদাচার্য্য ঋষি; ইহাঁর পুত্রের নাম মণ্ডুক্য। ভাগবতে ইনি ইন্দ্রপ্রমতি নামে আখ্যাত। ইনি নিজ-সংহিতার অধ্যয়নে স্বশিষ্য মাণ্ডুকেয়কের নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্ররাজ—ইনি সৌরাষ্ট্ররাজ। গুর্জ্জররাজ্যজয়ী। ইহাঁর পুত্র কর্ক।

ইন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ মনু;—এই মন্বন্তরের অবতার, বৃহদ্ভানু, ইন্দ্র শুচি, পবিত্র চাক্ষুষাদি দেবতা।

ইন্দ্রসেন—নলরাজার দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত পুত্র। ২। যুধিষ্ঠিরের সারথি। ৩। সূর্য্যবংশীয় পূর্বের পুত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম বীতিহোত্র।

ইন্দ্রসেনা—নলরাজার দময়ন্তী গর্ভসম্ভূতা কন্যা।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, ইহাঁর নাম শচী। ঐতরেয় ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রপত্নীর নাম প্রাসহা। ২। অষ্টমাতৃকার একটী। ৩। যোগিনীবিশেষ।

ইরা—মহর্ষি কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীগণের মধ্যে একটী; ইহা হইতে বৃক্ষলতা, বল্লী, তৃণ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

ইরাবতী—ভবনমাক রুদ্রের পত্নী।

ইরাবান্—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ঔরসে নাগকন্যা উলূপীর গর্ভসম্ভূত পুত্র, নাগ ঐরাবত স্বীয় পুত্র গরুড়কর্ত্তৃক হত হইলে, নাগবংশরক্ষার্থ অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অনুনয় করিয়া, তাঁহার ঔরসে স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করান। ইনি একজন বীরপুরুষ; ভারতযুদ্ধে পিতা অর্জ্জুনের সাহায্য করেন। অষ্টম দিবসের যুদ্ধে সৌবলরাজের অশ্বাসন ধ্বংস করেন। পরে অলম্বুষের হস্তে নিহত হন।

ইল—বৈবস্বত মনুর পুত্র, কৈলাস-মণিমন্দিরে গৌরীশঙ্করের কেলি কালে প্রবেশ করায়, স্ত্রীত্ব লাভ করেন; স্ত্রীত্ব লাভের পরে ইলানামে বুধের পত্নী হন। ইহাঁর গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। রামায়ণমতে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। পুরুষ অবস্থায় ইলের পুত্র—উৎকল, গয়, বিনয়।

ইলবিলা—তৃণবিন্দুর কন্যা, বিশ্রবার পত্নী এবং কুবেরের মাতা। অগ্নি-পুরাণের মতে ইহাঁর নাম—ইড়বিড়া ও ইনি পুলস্ত্যের পত্নী। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তৃণবিন্দু কন্যা ইলবিলাকে পুলস্ত্যপত্নী বিশ্রবার মাতা নির্দ্দেশ করেন; বিশ্রবার পত্নীর নাম লতা; এই লতার গর্ভে কুবেরের জন্ম।

ইলা—বৈবস্বতমনুর কন্যা। মনু একটী যাগের অনুষ্ঠান করিয়া, ভগবান্ মিত্রাবরুণের উপাসনা করেন; কিন্তু তাহাতে সামান্য ত্রুটী হওয়ায়, পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী কন্যা হয়; পরে সেই কন্যা বিষ্ণুর বরে পুরুষত্বলাভ করিয়া, সুদ্যুম্ন নামে অভিহিত হন। শেষে শঙ্করশপ্ত কুমারবনে প্রবেশ করায়, পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। শেষে বশিষ্ঠদেবের স্তবে তুষ্ট হইয়া, ইহাঁর পর ইনি একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্ত্ব পাইবেন,—স্থির হয়। স্ত্রীত্ব লাভের সময়ে বুধের পত্নী ইলা হইয়া পুরূরবাকে প্রসব করেন। পুংস্ত্বলাভের সময় ইহাঁর ৩ পুত্র হয়;—তাঁহাদিগের নাম—উৎকল, গয়, বিমল।

ইলাবৃত—আগ্নীধ্রের নব পুত্রের মধ্যে একটী। ইনি ইলাবৃত বর্ষের রাজা ছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম লতা।

ইলিবিশ—বৃত্রাসুরের সেনাপতি। ইন্দ্রের সময় বজ্রাঘাতে নিহত হয়।

ইলু—জনৈক সুপ্রসিদ্ধ রাজা।

ইল্বল—১ বাতাপি নামক দানবের ভ্রাতা, ইহারা মায়া-বিস্তারে মুগ্ধ করিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ বধ করিত। বাতাপি মায়াবলে মেষরূপ ধারণ করিত, ইল্বল তাহাকে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়াইত; পরে মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রবলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া আহ্বান করিলে, সে ভোক্তা মুনির উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইত, তাহাতে সেই ভোক্তা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইত। মহর্ষি অগস্ত্য কৌশলে এই উভয়ের বিনাশ করেন। ২ এই নামে আরও এক জন দানব ছিল, সে সম্বন্ধে ইহার ভ্রাতা। তবে প্রথমোক্ত ইল্বল হ্লাদের পুত্র, শেষোক্ত ইল্বল বিপ্রচিত্তির পুত্র। শেষোক্ত ইল্বল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সেনাপতি ছিলেন।

ঈ

ঈশ—কশ্যপপত্নী কদ্রুর পুত্র।

ঈশান—একাদশ রুদ্রের মধ্যে অষ্টম। মহাদেবের সূর্য্যমূর্ত্তি।

ঈশানদেব—আসামরাজের গুরু।

ঈশানদেবী—কাশ্মীররাজ জলোকের পত্নী। ইনি বিদুষী জ্ঞানিনী ছিলেন। ইহাঁর হস্তে শাসনভার অর্পিত ছিল। ইনি পতিসহ কনকবাহিনী তীরস্থ চিরমোচন নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

ঈশানী—দুর্গার নামভেদ।

ঈশ্বরী—যোগিনীবিশেষ।

উ

উকথ—কুশবংশোদ্ভব ছলের পুত্র।

উখ—তিত্তিরি ঋষির শিষ্য।

উগ্র—১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।

২ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একটী।

৩ মহাদেবের বায়ুমূর্ত্তি।

উগ্রঋত—একাদশ রুদ্রের একটী।

উগ্রচণ্ডা—দুর্গার মূর্ত্তি-ভেদ; আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে প্রজাপতি দক্ষ শিববিবর্জিত দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দক্ষকন্যা শিবমোহিনী সতী পতিনিন্দায় অবমানিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; পরে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমীতে অষ্টাদশভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কোটিযোগিনীতে পরিবৃতা হইয়া শঙ্কর প্রেরিত ক্রুদ্ধ প্রমথগণের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশে প্রবৃত্তা হন। পরে মহিষাসুর-বিনাশ-সময়ে দুর্গা এই ভীষণা মূর্ত্তির পরিগ্রহ করেন।

উগ্রজিৎ—এক জন অপ্সরা। উগ্রজিৎ ও উগ্রস্পশ্যা নামক অপ্সরোদ্বয়ের নাম অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্যূতক্রীড়াদক্ষ বলিয়া তৎপাপ নাশার্থক ইহাঁদিগের স্তুতি আছে।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ। ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভাসুর-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হিমালয়ের গঙ্গোত্তরীর নিকট মহামায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, দেবী মাতঙ্গিনীবেশে তথায় উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবগণ তোমরা কাহার উপাসনায় নিরত।" এই প্রশ্ন শ্রবণে দেবগণ বিস্মিত। ইত্যবসরে সেই মাতঙ্গিনীর কায়কোষ হইতে দেবী উগ্রতারা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,—দেবগণ, আমার আরাধনায় প্রবৃত্ত; আমি তাঁহাদিগের জন্য, শুম্ভাদি দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিব। এই বলিয়া অঞ্জননিভা দেবী গৌরী হইলেন। ইনি এই মূর্ত্তিতে উগ্রভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। ইহাঁর মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও পদ্ম, বামহস্তে কর্ত্রী ও খর্পর ধারণ করেন; মস্তকে জটাজাল, তাহাতে মুণ্ডমালা গলদেশেও মুণ্ডমালা দোদুল্যমানা; বক্ষে ফণিহার, লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্রাজিন, বামপদ শিবহৃদয়ে, দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে, মুখে ঘোর শব্দ সহ অট্টহাস্য ও অবলেহনে রতা ও অতিভীষণা। ইহার অষ্ট যোগিনীদিগের নাম—মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী। মহর্ষি বশিষ্ঠ, দেবি উগ্রতারা ও মহাদেবকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

উগ্রদেব—মৃত পিতৃগণ, ঋগ্বেদে ইহাঁদের স্তব আছে।

উগ্রশ্রবাঃ—ইনি লোমহর্ষণ সূতের পুত্র, বলদেবের বরে পুরাণজ্ঞ হন। ইনি ইহার পিতার ছয় জন শিষ্যের নিকট হইতে ছয়খানি সংহিতার অধ্যয়ন করেন।

উগ্রসেন—১ ইনি আহুকের পুত্র; সাত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, দশার্ণগণের অধিপতি, মথুরার অধীশ্বর ছিলেন, পরে স্বীয় পুত্র কংস-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। কৃষ্ণ ইহাকে কারামুক্ত করিয়া রাজ্যদান করেন। কৃষ্ণ যখন যদুবংশের সহিত মর্ত্ত্য-লীলার অবসান করেন, ইনিও সেই সময় অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করেন। ইনি দ্বারকাবাসীগণে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন। ইহার পিতার নাম আহুক ও ভ্রাতার নাম দেবক,—এরূপও কোথাও কোথাও দেখা যায়। ইহার ৯টী পুত্র ও ৫টী কন্যা। পুত্রগণের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুভূমিপ, রাষ্ট্রপাল সুতনু, অনাবৃষ্টি ও পুষ্টিমান্। কন্যাগণের নাম, কংসা কংসবতী সুতনু, রাষ্ট্রপালিকা কঙ্কা। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। ৩ জনমেজয়ের ভ্রাতা, পরীক্ষিতের পুত্র।

উগ্রা—উগ্রতারার যোগিনী।

উগ্রায়ুধ—কুরুবংশীয় কৃতের পুত্র, ইনি নীপবংশ-

ধ্বংস করেন। শান্তনু বিধবাপত্নীর পুনর্ব্বার—বিবাহপ্রার্থী হওয়ায়, ভীষ্মহস্তে নিহত হন।

উচ্ছিষ্টভৈরবী—দুর্গার মূর্ত্তি বিশেষ।

উতঙ্ক—১ জনৈক মহর্ষি; ইনি কোন মরুভূমিতে আশ্রম স্থাপন করিয়া, বহুবর্ষ কঠোর তপোরত ছিলেন; ইনি তপঃপ্রভাবে বিষ্ণুর সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হন; পরে বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন এবং তাঁহা-কর্ত্তৃক বরগ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন, বিষ্ণুর সাক্ষাৎ করাই পরম বর! তাঁহার এরূপ নিস্পৃহতা ও ঐকান্তিকী ভক্তির পরিচয় পাইয়া, পুনরায় বরগ্রহণে অনুরোধ করেন। তখন ইনি প্রার্থনা করিলেন;—আমার বুদ্ধি যেন ধর্ম্মে সত্যে সদা নিরতা থাকে; এবং তোমার প্রতি যেন ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে। ইনি নিজের উপকারার্থক কুবলাশ্বরাজ-দ্বারা ধুন্ধুর দৈত্যের বিনাশ সাধন করেন।

২। মহর্ষি বেদের শিষ্য। ইনি উপাধ্যায়ের অতীব প্রিয় ছিলেন। তজ্জন্য ইহাঁর উপর স্বগৃহের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাজনার্থক বহির্গত হইতেন; একদা যাজ্ঞিকী ক্রিয়ার সম্পাদনার্থক স্থানান্তর-গমনকালে ইহাঁকে সাবধান করিয়া বলেন,—"বৎস, আমার প্রত্যাবর্ত্তনে বোধ হয়, বহু বিলম্ব ঘটিবে, আমার অনবস্থান জন্য গৃহের সকল অভাবেরই নিরাকরণ করিতে সচেষ্ট হইও।" অনন্তর তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উপাধ্যায় পরিবারস্থা কতিপয় রমণী ইহাঁকে বলিল, 'তোমার উপাধ্যায়পত্নী ঋতুমতী, তোমার গুরু প্রবাসে, অতএব তুমি তাঁহার ঋতু রক্ষা কর।" ইনি বলিলেন,—"গুরু আমায় এরূপ অন্যায় কর্ম্ম কর্ম্ম করিতে বলেন নাই, আপনাদিগের কথায় এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারি না।" এই-রূপ প্রত্যুত্তরে পুরোবাসিনীরা নিবৃত্তা হইলেন। তাহার কিয়দ্দিবস পরে মহর্ষি বেদ স্বীয় আশ্রমে উপনীত হইয়া, পূর্ব্বেই সকল কথা শুনিয়া, শিষ্যের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া, সকল বিদ্যা-দানের সহিত শিষ্যত্ব সিদ্ধ—সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বিদায় দিলেন। পরে উতঙ্ক দক্ষিণার কথা উত্থাপন করিলে, মহর্ষি বেদ বলেন,—"তোমার উপাধ্যায়ানীর অভীষ্ট সাধন করিলেই যথেষ্ট হইবে।" পরে ইনি উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, আগামী চতুর্থ দিবসের মধ্যে মহারাজ পৌষ্যের ধর্ম্মপত্নীর কর্ণকুণ্ডল আনিয়া দিলেই, আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এতদাহরণার্থক উতঙ্ক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ পৌষ্যের পুরীর অভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক মহাবৃষভারূঢ় মহাকায় মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিলেন; মহাপুরুষ বলিলেন,—"উতঙ্ক, তুমি বৃষপুরীষ ভক্ষণ কর; তোমার উপাধ্যায়ও ভক্ষণ করিয়াছিলেন।" তাঁহার নিদেশমত উতঙ্ক সেই বৃষপুরীষ ভক্ষণ করিয়া, আচমন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মহারাজ পৌষ্যের সভায় উপনীত হইয়া, তাঁহার মহিষীর কুণ্ডলদ্বয়ের প্রার্থনা করিলে, মহারাজ তাঁহার মহিষীর নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন, ইনি অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়াই, অনুসন্ধানেও মহিষীর দর্শন লাভ করিতে না পারায়, মহারাজসমীপে আসিয়া তাঁহার অদর্শনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন,—বোধ হয়, আপনি অশুচি! মহারাজ বাক্যে তাঁহার আত্ম-আচমন্য ক্রটীর বিষয় স্মরণ হইলে, তৎক্ষণাৎ তিনি পূর্ব্বমুখে তিনবার আচমন সমাপন করিয়া, অন্তঃপুরপ্রবেশমাত্রই পৌষ্য-মহিষীর দর্শন লাভ করিয়া, কুণ্ডল প্রার্থনা করেন রাজমহিষী উতঙ্ক হস্তে কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া বলিলেন,—সাবধান! মহাত্মন্, এই কুণ্ডলে নাগ রাজ তক্ষকের লোভ আছে। পরে সেই কুণ্ডল লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলে, মহারাজ পৌষ্য ইহাঁকে অন্ন-গ্রহণ-জন্য অনুরোধ করিলে, ইনি সম্মত হন। পরে রাজাদেশে ইহাঁর ভোজনার্থক আনীত অন্ন শীতল কেশযোগদুষ্ট দেখিয়া, রাজ প্রতি রোষ-বশে "অন্ধ হও" অভিশাপ করায়, পৌষ্যও বিনা দোষে অভিশাপ জন্য উতঙ্কবংশ নির্ব্বংশ হউক, অভিশাপ দেন। পরে পৌষ্য বিশিষ্ট অনুনয়-বিনয়ে শাপমুক্তির উপায় করিয়া লইলেন। কিন্তু উতঙ্ক শাপমুক্ত করিলেন না। পথিমধ্যে বেলাতিক্রম-জন্য, স্নানকাল সমাগত দেখিয়া, ঐ কুণ্ডলদ্বয় সরোবরের তীরে রাখিয়া স্নানার্থক সরোবরে অবগাহন করিলে, একজন

নগ্ন ক্ষপণককে সেই কুণ্ডলের হরণ পূর্ব্বক, পলায়ন করিতে উদ্যত দেখিয়া, ইনি ব্যস্তভাবে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে দেখিলেন, সে ক্ষপণক নহে—তক্ষক। পরে বজ্রীর সাহায্যে পাতালে উপনীত হইয়া, দুইটী স্ত্রীলোককে দুইটী শিশুর সাহায্যে দ্বাদশ অরযুক্ত চক্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বস্ত্রবয়নরতা ও তাঁহার সম্মুখে একটী দিব্য পুরুষ ও অশ্ব দণ্ডায়মান দেখিলেন; দেখিয়াই ইনি তাঁহাদিগের স্তবে তুষ্ট করাতে সেই পুরুষ বলিলেন, এই অশ্বের অপানে ফুৎকার দাও, তাহা হইলে, তোমার মঙ্গল হইবে। তাঁহার নির্দেশমত কর্ম্ম করায়, অশ্বের শরীর প্রধূমিত হইল। পরে তাঁহার ইন্দ্রিয় রন্ধ্র হইতে অগ্নি নির্গত হইল। আর তাহাতে নাগলোক অতীব প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। নাগলোকের মঙ্গলার্থ তক্ষক সেই কুণ্ডলদ্বয় উতঙ্ককে প্রত্যর্পণ করিল। পরে সেই মহাপুরুষের নির্দেশানুসারে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, সত্বর গুরুগৃহে উপনীত হইয়া, গুরুর পত্নীকে সেই কুণ্ডল প্রদান করিলেন। পরে মহর্ষি বেদ সমগ্র ঘটনা অবগত হইয়া, উতঙ্ককে বলিলেন, বৎস, নাগলোকে যে দুই স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দ্বাদশ অর যুক্ত চক্র সম্বৎসর; শিশু ছয়টী ছয় ঋতু; পথে যেবৃষ দেখিয়াছ, তাহা করিরাজ ঐরাবত। তাহার পুরীষ অমৃত; এবং তদারূঢ় মহাপুরুষ ইন্দ্র। অতঃপর গুরুর আদেশমত গৃহে গমন করেন। পরে তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হওয়ায়,মহারাজ জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত করেন।

উতথ্য—মহর্ষি অঙ্গীরার পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা; ইঁহার পত্নীর নাম মমতা, পুত্রের নাম দীর্ঘতমা।

উৎকল—১। সুদ্যুম্ন বা ইলার পুত্র। পুরুষ অবস্থায় ইলার ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়।

২। ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

উত্তম—১। উত্তানপাদ রাজার সুরুচির গর্ভসম্ভূত পুত্র। মৃগয়ার্থ হিমাদ্রিপ্রস্থে গমন করিলে, এক যক্ষ হস্তে নিহত হন।

২। তৃতীয় মনু ইনি মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র; এই মন্বন্তরে সত্যসেন অবতার, সত্যজিৎ ইন্দ্র, সত্যবেদ শ্রুতভদ্র প্রভৃতি দেবগণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। পবন স্বঞ্জয় প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র। ৩। একবিংশতম দ্বাপরে ব্যাসের নামান্তর।

উত্তর—বিরাটরাজ-পুত্র, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন।

উত্তরফল্গুনী—দ্বাদশনক্ষত্র। দাক্ষিণোত্তর মিলিত-পর্য্যঙ্কবৎ তারকাশ্রেণী। ইহাঁর অধিষ্ঠাতা অর্যমা।

উত্তরা—বিরাট রাজকন্যা, অভিমন্যুর পত্নী, গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুনের শিষ্যা। দ্বাদশবর্ষ বয়সে সসত্ত্বা বিধবা হন। যথাকালে পরীক্ষিৎকে প্রসব করেন। ইহাঁর মাতা সুদেষ্ণা, মাতুল কীচক ভ্রাতা উত্তর।

উত্তরাষাঢ়া—একবিংশনক্ষত্র। গজ-দন্তবৎ অষ্ট তারকাময়; ইহার অধিদেবতা বিশ্ব।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র; ইহাঁর দুইটী সহধর্ম্মিণী। সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, সুরুচির গর্ভে উত্তমের জন্ম হইয়াছিল। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম প্রিয়ব্রত। ইনি সন্ন্যাসপথাবলম্বী ছিলেন।

উদক্‌সেন—হস্তিনার রাজা বিশ্বক্‌সেনের পুত্র।

উদকাম—নরকাসুরের সেনাপতি। লৌহিত্যতীরে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হন।

উদয়ন—ইনি শতানিকের পৌত্র; অপরতঃ পাণ্ডুবংশীয় অর্জ্জুনাত্মজ অভিমন্যুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও সহস্রানীকের পুত্র। ইহাঁর মাতা মৃগাবতী। বুদ্ধদেব যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, ইনিও সেই দিন জন্মিয়াছিলেন। সমবয়স্ক হইলেও, বুদ্ধদেব ইহাঁর গুরু। ইহাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের যোগপরায়ণতার প্রসিদ্ধি আছে; যৌগন্ধরায়ণ মন্ত্রী, নরবাহনদত্ত পুত্র। ইহাঁর জন্মবৃত্তান্ত ও বিবাহ প্রভৃতি অতীব রহস্যপূর্ণ।

এক দিন মহারাজ সহস্রানীকের নিকট মহিষী মৃগাবতী রুধিরময়ী লীলাবাপীতে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি লাক্ষারস-পূর্ণ এক বাপী প্রস্তুত করেন। সেই অলক্তকরসপূর্ণ বাপী মধ্যে মহিষীর স্নানকালে গরুড়-বংশীয়

একটী মহাকায় পক্ষী তাঁহাকে চঞ্চুপুটে লইয়া প্রস্থান করেন; পরে তাঁহাকে সসত্ত্বা ও জীবিতা দেখিয়া মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; সেই মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমেই সহস্রানীক-মহিষী মৃগাবতী ইহঁাকে প্রসব করেন। বাৎসল্যবশে স্বীয় বলয়দ্বয় ইহঁার হস্তে পরাইয়া দেন। পরে এক দিন এক অহিতুণ্ডিকের ক্রীড়া দর্শন করিয়া, ইনি তাহাকে জননী-দত্ত বলয় দান করেন এবং তাহার নিকট হইতে, বলয় গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বসুনেমির মুক্তিবিধান করেন; ইহাতে বসুনেমি প্রীত হইয়া, ইহঁাকে ঘোষবতী নাম্নী একটী বীণা দান করেন। পরে সহস্রানীক সেই অহিতুণ্ডিকের নিকট এই পরিচিত বলয় দেখিয়া, তৎসাহায্যে পুত্র ও পত্নী লাভ করিতে সমর্থ হন। অনন্তর মহারাজ সহস্রানীক ইহঁাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ইষ্টব্রতের সাধনে অবসর গ্রহণ করেন; ইনি রাজা হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিয়াছিলেন; ইনি বসুনেমি-দত্তা ঘোষবতী বীণাবাদনে বনচর হস্তী-দিগকে বশীভূত করিতে পারিতেন; উজ্জয়িনী-রাজের সহিত ইহঁার শত্রুতা থাকিলেও, ইহঁার গুণে বশীভূত হইয়া, ইহঁাকেই তিনি স্বীয় দুহিতা বাসবদত্তাকে সম্প্রদান করেন। অতঃপর রাজার রাজ্যবৃদ্ধির জন্য, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত ইহঁার বিবাহ দেন। রত্নাবলী-কার-মতে বাসবদত্তা মহারাজ প্রদ্যোতের কন্যা। দেবী বাসবদত্তার গর্ভে নর-বাহন নামে ইহঁার এক পুত্র হইয়াছিল। ২। চন্দ্রবংশীয় কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ।

উদাবসু—মিথিলারাজ জনকের পুত্র।

উদারধী—ধ্রুবের পৌত্র, পুষ্টির পুত্র।

উদ্দালক—জনৈক মহর্ষি, ইনি মহর্ষি শ্বেত-কেতুর পিতা।

উদ্ধব—সত্যকের পুত্র। বাসুদেব কৃষ্ণের অনুচর জীবন-স্বরূপ সখা। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মন্ত্রী। ইহঁার অপর নাম দেবশ্রবাঃ। যদুবংশধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইহঁাকে আত্মতত্ত্বশিক্ষা দেন। ইনি বদরিকাশ্রমে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

উপকোশা—উপবর্ষের কন্যা, বররুচির স্ত্রী; ইহঁার স্বামী বররুচি তপস্যার্থ হিমালয়যাত্রা করিলে, ইহঁার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া, রাজ-পুরোহিত, দণ্ডাধিপতি ও কুমার-সচিব, মন্মথশরা-নল-প্রপীড়িত হইলে, ইনি কৌশলে তাঁহাদিগকে মঞ্জুষাবদ্ধ করিয়া, ভর্তৃ-ধনাপহারী বিশ্বাসঘাতক হিরণ্যগুপ্তের ও অসদভিসন্ধির প্রতিবিধান করিতে সকজ্জল-তৈল মর্দ্দন দ্বারা আকারে বিকার ঘটাইয়া, রাজ-সমীপে অভিযোগ আনয়নপূর্ব্বক নিজের পাতিব্রত্য-রক্ষার সহিত দুষ্ট-নির্যাতন করিয়া-ছিলেন। এবং তজ্জন্যই প্রশংসিত হন। পরে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সত্য বলিয়া মনে করায়, অগ্নিতে দেহবিসর্জ্জন করিয়া, পতিলোকগতা হন।

উপগু—মিথিলারাজ সত্যরথের পুত্র; পিতার রাজ-ত্বের অবসানে রাজত্ব গ্রহণ করেন।

উপদানবী—বৃষপর্ব্বার কন্যা, ও হিরণ্যাক্ষ দানবের পত্নী।

উপদিশ—চেদিরাজ শিশুপালের ভ্রাতা।

উপদেব—১ অক্রূরের পুত্র। ২ দেবকের পুত্র।

উপদেবী—দেবকের কন্যা।

উপনন্দ—১ বসুদেবের মদিরাগর্ভসম্ভূত পুত্র। ২ গোপরাজ নন্দের সখা—গোপ-বিশেষ। ইনি নন্দ-ভ্রাতা বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

উপনিধি—বসুদেবের ভদ্রাগর্ভসম্ভূত পুত্র।

উপবর্হণ—দেবর্ষি-নারদের গন্ধর্ব্ব অবতার।

অপমদ্গু—শফল্কের গান্ধিনীগর্ভসম্ভূত পুত্র—অক্রূরের ভ্রাতা।

উপমন্যু—আয়োদ-ধৌম্যের শিষ্য। একদা ইনি উপাধ্যায় মহর্ষি আয়োদ-ধৌম্যের আদেশে গো-রক্ষায় নিযুক্ত হন। সাবধানে যথাবিধি গোধন-রক্ষা করিতে ইহঁার শরীর শীর্ণ না হইয়া, বরং পুষ্ট হইতে দেখিয়া, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কিসে তুমি উদর পূরণ কর?" উপমন্যু বলিলেন; "গুরো, ভিক্ষাহৃত অন্নে আমার উদর পূরণ হয়।" গুরু বলিলেন, "আমার বিনানু-মতিতে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের উপভোগ উচিত নহে।" অতঃপর ইনি ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ন গুরুর সমীপে উপস্থাপিত করিয়া দিতে লাগিলেন; ইহার কয়েক দিন পরে গুরু পুন-

র্ব্বার ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস,—এখন কিসে উদর পূরণ কর।" তাহাতে ইনি বলিলেন,—"গুরো, গোবৎসমুখস্খলিত দুগ্ধফেন-পানে উদর পূরণ করি!" গুরুদেবের অনুজ্ঞামতে ফেনপান-ত্যাগ করায়, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একদিন অর্কপত্র আহার করিয়া, অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলেন, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইলেও, তাঁহাকে আসিতে না দেখিয়া গুরুদেব তাঁহার অন্বেষণে বাহির হন। পরে আহ্বান কবিতে করিতে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, শিষ্য অর্কপত্রভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত। তখন ইহাঁকে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের উপসনা করিতে বলিলেন। ইনি তদনুসারে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তবে তুষ্টি-সাধন করিয়া, চক্ষুষ্মান্ হইলেন ও তাঁহাদিগের প্রদত্ত অপূপ গুরুকে না দিয়া খাইতে পারেন না বলিয়া, তাঁহারা ইহাঁকে হিরণ্ময় দণ্ড দান করেন; ইহাতেই ইহাঁর ভক্তি-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া,অশ্বিদ্বয় বিবিধ বিদ্যা দান করেন।

উপমাতি—অগ্নির বেদবিশ্রুত নাম। হোমকালীন স্রুকদ্বারা মিত ঘৃত হুত হয় বলিয়া, এই নাম। ইনি অন্নের পুত্র বলের পৌত্র।

উপযাজ—জনৈক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। মহারাজ দ্রুপদ দশলক্ষধেনুদানে সম্মত হইয়া, পুত্রেষ্টি যাগের যাজন জন্য, প্রার্থনা করিলে, ইনি নিজে অসম্মত হইয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা যাজকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

উপরিচর—একজন পুরুবংশীয় পরমধার্ম্মিক রাজা, বসু নামে পরিচিত; ইনি অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন; ইন্দ্রের উপদেশে চেদিরাজ্য লাভ করেন। ইনি কঠোর তপস্যায় দেবগণকে ভীত বা প্রীত করিয়া, দিব্যবিমান ও বৈজয়ন্তী মালা লাভ করেন। ঐ বিমান গগনচারী ও মালা শরীররক্ষী। ইন্দ্র তাঁহাকে শিষ্টপালনী বেণু-যষ্টি দান করেন। ইনি এই বেণু প্রোথিত করিয়া, শক্রোৎসব করিতেন; ইনি ইন্দ্রদত্তরথে গগনোপরি বিচরণ করিতেন—বলিয়া, ইহাঁর নাম উপরিচর। ইহাঁর রাজধানীর একান্তে শক্তিমতী নামে নদী ছিল, অপরপ্রান্তে কোলাহল নামে এক সচল গিরি ছিল; পরে কোলাহল শক্তি-মতী-দর্শনে কামান্ধ হইয়া তৎসম্ভোগজন্য সঙ্গত হওয়াতে, ইনি পদপ্রহারে তাঁহাকে বিদীর্ণ করেন; তাহাতে নদীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়; পরে ঐ গিরিপুত্র সেনানায়ক রূপে ও কন্যাটী পত্নীরূপে ইহাঁর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। পরে স্বামিসমীপে ঐ গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা এবং সন্তানার্থিনী একথা জানাইলেও, ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন; মৃগয়ান্তে তথায় তাঁহার সেই সন্তানার্থিনী পত্নীর কথা স্মরণ করিতে করিতে একটী আশালতামূলে উপবেশন করিলে, রেতস্খলন হওয়ায়, সেই স্খলিত রেতঃ পত্রপুটে লইয়া, এক শ্যেনচঞ্চুপুটে পত্নীর উদ্দেশ্যে পাঠা-ইয়া দেন। পথে দৈববশে অন্য শ্যেনপক্ষীর সহ বিরোধ ঘটাতে, তাহা যমুনাজলে পড়িয়া যায়। তৎকালে যমুনায় এক শাপভ্রষ্টা মৎস্যরূপিণী অপ্সরা থাকিত, সেই তাহা ভক্ষণ করায়, মৎস্যরাজ ও সত্যবতীর জন্ম হয়। পরে এক ধীবর তাহাকে পাইয়া, মহারাজ উপরিচরের নিকট আনয়ন করিলে, উপরিচর পুত্রটী গ্রহণ করিয়া, কন্যাটী ধীবর হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। কন্যাটী জালিক দাসরাজের গৃহে বর্দ্ধিত হইয়া, মৎস্যগন্ধা নামে পরিচিতা হন। ইহাঁর ৫টী পুত্র; বৃহদ্রথ বা মহারথ (২) কুশাশ্ব বা মণিবাহন, (৪) প্রত্য-গ্রহ, (৩) মাবেল্য, (৫) যদু। ২। মহারাজ চন্দ্র-শেখরের তারাবতী-গর্ভপ্রসূত পুত্র।

উপসুন্দ—নিকুম্ভ দৈত্যের পুত্র, সুন্দ দৈত্যের ভ্রাতা ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দের সহিত তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া, পরস্পরের হস্তে নিধনের বর পান। পরে ইহাঁরা ত্রিলোকজয়ী হইয়া, ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠেন। পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে তিলো-ত্তমার সৃষ্টি হয়। পরে সেই তিলোত্তমার জন্য, পরস্পর বিবাদ করিয়া, নিহত হন। ২। নরকা-সুরের সেনাপতি; এ কৃষ্ণ হস্তে বিনষ্ট হয়।

উমা—দেবী ভগবতী পূর্ব্বজন্মে পিতা দক্ষপ্রজাপতির মুখে পতির নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া, পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনকার গর্ভে গিরিরাজ হিমালয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের তিন কন্যা জন্মে,—অপর্ণা, একপর্ণা একপাটলা। এই তিনটী কন্যাই অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চরণে রতা হন;—অপর্ণা আদৌ পর্ণাদি আহার করেন

নাই বলিয়া, নামের সার্থক্য। মেনকা কন্যার তপোনিবৃত্তির জন্য,—"উ—পার্ব্বতি মা তপশ্চর" এই নিষেধ বাক্য বলায় ইহার উ ও মা যোগে ইহাঁরই অপর নাম হইল উমা। ইনি মহাদেবকে পতিত্বে লাভ করেন। কেনোপনিষদে ইহাঁর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে ইনি হিমবানের কন্যা বলিয়া হৈমবতী নামে প্রসিদ্ধা। ইনি ব্রহ্মা ও অপর দেবগণের মধ্যবর্ত্তিনী; ভাষ্যকার শঙ্করের মতে ইনি বিদ্যা ও ইন্দ্রের নিকট উমা-রূপিণী। হিমবন্নন্দিনী গৌরী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। তৈত্তিরীয় আরণ্যেকে ইনি রুদ্রপত্নী বলিয়া কীর্ত্তিতা। পূর্ব্বে ইনি দক্ষগৃহে সতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করেন। কংসধ্বংসের আভাষ দিয়া কংসের ভীতি ও কৃষ্ণের রক্ষার বিধান জন্য, যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইনি মহিষাসুর-বিনাশজন্য দশভুজা হন। অদ্যাপিও বঙ্গে এই মূর্ত্তির পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

উরণ—দৈত্যবিশেষ।

উরুক্রম—বিষ্ণুর নামান্তর, আদিত্যবিশেষ।

উর্দীপ্ত—ত্রেতাযুগের একজন মহাপাপী শূদ্র, পাপা-সক্তি জন্য পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে কালাতিপাত করিত, শেষে রাজাদেশে নির্ব্বাসিত হয়। পরে এক দিন পর্য্যটনে কাতর হইয়া সদাসবসে একটী তটিনী-তটে উপবিষ্ট হইয়া, দেখিল,—কতকগুলি ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ভগবদুদ্দেশে এক একটী বস্ত্র প্রদান করিতেছে। তাহা দেখিয়া এই দস্যু ভাবিল,—"আমিও কিছু দান করি; আমার ভাগ্যে কখনই শকটারোহণ ঘটিবে না, সুতরাং শকট দান করি,"—এই ভাবিয়া বলিল, ভগবন্, আপনার উদ্দেশে শকটদান করিলাম; অদ্য হইতে আর কখনও শকট ভোগ করিব না। অতঃপর একদিন ঐ বনে এক গুড়কগোলবাহী ইহার দলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, তাহার গুড়কগোল লুণ্ঠিত হইল; পরে সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের বণ্টনের সময়, ইহার ভাগ্যে গুড়নির্ম্মিত শকট পড়ায়, এ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ভাবিল, আমি বিষ্ণুকে শকট দান করিয়াছি, সুতরাং ইহা আমার ভোগ্য নহে। যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছে, সেই সময়ে সেই বনে এক ব্রাহ্মণ উপনীত হইল; এ ব্যক্তি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, এই শকট দান করিল; ইহাতেই ইহার সকল পাপের ধ্বংস হইল। পাপকর্ম্মে রত থাকিলেও, মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

উলূক—মহারাজ দুর্য্যোধনের মাতুল—শকুনির পুত্র। ভারতযুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে সহদেবের হস্তে নিহত হন।

উলূপী—নাগরাজ কৌরব্যের দুহিতা। অর্জ্জুন দ্বাদশবৎসর একাকী বনবাস কালে ইহাঁর সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন; ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে বর দেন,—তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন; এমন কি প্রত্যেক জলজন্তু ইহাঁর বাধ্য হইবে। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্বসহ মণিপুরে উপনীত হইলেন, বভ্রুবাহনের সহ যুদ্ধে অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইলে, ইনি মৃতসঞ্জীবন-মণি আনিয়া ইহাঁর চেতনা সম্পাদন করেন।

উল্মুক—বলরামের রেবতীগর্ভসম্ভূত পুত্র।

উস্বন—বশিষ্ঠের পুত্র। ইনি তৃতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যবর্ত্তী।

উশনা—১ ভার্গব শুক্রাচার্য্য। ২। তৃতীয় দ্বাপরের ব্যাস। ৩। তামসের পুত্র, শতাশ্বমেধ করিয়াছিলেন।

উশীনর—মহারাজ শিবির পিতা। ইনি একজন আশ্রিত-বৎসল নরপতি। ইনি যমুনার দুই পার্শ্বের জলা উপজলা নাম্নী বেলায় যজ্ঞ করিয়া বাসবকে অতিক্রম করেন। ইহাঁর ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ ইন্দ্র শ্যেনপক্ষী এবং অগ্নি কপোত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ইহাঁর নিকট উপস্থিত হন, কপোত রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল; ও শ্যেন রাজার নিকট তাঁহার ভক্ষ্য কপোত প্রার্থনা করিল। রাজা নিজের শরীর হইতে ঐ কপোত পরিমাণ মাংস কর্ত্তন করিয়া, প্রদান করেন।

উষিতা—বেলাসাগরের পত্নী, ইন্দুরেখার মাতা।

উ

উরু—চাক্ষুষ মনুর দশপুত্রের মধ্যে একজন। ইহাঁর মাতা নড়লা। ইহাঁর পত্নীর নাম আগ্নেয়ী। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর ছয় পুত্র হয়;—অঙ্গ, সুমনাঃ, সাত্বতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব।

ঊর্জ্জ—দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

ঊর্জ্জসর—মিথিলাদেশের রাজা শুচির পুত্র।

ঊর্জ্জস্বতী—১ দক্ষের কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী। ২ প্রিয়ব্রতের কন্যা।

ঊর্জ্জা—দক্ষের কন্যা; বশিষ্ঠের পত্নী।

ঊর্ব্ব—মুনিবিশেষ। ইনি স্বীয় উরুর উপরিভাগে অগ্নি-সংস্থাপন করিয়া, এক অগ্নিবর্চ্চাঃ পুত্র লাভ করেন; তাঁহার নাম ঔর্ব্ব। বাসস্থান বাড়বা-মুখ সমুদ্র।

উর্ব্বশী—নরনারায়ণের উরু হইতে সম্ভূতা অপ্সরাঃ। ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরূরবাকে দেখিয়া, মোহিতা হইয়াছিলেন বলিয়া, নৃত্যে তালভঙ্গ হওয়ায়, ইন্দ্রের শাপে—মতান্তরে মিত্রাবরুণের অভিশাপে—পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরূরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ইহার শাপে বৃহন্নলা-বেশে বিরাটরাজগৃহে বাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার তপোবিঘ্নার্থ কতিপয় অপ্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন; সেই সকল অপ্সরা ধ্যানভঙ্গে অসমর্থা হইলে, কামদেব অপ্সরোগণের উরু হইতে যে এক দিব্য অঙ্গনার সৃষ্টি করেন, সেই উর্ব্বশী; এই দিব্যাঙ্গনাই নারায়ণের তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অধিক সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করায়, ইনি সম্মতা হন। পরে মিত্র ও বরুণ ইহাঁর গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইনি অসম্মতা হওয়ায়, প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন বলিয়া; শাপে ইহাঁকে মনুষ্য-ভোগ্যা করেন। তাহাতে ইনি পুরূরবার পত্নী হন। রাজার ঔরসে ইহাঁর আয়ুঃ প্রভৃতি পাঁচটী পুত্র হয়। অস্ত্রশিক্ষার জন্য অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অবস্থান-কালে উর্ব্বশীকে কৌরব-জননী বলিয়া ভক্তিসহকারে বার বার দর্শন করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রের আদেশে ইনি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে, তিনি ইহাঁকে মাতৃ সম্বোধন করায়, ইনি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শাপ দেন—"তুমি এক বৎসরের জন্য নপুংসক হও।"

উর্ব্বশব—ভরতবংশাবতংস মহাবীর্য্যের পুত্র।

ঊর্ম্মিলা—রাজর্ষি জনকের তৃতীয়া কন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে দুইটী পুত্র হয়;—অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু।

ঊষা—১ ঋকে—আকাশের কন্যা, ভগের ভগিনী, বরুণের আত্মীয়া। অপরতঃ ইনি নিশার ভগিনী, সূর্য্যের পত্নী। মতান্তরে ইনি ইন্দ্রকন্যা এবং ইন্দুই ইহাঁর সংহার-কর্ত্তা। ইনি সুন্দরী, শুক্ল-বর্ণা, স্বর্ণপ্রভা, আনন্দদায়িনী; ইহাঁর রথ উজ্জ্বল এবং বাহন রক্তবর্ণ পশু, ইনি অবনীতে নবজীবন দান করেন। ২। ভব নামক রুদ্রের পত্নী। ৩। অসুররাজ বাণের কন্যা। একদা ইনি নিশি-নিদ্রায় কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া, সহচরী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহাকে দ্বারকা হইতে হরণ করাইয়া, স্বগৃহে আনয়ন করেন উভয়ের গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ হয়। মহারাজ বাণ জানিতে পারিয়া, অনিরুদ্ধকে অবরুদ্ধ করেন। অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্র সসৈন্যে গিয়া, যুদ্ধ করিয়া, ইহাঁর সহিত অনিরুদ্ধের উদ্ধার করিয়া আনেন।

ঋ

ঋক্ষ—১। যদুবংশীয় রেবতের পুত্র। ২। চিত্রসেনের পুত্র; ইহাঁর পুত্র মীঢবল। ৩। কুরুবংশী। অক্রোধনের পুত্র। ৪। অজমীঢের পুত্র। ৫। চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরের ভৃগুবংশসম্ভূত ব্যাস।

ঋক্ষরজ, ঋক্ষরজাঃ—বালী ও সুগ্রীবের পিতা।

ঋচ্—পুরুবংশীয় সুনীতির পুত্র।

ঋচীক—ভৃগুবংশোদ্ভূত ঋষি; উর্ব্বের পুত্র। ইনি গাধিতনয়া সত্যবতীর বিবাহ করেন। ইহাঁর একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। অপর এক পুত্রের নাম শুনঃশেফ। তপোনিরত ঋচীক কান্যকুব্জেশ্বর মহারাজ গাধির কন্যা সত্যবতীর পরিগ্রহপ্রার্থী হইলে, তিনি ইহাঁকে কর্পূরধবল শ্যামকর্ণ বায়ুবেগ সহস্রসংখ্যক অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিতে বলেন; মহর্ষি ঋচীক বরুণের নিকট ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি বলেন, তপোধন, আপনি যেস্থান হইতে ইচ্ছা করিবেন, সেই স্থান হইতে অশ্ব পাইতে পারিবেন। তদনুসারে ইনি কান্যকুব্জ সমীপস্থ যে গঙ্গাতীর্থ হইতে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত অশ্ব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার নাম অশ্বতীর্থ। অনন্তর মহর্ষি ঋচীক মহারাজ গাধিকে সেই অশ্ব শুল্ক প্রদান করিয়া, সত্যবতীর পরিণয়সূত্রে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। সত্যবতী সাতিশয় পতিপরায়ণা থাকিয়া স্বামীর প্রীতিবিধান করিতে সমর্থা হওয়ায়, স্বামী তাঁহার ও তাঁহার জননীর জন্য দুইটী চরু প্রস্তুত করিয়া, বলেন, তুমি ঋতুমতী হইয়া স্নানানন্তর উড়ুম্বর-বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, এই চরুটীর ও তোমার জননী ঋতুস্নাতা হইয়া, অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, এই চরুটীর ভক্ষণ করিলে, তোমাদের অভিলাষানুরূপ সন্তান হইবে। সত্যবতী স্বামিদত্ত চরুদ্বয় লইয়া মাতৃসকাশে গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে পর তাঁহার জননী পুত্রলাভাশায় কন্যাকে চরু ও বৃক্ষ বিপর্য্যয় করিতে অনুরোধ করিলেন। সত্যবতী মাতার অনুরোধরক্ষায় সম্মতা হইয়াছিলেন। পরে উভয়েই গর্ভবতী হইলে, মহর্ষি ঋচীক পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া, বলিলেন, প্রিয়ে, তোমরা যে, বৃক্ষ ও চরুর বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছ, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে। তোমার গর্ভে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ও তোমার মাতার গর্ভে প্রবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হইবার অনুকূল তেজোবিন্যাস করিয়াছিলাম। বোধ হয়, তোমার মাতৃগর্ভে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তোমার গর্ভে উগ্রতেজা ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইবে। এতচ্ছ্রবণে সত্যবতী কাতরা হইয়া, ভর্ত্তৃসমীপে সবিনয় প্রার্থনা করিলেন,—"নাথ; আমার গর্ভে যাহাতে উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব না হয়, তাহা করিতে হইবে; বরং পৌত্রটী ক্ষত্রধর্ম্মা হইলে, ক্ষতি নাই।" মহর্ষি ঋচীক "তাহাই হউক,"—বলিয়া বরপ্রদান করিলে পর যথাসময়ে সত্যবতীর গর্ভ হইতে জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করিলেন। পরে ঋচীক-পুত্র, জমদগ্নি উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রধর্ম্মা না হইলেও, শরক্রীড়ানুরাগী হইয়াছিলেন; অপিচ বেদবিৎ বলিয়া ইহাঁর খ্যাতি ছিল।

ঋচেয়—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের পুত্র।

ঋজিশ্বান্—ঋগ্বেদোক্ত জনৈক রাজা—ইন্দ্রের মিত্র। ইনি অংশুমতী-নদী-তীরে কৃষ্ণ দস্যুর বিনাশ করেন।

ঋজুদেশ—বসুদেবের দেবকীগর্ভসম্ভূত পুত্র।

ঋজ্রশ্ব—১। ঋগ্বেদোক্ত রাজর্ষি, মহারাজ বৃষাগিরের পুত্র। ২। ঋগ্বেদোক্ত রাজর্ষি; ইনি ১৯টী মেষ বধে একটী ব্যাঘ্রের তৃপ্তিসাধন করায়, ইহাঁর পিতা রুষ্ট হইয়া, ইহাঁর চক্ষুউৎপাটন করেন; পরে সেই দ্বীপী অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে স্তবে তুষ্ট করিয়া, ইহাঁর চক্ষু দান করেন।

ঋণ—অষ্টাদশ দ্বাপরের ব্যাস।

ঋত—১। দক্ষকন্যাগর্ভসম্ভূত ধর্ম্মপুত্র। ২। মিথিলা রাজ বিজয়ের পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম শুনক।

ঋতধাম—ত্রয়োদশ মন্বন্তরের মনু।

ঋতধ্বজ—শত্রুজিতের পুত্র; ইনি গালবমুনির সূর্য্যপ্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া, বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতুর বিনাশ করার পর তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা—গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্ববসুর তনয়া মদালসার বিবাহ করেন। ২। বৈদেশনগরীর রাজা। ইহাঁর পুত্রের নাম রুক্মভূষণ। ৩। একাদশ রুদ্রের একজন। ৪। প্রতর্দনের নামান্তর।

ঋতুব্রত—দ্বাদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

ঋতুজিৎ—মিথিলার রাজা, অঞ্জনের পুত্র।

ঋতুধাম—দ্বাদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

ঋতুপর্ণ—অযুতায়ুর বা অযুতাশ্বের পুত্র, অযোধ্যার রাজা, ইনি অক্ষক্রীড়ায় ও গণনাবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। মহারাজ নল ইহাঁর আশ্রয়ে বাহুক-

বেশে সারথিরূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাঁরই মন্ত্রবলে নলের শরীর হইতে কলি নিরাকৃত হয়। নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তীর পুনঃ-স্বয়ম্বরের অলীক সংবাদ প্রচারিত হইলে, ইনি স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া, অসাধারণ অশ্ববিদ্যাবিৎ নলকে সারথি করিয়া বিদর্ভনগরাভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি গণনাবিদ্যার পরিচয় দিয়া, নলকে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিদর্ভে উপনীত হওয়ার পর, নলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, ইনি পরম পরিতুষ্ট হন, এবং তাঁহার নিকট অশ্বতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া, স্বরাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঋতেযু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের জ্যেষ্ঠপুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম রন্তিনার।

ঋভু—দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিবচর প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে, মহর্ষি ভৃগু যজ্ঞাগ্নি হইতে ইহাঁদিগের উৎপন্ন করিয়া, ইহাঁদিগের দ্বারা প্রমথগণকে বিশিষ্টরূপে বিদ্রাবিত করেন। ইহাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। ২। বৈদিক দেবতা; ব্রহ্মার মানসপুত্র, ইনি কৌমার সৃষ্টিকালে উৎপন্ন। পুলস্ত্যনন্দন নিদাঘ ইহাঁর শিষ্য। ৪। সুধন্বার পুত্রগণ, ইহাঁরা শিল্পকুশল। ইহাঁরা ইন্দ্রের বাসাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা ঋষি হইতে দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন।

ঋষভ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র, অগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির ঔরসে তৎ-পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে-সম্ভূত পুত্র, অষ্টমাবতার। পরমহংস পথের পথপ্রদর্শক। ইহাঁর একশত পুত্র। নারায়ণ-পরায়ণ—ভরত তাঁহাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঋষভদেবের অন্যান্য পুত্রেরমধ্যে নয়জন ভারতের নয়টী দ্বীপে রাজত্ব করেন, এবং একাশী জন কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতা। কবি, হবিঃ অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন,—এই নয় জন পরমার্থ নিরূপণপর, আত্মবিদ্যাবিশারদ, ভ্রমণশীল, দিগম্বর মুনি ছিলেন। একদা মুনিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে উপনীত হওয়ায়, বিদেহরাজ নেমি ভাগবৎতত্ত্ব, মায়াবল, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি গূঢ়বিষয়ের শ্রবণ করেন। ২, ইন্দ্রের পুত্র। ৩, দ্বিতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একজন। ৪, কৃশাশ্বের পুত্র। ৫, রামচন্দ্রের একটী বানর-সেনাপতি। ৬, ঋষভকূটপর্ব্বতনিবাসী মুনিবিশেষ। ৭, একজন ঋষি,—ইনি হৈহয় বংশীয় রাজা মিত্রের পুত্র, সুমিত্রের নিকট "আশা কি?"—এতদ্বিষয়ে একটী বিশদ উপদেশ করেন। ৮, জনৈক দানব।

ঋষ্যশৃঙ্গ—মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র—ঋষি। একদা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা হংসবিমানে গমন করিতে করিতে ভার্গব কন্যা স্বর্ণমুখীকে দেখিলেন; কিন্তু স্বর্ণমুখী ব্রহ্মার দর্শনে প্রণামাদি না করায় ব্রহ্মার শাপে তাহাকে মৃগী হইতে হয়। তৎপরে একদা কৌশিকী নদীর নিকটবর্ত্তী মহাহ্রদ-নামক তীর্থস্থানে মহর্ষি বিভাণ্ডক তপোভঙ্গের পর, উর্ব্বশীকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায়, রেতঃস্খলন হইয়াছিল। পরে সেই মৃগী স্বর্ণমুখী ঐ বিভাণ্ডকের স্খলিত রেতঃপান করিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গকে উদরে ধারণ করেন। যথাকালে প্রসব করিলে, মহর্ষি বিভাণ্ডক আত্মজ জানিয়া, তাঁহার লালন পালন করেন। ইনি কৌশিকী নদীতীরে পুণ্য পিতৃতপোবনে অবস্থান-কালে পিতা ভিন্ন আর কোন মানবের মুখ দর্শন করেন নাই। পরে এক সময়ে অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায়, অঙ্গরাজ লোমপাদ ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, কৌশলজাল-বিস্তারে ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। পরে তাঁহাকে স্বীয় পালিতা কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে দশরথের পুত্রেষ্টির সাধনে ব্রতী ছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ

এককুণ্ডল—বসুদেব পুত্র বলরাম।

একচক্র—দক্ষসুতা দনুপুত্র।

একজটা—উগ্রতারার অপর নাম।

একদন্ত—গণেশ। দ্যূতক্রীড়ায় একটী পাষ্টির অভাবপূরণ জন্য লঙ্কেশ্বর রাবণ গণেশের একটী দন্তোৎপাটন করিয়াছিলেন।

একপর্ণা—হিমালয়ের মেনকাগর্ভসম্ভূতা কন্যা; প্রতিদিন একটী পর্ণভক্ষণে তপস্যা করিতেন বলিয়া, এই নাম। ইনি অসিতদেবলের পত্নী।

একপাটলা—হিমালয়ের মেনকাগর্ভসম্ভূতা কন্যা, ইনি প্রত্যহ একটী মাত্র পাটল ভক্ষণে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, এই নাম। ইনি জৈগীষব্যের পত্নী।

একপাদ—ভৈরববিশেষ।

একলব্য—নিষাদ-রাজ হিরণ্যধনুর পুত্র; অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপনীত হইলে নীচ-জাতিবোধে আচার্য্য মহাশয় ইহার প্রত্যাখ্যান করিলে, এই নিষাদ-কুমার বনাশ্রয়ে মৃণ্ময়ী দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, গুরুকল্পনায় তৎসমীপে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে সুপণ্ডিত হন। একদিন দ্রোণাচার্য্য সশিষ্য মৃগয়ার্থ বনগমন করায়, একলব্য বাণে তাঁহাদিগের একটী কুক্কুরের মুখবন্ধ করিয়া দেয়; তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ইহাকে আপনা হইতে অস্ত্রদক্ষ বলিয়া স্থির করিয়া গুরুসমীপে বলিলেন; গুরো, এ ব্যক্তি এবংবিধ অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করিল কেমন করিয়া? দ্রোণাচার্য্য ইহাঁর নিকট অস্ত্রশিক্ষার গুরুবিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিলে, একলব্য বলিল, "আমি পূজ্যপাদ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য। আমার অস্ত্রশিক্ষা তাঁহার প্রসাদে। অর্জ্জুন অভিমানে দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন,—"গুরো, এব্যক্তি যদি আপনার শিষ্য, তবে আমার অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিল কি প্রকারে? তখন অর্জ্জুনের মনস্তুষ্টি-সাধন-জন্য দ্রোণাচার্য্য একলব্য সমীপে বলিলেন,—"দেখ বৎস, আমিই দ্রোণাচার্য্য, যদি আমার শিষ্য হও, তবে গুরুদক্ষিণায় আমার তুষ্টি বিধান কর। একলব্য বলিল, "কি দিব আদেশ করুন।" দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—"দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ।" একলব্য অম্লানবদনে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ করিয়া গুরুর দক্ষিণা দিয়াছিল।—পরে যাদব কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

একানংশা—কালরাত্রি; শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণের বিনাশ জন্য পিতার আদেশে ভগবতী মাহেশ্বরী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় শরীর হইতে ইহাঁর সৃষ্টি করেন। জন্মমাত্রেই ইনি কৃষ্ণবর্ণা।

একাষ্টকা—প্রজাপতির কন্যা, ইনি ইন্দ্র ও সোমের মাতা।

এমুষা—বরাহ অবতারের নাম।

এল—মহারাজ পুরূরবার পিতা।

এলাপত্র—কশ্যপের কদ্রুগর্ভসভূত সন্তান।

ঐ

ঐড়বিড়ি—বালিকাত্মজ দশরথের পুত্র, ইহাঁর পুত্রের নাম বিশ্বসহ।

ঐতরেয়—ঋগ্বেদের আরণ্যকের উপনিষৎকার—ইতরের পুত্র।

ঐতিশায়ন—একজন বৈদিক মুনি।

ঐন্দ্র—স্বর্গরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত।

ঐরাবত—মহর্ষি কশ্যপের কদ্রুগর্ভসম্ভূত তৃতীয় পুত্র নাগ বিশেষ; ইহাঁর পুত্র গরুড়ের হস্তে নিহত হইলে, ইনি অর্জ্জুন দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর ইরাবান্ নামে পুত্র উৎপাদিত করান; ২। দেবরাজ ইন্দ্রের শ্বেতবর্ণ, চতুর্দ্দন্ত, প্রকাণ্ড হস্তী। সমুদ্র-মন্থন-কালে ইহাঁর উৎপত্তি।

ঐল—এলের পুত্র—রাজা পুরূরবা।

২। একজন দানব।

ও

ওঘ—শোণিতপুরনিবাসী নরকাসুরের অনুচর—রাক্ষসবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর বধ করিয়াছিলেন।

ওঘবতী—প্রতীকের কন্যা।

ওঘবান্—রাজা প্রতীকের পুত্র ভূপতি।

ওঘরথ—রাজা ওঘবানের পুত্র।

ওড্রেশ্বরী—উৎকলদেশীয়া পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ঔ

ঔডুম্বর—চতুর্দ্দশ যমান্তর্গত যম। ব্রহ্মকায়স্থের গোত্রকর্ত্তা।

ঔডুম্ববায়ণ—একজন বৈদিক ঋষি।

ঔত্তম—উত্তম মনুর পুত্র।

ঔদন্য—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণোক্ত একজন মুনি।

ঔদীচ্য—জনৈক মুনি; ইহাঁর অপর নাম স্বৈদায়ন শৌনক।

ঔদ্দালকি—মুনিবিশেষ।

ঔপতস্বিনি—রাম ঔপতস্বিনি মুনি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণভাগে ইহাঁর নাম পাওয়া যায়।

ঔপদিতেয়—শুক্লযজুর্ব্বেদোক্ত ব্রাহ্মণভাগের ঋষি-বিশেষ।

ঔপবেশী—অরণৌপবেশী ঋষি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে ইহাঁর নাম আছে।

ঔপমণ্যব—সামবেদ-বিধান ব্রাহ্মণে এই ঋষির নাম দেখা যায়।

ঔর্দ্ধ—মহর্ষি ভৃগুর সপ্ত পুত্রের মধ্যে একটী; ইহাঁর অন্য ভ্রাতৃষট্‌কের নাম—চ্যবন,বজ্রশীর্ষ,শুচি, শুক্র, বিভু, সবন।

ঔর্ব্ব—উর্ব্ব মুনির উরুসম্ভূত পুত্র। মতান্তরে ব্রহ্মার উরুসম্ভূত। অপরত্র ভৃগুর পৌত্র ও মাতৃগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া উক্ত। ভার্গব চ্যবনের ঔরসে আরুষীর গর্ভে জাত তেজস্বী ঋষি। ক্ষত্রগণ ভার্গবগণ-বিনাশে কৃতোদ্যম হইলে, —যখন ইহাঁর মাতা আরুষীর গর্ভ-নাশে সচেষ্ট হন, তখন ইনি মাতার উরুদেশে ছিলেন; ইনি জননীর উরু বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া, ক্ষত্র-শত্রুগণের দৃষ্টি নাশ করেন। পরে তাহারা ইহাঁর শরণ লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ইনি বর-দানে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। তৎপরে ইনি ক্ষত্র-শত্রুগণের আরও অত্যাচারের পরিচয় পাইয়া, পুনঃ ক্ষত্রনাশজন্য ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। পরে পিতৃগণের আদেশে সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে অগ্নিরূপী মায়াস্বরূপে জন্ম দিয়াছিলেন। সেই মায়াপ্রভাবে হিরণ্যকশিপু দেবগণেরও দুঃসহ হইয়াছিল। ইনি মহারাজ সগরের গুরু ছিলেন, এবং তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর জানুসম্ভূতা এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম কন্দলী। ইনি কন্যাকে মহর্ষি দুর্ব্বাসার হস্তে সমর্পণ করেন।

ক

কংস—যাদববংশীয় মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র; স্বীয় ভগিনী দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহোৎসব-সমাপনান্তে ভগিনী ও ভগিনীপতিকে রথে আরোপিত করিয়া, নিজে স্বহস্তে সারথ্য করিয়া যখন লইয়া যাইতেছেন, তখন দৈববাণী হইল, "তুমি যে ভগিনীর বিবাহ-ব্যাপারে এত পুলকিত হইয়া, তাঁহাদিগের লইয়া সমারোহে রথযাত্রা করিতেছ, তাহারই অষ্টম গর্ভস্থ সন্তান তোমায় বিনাশ করিবে।"—এই দৈববাণী শ্রবণে—এই নৃশংস কংসের চেষ্টা হইল, স্বীয় ভগিনী দেবকীর বিনাশ করিবে। বসুদেব তখন অনেক অনুনয় বিনয়ে ইহাঁর গর্ভজাত সকল সন্তানই তাঁহার হস্তে দিব, এই প্রতিশ্রুতি করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন সত্য; কিন্তু উভয়কেই কারারুদ্ধ হইতে হইল। ইতঃপূর্ব্বে স্বীয় সুখলিপ্সার বশে রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় পিতারও কারা-রোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; ক্রমে ক্রমে যাদব-গণের পরাজয় করিয়া, স্ব-শক্তির প্রসার করিতে লাগিলেন; শেষে মগধরাজ জরাসন্ধের সহদেবা ও অনুজা বা আস্তি-প্রাপ্তি কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপে মগধরাজের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে সৌহার্দ্দরক্ষা করিয়া, প্রলম্বাদি বহু অসুরগণের সাহায্যে যাদবগণকে বিদ্রাবিত ও বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা নানা-দিগ্দেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া-ছিলেন। পরে প্রাণভয়ার্ত্ত কংস-ভগিনী দেবকী গর্ভসম্ভূত ছয়টী ভাগিনেয়ের প্রাণহানি করিবার পর সপ্তমগর্ভ—মন্ত্রপ্রভাবে বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে সঙ্কালিত করিয়া দিয়া ও

অষ্টমগর্ভস্থ শিশুর সহিত গোপরাজ নন্দের মহিষী যশোদার কন্যা যোগমায়ার বিনিময় ঘটাইয়া, বসুদেব কংসকে প্রতারিত করেন। কংস, যোগমায়াকে দেবকীগর্ভসম্ভূতা কন্যা জানিয়া, তাঁহার বিনাশ জন্য, প্রস্তরে প্রক্ষেপে উদ্যত হইলে, ইঁহার হস্তভ্রষ্টা হইয়া, গগনাশ্রয়ে বলিলেন,—"তোরে মন্দ, মারিবে যে, নন্দালয়ে বাড়িছে সে!"—এই শুনিয়া, কংস মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, ও দেবর্ষি নারদের বাক্যে কৃষ্ণকে শত্রু বলিয়া স্থির করায়, তাঁহার বিনাশ জন্য, বহুধা চেষ্টা চরিত করেন। পুতনার প্রেরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অঘাসুর বকাসুর প্রভৃতির নিয়োগ করিয়া, ফলে প্রত্যেকের মরণে নিরাশ হইয়া, শেষে ধনুর্যজ্ঞানুষ্ঠানে রামকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন।

কংসাবতী—মহারাজ উগ্রসেনের কন্যা, বসুদেবের ভ্রাতৃজায়া।

কংসা—মহারাজ উগ্রসেনের কন্যা বসুদেবের অনুজ—ভ্রাতৃবধূ।

ককুৎস্থ—ভগীরথের পুত্র—পুরঞ্জয়। ভাগবত-মতে ইনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুতনয় বিকুক্ষির বা শশাদের তনয়। ইনি ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালে দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, দেবগণ পুনঃ পুনঃ পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ায়, রক্ষাকামনায় বিষ্ণুর শরণ লইলে, তিনি সূর্য্যবংশীয় মহাবীর রাজা পুরঞ্জয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন। পরে দেবগণের অনুরোধে ইনি যুদ্ধে সম্মত হইলে, ইন্দ্র মহাবৃষভরূপ ধারণ করিয়া, ইঁহাকে স্বীয় কুকুদে বসাইয়া যুদ্ধস্থলে বহন করিয়াছিলেন; তাই ইনি ককুৎস্থ নামে খ্যাত। সেই যুদ্ধে ইনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজধানীর নাম ভোগবতী; ইনি ভর্গোদেবের মনোমথনী নাম্নী কন্যার বিবাহ করেন; তাঁহার গর্ভে ইঁহার পরাবতী নাম্নী একটী কন্যা হয়। উর্ব্বশীর গর্ভে ইঁহার চিত্রাঙ্গদা নাম্নী আর একটী কন্যা হয়।

ককুদ্—দক্ষের কন্যা—ধর্ম্মের পত্নী।

ককুদ্মী—রেবতের জ্যেষ্ঠ পুত্র—রাজা রৈবত,—কুশস্থলী রাজধানীতে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহার কন্যার নাম রেবতী, ইনি কাহাকে কন্যাদান করিবেন, এই মীমাংসার জন্য সেই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে যখন ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তথায় সামগান হইতেছিল; মুহূর্ত্ত পরে সামগান সাঙ্গ হইলে, তিনি পিতামহকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'তুমি যাহাদিগের মধ্যে পাত্র-নির্ব্বাচন করিতে বিচার করিতেছিলে, তাহারা কেহই জীবিত নাই। তুমি যে সময় মৎসকাশে আসিবার সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিয়াছ, তখন হইতে এক্ষণে ২৭ মহাযুগ অতীত। এক্ষণে তুমি মথুরা-নগরীতে গমন করিয়া, বসুদেবাত্মজ বলরামের করে ইহার অর্পণ কর। ইনি তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, তপঃসাধনে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। শেষে ইঁহার পরমা গতি লাভ হইয়াছিল।

কক্ষাসন—অবন্তীদেশে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম সমীপস্থ আশ্রমবাসী ঋষি।

কক্ষাবান্—মুনিবিশেষ।

কক্ষিবান্—সিন্ধুতীরবাসী মহারাজ স্বনয়ের দশটী কন্যার স্বামী—বেদবিৎ পণ্ডিত কবি ঋষি। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসনায় জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।

কক্ষের—পুরুবংশীয় রুদ্রাশ্বের দশ পুত্রের মধ্যে একটী।

কঙ্ক—মহারাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাসকালে মহারাজ বিরাট সমীপে দ্বিজবেশী ক্ষত্রিয় হইয়া, সত্যখ্যাপনহেতু তাহার দ্যোতক কঙ্ক নামে অভিহিত হইয়া, আশ্রয় গ্রহণ করেন। (যুধিষ্ঠির দেখ)।
২। উগ্রসেনের পুত্র ও কংসের ভ্রাতা।

কঙ্কা—মহারাজ উগ্রসেনের কন্যা—কংসের ভগিনী। বসুদেবের অনুজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

কঙ্কু—মহারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও কংসাসুরের ভ্রাতা।

কচ—বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বে এক সময়ে ত্রিলোকীর আধিপত্যলাভ জন্য, সুরাসুরসংগ্রামে দেবগণ অমর হইয়াও, দৈত্যনিগ্রহে এতই নিগৃহীত হইতে লাগিলেন যে, প্রতিবারেই তাঁহাদিগকে বিজয়শ্রীর অঙ্কভ্রষ্ট হইতে হইল।

অসুরগণ নিরন্তর যুদ্ধে দেবাস্ত্রে প্রপীড়িত ও মৃত হইয়াও, গুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্র-বলে পুনরুজ্জীবিত হইয়া, নবীনোৎসাহে দেব-নির্য্যাতনে উদ্যত হইতে লাগিলেন। তখন দেবগণ গুরু বৃহস্পতির নিকট প্রতীকার-প্রার্থনায় সমবেত হইলে, বৃহস্পতি স্বপুত্র কচকে মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্র-শিক্ষার জন্য শুক্রাচার্য্যের নিকট শিষ্যত্ব-গ্রহণার্থ পাঠাইলেন। কচ মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া, শিষ্যত্বগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার সদয় আদেশের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিলেন; শুক্রাচার্য্য সাগ্রহে তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। পরে অসুরগণ ইহাঁকে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র জানিয়া, ও গুরু শুক্রাচার্য্য প্রিয়-শিষ্য হইতে দেখিয়া, ইহাঁর বিনাশ-সাধনে বহুধা চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারই গুরু শুক্রাচার্য্য স্বীয় স্নেহপাত্রী কন্যা দেবযানীর অনুরোধে মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্র-প্রভাবে তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন; দুষ্ট অসুরগণ বারবার কচকে নিহত করিয়াও যখন গুরুর অনুগ্রহে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না, তখন একবার তাহারা পরামর্শ করিয়া কচকে বিনষ্ট ও অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া সেই ভস্ম মদ্যের সহ গুরুর উদরস্থ করাইয়া দিল। সেবারেও দেবযানীর অনুরোধে ইহাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, কচকে সম্বোধন করায়, কচ গুরুর উদর হইতে উত্তর করায়, গুরু শুক্রাচার্য্য স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, কচ আমার উদরস্থ হইয়াছে; এক্ষণে আমার মৃত্যু ব্যতীত আর কচের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। পরে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রের সাধনাদির উপদেশ করিয়া, বলিলেন,—"বৎস, তুমি আমার উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া, এই মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র-বলে আমাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পার। কচ গুরুর নিদেশমত গুরুর উদর বিদারণ করিয়া, মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রবলে তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, তাঁহার নিকট সানুনয় বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেবের সকরুণ আশীর্ব্বাদের সহিত বিদায়ের অনুমতি পাইয়া, কচ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, দেবযানী তাঁহার নিকট অনুরক্তি প্রসক্তি জানাইলে, গুরু-কন্যা সহোদরা-জ্ঞানে বারবার প্রত্যাখ্যান করায় দেবযানী ক্রুদ্ধা হইয়া, বলিলেন,—"কচ, তুমি যেমন আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা করিয়া আমাকে অনুরক্তা জানিয়াও, এই আত্মোৎসর্গ প্রত্যাখ্যান করিলে, তেমনই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা অফলা হইবে।" কচও বলিলেন,—"আমি গুরু কন্যা গ্রহণে ধর্ম্মলোপ হইবার আশঙ্কায় তোমার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; অতএব বিনাপরাধে যেমন তুমি আমায় অভিশপ্ত করিলে, তেমনই তুমি মহাতেজাঃ শুক্রাচার্য্যের কন্যা হইয়াও, কোন ব্রাহ্মণের পত্নী হইতে পারিবে না। তোমার প্রদত্ত শাপ গ্রহণ করিলাম; কিন্তু আমি যাহাকে এই মন্ত্র-শিক্ষা দিব, সে অবশ্যই, কৃতকার্য্য হইবে; কারণ—গুরুদত্ত মন্ত্র অমোঘ।" এই বলিয়া দেবলোকে গমন করিয়া দেবগণকে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। (দেবযানী দেখ)।

কঠ—মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য মুনি; ইহাঁর শিষ্যগণ সামবেদাধ্যায়ী।

কণভক্ষ—মহর্ষি কণাদ, অপর নাম কণভুক্। ইনি বরাহমিহির ও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে মান্য বলিয়া, তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করা যায়।

কণাদ—কাশ্যপগোত্রীয় মুনি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। ইহাঁর নামান্তর উলূক। ইহাঁর কৃত বৈশেষিকদর্শনও ঔলূক্য দর্শন বলিয়া বিখ্যাত।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ দর্শনে অসূয়াপর হইয়া তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা করায়, ইনি বলিয়াছিলেন, মহারাজ, আত্মগুপ্তি মন্ত্রগুপ্তি যেমন প্রয়োজন, ধনবলাদির সংস্থান তদপেক্ষা গোপনীয়; আত্মছিদ্র গোপন করিয়া পরচ্ছিদ্রান্বেষণ জন্য সহস্রলোচন হওয়া আবশ্যক। শত্রুনির্য্যাতনাদি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার যত দিন না সম্পূর্ণ সম্পাদন হয়, ততদিন বিধিমত যত্ন করা কর্ত্তব্য। অপকারী শত্রুর সমূলোচ্ছেদ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এতজ্জন্য ছল-বল-কৌশল

যথাসম্ভব সুযোগসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিরুদ্ধবাদী বা শত্রু হইলে, পরমাত্মীয়ের বধসাধনে কপটাচার বা মিথ্যা প্রয়োগে সঙ্কোচ প্রকাশ করা বা তদপেক্ষা গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিতে ইত স্ততঃ করা যেন রাজনীতিবিরুদ্ধ।"—ইত্যাদিরূপ কুটিল মন্ত্রণার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক পাণ্ডবনিগ্রহ ও কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। ইনি ভয়ানক কূটনীতিপরায়ণ ছিলেন। শেষে নিজে সবংশে নির্ব্বংশ হন।

কণিষ্ক—কাশ্মীর-দেশীয় জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা।

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র—মুনি। ইনি গোমতী-তীরে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহাঁর তপশ্চরণের কঠোরতায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচাকে তপোভঙ্গার্থ প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার রূপে মোহিত হইয়া, সার্দ্ধশত বৎসর কাল তাঁহার সহিত বিহাররত থাকেন; পরে প্রম্লোচা অমরাবতী গমনে উদ্যতা হইলে, ইহাঁর অনুরোধে আরও, সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্ববৎ অতিবাহিত করেন। এইরূপ বারবার অনুরোধের বশে প্রম্লোচা নয় শত সাত বর্ষ ছয় মাস তিন দিন গত হইলে, এক দিন সন্ধ্যাকালে ইনি সন্ধ্যা বন্দনার জন্য ত্বরিতপদে বহির্গত হইতে গেলে, প্রম্লোচা বলিলেন,—"আপনি কোথায় যাইতে ছেন?" তখন ইনি বলিলেন,—সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে উপনীত—সন্ধ্যাবন্দনার কাল উপস্থিত; আর বিলম্ব করিতে পারি না।" তখন প্রম্লোচা বলিল,—বহুবৎসরের মধ্যে একদিনও ত আপনি সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন নাই; তবে অদ্য এরূপ অনুষ্ঠানের চেষ্টা কেন?" তখন মহর্ষি বলিলেন, —"সে কি ভদ্রে! তুমি ত এই প্রাতঃকালে আসিয়াছ?" প্রম্লোচা তখন বলিলেন,—"আমি যে প্রাতঃকাল আসিয়াছিলাম, তাহা এখন নয় শত বর্ষ ছয় মাস তিন দিন অতীত হইল!" তখন আত্ম-ভর্ৎসনা করিয়া ইন্দ্রের আদেশে এই বিরুদ্ধ সংঘটন বুঝিয়া, আত্মগ্লানির নিরাকরণের জন্য, পুরুষোত্তমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পুনস্তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সহযোগে প্রম্লোচার যে গর্ভ হইয়াছিল, তাহার ত্যাগ করিলে, সোম সেই পরিত্যক্ত গর্ভরক্ষা করেন, তাহাতে যে কন্যা জন্মে, তাহার নাম মারিষা। ২। বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ অরণ্যনিবাসী মুনি। ইহাঁর একমাত্র দশমবর্ষীয় পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই অরণ্যকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। সীতান্বেষণ-কালে হনুমান্ অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-গণ এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বিশিষ্টরূপ বিপন্ন হইয়াছিল।

কণ্ব—পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম মেধাতিথি। ২। ইনি কণ্বগোত্রীয়দিগের আদিপুরুষ এবং শুক্লযজুর্ব্বেদী ছিলেন; ইনি শুক্লযজুর্ব্বেদ হইতে একটী স্মৃতি প্রণয়ন করেন। মালিনী-নদী-তীরে ইহাঁর আশ্রম ছিল। এক দিন মুনিবর স্নানার্থ মালিনী-তীরে গমন করিয়া, মেনকা-ত্যক্তা সদ্যঃপ্রসূতা শকুন্তলাকে পাইয়াছিলেন; স্নেহপাত্রী কন্যারূপে প্রতিপালন করেন। ইহাঁরই আশ্রমে মহারাজ দুষ্মন্তের পত্নী ভরতের জননী শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধিত হয়। ৩। আজমীঢ়ের পুত্র।

কদ্রু—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী; ইহাঁর ভগিনী বিনতারও কশ্যপ মহর্ষি পাণিগ্রহণ করেন। একদা মহর্ষি এই দুই ভগিনীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন; তাহাতে ইনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পরাক্রমশালী সহস্র নাগ-সন্তান। বিনতার প্রার্থনা, ভগিনীর সন্তান অপেক্ষা বলবিক্রমশালী দৃঢ় দেহ দুইটী সন্তান। কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া উভয়ের প্রার্থনামত বর প্রদান করিলেন। বহুদিন পরে ইনি সহস্রসংখ্যক অণ্ড ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন; পরে পরিচারিকাগণ উপক্লেদ-ভাণ্ড মধ্যে তাঁহাদিগের রক্ষা করিলেন; পঞ্চাশশত বর্ষ পরে ইহাঁর অণ্ড সহস্র ভিন্ন হওয়ায়, সহস্র নাগের জন্ম হইল। কিন্তু বিনতার ডিম্ব পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। পুত্রার্থিনী বিনতা আপনার একটী ডিম্ব ভঙ্গ করায়, তাহাতে অরুণের জন্ম হইল। ডিম্বভেদ-কালে তাঁহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র দৃঢ় হইয়াছে। তিনি মনোদুঃখে মাতাকে বলি-

লেন,—তুমি যে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাপ্রযুক্ত আমাকে নিরর্থক যন্ত্রণা দিলে, তাহার জন্য তোমাকে পঞ্চ শত বর্ষ সপত্নীর দাসী হইতে হইবে। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, এক দিন উচ্চৈঃশ্রবা ইহাদিগের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; ইহাঁরা তাহাকে দেখিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল; পরে উচ্চৈঃশ্রবা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, তাহার বর্ণ লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়; বিনতা বলিলেন, ইহা নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ; শ্বেতবর্ণ বটে, কিন্তু কৃষ্ণপুচ্ছ। এই তর্কে পণ রহিল, যাহার কথা সত্য হইবে, সে মিথ্যাবাদিনীকে দাসী করিবে। পরে কল্য দেখিয়া ইহার মীমাংসা হইবে স্থির হইল। এদিকে রজনীযোগে কদ্রু বর্ণের কথা বলিয়া দিয়া, স্বীয় সন্তান নাগগণকে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছাশ্রয়ে কৃষ্ণতা সম্পাদনের আদেশ করিলে, নাগগণ অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন, তোমরা যেমন আমার, আদেশ পালনে বিরত, তেমনি সর্পসত্রে অগ্নিদগ্ধ হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে উচ্চৈঃশ্রবা দেখিবার অভিলাষে জলধিতীরে উপনীত হইলে, মাতৃ-শাপভীত নাগগণ উচ্চৈঃশ্রবার, পুচ্ছাবলম্বন করায় পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া, বিনতাকে সপত্নীর দাসী হইতে হইল; পরে যথাকালে বিনতার অপর ডিম্ব হইতে গরুড় উদ্ভূত হইয়া মাতার দাস্য হইতে উদ্ধার সাধন করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ—চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের দেববিশেষ।

কন্দর্প—কামদেবের নামান্তর; অঙ্গদেশ ইহাঁর আশ্রম। ইনি প্রজাপতির মানস হইতে জাতমাত্র "কং দর্পয়ামি" বলায়, চতুর্ম্মুখ ইহাঁর নাম রাখেন কন্দর্প। ইনি পিতৃবরে ত্রিসংসারের জীবগণের দমনে সমর্থ হন। ইহাঁর পত্নীর নাম রতি। আরও তিনি বলিয়াছেন, "পুত্র, তুমি যেমন অতি দৃপ্ত হইয়াছ, তেমনই ত্রিনেত্রের সংঘর্ষে কদাপি যাইও না।" কিন্তু অতিদর্পী হইয়া, দেবেন্দ্রের অনুরোধে মহাদেবের তপোভঙ্গ করায়, ভস্মীভূত হন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুনয়ে মহাদেবের বরপ্রভাবে "কামদেব অনঙ্গ হইয়াও, প্রাণিমাত্রের চিত্তে বিরাজ করিতে পারিতেন।" পরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে—প্রদ্যুম্নরূপে অবতীর্ণ হন। (প্রদ্যুম্ন-দেখ)।

কন্দলী—মহর্ষি ঔর্ব্বের জানুভূতা কন্যা; ইনি সাতিশয় কন্দলপ্রিয়া ছিলেন বলিয়া এই নাম। মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ইহাঁর পিতা বলিয়াছিলেন—"ইনি কন্দলপ্রিয়া, ইহাঁর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" মহর্ষি দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার কন্যার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিব। কিন্তু তদূর্দ্ধ অপরাধ সহ্য হইবে না। নিশ্চিত সমুচিত দণ্ড দিব।" বিবাহের পর কতিপয় দিবস মধ্যেই ইহাঁর শত অপরাধ পূর্ণ হয়। অবশেষে স্বীয় অপরাধ জন্য স্বামি-শাপে ভস্মীভূতা হন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে কন্দলীবৃক্ষ হইয়াছিলেন।

কপর্দ্দী—১ মহাদেবের নামান্তর। ২ একাদশ রুদ্রের একজন। ঋগ্বেদমতে ইনি বায়ুগণের জনক। অগ্নি ইন্দ্র ও পূষার রূপান্তর।

কপালী—১ মহাদেবের একটী নাম। ২ একাদশ রুদ্রের একজন।

কপি—রাজা উরুক্ষের পুত্র।

কপিল—কর্দ্দম প্রজাপতির দেবহূতির গর্ভসম্ভূত পুত্র;—ভাগবতমতে—নারায়ণের পঞ্চমাবতার; মতান্তরে প্রথম নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেব। ইনি সাঙ্খ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়া, নিখিলতত্ত্বশাস্ত্রের—নিশ্চিতি সাধন করিয়াছেন। রামায়ণে ইহাঁর নামোল্লেখ আছে;—মহারাজ সগরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বহরণ করিয়া, ইন্দ্র ইহাঁর তপোনিরত কলেবর পার্শ্বে রক্ষা করেন। সগর-সন্তানগণ অশ্বান্বেষণে বহির্গত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া, বিফলমনোরথ হইলে, পাতালে গমন জন্য, পৃথ্বীখনন করিতে করিতে পাতালপুরীপ্রবেশের পথ করিলেন; পরে তথায় উপনীত হইয়া, মহর্ষি কপিলের পার্শ্বে অশ্ব বদ্ধ দেখিয়া, তাঁহাকে অশ্বাপহারী মনে করিয়া, রোষ-কর্কশ বাক্যের প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে, মহর্ষির এক হুঙ্কারে সকলেই ভস্মীভূত হইল। পরে ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তান ভস্মীভূত হইলে,সেই সগর-সন্তানগণের খনিত স্থান জলময় সমুদ্রে পরিণত হওয়ায়, সগরসন্তানগণ-কৃত বলিয়া সাগর,—ইনি

সেই সাগর কক্ষে ঋষি হইয়া রহিলেন। ভাগবত-মতে কপিলদেব বিষ্ণুর অবতার, মহাযোগী পুরুষ বলিয়া, তাঁহার ক্রোধ অসম্ভব; ইন্দ্র সগর-সন্তান গণের তেজোহরণ করিয়াছিলেন; এতজ্জন্য তাঁহারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।—২ কশ্যপের কদ্রুগর্ভসম্ভূত পুত্র—নাগবিশেষ।

কপিলা – প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী; ইহাঁর গর্ভে অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরোগণ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, গো অমৃত প্রভৃতি নানাবিধ পুত্র উৎপন্ন হয়। ২ পুণ্ডরীক-নামক দিগ্‌গজের পত্নী।

কপিলাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় রাজা কুবলয়াশ্বের পুত্র; ইনি পিতার সহিত ধুন্ধুবিনাশে গমন করেন। ইহাঁর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইনি অপর দুই ভ্রাতার সহিত জীবিত ছিলেন।

কপোত—ইনি জীবহিংসা ভয়ে সর্ব্বদা কপোত-মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া থাকিতেন বলিয়া, ইহাঁর নাম কপোত ঋষি। ২। গরুড়ের পুত্র।

কপোতরোমা—মহারাজ শিবির পুত্র। একদা অগ্নি ও ইন্দ্র মহাত্মা শিবির ব্যবহার পরীক্ষার জন্য, উভয়ে কপোত ও শ্যেনরূপ পরিগ্রহ করিয়া ছল করিতে গিয়াছিলেন। মহাত্মা শিবি স্বীয় মাংস দ্বারা কপোতরূপী অগ্নির রক্ষা ও শ্যেন-রূপী ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধন করায়, উভয়ের বরে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ইহাঁর জন্ম হইল। ইনি প্রজাপালক যশস্বী এবং দেবতা ও ঋষি গণের পরম আদরের পাত্র হইয়াছিলেন।

কপোতেশ্বর } কপোতেশ্বরী } মহাদেব বিষ্ণুত্বলাভেচ্ছায় যখন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, তখন কপোতের ন্যায় ক্ষীণ শরীর হওয়ায়, ইহাঁর একটী নাম হইয়াছিল, কপোতেশ্বর। স্কন্দ পুরাণমতে এক দিন পার্ব্বতী-শঙ্কর কপোতমিথুন-রূপে বিহার করায়, তাঁহাদিগের নাম হয়, কপোতেশ্বর-কপোতেশ্বরী।

কবন্ধ—মহামুনি সুমন্তর শিষ্য। ইনি আচার্য্য-সমীপে অথর্ববিদ্যার এক সংহিতার অধ্যয়ন করিয়', পথ, ও দেবমার্গ নামে দুইটী শিষ্যে তাহার উপ-দেশ অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ২। জনস্থানবাসী রাক্ষস। শ্রীদানবের পুত্র;—নাম দনু। এই দৈত্য মুনিগণের নির্য্যাতন করিত। একদা মুনি স্থূলশিরার ফলমূল বলপূর্ব্বক লইয়া তাঁহার নিপীড়ন করায়, তিনি শাপে ইহাকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর বহুকাল ধরিয়া তপ-স্যায় পিতামহ ব্রহ্মার তুষ্টিসাধন করায়, তিনি ইহাঁকে বরপ্রদানে দীর্ঘায়ুঃ করিয়া দেন। পরে আপনাকে ইন্দ্রেরও অবধ্য বলিয়া স্থির করিয়া, তাঁহার আক্রমণ করিল; ইহাতে ইন্দ্র বজ্রাস্ত্রে ইহার মস্তক ভাঙ্গিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন; পরে বহু অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিলে, ইন্দ্র ইহাঁকে দুইটী যোজনবিস্তারী হস্ত প্রদান করেন ও ইহার উদরে সমস্ত মুখ সংযোগ করিয়া দেন। অতঃপর দুই হস্ত দ্বারা হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ যাহা পায়, তাহাই খাইয়া কালাতিপাত করিতে থাকে। অপরতঃ মস্তকবিহীন ক্রিয়াশীল কলেবর দেখাইয়া ঋষিদিগের ভীতিসঞ্চার করিয়া তাঁহা-দিগের আহৃত দেবোদ্দিষ্ট দ্রব্যাদির হরণ করে; পূর্ব্বে মহর্ষি স্থূলশিরার প্রকোপে পড়িয়া রাক্ষস হইয়া ইন্দ্রের প্রভাবে কবন্ধদেহ ধরিয়া জনস্থানে উপদ্রব করিতে থাকে। এই রাক্ষস রাম লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হয়।

কবষ—ইনি ইলুষের পুত্র বলিয়া ঐলুষ কবষ নামে খ্যাত। ইহাঁর জন্ম একটী দাসীর গর্ভে। একদা সরস্বতী-তীরে ঋষিগণ সমবেত হইয়া সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ইহাঁকে দাসী পুত্র" বলিয়া সেস্থান হইতে দূরীভূত করা হয়। ইনি মেরুমধ্যে গিয়া সরস্বতীর স্তব করিলে, সরস্বতী নদী তথায় প্রকাশ পায়। তখন ঋষিগণ ইহাঁকে সেই যজ্ঞস্থানে সাদরে গ্রহণ করেন।

কবি—১। বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠপুত্র—ইনি বাল-ব্রহ্মযোগী ও আজীবন নিঃসঙ্গযোগী। ২। ভৃগুর পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম উশনা। ৩। কল্কি-দেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও গুণবান্ পুরুষ।

কমলাক্ষ—তারকাসুরের পুত্র; তারকাক্ষ ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যুন্মালী। ইহাঁরা যুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কঠোর তপোরত হন; এবং তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করায়, তিনি ইহাদিগকে তিনটী পুর

দান করেন। এই পুরত্রয় স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহ দ্বারা ময়দানব-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। জ্যেষ্ঠাদি নাশার্থ ইহাঁকে ত্রস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এই পুরত্রয় আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করতঃ সহস্র বর্ষের পর একবার করিয়া মিলিত হইতে সমর্থ হইতেন। এ সময়ে যদি কেহ একবারে এই পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তাহা হইলেই ইহাদিগের মৃত্যু হইবে। মহাদেব এই পুরত্রয়ের যুগপৎ ধ্বংস করেন।

কম্বাক—ভোগবতীনিবাসী নাগবিশেষ।

কম্বাকবর্হিঃ—অন্ধকের পুত্র।

কয়—কাশয় নামক দৈত্য, মহর্ষি বাস্কলির পুত্র "বালিখিল্য" বেদান্তর্গত একখানি সংহিতার প্রণয়ন করিয়া বালায়নি ভজ্য এবং ইহাঁকে তাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কয়াধু—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পত্নী ও প্রহ্লাদের জননী। ইহার অপর নাম কমলা।

করন্ধম—মহারাজ খনীনেত্রের পুত্র। ইহাঁর নাম সুবর্চ্চাঃ। যদিও ইহাঁর পিতা অসাধারণ প্রতাপশালী ছিলেন, তথাপি প্রজাগণ ইহাঁরই রাজপদে প্রতিষ্ঠাপনে অধিষ্ঠাপনে মনোনয়ন করেন; ইনি শমদমাদিগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণপ্রিয় সত্যনিষ্ঠ পবিত্র ছিলেন; ইহাঁর গুণে প্রজাগণ ইহাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে দৈবপ্রতিকূলতায় ইহাঁর ধনসম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া শত্রুগণ ইহাঁর রাজ্যে প্রবলবিরোধ ঘটাইয়া, ইহাঁকে আক্রান্ত ও বিব্রত করিয়া তুলে; কিন্তু তৎকালে ইনি দৈবাৎ করদ্বয় পুটবদ্ধ করিয়া,তাহাতে মুখমারুতে ফুৎকার প্রদান করায়, করকম্পনেরসহিত শত্রুগণে এমনই বিভীষিকা-দর্শন করে যে, তাহাতে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইনি করকম্পন দ্বারা শত্রু নিরাকৃত করিতে সমর্থ হওয়ায়, ইহাঁর নাম করন্ধম হয়। অপরতঃ মার্কণ্ডেয় মতে একবার দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ইহাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলে, ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গযাত্রা করেন; এবং তথায় করকম্পনে দৈত্য দূরীকরণে সমর্থ হওয়ায়, ইহাঁর করন্ধম নাম প্রদত্ত হয়। এই পুরাণে ইহাঁর অপর নাম বলাশ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাঁর পুত্রের নাম অবীক্ষিত।

করম্ভী—জ্যামঘবংশীয় শকুনির পুত্র।

করবীর—ভোগবতীবাসী নাগ।

করাল—জনকবংশসম্ভূত রাজর্ষি; ইনি একদা মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট পাণ্ডিতগণের মোক্ষলাভের কারণ মঙ্গলময় অক্ষয় পরমব্রহ্ম ও বিনাশহেতু ক্ষর পদার্থের বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

করুণা—পুলস্ত্য মুনির কনিষ্ঠা কন্যা। ইহাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম মিত্রা।

করূষ—বৈবস্বত মনুর পুত্র; ইনি কারূষ নামা ক্ষত্রিয়গণের আদি পুরুষ। পারিপত্র-পর্ব্বত-সমীপে তাঁহাদিগের বাসস্থান।

করেণুমতি—বেদিপতি শিশুপালের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং মাদ্রীতনয় নকুলের পত্নী; ইহাঁর গর্ভে নিরমিত্রের জন্ম হয়।

কর্কোটক—কদ্রুগর্ভসম্ভূত পঞ্চম নাগবিশেষ। যে সময়ে নিষধাধিপতি পুণ্যশ্লোক নল কলির প্রভাবে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় পত্নী দময়ন্তীর সহিত বনপ্রবেশপূর্ব্বক বনমধ্যে পত্নী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, সেই সময় দূরবনে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্য হইতে 'হে পুণ্যশ্লোক নল, আমায় এই দাবানল হইতে উদ্ধার কর,'- - এইরূপ তারস্বর শ্রবণ করিয়া, 'ভয় নাই! ভয় নাই!' শব্দে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া, পুণ্যশ্লোক নল গমন করিলেন; পরে সেই দাবানল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে দেখিতে পাইলেন; ইনি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—আমি নাগবংশোদ্ভূত কর্কোটক। মহর্ষি নারদের নিকট অপরাধ করায়, তাঁহার শাপে আমার এই দশা। দেবর্ষি আপনার স্পর্শেই আমার শাপক্ষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনি অনুকম্পা করিলেই আমি উদ্ধার পাইতে পারি।" মহারাজ নল ইহাঁর অঙ্গ স্পর্শ করিলে তত্রত্য দাবানল নির্ব্বাপিত হইল। মুক্তি পাইয়া, কর্কোটক বলিল,—"মহারাজ, আপনি পদক্ষেপ সংখ্যার গণনা করিতে করিতে চলুন; রাজা নল যেমন এক দুই ক্রমে দশ বলিয়াছেন, কর্কোটক অমনই তাঁহাকে দংশন করিয়া-

ছেন। তাহাতে রাজার রূপ বিবর্ণ হইল। পরে এই কর্কোটক বলিল, আপনার দশ এই আদেশে আপনাকে দংশন করায়, আপনার বর্ণের বৈবর্ণ ঘটায়, আর আপনাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। অপিচ আমার বিষে আপনার দেহেই কলি অতীব কষ্ট ভোগ করিবে। এক্ষণে আপনি অযোধ্যাধিপতি ঋতু পর্ণের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার সারথিত্ব স্বীকার করুন; ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া ইনি পুণ্যশ্লোক নল রাজাকে দিব্য বসনভূষণ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কর্ণ—পাণ্ডু মহিষী কুন্তীদেবীর কানীন পুত্র। ইনি কবচ ও কুণ্ডলের সহিত মাতার কর্ণ পথ দিয়া প্রসূত হন। অবিবাহিত কুন্তীদেবী লোকলজ্জা-ভয়ে মঞ্জুষা মধ্যে ইহার স্থাপন করিয়া, অশ্বনদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সূত অধিরথ অপুত্রক.—সেই মঞ্জুষা উত্তোলন করিয়া, তাহাতে ইহাঁকে বিধির অনুগ্রহে লাভ হইল ভাবিয়া স্বীয় পত্নী রাধার সহিত ইহাঁর প্রতিপালন করেন। অধিরথ ইহাঁর কবচ কুণ্ডলরূপ বসু দর্শনে ইহাঁর নামকরণ করেন—বসুসেন। ইনি সূর্য্যের বরে জন্মিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ ইনি সূর্য্য-ভক্ত ছিলেন। ইনি হস্তিনায় দ্রোণাচার্য্যর নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন; পরে আচার্য্য যে সময় রাজ্যস্থ জনসাধারণের সমক্ষে স্বীয় শিষ্যগণের ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষা করেন, সেই সময়ে অর্জ্জুনের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া, ঈর্ষ্যাপর হইয়া সেই পরীক্ষাক্ষেত্রে বলেন,—"দেখ পার্থ, তুমি কার্য্যতঃ যে সকল শক্তির পরিচয় প্রদান করিবে, তাহার সকলই আমি সম্পন্ন করিব; এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি লইয়া, অর্জ্জুন প্রদর্শিত সকল কৌশল সন্ধানেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তখন হইতেই দুর্য্যোধন ইহাঁর সহিত মৈত্র্য স্থাপন করেন। ইহাঁর সহিত বন্ধুত্ব বন্ধন দুরীভূত হওয়ায়, দুর্য্যোধন পাণ্ডবভয়ে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে প্রিয় শিষ্য বলিয়া স্থির করায় এবং কর্ণকে অর্জ্জুনদ্বেষী বলিয়া ধারণা হওয়ায়, এক দিন ইহাঁর ব্রহ্মাস্ত্র প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে আচার্য্য বলিয়াছিলেন,—"কর্ণ, নিত্যব্রতরত ব্রাহ্মণ বা তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ক্ষত্র ব্যতীত অন্য কাহারও ব্রহ্মাস্ত্রে অধিকার নাই; এজন্য তোমাকে ঐ অস্ত্র দিতে পারিলাম না।" তখন মনোভঙ্গ ঘটায় ইনি মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমন করিয়া, পরশুরামের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, শিষ্য হইয়াছিলেন। পরশুরামের সাতিশয় প্রিয় হইয়া তাঁহার নিকট বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকেন। একদা সমুদ্রতীরে শরক্রীড়া করিতে করিতে দৈবাৎ শরপাতে একটী ব্রাহ্মণের হোম-ধেনুর অজ্ঞানতঃ বিনাশ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের নিকট বহু অনুনয় বিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন; ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ রোষ সংবরণ করিয়া শাপ দিলেন, —"তুমি যাহার পরাজয় সাধন জন্য,সচেষ্ট,তাহারই হস্তে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। পরে পরশুরামের অনুকম্পায় প্রয়োগ-সংহার-মন্ত্র সমেত ব্রহ্মাস্ত্র-প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, এমন সময় এক দিন পরশুরাম ইহাঁর উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন,এমন সময় একটী অলর্ক জাতীয় অষ্টপাদ কীট ইহাঁর উরু-দেশ ভেদ করিতে লাগিল। ইনি গুরুরনিদ্রা-ভঙ্গের ভয়ে তাহা সহিয়া রহিলেন। ক্রমে ঐ কীট ইহাঁর উরু ভেদ করিয়া উপরে উত্থিত হইলে, পরশুরামের গাত্রে রক্ত স্পর্শমাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরে পরশুরামের দৃষ্টিপাত-মাত্রই কীট দিব্য দেহ ধারণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন পরশুরাম কর্ণকে বলিলেন,—"তুমি কীট-দংশনে যেরূপ কষ্ট সহত্বের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমাতে ব্রাহ্মণ-সুলভ কোমলতার অভাব দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে, তুমি শীঘ্র আত্মপরিচয় প্রদান কর।" তখন কর্ণ বলিলেন,—গুরো আমায় ক্ষমা করুন; আমি আপনার নিকট মিথ্যাবাদে বৃথা পরিচয় দিয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি; আমি অধিরথ সূতের পুত্র; সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা। আমার নাম কর্ণ।" এইরূপ যথাজ্ঞান সত্য পরিচয় দিয়া, গুরুদেব পরশুরামের পদ-প্রান্তে পতিত হইলেন। তখন পরশুরাম বলিলেন,—"দেখ কর্ণ,ব্রহ্মাস্ত্র লাভের জন্য, তুমি

আমার সহিত যে অনৃতাচার করিয়াছ, তজ্জন্য, মৃত্যুকালে উহা তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। এক্ষণে শীঘ্র আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর।" পরে হস্তিনায় আগমন করিলে, দুর্য্যোধনের সহিত পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ দৃঢ়ীভূত হয়। কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বরোপলক্ষে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণপ্রমুখ বীরগণের সাহায্যে সেই কন্যাহরণ করেন; এতদুপলক্ষে স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইহাঁর শৌর্য্য বিক্রম দেখিয়া বীরবর জরাসন্ধ প্রীত হইয়া, ইহাঁকে মালিনী নগরী প্রদান করেন। এই সময়ে ইনি পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডব-বিনাশ-মন্ত্রণায় ইনি দুর্য্যোধনকে অশেষবিধ কূটকর্ম্মে উপদিষ্ট করেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীরবর ভীষ্ম বলিতেন,—"সূতপুত্র কর্ণ, কি ধনুর্ব্বেদে, কি শৌর্য্যে, কি ধর্ম্মকর্ম্ম-সাধনে পাণ্ডবগণের পাদভাক্ নহে!"—ইহা ইহাঁর কর্ণে অতীব তীব্র বোধ হইত। ঘোষযাত্রার দুর্দ্দশার পর কর্ণ স্বীয় বলবিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতে সখা দুর্য্যোধনের নিকট মেদিনীমণ্ডল জয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; দুর্য্যোধন কর্ণকে দিগ্বিজয়-যাত্রার আদেশ করিলেন; ইনি শুভ-মুহূর্ত্তে ধনুর্ব্বাণহস্তে বহির্গত হইলেন। কর্ণ অতি স্বল্পকাল মধ্যে সসাগরা ধরা জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; দুর্য্যোধন-পক্ষীয় কৌরবগণ, ইহাঁর অশেষ প্রশংসায় দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তৎপর দুর্য্যোধন মহাসমারোহে বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কর্ণ দুর্য্যোধনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন,—"সখে, অদ্যাবধি আমি আসুরব্রত প্রতিপালন করিব; কোন অর্থীরই প্রার্থনা-পূরণে পরাঙ্মুখ হইব না। যত দিন না অর্জ্জুনের বিনাশসাধনে সমর্থ হই, তত দিন এই ব্রতে রত থাকিব।"—এই সময়ে ইহাঁর পুত্র বৃষকেতু শিশুরূপে ইহাঁর আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছিলেন। একদা কূটচক্রী শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রতিজ্ঞাপালনে কতদূর সমর্থ জানিবার জন্য, বৃদ্ধব্রাহ্মণ-বেশে ইহাঁর পার্শ্বে উপনীত হন; কর্ণ তাঁহার আতিথ্য সংকারার্থক অভীষ্ট ভোজ্যাদির সংস্থান করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অপিচ বলিলেন, তুমি ভার্য্যার সহিত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে স্বহস্তে তোমাদের পুত্রবিনাশ করিয়া, তাহার মাংস পাক করিয়া যদ্যপি খাওয়াইতে পার, তবে ভক্ষণ করিব।" ইনি সস্ত্রীক তাহাই করেন। অতিথি-সৎকারের পর ভগবানের অনুগ্রহে ইহাঁর মৃতপুত্র বৃষকেতু পুনর্জ্জীবিত হয়। একদা রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, সূর্য্যদেব, ব্রাহ্মণ-বেশে ইহাঁকে বলিতেছেন,—"বৎস, দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে তোমার কবচ-কুণ্ডল-হরণ-মানসে কল্য তোমার নিকট আসিবেন। কিন্তু তাহাকে কদাচ তাহা অর্পণ করিও না; উহা অর্পণ করিলেই তোমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।" কর্ণ তখনই বলিলেন,—আপনি কে? আমার ইষ্টেই বা আপনার এত অনুরাগ কেন?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আমি সূর্য্য, তোমার প্রতি আমার স্নেহ থাকায়, এইরূপ বলিতেছি।" কর্ণ বলিলেন, "আপনাকে নমস্কার। সামান্য প্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ অনুচিত!" তখন সূর্য্য বলিলেন,—"যদি তাহাই কর্ত্তব্য বোধ কর; তবে তুমি ইন্দ্রের নিকট হইতে শত্রুঘাতিনী শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কুণ্ডল কবচ প্রদান করিও। ইহাতে তোমার ধর্ম্মপাত হইবে না।" পরে প্রভাতে দেবরাজ ব্রাহ্মণ-বেশে ইহাঁর সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"আয়ুষ্মন্, অঙ্গনাথ, আপনি আমাকে আপনার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দান করুন।" ইনি বলিলেন "হে সুরপতে, আপনি যে দেবরাজ ইন্দ্র, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; আমি কবচদ্বয় ও কুণ্ডল প্রদানে অসম্মত নহি; কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" ইন্দ্র বলিলেন,—"কি অভিলাষ বল!" কর্ণ বলিলেন,—"আমাকে আপনার শত্রুঘাতিনী শক্তি প্রদান করুন।" ইন্দ্র বলিলেন,—"কর্ণ, এই শক্তিগ্রহণ করিয়া, তোমার কবচ কুণ্ডল আমাকে দান কর।" এই শক্তি আমার

হস্ত হইতে মুক্ত হইলে, শত শত্রু নিপাত করিয়া আমার হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হয়; ইহা তোমার হস্ত হইতে চ্যুত হইলে, একটী শত্রু নিপাত করিয়া, আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে।" ইনি বলিলেন, "যাহাকে দেখিয়া আমার ভয়ের সঞ্চার হইবে, ইহাতে তাহাকেই সংহার করিব।" ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া কর্ণের কবচ কুণ্ডল লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ বনবাস ও অজ্ঞাতবাস সময় অতিবাহিত করিয়া, পাঞ্চাল-রাজ-পুরোহিতকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া, সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্রেরণ করেন। তাহাতে ভীষ্মদেব পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া, কৌরব-কল্যাণ অনুমান করিয়া, আনন্দিত হওয়ায়, কর্ণ তাঁহার বিরুদ্ধবাদ করিয়া শকুনির প্ররোচনায় উত্তেজিত করিলে, দুর্য্যোধনকে বিনা যুদ্ধে রাজ্যাংশ ত দূরের কথা সূচিবিদ্ধ মৃত্তিকাও দেয় নহে,—এই বলিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করেন; পরে সমর সংঘটন হইলে, মহারথ ভীষ্ম কৌরব পক্ষের সেনানায়ক হইলেন। তখন তিনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস। কর্ণবাক্যে প্রত্যয় করিও না। কর্ণ হীনজাতি নীচপ্রকৃতি, তাহার উপর ইহার সহজ কবচ কুণ্ডল দান করিয়া, হীনবল—অধিকন্তু গুরুর শাপে নষ্ট। আমার মতে ও একটী অর্দ্ধরথী। ইহাতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পিতামহ, আমার কোন অপরাধ নাই, তথাপি আপনি কঠোর বাক্যে আমায় মর্ম্মপীড়া দিতে-ছেন—ভাল যত দিন আপনি সমরে সেনানায়ক থাকিবেন, ততদিন আমি অস্ত্রধারণ করিব না। ভীষ্মের নিধনের পর আমি একাই এই সমস্ত শত্রুনিপাত করিয়া ভারত-রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া দিব।" দশ দিনের যুদ্ধাবসানে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলে, কর্ণ এক দিন রজনীযোগে তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন,—"হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার ঘৃণার পাত্র রাধেয় কর্ণ, আপনার চরণ প্রান্তে উপনীত।" ভীষ্ম নেত্রোন্মীলন করিয়া রক্ষীদিগকে অন্তরালে গমন করিবার অনুমতি দিয়া, সস্নেহে ইহাঁকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "কর্ণ, আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। অধিরথ তোমার পিতা নয়, তবে তুমি যে আমার পরুষ বাক্যে ব্যথিত হইতে, তাহাতে আমার উদ্দেশ্য তোমার পাণ্ডবদ্বেষ নষ্ট করা! আমি তোমায় ব্রহ্ম-নিষ্ঠ দানবীর বলিয়া বড়ই ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার কৃত্রিম ক্রোধ ছিল; তাহার উদ্দেশ্য তোমার সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত তোমার প্রীতি-স্থাপন। আশা করি, তাহা করিও। তাহা হইলে আমার অভীষ্ট কর্ম্ম ও তোমার মঙ্গল হইবে"। কর্ণ বলিলেন,—"পিতামহ, আপনার বাক্যে জানিলাম, আমি যে কুন্তীদেবীর পুত্র তাহা স্থির। এত দিন আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত হইয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া, শেষে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে পারিব না।" ভীষ্ম তখন উপদেশ করিলেন,—"তবে স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ করিও, কখনও কূটযুদ্ধ করিও না; তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" ভীষ্ম আহত হইয়া শরশয্যাশায়ী হইলে, দ্রোণাচার্য্য কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইলেন; তাঁহার সেনা-পতিত্বের অধীনে কর্ণ বহু যুদ্ধে কূটনীতির অনু-সরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অভিমন্যু-বধ ঘটে। পরে অর্জ্জুন-বধের জন্য, যে শত্রু-ঘাতিনী শক্তি রক্ষা করিয়া, আসিয়াছিলেন, ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপত্তি বোধ করায় সেই অস্ত্র প্রয়োগে তাহার বিনাশ সাধন করেন। পরে পাণ্ডবগণের কূটনীতিতে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, ইনিই সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন; ইনি শল্যকে সারথি করিয়া, সৈন্যসমূহে মকরব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পাণ্ডবাক্রমণে উদ্যত হইলে, অর্জ্জুনও অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া, ঘোর তর সমরের অবতারণা করেন। পরে ইনি বহু সৈন্য বিনাশ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন; পরে ভীমের সহিত সমরে মূর্চ্ছিত হন। পরে ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের বহুপুত্র বিনাশ করিলে, ইনি মূর্চ্ছোত্থিত হইয়া, তাহার সারথি বিনাশ করেন; পরে পাদচারী হইয়া ভীমসেন ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুনরায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হন। অর্জ্জুন এদিকে সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, শেষে ইহাঁকে আক্রমণ করেন। পরে বাসুদেবের কৌশলে ও অর্জ্জুনের হস্তে ইহাঁর বিনাশ হয়। ইনি বিশিষ্টবিক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন; কর্ণ এক দিন মাতা কুন্তীর নিকট অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কাহারও, বিনাশ চেষ্টা করিবেন না, এই প্রতিশ্রুতি করায়, ইনি যুধিষ্ঠিরাদির পরাজয় করিয়াও তাঁহাদিগের বধ সাধনে সচেষ্ট হন নাই। ইহাঁর ন্যায় দানশৌণ্ড আর নাই। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষকেতু বা বৃষসেন; সত্যসেন, ব্যতীত সুষেণ, প্রসেন প্রভৃতি আরও কয়েকটী পুত্র ছিল; সকলেই কুরুক্ষেত্রের সমরে প্রাণত্যাগ করেন।

কর্ণপিশাচী—তন্ত্রোক্ত-দেবীবিশেষ। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, রক্তনয়না, ত্রিনয়ণা খর্ব্বা লম্বোদরা রক্তজিহ্বা, বরাভয়হস্তা ঊর্দ্ধমুখী, জটাধারিণী শবহৃদিবাসিনী। ইহাঁর পূজায় মধ্যরাত্রিকালে দগ্ধমান বলি দেয়। ইহাঁর পূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।

কর্ণশ্রবাঃ—মুনিবিশেষ।

কর্দ্দম—কীর্ত্তিমানের পুত্র, ইনি একজন প্রজাপতি ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম অনঙ্গ।—ইনি সত্যযুগে ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ পাইয়া, পুণ্যতীর্থ সরস্বতীতীরে বিন্দু-সরোবরতীর্থে দশ সহস্রবর্ষকাল তপশ্চরণে ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া, তৎপ্রসাদে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে পত্নীত্বে লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ কপিলরূপে অবতীর্ণ হন। দেবহূতির গর্ভে ইহাঁর অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি, ও কলা, এই নয়টী কন্যা জন্মে। কপিলের জন্মের পর ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

কলন—১ কদ্রুগর্ভসম্ভূত নাগবিশেষ।

কলমস্পাতক—নাগবিশেষ।

কলা—কর্দ্দমের দেবাহুতিগর্ভসম্ভূতা কন্যা। ব্রহ্মনন্দন ব্রহ্মর্ষি মরীচির পত্নী। ইহাঁর গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমি নামে দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

কলাবতী——কান্যকুব্জ-রাজকন্যা—যজ্ঞকুণ্ডোদ্ভূতা, রাজা কৃষ্ণভানুর পত্নী; ইহাঁর গর্ভে রম্ভার জন্ম হয়।

কলি—ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগিনী হিংসার গর্ভজাত; ইনি অত্যন্ত জুগুপ্সিত, কৃষ্ণবর্ণ তৈলাভ্যক্ত, কাকতুল্যোদর, বিকটবদন, লোলজিহ্ব, পূতিগন্ধময়াঙ্গ, ইনি স্বীয় ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করেন। ইহাঁর ভয় নামে পুত্র ও মৃত্যু নাম্নী কন্যা হয়। ইনি নিষধাধিপতি পুণ্যশ্লোক নল ও তন্মহিষী দময়ন্তী উভয়কেই বহু নিগ্রহে নিগৃহীত করেন। (নল দেখ) ইহাঁর অধিকার ৪৩২০০০ বৎসর।

কলিঙ্গ—বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে ইহাঁর জন্ম। ইনি কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

কল্কি—বিষ্ণুর দশম অবতার। ভাগবতমতে দ্বাবিংশ অবতার। ইনি কলির শেষে সম্বলপুরে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিবেন। চৈত্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে ইহাঁর জন্ম। ইনি ভার্গবের নিকট নিখিল শাস্ত্র ও মহাদেবের নিকট হইতে সর্ব্বত্রগামী অশ্ব ও সর্ব্বতত্ত্ববিৎ শুক লাভ করেন। শেষে শান্তনুনন্দন দেবাপি সূর্য্যবংশীয় মরু, ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ সহিত দীক্ষিত হইয়া, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। পরে মহাদেবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মহাদেবের অসি চালনা করিয়া, ম্লেচ্ছকুল নির্ম্মূল করতঃ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দক্ষিণারূপ সমগ্র পৃথ্বী ব্রাহ্মণে ন্যস্ত করেন। পরে মহাপ্রলয়-কালে পৃথিবীর ধ্বংস ও ইহাঁর অন্তর্দ্ধান হয়।

কল্মাষ—নাগবিশেষ।

কল্মাষপাদ—ইনি সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘুর পুত্র; ইহাঁর রামায়ণকথিত নাম প্রবৃদ্ধ। অপরন্তু সৌদাস নামে খ্যাত। শাপবশে মাংসাশী রাক্ষস হওয়ায়, ইহাঁর কল্মাষপাদ নাম হয়। ইহাঁর পত্নী মদয়ন্তী। ইনি প্রথমতঃ একান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। একদা ইনি মৃগয়ার্থ রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, বনে প্রবেশপূর্ব্বক, অভীষ্ট মৃগয়া সমাপন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনার্থ সত্বর আসিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি ইহাঁর সম্মুখস্থ হইলেন; তাহাতে ইনি তাঁহাকে পথ

ত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু শক্তি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আদেশমত পথ ত্যাগ করা হীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে কবায়, অপসৃত হইলেন না; তাহাতে ইনি রুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি কশাঘাত করিলেন। তাহাতে শক্তি ইহাঁকে রাক্ষস হও বলিয়া শাপ দেন। সেই সময় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের বিবাদ চলিতেছিল; বিশ্বামিত্র স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির অবসর দেখিয়া, কিঙ্করনামা রাক্ষসকে এই অভিশপ্ত রাজশরীরে আবিষ্ট হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইনিও রাক্ষস হইয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট মাংস-ভোজন-প্রার্থী হইলে, ইনি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, পুর-প্রবেশ-পূর্ব্বক সূদগণের আহ্বান করিয়া, বলিলেন, অদ্য নর-মাংস-পাক করিয়া, তদ্দ্বারা এই মাংসাশী ব্রাহ্মণের আতিথ্য সৎকার কর। তাহারা রাজাদেশে তাহাই করিল; আগন্তুক ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন,—"রাজা যেমন রাক্ষসবৎ আমায় নর-মাংস-ভক্ষণ করিতে দিলেন, সেইরূপ রাক্ষস দেহে নর-মাংসভুক্ হইয়া জীবনাতিপাত করুন।" এইরূপে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইবার পর ইনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বনগমন করেন; ইহাঁর পতিব্রতা পত্নীও সহচারিণী হন। ইনি বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে শক্তিকে দেখিয়া, তাহাকে উদরস্থ করিলেন; পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের ১০টী পুত্রের বিনাশ সাধন ও ভক্ষণ করিতে ক্রুটী করেন নাই। অতঃপর এক দিন ইনি মহিষী সমভিব্যাহারে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে—একটী ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে শৃঙ্গার-সুখভোগে রত দেখিয়া তৎপ্রতি অগ্রসর হওয়ায়, তাঁহারা লজ্জাপ্রযুক্ত তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন; তখন রাক্ষসরূপী রাজা সেই বিরংসু ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরে তৎপত্নী অঙ্গিরানন্দিনী স্বামীকে রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া, রাজাকে অভিশাপ দিলেন,—যেমন তুমি আমার রতিপূর্ণ হইতে না হইতে আমার স্বামীকে ভক্ষণ করিয়া আমার সুখের অন্তরায় হইলে, তেমনই তুমি পত্নীসঙ্গম-কালে প্রাণত্যাগ করিবে; অপিচ আমার ভ্রাতার ঔরসোৎপন্ন তোমার ক্ষেত্রজ সন্তানই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।" এই মাত্র বলিয়া স্বামীর পদ চিন্তা করিতে করিতে হুতাশনে দেহার্পণ করিলেন। রাজমহিষী মদয়ন্তী এই শাপ সংবাদ অবগত হইয়া, পাছে ইনি তাঁহার সম্ভোগে উদ্যত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, এই ভয়ে তিনি রাজার অনুমতি লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রগুপ্তের পূজাস্থানে উপনীত হইলেন, দৈববশে তাঁহার পূজায় রত হওয়ায়, ইহাঁর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ধ্বংস হয়। পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতে করিতে শক্তি-পত্নী অদৃশ্যন্তীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে উদরস্থ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ইহাঁর শাপমোচন করিয়া পূর্ব্বদেহ প্রদান করিলেন; তাহাতে ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পরে অঙ্গিরা-নন্দিনীর শাপবৃত্তান্ত তাঁহার বিদিত করাইয়া মদয়ন্তীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। এবং গুরুর উপদেশের অনুসরণ করিয়া দান ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সুখে রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন!

কশ্যপ—মহর্ষি মরীচির কলা-গর্ভসম্ভূত পুত্র, ইনি প্রজাপতি দক্ষের দিতি অদিতি প্রভৃতি সপ্তদশটী কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের গর্ভে সপ্তদশ জাতি উৎপন্ন হয়। মহাভারত মতে ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার পরিণেতা। (১) অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, ও বামন—এই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু হইতে দৈত্যবংশ বিস্তৃত হয়। (৫) দনুর গর্ভে বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, বৃষপর্ব্বা, মহোদর, নিকুম্ভ, প্রভৃতি চত্বারিংশসংখ্যক দানবের জন্ম হয়। সিংহিকার গর্ভে রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্রমর্দ্দন নামে পুত্র হইয়াছিল। বেদনায়ুর গর্ভে বিক্ষর, বল, বীর, ও বৃত্র নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মিয়াছিল। (৬) কলার গর্ভে কালেয়গণের জন্ম হয়। (৭)

বিনতার গর্ভে অরুণ, গরুড়, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, আরুণি ও বারুণি পুত্র ষট্ক হইয়াছিল। (৮) কদ্রুর গর্ভে নাগগণের জন্ম হইয়াছিল। (৯) মুনির গর্ভে ভীমাসন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চ, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুক্ত, ভীম, চিত্ররথ, শালি, শিবী, পর্জ্জণ্য, কলি ও নারদের জন্ম হয়। ইহাঁরা সকলেই গন্ধর্ব্ব ও দেবশ্রেণীর অন্তর্গত। (১০ প্রধার গর্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মগনিপ্রিয়া, অনুপা, সুভগা ও ভাগী ;—এই কয়েকটী কন্যাও শিদ্ধপূর্ণ, বর্ষি, পূর্ণায়ুঃ ব্রহ্মায়ণি, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্ববসু, ভানু ও সুচন্দ্র—এই কয়েকটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১) কপিলার গর্ভে গো, ব্রাহ্মণ, অমৃত, হাহা, হুহু, তুম্বুর প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুরতা, সুবজা, মুন্দ্রিহা প্রভৃতি কতিপয় অপ্সরার জন্ম হইয়াছিল। (১২) ক্রোধের গর্ভে হীন বর্গগণ ও (১৩) বিশ্বার গর্ভে হীন জন্তুগণের জন্ম হইয়াছিল। বিশ্বা সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন ;—ইনি বরুণের গতি হরণ করায়, ব্রহ্মশাপে বসুদেব ও অদিতি সহায়তা করায়, দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চনষ্ঠীবী—মহারাজ সৃঞ্জয়ের পুত্র। মহারাজ সৃঞ্জয়ের দ্বারা মহর্ষি পর্ব্বত ও দেবর্ষি নারদ পরিতুষ্ট হইলে, ইহাঁকে বর প্রদানে উদ্যত হন। তাহাতে ইনি বিজয়ী শক্তিমান্ পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ঐ পুত্র দেবেন্দ্রবিজয়ী হয়,—ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। মহর্ষি পর্ব্বত তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন,—"মহারাজ, আমি পরমপরিতোষ লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আশানুরূপ বিপুল পরাক্রমশালী এক পুত্র লাভ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আপনার মনে বাসববিজয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকায়, বোধ হয়, আপনার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না। আপনার ঐ পুত্র অল্পায়ুঃ হইবে। যদি দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে আপনার ঐ পুত্র রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে, ঐ পুত্র দীর্ঘজীবী হইবে সন্দেহ নাই। রাজা মহর্ষি পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হওয়ায়, দেবর্ষি নারদ বলিলেন, রাজন্, দুঃখিত হইবেন না। ঐ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, আমায় স্মরণ করিবেন ; আপনার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব।" পরে ইনি রাজা সৃঞ্জয়ের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন ; পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইন্দ্রের বজ্রে ইহাঁর প্রাণ বিনাশ হয়। পরে মহারাজ সৃঞ্জয়ের স্মরণমাত্রই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া, ইহাঁর প্রাণদান করেন। পরে রাজা সৃঞ্জয়কে বিবিধ উপদেশ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রস্থান করেন। ইনি সৃঞ্জয়ের পর বহুকাল পিতৃরাজ্যের পালন করিয়া বার্দ্ধক্যে পুত্র হস্তে রাজ্য সমর্পণান্তর স্বর্গগত হন।

কাণভূতি—ইনি ধনেশ্বর কুবেরের অনুচর, শাপভ্রষ্ট হইয়া বিন্ধ্যগিরিতে ভ্রমণ করিতেন ; রক্ষোদেহে ইহাঁর নাম সুপ্রতীত, পূর্ব্বে সর্ব্বলোকবিদিত স্থূলশিরা নামে এক রাক্ষস ছিল ; তাহার সহিত ইহাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ; যক্ষপতি কুবের ইহাঁকে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলেন ; ইনি তাহাতে উপেক্ষা করায়, কুবের শাপ দেওয়ায়, পিশাচ হন। ইহাঁর ভ্রাতা দীর্ঘাক্ষ ইহাঁর শাপ মোচনের উপায় করেন যে, পুষ্প সম্মুখে মহাদেব-কথিত মহাকথা শ্রবণ করিয়া, সত্যবানের নিকট কীর্ত্তন করিলে, মুক্ত হইবেন।

কাত্যায়ন—স্মৃতিশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। মহর্ষি গৌতম পুত্র, স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া খ্যাতির সহিত অমরত্ব লাভ করেন। কর্ম্মপ্রদীপ (ছন্দোগ পরিশিষ্ট) ইহাঁরই প্রণীত। ২ ব্যাকরণের বার্ত্তিককার বররুচি।

কাত্যায়নী—মহিষাসুর বধের জন্য, হিমালয়স্থ কাত্যায়নী। ক্রমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে শক্তির সমবায়ে ইহাঁর সৃষ্টি করেন ; মহর্ষি কাত্যায়ন অগ্রে ইহাঁর পূজা করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ইনি উদ্ভূতা হইয়া শুক্লা অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন। দেবী দশমীতে মহিষাসুর বধ করেন। অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত আছে।

কানীন—উরুশ্রবার পৌত্র ও দেবদত্তের পুত্র।

ইনি সাক্ষাৎ অগ্নির অবতার, ইহাঁর অপর নাম অগ্নিবেশ্য। ইনি বয়ঃস্থ হইলে, মহর্ষি জতুকর্ণ নামে বিখ্যাত। অগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রহ্মকুল ইহা হইতে উৎপন্ন।

কামদেব—ব্রহ্মার মানস-পুত্র; অথর্ব্ববেদে ইহাঁর স্তুতি আছে; ইনি মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া, তাঁহার কোপাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় অনঙ্গ হন, পরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মূর্ত্তি সৌম্য, দাড়িমী-কুসুমাভ, বামাঙ্কে রতিযুক্ত, রক্তাম্বরপুষ্প, ধনুর্দ্ধর। সন্ধ্যার তপস্যায় বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া, জীবের কৌমারাবসান হইতে বার্দ্ধক্যের প্রাক্-কাল পর্য্যন্ত সমস্ত যৌবনে ইহাঁর অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কামন্দক—ইনি এক জন মহর্ষি; ইনি রাজা অঙ্গবিষ্টকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ত্যাগ করিয়া, কেবল কামনা-পূরণে ব্যস্ত হয়,তাহার বুদ্ধি নষ্ট হয়; সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল মোহ, মোহ তাহাকে নাস্তিক ও দুরাচার করে; এইরূপ ব্যক্তি রাজসমীপে দণ্ডার্হ।"

কালকা—কালকেয় নামধেয় অসুরগণের আদিমাতা ইনি এবং পুলোমা তপস্যায় ব্রহ্মার তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হইয়া, পুত্রগণের জন্য বরলাভ করিয়াছিলেন।

কালকাক্ষ—একজন দুর্দ্দান্ত দানব। গরুড় হস্তে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কালকেয়—কালকাগর্ভসম্ভূত অসুরগণ। ইহাঁ-দিগের মাতা কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মার তুষ্টি-বিধান করিয়া, বরলাভ করেন যে, ইহাঁরা অল্প দুঃখভোগী ও দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগগণের অবধ্য। পদ্মযোনি ব্রহ্মা "হিরণ্যপুর" দেবাদি সকলেরই অনভিভবনীয় এক নগর দান করেন। ইহাঁরা সেই স্থানে বাস করিতেন। পৌলম নামে আর একজাতীয় দানব ইহাঁ-দিগের সহবাসী বা প্রতিবেশী ছিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিবাতকবচ বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই অসুরদিগের বধ করিয়াছিলেন।

কালনেমি—দানববিশেষ; ইহাঁর শরীর মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ, বর্ণ শ্বেত, শতবাহু ও শত-বদন। কেশ ধূম্র বর্ণ, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ, দন্তগহ্বর অতিক্রম করিয়া, বহির্ভাগে সর্ব্বত্র বিস্তৃত; ইনি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। দেবগণকে পরাজিত করিয়া, স্বীয় দেহ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, একাকী সমগ্র দেবপ্রধানগণের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে নারায়ণ হস্তে নিহত হন। এই দানবই পরে কংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিনাশের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করেন। ২। লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুল; ইনি চতুর্হস্ত ও চতুর্ম্মুখ। যৎকালে শক্তিশেল বিদ্ধ লক্ষ্মণের প্রাণদানার্থ হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন, সেই সময়ে লঙ্কাধিপতি রাবণ ইহাঁকে অর্দ্ধরাজ্য দানের লোভে প্রলুব্ধ করিয়া, হনুমানের বিনাশ জন্য, নিযুক্ত করেন। ইনি ছদ্মবেশে যোগী সাজিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নিকটস্থ সরোবরে স্নানার্থ প্রেরণ করিলেন; উদ্দেশ্য তত্রত্য নক্র তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু হনুমান্ নক্রগ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক, সেই নক্রের প্রাণ নাশ করিয়া, তাঁহার উদ্ধার ও তন্মুখে ছদ্মবেশী যোগী কাল-নেমির দুরভিসন্ধির পরিচয় পাইয়া, তৎপরে কালনেমির বিনাশ সাধনপূর্ব্বক ইহার দেহ রক্ষো-রাজ-সভায় নিক্ষেপ করেন।

কালপুরুষ—যমসহায়। ইনি দেবগণের আদেশে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের সভায় গমন করেন। কথোপকথনের সময় অন্য কেহ আগমন করিলে,তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করান। তাহার পর, লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাম-চন্দ্রকে তাহার বর্জ্জনে সম্মতিপ্রদান করিতে হয়।

কালযবন—গার্গ্যের ঔরসে গোপালীনাম্নী অপ্স-রার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মহামুনি গার্গ্য মথুরাবাসীদের প্রতি জাতক্রোধ-বৈরনির্য্যাতন-মানসে অজিতজয় নামক স্থানে লৌহচূর্ণ মাত্র ভক্ষণে দ্বাদশবর্ষকাল রুদ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকেন; ইহাতে রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া, ইহাঁকে পুত্ররূপে আত্ম প্রদান করেন। ইনি রাজধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবর্গবিৎ,

রাজোচিত ষড়্‌গুণসম্পন্ন। অপরতঃ ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রণকুশল, মন্ত্রণানিপুণ, বিদ্বান্‌ ও ধনী ছিলেন। মহারাজ জরাসন্ধের সহিত ইহাঁর বিশিষ্ট সদ্ভাব ছিল। শেষবারে ইনি জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণের পূর্ব্বেই কুট-রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মথুরাবাসীকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি জানিতেন, কাল-যবন মাথুরগণের অবধ্য। সুতরাং কালযবনের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া, এক পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত রহিলেন। ঐ গুহায় সূর্য্যবংশীয় মুচুকুন্দ রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, নিদ্রিত ছিলেন। ইনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে কৃষ্ণবোধে যেমন পদাঘাত করেন, অমনই তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে বিনষ্ট হন।

কালা—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা—মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইনি কালকেয় অসুরগণের এবং রাক্ষসগণের জননী।

কালাগ্নিরুদ্র—ইনি সকল ভূতেরই নিরন্তর পরি-চালন করেন। কার্য্যতঃ ইনি কাহারও অনুকূল বা প্রতিকূল নহেন।

কালিকামুখ—একজন রাক্ষস সেনাপতি। সুমালয়-পত্নী কেতুমতির গর্ভসম্ভূত পুত্র। লঙ্কাপতি রাবণের মাতুল।

কালিন্দী—কৃষ্ণের পত্নী, সূর্য্যের কন্যা, ইনি বিবা-হের পূর্ব্বে যমুনার গর্ভে বাস করিতেন; ইহাঁর গর্ভে শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র শান্তির, দর্শ, পূর্ণমাস, সোমক,—এই দশ পুত্র হয়। ২। অসিত রাজার পত্নী; যখন ইহাঁর স্বামী রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া, হিমালয়াশ্রয়ে দেহত্যাগ করেন, তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন; ইহাঁর সপত্নী ইহাঁকে অন্তর্বত্নী দেখিয়া গর্ভনাশেচ্ছায় ইহাঁকে গরল দান করেন। পরে মহর্ষি চ্যবনের অনু-গ্রহে ইহাঁর গর্ভ রক্ষা পায় ও তাহাতে সগর রাজার জন্ম হয়। ৩। একজন অসুরকায়া মাত-ঙ্গের পত্নী।

কালী—বৈদিকযুগে পবিত্র অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে কৃষ্ণজিহ্বা। পরে শিবোপরি প্রতিষ্ঠিতা মহাশক্তি। দেবীর কল্পনায় পূজা চলিতেছে। অম্বিকার ললাটোৎপন্না দেবী। চণ্ডাসুরের বধের সময় ইনি মহাশক্তির ললাট হইতে উদ্ভূতা এবং লোল জিহ্বাবপ্রসারে রক্তবীজের সমগ্র রক্ত পান করিয়া তাহার বিনাশ করেন। অপরতঃ মহাভাগবত-মতে সতী দক্ষযজ্ঞ গমন-কালে মহাদেবকে দশমূর্ত্তি প্রদর্শনে স্তম্ভিত করিয়া, শেষে এই আদ্যামূর্ত্তিতে গমন করেন। সেই মূর্ত্তি সুস্নিগ্ধা অঞ্জনপ্রভা ও দিগম্বরী। আকর্ণবিশ্রান্তনয়না, পূর্ণযৌবনা, আলুলায়িত-পাদস্পর্শলম্বমানকেশা, লোলজিহ্বা, মুণ্ড-মালাবিভূষিতা, বরাভয়-খড়্গ-মুণ্ডযুক্ত-বাহুচতুষ্টয়-সংযুতা, নানালঙ্কারভূষিতা।

কালীয়—নাগবিশেষ। গরুড়ের আহার হরণ করায় উভয়ে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কালীয় পরাস্ত হইয়া, গরুড়ের অভিসম্পাত ফলে, যমুনায় তাহার যাইবার শক্তি নাই জানিয়া, যমুনায় আশ্রয় লয়। পরে ইহার বিষাগ্নিতে স্থানীয় লোকের কষ্ট হওয়ায়, কৃষ্ণ ও বলরামের শক্তিতে বিধ্বস্ত হইলে, গরুড়ের ভয় মোচন করাইয়া লইয়া, সমুদ্রাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়।

কাশীরাজ—দ্বাপরযুগে কাশীরাজ্যের অধিপতি। ইনি দিবোদাস নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা নামে ৩টী কন্যা ছিল। ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। চিকিৎসা গ্রন্থেও ইহাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। (অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা দেখ)।

কাশ্যপ—জনৈক বিষবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ, ইনি এক জন সিদ্ধ মহর্ষির শিষ্য, তাঁহার উপদেশে বহুবিধ মন্ত্রৌষধি লাভ করায়, বিষ-চিকিৎসায় সুনিপুণ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মশাপে মহারাজ পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনে মৃত্যু স্থির হইলে, তাঁহার রক্ষার জন্য, ইনি উদ্যত হইয়া হস্তিনা-ভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়; উভয়ের পরিচয়ে তক্ষক কাশ্যপের বিষহরণী বিদ্যার ও শক্তির উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে ধনরত্নদ্বারা তুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন। যে বটবৃক্ষে দংশন করিয়া তক্ষক কাশ্যপের নিকট বিষহরণী বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করেন; সেই বৃক্ষ

সমীপে শুষ্ক-কাষ্ঠাহরণ জন্য, একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণই মহারাজ জন্মেজয় সমীপে তাহা ব্যক্ত করেন। ইনি এক ধনগর্ব্বিত বৈশ্য কর্তৃক পীড়িত হইয়াও, ক্ষমাগুণে তাহার সকল অপরাধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

কাহাড়—মহর্ষি উদ্দালকের প্রিয় শিষ্য। গুরু ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিখিল শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান ও স্বীয় স্নেহধারা কন্যা সুজাতার সহিত ইহাঁর বিবাহ দিয়াছিলেন; ইনি গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্যা সমাপনান্তে কিয়দ্দিবস পরে ইহাঁর পত্নী সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। একদা ইনি স্বরযোগে বেদপাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পত্নীগর্ভস্থ পুত্র ইহাঁর পাঠ-ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রুষ্ট হইয়া, "তুমি গর্ভস্থ হইয়াও এত বক্রী দোষদর্শী, অতএব তোমার অষ্টাঙ্গে বক্র হইয়া জন্মগ্রহণ কর। পরে একদা ইহাঁর পত্নী ইহাঁকে বলিলেন, নাথ, আমার গর্ভ প্রসবকাল উপনীত, আপনিও নিঃস্ব, গর্ভপ্রসূত হইলে, জাত-কর্ম্মাদির সাধন হইবে কিরূপে? সুতরাং বদান্যবর রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করিয়া ধন সংগ্রহ করুন।" ইনি পত্নীর প্রস্তাবমত রাজর্ষি জনকের প্রাসাদে উপনীত হইলে, বেদবেত্তা বরুণপুত্র তার্কিক বন্দী বিচারে ইহাঁকে পরাস্ত করিয়া, পণানুসারে, ইহাঁকে সমুদ্র গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ইনি সমুদ্রের মধ্যে বরুণা-লয়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মতে ব্রতী হইলেন। এদিকে যথাকালে ইহাঁর পত্নী পুত্র প্রসব করিলেন; সেই পুত্র পিতৃশাপে অষ্টাঙ্গবক্র হন। পরে এই কাহাড় পুত্র অষ্টাবক্রের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃ-ক্রম হইলে, মাতুল শ্বেতকেতুর সহিত রাজর্ষি জনকের ভবনে উপনীত হইয়া, বিচারে বরুণনন্দন বন্দীকে পরাভূত করেন। বন্দী তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, বরুণালয় হইতে কাহাড় প্রভৃতি নিমজ্জিত পণ্ডিতগণের যথাবিধি পূজা করিয়া, আনয়ন করেন। এইরূপ পুত্রকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া, কাহাড় পুত্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিতে আদেশ করেন; তিনি সমঙ্গায় স্নান করিয়া অষ্টাবক্রত্ব ত্যাগ করিয়া, স্বাভাবিক সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি অষ্টাবক্র নামেই প্রসিদ্ধ রহিলেন।

কিঙ্কর—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুগত জনৈক রাক্ষস; এই রাক্ষস তাঁহার আদেশে মহারাজ সৌদাসের শরীরে আবিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্দম—জনৈক মুনিতনয়;—তপঃপ্রভাবে সপত্নীক মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক নিয়ত কামকেলি করিতেন, মহারাজ পাণ্ডু মৃগভ্রমে নিশিত শরে ইহাঁর বধসাধন করায়, ইনি "স্ত্রীসঙ্গমকালে তোমার মৃত্যু হইবে"—এই শাপ প্রদান করেন।

কিরিটী—পাণ্ডব অর্জ্জুনের নামান্তর; ইন্দ্রের জন্য, নিবাতকবচনামক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধগমন-কালে দেবেন্দ্র ইহাঁর মস্তক দৈবকিরীটে ভূষিত করিয়া দেন; তজ্জন্যই ইহাঁর এই নাম।

কির্ম্মীর—বক রাক্ষসের ভ্রাতা; হিড়িম্ব রাক্ষসের বন্ধু। দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে প্রবেশ করেন, তখন এই দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাদিগের আক্রমণ করিলে পর, পাণ্ডব-পুরোহিত ধৌম্য মায়াবলে ইহাঁর সমস্ত মায়া বিনষ্ট করিলে, ভীমসেনকে স্বীয় বন্ধুর ঘাতক ও ভ্রাতৃহন্তা জানিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং নিহত হয়।

কিশোর—বলির পুত্র,—অসুরবিশেষ।

কীচক—কেকয়-রাজপুত্র ও মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক; পাণ্ডবগণের বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাস-কালে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীনাম্নী পরিচারিকা নিযুক্তা থাকিলে, তাহার প্রতি কীচকের কাম-দৃষ্টি পতিত হয়; ছলে কৌশলে বহুবিধ চেষ্টায় অপূর্ণমনোরথ হইয়া, শেষে ভগিনী সুদেষ্ণার নিকট অনেক অনুনয় করিয়া, সৈরিন্ধ্রীকে কোন কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহার গৃহে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। পরে সুদেষ্ণা কীচক-গৃহ হইতে সুরা আহরণ করিবার জন্য, সৈরিন্ধ্রীকে প্রেরণ করায়, দ্রৌপদী ভীতা হইয়া, সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে করিতে গমন করিলেন। তাহাতে সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর রক্ষার জন্য, একটী রাক্ষস নিযুক্ত হইল। দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশমাত্রেই কীচক আক্রমণোদ্যত হইলে, ভীতা দ্রৌপদী বিরাটকে "মহারাজ রক্ষা করুন"—

এই শব্দ করিতে করিতে রাজসভা প্রবেশে উদ্যতা হইলে, কীচক পশ্চাৎ হইতে যেমনই তাঁহার কেশাকর্ষণে প্রতিনিবৃত্তা করিতে সচেষ্ট হইলেন, অমনই তপনপ্রদত্ত রাক্ষসপ্রহরীর প্রহারে ইনি ভূমিতলে পতিত হইলে, মুক্তকেশা দ্রৌপদী ভর্ত্তৃবর্গের উদ্দেশে বহু অনুযোগ ও বিরাট-রাজসমীপে তীব্র অভিযোগ করিয়া প্রস্থান করেন। পরে ভীমের সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্কেতানুসারে রাত্রিকালে নাট্যগৃহে অভিসারে স্ত্রীবেশী ভীমের হস্তে পিণ্ডবৎ বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার পরাজয় মৎস্যদেশের সীমাবৃদ্ধি ইহাঁর বীরত্বের সূচক।

ীর্ত্তি—দক্ষের কন্যা,—ধর্ম্মের পত্নী।

ীর্ত্তিমান্—বিষ্ণুর মানসপুত্র, বিরজার পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম কর্দ্দম। ইনি বিষয়বাসনাশূন্য ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন। ২। বসুদেব ও দেবকীর পুত্র; কংসকর্ত্তৃক নিহত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন।

ীর্ত্তিরথ—চন্দ্রবংশসম্ভূত মহারাজ প্রতীন্ধকের পুত্র, ইহাঁর পুত্রের নাম দেবমীঢ়।

ীর্ত্তিরাত—চন্দ্রবংশীয় রাজা মহীধ্রকের পুত্র; ইহাঁর পুত্র মহারোমা।

কুন—কদ্রুগর্ভসম্ভূত নাগবিশেষ।

কুর—যদুবংশীয় অন্ধকরাজপুত্র; এতদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ। ২। নাগবিশেষ।

ক্ষি—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম বিকুক্ষি।

জ—১। মঙ্গলগ্রহের নামান্তর। ২। নবকাসুরের নামান্তর।

জা—কাত্যায়নী দেবীর নামান্তর।

ঞ্জর—ওঙ্কারতীর্থবাসী একটী বৃদ্ধ শুকপক্ষী। ইনি মহর্ষি চ্যবনকে অনেক উপদেশ করেন।

টিলা—১। সরস্বতী নদীর নামান্তর। ২। আয়ান-ভগিনী রাধিকার ননন্দা।

ণিগর্গ—তপঃপ্রভাবসম্পন্ন জনৈক মহর্ষি। ইনি মানস হইতে একটী চিরকুমারী কন্যার সৃষ্টি করেন। তাই ইহাঁর অপর নাম বৃদ্ধকন্যক।

ণ্ডক—রাজা ক্ষুদ্রকের পুত্র—কুলকের নামান্তর। ইহাঁর পৌত্রই ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা।

কুণ্ডধার—একটী মহামেঘ; কোন ব্রাহ্মণ ধন-কামনায় ইহাঁর উপাসনা করিয়া, সন্তোষবিধানে সমর্থ হইলে, ইনি দেবগণের নিকট হইতে ধর্ম্ম-যাচ্ঞা করিয়া, সেই প্রার্থিত ধর্ম্ম তাঁহাকে দান করেন।

কুণ্ডলী—গরুড়ের পুত্র।

কুণ্ডী—জনৈক ঋষি।

কুৎস—১। বৈদিক ইন্দ্রের উপাসক জনৈক ঋষি। ২। অর্জ্জুনের পুত্র।

কুথুমী—পৈশিঞ্জির শিষ্য। ইহাঁর প্রচারিত সাম-বেদ শাখার নাম কৌথুমী শাখা।

কুম্ভোদরী—লঙ্কেশ্বর রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভের কন্যা; ইনি কীলকঞ্জনামা রাক্ষসের পত্নী। ইহাঁর পুত্রের নাম বিকুঞ্জ। যে সময়ে কল্কিদেব সপরিজনে চক্রতীর্থে অবগাহনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে হিমালয়নিবাসী ঋষিগণ আসিয়া তাঁহার কাছে ইহাঁর কথার উত্থাপন করিলে, কল্কিদেব সসৈন্যে হিমালয়-যাত্রা করেন, তথায় ইহাঁর নিঃশ্বাসাকর্ষণে উদরস্থ হইলে পর ইহাঁর উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গমন করেন। তাহাতেই ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কুন্তী—যদুবংশাবতংস বসুদেবের ভগিনী;—শূর-সেনের পুত্রী। শূরসেন স্বীয় পিতৃস্বসার পুত্র মহারাজ কুন্তিভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, নিজের প্রথম সন্তান তাঁহাকে দিবেন। তদনুসারে শৈশবাবস্থাতেই শূরসেন-দুহিতা পৃথা কুন্তিভোজ-কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া, কুন্তী নামে বিখ্যাতা হন। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা মহারাজ কুন্তিভোজের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্" আমি তোমার আলয়ে অতিথিরূপে কিছুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে মহারাজ কুন্তিভোজ সম্মত হইলে, দুর্ব্বাসার স্বালয়ে বাসকালে তাঁহার পরিচর্য্যায় তাঁহার স্নেহপালিতা কন্যাকে নিযুক্তা করিলেন। ইনি ঐকান্তিকী পরিচর্য্যায় মহর্ষির তুষ্টিবিধানে সমর্থা হইলে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইহাঁকে এক মন্ত্র প্রদান করেন ও বলেন,—বৎসে, "এই মন্ত্রের উচ্চারণ-পূর্ব্বক যখন যে দেবতার আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন, আর সকামই হউন, মন্ত্র-

প্রভাবে ভৃত্যেব ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। ইহার পরেই মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের সাদর-সম্ভাষণ সম্বর্দ্ধনাদির পর তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। একদা ইনি ঋষিপ্রদত্ত মন্ত্রে সন্দেহ করায়, তাহার পরীক্ষার্থক রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তরুণ অরুণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রের উচ্চারণসহ সূর্য্যদেবেব আহ্বান করিয়াছিলেন। মন্ত্রাকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব কুন্তী-সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—"সুন্দরি, আমি তোমার একান্ত বশীভূত। এক্ষণে আমার আহ্বানে তোমার অভিপ্রায় কি?" তখন ইনি বলিলেন,—"দেব, কৌতূহলবশে আমি আপনায় আহ্বান করিয়া কষ্ট দিয়াছি; এতজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন"। সূর্য্যদেব বলিলেন,—"ক্ষীণাঙ্গি, দেবতাকে বৃথা আহ্বান কবা অন্যায়; অতএব আমি তোমাকে কবচকুণ্ডলধারী শৌর্য্য-শালী একটী পুত্র প্রদানেব ইচ্ছা কবিতেছি। তুমি আমায় আত্মদান কব।" কুন্তী তচ্ছ্রবণে লজ্জিতা হইয়া, বলিলেন, "আমি পিতৃ-মতানু-বর্ত্তিনী কন্যা, আমাব ত আত্মদানে অধিকার নাই! আমাব চাপল্য ক্ষমা করুন।" তাহাতে সূর্য্যদেব বলিলেন,—"হীনা বমণী আমাব অনুনয়-লাভে অসমর্থা, তুমি মহীয়সী বালিকা বলিয়াই তোমাব নিকট এই অনুনয়! আমায় আত্মদান কর—মঙ্গল হইবে!" তৎপ্রত্যুত্তরে ইনি বলিলেন,—"দেব, অবৈধ সঙ্গম কুলদূষণ। একপ কীর্ত্তিনাশি কর্ম্মে অনুবোধ কবিবেন না—ক্ষমা করুন।" সূর্য্যদেব বলিলেন, আমায়—"আত্ম-দান কব, তোমাব পাপ হইবে না; তোমার গর্ভ হইলেও, কন্যাভাব অক্ষুন্ন থাকিবে; এমন কি তোমার ধাত্রী ব্যতীত আর কেহ গর্ভ-সংবাদ জানিতে পারিবে না।" সূর্য্যদেবের নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধ নিজের দ্বাবা প্রত্যাখ্যাত হইতে পাবে না দেখিয়া বলিলেন,—"যদি তাহাই হয়, তবে ঐ পুত্র যেন আপনার কুণ্ডলদ্বয় ও অভেদ্য বর্ম্ম লাভে সমর্থ হয়।" সূর্য্যদেব তাহাই হইবে স্বীকার করিলে, কুমারী কুন্তীর গর্ভবিধান করিয়া চলিয়া যান। এই গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়।

কুন্তিভোজ—নাগরাজের দৌহিত্র; ইনি বসুদেবের পিতা শূবসেনের পিতৃষ্বসার পুত্র ও সুহৃৎ ছিলেন। অপুত্রক বলিয়া শূবসেন ইহাঁকে তাঁহার প্রথম-জাতা কন্যা পৃথাকে অর্পণ করেন। তিনিই তাঁহাব লালন পালন করিয়া কুন্তী নাম দেন। ইনি কুরুক্ষেত্রের ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধেই নিহত হন।

কুবলয়াপীড—কংসেব অনুচব দৈত্য। হস্তিবেশে দ্বাররক্ষা করিত। বাসুদেবেব হস্তে নিহত হয়।

কুবলয়াশ্ব—সূর্য্যবংশীয় বাজা বৃহদশ্বের পুত্র, মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রমে ধুন্ধু নামক অসুবেব অত্যাচার হওয়ায়, তাহাব বিনাশ জন্য ইনি সপুত্রক যুদ্ধ-যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে ধুন্ধু অসুর শ্বাসাগ্নির প্রভাবে ইহার ৯৭ জন পুত্রের বিনাশ করিয়া শেষে ইহাব হস্তে নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে ইহার ৩টী পুত্র জীবিত ছিল। বিষ্ণুপুবাণ মতে ইহাব ২১০০ সন্তানের মধ্যে ধুন্ধুব যুদ্ধে ৩টী ব্যতীত সকলেই নিহত হয়। ধুন্ধুনিধন জন্য, ইহার নাম হয়, ধুন্ধুমাব।

কুবলাশ্ব—ইহাব পিতার নাম বৃহদশ্ব; বামায়ণ-মতে ত্রিশঙ্কু।

কুব্জা—কৈকেয়ীদাসী মন্থরা। এ পূর্ব্ব জন্মে দুন্দুভী নাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা ছিল; ব্রহ্মার শাপবশে মন্থরা মানবী হইয়া জন্মায়। (কৈকেয়ী দেখ)। ২। কংসের দাসী, ইহার অপব নাম ত্রিবক্রা। কংসের ধনুর্যজ্ঞে আহূত হইয়া কৃষ্ণবলবামেব মথুরা-প্রবেশকালে কৃষ্ণবলবামকে গন্ধানুলেপনে সজ্জিত কবায়, শ্রীকৃষ্ণ ইহাব কুব্জত্ব-মোচন-পূর্ব্বক সুন্দরী করিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুমার—১। কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর। ২। গরুড়ের পুত্র।

কুমুদ—১। নৈঋ্ঁতকোণের দিগ্‌হস্তী। ২। রাম-চন্দ্রের বানবসেনানায়ক। ৩। কদ্রুগর্ভসম্ভূত নাগবিশেষ। ৪। দৈত্যবিশেষ। ৫। গরুড়ের পুত্র।

কুমুদালী—মহর্ষি পথ্যেব শিষ্য, অথর্ব্ববেদেব শাখাকার।

কুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্র; দ্বিতীয়বার লঙ্কাদাহের পর

লঙ্কেশ্বর রাবণাদেশে স্বীয় ভ্রাতা নিকুম্ভ সমভিব্যাহারে ৩ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়া, সুগ্রীব হস্তে নিহত হন।

কুম্ভকর্ণ—বিশ্রবার নিকষাগর্ভসম্ভূত পুত্র; মহাভারতমতে ইঁহার মাতার নাম পুষ্পোৎকটা; লঙ্কেশ্বর রাবণ ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রামমিত্র বিভীষণ ইঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা। কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করিয়া, ইনি নিদ্রাবর গ্রহণ করেন। পরে রাবণের প্রার্থনায় ইঁহার ৬ মাস নিদ্রা ১ দিন জাগরণের বিধান হয়। একবার ইনি অমরাবতী আক্রমণ করিয়া দেবগণকে বড়ই বিপন্ন করেন। পরে রামসহ লঙ্কা-সমরে ইনি অকাল নিদ্রোত্থিত হইয়া, বহুবিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বক রামহস্তে নিহত হন।

কুম্ভাণ্ড—মহরাজ বাণের অমাত্য। ইঁহারই কন্যার নাম চিত্ররেখা—বাণ-কন্যা উষার প্রিয় সহচরী। ইঁহার কন্যা চিত্ররেখা চিত্রবিদ্যাকুশলা ছিলেন; চিত্রে অনিরুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখাইয়া, সহচরীর প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়া, অনিরুদ্ধকে উষা-সমীপে আনয়ন করেন; পরে মহারাজ বাণ কন্যাগৃহে অনিরুদ্ধ দেখিয়া, রোষভরে বধোদ্যত হইলে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণ-হস্তে বাণ পরাস্ত হইলে, ইনি রাজা হন।

কুম্ভীনসী—ইনি রাবণের মাতুল প্রহস্তের কন্যা; রাবণ সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে, মধুদৈত্য ইঁহার হরণ করিয়া স্বপুর মথুরায় গমন করেন। রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মধুর দুর্ব্বিনয়ব্যবহারের যথোচিত শাস্তি দিতে সসৈন্যে মথুরাযাত্রা করেন। ক্রোধোন্মত্ত রাবণের পুরী আক্রমণবার্ত্তা শ্রবণে ইনি স্বীয়পুত্র লবণকে ক্রোড়ে লইয়া, সবিনয়ে বলিলেন, আমায় বিধবা করিলে, কি হইবে? এই দেখ, ইঁহার ঔরসে আমার পুত্র হইয়াছে। সুতরাং ক্রোধসম্বরণ কর। ভগিনীর অনুরোধে সকল বিপত্তির অবসান হইল।

কুম্ভীলসী—গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের মহিষী। যখন পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পাঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে চিত্ররথের সহিত তাঁহাদিগের কলহ হয়। মহাবীর অর্জ্জুন চিত্ররথকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহার বধসাধনে উদ্যত হইলে, ইনি ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইয়া, স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থা হন।

কুরু—১। অগ্নীধ্র রাজার পুত্র—প্রিয়ব্রতের পৌত্র। ইনি কুরুবর্ষে রাজত্ব করিতেন। ২। সম্বরণের তপতীগর্ভসম্ভূত পুত্র; ইনি মর্ত্ত্যগণের স্বর্গ-সুলভ করিবার জন্য, এমন একটী ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চান, যে স্থানে দেহ ত্যাগ করিলে নিশ্চিতই স্বর্গলাভ হইবে; এতজ্জন্য, সমস্ত পঞ্চকের ভূমিকর্ষণে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে ইঁহার ঐকান্তিকী চেষ্টা দেখিয়া, ইন্দ্র তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে বর প্রদান করেন যে, কুরুকর্ষিত-ক্ষেত্রে যে নিহত হইবে, সেই অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুরুকর্ষিত ক্ষেত্র বলিয়া উহার নাম কুরুক্ষেত্র। এই স্থানেই ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

কুরুবৎস—জ্যামঘবংশীয় অনরথের পুত্র।

কুলিক—অষ্ট মহানাগের অন্যতম।

কুলিতরাসুর—সম্বরাসুরের পিতা,—ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ।

কুবের—বিশ্রবার ইলবিলাগর্ভসম্ভূত পুত্র; ইনি এক জন লোকপাল। ইনি যক্ষেশ্বর হইয়া, ব্রহ্মার বরে নিধিপতি হন। ইনি শ্বেতবর্ণ, অষ্টদন্ত, ত্রিপদ। ইনি প্রথমে লঙ্কার অধীশ্বর হন; পরে রাবণের ভয়ে কৈলাস-সমীপে গমন করিয়া অভীষ্ট স্থানে অলকাপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাবণের সহিত ইঁহার বিষম যুদ্ধ হয়। একদা কুশাবতী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণাসভায় আহুত হইয়া, ইনি মণিমানের সহিত গমনকালে মণিমান যক্ষ মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে, তিনি শাপ দেন;—ইঁহার সমস্ত সৈন্য মণিমানের সহিত বিনষ্ট হইবে; এবং ইনিও সেই মনুষ্যের দৃষ্টিমাত্রই সঙ্গপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। পরে ভীমসেন হইতে সেই পাপে মুক্ত হন। ইঁহার সভার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১০০ যোজন, প্রস্থে ৭০ যোজন। সভা শ্বেতবর্ণ ও গুহ্যকগণবাহিত, উহা বিবিধ রত্নখচিত ও সুগন্ধামোদিত; সে স্থান মিশ্রকেশী রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণে ও মণিভদ্র ধনদ প্রদ্যোত চিত্ররথ প্রভৃতি যক্ষ পারিষদগণে পরিবৃত। Sec. Cu

কুশ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সীতাগর্ভ-

সম্ভূত পুত্র ; ইনি মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শস্ত্র-শাস্ত্রাদির শিক্ষানুশীলন দ্বারা ক্ষত্রোচিত বেদ-বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতা লব মাতার বনবাসকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি ভ্রাতা লবের সহিত রাম-চন্দ্রের সভায় রামায়ণ-গান করিয়াছিলেন। ইনি বিন্ধ্যগিরির উপত্যকা-প্রদেশে কুশস্থলী বা কুশাবতী নামে একটী পুরী নির্ম্মাণ করেন ; ইহাই দক্ষিণ কোশলের রাজধানী। রঘুবংশে ইহাঁর কুশাবতী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা-প্রবেশ-কাহিনী অতি মনোজ্ঞ বর্ণনে রচিত। ইহাঁর পুত্রের নাম অতিথি। ২। ব্রহ্মার পুত্র, রাজর্ষি-বিশেষ। ইহাঁর পত্নী বৈদর্ভী। ইহাঁর কুশাম্ব, অমূর্ত্তরাজ, বসু, ও কুশনাভ,—এই চারিটী পুত্র হইয়াছিল। ইনি এই পুত্রচতুষ্টয়ের হস্তে রাজ্যার্পণ করিয়া বাণপ্রস্থাবলম্বনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কুশধ্বজ—হ্রস্বরোমার পুত্র—শিরোধ্বজ জনকের কনিষ্ঠভ্রাতা—সীতাদেবীর পিতৃব্য ও মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তির পিতা। জনক সাঙ্কাশ্যার অধীশ্বর সুধন্বার সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, ইহাঁকে সাঙ্কাশ্যা রাজ্যে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিয়াছিলেন। ২। ঋষিকন্যা বেদ-বতীর পিতা, বৃহস্পতির পুত্র।

কুশনাভ—রাজর্ষি কুশের পুত্র। মহোদরপুরের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁর মহিষীর নাম ঘৃতাচী। এই ঘৃতাচীর গর্ভে ইহাঁর এক শত কন্যা জন্মায়। সেই শত কন্যা ক্রমশঃ রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইলে, পবনদেব তাঁহাদিগের রূপগুণ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট সকলেরই বিবাহ অভিলাষ প্রকাশ করেন ; কন্যাগণ পিতার অননুমতিতে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে সমর্থা নহেন বলিয়া, সত্যখ্যাতির সহিত প্রত্যাখ্যান করিলে, পবনদেব হতাশ হইলেন ; পরে রোষবশে তাঁহাদিগের শারীরিক বায়ুর বিকৃতি ঘটাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত করিলেন। পরে রাজর্ষি কুশনাভ কন্যাদিগের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কন্যাগণ পবনদেবের কথা বলিল ; তখন কুশনাভ পবন-দেবের প্রতি ক্ষমা করিয়া, পুত্রীগণের রোগমুক্তির উপায় করিলেন এবং তেজোময় ব্রহ্মদত্তকে আনাইয়া এই শতকন্যাদান করিয়াছিলেন। অতঃপর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে, ইহাঁর গাধি নামে পুত্রের জন্ম হয়।

কুশাগ্র—কুরুক্ষেত্রাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথের পুত্র।

কুশাম্ব—১। রাজর্ষি কুশের পুত্র—কুশনাভের ভ্রাতা। ইনি কৌশাম্বীপুরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ২। কুশাগ্রের পিতৃব্য ও বৃহদ্রথের ভ্রাতা।

কুশাশ্ব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সহদেবের পুত্র—ইহার পুত্রের নাম সোমদত্ত।

কুশি—রাজর্ষি কুশের জ্যেষ্ঠ পুত্র—কুশনাভের ভ্রাতা। ২। বলাকাশ্বের পৌত্র। পুত্রের নাম গাধি।

কুহূ—মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা। ইনি দিবার অধিষ্ঠাত্রী—অমার প্রতিরূপ।

কূর্ম্ম—ভগবান্ বিষ্ণুর দশাবতারের দ্বিতীয় অবস্থা এই অবস্থায় ভগবান্ পৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করতঃ সমুদ্রমন্থনে সহায়তা করেন।

কৃত—১। মিথিলার রাজা সত্যযুগের পুত্র। ২। সন্নতিমানের পুত্র—হিরণ্যনাভ ইহার যোগশিক্ষা গুরু। ইনি সামবেদের সংহিতাকার।

কৃতধ্বজ—মহারাজ ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।

কৃতবর্ম্মা—হৃদিকের পুত্র—কুরুক্ষেত্র-সমরের বীর। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে অশ্বত্থাম-কর্তৃক পাণ্ডব-শিবিরে গুপ্ত-কুমার-হত্যার সময় সুরক্ষিত পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে প্রহরী ছিলেন। প্রভাসতীর্থে যদুবংশ-ধ্বংসের সময় সাত্যকি হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

কৃতবীর্য্য—একজন রাজা,—ভগবান্ ইহার পূজিত ; ইহার বংশীয়গণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। ইনি পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে নিহত করেন। ইহার পুত্রের নাম কৃতবীর্য্য অর্জ্জুন। মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী।

কৃতবোধ—তপোদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। ইনি মাতাপিতার আদেশ অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে তপস্যার জন্য অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। অনেক কষ্ট বিভীষিকায় উপে

করিয়া, কঠোর তপশ্চরণে দ্বাদশবর্ষ-কাল অতিবাহিত করেন;—অবশেষে আপনাকে দ্বিজজ্ঞান করিয়া, প্রব্রজ্যাগ্রহণে উদ্যত হন—ইনি তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে একদা এক তরুতলে বিশ্রামার্থক উপবেশন করিলে, একটী বক ইহার মস্তকে মলত্যাগ করে। ইনি ক্রোধদৃষ্টিতে তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলেন; অনন্তর পুণ্যতোয়া সরস্বতীনদীতে স্নান করিয়া, এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়া দেখেন, ব্রাহ্মণ নিদ্রিত এবং তৎপুত্র তাঁহার পদসেবায় রত। তৎকালে সেই ব্রাহ্মণ বালক ইহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে না পারায়, ইনি বলিলেন,—"আমি অদ্য অতিথি, আমার অভ্যর্থনা করিলে না; এক্ষণেই অভিশাপ দিয়া, এই বাটী ত্যাগ করিব।" তখন সেই ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন,—"তপোনিধে, আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না. আমার পিতা এই গৃহস্বামী,—এক্ষণে নিদ্রিত,—আমি তাঁহার সেবারত। তাঁহার অনুমতিব্যতীত কিরূপে আপনার অভ্যর্থনা করিতে পারি? আপনি বকভস্ম করিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি বক নহি।" তখন ইনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমার বকভস্মবার্ত্তা জানিলে কেমন করিয়া?" তখন ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন,—"বারাণসী-নিবাসী তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করিয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, সমস্ত জানিতে পারিবেন। এক্ষণে অপেক্ষা করুন, আমার পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আপনার যথোচিত আতিথ্যসৎকার সম্পন্ন হইবে।" পরে এই বকভস্মকারী তপোধন তথায় অপেক্ষা করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিবার পর বারাণসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গিয়া বহুবিধ তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মাতাপিতার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন। ব্যাধোপদেশে জ্ঞানার্জ্জন করার পর ইহার নাম হয় কৃতবোধ।

কৃত্তিকা—তৃতীয় নক্ষত্র, অগ্নিশিখাকৃতি ষট্‌তারকাময়ী, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি।

কৃপ—গৌতমের পুত্র; শরস্তম্ভে ইহার ও ইহার ভগিনী কৃপীর জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু ইহাঁদিগের পালন করেন; ইনি যুদ্ধশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর সন্তানগণকে অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ভারতযুদ্ধাবসানে ইনি পাণ্ডবগণের প্রতি অনুকূল হন, এবং পাণ্ডববংশধর পরীক্ষিতের অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আচার্য্য হন। অশ্বত্থামার নৈশ্য-কুমারহত্যা-ব্যাপারে ইনি পাণ্ডব শিবিরের দ্বারে ছিলেন।

কৃপী—কৃপাচার্য্যের ভগিনী,—দ্রোণাচার্য্যের পত্নী- ইহার গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। (অশ্বত্থামা দেখ);

কৃশ—জনৈক ঋষিকুমার। শমীকাত্মজ শৃঙ্গীর বন্ধু। ইনি ক্রমে একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ বীরদ্যুম্নকে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন।

কৃশক—পাতালে ভোগবতী তীরস্থ নাগবিশেষ।

কৃশাণু—ঋগ্বেদোক্ত ধনুর্ব্বেদবিৎ।

কৃশাশ্ব—একজন মহর্ষি, ইনি প্রজাপতি দক্ষের জয়া ও সুপ্রভা—এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহাদের গর্ভে শত পুত্র জন্মে; উহারা জৃম্ভকাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণ—ঋগ্বেদে 'কৃষ্ণ' নামের উল্লেখ আছে; কিন্তু সে কৃষ্ণ বসুদেবাত্মজ নহে। অপরন্তঃ ছান্দগ্যোপনিষদে বিদ্যানুশীলক-রূপে কথিত আছে। ১। অন্যত্র বিশ্বকৃৎপুত্র ঋষিবিশেষ। ২। কৃষ্ণনামা এক অসুর ছিল, ইহার ১০০০০ অনুচর ছিল। পরে ইন্দ্র ইহার বিনাশ সাধন করেন। ৩। অপরন্তঃ বৈদিক স্তোত্রে ৫০০০০ কৃষ্ণগণের নামোল্লেখ আছে; এবং তাঁহাদিগের সবংশে নিরাকৃতির প্রার্থনা আছে। ৪। কোন কোন মতে ইনি দ্বাপরযুগের বিষ্ণুর অবতার; কিন্তু বহুত্র বলরামই অষ্টম অবতার বলিয়া কথিত থাকায়, ইহার অবতারত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। মতান্তরে ইনি স্বয়ং বিষ্ণু। ইনি বসুদেবের ঔরসে দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন;—দ্বাপরের শেষে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নিশীথে রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের অবস্থানে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। অদ্যাপি ঐ তিথি জন্মাষ্টমী নামে বিখ্যাত। ইহার পিতা বসুদেব জন্মমাত্রই রাত্রিকালে সমস্ত কংসপ্রহরিগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া, প্রকৃষ্ট সুযোগ বুঝিয়া, দুর্দ্দান্ত কংসের

হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহাঁকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া, সেই রাত্রিই যশোদার সদ্যোজাতা কন্যা লইয়া কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে প্রাতঃকালে যশোদার কন্যারূপিণী সেই যোগমায়াকে কংসকরে অর্পণ করিলে, দুরাত্মা কংস যেমন সেই কন্যার শিলাতলে প্রক্ষেপে বিনাশসাধনে উদ্যত হন, কন্যা অমনই কংসের হস্তভ্রষ্টা হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে—"তোমায় মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"—বলিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন। পরে দুর্ব্বৃত্ত কংস নারদের নিকট ইহাঁকে প্রাণঘাতক শত্রু বলিয়া জানিতে পারায়, বিবিধ উপায়ে ইহাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইহাঁর বাল্যলীলার অদ্ভুত ব্যাপারে কংসকেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। কংস প্রথমে পুতনা-নাম্নী রাক্ষসীকে ইহাঁরই বিনাশসাধন-জন্য প্রেরণ করেন; সেই রাক্ষসী বিষলিপ্ত স্তন দিয়া প্রাণনাশ করিতে গিয়া, মহাশক্তি কৃষ্ণের স্তন্যপানে তাঁহার প্রাণপর্য্যন্ত পীত হইয়াছিল। এক অসুর শকটরূপে ইহাঁর বিনাশ-চেষ্টা করিলে, ইনি শিশুরূপে পদাঘাত করিয়া শকট ভগ্ন করিয়া দেন। তাহাতেই শকটাসুরের মৃত্যু হয়। পরে কংস তৃণাবর্ত্ত অসুরকে প্রেরণ করেন। এই অসুর বায়ুরূপ ধারণ করিয়া গোকুলে উপনীত হইলে, ইনি সেই আবর্ত্ত বায়ুর সহ উত্থিত হইয়া, তাহার বিনাশ সাধন করেন। অতঃপর বসুদেবের কুলপুরোহিত মহর্ষি গর্গ গোকুলে গমন করিয়া, বলরাম কৃষ্ণের ক্ষত্রোচিত সংস্কারাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি বাল্যে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন; একদা গোপীগণের দধিভাণ্ডভঙ্গ নবনীতভক্ষণ করিলে, যশোদার নিকট অভিযোগ করাতে, যশোদা ইহাঁকে উদূখলে বদ্ধ করেন; ইনি ঐ উদূখল লইয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া, যেমন দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়া যাইতে ছিলেন, ঐ উদূখলের আঘাতে ঐ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভগ্ন ও মূলচ্যুত হইয়া পতিত হয়। গোপরাজ নন্দ এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারে দুর্নিমিত্তের উপলব্ধি করিয়া, গোকুলত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। এই সময় ইহাঁর শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ায়, ইনি বাল্যে বৎসরক্ষণে নিযুক্ত হন। এদিকে কংস তৃণাবর্ত্তের নিধনবার্ত্তা পাইয়া, অপর একটী অসুরকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই অসুর বৎসরূপপরিগ্রহ করিয়া ইহাঁর বৎসযূথে প্রবেশ করে; ইনি তাহা বুঝিতে পারিয়া, সেই বৎসাসুরের প্রাণবধ করেন। আর একদিন বক নামে অসুর ইহাঁর বিনাশ জন্য, উপস্থিত হইলে, ইনি তাহার চঞ্চুপুট বিদারণে বিনাশ সাধন করেন। তৎপরে অঘনামক অসুর অজগররূপ ধারণ করিয়া ইহাঁর সঙ্গী গোপাল ও বৎস্যগণকে গ্রাস করিয়া সুবিশাল উদরে স্থান দিলে, ইনিও সেই উদরে প্রবেশ করিয়া, তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া, ইহাঁর পরীক্ষার্থক ব্রহ্মা একবার ইহাঁর সখা গোপাল-বালকগণের ও বৎসসমূহের হরণ করিলেন; তাহাতে ইনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে সেই সমুদয়ের পুনঃ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে মুগ্ধ করেন। তৎপরে ধেনুক বধ করিয়া বৃন্দাবনের অশান্তি দূর করেন। ইহার পর একদিন যমুনাস্থ কালীয় সর্পকে নিগৃহীত করিয়া, তাহাকে যমুনা ত্যাগ ও সমুদ্রে আশ্রয় করিতে বাধ্য করেন। একদা দাবানলে বৃন্দাবন দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, ইনি দাবাগ্নি পান করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষা বিধান করেন। ইনি গোপরাজ নন্দের ইন্দ্রযাগার্থক আহৃত পদার্থের দ্বারা গোসমূহ ও গোবর্দ্ধনের পূজার অনুষ্ঠান করিয়া, ইন্দ্রমখভঙ্গ করেন বলিয়া, ইন্দ্র প্রকুপ্ত হইয়া অতি বর্ষণে বৃন্দাবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া বৃন্দাবন রক্ষা করেন। তৎপরে গোপীগণ সঙ্গে—রাসক্রীড়া করেন। এই সময়ে শঙ্খচূড় ও অরিষ্ট নিহত হয়। এদিকে কংস বহু অনুচর পাঠাইয়া বিবিধ কৌশলাবলম্বনে কৃষ্ণ-বিনাশে সমর্থ না হইয়া, পুনর্ব্বার ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিমন্ত্রণে রামকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া, কৌশলক্রমে তাঁহাদের বিনাশসাধন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে অক্রূরকে গোপরাজ

নন্দের সপরিবার নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইলেন। অক্রূর বৃন্দাবনে গিয়া নন্দপ্রভৃতি গোপগণের সহিত রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন-কালে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিয়া হস্তে রজকের শিরশ্ছেদ, মালাকরের সৌভাগ্যোন্নয়ন, চানূর মুষ্টিক প্রভৃতি কংসানুচরের বিনাশসাধন ও কুব্জাদাসীর কুব্জত্বহরণ করিয়া লোকদিগকে স্তব্ধ ও মোহিত করেন। পরে কংসের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তৎপরে মাতামহ উগ্রসেন পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর উদ্ধারসাধন করিয়া, নিজে বসুদেবের সন্তান এই পরিচয় দিয়া, নন্দকে বিদায় করেন। তৎপরে মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন দান করিয়া, ইনি অগ্রজ বলরামের সহিত অবন্তীনগরে সন্দীপনী মুনির গৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থক গমন করিয়াছিলেন; তথায় অল্পকাল মধ্যে ষড়ঙ্গবেদ ও চতুঃষষ্টিকলার শিক্ষা করিয়া, গুরুদক্ষিণাচ্ছলে, যমালয় হইতে গুরুপুত্রের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক গুরুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এতদুপলক্ষে ইনি পঞ্চজননামক অসুরের বিনাশ করিয়া, তাহার অস্থিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়া, গ্রহণ করেন। ইনি গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। অপরতঃ মহারাজ পাণ্ডু-পত্নী কুন্তী ইহাঁর পিতৃস্বসা, সেই জন্য, পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত ইহাঁর সৌহৃদ্য,—বিশেষতঃ অর্জ্জুনের সহিত অচ্ছেদ্য সখ্য। পরে মগধরাজ জরাসন্ধ স্বীয় কন্যাদ্বয়ের মুখে জামাতা কংসের নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া, ইহাঁর নিধন জন্য, অষ্টাদশবার যুদ্ধ করেন। একবার জরাসন্ধ কালযবনের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধার্থক আগমন করিলে, ইনি কৌশলে মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বতগহ্বরে লইয়া গিয়া তাঁহার কোপদৃষ্টিতে কালযবনের বিনাশসাধন করেন। (মুচুকুন্দ দেখ) পরে মধ্যমপাণ্ডব ভীম ও সখা অর্জ্জুনের সাহায্যে জরাসন্ধের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে স্বয়ম্বর-সভা হইতে রুক্মিণীর হরণ করিয়া বিবাহ করেন। এই রুক্মিণীর গর্ভে ইহাঁর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র, চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে স্যমন্তক উপলক্ষে জাম্ববতী ও সত্যভামার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। এতৎক্রমে ইনি ষোড়শসহস্র দশটী মহিষী করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের হইতেই অসংখ্য যদুবংশের বৃদ্ধি হয়। ইহাঁর পর প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ বাণ-কন্যা উষার সহচরী চিত্রলেখাকর্ত্তৃক অপহৃত ও বাণপুরীতে আবদ্ধ থাকায়, তদ্বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, যুদ্ধে বাণ-দর্প চূর্ণ করেন ও বহু নৃপের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধবিনাশানন্তর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভাস্থলে শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করার পর ইনি তাঁহার বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে দ্বারকায় আগমন করিয়া শৌভপুরীর সহিত শাম্বের বিনাশ করেন। পরে দণ্ড, চক্র, বিদূরথ ইহাঁর হস্তে নিহত হন। ইনি ইহাঁর বাল্য-সখা সুদামার চিপিটক ভক্ষণ করিয়া, তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। ইনি অগ্রজ বলরামের পরামর্শে উপেক্ষা করিয়া সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে লজ্জারক্ষা ও কাম্যবনে দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডবগণের রক্ষা করেন। ইনি খাণ্ডব-দাহনে সাহায্য করায়, অগ্নিদেব প্রসন্ন হইয়া, ইহাঁকে বরুণের নিকট হইতে কৌমুদকী গদা ও সুদর্শন চক্র দান করেন। ইনি ভারত-যুদ্ধে অর্জ্জুনের সাহায্য করেন। ইনি ভারত-যুদ্ধে অর্জ্জুনকে ভগবদ্গীতার উপদেশে বণোৎসাহ-বিধানে সমর্থ হন। সুভদ্রার সন্তান অভিমন্যুর সপ্তরথির ব্যূহে অন্যায় সমরে বিনাশ ঘটিলে, অশ্বত্থামা অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভ বিনাশের চেষ্টা করিলে, ইনি সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তাঁহার গর্ভ রক্ষা করেন; তাহাতে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম হয়। পরে নিজ বংশের অত্যাচার দর্শনে তাহার বিনাশসাধন জন্য, প্রভাসে এক কৌশলময় ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছিলেন; ঋষি-শাপে মুষল প্রসব করায়, সে মুষল কুলনাশের হেতু জানিয়া, তাহার ক্ষয় জন্য, প্রভাসে তাহার ঘর্ষণের প্রবর্ত্তনা করিলেন। ইহারই পরিণামে সুধাপানে পরস্পরে সংঘর্ষ ঘটায়, সকলের নিধন-সাধিত হয়। পরে অনন্তরূপী বলরাম বৃক্ষমূলে এক কাণ্ডে বসিয়া, যখন অন্তর্হিত হন, তখন

তাঁহার বদন হইতে সর্পরূপী অনন্ত বহির্গত হন। পরে যখন কৃষ্ণ এক বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া চিন্তাকুল ছিলেন, তখন এক জন ব্যাধ পক্ষী বলিয়া ভ্রমবশে তাঁহাকে সপ্ত নল দ্বারা আহত করেন; তাহাতেই তাঁহার তিরোধান হয়। ইনি অর্জ্জুন উদ্ধব উভয়কেই বহুবিধ উপদেশ দ্বারা জাতপ্রজ্ঞ করিয়া দেন। ইহাঁর গদার নাম কৌমুদকী, খড়্গের নাম নন্দক, ধনুব নাম শার্ঙ্গ, শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্রের নাম সুদর্শন, মণির নাম কৌস্তুভ, বাহনের নাম গরুড়, রথের নাম গরুড়ধ্বজ, অশ্বচতুষ্টয়ের নাম শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘবাহন, পুষ্প। ইহাঁর গোকুলে বৃন্দাবনে প্রেমগুরু রাধা, দ্বারকার পত্নী, রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নাজিতী, ভদ্রা ও লক্ষ্মণা—এই অষ্ট পত্নী। কৃষ্ণ বাধাকে উত্তবসাধিকা করিয়াই, প্রেমযোগে আত্মপ্রসাবের পথ প্রদর্শন করেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—ব্যাস দেখ।

কেকয়—সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা।

কেতু—পাপগ্রহবিশেষ। ইহা রাহুর অধমাঙ্গ।

কেতুধর্ম্মা—অশ্বমেধযজ্ঞসময়ে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কেতুমাল—মহারাজ অগ্নীধ্রেব পুত্র।

কেশরী—হনুমানের পিতা—বানর বিশেষ।

কেশিনী—১। বিদর্ভরাজ-কন্যা—বৈদর্ভী—সগর-রাজপত্নী; ইহাঁর, গর্ভে অসমঞ্জার জন্ম হয়। ২। দময়ন্তীর সঙ্গিনী। ৩। নিকষার নামান্তর।

কেশী—কংস-সহচর। শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

কেশিধ্বজ—কৃতধ্বজের পুত্র।

কৈকশী—সুমালী রাক্ষসের কন্যা, মহর্ষি বিশ্রবার পত্নী, ইহাঁর গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ সূর্পণখা ও বিভীষণ—এই চারিটীর জন্ম হয়।

কৈকেয়ী—কেকয়-রাজকন্যা—মহারাজ দশরথের মধ্যমা মহিষী; ভরত ইহাঁর গর্ভজ পুত্র! মহারাজ দশরথ দেবাসুর-যুদ্ধে আহত হইলে, এবং অঙ্গুষ্ঠের ব্রণপূয মোক্ষণে আরোগ্য বিধান করায়, ইনি পতি দশরথের নিকট দুইটী বর প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ইনি মন্থরামুখে রামাভিষেক সংবাদ পাইয়া, আনন্দে স্বগণ হইতে মুক্তার একাবলী মালা দান কবেন। পরে দাসী মন্থবার কুমন্ত্রণায় মুগ্ধা হইয়া, ইনি মহারাজ দশরথকে সত্যবদ্ধ করিয়া, রামচন্দ্রেব বনবাসের ব্যবস্থা করেন।

কৈটভ—বিষ্ণুব কর্ণমলসম্ভূত দানব। ইনি স্বীয় ভ্রাতা মধুর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার বধসাধনে উদ্যত হন। অবশেষে বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন।

কৈলামক—পাতালে ভোগবতী তীরস্থ নাগবিশেষ।

কোটবী—কোট্টবী—মহারাজ বাণের মাতা; ইনি বাণের রক্ষণ জন্য উলঙ্গ হইয়া, কৃষ্ণসম্মুখে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ যেমন বিমুখ হইলেন, বাণও পলায়ন করিয়া, প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

কোলাহল—পর্ব্বতবিশেষ। ইহাঁর শক্তিমতী নদীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ কন্যা গিরিকা নামে খ্যাত।

কোহল—একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গন্ধর্ব্ব। ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

কৌণ্ডিন্য—কুণ্ডিন মুনির পুত্র।

কৌৎস্য—মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য—ঋষিবিশেষ। ইনি মহারাজ রঘুর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন।

কৌমারী—মাতৃকাবিশেষ—ইনি শক্তিহস্তা ও ময়ূরবাহনা।

কৌমুদিকা—উমার সহচরী।

কৌরব্য—পাতালের ভোগবতীর তীরবর্ত্তী স্থান-বিশেষ। ইহাঁরই কন্যার নাম উলূপী।

কৌশল্যা—শ্রীরামচন্দ্রের মাতা মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী। ইনি কোশলরাজের কন্যা। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কৌশিক—১। বিশ্বামিত্রের নামান্তর। ২। জরাসন্ধের সেনাপতি। ৩। একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ইহাঁর অঙ্গে পুরীষ প্রক্ষেপ করায়, ইনি একটী বলাকাকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন; ইহাতে ইহাঁর স্বীয় সিদ্ধিলাভের প্রতি বিশ্বাসবৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে একটু অহঙ্কারের আবির্ভাব হয়। পরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কালে দেখেন

এক পতিব্রতা নারীও পতির পদসেবায় রতা; তাই তখন তিনি এই অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে অসমর্থা। তাহাতে ইনি কোপকষায়িত কটাক্ষে বলেন,—"মাদৃশ অতিথিতে অবজ্ঞা! এক্ষণই অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিব।" ইহাতে পতিব্রতা বলেন,—"তাপসবর আমি স্বামিসেবায় সর্ব্বদর্শিনী; আপনি বকভস্ম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি বকী নহি! আমি স্বামিসেবা ত্যাগ করিয়া, আপনার অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই, এ ত্রুটীতে আপনার রোষ প্রকাশ সঙ্গত নহে।" এই কথাতেই ইঁহার জ্ঞানোদয় হয়। ইনি অপেক্ষা করিয়া, তথায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরে পতিব্রতার উপদেশে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোপদেশ লাভ করেন। সতী পতির সেবায় ঈদৃশ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন শুনিয়া, ইনি গৃহে ফিরিয়া মাতাপিতার শুশ্রূষায় রত হন।

কৌশিকী—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগিনী—সত্যবতী—মহর্ষি ঋচীকের পত্নী। পরে স্বামীর সহিত স্বর্গত হইয়া, হিমাদ্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্যাপি কৌশিকী নদীরূপে বিরাজমানা।

কৌশিতকী—মহর্ষি আগস্ত্যের পত্নীর নামান্তর।

কৌষিকী—কালিকার কায়কোষোদ্ভূতা দেবী; নিশুম্ভবধের সময় ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

ক্রতু—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সন্নীতির ও ক্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। বালিখিল্য মুনিগণ ইঁহার সন্তান।

ক্রতুস্থলী—অপ্সরো বিশেষ। ইনি চৈত্রমাসে সূর্য্যরথে থাকেন।

ক্রিয়া—মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা, মহর্ষি ক্রতুর সহধর্ম্মিণী বালিখিল্য ঋষিগণের জননী।

ক্রোধ—লোভের পুত্র; ইনি স্বীয় ভগিনী হিংসার পাণিগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম কলি, কন্যার নাম দুরুক্তি।

ক্রোধা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতির জন্ম হয়।

ক্রৌঞ্চ—১। ময়দানবের পুত্র ও তারকাসুরের সেনাপতি।

ক্ষত্রদেব—ইনি শিখণ্ডীর পুত্র—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন।

ক্ষত্রধর্ম্ম—ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র—দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিহত হন।

ক্ষুদ্রক—ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত প্রসেনজিতের পুত্র।

ক্ষুপ—১। শ্রীকৃষ্ণের সত্যভামাগর্ভসম্ভূত পুত্র। ২। সূর্য্যবংশীয় প্রসন্ধির পুত্র, ইক্ষ্বাকুর পিতা।

ক্ষেত্রদ—বটুকভৈরব, ইনি শ্মশানবাসী মাংসাশী, খর্পরাশী ও মথান্তকারী।

ক্ষেত্রপাল—৪৯ সংখ্যক দেবতাবিশেষ।

ক্ষেম—১। কলিঙ্গদেশের রাজা। ২ চন্দ্রবংশীয় রাজা শুচির পুত্র।

ক্ষেমক—১। নাগবিশেষ। ২। জন্মেজয় বংশোদ্ভূত রাজা। ৩ রাখালবিশেষ।

ক্ষেমঙ্করী—ভগবতীর শঙ্খচিল্লী মূর্ত্তি।

ক্ষেমজিৎ—মগধের জনৈক রাজা।

ক্ষেমদর্শী—চন্দ্রবংশীয় এক জন রাজা; ইনি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট যোগশিক্ষা করেন।

ক্ষেমধূর্ত্তি—এক জন রাজা—কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধে বৃহৎক্ষত্রের হস্তে নিহত হন।

ক্ষেমাধি—মিথিলারাজ চিত্ররথের পুত্র।

খ

খগ—পাতালের ভোগবতী তীরস্থ নাগবিশেষ।

খগম—এক জন তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে একদা ইঁহার সখা সহস্রপাদ তৃণনির্ম্মিত কৃত্রিম ভুজঙ্গ দেখাইয়া, ইঁহার ভয়োৎপাদন করিলে, ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, ইনি শাপ প্রদান করিয়া, তাহাকে বিষহীন ডুণ্ডুভ করিয়াছিলেন। (সহস্রপাদ দেখ)

খট্বাঙ্গ—সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশ্বমহের পুত্র—ইনিই মহারাজ দিলীপ নামেই পরিচিত। এক সময়ে ইনি দেবগণের কোনরূপ হিতসাধন করিয়া পরে তাঁহাদিগের নিকট নিজের পরমায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের ত্রিকাল দৃষ্টির বলে উপলব্ধ সত্য শ্রবণে জানিতে পারিলেন, নিজের পরমায়ু আর মুহূর্ত্তমাত্র অব

শিষ্ট। ইহা জানিবামাত্রই তিনি মুক্তিদাতা শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

খণ্ডপাণি—পুরুবংশীয় জনৈক রাজা।

খনিনেত্র—বিবিংশের জ্যেষ্ঠপুত্র—ইহাঁর পুত্রের নাম সুবর্চ্চা।

খর—লঙ্কেশ্বর রাবণের ভ্রাতা; মহর্ষি বিশ্বশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ইনি পঞ্চবটী বনে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হন। ইহাঁর পুত্রের নাম মকরাক্ষ।

খলী—পর্ব্বতাকার দানবজাতি। এই দানবগণ মানস সরোবর-তীরে দেবগণের যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করিতে আরম্ভ করে; বশিষ্ঠদেব ইহাঁদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

খশা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, ইনি যক্ষ ও রাক্ষসগণের জননী।

খসৃম্—বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র।

খাণ্ডা—সূর্য্যবংশীয় রাজা ভূধরের পুত্র—ইহাঁর পুত্রের নাম দণ্ড। দণ্ড গুরুকন্যাহরণ করায়, মহর্ষি শুক্রের শাপে রাজ্য ও পুত্রগণের সহিত বিনষ্ট হন।

খাণ্ডিক্য—অমিতধ্বজের পুত্র—ইনি কেশীধ্বজকে যোগ শিক্ষা দেন।

খ্যাতি—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—মহর্ষি ভৃগুর পত্নী।

গ

গঙ্গা—ইহা ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধা নদী। ইহাঁকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলা হয়। মতান্তরে ইনি হিমালয়ের কন্যা। সুমেরুতনয়া মনোরমা বা মেনার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মহাদেবের সহিত বিবাহ দিবার জন্য, দেবগণ হিমালয়ের নিকট হইতে ইহাঁকে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাঁর জননী ইহাঁর অদর্শনজন্য শোকে বিহ্বলা হইয়া ইহাঁর প্রতি অভিশাপে জলরূপিণী করেন। তদবধি ইনি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতেই অবস্থান করিতেছিলেন। পরে মহর্ষি কপিলের শাপে সগরবংশ ধ্বংস হইলে, তদ্বংশীয় ভগীরথ কঠোর তপশ্চরণদ্বারা ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করিয়া, ইহাঁকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন। ইনি বৈশাখের শুক্লা দ্বিতীয়াতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হন। ব্রহ্মলোক হইতে ইহাঁর পতনকালে স্বয়ং দেবদেব মহাদেব মস্তকে ধারণ করেন। তৎপরে মহাদেব ধূর্জ্জটির জটাজাল হইতে বহির্গত হইয়া,গঙ্গা বিন্দুসরোবরে পতিতা হন, তথা হইতে শ্বেতবর্ণ সপ্ত-ধারায় প্রবাহিতা হন। তাহারই হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী—ধারাত্রয় পূর্ব্ব দিকে, সীতা, সিন্ধু ও সুচক্ষু—ধারাত্রয় পশ্চিম দিকে মধ্যবর্ত্তিনী একটী ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আসিতে জহ্নু ঋষির যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার ভাসাইয়া দেওয়ায়, তিনি রোষবশে গঙ্গা পান করিয়া উদরস্থ করেন। পরে দেবগণের সবিনয় প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যারূপে কর্ণপথে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহাঁর অপর নাম জাহ্নবী। তৎপরে সগরবংশের উদ্ধারসাধনার্থ সাগরে পতিতা হইয়া, পাতালে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। স্বর্গে মন্দাকিনীরূপে, মর্ত্ত্যে ভাগীরথীরূপে ও পাতালে ভোগবতীরূপে অবস্থিতা ও প্রবাহিতা থাকায়, ইহাঁকে ত্রিপথগামিনী বলিয়া অভিহিতা করা যায়। একদা ইনি ব্রহ্মদর্শন করিয়া আসিতে আসিতে অভিশপ্ত বসুগণকে দেখিতে পান, তাঁহাদিগের অনুরোধে ইনি মানবীরূপ পরিগ্রহ করিয়া, গর্ভে তাহাদিগের ধারণ করিতে সম্মতা হন। পরে ইনি মহারাজ শান্তনুর পত্নী হইয়া, বসুগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীষ্মদেব ইহাঁরই পুত্র।

গজাসুর—একটী গজাকৃতি অসুর। শিব ইহাঁর বিনাশ করিয়া, তচ্চর্ম্ম নিজব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।

গণেশ—গণদেবতাগণের অধিপতি, পার্ব্বতীর পুত্র; মতান্তরে গৌরী ও হরের পুত্র; কোন মতে ইনি পার্ব্বতীর গাত্রমল হইতে উৎপন্ন। শনির দৃষ্টিতে ইহাঁর মস্তকশূন্য হইলে, মহাদেব করিমুণ্ড সংযোগে জীবিত করেন। ইনি জ্ঞানদাতা সিদ্ধিপ্রদ ও বিঘ্ননাশন; ইনি সর্ব্বসৎকর্ম্মেরই প্রথমে পূজিত হন। ব্যাসের পুরাণ ইতিহাসাদিকথনকালে ইনি লেখক হইয়া লিখিয়াছিলেন। ইনি খর্ব্ব, স্থূলতনু, গজেন্দ্রবদন, একদন্ত, চতুর্হস্ত

দণ্ড-পাশ-অঙ্কুশ-পদ্মধারী, মতান্তরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ইন্দুরবাহন শনির দৃষ্টি ব্যতীত মুখের অন্য কারণও কথিত হয়। গৌরী গণেশ-রূপ-প্রভার প্রকাশ করায়, মহর্ষি কশ্যপ প্রভাবে গণেশ নির্ম্মুণ্ড হইলে, ইন্দ্রের হস্তীর বদন সংলগ্ন করিয়া, ইহাঁর পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অপরত: কৈলাসস্থ মণিমন্দিরে যখন শক্তিশিব নিদ্রিত, তখন গণেশ গৃহরক্ষায় নিযুক্ত; পরে পরশুরাম প্রবেশ চেষ্টা করিলে, গণেশের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে পরশুরাম শিবদত্ত পরশুদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলে, করিমুণ্ডসংযোগে ইহাঁকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। মতান্তরে যুদ্ধে পরশুরাম ইহাঁর শিবদত্ত পরশুদ্বারা একটী দন্তচ্ছেদন করেন। ইহাঁর নাম গণেশ, গণপতি, গজানন, হেরম্ব, লম্বকর্ণ, লম্বোদর, দ্বিজ, বিঘ্নেশ, বিঘ্নহর, দ্বৈমাতুর।

গণ্ডাবিন্দু—কুবেরের সেনাপতি, যখন রাবণ স্বীয় বৈমাত্রেয় কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত, তখন ইনি মারীচের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন।

গতি—মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা—পুলহের পত্নী; বালখিল্য মুনিদিগের জননী।

গদ—কৃষ্ণের ভ্রাতা; কৃষ্ণের পুত্র।

গন্ধকালী—১। ব্যাসমাতা; ২। কুম্ভিরিণীরূপা শাপভ্রষ্টা অপ্সরা; হনুমানের হস্তে নিহতা হইয়া স্বর্গলাভ করেন।

গন্ধর্ব্বী—সুরভীর কন্যা—অশ্বজাতির জননী।

গয়—সুগ্রীবের অনুচর বানর। ইনি লঙ্কা সমরে বীরত্ব দেখান। ২। গয় নামক অসুর। ৩। একজন রাজা। তারাপুরের প্রতিষ্ঠাতা, ইনি বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক যাগ-যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে রত থাকিতেন।

গরুড়—পক্ষিরাজ—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী বিনতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি ক্ষুধার্ত্ত হইলে, পিতার আদেশে যুদ্ধরত গজকচ্ছপদ্বয় ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাস্য হইতে মাতার মুক্তি বিধানেচ্ছায় বিমনা কদ্রুর আদেশে সুধা আহরণ জন্য, স্বর্গে গমন করেন; অমৃত পাইয়া তাহা পান না করিয়া, ইহাঁকে প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত দেখিয়া, বিষ্ণু ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, বরদানে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জিজ্ঞাসেন, ও অমৃতপান না করিয়াও আশীর্ব্বাদে অমর হইতে চাহিলেন। বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইলে, ইনি বিষ্ণুকে বরপ্রার্থী হইতে বলিলে, বিষ্ণু ইহাঁকে বাহনরূপে লাভ করিতে চাহেন। এই হইতে গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছেন। ইহাঁর পর সুধারক্ষার জন্য ইন্দ্র ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিলে, ইনি তাঁহার পরাজয় সাধন করেন; তাহাতে ইন্দ্রের সহিত ইহাঁর অক্ষুণ্ণ সখ্য স্থাপনা হয়; এবং তাঁহার বরে সর্পগণ ইহাঁর ভক্ষ্য হইল। পরে সেই স্বর্গাহৃত অমৃত কদ্রুকে দিয়া, মাতার দাস্য মোচন করেন। গরুড়ের যোগে ইন্দ্র সুধাহরণ করিলে, সেই সুধার ভাগ সর্পগণের ভাগ্যে ঘটিল না। একদিন গরুড় সুমুখনাগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া, সুমুখনাগেরও ভক্ষণের দিন বলিয়া দেন। ইহাঁর পর সুমুখের সহিত মাতলির কন্যার বিবাহ হয়। তাহাতে ইন্দ্র সুমুখকে "দীর্ঘায়ু হও" বলিয়া বর প্রদান করেন। তাহা শুনিয়া ইনি বিষ্ণু ও ইন্দ্রের নিকট স্বীয় বলের স্পর্দ্ধা করেন। তখন বিষ্ণু এই পক্ষিরাজের স্কন্ধে নিজের একটী বিরাট হস্তের ভর দেওয়ায়, ইনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তখন বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, নিষ্কৃতি পান। পরে সুমুখের সহিত ইহাঁর মিত্রতা হয়।

গর্গ—জ্যোতির্ব্বিৎ মুনিবিশেষ;—ইনি যাদবগণের কুলগুরু, গোকুলে বলরাম ও কৃষ্ণের জাত-সংস্কারাদি সম্পন্ন করেন। ইহাঁর গার্গ্য নামে পুত্র ও গার্গী নাম্নী কন্যা হইয়াছিল।

গাধি—চন্দ্রবংশীয় কুশনাভ পুত্র, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতা। ইহাঁর পিতার নাম কুশিক। ইনি কান্যকুব্জের অধীশ্বর। মতান্তরে ইনি ইন্দ্রের অবতার। ইহাঁর তনয়া সত্যবতীর সহিত ভৃগুনন্দন ঋচীকের বিবাহ হয়। ইহাঁর অনুরোধে মুনিবর পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন। নৃপ মহিষী সেই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া রাজার ঔরসে বিশ্বামিত্রকে গর্ভে ধারণ করেন।

গান্দিনী—কাশিরাজের কন্যা—শ্বফল্কের পত্নী—, অক্রূর প্রভৃতির মাতা। ইনি বহুকাল মাতৃগর্ভে

বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ইহাঁর পিতা প্রত্যহই একটী করিয়া গো-দান করিতেন। ইনি প্রতিদিন যাবজ্জীবন এক একটী ধেনু দান করিয়াছিলেন; এতজ্জন্য, ইহাঁর এই নাম!

গান্ধারী—গান্ধারবাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী—মহারাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতির জননী; ইহাঁর স্বামী অন্ধ হওয়ায়, ইনি স্বীয় চক্ষু আবদ্ধ রাখিয়া দর্শনসুখে বঞ্চিতা ছিলেন, ইনি দুর্য্যোধনকে সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে রক্ষার অনুরোধ করেন, পরে দুর্য্যোধনের নিকট বলিতেন, যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে জয়! ভারত-যুদ্ধে কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছিল। কৌরববংশ ধ্বংস হইলে, স্বামীর সহিত অরণ্যাশ্রয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

গায়ত্রী—যাঁহার গানে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম গায়ত্রী; ব্রহ্মারপত্নী, একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া, সাবিত্রী আনয়নের জন্য, ইন্দ্রের প্রেরণ করিলেন,সাবিত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায়, কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে বলায়, ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্দারপরিগ্রহার্থ কন্যান্বেষণে ইন্দ্রের প্রতি আদেশ করেন। ইন্দ্র উপযুক্তবোধে এক গোপকন্যাকে আনয়ন করেন; ব্রহ্মা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই গোপকন্যা গায়ত্রীর সহিত যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হন। এই গোপকন্যাই গায়ত্রী।

গার্গী—মহর্ষি গর্গের কন্যা, ইনি তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্না বিদুষী ব্রাহ্মণী, ইনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর রচিত ঋগ্বেদের টীকা প্রসিদ্ধ।

গার্গ্য—মহর্ষিগর্গের পুত্র; ইনি মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য ও ঋগ্বেদের অধ্যাপক। ইনি কালযবনের পিতা, একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি গার্গ-সংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি যাদবগণের কুলগুরু। ইনি যাদববংশে বিবাহ করেন। একদিন ইনি শ্যালক কর্ত্তৃক ক্লীব বলিয়া বিদ্রূপ বাক্যে অবজ্ঞাত, মর্ম্মাহত ও ক্রোধপরবশ হইয়া, যাদবদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ইহাঁর তপোনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইহাকে বরদানে সম্মত হন। তখন ইনি যাদবদিগের আশুর পুত্র-প্রার্থী হন। মহাদেব ইহাঁকে ইষ্টবর দান করিলে অপ্সরা গোপালী গর্ভে ইহার কালযবন নামে পুত্র হয়।

গালব—একজন বৈয়াকরণ ঋষি। ইনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। শিক্ষাসমাপ্তির পর গুরু-দক্ষিণার কথা উত্থাপন করিলে, বিশ্বামিত্র এককর্ণ কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ৮০০ শত শ্বেত অশ্ব দিবার আদেশ করিলেন। তখন ইনি গরুড়ের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিষ্ঠানপতি যযাতির নিকট প্রার্থনা করেন; প্রতিষ্ঠানপতি যযাতি ঐরূপ অশ্বদানে অসমর্থ হইয়া স্বীয় কন্যা মাধবীকে দান করেন; ইনি ক্রমে অযোধ্যাপতি হর্য্যশ্ব, কাশীশ্বর দিবোদাস এবং ভোজরাজ শনির—এই তিনজন রাজার নিকট দান করিয়া ইহাঁর গর্ভে প্রত্যেকের এক একটী পুত্র হইলে তাঁহারা প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ২০০ করিয়া অশ্বদান করিলেন; ইনি ৬০০ অশ্ব ও মাধবীকে লইয়া গুরু বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করেন, বিশ্বামিত্র আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ৮০০ অশ্বের পরিবর্ত্তে ঐ কন্যা ও অভীষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ৬০০ অশ্ব লইয়া সন্তুষ্ট হন; পরে ঐ কন্যার গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তৎপরে ঐ কন্যা পিত্রালয়ে প্রত্যর্পিত হন। গালবের বরে ঐ কন্যা চিরযৌবনা ছিলেন। অপিচ পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করিয়াও ইহাঁর কন্যকাভাব দূষিত হয় নাই। ইনি দেবর্ষি নারদের নিকট বহু উপদেশ লাভ করিয়া তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে জীবনযাপন করেন। গরুড়ের সহিত ইহাঁর সবিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

গিরু—সামবেদবেত্তা ঋষি।

গুণকেশী—ইন্দ্রের সারথি মাতলির স্বপত্নী, সুধর্ম্মার গর্ভসম্ভূত কন্যা, ইহাঁর ভ্রাতার নাম গোমুখ। ভোগবতী নগরীর আর্য্যক নাগের পৌত্র, চিকুর নাগের পুত্র সুমুখের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।

গুহ—চণ্ডালরাজ,—রামচন্দ্রের মিত্র; ইহার বাস-স্থান ভাগীরথীর তীরস্থ শৃঙ্গবের পুর।

গুহক—শ্রীরামচন্দ্র বনবাস গমনকালে ইঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। ইনি রাম ও লক্ষ্মণের জটা সন্ধান জন্য বটবৃক্ষের নির্য্যাস, জাহ্নবীর অপরপারে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতির সংস্থান করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগের পরম পরিতোষ সাধন করেন। রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইঁহার সাক্ষাৎ লাভে পরম সুখী হন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণসম সখা।

গৃৎসমদ—জনৈক মুনি,—ইনি ইন্দ্রকর্ত্তৃক সৌনহোত্র নামে আখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হন; ইনি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের অনেকগুলি ইন্দ্রের স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণমতে চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার বংশে শোনহোত্র নামা ক্ষত্রিয়ের পুত্র বলিয়া ইঁহার নাম শৌনহোত্র। বহু পুরাণমতে গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র শৌনক বহু পুরাণমতে ইনি ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র। যখন ইনি যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হন, তখন অসুরগণ ইঁহার কর্ম্মের অন্তরায় হইলে, ইন্দ্র ইঁহার রক্ষার বিধান করেন। পরে ইনি শৌনকরূপে অবতীর্ণ হন।

গোতম—১। মহর্ষি গৌতমের পিতা ঋষি বিশেষ। ২। বিংশতিতম দ্বাপরের ব্যাস।

গোনন্দ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কাশ্মীররাজ, মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্দ ছিল; জরাসন্ধের মথুরাক্রমণে ইনি সাহায্য করেন এবং যমুনাতীরে বলরাম হস্তে নিহত হ০। ইঁহার পুত্র দামোদর। অন্যত্র ইহার গোনর্দ নামও দেখা যায়।

গোপতি—ভোজবংশীয় জনৈক রাজা; ইরাবতী নগরীতে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার এবং জলকেতুর বিনাশ করেন।

গোপা—কলিদেশাপতি দণ্ডপানির কন্যা—শাক্যসিংহ-পত্নী। ইনি পরমা রূপবতী ছিলেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের পিতা পুত্রের বিবাহ কালে অশোক ভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজকুমারীর সহিত ইনিও অশোক ভাণ্ডের প্রার্থিনী হন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড ফুরাইলে, ইনি উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে দুইজনে কথোপকথন হয়। তখন তিনি ইঁহাকে স্বীয় রত্ন অঙ্গুরীয়ক দান করেন। ইহাতে উভয় উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। তৎপরে উভয়ের বিবাহের কথা উপস্থিত হইল। গোপার পিতা বলেন, শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া, আমার কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন; তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম শৌর্য্য ধনুর্ব্বেদ রাজনীতি শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ের পরিচয় দিয়া গোপার পরিণয় স্বীকারে সমর্থ হন।

গোপালী—অপ্সরা বিশেষ। গর্গ্য মুনির ঔরসে ইঁহার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়।

গোপক—শাকল্যের শিষ্য, ঋগ্বেদাচার্য্য ঋষি।

গৌতম—১ গোতম মুনির পুত্র—ঋষি—স্মৃতিসংহিতাকার। বৈশ্য রাজযজ্ঞে অত্রি ঋষির সহিত ইঁহার বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ব্রহ্মা অহল্যার নির্ম্মাণ করিয়া, ইঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাখেন। বহুবর্ষ পরে ইনি ব্রহ্মহস্তে অহল্যার প্রত্যর্পণ করিলে, ব্রহ্মা ইঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার বিষয় জানিয়া, ইঁহাকে সেই কন্যারত্ন দান করেন। অহল্যার গর্ভে ইঁহার শতানন্দ নামে পুত্র হয়। ইঁহার রূপ ধারণ করিয়া, ইন্দ্র অহল্যায় গমন করিলে, ইনি তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। তৎপরে ইনি হিমালয় গমন করিয়া তপে রত হন। বহুবর্ষ পরে বিশ্বামিত্র সহ রাম লক্ষ্মণের আগমনে অহল্যার শাপ মোচন হইলে, ইনি পুনরায় ভার্য্যাসঙ্গত হন। ২ কৃপাচার্য্যের পিতা। ইনি ধনুর্ব্বেদবিশারদ ছিলেন, মহর্ষি উতঙ্ক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী হইয়া ইঁহার আশ্রমে থাকিয়াই বৃদ্ধ হন।—ইনি ন্যায় দর্শনের স্রষ্টা। ৩ শাক্যসিংহ।

গৌরমুখ—মহর্ষি শমীকের শিষ্য। ইনিই মহারাজ পরীক্ষিৎ সমীপে ঋষির শাপসংবাদ প্রদান করেন।

ঘ

ঘটোৎকচ—রাক্ষস বিশেষ। জতুগৃহ দাহের পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা জননীর সহিত অরণ্যাশ্রয়

করিল, হিড়িম্ব নামক এক রাক্ষসের অধিকারে প্রবেশ করায়. মহাবীর ভীমসেন ঐ রাক্ষস বধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। হিড়িম্বার গর্ভে এই ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় বলবান্ ছিলেন; কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাণ্ডবপক্ষাবলম্বনে বহু যুদ্ধের পর কর্ণের হস্তে ইন্দ্র প্রদত্ত শতঘ্নীশক্তি অস্ত্রদ্বারা হত হন।

ঘণ্টাকর্ণ—শিবানুচর বিশেষ। ইনি মঙ্গলের ঔরসে মেধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি শিবের প্রিয় অনুচর;—ঐকান্তিকী ভক্তির বলে শিব পার্ষদ হন; ইনি ব্রণব্যাধিনাশক। ইহাঁর অপর নাম ঘণ্টেশ্বর। চলিত নাম ঘেঁটু। ইনি পূর্ব্বে বিষ্ণু বিদ্বেষী ছিলেন; বিষ্ণুর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না বলিয়া কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া থাকিতেন বলিয়া ইহার এই নাম। ইনি মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসনা করিতে বলেন। পরে বিষ্ণু উপাসনায় বদরিকাশ্রমে মুক্তিলাভ করেন।

ঘৃতপৃষ্ঠ—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র।

ঘৃতাচী—পুরুবংশীয় রাজর্ষি কুশনাভের পত্নী, অপ্সরো বিশেষ। ইহাঁর গর্ভে শত কন্যার এবং দশটী পুত্রের জন্ম হয়। এই শত কন্যার বিবাহ জন্য রাহু আদিষ্ট হইলে, তাঁহারা রাহুর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া কাপিল রাজ ব্রহ্মদত্তের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহাঁর দর্শনে ব্যাসদেব কামার্ত্ত হইলে শুকদেবের জন্ম হয়।

ঘৃতেয়—পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের পুত্র; ইনি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।

ঘোষা—ঋগ্বেদোক্ত একটী যোষিৎ। ইনি পিত্রালয়ে বৃদ্ধা হইলে, তপশ্চার্য্যায় অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের সন্তোষ সাধন করিয়া তাঁহাদের প্রসাদে পুনর্ব্বার যৌবন লাভ করেন ও পতি লাভে সুখী হইয়াছিলেন।

—

চ

চক্ষুঃ—১। দিবের পুত্র। ২। বৃষ্টের পুত্র, ইনি সর্ব্বতেজা নামে পরিচিত। ইহাঁর পত্নী আকূতি, পুত্র চাক্ষুষ মনু। ৩। দ্বিমীয় বংশীয় পুরুজানুর পুত্র।

চক্ষুপ—নেদিষ্ট বংশোদ্ভব খনিত্রের পুত্র রাজা। বিশিষ্ট বলবান্ বলিয়া ইহাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

চণক—মহর্ষি কণ্বায়নের জনক মহর্ষি।

চণ্ড—মহাসুর শুম্ভের অনুচর—ভাগিনেয়। ভগবতী কৌষিকীরূপে ইহার বিনাশ করেন।

চণ্ডক—ইনি বুদ্ধদেবের অনুচর—বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসগ্রহণে ইনিই প্রধান সঙ্গী।

চণ্ডকৌশিক—মহর্ষি কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র, ইহাঁর বরে মহারাজ বৃহদ্রথের জরাসন্ধ পুত্রলাভ হয়। ২। কুশিকবংশীয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র অতীব কোপনস্বভাব বলিয়া চণ্ডকৌশিক নামে পরিচিত।

চণ্ডা—চণ্ডীকালীর অষ্টনায়িকার একটী।

চণ্ডী—১। পার্ব্বতীর মূর্ত্তিভেদ,—মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি।

চন্দনোদকদুন্দুভি—যাদববংশীয় বীর ভবের নাম। তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্ব ইহার বন্ধু।

চন্দ্র—দেবতা, সমুদ্র মন্থন কালে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি লোকপাল। শ্বেতবর্ণ দশাশ্ববাহিত ত্রিচক্র রথে বিচরণ করেন। মতান্তরে মহর্ষি অত্রির নয়ন হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। ইনি দক্ষের ২৭টী নক্ষত্ররূপিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে রোহিণী ইহাঁর প্রিয়তমা। ইহাঁর একানুরক্তি জন্য বিরক্ত হইয়া দক্ষ অভিশাপে ইহাঁকে যক্ষ্মগ্রস্ত হইতে হইল। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনায় প্রজাপতি দক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁর ক্ষয়রোগ পক্ষব্যাপী করিয়া দেন। এই সময় ইহাঁকে চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া ক্ষয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইনি গুরুপত্নী তারার হরণ করিয়া অসুরগণের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করায়, দেবাসুর তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। পরে বিধাতা মধ্যস্থ হইয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করেন। ঐ সময় ইহাঁর ঔরসে তারার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে বুধের উদ্ভব হয়। ইহাঁর স্বপত্নীগর্ভজ পুত্রের নাম বর্চ্চা।

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্র—হিমালয় পর্ব্বত নিকটস্থ চন্দ্রবক্র (চন্দ্রকান্ত) প্রদেশের অধীশ্বর।

চন্দ্রগিরি—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্রের পৌত্র—কুশের পুত্র।

চন্দ্রগুপ্ত—মহানন্দের ঔরসে তদীয় মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভজাত নৃপতি। মৌর্য্যবংশের প্রবর্ত্তক। ইনি স্বীয় গুরু চাণক্যের সাহায্যে মগধের অধীশ্বর হন। ইনি তাৎকালিক হিন্দুরাজগণের সাহায্যে গ্রীক্-রাজ সেকেন্দরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইনি পাটলিপুত্রের সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া গুরু চাণক্যকে প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত করিয়াছিলেন। পরে শিল্যুকস ভারতাক্রমণ করিলে, চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি ২৪ বৎসর কাল মগধে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন।

চন্দ্রদেব—পাঞ্চালবংশীয় একজন বীর। ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক; ইনি মহাবীর অঙ্গেশ্বর কর্ণের হস্তে নিহত হন।

চন্দ্রভানু—চন্দ্রাবলীর পিতা, মহীভানুর ঔরসে সুখদার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর অপর চারি সহোদরের নাম—রত্নভানু, বৃষভানু, সুভানু, ও ভানু; ও ভগিনীর নাম ভানুমুদ্রা; ভাতৃগণ মধ্যে ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহাঁর পত্নী বিন্দুমতী।

চন্দ্ররেখা, চন্দ্রলেখা } মহারাজ বাণের কন্যা—উষার সহচরী।

চন্দ্রশেখর—করবীরপুরের রাজা পৌষ্যের পুত্র।

চন্দ্রশ্রী—অন্ধ্রভৃত্য—বংশীয় জনৈক রাজা।

চন্দ্রাবলী—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসকালীন প্রিয়া সখী। চন্দ্রভানুর ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। করালার পুত্র গোবর্দ্ধন মল্ল ইহাঁর স্বামী। প্রধানা গোপিকা রাধিকার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী। অন্যান্য ব্রজগোপীগণের ন্যায় ইনিও কৃষ্ণের রূপগুণে মোহিতা হইয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রীতি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লইয়াই রাধিকার সহিত ইহাঁর বিরোধ। এতজ্জন্য রাধিকা একবার কৃষ্ণের মান করায় শ্রীকৃষ্ণ পদপ্রান্তে সাধিয়াও মানভঞ্জন করিতে না পারায় শেষে যোগিবেশে মানভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন।

চন্দ্রাবলোক—কুশবংশীয় রামের পুত্র।

চন্দ্রাশ্ব—মহারাজ ধুন্ধুমারের পুত্র, ধুন্ধুযুদ্ধে রক্ষা পান।

চম্প—হরিতের পুত্র, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পৌত্র; ইনি চম্পাপুরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁর পুত্রের নাম সুখদেব। মতান্তরে চঞ্চু ইহাঁর নামান্তর। ইহাঁর পুত্র বিজয়।

চরক—আয়ুর্ব্বেদবিৎ ঋষি। ইহাঁর রচিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ইহাঁর নামানুসারে চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ।

চরিষ্ণু—কীর্ত্তিমানের পুত্র।

চাক্ষুষ—রাজা চক্ষুর আকুতি গর্ভসম্ভূত পুত্র; ইহাঁর পত্নীর নাম নদ্বলা। ইহাঁর পুরু, কুৎস্ন, অমৃত, দ্যুমান, সত্যবান, ধৃত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি ও উল্মুক এই ১২ জন সন্তান। ইনি ষষ্ঠ মনু।

চাণক্য—তক্ষশীলা নিবাসী জনৈক কূটবুদ্ধি সুপণ্ডিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। ইনি সাতিশয় কোপন-স্বভাব, যোগানন্দের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ সভায় ধুরীণ করিতে ইহাঁর নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিবার পর সুবন্ধু নামা জনৈক পরিচিত ব্রাহ্মণে সেই ধুরীণতা প্রদত্ত হইলে, ইনি সভাস্থলে স্বীয় শিখা উন্মুক্ত করিয়া বলেন, "যতদিন না এই নন্দবংশের উচ্ছেদ হয়, ততদিন শিখা উন্মুক্তই থাকিবে।" সপ্তাহ মধ্যেই নন্দনরপতির বংশ বিনাশ হইবেই হইবে। পরে ইনি অভি-শাপ দ্বারা নরপতির বিনাশ সাধন করিলে, শকটাল যুবরাজ হিরণ্যগুপ্তের বিনাশ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাধিরোহণের ব্যবস্থা করেন। ইনি নীতিশতকের রচয়িতা।

চাণূর—কংসের অনুচর মল্লবিশেষ। ইনি দানব ময়ের অবতার। কংসের ধনুর্যজ্ঞ সময় চাণূর কৃষ্ণের হস্তে নিহত হন।

চারু—শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চারুগুপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চারুদেষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চারুদেহ—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চারুবাহু—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চারুমতী—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভজাতা কন্যা।

চারুবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

চার্ব্বাক—১। মহারাজ দুর্য্যোধনের জনৈক রাক্ষস। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশ জন্য, মুনিবেশে

উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয়। ২। একজন দার্শনিক ঋষি। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর স্বনাম প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ। "যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখে থাকিবে মৃতের সেই শরীর ভস্ম হইলে,তাহার ও ার পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে গিয়া আত্মার কষ্টভোগ মূঢ়তামাত্র। পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি হইতে যাবতীয় পার্থিব স্থূল পদার্থের সৃষ্টি। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব হয়; আর তাহাব বিলয়ে, চৈতন্যের লোপে অচেতন অবস্থাই মৃত্যু।

চিকুব—ঐরাবত বংশীয় নাগ বিশেষ। ইহাঁর পিতা আর্য্যকনাগের পুত্র সুমুখ। ইন্দ্র সারথি মাতলিব কন্যা গুণকেশীর সহিত ইহাঁর পুত্র সুমুখের বিবাহ হয়। পরে গরুড় ইহাঁর বিনাশ সাধন করিলে গুণকেশীর অনুরোধে মাতলি বিষ্ণু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে অমৃতদানে ইহাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। গরুড় তাহাতে আপনাকে অবমানিত বলিয়া মনে কবিয়া আত্ম-বল গৌরব প্রদর্শন কবিতে তর্জ্জন কবায় বিষ্ণু ইহাঁর স্কন্ধে দক্ষিণ বাহু ন্যস্ত কবেন। গরুড় সেই বাহুভরে বিধ্বস্ত হওয়ায় বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবেন। তৎপরে বিষ্ণুকর্তৃক প্রসন্ন হইয়া সুমুখনাগকে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ইহাঁর কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিলে, গরুড় তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বৈরসমাপ্তি করেন।

চিত্তর—সরস্বতীতীরবাসী ঋগ্বেদোক্ত একজন নায়ক ঋষি।

চিত্তি—মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা; মহামুনি অথর্ব্বের পত্নী; ইহাঁর পুত্র মহর্ষি দধিচি ও অশ্বশিরা।

চিত্রকেতু—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র।

চিত্রগুপ্ত—চতুর্দ্দশ যমের একজন। ইনি ব্রহ্মবাক্যে কোটিনগরে গমন করিয়া চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। তাহাতে চণ্ডিকা ইহাঁকে তিনটী বর দেন—"তুমি পরোপকারী স্বাধিকারস্থ ও চিরায়ু হইবে।" ইনি দিব্যরূপ পূর্ণচন্দ্রনিভানন মহাবাহু শ্যামবর্ণ কমললোচন কম্বুগ্রীব পূতশির; ইহাঁর হস্তে লেখনী, ছেদনী, ও মসীপত্র, ইনি ব্রহ্মকায়োৎপন্ন এবং কায়স্থগণের আদিপুরুষ। ইনি ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করেন. ইরাবতীর গর্ভে চারু সুচারু চিত্র হিমবান্ মতিমান্ ইত্যাদি অষ্টপুত্র ও অপরা ভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে ভানু বিভানু বিশ্বভানু ও বীর্য্যবান্ চারিপুত্র উৎপাদন করেন কেহ কেহ বলেন; এই দ্বাদশ পুত্র হইতেই কায়স্থগণের বিস্তৃতি।

চিত্রভানু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের মাতামহ মনিপুররাজ। ইহাঁব কন্যাব নাম চিত্রাঙ্গদা।

চিত্ররথ—১। রাজা চিত্ররথ স্বীয় মহিষীব সহিত জলবিহার করিতেছেন দেখিয়া, মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকার স্মরদশাবির্ভাব হওয়ায়, তদ্দর্শনে মহর্ষি জমদগ্নি পুত্রগণকে বলিলেন "তোমবা এই ব্যভিচারিণীর শিরশ্ছেদ কর।" তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম এই কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২। গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ। ইনি ইন্দ্রের সভায় সঙ্গীতাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রসিদ্ধি অনুসারে ইহাঁর নাম অঙ্গারপর্ণ হইলেও, ইন্দ্রের সারথ্যহেতু চিত্ররথ নাম লাভ করেন অপর, ইহাঁর এক বিচিত্ররথ থাকায় ইহাঁর এই নামের সার্থকতা। যে সময় পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পঞ্চাল প্রদেশে গমন করেন, সেই সময় সোমাশ্রয়ায়ণ তীর্থে গঙ্গায় ইনি রমণীগণ পরিবৃত হইয়া বিহাররত ছিলেন, পরে তথায় পাণ্ডবগণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধাবেশে রোষকষায়িত লোচনে বলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্ব হইতে সমস্ত রাত্রি কামচারী যক্ষ রক্ষঃ গন্ধর্ব্বদিগের বিচরণ কাল; অবশিষ্ট সমস্তদিন মানবগণের কার্য্যকাল। তোমরা অন্যায় করিয়া রাত্রিকালে নদীকূলে আসিয়াছ; ইহা আমার অধিকৃত স্থান এস্থলে এ সময় দেবতাদিগেরও প্রবেশে আশঙ্কা হয়, তোমরা মানব, কি সাহসে আসিলে! তোমাদের সমুচিত দণ্ড দিব। তাহাতে অর্জ্জুন বলেন, 'পূতনীরা গঙ্গায় আসিবার কালাকাল নাই, কেন আমাদিগের প্রতি দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিতেছ? আমরা গঙ্গার পবিত্র জলস্পর্শ করিতে বিরত হইব না; সাধ্য থাকে প্রতিষেধ কর।'

ইহাতে অর্জ্জুনের সহিত চিত্ররথের তুমুল সংগ্রাম হয়; অর্জ্জুন ইহাঁকে রথভ্রষ্ট ও শেষে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আনয়ন করিলে, ইহাঁর পত্নী কুম্ভীনসী ধর্ম্মরাজ-সমীপে ইহাঁর প্রাণভিক্ষার সহ মুক্তি প্রার্থনা করেন। পরে ইনি মুক্ত হইয়া অঙ্গারপর্ণ নাম ত্যাগ করিয়া চিত্ররথ নাম ধারণ ও অর্জ্জুনের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে, তাঁহাকে চাক্ষুষী-বিদ্যা ও শতসংখ্যক গান্ধর্ব্ব অশ্ব প্রদান করেন এবং তৎপ্রতিদানে অর্জ্জুন তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রদানে সখ্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ৩। পূষদ্রুর পুত্র; ইহার পুত্রের নাম শশবিন্দু। ৪। ধর্ম্মরথের পুত্র; ইনি ইন্দ্রের সহ সোমপান করিয়াছিলেন। ৫। পরীক্ষিতবংশসম্ভূত উষ্মার পুত্র।

চিত্রলেখা—অপ্সরোবিশেষ। উর্ব্বসীর সখী। কেশী-দানব উর্ব্বসীর সহিত ইহাঁকে অপহৃত করেন। পুরুরবা ইহাঁদিগের উদ্ধারসাধন করেন। ২। উষার সখী। বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণা, অনুরুদ্ধ সহ উষার মিলনের প্রধানা সাধিকা। ঘটিকা।

চিত্রসেন—ইন্দ্র সভাসদ্ গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র; যখন অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্রলোকে গমন করেন, সেই সময়ে ইনি তাঁহাকে সাম, নৃত্য, গীত, বাদ্য-শিক্ষা দিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সহিত ইহাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল। ২। জনৈক রাজা। কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনপক্ষীয় হইয়া, পাণ্ডব-পক্ষীয় সহদেবাত্মজ শ্রুতকর্ম্মার হস্তে নিহত হন। ৩। পাণ্ডবপক্ষীয় বীর রাজা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের হস্তে নিহত হন। ৪। অঙ্গরাজ মহা-বীর কর্ণের পুত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নকুলের হস্তে নিহত হন। ৫। চিত্রগুপ্তের ইরাবতীগর্ভসম্ভূত পুত্র।

চিত্রা—শ্রীকৃষ্ণের সখী।

চিত্রাঙ্গদ—মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন। ইনি বাহুবলে নানাদেশ জয় করিয়া-ছিলেন। ইনি চিত্রাঙ্গদ নামক গন্ধর্ব্বের হস্তে সরস্বতীতীরে নিহত হইয়াছিলেন। ২। জনৈক গন্ধর্ব্ব; শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদের হন্তা। ৩। কলিঙ্গদেশের রাজা। ৪। একজন বিদ্যাধর। নভঃপথে বিচরণকালে পদধূলি দেবর্ষি নারদের মস্তকে পড়ায় তাঁহার অভিশাপে সিংহ হন, ইহাঁর কন্যার সহিত বসুদত্তার বিবাহ হইলে ইনি শাপ মুক্ত হন।

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা, তৃতীয় পাণ্ডব বীর অর্জ্জুনের পত্নী; ইহাঁর পুত্রের নাম বভ্রুবাহন। অর্জ্জুন যখন একাকী দ্বাদশ বৎসরের জন্য গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি মণি-পুরে আসিয়া ইহাঁর দর্শনে পত্নীত্বে গ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাঁর পিতা অর্জ্জু-নের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলেন, চিত্রাঙ্গদার গর্ভজপুত্র মণিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন। অতঃপর ইহাঁর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইলে, অর্জ্জুন তথায় এক বৎসর অবস্থান করিলে, বভ্রু-বাহনের জন্ম হয়। তৎপরে চিত্রাঙ্গদা পিত্রালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্ব সহ মণিপুর গমন করিয়া, যুদ্ধে পুত্রহস্তে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তৎপরে উলূপী দ্বারা তাঁহার চেতনার সঞ্চার হয়। তৎপরে তিনি ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ইহাঁর সহিত বভ্রুবাহনকে লইয়া হস্তিনায় উপনীত হন। পাণ্ডবগণ যখন কুন্তী প্রভৃতিকে বনে দেখিতে যান ইনিও পাণ্ডব পুরস্ত্রীরূপে তাঁহাদিগের সহগামিনী হন।

চিত্রাশ্ব—সত্যবানের অপর নাম।

চিন্তা—মহারাজ শ্রীবৎসের পত্নী—আদর্শপতিব্রতা। ইনি স্বামীরসহ অনেক কষ্টভোগ করেন।

চিরকারী—মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইনি অতি মেধাবী ও কার্য্যকুশল ছিলেন; কিন্তু সুদীর্ঘ-কাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এক সময়ে ইন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে ফললাভার্থ মহর্ষি গৌতমের আশ্রয়ে ছাত্ররূপে অবস্থান করিতে করিতে দেবসুলভ কামচারবশে গৌতমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গুরুপত্নীতে উপগত হইলে মহর্ষি গৌতম ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার মঙ্গল কর। চিরকারী স্বভাবসুলভ বিচার বিতর্ক করিতে করিতে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন; এদিকে মহর্ষি গৌতমের

রোষাপসয়ণ হইলে, স্বীয় পত্নীর ভর্ত্তৃরূপধর ইন্দ্রে অভিরমণ দোষাই নহে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বর আশ্রমে আসিয়া, চিরকারীকে বিষণ্ণভাবে চিন্তাকুল দেখিয়া, বৎস চিরকারিন্, তোমার মঙ্গল হউক। ইনি পিতার আগমন দর্শনে পিতৃপদে পতিত হইয়া, জননীর প্রাণভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, মহর্ষি গৌতম পত্নীর প্রাণ রক্ষা করিয়া অভিশাপে পাষাণী করিয়াছিলেন। ইহঁার অপর নাম

চূলী—একজন পূতচেতা উর্দ্ধরেতা ঋষি। ইহঁার পরিচর্য্যায় পরিতোষবিধান করিয়া কৃপাকটাক্ষ-লাভে সোমদানাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যা একটী পুত্রলাভ করেন;—সেই পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্ত।

চেকিতান—পাণ্ডবপক্ষীয় বীর, মহারাজ দুর্য্যোধনের হাতে নিহত হন।

চেদি—মহারাজ কৌশিকের পুত্র। ইহঁার বংশীয়-গণ বৈদ্য নামে প্রসিদ্ধ।

চ্যবন—মহর্ষি মহাতেজা ঋষি। ইহঁার মাতার নাম পুলোমা। কীকট দেশে ইহঁার আশ্রম। মতান্তরে ইহঁার জরানিরাকৃতির ও যৌবনোৎপত্তির জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি অরণ্যমধ্যস্থ সরোবর তীরে; তপস্যায় রত থাকিয়া বহুকাল অতিবাহিত করেন, ইহাতে ইহঁার দেহে বল্মীকের সৃষ্টি হয়। একদা মহারাজ শর্য্যাতির সুকন্যা নাম্নী কন্যা তথায় বিচরণ করিতে করিতে একটা বল্মীকের অভ্যন্তরে দীপ্তমণিতেজদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাহা মহর্ষি চ্যবনের চক্ষু ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া গুটিকাঘাত করেন। ইহাতে তপোনিরত চ্যবন নেত্রপাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ শর্য্যাতির সৈন্যগণের শৌচপ্রস্রাব রোধ করিয়া দেন। শর্য্যাতি সৈন্য-গণকে মলমূত্রাবষ্টম্ভ জন্য পীড়ায় পীড়িত দেখিয়া তাহার কারণান্বেষণ করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, মহর্ষি চ্যবন কোপে এইরূপ হইয়াছে, তখন তিনি মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হইলেন। মহর্ষি চ্যবন বলিলেন, আপনার কন্যা যখন রূপযৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও নয়নাহত করিয়াছে, তখন তাহার পাণিগ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। রাজা শর্য্যাতি তৎক্ষণাৎ মহর্ষি চ্যবনকে সুকন্যা দান করিলেন। রাজকুমারী সুকন্যা তপস্বী পতি লাভ করিয়া প্রতিদিন তপস্যা অতিথিসৎকার অগ্নিসেবা দ্বারা স্বামি-পরিচর্য্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার সুরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বলেন, ভদ্রে, কেন তুমি জরা-গ্রস্ত সুবৃদ্ধ ঋষির উপাসনা কর; আমাদিগের অন্যতরকে বরমাল্য প্রদান করিলে, পরমসুখে কালযাপনে সমর্থ হইব। "সুকন্যা বলিলেন," আপনারা আমাকে এরূপ গর্হিত বাক্য বলিবেন না; স্বামীই আমার একমাত্র দেবতা।' তখন সেই দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন,"আমরা তোমার স্বামীকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিব; পরে তুমি আমাদিগের অন্যতমকে বরণ করিও। তোমার স্বামীর নিকট এ কথার অবতারণা করিও। পরে তিনি সম্মত হইলে, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় মহর্ষি চ্যবনকে সেই সরোবরে অবগাহন করিতে বলিলেন; এবং তৎসঙ্গে ইহঁারাও সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাঁহারা সকলে সেই সরোবর হইতে উত্থিত হইলে, তিন জনই সমমূর্ত্তি হইলেন, পরে পূর্ব্ব প্রস্তাবমত তাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতরের বরণ কথা উত্থাপন করিলে, সুকন্যা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া মহর্ষির গলে বরমাল্য প্রদান করেন। মহর্ষি চ্যবন ইহঁাদের উপকৃতির প্রতিদানস্বরূপ ইহঁাদিগকে সোমপীথী করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি হন। পরে মহারাজ শর্য্যাতির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য, সোমরস প্রদানকালে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিষেধ করান। ইনি তাহাতে উপেক্ষা করায়, ক্রোধভরে ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি মন্ত্রবলে তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করিয়া ইন্দ্রের নিধন জন্য মদনামা এক অসুরের সৃষ্টি করেন। পরে ইন্দ্র ভীত হইয়া, ক্ষমাপ্রার্থী হইলে, ইনি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে সোমভাগী করিয়া, ইন্দ্রের মুক্তি-দান করেন।

—

ছ

ছল—সূর্য্যবংশীয় কুশবংশোদ্ভূত দলের পুত্র।

ছায়া—(ক) সূর্য্যের পত্নী ; ইহাঁর গর্ভে সাবর্ণি মনু, শনৈশ্চর, ও তপতীর জন্ম হয়। (খ) সূর্য্য-পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহিতে না পারিয়া, নিজ শরীর হইতে স্বীয় অনুরূপ আকারে ছায়ার সৃষ্টি করেন, ইহাঁকে সূর্য্যের নিকট পত্নী ভাবে রাখিয়া ইহাঁর হস্তে নিজ সন্তানগণ অর্পণ করিয়া, স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্য্যের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সপত্নী সন্তানদিগের প্রতি অযত্ন প্রকাশ হেতু তাঁহারা ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। যম ইহাঁকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, অভিসম্পাতে ইনি তাঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠী মহাবিদ্যা। ইহাঁর প্রসাদে জীব শিব হইতে পারে। পার্থিব ভূতি-চিকীর্ষুগণ অপুত্র হইয়া পুত্রকাম হইলে, ইহাঁর উপাসনায় পুত্রলাভ, নির্ধন ধন লাভ ও বিদ্যাহীন মূর্খ বিদ্যালাভে সমর্থ হইতে পারে।

জ

জগদ্ধাত্রী—দুর্গার মূর্ত্তিভেদ।

জগন্নাথ—পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থিত দেবমূর্ত্তি।

জটায়ু—অরুণের শ্যেনীগর্ভসম্ভূত পুত্র ; ইহাঁর সহিত সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথের সবিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণকালে সীতার ক্রন্দন শ্রবণে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অস্ত্রে এমনই আহত হইয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে সীতাহরণবার্ত্তা বলিতে বলিতেই ইহাঁর মৃত্যু হয়। পিতৃসখা বলিয়া, শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর অন্ত্যেষ্টি তর্পণাদি করিয়াছিলেন।

জটাসুর—জনৈক রাক্ষস। পাণ্ডবদিগের বনবাস-কালে এই রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কুটীরে উপনীত হয়। তখন অর্জ্জুন অস্ত্র শিক্ষা করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, পরে এই রাক্ষস কিছুকাল পাণ্ডবদিগের সহিত অবস্থান করিয়া, ভীমসেনের অনুপস্থিতি কালে দ্রৌপদীর সহিত অপর ৩টী পাণ্ডবের হরণ করিতে অবসর প্রতীক্ষা করে। এক দিন ভীমসেন যেমন মৃগয়ায় গমন করিলেন, জটাসুর অগ্রে অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর হরণ করে। পরে ভীম ইহার পশ্চাদ্ধাবনে আক্রমণ পূর্ব্বক সমর সংঘটন করিয়া, ইহার বধসাধন করেন। ইহার পুত্র অপবল।

জটিল—জগন্নাথ জটিলবেশে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। ২। এক পিতৃহীন দরিদ্র বালক। সে একটী অরণ্য অতিক্রম করিয়া গুরুগৃহে পাঠার্থে যাইত। পথে ভয় পাইলে,মাতার পরামর্শমত "সখে গোবিন্দ!" —বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যাইত। মাতৃ-বাক্যে বিশ্বাস থাকায়, এই বালকের আহ্বানে ভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভয়ত্রাণ করিতেন, পরে গুরুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুদেব ছাত্র-গণ সমীপে সাহায্যপ্রার্থী হইলে, সরলহৃদয় জটিল সখা গোবিন্দের নিকট মাতার দৈন্য ও গুরুর প্রার্থনা জানাইলে, তাঁহার উপদেশ মত পর দিন গুরু সমীপে শ্রাদ্ধ ব্যাপারে আবশ্যকমত সমস্ত দধির সংস্থান করিয়া দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হয়। পরে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, গুরু সমীপে জটিল সখাদত্ত এক ভাণ্ড দধি প্রদান করিলে, গুরু সবিস্ময়ে বলিলেন, এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে ? জটিল বলিল, ইহাতে আপনার সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াও উদ্বৃত্ত হইবে—সখা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা হওয়াতে গুরু সেই জটিলের সখার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনন করিলে জটিলের সহিত বনে গমন করেন ; পরে জটিলের মুখে সখা গোবিন্দের দর্শনলাভের সুকৃতি নাই, গুরু চেষ্টা করুন দর্শন পাইবেন, এই কথা গোবিন্দ বলিয়াছেন, শুনিয়া গুরুদেব তপশ্চর্য্যায় রত হন।

জটিলা—রাধিকার ও তদনুজা অনঙ্গমঞ্জরীর শ্বশ্রূ—আয়ানের মাতা,—বৃন্দাবনের অন্তর্গত জাবট গ্রাম নিবাসী গোপপ্রধান গোপের পত্নী।

ইহাঁর দুইটী পুত্র অভিমন্যু বা আয়ান ও দুর্ম্মদ।

জনক—১। মহারাজ নিমির পৌত্র; ইহার নামানুসারে ইহাঁর বংশীয়গণ জনক নামে অভিহিত হইতেন। ইহাঁর পুত্র উদাবসু। ইনি যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে লাভ করেন। ইহাঁর অপর একটী কন্যার নাম উর্ম্মিলা। বিদেহাধিপতি বলিয়া ইহাঁর নাম বৈদেহ। অপরতঃ ইহার নাম মৈথিল বলিয়া, ইহাঁর রাজ্যের নাম মিথিলা। রাজা সুধন্বা সীতাপ্রাপ্তির আশায় মিথিলাবরোধ করিলে ইনি যুদ্ধে তাহার নিধন করিয়া, তাঁহার রাজধানী সাঙ্কাশ্যায় কুশধ্বজকে রাজা করেন। ইনি রাজ্যভার বহন করিতে করিতে সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকিয়া, আর্য-পথে ব্রহ্মসাধনে রত থাকিতেন। এই জন্য, ইহাঁর মহাজ্ঞানী রাজর্ষি বলিয়া খ্যাতি আছে। ইহাঁর পণ মত দৃঢ় ধনুর্ভঙ্গ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতার পাণিগ্রহণ করেন।

জনদেব—মিথিলার রাজা; ইনি স্বীয় প্রাসাদে এক শত আচার্য্যের পোষণ করিয়া, তাঁহাদিগের মুখে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ইহাঁর বেদপাঠাসক্তি হইতে অটল বিশ্বাস লাভ হওয়ায় পূত আত্মার অবিক্রিয়ত্ব অবিনাশিত্ব অবিক্রিয়ত্ব এই সকলের উপলব্ধি করায়, "দেহনাশে জন্মান্তরবাদ" সংক্রান্ত উপদেশে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এক দিন কপিলা পুত্র মহর্ষি পঞ্চশিখ মিথিলানগরীতে মহারাজ জনদেব সমীপে উপনীত হইয়া, সাঙ্খ্যযোগাবলম্বনে প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিশ্লেষণ অন্যথাখ্যাপনাদির বিবৃতি দ্বারা মোক্ষধর্ম্মের উন্মীলন করেন। বিবিধ উদাহরণ দ্বারা প্রকৃতির নিত্যত্ব অপলাপ ও আত্মার নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানত্বের প্রলাপ প্রমাণসিদ্ধ করিয়া ইহাঁর তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেন।

জনমেজয়—কুরুবংশাবতংশ পাণ্ডুবংশীয় মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র;—তৃতীয় পাণ্ডব মহারথ অর্জ্জুনের পৌত্র। ইহাঁর ভ্রাতৃগণের নাম শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন। অতিশৈশবে ইহাঁর পিতা মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। ইনি কৈশোরেই হস্তিনার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, জ্যেষ্ঠ পিতামহ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—ইনি কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মার কন্যা বপুষ্টমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মোহবশতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে, তজ্জন্য পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৈশম্পায়নের মুখে ব্যাসোক্ত মহাভারত শ্রবণ করেন। তাহাতে তাঁহার পিতা পরীক্ষিত তক্ষক-সর্পের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার সংকল্প মনে জাগিলেও মহর্ষি উতঙ্কের পরামর্শ ও উত্তেজনার বশে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে চ্যবনবংশীয় চণ্ডভার্গব হোতা, কৌৎস উদ্গাতা, ও জৈমিনি ঋত্বিক্। মহর্ষি পিঙ্গল, অসিতদেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবা, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি সদস্য ছিলেন। তক্ষক সর্পসত্রের সংবাদ পাইবামাত্র ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, বাসুকি অতোদ্বিগ্ন হইয়া সর্পসত্র নিবারণ করিতে মহর্ষি আস্তিকের প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া এই যজ্ঞের গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সর্পকুলের নাশ করিয়া করিয়া আহুতি দিতে দিতে দীক্ষিত আচার্য্যগণ রাজসমীপে বলিলেন, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন। তখন ইন্দ্র সহ তক্ষকের আহুতির আদেশ করিলে, ইন্দ্রসহ তক্ষক হোমকুণ্ড সমীপে উপনীত হইলেন; পরে মহর্ষি আস্তিকের প্রার্থনাপূরণে প্রতিশ্রুতি করায়, তাঁহার প্রার্থনানুসারে সর্পসত্র হইতে ইনি নিরস্ত হইলেন। এবং আস্তিককে সদস্য করিবার জন্য, স্বীকার করাইয়া, ইনি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ইনি দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। ইহাঁর যুদ্ধে অবোহ ও ভগদত্তবংশীয় রাজগণ ও অশ্বপতিরায় ও গজপতিরায় প্রভৃতি নিহত হন। ইনি দাক্ষিণাত্যের কঙ্কণরেখা রেবায় সঙ্গম প্রভৃতি প্রদেশমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন। ইনি কলিযুগের প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২।

বিশালায় অধীশ্বর। ইহাঁর পিতা সোমদত্ত স্ববলে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। ৩। পুরুর পৌত্র, যযাতির পুত্র।

জনশ্রুতি—এক জন রাজা, ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহাঁর নামের উল্লেখ আছে। ইনি বিশিষ্ট দাতা ছিলেন এবং ইনি অন্নসত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা।

জন্তু—সোমকের পুত্র।

জবলা—সত্যকামের মাতা। ইনি স্বীয় পুত্রকে পিতার নাম ও তাহার গোত্র বলেন নাই বলিয়া সত্যকাম ব্রহ্মচারী হইয়া জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন।

জমদগ্নি—মহর্ষি ঋচীকের পুত্র; তপোরত ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্যা সত্যবতীর পরিণয় প্রার্থনা করেন; মহারাজ গাধি তাঁহাকে চন্দ্রোজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, শ্যামৈককর্ণ, ও বায়ুবেগ বহুসংখ্যক অশ্ব শুল্কস্বরূপ প্রদান করিতে বলেন। মহাত্মা ঋচীক বরুণ দেবের নিকট তদ্রূপ সহস্রসংখ্যক অশ্বের প্রার্থনা করিলে, তিনি ইহাঁর যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থান হইতে তদ্রূপ সহস্র অশ্ব পাইবার জন্য বরদান করেন, তাহাতে ইনি কান্যকুব্জের একান্তে প্রবাহিতা গঙ্গা হইতে কথিতানুরূপ লক্ষণাক্রান্ত সহস্রসংখ্যক অশ্বের উত্থাপন করিয়া, শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়া, গাধিনন্দিনী সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে ইহাঁর পাতিব্রত্যে পরিতুষ্ট হইয়া, মহর্ষি ঋচীক ইহাঁর ও ইহাঁর জননীর সন্তানবিধান জন্য দুইটী চরু প্রস্তুত করিয়া, 'ভক্ষণার্থ ঋতুস্নাতা হইয়া যথাক্রমে উডুম্বর ও অশ্বত্থের আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে হইবে' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া চরু প্রদান করেন। পরে জননীর অনুরোধে সত্যবতী চরু ও বৃক্ষের বিপর্য্যয় করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে যথাকালে সত্যবতীর গর্ভ হইতে জমদগ্নির জন্ম হয়। পরে ঋচীক পুত্র জমদগ্নি উগ্রকর্ম্মা বা ক্ষত্রধর্ম্মা না হইলেও, শরক্রীড়ামোদী কর্কশ না হইলেও, কঠোর অনিত্যানুরাগী না হইলেও, বেদজ্ঞ ইষ্টিনিষ্ঠ হইয়াছিলেন; পরে মহারাজ প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার পরিণয় স্বীকার করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর রুমণ্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু, ও রাম—এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। মহর্ষি ঋচীকের বাক্যানুসারে রাম উগ্রকর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা হইয়াছিলেন। এক দিন জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা স্নানার্থ সরোবরে গমন করিয়া, তথায় রাজা চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া, অনঙ্গশরে মোহিতা হইয়া অস্নাতাবস্থায় সিক্তবস্ত্রে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্তা হইলে, ইনি তাঁহার মনোব্যভিচারের উপলব্ধি করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করায় তাঁহকেই মাতৃহত্যা করিতে বলিলেন, পরে তিনি মাতৃভক্তিবশে পিতৃনিয়োগে ব্রতী হইতে পারিলেন না। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দ্বারা তাঁহাকে জড় করিলেন। এইরূপে সুষেণ বসু ও বিশ্বাবসুও জড়ত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর রাম অরণ্য হইতে পরশু স্কন্ধে আশ্রমে প্রবেশ করিলে, ইনি বলিলেন, "রাম, তোমার মাতা দুশ্চারিণী; ইহাঁর বিনাশসাধন কর।" পিতার এই কঠোর আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রই হস্তস্থ কুঠার দ্বারা মাতৃমস্তকচ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে ইহাঁর ক্রোধ প্রশমিত হইল, এবং ইনি তুষ্ট হইয়া, পুত্রকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে রাম বলিলেন, পিতঃ আপনার প্রসাদে আমার জননী পাপমুক্তা হইয়া পুনর্জীবিতা হউন, আর আমি যেন অন্যের অজেয় হই। ইনি তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই হউক বলিয়া বর দেওয়ায়, রেণুকা পুনর্জীবিতা হইলেন। এবং রামের প্রার্থনাক্রমে ইহাঁর অগ্রজগণের জড়ত্ব মোচন হইল। ইহার পর এক সময় হৈহয়বংশীয় মাহেশ্বরীপুরীর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইহাঁর আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া সৎকৃত হইবার পর ইহাঁর গোধন হরণ করিয়াছিলেন; পরে রাম আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া, গোহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দৌরাত্ম্যে কার্ত্তবীর্য্যকে আক্রান্ত ও পরাজিত করিয়া তাঁহার সহস্রবাহুচ্ছেদন করেন। পরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সন্তানগণ রামের অনুপস্থিতিকালে পিতৃহত্যার প্রতি প্রতিহিংসার উত্তেজনায় প্রতিশোধ লইবার জন্য, ইহাঁর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ইহাঁর প্রাণবিনাশ করেন। আবার

রামচন্দ্র তাঁহাদিগের এইরূপ দুর্ব্বিনীতি ও অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে পৃথিবী ২১ এক-বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

জম্ভ—দৈত্যবিশেষ, বলির সখা। বলির মৃত্যুর পর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ইহাঁর পুত্রের নাম সুন্দ।

জম্ভলা—মহাসমুদ্রের উত্তরতীরস্থ প্রদেশে দাক্ষিণাত্যে—গোদাবরী-তীরে অবস্থিতা রাক্ষসী। ইনি সুপ্রসবকর্ত্রী ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি ইহাঁর স্মরণমাত্রই গর্ভিণী সুখে সন্তানপ্রসব করিতে সমর্থ হন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

জয়—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গূঢ় নাম। ২। নারায়ণের পার্ষদ। ইনি এবং বিজয়নামা পার্ষদদ্বয় সনকাদি ঋষিগণকে বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারে বিঘ্নোৎপাদন করায়, তাঁহাদিগের শাপে ইনি প্রথমে হিরণ্যাক্ষ পরে রাবণ, তৎপরে শিশুপাল, হইয়া এবং বিজয় হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ ও তৎপরে দন্তবক্র হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে নারায়ণাবতার বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

জয়ৎসেন—১। নকুলের গূঢ় নাম। ২। জরাসন্ধের পুত্র; কুরুক্ষেত্রের ভারত সমরে মহারথ অর্জ্জুন-পুত্র মহাবীর অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন।

জয়দ্বল—সহদেবের গূঢ় নাম।

জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ বৃদ্ধ ক্ষত্রের পুত্র; কৌরবপতি দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশীলার স্বামী। পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে অবস্থানকালে ইনি বিবাহার্থী হইয়া শাল্বের দেশে গমন করিতে কাম্যকবনে দ্রৌপদীর কমনীয় কান্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার সমীপে স্বীয় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য, স্বীয় বন্ধু কটিকাস্যকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। পরে কটিকাস্য ইহাঁর সমীপে ইহাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, দ্রৌপদী তাঁহাকে স্বীয় পরিচয় দিয়া নিরস্ত করেন। কিন্তু রূপজ-মোহে মুগ্ধ হওয়ায়, সদসদ্বিচারে অসমর্থ হইয়া দ্রৌপদীর হরণে উদ্যত হইলে, পাণ্ডববীর ভীমার্জ্জুনের হস্তে মস্তক মুণ্ডনদণ্ডে দণ্ডিত ও অবমানিত হওয়ায় ইনি তাহার প্রতিশোধ বিধানে অভিলাষী হইয়া গঙ্গোত্তরীতে আসন গ্রহণ করিয়া তপশ্চরণে মহাদেবের প্রসাদার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। পরে মহাদেবের নিকট বরপ্রার্থী হইলে, মহাদেব ইহাঁকে "অর্জ্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়ের পরাজয়ে সমর্থ হইবে"—এই বর প্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে দ্রোণাচার্য্য রচিত চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষায় ইনি নিযুক্ত হন। মহাবীর অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিলে, অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য সকল পাণ্ডব প্রবেশ চেষ্টা করিয়া ব্যূহদ্বাররক্ষক জয়দ্রথের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। অভিমন্যুও চক্রব্যূহ মধ্যে সপ্তরথি বেষ্টিত হইয়া অন্যায় সমরে অসহায় ও নিরস্ত্র অবস্থায় বীরকলঙ্ক সপ্তরথি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন। সেই প্রিয় পুত্রকে সপ্তরথি মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই সংবাদে অর্জ্জুন শোকাবেগে অধীর হইয়া, দ্বাররক্ষক জয়দ্রথের বিনাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। অপরন্তু ইনি পিতৃপ্রসাদে 'যে কেহ ইহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিবে তাঁহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে—এই বর লাভ করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মুখে ইহাঁর পিতৃদত্ত বরের বিষয় অবগত হইয়া ইহাঁর মস্তকচ্ছেদ করার পরেই বাণ দ্বারা ছিন্ন মস্তকটী কুরুক্ষেত্র নিকটস্থ সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে তপোনিরত বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে স্থাপন করেন। পরে বিহিত তপশ্চরণ হইতে উত্থিত হইবার সময়ে এই পুত্রের মস্তক ভূপতিত হওয়ায় পিতা বৃদ্ধক্ষত্রেরই মস্তক শতধা বিদীর্ণ হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম সুরথ।

জয়ধ্বজ—অবন্তীর রাজা, কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র।

জয়ন্ত—১। দশরথের মন্ত্রী। ২। দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেনের গূঢ় নাম। ৩। রুদ্র বিশেষ। ৪। ইন্দ্রের পুত্র।

জয়রাত—কৌরবপক্ষীয় জনৈক যোদ্ধা। ভীম হস্তে নিহত হন।

জয়া—১। ইনি এবং ইহাঁর কন্যা সুপ্রভা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। কৃশাশ্বের সহিত ইহাঁদের বিবাহ হয়। ইহাঁরা প্রথমে ৫০টী করিয়া অস্ত্র প্রসব করেন। ২। দুর্গার সহচরী।

জরৎকারু—১। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ঋষি বিশেষ। ইনি প্রব্রজ্যাবলম্বনে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া জগৎ ভ্রমণ করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন একটী গর্ত্ত পার্শ্বে কতিপয় ব্যক্তিকে উশীরস্তম্বাবলম্বনে অধোমুখে লম্বমান দেখিয়া, তাঁহাদিগের নিকট তদবস্থায় অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যাবর ঋষির বংশীয় সন্তান ক্ষয়; জন্য ভবিষ্যৎ পিণ্ডলোপ সম্ভাবনায় অধঃপতিত হইতেছি। জরৎকারু আমাদিগের বংশধর; সেই দুর্ম্মতি পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া, সংসার সুখের—এমন কি আত্মসুখের বিসর্জ্জন দিয়া তপশ্চর্য্যায় কালাতিপাত করিতেছে। তুমি কে? কেন আমাদিগের দুর্গতি দেখিয়া কারণানুসন্ধিৎসু হইয়াছ?" তখন ইনি বলিলেন, "আমি সেই দুর্ম্মতি জরৎকারু। এক্ষণে আমি কি করিব আদেশ করুন।" তাঁহারা বলিলেন, "আমাদিগের রক্ষার জন্য, দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর।" ইনি বলিলেন, "আমার স্বনাম্নী কন্যা, তাহার অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইলে, আমি তাহার যথাবিধি বিবাহসূত্রে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার পর পাতালের নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনী জরৎকারুকে ইহাঁর হস্তে অর্পণ করিলে, ইনি স্বনাম্নী জানিয়া তাঁহার পরিণয়ের পর তদ্‌গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন; সেই পুত্রের নাম আস্তিক। ২। নাগরাজ বাসুকির ভগিনী—মহর্ষি আস্তিকের মাতা। মহর্ষি জরৎকারু ইহাঁর পাণিগ্রহণকালে এইরূপ সময় নির্দ্ধারণ করেন যে, ইনি পতির অপ্রিয়াচরণ করিলে, ইহাঁকে তিনি ত্যাগ করিবেন। পরে এক দিন অপরাহ্নে মহর্ষি পত্নীর অঙ্কে শিরোবিন্যাস করিয়া নিদ্রা যাইলে, দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন দেখিয়া, পতির ক্রিয়া লোপাশঙ্কায় নিদ্রাভঙ্গে প্রয়াস পাইলে, ইহাঁর পতি কুপিত হইয়া ইহাঁর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। ইহাঁর অপর নাম মনসাদেবী।

জরা—১। মগধসন্নিহিত শ্মশানচারিণী কামরূপা রাক্ষসী। জরাসন্ধের অর্দ্ধাঙ্গ কলেবর ভাগদ্বয় সন্ধান করিয়া জীবিত করেন। এই রাক্ষসী সকল গৃহস্থের গৃহে গৃহে বিচরণ করায় ইহাঁর ব্রহ্মদত্তনাম গৃহদেবী। ইহাঁরই অপর নাম ষষ্ঠী দেবী। ২। একজন ব্যাধ, যদুবংশধ্বংসের পর বৃক্ষ মৌনী হইয়া বৃক্ষমূলে আসীন থাকিলে, মৃগভ্রমে ইঁহায় বিনাশসাধন করে। ৩। কালের কন্যা। ইহাঁর আক্রমণে জনগণ বলিপালিত হয়। ইনি নিয়ত মিতাচারীর আক্রমণ করেন না; তবে অনিয়তাচার অবিহিত পথাবলম্বীদিগের আক্রমণ করিয়া আয়ুঃশেষ করেন।

জরাসন্ধ—মগধের অধীশ্বর মহারাজ বৃহদ্রথের পুত্র। ইনি পুত্রার্থী হইয়া ভগবান্ চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করিলে তিনি ইহাঁকে একটী ফলপ্রদান করেন। বৃহদ্রথ সেই ফলটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পত্নীকে প্রদান করেন। পরে উভয় পত্নীই অন্তর্বত্নী হইল, যথাকালে অর্দ্ধ অর্দ্ধ শিশুদেহ প্রসব করেন। পরে রাজার আদেশে তাহা শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয়। পরে শ্মশানবাসিনী কামরূপা রাক্ষসী জরা সেই অর্দ্ধাঙ্গদেহের সন্ধান করায়, সংযুক্তদেহে প্রাণসঞ্চার হওয়ায়, বালক ক্রন্দন করিয়া উঠিল। রাক্ষসী জরা সেই পুত্র মহারাজ বৃহদ্রথকে দান করিলে, শেষে এই পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইবেন বলিয়া দেন। জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সংহিত হওয়ায় ইহার নাম হয় জরাসন্ধ। ইনি শিবোপাসক ছিলেন, ও শিবের বরে ইনি মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইয়া ছিলেন। ইহাঁর অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুইটী কন্যা হইয়াছিল। পরে ইনি এই কন্যা দুইটীকে মথুরারাজ কংসের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। মথুরারাজ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে কংস নিহত হইলে, ইনি কোপাবেশে অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করেন; ইহাতে মথুরাবাসীদিগকে উত্যক্ত করিলেও, নগর ধ্বংসে সমর্থ হন নাই। পরে একবার একটী গদাঘূর্ণন করতঃ মথুরার উদ্দেশে নিক্ষেপণ করায় ভীষণ গদা ঘুরিতে ঘুরিতে মথুরায় যে স্থানে পতিত হয়, তাহার নাম গদাবসান। ইনি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যুদ্ধে অনেক রাজার পরাজয় করিয়া, অবরোধবাসবিধানে

স্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে রুদ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, পরাজিত অবরুদ্ধ রাজগণের বলি দিবার সঙ্কল্প করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সাধনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সহায়ে গিরিব্রজে আসিয়া ইহাঁর সহিত সমর সংঘটন করেন। তাহাতে মল্লযুদ্ধে ভীম হস্তে পুনর্ব্বিভক্ত হইয়া নিহত হন।

জলন্ধর—শঙ্খচূড়াসুর। একদা ইন্দ্র শিবলোকে শিবদর্শন মানসে উপনীত হইয়া, এক বিরাট্‌পুরুষ দর্শন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বর কোথায়?" তিনি নিরুত্তর থাকায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি . . . . . তাহাতে সেই বিরাট্ পুরুষের ললাট হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া, ইন্দ্র দহনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহার স্তবে তুষ্টি বিধান করেন। পরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া, সেই অগ্নির সংহার সাগরে ত্যাগ করেন। তাহা হইতে একটী বালকের জন্ম হয়। পরে ব্রহ্মা এই বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলে, ইনি হস্তদ্বারা ব্রহ্মার শ্মশ্রু আকর্ষণ করিলে, ব্রহ্মা ব্যথা পাওয়ায় চক্ষু হইতে অশ্রু জল ত্যাগ করেন; সেই জল ইহাঁর বক্ষে পতিত হওয়ায় ইহাঁর নাম হয় জলন্ধর। পরে এটী কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্র নিজের পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন। পরে ব্রহ্মার আদেশে ইহাঁর জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করেন। এই বালক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং রুদ্র ভিন্ন সকল ভূতের অবধ্য হইবে। অনন্তর ইনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এবং কালনেমিসুতা বৃন্দার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি তৎপরে স্বর্গ আক্রমণ করিয়া, ইন্দ্রের পরাজয় ও অমরাবতীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরে ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হইলে, শিব ইন্দ্র-উদ্ধার কামনায় জলন্ধর সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা পতির হিতকামনায় বিষ্ণু পূজায় প্রবৃত্তা হন। তাহাতে বিষ্ণু জলন্ধর-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তৎসমীপে উপনীত হইলে, ভর্ত্তা সমরে বিজয় লাভ করিয়া অক্ষত শরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন স্থির করিলেন এবং পূজা ত্যাগ করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃতা হইলেন। এদিকে বৃন্দার ব্রতচ্যুতি জন্য, ইহাঁর শিবহস্তে মৃত্যু হইল। বৃন্দা তখন সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, ইহাঁকে শিলাময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কীটদষ্ট হইতে হইবে বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ভর্ত্তৃসহগমনে সহমৃতা হও; তোমার ভস্মে তুলসীর উদ্ভব হইবে। আর সেই তুলসী আমি শিরে ধরিয়া তোমার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিব।

জলসন্ধ—কৌরবপক্ষীয় বীর ইনি যদুবীর সাত্যকির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া, তোমরাঘাতে তাঁহার বাম বাহুভেদ করেন। পরে তাঁহারই হস্তে নিহত হন।

জহ্নু—সুহোত্রের পুত্র,—ইনি তপোনিষ্ঠ রাজর্ষি: ইনি যখন বিবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া যজ্ঞরতী, সেই সময়ে ভগীরথ পথ প্রদর্শন করিয়া ভগীরথ আনয়ন-সময়ে উঁহার আহৃত দ্রব্যসম্ভার ভাসাইয়া দেন; তাহাতে ইনি গণ্ডূষে গঙ্গাপান করিয়াছিলেন। পরে ভগীরথের সানুনয় প্রার্থনায় কর্ণপথ দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। জহ্নুর কর্ণপথ হইতে নির্গতা বলিয়া গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী।

জাজলি—অথর্ব্ববেদবেত্তা মহর্ষি পথ্যের শিষ্য। ইনি সমুদ্রতটে ঘোরতর তপস্যায় ব্রতী থাকিয়া তপঃপ্রভাবে যুগপৎ চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ দর্শনাদিতে সমর্থ হন, এবং স্বীয় বিভূতি চিন্তায় বিভোর হইয়া, এ জগতে আমি অদ্বিতীয় পুরুষ—এইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হন। তাহার উপলব্ধি করিয়া অন্তরীক্ষচারিগণ বলিলেন, 'ভদ্র, এরূপ অহঙ্কারে ভদ্র নাই;—বারাণসীবাসী তুলাধারও একপ বলিতে পারেন না।'—ইহা শ্রবণ করিয়া ইনি তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারাণসীতে গমন করিলেন। পরে তুলাধারের মুখে সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণে আত্মজ্ঞান লাভও শান্তিলাভে সমর্থ হয়েন।

জানপদী—দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম শরদ্বানের কঠোর তপোদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ জন্য, এই জানপদী অপ্সরার নিয়োগ করেন। ইহাঁর

দর্শনে তাঁহার চিত্তবিকার ঘটায় বীর্য্য স্খলিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপীর জন্ম হয়।

জাবাল—মুনিবিশেষ।

জাবালি—কশ্যপবংশীয় মুনি, সূর্য্যবংশীয় দশরথের গুরু; চিত্রকূটে রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্য ইনি রামচন্দ্র সমীপে বিবিধ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। (২) ইনি ব্যাসপ্রোক্ত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের শ্রোতা।

জাম্ববতী—যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জাম্ববানের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া যুদ্ধে জাম্ববানের পরাজয় করিয়া, মণির সহিত ইহাঁকে লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর গর্ভে শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিণ ও কেতুর জন্ম হইয়াছিল।

জাম্ববান্—ভল্লুকরাজ,—পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার জৃম্ভণকালে ইহার জন্ম হয়। বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন এবং লঙ্কার যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। (২) ইনি দ্বাপরযুগে সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনের বিনাশক-সিংহের বিনাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে সত্রাজিৎপ্রদত্ত স্যমন্তকমণি আহরণ করেন। সেই সূত্রে ইহাঁর কন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল।

জাম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র; সীতান্বেষণ সময়ে রামানুচর হনুমান্ লঙ্কেশ্বর রাবণের আরাম-কানন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাবণ ইহাঁকে অন্যান্য বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার প্রতিকূলে অভিযান করিতে প্রেরণ করেন। ইনি হনুমানের হস্তে স্তম্ভাঘাতে নিহত হন।

জিতবতী—রাজা উশীনরের দুহিতা, ইনি দ্যুনাম-বসুপত্নীর প্রিয়সখী।

জিন—জিনেশ্বর, অর্হৎ, তীর্থঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞ, ও ভাগবৎ নামে বিখ্যাত জৈনদিগের আরাধ্য দেব।

জীমূত—বিরাট্ রাজের জনৈক মল্ল; বল্লভবেশী ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে নিহত হয়। ২। জ্যামঘবংশীয় ব্যোমের পুত্র।

জীমূতকেতু—হিমালয়বাসী বিদ্যাধররাজ।

জীমূতবাহন—১। নাগানন্দের নায়ক। বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র। ইনি উদার, দাতা ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। ২। ইন্দ্র।

জৈগীষব্য—এক জন সিদ্ধ তপস্বী; ইনি আদিত্য তীর্থের অসিত দেবলের আশ্রমে তপোরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি দেবল ইহাঁকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। পরে ইহাঁর চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ প্রত্যক্ষীকরণ এবং আত্মপ্রসার দ্বারা যুগপৎ বহুত্র বিচরণ, মৌনিভাবে সমাধির অবলম্বন প্রভৃতি দর্শনে দেবলের ইহাঁর সেবায় চেষ্টা হইল; কিন্তু ইনি কখন মর্ত্ত্যে কখন অন্তরীক্ষে কখন পুণ্য-তীর্থে, কখন স্বর্গে বিচরণ করায়, দেবল এক দিন ইহাঁর পশ্চাদনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবল যোগিগণের দুরভিগম্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে ইহাঁর গমনের পরিচয় পাইয়া, সিদ্ধগণের মুখে ইহাঁর মাহাত্ম্য শ্রবণে ইহাঁর প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তখন দেখিলেন, ইনি পূর্ব্বের ন্যায় স্থাণুবৎ সমাধিগত। তদ্দর্শনে দেবল তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। ইনি তাঁহাকে মুমুক্ষুধর্ম্ম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া শাস্ত্রসম্মত যোগ দীক্ষা দিয়া, নিষেধবিধি সংক্রান্ত সমস্ত উপদেশ করিলেন; তখন পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলের নিকট "কে আমাদিগকে অন্ন দিবে?" বলিয়া রোদন করায় দেবল কোন পথ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বিচলিত হইলেন। তখন দেবলকে প্রকৃতি উপদেশ করিতে ফল মূল ও ওষধিবর্গ বলিয়া উঠিল—"মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সকল প্রাণীর অভয় দান করা যায়।"—পরে অনেক বিচার বিতর্কের পর দেবল মোক্ষধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি করিয়া তাহার অবলম্বনে সাধন করিয়া ইহাঁর প্রসাদে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জৈমিনি—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ইনি ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহাঁর রচিত ভারত ও পূর্ব্বমীমাংসা

দর্শন প্রসিদ্ধ। ইহাঁর স্মরণ করিলে বজ্র নিবৃত্ত হয়। ইনি দ্রোণপুত্রের নিকট মার্কণ্ডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম সুমন্ত্র, পৌত্রের নাম সুত্বান্। ইহাঁরা প্রত্যেকেই বেদের সংহিতা প্রণেতা। হিরণ্যনাভ ও পোষপঞ্জি দুই শিষ্য ও আবত্যনামা অপর শিষ্য এই সকল সংহিতাব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

জ্যামঘ—এক জন নৃপতি, ইহাঁর পত্নীর নাম শৈব্যা। ইনি পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। শৈব্যা অপ্রজা হইলেও, তৎপ্রতি অনুরাগ জন্য দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই। ইনি এক সময়ে এক জন রাজার পরাজয় করিয়া তাঁহার কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া প্রেয়সী মহিষী শৈব্যার করে অর্পণ করিয়া বলেন, এই তোমার ভবিষ্যৎ পুত্রের পত্নী গ্রহণ কর।

জ্যেষ্ঠা—অষ্টাদশ নক্ষত্র। ২। অলক্ষ্মীর নামান্তর।

জ্যোতিষ্মান্—প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠপুত্র—কুশদ্বীপের অধিপতি ছিলেন; ইহার সপ্তপুত্রকে স্বরাজ্য কুশদ্বীপ সপ্তবর্ষে বিভক্ত করিয়া, এক এক পুত্রকে দান করিয়া ছিলেন।

জ্বর—১। প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবের অবমানা করায়, তাঁহার ক্রোধবশে ত্যক্ত নিঃশ্বাস হইতে জ্বরের জন্ম হয়। ইহাঁকে জ্বরাসুর বলিয়া, ইহাঁর পূজার ব্যবস্থাদি আছে।

জ্বালামুখী—বিদ্যাবিশেষ।

ঝ

ঝঝর - হিরণ্যাক্ষ দানবের পুত্র।

ট

টিট্টিভ—ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র-শত্রু দানব। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ময়ূররূপে নিহত হইয়াছিল।

ড

ডাকিনী—কালিকার বিকটাকারধারিণী পার্শ্বচারিণী-গণ; ইহাঁরা সংখ্যায় সার্দ্ধত্রিকোটি।

ডিম্ভক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র; ইহাঁর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হংস। ডিম্ভক এক দিন মহর্ষি দুর্ব্বাসার কৌপীনচ্ছেদ করিয়া অপমান করেন। ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইলে, ইহাঁরা কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া কর প্রার্থী হন। ইহাঁদের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় জরাসন্ধের ত্রিভুবন বিজয়ে সুব্যক্ত! শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ হলায়ুধ বলরাম হংসনামা রাজার বিনাশসাধন করিলে, ইনি প্রিয়বন্ধু হংসের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোকাভিভূত হইয়া যমুনায় প্রাণত্যাগ করেন; পরে হংসপ্রিয় সুহৃৎ অন্য হংসের মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া যদি প্রাণত্যাগ করেন, তবে তাঁহার যথার্থ মৃত্যুতে আমার প্রাণ-ত্যাগ সঙ্গত,—এই বিবেচনা করিয়া তিনিও যমুনা প্রবেশে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ঢ

ঢুণ্ঢি—গণেশ,—ইহাঁদ্বারা সর্ব্বার্থ ঢুণ্ঢিত (অন্বেষিত হওয়ায়,) এই নাম।

ত

তক্ষ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র ভরতের পুত্র; গান্ধারের রাজা—ইহাঁর রাজ-ধানী তক্ষশীলা।

তক্ষক—অষ্ট প্রধান নাগের অন্যতম, মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর চতুর্থ গর্ভে ইহাঁর জন্ম। খাণ্ডবারণ্যে ইহাঁর আবাসস্থান ছিল। স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহাঁর বন্ধুত্ব ছিল; এক সময়ে নাগরাজ তক্ষক স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে স্বীয় আবাসে রাখিয়া, কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করেন, সেই সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহ করায়, ইহাঁর স্ত্রী পুত্র অশ্বসেনকে

লইয়া পলাইতে চেষ্টা করেন; পরে অর্জ্জুনের লক্ষ্যে পড়িয়া, তাহার বাণে নিহত হন। ইন্দ্রের সাহায্যে ইহাঁর পুত্র অশ্বসেনের প্রাণরক্ষা হয়। উতঙ্ক মুনি গুরুদক্ষিণার জন্য, পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয়ের আনয়নকালে তক্ষক হরণ করেন। পরে মুনি পাতাল গমন করিয়া তাহা লাভ করেন; কিন্তু ইহাঁর মণিকুণ্ডল হরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ইনি ঋষিকুমার শৃঙ্গীর শাপের সফলতা বিধান করিতে মহারাজ পরীক্ষিতকে দংশন করেন; তজ্জন্য, রাজা জনমেজয় ইহাঁর জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অনেক সর্প যজ্ঞকুণ্ডে আহুত হয়। ইনি ইন্দ্রের আশ্রয় লওয়ায় এবং মহর্ষি আস্তীকের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছিলেন।

তণ্ডি—সত্যযুগের জনৈক মহর্ষি; ইনি মহাদেবের আরাধনায় তাঁহার প্রসাদে একটী জ্ঞানী পুত্র লাভ করেন; তিনি বেদের সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তণ্ডু—জনৈক শিবানুচর, ইনি সঙ্গীতবিৎ ও তাণ্ডব নৃত্যের উদ্ভাবক।

তপতী—সূর্য্যের ছায়াসম্ভূতা কন্যা, মহারাজ সম্বরণের পত্নী; সাবিত্রীর অনুজাতা। ইনি তপোরতা ও রূপবতী; সূর্য্যভক্ত মহাত্মা সম্বরণ শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট করিয়া সূর্য্যের নিকট হইতে ইহাঁকে পত্নীরূপে লাভ করেন। ইহাঁর কুরু নামে একটী সন্তান হয়।

তমঃ—১। অবিদ্যা। ২। যদুবংশীয় পৃথুশ্রবার পুত্র।

তংসু—পুরুবংশীয় রাজা রন্তীনাথের পুত্র। ইনিও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন।

তরণীসেন—লঙ্কেশ্বর-ভ্রাতা বিভীষণের পুত্র, ইনি লঙ্কেশ্বর-রাবণের সৈন্য মধ্যে এক জন প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। রাবণের অন্যায় ব্যবহারে বিভীষণ রাম-পক্ষাবলম্বন করিলে ইনি রাক্ষস-রাজ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। ইনি রাবণের আদেশে যুদ্ধে গমন করিয়া বিপুল বিক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সমর সংঘটন করিয়া, শেষে রণাঙ্গনে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের কন্যা, সুন্দের পত্নী; ব্রহ্মার বরে সহস্র-রাবণ-বলধারণে সমর্থা! মহর্ষি অগস্ত্যের ক্রোধে সুন্দ বিনষ্ট হয়। পতি বিয়োগে ক্রুদ্ধা হইয়া পুত্র মারীচকে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে রুষ্ট হইয়া মহর্ষি অগস্ত্য, শাপে ইহাদিগের রাক্ষসত্ব বিধান করেন। তাহাতে রাক্ষসী তাড়কা অগস্ত্য আশ্রমের প্রাণি-বিনাশ করিয়া অরণ্য জীবশূন্য করিয়া তোলে, তাহার নাম হয় তাড়কারণ্য। শ্রীরামচন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশে ইহার বিনাশসাধন করিয়াছিলেন।

তামস—চতুর্থ মনু। বৃষখ্যাতি নর প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র।

তাম্রকর্ণী—পশ্চিম দিগ্‌হস্তী অঞ্জনার পত্নী।

তাম্রপক্ষী—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

তাম্রা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী; ইহাঁর গর্ভে কশ্যপের শুকী শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি, গৃধ্রিকা এই ছয়টী কন্যা জন্মিয়াছিল।

তাম্রায়ণি—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঋষি।

তার—দানববিশেষ।

তারক—দৈত্যপতি বজ্রাঙ্গের পুত্র,—ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গাধিকার করেন। পরে রুদ্রপুত্র কুমারের হস্তে পরাস্ত ও নিহত হয়। তারকাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী এই তিনটী ইহার পুত্র। ২। রামচন্দ্রের বানর-সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম।

তারকাক্ষ—দৈত্যপতি তারকাসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র, ইনি স্বীয় কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী—এই দুই সহোদরের সহিত কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করায় তিনি বর প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ইহাঁরা সর্ব্ব জীবের অবধ্য হইতে চাহেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই বরদানে অসম্মত হইলে, তাহাতে ইহাঁরা প্রার্থনা করেন যে, অখিল পুরত্রয়ে বাস করিব এবং সকলের পূজ্য হইব। প্রতি সহস্রবর্ষ পরে আমরা একত্র মিলিত হইব, সেই সময়ে কেহ একবাণে পুরত্রয় বিদ্ধ করিলে আমাদের মৃত্যু হইবে। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সেইরূপ বর প্রদান করিলে তদ্রূপ ত্রিলোক ভেদ করিয়া ত্রিপুরারি ইহাঁদের বিনাশ-সাধন করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম হরি।

তারা—১। দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, ইনি নীলবর্ণা, লোলজিহ্বা, করালবদনা, সর্পবন্ধা, একজটা, পঞ্চার্দ্ধচন্দ্রভূষিতললাটা, ত্রিনয়না, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা, নীলপদ্ম, খড়্গ, কাতিমুণ্ড-খর্পর-ধারিণী, শিবহৃদিবিহারিণী। ২। বৃহস্পতির ভার্য্যা, চন্দ্র ইঁহার হরণ করিলে দেবগণ চন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হন, তাহাতে চন্দ্র দেব-ভয়ে ভীত হইয়া দৈত্যগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভার্য্যার উদ্ধার জন্য বৃহস্পতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন; চন্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রয় লাভ করায় পরে দেবদৈত্যে তুমুল সংগ্রাম সংঘটন হইল। অবশেষে ইনি গর্ভিণী হইলে, চন্দ্র বৃহস্পতির হস্তে ইঁহার অর্পণ করায় বিবাদের অবসান হয়। সেই গর্ভে বুধের জন্ম হয়। ৩। বানররাজ বালীর ভার্য্যা; সুষেণ বানরের কন্যা। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব ইঁহার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র অঙ্গদ। ৪। বৌদ্ধ দেবতা-বিশেষ।

তারাপীড়—চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার রাজা; ইঁহার পুত্র চন্দ্রগিরি।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকুরাজের মহিষী মনোমোহিনীর গর্ভে পার্ব্বতীর অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বয়ংবর সভায় ব্রহ্মাবর্ত্তের অধীশ্বর পৌষ্যের পুত্র মহেশ্বরাবতার মহারাজ চন্দ্রশেখরকে পতিত্বে বরণ করিলে তিনি ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। দৃষদ্বতী নদীতীরস্থ চন্দ্রশেখর প্রতিষ্ঠিত করবীরপুরে ইনি স্বামীর সহিত সুখে বহুকাল বাস করেন। উর্ব্বশীর গর্ভসম্ভূতা চিত্রাঙ্গদা নাম্নী ইঁহার এক ভগিনী ছিল। একদা বাল্যকালে মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করাতে তাঁহার শাপে চিত্রাঙ্গদা ইঁহার দাসী হন। এক সময়ে ইনি সখীদিগের সঙ্গে দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহর্ষি কপোত ইঁহার দর্শনমাত্রেই কামাতুর হইয়া ইঁহার নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইনি কপোতের প্রস্তাবে অসম্মতা হইলে, মুনি শাপপ্রদানে উদ্যত হইলে, ইনি আত্মরূপা চিত্রাঙ্গদাকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া মুনি-সমীপে প্রেরণ করেন; পরে মহর্ষি কপোতের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তুম্বুরু ও সুবর্চ্চা নামে দুইটী সন্তান জন্মিয়াছিল। ইনি মহারাজ চন্দ্রশেখরের মহীয়সী মহিষী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে বেতাল, ভৈরব, উপরিচর মদন ও অলর্ক নামে পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

তালজঙ্ঘ—যদুবংশীয় নৃপতি। তালজঙ্ঘগণ ইঁহারই পুত্র। ২। হৈহয় বংশীয় জয়ধ্বজের পুত্র। ইঁহার বংশীয়গণ তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত। তাঁহারা শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বাহুরাজকে রাজ্যচ্যুত করেন।

তিগ্ম—পুরুবংশীয় মৃত্যুর পুত্র।

তিতিক্ষু—যযাতিবংশীয় মহামনার পুত্র।

তিত্তিরী—যাস্কের শিষ্য তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের আদি ঋষি।

তিমি—দক্ষকন্যা—কশ্যপের পত্নী।

তিলোত্তমা—লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, সুন্দ ও উপসুন্দ—এই অসুরদ্বয়ের বিনাশসাধন মানসে সমস্ত রত্নের তিল তিল সার লইয়া যে একটী মোহিনীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নাম তিলোত্তমা। ব্রহ্মার আদেশে ইনি সুন্দ উপসুন্দের নিকট উপনীত হইলে ইঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া, মুগ্ধ হওয়ায়, পরস্পর বিরোধে ঐ অসুরদ্বয়ের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল।

তীক্ষ্ণকান্তা—মঙ্গলচণ্ডিকার রূপভেদ। ইনি কৃষ্ণা লম্বোদরী একজটা, ইঁহার যোগিনীগণ,—চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভাগা, ও বিকটা।

তুগ্র—জনৈক বৈদিক রাজর্ষি; ইনি অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের উপাসক। ইনি অন্য দ্বীপনিবাসী শত্রুদিগের দমন করিবার জন্য ইঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রপথে প্রেরণ করেন।

তুঙ্গ—মহর্ষি অত্রির পুত্র; ইনি তপশ্চরণে নারায়ণের তুষ্টিবিধান করায় তাঁহার বরে ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত এক পুত্র লাভ করেন, তাঁহার নাম বেণ।

তুণ্ড—একটী ভয়ঙ্কর দানব;—আয়ুর পুত্র নহুষের হস্তে নিহত হয়।

তুম্বুরু—জনৈক গন্ধর্ব্ব; ইনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া, সঙ্গীতবিশারদ কলাবৎ হইয়াছিলেন,—পরে বিষ্ণুর প্রিয়পার্ষদ হইয়াও মধুমাসে সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-গুণগানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া বিষ্ণুস্থলে গমন করিয়া বিষ্ণুপ্রেমে

মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। পরে কলিঙ্গ-রাজ সশিষ্য কৌশিকের সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার নিজের কীর্ত্তিকাহিনী গাহিতে বলিলে, তিনি অসম্মত হওয়ায় পরে রাজার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, উত্তরাভিমুখে মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহারা সকল বিষ্ণুপার্ষদ হন; বিষ্ণুর সভায় সঙ্গীত মহোৎসবে তুম্বুরু ও কৌশিক বা দিগ্বদ্ধ উভয়ে সঙ্গীতামোদে বিভোর হওয়ায় তচ্ছ্রবণে নারদের ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

তুর্বশ—ঋগ্বেদোক্ত রাজা—যদুতুর্ব্বশ কথায় বোধ হয় যযাতিপুত্র তুর্ব্বসু।

তুর্ব্বসু—যযাতি রাজার দেবযানীগর্ভসম্ভূত সন্তান। ইনি পিতৃশাপে হৃতরাজ্য হন।

তুলসী—গোলোকে ইনি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সহচরী ছিলেন, রাধা ইহাঁকে একদিন কৃষ্ণসহচারিণী দর্শন করিয়া শাপ দেন; তাহাতে ইনি মহারাজ ধর্ম্মধ্বজের ঔরসে মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বনাশ্রয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে, সেখানে এক দিন যোগস্থ গণেশের দর্শনলাভ করেন, পরে তাঁহার তপোভঙ্গ করেন। তৎপর গণেশের সুন্দর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পরিণয় জন্য অনুরোধ করেন। তিনি দারপরিগ্রহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, পুনর্ব্বার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাঁকে উপেক্ষা করার জন্য, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ দেন,—আপনাকে দার পরিগ্রহ করিতেই হইবে। গণেশ ইহাঁকে শাপ দেন, ইনি অসুর পত্নী হইবেন। পরে তপোবন ভ্রমণকালে অসুররাজ শঙ্খচূড়ের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎকার হয়। তথায় সহিত ইহাঁরবিবাহ হয়। শঙ্খচূড় বরলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট না হইলে, তাঁহার মৃত্যু হইবে না। সেই জন্য শঙ্খচূড়ের বিনাশসাধন করিতে কামরূপ শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তুলসীর নিকট উপনীত হন। তুলসী স্বামীকেবিজয়শ্রী-ভূষিত দেখিয়া, তৎসহ মিথোযমণ করিতে করিতে কৌশলিক শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রম্ভালাপের অবতারণা করিয়া ইহাঁর সহিত রতিসম্ভোগে প্রবৃত্ত হন। পরে ইনি স্বীয় সতীত্বহানির সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শঙ্খচূড়ের মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শিলারূপে কীটদষ্ট হইবে—এই অভিশাপ দিয়া, স্বামীর উদ্দেশে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর দেহে গণ্ডকী নদী ও কেশে তুলসীর উৎপত্তি হয়। ইনি বিষ্ণু বরে নারায়ণ পূজায় শালগ্রাম শিরে প্রযুক্ত হন।

তুলাধার—বারাণসীনিবাসী জনৈক ব্যাধ, নিরন্তর মাতা পিতার সেবায় রত থাকিতেন, সেই পুণ্যে ইনি সর্ব্বদর্শী হইয়াছিলেন। কুতবোধ জ্ঞান-পিপাসু হইয়া ইহাঁর নিকট আসিলে, ইনি তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে, তিনি বিস্মিত হইয়া, ইহাঁর উপদেশ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পিতা-মাতার পরিচর্য্যায় কালক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাজলি ঋষির ইহাঁর নিকট আসিলে ইনি তাঁহাকে মুমুক্ষু ধর্ম্মের উপদেশ করেন। ২। বারাণসীনিবাসী জনৈক বণিক্, রাজর্ষি জাজলিকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ করেন।

তুষ্টি—মাতৃকাবিশেষ।

তূর্বয়াণ—জনৈক রাজা, ইন্দ্র ইহাঁর শত্রুনাশ করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য মতে দিবোদাসই ইনি।

তৃণবিন্দু—জনৈক মহর্ষি।

তোষল—কংসের অনুচর,—ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়।

ত্রয্যারুণ—১। ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। ২। পঞ্চদশ দ্বাপরের ব্যাস। ৩। ত্রিধন্বা রাজার পুত্র। ৪। ভরতবংশীয় উরুক্ষয়ের পুত্র—জনৈক রাজা।

ত্রয্যারুণি—মহর্ষি লোমহর্ষণের শিষ্য। কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারিতের সতীর্থ।

ত্রসদস্যু—১। মহারাজ মান্ধাতার নামান্তর। ২। পুরুকুৎসের পুত্র—মান্ধাতার পৌত্র।

ত্রসরেণু—সূর্য্যপত্নী।

ত্রিকূট—সুমেরু পর্ব্বতের পুত্র। ক্ষীরোদ সমুদ্রের পর্ব্বত; এই পর্ব্বতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর, বিদ্যাধর, সিদ্ধচারণগণের ক্রীড়াভূমি। ইহার স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহময় শৃঙ্গত্রয়ে যথাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র ও ব্রহ্মার অবস্থান।

ত্রিজটা—লঙ্কেশ্বর রাবণের পরিচারিকা—সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্তা ছিলেন। ইনি শেষে সীতানুরাগিণী হন।

ত্রিত—মহর্ষি গৌতমের পুত্র,—ইহাঁর একত ও

দ্বিত নামে আর দুইটী ভ্রাতা ছিলেন,—ইহাঁরা সকলেই তপোবলে তেজস্বী। ইনি স্বকর্ম্ম-নিষ্ঠায় ও অধ্যয়নে অপর ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি গৌতমের ন্যায় ঋষি সমাজে পূজ্য। একদা ভ্রাতৃগণের অনুরোধে যজ্ঞার্থ পশুসংগ্রহ করিতে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পশু সংগ্রহ করিলে পর, অপর ভ্রাতৃদ্বয় ইহাঁকে অরণ্য মধ্যে ত্যাগ করিয়া পশু লইয়া পলায়ন করেন এই সময় একটী বৃষ ইহাঁকে আক্রমণ করিল, ইনি ভীত হইয়া পলায়ন করিতে গিয়া, একটী কূপ মধ্যে পতিত হইলেন; পরে তথায় সোমযাগের সাধনে উপক্রম করিলে, দেবগণ আসিয়া বরদানে তাঁহার উদ্ধার করিলেন, এবং সেই কূপে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল। আর এই কূপের জল পান করিলে, সোমপানের ফল হইত। ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ইহাঁর শাপে বৃক হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ত্রিপুটা—তন্ত্রোক্তা দেবীবিশেষ। ইহাঁর মূর্ত্তি রম্য পারিজাত কাননে কল্পবৃক্ষমূলে মণিমন্দিরে রত্ন-সিংহাসনে ষট্‌কোণ পথে অঙ্কুশধারিণী, রত্নমৌলী, ত্রিনয়না, পুষ্পবাসা, স্বর্ণপদ্মবর্ণা, কুচভারনতা, রত্ন মঞ্জীর কাঞ্চীশোভিতা; আদ্যাশক্তির এই মূর্ত্তি, ত্রিপুটা নামে প্রসিদ্ধা।

ত্রিপুরভৈরবী—রক্তবস্ত্র-বিভূষিতা সহস্র সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলা, রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা, ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাল্য ও পুস্তক বাম হস্ত দ্বারা বর ও অভয়, ত্রিনেত্রা, মদ্যপানে ঘূর্ণিতনেত্রা। পীনোন্নত পয়োধরা গজগামিনী শ্বেতবর্ণা শবাসনা, হাস্য-বদনা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, মস্তকে বক্ষে ও কটি-তটে মুণ্ডমালা, রক্তোষ্ঠী লোহিতাধরা।

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় রাজা; ইনি সশরীরে স্বর্গা-রোহণের অভিলাষে স্বীয় গুরুদেব মহর্ষি বশিষ্ঠ-সমীপে যজ্ঞসাধনের অনুরোধ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাতে অসম্মত হওয়ায়, ইনি তাঁহার পুত্রগণকে অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ হওয়ায়, অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভি প্রায় প্রকাশ করায়, গুরুর অভিশাপে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। পরে ইনি চাণ্ডাল্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ অন্ন ও মাংসে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিবার পোষণ জন্য, একটী বৃক্ষে আলম্বিত রাখিতেন। এতৎ ব্যবহারে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ইহাঁর প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত হয়; এবং তিনি ইহাঁর অভীষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া ইহাঁকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহাঁকে "পুনর্ব্বার ধরাতলে পতিত হও" —বলিয়া আদেশ করায় ইহাঁকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে হয়। তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একটী নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে ইহাঁর স্থান করিয়া দেন।

ত্রিশিখ—লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র।

ত্রিশিরা; রক্ষোরাজ রাবণের পুত্র, খরের সেনাপতি।

ত্র্যম্বক—১। মহাদেব। ২। মহারাজ পৌষ্য পুত্র-কামনায় মহাদেবের আরাধনা করিলে, মহাদেব ইহাঁর পূজায় তুষ্ট হইয়া, একটী ফল লইয়া ব্রাহ্ম-হস্তে প্রদান করিয়া বর প্রদান করেন যে, এই ফল ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, তাঁহার তিন মহিষীকে খাইতে দিবেন, তাঁহারা খাইলে, অংশতঃ একটী পুত্র প্রসব করিবেন। পরে তাঁহাদের প্রসূত অংশত্রয় যোগ করিয়া মহাদেবকে স্মরণ করিলে, পুত্র সজীব হইবে; তাঁহার নাম হইবে চন্দ্রশেখর। তিন অম্বার (জননীর) গর্ভে জাত বলিয়া, সেই পৌষ্যপুত্র রাজা চন্দ্রশেখরের ইহাই অন্য নাম।

ত্বষ্ট'—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা,—ইনি ঋগ্বেদপ্রসিদ্ধ। ইহাঁর কন্যা সরণ্যু বা সংজ্ঞা। তাঁহার সহিত বিবস্বান্ সূর্য্যের বিবাহ হয়। ইহাঁরই পুত্র অশ্বিকুমারদ্বয়।

—০—

দ

দংশ—জনৈক অসুর। ইনি মহর্ষি ভৃগুর সমবয়স্ক। একদা ইনি ভৃগুপত্নী হরণাপরাধে তাঁহার শাপে কৃমিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অলর্ক নামে আখ্যাত হন। পরে কর্ণের উরুভেদ করিয়া, ভগবান্ পরশুরামের দৃষ্টি লাভে শাপমুক্ত হন।

দক্ষ—১। কর্ম্মনিপুণ—সৃষ্টিকুশল। ঋগ্বেদে দক্ষ হইতে অদিতি ও অদিতি হইতে দক্ষ উদ্ভূত; এতৎ সম্বন্ধে প্রাক্রমত আলোচনা করিয়া মনে হয়, অদিতি নিত্যা শক্তি ও দক্ষ আধ্যায় পুরুষ।

ইনি একটী বিশ্বদেব। ইহাঁর পুত্রের নাম মিত্রা-বরুণ। পুরাণে ইনি ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে জাত প্রজাপতি। ব্রহ্মার বামাঙ্গে ইহাঁর পত্নী জন্মিয়াছিলেন। মতান্তরে স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্রী প্রিয়ব্রতের কন্যা প্রসূতি ইহাঁর ভার্য্যা। ইহাঁর গর্ভে শ্রদ্ধা মৈত্রী, দয়া, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা, ও সতী, এই ষোড়শ কন্যা জন্মিয়াছিলেন। স্বাহা অগ্নির, স্বধা পিতৃগণের, সতী মহাদেবের পত্নী ও অবশিষ্টগুলি ধর্ম্মের পত্নী। ২। প্রচেতোগণের পুত্র; বীরণকন্যা অসিক্নীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়; তাঁহার গর্ভে বহুসংখ্য পুত্র ও ষষ্টিসংখ্যিকা কন্যা জন্মে। ইনি ভৃগু-যজ্ঞে গমন করিলে, মহাদেব ইহাঁকে অভিবাদন করেন নাই বলিয়া, ইনি ক্রোধভরে শিবকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করিলে শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে সতী আসিয়া শিব নিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে শিবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হয় ও নন্দী দক্ষের মুণ্ড ভস্মসাৎ করেন। পরে মহাদেব দক্ষদেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া, তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। এই মন্বন্তরে ঋষভাবতার হন। ইন্দ্র-শ্রুত। মরীচিগর্ভাদি দেবতা। দ্যুতিমৎ প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ভূকেতু দীপ্তিকেতু প্রভৃতি মনুপুত্রগণ।

দক্ষিণা—যজ্ঞের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাঙ্গসম্ভূতা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ইহাঁর জন্ম।

দক্ষিণা কালিকা—আদ্যাশক্তির মহীয়সী মূর্ত্তি, তদ্রূপভেদ যথা—শ্যামবর্ণা মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, বামের উর্দ্ধ হস্তে কৃপাণ, অধোহস্তে নৃমুণ্ড, দক্ষিণের উর্দ্ধ হস্তে অভয় অধোহস্তে বর—এই মূর্ত্তি ত্রিজগতের পাপহারিণী দক্ষিণা কালিকা মূর্ত্তি।

দগ্ধরথ—চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের বিচিত্ররথ অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে দগ্ধ হওয়ায় ইহাঁর ইহা নামান্তর।

দণ্ড—কৌরব পক্ষীয় জনৈক বীর। দণ্ডধার ইহাঁর ভ্রাতা, দণ্ডধারের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনের হস্তে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ২। ইক্ষ্বাকুর পুত্র। শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। একদা গুরু-কন্যার কৌমার্য্য হরণ করায় গুরুর শাপে ইহাকে সবংশে-পুরে দগ্ধ ও নষ্ট হইতে হয়। পরে তাহার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হওয়ায়, তাহার নাম হয় দণ্ডকারণ্য। ৩। ধর্ম্মের ক্রিয়াগর্ভসম্ভূত পুত্র।

দণ্ডধার—১। কৌরবপক্ষীয় জনৈক বীর। ইনি গিরিব্রজের রাজা; ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে ছিন্নহস্ত ও ছিন্নমুণ্ড হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা দণ্ড অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ২। পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চালকুলোদ্ভূত বীর; দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কর্ণ হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

দণ্ডপাণি—১। যম। ২। কাশীস্থ শিবগণ বিশেষ। ইনি পূর্ণভদ্র যক্ষের পুত্র—হরিকেশ, শিবের বরে তাঁহার গণসাধ্য গৃহীত হন।

দণ্ডী—জনৈক রাজা অভিশপ্তা ঘোটকীরূপা উর্ব্বশী লাভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর নিকট সেই অশ্বের প্রার্থনা করায় ইনি তাহার দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে কৃষ্ণের সহিত বিরোধ ঘটায় বিপন্ন হইয়া ত্রিজগৎ পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহু স্থানে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং বিফলমনোরথ হইয়া শেষে ভীমের আশ্রয় লাভে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের অভয় বচনে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যুদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে দেবগণ যোগ দেওয়ায় অষ্টবজ্র মিলিত হওয়ায়, উর্ব্বশী শাপমুক্তা হইয়াছিলেন।

দত্ত—মহর্ষি অত্রির পুত্র ঋষি বিশেষ। ইনি বিষ্ণুর দ্বাবিংশ অবতার, ইনি দত্তাত্রেয় নামে প্রসিদ্ধ। এই অবতারে ইনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদির নিকট আত্মবিদ্যার উপদেশ করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম নিমি।

দত্তোলি—পুলস্ত্যের প্রীতিগর্ভসম্ভূত পুত্র; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইহাঁর নাম অগস্ত্য।

দধিমুখ—১। নাগবিশেষ। ২। সুগ্রীবের মাতুল—বানর প্রধান। বানররাজের মধুবনের রক্ষক। সীতার সংবাদ পাইয়া, যখন মধুবনে উৎসব করিতে হনুমান্ অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সমবেত হন, তখন ইনি নিষেধ করায় ইহাঁকে অনেক লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দধীচি—ইনি এক জন ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধ ঋষি। ইন্দ্রের নিকট বিদ্যালাভ করেন। ইন্দ্র ইহাঁর বিদ্যাদানকালে বলেন, তিনি যদ্যপি সেই বিদ্যা অন্যকে দান করেন, তবে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবেন। অথর্ব্ব মুনির ঔরসে মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা শান্তির গর্ভে জাত-মুনি; একদা ইনি তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বাধিকারচ্যুতির ভয়ে ইহাঁর তপোভঙ্গ করিবার জন্য, অপ্সরা অলম্বুষাকে প্রেরণ করেন; যখন ইনি সারস্বত তীর্থে তর্পণ করিতেছেন, তখন অলম্বুষা ইহাঁর সম্মুখে উপনীত হইলে, ইহাঁর রেতঃপাত হওয়ায় তাহাতে সারস্বত ঋষির জন্ম হয়। ইহাঁরই শিব মন্ত্রে দীক্ষিতশিষ্য নন্দী সিদ্ধিলাভে শিবপার্ষদ হইতে সমর্থ হন। পরে প্রজাপতি দক্ষ যখন শিব রহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হন, তখন ইনি বহুবার প্রতিষেধ করায় দক্ষ ইহাঁর প্রতিষেধে উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি তাঁহার সভা-ত্যাগ করেন। এক সময়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁর নিকট বিদ্যার্থী হইয়া উপনীত হইলে, ইন্দ্র ইহাঁকে বলেন "আপনি যদ্যপি ইহাঁদের বিদ্যাদান করেন, তবে আপনার শিরশ্ছেদ করিব।" তচ্ছ্রবণে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ইহাঁর শরীরে অশ্বমুণ্ড যোজনা করিয়া দেন, সেই মুণ্ডে ইনি তাঁহাদিগকে বিদ্যাদানে প্রবৃত্ত হন; পরে ইন্দ্র ইহাঁর অশ্বমুণ্ডচ্ছেদ করিলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় ইহাঁর পূর্ব্ব মুণ্ডের যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। পরে দেবগণ যখন দৈত্যরাজ বৃত্রের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত বৃত্রের বিনাশের উপায়ান্তর নাই জানিতে পারিয়া দেবরাজ ইহাঁর নিকট অস্থি ভিক্ষা করিলে, ইনি ইন্দ্রের প্রার্থনারক্ষার্থ দেহ ত্যাগ করিলেন। ইহাঁর অস্থিতে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ-কৌশলে বজ্রাদি বহু প্রহরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতেই বৃত্র সংহার হয়।

দনায়ুঃ—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী; ইহাঁর গর্ভে বিক্ষর, বল, বীর, , বৃত্র এই চারি পুত্র জন্মিয়াছিল।

দনু—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, ইহাঁর বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরা, অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, একপদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্র, একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, বনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব,—এই ৪০টী পুত্র হয়। ইহাঁরা দানব নামে প্রসিদ্ধ। ২। শ্রীদানবের পুত্র জনৈক দানব।

দন্তবক্র—চেদিরাজ দম ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র, বসুদেব ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। শিশুপালের ভ্রাতা; শিশুপাল নিহত হইলে, দন্তিহাগ্রামে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে গদাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।

দম—১। বিদর্ভরাজ ভীমের জ্যেষ্ঠপুত্র, পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের পত্নী দময়ন্তীর ভ্রাতা। ২। মহারাজ মরুত্তের পৌত্র, ও নরিষ্যন্তের পুত্র—একজন রাজচক্রবর্ত্তী। ইনি দশার্হরাজের কন্যা সুমনার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ মরুত্ত বপুষ্মান্ নৃপতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন জানিয়া, ইনি তাঁহার বিনাশসাধনে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন।

দমঘোষ—১। চন্দ্রবংশীয় রাজা, ইনি বসুদেবের ভগিনী কুন্তীভোজ রাজার পালিতা কন্যা শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি প্রবল পরাক্রম জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। ইহাঁর পুত্র শিশুপাল ও দন্তবক্র।

দমন—১। বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র—নিষধরাজ নলমহিষী দময়ন্তীর ভ্রাতা। ২। জনৈক রাজা। ৩। জনৈক আকচযোগ ঋষি। ইহাঁর বরে বিদর্ভরাজ ভীম দম প্রভৃতি পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী কন্যালাভ করেন। ইহাঁর অনুকম্পায় পুত্র-কন্যা লাভ করায়, তাহাদিগের নাম ইহাঁর নামানুসারে দম দময়ন্তী রাখা হয়।

দময়ন্তী—বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা, নিষধরাজ পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের মহিষী। ইহাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় ইহাঁর রূপলাবণ্য যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,

গুণ-গরিমায় যশঃ-সৌরভ দিগন্ত প্রসৃত হইতে লাগিল, ইহাঁর রূপগুণের প্রভাবে তাৎকালিক সমগ্র নৃপমণ্ডলীর প্রত্যেকেই ইহাঁকে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নিষধাধিপতি নল ইহাঁর রূপগুণে যেমন ইহাঁর অনুরাগী হইলেন, ইনি তাঁহার যশঃ-সৌরভে তেমনই অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। শেষে একটী কামচারী মরাল ইহাঁদের পরিণয়-সংঘটনে দূত হইয়াছিল। দময়ন্তী মনে মনে নিষধাধিপতি নলে আত্মসমর্পণ করিলেন সত্য, কিন্তু মনোভাব গোপন রাখিলেন। তৎকালসুলভ প্রথানুসারে বিদর্ভরাজ, কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। সকল দেশেরই রাজবৃন্দ আগমন করিয়া স্বয়ম্বর সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ দেবলোকেও ইহাঁর রূপ গুণের প্রচার করায় ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি এই কন্যারত্নলাভার্থ উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা স্বয়ম্বর-সভায় আগমন কালে পথে নলরাজের দর্শন পাইয়া, তাঁহাকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। তিনি ইন্দ্রের বরে অন্যের অলক্ষিতে দময়ন্তী-সমীপে উপনীত হইতে সমর্থ হন। ইনি নলরাজের পরিচয় পাইয়া অতিশয় সুখিনী হইলেন; অধিকন্তু তাঁহার দৌত্যে সত্যপালনের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার প্রতি আরও অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। তখন ইনি বলিলেন, "মহাত্মন্, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এখন ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্যের মোহে ব্যভিচার করিতে পারি না।" তৎপরে মহারাজ নল দূত-বিধিমতে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট আসিয়া দময়ন্তী কথিত বাক্য যথারীতি জ্ঞাপন করিলেন। দেবগণ দময়ন্তীর অশেষ প্রশংসা করিয়া সকলেই নলরূপ পরিগ্রহ করিয়া সভায় বসিয়া রহিলেন। দময়ন্তী স্বয়ম্বর সভায় আসিয়া, পাঁচটী নলমূর্ত্তি দেখিয়া চিন্তান্বিতা হইলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে একটী ব্যতীত সকল মূর্ত্তিই ছায়াবিহীন, স্বেদরহিত নির্নিমেষনয়ন, অম্লান-মাল্যভূষণ শূন্যাশ্রয় দেখিয়া, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক পুণ্যশ্লোক নলরাজের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দেবগণ ইহাঁর এইরূপ আচরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশংসাবাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। দেবতাদিগকে উপেক্ষা করায় কলি রুষ্ট হইয়া, ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল; পরে ছিদ্র পাইয়া, নল-শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিল। এই ক্রীড়াসক্তিতে নলের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। তখন ইনি স্বীয় পুত্র ইন্দ্রসেন ও কন্যা ইন্দ্রসেনাকে বিশ্বাসী সারথি বার্ষ্ণেয়ের সঙ্গে স্বীয় পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। শেষে হৃতসর্ব্বস্ব নলের সহিত এক বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিনত্রয় উপবাসের পর বন গমন করেন। তথায় নলরাজ একটী পক্ষী ধরিতে গিয়া বস্ত্রহীন হইয়া পড়েন, তখন ইনি ভর্ত্তাকে স্বীয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ প্রদান করেন। শেষে নল, প্রিয়া পত্নী দময়ন্তীকে বিদর্ভের পথ দেখাইয়া দিয়া পিতৃগৃহে গমন করিতে অনুরোধ করেন; ইনি পিতৃ-ভবন অপেক্ষা স্বামি-সঙ্গমে অধিক সুখবোধ করায়, পতি সহ বনবাসে রত হন। ইনি নিরন্তর স্বামিসেবায় স্বর্গ-সুখভোগ করিতেন। এইরূপ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, এক বিটপিমূল আশ্রয় করিয়া, উভয়েই নিদ্রিত হন। শেষে কলির কুপরামর্শে জাগরিত হইয়া, নল অর্দ্ধবস্ত্রচ্ছেদ করিয়া, নিদ্রিতা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। নিদ্রোত্থিতা দময়ন্তী পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধেক ছেদনপূর্ব্বক স্বামীর প্রস্থান ব্যাপারে অতীব দুঃখিত হইলেন। অতঃপর উন্মত্তার ন্যায় পতির অন্বেষণে ধাবিতা হইলে, একটী বন্য অজগর তাঁহার গ্রাসের জন্য বদন ব্যাদান করে। তখন একটী ব্যাধ অলোকসামান্যা রূপবতীর রক্ষার জন্য, এক শরে সেই অজগরের প্রাণবিনাশ করে। শেষে দময়ন্তীর প্রতি কামকটাক্ষপাত জন্য পাপে ধর্ম্মের তেজে তাহার মৃত্যু হয়। দময়ন্তী তিন অহোরাত্র পতি অন্বেষণে বন পর্য্যটন করার পর এক দল বণিকের সাহায্যে চেদিরাজ্যে উপনীতা হইয়া, চেদিরাজমাতার আশ্রয়গ্রহণ করেন। এদিকে বিদর্ভরাজ কন্যা ও জামাতার অন্বেষণে চারি দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। পরে জনৈক

ব্রাহ্মণদূত সুদেব চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর দর্শন-লাভ করিয়া বিদর্ভরাজপুরে সংবাদ দেন। অনন্তর বিদর্ভরাজ চেদিরাজমাতা স্বীয় শ্যালিকার নিকট হইতে দময়ন্তীকে স্বরাজ্যে আনাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ করেন। পরে ইনি একটী সাঙ্কেতিক সংবাদ সহ দূত প্রেরণ করিয়া নলরাজের সন্ধানের জন্য চেষ্টা করেন। অযোধ্যা হইতে প্রত্যাগত দূত সাঙ্কেতিক বচনের উত্তর আনায় অযোধ্যায় মহাত্মা নল আছেন স্থির হয়। পরে ইঁহার নিদেশানুসারে দূত সুদেব অযোধ্যার যাইয়া, ঋতুপর্ণ রাজাকে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া, কল্য দিনস্থির করিয়া বলিয়া দেন। পরে ঋতুপর্ণের সারথিরূপী বাহুক অশ্বচালনায় এক দিনেই বিদর্ভে পৌঁছাইলেন। পরে ইনি পরিচারিকারমুখে শুনিলেন, জল ও অগ্নির সাহায্য ব্যতীত ঐ সারথি সুস্বাদু আহারীয় প্রস্তুত করিয়াছেন। তখন ইনি ছদ্মবেশী নলের পরিচয় পাইয়া বহুকাল ধরিয়া বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া, নল বিরহে বিষন্না ও বিপন্না হইয়া, পুনঃ স্বয়ম্বরে নলরাজকেই পতিত্বে বরণ করিলেন শেষে বহুকাল সুখে জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

দর্ভী—ঋষি, ইনি সরস্বতীরুণা নামক তীর্থে অর্দ্ধকাল নামে এক তীর্থ নির্ম্মাণ করেন; তাহাতে স্নান করিলে, চতুঃসহস্র গোদানের সমান ফললাভ হয়।

দল—শলের কনিষ্ঠভ্রাতা, ইনি বামদেবের বিনাশ জন্য, এক বিষাক্ত বাণক্ষেপ করিলে, বামদেবের শাপে ঐ বাণে ইঁহার পুত্র শ্যেণজিৎ বিনষ্ট হয়।

দশজ্যোতিঃ—মদননন্দন সুভ্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র; ইঁহার দশসহস্র পুত্র জন্মিয়াছিল।

দশস্যু—রণনিপুণ বীর অথচ ঋষি, ইন্দ্র ইঁহার রক্ষা করেন।

দশরথ—অযোধ্যার রাজা—মহারাজ অজের পুত্র; অজমহিষী ইন্দুমতী ইঁহার মাতা। ইহঁার কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা এই তিনি মহিষী ছিলেন; তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাতা শান্তা ইহঁার প্রতিশ্রুতিবশে মহারাজ লোমপাদকে পালনার্থ অর্পণ করেন। শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। একদা ইনি মৃগয়া-ব্যপদেশে মৃগভ্রমে অন্ধকমুনি পুত্রের বিনাশ করায়, অন্ধক মুনি "পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে"—এই শাপ দেন। পরে ইনি ভাবী জামাতা মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া, মহিষীদিগকে চরু ভাগ করিয়া দেন, তাহাতে পুত্রচতুষ্টয় লাভ করেন। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভে রাম কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মিয়াছিলেন। এতৎপূর্ব্বে দেবদানব-যুদ্ধে ইহঁার অঙ্গুষ্ঠব্রণ হওয়ায় কৈকেয়ীর পরিচর্য্যা দ্বারা মহারাজ দশরথের আরোগ্যবিধানে সমর্থা হওয়ায়, ইহঁার প্রতিশ্রুতি অনুসারে দুইটী বরলাভের অধিকার লাভ করেন, পরে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের সংবাদে কৈকেয়ী উৎফুল্লা হইলে ইহঁার দাসী মন্থরার কুপরামর্শে ঈর্ষান্বিতা হইয়া, মহারাজ দশরথ সমীপে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরদ্বয়ের এক বরে রামচন্দ্রের দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করায়, দশরথ সত্যাপলাপে সমর্থ হন নাই। পরে পিতৃ-সত্য পালনার্থ রামচন্দ্র, পত্নী সীতা ও অনুগতভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। এই রূপে ঋষিশাপের অনুরূপ সময় উপস্থিত হইলে রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রের বিচ্ছেদে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

দাক্ষী—মহর্ষি পাণিনির জননী।

দানপতি—অক্রূরের নামান্তর। শতধন্বা স্যমন্তকমণি হরণ করিয়া, ইহঁার নিকট রক্ষা করেন। ইনি সেই মণির প্রসাদে বহু ধন দান করায়, ইহঁার এই নাম হইয়াছিল।

দান্ত—বিদর্ভরাজ ভীমের দ্বিতীয় পুত্র—নলমহিষী দময়ন্তীর ভ্রাতা।

দারুক—শ্রীকৃষ্ণের সারথি; ইনি সাতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যখন সুভদ্রাহরণ করেন, তখন ইনি বলেন, "আপনি আমায় রথে বাঁধিয়া রাখিয়া আপনার ইচ্ছামত রথচালনা করুন। আমি যাদবগণের বিরুদ্ধে রথ চালনা করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ইনি অর্জ্জুনকে আনাইয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহারই নিদেশমত শেষে অরণ্যাশ্রয়ে তপশ্চর্য্যায় রত হন।

দাল্ভ্য—জনৈক ঋষি, ইহাঁর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল; ইনি ক্ষত্রোচ্ছেদক পরশুরামের কোপ হইতে রাজা চন্দ্রসেনের অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর রক্ষা করেন; তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানই দাল্ভ্য-কায়স্থের আদিপুরুষ।

দিগম্বু—জনৈক গণাধিপতি, ইনি বিষ্ণুলোকে বসতি করেন।

দিতি—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—কশ্যপের পত্নী; দৈত্যগণের মাতা।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম ভগীরথ। ইনি স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে সুরভির পূজা না করায় তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া অভিশাপ করেন,—আমার নন্দিনীর পূজা না করিলে, তোমার সন্তান হইবে না; ইনি তাহা জানিতে পারিয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া, সস্ত্রীক নন্দিনীর পূজায় ব্রতী হইলে, নন্দিনীর বরে ইহাঁর একটী পুত্রলাভ হয়, তাঁহার নাম রঘু।

দিব—ইহাঁর বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, ও সদ্য—এই একাদশ পুত্র।

দিবরথ—অনুবংশীয় পরের পুত্র।

দিবাপতি—ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র।

দিবাকর—১। সূর্য্য। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রতিব্যোমের পুত্র।

দিবোদাস—বেদপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, অহল্যার যমজ ভ্রাতা; ইনি অত্যন্ত আত্মোৎসর্গপরায়ণ অতিথি-সেবারত ছিলেন। ২। সামবেদোক্ত জনৈক ঋষি। ৩। চন্দ্রবংশীয় রাজা—ভীমরথের পুত্র। মতান্তরে ইনি সুদেবের পুত্র। ইনি ইন্দ্রের উপাসক, ইন্দ্র শম্বরাসুরের শতপুরীর একটী ব্যতীত সমস্ত নষ্ট করিয়া অবশিষ্টটী ইহাঁকে দান করেন। ইনি কাশীর রাজা। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, ইহাঁর পিতৃশত্রু বীতহব্যের পুত্রগণ ইহাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটন করিলে, ইনি পরাস্ত হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইঁহার হিতেচ্ছু হইয়া যজ্ঞসাধন করিলে, তাহার প্রভাবে ইনি একটী পুত্র লাভ করেন। সেই পুত্রের নাম প্রতর্দ্দন। এই প্রতর্দ্দন বীতহব্যের সন্তানগণের বিনাশসাধন করিয়া রাজ্যোদ্ধার করেন। পরে শিব ইহাঁর নিকট হইতে কাশী গ্রহণ করেন। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্র-বিশারদ ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দীপ্তিমান্—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

দীর্ঘজিহ্বা—বিরোচনের কন্যা; এই রাক্ষসী পৃথিবী গ্রাসে উদ্যতা হইলে, ইন্দ্রের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়।

দীর্ঘতমা—১। কাশীরাজের পুত্র—ধন্বন্তরির পিতা। ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ উতথ্যের মমতার গর্ভজাত পুত্র; জন্মান্ধ হইয়া অগ্নির উপাসনায় দৃষ্টিলাভ করেন। ২। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভজাত সন্তান। যে সময়ে মমতা পূর্ণগর্ভা সেই সময়ে মমতার অসম্মতি সত্ত্বেও বৃহস্পতি তাঁহাতে উপগত হইলে, প্রবেশ-মার্গাভাবে তাঁহার রেতঃ ভূপতিত হওয়ায় তিনি শাপে তাঁহাকে অন্ধ করেন। ইনি জন্মান্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। পরে প্রদ্বেষী নাম্নী ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়; তাঁহার গর্ভে ইহাঁর গৌতম প্রভৃতি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাঁর পত্নী ও পরিজনগণ ইহাঁর প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইনি পত্নীর বিরুদ্ধ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নিয়ম করিলেন 'পতি বর্ত্তমানে অন্য পতি গ্রহণ করিলে নারী পতিতা হইবে।' তাহাতে ইহাঁর পত্নী প্রদ্বেষী পতিদ্বেষিণী হইয়া ইহাঁর প্রতি বিবিধ অত্যাচার করিয়া, শেষে গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বৈতন প্রভৃতি ভৃত্যগণ ইহাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর ইহাঁর মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রভৃতি করিলে অশ্বিনীকুমারের চেষ্টায় রক্ষা পান। ধার্ম্মিক বলিরাজ ইহাঁকে পাইয়া স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ইহাঁ দ্বারা অঙ্গাদি পঞ্চ পুত্রোৎপাদন করাইবার ব্যবস্থা করিলে, সুদেষ্ণা ইহাঁকে বৃদ্ধ অন্ধ দেখিয়া, প্রথমতঃ তিনি দাসী উশিজাকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার গর্ভে কক্ষীবান্ প্রভৃতি একাদশ পুত্রউৎপন্ন হয়। কক্ষীবান্ বিশিষ্ট বিদ্বান ও তেজস্বী ছিলেন।

পরে সুদেষ্ণার গর্ভে ইনি অঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

দীর্ঘবাহু—মহারাজ খট্বাঙ্গের পুত্র।

দুঃখলব্ধিকা—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ দেবসেনের কন্যা। ইহাঁর সহিত যাঁহার বিবাহ হইত, সেই বিবাহ রাত্রে পঞ্চত্ব পাইত। অনন্তর বিদূষকনামা ব্রাহ্মণ বরনাশক রাক্ষসকে পরাস্ত করিয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন।

দুঃশলা—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা; মহিষী গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। যখন কুরুক্ষেত্র সমরে জয়দ্রথ নিহত হন, তখন ইহাঁর একটী শিশুপুত্র ছিল, নাম সুরথ। ইনি তাহাকে সিংহাসনে স্থাপন রাখিয়া নিজে রাজকার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। মাতৃনিদেশে থাকিয়া ঐ বালক ক্রমশঃ রাজকার্য্য পরিচালনে নিপুণ হইয়াছিলেন। পরে পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ অনুষ্ঠানকালে, তৃতীয় পাণ্ডব-রক্ষিত যজ্ঞীয় অশ্ব পিতৃরাজ্যে প্রবেশ করিলে, সেই সংবাদে পিতৃহন্তার প্রবেশাবস্থায় ঐ বালক ভূপতিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়। অর্জ্জুন তৎসংবাদ শ্রবণে তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

দুঃশাসন—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভসম্ভূত পুত্র—দুর্য্যোধনের প্রিয়ভ্রাতা ও মন্ত্রী। সাতিশয় ক্রূরস্বভাব। ইনিই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের প্রধান উদ্যোক্তা। সেই জন্য ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করেন, ইহাঁর বক্ষের রক্তপান করিবেন ও দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেন, ইহাঁর রক্তে বেণী বন্ধন করিবেন। শেষে কুরুক্ষেত্র সমরে ভীমসেন ইহাঁর বধসাধন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

দুন্দুভী—এক জন গন্ধর্ব্ব-ললনা; ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যলোকে মন্থরারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কৈকেয়ীকে রামনির্ব্বাসনের পরামর্শ দিয়াছিল। ২। একটী মহিষমূর্ত্তি দানব। ইনি বলদৃপ্ত হইয়া, সমুদ্রের নিকট যুদ্ধ প্রার্থী হন; তিনি হিমালয়ের নিকট যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন; তথায় যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর বানররাজ বালীর নিকট প্রেরিত হন। বালী ইহাঁর বধ করিয়া ইহাঁর দেহ ঋষ্যমূকে ক্ষেপণ করে; সেই হইতে মহর্ষি মাতঙ্গের শাপে বালী আর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিতে পারিত না।

দুর্গম—বসুদেবের রোহিণী-গর্ভজাত পুত্র।

দুর্গা—বিশ্বের আদি-কারণরূপিণী পরাপ্রকৃতি—হিমালয় কন্যা—শিব-মহিষী। দুর্গের বা দুর্গতির বিনাশ বা ধ্বংস করিতে সমর্থা বলিয়া, ইহাঁর এই নাম। প্রথম ঋগ্বেদে দুর্গা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিককালের পর পৌরাণিক আখ্যানাদিতেও দুর্গামাহাত্ম্য বর্ণনা আছে। একদা ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছায় হিমালয় আশ্রয় করিয়া দুর্গাভক্তিপরায়ণ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, আকাশবাণী দ্বারা জানিতে পারিলেন, ব্রহ্মলোকে যে বেদচতুষ্টয় আছে, তাহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলে তাঁহারাই তত্ত্ব জানাইয়া দিবে। পরে ব্যাসদেব ব্রহ্মলোকে বেদগণসমীপে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বেদগণ একে একে বলিলেন;—"যাহা হইতে অন্তঃস্থ ভূতগণ সকলে প্রবর্ত্তিত হয়, যাহা পরমতত্ত্ব তাহা একমাত্র ভগবতী দুর্গা।" যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—"অখিলযজ্ঞ ও যোগ দ্বারা যে মহীয়সী শক্তির পূজা হয়, যিনি একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তিনিই স্বয়ং ভগবতী দুর্গা।" সামবেদ বলিলেন,—"যিনি বিশ্বভ্রমণ করেন, যোগিগণ যাঁহার চিন্তা করেন, যাঁহার বাক্যে বিশ্ববিকাশ হয়, তিনিই স্বয়ং ভগবতী দুর্গা।" অথর্ব্ববেদ বলিলেন, "ভক্তিদ্বারা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী জনগণ যে দেবারাধ্যাকে ধ্যানধারণায় দর্শন করেন, তাঁহাকে পরব্রহ্ম ভগবতী দুর্গা বলিয়া আখ্যা প্রদান করা যায়।" উপনিষদেও দুর্গামাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, এক সময়ে দেবতাগণ ব্রহ্মার চেষ্টায় জয় লাভ করায়, সকলেই জয়শ্রীকৃত যশোলাভেচ্ছায় সকলেই সম্বর্দ্ধিত হইতে উদ্যত হওয়ায়, ব্রহ্মা দেবগণসমীপে উপনীত হইয়া, অগ্নি ও বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কে?" অগ্নি বলিলেন,—"আমি সর্ব্বদহনক্ষম অগ্নি!" বায়ু বলিলেন,—"আমি সর্ব্ব উড্ডয়নশক্ত বায়ু!" তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে একটী তৃণের দহন ও উড্ডয়ন করিতে বলায়, তাঁহারা শক্তির অভাবে তত্তৎকার্য্যে অশক্ত হওয়ায়, ইন্দ্রকে বলিলেন, 'ইনি কি যক্ষ।' এই সময়ে ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান

করিলে, আকাশে উমা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "এই ব্রহ্ম, আপনারা ব্রহ্মের বিজয়লাভে মহত্বলাভ করুন।" হৈমবতী উমা সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ শিবের সহিত বাস করেন বলিয়া, ইনি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বজ্ঞা বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মজ্ঞানরূপা। দুর্গা, বরদা, বেদমাতা, বেদসম্মিতা অক্ষরস্বরূপা, গায়ত্রীরূপা বরদাত্রী দেবী। পুরাণে মহাদেবপত্নী মহাদেবী সতী প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। পরে দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া গিরিবর হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে উমারূপে অবতীর্ণা হন। উমা তপোরতা থাকায় যতীন্দ্র মহাদেবের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর অপর ভগিনীর নাম গঙ্গা। মতান্তরে ইনি অপর্ণা নামে আখ্যাতা ছিলেন; ইহাঁর অপর ভগিনীদ্বয়ের নাম, একপর্ণা ও একপাটলা। অপরতঃ যে দিন দেবকীর গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন মহামায়া নন্দালয়ে কৌষিকী রূপে অবতীর্ণা হন; এদিকে কালরূপিণী নিদ্রার প্রবলাধিকার প্রসৃত হওয়ায়, বসুদেব স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, রাত্রেই স্ববন্ধু গোপরাজ নন্দের আলয়ে রক্ষা করিয়া, নন্দনন্দিনী কৌষিকীর হরণ করিয়া রাত্রিযোগেই কংসকারাগারে রক্ষা করেন। পরে কংস সেই কন্যার বিনাশ জন্য, শিলাতলে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি হস্তভ্রষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইয়া তাঁহার ভবিতব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; পরে তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করেন; ইনিই শুম্ভনিশুম্ভের বধ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণনে মহিষাসুরমর্দ্দন, চণ্ডমুণ্ডসংহার, রক্তবীজ-বিনাশ, শুম্ভনিশুম্ভ-নিধন প্রভৃতির বর্ণন ও দেবগণের উদ্ধারসাধন বিষয়ের বিবরণ আছে। দেবগণ বিপদে পতিত হইলেই যে, দুর্গতিনাশিনী দুর্গার শরণাপন্ন হন, তাহা পুরাণাদিতে তেমনই বর্ণিত আছে। চৈত্রবংশীয় রাজা সুরথ দুর্ব্বিপাকে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনপ্রবেশকালে সমাধি বৈশ্যের মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে দুর্গা পূজা দর্শন করেন, তদুপদেশে তাঁহার অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠান বাসন্তী সপ্তম্যাদি তিথিতে অনুষ্ঠিত হইত। অতঃপরে রাবণবধের জন্য, শ্রীরামচন্দ্র বিমর্ষভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তাকুল হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে দক্ষিণায়ণে শরৎকালে দেবলোকের রাত্রিকালে—সুষুপ্তা জগন্মাতা দুর্গার অকালবোধন করিয়া পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এই হইতে শারদীয়া দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান দেশবিখ্যাত হইয়া পড়ে। যখন মানব রাক্ষসে শক্রগণে মিত্রগণে সম্বিৎপানে আলিঙ্গনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এখনও পূজান্তে বিজয়োৎসবে সেইরূপ সম্বিৎপান ও আলিঙ্গনের প্রথা প্রচলিত আছে।

দুর্জয়—কার্ত্তবীর্য্য বংশসম্ভূত অনন্তদেবের পুত্র।

দুর্দম—বাসুদেবের রোহিণীগর্ভ-সম্ভূত পুত্র।

দুর্দ্ধর—১ মহিষাসুরের সেনাপতি, মহীয়সী মহাশক্তি চণ্ডিকার হস্তে নিহত হন। ২ লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি, হনুমান্ কর্ত্তৃক অশোকবন ধ্বংসের সময় মন্ত্রিপুত্রগণ হত হইলে, পরে রাবণের আদেশে দুর্দ্ধর, প্রঘষ, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ, কৃপাক্ষ এই পঞ্চজন রক্ষোবীর হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; পরে ইনি হনুমান হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।

দুর্ম্মদ—শ্রীমতী রাধিকার দেবর; গোলগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র, রাধিকার ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর পতি।

দুর্ম্মুখ—১ শ্রীরামচন্দ্রের বানরচমূর একটী বানর।

২ মহিষাসুরের সেনাপতি।

৩ রামচন্দ্রের গুপ্তচর, বাল্মীকির মতে ইহাঁর নাম ভদ্র।

৪ রাধিকার দেবর ও ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর পতি।

৫ কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের একটী।

দুর্য্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত ক্রীড়া করিতেন। ইনি ক্রীড়ায় তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে না পারায়, ইহাঁর মনে বিদ্বেষবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বিশেষতঃ ভীমের বলবিক্রম দেখিয়া, তাঁহার উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন; তাঁহার বিনাশ জন্য সচেষ্ট হইলেন। একদা কুরুপাণ্ডব বালকগণ পঞ্চাধিক শত ভ্রাতায় মিলিত হইয়া, জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত

হইলে, ইনি পঞ্চ পাণ্ডবকে অতিক্রম করিতে না পারায়, ঈর্ষ্যাবশে ভীমকে ভোজনকালে ভক্ষ্য-দ্রব্যের সহিত বিষদান করেন। পরে বিষ-প্রভাবে অচেতন হইলে, ইনি তাঁহার নিস্পন্দ শরীর বন্ধন করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন। পরে দৈববলে ভীম রক্ষা পাইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইনি কিন্তু পুনরায় তাঁহার প্রতি বিষ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন। ভীমের প্রতি ইহাঁর এবারকার দুশ্চেষ্টাও নিষ্ফল হয়। পরে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অত্যন্ত সতর্ক হইলেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইনি গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ হইলেও, কি বলবীর্য্যে, কি শিক্ষায় পাণ্ডবগণের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না। সুতরাং পাণ্ডবগণের উন্নতি দেখিয়া, পূর্ব্ব সঞ্জাত দ্বেষভাবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কুরু পাণ্ডব বালকদিগের পরীক্ষায় রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরস্পর ঈর্ষ্যাবশতঃ এই যুদ্ধ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিলে, দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থতা করিয়া উভয়কে বিরত করেন। অতঃপর পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, ভীম অর্জ্জুন বীরত্ব-গৌরবে প্রথিতযশাঃ হইয়া উঠিলেন, এদিকে দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাবিষে জরজর হইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার পাণ্ডববিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পিতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোনয়ন করাইয়া ইনি পাণ্ডবগণের বারণাবতে জতুগৃহে বাস করিতে প্রেরণ করেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের বুদ্ধি-কৌশলে পাণ্ডবগণ অক্ষত-শরীরে তথা হইতে পলায়ন করেন, ইনিও তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন মনে করেন। ইতঃপূর্ব্বে রঙ্গস্থলে কর্ণকে অর্জ্জুনের প্রতিযোগী যোদ্ধা দেখিয়া, তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহাকে অঙ্গদেশের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। পরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জন্য পাঞ্চাল দেশে যাবতীয় রাজগণের নিমন্ত্রণ হইলে, তথায় ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপী পাণ্ডবগণ উপনীত হইয়াছিলেন। স্বয়ংবরে পণ ছিল, "ঘূর্ণায়মান চক্রমধ্যস্থ মৎস্যের নেত্রভেদ"। দুর্য্যো-ধন তৎসাধনে চেষ্টা করিয়া অসমর্থ হইলে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া, দ্রৌপদী লাভে সমর্থ হন। পরে পাণ্ডবগণ সে দিন কুন্তীর নিকট উপনীত হইয়া নবাহৃত পদার্থের দর্শন করিতে অনুরোধ করায় কর্ম্মরতা কুন্তীদেবী পঞ্চ ভ্রাতাকে বণ্টন করিয়া লইতে বলেন। তজ্জন্য মাতৃনিদেশানুসারে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। অপরতঃ দুর্য্যোধন স্বয়ম্বরসভা হইতে স্বশৌর্য্যাবলম্বনে ভানুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে লক্ষণ নামে পুত্র ও লক্ষণা নামে কন্যা হয়। পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয়। অতঃপর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ পাণ্ডবের সন্ধান করিয়া রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইনি তখন তাহাদিগের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। রাজ্যাধিষ্ঠিত হইয়া পাণ্ডবগণ সমারোহপূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বদান্যতায় সখা গোবিন্দের সাদর সম্ভাষণে, ভীমার্জ্জুনের বিক্রম গৌরবে যুধিষ্ঠিরের যশঃসৌরভ দিগন্ত প্রসৃত হইল, দেখিয়া কৌরবদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধির পুনরুদ্রেক হইল। অতঃপর দুর্য্যোধন কূট-নীতির আশ্রয়ে পিতার মত লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে দ্যূতার্থ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা অবৈধ বিবেচনা করিয়া, যুধিষ্ঠির দ্যূতে সম্মত হন। ইহাঁর মাতুল পাশা-ক্রীড়ায় পটু শকুনি ইহাঁর পক্ষে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপটক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী পর্য্যন্ত ত্যাগে বাধ্য হইলেন। পরে ইনি দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন জন্য উপযুক্ত দূত নিয়োগে অসমর্থ হইয়া শেষে ভ্রাতা দুঃশাসনকে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভায় আনয়ন করেন। ইনি তাঁহাকে পরিহাসচ্ছলে উরু প্রদর্শন করেন এবং সভাস্থলে দুঃশাসন ইহাঁর বস্ত্র হরণে প্রয়াস পান। কিন্তু ভগবদনুগ্রহে ইহাঁরা বিফল প্রয়াস হইয়াছিলেন। ভীম এই দুর্ব্বিষহ অপমানে একবার অগ্রজের মুখপ্রেক্ষা করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "উরুপ্রদর্শী দুর্য্যোধনের

উরুভঙ্গ ও দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের বক্ষোবিদারণ করিয়া রক্তপান করিব"। অতঃপর দ্রৌপদীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে অনুমোদন করেন। পাণ্ডবগণ স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে পর দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার পিতার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ার উদ্যোগ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করেন। এবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া, অক্ষক্রীড়া চলিতে লাগিল, দ্যূতে পরাস্ত হইয়া, পাণ্ডবগণ সস্ত্রীক বন গমন করেন। ইনি ইহাতে নিরুদ্বেগে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে পণের ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, পাণ্ডবগণ রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় ইহাঁর নিকট দূত প্রেরণ করিলে, ইনি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিদানে অসম্মত হন। পরে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি ইহাঁকে নারায়নী সেনা প্রদান করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে বিরত থাকিবেন বলেন। পরে পাণ্ডবগণের অনুরোধে আত্মদ্রোহ নিরাকরণ মানসে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, ইনি তাঁহার সদুপদেশে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার অবরোধে সচেষ্ট হন। পরে ইহাঁর হিতৈষী গুরুজনগণের পরামর্শে অবহেলা করিয়া, কুপরামর্শ-বশে যুদ্ধের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধে ইহাঁর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়, এবং মহারথ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ তাহার নায়কত্ব করেন। ইহার ফলে সবান্ধবে দুর্য্যোধন পরাজিত ও হত হন। ইনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ ভগ্নোরু হন, পরে অশ্বত্থামা কৃত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র হত্যা ব্যাপার শ্রবণে হর্ষ বিষাদে প্রাণত্যাগ করেন।

দুর্ব্বাসা—মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনুসূয়ার গর্ভে শিবাংশসম্ভূত সন্তান। ইনি বামদেবের প্রিয়শিষ্য ছিলেন। তপস্যায় সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া নিরতিশয় তেজস্বী যোগরত ঋষি হইয়া ছিলেন। অপিচ ইনি অতীব কোপনস্বভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি মহাদেবের আদেশে শ্বেতকীরাজের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের যাজনে রত ছিলেন। শিক্ষার জন্য, ইহাঁর নিকট অনেক ছাত্রত্ব স্বীকার করিতেন। ইনি দশসহস্র শিষ্যের গুরু ছিলেন। ইনি মুনিবর ঔর্ব্বের কন্যা কন্দলীকে পরিণয়সূত্রে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; বিবাহকালীন শ্বশুরের অনুরোধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—পত্নী কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। কলহপ্রিয়া কন্দলী অতি অল্পদিনেই শত অপরাধ পূর্ণ করিয়া ফেলিলে, ইনি তাঁহাকে শাপ দ্বারা ভস্মীভূত করেন। অতঃপর কন্যাশোকার্ত্ত মহর্ষি ঔর্ব্ব ইহাঁকে হতদর্প হইবে বলিয়া অভিশাপ করিলে, ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট একাদশীর পারণ জন্য আতিথ্যগ্রহণ করিয়া অযথা বিলম্ব করার পর তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার অপরাধ আরোপিত করিয়া স্বভাব-সুলভ কোপ প্রকাশে জটা ছিন্ন করিয়া উগ্ররাক্ষস সৃষ্টি করেন। পরে তাহাকে রাজ্যধ্বংসে নিযুক্ত করিলে, অম্বরীষের ধর্ম্মপ্রাণতায় তুষ্ট হইয়া নারায়ণ সুদর্শন দ্বারা তাঁহার রক্ষা ও ইহাঁর নিগ্রহ করেন। পরে যাদববংশীয়া একানংশার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। এক সময় ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন অপ্সরার হস্তে একটী সন্তানক-পুষ্পমালা দর্শনে সাগ্রহে তাহার নিকট হইতে উহা ভিক্ষা করিয়া লন। পরে ঐ মালা ইন্দ্রকে প্রদান করেন। ইন্দ্র ঐরাবত মস্তকে ঐ মালা রক্ষা করিলে ঐরাবত উহা ভূপাতিত করায়, ইনি রোষবশে শাপ দানে তাঁহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। ইহাঁরই শাপে শকুন্তলা পতি দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের সহিত কালপুরুষের কথোপকথনকালে, ইনি লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র সমীপে গমন করিতে আদেশ করিলে, ইহাঁকে সাতিশয় কোপন স্বভাব জানিয়া ভয়ে রামচন্দ্র সমীপে গমন করিয়া সত্যানুসারে পরিত্যক্ত হন। একদিন মহারাজ কুন্তিভোজের প্রাসাদে উপনীত হইয়া আতিথ্যগ্রহণ কালে রাজকুমারী কুন্তীর পরিচর্য্যায় এক বৎসর কাল মুগ্ধভাবে অতিবাহিত করেন, স্বসন্তুষ্টির প্রতিদান স্বরূপ কুন্তীকে ইচ্ছামাত্র দেব-দর্শনের মন্ত্রপ্রদান করেন। এই মন্ত্র প্রভাবেই ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুগ্রহে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়। ইনি হস্তিনাপুরে সশিষ্য

আগমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সেবা শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলে, তিনি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দ্রৌপদীর আহারান্তে পাণ্ডবদিগের নিকট আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করেন। পরে তদনুরূপ কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের সমীপে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে উপনীত হইলে, কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভোজনে অনিচ্ছুক হইয়া, শিষ্যগণ সহ পলায়ন করেন। ইনি বৃষভানুরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, রাধিকাকে পরমাপ্রকৃতি জানিয়া, অনেক গুণানুবাদ করেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সময় যমুনার পরপারে অভুক্তাবস্থায় থাকিয়া, ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইলে, গোপীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, অভুক্তান্ন দুর্ব্বাসার অবস্থান জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে তাঁহার রিরংসায় বিশ্বাস না করিয়া, যমুনার পরপারে যাইতে সমর্থা হইয়া দুর্ব্বাসার ভোজন সমাপ্তি করাইয়া, পরে তাঁহার ভোজনগ্রহণাভাবে বিশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার যমুনা পার হইয়া ব্রজপুরে আগমন করেন। একদা ইনি হংসডিম্বক কর্ত্তৃক ছিন্নকৌপীন ও অবমানিত হইলে, দুর্ব্বাসা কৃষ্ণসমীপে তাহাদের দণ্ডের জন্য, অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাদিগের বিনাশসাধন করেন। একদিন উন্মত্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া, উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"রুক্মিণীর সহিত অঙ্গে এই ভুক্তাবশিষ্ট তপ্ত পায়স মর্দ্দন কর।"—ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট পবিত্র বোধে পদ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে তাহা প্রলিপ্ত করিলে, রুক্মিণীসহ কৃষ্ণকে রথে যোজিত করিয়া, কশাঘাত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা যথাশক্তি রথাকর্ষণ করিয়া যেমন ক্লান্ত হইলেন, ইনি তেমনই ক্রোধভরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন, অমনই শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর পশ্চাদনুসরণ করিয়া প্রসাদন করিলে। ইনি বলিয়াছিলেন, বাসুদেব, তুমি ক্রোধধারণে সমর্থ; আমার বরে তুমিও রুক্মিণী সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়সলেপন কর নাই তজ্জন্য, আমি অত্যন্ত অপ্রীত;—যাহা হউক তোমার পায়সসিক্ত সর্ব্বাঙ্গেই অভেদ্য, কিন্তু পদতল যথাপূর্ব্ব কোমল রহিল। একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, যাদববালকবৃন্দ শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিল, তাঁহার কৃত্রিম গর্ভ স্ফীতি করাইয়া, ইহাঁর নিকট তাঁহার প্রসবকাল জিজ্ঞাসা করায় ইনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ক্রোধভরে বলেন, শাম্ব, মুষল প্রসব করিবেন, আর সেই মুষল হইতে যদুবংশ ধ্বংস হইবে। পরে প্রভাস যজ্ঞে তাহাই সংঘটিত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র বৃক্ষে লম্বিতপদ হইয়া অবস্থান করিবার সময় ব্যাধের অস্ত্রে বিদ্ধপদ হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন।

দুষ্মন্ত—চন্দ্রবংশীয় ঐতি রাজার পুত্র; ইনি বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ছিলেন; ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া মৃগানুসরণ করিতে করিতে কণ্বমুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক, তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলার রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গান্ধর্ব্ববিধানে পাণিগ্রহণ করেন। শকুন্তলার গর্ভে ইহাঁর ভরত নামে এক পুত্র জন্মে। শকুন্তলা যখন কণ্বাশ্রমে অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন, তখন স্বীয় অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রণয়িনী শকুন্তলার হস্তে দিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে ইনি পত্নী শকুন্তলাকে কোনরূপেই পরিণীতা বোধ করিতে না পারায়, ত্যাগ করেন; আর শকুন্তলাও স্বীয় অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া, তৎপ্রদর্শনে অসমর্থা ও প্রত্যাখ্যাতা নন। পরে ভরতের জন্মের পর শকুন্তলার সাক্ষাৎলাভ করায়, এবং তৎপূর্ব্বে অভিজ্ঞানলাভে স্মৃতি জাগরূক হওয়ায়, তাঁহার পুনর্গ্রহণ করেন।

দূষণ—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের ভ্রাতা, এ রাক্ষসবীর খরের সেনাপতি হইয়া, দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন; শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদে রুষ্ট হইয়া সমরসংঘটন করায় রামহস্তে নিহত হয়।

দৃঢ়নেত্র—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের চূড়চতুষ্টয়ের একটী।

দেবক—যদুবংশীয় জনৈক রাজা, শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। ২। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

দেবকী—শ্রীকৃষ্ণের মাতা—উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের তনয়া, বসুদেবের তনয়া, বসুদেবের পত্নী। ইহাঁদের বিবাহোৎসবকালে, কংস যখন ইহাঁদের

সারথ্যগ্রহণে লইয়া যান, তখন দৈববাণী দ্বারা অবগত হন যে,(ইহাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার বিনাশ করিবে) তখন কংস বসুদেব সহ ভগিনী দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে ইহাঁদের এক একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কংস তাহার বিনাশ সাধন করিতে থাকেন। এইরূপে ইহাঁর ষট্ পুত্রনাশের পর সপ্তমগর্ভ রোহিণীর গর্ভে পরিচালিত করা হইয়াছিল। পরে দেবকীর অষ্টম-গর্ভে রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলে, বসুদেব নিদ্রাভিভূত প্রহরীর লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া, কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন ও যশোদার সদ্যোজাতা কন্যা আনয়ন করেন। কংস সেই কন্যার নাশে উদ্যত হইলে, কন্যা তাঁহার হস্তভ্রষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে কংসের শত্রুর পরিচয় দান করেন। পরে কৃষ্ণ কংসধ্বংস করিয়া ইহাঁদের উদ্ধার করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেবের যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগকালে ইনি তাঁহার সহগামিনী হন।

দেবক্ষত্র—জ্যামঘবংশীয় দেবরাতের পুত্র।

দেবতাজিৎ—সুরতির পুত্র; পত্নীর নাম আসুরী, পুত্রের নাম দেবদ্যুম্ন।

দেবদর্শ—এক জন আথর্ব্বণ ঋষি। সুমন্তুশিষ্য-কবন্ধের শিষ্য। ইহাঁর প্রচারিত শাখা দেবদর্শী নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর মৌদ্গ, ব্রহ্মাবলি, শৌল্কায়নি, পিপ্পলাদ এই চারি জন শিষ্য। ইহাঁদিগের মধ্যে পৈপ্পলাদী শাখা পিপ্পলাদের প্রচারিত।

দেবদ্যুম্ন—দেবতাজিতের পুত্র, ইহার পত্নীর নাম ধেনুমতী, পুত্রের নাম পরমেষ্ঠী।

দেবভাগ—শূরসেনের পুত্র, বসুদেবের ভ্রাতা।

দেবভ্রাট্—মহের পুত্র, দিবের পৌত্র।

দেবমত—জনৈক ঋষি, এক দিন ইনি দেবর্ষি নারদসকাশে দৈহিক বায়ুর প্রথমাবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্থাপন করিলে, দেবর্ষি নারদ বলেন, "প্রাণ ও অপান বায়ু প্রথমে শুক্রশোণিতের বিপরিণামরূপ দেহে সংক্রমিত হয়।" এইরূপে স্থূলদেহের কারণ অপান বায়ু ও তাহার ধারণক্ষম প্রাণবায়ু, উভয়ের যোগে পরমাত্মার অধিষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত উপদেশ লাভ করিয়া, তাহাই ব্যক্ত করেন।

দেবমিত্র—ইহাঁর অপর নাম শাকল্য; ইনি জনৈক ঋগ্বেদের আচার্য্য; ইনি রাজর্ষি জনকের যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, প্রাণত্যাগ করেন।

দেবমীঢ়—জনকবংশীয় রাজা কীর্ত্তিরথের পুত্র; ইনি রাজশক্তির পরিচালনকালে প্রজারঞ্জনে দয়াবতার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; ইহাঁর পুত্রের নাম বিবুধ।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, ইনি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার সখী এবং পিতার অতীব প্রিয়পাত্রী ছিলেন; বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট শিক্ষার্থ আগমন করিয়া গুরু ও গুরুদুহিতার মনস্তুষ্টিসাধন করেন। কচের সদ্ব্যবহারে ও সৌজন্যে ইনি তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দৈত্যগণ পুনঃ পুনঃ নষ্ট করিলে, ইনি পিতার নিকট অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ইহার প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল; পরে বিদ্যাশিক্ষান্তে কচ স্বর্গে যাইতে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহাকে পতিভাবে পাইতে চাহিয়াছিলেন। গুরুতনয়ায় সহোদরা জ্ঞান সঙ্গত জানিয়া, ইহার প্রস্তাবে কচ অসম্মত হওয়ায়, ইনি তাঁহার প্রতি শাপ দেন, "তাঁহার শিক্ষিত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা নিষ্ফলা হইবে;" তিনিও ইহাকে শাপ দেন, "ইনি ব্রাহ্মণপত্নী না হইয়া, ক্ষত্রভার্য্যা হইবেন।" একদা সখ্যনিবন্ধন ইনি সখী শর্ম্মিষ্ঠার সহ জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দৈববশে বায়ুবেগে ইহাঁদের রক্ষিত কূলস্থ বসনগুলি বিজড়িত হইয়া গেল। স্নানবিহার সমাপনান্তে শর্ম্মিষ্ঠা অগ্রে তীরভূমিতে উঠিয়া, ভ্রম ক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। ইহাতে ইনি শর্ম্মিষ্ঠাকে তিরস্কার ও অপদস্থ করায়, শর্ম্মিষ্ঠা ইহাকে একটী শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন। ইহার পর মৃগয়ার্থ আগত নহুষাত্মজ যযাতি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কূপ সমীপে আগমনপূর্ব্বক দেবযানীকে পতিত দেখেন; এবং ইহার উদ্ধারসাধন করেন। পরে উভয়ে উভয়ের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হন। ইনি কুপিত হইয়া, স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকাদ্বারা পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, "দৈত্য

রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিল; আমি আর দৈত্যরাজধানীতে প্রবেশ করিব না।"—ইহাতে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য রুষ্ট হওয়ায় তাঁহার রোষাপনয়ন জন্য, দৈত্যরাজ স্বীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে ইহার দাসীত্বে নিযুক্তা করেন। ইহাতে ইহার কোপ নিবারণ হয়। ইহাকে অনুরক্তা জানিয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজ যযাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে অনুমোদন করেন। তাই বৃহস্পতি-পুত্র কচের শাপে ইহাকে ক্ষত্ররাজ যযাতির মহিষী হইতে হইয়াছিল। ইনি পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত স্বামিগৃহে গমন করেন। যদু ও তুর্ব্বসু নামে ইহার দুইটী পুত্র জন্মে। যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মে। দেবযানী তাহা অবগত হইয়াই, ক্রোধভরে পিত্রালয়ে গমন করেন।

দেবরক্ষিতা—রাজা দেবকের কন্যা, কৃষ্ণমাতা দেবকীর ভগিনী।

দেবরাত—১। এক জন জনকবংশীয় রাজা নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র; ইনিই প্রথম হরধনুঃ প্রাপ্ত হন। মতান্তরে ইনি সুকেতুর পুত্র। ২। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত পুনঃশেফর নাম। ৩। জ্যামঘবংশীয় করম্ভীর পুত্র। ৪। পরীক্ষিতের নামান্তর।

দেবল—ধৌম্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মহর্ষি অসিতের পুত্র। ইহারই আশ্রমে বাস করিয়া, জৈগীষব্য তপশ্চর্য্যার অগ্রে সিদ্ধিলাভ করিলে, ইনি তাঁহার শিষ্য হইয়া মুমুক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনিই রম্ভার শাপে অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন।

দেববান্—১। অক্রূরের পুত্র। ২। দেবকের পুত্র।

দেববৃদ্ধ—সাবত্বের পুত্র।

দেবসেনা—লোকপিতামহ ব্রহ্মার সাবিত্রী গর্ভজাত কন্যা। ইহার অপর নাম ষষ্ঠী। ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। একদা বিহারার্থ মানসশৈলে গমন করিলে, কেশীনামা দানব ইহার হরণ করেন; তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্রের চেষ্টায় ইনি মুক্তিলাভ করিলে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ইহাকে বিবাহ করেন। ইহাকে মহাষষ্ঠী বলিয়া কোন কোন পুরাণে অভিহিত করা হইয়াছে।

দেবস্থান—এক জন সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি; পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে তাঁহাদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। পরে রাজ্য জয় হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যত্যাগ বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

দেবহুতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, মহর্ষি কর্দ্দমের পত্নী, মহর্ষি কর্দ্দম ইহাঁর পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। ইহাঁর গর্ভে নয় কন্যা ও কপিল নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

দেবাতিথি—কুরুবংশীয় অক্রোধনের পুত্র।

দেবানীক—কুরুবংশীয় ক্ষেমধন্বার পুত্র।

দেবান্তক—রাবণের পুত্র; লঙ্কা যুদ্ধে হত হন।

দেবাপি - ইনি রাজা প্রতাপের পুত্র। এক জন রাজর্ষি, ইনি তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাল্যে সংসার ত্যাগী হইয়া, কলাপগ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক যোগাবলম্বনে থাকেন। পরে কলির অবসানে ইনি পুনর্ব্বার চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তন প্রসারণে চেষ্টা করিবেন।

দেশা—এক জন গন্ধর্ব্ব, সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

দৈত্যসেনা—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, ইনি কেশীদানবকে ভাল বাসিতেন; পরে কেশী দানব ইহাঁর হরণ করিলে, ইনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কেহ কেহ ইনিই দেবহুতি বলিয়া স্থির করায়, ইহাঁকে প্রজাপতি কর্দ্দমের পত্নী ও মহর্ষি কপিলের মাতা বলিয়া স্থির করেন।

দৈবকী—[দেবকী দেখ]

দ্যুতিমান্—মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র, ইনি পিতার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চদ্বীপের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

দ্যুমৎ—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র।

দ্যুমৎসেন—শালদেশাধিপতি রাজা; পিতৃপরায়ণ সত্যবান্ ইহাঁর পুত্র। ইনি ন্যায়বান্ ধার্ম্মিক নরপতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে রাজ্য রক্ষা করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ নেত্ররোগে অন্ধ হইলে, ইহাঁর শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া, ইহাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করিলে, ইনি পত্নী ও শিশু সন্তানের সহিত বনাশ্রম

করিয়াছিলেন। এই শিশু পুত্র কৈশোর অতিক্রম করিলে পিতার অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে যথাকালে দ্যুমৎপুত্র সত্যবান্ সাবিত্রীর পাণিগ্রহণ করেন।

দ্রবিণ—পৃথুরাজের পুত্র।

দ্রুপদ—পঞ্চালদেশের অধীশ্বর—রাজা পৃষতের পুত্র। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত পিতৃসখা মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিতেন। এতজ্জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া অধ্যয়ন জন্য ইহাঁর সবিশেষ সখ্য হয়। পরে মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট উভয়েই অস্ত্র-শস্ত্র ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন; ক্রমেই ইহাঁদের সখ্য দৃঢ়তর হইতে থাকে। কিন্তু ইনি পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া, দ্রোণকে ভুলিয়া যান। বহু বর্ষ পরে দ্রোণ ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার পরিচয় পাইয়াও, পূর্ব্ব সখ্যের স্মরণ করিতে না পারায় অবজ্ঞাপুর্ব্বক উপেক্ষা করেন; এবং দ্রোণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। প্রাচীন বন্ধুর এই অবজ্ঞা দ্রোণের মর্ম্মভেদ করায় তাহার প্রতিবিধিৎসার জন্য, তিনি কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের ধনুর্ব্বেদাচার্য্য হইয়া, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদের পরাজয় প্রার্থনা করেন। তাহাতে ইনি দ্রোণ-শিষ্য অর্জ্জুনের হস্তে পরাজিত ও অবমানিত হন। ইনি সেই পর্য্যন্ত দ্রোণাচার্য্যকে স্বীয় রাজ্যের দক্ষিণের অর্দ্ধাংশ দিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধেকেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন। ইনি দ্রোণকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ব্রহ্মর্ষি যাজ ও উপযাজ—দুই জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে স্বীয় অভীষ্ট পুত্রেষ্টিতে ব্রত করেন। সেই যজ্ঞীয় হোমকুণ্ড হইতে দ্রোণবধশক্ত পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও এক কন্যা কৃষ্ণা উৎপন্ন হন। পরে শিখণ্ডী নামে ইহাঁর আর একটী নপুংসক পুত্র জন্মিয়াছিল। পরে দ্রুপদরাজের কন্যার স্বয়ংবর সভায় চক্রান্তরস্থিত মৎস্যের চক্ষুর্বেধনরূপ পণ স্থির হইলে, জতুগৃহ দাহের পর ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুন দ্বিজবেশে তথায় উপনীত হইয়া লক্ষ্যবেধ করিয়া, দ্রৌপদী লাভ করেন। পরে মাতৃবাক্যে পঞ্চপাণ্ডবেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে দুর্য্যোধনের সভায় শকুনির কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর ত্রয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটরাজ্যে প্রকাশিত হইলে, ইনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ভারতযুদ্ধের স্থিরসংঘটন হইলে, ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বনে যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশদিবসে দ্রোণের হস্তে নিহত হন।

দ্রুমসেন—কৌরবপক্ষীয় জনৈক বীর; ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দ্রুহ্যু—রাজা যযাতির শর্ম্মিষ্ঠাগর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহাঁকে পিতৃশাপে যানবাহন সমাগমশূন্য উড়ুপ সন্তরণ বা জলে পাদচারণ দ্বারা গমন করা যায়, এমন স্থানে অবস্থান করিতে হয়। ইহাঁর বংশে কেহ রাজা হয় নাই।

দ্রোণ—মহর্ষি ভরদ্বাজ পুত্র; পিতার নিকট বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়নে এবং জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া, ব্রহ্মশির নামক আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। বাল্যকালে পৃষতরাজকুমার দ্রুপদের সহিত ক্রীড়া অধ্যয়ন ও অস্ত্রশিক্ষা করায় সখ্য স্থাপিত হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজের দেহ-ত্যাগের পর দ্রোণ পিত্রাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক তপশ্চরণে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর বংশরক্ষার্থ গৌতমগোত্রীয় শরদ্বানের কন্যা কৃপীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর অশ্বত্থামানামক একটী পুত্রের জন্ম হয়। অনন্তর ইনি পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইয়া, যুদ্ধবিদ্যা ও নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, দারিদ্র্যবশে পুত্রাদি পোষণে প্রকৃষ্টরূপে অসমর্থ হইলেন। তখন দারিদ্র্যহেতু আত্ম-ধিকার উপস্থিত হওয়ায় অর্থলাভেচ্ছায় বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রার্থনা করেন, দ্রুপদরাজ অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করায় অপমানবোধে ম্রিয়মাণ হইয়া, মনে মনে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, উপযুক্ত গুণী শিষ্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হন। পরে হস্তিনাপুরে আগমন

করিয়া, ইনি কৃপাচার্য্যের আলয়ে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের ও পাণ্ডুপুত্রগণের গুলিকা-ক্রীড়া কৌশলাদির পরিদর্শন করিতে করিতে দেখিলেন, তাহাদের গুলিকা একটী কূপ মধ্যে পতিত হইল, এবং তাহারা তাহার উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া মুহ্যমান হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কূপে একটী অঙ্গুরীয়ক নিক্ষেপ করিয়া শরযোগে গুলিকা ও অঙ্গুরীয়ক দুইটীরই উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে গুলিকাটী দান করিলেন। অনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট কুমারগণ পিতামহ ভীষ্ম সমীপে ইহাঁর সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি ইহাঁর সন্ধান লইয়া, ইহাঁর সকাশে উপনীত হইয়া, কৌরব পাণ্ডব বালকগণের ধনুর্ব্বেদ-গুরুরূপে নিযুক্ত করেন। দ্রোণাচার্য্য কৌরবপাণ্ডববালকগণের প্রযত্নাতিশয় সহকারে শিক্ষা দিতে দিতে সকলের মধ্যে অর্জ্জুনকে নিরলস উদ্যোগী ও বিনীত দেখিয়া সাতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ইহাঁর ধনুর্ব্বেদাচার্য্যত্বের যশঃ-সৌরভ দিগন্ত প্রসৃত হইলে, বহুদেশের রাজপুত্রগণ শিক্ষার্থ ইহাঁর শরণাপন্ন হইতে লাগিল। এক দিন নিষাদ-রাজপুত্র একলব্য ইহাঁর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে আসিল, ইনি রাজকুমারদিগের মুখপ্রেক্ষা করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মনো-ভঙ্গের সহিত একলব্য বনাশ্রয়ে দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন কৌরব পাণ্ডব বালকগণ শ্বগণ সহিত মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশ করিলেন, এবং রোরুযমাণ কুক্কুরের মুখমধ্যে এককালে সপ্তশর বিদ্ধ দেখিয়া একলব্যের আশ্চর্য্য শিক্ষা দর্শনে সবিস্ময়ে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন; এবং আচার্য্য দ্রোণের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলেন। তখন ইনি অর্জ্জুনের সহিত একলব্যের নিকট গমন করিয়া, গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাহার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠটী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শিষ্যগণ ধনুর্ব্বেদবিশারদ হইলে, ইনি তাহাদিগকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদরাজের পরা-জয় ও অবরোধপূর্ব্বক আনয়ন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। এবং তৎসাধনার্থ শিষ্যসহ পাঞ্চালে উপস্থিত হইয়া মহারাজ দ্রুপদকে স্বীয় শিষ্যগণ সহ যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। এই যুদ্ধে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলে, তিনি ইহাঁকে স্বীয় পঞ্চাল রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অপরার্দ্ধের অধি-পতি হইয়া রহিলেন। ইনি অহিচ্ছত্র নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া সপরিবারে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইনি সমগ্র শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অর্জ্জুনকে সমধিক স্নেহ করিতেন,—এমন কি পুত্র অশ্বত্থামা হই-তেও অধিকতর স্নেহাস্পদ বলিয়া বিবেচনা করি-তেন তজ্জন্য ইনি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে অনেক গূঢ় অস্ত্র প্রদান করেন; এমন কি ব্রহ্মশির অস্ত্র দানও করিয়াছিলেন। ইনি সভামধ্যে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তিনি যে গুরুর সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে বিরত হইবেন না, ইহা প্রতিশ্রুত করাইয়া লন। ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনাদিকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। দুর্য্যোধন বিরাটরাজের গোধন হরণার্থ অভি-যান করিলে, তথায় প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের হস্তে পরাজিত হন। ভারতযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যো-ধন পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারথ ভীষ্মের শর-শয্যার পর একাদশ দিবসে ইনি কৌরববাহিনীর সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হন। চতুর্দ্দশ দিবসে ইনি অন্যায় সমরে অভিমন্যু বধে সাহায্য করিয়া-ছিলেন। পঞ্চদশ দিবসের বিপুল সমরে ইনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ও বিরাটরাজের নিধন করিয়াছিলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা নামক হস্তীর বধ হইলে, "অশ্বত্থামা হত" এই রব উঠিলে ইনি ধার্ম্মিক শিষ্য যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু মনে করিয়া, পুত্র-শোকে যোগা-বলম্বনে দেহত্যাগ করেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁর রথে আরোহণ করিয়া ইহাঁর শিরশ্ছেদ করেন। ইনি পঞ্চাশীতি বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করিয়া ছিলেন। ২। মন্দপালের পুত্র; ইহাঁর পিঙ্গাক্ষ, অবাবধ, সুমুখ, সুপুত্র এই পুত্রচতুষ্টয় জন্মিয়াছিল। বপু নাম্নী অপ্সরা ইহাঁর জননী।

দ্রৌপদী—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা, পাণ্ডবমহিষী; ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা, ইনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া, ইঁহার পাঞ্চালী ও দ্রৌপদী নামে প্রসিদ্ধি। পাঞ্চালরাজের অপর নাম যজ্ঞসেন, তাই ইঁহার নাম যাজ্ঞসেনী। ইঁহার পিতা দ্রোণকৃত অপমানের প্রতিশোধ জন্য, দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় যাজ ও উপযাজ নামক ব্রহ্মর্ষিদ্বয়ের সাহায্যে পুত্রেষ্টি যাগের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞীয় অনল হইতে দ্রোণান্তক ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ইঁহার জন্ম হয়। মহাভারত মতে ইনি আজীবন যুবতী, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীলকেশী, সুভ্রূ, নীলোৎপলগন্ধবাহিনী। ইঁহার জন্ম সময়ে দৈববাণী হয়, "এই কৃষ্ণা সকল রমণীর শ্রেষ্ঠা, ইঁহা হইতে দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রকুল ধ্বংস হইবে; ইনি দেবকার্য্য সাধন করিবেন; ইঁহা হইতে কৌরবগণের ভয় হইবে।" এই দৈববাণী অবলম্বনেই সমাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ ইঁহার নাম রাখেন কৃষ্ণা। এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ইনি পূর্ব্ব জন্মে এক ঋষি কন্যা ছিলেন, মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, বর প্রার্থনাকালে "আমাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিদান করুন,"—এই প্রার্থনা পঞ্চবার করায় আশুতোষ মহাদেব পঞ্চবার তথাস্তু বলিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার পঞ্চ স্বামী লাভ ঘটে। ইঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার পরিণয় সম্বন্ধ করা। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণ নিরুদ্দেশ হওয়ায়, একথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, মনোমত বর নির্ব্বাচন জন্য, এক সুদৃঢ় দুর্নম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং কৃত্রিম আন্তরীক্ষচক্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি মৎস্য স্থাপনা করিয়া, তাহার চক্ষু চক্রমধ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সেই লক্ষ্যভেদ পণে দুহিতার বিবাহ ঘোষণা করিলেন—"যিনি সেই ধনুতে শরযোজনা করিয়া, লক্ষ্যবেধ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই কৃষ্ণা অর্পণ করা যাইবে।" ইঁহার রূপগুণের পরিচয় পাইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজপুত্রগণ পাঞ্চালে উপস্থিত হইলেন। অনেকে ধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিলেন না, শেষে বীরবর কর্ণ সেই ধনুর্গ্রহণে মৌর্ব্বী সংযোগ করিলে, ইনি বলেন, সূতপুত্রে বরমাল্য প্রদান করিব না; তাহাতে কর্ণ বিরত হইলে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া, দ্রৌপদীর পতিত্বের অধিকারী হন। অনন্তর ইনি ভীম অর্জ্জুনের সহিত ভার্গবকুটীরে কুন্তীর নিকট উপনীত হইলে, পাণ্ডবেরা বলিলেন, "মাতঃ, ভিক্ষায় আজ এক রমণীয় বস্তু লাভ হইয়াছে।" কুটীরাভ্যন্তর হইতে কুন্তী বলিলেন, বৎস, তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহা পাঁচ জনেই সমভাবে ভোগ কর।" অনন্তর ইঁহাকে দেখিয়া, পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠির সকাশে সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করায়, যুধিষ্ঠির মাতৃনিদেশ পালনের অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইলেন। দ্রৌপদী শ্বশ্রূমাতার নিদেশ মতে ভিক্ষালব্ধ অন্নের অগ্রভাগ দেববলি ও ব্রাহ্মণভিক্ষায় ও উপস্থিত অন্নপ্রার্থীদিগের পোষণে, ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ ভীমকে দিয়া, অপর ভাগ ছয় ভাগ করিয়া ছয় জনে এক এক ভাগ ভোজন করিতেন। পরে তথায় সে রাত্রিতে শয্যারচনা করিলে, পাণ্ডবগণ দক্ষিণশীর্ষ হইয়া শয়ন করিলেন, কুন্তীদেবী তাঁহাদের মস্তকদেশে ও ইনি পাদদেশে পূর্ব্বশীর্ষা হইয়া শয়ন করিয়া যুদ্ধ, সৈন্যসমবায়, আয়ুধব্যবহার ইত্যাদি ক্ষত্রোচিত আখ্যানপ্রসঙ্গে নিশাতিপাত করিয়া পর দিবস ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের সহিত পিতৃগৃহে নীত হইলেন। পরে ব্যাসদেবের আদেশে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত ইঁহার পরিণয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া, রাজ্যলাভ করিলে, ইনি তথায় স্বামিগণ সহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ নারদ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—"আমাদিগের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবে; তাহার অবস্থানকালে অন্যজন তথায় যাইবে না, যিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিতে হইবে। অর্জ্জুন একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করায়, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে দ্বাদশবর্ষ বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে ইহাঁর পঞ্চপুত্র জন্মিয়াছিল ; যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য ভীমের সুতসোম অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন। ইনি আদর্শ মহিলা ছিলেন, ইহাঁর উদার সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যেরূপ সদ্ব্যবহারে অজাতশত্রু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি সেইরূপ মহত্ত্বে তাঁহার উপযুক্তা মহিষী ছিলেন। ইনি স্বামিগণের সেবায় অদ্বিতীয়া। ইনি কৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামার নিকট পতিপরিচর্য্যার পরিচয় দিয়া, পতিই যে, স্ত্রীলোকের পরমদেবতা পতিশুশ্রূষাই যে সনাতন ধর্ম্ম, তাঁহার অভিনন্দনই যে পরম সুখ, তাহার সবিশেষ বর্ণনায় তাঁহাকে মুগ্ধা করিয়াছিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পাশক্রীড়ার্থ আহূত হন। তাহাকে দুর্য্যোধনের শকুনি কূটক্রীড়ায় তাঁহার ধনসম্পত্তির আহরণ করেন। তৎপরে ভ্রাতাদিগকে পণে পরাস্ত হইয়া নিজে আত্মপণেও পরাস্ত হন। তৎপরে দ্রৌপদীর পণ রাখিয়া পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধন ইহাঁর আনয়ন জন্য প্রতিকামীকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। তাহাতে, ইনি বলেন, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি অগ্রে আমাকে কি নিজেকে পণ রাখিয়াছিলেন। প্রতিকামী সভায় আসিয়া, সেই প্রশ্নের উত্থাপন করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া, দুর্য্যোধনের আদেশে পুনর্গমন করিলে, ইনি তাহাকে বলিলেন,—"তুমি সভাস্থ কুলমান্য মানবগণের নিকট আমার কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" প্রতিকামীকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া, দুর্য্যোধন সক্রোধে দুঃশাসনকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ইনি বিবিধ প্রকারে নিষেধ করিলেও, দুঃশাসন ইহাঁর কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করেন ও বস্ত্রহরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাঁকে বিবস্ত্রা করিতে পারেন নাই। ভগবান্ ইহাঁর লজ্জা রক্ষা করেন। দুর্য্যোধন ইহাঁকে লক্ষ্য করিয়া উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে মধ্যপাণ্ডব ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। 'কৃষ্ণাও দুঃশাসনের রক্তে কবরী বন্ধন করিব'—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্তবেণী ছিলেন। ইহার পর ইনিই জ্যেষ্ঠ শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্রের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়া, স্বামীদিগকে পুনঃ রাজ্যস্থ করিতে পারিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থ আমন্ত্রিত করায় যুধিষ্ঠির পুনরায় শকুনির কপট দ্যূতে পরাস্ত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পণানুসারে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। ইনি স্বামিগণসহ চিরবল্কল পরিধানে পদব্রজে বনগমন করিয়াছিলেন। বনবাসকালে দ্রৌপদী স্বয়ং রন্ধন করিতেন ; এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। এক সময়ে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয়গণ বনে ইহাঁকে দেখিতে যাওয়ায় ইহাঁর শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠে। কৃষ্ণ ইহাঁর দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রবোধ বাক্যে শান্ত করেন। একদা জয়দ্রথ বনবাসকালে ইহাঁর হরণ করায়, পাণ্ডবেরা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ইহাঁর উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনি অরণ্য গমন সময়ে সূর্য্যের নিকট হইতে এক সিদ্ধস্থালী লাভ করেন ; ঐ স্থালীতে একবার রন্ধন হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রৌপদী ভোজন না করিবেন, ততক্ষণ ঐ স্থালীর অন্ন নিঃশেষ হইবে না। এই স্থালীর বিষয় দুর্য্যোধন জানিতেন। এক দিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের নিকট আতিথ্যগ্রহণ করিলে, তাঁহার সেবা পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হন এবং বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে অতিথি হইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সশিষ্য দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপনীত হন। ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে ইনি কাতর হইয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। তিনি ইহাঁর রন্ধনপাত্রস্থ শাকান্নমাত্র ভক্ষণে তৃপ্ত হইলে, সশিষ্য দুর্ব্বাসা ভোজনগ্রহণে অসমর্থ, এমন কি পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্তের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী

বেশে বিরাট্‌রাজ-মহিষীর পরিচারিকারূপে ছদ্ম-বেশী স্বামিগণের সহিত কালাতিপাত করেন। দশ মাস অতীত হইলে, রাজ-শ্যালক কীচকের কুটিল কামকটাক্ষে পতিত হইয়া, লাঞ্ছনাভোগ করিতে বাধ্য হন। রাজ্ঞীর নিয়োগে ইনি কীচক-নিকেতনে প্রবেশ করিলে, তিনি যেমন ইহাঁকে আক্রমণে উদ্যত হন, অমনই ইনি বিরাট রাজ-সভায় উপনীত হইলে, কীচক ইহাঁকে পদাঘাত করেন। পরে রাত্রিকালে ইহাঁর উত্তেজনায় ভীম কীচকের পশুবৎ বধ করিয়া, ইহাঁকে নিঃশঙ্কা করেন। কৌরবগণ বিরাটরাজের গোধন হরণ-মানসে যুদ্ধ সংঘটন করিলে, ইনি বৃহন্নলারূপ অর্জ্জুনকে উত্তরের সারথি হইতে অনুরোধ করেন। পরে অর্জ্জুনের রণনৈপুণ্যে কৌরবগণ পরাজিত হয়। ত্রয়োদশবৎসরান্তে ভারতসমরে ইনি পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধাবসানে অশ্বত্থামার রাত্রিকালীন নৃশংস পুত্রহত্যাকাণ্ডে অতীব শোকার্ত্ত হইয়া, তাঁহার বধের জন্য ভীমকে প্রেরণ করেন। অশ্বত্থামা ভীমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া, সহজাত সপ্তকমণি প্রদান-কবতঃ বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তে প্রদান করেন। ভারত সমরে পাণ্ডবগণ জয়ী হইলে, পিতা ভ্রাতা পুত্রাদি আত্মীয়স্বজনের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হস্তিনায় পাণ্ডব-রাজ্য স্থাপিত হইলে দ্রৌপদী রাজ-মহিষী হইয়া, সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে করিতে পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের উত্তরসাধিকা হন। অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যদুবংশের ধ্বংস হইলে, ভর্ত্তৃগণসহ মহাপ্রস্থান করেন।

দ্বিত—ত্রিতের ভ্রাতা।

দ্বিমীঢ—হস্তীর পুত্র।

দ্বিমূর্দ্ধা—মহর্ষি কশ্যপের পুত্র।

দ্বিবিদ—শ্রীরামচন্দ্রের সেনানায়ক এক জন কাম-রূপী বানর। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে ইনি ও ইহাঁর ভ্রাতা মৈন্দের জন্ম হয়। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে সরযূতীরে গোপ্রতার তীর্থে স্বর্গারোহণকালে ইহাঁকে ভ্রাতার সহিত কলি-যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে আদেশ করেন। ইহাঁর সহিত নরকাসুরের মিত্রতা হয়। নরক হত হইলে ইনি যাদবদ্বেষী হন। দ্বাপরের অবসানে ইনি দ্বারকা ও তৎসন্নিহিত স্থানে মহা উৎপাত আরম্ভ করেন। এক দিন রৈবতক-পর্ব্বতে বলদেব যাদবগণের সহিত বারুণী সেবনে আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ইনি অত্যাচার করিতে যাওয়ায় বলদেব এক মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত করেন।

ধনক—যদুবংশীয় দুর্দ্দমের পুত্র।

ধনমিত্র—যে সময়ে মহারাজ দুষ্মন্ত অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয় লাভ করিয়া মাধব্যের সহিত শকুন্তলা-প্রসঙ্গে বিরহকাতর হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন, সেই সময়ে ইহাঁর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু সংবাদ লিপিদ্বারা জানাইলে, রাজা বলিয়াছিলেন, ধন-মিত্রের বহুপত্নীর মধ্যে যদি কেহ সসত্ত্বা থাকে, তবে তাহারই গর্ভজ সন্তান ইহাঁর উত্তরাধিকারী হইবে।

ধনানন্দ—কালাশোকের কনিষ্ঠপুত্র। ইনি চাণক্যের হস্তে নিহত হন।

ধনিষ্ঠা—ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র।

ধনেযু—পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের পুত্র।

ধন্বন্তরি—ভাগবতমতে বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার। যখন দেবরাজ ইন্দ্র মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট হন, তখন বিষ্ণুর আদেশে দেবগণ দৈত্যগণের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করায় চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুধা প্রভৃতির সহ ইনি উত্থিত হন। ইনি দেব-চিকিৎসক। ইনি শঙ্কর ও গরুড়ের শিষ্য। আরোগ্যদ ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। পরজন্মে কাশীরাজ দীর্ঘতমার পুত্র হন। এই জন্মে ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের শিষ্য হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ২। কাশীরাজ দীর্ঘতমার পুত্র; সুশ্রু-তাদি আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিগণের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। ৩। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার জনৈক সভ্য।

ধর—অষ্টবসুর এক জন।

ধরণী—পিতৃগণের কন্যা—মেরুর পত্নী।

ধর্ম্ম—ইনি এক জন প্রজাপতি। বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে ইহাঁর জন্ম হয়। ভাগবত মতে ব্রহ্মার

দক্ষিণ স্তন হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পত্নীগণ ও পুত্রগণের নাম যেন সদ্বৃত্তির ও গুণের রূপকমাত্র। ইনি সহাস্যবদন শুক্লবর্ণ জটাধর জ্ঞানবান্ ও হিংসাশোকবর্জ্জিত দক্ষিণ-দিকের অধিপতি দিক্‌পাল এবং জীবগণের পাপ-পুণ্যের বিচারক। ইহাঁর নামান্তর—যম। ইহাঁর গুরুভারের সাহায্যকারী হইতেছেন, চিত্রগুপ্ত। ইহাঁর বাহন মহিষ, আয়ুধ দণ্ড। ঋষিকুমার অনীমাণ্ডব্য বাল্যে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিলে, যমরূপী ধর্ম্মরাজের বিধানানুসারে তাঁহার শূলারোহণ দণ্ড হয়। লঘুপাপে গুরুদণ্ডবিধানহেতু মুনি-বরের অভিশাপে ইহাঁকে দাসীপুত্র হইয়া বিদুর-রূপে মর্ত্তো জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাঁর পত্নী দক্ষকন্যাগণের মধ্যে শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে সম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয়, এবং মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। সত্যবানের মৃত্যু হইলে যমদূতগণ পতিব্রতা সাবিত্রীর অঙ্ক হইতে সত্যবানের বিয়োগসাধনে অসমর্থ হইলে, ইনি স্বয়ং তাঁহার আনয়ন জন্য গমন করেন। পরে সাবিত্রীর পাতিব্রত্য-বলের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার স্বামী সত্যবানের পুনর্জীবন প্রভৃতি বরদান করেন।

ধর্ম্মকেতু—অলর্কবংশীয় সুকেতুর পুত্র, মতান্তরে সুকুমারের পুত্র। ২। জনৈক ব্যাধ;—ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর মহাদেবের শাপে কালকেতু নামে ইহাঁর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

ধর্ম্মধ্বজ—মিথিলানগরীশ্বর রাজর্ষি। ইনি সত্য-যুগে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। ইহাঁর সন্ন্যাস-ধর্ম্মতত্ত্ব বেদ, মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে প্রকৃষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল; অপিচ ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন। ইনি মহর্ষি পঞ্চশিখের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারে গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করেন। তাই ইনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সুনীতিবিধানে প্রজাপালন করিতেন; ইহাঁর সাধুতার প্রসিদ্ধি প্রখ্যাতিতে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণও ইহাঁর কর্ম্মানুসরণে সাধু হইতে অভিলাষী হইতেন। ঐ সময়ে সুলভা-নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্ম্মাবলম্বনে পৃথিবী পরি-ভ্রমণ করিতে করিতে ইহাঁর মোক্ষধর্ম্মাবলম্বনের পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাঁতে আস্কেন্দ্রিয় সন্ন্যাস করিয়া যোগবলে বশীভূত করিতে উদ্যতা হন। অতঃপর ইনি সুলভার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লিঙ্গদেহ আশ্রয়পূর্ব্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে বলি-লেন, "দেবি! তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কাহারই বা কন্যা? তোমার আগমনই বা কোথা হইতে? আমার শাস্ত্রজ্ঞানাদির পরিচয়-গ্রহণ তোমার কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে বিমুক্ত-রাজ্যভার, তোমার নিকট স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান-প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া, তোমার সম্মান-রক্ষা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবি, পূর্ব্বে আমি তোমায় সন্ন্যাসিনী জ্ঞানে সমাদর করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বয়ঃক্রম রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগ বিষয়ে সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ অপর দেহে প্রবেশলাভ করিয়া, যে অবরোধ সংঘটন করিয়াছ, তাহা তোমার ত্রিদণ্ড ধারণের অযোগ্য। তোমার বুদ্ধিমার্গাবলম্বনে আমার দেহে প্রবেশ করায় ব্যভিচার দোষ সুব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীর পক্ষে ক্ষত্রিয়ের সহিত এ ব্যবহার অকার্য্য!" ইহাঁর প্রত্যুত্তরে সুলভা চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বসার ষড়্‌গুণাত্মক শুক্রশোণিতবিপরিণাম দেহের সহিত আত্মার অন্যথা বা স্বতন্ত্রভাব প্রমাণিত করিয়া, অনিত্য জগতে স্বস্বামিত্বভা-বের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক অনিত্যে সত্যের আরোপ ভ্রমমূলক বুঝাইয়া স্বীয় দোষ ক্ষালন করিলেন; পরে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের বংশে জন্ম—আমার নাম সুলভা, গুরুজনেরা উপযুক্ত পাত্রাভাবে আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা করেন। আপনি মহাত্মা পঞ্চ-শিখের মুখে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছেন, অধিগমনে সমর্থ হন নাই। আপনাকে মুমুক্ষু-ধর্ম্মা জানিয়া, তাহার পরিচয় পাইবার জন্য আসি-

য়াছি; ভিক্ষুক যেমন শূন্যগৃহ দেখিলে, তথায় যামিনী যাপন করে, তেমনই অদ্য আপনার শরীর-মধ্যে যামিনী যাপন করিয়া কল্য প্রস্থান করিব। এই বাক্য শ্রবণে ইনি নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মনেত্র—যদুবংশীয় হৈহয়ের পুত্র।

ধর্ম্মপাল—অযোধ্যারাজ দশরথের জনৈক মন্ত্রী।

ধর্ম্মরথ—দিব্যরথের পুত্র; ইনি ইন্দ্রের সহ সোমপান করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ—১। কোন সময়ে কাশ্মীররাজ বহু ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া, স্বীয় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পুষ্কর তীর্থে প্রায়োপবেশনে পুণ্ডরীক পূজায় তনুক্ষয়ে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর দেহ হইতে একটী নীলাভ পুরুষ নির্গত হইয়া ইহাঁর সম্মুখীন হইলে, ইনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ পুরুষ বলিলেন, "রাজন্, আপনার দক্ষিণাপথে রাজ্য-পালনকালে, মৃগয়া ব্যপদেশে অনবধানতাবশতঃ কোন মৃগরূপ ঋষির বধ-সাধন করিয়াছিলেন, তদবধি আমি ব্রহ্মহত্যা-পাপরূপে আপনার দেহ আশ্রয় করিয়া ছিলাম। রাজা বলিলেন "অদ্য হইতে তোমার নাম হইল ধর্ম্মব্যাধ।" ২। মিথিলাদেশবাসী জনৈক ধার্ম্মিক ব্যাধ। ইনি সাধুপথাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় ব্যবসায়ে রত থাকিয়া, মাতা পিতার সেবাশুশ্রূষা-কালে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ছিলেন। কৌশিকনামা জনৈক ব্রহ্মযোগরত অহঙ্কারী ব্রাহ্মণবটু ক্রোধনেত্রে বলাকা ভস্ম করিয়া, এক জন পতিব্রতা রমণীর পতি-শুশ্রূষাকালে তাঁহার নিকট অতিথি হইলে আতিথ্যসৎকারে বিলম্ব হওয়ায়, কৌশিক তৎপ্রতি ক্রোধকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে, পতিব্রতা তাঁহাকে বকী-ভস্মের কথা বলিয়া, বিদ্রূপ করায় কৌশিক তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হন। ব্রাহ্মণী কৌশিককে ধর্ম্মব্যাধের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে বলেন। পরে ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে, তিনি ধর্ম্মবোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। ইহাঁরই আদেশে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন।

ধর্ম্মশর্ম্মা—এক জন বেদজ্ঞ বিপ্র। ইনি সন্তান-প্রার্থী হইয়া বিধাতার আরাধনা করিলে, তাঁহার বরে ইহাঁর ইরাবতী নামে একটী কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত চিত্রগুপ্তের বিবাহ হয়।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মন্বন্তরের মনু।

ধান্যমালিনী—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের মহিষী।

ধিষণা—হবির্দ্ধানের পত্নী।

ধী—মন্যুর পত্নী।

ধীমান্—পুরুরবার পুত্র।

ধুন্ধু—মধুকৈটভের পুত্র—অসুর বিশেষ। মরুধন্ব-প্রদেশে উতঙ্ক মুনির আশ্রমের সন্নিকটে উদ্দালক নামক বালুকা-সমুদ্রে ভূমি-মধ্যে বাস করিত। পূর্ব্বে এই অসুর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে দেবাদির অবধ্য হইবার বর লাভ করিয়া, বরদৃপ্ত তেজে দেবনির্য্যাতনে রত হয়। উতঙ্কমুনির আশ্রমে সর্ব্বদাই অত্যাচার করিতে থাকে। উতঙ্কের অনুরোধে মহারাজ কুবলাশ্ব ইহাঁর বধসাধন করিয়া মহর্ষি উতঙ্ককে নিরাতঙ্ক করেন। ধুন্ধু এই যুদ্ধে কুবলাশ্বের একবিংশতি পুত্রের অষ্টাদশ সংখ্যক পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

ধূমকেতু—১। মহারাজ কৃশাশ্বের অর্চ্চি-গর্ভসম্ভূত পুত্র। ২। তৃণবিন্দুর অপ্সরা অলম্বুষা-গর্ভ-সম্ভূত পুত্র।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটী। এক দিন পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট আহার-প্রার্থী হইলেন, মহাদেব ভোজ্য দানে বিলম্ব করিলে, ইনি তাঁহাকে উদরস্থ করেন। তাঁহাতে ইহাঁর শরীর হইতে ধূম নির্গত হওয়ায়, ইনি বিবর্ণ হন। তখন মহাদেব শরীরাভ্যন্তর হইতে বলেন, "দেবী, যখন তুমি আমাকে ভোজন করিয়াছ, তখন তোমার বিধবা-বেশ ধারণ কর্ত্তব্য। এই মূর্ত্তিতে তুমি পূজিতা হইবে।

ধূম্রকেশ—মহারাজ পৃথুর পুত্র।

ধূম্রলোচন—দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। দৈত্যেশ্বর শুম্ভের দূত সুগ্রীব, দেবী অম্বিকার আনয়নে অসমর্থ হইলে, এই মহাবীর রাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হন, এবং দেবীর হস্তে নিহত হন।

ধূম্রাক্ষ—লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি। লঙ্কাযুদ্ধে মহাবীর হনুমানের হস্তে নিহত হন।

ধূম্রাসব—বিশালরাজ সুচন্দ্রের পুত্র। ২। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র।

ধূম্রী—জনৈকা কিন্নরী।

ধৃত—ধর্ম্মের পুত্র।

ধৃতরাষ্ট্র–মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার গর্ভে মহর্ষি ব্যাসদেবের ঔরসে ইহাঁর জন্ম। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া রাজ্যাধিকারী হন নাই। ইহাঁর কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় পাণ্ডু রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁর সহিত গান্ধার-রাজ-তনয়া গান্ধারীর বিবাহ হয়। তাহার পর, গান্ধারীর গর্ভে ইহাঁর একশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর এক উপপত্নীর স্ত্রীর গর্ভে যুযুৎসু ও কবণ নামে পুত্র হয়। মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির বর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। পরে পাণ্ডবপুত্রগণের যশঃশৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইলে, ইনি বিদ্বেষপর হন। এবং প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের পরামর্শে তাঁহাদিগের নিগ্রহসাধনে সযত্ন হইয়াছিলেন। ইনি গণ্যমান্য ধর্ম্মবীর বিদুরের পরামর্শে জ্ঞাতিদ্রোহে বিবত হইতে সচেষ্ট হন, পরে পুত্রানুরোধে অপথে চালিত হন। ইহাঁর কানিক নামে যে মন্ত্রী ছিল, তাঁহারই মন্ত্রণায় কুরুক্ষেত্রের ভারতযুদ্ধের সংঘটন হয়। ইনি সাতিশয় বলবান্ ছিলেন, এমন কি ভারতযুদ্ধে শত পুত্রের বিনাশ হইলে, ক্রোধালিঙ্গনে লৌহময়ী ভীমমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে পাণ্ডবগণ রাজা হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ইনি বৃদ্ধত্বনিবন্ধন তপস্যাদ্বারা দেহত্যাগের বাসনায় অরণ্যাশ্রয় করেন,। তথায় অর্দ্ধবর্ষ অতিবাহিত হইলে দাবানলে পত্নীসহ দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ২। কদ্রুপুত্র নাগবিশেষ। পাণ্ডবগণের সহিত ইহাঁর বিদ্বেষ ছিল। পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত যে সমর সঙ্ঘটন হয়। তাহাতে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ বভ্রুবাহনের সমরে পরাজিত মূর্চ্ছিত ও মৃতকল্প হইলে, অর্জ্জুনপত্নী উলুপী স্বপুত্র বভ্রুবাহনকে নাগরাজ বাসুকির নিকট হইতে সঞ্জীবক মণি আহরণ করিতে বলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র নাগ বাসুকিকে সঞ্জীবক-দানে নিষেধ করায়, চন্দ্রসায়নের সহিত নাগগণের যুদ্ধ হয়। তাহাতে নাগগণ পরাজিত হইয়া, বভ্রুবাহন-হস্তে সঞ্জীবক অর্পণ করেন। এ দিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্বৃদ্ধ ও দুঃস্বভাব নামক পুত্রদ্বয় পিতৃপরামর্শে অর্জ্জুনের মৃতদেহ হইতে মস্তকচ্ছেদ করিয়া, মহর্ষি বাগ্‌দণ্ড্যের আশ্রমস্থ অরণ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ও প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্রের ঐ দুষ্ট পুত্রদ্বয় মৃত ও অর্জ্জুনের ছিন্নমস্তক পুনর্বায় অর্জ্জুনের স্কন্ধে সংলগ্ন হইলে, অর্জ্জুন সঞ্জীবক মণিস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইলেন। ৩। গন্ধর্ব্বগণের অধীশ্বর। ইনি মর্ত্ত্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রী—মহর্ষি কশ্যপের কন্যা।

ধৃতবর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তরাজ সূর্য্যবর্ম্মার ভ্রাতা। যে সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া গমন করেন, সেই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধে ইহাঁর অগ্রজদ্বয় সূর্য্যবর্ম্মা ও কেতুবর্ম্মা নিহত হইলে, ইনি অনেক যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া, অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করেন।

ধৃতব্রত—অনুবংশীয় একজন রাজা।

ধৃতি—ত্রয়োদশী মাতৃকা।

ধৃষ্ট—বৈবস্বত মনুর পুত্র।

ধৃষ্টকেতু—১। জনকবংশীয় সুধৃতির পুত্র। ২। অলর্কবংশীয় সুকেতুর পুত্র। ৩। চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। শিশুপালের মৃত্যুর পর চেদিরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। শক্তিমতী পুরীতে ইহাঁর রাজধানী। পাণ্ডবগণের বনবাস কালে ইনি সাক্ষাৎকার জন্য গমন করেন। জয়দ্রথ বধের দিনে দ্রোণকে বাধা দিতে উদ্যত হইলে, কৌরবপক্ষীয় বীরধন্বা ইহাঁর গতিরোধ করায় ইনি তাঁহার বিনাশ করেন। ইনি ভারতসমরে চতুর্দ্দশ দিবসে পাণ্ডবপক্ষাশ্রয়ে বহু কৌরব-সৈন্যের ধ্বংস করিয়া শেষে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে বিনষ্ট হন। হিরণ্যকশিপু পুত্র অনুহ্রাদ ধৃষ্টকেতু হইয়া জন্মিয়াছিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—মহারাজ দ্রুপদের পুত্র। দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের নিকট অবমানিত হইয়া, প্রতিশোধার্থ দ্রোণবধের সঙ্কল্প করিয়া, যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন, তাহা হইতে ইহাঁর ও দ্রৌপদীর জন্ম হয়। ইহাঁর বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, ইনি সুন্দর কিরীট ধনুর্ব্বাণ বর্ম্ম চর্ম্মাদি দ্বারা সুসজ্জিত অবস্থায় দিব্য রথারোহণে অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হন। ইহাঁর জন্মকালীন দৈববাণী হয়—"পাঞ্চালগণের যশোবর্দ্ধক ভয়হারী পঞ্চালরাজের শোকঅপনোদক এই পুত্র দ্রোণবধের জন্য আবির্ভূত। ইনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ভগিনী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর সভায় ইনি তাঁহার রক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যভেদের পর রজনীতে ভগিনী সহকৃত পাণ্ডবগণের অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুটীর সংঘটিত মহাব্যাপার অবগত হইয়া পিতৃসমীপে ব্যক্ত করেন। পাণ্ডবগণ অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া, বনগমন করিলে, ইনি বনে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতযুদ্ধে ইহাঁর হস্তে দ্রোণাচার্য্য ছিন্নমুণ্ড হন। কিন্তু অশ্বত্থামার মরণ সংবাদে যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করার পর ইনি তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন;—ইহাই প্রসিদ্ধ। পরে অশ্বত্থামা ক্রোধবশে ভারত-যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবশিবিরে নিদ্রিত অবস্থায় ইহাঁর বধ করিয়াছিলেন।

ধৃষ্টশর্ম্মা—শ্বফল্কের পুত্র। অক্রূরের ভ্রাতা।

ধৃষ্টি—অযোধ্যারাজ দশরথের মন্ত্রী।

ধেনুক—বৃন্দাবনের সন্নিহিত-স্থাননিবাসী অসুর। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে গোপরাজ নন্দ অন্যান্য গোপগণ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে বাস করিলে ইহাঁর অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ হইল। পরে তালবনে এই অসুরের সহিত বলদেবের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে, ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ধৌম্য—মহর্ষি অসিতের পুত্র—দেবলের কনিষ্ঠভ্রাতা,—উৎকোচকনামক তীর্থে ইহাঁর আশ্রম। তথায় ইনি তপশ্চর্য্যায় কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণ চিত্ররথের উপদেশে উপযুক্ত পাত্রবোধে ইহাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইনি নারদের প্রসাদে তাঁহার নিকট হইতে সূর্য্যের এক স্তোত্র লাভ করেন;—পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই স্তোত্র দান করেন। সেই স্তোত্র প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী পাইয়াছিলেন। ইনি পাণ্ডবগণের সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন। কি রাজ্যলাভে কি বনবাসে সর্ব্বত্রই ইনি তাঁহাদিগের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক হিতচেষ্টা করিতেন। ইনি পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে পাঞ্চালে গমনপূর্ব্বক রাজা দ্রুপদের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ২। সত্যযুগে ব্যাঘ্রপাদ নামে এক ঋষি ছিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র—ধৌম্য। একদা ইনি এবং ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপমন্যু ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন ধেনু দোহন হইতেছে। দুগ্ধ দেখিয়া দুই ভ্রাতায় মাতার নিকট গমন করিলেন, এবং দুগ্ধপান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন, মাতা দুগ্ধ দিতে না পারিয়া ইহাঁদিগের প্রবোধার্থ বলিলেন, "বৎস, মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই।" মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার নিকট মহাদেবের স্বরূপাদি সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করিবার পর তাহাই ইষ্টমন্ত্র জ্ঞান করিয়া তদবলম্বনে শিবের ধ্যান ধারণায় ব্রত হইলেন। মহাদেব ইন্দ্ররূপে তাহার ছলনা করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি দর্শনে ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, "বৎস, তুমি মৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অজর অমর যশস্বী, তেজস্বী শোকদুঃখশূন্য ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে।" তুমি সুশীল সর্ব্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে, স্থিরযৌবন ও আমার সদৃশ তেজস্বী হইয়া কালযাপন করিবে। তুমি সামান্য দুগ্ধান্নের জন্য, মাতার উপদেশে—স্থির বিশ্বাসে আমায় লাভ করিলে, এক্ষণে আমার বরে ইচ্ছামাত্র ক্ষীরসমুদ্র তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হইবে। এক কল্প পরে আমার সালোক্য লাভ করিবে। আমি তোমার আশ্রমে স্থায়ী রহিলাম; ইচ্ছামাত্রই আমার দর্শন পাইবে। এই বর লাভে ইনি সুখে সেই আশ্রমে তপশ্চরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ৩। আয়োদ-ধৌম্য নামে অপর এক ধৌম্য ছিলেন। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিল।

ধ্রুব—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র। সুনীতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম। একদা ধ্রুব স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে সুখাসীন দর্শন করিয়া, তথায় যাইতে চেষ্টা করেন। তদ্দর্শনে বিমাতা সুরুচি ইহাঁকে বলিলেন। তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া তোমার অপ্রাপ্য রাজ-সিংহাসনে আরোহণের বৃথা চেষ্টা করিতেছ কেন? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম;—তুমি কি জান না?" ইনি বিমাতার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত, ও তাহার সহকৃত পিতার অনাদরে মর্ম্মাহত হইয়া, মাতার নিকট গিয়া, কোমল হৃদয়ে, কঠোর আঘাত ব্যক্ত করিলেন। (সুরুচি দেখ) সুনীতি বলিলেন, "বৎস, সে মনঃক্ষোভের আর প্রতিকার নাই। তবে কেবল দীনতারণ হরির কৃপায় সর্ব্বদুঃখ দূর হইতে পারে। তিনি ভিন্ন দীনজনের আর অন্য উপায় নাই।" (সুনীতি দেখ)। ধ্রুবের শৈশব সুলভ কোমল হৃদয়ে হরিসাধনার শ্রেয়ঃজ্ঞানের ধারণা হওয়ায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন তৎপরে দেবর্ষি নারদের নিকট মন্ত্র দীক্ষালাভ করিয়া, যমুনা-তীরস্থ মধুবনে তপস্যা করেন; তপঃপ্রভাবে ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়া, অভিলাষ পূর্ণ হইলে, পিতার নিকট হইতে রাজ্যলাভ করেন। ইনি শিশুমার তনয়া, ভ্রমীর পাণিগ্রহণ করেন। ইলা নামে ইহাঁর আরও এক পত্নী ছিল। ভ্রমীর গর্ভে কল্পের ও বৎসরের এবং ইলার গর্ভে উৎপলের জন্ম হয়। ইহাঁর বিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটী তনয়ের কথাও স্থানান্তরে কথিত আছে। ইহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ গমন করিয়া যক্ষগণের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া, যুদ্ধে নিহত হন, ইনি যক্ষগণের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করেন। পরে পিতামহ মনুর আদেশে যুদ্ধে বিরত হইলে, যক্ষপতি কুবের সন্তুষ্ট হইয়া, বরপ্রদানে সম্মত হন, ইনি কুবেরের নিকট বর প্রার্থনা করেন, "আমার মন নিরন্তর হরিপদে রত থাকুক।'—কুবেরের নিকট কেবল হরিভক্তিরূপ বর গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগত হইয়া, রাজ্য পালন করিতে থাকেন। ইনি ষট্‌ত্রিংশসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে ইনি বিষ্ণুপ্রদত্ত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

ধ্রুবসন্ধি—সূর্য্যবংশীয় সুসন্ধির পুত্র।

ন

নকুল—মহারাজ পাণ্ডুর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জাত চতুর্থ পাণ্ডব। মাদ্রী, পতির সহগমন করিলে, ইনি কনিষ্ঠভ্রাতা সহদেবের সহিত কুন্তীদেবী দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধনুর্ব্বেদাচার্য্য কৃপ ও দ্রোণের নিকট ইনি শিক্ষিত হইয়া, অসি-মুষ্টিধারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি সুখদুঃখের সমভাগী ছিলেন। ইহাঁর পাঞ্চালী গর্ভে শতানীক নামে পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁর অপর একটী ভার্য্যার উল্লেখ দেখা যায়;—তিনি চেদিরাজকুমারী করেণুমতী। ইহাঁর ঔরসে করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে পুত্রের জন্ম হয়। রাজসূয় যজ্ঞকালে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া মাহেশ্বদেশ অধিকার করেন। পরে রাজর্ষি আক্রোশের পরাজয় সাধন করিয়া দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান, ও দ্বিজগণের পরাজয় করেন। তৎপরে পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতগণ, সমুদ্রতীরস্থ আভীরগণ, সরস্বতীতীরবাসিগণ, ইহাঁর সমরে পরাজিত হওয়ায়, পঞ্চনদ অমরপর্ব্বত, উত্তরজ্যোতিষ, দিব্যকটপুর, ও দ্বারপাল,—ইহাঁ দ্বারা জিত হয়। পরে রামঠ, হারহূণ, ও প্রতীচ্য ভূপালদিগকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করিয়া দ্বারকায় বাসুদেব সমীপে দূত প্রেরণ করেন। যাদবগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলে, এবং সকলে উপনীত হইলে, মদ্ররাজ শল্যও প্রীতি-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শক প্রভৃতি অন্যান্য প্রতীচ্য রাজগণের পরাজয় করিয়াছিলেন। অক্ষক্রীড়ান্তে পাণ্ডবগণের দ্বাদশবর্ষ বনবাস গ্রহণকালে, ইনিও কনিষ্ঠ সহদেবের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি অগ্রজগণের সহগামী হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসকালে ইনি বিরাট্-ভবনে গ্রন্থিক নামে অশ্বাধ্যক্ষরূপে অবস্থান করেন। ভারতযুদ্ধে ইনি যথাশক্তি শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া ষোড়শ দিবসের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে রাজা-

ভোগের পর ভ্রাতৃগণ সহ মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হন; ইহাঁর সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া গর্ব্ব থাকায়, পাপস্পর্শ হইয়াছিল বলিয়া সশরীরে স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া, হিমাদ্রি শিখর হইতে পতিত ও মৃত হন।

নক্ত—পৃথুরাজার পুত্র;—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভারতবর্ষের একাংশ শাসন করিতেন।

নগ্নজিৎ—১। গান্ধারের রাজা—মহামান্য কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের মাতামহ। ২। কোশলের রাজা, ইহাঁর কন্যার নাম সত্যা। কিন্তু ইহাঁর নামানুসারে তাঁহার নাগ্নজিতী নামই প্রসিদ্ধ। ইনি স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষের বধে সমর্থ হইবেন, সেই জামাতা হইতে পারিবে। এই নাগ্নজিতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়।

নন্দ—গোপবংশীয়-বৃন্দাবনের শাসনকর্ত্তা,—শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজগোপগণের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম যশোদা। বসুদেবের সহিত যে কেবল ইহাঁর মিত্রতা ছিল এমন নহে, বংশসূত্র সম্বন্ধও যে না ছিল এমন নহে? যদুবংশীয় দেবমিতের ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভে শূরসেন ও তাহার পুত্র বসুদেব; এবং তাঁহার বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে পর্জন্য ও তাঁহার পত্নী বরীয়সীর গর্ভে নন্দের জন্ম হয়। এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা থাকায় বসুদেব স্বীয় পত্নী রোহিণী ও পুত্র রাম এবং শেষে অষ্টমগর্ভসম্ভূত কৃষ্ণ ইহাঁদিগকে গোপরাজ নন্দের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। ইনি নিজপুত্রজ্ঞানে অতিযত্নে কৃষ্ণের প্রতিপালন করেন। ইহাঁর আলয়ে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ অশেষবিধ অলৌকিকী লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করেন। এক দিন ইন্দ্র-যজ্ঞ সাধন জন্য, গোপগণ বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারের আহরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইনি তদ্দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও গোপূজা সম্পন্ন করেন। এক দিন ইনি একাদশীর উপবাস করিয়া, অবসন্না যামিনীতে স্নানার্থ যমুনাযাত্রা করিলে বরুণদূতেরা ইহাঁকে বরুণ-সভায় লইয়া যান; পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর উদ্ধার সাধন করেন। যমুনার যে ঘাটে ইনি অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই ঘাট নন্দঘাট নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী ত্যাগ করিয়া, মথুরায় গমন করিলে, পিতৃকূলে গৃহীত ও মাতামহকূলে আহূত হইলেন, স্নেহের কৃষ্ণ বসুদেব গৃহে ও রাজকুমার রূপে যাদবগণ সংশ্লিষ্ট থাকায় অতিশোকে কাতর হন। শেষে বিষ ভক্ষণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে ইনি পূর্ব্ব জন্মে বসু দ্রোণ, ও যশোদা, দ্রোণবসুর পত্নী ছিলেন। ২। বসুদেবের একটী পুত্র। ৩। মগধাধিপতি, নন্দবংশের আদি পুরুষ। মহানন্দীর ঔরসে জনৈকা শূদ্রার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি যথাকালে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রবলপ্রতাপে রাজ্য-শাসন করেন। কবিবর বররুচি ইহাঁর মন্ত্রী ছিলেন।

নন্দক—ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্র।

নন্দিকেশ্বর—শিবানুচর বিশেষ।

নন্দিনী—মহর্ষি বশিষ্ঠের হোমধেনু। সুরভির গর্ভে ইহাঁর জন্ম। মহারাজ দিলীপ সস্ত্রীক ইহাঁর সেবায় সন্তোষ বিধান করিয়া ইহাঁর বরে পুত্ররত্ন লাভ করেন। একদা পৃথু প্রভৃতি বসুদেবগণ সস্ত্রীক বনবিহার করিতে করিতে এই ধেনু দর্শনে দ্যুবসুপত্নীর প্ররোচনায় ইহার হরণ করায় শাপে তাঁহারা নরদেহ ধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাঁর অপর নাম শবলা। ইহাঁর জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের বিবাদ হয়। বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি, ইহাঁর সাহায্যে তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করেন। বিশ্বামিত্র এই গোধন প্রার্থনা করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতেই বিবাদের সূচনা হয়। পরে ইহাঁরই সাহায্যে বহু সেনার উদ্ভব হওয়ায় বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

নন্দিবর্দ্ধন—১। মগধরাজ উদয়াশ্বের পুত্র। ২। জনকবংশীয় উদাবসুর পুত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম সুকেতু।

নন্দী—শিবের দ্বারপাল। ইনি মহাদেবের বরে মুনিবর শালঙ্কায়নের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হন। ইনিই কল্পান্তরে শিলাদ মুনির যজ্ঞভূমি কর্ষণে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইনি কৌমারে মহর্ষি দধীচির শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহাকর্ত্তৃক শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহারই শিক্ষানুশাসনগুণে ইনি শ্রেষ্ঠ শিবভক্ত হন। এক সময় ইনি গুরু সহ দক্ষসমীপে গমন করিলে, পরে প্রসঙ্গতঃ দক্ষ শিবনিন্দা করায়, ইনি তাঁহাকে 'তুমি অচিরে ছাগমুণ্ড হইবে'—শাপ প্রদান করেন। পরে গুরুর আদেশে মহাদেবের আরাধনা করিয়া, শিবভক্তির পুরস্কার স্বরূপ শিবপার্শ্বদত্ব লাভে সমর্থ হন।

নভঃ—১। দানব বিশেষ—বিপ্রচিত্তির সিংহিকাগর্ভসম্ভূত পুত্র। ২। কুশ বংশীয় নলের পুত্র।

নভগ—বৈবস্বত মনুর পুত্র—ইনি বহুকাল গুরুগৃহে বাস করাতে ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ইহাঁকে চিব-ব্রহ্মচারী স্থির করিয়া, পিতৃ সম্পত্তি সর্ব্বস্ব আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইনি গুরুগৃহে বহুকাল নৈষ্ঠিকভাবে কাল যাপন পূর্ব্বক বেদগানে পারগ হইয়া পিতৃ-সমীপে প্রত্যাগমন করেন। বৈবস্বত মনু ইহাঁকে অঙ্গিরোগান যজ্ঞে গমন করিয়া, বিশ্বেদেব-সংক্রান্ত সূক্ত দ্বারায় পাঠনার আদেশ করেন। ইনি তাহা করিলে ঋষিগণ ইহাঁরই হস্তে যজ্ঞাবশিষ্ট দান করেন। বিধিমতে যজ্ঞাবশিষ্ট রুদ্রের ভাগ। রুদ্রদেব উপস্থিত হইয়া, 'যজ্ঞাবশিষ্টাংশ আমার' বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, ইনি বলিয়াছিলেন, 'দেব, এ সমস্ত আপনারই, কিন্তু আমি আপনার প্রসাদ প্রার্থী।" ইহাতে রুদ্রদেব তুষ্ট হইয়া, ইহাঁকে সমস্ত দান করিয়া যান। সেই ধনে ইহাঁর পৈত্রিক অংশ লাভ অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হয়। ইহাঁর পুত্রের নাম নাভাগ।

নভস্বতী—পৃথুবংশীয় অন্তর্দ্ধানের পত্নী।

নমী—ঋগ্বেদোক্ত জনৈক ঋষি—ইন্দ্রের উপাসক। ইহাঁর জন্য, ইন্দ্র নমুচি বিনাশ করেন।

নমুচি—১। কশ্যপের দনুগর্ভসম্ভূত পুত্র অসুর। ইনি শুম্ভের তৃতীয় ভ্রাতা নিশুম্ভের কনিষ্ঠ। মহর্ষি নমীর জন্য, অন্যান্য অসুরগণের বিনাশসাধনের পর ইন্দ্র ইহা দ্বারা অবরুদ্ধ হন। পরে রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাঁর বধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্তিলাভ করিবার পর, ইন্দ্র ইহাঁর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি বিধান জন্য, ইহাঁকে সন্ধ্যাকালে নিহত করেন। ২। দানবের পুত্র, এই দানব প্রথমে ইন্দ্রের সখা ছিলেন, পরে ইনি সোমরসের সহিত ইন্দ্রের বল হরণ করেন। ইন্দ্র সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারার নিকট হইতে সমুদ্রফেনবৎ বজ্রাস্ত্র লাভ করিয়া, তৎসাহায্যে নমুচির বিনাশ-সাধনে সমর্থ হন। পরে নমুচির বল অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে ইন্দ্র সংক্রামিত করিয়া দিয়াছিলেন।

নর—১। ধর্ম্মরাজপুত্র ঋষি বিষ্ণুর অবতার। ইনি ভ্রাতা নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যায় ব্রতী হন। সমুদ্রমন্থনের পর দেব-দানব সমরে ইহাঁরা দুইজনে শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করেন। ২। গয়ের পুত্র। ৩। সুধৃতির পুত্র। ৪। ভরত-বংশীয় ভবমন্যুর পুত্র।

নরক—অসুর বিশেষ। বিষ্ণু বরাহ অবতার পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর গর্ভে ইহাঁর উৎপাদন করেন। শৈশবে ইনি এক নরমুণ্ডে স্বমুণ্ড বিন্যাস করিয়া রোদন করিতেছিলেন, দেখিয়া, ইহার নাম হয় নরক। ইনি প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেন। ইনি বিদর্ভ রাজনন্দিনী মায়ার পরিণয়সূত্রে পরিগ্রহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদরত্ন ও সুমালী নামে পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হয়। ইনি শোণিত-পুরাধীশ্বর বাণ, মথুরাধিপতি কংস প্রভৃতির সহিত মৈত্র্য স্থাপন করিয়া, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইনি ষোড়শ সহস্র দিব্যাঙ্গনার হরণ ও অবরোধ এবং দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলাপহরণ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর বিনাশ করিয়া ঐ ষোড়শ সহস্র দিব্যাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করেন। ২। কলির পৌত্র—কলিপুত্র ভয়ের ঔরসে তদীয় ভগিনী মৃত্যুর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। পরে ইনি স্বীয় ভগিনী যাতনার পাণিগ্রহণ করেন। ৩। অনৃতের ঔরসে নিকৃতির গর্ভে জাত অন্ধ। ৪। বিপ্রচিত্তি দানবের পুত্র।

নরনারায়ণ—বিষ্ণুর অবতার ঋষি বিশেষ। ইহাঁরা ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ দুই ভ্রাতার শরীর বিভিন্ন হইলেও, ইহাঁর একের মত অবস্থান করিতেন। অন্য কল্পে নরসিংহ দ্বিধা হইয়া, এই মূর্ত্তি ধারণ করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন বিষ্ণু ধর্ম্মের পুত্র নর ও নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ—চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় বদরিকাশ্রম গমনপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত হন। ইহাঁদের তপোবলে এরূপ তেজোবর্দ্ধন হইয়াছিল যে, দেবগণ ও ইহাঁদিগের দর্শনে সমর্থ হইলেন না। ইহাঁরা যে সকল দেবতার প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তাঁহারা ইহাঁদিগের দর্শনলাভে সমর্থ হইতে পারিতেন। একদা নারদ ইহাঁদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, ইহাঁদিগের আহ্নিকী ক্রিয়ার সমাপ্তির পর ক্রিয়াবোধ জন্য, প্রশ্নের উত্থাপন করেন, ইহাঁরা পরম পুরুষ পরমাত্মার সহিত পরা প্রকৃতির প্রসবিতৃত্বখ্যাতি ও তদুপলব্ধির সহিত বেদজ্ঞানে পূজার বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করেন। পরে ইহাঁদিগের তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্রাদিদেবগণ ভীত হইয়া কামদেব সহ অপ্সরোগণের প্রেরণ করেন। তখন দেবগণের মদগর্ব্ব ও অপ্সরোগণের রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য ইহাঁরা রমণীরত্ন উর্ব্বশীর সৃষ্টি করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন। সমুদ্র মন্থনের পর দেবদৈত্যের যুদ্ধের সময় ইহাঁরা সেই স্থলে উপস্থিত হন। ইহাঁরাই দ্বাপরের শেষে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন।

নরবাহনদত্ত—ইনি কামদেবের অংশে পাণ্ডববংশীয় বৎসরাজ উদয়নের মহিষী বাসবদত্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জীবনের অলৌকিকী কথা অবলম্বনে কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথা রচিত। ইহাঁর পিতৃ-পারিষদগণের পুত্রেরাই ইহাঁর পারিষদ হন। স্বয়ং রতি মদনমঞ্জুকা নামে মদনবেগ বিদ্যাধরের কন্যাচ্ছলে জন্মিলে ইনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।

নরসিংহ—বিষ্ণুর চতুর্থাবতার; এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর বিনাশ করিয়াছিলেন।

নরান্তক—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হন।

নরিষ্যন্ত—বৈবস্বত মনুর একটী পুত্র। ২। মরুত্তের পুত্র।

নর্ম্মদা—নদীবিশেষ। ইনি পুরুকুৎসের ভার্য্যা। পন্নগপতি ইহাঁকে এই বর দেন, যে নর্ম্মদার স্মরণ করিবে তাহার বিষভয় থাকিবে না মতান্তরে ইনি সোমসুতা।

নল—চন্দ্রবংশীয় নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র। ইনি ধর্ম্মাদির বলে তৎকালে সর্ব্বত্র পূজিত ছিলেন। অদ্যাপি পুণ্যশ্লোক নামে প্রসিদ্ধ। বিদর্ভরাজ ভীমসেনের কন্যা দময়ন্তীর রূপগুণের পরিচয় পাইয়া ইনি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কতিপয় মানসসরশ্চারী কামচারী মরাল ইহাঁর উপবন বিহারকালে উপস্থিত হইলে, ইনি তাহাদের মধ্যে একটীকে ধরেন। তাহার কাতর উক্তি শুনিয়া ইনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। হংস মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত দময়ন্তীর রূপ ও গুণের সবিশেষ বর্ণন করে। পরে ইহাঁর দৌত্য স্বীকার করিয়া ঐ দেবহংস বিদর্ভ রাজোদ্যানে দময়ন্তীর ভ্রমণকালে প্রবেশ করে। এবং ইহাঁর অশেষ গুণগরিমা প্রকাশ করিয়া শেষে স্বস্থানে প্রস্থান করে। এদিকে দময়ন্তী ইহাঁর প্রতি পূর্ব্বরাগবতী হইয়া, মনে মনে ইহাঁরেই পতিত্বে বরণ করেন। এই সময়ে বিদর্ভরাজ ভীম স্বীয় কন্যা দময়ন্তীকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া তাঁহার জন্য স্বয়ংবরের উদ্যোগ করেন। বিদর্ভে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যাত্রা করিলে, পথে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা দময়ন্তী প্রার্থী হইয়া ইহাঁকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে, ইনি তাহাতে সম্মত হন। পরে দেববরে অদৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেবগণের দৌত্যগ্রহণপূর্ব্বক বিদর্ভ রাজকন্যার সকাশে গমন করেন। আত্মসংযমের সহিত দূতোচিত দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সত্যপালনের জন্য, ইহাঁর স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া দময়ন্তী যেমন প্রীত হইলেন। দেবগণও যথারীতি সংবাদ

সহ ইহাঁর কর্ত্তব্যপালনের পরিচয় পাইয়া তেমনই হৃষ্ট হইলেন। পরে স্বয়ংবর-সভায় দময়ন্তী শুভ মুহূর্ত্তে সর্ব্ব-সমক্ষে ইহাঁর গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিতে আগমন করিলেন কিন্তু পূর্ব্বেই ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, ইহাঁরা কামাচারবলে নলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বিপন্না হইয়া দেবগণের স্তবে তুষ্টিবিধানে সমর্থা হওয়ায় সকলে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন; তখন ইনি মহারাজ নলকে বরমাল্য দানে পতিত্বে বরণ করিতে সমর্থা হইয়া পরম প্রীতা হইলেন। দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁদিগকে বরদানে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বলিলেন "মহারাজ নল, বরপ্রভাবে আমায় প্রত্যক্ষ দর্শন ও চরমে পরম গতি লাভে সমর্থ হইবেন।" অগ্নি বলিলেন, "নিষধরাজ, আমার স্মরণমাত্রই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব ও তোমার সম্বন্ধে আত্মসদৃশ লোকের বিধান করিব।" যম বলিলেন, "নলরাজ তুমি যখন যাহা যেমনভাবেই রন্ধন কর না কেন, তাহা সুস্বাদু হইবে, এবং ধর্ম্মে তোমার অবিচলিত মতি থাকিবে" বরুণ বলিলেন, "নল, তুমি যথায় ইচ্ছা আমায় দর্শনলাভে সমর্থ হইবে, আর মৎপ্রদত্ত এই মাল্য তোমার গলায় চিরকাল অম্লান থাকিবে।" এইরূপ বরদান করিয়া দেবগণ অন্তর্দ্ধান করিলে, ইনি সস্ত্রীক স্বরাজধানীতে আগমন করিয়া, সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ইন্দ্রসেন নামে পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী তনয়া জন্মিয়াছিল। দময়ন্তী দেবগণের প্রতি উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরমাল্য প্রদান করায়, কলি নলদময়ন্তীর উপর কুপিত হইয়া ইহাঁর অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইলেন। পরে ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে এক দিন ইহাঁকে মলমূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পদধৌত না করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে দেখিয়া, ইহাঁর শরীরে প্রবেশ করেন। তৎপরে কলিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ইনি ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হন। ইনি রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহোরাত্রত্রয় নগরসমীপে বাস করিবার পর আশ্রয় না পাইয়া বনবাসে প্রবৃত্ত হন। তিন দিবস উপবাসী থাকায় ইহাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া আহারান্বেষণে চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটী পক্ষী দেখিয়া ধরিবার জন্য ইনি তাঁহাদিগের উপর স্বীয় পরিধান বস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিলে তাহারা বস্ত্রসহ উড্ডীন হইল। তখন ইনি বিবস্ত্র হইয়া স্ত্রীর সহ এক বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি দময়ন্তীকে বিদর্ভদেশে যাইবার জন্য, পথপ্রদর্শন করিলে, তিনি ইহাঁর পরিত্যাগপূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন অসঙ্গত বোধে অসম্মতা হইলে, বহু ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া একস্থানে শয়ন করিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে ইনি জাগরিত হইয়া, কলির আশ্রয়ে বিকৃতবুদ্ধি হইলেন এবং বস্ত্রচ্ছেদনপূর্ব্বক দময়ন্তী ত্যাগ করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় নির্লক্ষ্যে চলিয়া গেলেন। পরে বনভ্রমণ করিতে করিতে কর্কোটক নাগের কাতর বচন শ্রবণে তাঁহাকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগরাজ নলের স্পর্শে নারায়ণের অভিসম্পাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইহাঁর প্রত্যুপকার হেতুক ইহাঁকে দংশন করিলে, ইনি বিবর্ণ হইলেন, কর্কোটক ইহাঁকে অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের নিকট থাকিতে পরামর্শ দিলেন। ইনি তাঁহার উপাসনামত বাহুক নাম ধারণপূর্ব্বক রাজা ঋতুপর্ণের অশ্বাধ্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়া কালযাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে দময়ন্তী অনেক কষ্টের পর কিছুদিন সুবাহুনগরে অবস্থান করিয়া পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক পিতৃ-সাহায্যে মহারাজ নলের অন্বেষণের জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বার্ত্তা সহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, বাহুক তাহার উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর নলের অযোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া, দময়ন্তী স্বীয় পুনঃ স্বয়ংবরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করেন। ইহাঁর অশ্বতত্ত্ব বিদ্যার প্রভাবে ঋতুপর্ণ বিস্মিত হইয়া, নিজের অক্ষবিদ্যা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাঁকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভরে তিনি বিদর্ভে একদিনে পৌছিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সারথি বাহুকরূপ নল উপযুক্ত ঘোটক সংযোজনে রথ বিদর্ভে সত্বঃ

উপস্থিত করিতে সমর্থ হন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া, ইনি অশ্বশালার সারথিদিগের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অযোধ্যা-রাজ ঋতুপর্ণের প্রদত্ত অক্ষবিদ্যার প্রভাবে নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইয়াছিল। এবং ত্যাগকালে ইহঁকে বরপ্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি তোমায় স্মরণ করিবে তাহার কলি জন্য ভয় থাকিবে না। পরে ইনি দেববরে অন্য-দত্ত অগ্নি ও জল ব্যতীত উত্তম সুস্বাদু আহা-রীয় প্রস্তত করিলে, দময়ন্তী স্থির করিলেন যে, সেই সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্যান্য উপায়ে নলের প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইয়া, দময়ন্তী ইহাঁর নিকট গমন করিলে, তিনবর্ষ পরে উভয়ের পুনর্মিলন হইয়াছিল। অতঃপর মহারাজ নল কর্কোটকের নির্দ্দেশানুসারে পুনর্ব্বার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণকে অশ্বতত্ত্ববিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ইনি ভ্রাতা পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া, স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে পুত্র-কন্যাসহ দময়ন্তীর আনয়ন করেন। পরে সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে সুখে প্রজাপালন করিতে করিতে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। মহারাজ রামচন্দ্রের প্রপৌত্র—কুশের পৌত্র—ইহাঁর পুত্রের নাম নিষধ। ৩। রাম সৈনিক—বানর বিশেষ। ইনি ঋতুধ্বজ মুনির শাপে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোদাবরী-তীরে—বানররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই সাগর বন্ধন করেন। ৪। দানব বিশেষ—বিপ্রচিত্ত দানবের সিংহিকার গর্ভসম্ভূত চতুর্থ পুত্র। ৫। যদুর পুত্র।

নলকুবর—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র—ইহাঁর মালগ্রীব নামে এক ভ্রাতা ছিল। ইনি এক দিন সেই ভ্রাতার সহিত সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া, কৈলাস-সন্নিহিত গঙ্গাতীরস্থ উপবনে নারীগণ সহ কেলি সুখানুভব করিতেছিলেন। নারদ ইহাঁদিগকে বিবস্ত্র দেখিয়া শাপে অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে মুক্তিলাভ হয়। একদিন সময়বশে রম্ভা ইহাঁর নিকট আসিতেছিলেন, এমন সময়ে—পথিমধ্যে রাবণ তাঁহার পথের পরিপন্থী হইলে, ইনি রাব-ণের সেই অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া শাপ দেন যে, আর কোন দিন রাবণ কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই জন্য রাবণ আর কোন রমণীর উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই।

নবরথ—ভীমরথের পুত্র।

নবলা—বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা চাক্ষুষমনুর পত্নী।

নবশক্তি—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, যোগা, ক্রিয়া, প্রহ্বা, সত্যা, ঈশানা, অনুগ্রা,—এই নয়টীর সকলেই সংজ্ঞাগর্ভসম্ভূতা।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার পৌত্র—রাজা আয়ুর ঔরসে মহিষী স্বর্ভানবীর গর্ভে জাত নরপতি বিশেষ। ইনি অশোকসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে ইহাঁর যযাতি, যতি, শর্য্যাতি, অযোতি, বিযোতি, ও কৃতি—এই ছয়টী পুত্রের জন্ম হয়। ইনি সাতিশয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীর্য্য-বান্ ন্যায়পরায়ণ ও পুণ্যবান্ ভূপতি ছিলেন। ইনি তুণ্ড অসুরের বধ করিয়া বিশ্বস্থ জীবগণকে নিরাতঙ্ক করেন। ইহাঁর শাসনে দেশ হইতে দস্যুভয় তিরোহিত হইয়াছিল। ইহাঁর দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে যেমন ঐকান্তিক অনু-রাগ সেইরূপ ইন্দ্রিয় দমনে ও চিত্তসংযমে বিশিষ্ট সামর্থ্য। ইহাঁর রাজ্যে দস্যুভয় ছিল না। মহারাজ নহুষ অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও মদো-ন্মত্ত না হইয়া সংযতভাবে ভোগে সমর্থ ছিলেন। এক দিন ইনি অজ্ঞান-বশতঃ গোবধ করিলে, মহর্ষিগণ ইহাঁর সেই পাপকে একাধিকশতসংখ্যক ব্যাধিতে, পরিণত করিয়া, অজ্ঞান-কৃত পাপ হইতে ইহাঁর মুক্তিবিধান করেন। কোন সময়ে মহর্ষি ব্যাস প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনা সরস্বতীর মিলনক্ষেত্রে—জল—মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, দৈব-বশতঃ জালিকদিগের জালে কতিপয় মৎস্যের সহিত উত্থিত হইয়া, ইনি জালিকগণকে মৎস্যের সহিত সমদশাপন্ন করিতে বলেন। রাজা নহুষ স্বীয় পুরোহিতের মুখে এই বিবরণ শুনিয়া, মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি ইহাঁকে বলেন,

"রাজন্, জালজীবিগণ, আমার উদ্ধার করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছে, অতএব উহাদিগের মৎস্য-গুলির সহিত আমাকে উচিত মূল্যে ক্রয় করুন।" এক্ষণে মহর্ষির উচিত মূল্য লইয়া, ইহাঁর পক্ষে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল—অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়াও সন্দেহ দূর করিতে পারিলেন না। ইনি চিন্তাকুল হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে অসমর্থ হইলে, এক জন মহাতপাঃ ঋষি আসিয়া বলিলেন, "রাজন্, গো ও ব্রাহ্মণ তুল্য-মূল্য, অতএব মহর্ষির উচিত মূল্য একটী গোধন। তখন সকলেই হৃষ্ট হইয়া একটী গোধন দিয়া মহর্ষির ও মৎস্যের উচিত মূল্য দিয়া, মৎস্যগুলির ক্রয় করিলেন। তখন জালিকগণ মহর্ষিকে বলিলেন, "মহর্ষে, যতক্ষণ সপ্তপদ ভূমি গমন করা যায়, ততক্ষণ সাধুসঙ্গে মিত্রতা জন্মে, আর আপনার সহিত আমাদের বহুকাল অবস্থান হইয়াছে, অতএব আপনি আমাদের বন্ধু, আপনি এই ধেনু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।" মহর্ষি সেই গো-গ্রহণ করিলে, ধীবরগণ তৎপুণ্যে স্বর্গে গমন করিয়াছিল। পরে মহর্ষিদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নহুষকে বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ নহুষ ধর্ম্মে ভক্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ নহুষের খ্যাতি ত্রিলোকব্যাপ্ত হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মবধ-পাপে অভিভূত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র গুপ্তবাসে প্রবৃত্ত হইলে, স্বর্গে রাজার অভাব হইল। তখন দেব ঋষিগণ ইহাঁকেই ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য মনো নীত করিলেন। পরে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভে সমর্থ হইলে, ভোগাসক্তির সহিত ইহাঁর অধঃপাত ঘটে। ক্রমে বর্দ্ধমান ভোগাভিপ্রায়ের বশে ইনি দেবেন্দ্র মহিষী শচীকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী কিছুদিনের অবসর প্রার্থনা করেন। পরে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্বীয় শিবিকা বাহন করাইতেন। এক দিন মহর্ষি অগস্ত্যের গাত্রে পাদস্পর্শঘটায় তাঁহার শাপে ইহাঁকে অজগর সর্প হইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে হয়। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে, ভীমকে গ্রাস করিতে গিয়া, যুধিষ্ঠিরের সহিত ইহাঁর কথোপ-কথনে ধর্ম্মসংক্রান্ত বাদানুবাদ হয়। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ব্রাহ্মণ ও বেদ্য পুরুষ-জ্ঞান আছে?" সর্প বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কে? বেদ্যই বা কি?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে ব্যক্তিতে সত্যাদি জীবহিত লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ, আর যাঁহাকে জানিলে শোক দুঃখ থাকে না, তিনিই বেদ্য।" সর্প বলিলেন, যদি শূদ্রে ঐ সকল গুণ থাকে, তবে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না?" যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"অবশ্য পারে।"—সর্প যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, বলিলেন, তোমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলাম। পরে যুধিষ্ঠিরের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে ইনি সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। ২। সূর্য্যবংশীয় অম্বরীষের পুত্র; ইহাঁরও পুত্রের নাম যযাতি। ৩। কদ্রুগর্ভসম্ভূত নাগবিশেষ।

নাকু—জনৈক মুনি।

নাগার্জ্জুন—জনৈক বৌদ্ধসন্ন্যাসী। মহারাজ সাতবাহন বা শালিবাহন কোশল রাজ্যের অন্তর্গত বরাহমূল নামক পর্ব্বতোপরি ইহাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

নাগ্নাজিতী—শ্রীকৃষ্ণের একটী পত্নী; ইহাঁর অপর নাম সত্যা।

নাচিকেত—মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইনি একবার ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আত্মার স্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে যম বলেন, আত্ম-স্বরূপ দেবগণের আরাধ্য।

নাড়ীজঙ্ঘ—১। জনৈক মুনি। ২। বকরাজ, ইনি অতিশয় দীর্ঘজীবী। ইনি পূর্ব্বে মহর্ষি কশ্যপের পুত্র ছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর তটে বাস করিতেন। ইনি ব্রহ্মার প্রিয়সখা, ইহাঁর অপর নাম রাজধর্ম্ম।

নাভাগ—সূর্য্যবংশীয় যযাতি রাজার পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম অজ। মতান্তরে ইনি ভগীরথ-নন্দন শ্রুতের পুত্র ও ইহাঁর পুত্রের নাম অম্বরীষ। অন্যত্র ইনি ভগীরথ পুত্র বলিয়া আখ্যাত।

নাভিঃ—আগ্নীধ্রের পুত্র, নাভিবর্ষের অধীশ্বর।

ইহাঁর পত্নীর নাম মেরুদেবী। ইনি সপত্নীক তপোরত থাকিয়া ঋষভদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

নারদ—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা ইহাঁকে এবং ইহাঁর ভ্রাতৃগণকে সৃষ্টি কার্য্যে রত হইতে আদেশ করিলে, ইনি তাহাতে ঈশ্বর-চিন্তায় অসুবিধা হইবে, স্থির করিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাহাতে ইনি ব্রহ্মশাপে গন্ধর্ব্ব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাই ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, উপবর্হণ নামে বিখ্যাত হন। সেই জন্মে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পঞ্চাশটী কন্যার বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মালাবতী প্রধানা। একদা ইনি ব্রহ্মার সভায় রম্ভার নৃত্য দেখিতে দেখিতে এতদূর কামমোহিত হন যে, ইহাঁর রেতঃ স্বতই স্খলিত হইতে থাকে। তাহাতে ব্রহ্মার শাপে ইহাঁকে নরলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কুব্জদেশে দ্রুমিল নামক একজন গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী স্বামি-দোষে বন্ধ্যা হন। দ্রুমিল তাহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে ব্রহ্মবীর্য্যে সন্তানোৎপাদনের অনুমতি দেন। তদনুসারে গোপরাজমহিষী কলাবতী ঋতুস্নাতা হইয়া, কশ্যপবংশীয় নারদের নিকট সন্তান ভিক্ষা করেন। তাঁহার বীর্য্যযোগে কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব্ব উবর্হণ মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে দেশ অনাবৃষ্টিতে দগ্ধপ্রায় ছিল, ইহাঁর জন্মের পর জল হওয়ায় ইহাঁর নাম হইল নারদ। ইনি চাতুর্ম্মাস্যব্রত ঋষিগণের সেবায় রত থাকিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিতে করিতে সর্পদষ্ট হইয়া বিষ্ণুতে লীন হন। ইনি বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া তন্ময় চিত্তে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। হরিগুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র ভ্রমণে ইহাঁর অনুরাগ ছিল। ইনি ব্রহ্মার তৃতীয় অবতার; ইহাঁর মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর, করে হেমদণ্ড কমণ্ডলু ও বিচিত্র কচ্ছপী বীণা। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিছু সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি দক্ষের সহস্র পুত্রকে সাংখ্যশাস্ত্রের অধ্যাপনার দ্বারা মোক্ষোপদেশ দান ও সংসারত্যাগী ও প্রজাসৃষ্টি-বিমুখ করেন। ইনি ইন্দ্রের নিকট হইতে একটী সূর্য্যের স্তব শিক্ষা করিয়া, মহর্ষি ধৌম্যকে তাহা দান করেন; তিনি আবার মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়া ছিলেন। একদা ইনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া বিষ্ণুর নিকট মায়ার স্বরূপ জানিতে চাহেন। তাহাতে তিনি ইহাঁকে লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বেত্রবতী নদীর তীরস্থ বৈদেশনামক নগরে উপনীত হইয়া, বীরভদ্র নামা এক বৈশ্যের আলয়ে অতিথি হন। তাঁহার আলয়ে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ততার সহিত বিবিধ উপচারে সেবাগ্রহণ করিয়া, তাহাকে বর দেন, "তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হউক।" তৎপরে এক জন হলকর্ষী ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে অতিথি হইয়া, তাহার কষ্টাহৃত দ্রব্যে ভক্তিসহজাত পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলেন, "তোমার সর্ব্বনাশ হউক!"—ইহাতে নারদ বিস্মিত হওয়ায় বিষ্ণু বলিলেন, "বণিকের ধন জন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যত জাগতিকী প্রসক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই সে সংসারে আকৃষ্ট হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে। আর ইহার সর্ব্বনাশ হইলে, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। অতঃপর নারদকে কান্যকুব্জস্থ একটী সরোবরে স্নান করিতে বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। স্নানের পর নারদ একটী শোভনা কন্যকা হইলেন, রাজা তালধ্বজ তথায় উপনীত হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিলে, উভয়ের পরিণয়ের পর পঞ্চাশৎ পুত্র উৎপন্ন হয়। পরে তাহারা পারস্পরিক বিবাদে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, মহিষীরূপী নারদ নিরন্তর শোকসন্তাপ ভোগ করিতে থাকেন। পরে বিষ্ণু তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়া, পুনরায় সেই সরোবরে স্নান করাইয়া নারদের স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহের সহিত মায়াজ্ঞানের বাস্তব পরিচয় প্রদান করেন। এক সময়ে বিষ্ণুভক্ত কৌশিকের প্রীতির জন্য, বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরুর সঙ্গীতামোদ হইতেছিল, ইনি তথায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মীদেবীর চেটীগণ ইহাঁকে সরাইয়া দিয়াছিল, ইনি লক্ষ্মীর প্রতি অভিশাপ দেন, "তোমার চেটীরা যেমন আমার

প্রতি রাক্ষসীর ন্যায় ব্যবহার করিল, তুমিও তেমনই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মিয়া তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবে।" পরে ইনি তুম্বুরুর গান শুনিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন। এবং বিষ্ণুর উপদেশে সঙ্গীত-শিক্ষার্থ উলূকেশ্বরের নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকট সহস্র দিব্য বৎসর গান শিক্ষা করিয়া মনে অহঙ্কারের আবির্ভাব হওয়ায় ইনি তুম্বুরুকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে গমন করেন, তাঁহার আবাস সন্নিধানে কতিপয় হীনাঙ্গ স্ত্রীপুরুষ দেখিতে পান; পরে তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারেন, তাঁহারা নারদগণের আলাপে হীনাঙ্গ হওয়ায় তুম্বুরুর আলাপে পূর্ণাঙ্গ হইবার আশায় তথায় প্রতীক্ষা করিতেছে। তখন ইনি অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। পরে ভগবান্ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে, ইনি দ্বারকায় কৃষ্ণমহিষীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হন। পৌরাণিক-ব্যাপারে ইনি সকল কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক। শিবের গৌরী-পরিণয়ে ঘটক; বামনের উপনয়নে উদ্যোগী, ধ্রুবের সাধনে দীক্ষাগুরু। অন্ধক-দৈত্যের বিনাশের প্রবর্ত্তক, দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞহানির উদ্বোধক, দেবযুদ্ধের মন্ত্রী, শোণিতপুরে অনিরুদ্ধাবরোধের দ্বারকায় সংবাদদাতা, দ্রৌপদী পরিণয়ে ভ্রাতৃভেদনিরাকরণার্থ সময় ও নিয়ম-নির্দ্ধারক। ইনি নারদসংহিতা নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রণেতা, ইহাঁর প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রেরও প্রসিদ্ধি আছে। ইহাঁর কথিত নারদীয়পুরাণ, অদ্যাপিও দেশবিশ্রুত।

নারায়ণ—১। বিষ্ণুর নাম বিশেষ। ২। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র,—ইহাকে অজামিল বড়ই ভালবাসিতেন। সর্ব্বদা ইহাকে সম্বোধনের ফলে তাঁহার মনে বিষ্ণু-ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় শেষে মুক্তিলাভ করেন। ৩। যমরাজের পুত্র, মূর্ত্তিগর্ভে ইহাঁর জন্ম। ভ্রাতা নরের সহিত তপস্যাদি করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ৪। কাম্ববংশীয় ভূমিমিত্রের পুত্র।৫। বিখ্যাত বেণীসংহার নাটককার।

নারায়ণী—১। নারায়ণের শক্তি। ২। দুর্গার নামান্তর। ৩। গঙ্গার নামান্তর। ৪। মুদ্গল পত্নী।

নিকষা—সুমালী রাক্ষসের কন্যা, বিশ্রবার ঔরসে ইহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, সূর্পণখা, জন্মিয়াছিলেন।

নিকুম্ভ—১। হর্য্যশ্বের পুত্র। ২। কুম্ভকর্ণের ঔরসে পত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। লক্ষ্মণের সহ যুদ্ধে নিহত হয়। ৩। অসুররাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা। বজ্রনাভ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক হত হইলে, এই দানব যাদবগণের ছিদ্রান্বেষণে রত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদব-বীরগণ প্রভাসে জলক্রীড়ায় রত হইলে, এই অসুর দ্বারকায় প্রবেশ করিয়া, ভানুর কন্যা ভানুমতী হরণ করিলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন ইহাঁর অনুসরণ করেন। দারুণ যুদ্ধে ইহাঁর গদাঘাতে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে, কৃষ্ণ চক্রদ্বারা ইহাঁর শিরশ্ছেদ করেন। ৪। ত্রিপুরাসুরের ভ্রাতা। ষট্পুরে ইহাঁর আবাস। ত্রিপুর বিনাশিত হইলে, তপস্যায় ব্রহ্মার প্রীতিলাভে তাঁহার বরে দেবতাগণের অবধ্য হয়। এই বর-প্রভাবে ঘোর অত্যাচারী হইয়া বসুদেবের সখা ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই অসুর তাহা ধ্বংসের জন্য উদ্যত হয়; তখন কৃষ্ণ ইহাঁর বধের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলে স্বর্গ হইতে জয়ন্ত ও প্রবর সাহায্য করিতে আসেন। শেষে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়।

নিকৃতি—অধর্ম্মের কন্যা।

নিঘ্ন—অনামিত্রের পুত্র, সত্রাজিতের পিতা।

নিচক্র—অসীমকৃষ্ণের পুত্র। হস্তিনাপুর গঙ্গানীরে প্লাবিত হইলে, ইনি কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপিত করেন।

নিমি—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র—নরপতি বিশেষ। ইনি সাতিশয় ধার্ম্মিক ও প্রজাগণের হিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ঐকান্তিক যত্নের সহিত রত থাকিতেন। এক দিন স্বীয় কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠকে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলে, তাহাতে তিনি বলেন, তাঁহার বহুপূর্ব্বেই তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার ইষ্টি সম্পাদনের পর ইহাঁর যজ্ঞে ব্রতী হইতে পারেন। গুরুর এইরূপ বাক্যে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়

বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর, অযথা সময় ক্ষেপ মনে করিয়া তাৎকালিক অন্যান্য ঋষিগণের সাহায্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাঁর গুরুদেব মহর্ষি বশিষ্ঠ সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তিনি তাহাতে অবমাননা বোধ করিয়া, ইহাঁকে অভিশাপ করেন,—তাহাতেই ইহাঁর অধঃপতন হয়।

নিয়তি—মেরুর কন্যা, বিধাতার পত্নী।

নিয়ম—ধর্ম্মের পুত্র।

নিরমিত্র—ত্রিগর্ত্তরাজ পুত্র, ইনি ভারত-যুদ্ধে কৌরবপক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করিয়া জয়দ্রথ বধের দিনে সহদেবের হস্তে নিহত হন।

নির্ঋতি—অলক্ষ্মীর নামান্তর, ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বিষ্ণুর আদেশে উদ্দালক মুনি ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। "ঐ বেদমন্ত্র-পূবিত পবিত্র আশ্রমে আমি থাকিতে পারিব না" বলায়—মহর্ষি উদ্দালক তাঁহাকে অশ্বত্থমূলে রাখিয়া প্রস্থান করেন। পরে তথায় নিরবলম্বা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু অশ্বত্থবৃক্ষে তাহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, পূজাদির বিধান করিয়া দেন। ২। দিক্‌পাল বিশেষ। ইনি নৈঋত কোণের অধিপতি—রাক্ষসগণের অধীশ্বর; ইহাঁর অবস্থান রক্ষঃকূট পর্ব্বতে। বেদাদিতে ইহাঁর পূজার ব্যবস্থা আছে। ৩। একাদশ রুদ্রের এক জন।

নিবৃত্তি—জ্যামঘবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র।

নিবাতকবচ—কতিপয় অসুর। ইহাঁরা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের ত্রিকোটিসংখ্যক তনয়। ইহাঁরা সমুদ্রগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। ইহাঁরা ব্রহ্মারবরে দেবগণের অবধ্য হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি বিবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। পরে অর্জ্জুন স্বর্গে গমনপূর্ব্বক অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে দানবপুরীতে উপনীত হইয়া ইহাঁদিগের বধ করিয়া, দেবতাদিগের দক্ষিণা স্বরূপ তুষ্টি বিধান করেন।

নিশঠ—বলরামের রেবতীগর্ভ-সম্ভূত পুত্র।

নিশাকর—বিন্ধ্যাচলনিবাসী একজন বিখ্যাত ঋষি। ইনি ছিন্নপক্ষ সম্পাতিকে জীবিত থাকিতে উপদেশ করেন।

নিশীথ—কল্পের পুত্র।

নিশুম্ভ—মহর্ষি কশ্যপের দনুগর্ভসম্ভূত পুত্র দানবেন্দ্র কশ্যপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ইন্দ্রাপেক্ষা বলবান্ ছিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভের সহিত একত্র বাস করিতেন। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, নিশুম্ভ সমরে গমন করিয় ঘোর যুদ্ধে দেবীর হস্তে নিহত হন।

নিষধ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের বংশাবতংস কুশের পৌত্র মহারাজ অতিথির পুত্র।

নিসুন্দ—প্রহ্লাদভ্রাতা হ্লাদের পুত্র—অসুর বিশেষ।

নীপ—পারের পুত্র।

নীল—শ্রীরামচন্দ্রের সেনানী কপি বিশেষ, অগ্নির অংশে ইহার জন্ম হয়। লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে ইহাঁর সৈন্য সমবেত হয়। যুদ্ধে ইনি অনেক রাক্ষস সৈন্য ধ্বংস করেন। ২। যদুর পুত্র। ৩। অজমীবের নীপির্দ্দি-গর্ভসম্ভূত পুত্র।

নীলকুন্তলা—হিমালয়াত্মজা গৌরীর জনৈকা সহচরী।

নীলমাধব—বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। ইনি নীলাচলে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে তদীয় পুরোহিত-ভ্রাতা বিদ্যাপতি ইহাঁর দর্শন করিয়া গোপনে অন্তর্হিত হন। ইহাঁর নীলাচলে অবস্থান কালে শবর-রাজ বিশ্বাবসু ইহাঁর অর্চ্চনা করিতেন। ইহাঁর দেহ ইন্দ্রনীলমণিময় ৮১ অঙ্গুলিমিত চতুর্হস্ত স্বর্ণপদ্মাসীন, ও শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী।

নীললোহিত—রুদ্রদেব। বেদে ইহাঁর পরিচয় আছে; ব্রহ্মার সনৎকুমার—প্রভৃতি পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টি হইতে বিরত হইলে, ব্রহ্মার ক্রোধ জন্য তাঁহার ভ্রূমধ্যস্থ ললাট হইতে ইহাঁর জন্ম হয়। জন্মের পর ব্রহ্মা ইহাঁর নাম রক্ষা করিলেন—রুদ্র ইহাঁর বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন, হৃদয় ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, সূর্য্য, চন্দ্র ও তপস্যা। এতদ্ভিন্ন ধী, নীতি, রসলোমা নিযুৎসর্পি; ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী দীক্ষা, ও রুদ্রাণী ইহাঁর পত্নী। চৈত্র মাসান্তের চড়কের পূর্ব্ব দিন উপোষিত হইয়া ইহাঁর ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতকে নীলোপবাস বলে।

নীলিনী—অজামীবের পত্নী, নীলের মাতা।

নৃগ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় জনৈক নৃপতি। ইনি অসংখ্য ধেনুদান, স্বর্ণদান, যজ্ঞ ও কূপখনন করিয়াছিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের ধেনু ইহাঁর ধেনুগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় ইনি সেই ধেনুশুদ্ধ সমগ্র গবীসমূহ সেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। সেই পাপে ইনি কৃকলাসরূপে কূপমধ্যে পতিত হন। পরে দ্বাপরে কৃষ্ণ-বংশধরগণ তাঁহার উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া, অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণ সমীপে তদ্বিবরণ জ্ঞাত করেন। তখন কৃষ্ণ ইহাঁর উদ্ধার সাধন করেন। ইনি পাপ মুক্ত হইয়া দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গারোহণ করেন।

নৃচক্ষু—রাজা সুনীথের পুত্র, রাজা।

নৃপঞ্জয়—১। রাজা সুবীরের পুত্র। ২। পুরুবংশীয় মেধাবীর পুত্র।

নৃসিংহ—১। বিষ্ণুর দশাবতারের চতুর্থাবতার। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর বধার্থ এই মূর্ত্তির পরিগ্রহ। বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশীতে ইহাঁর ব্রত কর্ত্তব্য।

নেমি—জনৈক অসুর। সমুদ্র-মন্থনের পর বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়।

নেমিচক্র—পরীক্ষিতের বংশধর অসীমকৃষ্ণের পুত্র। ইনি কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

ন্যগ্রোধ—মহারাজ উগ্রসেনের এক পুত্র।

—o—

প

পক্ষিলস্বামী—গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার মুনি বাৎসায়নের নামান্তর।

পঞ্চজন—অসুরেশ্বর প্রবলপ্রতাপ হিরণ্যকশিপুর পৌত্র, সংহ্রাদের ক্রতুনাম্নী পত্নীর গর্ভসম্ভূত এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে বাস করিত। সান্দীপন মুনির পুত্র স্নানার্থ প্রভাসতীর্থে অবতরণ করিলে, পঞ্চজন তাঁহাকে লইয়া যায়। পরে যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, মুনি সান্দীপনির নিকট ক্ষত্রোচিত বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন করিবার পর গুরুদক্ষিণা প্রদানকালে গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে গুরুপুত্রের আনয়নার্থ ইহাঁর নিকট গমন করিয়া তাহার প্রার্থনা করিলে, এই অসুর তাহার দানে অসম্মতি প্রকাশ করে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে ইহাকে নিহত করেন। পরে ইহাঁর অস্থিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করাইয়া লন। পরে গুরুপুত্রের উদ্ধার করিয়া গুরুদক্ষিণাদানে গুরুর প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁর আবাস সন্নিধানে চক্রবান্ নামে একটী পর্ব্বত আছে; ঐ পর্ব্বত পঞ্চজন নামক দ্বীপে অবস্থিত।

পঞ্চমার—শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরামের পুত্র।

পঞ্চমী—দ্রৌপদীর নামান্তর।

পঞ্চশিখ—ধর্ম্মপুত্র ঋষিবিশেষ। ইনি মহাত্মা আসুরির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তৎপত্নী কপিলাদেবীর স্তন্য পান করিতেন বলিয়া, কপিলাপুত্র নামে বিখ্যাত হন। একদা মিথিলাধিপতি জনদেবের নিকট গমন করিলে, ইনি তাঁহা কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে বৃত হন। ইনি সাংখ্যমতানুসারে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ করেন। ইহাঁর উপদেশে মহারাজ জনদেব ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে সমর্থ হওয়ায় তিনি ধর্ম্মধ্বজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ২। এক জন শিবানুচর। মহাদেবের আদেশে দেবদত্তের সহিত প্রতিষ্ঠান রাজকুমারের মিলন করাইয়াছিলেন।

পণি—ঋগ্বেদোক্ত অসুরগণ, ইহাঁরা দেবলোক হইতে সুরগুরু বৃহস্পতির গোহরণ করিলে, ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া ইহাঁদিগের পরাজয় করিয়া গোধনোদ্ধার করিয়াছিলেন।

পতঞ্জলি—মুনিবিশেষ। ইনি পাতঞ্জল দর্শনের প্রণেতা। ২। পাণিনিকৃত সূত্রের মহাভাষ্যের প্রণেতা। মহর্ষি পাণিনির অঞ্জলিপুটে ক্ষুদ্র সর্পাকারে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, বলিয়া ইহাঁর এইরূপ নামকরণ হয়। অপরতঃ গোনর্দ্দনগরে গোণিকানাম্নী রমণীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ। সময়ে সময়ে ইহার কাশ্মীরবাসেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের কাত্যায়ন কৃত ভাষ্যের সমালোচনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে করিতে প্রশস্ত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

পথ্য—জনৈক ঋষি। ইনি স্বমন্তুর কবন্ধনাম্নী

শিষ্যের শিষ্য। ইহাঁর শিষ্যের নাম শুনক।

পদ্মনাভ—নাগরাজ বিশেষ। গোমতী তীরস্থ নাগপুর নামক পুরমধ্যে এই ধার্ম্মিক মহানাগের বাস ছিল। ইনি সর্ব্বথা জীবহিত ব্রতে রত থাকিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন ও অতিথিগণের ভোজন দ্বারা তৃপ্তিবিধান করিবার পর ভোজনাদি দ্বারা দেহপোষণ করিতেন। ইনি বর্ষকালের মধ্যে এক মাসকাল সূর্য্যদেবের রথে অবস্থান করেন। ইঁহার সূর্য্যালোকে বাসকালে ধর্ম্মারণ্য নামক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, ইঁহার প্রাসাদে উপনীত হইলে, ইঁহার পত্নীর নিকট ইঁহার সৌরমণ্ডলে অবস্থানের কথা অবগত হইয়া, গোমতীতীরে তন্ময়স্তচিত্তে অনাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পরে ইনি সৌরমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বপুরে ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। পরে ইনি গোমতীতীরে তাঁহার দর্শন পাইয়া, তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলে, তিনি ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ভদ্র, সূর্য্যমণ্ডলে কি অদ্ভুত পদার্থ আছে?"—ইনি বলিলেন, "সূর্য্যমণ্ডল দেবগণের আবাস। উঞ্ছবৃত্তি-ব্রত সিদ্ধ ব্রাহ্মণও তথায় যাইতে পারেন।" এই ধর্ম্মারণ্য ব্রাহ্মণ ইহাঁর নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি চ্যবনের নিকট উঞ্ছবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণে দীক্ষিত হইয়া, তদনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন।

পদ্মপ্রিয়া—মনসাদেবীর নামান্তর।

পদ্মবর্ণ—মহারাজ হর্য্যশ্বের পৌত্র—যদুর পুত্র। ইনি পিতৃনিদেশে সহ্যাদ্রির উপরিভাগে বেণ্বা নদী তীরে পদ্মাবতী বা করবীর নামে একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পদ্মা—১। লক্ষীদেবীর নামান্তর।২। ইনি সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা—কল্কী দেবের পত্নী। ৩। মনসাদেবীর নামান্তর। ৪। রাজা অনরণ্যের কন্যা; মহর্ষি পিপ্পল ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিলে, রাজা অরণ্যাশ্রয় করেন ইহাঁর জননী দেহত্যাগ করেন।

পদ্মাক্ষ—বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসমীপে অবস্থানকারী ব্রাহ্মণবিশেষ।

পদ্মাবতী—১। অঙ্গরাজ কর্ণের মহিষী। ২। প্রণিধি নামক বৈশ্যের পত্নী। ৩। মনসাদেবীর নামান্তর।

পর—অনুবংশীয় অঙ্গের পুত্র। ২। পৃথুসেনের পুত্র। ৩। সমরের পুত্র।

পরভৃত—মহারাজ রুক্মকবচের পুত্র; ইহাঁর পুত্রের নাম জ্যামঘ।

পরমেষ্ঠি—ভরতবংশীয় দেবদ্যুম্নের পুত্র, -ইহাঁর পত্নীর নাম সুবর্চ্চলা। প্রতীহ নামে ইহাঁদের এক পুত্র ছিল।

পরশুরাম—ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে ও তৎপত্নী কুশিকবংশসম্ভূত রাজা প্রসেনজিতের কন্যা বেণুকার গর্ভজাত পঞ্চম পুত্র। বিষ্ণুর অংশে ইহাঁর জন্ম—ইনি ষষ্ঠাবতার। ইহাঁর জন্ম দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়দিগের দমন জন্য। ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপোরত থাকিয়া মহাদেবের তুষ্টিবিধানে সমর্থ হওয়ায়, তাঁহার প্রসাদে এক দিব্য পরশু লাভ করেন। এই পরশুই ইহাঁর প্রিয় অস্ত্র হওয়ায়, ইহাঁর রাম নাম পরশু দ্বারা বিশেষিত হইয়াছিল। এক দিন রামমাতা বেণুকা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া জলকেলি দর্শনে কামমুগ্ধ-মনে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে, মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে কেমন বিচলিতচিত্তা দেখিয়া, কলুষিতা বলিয়া স্থির করেন, এবং তাঁহার বধের জন্য, পুত্রগণের প্রতি আজ্ঞা করেন; কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ এই দুরুহ আদেশ পালনে ইতস্ততোভাবে চিন্তার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকিলে, কনিষ্ঠপুত্র পরশুরাম পিতাকর্ত্তৃক মাতৃবধে আদিষ্ট হইয়া, কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়া কুঠারাঘাতে মাতৃবধ সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। মহর্ষি জমদগ্নি, পুত্রের এবংবিধ আজ্ঞা পালন জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, ইহাঁকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ইহাতে ইনি পিতার নিকট সাগ্রহে মাতার পুনর্জ্জীবনের বর প্রার্থনা করেন। এইরূপ কিংবদন্তী শুনা যায়,—ইহাঁর মাতা পুনর্জ্জীবিতা হইলেও, মাতৃহত্যা পাপে ইহাঁর হস্তে সেই পরশু সংলগ্ন থাকিয়া যায়। পরে সেই পাপক্ষালন জন্য, সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনের

পর ব্রহ্মপুত্রনদে অবগাহন করাতে ইহাঁর পাপ-ক্ষালন হওয়ায় হস্তসংযুক্ত কুঠার স্খলিত হয়। এই সময়ে হৈহয়াধিপতি মহাবল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের বরপ্রভাবে সহস্রবাহুর বলে দুর্জ্জয় হইয়া উঠেন। একদা তাঁহার অজস্র বাণপাতে মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবন ভস্ম হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, 'পরশুরামের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে'—এই শাপ প্রদান করেন। অতঃপর হৈহয়গণ মহর্ষি জমদগ্নির ধেনু বৎসাদির হরণ করিয়া প্রস্থান করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের আক্রমণ করিয়া সমর সংঘটন করেন। এই যুদ্ধে ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্র বাহু-চ্ছেদের পর নিধন করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি তপস্যার জন্য পুষ্কর তীর্থে গমন করেন। কিয়ৎকালাবসানে সেই কোপে কার্ত্তবীর্য্যতনয়-গণ জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিনাশ করেন; জমদগ্নি নিধনে শোকাতুরা রোরুদ্যমানা মাতা রেণুকার স্মরণে ইনি উপস্থিত হইয়া, পিতৃবিয়োগে সন্তপ্ত ও মাতাকে ভর্ত্তৃসহ-গমনে কৃতসঙ্কল্পা জানিয়া একান্ত শোকাভিভূত হইয়া, মনের আবেগে প্রতিজ্ঞা করেন, "পৃথিবী হইতে একবিংশতিবার দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়গণের উচ্ছেদসাধন করিয়া পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব"। ইনি মাতা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন; তাঁহার পরামর্শে মহাদেব সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তুষ্টি-বিধানের পর ইনি তাঁহার প্রসাদে অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনে সুশিক্ষিত হন। পরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক হৈহয়বংশীয় কার্ত্তবীর্য্য-সন্তানদিগের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু ইহাঁকে বলিয়াছিলেন, "রাম, দেবলোক হইতে রাজা যযাতির পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তাহাতে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি সমাগত রাজগণ কি ক্ষত্র নয়?" ইনি এই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, ক্ষত্র-সংহারে প্রবৃত্ত হন; অতঃপর পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্র বীরগণের নিধনের পর তাঁহাদিগের পত্নীগণ গর্ভবতী থাকিলে, ইনি সন্তান-প্রসবকালের প্রতীক্ষায় থাকিতেন। পরে তাঁহাদিগের প্রসূত পুত্রগণের বীর্য্যাধান হইলে, ইনি তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিনাশ করিতেন। এইরূপে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ইনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, ইষ্ট-দেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—কৈলাসে মণিমন্দিরে গণেশকে প্রহরী রাখিয়া, গৌরীশঙ্কর বিহার করিতেছেন। মণিমন্দির তোরণে গণেশ ইহাঁকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলে পর, ইনি গণেশের সম্বর্দ্ধনায় সন্তুষ্ট না হইয়া, মণিমন্দিরে প্রবেশ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গণেশ প্রতিষেধ করিলে, দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হইল. অব শেষে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া, পরশু প্রহারে গণেশের একটী দন্তচ্ছেদ করেন। গণেশ উদারতায় ইহার দোষ ক্ষমা করেন। অতঃপর সসাগরা ধরা জয় করার পর পরশুরাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাসমারোহে সে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইলে, ইনি স্বীয় গুরু মহর্ষি কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া, তপস্যার্থ মহেন্দ্র-পর্ব্বত আশ্রয় করেন। ইনি পৃথিবী দান করার পর সমুদ্রের নিকট হইতে একটী শূর্পাকার প্রদেশ ভিক্ষা করিয়া তথায় তপস্যায় রত হন, এই স্থানের নাম পরশুরাম-ক্ষেত্র। পরে দশরথ-তনয় রামচন্দ্র সীতা-পরিণয়ান্তে ভ্রাতৃগণ সহ অযোধ্যায় গমন করিবার সময় ইনি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক স্বীয় গুরু মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ অসহ্য হওয়ায় রামবীর্য্য পরীক্ষায় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহাতে মহারাজ দশরথ ভয় বিহ্বল হইলেও, রামচন্দ্র নির্ভীক-চিত্তে ইহাঁর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন; ইনি তাঁহার হস্তে স্বীয় সুদৃঢ় ধনুঃ প্রদান করিয়া, বাণ যোজনা করিতে বলায় রামচন্দ্র সেই ধনু গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত ইহাঁর বিষ্ণুতেজ হরণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই ধনুতে বাণ-যোজনা করিয়া, ইহাঁরই ইচ্ছানুসারে ইহাঁর তপোর্জ্জিত স্বর্গলোক রোধ করেন। শেষে

ইনি হতদর্প ও হতমান হইয়া, দ্রুতগতিতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করেন। মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া অম্বা ইঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে,তাহার প্রার্থনানুসারে ইনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন এবং অম্বার পক্ষ হইয়া তাঁহাকে অম্বাগ্রহণে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হন। ক্রমে দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হইলে, গুরু শিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; ত্রয়োবিংশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর পরশুরাম ভীষ্মের পরাজয়ে অসমর্থ হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করেন। মহাবীর কর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, ইঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষার্থ উপস্থিত হন; ইনি তাঁহাকে অস্ত্রক্ষেপে ও শস্ত্র পরিচালনে সুশিক্ষিত করিবার পর এক দিন ইনি প্রিয় শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া, নিদ্রাভিভূত হন; দৈবযোগে দংশকীট কর্ণের উরুভেদ করিতে আরম্ভ করিলে, গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবার ভয়ে তিনি নিস্পন্দভাবে কীট-দংশন সহ্য করেন। দষ্টস্থাননিঃসৃত রক্তস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া কর্ণকে ক্ষত্রসন্তান বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহার পর কর্ণ ইঁহার নিকট প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন। কর্ণের মিথ্যা-পরিচয়ে আত্মগুপ্তি জন্য, অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি অভিশাপ প্রদান করেন, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ তাঁহার স্মরণে থাকিবে না, এবং অন্যান্য মহাস্ত্রগুলিও অকর্ম্মণ্য হইবে। গুরু-সমীপে প্রতারণার জন্য, বীরবর কর্ণ মহারথ হইতে না পারিয়া অর্দ্ধরথ নামে প্রসিদ্ধ হন এবং গুরুর শাপমত অর্জ্জুন সহ যুদ্ধে নিহত হন।

পরাবসু—১। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র। ইনি ক্ষত্রোচ্ছেদকারী পরশুরামকে প্রথমবার ক্ষত্র বধের পর পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের বর্ত্তমানতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক উপহাস করিয়া, পরশুরামের ক্ষত্রজিঘাংসা বলবতী করিয়া দেন। ২। মহর্ষি রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইনি প্রগাঢ় পণ্ডিত। ইঁহার পত্নী বিশিষ্টরূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। এক দিন মহর্ষি ভরদ্বাজতনয় যবক্রীত তাঁহাকে কুসুমিত কাননে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া, কামমোহিত হইয়া তাঁহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলে, তাঁহার ভীতির সহিত স্তম্ভ উপস্থিত হইল। তদবস্থা দেখিয়া যবক্রীত তাঁহার প্রতি পাশব অত্যাচার করিবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন। এদিকে মহর্ষি রৈভ্য এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া, স্বীয় জটা হইতে এক কামিনী ও এক রাক্ষস উৎপন্ন করিয়া, যবক্রীতের দুশ্চরিত্রতার যথেষ্ট প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যবক্রীত নিহত হইলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ রৈভ্য মুনিকে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তে বিনষ্ট হইবেন বলিয়া অভিশাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। একদা মহারাজ বৃহদ্যুম্নের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ইনি ভ্রাতার সহিত দীক্ষিত হন। সেই সময়ে কেবল ইঁহার পত্নী ও পিতা আশ্রমে অবস্থান করিতে ছিলেন। এক দিন ইনি ভার্য্যার দর্শন-লালসায় যজ্ঞীয় কর্ম্মাবসানে অবসর পাইয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই সময়ে ইঁহার পিতা কৃষ্ণাজিনে কলেবর আবৃত করিয়া, বৃক্ষমূলে শয়ান ছিলেন; ইনি তাঁহাকে একটী মৃগবোধ করিয়া বধ করেন পরে জানিতে পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা অর্ব্বাবসুকে নিজের প্রতিনিধি হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে,ইনি ভ্রাতা অর্ব্বাবসুকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া রাজসমীপে প্রকাশ করায়, অর্ব্বাবসু মনঃক্ষোভে মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠানে রত হইলে, দেবগণ আবির্ভূত হইয়া অর্ব্বাবসুকে যজ্ঞাধিকার প্রদানপূর্ব্বক ইঁহাকে নিবৃত্ত করেন ও দেবগণের বরে ভরদ্বাজ যবক্রীত রৈভ্য পুনর্জ্জীবিত হন। অর্ব্বাবসু সৌরবেদের রচয়িতা। ২। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের ভ্রাতা;—উভয়েই শ্রেষ্ঠ পাচক।

পরাশর—মুনি বিশেষ। কতিপয় ঋক্‌স্তোত্রে ইঁহার উদ্গীতি এবং ঋক্ ও সামবেদে ইঁহার খ্যাতি আছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির ঔরসে তৎপত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। মুনিবর শক্তি রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য, ইনি রাক্ষসসত্র করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি মহর্ষি

পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয় মুনির নিকট তাহার বর্ণনা করেন। পরে মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠের নিদেশমতে এই রাক্ষসসত্র সাধনের অধ্যবসায় হইতে বিরত হন। ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বর্ত্তমান। ইহাতে কলিকালের উপযোগী বিধি ব্যবস্থা আছে। ইঁহারই বরে মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর শরীরস্থ দুর্গন্ধ অপনীত হইয়া সুগন্ধের সঞ্চার হয়। তাঁহার কুমারী অবস্থায় ইহঁার ঔরসে কৃষ্ণ নামে একটী কানীন পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্র কৃষ্ণই পুরাণ-বক্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

পরিপ্লব—সুখীববলের পুত্র।

পরিবর্ত্ত—মৃত্যুতনয় দুঃসহের ঔরসে কলির কন্যা নির্মাষ্টির গর্ভে জাত তৃতীয় পুত্র। ইহঁার দুই পুত্র।

পরীক্ষিৎ—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের নন্দন অভিমন্যুর ঔরসে তৎপত্নী বিরাটকুমারী উত্তরার গর্ভে জাত। ইহঁার মাতৃগর্ভেই বিনাশ জন্য অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র প্রক্ষিপ্ত হয়। যোগবলে কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া চক্রত্যাগে তাহা ব্যর্থ করায় ইনি অক্ষুণ্ণতেজা ও জীবিত থাকেন। ইনি কৃপাচার্য্যের নিকট ক্ষত্রোচিত ধনুর্বেদ রণবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহঁার পিতামহের—যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ, ইহঁার শৈশবে রাজসিংহাসনে অভিষেক করিয়া, মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি বিশ্বাসী মহাত্মা সচীবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত ইনি বিবিধ সদ্গুণ ভূষিত এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালনে রত থাকিয়া, একজন প্রজাবৎসল নরপতি বলিয়া গণ্য হন। পরে যথাকালে ইনি রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহঁার জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃপাচার্য্যকে গুরু রূপে অবলম্বন করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। একদা ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া দেখেন, এক শূদ্ররাজ একটী গোমিথুনের উপর পদাঘাত করিতেছে। ইনি ক্রোধে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে, গোঘাতী রাজা ইহার শরণাপন্ন হইল। ইনি জানিতে পারিলেন; শূদ্ররাজ কলি, গোমিথুন হইতেছেন, ধর্ম্ম ও ধরা। পরে ইনি কলিকে দূরীভূত করিবার আদেশ করিলে কলি ইহঁার নিকট অবস্থান প্রার্থনা করিল, ইনি বলিলেন, মদ্যপান, স্ত্রীব্যভিচারী, প্রাণিহত্যা, সুবর্ণ, মিথ্যা-গর্ব্ব, কাম হিংসা বৈর—যেস্থানে আছে, সেই স্থানে তোমার বাস হউক। একদা ইনি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া, পরিভ্রমণে অতীব শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, শমীক মুনির আশ্রমে উপনীত হন। পরে মৌনাবলম্বী ব্রহ্ম-সমাহিত-চিত্ত মহর্ষি শমীকের নিকট ইনি কাতর হইয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি জন্য, সানুনয় প্রার্থনা করিলেন কিন্তু কোনরূপ উত্তর না পাওয়ায় উত্তরোত্তর প্রশ্ন করিতে থাকেন, তাহাতেও তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, অবমাননাবোধে অদূর-পতিত একটী মৃতসর্পকে ধনুর কোটীযোগে উত্তোলিত করিয়া ঐ ধ্যানস্থ মহর্ষি শমীকের স্কন্ধে আরোপিত করেন। তৎপরে ইনি তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, মুনিবর শমীকের পুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অবমাননার সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে শাপ দেন,—এই ঘটনা হইতে সপ্তাহের মধ্যে তক্ষক-দংশনে অবমাননাকারী দুর্বুদ্ধির মৃত্যু হইবে। ইনি এই ব্রহ্মশাপের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, নিজ কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্যাসদেব-নন্দন শুকদেবের নিকট ভাগবতী কথার শ্রবণ করিতে করিতে সপ্তাহ যাপনে প্রবৃত্ত হন। সপ্তম দিবসের শেষভাগে ইনি মন্ত্রিগণ-পরিবৃত হইয়া, তক্ষক দংশনের আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় একটী সুখাদ্য পক্বফল ইহঁার নিকট আনীত হইলে, ইনি তাহা ভক্ষণার্থ কর্ত্তন করিলে তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মদেহ লুক্কায়িত তক্ষক বহির্গত হইয়া দংশন করিল, তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। ইহঁার মৃত্যুর পর জনমেজয় রাজা হইয়াছিলেন। ইনি কলির প্রারম্ভে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পর্জন্য—১। গোপরাজ নন্দের পিতা—শ্রীকৃষ্ণের

পিতামহ, ইনি নন্দীশ্বরপুরে স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয় উজজ্ঞের ও রাজজ্ঞের সহ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী বরীয়সীর গর্ভে উপনন্দ, অভিনন্দ, শ্রীনন্দ, সনন্দ, ও নন্দন,—এই পঞ্চ পুত্র হয়। ইনি কেশী নামক দৈত্যের উপদ্রবে অরণ্যবাসী হইতে বাধ্য হন। ২। ইন্দ্রদেবের নামান্তর।—ইনি জনৈক ঋষি।

পর্ণ—যজুর্ব্বেদোক্ত জনৈক ঋষি।

পর্ণাদ—বিদর্ভবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ, ইনি দময়ন্তীর পিতা ভীমসেনের সময়ে বর্ত্তমান; ইনিই দময়ন্তীকে নলের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

পর্ব্বত—দেবর্ষি নারদের ভাগিনেয় মুনিবিশেষ ছিলেন। একবার ইনি এবং নারদ অম্বরীষাত্মজা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করিতে গিয়া, পারস্পরিকী বিকৃতাকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিতে গিয়া আকৃতি বিকৃতি ঘটায় বিশিষ্টরূপ অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। আর এক সময় দুইজনে বহির্গত হইয়া, পরস্পর অসঙ্কোচ মনোভাব জানাইবেন প্রতিশ্রুতি করিয়া পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হন। দুই জনে মহারাজ সৃঞ্জয়ের আলয়ে উপনীত হইলে, সৃঞ্জয় স্বীয় দুহিতা সুকুমারীকে ইহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্তা করেন। রাজকুমারী সুকুমারীর রূপলাবণ্য দর্শনে দেবর্ষি নারদের মনে ভাবান্তর ঘটিলে, নারদ লজ্জা প্রযুক্ত ইহাঁর নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইনি তাহা জানিতে পারিয়া, মাতুল নারদকে শাপ দেন, ইহাঁর সহিত তোমার বিবাহ হইলে, তোমাকে সকলেই বানরবৎ দেখিবে। নারদও অভিসম্পাত দ্বারা ইহাঁর স্বর্গপথ রোধ করেন। কিয়দ্দিবস পরে উভয়ে উভয়ের শাপান্ত করিয়াছিলেন। ইনি মহারাজ সৃঞ্জয়ের পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া, সুবর্ণষ্ঠীবী নামে এক পুত্র হইবে—এই বর প্রদান করিয়াছিলেন।

পলিত—রাজা—পরাবৃতের পুত্র জ্যামঘের ভ্রাতা। ইনি বিদেহ দেশে রাজত্ব করিতেন।

পবমান—অগ্নির পুত্র, বায়ুপুরাণে ইহাঁরই নাম নির্মথ্যাগ্নি. ইহাঁরই নামান্তর সেই গার্হপত্যাগ্নি।

পশুমেঢ্র—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জনৈক শিষ্য, ইনি দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।

পহ্নব—মহারাজ সগরসৃষ্ট শ্মশ্রু-ধারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ।

পহ্লব—পারস্যজাতি-বিশেষ।

পাক—দৈত্যবিশেষ ইহাঁর অত্যাচার নিরাকরণ জন্য, দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁকে নিহত করেন। এই জন্যই ইন্দ্রের অপর নাম পাকশাসন।

পাটলা—দুর্গার নামান্তর। মতান্তরে পাটলাবতী।

পাণ্ডু—চন্দ্রবংশীয় মহারথ কুরুর বংশাবতংস বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কৌরব-কুমার ভীষ্মদেব ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রও ইহাঁর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া, রাজসিংহাসন-লাভের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ইনি হস্তিনায় রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি রাজা কুন্তিভোজের দুহিতা কুন্তীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে, কুন্তীদেবী ইহাঁকেই বরমাল্য দানে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর, মদ্ররাজ দুহিতা মাদ্রীর সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন। পরে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ রাজগণের রীতি অনুসারে নানাদেশ জয় করিয়া, একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনে সাতিশয় মৃগয়ানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মৃগয়ার্থ দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন। এক সময়ে যে বন-মধ্যে কিমিন্দক নামক ঋষি পুত্র মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক মৃগরূপধারিণী ভার্য্যার সহিত রতিরঙ্গে প্রমুদিত ছিলেন, সেই সময়ে সেই বনে ইনি উপনীত হইয়া মৃগবোধে তাঁহাকে শরবিদ্ধ করেন; তখন সেই কামরত মুনিপুত্র বাণাহত ও আপনার আসন্নমৃত্যু উপলব্ধি করিয়া, ইহাঁর প্রতি এই অভিশাপ দেন যে, ভার্য্যার সহ রতিক্রিয়ায় উদ্যত হইলেই ইনি পঞ্চত্ব পাইবেন। কিমিন্দকপ্রদত্ত ব্রহ্মশাপে ইনি সাতিশয় মুহ্যমান হইলেন, পরে সন্তানোৎপাদন না হইলে, নরক দর্শন করিতে হয় জানিয়া ইনি ভার্য্যাদ্বয়কে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন। অতঃপর, কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, পবন ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির ভীমসেন, ও

অর্জ্জুন এই পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়। মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। এই সকল পুত্রমুখ দর্শনে সুখী হইয়া, ইনি ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত তপোরত হইয়াছিলেন। ঐ ব্রহ্মশাপ স্মরণ করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিন মাদ্রীর সহিত বনভ্রমণ করিতে করিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে ইনি কামাসক্ত হইয়া মাদ্রীর আলিঙ্গন করায় ব্রহ্মশাপে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মাদ্রী ইহাঁর সহগামিনী হইয়াছিলেন। ২। নাগ-বিশেষ।

পার্ব্বতী—দুর্গা। হিমালয়ের পত্নী মেনকাগর্ভজাতা কন্যা, ইহাঁর অপর নাম উমা। ইনি মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য, প্রথমে যোগরত মহাদেবের পরিচর্য্যায় ও শেষে পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যায় নিরতা হন। ইহাঁর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেব নিয়োগে মদন মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্য, পুষ্পধনুতে পঞ্চশর যোজনা করিয়া, ইহাঁর প্রতি প্রয়োগ করিলে মহাদেব ক্রোধানলে মদন ভস্ম করিয়া, স্থানান্তরে তপোরত হইলেন। এদিকে পার্ব্বতীও মহাদেবের উদ্দেশে, তপস্যায় প্রবৃত্তা হইলেন। ইহাঁর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব ইহাঁর পাণিগ্রহণের সম্মতি প্রদান করেন। পরে দেবর্ষি নারদ বিবাহ ঘটক হইয়া, ইহাঁদের মিলন সংঘটন করেন। অতঃপর ইনি কৈলাসের মণিমন্দিরে মহাদেব সহ দম্পতিভাবে বাস করিয়া বিশ্বেশ্বরী শুভঙ্করী হইয়া জীবের শুভবিধান করিতেছেন। ইহাঁর মানসপুত্র গণেশ ও অপর পুত্র কার্ত্তিকেয়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁরই বিভূতিরূপিণী।

পাবক—ব্রহ্মার মানস পুত্র।

পাবকাক্ষ—শ্রীরামচন্দ্রের বানরসেনাপতি বানরবিশেষ।

পিঙ্গল—১। নাগবিশেষ। ২। জনৈক ঋষি। ৩। ছন্দঃ-শাস্ত্রকার মুনি।

পিঙ্গলা—দক্ষিণ দিগ্‌গজ বামনের পত্নী।

পিঙ্গাক্ষ—মন্দপালতনয় দ্রোণের ঔরসে পত্নী জার্ঙ্গীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি এবং ইহাঁর ভ্রাতৃগণ বেদবেদাঙ্গ পারগ ছিলেন।

পিচু—জনৈক অসুর।

পিঞ্জরক—নাগবিশেষ।

পিঠরক—নাগবিশেষ।

পিণ্ডারক—নাগবিশেষ।

পিপ্পলাদ—জনৈক মুনি। মহর্ষি দেবদর্শের শিষ্য। ইনি গুরুর নিকট অথর্ব্ববেদ শিক্ষা করিয়া, তাহার একটী শাখা প্রণয়ন করেন।

পিপ্রু—ঋগ্বেদোক্ত দানব। এই দানব ইন্দ্র মরুৎ ও বিষ্ণুর সহিত অনেক যুদ্ধ করে।

পীবরী—বেদশিরার পত্নী।

পুঞ্জিকস্থলা—অপ্সরোবিশেষ। ইনি বরুণের কন্যা। ইনি বানরী হইয়া কপীশ্বর কেশরীকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। ইনিই বানরী মূর্ত্তিতে অঞ্জনা নামে প্রসিদ্ধা। পরে মানবীবেশে পবনদেবের সঙ্গমে স্বীয় গর্ভে হনুমানের ধারণ করিয়া যথাকালে প্রসব করেন। একদা ইনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ বল প্রকাশপূর্ব্বক ইহাঁর সম্ভোগ করায় ইনি ব্রহ্মাসমীপে ইহার জন্য আবেদন করায়, ব্রহ্মা রাবণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া শাপ দেন, যে দুরাত্মন্, যদি অতঃপর কোন রমণীর প্রতি বল প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।

পুণ্ডরীক—১। অগ্নিকোণ-রক্ষক দিগ্‌গজ। ২। নাগ বিশেষ। ৩। কুশবংশীয় নভের পুত্র। ৪। কুরুক্ষেত্রনিবাসী জনৈক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণতনয়। ইনি মহারাজ অম্বরীষের সহিত এক দিনে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহার বাল্যসখা ছিলেন। ইনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। যৌবনে প্রচণ্ড মদ্যপায়ী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন। এক দিন ইনি সখা অম্বরীষের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের নিত্যকর্ম্ম দর্শনে মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায়, স্বীয় দুর্ব্বৃত্তির পরিহার করিয়া সদ্বৃত্তির আশ্রয়ে সৎপথে পদার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর দুই জনে নীলাচলে গমনপূর্ব্বক ষড়হোরাত্র উপবাসপূর্ব্বক তপোরত থাকিয়া,

ভগবানের দর্শনলাভে সমর্থ হন। শেষে বিষ্ণু-কৃপায় মুক্তিলাভের অধিকারী হন।

পুণ্ডরীকা—১। মহর্ষি বশিষ্ঠের কন্যা—প্রাণের পত্নী। ২। একটী অপ্সরা।

পুণ্ড্র—বলির ক্ষেত্রজ পুত্র। বলিরাজ পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে যে পঞ্চ-পুত্রের জন্ম হয়, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একটী, ইঁহার স্থাপিত রাজ্য বঙ্গদেশের পশ্চিমে পণ্ড্র নামে খ্যাত।

পুণ্যা—মহর্ষি ক্রতুর কন্যা।

পুনর্বসু ১। কাত্যায়নমুনির নামান্তর। ২। নক্ষত্র বিশেষ। ইহাঁর অধিষ্ঠাত্রী অদিতি।

পুরঞ্জন—ভাগবতোক্ত জনৈক রাজা। ইহাঁর পরম হিতকর এক মিত্র ছিলেন। এক দিন ইনি স্বপুর নির্ব্বাচন জন্য ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, এক দিন হিমাদ্রির দক্ষিণভাগে সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুরী দর্শনে তদাশ্রয়ে প্রবৃত্ত হন, উহা নবদ্বার-বিশিষ্ট, সেই পুরীতে একটী সুন্দরী রমণী অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার দশটী সস্ত্রীক ভৃত্য তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী। একটী পঞ্চমুণ্ড সর্প ঐ পুরীর প্রধান রক্ষক। রাজা পুরঞ্জন এই পুরী প্রবেশ করিয়া, সেই মোহিনী রমণীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দ্যুমান, অবধূত, বসজ্ঞ, বিপণ, শ্রুতধর, দুর্ম্মর ও লুব্ধক—এই সপ্তজন তাঁহার অনুচর হইয়া, পুরের নবদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। ইনি তাঁহাদের সাহায্যে ঐ পুরের নবদ্বারের সন্নিকটস্থ বিভ্রাজিত, সৌরভ, বহুদন, আপণ, দক্ষিণ-পাঞ্চাল, উত্তর-পাঞ্চাল, গ্রাম্যরতি, বৈশস,—এই প্রদেশচয় অধিকার করিয়া, পরম সুখে ভোগ করিতে লাগিলেন। একদা ইনি পঞ্চপ্রস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, পত্নীত্যাগপূর্ব্বক মৃগয়াসক্ত হইলেন। বহুকাল মৃগয়ায় সাতিশয় ক্লান্ত হইলে, পত্নীর সাহচর্য্য জন্য, উদ্বিগ্ন হইয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পুরবাসিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ক্রমে বহু যত্নচেষ্টায় তাঁহার সন্ধান পাইয়া অনেক সাধনার পর তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন। তাহার পর, উভয়ে সংসক্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজা পুরী অধিকার করা পর্য্যন্ত গন্ধর্ব্বরাজ চণ্ডবেগ গন্ধর্বী ও গন্ধর্ব্বদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার পুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজার প্রধান সেনাপতি একাদিক্রমে সাতবর্ষ যাবৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। অবশেষে পুরীমধ্যে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় কন্যার প্রেরণ করেন। সে মায়াবলে অন্যের অলক্ষিতে পুরী ধ্বংস করিয়া, ফেলিল। তখন সেনাপতি মনোদুঃখে পুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পুরঞ্জয়—১। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ-পুত্র। ইহাঁরই নামান্তর ককুৎস্থ। মতান্তরে ইনি বিকুক্ষির পুত্র। ইহাঁর অপর নাম ইন্দ্রবাহ। ত্রেতাযুগে দৈত্যযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইন্দ্র ইহাঁকে সেনা-পতি পদে বরণ করেন; সেই সময়ে ইন্দ্র বৃষভ-রূপে ইহাঁকে স্বীয় ককুদে বহন করিয়াছিলেন; এই যুদ্ধে ইনি দৈত্যজয়ী হন। ইহাঁর পুত্রের নাম অনেনাঃ। ২। সৃঞ্জয়ের পুত্র। ৩। বিন্ধ্য-শক্তি যবনের পুত্র।

পুরন্দর—ইন্দ্রের নামান্তর।

পুরু—চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভসম্ভূত পুত্র—নরপতি-বিশেষ। ইহাঁর পিতা যযাতি, শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হইয়া, তিনি পুত্রদিগকে স্বীয় জরাগ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু প্রথম পুত্র-চতুষ্টয় জরাগ্রহণে অসম্মত হইলে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে জরা গ্রহণের আদেশ করেন, পিতৃবৎসল পুরু তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় যৌবন দান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। বহু বর্ষ পরে যযাতি পুনর্জ্জরা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য পুত্রদিগকে সিংহাসন লাভে বঞ্চিত করিয়া ইহাঁকেই রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনি রাজা হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যশস্বী হন। ২। চাক্ষুষ মনুর এক পুত্রের নাম পুরু।

পুরুকুৎস—মান্ধাতার পুত্র। ইনি নাগ-ভগিনী নর্ম্মদার পাণিগ্রহণ করেন ও পাতাল গমন

করিয়া নাগশত্রু দুষ্ট গন্ধর্ব্বগণের বিনাশ করেন।

পুরুমীঢ়—মহারাজ হস্তীর পুত্র।

পুরূরবা—ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ রাজা, ইলার পুত্র বলিয়া কথিত। ইনি বদান্য মহাত্মা নৃপতি ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইনি চন্দ্রতনয় বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি শতাশ্বমেধ সম্পন্ন করায় ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ও ইন্দ্রের সখা হন। ইনি উর্ব্বশীকে পত্নীরূপে লাভ করেন; তাঁহার গর্ভে ইহাঁর আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ুঃ ও শতায়ুঃ এই ছয় পুত্র জন্মে। ইনি দেবদৈত্যযুদ্ধে দেবপক্ষাবলম্বনে মায়াধর নামক অসুরনায়কের বিনাশ করেন। তখন মহোৎসব হইলে ইনি রম্ভার নৃত্যের দোষোল্লেখ করেন; তাহাতে তুম্বুরুর শাপে উর্ব্বশীর সহিত ইহাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। উর্ব্বশীর সহিত ইহাঁর প্রথম মিলনের সময়ে তাঁহার নিকট দুইটী মেষশাবক রক্ষা করেন; এবং রাজার সহিত তাঁহার নিয়ম ছিল যে, বিহারকাল ব্যতীত অন্য সময়ে ইহাঁকে উলঙ্গ দেখিলে তিনি নিশ্চিতই পরিত্যাগ করিবেন। একদা কয়েকজন গন্ধর্ব্ব ঐ মেষ দুইটা হরণ করিলে, উর্ব্বশী ইহাঁকে সেই মেষদ্বয়ের উদ্ধার জন্য বিহার-বিমুখ হইয়া যাইতে বলেন, অমনি গন্ধর্ব্বমায়ায় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হওয়ায় ইহাঁর উলঙ্গমূর্ত্তি উর্ব্বশীর দৃষ্টিগোচর হইল; পূর্ব্ব সময়ানুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাঁর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। পরে ইনি উন্মত্তবৎ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া, শেষে সরস্বতীতীরে পঞ্চশবরীপরিবৃতা দেখিয়া অবনত অনুনয়ের পর উর্ব্বশী ইহাঁর সহিত বৎসরে এক রাত্রি মাত্র সঙ্গতা হইবেনব লিয়া আশ্বস্তা করেন। পরে ইনি গন্ধর্ব্বদিগের কৃপায় ও দেবদয়ায় উর্ব্বশী লাভ করিয়া গন্ধর্ব্ব লোকে বাস করিতে থাকেন।

পুরোচন—দুর্য্যোধনের যবন মন্ত্রী, বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই পাণ্ডবগণের দাহনোদ্যোগ করিবার জন্য, দুর্য্যোধন ইহাঁকে প্রেরণ করেন। ইনি বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মহাত্মা বিদুর ইহাঁদিগের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে সাবধান হইতে বলায় তাঁহারা উহাতে প্রবেশ না করিয়া, মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ পলায়ন করেন। ভীমসেন যাইবার সময় জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করায় পুরোচন সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হন।

পুলস্ত্য—ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি ও সপ্তর্ষির একটী। মতান্তরে ইনি ব্রহ্মার কর্ণ হইতে উৎপন্ন। ইনি সুমেরু-পার্শ্বস্থ মুনিবর তৃণাবিন্দুর আশ্রমের সন্নিধানে আশ্রম করিয়া তপোরত ছিলেন। সে স্থানে অপ্সরা ও মুনিকন্যাগণ মিলিত হইয়া নৃত্য গীত বাদ্যাদি করিতেন; তাহাতে তপস্যায় ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি অভিশাপ করেন—"তথায় যে যে রমণী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইবে, সেই সেই রমণীই গর্ভবতী হইবেন। কথিত আছে মহর্ষি তৃণাবিন্দুর দুহিতা ইহাঁর দৃষ্টিগতা হইয়া গর্ভবতী হন, তখন তৃণাবিন্দুর অনুরোধ ইনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্রবা নামে পুত্র হয়। ইহাঁর অপর এক পুত্রের নাম অগস্ত্য।

পুলহ—ব্রহ্মার মানস পুত্র—সপ্তর্ষির একটী। মহর্ষি কর্দ্দমের দুহিতা গতির পাণিগ্রহণ করেন। মতান্তরে ইহাঁর পত্নীর নাম ক্ষমা, ইহাঁর পুত্রত্রয়ের নাম কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, যবীয়ান্, সহিষ্ণু।

পুলোমা—১। জনৈক রাক্ষস। ২। মহর্ষি ভৃগুর পত্নী। একদা মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে ঐ পুলোমা রাক্ষস ঋষিপত্নী পুলোমা হরণে প্রবৃত্ত হয়। পুলোমা রাক্ষস এই ঋষিপত্নী পুলোমার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বিবাহাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। কিন্তু রমণী পুলোমার বিবাহ হইয়া গেলে, রাক্ষস মনে মনে ঘৃণ্যভাব পোষণ করিতে লাগিল, ইহাঁর হরণ কারণের পর ইনি রোদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে বধূসরা নদীর উদ্ভব হইয়াছিল। তৎকালে ইনি গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভস্থ শিশু মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া, ভূমিষ্ঠ হইল, ক্রোধকটাক্ষতেজে রাক্ষস পুলোমাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। পরে ঋষিপত্নী পুলোমা স্বামী মহর্ষি ভৃগুর সমীপে পুত্র লইয়া উপনীতা হন। এই শিশু পুত্রই মহর্ষি

চ্যবন। ৩। দানব বিশেষ বিপ্রচিত্তির পুত্র—দেবেন্দ্র মহিষী শচীর জনক। বলির স্বর্গজয়-কালে ইনি দৈত্যসৈন্য-মধ্যে ছিলেন। বায়ুর সহিত যুদ্ধে ইনি জয়লাভ করেন। লঙ্কেশ্বর রক্ষো-রাজ রাবণ স্বর্গ আক্রমণ করিলে, যে ভয়ানক সমর সংঘটন হয়, তাহাতে মেঘনাদ ও জয়ন্তের দ্বৈরথ্য যুদ্ধে মেঘনাদ মায়াবলে রণভূমি তমসাচ্ছন্ন করিলে, পুলোমার স্বীয় দৌহিত্র জয়ন্ত সমুদ্রে পলায়ন করিয়াছিলেন।

পুষ্কর—১ নাগ বিশেষ। ২। বরুণের পুত্র, ইনি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩। ভরতের পুত্র। গান্ধার-রাজ্যের রাজা, ইহাঁর রাজধানী পুষ্করাবতী। ৪। পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের ভ্রাতা। নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিলে, ইনি তাঁহার সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিয়া, জয়লাভ করতঃ ইনি বিদর্ভের রাজা হন; পরে মহারাজ-নল-শরীর হইতে কলিত্যাগ হইলে, মহারাজ নল পুনরায় ইহাঁর সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিয়া ইহাঁকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেই ইহাঁকে মহারাজ নলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব গৃহীত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

পুষ্করাক্ষ—রাজা সুচন্দ্রের পুত্র। ইনি পরশুরামের হস্তে পিতৃনিধন দর্শনে তাঁহার সহিত সপ্তাহকাল যুদ্ধ করিয়া শেষে নিহত হইয়াছিলেন।

পুষ্কল—ভরতপুত্র পুষ্করের নামান্তর।

পুষ্টি—ষোড়শ মাতৃকার একটী।

পুষ্পকেতু—কালকেতু ব্যাধের পুত্র।

পুষ্পদন্ত—১। গন্ধর্ব্ব-শিবানুচর। ভগবতীর সহচরী মায়ার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কৈলাসের মণিমন্দিরের অন্তরাল হইতে গোপনে পার্ব্বতী-পরমেশের কথোপকথন শ্রবণের অপরাধে ইহাঁকে মর্ত্ত্য জীব হইতে হয়। এক সময়ে ইনি শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব হারাইয়াছিলেন; পরে স্তবে মহাদেবের তুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হওয়ায় পুনর্ব্বার খেচরত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ স্তবই মহিম্নস্তব।

পুষ্পদংষ্ট্র—বায়ুকোণস্থ দিগ্‌গজ।

পুষ্পদংষ্ট্র—নাগ-বিশেষ।

পুষ্পমিত্র—পাটলি পুত্রের রাজা। ইনি বহু বৎসর রাজত্ব করেন; পুষ্পপুর ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁর রাজত্বকালে মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন।

পুষ্পবান্—ঋষভের পুত্র।

পুষ্পবাহন—এক জন রাজা।

পুষ্পোৎকটা—মুনিবর বিশ্রবার পত্নী—লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতা, সুমালী রাক্ষসের কন্যা।

পূতনা—বকাসুরের ভগিনী। কংসের আদেশে কৃষ্ণবধার্থ স্তনে বিষলেপন করিয়া ব্রজপুরে উপস্থিত হন। মায়াবিনী দানবী কৃত্রিম স্নেহ দেখাইয়া, বিষলিপ্ত স্তন কৃষ্ণের মুখে ধরিলে, কৃষ্ণের স্তনাকর্ষণেই ইহাঁর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়।

পূর্ব্বচিত্তি—অপ্সরোবিশেষ।

পূষা—পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা দেব—সূর্য্য। ইনি জগতের পোষক। ঋগ্বেদে মেঘের পুত্র বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। বোধ হয় প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধানে সূর্য্যোদয় দেখিলে, ইহাকে পূর্ব্বরাগ-রঞ্জিত মেঘের ভেদ করিয়া উদিত হইতে দেখা যায়।

পৃথু—জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা—অনরণ্যের পুত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম ত্রিশঙ্কু। ২। মহারাজ বেণের পুত্র। ইহাঁর পত্নীর নাম অর্চ্চিঃ। এই ধার্ম্মিক নরপতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। একবার ইনি প্রজার মঙ্গলার্থ গোরূপা পৃথ্বীর দোহন করিয়াছিলেন। ইনি মর্ত্ত্যে প্রথম রাজা হইয়া, বহুকাল প্রজার পালন করিয়া শেষে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন। বিজিতাশ্ব প্রভৃতি ইহাঁর বহু পুত্র ছিল। ৩। বসুগণের এক জন। ৪। শ্রীরামচন্দ্রের এক জন বানর সৈনিক।

পৃথুকর্ম্মা—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃথুকীর্ত্তি—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃথুজয়—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃথুদান—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃথুযশাঃ—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃথুশ্রবাঃ—মহারাজ শশবিন্দুর পুত্র।

পৃশ্নি—বেদমতে ইনি মরুদ্‌গণের মাতা। সুতপা রাজার মহিষী। ইনি জন্মান্তরে দেবকী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসব করেন।

পৃষত—পাঞ্চাল দেশের অধীশ্বর,—ইনি দ্রুপদের পিতা।

পৃষদশ্ব—অনরণ্যের পুত্র।

পৃষধ্র—বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি গোহত্যা করায় মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে শূদ্র হইয়াছিলেন। ইনি তপস্যা করিতে করিতে বনে দাবদাহে প্রাণত্যাগ করেন।

পৈঠীনসি—এক জন স্মৃতিকার ও গোত্রকার ঋষি।

পৈল—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জনৈক শিষ্য। ইনি মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ঋগ্বেদ শিক্ষা করেন।

পৌণ্ড্রক—করুষদেশের রাজা। ইনি রাজা নরকের সখা ছিলেন। পরে নরকের বিনাশে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ছিল, ইনি তদ্রূপ অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রণয়ন করিয়া সেই সেই নামে আখ্যাত করিতে থাকেন। এবং আপনাকে বাসুদেব বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। এক রাত্রে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিকালে দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করিয়া যাদবগণের সহিত সমস্ত রাত্রি ঘোরতর যুদ্ধ করেন। শেষে তথায় উপস্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইহাঁর বিনাশ সাধন করেন। ইঁহার মিত্র কাশীরাজ ইঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া, নিহত হন। শেষে কাশীরাজনন্দন প্রতিশোধ লইবার জন্য, পিতৃহন্তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরোধ ঘটাইতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সুদর্শন সতেজে তাঁহার নগর পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছিল।

পৌরব—জনৈক রাজা। ইনি তিন লক্ষ শ্বেতাশ্ব দান করিয়াছিলেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া মর্ত্ত্যে যেমন যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং বহু পুণ্য কর্ম্মের ফলে স্বর্গগত হইয়াছিলেন।

পৌরবী—বসুদেবের পত্নী, ইহাঁর আর এক নাম রোহিণী, কিন্তু ইনি বলরাম জননী নহেন।

পৌরিক—পুরিকানগরীর রাজা। ইনি অসূয়াপর ও ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। এই পাপে জন্মান্তরে শৃগাল হইয়াছিলেন। অপিচ পূর্ব্বকৃত সৎকর্ম্মফলে পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ থাকায়, দয়ালু জীবহিংসাবিরত ও মাংসাহারবিরাগী হইয়াছিলেন। অন্যান্য শৃগালগণ ইহাঁকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া, এবং পরাক্রান্ত ব্যাঘ্ররাজের মন্ত্রী হওয়ায়, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া ব্যাঘ্রের মাংস হরণ করিয়া কৌশলে ইহাঁর বিনাশসাধনের প্রয়াস পায়। কিন্তু ব্যাঘ্ররাজ মাতার পরামর্শে তথ্যানুসন্ধানে ইহাঁকে নির্দ্দোষ জানিয়া ইহাঁকে ত্যাগ করিলে, এই শৃগালরূপী জাতিস্মর জীব প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগে স্বর্গলাভ করিয়া মুক্ত হন।

পৌর্ণমাসী—মহর্ষি সান্দীপনির মাতা দেবর্ষি নারদের শিষ্যা। বিশাখা কুণ্ডের নৈর্ঋতে কিছু দূরে ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইনি রাধা দর্শন জন্য পুত্রগৃহ ত্যাগ করিয়া ব্রজধামে আগমন করেন। ইনি রাধা দর্শন মানসে প্রত্যহই গোপরাজ বৃষভানুর গৃহে আসিতেন।

পৌলমী—দেবেন্দ্র মহিষী শচীর নামান্তর।

পৌশিঞ্জী—জনৈক সামগ ঋষি।

পৌষ্য—করবীর পুরের রাজা পূষের পুত্র। ইহাঁর পুত্র শিবাংশ সম্ভূত চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী মাতৃগর্ভ হইতে তিন খণ্ডে জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার অপর নাম ত্র্যম্বক। মহর্ষি উতঙ্ক ইহাঁর পত্নীর কুণ্ডল যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদানে গুরুপত্নীর তুষ্টি বিধান করেন।

প্রকৃতি—পঞ্চ মহাপ্রকৃতি দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী।

প্রঘস—লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি রাক্ষস বিশেষ। সুমালীর পুত্র সুতরাং রাক্ষসরাজ রাবণের মাতুল। ইনি রামচন্দ্রের প্রধান সেনাপতি সুগ্রীবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রঘসা—রক্ষোরাজ রাবণের চেড়ী বিশেষ। ইহাকে অন্যান্য রাক্ষসীগণের সহিত সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্তা করিয়াছিলেন।

প্রধান—রক্ষোরাজ রাবণের সেনাপতি রাক্ষস বিশেষ।

প্রচণ্ডা—ভগবতীর অষ্ট নায়িকার একটী।

প্রচেতা—মহাত্মা প্রাচীনবর্হীর পুত্রগণ ইহাঁরা

দশ ভ্রাতা। ইহাঁরা পিতৃবিয়োগের পর তপোরত থাকিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণ-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া সমুদ্র তনয়ার গর্ভজাত বলিয়া দশ সহস্র বর্ষ ব্যাপী তপশ্চরণে সমুদ্র-শয়ান বিষ্ণুর আরাধনা করেন। শেষে কণ্ডু তনয়া মারিচাকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রথম যে দশ পুত্র হয়, তাঁহারা সকলেই রাক্ষস। শেষে প্রজাপতি দক্ষের জন্ম হয়।

প্রজন্ম—রাক্ষস-সেনাপতি।

প্রণিধি—জনৈক বৈশ্য। ইহাঁর পত্নীর নাম পদ্মাবতী। কোন সময়ে ধমুর্ধ্বজ নামক চণ্ডাল পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য, প্রাণত্যাগ করে। পরে প্রণিধির মূর্ত্তি-গ্রহণ করিয়া পদ্মাবতী লাভে সমর্থ হইয়াছিল। পরে পদ্মাবতী বিষ্ণুর আদেশে উভয়কেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতর্দ্দন—ইনি কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র। এক সময়ে ইনি যুদ্ধে মহারাজ বীতহব্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর বাক্যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি অষ্টকাদির সহ স্বর্গ গমন করিতে করিতে ক্ষীণপুণ্য মহারাজ যযাতির অধঃপতন দেখিয়া নিজার্জ্জিত পুণ্যলোক দান করিয়াছিলেন।

প্রতিবাহু—শ্বফল্কের কনিষ্ঠ-পুত্র অক্রূরের ভ্রাতা।

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদী গর্ভসম্ভূত কুমার। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ভ্রাতৃগণ সহ দ্বারকায় প্রতিপালিত হন। ভারত যুদ্ধাবসানে শিবিরে নিদ্রিতাবস্থায় অশ্বত্থামা হস্তে নিহত হন।

প্রতিব্যোম—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৎসব্যোমের পুত্র।

প্রতিহর্ত্তা—ভরতবংশীয় প্রতিহারের পুত্র ভবের পিতা।

প্রতিহার—পরমেষ্ঠির পুত্র। পুত্রের নাম প্রতিহর্ত্তা।

প্রতীন্ধক—মরুর পুত্র, পুত্রের নাম কীর্ত্তিরথ।

প্রতীপ—মহারাজ শান্তনুর পিতা, ইনি নিয়ত তপোরত ছিলেন।

প্রত্যগ্রহ—উপরিচর রাজার এক পুত্র।

প্রত্যূষ—অষ্টবসুর একজন।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্মিণীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্ব জন্মে কামদেব ছিলেন, পরে হর-কোপানলে ভস্মীভূত হন। ইহাঁর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ইহাঁর হরণপূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। একটী মৎস্য ইহাঁকে উদরস্থ করিবার পরক্ষণেই ধীবর হস্তে ধৃত হয়। পরে মৎস্য অসুররাজ শম্বরের গৃহে নীত হইলে, তাঁহার পরিচারিকা মায়াবতী মীনোদর হইতে ইহাঁকে পাইয়া লালনপালন করিতে থাকেন। ইনি তাঁহার নিকট আসুরী মায়ায় সবিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। ইনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মায়াবতীর মুখে আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত জানিতে পারিয়া যুদ্ধে শম্বরকে নিহত করিয়া মায়াবতীর সহ দ্বারকায় উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের সাদরে গ্রহণ করিয়া উভয়ের পরিণয়-সূত্রে বন্ধনের ব্যবস্থা করেন। ইহাঁর মাতুল রুক্মীর কন্যার স্বয়ম্বর সভায় ইনি উপস্থিত হইলে, বৈদর্ভী ইহাঁর গলে বরমাল্য প্রদানে পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর অনিরুদ্ধ নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন। পিতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনেক যুদ্ধে গমন করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বজ্রনাভ দৈত্যের উপদ্রবে বিশ্ব বিদ্রাবিত হইলে, ইনি নটগণসহ পুরী প্রবেশ করিয়া বজ্রনাভের কন্যা প্রভাকার সহিত গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দৈত্যগণ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ইহাঁর বধ জন্য চেষ্টিত হইলে, ইনি যুদ্ধে বজ্রনাভকে পারিষদগণসহ বিনষ্ট করেন। পরে প্রভাসক্ষেত্রে আত্মবিচ্ছেদে যদুবংশ ধ্বংস হইবার সময় ইনি নিহত হন।

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার পত্নী; ইহাঁর গর্ভে মহর্ষি গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হয়। দীর্ঘতমা গোধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, ইনি তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিরক্তা হইয়া পরিত্যাগ করেন। তাহাতে দীর্ঘতমা এই অনুশাসন-বিধিবদ্ধ করেন যে, অদ্যাবধি নারীমাত্রকেই এক পতির প্রতি অনুরক্ত থাকিতে হইবে, ইনি সেই বাক্যে ক্রুদ্ধা হইয়া দীর্ঘতমাকে গঙ্গানীরে ভাসাইয়া দেন।

প্রভঞ্জন—এক জন রাজা। একদা ইনি সরস্বতী-তীরে মৃগয়া করিতে গিয়া, এক মৃগীকে শরবিদ্ধ করায় তাহার শাপে ব্যাঘ্র হন। মৃগী শাপ মুক্তির

উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, নন্দার বাক্য প্রাপ্ত হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। এই ব্যাঘ্র এক দিন একটী গাভীকে আক্রমণ করিল, গাভী বৎসের স্তন্য পানের জন্য অল্পক্ষণের জন্য অবসর লইয়া পরে ব্যাঘ্র সমীপে উপনীত হইলে ব্যাঘ্র বিস্মিত হইয়া বলিল "ভগিনি তোমার নাম কি? গাভী বলিল "নন্দা" অমনই রাজার শাপ মুক্তি হইল।

প্রভা—১জনৈক গোপী, ২ সূর্য্যপত্নী।

প্রভাকর—১ সূর্য্য, ২ নাগবিশেষ।

প্রভাত—সূর্য্যের প্রভা গর্ভজাত পুত্র।

প্রভাবতী—১ শাকল-রাজ কুশের পত্নী। ২ নিকুম্ভ দৈত্যের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কর্ত্তৃক গোপনে অপহৃতা হন। ৩, একজন বর্ষীয়সী তাপসী, পাতালে ময়পুরীতে তপস্যা করিতেন, সীতান্বেষণ কালে হনুমান্ প্রভৃতি ইঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। ৪, বজ্রনাভ অসুরের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। প্রদ্যুম্ন নটগণের সহিত বজ্রপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ব-বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে ইনি গর্ভবতী হইলে অসুরগণ সমস্ত অবগত হইয়া, প্রদ্যুম্ন বধে সচেষ্ট হয়। তখন প্রদ্যুম্ন ইঁহার মত গ্রহণপূর্ব্বক অসুরদিগের বিনাশ করিয়া, স্বীয় ঔরস পুত্রকে বজ্রনাভ রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রভাস—জনৈক বসু।

প্রমতি—রুরুর পিতা।

প্রমদ্বরা—গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মহর্ষি স্থূলকেশ এই কন্যাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া ইঁহার লালন পালন করেন ও শেষে মুনিবর রুরুর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। ইঁহারই কিছুদিন পরে ইনি সখীগণ সহ ক্রীড়ামোদে বিভোর হইয়া, অজ্ঞাতসারে একটী নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পে পদাঘাত করায় তাহার দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। তখন মুনিতনয় রুরু পত্নীবিয়োগ-শোকে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবদূত মুখে শুনিলেন; 'ঋষি-পুত্র! আয়ুঃ শেষ হওয়াতেই প্রমদ্বরার মৃত্যু; সুতরাং তাহার জন্য শোক অনাবশ্যক। তবে যদ্যপি আপনার অর্দ্ধায়ুঃ প্রমদ্বরাকে দান করেন, তবে পুনর্ব্বার ইঁহার জীবন সঞ্চার হইতে পারে' তখন গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু ও দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট গমন করিয়া, প্রমদ্বরাকে স্বামীর অর্দ্ধায়ুঃ গ্রহণ করিয়া পুনঃর্জীবিতা করিবার অনুরোধ করেন। যম সম্মত হইয়া অনুকূলাজ্ঞা করিবা মাত্র মৃতা প্রমদ্বরা পুনর্জীবিত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি স্থূলকেশ শুভলগ্নে পুনর্জীবিতা প্রমদ্বরার সহিত রুরুর বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর মুনিপুত্র রুরু সর্পদ্বেষী হইয়া,সর্পবংশ ধ্বংস করিবার মানসে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দণ্ডাঘাতে সর্পনাশ করিতে লাগিলেন। একদা রুরু একটী ডুণ্ডুভবিনাশে উদ্যত হইলে, ডুণ্ডুভ কাতর ভাবে সানুনয়ে বলিল, "আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদনামা ব্রাহ্মণ ছিলাম; একদা কৌতুক-চ্ছলে একটী তৃণনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা খগম নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে সর্পভয় দেখাইতে গিয়া, তাহার শাপে নির্বিশ ডুণ্ডুভ হইয়াছি। এক্ষণে প্রমতিপুত্র মহাত্মা রুরুর দর্শন প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছি; তাঁহার দর্শনে আমার শাপমুক্তি হইবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে ঐ ডুণ্ডুভ সর্প মুক্ত হইয়া আপ্ত দেহ লাভ করিয়াছিল।

প্রমাক্ষী—শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনানায়ক। কুবেরের বংশে ইঁহার জন্ম।

প্রমোদ—ব্রহ্মার পুত্র।

প্রলম্ব—দৈত্য-বিশেষ।

প্রবর—দেবেন্দ্রের সখা। পূর্ব্বে ইনি মর্ত্ত্যে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে রত হন। তপোবলে স্বর্গগত হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্রের সহিত ইঁহার মিত্রতা হয়। ব্রহ্মার বরে ইনি সকলেরই অবধ্য হন। শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ সময়ে ইনি ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। সাত্যকিকে পরাস্ত করিয়া গরুড়োপরিস্থ পারিজাতমালা গ্রহণে উদ্যত হইলে, বিহগবর গরুড় পক্ষাঘাতে ইঁহাকে রথ সহ দূরে নিক্ষেপ করেন। এই অবস্থায় ইঁহার মোহ ঘটিলে, ইন্দ্রকুমার জয়ন্ত ইঁহার মূর্চ্ছিত দেহ স্বরথে রক্ষা করিয়া, সুস্থ করেন। ষট্‌পুরের

দানব সমরে ইনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করিয়া দানবনিধনে সাহায্য করেন।

প্রসূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপা গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি প্রজাপতি দক্ষের মহিষী হইয়াছিলেন। ইহাঁর গর্ভে তারকাগণ সতী প্রভৃতি ৬০ ষষ্টি সংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্ঞ ধ্বংস ও দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ হইলে, ইহাঁরই প্রার্থনায় দক্ষের ছাগমুণ্ড দানে পুনর্জীবন লাভ হয়।

প্রসেন—সত্রাজিতের ভ্রাতা। ইনি একদা স্যমন্তক ধারণে মৃগয়ায় গিয়া সিংহ কর্ত্তৃক হত হন।

প্রসেনজিৎ—সুসন্ধির পুত্র।

প্রহস্ত—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের সেনাপতি।

প্রহেতি—লঙ্কেশ্বর রাবণের রাক্ষস সৈনিক।

প্রহ্লাদ প্রহ্রাদ—অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। ইনি বাল্যকাল হইতে হরিভক্ত ছিলেন। ইহাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী, তিনি ষণ্ড এবং অমার্ক নামক ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, শিক্ষকগণ ইহাঁকে বিষ্ণূপাসনা হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। শিক্ষার উন্নতি পরীক্ষার্থ ইহাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে, ইনি পিতাকে বিষ্ণুদ্বেষী জানিয়াও নির্ভয়ে ভগবানের অসীম শক্তি খ্যাপনে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে একান্ত বিরক্ত হইয়া অসুরপতি ইহাঁর মত পরিবর্ত্তন জন্য পুনর্ব্বার গুরুগৃহে প্রেরণ করেন শিক্ষকগণ বহুচেষ্টায়ও ইহাঁর মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন না। ইনি পরীক্ষার্থ পুনর্ব্বার পিতৃসমীপে নীত হইলে, তখনও তাঁহার চক্ষে হরিভক্ত প্রতিপন্ন হওয়ায়, বিরাগপাত্র হইয়া পড়িলেন। সস্নেহ অনুরোধে বা প্রচণ্ড ক্রোধে প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তির হ্রাস না হওয়ায়, হিরণ্যকশিপু ইহাঁর নির্য্যাতনে আদেশ করেন। ইনি অবিচলিতচিত্তে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ভক্তিমার্গ-ভ্রষ্ট হইলেন না। পরে ইহাঁর প্রতি একান্ত জাতক্রোধ হইয়া হিরণ্যকশিপু ইহাঁর বধের জন্য আজ্ঞা করেন; তাহাতে ইনি অসি প্রহারে, হস্তি-পাদতলে প্রক্ষেপে, অগ্নিদাহে, সমুদ্র নিক্ষেপে, পর্ব্বত হইতে পাতনে বা বিষ ভক্ষণেও মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ বিপদ্ভঞ্জন বিষ্ণুর কৃপায় ইহাঁর সকল বিপদই নিরাকৃত হইল। কোন প্রকারে ইহাঁর ধ্বংস করিতে না পারিয়া; অসুরপতি সস্নেহে ইহাঁকে বিষ্ণুভক্তি ত্যাগের অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহাতেও ইহাঁর মতের পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে সাংঘাতিক বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলে? তাহার প্রত্যুত্তরে প্রহ্লাদ বলিলেন; "বিষ্ণু কৃপাই সকল দুঃখের নিবারণী।" তখন অসুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিষ্ণু কোথায়?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "তিনি সর্ব্বব্যাপী।" তখন অসুররাজ সদম্ভে বলিলেন, "এই স্ফাটিক স্তম্ভেও আছে?" ইনি বলিলেন, "অবশ্যই আছেন"। তখন দৈত্যেশ্বর ক্রোধান্ধ হইয়া বজ্রমুষ্টি প্রহারে তাহা চূর্ণ করিলেন। স্তম্ভ ভঙ্গমাত্রই তন্মধ্য হইতে ভয়ানক নরহরিমূর্ত্তি ভীষণ সহস্রমেঘ গর্জ্জন সদৃশ ধ্বনিতে জগৎ প্রকম্পিত করিয়া, প্রকাশ পাইলেন। পরে হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে রাখিয়া নিহত করিলেন। পরে প্রহ্লাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, এবং ভগবান্ ইহাঁকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ন্যায়ানুসারে রাজ্যপালনের উপদেশ করেন। ইনি ন্যায়পর ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। দৈত্যরাজ বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ এই তিনটী ইহাঁর পুত্র।

প্রাচীনবর্হিঃ—হবির্দ্ধানের ধিষণা গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি প্রজাপতি খ্যাতি লাভ করেন। ইনি নিয়ত যজ্ঞব্রত ছিলেন, ইহাঁর হস্তধৃত কুশাগ্র প্রাচীনবর্হি নামে আখ্যাত করেন। সমুদ্রকন্যা সবর্ণার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দশ পুত্র জন্মে। উহাদের নাম প্রচেতাঃ। দেবর্ষি নারদ ইহাঁর নিকট পুরঞ্জন উপাখ্যান বর্ণন করেন।

প্রাজ্ঞ—কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

প্রাণ—ধাতার পুত্র।

প্রাণা—গরুড় ও অরুণের শ্বশ্রূ।

প্রাতিকামী—কৌরবপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের দূত। পাশক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাস্ত হইলে, দুর্য্যোধন ইহাঁকে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করেন।

প্রাধা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী—অপ্সরোজননী। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণী প্রভৃতি অপ্সরোগণ ইহাঁর কন্যা।

প্রাপের—গন্ধর্ব্ব বিশেষ।

প্রাপ্তি—জরাসন্ধের কন্যা, কংসের পত্নী।

প্রাংশু—বৈবস্বত মনুর পুত্র।

প্রিয়ম্বদ—জনৈক গন্ধর্ব্ব।

প্রিয়ংবদা—শকুন্তলার সখী।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা কাম্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দুইটী কন্যা ও দশটী পুত্র জন্মে।

প্রীতি—মদনের পত্নী, রতিদেবীর সপত্নী। ইনি জন্মান্তরে অনঙ্গবতী নামে বেশ্যা ছিলেন। বিভূতি-দ্বাদশী-ব্রত করিয়া মদনের পত্নী হন।

প্রৌষ্ঠপদ—কুবেরের জনৈক মন্ত্রী।

ব

বড়বা—অশ্বমুখী দেবী, ইনি সমুদ্রবাসিনী ও স্বর্বৈদ্য-দ্বয়ের জননী। ২। কোন সময়ে মহর্ষি ঊর্ব্ব অযোনিজ পুত্রের লাভ কামনায় নিজ বক্ষ হইতে যে জ্বালাময় পুরুষের সৃষ্টি করেন, তিনিই দক্ষিণ সাগরে অবস্থান করিয়া বাড়ব নামে বিখ্যাত হন।

বভ্রুবাহন—মণিপুরাধিপতিতনয়া চিত্রাঙ্গদার গর্ভ-সম্ভূত অর্জ্জুন পুত্র। ইনি মাতামহ রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইনি ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, শৌর্য্যবীর্য্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। যখন মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া মণিপুরে উপনীত হন, তখন মহারাজ বভ্রুবাহন অশ্বাবরোধ করিলে সমর সংঘটন হয়, অর্জ্জুন বভ্রুবাহন হস্তে নিহত হইলে, উলূপী পাতালের নাগলোক হইতে সঞ্জীবন মণি আনিয়া, তাহার স্পর্শে অর্জ্জুনের দেহে পুনর্জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন।

বল—অসুর-বিশেষ। ইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছিল। ইহাঁর মৃতদেহের বসা রক্ত অস্থি মাংস প্রভৃতিতে মুক্তা মণ্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল।

বলদেব—বসুদেবের রোহিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র; ইনি প্রথমে দৈবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সঙ্কালন মন্ত্রে রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁর নাম হয় সঙ্কর্ষণ। হলই ইহাঁর প্রিয় অস্ত্র ছিল বলিয়াই ইহাঁর নাম হলায়ুধ। ইনি নীল বসন পরিধান-প্রিয় ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম নীলাম্বর। ইহাঁর অপর নাম বলদেব ও বলভদ্র। ইনি শুভ্র কলেবর ছিলেন। বাল্যে গোপরাজ নন্দের আলয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কংশের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, কৃষ্ণের সহিত মথুরায় উপনীত হন এবং কংসধ্বংস করেন। পরে পরমজ্ঞানী সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাভ্যাসে রত হন। ইহাঁর পত্নীর নাম রেবতী। ইনি বাল্যে ব্রজ-ধামে ধেনুকাসুরের গর্দ্দভ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব দেখিয়া, তাহার দুরভিসন্ধির উপলব্ধি করিতে পারিয়া ঘুরাইয়া বিনাশ করেন। প্রলম্ব নামক অপর একটী অসুর ইহাঁকে হরণ পূর্ব্বক বিনাশে চেষ্টা করিলে ইনি তাহার শিরোবিদারণে বিনাশ করেন। এক সময়ে ইনি মধুপান মত্ত হইয়া যমুনাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলে, যমুনা সরিয়া না আসায় রোষান্বিত হইয়া হলদ্বারা ভেদ করিতে উদ্যত হইলে, যমুনা ক্ষমা প্রার্থিনী হন। এই জন্য ইহাঁকে যমুনাভিৎ বলা হইত। ইনি দ্যূতক্রীড়ায় পাশাঘাতে রুক্মী বিনাশ করেন। দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষ্মণার হরণ জন্য হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক শাম্ব অবরুদ্ধ হইলে, ইনি তাঁহার উদ্ধার জন্য প্রস্তাব করায় দুর্য্যোধন তাহাতে উপেক্ষা করেন। ইনি হলযোগে হস্তিনাপুরের উৎপাটনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দুর্য্যোধন শাম্ব মোচনে উদ্যত হন। ইনি কৌরব-প্রধান দুর্য্যোধন ও মধ্যম পাণ্ডব ভীম উভয়কেই গদাযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। পরে কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পরিদর্শক মধ্যস্থ ছিলেন। শেষ ভীম দুর্য্যোধনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ভীমের অন্যায় গদা পরিচালনে কুপিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হন। পরে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে নিরস্ত হইয়াছিলেন। ইনি যেমন সরলচিত্ত তেমনই উগ্র-প্রকৃতি ছিলেন।

বলাহক—১, দৈত্য বিশেষ। ২, কল্কিদেবের রমা-গর্ভোদ্ভূত পুত্র।

বালি—ধার্ম্মিক বদান্য সাধু অসুররাজ। ইনি বিরোচনের পুত্র ও ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের পৌত্র। ইনি তপোবলে মহাপ্রতাপান্বিত ভূপতি হইয়া ত্রিলোক জয় বাসনায় স্বর্গ আক্রমণার্থ অভিযান করেন। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণের পরাজয় পূর্ব্বক অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। ইনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য-পালনে ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে জীবন যাপন করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া স্বর্গে স্বাধিকার প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে সম্মত হইয়া মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনমূর্ত্তি উপেন্দ্র নামে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবহিতচিকীর্ষায় দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে উপনীত হন। বলি তাঁহার প্রার্থনানুসারে ত্রিপদভূমি দানে অঙ্গীকার করিলে, এই বামনদেব এক এক পদের প্রসারে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অধিকার করিয়া ইহাঁর মস্তকে অপর পদ অর্পণপূর্ব্বক ইহাঁকে পাতালবাসী করেন। বাণ প্রভৃতি ইহাঁর চারিটী পুত্র হইয়াছিল। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর এই পদত্রয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল স্বীকার প্রখ্যাত।

বহুল—১, জনৈক প্রজাপতি। ২, জনৈক রাজা, ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু হস্তে নিহত হয়।

বহুলাশ্ব—জনৈক জনকবংশীয় নৃপতি। ইহাঁর পুত্র কৃতি।

বহুপুত্র—জনৈক প্রজাপতি; ইহাঁর সহিত দক্ষের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়।

বাণ—অসুররাজ বলির পুত্র; ইনি সহস্র বাহু ছিলেন। ইনি শিবোপাসক ও একদৈব ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি ইহাঁর ভক্তি বা পরাসক্তি ছিল না। ইনি শোণিতপুরে রাজত্ব করিতেন, ইহার কন্যা ঊষা গৌরীর বরে স্বপ্ন যোগে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া মোহিত হন। পরে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ চিত্র দর্শনে তদাসক্তা হইয়া, সখী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁহার আনয়ন করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করেন। এই সূত্রে ইহাঁর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমর সংঘটন হয়; মহাদেব ইহাঁর পক্ষ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর পরাজয় অসাধ্য বোধে ছদ্মবেশে ইহাঁর নিকট উপনীত হইয়া, একেশ্বর-বাদের প্রতিকূলে সাংখ্য মত প্রদর্শনে দ্বৈধবোধের উন্মেষ করায়, শিবভক্তি-চ্যুতি ঘটে। তাহার পর, ইহাঁর পরাজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ইনি জীবিত থাকিয়া মহাকাল নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শোণিতপুর ও দৈত্যরাজ্য শেষে ধার্ম্মিক কুষ্মাণ্ডের হস্তগত হয়।

বালিখিল্য—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত আকারের ঋষিগণ। ব্রহ্মার রোমকূপ হইতে ইহাঁরা উৎপন্ন। ইহাঁরা সংখ্যায় ষষ্টিসহস্র সংখ্যক। ইহাঁরা সততই তপশ্চরণে রত।

বালী—কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ—ইন্দ্রের অংশে ইহার জন্ম। ইহার ভ্রাতার নাম সুগ্রীব। পুত্র নির্ব্বিশেষে ইঁহার প্রতিপালন করেন। বালী সাতিশয় বলিষ্ঠ বীর ছিলেন। একদা মহিষাসুর দুন্দুভি সমরাভিলাষে বালীর নিকট উপস্থিত হইলে বালী যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ও বিনাশ সাধন করেন। অতঃপর তাঁহার মৃত দেহ দূরে নিক্ষেপ করিতে গিয়া উহা মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পতিত হওয়ায় তপোনিরত মুনিবর মতঙ্গের গাত্রে রক্তবিন্দু-পাত হওয়াতে, শাপ দেন, ইঁহার বনপ্রবেশই মৃত্যুর কারণ হইবে। লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণ ইহার পরাজয় করিতে আসিলে, ইঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও অবমানিত হন। পরে অশেষ নিগ্রহের পর মুক্তি লাভ করেন। অসুর দুন্দুভি-তনয় মায়াবী ইহাঁকে পিতৃহন্তা জানিয়া ইহাঁর পরাজয় করিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক একটী বিপথাবলম্বনে পাতালে প্রবেশ করে। বানরপতি বালী ইহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক ভ্রাতা সুগ্রীবকে বিলদ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বিলে প্রবেশ করেন। ঐ অসুরের পরাজয় সাধনে বহুকাল বিলম্ব ঘটায়; সুগ্রীব ভ্রাতাকে বিনষ্ট মনে করিয়া, ঐ বিলপথ প্রস্তর দ্বারা রোধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন ও তারার সহ রাজ্য গ্রহণ করিয়া, সুখে বানররাজ্য পালন করিতে থাকেন। পরে বালী দুন্দুভিতনয়ের বিনাশ করিয়া, ঐ বিলপথে উপস্থিত হন।

প্রস্তরাবরোধ দেখিয়া তাহার অপসারণের পর রাজ্যে আগমন করেন। ভ্রাতা সুগ্রীবকে প্রেয়সী তারার সহ রাজ্যগ্রহণ করিতে দেখিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন। পরে সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত ও তাঁহার পত্নী রুমা ও স্বপত্নী তারার সহ কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের সিংহাসন ও শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। সুগ্রীব অগ্রজের ভয়ে মুনিবর মতঙ্গের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। শ্রীরাম চন্দ্রের বনবাসের পর রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, তিনি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর বালী ও সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব আরব্ধ হইলে, রামচন্দ্র গুপ্তবাণে ইহাঁর বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার অঙ্গদ ও তার নামে দুইটী পুত্র ছিল।

বাহু—অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা; ইনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, অরণ্যাশ্রয় করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম সগর।

বাহুক—নিষধরাজ নলের নামান্তর;—মহারাজ ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে অশ্বরক্ষক হইয়া অবস্থান-কালে এই নামগ্রহণ করেন।

বিন্দুমতী—মহারাজ মান্ধাতার মহিষী, শশবিন্দুর কন্যা। ইহাঁর গর্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা ও পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়।

বুদ্ধদেব—বিষ্ণুর নবম অবতার। হিমালয়ের পাদ-দেশস্থ কপিলাবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্ঞী পিত্রালয়ে প্রসবার্থ যাত্রাকালে পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রাসাদ-কাননে উপস্থিত হইলে, ইনি ভূমিষ্ঠ হন। মহামায়া সূতিকাগারে সপ্তম দিবসে পরলোকগতা হইলে, বিমাতা গৌতমী ইহাঁর প্রতিপালন করেন। ইহাঁর নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ। পিতা, পুত্রের সংসারে বিরাগ দেখিয়া শীঘ্র ইহাঁর বিবাহার্থ সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, রাজা শুদ্ধোদন অশোকভাণ্ড বিতরণ করেন। এতদুপলক্ষে স্থানীয় কুলকামিনীগণ অশোকভাণ্ড লাভ জন্য, একে একে উপনীত হইতে লাগিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রত্যেককে এক একটী অশোকভাণ্ড দান করিয়া সকলের সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহাঁর মাতুল দণ্ডপাণির কন্যা গোপা যখন উপস্থিত হন, তখন অশোক-ভাণ্ড দান পরিসমাপ্ত হওয়ায় ইনি অপ্রস্তুত হইয়া, অশোকভাণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন। পরে রাজা শুদ্ধোদন কুমার সিদ্ধার্থের মনে গোপার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের বিষয় অবগত হইয়া, দণ্ডপাণির নিকট দূত দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব করেন, তিনি সিদ্ধার্থকে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া, গোপার পাণিগ্রহণ করিতে বলেন। পরে গোপার স্বয়ংবর সভায় ইনি শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়ে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করেন। মতান্তরে ইহাঁর পত্নীর নাম যশোধরা। অতঃপর ইহাঁর একটী নবকুমার জন্মে ইনি ঐ শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসের রজনী-যোগে গৃহত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থ প্রথমে বৈশালী-নগরে জনৈক পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া, রাজগৃহ নিকটস্থ শৈলগুহায় উপনীত হইয়া, জনৈক ঋষির শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। পরে উরুবিল্বগ্রামের উপকণ্ঠস্থ উপবনে আশ্রম করিয়া, একটী বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইহাতেই ইহাঁর কামনার শান্তির সহিত সম্যক্ সম্বোধি লাভ হয়। বোধিসত্ত্ব নির্দ্বন্দ্ব জীবন্মুক্ত পুরুষ হন;—এবং জনসাধারণকে মুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পরে ইনি বারাণসীর মৃগদাব ঋষিপত্তন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তথায় ইনি পঞ্চ শিষ্যকে স্বাভিমত জীবহিতকর ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ক্রমে ইহাঁর ষষ্টিসংখ্যক শিষ্য হইল। তাঁহা-দিগকে এই ধর্ম্ম প্রচারের উপদেশ প্রদান করিলেন —সদ্দৃষ্টি, সংসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন, সচ্চেষ্টা, সংস্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি—এই অষ্টবিধ উপায়ে মনুষ্য ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের জাতিভেদ রহিত করিয়া সকলকেই সমাধিকারে সাধনমার্গে উন্নতিলাভ করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বলি-লেন;—ঐরূপ সাধন দ্বারা আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ করিলে, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে। পরে ইনি রাজগৃহে

উপস্থিত হইয়া রাজা বিম্বিসারকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। পরে জন্মভূমি কপিলাবস্তুতে উপনীত হইয়া, স্বীয় বৈমাত্রেয় নন্দ, পুত্র রাহুল ও অন্যান্য পুরবাসিগণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলে সকলেই গৃহত্যাগ করিলেন। ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ পরে রাজা শুদ্ধোদনের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ইনি পুনরায় কপিলাবস্তুতে উপস্থিত হন। পরে শুদ্ধোদনের পরলোক গমনের পর ইনি গোপার নেতৃত্বে পুরস্ত্রীগণের ভিক্ষুণীত্ববিধান করেন। এইরূপে একান্ন বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর ইনি শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া, ক্ষীণ স্বরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"তোমরা ধর্ম্ম ও নিয়মের অধীন হও। নরদেহ ও শক্তি ক্ষণভঙ্গুর,—ইহা স্থির জানিয়া পরিত্রাণের জন্য, যত্নশীল হও।"

বুধ—দেবগুরু বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভসম্ভূত চন্দ্রের পুত্র। ইনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। ইহাঁর ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়।

বোধায়ন—দর্শনকার ঋষিবিশেষ।

ব্রহ্ম—১। পরম পুরুষ। ২। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিবিশেষ।

ব্রহ্মকেতু—দ্রাবিড়রাজ বিশ্বকেতুর পুত্র। ইহাঁর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুর নিয়তি ছিল। ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার পরামর্শে কাশীযাত্রা করিয়া, রাজপথে শয়ান হইলে, প্রেতপতি যম সেই পথে ভগবান্ ভবানীপতির দর্শনার্থ গমন করিতে ছিলেন,ইহাঁর গাত্রে পদস্পর্শ হওয়ায় ইহাঁকে উত্থাপন করিয়া, শতবর্ষ পরমায়ু দান করেন। ইহাঁর সহিত কাম্পিল্য-রাজতনয়ার বিবাহ হয়।

ব্রহ্মদত্ত—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিবিশেষ। ২। রাজা অনুহের পুত্র। ৩। চূলীর মানস পুত্র।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা; ভগবানের রজোগুণাত্মক আকার। যখন বিশ্ব অন্ধকারাবৃত ছিল, তখন শেষশায়িত ভগবান্ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া, প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন; সেই জলের মধ্যে বীজ ক্ষেপ করিলে, তাহা স্বর্ণাণ্ডরূপে পরিণত হয়। তাঁহার গর্ভে এক মহাপুরুষ অবস্থিত ছিলেন। পরে ঐ অণ্ড দ্বিধা ভিন্ন হইয়া, একাংশে আকাশ ও অপরাংশে পৃথিবীর উদ্ভব করে। ইহার সেই হিরণ্য অণ্ডে জন্ম হয় বলিয়া, ইহাঁর নাম হয়, হিরণ্যগর্ভ। পরে ইনি দশ জন মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, এই সকল প্রজাপতি হইতে সমস্ত জীব জন্তুর সৃষ্টি হয়। দেবর্ষি নারদও ইহাঁর মানস পুত্র। পিতামহ, দেবর্ষি নারদকে লোক সৃষ্টির জন্য আদেশ করিলে, নারদ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, ইনি তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিসম্পাত করেন। কিন্তু নারদ ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখায় দেবর্ষি হইতে সমর্থ হন। পতিব্রতা সাবিত্রী ইহাঁর পত্নী। পরে যজ্ঞসাধনোদ্দেশে ইনি গোপকন্যা গায়ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা নামে ইহাঁর দুই কন্যা জন্মিয়াছিল।

ভ

ভগ—বেদসম্মত দেবতা—দ্বাদশ আদিত্যের এক জন। রুদ্র ইহাঁর চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্বর্ণমুখী নামে এক কন্যা ছিল।

ভগদত্ত—নরক রাজের জ্যেষ্ঠপুত্র; শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরক হত হইলে, ভগদত্ত তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পিতার নিকট হইতে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র লাভ করেন। অপিচ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহাঁর সখ্য ছিল। পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি অর্জ্জুনের সহিত অষ্টাহ যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক করদানে সম্মত করিয়া স্বয়ং বরদানে সম্মত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষাবলম্বনে বিরাট, ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ক্ষত্রদেব, চিত্রকেতু, অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবের সেনাপতিত্বের পর দ্রোণের সৈনাপত্যের কালে ইনি এক দিন ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম অঞ্জলিকাবিদ্যাপ্রভাবে ইহাঁর বাহন গজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, সেই সময়ে

পাণ্ডব-সৈন্য ভীম নিহত হইয়াছে মনে করিয়া ইহাঁর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, ইনি রুচিপর্ব্ব প্রভৃতি সৈন্যগণের বিনাশসাধনে সমর্থ হন। সেই সময়ে অর্জ্জুন ইহাঁর আক্রমণে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন ও কর্ণ উভয় দিক্ হইতে অর্জ্জুনকে আক্রান্ত করায়, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত করিয়া, ইহাঁর আক্রমণে সমর্থ হন। পরে ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের রক্ষা করিলেন, অর্জ্জুন ইহাঁর বিনাশ সাধনে সমর্থ হন।

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ অংশুমানের পুত্র—দিলীপের পুত্র। কথিত আছে, বাল্যে ইহার কোমলাস্থি অদৃঢ় শরীরে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ ছিলেন; পরে মহর্ষি অষ্টাবক্র ইহাঁর প্রাসাদে আগমন করিলে, ইনি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইতে গিয়া বক্রদেহ হইলে, ইনি ব্যঙ্গ করিতেছেন মনে করিয়া, অষ্টাবক্র ইহাঁকে অভিশাপ করেন, যদ্যপি তুমি ব্যঙ্গ করিয়া থাক, তবে তুমি বিকলাঙ্গ হইবে, নতুবা শুভাঙ্গ হইতে পারিবে। ইনি মহর্ষির শাপে সুন্দরাঙ্গ হইলেন। পরে মহর্ষি কপিলের কোপে ভস্মীভূত পিতৃ পুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ গোকর্ণ তীর্থে গমন করিয়া বহুবর্ষ প্রগাঢ় তপশ্চরণ করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া, ইনি গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তাঁহার পবিত্র সলিল স্পর্শে ইহাঁর পিতৃকুলের উদ্ধার হইলে, ইনি সফলকাম হইয়া, সাতিশয় সুখে রাজ্যপালনে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভঙ্গাস্বন—জনৈক রাজা, ইনি পুত্র কামনায় ইন্দ্র-বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তাহাতে শত পুত্রের জন্ম হয়। অপরতঃ ইন্দ্র-বিদ্বিষ্ট যজ্ঞের সাধনে দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া, ইহাঁর ত্রুটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা ইনি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে, ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তারে ইহাঁকে মোহিত করেন। ইনি মায়াবশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া, তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য, এক সরোবর তীরে উপস্থিত হন। পরে ঐ সরোবরে অবগাহনমাত্রেই ইহাঁর স্ত্রীত্ব লাভ হয়। একতঃ ইনি অরণ্যাশ্রয় করায় ইহাঁর পুত্রগণ রাজকার্য্য পরিচালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্যতঃ ইনি তাপসের সহিত সঙ্গত হইয়া, শত পুত্রের মাতা হইলেন। এবং এই শত পুত্রকে পূর্ব্ব পুত্রগণের আশ্রয়ে প্রেরণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র দেখিলেন, এই মায়ামোহে ইহাঁর কিছুই বিপত্তি ঘটিল না। তখন ইন্দ্র ইহাঁর পূর্ব্ব শতপুত্রের সহিত, আধুনিক শতপুত্রের বিবাদ বাধাইয়া দেন। ইহাতে ইহাঁর দুই শত পুত্রই বিনষ্ট হয়। তাহার পর ইন্দ্র ইহাঁর নিকট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তুমি ইন্দ্রের প্রতি অনাদর করায়, তিনি রুষ্ট হইয়া তোমার স্ত্রীত্ব বিধান করিয়াছিলেন; তাহার পর তোমার পুরুষাবস্থায় শত পুত্রের সহিত স্ত্রীভাবাপন্ন হইবার পর প্রসূত শত পুত্রের বিরোধ ঘটাইয়া, তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। এই সংবাদে ইনি সেই ব্রাহ্মণের পদধারণে রোদন করিয়া, হিতোপায় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র ইহাঁর শতপুত্রের প্রাণদানে অস্বীকার করিলেন। তবে ইনি প্রার্থনা মত পুরুষাবস্থায় শতপুত্র বা স্ত্রীভাবোৎপত্তির পর জাত শত পুত্র, যাহা হউক, এক শত পুত্রের লাভে সমর্থ হইবেন। ইনি অঙ্গনাবস্থার শত পুত্রের জীবন প্রার্থনা করায়, ইন্দ্র ইহাঁর এইরূপ প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি বলিলেন, অঙ্গনাবস্থায় পুত্রস্নেহ অতীব প্রবল; তাই পুরুষাবস্থার পুত্রাপেক্ষা ললনাবস্থার পুত্রের প্রাণ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি হইল। ইন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁর দুই শত পুত্রেরই প্রাণদান করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পুরুষ বা স্ত্রী কি হইয়া থাকিতে চাহ? তাহাতে ইনি অঙ্গনাবস্থায় থাকিতে চাহিলেন, এবং তাপস-পত্নীরূপে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

ভজমান—অন্ধকের অন্যতম পুত্র। ইহাঁর পুত্রের নাম বিদূরথ। ২। বভ্রুর পুত্র।

ভদ্রকালী—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। ইনি দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংসের সময়ে শিব-সীমন্তিনী সতীর ক্রোধ

হইতে উৎপন্না হইয়া বীরভদ্রের সহিত যজ্ঞভঙ্গের উদ্যোগ অনুষ্ঠান করেন। কোন সময়ে মহিষাসুর রজনীযোগে স্বপ্ন দেখেন, যেন ভদ্রকালী ষোড়শ হস্তে প্রহরণ ধরিয়া তাহার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রক্তপান করিতেছেন। অনন্তর প্রাতে সেই দৈত্য ইহাঁর পূজা করিলে, ইনি আবির্ভূত হন; তখন দৈত্যরাজ এই বর প্রার্থনা করেন, "দেবি উগ্রচণ্ডে, ভদ্রকালি, দুর্গে, আপনার সহিত যজ্ঞভাগ পাইবার বাসনা পূর্ণ করুন।" তাহাতে দেবী বলিলেন, "তুমি আমার যে তিনটী নামোচ্চারণ করিলে, ঐ কয় মূর্ত্তির সহিত আমার পাদসংলগ্ন থাকিয়া পূজা পাইবে।"

ভদ্রচারু—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

ভদ্রদেহ—বসুদেবের দেবকী-গর্ভসম্ভূত পুত্র। কংস ইহাঁর বিনাশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন।

ভদ্রমদা—মহর্ষি কশ্যপের ক্রোধবসন গর্ভ-সম্ভূত কন্যা, ইহাঁর কন্যার নাম ইরাবতী।

ভদ্রবাহু—বসুদেবের রোহিণীগ-র্ভসম্ভূত পুত্র।

ভদ্রবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

ভদ্রশ্রেণ্য—যদুবংশীয় মহীঅতের পুত্র; ইহাঁর এক শত পুত্র ছিল। কাশীরাজ দিবোদাস ইহাঁদিগের মধ্যে দুর্দ্দম ব্যতীত সকলেরই বিনাশ করেন।

ভদ্রসেন—বসুদেবের দেবকী-গর্ভসম্ভূত-পুত্র। কংশ ইহার বিনাশ করেন।

ভদ্রা—১। শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী অর্জ্জুনের পত্নী অভিমন্যুর জননী। ২। কেকয়রাজ-কন্যা শ্রীকৃষ্ণের একটী প্রধানা পত্নী। ইহাঁর গর্ভে সংগ্রামজিৎ বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, জয়, অরিজিৎ, সুভদ্র, বাম, আয়ুঃ ও সত্য এই কয়টী পুত্রের জন্ম হয়। ৩। কাক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের পত্নী, ইনি বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হন। পরে ব্যুষিতাশ্ব নিজ শবদেহে প্রবেশ করিয়া অপুত্রা ভদ্রার গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৪। সূর্য্যের ছায়াগর্ভসম্ভূত পুত্র।

ভদ্রেশ্বর—উমা শিবকে পতিত্বে লাভ করিয়া হিমালয়ে যে মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন, উহা শিববাক্যে ভদ্রেশ্বর নামে অভিহিত।

ভয়—কলির দ্বিরুক্তি গর্ভসম্ভূত পুত্র।

ভরত—১। ঋগ্বেদে সাংগ্রামিক জাতিবিশেষ। ২। সঙ্গীত-বেদ-প্রবর্ত্তক মুনিবিশেষ। বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার বংশীয়গণ ভরত নামে বিখ্যাত। ৩। অগ্নির পুত্র। ৪। সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাধিপতি দশরথের কৈকেয়ী গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি স্বীয় মাতুলালয়ে মহারাজ অশ্বপতির নিকট গিরিব্রজপুরে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কুশধ্বজ তনয়া মাণ্ডবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বন গমনের পর ইনি অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক পিতার ঔর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্রজের আনয়ন জন্য চিত্রকূটে গমন করেন এবং তথা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা আনয়ন করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে নন্দিগ্রামে অবস্থিতি পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইলে, শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। মাণ্ডবীর গর্ভে ইহাঁর তক্ষ ও পুষ্কর নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। মাতুলের ইচ্ছায় এবং অগ্রজের আদেশে ইনি পুত্রদ্বয়ের সহিত সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী গন্ধর্ব্বদিগের পরাজয় করেন। এবং সেই প্রদেশে তক্ষশীলা ও পুষ্করবতী নামে দুইটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় ইহাঁর পুত্রদ্বয়কে রাজ-পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। শেষে ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ৫। ঋষভদেবের পুত্র, ইনি রাজা হইয়া বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্চজনার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ ও ধূমকেতু এই পঞ্চপুত্রের জন্ম হয়। ইনি পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তপস্যায় মনোনিবিষ্ট করেন। একদা ইনি স্নানান্তে নদীতটে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, এমন সময় এক আসন্নপ্রসবা হরিণী তথায় আসিয়া জলপান করিবার সময় নিকটস্থ কানন হইতে সিংহগর্জ্জন শ্রবণে যেমন ভয়ে পলাইতে যাইবে অমনই পতিতা হইল, এবং এমনই ইহাঁর সম্মুখে একটী মৃগশিশু প্রসব করিল। ইহাঁর অব্যবহিত পরে হরিণীর মৃত্যু হইল। ইনি সেই সদ্যঃ প্রসূত মৃগশিশুটী স্বীয় আশ্রমে

আনয়ন করিয়া, তৎপ্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। তাপস-প্রবর স্নেহবশে হরিণশিশুর প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, পরে এই হরিণশিশুর চিন্তাতেই ইহাঁর দেহপাত হইলে, পর জন্মে ইনি জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, এবং কালঞ্জর পর্ব্বতে পুলস্ত্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপর জন্মে আঙ্গিরস গোত্রে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই জন্মে ইহাঁর নয়টি বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও একটী সহোদরা ছিল, ইনি নিঃসঙ্গ হইবার জন্য জড়-ভাবাপন্ন থাকিতেন। কাল-ক্রমে ইহাঁর মাতা পিতার মৃত্যু হইলে, ইহাঁর প্রতি বৈমাত্রেরগণের যত্নের অভাব হইতে লাগিল। একদা ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃনিদেশে ক্ষেত্র-রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় চৌররাজের পুত্রকামনায় বলিরূপে আহুত মনুষ্যটী পলায়ন করিলে, তাঁহার অনুচরগণ ইহাঁকে লইয়া গেলে ভদ্রকালী কুপিতা হইয়া চৌরবংশ ধ্বংস করেন। একদা সিন্ধুসৌবীরগণের রাজা রহূগণ ইক্ষুমতী-তীরে উপনীত হইলে, তাঁহার শিবিকা-বাহক-গণের একটী অসুস্থ হওয়ায় ইহাঁকে শিবিকা-বাহনে নিযুক্ত করিলে, ইনি পদাঘাতে জীবনাশের শঙ্কায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করায় রাজা ইহাঁর প্রতি উপহাস করিলেন, তাহাতে ইনি তত্ত্বোপদেশে তাঁহার জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ করিয়া দেন। তাহাতে রাজা ইহাঁকে সসম্মানে ত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে তপশ্চর্য্যায় মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ৬। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্তের-শকুন্তলা গর্ভসম্ভূত পুত্র। কথিত আছে, ইনি বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত। বাল্যে ইহাঁর নাম ছিল সর্ব্বদমন। ইনি যমুনা-তীরে এক শত, সরস্বতীতীরে ত্রিশত, গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরে সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্রি, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের সমাধান করিয়া সবিশেষ যশস্বী হন। ইনি বিদর্ভরাজের কন্যা-ত্রয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। ইনি বৃহ-স্পতি-তনয় ভরদ্বাজের প্রতিপালন করেন। ইহাঁরই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়।

ভরদ্বাজ—১। বৃহস্পতির পুত্র; ঋষিবিশেষ। ইহাঁর সম্বন্ধে অনেক বৈদিক-স্তোত্র প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ইনি ত্রিজীবী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বৃহস্পতি স্বীয় ভ্রাতৃজায়া—মহর্ষি উতথ্যের পত্নী—মমতা পূর্ণগর্ভা জানিয়াও কাম-বশে বলপূর্ব্বক তাহাতে সঙ্গত হইলে, তাঁহার রেতঃপাতে ইহাঁর জন্ম হয়। অতঃপর মমতা বা বৃহস্পতি কেহই ইহাঁর পালনে সম্মত না হওয়ায়, মরুদ্গণ ইহাঁর পালনভার মহারাজ দুষ্মন্তপুত্র ভরতের হস্তে অর্পণ করেন। মহারাজ ভরত কর্ত্তৃক ইনি প্রতিপালিত হইয়া, শেষে প্রয়াগে আশ্রম করিয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনবাস গমন-পথে ইহাঁর আশ্রমে উপনীত হইয়া যথেষ্ট সৎকৃত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপ্সরা ঘৃতাচী তথায় উপস্থিত হইয়া, ইহাঁর মোহ জন্মাইয়া দেন। ইনি স্নান-কালে দৈববশে তাঁহাকে বায়ুবেগে উড্ডীনবসনা দেখিয়া, দ্রোণ-মধ্যে রেতঃপাত করেন। ইহাঁর সেই অব্যর্থবীর্য্য দ্রোণে রক্ষিত হওয়ায়, তাহাতে দ্রোণের জন্ম হয়। দ্রোণ যেস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থান এখন "দ্রোণাদ্রি" অথবা দেবাদ্রুন নামে খ্যাত। অপরতঃ রৈভ্যের সহিত ইহাঁর সাতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। ইহাঁর যবক্রীত নামে এক পুত্র ছিল; ঐ পুত্র যবক্রীত রৈভ্যের পুত্রবধূর প্রতি ব্যভিচারোদ্যত হইলে, রৈভ্য কর্ত্তৃক হত হয়। ইনি স্বীয় পুত্রের নিধনের কারণ তথ্য না লইয়া, শোকাবেগে রৈভ্যকে শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্র হস্তে নিহত হইবেন। পরে সমস্ত জানিয়া মনঃক্ষোভে অনলকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করেন। ইহাঁর বন্ধু মহর্ষি রৈভ্যের পুত্র অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে ইনি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর আর একটী পুত্র ছিল, তাঁহার নাম মন্যু এবং ইহাঁর প্রিয়শিষ্যের নাম কৃষ্ণ। ২। আয়ুর্ব্বেদের ঋষি, ইনি ইন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষানুশীলন দ্বারা দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া অগ্নিবেশাদি ঋষিগণের আয়ুর্ব্বেদোপদেশে জ্ঞানী করিয়া মর্ত্ত্যে চিকিৎসাতন্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। চরকা-দিতে ইহাঁর উল্লেখ দেখা যায়।

ভাগুরি—একজন শব্দশাস্ত্রপ্রণেতা স্মৃতিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ব্যাকরণকার ঋষি।

ভানু—দিবের পুত্র; ২। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার গর্ভসম্ভূত পুত্র।

ভানুদেব—পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চালদেশীয় বীর। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে বীরবর কর্ণের হস্তে নিহত হন।

ভানুমতী—কৌরবরাজ হস্তিনাধিপতি দুর্য্যোধনের মহিষী। ইহাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ নামে পুত্রের ও লক্ষণানামে কন্যার জন্ম হয়। ২। যদুবংশীয় ভানুর কন্যা। নিকুম্ভ নামক অসুর ইহাঁর হরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ নিকুম্ভ নিধনপূর্ব্বক ইহাঁর উদ্ধার করিয়া, পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব সহ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন।

ভানুমান্—১। কাশীরাজ কুশধ্বজের পুত্র। ২। সীরধ্বজ জনকের পুত্র। ৩। কৌরব পক্ষীয় জনৈক বীর; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে নিহত হন।

ভানুসেন—দানবীর কর্ণের পুত্র। কুরুক্ষেত্র সমরে বীরবর ভীমসেনের হস্তে নিহত হন।

ভামিনী—বিদিশাধিপতি বিশালরাজের কন্যা তজ্জন্য ইনি বৈশালিনী নামে অভিহিতা হইতেন। ভামিনী রূপগুণবতী মহীয়সী ললনা ছিলেন। ইহাঁর যশোগাথা রাষ্ট্রময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কতিপয় রাজকন্যার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান হইলে, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ বলাশ্বের পুত্র অবীক্ষিত তাহাদিগের হরণ করিয়া, প্রগল্ভতা প্রতিষেধের জন্য চাপত্রসংস্করণের উদ্যোগ করেন। এই ব্যাপারে আর কেহই স্বয়ংবরা হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভামিনী স্বয়ংবরা হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, বিদিশা নগর হইতে রাজাদেশে তাহার সংবাদ চতুর্দ্দিক্ প্রসৃত হইয়া পড়িল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বহু রাজা রাজকুমারগণের সমাগম হইতে লাগিল। শেষে অবীক্ষিত এই ভামিনী হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে সমাগত রাজগণের সহিত তাঁহার সমর সংঘটন হয়। অবীক্ষিত রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, যুদ্ধে স্বয়ংবরে সমাগত রাজগণের পরাজয় সাধনে সমর্থ হন। শেষে সেই দুষ্ট হীনচরিত রাজগণ সম্মিলিত হইয়া, অন্যায় যুদ্ধে অবীক্ষিতের পরাজয় সাধনে ও অবরোধকরণে সমর্থ হন। পরে মহারাজ করন্ধমের যুদ্ধে তাঁহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে, বিশালরাজ স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে মহারাজ করন্ধম সমীপে উপনীত হইয়া, বীরবর অবীক্ষিতকে কন্যা সম্প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তখন অবীক্ষিত বলেন—"মহাশয়, আমি যে ভীরুর সমক্ষে ভীরুর ন্যায় পরাজিত হইয়াছি, তাহার স্বামিত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব, আমার অসাধ্যসাধনে অনুরোধ করিবেন না।" এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিশালরাজ অবীক্ষিতের বীরকীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়া, হীনকর্ম্মা রাজগণের অন্যায় সমরে হীনাচারের বিষয়ের অবতারণা করিয়া, সে পরাজয় যে পরাজয়ই নহে, তাহা স্বীকার করেন, এবং কন্যাগ্রহণে সানুনয় আগ্রহ জানাইয়া, পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। অবীক্ষিত পুনর্ব্বার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিশাল-রাজকুমারী ভামিনী অবীক্ষিত ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিব না—এই প্রতিশ্রুতি জানাইয়া, অরণ্যাশ্রয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হন। একদা ইনি অনাহারক্লিষ্টা হইয়া তপশ্চর্য্যায় অবসন্নদেহা হইলে, ইন্দ্র স্বর্গীয় দূতদ্বারা, ইহাঁকে সুধাপান করাইয়া কান্তিমতী করিয়া দেন। পরে এক দিন তপোবনস্থ ঋষি-পত্নীদিগের সহিত গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া, নাগগণ কর্ত্তৃক পাতালতলে নীতা হন। তথায় নাগমাতৃগণ ইহাঁর যথাবিধি অভ্যর্থনা আরাধনা করিয়া, শেষে স্বীয় পুত্রগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে বহুরত্নশোভিত অম্লান বস্ত্রালঙ্কার ইহাঁর শোভাবর্দ্ধন করিয়া, পুনর্ব্বার যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। পরে দুষ্ট দৈত্য দস্যু দৃঢবর্ম্মা ইহাঁর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া, মোহ-বশে হরণাভিপ্রায়ে ইহার নিকট উপনীত হইয়া, বিবিধপ্রকারে ইহাঁর মনোনয়নের চেষ্টা করেন। পরে যখন ইনি তৎকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া বিপন্না হন, তখন চীৎকার করিয়া বলেন, দুষ্ট, জানিস্, আমি সূর্য্যকুলবধূ—মহারাজ করন্ধমের পুত্রবধূ—অমিততেজাঃ

অবীক্ষিতের অর্দ্ধাঙ্গিনী। এই সময় অবীক্ষিত সেই বন ভূমিতে ভ্রমণ করিতে ছিলেন ; তিনি কোন তেজস্বিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে তথায় উপনীত হইয়া, ঐ দৈত্য দস্যুর আক্রমণ করিয়া, তাহার বিনাশ সাধন ও তাহার মুণ্ড ঐ মহীয়সী তাপসীর পদে উৎসর্জন করেন। পরে তত্রস্থা ঋষি কন্যাদিগের প্রস্তাবে ও ভামিনীর পূর্ব্বজন্মের পিতা—গন্ধর্ব্বেশ্বরের উদ্যোগে অবীক্ষিত ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁদেরই পুত্র প্রথিতযশাঃ, মরুত্ত।

ভারদ্বাজ—১। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য। ২। দ্রোণাচার্য্যের নামান্তর। ৩। মঙ্গলগ্রহ। ৪। জনৈক বৈয়াকরণ সূত্রকার ঋষি।

ভারগুট—চন্দ্রাবলীপতি গোবর্দ্ধন মল্ল গোপের মাতা।

ভার্গব—১। শুক্রাচার্য্যের নামান্তর। ২। জামদগ্নি পরশুরামের নামান্তর।

ভাসকর্ণ—সুমালীর কেতুমতীর গর্ভজাত পুত্র। রাবণের জনৈক সেনানী। অশোকবনের যুদ্ধে হনুমানের হস্তে নিহত হন।

ভাসী—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী—তাম্রার কন্যা।

ভীম—১। চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার পুত্র—অমাবসুর পুত্র। ইহাঁর বংশে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। ২। দ্বিতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুরাজপত্নী কুন্তীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। দুর্য্যোধনের জন্মের দিনই ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। বাল্যক্রীড়ার সময় কৌরবকুমারবৃন্দের মধ্যে বসে কেহই ইহার সমকক্ষ হইত না। ৩। লঙ্কেশ্বর রাবণের জনৈক রাক্ষস-সৈন্য। ৪। বিদর্ভের রাজা ইহাঁর কন্যা পুণ্যশ্লোক রাজা নলের মহিষী। ৫। মহাদেবের আকাশমূর্ত্তি। [মহাভারত পাঠ করুন্]।

ভীমরথ—১। ধন্বন্তরির পৌত্র, কেতুমানের পুত্র। ২। তামস মনু হইতে উৎপন্ন অসুর বিশেষ।

ভীমসেন—পরীক্ষিতের একটী পুত্র।

ভীমা—দুর্গার নামান্তর।

ভীষ্ম—শান্তনুরাজকুমার। ইনি পূর্ব্বে একজন বসু ছিলেন, পরে অভিশপ্ত হইয়া গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম দেবব্রত। ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদির এবং পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদের শিক্ষা করেন। তৎকালে ইনি শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। ইনি একান্ত পিতৃবৎসল ছিলেন। শান্তনু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ জন্য, দাসরাজের পালিতা কন্যা সত্যবতীর পরিণয়ে উৎসুক হইলে, দাসরাজ সত্যবতীর সন্তান রাজা না হইলে, কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না। দেবব্রতের জন্য, শান্তনু সম্মত হইলেন না। ইনি পিতার মনোভাব অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট উপনীত হইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে। পিতৃসিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করিয়া চিরকৌমার ব্রতাবলম্বনের প্রতিশ্রুতি করেন। তখন দাসরাজ সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ সম্পন্ন করেন। ইহাতে শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর ইচ্ছামৃত্যু-বর প্রদান করেন। চিরব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনরূপ ভয়ঙ্করী প্রতিশ্রুতির জন্য, ইহাঁর নাম হয় ভীষ্ম। পরে পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি বালক বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইহার বৈমাত্রেয় বিচিত্রবীর্য যৌবনে উপনীত হইলে, ইনি তাঁহার বিবাহ জন্য সচেষ্ট হন। কাশীরাজের কন্যাগণের স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে, ইনি সভা হইতে কন্যা হরণ করেন। এতদুপলক্ষে শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন। পরে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করায়, ইনি তাঁহাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ভীষ্মকর্ত্তৃক অপহৃতা হওয়ায় শাল্বরাজ অম্বার পরিত্যাগ করিলে, তিনি পরশুরামের শরণাপন্না হন। পরশুরাম ইহার সহিত ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া, তাহার গ্রহণে আদেশ করেন। ভীষ্ম গুরু জামদগ্নির "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর" এইরূপ আদেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ হয়। গুরুশিষ্যের ত্রয়োবিংশ দিবসব্যাপী ঘোর সমরের পর পরশুরাম পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রস্থান করেন। ইহাতে ইহাঁর শৌর্য্য বীর্য্যের যশঃখ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর অম্বিকা ও অম্বালিকার

গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হইলে, এবং দাসী র গর্ভে বিদুর জন্মিলে, ইনি তাহাদিগকে সযত্নে লালন পালন করেন। এবং তাঁহারা প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে, উপযুক্ত পাত্রীগণের সহিত বিবাহ দেন। পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, সাতিশয় দুঃখিত হন। ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণের ও পাণ্ডু-সন্তানগণের শিক্ষার জন্য প্রথমে কৃপাচার্য্যের ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিয়োগ করেন। তাঁহাদিগের সুশিক্ষায় কুমারগণের উন্নতি দর্শনে ইনি যথেষ্ট সুখী হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও রাজকুমার দুর্য্যোধন প্রভৃতির পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইনি যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্ট ভোগ করিতেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজ-বিরোধ হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট থাকিতেন বলিয়া ইনি বর্ত্তমান থাকিতেই দুর্যোধনের বহু দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। পাণ্ডবদিগের প্রতি যে অশেষ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রতীকারে ও উদাসীন ছিলেন সেই জন্য দ্যূতক্রীড়ার সভায় কৌরবকুলললনা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ বা উরু প্রদর্শনরূপ অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন। বিরাটের উত্তর-গোগৃহে কুরুসৈন্য সহ গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটনের পূর্ব্বে ইনি দুর্য্যোধনকে সমর হইতে নিরস্ত হইতে উপদেশ করেন। দুর্য্যোধন ইহাঁর সদুপদেশ উপেক্ষা করিলে, ইনি কুরুকুল-ধ্বংস অনিবার্য জানিয়া, ক্ষত্রধর্ম্ম পালনে রত হন। কিন্তু সেই বিপত্তিকালে দুর্যোধনের সহায় হইয়া, পাণ্ডবগণের বিপক্ষে মহারথের ন্যায় দশ দিবস যুদ্ধ করিয়া, প্রতিজ্ঞানুরূপ প্রতিদিন দশসহস্র রথী বিনাশ করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন হীনচেষ্টায় নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ইহাঁকে সমর হইতে নিরস্ত করেন এবং গুপ্তাস্ত্র জালে ইহাঁকে এরূপ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে ইহাঁকে শরশয্যায় শায়িত হইতে হইয়াছিল। ইনি জীবদ্দশায় তীর্থভ্রমণ সময়ে মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনেক উপদেশ করিয়া, উত্তরায়ণে মানবলীলা সংবরণ করেন।

ভীষ্মক—বিদর্ভের রাজা শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণীর জনক। কুণ্ডীনগর ইহাঁর রাজধানী ছিল, ইনি প্রবল-পরাক্রান্ত জরাসন্ধের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম রুক্মী ও কন্যার নাম রুক্মিণী। ভীষ্মক জরাসন্ধের অভিপ্রায়ানুসারে ইহাঁর কন্যা রুক্মিণীর সহিত চেদিরাজ শিশুপালের বিবাহ দিতে সম্মত হন; কিন্তু যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

ভুজ্যু—তুগ্রের পুত্র। ইনি সমুদ্র মধ্যে বিপন্ন হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁর উদ্ধার করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁকে সমুদ্র পারে লইয়া গিয়াছিলেন।

ভূত—বসুদেবের রোহিণী-গর্ভসম্ভূত পুত্র।

ভূত-সন্তাপন—হিরণ্যাক্ষ অসুরের পুত্র; ইনি প্রবলপ্রতাপ অসুর ছিলেন।

ভূতি—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র ঋষিবিশেষ। ইহাঁর পুত্র ভৌত্য মনু।

ভূমিমিত্র—কণ্ঠবংশীয় দেবভূতির পুত্র; ইনি মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হন।

ভূরিশ্রবা—চন্দ্রবংশীয় রাজা সোমদত্তের পুত্র; নৃপতি সোমদত্ত মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া পুত্রের হিতকামনায় বর প্রার্থনা করেন যে, পুত্র ভূরিশ্রবাঃ শিনিপুত্র সাত্যকিকে সর্ব্বসমক্ষে পরাভূত ও পদাঘাতে ব্যথিত ও অবমানিত করিতে পারিবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ দিবসের সমরে সাত্যকির পরাজয় ও সর্ব্বজন-সমক্ষে পদাঘাত করিয়া, খড়্গপ্রহারে বধোদ্যত হইলে, অর্জ্জুন ইহাঁর খড়্গসমন্বিত দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন। পরে ইনি সাত্যকি কর্ত্তৃকই নিহত হন।

ভূরিসেন—মহর্ষি চ্যবনের তৃতীয় পুত্র।

ভৃগু—ব্রহ্মার পুত্র—প্রজাপতি—মুনিবিশেষ। ইনি ভৃগুবংশের আদিপুরুষ। ইনি দক্ষ কন্যা খ্যাতির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর তনয়া বিষ্ণু-

পত্নী লক্ষ্মী এবং পুত্রদ্বয়—ধাতা ও বিধাতা। ইনি ধনুর্ব্বেদ ও রণবিদ্যার প্রবর্ত্তক, ক্ষত্রিয়রাজ বীতহব্য শত্রুভয় হইতে পরিত্রাণ কামনায় ইহাঁর শরণ লইলে, ইনি তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া নিরাপদ করেন একদা ঋষিগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে জানিবার জন্য ইহাঁকে প্রেরণ করেন; ইনি ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া, তাঁহার সম্মানার্থ অভিবাদন না করায় তিনি কুপিত হইয়া, ইহাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ ও তিরস্কার করেন। পরে ইনি তাঁহাকে স্তবাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণামাদি না করায় তিনি রোষবশে ইহাঁর বিনাশ সাধনে উদ্যত হন। তখন ইনি স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়া পরে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসকাশে উপনীত হইয়া দেখেন, বিষ্ণু নিদ্রিত; তৎক্ষণাৎ ইনি বিষ্ণুর বক্ষে এক পদাঘাত করেন, তাহাতে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ইহাঁকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা করেন "ব্রহ্মন্ আমার পাষাণ বক্ষে পদাঘাত করিয়া, আপনার পদে আঘাত লাগে নাই ত?" এই বলিয়া তিনি ইহাঁর পদসেবায় রত হওয়ায়, ইনি বিষ্ণুকে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণগণের একমাত্র উপাস্য বলিয়া স্থির করিলেন। কোন সময়ে অসুরগণ বিষ্ণু কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, ভৃগুপত্নীর আশ্রয়-গ্রহণ করিলে, অসুরনাশার্থ নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্র ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করায় ইহাঁর শাপে নারায়ণকে রামাবতারে পত্নীবিয়োগ শোক সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ভৃঙ্গী—শিবানুচর বিশেষ।

ভেকণ্ডা—যক্ষিণী বিশেষ।

ভোজ—বিদর্ভাধিপতি। ইহাঁর ভগিনী ইন্দুমতীর সহিত সূর্য্যবংশীয় রাজা অযোধ্যাধিপতি অজের বিবাহ হয়। ২। মালবদেশের ধারানগরের রাজা,—ইনি মহরাজ বিক্রমাদিত্যের দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকাযুক্ত সিংহাসনের উদ্ধার করেন।

ভ্রমি—ধ্রুবের ঔরসে শিশুমারের গর্ভে জাতা কন্যা।

ম

মকরাক্ষ—লঙ্কেশ্বর রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাক্ষস-সেনানায়ক। খরের পুত্র; কুম্ভ ও নিকুম্ভ নিহত হইলে রাবণের আদেশে শ্রীরামচন্দ্রের সহ যুদ্ধ করিতে গমন করেন। মতান্তরে ইনি বৃষভযুক্ত রথে উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ঘোরতর যুদ্ধে স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া, রামের হস্তে নিহত হন।

মঙ্কণক—জনৈক ঋষি।

মণিগ্রীব—কুবের-তনয়।

মণিভদ্র—জনৈক যক্ষ—কুবের-সেনানী, লঙ্কেশ্বর রাবণের দিগ্বিজয় সময়ে যক্ষপতি কুবেরের আদেশে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন।

মণিমান্—কুবেরের মিত্র ও অনুচর। কোন সময়ে কুশাবর্তী নগরীতে দেবসভা হইলে, ইনি সদলবলে তথায় গমনকালে অজ্ঞানহেতু যমুনাতীরস্থ তপোরত মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করায় তিনি ইহাঁকে মনুষ্য-হস্তে নিধন পাইবে অভিশাপ দেন। পরে পাণ্ডবগণের বনবাসকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে থাকিয়া, যখন ভীম দ্রৌপদীর জন্য পঞ্চবর্ণ পুষ্প আহরণার্থ গমন করেন, তখন ইহাঁর সহিত তাঁহার বিবাদ হয়; তাহাতে পরস্পরের বিরোধ ও যুদ্ধ ঘটিলে, ইনি ভীম কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পর শাপমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হন।

মণ্ডুক—জনৈক ঋষি। ইনি মাণ্ডুক্যযোগের প্রবর্ত্তক।

মতঙ্গ—১। ঋষ্যমূক পর্ব্বতনিবাসী ঋষিবিশেষ। একদা কপীশ্বর বালী অসুর দুন্দুভিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, দূরে নিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার মৃতদেহের রক্তবিন্দু ইহাঁর শরীরে পতিত হওয়ায় বিরাগবশে শাপ দেন যে, বালী সেই স্থানে আসিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

মৎস্য—১। বিষ্ণুর প্রথম অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু অসুর হয়গ্রীবের নিধন করিয়া, মনু ও বেদের উদ্ধার সাধন করেন।

মদ—মহর্ষি চ্যবন হইতে উৎপন্ন অসুরবিশেষ।

মদন—কামদেবের নামান্তর।

মদয়ন্তী—সৌদাসের পত্নী।

মদালসা—বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের কন্যা, পাতালকেতু অসুর কর্ত্তৃক ইনি অপহৃতা হন। রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ যুদ্ধে পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু কূটবুদ্ধিবশে মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক ঋতধ্বজের মৃত্যু কথার মিথ্যা প্রচার করায় ইনি দেহত্যাগ করেন। ঋতধ্বজই ইঁহার প্রেম স্মরণে সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। পরে নাগরাজ অশ্বতরের ফণা হইতে মদালসা পুনর্জ্জীবিতা হইলে, উক্ত সংসারবিরাগী প্রবর্দ্দনরাজ ঋতধ্বজ ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইঁহার পুত্রের নাম অলর্ক। ইনি বেদবিদ্যাবতী ও তত্ত্বদর্শিনী রমণী ছিলেন। মদালসা পুত্রের প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা শিক্ষা দেন।

মধু—১। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে সঞ্জাত অসুর বিশেষ। ব্রহ্মবধার্থে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু ইঁহাকে ভ্রাতার সহিত নিহত করেন। ২। যদুবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি কৃষ্ণের পুত্র; ইঁহার নামানুসারে ইঁহার বংশধরগণ মাধব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ৩। যদুবংশীয় দেবক্ষত্রের পুত্র। ৪। কার্ত্তবীর্য্যের জনৈক পুত্র। ৫। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জনৈক পুত্র। ৬। মধুপুর নিবাসী রাক্ষসরাজ। লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতৃস্বস্রেয়ী ভগিনী কুম্ভীনসীর হরণ করিলে, ইঁহার বিরুদ্ধে রাবণ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন, মধুপুরে কুম্ভীনসী সানুনয় অনুরোধে তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করেন। পরে উভয়ের মধ্যে সখ্য সংস্থাপিত হয়। তপস্যা দ্বারা মধু মহাদেবের তুষ্টিবিধান করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে যে একটী অমোঘ শূল লাভ করেন, তাহার প্রভাবে তিনি অজেয় হন। ইঁহার পুত্র লবণকে এই শূল প্রদান করিয়া, মধু স্বপুণ্যবলে বরুণলোক লাভ করেন। ইঁহার কন্যা মধুমতীর সহিত সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্বের বিবাহ হয়।

মনসা—নাগরাজ অনন্তদেবের ভগিনী; এবং আস্তীকের মাতা। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার অপর নাম জরৎকারু। নাগকুল ধ্বংসাভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দেবনিদেশানুসারে বাসুকি ইঁহার সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ দেন। মুনির সযত্ন সেবা শুশ্রূষা করায় ইনি সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদা মুনিবর অপরাহ্নে নিদ্রিত হইলে, সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইবার উপক্রম হওয়ায় ইনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন, তখন মুনিবর ইঁহার পরিত্যাগ করিয়া, তপস্যার্থ গমন করেন। ইঁহার গর্ভে মুনিবর আস্তীক নামে একটী পুত্র জন্মে। ইনি জনমেজয়ের সর্পমেধ যজ্ঞে পুত্র আস্তীকের প্রেরণ করেন, আস্তীকের পরামর্শে যজ্ঞ বন্ধ হওয়ায় সর্পকুল রক্ষা পায়।

মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি। এই চতুর্দ্দশ নৃপতি প্রজাপতি মনু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে—১। স্বায়ম্ভুব মনু ইঁহার মহিষী শতরূপা। ইঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় ও প্রসূতি ও আকূতি নামে কন্যাদ্বয় জন্মিয়াছিল। ৭। বৈবস্বতমনু—ইনি সূর্য্যের সংজ্ঞাগর্ভ জাত পুত্র; ইঁহার দশটী পুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। ইঁহার কন্যার নাম ইলা।

মনোরমা—১। মহর্ষি রুচির পত্নী। ২। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের মহিষী। ইনি অতীব ধার্ম্মিকী ও পতিপরায়ণা রমণী ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি স্বামীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। (তাহা ক্ষত্রোচিত হইবে না) বলায়, ইনি স্বামীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পরে পরশুরামের সহিত প্রতিকূলে রণক্ষেত্রে উত্থিত হইয়া, প্রথমেই কার্ত্তবীর্য বলেন, আমার শ্রেষ্ঠার্দ্ধ অংশের অভাব ঘটায় আমি পূর্ব্বানুরূপ বীরত্ব দেখাইতে পারিলাম না। তাহা না হইলে, আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে আক্ষেপ করিবার কিছুই থাকিত না।

মন্থরা—অযোধ্যার মহারাজ দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর দাসী। ইহার স্বভাব সাতিশয় কুটিল। ইহারই মন্ত্রণায় উত্তেজিত হইয়া কেকয়ী, সপত্নীপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও স্বপুত্র

ভরতের রাজ্যাভিষেক এই বরদ্বয় দশরথের নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির ফল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সংঘটিত হইলে, ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় উপনীত হইলে, মন্থরা শত্রুঘ্নের নিকট বিলক্ষণ প্রহার পাইয়াছিল।

মন্দোদরী—ময়দানবের হেমা অপ্সরার গর্ভজাতা কন্যা, লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী। ইহাঁর গর্ভে মেঘনাদ অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। রাবণের মৃত্যুর পর ইনি বিভীষণের মহিষী হইয়াছিলেন।

মমতা—মহর্ষি উতথ্যের পত্নী। ইনি যৎপরোনাস্তি রূপবতী ছিলেন। উতথ্যের ঔরসে ইহাঁর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার জন্ম হয়। ইনি যে সময়ে গর্ভে দীর্ঘতমাকে ধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইহাঁর দেবর বৃহস্পতি ইহাঁকে নিভৃতে পাইয়া, রূপলাবণ্য দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া ইহাঁর নিকট রতি-লাষ প্রকাশ করেন। ইনি সাম্বনয়ে বলেন, "দেবর, আমি পূর্ণগর্ভা, সুতরাং আমায় ক্ষমা কর। না হইলে, আমি ও আমার গর্ভস্থ সন্তান উভয়েই যন্ত্রণা পাইব।" তখন বৃহস্পতি অসম্মতা ভ্রাতৃজায়ার বলাৎকারে রতিলাষ পূর্ণ করায় ইহাঁর ত্যক্ত বীর্য্য গর্ভে স্থান না পাওয়ায় ভূপতিত হইল। তাহাতে বৃহস্পতি গর্ভস্থ বালককে অভিশাপ করেন। ইহাঁর গর্ভভ্রষ্ট বৃহস্পতির অমোঘ বীর্য্য হইতে ভরদ্বাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ময়—দৈত্যশিল্পী দৈত্যরাজ বলীর সৈন্যসহ ইনি স্বর্গ জয়ার্থ অভিযানে যোগ দিয়া বিশ্বকর্ম্মার পরাজয়ে সমর্থ হন। হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইহাঁর কন্যা মন্দোদরীর জন্ম হয়। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে ইহাঁর দুইটী পুত্র ছিল। লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত ইহাঁর দুহিতা মন্দোদরীর বিবাহ হয়। জামাতাকে ইনি ইহাঁর বিখ্যাত শূলাস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের খাণ্ডববন দাহনকালে তথায় ময় অবস্থান করায়, পলায়নোদ্যত হইলে, ইনি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হন; পরে অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণরক্ষা করেন। ইহার প্রত্যুপকারার্থ ইনি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডবদিগের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে মনোহর রাজসূয় সভার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মরীচি—ব্রহ্মার মানসপুত্র,—সপ্তর্ষির এক জন ঋষি। ইনি দক্ষ-কন্যা সম্ভূতির পাণিগ্রহণ করেন। মতান্তরে ইনি মহর্ষি কর্দ্দম কন্যা কমলার পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ ইহাঁর পুত্র।

মরু—সূর্য্যবংশীয় রাজা শীঘ্রের পুত্র—রাজাবিশেষ। ইনি অদ্যাপি কলাপ গ্রামে যোগাবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ বিষ্ণু কলির শেষে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, পুনর্ব্বার ইহাঁকে অযোধ্যায় ও চন্দ্রবংশীয় দেবাপিকে হস্তিনায় রাজা করিয়া সত্যযুগের পুনরাবর্ত্তন করিবেন। ২। মিথিলারাজ হর্য্যশ্বের পুত্র।

মরুৎ—মহর্ষি কশ্যপের দিতিগর্ভসম্ভূত পুত্র। দিতি পুত্র দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি স্বামীর নিকট একটী অজেয় পুত্রের প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে মহর্ষির বরে তাঁহার গর্ভে মরুতের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্র মাতৃগর্ভে ইহাঁকে একোনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপের বরে ইহাঁরা জীবিত থাকিয়া, উনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁরা পবনদেবের অধীনে রক্ষিত হইয়াছিলেন।

মরুত্ত—জনৈক রাজা—সূর্য্যবংশীয় অবীক্ষিতের পুত্র। শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন মরুত্ত নিয়ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি একদা ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞসাধনের মানসে সমস্ত দ্রব্য-সম্ভারের আয়োজন করিয়া কুলগুরু বৃহস্পতির আহ্বান করেন; তিনি ইন্দ্রের আদেশে ইহাঁর কর্ম্মে পৌরোহিত্য করিতে অসম্মত হন। ইনি দেবর্ষি নারদের পরামর্শ অনুসারে বৃহস্পতির অনুজ সম্বর্ত্তের পৌরোহিত্যে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

মরুত্বতী—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী।

মরুদেব—ইক্ষ্বাকুবংশীয় জনৈক রাজা।

মলয়—ঋষভদেবের পঞ্চপুত্র।

মহাকাল—১। শিবপুত্র। ২। শিবমূর্ত্তি বিশেষ।

মহাকালী—মহাকাল পত্নী, দুর্গার মূর্ত্তিভেদ—ইনি পঞ্চাননী ও অষ্টভুজা।

মহাদেব—পরমেশ্বরের তমোময় সংহারমূর্ত্তি,—দেবদেব। ইনি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন; পরে শক্তি আশ্রয়ে তপোরত হইয়া জগতে যোগ-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক হন। ব্যাঘ্র চর্ম্ম ইহাঁর পরিধেয়, সর্পসূত্র উত্তরীয় ও কটিবন্ধ; ভস্ম অঙ্গ-বিভূতি এবং নন্দী পার্ষদ। ত্রিশূল আয়ুধ, ধনু পিণাক;—যুদ্ধে এই পিণাক যেমন শরক্ষেপে শরাসন, সঙ্গীতে তেমনই বাদ্যযন্ত্র। ইহাঁর পাশ অস্ত্র জগদ্বিখ্যাত। ইনি প্রজাপতি দক্ষ-রাজতনয়া সতীর পরিণয়-সূত্রে পরিগ্রহ করেন। মহর্ষি ভৃগুর যজ্ঞে ইনি শ্বশুর দক্ষ-রাজের সম্মাননা না করায়, তিনি রুষ্ট হইয়া, শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান মানসে ইহাঁর নিমন্ত্রণ রোধ করেন। শিব-পত্নী সতীদেবী পিতৃযজ্ঞ দর্শনে আগমন করিলে, দক্ষ ইহাঁর নিন্দা করায় পতিব্রতা সতী পিতৃ মুখ হইতে পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া, যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করেন। পরে প্রেয়সী সতীর বিয়োগে স্বীয় জটা ছিন্ন করায়, তাহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। পরে বীর-ভদ্র দক্ষালয়ে উপস্থিত হইয়া দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করেন। এই সময়ে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। পরে ইনি দক্ষালয়ে উপনীত হইলে, প্রসূতির অনু রোধে দক্ষের পুনর্জীবন লাভ হয়। অতঃপর সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া, উন্মত্তভাবে জগৎ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, ধরা সে তাণ্ডব ভর সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়ায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ দ্বাপঞ্চাশদংশে ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিলে, ইনি যোগমগ্ন হন। সেই সতীদেহই দ্বাপঞ্চাশৎ পীঠের ভৈরবীরূপে বর্ত্তমান। পরে সতী গিরিরাজ হিমাদ্রির পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে দেবগণ অজেয় তারকাসুরের অত্যাচারে নিগৃহীত হইয়া, পরামর্শ পূর্ব্বক মহাদেবের তপোভঙ্গ হেতু মদনকে প্রেরণ করেন। পুষ্পশর মদন, কুসুম-শরাসনে শরযোজনা করিয়া, মহা-দেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা করিলে, ইনি ক্রোধ-নেত্রে তাঁহাকে ভস্মীভূত করেন। পরে পার্ব্বতী কঠোর তপশ্চরণে ইহাঁর প্রসাদার্জ্জন করিয়া, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাও ইহাঁর পত্নী হইয়াছিলেন। ইনি অজেয় ত্রিপুরাসুরের উপদ্রব হইতে ত্রিলোকী রক্ষার জন্য, তাঁহার বিনাশ করিয়াছিলেন। একবার ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবতী মধ্যস্থা হইয়া, ইহাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের অনুকূল করেন। বিষ্ণুর সাহায্যে ইনি জলন্ধরের নিধন করেন। অপরতঃ বাণাসুরের সাহায্যার্থ শোণিতপুরে উপস্থিত থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে অসুররাজ বাণের রক্ষা করিতে ছিলেন; পরে কূটমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মোহমন্ত্র বিস্তারে অসুররাজ বাণের মনে একেশ্বরবাদে সন্দেহ উৎপাদন করায়, ইনি বাণকে ত্যাগ করিলে, অসুররাজ বাণ পরাস্ত হন। দেবদৈত্যগণ সমুদ্রমন্থন করিলে, মহাদেব সর্ব্বশেষে উপস্থিত হইয়া, পুনরায় সমুদ্র মন্থন করিতে আদেশ করেন। ইহাতে কালকূট বিষ উত্থিত হইলে, ইনি তাহা গলাধঃকরণ করেন। বিষ্ণুর-মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে ইনি স্বলিঙ্গপ্রসারে তাঁহারে আলিঙ্গনে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুচক্র দ্বারা তাহার পঞ্চাশদংশে ছেদন ক্ষেপণ করেন, তাহাতে পীঠ-ভৈরবের উৎপত্তি হয়। জীবের তপস্যায় আশু তুষ্ট হইয়া বরদান করেন বলিয়া ইহাঁর অপর নাম আশুতোষ। ইহাঁরই বরপ্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ত্রিলোকজেতা হইয়াছিলেন। যিনি ধরাকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই জামদগ্ন্য পরশুরাম ইহাঁর প্রিয় শিষ্য। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও ইহাঁর তুষ্টিবিধান করিয়া অস্ত্রলাভ করেন। ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের তপস্যায় প্রীত হইয়া, কিরাতরূপে দর্শন দিয়া, পরীক্ষার্থ কৌশলাবলম্বনে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরে তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক পাশুপতাস্ত্র প্রদান করেন। ইনি যেমন আদর্শ যোগীন্দ্র, তেমনই জগতের জীবগণের কর্ম্মগুরু। এমন কি শিষ্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি অত্রির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর শাসনপালনের প্রত্যক্ষ শিক্ষা দান করেন।

দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ও গণদেবাধিপতি হেরম্ব ইহাঁর পুত্রদ্বয়।

মহানন্দ—মগধের নন্দবংশীয় রাজগণের শেষ রাজা, ইহাঁর ঔরসে মুরানাম্নী শূদ্রাণীর গর্ভে বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। ইনি জনৈক মন্ত্রীর প্রতিহিংসায় ও পণ্ডিতবর চাণক্যের কৌটিল্যে সবংশে বিনষ্ট হন।

মহানন্দী—মগধের নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র।

মহানাভ—অসুররাজ হিরণ্যঘোর পুত্র—প্রবল-পরাক্রান্ত দৈত্য বিশেষ।

মহাপদ্ম—১। অষ্টনাগের এক জন। ২। একটী দিগ্‌গজ। ৩। মগধেশ্বর মহানন্দের পুত্র।

মহাভৈরব—শবরূপ মহাদেব।

মহামায়া—কোলদেশের অধিপতি অঞ্জনের দুহিতা—কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী—নবমাবতার বুদ্ধদেবের মাতা। ইনি বিশিষ্টা ধর্ম্মরতা ছিলেন। ইহাঁর পঞ্চচত্বারিংশ-বর্ষ বয়সে বুদ্ধদেব গর্ভে আবির্ভূত হন। পরে পূর্ণগর্ভে প্রসবার্থ পিতৃগৃহে গমনকালে লুম্বিনী নাম্নী বিনোদোদ্যানবাটিকায় উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী শালপর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য, কর প্রসারণ করিবার সময় ইহাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। যেমন ইনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, তখনই বুদ্ধদেব প্রসূত হইলেন। এই প্রসবের সপ্তম দিবসাবসানে ইনি পরলোক গমন করেন।

মহারোমা—মিথিলার রাজা, কৃতিরাত বা কৃতিরথের পুত্র।

মহালক্ষ্মী—দুর্গার মূর্ত্তিভেদ—অষ্টাদশভুজা।

মহাবীর—ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র।

মহাশ্বেতা—গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা, মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎকারে উভয়ের মনে কামাদির সঞ্চার হয়। পরে ইহাঁর বিরহে পুণ্ডরীকের মৃত্যু হয়। পরে ইনি ব্রহ্মচারিণী হইয়া, পাতিব্রত্যবলে পুণ্ডরীককে পুনর্জীবিত করিয়া বিবাহ করেন।

মহিষাসুর—রম্ভাসুরের পুত্র। মতান্তরে জম্ভাসুরের পুত্র। দেবগণের পরাজয় করিয়া, স্বর্গাধিকার করেন, পরে ভগবতীর হস্তে নিহত হন।

মহেন্দ্রী, মহেশ্বরী—শক্তি-বিশেষ।

মহোদয়—লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণের জনৈক মন্ত্রী।

মাণ্ডবী—রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ সহোদর রাজা কুশধ্বজের কন্যা, ইহাঁর সহিত দশরথাত্মজ ভরতের পরিণয় হয়। ইহাঁর গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুইটী পুত্র জন্মে।

মাণ্ডব্য—মুনি বিশেষ। ইনি শৈশবে একটী পতঙ্গে ইষিকাবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাঁকে শূলবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল।

মাণ্ডুকেয়—ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধ ঋষি,—ইনি মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমাথীর পুত্র;—পিতার উপদেশে ঋগ্‌বেদের শিক্ষানুশীলন করিয়া অধ্যাপনাদি করিয়াছিলেন।

মাণ্ডুক্য—মহর্ষি মণ্ডূকের পুত্র, উপনিষৎকার ঋষি।

মাতঙ্গী—নবমী মহাবিদ্যা। ভগবতী মাতঙ্গ ঋষিকে এই মূর্ত্তিতে বরদান করিয়াছিলেন।

মাতরিশ্বা—পবনদেবের বেদোক্ত নাম।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি ও সখা, ইহাঁর স্ত্রীর নাম সুধর্ম্মা। ইহার কন্যা গুণকেশার সহিত সুমুখনাগের বিবাহ হয়। দেবরাজ ইন্দ্র সখার জামাতা সুমুখকে গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দৈবরথ লইয়া রামের সাহায্যার্থে লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন।

মাদ্রী—মদ্ররাজ-কন্যা, মহারাজ পাণ্ডুর কনিষ্ঠা মহিষী। ইহাঁর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বর প্রভাবে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। কিমিন্দক মুনির অভিসম্পাতে পাণ্ডু ইহাঁর আলিঙ্গন মাত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। পরে ইনি স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন।

মান্ধাতা—সূর্য্যবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। কথিত আছে, রাজা যুবনাশ্ব পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শয়ন করেন। পরে রাত্রিকালে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যজ্ঞীয় কুম্ভসলিল পান করায়, ইহাঁর গর্ভ হয়। তাহাতে যুবনাশ্বের বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া মান্ধাতা জন্ম গ্রহণ করেন। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র মাংধাস্যতি এই কথা বলিয়া, অঙ্গুষ্ঠ পান করানর জন্য ইহাঁর নাম মান্ধাতা হয়। ইনি পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া, বিহিত বিধানে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র

মুচুকুন্দ। ইনি সুমেরু-শিখরে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া উভয়ে সমবল হওয়ায় পরস্পরের সখ্য স্থাপিত হয়। একদা ইনি পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গ জয়ে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্র ইহাঁকে মধু-তনয় লবণের পরাজয় করিতে পরামর্শ দেন। পরে ইনি মধুবনে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ-প্রার্থী হইলে, লবণের প্রক্ষিপ্ত শূলে নিহত হন।

মায়া—১। দুর্গার নামান্তর। ২। অধর্ম্মের কন্যা।

মায়াদেবী—কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী বুদ্ধদেবের মাতা।

মায়াবতী—মদনপত্নী রতির নামান্তর। হরকোপানলে মদনভস্ম হইলে,দ্বাপরে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং জন্মের ষষ্ঠ দিনে শম্বরাসুর কর্ত্তৃক হৃত হইবেন, জানিয়া রতি মায়াবতী নাম ধারণে শম্বরাসুরের প্রাসাদে অবস্থান করেন। পরে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রধান মহিষী রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ দিবসে হৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন। পরে একটী মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিলে পর ধৃত হইয়া শম্বরাসুরের গৃহে নীত হইলে, মায়াবতী তাহার উদরে পতিব বালমূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি সহ লালন পালন করেন। ইনি তাঁহাকে আসুরিকী মায়া বিদ্যায় শিক্ষা দিয়া, পরে ইহাঁর নিকট শম্বরাসুর কর্ত্তৃক তাঁহার অপহরণাদির কথা ব্যক্ত করেন। পরে প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের বিনাশ করিয়া, মায়াবতী সহ দ্বারকায় উপনীত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করেন।

মায়াবী—অসুর—দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র; বানররাজ বালীকে পিতৃহন্তা জানিয়া তাঁহার বধের জন্য যুদ্ধার্থে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। বালীর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করেন। বালী তাঁহার অনুসরণ করিয়া, ইহার বিনাশ করেন।

মারিষা—মহর্ষি কণ্ডুর অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভজাতা কন্যা। ইনি প্রচেতাদিগের পত্নী হইয়াছিলেন। ইহাঁর প্রধান পুত্র প্রজাপতি দক্ষ।

মারীচ—সুন্দের তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভজাত পুত্র—এই রাক্ষস রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদ করিত। রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞ রক্ষার্থ গমন করিয়া ইহাকে দূরীভূত করেন। রামের বনবাসকালে পঞ্চবটীতে মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার আনন্দবর্দ্ধন করিলে, সীতা রামকে ইহাকে ধরিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। পরে মারীচ রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া, রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে 'হা-লক্ষ্মণ! সীতা!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করে।

মারুত—মহর্ষি কশ্যপের দিতিগর্ভসম্ভূত পুত্র; ইন্দ্র ইহাঁকে গর্ভ মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয়—মৃকণ্ডু মুনির পুত্র—ঋষি-বিশেষ। ইহাঁর কথিত অনেক উপদেশেরই বহুত্র প্রসিদ্ধি আছে। ইনি কল্পান্তজীবী।

মার্ষ্টি—বসুদেব-বংশধর শারণের পুত্র।

মার্ষ্টিম—বসুদেব-বংশধর শারণের পুত্র।

মালুধান—অষ্টনাগের এক জন।

মাল্যবান্—রাক্ষস সুকেশের পুত্র—লঙ্কেশ্বর রাবণের মন্ত্রী। ইনি তপঃ প্রভাবে ব্রহ্মার তুষ্টি-বিধান করায় বর পাইয়া লঙ্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। পরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পাতালে গমন করেন। পরে লঙ্কা রাবণের অধিকৃত হইলে, ইনি তাঁহার মন্ত্রী হন। শেষে রাম রাবণের যুদ্ধে ইনি নিহত হইয়াছিলেন।

মিত্র—১। দ্বাদশ আদিত্যের একজন। ২। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র।

মিত্রবিন্দা—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী।

মিত্রসহ—সৌদাসের নামান্তর।

মিথি—নিমির পুত্র।

মিশ্রকেশী—মেনকার সখী—জনৈক অপ্সরা।

মীন—১। দ্বাদশ রাশির অন্যতম। ২। বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। এই অবতারে নারায়ণ প্রলয়-পয়োধি হইতে মনু ও অসুরাপহৃত বেদের উদ্ধার করেন।

মীনরথ—জনক বংশীয় অনেনার পুত্র।

মুচুকুন্দ—১। মহারাজ মান্ধাতার পুত্র,—শৌর্য্য বীর্য্যে বিশ্ববিখ্যাত। এক সময়ে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিলে, অসুরগণ বিধ্বস্ত হয়; পরে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদানে সম্মত হইলে, ইনি ক্লান্তি নিবারণ হেতু নিভৃত প্রদেশ প্রার্থনা করিয়া বলেন—"যে, ইহাঁর নিদ্রায় বিঘ্নোৎপাদন করিবে সেই ইহাঁর দৃষ্টিতে

ভস্মীভূত হইবে।" পরে অভীষ্ট বর সহ একটী নিভৃত গিরিগুহা পাইয়া, তাহাতে বহুকাল নিদ্রাভিভূত রহিলেন। দ্বাপর যুগে কালযবনের বিনাশ জন্য, শ্রীকৃষ্ণ কূট কৌশলে, সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হন। কালযবন গুহায় প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ শয়িত আছেন মনে করিয়া, মুচুকুন্দকে পদাঘাত করেন। ইহাতে যেমন মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হয়, অমনই কালযবন ইহাঁর দৃষ্টিপথে পড়িয়া ভস্মীভূত হয়। অতঃপর মুচুকুন্দ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া, যুগপরিবর্ত্তন ও জাগতিক পরিবর্ত্তন সহ স্বীয় রাজ্যও পরকরতল গত দেখিয়া, হিমালয়াশ্রয়ে তপস্যাবলম্বন করেন। শেষে যোগারুঢ় হইয়া দেহ ত্যাগ করেন। ২। জনৈক মুনি। ৩ জনৈক দৈত্য।

মুণ্ডকেশ—অথর্ব্ববেদপ্রসিদ্ধ জনৈক ঋষি।

মুণ্ড—অসুররাজ শুম্ভের সেনাপতি; ভগবতী কৌশিকীর হস্তে নিহত হন।

মুদ্গল—১। জনৈক ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধ ঋষি; মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তক-গোত্রকার। বহুকালব্যাপী তপশ্চরণে আত্মোৎকর্ষ লাভ করেন। এক সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইহাঁর পরীক্ষার্থ আশ্রমে আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে ছয় দিন ধরিয়া, ইহাঁর আহৃত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে ইনি ক্ষুণ্ণ হন নাই। তাঁহার এইরূপ অন্নপ্রসাদের পরিচয় পাইয়া, ইহাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আর দেবগণ ইহাঁর জন্য পুষ্পবিমান প্রেরণ করিলে, তাহা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সাধনার সুখ-দুঃখস্থান অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বাণ লাভ করেন।

মুর—দৈত্য-বিশেষ। ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁর বিনাশ করিয়া মুরারি নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

মুরজা—যক্ষপতি কুবেরের মহিষী।

মুষ্টিক—মথুরাধিপতি কংসের সেনাপতি; ধনুর্যজ্ঞসময়ে বলরাম হস্তে নিহত হন।

মূক—উপসুন্দের পুত্র—দানব-বিশেষ।

মূলক—অশ্মকের পুত্র। যে সময়ে পরশুরাম ধরা নিক্ষত্রিয়া করেন, ইনি নারীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নারীকবচ নামে প্রসিদ্ধ হন।

মূলা—নক্ষত্র-বিশেষ।

মৃকণ্ডু—বিধাতার পুত্র, মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা।

মৃগশিরা—নক্ষত্র-বিশেষ।

মৃগী—মহর্ষি পুলস্ত্যের ভার্য্যা।

মেঘনাদ—লঙ্কেশ্বর রাবণের মন্দোদরী গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি জাতমাত্র মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া,ইহাঁর এই নাম হয়। ইনি বিপুল বিক্রান্ত বীর ছিলেন। অগ্নি ইহাঁর অভীষ্ট দেবতা ছিলেন। পরে ইনি সপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মহাদেবের প্রীতি জন্মাইয়া, কামগামী রথ তামসী মায়া, অক্ষয়তূণীরদ্বয় প্রভৃতি পাইয়া মহাবল দৃপ্ত হন। রাবণের স্বর্গজয়ের সময় ইনি পিতার সহিত রক্ষোবাহিনী লইয়া গমন করিয়া, জয়ন্তের সহিত তুমুল সংগ্রাম করেন। তামসী-মায়ার প্রভাবে যুদ্ধস্থলে অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া, ইনি তাঁহার পরাজয় করিতে সমর্থ হন। পরে রাক্ষস-সৈন্য সহ রাবণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে, ইনি মায়াবলে দেবগণের পরাজয় করিয়া, ইন্দ্রের অবরোধ বন্ধনে সমর্থ হন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ লঙ্কায় আসিয়া ইহাঁকে যজ্ঞ সমাপনান্তে যুদ্ধে ব্রতী হইলে, অজেয় হইবেন, এই বর দিয়া, ইন্দ্রের বন্ধনমোচন করেন। দেবরাজের পরাজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম ইন্দ্রজিৎ। লঙ্কাসমরে ইনি হনুমান্‌কে বন্দী করেন। অতঃপর ইনি বানর-সৈন্যগণের সহিত রাম লক্ষ্মণকে দুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন। রাবণভ্রাতা বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গোপনে উপনীত হইয়া, ইহাঁর নিধন করেন।

মেধাঃ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র।

মেধাজিৎ—কাত্যায়ন মুনির নামান্তর।

মেধাতিথি—১। রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র শাকদ্বীপের অধিপতি।

মেনকা, মেনা—১। পিতৃগণের মানস কন্যা—গিরিরাজ হিমালয়ের মহিষী; ইহাঁর মৈনাক নামে পুত্র ও গঙ্গা ও উমা নামে কন্যাদ্বয় জন্মিয়াছিল। ২। অপ্সরা বিশেষ।

মেরুসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ মনু।

মৈত্রেয়—মহর্ষি পরাশরের শিষ্য বিশেষ। ইনি ষট্‌সংবাদে বিষ্ণু পুরাণের শ্রোতা।

মৈনাক—গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা গর্ভসম্ভূত পুত্র। পূর্ব্বে পর্ব্বতগণের পক্ষ থাকায়, তাহারা উড্ডীন হইয়া সময়ে সময়ে লোকালয় জনপদে পতিত হইলে, প্রাণি-নাশ হইত। দেবরাজ ইন্দ্র জগতের এই অনিষ্ট-নিবারণ জন্য, যখন বজ্রাঘাতে পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন, তখন মৈনাক পবনসাহায্যে পলায়ন করিয়া, সমুদ্রের গর্ভে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

মৈন্দ—রামানুচর বানর-বিশেষ।

মোহিনী—দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনান্তে নারায়ণ এই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অসুরদিগের বঞ্চনা করিয়া, দেবগণের সুধাপানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাদেব ইঁহার রূপ দর্শনে মত্ত হন।

মৌদ্গ্য—সামবেদজ্ঞ ঋষি দেবদর্শের শিষ্য।

মৌদ্গল্য—মহর্ষি মুদ্গলের পরানুসৃত ব্রাহ্মণগণ।

য

যজমান—মহাদেবের প্রজাপতি মূর্ত্তি।

যজ্ঞবাহু—প্রিয়ব্রতের একটী পুত্র।

যজ্ঞশ্রী—অন্ধভৃত্যবংশীয় জনৈক রাজা।

যজ্ঞসেন—পঞ্চাল দেশীয় মহারাজ দ্রুপদের নামান্তর।

যদু—মহারাজ যযাতির দেবযানী গর্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্র; পিতার জরা লইতে অসম্মত হইলে, পিতৃশাপে ইনি এবং ইঁহার বংশীয়গণ পিতৃ সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হন। ইনি যাদবগণের আদি পুরুষ এবং ইঁহার বংশানুক্রমে যাদবগণ ইঁহারই নামানুসারে যাদব নামে বিখ্যাত।

যম—দক্ষিণদিকের দিক্‌পাল। সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভজাত সন্তান। ত্বষ্টা ইঁহার মাতামহ। সংজ্ঞা সূর্য্যের নিকট ছায়াকে রাখিয়া, স্থানান্তর গমন করিলে ছায়া ভ্রাতা ভগিনী সহ যমের লালন পালন করিতে লাগিলেন; পরে সপত্নীসন্তানের প্রতি ছায়ার অযত্ন হওয়ায়, ইনি তাঁহাকে পদাঘাতে উদ্যত হন। তাহাতে ছায়ার শাপে ইঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটসঙ্কুল হয়। এতদ্বিষয় পিতৃ সমীপে প্রকাশ করিলে, সূর্য্য ইঁহাকে ক্ষত লেহন জন্য কুক্কুর দিয়াছিলেন। ঐ কুক্কুর ক্ষত হইতে পূয ও কীট ভক্ষণ করিয়া ক্ষত স্থান নিরাময় করিয়া দেয়। ইনি পিতৃগণের অধিপতি ইঁহার পুরীর নাম সংযমনী। যমুনা ইঁহার ভগিনী। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিচিত্র।

যমী—১। পিতৃপতি যমের ভগিনী যমুনার নামান্তর। ২। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ধর্ম্মের পত্নী।

যমুনা—সূর্য্যের কন্যা যমের ভগিনী। ইনি কার্ত্তিকী শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ায় যমকে তিলক দানে দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছিলেন।

যযাতি—চন্দ্রবংশীয় পঞ্চম নৃপতি। মহারাজ নহুষের পুত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, পিতার অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য নরক ভোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধার জন্য গুরুর আদেশে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কুশধ্বজ নামক একটী ভক্ত ব্রাহ্মণ বালককে বলিদান করিতে উদ্যত হইলে, তথায় নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া ইঁহার পিতার মুক্তি বিধান করিয়াছিলেন। একদা রাজা যযাতি অরণ্যে মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হওয়ায় জলের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কূপের নিকট উপনীত হন। তন্মধ্যে দেবযানীকে পতিত দেখিয়া, অতিযত্নে তাহার উদ্ধার করিয়া পিতৃ সমীপে প্রেরণ করেন। অতঃপর আর এক দিন ইনি মৃগয়ায় আগমন পূর্ব্বক সখীগণে পরিবৃতা দেবযানীর সাক্ষাৎকার লাভে প্রীত হন। পরে শুক্রাচার্য্য উভয়ের প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া, পরিণয় সম্পাদন করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুইটী পুত্রের জন্ম হয়। পরে ইনি দেবযানীর পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের কুমারী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। তাহার গর্ভে ইঁহার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিনটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবযানী স্বামীকে স্বীয় পরিচারিকায় সংসক্ত জানিয়া ক্রোধভরে স্বীয় পিতৃ সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বামীর দোষ বর্ণনা করেন; তাহাতে শুক্রাচার্য্য ইঁহার প্রতি অকালে জরাগ্রস্ত হইবে অভিশাপ করেন। তাহাতে ইনি মহর্ষি

শুক্রাচার্যের শরণাগত হইয়া কৃপাভিক্ষায় তুষ্টিবিধান করেন, তিনি এই জরা পুত্রে পরিচালনের শক্তি প্রদান করেন, ইনি পুত্রগণকে স্বীয় জরা গ্রহণের আদেশ করিলে, প্রথম পুত্র চতুষ্টয় তাহা লইতে অসম্মত হন; শেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিত্রাজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইয়া, ইঁহার সহিত যৌবন বিনিময়ে জরা গ্রহণ করেন; ইনি আজ্ঞাপালক প্রিয় পুত্র পুরুকে সিংহাসন প্রদান সঙ্গত মনে করিয়া অন্যান্য তনয়কে রাজপদ হইতে বঞ্চিত করেন। অতঃপর মহারাজ যযাতি বিষয়াসক্ত চিত্তে, ধর্ম্মসঙ্গত সুখসম্ভোগ করিয়া পার্থিব সুখে বীতরাগ হন পরে প্রিয় পুত্র পুরুকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বৎস, আমি তোমার যৌবন লাভে অভিলাষানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি; কাম্যভোগ কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়, এক্ষণে কামনা পরিত্যাগই শান্তিপ্রদ বোধ হইতেছে। এখন নিষ্কাম হইয়া, পরম পাবন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় নির্ভর করিয়া, তাঁহাতে চিত্তের সন্ন্যাস পূর্ব্বক বানপ্রস্থাবলম্বনে প্রয়াসী হইয়াছি। এক্ষণে তোমার যৌবন সহ আমার এই রাজ্যভার গ্রহণ কর। আমার মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বর চিন্তায় আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য অনিত্য সংসার সংসক্তি হইতে অবসর লইতে ব্যগ্র হইয়াছি।" এই বলিয়া পুরুর রাজ্যাভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক, শেষে বনাশ্রয়ে যোগাবলম্বনে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন।

যশোদা—গোপরাজ নন্দঘোষের মহিষী। শ্রীকৃষ্ণের পালয়িত্রী মাতা। মথুরার কংসকারাগার হইতে দেবকীর সদ্যঃপ্রসূত সন্তান লইয়া, বসুদেব গোকুলে উপনীত হন, এবং ইঁহার সদ্যঃপ্রসূত কন্যার হরণ ও তথায় স্বতনয় কৃষ্ণের স্থাপন করিয়া পুনরায় মথুরায় কংসকারাগারে উপনীত হন। ইনি কৃষ্ণকে লইয়া স্বপুত্র জ্ঞানে লালন পালন করেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, কংসধ্বংস পূর্ব্বক, উগ্রসেনকে রাজা করেন, বাসুদেব দেবকীর উদ্ধার পূর্ব্বক কুব্জা পাণিগ্রহণে ক্ষত্র রাজপুত্র বলিয়া, পরিচিত ও তাঁহাদিগের সংশ্লিষ্ট থাকায়, ইনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

যাজ—জনৈক ঋষি; উপযজ্ঞ মুনির ভ্রাতা। ইঁহারা মহারাজ দ্রুপদের পৌরাহিত্য স্বীকার করিয়া যজ্ঞে ব্রতী হন; সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্নের ও দ্রৌপদীর জন্ম হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য—যোগ-প্রবর্ত্তক সংহিতাকার মুনি। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। ইনি গুরুর নিকট বেদ-দীক্ষাগ্রহণ করার পর গুরুর ব্রহ্ম-হত্যা-পাপ-ক্ষালনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে অসম্মত হওয়ায়, গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বেদের বমন করিতে বাধ্য হন। অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষিরূপে তাহা ভক্ষণ করেন। তাহাই তৈত্তিরীয় সংহিতা। ইনি সূর্য্যের নিকট বাজসনেয়ী সংহিতা লাভ করেন। ইনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হোতা ছিলেন।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদীর নামান্তর।

যাযাবর—মহর্ষি জরৎকারুর পূর্ব্বপুরুষগণ।

যাস্ক—বৈদিক নিরুক্ত-প্রণেতা ঋষি, পাণিনির পূর্ব্বতন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বৈদিকী ভাষার জ্ঞান উৎপাদনে সহায়। ঐ নিরুক্ত নৈর্ঘণ্টুক, নৈগম, ও দৈবত ভেদে তিনভাগে বিভক্ত।

যুধাজিৎ—কেকয়রাজ পুত্র,—দশরথ তনয় ভরতের মাতুল।

যুধিষ্ঠির—রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ জ্যেষ্ঠপুত্র:—ইনি রাজা পাণ্ডুর প্রধান মহিষী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। [মহাভারত পাঠ কর।]

যুযুৎসু—১; ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র, ইনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের ন্যায় অধার্ম্মিক ছিলেন না; কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি দুর্য্যোধনের সৈন্য সহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, শেষে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে কেবল ইনিই জীবিত ছিলেন। যুদ্ধান্তে সঞ্জয় ইঁহাকে লইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করেন। ২। ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্র।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র, ইনি পুত্রার্থ যজ্ঞারম্ভ করিয়া রাত্রিকালে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যজ্ঞশেষ জল পান করিয়াছিলেন। তাহাতে

ইহাঁর গর্ভ হয়। ঐ গর্ভে মান্ধাতার জন্ম হয়। ইহাঁর বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া মান্ধাতার জন্ম হইলে, ইহাঁর মৃত্যু হয়। মান্ধাতা ইন্দ্রের অঙ্গুষ্ঠপানে প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম মান্ধাতা। মতান্তরে মান্ধাতার প্রসবের পরও তিনি জীবিত থাকিয়া, তপোরত ছিলেন।

যূপাক্ষ—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের সভাসদ্। ২। লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি, অশোক বনোপকণ্ঠে হনুমানের হস্তে নিহত হয়।

যোগমায়া—ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ। এই মূর্ত্তি গোপরাজ মহিষী যশোদার গর্ভে জন্মিয়া কংসকে ছলনাপূর্ব্বক অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে বিন্ধ্যাচল-বাসিনী হইয়াছিলেন।

যৌধেয়া—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পত্নী। ইহাঁর পুত্রের নাম দেবক।

র

রক্তবীজ—অসুররাজ শুম্ভের সেনাপতি। ইহাঁর একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইলে, শত শত রক্তবীজের ন্যায় অসুরের উদ্ভব হইত। চণ্ড মুণ্ডের নিধন হইলে, অসুরাধিপতি শুম্ভ ইহাঁর নায়কত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। চণ্ডিকা চামুণ্ডাবেশে ইহাঁর মুণ্ডচ্ছেদ ও রক্তপান করিয়া, নিধন করেন।

রক্ষরজা—ব্রহ্মাশ্রু হইতে উৎপন্ন বানর, উত্তর মেরু শিখরের পল্বল জলে অবগাহন করায়, ইহাঁর স্ত্রীরূপ লাভ ঘটিলে, সেই সময় ইহাঁর গর্ভে বালী ও সুগ্রীব নামে বানর-দ্বয়ের জন্ম হয়। পরে রক্ষরজা বানররূপ লাভ করিয়া বানরেশ্বর হইয়াছিলেন; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় ইহাঁর রাজধানী নির্দ্দিষ্ট হয়।

রঘু—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপের পুত্র; ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে প্রথিতযশাঃ হইয়াছিলেন। রঘু দিগ্বিজয়ে তৎকাল পরিচিত যাবতীয় জনপদ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, সমস্ত দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম অজ।

রণমেয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র।

রতি—কামদেবের পত্নী। হরকোপানলে মদনভস্ম হইলে, ইনি মায়াবতী নাম ধারণে শম্বর দৈত্যভবনে দাসী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষে দ্বাপরে কামদেবের সহিত মিলিতা হন।

রন্তিদেব—চন্দ্রবংশীয় সঙ্কৃতির পুত্র। ইহাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বলিভূত পশুগণের রক্ত মেদঃ প্রভৃতিতে চর্ম্মণ্বতী নদীর উদ্ভব হয়।

রন্তিনার—কুরুবংশীয় ঋতেযুর পুত্র।

রম্ভ—১। অসুররাজ—মহিষাসুরের পিতা। ২। অনুর পুত্র।

রম্ভা—অপ্সরোবিশেষ। ইনি ইন্দ্রের আদেশে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করিতে উদ্যতা হওয়ায়, তাঁহার শাপে শৈলরূপে পরিণত হন। একদা ইনি যক্ষপতি কুবেরের পুত্র নলকূবরের উদ্দেশে গমন সময় পথে লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক ধৃতা ও বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইলে, নলকূবরের শাপে রাবণ আর অন্য কোন রমণীর উপর অত্যাচারে সমর্থ হইতেন না।

রবি—সূর্য্যদেবের নামান্তর।

রাকা—মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা।

রাজরাজেশ্বরী—দশ মহাবিদ্যার একটী। ষোড়শীর নামান্তর। রক্তবর্ণা ত্রিনয়না পাশ অঙ্কুশ ধনুঃশর ধারিণী, ইহার সিংহাসনের আশ্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ, রুদ্র—এই পঞ্চ দেবতা।

রাধা, রাধিকা—১। গোপরাজ বৃষভানুর পত্নী কলাবতীর গর্ভজাতা কন্যা। অভিমন্যু ঘোষের পত্নী, ইনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন,—পরাসক্তি হইতে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগুরু হইয়া, উত্তরসাধিকারূপে তাঁহার যোগসিদ্ধির বিধান করেন। ইহাতে রূপজ মোহ বা প্রলোভনের বশে ভোগলিপ্সায় অনুরাগ ছিল না। কেহ কেহ ইহাতে একটী সাঙ্গরূপক অলঙ্কার দেখিতে পান। রাধা—রাধ্যতেঽনয়া—ইহাদ্বারা আরাধনা করিতে পারা যায়, সেই পরাসক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। ২। অধিরথ সূতের পত্নী—কুন্তীনন্দন অঙ্গরাজ দানবীর কর্ণের পালিকা মাতা। একদা ইনি স্বামিসমভিব্যা-

হারে নদীতে অবগাহন করিয়াছেন, এমন সময় একটা মঞ্জুষা জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। অধিরথ তাহার উদ্ধার করিয়া তন্মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত কর্ণকে দেখিতে পান; রাধা এই শিশুটীর স্বসন্তানবোধে প্রতিপালন করেন। ইহাঁর সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হওয়ায়, ইহাঁর অপর নাম রাধেয়।

রামচন্দ্র—বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার প্রধান মহিষী কৌশল্যার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। [বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ পাঠ কর]

রাবণ—বিশ্রবা মুনির ঔরসে, সুমালী রাক্ষসের কন্যা নিকষার বা কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইহার মাতা নিকষার মনে অসূয়ার উদ্রেক হওয়ায়, স্বসন্তানের ভাগ্যোন্নয়ন জন্য ইহাকে উত্তেজিত করেন। পরে ইনি ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের সহিত কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। কঠোর তপোদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদিতে সম্মত হইলে, রাবণ অমর বর প্রার্থনা করিল, ক্ষুদ্রজীবী নর বানর প্রভৃতি ভিন্ন অপর সকলের অজেয় হইবে, এই বর লাভে সন্তুষ্ট হইল। পরে মাতাসহ সুমালীর উপদেশে ইনি কুবের হস্ত হইতে লঙ্কা গ্রহণ করিয়া, তথায় রাক্ষস-রাজ্যের পুনঃ স্থাপনা করেন। ময় নামক দানবের কন্যা মন্দোদরীর সহিত ইহার বিবাহ হয়; তাঁহার গর্ভে ইহার মেঘনাদ ও অক্ষয় কুমার প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হয়। পরে বলদর্পে বিশ্বজিগীষায় দিগ্বিজয়ার্থক বহির্গত হইয়া, ক্রমশঃ দেশ জয় করিতে করিতে রক্ষোরাজ রাবণ, বানরপতি বালী, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ও মান্ধাতার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। পাতালেও অসুরেশ্বর বলির নিকট উপনীত হইলে, মহারাজ বলি ইহাকে পিতামহ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডলোত্তোলনের জন্য অনুরোধ করিলে, ইনি তাহাতে অশক্ত হইয়া লজ্জিত হন। পরে স্বর্গ জয় করিতে দেবগণ সহ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রায় পরাজিত হন, এমন সময় মেঘনাদ মায়া বিস্তারে দেবগণকে মুগ্ধ করিয়া ইন্দ্রজয়ে সমর্থ হন। পরে ইন্দ্র বিজিত ও লঙ্কাকারায় অবরুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎ আখ্যাদানে রাবণকুমার মেঘনাদকে বর প্রদানপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্ধার করেন। পরে ইনি কামাসক্ত হইয়া ঘোর অত্যাচারী হইলে, কুললনাগণ ইহার নাম ভীত হইতেন। তপস্বিনী বেদবতীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাকে শাপ দিয়া অনলে প্রবেশ করেন। অপ্সরাঃ রম্ভার ধর্ষণ জন্য নলকূবর প্রকুপিত হইয়া, ইহার রমণী ধর্ষণ মৃত্যুর কারণ হইবে—এই শাপ দেন। কালকেয় প্রভৃতি দৈত্যগণের বিনাশ করিতে ইনি বিদ্যুজ্জিহ্বের নিধন করিয়া, সূর্পণখাকে বিধবা করিবার পর তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসবীর খরের রক্ষণাবেক্ষণে রক্ষা করেন। পরে সূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের মনোমোহন কলেবর দর্শনে কামমোহিতা হইয়া স্বাভিলাষ প্রকাশ করায় অগ্রজের আদেশে লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদন করেন। পরে খর সহ রাক্ষসসৈন্য বিধ্বস্ত হইলে, শূর্পণখা রাবণ সমীপে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করিয়া, রাম-মহিষী সীতার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথাও অবগত করান। পরে রাবণপ্রেরিত মৃগরূপ মারীচ কর্ত্তৃক কৌশলে রাম লক্ষ্মণ সীতার আবাস কুটীর হইতে দূরে নীত হইলে, ইনি যোগীবেশে সীতাসকাশে অতিথি হইয়া, সীতা হরণ করেন। পলায়নকালে পথে পক্ষিরাজ জটায়ুর সহিত ইহার ঘোরতর যুদ্ধ হইলে, জটায়ু পরাস্ত হইয়া মৃতপ্রায় পতিত রহিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র বানর রাজ সুগ্রীবের সাহায্যে সীতার সন্ধান লইয়া, সমুদ্রবন্ধনপূর্ব্বক বানর সৈন্য সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, ইহার সহোদর বিভীষণ ইহাকে সীতা প্রত্যার্পণ করিয়া, সন্ধি করিবার পরামর্শ দিলে, ইনি ক্রোধভরে তাহাকে পদাঘাত করিয়া বিতাড়িত করেন। পরে বিভীষণ রামচন্দ্রের আশ্রয় লইয়া, তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি করেন। পরে রামচন্দ্র বিভীষণের সাহায্যে বানর চমূ লইয়া ইহাকে সবংশে নিহত করিয়াছিলেন।

ইহাঁর গর্ভ হয়। ঐ গর্ভে মান্ধাতার জন্ম হয়। ইহাঁর বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া মান্ধাতার জন্ম হইলে, ইহাঁর মৃত্যু হয়। মান্ধাতা ইন্দ্রের অঙ্গুষ্ঠপানে প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম মান্ধাতা। মতান্তরে মান্ধাতার প্রসবের পরও তিনি জীবিত থাকিয়া, তপোরত ছিলেন।

যূপাক্ষ—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের সভাসদ্। ২। লঙ্কেশ্বর রাবণের সেনাপতি, অশোক বনোপকণ্ঠে হনুমানের হস্তে নিহত হয়।

যোগমায়া—ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ। এই মূর্ত্তি গোপরাজ মহিষী যশোদার গর্ভে জন্মিয়া কংসকে ছলনাপূর্ব্বক অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে বিন্ধ্যাচল-বাসিনী হইয়াছিলেন।

যৌধেয়া—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পত্নী। ইহাঁর পুত্রের নাম দেবক।

র

রক্তবীজ—অসুররাজ শুম্ভের সেনাপতি। ইহাঁর একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইলে, শত শত রক্তবীজের ন্যায় অসুরের উদ্ভব হইত। চণ্ড মুণ্ডের নিধন হইলে, অসুরাধিপতি শুম্ভ ইহাঁর নায়কত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। চণ্ডিকা চামুণ্ডাবেশে ইহাঁর মুণ্ডচ্ছেদ ও রক্তপান করিয়া, নিধন করেন।

রক্ষরজা—ব্রহ্মাশ্রু হইতে উৎপন্ন বানর, উত্তর মেরু ...রের পদ্বল জলে অবগাহন করায়, ইহাঁর ...রূপ লাভ ঘটিলে, সেই সময় ইহাঁর গর্ভে ...লী ও সুগ্রীব নামে বানর-দ্বয়ের জন্ম হয়। ...র রক্ষরজা বানররূপ লাভ করিয়া বানরেশ্বর ...য়াছিলেন; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় ইহাঁর ...জধানী নির্দ্দিষ্ট হয়।

...—সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপের পুত্র; ইনি ...র্য্যবীর্য্যে প্রথিতযশাঃ হইয়াছিলেন। রঘু ...দিগ্বিজয়ে তৎকাল পরিচিত যাবতীয় জনপদ ...য় করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, সমস্ত দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম অজ।

রণমেয়—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র।

রতি—কামদেবের পত্নী। হরকোপানলে মদনভস্ম হইলে, ইনি মায়াবতী নাম ধারণে শম্বর দৈত্য-ভবনে দাসী হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। শেষে দ্বাপরে কামদেবের সহিত মিলিতা হন।

রন্তিদেব—চন্দ্রবংশীয় সঙ্কৃতির পুত্র। ইহাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞের বলিভূত পশুগণের রুধির মেদঃ প্রভৃতিতে চর্ম্মণ্বতী নদীর উদ্ভব হয়।

রন্তিনার—কুরুবংশীয় ঋতেযুর পুত্র।

রম্ভ—১। অসুররাজ—মহিষাসুরের পিতা। ২। অনুর পুত্র।

রম্ভা—অপ্সরোবিশেষ। ইনি ইন্দ্রের আদেশে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করিতে উদ্যতা হওয়ায়, তাঁহার শাপে শৈলরূপে পরিণত হন। একদা ইনি যক্ষপতি কুবেরের পুত্র নলকূবরের উদ্দেশে গমন সময় পথে লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক ধৃতা ও বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইলে, নলকূবরের শাপে রাবণ আর অন্য কোন রমণীর উপর অত্যাচারে সমর্থ হইতেন না।

রবি—সূর্য্যদেবের নামান্তর।

রাকা—মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা।

রাজরাজেশ্বরী—দশ মহাবিদ্যার একটী। ষোড়শীর নামান্তর। রক্তবর্ণা ত্রিনয়না পাশ অঙ্কুশ ধনুঃশর ধারিণী, ইঁহার সিংহাসনের আশ্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ, রুদ্র—এই পঞ্চ দেবতা।

রাধা, রাধিকা—১। গোপরাজ বৃষভানুর পত্নী কলাবতীর গর্ভজাতা কন্যা। অভিমন্যু ঘোষের পত্নী, ইনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন,—পরাসক্তি হইতে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগুরু হইয়া, উত্তরসাধিকারূপে তাঁহার যোগসিদ্ধির বিধান করেন। ইহাতে রূপজ মোহ বা প্রলোভনের বশে ভোগলিপ্সায় অনুরাগ ছিল না। কেহ কেহ ইহাতে একটী সাঙ্গরূপক অলঙ্কার দেখিতে পান। রাধা—রাধ্যতেঽনয়া—ইহাদ্বারা আরাধনা করিতে পারা যায়, সেই পরাসক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। ২। অধিরথ সূতের পত্নী—কুন্তীনন্দন অঙ্গরাজ দানবীর কর্ণের পালিকা মাতা। একদা ইনি স্বামিসমভিব্যা-

সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহঁাদের যথাসময়ে শুনক নামে একটী পুত্র হয়। সর্পদংশনে ইহঁার প্রেয়সী প্রমদ্বরার প্রাণহানি ঘটায়, ইহার মনে সর্পহিংসা জাগিয়া উঠে; তাহাতে ইনি সর্পের দর্শন মাত্রেই বিনাশ করিতেন। একটা নির্ব্বিষ ডুণ্ডুভের বধে উদ্যত হইলে, ডুণ্ডুভ ইহঁার নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণনাদ্বারা শাপমুক্ত হন। ইনিও ডুণ্ডুভের উপদেশে সর্পহিংসা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রেণুকা—রাজা প্রসেনজিতের কন্যা, মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী। ইহঁার পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিল;—তাঁহাদিগের মধ্যে পরশুরামই কনিষ্ঠ। ইনি স্নানার্থ-নদীতে গিয়া অপ্সরোগণের জলক্রীড়া দর্শনে, কামকলুষিতা হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, স্বামী জমদগ্নি ইহঁার মনোবিকার জানিতে পারিয়া, পুত্রগণের প্রতি ইহঁার বধের জন্য আদেশ করেন। প্রথম পুত্রচতুষ্টয় এই অবৈধ আজ্ঞাপালনে অসম্মত হওয়ায়, পিতৃশাপগ্রস্ত হন; শেষে কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, পিত্রাজ্ঞা পালনার্থ মাতৃবধ করেন। ইহাতে পিতার আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হওয়ায়, পিতার নিকটে বরপ্রার্থনার জন্য অনুমতি পাইয়া, ইনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তাহাতে ইনি পুনর্জীবিতা হন। কার্ত্তবীর্য্যের সহিত বিরোধ ঘটায়, মহর্ষি জমদগ্নি নিহত হইলে, ইনি পরশুরামের স্মরণ করায়, তিনি ইহঁার নিকট উপনীত হন। তাঁহার নিকট কার্ত্তবীর্য্যের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণন করিয়া, ইনি স্বামীর সহমৃতা হন।

রেবত—রাজা আনর্ত্তের পুত্র,—কুশস্থলীর রাজা। রেবতী নামে ইহঁার একটী রূপবতী কন্যা হয়। কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, ইনি সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্য, লোক পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশ গ্রহণার্থ কন্যাসমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তথায় সামগান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, বহুযুগ এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর পিতামহের আদেশে মর্ত্ত্যে আগমনপূর্ব্বক বলরামে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, তপস্যা করিতে সুমেরুশিখর আশ্রয় করেন।

রেবতী—১, মহারাজ রেবতের কন্যা। ইনি সুমতী ও বিশিষ্টগুণবতী ছিলেন। ইনি বিবাহের উপযুক্তা হইলে, ইহঁার পিতা ইহঁার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনে অসমর্থ হইয়া, ইহঁাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেই সময় ব্রহ্মসভায় সামগান হইতেছিল; গান শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল অতিক্রম করিলে পর ইনি ব্রহ্মার নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ব্রহ্মা বলেন, বৎস! তুমি যখন সকন্যক এই স্থানে আসিয়াছ, তখন হইতে মর্ত্ত্যে বহুযুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; এখন আর তাৎকালিক কোন লোক মর্ত্ত্যে নাই। এমন কি তোমার রাজধানী কুশস্থলীর বিলয় হইয়াছে। এক্ষণে দ্বারকায় নারায়ণের অংশাবতার বলরামই তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র। তখন রেবত কন্যাকে আনিয়া, বলরামের হস্তে সম্প্রদান করিয়া, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। ২, গগননক্ষত্রমালার সপ্তবিংশ নক্ষত্র।

রেবন্ত—সূর্য্যের সংজ্ঞাগর্ভসম্ভূত পুত্র।

রোমপাল—মহর্ষি লোমপাদের নামান্তর।

রোমহর্ষণ—ঋষিবর সূতের নামান্তর।

রোহিণী—১, প্রজাপতি দক্ষের দুহিতা। ইনি চতুর্থ নক্ষত্র; ইহঁার সহিত চন্দ্রের পরিণয় হয়। ২, বসুদেবের পত্নী। কংসকর্ত্তৃক দেবকীর সহিত বসুদেব কারারুদ্ধ হইলে, ইনি ব্রজপুরে স্বামীর সখা নন্দঘোষের গৃহে বাস করেন। পরে দেবকীর সপ্তম গর্ভ মন্ত্রবলে ইহঁার গর্ভে সঞ্চালিত করিলে, ইহঁারই গর্ভ হইতে বলরামের জন্ম হয়। কংস হত হইলে, ইনি স্বামী ও পরিজন সহ সুখে বাস করিতে থাকেন। সুভদ্রা ইহঁারই গর্ভজাতা কন্যা; যদুবংশধ্বংস হইলে, বসুদেবের কলেবর ত্যাগের পর ইনি তাঁহার অনুগমন করেন।

রোহিতাশ্ব—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র।

রৌচ্য—মহারাজ রুচির পুত্র;—জনৈক মনু।

রৌদ্রাশ্ব—পুরুবংশীয় অহংযাতির পুত্র।

ল

লক্ষ্মণ—১, মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী সুমিত্রার গর্ভজাত পুত্র। ইনি রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত আজ্ঞানুযায়ী ছিলেন। [বাল্মীকি—রামায়ণ পাঠ কর।] ২, দুর্য্যোধনের পুত্র। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে অভিমন্যুর হস্তে ইনি নিহত হন।

লক্ষ্মণা—দুর্য্যোধনের কন্যা, ইহাঁর স্বয়ংবর-কালে শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব ইহাঁর হরণ করেন। কৌরবগণ কর্ত্তৃক শাম্ব পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইলে, বলরাম তাঁহার উদ্ধার করেন। অনন্তর লক্ষ্মণার সহিত শাম্বের বিবাহ হয়।

লক্ষ্মী—ইনি ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধা দেবী। মহর্ষি ভৃগুর কন্যা—বিষ্ণুর পত্নী; মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্র-তলগতা হইলে, সমুদ্রমন্থনে পুনরুদ্ভূতা হন।

লম্বোদর—১, গণেশের নামান্তর।—২, অন্ধ্রবংশীয় শালকর্ণীর পুত্র।

ললিতা—শ্রীমতী রাধিকার অষ্টপ্রধানা সখীর একটী।

লব—শ্রীরামচন্দ্রের সীতাগর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র; পূর্ণগর্ভা সীতা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিতা হইলে; যমজ-সন্তানরূপে কুশের পর ইহাঁর জন্ম হয়। মহর্ষি কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া, ইহাঁরা, মহর্ষির রচিত রামায়ণ গান করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় মহর্ষি বাল্মীকি কুশের সহিত ইহাঁকে লইয়া গিয়া রামায়ণ গানে নিযুক্ত করেন। তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র সভায় সীতার আনয়ন করিলে, সীতা ধরিত্রীগর্ভে অন্তর্হিতা হন। শ্রীরামচন্দ্র ইহঁকে উত্তর কোশলের রাজা করিয়া লবপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যপালনে আদেশ করেন।

লবণ—মধুদৈত্যের কুম্ভীনসী-গর্ত্তসম্ভূত পুত্র—রাক্ষস। মধুবন ইহাঁর রাজধানী। পিতৃদত্ত শিবত্রিশূল লইয়া ইনি বিশ্ববিদ্রাবী হইয়া উঠেন। এই শূল প্রভাবে লবণ সসৈন্য মান্ধাতার বিনাশ করে। ঋষিগণ ইহাঁর উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া, অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করেন। রাম লবণবধে প্রতিশ্রুতি করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁকে বিনাশ করেন।

লাঙ্গলী—মহর্ষি পৌষিঞ্জীর শিষ্য,—সামবেদজ্ঞ ঋষি।

লিখিত—স্মৃতি সংহিতাকার ঋষি। ইনি মুনিবর শঙ্খের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, একদা ইনি শঙ্খঋষির আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বৃক্ষ হইতে ফলসংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করায় চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হন। পরে মহর্ষি শঙ্খের অভিযোগে রাজার আদেশে ইহাঁর বাহুচ্ছেদ হয়। তাহার পর ভ্রাতৃ-পরামর্শে পুণ্য নদী-জলে স্নান করায় ইহাঁর বাহু লাভ হয়। এই হইতে সেই পুণ্যদা নদীর বাহুদা নাম হয়।

লোপা, লোপামুদ্রা—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী, ইনি মনোজ্ঞা রমণীর সৃষ্টি জন্য, সমস্ত জীবের সর্ব্বোত্তম অঙ্গ-সমূহের সহযোগ দ্বারা একটী কন্যার নির্ম্মাণ করিয়া, বিদর্ভরাজের নিকট রক্ষা করেন। প্রাপ্তবয়স্কা হইলে, মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। একদা লোপা মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে মহর্ষি ইল্বল দৈত্যের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে ধনসঞ্চয় করিয়া, পত্নী লোপার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

লোমপাদ—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের সখা—অঙ্গদেশাধিপতি। ইহাঁর প্রার্থনায় দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাকে পালনার্থ ইহাঁর হস্তে অর্পণ করেন। পরে দেশে অনাবৃষ্টি হইলে, ইনি ঋষিবর বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়ন করিয়া, তাঁহার সহিত স্বীয় পালিত কন্যা শান্তার বিবাহ দেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে দেশে সুবৃষ্টি হয়।

লোমশ—জনৈক প্রসিদ্ধ ঋষি, ইনি তত্ত্বোপদেশ দান করিতে করিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

লোমহর্ষণ—ইনি বিখ্যাত পুরাণ বক্তা ঋষি। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য। ইহাঁর অপর নাম সূত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, স্বরচিত সমস্ত পুরাণ প্রদান করেন। ইনিই সেই সকল পুরাণের প্রচারক।

লৌহিত্য—ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর। নদবিশেষ।

——

ব

ক—১, দাল্‌ভ্য বংশীয় জনৈক ঋষি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বৈতবনে অবস্থান কালে, ইনি তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। ২, মথুরাপতি কংসের অনুচর—জনৈক রাক্ষস,—পুতনা রাক্ষসীর ভ্রাতা। কংসের আদেশে কৃষ্ণ বধার্থ একটী বকপক্ষীর বেশধারণপূর্ব্বক ব্রজধামে উপনীত হইয়া, কৃষ্ণগ্রাসের উপক্রম করিলে, কৃষ্ণ ইহাঁর চঞ্চুপুট বিদারণপূর্ব্বক দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বিনাশ করেন। ৩। একচক্রা নগরীর সন্নিহিত বনবাসী রাক্ষস-বিশেষ। ইহার উপদ্রবে গ্রামস্থ লোক বিব্রত ও ভীত হইয়া, শেষে এই নিয়ম করিয়াছিল যে, প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও একটী মনুষ্য ইহাঁর ভক্ষণার্থ প্রেরিত হইবে। বারণাবতের জতুগৃহ-দাহের পর কুন্তী পঞ্চপুত্রকে লইয়া, একচক্রা নগরীর কোন ব্রাহ্মণ-গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পর, তাঁহাদিগের নিয়মমতঃ লোক-প্রেরণের দিনে কুন্তীদেবী স্বীয় মধ্যমপুত্র ভীমকে প্রচুর খাদ্য সহ বক রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিলে, ভীমের হস্তে বকরাক্ষস নিহত হয়।

বক্ত্রযোধী—বিপ্রচিত্তির পুত্র—অসুরবিশেষ।

বগলা—দশমহাবিদ্যার একটী; সত্যযুগে এক সময়ে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু লোক-রক্ষার্থ দেবী মহাশক্তির উদ্দেশে তপস্যা করেন; তাহাতে দেবী মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী তিথিতে সৌরাষ্ট্র-দেশীয় হরিদ্রা-সরোবর হইতে স্নাতোত্থিতা হইয়া, অর্দ্ধরাত্রিতে ব্রহ্মবিদ্যারূপে আবির্ভূতা হন।

বঙ্গ—মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্টার গর্ভে জাত সন্তান;—বঙ্গদেশের স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন।

বজ্র—যদুবংশীয় অনিরুদ্ধের রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভজাত পুত্র; যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক যাদব-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও অভিষিক্ত হন। ইনি হস্তিনাপুরে থাকিয়া দ্বারকার শাসন করিতেন। ইহাঁর পুত্র—প্রতিবাহু।

বজ্রকেতু—মহারাজ নরকের নামান্তর।

বজ্রনাভ—১, কুশবংশীয় উক্থের পুত্র। ২, অসুরবিশেষ—ব্রহ্মারবরে দেবের অবধ্য হয়—শক্রর অপ্রবেশ্য পুরী লাভ করে। পরে বরলাভে বলদৃপ্ত হইয়া, অত্যাচারে দেবগণের লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে বজ্রনাভের বধার্থ শাম্ব ও গদকে লইয়া প্রদ্যুম্ন নটগণের সহিত বজ্রপুরে উপনীত হন। বজ্রনাভ কন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের গোপনে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ দেন। অপর দুইটী অসুরবালা সহিত শাম্ব ও গদের বিবাহ হয়। অসুরগণ এই সমস্ত অবগত হইয়া, যাদবগণের বধসাধনে কৃতোদ্যম হয়। যাদবগণ যুদ্ধে অসুরগণে নিপাত করিলে, প্রদ্যুম্ন হস্তে বজ্রনাভের বিনাশ হয়।

বটুক—ভৈরব-বিশেষ।

বৎস—১, প্রতর্দ্দন-পুত্র। ২। মথুরাধিপতি কংসে অনুচর অসুর-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের বধজন্য বৎস বেশে ব্রজধামে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃ বিনষ্ট হয়। ৩, কৌশাম্বীনিবাসী চন্দ্রবংশোদ্ভ রাজা উদয়নের নামান্তর। ইনি উজ্জয়িনী রাজকন্যা বাসবদত্তার পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন তাঁহার গর্ভে নরবাহন নামে পুত্র জন্মিয়াছিল।

বপুষ্টমা—মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্রবধূ, মহারা জনমেজয়ের মহিষী।

বপুষ্মান্—প্রিয়ব্রতের কাম্যাগর্ভ-সম্ভূত পুত্র। ই পিতার নিকট হইতে শাল্মলী-দ্বীপের রাজ্যা কার লাভ করেন।

বররুচি—১, সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পুত্র,- কাত্যায়নের নামান্তর। উপাকোষা—ইঁ পত্নী। ইনি মহর্ষি পানিনি রচিত সূ বার্ত্তিককার। শ্রুতিধর ছিলেন। ২, মহার বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন ও কবি

বরাহ—১, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। নীরনি র্জ্জিতা ধরণীর দন্তদ্বারা উদ্ধার করিতে ব মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন ও অসুরপতি হিরণ্যা বিনাশ করেন। ২, মহারাজ বিক্রমাদি সভার জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত।

বরুণ—জলাধিপতি পশ্চিমদিক্‌পাল দেবতা-বি

ইনি বৈদিক দেব; বেদে মিত্র ও বরুণের স্তুতি একত্র গ্রথিত আছে। ইহাঁর সহিত অগ্নির বন্ধুত্ব ছিল; তাঁহার সাহায্যার্থ ইনি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন-চক্র ও কৌমুদী গদা, এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ অক্ষয়তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ দান করেন। ইনি মহর্ষি ঋচীককে এক সহস্র অশ্ব দান করিয়াছিলেন; ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের বহুবিধ তত্ত্বোপদেশে জ্ঞান বিধান করেন।

বল্লব—পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-কালে বিরাট রাজ-গৃহে সূদ-শাস্ত্রবিৎ বল্লব নামে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানসপুত্র সপ্তর্ষির একটী এবং দশ প্রজাপতির অন্যতম। ইনি ঋগ্বেদোক্ত অনেকগুলি সূক্তের ঋষি। ইনি বরুণের নিকট অনেক তত্ত্বোপদেশ লাভ করেন। একদা রাজর্ষি নিমি একটী সম্পাদ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহাঁর পৌরোহিত্যে বরণ জন্য নিমন্ত্রণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে পূর্ব্ব হইতে ব্রতী থাকায় ইনি রাজর্ষি নিমিকে ইহাঁর স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলেন। বহুকাল গত হইলে, রাজর্ষি নিমি ইহাঁর আগমন কাল নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, অগস্ত্য প্রভৃতি দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে ইনি রাজর্ষি সকাশে উপস্থিত হইয়া, 'তাঁহার যজ্ঞ অন্যদ্বারা অসম্পাদিত' ইহা জানিতে পারিয়া এবং রাজর্ষি নিদ্রাভিভূত থাকায় তাঁহার সাক্ষাৎকারে অসমর্থ হইয়া, অপমান বোধে অভিসম্পাত করেন—"স্বপনসুখে যেমন অচেতন আছেন, সেইরূপই থাকুন।" মহর্ষি কর্ত্তৃক অকারণে অভিশপ্ত হওয়ায়, রাজর্ষি নিমি ও ইহাঁর প্রতি প্রতিশাপ প্রদান করেন। তিনি বলিলেন; "ক্রোধজমোহে যেমন চেতনা রহিত হইয়া অভিশাপ দিয়াছেন; তেমনই অচেতন হউন।" অতঃপর ইনি লোক-পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শে মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ ইক্ষ্বাকু, স্বীয় ভাবী বংশধর-গণের হিতের জন্য, ভক্তি সহকারে বংশের কুলগুরু ও পুরোহিতরূপে ইহাঁর বরণ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত দেবী অরুন্ধতীর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর শক্ত্রী-প্রমুখ শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি সুরভিনন্দিনী সবলাকে হোম-ধেনুরূপে পাইয়াছিলেন। এই কামধেনু বসু দায়িনী ছিলেন। একদা মহারাজ বিশ্বামিত্র এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ ইহাঁর আশ্রমে উপনীত হইলে, ইনি সেই কামধেনুর প্রসাদে ভোজ-নাদি দ্বারা সসৈন্যে বিশ্বামিত্রের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হন। রাজা এই কামধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া, তাহার লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। মহর্ষি তাহাতে অসম্মত হইলে, বিশ্বামিত্র বল-প্রকাশে ধেনুগ্রহণে উদ্যত হন। তাহাতে সবলা বহু সৈন্যবল প্রসব করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে রাজা বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করেন। শেষে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ইহাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণোদ্যত হইলে, ইনি ব্রহ্মতেজে তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করেন। পরে বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট সঙ্গোপনে ধনুর্ব্বেদের শিক্ষানুশীলন করিয়া, তাহার বলে ইহাঁর তপোবন ধ্বংস করেন। তাহার পরে, ইনি বিশ্বামিত্রের প্রযুক্ত সমস্ত অস্ত্রই ব্রহ্মদণ্ড ধারণে ব্যর্থ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বামিত্র ইহাঁকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া বেগবতী নদীর জলে নিক্ষেপ করিলে, স্রোতোবেগে ইহাঁর পাশ মুক্তি হয়। এতজ্জন্য উক্ত নদীর নাম হয় বিপাশা। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্ত্রীর শাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস হইলে, ইহাঁর শত পুত্রের গ্রাস করেন। পরে ইনি পুত্রশোকে অধীর হইলে, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শক্ত্রীর স্ত্রী অদৃশ্যন্তী অন্তর্বত্নী জানিয়া বংশরক্ষার আশায় বীতশোক হন, সেই সময়ে কল্মাষপাদ রাক্ষস ইহাঁদিগের গ্রাসার্থ পুনরুদ্যত হইলে, ইনি পূর্ব্বকোপ বিস্মৃত হইয়া তাহার শাপ মোচনের উপায় করিয়াছিলেন। এই অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। ইনি বালকের জাত-কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া সযত্নে লালন পালন করেন। পরাশর মাতৃমুখে রাক্ষস কর্ত্তৃক পিতৃ-বধের কাহিনী শ্রবণে সর্ব্বলোক-সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইলে, ইনি উপদেশ দ্বারা তাঁহার ক্রোধ সম্বরণ করেন। রাজা সম্বরণের অভিপ্রায়ানুসারে তপনতনয়া তপতীর মর্ত্ত্যে আনয়ন এবং তাঁহার

সহিত বিবাহ সম্পাদন করেন। রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার জন্য ইহাঁকে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলে, ইনি তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

বসু—১। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ধর্মের পত্নী। ২। পুরুবংশীয় কুশের পুত্র জনৈক রাজা। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত ধর্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। একদা ইনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোবনাশ্রয়ে কঠোর তপশ্চরণে রত হন। পরে ইন্দ্রের সম্ভোগ সাধনার্থ ইন্দ্রধ্বজোৎসব সম্পাদন করেন, ইন্দ্র ইহাঁর নিকট আসিয়া ইহাঁকে তপস্যাত্যাগপূর্ব্বক চেদিরাজ্য অধিকার করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিতে বলেন, এবং তিনি ইহাঁর সহিত মিত্রতাস্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পকবিমান, বৈজয়ন্তী, মাল্য প্রদান করেন। ইনি ঐ বিমানারোহণে আকাশপথে ভ্রমণ করিতে পারিতেন, এবং ঐ মালার ধারণে রণক্ষেত্রে অক্ষতশরীরে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেন। ইনি আকাশোপরি বিচরণে সমর্থ ছিলেন বলিয়া ইহাঁর রেতোগ্রহণে মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভ হয়; একটী ধীবররাজ সমীপে ধীবরগণ সেই গর্ভিণী মৎসী ধরিয়া লইয়া গেলে, তাহার উদরে একটী পুত্র ও একটী কন্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পরে উক্ত দাসরাজ মৎস্যগর্ভলব্ধ পুত্র ও কন্যাটী লইয়া, রাজা বসুর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি পুত্র গ্রহণ করিয়া, দাসরাজ হস্তে কন্যাটী অর্পণ করেন। ঐ কন্যাই ব্যাসমাতা সত্যবতী।

বসুদেব—১। যদুবংশীয় শূরের পুত্র। ইহাঁর জন্মকালীন দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করায় ইহাঁর অপর নাম আনকদুন্দুভি। ইনি রোহিণী-প্রভৃতি সপ্ত পত্নীর পতি ছিলেন। তাঁহার পত্নীগণের মধ্যে দৈবকী সর্ব্বকনিষ্ঠা। ইনি দেবকরাজকন্যা দৈবকীর পরিণয়সূত্রে পরিগ্রহ করিলে, কংস তাঁহাদিগকে রথে লইয়া, সারথিরূপে স্বয়ং অশ্বচালনা করিতে করিতে বসুদেবালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় দৈববাণী হইল, "দৈবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাঁহার বিনাশ করিবে।" এই দৈববাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া কংস ইহাঁকে ভগিনী দৈবকীর সহিত কারারুদ্ধ করেন। এই সময় ইনি কংসভয়ে প্রেয়সী পত্নী রোহিণীকে সখা গোপরাজ নন্দের আলয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। ইহাঁদিগের এক একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, কংস তাহার বিনাশ করেন। এইরূপে দৈবকীর ষট্‌পুত্রের বিনাশের পর সপ্তম গর্ভ মন্ত্রবলে রোহিণীর গর্ভে সঞ্চালন করায় ব্রজপুরে রোহিণী বলরামের প্রসব করেন। পরে দৈবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া অষ্টম মাসে রাত্রিকালে প্রসূত হন। ইনি সেই নিশাযোগেই তাঁহাকে সখা গোপরাজ নন্দের আলয়ে রাখিয়া, গোপরাজ-মহিষীর সদ্যঃপ্রসূতা কন্যা যোগমায়াকে আনয়ন ও কারাগারে রক্ষা করেন। পরে কংস তাহার বিনাশার্থ শিলাক্ষেপে উদ্যত হইলে, সেই কন্যা হস্ত-মুক্ত হইয়া বলেন, "তোমায় মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।" তখন কংস সস্ত্রীক বসুদেবের কারামুক্তি বিধান করেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া, গোপরাজ নন্দের সহ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলে, মাতুল কংসকে ধ্বংস করিয়া, পিতা বসুদেবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরে ইনি সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন। রোহিণী গর্ভজাতা কন্যা সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়। যদুবংশধ্বংস হইল এবং রামকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করিলে, বসুদেব শোকে অভিভূত হন। পরে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিলে, ইনি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানাইয়া, যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। ২। কণ্ববংশীয় প্রথম নরপতি।

বসুসেন—অঙ্গাধিপতি কর্ণের নামান্তর।

বাতাপী—এই অসুর ও ইল্বল প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ্লাদের পুত্র। দুর্দ্দান্ত অসুর-বিশেষ। ইল্বল দাক্ষিণাত্যের কোন রাজ্যের রাজা। ইল্বলের নিকট যাঁহারা অতিথি হইতেন, তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ মেষাদি-মৃগরূপ ধারণ করিয়া, বাতাপী বলিরূপে উৎসৃষ্ট হইত। পরে তাহার মাংস অতিথি সৎকার হইলে, ইল্বল ইহাঁকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিলে, বাতাপী ভোক্তার প্রাণনাশ করিয়া বাহির হইত। এইরূপে অনেকের বিনাশ-

সাধন হইত। একদা মহর্ষি অগস্ত্য অর্থের জন্য রাজা ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলে ইল্বল বাতাপীর মাংস দ্বারা ইহাঁর সৎকারের উদ্যোগ করেন। মুনিবর যোগবলে বাতাপীকে জীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়াছিলেন। শেষে ইল্বলকে বাহুতেজে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

বামন—বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত উপেন্দ্র নামা পুত্র। অসুররাজ বলি কর্তৃক দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইলে, তাঁহারা বিষ্ণুর শরণাগত হন। ত্রিলোকের মঙ্গলার্থ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। অসুরপতি বলি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ইনি তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা করেন। বলি ইহাঁর অভীষ্টানুরূপ দানে প্রতিশ্রুতি করিলে ইনি ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। অসুররাজ তাহাই হইবে বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে, ইনি পদদ্বয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যের আবরণে অধিকার পূর্ব্বক বলির মস্তকে অপর পদ অর্পণ করিয়া তাহাকে পাতালে বদ্ধ করেন।

বাল্মীকি—রামায়ণ রচয়িতা ঋষি। প্রচেতার পুত্র মর্ত্ত্যের আদিকবি। একদা ইনি দেবর্ষি নারদ সমীপে সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, রামচরিতের শ্রবণে পুলকিত হন। পরে শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসাতীরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ—মিথুনের ক্রৌঞ্চ নিধন দর্শনে ইহাঁর মনে করুণার উদ্রেক হয় এবং অনুষ্টুপ্‌ছন্দে মনের আবেগে প্রকাশ করেন। অতঃপর স্নান সম্পন্ন করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। স্বীয় আশ্রমে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, সমাসীন আছেন, এমন সময়ে স্বর্গীয় আদিকবি পিতামহ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইলে, ইনি তাঁহার নিকট স্বরচিত ক্রৌঞ্চনিধন হেতু সহসা মুখ হইতে নির্গত করুণ রসাত্মক শ্লোকের আবৃত্তি করিলে, তিনি ইহাঁকে সেই ছন্দে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হন। পরে মহর্ষি বাল্মীকি সযত্নে রামায়ণের রচনা করেন। প্রজারঞ্জক রাজা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তাঁহার একান্ত অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সসত্ত্বা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, ইনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে সীতাগর্ভে কুশ ও লব যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, ইনিই তাঁহাদিগকে লালনপালন ও শিক্ষাবিধান পূর্ব্বক স্বরচিত রামায়ণের সঙ্গীতাভ্যাস করাইয়াছিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় মহর্ষি বাল্মীকি এই সীতাকুমারদ্বয় সহ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ-সভায় উপনীত হন। তথায় কুশলবের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে মোহিত হইয়াছিলেন, পরে অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁদিগকে সীতার গর্ভজাত স্বীয় তনয় জানিয়া, মহর্ষির আশ্রম হইতে সীতার আনয়ন জন্য দূত প্রেরণ করেন। পরে মহর্ষি বাল্মীকির সহিত সীতা সজ্জসভার উপনীত হইলে, ইনি সভায় তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয়খ্যাপনে প্রফুল্লবদন হন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সীতার পুনঃ পরিগ্রহে পুনঃ পরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় সীতা ধরিত্রী-গর্ভে প্রবেশ করেন। শেষে ইনি কুশলবকে রামায়ণের শেষাংশ গান করিতে আদেশ করেন।

বাসুকি—মহর্ষি কশ্যপের কদ্রুগর্ভসম্ভূত পুত্র নাগরাজ। দেবদৈত্যে সমুদ্রমন্থনের সময় ইনি মন্থনরজ্জু হইয়া তাঁহাদিগের সাহায্য করেন। মাতৃশাপে নাগকুল নির্ম্মূল হইবার ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন। দেবানুগ্রহে জানিতে পারেন, ভগিনী জরৎকারুর সহিত মুনি জরৎকারুর পরিণয় হইবে, এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তিনি সর্পবংশ রক্ষা করিবেন। পরে ইনি স্বীয় ভগিনী জরৎকারুর সহিত জরৎকারু মুনির পরিণয় সম্পাদন করিলেন, তাঁহাদিগের পুত্র আস্তীকের জন্ম হইলে, ইনি নাগবংশ রক্ষার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ইনি ভগিনীকে অনুরোধ করিয়া তাঁহা কর্তৃক আস্তীকমুনি সর্পযজ্ঞের নাগবিনাশ নিবৃত্তি জন্য ব্যবস্থা করিতে প্রেরিত হন। পরে মহর্ষি আস্তীকের প্রস্তাবে নাগনাশ রহিত হইয়াছিল।

বাস্কল—অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র অসুরবিশেষ।

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভসম্ভূত পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধনের সহোদর। কুরুক্ষেত্র-সমরে ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

বিকুক্ষি—সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। একদা অষ্টকা শ্রাদ্ধের জন্য মাংসাহরণ করিতে পিতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু মৃগবধ দ্বারা মাংসসংগ্রহ করেন পরে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, একটী শশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন; পরে কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেব তাহা জানিতে পারিয়া, অগ্রগৃহীত মাংস শ্রাদ্ধার্থ গ্রহণ করেন না। পরে মহারাজ ইক্ষ্বাকু সেই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইহাঁকে শশাদ নাম দিয়া ত্যাগ করেন। পরে মহারাজ ইক্ষ্বাকুর মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুবিধানে রাজ্যপালন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য—মহারাজ গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র—উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা। ইনি সর্ব্ববিধ রাজগুণসম্পন্ন বিদ্যামোদী গুণগ্রাহী ও পণ্ডিতপ্রতিপালক ছিলেন; ইহাঁর সভায় নয় জন পণ্ডিত-রত্নের আসন ছিল।

বিচিত্রবীর্য্য—মহারাজ শান্তনুর সত্যবতীগর্ভসম্ভূত কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ সহোদর চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর, ইনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারথ ভীষ্ম কাশীরাজের কন্যাগণের স্বয়ংবর—সভায় গমনপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া অম্বাকে অন্যার্পিতচিত্তা জানিয়া, তাঁহার পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া, ইনি অল্প-বয়সে রাজযক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ইহাঁর মহিষীগণ মহর্ষি বেদব্যাস দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই পুত্রদ্বয়ের উৎপাদন করাইয়া লন।

বিজয়—১। বিষ্ণুর দ্বারী। ২। আয়ুবংশীয় সঞ্জয়ের পুত্র। ৩। জয়দ্রথের পুত্র। ৪। মিথিলা-রাজ জয়ের পুত্র। ৫। চক্ষুর পুত্র। ৬। অর্জ্জুনের নামান্তর। ৭। কল্কিদেবের পুত্র।

বিজয়া—১। দুর্গার নামান্তর। ২। দুর্গার জনৈকা নর্ম্মসহচরী। ৩। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—কৃশাশ্বের পত্নী। ৪। প্রেতপতি যমের মহিষী।

বিদুর—মহারাজ পাণ্ডুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা;—যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির পিতৃব্য। মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর কুরুবংশস্রোত প্রবাহিত রাখিবার অভিপ্রায়ে সত্যবতী ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়—অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তানোৎপাদন করাইয়া লন পরে—মাতৃগণের ভয়বিহ্বলতা বা পাণ্ডুবর্ণতা ঘটায়, বিকলাঙ্গ বা বিবর্ণ বা পুত্রোদ্ভব হওয়ায়, সত্যবতী পুনর্ব্বার পুত্রোৎপাদন জন্য অন্য দিবসে অম্বিকাকে ব্যাসদেবে উপগতা হইতে অনুরোধ করেন, অম্বিকা ভয়ে স্বয়ং না গিয়া স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করেন। অপরতঃ অণীমাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ যম ধরায় মহর্ষি ব্যাসদেবের ঔরসে এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে বিদুররূপে অবতীর্ণ হন। দেবকরাজের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর বহু পুত্রের জন্ম হয়। ইনি নিঃস্বার্থভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের সৎপরামর্শদানে হিতৈষিতা করিতেন; এবং আত্মপোষণার্থ ভিক্ষাই একমাত্র অবলম্বন ছিল। দুর্য্যোধন প্রভৃতির পাণ্ডবনিগ্রহের চেষ্টার প্রতিষেধে ইনি নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন। বারণাবতের জতুগৃহ দাহ হইতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের রক্ষা করিতে বিশিষ্ট চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন। পাণ্ডবগণের বিবাহের পর ইনিই ধৃতরাষ্ট্রের দূত হইয়া, পাঞ্চালদেশ হইতে তাঁহাদিগের আনয়ন করেন; দ্যূতক্রীড়ার পর পাণ্ডবগণের বন গমন ঘটিলে ইনি নিজালয়ে কুন্তীদেবীর রক্ষা করেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইনি পাণ্ডবগণকে পুনঃ রাজ্যপ্রত্যর্পণের পরামর্শ দেন, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁকে দূরীভূত হইতে কলেন। ইনি বনে পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র ইহাঁর অদর্শনে বিমর্ষ হইয়া, সঞ্জয়কে ইহাঁর আনয়ন জন্য অনুরোধ করিলে, ইনি সঞ্জয় কথিত সংবাদে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মদোন্মত্ত দুর্য্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে অমুকণিকামাত্র ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর প্রায় পঞ্চদশবর্ষ কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত হস্তিনাপুরে পাণ্ডবাশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি তাঁহার সহিত বনগমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ইহাঁদের দর্শনলাভার্থ গমন করিলে ইনি নিভৃতে যুধিষ্ঠিরকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পরিতৃপ্ত করেন এবং পরে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

বিদুলা—শাশ্বতবংশীয়া বীরাঙ্গনা। সৌবীর রাজমহিষী সঞ্জয়ের জননী; ইহাঁর স্বামীর মৃত্যু হইলে সিন্ধুরাজ্যের রাজা সৌবীর-রাজ্য আক্রমণ করিলে, ইহাঁর বালকপুত্র সঞ্জয় পরাজিত হয়; ইনি পরাজিত পুত্রকে উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহার শৌর্য্যে সিন্ধুরাজের পরাজয় ও নিজ রাজ্যের উদ্ধার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—লঙ্কেশ্বর রাবণের অনুচর—পরম মায়াবী জনৈক রাক্ষস।

বিদ্যুৎকেশ—রাক্ষসবিশেষ।

বিদ্যুন্মালী—রাক্ষসবিশেষ।

বিদূরথা—১। ভজমানের পুত্র। ইহাঁর পুত্র শূর।
২। কুরুবংশীয় সুরথের পুত্র।

বিনতা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী—গরুড়ের মাতা। ইহাঁর সহোদরা কদ্রু ইহাঁর সপত্নী ছিলেন; কদ্রু মহর্ষি কশ্যপের কৃপায় সহস্র অণ্ড প্রসব করিলে তাহা হইতে সর্পগণের জন্ম হইতে লাগিল; ইনিও মহর্ষির কৃপায় দুইটী ডিম্ব প্রসব করেন। ইহাঁর ডিম্ব প্রস্ফুটনে বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া, ইনি তাহার একটীর ভঙ্গ করিলেন, তাহা হইতে অপূর্ণাঙ্গ অরুণের উদ্ভব হইল। পরে তিনি অকালজন্ম জন্য মাতার অবিবেকিতার নিন্দা করিয়া, পরামর্শ দিলেন, অন্য ডিম্বটীর স্বভাব-বিদারের পূর্ব্বে যেন বিদারণ না করেন। অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা দর্শনে উহার পুচ্ছবর্ণ লইয়া, বিনতা ও কদ্রুর মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হয়। পরে স্থির হইল যে, যদ্যপি অশ্ববরের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে ইনি তাঁহার দাসী হইবেন। কূটবুদ্ধি কদ্রুর আদেশে সর্পগণের আবরণে অশ্বপুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায়, ইনি তাঁহার দাসী হইতে বাধ্যা হন। পরে যথাকালে ইহাঁর রক্ষিত ডিম্বটী প্রস্ফুটিত হইলে তাহাতে মহাবীর গরুড়ের জন্ম হয়। তিনি মাতার দাসীত্ব ও তাহার কারণাদি অবগত হইয়া, বিমাতার আদেশে স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া বিমাতার তৃপ্তি বিধান ও মাতার দাসীত্ব মোচন করেন।

বিন্ধ্য—অচল-শ্রেষ্ঠ—একটী কুলাচল। কোন সময়ে ইনি সূর্য্যকে মেরু প্রদক্ষিণের ন্যায় ইহাঁর প্রদক্ষিণ জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অসম্মত হন। তজ্জন্য ক্রোধে ক্রমবর্দ্ধমান শরীরে উন্নতশিরস্ক হইয়া সূর্য্যের গতিরোধের উপক্রম করেন। তখন দেবগণ ইহাঁর গুরু মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ইহাঁর প্রতিকার প্রার্থী হন, তিনি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। মহর্ষি বলিলেন, বৎস, যে পর্য্যন্ত না আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি, সে পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাক।" বলিয়া ভাদ্রমাসে সূর্য্যের সিংহভোগের প্রথম দিনে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন; তাহার পর আর প্রত্যাগত হন নাই; তজ্জন্য বিন্ধ্য দণ্ডবৎ নতভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী—কংসহস্তভ্রষ্টা মহাশক্তি অষ্টভুজা দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিতেছেন।

বিন্ধ্যাবলী—অসুররাজ বলির পত্নী;—বাণ-প্রভৃতি ইহাঁর পুত্রগণ।

বিপ্রচিত্তি—মহর্ষি কশ্যপের দনুগর্ভ-সম্ভূত পুত্র।—মহাবল পরাক্রান্ত দানব।

বিভাণ্ডক—কৌশিকী নদীতটনিবাসী মহাতপা ঋষি-বিশেষ। ইহাঁর পুত্র মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ।

বিভীষণ—মহর্ষি বিশ্রবার নিকষা-গর্ভসম্ভূত কৈকসী গর্ভজাত পুত্র—লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর! ভ্রাতৃগণ সহ ইনি কঠোর তপশ্চরণে নিরত থাকিয়া, ব্রহ্মার তুষ্টি বিধানে সমর্থ হন, ব্রহ্মা ইহাঁকে বর প্রার্থনার অনুমতি করিলে, ইনি ধর্ম্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিবার শক্তি প্রার্থনা করেন; ব্রহ্মা ইহাঁর অভীষ্ট বরদানের সহিত ইহাঁর অমরত্ব দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর অগ্রজ রাবণ

লঙ্কেশ্বর হইলে, ইনি তথায় গমন করিয়া বাস করেন। অত্যাচারী রাক্ষসবৃন্দ মধ্যে বাস করিয়াও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার সহিত ইহাঁর পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইহাঁর তপোরতি স্থির ছিল। কোন কোন মতে ইহাঁর পুত্রের নাম তরণিসেন ও কন্যার নাম কলা। ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের দুর্ব্বৃত্ততায় দুঃখিত ছিলেন। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর ইনি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ-করিয়া সখ্যস্থাপনে পরামর্শ দেন। রাবণ ইহাঁর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সগর্ব্বে অবমাননা করেন। রাবণের অকারণ পদাঘাতে দুঃখিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইহাঁকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রজিতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে উপনীত হন;—যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ তাঁহার বিনাশ করেন। রাবণ-বধের পর ইনি লঙ্কার আধিপত্যের সহিত মন্দোদরীকে লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীরাম-চন্দ্রের সহিত অযোধ্যায় আগমন করেন।

বিরজা—১। মহারাজ যযাতির মাতা।
২। শ্রীমতী রাধার সখী বিশেষ।

বিরাট—মৎসদেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ নগরের রাজা। ইহাঁর শ্যালক কীচকের বাহুবলে ইনি ত্রিগর্ত্তের রাজ্য অধিকার করেন। ইহাঁর মহিষীর নাম সুদেষ্ণা, পুত্রের নাম উত্তর, কন্যার নাম উত্তরা। দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসের জন্য ইহাঁর আশ্রয়ে একবৎসর কাল অতিবাহিত করেন। আশ্রিতা দ্রৌপদীর অবমাননা করিতে কীচককে কৃতোদ্যম দেখিয়াও, ইনি তাহার প্রতি-ষেধার্থ কিছুই বলিতে পারেন নাই। পরে ভীমকর্তৃক কীচক হত হইলে, ত্রিগর্ত্তরাজ ইহাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই যুদ্ধে ইনি পরাস্ত ও বন্দী হইলে, ভীম যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় করিয়া, রাজ্যের সহিত ইহাঁর উদ্ধার করেন। অর্জ্জুনের বাহুবলে উত্তর গোগৃহে কৌরব-সৈন্য পরাজিত হইলে, ইহাঁর মুখে উত্তরের এই কার্য্যে বীরত্বের প্রশংসা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বৃহন্নলার প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট সত্য স্থাপন করেন, তাহাতে ইনি রোষাবেশে অক্ষদ্বারা ইহাঁর নাশামূলে আঘাত করিয়া, রক্ত-পাত করেন। অতঃপর উত্তরের মুখে সত্যের পরিচয় পাইয়া, শেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হন। পরে ইহারা যে পাণ্ডব, তাহা জানিতে পারিয়া, সানন্দে ইহাঁর পুত্রী উত্তরার সহিত অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণের হস্তে ইহাঁর বিনাশ ঘটে।

বিরাধ—রাক্ষসবিশেষ। তপস্যায় ব্রহ্মার তুষ্টিবিধান করিয়া ইনি স্বয়ং অস্ত্রদ্বারা অচ্ছেদ্য অভেদ্য ও অবধ্য হইবার বর লাভ করেন। ইনি দণ্ড-কারণ্যে বিচরণ করিতেন। একদা ইনি রাম ও লক্ষ্মণ সহিত সীতার দর্শনে সীতা হরণের অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে সুযোগ পাইয়া, সীতা-হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যুদ্ধার্থ ইহাঁর আক্রমণ করিলে, ইনি উভয়কে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর দক্ষিণহস্ত ও লক্ষ্মণ বামহস্ত ভগ্ন করিয়া, ক্রমে অন্যান্য অঙ্গের ভঙ্গ ও হানি করেন, শেষে শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর কণ্ঠদেশ পদদ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া, ইহাঁকে নিপাতিত ও গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন।

বিরূপাক্ষ—১। শিবের নামান্তর। ২। লঙ্কার রক্ষোরাজ রাবণের রাক্ষস সেনাপতি।

বিরোচন—প্রহ্লাদের পুত্র,—বলির পিতা—অসুর-বিশেষ।

বিশাখ—কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর।

বিশাখযূপ—মাহিষ্মতীর জনৈক রাজা—ইনি ভগবান্ কল্কীর সহিত মিলিত হইয়া, ম্লেচ্ছাদি দমনার্থ যুদ্ধ করেন।

বিশাখা—১। নক্ষত্রবিশেষ। ২। শ্রীমতী রাধি-কার অষ্টপ্রধান সখীর একটী।

বিশ্রবাঃ—ব্রহ্মারতনয় মহর্ষি-পুলস্ত্যের ঔরসে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূর গর্ভে জাত পুত্র—মুনিবিশেষ। ইনি তপঃপ্রভাবে আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইলবিলার সহিত

ইহাঁর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে যক্ষরাজ কুবেরের জন্ম হয়। সুমালী রাক্ষস স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট মহৈশ্বর্য্যশালী পুত্র কামনা করিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে প্রেরণ করেন। কৈকসী পিতৃনিদেশ মতে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, কৃপাভিক্ষা করিলে, ইনি তাঁহার গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ—এই তিনটী পুত্রের ও শূর্পণখা নাম্নী কন্যার জন্ম দেন। রাকার গর্ভে ইহাঁর খর নামে আর একটী রাক্ষস পুত্রের জন্ম হয়।

বিশ্বকর্ম্মা—ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ দেব—ইহাঁর বৈদিক নাম ত্বষ্টা। পুরাণ মতে ইনি প্রভাস নামক অষ্টম বসুর পত্নী যোগ-সিদ্ধার গর্ভসম্ভূত পুত্র; ইহাঁর কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্য্যের বিবাহ হয়। ইনি দেবগণের গৃহ-নির্ম্মাতা ও অস্ত্রাদি প্রণেতা। স্থাপত্যবেদের বক্তা, ইনিই বৃত্রাসুরের বধার্থ দধীচির অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

বিশ্বকেতু—যদুবংশীয় অনিরুদ্ধের নামান্তর।

বিশ্বাচী—অপ্সরোবিশেষ।

বিশ্বামিত্র—রাজর্ষি তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হন। ঋগ্বেদে ইনি কুশিক-রাজনন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি গায়ত্রীর রচয়িতা ও ধনুর্ব্বেদের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুরাণে ইনি কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি গাধির পুত্র। ইনি প্রথমে একজন প্রবল-প্রতাপ রাজা ও শতপুত্রের পিতা ছিলেন। একদা এক অক্ষৌহিনী সেনাবল লইয়া ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। মহর্ষি ইহাঁর সসৈন্যে অবস্থান জন্য, অনুরোধ করেন এবং সুরভিনন্দিনী সবলানাম্নী হোমধেনুর ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদিগের আহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু দানে তৃপ্তি-বিধান করিতে সমর্থ হন। ইনি কামধেনুর গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাহার লাভ জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। মহর্ষি সবলা দানে অসম্মত হইলে, উভয়ের বিরোধ জন্মে। পরে ইনি বলপূর্ব্বক সবলা-হরণে সচেষ্ট হইলে, সবলা মহর্ষির অভিপ্রায়ানুসারে বহু সেনার সৃষ্টি করিয়া রাজার সৈন্য ধ্বংস করেন। ইহাঁর পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাঁর শতপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়, তিনি তাঁহাদিগকে এক হুঙ্কারে দগ্ধ করেন। ইহাতে ইনি দুঃখিত হইয়া, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক একমাত্র জীবিত পুত্রকে রাজ্যভার গ্রহণে আদেশ করিয়া, স্বয়ং বনে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। পরে ইনি তপঃপ্রভাবে মহাদেবের তুষ্টিবিধানে সমর্থ হইলে, তিনি ইহাঁকে বরপ্রদানে উদ্যত হন। তাহাতে ইনি মন্ত্র ও রহস্যসহ ধনুর্ব্বেদ লাভ জন্য বরপ্রার্থী হন। অতঃপর কৃতাস্ত্র হইয়া, ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাহার বিধ্বংস করেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মদণ্ড হস্তে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি অস্ত্রক্ষেপে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে প্রয়াস পান, তিনি ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ইহাঁর যাবতীয় অস্ত্র ব্যর্থ করেন। হতদর্প ও হতবল হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্ম-বলের প্রাধান্য দর্শনে ব্রাহ্মণত্ব লাভ জন্য অতঃপর ইনি সস্ত্রীক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। বহুবর্ষব্যাপী তপশ্চরণের ফলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁকে রাজর্ষি করেন। এই সময়ে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গ গমনের অভিপ্রায়ে যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য গুরু ও গুরুপুত্রদিগের নিকট অনুরোধ করিলে তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ইহাঁর শরণাপন্ন হইলে, ইনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহার স্বর্গগমনকালে দেবগণের আদেশে মর্ত্ত্য পতনের সম্ভাবনা হইলে, ইনি তপোবলে তাঁহাকে শূন্যে স্থির রাখিয়া, দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, দক্ষিণদিকে নক্ষত্র-গণের সৃষ্টি করিয়া, অন্য দেবগণের সৃষ্টির উপ-ক্রম করিবার সময় দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে সেই নক্ষত্র-গণ পরিবৃত হইয়া, দেবসদৃশ প্রভাবে তথায় বাস করিতে অনুমতি দিয়া ইহাঁকে নবসৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত করেন। পরে ইনি পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া, দুষ্কর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় অম্বরীষ যজ্ঞে ব্রতী হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয়-পশু হরণ করেন, তাঁহার পুরোহিত একটী নরবলি দিয়া, যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের

ব্যবস্থা করেন। রাজা বলিযোগ্য মনুষ্যের অন্বেষণে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া, ঋচীক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রস্তাব করিলে, তিনি তাঁহার মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে লইয়া যাইতে বলেন। তাঁহারা ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রজনী-যাপন করিলে, শুনঃশেফ ইঁহার শরনাপন্ন হন, ইনি তাঁহার তপশ্চরণকালজাত সন্তানত্রয়ের একজনকে শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে রাজার সহিত যাইয়া যজ্ঞবলিতে আত্মোৎসর্গ করিতে বলেন, তাঁহারা কেহই ইঁহার অনুজ্ঞাপালনে সম্মত না হওয়ায় ইনি তাঁহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়া, শুনঃশেফকে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব শিক্ষা দেন। তিনি সেই স্তবে অগ্নির সন্তোষ বিধান করিয়া, প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহার অত্যুগ্র তপশ্চরণে বহুবর্ষ অতীত হইলে, ব্রহ্মা ইঁহাকে ঋষিত্ব প্রদান করেন। এই সময় অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নানার্থ আগমন করিলে, ইনি মোহিত-চিত্তে তাহার সহিত দশবর্ষ বাস করেন; তাহাতে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। অতঃপর ইঁহার মেনকারূপ—মোহের অপসরণে চৈতন্যের উদ্রেক হইল, ইনি তথা হইতে হিমালয়ে কৌশিকী নদীতীরে পুনর্ব্বার অত্যুগ্র তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তখন ইন্দ্রাদি-দেবগণ ইঁহার তপোভঙ্গ জন্য, অপ্সরা রম্ভার প্রেরণ করিলে, ইনি কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া, অভিশাপে তাহাকে শৈলভূতা হইয়া থাকিতে বলেন। ক্রোধ হেতু তপস্তেজের হানি হইলে, ইনি পুনরায় দারুণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্রহ্ম-বরে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভে সমর্থ হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ, ওঁকার লাভ করেন। ইহার পর ইঁহার সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের মিত্রতা হয়। একদা দেবসভায় ইঁহার সমক্ষে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অসীম প্রশংসাবাদ করিলে, ইনি তাঁহার বিশিষ্ট পরীক্ষার জন্য ছলে সমগ্র রাজ্য দানরূপে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণার জন্য উৎপীড়ন করিতে করিতে তাঁহাকে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করাইতে ও ভার্য্যা বিক্রয় করাইতে বাধ্য করেন। পরে তাঁহার মহিষী মৃতপুত্র লইয়া শ্মশানে আসিলে, যখন উভয়ে ক্রন্দন করেন, তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া, রাজার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে করিতে রাজ্যাদি প্রত্যর্পণ করেন। রাক্ষসদিগের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য, অযোধ্যা হইতে শ্রীরাম-চন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিবার সময় সরযূতীরে তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র দান করেন। পরে তাড়কা রাক্ষসীর আবাস বনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার সময় রামদ্বারা তাড়কা রাক্ষসীর নিধন, স্বীয় যজ্ঞ সম্পাদন, গৌতমপত্নী অহল্যার উদ্ধার-সাধন, জনক রাজধানীতে লইয়া গিয়া, হরধনুর্ভঙ্গ সীতার সহ পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

বিশ্ববসু—গন্ধর্ব্বরাজ। ইনি স্বর্গের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের অধিপতি। ইঁহার ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়।

বিষ্ণু—১। সৃষ্টির পালনকর্ত্তা, ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দ্বিতীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি তপঃ প্রভাবে দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। ইনি বিশ্বহিতপর ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। ২। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক-ঋষি।

বিষ্ণুযশাঃ—সুমতির স্বামী ও কল্কিদেবের পিতা।

বিশ্বক্সেন—জনৈক বসু।

বীতহব্য—জনৈক হৈহয়াধিপতি। শতপুত্র লইয়া ইনি কাশীরাজ দিবোদাসের পরাজয় করিয়া, কাশীতে স্বাধিকার প্রসার করেন। পরে দিবো-দাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইঁহার শত পুত্র নিধন করিয়া ইঁহার বিনাশে উদ্যত হন। তখন ইনি পলায়ন করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষা করেন। ঋষির কৃপায় বেদে দীক্ষিত হইয়া বিপ্রত্ব লাভে সমর্থ হন।

বীরণ—জনৈক প্রজাপতি।

বীরভদ্র—প্রজাপতি দক্ষের কৃত অবমাননায় সতী দেহ ত্যাগ করিলে, মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, দক্ষযজ্ঞ নাশার্থ নিজ জটাচ্ছেদে ইঁহার উৎপত্তি করেন। ইনি দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন।

বীরবাহু—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। রাক্ষস সমরে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হন।

…সেন—নিষধের রাজা পুণ্যশ্লোক নলের পিতা।

…—অসুরবিশেষ। কঠোর তপশ্চারণ মহাদেবের তুষ্টিবিধান করিয়া, যুদ্ধে অজেয় হন। পরে ইনি স্বর্গাভিযানে দেবগণের পরাজয় সাধনে সমর্থ হইয়া তথায় অসুররাজ্য স্থাপন করেন। পরে পরাজিত দেবগণ সহ ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বর্গোদ্ধারের উপায় নির্দেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি বলেন, মহর্ষি দধীচির অস্থি নির্ম্মিত অস্ত্রে ইহাঁর বিনাশ হইবে। তৎপরে ইন্দ্র মহর্ষি দধীচির নিকট গমন করিয়া অস্থি-প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বেচ্ছায় অস্থি দান করেন, তাহাদ্বারা বিশ্বকর্ম্ম কর্ত্তৃক বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হয়। অতঃপর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র সেই অস্ত্রে অসুরপতি বৃত্রের নিধন সাধনে সমর্থ হন।

…ন্দা—১। শ্রীমতী রাধিকার সখী বিশেষ। ২। অসুররাজ জলন্ধরের মহিষী। ইনি সাতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। ইহাঁরই পাতিব্রত্য-পুণ্যে স্বামী জলন্ধর শত্রুর অজেয় হইয়া, দেবনিগ্রহে রত হন। পরে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, তিনি জলন্ধর-মূর্ত্তিতে বৃন্দার নিকট গমন করিয়া তাঁহার মোহোৎপাদন করিয়া, পাতিব্রত্য ভঙ্গ করায় যুদ্ধে জলন্ধরের মৃত্যু হয়। তখন ইনি বিষ্ণুর প্রতি শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাঁকে জলন্ধর সহ সহমরণের পরামর্শ দেন; এবং ইহাঁর ভস্ম হইতে পবিত্র বৃক্ষের উৎপত্তির বর প্রদান করেন। ইহাঁর ভস্ম হইতে অশ্বত্থ তুলসী প্রভৃতির জন্ম হয়।

…ষকেতু—দানবীর কর্ণের পুত্র। বিষ্ণু ইহাঁর দাতৃত্ব-পরীক্ষা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পারণ জন্য, বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে, কর্ণ অক্ষুব্ধচিত্তে পুত্রমাংসে ব্রাহ্মণের আতিথ্য সৎকার করেন। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে বিষ্ণু কর্ণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বৃষকেতুকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে শেষে ইনি পাণ্ডব পক্ষাবলম্বন করায় পাণ্ডবগণ ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট বীর পুরুষ ছিলেন।

বৃষপর্ব্বা—এক অসুররাজ; ইহাঁর কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা।

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন।

বৃষভানু—জনৈক গোপরাজ, গোপীপ্রধানা শ্রীমতী রাধিকার পালক পিতা।

বৃহদ্রথ—১। মগধরাজ জরাসন্ধের পিতা। ২। সিংহলদ্বীপাধিপতি; ইহাঁর পত্নীর নাম কৌমুদী, কন্যার নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী ইনি ভগবান্ কল্কীর সহিত স্বীয় কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দেন। পরে কল্কির ঔরসে ও পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

বৃহন্নলা—অর্জ্জুন এই নামে ক্লীববেশে বিরাটগৃহে বাস করেন।

বৃহস্পতি—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু। ইহাঁর পত্নীর নাম তারা। তারা চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে, ইহাঁর আদেশে দেবগণ চন্দ্রের বিরোধী হন। চন্দ্র দৈত্যগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতজ্জন্য দেবদৈত্যে ভীষণ সমর সংঘটন হয়। যুদ্ধস্থলে ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনিয়া ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলে, যুদ্ধের অবসান হয়। ইনি তাহাকে দোষহীনা জানিয়া পুনর্গ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্র কচ। ক… পিতা বৃহস্পতির আদেশে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা করিয়া, আসিয়াছিলেন। ইনি দেবরাজের গুরু এবং মন্ত্রী। ইহাঁর মন্ত্রণাবলে দেবগণ অনেক সময়ে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। শচী ইহাঁর পরামর্শে ইন্দ্র প্রতিনিধি নহুষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা হন; একদা মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, ইহাঁকে তাহার সাধন জন্য পৌরোহিত্য গ্রহণে অনুরোধ করেন। ইনি ইন্দ্রের আদেশে তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি ইহাঁর অনুজ সম্বর্ত্ত দ্বারা যজ্ঞ সমাধান করেন।

বেণ—জনৈক রাজা; ইনি অঙ্গরাজের ঔরসে মহিষী সুনীথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; ইনি

ইষ্টবিরোধী হইয়া, হোম, বলি, দেবার্চ্চনা নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ প্রচার করেন। এই রাজাজ্ঞার জন্য ব্রাহ্মণগণ রুষ্ট হইয়া, তাঁহার কদাদেশের প্রত্যাহার করিতে বলেন। ইনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিলে তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ-দ্বারা ইহাঁর বিনাশ করেন। তৎপরে ইহাঁর দক্ষিণবাহু মর্দ্দন দ্বারা পৃথুরাজের উৎপত্তি করিয়া রাজবিহিত অভিষেক করেন। মতান্তরে ইনি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ও অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়া, সাধন ফলে মুক্ত হইয়াছিলেন।

বেতালভট্ট—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একটী।

বেদবতী—মহারাজ কুশধ্বজের কন্যা। বিষ্ণুর সহিত ইহাঁর পরিণয় সম্পাদন করা মহারাজ কুশধ্বজের অভিপ্রেত। অসুররাজ শুম্ভ কুশ-ধ্বজের বিনাশ করিলে, ইহাঁর মাতা কুশধ্বজ-মহিষী সহমৃতা হন। তখন বেদবতী পিতৃবাসনা সংসিদ্ধ করিবার জন্য, কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হন। বহুকাল পরে লঙ্কেশ্বর রাবণ এই তপস্বিনী বেদবতীর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নী-ভাবে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইনি স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু পবন অত্যাচারী রাবণ তাহাতে উপেক্ষা করিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্বনাশে অভিলাষী হইলে, ইনি অনলে দেহত্যাগ করিবার সময় রাবণকে শাপ দেন, আমিই পরজন্মে তোমার মৃত্যুর কারণ হইব। এই চিতারোহণের পর ইনি সীতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস—বেদবিভাগ-কর্ত্তা ঋষি। ইনি মহর্ষি পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যমুনামধ্যস্থ একটী দ্বীপে ইহাঁর জন্ম হয় বলিয়া, ইহাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বাল্যে মাতৃ-নিদেশ বশে তপোশ্চর্য্যায় রত হন। ইনি মহাভারত ও পুরাণসমূহের রচয়িতা ও বেদ-সঙ্কলক। আরুণীর গর্ভে ইহাঁর বিখ্যাত পরমহংস পুত্র শুকদেবের জন্ম হয়। মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু হইলে, মাতা সত্য-বতীর আদেশে ইনি বিচিত্রবীর্য্যের জ্যেষ্ঠা মহিষী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের, কনিষ্ঠা মহিষী অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্মদান করেন। ইহাঁর বরে সঞ্জয় দিব্য দৃষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র সকাশে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের যথাযথ ঘটনার বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধাব-সানে ইনি যোগবলে কুরু-পাণ্ডব রমণীগণকে গঙ্গাজলে স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের প্রদর্শন করান। ইহাঁরই পরামর্শে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র পরমহংস শুকদেব বৈভ্রাজলোকনিবাসী পিতৃগণের মানসকন্যা পীবরীর পাণিগ্রহণ করেন। শুকদেব হইতে পীবরীর গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু এই পুত্র চতুষ্টয়ের ও কৃত্বী নাম্নী একটী কন্যার জন্ম হয়। কাম্পিল্য নগরের রাজা অণু-হের সহিত কৃত্বীর বিবাহ হয়। অণুহের ঔরসে কৃত্বীর গর্ভে রাজা ব্রহ্মদত্তের জন্ম হয়।

বেদশিরা—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পুত্র; ইহাঁর পত্নীর নাম পীবরী।

বেলা—মেরুর কন্যা সমুদ্রের পত্নী।

বৈখানস—মুনিগণবিশেষ।

বৈণহোত্র—কাশীরাজ ধৃষ্টকেতুর পুত্র।

বৈবস্বত মনু—সূর্য্যের পুত্র অষ্টম মনু।

বৈশম্পায়ন—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শিষ্য-মুনি। ইনি গুরুর নিকট বেদ বেদাঙ্গ পুরাণা-দির অভ্যাস করেন। ইনি স্বীয় শিষ্যদিগকে যজুর্ব্বেদের শিক্ষা দিতেন। ইনি রাজা জনমে-জয়ের সর্পযজ্ঞ সভায় মহাভারত পাঠ করেন। এক সময়ে ইনি ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইলে, তাহার নিরাকরণ জন্য শিষ্যগণকে যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতে বলেন, শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অসম্মত হইয়া ইহাঁর নিকট অধীত বেদের বমন করেন। সে সকল তিত্তিররূপে বহিষ্কৃত হইলে, ইহাঁর অপরাপর শিষ্যগণ তাহা ধারণ করেন।

বোপদেব—বরদা নদীর তট নিবাসী ব্রাহ্মণ ভিষক্ কেশবের পুত্র পণ্ডিতপ্রবর ধনেশ্বরের ছাত্র। ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণেতা ও পারমহংসী সংহিতা-ভাগবতের টীকাকার। মতান্তরে ভাগ-বতের প্রণেতা।

ব্যাড়ি—শাব্দিক ঋষি। ইনি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ প্রণেতা ও কোষ-শাস্ত্রকার।

শ

শকট—জনৈক অসুর; শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থ কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, শকটরূপে ব্রজধামে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণ করিলে, কৃষ্ণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

শকুনি—গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র—দুর্য্যোধনের মাতুল ও মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইনি দ্যূত-নিপুণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার পরামর্শে দুর্য্যোধন কপট দ্যূতের আয়োজন করিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অবমাননা ও শেষ নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ দিবসে সহদেবের হস্তে নিপাতিত হন। শকুনির পুত্র উলূক, ভ্রাতা, বৃষক ও অচল এই মহাসমরে নিহত হন। ২। মহারাজ বিকুক্ষির পুত্র।

শকুন্তলা—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অপ্সরা মেনকার গর্ভসম্ভূতা কন্যা; এই সদ্যোজাতা কন্যাকে মালিনী নদীতীরস্থ নির্জ্জন কাননে রাখিয়া মেনকা স্বর্গে গমন করিলে, একটী শকুন্ত পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক ইহার রক্ষা করিয়াছিল। পরে মহর্ষি কণ্ব ইহাকে দেখিয়া আপন আশ্রমে আনাইয়া কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন; এবং শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম হয় শকুন্তলা। শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা হইয়া যৌবনে উপনীতা হইলে, এক দিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগানুসরণে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে আগমনপূর্ব্বক ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহর্ষির অনুপস্থিতি কালে গান্ধর্ব্ববিধানে দুষ্মন্তের সহিত ইহার বিবাহ হয়। সহবাসে ইহাঁর গর্ভ হয়। তৎকালে রাজা দুষ্মন্ত ইহাঁকে একটী অঙ্গুরীয়ক দান করেন, পরে মহর্ষি দুর্ব্বাসা অতিথি হইলে ইনি অন্যমনস্কা থাকায় তাঁহার শাপে ঐ অভিজ্ঞান-স্বরূপ অঙ্গুরীক হারাইয়া ফেলেন। পরে মহর্ষি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত অবগত হন এবং স্বীয় শিষ্যদ্বয়সহ ইহাঁকে রাজা দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইনি ঋষিকুমারদ্বয় সহ রাজা দুষ্মন্তের নিকট উপনীত হইলে, তিনি ইহাঁকে তাঁহার পরিণীতা বলিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পরে সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক লাভে শকুন্তলার স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া, পরে দৈববাণীতে সমস্ত জানিতে পারিয়া, মারীচাশ্রমে পুত্র ভরতের সহিত ইহাঁর লাভে প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

শক্তি—মহর্ষি বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। একদা মহারাজ সৌদাস মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ইহাঁর দর্শন পাইয়া পথত্যাগের আদেশ করিলে, ইনি পথাবরোধ ত্যাগ না করায়, তিনি ইহাঁকে কশাঘাত করেন; ইনি তাঁহাকে রাক্ষস হইবার অভিশাপ করিলে তিনি রাক্ষস হইয়া ইহাঁকে এবং ইহাঁর শত-ভ্রাতাকে উদরসাৎ করেন। শক্তি অদৃশ্যন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন ইহাঁর মৃত্যু হয়, তখন ইহাঁর পত্নী অদৃশ্যন্তী অন্তর্বত্নী ছিলেন। সেই গর্ভে মহর্ষি পরাশর জন্ম গ্রহণ করেন।

শঙ্কুকর্ণ—লঙ্কেশ্বর রাবণের অশোকবনের দ্বাররক্ষক জনৈক রাক্ষস।

শঙ্খ—১। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ। ২। জনৈক অসুর,—সমুদ্র মধ্যে বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অবন্তী নগরে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর বিনাশ করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ হয়। ইহার অপর নাম পঞ্চজন।

শঙ্খচূড়—১। অসুররাজ, ইনি কঠোর তপশ্চরণে বিষ্ণুর তুষ্টিবিধান করিয়া, পুণ্যবলে বরলাভে তুলসী দেবীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন। বহু কাল সুখে রাজ্যভোগ করিলে পর ইহাঁর সহিত দেবগণের যুদ্ধ হয়; তাহাতে ইহাঁর বিরুদ্ধে মহাদেব অবতীর্ণ হন। কিন্তু সাধ্বী

তুলসী দেবীর নিকট বিষ্ণু ইহাঁর রূপপরিগ্রহ করিয়া তুলসীতে সঙ্গত হইলে, মহাদেবের হস্তে ইহাঁর বিনাশ হয়। ২। রামচন্দ্রের অধীনস্থ বানর সেনাপতি। ৩। দৈত্যবিশেষ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ হস্তে নিহত হয়।

শচী—১। পুলোম-দুহিতা—দেবরাজ ইন্দ্রের মহিষী। ইহাঁর পুত্রের নাম জয়ন্ত। বৃত্র-বধের পর ইন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের সময়ে মহারাজ নহুষ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিলে নহুষ কর্ত্তৃক ইহাঁর প্রতি অত্যাচার সংঘটনের উপক্রম হয়, দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে অব্যাহতি লাভে সমর্থ হন। ২। চৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা, ইনি নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ও শ্রীহট্টনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পরিণীতা পত্নী। ইহাঁর প্রথমতঃ আটটী কন্যার জন্ম ও মৃত্যু হওয়ার পর বিশ্বরূপ নামে একটী সন্তান জন্মে, তৎপরে দশম গর্ভে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, জগন্নাথমিশ্রের মৃত্যু হয়; পরে চৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, ইনি পুত্রবধূর সহিত মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেন। ইহাঁর বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্য দেবের অভেদাত্মবন্ধু নিত্যানন্দ ইহাঁর গৃহে বাস করিয়া ইহাঁর প্রতি মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন।

শঠ—রাক্ষস বিশেষ।

শতরূপা—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী।

শতদ্রুদা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা।

শতানন্দ—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের পুরোহিত;—মহর্ষি গৌতমের অহল্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র। ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরু-পত্নী অহল্যাকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইলে, মহর্ষি গৌতম ইহাঁকে মাতৃবধের আদেশ করিয়া প্রস্থান করেন। ইনি পিতৃনিদেশ পালন কর্ত্তব্য ও মাতৃবধ পাপ ইত্যাদির বিষয়ে বিচার বিতর্ক দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে সময় ক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া, এবং অহল্যা নিরপরাধা ও প্রতারিতা জানিয়া, তাঁহার বধের প্রতিষেধ করিবার জন্য আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ইনি তখনও পিত্রাজ্ঞা পালন করেন নাই, তাই মহর্ষি আনন্দে ইহাঁর চিরকারী নামকরণ করিয়া ইন্দ্র ও অহল্যায় উভয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

শতানীক—নকুলের দ্রৌপদী গর্ভজাত পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়া শেষে রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন; তৎকালে অশ্বত্থামা প্রবেশ করিয়া, পঞ্চ পাণ্ডব হত্যা করিতে আসিয়া ভ্রমক্রমে ইহাঁকে অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত নিহত করেন।

শত্রুঘ্ন—সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাধিপতি দশরথের সুমিত্রাগর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণের অনুজ। ইনি ভরতের অনুগত ছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ ইনি ক্ষত্রোচিত ধনুর্ব্বেদ শিক্ষালাভ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিবাহের সময় জনকভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ইহাঁর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইনি ভরতের সহিত মাতুলালয়ে কেকয়রাজ ভবনে অবস্থান করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের পর ইনি ভরতের সহিত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামনির্ব্বাসনে দুঃখিত হইলেন। কুটীলা মন্থরার কুপরামর্শে এই নীতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্ঘটন হওয়ায়, ইনি মন্থরার শাস্তি বিধানে উদ্যত হইলে, রামমাতা কৌশল্যা কর্ত্তৃক নিবারিত হন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্রের প্রত্যাগমনে ইনি তাঁহার আ-ানুবর্ত্তী থাকিয়া সুখী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি রামচন্দ্রের আদেশে লবণরাক্ষসের উপদ্রবের প্রশমন করিতে অভিযান করেন। পরে ইনি মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে অবস্থান করিয়া তাঁহার পরামর্শে লবণকে শিবদত্ত শূলহীন দেখিয়া, আক্রমণ পূর্ব্বক নিহত করেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে মধুবন ধ্বংস করিয়া, তথায় নবপুরী নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রদ্বয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সরযূ প্রবেশের সময় ইনি তাঁহার সহিত সরযূ প্রবেশে স্বর্গারোহণ করেন।

শনি—সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভ-জাত গ্রহ বিশেষ। চিত্রগুপ্তের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।

|র শাপে ইনি কোন বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ |রিলে, তাহা বিনষ্ট হয়। ইনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক |র্ব্বতী-সুত দর্শনে প্রেরিত হইলে, ইহাঁর |ষ্টিতে গণেশের দেহ মস্তকশূন্য হয়।

—জনৈক তাপসী। ইনি ঋষ্যমুক পর্ব্বতের |ন্নিকটে পম্পানদীতীরে মতঙ্গবনে তপস্যা করি|তেন। সীতার অন্বেষণে রাম লক্ষ্মণ তথায় |পস্থিত হইলে, ইনি সযত্নে তাঁহাদিগের অতিথি |সৎকার করিয়া, শেষে সুগ্রীবাদির সন্ধান বলিয়া |য়া, তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে |হ বিসর্জ্জন করেন।

|—ক্ষমাসার তপোরত ঋষি। একদা পরী|ৎ মৃগয়ার্থ বনে গমন পূর্ব্বক, একটী মৃগকে |বিদ্ধ করিয়া, তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলে | মৃগ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়, রাজা তাহার |নুসন্ধান করিতে করিতে বন-মধ্যে ইহাঁকে |মৌনাবলম্বনে তপোরত দেখিতে পান। তাঁহার |কট ঐ শরবিদ্ধ মৃগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়া, |কোনরূপ উত্তর না পাওয়ায় ক্রোধবশে ইহাঁর |ন্ধে মৃতসর্প লগ্ন করিয়া দেন। পরে ইহাঁর |ত্র শৃঙ্গী সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধবশে সপ্ত|রাত্রির মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে, বলিয়া |রাজাকে শাপ দেন। শমীক পুত্রের এই অক্ষ|মার পরিচয় পাইয়া, দুঃখিত হন ও রাজা পরী|ক্ষিতের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়া, বিহিত |অনুষ্ঠানের ব্রতী হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

—১। ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ অসুর। দেবরাজ ইন্দ্র |বজ্রাঘাতে সেই অসুররাজ শম্বরের নিধন করিয়া |তাহার শত নগরের একোনশত নগরের ধ্বংস |করেন। আর অবশিষ্ট শততম নগরটী ইন্দ্রের |একটী শ্বেতকায় সখা—জীবদাসকে দিয়াছিলেন। |ইনি উদব্রজপুর নিবাসী ছিলেন। ২। দণ্ডকা|রণ্যস্থ সমুদ্র তীরবর্ত্তী বৈজয়ন্ত নগরে শম্বরাসুরের |বাস ছিল;—ইনি তিমিধ্বজ নামেও প্রসিদ্ধ |ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ |সংঘটন হইলে, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ |ইন্দ্রাদি দেবগণের সাহায্যার্থ গমন করিয়া ইহাঁর |নিধন করেন। ৩। অসুররাজ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের |পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্ম হইলে, ষষ্ঠ রাত্রিযোগে

সূতিকাঘর হইতে ইনি তাঁহার হরণ করিয়া, সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; একটী মৎস্য তাহাকে উদরস্থ করিয়াছিল সে জালিকের জালে ধৃত হইয়া, ইহাঁরই প্রাসাদে নীত হয়। তথায় ইহাঁর দাসী মায়াবতী সেই মৎস্যোদর-লব্ধ শিশুর লালন পালন করিয়া, আসুরিকী মায়ায় শিক্ষা দান করেন। পরে প্রদ্যুম্ন প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, মায়াবতীর নিকট সমস্ত স্বপরিচয় অবগত হইয়া, শম্বরের নিধন সাধন করিয়া দ্বারকায় উদ্দেশে যাত্রা করেন।

শম্বূক—জনৈক শূদ্র তাপস। ইনি ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্য আশ্রয়ে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শূদ্রের স্বপাত্রত্বাতিক্রান্ত কর্ম্ম হইতে যে পাপের সঞ্চার হয়, তজ্জন্য জনৈক নৈষ্টিক ব্রাহ্মণের পুত্র অকালে কালকবলিত হওয়ায়, ঐ পুত্রশোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ রাজা শ্রীরাম-চন্দ্র সকাশে উপনীত হইয়া, তাঁহার রাজ্যে পাপ-স্পর্শ হওয়ায় তাহার ফলে পুত্রের অকাল মৃত্যুর বিবরণ প্রকাশ করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র দেবর্ষি নারদের মুখে ইহাঁর পরিচয় পাইয়া, দণ্ডকারণ্যে গিয়া ইহাঁকে নিহত করেন।

শম্ভু—১। মহাদেবের নামান্তর। ২। ব্যাসপুত্র শুকদেবের পুত্র।

শর—শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈনিক। লঙ্কা সমরে রাক্ষসগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন।

শরভ—শ্রীরামচন্দ্রের জনৈক সেনাপতি; লঙ্কা সমরে রাক্ষসগণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন।

শরভঙ্গ—ঋষি-বিশেষ। ইনি দণ্ডকারণ্যে তপস্যায় রত ছিলেন। মতান্তরে কুরুক্ষেত্রের উত্তর ভাগে ইহাঁর আশ্রম ছিল। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর আশ্রমে উপনীত হইলে, তাঁহার দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রজ্জলিত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

শর্ম্মিষ্ঠা—মহারাজ যযাতির কনিষ্ঠা মহিষী। ইনি অসুররাজ বৃষপর্ব্বের দুহিতা ছিলেন। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য তনয়া দেবযানীর সহিত ইহাঁর পরম-প্রীতি ছিল। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা সখীদ্বয়

এক দিন স্নানার্থ সরিম্মধ্যে গমন করিয়া ইচ্ছামত জলকেলি করেন। দেবযানী অগ্রে জল হইতে উত্থিত হইয়া, ভ্রমবশে শর্ম্মিষ্ঠার বস্ত্র প্রথমে পরিধান করেন। তাহাতে ইনি ক্রোধভরে তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করায় উভয় সখীতে বিবাদ উপস্থিত হয়, ইহাঁর দ্বারা দেবযানী সবলে আহতা ও কূপে নিক্ষিপ্তা হন। মৃগয়ানুরাগবশে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মহারাজ যযাতি তথায় উপনীত হইলে, কূপে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখেন, তাহাতে একটী পরমা সুন্দরী কুমারী ক্লেশ পাইতেছে, পরে তৎকর্ত্তৃক দেবযানী কূপ হইতে উত্থাপিতা ও পিতৃ-সমীপে প্রেরিতা হইয়া পিতৃ-সমীপে দৈত্যরাজ কুমারী শর্ম্মিষ্ঠার দুর্বিনীত কঠোর ব্যবহারের জন্য অভিযোগ করেন। ইহাতে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হন। পরে দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব স্বকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকারূপে নিযুক্তা করিয়া, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের সন্তোষ বিধান করেন। তৎপরে শুক্রাচার্য্য দেবযানীর সহিত মহারাজ যযাতির উদ্বাহ যথাবিধি সম্পন্ন করিলে, ইনি পরিচারিকা হইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন। পরে শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি মহারাজ যযাতির প্রসক্তি জন্মে, গোপনে গান্ধর্ব্ব-বিধানে উভয়ের বিবাহ হয়। তাহাতে ইহাঁর গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু, পুরু,—এই পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়। ইহাতে দেবযানী বিরক্তা ও পতি-বিমুখা হইয়া, পিতৃসমীপে যযাতির গোপনে পত্ন্যন্তর গ্রহণ কথা প্রকাশ করিলে, তাঁহার শাপে যযাতির শরীরে জরা সংক্রম হয়। পরে ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বযৌবন দানে পিতৃজরা গ্রহণ করায় যযাতি বহুকাল রাজ্যসুখ ভোগের পর পুরুর সহিত পুনর্বিনিময়ে যৌবন দান করিলে, শুক্রাচার্য্যের নিদেশক্রমে পুরুই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন।

শর্য্যাতি—বৈবস্বত-মনুর পুত্র,—নৃপতি-বিশেষ। একদা ইনি সসৈন্যে সপরিবারে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে উপনীত হইলে, ইহাঁর কন্যা সুকন্যা, বল্মীকমধ্যস্থ ঋষির জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুদ্বয় দর্শনে উহা কি, এই কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে কণ্টকবিদ্ধ করেন। এই অপরাধে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলেরই মল মূত্রের বেগাবরোধ সংঘটিত করেন, পরে ইনি মহর্ষিকে সুকন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

শল—কুরুবংশীয় বাহ্লীকের পুত্র।

শল্য—মদ্রদেশাধিপতি; নকুল ও সহদেব—পাণ্ডবদ্বয়ের মাতুল। ইহাঁর ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর পরিণয় হয়। ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় উপনীত হইয়া, লক্ষবেধে অসমর্থ হন। পরে অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিলে, রাজগণ ব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহার বিরোধী হইলে, ইনি তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া, ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র-সমরে ইনি পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে সসৈন্যে রণক্ষেত্রে যাত্রা করিবার সময় দুর্য্যোধন কৌশলে ইহাঁকে স্বপক্ষে বরণ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির মান্য বলিয়া ইহাঁকে অভিবাদন করিলে, ইহাঁকে রণজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করেন। যুদ্ধের ষোড়শ ও সপ্তদশ দিবসে ইনি দুর্য্যোধনের অনুরোধে কর্ণের সারথি হইয়াছিলেন। কর্ণ হত হইলে, অষ্টাদশ দিবসে ইনি যুদ্ধে যথাশক্তি বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, যুধিষ্ঠির হস্তে হত হন।

শশবিন্দু—চিত্ররথের পুত্র। ইনি সপ্ত সজীব রত্নের ও সপ্ত নির্জীব রত্নের অধীশ্বর ছিলেন। ইহাঁর একলক্ষ পত্নী ও নিযুত-সংখ্যক পুত্র ছিল। ২। ইন্দের ইলা নাম্নী রমণীতে পরিণতি ঘটিলে, তাঁহার গর্ভে বুধের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়।

শাকটায়ন—শাব্দিক পণ্ডিত ঋষিবিশেষ।

শাট্যায়ন—জনৈক ঋষি।

শাণ্ডিল্য—ভক্তিসূত্র-প্রণেতা—ভক্তিমার্গ প্রদর্শক ঋষি-বিশেষ।

শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র,—হস্তিনাধীশ্বর, ইনি অতীব ধার্ম্মিক ও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন; এবং ইনি পুণ্যবলে যাঁহার স্পর্শ করিতেন, তাঁহার জরা দূর হইত। একদা মহারাজ প্রতীপ গঙ্গাতীরে আসন করিয়া তপোরত ছিলেন, এমন সময়ে গঙ্গা মানুষীবেশে ইহাঁর দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করায় মহারাজ তাঁহাকে সস্নেহে পুত্রবধূরূপে লইয়া পুত্র শান্তনুর

সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এই পরিণয় কালে গঙ্গাদেবী এই নিয়ম স্থির করেন যে, ইনি তাঁহার কোন কার্য্যে প্রতিবেধ করিলে তিনি ইহাঁর পরিত্যাগ করিবেন। পরে বসুগণ ইহাঁর গর্ভে এক একটী সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে একে একে জলে ফেলিয়া দেন। এইরূপে সপ্ত পুত্র জলনিমজ্জনে নিহত হইলে, অষ্টমপুত্র দেবব্রত জন্মগ্রহণ করেন, গঙ্গা যেমন তাঁহাকে জলনিক্ষেপ জন্য তুলিতেছেন, ইনি তাহা নিষেধ করিলে, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত নিয়মানুসারে গঙ্গা সেই পুত্রসহ ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। দেবব্রত ক্ষত্রোচিত বিদ্যালাভে মহাশক্তি অর্জ্জন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, শান্তনু পরমাহ্লাদিত হন। একদা শান্তনু দাসরাজপালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধার বা সত্যবতীর দর্শনে বিবাহেচ্ছু হইলে, দাসরাজ সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইতে না পারিলে, তিনি কন্যাদানে সম্মত নহেন জানিয়া, ইনি দেবব্রত বর্ত্তমান থাকিতে তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতার মনোভাব জানিতে পারিয়া, দাসরাজসকাশে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনাধিকার ত্যাগ এবং চিরকৌমার ব্রতাবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করেন, তাহাতে মহারাজ শান্তনুর সহিত সত্যবতীর পরিণয় সম্পন্ন হইল। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য এই পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। পরে শান্তনু পরলোক গমন করিলে, দেবব্রত চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনাপুরে সিংহাসনে আরোপিত করেন।

শান্তা—মহারাজ দশরথের কন্যা। দশরথ ইহাঁকে বাল্যে স্বীয় প্রাণসম সখা অঙ্গরাজ লোমপাদের হস্তে কন্যারূপে লালন জন্য দান করেন। লোমপাদ কর্ত্তৃক লালিতা পালিতা সুবর্দ্ধিতা হইলে, এক সময়ে রাজ্যে অনাবৃষ্টি জন্য দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটায়, অঙ্গরাজ বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়নে দেশে সুবৃষ্টির অবতারণা করিতে সমর্থ হন ও পরে তাঁহার সহিত ইহাঁর পরিণয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শান্তিদেবা—মহারাজ দেবকের কন্যা—কৃষ্ণ-জননী দেবকীর ভগিনী।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী-গর্ভসম্ভূত-পুত্র। ইনি বলরামের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, শৌর্য্য বীর্য্যে তাঁহারই অনুরূপ হন। ইনি দুর্য্যোধন-নন্দিনী লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরে বলপূর্ব্বক তাঁহার হরণ করিলে, দুর্য্যোধনের আদেশে কৌরব বীরগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত ও অবরুদ্ধ হন। এই সংবাদ পাইয়া, বলরাম হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া, হল দ্বারা হস্তিনাপুরের উৎপাটনে উদ্যত হইলে, ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ তাঁহার নিকট লক্ষ্মণার সহ শাম্বের প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহার সন্তোষ বর্দ্ধন করেন। ইনি প্রদ্যুম্নের সহিত বজ্রলাভপুরে গমন করিয়া অসুর বধে সাহায্য করেন, প্রভাসযজ্ঞ কালে ইনি স্ত্রীবেশে মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার গর্ভে কি সন্তান হইবে? তাহাতে মুনিগণ বলেন, "কুলনাশন মুষল প্রসব কর।" যথাসময়ে মুষল প্রসূত হইলে, যাদবগণ প্রভাসতীর্থে শিলাপৃষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া, ঐ মুষল ক্ষয় করেন। তাহাতে শরবন উৎপন্ন হইলে, তজ্জাত বাণে যদুবংশ ধ্বংস হয়। মুষলের ক্ষয়াবশিষ্টে যে ফলক নির্ম্মিত হইয়াছিল, জরাব্যাধ তাহার আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ নাশ করে।

শার্ঙ্গধর—১। জনৈক আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহকার ঋষি। ২। জনৈক ঋষি।

শালঙ্কায়ন—শিবানুচর নন্দীর নামান্তর।

শালিবাহন—শক-জাতীয় নৃপতি বিশেষ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত অব্দই শকাব্দ নামে বিখ্যাত।

শাল্য—বিপ্রচিত্তির পুত্র অসুর বিশেষ।

শাল্ব—সৌভপুরীর অধীশ্বর। ইনি কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন; ইহাঁর রূপগুণের পরিচয় পাইয়া অম্বা অগ্রে মনে মনে পতিত্বে ইহাঁরই বরণ করেন। স্বয়ংবর স্থলে বীরবর ভীষ্ম মহারথ কন্যাত্রয়ের হরণ করিলে তাঁহার সহিত ইহাঁর ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, ইনি পরাজিত হন ও ভীষ্মদেব কন্যাত্রয় লইয়া প্রস্থান করেন। পরে অম্বার মুখে মনে মনে

ইহাঁর বরণাভিপ্রায়ের পরিচয় পাইয়া, ভীষ্মদেব তাঁহার ত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় ইহাঁর নিকট উপনীত হইলে, ইনি প্রত্যাখ্যান করেন।

শিখণ্ডী—দ্রুপদ রাজকুমার—কাশীরাজ-তনয়া অম্বা তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া, দ্রুপদরাজের কন্যা-রূপে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু মহারাজ ইহাঁকে কন্যা বলিয়া প্রচার না করিয়া, পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। পরে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর পত্নী হিরণ্য-বর্ম্ম-দুহিতা স্বামীর স্ত্রীত্বের বিষয় পিতার বিদিত করিলে, তিনি আপনাকে প্রবঞ্চিত মনে করিয়া, প্রতারক রাজা দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইনি তখন আত্মপ্রকাশ ভয়ে লজ্জায় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সৌভাগ্যক্রমে স্থূলকর্ণ যক্ষের আশ্রয় লয়েন। তিনি তৎসমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইহাঁকে স্বীয় পুরুষত্ব দান করিয়া নিজে ইহাঁর স্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। পরে স্থূলকর্ণ যক্ষপতি, কুবেরের শাপে ইহাঁর জীবিত-কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীরূপ থাকিতে বাধ্য হন। পরে ইনি সন্তুষ্ট-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, স্বজন-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, সুখে জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বেদাচার্য্য দ্রোণের নিকট হইতে ইনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধের দশম দিবসে অর্জ্জুন ইহাঁকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুন ভীষ্মদেবের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে শরশয্যায় শায়িত করেন। যুদ্ধান্তে রাত্রিকালীন পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র-হত্যার সংকল্প শ্রবণে তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া ইনি তৎ-কর্ত্তৃক নিহত হন।

শিনি—জনৈক যাদববীর; ইনি দেবকরাজকন্যা দৈবকীকে বিবাহস্থল হইতে বসুদেবের ভার্য্যার্থ বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। সেই সভাস্থলে সোমদত্ত ইহাঁর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শিনি জয়ী হইয়া সোমদত্তকে পদাঘাত করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম সত্যক।

শিব—ব্রহ্মের প্রধান ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম;—বিশ্ব সংহারক তামস অবতার। ইনি তন্ত্রকার পরম যোগী। প্রথমে ইনি দক্ষকন্যা সতীর পাণিগ্রহণ করেন। দক্ষকৃত শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে, সতী বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া শিবনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করেন। ইনি সেই দেহ স্কন্ধে লইয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু সুদর্শন-চক্রযোগে ঐ দেহ এক পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, একপঞ্চাশৎ স্থানে নিক্ষেপ করেন; তাহাতেই মহাপীঠ সমূহের উৎপত্তি হয়। তৎপরে ইনি তপোরত হইলে,দেবী পুনরায় গিরি-রাজ হিমালয়ের গৃহে মেনকার তনয়া উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিতে সমর্থা হন। গণেশ ও কার্ত্তিকের শিবের পুত্র।

শিবি—উশীনর রাজার পুত্র—উশীনরের অধিপতি; ইহাঁর অতিশয় দয়া ভক্তি অতুল বদান্যতা তৎ-কালে বিশ্ব বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ সকল গুণের পরীক্ষার্থ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবেশে ইহাঁর প্রাসাদে অতিথি হইয়া, ইহাঁর পুত্রের মাংস রন্ধন করিতে বলিলে, ইনি অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে ইহাঁকে তাঁহার সহিত সেই মাংস ভোজনে অনুরোধ করিলে, ইনি তাহার আদেশ পালন করিতে উদ্যত হন। তখন ব্রহ্মা স্বীয় বেশ ধারণপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখে ইহাঁর প্রশংসা করিয়া প্রস্থান করিলেন। কোন সময়ে ইহাঁর আশ্রিত প্রতিপালকতার পরীক্ষার জন্য ধর্ম্ম কপোত ও অগ্নি শ্যেনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কপোতের আক্র-মণে উদ্যত হন। কপোত আসিয়া, ইহাঁর আশ্রয় লইলে,শ্যেন ইহাঁর নিকট সেই শিকারের লক্ষ্যটীর প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করেন। ইনি কপোত ত্যাগে অসম্মত হইয়া কপোত প্রমাণ মাংস স্বীয় দেহ হইতে দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। শ্যেনপক্ষী তাহাতে সম্মত হইলে, ইনি নিজ দেহের মাংস দিয়া সেই কপোতের প্রাণ রক্ষা করিলে পর কপোতরূপ ধর্ম্ম ও শ্যেনরূপ অগ্নিদেব স্বমূর্ত্তি পরি-গ্রহ করিয়া ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

শিশুপাল—চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে তৎপত্নী বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়।

জন্মকালীন ইহাঁর তিনটী চক্ষু ও চারিটী হস্ত ছিল। পরে দৈবপ্রসাদে চেদিরাজমহিষী শ্রুতশ্রবাঃ জানিতে পারেন, যাহার ক্রোড়স্পর্শে ইহাঁর অতীপ্সিত ইন্দ্রিয়গুলির অন্তর্দ্ধান ঘটিবে, সেই ব্যক্তিই ইহাঁর মারক। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ইহাঁকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন; সেই সময় ইহাঁর অতিরিক্ত বাহু ও নেত্রটীর অন্তর্দ্ধান ঘটে শ্রুতশ্রবাঃ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সানুনয় অনুরোধ করেন, যেন পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইয়া পিতৃষসার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। শিশুপাল ও দন্তবক্র মহাপ্রতাপান্বিত জরাসন্ধের অনুগত থাকায়, জরাসন্ধের শাসনাধীন রাজা ভীষ্মক জরাসন্ধের প্রস্তাবে দুহিতা রুক্মিণীর সহিত ইহাঁর বিবাহ দিতে সম্মত হন। ইনি রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর সহিত বন্ধুত্ব থাকায়, অপিচ তৎকর্ত্তৃক ভগিনীর বিবাহ জন্য, নিমন্ত্রিত হইয়া, বিদর্ভ রাজপ্রসাদে উপনীত হন, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর হরণ করিলে, ইনি বিফলমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কর্কশ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া শেষে ইহাঁর বিনাশ সাধন করেন।

শীতলা—বসন্তাদি বিস্ফোটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শুক—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের অনুচর ও মন্ত্রী। ইনি রাবণের সীতাহরণে শঙ্কিত হইয়া, সীতার প্রত্যর্পণ জন্য মন্ত্রণাদান করেন। তাহাতে রাবণ কুপিত হইয়া, ইহাঁকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলে, ইনি তপোরত হইয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। ২। গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ৩। মহাদেবদত্ত ভগবান্ কল্কিদেবের অতিশয় প্রিয়সহচর শুক পক্ষী। ৪। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অরণীমন্থনকালে ঘৃতাচী অপ্সরার দর্শনে কামার্ত্ত হইলে, অরণীমধ্যে তাঁহার বীর্য্যপাত হওয়ায়, ইহাঁর জন্ম হয়; ইনি মাতা অরণীর গর্ভে পঞ্চদশ বৎসর কাল অবস্থানের পর মায়ার নিমেষকাল মাত্র ধরাত্যাগের সময় ইনি ভূমিষ্ঠ হন। অনন্তর বন গমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইনি মহারাজ পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপে ধ্বংস জন্য ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শুক্রাচার্য্য—দৈত্যগণের গুরু।—ইনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। সুষমা বা শতপর্ব্বা ইহাঁর পত্নী। ইহাঁর ষণ্ড ও অমর্ক নামে পুত্রদ্বয় ও দেবযানী নামে কন্যা জন্মিয়াছিল। বিষ্ণু বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ বলির নিকট দানপ্রার্থী হইলে, ইনি দানে বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত কমণ্ডলুবাহিনীতে প্রবেশ করায়, কুশদ্বারা বাহিনী পরিষ্কার করিতে ইহাঁর একটী চক্ষু কাণা হন। ইনি সঞ্জীবন মন্ত্র বলে মৃত দৈত্যদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। এই মন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য দেবগণ কচকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ইহাঁর শিষ্য হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান-কালে দৈত্যগণ তাঁহার দুইবার বধ করিলে, দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন; তৃতীয়বার দৈত্যগণ ইহাঁকে ভস্মীভূত করিয়া সুরার সহিত পান করাইলে, কন্যার সবিশেষ অনুরোধে দৈত্যগুরু কচকে পুনর্জীবিত করিয়া, মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র শিক্ষা দিয়া, উদর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইতে বলেন। তাহাতে ইহাঁর মৃত্যু হইলে, কচ সেই সঞ্জীবন মন্ত্রবলে ইহাঁকে পুনর্জীবিত করেন। ইহাঁর কন্যা দেবযানী অবমানিতা ও প্রহারিতা হইলে, শুক্রাচার্য্য ক্রোধভরে দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গমনোদ্যত হন। শর্ম্মিষ্ঠার পিতা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী করিয়া, ইহাঁর তুষ্টিবিধান করেন। দেবযানীর ইচ্ছাক্রমে ইনি মহারাজ যযাতির সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন করেন। যযাতি গোপনে গান্ধর্ব্ববিধানে শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিলে, দেবযানী পিতৃসমীপে গমন করিয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন, ইনি শাপদানে যযাতির জরা বিধান করেন। পরে তাঁহার অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া, সেই জরা দেহান্তরগত করিবার শক্তি প্রদান করেন। ইহাঁর প্রণীত নীতিশাস্ত্র জগতে অতুলনীয়।

শুচি—১। মিথিলারাজ শতদ্যুম্নের পুত্র। ২। অন্ধকের পুত্র। ৩। মগধেশ্বর বিপ্রের পুত্র। ৪। মহর্ষি কশ্যপের তাম্রা-গর্ভসম্ভূতা কন্যা।

শুদ্ধোদন—শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের পিতা। ইনি কপিলবস্তুর শাক্যবংশীয় ভূপতি; ইহাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রজাবাৎসল্য তাৎকালিক সর্ব্বজন বিদিত। রাজা দণ্ডপাণির ভগিনীদ্বয় মহামায়া ও গৌতমী ইহাঁর পত্নীদ্বয়। বহুবৎসর অপুত্রক থাকিয়া, মহামায়া গর্ভবতী হন, তাহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়; পুত্র ধর্ম্মার্থ গৃহত্যাগ করিলে, ইনি বিষণ্ণ-মনে দিন যাপন করিতে থাকেন। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসাবলম্বনের সপ্তম বৎসরে জন্মভূমি কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ইনি সুখী হন। মৃত্যুকালে পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, সুখে কালক্রোড়ে আশ্রয় করেন।

শুনঃশেফ—বেদপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণতনয়। অজীগর্ত্তের পুত্র। ইহাঁর সপ্তস্তোত্র বেদবিশ্রুত। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব আত্মবিপরিণামে অন্যের উৎসর্গ জন্য, অজীগর্ত্তের মধ্যম পুত্র—শুনঃশেফের ক্রয় ও বলির ব্যবস্থা করেন; বিশ্বামিত্রের নিদেশে ইন্দ্রের স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অন্যত্র মতান্তরে ইনি মহর্ষি ঋচীকের মধ্যম পুত্র; মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞে ইহাঁকে বলি দিবার জন্য ক্রয় করিয়া অযোধ্যায় গমন কালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহার শরণাপন্ন হন। ইহাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া, অগ্নিস্তব শিক্ষা দিলে, ইনি অগ্নিতে আহুত হইয়াও, জীবিত থাকেন। অতঃপর ইনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দেবরথ নামে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন।

শুনক—১। ঋষি-বিশেষ। ২। কাশীরাজ গৃৎসমদের পুত্র।

শুনঃহোত্র—জনৈক ঋষি।

শুভসূচনী—সুবচনী নামে বিখ্যাতা দেবী।

শুভা—পার্ব্বতীর সখী।

শুভাঙ্গী—১। যক্ষরাজ কুবেরের পত্নী। ২। কামদেবপ্রিয়া রতির নামান্তর।

শুম্ভ—গবেষ্টী অসুরের পুত্র; ইহাঁর ভ্রাতার নাম নিশুম্ভ। ইনি দৈত্যরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, প্রবল পরাক্রমে দেবরাজ্য স্বর্গের দেবগণকে আক্রমণ ও বিপর্য্যস্ত করিলে, মহাশক্তিরূপা দুর্গা যুদ্ধার্থে স্বয়ং ইহাঁদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। যুদ্ধে ইহাঁর সেনাপতিগণ এবং ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইলে, শুম্ভ স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হন তুমুল সংগ্রামের পর দুর্গা দেবীর হস্তে নিহত হন।

শূর—যদুবংশীয় রাজা—বসুদেবের পিতা, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ; ইহাঁর পত্নীর নাম মারিষা। ইহাঁর বসুদেব নামে পুত্র এবং পৃথা ও শ্রুতশ্রবা নামে কন্যাদ্বয় জন্মিয়াছিল। মহারাজ কুন্তীভোজের সহিত ইহাঁর সখ্য থাকায়, তিনি অপুত্রক বলিয়া, ইনি স্বীয় কন্যা পৃথাকে তাঁহার হস্তে কন্যারূপে প্রদান করেন। সেই পৃথার সহিত মহারাজ পাণ্ডুর বিবাহ হয়; এবং তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন—এই তিনটী পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। কুন্তিভোজের দত্তককন্যা বলিয়া পৃথার অপর নাম কুন্তী।

শূর্পণখা—লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী,—মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে জাতা রাক্ষসী। রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে তাৎকালিক রাজপ্রতিনিধি ভ্রাতা বিভীষণের চেষ্টায় ইহাঁর সহিত বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয় করিতে গমন করিয়া দানবসমরে তাঁহাকে অপরিচিত বলিয়া নিহত করার পর ভগিনীর বৈধব্য জন্য দুঃখিত হন, এবং তাঁহার প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিক্ষেপে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছবিচরণের অনুমতি করেন। ইনি মধুদৈত্যের পুত্র লবণের মাতৃষ্বসা ছিলেন। রক্ষোবীর খর ও দূষণ ইহার মাতৃষ্বস্রীয় ভ্রাতৃদ্বয় সসৈন্যে ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। পরে যখন পঞ্চবটী বনে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনি তাঁহাদের দর্শনলাভে রূপজমোহে মুগ্ধা হইয়া স্বীয় প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য সীতানিগ্রহে উদ্যত হওয়ায়, লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশে ইহাঁর নাসা-কর্ণচ্ছেদ করেন। রাক্ষসী অবমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া মাতৃষ্বস্রীয় ভ্রাতা খর ও দূষণের নিকট সমস্ত বিদিত করে, সেই সূত্রে খর ও দূষণ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সসৈন্যে নিহত হয়। পরে লঙ্কায়

গমনপূর্ব্বক অগ্রজ লঙ্কেশ্বর রাবণ সমস্ত অবগত করে, এবং পরামর্শ দানে সীতা হরণের জন্য উত্তেজিত করে।

শৃঙ্গী—মহর্ষি শমীকের পুত্র। ইনি জনৈক বয়স্য মুনি-কুমার কৃশের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক পিতার গলদেশে মৃত সর্প অর্পণরূপ অবমাননার সংবাদ শ্রবণে ক্রোধভরে সপ্তাহকাল মধ্যে মহারাজ পরীক্ষিতের তক্ষক-সর্প দংশনে মৃত্যু হইবে বলিয়া শাপ দান করেন। পরে এই শাপ প্রদান জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন।

শেষ—সর্পরাজ। অনন্ত নাগের নামান্তর কল্পান্তে ভগবান্ শেষ শয়নে শয়ন করেন। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে যে সকল সর্পের জন্ম হয়, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

শেষ নাগ—মগধের জনৈক রাজা। ইনি গিরিব্রজের স্থাপয়িতা।

শৈব্য—মহারাজ শিবির পুত্র—জনৈক রাজা।

শৈব্যা—১। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। ইঁহার পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষার সময়, তাঁহার দক্ষিণাপ্রদানার্থ ইনি স্বামিকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যু হইলে, ইনি তাহার দাহার্থ শ্মশানে গমন করিলে, তথায় চণ্ডালদাস্যে নিযুক্ত হরিশ্চন্দ্রের সহিত পুনর্মিলিতা হন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, রোহিতাশ্বের জীবন দান ও গৃহীত-রাজ্যের প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে স্বজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে যাপন করেন। ২। শতধন্বর পত্নী, ইনি প্রত্যহ স্বামীর সহিত জনার্দ্দনের আরাধনায় কালাতিপাত করিতেন। ইনি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সহমরণে তনুত্যাগ করেন। ইঁহার স্বামী শাপফলে কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে, ইনি কাশীরাজ-নন্দিনী হইয়া, পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণে সমর্থা হওয়ায় সেই কুক্কুরে বরমাল্য দান করেন। পরে ঐ কুক্কুর ক্রমে শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করার পর শেষে মানব হইলে, ইনি তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। ৩। মলয়-রাজের জনৈকা মহিষী।

শৈলূষ—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ। দক্ষিণ সমুদ্রে বৃষাকার বৃষভপর্ব্বতে রোহিত নামক যে গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেন, তাঁহাদিগের পক্ষ প্রভুর অন্যতম। ২। নাট্যাচার্য্য ভরত মুনির নামান্তর।

শোণিতাক্ষ—লঙ্কেশ্বর রাবণের রক্ষোবীর-বিশেষ। লঙ্কাসমরে নিহত হয়।

শৌনক—ঋষি-বিশেষ। ইনি সৌতি প্রভৃতি ঋষিগণের মুখে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবহারিক নীতিমূলক আখ্যায়িকাময় গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শৌক্কল—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুরোহিত।

শ্যাম—১। বসুদেবের ভ্রাতা। ২। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর।

শ্যামা—মহাশক্তির মূর্ত্তিভেদ।

শ্রীদানব—দানবের পিতা। এই দনু দানব তপস্যায় ব্রহ্মবরে দীর্ঘায়ুলাভ করিয়া, গর্ব্বভরে ইন্দ্র-সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উহার মস্তক ও উরু উদর মধ্যে প্রবেশিত করাইয়া দেন। পরে দনু তাঁহার নিকট বহু অনুনয় বিনয়ের পর যোজন পর যোজন প্রমাণ হস্তদ্বয় লাভ করেন। অতঃপর মহাতপা স্থূলশিরাঃ ঋষির হস্ত হইতে রাক্ষস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফল মূলাদির অপহরণ করিলে, তিনি উহাকে এই অভিশাপ দেন যে, তুই রাক্ষস মূর্ত্তি হয়ে থাক। শ্রীরামচন্দ্র তোর বাহুচ্ছেদ করিয়া অগ্নিদাহে বিনাশ করিলে, পূর্ব্ব মূর্ত্তি পাইবি। পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহার বিনাশ সাধন করেন। অপরত্র ইহার নাম কুবের দানব।

শ্রীদেবা—মহারাজ দেবকের কন্যা, বসুদেব-পত্নী দেবকীর ভগিনী।

শ্রীবৎস—প্রসিদ্ধ নৃপবিশেষ। মহারাজ নলের ন্যায় ইনি শনির কোপে মহিষী চিন্তার সহিত অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী—মহারাজ অম্বরীষের কন্যা। ইনিই ত্রেতা-যুগে শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রুতকীর্ত্তি—১। রাজর্ষি জনকের ভ্রাতা রাজা কুশ-ধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী। ২। বসুদেবের ভগিনী।

শ্রুতদেবা—রাজা দেবকের কন্যা, বসুদেব পত্নী দেবকীর ভগিনী।

শ্রুতর্ব্বা—জনৈক রাজা, মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় পত্নী লোপমুদ্রার অনুরোধে ইহাঁর নিকট ও ব্রধ্নাশ্বের নিকট ও পুরুকুৎসনন্দন ত্রসদস্যুর নিকট অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন; কিন্তু ইহাঁদের প্রত্যেকের আয় ব্যায় বিষয়ে তত্ত্ব লইয়া, অবস্থা বুঝিয়া, অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

শ্রুতশ্রবাঃ—দমঘোষের নামান্তর।

শ্রুতায়ুঃ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ।

শ্রুতাশ্ব—রাজা বিশেষ।

শাশ্বত—রাজ-বিশেষ।

শ্বেতকি—নৃপবিশেষ। ইনি ধার্ম্মিক ও যজ্ঞরত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইনি এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যে, ইহাঁর পুরোহিতগণ যাজন-কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে পুরোহিত-গণের পরামর্শে ইনি তপস্যাদ্বারা মহাদেবের তুষ্টি বিধান করিয়া, যজ্ঞের যাজকরূপে তাঁহার বরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মহাদেব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে সেই কার্য্যের সাধনে নিযুক্ত করেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসার যাজনে ক্রমাগত শত বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞের সাধনে ইনি সিদ্ধি লাভ করেন। ইহাঁর প্রদত্ত অতিমাত্র হবির্ভক্ষণে অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য হয়।

শ্বেতকেতু—উদ্দালক-মুনির পুত্র; জনৈক ব্রাহ্মণ ইহাঁর এবং ইহাঁর পিতার সম্মুখ হইতে ইহাঁর মাতাকে লইয়া যাওয়ায় ইনি পরপুরুষগামিনী স্ত্রী ও পরনারীগামী পুরুষ দুইয়েরই মহাতক স্পর্শ হইবে, বিধান করেন।

শ্বেতবাহন—অর্জ্জুনের নামান্তর।

শ্বেতা—ক্রোধবশার কন্যা, দিগগজগণের জননী।

ষ

ষণ্ড-দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র, ভক্তপ্রবর দৈত্য রাজকুমার প্রহ্লাদের গুরু। দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুর পুত্রগণের অধ্যাপনার জন্য, ইহাঁর নিকট প্রেরণ করিলে, ইহাঁর শিক্ষায় প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী ভক্তির বিকাশ হয়।

ষষ্ঠী—মাতৃকাবিশেষ। ইহাঁর অপর নাম দেবসেনা বা মহাষষ্ঠী।—ইনি মহাদেবকুমার কার্ত্তিকেয়ের পত্নী। শিশুপালিতা বলিয়া, ইহাঁর পূজাবিধি অদ্যাপি বিহিত বোধে অনুষ্ঠিত হয়।

স

সংজ্ঞা—বিশ্বকর্ম্ম-পুত্রী এবং সূর্য্যদেবের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম, ও যমুনার জন্ম হয়। ইনি স্বামী সূর্য্যদেবের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বদেহ হইতে স্বীয় আকৃতির ন্যায় ছায়া নাম্নী একটী রমণীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্বামীর নিকট রাখিয়া স্বয়ং পিতৃগৃহে গমন করেন। পতি ত্যাগ করিয়া, পিতৃগৃহে উপনীতা হওয়ায় ইনি পিতা বিশ্বকর্ম্ম কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হন এবং স্বামীর তেজোভীতিতে সশঙ্কা হইয়া উত্তরকুরুবর্ষে অশ্বিনীরূপ পরিগ্রহ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। পরে সূর্য্য সংজ্ঞার অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া, অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তরকুরুবর্ষে গমন করেন। তথায় কিছুদিন ভ্রমণ বিহার করার পর ইহাঁর গর্ভে নাসত্য ও দ্রুম নামে অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের ও রেবন্তের জন্ম হইয়াছিল। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজের অষ্টমাংশ ভক্ষণ দ্বারা হ্রাস করায়, ইনি পুনরায় সূর্য্য-সঙ্গতা হন।

সংবরণ—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ ঋক্ষের পুত্র, নৃপতি বিশেষ। ইনি পাঞ্চালরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়া সিন্ধুনদতীরে বাস করিতেন। পরে মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে বরণ করায় তাঁহার ঐকান্তিকী চেষ্টায় ইহাঁর শক্তি বৃদ্ধি

হওয়ায়, ইনি ইহাঁর শত্রুহস্ত হইতে স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এক সময়ে ইনি সূর্য্যতনয়া তপতীর দর্শনলাভে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে পাইতে প্রয়াসী হন। ইহাঁর পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহা অবগত হইয়া, সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের অনুমতি লইয়া, তপতীর সহিত মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া, তাঁহার সহিত ইহাঁর পরিণয় সম্পাদন করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর পুত্র কুরুর জন্ম হয়। ইনিই বিখ্যাত কুরুবংশের আদি পুরুষ।

সংহ্লাদ—অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের ভ্রাতা।

সগর—সূর্য্যবংশীয় রাজা অসিতের বা বাহুর পুত্র। ইহাঁর পিতা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে আশ্রয় লইয়া সপরিবারে বাস করিতেন। পরে ইহাঁর মাতা কালিন্দী দেবী গর্ভবতী হইলে, তাঁহার সপত্নী ইহাঁর বিমাতা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে নষ্টগর্ভা করিতে প্রয়াস পান। কালিন্দী মহর্ষি ঔর্ব্বের কৃপায় গরল হইতে গর্ভ রক্ষায় সমর্থা হইয়া, তাঁহার আশ্রমে গরসহ ইহাঁর প্রসব করেন, তাই ইহাঁর নাম হইয়াছিল সগর। ইনি প্রসূত হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ অসিতের মৃত্যু হয়। ইনি মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রমে তাঁহার শাসনে থাকিয়া, সর্ব্ব শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া, ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিচালন সহ ভার্গব-আগ্নেয় অস্ত্রে সুশিক্ষিত হন। পরে গুরু-মুখে আপনাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যুদ্ধে তালজঙ্ঘ ও হৈহয়গণের পরাজয় সাধন করিয়া, পিতৃরাজ্যের উদ্ধারপূর্ব্বক তথায় সুখে রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহাঁরই প্রতাপে এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্নব প্রভৃতি বিদেশবাসিগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নবজীবনলাভ করিয়াছিল। সেই হইতে শকগণ মুণ্ডিতার্দ্ধ-শিরস্ক, যবনগণ, মুণ্ডিতশিরস্ক, পারদগণ সুদীর্ঘবেণীধর এবং পহ্নবগণ লম্বিত-শ্মশ্রু হইয়াছে। ইনি বিদর্ভরাজ শিবিকুমারী কেশিনী ও কশ্যপ-কন্যা গরুড়ের ভগিনী সুমতির পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর বহুকাল নিঃসন্তান থাকায়, ইনি হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকায় ভৃগুপ্রস্রবণে কেশিনী ও সুমতির সহ শতবর্ষ ব্যাপিয়া তপোরত থাকেন। তাহাতে তত্রত্য মুনিবর ভৃগুর বরে কেশিনীর গর্ভে একটী কন্যা অসমঞ্জ নামক পুত্র এবং সুমতির প্রসূত অলাবু হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইনি একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বীয় ষষ্টিসহস্র পুত্রকে যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলে, ইন্দ্র স্বপদচ্যুতির ভয়ে সেই অশ্বাপহরণপূর্ব্বক পাতালে গমন করিয়া মহর্ষি কপিলের আশ্রমে অশ্ববন্ধন করিয়া রাখেন। সগরের আদেশে ইহাঁর পুত্রগণ পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় মহর্ষি কপিলের নিকট যজ্ঞাশ্ব দর্শন করিয়া, তাহাকেই অশ্বাপহারক বলিয়া স্থির করেন এবং দণ্ডবিধানে উদ্যত হন, পরে মহর্ষির কোপানলে তাঁহারা ভস্মীভূত হন। অনন্তর সগরের পৌত্র—অসমঞ্জনন্দন অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক অনুনয় বাক্যে মহর্ষি কপিলের তুষ্টিবিধান করিয়া, অশ্ব আনয়ন করিলে, যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অপিচ অংশুমান্ মহর্ষি কপিলের বাক্যে—গঙ্গানীর ব্যতীত ব্রহ্মকোপনষ্ট সগরবংশের উদ্ধার অসম্ভব—ইহা অবগত হন। ইনি পৌত্র মুখে তাহা অবগত হইয়া সগর, শতাশ্বমেধ সম্পন্ন করেন এবং শতক্রতু-তুল্য যশোলাভ করিয়া মর্ত্ত্যে গঙ্গানয়ন জন্য তপস্যায় দেহপাত করেন।

সঙ্কটা—দেবীবিশেষ। অষ্টযোগিনীর একটী।

সঙ্কর্ষণ—রোহিণীনন্দন বলরামের নামান্তর।

সঞ্জয়—১। সূত গবল্গণের পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। ইনি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণের সদ্ভাব রক্ষার জন্য বহুশঃ চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। ইনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বরে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্রসমরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। কৌরবপক্ষীয় দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা ইহাঁর বধসাধনে উদ্যত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তথায় উপনীত

হইয়া, তাঁহাদিগকে সদুপদেশে নিরস্ত করিয়া ইহাঁর রক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ইনি এবং ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণকে ও কৌরব রমণীগণকে হস্তিনায় লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি তাঁহাদিগের সহিত হস্তিনায় পাণ্ডবাশ্রয়ে পঞ্চদশ বৎসর অবস্থান করেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইনি বনগমন করেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দাবদাহে মৃত্যু হইলে, ইনি হিমালয়াশ্রয়ে তপশ্চরণে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। ২। সুপার্শ্বের পুত্র। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রণজয়ের পুত্র। ৪। সৌবীর-রাজমহিষী বিদুলার পুত্র।

সতী—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহাদেবের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কোন সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ইনি সেই যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে গমন করিলে, দক্ষমুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সত্যজিৎ—একজন বীর, কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিহত হন।

সত্যনারায়ণ—ভগবান্ শ্রীহরির মূর্ত্তিভেদ। ইনি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

সত্যবতী—১। রাজা গাধির কন্যা, বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। মহর্ষি ঋচীকের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁদের পুত্রের নাম জমদগ্নি। ২। বসুরাজ উপরিচরের ঔরসে মৎস্যরূপা অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয় ইহাঁর দেহে মৎস্যগন্ধ থাকায় ইহাঁর অপর নাম মৎস্যগন্ধা। ধীবরগণ মৎস্যরূপা অদ্রিকাকে জল হইতে উদ্ধৃতা করিয়া দাসরাজ-ভবনে লইয়া গেলে, তিনি তাহার উদরে একটী পুত্র ও একটী কন্যা দেখিয়া, তাহা লইয়া, তাৎকালিক ভূপতি উপরিচরের প্রাসাদে উপনীত হন, বসুরাজ উপরিচর পুত্রটি গ্রহণ করিয়া কন্যাটী দাসরাজের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার আদেশে দাসরাজ দ্বারা পালিতা হইয়া, মৎস্যগন্ধা কিশোরী হইলে, যমুনায় নৌকাচালনে নিযুক্তা হন। একদা মহর্ষি পরাশর ইহাঁর নৌকায় যমুনার পরপার গমন কালে ইহাঁর রূপলাবণ্য দর্শনে কামমোহিত হইয়া, স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইনি লজ্জাসঙ্কোচ-ভাব দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলে, মুনিবর তখনই তপঃপ্রভাবে ইহাঁর লজ্জা নিরাকরণার্থ কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিলেন। তখন ইনি মহর্ষির অভিলাষপূরণে সম্মতা হইলে, তাঁহার ঔরসে ইহাঁর গর্ভোদয় হইল। ইনি যথাকালে দ্বীপমধ্যে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, এই পুত্রই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস। এই পুত্র ইহাঁর অনুমতি লইয়া তপস্যার্থ বন গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার গাত্রের মৎস্যগন্ধ অপনীত ও সুগন্ধ সঞ্চারিত হওয়ায় ইহাঁর নাম হয় যোজনগন্ধা। মহারাজ শান্তনু ইহাঁর শরীর-সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, দাসরাজ-সমীপে ইহাঁর পরিণয় প্রস্তাব করেন। এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবে, এই ব্যবস্থায় সম্মতি পাইয়া তিনি কন্যাদানে সম্মত হন। কিন্তু শান্তনু প্রিয়পুত্র দেবব্রত বর্ত্তমান থাকিতে দাসরাজ-প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। পরে দেবব্রত পিতার মনোভীষ্ট অবগত হইয়া, তাহার পূরণ জন্য, দাসরাজের নিকট গমন করিয়া, স্বীয় কৌমার্য্য-রক্ষার সহিত তাঁহার প্রার্থিত পূরণের প্রতিশ্রুতি করিয়া, ইহাঁকে আনয়ন ও পিতার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। ইহাঁর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। শান্তনুর মৃত্যু হইলে, ইনি সপত্নীপুত্র দেবব্রত বা ভীষ্মের আশ্রয়ে রাজমাতা হইয়া, অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রদ্বয়ের চিত্রাঙ্গদের ও বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু হইলে, সত্যবতী অতীব শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হন। পরে ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া, ইনি স্বীয় কানীন পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূদ্বয়ের পুত্রোৎপাদন করান। পরে প্রিয় পৌত্র পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, ইনি পুত্রবধূদ্বয় সহ বনগমন করিয়া, তপশ্চরণপূর্ব্বক যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

সত্যবান্—শাল্বদেশাধিপতি দ্যুমৎসেনের মহিষী শৈব্যার গর্ভজাত পুত্র। ইহাঁর জন্মকালে দ্যুমৎসেন অন্ধ হইলে, শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া ভার্য্যার সহিত ইহাঁকে লইয়া অরণ্যাশ্রয় করেন। সত্যবান্ সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার

আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া, তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষায় কালাতিপাত করিতেন। মদ্ররাজকুমারী সাবিত্রী ইহঁাকে অল্পায়ু জানিয়াও, মনোমত পতি বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হন। পরে ইহঁাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। ইনি সস্ত্রীক মাতাপিতার সেবায় সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরে ইনি অরণ্যে কাষ্ঠাহরণ করিতে গিয়া শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন ইহঁার সাধ্বী স্ত্রী সহচারিণী ছিলেন। পরে সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজ ইহঁার স্বামীর পুনর্জীবন দান এবং ইহঁার শ্বশুরের চক্ষুর্দান ও রাজ্য প্রাপ্তির বরদান করেন। অতঃপর দ্যুমৎসেন রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বরাজ্যোদ্ধার করিয়া আশ্রিত ও প্রজাগণের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইলে, সত্যবান্ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। একদা ইনি রাজদণ্ডে জীবন নাশের বিরোধী হইয়া পিতার নিকট "প্রাণদণ্ডের নিরাকরণ" জন্য যুক্তি তর্কের অবতারণায় তাঁহার নিষ্ফলতা দেখাইয়া, সানুনয় প্রার্থনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সুশাসনে প্রজাপালন করিয়া, স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে জীবনযাপন করিয়াছিলেন।

সত্যব্রত—অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইহঁার অপর নাম ত্রিশঙ্কু।

সত্যভামা—রাজা সত্রাজিতের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। ইহঁার পিতা রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণির সহিত ইহঁাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহঁার তুষ্টিবিধান জন্য পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিতে ইন্দ্রের সহিত সমর সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যক-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত বৃক্ষে বাঁধিয়া নারদকে দান করিয়াছিলেন। ইহঁার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু-প্রভৃতি সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তর ঘটিলে, ইনি অন্যান্য যাদবমহিলাগণের সহিত অর্জ্জুন দ্বারা হস্তিনাপুরে নীতা হন। পরে বনাশ্রয়ে তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

সত্যরথ—মিথিলারাজ মীনরথের পুত্র।

সত্রাজিৎ—যদুবংশীয় বিঘ্নের পুত্র। সূর্য্যদেব ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্যমন্তক মণি দান করেন। ইনি সেই মণি সহোদর প্রসেনকে দান করেন; মৃগয়ায় প্রসেন হত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই মণি আনিয়া ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করেন। পরে সত্রাজিৎ ঐ মণির সহিত সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। অক্রূর কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া, শতধন্বা সত্রাজিতের বিনাশ সাধন করেন।

সনক—লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ব্রহ্মর্ষি-বিশেষ। ইনি পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের ন্যায় দেহধারী ও উলঙ্গ ছিলেন।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। ইনি ধর্ম্মজ্ঞ ও মহাতপাঃ বলিয়া, অন্যান্য ঋষিগণের শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। ইনি পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের ন্যায় দেহধারী ও উলঙ্গ থাকিতেন। রাজর্ষি বৈণ্যের অশ্বমেধ যজ্ঞ সাধন কালে মহর্ষি গৌতম ও অত্রির মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার উদ্ভব হইলে, অন্যান্য সকলে ইহাঁকে মধ্যস্থ করিয়া, সে বিবাদভঞ্জন করেন।

সনন্দ—ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি বিশেষ। ইনি পঞ্চম বর্ষীয় বালকবৎ ও উলঙ্গ ছিলেন।

সনাতন—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি-বিশেষ। সনক, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন ইহাঁরা চিরকালই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় দেহধারী ও উলঙ্গ।

সমাধি—জনৈক ধর্ম্মকর্ম্মা বৈশ্য। ইনি রাজা সুরথের সহিত মহর্ষি মেধসের নিকট দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন।

সম্পাতি—গরুড়ের পুত্র—জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। যৌবনে বলবিক্রমে দুইভ্রাতা অতুল ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে দুইভ্রাতা যুদ্ধ করিয়া, তাহার পরাজয় সাধনে সমর্থ হন; পরে সূর্য্যের আক্রমণ করিতে তৎপ্রতি ধাবিত হইলে, তাঁহার প্রখর উত্তাপে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হন, ইনি পক্ষপুট বিস্তারে তাঁহার রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের পক্ষদ্বয় দগ্ধ হওয়ায় অজ্ঞানাবস্থায় বিন্ধ্য-পর্ব্বতে নিশাকর মুনির আশ্রম সান্নিধ্যে পতিত হন। পরে নিশাকর মুনির

বাক্যে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহার পুত্র সুপার্শ্ব ইঁহাকে আহার্য্য পানীয় প্রদানে জীবিত রাখেন। সুগ্রীব প্রেরিত কপিগণ যখন সীতান্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল, তখন ইনিই তাহাদিগকে লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক সীতাপহরণ বার্ত্তা প্রদান করেন। সুপার্শ্ব সীতাপহারক রাবণের পথ প্রদর্শন করেন। তৎপরে ইঁহার পুনশ্চ পক্ষোদ্গম হয়।

সম্বর্ত্ত—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ঋষি-বিশেষ। ইনি তপোবলে মহাতেজা মুনি হইয়াছিলেন, এমন কি ইঁহার অসীম তপস্তেজোজর্শনে বৃহস্পতিরও মনে হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, ইনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা-অবলম্বন করেন। ইনি উন্মত্ত ব্রতধারী ছিলেন। মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞ সাধনার্থ ইঁহার শরণাগত হইলে, ইনি স্বীয় তেজোবলে যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞসাধনের বিরুদ্ধতা করিয়াও, তাহার সাধন-ক্রিয়া অব্যাহত দেখিয়া, মরুত্তের সহিত সখ্যসংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন।

সরণ্যু—সূর্য্যদেব-পত্নী সংজ্ঞার বৈদিক নাম। বেদেও ইনি বিশ্বকর্ম্মা ত্বষ্টার কন্যা।

সরমা—১। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ২। লঙ্কেশ্বর ভ্রাতা বিভীষণের ভার্য্যা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের সুন্দরী ধার্ম্মিকী দুহিতা। ইনি ধর্ম্মপরায়ণতায় জন্য, শত্রুরও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। সরমা অশোককাননে সীতার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী সঙ্গিনী ছিলেন, ইঁহার জন্মকালীন প্রবাদ অতীব মনোজ্ঞ। বর্ষাকালে হিমালয় পর্ব্বতের উপকণ্ঠে মানসসরোবর তীরে ইঁহার জন্ম হয়; সেই সময়ে প্রবল বর্ষণে মানসসরোবরে জল বৃদ্ধি হওয়ায়, ইনি ভয়ে ক্রন্দন করেন, ইঁহার মাতা বলিয়াছিলেন, "সরো মা বর্দ্ধত"! ইহাতে সরোবরের বৃদ্ধির অবসান হওয়ায় এই কন্যার নাম তদ্বাক্যের প্রাথর্ণত্রয়ে সরমা রক্ষিত হয়। ইঁহার গর্ভে ভক্তবীর তরণিসেনের জন্ম হয়। প্রচণ্ড লঙ্কা সমরে রাবণ নিহত, বংশ লুপ্ত হইলে বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, মন্দোদরীকে মহীয়সী রাজ্ঞী স্বীকারপূর্ব্বক ইঁহাকে রাজমহিষীরূপে গ্রহণ করিয়া সুখে জীবনাতিপাত করেন।

সরস্বতী—ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধা বাগ্দেবী—নিখিল বিদ্যাধীশ্বরী। ইনি ব্রহ্ম-কন্যা—চিরকুমারী। মতান্তরে বিষ্ণুহৃদয়বাসিনী।

সর্ব্বদমন—দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের নামান্তর।

সর্ব্বমঙ্গলা—দুর্গাদেবীর নামান্তর।

সব্যসাচী—অর্জ্জুনের নামান্তর।

সহজন্যা—জনৈকা অপ্সরাঃ।

সহদেব—১। মহারাজ পাণ্ডুর মাদ্রীগর্ভসম্ভূত ক্ষেত্রজ কনিষ্ঠ পুত্র। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহার জন্ম। মাদ্রী স্বামীর সহগমন করিলে ইনি অগ্রজ সহোদর নকুলের সহিত বিমাতা কুন্তী কর্ত্তৃক পালিত হন। পরে ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি কৃপাচার্য্য এবং দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধনুর্ব্বেদের শিক্ষানুশীলনে—অস্ত্র শস্ত্র পরিচালন-কুশল হন। অসিমুষ্টি ধারণ বিষয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। বিশেষতঃ জ্যোতির্শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। ইনি ভ্রাতৃগণসহ সমভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার শত্রুসেন নামে পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভানুমতী নাম্নী যাদবী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি দক্ষিণদেশস্থ রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও বিরাট রাজ-ভবনে তন্ত্রিপাল নামা গোরক্ষক হইয়া, অবস্থান করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি সাধ্যানুরূপ শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অষ্টাদশ দিবসে দুর্য্যোধন মাতুল সুবল-রাজতনয় শকুনির নিধনে সমর্থ হন। ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া, ইনি কাহাকেও নিজের ন্যায় প্রাজ্ঞ দেখিতেন না, বলিয়া, আত্মজ্ঞান-গর্ব্ব জন্য পাপস্পর্শে সুমেরু শিখরে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করেন। ২। মগধেশ্বর জরাসন্ধের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে

মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষাবলম্বনে উপস্থিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে চতুর্থ দিবসে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিবাকরের পুত্র। ৪। সৃঞ্জয়ের পুত্র। ৫। হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র। ৬। সুদাসের পুত্র।

সহদেবা—রাজা দেবকের কন্যা,—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীর ভগিনী।

সহস্রজিৎ—১। যদুর পুত্র। ২। ভজমানের পুত্র।

সহস্রবল—কুশবংশীয় জনৈক রাজা।

সহস্রস্কন্ধ—দধি সমুদ্রের পর উদক-সমুদ্রে পুষ্কর নামে যে বলয়াকার দ্বীপ আছে, তাহার অধিপতি, সুমালী রাক্ষসের কন্যা, বিশ্রবা মুনির পত্নী নিকষা ইহাঁর জননী—ইনিও রাবণ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরামচন্দ্র দশস্কন্ধের বধ করিবার পর শতস্কন্ধ রাবণের নিকট ভ্রাতৃগণসহ পরাজিত হন। শেষে শ্রীরাম-মহিষী মহীয়সী সীতা সতী ক্রোধে অসীতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্রস্কন্ধের বধ সাধন করেন।

সাত্যকি—যদুবংশীয় শিনিনন্দন সত্যকের পুত্র—যুযুধান নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। মহারথ অর্জ্জুনের নিকটও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শৌর্য্য-বীর্য্যে ইহাঁকে মহাযোদ্ধা বীরপুরুষ বলা হইত। ইহাঁর পুত্রের নাম অঙ্গদ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে বহু কৌরবসৈন্যের বিনাশে রত থাকিয়া, চতুর্দ্দশ দিবসে অর্জ্জুনের সংবাদ জানিতে কৌরব ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক, তুমুল সংগ্রামে ইনি অনেক মহারথীর পরাজয় সাধনের পর ভূরিশ্রবা হস্তে পরাজিত হইয়া, বধ্য হইলে, অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদনে ইহাঁর রক্ষা করেন। শেষে ইনি ভূরিশ্রবার নিধন করিতে সমর্থ হন। পরে যদুবংশ ধ্বংসকালে নিহত হন।

সাত্বতী—বসুদেবের ভগিনী ও শিশুপালের জননী।

সান্দীপনি—অবন্তীনিবাসী জনৈক মুনি। ইহাঁর একমাত্র পুত্র প্রভাসতীর্থে জল আনয়ন করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে যদুবংশীয় রাম কৃষ্ণ ইহাঁকে সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী জানিয়া, গুরুত্বে বরণ করেন। পরে উপদেশে ইনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করেন, রাম কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, গুরু প্রভাসতীর্থে জলমগ্ন পুত্রের প্রাপ্তি কামনা প্রকাশ করিলে, বলরামও শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রাপহারক পঞ্চজন দৈত্যের নিধন করিয়া, তৎকর্ত্তৃক নিহত গুরু পুত্রের যমপুরী হইতে আনয়নপূর্ব্বক গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করেন। পরে সান্দীপনি যাবকায় যদুবংশের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন।

সারস্বত—জনৈক মুনি। কোন সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ অন্নাভবে কাতর হইয়া উদরপোষণার্থ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া বিদ্যাসাধনা ত্যাগ করেন। সেই সময়ে ইনিই কেবল সরস্বতী নদী-দত্ত মৎস্যাহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বেদবেদাঙ্গ চর্চ্চায় রত ছিলেন। পরে দুর্ভিক্ষ অপনীত হইলে, ব্রাহ্মণগণ ইহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় শাস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। পরে ইহাঁর শিষ্য সংখ্যা ষষ্টিসহস্র হইয়াছিল। ইহাঁর শিষ্য ও তাঁহাদিগের বংশধরগণ সারস্বত নামে খ্যাত।

সাবর্ণি—জনৈক মনু। ইনি সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাবিত্রী—মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা, দেবী সাবিত্রীর উপাসনা করিয়া তাঁহার বরে ইহাঁর জন্ম হয় বলিয়া, ইহাঁর নাম হয় সাবিত্রী। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহাঁর রূপলাবণ্যের যেমনই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইহাঁর যশঃ সৌরভও তেমনই দিগন্ত প্রসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে ইনি কৈশোর অতিক্রম করিলেন, বিবাহের সময় উপস্থিত হই , বিবাহাকাঙ্ক্ষী কোন সৎপাত্রের উপস্থিতি না দেখিয়া, পিতা ইহাঁকে মনোমত স্বামি-নির্ব্বাচন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তখন ইনি রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নানা দিগ্দেশ, জনপদ, তীর্থ, তপোবন, পর্য্যটন করিতে করিতে সত্যবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। সত্যবান্ প্রসন্নমনে মাতা

পিতার সেবা শুশ্রূষায় রত আছেন দেখিয়া, এবং তাঁহার অসামান্য রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ইনি পতিত্বে তাঁহারই বরণ করিতে উৎসুকা হইলেন। ধর্ম্মশীলা সাবিত্রীর প্রাণ ধর্ম্মরত পিতৃসেবাব্রত সত্যবানে সংসক্ত হইল। পরে পতিনির্ব্বাচনান্তে পিতৃসকাশে উপনীত হইলে, তাঁহার মনোমত পতির নাম নির্দ্দেশের আদেশে ইনি সলজ্জভাবে সত্যবানের নামোল্লেখ করেন। দেবর্ষি নারদ তৎকালে মদ্ররাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সত্যবানের অশেষ প্রশংসা করিয়াও, তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদানে নিষেধ করিলেন। পরে মদ্ররাজ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সত্যবানের আর, এক বৎসরমাত্র পরমায়ু আছে, বলিয়া দেন। তাহাতে মদ্রপতি কন্যাকে অন্য পাত্র-নির্ব্বাচনের আদেশ করিলে, ইনি সবিনয়ে উত্তর করেন, যিনি একবার মনোদ্বারা পতিত্বে বৃত হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত অপর কেহই আমার বরণীয় নহেন। অতএব পত্যন্তর গ্রহণাপেক্ষা বৎসরান্তে বৈধব্যভোগ সঙ্গত ও শ্রেয়ঃ। ইহাতে দেবর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর সহিত সত্যবানের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদনের পরামর্শ দেওয়ায় মদ্ররাজ সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর উদ্বাহ সম্পন্ন করিলেন। ইনি সন্তুষ্ট-চিত্তে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের পর্ণ-কুটীরে আসিয়া, স্বামীর পিতৃসেবাব্রতের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পরিচর্য্যায় শ্বশুর দ্যুমৎসেন ও শ্বশ্রূমাতা যেমন সুখী, সত্যবান্‌ও তেমনই হৃষ্ট। পরে দেবর্ষি কথিত সত্যবানের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিয়া, অহর্নিশ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পতিপ্রেক্ষিণী ছিলেন। অনন্তর, সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে সত্যবান্ পিতার জন্য, ফল-মূলাদি আহরণ করিতে বনগমনে উদ্যত হইলে, ইনি শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া, পতির সহচারিণী হইলেন। পরে সত্যবান্ শিরো-রোগের আক্রমণে অসুস্থ হইয়া, ইহাঁর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা পূর্ব্বক, নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁরই কিয়ৎক্ষণ পরে সত্যবানের মৃত্যু হইল, যমরাজ স্বয়ং তাঁহার জীবগ্রহণ জন্য উপনীত হন। সতী সাবিত্রী যমরাজকে স্তবে তুষ্ট করিয়া, পতিভক্তির বশে তাঁহার অনুসরণে উদ্যতা হইতেছেন, এমন সময়ে ইহাঁর অসামান্য পাতিব্রত্যের উপলব্ধি করিয়া, যমরাজ ইহাঁর স্বামীর প্রাণদানের বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচার করি-লেন, পরে ইহাঁর প্রার্থনায় অন্ধ শ্বশুর দ্যুমৎসেনের চক্ষু ও রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বরদান করেন। তৎপরে সাবিত্রী পিতার শতপুত্র প্রাপ্তির বর যাচ্ঞা করিয়া এবং স্বামীর ঔরসে নিজের গর্ভে শতপুত্রের জন্ম—এই বর প্রার্থনা করেন। শেষে যমরাজ ইহাঁর পতিভক্তি দর্শনে প্রসন্ন হইয়া—এই তিনটী বরই প্রদান করেন। এইরূপে স্বামীর দীর্ঘ জীবন লাভের বরলাভ করিয়া, শ্বশুরের রাজ্যোদ্ধার হওয়ায় স্বামীর সহিত শ্বশুরের প্রাসাদে গমনপূর্ব্বক সুখে জীবনাতিপাত করেন।

সিংহিকা—১। প্রজাপতি দক্ষরাজকুমারী। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হয়। ২। রাহু-জননী—রাক্ষসীবিশেষ। এই রাক্ষসী লঙ্কার সন্নিহিত সমুদ্র-মধ্যে বাস করিত এবং সমুদ্র-জলে যে জীবের ছায়াপাত হইত মায়াবলে তাহার আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। কপিবর মহাবীর হনূমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন-কালে এই রাক্ষসীর আকর্ষণে পড়িয়া উদরস্থ হইলে, দেহপ্রসারে তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া, বহির্গত হইয়া যান। ইহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

সিদ্ধার্থ—১। ভারত-খাণ্ডব-পাবন নামক দেশের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ২। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহাঁর তিন পুত্র,—জনার্দ্দন, অর্জ্জুন কুশধ্বজ। মহারাজ যযাতির নরমেধযজ্ঞে কুশধ্বজ যজ্ঞবলি-রূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। ৩। মহারাজ দশরথের অষ্ট মন্ত্রীর এক জন। তিনি ইহাঁকে প্রীতিপাত্র বলিয়া মনে করিতেন। মহারাজ দশরথের পরলোক গমনের পর গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে বিজয়, জয়ন্ত, অশোক, নন্দন ও ইনি দৌত্যস্বীকার করিয়া, কেকয়রাজে ভরতের মাতুলালয়ে দশরথের দেহত্যাগের সংবাদ দিতে গমন করিয়াছিলেন। ৪। বুদ্ধদেবের নামান্তর।

দ্ধেশ্বরী—দেবীবিশেষ। ইনি গোপগণ-পরিবৃত রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া, কংসবধরূপ সিদ্ধি দান করিয়াছিলেন বলিয়া, সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা হন।

দ্ধুদ্বীপ—জনৈক রাজা।

তা—পূর্ব্বজন্মে সত্যযুগে ইনি বেদবতী ছিলেন। রাবণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহার মৃত্যুর জন্য অবতীর্ণ হন। ধরিত্রী-তনয়া শ্রীরামচন্দ্র-মহিষী। রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমির কর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার স্বর্ণফলকের অগ্রভাগে ভূতল হইতে একটী সুবর্ণময়ী কন্যা উত্থিতা হন। মতান্তরে ব্রহ্মদ্বেষী রক্ষোরাজ রাবণ ব্রহ্মরক্ত হোমপয়ঃকুণ্ডে রাখিয়া মন্দোদরীকে দিলে, তিনি তাহার পানে গর্ভিণী হন, তাহাতে সীতা প্রসূতা ও পরিত্যক্তা হইলে পর জনক সীতাকে প্রাপ্ত হন। রাজর্ষি সীতা হইতে এই কন্যা লাভ করায় ইহাঁর নামকরণ হয় সীতা।

[বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠ কর।]

রধ্বজ—মিথিলাধীশ্বর রাজর্ষি জনকের নামান্তর। সীতা ও উর্ম্মিলা ইহাঁর কন্যাদ্বয়।

কন্যা—মহারাজ শর্য্যাতির কন্যা—মহর্ষি চ্যবনের পত্নী। একদা মহারাজ শর্য্যাতি পৌরজনগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া, মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম সন্নিধানে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করেন। সেই সময়ে রাজা শর্য্যাতির তনয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বল্মীকের মধ্যে একটী উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া, কৌতূহল বশে একটী কণ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করাতে মহর্ষি চ্যবনের চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া, শর্য্যাতির সমগ্র সৈন্য পরিজনগণের মল মূত্রাদির রোধ করাইয়া দেন। পরে শর্য্যাতি তাঁহার হস্তে স্বীয় গুণবতী কন্যা সুকন্যার সমর্পণ করিয়া, পূর্ব্বরূপ বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। পরে সুকন্যা তপোবন বাসে মহর্ষি চ্যবনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে ছিলেন, এমন সময়ে এক দিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁর রূপজমোহে মুগ্ধ হইয়া, ইহাঁর প্রীতিলাভের প্রয়াসী হইলে, ইহাঁর অকৃত্রিম পাতিব্রত্যের পরিচয়ে প্রীত হইয়া, ইহাঁর স্বামীর চক্ষুঃ ও পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্তির বর দান করিয়া প্রস্থান করেন। মহর্ষির ঔরসে ইহাঁর গর্ভে প্রমথি নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইনি সানুনয় অনুরোধে স্বামীদ্বারা পিতৃযজ্ঞ সম্পাদিত করিয়াছিলেন।

সুকেতু—জনৈক যক্ষ—তাড়কার পিতা।

সুকেশ—জনৈক ধার্ম্মিক রাক্ষস। ইহাঁর সহিত গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর বিবাহ হয়। ইহাঁর মাল্যবান্, সুমালী, মালী এই তিন পুত্র হইয়াছিল।

সুকেশী—জনৈক অপ্সরা।

সুগ্রীব - সূর্য্যপুত্র—বানররাজ বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কপিরাজ-বিশেষ। ইনি ইন্দ্রের পুত্র। বানর রাজ ঋক্ষরজা ইহাঁর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলে, সুগ্রীব তাঁহার অধীনে সুখে বাস করিতেন। ইহাঁর পত্নীর নাম রুমা। বালী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে পশ্চাদনুসরণ করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলে, ইনি গহ্বরদ্বার রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিলেন। বর্ষ কাল অতীত হইলে, ইনি জ্যেষ্ঠকে নিহত মনে করিয়া, কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইতি-মধ্যে মায়াবীর নিধন করিয়া বালী কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া, ইহাঁকে সিংহাসনে আরূঢ় দেখিয়া বিরক্তির সহিত নির্ব্বাসিত করেন। বালীর ভয়ে সুগ্রীব নানাদেশ ভ্রমণের পর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন, পরে রাবণ সীতা হরণ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সাক্ষাৎকারে সমস্ত অবগত হইয়া, সমবেদনায় কাতর হইয়া, তাঁহার ভার্য্যা রুমার উদ্ধার জন্য, বালী বধপূর্ব্বক রাজ্যের সহিত বানরমহিষী তারা ও রুমা প্রদান করিয়া, সীতার সন্ধান হইলে, শ্রীরামচন্দ্র সহ সুগ্রীব সসৈন্যে লঙ্কায় উপনীত হইয়া, ঘোরতর সংগ্রামে অনেক রাক্ষসবীর নিধন করেন। প্রথম দিন লঙ্কেশ্বর রাবণও ইহাঁর নিকট পরাস্ত হন। রাক্ষস-বংশ ধ্বংসান্তে সীতার উদ্ধার সাধন হইলে, ইনি শ্রীরামচন্দ্রের সহ অযোধ্যায় উপনীত হন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যা সিংহাসন গ্রহণ করিয়া সুখে

রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গগমনের সময় ইনি অঙ্গদ হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানে নিজে দেহ-ত্যাগ করেন।

সুগ্রীবী—মহর্ষি কশ্যপের তাম্রাগর্ভসম্ভূতা কন্যা।

সুতীক্ষ্ণ—রামগিরি সন্নিহিত আশ্রমবাসী জনৈক ঋষি। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন সময়ে ইহাঁর আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

সুদক্ষিণা—মহারাজ দিলীপের পত্নী,—বিখ্যাত মহারাজ রঘুর মাতা।

সুদর্শন—সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা।

সুদামা—শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ইনি অবন্তীনিবাসী মুনিবর সান্দীপনীর নিকট রাম কৃষ্ণের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি হইয়া ঐশ্বর্য্যলাভে যশস্বী হইলে, একদিন স্বীয় পত্নীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় সহ স্বীয় প্রীতির কথা প্রকাশ করিলে, তাঁহার অনুরোধে ইনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারার্থ গমন করিবার সময় ভিক্ষালব্ধ একমুষ্টি চিপিটক উপহার দিবার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সাদর সম্ভাষণে ইহাঁর সম্বর্দ্ধনা করিবার পর ইহাঁর আনীত চিপিটক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া, পরে ইহাঁর আতিথ্য-সৎকার ব্যপদেশে বিশিষ্টরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও লজ্জায় তাঁহার নিকট স্বীয় অভাবের জ্ঞাপন না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আসিয়া দেখেন, তাঁহার কুটীর অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে, এবং তাহা বিবিধ ধনের আগার হইয়াছে।

সুদেষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী গর্ভসম্ভূত পুত্র।

সুদ্যুম্ন—১। বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২। জনৈক রাজা। লিখিত মুনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি শঙ্খের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বৃক্ষ হইতে ফলের সঞ্চয় ও ভক্ষণ করিলে, তিনি চৌর্য্যাপরাধে জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক ইহাঁর নিকট অভিযুক্ত হন। মহর্ষি শঙ্খের বাক্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার চৌর্য্যাপরাধ হইতে মুক্তি লাভের প্রস্তাব শ্রবণে ইনি বিচারে মুনিবর লিখিতের বাহুচ্ছেদের আদেশ করেন।

সুধন্বা—১। মিথিলারাজ শাশ্বতের পুত্র। ২। মগধরাজ সত্যধৃতির পুত্র।

সুনন্দ—বিষ্ণুর অনুচর।

সুনন্দা—১। উমার সহচরী। ২। ইন্দুমতীর সহচরী। ৩। চেদিরাজের ভগিনী।

সুনাভ—গিরিরাজ হিমালয়ের পুত্র মৈনাকের নামান্তর।

সুন্দ—১। অসুর-বিশেষ। নিকুম্ভের পুত্র। ব্রহ্ম বরে ইনি ভ্রাতা উপসুন্দ সহ অন্য দৈত্যের অবধ্য হইলেও ইহারা পরস্পরে উভয়ে উভয়ের বধ্য হন। এই দুই ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য সুদৃঢ় থাকায়,এক সঙ্গে বহুকাল রাজত্ব করেন। ক্রমে ইহাঁদিগের অত্যাচারে ত্রিলোকী উৎপীড়িতা হইল, তখন ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়া ইহাঁদের নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহার পরিগ্রহ লইয়া দুই ভ্রাতায় বিরোধ সংঘটন হয়। তাহাতে পারস্পরিক বিবাদ হইতে যুদ্ধ হওয়ায় উভয়েই নিহত হইয়াছিলেন। ২। নিসুন্দের পুত্র।—তারকা রাক্ষসীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁদের পুত্রের নাম মারীচ।

সুনীতি—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র মহারাজ উত্তানপাদের মহিষী। ইহাঁর গর্ভে ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা ধ্রুবের জন্ম হয়। এক দিন পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে পিতৃক্রোড়াশ্রয়ে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, পিতৃ-সমীপে গমনোদ্যত হইলে, বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে অতীব ব্যথিত, তদুপরি পিতার অনাদর উপেক্ষায় মর্ম্মাহত হইয়া, ইহাঁর নিকট আসিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ইনি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস, ইহার জন্য দুঃখ নিতান্ত নিষ্ফল; একমাত্র দীনবন্ধু বিশ্বপাতা বিষ্ণুর অনুকম্পা ব্যতীত আর এ দুঃখ দূর হইবার অন্য উপায় নাই। জননীর এই কথা শুনিয়া, ধ্রুব বিশ্বপাতা বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, ব্যাকুল হইলেন। একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিতা হইলে, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া, বনে বনে বিষ্ণুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। এদিকে ইনি পুত্রহারা হইয়া মনের দুঃখে হাহুতাশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টের দোষে সপত্নীর কুপরামর্শে ইহাঁকে পরিত্যক্তা হইয়া বনবাসিনী হইতে হয়। পরে ভগবৎপ্রসাদে ধ্রুব যখন বর লাভে কৃতার্থ হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করেন, তখন মহারাজ উত্তানপাদ সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইবার ধ্রুব-জননী সুনীতির সুখের দিন আসিল! শেষে ইনি পতিসঙ্গতা হইয়া, বানপ্রস্থে পতির শুশ্রূষায় কালাতিপাত করেন।

সুপার্শ্ব—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের অতিশিষ্টাচারী ন্যায়পরায়ণ অমাত্য ছিলেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে লক্ষ্মণ হস্তে মেঘনাদের মৃত্যু হইলে, রাবণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, সীতাবধে উদ্যত হইলে, ইনি সৎপরামর্শ দানে তাঁহাকে সে পাপ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করেন। ২। সম্পাতির পুত্র। ৩। নৃপতি বিশেষ।

সুভদ্র—জনৈক নৃপতি।

সুভদ্রা—বলরামের সহোদরা—অর্জ্জুনের পত্নী। বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার সময় একদা অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকারে উভয়েই মোহিত হন। পরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া, অর্জ্জুন ইহাঁর স্বয়ংবরকালে হরণ করিলে, বলরাম অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে হলোত্তোলন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাঁর গর্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ইনি সপুত্রিকা পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেন। মহারাজ দণ্ডী অশ্বরূপিণী অভিশপ্তা উর্ব্বশীর লাভে কৃষ্ণের সহিত বিরোধ ঘটাইলে, তিনি ত্রিভুবনে কাহারও আশ্রয় না পাইয়া, গঙ্গানীরে ঐ ঘোটকী সহ প্রাণত্যাগে উদ্যত হইবার সময় ইনি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া, পতির অগ্রজ-মধ্যম-পাণ্ডব বীরবর ভীমের আনুকূল্যে সমর সংঘটন করাইয়া ছিলেন। তাহাতে অষ্টবজ্র সমবেত হওয়ায় অশ্বরূপিণী উর্ব্বশীর শাপমোচন হইয়া, বিবাদের নিবৃত্তি হয়। কুরুক্ষেত্র সমরকালে ইনি দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত ছিলেন; পরে দ্রোণব্যূহ ভেদ করিয়া অভিমন্যু সপ্তরথি বেষ্টিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, ইনি শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। তৎকালে ইহাঁর পুত্রবধূ উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন; তাঁহার গর্ভ হইতে পরীক্ষিতের জন্ম হইলে, ইনি পৌত্র মুখ দর্শনে স্নেহ সম্বর্দ্ধনে তাঁহার লালন পালনে সময়াতিপাত ও তপশ্চরণে জীবনাবসান করিয়াছিলেন।

সুমতি—১। ভরতের পুত্র। ২। বৈশালীপতি জনমেজয়ের পুত্র। ৩। হস্তিনাপতি সুপার্শ্বের পুত্র। ৪। ক্রতুর কন্যা—যজ্ঞভাগের পত্নী। ৫। মহর্ষি কশ্যপের বিনতাগর্ভসম্ভূতা কন্যা—মহারাজ সগরের মহিষী। ৬। বিষ্ণুযশার পত্নী—ভগবান্ কল্কিদেবের মাতা।

সুমন্তু—মহর্ষি জৈমিনির পুত্র—জনৈক ঋষি; ইনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট অথর্ব্ববেদের অধ্যয়ন করেন।

সুমন্ত্র—মহারাজ দশরথের মন্ত্রী।

সুমালী—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের মাতামহ—রক্ষোরাজ বিশেষ। ইনি সুকেশ নামক ধার্ম্মিক রাক্ষসের পুত্র। ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মারীচের সহ কঠোর তপোব্রতে ব্রহ্মার সন্তোষসাধনে সমর্থ হইলে, তাঁহার বরে ইহাঁরা বিশ্বে অজেয় হইয়া উঠেন। তখন এই ভ্রাতৃত্রয় ত্রিলোকীপীড়নে উদ্যত হইলে, সকলেই বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। পরে ইহাঁদের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা দ্বীপকে মনোজ্ঞরূপে নির্ম্মাণ করিলে, ইহাঁরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে দেবগণ ইহাঁদের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া লোকরক্ষক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু ইহাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বারংবার পরাস্ত করার পর ইহাঁরা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া, পাতালে লুক্কায়িত থাকেন। বহুকাল নিভৃত বাসের পর ইনি বিশ্ব ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে অসূয়াবশে নিজ কন্যা কৈকসীর সহিত মহর্ষি বিশ্রবার বিবাহের চেষ্টা করেন। মহর্ষি কৈকসীর পাণিগ্রহণ করিলে,

তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখার জন্ম হয়। পরে রাবণ ভ্রাতৃগণ সহ তপোরত থাকিয়া, ব্রহ্মার বরে সংবর্দ্ধিত-বল হইয়া, পুনরায় লঙ্কাধিকারে সমর্থ হন। তখন সুমালী স্বগণ সহ পুনরায় লঙ্কায় আগমন করেন। পরে রাবণ স্বর্গ জয় করিতে অভিযান করিলে, অষ্টম বসু সাবিত্র কর্ত্তৃক ইনি নিহত হন।

সুমিত্র—১। মহারাজ বৃষ্ণির পুত্র। ২। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় শেষ রাজা।

সুমিত্রা—অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। ইহাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রাম-বনবাসে ও স্বামিবিচ্ছেদে ও জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বনগমন-শোকে দুঃখে কাতরা হইয়া কালাতিপাত করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র সহ লক্ষ্মণ রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ইনি কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করার পর জ্যেষ্ঠা সপত্নী কৌশল্যার পরলোক গমনের পর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সুমুখ—ঐরাবত-বংশোদ্ভব আর্য্যকের পৌত্র—নাগবিশেষ। ইহাঁর সহিত মাতলিতনয়া গুণকেশীর বিবাহ হয়। গরুড় সুমুখের ভক্ষণের প্রস্তাব করিলে, মাতলি ইহাঁকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া গিয়া ইন্দ্রের আশ্রয়ে রক্ষা করেন। তথায় বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র ইহাঁর দীর্ঘায়ুবিধান করিলে, গরুড় তথায় উপস্থিত হইয়া স্ববলদর্পে ইন্দ্রের প্রতি তর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে স্বীয় বামবাহু অর্পণ করিলে গরুড় সেই গুরুভারে অবসন্ন হইয়া তাঁহার স্তবে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পরে বিষ্ণু পদাঙ্গুলি দ্বারা গরুড়ের বক্ষঃস্থলে সুমুখের নিক্ষেপ করিলে,—পারস্পরিক আলিঙ্গনে ইহাঁদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়।

সুরথ—জনৈক রাজা, (জন্মান্তরে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন) ইনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনগমনে বাধ্য হন। ইহাঁর অহংত্ব মমত্ব জ্ঞান বদ্ধমূল থাকায় স্বীয় ভাগ্যোন্নয়ন কামনায় মহর্ষি মেধসের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে সমাধি নামক জনৈক ভাগ্যহীন বৈশ্য তথায় আগমন করিয়াছিলেন। উভয়ে মহর্ষির মুখে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাশক্তির মায়ায় জীবজগতে স্বস্বামিত্ব জ্ঞান লইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করেন। পরে মহাশক্তির মহাপূজায় ব্রতী হইয়া স্বভাগ্যোন্নয়নে সমর্থ হন।

সুরভী—১; প্রজাপতি দক্ষরাজের কন্যা, মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইনি যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তুর জননী। ২। স্বর্গস্থিতা কামধেনু, ইহাঁর প্রসূতা নন্দিনী মহর্ষি বশিষ্ঠের হোমধেনু।

সুরমা—নাগমাতা, হনূমান্ সীতান্বেষণার্থ সাগর-লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা-যাত্রাকালে তাঁহার বল পরীক্ষার্থ ইনি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে তাঁহার গ্রাসের জন্য মুখব্যাদান করেন। হনূমান্ যতই স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, ইনিও ততই স্বীয় মুখ অধিকতর হইতে অধিকতম ব্যাদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহাঁর অতি বিস্তৃতভাবে মুখব্যাদান করাইয়া, হনূমান্ অতি ক্ষুদ্ররূপ-পরিগ্রহ করিয়া, ইহাঁর মুখে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। ইনি হনূমানের বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও কর্ম্মনৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করেন।

সুরুচি—সায়ম্ভুব মনুর পুত্র মহারাজ উত্তানপাদের প্রিয়তমা মহিষী। ইহাঁর গর্ভে মহারাজ উত্তানপাদের উত্তম নামে একটী পুত্র জন্মে। এক দিন মহারাজ সুরুচিপুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্যের পরিদর্শন করিতেছেন; এমন সময়ে মহারাজের অপরা মহিষী সুনীতির গর্ভজাত পুত্র ধ্রুব তথায় উপনীত হইয়া, উত্তমকে পিতৃ-অঙ্কে আরূঢ় দেখিয়া, পিতার ক্রোড়ে আরোহণ জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া, ইনি সপত্নীপুত্রের প্রতি কুটিল কটাক্ষে বলিলেন,—"তুমি আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিতে পার নাই অতএব তোমার অপ্রাপ্য রাজ-সিংহাসনে আরোহণের অভিলাষ কেন? সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ বলিয়া, এই বৃথা আশা ত্যাগ কর।"—বিমাতার এইরূপ দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া, ধ্রুব মাতার উপদেশে তপোরত হন। মতান্তরে ইনি পতিকে স্বীয় বশীভূত জানিয়া উপদেশ দানে সুনীতির নির্ব্বাসন করাইয়াছিলেন।

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তের রাজা, বিরাটরাজ, শ্যালক কীচকের বাহুবলে ইহাঁর পরাজয় করিয়া, রাজ্যাধিকার করেন। পরে কীচক সৈরিন্ধ্রীরূপা দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে, বল্লবরূপ ভীমের হস্তে নিহত হয় পর ইনি বিরাটরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও বন্দী করেন, পরে ইনি বল্লবরূপী ছদ্মবেশী ভীমের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে ইনি কৌরবপক্ষাবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেরিত সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। সংশপ্তকযুদ্ধে মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন।

সুশান্তা—রাজা শশিধ্বজের পত্নী, ইহাঁর কন্যা রমার সহিত ভগবান্ কল্কিদেবের বিবাহ হয়।

সুশ্রুত—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র; কাশীরাজ ধন্বন্তরির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সুশ্রুত-সংহিতা প্রণয়ন ও প্রচার করেন।

সুষেণ—প্রসিদ্ধ বানর-রাজ—কপীশ্বর বালীর শ্বশুর—তারার পিতা, ইনি লঙ্কা-সমরে শ্রীরামচন্দ্রের বানর-সৈন্যের একজন অধিনায়ক ছিলেন। ইনি ধনুর্ব্বেদে যেরূপ নিপুণ ছিলেন, চিকিৎসায়ও সেইরূপ পারদর্শী ছিলেন। রাবণ-কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত হইলে, ইহাঁরই পরামর্শে হনুমান্ গন্ধমাদন হইতে ঔষধ আনয়ন করিলে সেই ঔষধ প্রয়োগে ইনি লক্ষ্মণকে শক্তিশেলের আঘাত হইতে মুক্ত করেন।

সুসত্যা—রাজর্ষি জনকের মহিষী, ইহাঁর গর্ভে উর্ম্মিলার জন্ম হয়।

সুহোত্র—১। চন্দ্রবংশীয় বৃহদিষুর পুত্র, রাজা। ২। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র। ৩। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব-পুরুষ।

সূত—মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাসদেবের শিষ্য,—পুরাণপাঠক-ঋষি লোমহর্ষণের নামান্তর। লক্ষ্মণ লঙ্কা-যুদ্ধে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে উপনীত হইয়া মেঘনাদবধ করার পর ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া বিষম জ্বরাক্রান্ত হইলে, কপিবর দ্বিবিদের চিকিৎসায় জ্বরমুক্ত হইয়া বরপ্রদানে অভিলাষ প্রকাশ করিলে, দ্বিবিদ বলেন, "আমি আপনার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারি,—ইহাই প্রার্থনীয়।" তখন লক্ষ্মণ "পরজন্মে তাহা হইবে" বলিয়া আশ্বস্ত করেন। সেই দ্বিবিদই পরজন্মে লোমহর্ষণ সূত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে উপস্থিত হইলে সমবেত ঋষিগণ ইঁহার মুখে মহাভারত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন। সূত ব্যাসাসনে বসিয়া মহাভারত পারায়ণ করিতেছিলেন, এমন সময় বলরাম সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সম্মানার্থ অভ্যুত্থান করেন কিন্তু সূত ব্যাসাসনের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া উঠেন নাই। তাহাতেই ক্রোধান্ধ হইয়া বলরাম ইঁহাকে বধ করেন।

সূর্য্য—ইনি বেদপ্রসিদ্ধ দেবতা। ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র সবিতা, ও আদিত্য নামে খ্যাত। মহর্ষি কশ্যপের অদিতিগর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি সপ্তাশ্ববাহী বিমানে বিচরণ করেন। ইনি বিশ্বকর্ম্মকন্যা সংজ্ঞার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর বৈবস্বত মনু ও যম—এই দুই পুত্র, এবং যমুনা-নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। ইহাঁর প্রখর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সংজ্ঞা স্বীয় অনুরূপ মূর্ত্তি ছায়ার সৃষ্টি করিয়া, ইহাঁর নিকট রক্ষাপূর্ব্বক পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভেই ইহাঁর শনিনামে পুত্র ও তপতী নামে কন্যার জন্ম হয়। সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পিতাকর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া, মনঃক্ষোভে অশ্বিনীরূপ গ্রহণপূর্ব্বক উত্তর-কুরুবর্ষে বিচরণ করিতে থাকেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হওয়ার পর, সংজ্ঞার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া উত্তর-কুরুবর্ষে প্রেয়সী পত্নীকে অশ্বিনী হইতে দেখিয়া, নিজে অশ্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ইহাঁদিগের নাসত্য এবং দস্রনামে—দুইটী পুত্র হয়। ইহাঁরা অশ্বিনীকুমার নামে স্বর্বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। এই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন। অতঃপর ইনি সস্ত্রীক নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে কন্যার অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা, ইহাঁর অষ্টমাংশ বাহ্য-তেজস্তক্ষণে তেজোহ্রাস করিলে,

সংজ্ঞা ইহাঁর সহিত সুখে বাস করিতে সমর্থা হন। ইহাঁর ঔরসে কপিরাজ সুগ্রীব ও কুন্তী-পুত্র কর্ণের জন্ম হয়।

সৃঞ্জয়—১। নৃপতিবিশেষ। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত ইহাঁর সখা ছিলেন। একদা ইনি উক্ত ঋষি-দ্বয়ের সহিত কথোপকথনে রত আছেন, এমন সময়ে ইহাঁর বয়ঃস্থা রূপবতী কন্যা তথায় আগমন করিলে, নারদ তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে ইনি দেবর্ষির সহিত কন্যার পরিণয় সম্পন্ন করেন। সৃঞ্জয় অপুত্রক বলিয়া দুঃখিত থাকায় দেবর্ষি নারদের বরে ইহাঁর সুবর্ণষ্ঠীবী নামে একটী পুত্র হয়। দস্যুগণ ইহাঁর এই পুত্রের হরণ ও নিধন করায় ইনি একান্ত শোকার্ত্ত হইলে, দেবর্ষি উপদেশ দানে ইহাঁর শোকাপ-নয়ন করার পর বরদানে সেই পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

সোম—চন্দ্রদেবের নামান্তর।

সোমদত্ত—নৃপতি-বিশেষ। ইনি বাহ্লিকের পুত্র এবং ভূরিশ্রবার পিতা। দেববাজ কন্যার স্বয়ংবর-সভায় ইহাঁর সমক্ষে যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের জন্য কন্যাপ্রার্থী হইয়া তথায় প্র[illegible] করেন, শেষে বলপূর্ব্বক দেবকন্যার হরণ করিয়া প্রস্থান করেন। ইনি তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া সমর-সংঘটন করিলে, তাহাতে শিনির নিকট পরাজিত ও পদাহত হইয়া, বংপরো-নাস্তি অবমানিত ও দুঃখিত হন। শেষে মনের আবেগে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, মহাদেবের আরাধনায় তুষ্টিবিধান করিয়া শিনি-পৌত্রের যুদ্ধে পরাজয় ও অবমাননার্থ সর্ব্ব-সমক্ষে পদাঘাত করিতে পারে, এই রূপ পুত্র চা[illegible] প্রার্থনা করেন। আশুতোষ ইঁহার অভী[illegible] বর দান করিয়াছিলেন। [illegible] ইনি কৌরব-পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধে রত থাকিয়া চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে সাত্যকির হস্তে নিহত হন।

সৌভরি—জনৈক প্রসিদ্ধ ঋষি। ইনি জলমগ্ন থাকিয়া, তপোরত ছিলেন। এক দিন সম্মদ নামা মৎস্যরাজ স্বীয় সন্তানগণের সহিত ইহাঁর সমক্ষে ক্রীড়ারত ছিলেন, তাহা দেখিয়া, ইহাঁর মনে পুত্রপৌত্রাদি লইয়া, তাঁহার ন্যায় সুখ ভোগপিপাসা জাগিয়া উঠে। ইনি মহারাজ মান্ধাতার নিকট একটী কন্যা প্রার্থী হন। তিনি বলিলেন,—'কন্যাগণের মধ্যে যিনি আপনাকে পতিত্বে বরণে সম্মতা হইবেন, তাঁহারই সম্প্রদান করিব। ইনি তপোবলে দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজকুমারীগণ সকাশে উপনীত হইলে, পঞ্চাশটী কন্যার সকলেই ইহাঁর পতিত্বে বরণ করিতে উদ্যতা হইলেন। ইনি তাঁহাদিগের সকলেরই পাণিগ্রহণ করিয়া, স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া, তপোবলে পঞ্চাশটী দিব্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন; প্রত্যেক অট্টালিকায় এক একটী পরিণীতা পত্নী রাখিবার ও তাঁহাদিগের সহিত বহুদেহ ধারণপূর্ব্বক সাংসারিক ক্রিয়ায় রত থাকিলেন। কালে ইহাঁর পত্নীগণের গর্ভে ইহাঁর সার্দ্ধ শত পুত্রের জন্ম হয়। পরে ইনি মনোরথের সমাপ্তি নাই দেখিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা উদ্রিক্ত হওয়ায়, পুনরায় সংসার পরি-ত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্থূলশিরাঃ—জনৈক ঋষি।

স্বধা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা—পিতৃগণের পত্নী।

স্বারোচিষ—জনৈক মনু।

স্বাহা—প্রজাপতি দক্ষের কন্যা,—অগ্নিদেবের পত্নী। ইনি তাঁহার দাহিকা শক্তি। প্রকৃতি দেবী হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। ইনি বিষ্ণু কামনায় তপোরতা হন। বিষ্ণু ইহাঁর নিকট আবির্ভূত হইয়া, ইহাঁকে অগ্নিদেবের পত্নী হইবার জন্য আদেশ করেন। ইনি তাহাতে সম্মতা হইলে, ব্রহ্মানির্দেশ-মতে অগ্নি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলে, তাঁহার বরে ইনি সকল মন্ত্রান্তে উচ্চারিত হইলে, তবে আহুত হবি দেবতাগণের সেব্য হইবে, ইহা স্থির হয়।

হ

হংস—জনৈক ক্ষত্রবীর। ইনি ভ্রাতা ডিম্বকের সহিত কঠোর তপশ্চরণদ্বারা মহাদেবের তুষ্টিবিধান করিয়া, সমস্ত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

মহাদেবের বরে বর্দ্ধিত-বল ও উদ্দীপ্ত-দর্প হইয়া, ইহঁারা ভীষণ অত্যাচারী হইয়া উঠেন। অন্যান্য ঋষিগণের সহিত মহর্ষি দুর্ব্বাসার অবমাননা করিয়া তাঁহার কৌপীন-চ্ছেদ করায়, তপোভ্রংশ হইতে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক মহর্ষি তাঁহাদিগকে কোপ-কটাক্ষে ভস্মীভূত না করিয়া, দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হন এবং সমস্ত তাঁহার বিদিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহঁাদিগের নিধন করিতে সম্মত হন। পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর প্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বরদানে অসম্মত হওয়ায়, পুষ্করতীর্থে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের সংঘটন হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হংস নিহত হন ও ডিম্বক ভ্রাতৃ-শোকে বিহ্বল হইয়া, যমুনায় নিমজ্জিত হইয়া দেহ ত্যাগ করে।

হংসবতী—মহারাজ দুষ্মন্তের পত্নী।

হনুমান্—পবনদেবের অঞ্জনা-গর্ভসম্ভূত পুত্র, মহাবীর। অঞ্জনা ফলাহরণার্থ অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিলে, ইনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, সূর্য্যকে প্রকাণ্ড খাদ্যদ্রব্য বলিয়া মনে করিয়া, বদন-ব্যাদানপূর্ব্বক গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তথায় রাহুর দর্শনে তাহাকেও খাদ্য মনে করিয়া, গ্রাস করিতে সচেষ্ট হন। রাহু দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় লইলে, তিনি ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, ইহঁার নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি ঐরাবতকেও বৃহত্তম খাদ্য বোধে উদরস্থ করিতে বদন ব্যাদান করেন। তখন দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক ইনি বজ্রাহত এবং সুমেরু-শিখরে নিক্ষিপ্ত হইলে, ইহঁার বামতনু ভঙ্গ হওয়ায়, গতাসু হন। তখন পবনদেব মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তথায় আসিয়া, ইহঁাকে পুনর্জীবিত করিয়া বর প্রদান করেন। তৎপরে ইনি সূর্য্যদেবের নিকট নিখিল শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি অপরিমিত বলশালী হইলেও, বালচাপল্যপ্রযুক্ত ঋষিগণের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক আশ্রমতরুর ফলচ্ছেদাদিদ্বারা অত্যাচার করায়, তাঁহাদিগের অভিশাপে ইনি স্বীয় বল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। সুগ্রীবের সহিত ইহাঁর সৌহৃদ্য থাকায়, বালী কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে, ইনিও তাঁহার সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের সখ্য স্থাপিত হইলে পর শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তবাণে কপিরাজ বালীর নিধন সাধিত হয়, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি পরম প্রীত হন। পরে কপিসৈন্য সহ সীতার অন্বেষনার্থ বহির্গত হইয়া, নানাদেশ পরিভ্রমণ করার পর পক্ষিরাজ সম্পাতির পরামর্শে লঙ্কা-গমনে উদ্যোগী হন। সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার সময় সিংহিকা রাক্ষসীর নিধন ও নাগমাতা সুরমার তুষ্টি সাধন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন। পরে অশোকবনে সীতার দর্শনলাভে সুখী হন। রাবণের বল পরীক্ষার্থ তাঁহার প্রমোদোদ্যান ভঙ্গ করিয়া, বহু রাক্ষস সৈন্য সহ অক্ষকুমারের নিধন করেন। পরে মেঘনাদের নাগ-পাশে আবদ্ধ হইয়া, রক্ষোরাজ সভায় নীত হন, রক্ষোগণ অত্যাচারীর দণ্ড বিধানার্থ কৌতুক বশে ইহাঁর লাঙ্গুলে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রদান করিলে, ইনি সেই অগ্নিতে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক সীতার সমাচার প্রদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র সাগরে সেতু-বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় উপনীত হইলে, লঙ্কাসমরে ইনি অনেক রাক্ষস-সৈন্যের বিনাশ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ মেঘনাদ বধের পর রাবণের কোপে শক্তিশেলে পতিত হইলে, ইনি কপি-বৈদ্য সুষেণের পরামর্শে ঔষধ সহ গন্ধমাদন-পর্ব্বত আনয়ন করিলে, সুষেণের ব্যবস্থায় লক্ষ্মণ শক্তিশেল-মুক্ত হন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত বলিয়া যুদ্ধান্তে ইনি তাঁহার সহিত অযোধ্যায় আগমন করেন। শ্রীরামচন্দ্র দেহ ত্যাগের সময় ইহাঁকে চিরজীবী হইতে আশীর্ব্বাদ করায়, ইনি গন্ধমাদন-পর্ব্বতাশ্রয়ে দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বনবাস কালে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ইহাঁর নিকট উপনীত হইলে, ইনি তাঁহার বলদর্প চূর্ণ করিবার জন্য, লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে বলেন; তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত হন। অতঃপর আত্ম-

পরিচয় দানে তাঁহার তুষ্টিবিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বলিয়া গরুড়ের যে গর্ব্ব ছিল, তাহার খর্ব্ব করিবার জন্য, ইঁহার ভক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়ায় গরুড় বীতগর্ব্ব হন।

হরিজটা—লঙ্কার অশোককানন-রক্ষিতা জনৈকা রাক্ষসী।

হয়—শতজিতের পুত্র, জনৈক বীর।

হয়গ্রীব—১। বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। ২। জনৈক রাজর্ষি। ৩। অসুরবিশেষ। বিষ্ণু মৎস্যাব তারে ইঁহার বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন।

হয়মুখী—লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের জনৈক অশোককানন-রক্ষিকা রাক্ষসী।

২। ক্রোধবশার কন্যা।

হরিকেশ—জনৈক যক্ষ। ইনি শিবের প্রসাদে দণ্ড-পাণি ও ক্ষেত্রপাল হইয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র—অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুর পুত্র। ইঁহার মহিষীর নাম শৈব্যা। ইনি দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে বরুণদেবের উপাসনা করিয়া, রোহিতাশ্ব নামে একটী পুত্র লাভে সমর্থ হন। ইনি জাত পুত্রকে বরুণের নিকট বলি দিবেন বলিয়া মানসিক নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহবশে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বলিদানে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন; তাহাতে বরুণদেব কুপিত হইয়া, রোহিতাশ্বের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জঠরোৎপাদন করিলেন। তৎকালে রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের আদেশে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ছয় বৎসর কাল ভ্রমণের পর অরণ্যমধ্যে মহর্ষি অজীগর্ত্তের দর্শন লাভ করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফের শত গোধন মূল্যে ক্রয় করিয়া আপনার পরিবর্ত্তে বলি দিতে বরুণ-সমীপে আনয়ন করেন। রোহিতাশ্ব, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণের স্তব করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর, এক দিন মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বদান্যতা নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তথায় উপস্থিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাহা শ্রবণ করিয়া, ইঁহার পরীক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, দান স্বরূপ সমগ্র রাজ্য গ্রহণ করেন; পরে দক্ষিণার জন্য সপুত্রা মহিষী শৈব্যার সহিত আপনাকেও পণ্যরূপ স্থির করিয়া, বিক্রয় করিয়া, তাঁহাকে অর্থ দান করেন। ইনি চণ্ডাল-কর্ত্তৃক ক্রীত হওয়ায়, শ্মশানে চণ্ডালের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পুত্র রোহিতাশ্বের হঠাৎ মৃত্যু হইলে, শৈব্যা তাহার সৎকার জন্য শ্মশানে আনয়ন করিলে, ইনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, একমাত্র পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপনীত হইয়া, সেই মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিয়া, ধন্যবাদপূর্ব্বক ইঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; ইনি স্ত্রী-পুত্র সহ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিয়ৎ-কাল রাজ্যপালন করিয়া, শেষে রোহিতাশ্বের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ ও বানপ্রস্থাবলম্বনে জীবন-যাপন করেন। ইনি পর জীবনে মহাদেবের পার্শ্বচর ও শৈব্যা দুর্গার সহচরী হইয়াছিলেন।

হর্য্যক্ষ—মহারাজ পৃথুর পুত্র।

হর্য্যশ্ব—১। পঞ্চালাধিপতি। ইঁহার পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইলে, ইনি তাঁহাদিগের দ্বারা রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে স্থির করিয়া, অন্য পুত্র সম্বন্ধে নিরাকাঙ্ক্ষ হন। সেই পঞ্চ পুত্র দ্বারা রাজ্য-শাসন অলং—সমর্থ হওয়ায়, রাজ্যে নাম হয় পঞ্চাল। ২। দৃঢ়াশ্বের পুত্র। ৩। চক্ষুর পুত্র। ৪। ধৃষ্টকেতুর পুত্র। ৫। পৃষদশ্বের পুত্র। ৬। প্রজাপতি দক্ষের পুত্রগণ।

হর্ষবর্দ্ধন—যজ্ঞকৃতের পুত্র।

হল—অন্ধভৃত্যবংশীয় অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র।

হস্তা—নক্ষত্রবিশেষ।

হস্তী—সুহোত্রের পুত্র—হস্তিনাপুরীর স্থাপয়িতা।

হারীত—১। স্মৃতিসংহিতাকার ঋষি। ২। আত্রেয় মুনির শিষ্য—আয়ুর্ব্বেদের সংহিতাকার ঋষি।

হাহা—কুবেরানুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক।

হিড়িম্ব—রাক্ষসবিশেষ। পাণ্ডবগণ বারণাবতের জতুগৃহ হইতে পলায়নকালে যে বনে ইঁহার বাস ছিল, সেই বন দিয়া রাত্রিকালে গমন করিতে করিতে দীর্ঘ পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কুন্তী, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব বিশ্রাম

লাভার্থ শয়ন করিলে, ভীমসেন তাঁহাদিগের রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে এই রাক্ষস তাহাদিগকে দেখিয়া ভগিনী হিড়িম্বাকে তাহাদিগের বধ করিবার অনুমতি-প্রদান করিলে, ভগিনী হিড়িম্বা ভীমসেনের দর্শনে মুগ্ধা হইয়া অত্যাসক্তাবৎ স্থির থাকিলে, হিড়িম্ব ক্রোধান্ধ হইয়া, স্বয়ং ভীমের আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাতে ভীমহস্তে নিহত হইয়াছিল।

হিড়িম্বা—রাক্ষসীবিশেষ। হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী। এই রাক্ষসী ভ্রাতা হিড়িম্ব কর্তৃক ভীমরক্ষিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের বধার্থ প্রেরিতা হইয়া, ভীমেরপ্রতি আসক্তা হইলে, হিড়িম্বের আক্রমণের বাধা দিতে ভীমের সহিত যুদ্ধ ঘটায়, ভীম হস্তে হিড়িম্বের মৃত্যু হইলে, ইনি ভীমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, তাঁহার ভার্য্যা হন। অতঃপর স্বামীর সহিত রাক্ষসী সঙ্গতা থাকিয়া, গর্ভিনী হইলে, তাহাতে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। পরে ভীম ইহার পরিত্যাগ করিলে, এই রাক্ষসী পুত্র ঘটোৎকচের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াছিল।

হিমালয়—ভারতের উত্তরদেশস্থ গিরিরাজ। ইনি পিতৃগণদুহিতা মেনার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহঁার মৈনাক নামক পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিরণ্যকশিপু—অসুররাজ বিশেষ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে ইহঁার জন্ম। ইহঁার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণু হস্তে নিহত হইলে, ইহঁার পূর্ব্বসঞ্চিত বিষ্ণু-দ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইনি লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্দেশে তপশ্চরণে রত থাকিয়া, ব্রহ্মার সন্তোষ সাধন করায়, তাঁহার বরে ইনি তৎকাল পরিচিত জীবজন্তুর অবধ্য, শস্ত্রাদির অচ্ছেদ্য, জলে, স্থলে, শূন্যে, দিবসে বা রাত্রি-কালে ইনি অমর—এই বরলাভে গর্ব্ব বৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করেন। ইহঁার মহিষীর নাম কয়াধু। তাঁহার গর্ভে ইহঁার হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও প্রহ্লাদ এই এই পুত্র চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। ষণ্ড ও অমার্কের শিক্ষায় প্রহ্লাদের প্রগাঢ় বিষ্ণুভক্তি হওয়ায়, ইহঁার পরামর্শে ও শিক্ষকের চেষ্টায় তিনি বিষ্ণুভক্তি ত্যাগে সমর্থ না হওয়ায়, ইনি ক্রোধান্ধ হইয়া, পুত্রের বধ করিবার আদেশ করেন। বিষ দানে অগ্নিক্ষেপে, হস্তি-পদতলে প্রক্ষেপে, অস্ত্রাঘাতে পর্ব্বত হইতে সাগরে প্রক্ষেপে কিছুতেই ইহঁার মৃত্যু হইল না দেখিয়া, ইনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিষ্ণু কোথায়?" প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী" তখন ইনি তাহাকে একটী স্ফাটিকস্তম্ভ দেখাইয়া, তাহার ভিতর বিষ্ণু আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে প্রহ্লাদ বলেন, "আছেন।" পরে বজ্রমুষ্টিতে সেই স্তম্ভ ভঙ্গ করিলে, নরসিংহ-মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া, জানুর উপর ইহঁাকে পাতিত করিয়া, সন্ধ্যাকালে স্বীয় নখরাঘাতে নিহতকরিয়াছিলেন।

হিরণ্যরেতা—প্রিয়ব্রতের পুত্র।

হিরণ্যরোমা--পর্জ্জন্যা ও মরীচির পুত্র—লোকপাল বিশেষ।

হিরণ্যহস্ত—বৃদ্ধিমতীর পুত্র। অশ্বিনীকুমারদিগের বরে ইহঁার জন্ম হয়।

হিরণ্যাক্ষ—জনৈক অসুর ভূপতি। ইনি কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার বরলাভে বলদৃপ্ত হইয়া, ইনি রাজ্যে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করেন। ইহঁার পত্নীর নাম উপদানবী, দেবরাজ্য স্বর্গের অধিকার লাভ জন্য দেবগণ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইনি স্ববলে পৃথিবীকে স্বপুরী পাতালের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ইহঁার নিধন ও পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন।

হুহু--গন্ধর্ব্ব-গায়ক বিশেষ। যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর।

হৃদিক—যদুবংশীয়স্বয়ভোজের পুত্র। ইহঁার পুত্রের নাম কৃতবর্ম্মা।

হেতি – জনৈক রাক্ষস।

হেম—উষদ্রথের পুত্র।

হেমচন্দ্র—বৈশালীর অধীশ্বর।

হেমা – অপ্সরো বিশেষ। ময়দানবের ঔরসে ইহঁার গর্ভে জাতা কন্যা মন্দোদরী লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণের মহিষী হইয়াছিলেন।

হৈহয়—যদুবংশীয় শত্রুজিতের পুত্র।

হ্রস্বরোমা—মিথিলারাজ সুবর্ণরোমার পুত্র।

হ্লাদ—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণু-ভক্ত প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইহাঁর পুত্র বাতাবী ইল্বল।

হ্লাদিনী—শ্রীমতী রাধাই এই শক্তিবিকাশিনী।

ঐতিহাসিক ও আধুনিক

চরিতাভিধান।

অ

অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ চুপী গ্রামে কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত, মাতার নাম দয়াময়ী দাসী। অক্ষয়কুমার বাল্যকালে নিজ গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, কলিকাতার অরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে কিছুকাল বিদ্যা শিক্ষা করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তত্ত্ববোধিনী সভার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার অন্যতম শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাহার পর, যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ও কলিকাতা নর্ম্যাল্ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার রচিত "চারুপাঠ" তিনভাগ, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

অক্ষয়কুমার বড়াল। ইনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা চোরবাগানে সুবর্ণবণিক্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ কালীচরণ বড়াল। ইনি বঙ্গসাহিত্যে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে ইঁহার গীতি-কবিতাগুলির বিপুল প্রভাব। কবিতাগুলি এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ যে, পাঠকালে পাঠক-হৃদয়ে যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আভাস আনিয়া দেয়। অধিকন্তু সেগুলি ললিত-মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যসম্পদে ও রসবৈচিত্র্যে মরকতখচিতবৎ উজ্জ্বল। মাসিক পত্রিকাদিতে প্রায়ই ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় ইনি পরলোকগতা সাধ্বী পত্নীর উদ্দেশে অজস্র শোকাশ্রু ঢালিয়া "এষা" নামক যে গীতি-কাব্য রচনা করিয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহা এক স্ফটিক-গঠিত তাজ-মহল কবির অবিনশ্বর কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে ইনি "ভুল," "কনকাঞ্জলি," "প্রদীপ," "শঙ্খ" প্রভৃতি নামে কয়েকখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয় ও মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। অক্ষয় বাবু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ালিয়া গবর্মেণ্ট স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ্ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছেন। মৈত্রেয় মহাশয় একাধারে সাহিত্য-সেবী শিল্পকলা-নিপুণ ও স্বদেশহিতৈষী। ইনি নানা মাসিক পত্রের লেখক। ইঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "সিরাজউদ্দৌলা" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার। ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত চঁচুড়া সহরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাচরণ সরকার। জাতিতে কায়স্থ। ইনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ওকালতী করেন না। এক সময়ে ইঁহার পরিচালিত

সাধারণী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সরকার মহাশয় নানা মাসিক পত্রের লেখক এবং ইহাঁর রচিত "গোচারণের মাঠ" প্রভৃতি কয়েক খানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে।

অদ্বৈতপ্রভু। ইনি ১৩৮৭ শকাব্দে শান্তিপুরে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা শ্রীহট্ট জেলার লাউরিয়া গ্রাম হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। অদ্বৈত প্রভু শৈশব হইতে অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই সময়ে অদ্বৈত প্রভুও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হন। বঙ্গদেশে চৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অদ্বৈত প্রভু এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও চৈতন্য মহাপ্রভুকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলনের পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ঐ পত্নীর গর্ভে তাঁহার আটটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অচ্যুত ব্যতীত আর সকলেই যথেচ্ছাচারী ছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্ত্তির নাম মদনগোপাল। মদনগোপালের রাসের সময় শান্তিপুরে বিলক্ষণ জাঁক হয়। শান্তিপুরের অধিকাংশ গোস্বামীই অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। তদ্ভিন্ন নদীয়া, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অন্যান্য জেলায়ও ইহাঁর বংশ-ধরগণ বাস করেন।

অনঙ্গপাল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দিলু নামক এক জন নরপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সন্নিধানে একটী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ রাজধানীর নাম হয় দিল্লী। কিংবদন্তী এইরূপ শাকবংশীয়েরা এই নগরী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গপাল নামক তোমর-বংশীয় এক জন রাজপুত রাজা এই নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের উনিশ জন রাজা যথাক্রমে এখানে রাজ্য শাসন করেন। পূর্ব্বোক্ত তোমর বংশীয় শেষ রাজার নাম অনঙ্গপাল।

অনঙ্গভীমদেব। ইনি উড়িষ্যার একজন বিখ্যাত চোল বংশীয় নরপতি। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গভীমদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই রাজা বহুদূর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। রাজ্যের আয়ের এক তৃতীয়াংশ তিনি নিজে ব্যয় করিতেন, অবশিষ্ট দুই অংশ দ্বারা ব্রাহ্মণ ও সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তিনি ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে নিজ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এবং ক্ষেত্রে জল সেচনের নিমিত্ত দশ লক্ষ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক নৃপতি হইলেও কোন সময়ে ক্রোধের বশে এক ব্রাহ্মণের প্রাণবধ করেন। এবং ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। শেষে জগন্নাথ দেব তাঁহাকে পুরীতে গিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আদেশ করেন। অনঙ্গভীমদেব বহু ব্যয়ে যে অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন তাহাই বর্ত্তমান পুরীর জগন্নাথ-মন্দির। কথিত আছে; —স্থপতিরা ক্রমাগত চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত করে।

৭। অনন্তরাম মিশ্র। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্র ১৮৯৫ সংবতে পাটনা জেলার অন্তর্গত রাঘোপুর গ্রামে পবিত্র শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ গণেশানন্দ মিশ্র। ইনি শৈশবে পিতৃসন্নিধানে পাণিনীয় সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে একবার অধ্যয়নের নিমিত্ত বারাণসী ধামে গমন করেন, কিন্তু সেই বার অনন্তরামের সেখানে অবস্থান করা ঘটে না। তখন অনন্তরামের পিতা তাঁহার বাটী হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী গঙ্গার তীরে বাস করিতেছিলেন। তিনি পিতৃসকাশে আসিয়া সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করেন। অনন্তরামের পিতা গণেশানন্দমিশ্র একজন পরম ভগবদ্ভক্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন। তিনি "রামগীতামৃত" ও "সিদ্ধান্তশতক" গ্রন্থ রচনা করেন। এক দিবস

তাঁহার পিতার শিষ্য এক কায়স্থ, গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনন্তরামকে দেখিতে পান। তিনি গুরু-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি পড়িতেছ," অনন্তরাম উত্তর করেন। তাহার পর, সেই কায়স্থ বলেন;—"আমার গুরুদেব ভগবানে তন্ময়, সংসারে নির্লিপ্ত, তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করি, তুমি কি আর লোককে সেইরূপ উপদেশ দিতে পারিবে?" ঐ কথায় অনন্তরামের চৈতন্য হইল, তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। সেখানে পাণিনীয় মহাভাষ্য, পাতঞ্জল দর্শন ও সাংখ্য দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বেই অনন্তরামের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কিছুকাল গৃহে থাকিয়া পুনরায় কাশী যাত্রা করেন, এবারে বেদান্ত, পূর্ব্বমীমাংসা ও উপনিষদ্ বেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই সময় এক সন্ন্যাসীর সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মিশ্র মহাশয়কে লইয়া নেপাল রাজ্যে তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা রাজধানীতে আহূত হইয়াছিলেন কিন্তু বিষয়ীর সংসর্গ নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন গৃহে থাকিয়া পুনরায় মথুরার সন্নিহিত বরাহক্ষেত্রে [illegible]য়া কি[illegible]কাল অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ক্ষেত্রে গমন করেন। ঐ স্থান হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী সজল নয়নে বলেন, "তোমার পদ সেবা করিয়া দুইটী সন্তান পাইয়াছিলাম, তাহা নষ্ট হইয়াছে, আমি পুনরায় তোমার নিকট সন্তান প্রার্থিনী। অনন্তরাম সাধ্বী পত্নীর অনুরোধে এক বৎসর কাল গৃহে থাকেন। এই সময় তাঁহার এক পুত্র জন্মে, এই পুত্রের নাম পদ্মলোচন মিশ্র। ইনি ডুমরাওনের রাজগুরু শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হনূমান্ পাঠকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এখন পদ্মলোচনই ডুমরাওনের রাজগুরু। তাহার পর, অনন্তরাম হরিদ্বারে গিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তিনি কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতেন না, যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কিছু দিত, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মচারী দণ্ডী ও গৃহী ছাত্রকে দিবা রাত্রি অধ্যাপনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী যৌবনের প্রারম্ভে গৃহ ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে গুরুর অনুসন্ধান করেন, যেখানে যান, সেখানেই দেখেন অধ্যাপকগণ ঘোর বৈষয়িক। শেষে হরিদ্বারে অনন্তরামকে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রদ্ধা জন্মে। তিনি এই সংসার-নির্লিপ্ত অধ্যাপকের নিকট পাণিনীয় ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী বৃত্তি, মহাভাষ্য, বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি সমুদয় অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল পরে, অনন্তরাম হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া কাশীর অসিসঙ্গম তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এখানেও অসংখ্য ব্রহ্মচারী দণ্ডী ও গৃহী ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। কিছু দিন পরেই ভাস্করানন্দ স্বামী অসিসঙ্গমের অনতিদূরস্থ আনন্দবাগে অবস্থিতি করেন। নানাদেশীয় হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পারসীক, ইংরেজ সকলেই তাঁহাকে দেববুদ্ধিতে সেবা করিত। তাঁহার বিভবের অন্ত নাই, কত লোক কত মূল্যবান্ বস্ত্র ও আহার্য্য দান করে, স্বামীজী তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করেন না, তাঁহার "চেলা" নামধারী সেবকেরা উহা গ্রাস করে। দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন ভাস্করানন্দ তাঁহার গুরু পণ্ডিত অনন্তরামের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—যদি কেহ এই কালে ব্রহ্মর্ষি থাকে, তবে আমার গুরুজী। তিনি কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, তাঁহার রাগদ্বেষ নাই, কেবল আকাশ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমার ন্যায় সহস্র সহস্র শিষ্যকে জ্ঞান দান করিতেছেন। তাঁহার মস্তক রাখিবার নিমিত্ত একটুকু কুটীর পর্য্যন্ত নাই। এই কথা শ্রুতমাত্র তাঁহার কয়েকটী বণিক্ শিষ্য চাঁদা করিয়া তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে অসিসঙ্গম তীর্থঘাটের উপরে একটী দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ ব্যক্তিরাই তাঁহাকে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বৃত্তি দান করেন। তিনি কাশীতে কয়েকটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-

ছেন এবং এখনও অসংখ্য শিষ্যকে অকাতরে জ্ঞান দান করিতেছেন। তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নাই, তাঁহার রাগদ্বেষ নাই তজ্জন্য তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

অভয়াচরণ পাল। বিখ্যাত বি ব্যানার্জি কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ পাল বি, এ. বি, এল্ মহাশয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলিকাতা সিমলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ মাধবচন্দ্র পাল। সিমলার পালবংশ বিশেষ বিখ্যাত; এই বংশেই প্রসিদ্ধ স্বদেশ-হিতৈষী এবং হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। অভয় বাবু পিতার দ্বিতীয় পুত্র। হেয়ার্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার প্রসিদ্ধ ৺ ভোলানাথ পাল এম্, এ মহোদয় ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইনি শৈশবে হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন, সেখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হেয়ার্ স্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেখানে থাকিতেই প্রাইভেট্ বি, এ এবং বি,এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার কিছুকাল পরে ইনি হেয়ার্ স্কুল হইতে হিন্দু স্কুলে বদলি হন এবং সম্পূর্ণ ত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা-কার্য্য করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের সময় ইনি উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অভয় বাবুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, তাঁহার সাতটী পুত্র ও একটী কন্যা। লোকে "সাত পুত্রের বাপ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, অভয় বাবু বিধাতার কৃপায় সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি এই বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস পালের নামে বি, ব্যানার্জী কোম্পানির ফারমের সম্পূর্ণ স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। (ইঁহার হস্তে আসিয়া) এই ফারম্ এখন অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। বি ব্যানার্জি কোম্পানী ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত বহু পুস্তকের প্রকাশক এবং গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত পুস্তকাবলীর এজেণ্ট। এই ফারম্ নারায়ণ বাবুর নামেই চলিতেছে। বিনয়ে আত্মশ্লাঘাশূন্যতায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায় অভয় বাবুর স্বভাব অতীব মধুর। অনেক সময়ে সুযোগ পাইলে তিনি পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইঁহার সহকর্ম্মিগণের নিকটে শুনা গিয়াছে, ৺শারদীয় পূজার বন্ধ ও গ্রীষ্মের বন্ধের দিনের পূর্ব্বে মাহিনার বিল পাস না হওয়ায় শিক্ষকদের গৃহে যাইতে অযথা বিলম্ব হইত, কিন্তু অভয় বাবুর সময়ে তাহা হইতে পারিত না, তিনি বিল্ খানি লইয়া শিক্ষকদের প্রাপ্য টাকা দিয়া বিদায় করিতেন। শেষে বিল পাস্ হইলে ভাঙ্গাইয়া টাকা লইতেন। বার্দ্ধক্যে ইঁহার ধর্ম্মপ্রবণতাও কিঞ্চিৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। ইঁহার অকৃত্রিম বন্ধু হিন্দু স্কুলের বর্ত্তমান হেড্ মাষ্টার রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুরের সহিত মধ্যে মধ্যে হরি-সংকীর্ত্তনে বিভোর থাকেন এবং ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া দিনপাত করিতে ভালবাসেন। অভয় বাবুকে কখনও দুঃখিত বা চিন্তাগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, যখনই কেহ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ২৫ নং পুস্তকালয়ে যাইবেন, তখনই দেখিতে পাইবেন, অভয় বাবু হুঁকা হস্তে হাস্যমুখে বসিয়া আছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৬৬ বৎসর।

অমরসিংহ। ইনি উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ইঁহার অপর নাম অমরদেব। অমরসিংহ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মগধ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন, শেষে শব্দ-শাস্ত্রে অসাধারণ খ্যাতি প্রযুক্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী নবরত্ন সভার অন্যতম রত্নরূপে সম্মানিত হন। তাঁহার রচিত ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান অতিপ্রসিদ্ধ। ইহার নামান্তর অমর কোষ অভিধান। সংস্কৃত-ভাষায় এরূপ অভিধান আর নাই। যত দিন সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন এই অভিধানের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিবে। অমর সিংহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী

ছিলেন, তিনি স্বীয় জন্মভূমি মগধের বুদ্ধ-গয়ায় এক বুদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল বসু। ইনি ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বসু মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন। ইনি অনেকগুলি বাঙ্গালা দৃশ্য কাব্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রজলীলা, বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, বিজয়বসন্ত, হরিশ্চন্দ্র, তাজ্জব ব্যাপার, রাজাবাহাদুর, কালাপাণি, যাদুকরী, অবতার, একাকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অমৃত বাবু নিজে একজন নিপুণ অভিনেতা এবং বক্তৃতায়ও হাস্য রসের ফোয়ারা ছুটাইতে পারেন। ইনি এখন কলিকাতার ষ্টার্ থিয়েটারে আছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। ইনি ১২৫৮ সালের মাঘ মাসে কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মুস্তাফী মহাশয় পাথুরিয়া ঘাটার স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাসতুতো ভাই। বাল্যকাল হইতেই ইনি অনুকরণপটু। নাট্টাভিনয়ে ইনি একজন অসাধারণ দক্ষ। অনেককে ইনি নাট্ট শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাদেশিক ভাষা সমূহের অনুকরণে ও ইঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। ইনি ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার ভাষায় যখন অভিনয় করিতেন, তখন ইঁহাকে ঠিক ঐ সকল জেলার অধিবাসী বলিয়া মনে হইত। ইনি নাট্টাভিনয়েই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ১৩১৫ সালের ২১শে ভাদ্র মুস্তোফী মহাশয় দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেনদিয়া নামক গ্রামে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ রাধা মাধব মজুমদার। জাতিতে বৈদ্য। অম্বিকা বাবু বরিশাল জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান তাহার পর, প্রেসিডেন্সী কলেজ, হইতে এফ, এ. এবং জেনেরল্ এসেম্বিলি কলেজ্ হইতে বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনে প্রোফেসরি করেন। তাহার পর, বি, এল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ফরিদপুর জজ কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরেই মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের সর্ব্ব প্রধান উকীল বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জনে রত নহেন, কায়মনোবাক্যে তিনি স্বদেশের উপকারে নিযুক্ত আছেন। ফরিদপুরের উন্নতিকর প্রত্যেক কার্য্যে অম্বিকা বাবু অগ্রণী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ঐ কার্য্যে উৎসাহ, তেজ ও কর্ত্তব্য পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখন তিনি ওকালতী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও স্বদেশের হিত চিন্তায় বিরত নহেন।

অল্কট্। আমেরিকাবাসী কর্ণেল্ অল্কট, ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সাহচর্য্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটি অথবা তত্ত্ববিদ্যা-সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন কল্পে মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে উহার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি চিরকাল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও ঐ সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রতীচ্য দেশবাসী হইয়াও চিরকাল হিন্দুর ন্যায় নিরামিষ ভোজন করিতেন। ইঁহার রচিত তত্ত্ববিদ্যা সংক্রান্ত কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অল্কট্ অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে মান্দ্রাজ সহরের আদিয়ার নামক স্থানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

অশোক। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর পরে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট্ অশোক জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ ভূপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। ইঁহার পিতা কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে মহিষী করেন, তাঁহার গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অশোক। ইনি পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌভাগ্য

বলে ভারতের সিংহাসন লাভ করেন। অশোক অসাধারণ পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কথিত আছে, ইনি কদাকার ও অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া অনেক প্রাণিহত্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর, উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপদেশে ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষাই ইঁহার বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তির কারণ হইয়াছিল। অশোকের রাজ্য লাভের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের অল্প অল্প উন্নতি হইতেছিল, ইঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে ঐ ধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয়। অশোক ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, কাশ্মীর, গ্রীস, রোম, সিংহল প্রভৃতি তদানীন্তন পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যদেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি ৮৪,০০০ (চতুরশীতি সহস্র) বৌদ্ধ-চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহার সমূহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান দেখা যায়। তিনি প্রজা সাধারণের হিতের নিমিত্ত অসংখ্য রাজপথ নির্ম্মাণ, চিকিৎসালয় ও পান্থশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তর-ফলকে গিরিগাত্রে এবং স্তম্ভসমূহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার উপদেশ সকল উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অশেষ প্রকার মানব-হিতকর কার্য্য করিয়া ৪১ বৎসর রাজ্য শাসনের পর, সম্রাট্ অশোক মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রা ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সিংহলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন।

অশ্বঘোষ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় "বুদ্ধ-চরিত" কাব্য রচনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অশ্বঘোষ দার্শনিক ও কবি ছিলেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিংবদন্তী এইরূপ যে, ইনি উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী শক নরপতি কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। অশ্বঘোষের প্রণীত বুদ্ধচরিত কাব্যের মারবিজয় নামক অংশের সহিত মহাকবি কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভব কাব্যের মদন ভস্মের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কালিদাসের অন্যান্য কবিতার সহিতও অশ্বঘোষের কবিতার পদ বিন্যাস, ভাব, ছন্দ ও অলঙ্কারাদির ঐক্য দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।—ইনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পটুয়াখালী নামক উপনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ব্রজমোহন দত্ত, জাতিতে কায়স্থ। দত্ত মহাশয় সবজজ্ ছিলেন। অশ্বিনী বাবু এম, এ, এবং বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার নামে বরিশাল নগরে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা ও নানাবিধ দেশ হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। ইনি একজন বাগ্মী ও ভক্তিমান্ পুরুষ। ইহাঁর রচিত "ভক্তির জয়" নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

অহল্যাবাই। - এই সুবিখ্যাত মহিলা ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি সামান্য গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ইনি আদর্শ রূপবতী না হইলেও ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী অতি সুন্দর ছিল এবং মুখে সর্ব্বদা প্রফুল্লতা বিরাজ করিত। অহল্যা বাল্যকালে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। হোলকার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও ইহার লাবণ্য ও স্বভাব দর্শনে মোহিত হইয়া স্বীয় পুত্রের বধূরূপে মনোনীত করেন। বিবাহের পর ইহার স্বামী খাণ্ডেরাও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অহল্যা শ্বশুরের অত্যন্ত অনুগতা ও প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তিনি পতি-বিয়োগে সহমৃতা হইবার জন্য উদ্যোগ করিলে শ্বশুর মলহররাও তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ প্রদান করেন। তাহার পর, অহল্যার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মালেরাও হোলকার রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। রাজপদে অভিষেকের নয় মাসের মধ্যেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়। এই শোকের সময়ে অহল্যা এক মহাবিপদে পতিত হন, হোলকার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী

গঙ্গাধর যশোবন্ত তাঁহাকে দত্তক গ্রহণের পরামর্শ দেন। উদ্দেশ্য, অহল্যা দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তককে নামে মাত্র রাজা করিয়া গঙ্গাধর সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবেন। কিন্তু অহল্যা এই পরামর্শে সম্মত হন নাই। ইহাতে গঙ্গাধর, পেশোয়াকে উত্তেজিত করিয়া অহল্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী অহল্যার বুদ্ধিগুণে ও প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। তাহার পর, অহল্যা স্বয়ং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতি সুচারুরূপে রাজ্য শাসন ও বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। অহল্যার সৎকীর্ত্তি অনেক, তিনি হিমালয়স্থ দুর্গম কেদার তীর্থে, মহীশূর রাজ্যে ও মালব প্রদেশে অনেক ধর্ম্মশালা স্থাপন, গ্রামে গ্রামে কূপ ও জলাশয় খনন করেন। প্রত্যেক তীর্থে দেবমন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। অহল্যা প্রত্যহ যথাসময়ে দেব পূজা ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া জলগ্রহণ করিতেন এবং পশু পক্ষীদের পর্য্যন্ত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া স্বচ্ছন্দে আহার করিতে দিতেন। তিনি রাজকোষে সঞ্চিত প্রায় কোটি মুদ্রা ও ত্রিশ বৎসরের রাজ্যের সমস্ত আয় সৎকার্য্যে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

আ

আউট্রাম।—সার্ জেমস্ আউটরাম ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিসিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিম্নশ্রেণীর সেনানী হইয়া ভারতবর্ষে আগত হন। ক্রমে কার্য্য-দক্ষতা গুণে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট কমিসনার্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি ভারতবর্ষের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। আউট্রাম কিছু কাল মিসর-প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সদেশের রাজধানী প্যারিস্ নগরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতার গড়ের মাঠে ইঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আউলচাঁদ।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাগ্রামে মহাদেব নামে একটী বারুই বাস করিত। সে একদিন বরজের মধ্যে একটী পরম সুন্দর শিশুকে পাইয়া বাড়ী লইয়া আসে। তখন শিশুর বয়স আট বৎসর মাত্র। মহাদেবের স্ত্রী শিশুকে সুন্দর দেখিয়া তাহার পূর্ণচন্দ্র নাম রাখিলেন এবং পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বারুই মহাদেব ঐ বালককে অনেক সময় তাড়না করিত, পূর্ণচন্দ্রের পক্ষে ঐরূপ তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে সে সেখান হইতে হরিহর নামক এক বিষ্ণুভক্ত গন্ধবণিকের গৃহে গিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। এখানে অবস্থান কালে পূর্ণচন্দ্র কিছু সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করে। হরিহর পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হইল না। ১২৬৭ সালে পূর্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার কুলিয়া গ্রামে গিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণি বলরাম দাসের নিকট গিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা গ্রহণের দিন হইতে পূর্ণচন্দ্রের আউলচাঁদ নাম হইল। পারস্য ভাষায় সিদ্ধ-পুরুষকে আউলিয়া বলে, সেই আউলিয়া নাম হইতেই আউলচাঁদ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে কর্ত্তাভজা নামে যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখা যায় এই আউলচাঁদই তাহার প্রবর্ত্তক। আউলচাঁদ তাঁহার গুরু বলরাম দাসের সহিত পূর্ব্ব বঙ্গে গমন করেন, সেখান হইতে ২৭ বৎসর বয়সে বেজরাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। আউলচাঁদের হটুঘোষ, বেচুঘোষ, রামশরণ পাল, নিত্যানন্দ দাস, ভীম রজপুত, শ্যাম কাঁশারী, পাঁচু রুইদাস প্রভৃতি ২২ জন শিষ্য ছিল। তাঁহার অনেক আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনা যায়। আউলচাঁদ তাঁহার শিষ্য সদ্গোপ জাতীয় রামশরণ পালকে শূল-ব্যাধি হইতে মুক্ত করেন। তজ্জন্য রামশরণই তাঁহার প্রধান শিষ্য হইয়া উঠেন। রামশরণের বাটী চাকদার নিকট জগদীশপুর। ইঁহার বংশধরেরাই এখন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঘোষপাড়ায় এখনও কর্ত্তাভজার দরবার বসিয়া থাকে। আউলচাঁদের

দশটী উপদেশ আছে। ১। মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিও না। ২। হরিনাম আত্মোন্নতির অদ্বিতীয় উপায়। ৩। সর্ব্বদা সৎকথা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিবে। ৪। কায়মনোবাক্যে আতিথ্য করিবে। ৫। সকল জাতির অন্ন খাইবে কিন্তু আমিষান্ন খাইবে না। ৬। ভোজনের পূর্ব্বে তুলসীতলস্থ মৃত্তিকা খাইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে। ৭। এক মাত্র চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবে। ৮। সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে সৎকথার আলোচনা করিবে। ৯। নিজ সম্প্রদায়ের কথা কাহাকেও বলিবে না। ১০। সর্ব্বদা সত্য আচরণ করিবে, গুরু সত্য, বিপদ্ মিথ্যা!

আওরঙ্গজেব।—ইনি সম্রাট্ শাহজেহানের তৃতীয় পুত্র। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সাম্রাজ্য লাভ করেন, কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূট-নীতি বলে তাহা ঘটিতে পারে নাই। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহজেহান সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে ঐ সংবাদ পাইয়া আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদারী ত্যাগ করিয়া সম্রাট্ হইবার অভিসন্ধিতে আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হন। তাহার পর, তিনি মিষ্ট কথায় চতুর্থ ভ্রাতা মুরাদকে বশীভূত করিয়া উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যসহ অগ্রসর হইতে থাকেন। পথে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার সহিত যুদ্ধ হয়। দারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। শাহজেহান আরোগ্য লাভ করিয়া পুত্রদের পরস্পরের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার ও পিতাকে বন্দীকৃত করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব আলমগির উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ইঁহাদ্বারা ভ্রাতৃগণের হত্যা-সাধন ও জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ-নগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

আকবর।—ইনি দিল্লীর মোগল-বংশীয় সম্রাট্ বাবরের পৌত্র এবং হুমায়ুনের পুত্র। ইঁহার পিতা হুমায়ুন যখন পাঠান শের খাঁ কর্ত্তৃক দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর তারিখে অমরকোট নগরে আকবর ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার মাতার নাম হামিদাবেগম। কথিত আছে, আকবর যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার পিতা হুমায়ুন অমরকোট নগরের অদূরস্থিত একটী স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের জন্ম সংবাদ প্রাপ্ত পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন কিন্তু তাঁহার তখন এমন দুরবস্থা যে, একটী মৃগনাভি ব্যতীত তাঁহার নিকট অন্য কিছুই ছিল না। তিনি তাহাই ভাগ করিয়া কিছু কিছু বন্ধুগণকে উপহার প্রদান পূর্ব্বক ইচ্ছা করিলেন—এই মৃগনাভি-কস্তুরী যেমন সৌরভ বিস্তার করিতেছে, আমার নবজাত পুত্রের ও যশঃ সৌরভ যেন এইরূপে চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তার করে। হুমায়ুনের এই শুভ ইচ্ছা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছিল। সম্রাট্ আকবরের যশঃ-সৌরভে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আকবরের জন্মের অল্পদিন পরে হুমায়ুন অমরকোট পরিত্যাগপূর্ব্বক পারস্যাভিমুখে পলায়ন করেন। গমনকালে হুমায়ুন শিশু আকবর ও স্বীয় মহিষী হামিদা বেগমকে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা হীবাটের শাসনকর্ত্তা—হিন্দালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। চারি বৎসর কাল আকবর পিতৃব্যের নিকটে ছিলেন। পরে পারস্যরাজের সাহায্যে হুমায়ুন কান্দাহার জয় করিলে আকবর তাঁহার নিকট প্রেরিত হন। অতঃপর কাবুলের অধিকার লইয়া হুমায়ুনের অন্যতম ভ্রাতা কামরাণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে বালক আকবর দুই বার কামরাণের হস্তে পতিত হন এবং আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তাহার পর, হইতে আকবর পিতার পার্শ্বে থাকিয়া রাজকার্য্যে সহায়তা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। শের সাহের মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্রকে পরাস্ত করিয়া হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

হন। তাহার পর বৎসর হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে আকবর পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈরাম খাঁ তাঁহার অভিভাবক ও মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহাকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিছু দিন পরে তিনি বৈরামখাঁর অতিপ্রভুত্বে বিরক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। বৈরাম বিদ্রোহী হইলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া শেষে ক্ষমা করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে আকবর আপনার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ভারতের বীর-বংশধর রাজপুত জাতির সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন ও একমাত্র উদয়পুরের মহারাণা ব্যতীত সমস্ত রাজপুত জাতির সহিত পরিণয় সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আকবর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে একটী নবরত্ন-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী নয় জন গুণী নিযুক্ত ছিলেন। আকবর মুসলমান্ সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি অমায়িক প্রিয়ভাষী, দয়াবান্ সুধী, মিতাচারী ও কার্য্য-দক্ষ। তাঁহার ভারত-শাসনকালে হিন্দুগণ সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর পরলোক গমন করেন।

আনন্দমোহনবসু—ইনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পৈতৃক আবাস ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষা হইতে এম্, এ, পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পরে "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি" প্রাপ্ত হন। তাহার পর, ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখান হইতে গণিত-শাস্ত্রের অতি সম্মানাত্মক "র‍্যাঙেলার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পরে ব্যারেষ্টারি পরীক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারেষ্টারি আরম্ভ করেন। বসু মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন এবং দুইবার বঙ্গীয়ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও বহুবিধ দেশ-হিতকর কার্য্যের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

আবদুলগণি—(খাজা) ঢাকার বিখ্যাত মুসলমান্ জমিদার। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন, বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকা সহরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঢাকা সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠা অন্যতম। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আবদুলগণি সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ও পর বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সি, এস, আই, উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নবাব হন। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি এই উপাধি বংশগত হয়। ১৮৮৬ খৃঃ ইনি পুনরায় কে, সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র স্যার্ নবাব বাহাদুর খাজে আসানুল্লা। তাঁহার মৃত্যুর পর, ইঁহার পৌত্র নবাব খাজে সলিমুল্লা বর্ত্তমান সময়ে নবাব বংশের প্রতিনিধি বর্ত্তমান আছেন।

আরিষ্টটল্।—ইনি প্রাচীন গ্রীস্ দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত। আরিষ্টটল্ খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অধ্যয়ন কালে ইনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পাঠ শেষ হইলে মাসিডনের রাজপুত্র সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। আথেন্স নগরে অবস্থান করিয়া ইনি শিক্ষকতা করিতেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার অধ্যাপক এই মহাপণ্ডিতের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। ইঁহার নানাদেশীয় অসংখ্য ছাত্র ছিল এবং ইনি অলঙ্কার, কাব্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পূর্ণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

আর্য্যভট্।—ইঁহার গ্রন্থে যে সময় পাওয়া যায়, তদনুসারে মিলাইলে দেখা যায় আর্য্যভট্ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। ইনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান মগধ প্রদেশের কুসুমপুর (পাটলিপুত্র নগর)।

আর্য্যভট-ই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্যের প্রদক্ষিণ আবিষ্কার করেন। বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক তাঁহার প্রধান জ্যোতিষ গ্রন্থে আর্যভটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার রচিত "আর্য্যসিদ্ধান্ত" ও "বীজগণিত" নামক গ্রন্থদ্বয় অতিপ্রসিদ্ধ। গয়াধামের প্রথিতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ভট্ আর্যভটের অধস্তন বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সন্নিহিত মঙ্গলাগৌরীর মন্দির সন্নিধানে ইনি বাস করেন।

আলওয়াল। ইনি এক জন মুসলমান্ কবি। প্রায় ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আলওয়াল ফরিদপুর জেলার কোন পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি 'পদ্মিনী' নামক একখানি কাব্য বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন। ভুবন বিখ্যাত সুন্দরী চিতোরের রাণী পদ্মিনীর লাভের ব্যর্থ আশায় আলাউদ্দীন খিলিজি কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণই এই কাব্যের বিষয়।

আলতমাস। ইনি দিল্লির দাসরাজ শ্রেণীর দ্বিতীয় সুলতান। আলতমাস ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে রাজত্ব করেন। ইনি ভারতে মুসলমান্-রাজ্য সংস্থাপক কুতুবুদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, পরে কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর, দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি মুলতান, সিন্ধু, কচ্ছ,, কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি বহু-স্থান অধিকার করেন এবং প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করিয়া অতি প্রাচীন মহাকালের মন্দির অপবিত্র ও বিধ্বস্ত করেন।

আলাউদ্দীন খিলিজি। ইনি দিল্লীর প্রথম খিলিজি সম্রাট্ জলালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জলালউদ্দীন ইঁহাকে কারার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। পরে ইনি ৮,০০০ সৈন্য লইয়া বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম পূর্ব্বক দেবগিরির রাজা রাম ও মহারাষ্ট্রপতি যাদবকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের ধন রত্ন সহ দিল্লী প্রত্যাগত হন এবং পিতৃব্যের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার-স্বরূপ তাঁহার প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু দিন পরে জলালউদ্দীনের পুত্রদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট্ অধিকার করিয়া তথাকার রাণী কমলাবতীকে হরণ করেন। তাহার পর, চিতোরের রাজ্ঞী পদ্মিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার হরণ করিবার অভিপ্রায়ে চিতোর আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু কামান্ধ আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। পদ্মিনী শেষমুহূর্ত্তে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। মালিক কাফুর নামক আলাউদ্দীনের একজন সেনানী দক্ষিণাপথের অন্তর্গত ত্রৈলিঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করেন। ১৩১৬ খ্রীঃ আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়।

আলিবর্দ্দি খাঁ। ১৭৩৯ খ্রীঃ সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজখাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। সুজা মৃত্যুকালে সরফরাজকে বলিয়া যান—হাজি মহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া যেন তিনি কাজ কর্ম্ম করেন। কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইঁহাদিগকে অবমানিত করেন। তজ্জন্য তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দি খাঁর নামে সুবাদারির সনন্দ আনয়ন করেন। আলিবর্দ্দি ১৭৪০ খ্রীঃ বিহার হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া যুদ্ধে অবিমৃশ্যকারী সরফরাজকে নিহত করেন। এবং স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন। আলিবর্দ্দির শাসনকালে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, তন্মধ্যে বর্গির হাঙ্গামাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। আলিবর্দ্দি জ্ঞানী ও কার্য্যকুশল ছিলেন, তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে তিনি মহাভারতের গল্প শুনিয়া ছিলেন এবং তিনি ইতিহাস পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন।

আলেক্ জাণ্ডার। ইনি গ্রীস্ দেশের অন্তর্গত মাসিডোনিয়ার বিখ্যাত রাজা। সাধারণতঃ ইনি সেকেন্দরসাহ নামে পরিচিত। ফিলিপের ঔরসে ও ওলিম্পিয়াসের গর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রীস্‌দেশীয়

সুপ্রসিদ্ধ আরিষ্টটলের অধীনে থাকিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করেন। কথিত আছে—ইনি হোমারের প্রণীত ইলিয়াড্ নামক কাব্য সর্ব্বদা পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। মহাবীর আকিলিসের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া ইঁহার মনে বীরত্ব উৎপন্ন হয়। পিতার মৃত্যুর পর, বিংশতি বৎসর বয়সে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার বিমাতা ক্লিওপেট্রা ইঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের বুদ্ধি কৌশলে সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে আলেক-জাণ্ডার এসিয়া বিজয়-মানসে ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া দিগ্বিজয় যাত্রা করেন। ইনি নানাদেশ জয় করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। পঞ্জাবে পুরু নামক একজন রাজা ইঁহার গতি রোধ করেন। অবশেষে সম্মুখ-সংগ্রামে পুরু পরাজয় প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার অসাধারণ বিক্রম দেখিয়া আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর, আলেকজাণ্ডার মগধ রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষী হন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ উহাতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্বের পর বাবিলনে অবস্থিতি কালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আশুতোষমুখোপাধ্যায়। এই জগদ্‌বিখ্যাত মহাপুরুষের নাম না শুনিয়াছেন, এরূপ বাঙ্গালী অতিবিরল। সার্ আশুতোষ রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতা ৺ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত হুগলি জেলার জিরাট বলাগড় হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি মেডিকাল-কলেজ্ হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবানী-পুরে বাস-ভবন প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সময়ের এক জন অতিবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ছিল। ভবিষ্যতে যে সার্ আশুতোষ বিদ্যা, চরিত্র, স্বদেশহিতৈষিতা, বিপন্নের প্রতি করুণা, পরোপকার, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি সমুন্নতগুণাবলীর জন্য নিরন্তর জনসাধা-রণের সাধুবাদ লাভ করিতেছেন, মূলে তাঁহার মনস্বী পিতার সাহায্যই উহার নিদান। সার্ আশুতোষ ১৮৬৪ খৃঃ জুন মাসে ভবানী-পুরে জন্ম গ্রহণ করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আজ কালকার ছাত্রদের অনেকেরই পুঁথিগত বিদ্যা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সার্ আশুতোষের পাঠাবস্থায় সেরূপ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ছিল না, তাঁহার পিতার সাহায্যে তিনি পঠিত বিষয় অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষার এক বৎসর পরে তিনি এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাহার পর বৎসর আট হাজার টাকা মূল্যের "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে তিনি উচ্চাঙ্গের গণিত শিক্ষার জন্য বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ এবং মিশ্র-গণিতে তাঁহার পরিশ্রমের ফল ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজেও পৌঁছিয়াছিল। ইউরোপীয় বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের কৃত সমাধানের সহিত তাঁহার কৃত অনেক দুরূহ গণিত বিষয়ক সমাধান উচ্চাঙ্গের গণিত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাহার পর, বিধিশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। তিন বার ঠাকুর ল (Tagore Law) র স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর, বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঁচ বৎসর পরে আইনের অনার্ পরীক্ষায় এত দূর পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন যে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডাক্তার অফ্‌ল" (ডি এল্) উপাধি প্রদত্ত হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ত্রিশবৎসর মাত্র। তাহার পর, ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে বিধিশাস্ত্রের আলোচনা করেন এবং সাত বৎসর পরে উকীল-গণের নেতৃপদ প্রাপ্ত হন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উকীলগণের প্রাপ্ত যত প্রকার সম্মান আছে সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় পনর বৎসর পরে তিনি

হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। অতীব বিজ্ঞতা ও স্বাধীন-চিন্তার সহিত তিনি এখন ঐ গুরুতর কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবনে এত সম্মান লাভ করিয়াছেন যে এই ক্ষুদ্র জীবন বৃত্তান্তে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা অসম্ভব। আমরা এস্থলে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিলাম। তিনি লর্ড-ল্যান্সডাউনের ভারতশাসনকালে ইউনিভার্সিটির সদস্যপদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, আর্ট-ফ্যাকালিটির মেম্বরদিগের প্রতিনিধিরূপে ১৫ বৎসর কাল সিণ্ডিকেটের মেম্বরের কার্য্য করেন। ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিরূপে তিনি দুইবার বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচিত হন এবং একবার কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিরূপে ঐ সভার সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভকাউন্সিলের বেসরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপ্রিমকাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচিত হন। ঐ সময়ে তিনি অতীব তেজস্বিতা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, বাগ্মি-প্রবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ-যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে ইউরোপীয় মনীষিগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলারের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অবসানে এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কি ইউরোপীয় কি দেশীয় কেহই সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলারের পদে অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্ চেন্সেলার্ নিযুক্ত হওয়ার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজীবন লাভ হইয়াছে। তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়াছেন তাঁহার কৃতিত্ব-গুণে যেমন নানাপথ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনাগম হইয়াছে, তেমনি উহার সদ্ব্যবহার দ্বারা উচ্চ শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। তিনি যে শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানেরই পক্ষপাতী তাহা নহে, প্রাচ্যবিদ্যায় ও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ। তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গের সুধীমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ সংস্কৃত-ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে "সরস্বতী" এই গৌরবাত্মক উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। মাতৃ-ভাষার প্রতি ও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ, তাঁহারই যত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবর্ণময়ী মাতৃ-ভাষার রত্ন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নবদ্বীপস্থ বিদগ্ধজননী সভার সভাপতি। গবর্ণমেণ্ট ও মুখোপাধ্যায় মহা-শয়ের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া প্রথমে "সি, এস্, আই" তাহার পর, গত বৎসর (১৯১২ খ্রীঃ) জানুয়ারি মাসে দিল্লীর দরবারের সময় "নাইট" এই মহাগৌরবের উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার মহিমা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ দিল্লী অবস্থান কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিয়া অনেক-ক্ষণ ব্যাপিয়া ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কথোপকথন করেন। সম্রাটের সহিত এরূপ আলাপ সম্ভাষণের সুযোগ বোধ হয় অতি অল্প ভারত-বাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্ববিষয়ে জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। তিনি আহারে ব্যবহারে পরিচ্ছদে সর্ব্ববিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু-প্রথার পক্ষপাতী। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা সম্পাদন করেন। ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যখন তিনি দেখিলেন বালবিধবার বিবাহ অবৈধ নহে, তখন কোন বাধা বিপত্তির দিকে লক্ষ্য না করিয়া উহা সম্পাদন করিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গদেশীয় হিন্দু-সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার মানসিক বল এতই অধিক যে তিনি উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, প্রজ্বলিত দাবানল আপনা হইতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দোল, দুর্গোৎসব, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি নিত্য-ক্রিয়া সকল

যথারীতি সম্পন্ন করেন। তিনি যেমন দান কার্য্যে মুক্ত হস্ত, তেমনই পরোপকারী। কোন-রূপে কাহারও উপকার করিতে পারিলে তিনি হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ অনুভব করেন। প্রতি-দিন কত ব্যক্তি যে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী, এবিষয়ে তাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই। বহুভেদপূর্ণ ভারতে তাঁহার সমদর্শিতা একটি মহৎ দৃষ্টান্তস্থল।

ই

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৭৭১ শকে ইঁহার মাতুলালয় পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি পূর্ণিয়ার উকিল ছিলেন। ইন্দ্র বাবু ক্যাথিড্রাল্ মিশন্ কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুদিন হেতমপুর স্কুলের হেড্ মাষ্টারি করেন। বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পূর্ণিয়া, দীনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে ওকালতী করিয়া পরে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ওকালতী করেন। তিনি অতিশয় গোঁড়া হিন্দু। যাঁহারা বিষয়ী হইয়াও সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে আদর্শ ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সমুচ্চ সম্মান বলপূর্ব্বক আদায় করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পান, ইনি সেই শ্রেণীর লোক। ইনি বঙ্গবাসী পত্রে মধ্যে মধ্যে 'পঞ্চানন্দ' বাহির করিয়া দেশের বিখ্যাত লোকদের বিদ্রূপ করিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ কাব্য লিখি-তেন। ইঁহার "ভারত উদ্ধার' প্রভৃতি ব্যঙ্গকাব্য প্রসিদ্ধ। ১৩১৭ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত। ইনি ১২১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিনারায়ণগুপ্ত। জাতিতে বৈদ্য, নিবাস কলিকাতার সন্নিহিত কাঁচরাপাড়া। শৈশবে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া কিছু দিন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, দশ বৎসর বয়সে মাতৃ-বিয়োগ হইলে ইঁহার পিতা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কলিকাতা মাতুলালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ মনঃসংযোগের অভাবে ইংরাজী-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। ক্রমে সেই অভ্যাস-বলে তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কবি বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার মাতামহের কলিকাতার ঠাকুর-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই সূত্রে তিনি গোপী-মোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। ক্রমে সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইলে যোগেন্দ্রমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৭ সালে "সংবাদপ্রভাকর" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শেষ ভাগে একবার তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। ১২৬৫ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। বাঙ্গালা লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তই সর্ব্বপ্রথম কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর। এই স্বনাম প্রসিদ্ধ মহাত্মার কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারই অবিদিত নহে। ইনি ১২২৭ শালের (ইং ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ই আশ্বিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতীদেবী। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করেন। তাহার পর, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন, প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রত্যেকশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত-ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪১

খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ক্রমে এই পদ হইতে তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ঐপদে ক্রমে তাঁহার বেতন ৩০০৲ টাকা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি অধ্যক্ষের কার্য্য ব্যতীত ও ২০০৲ টাকা বেতনে একজন অতিরিক্ত বিদ্যালয়পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্যের জন্য তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হইতেন। কয়েক বৎসর অতিশয় পরিশ্রম সহকারে এই উভয় কার্য্য করার পর, বিদ্যাসাগরের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মনোমালিন্য ঘটে। স্বাধীনচেতাঃ বিদ্যাসাগর নিজের মত রক্ষা করিতে না পারিয়া পাঁচশত টাকা বেতনের চাকুরী পরিত্যাগ করেন। তিনি জীবনে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমুদাই পরোপকারের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সকল মহৎ কার্য্যের জন্য এত বিখ্যাত, তন্মধ্যে তিনটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এক "বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন" দ্বিতীয় "বালবিধবার পুনরায় বিবাহ," তৃতীয় "বহুবিবাহ-প্রতিষেধ।" বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া বিদ্যাসাগর সর্ব্বসাধারণের সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই। বহুবিবাহ-প্রতিষেধ উহা তাঁহার নিজসমাজের সংস্কার বিশেষ। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক এক ব্যক্তি অর্থলোভে শতাধিক বিবাহ পর্য্যন্ত করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষ দেখাইয়া উহা তিরোহিত করিবার চেষ্টা করেন। এখনও ঐ প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের নিমিত্ত অভিজ্ঞান শকুন্তল, উত্তরচরিত, মেঘদূত প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেন এবং সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস, জীবনচরিত, চরিতাবলী, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। এতভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকারে মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন।

উ

উইলসন্ হরেস্ হেম্যান্। ইনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে উইলসন্ সাহেব টাকশালের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর, ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেঙ্গল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির সেক্রেটারির কার্য্য করেন। এই সময়ে ইনি সংস্কৃত-ভাষার সবিশেষ অনুশীলন করিয়া ছিলেন। ইহাঁর কৃত কালিদাসের মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদ সর্ব্বত্র সমাদৃত। "থিয়েটার অব্ দি হিন্দুজ্" নামক ইংরাজীগ্রন্থে ইহাঁর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ইহাঁর কৃত সুবৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশিক্ষার্থীদের বহু উপকার সাধন করিতেছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উইলসন্ সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য। ইনি এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে উদয়নাচার্য্য ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মিথিলা প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাংখ্য বেদান্ত, মীমাংসা এবং বৌদ্ধগণের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বর নিরূপণার্থ "কুসুমাঞ্জলি" নামক ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার "কিরণাবলী' নামক আর একখানি ন্যায়গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

উদ্ধাবণ দত্ত। ইনি ১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক্ জাতীয় দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা অতিশয় ধনাঢ্য ছিলেন। ইনি যৌবনে পুত্র শ্রীবাসের হস্তে সংসার ভার অর্পণ করিয়া নিত্যানন্দের কৃপায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীকর নন্দন দত্ত উদ্ধাবণ
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস নিতাইর দাস
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত॥

উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাধারণতঃ ইনি ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জী নামে খ্যাত) উমেশচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এটর্ণি

ছিলেন। বাল্যকালে উমেশচন্দ্রের লেখা পড়ায় কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না, সখের থিয়েটার লইয়াই প্রায় থাকিতেন। তাহার পর, কিছু দিন ওরিয়েণ্টেল্ সেমিনরিতেও কিছু দিন হিন্দু স্কুলে অধ্যয়নের পর, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বম্বের রুস্তমজীর প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া আইন পাঠের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সভাবাজারের মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রভৃতি কলিকাতার বড় লোকেরা ইঁহার সাহায্য করেন। উত্তরকালে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হন। ইনি চারি বার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল হইয়াছিলেন। একবার ইঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়, ইনি তাহাতে অস্বীকার করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হন। ১৮৯৪, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বম্বে নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে প্রিভিকাউন্সিলে স্বীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেই ইঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

ক

কনিংহাম। সার্ আলেক্জাণ্ডার কনিংহাম ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সৈনিক-বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। দীর্ঘকাল অতি দক্ষতার সহিত সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া তাহার পর, পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম সার্ভেয়ার্ নিযুক্ত হন। অনন্তর কনিংহাম সাহেব ঐ বিভাগের ডাইরেক্টার পদে মনোনীত হন। মুদ্রাতত্ত্ব ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় ভূগোল সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কনিষ্ক। ইনি একজন শাকবংশীয় রাজা, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তরভারতে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার রাজধানী পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেষোয়ারে) ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধগণের চতুর্থ সঙ্গীতি আহূত হয়। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কার সাধন করেন এবং ইঁহার প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের পদ্ধতি সকল সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়।

কর্জন। লর্ড কর্জন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে কর্জন জন্ম গ্রহণ করেন। অধ্যয়ন কালে ইনি প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইনি প্রথমে লর্ড সলিস্‌বেরির আঃ প্রাইভেট্ সেক্রেটারির কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর, ১৮৯১—৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের অণ্ডার সেক্রেটরি, অনন্তর ১৮৯৫—৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারির পদে আসীন থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে লর্ড কর্জন এসিয়া, পারস্য দেশ ও অন্যান্য দেশ সংক্রান্ত কয়েক খানি পুস্তক লেখেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি মধ্যে একবার মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড এমথিলের উপর কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ইঁহার ভারত শাসন কালে কয়েকটী প্রধান পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ একটী প্রধান। লর্ড কর্জন ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে, তিনি আর বিবাহ করেন নাই। নানাবিধ রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের খ্যাতনামা গবর্ণর জেনেরাল্, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আর্ল ও প্রথম মার্কুইস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রথমে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের ঔপনিবেশিক ইংরেজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, নানা

ঘটনার পর সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনেরেলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এখানে আসিয়াও দক্ষিণা-পথে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে বঙ্গের জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই প্রধান। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার এদেশে গবর্ণ জেনেরাল্ হইয়া আগমন করেন। আর তিনি দেশে ফিরিতে পারেন নাই, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবীর—কবীর পন্থী মতের প্রবর্ত্তক। ইনি ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজের মত প্রচার করেন। কবীর বিষ্ণুর উপাসক এবং রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্যের অন্যতম। ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই সমভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান ছিল। কিংবদন্তী এই কবীর দেহত্যাগ করিলে ইহাঁর শবদেহের সংকার লইয়া হিন্দু শিষ্য ও মুসলমান শিষ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, শেষে দেখা গেল কবীরের দেহ সেখানে নাই কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

কালিদাস। মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন, এই কিংবদন্তী বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। এই কবির কাব্য পাঠ করিলেও জানা যায়, তিনি এক সময়ে স্বীয় অধিষ্ঠান দ্বারা ভারতের প্রাচীন মহানগরী উজ্জয়িনীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কালিদাস তাঁহার কাব্যে যে সকল জ্যোতিষিক তত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা বরাহমিহিরের গ্রন্থেই প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এজন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ নানা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন—বরাহমিহিরের জীবৎকালে অথবা উহার কিছুকাল পরে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন, অতএব কালিদাসও খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর যে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। কালিদাসের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তিনি কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়রূপে জানা যায় না। মৈথিল পণ্ডিতগণ বলেন "কালিদাস মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এইরূপ অন্যান্য প্রদেশের বিদ্বদ্‌বর্গও তাঁহাদের দেশ কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়া দাবী করেন। মহাকবি প্রথম কালিদাস। ১। ঋতুসংহার। ২। মালবিকাগ্নিমিত্র। ৩। রঘুবংশ। ৪। কুমারসম্ভব। ৫। অভিজ্ঞানশকুন্তল। ৬। বিক্রমোর্ব্বশী। ৭। মেঘদূত। এই কয়খানি কাব্য রচনা করেন [মহাকবি কালিদাসের সময় নির্ণয় ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত মৎকৃত "সচিত্র দক্ষিণাপথভ্রমণ" (৩য় সংস্করণ) নামক পুস্তকের উজ্জয়িনীর বৃত্তান্তে পাঠ করুন] মহাকবি প্রথম কালিদাস ব্যতীত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা প্রভৃতি কাব্যের লেখক ভোজরাজীয় কালিদাস ও জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থের প্রণেতা বঙ্গীয় জ্যোতিষি-বিপ্রকুলোদ্ভব কালিদাসগণক নামে অপর দুই কবি কালিদাস ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। ইনি পাথুরিয়াঘাটায় ৺গোপাললাল ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি হিন্দু-কলেজ, ওরিয়েণ্টেল সেমিনরি, ডবটন্ কলেজ প্রভৃতিতে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। পরে গৃহে শিক্ষকের নিকট ইংরেজীভাষা অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী সাহিত্যে ইনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শুনা যায় ইনি যেমন দেশহিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন, তেমনি প্রজাহিতৈষী এক জন আদর্শ জমিদার ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি কাশীধামে বাস করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর দেহত্যাগ হইয়াছে। এখন ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথঠাকুর ইহাঁর বিপুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডান। অনুমান ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা নিতান্ত

অসচ্ছল ছিল, সুতরাং উপনয়নের পরই ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হন। কালীচরণ এম, এ, বি এল, ছিলেন। প্রথম খ্রীষ্টান্ স্কুলে চাকুরী করেন, তাহার পর হাইকোর্টে ওকালতী, অবশেষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির রেজিষ্টার হন। কালীচরণ যেমন সুবক্তা তেমনি দেশহিতৈষী ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ইনি ১২৬৮ সালে কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রাখালচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন যদিও বি, এ. কিংবা এম, এ, উপাধি-যুক্ত ছিলেন না কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল তিনি কবিতা ও সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। বারো বৎসর কাল অতিযোগ্যতার সহিত সুপ্রসিদ্ধ 'হিতবাদী' পত্রের সম্পাদকতা করেন। হিতবাদীতে সময়ে সময়ে তিনি নির্ভীক অন্তঃকরণে অতিতেজস্বিতা-পূর্ণ প্রবন্ধ সকল লিখিতেন। তাঁহার সময়ে হিতবাদী উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটী সংস্করণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতে প্রত্যাগমন কালে জাহাজে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্নঘোষ। ইনি ১২৫০ সালে ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ। কালীপ্রসন্ন শৈশব হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ইনি বাল্যকালে মৌলবীর নিকট পার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ঢাকা কলিজিয়েট্ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, গৃহে বসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ইংরাজী মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি ঢাকা ছোট আদালতে প্রবেশ করেন, সেখানে ক্লার্ক-অফ্ দি কোর্টের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর, ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ইনি একজন প্রতিভাশালী লেখক। ইহাঁর রচিত প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বান্ধব নামে একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন শুধু লেখক নহেন, একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মীও বটে—এই সাহিত্য-চর্চ্চার পুরস্কারার্থ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "সি, আই. ই," ও "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ। ইনি কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ-জমিদার সিংহবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শান্তিরামসিংহ। সার্ টমাস্ রন্ বোল্ড ও মিঃ মিডল্টনের নিকট মুরশিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। কালীপ্রসন্ন ধনীর সন্তান হইলেও শৈশব হইতে বৃথা আমোদ প্রমোদে মত্ত না হইয়া বিদ্যা শিক্ষায় রত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সিংহ মহাশয় বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ-রূপ যে মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার এবং তাঁহার বংশের গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই অনুবাদ কার্য্য ১৭৮০ শকাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৭৮৮ শকে উহা পরিসমাপ্ত হয়। কালীপ্রসন্ন নিজে যেমন গুণী ছিলেন, সেইরূপ অন্যের গুণেরও আদর করিতে জানিতেন। তিনি যেমন উন্নতমনা, তেমনি পরিহাস রসিক ছিলেন। তাঁহার কৃত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক রহস্য-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

কাশীরামদাস। ইনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন। কাশীরাম কোন সময়ের লোক তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে অনেকে অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কাশীরাম দেব উপাধিধারী কায়স্থ। পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সন্নিহিত সিঙ্গি-গ্রাম। কাশীরাম

সংস্কৃত-ভাষা জানিতেন কিনা ইহা লইয়া অনেক সময় সাহিত্যসেবীদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। এক পক্ষ বলেন "তিনি সংস্কৃত-ভাষা জানিতেন", অপর পক্ষ বলেন "তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, কথকদের মুখে উপাখ্যান শুনিয়া লিখিয়াছিলেন"। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের বাঙ্গালা মহাভারত মিলাইলে দেখা যায়, উভয় মহাভারতের অনেক ঘটনায় মিল নাই। মূল সংস্কৃত মহাভারতে যে সকল কথা আছে, কাশীরামের মহাভারতে উহার কোন কোন ঘটনা নাই। আবার কাশীরামের মহাভারতে এমন দুই একটী ঘটনা আছে, যাহা মূল মহাভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় কাশীরামদাস সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। তাঁহার অনুপম-কবিত্ব ও বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ অধিকার থাকায়, কথকদের মুখে শুনিয়াও মহাভারত লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাশীরামের নিম্নলিখিত মহাভারতের পদ্যাংশ এতদ্‌ বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার।

পদ্য মহাভারত কাশীরামের অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ। বঙ্গের লেখাপড়া জানা এমন নরনারী বিরল, যিনি জীবনে একবার কাশীদাসের মহাভারত না পাঠ করিয়াছেন।

কুতব-উদ্দিন। ইনি ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান্‌ সম্রাট্‌। কুতব-উদ্দিন তুরস্কজাতীয় কোন দরিদ্রের সন্তান। ইঁহার পিতা ইঁহাকে বাল্য-কালে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের কোন মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে। কুতব ঐ মুসলমানের গৃহে থাকিয়া কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাহার পর, ঐ মুসলমানের মৃত্যু হইলে এক বণিক্‌ ইঁহাকে মহম্মদঘোরীর নিকট বিক্রয় করে। ঐ সময় হইতেই ইহাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হয়। মহম্মদ ঘোরী প্রথম ইহাঁকে একটী সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পরে কুতব মহম্মদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুতব গুজরাট্‌ জয় করিতে আসিয়া তত্রত্য রাজা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। উহার কিছু দিন পরেই গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কান্নী, ও বদায়ুন জয় করেন। দিল্লী জয়ের পর মহম্মদ ঘোরী কুতবের উপর তথাকার শাসনভার অর্পণ করেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যু হইলে কুতব উদ্দিন স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক দিল্লীতে স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কুতবের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াই চলিয়া যাইতেন, কুতবউদ্দিনই প্রথম দিল্লীতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ায় কুতব-উদ্দিনের মৃত্যু হয়; অদ্যাপি দিল্লীর শেষ হিন্দু-নরপতি পৃথ্বীরাজের যজ্ঞশালার অনতিদূরে কুতবের নির্ম্মিত "কুতবমিনার" নামক একটী অত্যুচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজমান আছে।

কুমারিলভট্ট। ইনি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ম খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিহার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে ইনি কোন বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এক দিবস তাঁহার অধ্যাপক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের একটী সিদ্ধান্ত বহু সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিলে অজ্ঞাতসারে কুমারিলের নয়ন হইতে অশ্রুপাত হয়। ইহা দেখিয়া বৌদ্ধ অধ্যাপকগণের মনে শঙ্কা হইল। তাঁহারা স্পষ্ট বলিলেন, "তুমি প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের নিকট অধ্যয়ন করিতেছ, তুমি মনে মনে বেদসিদ্ধান্তে বিশ্বাস কর ও বাহিরে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দাও।" কুমারিল তখন নিজেকে বৈদিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তাহার পর, বৌদ্ধেরা বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে পতনের আদেশ করিলেন। কুমারিল পর্ব্বত হইতে পতনকালে বলিলেন, "বেদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়াও যেন আমার মৃত্যু না হয়।" কুমারিলের পর্ব্বত হইতে পতনে মৃত্যু হইল না, কিন্তু 'যদি' এই সন্দেহসূচক বাক্য প্রয়োগ করায় তাঁহার একটী চক্ষু বিনষ্ট হইল। তাহার পর

হইতে তিনি দক্ষিণাপথের নরপতিগণের সাহায্যে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। তিনি বৌদ্ধদর্শনের রহস্য অবগত ছিলেন, সুতরাং অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিলেন। এমন কি যে সকল বৌদ্ধ-গুরুর নিকট তিনি উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজাদের সাহায্যে তাঁহাদের পর্য্যন্ত বধ সাধন করেন। অবশেষে সেই গুরুবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়াগক্ষেত্রে তুষানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেখানে উপস্থিত হন। তিনি কুমারিলকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কুমারিল সঙ্কল্প পাঠপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হন নাই। কুমারিল কর্ম্মবাদী মীমাংসক, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না কিন্তু বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির অবশ্য কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি আশ্বলায়নগৃহ্যপদ্ধতিকারিকা, মীমাংসাতন্ত্রবার্ত্তিক, মানবশ্রৌত-সূত্রভাষ্য, শ্লোক-বার্ত্তিক, লঘুবার্ত্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃত্তিবাস ওঝা। অনুমান পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম-ভাগে কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে স্বতন্ত্র মত ছিল। সংপ্রতি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা অবগত হওয়া যায়—তাঁহার জন্মভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটের সন্নিহিত ফুলিয়া গ্রাম। পিতামহের নাম মুরারিওঝা, পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মালিনী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যায়, গ্রন্থকার অবিকল বাল্মীকি-প্রণীত মূল সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করেন নাই। রামায়ণের উপাখ্যান-বর্ণন প্রসঙ্গে উহার মধ্যে নানা পুরাণ উপ-পুরাণের গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন কিনা এবিষয়ে বহু দিন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে। আজ কাল কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নিত্য নূতন যে সকল আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত না বলিয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হউন বা না হউন, তাঁহার রচিত রামায়ণ পাঠ করিয়া এই মনে হয়, মূল বাল্মীকি-রামায়ণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তিনি কথকদের মুখে শুনিয়াই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাস কথকদের মুখে শুনিয়াই রামায়ণ লিখুন, অথবা স্বয়ং পুরাণাদি পাঠ করিয়াই রচনা করুন, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সহস্র সহস্র বিদ্যালয় স্থাপনে বাঙ্গালী যে উচ্চ নীতি শিক্ষা না করিতে পারিয়াছে, এক কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচারে তদপেক্ষা অনেক অধিক শিখিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন। অনুমান ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয় নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাটায়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ইনি শৈশবে টীকা টিপ্পন সহকারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ অমর কোষ অভিধান এবং ভটি, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মাঘ, নৈষধ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া নবদ্বীপের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত অধ্যাপক গোলোকচন্দ্রন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। শিরোরত্ন মহাশয় অত্যন্ত মেধাবী, তাঁহার সহধ্যায়িগণের মধ্যে কি অনুমান-খণ্ড কি শব্দখণ্ড, ন্যায় দর্শনের এই উভয় বিভাগেই তিনি সমধিক ব্যুৎপন্ন হন। ইনি ন্যায়দর্শন অধ্যাপনার জন্য চতুষ্পাঠী খুলিবেন, এই অবস্থায় খৃষ্টান-মিশনরীগণ নবদ্বীপে আসিয়া এক কলেজ্ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি ও ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা হইত। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ সাহেব শিরোরত্ন মহাশয়কে সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। শিরোরত্ন মহাশয় ভৃতি গ্রহণে অস্বীকার করায় শেষে কথা হয়, তিনি বিনা বেতনে ঐ কলেজে অধ্যাপনা করিবেন, মিশনরি সাহেবেরা প্রয়োজন অনুসারে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবেন। কিন্তু ছয় মাস না যাইতেই মিশনরিগণের ভাবচক্র দেখিয়া শিরোরত্ন মহাশয়

মিশনরিকলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রেরা মিশনারি সাহেবদের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর, তিনি নবদ্বীপের ওলাদেবী-তলায় গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্নের টোলের দক্ষিণে এবং সেই প্রাচীন বুনোরামনাথের ভূতপূর্ব্ব টোলের উত্তরে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত অধ্যাপকেরা ন্যায়, স্মৃতি ব্যতীত অন্যশাস্ত্র পড়াইতেন না, তজ্জন্য অনেক সংস্কৃত-জ্ঞান-বিহীন ছাত্র নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি হইত। শিরোরত্ন মহাশয় অন্য ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অগ্রে ছাত্রকে সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া লইয়া ন্যায়দর্শন পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এজন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়ের শব্দ খণ্ড, অনুমানখণ্ড সমস্তই অধ্যাপিত হইত। তিনি স্বয়ং সকল ছাত্রকে পড়াইবার অবসর পাইতেন না, সুতরাং প্রধান প্রধান ব্যুৎপন্ন ছাত্রগণের হস্তে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়াইবার ভার দিতেন। এই (ঐতিহাসিক ও আধুনিক জীবনচরিতের) লেখক তাঁহার শেষ জীবনের ছাত্র। আমার ন্যায় অকৃতী বিদ্যার্থীর উপরও গুরুদেব প্রায় পঞ্চাশটী ছাত্রের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি বেশ মিষ্ট ভাষায় রসিকতা সহকারে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি একটী মাত্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইলেও নবদ্বীপের সমস্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রই প্রত্যহ তাঁহার নিকট নানা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিত। অনুমান ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি বিদ্যমান নাই, এখন কেবল কন্যাগণ ও বিধবা পুত্রবধূরা আছেন। শিরোরত্ন মহাশয় যেমন তেজস্বী তেমনি উদার-স্বভাব ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কবি তাঁহার জীবৎকালে নবদ্বীপে আর কেহই ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধা রমাবাইসরস্বতী কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আগমন করিলে যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে শিরোরত্ন মহাশয়ই মহারাজের দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রার্থনায় উক্ত সরস্বতীমহোদয়াকে পূরণের জন্য একটী কবিতাংশ রচনা করিয়া দেন। শেষে মহারাণী মহোদয়া প্রভৃতির অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হইলে রমাবাইকর্ত্তৃক ঐ সমস্যাটি পূরণের পর শিরোরত্ন মহাশয় স্বয়ং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে ঐ সমস্যাটীর পুনরায় পূরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার রচিত "সংকাব্যকল্পদ্রুম (সংস্কৃত-কোষকাব্য) অদ্যাপি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে।

কৃষ্ণগোবিন্দগুপ্ত। সাধারণের নিকট ইনি কে, জী, গুপ্ত নামেই বিখ্যাত। ইঁহার পিতা ৺ কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়ার জমিদার। তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভাটপাড়ার বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সিবিল্‌সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্টের অধীনে বরিশাল জেলার জয়েণ্ট-মাজিষ্ট্রেট্‌ নিযুক্ত হন। তাহার পর, ইনি জেলার মাজিষ্ট্রেট্-কলেক্টার্, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, আবগারি-কমিশনার্, বিভাগীয়কমিশনার্ প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চপদে কার্য্য করিয়া প্রশংসাভাজন হন। শেষে রেভিনিউবোর্ডের অন্যতর সদস্য পদ লাভ করেন। বাঙ্গালী সিবিলিয়ানদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার এমনি কার্য্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতা যে যখনই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে যে বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই বিভাগেরই উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে গুপ্ত মহাশয় কিছু কাল ইণ্ডিয়ান্-ফিসারি কমিশনের নেতৃত্ব করেন। অনন্তর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতসচিবের সভার (অর্থাৎ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের) সদস্য পদে বৃত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এরূপ উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হন নাই। ইনি বিদ্বান, কার্য্যকুশল ও পরোপকারী। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ, কয়েক বার

সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রভূত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় অবসর সময়ে নানাবিদ্যার অনুশীলন করেন এবং সুযোগ পাইলে পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাঁর সাহায্যে চাকুরি পাইয়া অনেক গরিব ও মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান অন্নের সংস্থান করিয়াছে। অল্প দিন হইল ইহাঁর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। ইঁহার কৃতবিদ্য পুত্রগণও নানা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় প্রথম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত হন। তাহার পর, ইহাঁকে মহাসম্মানজনক নাইট্‌ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। এখন ইনি সার্‌ কৃষ্ণগোবিন্দগুপ্ত (কে, টি)। সংপ্রতি "ভারত-সচিবের অনুপস্থিতি কালে গুপ্ত মহাশয় ভারত-সচিবের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১)। নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাঢীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের গোষ্ঠীপতি মহারাজ ভবানন্দমজুমদারের বংশে রাজা রঘুরামরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়। রাজা রঘুরামরায়ের শেষ বয়সে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন। তিনি কালিদাসসিদ্ধান্তের নিকট সংস্কৃত-ভাষা, এক মৌলবীর নিকট পারসী ও বিশ্রামখাঁর নিকট সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃগয়া-কার্য্যেও অত্যন্ত পটু ছিলেন। তিনি দলবলসহ অনেক সময় মৃগয়ায় বাহির হইয়া বড় বড় ব্যাঘ্র নিহত করিতেন। রাজা রঘুরাম মৃত্যু-কালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। চতুর কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে নবাবের নিকট চাকলাদাবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন রাজত্ব প্রাপ্ত হন, তখন রাজ্যের বাঁকী খাজানা দশ লক্ষ টাকা এবং নজরানা বারো লক্ষ টাকা নবাব সরকারে দেনা ছিল। সে সময়ে আলীবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি-কৌশলে এবং পঞ্চরত্নের সভার কোন জ্যোতির্ব্বিৎপণ্ডিতের কৃতিত্বে এই বিপুল দেনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তিনি যেমন গুণী, তেমনি গুণগ্রাহী ছিলেন। বাণেশ্বরবিদ্যালঙ্কার, অনুকূলবাচস্পতি, নবদ্বীপ-নিবাসী জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহবিপ্রকুল-সম্ভূত রামরুদ্র-বিদ্যানিধি প্রভৃতি পাঁচ জন বিখ্যাত পণ্ডিত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্নসভা অলঙ্কৃত করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত আস্তিক ও শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক দুইটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এবং সংস্কৃত-ভাষার উন্নতি কামনায় নানাশাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিতকে ভূমি ও বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। ইঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যেও বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহাঁরই সন্তোষবিধানের জন্য কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর "অন্নদামঙ্গল" নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন। হালীসহরের ভক্তকবি রামপ্রসাদসেন ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট মাসিক বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ভিন্ন গোপালভাঁড় নামক হাস্যরসপটু একটী ক্ষৌরকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ ভাজন ছিল। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার অগ্রণী ছিলেন। ইঁহারই যত্নে এদেশে ইংরেজ-রাজত্বের সূত্রপাত হয়। এজন্য ইংরাজেরা ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর, লর্ড ক্লাইভ্‌ ইহাঁকে পাঁচটা কামান উপঢৌকন প্রদান করেন এবং দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজ-রাজেন্দ্র" উপাধি আনাইয়া দেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রাজ্ঞী ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেহান্তর হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (২)। ইহাঁর জন্মভূমি মাতুলালয় হালিসহর, পৈতৃক আবাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভট্টপল্লী। ইহাঁরা রাঢীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, কুলোপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর প্রপিতামহ রাধাচরণ, মহারাজ নন্দকুমারের

কনিষ্ঠ জামাতা। তিনি নবাব সরকারে চাকরী করিয়া "রায় রাঁইয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার নাম ৺ তারকনাথ রায়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া কলেজ্ হইতে জুনিয়ারস্কলার্সিপ্ পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, কলিকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সীকলেজের তৃতীয় বার্ষিকশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া নানা কারণে পাঠ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে পুরী জেলা স্কুলে একশত টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, যথাক্রমে বহরমপুর কালেজের পঞ্চম শিক্ষক, রাজসাহী কলিজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আবা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বালেশ্বরের সব রেজিষ্টার, হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং হিন্দু হেয়ারে জয়েণ্ট হেড্মাষ্টারের কার্য্য করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারি তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ কালে ইঁহার তিনশত টাকা বেতন হয়। ইনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ভূ বৃত্তান্ত,' 'মিডল্ ক্লাস্ রিডার,' "ফ্রেজেস্ এণ্ড ইডিয়ামস্ অভিধান" প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। অল্পদিন হইল রায় মহাশয় কয়েকটী পুত্র, কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাসও বাল্য কাল হইতে চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণগ্রামের কথা শ্রবণ করিয়া একজন প্রগাঢ় চৈতন্য-ভক্ত হইয়া উঠেন। তাহার পর, নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন এবং সেখানে চৈতন্যের প্রিয়-শিষ্য রূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর শরণাপন্ন হন। পরে রঘুনাথের নিকট দীক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন প্রেমভক্তির আলোচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপদামোদরের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "চৈতন্যচরিতামৃত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৫১৩ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে চৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোভাব হইয়াছিল। কথিত আছে—কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়া উহা জীবগোস্বামীকে দেখিতে দেন। জীব দেখিলেন, এই সুললিত ছন্দে রচিত গ্রন্থখানি প্রচারিত হইলে রূপ সনাতন ও তাঁহার গ্রন্থ আর লোকে পাঠ করিবে না, সুতরাং তিনি অভিনব চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ স্বহস্তে যমুনা-জলে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। শেষে তিনি শুনিতে পান, তাঁহার প্রিয়শিষ্য মুকুন্দ ঐ গ্রন্থ খানি নকল করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে তিনি আশ্বস্ত হন, শেষে যমুনা-জলে নিক্ষিপ্ত গ্রন্থ খানিও পাওয়া যায়। তাহার পর, জীবগোস্বামীও ঐ গ্রন্থ অনুমোদন করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করেন। জীবগোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণদাস মুকুন্দের নকল পুঁথি খানি গোপনে বাঙ্গালা দেশে প্রেরণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত কৃষ্ণদাসকবিরাজের বৈষ্ণবাষ্টক, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণদাস পাল। ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শিমলা-পল্লীস্থ তৈলিকজাতীয় পাল-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল। শৈশবে ওরিয়েণ্টেল সেমিনারিতে, তাহার পর, মেট্রপলিটান্ কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিস্-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভার সহকারী সম্পাদক এবং তাহার পর, সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস ঐ সভার মুখপত্র হিন্দু-পেট্রিয়ট্ পত্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস

নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মিউনিসিপাল্ সভার সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা সহরের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাটের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য মনোনীত হন। এই সময় বড়লাটের সভায় প্রজাস্বত্ব-আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই উভয় সভাতেই কৃষ্ণদাস সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাও অনন্যসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার্ রিচার্ড টেম্পল্ লিখিয়াছেন—রাজা সার্ টি মাধবরাও ব্যতীত আমি ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাসপালের ন্যায় রাজ-নীতিজ্ঞ দেখিতে পাই নাই। কৃষ্ণদাস কি রাজপুরুষ, কি স্বদেশীয় লোক, সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি কি লিপি-কৌশল কি বাগ্মিতা, উভয় বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "রায়বাহাদুর" ও তাহার পর বৎসর "সি, আই, ই," উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশের লোক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নিমিত্ত চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পাষাণময় মূর্ত্তি কলেজ্-ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন-রোডের সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার পুত্র অনারেবল্ শ্রীযুক্ত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরও পিতৃপদবীর অনুসরণ করিয়া দেশের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন।

কৃষ্ণপাস্তী। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তৌলিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সহস্ররামপাস্তী। ইঁহাদের বংশোপাধি পাল, পান বিক্রয়ের ব্যবসায় করায় পাস্তী নামে প্রসিদ্ধ হন। বাল্যকালে কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষার কোন সুযোগ ঘটে নাই। ইনি মাথায় মোট লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন এবং সেখানে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া রাত্রিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। ইনি অত্যন্ত সরল ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, কুটিলতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। এই সত্যবাদিতার গুণেই—কালে ইনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। ইঁহার ব্যবসায় বুদ্ধিও প্রচুর ছিল। এক সময়ে কোন মহাজন ছোলা ক্রয় করিবার জন্য রাণাঘাটে আগমন করে, কৃষ্ণপান্তী তাহার নিকট হইতে সওদাপত্র লিখিয়া লন এবং আড়ংঘাটার ৵ যুগলকিশোর নামক কৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবক মোহান্ত গঙ্গারামের নিকট হইতে ছোলা ক্রয় করিয়া লইয়া উক্ত মহাজনকে দেন। ইহাতে ইঁহার ছয় সাত হাজার টাকা লাভ হয়। এই সময় হইতেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে থাকে। পরে কলিকাতায় লবণের ব্যবসায় করিয়া ইনি বহু ধন উপার্জ্জন করেন এবং অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা ইঁহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার লইতেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার-স্বরূপ মহারাজ শিবচন্দ্র ইঁহাকে "চৌধুরী" এই উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর হইতে এই বংশ "পালচৌধুরী" নামে খ্যাত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র লেখা পড়া না জানিলেও মুখে মুখে অনেক টাকার হিসাব রাখিতে পারিতেন। ইঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র জমিদারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। একজন দরিদ্র সন্তান নিজের অধ্যবসায় ও সাধুতাগুণে এত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, এজন্য তৎকালে ভারতবর্ষের গবর্ণর্‌জেনেরাল্ হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত ইঁহার নাম জানিতেন এবং ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বিলাসব্যসনে অর্থের অপব্যবহার করেন নাই। ১২১৬ সালে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার বংশধরেরা এখন রাণাঘাটের পালচৌধুরী নামে বিখ্যাত।

কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়। সাধারণের নিকট ইনি কে, এম, বনার্জ্জী নামে বিখ্যাত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুর মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনকৃষ্ণের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বাল্যকালে কৃষ্ণমোহনকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখা পড়া শিখিতে হইয়াছিল। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে ঐ কলেজের ডিরোজিও

নামক একজন ফিরিঙ্গি যুবকের উপদেশে কৃষ্ণমোহনের স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা বিলুপ্ত হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া হেয়ার্ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া তদানীন্তন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডফ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চারি বৎসর পরে ইঁহার স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হন। কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইঁহার যাজনক্ষেত্রস্বরূপ কলিকাতা হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী গির্জ্জা স্থাপিত হয়। উহাই কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা নামে কথিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইনি শিবপুর বিশপ্ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি ডি, এল্, উপাধি লাভ করেন। তাহার পর, অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণমোহন কলিকাতা মিউনিসিপাল-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহন স্বীয় যত্ন ও অধ্যবসায় গুণে সংস্কৃত, আরবী, পার্সী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ইংরাজী, লাটিন্, গ্রীক্, হিব্রু, উড়িয়া, তামিল, গুজরাটী, প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক এই সকল ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ইনি সুধাংশু নামে বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এতভিন্ন রঘুবংশ-কুমারসম্ভব প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শেষে তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ইহঁার অপর কন্যা মনোমোহিনী, হুইলার সাহেবের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণসিংহ। (সাধারণের নিকট ইনি লালাবাবু নামে বিখ্যাত।) ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। যৌবনের প্রথমে পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উদ্দেশে বর্দ্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। তাহার পর, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সরকারী বন্দোবস্তি মহাল সকলের দেওয়ান নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে সরকারী কার্য্য ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। কিংবদন্তী এইরূপ—এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারী পরিদর্শন করিয়া এক গ্রামের নিকট দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন ঐ গ্রামের একটী ধোপার মেয়ে বলিতেছে—"বাবা! বেলা যে গেল বাস্না'য় আগুন দাও"। "বাস্না" অর্থে কলার ফাতরা প্রভৃতি যাহা পুড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র "বাস্না" শব্দের বাসনা অর্থ গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার দিন ত ফুরাইয়া আসিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম না। তাহার পর, তিনি ভগবানে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হন। ইনি বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র নামক এক বিগ্রহ স্থাপনার্থ পঁচিশলক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ ঠাকুরবাড়ীকে বৃন্দাবনের লোকে "লালাবাবুর কুঞ্জ" বলে। ঐ মন্দির-সংলগ্ন একটী অন্নসত্র আছে। উহার বার্ষিক ব্যয় বাইশ হাজার টাকা। চল্লিশ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন, বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে এই পুণ্যাত্মা ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ইনি অনুমান ১৪১০।১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে আগমবাগীশ মহাশয় উপরি উক্ত সময়ের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বরগৌড়াচার্য্য। পূর্ব্ব নিবাস বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত মণ্ডলজানি গ্রাম। গৌড়াচার্য্য মহাশয় গঙ্গাবাস উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। গৌড়াচার্য্যের দুই পুত্র প্রথম পুত্র কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ইনি শাক্ত "তন্ত্রসার" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন

করেন। এই গ্রন্থে সমস্ত দেব দেবীর তান্ত্রিক প্রণালীতে উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। নবদ্বীপের আগমেশ্বরী কালী ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। ইনি অতি শান্ত-প্রকৃতি বৈষ্ণব। ইঁহার বংশে নবদ্বীপের সুকবি শ্রীযুক্ত অজিনাথন্যায়রত্ন মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি চৌরঙ্গীর চাইল্ড-কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। ১৭৮১ শকাব্দের ১৬ই কার্ত্তিক হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালী-টিকুরী গ্রামে কেদার বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। কেদার বাবুর বহু পরি-বার, সুতরাং জীবনের প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের দ্বারা ধনোপার্জ্জনের দিকে ইঁহার লক্ষ্য ছিল। ইনি নিতান্ত দায়ে পড়িয়া দুই বৎসর কোন ইংরেজ-ফারমে কার্য্য করার পর, ইঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত একটী ক্ষুদ্র বিপণির কার্য্য পরি-চালনায় প্রবৃত্ত হন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিলে কি না হয়? এখন ইনি ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ অকাতরে সৎকর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন। কেদার বাবু কথা বলেন অল্প কিন্তু কাজ করেন অধিক। তিনি কি কার্য্যালয়ে, কি গৃহে সর্ব্বদা নীরবে অবস্থান করেন। কিন্তু কার্য্য তাঁহার দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। কেদার বাবুর পরিচ্ছদ অতিসামান্য ধুতি চাদর আর চটী জুতা। দৈনিক আহার নিতান্ত সাদাসিদে, এমন কি দুই একদিন পর্য্যুষিত অন্ন সামান্য তরকারী ও তিন্তিরি সংযোগে উদরসাৎ করিয়া অফিসে চলিয়া যান। গৃহে বারো মাস দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়া হয়। ইঁহার কাশী দশাশ্বমেধের ঘাটের উপরিস্থ বাটীতে অনেক পরিচিত ও আত্মীয় লোক গিয়া থাকেন। ঐ ক্ষুদ্র বাটীতে কুলায় না বলিয়া অভ্যাগত ও আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ার্থ আর একটী বাটী ক্রয় করিয়াছেন। ইনি অতিযত্নের সহিত বারো মাস বাটীতে লোক নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান। ইঁহার দান গুপ্ত ও ব্যক্ত উভয় প্রকারেরই আছে। সংপ্রতি ইনি স্বীয় জন্ম ভূমির অধিবাসী জনসাধারণের উপকারার্থ একটী ঔষধালয় নির্ম্মাণের জন্য হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ষাট হাজার (৬০০০০) টাকা দিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র সেন। ইনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের প্রবর্ত্তক। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ গরিফা গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর তারিখে কেশব-চন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ রামকমল সেন দশ টাকা বেতনে কম্পোজিটরি কর্ম্ম হইতে যথাক্রমে টাকশালের ও বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের দেওয়ান্ এবং অবশেষে এসিয়াটিক-সোসাইটির সেক্রে-টারি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রামকমল সেনের চারি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্যারীমোহন সেন কেশবচন্দ্রের পিতা। কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমলসেন পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তে কেশবচন্দ্র বাল্যকালে প্রাতঃস্নান, তিলক-সেবা ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। কেশবচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর তখন ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইনি প্রথমে পাঠশালায় তাহার পর, হিন্দুকলেজে ও পরে মেট্রপলিটান্ ইন্ষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন। কেশব বড় সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। ইঁহাকে যে দেখিত সেই ভালবাসিত। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসারে লালিত-পালিত হইলেও ধর্ম্ম-বিষয়ে কতকটা স্বাধীন ছিলেন। ইনি আত্মাভিমানী ও গম্ভীর-প্রকৃতি, নির্জনে বসিয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতে, ভাল বাসিতেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মৎস্য আহার ত্যাগ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে কলিকাতার সন্নিহিত বালী-গ্রামের বৈদ্যবংশীয় চন্দ্রকুমার মজুমদারের পরমসুন্দরী কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর হইতেই ইনি নানাবিধ সভা সমিতি করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে রেভারেণ্ড ডল্‌সাহেব রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান প্রতিপন্ন করিবার জন্য একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। গোপালচন্দ্রমল্লিক নামক একটী ব্রাহ্মণ-সন্তান উহার প্রতিবাদ করিয়া

রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া প্রমাণ করেন এবং তিনি কেশবচন্দ্রকে রাম-মোহন রায়ের মত বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। নবীন বাবুর অনুরোধে কেশবচন্দ্র রামমোহনরায়ের প্রচারিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন—রাম-মোহনরায় একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান ছিলেন না, তিনি প্রকৃত "ব্রহ্মজ্ঞানী" ছিলেন। তাহার পর, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পূর্ব্বেই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য—দেবেন্দ্রনাথঠাকুরের সহিত ইঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। এ দিকে বাটীর লোকেরা কেশবচন্দ্রের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে দীক্ষা দিবার জন্য গুরুঠাকুরকে আহ্বান করিলেন কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না, কেশব দীক্ষিত হইলেন না। তাহার পর, অভিভাবকগণ কেশবকে সংসারী করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্সিয়াল্-ডিপার্মেণ্টে ২৫৲ টাকা মাসিক বেতনে একটী চাকুরী জুটাইয়া দেন। কেশব বাড়ীর লোকের তাড়নায় চাকুরী লইলেন কিন্তু দুই সপ্তাহ না যাইতেই অফিষে খবরের কাগজ পড়িতে দেখিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর, ইনি ৩০৲ টাকা ও ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে কিছুকাল চাকুরি করেন। তাহার পর, চাকুরী ছাড়িয়া ইনি কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা করিতে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বৃত হন। কিছু দিন পরে, দেবেন্দ্রনাথঠাকুরের সহিত ইঁহার মত-ভেদ উপস্থিত হয়। ইনি আদিব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে —"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে নূতন সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃগণের অনুরোধে ইনি কয়েক দিনের জন্য বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের দেওয়ানী করিয়াছিলেন। তাহার পর, ঐ কার্য্য ছাড়িয়া ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সার্কুলার্-রোডের ধারে কমলকুটীরে বাস করিতে থাকেন। অন্যান্য ব্রাহ্মদের অমতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কোচবিহারের মহারাজের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন। ইনি সকলকে বলেন, "আমি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কন্যা বিবাহ দিতেছি। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি করা উচিত নহে।" এই ব্যাপার লইয়া একটী স্বতন্ত্র দল গঠিত হয় এবং সেই দলের লোকেরা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজের উপাসনা-মন্দির কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। তাহার পর, কেশবচন্দ্র নিজের সমাজের নাম "নববিধান-সমাজ" রাখেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনেক কাজ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্রের দেহান্তর হয়।

কৈলাসচন্দ্রবসু। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সিমলার বসু-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম মধুসূদনবসু। সিমলার বসুগণ বিলক্ষণ বিত্তশালী ছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের ষ্টিমার চলিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ঝটিকায় সমস্ত ষ্টিমার নষ্ট হওয়ায় কিছু দিনের জন্য ইঁহাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর, ইহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণবসুর যত্নে অল্পদিনের মধ্যে ঐ অর্থকৃচ্ছ্রতা দূরীভূত হয়। কৈলাসবাবু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকাল্-কলেজ্ হইতে এল, এম্, এস্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কিছু দিনের জন্য ক্যাম্বেল্-মেডিক্যাল্ স্কুলের হাউস্ সার্জনের পদে কার্য্য করেন। বদলির সম্ভাবনা দেখিয়া ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করার প', দুই বৎসরের মধ্যে ইহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়। কলিকাতার মারোয়াড়ি, নাখোদা, চেটী, বার্মিজ, বোম্বের বেণিয়া ও পার্শীদের মধ্যে ইঁহার যথেষ্ট

পসার। ইনি সাধারণ চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসা, উভয় বিষয়েই নিপুণ। কৈলাস বাবু কলিকাতা মেডিক্যাল্-সোসাইটির সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান্ মেডিকাল্ কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি। ইনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার কিছু বৎসর পরে কৈশর আই হিণ্ড গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন্। ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর ফেলো এবং অনেক দিন হইতে কলিকাতার অনারারি মাজিষ্ট্রেট্ আছেন। বসুমহাশয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর করোনেসন্ দরবারে অতিথি ছিলেন। কার্য্যতঃ ইঁহার উদ্যোগেই পশু-চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ক কতকগুলি উপাদেয় ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম, কোন ব্যাধি পীড়া নাই। এই প্রবীণ বয়সেও তরুণ যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতে পারেন। ইনি সদাশয়, প্রয়োজনানুরূপ দান ও পরোপকার করিয়া থাকেন।

ক্লাইভ্। ইনিই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ্ ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছু মাত্র মনোযোগ ছিল না অধিকন্তু অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। ইঁহার পিতা ইঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে একটী কেরাণীর কার্য্যে নিয়োগ পূর্ব্বক ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত হন। আর্কটের নবাবের মৃত্যু হইলে ফরাসীগবর্ণর্ ঐ পদে চাণ্ডা সাহেবকে ও ইংরাজেরা মহম্মদ আলীকে নির্ব্বাচন করেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা চাণ্ডা সাহেবকে এবং ইংরাজেরা মহম্মদ-আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ক্লাইভ্ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আর্কট্ অবরোধ ও চাণ্ডা সাহেবের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের ফলে দক্ষিণভারতে ইংরাজগণের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য যুদ্ধে ও ক্লাইভ্ ফরাসিগণকে পরাভূত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি মান্দ্রাজে লেপ্টনাণ্ট-কর্ণেল্ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রাজের লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মান্দ্রাজে অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ পৌছিলে সেখান হইতে ক্লাইভ্ সসৈন্যে এবং ওয়াট্সন্ নৌবল লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা উদ্ধার করেন। পরে চন্দননগর অধিকার করায় নবাবের সহিত আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম উমিচাঁদ জানান যে তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি এই গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। ক্লাইভ্ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন কিন্তু উমিচাঁদের সহিত এই মর্ম্মে যে চুক্তি হয়, তাহাতে ওয়াট্সন্ সাহেব স্বীকৃত হন না। ক্লাইভ্ ওয়াট্সনের নাম জাল করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রকৃত চুক্তিপত্রে এই টাকা দিবার কোন কথা থাকে না। পরে উহা প্রকাশিত হইলে উমিচাঁদ নৈরাশ্য-বশতঃ উন্মাদ হন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ্ ইংরাজ-সেনার অধিনায়ক হইয়া পলাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং নবাবের সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় অনায়াসেই ইংরাজগণ জয়লাভ করেন। সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হইলে ক্লাইভ্ মীরজাফরকে বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে "ব্যারণ্ ক্লাইভ্ অব্ পলাশী" এই আখ্যা ও ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে কে, সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে কলিকাতার কাউন্সিল্ মীরজাফরকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে মীরকাশিমকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর, মীরকাশিমের সহিত শুল্ক লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়

উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হয়। ঐ যুদ্ধে মীরকাশিম পরাভূত ও মীরজাফর পুনরায় নবাবী পদ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, ক্লাইভ্ বাঙ্গালার গবর্ণর্ ও প্রধান সেনাপতির পদে বৃত হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। ইনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কোম্পানির রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পাওয়াইয়া দেন। ইহার ফলে কোম্পানি এই প্রদেশের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষার জন্য সেনা রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব "নাজিম" হইয়া কেবল ফৌজদারী বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লইয়া থাকিলেন এবং কোম্পানির হস্ত হইতে বার্ষিক ষাট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। ক্লাইভ্ শেষ বার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগ উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে তিনি কিয়দংশে দোষী সাব্যস্ত হইলেও ইংলণ্ডের উপকারার্থ ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া প্রশংসার যোগ্য হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও লোকের গঞ্জনায় মনঃপীড়া বশতঃ ক্লাইভ্ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর আত্মহত্যা করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইনি ১২৭০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া এম্, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর জেনেরাল্ এসিম্বিলি কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পূর্ব্ব হইতেই ইনি থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য নাটক লিখিতেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে আপত্তি উপস্থিত করায় চাকুরী ত্যাগ করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত নাটকগুলি ক্ষীরোদবাবুর রচিত। যথা;—আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, সাবিত্রী, সপ্তম-প্রতিমা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রঞ্জাবতী, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, চাঁদবিবি, দাদা ও দিদি। অল্পদিন হইল ইনি অলৌকিকরহস্য নামক একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

গ।

গঙ্গাগোবিন্দসিংহ। ইনি পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার আদি বাসস্থান মুর্সিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী। গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দসিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েবসুবাদার রেজাখাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলে সেই সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দেরও চাকুরী যায়। তাহার পর, ইনি কার্য্যান্বেষণে কলিকাতায় আগমন করেন। কিছু দিন পরে ভাগ্যক্রমে তদানীন্তন গভর্ণরজেনেরাল্ ওয়ারেন্‌হেষ্টিংসের শুভ দৃষ্টিতে পড়েন, এবং তাঁহার সকল কার্য্যের দেওয়ান্ হন। রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কার্য্যের ভার ইঁহার হস্তে পড়ায় ইনি নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংসের বিরোধী সদস্য মনসন্ সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় হেষ্টিংস ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ান্ নিযুক্ত করেন। এই বার গঙ্গাগোবিন্দের অর্থোপার্জ্জনের পথ আরও প্রশস্ত হয়। তখন জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না, পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদী বন্দোবস্তের সময় তিনি যাহার নিকট অধিক অর্থ পাইতেন, তাহারই সহিত বন্দোবস্ত করিতেন। এই রূপে অত্যধিক অর্থ-সঞ্চয় হওয়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ দেশের মধ্যে প্রধান লোক হইয়া উঠেন। এমন কি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও ইঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ জীবনে যেমন প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার সদ্ব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই শ্রাদ্ধে নদীয়ার

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় নিমন্ত্রিত হন। মহারাজ স্বয়ং না আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। শিবচন্দ্র সভাস্থলে আগমন করিলে গঙ্গাগোবিন্দ গললগ্নীকৃতবাসে অভ্যর্থনা করিতে যান। শিবচন্দ্র বলেন "দেওয়ানজী এ যে দক্ষ যজ্ঞ-ব্যাপার দেখিতেছি ?" গঙ্গাগোবিন্দ তদুত্তরে বলেন "আজ্ঞে না, তদপেক্ষাও অধিক। দক্ষ যজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, আমার এ যজ্ঞে তাহা হইয়াছে"। ইনি ইঁহার পৌত্র লালাবাবুর অন্নাশনেও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বর্ণপত্রে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিলে গঙ্গাগোবিন্দ ও কর্ম্মচ্যুত হন। ইঁহার পৌত্র লালাবাবুর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী রাণী কাত্যায়নী ও অতিশয় দানশীলা ছিলেন।

গঙ্গাধর আচার্য্য। ইনি ১৭৫১ শকাব্দের ২১শে আশ্বিন কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺কালাচাঁদ আচার্য্য। ইনি গ্রহবিপ্রকুল-সম্ভূত। শৈশবেই মাতাপিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি স্বীয় প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায় বলে দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজ্ হইতে জুনিয়ার্ ও সিনিয়ার্ স্কলার্সিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইংরাজী-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সহায় অভাবে ইনি প্রথমে ভাল চাকুরি না পাওয়ায়, গোবরডাঙ্গা মধ্যশ্রেণী-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর, একবার গ্রীষ্মাবকাশে কৃষ্ণনগরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। তিনি ইঁহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান্ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর মেট্রপলিটান্ স্কুলে কার্য্য করার পর, ইনি কোন্নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের জন্য আহূত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অধীন শিক্ষকগণের কিসে উন্নতি হয়, এজন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তিনি শ্রুত মাত্র গঙ্গাধর বাবুকে ঐ পদ গ্রহণের জন্য অনুমতি করেন। গঙ্গাধর বাবুর কোন্নগরে অবস্থিতি কালে ঐ স্কুলের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়। তাহার পর, ইনি একশত টাকা মাসিক বেতনে বালেশ্বর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন দক্ষতার সহিত বালেশ্বরে কার্য্য করিবার পর শিক্ষা-বিভাগে ডিরেক্টার ইঁহাকে বিভাগের হেড্‌-কোয়াটার্ মেদিনীপুর-গবর্মেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রদান করেন। গঙ্গাধর বাবু মেদিনীপুরে গিয়া তাঁহার সমস্ত অধ্যবসায় ও সমগ্র কার্য্য-কৌশল এই স্কুলের উন্নতি কল্পে নিয়োগ করেন। যখন, বৎসর বৎসর স্কুল্ হইতে আশাতীত-সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার কার্য্য-নৈপুণ্যের পক্ষপাতী ডিষ্ট্রীক্ট জজের সহিত পরামর্শ করিয়া এক সভা আহ্বান করেন এবং মেদিনীপুরে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ্ খুলিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট্ ঐ প্রস্তাবের বিরোধী হন। অনেক দিন লেখা লেখির পর সদাশয় গবর্মেণ্ট মেদিনীপুরে কলেজ্ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করেন এবং গঙ্গাধর বাবুকে তাহার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুর-কলেজে বি, এ, ক্লাস খুলিয়া প্রথমশ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাল মেদিনীপুরের শিক্ষা ও সুনীতির উন্নতিকল্পে প্রাণপাতী পরিশ্রম করায় গঙ্গাধর বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ঐ সময় তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে। তিনি কিছু দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং অপেক্ষাকৃত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি হইবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা-মতে বিহার প্রদেশে বদলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতা ঝামাপুকুর লেনের একটী ভাড়া বাটীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। গঙ্গাধর বাবুর তখন দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র বর্ত্তমান। পরে পুত্রটীর মৃত্যু হয়। গঙ্গাধর বাবু যেমন ইংরাজী-ভাষায় কৃতবিদ্য তেমনি তেজস্বী ছিলেন। তিনি তাঁহার নিম্ন পদস্থ শিক্ষকগণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহাদের

শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে পাঠের জন্য পুস্তক-নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। কোন দোষের জন্য যে সকল শিক্ষক বদলি হইয়া তাঁহার অধীনে আসিতেন, কিছু কালের মধ্যে তাঁহাদের সে দোষ সংশোধিত হইয়া যাইত। তিনি শিক্ষকগণের সামান্য দোষে কখন ও বদলি করিতেন না। ছাত্রগণ তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তেমন মনে মনে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিত। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালী অতিসুন্দর ছিল। প্রেসিডেন্সি-কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজী-ভাষার অধ্যাপক ৺ নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় বলিতেন "আমরা যাহা কিছু ইংরাজী শিখিয়াছি, গঙ্গাধর বাবুই তাহার মূল কারণ। পাঠাবস্থায় তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়া যে জ্ঞান ও সুখ লাভ করিয়াছিলাম, অন্য কোথাও তাহা পাই নাই।" গঙ্গাধর বাবু অত্যন্ত নীতিমান্ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। বিদ্যার্থিগণের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি শিক্ষার্থী ছাত্রগণের ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য ব্যতীত বিলাস-ব্যসনে একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। গঙ্গাধর বাবু ত্রিশটাকা মাসিক বেতনে গোবরডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, মৃত্যুকালে মেদিনীপুর কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছয়শত টাকা হইয়াছিল। এই অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি কৃষ্ণনগরে একটী সুন্দর দ্বিতল বাটী ও এক বাগান-বাড়ী নির্ম্মাণ ও ত্রিশ হাজার টাকা সঞ্চিত করিয়া যান। তিনি মৃত্যুকালে যে দানপত্র (উইল্) করেন, তাহাতে সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধাংশ শিক্ষার্থিগণের সাহায্যার্থ ও অনাথা বিধবা প্রভৃতির নিয়মিত দানের জন্য নিয়োগ করেন। অপরার্দ্ধ সন্তানাদির জন্য রাখেন। এই অর্থের ট্রাষ্টি তাঁহার অন্যতম সহাধ্যায়ী বন্ধুদ্বয় কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্রদত্ত, কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর ৺ কালীচরণ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে করিয়া যান। এখন ও তাঁহার দানপত্র অনুসারে কার্য্য চলিতেছে। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে যাঁহারা সাংসারিক উন্নতি, পরোপকার ও নৈতিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, গঙ্গাধর বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

গঙ্গাধরকবিরাজ। ইনি বঙ্গ-দেশের একজন সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। জাতিতে বৈদ্য। বাল্যকাল হইতেই সকলে ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব মেধার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হন। ইনি প্রথমে ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহার পাঠ সমাপ্ত হয়। প্রথমে ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতায় আগমন করেন কিন্তু এখানে সুবিধা না হওয়ায় বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ সহরের সৈদাবাদ-পল্লীতে গিয়া অবস্থিতি করেন। অল্প দিনের মধ্যে ইঁহার আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা ও চিকিৎসার খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে গঙ্গাধরের দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। ইনি মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে নিজেই নিজের মৃত্যু সময় স্থির করিয়া সকলকে তদনুসারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া ছিলেন। গঙ্গাধর শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে, অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর অধিকার ছিল। বহু বিদ্যার্থীকে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অনেক বিখ্যাত কবিরাজ তাঁহার ছাত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা," "লোকালোকপুরুষীয়" ও "দুর্গবধ কাব্য," চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামক বিশদ টীকা, "উপনিষদ্‌ভাষ্য," "পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য" "প্রাচ্যপ্রভা" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ এবং "ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান" উল্লেখযোগ্য। সুপণ্ডিত গঙ্গাধর বাঙ্গালা ভাষায় ও প্রবন্ধাদি লিখিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহরাহিত্য ও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রকাশিত হইলে তিনি উহার প্রতিবাদস্বরূপ

বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

গণেশচন্দ্র চন্দ্র। ইনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাশীনাথচন্দ্র। জাতিতে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইনি ১৮৬১ খ্রীঃ বেঙ্গল-একাডেমি হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তাহার পর, ডবটন্ কলেজে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পিতার আদেশে কলেজ্ ত্যাগ করিয়া রমানাথলাহার আর্টিকেল্ড হন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে গিলাণ্ডার্স সাহেবের অফিসের অংশীদাররূপে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহার পর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত অফিস ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অফিস স্থাপন করেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গালী এটর্ণি-অফিস খুলিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে গণেশ-বাবু সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্। ইনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। গণেশ বাবু এক জন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, দেব-দ্বিজে অচলা ভক্তি। বাটীতে বারো মাসে তের পার্ব্বণ—দোল দুর্গোৎসব সমস্তই যথাবিধি সম্পন্ন হইতেছে। ইঁহার দান-শক্তিও যথেষ্ট, অনেক সময় ইনি অভাবগ্রস্ত প্রার্থীদিগের অভাব মোচন করেন। গণেশ বাবু এক সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপাল্-কমিসনার ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ হন, এপর্য্যন্ত অবৈতনিক প্রেসি-ডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তদ্ভিন্ন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সদস্য, বিজ্ঞানোৎকর্ষিণী সভার ট্রাষ্টি, পশুক্লেশ-নিবারিণী সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধারাবাহিক ক্রমে এটর্ণি পরীক্ষার একজন পরীক্ষক আছেন। ইনি আটবার ডেপুটীসেরিফ্ নিযুক্ত হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী এটর্ণির এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই। গণেশ বাবু অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, সন্ধ্যার পর ইঁহার সভায় পুরাণ-পাঠ ও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হয়, এজন্য পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। এই ঐতিহাসিক ও আধুনিক জীবন-চরিতের লেখককেও কোন কোন সময়ে ঐ সভায় যোগদান করিতে হয়। ইঁহার প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্রচন্দ্র এটর্ণি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্রচন্দ্র এম্, এ, বি এল্ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। দ্বিতীয় পুত্র কমলচন্দ্রচন্দ্র সিবিলসার্ব্বিস পাঠের জন্য ইংলণ্ডে আছেন। গণেশবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্রচন্দ্র পাঠাবস্থায় বিদ্যমান। এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানা গেল, বিগত ১৯শে আষাঢ় উল্টারথের দিন রাত্রি ১০ টার সময় গণেশ বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।

গদাধরভট্টাচার্য্য। ইনি ন্যায়দর্শনের একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। অনুমান সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গদাধর ভট্টাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জীবাচার্য্য। ইঁহারা বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বনিবাস বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া। গদাধর যৌবনের প্রারম্ভে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। গদাধরের অধ্যয়ন সমাপ্তির পূর্ব্বেই হরিরামতর্কসিদ্ধান্ত পরলোক গমন করেন তিনি অধ্যাপনা সময়ে গদাধরের তীক্ষ্ণ মনীষার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তজ্জন্য মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নীকে বলিয়া যান—"আমি ত কোন উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যাইতে পারিলাম না, অতএব তুমি গদাধরকে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিও।" গদাধর তাঁহার গুরুপত্নীর আদেশে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু কোন ছাত্রই সহাধ্যায়ীর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। ইহাতে গদাধর নিরুৎসাহ হইলেন না, তিনি গুরুর চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার পথের পার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান প্রস্তুত করিলেন, এবং নিজদেশ হইতে

ছাত্র পাঠাইবার জন্ত আত্মীয়দিগকে পত্র লিখিলেন। যত দিন ছাত্র না আসিয়া পৌছে, তত দিন পুষ্পোদ্যানে বসিয়া পুষ্পবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই গদাধরের পুষ্পোদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিতেন। তাঁহারা গদাধরের অধ্যাপনা-প্রণালী ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রগণ গোপনে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বা তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা বিশদ বলিয়া তুলিয়া লইতে লাগিল। সেই সময়ে জগদীশতর্কালঙ্কার নবদ্বীপের এক জন প্রধান নৈয়ায়িক। তাঁহার যশঃসৌরভ তখন দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত। প্রথমেই গদাধর "বৌদ্ধাধিকার-দীধিতি" নামক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাহাতে তিনি ভ্রমক্রমে "শিবান্তে" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচান্তে" পাঠ লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোন প্রকারে জগদীশতর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীর এক ছাত্রের হস্তগত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া উক্ত পত্র একটী কুকুরের গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। গদাধর ঐ সংবাদ পাইয়া কুকুরের গলা হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লয়েন এবং "শিচান্তে" পাঠ স্থির রাখিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া জগদীশতর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইয়া দেন। জগদীশতর্কালঙ্কার ঐ টীকা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না যে, কোন্ পাঠ ঠিক।" জগদীশের এই মন্তব্যে গদাধরের খ্যাতি নবদ্বীপময় পরিব্যাপ্ত হইল। তাহার পর, দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। গদাধর ন্যায়দর্শনের বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে মুক্তাবলী-টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কৃত আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, এখন উহার ১৭৫ খানির নাম জানা গিয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ গাদাধরী টীকা বা গাদাধরী পাতরা নামে বিখ্যাত। গদাধর নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপনের পর, স্বদেশের বাসভবন ত্যাগ করেন এবং নবদ্বীপেই বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশে বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীরামশিরোমণি জন্ম গ্রহণ করেন। গদাধর নবদ্বীপের নৈয়ায়িকের প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীরামশিরোমণি এক সময়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়াকিকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ হরমোহনচূড়ামণি নবদ্বীপের নৈয়ায়িকের প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, তাঁহার মধ্যম সহোদর ৺ ভুবনমোহনবিদ্যারত্ন নৈয়ায়িকের প্রাধান্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ও মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি পান। তৃতীয় ৺ মধুসূদনস্মৃতিরত্ন কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। এখন তিন ভ্রাতার তিন পুত্র বিদ্যমান। হরমোহন চূড়ামণির পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারনাথস্মৃতিভূষণ বিদ্যমান আছেন।

গিরিজানাথ রায়। ইনি দীনাজপুর রাজ-বংশের বর্ত্তমান অধিনায়ক। বাঙ্গালাদেশে যে সকল রাজবংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের মধ্যে দীনাজপুর রাজবংশ প্রাচীনতম। রাজা গণেশ হইতে এই বংশের প্রসিদ্ধি। তিনি গৌড়ের রাজগণের অধীনে করদ-রাজ্য ভোগ করিতেন। শেষে তিনি এতদূর শক্তিশালী হন যে, গৌড়ের রাজা জেলালউদ্দীনকে চারি বৎসর কাল রাজ্যচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মুসলমান্ শাসনকর্ত্তাদের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে রাজমহলের সুবাদার সুলতান ইব্রাহিম বহু সৈন্য সহ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া রাজা গণেশকে পরাজিত করেন। সেই সময় হইতে দীনাজপুর রাজবংশের ক্ষমতা হ্রাস হয়। গিরিজানাথ রায় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয়

কায়স্থ। শৈশবাবস্থায় ইঁহার মাতা তাঁহার জামাতা বাবু ক্ষেত্রমোহনসিংহের সাহায্যে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। জমিদারির সুশাসন ও দানশীলতা প্রভৃতি সৎকার্য্য দেখিয়া তদানীন্তন ভারতের রাজপ্রতিনিধি-লর্ড-লিটন ও লর্ড-নর্থব্রুক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। লর্ড-নর্থব্রুক ইঁহার মাতাকে মহারাণী উপাধি প্রদান করেন। পাঠাবস্থায় কুমার গিরিজানাথ রায় বেণারস-কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। কলেজ্ ত্যাগের পর, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু দুই জন উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহার শিক্ষাকার্য্য চলিতে থাকে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বয়ং রাজ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসনকর্ত্তা লর্ড-নর্থব্রুক ইঁহাকে মহারাজ উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন। মহারাজ গিরিজানাথরায় দানশীলতা ও সৎকর্ম্মের দ্বারা গবর্মেণ্টের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। ইনি খাল খননদ্বারা দীনাজপুর সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি ও ডফরিণ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা দ্বারা আতুর গণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। শুনা যায়, মহারাজ কখন কখন গোপনে দান করেন, তাহা সংবাদপত্রেপ্রকাশিত হয় না। শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ে, বিদ্যালয়ে, পাঠাগারে ইনি অনেক সময় সাহায্য করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ ইঁহার নিকট যথেষ্ট দান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং পরমবৈষ্ণব। ইনি যেমন চরিত্রবান্ তেমনই প্রজাগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। এজন্য ইঁহাকে এক জন আদর্শ জমিদার বলা যাইতে পারে। ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম-জর্জ্জের বিগত জন্মোৎসবে মহারাজ "নাইট্" এই মহাসম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ইনি মহারাজ সার্ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই। এই বংশে জ্যেষ্ঠানুক্রমে উত্তরাধিকার পাইবার নিয়ম। বর্ত্তমান বর্ষে (১৯১৪ খ্রীঃ) মহারাজ-কুমার শ্রীমান্ জগদীশনাথরায় কলিকাতা—রাজকীয় হিন্দু বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইণ্টার-মিডিয়েট্ পাঠ করিতেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি ১২৫০ সালে কলিকাতা বাগবাজারের বসুপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ, জাতিতে কায়স্থ। বাল্যকালে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়া-ছিলেন। তাহার পর, কিছু দিন ইনি কোন সওদাগর-কোম্পানির অফিসে বুককিপারের কার্য্য করেন। তাহার পর, বাঙ্গালা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি যে শুধু এক জন প্রসিদ্ধ নাট্যকার তাহা নহে, একজন সুনিপুণ অভিনেতাও বটে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা নাট্য-কারদের মধ্যে গিরিশ বাবুর ন্যায় কেহই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গিরিশবাবু ঐরূপ ক্ষমতাশালী নাটক-লেখক হইলেও একটী বিষয়ে তাঁহার বড় দুর্ব্বলতা ছিল। তিনি কোন কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থের ঘটনা লইয়া নাটক লিখিয়া গিয়াছেন অথচ ঘুণাক্ষরেও একবার উক্ত গ্রন্থকারগণের নাম করেন নাই। প্রতিভাশালী লেখকদের পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নহে। বাঙ্গালা ১৩১০ সালে মৎপ্রণীত শঙ্করাচার্য্য-চরিতের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ গ্রন্থ আশানুরূপ প্রচার হওয়ায় অনেক সভা সমিতিতে শঙ্করের কাল ও জীবন-বৃত্ত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে, গিরিশবাবু শঙ্করাচার্য্য নাটক লেখেন। তাঁহার নাটকে তিনি অবিকল শঙ্করাচার্য্য-চরিতের ঘটনাটী গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইঙ্গিতেও একবার লেখকের নাম করেন নাই। শঙ্করের জীবনের বিশ্বাস-যোগ্য সমস্ত ঘটনাবলী শঙ্করবিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে না পাওয়ায় আমাকে নানা মঠ হইতে বহু কষ্টে উহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় মাতার যত্নগুণে শিক্ষা

লাভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গণিত বিদ্যার এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন এবং স্বুবর্ণপদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ইনি বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন বহরমপুর কলেজের আইন-অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তাহার পর, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডি এল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। উহার দুই বৎসর পরে 'ঠাকুর ল' লেক্চারার নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ লাভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বৎসরই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত করেন। পাঠাবস্থা হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষা-বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ। শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা-বিষয়ের সহিত চিরকাল ইঁহার যোগ রহিয়াছে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্-চেন্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন, নিয়মিত দুই বৎসরের পরেও ইনি আর দুই বৎসরের জন্য পুনরায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটী কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি ইংরাজী-সাহিত্য ও গণিত-শাস্ত্রে স্বুপণ্ডিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা বিষয়ক একখানি চিন্তাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তক খানি যথেষ্ট উপদেশপ্রদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্। এই বৃদ্ধ বয়সে অন্যান্য সভা সমিতির অনুরোধ অতিক্রম করিলেও ইনি ছাত্রগণের প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না। তজ্জন্য ইঁহাকে অধিকাংশ ছাত্রসভায় যোগ দান করিতে হয়। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ও ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। অল্পদিন হইল, ইঁহার রচিত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক বাহির হইয়াছে, উহাও উচ্চ চিন্তাপূর্ণ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরম-আস্তিক। দোল দুর্গোৎসবাদি নিত্যক্রিয়া অতিযত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইনি নিজে যে প্রকার সন্ধ্যা পূজা করেন, পুত্র, ও পৌত্রগণকে তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে উপদেশ প্রদান করেন। এজন্য তাঁহার বাটীর সকলেই সন্ধ্যাবন্দ্যনাদিতে অভ্যস্ত। যতদূর সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানিয়া চলেন।

গেটে Johann Wolfgang Goethe ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অগষ্ট জর্ম্মনির ফ্রাঙ্ক ফোর্ট অন্দি মেন্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জর্ম্মান্ সাহিত্য-জগতে ইনি অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। গদ্য, পদ্য ও নাটকে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ফাউষ্ট নামক নাট্য-কাব্য জগৎ প্রসিদ্ধ। মহাকবি কালিদাসের ভুবন বিখ্যাত অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্য পাঠ করিয়া গেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, এদেশের একজন পণ্ডিত উহার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, ঐ অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বঞ্চ তৎ যৎকিঞ্চিৎমনসোরসায়নমথোসন্তর্পনং মোহননম্। একীভূতমভূদপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োরৈশ্বর্য্যং যদি কোহপি কাঙ্খতি তদা শাকুন্তলং সেবতাম্। শকুন্তলার প্রশংসাসূচক কবিতা,পাঠে জর্ম্মন্ দেশবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃতকাব্য অধ্যয়নে অনুরাগ জন্মে। তাহার ফলে এখন জর্ম্মনিতে সংস্কৃত ভাষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইতেছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ গেটে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ইনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-প্রদেশের কোলাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। মিঃ গোখলে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তিনি অতিযত্নে পুত্রকে স্বুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডেকান্ এডুকেশন-সোসাইটীর অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন। ঐ সোসাইটীর নিয়ম এই যে, গ্রাজুয়েট্ সভ্যগণ ৭৫ টাকা মাসিক বেতনে ফর্গুসন্-কলেজে অথবা উক্ত এডুকেশন-সোসাইটীর অধীন অন্য বিদ্যালয়ে বিংশতি

বৎসর কাল অধ্যাপনা কার্য্য করিবেন। তাহার পর, বিশ বৎসরের শোষে ত্রিশ টাকা মাসিক পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। সোসাইটি ইঁহাদের জন্য তিন হাজার টাকা মূল্যের জীবনবীমা করিয়া দিবেন এবং বীমার টাকা সোসাইটি হইতে দেওয়া হইবে। গোখলে ১৮ বৎসর কাল এই নিয়মে কার্য্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর বাকী ছিল কিন্তু কার্য্যকালে কথনও অবসর লয়েন নাই বলিয়া অবশিষ্ট দুই বৎসর কার্য্য-কাল বলিয়া ধরা হইল। ইনি ঐ আঠারো বৎসর কেবল শিক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত করেন নাই। ঐ সময়েই ইনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। একুশ বৎসর বয়সে ইনি পুণা-সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পরে ডেকান-সভা সংস্থাপিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক হন। তাহার পর, সুধাকর নামক এক খানি ইংরাজী ও মরাঠী পত্র চারি বৎসর কাল পরিচালিত করেন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন পুণানগরে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়, তখন ইনিই উহার সম্পাদকের কার্য্য করেন। গোখলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি কমিসনের সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত গবর্মেণ্টের ব্যয়সম্বন্ধে আলোচনা করা ঐ কমিশনের উদ্দেশ্য। মিঃ গোখলে সাক্ষ্য এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর প্রদানে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার এবং ইঁহার দেশের সমধিক সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে। ইনি ১৯০০ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য নিযুক্ত হন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বড় লাটের সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ঐ সভায়ই কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদ্বারা দেশের বহুবিধ হিতসাধন হইতেছে।

গোল্ডষ্টুকার-থিয়োডার। ইনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণদেশের অন্তর্গত কণিগস্‌বর্গ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর, পাঠাবস্থায় শ্লেগেল ও লাসেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া প্রাচ্য ভাষা শিক্ষায় অনুরক্ত হন। ইঁহার প্রাচ্যভাষায় অভিজ্ঞতার খ্যাতি প্রচারিত হইলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। গোল্ড ষ্টুকার জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিনি-বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হিন্দুর দায় ব্যবহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার মত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

গ্রিফিথ রালফ টমাস্‌হচ্‌কিন। ইনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে ইঁহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেনারস কুইন্স কলেজে কার্য্য করেন। প্রথমে মিঃ গ্রিফিথ্ ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, পরে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টারের পদে নিয়োগ করেন। বিগত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ গ্রিফিথ স্বীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণ, কুমারসম্ভব, ঋগ্বেদের স্তোত্র, অথর্ব্ববেদের স্তোত্র, ও শুক্ল যজুর্ব্বেদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'পণ্ডিত' নামক একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রের আট বৎসর কাল সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ঘ

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ১৬০১ শকে ঘনরাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম সীতা। ইঁহারা পৌষ্মান্ গোত্রীয় বর্গ-যাজী ব্রাহ্মণ। ইঁহার মাতামহের নাম দ্বিজ গঙ্গাহরি। তিনি কৌকুসারী গোত্রসম্ভূত। তাঁহার বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না গ্রাম। ঘনরাম শৈশবে রামবাটী গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্যদের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালেই কবি-প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। ইঁহার তৎকালের রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। তাঁহার অধ্যাপক সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। ঘনরামের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত পরলোক গমন করেন। তখন ঘনরাম সংসার নির্ব্বাহের চিন্তায় অভিভূত হইয়া চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বর্দ্ধমানের তদানীন্তন গুণগ্রাহী মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার কবিত্ব-খ্যাতি শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধমান রাজবাটীতে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজকবির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর, তিনি রাজার আদেশে "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" নামক মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের দুই এক কথায় পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। কবিত্ব অনুসারে ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও কবিকঙ্কণের তুল্য আসন পাইবার যোগ্য। বর্দ্ধমানে অবস্থান-কালে ঘনরাম পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য রচনা শেষ হইলে তিনি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া স্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করেন।

চ

চণ্ডীদাস। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ১৩৩৯ শকে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগ্‌চী। ইঁহারা বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। শৈশবেই চণ্ডীদাস মাতা-পিতৃহীন হন। গ্রামের লোকে দয়া করিয়া ইঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন ও বাশুলী দেবীর পূজায় নিযুক্ত করে। চণ্ডীদাসের পিতাও বাশুলীর পূজক ছিলেন। বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী শিবোপরি বিরাজিতা পাষাণময়ী চতুর্ভুজা চণ্ডিকামূর্ত্তি। চণ্ডীদাসের কেহ ছিল না, তিনি নিজেই ভোগ রাঁধিতেন, নিজেই পূজা করিতেন, অতিথি ভোজন করাইতেন এবং স্বয়ং প্রসাদ পাইতেন। এই সময় হইতেই চণ্ডীদাসের অন্তঃকরণ ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উঠে। ইতি মধ্যে একটী ঘটনা ঘটিল। রামমণি নাম্নী একটী অল্পবয়স্কা অসহায়া বিধবা রজক-দুহিতা নান্নুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের লোকে তাহাকে বাশুলীদেবীর শ্রীমন্দির মার্জ্জনে নিযুক্ত করিয়া দিল। রজকী রামমণি প্রত্যহ দেবীর মন্দির মার্জ্জন করিত এবং দেবীর প্রসাদ ভোজন করিত। ক্রমে তাহার দেহের লাবণ্য যেমন ফুটিয়া উঠিল, তেমন ধর্ম্ম বিষয়েও বোধ জন্মিতে লাগিল। কিছুদিন পরে চণ্ডীদাস দেবীর স্বপ্নাদেশে রামমণির সহিত রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং সহজ ভজনে প্রবৃত্ত হন। প্রেমিক কবিগণ বলেন "চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির এই মধুর মিলন বড় অপূর্ব্ব এবং বড় আন্তরিকতা-পূর্ণ।" এমন কি চণ্ডীদাস রজকী-রামমণির সংস্পর্শে জাতি হারাইয়াছেন, এই প্রবাদ রটনা করিয়াও গ্রামবাসিগণ চণ্ডীদাসকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। একদিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং সৎকারের জন্য শ্মশানে নীত চণ্ডীদাস বিরহো-ন্মাদিনী রামমণির সংগীতে চৈতন্য লাভ করিয়া-ছিলেন। চণ্ডীদাস স্বভাব কবি তাঁহার কবিত্ব গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী। এখানে চারিটী পংক্তি-মাত্র উদ্ধৃত হইল।

পিরীতি বলিয়া একটী কমল রসের সায়র মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে কমল-মাধুরী তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী আনে কহে অপযশ॥

পরিণত বয়সে রামমণিকে লইয়া চণ্ডীদাস বৃন্দা-বন যাত্রা করেন। সেই রাধাকৃষ্ণের লীলা-স্থলীতে এই প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের অবসান হয়।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। ১৭৫৮ শকে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ইনি বাল্যে পিতার নিকট ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ করেন। পিতার মৃত্যুর পর, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট স্মৃতি ও কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপ হইতে স্মৃতির পাঠ শেষ করিয়া ইনি ঐ স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক 'তর্কালঙ্কার উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং জন্ম-

ভূমি সেরপুরে গিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। কিছু কাল পরে কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে গোভিলগৃহ্যসূত্রের সম্পাদন ভার প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রের সম্পাদক ৺ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক প্রভৃতির সাহায্যে ১৮৮৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অত্যন্ত পাঠানুরাগী ছিলেন, দর্শন শাস্ত্রের অনেক বিষয়ে তাঁহার গুরূপদেশ না থাকিলেও অহোরাত্র পাঠ করিয়া উহা আয়ত্ত করেন এবং শেষে সংস্কৃত কলেজে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনার নিমিত্ত আদিষ্ট হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের প্রদত্ত বেদান্ত-বৃত্তি পাইয়া উহার বক্তা নিযুক্ত হন। ঐ উপলক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীলাভ করিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বসু। ১২৫২ সালের ১৭ই ভাদ্র ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রনাথ বাবু দক্ষিণ রাঢ়ীয়কায়স্থ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ বাবু এম্ এ ও ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি প্রথমে কিছু দিন হাইকোর্টের ওকালতী, করেন, তাহার পর, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি, সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন। কিছু দিন পরে উহা ত্যাগ করিয়া বেঙ্গললাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। অবশেষে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ইঁহাকে গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের কার্য্য প্রদান করেন। ইনি শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতিসংবাদ, বেতালে বহু রহস্য, সাবিত্রীতত্ত্ব প্রভৃতি বাঙ্গলা গ্রন্থ ও শিশু পাঠ্য কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৩১৭ সালে চন্দ্রনাথ বসু পরলোক গমন করিয়াছেন।

চন্দ্রমাধব ঘোষ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব বঙ্গ বিক্রম-পুরের অন্তর্গত ষোলঘর গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর। বঙ্গজ কায়স্থ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধববাবু পি এল্ (প্লিডার্সিপ্) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, তদানীন্তন লিগেল্‌রিমেম্‌ব্রেন্সার্ বোফোর্ট সাহেব ইঁহাকে বর্দ্ধমানের সরকারী উকীল নিযুক্ত করেন। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত মতের মিল না হওয়ায় চন্দ্রমাধব বাবু ঐ পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর, ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। যখন প্রসিদ্ধ রেণ্টকেস্ হয়, সেই সময় ইনি দ্বারকানাথ মিত্রের সহকারীরূপে কার্য্য করেন। ক্রমে ইনি দিন দিন উন্নতি করিয়া উকীল শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ইহার কিছু দিন পরে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি এই পদে কার্য্য করেন। অবসরগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছয় মাস ইনি হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিস্‌রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। যে বৎসর ইনি অবসর গ্রহণ করেন, ঐ বৎসরই গবর্মেণ্ট ইঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি এক জন তেজস্বী বিচার-পতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ঠিক সেকেলে লোকের মত দিন যাপন করেন না, হিন্দুসমাজ যাহাতে সুসংস্কৃত হইয়া উন্নতির পথে ধাবিত হয়, তজ্জন্য অহরহ চিন্তা যত্ন করেন। ইঁহার কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও পিতৃপদাঁর অনুসরণ করিয়া সমাজ সংস্কারে অগ্রসর।

চাঁদবিবি। ইঁহার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদ-নগরের অধিপতি হুসেন নিজামশাহের কন্যা এবং বিজাপুর-রাজ আলি আদিল সাহের প্রেয়সী পত্নী। ইনি অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে যৌবনের প্রথমাংশে

শিষ্যগণের প্রদত্ত উপঢৌকন, এবং ধন-সম্পদসহ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। আসিয়াই শুনিলেন—তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বিশ্বম্ভর এই সংবাদে মস্তক অবনত করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে সনাতনপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহ বিশ্বম্ভরের পুনরায় বিবাহ হয়। এ বিবাহে তাঁহার অধিক আগ্রহ ছিল না, কিন্তু জননী ও বন্ধুগণের অনুরোধে বিবাহ করিতে হইল। কিছুকাল পরে বিশ্বম্ভর পিতৃকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ তীর্থ গয়াধামে গমন করেন। সেখানে পিণ্ডদানকালে বিষ্ণুপাদপদ্মের আবরণ মুক্ত হইলে তিনি ভক্তি-গদগদচিত্তে কাঁদিয়া উঠেন। তাহার পর তিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি হরি রবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া তুলেন। এই সময় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। পুরী তাঁহাকে দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করেন। এইবার বিশ্বম্ভরের নব জীবন লাভ হইল। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে লোকে দেখিল, যে বিশ্বম্ভর গয়াধামে গিয়াছিলেন, এখন আর সে বিশ্বম্ভর নাই, ইনি এক ভিন্ন ব্যক্তি। গয়া হইতে নবদ্বীপে আসার পর হইতেই বিশ্বম্ভরের ভগবৎ প্রেম বৃদ্ধি পায়। তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে বসিয়া কেবল কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে বিদ্যার্থিগণ ক্রমশঃ বিরক্ত হইতে লাগিল। এক দিন তিনি পড়াইতে বসিয়া কেবল হরি হরি বলিতে লাগিলেন। যাহাদের বিদ্যোপার্জ্জনে অধিক আসক্তি তাহারা পুঁথি বাঁধিয়া প্রস্থান করিল, কতকগুলি ভক্ত ছাত্র অধ্যাপক বিশ্বম্ভরকে পরিত্যাগ করিল না। তাহারা অধ্যাপকের সঙ্গে কীর্ত্তনে যোগ দিল। এই সময় বিশ্বম্ভরের অন্যান্য বন্ধুগণও যোগ দিলেন। ইহার কিছু দিন পরে বিশ্বম্ভরের বৈরাগ্যের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল, তিনি একদিন শেষ রাত্রিতে উঠিয়া চিরদিনের জন্য প্রিয়তমা ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ও জননী শচীদেবীকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে গিয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মানুষকে কৃষ্ণ চৈতন্য জন্মাইয়া ছিলেন বলিয়া ইহার সংন্যাসের পর, কৃষ্ণচৈতন্য নাম হইল। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করেন। উপবাসী অবস্থায় তিন দিন কাটোয়ার চৌদিকে ঘুরিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতের ভবনে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখান হইতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি যাবতীয় বন্ধু ও ভক্তগণের সহিত নীলাচলে গমন করেন। পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শনে তিনি প্রেমবিহ্বল অবস্থায় মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল নীলাচলে অবস্থিতির পর কৃষ্ণদাস নামক এক জন সরল-মতি ব্রাহ্মণকে লইয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। তিনি নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীকূর্ম্ম, রাজমহেন্দ্রী, শ্রীশৈল, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি দক্ষিণভারতের যাবতীয় পুণ্য তীর্থে ভ্রমণ, করিয়া পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাগমন করেন। পুরীতে কাশীমিশ্রের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক কিছু দিন প্রেম ভক্তি বিতরণ করিয়া সেখান হইতে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকল সন্দর্শনের পর বৃন্দাবনে কিছু কাল অবস্থিতি করেন। সেখান হইতে পুনরায় নীলাচলে আগমন করেন এবং দীর্ঘকাল ধারাবাহিকরূপে এখানে বঙ্গদেশ হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দকেও উৎকলের জনসাধারণকে ভক্তি ও ভগবৎপ্রেম বিতরণ করিয়া ১৪৫৫ শকে আট-চল্লিশ বৎসর বয়সে তিরোভাব প্রাপ্ত হন। অন্তর্ধানের পূর্ব্ব হইতেই তিনি এক এক দিন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতেন। ভক্তগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন তিনি ভ্রমণকালে রাত্রিতে ভক্তগণের অজ্ঞাতসারে যমুনা বলিয়া নীলাম্বুরাশি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। পরে তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—"এই দিনই প্রেমভক্তির প্রদাতা চিরদিনের জন্য মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন।" আবার কেহ কেহ বলেন "ভক্তেরা আরও এক মাস তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও

তাঁহাদের অনুগামিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন।

ছ

ছত্রশাল। চৌহান-কুলোদ্ভব হরবংশীয় বুন্দীর এক জন বিখ্যাত রাজপুত-রাজ। ইঁহার পিতার নাম গোপীনাথ, পিতামহের নাম রতন। ইনি দিল্লীর সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বুন্দীর রাজবংশের ইতিবৃত্তে লিখিত আছে, ছত্রশাল তাঁহার জীবনে বায়ান্নটী যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি আপন রাজধানী বুন্দীতে ছত্রমহল নামক প্রাসাদ ও পাটন নামক স্থানে কেশবরায় নামক বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রশাল পরলোক গমন করেন।

জ

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়-ভুক্ত রাজপুত-বংশে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস রাজপুতানার যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্গত নাগর নামক স্থানে ছিল। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ হীরানন্দ সা পটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। হীরানন্দ সার সাত পুত্র। ইঁহারা সকলে ভারতের নানাস্থানে মহাজনী ও হুণ্ডীর কাজ করিতেন। তন্মধ্যে হীরানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই শেঠ-বংশ সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। তখন ঢাকায় রাজধানী ছিল। ১৭০৪ খ্রীঃ মুর্শিদকুলীখাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। মাণিকচাঁদও তাঁহার সহিত নূতন রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন। এখানে টাকশাল স্থাপিত হইলে মাণিকচাঁদ তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন সমস্ত রাজস্ব মাণিকচাঁদের হাতে জমা হইত এবং মাণিকচাঁদের হাত দিয়াই দিল্লীর বাদসাব নিকট দেড় কোটি টাকা রাজস্ব পাঠান হইত। নবাবের টাকার প্রয়োজন হইলে মাণিকচাঁদের মুখাপেক্ষী হইতে হইত, কাজেই মাণিকচাঁদ অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরুকশিয়ার, নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর আবেদন মত মাণিকচাঁদকে শেঠ-উপাধি প্রদান করেন। মাণিকচাঁদের পুত্র-সন্তান ছিল না, তাঁহার ভগিনী ধনবাইএর সহিত ধন্দল-রাজবংশীয় রায় উদয়চাঁদের বিবাহ হয়। এই ধনবাইএর গর্ভে ফতেচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ফতেচাঁদকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর, ফতেচাঁদ এক জন ধনকুবের হইয়া উঠেন। এক সময় দিল্লীশ্বর, নবাবমুর্শিদকুলীর উপর ক্রুদ্ধ হন এবং জগৎ-শেঠ ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু উচ্চহৃদয় ফতেচাঁদ তাহা স্বীকার করেন নাই, অধিকন্তু মুর্শিদকুলীর যাহাতে নবাবী থাকে তজ্জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া জগৎশেঠ ফতেচাঁদের নাম খোদিত একটী মরকতমণি উপহার প্রদান করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর; সুজাউদ্দৌলা নবাব হন। তাঁহার সময়ে ফতেচাঁদ চারি জন প্রধান সচিবের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মতই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বঙ্গের রাজকোষ ফতেচাঁদের হস্তগত ছিল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ বঙ্গের মসনদে উপবেশন করেন। তিনি কিছু লম্পট-স্বভাব ছিলেন। এই লাম্পট্য লইয়াই জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। ফতে-চাঁদের পুত্রবধূ অলোক-সামান্য রূপবতী ছিলেন, তেমন রূপবতী এদেশে আর কেহ ছিল না। তাঁহার উপর নবাব সরফরাজের লোভ উপস্থিত হয়। তিনি সেই সুন্দরীকে একবার দেখিতে চাহেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে তাহাতে সম্মত হন নাই, শেষে অত্যাচারের ভয়ে একদিন সন্ধ্যা-কালে সেই সুন্দরীকে ক্ষণেকের জন্য নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কথিত আছে নবাব সরফরাজ সেই সুন্দরীকে স্পর্শ করেন নাই, একটী বার দেখিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু

ইহাতে ধনকুবের ফতেচাঁদ আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। তাহার পর, নবাব সরফরাজ, মুর্শিদ-কুলীখাঁর গচ্ছিত সাতকোটি টাকা ফতেচাঁদের নিকট চাহিয়া বসিলেন। ইহাতে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বিরক্ত হইয়া সরফরাজখাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ম আলীবর্দ্দী-খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সাহায্যে আলীবর্দ্দী বঙ্গের নবাব হইলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠাসর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করিতে আসেন, সেবার জগৎশেঠের আড়াইক্রোর টাকা লুঠ হইয়াছিল। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ইনি ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ, চৈতন্ত মহাপ্রভুর শ্বশুর সনাতনমিশ্রের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র। জগদীশ বাল্যকালে অতিশয় দুষ্ট-স্বভাব ছিলেন। চঞ্চল বালক জগদীশ একদিন পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য এক সুদীর্ঘ তাল গাছে উঠেন এবং বাসার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিলে এক প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না, উপায় না দেখিয়া তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে সাপের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। সাপও লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল কিন্তু জগদীশ ইহাতে ভীত হইলেন না। তাল-বৃক্ষের ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সাপের গলা কাটিয়া মুণ্টী দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনতিদূরে বসিয়া এক সন্ন্যাসী এই ঘটনা দেখিতে ছিলেন। জগদীশ অবতরণ করিলে সন্ন্যাসী তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সাহসের প্রশংসা করিয়া অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন "কালে তুমি একজন প্রধান পণ্ডিত হইবে।" সেই সময় জগদীশের বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখনও তাঁহার বর্ণ-পরিচয় হয় নাই, তিনি অল্প দিনের মধ্যে অক্ষর-পরিচয় ও ব্যাকরণ অভিধানাদি পাঠ শেষ করিলেন। তাহার পর, প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদীশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, রাত্রিতে তৈল অভাবে বাঁশের পাতা জালিয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু এরূপ দারুণ কষ্টেও তিনি একদিনের জন্যও অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি অর্থাভাবে চতুষ্পাঠী করিতে পারেন নাই, শেষে গ্রাম্য লোকে চাঁদা করিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার চতুষ্পাঠী নানা দেশীয় ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নব্যন্যায়ের অনুমান-দীধিতি অতিদুরূহ গ্রন্থ, অনেকে ঐ গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। জগদীশ প্রথমেই ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তাহার পর, তিনি ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিদ্ধান্তলক্ষণ, পক্ষতা, উপাধিবাদ, পূর্ব্বপক্ষ, সিংহব্যাঘ্র, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, অবচ্ছেদনিরুক্তি, বিশেষ-নিরুক্তি, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী, সৎ-প্রতিপক্ষ প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকার একখানি হস্তলিপি নবদ্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের গৃহে আছে। ১৫৭৯ শকে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়, তখনও জগদীশ তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। এখন তাঁহার বংশধর ও জ্ঞাতিগণ নবদ্বীপে বাস করিতেছেন।

জগদীশচন্দ্র বসু। সাধারণের মধ্যে ইনি "জে সি বোস" নামে খ্যাত। জগদীশচন্দ্রবসু ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগবান্ চন্দ্র বসু, জাতিতে কায়স্থ। ইনি কলিকাতা হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে B. S. C. উপাধি লাভ করেন। তাহার পর, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী-কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তদবধি

উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি তাড়িত-বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার পর, বসু মহাশয় পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তত্রত্য বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। বিজ্ঞান আলোচনায় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি কার্য্যে ইঁহার ন্যায় কোন ভারতবাসীই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবের ন্যায়, উদ্ভিদ্ এমন কি ধাতব পদার্থেরও প্রাণ আছে। ইঁহার আবিষ্কারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্। মাতৃভাষায়ও ইঁহার অনুরাগের অভাব নাই। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়, তাহাতে বসু মহাশয় সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে করোনেসন্ দরবার উপলক্ষে গবর্মেণ্ট ইঁহাকে সি, আই, ই. উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

জগন্নাথতর্কপঞ্চানন। হুগলি জেলার অন্তর্গত কলিকাতার অনতিদূরে ভাগীরথীতীরস্থ সুবিখ্যাত ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জগন্নাথতর্কপঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। রুদ্রদেবের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাহার উপর বৃদ্ধ বয়সে পত্নীবিয়োগ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হন। পুত্রাদি না থাকায় বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাসুদেব ব্রহ্মচারীর কন্যা অম্বিকা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই অম্বিকাদেবীর গর্ভে রুদ্রদেবের এক পুত্র জন্মিল। শ্বশুরের অনুরোধে রুদ্রদেব এই পুত্রের নাম রাখিলেন—জগন্নাথ। বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া রুদ্রদেব জগন্নাথকে বড় আদর করিতেন। আদর পাইয়া জগন্নাথ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন। প্রতিবেশীদের উপর অনেক সময় অত্যাচার করিতেন। ইহাতে পিতার নিকট তাঁহাকে প্রায়ই তিরস্কৃত হইতে হইত। সাত বৎসর বয়সে জগন্নাথ পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি বাল্যকালে পাঠে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। একদিন পিতা রুদ্রদেব জগন্নাথের পাঠে অমনোযোগের জন্য প্রহার করিতে উদ্যত হন। তখন বালক জগন্নাথ বলেন "আমাকে ব্যাকরণের পড়া জিজ্ঞাসা করুন, যদি না বলিতে পারি প্রহার করিবেন।" তাহার পর, রুদ্রদেব যত গুলি ব্যাকরণের প্রশ্ন করেন, জগন্নাথ প্রত্যেক প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর করেন। ইহাতে জগন্নাথের অসাধারণ মেধা ও অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে সন্তোষ লাভ করেন। আট-বৎসর বয়সে জগন্নাথের মাতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার পর, তিনি বংশবাটী গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব বিদ্যালঙ্কারের নিকট কাব্য অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে জগন্নাথের বিবাহ হয়, উহার কিছু দিন পরে ভবদেবের মৃত্যু হইলে কামালপুরনিবাসী রঘুদেববিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাটীতে জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ সময় নবদ্বীপের জগদীশতর্কালঙ্কারের বংশীয় রমাবল্লভবিদ্যাবাগীশের সহিত এক সভায় জগন্নাথের তর্ক হয়, ইহাতে জগন্নাথ অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। এই ঘটনায় জগন্নাথ "তর্কপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হন। ২৪ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতৃ-বিয়োগ হয়। সুতরাং অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন জগন্নাথের দারুণ দুরবস্থা ঘটে। তিনি অতিকষ্টে ত্রিবেণীস্থ স্বীয় বাটীতে একটী চতুষ্পাঠী খুলেন। অল্প দিনের মধ্যে নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার চতুষ্পাটী পূর্ণ করিল, জগন্নাথ একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। জগন্নাথের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতির জন্য দেশের প্রধান প্রধান লোকে তাঁহার অত্যন্ত সম্মান করিতেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় তাঁহাকে উখড়া পরগণার সাত শত বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি প্রদান করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ত্রিলোক

চন্দ্র রায়বাহাদুর তাঁহার পাণ্ডুয়া পরগণার অন্তর্গত হেদুয়াপোতা গ্রাম ও অনেক ব্রহ্মত্র ভূমি এবং একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রদান করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় রাঁইয়া রাজা নন্দকুমার নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। নবাব, তর্কপঞ্চাননের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি তর্কপঞ্চাননের একটী ইষ্টকালয় বা পাকাবাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরেজ-মনীষিগণের সহিত ও তাঁহার বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। সদরদেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন্ সাহেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাহার পর, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিখ্যাত মনীষী সার্ উইলিয়ম্ জোন্স তর্কপঞ্চাননকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ত্রিবেণীর বাটীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। দেশে ঐ সময়ে অত্যন্ত ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তর্কপঞ্চানন অত্যন্ত শঙ্কিত থাকিতেন; উহা অবগত হইয়া সার্ উইলিয়ম্ জোন্স নিজব্যয়ে কয়েক জন অস্ত্রধারী প্রহরী তাঁহার বাটীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে গবর্মেণ্ট তর্কপঞ্চাননের দ্বারা দুরূহ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লইয়া ছিলেন। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে তর্কপঞ্চানন "অষ্টদেশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদভঙ্গার্ণব" নাম দুইখানি দায়সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই দুই গ্রন্থ সঙ্কলন কালে তর্কপঞ্চানন গবর্মেণ্ট হইতে মাসিক ৭০০৲ টাকা ও গ্রন্থদ্বয় শেষ হইলে মাসিক ৩০০৲ টাকা অবসর বৃত্তি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দুই খানি সংস্কৃত কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তি সংক্রান্ত অনেক গল্প প্রচলিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। তর্কপঞ্চানন মহাশয় যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও দেশ বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন, তদ্রূপ অতিদীর্ঘ জীবন ও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের দেহান্তর হয়। ঐ সময় তাঁহার বয়স ১১১ বৎসর হইয়াছিল। এ বয়সেও তাঁহার দর্শন বা শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিত্তলের অমৃতি, কয়েকটী জলপাত্র ও দশ বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত একখানি ভগ্ন গৃহ পাইয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি দশটী পৌত্রকে একলক্ষ টাকা সমান অংশে ভাগ করিয়া দেন। আর তাঁহাদের জন্য মাসিক চারি হাজার টাকা আয়ের নিষ্কর ব্রহ্মত্র ভূমি রাখিয়া যান। এতদ্ভিন্ন দৌহিত্রদের ছত্রিশ হাজার টাকা ও নিজের শ্রাদ্ধাদির ব্যয় স্বতন্ত্র গচ্ছিত রাখেন।

জয়কৃষ্ণমুখোপাধ্যায়। ইনি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্মোহনমুখোপাধ্যায়, রাঢীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। জয়কৃষ্ণ পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ সৈনিক বিভাগে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া ভরতপুরে গমন করেন। ভরতপুরের রাজধানী অবরোধ কালে ইনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের ভাগ পাইয়াছিলেন। তাহার পর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের হুগলী কলেক্টরির রেকর্ড কিপারের কার্য্য গ্রহণ করেন। জয়কৃষ্ণ অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধি- সম্পন্ন, তিনি উত্তরকালে সঞ্চিত অর্থ দ্বারা প্রভূত জমিদারি সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং অত্যন্ত প্রতাপের সহিত ঐ জমিদারির শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে তিনি জাল করা অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিলাত আপিলে নিম্ন আদালতের রায় রহিত হইল না বটে কিন্তু প্রিভিকাউন্সিলের বিচারকগণ ইঁহার নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে এরূপ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ইঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন। তিনি কেবল বিষয়ী ছিলেন না, তাঁহার যথেষ্ট স্বদেশানুরাগও ছিল। ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান্-এসোসিয়েসন্ সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তদ্ভিন্ন নিজ বাসস্থান উত্তরপাড়ায় একটী ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটী সাধারণ পাঠাগার নির্ম্মাণ করিয়া গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্কুল্‌টী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ৭০ বৎসর বয়সে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি-হীন হন কিন্তু তখনও তিনি নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এমন কি সাধারণ সভা সমিতিতেও উপস্থিত হইতেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখো-পাধ্যায় এম্, এ. বি, এল্. সি. আই ই মহোদয় বিদ্যা, বুদ্ধি, বদান্যতা ও উন্নত চরিত্র-গুণে শিক্ষিত জমিদার বর্গের আদর্শ-রূপে বিরাজমান। নবকৃষ্ণ এবং বিজয়কৃষ্ণের সন্তান-গণেরও অনেকেই সুশিক্ষিত ও দাতা।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কেবলরাম তর্ক-পঞ্চানন নাটোরের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জয়গোপাল কনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে লইয়া কাশীবাসী হন। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ইঁহার আর্থিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। তাহার পর, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরের খৃষ্টান পাদরি কেরি সাহেবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির কথা প্রচারিত হইলে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ইনি ষোল বৎসর কাল সংস্কৃত-কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, তারা-শঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বিখ্যাত পাণ্ডিতগণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র। ইনি তদানীন্তন কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে [illegible] পণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত পাদরি [illegible] মার্শম্যান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা [illegible] স্থাপন করিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য অনেকে বলেন "কৃত্তি-বাস ও কাশীরামের মূল লেখা জয়গোপাল কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব এই পরিবর্ত্তন বাঙ্গালা ভাষার মৌলিকতা নির্ণয়ের অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে।" ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল পরলোক গমন করেন।

জয়চন্দ্র। কান্যকুব্জের শেষ স্বাধীন নরপতি। ইনি দিল্লীশ্বর শেষ অনঙ্গপালের অন্যতর দৌহিত্র। অপুত্রক অনঙ্গপাল জয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপর দৌহিত্র পৃথ্বী-রাজকে আপনার সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের প্রতি জাতক্রোধ হন। তাহার পর, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে অব-মানিত করিবার উদ্দেশ্যে নিজের অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তি গড়িয়া দৌবারিকের স্থানে স্থাপন করেন। জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা ছিল। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে সেই কন্যার স্বয়ম্বরেরও আয়োজন করেন। পৃথ্বীরাজের অসাধারণ বীরত্বের কথা শুনিয়া সংযুক্তা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন। পৃথ্বীরাজও সংযুক্তার রূপগুণের খ্যাতিতে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। তিনি সংযুক্তার কর গ্রহণের আশায় সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করেন এবং সৈন্যদিগকে কিঞ্চিদ্দূরে রাখিয়া একটী বেগবান্ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির অতিনিকটে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকেন। সংযুক্তা সমাগত রাজগণের মধ্যে পৃথ্বীরাজকে না দেখিয়া দ্বারস্থিত পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলে বরমাল্য প্রদান করেন। ইহাতে জয়চন্দ্র সভামধ্যে অত্যন্ত লজ্জিত হন। এদিকে পৃথ্বীরাজ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে আপনার পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া বেগে প্রস্থান করেন। জয়চন্দ্রও

তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। পথিমধ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় কিন্তু জয়চন্দ্র পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনায় পৃথ্বীরায়ের প্রতি জয়চন্দ্রের বিদ্বেষ সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং বৈর-শোধনে অসমর্থ হইয়া গজনীর অধিপতি মহম্মদ ঘোরীকে শত্রু দমনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই নিমন্ত্রণই ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ হইল। পৃথ্বীরায়ের সহিত প্রথম বারের যুদ্ধে মহম্মদঘোরী পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করনে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে জয়চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দেওয়ায় পৃথ্বীরায় অসীম বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বীরশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। হিন্দুর রাজধানী দিল্লী মুসলমানের কর গত হইল। রাজ্যলোলুপ মহম্মদ-ঘোরী পর বৎসর জয়চন্দ্রের রাজধানী কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। এইবার জয়চন্দ্র নিজের ঘোর অবিমৃশ্যকারিতার বিষয় চিন্তা করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নির্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনয়ন করিয়াছেন। তখন পৃথ্বীরায় ক্ষত্রোচিত বিক্রম প্রদর্শন করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এমন বীর আর কেহ নাই, যে শত্রু সেনার গতিরোধ করিবে। জয়চন্দ্র একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, নাহয় তিনিও পৃথ্বীরায়ের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে বীরোচিত গতি লাভ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রাজ্য রক্ষার্থে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে গিয়া জলমগ্ন হইলেন। জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। জয়চন্দ্রের কৃতকর্ম্মের ফলে সুবিখ্যাত কান্যকুব্জ-রাজ্য জনমানবহীন ও শ্মশানে পরিণত হইল। জয়চন্দ্র ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

জয়দেব। ইনি সুপ্রসিদ্ধ গীত-গোবিন্দ নামক গীতি কবিতার রচয়িতা। অনুমান ১২শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জয়দেব বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম রামাদেবী। জয়দেব বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক উৎকলের পুরীধামে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। কোন ব্রাহ্মণ সন্তান না হওয়ায় জগন্নাথের আরাধনা করিয়া একটী কন্যা লাভ করেন। সেই কন্যার নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতী বিবাহযোগ্যা হইলে ব্রাহ্মণ ঐ কন্যাকে জগন্নাথের চরণে উৎসর্গ করিতে আসেন। তাহা দেখিয়া জগন্নাথ প্রত্যাদেশ করেন—জয়দেব নামে আমার এক সেবক সংসারধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া আমার নাম সার করিয়াছে, তাহাকে এই কন্যা সম্প্রদান কর, তাহা হইলেই আমি পরিতোষ লাভ করিব। ব্রাহ্মণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া কন্যাদানের জন্য জয়দেবের নিকট গমন করিলেন কিন্তু উদাসীন জয়দেব কোন প্রকারেই ঐ কন্যা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ কন্যাটী জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পদ্মাবতীকে বলিলেন "তুমি কোথায় যাইবে বল, আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসি"। পদ্মাবতী কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "পিতা জগন্নাথের আদেশে তোমার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তুমিই আমার স্বামী, হৃদয়-সর্ব্বস্ব তুমি আমায় ত্যাগ করিলেও আমি ছাড়িব না, আমি আজীবন কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিব।" পণ্ডিত জয়দেব পদ্মাবতীকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পদ্মাবতীকে লইয়া সংসারী হইলেন। কিছুদিন পরে জয়দেব, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল। ঐ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তিনি অপূর্ব্ব পীযূষ-পূরিত গীত গোবিন্দ রচনা করিলেন। একদিন তিনি খণ্ডিতা নায়িকার মধুর রসের বর্ণনা করিতে গিয়া "প্রিয়ে চারুশীলে" প্রমুখ গীত রচনা কালে "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া "দেহি পদপল্লব মুদারং" লিখিতে গিয়া ভাবিলেন "শ্রীমতী রাধা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পা রাখিবেন এ ভাবের বর্ণনা সঙ্গত নহে"। এইরূপ চিন্তা

করিয়া পঙ্ক্তীর শেষ চরণ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই স্নানার্থ বহির্গত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্ত্তিতে আসিয়া পদ্মাবতীর প্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। পদ্মাবতী তাঁহার বিশ্রামার্থ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রসাদ ভোজনে গেলেন। এদিকে ভগবান্ অসমাপ্ত কবিতার শেষে "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই অংশ লিখিয়া রাখিয়া পদ্মাবতীর অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিলেন। পরক্ষণে প্রকৃত জয়দেব উপস্থিত। তিনি পদ্মাবতীকে আহার করিতে দেখিয়া বিস্মিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "পদ্মাবতী অদ্য তুমি আমার অগ্রেই ভোজন করিতেছ?" পদ্মাবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "সে কি ঠাকুর! এই যে আপনি ভোজনান্তে শয়ন করিতে গেলেন; আমি আপনার প্রসাদ ভোজনের-জন্য আসিলাম।" তাহার পর, জয়দেবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি পুথি খুলিয়া দেখেন ভগবান্ শ্রীহস্তে "দেহি পদ পল্লবমুদারং" এই কথা কয়টী লিখিয়া রাখিয়াছেনই জয়দেবের মনে আর সন্দেহ রহিল না, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই ভগবানের লীলা। জয়দেব ভক্তি-গদ্ গদ্ স্বরে পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"পদ্মাবতি। তুমিই ধন্যা, তুমিই ভাগ্যবতী, যে তুমি চর্ম্মচক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছ এবং তাঁহার স্বয়ং দত্ত প্রসাদ ভোজন করিতেছ। অতএব আমিও তোমার প্রসাদ ভোজন করিব" এই বলিয়া পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জয়দেব বঙ্গদেশের লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। যখন নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, তখন জয়দেব মধ্যে মধ্যে কেন্দুবিল্ব হইতে আসিয় তাঁহার রাজধানী অলঙ্কৃত করিতেন। জয়দেব-চরিত প্রণেতার মতে জয়দেব পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু ঐ মত ইতিহাস-বিরুদ্ধ।

জয়নারায়ণ ঘোষাল। মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালই ভূ-কৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১১৬৯ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতামহের নাম কন্দর্প। এখন যেখানে কলিকাতার কেল্লা হইয়াছে, সেই স্থানে অর্থাৎ গোবিন্দপুরে কন্দর্পঘোষাল ও তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল বাস করিতেন। ঐ স্থানেই জয়-নারায়ণের জন্ম হয়। জয়নারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। ১১৭২ সালে জয়নারায়ণ মুর্সিদাবাদের নবাবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১১৭৫ সালে সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। পরে যশোহরের রাজসংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইতে যখন কলিকাতায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল সেক্‌সপিয়ার্, কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, সেই সময়ে তিনি জয়-নারায়ণকে সহকারী রূপে লইয়া যান। ইঁহার কার্য্যে কোম্পানি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ওয়ারেন্‌-হেষ্টিংস্ দিল্লীর বাদ্‌শা মহম্মদ জেহেন্দর সার নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্য একটী সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দ দ্বারা বাদ্‌শা ইঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন এবং তিনহাজারি মন্‌সবদারি পদে নিযুক্ত করেন। ইহার পর, জয়নারায়ন কোম্পানির অনেক কাজে অনেক বার সাহায্য করায় পুরস্কার লাভ করিয়া বিস্তর জমিদারি ক্রয় করেন। ইনি সৎকার্য্যে ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বহু দেব দেবীর নিত্যসেবা ও বারাণসীধামের খ্রীষ্টান মিশনারি কর্ত্তৃক পরিচালিত জয়নারায়ণ-কলেজ, ইঁহার স্থায়ি কীর্ত্তির সাক্ষি-স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২২৮ সালে ৬৯ বৎসর বয়সে মহারাজ জয়নারায়ণঘোষাল বাহাদুর দেহ ত্যাগ করেন।

জয়নারায়ণতর্কপঞ্চানন। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতার দক্ষিণে মুচাদি গ্রামে ১২১১ শালে পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিশ্চন্দ্রবিদ্যাসাগর। জয়নারায়ণ শৈশবে পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ভবানীপুরনিবাসী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র ও শালিখা-নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথম ইনি শালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, পরে সেই চতুষ্পাঠী নারিকেল ডাঙ্গায় স্থানান্তরিত করেন। সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি পরলোক গমন করিলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তর্কপঞ্চানন মহাশয় ৮০ টাকা বেতনে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। ইনি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার কলেজের ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, দীনবন্ধুন্যায়রত্ন, তারা শঙ্কর তর্করত্ন ও চতুষ্পাঠীর ছাত্রের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীনন্দন তর্ক বাগীশ, হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েকখানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৯ খীঃ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় পেন্সন লইয়া কাশীতে গিয়া বাস করেন। ঐ সময় তিনি একখানি ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়া কাশীনরেশকে উপহার প্রদান করেন। ১২৮০ শালে তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের কাশী প্রাপ্তি ঘটে।

জলধর সেন। ইনি ১২৬৮ সালে ১লা চৈত্র নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হলধর সেন। জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ। এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া সোমপ্রকাশ, গ্রামবার্ত্তা প্রভৃতি মাসিক পত্রে লিখিতেন। কিছু দিনের জন্য গ্রামবার্ত্তার সম্পাদন ও করিয়াছিলেন। তাহার পর, জননী কন্যা ও সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকাল হিমালয় পর্ব্বতে ভ্রমণ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মহিষা-দলে রাজার স্কুলে কাজ করেন। অনন্তর কয়েক বৎসর যথাক্রমে বসুমতী ও হিতবাদীর সম্পাদকতা করিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী আছেন। জলধরবাবুর হিমালয়ভ্রমণ ও ছোটকাকী প্রভৃতি উপন্যাস প্রসিদ্ধ।

জাহাঙ্গীর। সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর আকবরের প্রিয় মহিষী জয়পুর রাজ দুহিতা মরিয়ম জমানীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার মাতৃদত্ত নাম সেলিম। সম্রাট্ সেলিমকে বিবিধ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়েন। সলিম্ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে রাজা মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে বিখ্যাত হল্দিঘাটার যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে যাত্রা অতি কষ্টে সেলিমের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া জাহাঙ্গীর অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী এই উপাধি ধারণ করেন। তিনি সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়া সুশাসনের অনেক আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল অভি প্রায় কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহার পুত্র খশরু এক সময় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিন্তু সম্রাট্ সৈন্যগণের সহ লাহোরে গিয়া তাঁহাকে বন্দীকৃত করেন। জাহাঙ্গীর বিলাসিতা ও জাঁক জমক ভাল বাসিতেন। জাহাঙ্গীরের পত্নীগণের মধ্যে মীর্জা গয়াসবেগের কন্যা নুরমহল প্রধান। তিনি অলোক সামান্য রূপবতী ছিলেন তজ্জন্য সম্রাট্ তাঁহায় নুরজাহান অর্থাৎ ভুবনালোক নাম রাখেন। সম্রাট্ নুরজাহানকে এত ভালবাসি-তেন যে, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। এমন কি স্বুবর্ণ মুদ্রার উপরে সম্রাটের পার্শ্বে নুরজাহানের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। শেষে তিনি নুরজাহানের হস্তের পুত্তলিকা-স্বরূপ হইয়াছিলেন। নুরজাহানের জন্য তাঁহার অকরণীয় কিছুই ছিল না। জাহাঙ্গীর জীবনে অনেক নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন। ভ্রষ্টচরি-ত্রতার জন্য শেষে তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রভৃতি লোকের তত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। জাহাঙ্গীর নুরজাহানের পিতা মীর্জাগয়াসবেগকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি একজন চতুর ও প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। গয়াসবেগের মৃত্যুর পর নুরজাহান আপন জামাতা ও সম্রাটের অন্যতম পুত্র সাহরিয়ারকে রাজ্য দিতে চেষ্টা করেন। ইহার পূর্ব্বে নুরজাহান স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাহানকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। জাহাঙ্গীর

বাল্যকাল হইতেই মাদক দ্রব্য ভাল বাসিতেন। উহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। তিনি শেষ বয়সে হাঁপানি কাশে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। একদা মৃগয়া করিতে গিয়া একটী হরিণকে আহত করেন, মৃগ দৌড়িয়া মৃগীর নিকট গিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি জীবনে হতাশ হন এবং ১০৩৭ হিজিরা ২৮শে সফর তারিখে সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রাণ ত্যাগ করেন।

জীব গোস্বামী। ইনি ১৪৪৫ শকাব্দে পূর্ব্ব বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বল্লভ। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। ইঁহারা কোন্ সূত্রে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তাহা জানা যায় না। ইনি শৈশবে অতি উত্তমরূপ সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করেন। কিছুকাল ফতেয়াবাদ (ভুবণায়) অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার পর, রামকেলিতে আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় রূপ ও সনাতনের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে আগমন করেন, তখন জীব বালক কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া জীবের মনে কেমন যেন একটা অনুরাগ জন্মে। তাহার পর, রূপ, সনাতন ও বল্লভ বৃন্দাবন গমন করেন। সেখান হইতে নীলাচলে যাইবার সময় একবার রামকেলিতে আগমন করেন। এই সময় জীবের পিতা বল্লভের মৃত্যু হয়। ইহার পর, জীব বৃন্দাবনে গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। প্রতিবেশিগণ ভাবিল, রূপ ও সনাতনের ন্যায় জীবও বুঝি সংসার ত্যাগ করিবেন। তাহার পর, জীব একবার জন্মস্থান চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। সেখানে রাত্রিতে মহাপ্রভুও নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দেখিয়া তিনি নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ফতেয়াবাদ (ভুবণার বাটীতে) কয়েক দিন ছিলেন। জীব বড় সুন্দর, বড় প্রিয়দর্শন ছিলেন। নবদ্বীপবাসীরা তাঁহাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিল। নিত্যানন্দ তাঁহাকে লইয়া মহাপ্রভুর প্রত্যেক লীলাস্থল দেখাইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন। এক দিন জীব নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিলেন, "তিনি নীলাচলে যাইতে চাহেন, অথবা যদি কৃপা হয়, তবে চির দিনের জন্য তাঁহার সহিত বাস করেন।" নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, "না, তুমি নীলাচলেও যাইও না, আমার সহিতও বাস করিও না, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর। কারণ মহাপ্রভু তোমাদের বংশের লোকদের বৃন্দাবনেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" তিনি জীবকে আর একটী আদেশ করিলেন, "নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত বাসুদেবসার্ব্বভৌমের যে তর্ক হয়, যাহাতে সার্ব্বভৌম পরাজিত হন। প্রভুর সেই মত সার্ব্বভৌম আপনার প্রিয় শিষ্য মধুসূদনবাচস্পতিকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাচস্পতি এখন কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি বৃন্দাবন যাইবার কালে বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য কিছুকাল সেখানে বাস কর এবং সেই সূত্রে মহাপ্রভুর মত অবগত হও। তাহার পর, বৃন্দাবনে যাইবে।" জীব নিত্যানন্দের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তপনমিশ্রের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া বাচস্পতির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেন। তিনি ন্যায় বেদান্তে অতিশয় ব্যুৎপন্ন হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় রূপও সনাতন তাঁহাকে পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। এইবার শ্রীরূপ জীবকে মন্ত্রদান করিলেন। জীবের যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ১। ষট্‌সন্দর্ভ (দার্শনিক)। ২। গোপালচম্পূ। ৩। গোবিন্দবিরুদাবলী। ৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ। ৫। ধাতুসূত্রমালিকা। ৬। মাধবমহোৎসব। ৭। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ। ৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণের করপদচিহ্ন-বিনির্ণয়। ৯। উজ্জ্বলনীলমণির টীকা। ১০। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকা। ১১। গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা। ১২। ব্রহ্মসংহিতোপনিষদের টীকা। ১৩। অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাষ্য। ১৪। বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টীকা) ১৫। ভাগবতসন্দর্ভ।

১৬। মুক্তাচরিত্র। ১৭। সারসংগ্রহ। জীবের রচিত গ্রন্থের মধ্যে এই কয়খানি প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবাদি অনেক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে অনেক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ১৫৪০ শকাব্দে বৈষ্ণবজগতের এক জন প্রধান উপদেষ্টা জীবগোস্বামী তিরোভাব প্রাপ্ত হন।

জোন্স। (সার্ উইলিয়ম্) ইনি ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার মাতাই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কারণ তাঁহার জননী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। জোন্স শৈশব হইতে গ্রীক্, লাটিন্, ফ্রেঞ্চ, জর্মান্ প্রভৃতি সমুদয় প্রতীচ্য ভাষা ও সংস্কৃত, আরবী, পার্সী, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা সকল শিক্ষা করেন। হারোর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার থ্যাকার বলিয়াছিলেন,—"জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় সলিস্‌বরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং যশের পথ খুঁজিয়া লইতে পারিবে। অর্থাৎ সে ভবিষ্যতে এক জন সঙ্গতিশালী ধনবান্ ব্যক্তি হইবে।" জোন্স যৌবনের প্রারম্ভে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যবহারাজীব (ব্যারিষ্টার্) শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জোন্স লর্ড অসবর্টনের চেষ্টায় বঙ্গদেশের সুপ্রিম কোর্টের জজ্ নিযুক্ত হন। তাহার পরই তাঁহাকে নাইট্ উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হয়। তিনি কলিকাতা আগমনের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল অবিশ্রান্ত প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাষা সংক্রান্ত অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় আইন-সংক্রান্ত তাঁহার অনেক গ্রন্থ আছে। তিনি নানা ভাষার চর্চ্চা করিতেন বলিয়া ব্যবহার-[illegible] বা বিচার কার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন না। [illegible] প্রাচ্য-সাহিত্য-সেবী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া এসিয়া মহাদেশের পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, [illegible] ও ইতিহাস চর্চ্চার জন্য [illegible] স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের তাৎকালীন গবর্ণর জেনেরালের ইচ্ছাক্রমে সার্ উইলিয়ম্ জোন্সই তাহার সভাপতি মনোনীত হন। পরে সেই সভাই "এসিয়াটিক্-সোসাইটী" নামে বিখ্যাত হয়। এই সভা হইতে ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণন করা যায় না। এখনও এই সভা (এসিয়াটিক সোসাইটি) হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী (বিব্লোথিকা-ইণ্ডিকা-গ্রন্থ) পাঠ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় পণ্ডিতগণ হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব সকল অবগত হইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল কৃতবিদ্য বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সার্ উইলিয়ম্ জোন্সই সর্ব্বপ্রধান। তিনি এসিয়া-মহাদেশের সাহিত্যকে বিশেষতঃ সংস্কৃত-ভাষাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রেল সামান্য জ্বর রোগে সার্ উইলিয়ম্ জোন্স কলিকাতা নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের উপর নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত আছে। উহার বঙ্গানুবাদ এই;—

"এক মানবের মর্ত্ত্যাংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি ঈশ্বরকে ভয় করিতেন, মৃত্যুকে নহে। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন না। অধার্ম্মিক ও কুক্রিয়াসক্ত লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্য কাহাকে তিনি আপন অপেক্ষা উচ্চ মনে করিতেন না"।

ঝ

ঝিন্দনকুমারী (মহারাণী) ইনি পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের মহিষী এবং মহারাজ দলিপ সিংহের জননী। [illegible] মহিষীগণের মধ্যে ঝিন্দনকুমারীই [illegible] ও রণজিতের [illegible] ছিলেন। [illegible] কাবুলের [illegible] হাজামার [illegible] ঝিন্দন দলিপ [illegible]

সিংহকে প্রদান করেন। এই সংবাদে মহারাজ রণজিৎসিংহ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন এবং ১০১টী শিখ তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত করে। মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোক গমনের পর, যথাক্রমে খড়্গসিংহ, নওনিহাল সিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাবের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দলিপসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকা-রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হীরাসিংহ উজীর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতিবিচিত্র। ইঁহার পুরুষোচিত অটলতা সহিষ্ণুতা নির্ভীকতা ছিল এবং ইনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রোৎসাহিনী শক্তি সঞ্চালনে সৈন্যগণের নিয়ত উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। অদ্ভুত মনস্বিতা-গুণে অনেকে তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তিনি প্রতিদিন দরবারে বসিয়া সর্দ্দার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ খালসা-সৈন্যের অধিনায়কগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অতিদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মহারাণী ঝিন্দন এত গুণে গুণবতী হইলেও ইন্দ্রিয় লালসাকে দমন করিতে পারেন নাই। লালসিংহ নামক একটী সুন্দর যুবাকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। মহারাণী ঝিন্দনের কৃপাপাত্র লালসিংহ শেষে তাঁহার প্রাসাদেই স্থান প্রাপ্ত হন, এমন কি তিনি রাজ্যের প্রধান উজীরের পদে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহাতে খালসা সৈন্য মহারাণীর প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। এই ঘটনায় পঞ্জাবে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় অনেক বুদ্ধিমান্ ক্ষমতাপন্ন লোক ঘাতুকের হস্তে প্রাণদান করেন। শেষে ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট পঞ্জাবের শাসনভার আপন হস্তে গ্রহণ করেন। মহারাণী ঝিন্দন প্রথমে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া সেখোপুর দুর্গে বাস করিতে থাকেন। শেষে তিনি ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, এই অপবাদে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে বাস করিবার অনুমতি পান। এদিকে রণজিৎমহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসনে খালসা-সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখকগণ বলেন "লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ। তাহার পর, শিশু মহারাজ দলিপ সিংহ ফতেপুরে প্রেরিত হন। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চুণার দুর্গে নীত হন। তাঁহাকে সেখানে বন্দিনী অবস্থায় বড় ক্লেশ পাইতে হয়। তজ্জন্য তিনি চুণার দুর্গ হইতে কৌশলে পলায়নপূর্ব্বক দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া নেপালে উপস্থিত হন এবং নেপাল-রাজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। নেপালের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নেপালস্থ রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া গবর্ণমেণ্ট, মহারাণী ঝিন্দনের অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া মাসিক এক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহাকে নেপালেই বাস করিবার আদেশ দেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলিপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা ও জননীর একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারতে আগমন করেন। গবর্ণর্ জেনেরাল, ঝিন্দনকে নেপাল হইতে আসিবার অনুমতি দেন। মহারাণী পুত্র মুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলেন "আমি আর পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন হইব না।" এই সময় মহারাণীর সৌন্দর্য্যরাশি কতকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, তিনি চুণার দুর্গে যে সকল অলঙ্কার মণি মুক্তাদি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এ দিকে দলিপসিংহ শীঘ্র লণ্ডনে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। মহারাণী ঝিন্দনও অনেক অনুচর অনুচরীসহ দলিপের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করিলেন। প্রথমে দলিপসিংহ ও মহারাণী ঝিন্দন এক বাটীতেই বাস করিতেন, শেষে মহারাণী ঝিন্দনের প্রভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত

মহারাজ দলিপ সিংহের ধর্মভাব শিথিল হইতেছে দেখিয়া উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডননগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। যত দিন ঐ শব সৎকারার্থ ভারতবর্ষে আনীত না হয়, তত দিন উহা কেনশালের সমাধি-ক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলিপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন এবং নর্ম্মদাতীরে সৎকার সম্পন্ন করিয়া নর্ম্মদা সলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্য-প্রতিমা বীরকেশরী রণজিৎমহিষী সৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে সকল অবস্থায় পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ট

টড্। (কর্ণেল, জেমস্ টড্) ইনি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। টড্ ভারতবর্ষে আসিয়া অন্যান্য কার্য্য করার পর, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজপুতানার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া উদয়পুরে বাস করেন। তিনি রাজপুত জাতির বীরত্বে ও মহত্ত্বে বিমোহিত হইয়া ঐ জাতির পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় "রাজস্থানের ইতিহাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর টড্ পরলোক গমন করিয়াছেন।

টলেমি। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ্। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসর-দেশে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত জ্যোতিষ ও ভূগোলবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আরব প্রভৃতি দেশে অভ্রান্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল।

টিপুসুলতান। ইনি মহীশূররাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর জন্ম হয়। নয় বৎসর বয়সের সময় টিপু পিতার সহিত মার্হাট্টাদের হস্তে বন্দী হন। পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত মুক্তি লাভ করেন। টিপু এক জন বীরপ্রকৃতি অসাধারণ বিক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। বহু যুদ্ধে তিনি জয় লাভ ও বহু রাজ্য অর্জ্জন করেন। টিপুর অত্যাচারে হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠে। ইংরেজগণ স্বয়ং প্রস্তাব করিয়া যে টিপুর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, সেই টিপু ইংরেজ-জাতির সহিত সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। তখন হইতে মহীশূরে মুসলমান-প্রভুত্ব বিলুপ্ত হয়। ইংরেজগণ মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশীয় একটী শিশুকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে মহীশূর-রাজ্য প্রদান করেন। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তি লইয়া প্রথমে বেলোড়ে, তাহার পর, সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কলিকাতার সন্নিহিত টালিগঞ্জে বাস করিতেছেন।

টেনিসন্ (আল্‌ফ্রেড্) ইনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট লিঙ্কন সায়ারের অন্তর্গত সমার্স বি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ধর্ম্মযাজকের (রেক্টারের) কার্য্য করিতেন। টেনিসন্ পিতার তৃতীয় পুত্র। প্রথমে লাউথ্ নামক স্থানে ইঁহার পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর, কেম্ব্রিজবিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় আগ্রহ ছিল। ইঁহার কবিতার সৌরভ দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের রাজকবির পদ শূন্য হওয়ায় টেনিসন্ সেই পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার কৃত কাব্য ও নাটকের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ। (১) দি প্রিন্সেস্ (২) ইন্ মেমোরিয়াম্ (৩) মড্, (৪) আইডিল্‌স্ অব্ দি কিং (৫) ইনক্ আর্ডেন্ (৬) কুইন্ মেরী (৭) হ্যারল্ড্ (৮) বেকেট্, (৯) দি কাপ্, (১০) দি ফরেষ্টার্স (১১) দি প্রমিস্ অব্ মে (১২) দি ফলকন্। এতদ্ভিন্ন ইনি বাল্যকাল হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত অনেক কবিতা রচনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টেনিসন্ লর্ড শ্রেণীতে

উন্নীত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর এই ঋষি দেহত্যাগ করেন।

ড

ডফ্। (রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্) ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। ঐ উদ্দেশ্যে রেঃ ডাঃ ডফ্ ফ্রিচর্চ্চ-ইন্‌ষ্টিটিউসন্ নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা রিভিউ পত্রের সম্পাদকতা করেন। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ডফ্ সাহেবের কলিকাতা অবস্থানকালে স্বতঃ পরতঃ অনেকগুলি হিন্দু যুবক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ডফ্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতা নিমতলা-ষ্ট্রীটে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রিচর্চ্চইন্‌ষ্টিটিউসন্ এক্ষণে হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত জেনেরাল্‌এসেম্ব্রিজস্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের সহিত মিলিত হইয়া স্কটিস্‌চার্চ্চ কলেজে পরিণত হইয়াছে।

ডফরিন্ (লর্ড) ইনি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কানাডার গবর্ণর জেনেরাল্ ও অন্যান্য উচ্চ কার্য্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কার্য্যকালের মধ্যে ইনি রাওলপিণ্ডিতে দরবার করিয়া আফগানি স্থানের আমীর আবদুররহমানকে অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মদেশের রাজা থিব ইংরাজবণিক্‌দিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং গোয়ালিয়রের রাজাকে গোয়ালিয়র-দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুরাগভাজন হন এবং মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজ্যের পঞ্চাশৎ-বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই "মার্কুইস্ অব্ ডফরিণ এণ্ড আভা" এই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

ডাল্‌হৌসি (লর্ড) ইনি হার্ডিংটন্‌সায়ারে কলস-টাউনের ব্রোণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের (প্রথম হার্ডিঞ্জ) নিকট হইতে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার শাসনকালের অধিকাংশ যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত হয়। প্রথম মূলতানের অবাধ্য শাসনকর্ত্তা মূলরাজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া মূলতান পঞ্জাব-রাজ্যের অধীন করেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়ী হইলে ইনি ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া পঞ্জাব ব্রিটিশসাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন। দ্বিতীয় ব্রহ্ম-যুদ্ধের পর, ইংরেজগণ কর্ত্তৃক জিত ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ ইংরেজের শাসনাধীন করেন। সাতারার রাজার দত্তকপুত্র অসিদ্ধ করিয়া সাতারা ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্গত করিয়া লয়েন। হায়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে বাঁকী টাকার জন্য তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বেরার্, নলদুর্গ, রইচর, দোয়াব প্রভৃতি স্থান ইংরাজের পক্ষে গ্রহণ করেন। পেশওয়া বাজীরাওর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি রহিত করেন। ঝাঁসি ও নাগপুরের রাজদ্বয় অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হইলে লর্ড ডাল্‌হৌসি তাঁহাদের পোষ্যপুত্র অসিদ্ধ করিয়া ঐ দুইটী রাজ্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ-আলী রাজ্যশাসনে অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে নবাবী হইতে বিচ্যুত ও ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান-পূর্ব্বক কলিকাতায় বাস করিতে আদেশ দেন ও অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। এই সকল ব্যাপারে নিরন্তর লিপ্ত থাকিলেও লর্ড ডাল্‌হৌসির সময়ে অনেক

সংকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও টেলিগ্রামের সূত্রপাত হয়, দুই পয়সায় টিকিটে ভারতের সর্ব্বত্র ডাকে চিঠি যাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ রাজপথ প্রস্তুত হয়, ক্ষেত্রে জল সেচনের নিমিত্ত অনেক খাল খনিত হয়। তাঁহারই শাসনকালে সার্ চার্লস্‌-উড্ সাহেবের যত্নে এদেশে অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে শিক্ষা-বিস্তার হয়। তাঁহার অনুমতিতে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটী মহানগরে তিনটী প্রেসিডেন্সী কলেজ্ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি আর বিশ বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বাঙ্গালার লেপ্টণাণ্ট গবর্ণর-পদের সৃষ্টি হয় এবং সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাল্‌হৌসির সময়ে 'বিধবা-বিবাহ' আইন বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পদ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

ডিমস্থিনিস্। ইউরোপের অন্তর্গত গ্রীস্‌দেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্ খৃঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে ইনি অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর বয়োবৃদ্ধির সহিত চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইলে ডিমস্থিনিস্ অতিযত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যার্জ্জন করেন। অতঃপর ইনি দেশ মধ্যে এক জন বিখ্যাত বক্তা হইবার জন্য যত্নবান্ হন। কথিত আছে, ডিমস্থিনিস্ বক্তৃতা-শক্তি অভ্যাসের নিমিত্ত সাগরতীরে গমন করিয়া নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন। পাছে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় ভূগর্ভস্থ একটী বিজন প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করিতেন। নিজের ভাষা বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আট দশবার নকল করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ মাসিডনপতি প্রবিজয়ী ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। অনেকবার তাহাদের মৃত্যুর পর, অন্তিপিটার ইঁহার জীবননাশের চেষ্টা করেন। ডিমস্থিনিস্ পলায়ন করিয়া এক দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৩২২ অব্দে বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

ত

তাতা। পারসীক-কুলোদ্ভব জাম্‌শেঠ্‌জী নসর-ওয়ান্‌জী তাতা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নওসারী নামক প্রাচীননগরীতে তাতা কোম্পানি স্থাপিত করেন। ইনি অনেক স্থানে কল কারখানা করিয়া স্বাধীন উপায়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাতা ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়া দেশ-জাত দ্রব্যের ব্যবসায় বিস্তার করিতে পারেন এমন একটী অনুষ্ঠানকল্পে ইনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিস্তর অর্থ অর্পণ করেন। যত দিন এই রূপ অনুষ্ঠান সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে ইংলণ্ডে যাইয়া উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তাহারও আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহীশূর রাজ্যের বাঙ্গালোরে মধ্যপ্রদেশের নাগ-পুরে, ইঁহার প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক ভারতীয় যুবক ঐ সকল স্থানে শিক্ষা পাইতেছে।

তানসেন। ইনি ভারতবর্ষের এক জন অদ্বিতীয় গায়ক। তানসেন ১৬শ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আক-বরের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। প্রথমে ইনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর, ভাটের বাঘেলার রাজা রামচাঁদের আগ্রহে তাঁহার সভাসদ্ হন। কথিত আছে, রাজা রামচাঁদ ইঁহার সংগীতে বিমুগ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রায় দুই কোটি মুদ্রা পারি-তোষিক প্রদান করেন। তাহার পর, সম্রাট্ আকবরের নির্ব্বন্ধে তানসেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লীর সভায় আগমন করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, সম্রাট্ আকবরের একটী রূপবতী যুবতী কন্যা তানসেনের মধুর সংগীতে বিমোহিত

হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তানসেনও ঐ সুন্দরীর রূপে আত্মহারা হইয়া আপনাকে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করেন। সম্রাট্ এই সংবাদ অবগত হইয়া উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তানসেন মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হয় মীঞা তানসেন। কথিত আছে, দীপক গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় তানসেনের মৃত্যু হয়। অনন্তর তাঁহার আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে সমাধি হয়। এখনও অসংখ্য সংগীত-সাধক তানসেনের সমাধিস্থান সন্দর্শনের নিমিত্ত গোয়ালিয়রে গিয়া থাকেন। তানসেন অনেক রাগ রাগিণী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখনও তানসেনের বংশধর বিদ্যমান আছেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহার বংশধর।

তারানাথতর্কবাচস্পতি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তারানাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস সার্ব্বভৌম। রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণ। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বাঙ্গালদেশ বরিশাল জেলার বৈচণ্ডীগ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া কালনায় গঙ্গাতীরে বাস করেন। তজ্জন্য ইঁহাদের বাড়ীকে কাল্‌নার লোকেরা বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্যিদের বাড়ী বলে। বাল্যকালে তারানাথের বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় অভিনিবেশ ছিল। প্রথমে তাঁহার সংস্কৃতশিক্ষা গৃহেই হইয়াছিল। তাহার পর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ছয় বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, কাশীধামে গিয়া কয়েক বৎসর বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কাশী হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাল্‌নার বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া তাহার যে উপস্বত্ব পাইতেন, তদ্বারা সংসার খরচ ও চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নেপাল হইতে শাল কাঠ আনাইতেন, রাঢ়দেশের চাউল, শান্তি-পুর, ফরাসডাঙ্গার কাপড়, কাশ্মীরী শাল প্রভৃতি আনিয়া বিক্রয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন বীরভূমে বিঘা প্রতি ৵০ খাজনায় দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া লাঙ্গল গরু ও মুনিষ রাখিয়া কৃষিকার্য্যও চালাইতেন। কিছুদিন পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদশূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এ দিকে কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যাপৃত থাকায় ব্যবসায় কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটদষ্ট হওয়ায় লক্ষাধিক টাকার দায়ী হইয়া পড়েন। ইঁহার দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃতকলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল কাউয়েল সাহেব ইঁহাকে সংস্কৃত-পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল পুস্তকের গবর্ণমেণ্ট যত খণ্ড ক্রয় করিতেন, তাহাতেই প্রায় মুদ্রণ-ব্যয় উঠিয়া যাইত, অবশিষ্ট পুস্তকের মূল্য লাভস্বরূপ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ হওয়ায় তিনি বিশেষ লাভবান্ হন। ইনি পাণিনীয় সিদ্ধান্তকৌমুদীর অতিসংক্ষিপ্ত সরলা নাম্নী টীকা, শব্দস্তোম-মহানিধি ও বাচস্পত্য অভিধান, আশুবোধ ব্যাকরণ এবং কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত কয়েক-খানি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 'বাচস্পত্য' অভিধান সঙ্কলনই প্রধান কীর্ত্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাতে গবেষণার (Research) কোন পরিচয় নাই। এক একটী শব্দের অর্থ লিখিতে গিয়া যথাদৃষ্ট বহু শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উহার পৌর্ব্বাপর্য্য, প্রামাণিকতা, অপ্রামাণিকতা, ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য, আধ্যাত্মিক অর্থ প্রভৃতি কিছুই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন অনেক কৃত্রিম প্রক্ষিপ্ত বচন তাঁহার অভিধানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নানা শাস্ত্রের বহুসংখ্যক সংস্কৃতগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া

সংস্কৃত শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি প্রথমে সমাজ-সংস্কারক প্রথিতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহরাহিত্য বিষয়ে যোগ দান করেন। শেষে মতের পরিবর্ত্তন ঘটায় উহার প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা জনাই (ইদানীং কলিকাতা) নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "তর্কবাচস্পতি মহাশয় পাক কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একবার তিনি কলিকাতায় শ্বশুর বাটীতে আসিয়া দেখেন পরিবারবর্গ কালনার বাটীতে, একাকী তর্কবাচস্পতি মহাশয় বাসায় আছেন। সুতরাং তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ংই পাক করিতে গেলেন, তিনি এত সুন্দর রূপে নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন যে, মুখুয্যে মহাশয় বলেন ওরূপ সুস্বাদু পাক তিনি আর কখনও খান নাই"। তর্কবাচস্পতি মহাশয় শেষ জীবনে কাশী বাস করেন, সেখানেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

তারাশঙ্করতর্করত্ন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের সন্নিহিত কুঁচকুলি গ্রামে অনুমান ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্করতর্করত্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মধুসূদনচট্টোপাধ্যায় রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। ইনি বাল্যকালে নিজগ্রামস্থ পাঠশালায় পড়া শেষ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে পাঠকালে তারাশঙ্কর একজন মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজ হইতে তর্করত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ানের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। যে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহনতর্কালঙ্কার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেশে বিশুদ্ধ সাধু বাঙ্গালা প্রচলনের জন্য লেখনী পরিচালনা করেন, তখন তারাশঙ্করতর্করত্ন ও তাঁহাদের একজন প্রধান সহকারী ছিলেন। ইনি সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাহারপর, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরীর গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। উহার কিছুকাল পরেই প্রসিদ্ধ লেখক জনসন্ কৃত র‍্যাসেলাসের বঙ্গানুবাদ করেন। তারাশঙ্কর দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াও পুত্র মুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। ইনি কাদম্বরী গ্রন্থকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার একমাত্র কন্যার নাম কাদম্বরী রাখিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তর্করত্ন মহাশয় যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ না করিতেই পরলোক গমন করেন।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি অম্বিকা কালনার সন্নিহিত ডেবেটোন গ্রামে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শশিশেখর চট্টোপাধ্যায়, রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। শশিশেখরের কয়েক ঘর ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। ঐ সকল শিষ্য গুরু শশিশেখরকে বার্ষিক বাহা প্রদান করিতেন তাহাতেই তাঁহার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তারিণীচরণ যখন এক বৎসরের শিশু, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর, তাঁহার জননী তারিণীচরণকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে নবদ্বীপে আগমন করেন। ইঁহার মাতুলেরা চারি ভ্রাতা, তম্মধ্যে প্রথম মাধবচন্দ্রবিদ্যারত্ন ও দ্বিতীয় কৃষ্ণকান্তশিরোরত্ন মহাশয়, ইহারা দুই ভাই শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শিরোরত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা তারিণীচরণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া শিষ্যদিগকে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে প্রণামী আদায় করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করেন। তিনি তদনুসারে তারিণীচরণকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন কিন্তু যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তারিণীচরণের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যাচ্ঞা বৃত্তির উপর ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। তিনি নবপ্রচলিত প্রতীচ্য শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তারিণীচরণ বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা, এই স্বাধীনচিত্ততাই কালে তাঁহাকে উচ্চপদবীতে সমারূঢ় করিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, সেই সময়

তাঁহার মাতুলালয়ে একটী বিবাহ উপলক্ষে মাতুলবাটীর বালক ও যুবকেরা শাল জামিয়ার গায়ে দিয়া পথ আলো করিয়া চলিল কিন্তু তারিণীচরণ সামান্য পরিচ্ছদে বিবাহোৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছেন, দেখিয়া তাঁহার জননী তাঁহার কোন ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে একখানি জামিয়ার লইয়া তারিণীচরণকে সেই দিনের জন্য গায়ে দিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তারিণীচরণ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জামিয়ার পাইলে কোথায়? আমাদের ত জামিয়ার নাই। আমি বেশভূষার জন্য পরের দ্রব্য ব্যবহার করা অপমানের কার্য্য মনে করি। আমার নিজের যে মলিন বস্ত্র আছে, তাহা পরিধান করিয়া দশের নিকট যাইতে আমি লজ্জিত নই। তবে তোমার সন্তোষের জন্য এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি বাঁচিয়া থাকিলে কালে স্বোপার্জ্জিত অর্থে জামিয়ার কিনিয়া আগে তোমাকে ব্যবহার করাইয়া পরে নিজে ব্যবহার করিব"। তিনি পুত্রের ঐরূপ কথা শুনিয়া আর কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। তারিণীচরণের মাতা স্বামিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুই লইয়া আসিতে পারেন নাই, সুতরাং পাঠকালে তারিণীচরণকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি কিছু দিন পরেই মাতুলগণের অনভিমতে কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যক্ষের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার প্রযত্নে উক্ত কালেজে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠকালে তারিণীচরণকে অশন বসন ও পাঠ্য পুস্তকাদির জন্য যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি কখন কখন মাতার নিকট হইতে গোপনে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেন। তদ্ভিন্ন কখন অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতে হইত, কখনও বা এক পয়সার মুড়ি খাইয়া দিন কাটিত। প্রতিভাগুণে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সিনিয়র্ স্কলার্সিপ্ প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, অনেক দুঃখ ও অভাবের মধ্যে থাকিয়াও কেবল অধ্যবসায়-বলে তিনি কালেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন। কলেজ ত্যাগ করিয়া তারিণীচরণ নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া চাকরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার পিতার কয়েকটী ধনী ব্রাহ্মণ-শিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে মন্ত্রগুরু হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, "আপনি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন এবং হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছেন" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষকারের একনিষ্ঠ উপাসক তারিণীচরণ অটল। তিনি তাঁহাদিগকে সতেজে উত্তর দিলেন;—"কর্ণের নিকট দুই একটী শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ প্রকার শিষ্যের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করা অপেক্ষা চিরকাল দারিদ্র্য দুঃখে নিপীড়িত থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। আমার এমন শিক্ষা বা বিদ্যা নাই যাহাতে আমি আপনাদের গুরুপদবাচ্য হইতে পারি। অতএব আমি অনুমতি দিতেছি, আপনারা স্বতন্ত্র গুরু গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করুন"। শিষ্যগণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে তারিণীচরণ অনেক চেষ্টাতে ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজে সামান্য কেরানিগিরি চাকরিতে প্রবেশ করেন। প্রতিভা, উদ্যম ও পরিশ্রমের গুণে ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি সংস্কৃত কলিজিয়েট্-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ভূগোল ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সময় প্রথিতনামা ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তারিণীবাবুর গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিছুদিন পরে তারিণীবাবু ভূগোলপ্রবেশ, ভূগোলবিবরণ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। এই তিনখানি পুস্তক বহুকাল স্কুলসমূহের একমাত্র পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কয়েক বৎসরের পর, তারিণীবাবুর জীবনে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। কলিকাতার সন্নিহিত কোন ব্রাহ্মণ-জমিদারবংশের এক বিধবা স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্না হইলে, তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেওয়াইবার জন্য ঐ প্রবল ভূম্যধিকারিগণের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন। এমন কি, এই ঘটনায় তাঁহাকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। তিনি অসাধারণ

শক্তিগুণে আত্মরক্ষা করিয়া ঐ শরণাগতাকে সম্পত্তি দেওয়াইয়াছিলেন। এজন্ত তাঁহাকে অনেকদিন হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিতে হইয়াছিল। তারিণীবাবুর জননীর শ্বাসের ব্যাধি ছিল, তারিণীবাবুও ৩৯ বৎসর বয়সে ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসময়ে পেন্‌সন্ লইতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে ভগ্নশরীরেও নবদ্বীপে বাস কালে তিনি ঐ গ্রামের উন্নতিকল্পে অবশিষ্ট জীবনটুকু নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তারিণীবাবুর যত্নেই নবদ্বীপে রাস্তা ঘাট, পোষ্টঅফিস মিউনিসিপালিটি এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরাজীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল সাধারণের হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহার খ্রীষ্টান মিশনরি ও রাজপুরুষদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইত কিন্তু তেজস্বী তারিণী বাবু কখন ও কোন ঘটনায় পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি পেনসন্ লইয়া ২৬ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমরা পাঠাবস্থায় তাঁহার শেষ জীবনের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার শিক্ষা এতই পূর্ণ ছিল এবং তাঁহাতে এতই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছিল যে, কখনও কোন কার্য্যে তাঁহার হৃদয়ের সংকীর্ণতা বা অনুদারতা লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উকীল।

তারাবাই। ইনি মহারাষ্ট্র-নায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও প্রসিদ্ধ বীর শিবাজীর পুত্রবধূ। তারাবাই বুদ্ধিমতী রাজনীতি-নিপুণা বীরবালা ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহ-বাক্যে প্ররোচিত হইয়া মহারাষ্ট্র-সৈনিকগণ কর্ত্তৃক মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব পরাভূত হন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ৭০ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী মহিলা পরলোক গমন করেন।

তুকারাম। ইনি মহারাষ্ট্র-দেশীয় একজন পরম-ভক্ত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী পুণা নগরীর আট ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর কোণে ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে দেহু নামক গ্রামে শূদ্র জাতীয় এক বণিক্ গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তুকারাম সরল ও সাধু ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বাণিজ্য দ্বারা কিছু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত বিঠোবা দেবের সেবায়ই মন প্রাণ সমর্পণ করেন। তুকারাম অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার শক্তি সত্ত্বে কখনও পরোপকারে বিরত হইতেন না। তুকারামের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠা রুক্মাবাই কাশরোগে গতাসু হন। কনিষ্ঠা অবলাবাই ধনিকন্যা, তিনি স্বামীর সংসারের প্রতি অনাস্থা দেখিয়া সর্ব্বদা ভৎ'সনা করিতেন। জ্ঞাতিগণ ও তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে তিরস্কার করিত কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিঠোবা দেব ভিন্ন তিনি সংসারের সকল বস্তুই অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন। উপর্য্যুপরি সংসারের কয়েকটী লোকের মৃত্যুতে তাঁহার বিরাগ আরও বাড়িতে লাগিল, তিনি তাঁহার উপাস্য দেব ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতেন না। ক্রমে তাঁহার ভক্তি ও জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিত। স্বয়ং মহারাষ্ট্র-রাজ ছত্রপতি শিবাজী তাঁহাকে পুণা রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ছত্র, চামর, যান, বাহন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বিষয়-বিরক্ত তুকারাম বিষয়ীর সংসর্গে যাইতে সম্মত হইলেন না। তাহার পর, তিনি নামদেবের অভঙ্গের ন্যায় শ্রুতি পুরাণ ও ভগবদ্গীতার ভাবার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক নূতন নূতন অভঙ্গ (গীতি) রচনা করিয়া বিঠোবার চরণে উৎসর্গ করিতেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তুকারাম মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার অভঙ্গ সকল বেদ, পুরাণের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশে সমাদৃত। এখনও তুকারামের বংশধরগণ মহারাষ্ট্র-দেশে বিদ্যমান আছেন।

তুলসীদাস। ইনি হিন্দুস্থানের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত কবি। তুলসীদাস ১৫৮৯ সংবতে দো-আবের অন্তর্গত তরী নামক গ্রামে পরাশর-গোত্রসম্ভূত সরযূপারী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম শুকুল ও জননীর নাম হুলসী। ইনি জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষে মূলা নক্ষত্রের প্রথমে ভূমিষ্ঠ হন। পূর্ব্বে হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল, ঐ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলে পিতৃহন্তা হয়। তজ্জন্য তুলসী পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। এরূপ শিশুকে অন্য কোন গৃহস্থ প্রতিপালন করিতে চাহিত না। তিনি

সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে এক সাধুর দৃষ্টিতে পতিত হন। ঐ সাধু তাঁহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করেন। তিনি হিন্দী উর্দ্দু ও অতিসামান্য সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল "রামবোলা" গুরু তাঁহার তুলসীদাস নামকরণ করেন। গুরুর যত্নে পরে তিনি আপন গৃহেই স্থান প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে তুলসিদাস রামোপাসক পরমভক্ত দীনবন্ধু পাঠকের রত্নাবলী নাম্নী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। রত্নাবলী কেবল রূপবতী ছিলেন না, তিনি ভক্তি এবং জ্ঞানেও বিভূষিতা ছিলেন। যথাসময়ে রত্নাবলীর গর্ভে তুলসীদাসের এক পুত্র জন্মে। তুলসীদাস একদণ্ডও পত্নীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। দিন দিন তিনি অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইয়া পড়িলেন। একদিন রত্নাবলী তুলসীকে কিছু না বলিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাহাতে তুলসী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পত্নীর পাছে পাছে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উহা দেখিয়া রত্নাবলী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন ;

"লাজ ন লাগত আপু কী ধোরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ ঐসে প্রেমকী কহা ক হৌং মৈং নাথ॥
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তা মোং জৈসী প্রীতি।
তৈসী জোং শ্রীরাম মহং হোত নতৌ ভবভীতি॥"

তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি আমার পাছু পাছু ছুটিয়া আসিয়াছ। নাথ! তোমার এরূপ প্রেমকে ধিক্, আমার অস্থিচর্ম্মময় দেহভার, উপর তোমার যেরূপ প্রীতি, এরূপ প্রেম যদি শ্রীরামের উপর থাকিত, তাহা হইলে তোমার ভবভয় থাকিত না। পত্নীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় তুলসী দাসের চৈতন্য হইল। তিনি পত্নীর দিকে আর চাহিলেন না। রত্নাবলী তাঁহাকে থাকিয়া আহারাদি করিবার জন্য কত সাধাসাধনা করিলেন, কোনই ফল হইল না। তখনই তুলসীদাস রামনাম আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তিনি অযোধ্যায় ও বারাণসীতে অনেক দিন ছিলেন। তাহার পর, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া দেশে ফিরিলেন। বহুদিন অতীত হইয়াছে, তুলসী বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন, বাড়ী ঘর শ্বশুরবাড়ী কিছুই তাঁহার মনে নাই। একদিন তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা পত্নীই তাঁহার অতিথি সৎকার করিতে আসিলেন। তুলসীদাস স্বহস্তে পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, শেষে দুই একটী কথার পর বুঝিলেন ইনিই তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব। রত্নাবলী আপন মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন ; "ঠাকুর! একটী মরিচ আনিয়া দিব? তুলসী উত্তর করিলেন না! আমার ঝুলিতেই মরিচ আছে। একটু কর্পূর আনিয়া দিব, উত্তর হইল, না! আমার ঝুলিতেই কর্পূর আছে। তাহার পর রত্নাবলী তুলসীদাসের চরণ ধৌত করিতে চাহিলেন, তাহাতেও তিনি সম্মত হইলেন না। রত্নাবলী বিনিদ্র নয়নে রাত কাটাইলেন ; পরদিন আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইতে চাহিলেন। তুলসীদাস কোন প্রকারেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। শেষে রত্নাবলী বলিলেন, "ঠাকুর! একটী মরিচ হইতে একটু কর্পূর পর্য্যন্ত তোমার ঝুলির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, আর আমি তোমার প্রিয়তমা পত্নী আমাকে সঙ্গে রাখিতে তুমি আপত্তি করিতেছ। হয় আমাকে তোমার ঝুলির মধ্যে স্থান দাও, না হয় সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীরামে প্রেম কর।" তুলসীদাস স্বীকার করিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানবতী। তাহার পর, তিনি ঝুলি কন্থা ত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে ভৃগুর আশ্রম, হংসনগর, পারাশরিয়া প্রভৃতি পুণ্য স্থান দর্শন করিয়া গায়ঘাটের রাজা গম্ভীরদেবের আতিথ্য স্বীকার করেন। সেখান হইতে ব্রহ্মেশ্বর শিব দর্শন করিয়া আরা জেলার ব্রহ্মপুরে উপস্থিত হন। সেখান হইতে কাণ্ট ব্রহ্মপুরে এক আহীরের গৃহে অতিথি হন। তাহার পর, তুলসীদাস বেলাপতৌত নামক স্থানে গমন করিলে পণ্ডিত গোবিন্দ মিশ্র নামক এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও রঘুনাথসিংহ নামক এক ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তুলসীদাসের ইচ্ছানুসারে বেলাপতৌত গ্রাম রঘুনাথপুর নামে খ্যাত হয়। উহার নিকটবর্ত্তী কায়থগ্রামের জোরাবর

সিংহ নামক এক ক্ষত্রিয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। তুলসী অযোধ্যায় আসিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রত্যাদেশে রামায়ণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ। ১। রামলীলানহছু। ২। বৈরাগ্যসন্দীপনী। ৩। বরবেরামায়ণ। ৪। পার্ব্বতীমঙ্গল। ৫। জানকীমঙ্গল। ৬। রামাজ্ঞা। ৭। দোহাবলী। ৮। কবিত্ত-রামায়ণ। ৯। গীত রামায়ণ। ১০। কৃষ্ণ-গীতাবলী। ১১। বিনয় পত্রিকা। ১২। রাম-চরিত-মানস। এই সকল পুস্তক ভিন্ন তিনি আরও অনেক কবিতা লিখিয়া ছিলেন। তুলসীদাসের ভাষা সরল ও মধুর। তিনি রামানুজ-সম্প্রদায়স্থ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব হইলেও শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে অনাস্থাবান্ ছিলেন না। তুলসীদাস শঙ্করের মতকে নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ বলিতেন। ১৬৮০ সংবতে বারাণসীধামে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত লোলার্ককুণ্ডের সন্নিহিত অসিসঙ্গম তীর্থে তাঁহার দেহান্ত হয়।

ত্রৈলিঙ্গস্বামী। ইনি যোগনিষ্ঠ সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। স্বামীজী ১৫২৯ শকাব্দে দক্ষিণাপথের হোলিয়া নামক স্থানে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ত্রৈলিঙ্গধর। ত্রৈলিঙ্গধর ৪০ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাহার পর, মাতার নিকট কিছুদিন যোগ শিক্ষা করেন। ৪২ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার সৎকার করিতে শ্মশানে আসেন, সেখান হইতে আর গৃহে গমন করেন না। তাঁহার ভ্রাতা শ্মশানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানেই যোগ সাধনা করেন। তাহার পর, ভগীরথস্বামী নামক এক যোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া আরও কিছু কাল যোগ অভ্যাস করেন এবং পুষ্কর তীর্থে বাস করেন। কয়েক বৎসর পরে, কাশীতে আগমন করেন। বারাণসীর লোকেরা ইঁহাকে ত্রৈলিঙ্গ স্বামী নামে আহ্বান করে। কিছুকাল পরে পুনরায় দক্ষিণাপথের সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ দর্শনে গমন করেন। সেখানে অঙ্করাও নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। ঐ তীর্থে তাঁহার দেশের লোকেরা স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে কিন্তু স্বামীজী সেতুবন্ধ রামেশ্বর ত্যাগ করিয়া সুদামাপুরীতে গমন করেন। সেখান হইতে নেপালে গিয়া কিছুকাল যোগাভ্যাস করেন। নেপাল হইতে তিব্বত, তিব্বত হইতে মানসসরোবরে অবস্থান করিয়া কিছু কাল যোগের অনুষ্ঠান করেন। তাহার পর, মধ্যপ্রদেশের নর্ম্মদাতটে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে অবস্থান কালে খাকী বাবা তাঁহার সঙ্গী হন। সেখানে ধনী দরিদ্র অসংখ্য লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। তাহার পর পুনরায় কাশীতে আসিয়া প্রথম তুলসীদাসের বাগানে, তাহার পর, লোলার্ককুণ্ডে, তাহার পর, দশাশ্বমেধে অবস্থিতি করিতেন। ইনি কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে লাট নামক পাষাণময় এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। স্বামীজী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাশীতে ছিলেন। এখানে পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই ইঁহার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিত। ইনি ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন। কখন কখন দারুণ শীতে জল মধ্যে, দারুণ গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরে উত্তপ্ত বালুকায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। ইঁহার আশ্চর্য্য যোগ-শক্তির সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামীজী মহাবাক্য-রত্নাবলী নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। আমি (এই ঐতিহাসিক ও আধুনিক জীবন-চরিতের লেখক) পাঠাবস্থায় কাশীতে অবস্থানকালে কয়েকবার স্বামীজীর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। ১৮০৯ শকাব্দের পৌষী শুক্লা একাদশীর দিন সায়ংকালে স্বামীজী কলেবর ত্যাগ করেন। ভক্তদের সংগৃহীত জন্ম তারিখ যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে স্বামীজী ২৮০ বৎসর জীবলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি ১২৫৪ শালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রৈলোক্যবাবু বহুকষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর, ভারতবর্ষে নানা-

বিভাগে সরকারী চাকুরী করিয়া শেষে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখান হইতে আসিয়া মিউ-জিয়মে অনেক দিন কাজ করেন। এখন ইনি পেন্‌সন লইয়াছেন। ইঁহার কৃত কঙ্কাবতী, ফোক্‌লাদিগম্বর ও ভিজিট্‌ টু-ইউরোপ প্রভৃতি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক প্রসিদ্ধ।

থ

থিবো—(জর্জ্জ ফ্রেডারিক উইলিয়াম্) ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মান-রাজ্যের অন্তর্গত ড্রেজেনবার্গ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্বদেশেই অন্যান্য বিদ্যার সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে থিবো সাহেব ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং প্রোফেসর্ ম্যাক্সমূলারের অধীনে কিছুকাল কার্য্য করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণারস কলেজের সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৭৯—১৮৮৮ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮—১৮৯৫ পর্য্যন্ত এলাহাবাদের মিউরসেণ্ট্রাল্ কলেজের অধ্যাপকতা করেন। তাহার পর-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হন। কিছুদিন পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভের কিছুদিন পূর্ব্বে থিবো সাহেব স্বদেশ (জর্ম্মণ রাজ্যে) ফিরিয়া যান। এই ফর্ম্মার অর্ডার দিবার পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। থিবো সাহেব নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছেন। ১। ইংরাজী অনুবাদ সহিত বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্র। ২। ইংরাজী অনুবাদ সহিত অর্থসংগ্রহ। ৩। সানুবাদ বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। ৪। সানুবাদ শঙ্কর-ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র। ৫। সানুবাদ রামানুজ-ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র। এতদ্ভিন্ন গ্রিফিথ সাহেবের সহিত বেণারস সংস্কৃত সিরিজের সম্পাদন করিয়াছেন এবং ভারতীয় জ্যোতিষ বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

দ

দণ্ডী। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার গ্রন্থ কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচরিত নামক গদ্যময় আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। ইহার ভাষা অতি সুললিত এবং মধুর। দণ্ডীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই ইহাকে মহাকবি বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়া-ছেন খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন অংশে দণ্ডী মহারাষ্ট্র দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংসার-ত্যাগী, সুতরাং ইহার জীবনের বৃত্তান্ত কিছু জানা যায় না। কথিত আছে, দণ্ডী নিয়ত চংক্রমণশীল হইলেও বর্ষার চারি মাস এক এক গৃহস্থের ভবনে বাস করিতেন। ঐ সময়ের মধ্যে এক একটী রাজকুমারের বৃত্তান্ত লিখিয়া ঐ গৃহস্থের ভবনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। এই রূপে দশটী বর্ষায় দশটী কুমারের গল্প লিখিত হয়। কোন ব্যক্তি ঐ দশটী রাজকুমারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া "দশ-কুমারচরিত" নামে গ্রন্থ প্রচার করেন। এখন যে দশকুমারচরিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাতে আটটী কুমারের বৃত্তান্ত আছে, দুইটী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কোন পণ্ডিত উত্তরপীঠিকা লিখিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। [এই কবির বিস্তৃত বিবরণ কাশীমবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত "উপাসনা" নামক মাসিক পত্রের ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যায় মল্লিখিত "মহাকবি দণ্ডী" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠ করুন।]

দয়ানন্দ সরস্বতী। ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়া-বাড় প্রদেশের অন্তর্গত মোর্ভি রাজ্যের অধীন কোন একটী নগরে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কুশীদজীবীর ব্যবসায় করিতেন। আট বৎসর বয়সে দয়ানন্দের উপনয়ন হয়। উপবীত গ্রহণের পর ইনি সন্ধ্যা, বন্দনা ও যজুর্ব্বেদ সংহিতার রুদ্রাধ্যায় অভ্যাস করেন। তাহার পর ইনি ব্যাকরণ পাঠ এবং বৈদিক শ্লোকাদি কণ্ঠস্থ করিতেন। এক দিন পিতার সহিত শিব-মন্দিরে শিবার্চ্চনা করিতে গিয়া শিবলিঙ্গের দেবত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতা ইহাকে নানারূপে বুঝাইতে

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহার পর, পিতা ইঁহার বিবাহ দিতে চান কিন্তু দয়ানন্দ বিবাহ করিতে সম্মত হন না। ২১ বৎসর বয়সে ইনি গৃহ ত্যাগ করেন। শৈল নামক স্থানে লালা ভকতরাম নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন। ঐ সময় ইঁহার শুদ্ধচৈতন্যস্বামী নাম হয়। যখন দয়ানন্দ সিদ্ধপুরে গমন করেন, তখন ইঁহার পিতা সপরিবারে আসিয়া ইঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দয়ানন্দ কৌশলে তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করেন। তাহার পর, বড়োদা নগরীর চেতন-মঠে ব্রহ্মানন্দস্বামীর নিকট বেদান্ত শিক্ষা করেন। তাহার পর, কাশী যান, তত্রত্য সচ্চিদানন্দপরমহংসের পরামর্শে নর্ম্মদার তীরস্থ চানোরকন্যালীতে গিয়া যোগ শিক্ষা করেন। তাহার পর, ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দের নিকট কিছুদিন যোগ অভ্যাস করেন। ইহার পর, অপর দুইজন যোগীর নিকট যোগের গুপ্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া যোগের কোন নূতন প্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত রাজপুতনার অন্তর্গত অর্ব্বুদ পর্ব্বতে গমন করেন। তাহার পর হরিদ্বার, কাশ্মীর শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যাশ্রম, অমর কণ্টক প্রভৃতি বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। দয়ানন্দ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচুর আহার করিতে পারিতেন। শেষ বয়সে কেবল দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতেন। অবশেষে অন্নও ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি মূর্ত্তি পূজা মানিতেন না, সর্ব্বত্র একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। ইহার মূর্ত্তি সৌম্য ও চিত্তাকর্ষক ছিল। দয়ানন্দ ভারতের বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, পঞ্জাব বাঙ্গালা প্রভৃতি বহু স্থানে নিজ মত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যেখানে যাইতেন, সেখানেই আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। ইনি ঋগ্বেদ-ভাষ্যভূমিকা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। দয়ানন্দস্বামী উনষাট বৎসর বয়সে আজমীর নগরে দেহত্যাগ করেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়। ইনি ১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে মাতুল গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণেতা ৺লোহারামশিরোরত্ন মহাশয় ইঁহার মাতুল। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। দামোদর বাবু বহরমপুর কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। মুক্তহস্ততা নিবন্ধন সময়ে সময়ে ইঁহাকে অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতে হইত। সাধারণের মধ্যে ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বলিয়াই সমাদৃত ছিলেন। নিম্নলিখিত উপন্যাস গুলি ইঁহার রচিত। ১। মৃন্ময়ী। ২। মা ও মেয়ে। ৩। দুই ভগিনী। ৪। বিমলা। ৫। কর্ম্মক্ষেত্র। ৬। শান্তি। ৭। সোণার কমল। ৮। শুক্লবসনা সুন্দরী। ৯। যোগেশ্বরী। ১০। অন্নপূর্ণা। ১১। সপত্নী। ১২। নবাব-নন্দিনী। ১৩। ললিতমোহন। ১৪। অমরাবতী। ১৫। নবীনা। এতদ্ভিন্ন কয়েকটী সংস্কৃতটীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত ভগবদ্গীতার একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন। জীবনের শেষভাগে দামোদর বাবু অন্ধ হন। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে ইঁহার দেহান্ত হয়।

দাশরথি রায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিহিত বাঁধমূড়া গ্রামে ১২১২ সালে দাশরথি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণ। ইনি বাল্যকালে মাতুলালয় পীলাগ্রামে থাকিয়া সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করেন। তাহার পর, ঐ গ্রামে অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক রমণীর কবির দলের ছড়া বাঁধিতে আরম্ভ করেন। একদিন দাশরথি বিজনগরা গ্রামে কবির দল লইয়া গাইতে যান। প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদস্বর্ণকার তাঁহাকে সভামধ্যে অতিকটু কথায় গালি দেয়। ইহাতে বিজনগরা নিবাসী পুরোহিত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য দাশরথিকে ডাকিয়া বলেন "তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তোমার এ কাজ কেন? তুমি পরের অকথায় কুকথায় গালি খাও, ইহা শুনিতে আমাদের কষ্ট হয়। তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মরগে"। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া দাশরথির মাতুল কাষ্ঠশালী

কুঠীর দেওয়ান্ রামজীবন চক্রবর্ত্তী দাশরথিকে লইয়া গিয়া ঐ কুঠীতে ৩৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিয়া দেন কিন্তু দাশরথি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকায় এবং অনবরত ভুল করায় ম্যানেজার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দেন। শেষে শুনা যায় দাশরথি চাকুরির অবস্থায় ও কবির দল ছাড়েন নাই। সন্ধ্যাপরে অক্ষয়া পাট্‌নী তাঁহাকে লইয়া গিয়া কবিগান করিত, সকালে রাখিয়া যাইত। উহা শুনিয়া দাশরথির মাতুল রামজীবন দাশরথিকে ডাকিয়া বলেন "যাও তোমার আর মুখ দর্শন করিব না"। ইহাতে দাশরথি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পীলার নিকটে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিয়া কবির ছড়া বাঁধিতেন, এবং গান করিতেন। সে সময়েও প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তাঁহাকে অনেক গালি খাইতে হইত। এই জন্যই বোধ হয় কবিগান করা ভদ্রলোকের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। তাহার পর, একদিন দাশরথির পিতা দাশরথির মাতুলের সাহায্যে পুনরায় দাশরথিকে ধরিয়া আনিয়া অতি কাতর ভাবে কতকগুলি উপদেশ দেন। সেই দিন দাশরথি প্রতিজ্ঞা করেন 'আর কবিগান করিবেন না'। তাহার পর হইতে তিনি পাঁচালী রচনা ও পাঁচালী গান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার ক্রমেই প্রতিষ্ঠা বাড়িতে থাকে। নবদ্বীপের শ্রীরামশিরোমণি প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত অধ্যাপকবর্গ তাঁহার পাঁচালী গানে মোহিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন এবং পুরস্কার প্রদান করিতেন। প্রথম অবস্থায় তিনি একরাত্রি পাঁচালী গাইলে ৫।৬ টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন, শেষে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পাইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক টাকায় তাঁহার বায়না হইত। দাশরথি স্বভাবকবি, তাঁহার কবিপ্রতিভা ছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে তিনি তাঁহার শিক্ষা, সংসর্গ ও রুচির অনুরূপ যে সকল রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সুশিক্ষিত এবং কৃতবিদ্য সমাজে তেমন আদর পাইবার যোগ্য নহে। তাঁহার অধিকাংশ গানে শ্লেষগুলি নীচভাব ও অশ্লীলতাপূর্ণ। দাশরথির প্রথম জীবনের গান অপেক্ষা শেষ জীবনের গান গুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চভাবপূর্ণ। তিনি পৌরাণিক ও লৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক গীত রচনা করেন। উহা এখন দাশরথির পাঁচালী নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৬৪ সালের ২রা কার্ত্তিক দাশরথি রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা কালিকাসুন্দরী দেবীর নবদ্বীপের মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্র দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ১২৬৫ সালে কালিকাসুন্দরী দেবী এবং ১৩০৬ সালে দাশরথিরায়ের সহধর্ম্মিণী প্রসন্নময়ী দেবী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

দিগম্বর মিত্র। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিহিত কোন্নগর গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবচরণ মিত্র। মিত্র মহাশয় কলিকাতা শ্যামপুকুরে থাকিতেন। দিগম্বর বাল্যকালে পিতার নিকটে থাকিয়া হেয়ার-স্কুলে ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদের কলেক্টরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। মিত্র মহাশয় শিক্ষা-নৈপুণ্যে রাজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মিত্রমহাশয়কে স্বকীয় বিপুল ধন সম্পত্তির ম্যানেজার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে একটী সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় যে, রাজা কৃষ্ণনাথ দিগম্বরমিত্রকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কথাটী প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে, কিন্তু রাজা কৃষ্ণনাথ এতই উচ্চমনা ছিলেন যে, তিনি ঐ সংবাদ পাঠ করিয়া সত্য সত্যই মিত্র মহাশয়কে লক্ষ টাকা দান করিলেন। ঐ টাকা মূলধন করিয়া মিত্র মহাশয় নীল ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম তিনি কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন, শেষে স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রচুরপরিমাণে লাভবান্ হন। মিত্র মহাশয় সেই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ২৪ পরগণা যশোহর, বরিশাল ও কটক জেলায় প্রভৃত জমিদারি ক্রয় করেন এবং তাহার উত্তরূপ

শাসনের ব্যবস্থা করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী হন। তিনি যে কেবল অসাধারণ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন তাহা নহে, মিত্র মহাশয় একজন উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ এবং স্বদেশানুরাগী ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অবশেষে উহার সভাপতি পদেও বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেশে একটী কমিশন গঠিত হয়। মিত্র মহাশয় ঐ কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। বহু অনুসন্ধান দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রেলপথ নির্ম্মাণ দ্বারা মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। এ মত যদিও তখন সর্ব্ববাদিসম্মত-রূপে পরিগৃহীত হয় নাই, কিন্তু এখন যতই অনুসন্ধান বৃদ্ধি হইতেছে ততই এই মতেরই সমীচীনতা উপলব্ধি হইতেছে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, মিত্র মহাশয় ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদাস্যরূপে মনোনীত হন এবং বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার সেরিফের পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মিত্র মহাশয় সি, এস্, আই উপাধি ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রেল রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজা উপাধি ভোগ করিতে পারেন নাই, উপাধি প্রাপ্তির দিবসেই তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে। এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র ও তৎপুত্রগণ শ্রীমান্ শরৎকুমার, বসন্তকুমার প্রভৃতি এবং কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তৎপুত্র শ্রীমান্ হিরণ্যকুমার মিত্র বর্ত্তমান।

দীনবন্ধু মিত্র। ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধু অল্প বয়সে হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তাহার পর, বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর কলেজের পাঠ সমাপ্ত হয়। তাহার পর, ১৫০্ টাকা বেতনে তিনি পাটনায় পোষ্টমাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে পদোন্নতি হওয়ায় তিনি ইন্স্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার (পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের সহকারী) পদে উন্নীত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমনের পর, গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ডিরেক্টর জেনারেলের সহিত পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের কোন সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু—পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করায় তাঁহাকে ডাকবিভাগ ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। পূর্ব্ব হইতে বহুশ্রমে ইঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই ঘটনায় তাঁহার আরও শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মিত্র মহাশয় অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান। মিত্র মহাশয় সামাজিক দুর্নীতি নিবারণের জন্য যে সকল কাব্য নাটক রচনা করিয়াছেন, উহা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল রচনা করেন। যথা,—১। নীলদর্পণ। ২। নবীন তপস্বিনী। ৩। বিয়ে পাগলা বুড়ো। ৪। সধবার একাদশী। ৫। লীলাবতী। ৬। সুরধুনী। ৭। জামাই বারিক। ৮। দ্বাদশ কবিতা। ৯। কমলে কামিনী। ১০। যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ। ১১। পোড়া মহেশ্বর। ১২। কুড়ে গরুর ভিন্ন মাঠ। ১৩। পদ্য সংগ্রহ। ইঁহার সন্তান-ভাগ্য অতি উত্তম। মিত্র মহাশয়ের সাত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্যতীত সকলেই বিদ্যমান। ইঁহারা সকলেই পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র পোষ্টমাষ্টার। তৃতীয় পুত্র "আকিঞ্চন" নামক উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থের প্রণেতা—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ছোট আদালতের জজ। পঞ্চম শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র ডাক বিভাগেই কার্য্য করেন।

ষষ্ঠ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র কলিকাতা মিউনিসিপালিটির লাইসেন্স বিভাগের কর্ত্তা। সপ্তম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টার্। জামাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বিজয়বসু মহাশয় প্রসিদ্ধ লেখক ও সবজজের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৌত্রগণও উদীয়মান।

দীনেশচন্দ্র সেন। ইনি ১৭৮৮ শকের ১৭ই কার্ত্তিক ঢাকা জেলার অন্তর্গত বগজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন, জাতিতে বৈদ্য। ইঁহার পিতা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন একজন সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। দীনেশ বাবু ঢাকা কলেজ্ হইতে বি,এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিপুরা-উচ্চশ্রেণী-ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টারের পদগ্রহণ করেন। তাহার পর, কিছুকাল হবিগঞ্জ-স্কুলের হেড্‌মাষ্টারি করিয়া ছিলেন। শৈশব হইতেই ইঁহার কবিতা লেখায় অনুরাগ জন্মে। তাহার ফলে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সমুদয় মুদ্রিত হয় নাই। ত্রিপুরায় যখন দীনেশবাবু শিক্ষকতা কার্য্য করেন, তখন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুসন্ধানে ইঁহার প্রবৃত্তি হয়, এ পর্য্যন্ত ইনি ঐ কার্য্যেই নিরত আছেন। এক কথায় বলিতে গেলে দীনেশবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায়ই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার ধন, মান, যশ, যাহা কিছু সমস্তই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা দ্বারা লাভ হইয়াছে। মা ষষ্ঠীর কৃপায় দীনেশবাবুর সংসার পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীতে পরিপূর্ণ। একমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারাই ইনি অতি উত্তমরূপে ইঁহাদের প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। দীনেশ বাবুর সাহিত্য-চর্চ্চায় পরিতুষ্ট হইয়া গবর্মেণ্ট ইঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পরীক্ষায় বাঙ্গালা-প্রশ্ন-রচয়িতা, প্রবেশিকা-পরীক্ষার বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-ভাষার লেক্‌চারার্ এবং বাঙ্গালা ভাষার রিডার্ নিযুক্ত আছেন। এই সাহিত্য-চর্চ্চার ফলে ইঁহার খ্যাতি ও যথেষ্ট হইয়াছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও এসিয়াটিক্-সোসাইটির বিশেষ-সভ্য। গবর্মেণ্ট ইঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার পুরস্কার-স্বরূপ ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দীনেশ বাবু নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা ;— ১। কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ। ২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৩। রামায়ণী কথা। ৪। বেহুলা। ৫। ফুল্লরা। ৬। সতী। ৭। ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ। ৮। জড়ভরত। ৯। সুকথা। ১০। তিন বন্ধু। ১১। পত্রসন্দর্ভ। ১২। History of Bengali Language & Literature ১৩। Typical Selections from old Bengali Literature (2 parts) ১৪। Vaisnava Literature

দুর্গাচরণ লাহা। ইনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর চুঁচুড়া নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺প্রাণকৃষ্ণ লাহা। ইঁহারা সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্ বংশ-সম্ভূত। দুর্গাচরণ-বাল্যকালে শিবঠাকুরের গলিতে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে শিক্ষা আরম্ভ করেন। উহার দুই বৎসর পরেই হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইঁহার পাঠাবস্থায় ডেভিড্‌হেয়ার্, রাজা রাম মোহন রায় প্রভৃতি স্বনাম ধন্য পুরুষগণ হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ দুর্গাচরণের সহাধ্যায়ী। হিন্দু কলেজের শিক্ষা পরিসমাপ্তির অল্পদিন পূর্ব্বে ইঁহার পিতা কার্য্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইঁহাকে নিজের অফিসে লইয়া যান। দুর্গাচরণের বিষয়-বুদ্ধি ও কার্য্য-তৎপরতা দেখিয়া তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহাদ্বারা অফিসের আশাতীত উন্নতি হইবে। কালে তাহাই হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, দুর্গাচরণ অফিসের নেতা হইয়া ব্যবসায়ের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করেন। এই সময়ে ইঁহার অনুজদ্বয় শ্যামাচরণ লাহা ও জয়গোবিন্দ লাহা ইঁহার অফিসের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি কাপড়,

ছাতা, লোহা, তাঁবা, করুগেট্-আয়রন্, গালা, রঙ্, বিলাতী মাটী প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্যের কারবার করিতেন। এই সকল বস্তুর ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইত। ক্রমে দুর্গাচরণ কলিকাতা মহানগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এ সময় তিনি অনেক জমিদারি ক্রয় করেন। কলিকাতা সহরে ও মফস্বলে তাঁহার প্রভূত ভূসম্পত্তি রহিয়াছে। দুর্গাচরণ কেবল নিজের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং জমিদারি লইয়াই থাকিতেন না, তাঁহাকে অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্যেও যোগদান করিতে হইত। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী পরামর্শদাতা ছিলেন। এজন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকে সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিত। ভারত গবর্মেণ্ট দুর্গাচরণকে উত্তমরূপ চিনিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেক সময়ে অনেক কার্য্যে দুর্গাচরণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি অল্প বয়সে অনারারি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ হন। তাহার পর, কলিকাতার জষ্টিস্ অব্‌দিপিস্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, তাঁহাকে পোর্টকমিসনার্ করা হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদে বৃত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাচরণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার এবং ১৮৮২ ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য-পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাচরণ সি, আই, ই, উপাধি, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে "মহারাজ" উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। তিনি দুইবার ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। তাঁহার দান ও নিতান্ত অল্প ছিল না। সাধারণতঃ দরিদ্রও বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইত। তদ্ভিন্ন সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দরিদ্র সন্তানগণ যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০,০০০ টাকা দান করেন। তিনি দরিদ্র-বালক-প্রতিপালনী সভায় ও সুবর্ণবণিক্ সভায় অনেক টাকা দান করেন এবং সুবর্ণবণিক সভার সভাপতি ও মেওহাঁসপাতালের গবর্ণর্ ছিলেন। এইরূপ বহুবিধ কার্য্য করিয়া মহারাজ দুর্গাচরণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লাহা ও কনিষ্ঠ রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই। মহারাজ দুর্গাচরণের মধ্যম ভ্রাতা শ্যামাচরণ লাহা ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি চক্ষু চিকিৎসার হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে বহু অর্থ দান করেন, এবং তিনি মহারাজ দুর্গাচরণের জীবৎকালেই গতাসু হন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা এখন বিদ্যমান। মহারাজ দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়গোবিন্দ লাহাও তাঁহার জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা অল্প প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তিনি প্রথমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হন, তাহার পর, দুইবার বড়লাট বাহাদুরের সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জয়গোবিন্দ বাবু কলিকাতা সহরের সেরিফ এবং বিটিশ্-ইণ্ডিয়ান্-এসোসিয়েসনের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বেঙ্গল ন্যাস্নাল্ চেম্বার্স অফ্ কমার্সের সভাপতি ও প্রেসিডেন্সী জেলের একজন পরিদর্শক ছিলেন এবং আলিপুর পশুশালার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও মেওহাঁসপাতারের গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করায় গভর্মেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার দান ও নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ লাহা পিতৃপদবীর অনুসরণে প্রয়াসী। অম্বিকাচরণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ সত্যচরণ লাহা এম্, এ, কনিষ্ঠ শ্রীমান্ বিমলাচরণ লাহা বি, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পালি-ভাষায় এম্, এ. পড়িতেছেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী। ইনি ১২২০ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক্-

ব্রাহ্মণবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী; বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণ। ১২১৩ সালে ইনি "অনুসন্ধান" নামক পাক্ষিকপত্র বাহির করিয়া অতিদক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। তাহার পর, বঙ্গবাসী-অফিষের সম্পাদকীয় বিভাগে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। এখন ইনি "পৃথিবীর ইতিহাস" লিখিতেছেন। ইঁহার কৃত স্বাধীনতার ইতিহাস, রাণীভবানী, বাঙ্গালীর গান প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাস বাবু শুধু লেখক নহেন,তিনি একজন উদারচেতা প্রসিদ্ধ বাগ্মী।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। ইনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর। জাতিতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। সর্ব্বাধিকারি-বংশ অতিবিখ্যাত। ইঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাবের খালসার দেওয়ান ছিলেন। তিনি কোন বিশেষ-কার্য্যাপলক্ষে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরে আগমন করিয়া সেখানেই বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং অধুনা কলিকাতার অধিবাসী হইলেও ইঁহারা রাধানগরের সর্ব্বাধিকারী নামেই বিশ্রুত। ইনি বাল্যকালে রামেশ্বরপুর মধ্যশ্রেণীস্থ ইংরাজী-বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন, তাহার পর, নানাস্থানে অধ্যয়নের পর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ্ হইতে এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ঐ বৎসরেই বি, এল্. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এটর্ণি অফিষে প্রবেশ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ইনি "মিত্র এবং সর্ব্বাধিকারী" নামক প্রসিদ্ধ এটর্ণি অফিষের অংশীদার। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিসনর্ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন। উহার কয়েক বৎসর পরে ইনি "ল ফ্যাকাল্‌টি" ও "সিণ্ডিকেটের" সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নানাবিধ দেশহিতকরকার্য্যে নিয়ত যোগদান করেন। ইনি ইণ্ডিয়া-ক্লাবের সেক্রেটরি ও ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ্-দুর্ভিক্ষ-নিবারিণী সভা, সুরাপান নিবারণী সভা, বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা, ইণ্ডিয়ান্-আসোসিয়েসন্, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্, ন্যাসনাল্-কংগ্রেস্, সাহিত্যসভা, সাহিত্যপরিষৎ-প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতিকর সভা সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে ইনি দুই বার বঙ্গীয়ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এবং কলিকাতা পোলিস্‌বিল্, এক্‌সাইজ বিল্ ও কলিকাতা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট বিল্ সম্পর্কে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সাধারণের অধিকার লাভের অনুকূলে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইনি বিগত বর্ষে লণ্ডনস্থ ইউনিভার্সিটি-কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ইউরোপে গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলে বর্ত্তমান ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ইঁহাকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌চ্যান্সেলার্ নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিদ্বান্, পূতচরিত্র, বিনয়ী ও গম্ভীর প্রকৃতি। ইনি আইন ব্যবসায়ী হইলেও কাহাকেও মোকদ্দামায় লিপ্ত হইতে পরামর্শ দেন না। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অতিশয় দক্ষ। কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি মিউনিসিপাল্ সভায়, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল স্থলেই ইনি নির্ভীক-হৃদয়ে আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইঁহার পরোপকারিতা গুণ প্রসিদ্ধ।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ইনি ১২৬০ সালের ২৩শে পৌষ তারিখে পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রামচন্দ্র চৌধুরী। জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ। নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুর। ইঁহার শিক্ষা কলিকাতায় সম্পন্ন হয়। কিশোর বয়সেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কলিকাতায় অবস্থানপূর্ব্বক সাহিত্য-সেবাব্রত গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ১২৮৯ সনে দেবীপ্রসন্ন বাবু প্রথম "নব্যভারত" নামক

মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান ১২২১ সনে উহা দ্বাত্রিংশদ্বর্ষে পদার্পণ করিল। ইঁহার গ্রন্থ-রাজির বিক্রয়ে যাহা আয় হয়, তদ্দ্বারা ইনি নিজের সংসার প্রতিপালন, সন্তানাদির শিক্ষা-দান, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়গণের প্রতিপালন, আতিথ্য, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীগণের সাহায্য প্রভৃতি সম্পন্ন করেন। শুনিতে পাই দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাটী হইতে অভ্যাগত কখনও বিমুখ হয় না। ইনি ফরিদপুর জেলায় অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন করিয়া অসংখ্য অজ্ঞানান্ধ রমণীর জ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল ইঁহার ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী কমলকামিনী রায় চৌধুরাণী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী (বার্-য্যাট-ল) নানা-বিধ দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন। দেবী-প্রসন্ন বাবু নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া-ছেন। ১। শরচ্চন্দ্র। ২। বিরাজমোহন। ৩। সন্ন্যাসী। ৪। ভিখারী। ৫। যোগ-জীবন। ৬। অপরাজিতা। ৭। মুবলা। ৮। নবলীলা। ৯। পুণ্যপ্রভা। ১০। সোপান। ১১। বিবেকবাণী। ১২। প্রসাদ। ১৩। বিবাহ-সংস্কার। ১৪। সান্ত্বনা। ১৫। স্মৃতি। ১৬। দীপ্তি। ১৭। জ্যোতিকণা। ১৮। উৎকল-ভ্রমণ।

দেবী সিংহ। ইনি মুর্শিদাবাদ—নসীপুর—রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পাণিপথে বাস করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবীসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব গ্রহণ সম্বন্ধে এক অভিনব প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে দেবীসিংহ রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া কোম্পানির রাজস্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া আদায় করেন। এই রাজস্ব আদায় কার্য্যে প্রজাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পূর্ণিয়া, রংপুর, দীনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। এই ইজারা গ্রহণ দ্বারা দেবীসিংহ প্রভূত পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের প্রজাবর্গ প্রকাশ্যভাবে ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে দেবীসিংহকে দেওয়ানী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর, ইঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিসন্ নিয়োগ করা হয়। গবর্ণর জেনেরল্ সার্জন্-সোর্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধগুলি দেবীসিংহের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল দেবীসিংহ পরলোক গমন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর, ইঁহার ভ্রাতা বাহাদুরসিংহ ইঁহার উত্তরাধিকারী হন। বাহাদুরসিংহ পরলোক-গমন করিলে তদীয় পুত্র রাজা বাহাদুর উদ্মন্ত সিংহ এই বংশের প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। উদ্মন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কিষণচাঁদ সিংহ উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচাঁদ সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিচাঁদ সিংহের দেহান্তর হইলে তদীয়পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর নসীপুর রাজবংশের প্রতিনিধিরূপে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তাহার পর বড়লাট বাহাদুরের সভার সদস্য পদে বৃত হইয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি শৈশবে মহাত্মা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালেই ইঁহার মনের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনচিন্তা উপস্থিত হয়। ইঁহার স্নেহময়ী পিতামহীর মৃত্যু হইলে সৎকার করিতে গিয়া শ্মশানেই দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্য ভাব জন্মে। তাহার পর, তিনি রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। তাহার পর, ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব-চিন্তায় তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদ্‌গম্য ব্রহ্ম

চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, পার্শী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। প্রসিদ্ধ ডফ সাহেব অত্যন্ত তেজের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর, তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে বিষয় কর্ম্ম দেখিতে আদেশ দেন, কিন্তু বিষয় কর্ম্ম না দেখিতেন এমন নহে, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়েই তাঁহার অভিনিবেশ অধিক ছিল। ১৭৬৮ শকে ১০ই মাঘ ব্রাহ্ম-সমাজও নূতন প্রণালীর ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবেন্দ্রনাথই প্রথম এই সমাজের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের সহিত আসিয়া যোগ দেন। কয়েকবৎসর অতীত হইলে উপবীত ধারণ লইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতভেদ উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্র কয়েকটী যুবক সহ আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া নববিধান সমাজ গঠন করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই মনোমালিন্যে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্ম চিন্তার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করেন। তিনি সর্ব্বদা পূত-অন্তঃকরণে কালযাপন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি পিতৃ-ঋণের কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া এবং ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটী ফণ্ডে পিতার প্রতিশ্রুত লক্ষ টাকা দান করিয়া জীবনে যে অপূর্ব্ব সাধুতা ও মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের স্রষ্টা ও পালয়িতা। তিনি যে সমুন্নত নীতির বীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দারা বঙ্গীয় সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন তিনি জন সাধারণের উপকার্থ অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি তিনি পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নব্য-সমাজে দেবেন্দ্রনাথ "মহর্ষি" আখ্যায় প্রসিদ্ধ। তাঁহার আটপুত্র, পাঁচ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুলেখক ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংস্কৃত নাটক সমূহের অনুবাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, এবং কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসিদ্ধ।

দ্বারকানাথ মিত্র। ইনি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত আগুন্সী গ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা একজন মোক্তার ছিলেন, যদিও তাঁহার আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। কিন্তু তিনি পুত্র দ্বারকানাথকে রীতিমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। হুগলী কলেজে ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালে দ্বারকানাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বেকন্ বিষয়ক যে ইংরাজী প্রবন্ধটী রচনা করেন, তাহাতে হিন্দু কলেজের প্রবন্ধ-লেখক ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষীর কার্য্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন। উহার কিছুদিন পরে প্লিডারসিপ্ পরীক্ষা প্রদান করিয়া দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ইনি হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হন। এবং তদানীন্তন ব্যবহারাজীবগণের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন পনর জন জজের সমক্ষে বিখ্যাত "রেণ্টকেস্" বিচারাধীন হয়, তখন প্রজাপক্ষে দ্বারকানাথ সাতদিন ধরিয়া ক্রমান্বয়ে যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও তেজস্বিতার সহিত আপন মত সমর্থন করেন তাহাতে কি বিচারপতিগণ, কি ব্যবহারাজীবগণ, কি জনসাধারণ, সকলেই তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল এইরূপ ব্যবহারাজীবের কার্য্য করার পর, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুতে হাইকোর্টে একটী বিচারকের পদ শূন্য হয়। দ্বারকানাথ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ জ্ঞান, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুধু বাঙ্গালী কেন, অনেক ইংরেজ বিচারকের পক্ষেও দুর্লভ। প্রসিদ্ধ অসতী কেসের বিচারকালে হাইকোর্টে এই নিষ্পত্তি হয়

যে, হিন্দু বিধবা অসতী হইলেও বিষয় চ্যুত হইবে না। এই বিচারের বিরুদ্ধে ফুল বেঞ্চে আপীল করা হয়। দ্বারকানাথ ফুলবেঞ্চের অন্যতম জজ ছিলেন। তাঁহার সহকারী বিচারপতিগণ হাই-কোর্টের রায় বাহাল রাখেন। কিন্তু দ্বারকানাথ অতি সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সাত বৎসর কাল হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বারকানাথ যেমন প্রতিভাশালী, তেমনি পাঠানুরক্ত। তিনি একজন প্রত্যক্ষবাদী এবং মানব প্রেমিক ফরাসী পণ্ডিত কোম্তের মতাবলম্বী ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে দ্বারকানাথের গভীর অধিকার ছিল এবং গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার পারদর্শিতা অল্প ছিল না। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্য দ্বারা স্বীয় জন্মভূমির যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথের দেহান্তর হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ইনি ১২২৭ সালে কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত চিংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণ। দ্বারকানাথ গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাহার পর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। প্রথমে ইনি ফোর্ট-উইলিম কলেজে অতি সামান্য বেতনে কিছুকাল কার্য্য করিয়া সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। শেষে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকর পদে ২৮ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইনি বহুকাল সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং কল্পদ্রুম নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন। ১। রোম ও গ্রীসের ইতিহাস। ২। নীতিসার। ৩। বিশ্বেশ্বর বিলাপ। ৪। ভূষণসার ব্যাকরণ। ১২৯১ সালে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ সেন। ইনি ১২৫০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজীবলোচন সেন, জাতিতে বৈদ্য। পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের বংশে সংস্কৃত-চর্চ্চা রহিয়াছে। দ্বারকানাথের পূর্ব্বপুরুষগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের সভার প্রধান রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র ও রস-সম্প্রদায়ের নেতা চিকিৎসক-চূড়ামণি শঙ্কর কবিরাজ দ্বারকানাথের উর্দ্ধতন পুরুষ। কুমারটুলির সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দর কবিচন্দ্রের ছাত্র। দ্বারকানাথ বাল্যকালে তাঁহার খুল্লতাত শ্রীকান্ত কবিরঞ্জনের নিকট ব্যাকরণ কাব্যাদি পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর, বিক্রমপুরের চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ ও নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নিকট ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া পরে মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে দ্বারকানাথ কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহার যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে যশস্বী কবিরাজ দ্বারকানাথ ইংরেজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য উদয়পুরে গমন করেন। তথায় ইঁহার চিকিৎসার সফলতায় পরিতুষ্ট হইয়া মহারাণা ইঁহাকে রাজসম্মান-স্বরূপ খেলাত দেন। এইরূপে অযোধ্যা, জয়পুর, আওয়াগড় প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানের সামন্ত নৃপতিগণ কর্ত্তৃকও সসম্মানে আহূত হইয়া তাঁহাদের চিকিৎসার্থ গমন করেন। সকল স্থলেই ইঁহার চিকিৎসার সাফল্য দর্শনে ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎকগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধিলাভ করেন। কবিরাজ দ্বারকানাথ

সেন মহাশয় যে কেবল একজন বিখ্যাত চিকিৎসকই ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন বিখ্যাত অধ্যাপকও ছিলেন। নানাদিগ্‌দেশীয় বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তাঁহার সময়েই আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার আরম্ভ হয়। তিনিই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কবিরাজদের মধ্যে কাহারও ফি ১৬৲ টাকা ছিল না। ১৩১৫ সালে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন, কলিকাতায় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, দেশের লোকে তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, অন্য কোন কবিরাজের ভাগ্যে এরূপ সম্মান আর কখনও ঘটে নাই। এ সম্মান—তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন। সাধারণের প্রদত্ত অর্থে দ্বারকানাথ-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে এই মূর্ত্তি বিডন উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনাতন আয়ুর্ব্বেদের যে দিগ্‌ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা, মহামতি গঙ্গাধর তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন, দ্বারকানাথের সময়ে তাহার অভ্যুদয় হয়, এবং দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক বৈদ্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহা জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সাধারণতঃ ইনি ডি, এল্ রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ সালের জুলাই মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সহরে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নদীয়ার মহারাজের দেওয়ান্ স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এবং মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতিও সাহিত্যসেবী। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৯১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ্ হইতে এম্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ ষ্টেট্-স্কলারসিপ্ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখান হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাহার পর, কিছুদিন সেটেলমেণ্টের কার্য্য করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। এই সময়ে ইনি ভারতী, নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর, দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক কাব্য নাটক রচনা করেন। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেই ইঁহার পত্নী কয়েকটী পুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ইনি পেন্‌সন্ লইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। বিগত ১৩২০ সনের আষাঢ় মাসে ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি "ভারতবর্ষ" নামক একখানি সচিত্র বৃহৎ মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করেন কিন্তু উক্ত পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন সুকবি ছিলেন। ইদানীং এক সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক তাঁহাকে কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ বলিয়া সম্মান করিতেন। তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করেন। ১। আর্য্যগাথা। ২। আষাঢ়ে। ৩। কল্কি অবতার। ৪। হাসির গান। ৫। ত্র্যহস্পর্শ। ৬। বিরহ। ৭। পাষাণী। ৮। তারাবাই। ৯। রাণাপ্রতাপ। ১০। দুর্গাদাস। ১১। নুরজাহান। ১২। সাজাহান। ১৩। মেবারপতন। ১৪। ভীষ্ম। ইনি "পূর্ণিমা মিলন নামক সাহিত্যিকগণের সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ধ

ধর্ম্মপাল। ইনি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতা গোপাল পালবংশের ও পাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ইঁহারা কোন্ বর্ণ বা কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। মগধ প্রদেশের ওদন্তপুরীতে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। পালবংশীয়গণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ উভয়কেই

শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের প্রস্তরখণ্ডে ও তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ যে সকল দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, পাল-বংশীয় নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই সম্মান করিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেনবংশের অভ্যুদয়ে পালবংশের অধঃপতন হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক পাল-বংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মরক্ষিত। ইনি যোনদেশীয় বৌদ্ধস্থবির। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক অপরান্ত প্রদেশে (সুরাট্ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরিত হন। ধর্ম্মরক্ষিত যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রত্যহ ৭০ হাজার লোক সমবেত হইত। ইঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেশের অসংখ্য ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যখন ঐ প্রদেশে মহাস্তূপ স্থাপিত হয়, তখন নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ যাজকগণ সশিষ্য ঐ স্থানে উপস্থিত হন। সেই সময়ে কৌশাম্বী মন্দির হইতে ৬০ হাজার যাজক ও উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি হইতে ৪০ হাজার ছাত্র ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট সমাগত হন।

ন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ইনি ১৭৮৮ শকাব্দে কলিকাতা নগরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থস্থান অধিকার করেন। তাহার পর সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে সমাগত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। আইন অপেক্ষা সাহিত্যের প্রতিই ইঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। কিছুদিন পরে ইনি বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান্ কলেজের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। শেষে ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি যেমন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত তেমনি স্বাধীনচেতাঃ ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ মিউনিসিপাল্ কমিসনার্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও সিণ্ডিকেটের মেম্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ইণ্ডিয়ান্‌মিরার্ বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার পর ইণ্ডিয়ান্ একো নামক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান্-নেশান্ নামক সংবাদপত্র প্রচার করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহার সম্পাদকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গমন করিলে ও হিন্দুধর্ম্মে আস্থা পরিত্যাগ করেন নাই। ইংলণ্ড হইতে আগমন করিয়া যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কি বিনয়, কি শিষ্টাচার, কি সরলতা, কি পরোপকারিতা, সকল গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি এলাহাবাদের "রাধাস্বামী" সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে স্নানের পর, তিনি গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ যোগের অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভগবদ্গীতাদির আলোচনা করিতেন। তাঁহার লিপিনৈপুণ্য অসাধারণ ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষায় কৃষ্ণদাস পাল ও মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল নগেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বঙ্গ-দেশের ছোটলাট সার্ এডওয়ার্ড বেকার্ সাহেব একটী প্রশংসা-সূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করেন। এরূপ সম্মান লাভ রাজকীয় প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

নগেন্দ্রনাথ বসু। ইনি ১৭৮৮ শকাব্দে কলিকাতা নগরীতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রবাবু আকৈশোর সাহিত্যসেবী। প্রবেশিকা-পরীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় নিরত হন। ঐ সময়ে ইনি কিছু কিছু সংস্কৃত, ইংরাজী, পার্সী, ফরাসী, জর্ম্মন্ প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন

প্রথমে ইনি বঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি কাব্য, নাটক রচনা করেন। তাহার পর, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানের অবর্ণ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বিরত হইলে, নগেন্দ্রবাবু ঐ অভিধানের প্রকাশের ভার গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট পত্র লেখেন। রঙ্গলালবাবু সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার নগেন্দ্রবাবুর প্রতি অর্পণ করেন। দুই বৎসর গত হইল, ইনি বিশ্বকোষ সম্পাদন শেষ করিয়াছেন। এই বৃহৎ কার্য্য কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন নগেন্দ্রবাবু প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত কাশী-পরিক্রমা, নবদ্বীপ,পরিক্রমা, রসমঞ্জরী, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং অনেকদিন ধরিয়া ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে ইনি আর একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ঐ কার্য্যটী "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" সংগ্রহ। এপর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থাবলীর কয়েক কাণ্ড বাহির হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য ও কায়স্থ পত্রিকার ও কায়স্থসভার সম্পাদক। রংপুরের শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও পণ্ডিতগণ ইহাকে ইহার জ্ঞানের নিদর্শন "প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

নন্দকুমার রায়। ইনি অনুমান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাঢ় দেশের (বর্ত্তমান বীরভূম জেলার) ভদ্রপুর (ভাদুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পদ্মনাভরায়, রাঢ়ীয়-শ্রেণী-স্বব্রাহ্মণ। পদ্মনাভ মুর্শিদকুলীখাঁর অধীনে ফতেসিংহ, ঘোঁরাঘাট ও সাতশইকা পরগণার আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সকল পরগণার রাজস্ব আদায় করাই আমীনের কার্য্য ছিল। নন্দকুমার পিতার নিকট থাকিয়া রাজস্ব আদায় ও উহার হিসাব রাখা প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করেন। তিনি যখন পিতাকে ঐ সকল কার্য্যে সাহায্য করেন, তখন পিতা তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। অনন্তর, তিনি পিতার সহকারী নায়েব-আমীন হন। ক্রমে তাঁহার কার্য্য-দক্ষতার সংবাদ নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর কর্ণগোচর হইল। নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর সময়ে নন্দকুমার প্রথম হিজলী ও মহিষাদল, এই দুই পরগণার রাজস্ব আদায়ের জন্য আমীন নিযুক্ত হন। তাহার পর, নন্দকুমার নানাকার্য্যের পর, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ে হুগলীর ফৌজদার ইয়ার বেগ খাঁর অধীনে দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি দেওয়ান নন্দকুমার নামে অভিহিত হন। নানা ঘটনার পর, নন্দকুমার কিছু দিন পরে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পদ-চ্যুতির পর নন্দকুমার ক্লাইবের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। কতবার নন্দকুমারের অভ্যুদয় হয়, কতবার তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। কিছু দিন পরে তিনি নবাব মিরজাফরের অধীনে খালসার দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন। এই নবাব মিরজাফরই বাদসা সাহ-আলমকে লিখিয়া দেওয়ান্ নন্দকুমারকে মহারাজ উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। নবাব মির্জাফরের মৃত্যুর পর, নন্দকুমার খালসার দেওয়ানী হইতে অপসৃত হন। কিন্তু তাহার পর হইতে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত না হইলেও বাঙ্গালার নবাব ও কোম্পানির কোন না কোন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি নানা কৌশলেও অর্থ সাহায্যে নবাব নজম উদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারক-উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার নবাবী পাওয়াইয়া দেন এবং স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে খালসার দেওয়ানী কার্য্য দেওয়ান। অবশেষে গবর্ণর্ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অভ্যুত্থান করিতে হয়। এই হেষ্টিংসের দোষ প্রমাণ করিতে গিয়াই তিনি ঘোর বিপদে পতিত হন। তিনি কোন কোন কাউন্সিলের মেম্বরের সাহায্য পাইলেও হেষ্টিংস ও তাঁহার বন্ধুগণ নন্দকুমারের প্রতি জাতক্রোধ হন। বঙ্গদেশের রাজ-কার্য্যে দুইটী দল গঠিত হয়। তাঁহার বিপক্ষ দলে কোন কোন ক্ষমতাপন্ন বাঙ্গালী, এমন কি তাঁহার জামাতা পর্য্যন্ত ছিলেন। অবশেষে মহারাজ নন্দকুমারের উপর

জাল করার অভিযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে ইংলণ্ডের আইন-অনুসারে তাঁহার (ফাঁসি) প্রাণদণ্ড হয়। নন্দকুমার যে সকল গুরুতর রাজ-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে যদি ও তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে জীবন যাপন অসম্ভব ছিল। তথাপি তিনি যতদূর সম্ভব, আস্তিক, পরোপকারী ও আত্ম-গৌরব এবং হিন্দুর গৌরব রক্ষার পক্ষে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বীরভূম জেলার ভাদুর গ্রামে তাঁহার কৃত দেব-মন্দির ও জলাশয় প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কলিকাতায় তাঁহার পুত্র রাজা গুরু-দাসের নামে একটী রাজপথ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দৌহিত্র রাজা মহানন্দের অধস্তন বংশধর মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার বাটীতে আছেন। এখন কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় এই বংশের প্রতিনিধি।

নরেন্দ্রনাথসেন। ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা কলুটোলার বৈদ্যজাতীয় সেন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ হরিমোহনসেন মহাশয় জয়পুরের মহারাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পিতার চতুর্থ পুত্র ইঁহার অপর ভ্রাতৃগণ জয়পুরের মহারাজের মন্ত্রি-সভার সদস্যও অন্যান্য কার্য্যে বৃত হইয়া জয়পুরে বাস করিতেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, কাপ্তেন পামারের নিকটে কয়েক বৎসর ইংরাজী সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ সহায় সম্পদ্ ছিল, তাহাতে ইচ্ছা করিলে কোন উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারি-তেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বাধীন-চেতাঃ, ধনোপার্জ্জন অপেক্ষা জ্ঞান-চর্চ্চা এবং দেশের উন্নতি ও সমাজের হিত সাধন করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রথমে সংবাদপত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার পর, উনিশ বৎসর বয়সে আন্‌লি নামক এক এটর্ণির অফিসে কার্য্যশিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে কিশোরীচাঁদমিত্র-সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড নামক সংবাদপত্রের লেখকরূপে ঐ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে ইণ্ডিয়ান্ মিরার্ নামক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্র নাথ নিয়মিত রূপে উহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উহার সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে গমন করিলে নরেন্দ্রনাথের উপর ঐ পত্রের ভার ন্যস্ত হয়। উহার পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের এটর্নি হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্রের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া নরেন্দ্রনাথ উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত নরেন্দ্র নাথ মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া স্বদেশের অনেক হিত সাধন করিয়াছেন। ইনি বিদেশে গিয়া শিল্পশিক্ষার্থী যুবকগণের সাহায্য-সভার সভা-পতি। গীতাসভাও ইঁহারই সভাপতিত্বে প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিল। তত্ত্ববিদ্যা-সভার ও ইনি সভাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নরেন্দ্রনাথ শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, নীতিও ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধীয় যাবতীয় সভা সমিতির নেতৃত্ব করিতেন। কি সংবাদ পত্রে, কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি সাধারণ সভা সমিতিতে নরেন্দ্রনাথ নির্ভীক-হৃদয়ে অতিতেজস্বিতা সহকারে আপন মত প্রকাশ করিতেন। তাঁহার হৃদয় সরল উদার ও মহত্ত্ব-পূর্ণ ছিল। চরিত্রের নির্ম্মলতা, দেশানুরাগ, রাজ-ভক্তি ও পরোপকারিতা গুণে তিনি হিন্দু সমাজের আদর্শ ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কেবল রাজ-প্রসাদ বলিয়াই এ উপাধি গ্রহণ করিয়া ছিলেন, নচেৎ উহা অপেক্ষা তিনি অনেক বড় উপাধি পাইবার যোগ্য। ১৩১৮ শালের বৈশাখ মাস হইতে তিনি "সুলভ সমাচার" নামক আর একখানি বাঙ্গালা সাপ্তা-হিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রের প্রথম বর্ষ শেষ হইলে নরেন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাই-কোর্টের এটর্ণি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন ইণ্ডিয়ান্-মিরারের সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছেন।

নর্থব্রুক। লর্ডনর্থব্রুক ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। কিছুকাল ইংলণ্ডে রাজ কার্য্য করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভাইসরয় হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইঁহার ভারত-শাসন কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া ছিল, তন্মধ্যে ·বিহারের দুর্ভিক্ষ দমন, বড়োদার গায়কবার মলহররাওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়োদার সিংহাসনে ঐ বংশীয় বালক সয়াজী গায়কবারকে প্রতিষ্ঠিত করা,এবং ইন্‌কম ট্যাক্‌স উঠাইয়া দেওয়াই প্রধান। ইঁহার সময়েই ইংলণ্ডের যুবরাজ (পরে, সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন। লর্ড-নর্থব্রুক বিপত্নীক ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কন্যা মিস্ বেয়ারিং গবর্মেণ্ট হাউসের সামাজিক ব্যাপারে কর্ত্রী ছিলেন। তুলার শুল্‌ক সম্বন্ধে ভারত সচিবের সহিত মতভেদ হওয়ায় লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই এপ্রেল কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তাঁহার দেহাত্যয় হইয়াছে।

নবকৃষ্ণদেব। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কানসোণা গ্রামে দেব-উপাধি বিশিষ্ট এক ঘর মৌলিক কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহারা প্রথমে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছায়, তাহার পর, সুতানুটী গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। ঐ দেব-বংশে কামিনীকান্ত দেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোগল সরকারে কাজ করিয়া ব্যাবহর্ত্তা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র রামচরণ দেব কটকের নূতন সুবাদার নবাব মনির্ উদ্দী-নের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম-স্থলে গমন কালে পথিমধ্যে পিণ্ডারী দস্যুগণ কর্তৃক নিহত হন। নবকৃষ্ণ এই রামচরণ দেবের কনিষ্ঠ পুত্র। অল্পবয়সে ইঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। ইঁহার জননী সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্বে ও অতি যত্নে ইঁহার উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অতি শীঘ্রই নবকৃষ্ণ উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। এই সময়ে কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্-জাতীয় লকুধর নামে একধনী বাস করিতেন। তাঁহার ধন গৌরব এত ছিল যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার নিকট হইতে সময়ে সময়ে অনেক লক্ষ টাকা ধার লইতেন। উক্ত লকুধরই লর্ড ক্লাইবের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তিনিই প্রথমে লর্ড ক্লাইবের সহিত নবকৃষ্ণের পরিচয় করিয়া দেন। ইনি কিছু দিন লর্ডক্লাইবের পারস্য ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাহার পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। লর্ডক্লাইব নবকৃষ্ণের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া ইঁহাকে অনেক বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ, ক্লাইবের উপহার লইয়া হালসীবাগানে অবস্থিত ও কলিকাতা আক্রমণের নিমিত্ত সমাগত নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার শিবিরে গমন করেন এবং তাঁহার গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ আনিয়া দেন। ক্লাইবের সহিত মিরজাফরের ও সম্মিলন ইনিই ঘটাইয়া দেন। উভয়ের মধ্যে সুবেদারি সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার পত্র লিখিত হয়, উহার ভিতরে ও নবকৃষ্ণ ছিলেন। মিরকাশিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডামসের সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট্ শাহআলম্ ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে ও নবকৃষ্ণ ছিলেন। বারাণসী রাজ্য-সম্বন্ধে রাজা বলবন্ত সিংহের সহিত ও বিহার সম্বন্ধে রাজা সেতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, তাহার মূলে ও ইনি ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ্ সম্রাট্-শাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে রাজা বাহাদুর ও মন্‌সর পঞ্চ হাজারী উপাধি এবং সেই সঙ্গে তিনহাজার অশ্বারোহী, পাল্‌কিঝালরদার, ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পরবৎসর পুনরায় ক্লাইভ্ সম্রাটের নিকট নব-কৃষ্ণের জন্য মহারাজ বাহাদুর ও ছয় হাজারী উপাধি এবং চারিহাজার অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার ও পারস্য ভাষায় নাম খোদিত একটী সুবর্ণপদক নবকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে ক্লাইভ্ ইঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, রত্নভূষণ, তরবারি ঢাল,অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি দান করেন এবং প্রাসাদ দ্বার রক্ষার জন্য সিপাহী নিযুক্ত রাখেন। খেলাৎ গ্রহণের পর, মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহা-দুর মহা সমারোহে গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া

স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইঁহাকে সুতানুটির জমিদারি স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার সমস্ত ধনী সমবেত হইয়া উহার প্রতিবাদ করেন কিন্তু ক্লাইভ্‌ সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নাই। মহারাজ নবকৃষ্ণ নিম্নলিখিত রাজকীয় কার্য্যালয়গুলির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১। মুন্সীদপ্তর অর্থাৎ পারস্যভাষা বিভাগের সেক্রেটারির অফিষ। ২। আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেখানে আবেদন সকল গৃহীত হইত। ৩। জাতিমালা কাছারি আর্থাৎ যেখানে জাতি-ঘটিত অভিযোগের বিচার হইত। ৪। খাজানাখানা অর্থাৎ যেখানে কোম্পানীর টাকা রক্ষিত হইত। ৫। মাল আদালত ২৪ পরগণার রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচারালয়। ৬। তহশীলদপ্তর অর্থাৎ ২৪ পরগণার কলেকটরের অফিষ। নিজ প্রাসাদে বসিয়াই মহারাজ নবকৃষ্ণ এই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল্‌ হেষ্টিংস ইঁহাকে বৰ্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের অভিভাবক ও বৰ্দ্ধমান-ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণের দেহাত্যয় ঘটে। মহারাজ গুণগ্রাহী ও দাতা ছিলেন। অনেক বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইনি প্রভূত অর্থব্যয়ে সংস্কৃত ভাষাও পারস্য ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থের হস্তলিপি সংগ্রহ করেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ বহুদিন পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। তাহার পর, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরদেবের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক রূপে গ্রহণ করেন। পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার রাজকৃষ্ণ নামে পুত্র জন্মে। বিষয় লইয়া ইঁহারা দুইজনে সুপ্রিম কোর্টে অনেক অর্থব্যয় করিয়া মোকদ্দমা করেন। শেষে বিষয়-সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্ত হয়। রাজকৃষ্ণ ও রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তাঁহার আট পুত্র যথা ;—শিবকৃষ্ণ কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, ও যাদবকৃষ্ণ। রাজা রাজকৃষ্ণদেবের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজ কমলকৃষ্ণদেবেও ও তৎপুত্র রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব অধুনা সৰ্ব্বজন পরিচিত। তিনি বিদ্যানুরাগী গুণগ্রাহী ও যশস্বী ছিলেন। রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তম পুত্র মহারাজ সার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে, সি, আই,। তৎপুত্র গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ডিষ্টিকট জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাজা উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র দাস। ইনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ চট্টগ্রামের অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মাগনচন্দ্র দাস। নবীনচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৪৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সহাধ্যায়ী চট্টগ্রাম নিবাসী পার্সিভেল সাহেব (H. M. Percival) ও ঐ বৎসর মাসিক ১৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন এবং পরে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। নবীনচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ্‌ হইতে এল্‌ এ, বি, এ ও এম্‌ এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি এল্‌ পরীক্ষা প্রদান করিয়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম কলেজের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গের লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর সার্ আস্‌লি ইডেন সাহেব কর্ত্তৃক ইনি ডেঃ মাজিষ্ট্রেট্ ও ডেঃ কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ইনি ৩১ বৎসর কাল ঐ পদে কার্য্য করেন এবং দুই বার অস্থায়ি ভাবে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ও করিয়া ছিলেন। নবীন বাবু যে তাঁহার কর্ম্ম জীবনে শুধু চাকুরিই করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার অবসর সময়ের এক মুহূর্ত্ত ও সাহিত্য-চর্চ্চা ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। ইনি নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১। কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদ। ২। ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ৩। মাঘকৃত শিশুপালবধ কাব্যের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ। ৪। আশাকুসুম (বাঙ্গালা পদ্য) ৫। শোকগীতি (গ্রেসাহেবের ইংরাজী পদ্যের বঙ্গানুবাদ।) ৬। ক্ষেমেন্দ্রকৃত চারুচর্য্যা

শতকের বঙ্গানুবাদ। ইংরাজী গ্রন্থ। যথা;

১। Ancient Geography of Asia with a map

২। Miracles of Buddha (ইংরাজী পদ্য)

৩। A note on the antiquity of Ramayana

নবীন বাবুর বাঙ্গালা ও ইংরাজীগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া কি, এ দেশবাসী, কি, ইউরোপবাসী সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী ইঁহার কৃত সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "কবিগুণাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের পাঠ্য-নির্ব্বাচন সমিতির সদস্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টগ্রামশাখার সভাপতি। ইঁহার অবসর গ্রহণের পর, গবর্মেণ্ট ইঁহার রাজকার্য্যে অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া ইঁহাকে নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববঙ্গ-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। নবীন বাবু অসাধারণ অধ্যবসায়শীল। এই প্রবীণ বয়সে সময়ে সময়ে আধিদৈবিক সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়াও বাণীর সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। এখন রুগ্নদেহে ও "প্রভাত" নামক একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। নবীন বাবু আস্তিক ও নির্ম্মলচরিত্র।

নবীনচন্দ্রসেন। ইনি ১৭৬৮ শকাব্দের ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রাম জেলার অধীন রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গোপীমোহন রায়। জননীর নাম রাজরাজেশ্বরী। নবীন চন্দ্রের বংশ-পরম্পরাগত উপাধি রায় কিন্তু তিনি স্বেচ্ছা-ক্রমে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় রায় কাটাইয়া সেন উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার শিক্ষা চট্টগ্রামের পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা জেনেরল্ এসেম্বিলি কলেজে শেষ হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে অধ্যয়ন কালে শিক্ষকেরা ইঁহাকে দুষ্টের শিরোমণি (Wicked the Great) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত প্রবাসীর পত্র পাঠ করিলে যৌবনে ও যে ইনি তত সংযত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। নবীন বাবুর পিতা ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও মৃত্যুকালে কিছু রাখিয়া যান নাই। তজ্জন্য কলিকাতায় পাঠাবস্থায় ও নবীনবাবুকে বিশেষ অর্থ কৃচ্ছ্রতা অনুভ করিতে হইয়াছিল। তিনি গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া পড়ার খরচ সঙ্কুলন করিতেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীন বাবু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ হন। প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই নবীন বাবুর কবিতা লেখায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাহারই ফলে তিনি কালে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্ম জীবন ও অবসর গ্রহণ করিয়া যে সকল কবিতা ও কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যথার্থই স্বভাবকবি ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীন বাবু চট্টগ্রামস্থ স্বীয় ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নবীন বাবুর বিরচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। ১। অবকাশরঞ্জিনী। ২। পলাশির যুদ্ধ। ৩। রঙ্গমতী। ৪। রৈবতক। ৫। কুরুক্ষেত্র। ৬। প্রভাস। ৭। অমিতাভ। ৮। ভানুমতী ৯। গীতা। ১০। চণ্ডী। ১১। খৃষ্ট। ১২। প্রবাসের পত্র।

নানক। ইনি শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। লাহোর নগরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে তালবন্তী (আধুনিক নাম নানকানা) গ্রামে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক জন্ম গ্রহণ করেন ইঁহার পিতার নাম কালুবেদী এবং মাতার নাম ত্রিপতা। জাতিতে ক্ষত্রিয়। নানক বাল্যকালে অতি-শান্তস্বভাব ছিলেন এবং কিছু সংস্কৃত, পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিখিয়াছিলেন। যৌবনের নানকের সংসারের প্রতি অনাস্থা ও সাধু-সান্ন্যাসীদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ দেখিয়া কালুবেদী কুপিত ও দুঃখিত হন এবং সংসারে আস্থা স্থাপন করিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় কাজ কর্ম্ম না করিলে গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা ও বলিয়া দেন। নানক ঐ আদেশ শুনিয়া বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ভগিনী

নানকীর গৃহে গমন করেন। তথায় ভগিনীও ভগিনীপতির উপদেশে একখানি মুদি দোকান খুলেন। ঐ দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া ভগিনী নানকী নাণককে সুলক্ষণা নাম্নী এক কন্যার সহিত বিবাহ দেন: শ্রীচন্দ্র ও লক্ষীদাস নামে নাণকের দুই পুত্র জন্মে। দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম কালে তাঁহার ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল হয়। তিনি যুবতী পত্নী শিশু সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাদেশে ভ্রমণ করেন। যেখানে যান সেখানেই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর। তিনি মক্কা নগরে অবস্থান কালে এক দিন তিনি মস্‌জিদের দিকে পা করিয়া শয়ন করেন। এক মোল্লা তাহাতে বিরক্ত হইয়া নানককে তিরস্কার করেন। তাহা শুনিয়া নানক বলেন "মোল্লাজী দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া রাখুন, যেদিকে ঈশ্বর নাই।" মোল্লা তখন অপ্রতিভ হইলেন। তাহার পর, তিনি ধর্ম্মার্থ দেশ ভ্রমণের আবশ্যকতা না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং করতালপুর নামক গ্রামে বাসভবন প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অনাসক্ত ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইনি অতিপবিত্র ও অমায়িক-স্বভাব ছিলেন। সর্ব্বদা সৎকার্য্য ও ঈশ্বরের উপাসনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাণক ইহ লোক ত্যাগকরেন। তিনি হিন্দু মুসলমান্ সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

নানাফর্‌নবিশ। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার প্রকৃত নাম কালাজীজনার্দ্দন। কালাজী জনার্দ্দন ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম মাধোরাও পেশোয়া হন, তখন তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও ইঁহাকে ফর্দ্দনবিশ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধোরাও এর মৃত্যু হইলে ক্রমে ক্রমে নানা মহারাষ্ট্র-রাজ্যের পরিচালক হইয়া উঠেন। সন্ধি, বিগ্রহ ও যান সমস্তই ইঁহার পরামর্শে সম্পন্ন হইত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ন্যায় সাহসী কর্ম্মকুশল রাজনীতিবিদ্ মহারাষ্ট্রদেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

নিউটন। ইনি ইংলণ্ড দেশের লিন্‌কলন্ প্রদেশের কোলস্‌টারওয়ার্থ গির্জ্জার এলাকাভূক্ত উলথর্প নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ডিশেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন্ যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ইনি গ্রান্থামের ব্যাকরণ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে সবসিজার হইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার অনুমতি পান। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শিক্ষিত-শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বহু বৈজ্ঞানিক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই প্রধান। এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থ-প্রণেতা ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অপরিস্ফুট ভাবে আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার পর, সার্ আইজাক্ নিউটন অতি বিস্তৃত ভাবে উক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহা বৈজ্ঞানিক মানবলীলা সংবরণ করেন।

নিজাম উলমুলক্ আসফ জাহ। ইনি দক্ষিণাপথের নিজাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা গাজিউদ্দীন সম্রাট্ আলমগীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে সেনাপতির কার্য্য করিতেন। সম্রাট্ ফরকশিয়ারের রাজত্ব কালে ইনি প্রথম পাঁচ হাজারি হইতে সাত হাজারী মনসব দারের পদ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, দক্ষিণাপথের সুবেদার হন। তাহার পর, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে উজীরপদ প্রদান করেন। কিছু দিন পরে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিদ্রোহী হইলে তিনি নিজ পুত্র গাজীউদ্দীন্‌কে আপনার প্রতিনিধিরূপে উজিরি পদে নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করেন। নিজাম মালব অভিমুখে যাত্রা করিলে তাঁহার শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় সম্রাট্ মহম্মদশাহ নিজাম পুত্রকে উজিরি পদ হইতে অপসৃত করেন। ঐ সংবাদ পাইয়া তিনি দিল্লীর পদোন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং দক্ষিণাপথে রাজ্য স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহাই বর্ত্তমান নিজাম রাজ্য। নিজাম তাঁহার

জীবনে কখনও দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। তিনি রাজ্য শাসন সংক্রান্ত অনেক নূতন নিয়ম করেন। সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের মৃত্যুর ৩৭ দিন পরে নিজাম উল্‌ মুল্‌ক আসফজাহ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নিত্যানন্দ প্রভু। রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত প্রাচীন একচাকা গ্রামে ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাড়াইপণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। নিতাইএর বাল্য-কালে খেলা ধূলায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইলেও ষোড়শবর্ষীয়ের মত দেখাইত। কিছুকাল তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ১৪১০ শকের অগ্রহায়ণ মাসে এক তেজস্বী সন্ন্যাসী হাড়াইপণ্ডিতের গৃহে অতিথি হন। বিদায় কালে তিনি হাড়াই পণ্ডিতের নিকট নিতাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই অম্লান-বদনে নিতাইকে ভিক্ষা দিলেন। সন্ন্যাসী যখন নিতাইকে লইয়া চলিলেন, তখন হাড়াই পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী ভূমে গড়া-গড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর উপায় কি? একচাকা গ্রাম শোকে আচ্ছন্ন হইল, সকলেই বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ চিরদিনের জন্য একচাকা গ্রাম ত্যাগ করিলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি যথা-রীতি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। নিত্যানন্দের গুরুর নাম লক্ষীপতি। নিত্যানন্দ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় চৈতন্য-মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর-পুরী বৃন্দাবনে ছিলেন। একটী তরুণ সন্ন্যাসী উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া তিনি নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে সন্ন্যাসি যুবক, এখানে কেন ঘুরিতেছ। তোমায় কানাই, নবদ্বীপে শচীর ঘরে জন্ম লইয়াছেন, যাও, সেখানে তিনি তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। নিতাই নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। নন্দন আচার্য্যের ঘরে ১৪৩০ শকে চৈতন্যমহাপ্রভু নিতাইয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের সম্মিলন হইল। শেষে নিতাইয়ের সহিত মহাপ্রভুর আর কোন স্বাতন্ত্র্য রহিল না। লোকে বলিতে লাগিল "নিতাই গৌর দুই ভাই, একে অন্যে ভেদ নাই।" তাহার পর, নিতাই হরিনাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুইটি ঘোর পাষণ্ড বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। কুলবধূরা তাহাদিগকে দেখিলে দূর হইতে ভয়ে পলায়ন করিত। বৈষ্ণব দেখিলে তাহারা উহাদিগকে আক্রমণ করিত। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে নিত্যানন্দ তাহাদিগকে হরিনাম প্রদানের জন্য গমন করি-লেন। তাহারা নিত্যানন্দকে দেখিয়াই আক্রমণ করিল এবং একটা কলশীর কাণা ছুড়িয়া মারিল। নিত্যানন্দের মস্তক হইতে দর্‌ দর্‌ করিয়া রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি অটল, নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, কেবল বলিতে লাগিলেন "বাপু! মারিলে মারিলে তাহাতে ক্ষতি নাই, হরিনাম কর, এস, তোমা-দিগকে আলিঙ্গন করি।" নিত্যানন্দের ঐরূপ নির্বিকার ভাব দেখিয়া সেই পাষণ্ডদ্বয়ের মানসিক পরিবর্ত্তন হইল, তাহারা শেষে পরমভক্ত হইয়া-ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার পার্শ্বদগণের অধিকাংশই সংসারে বীতরাগ হইলেন। লোকের গৃহস্থ-ধর্ম্মের প্রতি ক্রমশঃ অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। মহাপ্রভু দেখিলেন এ স্রোত না ফিরাইলে দেশের কল্যাণ নাই। তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপরের কার্য্য দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইবে না। তজ্জন্য তিনি নীলাচলে অবস্থান কালে নিত্যানন্দের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন; "ভাই! জীবের উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম, জীবের হিতের জন্য তুমি বিবাহ কর। লোকে দেখুক বিবাহ করিলেও ধর্ম্ম নষ্ট হয় না।" যদিও বিবাহ করা নিত্যা-নন্দের অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অবহেলা করিতে ইচ্ছা করি-

লেন না। নিত্যানন্দ গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক-কুল-সম্ভূত উদ্ধারণদত্ত নিত্যানন্দের পরমভক্ত সখা। তিনি সেই পরম সুহৃদ্ উদ্ধারণ দত্তের সহিত কালনার সন্নিহিত অম্বিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া অম্বিকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মোহিত হইল। দৈবাৎ পথে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নিত্যানন্দকে গৃহে লইয়া গেলেন। সূর্য্যদাসের পত্নী নিত্যানন্দের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি নিজের বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যাটিকে এই যুবার হস্তে সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সূর্য্যদাস লোক-লজ্জায় বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের অসম্মতিতে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে কন্যা দান করিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া উদ্ধারণ দত্তের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শেষে সূর্য্যদাস নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এইরূপে উদাসীন অবধূত নিত্যানন্দ গৃহী হইলেন। তথা হইতে তিনি পত্নীসহ খড়দহে আসিয়া বাস করিলেন এবং ঐস্থানে শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করিলেন। নিত্যানন্দের দুই ভার্য্যা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা বসুধার গর্ভে বীরভদ্র নামক পুত্র ও গঙ্গা নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই বীরভদ্র হইতেই রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণের বীরভদ্রী থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যদাস নন্দিনী জাহ্নবী রামভদ্র নামক একটী বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। নোতা, বীরচন্দ্রপুর ও খড়দহের গোস্বামিগণ বীরভদ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কলিকাতা বৈষ্ণব সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও খড়দহের যাদবকিশোর গোস্বামী প্রভৃতি এই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঘনাপাড়ার গোস্বামিগণ রামভদ্রের বংশধর ও বলাগড়ের গোস্বামিগণ গঙ্গাদেবীর সন্তান বলিয়া পরিচিত। নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোভাবের পর যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন অন্তরে বাহিরে তিনি কেবল মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। ১৪৫৬ শকে নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব হয়।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এম্, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইলে সর্ব্ব প্রথমে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত ভাষায় এম্, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পুনরায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। অল্পদিন হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষোক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরতীরস্থ নিজ বাটীতে বাস করিয়া অবসর বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

নুরজাহান। ইনি এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পারসীকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মির্জা-গিয়াস্। গিয়াস সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন কালে পথিমধ্যে কান্দাহারের এক মরুভূমিতে ইঁহার জন্ম হয়। দারিদ্র্য বশতঃ ইঁহারা এই সদ্যঃ প্রসূত শিশু কন্যাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গী একজন সওদাগর এই কন্যাটীর পালন ভার গ্রহণ করিয়া উহাকে মাতা পিতার সহিত আগ্রা-সহরে আনয়ন করেন। কন্যাটী অলোক-সামান্য রূপবতী। যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ উছলিয়া উঠিল। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) এই দরিদ্র পারসীক-তনয়া মেহেরুন্নিসার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার পরিণয়ের জন্য ব্যগ্র হইলেন। আকবর উহা জানিতে পারিয়া শের আফগান নামক এক বীরপুরুষের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। এবং সেলিমের চক্ষুর অগোচরে রাখিবার জন্য শের আফগানকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার

পদে নিযুক্ত করেন। আকবরের মৃত্যুর পর, সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মেহেরুন্নিসার রূপ ভুলিতে পারেন নাই। প্রথমে শের আফগানের সহিত বিবাহ-বন্ধন ছেদন করাইতে চেষ্টা করেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে ঘাতুকের সাহায্যে শের আফগানকে নিহত করিয়া বিধবা মেহেরুন্নিশার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের সময় ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মেহেরুন্নিশা নুরজাহান (ভুবনালোক) নাম প্রাপ্ত হন। এই জাহাঙ্গীরের প্রেয়সী পত্নী নুরজাহান সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের উপর যেরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, বোধ হয় জগতে কোনও রমণী স্বামীর উপর এত প্রভুত্ব করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, ইনি বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। লাহোর নগরে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমাধির পার্শ্বে ইঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণভূপ বাহাদুর। ইনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে ও যৌবনের প্রারম্ভে বেনারসের ওয়ার্ড-ইন্‌ষ্টিটিউটে এবং পরে বাঁকীপুর ও পাটনায় শিক্ষিত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বাহাদুর উপাধি ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কোঁচবিহারের রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জি, সি, এস্, আই এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সি, বি উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি ষষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদলের অনারারি কর্ণেল ও ভারতেশ্বরের এডিকং ছিলেন। জেনেরাল্ ইয়েট্ম্যান্ বিগস্ সাহেবের সহিত ইনি টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্ম্মচারিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীকে বিবাহ করেন। মহারাণী সুনীতিদেবী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সি, আই সম্মানের অধিকারিণী হন। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণভূপ বাহাদুর একজন বিখ্যাত মৃগয়াপটু এবং টেনিস্ পোলো প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ——— ইঁহার সুশাসনে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি বহুবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং রাজদরবারে এবং লোক-সমাজে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেই ইঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দেহান্তর ঘটায় সংপ্রতি ইঁহার মধ্যম পুত্র মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কোঁচবিহারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বরোদার মহারাজ সয়াজী গাঁয়কবারের জামাতা। এখন গায়কবার-নন্দিনী ইন্দিরাদেবী কোঁচবিহারের মহারাণী।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি। ইনি একজন জগদ্বিখ্যাত বীর। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকাদ্বীপের এজেসি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা এজেসি অধিকার করে। সুতরাং নেপোলিয়ন্ ফরাসী প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পিতা চার্লস্-বোনাপার্টি প্রথমে ব্যবহারাজীব (উকিল) ছিলেন। কর্সিকা আক্রান্ত হইলে তিনি ওকালতী ছাড়িয়া সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। নেপোলিয়ন্ দশবৎসর বয়সে সৈনিক-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চদশ বৎসর তথায় শিক্ষা লাভ করেন। পরে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীনগরীর বিদ্রোহ দমন করিয়া বিশেষ পরিচিত হন। পর বৎসর নেপোলিয়ন্ ইটালিদেশস্থ ফরাসী সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন। এবং দেড় বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রীয়ার সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে ইটালী হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইরূপে ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে নেপোলিয়ান্ স্বদেশে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইজিপ্ট দেশ (মিশর) জয় করিতে গিয়া সেখানে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। পর বৎসর, নেপোলিয়ান্ ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কন্‌সল্ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দেশের রাজকার্য্যের প্রধান পদ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজ পদে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণ

ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পরাভূত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাঁচলক্ষ সৈন্য লইয়া রুশিয়া জয় করিতে গমন করেন। দারুণ শীতের প্রকোপে অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পাঁচহাজার সৈন্য লইয়া অতিকষ্টে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর, ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া দশলক্ষাধিক সৈন্য সহ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে, অগত্যা নেপোলিয়ন্ নৃপতিগণের অনুমতি ক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এল্‌বা দ্বীপে গমন করেন। পরবৎসর, ইনি পুনরায় ফ্রান্সে আগমন করেন। জন-সাধারণ ইঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহার পক্ষাবলম্বন করে। ইউরোপের রাজন্যবর্গ দেখিলেন ফ্রান্সের জনসাধারণ পুনরায় নেপোলিয়নকে রাজপদে বরণ করিল। তখন তাঁহারা পুনরায় ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। নেপোলিয়ান্ জর্ম্মনির সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইলে ওয়াটার্লুর ক্ষেত্রে বিখ্যাত বীর আর্থার ওয়েসলি (ডিউক অব্‌ওয়েলিংটন) কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর নেপোলিয়ন্ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সেণ্টহেলেনাদ্বীপে অবরুদ্ধ থাকিয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

প।

পদ্মিনী। সুপ্রসিদ্ধা রাজপুত-মহিলা। ইনি চিতোররাজের পিতৃব্য ও অভিভাবক ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী। ইঁহার অলোক-সামান্য রূপ লাবণ্যের সংবাদে বিচলিত হইয়া দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন এবং বলিয়া পাঠান "একবার রাণী পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই কৃতার্থ হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া যাইব"। সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণ কামনায় ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন। তাহার পর, আলাউদ্দিন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুকুরে অসূর্য্যম্পশ্যা পদ্মিনীর ছায়া মাত্র দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন এবং কৌশলে মহারাজ ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। পদ্মিনী পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠান—'পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত আছেন। তিনি পরিচারিকাগণ সহ সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইবেন।' সম্রাট্ ঐ প্রস্তাবে আহ্লাদিত হইয়া পদ্মিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাত শত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের তাঁবুতে প্রবেশ করিল। একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলে ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাতে বিলম্ব দেখিয়া যেই আলাউদ্দিন সেখানে উপস্থিত হইলেন, অমনি অতর্কিতভাবে রাজপুত যোদ্ধা সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহার সৈন্য সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অতঃপর, আলাউদ্দিন্ বিফল-মনোরথ হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনরায় বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পর বৎসর চিতোর আক্রমণ করেন। এই বারের যুদ্ধে বহু রাজপুত সমরে প্রাণত্যাগ করে। অবশেষে চিতোর রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া ভুবনমোহিনী সুন্দরী পদ্মিনী অন্যান্য রাজপুত ললনাগণের সহিত নানাবিধ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূতা হন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বনিবাস কলিকাতার সন্নিহিত হালিসহর। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইনি শিক্ষকতা ও অফিসের কার্য্যে জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পর, যথাক্রমে "বঙ্গবাসী" "বসুমতী" ও "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদকতা করেন। এখন নায়ক নামক একখানি দৈনিক পত্রের সম্পাদন করিতেছেন এবং দৈনিকচন্দ্রিকা নামক দৈনিক পত্রিকাখানি ও ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছে। পাঁচকড়ি বাবু একজন বিখ্যাত বক্তা,

ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি বক্তৃতা করিতে পারেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন ;—১। আইন আকবরীর বঙ্গানুবাদ। ২। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিত। ৩। উমা। ৪। রূপ লহরী। এতদ্ভিন্ন ইনি চৈতন্যচরিতামৃতের একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

পাঁচকড়ি দে। কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে সন ১২৮১ সালে ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কেদারনাথ দে। ইনি একজন প্রখ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। "মায়াবী" "পরিমল" "নীলবসনা সুন্দরী" "জীবন্মৃত-রহস্য' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকটে উপন্যাস গুলির বিপুল প্রভাব দেখা যায় ; এবং হিন্দী উর্দ্দু, মরাঠী ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইঁহার তিন কন্যা, এক পুত্র। কলিকাতার সম্পৎশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে কন্যাগণ পরিণীতা, পুত্রটী শিক্ষাধীন। ইনি ছত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে যখন ধন জন-সম্মান সর্ব্ব-সৌভাগ্যের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন, সেই সময়ে সন ১৩১৬ সাল ৩০শে শ্রাবণ রাত্রি শেষে সহসা হৃদয়াঘাতে ইঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটে। এই মর্ম্ম-পীড়াদায়ক শোকে ইনি সর্ব্ব কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়েন, আর বিবাহ করেন নাই। সংসারের নশ্বরত্ব দেখিয়া ইঁহার মনে এই সময়ে প্রবল ধর্ম্ম-ভাবের উদয় হয় এবং তীর্থাদি ভ্রমণে কিছু কাল কাটাইয়া গাজীপুরে নাদযোগী সিদ্ধপুরুষ সরকার সাহেবের নিকটে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এক্ষণে ইনি উপনিষদ্, বেদান্ত-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যাদির আলোচনা লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় পবিত্র ভাবে অতিবাহিত করেন। পৃথিবীর শোক দুঃখ দেখিয়া পূর্ব্বে ইনি কতকটা দুঃখবাদী নাস্তিক প্রকৃতির ছিলেন বটে, কিন্তু এখন নিজে দারুণ শোক পাইয়াও বলেন পৃথিবীর এই শোক দুঃখ আপাত-কঠোর পরিণামে অমৃতপ্রসূ, পিতার প্রহারের ন্যায় ভগবানের করুণাধারাই ধরাতে বহিয়া আনিতেছে, এবং এই শোক দুঃখের তমিস্রা মধ্যেই ভাস্বর ভাস্করের ন্যায় ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন—শোকী দুঃখী ধন্য হয়। মানব-জীবনে সম্মান, বিদ্যা, যশঃ সম্পদাদি লাভ—প্রকৃত লাভ নহে, ভগবদ্ভক্তিই প্রকৃত লাভ ; তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে যেমনই হউক না কেন—তাহা ব্যর্থ জীবন। যিনি যাহাই করুন, ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত কাহারও শান্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পাণিনি। ইনিই অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ-সূত্রের প্রণেতা। গান্ধার অর্থাৎ পাঞ্জাবের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত শালাতুর গ্রামে অন্যন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মহর্ষি পাণিনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-বংশে দাক্ষীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিক্ষালাভার্থ পাটলিপুত্র নগরে বিখ্যাত পণ্ডিত বর্ষ উপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে ;—অনেক দিন অধ্যয়নের পর, প্রতিপক্ষ বিদ্যার্থিগণের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, গুরুপত্নীর উপদেশে হিমালয়ে প্রদেশে তপস্যা করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করেন। এবং তাঁহার প্রসাদে অ, ই, উণ্ ইত্যাদি প্রকার সাঙ্কেতিক সূত্রলাভ করেন। ঐসূত্র উপজীব্য করিয়া অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই ব্যাকরণই পৃথিবীর সমুদয় ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ। ইহার ভাষ্য ও বৃত্তি অন্যূন দশগাড়ী পুস্তক হইবে। কথিত আছে ; অরণ্যবহুল শালাতুর গ্রামেবাস কালে পাণিনিমুনি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

পীটার্ দি গ্রেট্। ইনি রুষিয়ার খ্যাতনামা সম্রাট্। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সাম্রাজ্য লাভ করেন। রুষিয়ায় জাহাজ না থাকায় বহির্বাণিজ্যের অসুবিধা হইত, তজ্জন্য ইনি দেনমার্ক হইতে ছদ্মবেশে জাহাজ নির্ম্মাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়া দেশের লোককে জাহাজ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন। রুষিয়ার বর্ত্তমান রাজধানী সেন্টপিটার্স্বর্গ (পেট্রোগ্রাড্) ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি জন্মভূমির ও প্রজা-পুঞ্জের উপকারার্থ যথেষ্ট যত্ন

ও পরিশ্রম করিয়া ছিলেন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

পৃথ্বীরায়। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা। চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী জয় করেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল বিশালদেবের তনয় সোমেশ্বরের হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া এবং 'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে' সেই উত্তরকালে দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজেতার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই দম্পতি হইতে ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরায়ের জন্ম হয়। ইনি অধিকাংশ সময় দিল্লী নগরীতে অবস্থান করিতেন। মাতামহ অনঙ্গপাল ও ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে পৃথ্বীরায়কে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর, পৃথ্বীরায়ই আজমীরের সিংহাসন ও প্রাপ্ত হন। ইনি দিল্লীতে থাকিয়াই উভয় রাজ্যশাসন করিতেন। দিল্লীতে পৃথ্বীরায় যে বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, অদ্যাপি তাহা "রায়পিথোরা" নামে খ্যাত। চিতোরের অধিপতি সমরসিংহের সহিত ইঁহার ভগিনীর বিবাহ হয়। ইহার পর, ইনি অনেক রাজ্য জয় করেন। পৃথ্বীরায় মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের অপর দৌহিত্র জয়চন্দ্র এই ঘটনায় পৃথ্বীরায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্ত রাজগণকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু পৃথ্বীরায়কে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে দারপালের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। পৃথ্বীরায় এই অবমাননা-জনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তাহার পর, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকেই দ্বারপাল নিযুক্ত করিলেন। জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে পরম রূপবতী এক কন্যা ছিল। এই যজ্ঞে কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র সেই কন্যার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন। সংযুক্তা পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরায়ের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। উহা জানিতে পারিয়া পৃথ্বীরায় সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করেন এবং সৈন্যগণকে মধ্যপথে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং যজ্ঞভূমির অতিনিকটে প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন। সংযুক্তা স্বয়ম্বর-সভায় পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া উপস্থিত রাজন্যবর্গের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্বারস্থিত পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। এদিকে উপযুক্ত অবসর পাইয়া পৃথ্বীরায় সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া অশ্বকে কশাঘাত করিলেন। জয়চন্দ্রের সৈন্যগণ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি সপ্তম দিবসে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনায় অবমানিত ও জাতক্রোধ হইয়া জয়চন্দ্র বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত মহম্মদঘোরীকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। উহাই ভারতের পরাধীনতার প্রথম কারণ হইল। মহম্মদ ঘোরী প্রথমবারে পৃথ্বীরায় কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেও শেষে শত্রু হস্তে নিহত হন। বিখ্যাত হিন্দী কবি চাঁদভাট "পৃথ্বীরায় রাসো" নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এই সকল কথা বিবৃত করিয়াছেন।

প্যারীচরণ সরকার। ইনি কলিকাতা চোরবাগানে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকরিয়া সিনিয়ার স্কলার্সিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তিপান। প্রথমে বারাশত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পরে হেয়ার স্কুলে অতিযোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইনি অনেক প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ফাষ্টবুক, সেকেণ্ড বুক্ প্রভৃতি অতিসুন্দর শিশু-পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক সকল রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র-রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র। ইনি ১২২১ শালে কলিকাতা নিমতলার মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতা পাবলিক্ লাইব্রারির ডেপুটী লাইব্রারিয়ান্ হন। শেষে

লাইব্রারিয়ান্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর, চাকুরিতে জবাব দিয়া ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা কয়েকখানি মাসিক-পত্র ও পুস্তক বাহির করেন। ইঁহার প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষার পদ-বিন্যাসের এক নূতন পথ প্রদর্শন করে। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া পশু-ক্লেশ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। প্যারী বাবু একজন থিয়োজ-ফিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপরুদ্র। ইনি উড়িষ্যাদেশের রাজা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বিদ্যানুরাগী ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়া হরিনাম ও ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার আরম্ভ করিলে ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বিষয়ীর সংসর্গে যাইতে অস্বীকার করিলে স্বয়ং প্রতাপরুদ্রই পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মহাপ্রভুর ভক্তিভাবে বিমোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেষে রাজ সুলভ ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার যত্নাতিশয়ে উৎকলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়।

প্রতাপসিংহ। ইনি ভারতের সুবিখ্যাত মেওয়ার রাজ্যের মহারাণা। ইঁহার পিতা উদয়সিংহ অন্যান্য রাজপুত নরপতিদের ন্যায় মোগল বাদশাহ আকবরের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অতীব ঘৃণাজনক মনে করায় তাহাতে অসম্মত হন। সুতরাং আকবর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। উদয় সিংহ সপরিবারে আরাবল্লী পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে উদয়সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র প্রতাপসিংহ চিতোরের মহারাণা হন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই প্রতিজ্ঞা করেন 'যতদিন চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিব, ততদিন আরণ্যব্রত অবলম্বনে দিন যাপন করিব।' ইহারপর, হইতে পর্ণকুটীর রাজপ্রাসাদ, বৃক্ষপত্র ভোজন-পাত্র, তৃণরাজি রাজশয্যা হয়। মোগল সেনাপতি জয়পুররাজ মানসিংহ স্থানান্তর গমনকালে প্রতাপসিংহের অতিথি হন। প্রতাপ মোগল-বাদশাহের কুটুম্ব বলিয়া তাঁহার সহিত আহার করিতে অসম্মত হওয়ায় মানসিংহ প্রতিজ্ঞা করেন—'এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন।' তাহার পর, মানসিংহ ও সেলিম অসংখ্য সৈন্য লইয়া হলদি ঘাট নামক গিরিসঙ্কটে প্রতাপকে আক্রমণ করেন। প্রতাপ দ্বাবিংশতি সহস্র সেনা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতাপ হতাবশিষ্ট আট হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হন। ইহার পর, প্রতাপ পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য সমস্ত জীবনব্যাপী যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই সকল কাহিনী ইতিহাসে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। প্রতাপ পিতৃ-রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতর্কিত ভাবে মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু পৈতৃক রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে কালযাপন করেন। তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া পিতার নামে ঐ রাজধানীর নাম রাখেন উদয়পুর। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপ প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। জগতে যত দিন বীরত্বের সম্মান থাকিবে, ততদিন প্রতাপের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্রতাপাদিত্য। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বীর ও রাজা। প্রতাপাদিত্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিক্রমাদিত্য। জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ। প্রতাপাদিত্যের পিতা বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান দায়ুদের অধিকার কালে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। দায়ুদের পতন হইলে তিনি প্রভূত ধন লইয়া সুন্দরবনে পলায়ন করেন এবং ঐ জঙ্গলে অনেক ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন

করেন। প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই বীরত্বের অনুরাগী ছিলেন এবং মুসলমানের অধীনতাপাশ ছেদনের নিমিত্ত পিতাকে পরামর্শ দেন। পিতা পুত্রকে মোগল বাদশাহের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য দিল্লী ও আগ্রায় প্রেরণ করেন। ইহাতে বিপরীত ফল হয়। তিনি বাদশাহের সৈন্য দর্শনে বীরমদে মাতিয়া উঠেন। পিতা পরলোক গমন করিলে প্রতাপ রাজা হইয়া আপন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট্ আকবর এই সংবাদ পাইয়া ইঁহাকে শাসনের নিমিত্ত বাঙ্গালার সুবাদারের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলেন "তিনি গৌড়নগরের যশঃ হরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীর নাম যশোহর রাখেন। বসন্তরায় নামে প্রতাপের এক পিতৃব্য ছিলেন, কোন কারণে প্রতাপ তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় প্রতাপের পত্নীর করুণায় পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের শরণাগত হন। সম্রাট্ কচুরায়ের সহিত সসৈন্যে মানসিংহকে প্রতাপের দমনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রথমে প্রতাপের নিকট পরাস্ত হন, শেষে বিজয়ী মোগলসৈন্য প্রতাপকে বন্দীকৃত করে। কথিত আছে, দিল্লীতে লইয়া যাইবার কালে পথে প্রতাপের মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমার গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। স্বয়ং ধনবান্ হইলেও কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইনি ওকালতী ব্যবসায়ে বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। প্রসন্নকুমারঠাকুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসন্নকুমারই প্রথম বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন কিন্তু পীড়িত হইয়া ঐ সভার কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ইঁহাকে সি,এস্, আই, উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি মাতৃভক্ত ও পরম দেশহিতৈষী ছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট লাখরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করিলে যে আন্দোলন হয়, ইনি তাহার প্রধান উদ্যোগী। শেষে ৫০ বিঘার অনধিক লাখেরাজ ভূমির বাজেয়াপ্ত রহিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশিক্ষার উন্নতিকল্পে তিন লক্ষ টাকা, মূলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত পঞ্চত্রিংশ হাজার টাকা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা ও অনুগত আত্মীয় স্বজনের জন্য এক লক্ষ টাকা ও ভৃত্যদের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। ইঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সমস্ত বিষয় দান করিয়া যান। শেষে প্রিবিকাউন্সিলের বিচারে তাঁহার উইলের অন্য আকারে নিষ্পত্তি হয়।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। ইনি খিদিরপুরে থাকিয়া অনুজগণের সহিত হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। প্রসন্নকুমার অধ্যায়নান্তে স্বর্ণপদক ও সিনিয়র্ স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন, তাহার পর, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও তৎপরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার ন্যায় ছাত্রবৎসল অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যাইত। জননীর ন্যায় তিনি ছাত্রগণের সুখ দুঃখের চিন্তা ও অশেষ প্রকারে তাহাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বগ্রাম রাধানগরে একটী উচ্চশ্রেণী-ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশের দরিদ্র বালকদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও গুপ্তভাবে স্বগ্রামবাসী অনেক ব্যক্তির অভাব মোচন করিতেন। সংস্কৃত-কলেজ হইতে তিনি প্রেসিডেন্সী-কলেজের ইংরাজী সাহিত্য ও

ইতিহাসের অধ্যাপক হন। তাহার পর, বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টরের পদে কিছুদিন কার্য্য করেন। পরে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। তিনি পাটীগণিত ও বীজগণিত নামক দুইখানি পুস্তক লেখেন। কিছুকাল অবসর-বৃত্তি ভোগ করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার দেহত্যাগ করেন। শোভা-বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইঁহার জামাতা।

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। ইনি ১৮৮৩ শকাব্দের ১০ই ভাদ্র রবিবার উত্তরবঙ্গের পাবনা নগরীতে সরযূপারী গ্রহবিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ মীনকেতন মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে বিভার-পোলিসের একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি অনেক টাকা ও ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'মীনকেতনদিয়া' গ্রাম অদ্যাপি পাবনা জেলায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে, ইঁহাদের পূর্ব্ব বাস মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত কোন গ্রামে ছিল, মীনকেতন মজুমদারই প্রথম পাবনায় বসতি স্থাপন করেন। মীন-কেতনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ শান্তি-প্রিয় ছিলেন। তিনি রাজসেবায় বীতস্পৃহ হইয়া পাবনার সন্নিহিত প্রতাপপুর গ্রামে বাস করেন। ইঁহার বংশে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরগোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে হরগোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বৃহৎ চতুষ্পাঠীতে নানাদিগ্‌দেশীয় বিদ্যার্থিগণ বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। মীনকেতনের দ্বিতীয় পুত্র চতুরানাথ ও তৃতীয় পুত্র পঞ্চানন এবং তাঁহাদের পুত্রগণও ও নবাব দরবারেরই কর্ম্মচারী ছিলেন। শেষে আর কেহ চাকুরী করিতে না পাবায় ক্রমে অবস্থা মন্দ হয়। মীনকেতনের তৃতীয় পুত্র পঞ্চাননের বংশধরগণ অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিয়া নবাবদত্ত "মজুমদার" উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলোপাধি অবলম্বন করেন। এই পঞ্চাননের অধস্তন সপ্তম পুরুষ প্রাণকৃষ্ণের পিতা হরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মেঘনা-গ্রামনিবাসী গৌরচাঁদ বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণের জননী। গৌরচাঁদ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতি সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই তাঁহার মুখে নৈষধ-চরিত কাব্যের সরস ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত তত্রত্য শিক্ষিত মণ্ডলী আসিয়া সমবেত হইতেন। প্রাণকৃষ্ণের পিতা হরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় জীবনের শেষ ভাগে চরম দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাকে ঘটী-বাটী প্রভৃতি গৃহসামগ্রী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছিল। তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ। ইনি এয়োদশ বৎসর বয়সে মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, পাবনা জেলা-স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্সপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এফ্, এ পরীক্ষায় ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মেডিক্যাল্ কলেজে এম, বি, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই মেডিক্যাল্ কলেজের পরীক্ষা সমূহে ছয়টী স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল্ প্রাপ্ত হন এবং গুডিব স্কলার্সিপ্ লাভ করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল্ কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মেডেল পান, তাঁহাকে নবাব আবদুলগণি-স্কলার্সিপ্ প্রদত্ত হয়। ইনি যথানিয়মে সে স্কলার্সিপ্ ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাঠাবস্থায়ই ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিধি-অনুসারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা-জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়ার জমিদার কালী-নারায়ণগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা এবং সার্ কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্ত কে, টি, মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সুবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার

গণের অন্যতম এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইঁহার গভীর অধিকার। বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ একজন সুবিবেচক চিকিৎসক বলিয়া প্রখ্যাত। ইনি সংসারী হইলেও দিবা-রাত্রি অর্থ-লোভে ঘুরিয়া বেড়ান না, আধ্যাত্মিক বিষয়েও ইঁহার বিলক্ষণ লক্ষ্য আছে। ইনি নিরা-মিষাশী ও বিশুদ্ধ-চরিত্র। অনেক সময় ব্রহ্মো-পাসনা পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। ইঁহার উপার্জ্জিত অর্থের এক কপর্দ্দক ও অপব্যয়িত হয় না। কতকগুলি দরিদ্র বিদ্যার্থীকে ইনি নিজব্যয়ে এফ,এ, বি,এ, ও এম্,এ, পড়াইতেছেন। রাজ-পুত্তানার দুর্ভিক্ষের সময় ইনি ইঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মাসিক এক-শত টাকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের সময়ই যথাশক্তি দান করেন এবং শিল্পশিক্ষার্থ আমেরিকাগামী দুই একটী ছাত্রেরও সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি এখন কলিকাতার অধিবাসী। ইঁহার একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র। কন্যাটী মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ইনি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া পরে সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। এডুকেশন কমিটি ইঁহাকে "তর্কবাগীশ" উপাধি প্রদান করেন। পাঠান্তে তর্কবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইঁহার কৃত পূর্ব্বনৈষধ, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের টীকা বিদ্যমান আছে। ১২০৩ সালে ইঁহার কাশীধামে মৃত্যু হয়।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। ইনি বম্বে নিবাসী একজন বদান্য বণিক্। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বম্বেবিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে (২২,০০০০০) বাইশ লক্ষ টাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষকে (২,০০০০০) দুই লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই তারিখে এই দান প্রাপ্তি স্বীকার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ টাকা দ্বারা বার্ষিক শত করা পাঁচ টাকা সুদের গবর্মেন্ট পেপার ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ঐ কোম্পানির কাগজের সুদ দশহাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত। ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অন্য নিয়মে দেওয়া হইয়া থাকে।

ফ।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত জয়দিয়া গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ণ নাম অনেকেই জানেন না, শিক্ষিত সমাজে ইনি মিঃ পি, বি, মুখার্জ্জী বি, এস্,, সি, এম, আর, এ, এস, নামে এবং সাধারণের মধ্যে মিঃ পি, মুখার্জ্জী, মুখার্জ্জী সাহেব এবং ফণি সাহেব ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা কলিজিয়েট্ স্কুল ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। মধ্য ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষায় মাসিক ৫৲ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। তাহার পর, ইউরোপ যাত্রা করেন এবং পাঁচ বৎসর কাল লণ্ডন ইউনিভার্সিটি-কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেখানে বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড হিসাবে গিল্ ক্রাইষ্ট স্কলারসিপ্ পাইয়াছিলেন। সেখানকার পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে সুবর্ণপদক দর্শন-শাস্ত্রে পারিতোষিক, প্রাণিবিদ্যা ও অস্থি-বিদ্যায় অনার্ সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত হন। বি, এস্, সি, পরীক্ষায় ইনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্ পাইয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এডুকেশন্ সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্রী এবং জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে রাজ-

সাহী কলেজে ১৮৮৩ খ্রী: হইতে ১৮৮৭ খ্রী: অব্দ পর্য্যন্ত, তাহার পর, হুগলী কলেজে ১৮৮৭ খ্রী: অব্দ হইতে ১৮৯৬ খ্রী: অব্দ পর্য্যন্ত, তাহার পর, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৯৬ খ্রী: অব্দ হইতে ১৯০১ খ্রী: অব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৯০১ খ্রী: অব্দ হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এ পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যেই ব্রতী আছেন। মধ্যে ১৯০৭ খ্রী: অব্দ হইতে দুই বৎসর কাল ডেপুটেসনে ইউনিভার্সিটি ইন্স্পেক্টরের পদে কার্য্য করিয়া ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, লণ্ডন-রয়াল্-এসিয়াটিক্-সোসাইটি ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক্-সোসাইটির সভ্য। এতদ্ভিন্ন লিগ্ অব্ দি এম্পায়ারের কলিকাতার অন্যতম প্রতিনিধি। ইনি স্বাধীনচেতা: এবং অনেক ইউরোপীয়ান্ অপেক্ষাও তেজস্বী। অনেকে বলেন "মুখার্জী সাহেবের মুখে তাঁহারা কখনও হাসি দেখেন নাই", হইতে পাবে, তাঁহারা হয়ত যখন দেখিয়াছেন, তখন তাঁহাব মুখে হাসি ছিলনা, কিন্তু লেখক স্বচক্ষে তাঁহাকে স্মিত-মুখে সম্ভাষণ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত রাশভারি লোক, যিনি যতই চপল-প্রকৃতি ও হাস্য-প্রবণ হউন না কেন, তাঁহার সাক্ষাতে গেলে তাঁহার আপনা আপনিই কেমন যেন একটু সংযম আসিয়া পড়ে। এক জন শিক্ষা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক বলিয়া ছিলেন "আমি পেড়লার সাহেবের সহিত অনায়াসে স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে পারি কিন্তু মিঃ পি, মুখার্জীর সম্মুখে কথা বলিতে গেলে যেন বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে।" যাহা হউক, মুখুয্যে সাহেব নির্ম্মলচরিত্র ও স্পষ্ট বক্তা। তাঁহার হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা স্থান পায়না। তাঁহার অনুরূপা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বিদুষী ও সুলেখিকা। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা ও নানা মাসিক পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ছায়ার ন্যায় ভর্তৃ-সন্নিহিতা থাকিয়া জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে এদেশীয় নারী-জাতির শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। ইনি কিছুকাল ভারতী নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান্। চীনদেশীয় বৌদ্ধপরিব্রাজক। ইনি ৩৯৯ খ্রী: অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতের বহু প্রদেশ, বঙ্গদেশ, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সুখ, সমৃদ্ধি, উদারতা, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হন। ইঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম ফো-কুও-কি।

—

ব।

বক্তিয়ার খিলিজি। ইনি ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদঘোরীর একজন সেনাপতি। ইনি ১১৯৭ খ্রী: অব্দে অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। কথিত আছে—তিনি শুনিতে পান বাঙ্গালা দেশে সৈন্য বল নাই, বিশেষত: রাজা বৃদ্ধ, মন্ত্রীরা উদাসীন। এই সুযোগে বঙ্গালা জয় করিবার জন্য বক্তিয়ার বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করেন। বনমধ্যে সৈন্যদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ রাজ-ভবনে প্রবেশ করেন। এদিকে অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন ত্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া সপরিবারে পলায়ন করেন। এই রূপে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিনা বাধায় বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপ বক্তিয়ারের করগত হয়। কেহ কেহ বলেন, "এই ঘটনা কিংবদন্তী মাত্র, উহার মূলে কোন সত্য নাই।" অত:পর, বক্তিয়ার কামরূপ জয় করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হন এবং একজন বিশ্বাসঘাতক অনুচরের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বেথুন—জন্ এলিয়ট্ ড্রিঙ্কওয়াটার্। ইনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইনি ভাইস্রয়ের কাউন্সিলের আইন-সদস্য হইয়া এদেশে আগমন করেন। ইনি কাউন্সিল্ অফ্ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এদেশীয় বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে ইনি কলিকাতা নগরীতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের

সহিত মিলিত হইয়য়া একটী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্য করেন। উহা বেথুন স্কুল্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ঐ বিদ্যালয় এখন কলেজে পরিণত ইয়াছে। এখন গবর্মেণ্টই সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন।

বেণ্টিক (লর্ড উইলিয়াম্)। ইনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর্ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর্ জেনেরাল্ ছিলেন। ইনি অতি শান্তিপ্রিয় রাজ-প্রতিনিধি। ইঁহার সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ অতিসামান্য হইয়াছিল। ব্যয়বাহুল্য-হেতু কোষাগার শূন্য হওয়ায় ইনি নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করেন। বেণ্টিকের শাসনকালে লোক-শিক্ষা বিষয়ে নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয়। ইঁহার সময়ে স্থির হয় "ইংরেজী ভাষাতেই লোকের সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস শিক্ষা হওয়া উচিত।" পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষার জন্য ইঁহার সময়ে কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেণ্টিকের কার্য্যত্যাগের এক বৎসর পূর্ব্বে মেকলে সাহেব আইন-সচিব হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই জুন বেণ্টিকের মৃত্যু হয়।

বেশান্ত (অন্নবাসন্তী) ইনি ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর, ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্ম্মণীতে শিক্ষালাভ করেন। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক সাহেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে আদালতের সাহায্যে উক্ত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইনি নাস্তিকতা ও সাধারণ-তন্ত্রতার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর. মাডামব্লাভাস্কির গ্রন্থ আলোচনায় ইঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। ইনি নাস্তিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী ও ধর্ম্মে আস্থাবতী হন। কিছুদিন পরে মাদামব্লাভস্কির শিষ্যা হইয়া থিয়োসফিক্যাল্-সোসাইটিতে যোগ দান করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। ইঁহার ভাব ও ভাষার এত প্রভাব যে, উহা শুনিলে শ্রোতৃগণ সেই ভাবে প্রণোদিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এখন ইনি হিন্দুবিধবার ন্যায় আহারাদি করেন। কাশীর সেণ্ট্রাল্ হিন্দুকলেজ্ প্রতিষ্ঠাই ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি।

ব্লাভাস্কি—হেলানা বা পেট্রোভন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ জর্ম্মন্-জাতীয় হইলেও ইঁহারা রুসিয়ায় বাস করেন। ব্লাভাস্কি রুষিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৬০ বর্ষীয় এক পুরুষের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরেই এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়। তাহার পর, ইনি কখনও প্রকৃতবেশে কখনও ছদ্মবেশে ইউরোপ এসিয়া ও আমেরিকায় অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। আমেরিকায় থাকিতে ইনি প্রেততত্ত্বের আলোচনা করেন এবং কর্ণেল্ অলকটের সহিত একত্র হইয়া থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। ব্লাভাস্কি অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় সত্য না হইলেও ইনি যে এক অলৌকিক মানসিক শক্তি-সম্পন্না মহিলা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্লাভাস্কি ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভ।

ভট্টি। ইনি অনুমান ৭ম খ্রীষ্টাব্দে গুর্জ্জর রাজ্যের রাজধানী বলভী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসব-বেদনায় জননী দেহত্যাগ করিলে ইঁহার তত্ত্বজ্ঞানী পিতা শ্রীস্বামী অচিরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। বলভীর তদানীন্তন অধিপতি রাজা নরেন্দ্র সেন এই সদ্যোজাত শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দান করেন। ভট্টি কৃতবিদ্য হইলে রাজা তাঁহার হস্তে আপন পুত্রদিগের শিক্ষাভার অর্পণ করেন। ভট্টি রাজকুমারগণের ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে একদিন গুরু শিষ্যের মধ্য দিয়া একটী হস্তিশাবক চলিয়া যায়। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যে শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছিল, এক বৎসর কাল সেই শাস্ত্রের পাঠ বন্ধ থাকে। এদিকে ভট্টি রাজার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, একবৎসরের মধ্যে রাজকুমারগণের ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবেন। অগত্যা

তিনি ব্যাকরণ অধ্যাপনায় অসমর্থ হইয়া অধিকাংশ ব্যাকরণ-সূত্রের উদাহরণ-যুক্ত ভট্টি নামে রাম-চরিত বিষয়ক মহাকাব্য রচনা করিয়া রাজকুমার-দিগকে শিক্ষা দেন। এই কাব্যের শেষ শ্লোকে ভট্টি তাঁহার প্রতিপালয়িতা এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভবভূতি—ইনি অনুমান ৮ম খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে মধ্যভারতবর্ষের বিদর্ভ (বেরাড়) প্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপুর নগরে (এই স্থানটী এখন বম্বে যাইবার রেলপথের বাম পার্শ্বে চান্দুর ষ্টেসনের নিকট) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভট্টনীল কণ্ঠ ও মাতার নাম জাতুকর্ণী। ইঁহারা বংশানু-ক্রমে বেদজ্ঞ ও যাজ্ঞিক ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব এই তিনখানি নাটক রচনা করেন।

ভবানন্দমজুমদার—ইনি নদীয়ার রাজবংশের প্রতি-ষ্ঠাতা, আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্ট নারায়ণের বংশ-সম্ভূত, রাঢ়ীয়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ও সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রথমে সপ্তগ্রামের ফৌজদারের অনুগ্রহে পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়া কাননগোর পদ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য যখন দিল্লীর সম্রাট, জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন, তখন ভবানন্দমজুমদার সৈন্যদিগের আহারাদি প্রদান ও অন্য নানা প্রকারে সাহায্য করায় মানসিংহ যুদ্ধ জয়ের পর ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী উপস্থিত হন। মানসিংহের চেষ্টায় ইনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশের চৌদ্দটী পরগণার ফরমান প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর, মাটীয়ারি নামক স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করেন। ইনি পরলোক গমন করিলে ইঁহার পুত্র গোপাল রাজপদ লাভ করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। এই ভবানন্দ মজুমদারই সেই কাব্যের নায়ক।

ভবানী (রাণী)—ইনি, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিমগ্রাম নিবাসী বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। ইঁহার জননীর নাম কস্তুরী দেবী। সুপ্রসিদ্ধ নাটোর রাজবংশে রাজা রামজীবনের পুত্র রাজা রামকান্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১১৫৩ শালে রাজা রামকান্ত দেহ ত্যাগ করিলে বিধবা রাণী ভবানী বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হন। তখন নাটোর রাজের জমি-দারির বাৎসরিক আয় ছিল দেড় ক্রোর টাকা। তন্মধ্যে নবাব সরকারের দেয় ৭০ লক্ষ টাকা বাদে রাণী ভবানী অবশিষ্ট টাকা ধর্ম্মকার্য্যে ও লোক-হিতার্থে ব্যয় করিতেন। স্বয়ং কঠোর-ব্রতাবলম্বিনী ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া অতিযোগ্যতা সহকারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইঁহার সৎকীর্ত্তি ও দান অনন্ত। ইনি কাশীধামে দেব-প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন ও অন্নদানে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানী কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত এবং কাশীতে রাণী ভবানীর অন্নসত্র ও অতিবিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন কেশবের ঘাট, মন্দির, ধর্ম্মশালা ও পঞ্চ-ক্রোশী রাজপথ নির্ম্মাণে ও বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত বড়নগরে ও ইঁহার কীর্ত্তি অল্প নহে। সেখানে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন তিনি ঐ স্থানে আরও অনেক দেব দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারাদেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপালমূর্ত্তি বড়নগরে বিদ্যমান। রাণী ভবানী অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন রোগার্ত্তের রোগ মোচন ও পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির আহারের জন্য ধন ব্যয় করিতেন। কথিত আছে; ইনি সমস্ত জীবনে দান ও পুণ্যকার্য্যে পঞ্চাশকোটি টাকা ব্যয় করেন। রাণী ভবানীর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, মহাসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ ইঁহার দত্তক পুত্র। তিনি রাণী ভবানীর জীবৎ কালেই পরলোক গমন করেন। রাণী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে ভাগীরথী তীরে বড়নগরে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

ভারতচন্দ্র রায়—হাওড়া জেলার মধ্যে ভুরস্যুট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো-বসন্তপুরে রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় নামে এক জমিদার বাস করিতেন। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ভারতচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। পেঁড়ো গ্রামের একখণ্ড ভূমি লইয়া বিবাদ হওয়ায় বর্দ্ধমানের তদানীন্তন নাবালক রাজা তিলকচন্দ্রের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ভুরস্যুট পরগণা খাসদখল করিয়া লওয়ার হুকুম দেন। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ এই দুঃসংবাদ পাইয়াই সপরিবারে পলায়ন করেন। ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে নয়াপাড়া গ্রামে অবস্থান কালে তাজপুরের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ,অভিধান, কাব্য অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাজপুরের সমীপস্থ সারদা গ্রামে নরোত্তম আচার্য্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইতিমধ্যে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানের মহারাণীর অনুগ্রহে পেঁড়োগ্রামে আসিয়া পুনরায় বাস স্থাপন করেন। ভারতচন্দ্র বাটী ফিরিলেন কিন্তু তাঁহার অপর তিন সহোদরের তিরস্কারে গৃহে তিষ্টিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "পারসী না পড়িয়া শুধু সংস্কৃত শিখিয়া কি হইবে? সংস্কৃত শিখিলে পুরুৎবামনের কাজ করিতে হয়। জমিদারের ছেলে শেষে কি পুরুতের কাজ করিবি। এ ত বড়ই অসভ্রমের কথা।" দ্বিতীয়ঃ ভারতচন্দ্র নিজেদের অপেক্ষা অপকৃষ্ট কুলে বিবাহ করিয়াছেন উহাও তাঁহাদের অত্যন্ত ক্রোধের কারণ হইয়াছে। তজ্জন্য ও তাঁহারা ভারতচন্দ্রের প্রতি যারপর নাই আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভারতচন্দ্র মনঃকষ্টে গৃহত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরের মুন্সী বাবুদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুন্সী বাড়ীর কর্ত্তা রামচন্দ্র, মুন্সীর অনুগ্রহে ভারতচন্দ্র পাঁচ বৎসর কাল সেখানে অবস্থিতি করিয়া পারসী ভাষায় এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হন। তাহার পর, তিনি পেঁড়োগ্রামে আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণরায় বর্দ্ধমানের মহারাজের নিকট হইতে কিছু ভূমি ইজারা লয়েন। প্রথম প্রথম উহার খাজনা রীতিমত দাখিল করিতেন কিন্তু শেষে নানা কারণে খাজনা দিতে বিলম্ব হওয়ায় বর্দ্ধমান রাজসরকার নরেন্দ্রনারায়ণরায়ের ইজারা রহিত করিবার উপক্রম করিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণরায় বর্দ্ধমানের মহারাজকে সকল অবস্থা বুঝাইয়া বলিবার জন্য ভারতচন্দ্রকে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। প্রথম বারে ইহাতে ফল হইয়াছিল, পুনরায় যখন খাজনা বাঁকী পড়িল, তখন মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারা লোপ করিলেন। ভারতচন্দ্র ইহাতে আপত্তি করায় তাঁহার কারাদণ্ড হইল। কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র কারাধ্যক্ষের কৃপায় মুক্তি পাইয়া পুরুষোত্তমধামে গমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজিয়া বৈষ্ণব দলে মিশিলেন। কিয়ৎকাল পরে বৈষ্ণবগণের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রঘুনাথ নামে তাঁহার এক ভৃত্য বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিল। সে বৃন্দাবনের পথে খানাকুল কৃষ্ণনগরে গোপীনাথজীর মন্দিরে ভারতচন্দ্রকে সংকীর্ত্তনে মত্ত রাখিয়া গোপনে ঐ গ্রামবাসী ভারতচন্দ্রের শ্যালিকাপতিকে সংবাদ দিল। তিনি ভারতচন্দ্রকে লইয়া গিয়া সংসারী করিলেন। পঁচিশ বৎসর পরে ভারতচন্দ্রের স্ত্রীর সহিত মিলন হইল। তাহার পর ভারতচন্দ্র স্ত্রীকে শ্বশুর বাটীতে রাখিয়া ফরাসডাঙ্গানিবাসী ফরাসী-গভর্মেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট চাকুরীর উমেদারী করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ফরাসডাঙ্গা আসিলে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহারাজ ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং গুণাকর উপাধি প্রদানপূর্ব্বক মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। ভারতচন্দ্র মহারাজের সভাকবি হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। ইহাতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ছয়শত টাকা করে মূলাজোর গ্রাম তাঁহাকে ইজারা দেন এবং বাটী নির্ম্মাণের নিমিত্ত একশত টাকা প্রদান করেন। তাহার পর, ভারতচন্দ্র পত্নীকে লইয়া আসিয়া মূলাজোড় গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার রসমঞ্জরী প্রণীত হয়। কিছুদিন পরে বর্গীর হাঙ্গামায় আশঙ্কিত হইয়া বর্দ্ধমানের

মহারাণী মহারাজ তিলকচন্দ্রের জননী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে রামদেবনাগের নামে মূলাজোড় গ্রাম পত্তনি লয়েন। উহার পরিবর্ত্তে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্রকে গুস্তে গ্রামে ও মূলাজোড়ে ১৩ বিঘা জমি নিষ্কর প্রদান করেন। পত্তনিদার রামদেবনাগ মূলজোড় গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি বর্দ্ধমানের মহারাণীর নিকট ঐ কবিতা সকল পাঠাইয়া দিলে নাগের অত্যাচার প্রশমিত হয়। ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র পরলোক গমন করেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখিয়া নিজেকে ও নদীয়া-রাজবংশকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ লেখক, তাঁহার লেখা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি মধুর। তিনি বাঙ্গালায় তদানীং সর্ব্বপ্রধান কবির আসন লাভ করিয়াছিলেন।

ভারবি—মহাকবি ভারবি অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি মহাভারতীয় বন-পর্ব্বের একটী ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক কিরাতার্জ্জুনীয় নামে মহাকাব্য রচনা করেন। কিরাতার্জ্জুনীয় অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। এরূপ অর্থ গাম্ভীর্য্য সংস্কৃত ভাষায় অতি অল্প কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারবি রচিত অন্য কোন কাব্য ছিল কি না জানা যায় না। মল্লিখিত ভারবির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ১৩২০ সনের ভারতবর্ষ নামক মাসিক পত্রে শ্রাবণ সংখ্যায় পাঠ করুন।

ভাস্করাচার্য্য—ইনি ১০৩৬ শকাব্দে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বীজ্জলবীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহেশ্বর দৈবজ্ঞ। ইহার কৃত প্রথম গ্রন্থ "লীলাবতী" দ্বিতীয় গ্রন্থ "বীজগণিত" ও তৃতীয় গ্রন্থ "সিদ্ধান্তশিরোমণি"। কথিত আছে, ভাস্করাচার্য্যের স্ত্রীর নাম লীলাবতী। তিনি আপন প্রিয়তমা পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্বরচিত পাটীগণিত গ্রন্থের লীলাবতী নাম করণ করেন। এই গ্রন্থের সূত্র সকল গ্রন্থকার স্বয়ং রচনা করেন। স্বামীর প্রশ্নানুযায়ী লীলাবতী ঐ সূত্রানুসারে অঙ্ক কষিয়া উদাহরণ সন্নিবেশিত করেন। তজ্জন্য প্রত্যেক উদাহরণ শ্লোকে লীলাবতীকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গ্রন্থকার এক এক সুন্দর সংস্কৃত কবিতায় প্রশ্ন করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিই ইঁহার প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ জানেন নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি পাঠে জানা যায় নিউটনের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের অধস্তন পুরুষগণও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ভাস্করানন্দ স্বামী—কানপুর জেলার অন্তর্গত মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ-বংশে মতিরাম নামে এক শিশুর জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। মতিরাম সপ্তদশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নানাতীর্থ ভ্রমণ করেন এবং শিক্ষার নিমিত্ত কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন কিন্তু যেখানে যান সেখানেই দেখেন অধ্যাপকগণ ঘোর বিষয়াসক্ত। তাঁহারা পরমার্থ ছাড়িয়া সামান্য অর্থের চিন্তায় ব্যাপৃত। তাহার পর, কাশীধাম হইতে হরিদ্বারে গমন করেন। সেখানে দেখেন একটী শান্তমূর্ত্তি অধ্যাপক অহোরাত্র অধ্যাপনায় নিযুক্ত। তাঁহার কোন সংস্থান নাই। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিরা যাহা প্রদান করেন, তাহাই তাঁহার জীবিকার উপায়। তিনি অধিক পাইলেও আহ্লাদে আত্ম-বিস্মৃত হন না, না পাইলেও তিনি দুঃখিত নন। মতিরাম মাসাবধি ইঁহার কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। তখন এই অধ্যাপকের সন্নিধানে প্রায় শতসংখ্যক ব্রহ্মচারী, দণ্ডী গৃহী, প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। এই অধ্যাপকের নাম অনন্তরাম মিশ্র, ইনি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ। উক্ত অধ্যাপকের নিকট মতিরাম পাণিনীয় ব্যাকরণ, মহাভাষ্য, বেদান্ত ও উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ভাস্করানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন। ইনি দীর্ঘকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক যোগ করেন এবং রেশ-

সহিষ্ণুতা অভ্যাসের নিমিত্ত ইনি অনাবৃত মস্তকে অনাবৃত পদে ও অনাবৃত দেহে অবস্থিতি করিতেন। ভাস্করানন্দ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া কাশী দুর্গাবাড়ীর সন্নিহিত আনন্দবাগে অবস্থিতি করেন। ভারতের অসংখ্য রাজা, মহারাজ ও বিষয়ী লোক ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতিদিন দলে দলে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী, ইংরেজ সকলেই ইহাকে দর্শন করিতে আসিত। ইহার বিভবের অভাব ছিল না, কিন্তু চেলা নামধারী সেবকেরাই তাহা ভোগ করিত, ইনি সে সমুদয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইহার তিনটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

ভাস্কোডিগামা। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পোর্ত্তুগীজ নাবিক। উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে দক্ষিণাপথের পশ্চিমোপকূলস্থ কালিকট্‌-নগরে অবরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য, আরববাসী বণিকেরা একচেটিয়া করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা প্রথম হইতেই ভাস্কোডিগামার বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু কালিকটের তদানীন্তন জমোরিন উপাধিধারী রাজা বোধ হয় ভাস্কোডিমাগার প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তিনি ভাস্কোডিগামার হস্তে পোর্ত্তুগালের রাজার নামে পত্র দেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"আপনার পরিজনভুক্ত ভাস্কোডিগামা আমার রাজ্যে আসিয়া আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছেন। আমার অধিকারে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদ্রক ও নানাবিধ মরিচ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমি আপনার রাজ্য হইতে সুবর্ণ, রজত, প্রবাল, ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।" ভাস্কোডিগামা তিনবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কোচিননগরে ইহার মৃত্যু হয়।

ভিক্টোরিয়া (ভারতেশ্বরী) ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইলে ইনি আইন অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন ইহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাক্‌স্‌কোবার্গ ও গথার প্রিন্স এলবার্টের সহিত ইহার শুভ পরিণয় হয়। অনন্তর-স্বামীর দেহাত্যয় ঘটিলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ইনি ব্রতধারিণী হইয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানীর হস্ত হইতে স্বয়ং ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে গভর্ণর জেনারালকে "ভাইসরয়" নামক অতিরিক্ত উপাধি প্রদত্ত হয়। ঐ বৎসর ১লা নবেম্বর তারিখে প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ সহরে একটী দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণ ব্রিটিস্ প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইবেন, এবং যোগ্যতা থাকিলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাই রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন। মহারাণীর চারি পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের সকলেই প্রায় প্রসিদ্ধ। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এলবার্ট এড্‌ওয়ার্ড। ইনিই সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড নাম ধারণ করিয়া ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি ইহার দেহাত্যয় ঘটিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চম জর্জ বর্ত্তমান সময়ে সম্রাট্ পদে আসীন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয় এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রাজত্বের ষষ্ঠিতম বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী এই পুণ্যবতী মহারাণী পুরলোক গমন করেন। ইহার পরলোকগমনে কি ব্রিটিশ প্রজা, কি ভারতীয় প্রজা, সকলেই যেন মাতৃহারার ন্যায় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ৬৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসন কোন ইংলণ্ডীয় বা ভারতীয় রাজার ভাগ্যে ঘটে নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

সময়ে ইউরোপে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অনেক রাজা রাজ্যের কিয়দংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কোন কোন রাজ্যে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মহারাণীর অসীম পুণ্যবলে তাঁহার অধিকৃত রাজ্যে কোন অবনতি ঘটে নাই। অধিকন্তু অনেক দেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি হিন্দু কলেজে পাঠকালে মাসিক ৪০্ টাকা বৃত্তি ও নানাবিধ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি প্রথমে ৫০্ টাকা মাসিক বেতনে গবর্মেণ্ট স্কুলে চাকুরিতে প্রবেশ করেন, পরে বিদ্যাবত্তা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ লাভ করেন। কার্য্য-ত্যাগ কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছয় মাস কাল অস্থায়িরূপে ডিরেক্টারের পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, রোমের ইতিহাস প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, পুষ্পাঞ্জলি, আচারপ্রবন্ধ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য পুস্তক প্রসিদ্ধ। ইনি প্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি, সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার উন্নতিকল্পে দুই লক্ষ টাকা দান। ইনি পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফাণ্ড' নামে একটী ফণ্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে বৎসর বৎসর সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের বৃত্তি দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ভূদেব বাবু পিতার নামে চুঁচুড়া নগরীতে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ও মাতার নামে ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় নামক দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ম।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—(মহারাজ) ইনি কাশীমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজ। কাশীমবাজারে তিলি জাতীয় কৃষ্ণকান্তনন্দীর এক মুদী-দোকান ছিল। তজ্জন্য সাধারণতঃ তিনি কান্তমুদী নামে খ্যাত হইতেন। কৃষ্ণকান্ত বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরোপকারী ছিলেন। যখন ওয়ারেন্‌হেষ্টিংস্ কাশীমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ে সিরাজুদ্দৌলা সেখানকার ইংরাজদিগকে ধরিয়া বধ করিবার জন্য আদেশ দেন। সেই ঘোর বিপদের সময়ে কান্ত বাবু ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে আপনার দোকান মধ্যে নিরাপদ্ স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। হেষ্টিংস্, কান্তবাবুর মহোপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি গবর্ণর-জেনেরাল্ হইয়া আসিয়াই কান্ত বাবুকে আপনার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পরে হেষ্টিংসের অনুগ্রহে বাবু কৃষ্ণকান্তনন্দী কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজিপুর ও আজম-গড় জেলার অন্তর্গত "তুহা বেহার" পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কান্তবাবু হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ১১৯৫ সালে কান্ত বাবু পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র হরিনাথ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুর শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত বহু অর্থ দান করেন। তাহার পর, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে তিনি আত্মহত্যা করেন। উত্তরকালে তাঁহার বিপুল বিভব তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ীর হস্তগত হয়। সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত জীবনব্যাপী দান-পুণ্যে অসংখ্য ধন বিনিয়োগ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দানশীলা মহিলা অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাণী হরসুন্দরী

বিষয়ের অধিকারিণী হন। কাশীবাসিনী রাণী হরসুন্দরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্রকে প্রদান করেন। ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মণীন্দ্রচন্দ্র বিপুল সম্পদের অধিকারী হইয়া কাশীমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া বাস করেন। "মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজ" উপাধি প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অবসর প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজ বলিয়া স্বীকার করেন। এই অষ্টাদশ বৎসরকাল মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কাশীমবাজারের রাজবংশের প্রতিনিধিরূপে যে সকল মহাদান ও কীর্ত্তিকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে এই বংশ দিন দিন অধিকতর গৌরবান্বিত হইতেছে। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের পরম হিতৈষী বন্ধু ও আশ্রয়দাতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার কাশীমবাজারস্থ প্রাসাদে সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তিনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ইঁহারই দত্ত ভূমির উপরিভাগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহার স্বভাব অতিশয় নির্ম্মল, হৃদয় দয়া দাক্ষিণ্য ও উপচিকীর্ষায় পরিপূর্ণ। ইনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরক্ত। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নিরহঙ্কার ও আড়ম্বরশূন্য। আজ কাল ইনি কিসে শিক্ষার অভ্যুদয়, দেশের উন্নতি ও সাহিত্যের বিকাশ হয়, তজ্জন্য নিরন্তর চিন্তা করেন। কি বাঙ্গালা দেশে, কি ভারতের অন্যান্য অংশে ইঁহার মহাসম্মান দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, এখন ইনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের কৌন্সিলের সদস্য। বিগত পরশ্ব: ১লা জুন (১৯১৫ খ্রী:) তারিখে ইনি সম্রাটের জন্মদিনে কে,সি,আই, ই, উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন ইনি মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

মতিলাল রায়। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মনোহর রায়। ইনি প্রথম নবদ্বীপ মিশনারি স্কুলে কিছু দিন পাঠ করেন। তাহার পর কিছুকাল মাষ্টারি ও কেরাণীগিরি করিয়া যাত্রার দল করেন। যাত্রার দল করিয়া মতিলাল রায় যেরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, এরূপ অতি অল্প লোকেরই ঘটে। ইনি রামবনবাস, রাবণবধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি কয়েকটী পালা রচনা করিয়াছেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে।

মতিলাল শীল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কলুটোলায় সুবর্ণবণিকবংশে মতিলালশীল জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেল্লায় কেরাণীগিরি ও গুদাম সরকারের কাজে নিযুক্ত হন। এই কাজ করিতে করিতে কর্ক ও বোতলের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহার পর, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনটী হৌসের মুৎসুদ্দি এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সকল ব্যবসায়ে তিনি আশাতীত অর্থের অধিকারী হন। মতিলাল শীলের জীবৎকালে তাঁহার ন্যায় ধনী অতি অল্পই ছিল। তিনি সৎকার্য্যে ও পরোপকারে বহু অর্থ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে "শীল্‌স্ ফ্রি কলেজ" স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন মাসিক ১৲ টাকা ছিল। তাহার পর অবৈতনিক হয়। এই কলেজ্ রক্ষার জন্য ইনি যথেষ্ট মূলধনস্বরূপ প্রদান করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বেলঘরিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। এখানে প্রতিদিন অনেক অতিথি পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পর, ইনি কলিকাতা মেডিকাল-কলেজ, স্থাপনের জন্য বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন। ইঁহার হিন্দুধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইনি ধনী বলিয়া যেরূপ

বিখ্যাত ছিলেন, সাধুতার জন্য তদপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ইনি ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। মদনমোহন বাল্যকালে পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর, সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশ করেন। এখান হইতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রের পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম "কাব্যরত্নাকর" উপাধি প্রাপ্ত হন। শেষে কোন সভায় শাস্ত্রীয় বিতর্কে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় বন্ধুগণ ইঁহাকে 'তর্কালঙ্কার' উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ইনি উক্ত উপাধিতেই প্রসিদ্ধ হন। কলেজে অধ্যয়ন-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। পাঠাবস্থায় ইনি সংস্কৃত 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' কাব্যের পদ্যানুবাদ করেন। শিক্ষা শেষে ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে প্রথমে গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। তাহার পর, যথাক্রমে বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে, ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে কার্য্য করিয়া অবশেষে ৯০৲ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। মদনমোহন যেমন অতিপ্রিয়দর্শন ছিলেন, তেমনি তাঁহার কাব্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাও সরস ছিল। অনেকে সেক্সপীয়ারের ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার মধুর সংস্কৃত কাব্য ব্যাখ্যা শুনিতে আসিত। ইনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বেথুন সাহেব যখন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন হিন্দু-সমাজের অনেকেই স্কুলে কন্যা প্রেরণে অসম্মত ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইনি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ রচনা করেন। শিশু পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক আর নাই। অনেকের মত এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন অনুবাদ ও সরল ব্যাখ্যায় কৃতী ছিলেন, মদনমোহনও তেমনই কবিতা রচনায় নিপুণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষাও মদনমোহন বড় কবি। দুঃখের বিষয় তিনি অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতা হইতে তিনি দেড়শত টাকা বেতনে জজ্-পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে যান। সেখান হইতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া কান্দি মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ১২৬৪ সালে কান্দিতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মধুসূদন কিন্নর। সাধারণতঃ ইনি মধুকান নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ১২২৫ সালে যশোর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত উলুশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তিলককিন্নর। লোকে বলে ইঁহার অক্ষর-পরিচয় ছিল না, অথচ পণ্ডিতজনোচিত মধুর পদ বিন্যাসপূর্ব্বক সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ঢাকার ছোটখাঁ ও বড়খাঁর নিকট ইনি রাগরাগিণী শিক্ষা করেন এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ্ শিক্ষা করেন। ইঁহার সঙ্গীতের শেষে সূদন এই ভণিতাযুক্ত আছে। ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)। যশোর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম জাহ্নবী দাসী। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদরদেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। মধুসূদন বাল্যা-বস্থায় পিতার নিকট থাকিয়া হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন। পাঠদ্দশায় ইনি এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি লাটিন এবং গ্রীক্ ভাষাও শিক্ষা করিয়া ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মান্দ্রাজে গমন করেন এবং ইংরেজী পদ্য লিখিয়া যশস্বী হন। ইঁহার পর, মান্দ্রাজ কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ইঁহার সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া হেনরিয়েটা

নাম্নী এক শ্বেতাঙ্গমহিলাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত কলিকাতায় আগমন করেন এবং পোলিস্-আদালতে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেরাণী হইতে পরে দোভাষীর কার্য্য লাভ করেন। তাহার পর, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আইন-শিক্ষার নিমিত্ত সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় পতিত হইয়া কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহার যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। ইনি যেমন নীতিভ্রষ্ট, তেমনই অমিতব্যয়ী ছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার শেষ জীবন বড়ই দুঃখময় হইয়াছিল। কবিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিভায় একটী অসাধারণত্ব ছিল, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। তিনি প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কাব্য আর একখানিও দেখা যায় না। তিনি সমস্ত জীবনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করেন। ১। মেঘনাদবধ। ২। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ৩। পদ্মাবতী নাটক। ৪। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৫। একেই কি বলে সভ্যতা। ৬। বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ। ৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। ৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯। বীরাঙ্গনা কাব্য। ১০। হেক্টর বধ। ১১। মায়াকানন। ১২। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

মনোমোহন ঘোষ। ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বঙ্গজ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামলোচন ঘোষ সদরওয়ালা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর সহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। মনোমোহন প্রথমে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট্ স্কুলে পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন সিবিল্-সার্ব্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করেন। উক্ত পরীক্ষায় সফলকাম হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টার্ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ঘোষ মহাশয় অসাধারণ বাগ্মী, অনেক বিখ্যাত মোকদ্দমায় স্বীয় পক্ষকে জয়ী করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় পরোপকারী ছিলেন, বিনা পারিশ্রমিকে অনেক নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিতেন। ইনি স্বদেশহিতৈষী ও জাতীয় মহাসমতির এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

মনোমোহন বসু। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে কায়স্থ-কুলে ১২৫২ সালে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্কুল্-পাঠ্য ছোট ছোট পুস্তক ও অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। যথা:—১। পদ্যমালা ১ম ভাগ। ২। পদ্যমালা ২য় ভাগ। ৩। রামাভিষেক নাটক। ৪। সতী নাটক। ৫। হরিশ্চচন্দ্র নাটক। ৬। প্রণয়-পরীক্ষা ইত্যাদি। কয়েক বৎসর হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ময়রা (লর্ড)। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর গভর্ণর্‌জেনেরালের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষের আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালে তিনটী শক্তির (যথা:—নেপাল, পিণ্ডারীদস্যু, ও মার্হাট্টা) সহিত কোম্পানির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তিনটিকেই পরাভূত করিয়া ইনি ইংরেজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেন এবং উহাকে সুদৃঢ় করেন। লর্ড ময়রা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পদ ত্যাগ করেন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইটালির নেপলস্ নগরে দেহ ত্যাগ করেন।

মহম্মদ। ইনি মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবের অন্তর্গত মক্কানগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিদ্যাশিক্ষা ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ইনি প্রথমে উষ্ট্রচালকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রভু ইঁহাকে সর্ব্বদা নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা কষ্টে ইনি জীবন অতিবাহিত

করেন। তাহার পর, খদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবা মহিলা ইহার সুন্দর আকৃতি ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া ইহাকে আত্মদান করেন। ঐ সময় হইতে মহম্মদের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর হয়। মহম্মদ স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ছিলেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক আরববাসীদের পরস্পর ধর্ম্মকলহ দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে তিনি এই চিন্তা করিতেন;—"যদি এই সকল সম্প্রদায়কে কোনরূপে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করা যায়, তাহা হইলে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।" অতঃপর মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ইহার পত্নী আর এক ব্যক্তি মাত্র এই মত গ্রহণ করেন। ক্রমে ইহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ঐ সময় মক্কাবাসীরা ইহার বিরোধী হয় এবং নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। অবশেষে মহম্মদ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মদীনা নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইনি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র আরবদেশ অধিকার করিয়া নিজের আবিষ্কৃত ধর্ম্ম মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উপদেশ সকল যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার নাম কোরাণ। মুসলমান শব্দের অর্থ ভক্ত। মহম্মদের মদিনা পলায়নের তারিখ হইতে মুসলমানেরা তাঁহাদের হিজিরা অব্দের গণনা করেন। কথিত আছে;—৬৩২ খৃষ্টাব্দে কোন রমণী বিষ প্রয়োগ মহম্মদের জীবন নাশ করে।

মহেন্দ্রলাল সরকার। ইনি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে সদ্গোপ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এম্ ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, পরে [illegible]৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশ্যভাবে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইহাতে ডাক্তার সরকারের অসাধারণ খ্যাতি ছিল। ইনি চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের অর্থ সাহায্যে কলিকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটে বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজ্ঞান-সভা ডাক্তার সরকারের অক্ষয়-কীর্ত্তি। এখানে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনাও হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল কলিকাতার সেরিফ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সি,আই, ই, উপাধি ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এল, উপাধি লাভ করেন। ইনি কেবল চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যে ইঁহার গভীর অধিকার ছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ডাক্তার সরকার পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন ইঁহার উপযুক্ত পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার পিতৃ-পদবীর অনুসরণ করিয়া পিতার সৃষ্ট চিকিৎসা-সংক্রান্ত মাসিক পত্রখানির পরিচালনা করিতেছেন।

মাঘ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মহাকবি মাঘ দক্ষিণ-ভারতের গুর্জ্জর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রণীত "শিশুপালবধ" কাব্য অতি প্রসিদ্ধ। কবি এই কাব্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মাঘ স্বরচিত শিশুপালবধ কাব্যের শেষে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, —"শ্রীধর্ম্মনাভ নামক রাজার সুপ্রভদেব নামে এক সর্ব্বাধিকারী বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র দত্তক, দত্তকের পুত্র মাঘ কবি-কীর্ত্তি লাভের দুরাশায় লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনে মনোহর এই শিশুপাল-বধ নামক কাব্য রচনা করিলেন।" ভোজ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, মাঘের অনেক পৈতৃক-সম্পত্তি ছিল, তিনি দান কার্য্যে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি অতিশয় অভাবগ্রস্ত হইয়া ধারানগরীতে ভোজ-রাজের নিকট সস্ত্রীক সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসেন। তিনি তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল, সুতরাং স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্নীকে রাজ-সভায় প্রেরণ করেন। রাজা মাঘের নাম শুনিয়া সাদরে তাঁহার পত্নীর হস্তে বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। কবি-পত্নী রাজসভা

হইতে বহির্গত হইলে যাচকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরে। তিনি যখন স্বামীর নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহার কপর্দ্দকমাত্রও ছিল না। কবি-পত্নী স্বামীর ভক্ষ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার অর্থ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই। মাঘ নিজের অনুরূপ সহধর্ম্মিণীর এই অসাধারণ বদান্যতায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবন পুনরায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ক্রয়ের অবসর দিল না, তিনি প্রফুল্লমুখে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইলেন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। [ভারতী পত্রিকায় মল্লিখিত মাঘকবির বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করুন।]

মাধবরাও ট্যাঞ্জোর। ইনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবরাও মান্দ্রাজ নগরে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রাম বর্ম্মার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজার সহিত মতের মিল না হওয়ায় ইনি প্রচুর মাসিক বৃত্তি লইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করেন। পর বৎসর ইনি হোলকারের দেওয়ান্ রূপে নিযুক্ত হইয়া ঐ রাজ্যের বিবিধ উন্নতি-সাধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়োদার মল্হার রাওএর রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে মাধবরাও বর্ত্তমান গায়কবারের দেওয়ান্ ও প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্য্যকালে বরোদার শাসনকার্য্যের নানা প্রকার সংস্কার সংশোধিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে ইনি প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া বরোদার রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি দুইবার ভারত গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মাধবরাও শিক্ষা সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইনি মান্দ্রাজে দেহত্যাগ করেন।

মাধবাচার্য্য। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবচার্য্য বিজয়নগরের রাজা হরিহর ও বীরবুক্কের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। ইঁহারই রণ-কৌশলে মুসলমান্‌গণ গোমন্তক-রাজ্য (বর্ত্তমান গোয়া) হইতে বিতাড়িত হয়। ইঁহার রাজনীতি-জ্ঞান ও বিক্রম অপেক্ষাও পাণ্ডিত্য অধিক ছিল। ইঁহার প্রণীত "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের সময়ে যে সকল দর্শন প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রায় সমুদয়ের মতই বিবৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন "মাধবের নামান্তর সায়ণ।" এই সায়ণা-চার্য্যই চতুর্বেদের টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকা না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে বেদের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব হইত।

মানসিংহ। ইনি রাজপুতনার অম্বররাজ্যের অধি-পতি বিহারিমল্লের পুত্র ও ভগবান দাসের পৌত্র। মানসিংহ মোগলসম্রাট্ আকবরের শ্যালক এবং আকবরের পুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও মানসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর মানসিংহের অসীমবীরত্বে ও অসাধারণ কার্য্যদক্ষতায় অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। আবগানেরা বিদ্রোহী হইলে মানসিংহ শাসনকর্ত্তা হইয়া কাবুলে গমন করেন। ইনি কিছু দিন দক্ষিণাপথের সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইলে আকবর মানসিংহকে বঙ্গরাজ্যের সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। মানসিংহই প্রথম রাজমহলে বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করেন। আকবরের মৃত্যু হইলে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে বঙ্গের যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার নবাব প্রতাপাদিত্যের নিকট কর গ্রহণে অসমর্থ হইলে জাহাঙ্গীর পুনরায় মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করেন। এই সময় নদীয়া রাজ-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দমজুমদার মানসিংহের সাহায্য করায় মানসিংহ ভবানন্দকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন এবং সম্রাট্ ভবানন্দকে বাঙ্গালার চতুর্দ্দশটি পরগণার আধিপত্য ও মজুমদার উপাধি প্রদান করেন।

মিগাস্থিনিস্। প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সেলিউকসের (সৈল্যকেশ বা পর্ব্বতকেশ্বরের) প্রেরিত একজন রাজদূত। ইনি গ্রীঃ পূর্ব্ব ৩০৬ হইতে ২৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ হইতে ভারতের অনেক প্রাচীন বিবরণ জানা যায়।

মিণ্টো (লর্ড)। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর্-জেনেরাল্ লর্ড মিণ্টোর প্রপৌত্র ও ভারতবর্ষের ভাইস্রয়। লর্ড মিণ্টো ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর ইনি ভারতের ভাইসরয় পদে আসীন হন। এই বৎসরের শেষে ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লা ইঁহারই নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিতে আগমন করেন। লর্ড মিণ্টো দেশের অবস্থা দর্শনে বিস্ফোরক আইন ও রাজদ্রোহ-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ইনি উদারনীতিক দলভুক্ত না হইলেও শাসনকার্য্যে সম্যক্ উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই প্রস্তাবে বঙ্গীয় ব্যারিষ্টার্ শ্রীযুক্ত সত্য প্রসন্ন সিংহ (মিঃ এস, পি, সিংহ) শাসক-সমিতিতে আইন সচিব রূপে নিযুক্ত হন। ইনি ভারতে আসিয়া অন্যান্য যে সকল গুরুকার্য্য করিয়াছেন, সমস্তই প্রশংসনীয়। ইনি কথা বলিতেন অল্প, কিন্তু কাজ করিতেন অধিক। লর্ড মিণ্টো ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

মিল্টন (ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি)। ইনি ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবীর ক্রমওয়েল, ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করিলে কবিবর মিল্টন্ তাঁহার ল্যাটিন্-সেক্রেটরির পদ গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রম সহকারে বিশেষ নিপুণ্যের সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শেষ বয়সে ইনি নেত্রহীন হন। ঐরূপ দৃষ্টিশক্তিবিহীন অবস্থায় কবিবর মিল্টন জগদ্বিখ্যাত "প্যারাডাইজ্লষ্ট" নামক কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে তাঁহার কন্যারা সময়ে সময়ে লেখকের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর মিল্টন ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মীরাবাই। ন্যূনাধিক ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরাবাই মারবারের রাঠোরবংশীয় এক সামন্ত রাজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। মেওয়ারের সুপ্রসিদ্ধ বীর এবং মেওয়ার রাজ্যের অধিপতি রাণা কুম্ভের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর, শ্বশুরালয়ে আসিয়া মীরা সর্ব্বদা সেই বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণের আরাধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। তাঁহার সংসার-ধর্ম্ম অথবা স্বামীর প্রতি কোনই আকর্ষণ ছিল না, দিবারাত্রি ইষ্টদেবের ভজন পূজনেই নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার শাশুড়ী রাণা কুম্ভের জননী বিরক্ত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরের বাহিরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। মীরা তাঁহার আদেশ অনুসারে সন্তুষ্ট-চিত্তে সামান্য কুটীরে বাস করিয়া বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্ম্মালাপে ও ইষ্টদেবের আরাধনায় নিরত থাকিতেন। মীরা সুকবি ও সুগায়িকা ছিলেন। তিনি প্রতিদিনই অসংখ্য কবিতা রচনা করিতেন এবং স্বয়ং সংগীত রচনা করিয়া গান করিতেন। রাণা কুম্ভ তাঁহাকে সংসারে লিপ্ত করিতে না পারিয়া ধর্ম্মকার্য্যের জন্য কয়েক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। পুণ্যবতী মীরা সেই অর্থ দ্বারা তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত পদব্রজে বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি সমস্ত মানবকেই সেই ভগবানের অংশ ভাবিয়া প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। মীরার রচিত অনেক কবিতা ও সংগীত অদ্যাপি রাজপুতানা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গীত হইয়া থাকে। দ্বারকাতীর্থে প্রেমময়ী মীরার জীবন শেষ হয়।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)। অনুমান ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যাগ্রামে রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে

জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং জননীর নাম দৈবকী। মামুদসরিফ নামক এক মুসলমান্ ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুকুন্দরাম সপরিবারে দামুন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আড়রা (মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহুকুমার অন্তর্গত) গ্রামের জমিদার বাঁকুড়ারায়ের শরণাগত হন এবং স্বরচিত কয়েকটী কবিতা দ্বারা বাঁকুড়ারায়ের সংবর্দ্ধনা করেন। উক্ত জমিদার বাঁকুড়ারায় উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক কবির হস্তে নিজ পুত্র রঘুনাথের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। ইহাতে দরিদ্র মুকুন্দরামের অন্নচিন্তা দূর হয়, তিনি চণ্ডীকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বে ইঁহার জগন্নাথমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এই চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া মুকুন্দরাম "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ভাষায় চণ্ডীকাব্যের রচনা-প্রণালী অতি চমৎকার। কবি যেমন ভাবুক, তেমনই পদবিন্যাসে সুনিপুণ ছিলেন। ইনি তাঁহার সমসাময়িক সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই কবির বংশধরেরা অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলায় ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন।

মুকুন্দরাম রায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে বঙ্গজ কায়স্থকুলে দে-বংশে মুকুন্দরাম রায় জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি এক জন পরাক্রান্ত গুণগ্রাহী ও দানশীল রাজা ছিলেন। ইঁহার প্রদত্ত দেবত্রা ও ব্রহ্মত্রা ভূমি অদ্যাপি স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ভোগ করিতেছেন। ভূষণা নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চন্দনা নদীর অনতিদূরে অদ্যাপি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ভূষণা নগরীর নষ্টাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। মুকুন্দরামরায়ের পুত্র শত্রুজিৎ রায় শত্রুজিৎপুর নামে একটী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও ভূষণার কয়েক ক্রোশ দূরে মধুমতী নদীর তীরে উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান আছে।

মেট্‌কাফ্—চার্লস্। ইনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি কলিকাতা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক মহোদয় পদ ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি কিছু দিন ভারতবর্ষের গবর্ণর্ জেনেরালের পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেটকাফ্ সাহেব এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে মেটকাফ হল্ নামক একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড কার্জ্জন এই পাঠাগারের "ইম্পিরিয়েল্-লাইব্রেরি" এই রূপ নামকরণ করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মেটকাফ-'ব্যারণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তাঁহার দেহাত্যয় হয়।

মেয়ো (লর্ড)। ইনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড মেয়ো আয়র্লণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরাল্ ও রাজ-প্রতিনিধির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি আন্দামানে বন্দিনিবাস পরিদর্শনকালে তত্রত্য একজন মুসলমান বন্দীকর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইঁহার শাসনকালে আফ্‌গানিস্থানের আমীর সের আলী নিমন্ত্রিত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আম্বালার দরবারে উপস্থিত হন। এবং ইনিই আজমীড় রাজকুমার কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার শাসনকালে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরা ভারতবর্ষ সন্দর্শনের নিমিত্ত শুভাগমন করেন।

ম্যাক্সমূলার্। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ-পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার্ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জর্ম্মাণ-দেশের ডেশাউ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগ্ নগরে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "ডক্টর্ অফ ফিলোজফি" উপাধিতে ভূষিত হন। বার্লিন্ নগরে বপ্ ও সেলিং এবং প্যারিস্ নগরে অধ্যাপক বর্ণুফ্ ইঁহাকে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দেন। ১[illegible] খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়া অক্স্‌ফোর্ড নগরে বাস করেন। কিছুকাল পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির আদেশে সায়ণ ভাষ্যের সহিত সমগ্র ঋগ্বেদের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার্

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনায় ব্রতী হন। প্রাচ্যভাষায় ইঁহার জীবৎকালে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত কেহই ছিলেন না। ইনি দেবভাষাকে (সংস্কৃত ভাষাকে) ও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্স-মূলার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যথা;— ১। হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ। ২। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস। ৩। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। ৪। ভাষাবিজ্ঞান। ৫। ধর্ম্মবিজ্ঞান। ৬। ভারতবর্ষ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারে? ৭। বিবিধ প্রবন্ধ। ৮। রামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশ। ৯। এই সকল ভিন্ন প্রাচ্য দেশীয় গ্রন্থাবলীর সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

য।

যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। সম্রাট্ আকবরের সময়ে বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁ রাজ্যচ্যুত হইলে বারোভূঁয়ারা পরস্পর কলহ করিয়া দেশে ঘোর অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল। শেষে সকলেই প্রায় প্রতাপাদিত্যের বশে আসেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প-নারায়ণের সময়ে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার খুড়ো বসন্ত রায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলবল সহ উঠিয়া আসিয়া যশোরে নূতন সমাজ স্থাপন করেন। ইঁহাদের সঙ্গে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের মধ্যে ভবানী দাস রায় চৌধুরী প্রধান কুলীন ছিলেন। ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হন। এবং খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুরে বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হওয়ায় ভবানীদাসের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস শ্রীপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক কাঠুরিয়া গ্রামে মাতামহালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ অন্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং টাকীতে আসিয়া বাস করেন। কালক্রমে এই বংশের অনেক উত্থান পতন ঘটিয়াছে। এই বংশে রামকান্ত রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতার যত্নে বাল্যকালে পার্সী ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। রামকান্ত বুদ্ধিমান্ চতুর ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরাল্ হেষ্টিংসের মুন্সী ছিলেন। রামকান্ত স্বীয় চেষ্টায় এক বিস্তৃত জমিদারী সৃষ্টি করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথমুন্সী (রায়চৌধুরী) তাঁহার মৃত্যুর পর সুপ্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সী (রায়চৌধুরী) জমিদারির পরিচালক হন। তাঁহার অনেক সৎকার্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বিদ্যালয় স্থাপন, রাজপথ নির্ম্মাণ, জলাশয়-খনন ও অতিথি-সেবা প্রভৃতি লোক-হিতকর অনেক কার্য্য দ্বারা বিশেষ যশস্বী হন। এই কালীনাথ (মুন্সীর) রায়চৌরীর ভ্রাতা মথুরানাথ (মুন্সী) রায়চৌধুরী। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই মথুরানাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের উত্তরাধিকারী ও এই জমিদার বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি। ইনি ১২৬৯ সালের ১২ই মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ঐ স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে এফ্ এ, বি এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এম্ এ, পরীক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাতে সফলতালাভ করেন। রায়চৌধুরী মহাশয় ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে রীপণ কলেজ হইতে 'ল' (বিধি শাস্ত্রের) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ্ ত্যাগের পরও ইনি গৃহে পদার্থবিদ্যা (Physics রসায়ন (Chemistry) ও শারীর-তত্ত্বের (Physiology) আলোচনা করেন। তাহার পর, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের নিকট বেদান্তদর্শন এবং

৺প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয়ের নিকট ন্যায়-দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইঁহার বিদ্যা-চর্চ্চায় গভীর অনুরাগ। এমন বিদ্বৎ-সমাজ অথবা সভা সমিতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সহিত রায়চৌধুরী মহাশয়ের যোগ নাই। বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত ইনি কখনো কোন সভা সমিতিতে অনুপস্থিত হন না। ইনি বৎসরের অধিকাংশ সময় বরাহনগরের বাটীতে অবস্থিতি করেন। জ্ঞান-চর্চ্চা ব্যতীত ইঁহার অন্য কোন আমোদ প্রমোদ নাই। নিরন্তর ভাগীরথী কল্লোল-শীতল প্রাসাদ-সন্নিহিত অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তকপূর্ণ নিজ পাঠাগারে বসিয়া পাঠ নিরত থাকেন। ইনি যেমন মিষ্টভাষী তেমনি নিরহঙ্কার। এইরূপ আদর্শচরিত্রের জমিদার বাঙ্গালায় বড় অধিক নাই। ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানচর্চ্চা দেখিলে ইঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া মনে হয়। রায়চৌধুরী মহাশয় দানাদি সংকর্ম্ম এত সংগোপনে করেন যে অনেক সময়ে তাহা জানা যায় না। ইনি টাকী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রগণের জন্য হিন্দু ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিজ জমিদারীতে কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং বরাহনগরে মহাকালীপাঠশালার আদর্শে একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধারের (সম্পাদকের) পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।

যতীন্দ্রমোহনঠাকুর (মহারাজ) ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। যে সময়ে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে হিন্দু কলেজে ইঁহার পাঠ শেষ হয়। তাহার পর, গৃহে ইংরাজ শিক্ষকের ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর, ইনি খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট বিষয় কার্য্য শিক্ষা করেন। প্রথমে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সম্পাদক হন। কিছু দিন পরে বঙ্গীয়ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ও তাহার পর বড় লাটের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য পদে বৃত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড মেয়ো ইঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি ও দিল্লীর প্রথম দরবার কালে লর্ড লিটন ইঁহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সি, এস্, আই, ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কে, সি, এস্, আই উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি মহারাজ বাহাদুর ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষানুক্রমিক মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ লক্ষ টাকা মেও-হাঁসপাতালের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দাতব্য-সভার হস্তে আট হাজার টাকা ন্যস্ত রাখিয়াছেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থাবান্ ছিলেন। ইঁহার সংগীত ও সাহিত্যে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইঁহার পুস্তকালয়ে অসংখ্য মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। কয়েক বৎসর গত হইল, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন পরলোকগমন করিয়াছেন।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন। রংপুর জেলার অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে অধিকরণ-কৌমুদী প্রণেতা উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণের বংশে ১৭৭১ শকের ২২শে চৈত্র শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। পঞ্চমবর্ষ বয়সে তর্করত্ন মহাশয়ের পিতৃ বিয়োগ হয়। প্রথমে ইঁহার বৃদ্ধা-পিতামহী এবং তাঁহার পরলোকগমনের পর রংপুর রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী মহোদয়া তর্করত্ন মহাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইনি বৈয়াকরণ হরগোবিন্দ সিদ্ধান্তের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অলঙ্কার ও কাব্য, কমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট স্মৃতি, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায়-শাস্ত্র ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তর্করত্ন মহাশয় অনেক বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িকের সহিত বিচারে

সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অতঃপর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ;—তাঁহার বয়স যখন পঞ্চবিংশ বৎসর, সেই সময় মহারাষ্ট্র-দেশীয়া বিদুষী ব্রাহ্মণ-কুমারী রমাবাই কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতার পণ্ডিত-সমাজ, রমাবাইর অসামান্য স্মরণ-শক্তি, বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ, সমস্যা-পূরণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার দেহের কমনীয় কান্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হন এবং সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করেন। সেই সময় তর্করত্ন মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রংপুরে ফিরিয়া গিয়া রমার গুণকীর্ত্তন করিলে তত্রত্য শিক্ষিতবৃন্দ সাদরে রমাবাই সরস্বতীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রংপুর সহরের একটী তরুণী বিধবা জমিদার-পত্নীর বিজন আবাসে রমার অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানেই যৌবনোন্মুখী রমার সহিত যুবা তর্করত্ন মহাশয়ের পরিচয়। ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ়তর হইয়া প্রণয়ে পরিণত হয়। উভয়েই শিক্ষিত এবং পূতচিত্ত সুতরাং এই প্রণয়ে আবিলতার লেশমাত্রও ছিল না, ইঁহারা সেই সময়ে কেবল বিবাহদিনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। রংপুরের সংস্কারপ্রয়াসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও 'মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ-কুমারীর সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের একটা যৌন সম্বন্ধ হইয়া যাউক', এই-রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে যাঁহারা অগ্নির উদ্দীপক, তাঁহারাই আবার নির্ব্বাপয়িতা হইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কামাখ্যার পথে রমার সঙ্গী শ্রীনিবাসশাস্ত্রীর অরুন্তুদ বাক্যে ব্যথিত হইয়া নির্ব্বিণ্ণ-হৃদয়ে কোন গ্রাম্য কালিকা-মন্দিরে বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেছেন, এই সময়ে তিনি শিবিকায় আরোপিত হইয়া রংপুরে আনীত হইলেন। আসিয়া দেখেন "হিরণ্ময়ী শতদলকের অঙ্কমা" তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বধূ নূপুরধ্বনিতে গৃহকুট্টিম মুখরিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয় তখন বাহিরে ধীর গম্ভীর কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে হা হুতাশ। এই সময়ে তর্করত্ন মহাশয়ের গৃহলক্ষ্মী যেরূপ, সাধ্বী-জনোচিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি কোন উগ্র চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন না করিয়া প্রচুর সোহাগা লইয়া স্বামীর ভাঙ্গামন যোড়া দিতে বসিয়া গেলেন। তিনি প্রতিদিন নানা উপস্কর দ্বারা কচি পাঁঠার মাংস পাক করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইতেন। ইহাতে রমার বিরহে তর্করত্ন মহাশয়ের দেহে যে কৃশতা জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অপনীত হইল। তর্করত্ন মহাশয় অল্পদিনের মধ্যেই বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নবীনা গৃহিণী কিছুই যেন শুনেন নাই—এইরূপ ভান করিয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া থাকিতেন। এইরূপে কোমল চিকিৎসায় তর্করত্ন মহাশয়ের ভাঙ্গা মন জোড়া লাগিয়া গেল। এখন হয়ত, কেহ হাতুড়ী পিটিলেও বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহার মনের কোন্ অংশ টুটিয়াছিল। তাহার পর, তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতিভাশালিনী পত্নীর মনে হইল—একটু হইলেই ত রমা সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। আচ্ছা, রমা আমা অপেক্ষা কিসে বড় ? ক্ষণকাল চিন্তার পর, কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন ;—

... ...

"শিখিব সে দিব্য মন্ত্র যাহার মোহন বলে,
ধনী হতে ধনী তুমি
যাহার অভাবে মম ;
প্রভাহীন রূপরাশি আঁখি দুটী অন্ধসম।"

পূর্ব্বেই তাঁহার অক্ষর পরিচয় ছিল। এইবার তিনি স্বামীর পদতলে বসিয়া বাঙ্গালা ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কয়েক বৎসরের শিক্ষায় তিনি কিরূপ বিদুষী ও সুলেখিকা হইয়াছেন, তাহা নাসিকপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

তর্করত্ন মহাশয় জীবনে অনেক কাজ করিয়াছেন এবং অনেক সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি রংপুরের অন্যতম অনারারি মাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ও মিউনিসিপাল্ কমিসনার্। ১৮২৫ শকাব্দে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি প্রদান করিয়া-

ছেন। প্রথম জুবিলিতে তিনি ভাইস্‌রয়ের লেভিতে মহামহোপাধ্যায়গণের সমশ্রেণীতে আসন প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। কবিবর পণ্ডিতরাজ অকপট ও স্বাধীনচেতাঃ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। যথা;—

১। চন্দ্রদূত। ২। প্রশান্তকুসুম। ৩। অশ্রু-বিসর্জ্জন। ৪। অশ্রুবিন্দু। ৫। রত্নকোষ। ৬। সুভদ্রাহরণ। ৭। রাজ্যাভিষেক-কাব্য।

পণ্ডিতরাজ স্বয়ংই কেবল কবি নহেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পণ্ডিত-রাণী মাননীয়া শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবীও মহিলা-কবিদের মধ্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। স্থানাভাবে এখানে তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "দ্রৌপদী" নামক কাব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

যামিনীভূষণ রায়। ইনি ১২৮৬ সালের ১৭ই আষাঢ় খুলনা জেলার অন্তর্গত পয়োগ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺পঞ্চানন কবিচিন্তামণি। যামিনীভূষণ সাউথ্ সুবার্বণ স্কুলে প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ্ হইতে সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এম্ বি, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। এখন অনেকে পাশ্চাত্য-চিকিৎসা অপেক্ষা দেশীয় চিকিৎসার অধিক পক্ষপাতী। তজ্জন্য পাশ্চাত্য-চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী রায় যামিনীভূষণ, নিজ বংশ-পরম্পরাগত দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত সমুৎসুক হন। ইনি প্রথমে ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইঁহার পিতা ৺পঞ্চানন কবিচিন্তামণি মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট ইঁহার পাঠ সমাপ্ত হয়। গুরুর নিকট হইতে ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতার নিদর্শনস্বরূপ কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন। তাহার পর হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ চিকিৎসা কার্য্যে নিরত হন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ চিকিৎসা-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা-নিবন্ধন এত অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহার এই নগরীতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে যে, এরূপ অতি অল্প চিকিৎসকের ভাগ্যেই ঘটে। প্রতিদিন ইঁহার গৃহে চিকিৎসার্থীর অত্যন্ত জনতা হইয়া থাকে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ কবিরত্ন পরম দয়ালু চিকিৎসক। নিঃস্ব চিকিৎসার্থিগণ সর্ব্বদা ইঁহার দয়ার পরিচয় পাইয়া থাকেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্যগণ ইঁহাকে সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কলিকাতা—বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিই একমাত্র কবিরাজ সদস্য। ইনি প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এই দুইখণ্ডে বিভক্ত 'স্বাস্থ্যনীতি' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহা কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-বিদ্যায় গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

যিশুখৃষ্ট। ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিঞ্চিন্ন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুড়িয়ার অন্তর্গত ন্যাজেরেথ নগরে কুমারী মেরীর গর্ভে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে;—যিশু কোন মানবের ঔরস-জাত নহেন। পরমেশ্বরের এক দূত অপরিণীতা মেরীকে স্বপ্ন দেখান, তাহাতেই মেরীর গর্ভের সঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভে যিশুর জন্ম হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা ইঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলেন। যিশুর জন্ম হইলে শিশুহন্তা হেরল্ডের ভয়ে তাঁহাকে ইজিপ্টে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যিশু শৈশব হইতেই সুশীল ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছুকাল য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর, দীক্ষা গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত অনন্যমনে ধর্ম্মসাধন করেন। কিছুকাল পরে তিনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সারমর্ম এই;—"এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর। সকল মানবকেই ভ্রাতৃভাবে দর্শন কর। ঈর্ষ্যা দ্বেষ,

কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইয়া পবিত্রভাবে জীবন-যাপন কর।" যিশু তিন বৎসর মাত্র এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধীবর প্রভৃতি ইতরজাতীয় দ্বাদশ জন লোক তাঁহার প্রিয় শিষ্য হয়। এই নূতন মত প্রচার করায় যিহুদীরা তাঁহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। যিশু নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করেন কিন্তু য়িহুদীরা তাহাতে বিশ্বাস করিল না। তাহারা যিশুর প্রাণ বধের নিমিত্ত ঘোর চক্রান্ত করিল। যিশুর বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ হইল। তাঁহার দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যে অন্যতম জুড়স্-ইস্কারিয়ট্ নামক একজন শিষ্য ইঁহাকে ধরাইয়া দেয়। পণ্টিয়াস্-পাইলেট্ নামক বিচারকের বিচারে যিশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। য়িহুদীরা ক্রুস্ নামক যন্ত্রে ইঁহাকে পেরেক বিদ্ধ করিয়া ইঁহার হত্যা করে। এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতার জীবন শেষ হয়। যিশুর জন্মদিন হইতে খৃষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার মৃত্যুর দিন "গুড্ ফ্রাইডে" নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে;—ইনি ইঁহার মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া জননী মেরী ও ম্যাক্‌ডোলেন্ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইলসবা-গ্রামে কায়স্থ-বংশে মাতুলালয়ে ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়্গ্রাম। পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। যোগেন্দ্রচন্দ্র কিছুকাল গ্রাম্য বাঙ্গালা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া হুগলী ব্রাঞ্চ-স্কুলে প্রবেশ করেন এবং সেখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। এফ্, এ. পরীক্ষা দিয়াই ইঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিছু দিন জনাই মধ্য-ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর, আইন শিক্ষার জন্য এলাহাবাদে কিছু দিন থাকেন। পরে পুনরায় চুঁচুড়ায় আসিয়া সাধারণী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। তাহার পর, ১২৮৭ সালে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গবাসী সংবাদ পত্র প্রচার করেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। যথা;—১। মডেলভগিনী। ২। রাজলক্ষ্মী। ৩। বাঙ্গালীচরিত। ৪। নেড়া হরিদাস। এতদ্ভিন্ন ইনি লুপ্তপ্রায় অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত করিয়া তাহাদের মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার যত্নে বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত শাস্ত্র গ্রন্থ দ্বারা দেশের সাধারণ লোকের শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর গ্রামে অনুমান ১৮৫০ খৃঃ অব্দে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষা হয়। যোগেন্দ্রনাথ সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনায় নিরত হন। ইনি প্রথমে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন "বিদ্যাভূষণ মহাশয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অপরা বিধবা তনয়াকেও পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি "আর্য্যদর্শন" নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এক সময়ে ঐ পত্রের অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। ১৯৮০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। অনেক দিন ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য হওয়ায় ঐ কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন। যথা;—১। গারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্ত। ২। ওয়ালসের জীবনবৃত্ত। ৩। ম্যাটসিনির জীবন-বৃত্তান্ত। ৪। জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। ৫। আত্মোৎসর্গ। হৃদয়োচ্ছ্বাস। ৮। কীর্ত্তিমন্দির। ১০। শান্তিপাগল। ১১। জ্ঞান-সোপান। ১২। চিন্তাতরঙ্গিণী। ১৩। শিক্ষা-সোপান। ১৪। সমালোচনামালা। ১৫। আইনসংগ্রহ। ১৬। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত। ১৩১১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

—

র।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য (স্মার্ত্ত)। অনুমান ১৪১৯ কিংবা ২০ শকাব্দে নবদ্বীপে রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা বন্দ্যঘাটী গাঁই। রঘুনন্দন অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জীবনে অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রৌতসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন স্মৃতিসংহিতা জ্যোতিষ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনাপূর্ব্বক যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত নব্যস্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখন তদনুসারেই এক আসাম ব্যতীত সমুদয় বঙ্গের বিধি ব্যবস্থা চলিতেছে। শুনা যায়, রঘুনন্দনের জীবৎকালে কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করে নাই। নবদ্বীপের দেবী তর্কালঙ্কার বঙ্গের নানা প্রদেশের অনেক ছাত্রকে এই নব্যস্মৃতি অধ্যাপনা করেন এবং ইহা স্ব স্ব প্রদেশে চালাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তাহাতেই রঘুনন্দনের অভিনব ব্যবস্থাশাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয়. প্রসিদ্ধ শূলপাণি ভট্টাচায্য রঘুনন্দনের ছাত্র।

রঘুনন্দন রায় (রায় রায়ান্)। অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শীদকুলিখাঁর সময়ে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত রঘুনন্দন বিদ্যমান ছিলেন। ইনিই প্রধানতঃ নাটুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁঠিয়ার জমিদার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে রঘুনন্দন তাঁহার পক্ষের উকীলরূপে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। তখন ডাহাপাড়ানিবাসী কায়স্থবংশীয় দর্পনারায়ণ রায় নবাব সরকারে কাননগোঁর কার্য্য করিতেন। কিছুদিন পরে রঘুনন্দন কাননগোঁ দর্পনারায়ণের কৃপাভাজন হইয়া সহকারী কাননগোঁর পদ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, নবাব সরকারে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। নবাব মুর্শীদকুলিখাঁ ইঁহারই সাহায্যে বাদসাহের নিকট প্রেরণীয় কাগজ পত্রে কাননগোঁর মোহর অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এইরূপে নানাবিধ উপকার দ্বারা রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কিছু দিন পরে কানুনগো দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলে নবাব মুর্শীদকুলিখাঁ সহকারী কানুনগো এই রঘুনন্দনকে তাঁহার দেওয়ান্ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রঘুনন্দন চতুর বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। বরাবর রঘুনন্দনের প্রতি নবাবের অনুগ্রহ-দৃষ্টি ছিল। সুতরাং কোন জমিদার নিঃসন্তান, অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, অথবা নবাবের বিদ্রোহী হইয়া কর প্রদান না করিলে, তৎক্ষণাৎ নবাব উক্ত জমিদারের জমিদারী রঘুনন্দনকে প্রদান করিতেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই ভাটুরিয়া, রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি বড় বড় পরগণা সকল রঘুনন্দনের হস্তগত হয়। তিনি আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে ঐ সকল বিস্তৃত ভূভাগ বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। এইরূপে পুঁঠিয়া-রাজের উকীল রঘুনন্দন লক্ষ্মীর পরম-কৃপাভাজন হইয়া উঠেন। নবাব তাঁহাকে "রায়রায়ান্" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

রঘুনাথ-শিরোমণি (কাণাভট্ট)। ইনি অনুমান ১৪২০ শকাব্দে নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে;—শ্রীহট্ট জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সপরিবরে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিতেছিলেন। পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিধবা ব্রাহ্মণী একটী শিশু পুত্র লইয়া নবদ্বীপে আসেন। দেশে তাঁহার কোন বিত্ত-বিভব ছিল না, সঙ্গীরাও বাটী যাইবার সময় সেই নিরুপায়া দরিদ্রাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তিনি নবদ্বীপেই রহিয়া গেলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের জন্য গঙ্গা জল বহন করিয়া যে দুই চারিটী পয়সা পাইতেন, তাহাতেই অতি ক্লেশে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। একদিন রঘুনাথের জননী তদানীন্তন নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে জল দিতে গিয়াছেন। চঞ্চল শিশু রঘুনাথও তাঁহার সঙ্গে আছেন। রঘুনাথ শিশু-সুলভ চপলতা-বশতঃ দৌড়াইয়া সার্ব্বভৌমের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী কেবল গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। তিনি শিশুকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা! টোলের

পড়ুয়াদের ঘর থেকে একটু আগুন আন্‌ত, উনোন জ্বালিব"। শিশু রঘুনাথ, চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের নিকটে গিয়া বলিলেন "একটু আগুন দাও।" একটী ছাত্র উনোন হইতে এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া বলিল "হাত পাত।" প্রত্যুৎপন্নমতি শিশু বালুকার রাশি হইতে অঞ্জলি পুরিয়া বালুকা লইয়া হাত পাতিয়া বলিল "দাও" দূর্‌ হইতে সার্ব্বভৌম ব্যাপার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, 'বালক অসাধারণ বুদ্ধিমান, কালে একজন বিখ্যাত লোক হইবে।' তিনি বালকের জননী দুঃখিনী বিধবাকে ডাকিয়া দয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের অধ্যাপনা ভার গ্রহণ করিলেন। বালক অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা অভ্যাস করিতে গিয়া ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিল, আগে 'ক' না বলিয়া 'খ' বলি না কেন? সার্ব্বভৌমকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হইল। তাহার পর, বালক ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। বালকের যেরূপ প্রখর বুদ্ধি, তাহাতে সকল প্রশ্নের উত্তর সার্ব্বভৌমের নিকট তৎক্ষণাৎ না পাইয়া তাহার হৃদয় তৃপ্ত হইত না। তাহার পর, জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত যুবা রঘুনাথ মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পক্ষধর মিশ্রই মিথিলার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, কথায় কথায় অধ্যাপকের সহিত রঘুনাথের তর্ক হইত। ইহাতে ছাত্রগণ ও অধ্যাপক রঘুনাথের প্রতি মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, নানা কটুবাক্য প্রয়োগে, রঘুনাথকে স্বীয় চতুষ্পাঠী হইতে নিষ্কাষিত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র মুখে যাহাই বলুন না কেন, এই একনেত্র যুবার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতেন। যুবকের পাঠ সমাপ্ত হইল, এইবার অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। এই সময় অধ্যাপক মিথিলার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে রঘুনাথকে সমস্ত পুস্তক রাখিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। রঘুনাথ শুনিয়া অবাক্‌, তিনি বহু কষ্টে তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত ন্যায়-গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন। এখন সে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ভাবিয়া তাঁহার মনে কষ্ট হইল। তাহার পর, তিনি একটু চিন্তা করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন,—"ভবো ? পুস্তক সকল কাড়িয়া লইলেন, বটে কিন্তু হৃদয় হইতে মুছিয়া লইতে পারিবেন না।" তাহার পর, তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। এইরূপে অসামান্য প্রতিভার গুণে রঘুনাথ কর্ত্তৃক মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপে আনীত হইল। রঘুনাথের বিদ্যাবুদ্ধি সকল অবগত হইয়া অনেকে তাঁহার নিকট অধ্যয়নের জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু রঘুনাথ অকিঞ্চন, তাঁহার এমন একটু স্থান পর্য্যন্ত ছিল না, যেখানে বসিয়া অধ্যাপনা করেন। তখন নবদ্বীপে হরিঘোষ নামে একটী সম্পন্ন গোপ ছিল। সে রঘুনাথকে একখানি গোগৃহ ছাড়িয়া দিল, তাহাতে বসিয়া রঘুনাথ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ঐ গৃহে অসংখ্য ছাত্রের কলরব শ্রুত হইত। তজ্জন্য অদ্যাপি যে স্কুল্‌ বা কলেজে অধিক ছাত্রের ভিড় হয়, লোকে তাহাকে "হরি ঘোষের গোহাল বলে।" পক্ষধরমিশ্র যে, অনুমান দীধিতি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ তাহার মত খণ্ডনপূর্ব্বক—"দীধিতি-চিন্তামণি" গ্রন্থ লেখেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার আরও অনেক ন্যায়গ্রন্থ আছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকাব্দে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ কুলে রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে মিশনরি-স্কুলে রঙ্গলালের শিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে হুগলী কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় অনুরাগ ছিল। ক্রমে সেই অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক, তাহার পর ইনকম টেক্স অফিসের এসেসর, শেষে

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে কার্য্য করেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। যথা ;— ১। পদ্মিনী উপাখ্যান। ২। কর্ম্মদেবী। ৩। শূরসুন্দরী। ৪। কুমার সম্ভব কাব্যের পদ্যানুবাদ। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ। ইনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজ্‌রান্‌ওয়ালা নামক স্থানে শিখবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ ছত্রসিংহ ও ইঁহার পিতা মানসিংহ শিখদের চকিয়া মিসিলের (সম্প্রদায়ের) অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মাতার সাহায্যে পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত ও রণকুশল ছিলেন। রণজিৎ অধিকাংশ শিখসম্প্রদায়কে একসূত্রে আবদ্ধ করেন এবং সমস্ত পঞ্জাব, আফগানিস্থান ও কাশ্মীর জয় করিয়া এক বিরাট শিখ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর, ইনি শতদ্রুর পূর্ব্বভাগস্থ শিখরাজ্যগুলির উপর লোলুপ দৃষ্টি করিলে সেই সেই রাজ্যের অধীশ্বরেরা ভীত হইয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রণজিৎ ইংরাজগণের শক্তি সামর্থ্য অবগত ছিলেন। তিনি ইঁহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণের সহিত একটী সন্ধি করেন। তিনি আমরণ এই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

রসময় মিত্র। ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাণক নামক গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র। পঞ্চম বর্ষ বয়সে রসময় বাবুর পিতৃ-বিয়োগ হয়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে ইনি বীরভূম জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। ইঁহার বীরভূমে অধ্যয়ন কালে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যপ্রসন্ন সিংহ (এস্, পি, সিংহ) ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি উক্ত স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স-পরীক্ষা প্রদান করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, হুগলীকলেজ, হইতে এফ্,এ, পরীক্ষা দিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহারপর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ, পরীক্ষা দিয়া গণিত-শাস্ত্রের অনারে প্রথম স্থান অধিকার করায় সুবর্ণপদক ও মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর, যথাসময়ে এম্-এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। মিত্র মহাশয় যখন হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন প্রতিভা ও সদ্ব্যবহারের গুণে সকল অধ্যাপকই ইঁহাকে ভাল বাসিতেন এবং কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ গ্রিফিথস্, মিত্র মহাশয়কে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারই সাহায্যে ইনি গবর্মেণ্ট সার্বিসে প্রবেশ করেন। হুগলী-নর্ম্যাল-বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে ইনি প্রথম ঐ পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, আরা জেলা স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ লাভ করেন। সেখান হইতে কলিজিয়েট্-স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়া হুগলীতে আগমন করেন। পূর্ব্বোক্ত ডব্লিউ গ্রিফিথস্ সাহেব যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, সেই সময়ে তিনি মিত্র মহাশয়কে হেয়ার্ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আনয়ন করেন। কার্য্য-দক্ষতাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই ইনি হেয়ার্ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কি কার্য্য-ব্যবস্থা, কি অধ্যাপনা-নৈপুণ্য, কি ছাত্র-শাসন সকল বিষয়েই ইনি অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন। ইঁহার সময়ে হিন্দু স্কুলের যেরূপ ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধি ও উত্তম ফল হইয়াছে, পূর্ব্বে কখনো এরূপ হয় নাই। ইঁহার কার্য্যকালে এ পর্য্যন্ত চারিবার হিন্দু স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং অন্যান্য বারেও প্রথম স্থান লাভ করিতে না পারিলেও মাসিক বিংশতি মুদ্রাবৃত্তি অনেকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে, গবর্মেণ্ট ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি ইংরাজি-সাহিত্যে এম্-এ, হইলেও গণিত-শাস্ত্র, সংস্কৃত-সাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতিতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। ইঁহার অনুবাদ শিক্ষার পুস্তক ও ইংরাজী ব্যাকরণ,

শিক্ষা-বিভাগে অত্যন্ত সমাদৃত। মিত্র মহাশয় যেমন বিনয়ী, তেমনি শিষ্টাচার-সম্পন্ন। ইনি এক জন পরমপ্রেমিক বৈষ্ণব। ইঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শুনিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেন উদ্‌গ্রীব। মিত্র মহাশয় যখন বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর বিশেষণ গুলির বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, তখন পাষাণ হৃদয়ও সরস হইয়া উঠে, পাষণ্ডের মনও ক্ষণকালের জন্য ভক্তি-রসের তরঙ্গে উদ্বেল হয়। ইঁহার চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি ও গভীর বিশ্বাস। মহাপ্রভু যেখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার জন্মভূমি সেই কাটোয়া নগরীর সন্নিহিত বলিয়াই হউক, অথবা মহাপ্রভুর কৃপা-বশতঃই হউক, চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে মিত্র মহাশয় আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। ইহা ইঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল ব্যতীত আর কি বলা যায়। রসময় বাবু ও বি, ব্যানার্জির স্বত্বাধিকারী অভয়বাবু ইঁহারা দুইজনে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। উভয়ে মহাপ্রভুর পরমভক্ত এবং উভয়েই মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তনে বড়ই আসক্ত।

রমাবাই সরস্বতী। ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-দেশে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অনন্তশাস্ত্রী। রমা শৈশব হইতেই পিতার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ কাব্য অধ্যয়ন করেন। তীর্থ-যাত্রায় নির্গত হইলে ইঁহার মাতা পিতার বিয়োগ হয়। তাহার পর, রমা সপ্তদশ বৎসর বয়সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীনিবাসশাস্ত্রী নামক একটী পণ্ডিতের সহ ভ্রমণার্থ বাঙ্গালা দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতায় আগমন করিলে অত্রত্য পণ্ডিতবর্গ রমার বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ, অসাধারণ স্মরণশক্তি, সমস্যা পূরণের ক্ষমতা ও তদুপরি অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পর, রমা কৃষ্ণনগর রাজবাটী ও পরে রংপুরে গমন করেন। সেখানে শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহিত সদ্ভাব ও প্রণয় হয়। এমন কি পরস্পর বিবাহের কথা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে যুবক তর্করত্ন মহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষীয়া বধূ পিত্রালয় হইতে আগমন করিলে বিবাহ প্রস্তাব-ভঙ্গ হয়। ইহার পর, শ্রীহট্টের এম্-এ, পাস একটী শূদ্র যুবার সহিত রমার বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরে রমা বিধবা হন। তাহার পর, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুণা নগরীতে রমা 'আর্য্যমহিলাসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাহারপর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন; এবং সেখানে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি চেল্‌টেন্‌হামে লেডিস্ কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা করেন। তাহার পর, কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীর অধ্যাপনা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। অনন্তর বোষ্টন নগরে হিন্দু বালবিধবার কল্যাণকল্পে ইনি রমাবাই এসোসিয়েসন্ স্থাপিত করেন। তাহার পর, সেখান হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া বম্বে নগরীতে একটী বিধবা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে উহার "সারদাসদন" নাম দিয়া পুণানগরীতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীমতী রমাবাই সরস্বতী "নারী-ধর্ম্ম" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত। ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রামবাগানে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারিলাল গুপ্তের সহিত সিবিল্‌সার্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে রমেশচন্দ্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ইনি বঙ্গদেশে কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং বিভাগীয় কমিসনারের পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুকাল লণ্ডন-ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যাপনা করেন। তাহার পর, কিয়ৎকাল বড়োদা-রাজ্যের রাজ-সচিবের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১। মাধবীকঙ্কণ। ২। জীবনসন্ধ্যা। ৩। জীবনপ্রভাত। ৪। সংসার ও সমাজ। ৫। ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত কয়েকখানি ইংরাজী গ্রন্থও আছে। রমেশচন্দ্রদত্তই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

সভাপতি পদে বৃত হন। এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সি, আই, ই, উপাধিলাভ করেন। ১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মিত্র। ইনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বৎসর বয়সে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাহার পর, উক্ত আদালতে দেড় বৎসর কার্য্য করিয়া প্রায় বারো বৎসর কাল হাইকোর্টে ব্যবসা করেন। ঐ সময় রমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে কার্য্য করেন। এই কালের মধ্যে মিত্র মহাশয় দুইবার হাইকোর্টে অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হন। এই পদে অবস্থিতি কালে বিচারপতি মিত্র মহাশয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও বিধিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পাবলিক্‌সার্বিস্‌কমিসনের সভ্য ও বড় লাটের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। মিত্র মহাশয় প্রথমে নাইট্‌, পরে কে, সি, আই, ই, উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ইনি দেহ ত্যাগ করেন।

রবিবর্ম্মা (রাজা)। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবিন্দ্রম্‌ সহরের সন্নিহিত কিলিমন্নুর গ্রামে রবিবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। রবিবর্ম্মা যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, এই বংশ ত্রিবাঙ্কুরের রাজদত্ত জায়গীর-ভোগী। ইঁহার মাতাও শিক্ষিতা, তিনি কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রবিবর্ম্মার চিত্র-বিদ্যায় অনুরাগ ছিল। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি ত্রিবাঙ্কুরে গমন করেন। মহারাজ ইঁহার অল্প বয়সে অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং ইঁহাকে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর জেন্‌সেন্‌ নামক এক ইংরেজ চিত্রকর ত্রিবাঙ্কুরের রাজদরবারে উপস্থিত হন এবং রাজপরিবারের চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সময় রবিবর্ম্মা তাঁহার নিকট তৈলচিত্রণ শিক্ষা করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি জলমিশ্রিত বর্ণে চিত্রণ করিতেন। ইহার পর ইনি ক্রমশঃ চিত্র অঙ্কনে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। ত্রিবাঙ্কুর, বড়োদা, মহীশূর—প্রভৃতি রাজ্যের রাজপরিবারের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রবিবর্ম্মা বহু স্বর্ণপদক ও প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ ও বম্বের গবর্ণরের ন্যায় রাজপুরুষগণ এবং স্যার্‌ রাজা মাধবরাও ট্যাঞ্জোরের ন্যায় দেশীয় রাজ-মন্ত্রিগণ ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি মান্দ্রাজ ও কলিকাতার প্রদর্শনী-সমূহেও যথেষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। রবিবর্ম্মা ভারতীয় লুপ্ত-প্রায় চিত্রবিদ্যার এক সঞ্জীবতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গবর্মেণ্ট ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবিবর্ম্মা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা নর্ম্ম্যাল্‌ স্কুল সংসৃষ্ট মডেল স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন এবং এখানেই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। শেষে পিতার সহিত বোলপুরে, ও হিমালয়-শিখরে বাসকালে এবং আমেদাবাদে ইঁহার দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্নিধানে অবস্থিতিকালে যথাক্রমে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়স হইতেই ইনি ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে যাইয়া তত্রত্য ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুকাল ইংরাজী-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পরে আর একবার ইনি ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত অসংখ্য কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিত অনেক যুবা সাহিত্যিক তাঁহার অত্যন্ত গোঁড়া। তাঁহার

বন্ধু-ভাগ্যও কম নহে। নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় এবং ত্রিপুরার মহারাজ প্রভৃতির ন্যায় ভূম্যধিকারী ও ভূপতিগণ তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্। তাঁহার চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে এমন একটু বিশেষত্ব আছে, যাহাতে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। কলিকাতার কোন স্থানে তাঁহার বক্তৃতা হইবে, এই কথা প্রচার হইলে তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে নব-সভ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিতা মহিলাদের এত ভিড় হয় যে, সেখানে পুরুষের প্রবেশের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। শুনা যায়, কবিবর আমেরিকায় গমন করিলে তত্রত্য রমণীগণ তাঁহাকে বড়ই আদরের চক্ষে দেখিয়া ছিলেন। এমন কি, ল্যাণ্ড-লেডী তাঁহার নিকট ভাড়া লইতে চাহে নাই, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া কবিবরকে বাড়ী-ভাড়া গছাইতে হইয়াছিল। তরুণীগণ কবিবরের মুখে যিশুখ্রীষ্টের মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইতেন। যৌবনোন্মুখী বালিকারা তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিত না, দূর হইতে মুখের সৌন্দর্য্য পান করিয়া নীরবে চলিয়া যাইত। 'নোবল্ প্রাইজ্' পাওয়ার পর হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ সম্মানের ভারে চলৎশক্তি-রহিত হইয়াছেন। তিনি আমেরিকা হইতে কলিকাতায় পৌছিলে নব্য সাহিত্যিকদল তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কবিবর বিপদ্ গণিয়া বোলপুরে পলায়ন করিলেন। সেখানে গিয়াও কি নিস্তার আছে? আবার সাহিত্যিকের দল স্পেশাল্ ট্রেণে বোলপুরে গিয়া হাজির। কবিবর চুপে চুপে আগ্রায় তাজমহল দেখিতে গিয়াছেন, সেখানকার বাঙ্গালীগণ উহা কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন, অমনি খোঁজ, খোঁজ, রব পড়িয়া গেল। ঠাকুর-কবি অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তবে অব্যাহতি পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ, দিন কত মাসিক-সাহিত্যে ও সংবাদ-পত্রে অন্য কথা অতি অল্পই থাকিত, কেবল রবীন্দ্রনাথের গুণাবলীর বিবিধ ভঙ্গীতে নানাছন্দে উল্লেখ প্রবন্ধ সমূহের প্রধান অঙ্গ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়েও ইঁহার খাতির কম নহে। ইঁহার সঙ্কলিত কতকগুলি গ্রাম্য-বাঙ্গালা শব্দের তালিকা বাঙ্গালা এম্, এ, পরীক্ষার পাঠ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ গতবর্ষে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডক্টর্ অফ্ লিটারেচার্" এবং গভর্মেণ্ট হইতে "নাইট্" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন। ইনি ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এবং যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি আস্তিক্য, সদাচার, অধ্যাপনানিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কুলের শিরোমণি ছিলেন। "মহামহোপাধ্যায়" উপাধির সৃষ্টি হইলে বঙ্গের যে কয়জন অধ্যাপক প্রথম বৎসরে গবর্মেণ্ট হইতে এই উপাধি লাভ করেন, তন্মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১। বদরত্ন। ২। জীবাণুত্ববাদ। ৩। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন। ৪। মায়াবাদনিরাস। বিগত ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসে ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীলাভ করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ও একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও অসাধারণ তার্কিক ছিলেন। তিনি ১২৪৩ সালের চৈত্র মাসে ভট্টপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তর্করত্ন মহাশয় জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রীয় বিচারে তেমনি সমস্যা-পূরণ ও দ্রুত কবিতা-রচনায় কৃতী ছিলেন। কাশীরাজের সভায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন। দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বেদে সাকারোপাসনার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি নিম্ন লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ

সকল রচনা করেন। ১। খণ্ডনপরিশিষ্ট। ২। তর্করত্ন। ৩। শৃঙ্গারতিলক। ৪। কাননশতক। ৫। কলাতত্ত্ব। ৬। ঈশোপনিষদ্ভাষ্য। ৭। সামবেদভাষ্য। ৮। মুক্তিমীমাংসা। ৯। রামজন্মভাণ। ১০। নীতিদীপিকা। তর্করত্ন মহাশয় ৪৪ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, এই অনতি-দীর্ঘ-কালের মধ্যে তিনি এত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় বর্দ্ধমানের মহারাজের সভাপণ্ডিত এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

রাজকৃষ্ণ রায়। ইনি ১২৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ইঁহার মাতৃ পিতৃ বিয়োগ হয়। এক মাতৃষ্বসা ইহাকে প্রতিপালন করেন। ইনি প্রথমে অনেকগুলি নাটক ও কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। প্রবীণ বয়সে বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত মহাভারতের বাঙ্গালা-পদ্যে অনুবাদ করেন। দারিদ্র্য রায় মহাশয়ের চির সহচর ছিল। ১৩০০ সালের ২৮শে ফাল্গুন ইনি পর-লোক গমন করিয়াছেন।

রাজনারায়ণ বসু। ইনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। রাজনারায়ণ বাবু শৈশব হইতেই অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। অল্প বয়সে হিন্দুকলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাটীতে মুন্সীর নিকট কিছুকাল পারস্য-ভাষা অধ্যয়ন করেন। ইনি মেদিনীপুর গভর্মেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইয়া অনেক দিন মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারও সুরাপান নিবারণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করেন। ইনি যেমন সরল, তেমনি নীতিমান্ ছিলেন। শেষ জীবনে বসু মহাশয় দেওঘরে অবস্থিতি করিতেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বসু মহাশয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। ১। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা। ২। ব্রহ্ম-সাধন। ৩। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ৪। সেকাল ও একাল। ৫। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ইনি ১৭৬৯ শকাব্দের ১৮ই চৈত্র ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকুমার মিত্র। রাজপুরের মিত্রবংশ অতি প্রসিদ্ধ। রাজেন্দ্রচন্দ্র বড় বংশের সন্তান হইলেও নিঃস্ব ছিলেন, পিতার এরূপ অবস্থা ছিল না যে, কলিকাতায় রাখিয়া পুত্রকে শিক্ষিত করেন। সুতরাং আত্ম-প্রেরণায় নিঃসম্বল অবস্থায় বালক রাজেন্দ্রচন্দ্র বাটী হইতে একাকী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া মেডিকাল্ কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি মেডিকাল্ কলেজের প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি ও প্রত্যেক বিষয়ে সুবর্ণপদক ও রৌপ্যপদক পুরস্কার লাভ করিয়া সসম্মানে চিকিৎসা-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র প্রথমে শিক্ষা-বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করেন। কিছুকাল হুগলী কলেজে প্রোফেসরের কার্য্য করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনে ডাক্তারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আণ্ডামান্ দ্বীপে গমন করেন। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে ঐরূপ হিংস্র অপরাধি-পূর্ণ ভয়-সঙ্কুল স্থানে কোন বাঙ্গালী গমন করেন নাই। রাজেন্দ্রচন্দ্র তেজস্বী ও অসাধারণ সাহসী ছিলেন। যেমন সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণদেহ, তেমনি তাঁহার প্রতিভা-মণ্ডিত মুখশ্রী ছিল। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই বিদেশ গমনে তাঁহার কিশোর বয়স্কা সহধর্ম্মিণীই একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন। সেই কঠোর-দণ্ডে দণ্ডিত এবং চিরনির্ব্বাসিত কয়েদীদিগের বাসস্থানের অনতিদূরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। মিত্র-গৃহিণীও স্বামীর সম্পূর্ণ অনুরূপা। তাঁহার সাহস, ধৈর্য্য পতিসেবা অসাধারণ। যখন ডাক্তার মিত্র নিয়মিত সময়ে কয়েদীদিগের পরিদর্শন করিতে যাইতেন, তখন তাঁহাকে একাকিনী স্বামীর আগমন পথ প্রতীক্ষা করিয়া ভয়ে ভয়ে সময়

কাটাইতে হইত। এইরূপ সুখে দুঃখে চারি বৎসর কাল সেই আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিহীন দ্বীপ ভূমিতে অতিবাহিত করিয়া ডাক্তার মিত্র সেখানকার কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং তাহার পর হইতে সুদীর্ঘকাল কলিকাতা মহানগরীতে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্থ ও সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতযশ উত্তম ছিল। তিনি অনেক কঠিন পীড়াগ্রস্তকে রক্ষা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র ভেদ ছিল না। অনেক সময় তিনি ধনীকে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রের বাড়ীতে যাইতেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্রের এমনি পরোপচিকীর্ষ-বুদ্ধি ছিল যে, হয়ত অনেক দর্শনীর টাকা উপেক্ষা করিয়া বিনা ভিজিটে বিপন্ন ভদ্রলোকের বাটীতে দিনের মধ্যে পাঁচবার গিয়াও চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি মতে Positivist সম্ভববাদী ছিলেন; পূজা, আহ্নিক, জপ, তপ বেশী করিতেন না। কিন্তু সমাজে তিনি একজন অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। শুনা যায় ডাক্তার মিত্র সংগোপনে অনেককে সাহায্য করিতেন। কয়েকটী অনাথা বিধবা তাঁহার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইত। এতদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। তন্মধ্যে তিনটী ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। গুণী, গুণগ্রাহী, পরোপকারী স্বাধীনচেতাঃ ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়া কালের অলঙ্ঘ্য শাসনে বিজয়ী বীরের ন্যায় ইনি সহধর্ম্মিণী, একটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া বিগত ১৯১১ খৃঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি প্রসিদ্ধ। (১) ধাত্রী বিদ্যা (২) লক্ষণতত্ত্ব (৩) সবিরাম ও অবিরাম জ্বর এবং বঙ্গের কয়েকটী পীড়া। ইহার পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র মিত্র এখন মেডিক্যাল্ কলেজের ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। ইনি ১৭৮১ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে বাদীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বংশে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺নসিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার বয়স যখন ছয় মাস সেই সময়ে কলিকাতায় পিতৃগৃহে আনীত হন। ইনি প্রথমে আহীরিটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে, তাহার পর, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সুবর্ণপদক ও প্রথমশ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ঐ কার্য্য করিতে করিতে "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" পরীক্ষা দিয়া দশ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ইহার কিছু দিন পরে ওরিয়েণ্টোল্ কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া লাহোর গমন করেন। ঐ স্থান শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাল না লাগায় ওখান হইতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের অনুবাদক কার্য্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ঐ কার্য্য হইতে বেঙ্গল গবর্মেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ ও তথা হইতে বেঙ্গলি অনুবাদকের পদলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ইহার যথেষ্ট খ্যাতি। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের "ভাষা-পরিচ্ছেদ" নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট ইহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। ইনি সাহিত্যসভার সম্পাদক, সেণ্ট্রাল-টেক্সট্‌বুক্-কমিটির মেম্বর ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ১২৭০ সালের ৩রা চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্মোহন সেন কবিরাজ। রাজেন্দ্র নারায়ণ যে অত্যন্ত মেধাবী তাহা গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পাঠ কালেই সকলে জানিতে পারিয়া ছিল। ইনি প্রথমে পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর, পিতার ছাত্র যদুকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, রাধাগোবিন্দ দাস প্রভৃতির সমীপে ব্যাকরণ, অভিধানও কয়েক-

খানি কাব্য অধ্যয়ন করেন। অনন্তর, সৈদাবাদে স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের নিমিত্ত গমন করেন। সেখানে থাকিয়া সেন মহাশয় প্রথমে মহাকাব্য, দর্শন, স্মৃতি উপনিষদ্-প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। টীকা টিপ্পন সহ সুশ্রুত, চরক ও অন্যান্য যাবতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থ-সকল পাঠ করিয়া সুপণ্ডিত হন। ইনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার ভূম্যধিকারিণী মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবৎকালে তত্রত্য প্রধান চিকিৎসকের পদ অধিকার করেন। পরে সেখানে কোন অসুবিধা না থাকিলেও শিক্ষা এবং বিদ্যাচর্চ্চার সমধিক উন্নতি কামনায় শ্রীমতী রাণী হেমন্ত কুমারী দেবী মহোদয়াকে আশ্রয় করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখন কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয় ধীমান্ বিজ্ঞ ও মিষ্টভাষী। ইনি প্রথমে যখন চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তখন ইঁহার দর্শনী ছিল দুই টাকা, এক্ষণে ষোল টাকা হইয়াছে। ইঁহার বসন্তরোগ-চিকিৎসা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যান্য গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রাজেন্দ্রলাল মল্লিক। (রাজা বাহাদুর) ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী সুবর্ণবণিক্-জাতীয় নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন তিন বৎসর সেই সময়ে ইঁহার পিতা নীলমণিমল্লিক পরলোক গমন করেন। তাহার পর, যখন ইঁহার মাতার সহিত বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বিষয় ঘটিত মোকদ্দমা হয়, তখন রাজেন্দ্রলাল নাবালক। সার্ জেম্‌স্-ওয়েয়ার্ হগ্ ইঁহার অভিভাবকরূপে সুপ্রিমকোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজেন্দ্রলাল স্বয়ংই পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্সী ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও যথেষ্ট ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আগত সেই সকল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য রাজেন্দ্রলাল অন্নসত্র খুলিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে উহাদের প্রাণ রক্ষা করেন। প্রাণিবিদ্যার অনুশীলনে ও নানা জন্তুর পরিপালনে ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ইঁহার বাটীতে একটী প্রাণিশালা ছিল, তাহাতে অনেক দুর্ল্লভ জীব জন্তু প্রতিপালিত হইত। রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের চোরবাগানের বাটী কলিকাতার দ্রষ্টব্য পদার্থের অন্যতম। এই প্রাসাদ বহু ব্যয়ে মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা বহুবিধ তৈল-চিত্র ও পাষাণ-মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। মল্লিক মহাশয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর"ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "রাজাবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৭৪৩ শকের ৫ই ফাল্গুন রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার সন্নিহিত শুঁড়া গ্রামে কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জনমেজয় মিত্র। একাদশ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিছু কাল অধ্যয়নের পর, প্রথমে ইনি ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহার পর, পিতার পরামর্শে ডাক্তারি ছাড়িয়া আইন-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইনি আইনের পরীক্ষা প্রদান করেন কিন্তু উত্তরের কাগজ হারাইয়া যাওয়ায় উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ২৩ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক-সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান্ ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে ইনি আশানুরূপ পুস্তক পাঠের অবসর প্রাপ্ত হন এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তখন হইতেই রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী পার্সী উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক্, লাটিন্ ফরাসী জার্ম্মান্ প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং এসিয়াটিক্-সোসাইটির জর্ণালে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বশু‍ ১১৮ খানি গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে ইঁহার বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দ মীবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনচরিত প্রভৃ

প্রসিদ্ধ। মিত্র মহাশয় শেষে এসিয়াটিক্‌-সোসাইটির সভাপতির পদে ও বৃত হইয়াছিলেন। তাহার পর, ব্রিটিস্‌-ইণ্ডিয়ান্‌-এসোসিয়েসনের সভাপতি ও অবশেষে ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয় ইহাকে "ডি, এল্‌" (ডাক্তার অব্‌ল) উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গবর্মেণ্ট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুলাই ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাধাকান্ত দেব (রাজা)। ইনি কলিকাতা শোভা-বাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা গোপীমোহনের এক মাত্র পুত্র। রাধাকান্ত ১৭৮৪ শকাব্দের ১১ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া মনীষী রাধাকান্তদেব অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বেতন-ভোগী পণ্ডিত রাখিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করায় ইহাতে নব্যপ্রণালীর কোন গবেষণার পরিচয় নাই। পণ্ডিতগণ অমূলক সমূলক যাহা কিছু সংস্কৃত ভাষায় পাইয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ইঁহার জীবৎকালের পক্ষে এ কার্য্য অতি মহৎ হইয়াছিল বলিতে হইবে। প্রভূত অর্থব্যয় ৪৬ বৎসরের পরিশ্রমে এই অভিধান প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহৎ কার্য্যের জন্য গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা-বাসিগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ ইঁহাকে একখানি অভিনন্দন প্রদান করেন এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন। ঐ তৈল-চিত্রখানি এখন এসিয়াটিক সোসাইটির একটী প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর ধর্ম্মসাধন মানসে বৃন্দাবন গমন করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কে, সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে এপ্রেল রাধাকান্তদেবের দেহান্তর হয়। ইঁহার ন্যায় পুত্র চরিত্র উন্নতমনা মনীষী বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ (পরমহংস) ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে ইঁহার নাম ছিল "গদাধর"। বাল্য-কালে গদাধরের কোনরূপ লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী-তীরস্থ দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে কলিকাতার রাণীরাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তির পূজারি নিযুক্ত হন। এই স্থানেই গদাধরের হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাবের আবির্ভাব হয়। ইনি যদিও মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ কিছু জানিতেন না কিন্তু বিনা মন্ত্রেই তন্ময় ভাবে ইঁহার অভীষ্ট দেবতা কালীর উপাসনা করিতেন। এই সময় হইতেই ইঁহার নাম হয় "রামকৃষ্ণ"। রামকৃষ্ণ কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি ইঁহার ভার্য্যা শ্রীমতী সারদাদেবীর অনুমতি লইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণের ধনে অণুমাত্র আসক্তি ছিল না, ইনি মৃৎখণ্ড ও স্বর্ণমুদ্রা সমান চক্ষে দেখিতেন। ইনি কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান্‌ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের প্রতিই সমাদর প্রদর্শন করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহার গুরুর নিকটে কোন শিক্ষা দীক্ষা ছিল না, অথচ কৃতবিদ্য ব্যক্তির ন্যায় অতি সরল ভাষায় সর্ব্বজন পরিচিত দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে উদার ধর্ম্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং সংগীত করিতে পারিতেন এবং সংকীর্ত্তনের সময় আত্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল মা, মা, বলিয়া কাঁদিতেন। তখন তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইত। শুনা যায় ইঁহার নিকট হইতেই নববিধান প্রবর্ত্তক ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরকে মাতৃভাবে চিন্তা করা শিক্ষা করেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রামকৃষ্ণের সময়োপযোগী—ধর্ম্মোপদেশের পক্ষ পাতী ছিলেন। এখন রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের শিষ্য

সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইঁহারা ভারতের নানা স্থানে আশ্রম খুলিয়া বিপন্ন, রোগকাতর, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারীগণের রক্ষা করিতেছেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই আগষ্ট এই মহাত্মা রামকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণরায় (মহারাজ) ইনি নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের দত্তক পৌত্র ও রাজা রামকান্তের ও রাণীভবানীর দত্তক পুত্র। রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে রাণী ভবানী ইঁহার হস্তে জমিদারি পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া বড়নগরে গঙ্গাতীরে বাস করেন। রামকৃষ্ণ রাজপদ লাভ করিলে মোগলসম্রাট্ সাহ আলম্ কর্ত্তৃক ইনি "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতিবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। মহারাজ রামকৃষ্ণের অধীন তালুকদারগণ কোম্পানির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব প্রদানের বন্দোবস্ত করেন, এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের দেয় করও বর্দ্ধিত করা হয়। ইহাতে মহারাজ রামকৃষ্ণ আপত্তি করেন। কিন্তু কোম্পানিবাহাদুর সে আপত্তিতে কর্ণপাত না করায় তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি বিষয়কার্য্যে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক তপ জপে মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে, অমুক পরগণা নীলামে বিক্রীত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ কর্ম্মচারীরা মহারাজকে প্রদান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জয়কালীর মন্দিরে বিশেষ পূজার আদেশ প্রদান করিতেন। এই সময়ে নাটোর রাজের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালাদেশে অনেকে জমিদার হন। দিন দিন অতিদ্রুত জমিদারি সকল হস্তান্তর হইতেছে দেখিয়া রাণী ভবানী পুনরায় বিষয়-ভার গ্রহণের নিমিত্ত সমুৎসুক হন কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর, তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইতে দেন নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানীর জীবৎকালে মহারাজ রামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়-কার্য্যে সুদক্ষ বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারেন নাই কিন্তু তিনি একজন মহাসাধক বলিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। বিশ্বনাথের দত্তক পুত্র মহারাজ গোবিন্দনাথ, তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার দত্তক পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর। ইনি কৃতবিদ্য বিনয়ী ও অমায়িক-স্বভাব। সংগীত ও সাহিত্যে জগদিন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুরাগ। ইঁহার বাঙ্গালা-রচনা বাঙ্গালী পাঠকগণের সুপরিচিত। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বড় তরফের রাজা বলিয়া খ্যাত। মহারাজ রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা শিবনাথ, তাঁহার দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনাথ। আনন্দ-নাথের চারি পুত্র, রাজা চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও রাজা যোগেন্দ্রনাথ। যোগেন্দ্রনাথের পুত্র কুমার জিতেন্দ্রনাথ এবং জিতেন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ রায়। কুমার বীরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান্, বিনয়ী, উন্নতমনা, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে মানব পার্থিব জগতে উন্নতির উচ্চসোপানে আরূঢ় হইতে পারে, তৎসমস্তই বীরেন্দ্রনাথে বিদ্যমান। বীরেন্দ্রনাথ বিগত ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা হিন্দুস্কুলে হইতে মেট্রিকুলেসন্ পরীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাহার পর, প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

রামগতি ন্যায়রত্ন। ইনি ১২৩৮ সালের ২৮শে আষাঢ় হুগলী জেলার অন্তর্গত ইল্‌ছোবা গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হলধরচূড়ামণি। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাল্যে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইনি হুগলী নর্ম্যাল্ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে বহরম্‌পুরকলেজের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। যথা;— অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস। ২। বস্তুবিচার। ৩। রোমাবতী উপাখ্যান। ৪। দময়ন্তী। ৫। বাঙ্গালাব্যাকরণ। ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস। ৭। বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব। ইঁহার শেষোক্ত গ্রন্থখানি বহু পরিশ্রমের ফল।

রামগোপাল ঘোষ। ১২২১ সালের আশ্বিনমাসে কলিকাতা নগরীতে রামগোপাল কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। পিতার অবস্থা ভাল না থাকায় বাল্যকালে রামগোপাল বিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের কৃপায় ইনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। ইংরাজীশিক্ষার পূর্ব্ব হইতেই রামগোপালের উচ্চারণ উৎকৃষ্ট ছিল, তাহার উপর হিন্দুকলেজের পঞ্চম শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পাঠ করিয়া ইঁহার ইংরাজী-সাহিত্যে সমধিক ব্যুৎপত্তি, স্বাধীনভাব ও বক্তৃতাশক্তি জন্মিয়াছিল। কলেজ ত্যাগের পর, রামগোপাল প্রথম অফিষের মুৎসুদ্দি, তাহার পর, উহার অংশীদার, শেষে স্বয়ং কুঠী স্থাপন করেন। ইনি বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে স্বদেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত ইঁহার কথায় পরিচালিত হইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি আগেকার সঞ্চিত তিন লক্ষ টাকার মধ্যে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার এবং বিশ্ববিদালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। বন্ধুগণের নিকট ৪০ হাজার টাকা পাওনা ছিল; ঐ টাকার দাবি ত্যাগ করিয়া খতপত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। ১২৭৫ শালে ৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহাবসান হয়।

রামতনু লাহিড়ী। ইনি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিশেম্বর মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সহরে বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে কলিকাতা হেয়ার্ স্কুলে পরে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। রামতনু বাবু ও হেনরি ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন।, এই কলেজেই ইনি ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে ৩০৲ টাকা মাসিক বেতনে অষ্টতম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। পরে রামতনু বাবু কৃষ্ণনগরে, বর্দ্ধমানে, উত্তরপাড়ায়, বারাসত প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া পুনরায় কৃষ্ণনগরে গমন করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইনি পেন্সন্ গ্রহণ করেন। মধ্যে রামতনু বাবু টিপুসুলতানের বংশধরগণের শিক্ষক হইয়া রসাপাগলায় কিছু কাল বাস করেন। অবসর গ্রহণের পর, ১০ বৎসর কাল ইনি গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারদের অভিভাবক-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। রামতনু বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি সরল, সত্যবাদী ও নৈতিক চরিত্র-সম্পন্ন বলিয়া ইঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা এস্ কে, লাহিড়ী ইঁহার পুত্র।

রামদাস সেন। ইনি ১২৫২ শালের ২৬শে অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর নগরে বঙ্গজ কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম লালমোহন সেন। তিনি স্থানীয় একজন জমিদার ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে রামদাসের পিতৃবিয়োগ হয়। বহরমপুর কলেজে ইঁহার শিক্ষা লাভ হইয়াছিল রামদাস বাবু অতিশয় বিদ্যানুরাগী ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইটালির ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েণ্ট্যাল্ একাডেমী হইতে ইনি "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুস্তকালয়ে বহুবিধ দুর্লভ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রণয়ন করেন। ১। ঐতিহাসিক রহস্য। ২। ভারত-রহস্য। ৩। রত্ন-রহস্য। ৪। বুদ্ধদেব। ১২৯৪ সালের ৩রা ভাদ্র ডাক্তার রামদাস সেন পরলোক গমন করিয়াছেন।

রামদাস স্বামী। ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণানদীর তীরস্থ জাম্বগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে রামদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যজীপন্থ ও মাতার নাম রাণুবাই। মাতা পিতা উভয়েই রামভক্ত বলিয়া ইঁহার রামদাস নাম রাখা হয়। বাল্যকাল হইতে রামদাস স্বামীর সংসারে আসক্তি ছিলনা। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্ত্তাকে বলিলেন, "সাবধান বিবাহের লগ্ন যেন উত্তীর্ণ না হয়"। রামদাসের কর্ণেতে আর কোন কথা প্রবেশ করিল না, কেবল সাবধান শব্দ শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, এ সংসারে আমি যেন বাসনার অগ্নিতে দগ্ধ না হই, এই জন্যই আমাকে সাবধান করা হইতেছে। বিবাহ-সভায় পরমা লাবণ্যবতী কন্যা ও নানা যৌতুক সামগ্রী, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সমস্ত পরিত্যাগ

পূর্ব্বক রামদাস গৃহত্যাগী হইলেন পরে আর তিনি গৃহে ফেরেন নাই। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ইঁহার নিকট দীক্ষিত হন। বিপদে সম্পদে তিনি রামদাসস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কার্য্য করিতেন না। শিবাজী গুরুর সম্মানার্থ ১৫৭২ শকে গাারোনি নামক স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরে রামদাসস্বামীর অভীষ্টদেবী আঞ্জু বাই প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার প্রণীত "দাসবোধ" প্রভৃতি কয়েকখানি পরমার্থ-তত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে রামদাসস্বামী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

রামদুলাল সরকার। কলিকাতা দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক গ্রামে বলরামসরকার নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। একটী ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ে ইঁহার কোনরূপে দিন চলিত। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে বর্গীর ভয়ে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া পলাইয়া আসিবার কালে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে ইঁহার একটী পুত্র জন্মে, ইঁহারই নাম শেষে রামদুলাল সরকার হয়। কলিকাতায় অবস্থানকালে শৈশবেই ইঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। একটী শিশুভ্রাতা ও একটি শিশু ভগিনীর সহিত মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের দ্বারে উপস্থিত হন। মাতামহের অবস্থাও অতিশোচনীয় ছিল, এমন কি মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা তাঁহার দিনপাত হইত। এখানেই রামদুলাল বাল্যকালে প্রতিপালিত হন। মাতামহের মৃত্যু হইলে ইঁহার মাতামহী কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামদুলাল ঐ স্থানেই আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখা পড়া ও ইংরাজীতে সামান্য কথাবার্ত্তা বলিতে শিখেন। মদনমোহন দত্ত প্রথমে ইঁহাকে বিনা বেতনে শিক্ষানবিশিতে, পরে মাসিক ৫৲ টাকা বেতনে, তৎপরে, ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে বিল্‌সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। একদিবস প্রভুর অজ্ঞাতসারে রামদুলাল প্রভুর চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া এক জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ক্রয় করেন। পরক্ষণেই এক সাহেব উপস্থিত হইয়া রামদুলালকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ জাহাজ স্বয়ং লইতে চেষ্টা করেন। শেষে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকায় ঐ জাহাজ রামদুলালের নিকট ক্রয় করেন। রামদুলাল ইচ্ছা করিলে একলক্ষ টাকা স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং তাঁহার প্রভুও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রভুর হস্তে একলক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা অর্পণ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। রামদুলালের প্রভু মদন-মোহনদত্ত এই ঘটনায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ টাকা রামদুলালকে প্রদান করিলেন। এই টাকা দ্বারা ব্যবসায় করিয়া রামদুলাল অসংখ্য অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি যেমন প্রভূত টাকা আয় করিতেন, তেমনি সদ্ব্যয় করিতেন। রামদুলাল সরকার মৃত্যুকালে এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইঁহার দুই পুত্র আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) ও প্রমথনাথ দেব (লাটু বাবু) প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। ইনি সচরাচর বুনো রামনাথ নামে প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণবংশে রামনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতিশয় মেধাবী পুরুষ ছিলেন। রামনাথ প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। তৎকাল প্রচলিত তাঁহার অপরিজ্ঞাত অথবা অনালোচিত একখানি ন্যায়-গ্রন্থও ছিল না। পাঠ শেষ হইলে ইনি 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি প্রাপ্ত হন। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত যেমন অসাধারণ পণ্ডিত, তেমনি অসাধারণ স্বাবলম্বীও নিস্পৃহ ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সুলভ যাচ্ঞা-বৃত্তি একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রামনাথ বর্ত্তমান নবদ্বীপ গ্রামের পশ্চিমাংশে ওলাদেবীর মন্দিরের সন্নিহিত তদানীন্তন একটী বনভূমিতে দুইখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। এই স্থানটী বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের বাটী হইতে হাওড়বিধা ভূমি

দূরে অবস্থিত। বুনো রামনাথের বাস্তভিটায় বর্ত্তমান পাকা-টোল নির্ম্মিত হইয়াছে। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সহধর্ম্মিণীও পতিগতপ্রাণা এবং পতির চিন্তানুবর্ত্তিনী ছিলেন। তিনি এতদূর নিস্পৃহা ছিলেন যে, সধবার চিহ্ন শাঁখার পরিবর্ত্তে কুশদ্বারা দুগাছি বলয় নির্ম্মাণ করিয়া দুহাতে পরিতেন। কয়েক বিঘা ব্রহ্মত্রা ভূমি ও বাটীতে একটী তিন্তিরী বৃক্ষ ছিল, তাহাই তাঁহাদের জীবিকার সম্বল ছিল। ক্ষেত্রের ধান ভানিয়া যে তণ্ডুল হইত, তাহা আর স্বহস্তে রোপিত শাক শব্জীও তেঁতুলের পাতার অম্বল দ্বারাই তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় দৈনিক আহার শেষ করিতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী গৃহ ছিল না কিন্তু নবদ্বীপের সকল টোলের ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে আসিত। বাটীতে কয়েকটী নারিকেল তরু ছিল, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহার পত্র দ্বারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাহারই এক এক খানিতে উপবেশনপূর্ব্বক বিদ্যার্থিগণ বৃক্ষতলে বসিয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিত। একবার নদীয়ার মহারাজ শিবচন্দ্র রায় তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তখন তন্ময়চিত্তে অধ্যাপনা করিতে ছিলেন, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। ছাত্রেরা মহারাজের আগমন-বার্ত্তা জানাইলে তিনি একখানি নারিকেলপত্র-রচিত আসনে মহারাজকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।"আপনার কিছু অসঙ্গতি আছে?" তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় উত্তর করিলেন "পাঠকালে যে, সকল দুরূহ স্থলে অসঙ্গতি ছিল, এখন আর তাহা নাই, অধ্যাপনা করিতে করিতে সকল স্থলই এক প্রকার সহজ হইয়া পড়িয়াছে।" বলা বাহুল্য, মহারাজ অসঙ্গতি শব্দটী "অভাব" অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহা "অসংলগ্ন" অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। কারণ, তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতেন না, সুতরাং অসঙ্গতি শব্দের অসংলগ্ন অর্থই বুঝিয়া ছিলেন। তাহার পর, মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহাকে কিছু অর্থ অথবা ভূমি দান করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে পণ্ডিত রামনাথ বলেন—"মহারাজ আমি বেশ সুখে আছি, ভূমিতে ধান্য হয়, তাহার তণ্ডুলের অন্ন, বাটীতে যে শাক জন্মে তাহা এবং তিন্তিরি পত্রের যূষ ইহাতেই অতি উত্তম আহার সম্পন্ন হয়। আমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিয়া আর আমাকে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন না"। মহারাজ রামনাথের নিস্পৃহতা দেখিয়া মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক নীরবে প্রস্থান করিলেন। একবার এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় আগমন করেন। তখন রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন। তিনি নবদ্বীপের সমস্ত অধ্যাপককে সমবেত করেন। পূর্ব্বোক্ত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ন্যায়শাস্ত্রের একখানি অপ্রচলিত গ্রন্থের একস্থানের পাঠ চুরি করিয়া একটী পূর্ব্বপক্ষ করায় কেহই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতে পারেন না। রামনাথ ব্যতীত ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত পরাস্ত হন। তখন দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে'জয়পত্র' লিখিয়া স্বাক্ষর করিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। রামনাথ গৃহ ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতেন না, তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ নিরুপায় হইয়া প্রভাতে গঙ্গাস্নানের ঘাট হইতে কৌশলে নৌকায় চড়াইয়া রামনাথ তর্ক-সিদ্ধান্তকে শোভাবাজারের রাজ-বাটীতে আনয়ন করেন। দিগ্‌বিজয়ী পূর্ব্বপক্ষ করিবামাত্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অপলপিত অংশ আবৃত্তি করেন। কারণ সমুদয় নব্য ন্যায় ও প্রাচীন ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। যেই তর্কসিদ্ধান্তের মুখে বিবাদীয়স্থলের সমস্ত অংশ উচ্চারিত হইল, অমনি সমস্ত অধ্যাপক ক্রুদ্ধ মধুমক্ষিকার মত দিগ্‌বিজয়ীকে আক্রমণ করিলেন। দিগ্‌বিজয়ী অপদস্থ হইয়া সভা পরিত্যাগ করেন। বুনো-রামনাথ যথার্থই জ্ঞানযোগী ছিলেন। গভীর জ্ঞানানুশীলনের সহিত এরূপ নিস্পৃহতার যোগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন। ইনি ১৭৪৫ শকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে দাক্ষিণাত্যবৈদিক-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রামধনশিরোমণি। ইনি চতুষ্পাঠীতে পাঠ আরম্ভ করিয়া সংস্কৃতকলেজে শিক্ষা শেষ করেন। তাহার পর, সংস্কৃত কলিজিয়েট্ স্কুলের অন্যতম পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী এক সময়ে দুইটি প্রবন্ধের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলে তর্করত্ন মহাশয় উক্ত জমিদার মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ানুযায়ী—"পতিব্রতোপাখ্যান" এবং "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক রচনা করিয়া প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করেন। তাহার পর, ইনি বেণীসংহার, রত্নমালা, মালতীমাধব, শকুন্তলা, এবং রুক্মিণীহরণ, এই ছয়খানি নাটক রচনা করেন। অনেক নাটক রচনা করায় শেষে ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ নামে খ্যাত হন। তর্করত্ন মহাশয় ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ সেন। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্টগ্রামে ১৬৪০—১৬৪৫ শকাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরাম সেন। জাতিতে বৈদ্য। ইনি একজন স্বভাব-কবি ও কালীভক্ত ছিলেন। রাম-প্রসাদ অল্প বয়সে বাঙ্গালা পার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। পিতৃ-বিয়োগের পর, সংসারের অসচ্ছলতা-প্রযুক্ত রামপ্রসাদ কলিকাতা নগরীতে কোন ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মন সংসারে আসক্ত ছিল না। তিনি খাতা লিখিতে বসিয়া খাতার চতুর্দ্দিকে কালী বিষয়ক সংগীতরচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। উহা দেখিয়া উক্ত ধনীর প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঐ ঘটনা তাঁহার প্রভুকে জানান। কিন্তু তাঁহার প্রভু অভি-নিবেশ সহকারে ঐ গানগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিয়া মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ইহাতে রামপ্রসাদের অন্নকষ্ট দূর হয়। কুমারহট্ট—নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। তিনি কোন কোন সময়ে কুমার-হট্টে আসিয়া বাস করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের গুণের পরিচয় পাইয়া অনেক সময় রামপ্রসাদের সহিত সংগীত ও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। কুমারহট্টে আজুগোঁসাই নামে এক ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব-মতাবলম্বী, রামপ্রসাদ শাক্ত। মহারাজ এই শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। রামপ্রসাদের পত্নী বৃদ্ধ বয়সে গর্ভবতী হন। তজ্জন্য আজুগোঁসাই রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া যে গানটী রচনা করেন। উহার এক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা
কাঁচায়েছ পাকাঘুটী।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের অসংখ্য শ্যামা বিষয়ক সংগীত আছে এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। রামপ্রসাদ একজন সাধক ছিলেন। তিনি পঞ্চমুণ্ডীর উপর বসিয়া শব সাধনা করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি কুমারহট্টে—বিদ্যমান আছেন।

রামমূর্ত্তি নাইডু। ইনি মান্দ্রাজ প্রদেশে অনুমান ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতার নাম নারায়ন স্বামী। প্রথমে ইনি দুর্ব্বল ছিলেন, শেষে ব্যায়াম চর্চ্চাকরিয়া অসাধারণ বলিষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। রামমূর্ত্তিই এখন ভারতবর্ষের প্রধান মল্ল।

রামমোহন রায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত—রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় প্রথমে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। তাহার পর, পার্সী ভাষা কিছু পাঠ করিয়া নয় বৎসর বয়সে পাটনায় গিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি কাশীধামে কিছুকাল সংস্কৃত-শাস্ত্র ও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রথমে

রামমোহন হিন্দু দেবদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। শেষে ইঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়। উহা দেখিয়া পিতা ইঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। কথিত আছে, রামমোহন নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতে গমন করেন। চারি বৎসর পরে সেখান হইতে গৃহে আগমন করেন। এবার পিতা ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পুনরায় ইনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলে পিতা পুনরায় গৃহ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময় রামমোহন ইংরেজী-শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১২২১ সালে রামমোহন ইংরেজ-গবমের্ণ্টের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি দশ বৎসর কাল রংপুরে ও ভাগলপুরে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং অনেক জমিদারি ক্রয় করেন। তাহার পর, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করেন এবং লোয়ার্ সার্কিউলার্ রোডে ইঁহার বাস ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ইনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। কিছুদিন পরে কলিকাতার দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, টাকীর কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১২৩০ সালে ইংরেজগভমের্ণ্টের সুপারিসে রামমোহন দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন। ১২৩৮ শালে রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি ইউরোপের নানাস্থান পর্য্যটন করেন। প্যারিস্ নগরে দুই মাস কাল ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টলনগরে ইঁহার দেহপাত হয়। ব্রিষ্টল নগরেই ইনি সমাহিত হন। অদ্যাপি ইঁহার সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। ইনি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় সহমরণ প্রথা ভারত হইতে উঠিয়া যায়। রামমোহন [illegible] প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে উপনিষৎ ও বেদান্তই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত হিন্দুস্থানী পণ্ডিত-শিবপ্রসাদ মিশ্রই ইঁহার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে একেশ্বরবাদী রামমোহন ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রামমোহন নিম্ন-লিখিত গ্রন্থাদি রচনা করেন। যথা;—১। গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্। ২। বজ্রসূচী। ৩। ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসংগীত। ৪। গৌড়ীয়ব্যাকরণ। ৫। সহমরণবিষয়-প্রস্তাব। ৬। আত্মানাত্মবিবেক (সানুবাদ) ইত্যাদি। রামমোহন রায় তিন বিবাহ করেন। তন্মধ্যে তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। এই রামমোহন রায়ই আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

রামানুজাচার্য্য। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের আদিপ্রচারক। ১০১৭ খ্রীঃ অব্দের চৈত্রমাসে রামানুজাচার্য্য মান্দ্রাজ প্রদেশের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত শ্রীপেরম্বধূরম্ গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম কেশবযাজ্ঞিক এবং মাতার নাম কান্তিমতী। ইনি কাঞ্চী তীর্থে যাদবপ্রকাশ যতির নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন কালেই গুরুর সহিত শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া মত-ভেদ উপস্থিত হয়। অদ্বৈতবাদী গুরু ছাত্রদের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রামানুজের প্রাণহানির চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়া-ছিলেন। কাঞ্চীতীর্থের কাঞ্চীপূর্ণ নামক একটী শূদ্র বৈষ্ণবের সংসর্গে ইঁহার ধর্ম্মভাব অধিকতর প্রবল হয়। শ্রীরঙ্গম্ যাইবার পথে পূর্ণাচার্য্যের নিকট ইনি দীক্ষিত হন। রামানুজ শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-দার্শনিক যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন তাঁহার মৃত দেহ সমাহিত হইতেছে। রামানুজ সেখান হইতে পুনরায় কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় বরদরাজনামক বিষ্ণুমূর্ত্তির সেবায় নিরত হন। পরে রক্ষাম্বা নাম্নী স্বীয় পত্নীকে কৌশলে পিতৃগৃহে প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে শ্রীরঙ্গমের অধিবাসী বৈষ্ণবগণ রামানুজকে বৈষ্ণবগণের অধিনায়ক পদে বরণ

করিয়া শ্রীরঙ্গমে লইয়া যান। বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছে, দেখিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী শৈব চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ রামানুজকে ধরিয়া লইতে দূত পাঠান। রামানুজের গুরু পূর্ণাচার্য্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র কুরেশ রামানুজের পরিবর্ত্তে চোলরাজের সভায় গমন করেন। এদিকে রামানুজ ছদ্মবেশে পলায়ন করেন। চোলরাজ কর্ত্তৃক কুরেশও পূর্ণাচার্য্যের চক্ষু উৎপাটিত হয়। এদিকে রামানুজ নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়া অবশেষে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত তেজোনারায়ণপুরে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক কাল যাপন করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু হইলে বৈষ্ণবগণের আহ্বানে রামানুজ পুনরায় শ্রীরঙ্গমে গিয়া রঙ্গনাথের সেবাধ্যক্ষ হন। এখানেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত হয়। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের নিমিত্ত সমস্ত ভারতবর্ষ ও কাশ্মীর প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য ও অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মগ্রন্থের টীকা রচনা করেন। রামানুজের জীবৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ১২০ বৎসর বয়সে মহাপুরুষ রামানুজাচার্য্য বৈকুণ্ঠ যাত্রা করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ইনি ১২৭১ শালের ৫ই ভাদ্র তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমোকান্দী গ্রামে বন্ধুন-গোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্র বাবু ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যাও রসায়নশাস্ত্রে পরীক্ষা প্রদান করিয়া রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পাঠাবস্থায় ইনি সমস্ত পরীক্ষায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি যথাক্রমে এণ্ট্রান্স, এফ্‌ এ, ও বি, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের পদে বৃত হন। ত্রিবেদী মহাশয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপন্‌ কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখন তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত আছেন। ইনি অনেকদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন এবং এখনও ঐ সভার সংসৃষ্ট নানা কার্য্যে লিপ্ত আছেন। ত্রিবেদী মহাশয় এক প্রকার মাতৃভাষার চর্চ্চায়ই জীবন ন্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রসিদ্ধ। যথা; ১। কর্ম্মকথা। ২। চরিত কথা। ৩। জিজ্ঞাসা। ৪। প্রকৃতি। ৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ)।

রামেশ্বরসিংহ (মহারাজ)। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যভারতের খাণ্ডেবালা ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত মহেশঠাকুর নামক একটী অধ্যাপক ত্রিহুতরাজ্যের তদানীন্তন রাজা ভবসিংহের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া ত্রিহুত রাজ্যে বাস করেন। তাঁহার অন্যতম কৃতবিদ্য ছাত্র রঘুনন্দন রায় দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া দিল্লীনগরীতে সম্রাট্‌ আকবরের সভায় উপস্থিত হন এবং শাস্ত্রীয় বিচারে সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে সম্রাট্‌ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ত্রিহুতের প্রসিদ্ধ হাতী পরগণার জমিদারি স্বত্ব প্রদান করেন। দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত, সম্পদে নিস্পৃহ রঘুনন্দন ঐ জমিদারি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তাঁহার গুরু মহেশঠাকুরকে গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন। এই মহেশঠাকুরই দরভঙ্গা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই মহেশ ঠাকুর হইতে অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ বর্ত্তমান মহারাজ রামেশ্বরসিংহ বাহাদুর। ইনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ষ্টাটুচারি সিবিল্‌ সার্বিসে প্রবেশ করিয়া গভর্মেণ্টের অধীনে এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর, ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ সার্‌ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর পরলোক গমন করিলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইনি দরভঙ্গার রাজগদি প্রাপ্ত হন। গদি প্রাপ্তির পর ইনি অনেকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ও ভারতগবর্মেণ্টের কৌন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর বিহার এবং উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের কার্য্যকরী সমি[illegible] অন্যতম সদস্য। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—দরভঙ্গার রাজবংশের প্রতিনিধিকে পুরুষানুক্রমে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি প্রদত্ত

হইবে। ইনি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের ও বিহার জমিদার-সভার সভাপতি। এতদ্ভিন্ন মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী পুস্তকাগার স্থাপনের নিমিত্ত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ দান করেন। ধনে, মানে, বদান্যতায়, এখন মহারাজ সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশের জমিদারগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

রাণী রাসমণি দাসী। কলিকাতা নগরীতে কৈবর্ত্ত বংশে কৃষ্ণরাম মাড়ের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন "কৃষ্ণরাম বাঁশ বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন; তাঁহার লোকেরা বাঁশের মাড় বাঁধিয়া গঙ্গা দিয়া ভাসাইয়া লইয়া বিক্রয় করিত, তজ্জন্য কৃষ্ণরাম দাসের "মাড়" উপাধি হয়। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিরীতরাম মাড়। ইনিই কলিকাতার এই বিখ্যাত জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রীতিরাম বাবু কাষ্টাম্-হাউসে কর্ম্ম করিতেন। বেব-সাহেব কাষ্টাম্-হাউসের বড়কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিলাতে চাউল রপ্তানি করিতেন। দালালেরা তাঁহার নিকট হইতে প্রচলিত মূল্য অপেক্ষাও অধিক মূল্য লইয়া চাউল খরিদ করিয়া দিত। এক সময়ে বেব-সাহেবের লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন হয়, তাহাতে প্রীতিরাম বাবু সাহেবকে বলেন "দালালেরা যে মূল্যে চাউল দিবে, আমি তদপেক্ষা কিছু অল্প মূল্যে দিব, অতএব চাউলের অর্ডার আমাকে দিউন, উহা শুনিয়া বেব-সাহেব প্রীতিরাম বাবুকেই লক্ষ মণ চাউলের অর্ডার দেন। শেষে তিনি দালালদের প্রার্থিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে চাউল পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং প্রীতিরাম বাবুকে মণ প্রতি ।০ হিসাবে লাভ দেন। ইহাতে প্রীতিরাম বাবুর পঁচিশ হাজার টাকা লাভ হয়। পরে তিনি বেব-সাহেবের বিশ্বাসভাজন হইয়া দ্রব্যাদি খরিদের কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন এবং ঐ টাকা দ্বারা সর্ব্ব-প্রথমে যশোর জেলার অন্তর্গত মকিমপুর পরগণা (১৬৫ নং তালুক) খরিদ করেন। এই প্রীতিরাম বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রায় রাজচন্দ্র দাস। রাজচন্দ্র বাবু যেমন সুপুরুষ, তেমনি সত্যপ্রিয়, বিশ্বাসী এবং অঙ্গীকার-প্রতিপালক ছিলেন। তিনি ১২৪৩ সালে রাণী রাসমণিকে বিবাহ করেন। রাণী রাসমণি হালীসহরের সমীপবর্ত্তী কোণা-গ্রামনিবাসী হরেকৃষ্ণ দাস নামক এক দরিদ্র গৃহস্থের কন্যা। তিনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও অসামান্য রূপবতী, তেজস্বিনী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। রাজচন্দ্র বাবু তাঁহার অনুরূপা পত্নীকে স্বয়ং কিছু লেখা পড়াও শিখাইয়া ছিলেন। ইঁহাদের দাম্পত্য প্রেম অতি সুন্দর ছিল। পত্নীর সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজচন্দ্র বাবু কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি যথেষ্ট পৈতৃক-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার উপর বাণিজ্য দ্রব্য সহ জাহাজ ক্রয়ের কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এমন দিন যাইত না, যে দিন তিনি ২০।২৫ হাজার টাকা না লাভ করিতেন। কোন কোন দিন তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা পর্য্যন্ত লাভ পাইতেন। কলভিন্ কাভি কোম্পানি, হগ ডেভিসন্-কোম্পানি প্রভৃতি বড় বড় সাহেব-কোম্পানি তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেন। একবার তিনি বানাড কোম্পানিকে লক্ষ টাকা ঋণ দিতে প্রতিশ্রুত হন। যে দিন টাকা দিবার কথা তাহার পূর্ব্ব দিবস সংবাদ পান; উক্ত কোম্পানি দেউলিয়া হইয়াছে, তাহার পর, ঐ কোম্পানীর লোক টাকা লইতে আসিলে তিনি অম্লানবদনে টাকা দেন এবং বলেন "যায় টাকা যাইবে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করিতে পারিব না।' শেষে ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ায় রাজচন্দ্র বাবুর সমস্ত টাকা নষ্ট হয়। এক সময় দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দসিংহের টাকা ধার লইবার প্রয়োজন হয়। ট্রেজারির তদানীন্তন দেওয়ান্ রাধাকৃষ্ণবসাক রাজচন্দ্র বাবুর নিকট হইতে লক্ষ টাকা লইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বাবুকে দেন। ইহাতে তিনি দালালি হিসাবে গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে কয়েক হাজার টাকা লইয়াছিলেন। পরে রাজচন্দ্র বাবু ঐ ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"গঙ্গাগোবিন্দ বাবু আমার নিকট টাকা চাহিলেই পাইতেন, দালালি হিসাবে

এক কপর্দ্দকও লাগিত না।" ইহা ব্যতীত তিনি এক যোগে দশ বারো লক্ষ টাকা অনেক কোম্পানিকেই সময়ে সময়ে ধার দিতেন। রাজচন্দ্র বাবু যেরূপ প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি সৎকার্য্যে উহা অজস্র ব্যয় করিতেন। তিনি ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে হাইকোর্টের দক্ষিণদিক্‌স্থিত *"বাবু-ঘাট" প্রতিষ্ঠা করেন। রাজচন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার 'বাবুঘাট" নাম হয়।* এবং ঐ সময়েই আহিরীটোলাঘাট, নিমতলা-গঙ্গাযাত্রী-ঘাট এবং তাঁহার জানবাজারস্থিত বাটী হইতে বাবুঘাট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন যখন বেলেঘাটার খাল কাটা হয়, সেই সময়ে রাজচন্দ্র বাবু গবর্মেণ্টকে চারিশত বিঘা জমি দান করেন। 'লক্ষ টাকা গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেই রাজচন্দ্র বাবু রাজা উপাধি পাইবেন' এই প্রস্তাব হয় কিন্তু তিনি ঐরূপ উপাধি গ্রহণে রাজচন্দ্র বাবু সম্মত হন নাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রাজচন্দ্র বাবুর বন্ধু ছিলেন। যথা ;—দ্বারকানাথ ঠাকুর, মধুসূদন সান্ন্যাল, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, এবং রাধাকৃষ্ণ বসাক। ইঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিতই রাজচন্দ্র বাবুর অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিকালে প্রায়ই দুজনে এক সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে, রাজচন্দ্র বাবু হঠাৎ সর্দ্দিগরমি হইয়া পরলোক গমন করেন। তখন রাণী রাসমণির বয়স কেবল ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই অনতিদীর্ঘ বয়সে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া যেরূপ মহত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, উহা সাধারণ রমণীতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রাণী রাসমণি বহুধূর্ত্তের কবল হইতে যে শুধু স্বামি-পরিত্যক্ত বিষয় রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, বহু পরিমাণে ঐ সম্পত্তি উন্নতি সাধন ও উহার আয়ের সদ্ব্যবহার ও করিয়াছিলেন। তিনি বারো মাস সমস্ত পূজা পার্ব্বণে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। কলিকাতার রাণী রাসমণির রজত-নির্ম্মিত-রথ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র অতি প্রসিদ্ধ। এই রথ তিনি তাঁহার বড় জামাতা বাবু রামচন্দ্র দাসের উদ্যোগে প্রচুর রৌপ্যরাশির দ্বারা নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। শারদীয় পূজায় রাণী রাসমণির বাটীতে অত্যন্ত ঘটা হইত। ঐ সময় তাঁহার বাটীর নিকটে রাজপথে অতিশয় বাদ্য-*ধ্বনি হইত। উহা সাহেবদিগের কর্ণে অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা পুলিসের সাহায্যে উহা বন্ধ* করিয়া দেন। ঐ ঘটনায় রাণী রাসমণি অতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ প্রচার করেন—'আমার অধিকৃত পথে যেন কোন ইংরাজ পদার্পণ করিতে না পারে, বস্তুতঃ ঐ রাজপথ রাণীর নিজের ভূমির উপর দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে সাহেবদের অবাধ গমনে বাধা পড়িতে লাগিল, সুতরাং মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। শেষে পুলিস পক্ষ ক্রটী স্বীকার করিয়া আদেশ প্রত্যা-হার করিলেন। এক সময়ে গবর্মেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের উপর কর ধার্য্য করেন। ইহাতে জেলেরা রাণী রাসমণির নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে। রাণী রাসমণি কর-রহিত করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত হয় না। অবশেষে স্বয়ং দশ হাজার টাকা দিয়া নদীর ইজারা গ্রহণ করেন। তাহার পর, তিনি জলকর প্রথা রহিত করিবার জন্য পুনরায় গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গবর্মেণ্ট তাহাতেও কর্ণপাত করেন না। অবশেষে রাণী রাসমণি এক কৌশল আবিষ্কার করেন। বয়ায় বয়ায় লোহার শিকল বাঁধিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ হয়। বণিক্‌গণ গবর্মেণ্টকে উহা জানাইলে গবর্মেণ্ট রাণী রাস-মণির নিকট ঐরূপ নদীমুখ বন্ধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। রাণী উত্তর দেন—"আমি মাছের জন্য দশহাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ আটকাইবার জন্য আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে

স্তম্ভিত হইল। শেষে গভর্মেণ্ট বাধ্য হইয়া জলকর তুলিয়া দিলেন। রাণী রাসমণির বিষয় বুদ্ধি ও অল্প ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সকলেই ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানির কাগজের দর খুব কমিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাণী রাসমণি উহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন। তিনি অল্প মূল্যে বিস্তর কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিলেন। শেষে সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে কোম্পানির কাগজের দর বাড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি প্রচুর লাভ পাইয়াছিলেন। সিপাহী মিউটনির সময়ে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহার ঠাকুর বাড়ী হইতে ঠাকুরের শীতলি লইয়া ব্রাহ্মণবাড়ী দিতে যাইতে ছিল। উহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল মূল, মিষ্টান্ন, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য ছিল। রাস্তায় গোরারা উহা কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিলে চাকর দৌড়াইয়া রাণীর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। গোরারাও বহুসংখ্যক সমবেত হইয়া চাকরের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। চাকর অদৃশ্য হয়, গোরারা অপর একজন চাকরকে কাটিয়া ফেলে, অসংখ্য ঝাড়, লণ্ঠন, চূর্ণ বিচূর্ণ করে, অনেক দ্রব্য নষ্ট করে। এই ঘটনায় রাণী রাসমণি পলায়ন করেন নাই, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সমস্ত দিনরাত্রি শয়ন গৃহদ্বারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই। একবার রাণী রাসমণি বারাণসীতীর্থে গমনের সঙ্কল্প করেন। তখন ভারতে রেলপথ হয় নাই। সুতরাং ইঁহার গমনের জন্য প্রায় ত্রিশ খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। বিস্তর অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া রাণী কাশী গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন 'বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে কালকবলে পতিত হইতেছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, নয়ন বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি তীর্থ দর্শনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। রাণী কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"আমার তীর্থ গমনে যে অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা, অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ প্রদান কর, উহাতেই আমার তীর্থ গমনের ফল হইবে।" ইহাতে সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক রক্ষা পাইয়াছিল। এইরূপ তেজস্বিতা, মহত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও করুণার শত শত দৃষ্টান্ত রাণী রাসমণির জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়। ইঁহার যেমন ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, তেমনি দেব দ্বিজে অসীম ভক্তি ছিল। রাণী রাসমণি, মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরীর এগার মাইল উত্তরে গঙ্গা তীরে দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে তিনি নিস্তারিণী কালীমূর্ত্তি, রাধাকান্তজীউ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি, এবং যোগেশ্বর প্রভৃতি নামক দ্বাদশ শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ স্থানের দেব-সেবা ও অতিথি-সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত তাঁহার অন্যতম জমিদারী শালবাড়ী পরগণা দেবোদ্দেশ্যে দান করিয়া যান। এখন দক্ষিণেশ্বর একটী তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। রাণী রাসমণির পুত্র হয় নাই, চারিটী কন্যা জন্মে। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি এক্ষণে বিদ্যমান। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া পদ্মমণিদাসীর মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বলরাম দাস মহাশয় এখন এই বিস্তৃত বংশের প্রবীণ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইনি নিরামিষাশী পরম ভগবদ্ভক্ত। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে জীব বলি উঠিয়া গিয়াছে। এই মহৎ কার্য্য দ্বারা ইনি দেশের আপামর সাধারণের সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইঁহার চারি পুত্র ৺শিবকৃষ্ণ দাস, ৺শ্যামলালদাস শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাস ও শ্রীমান্ অজিতনাথ দাস। অজিতনাথ এই বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন। ইনি কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নির্ম্মলচরিত্র ও বিনয়নম্র ব্যবহারে ইনি সকলেরই প্রীতি-ভাজন। ইঁহার জ্ঞানানুরাগ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, বৈষয়িক কার্য্যে দক্ষতা ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, ও অসীম দেবভক্তি অতীব প্রশংসনীয়।

রাসবিহারী ঘোষ। ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রামে কায়স্থ কুলে জন্ম

গ্রহণ করেন। পিতার নাম জগদ্বন্ধু ঘোষ। ইনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম্‌-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ও ১৮৮৪ খ্রীঃ ইনি ডি, এল্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্মেণ্ট ইহাকে সি, আই,ই. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি বড়লাটের সভার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ঘোষ মহাশয় মান্দ্রাজের জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রথমে ইনি ২৫০০০৲ টাকা দান করেন। উহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান প্রাপ্তা এদেশীয়া কোন মহিলাকে ইঁহার মাতার নামযুক্ত "পদ্মাবতী মেডেল" নামক একটী স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১৫০০০০০৲ (পনর লক্ষ টাকা) দান করিয়া-ছেন। উহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। গত বৎসর গবর্মেণ্ট ইহাকে নাইট্‌ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। কি প্রতিভা, কি গভীর আইন জ্ঞান, কি বদান্যতা, সর্ব্ববিষয়ে ঘোষ মহাশয় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

রিপন্ (লর্ড মার্ক্‌ইস্‌ অভ্‌) ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সহ "আর্ল অভ্‌ রিপন্" উপাধি ও পিতৃব্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সহ "আর্ল ডি গ্রে" উপাধির অধিকারী হন। ১৮৫২ খ্রীঃঅব্দে ইনি লিবারেল্‌ দলভুক্ত হইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ক্রমশঃ উচ্চতর পদলাভ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ষ্টেট্‌ সেক্রেটারির পদ লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "মার্কুইস্‌ অভ্‌ রিপন্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইনি ভারতবর্ষের গবর্ণর্‌ জেনেরাল্‌ ও ভাইসরয়ের পদ লাভ করিয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহার ন্যায় ভারতহিতৈষী এবং লোকপ্রিয় গবর্ণর-জেনারাল্‌ আর কখনও এদেশে আগমন করেন নাই। ইনি এদেশের বহু হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১। আফ্‌গান সমর জয়ও আফ্‌গান আমীরকে সিংহাসন দান। ২। লর্ড লিটন্ কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান। ৩। স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন। ৪। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। ৪। আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী উদ্মোচন। ৬। ইলবার্ট বিলের সৃষ্টি। মহাত্মা লর্ড রিপন্ যদি বাধা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ইলবার্ট বিল্‌ পাস করিয়া যাইতে পারিতেন এবং এদেশের আরও অনেক হিতসাধন করিতে পারিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড রিপন্ ভারতের শাসনভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

ল।

লক্ষ্মীবাঈ। ইনি মধ্যভারতের ঝাঁসীরাজ্যের শেষ নরপতি মহারাষ্ট্রের করহাট-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত রাজা গঙ্গাধর রাওএর মহিষী। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাধর রাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যস্থ রেসিডেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া যান যে, এই বালককে যেন রাজসিংহাসন প্রদান করা হয় এবং ইহার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কালে মহিষী লক্ষ্মীবাই যেন ইহার অভিভাবিকা-রূপে রাজ্য শাসন করেন। বিধবা লক্ষ্মীবাঈ স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহমরণে বিরত হন এবং দত্তক পুত্রের অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। লর্ড ডালহৌসি গঙ্গাধরের দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে লক্ষ্মীবাই গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। বীরবালা স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যোদ্ধ্‌বেশে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ইংরাজ-সৈন্যকে পরাভূত করেন। ইনি যেরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন [illegible] পরে

বিদ্রোহী সিপাহীগণও বাণপুরের রাজা, রাণী লক্ষ্মীবাইর সহিত যোগ দেন। অবশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের যুদ্ধে বিপক্ষের গুলির আঘাতে এই বীররমণী সমর-শয্যায় শয়ন করেন।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলী গ্রামে। পিতার নাম শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়ীয়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। ললিতকুমার ১২৭৫ সালের ১৯শে কার্ত্তিক শান্তিপুরে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট্ স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন, এবং এফ্-এ, পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডফ্-স্কলার্সিপ্ ও প্যাথেটিক প্রাইস্ প্রাপ্ত হন। কলিকাতা মেট্রপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে বি-এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্ প্রাপ্ত হন। তাহার পর, সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত এম্-এ, ও ইংরাজী এম্-এ, এক সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু দুই বিষয়ে যুগপৎ পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম না থাকায় শুধু ইংরাজী ভাষায় এম্-এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হন। কলেজ্ ত্যাগের পর অবধি ইনি বরাবর কলেজের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। (১) বরিশাল (২) ভাগলপুর (৩) বহরমপুর (৪) কুচবিহার (৫) রীপণ (৬) মেট্রপলিটান্ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া এক্ষণে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি নানাবিধ সাময়িক পত্রে ইংরাজী ভাষায় ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ইঁহার শিশুপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে (১) ছড়া ও গান (২) আহ্লাদে আটখানা, প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন (৩) ফোয়োরা (৪) অনুপ্রাস (৫) ব্যাকরণ-বিভীষিকা (৬) বানান-সমস্যা (৭) সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা, লিখিয়াছেন। ললিত বাবু যেমন সাহিত্যনিষ্ঠ, সাহিত্য-রসাস্বাদী, তেমনি উন্মুক্ত-হৃদয়। ইঁহার লেখা সরল এবং চিত্তাকর্ষক।

লালমোহন ঘোষ। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে সাহা-জাতীয় বণিক্‌কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। লালমোহন বাবু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ্ হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম্, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, আইনের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টে ইঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট ছিল। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ঠাকুর-ল লেকচারার্ নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি— শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে ইনি অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

লালবিহারী দে (রেভারেণ্ড) ইনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে গন্ধবণিক্-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জেনেরেল্ এসেমব্লী-কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়সে পাদরী ডফের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কয়েক বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। হুগলী কলেজে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ইঁহার জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। দে মহাশয় সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন। ইঁহার প্রণীত "গোবিন্দ সামন্ত", ও "ফোক্‌টেল্ অব্ বেঙ্গল" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রসিদ্ধ।

লিটন্ (এড্‌ওয়ার্ড রবার্ট লর্ড) ইনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতার লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর্-জেনেরাল্ হইয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসন কালের নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি উল্লেখযোগ্য। ১। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী"

উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার। ২। আফগানিস্থানের যুদ্ধ ইত্যাদি। ৩। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাহরণ। ৪। অস্ত্র-আইন-প্রতিষ্ঠা। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজসভাস্থ ইংরাজ-দূত হইয়া প্যারী নগরীতে গমন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর সেখানেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

ল্যান্সডাউন্ মার্কুইস্ অভ্ (লর্ড)। ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারি তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ ইনি ইটন্ স্কুলে ও পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালিয়ল্-কলেজে শিক্ষিত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মার্কুইস্ উপাধি সহ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। লিবারেলদলের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন এবং উত্তরোত্তর পদোন্নতি হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সমরবিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারি, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সহ মতভেদ হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কানাডার গভর্ণররূপে কার্য্য করেন এবং তৎপরে ভারতবর্ষের গভর্ণর্ জেনেরাল্ হইয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালের মধ্যে মণিপুরের যুদ্ধ ও মণিপুর রাজবংশের (দূর সম্পর্কীয়) জ্ঞাতি চন্দ্রচূড় নামক এক শিশুর মণিপুর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাই প্রধান উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ইনি পূর্ণ পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এখন ইনি লিবরেল্ দলের প্রাধান্য কালে পুনরায় লর্ড-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

ব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-কুলে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া প্রথমে হুগলী কলেজে ও তাহার পর, কলিকাতা হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং হিন্দুকলেজ্ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হইলে ইনি প্রথম বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, বি-এল্, পরীক্ষায়ও কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্ট ইঁহাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত করেন। অতিশয় বুদ্ধিমত্তাও দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেন্‌সন্ সহ অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন একুশ বৎসর তখন ইঁহার কিশোরবয়স্কা পত্নী পরলোক গমন করিলে ইনি দ্বিতীয়বার, দারপরিগ্রহ করেন। এখন ইঁহার দ্বিতীয়া পত্নী, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও দুইটী দৌহিত্র বিদ্যমান। ইনি অসাধারণ প্রতিশালী লেখক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতানুগত রীতির বাঙ্গালা ভাষা দেশে প্রচলিত হইলে ইনি, উক্ত সংস্কৃতানুগত রীতিরই অপেক্ষাকৃত সহজ দিক্ অবলম্বন করেন। ইঁহার ভাষায় একটা নূতনত্ব, ও চিত্তাকর্ষক ভাব লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-শক্তিও অসীম ছিল। ইঁহার উপন্যাস পাঠ করিয়াই দেশের আপামর সাধারণ উপন্যাস-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহার লেখায় স্থানে স্থানে স্বদেশ-প্রেমের জলন্ত উদাহরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বঙ্কিম বাবুর নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা;—১। দুর্গেশনন্দিনী। ২। কপালকুণ্ডলা। ৩। বিষবৃক্ষ। ৪। মৃণালিনী। ৫। চন্দ্রশেখর। ৬। কৃষ্ণকান্তের উইল্। ৭। দেবীচৌধুরাণী। ৮। আনন্দমঠ। ৯। সীতারাম। ১০। রজনী। ১১। যুগলাঙ্গুরীয়। ১২। রাধারাণী। ১৩। রাজসিংহ। ১৪। ইন্দিরা। ১৫। কমলাকান্তের দপ্তর। ১৬। লোকরহস্য। ১৭। বিবিধ প্রবন্ধ। ১৮। কৃষ্ণচরিত্র। ১৯। ধর্ম্মতত্ত্ব। ইনি কিছুকাল বঙ্গদর্শন নামক একটী মাসিকপত্র প্রচার করেন। ইঁহার চরম কালের আদেশ অনুসারে অদূর ভবিষ্যতে ইঁহার একখানি সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত

প্রকাশিত হইবে। তাহাতেই নাকি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবনের সমুদায় ঘটনাবলী বিবৃত হইবে।

বরাহমিহিরাচার্য্য। ইনি খ্রীষ্টীয় ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে উজ্জয়িনী নগরীতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আদিত্যদাস দৈবজ্ঞ। আদিত্যদাস প্রথমে মগধ প্রদেশের অন্তর্গত পুষ্পপুরের (পাটনার) অধিবাসী ছিলেন, পরে উজ্জয়িনী নগরীতে গিয়া বাস করেন। বরাহমিহির প্রথমে পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, কাপিত্থক নামক স্থানে গিয়া সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন এবং সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলে ইনি সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী হন। ইনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার আলোচনা আজকাল পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জনপদে হইতেছে। ৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বরাহমিহিরের তিরোভাব হয়। (১৩১৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীপত্রে মল্লিখিত 'বরাহমিহির' শীর্ষক প্রবন্ধে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করুন।)

বাপুদেব শাস্ত্রী। ইনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্গত পুণা নগরীতে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সীতারাম। ইনি বাল্যকালে পুণানগরীতে কিছু দিন শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সহিত নাগপুরে আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি পাণিনীয় ব্যাকরণ, লীলাবতী বীজগণিত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একদা সেহোরের পলিটিক্যাল্-এজেন্ট এল্, উইল্‌কিন্সন্ সাহেব নাগপুরে আগমন করেন এবং বাপুদেবের গণিতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা দর্শনে আনন্দিত হইয়া তথা হইতে ইঁহাকে সেহোরে লইয়া যান। শাস্ত্রী মহাশয় দুই বৎসর কাল প্রাতঃকালে তত্রত্য সংস্কৃত কলেজে সিদ্ধান্তশিরোমণি, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন এবং বিকালে হিন্দী বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ও বীজ-গণিতের অধ্যাপনা করিতেন। ঐ সাহেবের যত্নেই ইনি ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে বেণারস কুইন্স কলেজের সংস্কৃত-বিভাগে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দী ভাষায় পাটীগণিত, বীজগণিত, ও ত্রিকোণমিতি গ্রন্থ রচনার পুরস্কার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নিকট হইতে দুইবার কয়েক সহস্র মুদ্রা ও খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি লণ্ডন-রয়াল্-এসিয়াটিক্-সোসাইটি এবং কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির বিশিষ্ট সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ইঁহাকে সদস্যপদে বরণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে শাস্ত্রী মহাশয় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তৎপরে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির সৃষ্টি হইলে ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ পণ্ডিত বাপুদেবের ন্যায় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ এ পর্য্যন্ত ইদানীন্তন কালে আর কেহ প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ও ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে বেণারস কলেজের সংস্কৃত-বিভাগে পাঠকালে এই প্রবন্ধ লেখকের পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ইনি সংবৎ ১৯১৮ অব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বরে) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে বারেন্দ্রশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺হরচন্দ্র মজুমদার। ইঁহাদের বংশোপাধি মৈত্র, কিন্তু যখন ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামকান্ত মজুমদার মহাশয় নাটোর অঞ্চল হইতে আসিয়া খালকুলায় বাস করেন, তখন মুসলমান আমলের নিয়ম অনুসারে গ্রাম-চালকের কার্য্যের জন্য 'মজুমদার' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন ইঁহাদের বংশে সেই উপাধিই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চন্দ্র বাল্যকালে ইঁহাদের নিজ বাটীস্থ মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স ও ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঠাবস্থায়ই পিতার

প্রযত্নে পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়-ফরিদপুর গ্রামনিবাসী মহেশচন্দ্র রায়ের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অধ্যয়ন উপলক্ষে সর্ব্বদা বিদেশে বাস করার দরুণ প্রথমা পত্নীর সহিত বিজয়চন্দ্রের দেখা সাক্ষাৎ অতি অল্পই ঘটিত। যাহা হউক, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বদা গৃহ-কর্ম্মনিরতা ইহার সেই নিরীহস্বভাবা পত্নীটি জ্বররোগে গতাসু হন। তখন বিজয়চন্দ্র গৃহে ছিলেন না। বি, এ, পাসের পর বিপত্নীক বিজয়চন্দ্র দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। বাঙ্গালা-দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই সময় প্রজাপতি ইঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুরীধামে লইয়া উপস্থিত করেন। স্বচ্ছসলিলা বৈতরণীর সহিত জলধির সম্মিলন দেখিয়াই বোধ হয় উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক বিজয়চন্দ্রের হৃদয়ে পরিণিনীষা জাগরিত হইয়া উঠে। তাহার পর, উড়িষ্যা-বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর প্রসিদ্ধ মধুসূদন রাও মহোদয়ের কন্যার সহিত ইঁহার ব্রাহ্ম-সমাজের বিধান অনুসারে পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৮৮৫ খ্রী: অব্দে ইনি বামড়ার রাজকুমারের গৃহশিক্ষক ও বামড়ার রাজা সার্ সুচলদেবের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তাহার পর, ১৮৮৬ খ্রী: অব্দের শেষ ভাগে শোণপুরের রাজকুমারের (বর্ত্তমান মহারাজের) শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় ইঁহাকে শোণপুরের রাজসরকারের রাজকার্য্য ও কিছু কিছু করিতে হইত। ১৮৮৭ খ্রী: অব্দে বিজয়চন্দ্র সরকারি শিক্ষাবিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পুরী জেলা স্কুল ও কটক-কলিজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯২—১৮৯৫ পর্য্যন্ত সম্বলপুর জেলা স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করেন। ১৮৯৫ খ্রী: অব্দে বি, এল্ পাস করিয়া সম্বলপুরে ওকালতী করেন। কয়েক বৎসর পরে হাইকোর্টের উকীল হন। ইনি প্রাচীন ধর্ম্ম, কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধ ভারতবর্ষের ও ইউরোপের নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের ফলে ইনি ইংরাজী ভাষায় শোণপুরের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার রচিত ও সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি উল্লেখযোগ্য। ১। কথানিবন্ধ। ২। পঙ্ককমালা। ৩। ফুলশর। ৪। যজ্ঞভস্ম। ৫। কালিদাস। এতদ্ভিন্ন ইনি। ৬। থেরীগাথা ও ৭। উদানম্ এই দুই খানি পালি গ্রন্থের ও। ৮। সংস্কৃত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালা ১৯১৪ খ্রী: অব্দে ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন বি, এ পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

বিজয়চাঁদ মহাতাব (মহারাজাধিরাজ সার্)। ইনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান রাজবাটীর দক্ষিণখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে মহারাজের জননী স্বর্গারূঢ় হন। ইঁহার পিতা রাজা বন-বিহারীকপূর্ বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্নে মহা-রাজকে মাতৃবিয়োগ-জনিত ক্লেশ তেমন সহিতে হয় নাই। মহারাজাধিরাজ আপতাপচাঁদের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে মহারাণী অধিরাণী বনদেয়ী দেবী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে মহারাজ বিজয়চাঁদকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন এবং রাজা বনবিহারীকপূর্ ইঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। মহারাজ বিজয়চাঁদ প্রথমে ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রীর হস্তে পরে গৃহশিক্ষক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দত্তের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্মেণ্ট মহারাজ বিজয়চাঁদকে ছয় শত বন্দুকধারী সৈন্য ও উনপঞ্চাশটী কামান রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজ বিজয়চাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ পাঞ্জাব-প্রদেশস্থ ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত। সুতরাং এখনও ঐ প্রদেশেই এই বংশের বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৮৯৮ সালে লাহোর-নিবাসী রাওামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত মহারাজ বিজয়-চাঁদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গভর্মেণ্ট মহারাজকে ইচ্ছামত লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীনগরীতে অভিষেক-দরবার উপলক্ষে গভর্মেণ্ট মহারাজ বিজয়চাঁদকে বংশানুক্রমিক মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুর বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সভাপদে মনোনীত হন। ঐ বৎসরের ৭ই নভেম্বর তারিখে ইনি বঙ্গের ছোটলাট সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজারকে আততায়ীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় প্রদান করেন। এই সাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মহারাজ, কে, সি, আই, ই, এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়চাঁদ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাও জমিদারগণ কর্ত্তৃক বড়লাটের সভার অন্যতম সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। মহারাজ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ইনি পরম আস্তিক ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইঁহার বিদ্যানুরাগ ও যথেষ্ট। মহারাজ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী এবং শিক্ষার বিস্তার বিষয়েও সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থদান করেন। মহারাজ বর্ত্তমান ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের বিগত এপ্রেল মাসে স্বীয় রাজধানীতে যে মহাসমারোহে সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগ করেন। উহাতে বঙ্গের অধিকাংশ কৃতবিদ্য সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হন। এই ব্যাপারে মহারাজের আদর আপ্যায়নে ও মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর। অনুমান ১৩২২ শকাব্দে বিদ্যাপতি ঠাকুর ত্রিহুতের তদানীন্তন রাজধানী গজরথপুরে (এই স্থানটী দরভঙ্গা নগরীর সন্নিহিত বাঘতী নদীর তীরে অবস্থিত) রাজা শিবসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার জন্মভূমি দরভঙ্গা নগরীর পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে জরাইল পরগণার অন্তর্গত বিসপী গ্রামে। বিদ্যাপতি এক জন অসাধারণ কবি। তিনি রাজা শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব্বে সভাপণ্ডিত হন, তাহার পর, রাজা শিবসিংহ, তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা পদ্মসিংহ এবং পদ্মসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার মহিষী বধূরাণী বিশ্বাসদেবীর সময় পর্য্যন্ত সভাপণ্ডিত থাকিয়া পরে বনৌলার রাজপণ্ডিত হন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে (১) পুরুষ পরীক্ষা, (২) শৈবসর্ব্বস্বসার (৩) লিখনাবলী প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় অথবা তদানীন্তন মৈথিলী ভাষায় তিনি যে সকল পদাবলী লিখিয়াছিলেন। এই পদাবলীর সংখ্যা কত তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। এ পর্য্যন্ত যে সকল পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহার রচিত। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, মহারাজ শিবসিংহের মহিষী বিখ্যাত সুন্দরী রাণী লছিমার সহিত কবি বিদ্যাপতির প্রণয় ছিল। তজ্জন্য সুরসিকা রাণী লছিমা বিদ্যাপতির কবিতার বড় পক্ষপাতিনী ছিলেন। শিবসিংহ জানিতে পারিয়া বিদ্যাপতিকে কারারুদ্ধ করেন। ইহাতে রাণী লছিমার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল, তিনি প্রত্যহ প্রণয়ী কবির জন্য পরিচারিকাদের দ্বারা উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, ফল, মূল ও খাদ্য প্রেরণ করিতেন এবং প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিয়া কবিকে দেখা দিতেন। ইহাতে কবির পক্ষে কারাগৃহও প্রমোদ গৃহে পরিণত হইয়াছিল। লছিমাকে দেখিলেই কবির হৃদয়ে কবিতার উৎস উছলিয়া উঠিত। তিনি অনর্গল সরস কবিতা সকল রচনা করিয়া যাইতেন।

বিমলা দাসগুপ্তা। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৭৯০ শকাব্দের ১২ই চৈত্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় ঢাকা জেলার অন্যতম জমিদার। তিনি একজন ঈশ্বরপরায়ণ আদর্শ ব্রাহ্ম ছিলেন। গুপ্ত মহাশয় ঢাকা নগরীতেই বাস করিতেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে পরম যত্নে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিমলা বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবিনী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না। সুতরাং ইনি একাদশবর্ষ বয়সে ঢাকা ফিমেল-স্কুল হইতে মধ

ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণা হন এবং মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর, সপ্তদশ বর্ষ বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতা ডবটন্‌-কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ কলেজে রীতিমত দুই বৎসর কাল এফ্‌ এ. পরীক্ষার পাঠ্য অধ্যয়ন করিলে কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যরঞ্জন দাসের সহিত ইঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি স্বামীর সহিত ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং ইংলণ্ড ও ফ্রেঞ্চ দেশের নানা স্থান সন্দর্শন করিয়া সাংসারিক জীবনের বহুবিধ জ্ঞান লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিমলার স্বামি-বিয়োগ হয়। স্বামি-বিয়োগের পর, ইনি আরও দুই বার ইউরোপে গমন করেন। শেষবারে ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত নরওয়ে ও সুইডেন দেশ সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী বিমলা চিরকালই জ্ঞানার্থিনী ও পাঠানুরাগিণী, বিশেষতঃ এই স্বামি-বিয়োগের দারুণ ব্যথা জ্ঞান চর্চ্চার সাহায্যে উপশমিত করিবার নিমিত্ত উচ্চ জ্ঞানানুশীলনে জীবন ন্যস্ত করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত-বিদ্যার-চর্চ্চায় নিরত আছেন। চতুষ্পাঠীতে যেরূপ অধ্যাপনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। সেই পদ্ধতি অনুসরণ পূর্ব্বক প্রথমে দুরূহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোষ অভিধান, অধ্যয়ন করিয়া পরে কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দঃশাস্ত্র পাঠ করেন। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণের অধিকাংশ গ্রন্থও অলঙ্কার-শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছেন। অচিরেই বেদের উপনিষদ্‌ ভাগও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প আছে। এই বিদুষী মহিলার ব্রহ্মনিষ্ঠা, পরোপচিকীর্ষা, দানশক্তি এবং গর্ব্বশূন্যতা অতি অপূর্ব্ব। পাঠকালে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি, জীবে করুণা এবং পরার্থ আত্ম-বিসর্জ্জনের কোন কথা উপস্থিত হইলে ইঁহার হৃদয় ভক্তি-গদগদ ও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়। ইনি মহৎ কার্য্যে প্রায়ই অর্থ দান করেন এবং ইঁহার অকিসু হইতে যাহা আয় হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ বালিকাদের শিক্ষায় ন্যস্ত করিয়াছেন। স্বয়ং নিরাড়ম্বরে জীবন যাপন করেন। ইনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাসিনী হইলেও ব্রাহ্মণ-বিধবার ন্যায় নিরামিষাশিনী। ইঁহার অহঙ্কারশূন্যতা ও বিনয়ের একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় কাব্য-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় বিখ্যাত ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি অতি প্রাচীন, ইঁহার অপেক্ষা প্রাচীন কেহ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নাই। শ্রীমতী বিমলা দাস গুপ্তা একটী পণ্ডিতের হস্তে উক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট তাঁহার নিজের অনূদিত এক খণ্ড "উত্তররামচরিত" উপহার প্রেরণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিতান্ত সেকেলে খাজা পণ্ডিত পুস্তকখানি পাইয়াই বলিলেন "দাসগুপ্তা আকারান্ত কেন, গ্রন্থকার কি মেয়ে মানুষ?" উত্তর হইল, "হাঁ"। তাহার পর, তিনি বলিলেন "মেয়ে মানুষে উত্তরচরিতের অনুবাদ করে, এত বড় তাজ্জব ব্যাপার!" বলা বাহুল্য বিদ্যারত্ন মহাশয় অভিনব সভ্যতার কোন সংবাদ রাখেন না। তাঁহার সংস্কার আছে, গৃহ-কর্ম্মের নিমিত্তই বিধাতা নারীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। তাহার পর, তিনি পুস্তকখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া কিছু দিন পরে শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তার জন্য সংস্কৃত-কবিতায় একখানি "প্রতিষ্ঠাপত্র" লিখিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতের হস্তে প্রদান করেন। উক্ত পণ্ডিত উহা পাঠ করিয়া দেখেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রন্থকর্ত্রীকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর, তিনি বলেন "মহাশয় গ্রন্থকর্ত্রী বড় বিনীত-স্বভাবা, তিনি উপাধি-আড়ম্বর পছন্দ করেন না। অতএব প্রতিষ্ঠাপত্রখানির উপাধির অংশটা বাদ দিয়া শুধু গ্রন্থ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য টুকু লিখিয়া দিউন।" বিদ্যারত্ন মহাশয় অতি বৃদ্ধ ভীমরথী হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'তবে বুঝি গ্রন্থকর্ত্রী আমার প্রদত্ত উপাধিতে শ্রদ্ধাবতী নহেন।' তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমি [illegible] তাঁহাকে

এই উপাধি দিয়াছি। কত লোক আমার সার্টি ফিকেট পাইবার জন্য লালায়িত। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না, ইচ্ছা হয় লউন, না হয় ফেলিয়া দিউন।" পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত উভয় সঙ্কটে পড়িয়া দার্জিলিঙে শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তাকে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহার উত্তরে গ্রন্থকর্ত্রী দাসগুপ্তা অতি নম্রভাবে লিখিলেন;—"***তিনি পরম জ্ঞানী প্রাচীন অধ্যাপক, আমার পিতৃবৎ পূজনীয়। পিতা কন্যাকে আদর করিয়া যে কোন নামে ডাকিতে পারেন। অতএব আমি তাঁহার নিকটেই "সরস্বতী" রহিলাম। অন্য কেহ যেন এ কথা না জানিতে পারে"। ঐ সময় হইতে প্রতিষ্ঠাপত্রখানি শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তার সমীপে অজ্ঞাতভাবেই রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা দেশের অনেক খ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ইহার "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "উত্তররামচরিত" পাঠ করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইনি রীতিশুদ্ধ সংস্কৃত গদ্য লিখিতে পারেন। একটী ফ্রেঞ্চদেশীয় উপন্যাসের ভাব গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইহার বাঙ্গালা লেখাও সংস্কৃতানুগত রীতির অনুমোদিত। ইনি বাঙ্গালাভাষায় নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। (১) মালবিকাগ্নিমিত্র। (বঙ্গভাষায় অনূদিত। (২) উত্তররামচরিত। (বঙ্গভাষায় অনূদিত) (৩) নরওয়ে ভ্রমণ। ইহার মধ্যে বঙ্গভাষায় অনূদিত উত্তররামচরিত। ১৯১৪, ১৫,১৬,১৭ খ্রীষ্টাব্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মেট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার্থিনী বালিকাদের বাঙ্গালা প্যাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তৃতীয় "নরওয়ে ভ্রমণ" যন্ত্রস্থ।

বিবেকানন্দ (স্বামী)। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া পল্লীতে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। ইহার মাতা পিতার প্রদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের ধর্মভাব অতি প্রবল ছিল, সময়ে সময়ে নির্জন স্থানে ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্য পাঠদ্দশাতেই ইনি ব্রাহ্মসমাজের লোকের সহিত মিশিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেন এবং সংস্কৃতভাষা ও সংগীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর, যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কিছু কাল এটর্ণির আর্টিকেল্ ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দক্ষিণেশ্বরবাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ মহাত্মা নরেন্দ্রনাথকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের পবিত্র সঙ্গগুণে ইহার বৈরাগ্য দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অর্থকরী বিদ্যায় আর কিছু মাত্র আস্থা রহিল না। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে নরেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামকৃষ্ণ-পরমহংসের নিকট সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পীড়িতাবস্থায় কাশীপুরে অবস্থান কালে একাগ্রচিত্তে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন। ঐ সময় ইহার ন্যায় আরও কয়েক জন শিক্ষিত যুবক সংসার ত্যাগ করিয়া মহাত্মা রামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেহমুক্ত হইবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া যান। তাহার পর, নরেন্দ্রনাথ হিমালয় প্রদেশের মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতার সন্নিহিত বরাহনগরে মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে গুরুদেব রামকৃষ্ণের দেহভস্ম ও অস্থি রক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি বারাণসীধামে, মান্দ্রাজে, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় নবীন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত গমন করেন। আমেরিকার নানা সহরে ইনি বক্তৃতা করেন এবং তত্রত্য অনেক নরনারী ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর, ভট্ট ম্যাকসমূলার ও ডয়শন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সহিত পরিচিত হন। ইনি ধর্ম্মপ্রচারের সময়ে বিবেকানন্দস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বেলুড় মঠে অবস্থান করেন। তাহার পর, তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি ঐ স্থানেই সমাধিস্থ অবস্থায় দেহরক্ষা করেন।

বিশুদ্ধানন্দ (স্বামী)। ইনি এক কণোজীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণভারতের হায়দরাবাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম বংশীধর। বংশীধর পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজাম-রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং কার্য্যদক্ষতায় ইনি নিজামের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বংশীধর অশ্ব-চালনায় সুনিপুণ ছিলেন। একদা অশ্ববিষয়ক একটী বিবাদে ইনি পরাস্ত হন এবং তাহাতে ইঁহার হৃদয়ে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তাহার পর, বংশীধর গৃহ ও সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করেন। বহু তীর্থস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক হরিদ্বার ও কাশীতে পাণিনীয় ব্যাকরণ, উপনিষদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম হয় "বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।" স্বামীজীর গৃহী ও গৃহত্যাগী বহু শিষ্য ছিল। তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ভারতের নানাদেশীয় বিদ্যার্থীকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপন করেন। ইনি অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত গৌড়-স্বামীর আসন পরিগ্রহ করিয়া আমরণ ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসে ইনি দেহমুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব। নবদ্বীপ নিবাসী সরযূপারী গ্রহবিপ্রকুল সম্ভূত শতানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অন্যূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুরোধে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন ভূষণা নগরীর সন্নিহিত ধর্ম্মহাটী গ্রামে গিয়া কিছু কাল বাস করেন। তাহার পর, ঐ স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া উহার পাঁচ ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর কোণে চান্দনা নদীর তীরে খালকুলা নামক একটী পল্লীতে আসিয়া বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করেন। খালকুলা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরমরমণীয়। কলনাদিনী চন্দনা এই শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র ও গুবাক-নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ তরুশ্রেণী-শোভিত পল্লীটীকে কঙ্কণের ন্যায় বেষ্টন করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইল। তাঁহার পুত্রগণ সকলই কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইলেন। তিনি পাঁচ পুত্রও কন্যাগণ রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উমাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। উমাকান্তের চারি পুত্র। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পীতাম্বরবিদ্যাবাগীশ মহাশয় তৃতীয়। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে কৃতিত্ব ও শান্তি স্বস্ত্যয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিত। উক্ত পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারিপুত্র। ইঁহারা সকলেই এখন পুনরায় পূর্ব্বপুরুষগণের চির-অধিষ্ঠিত বাগ্‌দেবীর পীঠস্থান নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের মধ্যে স্বর্গীয় পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয় জ্যেষ্ঠ। ইনি ১৭৭৯ শকাব্দের (১২৬৪ শালের) ২৫শে কার্ত্তিক দিবা ১৩ দণ্ড ২৪ পলের সময় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি গ্রাম্য মধ্য-বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে অধ্যয়ন কালে শ্রেণীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ভ্রমণে বাহির হইয়া তাঁহাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহার জন্য দুই টাকা পুরস্কার হেড্‌মাষ্টারের হস্তে দিয়া যান। শেষে জ্যোতিষার্ণব মহাশয় সর্ব্ববিষয়ে প্রথম হইয়াও পুরস্কার প্রাপ্ত হন না। শিক্ষকগণের কৌশলে অন্য একটী সম্পন্ন লোকের পুত্র ঐ পুরস্কার লাভ করেন। সেই দিনই জ্যোতিষার্ণব মহাশয় স্কুল্‌ পরিত্যাগ করেন। হেড্‌মাষ্টার ও হেড্‌ পণ্ডিতের বহু সাধ্য সাধনায় ও পুনরায় স্কুলে যান না। তাহার পর, প্রথমে ইনি পিতার নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। পিতা পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতির জন্য তিনি বহু রাজা জমিদারের বাটীতে নিত্য আহূত হইতেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিতেন। সুতরাং জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের [illegible] নিকটে

নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন ঘটিয়া উঠিত না। তাহার পর, তিনি সন্নিহিত মেগচামী গ্রাম-নিবাসী ৺দুর্গাচরণ ন্যায়রত্ন ও বাগাটগ্রাম নিবাসী ৺রামচন্দ্র তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, পিতার নিকটে এবং অন্যান্য প্রদেশের অধ্যাপকগণের সমীপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তাঁহার অঙ্ক কষিবার শক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, তেমনি স্মৃতি শক্তি প্রখর ছিল। তিনি অনেক কঠিন অঙ্ক মুখে মুখে কসিতেন, অনেক সভা সমিতিতে জ্যোতিষ-শাস্ত্র-সংক্রান্ত তর্ক উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে নানাগ্রন্থের অসংখ্য বচন মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। একবার একটী রাজবাটীতে বিবাহের যৌটক-বিচার উপলক্ষে একটী সভা হয়। যে কয়েকটী জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতও বিষয়ী লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি সেই সভায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের চারি পাঁচ শত বচন মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া সকলকে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় দশকর্ম্ম এবং বৈধক্রিয়ায়ও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অনেক পুরোহিত সর্ব্বদা তাঁহার নিকট দশকর্ম্ম ও জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গৃহোৎসর্গ প্রভৃতি বৈধকার্য্যের দুরূহ অনুষ্ঠান-প্রণালী বুঝিয়া লইতে আসিতেন। তাঁহার নিকটে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া অনেক পুরোহিতকে থতমত খাইতে হইত। এরূপ বৎসর প্রায় যাইত না, যে বৎসরে তিনি জমিদার ও ধনী লোকের গৃহে ২০।২৫টী গ্রহযাগ না করিতেন। এক একটী গ্রহযাগে তিনি দক্ষিণায় ও স্বর্ণ-রৌপ্য বস্ত্র ও তামা পিত্তলের তৈজসপত্রে পাঁচ সাত শত টাকা পাইতেন। তাঁহার লিখিত একটী বড় জন্মপত্রিকার দক্ষিণা একশত হইতে আড়াইশত টাকা পর্য্যন্ত ছিল। তদ্ভিন্ন বিশেষভাবে লিখিলে উহা অপেক্ষাও অধিক দক্ষিণা পাইতেন। তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক-সোসাইটীর অনুমতি অনুসারে জ্যোতিষের (১) রবিসিদ্ধান্তমঞ্জরী (২) বিদগ্ধতোষিণী ও (৩) সিদ্ধান্তরহস্য নামক গ্রন্থত্রয়ের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার স্বত্বাধিকারিগণের অনুরোধে (৪) দিনকৌমুদী নামকগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয় গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রার্থনায় প্রথমে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার গণনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলিতে এমন অভিজ্ঞতা ছিল যে, যে বার ব্যবস্থা-সংশোধকেরা তাঁহার ব্যবস্থা কাটিতেন, সেই বারই অন্য স্মার্ত্তদের দ্বারা উক্ত পঞ্জিকার ব্যবস্থার প্রতিবাদ হইত। তিনি সুদীর্ঘ ৩৯ বৎসর কাল গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকার প্রণয়নকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পত্নী-বিয়োগের পর হইতেই কিছু অসুস্থ হইয়া পড়েন। ইদানীং দূরতর স্থানে যাইতে পারিতেন না, নবদ্বীপে বসিয়াই ছাত্র অধ্যাপনা, পঞ্জিকাগণনা ও জ্যোতিষের বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। ইহাতেও প্রত্যহ তাঁহার নিকটে বিধি-ব্যবস্থা ও কোষ্ঠী-বিচারের জন্য চিঠিপত্র,মণি-অর্ডার রেজেষ্টারি পত্র অল্প আসিত না। শেষে যখন তিনি মস্তিষ্কের কার্য্যে প্রায় অক্ষম হন, তখন গবর্মেণ্টের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন করেন। প্রায় ৮।৯ মাস পরে ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারি তাঁহার জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করেন। পরে জানা গেল, এদেশের বড় লোকেরা গবর্মেণ্টের জিজ্ঞাসার উত্তরে সকলেই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য স্বীকার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে ইনিই প্রথম লিটারারি পেন্‌সন (সাহিত্যিক-বৃত্তি) প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বৃত্তি তিনি ছয় মাসের অধিক ভোগ করিতে পারেন নাই। বিগত ১৮১৯ শকাব্দের ভাদ্র মাসে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়, বিখ্যাত ভ্রাতৃগণ, ছয়টী পুত্র ও কন্যাদ্বয়কে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

বিহারিলাল গুপ্ত। ইনি সচরাচর বি, এল্ গুপ্ত নামে বিখ্যাত। বিহারিলাল ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সন্নিহিত গরিফা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম চন্দ্রশেখর

গুপ্ত। ইনি অভিভাবকগণের অজ্ঞাতসারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত সিবিল্-সার্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইঁহার পিতা চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় পরে ঐ সংবাদ জানিতে পারিয়া ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়া জাহাজ ধরেন কিন্তু পুত্রকে গৃহে ফিরাইতে না পারিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। বিহারিলাল বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে সিবিল্-সার্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া বাঙ্গালা দেশের কয়েকটী স্থানে কার্য্য করিয়া ১৮৮১ হইতে ১৮৮৬ পর্য্যন্ত কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময় দেশীয় সিবিলিয়ান্গণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের আইন অনুসারে বিচার কার্য্যে অসমর্থ ছিলেন,—তৎসম্বন্ধে একটী মন্তব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই ইল্‌বার্টবিলের মূলভিত্তি। উত্তরকালে ইনি ডিষ্ট্রীক্ট সেসন্‌জজ্ এবং লিগাল্-রিমেম্‌ব্রঞ্চের কার্য্য করিয়া অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। তাহার পর, সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছুদিন বড়োদার মহারাজের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হইয়াছিলেন। এখন ইনি সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। ইনি কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে ১২৪২ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ সুবর্ণবণিক্-যাজী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। বিহারিলাল সংস্কৃত কলিজিয়েট্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ইনি সাধারণতঃ যাজনিক কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু বিহারিলাল পুরোহিত হইলেও লোভী ছিলেন না। অল্পে সন্তুষ্ট ও স্বভাব-কবি ছিলেন। শুনা যায়, কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইনি কবিতা-রচনায় পথ-প্রদর্শক। (১) সারদা-মঙ্গল। (২) বঙ্গসুন্দরী। (৩) প্রেমপ্রবাহিণী প্রভৃতি কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ১৩০১ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ কবি বিহারিলাল পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিহারিলাল সরকার। ইন ১২৬৯ সালের ২রা কার্ত্তিক হাবড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺উমাচরণ সরকার। ইনি বাল্যকালে কলিকাতা বহুবাজার বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি—পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে জেনেরাল্ এসিম্বিলি কলেজিয়েট্ স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করিয়া ঐ কলেজে এফ্. এ, পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পাঠ করেন। প্রথমে ইনি কলিকাতা-প্রেসে কার্য্যপরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিহারী বাবু ২৫ বৎসরের অধিক কাল এই অফিসে কার্য্য করিতেছেন। তিনি এতদিন নামে সম্পাদক নহেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তিনিই বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদক এইরূপ লোকের বিশ্বাস। তিনি সংগীত রচনায় অতিশয় পটু। ইদানীং কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সভা সমিতি প্রভৃতিতে যে সকল সংগীত গীত হয়, উহার অধিকাংশই বিহারী বাবুর রচিত। তাঁহার সংগীতে সরলতা ও মাধুর্য্য আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা;—(১) শকুন্তলাতত্ত্ব (২) ইংরেজের জয় (৩) বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত। (৪) তিতুমীর। বিহারী বাবু শুধু সংগীত রচয়িতা ও গদ্য-লেখক নহেন। সমালোচনায় ও বিহারী বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি এক-জন গোঁড়া হিন্দু।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু। ইনি ১২৬০ সালের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিবস কলিকাতায় কায়স্থ-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীনাথ বসু। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রাম ইঁহাদের আদি বাসস্থান। বসু-বংশ বহড়ুর প্রসিদ্ধ জমিদার। ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত না হইতেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ইনি টাঁকশালের নায়েব-দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ইনি কারেন্সী অফিসের ডেপুটী ট্রেজারারের পদ প্রাপ্ত হন। উহার পর বঙ্গদেশীয় গবর্মেণ্ট ইঁহাকে টাকশালের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর তারিখে ইনি পেন্সন্ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সংগীত বিদ্যায় ও নাটক, প্রহসন রচনায় সিদ্ধ-হস্ত। বসু মহাশয় বহুদিন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি শেয়ালদহের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ও বেঙ্গল্-একাডেমী অব মিউজিক্ বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারি। ইঁহার রচিত নিম্ন লিখিত-গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। (১) নাটবিকার। (২) ঠক্‌লে কে, (৩) যুগের হুজুগ (৪) পৌরাণিক পঞ্চরং (৫) বারবাহার (৬) গোবরগণেশ (৭) ষোলকড়াই-কাণা (৮) নাটসংহার (৯) অদলবদল। (১০ লছমী লীলা (১১) রামপ্রসাদ (১২) বসন্ত-সেনা (১৩) কৃষ্ণাষ্টমী (১৪) মান ইত্যাদি।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন। ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ হরিমোহন সেন বরাট। সেন মহাশয় বহরমপুর জজ-আদালতে কর্ম্ম করিতেন এবং অতিশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন। শেষ জীবনে গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া বহরমপুর নগরের সৈদাবাদ পল্লীতে বাসভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বৈকুণ্ঠনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ পিতার নিকটে আগমন করেন। প্রথমে সৈদাবাদ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে, তাহার পর, ব্যাঞ্জেটিয়া কলেজে (পূর্ব্বে বহরমপুর কলেজ, কাশীমবাজারের সমীপবর্ত্তী ব্যাঞ্জেটিয়ায় ছিল) প্রবিষ্ট হন। ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ, হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। দুই বৎসর পরে সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬৩ সালে বি, এ. এবং ১৮৬৪ সালে বি, এল, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার [illegible] এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একশত টাকা [illegible] স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠনাথের [illegible] জজকোর্টে কার্য্য করিলেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল, তজ্জন্য এক প্রকার দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াই বৈকুণ্ঠনাথকে পাঠাবস্থা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠনাথ যে বৎসর বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসরেই মার্চ্চ মাসে হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীতে নাম রেজেষ্টরি করিয়া লয়েন। তাহার পর, বৈকুণ্ঠনাথ আগ্রা হাইকোর্টে গিয়া ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে উদ্দ্ শিক্ষার্থ দুই বৎসর কাল পূর্ণিয়ায় ওকালতী করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হঠাৎ পরলোক গমনে তাঁহার জননী তাঁহাকে আগ্রা যাইতে নিষেধ করেন। বৈকুণ্ঠনাথ জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হইতে বহরমপুরেই ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি স্থানীয় বারের পরিচালক হইয়া উঠেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জ্যাক্‌সন্ সাহেবের সহিত তাঁহার অনেকবার বাগযুদ্ধ হইয়াছে। জ্যাক্‌সন্ সাহেবও বৈকুণ্ঠনাথের বাগ্মিতাও অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া উচ্চ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বৈকুণ্ঠনাথ জীবনে অনেক ধন ও সম্মান উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বহরমপুর জেলেরও পাগলাগারদের পরিদর্শক, কংগ্রেসের-পৃষ্ঠপোষক, মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি। সেন মহাশয় বহু সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি গবর্মেণ্টের অনুমতি অনুসারে সম্মানসূচক এক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। অনেক গ্রন্থকারকে তিনি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তিনি মাতা পিতার নামে স্বীয় গ্রামে জলাশয় খনন প্রভৃতি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন। আরও তিনি বহুবিধ সংকার্য্যে অকাতরে অর্থ দান করেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি প্রথিতযশাঃ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বোপদেব। বিখ্যাত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকার বোপদেব ১১৮২ শকাকে দক্ষিণাপথের দেবগিরি নগরে চিকিৎসা-শাস্ত্র ব্যব

সায়ী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কেশব। (১) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ব্যতীত ইনি (২) হরিলীলা, (৩) মুক্তাফল (৪) পরমহংসপ্রিয়া (৫) কবিকল্পদ্রুম, (৬) কাব্যকামধেনু রচনা করেন। কাহারও মতে ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। উৎকলের পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ভোগবর্দ্ধন(গোবর্দ্ধন) মঠের পীঠাধীশগণের নামের তালিকার মধ্যে বোপদেবের নাম দৃষ্ট হয়। সেখানকার ইদানীন্তন মঠাধীশ বলেন "বোপদেব শেষ জীবনে দেবগিরি হইতে আসিয়া পুরীর গোবর্দ্ধনমঠের পীঠাধীশ হন। এখানে থাকিয়াই তিনি বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধন মঠেই বোপদেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।"

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। ইনি ১৩০৮ সালে নবদ্বীপে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ-ব্রাহ্মণকুলে নদীয়ার রাজপুরোহিত-বংশে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ। ব্রজনাথ বাল্যকালে ব্যাকরণ কাব্যাদি পাঠ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়ের অনুমান খণ্ড শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে পিতার উপদেশে স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হন। স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত হইলে কিছুকাল নদীয়ার মহারাজ ৺সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকটে ছিলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে চতুষ্পাঠী খুলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বঙ্গের নানাপ্রদেশীয় ছাত্র ইঁহার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলে ইঁহার চতুষ্পাঠীর খ্যাতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়। বঙ্গের প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত ইঁহার ছাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রংপুর কাঁকিনার রাজবাটীর সভাপণ্ডিত ৺শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নবদ্বীপের ভূতপূর্ব্ব প্রধান স্মার্ত্ত গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীদের মুখে শুনা যায় যৌবনে ইনি অতিশয় শাক্ত ছিলেন। এমন কি স্বীয় বাটীতে শারদীয় দুর্গা পূজায় স্বহস্তে ছাগ বলি প্রদান করিতেন। কিন্তু ইঁহার পৌত্র বলেন "আমাদের বংশ চিরকালই বিষ্ণূপাসক। নবদ্বীপ শাক্তপ্রধান স্থান বলিয়া এক সময়ে পিতামহদেব ঐরূপ ব্যবহার করিতেন"। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় শেষ জীবনে কেবল বিষ্ণূপাসনা লইয়াই থাকিতেন। তিনি হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা স্থাপন করেন। ঐ সভা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। এখন মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ বিদ্যাভূষণ উহার সম্পাদক ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-সমাক্রান্ত সুন্দর তোরণযুক্ত ও সুষমাময়ী অট্টালিকায় হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার অধিবেশন হয়।

শ।

শঙ্করাচার্য্য। অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণভারতের কেরল-জনপদের অন্তর্গত কালাডি গ্রামে নম্বুত্তিরি-ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবগুরু ও জননীর নাম ভদ্রা। তিন বৎসর বয়সে শঙ্করের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পঞ্চম বৎসর বয়সে গুরুকুল আশ্রয় করেন। সেখানে সাঙ্গবেদ ও উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রাদি পাঠ করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে জননীর নিকট হইতে কৌশলে সন্ন্যাসের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নর্ম্মদা-তীরে গোবিন্দনাথ মুনির নিকট আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভও সন্ন্যাস আশ্রয় করেন। তাহার পর, বারাণসীধামে গিয়া সনন্দন-প্রভৃতি কয়েকটী শিষ্য সংগ্রহ করেন এবং শিষ্যগণ সহ বদরিকাশ্রমে গিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন এবং ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতভাষ্য এখানেই বিরচিত হয়। তাহার পর, পুনরায় বারাণসীধামে আসিয়া সেখান হইতে প্রয়াগে গমন করেন। ঐ তীর্থে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে কুমারিল ভট্টের অন্তিম সময়ে তাঁহার

সহিত কিছু কথোপকথন হয়। তাহার পর, উক্ত কুমারিলভট্টের উপদেশ অনুসারে তদানীন্তন ভারতের প্রধান মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের সহিত বিচারের নিমিত্ত মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করেন। সেখানে মীমাংসক মণ্ডনমিশ্রের সহিত শঙ্করের বিচার হয়। মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী মধ্যস্থ থাকেন। তাহার পর, মণ্ডনমিশ্র পরাস্ত হইয়া অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিলে মর্ত্ত্য-লোকে অবতীর্ণা সরস্বতী-রূপিণী উভয়ভারতী অন্তর্হিতা হন। এদিকে মণ্ডন ও শঙ্করের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করেন। তাহার পর, শঙ্কর, শ্রীপর্ব্বতে ও গোকর্ণতীর্থে গমন করেন। অনন্তর, শ্রীবলী নামক গ্রামে হস্তামলককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া শৃঙ্গগিরিতে মঠ স্থাপন করেন। তাহার পর, জননীর আন্তরিক আহ্বানে পুনরায় জন্মভূমি কালাডি গ্রামে গিয়া দেখেন জননীর অন্তিম কাল উপস্থিত। তাহার পর, মাতার দেহপাত হইলে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও শঙ্কর পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করেন। অনন্তর শঙ্কর দক্ষিণ-ভারত ও উত্তরভারতের নানাজনপদে নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহ বিচার বিতর্ক করেন এবং ঐ সকল জনপদবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রচার ও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু সংখ্যক শিষ্য সহ কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে শারদা-পীঠের চারি দ্বারস্থ পণ্ডিতগণের সহ বিচার ও তাঁহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশ্মীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া কেদারতীর্থে গমন করেন। তাহার পর, কেদারতীর্থ ত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া বাহিরের কার্য্য আহার বিহারাদি পরিহার পূর্ব্বক একমনে ব্রহ্ম-চিন্তায় নিরত হন। তাঁহার আত্মা পরমাত্মায় [illegible] হয়। দ্বাত্রিংশৎবর্ষের মধ্যে সমস্ত ভারতে, কাশ্মীরে বদরীবনে, কেদার ও কৈলাসে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্কর অন্তর্হিত হন। সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ পুনরায় ব্রহ্মেই বিলীন হয়।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত। ইনি ১২২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবনাথ পণ্ডিত। ইহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর-প্রদেশ। ইহারা কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণ। ইনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে নিজের যত্নে অভিজ্ঞ লোকদের নিকট ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার পর, স্কুল্ ত্যাগ করিয়া ২০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতে মহাফেজের সহকারী নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তত্রত্য জজ্ সার্ রবার্ট-বার্লো সাহেবের অনুগ্রহে ঐ আদালতের ডিক্রী-জারির মোহরের পদ লাভ করেন। এই কার্য্য করিবার সময়ে ইনি ডিক্রীজারির আইন-সংক্রান্ত এক নূতন পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে পণ্ডিত শম্ভুনাথ গবর্মেণ্টের নিকট পরিচিত হন। কিছুদিন পরে চাকুরী ছাড়িয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে ইনি বিশেষ সূক্ষ্ম-দর্শিতা প্রদর্শন করায় প্রথমে গবর্মেণ্টের জুনিয়ার্ উকীল, পরে সিনিয়ার উকীল নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে শম্ভুনাথের গভীর আইন-জ্ঞান দর্শনে গবর্মেণ্ট ইহাকে প্রেসিডেন্সী-কলেজের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাহার পর, ১২৬৯ সালে কলিকাতার হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। শম্ভুনাথ সরলচিত্ত ও উন্নতমনাঃ ছিলেন। চাকরদের প্রতিও তিনি কখনও তুমি ভিন্ন, তুই শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ইনি ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি ছিলেন। ১২৭৪ সালে পণ্ডিত শম্ভুনাথ ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন।

শরচ্চন্দ্র দাস। ইনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম নগরের সন্নিহিত চক্রশালা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মাগনচন্দ্র দাস। শরচ্চন্দ্র চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দার্জ্জিলিঙ্‌ ভুটিয়া হাই-স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই স্থানে অবস্থান কালে ইনি তিব্বতীয়-ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শরৎবাবু তাঁহার তিব্বতীয় ভাষার শিক্ষকের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া তিব্বতীয় জাতির আচার, ব্যবহার, সভ্যতা-প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান

লাভার্থ তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীতে গমন করেন। বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারি মেকলে সাহেবের সহিত ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র দাস সিকিমে গমন করেন। উহার পর বৎসর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের রাজধানী পিকিননগরে সমুপস্থিত হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি সি, আই, ই এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনের "রয়াল্‌জিওগ্রাফিকাল্‌ সোসাইটি" কর্ত্তৃক সাধারণের অজ্ঞাতভূমি তিব্বতের ভূসংস্থান ও হ্রদাদি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কৃত হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উপরি উক্ত সোসাইটি ইঁহার লিখিত "তিব্বত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" প্রকাশিত করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর কলিকাতা নগরীতে বুদ্ধিষ্ট-টেক্‌ষ্টবুক সোসাইটি নামক একটী সভা সংস্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মও বৌদ্ধসাহিত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে এদেশে বৌদ্ধ-সাহিত্য অধিক প্রচারিত হয় নাই। এই সময়ে রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের আবিষ্কৃত অনেক সংস্কৃতও পালি-ভাষায় রচিত বৌদ্ধসাহিত্য বুদ্ধিষ্টটেক্‌ষ্ট বুক্‌-সোসাইটি ও বঙ্গীয়-এসিয়াটিকসোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে ইনি তিব্বতীয় ইংরাজী অভিধান সম্পূর্ণ করেন। উহার দুই বৎসর পরে রায় বাহাদুরের তিব্বতীয় সংস্কৃত অভিধান পরিসমাপ্ত হয়। এই দুইখানি অভিধান প্রণয়ন কালেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ পি-এচ্‌ডি ইঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কালে আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, তিব্বতীয় অনুবাদকের পদ হইতে অবসর-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

শরৎসুন্দরী (মহারাণী) রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়া রাজবংশের পাঁচ আনির ভূম্যধিকারিণী। কথিত আছে;—বৎসাচার্য্য নামক একটী সাত্ত্বিকপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ পুঁটিয়ার সন্নিহিত একটী বনমধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। বাঙ্গালার রাজস্বসংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় দিল্লীর সম্রাট্‌ তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত সৈন্য সহ এক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন। দৈবক্রমে তাঁহাদের তপ জপ-নিরত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সৈন্যাধ্যক্ষের অভীষ্ট-সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন এবং উহার পুরস্কার-স্বরূপ লস্করপুর নামক পরগণা জমিদারী লাভ করেন। বৎসাচার্য্য বিষয়নিস্পৃহ, তিনি ঐ জমিদারীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তদীয় সুচতুর পুত্র পীতাম্বর মোগলসম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া ঐ জমিদারীর অধিকারী হইলেন। পীতাম্বরের পরলোক গমনের পর, তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বর ঐ লস্করপুর পরগণার উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁহার পুত্র আনন্দ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার বংশধরগণের অন্যতম দর্পনারায়ণ ঠাকুর। এই দর্পনারায়ণ মুর্সিদকুলীখাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে বিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন। দর্প-নারায়ণের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে বিষয়-সম্পদ্‌ বর্দ্ধিত করিয়া অনেক দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-খনন, অতিথিশালা নির্ম্মাণ ও দুঃস্থ এবং পীড়িত ব্যক্তিদের জন্য দাতব্য ঔষধালয়-স্থাপন-প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এইবংশের অন্যতম প্রতিনিধি কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা ওয়ার্ড-ইন্‌ষ্টি-টিউসনে শিক্ষা লাভ করিয়া জীবনের প্রথমেই অনেক মহানুভাবতার পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অকালে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী শরৎসুন্দরী দেবীর হস্তে বিষয়ভার ন্যস্ত হয়। ইনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ও দানশীলতার জন্য অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী দেবী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "রাণী" উপাধি এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি "মহারাণী" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। মহারাণী শরৎসুন্দরীর [illegible] পুঁটিয়া পাঁচ [illegible] বিষয় [illegible]

শাহজাহান। ইনি দিল্লীর মোগল সম্রাট্ আকবরের পৌত্র ও জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। ইঁহার জননী হিন্দু। ইনি রাজপুত জাতীয়া যোধপুরের রাজকন্যা যোধবাইর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়, সেই সময়ে শাহাজাহান বিদ্রোহিভাবে দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতেছিলেন। নুরজাহান সেই অবসরে আপন জামাতা (জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র) শাহরিয়াকে সম্রাট্ পদ প্রদানের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া আসফর্থা তাঁহাকে কৌশলে কারারুদ্ধ করিয়া শাহজাহানকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লেখেন। শাহজাহান ঐ পত্র পাইয়া অতিদ্রুত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আগ্রা নগরীতে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নুরজাহানকে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান করেন এবং শাহরিয়া-প্রভৃতি রাজসিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাঙ্গীরের বংশধরগণের অধিকাংশকে নিপাত করিয়া আপনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। সম্রাট্ শাহজাহান সিংহাসন আরোহণের পর বিদ্রোহিদমন ও রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তিনি কিয়ৎপরিমাণে রাজ্যবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ কালে যেরূপ নির্দ্দয়তা ও কঠোর-হৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শাহজাহান্ অতিশয় ধীরপ্রকৃতি ও ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসনে করিতেন। ইনি পিতামহ আকবরের নীতি অনুসরণপূর্ব্বক হিন্দু মুসলমানে কোনও পার্থক্য করিতেন না। কিন্তু সম্রাট্ শাহজাহান্ অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ও ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনানুরাগী ছিলেন। ইনি চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, মরকতমণি ও হীরক খচিত ময়ূরতক্ত নামক যে সিংহাসনের উপর বসিয়া রাজকার্য্য করিতেন, উহার নির্ম্মাণে ছয় কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইঁহার বিবাহের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ইঁহার প্রিয়া মহিষী মমতাজ কালকবলে পতিত হন। সম্রাট্ তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার সমাধির উপর তাজমহল নামক একটী [illegible] মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহাতে ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়িত হয়। এতভিন্ন তিনি আগ্রার দুর্গমধ্যে "মতিমসজিদ" দিল্লীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন মানসে মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রাসাদ ও জুম্মামসজিদ্ নির্ম্মাণে বহু অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ইঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত ও পিতাকে প্রাসাদমধ্যে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আলমগীর (জগজ্জয়ী) নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর, শাহজাহান্ আরও আট বৎসর কাল আগ্রার দুর্গে দুঃখময় জীবন যাপনপূর্ব্বক ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবনাথ শাস্ত্রী। ইনি অনুমান ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺হরানন্দ ভট্টাচার্য্য। শাস্ত্রীমহাশয় কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, শিক্ষাবিভাগে কিছুকাল কার্য্য করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ কাল এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি একবার ইউরোপেও গমন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় উত্তম বক্তা, উত্তম কবি ও উত্তম লেখক। ইঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। যথা;—(১) মেজবৌ (২) নয়নতারা (৩) রায় মহাশয় (৪) রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত (৫) নির্ব্বাসিতের বিলাপ (৬) পুষ্পমালা প্রভৃতি। এতভিন্ন ইঁহার রচিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মসংগীত আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের দুই বিবাহ এবং দুই পত্নীই এক্ষণে বিদ্যমান। ইনি অতিশয় উদার, পুত্র কন্যাদের ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অসবর্ণ বিবাহও দিয়াছেন।

শিবাজী। ইনি মরাঠাবংশ-সম্ভূত এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপয়িতা। যাদবরাও এবং শাহজী ভোঁস্লে নামক দুইটী মরাঠা বীরপুরুষ আহম্মদ নগরের মুসলমান রাজসরকারে সেনানায়কের কার্য্যে ব্রতী

ছিলেন। এই যাদবরাওয়ের কন্যা জিজীবাইএর সহিত শাহজীর বিবাহ হয়। এই দম্পতি হইতে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনার সন্নিহিত শিউনরি দুর্গে শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। পুনা শাহজীর পৈতৃক জায়গীর। আহম্মদনগরের ধ্বংসের পর শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিজাপুরের সুলতান কর্তৃক কর্ণাটবিজয়ে প্রেরিত হইয়া শাহজী দক্ষিণভারতে একটী ছোট রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঞ্জোর নগরে নিজের রাজধানী স্থাপন করিয়া বিজাপুরের সুলতানের অধীনে তাহার শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি মহারাষ্ট্রদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুণার শাসনভার ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শিবাজীর অভিভাবকত্ব দাদাজী কোন্দণ্ড নামক একটী বহুদর্শী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। দাদাজীর তত্ত্বাবধানে শিবাজী বাল্যকালেই অশ্বারোহণ, ধনুর্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতি বীরোচিত কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়া উঠিলেন। তদানীন্তন কালে মরাঠা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে লেখা পড়ার তত মর্য্যাদা ছিলনা, সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা যুদ্ধবিদ্যাকেই সবিশেষ গৌরবজনক মনে করিতেন এবং তাহাই শিক্ষা করিতেন। এজন্য শিবাজীও লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। তবে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে যে পুরুষকার ও প্রভুত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহার ফলে মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেববিগ্রহ ও গোব্রাহ্মণাদির প্রাণপণে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুণার প্রত্যন্ত পর্ব্বতীয় প্রদেশে মাওয়ালি নামে এক অসভ্য জাতির বাস ছিল। শিবাজী তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া একটী সমর-কুশল যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করেন এবং তাহাদের সাহায্যে মুসলমান অধিকারে লুণ্ঠন আরম্ভ করেন। পরে ক্রমে ক্রমে গিরিদুর্গ সকল অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজাপুরের সুলতানকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে পরাস্ত করিয়া মোগল সম্রাটের ভীতির স্থান হইয়া উঠিলেন। পরে মোগল সম্রাট, ঔরঙ্গজেব রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় শিবাজীর সহিত সন্ধি করেন এবং ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিল্লী রাজধানীতে পাঠান এবং কৌশলে বন্দী করেন। পরে ধূর্ত্ত শিবাজী দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া এক বৎসর পরে মহারাষ্ট্র প্রদেশে উপস্থিত হন। মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিবাজীর হৃদয়ে দারুণ জিঘাংসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মোগল অধিকারে উপদ্রব ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীর দমনে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার সহিত সন্ধি করেন। ইঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজা উপাধি এবং মোগলেরা যে সকল স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন তাহা ফেরৎ দিলেন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা ও স্ব স্ব রাজ্যের চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বেই রায়গড়ে শিবাজী রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এইবার তিনি রাজকোষ ও সৈন্যসামন্তের নিয়মিত রূপে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া আভ্যন্তরিক সংস্কার সাধন করিলেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী পরলোক গমন করেন। উহার তিন বৎসর পরে শিবাজী মহারাজ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে রায়গড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় শিবাজী অকাতরে দানাদি সৎকার্য্য করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল তারিখে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

শিশিরকুমার ঘোষ। যশোহর জেলার মাগুড়া গ্রামে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। মাগুড়ার ঘোষবংশ বিখ্যাত জমিদার। শিশিরকুমার অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালা ও ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজে জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ইনি যে বিষয় পাঠ করিতেন, তাহাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। এইরূপে ইনি নানাবিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। অল্প বয়সে ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর

এবং সংগীত-বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনি অত্যন্ত-করুণ-হৃদয় ছিলেন, বিপন্নের দুঃখ দর্শনে ইঁহার হৃদয় কাঁদিত। প্রজা-বর্গের প্রতি নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার দর্শনে অত্যন্ত কাতর-হৃদয় হন এবং ইহার ফলেই অমৃতবাজার পত্রিকার সৃষ্টি হয়। ইনি যেরূপ নির্ভীকভাবে এই পত্রে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইত। তাহার পর, ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়া ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় উঠিয়া আসেন। সেই সময় হইতে অমৃতবাজার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি এক জন চৈতন্যমহাপ্রভুর পরমভক্ত বৈষ্ণব। ঘোষ মহাশয় (১) অমিয়নিমাইচরিত (২) অমিয়ভাণ্ডার (৩) কালাচাঁদগীতা (৪) লর্ডগৌরাঙ্গ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি জীবনের শেষভাগে বৈষয়িক কার্য্যের সংস্রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি পরলোক গমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহার উপযুক্ত বিখ্যাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় অতি নৈপুণ্যের সহিত অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জানুয়ারি মঙ্গলবার ভক্ত শিশিরকুমার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। (রাজা সার্) ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইনি কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। শৌরীন্দ্রমোহন হরকুমারঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজ বাহাদুর সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি সঙ্গীত ও বাদ্যে অসাধারণ কৃতী ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে শৌরীন্দ্র মোহন "বেঙ্গল একাডেমী অফ্ মিউজিক্" নামক সমিতি স্থাপন করেন। হিন্দুসঙ্গীত-শিক্ষা-[illegible]ানের ভিত্তি স্থাপন করাই শৌরীন্দ্রমোহনের [illegible] ছিল। ইনি ইহার এই মহান্ [illegible] পুরস্কার-স্বরূপ সভ্যজগতের রাজন্যবর্গও [illegible] এবং বৈজ্ঞানিক সভা হইতে বহু উপাধি [illegible] লাভ করিয়াছিলেন। ইনি [illegible] ইউনিভার্সিটি অফ্ অক্সফোর্ড হইতে "ডক্টর অফ্ মিউজিক্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রথমে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধি ও পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি, আই, ই, মহোদয় "নাইট্ ব্যাচেলার্ অফ্ ইউ-নাইটেড্ কিংডম্" উপাধি লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভারতবাসী এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কেবল সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন, নিজে সুবাদকও ছিলেন। নাট্যকলা সম্বন্ধেও ইঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্যামাদাস কবিরাজ। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৭৮৬ শকাব্দের ২১শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺অন্নদা-প্রসাদ গুপ্ত কবিরাজ। শ্যামাদাস বাল্যকালে স্বীয় গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুল্ হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্বস্থলীর ৺যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, বারাণসী ধামে দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পাঠ করেন। শ্যামাদাস বাল্যকাল হইতেই প্রতিভা-শালীও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসিত। তাহার উপর অতীব যত্নে শাস্ত্র-চর্চ্চা করায় বিলক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবীণ ও সুচিকিৎ-সক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও শেওড়াফুলি রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। শ্যামাদাসও পৈতৃকবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক কলি-কাতায় আসিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইঁহার অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়। এখন ইনি কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান কবি-রাজগণের অন্যতম। ইনি শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যেমন কৃতী, চিকিৎসা কার্য্যেও তেমনি পারদর্শী। শ্যামাদাস কবিরাজ, নানাশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার ছাত্রগণ কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ, সংক্রান্ত সংস্কৃত-সমিতি, ঢাকা সারস্বতসমাজ ও অন্যান্য স্থানে সাংখ্য, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কবি-রাজ শ্যামাদাস, কলিকাতা সংস্কৃত-বোর্ড, লাহোর-

এঙ্গলো-বৈদিক সংস্কৃতকলেজ, ঢাকা সারস্বত-সমাজ প্রভৃতির পরীক্ষক। ইঁহার চিকিৎসার অত্যন্ত খ্যাতি। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ইঁহার আহ্বান হইয়া থাকে। জয়পুর, ময়ূরভঞ্জ-প্রভৃতি স্থানে ইনি চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া থাকেন। কবিরাজ শ্যামাদাস, অত্যন্ত দয়ালু, অনেক সময়েই রোগীদের প্রতি ইনি যথেষ্ট করুণার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেকগুলি আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থীও অন্য বিদ্যার্থী অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করে। ইহাদের আহারাদি সমস্ত ব্যয় ইনি প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা বিদ্বৎ-সমাজ হইতে বাচস্পতি, শিরোমণি, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ। যথা;—(১) রক্ষিতরহস্য। (২) ন্যায়শাস্ত্রোপযোগিতা। (৩) অদৃষ্টরহস্য। (৪) সারমঞ্জরী-টীকা। (৫ কর্পূরস্তোত্রটীকা (৫) শিবসন্তোষ।

শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ইনি রংপুর জেলার অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে ১৭৫৬ শকাব্দের ২৬শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য্য। অধিকরণমালা প্রণেতা উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অল্প বয়সেই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মাতা পিতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। বাল্য-কালে ইনি হরকান্ত বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ পঞ্চানন, রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি অধ্যাপক-গণের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও বাদার্থ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, কাঁকিনার রাজা শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে ও যত্নে নবদ্বীপে আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অনন্তর, পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারীর যত্নেই কিছুকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শাস্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর, কাঁকিনিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া তত্রত্য রাজবাটীর সভাপণ্ডিত-পদে বৃত হন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, অতিশয় নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার কবিত্বের খ্যাতি অসাধারণ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় (১) বিজয়িনী কাব্য (২) দিল্লী মহোৎসব কাব্য (৩) হেমোদ্বাহ কাব্য (৪) শক্তিশতক এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল কাব্য দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইনি ১৩০৯ সালে কাঁকি-নিয়ায় স্বীয় বাটীতে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। ইনি গতাসু হইবার এক ঘণ্টা পরে ইঁহার পতি-ব্রতা সহধর্ম্মিণী ৺শ্যামাসুন্দরী দেবী মৃতপতির চরণতলে মস্তক রাখিয়া পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন। এই পুণ্যশীল ভগবৎপরায়ণ দম্পতির পুত্র উপ-নিষদের উপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ, মহাশয় এখন কোঁচবিহারে অবস্থিতি করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম। ইনি নদীয়ার মহারাজ রামজীবন রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও কাব্য-শাস্ত্রে ইঁহার অল্প খ্যাতি ছিল না। ইনি একজন উত্তম কবি ছিলেন। ১৬৪৩ শকাব্দে সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রসিদ্ধ "পদাঙ্কদূত" নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

ষ

ষষ্ঠীবর সেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের দীনারদ্বীপে (দিনারদি) গ্রামে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। সেন মহাশয় সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। যাঁহারা ঐ সকল অনুবাদ পাঠ করিয়া-ছেন, তাঁহারা বলেন, ইঁহার রচনা অতিশয় সরল ও প্রাঞ্জল।

স।

সংযুক্তা। প্রসিদ্ধ বীরললনা। ইনি ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে কান্যকুব্জে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কান্যকুব্জের অধিপতি জয়চন্দ্রের সহিত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের শত্রুতা ছিল। কিন্তু সংযুক্তা বাল্যকাল হইতেই পৃথ্বীরাজের [illegible]

অনুরাগিণী ছিলেন। পৃথ্বীরাজও সংযুক্তার অলোক সামান্য রূপগুণশ্রবণে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে অবমানিত করিবার উদ্দেশে এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ঐ যজ্ঞ-সভায় সংযুক্তার স্বয়ম্বর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সংকল্প করেন। তিনি পৃথ্বীরাজকে দ্বারবানের কার্য্য করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শেষে পৃথ্বীরাজ না আসায় পৃথ্বীরাজের একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারদেশে স্থাপন করেন। এদিকে সংযুক্তা সভাক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজকে না দেখিয়া দ্বারবানরূপী পৃথ্বীরাজের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ তাঁহার সৈন্যসকলকে দূরে রাখিয়া স্বয়ং একটী অশ্ব সহ যজ্ঞক্ষেত্রের সন্নিধানে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি সংযুক্তা বরমাল্য প্রদান করিবামাত্র অতর্কিত ভাবে উপনীত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন।

সংসারচন্দ্র সেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নাটাগোড়। কিন্তু সংসারচন্দ্র ১৮৪৬ খ্রী: অব্দে পিতার কর্ম্মস্থল আগ্রা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নীলাম্বর সেন। জাতিতে বৈদ্য। সংসারচন্দ্র ২০ বৎসর বয়সে জয়পুরের নোবল্‌স্-কলেজে প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পরে জয়পুরের মহারাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি এবং শেষে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্যনৈপুণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া জয়পুরের মহারাজ ইঁহাকে জায়গীর ও বংশানুক্রমিক সর্দ্দার উপাধি প্রদান করেন। ১৮০৩ খ্রী: অব্দে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি "রাওবাহাদুর" ও ১৯০৯ খ্রী: অব্দে "সি, আই, ই," উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ উপলক্ষে জয়পুরে সমাগত হন, তখন ইনি M. V. O. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৯ খ্রী: অব্দে রাও সংসারচন্দ্র সেন বাহাদুর সি, আই, ই, জয়পুরেই ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

সক্রেটীজ্। ইনি গ্রীস্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। অনুমান খ্রী: পূ: ৪৬৯ অব্দে এক দরিদ্রের গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সফ্রোনিক্সস্ ভাস্করবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আথেন্স নগরের বালকেরা সে সময়ে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিত, সক্রেটিজ্ তৎসমস্তই শিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি জ্যামিতিশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর, তিনি প্রথমে সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং তিন বার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব, অসামান্য উদ্যমশীলতা এবং শীতাতপসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পর, সক্রেটীজ্ সৈনিক-বিভাগের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আথেন্স নগরে স্থায়ী বাসভবন প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনসাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই ইনি অত্যন্ত যশস্বী ও অসাধারণ খ্যাতিমান্ হইয়া উঠিলেন। অনেকে আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। সক্রেটীজ্ সংসারে যশস্বী ও সম্মানিত হইলেও গৃহে তাঁহার কিছু মাত্র সুখ, শান্তি ছিল না। তিনি যেমন ক্রোধ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ছিলেন, তাঁহার ভার্য্যা জ্যান্তিপী তেমনি উহার সম্পূর্ণ বিপরীত-স্বভাবা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অপ্রিয়বাদিনী, সর্ব্বদাই স্বামীর প্রতি কটূক্তি করিতেন। কিন্তু সক্রেটীজ্ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। একদিন সক্রেটীজ্ পত্নীর বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দ্বারের বহির্ভাগে বসিয়া মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। কটুভাষিণী জ্যান্তিপী ইহাতে সমধিক কুপিত হইয়া দ্রুতপদে গৃহের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে এক গামলা ময়লা জল স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। ইহাতেও সক্রেটীজের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না, তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "এত গুরু গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনের পর, এক পশলা বৃষ্টি না হইলে শোভা পাইবে কেন?" কিছুদিন পরে সক্রেটীজের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষাপরায়ণ

বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমে ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল এবং ইহার প্রাণহানির জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহার পর, প্রচলিত দেবতাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, যুবকদিগকে বিপথগামী করণ ইত্যাদি কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করিল। তাহার একটা বিচার-প্রহসনেরও অভিনয় হইল। বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হইলেও অধিকাংশের মতে ইনি অপরাধী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেন। ইহার প্রতি বিষপানে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে মহাপণ্ডিত সক্রেটীজ্, শত্রুগণের প্রদত্ত হেমলক্ নামক হলাহল পানে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। ইনি ১৭৯২ শকাব্দের ১৫ই শ্রাবণ শনিবার সরযূপারী গ্রহবিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস নবদ্বীপে ছিল। তাঁহার পিতামহ শেষ জীবনে ন্যূনাধিক ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মহাটী গ্রামে এবং তাহার পর, স্বচ্ছতোয়া চন্দনা নদীর তীরবর্ত্তী খালকুলা গ্রামে বাসভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এখন পুনরায় ইহারা খালকুলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন। সতীশচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে মধ্য-ইংরাজী ও মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। উহার তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ-হিন্দু-স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর, যথাসময়ে এফ,এ, বি, এ, ও এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও বঙ্গদেশের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটা সুবর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ্ হইতে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ বিদগ্ধ-জননী সভা হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় চারি বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ঐ সময়ে ইনি নবদ্বীপের প্রধান কবি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ও প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকটে যথাক্রমে সংস্কৃত কাব্য ও ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বেঙ্গল গবর্মেণ্ট ইহাকে সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। অভিধান প্রণয়ন কার্য্য উপলক্ষে ইহাকে দার্জ্জিলিঙে অবস্থান করিতে হয়। ঐ সময়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীর সুশিক্ষিত বিখ্যাত লামা ফুন্‌ছোগওয়াংডান্ দার্জ্জিলিঙে বাস করিতেন। সতীশচন্দ্র, এই লামাকে নিয়মিত বেতন প্রদানপূর্ব্বক দেড় বৎসর কাল ইহার নিকটে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে "কাবাবদুন্‌দেন্" এবং "সেরাবডংবু" সমধিক উল্লেখ যোগ্য। অভিধান প্রণয়ন শেষ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিশেম্বর মাসে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থান-কালে ইনি সিংহলও ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণগণের নিকট পালিভাষা অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পালিভাষায় এম্ এ, পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া একটী সুবর্ণপদক ও একশত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল, কিংবা ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ এই পরীক্ষা প্রদান করেন নাই। ভারতবর্ষে পরীক্ষক না পাওয়ায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরিয়ান্ মিঃ টনি ও ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে পরীক্ষক নির্ব্বাচন করত অনুরোধ

করেন। তাঁহারা লণ্ডন-ইউনিভার্সিটীর পালি-ভাষাও বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যাপক সুবিখ্যাত রিজ্‌ ডেভিড্‌স্‌কে পালিভাষায় এম্‌, এ' পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। পরীক্ষান্তে ডাক্তার রিজ ডেভিডস্‌ নম্বর প্রেরণপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্টারকে পৃথক্‌ পত্র লেখেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তথা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে বদলি হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বতের তাসিলামা বৌদ্ধতীর্থ সকল সন্দর্শনের নিমিত্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ সময়ে ভারত-গভর্মেণ্টের আদেশে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত থাকিয়া বুদ্ধগয়া, বারাণসী—সারনাথ, আগ্রা, রাউলপিণ্ডি, তক্ষশিলা প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সমূহের ইতিবৃত্ত ও তত্রত্য অনুষ্ঠানাদির বিবরণ তিব্বতীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বরাবর দোভাষীর কার্য্য করেন। ইহাতে তাসিলামা, পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের পরিতোষ ভারতগভর্মেণ্টকে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, এবং পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণকে বহু বহু ধন্যবাদ সহ মহাসম্মানের উপহার "খাতাগ," (এক প্রকার রেশমের উত্তরীয়) প্রদান করেন। সকলেই জানেন পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কি অধ্যাপনা, কি বিদ্যাচর্চ্চা, কি প্রবন্ধ প্রণয়ন, ও কি পুস্তক রচনা সকল বিষয়েই খ্যাতি অসাধারণ। তজ্জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার সাহেব ইহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদানের জন্য পূর্ব্বেই গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই বৎসর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ভারতগভর্মেণ্ট ইহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ঐ বৎসরেই বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটির কাউন্সিলের মেম্বর হইতে [illegible]-ফাইলোলজিক্যাল্‌-সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায় সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে উহার ফল বাহির হইলে ইনি "ডক্টর অফ্‌ ফিলোজফি" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইউনিভার্সিটির নূতন বিধি অনুসারে ইনিই প্রথমে পরীক্ষা দিয়া এই উপাধি লাভ করেন। এবং ঐ সময় গ্রীফিথ্‌ প্রাইজ্‌ও লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ইনি বিশেষভাবে পালিভাষা ও বৌদ্ধদর্শন শিক্ষার জন্য সিংহলে, বেদ ও হিন্দুদর্শন শিক্ষার জন্য বারাণসীধামে ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য একজন ভাষাতত্ত্ববিদের নিকটে ডেপুটেসনে যাইতে আদিষ্ট হন। তাহার পর, পণ্ডিত সতীশ-চন্দ্র ঐ বৎসরের জুনমাসে সিংহলে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক সুমঙ্গল মহাস্থবিরের (সুমঙ্গল মহাথেরোর) নিকট অধ্যয়ন করেন। অনুরাধপুর, ক্যাণ্ডি, গল, কলম্বো (রাজধানী) প্রভৃতি স্থানে তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যক্তির দ্বারা আহূত হইয়া পণ্ডিত সতীশচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এবং প্রত্যেক সভায় আশাতিরিক্ত জনতা হইত। সিংহলের শিক্ষিত নরনারীগণ পণ্ডিত সতীশ চন্দ্রকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিত। সিংহল হইতে প্রত্যাগত হইয়াই ইনি বারাণসী ধামে গমন করেন। তথাকার কুইন্স্‌ কলেজের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে ছয়মাস কাল বারাণসীধামে অবস্থিতি করেন। সেখানে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট শ্রুতি ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য্যের নিকটে রামানুজদর্শনের মত, পণ্ডিত জীবনাথ ঝাঁ ও পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের নিকটে ন্যায়দর্শনের আলোচনা করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট সকল বিষয়েরই দুরূহ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া থিবো সাহেবের নিকট জর্ম্মাণ-ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শনের চর্চ্চা করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল্‌ ও সংস্কৃত বোর্ডের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে

ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালিভাষার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইনি ইণ্ডিয়া-গভর্মেণ্টের নবপ্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে তিব্বতীয় ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ৫০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসরেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির অন্যতম মেম্বর নিযুক্ত হইয়া উহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র অল্-ইণ্ডিয়া-দিগম্বর জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক বারাণসীধামে সমাহূত বিরাট সভার সভাপতি পদে বৃত হন ও "সিদ্ধান্তমহোদধি" উপাধিলাভ করেন। ঐ সভায় জার্ম্মাণ পণ্ডিত প্রোফেসর জ্যাকবি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি অল্-ইণ্ডিয়া শ্বেতাম্বর-জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজপুতানার যোধপুর নগরে সমাহূত বিরাটসভার সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি, আর্য্যাবর্ত্তের হরিদ্বারমহাতীর্থে ভারতের যাবতীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমাহূত "নিখিল ভারতীয় সংস্কৃত সমিতি" (অল্-ইণ্ডিয়া সংস্কৃত কন্‌ফারেন্স) নামক মহাসভার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার প্রণীত কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল। বাঙ্গালা গ্রন্থ (১) আত্মতত্ত্বপ্রকাশ। (২) ভবভূতি। (৩) বুদ্ধদেব। সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ (১) লঙ্কাবতারসূত্র। (২) স্রগ্‌ধরা-স্তোত্র। (৩) ন্যায়প্রবেশ। (৫) পরীক্ষামুখসূত্র। (৬) অবদানকল্পলতা। পালিগ্রন্থ। (৭) কাচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ। (৮) তিব্বতীয় গ্রন্থ। (৯) জা-ছোই। (১০) সো-সোর-থার-পা। (১১) সিতুই-সুম্‌-তাগ্‌। (১২) অমরকোষ (তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত) (১৩) অমরটীকা কামধেনু। ইংরাজী গ্রন্থ (১৪) শ্রীমুগ-ল (১৫) মিডিভ্যাল্‌-লজিক্। (১৬) বাৎসায়ন ভাষ্য সহ গৌতম সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ। (১৭) সংস্কৃত শব্দাবলীর ইংরাজী অনুবাদ। এতদ্ভিন্ন ইনি ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি, রয়াল্ এসিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি, বুদ্ধিষ্ট টেকস্ বুক সোসাইটি প্রভৃতি জর্ণালে ও অধিকাংশ বাঙ্গালা মাসিক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। বিগত তিন বৎসর ইনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ ও ১৮ বৎসর বুদ্ধিষ্ট টেক্‌স্ট সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক আছেন। সভ্য-জগতে অনেক বিদ্বৎসমিতির ইনি সদস্য।

সত্যপ্রসন্ন সিংহ। বীরভূম জেলার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থবংশে সত্যপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহ, ইঁহারা বংশানুক্রমিক জমিদার। সত্যপ্রসন্ন সাধারণতঃ এস্ পি সিংহ নামেই বিখ্যাত। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে সত্যপ্রসন্ন বীরভূম জেলা স্কুল্ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ্ হইতে এফ্, এ, পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ১০ম স্থান অধিকার করেন। বি, এ, পরীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বে ইনি ইঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ সিংহের সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি সিবিল্‌সার্ব্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অভিলাষী হন কিন্তু বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত তাহাতে অসমর্থ হইয়া ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা প্রদানের জন্য Lincolemn নামক কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি আইন-শিক্ষা কালে অনেকগুলি পারিতোষিকে ৫৫০ গিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে ইনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। ১৯০৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি ষ্ট্যাণ্ডিং-কাউন্সিল পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ লর্ড মর্লের অভিমতে ভারত-সম্রাট্ কর্ত্তৃক ভারত-গবর্মেণ্টের কার্য্যকরী সভার (Expecutive Councial) আইন-সচিব (Law Member) স্বরূপে ইঁহার নিয়োগ সংবাদ সরকারী বিজ্ঞাপনে বিঘোষিত হয়। এইরূপ উচ্চপদে এ দেশীয় লোকের নিয়োগ এই প্রথম। ইঁহার নিয়োগে এ দেশবাসী ও উচ্চমনাঃ ইংরেজ-

গণ সকলেই সন্তুষ্ট। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল তারিখে মিঃ সত্যপ্রসন্ন সিংহের কার্য্য ভার গ্রহণ তোপধ্বনি দ্বারা সূচিত হয়।

সারদাচরণ মিত্র। ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণিশেহালা গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মিত্র। সারদাচরণ যথাসময়ে এণ্ট্রান্স, এফ্-এ, বি-এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এ, পরীক্ষার পর এক মাসের মধ্যে এম্-এ, পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া যথানিয়মে বৃত্তিলাভ করেন। এণ্ট্রান্স দিয়া এত অল্পকালের মধ্যে আর কেহ এই পরীক্ষায় সফলকাম হন নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি, এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসরই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ হাইকোর্টে ইঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ১৯০২ এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়িভাবে ইনি হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে মিত্র মহাশয় স্থায়িভাবে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি বিচারাসনে উপবেশন করিয়া যেরূপ ন্যায়পরতা, তীক্ষ্ণতা ও স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এরূপ অতি অল্প বিচারকই দিতে পারেন। ইঁহার বিচারে পরাজিত পক্ষ ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। মিত্র মহাশয় প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির একজন প্রধান উদ্ধারকর্ত্তা এবং নিজের পঠদ্দশাতেই বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। সুদীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতির পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইঁহার সময়ে উক্ত পরিষদের যথেষ্ট অভ্যুন্নতি হইয়াছে। কলিকাতায় হিন্দু- [illegible] সহিত বিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম [illegible]। ইনি যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সভার সদস্য ছিলেন, তখনও স্বাধীন ভাবে অনেক মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি যে দেশহিতকর কত প্রকার কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা গণনা করা যায় না। মিত্র মহাশয় নিজ জীবনের অবশিষ্ট অংশ দেশের চিন্তায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নীতি, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম, সর্ব্ব বিষয়েই মিত্র মহাশয় সংস্কারপ্রয়াসী। ভারতবর্ষময় দেবনাগর অক্ষর প্রচলন করা ইঁহার এক কীর্ত্তি। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় বিরাট কায়স্থ-সম্প্রদায়ের একীকরণ এবং বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে ব্রাত্য দোষ উন্মোচন পূর্ব্বক যথাবিধি উপনীত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন, এবং তদ্বিষয়ে ক্রমশঃ অগ্রসরও হইতেছেন। ইনি স্বয়ং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, প্রত্যহ, তন্ময়চিত্তে ভগদারাধনা, পূজা, অর্চনায় নিরত থাকেন। অতিশয় ভক্তির সহিত প্রধান পূজা পার্ব্বণ সম্পাদন করেন। ইঁহার পল্লী ভবনটী ইঁহার কলিকাতার নাগরিক ভবন অপেক্ষাও রমণীয়। ইনি সেই ক্ষীণতোয়া সরস্বতীর তীরে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রশোভিত "পাণিশেহালা" গ্রামটীকে বহুব্যয়ে পরম শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছেন। গ্রামস্থ তাঁহার নিজের উদ্যানও আম, জাম, জম্বীর, নারিকেল, গুবাক, প্রভৃতি বহুবিধ ফল, নানাপ্রকার পুষ্পিতা লতা এবং অগণিত বনৌষধি বৃক্ষে বিলক্ষণ শোভাময়। মিত্র মহাশয়ের সুদীর্ঘ ত্রিতল বাস-গৃহটী অভিপ্রায়ানুরূপ অঙ্কিত নানা সুন্দর দেবদেবীর প্রতিকৃতিতে সুশোভিত। প্রভাতে নিদ্রা ত্যাগের পর, চক্ষু উন্মীলিত করিলেই দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল নয়ন গোচর হয়। ইঁহার ধর্ম্মানুমোদিত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ-প্রণালী বিশুদ্ধ রুচির অনুরূপ। এই সকল দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, মিত্র মহাশয় প্রকৃতই রাজর্ষিকল্প। ইঁহার পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের উকীল এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার ব্যারিষ্টার্।

সিরাজুদ্দৌলা। ইনি বাঙ্গালা দেশের শেষ স্বাধীন নবাব। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে

তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় দৌহিত্র সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, এ জন্য সিরাজ বাদশাহের নিকট হইতে পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে সুবাদারীর সনন্দ আনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। এদিকে বর্গির হাঙ্গামার পর দিল্লীশ্বর ক্ষমতা শূন্য নামমাত্র সম্রাট্ ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ উহা বুঝিতে পারিয়া দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই বাঙ্গালার নবাব প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে রাজা রাজবল্লভ ঢাকা নায়েব-নাজিমের সহকারী ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সিরাজ ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমস্ত অর্থ ও পরিজন সহ কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় ইংরাজেরা নবাবের অনুজ্ঞা লইয়া কলিকাতার দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজ, ইংরাজ-পক্ষীয় অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠান "অবিলম্বে যেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয় এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।" ইংরাজেরা এই দুইয়ের কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না। সিরাজ ইহাতে কুপিত হইয়া ইংরাজদিগের কাশীম বাজারের কুঠী অধিকার করেন। এবং পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাতে কলিকাতাস্থ ইংরাজগণ স্ত্রী, পুত্র বালক বালিকা সহ অর্ণবযান আশ্রয় করেন ও ১৭০ জন ইংরেজ-যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন এবং হলওয়েল সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত করেন। সিরাজের সহিত পাঁচ দিন যুদ্ধের পর, ইংরাজগণ আত্মসমর্পণ করেন। ইংরাজগণের দুর্দ্দশার সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিলে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ওয়াট্‌সন্ নামক এক নৌ-সেনাধ্যক্ষকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তাঁহার সহিত কয়েকখানি রণপোত এবং তাহাতে ক্লাইভ্ সাহেবও কতকগুলি গোরা ও সিপাহী সৈন্যকে কলিকাতা [illegible] করেন। তাহারা যখন ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল এবং দুর্গের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, তখন নবাব-সৈন্য ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। নবাব বাধ্য হইয়া ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিলেন এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ নানা অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া সেনাপতি মিরজাফর নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থ ক্লাইভকে আমন্ত্রণ করিলেন। ক্লাইভ ও সাদরে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। তাহার পর, স্থির হইল, "ক্লাইভ্ নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধের সময়ে মিরজাফর ও নিজ সেনাদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এবং যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিলে মিরজাফর নবাব হইবেন, ইংরাজেরা বিস্তর টাকা পাইবেন।" তাহার পর, পলাশীক্ষেত্রে নবাবের সহিত ক্লাইবের যুদ্ধ হইল। মিরজাফর কোন পক্ষেই যোগ দান করিলেন না। নবাবের পরাজয় হইল। তাহার পর, নবাব সিরাজুদ্দৌলা উষ্ট্র আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে এবং সেখান হইতে নৌকা আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। কয়েক দিন পরে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া ভগবানগোলার নিকটে তীরে উঠিয়া এক ফকিরের আস্তানায় উপস্থিত হন। ঐ ফকির পূর্ব্ব হইতেই সিরাজুদ্দৌলার কোন ব্যবহারে বিরূপ ছিল। সংপ্রতি সুযোগ পাইয়া মিরজাফরের অনুচরগণের হস্তে ধরাইয়া দিল। পরে মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে কোন ঘাতুক অতি নিষ্ঠুরভাবে সিরাজুদ্দৌলাকে নিহত করে। কিছুকাল পরে মিরণও বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

সীতারাম রায়। বাঙ্গালার একজন ক্ষুদ্র নরপতি। খ্রীষ্টীয় [illegible] [illegible] যশোহর জেলার [illegible]

গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে সীতারাম জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি একজন জমিদার ছিলেন, পরে নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া নিজের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন এবং স্বয়ং রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ক্রমে এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন যে প্রকাশ্যে সুবাদারের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে স্বাধীন হইয়া উঠেন। রাজা সীতারাম রায় কেবল পরাক্রান্ত ছিলেন না; বহু সংকার্য্যের ও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্রভূমি দান করেন। জলাশয় খনন ইঁহার অপর একটী মহৎ কার্য্য। ইনি নিজ অধিকৃত স্থানে বহু জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। এখনও মহম্মদপুরে সীতারামের মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দশভুজার মন্দির প্রভৃতি দেবমন্দির, কৃষ্ণসাগর শ্যামসাগর প্রভৃতি অতিবিশাল জলাশয় সকল বিদ্যমান। আর স্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ সীতারাম রায়ের প্রদত্ত ব্রহ্মত্রভূমি ভোগ করিতেছেন। শেষ জীবনে সীতারাম রায় বিলাসী এবং রাজকার্য্যে শিথিল হইয়া উঠেন। সুতরাং রাজ্য-মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই অবসরে নবাবের সৈন্য আসিয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করে এবং রাজা সীতারাম রায়কে পরাজিত করিয়া নিহত করে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা মহানগরীর তালতলা পল্লীতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এক সময়ে কলিকাতার প্রধান ডাক্তার ছিলেন। সুরেন্দ্র-নাথ প্রথমে ডবটন-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই বি, এল, গুপ্ত ও আর্, সি দত্তের সহিত সিভিল্‌সার্বিস্ পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় কৃত-কার্য্য হন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স লইয়া একটু গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মোকদ্দমা উঠিবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষ ইঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকাভুক্ত করিয়া লয়েন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বদেশে আসিয়া সিলেটের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ হন। আদালতের নথি কাটাকুটি করিয়াছেন এই হেতুবাদে ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করিয়া ইঁহাকে নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ঐ মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে মেট্রপলিটান্‌ইন্‌ষ্টিটিউসনের ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাহার পর, সিটি কলেজে ও শেষে ফ্রিচর্চ্চ-ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রধান ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া অবশেষে বহুবাজারে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে এই বিদ্যালয়ই রিপণ-কলেজ্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অল্প দিন হইল সুরেন্দ্রনাথ এই কলেজটি সাধারণের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ আনন্দমোহন বসুর সহিত মিলিত হইয়া ইনি ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক সমিতি স্থাপন করেন এবং উহার সম্পাদক হন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বেঙ্গলি পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন এবং উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে এই পত্র সাপ্তাহিক ছিল, পরে উহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ আদালত-অবজ্ঞার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারাধীন হন এবং দুই মাসের জন্য সিবিল জেল ভোগ করেন। জাতীয়-মহাসমিতি স্থাপন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণা নগরীতে এই সমিতির একাদশ অধিবেশনে ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে ইহার অষ্টাদশ অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে কত সভা সমিতিতে ইনি যে, কত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছেন এবং সভাপতি হইয়াছেন তাহার অন্ত নাই।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (কর্ণেল) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সহরের সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রামে সুরেশচন্দ্রের পৈতৃক আবাস। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। জাতিতে কায়স্থ। ইনি প্রথম কলিকাতা ভাবানীপুরে লণ্ডন-মিশনরি সোসাইটি সংক্রান্ত স্কুলে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। পড়া শুনায় তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, সুতরাং পিতার সহিত অবনিবনাও হওয়ায় গৃহ ত্যাগ করিয়া অষ্টন সাহেবের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাহার পর, চাকুরীর চেষ্টায় মান্দ্রাজ-প্রভৃতি স্থানে গমন করেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। যখন বয়স ১৭ বৎসর সেই সময় সুরেশচন্দ্র আসিষ্টাণ্ট-ষ্টুয়ার্ড রূপে বি, এস্, এন্, কোম্পানির একখানি জাহাজে লণ্ডনে গমন করেন, এবং কুলির কার্য্য এবং ফেরিওয়ালার কার্য্য করিয়া কিছুকাল লণ্ডন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করেন। ঐ সময়ে তিনি ইংরাজী ও লাটিন ভাষা কিছু এবং অল্প গণিত রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করেন। তাহার পর, সার্কাস্-দলের সঙ্গে পশু দমনকারিরূপে হামবার্গ নগরে গমন করেন। সেখানে জর্ম্মন্-জাতীয়া ভদ্রবংশ-সম্ভূতা এক যুবতীর সহ সুরেশচন্দ্রের প্রণয় হয়। যুবতীর আত্মীয়গণ এই ঘটনা জানায় সুরেশের জীবন বিপদাপন্ন হয়। সুরেশ নিরুপায় হইয়া একটী বড় সার্কাস-কোম্পানির অধীনে কার্য্য লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রেজিল-রাজ্যে আসিয়া ক্রীড়া দেখান ও বক্তৃতা করেন। তত্রত্য চিকিৎসকের এক যুবতী কন্যার সহিত ইহার প্রণয় হয়। তাঁহারই প্রীতি সম্পাদনার্থ ইনি সার্কাসের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ইনি চিকিৎসক-কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার পর, পদাতির পদ হইতে নৌসেনার অধিনায়ক এবং তথা হইতে ফাষ্ট লেপ্টেণাণ্ট হন। এবং রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার পর, ইনি লেপ্টনাণ্ট কর্ণেলের পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস রাইডিজেনেরো নগরে দেহ ত্যাগ করেন।

সুরেশপ্রসাদসর্ব্বাধিকারী। ইনি ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসুট-বামুন-পাড়া গ্রামে কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর। সুরেশপ্রসাদের বাল্য-কাল হইতে স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তজ্জন্য ইহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অতিশয় শ্রমসাধ্য ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে ইহার অসাধারণ অধ্যবসায় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করেন। সুরেশপ্রসাদ মেডিকাল কলেজে প্রবেশ করিয়াই প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন এবং ইনি অনেক বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এম্, ডি হওয়া যায় না, তজ্জন্য মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা কালে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়া বি, এ, পরীক্ষা প্রদান করেন এবং পরিশেষে এম্, ডি, হন। ইহার প্রতি মেডিকাল কলেজের ডাক্তারদের বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। অনেকে ইহাকে স্নেহ করিতেন। সুরেশপ্রসাদ পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে ফিজিসিয়ান্ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার আদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যার অতিকঠিন স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় অস্ত্র ধারণ করেন। তদবধি অস্ত্র চিকিৎসার দিকে অভিনিবেশ প্রকাশ করেন এবং কালক্রমে ইনি একজন প্রধান অস্ত্র চিকিৎসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। স্বাস্থ্যের অনুরোধে সুরেশপ্রসাদ অতিসংযত ভাবে ব্যবসায় করেন। ইনি ডাক্তার নীলরতনসরকার, কালীকৃষ্ণ বাগ্‌চী, অমূল্যচরণবসুর সহিত মিলিত হইয়া অপার সার্কুলার রোডে "কলেজ অফ সার্জনস্ এণ্ড ফিজিসিয়ান্স" নামে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে উহা [illegible] [illegible] [illegible]

সহিত মিলিত হইয়া দেশের প্রভুত উপকার সাধন করিতেছে।

সেক্সপীয়ার্। ইনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে সেক্সপীয়ার্ আভন নদীর তটবর্ত্তী ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্ সেক্সপীয়ার। বাল্যকালে উইলিয়ম্ সেক্সপীয়ার জন্মভূমিস্থ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে মাতৃ ভাষাও সামান্য কিছু লাটিন্ শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে ১৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার অবস্থা নিতান্ত হীন হওয়ায় ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। পাঁচ বৎসর পরে ইনি আনি-হাতাওয়ে নাম্নী এক মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। এই রমণী পতি অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন আনিহাতাওয়ে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া যাহাতে তাঁহার সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, তজ্জন্য আত্মীয় স্বজনগণ সবিশেষ উদ্যোগী হইয়া অবিলম্বে সেক্সপীয়ারের সহ আনির উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে সেক্পীয়ারের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে;—তিনি কোন ভদ্রলোকের বাগান হইতে একটী হরিণ চুরি করিয়াছেন, এই অভিযোগের পরই ইঁহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিতে হয়। এইরূপ জনশ্রুতি, মহাকবি লণ্ডন নগরে প্রথমে থিয়েটারের বহির্দ্দেশে ভদ্রলোকদের অশ্বধারণ করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গমঞ্চে নটরূপে আবির্ভূত হন এবং লিখিতে আরম্ভ করেন। অসামান্য প্রতিভা বলে নাটক রচনায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে এপ্রেল সেক্সপীয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর স্বদেশে ও বিদেশে, বিশেষতঃ জর্ম্মন্-রাজ্যে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের ও মানব-চরিত্রের [illegible] জ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধি হয়। ইঁহার জন্ম-ভূমি এক প্রকার তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সকল দেশের পণ্ডিতেরাই ইহা দর্শন করিতে আসেন।

সোরাবজী—(মিস্ কর্ণেলিয়া) ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে নাসিক নগরে পার্সীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম রেভাঃ সোরাবজী ফরনেটজী। ইনি ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমেদাবাদ নগরস্থ গুজরাট্ কলেজে কিছুকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। এবং তথা হইতে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত-বর্ষে প্রত্যাগমন করেন। কিছুকাল হইল ইনি বেঙ্গল গভর্মেণ্টের অধীনে যে সকল দেশীয় রমণীর সম্পত্তি কোর্ট-অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে আইন ও মামলা মকদ্দমা বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শ দাত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে ইনি স্বীয় কার্য্যের গুণের উৎকর্ষের জন্য প্রথম শ্রেণীর কাইশারী হিন্দী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলাদেবী। ইনি অনুমান ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জানকী নাথ ঘোষাল এবং মাতা সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতমা দৌহিত্রী। বাল্যকালে শ্রীমতী সরলা, মাতামহ-আলয়েই প্রতিপালিতা এবং শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর, ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে বেথুন কলেজ্ হইতে বি-এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদ্মাবতী-সুবর্ণ-মেডেল প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে ইনি মহীশূর-নগরস্থ রাজকীয় কলেজে (কন্যা-বিদ্যালয়ে) অধিনেত্রীর পদে কার্য্য করেন। তাহার পর, সে কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ-ভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার কর্ত্তৃত্বকালে ভারতীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। অনেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বিনা পারিশ্রমিকেই লেখকদিগের নিকট হইতে

প্রবন্ধ গ্রহণ করেন, কিন্তু ইঁহার সেরূপ রুচি ছিল না। বিনামূল্যে প্রবন্ধ পাইলেও ইনি লেখকদের পারিতোষিক প্রদান করিতেন। তবে যাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রবন্ধের মূল্য গ্রহণ করিতেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীমতী সরলা দেবী উন্নতমনাঃ ও উৎসাহশীলা রমণী। তিনি কিসে দেশের অভ্যুদয় হইবে, সর্ব্বদা সেই বিষয় চিন্তা করেন। ইনি সংস্কার-প্রিয় হইলেও প্রাচীনতার পক্ষপাতিনী। কি প্রকারে ভারতবাসী বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য ও সামর্থ্যে বলীয়ান্ হইবে, কিসে ভারতে ব্যবসায়, বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লাহোর কোর্টের প্লীডার এক পাঞ্জাবী যুবার সহিত আর্য্য-সমাজের বিধান অনুসারে শ্রীমতী সরলাদেবীর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহার শ্বশুরকুল মুঞ্জহাল ব্রাহ্মণ। পঞ্জাবের মুঞ্জহাল ব্রাহ্মণেরা নাকি অতিশয় বীর। তাঁহারা আরব হইতে আসিয়া পঞ্জাবে বাস করিয়াছেন। শত্রুগণের সহিত হাসান হোসেনের যুদ্ধকালে মুঞ্জহালগণ হাসান হোসেনের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেক সাহায্যও নাকি করিয়াছিলেন। শুনা যায় শ্রীমতী সরলাদেবীর সাহচর্য্যে ইঁহার স্বামীরও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিকতর জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। ইঁহার সম্পাদিত "শতগান" নামক সংগীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী। ইনি ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ভাদ্র মাসে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি বাল্যকালে পিতৃগৃহে গৃহশিক্ষকের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। একাদশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার পর স্বামীর যত্নে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু কাল ইংরাজী শিক্ষাও করিয়াছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ইঁহার প্রথম উপন্যাস (১) "দীপনির্ব্বাণ" রচিতও উহার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। তাহার পর, ক্রমান্বয়ে ইঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। (২) ছিন্ন মুকুল (৩) হুগলীর ইমামবাড়ী (৪) স্নেহলতা (৫) বিদ্রোহ (৬) মিবাররাজ (৭) ফুলেরমালা (৮) কাহাকে? (৯) নবকাহিনী (১০) মালতী (১১) বসন্ত উৎসব (১২) গাথা (১৩) কবিতা ও গান (১৪) কৌতুকনাট্ট ও বিবিধ কথা (১৫) পৃথিবী (১৬) বাল্য বিনোদ (১৭) গল্প-স্বল্প (১৮) কীর্ত্তিকলাপ (১৯) বর্ণবোধ। ইনি অনেক দিন ভারতী পত্রিকার পরিচালিকা ছিলেন। ইঁহার সম্পাদনকালে ভারতী পত্রিকায় ইঁহার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। সমুদয় প্রবন্ধ অদ্যাপি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে ইঁহার স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এখন ইঁহার দুই কন্যা এক এক পুত্র বিদ্যমান। পুত্র মিঃ জ্যোৎস্নাময় ঘোষাল মান্দ্রাজের সিবিলিয়ান্।

স্বর্ণময়ী। (মহারাণী) মুর্শিদাবাদ সহরের অন্তর্গত কাশীমবাজার নামক স্থানে মহারাণী স্বর্ণময়ী বিদ্যমান ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে সামান্য অবস্থাপন্ন এক তৈলিকগৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা এই রূপবতী বালিকার সহিত কাশীমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ কান্ত বাবুর প্রপৌত্র কুমার কৃষ্ণনাথের বিবাহ হয়। স্বামীর যত্নে এই বুদ্ধিমতী বালিকা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে এবং কিঞ্চিৎ অঙ্ক কসিতে শিখিয়াছিলেন। কুমার কৃষ্ণনাথের ঔরসে ইঁহার দুইটী কন্যা জন্মে কিন্তু তাহারা বালিকা বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কুমার কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণর জেনেরাল্ অক্ল্যাণ্ড সাহেবের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। একটা খুনি মোকদ্দমায় পড়িয়া আদালতে উপস্থিত হইবার অপমানাশঙ্কায় রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার অন্তর্গত চিৎপুর রোডস্থ বাটী ভবনে আত্মহত্যা করেন। এই সময় স্বর্ণময়ী অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে যৌবনের প্রারম্ভে অনাথা হন। রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে এক-

খানি উইল্ করিয়া যান। তাহার সর্ত্ত অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানি স্বর্ণময়ীর স্ত্রী-ধন ব্যতীত অন্য যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘোর বিপদের সময় স্বর্ণময়ী রাজীবলোচনরায় নামক এক বুদ্ধিমান্ কার্য্যদক্ষ সৎপরামর্শদাতা কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। তাঁহারই পরামর্শে স্বর্ণময়ী সুপ্রীম-কোর্টে স্বামীর উইল অগ্রাহ্য করাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। প্রায় তিন বৎসর মোকদ্দমা চলার পর ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর স্বর্ণময়ী মোকদ্দমায় জয় লাভ করেন। উইল করিবার সময় রাজা কৃষ্ণনাথ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় উইল নামঞ্জুর হইল। তাঁহার বিধবা পত্নী, তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত পরিশোধ হইয়া গেল। স্বর্ণময়ী যথানিয়মে হিন্দুবিধবার কর্ত্তব্য পালন করিতেন। নিজের অশন বসনে অথবা ভোগ বিলাসে অধিক ব্যয় করিতেন না। এই বিস্তৃত জমিদারীর বিপুল আয় সমস্তই দান পুণ্য, পরোপকার ও লোকহিতকর কার্য্যেই ব্যয়িত হইত। ইহার দানশীলতা ও মানবহিতৈষণা দর্শনে গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে "মহারাণী" উপাধি ও ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে সি, আই, উপাধি প্রদান করেন। যদিও ইহার অসংখ্য দান ও লোকহিত-কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনা সম্ভবপর নহে তথাপি ইহার প্রধান প্রধান সৎকার্য্যগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী বহরমপুর জলের কলের নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি-শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোষ্টেল নির্ম্মাণে এক লক্ষ টাকা, কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-[illegible] নির্ম্মাণে দশ হাজার টাকা দান [illegible] একতিম বঙ্গের ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি, এ, ক্লাশ তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করেন। বঙ্গদেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দীনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণা জেলায় ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, গাজিপুর ও আজমগড় জেলায় সুবিস্তৃত জমিদারী ও তদ্ভূত বার্ষিক ছয় লক্ষ হইতে আট লক্ষ টাকা আয় রাখিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

হ

হণ্টর (স্যর্ উইলিয়ম্) ইনি ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশে সমাগত হন। ইনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে Annals of rurd Bengal প্রণয়ন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে Director General of Statistics পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৫—১৮৭৭ পর্য্যন্ত ২০ খণ্ড Statistical Accounts of Bengal প্রকাশিত করেন। পরে সর্ব্বসমেত ১২৮ খণ্ড বিভক্ত স্থানীয় বিবরণী (Local Gazetteers) প্রচারিত করেন। ইহা হইতেই Imperial Gazetteer of India উত্তরকালে সঙ্কলিত হয়। ছয় বৎসর কাল অর্থাৎ ১৮৮১—১৮৮৭ পর্য্যন্ত বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭—১৮৮৩ পর্য্যন্ত এডুকেশন কমিশন নামক শিক্ষা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। Ruber of India নামক ধারাবাহিক গ্রন্থাবলীতে ইনি ভারতবর্ষের কয়েকটী শাসনকর্ত্তার জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের টাইমস্ পত্রিকার ভারতীয় সংবাদদাতা ছিলেন। ইনি ভারতবর্ষের এক খানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া ছিলেন কিন্তু সময়ের অভাবে কেবল

ভারতে ইংরেজ-অধিকারের বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক দুই খণ্ডে বিভক্ত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্‌সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পর বৎসর ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত যথাক্রমে সি, আই, সি, এস্‌, আই, ও কে, সি, এস্‌ আই, উপাধি লাভ করেন। গ্ল্যাসগো ও কেম্ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল্‌, এল্‌, ডি, উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রাচ্য ভাষার শব্দগুলি ইংরাজী অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহাই এখন গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের অনুমোদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি এই ভারতপ্রিয় মহানুভবের দেহাত্যয় ঘটিয়াছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে রাঢ়ীয়-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন। শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর, ইনি এক প্রকার নিঃসহায় অবস্থায় সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়নের নিমিত্ত কলিকাতায় আগমন করেন। অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবার উপক্রম হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে আশ্রয় দান করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজ্‌ হইতে এম্‌, এ, পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে হেয়ার স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে যথাক্রমে হাইকোর্টের ট্র্যান্‌স্লেটারের কার্য্যে, বেঙ্গলি ট্রান্‌স্লেটারের সহকারীর পদে, পরে বেঙ্গলি লাইব্রেরিয়ানের পদে কার্য্য করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তাহা হইতে সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ইনি পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার নানা বিষয়ে গবেষণা দেখিয়া প্রথমে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ও সংপ্রতি সি, আই, ই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এখন ইনি বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আছেন। ইঁহার সম্পাদিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক ও নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, কাঞ্চনমালা, মেঘদূত, কালিদাসের ব্যাখ্যা।

হরিদাস। কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের অনতিদূরস্থ বুড়ন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা পিতার দত্ত স্বজাতীয় নাম বোধ হয় কিছু ছিল, কিন্তু এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। হরিদাস অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ, সতত হরিনাম করিতে ভাল বাসিতেন। তাহার পর, ক্রমে ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ফুলিয়া গ্রামের সন্নিহিত বন-মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক দিন অদ্বৈত মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার মুখে ভক্তি-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিয়া হরিদাস কৃতার্থ হন "মুসলমানবংশে জন্মিয়া কাফেরের ভজনীয় হরির নাম জপ করে" এই কথা শুনিয়া কাজি ক্রোধান্ধ হন এবং মুসলমান ধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। শেষে বিফল-প্রযত্ন হইয়া নবাবের নিকট অভিযোগ করেন। নবাব কাজির অনুরোধে হরিদাসকে ২২ বাজারে প্রহার করিবার হুকুম দেন। পদাতিকগণ ২২ বাজারে অনবরত বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাস মরিলেন না, গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে রহিলেন। ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে, ভাবিয়া নবাবের লোকে হরিদাসকে সমাধিস্থ না করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল। উহার পরক্ষণেই হরিদাস গঙ্গাজল হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে নবাবকে দেখা দিলেন। নবাব অনুতপ্ত হইয়া ইঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া ইঁহাকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহার পর, পুনরায় ফুলিয়ার নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐখানে এক স্থানীয় জমিদার চরিত্রভ্রষ্টা এক রূপসী যুবতীকে পাঠাইয়া হরিদাসকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না,

হরিদাস তন্ময়চিত্তে হরিনাম জপে নিযুক্ত রহিলেন। তাহার পর, তিনি নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমে ভক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হন। চৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। শেষে হরিদাস মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করেন। সেখানে অনেক দিন হরিনাম জপ ও সাধনার পর, ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ভক্তেরা মুসলমানের শব স্পর্শের আশঙ্কায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু উহা দেখিয়া বলিলেন "তোমরা কেবল নামে ভক্ত, এখনও তোমাদের ভেদবুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবন অনন্য মনে হরিনাম জপ করিয়াছে, তাহাকেও যবন বলিতে চাও, তোমরা থাক, আমি উহাকে সমাধিস্থ করিতেছি।" তাহার পর তিনি একাকীই হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া উহা সমাধিস্থ করিলেন। এখন পুরী শঙ্করাচার্য্য-মঠের সন্নিহিত সমুদ্রতীরে হরিদাসের সমাধি বিদ্যমান আছে।

হরিনাথ মজুমদার। সাধারণতঃ ইনি "কাঙ্গাল হরিনাথ" নামে প্রসিদ্ধ। ১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে তৈলিকবংশে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণের এক বৎসর পরেই ইঁহার প্রথমে মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর, ইনি পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। অর্থাভাবে বাল্যকালে ইঁহার যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই। হরিনাথ অল্প শিক্ষা পাইয়া এক নীলকুঠীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে চাকুরী ছাড়িয়া দেন। প্রথমে ইনি প্রভাকর পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার পর, স্বয়ং "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকা ক্রমে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইঁহার গ্রন্থের মধ্যে (১) বিজয়বসন্ত (২) দক্ষযজ্ঞ (৩) বিজয়া (৪) অক্রূর সংবাদ, পরমার্থগাথা (৫) মাতৃমহিমা ৬) ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ইঁহার স্বদেশে ইঁহার রচিত বাউল-সংগীত অতিপ্রসিদ্ধ। ঐ সকল গীত ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত নামে প্রসিদ্ধ। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১২৭২ সালের আষাঢ় মাসে হারাণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। জাতিতে কায়স্থ। ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, কিছুকাল "কর্ণধার" নামক একমাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেন। তাহার পর, বঙ্গবাসী অফিসে প্রবেশ করেন। ইনি মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে গবর্মেণ্ট ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি এখন স্বীয় বাসগ্রামেই অবস্থিতি করেন। হারাণচন্দ্র রক্ষিতের প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—(১) রাণী ভবানী। (২) বঙ্গের শেষবীর (৩) মন্ত্রের সাধন (৪) জ্যোতির্ম্ময়ী (৫) প্রতিভাসুন্দরী (৬) কামিনীকাঞ্চন প্রভৃতি।

হার্ডিঞ্জ (লর্ড) ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্ণর জেনেরাল্। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। মহাবীর ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের অধীনে সমগ্র পেনিন্সুলার সমরে ইনি যুদ্ধ করেন এবং ভিনীরা ও ভিটোরিয়ার যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হন। এই সময়ে ইনি উচ্চশ্রেণীর বীরত্বসম্পন্ন সাহসী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান্ এলবা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে ইনি ইংরেজদিগের সহযোগী প্রুশীয় সৈন্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং লিগনি নামক স্থানের যুদ্ধে বাম বাহুতে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন ও সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়। পার্লামেণ্ট ইঁহার সার্ উপাধি প্রদান করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি হইলে ইনি তাঁহার অধীনে সমর বিভাগের সেক্রেটারি ও পরে আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৪ খ্রীঃ

অব্দে এলিন্‌বরা পদত্যাগ করিলে ডিরেক্টর সভা সার্‌ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জকে ভারতবর্ষের গভর্ণর্‌ জেনারাল্‌ করিয়া প্রেরণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সিহানি নামক স্থানে যুদ্ধে বাম বাহুতে আঘাত লাগে, তজ্জন্য বাহুখানি কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এই কারণে লোকে ইঁহাকে "হাতকাটা গবর্ণর" বলিত। ইনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল্‌ হইয়া যে সকল কার্য্য করেন, তন্মধ্যে পাঞ্জাবে শিখদের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধিই প্রধান। এই সন্ধির পর পার্লামেন্ট সভাই হার্ডিঞ্জকে লর্ড উপাধি ও তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি পদত্যাগ করেন এবং ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ওয়েলিংটন কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৫খ্রীঃ অব্দে ইঁহাকে ফীল্‌ড মার্শালের পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার পৌত্র ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি উক্ত পদে বিদ্যমান।

হুইটনি (William Dwight Whiting) ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসাচুসেটস্‌ প্রদেশের নবথাম্‌টন্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর, হুইট্‌নি সাহেব ইয়েল নগরে সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ইনি জর্ম্মন্‌দেশ হইতে সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইয়েল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার অধ্যাপনা করেন। American Oriental Society নামক সমিতির ইনি যথাক্রমে পুস্তকালয়াধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ ও সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি প্রাচ্যবিদ্যা বিষয় অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ভারতবাসী পণ্ডিতগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইনি সে প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন। Century Dictionary নামে যে একখানি ইংরেজী অভিধান অনেক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইনি তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ৭ই জুন ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

হুমায়ুন। ইনি ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সংস্থাপক সম্রাট্‌ বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাবর ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৫০০ খ্রীঃ অব্দে বাবর ও হুমায়ুন প্রাণ-হানিকর রোগে শয্যাশায়ী হন। হুমায়ুনের রোগ ক্রমশঃ প্রাণ-সঙ্কট অবস্থায় উপনীত হইলে চিকিৎসকেরা ইঁহার জীবনে হতাশ হইয়া পড়েন। তখন জনৈক অমাত্যের পরামর্শে বাবর পুত্রের রোগশয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রার্থনা করেন "হে করুণানিধান পরমেশ্বর! জীবের জীবন, মরণ, তোমার ইচ্ছাধীন; তুমি করুণা করিয়া আমার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন রক্ষা কর এবং তাহার পরিবর্ত্তে আমার জীবন গ্রহণ কর।" পুত্রবৎসল পিতার অকপট প্রার্থনা যেন পরমেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই দিন হইতে পুত্র আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন ও পিতার অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল এবং কয়েক দিন পরে বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পিতার পরলোক গমনের পর, হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর হুমায়ুনের জীবনে রাজ্যচ্যুতি প্রভৃতি অনেক ঘটনা ঘটে। অমরকোটে অবস্থানকালে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয়। দীর্ঘকাল পরে ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে হুমায়ুন প্রথমে পঞ্জাব ও তৎপরে বিনা বাধায় দিল্লী আগ্রা অধিকার করেন। তিনি এইরূপে নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহার ভাগ্যে এই সুখ ভোগ ঘটে নাই। ছয় মাস পরেই ১৫৫৬ খ্রীঃ অব্দে একদা প্রাসাদের মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানাবলী আরোহণকালে, পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হুয়েন্‌সাঙ্‌। ইনি চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। যখন তাং-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট্‌ চীনদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে (অর্থাৎ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে) হুয়েন্‌সাঙ্‌ চীনরাজ্য হইতে ভারতবর্ষ অভিমুখে

বস্থিতা করেন। ইনি তাতার রাজ্য ও আবগানিস্থান হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শনই ইহার দেশ পর্য্যটনের প্রধান উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টীয় ৬৪৫ অব্দে ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ঐ পুস্তকের নাম "সি-ইউ-কি"। উক্ত পুস্তকে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন, তখন উত্তরভারতে স্থাণ্বীশ্বর-নগরে হর্ষবর্দ্ধন (শ্রীহর্ষ) রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রবীণ বয়সে সম্পূর্ণরূপে ভগবান্ বুদ্ধের অনুশাসন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষ চারি বৎসর অন্তর একটী দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। তাহাতে হিন্দু-পণ্ডিত ও বৌদ্ধ-শ্রমণ, উভয়বিধ পণ্ডিতবর্গই আহূত হইতেন। প্রয়াগের সন্নিহিত স্থানে এই দান যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দান গ্রহণের অধিকারী ছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীহর্ষ রাজ-পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া বুদ্ধদেবের ন্যায় ভিক্ষুজনোচিত কাষায় বসন পরিধান করিতেন। যখন হুয়েন্থসাঙ ভারতবর্ষে পর্য্যটন করেন, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ইনি গয়ার নিকটবর্ত্তী নরেন্দ্রবিহারে (নালন্দায়) পাঁচ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ এবং উজ্জয়িনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থলে তিনি বৌদ্ধ-বিহার অপেক্ষা হিন্দুমন্দিরের সংখ্যাই অধিক দেখিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র সূরি। ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে গুর্জ্জর প্রদেশে (গুজরাটে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতার নাম পাহিনী ও পিতার নাম চাচিঙ্গদেব। হেমচন্দ্র বাল্যে চংদেব নামে [illegible] হইতেন। তখন গুর্জ্জর জনপদে [illegible] অতিশয় প্রভাব। ইহার জননী [illegible] থাকিলেও ইহার পিতা বৈদিক ধর্ম্মে অনুরাগী ও যথাবিধি বৈদিক আচার পালন করিতেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে চংদেব দেবচন্দ্র আচার্য্য নামক এক জৈন-পুরোহিতের নিকট জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পিতা পুত্রকে জৈনধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। অবশেষে পুত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বিফল মনোরথ হন। তাহার পর, চঙ্গদেব উদয়নমন্ত্রীর নিকট থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং অসামান্য প্রতিভাবলে এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময় হইতে ইহার নাম হয় হেমচন্দ্র সূরি। কিছু দিন পরে রাজা কুমার-পাল মালবে আগমনপূর্ব্বক ইহার পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রাজকীয় সভা-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রাজসভায় ইহার অসাধারণ সম্মান দর্শনে অন্যান্য সভাসদেরা ইহাকে রাজার বিদ্বেষভাজন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু হেমচন্দ্র কৌশলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি আহারাদি সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ১১৭৪ খ্রীঃ অব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে দেহ বিসর্জ্জন করেন। হেমচন্দ্র সূরি বিরচিত গ্রন্থযথা;—১। প্রাকৃত ব্যাকরণ। ২। প্রাকৃত অভিধান। ৩। সিদ্ধশব্দানুশাসন। ৪। অনেকার্থ শব্দসংগ্রহ। ৫। অভিধান চিন্তামণি। ৬। ত্রিষষ্ঠি শলাকা পুরুষ চরিত। ৭। রামায়ণ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে হেমচন্দ্র গুলিটা গ্রামের পাঠশালায় কিছু কাল অধ্যয়ন করিয়া মাতামহের সহিত খিদিরপুরে আগমন করেন এবং সেই সময়ে তিনি হিন্দুকলেজ্ হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার পর ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিনিয়র্ ও এফ্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রবেশ করেন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতায় এক বৎসরের অধিক তাঁহার আর অধ্যয়ন করা ঘটিয়া উঠে না। এই সময়

হেমচন্দ্র মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে মিলিটারি অডিটার-জেনেরাল্‌-অফিসে কেরাণীর কার্য্য করেন। তিনি কেরাণীগিরি করিতে করিতে বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং ১৮৫৯ খ্রী: অব্দে বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কেরাণী হেমচন্দ্র কলিকাতা ট্রেনিং-স্কুলের অন্যতম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর, তিন বৎসর পরে, ১৮৬২ খ্রী: অব্দে বি, এল্‌, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া ও শ্রীরামপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে তাঁহার দূরদেশে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা হইলে তাঁহার মাতামহী ইহাতে বিশেষ আপত্তি করেন। তখন স্বাধীনচেতাঃ হেমচন্দ্র মুন্সেফি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতী কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার যোগ্যতার সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক বৎসরের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেমচন্দ্র গবর্মেণ্টের সিনিয়র উকিল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর গ্রহণে তাঁহারই স্থানে গবর্মেণ্টের সিনিয়র উকীলের পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন হইতেই ইঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। তাহার পর, জীবনের অবসান পর্য্যন্ত তিনি কবিতা-দেবীর আরাধনায়ই সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। যখন তিনি ধনোপার্জ্জন করিতেন তখন মুক্ত-হস্ত ছিলেন, সুতরাং কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। জীবনত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হয়। গবর্মেণ্টের প্রদত্ত সাহিত্যিকবৃত্তি মাসিক ২৫৲ টাকা ও বরাহনগরের জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি কতিপয় জমিদারের অর্থ সাহায্যেই ইঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি [illegible]। ১। চিন্তাতরঙ্গিণী। ২। কবিতাবলী। ৩। আশা-কানন। ৪। ছায়াময়ী। ৫। [illegible]। ৬। বৃত্র-সংহার। ৭। চিত্তবিকাশ। [illegible]

ডেভিড্‌ হেয়ার। ইনি ১৭৭৫ খ্রী: অব্দে স্কট্‌লণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ঘড়ী নির্ম্মাণের ব্যবসায় উপলক্ষে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার সাহেব কলিকাতায় সমাগত হন। অল্পকালের মধ্যেই ইনি কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া ১৮১৬ খ্রী: অব্দে উক্ত ঘড়ী নির্ম্মাণের কার্য্যালয় গ্রে নামক তাঁহার আত্মীয়কে সমর্পণপূর্ব্বক এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার সাহেব রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খ্রী: অব্দে ২০শে জানুয়ারি হেয়ার সাহেব হিন্দুকলেজ্‌ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচারার্থ হেয়ার সাহেব স্কুলবুক্‌-সোসাইটি স্থাপন করেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ইনি আর একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার উদ্দেশ্য কলিকাতা নগরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই কেবল হেয়ার সাহেব সন্তুষ্ট হন নাই, ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক-উন্নতির উপর ইনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইয়া ইঁহাদের সংবাদ লইতেন। কথিত আছে, ইনি বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্য শেষ হইবার সময় দ্বারদেশে তোয়ালে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং স্বহস্তে ছাত্রদিগের মুখ মুছিয়া দিতেন। ইনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে কোন ছাত্র ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ইঁহার বাড়ীর সংলগ্ন একটী মিষ্টান্নের দোকানে তাহাদিগকে [illegible] না করাইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। বিদ্যার্থিগণ ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এবং ইনিও পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন। ইনি সংবাদ-পত্র বিষয়ক কঠোর আইন রদ করিবার [illegible] সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। [illegible] [illegible] উপলক্ষে [illegible] [illegible] [illegible], ও সুপ্রীমকোর্টে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি কলিকাতা কোর্ট-অফ্ রিকোয়েষ্ট নামক আদালতে জজ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুন হেয়ার সাহেব বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

হেষ্টিংস,-ওয়ারেন্। ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরাল্। ইংলণ্ডের অন্তর্গত অক্সফোর্ড প্রদেশস্থ চর্চ্চিল নামক স্থানে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর ইহার জন্ম হয়। ইনি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আগমন করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার গবর্ণর্ নিযুক্ত হন। ইহার সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজা হন। ইনি ভারতবর্ষের রাজস্ব, বিচার, শাসন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করেন। ইহার সময়েই ভারতবর্ষ কোম্পানির মুলুক নামে অভিহিত হয়। এই সময়ে হেষ্টিংস কোম্পানির যাবতীয় কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ইনি কার্য্যক্ষেত্রে যেমন ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তেমনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের কতকগুলি অন্যায় কার্য্যের জন্য ডিরেক্টার-সভা হেষ্টিংসকে তিরস্কার করিয়া পত্র লেখেন, তাহার পর, ইনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইহাকে আরও দুই বৎসর এ দেশে থাকিতে হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হেষ্টিংস ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। হেষ্টিংসের চিরবিরোধী ফ্রান্সিসের চেষ্টায় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড, বর্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ ইহার বিরুদ্ধবাদী হন। তাঁহাদের যত্নে পার্লামেণ্টের নিকট কমন্স সভা, লর্ডস্ সভার নিকট হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বর্ক সাহেব একাদিক্রমে তিন মাস বক্তৃতা করিয়া ইহার দোষোদ্ঘাটন করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হয়, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল বিচার শেষ হয়। বিচারে ইনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন বটে কিন্তু ইহাতে ইনি সর্ব্বস্বান্ত হন। ভারতবর্ষ হইতে শেষবার ইনি যে এক কোটির অধিক টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই প্রায় এই মোকদ্দমায় ব্যয়িত হয়। অবশেষে কোম্পানির দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট হেষ্টিংস কালগ্রাসে পতিত হন।

হ্যানিম্যান্। ইনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল স্যাকসন্ দেশে মাইসেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এম, ডি, উপাধি লাভ করেন। Cullen's Materia Medica নামক গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময়ে পেরুভিয়ান্ বার্কের পরস্পর বিরোধি ভাবসম্পন্ন গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে দেখিয়া ইহার মনে ভৈষজ্য-শাস্ত্রের অসন্তোষজনক অবস্থা প্রতিভাত হয়। অনেক দিবস চিন্তা ও পরীক্ষাদি করিয়া ইনি সদৃশ চিকিৎসার সত্য বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন। কিছু দিন পরে পরীক্ষা দ্বারা ইনি দেখিলেন যে, অল্পমাত্রায় ঔষধ সেবিত হইলে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্বমত প্রচারিত করিলেন। সেই সময় ইনি চারিদিক্ হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। ইহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লাইপ্‌জিক নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত Grand Duke of Anhalt-Kothen নামক সামন্ত রাজার চিকিৎসকরূপে কার্য্য করিয়া হ্যানিমান্ পারিস্ নগরে গমন করেন। সেইখানে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

সমাপ্ত।

[নিম্নলিখিত জীবন চরিতটী 'য'কারাদি নামের মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে।]

যদুনাথ মজুমদার। ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহগড়া গ্রামে ১৭৮১ শকাব্দের ৭ই কার্ত্তিক নবশাক-সম্প্রদায়ের বারুজীবি-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তারাপ্রসন্ন মজুমদার। ইনি নবম বর্ষে গ্রাম্য পাঠশালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশোহর জেলা স্কুলে প্রবেশ করেন। যথাক্রমে এণ্ট্রান্স, এফ্ এ, ইংরাজী অনার সহিত বি, এ, ও ইংরাজী সাহিত্যে এম্, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন। মজুমদার মহাশয় এম্, এ, পরীক্ষায় যোগ্যতা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি আরা গবর্মেণ্ট স্কুলের আসিষ্টাণ্ট হেড্ মাষ্টার পরে হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত কার্য্য করেন। তাহার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলিজিয়েট্ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি "ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছুকাল পরে ইনি সংস্কৃত কলেজের সেকেণ্ড মাষ্টারের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহোর নগরস্থ ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর, নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার্ মহারাজ রণদীপ সিংহ জঙ্-বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, মহাশয় ইহাকে নেপালি দরবার হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রণদীপ সিংহ বাহাদুর যখন ষড়্যন্ত্রে পড়িয়া নিহত হন, তখন ইনি নেপালের রাজধানী কাষ্ঠমণ্ডপ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময়ে নেপালে নানাবিধ রাজনৈতিক বিভ্রাট পরিদর্শনে মজুমদার মহাশয় ঐ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার লাহোরের ট্রিবিউন পত্রের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে [illegible] ভূতপূর্ব্ব [illegible] এম্, এ, [illegible] বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করেন। তাহার পর, কাশ্মীরের মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইবার সূচনাকালে মজুমদার মহাশয় উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পিতার আদেশে এম্, এ পরীক্ষা প্রদানের আট বৎসর পরে বি, এল, পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং উহাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে ওকালতী আরম্ভ করেন। উক্ত স্থানে চারি বৎসর ওকালতীর পর, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। অল্প দিন হাইকোর্টে কার্য্য করার পর, ইহার পিতার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ যশোরে আসিতে বাধ্য হন। ঐ সময় হইতে বরাবর যশোরেই ওকালতী করিতেছেন। ইনি যশোরের প্রধান উকীল। যদু বাবু দরিদ্র জনসাধারণের আশ্রয়-স্বরূপ। ইনি নীলকর-গণের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মোকদ্দামা করিতে আসিয়া অনেক গরিব লোক ইহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। ইহার সাহিত্যচর্চ্চা ও যথেষ্ট। ইহার "আমিত্বের প্রসার" "পরিব্রাজক সূক্তমালা" "শ্রেয় ও প্রেয়" "গীতাত্রয় প্রভৃতি পুস্তক এবং ইহার সম্পাদিত ব্রহ্মচারী ও হিন্দু-পত্রিকার সংবাদ বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। ইনি যশোহর সহরে সম্মিলনী ইনষ্টিটিউসন নামক উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উহাতে অনেক দরিদ্র বালক বিনা বেতনে ও অর্দ্ধ বেতনে [illegible] করিয়া থাকে। যদুবাবু যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। ইনি এত কার্য্য করিয়া ও নিজের [illegible] ও মিউনিসিপ্যালিটির [illegible]

* অনবধানতা প্রযুক্ত [illegible]
বাহাদুর," ডাক্তার নীল[illegible]
[illegible] মজুমদারের [illegible]


174944